সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম· এ·

কর্তৃক সঙ্কলিত

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এম· এ·, পি· আর· এস·, পি-এইচ· ডি·

কর্তৃক [দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত] সংশোধিত

এবং

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গালা ও
সংস্কৃতের প্রাক্তন অধ্যাপক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম· এ·

কর্তৃক তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ সংশোধিত

সাহিত্য সংসদ্

৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা - ৯

প্রকাশকের নিবেদন

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর সঙ্কলক শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধক পণ্ডিতপ্রবর ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ইতোপূর্বেই পরলোকগত হন। তৃতীয় সংস্করণ সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি চতুর্থ সংস্করণও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সংশোধন ও পরিবর্ধনের কার্যে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের অশেষ পরিশ্রমে আশা করি চতুর্থ সংস্করণ আরও উন্নত ও ব্যবহারকারীদের নিকট আরও উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অভিধানের পরিশিষ্ট বিভাগের পরিভাষা অংশ আদ্যোপান্ত সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়া দিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া। ইঁহাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের অন্যান্য অভিধানের আকারের সহিত সামঞ্জস্য আনিবার জন্য সংসদ বাঙ্গালা অভিধানেব চতুর্থ সংস্করণের আকার পূর্বেকার ক্রাউন অক্টেভো আকার হইতে ডিমাই অক্টেভো আকার করা হইল। ভরসা করি, ইহাতে অভিধানটি আরও সহজ-ব্যবহারযোগ্য হইবে।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে সংশোধনের কাজ কোনও দিন চূড়ান্ত করা যায় না। অভিধানটি ব্যবহারকালে কোনও ত্রুটি বা ভ্রম কাহারও লক্ষ্যে আসিলে বা কোনও নূতন প্রস্তাব থাকিলে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর করিবেন। পরবর্তী সংস্করণে তাহা যথাযথ বিবেচনা করা যাইবে।

অভিধানটি ব্যবহারকারীদের সন্তোষ বিধান করিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ভূমিকা

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান-এর তৃতীয় সংস্করণ বাহিব হইল। এত অল্পকালমধ্যে অভিধানখানি যে বাঙ্গালার সুধীসমাজে সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তজ্জন্য প্রথমেই উক্ত সমাজের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। বহু সুধী নানা উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া বর্তমান সংস্করণের সংশোধন ও পরিবর্ধনে সহাযতা করিয়াছেন। তাঁহাদের নামের একটি তালিকা '**উপদেষ্টবৃন্দ**'-রূপে এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইল। আশা কবি, ভবিষ্যতেও তাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য পাইব।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম· এ· মহাশয় বর্তমান সংস্করণটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবিয়াছেন।

বর্তমান সংস্করণের সংশোধনকার্যে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি অনুজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট হইতে। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই সংস্করণে তিন সহস্রাধিক নূতন শব্দ এবং পঞ্চশতাধিক বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টি সংযোজিত হইয়াছে।

শব্দনির্বাচন—ইহাতে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সমস্ত তৎসম তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত এবং পূর্বেও নিতান্ত বিরল-ব্যবহার শব্দাবলী সাধারণতঃ বর্জন করা হইয়াছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৈষ্ণব-পদাবলী মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী, বর্তমানে অপ্রচলিত হইলেও যথাসম্ভব প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক উপন্যাসাদিতে সচরাচর ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ এবং সুপ্রচলিত আরবি-ফারসি-মূলক শব্দসমূহও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নবসঙ্কলিত যে-সমস্ত পারিভাষিক শব্দ সংবাদপত্র ও পাঠ্যপুস্তকাদিতে আজকাল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, তাহাও ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু, সাহিত্যে সুপ্রচলিত চলিত ভাষার বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টিগুলিও (Idiomatic expressions) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শব্দবিন্যাসপ্রণালী—সাধারণতঃ শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমে সাজান হইয়াছে। তবে স্থান সংক্ষেপ করিবার জন্য সমাসবদ্ধ এবং কোন শব্দের বা উহার ধাতুর সহিত প্রত্যয়াদির যোগে উৎপন্ন শব্দাবলী প্রায়ই মূল শব্দের সহিত এক অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেমন—'চারুকলা' '**শিল্পকলা**' প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে '**কলা**'-র অনুচ্ছেদে; আবার '**অক্ষক**', '**অক্ষকর্ণ**', '**অক্ষশক্তি**'—এই-সমস্ত শব্দ '**অক্ষ**'-র অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে আদিতে একই উপসর্গের যোগে উৎপন্ন শব্দসমূহ ঐ উপসর্গের সহিত একই অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেমন—'**পরিগ্রহ**' '**পরিণতি**' '**পরিপূর্ণ**' '**পরিষেবা**'—এই-সমস্ত '**পরি**'-র অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। শব্দসমষ্টিগুলিকে সাধারণতঃ উহার অন্তর্গত প্রধান শব্দের অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেমন—'মান্ধাতার আমল' দেওয়া হইয়াছে '**আমল**'-এর অনুচ্ছেদে, 'গুণে ঘাট নাই' দেওয়া হইয়াছে '**গুণ**'-এর অনুচ্ছেদে। যেখানে এইরূপে একই অনুচ্ছেদে বহু শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেখানে মূল শব্দটি প্রথমে সম্পূর্ণ মুদ্রিত করা হইয়াছে এবং পরে উক্ত শব্দটির পুনরাবৃত্তি না করিয়া তৎস্থলে একটি ~ ব্যবহার করা হইয়াছে; তবে ঐ মূল শব্দটি পরবর্তী শব্দের ঠিক আদিতে সংযুক্ত না থাকিলে বা উহার রূপের কোন পরিবর্তন হইলে, উহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। একাধিক শব্দে গঠিত সুভাষিতাবলী প্রবচন প্রভৃতি প্রথম শব্দটির অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন, '**পটল তোলা**' দেওয়া হইয়াছে '**পটল**'-এর অনুচ্ছেদে. 'কত ধানে কত চাল হয়' দেওয়া হইয়াছে '**কত**'-র অনুচ্ছেদে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় এই অভিধানখানিতে একই পরিসরের মধ্যে এই শ্রেণীর অন্যান্য অভিধান অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় সন্নিবেশিত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে বর্ণানুক্রমিক ধারার কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে। এজন্য কোন শব্দ তাহার বর্ণানুক্রমিক স্থানে পাওয়া না গেলে উহার অন্তর্গত মূল শব্দের বা উহার আদিস্থ উপসর্গের অনুচ্ছেদে অনুসন্ধান করিতে হইবে। শব্দসমষ্টিগুলিকেও যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমিক ধারায় সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকিলেও, কোনও শব্দসমষ্টির প্রধান শব্দটি আদিতে না থাকিলে, উহা অন্যত্র ঐ প্রধান শব্দের অনুচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

একার্থবাচক কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নাকার শব্দ যেখানে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ উহাদের প্রচলন-অনুযায়ী আগে বা পরে বসান হইয়াছে ; যেমন—'উপবেশ' ও 'উপবেশন' একার্থবাচক হওয়ায় একসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু 'উপবেশন' অধিকতর প্রচলিত বলিয়া উহাই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিরল-ব্যবহার রূপগুলিকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা হইয়াছে।

বর্ণানুক্রম—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড (ড়) ঢ (ঢ়) ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য (য়) র ল শ ষ স হ—এই বর্ণানুক্রমে শব্দসমূহ সাজান হইয়াছে। বাঙ্গালা উচ্চারণে কোন পার্থক্য না থাকায় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। যে-সমস্ত তৎসম শব্দের আদ্য ব বর্গীয়, তাহাদের পূর্বে ★-চিহ্ন, এবং যে-সমস্তের আদ্য ব বিকল্পে বর্গীয় বা অন্তঃস্থ, তাহাদের পূর্বে ✱-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী সন্ধি করার প্রয়োজন হইলে যাহাতে কোন অসুবিধা বোধ না হয়, সেজন্য এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। মধ্যস্থ ব বা ব-ফলা সাধারণতঃ ভ-এর আগে বর্গীয় ব-এর স্থানে দেওয়া হইয়াছে।

শব্দের অর্থ—সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার-অনুসারেই শব্দসমূহের অর্থ দেওয়া হইয়াছে ; যে অর্থের প্রয়োগ বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, বিশেষ কারণ ব্যতীত উহা দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন অর্থ সাধারণতঃ প্রচলন-অনুসারে সাজান হইয়াছে ; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন-বোধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। অর্থগুলির মধ্যে এক পদের তুল্যার্থবাচকগুলি কমার দ্বারা পৃথক্ করা হইয়াছে এবং ভিন্নার্থবাচক অর্থ দিবার পূর্বে সেমিকোলন ব্যবহার করা হইয়াছে। যে-সকল শব্দ একাধিক পদে ব্যবহৃত হয়, সেই-সকল শব্দের বিভিন্ন পদের অর্থ (১) (২) (৩) করিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রদত্ত হইয়াছে।

শব্দের অর্থ বিশদ করিবার জন্য বহুস্থলেই প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই উদাহরণসমূহ বিখ্যাত লেখকদের রচনা হইতে আহৃত হইয়াছে।

যেখানে কোন পুংলিঙ্গবাচক শব্দের পর তাহার স্ত্রীলিঙ্গের রূপ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ আর স্ত্রীবাচক অর্থ দেওয়া হয় নাই ; তবে স্ত্রীলিঙ্গে কোন বিশেষ অর্থ থাকিলে, তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষণবাচক শব্দের পর উহার বিশেষ্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহার কোনও অর্থ দেওয়া হয় নাই ; তবে বিশেষ্যে কোন বিশেষ অর্থ থাকিলে, উহা উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষ্যের পরবর্তী উহা হইতে উৎপন্ন বিশেষণ শব্দেও সাধারণতঃ এই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

যে-সমস্ত তৎসম শব্দ বাঙ্গালায় কোন নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে, তাহাদের ঐ নূতন অ-সংস্কৃত অর্থের পূর্বে (বাং·)-সঙ্কেত যোগ করা হইয়াছে। আবার যে-সমস্ত তৎসম শব্দের বিশেষ প্রচলিত অর্থগুলির মধ্যে কোন অর্থ বাঙ্গালায় চলিত নাই, তাহাদের ঐ অর্থের পূর্বে (সং·)-সঙ্কেত যোগ করা হইয়াছে।

অনেক স্থলে শব্দের কোন অর্থ সহজবোধ্য করিবার জন্য উহার ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দগুলি সম্বন্ধে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অবলম্বিত হইয়াছে।

পর্যায়শব্দ (synonyms)—ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ প্রচলিত শব্দসমূহের একার্থবাচক অন্যান্য শব্দ জানা প্রয়োজন। বাঙ্গালা রচনায়, বিশেষতঃ কবিতা রচনায়, ইহার প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যিকগণ প্রায়শঃ অনুভব করিয়া থাকেন। সেজন্য এই অভিধানে কয়েকটি প্রচলিত শব্দের অর্থের মধ্যে তাহাদের পর্যায়শব্দসমূহও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সমাস—কোন্ শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছে জানিলে, উহার অর্থসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। সেজন্য এই অভিধানে প্রায় সমস্ত প্রধান শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সমাস দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু স্থানসংক্ষেপের জন্য সর্বত্র পুরাপুরি ও বিশদভাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই—বাচ্যের উল্লেখ বহুস্থলেই বর্জিত হইয়াছে, সমাসের উল্লেখও স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উহার অনুবন্ধবিহীন আসল রূপটুকু মাত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে কয়েকটি বিভিন্ন প্রত্যয় সমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে ; যেমন—ঘঞ্ অল্ অচ্ অণ্ খচ্ খশ্ প্রভৃতি সবই অ-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইন্ ণিন্ ঘিণুন্ প্রভৃতি সবই ইন্-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন সংস্কৃত শব্দ ঠিক কোন্ প্রত্যয়ের যোগে গঠিত হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত অভিধান দেখিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিকে (বিশেষতঃ সুনীতিবাবুর 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'কে) অনুসরণ করা হইয়াছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে এই-সমস্ত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না এমন কয়েকটি প্রত্যয়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উহার মূলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্থানাভাবে যে সমস্ত তৎসম শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেগুলি যে তৎসম উহা প্রদর্শনের জন্য ঐ-সমস্ত শব্দের পর [সং]-সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রয়োজন বোধ না হওয়ায় বহুক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ শব্দে এবং মূল শব্দের অনুচ্ছেদের অন্তর্গত অন্য শব্দসমূহের বেলায় সাধারণতঃ ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করা হয় নাই।

যে-সমস্ত তৎসম শব্দ প্রথমার একবচনে বিভক্তিযুক্ত হইয়া ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, মোটা অক্ষরে মুদ্রিত সেই-সকল শব্দের বাঙ্গালা রূপের পরে তাহাদের মূল রূপ সাধারণ অক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যেমন—**আত্মা** (-ত্মন্), **গুণী** (-ণিন্)। ইহাতে ঐ-সমস্ত শব্দের সহিত সমাস করিয়া উৎপন্ন শব্দসমূহের আকৃতি বুঝিতে এবং নূতন শব্দ গঠন করিতে সুবিধা হইবে।

শব্দের পদনাম—যথার্থ অর্থবোধ ও সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য শব্দের পদসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। সেজন্য সকল শব্দের এবং অধিকাংশ শব্দসমষ্টিরই পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলি অনুসরণ করিয়াই এই-সমস্ত পদনাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রিয়াপদের রূপ—প্রচলিত প্রথানুসারে মূল বাঙ্গালা ধাতুর সহিত 'আ' বা 'আন' প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ দেখান হইয়াছে। ঐ দুই প্রত্যয়ান্ত শব্দ আসলে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়াবাচক বিশেষণেরও বটে। ধাতুর সহিত বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তির যোগে ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। উহা এই ক্ষুদ্র অভিধানে দেখান সম্ভব নহে ; ঐগুলি ব্যাকরণ-অনুযায়ী গঠন করিয়া লইতে হইবে।

শব্দের বানান—এই অভিধানে সাধারণতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। তবে সকলের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যবিধ বানানসমূহও প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে ক-বর্গের পূর্বে পদান্ত ম্-স্থানে ং এবং ঙ্ উভয়েরই বিধান আছে। আজকাল অনেকেই এরূপ স্থলে ং ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই অভিধানে উভয় বানানই প্রদত্ত হইয়াছে, তবে প্রচলন অনুযায়ী ং ও ঙ-র প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

কোন তৎসম শব্দে ঈ-কার থাকিলে, তাহা হইতে উৎপন্ন বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দে বিকল্পে ই-কার বা

ঈ-কার ব্যবহারের বিধান আছে। আজকাল অনেকেই এইরূপ বিকল্পের স্থলে কেবল ই-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই অভিধানে উভয় বানানই প্রদত্ত হইয়াছে।

এই অভিধানের যেখানে একই শব্দের একাধিক বানান দেওয়া হইয়াছে, সেখানে প্রথম বানানটিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী সুষ্ঠু বানান বুঝিতে হইবে। যে যে স্থলে বিকল্প বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থল ব্যতীত অন্যত্র পরবর্তী বানানগুলিকে ঐ নিয়ম-বিরোধী প্রচলিত বানান বলিয়া বুঝিতে হইবে।

হস্-চিহ্নের ব্যবহার—হস্-চিহ্নের ব্যবহার-বিষয়ে সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে ; কিন্তু অনুকারব্যঞ্জক শব্দে যেসব স্থলে উহার ব্যবহাব অধিকতর প্রচলিত, এই অভিধানেও সেই-সব স্থলে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎসম শব্দের বেলায় এ বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসৃত হইয়াছে।

শব্দের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি—বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন বহু শব্দ প্রচলিত আছে, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অশুদ্ধ ; কিন্তু ঐগুলি আর পরিহার করা সম্ভব নহে। সেজন্য আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে উহার অনেকগুলিকে নূতন নিয়ম বচনা করিয়া সমর্থন করা হইয়াছে। এই অভিধানেও ঐরূপ শব্দগুলিকে অশুদ্ধ না বলিয়া যেখানেই সম্ভব সমর্থন করা হইয়াছে ; যেমন—'সক্ষম' 'সিঞ্চন' 'সৃজন' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহাদের আর কোনক্রমেই পরিহার করা যায় না এবং সেজন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণেব দ্বারা ইহাদের সমর্থন করা হইয়াছে। যেসব স্থলে সমর্থন করা সম্ভব হয় নাই, সেসব স্থলেও ঐরূপ সুপ্রচলিত শব্দ পরিবর্জন করা হয় নাই।

পরিশিষ্ট—সাধারণেব সুবিধার জন্য ইহার সহিত দুইটি পরিশিষ্ট যুক্ত হইল। পরিশিষ্ট 'ক'-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বানানের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী দেওয়া হইল। পরিশিষ্ট 'খ'-এ দেওয়া হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সবকার কর্তৃক প্রবর্তিত পারিভাষিক শব্দাবলীর বিস্তৃত তালিকা।

বুদ্ধপূর্ণিমা,
১৩৭৮
বেলঘরিয়া

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

উপদেষ্টৃবৃন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অতুলচন্দ্র গুপ্ত
অনাথনাথ বসু
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রীঅমলেন্দু সেন
শ্রীঅরবিন্দ বড়ুয়া
অরুণচন্দ্র গুহ
শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য
শ্রীঅসীম বর্ধন
আবদুল ওদুদ
শ্রীআবুল হাসানৎ
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
এ· কে· গুপ্ত
শ্রীকানাই সামন্ত
কালিদাস নাগ
কালিদাস রায়
শ্রীকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
কেশবচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীগোপাল হালদার
শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
শ্রীদেবাশীষ মণ্ডল
শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
নির্মল সিদ্ধান্ত
শ্রীনীতীন্দ্র রায়
নীহাররঞ্জন রায়
পরিমল গোস্বামী
শ্রীপরিমল রায়
শ্রীপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপিয়ের ফাল্লোঁ
প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রিয়রঞ্জন সেন
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
বিনয় ঘোষ
শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
শ্রীমনোজ বসু
শ্রীমন্মথ রায়
শ্রীমীরা রায়
শ্রীমুহম্মদ আবদুল হাই
যদুনাথ সরকার
যোগেশচন্দ্র বাগল
শ্রীরজনীকান্ত সেন
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরমা চৌধুরী
শ্রীরমেশ আচার্য
রাজশেখর বসু
শ্রীশচীন্দ্র দাস
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
সত্যপ্রিয় রায়
সুখলতা রাও
শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া
শ্রীসুনন্দা বসু
সুনির্মল বসু
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীসুশীলকুমার রায়
সৈয়দ মুজতবা আলী
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এই অভিধান সঙ্কলনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে

রামকমল বিদ্যালঙ্কার—প্রকৃতিবাদ অভিধান
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—শব্দসার
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ
শব্দ-সংজ্ঞা-বিজ্ঞোলী (সঙ্কলকের নাম অজ্ঞাত)
যোগেশচন্দ্র রায়—বাঙ্গালা শব্দকোষ
রাজশেখর বসু—চলন্তিকা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ব্যাকরণ-কৌমুদী
সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি—অলঙ্কার-দর্পণ
লালমোহন বিদ্যানিধি—কাব্য-নির্ণয়
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ
হরনাথ ঘোষ ও ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ
ডঃ শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত—বাণীদীপ
শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলঙ্কারচন্দ্রিকা
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—Origin and Development of Bengali Language
Chambers's Twentieth Century Dictionary (New Mid-Century Version)
The Concise Oxford Dictionary

সঙ্কেতের অর্থ

অ·—অসমীয়া
অ· গু·—অনন্ত গুপ্ত
অ· চ·—অমিয় চক্রবর্তী
অ· দ·—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
অনু-ক্রি·—অনুজ্ঞার্থক ক্রিয়া
অ· প্র·—অতুলপ্রসাদ সেন
অ· ব·—অমৃতলাল বসু
অব্য·—অব্যয়
অব্য· (সমু·)—সমুচ্চয়ী অব্যয়
অব্য· (অনু·)—অনুসর্গ অব্যয়
অব্যয়ী·—অব্যয়ীভাব সমাস
অপ্র·—অপ্রচলিত
অমা·—অমার্জিত
অল·—অলঙ্কারশাস্ত্রে
অশি·—অশিষ্ট ব্যবহার
অশু·—অশুদ্ধ প্রয়োগ
অস-ক্রি·—অসমাপিকা ক্রিয়া
অসম·—অসমীয়
অস্ট্রে·—অস্ট্রেলীয়
আ·—আরবি
আয়ু·—আয়ুর্বেদে
আল·—আলঙ্কারিক অর্থে
ইং·—ইংরেজি
ইতি·—ইতিহাসে
ঈ· গু·—ঈশ্বর গুপ্ত
উ·—উর্দু
উ· তৎ·—উপপদতৎপুরুষ
উদ্ভি·—উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে
উপ·—উপসর্গ
ও·—ওড়িয়া
ওল·—ওলন্দাজ
ক· ক·—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
কবি·—কবিবল্লভ
কাজি·—কাজি নজরুল ইসলাম
কা· প্র· ঘো·—কালীপ্রসন্ন ঘোষ
কামিনী·—কামিনী রায়
কা· রা·—কালিদাস রায়
কাশী·—কাশীরাম দাস
কা· প্র·—কালীপ্রসন্ন সিংহ
কুমুদ·—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
কৃত্তি·—কৃত্তিবাস ওঝা
কৃ· ম·—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কেদার·—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কৌতু·—কৌতুকে
ক্রি-বিণ·—ক্রিয়া-বিশেষণ
খ· ব·—খনার বচন
গ·—গণিতশাস্ত্রে
গি· ঘো·—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গুজ·—গুজরাতী
গুরু·—গুরুমুখী
গো· গী·—গোবিন্দচন্দ্রের গীত
গো· দা·—গোবিন্দদাস (বৈষ্ণব কবি)
গ্রা·—গ্রাম্য
গ্রী·—গ্রীক
ঘ·—ঘনরাম
চণ্ডী·—চণ্ডীদাস
চ· ব·—চন্দ্রনাথ বসু
চী·—চীনা
চৈ· চ·—চৈতন্যচরিতামৃত
চৈ· ভা·—চৈতন্য-ভাগবত
ছ·—ছন্দশাস্ত্রে
জা·—জাপানি
জ্ঞান·—জ্ঞানদাস
জ্ঞা· মো·—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
জীব·—জীববিদ্যায়
জ্যামি·—জ্যামিতিতে
জ্যোতি·—জ্যোতির্বিজ্ঞানে
জ্যোতিষ·—জ্যোতিষশাস্ত্রে
ডা· ব·—ডাকের বচন
ণিজ·—ণিজন্ত
ণে·—করণবাচ্যে
তৎ·—তৎপুরুষ সমাস

তর্কা·—মদনমোহন তর্কালঙ্কার
তা·—তামিল
তুর্·—তুর্কি
তু·—তুলনীয়
র্তৃ·—কর্তৃবাচ্যে
তেল·—তেলুগু
দর্শ·—দর্শনশাস্ত্রে
দীন·—দীনবন্ধু মিত্র
দে· সে·—দেবেন্দ্রনাথ সেন
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য
দ্রা·—দ্রাবিড়
দ্ব·—দ্বন্দ্ব সমাস
দ্বি·—দ্বিগু সমাস
দ্বি· রা·—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ধ· ম·—ধর্মমঙ্গল
ধি·—অধিকরণবাচ্যে
নঞ্‌তৎ·—নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস
নবীন·—নবীনচন্দ্র সেন
ন· ভ·—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
নি·—নিপাতনে
নিত্য·—নিত্যসমাস
প· গ·—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
পদার্থ·—পদার্থবিদ্যা
পদ্মা·—পদ্মাপুরাণ
পরি·—পরিভাষায়
পা·—পালি
পাটী·—পাটীগণিত
পুং·—পুংলিঙ্গ
পে·—অপাদানবাচ্যে
পো·—পোর্তুগীজ
প্রা·—প্রাকৃত
প্রাণি·—প্রাণিবিজ্ঞানে
প্রাদে·—প্রাদেশিক
প্রাদি·—প্রাদি সমাস
প্রা· বাং·—প্রাচীন বাঙ্গালা
প্রেমেন্দ্র·—প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফা·—ফারসি
ফ্রে·—ফরাসী ফ্রেন্‌শ্
ব· চ·—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বড়াল·—অক্ষয়কুমার বড়াল
বর্ত·—বর্তমানে
বল·—বলরাম দাস
বাং·—বাঙ্গালা
বা· ঘো·—বাসুদেব ঘোষ
বাণি·—বাণিজ্যিক
বি·—বিশেষ্য
বি· গু·—বিজয় গুপ্ত
বিণ·—বিশেষণ
বিণ-বিণ·—বিশেষণীয় বিশেষণ
বিদ্যা·—বিদ্যাপতি
বি· প·—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায়
বি-বিণ·—বিশেষ্যের বিশেষণ
বিভূতি—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
বিষ্ণু—বিষ্ণু দে
বি· সা·—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বিহারী·—বিহারীলাল চক্রবর্তী
বীজগ·—বীজগণিতে
বুদ্ধ·—বুদ্ধদেব বসু
বৈদ্য·—বৈদ্যশাস্ত্রে
বৈ· শা·—বৈষ্ণব শাস্ত্রে
বৈ· সা·—বৈষ্ণব সাহিত্যে
বৌ· শা·—বৌদ্ধ শাস্ত্রে
ব্যব·—ব্যবহারশাস্ত্রে
ব্যতি·—ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
ব্যাক·—ব্যাকরণে
ব্রজ·—ব্রজবুলিতে
ব্র· স·—ব্রহ্ম-সঙ্গীত
ভা·—(কৃদন্ত শব্দে) ভাববাচ্যে
(তদ্ধিতান্ত শব্দে) ভাবার্থে
ভা চ·—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ভূগো·—ভূগোল
ম· বাং·—মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা
মধু·—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মরা·—মরাঠী
মাধব·—মাধবদাস
মা· পী·—মাণিক পীর
মা· ব·—মানকুমারী বসু
মাল·—মালয়ী

মু· গু·—মুরারি গুপ্ত
মুস·—মুসলমানি
র্ম·—কর্মবাচ্যে
য· চ·—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
যদু·—যদুনন্দন
য· বা·—যতীন্দ্রমোহন বাগচী
য· সে·—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রঘু·—রঘুনন্দন
রঙ্গ·—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
র· ম·—রসমঞ্জরী
রসা·—রসায়নবিজ্ঞানে
র· সে·—রজনীকান্ত সেন
রা· প্র·—রামপ্রসাদ সেন
রা· ব·—রাজনারায়ণ বসু
রা· মি·—রাজেন্দ্রলাল মিত্র
রূ· কর্ম·—রূপক কর্মধারয়
লা·—লাটিন
শরৎ·—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শি·—শিবায়ন
শু·—শুদ্ধ

শূ· পু·—শূন্যপুরাণ
শ্রীকৃ·—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
সং·—সংস্কৃত
সঞ্জী·—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স· দ·—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
স· প·—সরকারি পরিভাষা
সাও·—সাঁওতালি
সাংখ্য·—সাংখ্যদর্শনে
সুকান্ত·—সুকান্ত ভট্টাচার্য
সু· দ·—সুধীন্দ্র দত্ত
সুনীতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
স্ত্রী·—স্ত্রীলিঙ্গ
স্পে·—স্পেনীয়
স্বা·—স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে
হি·—হিন্দী
হি· শা·—হিন্দুশাস্ত্রে
হেম·—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
>—ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে
<—ইহা উৎপন্ন হইয়াছে পরবর্তী শব্দ হইতে
√—ধাতু

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

অ

অ১—আদ্যস্বর; বর্ণমালার প্রথম অক্ষর।

অ২—অব্য. সম্বোধন খেদ ইত্যাদি সূচক (অ ভাই, অ কী দুঃখ); বটে, তাইত; হু।

অ-৩—অব্য. সমাসে অন্য শব্দের পূর্বে 'নঞ্', এই অব্যয়ের স্থানবর্তী হইয়া অভাবাদি অর্থ প্রকাশ করে, যথা—অভাব (অযত্ন), বিরোধ বা বৈপরীত্য (অসুর, অধর্ম), অন্যত্ব (অহিন্দু, অবাঙালী), অল্পতা (অজন্মা, অবোধ), অপ্রশস্ততা বা অযোগ্যতা (অকাল, অকর্ম), যাথার্থ্য ('অকষ্টবন্ধ'=যথার্থ কষ্ট বা বিপদের বন্ধন)। (পরবর্তী শব্দের প্রথম অক্ষর স্বরবর্ণ হইলে এই অ-স্থানে অন্ হয়, যেমন—অনিচ্ছা, অনায়াসে)।

অই—ঐ২-র বানানভেদ।

অইছন—(১) ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) ঐরূপে। (২) বিণ. ঐরূপ। [হি. ঐসন]। ক্রি-বিণ. **অইছে**—ঐরূপে। [হি. ঐসে]।

অঋণী (-ণিন্)—বিণ. ঋণী নহে এমন, দেনাশূন্য, কাহারও কিছু ধারে না এমন। [সং. ন+ঋণী=অনৃণী>অঋণী]।

অংশ১—অংস-র বানানভেদ।

অংশ২—বি. ভাগ, খণ্ড; সম্পত্তি কারবার প্রভৃতির কিছু পরিমাণ মালিকানা স্বত্ব, share; অঞ্চল, স্থান (ভারতের কোন কোন অংশ); অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; পৃথিবীর পরিধির ৩৬০ ভাগের ১ ভাগ বা ১ ডিগ্রী (degree) [বি.প.]; রাশিচক্রের ত্রিংশ বা দ্বাদশ ভাগের ১ ভাগ; বিষয় (সে কোন অংশে হীন নহে); দেবতার ঔরস (বিষ্ণুর অংশে জন্ম); ঈশ্বরের অবতার[সং.]। বি. ~**ক**—জ্ঞাতি; দিন; (গণি.) কোন লগারিদ্‌মের বা ঘাতাঙ্কগণনের ভগ্নাংশ, mantissa of a logarithm [বি. প.]। বি. ~**কল্পনা**—ভাগ দেওয়া, অংশপ্রদান। বিণ. ~**গত**—অংশের বা হিস্সার অন্তর্গত। ক্রি-বিণ. ~**তঃ** (-তস্)—কিয়দংশে, আংশিকভাবে। বি. **অংশন**—বণ্টন, বিভাজন। বিণ. ~**নীয়**—ভাগ করিতে হইবে এমন, বিভাজনীয়। বি. ~**প্রেষ**—(বিজ্ঞা.) আংশিক চাপ [বি. প.]। বিণ. ~**ভাক্**(-ভাজ্)—অংশের অধিকারী; অন্যতম উত্তরাধিকারী। **অংশাংশি**—(১) বি. যথাযোগ্য ভাগবাঁটোয়ারা; ভাগাভাগি। (২) বিণ. ক্রি-বিণ. যথাযোগ্য ভাগানুযায়ী। বিণ. **অংশাঙ্কিত**—মাপের ভাগবিশিষ্ট বা চিহ্নবিশিষ্ট, graduated [বি. প.]। ক্রি. **অংশান**, **অংশানো**—উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া; প্রাপ্য হিসাবে বর্তানো। **অংশাবতার**—বি. দেবতা কর্তৃক আংশিকভাবে জীবদেহধারণ (**অবতার** দ্রঃ)। বিণ. **অংশিত**—বিভিন্ন অংশে বিভক্ত; বিভক্ত, বিভাজিত।

অংশী (-শিন্)—(১) বিণ. ভাগের অধিকারবিশিষ্ট (সমান অংশী); অংশবিশিষ্ট (বৈষ্ণবমতে জীব অংশ আর ভগবান্ অংশী)। (২) বি. ভাগীদার, partner, shareholder [বি. প.]। [সং. অংশ+ইন্]।

অংশীদার—বি. সম্পত্তি কারবার প্রভৃতির আংশিক মালিক বা মালিকানা-স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি, ভাগীদার, partner [বি. প.]। [সং. অংশ+ইন্+ফা -দার (অস্ত্যর্থে)]। বি. ~**দারি**—অংশীদারের ভাব কার্য বা অবস্থা, partnership। **অংশীদারি চুক্তি**—যুক্ত-মালিকানার শর্তাদি বা দলিল, partnership agreement।

অংশু—বি. কিরণ, রশ্মি, প্রভা; আঁশ, তন্তু। [সং.]। বি. ~**ক**—বস্ত্র; সূক্ষ্ম বস্ত্র; রেশম পাট ইত্যাদিতে প্রস্তুত বস্ত্র (তু. **চীনাংশুক**)। বি. ~**জাল**—কিরণরাশি। বি. ~**ধর**—সূর্য। বিণ (স্ত্রী.) ~**মতী**—কিরণময়ী, জ্যোতির্ময়ী। ~**মান্** (-মৎ)—(১) বিণ. কিরণময়; জ্যোতির্ময়। (২) বি. সূর্য। বি. ~**মালা**—রশ্মিজাল। বি. ~**মালী** (-লিন্)—সূর্য। বিণ. ~**ল**—কিরণবিশিষ্ট।

অংশ্যমান—বিণ. ভাগ করা হইতেছে এমন। [সং. √অন্শ (বিভাগার্থক) + শানচ্ (=মান) (র্ম)]।

অংস—বি. স্কন্ধ, কাঁধ। [সং. √অম্ (=গতি)+স]। বি. ~**কূট**, ~**কূট**—ষাঁড়ের কাঁধের মাংসপিণ্ড, ককুদ। বি. ~**ফলক**, ~**ফলকাস্থি**—কাঁধের হাড়, scapula [বি. প.]। বিণ. ~**ল**—স্থূলস্কন্ধ; (আল.) শক্তিশালী।

অকঞ্চুক—বিণ. (ফলাদি-সম্বন্ধে) খোসাবিহীন; (সরীসৃপাদি-সম্বন্ধে) খোলসহীন, achlamydeous [বি. প.]। [সং. ন+কঞ্চুক]।

অকটবিকট—বি. ভয়ে বিকৃত আকার বা অঙ্গভঙ্গি। [<সং. আকৃতি-বিকৃতি]।

অকণ্টক—বিণ. কাঁটাশূন্য, নিষ্কণ্টক; (আল.) নিরুপদ্রব; শত্রুবিহীন। [সং. ন+কণ্টক]।

অকথন—(১) বি. কুকথা। (২) বিণ. অবক্তব্য। [সং. ন+কথন]।

অকথনীয়, **অকথ্য**—বিণ. বলা যায় না বা বলা উচিত নহে এমন; অনির্বচনীয়; গোপন; অশ্লীল। [সং. ন+কথনীয়, কথ্য]। **অকথ্য-কথন**—বলা উচিত নহে এমন বাক্যের ব্যবহার।

অকথা—বি. অনুচিত কথা, অশ্লীল বাক্য। [সং. ন (অ-সুন্দর, অপ্রশস্ত) + কথা]।

অকথিত—বিণ. অনুক্ত, অনুচ্চারিত। [সং. ন+কথিত]।

অকথ্য—**অকথনীয়** দ্রঃ।

অকপট—বিণ. কপটতাহীন (অকপট ভক্তি); সরল। [সং. ন+কপট]। বি. ~**তা**। বিণ. ~**চিত্ত**—সরলমনা।

অকম্প, অকম্পিত, অকম্প্র—বিণ. কম্পনহীন, স্থির, নিশ্চল, অবিচলিত। [সং.]।

অকর—বিণ. হস্তহীন; নিষ্কর। [সং. ন+কর]।

অকরণ—বি. না করা; অনুচিত কর্ম। [সং. ন+করণ]। বিণ. **অকরণীয়**—করার অযোগ্য, অকর্তব্য; বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে অযোগ্য (অকরণীয় ঘর)।

অকরণী—বি. (গণি.) যে রাশি করণী নহে অর্থাৎ যাহার মূল সূক্ষ্মভাবে বাহির করিলে কোন ভাগশেষ থাকে না, rational quantity (যেমন. √২৫=৫)। [সং.]।

অকরুণ—বিণ. দয়াহীন, নির্দয়, করুণাশূন্য [সং. ন+করুণা]।

অকরোটি, অকরোটী—বি. আংশিক বা সম্পূর্ণ করোটিহীন জন্তু: ইহারা মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিম্নস্তরভুক্ত, acrania [বি. প.]। [সং. ন+করোটি, করোটী]।

অকর্ণ—(১) বিণ. কর্ণহীন বা বধির। (২) বি. ঐরূপ ব্যক্তি; সর্প। [সং. ন+কর্ণ]।

অকর্তব্য—বিণ. অকরণীয়, করা উচিত নহে এমন। [সং. ন+কর্তব্য]।

অকর্তা (র্তৃ)—(১) বি. যে কর্তা নহে। (২) বিণ. কর্তৃত্বহীন; অপ্রধান। [সং ন+কর্তা]। বি. **অকর্তৃত্ব**—কর্তৃত্বহীনতা; অপ্রাধান্য।

অকর্ম (-র্মন্)—বি. অকাজ; কুকাজ; কর্মের অভাব, নিষ্ক্রিয়তা। [সং. ন+কর্ম]। বিণ. ~**ক**—(ব্যাক.) কর্মপদহীন (অকর্মক ক্রিয়া), intransitive। বিণ. ~**ণ্য**—অকেজো, অক্ষম, অব্যবহার্য (ঘড়িটা অকর্মণ্য হয়ে গেছে)। বি. ~**ণ্যতা**। বিণ. **অকর্মা** (-র্মন্)—কর্মহীন; (বাং) অকর্মণ্য। **অকর্মার ধাড়ী**—অত্যন্ত অলস ব্যক্তি; অক্ষমতার দরুন কর্ম পণ্ড করিতে দক্ষ ব্যক্তি।

অকলঙ্ক—বিণ. কলঙ্কশূন্য, নির্দোষ ('অকলঙ্ক নামে তব কলঙ্ক রটিবে')। [সং. ন+কলঙ্ক]। বিণ. **অকলঙ্কিত**—কলঙ্কিত বা দূষিত নহে এমন, নির্মল। বিণ. **অকলঙ্কী**—নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ ('অকলঙ্কী চাঁদ')।

অকলুষ—(১) বি. মল দোষ বা পাপের অভাব। (২) বিণ. মালিন্যহীন; নিষ্পাপ। [সং. ন+কলুষ]। বিণ. **অকলুষিত**—মালিন্যযুক্ত বা পাপযুক্ত নহে এমন।

অকল্পিত—বিণ. (১) কল্পিত বা মনগড়া নহে এমন, প্রকৃত। (২) যাহা কল্পনাও করা যায় নাই এমন [সং. ন+কল্পিত]]

অকল্যাণ—বি. অমঙ্গল; অশুভ; অনিষ্ট. [সং. ন+কল্যাণ]। বিণ. ~**কর**—অমঙ্গলজনক।

অকষ্টকল্পনা—বি. স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা বা রচনা। [সং. ন+কষ্ট+কল্পনা]।

অকষ্টবদ্ধ—বিণ. অত্যন্ত বিপন্ন। [বাং. অ-=যথার্থ বা অত্যন্ত+সং. কষ্ট+বদ্ধ]।

অকস্মাৎ—অব্য. ক্রি-বিণ. হঠাৎ, সহসা, অতর্কিতভাবে, অকারণ। [সং. ন+কস্মাৎ]।

অকাজ—বি. যাহা কাজ নহে; বাজে বা অন্যায় কাজ; কাজের অভাব। [বাং. অ (=মন্দ)+কাজ]।

অকাট—**আকাট**-এর রূপভেদ।

অকাট্য—বিণ. অখণ্ডনীয় (অকাট্য যুক্তি)। [সং. ন+বাং কাটা (প্রাকৃত ‹ কট্ট) = কর্তনীয়]।

অকাণ্ডে—ক্রি-বিণ. বিনা কারণে; হঠাৎ। [সং.]।

অকাতর—বিণ. কাতর নহে এমন, ব্যাকুলতাশূন্য, নিঃশঙ্ক; সহিষ্ণু (পরিশ্রমে অকাতর); অকুণ্ঠ। [সং. ন+কাতর]। ক্রি-বিণ. **অকাতরে** (অকাতরে দান)।

অকাম—(১) বিণ. নিষ্কাম; বাসনাশূন্য; জিতেন্দ্রিয়। [সং. ন (নাই) কাম (ভোগবাসনা) যাহার, বহুব্রীহি]। (২) বি. (প্রাদে.) অকাজ, কুকাজ। [বাং. ন (নিন্দিত) কাম (কর্ম), নঞ্ তৎ.] বিণ. **অকাম্য**—অবাঞ্ছনীয়।

অকায়—(১) বি. পরমাত্মা; রাহুগ্রহ। (২) বিণ. দেহবিহীন, অশরীরী। [সং. ন+কায়]।

অ-কার—বি. 'অ' বর্ণ বা ধ্বনি। [বাং. অ+কার (স্বার্থে)]। বিণ. **অকারান্ত**—(শব্দ-সম্বন্ধে) অন্তে 'অ'-ধ্বনিযুক্ত।

অকারণ—(১) বিণ. কারণবিহীন (অকারণ বিদ্বেষ, অকারণ হাসি)। (২) ক্রি-বিণ. অনর্থক, মিছামিছি, শুধুশুধু। [সং. ন+কারণ]।

অকার্য—(১) বি. অকাজ, বাজে কাজ; কুকাজ। (২) বিণ. অকরণীয়, অকর্তব্য। বিণ. ~**কর**—কাজে লাগান যায় না এমন, বাজে; ব্যর্থ। [সং. ন+কার্য]।

অকাল—বি. অশুভ সময়, দুঃসময়; অসময়, অপরিণত কাল (অকাল-বসন্ত); (বাং) দুর্ভিক্ষ; (জ্যোতি.) অপ্রশস্ত কাল, শুভকার্যের পক্ষে অনুপযোগী সময়। [সং. ন+কাল]। বি. ~**কুষ্মাণ্ড**—অকালে উৎপন্ন কুমড়া (আল.) অকেজো বা মূর্খ লোক। বি. **অকালকুসুম**—অসময়ে জাত ফুল (ইহা সাধারণতঃ দেশের উৎপাতসূচক)। বি. ~**জলদোদয়**—অকালে মেঘের আবির্ভাব। বিণ. ~**পক্ব**—স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই পাকিয়াছে এমন; বয়সের তুলনায় আচার-আচরণে অত্যধিক বুড়োটে, ইঁচড়ে পাকা। বি. ~**বৃদ্ধ**—পরিণত বয়সের পূর্বেই জরাগ্রস্ত। বি. ~**বোধন**—পূজার উদ্দেশ্যে অসময়ে দুর্গাদেবীর নিদ্রাভঙ্গকরণ (রাবণবধের উদ্দেশ্যে শক্তিলাভার্থ শ্রীরামচন্দ্র অকালে অর্থাৎ বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎকালে দেবীর বোধন বা নিদ্রাভঙ্গ করেন)। বি. ~**মৃত্যু**—পরিণত বয়সের পূর্বেই বা আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু।

অকালী—বি. শিখসম্প্রদায়বিশেষ (ইহারা ঈশ্বরোপাসনাকালে অকালপুরুষকে অর্থাৎ অবিনশ্বর আত্মাকে ভজনা করে)।

অকিঞ্চন—বি. বিণ. নিঃস্ব, দরিদ্র, দুঃখী; সামান্য.

তুচ্ছ ; ইতর ; মূঢ় [সং. ন+কিঞ্চন (=কিছুই) যাহার]। বি. ~তা, ত্ব।

অকিঞ্চিৎ, অকিঞ্চিৎকর—বিণ. যৎসামান্য, তুচ্ছ। [সং. ন+কিঞ্চিৎ, কিঞ্চিৎকর]।

অকীক—বি. ঈষৎ নীলাভ, ঈষৎ শ্বেতাভ শ্যামল পাণ্ডুবর্ণ মূল্যবান্ ভারতীয় প্রস্তরবিশেষ, agate। [বি. প.]।

অকীর্তি—বি. অখ্যাতি, দুর্নাম। [সং. ন+কীর্তি]। বিণ. ~**কর**—অখ্যাতিজনক। বিণ. **অকীর্তিত**—অপ্রচারিত : অঘোষিত।

অকু—বি. ঘটনা ; দুর্ঘটনা ; খুন ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধমূলক কার্য। [আ. রকু]। বি. ~**স্থল**, ~**স্থান**—যেস্থানে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বা অপরাধমূলক কাজ করা হইয়াছে।

অকুণ্ঠ, অকুণ্ঠিত—বিণ. অসঙ্কুচিত, অকাতর ; অক্ষুব্ধ, অপ্রতিহত। [সং. ন+কুণ্ঠা, কুণ্ঠিত]।

অকুতোভয়—বিণ. যাহার কোথাও হইতে ভয় নাই এমন ; সম্পূর্ণ নির্ভীক। [সং. ন+কুতঃ (=কোনও কারণে)+ভয়]। বিণ. (স্ত্রী). **অকুতোভয়া**। বি. ~তা।

অকুব—বি. আক্কেল, কাণ্ডজ্ঞান। [আ. রকুফ]।

অকুল—বি. মর্যাদাহীন অকুলীন বা নীচ বংশ ; অঘর, যে বংশের সহিত উচ্চবংশজাতদের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অচল। [সং. ন+কুল]।

অকুলন, অকুলান—বি. অভাব, অনটন। [সং. ন+বাং. √কুল্+অন (ভা)]।

অকুলীন—বিণ. কুলীন বংশজাত নহে এমন : বংশমর্যাদাহীন। [সং. ন+কুলীন]।

অকুশল—(১) বি. অমঙ্গল। (২) বিণ. অপটু। [সং. ন+কুশল]।

অকূপার—বি. সমুদ্র। [সং.]।

অকূল—(১) বিণ. পার বা তীর নাই এমন, অপার, অসীম। (২) বি. সমুদ্র ; (আল.) বিষম বিপদ্ (অকূলে পড়া)। [সং. ন+কূল]। বিণ. বি. ~**তারণ**—বিপদে উদ্ধারকর্তা। বি. ~**পাথার**—অসীম সমুদ্র ; কঠিন বিপদ্। **অকূলে কূল পাওয়া**—সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া, বিপদে সাহায্যলাভ করা। **অকূলে ডোবা**—বিপদে প্রাণ হারান বা হারাইবার উপক্রম হওয়া। **অকূলে ভাসা**—বিষম সঙ্কটে দিশাহারা হওয়া।

অকৃত—বিণ. করা হয় নাই এমন, অসম্পন্ন। [সং. ন+কৃত]। বিণ. ~**কার্য**—চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে এমন। বি. ~**কার্যতা**।

অকৃতজ্ঞ—বিণ. উপকারকের উপকার স্বীকার করে না বা মনে রাখে না এমন। [সং. ন+কৃতজ্ঞ]।

অকৃতদার—বিণ. (পুং.) অবিবাহিত। [সং. ন+কৃতদার]।

অকৃতাপরাধ—বিণ. অপরাধ করে নাই এমন, নিরপরাধ। [সং. ন+কৃত+অপরাধ]।

অকৃতার্থ—বিণ. বিফলমনোরথ। [সং. ন+কৃতার্থ]।

অকৃতী (-তিন্)—বিণ. অক্ষম, অপটু ; সাফল্যহীন। [সং. ন+কৃতিন্]। বি. **অকৃতিত্ব**।

অকৃতোদ্বাহ—বিণ. (পুং.) অবিবাহিত। [সং. ন+কৃত+উদ্বাহ]।

অকৃত্য—(১) বিণ. অকর্তব্য। (২) বি. অকাজ, কুকাজ। [সং. ন+কৃত্য]। বিণ. বি. ~**কারী** (-রিন্)।

অকৃত্রিম—বিণ. নকল নহে এমন, আন্তরিক (অকৃত্রিম ভক্তি, অনুরাগ) ; খাঁটি ; স্বাভাবিক। [সং. ন+কৃত্রিম]। বি. ~তা।

অকৃপণ—বিণ. কৃপণ নহে এমন ; উদার ; বদান্য। [সং. ন+কৃপণ]। বি. ~তা।

অকৃষ্ট—বিণ. চষা হয় নাই এমন, আচষা। [সং. ন+কৃষ্+ত (র্ম)]।

অকেজো—বিণ. অকর্মণ্য ; অব্যবহার্য। [বাং. অকাজ+উয়া > ও]।

অকৈতব—বিণ. মিথ্যা নহে এমন, সত্য, অকপট ; ছলনাহীন। [সং. ন+কৈতব]। ক্রি-বিণ. **অকৈতবে**—অকপটে, মন খুলিয়া।

অকৌশল—বি. কৌশলের অভাব, অপটুতা, (বাং.) অসদ্ভাব, বিরোধ। [সং. ন+কৌশল]।

অক্কা—বি. প্রভু, ঈশ্বর। [ফা. অকা]। ক্রি. **অক্কা পাওয়া**—(কৌতু.) মরিয়া যাওয়া। বি. **অক্কাপ্রাপ্তি**—(কৌতু.) মৃত্যু।

অক্টোপাস্—বি. অষ্টভুজ ও হিংস্র সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ ; শম্বুকজাতীয় এই জন্তু আটটি বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিলে কাহারও রক্ষা নাই ; (আল.) সকল দিক্ হইতে মারাত্মক আক্রমণ। [ইং. Octopus]।

অক্টোবর—বি. ইংরেজী সনের দশম মাস (আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে কার্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. October]।

অক্ত১—বিণ. লিপ্ত, মিশ্রিত (তৈলাক্ত, রক্তাক্ত)। [সং. অন্জ্+ত]।

অক্ত২**, ওক্ত**—বি. সময়, বার (পাঁচ অক্ত নামাজ)। [আ. রথৎ]।

অক্রম—(১) বি. ধারাবাহিকতার অভাব ; বিশৃঙ্খলা। (২) বিণ. বিশৃঙ্খল, এলোমেলো। [সং. ন+ক্রম]। বিণ. **অক্রমিক**—ধারাবাহিকতাহীন : বিশৃঙ্খল।

অক্রিয়—(১) বিণ. কর্মশূন্য ; নিষ্ক্রিয় (অক্রিয় চিত্তবৃত্তি) ; নিরুদ্যম ; ধর্মকর্মরহিত। (২) বি. ক্রিয়ার বা কর্মের অতীত যিনি অর্থাৎ পরমাত্মা। [সং. ন+ক্রিয়া]।

অক্রিয়া—বি. নিষ্ক্রিয়তা ; অবৈধ বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ। [সং. ন+ক্রিয়া]। বিণ. ~**স্থিত**, ~**রত**, ~**সক্ত**—কুকর্মরত।

অক্রূর—(১) বিণ. অকুটিল, সরল। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য (ইনি কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন)। [সং. ন+ক্রূর]।

অক্রেয়—বিণ. কেনার অসাধ্য বা অযোগ্য ; দুর্মূল্য, আক্রা। [সং. ন+ক্রেয়]।

অক্রোধ—(১) বি. ক্রোধহীনতা। (২) বিণ. ক্রোধহীন, শান্ত। [সং. ন+ক্রোধ]। বিণ. ~**ন**—(সহজে) ক্রুদ্ধ হয় না এমন। বিণ. **অক্রোধী**—রাগে না এমন, ক্রোধশূন্য।

অক্লান্ত—বিণ. ক্লান্তিহীন; ক্লান্তিহীনভাবে, ক্রমাগত (অক্লান্ত চেষ্টা)। [সং. ন+ক্লান্ত]। বিণ. ~**কর্মা** (-র্মন্) পরিশ্রমে অকাতর।

অক্লিষ্ট—বিণ. ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন ; অদম্য ; নিবৃত্তি-হীন (অক্লিষ্ট যত্ন) ; অম্লান (অক্লিষ্ট কান্তি)। [সং. ন+ক্লিষ্ট]। বিণ. ~**কর্মা** (র্মন্)—কর্মে যাহার কেশবোধ নাই, কর্মসম্পাদনে ক্লান্তিহীন।

অক্লেশে—ক্রি-বিণ. অনায়াসে, সহজে। [সং. ন+ক্লেশ +বাং. এ]।

অক্ষ—বি. খেলিবাব পাশা ; পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষবীজ ; তুঁতে, রসাঞ্জন, ধুনা ; ইন্দ্রিয় (প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ) ; আত্মা, জ্ঞান ; জন্মান্ধ ব্যক্তি ; সর্প ; গরুড় ; রাবণের জনৈক পুত্র ; (বাণি.) এক ভরি, ১৬ মাষা ; (বৈদ্য.) দুই তোলা ; (ভূগো.) মেরুকেন্দ্ররেখা, axis ; রবিমার্গ হইতে কোন গ্রহের কৌণিক দূরত্ব-পরিমাণ, latitude ; গ্রহগণের পরিভ্রমণ-পথ, axis ; প্রাণিদেহের প্রধান অস্থি, axis ; (জ্যোতি.) রাশিচক্রের অবয়ব ; আইন, রাজনীতি ; রথাদির চাকা বা চাকার মধ্যস্থ দণ্ড বা ঈষ, axle। [সং. √অক্ষ্+অ(র্তৃ)]। বি. ~**ক**—কণ্ঠাস্থি, কণ্ঠা, clavicle, collar-bone [বি. প.] ; পাশাক্রীড়ক। বি. ~**কর্ণ**—সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহু hypotenuse [বি. প.]। বিণ. ~**কুশল**, ~**কোবিদ**—পাশাখেলায় পটু বা পণ্ডিত। বি. ~**ক্রীড়া**—পাশাখেলা। ~**জ**—(১) বিণ. ইন্দ্রিয়জাত। (২) বি. বজ্র ; হীরক। বি. ~**দণ্ড**—পৃথিবীর মধ্যদেশভেদী ও উভয়মেরু স্পর্শকারী কাল্পনিক আবর্তন-রেখা, axis, minor axis। বি. ~**ধুরা**, ~**ধুঃ** (-ধুর্)—চাকার অগ্রভাগ বা ধুরা, axis, pole of cart। বি. ~**ধূর্ত**—(জুয়ায়) পাশাখেলায় দক্ষ বা প্রতারক। বি. ~**পাটি**—পাশা। বি. ~**বর্তী**—পাশাখেলা। বি. ~**বাট**—পাশাখেলার স্থান ; মল্লভূমি। বি. ~**বিচলন**—চন্দ্রাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর মেরুদণ্ড-দ্বারা সৌরঅয়নবৃত্তের উপর গঠিত কোণের সাময়িক অথচ নিয়মিত পরিবর্তন, nutation [বি. প.]। বিণ. বি. ~**বিদ্**, ~**বিৎ** (-বিদ্), ~**বেত্তা**—পাশাখেলায় দক্ষ। বি. ~**বৃত্ত**, ~**রেখা**—নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরালে ক্রমশঃ দশ দশ অংশ অন্তরে কল্পিত ক্ষুদ্রতর বৃত্ত, parallel of latitude। বি. ~**মদ**—পাশাখেলার নেশা। বি. ~**মালা**—রুদ্রাক্ষমালা, জপমালা ; (সপ্তর্ষিমণ্ডল-দ্বারা মালার ন্যায় পরিবেষ্টিতা) বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী। বি. ~**শক্তি**—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার-শাসিত জার্মানী মুসোলিনী-শাসিত ইটালী এবং তোজো-মন্ত্রিত্বাধীন জাপানের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিলিত-শক্তি, Axis Power। বি. ~**সমান্তরাল**—**অক্ষবৃত্ত**-এর অনুরূপ। বি. ~**সূত্র**—জপমালা। বি. ~**হৃদয়**—পাশাখেলার গূঢ় রহস্য বা কৌশল।

অক্ষটী—বি. শিকারী। [সং. আখেটিক]।

অক্ষত—(১) বি. আতপ চাউল ; যব ; খই। (২) বিণ. ক্ষত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই এমন ; নিখুঁত ; অচ্ছিন্ন। [সং. ন+ক্ষত]। ~**দেহ**, ~**শরীর**—(১) বি. ক্ষতহীন দেহ। (২) বিণ. উক্ত দেহবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী). ~**যোনি**—যৌনসঙ্গম করে নাই এমন ; নির্দোষ কুমারী।

অক্ষম—বিণ. ক্ষমতাহীন, দুর্বল ; অসমর্থ ; অপটু। [সং. ন+ক্ষম (=ক্ষমতাশালী)]। বি. ~**তা**।

অক্ষমা$_1$—**অক্ষম**-এর স্ত্রীলিঙ্গ।

অক্ষমা$_2$—বি. ক্ষমার অভাব, ক্ষমাহীনতা ; অসহিষ্ণুতা। [সং. ন+ক্ষমা]।

অক্ষয়—বিণ. ক্ষয়হীন, অবিনশ্বর। [সং. ন+ক্ষয়]। ~**কীর্তি**—(১) বি. অবিনশ্বর যশ। (২) বিণ. অবিনশ্বর যশসম্পন্ন। বি. ~**তূণ**—যে তূণের বাণ কখনও ফুরায় না। বি. ~**তৃতীয়া**—চান্দ্রবৈশাখের শুক্ল-তৃতীয়া (এই তিথিতে কর্মফলের ক্ষয় নাই এবং সত্যযুগের আরম্ভ)। বি. ~**বট**—প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ (প্রবাদ যে, এই-সকল বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়)। বি. ~**লোক**—নিত্যধাম, স্বর্গ। বি. ~**স্বর্গ**, ~**স্বর্গলোক**—নিত্যস্বর্গবাস ও তাহার অধিকার।

অক্ষর—(১) বি. বর্ণ, letter (অক্ষরজ্ঞান) ; যাহার ক্ষরণ নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জীবাত্মা ; শিব, বিষ্ণু ; আকাশ, ether ; (ছন্দ.) একবারে উচ্চারণসাধ্য শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ, syllable ; (বীজগ.) অঙ্কের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত বর্ণ, symbolic letter। (২) বিণ. ক্ষরণহীন [সং. ন+√ক্ষর+অ (র্তৃ)]। বি. ~**জীবী** (-বিন্), ~**জীবক**, ~**জীবিক**—লিপিকর, মুদ্রাকর, লেখক। বি. ~**পরিচয়**—বর্ণজ্ঞান ; বিদ্যারম্ভ ; প্রাথমিক বা সামান্যতম জ্ঞান (এ বিষয়ে তাহার অক্ষর-পরিচয়ও নাই)। বি. ~**বিন্যাস**—বর্ণসংস্থাপন, লিখন-প্রণালী। বি. ~**বৃত্ত** অক্ষরসংখ্যাদ্বারা নিরূপিত বাঙ্গালা ছন্দ। বি. ~**মালা**—বর্ণমালা। **অক্ষরে অক্ষরে**—যথাযথ-ভাবে, হুবহু।

অক্ষাংশ—বি. বিষুববৃত্ত হইতে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব, degrees of latitude [বি. প.]। [সং. অক্ষ+অংশ]। **অক্ষান্তি**—বি. অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা। [সং. ন+ক্ষান্তি]।

অক্ষারলবণ—বি. সৈন্ধব লবণাদি, rock-salt। [সং. ন+ক্ষার+লবণ]।

অক্ষি—বি. চক্ষু, নেত্র। [সং.] বি. ~**কূট**, ~**কূটক**—চক্ষুর তারা। বি. ~**কোটর**—চক্ষুর খোল, orbit, socket of the eye। বিণ. ~**গত**—নয়নগোচর ; দ্বেষ্য, শত্রু। বি. ~**গোলক**—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত গোল অংশ, eye-ball। বি. ~**তারকা**, ~**তারা**—চক্ষুর তারা। বি. ~**পক্ষ্ম**—চক্ষুর পাতার লোম, eye-lash। বি. ~**পট**—অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লী বা পরদা, retina। বি. ~**পটল**—চক্ষুর ছানি। বি. ~**পুট**—চোখের পাতা, eyelid। বি.

আদিতে **অক্ষ**~ যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **অক্ষ** দ্রঃ।

~**বিভ্রম**—দৃষ্টিভ্রম, মরীচিকা, illusion। বি. ~**শালাক্য**—চক্ষুতে অস্ত্রোপচারবিদ্যা। [স. প.]।

অক্ষীয়—বিণ. অক্ষসম্বন্ধীয়, কৌণিক, axile। [সং. অক্ষ+ঈয়]।

অক্ষুণ্ণ—বিণ. ক্ষুণ্ণ বা মলিন হয় নাই এমন (সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ); মনস্তাপশূন্য; অটুট (অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, মনোবল, প্রতাপ); বলবৎ, বজায় (তাহার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে); অব্যাহত। [সং. ন+ক্ষুণ্ণ]। বি. ~**তা**।

অক্ষুব্ধ—বিণ. ক্ষুব্ধ বা বিচলিত নহে এমন (অক্ষুব্ধ-চিত্তে); প্রশান্ত; ধীর; স্থির; শান্ত। [ন+ক্ষুব্ধ]।

অক্ষোভ—(১) বিণ. ক্ষোভহীন; প্রশান্ত; খেদহীন। (২) বি. ক্ষোভহীনতা; প্রশান্তি। [সং. ন+ক্ষোভ]।

অক্ষৌহিণী—বি. ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, মোট ২১৮৭০০ চতুরঙ্গ-সেনাবিশিষ্ট বাহিনী। [সং. অক্ষ+উহিনী]।

অক্সিজেন—বি. বায়বীয় মৌলিক পদার্থবিশেষ, দহন-বায়ু, অম্লজান। [ইং. oxygen]।

অখণ্ড—বিণ. খণ্ড করা হয় নাই এমন (অখণ্ড ভারত); অভগ্ন; আস্ত; পূর্ণ, integral; অক্ষত, অবিভক্ত; হ্রাস বা খর্ব হয় নাই এমন (অখণ্ড প্রতাপ); ঘন ('অখণ্ড পীযূষ-ধারা': বা. ঘো.); পরিপূর্ণ; জমাট (অখণ্ড অন্ধকার)। [সং ন+খণ্ড]। বি. ~**তা** (আঞ্চলিক অখণ্ডতা)। বিণ. ~**নীয়**—অকাট্য; খণ্ডন করা ভাগ করা বা ভাঙ্গা যায় না এমন। বিণ. ~**মণ্ডল**—সম্পূর্ণ গোলাকার; পূর্ণকলাবিশিষ্ট ('অখণ্ডমণ্ডল বিধু')। বিণ. ~**মণ্ডলাকার**—সম্পূর্ণ গোলাকার। বিণ. **অখণ্ডিত**—খণ্ডিত নহে এমন; অবিভক্ত; ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই এমন (মত, যুক্তি প্রভৃতি)। বিণ. **অখণ্ড্য**—**অখণ্ডনীয়**-র অনুরূপ।

অখদ্যে—বিণ. অখাদ্য; অকর্মণ্য। [<সং. অখাদ্য]। বিণ. **অখদ্যে-অবদ্যে**—অপদার্থ, ওঁছা।

অখন—অব্য. এখন। [বাং. এখন<সং. এক্ষণে]। বিণ. **অখন-তখন**—মুমূর্ষু (তাহার অবস্থা অখন-তখন)।

অখল—বিণ. ছলনাশূন্য; সরল ('না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে': চণ্ডী.)। [সং. ন+খল]। বিণ. (স্ত্রী). **অখলা**।

অখাত—বিণ. (হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়াদি-সম্বন্ধে) খনন করা হয় নাই বা খনন করিয়া সৃষ্ট হয় নাই এমন, স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট (তু. 'দেবখাত')। [সং. ন+খাত]।

অখাদ্য—(১) বিণ. আহারের অযোগ্য। (২) বি. কুখাদ্য; নিষিদ্ধ খাদ্য। [সং. ন+খাদ্য]।

অখিল—(১) বিণ. সমুদায়, সমস্ত। (২) বি. বিশ্ব, জগৎ। [সং. ন+খিল]। বি. ~**আত্মা**—জগদীশ্বর; পরব্রহ্ম। বি. ~**খণ্ড**—ভূখণ্ড। বিণ. ~**প্রিয়**—সর্বজনপ্রিয়।

অখুশি—বি. অসন্তোষ। [বাং অ<সং. ন+ফা. খুশি]। বিণ. **অখুশি, অখুশী**—অসন্তুষ্ট।

অখ্যাত—বিণ. অপ্রসিদ্ধ, (বিরল) নিন্দিত; নগণ্য ('এসো কবি, অখ্যাত জনের': রবীন্দ্র)। [সং. ন+খ্যাত]। বিণ. ~**নামা** (-নামন্) যাহার নাম প্রসিদ্ধ নহে এমন। **অখ্যাতি**—বি. অপযশ, নিন্দা। বিণ. **অখ্যাতিকারক, অখ্যাতিকর**—নিন্দাজনক, অপবাদের কারণ।

অগ—(১) বিণ. গতিশূন্য, নিশ্চল। (২) বি. পর্বত; বৃক্ষ; (প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মতে গতিহীন বলিয়া) সূর্য। [সং. ন+√গম্+অ (কর্তৃ)]।

অগড়ম-বগড়ম, অগড়-বগড়—বি. অর্থহীন প্রলাপ বা কাজ; আবোল-তাবোল। [দেশী]।

অগণন, অগণনীয়, অগণিত, অগণ্য—বিণ. গণনার অসাধ্য; অসংখ্য। [সং. ন+গণন, গণনীয়, গণিত, গণ্য]।

অগতি—(১) বিণ. গতিশূন্য; স্থির; নিরুপায়। (২) বি. নিরুপায় ব্যক্তি ('অগতির গতি তুমি': কা. প্র. ঘো.); মৃতের সৎকার বা প্রেতকার্য না হওয়া। [সং. ন+গতি]।

অগত্যা—অব্য. ক্রি-বিণ. অন্য গতি বা উপায় নাই বলিয়া (অগত্যা সহ্য করা বা নীরব থাকা); বাধ্য হইয়া; কাজে-কাজেই। [সং. অগতি+বাং. আ]।

অগদ—(১) বিণ. নীরোগ, সুস্থ; নির্বিষ। (২) বি. ঔষধ, বিষঘ্ন ঔষধ, antidote। [সং. ন+গদ]। বি. ~**তন্ত্র**—বিষবিজ্ঞান, toxicology।

অগনতি, অগুনতি—বিণ. অগণ্য, অসংখ্য। [সং. অগণিত]।

অগনি—(কাব্যে) **অগ্নি**-র কোমল রূপ।

অগন্তব্য—বিণ. (স্থান-সম্বন্ধে) যাওয়ার অযোগ্য। [সং. ন+গন্তব্য]।

অগভীর—বিণ. গভীর নহে এমন; অল্প গভীর; (জ্ঞান-বিদ্যাদি-সম্বন্ধে) ভাসা-ভাসা, সামান্য। [সং. ন+গভীর]। **অগভীর-জলে শফরী ফরফরায়তে**—অল্প জলে পুঁটিমাছ ফরফর করিয়া বেড়ায়; (আল.) অল্প বিদ্যার অধিকারীরাই বেশি বিদ্যা জাহির করে।

অগম—বিণ. গতিহীন; অগাধ, অথই; (স্থান-সম্বন্ধে) যাওয়া যায় না এমন ('মানসলোকের অগম পারে': রবীন্দ্র); বৃক্ষ। [সং. ন+√গম্+অ (কর্ম, কর্তৃ)]।

অগম্য—বিণ. নাগালের বাহিরে (মনের অগম্য); দুর্গম; দুর্বোধ্য। [সং. ন+গম্য]।

অগম্যা—বিণ. (স্ত্রী). যৌনসম্ভোগের পক্ষে অবৈধ। [সং. ন+গম্যা]। বি. ~**গমন**—অগম্যা রমণীকে সম্ভোগ। বিণ. বি. ~**গামী** (-মিন্)—অগম্যা রমণীকে সম্ভোগকারী।

অগরু, (প্রা. কাব্যে) **অগর**—**অগুরু**-র রূপভেদ।

অগস্ট, (বর্জি.) **অগষ্ট**—বি. ইংরেজী সনের অষ্টম মাস (শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. August]।

অগস্ত্য—বি. স্বনাম-প্রসিদ্ধ মুনি; (জ্যোতি.) যে নক্ষত্রের উদয়ে শরৎঋতু সূচিত হয়, Canopus। [সং.]। বি. ~**যাত্রা**—পহেলা ভাদ্র (অগস্ত্য এই তারিখে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া না আসায় এই দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ); যে-কোন মাসপয়লা; নিষিদ্ধ যাত্রা; শেষ যাত্রা; চিরজন্মের মত প্রস্থান। বি. **অগস্ত্যোদয়**—ভাদ্রের ১৭।১৮ তারিখে অগস্ত্যনক্ষত্রের উদয়।

অগা, অগাকান্ত, অগাচন্দর, অগামারা, অগারাম —বিণ. বি. নির্বোধ, মূর্খ, অকর্মা। [সং. অজ্ঞ]।

অগাধ—বিণ. অতলস্পর্শ, অথই; অতি গভীর ও বিশাল (অগাধ সমুদ্র); বিপুল, অপরিসীম (অগাধ পাণ্ডিত্য, অগাধ ঐশ্বর্য) অনন্তবিস্তার ('অগাধ আকাশে' : রবীন্দ্র)। [সং. ন+গাধ (তলস্পর্শ)]। বিণ. **অগাধীয়**—তলদেশে পৌঁছান যায় না এমন, অত্যন্ত গভীর, abyssal [বি. প.]।

অগার—**আগার**-এর রূপভেদ।

অগুণ—(১) বি. অহিত; দোষ, অপরাধ ('কিবা তার কৈলোঁ অগুণ' : শ্রীকৃ.)। (২) বিণ. গুণহীন। [সং. ন+গুণ]। **অগুণ করা**—অপকার করা (ঔষধাদি-সম্বন্ধে)।

অগুনতি, অগুন্তি—**অগনতি**-র রূপভেদ।

অগুরু—(১) বি. গন্ধকাষ্ঠবিশেষ। (২) বিণ. লঘু। [সং.]।

অগেয়ান, অগেআন—(কাব্যে) **অজ্ঞান**-এর কোমল রূপ।

অগোচর—বিণ. বুদ্ধির বা জ্ঞানের বহির্ভূত (স্বপ্নেরও অগোচর); অজ্ঞাত; অপ্রত্যক্ষ। [সং. ন+গোচর]। ক্রি-বিণ. **অগোচরে**—অজ্ঞাতসারে, গোপনে।

অগোর১—বি. অগুরু ('সুবাসিত গন্ধ আদি অগোর চন্দন' : ক. ক.)। [সং. 'অগরু' অগুরু]।

অগোর২—বিণ. অচেতন ('দিবানিশি রহত অগোর' : গো. দা.)। [সং. অঘোর]।

অগৌণ—বিণ. প্রধান, মুখ্য। [সং. ন+গৌণ]। [বাং.] ক্রি-বিণ. **অগৌণে**—অবিলম্বে।

অগৌর—**অগোর১**-এর রূপভেদ।

অগৌরব—বি. অমর্যাদা, অসম্মান; অখ্যাতি। [সং. ন+গৌরব]।

অগ্নি—বি. আগুন, অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর; ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র ও দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী, তেজ, শক্তি; পরিপাকশক্তি, ক্ষুধা; জ্বালা (ক্রোধাগ্নি, শোকাগ্নি)। [সং.]। বি. **অগ্নি-অবতার**—**অগ্নিশর্মা**-র অনুরূপ। বি. ~**কণা**—স্ফুলিঙ্গ। বি. ~**কর্ম**—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিণ. ~**কল্প**—(প্রায়) আগুনের সমান (তেজস্বী); অতিশয় গরম উগ্র প্রচণ্ড বা ক্রোধান্বিত। বি. ~**কাণ্ড**—আগুনের ব্যাপক ধ্বংসলীলা; আগুনে দগ্ধ হওয়া (পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড); তুমুল ঝগড়াঝাঁটি বা মারামারি; বিষম অনর্থ (সে অগ্নিকাণ্ড ঘটাইবে)। বি. ~**কার্য**—**অগ্নিকর্ম**-এর অনুরূপ। বি. ~**কুণ্ড**—আগুন জ্বালিবার গর্ত; আগুনে পূর্ণ গহ্বর (পৃথিবী এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড)। বি. ~**কুমার**—কার্তিকেয়। বি. ~**কেতু**—ধোঁয়া। বি. ~**কোণ**—পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ (অগ্নিদেব এই কোণের অধিদেবতা)। বি. ~**ক্রিয়া**—**অগ্নিকর্ম**-এর অনুরূপ। বি. ~**ক্রীড়া**—আগুনের খেলা; আতশবাজি পোড়ান। বিণ. ~**গর্ভ**—অভ্যন্তরে আগুন আছে এমন। বি. ~**গৃহ**—অগ্নিত্রয়ের রক্ষার্থ গৃহ; হোমগৃহ। বি.(স্ত্রী). ~**জিতা**—অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াও দগ্ধ হয় নাই এমন নারী। বিণ. ~**তপ্ত**—অগ্নিতাপে উষ্ণ; অগ্নিতুল্য উষ্ণ। বি. ~**ত্রয়**—গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ: বেদোক্ত এই তিন প্রকার অগ্নি। বিণ. ~**দগ্ধ**—আগুনে-পোড়া। বিণ. বি. ~**দাতা** (-তৃ)—আগুন লাগায় যে, যে ব্যক্তি মৃতের মুখাগ্নি করে। বিণ. বি. (স্ত্রী). ~**দাত্রী**। বি. ~**দান**—আগুন লাগান; শবের মুখাগ্নিকরণ। বি. ~**দাহ**—অগ্নিকাণ্ড; আগুনের তাপ। বিণ. ~**দাহ্য**—আগুনে পোড়ে এমন, combustible। বিণ. ~**দীপক**—ক্ষুধা বা পরিপাকশক্তি সৃষ্টি করে অথবা বৃদ্ধি করে এমন। ~**দীপন**—(১) বিণ. **অগ্নিদীপক**-এর অনুরূপ। (২) বি. অগ্নিদীপক পদার্থ বা ঔষধ। বিণ. ~**দীপ্ত**—আগুনের দ্বারা আলোকিত। বি. ~**দেব**, ~**দেবতা**—আগুনের অধিদেবতা, বৈশ্বানর। বিণ. ~**পক্ব**—আগুনের তাপে রন্ধন করা হইয়াছে এমন; আগুনের তাপে কঠিনীকৃত (অগ্নিপক্ব ইষ্টক)। বি. ~**পরীক্ষা**—আগুনে পোড়াইয়া বিশুদ্ধতা-বিচার; কাহাকেও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া তাহার চরিত্রের দোষশূন্যতা-বিচার (সীতার অগ্নিপরীক্ষা); (আল) অতি কঠিন পরীক্ষা। বি. ~**পুরাণ**—অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। বি. ~**প্রবেশ**—জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশপূর্বক জীবনবিসর্জন। বিণ. ~**প্রভ**—আগুনের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন। বি. ~**প্রভা**—আগুনের আভা। বি. ~**প্রস্তর**—চকমকি পাথর। বিণ. ~**বর্ণ**—আগুনের ন্যায় রক্তবর্ণবিশিষ্ট। বিণ. ~**বর্ধক**, ~**বর্ধন**—পরিপাকশক্তি বা ক্ষুধা বাড়ায় এমন। বি. ~**বাণ**—পুরাণোক্ত অগ্নিবর্ষী তীরবিশেষ। বি. ~**বৃদ্ধি**—ক্ষুধাবৃদ্ধি। বি. ~**বৃষ্টি**—আগুন-বর্ষণ; (আকাশ হইতে) বারিবিন্দুর পরিবর্তে অগ্নিকণার পতন; ভীষণ গ্রীষ্ম। বি. ~**মন্ত্র**—যে মন্ত্র অন্তরে তেজ বাড়াইয়া অভীষ্টলাভের যোগ্যতা অর্জন করায়। বি. ~**মান্দ্য**—পরিপাকশক্তির বা ক্ষুধার হ্রাস, অজীর্ণ রোগ। বি. ~**মুখ**—দেবতা; ব্রাহ্মণ। ~**মূর্তি**—(১) বিণ. অতিশয় ক্রুদ্ধ বা উগ্র। (২) বি. ঐরূপ অবস্থা। বিণ. ~**মূল্য**—অত্যন্ত দুর্মূল্য। বি. ~**যুগ**—বিপ্লব বা বিদ্রোহের যুগ। বি. বিণ. ~**শর্মা** (-র্মন্)—অতিশয় ক্রোধী। বিণ. ~**শুদ্ধ**—আগুনে পোড়াইয়া শুদ্ধীকৃত; কঠিন প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পবিত্রীকৃত; অগ্নিস্পর্শদ্বারা শোধিত। বি. ~**শুদ্ধি**। বি. ~**ষ্টোম**—সাগ্নিক ব্রাহ্মণের করণীয় বৈদিক যজ্ঞ-বিশেষ। বি. ~**সংস্কার**—আগুনে পোড়াইয়া শোধন, শবদাহ। বি. ~**সখ**—বাতাস। বিণ. ~**সহ**—আগুনে পোড়ে না এমন, fire-proof। **অগ্নিসহ ইষ্টক**—fire-brick। **অগ্নিসহ মৃত্তিকা**—fire-clay। বি. ~**সৎকার**—শবদাহ। বিণ. ~**সাৎ**—অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত; সম্পূর্ণ দগ্ধ। বি. ~**স্ফুলিঙ্গ**—আগুনের ফুলকি। বি. ~**হোত্র**—সাগ্নিকের করণীয় প্রাত্যহিক হোম। বি. ~**হোত্রী** (-ত্রিন্)—সাগ্নিক; যে নিত্য অগ্নি রক্ষা করিয়া প্রত্যহ হোম করে।

অগ্ন্যস্ত্র—বি. (প্রাচীন যুগের শতঘ্নী প্রভৃতি এবং আধুনিক যুগের বন্দুক কামান প্রভৃতি) অগ্নি উদ্গিরণকারী অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র। [সং. অগ্নি+অস্ত্র]।

অগ্ন্যাধান—বি. বিধি অনুসারে হোমাগ্নি-স্থাপন। [সং. অগ্নি+আধান]।

অগ্ন্যাশয়—বি. পাচন-গ্রন্থি যাহা হইতে হজমের সহায়ক রস নিঃসৃত হয়, pancreas [বি. প.]। [সং. অগ্নি+আশয়]।

অগ্ন্যুৎপাত—বি. আগুনের ধ্বংসলীলা; আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিনিঃসরণ; আকাশ হইতে অগ্নিবৃষ্টি, উল্কা-পাত, বজ্রপাত। [সং. অগ্নি+উৎপাত]।

অগ্ন্যুদ্গম, অগ্ন্যুদ্গার—বি. (আগ্নেয় পর্বতাদি হইতে) আগুন বাহির হওয়া। [সং. অগ্নি+উদ্গম, উদ্গার]।

অগ্ন্যুৎসব—বি. আনন্দব্যঞ্জক অগ্নিক্রীড়া; দোলের চাঁচর, bonfire। [সং. অগ্নি+উৎসব]।

অগ্র—(১) বি. ঊর্ধ্বদেশ, শিখর ('গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজা': মধু); আগা, ডগা, apex [বি. প.]; প্রান্ত (নাসিকাগ্র, সূচ্যগ্র); সম্মুখ, পুরোভাগ ('মুখাগ্রে যার বাধে না কিছুই': রবীন্দ্র); উপরিভাগ (দধির অগ্র); লক্ষ্য, অবলম্বন (একাগ্র)। (২) বিণ. প্রথম (অগ্রভাগ); প্রধান (অগ্রমহিষী), সম্মুখস্থ, anterior [বি. প.]। [সং.]। **অগ্রে**—ক্রি-বিণ. আদিতে (অগ্রে দেব-পূজা, পরে অন্য কাজ); পূর্বে; নিকটে ('তব অগ্রে করি নিবেদন')। বিণ. **~গণ্য**—সবার আগে গণনীয় বা উল্লেখযোগ্য; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। বি. **~গতি, ~গমন**—সম্মুখগমন; বৃদ্ধি, ক্রমোন্নতি; (জ্যোতি.) নিয়মিত ক্রম-গতি বা বৃদ্ধি, progressive motion, progression [বি. প.]। বিণ. বি. **~গামী** (-মিন্)—সম্মুখে গমনকারী; পুরোগামী। বিণ. (স্ত্রী). **~গামিনী**। **~জ**—(১) বিণ. আগে জন্মিয়াছে এমন। (২) বি. জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বি. **~জন্মা** (জন্মন্)—ব্রাহ্মণ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বি. **~জিহ্বা**—আল্‌জিভ্, জিহ্বার অগ্রভাগ। বি. **~জ্ঞান**—ভবিষ্যৎ ঘটনা-সম্বন্ধে পূর্বেই ধারণা বা অনুমান, anticipation। **~ণী**—(১) বিণ. শ্রেষ্ঠ, প্রধান। (২) বি. নেতা, প্রবর্তক, pioneer। বি. **~দত্ত**—সম্ভাবিত বা প্রস্তাবিত খরচের জন্য আগামী দেওয়া টাকা, imprest money [স. প.] বি. **~দানী** (-নিন্)—প্রেতোদ্দিষ্ট দানগ্রহণকারী পতিত ব্রাহ্মণ। বি. **~দূত**—সৈন্যদলের পথপরিষ্কারক, বেলদার; পথপ্রদর্শক; প্রথমসংবাদবাহক। বি. **~দ্বীপ**—গঙ্গাগর্ভে প্রথম চর পড়িয়া উৎপন্ন দ্বীপবিশেষ। ক্রি-বিণ. **~পশ্চাৎ**—আগুপিছু; ভূতভবিষ্যৎ। বিণ. **~বর্তী** (-র্তিন্)—আগের; সম্মুখস্থ। বিণ. (স্ত্রী). **~বর্তিনী**। বি. **~ভাগ**—প্রথম ভাগ বা অংশ ('অগ্রভাগ লয়ে ভবানীর নামে দিলা': ভা. চ.); ডগা, চূড়া; প্রান্ত। বি. **~মহিষী**—পাটরানী [পা. অগ্‌গমহেসী]। বি. **~মাংস**—কলিজার অগ্রভাগের মাংস। (কথ্য.) **~মাস**—(আয়ু.) যকৃতের বৃদ্ধিমূলক রোগবিশেষ ('পিলে অগ্রমাসে মলো': ব. চ.)। বিণ. **~সার, ~সর**—আগে বা সম্মুখে গমনকারী বা প্রবৃত্ত; আগুয়ান। বি. **~সূচনা**—পূর্বাভাস। বিণ. **~স্থ, ~স্থিত**—পুরোবর্তী; শীর্ষদেশে অবস্থিত, apical [বি. প.]।

-বিণ. গ্রহণের অযোগ্য। [সং. ন+গ্রহণীয়]।

অগ্রহায়ণ—বি. বাঙ্গালা সনের অষ্টম মাস; মার্গশীর্ষ মাস (ইহা পূর্বে বৎসরের প্রথম মাস-রূপে গণ্য ছিল)। [সং. অগ্র+হায়ন (=বৎসর)]।

অগ্রাধিকার—বি. সর্বপ্রথমে বিবেচনার যোগ্যতা-স্বীকার, priority [সং. অগ্র+অধিকার]।

অগ্রাহ্য—বিণ. অগ্রহণীয় (এ যুক্তি অগ্রাহ্য); অবজ্ঞেয়; (বাং.) বাতিল, না-মঞ্জুর (আবেদন অগ্রাহ্য হওয়া)। [সং. ন+গ্রাহ্য]। ক্রি. **অগ্রাহ্য করা**—অবজ্ঞা করা; নামঞ্জুর করা।

অগ্রিম—বিণ. প্রথম, জ্যেষ্ঠ; প্রধান; আগাম, অগ্রে দেয়। [সং.]। বি. **~ক**—কার্যারম্ভের পূর্বেই পারিশ্রমিকের যে অংশ বা ক্রয়ের পূর্বেই মূল্যের যে অংশ দেওয়া হয়, আগাম, বায়না, advance [স. প.]। **অগ্রিম চুক্তি**—forward contract।

অগ্রিয়, অগ্রীয়—বিণ. অগ্রিম; অগ্রসম্বন্ধীয়। [সং. অগ্র+ইয়, ঈয়]। **অগ্রিয় প্রদান**—যাহা (সাধারণতঃ টাকা) আগাম দেওয়া হইয়াছে, দাদন, payment on account [স. প.]।

অগ্র্য—বিণ. আদ্য; শ্রেষ্ঠ। [সং. অগ্র+য]।

অঘ—বি. পাপ। [সং.] **~মর্ষণ**—পাপনাশন মন্ত্র-বিশেষ।

অঘটন—বি. অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা; সংঘটিত না হওয়া। [সং. ন+√ঘট্+অন (ভা)]। বিণ. (স্ত্রী). **অঘটন-ঘটন-পটীয়সী**—অসাধ্যসাধনে পটু (সাধারণতঃ 'মায়া'র বা 'শক্তি'র বিণ.-রূপে ব্যবহৃত)। বিণ. **অঘটনীয়**—ঘটা সম্ভব নহে এমন।

অঘর—বি. অকুলীন হীন বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে অযোগ্য বংশ। [সং. ন (অপ্রশস্ত)+বাং. ঘর]।

অঘা—অগা-র রূপভেদ।

অঘাট—বি. নদী খাল প্রভৃতির তীরের যে অংশ পোতাদি হইতে অবতরণের পক্ষে অনুপযুক্ত; আঘাটা; কুস্থান। [সং. ন (=অপ্রশস্ত)+বাং. ঘাট]।

অঘাসুর—বি. কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত বৃন্দাবনে উপদ্রবকারী কংসানুচর অসুরবিশেষ। [সং. অঘ+অসুর]।

অঘোর১—(১) বিণ. অভীষণ, শান্ত। (২) বি. শিব (অঘোর-মন্ত্র)। [সং. ন+ঘোর]। বি. **~পন্থী**—বীভৎস আচারে অভ্যস্ত শৈব সম্প্রদায়বিশেষ।

অঘোর২—বিণ. অত্যন্ত ঘোর, ভীষণ, প্রচণ্ড ('অঘোর বাদল': ধ.ম.); বেহুঁশ, অচেতন, সংজ্ঞাহীন ('পড়ে আছে হইয়ে অঘোর': দে. সে.)। ['বাং' অ- (=অতি বা সম্যক্)+সং. ঘোর]।

অঘোষ—বিণ. লঘুধ্বনিযুক্ত, অনুদাত্ত। বি. **~বর্ণ**—মৃদু-ধ্বনিযুক্ত বর্ণ (বাঙ্গালা ব্যঞ্জনবর্ণমালায় প্রতিবর্গের প্রথম বর্ণদ্বয়)।

অঘ্রান, (বর্জি.) **অঘ্রাণ**—**অগ্রহায়ণ**-এর কথ্যরূপ।

অঘ্রাত—বিণ. ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন; অনাঘ্রাত। [সং. ন+ঘ্রাত]।

অঙ্ক—বি. চিহ্ন; রেখা; কলঙ্ক; (গণি.) রাশি, number, digit, figure [বি. প.]; আঁক; সংখ্যা, গণনা; পরিমাণ (টাকার অঙ্ক, মুনাফার অঙ্ক); ক্রোড়, কোল;

নাটকের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ, act ; (প্রাণি.) উদর কিংবা পেশী বা অস্থির উদ্গত বা স্তূপাকৃতি অংশ ; (উদ্ভি.) পত্রের উপরিভাগ, venter [বি. প.]। [সং.]। ক্রি. **অঙ্ক করা, অঙ্ক কষা**—আঁক কষা ; হিসাব বা গণনা করা। বিণ. ~**গত**—ক্রোড়স্থিত। বি. ~**দেশ**—ক্রোড় ; (উদ্ভি.) পত্রের উপরিস্থ তল, ventral surface [বি. প.]। বি. ~**পাত**—সংখ্যাস্থাপন ; চিহ্নিতকরণ ('চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে' : সঞ্জী.)। বি. ~**পাতন**—(গণি.) প্রতীক-চিহ্নদ্বারা অঙ্কলিখন, notation [বি. প.]। বিণ. ~**বাচক**—সংখ্যানির্দেশক, cardinal [বি. প.]। বি. ~**বিৎ**—গণিতজ্ঞ ব্যক্তি। বি. ~**বিদ্যা**—গণিতবিদ্যা। বি. ~**লক্ষ্মী**—অঙ্কস্থিতা লক্ষ্মী ; স্ত্রী। বি. ~**শাস্ত্র**—গণিতশাস্ত্র। বিণ. ~**স্থিত**—কোলে অবস্থিত ; অতি নিকটবর্তী। বিণ. অঙ্কীয় ; (উদ্ভি. ও প্রাণি.) অঙ্কসংক্রান্ত, ventral [বি. প.]।

অঙ্কন—বি. চিহ্নিতকরণ ; সংখ্যালিখন ; বর্ণন (চরিত্রাঙ্কন)। চিত্রণ ; (জ্যামি.) রেখাপাতন, plotting ; গঠন construction [বি. প.]। [সং. √অঙ্ক্ + অন (ভা)]। বিণ. **অঙ্কনীয়**—অঙ্কনযোগ্য ; অঙ্কিত করিতে হইবে এমন।

অঙ্কিত—বিণ. চিহ্নিত ; শোভিত ; বিবৃত ; গ্রথিত। [সং. √অঙ্ক্ + ত(র্ম)]।

অঙ্কী—বিণ. দাগওয়ালা, দাগী ; কলঙ্কযুক্ত ('অঙ্কী কলানিধি')। [সং. অঙ্ক্ + ইন্]।

অঙ্কুর—বি. বীজ হইতে যাহা প্রথম বাহির হয়, কল, মুকুল ; উন্মেষ, সঞ্চার ('ভাবের অঙ্কুর' : জ্ঞান.) ; উদ্ভিন্ন বা নবোদিত বস্তু ; আদি, সূত্রপাত (অঙ্কুরে বিনাশ) ; আগা (তৃণাঙ্কুর, কুশাঙ্কুর)। [সং]। বিণ. **অঙ্কুরিত**—মুকুলিত ; প্রকাশিত, আবির্ভূত। বি. **অঙ্কুরোদয়, অঙ্কুরোদ্গম**—কলের বা মুকুলের প্রকাশ ; সূত্রপাত ; উন্মেষ।

অঙ্কুশ—বি. মাহুতগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হস্তিতাড়নদণ্ড ; ডাঙ্গস ; আঁকশি, hook। [সং.]।

অঙ্কোপরি—অব্য. কোলের উপর। [সং. অঙ্ক + উপরি]।

অঙ্গ—বি. অবয়ব, শরীরের অংশ, limb ; শরীর ; আকৃতি, মূর্তি ('একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে' : রবীন্দ্র) ; অপরিহার্য অংশ (কর্মের অঙ্গ) ; উপকরণ (পূজার অঙ্গ) ; (উদ্ভি.) ইন্দ্রিয়, organ [বি. প.] ; ভাগলপুর জেলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের প্রাচীন নাম। [সং.]। বি. ~**গ্রহ**—দেহের আক্ষেপ বা খিঁচুনি ; ধনুষ্টঙ্কার-রোগ। বি. ~**গ্লানি**—শরীরের কষ্ট ; দেহের ময়লা। বি. ~**চালন, ~সঞ্চালন**—শরীরের নাড়াচাড়া ; ব্যায়াম। বি. ~**চ্ছেদ, ~চ্ছেদন**—দেহের অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া ; মূল আকারের অংশ কর্তন। ~**জ, ~জনু**—(১) বিণ. দেহজাত ; উদ্ভিদধর্মী, vegetative [বি. প.]। (২) বি. সন্তান। বিণ. বি. ~**জা**। বি. ~**ত্র, ত্রাণ**—**বর্ম**, সাঁজোয়া। বি. ~**ন্যাস**—বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণের সহিত দেহের হৃদয়াদি বিভিন্ন অংশ স্পর্শকরণ। বি. ~**প্রত্যঙ্গ**—অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ (অঙ্গের অংশ) ; সমুদয় দেহ। বি. ~**প্রায়শ্চিত্ত**—অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে পাপমোচনার্থ দেহশোধন। বি. ~**বিকৃতি**—দেহের বা চেহারার বিকার, monstrosities [বি. প.]। বি. ~**বিক্ষেপ**—নৃত্যাদিকালে দেহসঞ্চালন। বি. ~**বিন্যাস**—দেহের ভঙ্গি বা ঢং, posture [বি. প.]। বিণ. ~**বিহীন**—দেহের অংশবিশেষ নাই এমন, বিকলাঙ্গ ; (বিরল) অশরীরী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বিহীনা**। বি. ~**ভঙ্গ, ~ভঙ্গি**—অঙ্গচালনার দ্বারা মনোভাবের ইঙ্গিতজ্ঞাপন, ইশারা। বি. ~**মর্দন**—গা-টেপা, massage। বি. ~**রক্ষা, ~রাখা**—আঙরাখা, জামা। বি. ~**রাগ**—প্রসাধন, দেহসজ্জা, প্রসাধনদ্রব্য ; বি. ~**রাজ**—অঙ্গদেশের অধিপতি ; মহাভারতের প্রসিদ্ধ বীর কর্ণ। বি. ~**রুহ**—লোম, পশম, পালক। বি. ~**সংস্থান**—দেহের গঠন বা গঠনতত্ত্ব, morphology [বি. প.]। বি. ~**সৌষ্ঠব**—দেহের সৌন্দর্য। বি. ~**হার**—নৃত্যগীতাদির বিধি অনুযায়ী অঙ্গচালনা, অঙ্গভঙ্গি। বি. ~**হানি**—দেহের কোন অংশের বিকৃতি বা অভাব ; অনুষ্ঠানের বা কার্যাদির আংশিক ত্রুটি। বিণ ~**হীন**—বিকলাঙ্গ ; (অনুষ্ঠান কার্য ইত্যাদি সম্বন্ধে) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ ; (বিরল) অশরীরী।

অঙ্গদ—বি. কেয়ূর বাজু প্রভৃতি অলঙ্কার ; বানররাজ বালির পুত্র। [সং.]।

অঙ্গন—বি. আঙ্গিনা, উঠান, প্রাঙ্গণ। [সং.]।

অঙ্গনা—বি. দেহসৌষ্ঠবসম্পন্না রমণী। [সং.]।

অঙ্গাঙ্গি—অব্য. বি. অঙ্গে অঙ্গে টানাটানি ; স্বপক্ষীয়ের প্রতি পক্ষপাত। [সং. অঙ্গ + অঙ্গ + বাং. ই]। বি. ~**ভাব, ~সম্বন্ধ**—প্রগাঢ় সৌহার্দ্য ; অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ; (দর্শ.) অঙ্গ ও অঙ্গী (=অঙ্গ আছে যাহার বা যাহাতে) : এতদুভয়ের সম্পর্ক বা এতদুভয়ের সম্পর্কের ন্যায় সম্পর্ক, গৌণমুখ্য-ভাব।

অঙ্গাবরণ—বি. দেহের আচ্ছাদন ; পরিচ্ছদ। [সং. অঙ্গ + আবরণ]।

অঙ্গার—বি. কয়লা ; আবর্জনা ; কলঙ্ক (কুলাঙ্গার) [সং.]। বি. **অঙ্গারক**—রাসায়নিক উপাদান বিশেষ, carbon। **অঙ্গারক রসায়ন**—জৈব রসায়ন, organic chemistry [বি. প.]। বি. ~**ধানিকা, ~ধানী**—আগুনের মালসা ; ধুনুচি। বি. ~**যৌগিক**—carbon compounds। বি. **অঙ্গারাম্ল**—কার্বনিক অ্যাসিড, carbonic acid [বি. প.]।

অঙ্গিরাঃ, (চলিত) অঙ্গিরা—বি. মরীচি, অত্রি ইত্যাদি সপ্তর্ষির অন্যতম। [সং. অঙ্গিরস্]।

অঙ্গী (-ঙ্গিন্)—বিণ. দেহবিশিষ্ট, শরীরী [সং. অঙ্গ + ইন্]।

অঙ্গীকরণ—বি. অঙ্গীকার-করণ। [সং.]।

অঙ্গীকার—বি. প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা ; স্বীকার। [সং.]। বিণ. **অঙ্গীকৃত**—প্রতিশ্রুত।

অঙ্গীভূত—বিণ. অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্গত। [সং. অঙ্গ + ঈ (চি) + √ভূ + ত (-র্তৃ)]।

অঙ্গুরী, অঙ্গুরি, অঙ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়ক—বি. আংটি [সং.]।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী, অঙ্গুল—বি. আঙুল। [সং.]। বি. ~**নির্দেশ**—অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা প্রদর্শন। বি. ~**সংকেত, ~হেলন**—আঙুল নাড়িয়া ইশারা। বি **অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিত্রাণ**—ছুঁচের খোঁচা এড়াইবার জন্য আঙুলে পরিবার একপ্রকার টুপি, (সেতার-বাদকদের) মেরজাপ। বি. **অঙ্গুলীয়ক**—আংটি। [সং.]।

অঙ্গুষ্ঠ—বি. বৃদ্ধাঙ্গুলি। [অঙ্গু (=হাত-পা) + √স্থা + অ (ক)-র্তৃ]।

অঙ্গুষ্ঠানা, অঙ্গুস্তানা—বি. অঙ্গুলিত্র ; চামাটি, মেরজাপ। [ফা. অঙ্গুস্তানা—তু. সং. অঙ্গুষ্ঠত্রাণ]।

অঙ্ঘ্রি—বি. চরণ, পদ ('কমলাঙ্ঘ্রিতল'. কাশী.)। [সং.]।

অচক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—বিণ. চক্ষুহীন, অন্ধ। [সং. ন + চক্ষুঃ]।

অচঞ্চল, অচপল—বিণ. চঞ্চলতাশূন্য ; স্থায়ী, অব্যাকুল, ধীর। [সং. ন + চঞ্চল, চপল]। বিণ. (স্ত্রী.) **অচঞ্চলা**।

অচতুর—বিণ. চতুর কৌশলী বা দক্ষ নহে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **অচতুরা**।

অচর—বিণ. গতিহীন স্থাবর (চরাচর)। [সং. ন + চর]।

অচল—(১) বিণ. গতিহীন, স্থির (অচলপ্রতিষ্ঠ) ; অটল ; অব্যবহার্য, অপ্রচলিত (অচল প্রথা) ; জাল (অচল টাকা), নির্বাহ করা বা পরিচালনা করা শক্ত এমন (অচল সংসার), যথারীতি কাজ করা প্রায় অসম্ভব এমন (অচল অবস্থা) ; পতিত (সমাজে অচল) ; অকেজো (অচল ঘড়ি) ; নিস্পন্দ (অচল নাড়ী)। (২) বি. পর্বত। [সং. ন + চল]। বি ~**রাজ**—হিমালয়। **অচলা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) অচঞ্চলা, স্থিরা (অচলা ভক্তি)। (২) বি. পৃথিবী। বি. ~**ন**— অপ্রচলন। বিণ. ~**নীয়**—প্রচলনের অযোগ্য। বি. **অচলায়তন**—প্রগতিবর্জিত ও গোঁড়ামিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিণ. **অচলিত**—অপ্রচলিত।

অচালন—বি. স্থানান্তর না করা, অপ্রয়োগ। [সং. ন + চালন]। বিণ. **অচালনীয়, অচাল্য**—চালনার বা স্থানান্তরকরণের অযোগ্য।

অচিকিৎসনীয়, অচিকিৎস্য—বিণ. দুশ্চিকিৎস্য, যে রোগের চিকিৎসা নাই। [সং. ন + চিকিৎসনীয়, চিকিৎস্য]। বি. **অচিকিৎসা**—চিকিৎসার অভাব ; কুচিকিৎসা। বিণ. **অচিকিৎসিত**—চিকিৎসা করা হয় নাই এমন।

অচিকীর্ষু—বি. করিতে অনিচ্ছুক ; অলস। [সং. ন + চিকীর্ষু]।

অচিন, অচিনা—**অচেনা**-র গ্রাম্য রূপ।

অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য—বিণ. চিন্তা করা বা ধারণা করা যায় না এমন, চিন্তার অতীত। [সং.]।

অচিন্তিত, অচিন্তিতপূর্ব—বিণ. আগে ভাবা বা অনুমান করা হয় নাই এমন। [সং.]।

অচির—বিণ. অল্পকাল (অচিরে), ক্ষণস্থায়ী ('অচির-দ্যুতি')। [সং. ন + চির২]। বি. ~**কারী** (-রিন্)—ক্ষিপ্রকারী। বি. ~**কাল**—ক্ষণকাল। ক্রি-বিণ. ~**কালে**—শীঘ্র, অনতিবিলম্বে। বিণ. ~**ক্রিয়**—দ্রুত কর্ম-সম্পাদনকারী ; দীর্ঘসূত্র নহে এমন। বিণ. ~**স্থায়ী**—(-য়িন্)—চিরদিন থাকে না এমন, নশ্বর ; ক্ষণস্থায়ী। অব্য **অচিরাৎ**, ক্রি-বিণ. **অচিরে**—শীঘ্র, অনতিবিলম্বে।

অচূর্ণ, অচূর্ণিত—বিণ. গুঁড়ান নহে এমন ; আস্ত, গোটা ; বিনষ্ট হয় নাই এমন। [সং. ন + চূর্ণ, চূর্ণিত]।

অচেতঃ (-তস্), (চলিত) **অচেত**—বিণ. অজ্ঞান ; অবিবেকী ; তত্ত্বজ্ঞানহীন ('অচেত-চিত্ত' : ভা. চ.)। [সং.]।

অচেতন, অচৈতন্য—বিণ. চেতনাশূন্য, সংজ্ঞাহীন ; অজ্ঞান, মূর্খ, মোহগ্রস্ত ; জড়। [সং. ন + চেতন, চৈতন্য]।

অচেনা, অচিন, অচিনা—(১) বিণ. অপরিচিত, অজ্ঞাত। (২) বি. অপরিচিত ব্যক্তি। [সং. ন + বাং. চেনা]। **অচেনা-অজানা**—অপরিচিত ও অজ্ঞাতকুলশীল।

অচেষ্ট—বিণ. চেষ্টাহীন ; নিরুদ্যম ; অসাড় ('ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া' : চৈ. ভা.)। [সং. ন + চেষ্টা]। বিণ. **অচেষ্টিত**—যাহার জন্য চেষ্টা করা হয় নাই এমন ; খোঁজা বা পরীক্ষা করা হয় নাই এমন।

অচৈতন্য—**অচেতন** দ্র.।

অচ্ছ—(১) বিণ. দৃষ্টি রোধ করে না এমন ; স্বচ্ছ, নির্মল ; স্ফটিকবৎ। (২) বি. স্ফটিক। [সং]।

অচ্ছদ—বিণ. অনাচ্ছাদিত, অনাবৃত, খোলা, পত্ররহিত। [সং. ন + ছদ (= আচ্ছাদন)]।

অচ্ছিদ্র—বিণ. ছিদ্ররহিত ; ত্রুটিহীন। [সং. ন + ছিদ্র]।

অচ্ছুৎ, অচ্ছুত—বিণ. ছোঁওয়া যায় না বা ছোঁওয়া উচিত নহে এমন, অশুচি, অস্পৃশ্য। [সং. ন + √ছুপ্ (-স্পর্শ করা)—ছুৎ, ছুত]। বি. ~**জাতি**—ভারতীয় হিন্দুদের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়, হরিজন-সম্প্রদায় [গান্ধী]।

অচ্ছেদ্য—বিণ. ছেদনের অসাধ্য (অচ্ছেদ্য বন্ধন, অচ্ছেদ্য অংশ)। [সং. ন + ছেদ্য]।

অচ্ছোদ—(১) বিণ. স্বচ্ছজলবিশিষ্ট ('অচ্ছোদসরসীনীরে' : রবীন্দ্র)। (২) বি. হিমালয়-প্রদেশস্থ সরোবরবিশেষ। [সং. অচ্ছ + উদ (= উদক)]। বি. ~**পটল**—অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণবিশেষ, cornea [বি. প.]।

অচ্যুত—(১) বি. কৃষ্ণ, বিষ্ণু (স্বীয় পদ হইতে যিনি চ্যুত হন না)। (২) বিণ. ভ্রষ্ট বা স্খলিত হয় নাই এমন ; স্থির, অবিনাশী। [সং. ন + √চ্যু + ত (র্তৃ)]।

অছি—বি. অভিভাবক ; সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক, administrator, trustee। [আ. ৱসী]।

অছিয়তনামা—বি. অছির মনোনয়ন-পত্র, ইচ্ছাপত্র, উইল (will)। [আ. ৱসীয়ৎ + ফা. নামা]।

অছিলা—বি. ছল, ছুতা, অজুহাত। [ফা. ৱসীলা]।

অছু—সর্ব. (অপ্র.) উহার। [সং. অস্য]।

অছুৎ, অছুত—**অচ্ছ্ৎ**-এর রূপভেদ।

অজ১—(১) বিণ. জন্মহীন। (২) বি. ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; রামচন্দ্রের পিতামহ, জীবাত্মা; কন্দর্প, কামদেব। [সং. ন + √জন্ + অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **অজা১**—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি।

অজ২—বি. ছাগ, মেষ; (জ্যোতি.) মেষরাশি। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **অজা২**—ছাগী, ভেড়ী। বি. **অজাযুদ্ধ**—মেড়ার লড়াই (যাহাতে প্রকৃত যুদ্ধ অপেক্ষা আস্ফালনই অধিক), বহ্বারম্ভ।

অজ৩—বিণ. (মন্দার্থে) নিতান্ত, খাঁটি (অজ মূর্খ, অজ চাষা, অজ পাড়াগাঁ); গোটা, সমস্ত (অজ পুকুরটা)। [দেশী]।

অজগর—বি. (ছাগলকে গিলিয়া ফেলে এমন) এক-জাতীয় অতি বৃহৎ সর্প। [সং. অজ + √গৃ + অ (র্তৃ)]।

অজচ্ছল—বিণ. অঢেল, দেদার। [< সং. অজস্র]।

অজন্ত—বিণ. (ব্যাক.) স্বরান্ত। [সং. অচ্ (= স্বরবর্ণ) + অন্ত]।

অজন্মা (-মন্)—(১) বি. শস্যাদির জন্ম না হওয়া; দুর্ভিক্ষ। (২) বিণ. জন্মহীন, জারজ। [সং. ন + জন্মন্]।

অজপা—বি. (স্ত্রী.) যথাবিধি জপ না করিয়া বিনা আয়াসে (অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ারূপে) যাহা জপা যায়; "হং সঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ('অজপা জপিয়া' : ভা. চ.), প্রাণবায়ু ('অজপা হতেছে শেষ'); তান্ত্রিকদেব দেবী। [সং. ন + √জপ্ + অ (ক) + আ (স্ত্রী.)]।

অজবীথি—বি. দেবযান; আকাশের ছায়াপথ, Milky Way। [সং অজ + বীথি]।

অজবুক—**উজবুক**-এর রূপভেদ।

অজয়—(১) বি. জয়ের অভাব; পরাজয়, পশ্চিমবঙ্গের নদবিশেষ। (২) বিণ. অজেয়। বি.(স্ত্রী.) **অজয়া**—সিদ্ধি ভাঙ। [সং. ন + জয়]।

অজর—(১) বিণ. জরাগ্রস্ত হয় না এমন। (২) বি. দেবতা [সং. ন + জরা]। বিণ **অজরামর**—বার্ধক্যশূন্য ও মৃত্যুহীন।

অজস্র—(১) বিণ. অসংখ্য, দেদার, অপরিমিত (অজস্র দান)। (২) ক্রি-বিণ. সতত, অবিরত। [সং. ন + √জস্ + র]।

অজহল্লিঙ্গ—বি. (ব্যাক.) যে শব্দ ভিন্ন লিঙ্গের শব্দের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে না। [সং. ন + জহৎ + লিঙ্গ]।

অজাত—(১)বিণ. জন্মে নাই এমন, জন্মহীন, (প্রাদে.) হীনজাতি; জারজ। (২)বি. (বাং.) অনাচরণীয় জাতি বা বংশ, অঘর। [সং. ন + জাত]। ~**শত্রু**—(১)বিণ. বি. যাহার শত্রু জন্মে নাই এমন (ব্যক্তি)। (২)বি. মগধ-রাজ বিম্বিসারের পুত্র; যুধিষ্ঠির। বিণ ~**শ্মশ্রু**—দাড়ি ওঠে নাই এমন; অল্পবয়স্ক।

অজানত, অজানতে, অজান্তে -ক্রি-বিণ অজ্ঞাত-সারে, না জানিয়া; গোপনে। [বাং. অজানিত]।

অজানা, অজানিত—(১) বিণ. অজ্ঞাত, অপরিচিত। (২) বি. অপরিচিত ব্যক্তি ('কত অজানারে জানাইলে তুমি' : রবীন্দ্র); অজ্ঞাত স্থান ('মন যেতে চায় কোন্ অজানায়' : রবীন্দ্র)। [সং. ন + বাং. জানা, জানিত]।

অজিজ্ঞাস্য—বিণ. জিজ্ঞাসার অযোগ্য। [সং. ন + জিজ্ঞাস্য]।

অজিত—(১) বিণ. অপরাজিত, অবশীভূত। (২) বি. বিষ্ণু, শিব। [সং. ন + জিত]।

অজিতেন্দ্রিয়—বিণ. ইন্দ্রিয় যাহার জিত বা বশীভূত নহে এমন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। [সং. ন + জিত + ইন্দ্রিয়]।

অজিন—বি. মৃগচর্ম; পশুচর্ম (গজাজিন)। [সং.]।

অজিফা—বি. বরাদ্দ বৃত্তি বা খাদ্য; নিত্য ধর্মশাস্ত্রপাঠ। [ফা. রজিফা]।

অজীর্ণ—(১) বিণ. জীর্ণ বা হজম হয় নাই এমন। (২) বি. বদহজম, indigestion; হজমশক্তির অভাবজনিত রোগ, dyspepsia। [সং.]।

অজু, ওজু—বি. হস্তপদাদি প্রক্ষালন। [আ. রজু]।

অজুরদার—বি. মজুরি গ্রহণকারী, মজুর, শ্রমিক। [ফা.]।

অজুরা—বি. বেতন, মজুরি। [ফা.]।

অজুহাত—বি. কারণ; ওজর, অছিলা। [ফা. রজুহাত]।

অজেয়—বিণ. জয় করা যায় না অথবা বশ মানান যায় না এমন। [সং. ন + জেয়]।

অজৈব—বিণ. জীব অর্থাৎ প্রাণী বা উদ্ভিদ্ সম্বন্ধীয় নহে এমন, inorganic। [সং. ন + জৈব]। **অজৈব খাদ্য** - inorganic food। **অজৈব রসায়ন**—inorganic chemistry। **অজৈব লবণ**—mineral salt। **অজৈব সার**—খনিজ সার, mineral manure [বি. প.]

অজ্ঞ—বিণ. অজ্ঞান; মূর্খ; নির্বোধ; অশিক্ষিত। [সং. ন + √জ্ঞা + অ (ক)-র্তৃ]। বি. ~**তা**। বিণ. **অজ্ঞতা-মূলক**—মূর্খতা বা অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন।

অজ্ঞাত—বিণ. অবিদিত; অপ্রকাশিত। [সং. ন + জ্ঞাত]। বিণ. ~**কুলশীল**—বংশপরিচয় বা স্বভাব-চরিত্র জানা নাই এমন। বিণ ~**নামা** (-মন্)—যাহার নাম জানা নাই। বিণ. ~**পরিচয়**—পরিচয় জানা যায় নাই এমন। বি. ~**বাস**—গোপনে বা অন্যের অগোচরে অবস্থান। বি. ~**রাশি**—unknown quantity [বি. প.]। ক্রি-বিণ. ~**সারে, অজ্ঞাতে**—গোপনে।

অজ্ঞান—(১) বিণ. জ্ঞানশূন্য, মূর্খ; অশিক্ষিত; সংজ্ঞা-শূন্য, মূর্ছিত; মুগ্ধ। (২)বি. জ্ঞানের অভাব; মায়া, অবিদ্যা। [সং. ন + জ্ঞান]। বি. ~**তা**। বিণ. ~**কৃত**—ভুল করিয়া বা অজ্ঞতাবশতঃ সম্পাদিত। বি. ~**তিমির**—মূর্খতারূপ অন্ধকার; মায়াঘোর। বি. ~**বাদ**, (পরি.) **অজ্ঞাবাদ**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে কিছু থাকিলেও তাহা মানুষের পক্ষে জানা অসাধ্য; এই মত, agnosticism; বিণ. বি. **অজ্ঞা-বাদী** (-দিন্)—অজ্ঞাবাদে বিশ্বাসী, agnostic। বিণ. **অজ্ঞানী**—জ্ঞানহীন; তত্ত্বজ্ঞানহীন, মূর্খ; বিষয়-বিশেষে জ্ঞানহীন। ক্রি-বিণ. **অজ্ঞানে**—না জানিয়া।

অজ্ঞাবাদ—**অজ্ঞান** দ্রঃ।

অজ্ঞেয়—বিণ. জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এমন ; জ্ঞানাতীত। [সং. ন+জ্ঞেয়]।

অঝর, অঝোর—বিণ. অবিশ্রান্ত, (অঝোরে বৃষ্টি, অশ্রু-পাত), বিরামহীন (অঝর বর্ষণ) ; [সং. অজস্র] ক্রি-বিণ **অঝরে, অঝোরে**—অবিশ্রান্ত ধারায় ; ঝরঝর করিয়া।

অঞ্চল—বি. আঁচল, বস্ত্রের প্রান্তভাগ ; প্রান্তভাগ ('নয়নক অঞ্চল' : ভা. চ.) ; দেশাংশ, এলাকা, তল্লাট (মেরু-অঞ্চল)। [সং.]। বি. ~**নিধি**—যে মূলাবান্ সম্পদ্‌কে আঁচলে ঢাকিয়া সংরক্ষিত করা হয় ; (আদরে) সন্তান বা পুত্র ; (কৌতু.) স্বামী। বি. ~**প্রভাব**—স্ত্রীর প্রভুত্ব।

অঞ্চিত—বিণ. পূজিত ('বিরিঞ্চি-অঞ্চিত পদ' : মধু.) ; উত্থিত (রোমাঞ্চিত) ; বক্রীকৃত ; গ্রথিত ; ভূষিত। [সং. √অন্‌চ্ (=পূজা)+ত(-ক্ত)-র্ম]।

অঞ্জন—বি. চক্ষুর প্রসাধনদ্রব্য, কাজল, সুর্মা ; মালিন্য, ভুসা ; (আয়ু.) বিবিধ ধাতুঘটিত দ্রব্য (রসাঞ্জন, নীলাঞ্জন) ; আঁজনাই। বি. ~**শলাকা**—চক্ষে কাজল দিবার কাঠি। [সং.]।

অঞ্জনিকা—বি. আঁজনাই। [সং.]।

অঞ্জলি—বি. যুক্তকর, আঁজল ; যুক্তকরে প্রদত্ত পুষ্পাদি ; সেবা, ভজনা ('দেবগণ যারে করেন অঞ্জলি' : ক. ক.), আঁজলের পরিমাণ, [সং. √অন্‌জ্+অলি (ণে)]। বি. ~**পুট**—করতলদ্বয়দ্বারা রচিত গণ্ডূষাকার গহ্বর। বিণ ~**বদ্ধ**—যুক্তকর। বি. ~**বন্ধ**—অঞ্জলি (-করণ)।

অটবী, অটবি—বি. অরণ্য, বন। [সং.]

অটল—বিণ. অচঞ্চল, স্থির, দৃঢ় (অটল বিশ্বাস)। [সং.]।

অটুট—বিণ. অক্ষুণ্ণ (অটুট স্বাস্থ্য বা কর্মক্ষমতা), আস্ত, নিখুঁত। [সং. ন+বাং. টুট (সং. √ত্রুট্)]।

অটো—বি. গন্ধসার, আতর। [ইং. otto]।

অটোগ্রাফ—বি. স্বহস্তলেখ, হাতের লিখন। [ইং autograph]।

অট্ট—বিণ. অতিশয়, উচ্চ (অট্টহাসি)। [সং.]। **অট্ট অট্ট, অট্টট্ট**—(১) বি. অতি উচ্চ বা বিকট হাসি ('অট্ট অট্ট হাসিতেছে' : ভা. চ)। (২) বিণ. ঐরূপ ধ্বনিযুক্ত ('মুখে অট্ট অট্ট হাসিছে' : শি.)। বি. ~**নাদ**, ~**নিনাদ**, ~**রব**, ~**রোল**—অতি উচ্চ ধ্বনি। বি. ~**হাস**, ~**হাসি**, ~**হাস্য**—অতি উচ্চ বা বিকট হাসি।

অট্টালিকা—বি. প্রাসাদ, পাকাবাড়ি, ইমারত। [সং.]।

অড়হর, অড়র—বি. কলাইবিশেষ, দালবিশেষ। [হি. অরহর]।

অডিকলন—**ওডিকলন**-এর রূপভেদ।

অডিট—বি. (ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত) হিসাবের ও খাতাপত্রের পরীক্ষা। [ইং. audit]। বি ~**র**—হিসাব-পরীক্ষক। [ইং. auditor]।

অঢেল—বিণ. প্রচুর, অজস্র। [দেশী]।

অণি, অণী—বি. চক্রধুরার প্রান্তস্থ খিল, সূঁচ প্রভৃতির ডগা ; প্রান্ত, সীমা [সং. √অণ্+ই (-ইন্)+ঈ স্ত্রীলিঙ্গে]।

অণিমা (-মন্)—বি. সূক্ষ্মত্ব ; অতি সূক্ষ্ম আকার ধারণের দৈবী শক্তি বা 'বিভূতি'-বিশেষ, যাহার বলে দেবতা ও উপদেবতাগণ অলক্ষ্যে সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন। [সং. অণু+ইমন্ (ভা.)।

অণীয়ান্—বিণ. অণুতর ; সূক্ষ্মতর ; ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র-তর। [সং. অণু+ঈয়স্]।

অণু—(১) বিণ. ক্ষুদ্র ; অল্প, ঈষৎ। (২) বি. সূক্ষ্মতম বা ক্ষুদ্রতম অংশ ; একটুখানি ; পদার্থের অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ, molecule ; (অশু.) পরমাণু, atom। [সং. √অণ্+উ]। বি. ~**বীক্ষণ**—চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিবার যন্ত্রবিশেষ, microscope। বি. ~**ভা**—ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। বি. ~**মঞ্জরী**—ফুলের বৃহত্তর ছড়ার অংশভূত ক্ষুদ্রতর ছড়া, spikelet [বি. প.]। বিণ. ~**মাত্র**—কিছুমাত্র, অত্যল্প পরিমাণ।

অণ্ড—বি. ডিম্ব ; অণ্ডকোষের বীচি ; গোলাকার বস্তু। [সং.]। বি. ~**কোষ**, (বিরল) ~**কোশ**—মুষ্ক, হোল। ~**জ**—(১) বিণ. ডিম্বজাত। (২) বি. পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি ডিম্বজাত প্রাণী। বিণ. **অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি**—ডিমের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, oval।

অত—(১) বিণ. ক্রি-বিণ. ঐ পরিমাণ (অত হাসি ভাল নয়, অত হাসিও না)। (২) সর্ব. ঐ পরিমাণ বেশী বস্তু বা বিষয় (অত চাই না)। [সং. ইয়ৎ]। বি. ~**শত**—অত প্রকার ; ঐসব নানাপ্রকার ব্যাপার বা বিষয়।

অতএব—অব্য. এইজন্য, সুতরাং, কাজে-কাজেই। [সং. অতঃ+এব]।

অতঃপর—অব্য. ইহার পর, তারপর, অনন্তর। [সং.]।

অতট—বি. পর্বতাদির পার্শ্ববর্তী উচ্চস্থান ; নদীর উচ্চ পার। [সং.]।

অতথ্য—বিণ. অসত্য, মিথ্যা। [সং ন+তথ্য]।

অতনু—(১) বিণ. অসূক্ষ্ম, বিপুল ; দেহশূন্য, অনঙ্গ। (২) বি. অনঙ্গদেব, কাম, মদন। [সং.]।

অতন্দ্র, অতন্দ্রিত—বিণ নিদ্রাহীন, সজাগ ; সতর্ক ; মনোযোগী ; অনলস ; অবিরাম। [সং. ন+তন্দ্রা]।

অতর্ক—বি. কুতর্ক, অনর্থক তর্ক। [সং. ন+তর্ক]।

অতর্কিত—বিণ. অচিন্তিত, অবিবেচিত, অলক্ষিত। [সং. ন+√তর্ক (=অনুমান করা)+ত (র্ম)]। ক্রি-বিণ. **অতর্কিতে**—অসতর্ক অবস্থায়, হঠাৎ।

অতল—(১) বি. সপ্তপাতালের অন্যতম, প্রথম পাতাল। (২) বিণ. তলহীন, অথই। [সং. ন+তল]। বি. ~**তল**—অথই জলের নিম্নদেশ। বিণ. ~**স্পর্শ**—তলদেশ স্পর্শ করা যায় না এমন, অথই, অত্যন্ত গভীর।

অতসী—বি. স্বর্ণাভ পুষ্পবিশেষ ; মসিনা, তিসি ; শণ। [সং.]।

অতি—(১) অব্য. (উপ.) অধিক, অতিক্রান্ত, অনুচিত, বহির্ভূত (অতিশায়ী, অত্যাচার, অতীত, অতিপ্রাকৃত, অতিমাত্র, অতিবল, অতীন্দ্রিয়)। (২) বি. অনুচিত বা খুব বেশী পরিমাণ (কোনও কিছুর অতি ভাল না)। (৩) বিণ অতিশয় অসঙ্গত, অতিরিক্ত (অতি বাড়, অতি দুঃখ), (ব্রজ.) উৎকৃষ্ট ('সো অতি নাগর' : বিদ্যা.)।

[সং.] বি. ~**কথা**—অতিরঞ্জিত বর্ণনা বা বৃথা বাক্যব্যয়। ~**কায়**—(১) বিণ. প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট (অতিকায় জন্তু)। (২) বি. রাবণের জনৈক পুত্র। বি. ~**ক্রম**, ~**ক্রমণ**—লঙ্ঘন, পার হওয়া (বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা); ডিঙ্গান, supersession [স. প.]। বিণ ~**ক্রম্য**, ~**ক্রমণীয়**—লঙ্ঘন বা অতিক্রম করা যায় এমন; উল্লঙ্ঘনসাধ্য। বিণ. ~**ক্রান্ত**—লঙ্ঘিত; অতীত। বিণ. ~**চালাক**—অতিবুদ্ধি দ্রঃ। বিণ. ~**তপ্ত**—অত্যন্ত গরম হইয়াছে এমন, superheated [বি. প.]। বিণ. ~**তর**—অত্যন্ত ('দোহে প্রেম অতিতর' : ভা. চ)। বি. ~**দর্প**—অতিশয় অহংকার। **অতিদর্পে হতা লঙ্কা**—অহংকার মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী, লঙ্কার মত শক্তিশালী রাজ্যেরও এই কারণে পতন ঘটিয়াছিল। বি. ~**পত্তি**—তামাদি, lapse [স প.]। বি ~**পাত**—যাপন, অতিবাহন (দিনাতিপাত)। বি. ~**পাতক**—সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। বি. ~**পান**—অতিরিক্ত (মদ্যাদি) পানদোষ [বি. প.]। বিণ. ~**প্রাকৃত**—অনৈসর্গিক, অলৌকিক, supernatural। বিণ. ~**বল**—মহাশক্তিশালী। বি. ~**বাড়**—অস্বাভাবিক বৃদ্ধি; অত্যন্ত অহংকার বা বাড়াবাড়ি। **অতি বাড় বেড়ো নাকো ঝড়ে পড়ে যাবে**—অহংকার অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে পতন ঘটিবেই। বি. ~**বাদ**—পরুষবচন, কঠোর বাক্য; অত্যুক্তি। বি. ~**বাহন**—যাপন, ক্ষেপণ। বিণ. ~**বাহিত**—কাটান হইয়াছে বা কাটিয়া গিয়াছে এমন (জীবন বা যৌবন অতিবাহিত)। বি. ~**বৃষ্টি**—শস্যাদির পক্ষে হানিকর অত্যধিক পরিমাণ বৃষ্টি। বিণ. বি. ~**বুদ্ধি**—অত্যন্ত চালাক (লোক), বাহ্যতঃ বুদ্ধিমান্ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে বোকা (লোক)। **অতিবুদ্ধির** (বা **অতিচালাকের**) **গলায় দড়ি**—অতিরিক্ত চালাক লোক নিজের চালাকির দ্বারাই আপনার সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। বিণ. ~**বেল**—বেলা অর্থাৎ সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে এমন, অসীম, অত্যধিক। বি. ~**ভক্তি**—(কৃত্রিম, ভক্তির আধিক্য; ভক্তির ভান। **অতিভক্তি চোরের লক্ষণ**—ভক্তিপ্রদর্শনের দ্বারা বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিলে চুরি করার সুবিধা হয় বলিয়া অতিরিক্ত ভক্তি দেখিলে সন্দেহ জাগে যে, ইহার পশ্চাতে বোধ হয় চুরির উদ্দেশ্য আছে। বি. ~**ভোজন**—প্রয়োজনের অতিরিক্ত (স্বাস্থ্যহানিকর) ভোজন। ~**মন্দা**—(১) বি. (বাণি.) জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে এমন অবস্থা, slump। (২) বিণ. ঐরূপ অবস্থাপূর্ণ। বিণ. ~**মাত্রা**—মাত্রাকে অতিক্রম করিয়াছে এমন, অত্যন্ত (অতিমাত্রায় আসক্ত)। বি. ~**মান** অস্বাভাবিক রকম অধিক আত্মগৌরব বা অহংকার। ~**মানব**, ~**মানুষ**—(১) বি. মহামানব, মহাপুরুষ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, superman, পরম জ্ঞানী পুরুষ। (২) বিণ. মহামানবতুল্য। বিণ. ~**মানবিক**, ~**মানুষিক**—মহামানবের যোগ্য বা সম্পর্কিত, অলৌকিক। বি. ~**রঞ্জন**—অত্যুক্তি; প্রকৃত অবস্থাকে বাড়াইয়া বর্ণনা করা। বিণ. ~**রঞ্জিত**—বাড়াইয়া বলা হইয়াছে এমন। বি. ~**রথ**—যে যোদ্ধা এককালে অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। বিণ. ~**রিক্ত**—প্রয়োজনের অধিক; বাড়তি (অতিরিক্ত বেতন), অত্যধিক (অতিরিক্ত পরিশ্রম), উদ্বৃত্ত; (উদ্ভি.) ফালতু, accessory [বি. প.]। বি. ~**রেক**—প্রাচুর্য, বাড়তি, excess, surplus [স. প.]। ~**শয়** (১) বিণ.—অত্যন্ত, খুব। (২) বি. আধিক্য (সৌন্দর্যাতিশয়)। বি. ~**শয়োক্তি**—অত্যুক্তি, বর্ণনার বাড়াবাড়ি; উপমেয়ের উল্লেখহীন ও উপমানের প্রাধান্যপূর্ণ অর্থালঙ্কারবিশেষ (যথা—'মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা বাজায় বৈশাখী সন্ধ্যাঝঞ্ঝার দামামা' ঃ রবীন্দ্র); hyperbole। বি. ~**সার**, ~**অতীসার**—উদরের পীড়াবিশেষ, আমাশয় প্রভৃতি রোগ।

অতিথি, (গ্রা.) **অতিথ**—বি. অভ্যাগত, আগন্তুক। [সং. √ অত্ + ইথি (র্তৃ)]। বি. ~**শালা**—অতিথিদের থাকিবার গৃহ। বি. ~**সৎকার**, ~**সেবা**—অতিথিগণকে আহার ও আশ্রয় দান।

অতিষ্ঠ—বিণ. স্থির থাকা দুঃসাধ্য এমন (জীবন অতিষ্ঠ করা); অস্থির; উত্ত্যক্ত। [সং. ন + বাং √ তিষ্ঠা < √ স্থা]।

অতীত—(১)বিণ. বিগত; মৃত, হইয়া বা ঘটিয়া গিয়াছে এমন, পূর্বে ছিল কিন্তু এখন নাই এমন; বহির্ভূত (দৃষ্টির বা কল্পনার অতীত)। (২)বি. বিগত কাল। [সং. অতি + √ ই(গত্যর্থক) + ত (-র্তৃ)]। বি. ~**বেত্তা**—যিনি অতীতকালের কাহিনী জানেন। বিণ. ~**বেদী**—অতীতকালের তথ্য জানে এমন।

অতীন্দ্রিয়—বিণ. চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয় না, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। [সং. অতি + ইন্দ্রিয়]। বি. ~**তা**—(অধুনা অনেক সময় transcendentalism অর্থে ব্যবহৃত)।

অতীব—বিণ. অত্যন্ত, অতিশয়, খুব, অধিক। [সং. অতি + ইব]।

অতুল, **অতুলন**, **অতুলনীয়**, **অতুল্য**—বিণ. তুলনাহীন, অনুপম। [সং. ন + তুল, তুলন, তুলনীয়, তুল্য]। বিণ. (স্ত্রী.) **অতুলনীয়া**।

অতুষ্ট—বিণ. তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট নহে এমন। [সং. ন + তুষ্ট]। বি. **অতুষ্টি**।

অতৃপ্ত—বিণ. আশা মিটে নাই এমন, সন্তোষহীন, অসন্তুষ্ট। [সং. ন + তৃপ্ত]। বি. **অতৃপ্তি**।

অত্যধিক—বিণ. অত্যন্ত বেশি, উচিত বা প্রয়োজনের অপেক্ষাও বেশী। [সং. অতি + অধিক]।

অত্যন্ত—বিণ. অতিশয়, খুব বেশী। [সং. অতি + অন্ত]। বিণ. ~**গামী** (-মিন্)—অতিশয় দ্রুতগামী। বি. **অত্যন্তাভাব**—একেবারে অভাব।

অত্যয়—বি. মৃত্যু, বিনাশ, বিলয় (দেশাত্যয়), অতিক্রমণ, অপগমন (কালাত্যয়), অপচয়; দোষ, অপরাধ;

আদিতে **অতি-** যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **অতি** দ্রঃ

বিপদ্; আকস্মিক বিপদ্, emergency [স. প.]। [সং. অতি + √ই + অ (ভা.)]। বি. ~প্রমাণপত্র—emergency certificate। বি. ~সংচিতি—emergency reserve [স. প.]।

অত্যল্প—বিণ. অত্যন্ত কম; যৎসামান্য। [সং. অতি + অল্প]।

অত্যহিত—বি. অত্যন্ত অনিষ্ট। [সং. অতি + অহিত]। **অত্যাহিত** দ্রঃ।

অত্যাগসহন—বিণ. যাহার অভাব বা বিরহ সহ্য করা যায় না (অত্যাগসহন বন্ধু)। [সং. ন + ত্যাগ + সহন]।

অত্যাচার—বি. অন্যায় ব্যবহার, দুর্ব্যবহার; উৎপীড়ন। [সং. অতি + আচার]। বিণ. বি. **অত্যাচারী** (-রিন্)—অত্যাচারকারী, পীড়নকারী, উৎপীড়ক।

অত্যাজ্য—বিণ. ত্যাগ করা যায় না বা ত্যাগ করা অনুচিত এমন। [সং. ন + ত্যাজ্য]।

অত্যাদর—বি. অতিশয় আদর বা যত্ন; আদরের বা যত্নের বাড়াবাড়ি; [সং. অতি + আদর]।

অত্যাবশ্যক—বিণ. অত্যন্ত দরকারী। [সং. অতি + আবশ্যক]।

অত্যাশ্চর্য—বিণ. অত্যন্ত বিস্ময়কর বা অদ্ভুত। [সং. অতি + আশ্চর্য]।

অত্যাসক্ত—বিণ. অতিশয় আসক্ত বা অনুরক্ত। [সং. অতি + আসক্ত]। বি. **অত্যাসক্তি**।

অত্যাহিত—বি. ঘোরতর অমঙ্গল; মহাভয়। [সং অতি + আ + √ধা + ত (ভা)]।

অত্যুক্তি—বি অতিরঞ্জিত বর্ণনা। [সং. অতি + উক্তি]।

অত্যুগ্র—বিণ. অতিশয় উগ্র, প্রখর বা তীব্র। [সং. অতি + উগ্র]।

অত্যুজ্জ্বল—বিণ. অত্যন্ত উজ্জ্বল। [সং. অতি + উজ্জ্বল]।

অত্যুৎকৃষ্ট—বিণ. অতিশয় উত্তম; খুব ভাল। [সং. অতি + উৎকৃষ্ট]।

অত্যুৎপাদন—বি (শস্য ও শিল্পদ্রব্যাদির) চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অধিক মাত্রায় উৎপাদন, overproduction। [সং. অতি + উৎপাদন]।

অত্যুদ্ব্যক্ত—বিণ. (শব্দাদি সম্বন্ধে) অত্যধিক ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত বা প্রকাশিত, overemphatic। [সং. অতি + উৎ + ব্যক্ত]। বি. **অত্যুদ্ব্যক্তি**—অত্যধিক ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ বা প্রকাশ।

অত্যুষ্ণ—বিণ. অতিশয় উত্তপ্ত; বেজায় গরম। [সং. অতি + উষ্ণ]।

অত্র—অব্য. ক্রি-বিণ. এইস্থানে, এইখানে। [সং.]। বিণ. **~ত্য, ~স্থ**—এই স্থানের বা দেশের, এখানের।

অথই—বিণ. ঠাঁই বা তল পাওয়া যায় না এমন, অগাধ। [সং. তু. ন + স্থল]।

অথচ—অব্য. তাহা সত্ত্বেও, তবুও, কিন্তু। [সং.]।

অথবা—অব্য. কিংবা, বা, পক্ষান্তরে। [সং.]।

অথবেথে, অথব্যথে—**আথেবেথে**-র প্রাচীন রূপ।

অথর্ব(-র্বন্)—(১)বি. চতুর্থ বেদ [সং.]। (২) [বাং.] বিণ. নড়ার বা ওঠার শক্তিশূন্য, জরাগ্রস্ত, অকর্মণ্য।

অথান্তর—বি. দুঃখকষ্ট; দুশ্চিন্তা; বিপদ্, মুশকিল; অসুবিধা। [সং. অবস্থান্তর]।

অথির—**অস্থির**-এর কোমল রূপ।

অথৈ—**অথই**-র বানানভেদ।

অদণ্ডনীয়—বিণ. শাস্তি দেওয়া উচিত নহে বা দেওয়া যায় না এমন। [সং. ন + দণ্ডনীয়]।

অদত্ত—বিণ. দেওয়া হয় নাই এমন। [সং. ন + দত্ত]।

অদন—বি. ভোজন; আহার; ভক্ষ্যবস্তু। [সং. √অদ্ (= ভক্ষণ) অন (ভা)]।

অদন্ত—বিণ. দন্তহীন; এখনও দাঁত ওঠে নাই এমন। [সং. ন + দন্ত]।

অদমনীয়, অদম্য—বিণ. অজেয়; বাগ মানান যায় না এমন; কিছুতেই কমে না এমন (অদম্য উৎসাহ)। [সং. ন + দমনীয়, দম্য]।

অদরকারী—বিণ. দরকারী নয় এমন, অপ্রয়োজনীয়। [বাং. অ- + ফা. দরকার + বাং. ঈ]।

অদরিদ্র—বিণ. দারিদ্র্যহীন (অদরিদ্র ব্যক্তি); দরিদ্রশূন্য (অদরিদ্র দেশ)। [সং. ন + দরিদ্র]।

অদর্শন—(১) বি. দর্শনের অভাব, দৃষ্টির আড়ালে অবস্থিতি (অদর্শনে কাতর)। (২) বিণ. দৃষ্টির অগোচর (অদর্শন হওয়া)। [সং. ন + দর্শন]।

অদলবদল—বি. বিনিময়; পরিবর্তন। [আ.]।

অদহনীয়, অদাহ্য—বিণ. পোড়ে না এমন, incombustible [বি. প.]। [সং. ন + দহনীয়, দাহ্য]। বি. **~তা**।

অদাতা (-তৃ)—বি. বিণ. দান করে না এমন, কৃপণ। [স. ন + দাতৃ]।

অদানে অব্রাহ্মণে—(আল.) সৎ বা সার্থক ব্যাপারে নহে, মিছামিছি, বাজে ব্যাপারে।

অদিতি—বি. দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, দেবমাতা ও কশ্যপমুনির পত্নী। বি. **~নন্দন**—দেবতা, অদিতির পুত্র।

অদিন—বি. অশুভ দিন; দুর্দিন (অদিনে-অক্ষণে)। বাং. অ (= অপ্রশস্ত) + দিন]।

অদীন—বিণ. দীন নয় এমন; ধনী; সমৃদ্ধ। [সং. ন + দীন]।

অদীপ—বিণ. প্রদীপ জ্বালা হয় নাই এমন ('অদীপ সন্ধ্যা': য. সে.)। [বাং. অ + দীপ]।

অদূর—বিণ. দূর নহে এমন, নিকটবর্তী। [সং. ন + দূর]। বিণ. **~দর্শী** (-র্শিন্)—ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে যাহার চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা নাই, অপরিণামদর্শী; (বিরল) হঠকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~দর্শিনী**। বি. **~দর্শিতা**। বিণ. **~স্পর্শী**—উপর-উপর, ভাসা-ভাসা, অগভীর। বিণ. **~বর্তী** (-র্তিন্)—দূরে অবস্থিত নহে এমন। বি. **~বর্তিতা**। বিণ. **~বদ্ধ**—দূরে যায় না এমন। **অদূরবদ্ধদৃষ্টি**—দৃষ্টিক্ষীণতা, short-sightedness [বি. প.] বি. **~ভবিষ্যৎ**—পরবর্তী যে সময় আগতপ্রায়। বিণ. **~স্থ**—দূরে অবস্থিত নহে এমন; নিকটবর্তী। ক্রি-বিণ. **অদূরে**—দূরে নহে এমন; নিকটে।

অদৃশ্য—বিণ. দেখা যায় না এমন ; দৃষ্টির অগোচর। [সং. ন+দৃশ্য]।

অদৃষ্ট—(১) বিণ. দেখা যায় নাই এমন ; অদেখা। (২) বি. ভাগ্য, নিয়তি, দৈব। [সং. ন+ √দৃশ্+ত (ক্ত)]। ক্রি-বিণ. ~**ক্রমে**—ভাগ্যবশতঃ। বিণ. ~**চর**, ~**পূর্ব**—আগে দেখা যায় নাই এমন। বি. ~**পরীক্ষা**—ভাগ্য-গণনা ; ভাগ্যের ফলাফল যাচাইকরণ। বি. ~**পুরুষ** ভাগ্যনিয়ন্তা দেবতা, বিধাতা। বি. ~**বাদ**—মানুষ পূর্বজন্মের কর্মানুযায়ী এ জন্মে সুখদুঃখ ভোগ করে, অথবা মানুষের ভাগ্য অদৃশ্য হস্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় : এই দার্শনিক মত। বি. বিণ. ~**বাদী** (-দিন্)—অদৃষ্ট-বাদে বিশ্বাসী বা অদৃষ্টের উপর নির্ভরকারী (ব্যক্তি)। বি. ~**লিপি**—বরাতের লিখন। **অদৃষ্টের পরিহাস**—ভাগ্যবিড়ম্বনা।

অদেখা, আদেখা—বিণ. দেখা হয় নাই এমন, অদৃষ্ট। [বা. অ+দেখা]।

অদেয়—বিণ. দেওয়ার অযোগ্য বা দেওয়া অনুচিত কিংবা অসাধ্য এমন। [সং. ন+দেয়]।

অদৈন্য—বিণ. দীনতাহীন ; অকৃপণ। বি. দুঃখদারিদ্র্যের অভাব, সচ্ছলতা। [সং. ন+দৈন্য]।

অদ্বয়—(১) বি. ব্রহ্ম ; বৌদ্ধ। (২) বিণ. দ্বয়শূন্য, অদ্বিতীয়। [সং. ন+দ্বয় (=দ্বিতীয়, দ্বৈতবুদ্ধি)]। বি. ~**বাদ**—অদ্বৈতবাদ ; বৌদ্ধ মত। ~**বাদী**—(১) বি. যিনি অদ্বয়বাদ মানেন বৈদান্তিক ; বৌদ্ধ। (২) বিণ. অদ্বয়বাদসম্মত।

অদ্বিতীয়—বি. দ্বিতীয় বা সদৃশ নাই এমন, অতুলনীয় ; শ্রেষ্ঠ।

অদ্বৈত—(১) বিণ. দ্বিতীয়ত্বহীন অর্থাৎ (জীব ও ব্রহ্ম) ভেদশূন্য। (২) বি. ব্রহ্ম ; শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ। [সং ন+দ্বৈত]। বি. ~**বাদ**—ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই : ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা —শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত এই দার্শনিক মত। ~**বাদী** (-দিন্)—(১) বি. যিনি অদ্বৈতবাদ মানেন। (২) বিণ. অদ্বৈতবাদসম্মত।

অদ্ভুত—(১) বিণ. বিস্ময়কর ; অসাধারণ ; আকস্মিক। (২) বি. কাব্যরসবিশেষ। [সং.]। বিণ. ~**কর্মা** (-র্মন্) অসাধারণ কর্মশক্তিবিশিষ্ট ; অলৌকিক কাজ করিতে পারে এমন। বিণ ~**দর্শন**—অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট।

অদ্য—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. আজ ; সম্প্রতি ; এখন। (২) বি. আজিকার দিন (অদ্য শুভদিন)। [সং.]। বিণ. ~**কার**, ~**তন**—আজিকার। **অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ**—আজিকার অন্নাভাব ; (গল্পে বর্ণিত শৃগালের ন্যায়) অতিরিক্ত সঞ্চয়শীলতা। **অদ্যাপি**—অব্য. আজিও ; এখনও ; বর্তমান কালেও। **অদ্যাবধি**—অব্য. আজ হইতে ; আজ পর্যন্ত।

অদ্রব—বিণ. যাহা দ্রব হয় না, গলে না। [সং. ন+দ্রব]।

অদ্রাব্য—বিণ. গলান যায় না এমন, insoluble [বি. প.]। [সং. ন+ √দ্রাবি+য (য)]।

অদ্রি—বি. পর্বত। [সং]। বি. ~**শিখর**—পর্বতের চূড়া।

অদ্রোহ—বি. অহিংসা ; অবিরোধ। [সং.]।

অধঃ (ধস্), (অশু.) **অধ**—অব্য. নিচে, নিম্নে ; পাতালে। [সং.] বি. **অধঃকরণ**—নিচে নামান, অবনমন, ন্যূন বা হীন করা ; নিম্নে নিক্ষেপ ; পরাজিত করা। বিণ. **অধঃকৃত**—নিচু করা হইয়াছে এমন ; ন্যূন বা হীন করা হইয়াছে এমন, নিম্নে নিক্ষিপ্ত ; পরাজিত। বি. **অধঃক্রম**—ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া, descending order [বি. প.]। বি. **অধঃপতন, অধঃপাত**—অধো-গতি, নীচত্বপ্রাপ্তি, নৈতিক অবনতি, নিম্নে পতন। ক্রি. **অধঃপাতে যাওয়া**- উৎসন্নে যাওয়া, গোল্লায় যাওয়া। বিণ. **অধঃপতিত**—উৎসন্নে গিয়াছে এমন। বিণ. (অমা.) **অধঃপেতে**—অধঃপাতে গিয়াছে এমন। বিণ. **অধঃশিরা**—নিচের দিকে মাথা করিয়া আছে এমন। বিণ. **অধঃস্থ**—নিম্নস্থিত, অধস্তন ; অধীন।

অধম—বিণ. অপকৃষ্ট ; নীচ, তুচ্ছ ; তুলনায় নিকৃষ্ট (পশুর অধম)। [সং.]। বি. **অধমাঙ্গ**—চরণ, পা (তু. **উত্তমাঙ্গ**)। বিণ. **অধমাধম**—অধম হইতেও অধম ; অত্যন্ত বা সর্বাপেক্ষা নীচ।

অধমর্ণ—বি. দেনদার, খাতক, ঋণী (তু. **উত্তমর্ণ**)। [সং. অধম+ঋণ]।

অধর—বি. নিচের ঠোঁট, উভয় ঠোঁট ('ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে' : রবীন্দ্র)। [সং. ন+ √ধৃ+অ]। বি. ~**পল্লব**—কচি পাতার ন্যায় নরম ঠোঁট। **অধর-মধুপান, অধরসুধাপান**—চুম্বন।

অধরা—বিণ. বি. ধরা যায় না এমন (বস্তু বা ব্যক্তি)। [সং. ন+বাং. ধরা]।

অধরামৃত—বি. ঠোঁটের অমৃত অর্থাৎ চুম্বনরস ; থুতু। [সং. অধর+অমৃত]।

অধরিক—বিণ. নিম্নশ্রেণীর, inferior [স. প]। **অধ-রিক কৃত্যক**—নিম্নশ্রেণীর সরকারী চাকরি, inferior service [স. প.]।

অধরোষ্ঠ, অধরৌষ্ঠ—বি. নীচের ও উপরের ঠোঁট। [সং অধর+ওষ্ঠ]। বিণ. **অধরৌষ্ঠ্য**—অধরোষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত হয় এমন।

অধর্ম—(১) বি. ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বা আচরণ, পাপ ; অন্যায়। (২) বিণ. পুণ্যহীন ; ধর্মবিরুদ্ধ। বি. **অধর্মা-চরণ**—পাপ কাজ ; ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। বিণ. ~**চারী** (-রিন্), ~**পরায়ণ, অধর্মাচারী** (-রিন্), **অধর্মী**—(র্মিন্)—ধর্মবিরুদ্ধ আচরণকারী ; পাপী, ধর্মহীন ; অন্যায়কারী। বিণ. **অধর্ম্য**—ধর্মবিরুদ্ধ, পাপজনক।

অধস্তন—বিণ. নিম্নস্থিত ; নিম্নে উৎপন্ন, অধীন, lower subordinate [স. প.]। [সং অধস্+তন]।

অধার্মিক—বিণ. বি. ধর্মহীন ; পাপী। [সং. ন+ধার্মিক]। বি. ~**তা**—ধর্মদ্রোহিতা ; পাপাচরণ।

অধি- —অব্য. (উপ.). উপরি প্রাধান্য প্রাচুর্য আধিপত্য অধিকার ঐশ্বর্য ইত্যাদি সূচক।

অধিক—বিণ. অনেক, বেশী ; অতিরিক্ত ; বহুল। [সং.]। অব্য. ~**ন্তু**—আরও, বিশেষতঃ।

অধিকরণ—বি. সামীপ্য, একদেশ-সম্বন্ধ, বিষয়, ব্যাপ্তি : এই চার রকম আধার ; পাত্র ; (ব্যাক.) কারকবিশেষ ; স্থান (ধর্মাধিকরণ) ; আধিপত্য, দখল করা। [সং. অধি + √কৃ + অন]।

অধিকর্তা (-র্তৃ)—বি. কোনও সরকারী বিভাগের পরিচালক, director [স. প.]। [সং. অধি + কর্তা]।

অধিকাংশ—বিণ. বেশীর ভাগ ; প্রায় সমস্ত। [সং. অধিক + অংশ]।

অধিকার—বি. স্বত্ব, স্বামিত্ব ; দখল (জমিদারের অধিকারে) ; আধিপত্য, কর্তৃত্ব ; এলাকা ; সরকারী উচ্চ বিভাগ, directorate (শিক্ষাধিকার) [স. প.], অভিজ্ঞতা, জ্ঞান (সংস্কৃতে অধিকার) ; যোগ্যতা, দাবি (সম্পত্তির অধিকার) ; বিশেষ ক্ষমতা (রাজ্যশাসনে ক্ষত্রিয়দেরই অধিকার)। [সং. অধি + √কৃ + অ (ভা)]। বি. ~**ক্ষেত্র**—অধিক্ষেত্র, এলাকা [স. প.]। বিণ. ~**চ্যুত**—দখলহারা, বেদখল ; বরখাস্ত। বি. ~**ভেদ**—অধিকারী ও অনধিকারীর প্রভেদনির্ণয়। **অধিকারি** (-রিন্)—(১) বিণ. স্বত্ববান্, দাবিদার ; দখলিকার, যোগ্যতাসম্পন্ন। (২) বি. মালিক, রাজা ('কান্দে চান্দ অধিকারী' : বি গু.) ; যাত্রাদল কীর্তনদল থিয়েটার প্রভৃতির অধ্যক্ষ ; বৈষ্ণবদলের পূজনীয় ব্যক্তি ; উপাধিবিশেষ। বি. (স্ত্রী.) **অধিকারিণী**। বি **অধিকারিভেদ**—যোগ্যতার তারতম্য বা প্রভেদ।

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য—বি. (ব্যাক.) রূপকালঙ্কারবিশেষ. ইহাতে উপমানে কোন অসম্ভব ধর্মের কল্পনা করিয়া সেই অসম্ভব ধর্মযুক্ত উপমানটি উপমেয়ে আরোপ করা হয় (যেমন, 'বয়ন শারদসুধানিধি নিষ্কলঙ্ক')। [সং. অধিক + আরূঢ় + বৈশিষ্ট্য]।

অধিকৃত—বিণ. দখলীকৃত ; আয়ত্ত ; লব্ধ। [সং. অধি + √কৃ + ত (র্ম)]।

অধিক্ষিপ্ত—বিণ. নিন্দিত ; তিরস্কৃত, অবজ্ঞাত ; অনাদৃত। [সং. অধি + √ক্ষিপ্ + ত (র্ম)]।

অধিক্ষেপ—বি. নিন্দা ; ভর্ৎসনা। [সং. অধি + √ক্ষিপ্ + অ (ভা)]।

অধিগত—বিণ. প্রাপ্ত ; জ্ঞাত, শেখা হইয়াছে এমন ; আয়ত্ত। [সং. অধি + √গম্ + ত (র্ম)]।

অধিগম, অধিগমন—বি. জ্ঞানলাভ ; প্রাপ্তি। [সং. অধি + √গম্ + অ, অন (ভা)]। বিণ. **অধিগম্য**—জ্ঞেয় ; শিক্ষণীয় ; প্রাপ্তব্য।

অধিগ্রহণ—বি. সরকার-কর্তৃক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ। [সং. অধি + √গ্রহ্ + অন (ভা)]।

অধিত্যকা—বি. পর্বতের উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। [সং. অধি + ত্যক + আ]।

অধিদেব (পুং.), **অধিদেবতা** (স্ত্রী), **অধিদৈবত** (ক্লী.) —বি. যে দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন ; অন্তর্যামী পুরুষ। [সং. অধি + দেব, দেবতা, দৈবত]।

অধিনায়ক—বি. নায়ক, নেতা, দলপতি, অধ্যক্ষ ; সেনাপতি, commander [স. প.]। [সং. অধি + নায়ক]।

অধিনিয়ম—বি. সংসদ্ বা বিধানসভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন, act [স. প.]। [সং. অধি + নিয়ম]। বি. ~**ন** —আইনে বিধিবদ্ধকরণ, enactment [স. প.]

অধিপ, অধিপতি—বি. স্বামী, প্রভু, মালিক ; রাজা। [স. অধি √পা + অ, অতি (র্তৃ)]।

অধিপ্রাণবাদ—বি. রাসায়নিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ কোন প্রাণশক্তি (বিশ্বাত্মা) হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে : এই দার্শনিক মত, vitalistic theory [বি. প.]। [সং. অধি + প্রাণ + বাদ]।

অধিবক্তা (-ক্তৃ)—বি. এক শ্রেণীর ব্যবহারজীবী, advocate [স. প.]। [সং. অধি + বক্তা]।

অধিবর্ষ—বি. যে-বৎসরে (ইংরেজী পঞ্জিকার) ফেব্রুআরি মাস ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিনে হয়, leap-year.

অধিবাস১—বি নিবাস, বাসস্থান। [সং. অধি + √বস্ + অ (ধি)]।

অধিবাস২—বি. মাঙ্গল্য দ্রব্যাদিদ্বারা সংস্কার ; বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান। [সং. অধি + √বাসি (বস্ + ণিচ্) + অ (ভা)]। ~**ন**—অধিবাসকার্য-সম্পাদন।

অধিবাসিত—বিণ. মাঙ্গল্য দ্রব্যাদিদ্বারা অধিবাস করান হইয়াছে এমন, বাস করার ব্যবস্থা হইয়াছে এমন ; স্থাপিত।

অধিবাসী (-সিন্)—বিণ. বি. নিবাসী, বাসিন্দা। [সং. অধি + √বস্ + ইন্ (র্তৃ)]।

অধিবিদ্যা—বি. সৃষ্টি ও জ্ঞান-সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র, metaphysics [বি. প.]। [সং. অধি + বিদ্যা]। বিণ. **আধিবিদ্যক**—উক্ত দর্শনশাস্ত্র-সংক্রান্ত, metaphysical।

অধিবিন্না—**অধিবেদন** দ্রঃ।

অধিবৃত্ত—বি. (গণি.) বৃত্তবৎ ক্ষেত্রবিশেষ, parabola [বি. প.]। [সং. অধি + বৃত্ত]।

অধিবৃত্তি—বি. (প্রধানতঃ লাভের ভাগরূপে প্রদত্ত) বেতনের উপর প্রদত্ত পুরস্কার বা অংশীদারগণকে প্রদত্ত অতিরিক্ত লভ্যাংশ, bonus [স. প.]। [সং. অধি + বৃত্তি]।

অধিবেত্তা—**অধিবেদন** দ্রঃ।

অধিবেদন—বি. প্রথমা পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বার বিবাহ ; [সং. অধি(=অধিক) + √বিদ্ (=লাভ করা) + অন (ভা)]। বি. **অধিবেত্তা**—ঐরূপে বিবাহিত স্বামী। বি. (স্ত্রী) **অধিবিন্না**—দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষের প্রথমা স্ত্রী [সং. অধি + √বিদ্ + ত (র্ম)]।

অধিবেশন—বি. সভা সমিতি ইত্যাদির বৈঠক, meeting অধিষ্ঠান। [সং. অধি + √বিশ্ + অন (ভা)]।

অধিমাংস—বি. মাংসবৃদ্ধি বা তজ্জনিত রোগবিশেষ ; নেত্রপীড়াবিশেষ ; ফোড়া। [সং. অধি (=অধিক) + মাংস]।

অধিমাস—**মলমাস**-এর অনুরূপ।
অধিমূল্য—**অধিহার**-এর অনুরূপ।
অধিরথ—বি. সারথি; মহারথ; কর্ণের পালকপিতা। [সং. অধি+রথ]।
অধিরাজ—বি. সম্রাট; সার্বভৌম রাজা। [সং. অধি+রাজন্]। বি. **অধিরাজ্য**—সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীন কোন রাজ্য, dominion [স. প.]।
অধিরূঢ়—বিণ. আরূঢ়; আক্রান্ত। [সং. অধি+ √রুহ্+ত]।
অধিরোপণ—বি. আরোহণ করান; ধনুকে শরযোজনা। [সং. অধি+ √রোপি (+রুহ্+ণিচ্)+অন (ভা)]।
অধিরোহ অধিরোহণ—বি. আরোহণ। [সং. অধি+ √রুহ্+অ, অন (ভা)]। বি. **অধিরোহণী**—যদ্দারা উপরে ওঠা যায়; সিঁড়ি, সোপান, মই। বিণ. বি. **অধিরোহী** (-হিন্)—আরোহী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **অধিরোহিণী**।
অধিশয়িত—বিণ. অধিষ্ঠিত; (উপরে) শুইয়া আছে এমন। [সং. অধি+ √শী+ত (র্ত্তৃ)]।
অধিশায়িত—বিণ. (উপরে) স্থাপিত; (উপরে) শোয়ান হইয়াছে এমন। [সং. অধি+ √শী+ণিচ্+ত (র্ম)]।
অধিশ্রয়, অধিশ্রয়ণ—বি. রন্ধনার্থ চুলির উপরে স্থাপন, রন্ধন; আলোকের কিরণসমূহ দুরবিনের মুকুরের মধ্য দিয়া গমন করিয়া যেস্থানে বা যে বিন্দুতে মিলিত হয় focus। [সং. অধি+ √শ্রি+অ, অন]।
অধিশ্রিত—বিণ. আশ্রিত; প্রাপ্ত; স্থাপিত। [সং. অধি+ √শ্রি+ত (র্ম)]।
অধিষ্ঠাতা (-তৃ)—বিণ. বি. অধিষ্ঠানকারী, অবস্থিতিকারী; অধ্যক্ষ। [সং. অধি+ √স্থা+তৃ (র্ত্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **অধিষ্ঠাত্রী** (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)।
অধিষ্ঠান—বি. অবস্থিতি; উপস্থিতি; উপবেশন; আবির্ভাব; আশ্রয়; নগর, দেবতার আবির্ভাব-স্থান বা আশ্রয়-স্থল। (মনোবিদ্যায়) স্বভাবগত হওয়া, inherence [বি. প.]। [সং. অধি+ √স্থা+অন]। বিণ. **অধিষ্ঠিত**—অধিষ্ঠান করিতেছে এমন; অবস্থিত; আবির্ভূত; অধিকৃত।
অধিহার—ক্রি-বিণ. স্থাযা বা নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দরে, above par [স. প.]। [সং. অধি+হার]।
অধীত—বিণ. পঠিত, পড়া হইয়াছে এমন। [সং. অধি+ √ই+ত (-র্ম)। বি. **অধীতি**—অধ্যয়ন। বিণ. বি. **অধীতী** (-তিন্)—অধ্যয়নকারী; কৃতবিদ্য।
অধীন—বিণ. আয়ত্ত; বশীভূত; আশ্রিত; বাধ্য; অন্তর্ভুক্ত, included; শাসনের অন্তর্গত; অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ, subordinate [স. প.]; নির্ভরশীল, dependent [বি. প.]। [সং. অধি+ইন (=প্রভু)]। বি. শাসন, অধীনতা (আমি তোমার অধীনে নই)। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **অধীনা**, (অশু.) **অধীনী**—বশীভূতা; বশীভূতা রমণী। বি. ~**তা**—পরের আজ্ঞানুবর্তিতা; পরাধীনতা।
অধীয়মান—বিণ. পঠিত হইতেছে এমন। [সং. অধি+ √ই+শানচ্ (=মান্) (র্ম)]।
অধীর—বিণ. অস্থির; ধৈর্যহীন; অসহিষ্ণু; ব্যগ্র; উৎকণ্ঠিত; কাতর, ব্যাকুল। [সং. ন+ধীর]। বিণ. (স্ত্রী.) **অধীরা**। বি. ~**তা**।
অধীশ, অধীশ্বর—বি. মহারাজ, সম্রাট, সার্বভৌম নৃপতি; প্রভু, কর্তা, শাসক, মালিক। [সং. অধি+ ঈশ, ঈশ্বর]।
অধুনা—অব্য. ক্রি-বিণ. বর্তমানে, সম্প্রতি, আজকাল। [সং.]। বিণ. ~**তন**—বর্তমানকালীন, আধুনিক।
অধৃষ্য—বিণ. দুর্ধর্ষ; অপরাজেয়। [সং. ন+ধৃষ্য]। বি. ~**তা**।
অধৈর্য—(১) বিণ. ব্যাকুল, ধৈর্যহীন, অস্থির। (২) বি. ধৈর্যের অভাব; ধৈর্যহীনতা, অস্থিরতা। [সং. ন+ধৈর্য]।
অধোগতি, অধোগমন—বি. নিম্নে গতি; হ্রাস, অবনতি, অধঃপতন, দুর্দশা; নরকপ্রাপ্তি; (পরজন্মে) হীনতর দশাপ্রাপ্তি। [সং. অধঃ+গতি, গমন]। বিণ. **অধোগত**—অধোগতিপ্রাপ্ত। বিণ. **অধোগামী** (-মিন্)—অধোগমনকারী।
অধোদৃষ্টি—বিণ. নিম্নদিকে লক্ষ্য আছে এমন; যোগাভ্যাসকালে নাসাগ্রভাগের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টিযুক্ত। [সং. অধঃ+দৃষ্টি]।
অধোদেশ—বি. নিম্নাংশ; নিচের দিক্। [সং. অধঃ+ দেশ]।
অধোবদন, অধোমুখ—বিণ. নতমুখ, মাথা হেঁট করিয়া আছে এমন। [সং. অধঃ+বদন, মুখ]।
অধোবাস—বি. নিম্নাঙ্গের বসন বা পরিচ্ছদ। [সং. অধঃ+বাস<সং. বাসস্ (=বস্ত্র)]।
অধোভাগ—বি. নিচের দিক্ বা অংশ। [সং. অধঃ+ ভাগ]।
অধ্বর—বি. যজ্ঞ। [সং. অধ্বন্ (=পথ, স্বর্গের)+ √রা (=দান)+অ(র্ত্তৃ)]। বি. **অধ্বর্যু**—যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্।
অধ্যক্ষ—বি. কর্মকর্তা; তত্ত্বাবধায়ক, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (মঠাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ); কলেজের প্রিন্সিপ্যাল (principal); প্রভু; কর্ম-পরিচালক, manager [স. প.]; ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি, Speaker of the Assembly [স. প.]। [সং. অধি (=অধিগত) +অক্ষ (=ব্যবহার)]। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**।
অধ্যবসায়—বি. ক্রমাগত চেষ্টা, দৃঢ় প্রযত্ন অবিরাম সাধনা। [সং. অধি+অব+ √সো (=সমাপ্তি)+অ (ভা)]। বিণ. ~**শীল**, **অধ্যবসায়ী** (-য়িন্)—অবিরাম চেষ্টাযুক্ত, নিয়ত যত্নশীল।
অধ্যয়ন—বি. গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ; শাস্ত্রালোচনা। [সং. অধি+ √ই+অন (ভা)। বিণ. ~**নিরত**, ~**রত**—গভীর মনোযোগসহকারে পাঠরত। বিণ. ~**শীল**—গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ করার স্বভাববিশিষ্ট।
অধ্যশন—বি. অতিভোজন; ভুক্ত দ্রব্য হজম হওয়ার পূর্বেই পুনর্বার ভোজন। [সং. অধি+অশন]।
অধ্যাত্ম—(১) অব্য. বিণ. আত্মবিষয়ক (অধ্যাত্মদৃষ্টি, অধ্যাত্মলোক), ব্রহ্মবিষয়ক; চিত্তসম্বন্ধীয়। (২) বি. পর-

ব্রহ্ম। [সং. অধি+আত্মন্+অ]। বি. ~তত্ত্ব—আত্মবিদ্যা, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান। বিণ. বি. ~তত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—ব্রহ্মজ্ঞানী, পরব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন (ব্যক্তি)। বি. ~বাদ—ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই সকল-কিছুর মূল: এই দার্শনিক মত: আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই জ্ঞাতার আত্মগত: এই মত, subjectivism [বি. প.]। বিণ. ~বাদী (-দিন্)—অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী। বিণ. **অধ্যাত্মীয়**—জ্ঞাতার নিজ-সম্পর্কীয়, subjective [বি. প.]।

অধ্যাদেশ—বি. বিশেষ হুকুম বা আইন, ordinance [স. প.]। [সং. অধি+আদেশ]।

অধ্যাপক, অধ্যাপয়িতা (তৃ)—বি. শিক্ষক; আচার্য; উপদেষ্টা; কলেজের প্রফেসর (professor) বা লেকচারার (lecturer)। [সং অধি+ √ই+ণিচ্+অক, তৃ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **অধ্যাপিকা, অধ্যাপয়িত্রী**।

অধ্যাপন, অধ্যাপনা—বি. শিক্ষাদান। [সং. অধি+ √ই+ণিচ্+অন (ভা)+আ]। বিণ. **অধ্যাপিত**—শিখান বা পড়ান হইয়াছে এমন।

অধ্যায়—বি. গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ। [সং. অধি + √ই+অ (ণ)]।

অধ্যারূঢ়—বিণ. আরূঢ়, উচ্চ স্থানে চড়িয়াছে এমন। [সং. অধি +আরূঢ়]।

অধ্যারোপ—বি. আরোপ; এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা, অধ্যাস। [সং. অধি+আরোপ]। বি. ~ণ—আরোপকরণ, স্থাপন।

অধ্যাস১—বি. সত্তা বা গুণাগুণ আরোপ; কোন বস্তুতে ভিন্ন বস্তুর বা তদীয় গুণের কল্পনা, illusion (যেমন, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা একচন্দ্র-স্থলে দ্বিচন্দ্রের অথবা শুক্তিতে রজতের প্রতীতি) [বি. প.]। [সং. অধি+ √অস্ (=নিক্ষেপ)+অ (ভা)]। বিণ. **অধ্যস্ত**—আরোপিত।

অধ্যাস২, অধ্যাসন—বি. অধিষ্ঠান; উপবেশন। [সং. অধি+ √আস্ (=উপবেশন)+অ, অন (ভা)]। বিণ. **অধ্যাসিত, অধ্যাসীন**—অধিষ্ঠিত; আরূঢ়; উপবিষ্ট।

অধ্যাহরণ, অধ্যাহার—বি. উহ্যকরণ; পাদপূরণ। [সং. অধি+আ+ √হৃ (=আহরণ)+অন, অ (ভা)]। বিণ. **অধ্যাহৃত**—অধ্যাহার করা হইয়াছে এমন।

অধ্যুষিত—বিণ. (স্থান-সম্বন্ধে) বাস বা উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে এমন; উপনিবিষ্ট, অধিষ্ঠিত। [সং. অধি + √বস্+ত (র্ম)]।

অধ্যেতা (-তৃ)—বিণ. বি. অধ্যয়নকারী, বিদ্যার্থী; ছাত্র, পাঠক। [সং. অধি+ √ই+তৃ (র্তৃ)]।

অধ্রুব—বিণ. অস্থির; অনিত্য; পরিবর্তনশীল; অনিশ্চিত। [সং. ন+ধ্রুব]।

অন্—অ-৩ দ্রঃ।

অনক্ষ—বিণ. ইন্দ্রিয়-রহিত; অন্ধ। [সং. ন+অক্ষ (=ইন্দ্রিয়) যাহার]।

অনক্ষর—বিণ. বর্ণজ্ঞানহীন; নিরক্ষর; মূর্খ। [সং. ন +অক্ষর (=অক্ষরজ্ঞান) যাহার]।

—বিণ. নিষ্পাপ; বিপৎশূন্য; দুঃখবর্জিত। [সং. ন +অঘ]।

অনঙ্কুরিত—বিণ. (এখনও) অঙ্কুরিত বা মুকুলিত হয় নাই এমন ('অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ': রবীন্দ্র)। [সং. ন+অঙ্কুরিত]।

অনঙ্গ—(১) বিণ. দেহহীন। (২) বি. কন্দর্প, মদন; আকাশ; চিত্ত। [সং. ন+অঙ্গ]। বি. ~**মোহন**—শ্রীকৃষ্ণ। বি. **অনঙ্গারি**—শিব।

অনচ্ছ—বিণ. যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় না এমন, অস্বচ্ছ, opaque [বি. প.]: আবিল; ঘোলা। [সং. ন+অচ্ছ]।

অনটন, (অশু.) **অনাটন**—বি. অপ্রতুলতা; অভাব, টানাটানি। [সং. ন+ √অট্ (=গতি)+অন (ভা)]।

অনড়—বিণ. অটল; অপরিবর্তনীয় (আমার কথা অনড়)। [সং. ন+বাং. √নড়্+অ]।

অনতি-—বিণ. অতিশয় বা অতিরিক্ত নহে এমন, মাঝারি, পরিমিত। [সং. ন+অতি]। ক্রি-বিণ. ~**পূর্বে**—বেশী আগে নহে, অল্প পূর্বে। ক্রি-বিণ. ~**বিলম্বে**—বেশী বিলম্বে নহে, শীঘ্র। বিণ. ~**বিস্তৃত**—বেশী বিস্তৃত নহে এমন।

অনতিক্রম অনতিক্রমণ—বি. অতিক্রম বা লঙ্ঘন না করা; পার না হওয়া। [সং. ন+অতিক্রম, অতিক্রমণ]। বিণ. **অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য**—অতিক্রম করা যায় না বা করা উচিত নয় এমন; অলঙ্ঘনীয়, অবশ্য-পালনীয় (গুরুবাক্য অনতিক্রমণীয়)।

অনতিক্রান্ত—বিণ. যাহা বিগত নহে; লঙ্ঘন করা হয় নাই এমন। [সং. ন+অতিক্রান্ত]।

অনতিপূর্বে, অনতিবিলম্বে, অনতিবিস্তৃত—**অনতি-** দ্রঃ।

অনতীত—বিণ. অতীত বা বিগত নহে এমন। [সং ন+ অতীত]। বিণ. ~**বাল্য**—বাল্যকাল অতিক্রম করে নাই এমন; এখনও ছেলেমানুষ।

অনধিক—বিণ. বেশী নহে এমন; অল্প, (নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের) মধ্যে (অনধিক একশত টাকা বা একশত টাকার অনধিক)। [সং. ন+অধিক]।

অনধিকার—বি. অধিকারের বা যোগ্যতার অভাব। [সং. ন+অধিকার]। বি. ~**চর্চা**—অনুচিত বা অনায়ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা তৎসম্বন্ধে আলোচনা। ~**প্রবেশ**—বি. অনুমতি বা অধিকার ব্যতীত অপরের অধিকৃত স্থানে প্রবেশ; অন্যায়ভাবে প্রবেশ। বিণ. **অনধিকারী** (-রিন্)—অধিকারহীন; অযোগ্য। বিণ. **অনধিকৃত**—অধিকার করা হয় নাই এমন, অনায়ত্ত।

অনধিগত—বিণ. অধিগত বা আয়ত্ত হয় নাই এমন; পাওয়া জানা বা পড়া হয় নাই এমন। [সং. ন+অধিগত]।

অনধিগম্য—বিণ. অজ্ঞেয়, অবোধ্য (অনধিগম্য বিষয়); অগম্য (অনধিগম্য স্থান)। [সং. ন+অধিগম্য]।

অনধীত—বিণ. অপঠিত। [সং. ন+অধীত]।

অনধ্যায়—বি. অধ্যয়নে বিরতি, যেদিন শাস্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ; বিদ্যালয়ের ছুটি। [সং. ন+অধি+ √ই+অ (ভা)]।

অননুকরণীয়—বিণ. অনুকরণ করা যায় না বা করা উচিত নহে এমন। [সং. ন+অনুকরণীয়]।

অননুভবনীয়—বিণ. অনুভব বা উপলব্ধি করা যায় না এমন। [সং. ন+অনুভবনীয়]।

অননুভূত—বিণ. অনুভব করা হয় নাই এমন। [সং. ন+অনুভূত]।

অননুমত—বিণ. যে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। [সং. ন+অনুমত]।

অননুমেয়—বিণ. অনুমান করা অসাধ্য এমন। [সং. ন+অনুমেয়]।

অননুমোদন—বি. অনুমতি বা সম্মতির অভাব; অসমর্থন। [সং. ন+অনুমোদন] বিণ. **অননুমোদিত**—যে বিষয়ে অনুমতি বা সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

অননুশীলন—বি. চর্চার বা অভ্যাসের অভাব। [সং. ন+অনুশীলন]। বিণ. **অননুশীলিত**—চর্চা বা অভ্যাস করা হয় নাই এমন।

অননুষ্ঠিত—বিণ. অনুষ্ঠান বা সম্পাদন করা হয় নাই এমন। [সং. ন+অনুষ্ঠিত]।

অনন্ত—(১) বিণ. অন্তহীন; চিরস্থায়ী। (২) বি. বিষ্ণু; সর্পরাজ শেষনাগ; বলরাম; (বাং.) রমণীদের কনুইর ঊর্ধ্বে পরিধেয় বলয়জাতীয় অলঙ্কারবিশেষ, তাগা। [সং. ন+অন্ত]। বি. ক্রি-বিণ. ~**কাল**—চিরকাল। বি. ~**চতুর্দশী**—ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দশী (হিন্দু ব্রতদিবস-বিশেষ)। বি. ~**নিদ্রা**—চিরনিদ্রা; মৃত্যু। বি. ~**মূল**—শ্যামালতা, শারিবা। বিণ. ~**রূপী** (-পিন্)—অসংখ্য আকৃতিবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) ~**রূপা, রূপিণী**। বি. ~**শয়ন**—ক্ষীরোদসমুদ্রে অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণুর শয়ন; মৃত্যু; অনন্তশয্যা। বি. ~**শয্যা**—বিষ্ণুর অনন্ত-নাগরূপ শয্যা; মৃত্যু।

অনন্তর—অব্য. ক্রি-বিণ. অতঃপর, তারপর। [সং. ন+অন্তর]।

অনন্য—বিণ. অভিন্ন, অদ্বিতীয়, একক; নিঃসঙ্গ। [সং. ন+অন্য]। বিণ. (স্ত্রী.) **অনন্যা**। বিণ. ~**কর্মা** (-র্মন্)—অন্য কর্ম নাই বা তাহাতে মনোযোগ দেয় না এমন; একাগ্র। বিণ. ~**গতি**—অন্য গতি বা উপায় নাই এমন, গত্যন্তরহীন। বিণ. ~**চিত্ত**—একাগ্রচিত্ত, এক-মনা। বিণ. ~**দৃষ্টি**—অন্যদিকে দৃষ্টি নাই এমন; স্থির-দৃষ্টি। বিণ. ~**বৃত্তি**—অন্য কর্ম বা প্রচেষ্টা নাই এমন; অনন্যচিত্ত। বিণ. ~**ব্রত**—অন্য ব্রত নাই এমন। বিণ. ~**মনাঃ** (-নস্), (চলিত) ~**মনা**—একাগ্রচিত্ত। বিণ. ~**শরণ**—অন্য শরণ অর্থাৎ রক্ষক বা আশ্রয় নাই এমন। বিণ. ~**সাধারণ**, ~**সুলভ**—অন্য ব্যক্তিতে দুর্লভ; অসাধারণ।

অনন্যোপায়—বিণ. উপায়ান্তরহীন; অসহায়। [সং. অনন্য+উপায়]।

অনন্বিত—বিণ. অন্বিত নহে এমন; অসংলগ্ন; অসম্বদ্ধ। [সং. ন+অন্বিত]।

অনপত্য—বিণ. নিঃসন্তান। [সং. ন+অপত্য]। বি. ~**তা**।

অনপরাধ—(১) বি. অপরাধহীনতা। (২) বিণ. নির-পরাধ। [সং. ন+অপরাধ]। বিণ. (অশু.) **অনপরাধী** (-ধিন্)—নিরপরাধ। বিণ. (স্ত্রী.) **অনপরাধিনী**।

অনপায়ী (-ইন্)—বিণ. অবিনশ্বর, অক্ষয়। [সং. ন+অপায় (=বিনাশ, ক্ষতি)+ইন্]।

অনপেক্ষ—বিণ. কাহারও মুখাপেক্ষী নহে এমন, স্বাধীন; নিরপেক্ষ। [সং. ন+অপেক্ষা (=নির্ভর)]। বি. ~**তা**। বিণ. **অনপেক্ষিত**—অপ্রত্যাশিত।

অনপেত—বিণ. বিচ্যুত হয় নাই এমন। অবিরুদ্ধ; যুক্ত, সমন্বিত (ন্যায়ানপেত কর্ম)। [সং. ন+অপ+√ই+ত]।

অনবকাশ—(১) বি. অবসরের বা সময়ের অভাব। (২) বিণ. অবসরহীন। [সং. ন+অবকাশ]।

অনবগত—বিণ. অজ্ঞাত, অবিদিত। [সং. ন+অবগত]।

অনবগুণ্ঠিত—বিণ. অবগুণ্ঠনহীন, অনাবৃত, ঘোমটাশূন্য। [সং. ন+অবগুণ্ঠিত]। বিণ. (স্ত্রী.) **অনবগুণ্ঠিতা**।

অনবচ্ছিন্ন—বিণ. বিরামহীন, একটানা। [সং. ন+অবচ্ছিন্ন (=সীমাবদ্ধ)]।

অনবচ্ছেদ—বি. বিরামহীনতা, continuity। [সং. ন+অব+√ছিদ্+অ]।

অনবদ্য—বিণ. অনিন্দনীয়; নির্দোষ। [সং. ন+অবদ্য (=নিন্দনীয়)]।

অনবধান—(১) বি. অমনোযোগ। (২) বিণ. অমনো-যোগী। [সং. ন+অবধান]। বি. ~**তা**।

অনবরত—বিণ. ক্রি-বিণ. অবিরাম; সর্বদা। [সং. ন+অব+√রম্+ত (র্তৃ)]।

অনবরুদ্ধ—বিণ. অবরোধশূন্য; মুক্ত। [সং. ন+অবরুদ্ধ]।

অনবরোধ—বি. অবরোধহীনতা, বাধাশূন্যতা। [সং. ন+অবরোধ]।

অনবলম্বন—(১) বিণ. অবলম্বনশূন্য। (২) বি. অব-লম্বনের অভাব। [সং. ন+অবলম্বন]।

অনবসর—(১) বি. ছুটির বা সময়ের অভাব। (২) বিণ. অবকাশহীন। [সং. ন+অবসর]।

অনবস্থা—বি. অব্যবস্থা; অস্থিরতা; উপপাদ্য ও উপ-পাদকের অর্থাৎ, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে এবং যাহা প্রমাণের সহায় এতদুভয়ের অনবরত উল্লেখ হেতু তর্ক-দোষবিশেষ। [সং. ন+অবস্থা]। বিণ. **অনবস্থ**, **অনবস্থিত**—অস্থির; অব্যবস্থিত। বিণ. **অনবস্থিত-চিত্ত**—অব্যবস্থিতচিত্ত, চঞ্চলচিত্ত, প্রতিক্ষণে মত বদলায় এমন।

অনবহিত—বিণ. অমনোযোগী; যত্নবিহীন; অসতর্ক। [সং. ন+অবহিত]।

অনভিজাত—বিণ. অভিজাত বা উচ্চবংশীয় নহে এমন; অকুলীন। [সং. ন+অভিজাত]।

অনভিজ্ঞ—বিণ. অভিজ্ঞতাহীন, আনাড়ী; মূর্খ, অজ্ঞান। [সং. ন+অভিজ্ঞ]। বি. ~**তা**।

অনভিপ্রায়—বি. ইচ্ছার অভাব; অসম্মতি। [সং. ন+অভিপ্রায়]।

অনভিপ্রেত—বিণ. অনভিমত; অবাঞ্ছিত; ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। [সং. ন+অভিপ্রেত]।

অনভিভবনীয়—বিণ. যাহার অভিভব বা পরাজয় অসাধ্য; অপরাজেয়। [সং. ন+অভিভবনীয়]।

অনভিভূত—বিণ. পরাজিত বা বিহ্বল হয় নাই এমন। [সং. ন+অভিভূত]।

অনভিমত—বিণ. অননুমত; অবাঞ্ছিত; মতবিরুদ্ধ। [সং. ন+অভিমত]।

অনভিলষণীয়—বিণ. অবাঞ্ছনীয়, অকাম্য। [সং. ন+অভিলষণীয়]। বিণ. **অনভিলষিত**—অভিলষিত নহে এমন; অবাঞ্ছিত। বি. **অনভিলাষ**—অভিলাষের অভাব, অনিচ্ছা। বিণ. বি. **অনভিলাষী**—(-ষিন্) অভিলাষী নহে এমন (ব্যক্তি)।

অনভ্যস্ত—বিণ. অভিজ্ঞতা বা অনুশীলন নাই এমন, (কঠোর শ্রমে অনভ্যস্ত), আনাড়ী; অভ্যাস করা হয় নাই এমন (অনভ্যস্ত কাজ)। [সং. ন+অভ্যস্ত]।

অনভ্যাস—বি. অভ্যাসের অভাব (অনভ্যাসের ফলে)। [সং ন+অভ্যাস]।

অনমনীয়—বিণ. নত করা যায় না এমন; দৃঢ়। [সং. ন+নমনীয়]।

অনম্বর—(১) বিণ. আবরণহীন, নগ্ন। (২) বি. আকাশ ('অনম্বর-পথে সুকেশিনী': মধু.); (দিগম্বর) জৈন সন্ন্যাসী বিশেষ। [সং. ন+অম্বর] (=আবরণ, আকাশ)]।

অনর্গল—(১) বিণ. অর্গলহীন; অবাধ (অনর্গল বৃষ্টিপাত) প্রতিবন্ধকহীন; মুক্ত। (২) ক্রি-বিণ. অবিরাম (অনর্গল কথা বলা)। [সং. ন+অর্গল]।

অনর্ঘ—বিণ. অমূল্য। [সং. ন+অর্ঘ]।

অনর্থ—(১) বি. অমঙ্গল (অনর্থের সৃষ্টি), অনিষ্ট, ভুল অর্থ। (২) বিণ. অর্থহীন। [সং. ন+অর্থ]। বিণ. ~**কর**—অনিষ্টজনক। বি. ~**পাত**—দুর্ঘটনা, বিপদ।

অনর্থক—(১) বিণ. ব্যর্থ (অনর্থক পরিশ্রম); অকারণ (অনর্থক বিলম্ব)। (২) ক্রি-বিণ. বৃথা, অকারণে (অনর্থক যাওয়া)। [সং. ন+অর্থ (প্রয়োজন, যাহাতে)+সমাসান্ত ক]।

অনর্থকর, অনর্থপাত—**অনর্থ** দ্রঃ।

অনল—বি. আগুন (ক্ষুধানল)। [সং.]।

অনলঙ্কার—বি. অলঙ্কার বা ভূষণের অভাব, অলঙ্কার-শূন্যতা। [সং. ন+অলঙ্কার]।

অনলস—বিণ. আলস্যহীন; কর্মে ক্লান্তিহীন; পরিশ্রমী। [সং. ন+অলস]।

অনল্প—বিণ. অধিক। [সং. ন+অল্প]।

অনশন—বি. উপবাস। [সং. ন+অশন]। বিণ. ~**ক্লিষ্ট**—উপবাসে বা অনাহারে কাতর। বি. ~**ধর্মঘট**—যে ধর্মঘটে ধর্মঘটীরা তাদের দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকে। বি. ~**ব্রত**—উপবাস, আহারবর্জনের সঙ্কল্প।

অনশ্বর—বিণ. নাশহীন, অক্ষয় (অনশ্বর আত্মা)। [সং. ন+নশ্বর]। বি. ~**তা**—নাশহীনতা, indestructibility [বি. প.]।

অনসূয়—বিণ. ঈর্ষাশূন্য। [সং. ন+অসূয়া]। বি. (স্ত্রী.) **অনসূয়া**—শকুন্তলার সখী; ঈর্ষাবিদ্বেষ-শূন্যতা।

অনস্বীকার্য—বিণ. অস্বীকার করিতে পারা যায় না এমন, মানিয়া লইতে হয় এমন। [সং. ন+অস্বীকার্য]।

অনাকুল—বিণ. আকুল নহে এমন, অবিচলিত (অনাকুল চিত্ত); আলুথালু নহে এমন, বেণীবদ্ধ (অনাকুল কেশ)। [সং. ন+আকুল]।

অনাক্রম্য—বিণ. আক্রমণ করা অসাধ্য বা অনুচিত এমন; (স্বাস্থ্যবিদ্যা) রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত, immune [বি. প.]। [সং. ন+আক্রম্য]। বি. ~**তা**—immunity [বি. প., স. প.]।

অনাগত—বিণ. (এখনও) আসে নাই এমন; অনুপস্থিত; ভবিষ্যৎ (অনাগত যুগ) [সং. ন+আগত]। বিণ. বি. ~**বিধাতা** (-তৃ)—ভবিষ্যতের জন্য সংস্থানকারী।

অনাঘ্রাত—বিণ. ঘ্রাণ লওয়া বা ভোগ করা হয় নাই এমন। [সং ন+আঘ্রাত]। বিণ. (স্ত্রী). **অনাঘ্রাতা**।

অনাচার—বি. শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অসৎ বা কুৎসিত আচরণ। [সং. ন (=অসৎ)+আচার]। বিণ. বি. **অনাচারী** (-রিন্)—অনাচারকারী; কদাচারী।

অনাছিষ্টি, অনাচ্ছিষ্টি—**অনাসৃষ্টি**-র গ্রাম্য রূপ।

অনাটন—**অনটন**-এর অশু. রূপ।

অনাত্মজ্ঞ—বিণ. আপনাকে জানে না এমন; আপনার শক্তি বা স্বভাব বুঝিয়া চলে না এমন; নির্বোধ। [সং. ন+আত্মজ্ঞ]। বি. ~**তা**।

অনাত্মীয়—বিণ. বি. আত্মীয় নহে এমন (ব্যক্তি), শত্রু; আত্মীয়শূন্য। [সং. ন+আত্মীয়]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **অনাত্মীয়া**।

অনাথ—বিণ. সহায়হীন, নিরাশ্রয়। [সং. ন+নাথ]। বিণ. (স্ত্রী.) **অনাথা**, (অশু.) **অনাথিনী**। বি. ~**নাথ**—অনাথদের পালক। বি. **অনাথাশ্রম**—অনাথদের (বিশেষতঃ মাতা-পিতৃহীন শিশুদের) বিনামূল্যে থাকার স্থান।

অনাদর—বি. আদর শ্রদ্ধা বা মনোযোগের অভাব; উপেক্ষা; অপমান; অসম্মান। [সং. ন+আদর]। বিণ. ~**ণীয়**—অনাদরের যোগ্য। বিণ. **অনাদৃত**—অনাদরপ্রাপ্ত; উপেক্ষিত।

অনাদায়—বি. আদায়ের অভাব। [সং. ন+বাং. আদায়]। বিণ. **অনাদায়ী**—আদায় বা সংগ্রহ হয় নাই এমন (অনাদায়ী খাজনা, ভাড়া)।

অনাদি—(১) বিণ. আদিহীন, কারণহীন; উৎপত্তিশূন্য, স্বয়ম্ভু। (২) বি. ঈশ্বর। [সং. ন+আদি]।

অনাদৃত—**অনাদর** দ্রঃ।

অনাদেয়—বিণ. গ্রহণের অযোগ্য। [সং. আ+√দা (=গ্রহণ)+য(র্ম)]।

অনাদ্যন্ত—বিণ. আদি ও অন্ত নাই এমন। [সং. ন+আদ্যন্ত (আদি+অন্ত)]।

অনাবশ্যক—বিণ. অপ্রয়োজনীয়। [সং. ন+আবশ্যক]।

অনাবাদী—বিণ. আবাদ বা চাষের অযোগ্য; অকর্ষিত (অনাবাদী জমি)। [ন+ফা. আবাদী]।

অনাবাসিক—বিণ. বাস করে না এমন, nonresident; বাস করা হয় না এমন, nonresidential। [সং. ন+আবাসিক]।

অনাবিল—বিণ. ময়লা বা ঘোলা নহে এমন; নির্মল। [সং. ন+আবিল]।

অনাবিষ্কৃত—বিণ. আবিষ্কার করা হয় নাই এমন; অজ্ঞাত। [সং. ন+আবিষ্কৃত]।

অনাবিষ্ট—বিণ. অমনোযোগী। [সং. ন+আবিষ্ট]।

অনাবৃত—বিণ. অনাচ্ছাদিত; খোলা। [সং. ন+আবৃত]।

অনাবৃত্তি—বি. পুনর্বার না-হওয়া বা না-আসা। অনভ্যাস। [সং. ন (স্বল্প)+আবৃত্তি]।

অনাবৃষ্টি—বি. বৃষ্টির অভাব। [সং. ন+আ (=চতুর্দিকে) +বৃষ্টি]।

অনাময়—(১) বি. আরোগ্য, সুস্থতা। (২) বিণ. নীরোগ: নিরাময়; রোগমুক্ত। [সং. ন+আময়]।

অনামা১ (-মন্)—বিণ. নামহীন। [সং. ন+নামন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **অনাম্নী**।

অনামা২, অনামিকা—বি. হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলি। [সং. ন+নামন্+আ, অনামা+ক+আ]।

অনামুখ, অনামুখা, অনামুখো—বিণ. মুখ দেখিলে অমঙ্গল হয় এমন। [বাং. অনা (অশুভ)+মুখ]।

অনাম্নী—**অনামা১** দ্রঃ।

অনায়ত্ত—বিণ. আয়ত্ত হয় নাই বা বশে আনা যায় নাই এমন; অধিকারের বহির্ভূত; অবাধ্য। [সং. ন+আয়ত্ত]।

অনায়াস—(১) বি. অক্লেশ; সামান্য পরিশ্রম। (২) বিণ. ক্লেশশূন্য, স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ (অনায়াসভঙ্গি)। [সং. ন+আয়াস]। বিণ. ~**লব্ধ**—সহজে প্রাপ্ত। বিণ. ~**লভ্য**—সহজে প্রাপ্তব্য। বিণ. ~**সাধ্য**—সহজে করা যায় এমন। বিণ. ~**সিদ্ধ**—সহজে সম্পাদিত। ক্রি-বিণ **অনায়াসে**—অক্লেশে, সহজে।

অনার—**অনার্স**-এর অপ্র. রূপ।

অনারারি, (বর্জি.) **অনারারী**—বিণ. অবৈতনিক (ও সম্মানসূচক)। [ইং. honorary]।

অনারেবল্—বিণ. মাননীয়। [ইং. honourable]।

অনার্তবা—বিণ. (স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে) ঋতুমতী হয় নাই এমন, অজাতরজস্কা। [সং. ন+আর্তব+আ]।

অনার্দ্র—বিণ. ভিজা নহে এমন; (রসা.) জলহীন, anhydrous [বি. প.]। [সং. ন+আর্দ্র]।

অনার্য—(১) বিণ. আর্য ভিন্ন অন্য; অসভ্য, অসাধু, নীচকুলজাত। (২) বি. আর্যেতর জাতি বা জাতীয় লোক। [সং. ন+আর্য]।

অনার্স—**সাম্মানিক** দ্রঃ।

অনালোচনীয়, অনালোচ্য—বিণ. আলোচনার অযোগ্য বা বহির্ভূত। [সং. ন+আলোচনীয়, আলোচ্য]।

অনাশ্রয়—(১) বিণ. নিরাশ্রয়। (২) বি. আশ্রয়ের অভাব। [সং. ন+আশ্রয়]।

অনাসক্ত—বিণ. আসক্তিশূন্য; নির্লিপ্ত। [সং. ন+আসক্ত]। বি. **অনাসক্তি**।

অনাসৃষ্টি—(১) বিণ. সৃষ্টিছাড়া; কুৎসিত; অদ্ভুত। (২) বি. অনাসৃষ্টি ব্যাপার বা অবস্থা। [বাং. অনা (মন্দ)+সং. সৃষ্টি]।

অনাস্থা—বি. অবিশ্বাস, no-confidence; উপেক্ষা, ভরসাশূন্যতা। [সং. ন+আস্থা]। বি. ~**প্রস্তাব**—(রাজ.) কোন পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রতি সভ্যগণের অনাস্থাসূচক প্রস্তাব: এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে উক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত হইতে হয়, vote of no-confidence।

অনাস্বাদিত—বিণ. স্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই এমন। [সং. ন+আস্বাদিত]।

অনাহত—(১) বিণ. আঘাত পায় নাই এমন; বাজান হয় নাই এমন ('অনাহত মোর বীণা': রবীন্দ্র); অক্ষত। (২) বি. তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রান্তর্গত ৪র্থ চক্র; যোগিগণের শ্রুতিগোচর দেহাভ্যন্তরস্থ ধ্বনিবিশেষ (তু. 'অণহা ডমরু': চর্যা.)। [সং. ন+আহত]।

অনাহার—বি. উপবাস। [সং. ন+আহার]। বিণ. **অনাহারী** (-রিন্)—উপবাসী; (ব্যঙ্গে) বেতন পায় না এমন, অনারারি।

অনাহূত—বিণ. অনিমন্ত্রিত। [সং. ন+আহূত]।

অনিঃশেষ—বিণ. নিঃশেষ হয় না বা ফুরায় না এমন; বিনাশের অতীত ('অনিঃশেষ প্রাণ': রবীন্দ্র)। [সং. ন+নিঃশেষ]।

অনিকেত, অনিকেতন—বিণ. গৃহহীন। [সং. ন+নিকেত নিকেতন]।

অনিচ্ছা—বি. ইচ্ছার অভাব, অরুচি; অসম্মতি; ঔদাসীন্য। [সং. ন+ইচ্ছা]। বিণ. ~**কৃত**—বিনা ইচ্ছায় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পাদিত। বিণ. **অনিচ্ছু, অনিচ্ছুক**—অনভিলাষী; অসম্মত।

অনিত্য—বিণ. অস্থায়ী, নশ্বর। বি. ~তা। [সং. ন+নিত্য]।

অনিদ্রা—বি. নিদ্রার অভাব, নিদ্রাহীনতা, insomnia [সং. ন+নিদ্রা]।

অনিন্দনীয়, অনিন্দ্য—বিণ. নিন্দার যোগ্য নহে এমন; প্রশংসাযোগ্য; সুন্দর; নিখুঁত (অনিন্দ্যসুন্দর)। [সং. ন+√নিন্দ্+অনীয়, য (র্য)]। বিণ **অনিন্দিত**—নিন্দিত নহে এমন; অগর্হিত; সুন্দর, নিখুঁত। বিণ. (স্ত্রী.) ~**তা**।

অনিবার—(১) বিণ. নিবারণ করা যায় না এমন; অবিরল। (২) ক্রি-বিণ. নিরন্তর, অবিরলভাবে। [সং. ন+নিবার]। বিণ. ~**ণীয়**—অনিবার্য; নিবারণের অসাধ্য। বিণ. **অনিবারিত**—নিবারণ করা হয় নাই এমন; অনিষিদ্ধ; অপ্রতিহত।

অনিবার্য—বিণ. নিবারণ করা যায় না এমন (জীবনে দুঃখ-কষ্ট অনিবার্য), অপ্রতিরোধনীয় (অনিবার্য বেগে); অবশ্যম্ভাবী। [সং. ন+নি+√বৃ+ণিচ্+য(র্য)]।

অনিমিখ—(১) বিণ. (কাব্যে) অপলক। (২) ক্রি-বিণ. অনিমেষে, একদৃষ্টিতে। [সং. অনিমিষ]।

অনিমিষ, অনিমেষ—বিণ. অপলক; নিস্পন্দ; স্থির

(অনিমেষ দৃষ্টিপাত)। [সং. ন+নিমিষ, নিমেষ]। ক্রি-বিণ. ~**নেত্রে**—স্থিরদৃষ্টিতে।

অনিয়ত—বিণ. নিয়ত বা নির্দিষ্ট নহে এমন, অসংযত; অনিয়মিত; অনিশ্চিত। [সং. ন+নিয়ত]। বিণ. **অনিয়তাকার**—নির্দিষ্ট আকারহীন; প্রায়ই আকার পরিবর্তিত হয় এমন, amorphous [বি. প.]।

অনিয়ন্ত্রিত—বিণ. নিয়ন্ত্রিত বা সংযত করা হয় নাই এমন, উচ্ছৃঙ্খল। [সং. ন+নিয়ন্ত্রিত]।

অনিয়ম—বি. নিয়মের অভাব; বিশৃঙ্খলা; অসংযম। [সং. ন+নিয়ম]। বিণ. **অনিয়মিত**—অসংযত; নিয়মরহিত, অনির্দিষ্ট, irregular [স. প.]।

অনিরুদ্ধ—(১) বিণ. রোধ করা হয় নাই এমন; অনিবারিত; অবাধ। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। [সং. ন+নিরুদ্ধ]।

অনিরূপিত—বিণ. নিরূপণ করা হয় নাই এমন; অনবধারিত। [সং. ন+নিরূপিত]।

অনির্ণীত—বিণ. নির্ণয় বা নির্ধারণ করা হয় নাই এমন। [সং. ন+নির্ণীত]।

অনির্ণেয়—বিণ. নির্ণয় করা যায় না এমন। [সং. ন+নির্ণেয়]।

অনির্দিষ্ট—বিণ. অনির্ধারিত, অনিশ্চিত। [সং. ন+নির্দিষ্ট]।

অনির্দেশ—বি. নির্দেশের অভাব; অনির্দিষ্ট অবস্থা। [সং. ন+নির্দেশ]।

অনির্ধারিত—বিণ. নির্ধারণ বা নিরূপণ করা হয় নাই এমন; অনিশ্চিত। [সং. ন+নির্ধারিত]।

অনির্বচনীয়—বিণ. অবর্ণনীয়; ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন। [সং. ন+নির্বচনীয়]।

অনির্বাণ—বিণ. নির্বাণ বা মুক্তিলাভ হয় নাই এমন; নেভে না এমন (অনির্বাণ দীপালোক, অনির্বাণ শোকাগ্নি); জ্বলন্ত; (চির-) অশান্ত। [সং. ন+নির্বাণ]।

অনিল—বি. বাতাস। [সং.]।

অনিশ্চিত—বিণ. অনির্ধারিত, অনির্দিষ্ট; সন্দেহযুক্ত। [সং. ন+নিশ্চিত]।

অনিশ্চয়—বি. সন্দেহ; সংশয়। [সং. ন+নিশ্চয়]।

অনিষ্ট—বি. ক্ষতি, অপকার; অমঙ্গল। [সং. ন+ইষ্ট]। বিণ. অবাঞ্ছিত। বিণ. ~**কর**, ~**কারী** (-রিন্), ~**জনক**, ~**দায়ক**—ক্ষতিকর। বি. **অনিষ্টাচরণ**—ক্ষতিসধান। বি. **অনিষ্টাশঙ্কা**—অকল্যাণ ঘটার বা ক্ষতি হওয়ার ভয়।

অনীক—বি. সৈন্যদল; যুদ্ধ। [সং.]। বি. **অনীকিনী**—সৈন্যবাহিনীবিশেষ: এক অক্ষৌহিণীর দশ ভাগের এক ভাগ।

অনীপ্সিত—বিণ. অবাঞ্ছিত। [সং. ন+ঈপ্সিত]।

অনীশ্বর—বিণ. ঈশ্বরহীন; নাস্তিক। [সং. ন+ঈশ্বর]। বি. ~**বাদ**—ঈশ্বর নাই: এই মত, নাস্তিক্য। বি. বিণ. ~**বাদী**—নাস্তিক।

অনীহ—বিণ. নিস্পৃহ। [সং. ন+ঈহা]। বি. **অনীহা**—অনুৎসাহ, চেষ্টার অভাব; নিস্পৃহতা, apathy [বি. প.]।

অনু-—অব্য. পরে পশ্চাৎ সাদৃশ্য যোগ্যতা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

অনুকম্পা—বি. সহানুভূতি; দয়া; অনুগ্রহ। [সং. অনু+√কম্প্+অ (ভা)+আ]।

অনুকরণ—বি. নকল; অনুসরণ। [সং. অনু+করণ]। বিণ. বি. ~**কারী** (-রিন্)—অনুকরণ করে এমন। বিণ ~**প্রিয়**—নকল করিতে ভালবাসে এমন। বি. ~**বৃত্তি**—নকল করার অভ্যাস। বিণ. **অনুকরণীয়**—অনুকরণের যোগ্য।

অনুকল্প—বি. গৌণ বা অপ্রধান বিধি; পরিবর্ত, alternative; প্রতিনিধি। [সং.]।

অনুকার—বি. অনুকরণ; সদৃশীকরণ। [সং. অনু+√কৃ+অ]। বি. ~**শব্দ**—ধ্বনির অনুকরণে ব্যবহৃত শব্দ, onomatopœia (যথা—কল্‌কল্, ঝিম্‌ঝিম্)। বিণ. **অনুকারী** (-রিন্)—অনুকরণকারী; সদৃশ, অনুসরণকারী। বিণ. **অনুকার্য**—অনুকরণযোগ্য।

অনুকূল—(১) বিণ. সহায়, সমর্থনকারী; সদয় ('আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল': বিদ্যা.)। (২) বি. আনুকূল্য, সমর্থন (প্রস্তাবের অনুকূলে), একমাত্র নায়িকাতে আসক্ত নায়ক ('একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল': রস.)। [সং. অনু+কূল]। বি. ~**তা**।

অনুকৃত—বিণ. অনুকরণ করা হইয়াছে এমন। [সং. অনু+কৃত]। বি. **অনুকৃতি**—অনুকরণ, mimicry [বি. প.]; অনুসরণ।

অনুক্ত—বিণ. অকথিত; উহ্য। [সং. ন+উক্ত]।

অনুক্রম—বি. যথাক্রম (পুরুষানুক্রমে); ক্রমান্বয়, পারম্পর্য, sequence, কর্মসূচী, programme। [সং. অনু+√ক্রম্+অ]। বি. ~**ণ**—অনুসরণ, অনুবর্তন। বি. ~**ণিকা**, ~**ণী**—গ্রন্থাদির ভূমিকা বা সূচি। বিণ. **আনুক্রমিক**—ক্রমানুসারী।

অনুক্ষণ—ক্রি-বিণ. সর্বদা, নিরন্তর। [সং.]।

অনুগ—বিণ. অনুসরণকারী; অনুগমনকারী; অনুযায়ী (নিয়মানুগ); অনুচর; সেবক। [সং. অনু+√গম্+অ]।

অনুগত—বিণ. মতানুবর্তী (পিতার অনুগত); অধীন; আশ্রিত; অনুসরণকারী (মূলের অনুগত ব্যাখ্যা)। [সং. অনু+√গম্+অ]।

অনুগমন—বি. অনুসরণ; পরে গমন; একত্রে গমন; সহমরণ। [সং. অনু+গমন]। বিণ. বি. **অনুগামী** (-মিন্)—অনুগমনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **অনুগামিনী**।

অনুগৃহীত—বিণ. অনুগ্রহপ্রাপ্ত; উপকৃত। [সং. অনু+√গ্রহ্+ত]। বিণ. (স্ত্রী.) **অনুগৃহীতা**।

অনুগ্র—বিণ. উগ্রতাহীন; শিষ্ট, ভদ্র; শান্ত (অনুগ্র প্রকৃতি); মৃদু (অনুগ্র গন্ধ)। [সং. ন+উগ্র]।

অনুগ্রহ—বি. উপকার; আনুকূল্য; প্রসন্নতা; প্রসাদ; দয়া। [সং. অনু+√গ্রহ্+অ]। বিণ. বি. **অনুগ্রাহক**, **অনুগ্রাহী** (-হিন্)—অনুগ্রহকারী; সহায়।

অনুচর—বিণ. বি. অনুগমনকারী; সহচর, সঙ্গী; ভৃত্য, follower। [সং. অনু+√চর্+অ]। বিণ বি. (স্ত্রী.) **অনুচরী**।

অনুচারী (-রিন্)—বিণ. বি. অনুগামী ; ভৃত্য। [সং. অনু+ √চর্+ইন্]।

অনুচিকীর্ষা—বি. অনুকরণ করিবার ইচ্ছা। [সং. অনু +চিকীর্ষা]। বিণ. **অনুচিকীর্ষু**—অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক।

অনুচিত—বিণ. অন্যায়, বিধিবিরুদ্ধ, অকর্তব্য। [সং. ন +উচিত]।

অনুচিন্তন, অনুচিন্তা—বি. পরে বা নিরন্তর চিন্তা ; অনুধ্যান ; গভীর চিন্তা। [সং.]।

অনুচ্চ—বিণ. উঁচু নয় এমন ; নিচু ; মৃদু (অনুচ্চ স্বর)। [সং. ন+উচ্চ]।

অনুচ্চার—বিণ. অনুচ্চারিত ; প্রকাশবিহীন (অনুচ্চার কামনা)। [সং. ন+উৎ+ √চারি+অ]। সোচ্চার দ্রঃ। বিণ. ~**ণীয়, অনুচ্চার্য**—উচ্চারণ করা অসাধ্য বা অনুচিত ; অকথ্য। বিণ. **অনুচ্চারিত**—উচ্চারণ করা হয় নাই এমন ; অকথিত।

অনুচ্ছেদ (অশু. কিন্তু. প্রচলিত), **অণুচ্ছেদ**—বি. প্রবন্ধাদির বিভাগবিশেষ, প্যারাগ্রাফ ; ধারা, article [স. প.]। [সং. অনু+ছেদ]।

অনুজ—(১) বিণ. পরে জাত, কনিষ্ঠ। (২) বি. কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. অনু+ √জন্+অ]। **অনুজা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) কনিষ্ঠা। (২) বি. কনিষ্ঠা ভগিনী। বিণ. **অনুজন্মা** (-ন্মন্), **অনুজাত**—পরে জাত, কনিষ্ঠ।

অনুজীবী (-বিন্)—বিণ. বি. ভৃত্য ; আশ্রিত বা পোষ্য (ব্যক্তি) ; অনুবর্তী (ব্যক্তি)। [সং. অনু+ √জীব্+ইন্]।

অনুজীব্য—বিণ. আশ্রয় করার যোগ্য, সেব্য। [সং. অনু+ √জীব্+য]।

অনুজ্জ্বল—বিণ. উজ্জ্বল নহে এমন : প্রভাহীন (অনুজ্জ্বল আলোক) ; অপ্রখর (অনুজ্জ্বল মেধা)। [সং. ন+উজ্জ্বল]।

অনুজ্ঞা—বি. আদেশ, অনুমতি, সম্মতি ; নিয়োগ। [সং. অনু+ √জ্ঞা+অ(ঙ)-ভা]। বিণ. ~**ত**—আজ্ঞাপ্রাপ্ত ; অনুমতিপ্রাপ্ত।

অনুতপ্ত—বিণ. কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত, অনুশোচনাকারী। [সং. অনু+তপ্ত]।

অনুতাপ—বি. কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ, অনুশোচনা, আপসোস্। [সং. অনু+তাপ]। বিণ. **অনুতাপী** (-পিন্)—অনুতাপকারী।

অনুত্তম—বিণ. যাহার অপেক্ষা আর উত্তম নাই, সর্বোৎকৃষ্ট ; উত্তম নহে এমন, অপকৃষ্ট, অধম। [সং. ন+ উত্তম]।

অনুত্তর—বিণ. (যাহার তুলনায়) 'উত্তর' অর্থাৎ উত্তম আর কিছু নাই এমন, শ্রেষ্ঠ ; নিরুত্তর, নীরব ; উত্তর দিক্ নহে এমন ; উত্তীর্ণ হয় না এমন (অনুত্তর বিবাহ-সম্বন্ধ)। [সং. ন+উত্তর]।

অনুৎসাহ—বি. উৎসাহহীনতা। [সং. ন+উৎসাহ]।

অনুদাত্ত—(১) বিণ. উদাত্ত বা উচ্চস্বর নহে এমন। (২) বি. নিম্ন স্বর। [সং. ন+উদাত্ত]।

অনুদান—বি. (সরকারী) অর্থসাহায্য, subsidy, grant [স. প.]। [সং. অনু+দান]।

অনুদার—বিণ. সংকীর্ণমনা, হীনচেতা, ক্ষুদ্রাশয় ; কৃপণ। [সং. ন+উদার]। বি. ~**তা**।

অনুদিত১—বিণ. উদিত হয় নাই এমন ; অনুদ্গত ; অপ্রকাশিত। [সং. ন+উদিত=উৎ- + √ই+ত (র্ত্)]।

অনুদিত২—বিণ. অনুক্ত, অকথিত। [সং. ন+উদিত= √বদ্+ত (র্ম)]।

অনুদিন—অব্য. ক্রি-বিণ. প্রতিদিন, দিনের পর দিন। [সং. অনু+দিন]।

অনুদেশ—বি. উপদেশ, নির্দেশ, direction (অপ্র. বাং.) অনুমতি, আদেশ। [সং. অনু+ √দিশ্+অ]।

অনুদৈর্ঘ্য—বিণ. দৈর্ঘ্য-বরাবর, longitudinal [বি. প.]। [সং. অনু+দৈর্ঘ্য]।

অনুদ্ঘাতিনী—বিণ. (স্ত্রী.) বন্ধুর বা এবড়োখেবড়ো নহে এমন, সমতল। [সং. ন+উদ্+ √হন্+অ(ভা)+ইন্ +ঈ]।

অনুদ্দিষ্ট—বিণ. উদ্দেশ বা খোঁজ নাই এমন ; নিরুদ্দিষ্ট ; লক্ষ্যের বা বক্তব্যের বিষয় নহে এমন। [সং. ন+উদ্দিষ্ট]।

অনুদ্দেশ—(১) বি. খোঁজ না পাওয়া। (২) বিণ. নিখোঁজ। [সং. ন+উদ্দেশ]।

অনুদ্বায়ী (-য়িন্)—বিণ. (রসা.) উবিয়া যায় না এমন, non-volatile [বি. প.]। [সং. ন+উদ্বায়ী]।

অনুদ্ভিন্ন—বিণ. (মাটি) ভেদ করিয়া উঠে নাই এমন ; পূর্ণ প্রকাশ পায় নাই এমন ; অনুদ্গত ; অপরিস্ফুট। [সং. ন+উদ্ভিন্ন]।

অনুধাবন—বি. পশ্চাদ্ধাবন ; দ্রুত অনুসরণ ; অনুসন্ধান ; মনোনিবেশ ; পর্যালোচনা (তত্ত্বের অনুধাবন, ঈশ্বরের মহিমা অনুধাবন)। [সং. অনু+ধাবন]। বিণ. **অনুধাবিত**—অনুধাবন করা হইয়াছে এমন।

অনুধ্যান—বি. সর্বদা চিন্তা বা স্মরণ ; শুভ চিন্তা। [সং. অনু+ধ্যান]। বিণ. **অনুধ্যায়ী** (-য়িন্)—অনুধ্যান করে এমন। বিণ. **অনুধ্যেয়**—অনুধ্যানের যোগ্য।

অনুনয়—বি. মিনতি, বিনীত অনুরোধ। [সং. অনু+ √নী+অ]। বি. ~**বিনয়**—সাধ্যসাধনা, কাতরতা-সহকারে প্রার্থনা। বিণ. **অনুনয়ী** (-য়িন্)—অনুনয়কারী।

অনুনাদ—বি. প্রতিধ্বনি ; অনুরণন ; সদৃশ শব্দ। [সং. অনু+নাদ]। বিণ. **অনুনাদিত**—প্রতিধ্বনিত ; অনুরণিত ; শব্দিত ; সদৃশ শব্দবিশিষ্ট ; একসঙ্গে শব্দিত।

অনুনাসিক—(১) বিণ. নাকী ; নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত। (২) বি. নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন্, ম্, ং)। [সং. অনু+নাসিকা]।

অনুন্নত—বিণ. উন্নত বা উচ্চ নহে এমন, অনগ্রসর (অনুন্নত সম্প্রদায়)। [সং. ন+উন্নত]।

অনুপ—বিণ. উপমাহীন। [সং. অনুপম]।

অনুপকার—বি. অপকার। [সং. ন+উপকার]। বিণ. ~**ক, অনুপকারী** (-রিন্)—ক্ষতিকারক।

অনুপকৃত—বিণ. উপকার লাভ করে নাই এমন। [সং. ন+উপকৃত]।

অনুপদ—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. পদে-পদে, পিছনে পিছনে ;

অনন্তর। (২) বিণ. পশ্চাদ্‌গামী। [সং. অনু+পদ]। বিণ. **অনুপদী** (-বিন্)—অনুগামী ; অন্বেষণকারী।

অনুপদিষ্ট—বিণ. উপদেশ দেওয়া হয় নাই বা পায় নাই এমন ; অশিক্ষিত। [সং. ন+উপদিষ্ট]।

অনুপপত্তি—বি. অসঙ্গতি ; অসিদ্ধি ; অভাব। [সং. ন+উপপত্তি]।

অনুপম—বিণ. উপমাহীন, তুলনাহীন, অতুলনীয়, সর্বোৎকৃষ্ট। [সং. ন+উপমা]। বিণ. (স্ত্রী.) **অনুপমা**। বিণ. **অনুপমেয়**—উপমা দেওয়া যায় না এমন।

অনুপযুক্ত—বিণ. প্রয়োজনের অনুরূপ নহে এমন ; অনুচিত, অসঙ্গত ; অযোগ্য ; অক্ষম। [সং. ন+উপযুক্ত]।

অনুপযোগিতা—বি. অযোগ্যতা : প্রয়োজনের সহিত অসঙ্গতি। [সং. ন+উপযোগিতা]। বিণ. **অনুপযোগী** (-গিন্)—অনুপযুক্ত।

অনুপল—বি. এক বিপলের $\frac{১}{৬০}$ অংশ, $\frac{১}{১৫০}$ সেকেণ্ড ; অত্যল্প কাল। [সং. অনু+পল]।

অনুপস্থিত—বিণ. উপস্থিত নহে বা নাই এমন, গরহাজির ; অবর্তমান। [সং. ন+উপস্থিত]। বি. **অনুপস্থিতি**—না-আসা, গরহাজিরি : অবর্তমানতা।

অনুপাত—বি. (গণি.) এক রাশির সহিত অপর রাশির ভাগ-সম্বন্ধ, ratio [বি. প.] ; (ভূবি.) এক বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধি-অনুসারে অন্য বস্তুর হ্রাসবৃদ্ধি, proportion [বি প.] ; হিসাব ; হার। (সং. অনু+ √পত্+অ]।

অনুপান—বি. ঔষধের সহিত সেবনীয় দ্রব্য (যেমন, মধু বা চাউল-ধোয়া জল মকরধ্বজের অনুপান)। [সং. অনু+পান]।

অনুপাম—বিণ. (কাব্যে) অনুপম।

অনুপায়—(১) বি. উপায়ের অভাব ; সহায়শূন্যতা। (২) বিণ. উপায়হীন। [সং. ন+উপায়]।

অনুপূরক—বিণ. কোন কিছু পূর্ণ করে এমন, complementary ; অতিরিক্ত (অনুপূরক প্রশ্ন), supplementary [স. প.]। [সং. অনু+পূরক]।

অনুপূর্ব—(১) বি. অনুক্রম ; যথাক্রম। (২) বিণ. আনুক্রমিক। [সং. অনু+পূর্ব]।

অনুপ্ত—বিণ. বপন করা হয় নাই এমন। [সং. ন+উপ্ত]।

অনুপ্রবেশ—বি. ভিতরে বা অন্তরে প্রবেশ ; মর্মগ্রহণ। ক্ষতিসাধনার্থ প্রতিবেশী রাজ্যে বা প্রতিদ্বন্দ্বী দলে গোপনে ও অবৈধভাবে প্রবেশ, infiltration। [সং. অনু+প্রবেশ]।

অনুপ্রবিষ্ট—বিণ. অনুপ্রবেশ করিয়াছে এমন ; [সং. অনু+প্রবিষ্ট]।

অনুপ্রস্থ—বিণ. ক্রি-বিণ. প্রস্থের বা আড়ের দিক্-অনুযায়ী, আড়াআড়ি। [সং. অনু+প্রস্থ]।

অনুপ্রাণন—বি. শক্তি-সঞ্চারণ, প্রেরণা-দান। [সং. অনু+প্র+ √অন্+ণিচ্+অন]। বি. **অনুপ্রাণনা**—শক্তি-সঞ্চার ; প্রেরণা, inspiration।

অনুপ্রাণিত—বিণ. অনুপ্রাণনা পাইয়াছে এমন (আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত)। [সং. অনু+প্র+ √অন্+ণিচ্+ত]।

অনুপ্রাস—বি. একই ধ্বনি ও বর্ণের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ-সমন্বিত কাব্যালঙ্কারবিশেষ (যেমন, 'মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল' : রবীন্দ্র)। [সং.]।

অনুপ্রেরণা—বি. অনুপ্রাণনা ; শক্তির সঞ্চার, উৎসাহ (ত্যাগের অনুপ্রেরণা)। [সং. অনু+প্রেরণা]।

অনুবদ্ধ—বিণ. সম্বদ্ধ ; সংশ্লিষ্ট ; পরস্পরসংশ্লিষ্ট। [সং. অনু+ √বন্ধ্+ত]।

অনুবন্ধ—বি. অবতারণা ; সম্বন্ধ ; সঙ্কল্প ; চেষ্টা ; প্রসঙ্গ ; অনুরোধ ; উপলক্ষ্য ; অবিচ্ছেদ ; পারম্পর্য, correlation ; (ব্যাক.) কোন কার্যের জন্য কল্পিত বর্ণ যাহা 'ইৎ' হয় (যেমন, ঘঞ্-প্রত্যয়ের ঘ্ ও ঞ্)। [সং. অনু+ √বন্ধ্+অ]। বিণ. **অনুবন্ধী** (-ন্ধিন্)—সম্বন্ধীয় ; অন্বিত ; অবিচ্ছিন্ন ; (জ্যামি.) অনুবর্তী, conjugate [বি. প.] ; অনুবর্তী ফলস্বরূপ আগত ; consequential [স. প.] ; পারম্পর্যপূর্ণ, সুসম্বদ্ধ, relevant [বুদ্ধ.]।

অনুবর্তন—বি. অনুগমন, অনুসরণ ; স্থানান্তরে গমন ; আনুগত্য, পরিচর্যা। [সং. অনু+ √বৃত্+অন]। বিণ. বি. **অনুবর্তী** (-র্তিন)—অনুগামী ; সহগামী ; অনুযায়ী ; বশবর্তী (আজ্ঞার বা আদর্শের অনুবর্তী)। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **অনুবর্তিনী**—অনুগামিনী। বি. **অনুবর্তিতা**।

অনুবল—(১) বি. অনুগ্রহ ('ধর্ম অনুবলে তাহা হইল পূরণ' : কাশী.) ; সহায় ('কেবা মোর হবে অনুবল' : ক. ক.) ; ক্ষমতা, প্রভাব ('তপের অনুবলে' : ভা. চ.)। (২) বিণ. বলানুযায়ী, সামর্থ্যানুরূপ। [সং.]।

অনুবাত—বিণ. বায়ুর অনুকূল অর্থাৎ বায়ু যে দিক্ হইতে বহিতেছে তাহার বিপরীতমুখী, leeward [বি. প.]। [সং.]।

অনুবাদ—বি. ভাষান্তরকরণ, তর্‌জমা ; পুনঃ পুনঃ কথন (গুণানুবাদ) ; অনুকরণ। [সং. অনু+ √বদ্+অ]। বিণ. বি. ~**ক**—ভাষান্তরকারী। বিণ. **অনূদিত**, (অশু.) **অনুবাদিত**—ভাষান্তরিত। **অনুবাদী** (-দিন্)—(১) বিণ. তর্‌জমাকারী ; রাগ-রাগিণীতে বাদী সংবাদী বিবাদী ভিন্ন অন্য ; অনুরূপ। (২) বি. (সঙ্গীতে) বাদী সংবাদী বিবাদী ভিন্ন অন্য সুর।

অনুবাসন—বি. সুগন্ধীকরণ, ধূপন। [সং. অনু+ √বস্+ণিচ্ (=সুবাসিত করা)+অন]। বিণ. **অনুবাসিত**—সুগন্ধীকৃত, ধূপিত।

অনুবিদ্ধ—বিণ. যুক্ত ; গ্রথিত ; খচিত। [সং. অনু+ √ব্যধ্+ত]।

অনুবিধি—বি. নিয়মাবলী বা আইনের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ ব্যবস্থা, proviso [স. প.]। [সং. অনু+বিধি]।

অনুবৃত্তি—বি. অনুবর্তন ; অনুকরণ ; সেবা ; আনুগত্য (অন্ধ অনুবৃত্তি) ; পূর্ব প্রসঙ্গের জের। [সং. অনু+ √বৃৎ+তি]।

অনুবেদন—বি. জ্ঞানদান, জ্ঞাপন ('তুমি অনুবেদন করিলে পাই হরি' : শি.) ; সহানুভূতি। [সং. অনু+ √বিদ্+অন]।

অনুবোধ—বি. বোধ বা অনুভবের পুনরায় আবির্ভাব ; কোন কিছু হইতে উপজাত বোধ বা ধারণা, feeling [সু. দ.] । [সং. অনু + বোধ] ।

অনুবোল—বি. অনুকূল বাক্য, হিতবাক্য ; মঙ্গলকামনামূলক বাক্য । [সং. অনু + দেশী. বোল] ।

অনুব্রজ, অনুব্রজন—বি. অনুগমন, অনুসরণ ; প্রত্যুদ্গমন । [সং. অনু + √ব্রজ্ + অ, অন] । ক্রি. **অনুব্রজা**—অনুগমন করা, অনুসরণ করা; প্রত্যুদ্গমন করা ; অভ্যর্থনা করা

অনুব্রত—ক্রি-বিণ. সর্বদা, অবিরত । [সং. অনবরত] ।

অনুভব—বি. জ্ঞান, উপলব্ধি ; বোধ, feeling [বি. প.] । [সং. অনু + √ভূ + অ] ।

অনুভাব—বি. প্রভাব ; মহিমা , সুখানুভূতি ; (অল.) স্থায়িভাবের জাগরণের ফলে চিত্তানুভূতিব্যঞ্জক দৈহিক বিকারাদি (যেমন, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস, ভ্রূকুঞ্চন, আস্ফালন, ইত্যাদি) । [সং. অনু + ভাব] । বি. ~**ন**—স্থায়িভাবের জাগরণজনিত দৈহিক বিকারাদির সঞ্চার, sensation

অনুভাবিত—বিণ. অনুভব করান হইয়াছে এমন । [সং. অনু + √ভূ + ণিচ্ + ত(র্ম)] ।

অনুভূ—বি. (জ্যোতি.) গ্রহের পরিক্রমণ-পথের যে বিন্দুটি পৃথিবীর নিকটতম, perigee । [সং. অনু + √ভূ + ক্বিপ্ (র্তৃ)] ।

অনুভূতি—বি. উপলব্ধি , অনুভব ; সুখদুঃখাদির বোধ, feeling [বি. প.] । [সং. অনু + √ভূ + তি(ভা)] । বিণ. **অনুভূত**—উপলব্ধ

অনুভূমিক—বিণ. ক্ষিতিজ-তলের সমান্তরাল, horizontal [বি. প.] । [সং. অনু + ভূমি + ক]

অনুমত—বিণ. সম্মত, স্বীকৃত ; অনুমোদিত ; আদিষ্ট । [সং. অনু + √মন্ + ত (র্ম)] । বি. **অনুমতি**—আজ্ঞা, আদেশ , সম্মতি ।

অনুমরণ—বি. সহমরণ । [সং. অনু + মরণ] ।

অনুমান, অনুমিতি—বি. ধারণা, আন্দাজ ; নির্ধারণ , যুক্তিবলে জ্ঞাতবস্তু হইতে অজ্ঞাতবস্তু-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে গমন, inference ; অর্থালঙ্কারবিশেষ । [সং. অনু + √মা + অন, তি] । বিণ. **অনুমিত**—অনুমান করা হইয়াছে এমন । বিণ. **অনুমেয়**—অনুমানযোগ্য ; অনুমানসাধ্য ।

অনুমাপক—বিণ. অনুমানজনক, অনুমানের হেতুভূত , নির্ণায়ক । [সং. অনু + √মা + ণিচ্ + অক] ।

অনুমিত, অনুমিতি—**অনুমান** দ্রঃ ।

অনুমৃতা—বিণ. (স্ত্রী.) স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় এমন । [সং. অনু + মৃতা] ।

অনুমেয়—**অনুমান** দ্রঃ ।

অনুমোদন—বি. সম্মতি ; সমর্থন, মঞ্জুরি, sanction, confirmation । [সং. অনু + √মুদ্ + অন] । বিণ. **অনুমোদিত**—অনুমতি-প্রাপ্ত, অনুজ্ঞাত ; সমর্থিত (শাস্ত্রানুমোদিত) , সরকারীভাবে স্বীকৃত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, authorized , মঞ্জুরীকৃত, sanctioned [স. প.] ।

অনুযাত—বিণ. পশ্চাদ্গত ; অনুগত ; অনুকৃত । [স. অনু + √যা + ত(র্তৃ)] ।

অনুযাত্র, অনুযাত্রিক—বিণ. অনুচর, অনুগামী ; সমভিব্যাহারী । [সং. অনু + যাত্রা + ইক] ।

অনুযায়ী (-য়িন্)—বিণ. অনুগামী ; অনুরূপ । [সং. অনু + √যা + ইন্ (র্তৃ)]

অনুযুক্ত, অনুযোক্তা—**অনুযোগ** দ্রঃ ।

অনুযোগ—বি. দোষারোপ ; কোন বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ ; তিরস্কার ; (বিরল) জিজ্ঞাসা । [সং. অনু + √যুজ্ + অ (ভা)] । বিণ. **অনুযুক্ত**—যাহার সম্বন্ধে অনুযোগ করা হইয়াছে ; নিন্দিত ; তিরস্কৃত । বিণ. বি. **অনুযোক্তা** (-ক্তৃ), **অনুযোগী** (-গিন্)—অনুযোগকারী । বিণ. (স্ত্রী.) ~**গিনী** । বিণ. **অনুযোগ্য**—অনুযুক্ত হওয়ার যোগ্য ।

অনুরক্ত—বিণ. অনুরাগবিশিষ্ট, আসক্ত, ভক্ত, প্রীতিযুক্ত [সং. অনু + √রন্জ্ + ত (র্ম)] । বিণ. (স্ত্রী.) **অনুরক্তা** বি. **অনুরক্তি**—আসক্তি, অনুরাগ ।

অনুরঞ্জক—**অনুরঞ্জন** দ্রঃ ।

অনুরঞ্জন—বি. প্রীতিসম্পাদন , সন্তোষ বা আনন্দ উৎপাদন ; (এক রঙে) রঞ্জিতকরণ । [সং. অনু + রঞ্জন] । বিণ. বি. **অনুরঞ্জক**—রঞ্জনকারী , প্রীতিসম্পাদনকারী (প্রজানুরঞ্জক) । বিণ. **অনুরঞ্জিত**—বর্ণরঞ্জিত ; অনুরাগযুক্ত ।

অনুরণন—বি. পথম উত্থিত ধ্বনির অনুবর্তী ক্রমবিলীয়মান ধ্বনিসমূহ ; প্রতিধ্বনি । [সং অনু + √রণ্ + অন(ভা)] । বিণ. **অনুরণিত**—প্রতিধ্বনিত ।

অনুরত—বিণ. অনুরক্ত, আসক্ত । [সং. অনু + √রম্] । বি. **অনুরতি**—অনুরক্তি, আসক্তি ।

অনুরথ—বি. অনর্থ, বিপদ্ , অপবাদ, কলঙ্ক , দৌরাত্ম্য ; দুষ্টামি ; অনর্থক বা ব্যর্থ ব্যাপার । [সং. অনর্থ > অনরথ (উ-কার স্বরাগমের নিদর্শন)] ।

অনুরাগ—বি. আসক্তি ; স্নেহ, প্রীতি, প্রেম ; আদর বিদ্যায় অনুরাগ) ; প্রবৃত্তি (ধর্মে অনুরাগ) ; (বৈষ্ণব শা.) প্রেম যখন প্রেমের বিষয়কে অনুক্ষণ নব নব করিয়া তোলে তখন তাহাকে 'অনুরাগ' বলা হয় ('সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে' : বিদ্যা.) । [সং. অনু + √রন্জ্ + অ(ভা)] । বিণ. বি. **অনুরাগী** (-গিন্)—আসক্ত বা অনুরাগসম্পন্ন (ব্যক্তি) । বিণ. (স্ত্রী.) **অনুরাগিণী** ।

অনুরাধা—বি. শুভদায়ক সপ্তদশ নক্ষত্র । [সং.] ।

অনুরুদ্ধ—বিণ. যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে এমন ; উপরুদ্ধ ; প্রার্থিত । [সং. অনু + √রুধ্ + ত (র্ম)] ।

অনুরূপ—বি. তুল্য, সদৃশ ; যোগ্য, অনুসারী (সাধনার অনুরূপ সিদ্ধি) । [সং. অনু + রূপ] ।

অনুরোধ—বি. মিনতিপূর্ণ যাচ্ঞা, প্রার্থনা ; উপরোধ ; হেতু, নিমিত্ত (সত্যের অনুরোধে) ; খাতির (কার্যানুরোধে) । [সং. অনু + √রুধ্ + অ ।

অনুলম্ব—বিণ. লম্বালম্বি, খাড়াই-বরাবর । [সং. অনু +

অনুলাপ—বি. পুনঃপুনঃ কথন। [সং. অনু+ √লপ্+অ (ভা)]।

অনুলিখন, অনুলিপি, অনুলেখ—বি. অনুরূপ লিখন; লিপ্যন্তর, transliteration; শ্রুতলিখন, dictation, গ্রহণ বা লিখন, অথবা উক্তভাবে লিখিত লিপি; কোন লেখার নকল। [সং. অনু+লিখন, লিপি, লেখ]।

অনুলিপ্ত—বি. অনুরঞ্জিত; লিপ্ত। [সং. অনু+ √লিপ্ +ত (র্ম)]।

অনুলেপ—বি. লেপন। [সং. অনু+ √লিপ্+অ(ভা)]। বি ~**ন**—(গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা) লেপন; প্রলেপ, লেপনের উপযোগী গন্ধদ্রব্য।

অনুলেহ—বি. (ব্রজ.) অনুরাগ; স্নেহ; প্রেম। [সং. অনু+লেহ₂]।

অনুলোম—(১) বি. অনুক্রম; যথাক্রম। (২) বিণ. অনুকূল। (৩) ক্রি-বিণ. প্রকৃষ্ট প্রণালীসম্মতভাবে; যথাক্রমে। [সং. অনু+লোম]। **অনুলোম বিবাহ**—উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের কন্যার পরিণয় (তু. **প্রতিলোম বিবাহ**)।

অনুল্লঙ্ঘনীয়—বিণ. উল্লঙ্ঘন করা যায় না বা করা উচিত নয় এমন, অনতিক্রমণীয়। [সং. ন+উল্লঙ্ঘনীয়]।

অনুশয়—বি. অনুতাপ; দীর্ঘকালব্যাপী বিদ্বেষ। [সং অনু+ √শী+অ (ভা)]।

অনুশাসন—বি. উপদেশ; শিক্ষা, আদেশ (ধর্মের অনুশাসন), বিধান, edict (অশোকের অনুশাসন)। [সং. অনু+শাসন]।

অনুশিষ্য—বি. শিষ্যের শিষ্য। [সং. অনু+শিষ্য]।

অনুশীলন—বি. পুনঃপুনঃ অভ্যাস বা চর্চা। [সং. অনু + √শীল্+অন (ভা)]। বি. **অনুশীলনী**—অনুশীলনের সহায়ক প্রশ্নাবলী, questions for exercise। বিণ. **অনুশীলনীয়**—অনুশীলন করা উচিত বা আবশ্যক এমন। বিণ. **অনুশীলিত**—অনুশীলন করা হইয়াছে এমন।

অনুশোচন, অনুশোচনা—বি. কৃতকর্মের বা গত বিষয়ের জন্য খেদ, অনুতাপ ([সং. অনু+ √শুচ্+অন (ভা)+আ]। বিণ. **অনুশোচিত**—অনুতপ্ত; (বাং.) অনুশোচনার বিষয়ীভূত।

অনুষঙ্গ—বি. প্রণয়; দয়া; স্নেহ, সম্বন্ধ; প্রসঙ্গ; আসক্তি, টান, adherence [স. প.]; সম্বন্ধ, সম্পর্ক, association [বি. প.]; সাহচর্য; সহচর। [সং. অনু+ √সন্জ্+অ (ভা)]। বিণ. **অনুষঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—অনুষঙ্গবিশিষ্ট; অনুষঙ্গস্বরূপ, সহচর।

অনুষ্টুপ্, অনুষ্টুভ্—বি. সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ ([সং. অনু+ √স্তুভ্+ক্বিপ্]।

অনুষ্ঠাতা (-তৃ)—বিণ. বি. অনুষ্ঠানকারী; সম্পাদক; উদ্যোগকর্তা। [সং অনু+ √স্থা+তৃ(র্তৃ)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **অনুষ্ঠাত্রী**।

অনুষ্ঠান—বি. আরম্ভ, উদ্যোগ; ক্রিয়া-কর্ম, উৎসবাদি (শাস্ত্রসম্মত) কর্মসম্পাদন, নির্বাহ। [সং. অনু+ √স্থা+অন (ভা)]। বিণ. **অনুষ্ঠিত**—নির্বাহিত, আচরিত। বিণ. **অনুষ্ঠেয়**—নির্বাহ করা উচিত বা করার যোগ্য (নিত্য অনুষ্ঠেয় কর্ম)।

অনুসন্ধান—বি. অন্বেষণ, খোঁজ। [সং. অনু+সন্ধান]। বিণ. বি. **অনুসন্ধানী** (-নিন্)—অনুসন্ধানে পটু, খোঁজখবর রাখে এমন। বিণ. **অনুসন্ধাতা** (-তৃ), **অনুসন্ধায়ক, অনুসন্ধায়ী** (-য়িন্)—অনুসন্ধানকারী। বিণ. **অনুসন্ধেয়**—অন্বেষণযোগ্য।

অনুসন্ধিৎসা—বি. অন্বেষণের ইচ্ছা (প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা)। [সং. অনু+সম্+ √ধা+সন্+আ (ভা)। বিণ. **অনুসন্ধিৎসু**—খোঁজ করিতে ইচ্ছুক।

অনুসন্ধেয়—**অনুসন্ধান** দ্রঃ।

অনুসরণ—বি. অনুগমন; অনুবর্তন; অনুরূপ গঠন বা আচরণ, অনুকরণ (পিতার পন্থানুসরণ)। [সং. অনু+ √সৃ+অন (ভা)]।

অনুসর্গ—বি. বিশেষার্থ-প্রকাশক শব্দ অথবা ধাতুর শেষে যোজ্য শব্দ (তু. **প্রত্যয়, উপসর্গ**), suffix। [সং. অনু + √সৃজ্+অ (ণে)]।

অনুসার—বি. অনুসরণ; অনুবর্তন। [সং. অনু+ √সৃ +অ (ভা)]। বিণ. **অনুসারী** (-রিন্)—অনুসরণকারী; অনুযায়ী। বিণ. (স্ত্রী.) **অনুসারিণী**। **অনুসারে**—অনুযায়ী, মতো, অনুরূপ আচরণ (শক্তি, নিয়ম বা কথা অনুসারে কাজ)।

অনুসিদ্ধান্ত—বি. (জ্যামি.) উপপাদ্য হইতে সহজে যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, corollary [বি. প.]।

অনুসৃত—বিণ. অনুসরণ বা অবলম্বন করা হইয়াছে এমন [সং. অনু+ √সৃ+ত (র্ম)]। বি. **অনুসৃতি**—অনুসরণ।

অনুস্মৃতি—বি. (পুরাতন ঘটনাদি) পরবর্তিকালে স্মরণ, recollection। [সং. অনু+স্মৃতি]।

অনুস্যূত—বিণ. সতত সম্বদ্ধ; অবিচ্ছিন্ন; গ্রথিত। [সং. অনু+ √সিব্+ক্ত (র্ম)]।

অনুস্বর, অনুস্বার—বি. অনুনাসিক বর্ণবিশেষ, 'ং'। [সং]।

অনূঢ়—বিণ. অবিবাহিত। [সং. ন+ঊঢ়]। বিণ. (স্ত্রী.) **অনূঢ়া**—অবিবাহিতা; কুমারী। বি. **অনূঢ়ান্ন**—আইবুড়ো ভাত।

অনূদিত—বিণ. পরে উক্ত; ভাষান্তরিত, অনুবাদ করা হইয়াছে এমন। [সং. অনু+ √বদ্+ত (র্ম)]।

অনূপ—বি. জলময় স্থান; জলা, বিল। [সং. অনু+অপ্ অ-সমাসান্ত]।

অনূর্ধ্ব—বিণ. **অনধিক**। [সং. ন+ঊর্ধ্ব]।

অনৃজু—বিণ. বাঁকা, কুটিল, অসরল; শঠ, ধূর্ত। [সং. ন+ঋজু]।

অনৃত—বিণ. অসত্য, মিথ্যা। [সং. ন+ঋত]। বিণ. বি. ~**বাদী** (-দিন্), ~**ভাষী** (-ষিন্)—মিথ্যাবাদী। বিণ. (স্ত্রী). ~**বাদিনী**, ~**ভাষিণী**।

অনেক—(১) বিণ. একাধিক, বহু, নানা (অনেক কথা); প্রচুর, ঢের, খুব (অনেক চেষ্টা, অনেক তফাৎ)। (২) সর্ব. বহুলোক (অনেকে বলে, অনেকের আছে); অতিরিক্ত ব্যাপার, বাড়াবাড়ি; প্রচুর ('অনেক দিয়েছ নাথ:'

রবীন্দ্র, অনেক হয়েছে)। (৩) বি. (বিরল) বিশ্বজগৎ। ('অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম' : ভা. চ.)। [সং. ন+এক] বিণ. ~**অনেক, অনেকানেক**—নানান ও বিভিন্ন। ~**টা**—(১)বি. অধিকাংশ, বেশির ভাগ (তীরের অনেকটা ভাঙিয়াছে)। (২) ক্রি-বিণ. প্রায় অনেক বিষয়ে (সে এখন অনেকটা ভাল)। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**ধা**—বহুপ্রকারে বা দিকে। বিণ. ~**প্রকার,** ~**বিধ,** ~**রূপ**—নানারকম। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজে অনেক কর্মী বা মাতব্বর জুটিলে তাহাদের মত-ভেদাদির দরুন কর্ম পণ্ড হয়।

অনৈক্য—বি. একতার অভাব ; বিরোধ (সাম্প্রদায়িক অনৈক্য) ; মতদ্বৈধ ; অমিল। [সং. ন+ঐক্য]।

অনৈচ্ছিক—বিণ. মনের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ব্যতিরেকে চালিত, অস্বেচ্ছাকৃত, involuntary [বি. প.]। [সং. ন+ঐচ্ছিক]।

অনৈসর্গিক—বিণ. অস্বাভাবিক ; অলৌকিক, অতি-প্রাকৃত। [সং. ন+নৈসর্গিক]।

অনৌচিত্য—বি. অন্যায্যতা ; (অল.) অনুচিত বর্ণনা-জনিত দোষবিশেষ। [সং. ন+ঔচিত্য]।

অন্ত—বি. মৃত্যু, নাশ (অন্তকাল) ; শেষ, অবসান (নিশান্ত, অন্তহীন দুর্ভাগ্য) ; প্রান্ত (বনান্ত), সীমা, অবধি (দিগন্ত), নিকট (অন্তেবাসী) ; স্বরূপ, মনোভাব (অন্ত পাওয়া ভার) ; জীবনশেষ, পরকাল ('অন্তে দিও গো পদাশ্রয়' মু. দ.)। [সং.] ~**ক**—(১) বি. যম। (২) বিণ. নাশক ; যাহার পরে আর কিছু নাই, শেষ, চরম final [দর্শ]। বি. ~**কাল**—মৃত্যুর সময়। অব্য. ~**তঃ** (-তস্), ~**ত**—ন্যূনকল্পে, কমসে কম। বিণ. ~**স্থ**—প্রান্তস্থিত।

অন্তঃ- (অন্তর্)—অব্যয় (এই শব্দটি অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া নূতন শব্দের সৃষ্টি করে) অন্তরে, হৃদয়ে ভিতরে। [সং.]। বি. ~**করণ**—হৃদয়। বি. ~**কোণ**—ভিতরে অবস্থিত কোণ, interior angle [বি. প.]। বি. ~**পট**—মধ্যস্থলে (পরদার ন্যায়) ঝুলাইয়া দেওয়া বস্ত্রখণ্ড (বিশেষতঃ শাহ বিবাহকালে বর ও কন্যার মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়) ; পরদা, যবনিকা ; অবগুণ্ঠন। বিণ. ~**পাতী** (-তিন্)—মধ্যবর্তী, অন্তর্গত। বি. ~**পুর**—অন্দরমহল। বি. ~**পুরিকা**—অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। বি. ~**প্রবেশন**—এক (লেখকের) রচনার মধ্যে অন্য (লেখকের) রচনার সংস্থাপন বা প্রক্ষেপ, interpolation। বি. ~**শত্রু**—দেহান্তর্গত কামাদি ষড়্‌রিপু ; রাষ্ট্রের বা দেশের শত্রুতাকামী প্রজা বা অধিবাসী, শত্রুভাবাপন্ন স্বজন, গৃহবৈরী। বিণ. ~**শীল**—অন্তরে নিহিত বা অবস্থিত, অপ্রকাশিত, গুপ্ত ('অন্তঃশীল যে রহস্য' : রবীন্দ্র)। বিণ. (স্ত্রী.) ~**শীলা**। বি. ~**শুল্ক**—দেশী পণ্যদ্রব্যের, বিশেষতঃ মাদকদ্রব্যাদির উপরে ধার্য কর, excise [স. প.]। বিণ. ~**সংজ্ঞ, সংজ্ঞা**—(বাহিরে চেতনাহীন বলিয়া মনে হইলেও) ভিতরে ভিতরে বোধশক্তিসম্পন্ন। বিণ. ~**সত্ত্বা**—গর্ভিণী, গর্ভবতী। বিণ. ~**সলিল**—অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) ~**সলিলা**। **অন্তঃসলিলা নদী**—যে নদীর জল মাটির নিচে লোকচক্ষুর অন্তরালে বর্তমান, subterranean river (যেমন, ফল্গুনদী)। বি. ~**সার**—ভিতরের সার-পদার্থ। বিণ. ~**সারশূন্য**—ভিতরে সারবস্তু নাই এমন ; ফাঁপা ; অপদার্থ। বিণ. ~**স্থ**—মধ্যবর্তী। **অন্তঃস্থ বর্ণ**—স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যস্থ এবং উচ্চারণে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যবর্তী য্, ব্, ল্, ব্ এই চারিটি বর্ণ।

অন্তর—(১) বি. হৃদয়, মন ('অন্তর মম বিকশিত করো' : রবীন্দ্র) ; ব্যবধান (তিন দিন অন্তর, মন্বন্তর, নিরন্তর) ; তফাৎ (বহু অন্তরে) ; মধ্য (দুইয়ের অন্তরে) ; শেষ, অবধি (মাসান্তরে দেয় বেতন) ; ভেদ (মতান্তর) ; পরিধান (অন্তরীয়) ; তারতম্য, পার্থক্য, difference। (২) বিণ. (সমাসের উত্তরপদে) অপর, ভিন্ন (লোকান্তর, গত্যন্তর, সময়ান্তরে) ; আত্মীয় (অন্তরতর, অন্তরতম)। [সং. অন্ত + √রা + অ (র্তৃ)]। বিণ. ~**জ্ঞ**—অন্তর্যামী ; বিশেষজ্ঞ। বি. ~**টিপুনি**—অন্যের অজ্ঞাতে কাহারও হৃদয়ে গোপনে আঘাত। বিণ. ~**স্থ**—মনোগত।

অন্তরঙ্গ—(১) বিণ. আত্মীয়, সুহৃদ্ ; অন্তরের সম্পর্কযুক্ত (অন্তরঙ্গভাবে জানা), গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ। (২) বি. অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ। [সং. অন্তর + √গম্ + অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**—আত্মীয়তা ; বিশেষ সৌহার্দ্য।

অন্তরজ্ঞ, অন্তরটিপুনি—অন্তর দ্রঃ।

অন্তরণ—অন্তরিত দ্রঃ।

অন্তরস্থ—অন্তর দ্রঃ।

অন্তরা—বি. গানের ধুয়া ও আভোগের মধ্যবর্তী অংশ। [সং. অন্তর্ + আ]।

অন্তরাত্মা (-ত্মন্)—বি. (শরীরমধ্যস্থ) জীবাত্মা ; অন্তঃ-করণ। [সং. অন্তর্ + আত্মন্]।

অন্তরায়—বি. বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন (মুক্তির বা উন্নতির পথে অন্তরায়)। [সং.]।

অন্তরাল—বি. আড়াল, ব্যবধান ; অবকাশ। [সং. অন্তর + √লা + অ (র্তৃ)]।

অন্তরিক্ষ—বি. আকাশ [অন্তঃ (=মধ্যে) ঋক্ষ (=নক্ষত্র) যাহার]। **অন্তরীক্ষ**-এর বানানভেদ।

অন্তরিত—বিণ. অন্তর্হিত ; আচ্ছন্ন, আবৃত, অপসারিত, দূরীভূত, সরকারী আদেশে রাষ্ট্রের মধ্যেই কারাগারের বাহিরে নির্দিষ্ট কোন স্থানে (প্রায়) নিঃসঙ্গ অবস্থায় আবদ্ধ, interned। [সং. অন্তর (=ব্যবধান)+ইত (=প্রাপ্ত)]। বি. **অন্তরণ**—ঐরূপে আটক বন্দীকরণ, internment। বি. **অন্তরীণ** (অশু)—ঐরূপ আটক, বন্দী, internee।

অন্তরিন্দ্রিয়—বি. মন। [সং. অন্তর্ + ইন্দ্রিয়]।

অন্তরীক্ষ—বি. আকাশ। [সং. অন্তর্ (=স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে) √ঈক্ষ্ + অ (র্ম)]। বিণ. ~**চারী** (-রিন্)—গগনচারী। বিণ. ~**বাসী** (-সিন্)—আকাশে বাস-কারী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বাসিনী**। বি. ~**মণ্ডল**—নভো-মণ্ডল, বায়ুমণ্ডল।

অন্তরীণ—অন্তরিত দ্রঃ।

অন্তরীপ—বি. যে ভূখণ্ড ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র হইয়া সমুদ্রের

মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, cape। [সং. অন্তর্+অপ্ (ঈপ্)+অ (সমাসান্ত)]।

অন্তরীয়, অন্তরীয়ক—বি. অধোবাস, ধুতি ইজের ইত্যাদি (তু. উত্তরীয়)। [সং.]।

অন্তর্গত—বিণ. মধ্যে বা অভ্যন্তরে আছে এমন; মধ্যবর্তী; মনোগত। [সং. অন্তর্+গত]।

অন্তর্গূঢ়—বিণ. ভিতরে বা মনে গুপ্ত; বাহিরে অপ্রকাশিত (অন্তর্গূঢ় করুণা, বেদনা)। [সং. অন্তর্+গূঢ়]।

অন্তর্গৃহ—বি. বড় ঘরের মধ্যস্থিত ঘর; ঘরের ভিতর। [সং. অন্তর্+গৃহ]।

অন্তর্ঘাত—বি. ভিতরে থাকিয়া গোপনে ক্ষতিসাধন (অন্তর্ঘাতমূলক কাজ), sabotage [স. প.]। [সং. অন্তর্+ঘাত]। বি. ~**ক**—অন্তর্ঘাতকারী, saboteur। [স. প.]। বিণ. **অন্তর্ঘাতী** (-তিন্)—অন্তর্ঘাতমূলক।

অন্তর্জগৎ—বি. মনোজগৎ, ভাবলোক, চিন্তারাজ্য। [সং. অন্তর্+জগৎ]।

অন্তর্জল—বি. জলমধ্য; স্থলজলের মধ্য। [সং. অন্তর্+জল]। বি. **অন্তর্জলি**—মুমূর্ষুর পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাহার নিম্নাঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া কৃত অনুষ্ঠানবিশেষ। [সং. অন্তর্জল+বা°. ই]।

অন্তর্জাতীয়—বিণ. বিভিন্ন জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান (অন্তর্জাতীয় বিরোধ)। [তু. আন্তর্জাতিক]।

অন্তর্দশা—বি. (জ্যোতিষ.) কোন গ্রহের দশার অন্তর্গত রবিচন্দ্রাদি গ্রহের আধিপত্যকাল। [সং. অন্তর্+দশা]।

অন্তর্দর্শন—বি. স্বীয় মন বা চিন্তার পরীক্ষা, আত্মদর্শন introspection [বি. প.]। [সং. অন্তর্+দর্শন]।

অন্তর্দাহ—বি. নিদারুণ মনঃকষ্ট, ঈর্ষাপ্রসূত সন্তাপ; গায়ের জ্বালা [সং. অন্তর্+দাহ]।

অন্তর্দীপন—বি. মনোমধ্যে জ্ঞানসঞ্চার, অন্তরের অর্থাৎ মানসিক ও মনোগত গুণাবলীর উৎকর্ষসাধন। [সং. অন্তর্+দীপন]।

অন্তর্দৃষ্টি—বি. (মনের) ভিতরের দিকে দৃষ্টি; সূক্ষ্মদর্শনশক্তি; স্বীয় মনের বা চিন্তার পরীক্ষা, introspection [বি. প.]। [সং. অন্তর্+দৃষ্টি]।

অন্তর্দেশ—বি. ভিতরস্থ অংশ, হৃদয়; মধ্যবর্তী স্থান, দেশের মধ্য। বিণ. **অন্তর্দেশীয়**—দেশের অভ্যন্তরে, inland। [সং. অন্তর্+দেশ]।

অন্তর্ধান—বি. তিরোধান, অদৃশ্য হওয়া। [সং. অন্তর্+√ধা+অন (ভা)]।

অন্তর্নিবিষ্ট, অন্তর্নিহিত—বিণ. হৃদয়ে বা অভ্যন্তরে স্থাপিত; বদ্ধমূল; সহজাত (অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি)। [সং. অন্তর্+নিবিষ্ট, নিহিত]।

অন্তর্বত্নী—বিণ. অন্তঃসত্ত্বা; গর্ভবতী। [সং. অন্তর্+বৎ+ঈ]।

অন্তর্বর্তী (-র্তিন্)—বিণ. অন্তর্গত, অন্তঃপাতী, মধ্যবর্তী। [সং. অন্তর্+√বৃৎ+ইন্ (র্তৃ)]।

অন্তর্বাণিজ্য—বি. দেশের বা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য, inland trade [বি প.]। [সং. অন্তর্+বাণিজ্য]।

অন্তর্বাষ্প—বি. চাপিয়া রাখা চোখের জল। [সং. অন্তর্+বাষ্প]।

অন্তর্বাস—বি. বহির্বাসের অভ্যন্তরে পরিধেয় গেঞ্জি ফতুয়া শেমিজ প্রভৃতি; কৌপীন। [সং. অন্তর্+(বাসস্=) বাস]।

অন্তর্বাহ, অন্তর্বাহী (-হিন্)—বিণ. ভিতরের দিকে আকর্ষণকারী, afferent [বি. প]। [সং. অন্তর্+বাহ, বাহী]।

অন্তর্বিগ্রহ, অন্তর্বিপ্লব—বি. আত্মকলহ; গৃহবিবাদ; কোন রাষ্ট্রের বা দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব, civil war। [সং. অন্তর্+বিগ্রহ, বিপ্লব]।

অন্তর্বিবাহ—বি. স্বগোত্রে বা স্বকুলে বিবাহ। [সং. অন্তর্+বিবাহ]।

অন্তর্বেদনা—বি. মনোবেদনা। [সং. অন্তর্+বেদনা]।

অন্তর্বেদি, অন্তর্বেদী—বি. দুই নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ, প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ; দোআব; ব্রহ্মাবর্তদেশ। [সং. অন্তর্+বেদি, বেদী]।

অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভূত—বিণ. অন্তর্গত; মধ্যস্থিত। [সং অন্তর্+ভুক্ত, ভূত]। **অন্তর্ভূত কোণ**—(জ্যামি.) দুই বাহুর মধ্যবর্তী কোণ, included angle [বি. প.]।

অন্তর্ভেদী (-দিন্)—বিণ. অন্তর ভেদ করে এমন; মনের গুপ্ত ভাব জানিতে পারে বা জানিতে চেষ্টা করে এমন। [সং. অন্তর্+ভেদী]।

অন্তর্মাধুর্য—বি. অন্তরের সৌন্দর্য, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য। [সং. অন্তর্+মাধুর্য]।

অন্তর্মুখ—বিণ. ভিতরের দিকে মুখ গতি বা লক্ষ্য আছে এমন; আত্মবিষয়ে চিন্তাশীল, introspective; বাহ্যবস্তুকে অগ্রাহ্য করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন, আধ্যাত্মিক; ভিতরের দিকে পরিচালনকারী, অন্তর্বাহ, afferent [বি. প.]। [সং. অন্তর্+মুখ]। বিণ. (স্ত্রী.) **অন্তর্মুখী**।

অন্তর্যামী (-মিন্)—(১) বিণ অন্তরজ্ঞ। (২) বি. যিনি অন্তরে অবস্থান করেন ও মনের সকল কথা জানেন; যিনি ভিতরে অবস্থান করিয়া সব-কিছু নিয়ন্ত্রিত করেন অর্থাৎ ঈশ্বর। [সং. অন্তর্+√যম্+ণিচ্+ইন্ (র্তৃ)]।

অন্তর্লীন—বিণ. একেবারে অন্তরে সংগুপ্ত, গূঢ়। [সং. অন্তর্+লীন]।

অন্তর্হিত—বিণ. অন্তর্ধান করিয়াছে বা অদৃশ্য হইয়াছে এমন; তিরোহিত। [সং. অন্তর্+√ধা+ত (র্তৃ)]।

অন্তস্তল—বি. ভিতর; হৃদয়, মন। [সং. অন্তর্+তল]।

অন্তিক—(১) বিণ. সন্নিহিত। (২) বি. সন্নিধান, নৈকট্য; চরম: extreme। [সং. অন্ত+ইক]।

অন্তিম—বিণ. চরম, শেষ; মৃত্যুকালীন (অন্তিম মুহূর্ত)। [সং. অন্ত+('ভব' অর্থে) ইম]। বি. ~**কাল**, ~**সময়**—মরণকাল। বি. ~**দশা**—মুমূর্ষু অবস্থা। বি. ~**শয্যা**—যে শয্যায় শায়িত অবস্থায় মৃত্যু ঘটে।

অন্তেবাসী (-সিন্)—(১) বি. গুরুগৃহবাসী, শিষ্য, ছাত্র;

গ্রামপ্রান্তবাসী চণ্ডাল। (২) বিণ. সমীপবর্তী [সং. অন্তে (=নিকটে, গুরুর) + √বস্ + ইন্ (র্তৃ)]।

অন্ত্য—বিণ. অন্তিম, চরম, শেষ (অন্ত্য বর্ণ, অন্ত্যেষ্টি)। নিকৃষ্ট; অবশিষ্ট; শূদ্রকুলজাত। [সং. অন্ত + য (ভা)]। ~**জ**—(১) বিণ. নীচকুলজাত; নীচ। (২) বি. নীচজাতি; শূদ্র; চণ্ডাল। বি. ~**বর্ণ**—(শব্দাদির) শেষ অক্ষর।

অন্ত্যেষ্টি—বি. মৃতসংকার। [সং. অন্ত্য (=অন্তিম) + ইষ্টি (=যজ্ঞ)]। বি. ~**ক্রিয়া**—মৃতসংকার।

অন্ত্র—বি. নাড়িভুঁড়ি, bowels; পাকস্থলীর নিম্নভাগ হইতে মলদ্বার অবধি যন্ত্র, intestines। [সং.]। বি. ~**বৃদ্ধি**—একপ্রকার নাড়ীর রোগ, hernia।

অন্দর—বি. অভ্যন্তর; অন্তঃপুর (তু. সদর)। [ফা.]। বি. ~**মহল**—অন্তঃপুর।

অন্দিসন্দি—**অন্ধিসন্ধি**-র বিকৃত রূপ।

'**অন্ধ**—বিণ. দৃষ্টিহীন, কানা; গাঢ় অন্ধকারময় ('অন্ধ তামস': রবীন্দ্র); অজ্ঞান; বিচারবিবেচনাহীন (অন্ধ আবেগ বা বিশ্বাস)। [সং.]। বি. ~**কূপ**—অন্ধকার গহ্বর, black-hole। বি. ~**কূপহত্যা**—অতি ক্ষুদ্র এক কক্ষমধ্যে বহুসংখ্যক লোককে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের শ্বাসরোধ ও মৃত্যু-সঙ্ঘটন (নবাব শিরাজদ্দৌলা এইভাবে বহু ইংরেজ নর-নারীর মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া ভারতের ইংরেজ শাসকগণ মিথ্যা প্রচার করিয়াছিলেন)। বিণ. ~**তম**—অতিশয় অন্ধকারবিশিষ্ট। বি. ~**তমস**—গাঢ় অন্ধকার। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**। ~**তামিস্র**—(১) বি. নিবিড় অন্ধকার। (২) বিণ. নিবিড় অন্ধকারময়। বি. ~**বিশ্বাস**—নির্বিচার গভীর আস্থা। বি. ~**বেগ**—বেপরোয়া অতিক্রত বেগ।

অন্ধের নড়ি, অন্ধের যষ্টি—অক্ষমের একমাত্র অবলম্বন; অসহায়ের সহায়।

অন্ধকার—(১) বি. আলোকের অভাব; তমঃ, তিমির, তমিস্র; অজ্ঞানতাজনিত বা দুঃখাদিজনিত ক্ষোভ (মনের অন্ধকার)। (২) বিণ. (বাং.) অন্ধকারে পূর্ণ (অন্ধকার ঘর)। [সং. অন্ধ + √কৃ + অ]। **অন্ধকার দেখা**—বিপদের মধ্যে পড়িয়া ভয়ে ও ভাবনায় আকুল হইয়া দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হওয়া। **অন্ধকার দেখান**—বিপদের মধ্যে ফেলিয়া অথবা বিপদের ভয় দেখাইয়া অভিভূত করা। **অন্ধকারে ঢিল মারা**—আলোচ্য বিষয়ে স্থির জ্ঞান না থাকার ফলে (যদি-বা লাগিয়া যায় এই আশায়) আন্দাজে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্যাদি করা। **অন্ধকারে থাকা**—কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকা। **অন্ধকারে হাতড়ান**—চোখে না দেখিতে পাওয়ার ফলে হস্তস্পর্শ দ্বারা অনুমান করিয়া পথ চলা; অজ্ঞতা সত্ত্বেও আন্দাজে কোনো বিষয়ে আলোচনা করা বা অনুসন্ধান করা।

অন্ধিসন্ধি—বি. রন্ধ্র, ফাঁক; গুপ্ত তথ্য (সমস্ত অন্ধিসন্ধি জানা); ভিতরের কথা (মনের অন্ধিসন্ধি)। [বাং. অন্ধি + সন্ধি]।

অন্ধ্র—বি. ভারতের প্রাচীন জাতিবিশেষ; সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম রাজ্য; মাদ্রাজের উত্তরপূর্ব অঞ্চল; তেলুগুভাষীর দেশ; পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্যতম।

অন্ন—বি. ভাত, খাদ্যদ্রব্য [সং.]। বি ~**কষ্ট, অন্নাভাব**—খাদ্যাভাব; দুর্ভিক্ষ। বি. ~**কূট**—অন্নের পাহাড় বা স্তূপ। বি. ~**ক্ষেত্র**, ~**সত্র**—যে স্থান হইতে প্রার্থিগণকে অন্নদান করা হয়। বিণ. ~**গত**—খাদ্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল। বিণ. ~**গতপ্রাণ**—ভাত না খাইলে বাঁচে না এমন। বি. ~**চিন্তা**—আহার জোটানর জন্য ভাবনা। **অন্নচিন্তা চমৎকারা**—আহার জোটানর উপায় চিন্তা বিষম কঠিন ব্যাপার। বি. ~**ছত্র**—**অন্নসত্র**-র কথ্য বিকৃত রূপ। বি. ~**জল**—দানাপানি (অন্নজল ওঠা); পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিবিধানার্থ হিন্দু অনুষ্ঠানবিশেষ। ~**দা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) অন্নদানকারিণী। (২) বি. ভগবতী, দুর্গা। বিণ. (পু.) ~**দ**। বিণ. বি. ~**দাতা** (-তৃ)—অন্নদানকারী; প্রতিপালনকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) ~**দাত্রী**। বি. ~**দাস**—কেবল পেটের খোরাকের বিনিময়ে পরের দাসত্ব স্বীকারকারী। বি. ~**ধ্বংস**—(ব্যঙ্গে) ভাত এবং অন্যান্য ভোজ্যপদার্থ ভোজন। বি. ~**নালী**—দেহাভ্যন্তরের যে নালী বাহিয়া ভুক্তদ্রব্য কণ্ঠ হইতে পাকস্থলীতে যায়, oesophagus। ~**পূর্ণা**—(১) বি. (স্ত্রী.) ভগবতী, দুর্গা। (২) বিণ. (স্ত্রী.) অন্নে পরিপূর্ণা। বি. ~**প্রাশন**—হিন্দু বালকবালিকাদের প্রথম অন্ন (=ভাত)-গ্রহণের অনুষ্ঠান, মুখে-ভাত। বিণ. ~**ভোজী** (-জিন্)—ভাত খাইতে অভ্যস্ত; (তু. গমভোজী)। বিণ. ~**ময়**—অন্নে পূর্ণ; অন্নদ্বারা গঠিত (অন্নময় কোষ)। **অন্নময় কোষ**—স্থূল শরীর। বি. ~**রস**—ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন ও দেহগঠনের সহায়ক দুগ্ধবৎ রসবিশেষ, chyle। বি. ~**সংস্থান**—আহারের ব্যবস্থা; জীবিকার্জন। বি. ~**সত্র**—**অন্নক্ষেত্র** দ্রঃ। বিণ. ~**হীন**—নিরন্ন, বুভুক্ষু। ক্রি. **অন্ন ওঠা**—জীবিকারহিত হওয়া।

অন্বয়—বি. অনুবৃত্তি; বাক্যের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধ; সম্বন্ধযুক্ত পদসমূহের যথাক্রমে গদ্যে পরিণতি; সমাসের অন্তর্ভুক্ত পদগুলির পরস্পর সম্বন্ধ; বংশ, গোত্র; সম্বন্ধ; ধারা, ক্রম; মিল, agreement। [সং অনু + √ই + অ (ভা)]। বিণ. **অন্বয়ী** (-য়িন্)—অন্বয়যুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট।

অন্বর্থ—বিণ. যথার্থ, সার্থক; অর্থের সহিত সঙ্গতিযুক্ত। [সং. অনু + অর্থ]। বিণ, ~**নামা** (মন্)—নামের সহিত গুণের বা চরিত্রের মিল আছে এমন।

অন্বিত—বিণ. যুক্ত (গুণান্বিত); প্রত্যেক পদের পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট (অন্বিত বাক্য)। [সং. অনু + √ই + ত (র্তৃ)]।

অন্বীক্ষা—বি. পর্যালোচনা; অন্বেষণ; অনুমান। [সং. অনু + √ঈক্ষ্ + অ(ভা) + আ]।

অন্বেষণ—বি. অনুসন্ধান, খোঁজ; গবেষণা। [সং. অনু + √ইষ্ + অন (ভা)]। বিণ. বি. **অন্বেষক, অন্বেষী**—অন্বেষণকারী। বিণ. **অন্বেষিত**—অন্বেষণ করা হইতেছে এমন।

অন্য—(১) বিণ. অপর, ভিন্ন (অন্য লোক)। (২) সর্ব.

অপর লোক (অন্যে বলিবে, অন্যের দ্বারা হইবে না)। [সং.]। বিণ. ~**কৃত**—অন্যের দ্বারা সম্পাদিত। বিণ. ~**গত**—অন্যের উপর নির্ভরশীল। অব্য. ~**তঃ** (-তস্), (চলিত) ~**ত**—অন্য হইতে; অন্যভাবে। বিণ. ~**তম**—বহুর মধ্যে একজন বা একটি। বিণ. ~**তর**—দুইয়ের মধ্যে একজন বা একটি। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**ত্র**—অন্য বিষয়ে বা স্থানে। ~**থা**—(১) অব্য. ভিন্নরূপে; নতুবা। (২) বি. (বাং.) ব্যতিক্রম। বি. ~**থাকরণ**—না মানা, লঙ্ঘন; অগ্রাহ্য করা। বি. ~**থাচরণ**—বিপরীত বা বিরুদ্ধ আচরণ। বিণ. ~**দীয়**—অন্যসংক্রান্ত। বিণ. বি ~**পুষ্ট**, ~**অন্যভৃত**-র অনুরূপ। বিণ. (স্ত্রী.) ~**পূর্বা**—পূর্বে অপরের বাগ্‌দত্তা বা স্ত্রী ছিল এমন। বিণ. ~**বিধ**—অন্যপ্রকার, ভিন্নরকম। ~**ভৃৎ**—(১) বিণ. অন্যকে পালনকারী। (২) বি. কাক। ~**ভৃত**—(১) বিণ. অন্যের দ্বারা পালিত হয় এমন। (২) বি. কোকিল। বিণ. ~**মনস্ক**, ~**মনাঃ** (-নস্), (চলিত) ~**মনা**—অন্য বিষয়ে মন আছে এমন; অমনোযোগী। বি. ~**মনস্কতা**।

অন্যরূপ—(১) বিণ. ভিন্নরূপ, ভিন্নমূর্তি, অসদৃশ; অন্য রকমের; বিপরীত বা বিরুদ্ধ। (২) বি. অন্য রকম বা ভিন্ন মূর্তি; অন্য প্রণালী। বিণ. ~**সাপেক্ষ**—অন্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ একটিকে বুঝিতে হইলে অপরটিকে বোঝা চাই এমন, relative।

অন্যান্য—বিণ. অপরাপর; ভিন্ন ভিন্ন। [সং. অন্য+অন্য]।

অন্যায়—(১) বি অনৌচিত্য; অবিচার; ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য। (২) বিণ. ন্যায়বিরুদ্ধ (অন্যায় প্রতিশোধ); অনুচিত; অকর্তব্য। [সং. ন+ন্যায়]। অব্য. ক্রি বিণ. ~**তঃ** (তস্), ~**ত**—অন্যায়ভাবে। বি. **অন্যায়াচরণ**—অন্যায় বা অনুচিত ব্যবহার। বিণ. **অন্যায়াচারী** (-রিন্)—অনুচিতকারী।

অন্যায্য—বিণ. অসঙ্গত, অনুচিত, অন্যায়। [সং ন+ন্যায্য]।

অন্যাসক্ত—বিণ. অপরের প্রতি আসক্ত। [সং. অন্য+আসক্ত]। বিণ. (স্ত্রী.) **অন্যাসক্তা**—অপরের প্রতি অনুরক্তা।

অন্যূন—বিণ. অন্ততঃ, কম নহে এমন, সম্পূর্ণ। [সং. ন+ন্যূন]।

অন্যোন্য—বি পরস্পর, mutual। [সং. অন্যঃ+অন্য]।

অপ-—অব্য. কুৎসিত প্রতিকূল ইত্যাদি সূচক উপসর্গ-বিশেষ। [সং.]। বি. ~**কর্ম** (-র্মন্)—কুকর্ম; অন্যায় বা অপ্রীতিকর বা ক্ষতিকর কাজ। বিণ. ~**কর্মা** (-র্মন্)—অপকর্মকারী। বি. ~**কলঙ্ক**—মিথ্যা অপবাদ। বি. ~**কীর্তি**—অপযশ, দুর্নাম। বি. ~**ক্রিয়া**—কুকর্ম; অপকার। বিণ. ~**গত**—বিগত; পলায়িত; প্রস্থিত; দূরীভূত; মৃত; রহিত। বি. ~**গমন**, ~**গম**—পলায়ন; অপসরণ; প্রস্থান; মৃত্যু। বি. ~**গুণ**—দোষ। বি. ~**গ্রহ**—প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ গ্রহ। বি. ~**ঘাত**—আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, অপমৃত্যু; (বাং.) দুর্ঘটনাক্রমে শরীরে আঘাতপ্রাপ্তি। বিণ. ~**ঘাতক**, **ঘাতী** (-তিন্)—অপঘাতকারী। বি. ~**চেষ্টা**—বৃথা চেষ্টা; কুকর্মসাধনের জন্য চেষ্টা; কুচেষ্টা। বি. ~**চ্ছায়া**—আবছায়া, আবছা; ভূত-প্রেতাদির অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। বিণ. ~**জাত**—কুলোচিত সদ্‌গুণাবলী হইতে বা পূর্বের উৎকর্ষ হইতে বিচ্যুত, হীনাবস্থাপ্রাপ্ত, degenerate। বি. ~**জাতি**—হীনতাপ্রাপ্ত জাতি; নীচ জাতি। বি. ~**দেবতা**—অপকৃষ্ট দেবতা; ভূতপ্রেতাদি। বি. ~**পাঠ**—অশুদ্ধ বা লেখকের অনভিপ্রেত পাঠ। বি. ~**প্রচার**—অন্যায় বা অসত্য প্রচার; হীন উপায়ে অন্যের নিকটে জ্ঞাপন। বি. ~**প্রয়োগ**—অশুদ্ধ বা অন্যায় প্রয়োগ। বি. ~**বর্জন**—বিতরণ, দান; ত্যাগ, পরিহার। বি. ~**বাদ**—নিন্দা; কুৎসা; বদনাম। বিণ. বি. ~**বাদক**—অপবাদকারী। বি. ~**বিদ্যা**—যে বিদ্যা অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া দর্শন করায় (যেমন, মায়াবিদ্যা, ভোজবাজি প্রভৃতি)। বি. ~**ব্যবহার**—অন্যায়ভাবে বা অসদুদ্দেশ্যে প্রয়োগ অথবা ব্যবহার; অন্যায় আচরণ। বি. ~**ব্যয়**—বৃথা ব্যয়, অন্যায় অর্থ ব্যয়, অপচয়। বিণ. ~**ব্যয়িত**—অপব্যয় করা হইয়াছে এমন। বিণ. ~**ব্যয়ী** (-য়িন্)—অপব্যয় করে এমন। বি. ~**ব্যয়িতা**—অপব্যয় করার স্বভাব বা অভ্যাস। বি. ~**ভাষ**—নিন্দা ('শুনিলে হইবে অপভাষ': চণ্ডী.)। বি. ~**ভাষা**—অভদ্র বা গ্রাম্য ভাষা। বি. ~**মান**—অসম্মান, অবমাননা, মর্যাদাহানি; লাঞ্ছনা; অবহেলা। বিণ. ~**মানিত**—অপমান করা হইয়াছে এমন। বি. ~**মিশ্রণ**—ভেজাল বা খাদ মিশ্রিতকরণ, adulteration। বি. ~**মৃত্যু**—অস্বাভাবিক কারণে বা অপঘাতে মৃত্যু। বি. ~**যশঃ**, (চলিত) ~**যশ**—অখ্যাতি, দুর্নাম, কলঙ্ক। বিণ. ~**যশস্কর**—কলঙ্কজনক, অখ্যাতিকর। বি. ~**শব্দ**—ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ; অশ্লীল শব্দ। বি. ~**সিদ্ধান্ত**—ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বা মত। বিণ. ~**হত**—বিনাশিত; বিনষ্ট। বি. ~**হরণ**—চুরি; লুণ্ঠন। ক্রি. ~**হরা**—চুরি করা, লুঠ করা। ~**হারক**, ~**হারী** (-রিন্)—(১) বিণ. চুরি বা লুণ্ঠন করে এমন। (২) বি. চোর, লুঠেরা। বিণ ~**হৃত**—চুরি গিয়াছে বা চুরি করা হইয়াছে এমন; লুণ্ঠিত।

অপকর্ষ—বি. নিকৃষ্টতা; অবনতি (উৎকর্ষাপকর্ষ)। [সং. অপ+√কৃষ্+অ (ভা)]।

অপকার—বি. অনিষ্ট, ক্ষতি। [সং. অপ+√কৃ+অ (ভা)]। বিণ. ~**ক**, **অপকারী** (-রিন্)—ক্ষতিকর। বিণ. **অপকৃত**—ক্ষতিগ্রস্ত। বি. **অপকৃতি**—অনিষ্ট।

অপকীর্তি—**অপ-** দ্রঃ।

অপকৃষ্ট—বিণ. নিকৃষ্ট, হীন, জঘন্য, অবনতিপ্রাপ্ত (তু. উৎকৃষ্ট)। [সং. অপ+√কৃষ্+ত (র্ম)]।

অপকেন্দ্র—বিণ. কেন্দ্র হইতে দূরে গমনকারী বা অপসরণকারী, centrifugal [বি. প.]। [সং. অপ+কেন্দ্র]।

অপক্ক—বিণ. পাকে নাই এমন, কাঁচা; সিদ্ধ বা পাক করা হয় নাই এমন, অসিদ্ধ, আরাঁধা; অপরিণত। [সং. ন+পক্ক]। বি. ~**তা**।

অপক্রিয়া—অপ- দ্রঃ।

অপক্ষপাত—(১) বি. নিরপেক্ষতা, সমদর্শিতা। (২) বিণ. পক্ষপাতহীন, নিরপেক্ষ। [সং. ন+পক্ষপাত]। বিণ. **অপক্ষপাতী** (-তিন্)—নিরপেক্ষ, সমদর্শী। বি. **অপক্ষপাতিতা, অপক্ষপাতিত্ব**।

অপগত, অপগম, অপগমন—অপ- দ্রঃ।

অপগা—(১) বিণ. নিম্নগামিনী ; সমুদ্রগামিনী। (২) বি. নদী (তু. আপগা)। [সং. অপ (=নিম্নে)+ √গম্+অ +আ]।

অপচয়—বি. ক্ষতি ; অপব্যয় (শক্তির বা অর্থের অপচয়) ; ক্ষয় ; হ্রাস। [সং. অপ+ √চি+অ (ভা)]। বিণ. **অপচিত**—ক্ষয়প্রাপ্ত ; অপব্যয়িত ; মন্দীভূত ; ক্ষীণ। বি. **অপচিতি**—দেহকোষাদির ক্ষয়, katabolism [বি. প.] ; অপব্যয়। বিণ. **অপচীয়মান**—ক্ষয়প্রাপ্ত বা অপব্যয়িত হইতেছে এমন, ক্ষীয়মাণ।

অপচার—বি. স্বধর্মব্যতিক্রম ; কুপথ্যভোজন ; অহিতাচরণ ; ত্রুটি ; বে-আইনী আচরণ, corruption [স. প.]। [সং. অপ+ √চর্+অ (ভা)]। বি. ~**নিরোধ**—বে-আইনী কার্যদমন, anti-corruption।

অপচিকীর্ষা—বি. অপকার করার ইচ্ছা। [সং. অপ+ √কৃ+সন্+অ (ভা)+আ (স্ত্রী.)]। বিণ. **অপচিকীর্ষু**—অপকার করিতে ইচ্ছুক।

অপচিত, অপচিতি, অপচীয়মান—অপচয় দ্রঃ।

অপচেষ্টা, অপচ্ছায়া, অপজাত, অপজাতি—অপ- দ্রঃ।

অপজ্ঞান—বি. অবজ্ঞা। [সং. অবজ্ঞান]।

অপটু—বিণ. অনিপুণ ; অশক্ত, অসুস্থ (অপটু দেহ)। [বাং. অ-৩ +পটু]। বি. ~**তা**।

অপঠিত—বিণ. পাঠ করা হয় নাই এমন। [সং. ন+ পঠিত]।

অপণ্ডিত—বিণ. শাস্ত্রাদিজ্ঞানরহিত ; মূর্খ। [সং. ন+ পণ্ডিত]।

অপত্নীক—বিণ. মৃতদার, বিপত্নীক ; অবিবাহিত। [সং. ন+পত্নী+ক]।

অপত্য—বি. সন্তান। [সং. ন+ √পত্+য ণে]। ক্রি. বিণ. ~**নির্বিশেষে**—আপন সন্তান হইতে পৃথক্ না ভাবিয়া, আপন সন্তানের ন্যায়। বি. ~**স্নেহ**—সন্তানের প্রতি স্নেহ বা ভালবাসা। বিণ. ~**হীন**—নিঃসন্তান।

অপথ—বি. অন্যায় বা মন্দ পথ ; ভুল পথ ('অসময়ে অপথ দিয়ে' : রবীন্দ্র)। [সং. ন+পথ]।

অপথ্য—বিণ. কুপথ্য, রোগীর পক্ষে অখাদ্য। [সং. ন+ পথ্য]।

অপদ—বিণ. পদহীন। [সং. ন+পদ]।

অপদস্থ১—বিণ. অপমানিত, লাঞ্ছিত (পরের কাছে অপদস্থ)। [সং. ন+পদস্থ]।

অ-পদস্থ২—উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নহেন এমন। [সং. ন+ পদস্থ]।

অপদার্থ—বিণ. অসার ; অযোগ্য ; অকর্মণ্য। [সং. ন+পদার্থ]।

অপদেবতা—অপ- দ্রঃ।

অপনয়, অপনয়ন—বি. অপনোদন, দূরীকরণ (কলঙ্ক-অপনয়ন)। [সং. অপ+ √নী+অ, অন (ভা)]। বিণ. **অপনীত**—অপনয়ন করা হইয়াছে এমন।

অপনোদন—বি. অপসারণ, দূরীকরণ ; খণ্ডন। [সং. অপ+ √নুদ্+অন (ভা)]। বিণ. **অপনোদিত**—অপসারিত, দূরীকৃত।

অপপাঠ, অপপ্রচার, অপপ্রয়োগ—অপ- দ্রঃ।

অপবর্গ—বি. মোক্ষ ; মুক্তি। ক্রিয়ার ফলপ্রাপ্তি। [সং.]।

অপবর্জন, অপবাদ, অপবাদক—অপ- দ্রঃ।

অপবিত্র—বিণ. অশুচি, অশুদ্ধ। [সং. ন+পবিত্র]। বি. ~**তা**।

অপবিদ্যা, অপব্যবহার, অপব্যয়, অপব্যয়িতা, অপব্যয়ী, অপভাষ, অপভাষা—অপ- দ্রঃ।

অপভ্রংশ—বি. মূল শব্দের বিকৃত বা অশুদ্ধ রূপ ; অপভাষা, প্রাকৃতের পরবর্তী এবং নব্যভারতীয় ভাষার পূর্ববর্তী রূপ ; বিচ্যুতি, অশুদ্ধি ; বিকৃতি। [সং. অপ+ √ভ্রন্শ্ (ভ্রন্স্)+অ (ণে, ভা)। বিণ. **অপভ্রষ্ট**—স্খলিত ; বিকৃত ; অশুদ্ধ।

অপমান, অপমানিত, অপমিশ্রণ, অপমৃত্যু, অপযশঃ, অপযশস্কর—অপ- দ্রঃ।

অপয়া—বিণ. অমঙ্গলকর ; অলক্ষণা (শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু পুংলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)। [বাং. অ+পয়+আ]।

অপর—(১) বিণ. অন্য (অপর ব্যক্তি) ; বিপরীত (নদীর অপর তীর) ; পশ্চাদ্‌বর্তী (পূর্বাপর বিষয়) ; শেষ (অপরাহ্ণ) ; অতিরিক্ত, additional [স. প.]। (২) সর্ব. অন্য কেহ (অপরে বলে)। [সং.]। অব্য. ~**ঞ্চ**, ~**ন্তু**—অপিচ, আরও। অব্য. ~**ত্র**—অন্যত্র ; অপরপক্ষে। বি. **অপরপক্ষ**—(শুক্লপক্ষের) পশ্চাদ্‌বর্তী অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ। **অপরা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) (দর্শ.) শ্রেষ্ঠার্থক পরা ভিন্ন অন্য ; শ্রেষ্ঠ বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে এমন (অপরাবিদ্যা) ; মায়িক বা প্রাকৃতিক (অপরা শক্তি)। (২) সর্ব. অন্য রমণী। বিণ. **অপরাপর**—অন্যান্য, আর-আর ; অন্য-সমস্ত।

অপরাজিত—বিণ. হারে নাই এমন, অপরাভূত। [সং. ন+পরাজিত]। **অপরাজিতা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) অপরাভূত। (২) বি. একপ্রকার ফুল বা লতা ; ছন্দোবিশেষ ; দুর্গাদেবী।

অপরাজেয়—বিণ. হারানো যায় না এমন, অজেয়। [সং. ন+পরাজেয়]।

অপরাধ—বি. দোষ, ত্রুটি ; পাপ ; বে-আইনী কাজ। [সং. অপ+ √রাধ্+অ (ভা)]। বিণ. বি. **অপরাধী** (-ধিন্)—দোষী ; পাপী ; বে-আইনী কাজ করিয়াছে এমন (লোক)। বিণ. (স্ত্রী.) **অপরাধিনী**।

অপরাহত—বিণ. অপরাজিত, বাধাবিমুক্ত (অপরাহত ধৈর্য বা শক্তি)। [সং. ন+পরাহত]।

অপরাহ্ণ—বি. দিনের শেষভাগ, মধ্যাহ্ন হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত-সময়, বিকাল। [সং. অপর+অহ্ন]।

অপরিকল্পিত—বিণ. পরিকল্পিত নহে এমন; অচিন্তিত। [সং. ন+পরিকল্পিত]।

অপরিগ্রহ—(১) বি. গ্রহণ না করা, প্রত্যাখ্যান। (২) বিণ. কোন-কিছু গ্রহণ করে নাই এমন; দার-পরিগ্রহ করে নাই এমন, অর্থাৎ অবিবাহিত। [সং. ন+পরিগ্রহ]।

অপরিচয়—বি. পরিচয়ের বা জ্ঞানের অভাব; জানা-শুনা না থাকা। [সং. ন+পরিচয়]।

অপরিচিত—বিণ. অচেনা; অজানা। [সং. ন+পরিচিত]। বিণ. (স্ত্রী.) **অপরিচিতা**। বি. **অপরিচিতি**—অপরিচয়।

অপরিচ্ছন্ন—বিণ. অপরিষ্কৃত, মলিন। [সং. ন+পরিচ্ছন্ন]। বি. ~**তা**।

অপরিচ্ছিন্ন—বিণ. অবিভক্ত; একটানা, অসীম; অনিয়মিত; অনির্ণীত। [সং. ন+পরিচ্ছিন্ন]।

অপরিজ্ঞাত—বিণ. অজ্ঞাত; অবিদিত; অপরিচিত। [সং. ন+পরিজ্ঞাত]।

অপরিজ্ঞেয়—বিণ. অজ্ঞেয়। [সং. ন+পরি+জ্ঞেয়]।

অপরিণত—বিণ. পরিণত হয় নাই এমন; অপূর্ণ; অপক্ব, কাঁচা, তরুণ। [সং. ন+পরিণত]। বিণ ~**বয়স্ক**—অল্পবয়স্ক; যৌবনপ্রাপ্ত নহে এমন; নাবালক। বিণ. ~**বুদ্ধি**—বুদ্ধি পাকে নাই এমন; চপলমতি; ছেবলা।

অপরিণামদর্শী (-র্শিন্)—বিণ. ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তৎসম্বন্ধে চিন্তাহীন; অদূরদর্শী; অবিবেচক। [সং. ন+পরিণাম+ √দৃশ্+ইন্ (র্তৃ)]। বি. **অপরিণামদর্শিতা**।

অপরিত্যাজ্য—বিণ. পরিত্যাগ করা যায় না এমন; অপরিহার্য। [সং. ন+পরিত্যাজ্য]।

অপরিপক্ব—বিণ. পক্ব নহে এমন; কাঁচা, অপরিণত; অনভিজ্ঞ। [সং. ন+পরিপক্ব]। বি. ~**তা**।

অপরিপূর্ণ—বিণ. সম্পূর্ণ ভরিয়া যায় নাই বা সফল হয় নাই এমন। [সং. ন+পরিপূর্ণ]। বি. ~**তা**।

অপরিবর্তন—বি. অবস্থান্তর প্রাপ্তির অভাব; না বদলান। [সং. ন+পরিবর্তন]। বিণ. **অপরিবর্তনীয়**—বদলায় না এমন; পরিবর্তিত করা যায় না এমন। বিণ. **অপরিবর্তিত**—বদলায় নাই এমন; অবিকৃত; পূর্বানুরূপ।

অপরিবাহী—বিণ. পরিবহণ করে না এমন; বিদ্যুৎ বা তাপ চলাচলের পথ নাই এমন, non-conducting। [সং. ন+পরিবাহী]।

অপরিমাণ—বিণ. পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না এমন, অপরিমেয়; প্রচুর। [সং. ন+পরিমাণ]। বিণ. **অপরিমিত**—মাপ-জোখ বা সীমা-সংখ্যা নাই এমন; অসীম; দেদার, অপর্যাপ্ত; অসংযত (অপরিমিত ব্যয়), ন্যায্যের অতিরিক্ত (অপরিমিত আদর)। বিণ. **অপরিমেয়**—পরিমাণ স্থির করা যায় না বা মাপা যায় না এমন; অসীম (অপরিমেয় স্নেহ, সৌন্দর্য)।

অপরিম্লান—বিণ. মলিন, ম্লান বা অবসন্ন হয় নাই এমন; প্রফুল্ল, সতেজ। [সং. ন+পরি+ম্লান]।

অপরিশুদ্ধ—বিণ. বিশুদ্ধ নহে এমন; অপবিত্র। [সং. ন+পরিশুদ্ধ]।

অপরিশোধনীয়, অপরিশোধ্য—বিণ. পরিশোধ করা যায় না এমন। [সং. ন+পরিশোধনীয়, পরিশোধ্য]। বিণ. **অপরিশোধিত**—পরিশোধ করা হয় নাই এমন।

অপরিষ্কার—(১) বি. পরিচ্ছন্নতার অভাব, মালিন্য। (২) (বাং.) বিণ. মলিন, নোংরা। [সং. ন+পরিষ্কার]। বিণ. **অপরিষ্কৃত**—পরিষ্কার করা হয় নাই এমন।

অপরিসর—বিণ. তেমন প্রশস্ত বা চওড়া নহে এমন; সঙ্কীর্ণ। [সং. ন+পরিসর]।

অপরিসীম—বিণ. সীমাহারা (অপরিসীম আনন্দ, করুণা); অসীম, অশেষ। [সং. ন+পরিসীমা]।

অপরিস্ফুট—বিণ. অস্পষ্ট, আবছা (অপরিস্ফুট স্মৃতি), আধো-আধো (শিশুর অপরিস্ফুট ভাষা)। [সং. ন+পরিস্ফুট]।

অপরিহার্য, অপরিহরণীয়—বিণ. অত্যাজ্য; এড়ান যায় না এমন, (অপরিহার্য কারণে), অবশ্যম্ভাবী (অপরিহার্য দৈব-দুর্ঘটনা)। [সং. ন+পরিহার্য, পরিহরণীয়]।

অপরীক্ষিত—বিণ. পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই এমন। [সং ন+পরীক্ষিত]।

অপরূপ—বিণ. অপূর্ব; অতুলনীয় রূপবিশিষ্ট (অপরূপ শিল্পসম্পদ); আশ্চর্য (<সং. অপূর্ব); বেয়াড়া; কদাকার। [সং. অপ (=অপগত)+রূপ (=সৌন্দর্য বা তুলনা)]।

অপরোক্ষ—বিণ. প্রত্যক্ষ; সাক্ষাৎ। [সং. ন+পরোক্ষ]।

অপর্ণা—বি. যিনি তপস্যাকালে পর্ণও আহার করেন নাই, দুর্গা, পার্বতী। [সং. ন+পর্ণ+আ (স্ত্রী.)]।

অপর্যাপ্ত—বিণ. পর্যাপ্ত নহে এমন, প্রচুর, অঢেল; প্রয়োজনেরও অধিক (যাহা অপেক্ষা পর্যাপ্ত হয় না)। [সং. ন+পর্যাপ্ত]।

অপলক—বিণ. পলকহীন, নির্নিমেষ। [সং. ন+ফা. পলক]।

অপলকা—বিণ. পলকা, ভঙ্গুর। [বাং. অ (সম্যগর্থে)+পলকা]।

অপলাপ—বি. গোপন; (সত্য) অস্বীকার; মিথ্যা উক্তি। [সং.]।

অপশব্দ—**অপ**- দ্রঃ।

অপশ্রুতি—বি. (ভাষাতত্ত্ব) ধাতুর মূল স্বরধ্বনির (=মূল শ্রুতির) নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে অপসরণ বা গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণজনিত পরিবর্তন (যথা—√চল—চাল, √পড়—পাড়, √কৃ—কার ইত্যাদি, ablaut)।

অপসংস্কৃতি—বি. শিক্ষা ও সভ্যতার অবনতি; সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বিষয়ে আদর্শ-চ্যুতি। [সং. অপ (নিন্দা অর্থে)+সংস্কৃতি]।

অপসরণ—বি. স্থানান্তরে গমন; পলায়ন; নির্গমন। [সং. অপ+√সৃ+অন (ভা)]। ক্রি. **অপসরা**—স্থানান্তরে যাওয়া; পলায়ন করা; নির্গত হওয়া।

অপসারণ—বি. স্থানান্তরিতকরণ, বিতাড়ন, সরানো।

[সং. অপ + √সৃ + ণিচ্ + অন (ভা)]। অস-ক্রি. **অপসারি**—অপসারিত করিয়া। বিণ. **অপসারিত**—অপসারণ করা হইয়াছে এমন; দূরীকৃত (বাধা অপসারিত)।

অপসিদ্ধান্ত—অপ- দ্রঃ।

অপসৃত—বিণ. পলায়ন বা প্রস্থান করিয়াছে এমন; দূরীভূত (গৃহ বা রাজ্য হইতে অপসৃত)। [সং অপ + সৃ + ত (র্তৃ)]।

অপস্মার—বি. মৃগীরোগ, epilepsy। [সং.]।

অপহৃত, অপহরণ, অপহর্তা, অপহারক, অপহারী, অপহৃত—অপ- দ্রঃ।

অপহ্নব, অপহ্নুতি—বি. (সত্যের) অপলাপ, গোপন; অস্বীকার; চৌর্য; (অল.) বর্ণনীয় বিষয় বা বস্তুকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া উপমানের স্থাপন (যেমন, 'বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা': মধু.)। [সং. অপ + √হ্নু + অ, তি (ভা)]।

অপাক—(১) বি. অজীর্ণ রোগ, অপক্কাবস্থা। (২) বিণ. অজীর্ণ; অপক্ক। [সং. ন + পাক]।

অপাকরণ, অপাকৃতি—বি. অপসারণ, অপনয়ন, দূরীকরণ; মোচন; নিবারণ, প্রশমন; শোধন। [সং. অপ + আ + √কৃ + অন, তি (ভা)]। বিণ. **অপাকৃত**—অপসারিত, দূরীকৃত; মোচিত; নিবারিত; প্রশমিত; বিশোধিত।

অপাঙ্‌ক্তেয়—বিণ. এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অযোগ্য (বিশেষভাবে সামাজিক ভোজনকালে), জাতিচ্যুত; একঘরে। [সং. ন + পঙ্‌ক্তি + এয়]।

অপাঙ্গ—বি. চোখের কোণ; আড়চোখ; কটাক্ষ। [সং. অপ + অঙ্গ]। বি. ~**দৃষ্টি**—চোরা চাহনি; কটাক্ষ।

অপাচ্য—বিণ. হজম হয় না এমন, বদহজম। [সং. ন + পাচ্য]।

অপাঠ্য—বিণ. পাঠের অযোগ্য; অশ্লীল, অস্পষ্টাক্ষরে লিখিত। [সং. ন + পাঠ্য]।

অপাত্র—বিণ. অসৎ, অধম বা অযোগ্য পাত্র (অপাত্রে দান)। [সং. ন + পাত্র]।

অপাদান—বি. (ব্যাক.) কারকবিশেষ (ইহাতে সাধারণতঃ পঞ্চমী বিভক্তি হয়)। [সং.]।

অপান—বি. অধোবায়ু; (যোগ.) নিম্নাভিমুখ বা বহির্মুখ বায়ু (তু. প্রাণ); মলদ্বার। [সং. অপ + √অন্ (= নিঃশ্বাসগ্রহণ) + অ (ণে, পে)]।

অপাপ—বিণ. নিষ্পাপ। [সং. ন + পাপ]। বিণ. ~**বিদ্ধ**—পাপদ্বারা বিদ্ধ বা লিপ্ত নহে এমন নিষ্পাপ।

অপাবরণ—বি. আবরণমোচন, উদ্‌ঘাটন। [সং. অপ + আবরণ]।

অপাবৃত—বিণ. আবরণ-মুক্ত; উন্মোচিত; (দরজা ইত্যাদি) খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। [সং. অপ + আবৃত]।

অপায়—বি. বিনাশ, বিচ্ছেদ; ক্ষতি; অমঙ্গল; বিঘ্ন। [সং. অপ + √ই + অ (ভা)]।

অপায়ন—বি. পলায়ন। [সং. অপ + √ই + অন]।

অপার—বিণ. পারহীন, অকূল (অপার সমুদ্র); অসীম (অপার দুঃখ)। [সং. ন + পার]।

অপারক, অপারগ (অশু.)—বিণ. পারক নহে এমন, অক্ষম, অসমর্থ। [সং. ন + পারক]।

অপারগ—বিণ. পারগামী নহে এমন। [সং. ন + পারগ]।

অপারেটর—বি. মেশিন-চালক। [ইং. operator]।

অপার্থিব—বিণ. জাগতিক নহে এমন, অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়। [সং. ন + পার্থিব]।

অপার্যমানে—ক্রি-বিণ. অক্ষমতা-হেতু না পারিলে বা না পারায়। [প্রাদে.]।

অপালন—বি. ত্রুটিপূর্ণ প্রজাপালন, কু-শাসন। [সং. ন + পালন]।

অপিচ—অব্য. অধিকন্তু, আরও; পক্ষান্তরে। [সং.]।

অপিনিহিতি—বি. (ভাষাতত্ত্ব) শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকিলে পূর্ব হইতেই তাহাকে উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার প্রবণতা (যেমন, আজি > আইজ, কাঁচি > কাঁইচি, সাধু > সাউধ), epenthesis। [সং. অপি + নি + √ধা + তি (ভা)]।

অপুচ্ছ—বিণ. পুচ্ছহীন। [সং. ন + পুচ্ছ]।

অপুণ্য—বি. পুণ্যের অভাব; পাপ। [সং. ন + পুণ্য]।

অপুত্রক—বিণ পুত্রহীন। [সং. ন + পুত্র + (সমাসান্ত) ক]।

অপুনর্ভব—বি পুনরায় জন্ম না-হওয়া; মোক্ষ, পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি। [সং. ন + পুনর্ভব]।

অপুষ্ট—বিণ. পুষ্ট নহে এমন; পাকে নাই এমন; কৃশ, রোগা। [সং. ন + পুষ্ট]। বি. **অপুষ্টি**—পুষ্টির অভাব।

অপুষ্পক—বিণ. ফুল ধরে না এমন। [সং. ন + পুষ্প + (সমাসান্ত)ক]। ~**ফলদ**—যাহার পুষ্প বিনা ফল হয়; (যথা, কাঁঠাল, ডুমুর)।

অপুষ্যি—বি. কুপোষ্য। [বাং. অ-৩ + পুষ্যি]।

অপূপ—বি. পিষ্টক। [সং.]।

অপূরণ—কর্মতি। [বাং অ- + √পূর্ + অন]।

অপূর্ণ—বিণ. পূর্ণ নহে এমন, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত (অপূর্ণ সাধনা); অতৃপ্ত (অপূর্ণ বাসনা)। [সং. ন + পূর্ণ]। বিণ. (স্ত্রী.) **অপূর্ণা**। বি. ~**তা**।

অপূর্ব—বিণ. পূর্বে ছিল না বা ঘটে নাই এমন, অভিনব, অভূতপূর্ব; আশ্চর্য; অত্যুৎকৃষ্ট, মৌলিক (রবীন্দ্র)। [সং. ন + পূর্ব]। বি. ~**তা**। বিণ. ~**দৃষ্ট**—পূর্বে আর দেখা যায় নাই এমন, অদৃষ্টপূর্ব।

অপেক্ষ—অপেক্ষা দ্রঃ।

অপেক্ষা—(১) বি. প্রতীক্ষা (সুদিনের অপেক্ষা করা); ভরসা (অপরের দয়ার অপেক্ষায় থাকা), বিলম্ব, দেরি; প্রত্যাশা (ফলের অপেক্ষা না করা); খাতির, তোয়াক্কা (সে কাহারও অপেক্ষা রাখে না)। (২) (বাং.) অব্য. চেয়ে, থেকে, তুলনায় (হিমালয় বিন্ধ্যপর্বত অপেক্ষা উচ্চতর)। (৩) ক্রি. অপেক্ষা করা। [সং. অপ + √ঈক্ষ্ + অ (ভা) + আ]। **অপেক্ষক**—(১) বিণ. অপেক্ষাকারী; অভিলাষী। (২) বি. (গণি.) ভিন্ন সংখ্যা বা

রাশির পরিবর্তনে যে সংখ্যা বা রাশির পরিবর্তন হয়। বি. **অপেক্ষবাদ, আপেক্ষিকবাদ**—theory of relativity। বিণ. **অপেক্ষমাণ**—প্রতীক্ষারত। বিণ-বিণ. **অপেক্ষাকৃত**—তুলনামূলকভাবে (অপেক্ষাকৃত ভাল)। বিণ. **অপেক্ষিত**—প্রতীক্ষিত, ঈপ্সিত, প্রত্যাশিত। বিণ. **অপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—অপেক্ষাকারী (মুখাপেক্ষী)।

অপেয়—বিণ. পানের অযোগ্য; পান করা অনুচিত এমন। [সং. ন+পেয়]।

অপেরণ—বি. আপাতদৃষ্টিতে গ্রহ-নক্ষত্রের স্বস্থানচ্যুতি, aberration [বি. প.]। [সং. অপ+ √ঈর্+অন (ভা)]।

অপোগণ্ড—বিণ. বি. শিশু; নাবালক; পঞ্চদশ বৎসরের অনধিকবয়স্ক। [সং. অপ+ √গম্+ড (র্তৃ)]।

অপোষ্য—বি. যে শিশুকে (যথাযথ ভাবে) পালন করা অসাধ্য; কুপোষ্য। [সং. ন+পোষ্য]।

অপোহ—বি. (ন্যায়.) প্রতিবাদীর তর্কনিরসনার্থ বিপরীত তর্ক; নিরসন; খণ্ডন। [সং. অপ+ √উহ+অ (ভা)]।

অপৌরুষ—বি. পুরুষকারের বা বীরত্বের অভাব; পুরুষের অযোগ্য আচরণ; অগৌরব, নিন্দা, লজ্জা। [সং. ন+পৌরুষ]। বিণ. **অপৌরুষেয়**—কোনও পুরুষের বা মানবের কৃত নহে এমন, অলৌকিক (বেদ অপৌরুষেয়)।

অপ্—বি. জল। [সং. √আপ্ (=প্রাপ্তি)+ক্বিপ্ (র্ম). নি.]।

অপ্রকট—বিণ. অপ্রকাশিত, গোপন; অন্তর্হিত, তিরোহিত। [সং. ন+প্রকট]। ক্রি. **অপ্রকট হওয়া**—(ধার্মিক মহাপুরুষদের সম্বন্ধে) দেহত্যাগ করা, মারা যাওয়া।

অপ্রকাশ—(১) বি. গোপন; প্রকাশ বা ব্যক্ত না হওয়া। (২) বিণ. অপ্রকাশিত। বিণ. **অপ্রকাশিত**—প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয় নাই এমন; গুপ্ত। বিণ. **অপ্রকাশ্য**—প্রকাশের অযোগ্য; গোপনীয়।

অপ্রকৃত—বিণ. খাঁটি নহে এমন; অযথার্থ। [সং. ন+প্রকৃত]।

অপ্রকৃতিস্থ—বিণ. স্বাভাবিক অবস্থায় নাই এমন; মত্ত; বিকৃতমস্তিষ্ক। [সং. ন+প্রকৃতিস্থ]। বি. **~তা**।

অপ্রচলন—বি. চলিত না থাকার অবস্থা; অব্যবহার। [সং. ন+প্রচলন]। বিণ. **অপ্রচলিত**—চলিত নহে এমন।

অপ্রচার—বি. লোকসমক্ষে প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব। [সং. ন+প্রচার]। বিণ. **অপ্রচারিত**—প্রচার করা হয় নাই এমন।

অপ্রণয়—বি. প্রীতি বা অনুরাগের অভাব; মনোমালিন্য; বিবাদ। [সং. ন+প্রণয়]। বিণ. **অপ্রণয়ী** (-য়িন্)—অপ্রেমিক। বিণ. (স্ত্রী.) **অপ্রণয়িনী**।

অপ্রতর্ক্য—বিণ. অনুমান বা তর্কদ্বারা স্থির করিতে পারা যায় না এমন, তর্কাতীত। [সং. ন+প্র √তর্ক+য (র্ম)]।

অপ্রতিকরণীয়, অপ্রতিকার্য—বি. প্রতিকারের বা নিবারণের অযোগ্য; অপ্রতিবিধেয়; অচিকিৎসনীয়। [সং. ন+প্রতিকরণীয়, প্রতিকার্য]।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী—(-দ্বিন্)—বিণ. প্রতিদ্বন্দ্বিহীন বা শত্রুহীন; সমকক্ষহীন। [সং. ন+প্রতিদ্বন্দ্বিন্]।

অপ্রতিবন্ধ, ~ক—বি. প্রতিবন্ধ বা ব্যাঘাতের অভাব। বিণ. প্রতিবন্ধহীন, অপ্রতিহত, অবাধ। [সং. ন+প্রতিবন্ধ]।

অপ্রতিবিধেয়—বিণ. প্রতিবিধান নাই বা নিবারণ করা যায় না এমন। [সং. ন+প্রতি+বি+ √ধা+য় (র্ম)]।

অপ্রতিভ—বিণ. অপ্রস্তুত; ক্ষুব্ধ; যুগপৎ বিব্রত ও লজ্জিত। [সং. ন+প্রতিভা (=বুদ্ধির দীপ্তি)]।

অপ্রতিম—বিণ. নিরুপম, অনুপম, অতুলনীয়। [সং. ন+প্রতিমা (=সাদৃশ্য)]।

অপ্রতিষ্ঠ—বিণ. যশোহীন, প্রতিপত্তিহীন; জাঁকাইয়া বসিতে পারে নাই এমন। [সং. ন+প্রতিষ্ঠা]। বি. **অপ্রতিষ্ঠা**—যশের বা প্রতিপত্তির অভাব; নিন্দা। বিণ. **অপ্রতিষ্ঠিত**—খ্যাতিহীন; স্থাপিত হয় নাই এমন।

অপ্রতিহত—বিণ. প্রতিহত অর্থাৎ ব্যাঘাত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই এমন, অবাধ, অব্যাহত (অপ্রতিহত প্রভাবে, অধিকারে)। [সং. ন+প্রতিহত]।

অপ্রতুল—বি. অপ্রাচুর্য; অভাব, অনটন, টানাটানি। [সং. ন+প্রতুল]।

অপ্রত্যক্ষ—বিণ. (ইন্দ্রিয়ের) অগোচর, ইন্দ্রিয়াতীত, অতীন্দ্রিয়; পরোক্ষ। [সং. ন+প্রত্যক্ষ]।

অপ্রত্যয়—বি. প্রত্যয়ের অভাব, অবিশ্বাস; সন্দেহ। [সং. ন+প্রত্যয়]। বিণ. **অপ্রত্যয়ী**—বিশ্বাস করে না এমন; প্রত্যয় উৎপাদন করে না এমন।

অপ্রত্যাশিত—বিণ. আশা করা যায় নাই এমন, আশাতীত; অভাবনীয়; আকস্মিক। [সং. ন+প্রত্যাশিত]।

অপ্রধান—বিণ. শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য নহে এমন, গৌণ। [সং. ন+প্রধান]।

অপ্রবাস—বি. স্বদেশে বাস; বিদেশে বাস করিতে হয় না এমন অবস্থা। [সং. ন+প্রবাস]। বি. **অপ্রবাসী**—বিদেশে বাস করিতে হয় না এমন ব্যক্তি।

অপ্রবৃত্তি—বি. অরুচি; অনিচ্ছা, অনাসক্তি। [সং. ন+প্রবৃত্তি]।

অপ্রমত্ত—বিণ. মত্ত বা মাতাল নহে এমন। কর্তব্য বিষয়ে অনলস; ধীর, অবহিত (কর্তব্যে অপ্রমত্ত)। [সং. ন+প্রমত্ত]।

অপ্রমেয়—(১) বিণ. অজ্ঞেয়; যাহা প্রমাণ করা অসাধ্য; অসীম; প্রচুর। (২) বি. ব্রহ্ম। [সং. ন+প্রমেয়]।

অপ্রযত্ন—বি. চেষ্টার বা উদ্যমের অভাব। [সং. ন+প্র+যত্ন]।

অপ্রযুক্ত—বিণ. প্রয়োগ অর্থাৎ ব্যবহার করা হয় না এমন; অব্যবহৃত। [সং. ন+প্রযুক্ত]। বি. **~তা**।

অপ্রয়োগ—বি. প্রয়োগের বা ব্যবহারের অভাব; অপ্রচলন। [সং. ন+প্রয়োগ]।

অপ্রয়োজন—বি. প্রয়োজনের অভাব। [সং. ন+

প্রয়োজন]। বিণ. **অপ্রয়োজনীয়**—অনাবশ্যক। বি. **অপ্রয়োজনীয়তা**।

অপ্রশংসা—বি. অখ্যাতি, নিন্দা। [সং. ন+প্রশংসা]। বিণ. **অপ্রশংসনীয়**—প্রশংসার অযোগ্য; নিন্দনীয়।

অপ্রশস্ত—বিণ. চওড়া নহে এমন, সঙ্কীর্ণ, নিন্দিত; অশুভ, প্রতিকূল (অপ্রশস্ত সময়)। [সং. ন+প্রশস্ত]।

অপ্রসন্ন—বিণ. বিরক্ত, অসন্তুষ্ট (অপ্রসন্ন মন); ম্লান, বিমর্ষ; দুঃখিত, প্রতিকূল (ভাগ্য অপ্রসন্ন)। [সং. ন+প্রসন্ন]। বি. ~**তা**।

অপ্রসিদ্ধ—বিণ. বিখ্যাত নহে এমন, অখ্যাত। [সং. ন+প্রসিদ্ধ]। বি. **অপ্রসিদ্ধি**—খ্যাতির অভাব।

অপ্রস্তুত—বিণ. (বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে) তৈয়ারী হয় নাই এমন; (ব্যক্তি-সম্বন্ধে) উদ্যোগ-আয়োজন সমাধা করে নাই এমন; অবর্তমান, অনুপস্থিত; বর্ণনার বিষয়-বহির্ভূত (অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা)। লজ্জিত, অপ্রতিভ [সং. ন+প্রস্তুত]। বি. ~**প্রশংসা**—অর্থালঙ্কারবিশেষ: ইহাতে অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা হইতে প্রাসঙ্গিক বর্ণনীয় বিষয়টি ব্যঞ্জনায় বুঝা যায় (যেমন, 'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়, তা বলে কুকুরে কামড়ান কিরে মানুষের শোভা পায়': স. দ.)। বি. **অপ্রস্তুতি**—(কার্যাদির জন্য) উদ্যোগ-আয়োজনের অভাব। ক্রি. **অপ্রস্তুত হওয়া**—অপ্রতিভ হওয়া।

অপ্রাকৃত—বিণ. অলৌকিক; অসাধারণ। [সং. ন+প্রাকৃত]।

অপ্রাচুর্য—বি. বাহুল্যের অভাব; অল্পতা। [সং. ন+প্রাচুর্য]।

অপ্রাপ্ত—বিণ. পাওয়া যায় নাই বা পায় নাই এমন। [সং. ন+প্রাপ্ত]। বিণ. ~**বয়স্ক**, ~**বয়াঃ** (-য়স্), ~**ব্যবহার**—নাবালক, সাবালকত্ব লাভ করে নাই এমন। বিণ. ~**যৌবন**—এখনও যৌবনলাভ করে নাই এমন। বিণ.(স্ত্রী.) ~**যৌবনা**। বি. **অপ্রাপ্তি**—প্রাপ্তির অভাব; অলাভ; অভাব।

অপ্রাপ্য—বিণ. পাওয়া যায় না এমন, দুষ্প্রাপ্য। [সং. ন+প্রাপ্য]।

অপ্রামাণিক—বিণ. প্রমাণসিদ্ধ নহে এমন; মানিয়া লওয়ার বা বিশ্বাস করার অযোগ্য। [সং. ন+প্রামাণিক]। বি. ~**তা**।

অপ্রামাণ্য—বিণ. প্রমাণসিদ্ধ নহে এমন। [সং. ন+প্রামাণ্য (=বিশ্বাসযোগ্যতা)]।

অপ্রাসঙ্গিক—বিণ. অসম্বদ্ধ; আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কহীন, irrelevant। [সং. ন+প্রাসঙ্গিক]।

অপ্রিয়—বিণ. অপ্রীতিকর; বিরাগভাজন। [সং. ন+প্রিয়]। বিণ. ~**বাদী**, ~**ভাষী**—অপ্রিয় কথা বলে এমন; কটুভাষী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বাদিনী**, ~**ভাষিণী**।

অপ্রীতি—বি. প্রীতির অভাব; মনোমালিন্য; অসন্তোষ; বিরাগ। [সং. ন+প্রীতি]। বিণ. ~**কর**—বিরক্তিকর। বিণ. ~**ভাজন**—বিরক্তিভাজন।

অপ্সরা, (অশু. কিন্তু চলিত) অপ্সরী—বি. দেবযোনি-বিশেষ; স্বর্গবারাঙ্গনা; সুরসুন্দরী। [সং.]।

অফল—বিণ. ব্যর্থ; যাহাতে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয় না (অফল পরিশ্রম) [ন+ফল (বহু-)]।

অফলদায়ক, অফলপ্রসূ—বিণ. কোন ফল দেয় না এমন; নিষ্ফল; ব্যর্থ; বাজে। [সং. ন+ফল+দায়ক, প্রসূ]।

অফলা—বিণ. ফল ধরে না এমন, বন্ধ্যা। [সং. অফল+আ]।

অফিস—বি. দফ্তর, কার্যালয়। [ইং. office]। বি. **অফিসার**—পদস্থ কর্মচারী [ইং. officer]।

অফুটন্ত—বিণ. (পুষ্পাদিসম্বন্ধে) অপ্রস্ফুটিত; (ভাত প্রভৃতি সম্বন্ধে) উত্তমরূপে ফোটে নাই বা সিদ্ধ হয় নাই এমন। [সং. ন+বাং. ফুটন্ত]।

অফুরন্ত, অফুরান—বিণ. ফুরায় না এমন; অপর্যাপ্ত। ('ঘাট হইতে ঘর মোর হৈল অফুরান': জ্ঞান.)। [সং. ন+বাং. √ফুরা+অন্ত, আন]।

অব১—অব্য. ক্রি-বিণ. এখন ('সখি, অব কি করব উপদেশ': গো. দা.)। [হি.]।

অব-২—অব্য. নিশ্চয়তা অপকৃষ্টতা বিস্তার নিম্নগতি প্রভৃতি সূচক উপসর্গবিশেষ।

অবকাশ—বি. বিরাম, ফুরসত, অবসর; ছুটি, ফাঁক; সুযোগ (সন্দেহের অবকাশ, দেখার অবকাশ)। [সং. অব+√কাশ্+অ (ধি)]।

অবক্তব্য—বিণ বলার অযোগ্য, বলা যায় না এমন, অকথ্য, অকথনীয়। [সং. ন+বক্তব্য]।

অবক্ষয়—বি. ধীরে ধীরে অথচ নিয়মিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্তি অথবা অধোগতি (জাতীয় আদর্শের, নৈতিক মূল্য-বোধের অবক্ষয়)। [সং. অব+ক্ষয়]।

অবক্ষিপ্ত—**অবক্ষেপ** দ্র:।

অবক্ষেপ—বি. বিক্ষেপ, ইতস্ততঃ ক্ষেপণ; নিম্নে ক্ষেপণ; তিরস্কার, শ্লেষ। [সং. অব+√ক্ষিপ্+অ (ভা)]। বিণ. **অবক্ষিপ্ত**—বিক্ষিপ্ত; নিম্নে নিক্ষিপ্ত।

অবগত—বিণ. জানিয়াছে বা জানা হইয়াছে এমন; জ্ঞাত, বিদিত, সংবাদপ্রাপ্ত। [সং. অব+√গম+ত (র্তৃ, র্ম)]। বি. **অবগতি**—জ্ঞান; জ্ঞানপ্রাপ্তি, সংবাদপ্রাপ্তি।

অবগাঢ়—বিণ. নিমগ্ন; অন্তঃপ্রবিষ্ট; (জলাশয়ে) স্নাত। [সং. অব+√গাহ্+ত]।

অবগাহ, অবগাহন—বি. (জলাশয়াদির) জলে দেহ ডুবাইয়া স্নান। [সং. অব+√গাহ্+অ, অন (ভা)]।

অবগুণ—বি. অপগুণ, গুণের অভাব, দোষ। [সং. অব+গুণ]।

অবগুণ্ঠন—বি. ঘোমটা, (স্ত্রীলোকের) মুখাবরণ। [সং. অব+√গুণ্ঠ্+অন (ণ)]। বিণ.(স্ত্রী.) ~**বতী**—অব-গুণ্ঠিতা, ঘোমটা-পরা। বিণ. **অবগুণ্ঠিত**—ঘোমটায় মুখ ঢাকা আছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **অবগুণ্ঠিতা**।

অবগ্রহ—বি. অনাবৃষ্টি; প্রতিবন্ধক। [সং. অব+√গ্রহ্+অ (ভা)]।

অবচয়—বি. (পুষ্পাদি) চয়ন; অপচয়; সম্পত্তির বা দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস, depreciation [বি. প.]। [সং. অব+√চি+অ (ভা)]। বিণ. **অবচিত**—সংগৃহীত,

অপব্যয়িত ; মূল্য কমিয়াছে এমন, depreciated [বি. প.]।

অবচেতনা—বি. মনের মধ্যে স্পষ্ট জ্ঞানের অন্তরালে অবস্থিত অস্পষ্ট চেতনা। [সং. অব (=নিম্নে)+চেতনা]। বিণ. **অবচেতন**—অবচেতনা-যুক্ত (অবচেতন মন)।

অবচ্ছিন্ন—বিণ. বিশিষ্ট. যুক্ত (মেঘাবচ্ছিন্ন); বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন (নিরবচ্ছিন্ন); মিশ্রিত (দুঃখাবচ্ছিন্ন সুখ); (দর্শ.) খণ্ডিত বা সীমাযুক্ত, limited (দেহাবচ্ছিন্ন প্রাণ)। [সং. অব+ছিন্ন]।

অবচ্ছেদ—বি. ছেদন ; বিচ্ছেদ ; বিরাম ; পরিচ্ছেদ, খণ্ড, একাংশ, বিভাগ; সীমা। [সং. অব+ছেদ]। বি. **~ক**—ছেদনকারী ; বিচ্ছেদ বা বিরামসঙ্ঘটক. বিভাজনকারী। ক্রি-বিণ. **অবচ্ছেদে**—সাকল্যে, সমুদয় লইয়া।

অবজ্ঞা—বি. উপেক্ষা, তুচ্ছজ্ঞান ; ঘৃণা, অবমাননা। [সং. অব+√জ্ঞা+অ (ভা) +আ]। বিণ. **~ত**—উপেক্ষিত, ঘৃণিত, অপমানিত। বিণ. **অবজ্ঞেয়**—অবজ্ঞার যোগ্য।

অবতংস—বি. কর্ণভূষণ, কুণ্ডল ; অলঙ্কার (সূর্যবংশাবতংস)। [সং. অব+√তংস্ (=ভূষণ)+অ(র্তৃ)]।

অবতরণ—বি. ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে গমন, অবরোহণ (বন্দরে অবতরণ)। [সং. অব+√তৃ+অন (ভা)]। বি. **অবতরণিকা**—(গ্রন্থাদির) ভূমিকা, মুখবন্ধ; সোপান। বি. **অবতরা**—নামিয়া আসা, অবরোহণ করা।

অবতল—বিণ. মধ্যদেশ নিম্ন এরূপ উপরিতলবিশিষ্ট, concave [বি. প.]। [সং.]।

অবতার—বি. দেবতা কর্তৃক জীবদেহধারণ, incarnation ; জীবদেহধারী দেবতা (যেমন, কূর্ম বামন বা রাম অবতার) ; মূর্ত রূপ (ধর্মাবতার, করুণার অবতার) ; অবতরণ, (গ্রা.) কুৎসিত ও অদ্ভুত মূর্তি। [সং. অব+√তৃ+অ (ভা)]।

অবতারণ—বি. অবরোপণ, নামাইয়া আনা, নিম্নে আনয়ন ; প্রসঙ্গ উত্থাপন। [সং. অব+√তৃ+ণিচ্+অন (ভা)]। বি. **অবতারণা**—আলোচনার সূত্রপাত ; ভূমিকা। বি. **অবতারণী**—সিঁড়ি।

অবতীর্ণ—বিণ. অবতরণ করিয়াছে এমন ; অবতাররূপে আবির্ভূত, উপনীত ; অতিক্রান্ত, উত্তীর্ণ। [সং. অব+√তৃ+ত(র্তৃ)]।

অবদংশ—বি. রুচিজনক খাদ্য, মদের চাট। [সং.]।

অবদমন—বি. নিজের অজ্ঞাতসারে অন্তরের কোন স্বাভাবিক বাসনার দমন, repression [বি. প.]। [সং. অব+দমন]।

অবদমিত—বিণ. অবদমন করা হইয়াছে এমন, repressed। [সং. অব+দমিত]।

অবদান—বি. সর্বজন-প্রশংসনীয় কর্ম ; কীর্তি ; সাহসের কার্য, বিক্রমপ্রকাশ। [সং. অব+√দৈ (=দা) +অন (ভা)]।

অবদ্ধ—বিণ. আবাঁধা। [সং. ন+বদ্ধ]।

অবদ্য—বিণ. অকথ্য, নিন্দনীয়। [সং. ন+বদ্য (=কথনীয়)]। —**অবদ্যে** দ্রঃ।

অবধান—(১) বি. অভিনিবেশ ; প্রণিধান ; মনোযোগসহকারে শ্রবণ। (২) অনু-ক্রি. (নামধাতু) অবধান করুন, শুনিতে আজ্ঞা হউক ('অবধান নরপতি' : রঙ্গ.)। [সং. অব+√ধা+অন (ভা)]। বি. **অবধায়ক**—রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। [ইং. caretaker]। বিণ. **অবধেয়**—অবধানযোগ্য।

অবধারণ—বি. নির্ধারণ, ধার্যকরণ ; নিরূপণ। [সং. অব+ধারণ]। বি. **অবধারণা**—(দর্শ.) বোধশক্তি, ধারণাশক্তি, cognition। বিণ. **অবধারিত**—নির্ধারিত, নিরূপিত ; নিশ্চিত, অনিবার্য। বিণ. **অবধার্য**—অবধারণযোগ্য ; যাহা নির্ধারণ বা স্থির করিতে হইবে।

অবধি—(১) অব্য. হইতে, থেকে ('জনম অবধি হাম' : বিদ্যা ; সেই অবধি আজ পর্যন্ত) ; পর্যন্ত (মৃত্যু অবধি)। (২) বি. সীমা, অন্ত, অবসান (দুঃখের অবধি)। [সং. অব+√ধা+ই (ভা)]। বিণ. **~বাধিত**—(আইনে) মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার দোষে দুষ্ট, barred by limitation [ব. প.]।

অবধূত—বি. শৈব সন্ন্যাসিবিশেষ, বর্ণাশ্রমাচারের অতীত এবং সর্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসিবিশেষ। [সং. অব+√ধূ (নিরসন অর্থে)+ত (র্ম)]। বিণ. **অবধৌত, অবধৌতিক**—অবধূত-সম্বন্ধীয়।

অবধেয়—**অবধান** দ্রঃ।

অবধৌত১—বিণ. প্রক্ষালিত, ধৌত। [সং. অব+√ধাব্ (শুদ্ধি-অর্থে)+ত (র্ম)]।

অবধৌত২, **অবধৌতিক**—**অবধূত** দ্রঃ।

অবধ্য—বিণ. বধ করা উচিত নহে এমন, বধের অযোগ্য। [সং ন+বধ্য]। বিণ. (স্ত্রী.) **অবধ্যা**।

অবনত—বিণ. আনত (অবনত শির), হীনাবস্থাপ্রাপ্ত, অধোগত (অবনত জাতি)। [সং অব+নত]। বি. **অবনতি**—অবনত ভাব বা অবস্থা (ভূমির অবনতি); পতন, অধোগতি (চরিত্রের অবনতি)।

অবনমন, অবনয়ন—বি. অবনতকরণ ; অবনতি। [সং. অব+√নম্, √নী+অন (ভা)]। বিণ. **অবনমিত**—অবনত করান হইয়াছে এমন।

অবনিবনা, অবনিবনাও—বি. অমিল, অনৈক্য, অসম্প্রীতি। [বাং. অ-৩+হি. বনিবনাউ]।

অবনী, অবনি—বি. পৃথিবী ; ভূমি। [সং.]। বি. **~তল**—ভূতল ; ধরণীতল। বি. **~পতি**—রাজা। বি. **~মণ্ডল**—সমগ্র পৃথিবী।

অবন্তী, অবন্তি—বি. মালব-প্রদেশ ; রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী। [সং.]।

অবন্ধ্য—বিণ. যাহা বন্ধ্য বা বিফল নয় ; সার্থক। [সং. ন+বন্ধ্য]।

অববাহিকা—বি. নদীর উভয়পার্শ্বস্থ তীরভূমির যতদূর হইতে জল আসিয়া নদীতে পড়ে, basin of a river। [সং.]।

অববুদ্ধ—বিণ. সম্বুদ্ধ ; জাগরিত। [সং. অব + √বুধ্ + ত (র্তৃ)]।

অববোধ১—বি. বিশেষজ্ঞান ; তত্ত্বজ্ঞান, জাগরণ। [সং. অব + √বুধ্ + অ (ভা)]।

অববোধ২—বি. উপলব্ধি ; জ্ঞাপন ; জাগরণ। [সং. অব + √বুধ্ + ণিচ্ + অ (ভা)]।

অবভাস—বি. প্রকাশ, স্ফুরণ। মিথ্যাজ্ঞান, আরোপ ; ছল। [সং. অব + √ভাস্ (দীপ্তি অর্থে) + অ (ভা)]।

অবম—বিণ. ন্যূন ; নিকৃষ্ট ; অধম। [সং.]।

অবমত—বিণ. অবজ্ঞাত, অনাদৃত। [সং. অব + √মন্ + ত (র্ম)]। বি. **অবমতি**—অবজ্ঞা, হেয়জ্ঞান।

অবমন্তা (-ন্তৃ)—বিণ. অবমাননাকারী, অবজ্ঞাকারী। [সং. অব + √মন্ + তৃ]।

অবমর্শ, অবমর্শন—বি. প্রণিধান, চিন্তা [অব + √মৃশ্ (=চিন্তা) + অ, অন (ভা)]। তু. **পরামর্শ**।

অবমর্ষ—বি. অসহন, অক্ষমা, বিলোপ ; বিস্মৃতি। [অব + √মৃষ্ (=ক্ষমা) + অ(ভা)]।

অবমান, অবমানন, অবমাননা—বি অপমান। [সং. অব + √মন্ + ণিচ্ অন ভা, + আ]। বিণ. **অবমানিত**—অপমানিত।

অবমোচন—বি. মুক্তিদান ; পরিত্যাগ। [সং. অব + মোচন]।

অবয়ব—বি. অঙ্গ, হস্তপদাদি ; অংশ, উপকরণ, চেহারা, আদল। [সং. অব + √যু + অ (র্তৃ)]। বিণ. **অবয়বী** (-বিন্)—অবয়ববিশিষ্ট, অঙ্গী।

অবর—বিণ. অপকৃষ্ট ; পশ্চাৎজাত ; কনিষ্ঠ ; নিম্নপদস্থ, সহকারী, অধীন, subordinate [স. প.]। [সং. ন + বর (নঞ্ তৎ.)]। **অবরজ**—(১) বি. অনুজ, কনিষ্ঠ-ভ্রাতা। (২) বিণ. হীনকুলে জাত।

অবরুদ্ধ—বিণ. আবদ্ধ, আটক ; প্রতিরুদ্ধ, ব্যাহত (অবরুদ্ধ বাসনা, দৃষ্টি অবরুদ্ধ) ; শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত (অবরুদ্ধ নগর) ; রুদ্ধ (অবরুদ্ধ স্বর)। [সং. অব + রুদ্ধ]।

অবরেণ্য—বিণ. সমাদরের অনুপযুক্ত ; শ্রেষ্ঠ বা বরণীয় নহে এমন ('অবরেণ্যে বরি' : মধু.)। [সং. ন + বরেণ্য]।

অবরে-সবরে—ক্রি-বিণ. সময়ে-অসময়ে, কালে-ভদ্রে। [হি. অবের-সবের]।

অবরোধ—বি. প্রতিবন্ধক, বাধা ; পরিবেষ্টন, blockade ; কারাগার ; আবরণ ; বন্দিত্ব, আটক, detention ; অন্তঃপুর। [সং. অব + রোধ]। বিণ. ~**ক**—অবরোধকারী। বি. ~**প্রথা**—বাহিরে যাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া নারীদিগকে অন্তঃপুরে রাখার প্রথা।

অবরোপণ—বি. অবতারণ ; উৎপাটন ; এক স্থান হইতে উৎপাটনপূর্বক ভিন্ন স্থানে রোপণ, transplantation। [অব (=নিম্নে বা অন্যত্র) + রোপণ]।

অবরোহ—বি. অবতরণ ; (দর্শ. ও ন্যায়. কারণবিচারপূর্বক কার্য-অনুমান, deduction। [সং. অব + √রুহ্ + অ (ভা)]। বি. ~**ণ**—অবতরণ। বি. **অবরোহণী**—সিঁড়ি। বিণ. **অবরোহ** (-হিন্)—অবরোহণকারী ; (দর্শ. ও ন্যায়.) কারণবিচারপূর্বক কার্য-অনুমানের প্রণালীসম্মত, deductive।

অবর্জনীয়—বিণ অপরিত্যাজ্য ; অপরিহার্য। [সং. ন + বর্জনীয়]।

অবর্তমান—বিণ. অতীত বা ভবিষ্যৎ, অবিদ্যমান ; মৃত ; গত। [সং. ন + বর্তমান]। ক্রি-বিণ. **অবর্তমানে**—অবিদ্যমানে, মৃত্যুর পর (পিতার অবর্তমানে)।

অবর্ষিত—বিণ. বর্ষিত হয় নাই বা ঝরে নাই এমন ('অবর্ষিত অশ্রুভরা' : রবীন্দ্র)। [সং. ন + বর্ষিত]।

অবলম্ব—(১) বি. অবলম্বন। (২) বিণ. লম্বমান। [সং. অব + √লম্ব্ + অ (ভা)]।

অবলম্বন—বি. আশ্রয়, নির্ভর (চাকরিই একমাত্র অবলম্বন), আশ্রয়করণ, গ্রহণ, ধারণ (সন্ন্যাস অবলম্বন, ধৈর্যাবলম্বন, পক্ষ অবলম্বন)। [সং অব + √লম্ব্ + অন (ভা)]। বিণ. **অবলম্বিত**—আশ্রিত ; আশ্রয়রূপে গৃহীত ; লম্বমান। বিণ. **অবলম্বী** (-ম্বিন্)—নির্ভরকারী, যে অবলম্বন করিয়াছে (স্বাবলম্বী) ; ঝুলিতেছে এমন।

অবলা১—**অবোলা**-র রূপভেদ।

অবলা২—(১) বিণ.(স্ত্রী.) বলহীনা। (২) বি.(স্ত্রী.) নারী। [সং. ন + বল + আ]। বি. ~**জাতি**—রমণীজাতি, নারীকুল।

অবলিপ্ত—বিণ. প্রলিপ্ত। (বিরল) গর্বিত। [সং. অব + √লিপ্ + ত(র্ম)]।

অবলীঢ়—বিণ. লেহন করা হইয়াছে এমন ; আস্বাদিত। [সং. অব + √লিহ্ + ত (ক্ত)-র্ম]।

অবলীলা—বি. অনায়াস, অক্লেশ ; হেলা ; অসঙ্কোচ। [সং.]। ক্রি-বিণ. ~**ক্রমে**—অনায়াসে ; সহজে, হেলায় ; অসঙ্কোচে।

অবলুণ্ঠন—বি. মাটিতে (=নিচে) লুটাইয়া পড়া বা গড়াগড়ি দেওয়া। [সং. অব + লুণ্ঠন]। বিণ. **অবলুণ্ঠিত**—অবলুণ্ঠন করিতেছে এমন। বিণ.(স্ত্রী) **অবলুণ্ঠিতা**।

অবলুপ্ত—বিণ. লোপপ্রাপ্ত ; অন্তর্হিত, অদৃশ্য ('ঘন মেঘে অবলুপ্ত' : রবীন্দ্র)। [সং. অব + লুপ্ত]।

অবলেপ—বি. প্রলেপ ; লেপন ; গর্ব। [সং. অব + **লেপ২**]। বি. ~**ন**—প্রলেপন ; মাখান।

অবলেহ—বি. জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন, চাটা ; চাটিয়া খাইতে হয় এমন ঔষধ বা খাদ্য। [সং. অব + লিহ্ + অ ভা, (র্ম)]। বি. ~**ন**—চাটিয়া খাওয়া।

অবলোকন—বি. দর্শন। [সং. অব + √লোক্ + অন (ভা)]। বিণ. **অবলোকিত**—দৃষ্ট।

অবশ—বিণ. অবাধ্য ; অনায়ত্ত (অবশেন্দ্রিয়) ; অসাড়। [সং. ন + বশ (=বশবর্তী)]।

অবশিষ্ট—বিণ. বাকী ; উদ্বৃত্ত ; অতিরিক্ত। [সং. অব + √শিষ্ + ত (-র্ম)]।

অবশী (-শিন্)—বিণ. যে নিজেকে বশ বা বাধ্য করিতে পারে না ; ইন্দ্রিয়পরায়ণ। [সং. ন + বশ + ইন্]।

অবশীভূত—বিণ. বশ মানান যায় নাই বা বশ করা হয় নাই এমন। [সং. ন + বশীভূত]। বিণ. (স্ত্রী.) ~**ভূতা**।

অবশেষ—বি. অবশিষ্ট অংশ (দেহাবশেষ); অবসান, শেষ (দিবাবশেষ); পরিসীমা (দুঃখের অবশেষ নাই): শেষ সময় (অবশেষে করা)। [সং. অব+শেষ]।

অবশ্য১—বিণ. বশ করা যায় না এমন, অবাধ্য। [সং. ন+বশ্য]। বি. **~তা**।

অবশ্য২—অব্য. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণ. নিশ্চয়, নিশ্চিতরূপে, সর্বথা, অপরিহার্যভাবে (অবশ্যপালনীয়, অবশ্য করিবে); বাধ্যতামূলকভাবে (অবশ্যপাঠ্য); নিঃসংশয়ে, বলা বাহুল্য (করনি তা অবশ্য জানি)। পক্ষান্তরে, তবে (মাংস খাওয়া ভাল, অবশ্য পরিমিত মাত্রায়)। [সং. অবশ্যম্]। ক্রি-বিণ. **অবশ্য-অবশ্য**—নিশ্চয়ই। বিণ. **~করণীয়, ~কর্তব্য, ~কার্য**—করিতেই হইবে এমন, সর্বথা পালনীয়। বিণ. **~ম্ভাবী** (-বিন্)—নিশ্চয়ই ঘটিবে এমন, না ঘটিয়া পারে না এমন। বি. **~ম্ভাবিতা**।

অবসন্ন—বিণ. অবসাদগ্রস্ত, অতি শ্রান্ত; বিষণ্ণ। [সং. অব+ √সদ্+ত (র্ত)]। বি. **~তা**।

অবসর—বি. অবকাশ, ছুটি, ফুরসত: কর্ম বা চাকরি হইতে বিদায়; সুযোগ, সুসময়; ফাঁক। [সং. অব+ √সৃ+অ (ভা)]।

অবসাদ—বি. অতিশয় শ্রান্তি; ক্লান্তিজনিত স্ফূর্তিহীনতা, উৎসাহহীনতা (অবসাদে অকর্মণ্য)। [সং. অব + √সদ্+অ (ভা)]।

অবসান—বি. শেষ, সমাপ্তি, সমাধান, অন্ত (দিবা-অবসান, বিরোধের অবসান); মৃত্যু। [সং. অব+ √সো +অন (ভা)]। বিণ. **অবসিত**—অবসানপ্রাপ্ত।

অবস্তু—(১) বিণ. অসার অপদার্থ। (২) বি. অসার বস্তু, সত্তাহীন পদার্থ, ব্রহ্মাতিরিক্ত অসৎ জগৎ। বি **~নির্বন্ধ**—অসার বস্তুর জন্য আগ্রহ। [সং. ন+বস্তু]।

অবস্থা—বি. দশা (সুখের অবস্থা); ভাব (মানসিক অবস্থা) হাল, গতিক (দেশের অবস্থা); সাংসারিক দশা (তাহার অবস্থা ভাল); সঙ্গতি, ধন (অবস্থাপন্ন লোক); ক্ষেত্র (অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা)। [সং. অব+ √স্থা+অ (ভা)। ক্রি-বিণ. **অবস্থাগতিকে**—পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। বি. **~ন্তর**—ভিন্ন অবস্থা; অবস্থার পরিবর্তন। বি. **~সঙ্কট**—বিপজ্জনক অবস্থা।

অবস্থান—বি. স্থিতি, বাস; বাসস্থান, স্থিতিস্থান, location। [সং. অব+ √স্থা+অন (ভা)]। বিণ. **অবস্থিত**—আছে বা বাস করিতেছে এমন; বিদ্যমান; আশ্রিত; স্থির, প্রশান্ত (অবস্থিতচিত্ত)। বি. **অবস্থিতি**—বিদ্যমানতা; বাস।

অবস্থাপন—বি. স্থাপিতকরণ, সংস্থাপন। [সং. অব+ স্থাপন]।

অবস্থাপিত—বিণ. স্থাপিত। [সং. অব+স্থাপিত]।

অবস্থায়ী—(-য়িন্)—বিণ. অবস্থানকারী; স্থিতিশীল। [সং. অব+ √স্থা+ইন্ (র্তৃ)]।

অবহার১—বি. যুদ্ধ-বিরতি, armistice; স্থানান্তরে অপসারণ; সৈন্যগণকে যুদ্ধস্থান হইতে শিবিরে আনয়ন; ধর্মান্তরগ্রহণ। [সং. অব+ √হৃ+অ (ভা)]।

অবহার২—বি. ন্যায্য বা নির্দিষ্ট মূল্য হইতে বাদ-দেওয়া অংশ, বাটা, discount [স. প.]। [সং. অব+ √হৃ +অ (র্ম)]।

অবহিত—বিণ. মনোযোগী, নিবিষ্ট; সতর্ক; জ্ঞাত, বিদিত। [সং. অব+ √ধা+ত (র্তৃ)]।

অবহু, অবহুঁ—অব্য. এখন বা এখনও ('অবহু রাজপথে পুরজন জাগি': (বিদ্যা.)। [ব্রজ. অব (এখন)+হু, হুঁ (নিশ্চয়ার্থক অব্যয়)<সং. খলু]।

অবহেলন, অবহেলা—বি. উপেক্ষা, অবজ্ঞা, হেলা; অযত্ন; অমনোযোগ। [সং.]। বিণ. **অবহেলিত**—অবহেলা করা হইয়াছে এমন।

অবাক্১ (অবাচ্)—বিণ. নির্বাক্, বিস্মিত; বাক্যহীন (অবাক চলচ্চিত্র, movies); বিস্ময়কর (অবাক্ কাণ্ড)। [সং. ন+বাচ্]। **অবাক জলপান**—বিবিধ ভাজা জিনিসের সহিত লঙ্কা-লবণ-মশলা- মিশ্রিত একপ্রকার খাবার।

অবাক্২ (অবাচ্)—(১) বিণ. অবনত। (২) বি. দক্ষিণ দিক্। (৩) অব্য. অধঃ, নিম্নপ্রদেশ। [সং. অব+ √অন্চ্ +ক্বিপ্]।

অবাঙ্গালী—(১) বি. বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য (ভারতীয়) ব্যক্তি বা জাতি। (২) বিণ. বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য ভারতীয়; বাঙ্গালীসুলভ নহে এমন; বাঙ্গালীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। [বাং. অ-৩+বাঙ্গালী]।

অবাঙ্মনসগোচর—বিণ. বাক্‌শক্তি ও বোধশক্তির অগোচর বা অতীত, অনির্বচনীয় ও অচিন্তনীয়। [সং. ন+বাক্+মনস্+গোচর]।

অবাঙ্মুখ—বিণ. অধোবদন। [সং. অবাক্(=অবনত) +মুখ]।

অবাচী—বি. দক্ষিণ দিক্; অধোদিক্। [সং. অবাচ্ +ঈ]। **অবাচী ঊষা**—কুমেরুজ্যোতি, aurora australis।

অবাচ্য—(১) বিণ. অকথ্য; বলা উচিত নহে এমন। (২) বি. দুর্বাক্য; অশ্লীল বাক্য। [সং. ন+বাচ্য]।

অবাধ—বিণ. বাধাহীন, অনর্গল (অবাধ প্রবেশ)। [বাং. অ-৩+বাধা]। বি. **~বাণিজ্য**—বিধিনিষেধহীন বাণিজ্য, free trade। ক্রি-বিণ. **অবাধে**—বিনা বাধায় (অবাধে অন্যায় করা)।

অবাধ্য—বিণ. অনিবার্য; (বাং.) অবশীভূত, কথা শোনে না এমন। [সং. ন+বাধ্য]। বি. **~তা**।

অবান্তর—বিণ. মূল প্রসঙ্গের বহির্ভূত অপ্রাসঙ্গিক (অবান্তর প্রশ্ন), irrelevant; অপ্রধান। অন্তঃপাতী; প্রধানের অন্তর্গত। [সং. অব+অন্তর]।

অবারিত—বিণ. বারণ করা যায় না বা বারণ করা হয় নাই এমন; অবাধ (অবারিত দ্বার), মুক্ত। [সং. ন+ বারিত]।

অবাস্তব—বিণ. বাস্তব নহে এমন; অমূলক (অবাস্তব কল্পনা), অলীক; সত্তাবিহীন। [সং. ন+বাস্তব]। বি. **~তা**।

অবি—বি. মেষ, ভেড়া। [সং.]।

অবিকল—(১) বিণ. বিকল বা অঙ্গহীন নহে এমন;

অবিকৃত, পূর্ণাঙ্গ ; একই রকম : যথাযথ। (২) ক্রি-বিণ. হুবহু, যথাযথভাবে (অবিকল বর্ণনা করা)। [বাং অ-৩ + বিকল]।

অবিকার—(১) বিণ. পরিবর্তন-রহিত। (২) বি. বিকারহীনতা। [সং. ন + বিকার]। বিণ. **অবিকারী** (-রিন্) —বিকারহীন ; পরিবর্তনহীন, নির্বিকার ; রাগদ্বেষশূন্য।

অবিকৃত—বিণ. বিকৃত নহে এমন; পূর্বাবস্থায় বা মূল অবস্থায় বর্তমান ; অমিশ্র, বিশুদ্ধ ; পচে নাই এমন ; যথাযথ। [সং. ন + বিকৃত]। বি. **অবিকৃতি**।

অবিক্রীত—বিণ. বেচা হয় নাই বা বেচিতে পারা যায় নাই এমন। [সং. ন + বিক্রীত]।

অবিক্রেয়—বিণ. বিক্রয়যোগ্য নহে এমন। [সং. ন + বিক্রেয়]।

অবিচল, অবিচলিত—বিণ. বিচলিত নহে এমন, অচঞ্চল, স্থির, দৃঢ় (অবিচলিত ধৈর্য বা বিশ্বাস), অ-ব্যাকুল। [সং. ন + বিচল, বিচলিত]।

অবিচার—বি. অন্যায় বিচার ; বিচারের অভাব ; অবিবেচনা। [সং. ন + বিচার]। বিণ. বি. **অবিচারী** —অবিচারকারী।

অবিচ্ছিন্ন—বিণ. বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত নহে এমন, বিরামহীন (অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত); ধারাবাহিক, একটানা। [সং. ন + বিচ্ছিন্ন]। বি. **~তা**।

অবিচ্ছেদ—(১) বি. বিচ্ছেদের অভাব, অভেদ (অতীত ও বর্তমানের অবিচ্ছেদ)। (২) বিণ. অবিভক্ত, অখণ্ড, অবিরাম; ধারাবাহিক। [সং. ন + বিচ্ছেদ]। বিণ. **অবিচ্ছেদী**—বিরামহীন ; একটানা, ক্রমাগত, বিচ্ছেদহীন। ক্রি-বিণ. **অবিচ্ছেদে**—না থামিয়া, ধারাবাহিকভাবে ; একটানাভাবে। বিণ. **অবিচ্ছেদ্য** —বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না এমন (অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক)।

অবিজ্ঞ—বিণ. বিজ্ঞতাশূন্য ; অভিজ্ঞতাহীন ; মূর্খ। [সং. ন + বিজ্ঞ]। বি. **~তা**।

অবিজ্ঞাত—বিণ. জানা যায় নাই এমন ; জানে না বা জ্ঞাত নহে এমন। [সং. ন + বি + জ্ঞাত]।

অবিজ্ঞেয়—বিণ. জানা সম্ভব নয় এমন, জ্ঞানাতীত। [সং. ন + বি + জ্ঞেয়]।

অবিতথ—বিণ. সত্য, যথার্থ, মিথ্যা নয় এমন। [সং. ন + বিতথ]।

অবিদিত—বিণ. জানা যায় নাই এমন, অজ্ঞাত। [সং. ন + বিদিত]।

অবিদ্যমান—বিণ. অনুপস্থিত, অবর্তমান। [সং. ন + বিদ্যমান]। বি. **~তা**।

অবিদ্যা—বি. অজ্ঞান ; (দর্শ.) রজ্জু-সর্পাদি সকল ভ্রমের মূলকারণ ; মায়া ; প্রকৃতি, যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ ; (বাং.) বারাঙ্গনা। [সং.]।

অবিধান—বি. অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় বিধান। [সং. ন + বিধান]।

অবিধি—বি. অনিয়ম ; অশাস্ত্রীয় বিধান। [সং. ন + বিধি]।

অবিধেয়—বিণ. বিধিসম্মত নহে এমন ; অন্যায় অনুচিত ; অকর্তব্য। [সং. ন + বিধেয়]।

অবিনয়—বি. বিনয়ের অভাব ; অশিষ্টতা ; ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা। [সং. ন + বিনয়]। বিণ. **অবিনয়ী** (-য়িন্)—বিনীত নহে এমন ; উদ্ধত, ধৃষ্ট।

অবিনশ্বর, অবিনাশী (-শিন্)—বিণ. অমর, অক্ষয়, শাশ্বত (অবিনশ্বর আত্মা, অবিনশ্বর কীর্তি)। [সং.]।

অবিনীত—বিণ. অবিনয়ী, অশিষ্ট, উদ্ধত। [সং. ন + বিনীত]। বিণ. (স্ত্রী.) **অবিনীতা**।

অবিন্যস্ত—বিণ. অগোছাল ; এলোমেলো। [সং. ন + বিন্যস্ত]।

অবিবাহিত—বিণ. বিবাহ করে নাই এমন, অনূঢ়। [সং. ন + বিবাহিত]। বিণ. (স্ত্রী.) **অবিবাহিতা**।

অবিবেক—(১) বি. বিবেকের বা ধর্মাধর্ম-বিবেচনার অভাব ; অজ্ঞান। (২) বিণ. বিবেকহীন, মূঢ়, অজ্ঞ। [সং. ন + বিবেক]। বিণ. **অবিবেকী** (-কিন্)—বিবেকহীন, মূঢ়। বি. **অবিবেকিতা**—বিবেচনার অক্ষমতা বা অভাব।

অবিবেচক—বিণ. বিবেচনাহীন বা বিচারবুদ্ধিহীন, হঠকারী। [সং. ন + বিবেচক]।

অবিবেচনা—বিণ. বিবেচনার বা বিচারবুদ্ধির অভাব, অন্যায় বা ভুল বিবেচনা। [সং. ন + বিবেচনা]।

অবিভক্ত—বিণ. ভাগ করা হয় নাই এমন (অবিভক্ত সম্পত্তি) ; অখণ্ডিত ; সম্পূর্ণ। [সং. ন + বিভক্ত]।

অবিভাজ্য—বিণ ভাগ করা অনুচিত বা ভাগ করা যায় না এমন। [সং. ন + বিভাজ্য]।

অবিমিশ্র—বিণ. অমিশ্র ; ভেজালমুক্ত ; বিশুদ্ধ। [সং. ন + বি + মিশ্র]।

অবিমৃশ্য—বিণ. অবিবেচক, হঠকারী। [সং. ন + বি + √মৃশ + য (ভা)]। বিণ **~কারী** (-রিন্)—অবিবেচক; হঠকারী। বি. **~কারিতা**।

অবিরত—(১) বিণ. বিরামহীন, অবিশ্রান্ত, ধারাবাহিক। (২) ক্রি-বিণ. অনবরত সতত। [সং. ন + বিরত]।

অবিরল—(১) বিণ. ফাঁকহীন, ঘন, অবিশ্রান্ত, নিরন্তর ; অজস্র। (২) ক্রি-বিণ. অবিশ্রান্তভাবে। [সং. ন + বিরল]।

অবিরাম—(১) বিণ. বিশ্রামহীন ; থামে না এমন। (২) ক্রি-বিণ. সর্বদা, সতত। [সং. ন + বিরাম]।

অবিরুদ্ধ—বিণ. বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল নহে এমন। [সং. ন + বিরুদ্ধ]।

অবিরোধ—বি. বিরোধহীন অবস্থা ; ঐকমত্য ; সমন্বয়। [সং. ন + বিরোধ]। বিণ. **অবিরোধী** (-ধিন্)—বিরোধ করে না এমন, যাহাতে বিরুদ্ধতা নাই, নির্বিরোধ। ক্রি-বিণ. **অবিরোধে**—নির্বিবাদে।

অবিলম্ব—(১) বি. বিলম্বের অভাব ; ত্বরা। (২) বিণ. বিলম্বহীন ; দ্রুত। [সং. ন + বিলম্ব]। বিণ. **অবিলম্বিত**—ত্বরিত ; ত্বরায় নিষ্পন্ন। ক্রি-বিণ. **অবিলম্বে** —দেরি না করিয়া ; তাড়াতাড়ি।

অবিশঙ্ক—বিণ. নির্ভীক ; শঙ্কাশূন্য। [সং. ন + বিশঙ্কা (= ভয়-ভাবনা) যাহার]।

অবিশেষ—(১) বি. অভেদ; ভেদহীনতা। (২) বিণ. ভেদহীন, অভিন্ন, তুল্য। [সং. ন+বিশেষ]।

অবিশ্রান্ত, অবিশ্রাম—(১) বিণ. অশ্রান্ত, অক্লান্ত (অবিশ্রাম কর্মপ্রচেষ্টা)। (২) ক্রি-বিণ. অনবরত, অবিরাম। [সং. ন+বিশ্রান্ত (=বিরত), ন+বিশ্রাম]।

অবিশ্বাস—বি. বিশ্বাসের অভাব, অপ্রত্যয়, অনাস্থা। [সং. ন+বিশ্বাস]। বিণ. বি. **অবিশ্বাসী** (-সিন্)—বিশ্বাস করে না এমন, সন্দিগ্ধ; বিশ্বাসভাজন নহে এমন (লোক); বিশ্বাসঘাতক। বিণ. **অবিশ্বাস্য**—(বিষয়াদি সম্পর্কে) বিশ্বাসের অযোগ্য।

অবিশ্যি—**অবশ্য**-র বিকৃত রূপ।

অবিষহ্য—বিণ. অসহনীয়, দুর্বিষহ। [সং. ন+বি+√সহ্+য (র্য)]।

অবিসংবাদ—বি. অবিরোধ; মিলন। [সং. ন+বিসংবাদ]। বিণ. **অবিসংবাদিত**—(যে বিষয়ে) বিরোধ বা মতভেদ নাই এমন, সর্বসম্মত। বিণ. **অবিসংবাদী** (-দিন্)—অবিরোধী। বিণ. (স্ত্রী.) **অবিসংবাদিনী**। ক্রি-বিণ. **অবিসংবাদে**—নির্বিবাদে।

অবিহিত—বিণ. অবৈধ, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, অন্যায্য, অকর্তব্য। [সং. ন+বিহিত]।

অবীর—বিণ. দুর্বল, নির্বীর্য, বীরশূন্য। [সং. ন+বীর]। বিণ. (স্ত্রী.) **অবীরা**—বীরশূন্যা, পতিপুত্রহীনা, অনাথা।

অবুঝ, অবুজ—বিণ. নির্বোধ, বুঝ অর্থাৎ বোধশক্তি নাই বা বোঝান যায় না এমন। [বাং. অ-৩+বুঝ—তু. সং. অবুদ্ধি]।

অবুদ্ধি—বি. বুদ্ধির অভাব, দুর্বুদ্ধি। [সং. ন+বুদ্ধি]।

অবৃষ্টি—বি. বৃষ্টির অভাব, অনাবৃষ্টি। [সং ন+বৃষ্টি]।

অবেক্ষক—**অবেক্ষণ** দ্রঃ।

অবেক্ষণ, অবেক্ষা—বি. দর্শন, পর্যবেক্ষণ; দেখাশুনা করা (রক্ষণাবেক্ষণ); বিচার; অনুসন্ধান। [সং. অব+ঈক্ষণ, ঈক্ষা]। বিণ. বি. **অবেক্ষক**—দর্শক; পর্যবেক্ষণকারী। বিণ. **অবেক্ষণীয়**—অবেক্ষণযোগ্য। বিণ. **অবেক্ষমাণ**—অবেক্ষণরত। বি. (স্ত্রী.) **অবেক্ষমাণা**। বিণ. **অবেক্ষাধীন**—পরীক্ষাধীন। বিণ. **অবেক্ষিত**—অবেক্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিণ. **অবেক্ষ্যমাণ**—অবেক্ষিত বা দেখা হইতেছে এমন।

অবেণীবদ্ধ—বিণ. বেণী করিয়া বাঁধা হয় নাই এমন, আলুলায়িত। [সং. ন+বেণী+বদ্ধ]।

অবেদন—বি. অনুভূতি লোপ, anaesthesia [বি. প.] [সং. ন+বেদন]। **অবেদনিক**—(১) বিণ. অনুভূতিলোপকারী। (২) বি. অনুভূতিনাশক ঔষধ, anaesthetic [স. প.]। **অবেদ্য**—বিণ. অজ্ঞেয়; বুদ্ধির অগম্য। [সং. ন+বেদ্য]।

অবেলা—বি. অসময়; অশুভ সময়; দিনশেষ। [সং. ন+বেলা৩]।

অবৈতনিক—বিণ. বেতন গ্রহণ করে না এমন, honorary, বেতন লওয়া হয় না এমন, free। [সং. ন+বেতন+ইক]।

অবৈধ—বিণ. বিধিবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ; বেআইনী। [সং. ন+বৈধ]। বি ~**তা**।

অবোধ—বিণ. নির্বোধ; অজ্ঞান; অবুঝ। [সং. ন+বোধ]। বিণ (স্ত্রী.) (বাং.) **অবোধিনী**।

অবোধ্য—বিণ. বুদ্ধি বা জ্ঞানের অতীত; বুঝিতে পারা যায় না এমন। [সং. ন+বোধ্য]।

অবোলা, অবোল—বিণ. বাক্‌শক্তিহীন; মূক; নিরীহ ('অবোলা জীব': শরৎ)। [সং. ন+(বাং.) বোল]।

অব্জ—বি. পদ্ম; চন্দ্র। [সং.]।

অব্দ—বি. বৎসর, সাল (বঙ্গাব্দ); মেঘ। [সং.]।

অব্ধি—বি. সমুদ্র। [সং. অপ্+√ধা+ই]।

অব্যক্ত—(১) বিণ প্রকাশিত হয় নাই বা প্রকাশ করা যায় না এমন; অস্পষ্ট; অজ্ঞাত; সূক্ষ্ম। (২) বি. (দর্শ.) পরমাত্মা, পরব্রহ্ম; (সাংখ্যের মূল) প্রকৃতি [সং.ন+ব্যক্ত]।

অব্যবধান—বি. ব্যবধানহীনতা; মোটেই ফাঁক বা দূরত্ব নাই এমন অবস্থা, immediacy [বু. ব.]। [সং. ন+ব্যবধান]।

অব্যবসায়—বি. চর্চা অভ্যাস বা অনুশীলনের অভাব; উদ্যোগাভাব; অনধিকার। [সং. ন+ব্যবসায়]। বিণ. বি. **অব্যবসায়ী** (-য়িন্)—ব্যবসায়বুদ্ধিহীন; চর্চা বা অনুশীলন করে না এমন; অনভিজ্ঞ; অনধিকারী।

অব্যবস্থ—বিণ. বিশৃঙ্খল; অস্থির। [সং. ন+ব্যবস্থা]। বি. **অব্যবস্থা**—বিশৃঙ্খলা; ব্যবস্থার বা সুষ্ঠু বন্দোবস্তের অভাব।

অব্যবস্থিত—বিণ. অস্থির, সর্বদা পরিবর্তনশীল; কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে নিয়মরহিত (অব্যবস্থিতচিত্ত)। [সং. ন+ব্যবস্থিত]।

অব্যবহার্য—বিণ. উপভোগ বা ব্যবহারের অযোগ্য। [সং. ন+ব্যবহার্য]।

অব্যবহিত—বিণ. ব্যবধানহীন; সংলগ্ন। [সং. ন+ব্যবহিত]। ক্রি-বিণ. ~**পূর্বে**—ঠিক পূর্বক্ষণে।

অব্যবহৃত—বিণ. ব্যবহার করা হয় নাই বা কাজে লাগান হয় নাই এমন। [সং. ন+ব্যবহৃত]।

অব্যভিচার—বি. ব্যভিচার বা ব্যতিক্রমের অভাব, অস্খলন, পরিবর্তনহীনতা, দৃঢ়তা। [সং. ন+ব্যভিচার]। বিণ. **অব্যভিচারী** (-রিন্)—অবিচল, ব্যতিক্রমহীন বা পরিবর্তনহীন, দৃঢ়।

অব্যয়—(১) বিণ. অক্ষয়; অবিনাশী; অপরিবর্তনশীল। (২) বি. ব্রহ্ম; (ব্যাক.) লিঙ্গ কারক ইত্যাদি ভেদে যে শব্দের কোনরূপ রূপান্তর ঘটে না। [সং. ন+ব্যয়]। বি. **অব্যয়ীভাব**—(ব্যাক.)—অব্যয়ের সহিত বিশেষ্যের যোগে সমাসবিশেষ (যেমন, প্রতিরূপ, অনুদিন)।

অব্যর্থ—বিণ. কখনও বিফল হয় না এমন, অমোঘ (অব্যর্থ ঔষধ)। [সং. ন+ব্যর্থ]।

অব্যাজে—ক্রি-বিণ. (বাং.) অকপটে; একাগ্রভাবে; নির্লজ্জভাবে; অবিলম্বে, শীঘ্র। [সং. ন+ব্যাজ]।

অব্যাপার—বি. যে বিষয়ে অধিকার বা অভিজ্ঞতা নাই; বাজে কাজ, অকাজ। [সং. ন+ব্যাপার]।

অব্যাহত—*বিণ. বাধাহীন (অব্যাহত অধিকার ; শাস্ত্র-চর্চা অব্যাহত), অপ্রতিহত ; অবার্থ।* [সং. ন + ব্যাহত]। বি. **অব্যাহতি**—নিস্তার, রেহাই, পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি (রোগ, অভিযোগ বা বিপদ হইতে অব্যাহতি)।

অব্যূঢ়—বিণ. অবিবাহিত। [সং. ন + ব্যূঢ়]। বিণ. (স্ত্রী.) **অব্যূঢ়া**। **অব্যূঢ়ান্ন**—আইবুড়ো ভাত।

অব্রহ্মণ্য—(১) বিণ. ব্রাহ্মণের অযোগ্য, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। (২) বি. ব্রাহ্মণের অনুচিত কার্য্য। [সং. ন + ব্রহ্মণ্য]।

অব্রাহ্মণ—বি. বিণ. নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণেতর (জাতি বা ব্যক্তি), (বিরল) ব্রাহ্মণসদৃশ অন্য জাতি। [সং.ন + ব্রাহ্মণ]।

অভক্তি—বি. ভক্তিহীনতা, অশ্রদ্ধা ; ঘৃণা। [সং. ন + ভক্তি]।

অভক্ষ্য, অভক্ষণীয়—বিণ. আহারের অযোগ্য ; অখাদ্য ; আহার করা নিষিদ্ধ এমন। [সং. ন + ভক্ষ্য, ভক্ষণীয়]।

অভগ্ন—বিণ. অটুট ; আস্ত, পূর্ণ (অভগ্ন রাশি)। [সং. ন + ভগ্ন]।

অভঙ্গ—বিণ. অখণ্ডিত ; যুক্ত। [সং. ন + ভঙ্গ]।

অভদ্র—বিণ. অশিষ্ট, অসভ্য ; নিন্দাহ, গর্হিত ; নীচ, ইতর। [বাং. অ-৩ + ভদ্র]। বি. **~তা**। বি. **অভদ্রা**—(গ্রা.) বিঘ্ন, অশুভ।

অভব্য—বি. অমঙ্গল। বিণ. অসভ্য, অশিষ্ট। [সং. ন + ভব্য]।

অভয়—(১) বি. নির্ভীকতা ; সাহস ; আশ্বাস, ভরসা, (কালিকাদেবীর) মুদ্রাবিশেষ (বরাভয়)। (২) বিণ. নির্ভীক, সাহসী ; ভয়নাশক ('দাও গো অভয়মন্ত্র' রবীন্দ্র)। [সং. ন + ভয়]। বি. (স্ত্রী.) **অভয়া**—ভয়দূর-কারিণী বা আশ্বাসদায়িনী দুর্গাদেবী। বি. **~দান**—নির্ভয় করা ; ভয় নাই—এই কথা বলা। বি. **~বচন**—যে বাক্যদ্বারা ভয় দূর করা হয়।

অভরসা—বি. ভরসার অভাব। [সং. ন + বাং. ভরসা]।

অভাগা, (কাব্যে) **অভাগিয়া**—বিণ. ভাগ্যহীন, হত-ভাগ্য ; করুণার যোগ্য। [> সং. **অভাগ্য**]। বিণ.(স্ত্রী.) **অভাগী, অভাগিনী**।

অভাগ্য—(১) বিণ. ভাগ্যহীন, মন্দভাগ্য। (২) বি. দুর-দৃষ্ট ব্যক্তি। [সং. ন + ভাগ্য]।

অভাজন—বি. অপাত্র ; অযোগ্য নিগুর্ণ বা অক্ষম ব্যক্তি। [সং. ন + ভাজন]।

অভাব—বি. অবিদ্যমানতা ; অনটন ; অর্থকষ্ট। [সং. ন + √ভূ + অ (ভা)]। বিণ. **~গ্রস্ত**—দরিদ্র। বি. **~পূরণ**—দারিদ্র্যমোচন। **অভাবে স্বভাব নষ্ট**—দারিদ্র্যের জ্বালায় পাপ-আচরণ।

অভাবনীয়, অভাব্য—বিণ. (পূর্বে) ভাবা যায় না এমন, অচিন্তনীয় ; অপ্রত্যাশিত (অভাবনীয় ব্যাপার বা সৌভাগ্য)। [সং. ন + ভাবনীয়, ভাব্য]। বিণ. **অভাবিত** (পূর্বে) ভাবা হয় নাই এমন, অচিন্তিত ; অপ্রত্যাশিত। বিণ. **অভাবিতপূর্ব**—পূর্বে ভাবা হয় নাই এমন।

অভাবাত্মক—বিণ. নঞর্থক, অস্তিত্বের অভাবসূচক, negative.

অভাবী (-বিন্)—বিণ. অভাবগ্রস্ত ; দরিদ্র। [সং. অভাব + ইন্]।

অভি-—অব্য. সম্মুখ সমীপ চতুর্দিক্ প্রশস্ত ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গবিশেষ। [সং.]।

অভিক—**অভীক**-এর বানানভেদ।

অভিকম্পন—বি. প্রবল কম্পন ; কম্পন। [সং. অভি + কম্পন]।

অভিকর্ষ—বি. ভূকেন্দ্রাভিমুখে জড় পদার্থের আকর্ষণ, gravitational attraction [বি. প.]। [সং. অভি + √কৃষ্ + অ (ভা)]।

অভিকেন্দ্র—বিণ. কেন্দ্রের অভিমুখে গমনকারী, কেন্দ্রাভিগ, centripetal [বি. প.]। [সং. অভি + কেন্দ্র]।

অভিগত—বিণ. অভিমুখে বা সমীপে গত, অনুকূল-ভাবে প্রাপ্ত। [সং. অভি + √গম্ + ত]।

অভিগম, অভিগমন—বি. অভিমুখে গমন ; যৌন-সঙ্গম, প্রত্যুদ্গমন, প্রাপ্তি, আশ্রয়। [সং. অভি + √গম্ + অ, অন (ভা)]। বিণ **অভিগম্য**—আশ্রয়ণীয়, অভিমুখে গমনসাধ্য। বিণ. **অভিগামী** (-মিন্)—অভিমুখে গমনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **অভিগামিনী**।

অভিগ্রস্ত—বিণ. আক্রান্ত ; কবলীকৃত, লুণ্ঠিত। [সং. অভি + গ্রস্ত]।

অভিগ্রহ—বি. আক্রমণ, যুদ্ধার্থ অগ্রগমন ; যুদ্ধার্থ আহ্বান ; লুণ্ঠন। [সং অভি + √গ্রহ্ + অ (ভা)]। বি. **~ণ**—লুণ্ঠন।

অভিঘাত—বি. আঘাত ; প্রতিঘাত ; হত্যা ; শব্দাদির উপর ঝোঁক-প্রদান, উক্ত ঝোঁক-প্রদানের চিহ্ন, emphasis। [সং. অভি + ঘাত]। বিণ. বি. **অভিঘাতী** (-তিন্)—আঘাতকারী ; শত্রু।

অভিচার—বি. অপরের অনিষ্ট করার জন্য কৃত অথর্ব-বেদবিহিত অথবা তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদি। [সং. অভি + √চর্ + অ (ভা)]। বিণ. **অভিচারী** (-রিন্)—অভিচার-কর্তা।

অভিজন—বি. কুল ; গোত্র ; বংশ, আভিজাত্য ; জন্মভূমি। [সং. অভি + √জন্ + অ (অধি)]।

অভিজাত—বিণ. সদ্বংশজাত (অভিজাত পরিবার, অভি-জাত সম্প্রদায়) ; কুলীন ; জ্ঞানী ; খানদানী (অভিজাত পল্লী)। [সং. অভি + জাত]। বি. **~তন্ত্র**—উচ্চবংশ-জাত সম্প্রদায় কর্তৃক রাজ্যশাসন, aristocracy।

অভিজিৎ—বি. নক্ষত্রবিশেষ, Vega ; জয়ী। [সং.]।

অভিজ্ঞ—বিণ. বহুদর্শী ; বিশেষজ্ঞ ; জ্ঞানী। [সং. অভি + √জ্ঞা + অ (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

অভিজ্ঞা—বি. পূর্বস্মৃতি, প্রথম উপলব্ধি। [সং. অভি + √জ্ঞা + অ (ভা)]। বিণ. **~ত**—চিহ্নদ্বারা জ্ঞাত ; অনু-সন্ধানদ্বারা জ্ঞাত। বি. **~ন**—স্মারকচিহ্ন। বি. **অভি-জ্ঞানপত্র**—পরিচয়পত্র, identity card।

অভিতপ্ত—বিণ. আগুনে তপ্ত ; দুঃখিত। [সং. অভি + তপ্ত]।

অভিধা—বি. নাম, সংজ্ঞা, উপাধি · শব্দের যে শক্তি-

দ্বারা উহার ব্যাকরণ-ও-অভিধানসম্মত মূল অর্থের বোধ হয়। [সং. অভি+ √ধা+অ (ভা)]।

অভিধান—বি. নাম ; উক্তি। শব্দকোষ, dictionary। [সং. অভি+ √ধা+অন (ধি)]।

অভিধেয়—(১) বিণ. বাচ্য ; বোধক। (২) বি. শব্দ উচ্চারণ করিলে যে-বস্তু বুঝায়, প্রতিপাদ্য অর্থ ; নাম, সংজ্ঞা। [সং. অভি+ √ধা+য (র্ম, ণে)]।

অভিনন্দন—বি. মঙ্গলদর্শনে হর্ষপ্রকাশ, প্রশংসাবাদদ্বারা আনন্দজ্ঞাপন ; সংবর্ধনা। [সং. অভি+ √নন্দ্+অন (ভা)]। বি. **~পত্র**—সম্মানপ্রদর্শনের জন্য রচিত মানপত্র। বিণ. **অভিনন্দিত**—প্রশংসাদ্বারা সংবর্ধিত ; সম্মানিত।

অভিনব—বিণ. নূতন ; অপূর্ব। [সং. অভি+নব]।

অভিনয়—বি. নাট্যপ্রদর্শন ; কৃত্রিম ভাবপ্রকাশ। [সং. অভি+ √নী+অ (ভা)]। বিণ. **অভিনীত**—অভিনয় করা হইয়াছে এমন। বিণ. বি. **অভিনেতা** (-তৃ)—অভিনয়কারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **অভিনেত্রী**। বিণ. **অভিনেয়**—অভিনয়যোগ্য ; অভিনয় করা হইবে এমন।

অভিনিবিষ্ট—অভিনিবেশ দ্রঃ।

অভিনিবেশ—বি. প্রণিধান, মনোনিবেশ ; একাগ্রতা। [সং. অভি+নিবেশ]। বিণ. **অভিনিবিষ্ট**—মনোনিবেশকারী ; মনোযোগী। বিণ. (স্ত্রী.) **অভিনিবিষ্টা**।

অভিন্ন—বিণ. ভিন্ন বা পৃথক্ নহে এমন ; সমান, ভেদরহিত (অভিন্নহৃদয়) ; অচ্ছিন্ন। [সং. ন+ভিন্ন]। বিণ. **~তা, ~ত্ব**।

অভিপন্ন—বিণ. বিপন্ন ; শরণাগত। [সং.]।

অভিপ্রায়—বি. ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, মতলব ; তাৎপর্য, অভিমত। [সং. অভি+প্র+ √ই+অ (ভা)]। বিণ. **অভিপ্রেত**—ঈপ্সিত, অভীষ্ট, উদ্দিষ্ট।

অভিবন্দনা—বি. সংবর্ধনা ও পূজা ('চিরসুন্দরের অভিবন্দনা')। [সং. অভি+বন্দনা]।

অভিবাদন—বি. নমস্কার জ্ঞাপন ; বন্দনা ; সম্মান প্রদর্শন। [সং. অভি+ √বদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **অভিবাদক**—অভিবাদনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **অভিবাদিকা**—বিণ. **অভিবাদ্য**—অভিবাদনের যোগ্য।

অভিবাসন—বি. স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পরদেশে বসবাস, immigration। [সং. অভি+ √বস্+ণিচ্+অন (ভা)]।

অভিব্যক্তি—বি. সম্যক্ প্রকাশ (দুঃখের বা ভাবের অভিব্যক্তি) ; ক্রমবিকাশ (নূতন সমাজের অভিব্যক্তি) ; একজাতীয় জীবের ক্রমবিকাশের ফলে নূতন জাতির উৎপত্তি, evolution [বি. প.]। [সং. অভি+বি+ √অঞ্জ্+তি (ভা)]। বিণ. **অভিব্যক্ত**—সম্যক প্রকাশিত বা বিকশিত। বি. **~বাদ**—জীবের ক্রমবিকাশসম্বন্ধীয় মতবাদ, theory of evolution।

অভিব্যাপ্ত—বিণ. পরিব্যাপ্ত, সম্যগ্‌রূপে বিস্তৃত। [সং. অভি+ব্যাপ্ত]। বি. **অভিব্যাপ্তি**।

অভিভব, অভিভাব, অভিভূতি—বি. পরাজয় (অধর্মের অভিভব) ; অপমান ; ভাবাবেশ ; আকুলীভাব, বিহ্বলতা (স্নায়বিক অভিভূতি)। [সং. অভি+ √ভূ+অ, তি (ভা)]।

অভিভাবক—বি. রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক, guardian ; আশ্রয়দাতা। [সং. অভি+ √ভূ+অক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **অভিভাবিকা**।

অভিভাষণ—বি. (সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে) সম্ভাষণ করিয়া প্রদত্ত বক্তৃতা, address। [সং. অভি+ভাষণ]।

অভিভূত—বিণ. পরাভূত ; আক্রান্ত ; বিহ্বল (আতঙ্কে বা আনন্দে অভিভূত) ; আচ্ছন্ন (ধর্মবুদ্ধি অভিভূত)। [সং. অভি+ √ভূ+ত (র্তৃ)]। বি. **অভিভূতি**।

অভিমত—(১) বি. অভিপ্রায় ; উদ্দেশ্য, মত। (২) বিণ. অনুমোদিত ; মনোনীত ; অভীষ্ট। [সং. অভি+মত]।

অভিমন্যু—বি. অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র, উত্তরার স্বামী ও পরীক্ষিতের পিতা ; (বৈ. সা.) রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ (প্রা. বাং. **আইহন**)। [সং.]।

অভিমান—বি. অহঙ্কার, গর্ব (আভিজাত্যের অভিমান) ; আত্মমর্যাদাবোধ, (প্রিয়জনের অবজ্ঞা কিংবা অনাদরজনিত) মনোবেদনা বা ক্ষোভ। [সং. অভি+মান]। বিণ. বি. **অভিমানী** (-নিন্)—অভিমানকারী ; গর্বিত ; অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধযুক্ত। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **অভিমানিনী**।

অভিমুখ—(১) বি. সম্মুখ (গুরুজনের অভিমুখে) ; দিক্, উদ্দেশ (সমুদ্রাভিমুখে যাওয়া)। (২) বিণ. সম্মুখীন (প্রান্তরাভিমুখ গুহা) ; উদ্দেশে গমনোদ্যত (গৃহাভিমুখ হওয়া)। [সং. অভি+মুখ]। বিণ. **অভিমুখী** (-খিন্)—সম্মুখীন ; উদ্দেশে গমনোদ্যত বা অগ্রসর (সমুদ্রাভিমুখী নদী)। বিণ. (স্ত্রী.) **অভিমুখী, অভিমুখিনী**। বিণ. **অভিমুখীন**—সম্মুখবর্তী উদ্দেশ্যে অগ্রসর (একই লক্ষ্যের অভিমুখীন)।

অভিযাচিত—বিণ. প্রার্থিত। [সং. অভি+যাচিত]।

অভিযাত্রী—বি. (দেশাবিষ্কার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) দুঃসাহসী পর্যটক। [সং. অভি+যাত্রী]।

অভিযান—বি. (দেশাবিষ্কার দেশজয় শত্রুদমন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) লক্ষ্যস্থলে সদলবলে যাত্রা বা গমন, যুদ্ধযাত্রা, expedition। [সং. অভি+ √যা+অন (ভা)]।

অভিযুক্ত—বিণ. বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে এমন। [সং. অভি+ √যুজ্+ত (র্ম)]। বিণ. বি. **অভিযোক্তা** (-ক্তৃ)—অভিযোগকর্তা ; বাদী ; ফরিয়াদী।

অভিযোগ—বি. নালিশ, দোষারোপ। [সং. অভি+ √যুজ্+অ (ভা)]। বিণ. **অভিযোগ্য**—বিরুদ্ধে নালিশ করার বা মামলা দায়ের করার যোগ্য, actionable [স. প.]।

অভিযোজন—বি. উদ্দেশ্যসাধনের উপযুক্তকরণ। [সং. অভি+ √যুজ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **অভিযোজিত**—উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগী করা হইয়াছে এমন। বিণ. **অভিযোজ্য**—অভিযোজনের যোগ্য। বি. **অভিযোজ্যতা**।

অভিরত—বিণ. অত্যন্ত আসক্ত। [সং. অভি+রত]। বি. **অভিরতি**—অত্যাসক্তি।

অভিরাম—বিণ. মনোরম, সুন্দর ; তৃপ্তিবিধায়ক (নয়নাভিরাম)। [সং. অভি+√রম্+অ (ধি)]।

অভিরুচি—বি. অভিলাষ ; ইচ্ছা ; প্রবৃত্তি (ব্যক্তিগত অভিরুচি)। [সং. অভি+√রুচ্+ই (ভা)]।

অভিরূপ—বিণ. অনুরূপ ; মনোরম ; বিদ্বান্। [সং. অভি+রূপ]।

অভিলষণীয়, অভিলষিত—**অভিলাষ** দ্রঃ।

অভিলাষ—বি. বাসনা, ইচ্ছা, স্পৃহা। [সং. অভি+√লষ্+অ (ভা)]। বিণ. **অভিলষণীয়**—স্পৃহণীয়। বিণ. **অভিলষিত**—বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত। বিণ. **অভিলাষী** (-ষিন্)—ইচ্ছুক ; লোলুপ। বিণ. (স্ত্রী.) **অভিলাষিণী**।

অভিশংসক—বি. যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আদালতে অন্যকে অভিযুক্ত করে, prosecutor [স. প]। [সং.]।

অভিশংসন—বি. প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্তকরণ, impeachment [স. প.]। [সং]।

অভিশঙ্কা—বি. আশঙ্কা, সংশয়। [সং. অভি+শঙ্কা]। বিণ. **অভিশঙ্কী** (-ঙ্কিন্)—অভিশঙ্কাবিশিষ্ট।

অভিশপ্ত—বিণ. অভিশাপগ্রস্ত। [সং. অভি+√শপ্+ত (র্ম)]।

অভিশাপ—বি. (অপরের) অমঙ্গল-প্রার্থনা বা ঐরূপ প্রার্থনা-বাক্য ; অভিসম্পাত, শাপ। [সং. অভি+√শপ্+অ (ভা)]।

অভিশ্রুতি—বি. (ভাষাতত্ত্ব) যে নিয়মে কথ্যভাষায় (অপিনিহিতি-হেতু) পূর্বে উচ্চারিত ই বা উ, পূর্বস্বরের সহিত সন্ধির ফলে নূতন স্বরের সৃষ্টি করে (যেমন, বানিয়া>বাইন্যা>বেনে), umlaut, vowel mutation। [সং.]

অভিষঙ্গ—বি. পরাভব আক্রোশ ; তীব্র আসক্তি বা অনুরাগ। [সং. অভি+√সনজ (=সঙ্গ)+অ (ভা)]।

অভিষেক—বি. রাজসিংহাসনে বা পূজাবেদিতে স্থাপনের অনুষ্ঠান ; মন্ত্রপূত তীর্থবারিতে স্নান করান, installation ; অবগাহন, স্নান, কর্মে নিয়োগ। [সং. অভি+√সিচ্+অ (ভা)]। বিণ. **অভিষিক্ত**—অভিষেক করা হইয়াছে এমন ; আর্দ্র ; নিযুক্ত (স্থলাভিষিক্ত)। বি. **অভিষেচন**—ভালরকম সিক্তকরণ ; অভিষেক।

অভিষ্যন্দ, **অভিস্যন্দ**—বি. ক্ষরণ ; বারিপ্রবাহ ; আধিক্য। [সং. অভি+√স্যন্দ্+অ (ভা)]। বিণ. **অভিষ্যন্দী** (-দিন্)—ক্ষরণশীল ; অতিবিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

অভিসন্তাপ—বি. মনস্তাপ, অত্যন্ত দুঃখ। [সং. অভি+সন্তাপ]।

অভিসন্ধান, **অভিসন্ধি**—বি. (মন্দ) গুপ্ত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য ; (বদ) মতলব। [সং.]।

অভিসম্পাত—বি. অভিশাপ। [সং.]

অভিসরণ—বি. অনুসরণ ; অভিসার। [সং. অভি+√সৃ+অন (ভা)]।

অভিসার—বি. মিলনের ইচ্ছায় নায়ক বা নায়িকার সঙ্কেতস্থানে গমন। [সং. অভি+√সৃ+অ (ভা)]। বি. (পুং.) ~**ক** **অভিসারী** (-রিন্)—যে অভিসার করে। বি. (স্ত্রী.) **অভিসারিকা**, **অভিসারিণী**।

অভিস্যন্দ—**অভিষ্যন্দ** দ্রঃ।

অভিহত—বিণ. আঘাতপ্রাপ্ত ; তাড়িত ; পরাজিত ; নষ্ট। [সং. অভি+√হন্+ত (র্ম)]।

অভিহিত—বিণ. 'অভিধান' বা নাম-বিশিষ্ট (কলিঙ্গাভিহিত দেশ, এই নামে অভিহিত), সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। যাহাকে বা যাহা বলা হইয়াছে ; উক্ত, কথিত। [সং. অভি+√ধা+ত (র্ম)]।

অভী, **অভীক**$_1$—বিণ. ভয়শূন্য, নির্ভীক। [সং. ন+ভী.+ক]

অভীক$_2$—বিণ. কামুক, লোভী। [সং. অভি+√কম্+অ (নিপাতনে)]।

অভীপ্সা—বি. একান্ত আকাঙ্ক্ষা ; অভিলাষ। [সং. অভি+ঈপ্সা]। বিণ. **অভীপ্সিত**—একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষিত, অভিলষিত। বিণ. **অভীপ্সু**—একান্তভাবে ইচ্ছুক, অভিলাষী।

অভীষ্ট—বি. আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ (অভীষ্ট-সিদ্ধি), বিণ. অভিলষিত, বাঞ্ছিত ; ঈপ্সিত ; প্রিয় (অভীষ্ট ফল বা লগ্ন)। [সং. অভি+ইষ্ট]।

অভুক্ত—বিণ খাওয়া বা ভোগ করা হয় নাই এমন, অভক্ষিত, অনাহারী, উপবাসী। [সং. ন+ভুক্ত]

অভূত—বিণ. হয় নাই বা জন্মে নাই এমন ; ভূত বা অতীত নহে এমন। [সং. ন+ভূত]। বিণ. ~**পূর্ব**—পূর্বে কখনও ঘটে নাই এমন (অভূতপূর্ব আনন্দ, সঙ্কট)।

অভেদ—(১) বি. ভেদ পার্থক্য বা তারতম্যের অভাব ; ঐক্য। (২) বিণ. অভিন্ন, নির্বিশেষ, সদৃশ। [সং. ন+ভেদ]। বি **অভেদাত্মা**—অভিন্নহৃদয়। বিণ. **অভেদী** (-দিন্)—ভেদভাবশূন্য। বিণ. **অভেদ্য**—ভেদ করা, বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করা যায় না এমন ; অপ্রবেশ্য ; ছিদ্র করা যায় না এমন।

অভোগ্য—বিণ. ভোগের অযোগ্য। [সং. ন+ভোগ্য]।

অভোজ্য—বিণ. ভোজনের অযোগ্য, অখাদ্য। [সং. ন+ভোজ্য]।

অভ্যগ্র—বিণ. আসন্ন ; নিকটবর্তী, অনতিপূর্বে সঙ্ঘটিত ; সম্মুখবর্তী ('হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি' : শরৎ) ; অভিনব। [সং. অভি+অগ্র]।

অভ্যঙ্গ, **অভ্যঞ্জন**—বি. তৈলাদি স্নেহপদার্থের দ্বারা অঙ্গমর্দন ; আভাং। [সং. অভি+√অন্‌জ্+অ, অন (ভা)]।

অভ্যন্তর—বি. ভিতর, মধ্য অন্তর। [সং. অভি+অন্তর]। বিণ. **অভ্যন্তরীণ**, **আভ্যন্তর**, (অশু.) **আভ্যন্তরিক**, (অশু.) **আভ্যন্তরীণ**—অভ্যন্তরে আছে এমন, মধ্যবর্তী ; ভিতরের ; মানসিক।

অভ্যর্থনা—বি. সম্ভাষণ ; সংবর্ধনা, (অতিথিগণের) আপ্যায়ন ; (বাংলায় অপ্র.) প্রার্থনা। [সং. অভি+√অর্থ+অন (ভা)+আ]। বি. ~**সভা**, ~**সমিতি**—অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিযুক্ত সমিতি, reception committee। বিণ. **অভ্যর্থিত**—অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন।

অভ্যর্হিত—বিণ. সম্মানিত, পূজিত। [সং. অভি+ √অর্হ্+ত (র্ম)]।

অভ্যস্ত—অভ্যাস দ্রঃ।

অভ্যাগত—(১) বিণ. অভিমুখে আগত ; সমীপাগত ; অতিথিস্বরূপ আগত। (২) বি. অতিথি, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। [সং. অভি+আগত]।

অভ্যাগম, অভ্যাগমন—বি. নিকটে বা সম্মুখে আগমন, উপস্থিতি। [সং. অভি+আগম, আগমন]।

অভ্যাস—বি. সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা করার জন্য বারংবার আবৃত্তি বা আচরণ ; নিত্য আচরণে জাত স্বভাব। [সং. অভি+ √অস্+অ (ভা,)]। বিণ. **অভ্যস্ত**—অভ্যাসদ্বারা আয়ত্ত (অভ্যস্ত বিদ্যা) ; পুনঃ পুনঃ কৃত। বিণ. **অভ্যাসী** (-সিন্)—অভ্যাসকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **অভ্যাসিনী**।

অভ্যুত্থান—বি. সমুত্থান ; উন্নতি ; উদয় (অধর্মের অভ্যুত্থান) ; বিদ্রোহ। [সং. অভি+উত্থান]। বিণ. **চ**—অভ্যুত্থান করিয়াছে এমন।

য়—বি. উদয় (বংশের বা জাতির অভ্যুদয়), উন্নতি ; উদ্ভব ; অভ্যুত্থান ; শ্রীবৃদ্ধি (আপনার আরও অভ্যুদয় কামনা করি)। [সং. অভি+উদয়]। বিণ. **অভ্যুদিত**—উদিত ; উদ্ভূত ; অভ্যুত্থিত।

অভ্যুদাহরণ—বি. প্রতিকূল দৃষ্টান্ত ; বিরুদ্ধপক্ষের উদাহরণ [সং. অভি+উদাহরণ]।

অভ্যুপেত—বিণ. স্বীকৃত ; প্রাপ্ত ; নিকটে আগত। [সং. অভি+উপেত]।

অভ্র—বি. মেঘ, আকাশ। একপ্রকার খনিজ ধাতু, mica। [সং.]। বিণ. **অভ্রংলিহ, ~ভেদী** (-দিন্)—গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ (অভ্রভেদী পর্বত)।

অভ্রাতৃক—বিণ. ভ্রাতৃহীন। [সং. ন+ভ্রাতৃ+ক]।

অভ্রান্ত—বিণ. ভুল নহে এমন (অভ্রান্ত শাস্ত্রবাক্য), নির্ভুল ; সঠিক ; ভুল করে না এমন। [সং ন+ ভ্রান্ত]।

অমঙ্গল—বি. মঙ্গলের অভাব ; অপকার, ক্ষতি ; বিপদ্। [সং. ন+মঙ্গল]। বিণ. **অমঙ্গল্য**—অমঙ্গলজনক।

অমত—বি. অসম্মতি। [বাং. অ-৩+মত]।

অমৎসর—বিণ. হিংসাবিদ্বেষ-শূন্য, পরশ্রীকাতরতাহীন। [সং. ন+মৎসর]।

অমন—বিণ. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণ. ঐরূপ (অমন ছেলে, অমন রূপ, অমন হাসে)। [সং. অমুষ্মিন্?]। বিণ. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণ. **অমনই**—**ঠিক** ঐরূপ।

অমনি, অম্‌নি—বিণ. ক্রি-বিণ. ঐপ্রকার (অমনি গুছিয়ে রাখ, অমনি সুন্দর) ; অকারণে (অমনি হাসে) ; বিনা-কাজে (অমনি বসিয়া আছে) ; রিক্তহস্তে (কুটুমবাড়িতে অমনি যেও না) ; অনাবৃত (অমনি গায়ে থেকো না) ; কেবল, শুধু (অমনি ভাত মুখে রোচে না) ; অবলম্বনশূন্য (খুঁটিছাড়া চালাখানা অমনি থাকবে না) ; বিনামূল্যে ('অমনি নেব কিনে' : রবীন্দ্র) ; তৎক্ষণাৎ ('অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে' : রবীন্দ্র) ; বিনা আয়াসে (পরীক্ষায় পাস অমনি হয় না)। [তু. অমন]। ক্রি-বিণ. **অমনি-অমনি**—বিনাকারণে (অমনি-অমনি শাস্তি পাওয়া)। **অমনি একরকম**—বিশেষ ভালও নহে মন্দও নহে, মাঝামাঝি রকম।

অমনুষ্য—বি. মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি ; কাপুরুষ বা ভীরু ব্যক্তি ; পশুস্বভাব ব্যক্তি। [সং. ন+মনুষ্য]।

অমনোনয়ন—বি. অমনোনীত করণ। [সং. ন+মনোনয়ন]। বিণ. **অমনোনীত**—মনোনীত বা পছন্দ হয় নাই এমন।

অমনোযোগ—বি. মনোযোগের অভাব, অনবধানতা ; উপেক্ষা। [সং. ন+মনোযোগ]। বিণ. **অমনোযোগী** (-গিন্)—অন্যমনস্ক, উদাসীন।

অমন্দ—বিণ. মন্দ নহে এমন, ভাল, বেগবান্, প্রচুর, অতিমাত্রিক ; পটু, দক্ষ ; (গ্রা.) খুব খারাপ। [সং. ন+মন্দ]।

অমর—(১) বিণ মৃত্যুহীন, চিরজীবী, অবিনশ্বর। (২) বি. দেবতা (মৃত্যুহীন বলিয়া)। [সং. ন+ √মৃ+অ (র্তৃ)]। বি. **~তরু**—পারিজাত মন্দার কল্পবৃক্ষ সন্তানবৃক্ষ ও হরিচন্দন : স্বর্গের এই পঞ্চবৃক্ষ। বি. **~তা, ত্ব**। বি. **~ধাম, ~লোক**—দেবলোক, স্বর্গ ; ইন্দ্রপুরী।

অমরা₁—বি. গর্ভস্থ শিশুর নাভির সহিত সংযুক্ত নাড়ীর অগ্রভাগস্থ ফুল, গর্ভকুসুম, placenta [বি. প.]। [সং.]।

অমরা₂—বি. স্বর্গ, দেবলোক, ইন্দ্রপুরী। [সং. অমর +অ (অস্ত্যর্থে)+আ]।

অমরাবতী—বি. দেবলোক, ইন্দ্রপুরী। [সং.]।

অমরালয়—বি. স্বর্গ, দেবলোক। [সং. অমর+আলয়]।

অমরেশ, অমরেশ্বর—বি. দেবরাজ ইন্দ্র। [সং অমর +ঈশ, ঈশ্বর]।

অমর্ত্য—(১) বিণ. অপার্থিব, স্বর্গীয়। (২) বি. অমর, দেবতা : বি. **~লোক**—স্বর্গ। [সং. ন+মর্ত্য]।

অমর্যাদা—বি. অনাদর ; অসম্মান ; অবজ্ঞা। [সং. ন+মর্যাদা]।

অমর্ষ, অমর্ষণ—(১) বি. ক্রোধ, অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা। [সং ন+ √মৃষ্ (ক্ষমা)+অ, অন (ভা)]। (২) বিণ. ক্রোধী ; ক্ষমাহীন। বিণ. **অমর্ষী** (-র্ষিন্)—ক্রোধযুক্ত, ক্রোধী]।

অমল—বিণ. ময়লাশূন্য, নির্মল। [সং. ন+মল]। বিণ. (স্ত্রী.) **অমলা**।

অমলক—বি. আমলকী ; অধিত্যকাস্থ বাসস্থান। [সং.]।

অমলধবল—বিণ. নির্মল ও শুভ্র ; নিখুঁতভাবে শুভ্র। [সং. অমল+ধবল]।

অমলিন—বিণ. মলিন নহে এমন ; উজ্জ্বল ; নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। [সং. ন+মলিন]।

অমা, অমাবস্যা, অমাবাস্যা—বি. কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি (যখন চন্দ্রকলা অদৃশ্য হয়)। [সং.]। বি. **অমানিশা**, (অশু.) **অমানিশি, অমারজনী**—অমাবস্যার রাত্রি।

অমাতৃক—বিণ. মাতৃহীন। [সং. ন+মাতৃ+ক]।

অমাত্য—বি. মন্ত্রী, মন্ত্রণাদাতা। [সং]।

অমাননা—বি. মান্য না করা। [সং. ন+ √মন্+ণিচ্ +অন+আ (ভা)]।

অমানব—বি. মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি ; অমানুষ ; মানবেতর, মানুষ ভিন্ন অন্য। [সং. ন+মানব]।

অমানান—বিণ. যাহা মানায় না (প্রচলিত রীতির সঙ্গে অমানান)। [বাং. ন+মানান ; দ্রঃ]।

অমানিশা, অমানিশি—অমা দ্রঃ।

অমানী (অমানিন্)—বিণ. অভিমান-শূন্য, নিরহঙ্কার ; বিনয়ী। [সং. ন+মানী]।

অমানুষ—(১) বিণ. মনুষ্যাতীত, অলৌকিক ; মনুষ্যত্বহীন, মনুষ্যোচিত গুণবর্জিত। (২) বি. মনুষ্যত্ববর্জিত বা হীন মানুষ ; পশুতুল্য মানুষ। [সং. ন+মানুষ]। বিণ. **অমানুষিক**—মানুষের অসাধ্য (অমানুষিক পরিশ্রম) : মানুষের পক্ষে অসহ্য, কল্পনাতীত (অমানুষিক অত্যাচার)। বি. **অমানুষিকতা**।

অমান্য—বিণ. মাননীয় নহে এমন, অশ্রদ্ধেয়। [সং. ন+মান্য]। ক্রি. **অমান্য করা**—লঙ্ঘন করা ; অসম্মান করা।

অমাবস্যা, অমাবাস্যা—অমা দ্রঃ।

অমায়িক—বিণ. কপটতাহীন, সরল, স্নেহশীল ; নিরহঙ্কার ; ভদ্র, সদালাপী। [সং. ন+মায়া+ইক্]। বি. **~তা**।

অমারজনী—অমা দ্রঃ।

অমার্জনীয়—বিণ. ক্ষমার অযোগ্য (অমার্জনীয় অপরাধ)। [সং. ন+মার্জনীয়]।

অমার্জিত—বিণ. অপরিষ্কৃত, অসংস্কৃত ; অসভ্য, অভদ্র (অমার্জিত রুচি)। [সং. ন+মার্জিত]।

অমিত—বিণ. অপরিমেয়, অসীম, অত্যধিক। [সং. ন+মিত১]। বিণ. **~তেজাঃ**—অসীম তেজসম্পন্ন বা শক্তিশালী। বি. **~ব্যয়**—বেহিসাবী (প্রচুর) খরচ। বি. **~ব্যয়িতা**—বেহিসাবী খরচ করার স্বভাব। বিণ. **~ব্যয়ী**—(-য়িন্)—বেহিসাবী খরচ করে এমন। বিণ. **~ভাষী** (ষিন্)—বাচাল ; অসংযতবাক্। বি. **অমিতাক্ষর**—অমিত্রাক্ষর। **অমিতাচার**—(১) বি. অসংযত আচরণ। (২) বিণ. অসংযত আচরণকারী। বিণ. **অমিতাচারী**—(-রিন্)—অসংযত আচরণকারী। বি. **অমিতাচারিতা**।

অমিতাভ—বি. অমিত আভা বা জ্যোতি যাঁহার, বুদ্ধদেব ; পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের চতুর্থ বুদ্ধ। [সং. অমিত+আভা]।

অমিত্র—বি. বন্ধু নহে এমন ব্যক্তি, শত্রু। বি. **~তা**—শত্রুতা। [সং. ন+মিত্র]।

অমিত্রাক্ষর—বি. অন্ত্যমিলনহীন এবং যতির বাঁধাধরা নিয়ম-লঙ্ঘনকারী ছন্দোবিশেষ, blank verse। [সং. অমিত্র+অক্ষর]।

অমিয়, অমিয়া—(১) বি. (কাব্যে) অমৃত ('অমিয়া-সাগরে সিনান' : চণ্ডী.)। (২) বিণ. অমৃততুল্য, অতি মিষ্ট (অমিয় বাণী)। [সং. অমৃত]।

অমিল—(১) বি. মিলের অভাব ; বিরোধ। (২) বিণ. দুর্লভ (খাঁটি দুধ এখানে অমিল)। [বাং. অ-৩+মিল]।

অমিশ্র, অমিশ্রিত—বিণ. মিশাল নহে এমন ; বিশুদ্ধ, খাঁটি ; পৃথক্। [সং. ন+মিশ্র, মিশ্রিত]। বি. **~রাশি**—(গণি.) অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যা, whole number।

অমীমাংসিত—বিণ. মীমাংসা বা সমাধান হয় নাই এমন ; বিবেচনাধীন ; বিচারাধীন। [সং. ন+মীমাংসিত]।

অমুক—বিণ. বি. অনির্দিষ্টনামা বা অজ্ঞাতনামা (ব্যক্তি বা বস্তু)। [সং.]।

অমুত্র—অব্য. ক্রি-বিণ. পরলোকে, জন্মান্তরে। [সং. অদস্+ত্র]।

অমূর্ত—বিণ. মূর্তিহীন, নিরাকার (অমূর্ত-উপাসনা)। [সং. ন+মূর্ত]।

অমূল১—**অমূল্য**-এর কোমল রূপ।

অমূল২, অমূলক—বিণ. মূলহীন ; ভিত্তিশূন্য (অমূলক ভয় বা সন্দেহ) ; কাল্পনিক। [সং. ন+মূল, +ক]।

অমূল্য—বিণ. যাহা মূল্য দিয়া পাওয়া যায় না, এত অধিক মূল্য যে কেনা যায় না এমন,। [সং. ন+মূল্য]।

অমৃত—(১) বি. যাহা পান করিলে মৃত্যুকে এড়ান যায়, সুধা, পীযূষ, অতি মিষ্ট বা জীবনরক্ষক খাদ্য ; দেবতা (অমৃতের পুত্র), দেবলোক, স্বর্গ, মোক্ষ। (২) বিণ. অতিশয় মিষ্ট বা জীবনরক্ষাকারী ; অমর। [সং. ন+মৃত]। বি. **~কুণ্ড**—যে কূপের মধ্যে অমৃত থাকে ; অতি মিষ্ট বা জীবনদায়ক বস্তুর আধার। বি. **ফল**—আম্রফল। বি **~বল্লী**—গুড়ূচী, গুলঞ্চ। বিণ. বি. **~ভাষী**—অমৃততুল্য মধুরভাষী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **~ভাষিণী**। বি. **মন্থন**—(হি. পু.) সমুদ্রমন্থনপূর্বক অমৃত উদ্ধার, (আল.) প্রবল প্রচেষ্টার দ্বারা বিশেষ হিতকর বা মূল্যবান্ সামগ্রী আহরণ। বি. **~লোক**—দেবলোক, স্বর্গ। বি. **~হ্রদ**—(জলের পরিবর্তে) সুধায় পূর্ণ হ্রদ। বি. **অমৃতি, অমৃতী**—জিলাপির ন্যায় এক-প্রকার মিষ্ট দ্রব্য। বিণ. **অমৃতোপম**—অমৃততুল্য ; অতি মধুর বা জীবনদায়ক।

অমেধাবী—বিণ. মেধাবী নহে এমন, স্মৃতিশক্তিহীন। [সং. ন+মেধাবী]।

অমেধ্য—(১) বিণ. অপবিত্র ; যজ্ঞে ও অন্যান্য পুণ্য-কর্মে অব্যবহার্য। (২) বি. অপবিত্র বস্তু ; পুরীষাদি। [সং. ন+মেধ্য]।

অমেয়—বিণ. অপরিমেয় (অমেয় জ্ঞানশক্তি, অমেয় প্রেমভক্তি)। [সং. ন+মেয়]।

অমোঘ—বিণ. অব্যর্থ ; সার্থক (অমোঘ বাণী)। [সং.]।

অম্বর—বি. আকাশ ; বস্ত্র, (পাংশুবর্ণ এবং ধূপাদির ন্যায় দাহ্য) একপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ambergris। **অম্বরী**—(১) বি. শাড়ি (নীলাম্বরী)। (২) বিণ. অম্বরদ্বারা সুবাসিত (অম্বরী তামাক)।

অম্বল—বি. অম্ল ; টক, একপ্রকার টকস্বাদবিশিষ্ট ঝোল ; অম্ল-রোগ। [সং. অম্ল]।

অম্বষ্ঠ—বি. ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্যা কন্যার পরিণয়ের ফলে উৎপন্ন জাতিবিশেষ, অনেকের মতে বৈদ্যজাতি। [সং.]।

অম্বা১—বি. মাতা। [অম্বা২ দ্রঃ]।

অম্বা২, অম্বালিকা, অম্বিকা১—বি. দুর্গা। (কাশী-রাজের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম অম্বা, দ্বিতীয়ার নাম অম্বিকা—ইনি ধৃতরাষ্ট্রের জননী, কনিষ্ঠার নাম অম্বালিকা—ইনি পাণ্ডুর জননী)। [সং.]।

অম্বিকা২—বি. জননী ; জগজ্জননী দুর্গা। [সং. অম্বা + (স্বার্থে) ক + আ]। বি. ~**নাথ**, ~**পতি**—শিব।

অম্বু—বি. জল। [সং.]। ~**জ**—(১) বিণ. জলজাত। (২) বি. পদ্ম ; শঙ্খ। বি. ~**জা**—পদ্মিনী ; লক্ষ্মী। ~**দ**—(১) বিণ. জলদায়ক। (২) বি. মেঘ ('কহিলা অম্বুদ-নিনাদে')। বি. ~**ধি**, ~**নিধি**—সমুদ্র। বি. ~**বাচি**, ~**বাচী**—জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির পর সূর্যের মিথুন-রাশিতে গমনকালে আর্দ্রা-নক্ষত্রের প্রথমপাদ-ভোগের সময় : এই সময়ে হিন্দু বিধবাদের অগ্নিপক্ব জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ। ~**বাহ**, ~**বাহী** (-হিন্)—(১) বিণ. জলবাহী। (২) বি. মেঘ। বি. ~**বিম্ব**—বুদ্বুদ।

অম্বুরী—**অম্বরী** (বিণ.)-এর রূপভেদ।

অম্ভঃ (ম্ভস্)—বি. জল। [সং.]। **অম্ভোজ**—(১) বিণ. জলজাত। (২) বি. পদ্ম, চন্দ্র ; শঙ্খ। বি. **অম্ভোদ**—মেঘ। বি. **অম্ভোধি**, **অম্ভোনিধি**—সমুদ্র।

অম্ল—(১) বি. রসবিশেষ ; টক ; রোগবিশেষ ; দ্রাবক, acid। (২) বিণ. টকস্বাদযুক্ত। [সং.]। **অম্লজান**—বি. বায়ু ও জলের উপাদান এবং দহনক্রিয়া ও শ্বাস-ক্রিয়ার সহায়ক মৌলিক গ্যাস বিশেষ, oxygen। বি. ~**তা**—অম্লযুক্ত বা অম্লধর্মী অবস্থা, acidity [বি. প.]। বি. ~**পিত্ত**—যে রোগে পিত্তদোষে ভুক্ত বস্তুমাত্র অম্ল-রসযুক্ত হয়। বিণ. ~**মধুর**—ঈষৎ টক ও ঈষৎ মিষ্ট টক-মিষ্টি ; (আল.—কথাদি-সম্বন্ধে) মর্মদাহী অথচ শ্রুতিমধুর (অম্লমধুর তিরস্কার)। বি. ~**মিতি**—অম্লের পরিমাণাদি হিসাব করার বিদ্যা, acidimetry [বি. প.]। বি. ~**রাজ**—দুইটি বিশেষ অম্ল বা acid-এর সংমিশ্রণ, aqua regia [বি. প.]। বি. ~**শূল**—অম্লের আধিক্যহেতু পেটের ব্যথা।

অম্লাক্ত—বিণ. অম্লযুক্ত ; টক। [সং. অম্ল + অক্ত]।

অম্লান—বিণ. অমলিন (অম্লান কুসুম, সৌন্দর্য) ; প্রফুল্ল ; কুণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীন (অম্লানমুখে মিথ্যা বলা)। [সং. ন + ম্লান]।

অম্লীকরণ—বি. বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অম্লে পরিণত-করণ, acidification [বি. প.]। [সং. অম্ল + ঈ (চ্বি) + করণ]। **অম্লীকৃত**—ঈষৎ অম্লে পরিণত বা অম্লযুক্ত করা হইয়াছে এমন, acidulated [বি. প.]।

অম্লোদ্গার—বি. চোঁয়া ঢেকুর। [সং. অম্ল + উদ্গার]।

অযত্ন—বি. যত্নের বা চেষ্টার অভাব ; অবহেলা। [সং ন + যত্ন]। বিণ. ~**কৃত**—বিনা আয়াসে সম্পাদিত। বিণ. ~**জাত**, ~**সম্ভূত**—বিনা চেষ্টায় বা আপনা হইতে উৎপন্ন। বিণ. ~**শীল**—নিশ্চেষ্ট ; অধ্যবসায়হীন।

অযথা—(১) বিণ. অমূলক ; অপ্রকৃত। (২) ক্রি-বিণ. অন্যায়-রূপে, অকারণে (অযথা মিথ্যা বলা)। [সং. ন + যথা]।

অযথার্থ—বিণ. মিথ্যা ; কৃত্রিম ; অন্যায্য। [সং. ন + যথার্থ]। বি. ~**তা**।

অয়ন—বি. পথ, বৃত্তপথ, শাস্ত্র ; ভূমি ; গৃহ ; সূর্যের গতি (দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ)। [সং. √অয়্ + অন]। বি. ~**মণ্ডল**—রাশিচক্র ও রাশিচক্রস্থ সূর্যের দৃশ্যমান গমন-পথ, ecliptic। বি. **অয়নাংশ**—সূর্যের ভ্রমণ-পথের অংশ বা পরিমাণ।

অযশঃ (-শস্), (চলিত) **অযশ**—বি. অপযশ, অখ্যাতি, দুর্নাম, নিন্দা। বিণ. **অযশস্কর**—অখ্যাতিজনক।

অয়স্—বি. লৌহ। [সং.]। বিণ. **অয়স্কঠিন**—লোহার ন্যায় শক্ত ; অত্যন্ত কঠিন ('অয়স্কঠিন ব্রত' : প্রেমেন্দ্র)। বি. **অয়স্কান্ত**—চুম্বকপাথর, magnet, loadstone।

অযাচনীয়, অযাচ্য—বিণ. প্রার্থনার অযোগ্য। [সং. ন + যাচনীয়]।

অযাচিত—বিণ. অপ্রার্থিত (অযাচিত দান)। [সং. ন + যাচিত]। ক্রি-বিণ. ~**ভাবে**—না চাইতেই, আপনা হইতেই।

অযাজ্য, অযাজনীয়—বিণ. যাজনের বা যজ্ঞক্রিয়ার অযোগ্য। [সং. ন + যাজ্য, যাজনীয়]। বি. **অযাজ্য-যাজন**—শাস্ত্রবিরুদ্ধ যজ্ঞাদির বা পতিতদিগের পৌরো-হিত্য। বিণ. বি. **অযাজ্যযাজী** (-জিন্)—অযাজ্য-যাজনকারী।

অযাত্রা—বি. যে সময়ে কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ, অশুভ যাত্রা ; যাত্রাকালে দেখা বা শোনা অশুভ এমন বস্তু ব্যক্তি লক্ষণ প্রভৃতি। [সং. ন + যাত্রা]।

অয়ি—অব্য (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত) ভক্তি প্রেম বা স্নেহসূচক সম্বোধন-শব্দবিশেষ। [সং.]।

অযুক্ত—বিণ. অসংলগ্ন, সংযোগরহিত, যুক্তিবিরুদ্ধ, অনুচিত। [সং. ন + যুক্ত]। বি. **অযুক্তি**—সংযোগ-হীনতা, কুযুক্তি, কুপরামর্শ ; বিচারে অসঙ্গতি ; অন্যায় বা ভুল বিচার, অনৌচিত্য। বিণ. **অযুক্তিযুক্ত**—অযৌক্তিক।

অযুগ্ম—বিণ. বিজোড়, পৃথক্, স্বতন্ত্র। [সং. ন + যুগ্ম]।

অযুত—বি. বিণ. দশ সহস্র। [সং.]।

অয়ে—অব্য. (বিরল) **অয়ি**-র অনুরূপ। [সং.]।

অয়েল—বি. তৈল। [ইং. oil]। ক্রি. **অয়েল করা**—যন্ত্রাদি সচল রাখিবার জন্য উহাতে তৈলদান করা ; (ব্যঙ্গে) স্তাবকতা করা। বি. ~**ক্লথ**—তেলা কাপড়-বিশেষ, oilcloth। বি. ~**পেপার**—তেলা কাগজ-বিশেষ, oil-paper। বি. **অয়েল-পেইন্টিং**—তৈল-চিত্র, oil-painting।

অযোগ—বি. যোগাভাব, বিয়োগ, বিচ্ছেদ ; অনুপ-যোগিতা ; অশুভ যোগ। [সং. ন + যোগ]।

অযোগবাহ, অযোগবাহবর্ণ—বি. স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংজ্ঞার ভিতরে উল্লেখ নাই ('অযোগ') অথচ প্রয়োগ নির্বাহ করে এইরূপ বর্ণ অর্থাৎ ং এবং ঃ। [সং. অযোগ + √ বহ্ + অ + বর্ণ]।

অযোগ্য—বিণ. অনুপযুক্ত ; অন্যায় ; অক্ষম, অকর্মণ্য। [সং. ন + যোগ্য]। বিণ. (স্ত্রী.) **অযোগ্যা**। বি. ~**তা**।

অয়োঘন—বি. লোহার মুগুর, হাতুড়ি। [সং. অয়স্ (= লৌহ) + ঘন (= মুদ্গর)]।

অযোদ্ধা—বি. অপটু যোদ্ধা ; যে ব্যক্তি যোদ্ধা নহে। [সং. ন+যোদ্ধা]।

অযোধ্য—বিণ. যুদ্ধ করার অযোগ্য ; অজেয়। [সং. ন +যোধ্য]।

অযোনি—বিণ. জন্মরহিত। [সং. ন+যোনি]। **~জ, ~সম্ভব, ~সম্ভূত**—(১) বিণ. অগর্ভজাত। (২) বি. পরমেশ্বর ; ব্রহ্মা। **~জা, ~সম্ভবা, ~ সম্ভূতা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) যাহার নারীগর্ভে জন্ম হয় নাই। (২) বি. সীতা, দ্রৌপদী।

অয়োময়—বিণ. লৌহময় ; লৌহনির্মিত। [সং. অয়স্+ ময়ট্]।

অয়োমল—বি. লোহার মরচে। [সং. অয়স্+মল]।

অয়োমুখ—(১) বিণ. লৌহময় মুখবিশিষ্ট। (২) বি লৌহাগ্র বাণ। [সং. অয়স্+মুখ]।

অযৌক্তিক—বিণ. যুক্তিসহ নহে এমন, যুক্তিবিরুদ্ধ (অযৌক্তিক দাবি)। [সং. অযুক্তি+ইক]। বি. **~তা**।

অর—বি. চাকার পাখি, spoke। [সং.]।

অরক্ষণীয়—বিণ. রাখা বা রক্ষা করা অনুচিত এমন। [সং. ন+রক্ষণীয়]। বিণ. (স্ত্রী.) **অরক্ষণীয়া**—আর অবিবাহিতা রাখা অনুচিত এমন (কন্যা)।

অরক্ষিত—বিণ. রক্ষা করা হয় নাই এমন ; রক্ষার ব্যবস্থাহীন, unprotected, open (অরক্ষিত নগরী), অপালিত (অরক্ষিত আদেশ) ; অসংরক্ষিত। [সং. ন+ রক্ষিত]।

অরঘট্ট—বি. কূপ, কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র। [সং. অর]।

অরজাঃ—বিণ. এখনও ঋতুমতী হয় নাই এমন (অরজাঃ বালিকা), রজোগুণ-রহিত, ধূলিশূন্য, নির্মল। [সং. ন + রজঃ]।

অরণি, অরণী—বি. যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় ; চকমকি পাথর, flint। [সং.]।

অরণ্য—বি. বন, জঙ্গল। বিণ. **~চর, ~চারী** (রিন্) —বনচর ; বন্য। বিণ. **~বাসী**—বনবাসী। বি. **~ষষ্ঠী**—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী। বি. **অরণ্যানী**—মহাবন। **অরণ্যে রোদন**—নিষ্ফল ক্রন্দন বা আবেদন।

অরতি—বি রতি বা প্রীতির অভাব, বিরাগ। [সং. ন +রতি]।

অরন্ধন—বি. রন্ধনে বিরতি ; যেদিন রন্ধন করা নিষিদ্ধ, ভাদ্রসংক্রান্তি। [সং. ন+রন্ধন]।

অরবিন্দ—বি. পদ্ম। [সং.]।

অররু—(১) বি. শত্রু (অররু-পুরে'. মধু.)। (২) বিণ. হিংস্র। [সং. √ঋ+অরু (তৃ)]।

অরসজ্ঞ, অরসিক—বিণ. রসজ্ঞানহীন বেরসিক। [সং. ন+রসজ্ঞ, রসিক]। বিণ. (স্ত্রী.) **অরসজ্ঞা, অরসিকা**।

অরাজক—বিণ. যেখানে রাজা নাই, শাসনহীন ; বিশৃঙ্খল (অরাজক কাণ্ড)। [সং. ন+রাজন্+ক]। বি. **~তা**।

অরি, অরাতি—বি. শত্রু, বৈরী ('অরির শেষ')। [সং.]। বিণ. **অরাতিদমন, অরিন্দম, অরিমর্দন**—শত্রুদমনকারী।

অরিষ্ট—বি. মদ্যজাতীয় আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধবিশেষ ; অশুভ অদৃষ্ট। চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত মরণচিহ্ন (অরিষ্ট লক্ষণ)। [সং.]।

অরুচি—বি. (প্রধানতঃ আহারে বা ভোগে) অনিচ্ছা বা বিরাগ ; খাদ্যমাত্রই মুখে বিস্বাদ লাগার রোগবিশেষ। বিণ. **~কর**—অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর।

অরুণ—(১) বি. সূর্যসারথি, গরুড়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; নবোদিত সূর্য ; ঊষাকালীন বা সন্ধ্যাকালীন সূর্যের দীপ্তি ; অব্যক্ত রক্তবর্ণ। (২) বিণ. (কৃষ্ণাভ) রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট ; আরক্ত। [সং.]। **অরুণা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) অরুণবর্ণবিশিষ্টা। (২) বি. গরুড় ও সূর্যসারথির ভগ্নী, অপ্সরাবিশেষ। বিণ. **~লোচন**—রক্তচক্ষুঃ। বি. **~সারথি** —সূর্য। বিণ. **অরুণিত**—রক্তবর্ণপ্রাপ্ত। বিণ. **অরুণিম** —রক্তবর্ণ আভাবিশিষ্ট। বি. **অরুণিমা** (-মন্)—রক্তিমা, গোলাপী আভা। বি. **অরুণোদয়**—ঊষা, ঊষাকাল।

অরুন্তুদ—বিণ. মর্মভেদী, অত্যন্ত পীড়াদায়ক। [সং. অরুস্ (=মর্মস্থল) + √তুদ্+অ]।

অরুন্ধতী—বি. সপ্তর্ষিমণ্ডল-পরিবেষ্টিত ক্ষীণ নক্ষত্র-বিশেষ ; বশিষ্ঠমুনির পত্নী। [সং.]।

অরূপ—বিণ. নিরাকার ('অরূপরতন আশা করি' : রবীন্দ্র) ; রূপহীন ; কুৎসিত। [সং. ন+রূপ]।

অরে—অব্য. নীচ ব্যক্তিকে ক্রোধ বা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন। [সং.]।

অরোগী—বিণ রোগহীন। [সং. ন+রোগিন্]।

অর্ক—বি. সূর্য ('বালার্ক'), স্ফটিক, কিরণ, আলোক, আকন্দগাছ। [সং.]। বি. **~পত্র**—আকন্দগাছ, আকন্দগাছের পাতা।

অর্গল—বি. খিল, হুড়কা, প্রতিবন্ধক, বাধা (অনর্গল মুখস্থ)। [সং.]।

অর্ঘ১—বি. মূল্য (অনর্ঘ, মহার্ঘ)। [সং.]।

অর্ঘ২—বি. পূজা, পূজার বিধি। [সং.]।

অর্ঘ্য—(১) বি. পূজার উপকরণ, সম্মানিত ব্যক্তিকে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা বরণের উপচার। (২) বিণ. পূজ্য, উপাস্য। [সং. অর্ঘ২ +য]।

অর্চক—বি. পূজক। [সং. √অর্চ্+অক]।

অর্চন, অর্চনা—বি. উপাসনা, পূজা। [সং. √অর্চ্+ অন (ভা)+আ]। বিণ. **অর্চনীয়, অর্চ্য**—পূজনীয়। বিণ. **অর্চিত**—পূজিত।

অর্চা—পূজা (তু পূজার্চা) [সং. √অর্চ্+অ (র্ম. ভা) +আ]।

অর্চি, অর্চিঃ (-র্চিস্)—বি. শিখা, জ্বালা ; দীপ্তি। [সং. √অর্চ্+ই, ইস্ (র্ম)]।

অর্জন—বি. পরিশ্রম বা চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্তি, লাভ ; [সং. √অর্জ্+অনট্ (ভা)]। ক্রি. **অর্জা**—অর্জন করা ('অর্জিল জয়')। বিণ. **অর্জক, অর্জয়িতা** (-তৃ)—অর্জনকারী। বিণ. **অর্জিত**—উপার্জিত, প্রাপ্ত।

অর্জুন—বি. তৃতীয় পাণ্ডব, কার্তবীর্য, নেত্ররোগবিশেষ,

আঙ্গুনি ; বৃক্ষবিশেষ (ইহার ছাল হৃদ্‌রোগে উপকারী)। [সং.]।

অর্ণব—বি. সমুদ্র। [সং. অর্ণস্+ব (নি.)]। বি. **~পোত, ~যান**—সমুদ্রগামী জাহাজ।

অর্ডার—বি. হুকুম (অর্ডার মানা) ; ফরমাশ (জামার অর্ডার দেওয়া)। [ইং. order]। বিণ. **অর্ডারী**—ফরমাশী, ফরমাশ-অনুযায়ী কৃত নির্মিত প্রভৃতি (অর্ডারী মাল)।

অর্থ১—বি. ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য (অর্থসঞ্চয়) ; প্রয়োজন (স্বার্থ) ; উদ্দেশ্য, হেতু (পরার্থে আত্মদান) ; ঐহিক সৌভাগ্য (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) ; অভিলাষ, প্রার্থনা (মোক্ষার্থ তপস্যা করা) ; রাজনীতি (অর্থশাস্ত্র) ; জ্ঞাতব্য-বিষয় (সর্বার্থতত্ত্ববিদ্) ; কাম্যবস্তু (পুরুষার্থ)। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **~করী**—অর্থোপার্জনের সহায়ক (অর্থকরী বিদ্যা)। বি. **~কষ্ট, ~কৃচ্ছ্র**—টাকা-পয়সার অভাব-জনিত কষ্ট। বিণ. **~কামী** (-মিন্)—টাকাপয়সা পাইতে কামনা করে এমন। বিণ. **গৃধ্নু**—ধনলোভী। বি. **~চিন্তা**—টাকার জন্য ভাবনা। বি. **~চেষ্টা**—ধনোপার্জনের চেষ্টা। বি. **~নাশ**—ধনক্ষয়। বি. **~নীতি**—ধনবিজ্ঞান। বিণ. **অর্থনৈতিক—আর্থ-নীতিক**-এর রূপভেদ। বিণ. বি. **~পিশাচ**—ধর্মাধর্ম বিচার না করিয়া ধনলাভে প্রয়াসী। বিণ. **~প্রদ**—ধনদ। বি. **~প্রাপ্তি**—ধনলাভ। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—ধনবান্। বি. **~বিদ্যা**—অর্থের উৎপত্তি ও প্রসরণ-বিষয়ক বিদ্যা, economics। বি. **~বিনিয়োগ**—(ব্যবসাদিতে) টাকা খাটান। বি. **~ব্যয়**—টাকা খরচ। বি. **~ভাগ্য**—ধনলাভের শুভ অদৃষ্ট। বি **~লিপ্সা**—অত্যধিক অর্থলোভ। বিণ **~লিপ্সু, ~লুব্ধ**—অত্যন্ত অর্থলোভী। বিণ. **~শালী** (-লিন্)—ধনী। বি. **~শাস্ত্র**—ধনবিজ্ঞান ; রাজনীতিশাস্ত্র ; নীতিশাস্ত্র। বিণ. **~শূন্য**—নির্ধন (**অর্থ২**- ও দ্রঃ)। বি. **~সংগ্রহ, সংস্থান**—ধন-আহরণ ; টাকার যোগাড়। বি. **~সঙ্কট ~সমস্যা**—অর্থাভাবজনিত গুরুতর অবস্থা। বি. **~সম্পৎ**—ধনসম্পত্তি ; ধনবল (**অর্থ২**-ও দ্রঃ)। বি. **~হানি**—ধননাশ। বিণ. **~হীন**—নির্ধন (**অর্থ২**-ও দ্রঃ)। বি. **অর্থাগম**—ধনপ্রাপ্তি। বি. **অর্থোপার্জন**—টাকা আয়।

অর্থ২—বি. তাৎপর্য বা মানে (শব্দের বা শাস্ত্রের অর্থ, বিদ্রূপের অর্থ, যথার্থ)। বি. **~গ্রহ**—অর্থবোধ। বি. **~গৌরব**—তাৎপর্য বা ভাবের উৎকর্ষ। বিণ. **~বহ**—যাহার মধ্যে বিশেষ মানে বা তাৎপর্য নিহিত আছে, ভাবগর্ভ ; সার্থক। বি. **বাদ**—গুণকীর্তন বা নিন্দাবাদ। বিণ. **~বিৎ** (-বিদ্)—শব্দার্থজ্ঞ ; তত্ত্বজ্ঞ। বি. **~ভেদ**—তাৎপর্যের বিভিন্নতা বা বৈলক্ষণ্য। বিণ. **~যুক্ত**—মানে আছে এমন, অর্থপূর্ণ। বিণ. **~শূন্য, ~হীন**—তাৎপর্যহীন ; নিষ্ফল (**অর্থ১**-ও দ্রঃ)। বি. **~সম্পৎ**—তাৎপর্যের বা ভাবের গৌরব (**অর্থ১**-ও দ্রঃ)।

অর্থাগম—**অর্থ১** দ্রঃ।

ং—অব্য. ইহার মানে। [সং.]।

অর্থান্তর—বি. অর্থভেদ ; ভিন্ন অর্থ বা তাৎপর্য। [সং. অর্থ+অন্তর]। বি. **~ন্যাস** : অর্থালঙ্কারবিশেষ—বিশেষের দ্বারা সামান্যকে বা সামান্য দ্বারা বিশেষকে সমর্থন (যেমন, 'সবই যায়, কিছুই থাকে না ; থাকে শুধু কীর্তি ; কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে' : চ. ব.)।

অর্থাপত্তি—বি. কাব্যে অর্থালঙ্কার ও দর্শনে অনুমান বিশেষ ; ইহাতে এক অর্থ হইতে অন্যপ্রকার অর্থের 'আপত্তি' (=প্রাপ্তি) হয়।

অর্থালঙ্কার—বি. (ব্যাক.) বাক্যের অর্থসম্বন্ধী অলঙ্কার। [সং. অর্থ২ + অলঙ্কার]।

অর্থিত—বিণ. যাহার নিকট বা যে বস্তু প্রার্থনা করা হইয়াছে এমন ; প্রার্থিত, যাচিত ; জিজ্ঞাসিত। [সং. √অর্থ্ + ত (র্ম)]।

অর্থী (-র্থিন্)—বিণ. যাহার প্রয়োজন আছে (চিকিৎসার্থী) ; প্রার্থনাকারী, অভিলাষী (বিদ্যার্থী), বাদী, অভিযোক্তা। [সং. অর্থ(=প্রয়োজন বা কামনা)+ইন্]। বি. **অর্থি-প্রত্যর্থী**—বাদী ও প্রতিবাদী।

অর্থে—অব্য. নিমিত্তে, জন্য। [**অর্থ১** দ্রঃ]।

অর্ধ—(১) বি. দুইভাগের একভাগ (অসম অর্ধ) ; সমান দুইভাগের একভাগ (দেহের অর্ধ)। (২) বিণ. বিণ-বিণ. আধা, আধাআধি (অর্ধাংশ), দুইভাগে বিভক্ত (অর্ধ-বঙ্গ) ; অসম্পূর্ণ (অর্ধাশন)। (৩) ক্রি-বিণ. আংশিক-ভাবে (অর্ধনির্মিত, অর্ধভুক্ত)। [সং.]। বি. **~চন্দ্র**—অর্ধপ্রকাশিত চন্দ্র, (ব্যঙ্গে) গলাধাক্কা, প্রহার (অর্ধচন্দ্র দেওয়া)। বিণ. **~চন্দ্রাকার, ~চন্দ্রাকৃতি**—চন্দ্রের অর্ধাংশের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। বি **~দিবস**—অর্ধেক দিন, দুই প্রহর, মধ্যাহ্ন, এক দিনরাত্রির অর্ধেক, চার প্রহর। বি. **~নারীশ্বর**—একদেহে মিলিত হর-গৌরীর যুগলমূর্তি। বিণ. **~নিমীলিত**—আধবোজা। বি. **~পথ**—মাঝপথ। বিণ **~পরিস্ফুট**—অস্পষ্ট। বিণ. **~বয়স্ক**—মধ্যবয়সী, প্রৌঢ়। বি. **~ভাগ**—অর্ধেক। বি. **~রাত্র**—মধ্যরাত্র। বি. **~শত**—এক শতের অর্ধেক, পঞ্চাশ। বিণ. **~স্ফুট**—অস্পষ্ট, আধো-আধো ; অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত। বি. **অর্ধাংশ**—সমান দুইভাগের এক ভাগ, অর্ধেক। বি. **অর্ধাঙ্গ**—দেহের অর্ধাংশ ; (ব্যঙ্গে) পতি, স্বামী। বি. (স্ত্রী.) **অর্ধাঙ্গিনী**—পত্নী। বি. **অর্ধার্ধ**—অর্ধেকের অর্ধেক ; সিকি অংশ। বিণ. ক্রি-বিণ. **অর্ধাধি**—দুই সমান অংশে (অর্ধাধি ভাগ করা)। বি **অর্ধাশন**—আধপেটা ভোজন (অর্ধাশনে দিনযাপন)। **অর্ধাসন**—আসনের অর্ধভাগ। **অর্ধেক**—**অর্ধ**-এর অনুরূপ। বি. **অর্ধেন্দু**—অপূর্ণো-দিত চন্দ্র ; চন্দ্রের অংশ। বি. **অর্ধেন্দুমৌলি, অর্ধেন্দু-শেখর**—মহাদেব। বিণ. **অর্ধোচ্চারিত**—অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত। বি. **অর্ধোদয়**—পৌষের বা মাঘের অমাবস্যায় দিবাভাগে রবিবারে শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাত-ঘটিত যোগবিশেষ। বিণ. **অর্ধোদিত**—সম্পূর্ণ উদিত হয় নাই এমন ; আধাআধি উদিত।

অর্পণ—বি. দান ; প্রদান ; ন্যস্তকরণ ; সংস্থাপন। [সং. √অর্পি+অন (ভা)]। বিণ. **অর্পিত**—অর্পণ করা

হইয়াছে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **অর্পিতা**। বিণ. **অর্পণীয়**—অর্পণযোগ্য। বিণ. বি. **অর্পয়িতা** (-তৃ)—অর্পণকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **অর্পয়িত্রী**।

অর্বাচীন—বিণ. পশ্চাদ্বর্তী; নবীন, আধুনিক, অপ্রবীণ; অপরিপক্ববুদ্ধি, মূর্খ। [সং. অর্বাচ্+ঈন]। বি. **~তা**।

অর্বুদ—বি. দশ কোটি; রোগবিশেষ, আব, tumour। [সং.]।

অর্শ—বি. মলনালীর রোগবিশেষ, piles। [সং. √ঋ+শ+অ (র্তৃ)]।

অর্সা, অর্সান, অর্সানো (বর্জি.) **অর্শা**, (বর্জি.) **অর্শান**, (বর্জি.) **অর্শানো**—ক্রি. বর্তানো; উত্তরাধিকার সংসর্গ ইত্যাদি কারণে প্রাপ্য হওয়া, অধিকারে আসা বা স্পর্শ করা (পিতার সম্পত্তি পুত্রে অর্সে, দোষ অর্সে)। [বাং. √অর্স্+আ, √অর্সা+আন (ফা. √উর্স্)]।

অর্হ—(১) বিণ. যোগ্য (সম্মানার্হ)। (২) বি. মূল্য (মহার্হ)। [সং. √অর্হ (=যোগ্যতা বা পূজা)+অ। বিণ.(স্ত্রী.) **অর্হা**। বি. **~ণ**, **~ণা**—পূজা; যোগ্যতা। বিণ. **~ণীয়**—পূজ্য।

অর্হৎ—বি. নির্বাণপ্রাপ্ত বা নির্বাণের অধিকারী বৌদ্ধ অথবা জৈন সন্ন্যাসী; বুদ্ধদেব। [সং. √অর্হ্+অৎ+(শতৃ-'পূজ্য' অর্থে)]।

অল—বি. (প্রধানতঃ বৃশ্চিকের) হুল। [সং.]।

অলক—বি. চূর্ণকুন্তল, পার্শ্বের বা সম্মুখের কেশগুচ্ছ; কোঁকড়ান কেশদাম ('অলকে কুসুম না দিও': রবীন্দ্র)। [সং.]। বি. **অলক, অলকমেঘ**—পেঁজা তুলা বা কেশগুচ্ছের ন্যায় দৃষ্ট মেঘ, cirrus।

অলকনন্দা, অলকানন্দা—বি. স্বর্গের গঙ্গা, গঙ্গোত্তরীর নিকটে গঙ্গার ধারাবিশেষের নাম। [সং.]।

অলকা—বি. ধনদেবতা কুবেরের পুরী। [সং.]।

অলকাতিলক, অলকাতিলকা—বি. চন্দনদ্বারা মুখচিত্রণ, তিলকফোঁটা, পত্রলেখা ('অলকাতিলক ভালে': বিপ্র.)। [সং. অলকা+তিলক, তিলকা]।

অলক্ত, অলক্তক—বি. লাক্ষারস, আলতা। [সং. ন+রক্ত; অলক্ত+ক (স্বার্থে)]। বি. **অলক্তরাগ**—আলতার রঙ বা আভা।

অলক্ষণ—(১) বি. কুলক্ষণ; অশুভ চিহ্ন। (২) বিণ. কুলক্ষণযুক্ত, অপয়া। [সং. ন+লক্ষণ]। বিণ. (স্ত্রী.) **অলক্ষণা**।

অলক্ষণে, অলক্ষুণে—বিণ. কুলক্ষণযুক্ত; অপয়া। [সং. অলক্ষণ+বাং. ইয়া>এ]।

অলক্ষিত—বিণ. লক্ষিত হয় নাই এমন, দৃষ্টিপথের বহির্ভূত, (অলক্ষিত কারণে, উদ্দেশ্যে)। [সং. ন+লক্ষিত]। ক্রি-বিণ. **~ভাবে, অলক্ষিতে**—অতর্কিতে, অজ্ঞাতসারে; দৃষ্টির অগোচরে।

অলক্ষ্মী—বি. দুর্ভাগ্যের দেবী; দুর্ভাগিনী বা দুর্ভাগ্যদায়িনী নারী। [সং. ন+লক্ষ্মী]। **অলক্ষ্মীতে পাওয়া**—দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া; এমন আচরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়া যাহার ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। **অলক্ষ্মীর দশা**—শ্রীহীনতা; দারিদ্র্য। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি**—অভাব, দুর্দশা।

অলক্ষ্য—(১) বিণ. দেখা যায় না এমন, অদৃশ্য, দৃষ্টির অগোচর (অলক্ষ্য প্রভাব); অনির্ণেয়। (২) বি. (বাং.) অন্তরাল, অদৃশ্য স্থান (অলক্ষ্য হইতে, সকলের অলক্ষ্যে); স্বর্গ, শূন্য ('অলক্ষ্যের পানে': রবীন্দ্র)।

অলখ—বিণ. দৃষ্টির অগোচর ('অলখ আলোকে': রবীন্দ্র)। [সং. অলক্ষ্য]। বি. **~ঝোরা**—দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত ঝরনা।

অলখিতে—ক্রি-বিণ. **অলক্ষিতে**-র কোমল রূপ; অজ্ঞাতসারে ('অলখিতে চিত হরিয়া লইল': গো. দা.)।

অলঙ্কার, অলংকার—বি. গহনা, ভূষণ, আভরণ; প্রসাধন, সজ্জা; শোভা; গৌরব (বিদ্বান্ দেশের অলঙ্কার); ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধিকর গুণ (যেমন অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, ইত্যাদি)। [সং. অলম্+√কৃ+অ (ণে)]। বি. **~শাস্ত্র**—কাব্যালঙ্কারসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। বি. **অলঙ্করণ, অলংকরণ, অলঙ্কৃতি, অলংকৃতি**—অলঙ্কার; অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিতকরণ; প্রসাধন; চিত্রণ; সাহিত্যে অনুপ্রাস-উপমাদির প্রয়োগ। বিণ. বি. **অলঙ্কর্তা, অলংকর্তা**—(-র্তৃ) অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিতকারী; প্রসাধক। বি. (স্ত্রী) **অলঙ্কর্ত্রী, অলংকর্ত্রী**। বিণ. **অলঙ্কৃত, অলংকৃত**—ভূষিত, সজ্জিত।

অলঙ্ঘন—বি লঙ্ঘন বা অবহেলা না করা, লঙ্ঘন বা উপবাস-পালন না করা। [সং. ন+লঙ্ঘন]। বিণ. **অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য**—লঙ্ঘন করা অনুচিত বা অসম্ভব (অলঙ্ঘ্য ব্যবধান); অবশ্য প্রতিপাল্য।

অলজ্জ—বিণ. লজ্জাহীন। [সং. ন+লজ্জা]। বিণ. **অলজ্জিত**—লজ্জা পায় নাই এমন।

অলপ—**অল্প**-র কোমল রূপ।

অলপ্পেয়ে—বিণ. (গালিতে) স্বল্পায়ু। [সং. অল্পায়ুঃ]।

অলবড্ডে, অলবড্যে—বিণ. অগোছাল; অসাবধান; নির্বুদ্ধি, হাবাগবা। [দেশী]।

অলব্ধ—বিণ. অপ্রাপ্ত। [সং. ন+লব্ধ]।

অলভ্য—বিণ. অপ্রাপ্য। [সং. ন+লভ্য]।

অলর্ক—বি. ক্ষিপ্ত কুকুর। [সং.]।

অলস—বিণ. শ্রমবিমুখ, নিরুদ্যম, জড়প্রকৃতি; মন্থর (অলসগতি)। [সং. ন+√লস্ ('শ্লেষণে'=লগ্ন থাকা)+অ (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

অলাত—বি. জ্বলন্ত অঙ্গার। [সং. ন+√লা+ত (র্ম)]। বি. **~চক্র**—জ্বলন্ত অঙ্গার বেগে ঘুরাইবার কালে দৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী বহ্নিরেখা, চক্রাকার বহ্নি।

অলাবু—বি. লাউ। [সং]।

অলাভ—বি. লাভহীনতা; লোকসান; ক্ষতি। [সং. ন+লাভ]।

অলি১—বি. ভ্রমর; বৃশ্চিক; মদ্য (অলিপান)। [সং.]।

অলি২—বি. অভিভাবক; রক্ষক। [আ. ৱলি]।

অলি-অছি—বি. নাবালকের অভিভাবক ও সম্পত্তিরক্ষক। [অলি২+অছি]।

অলিকুল—বি. ভ্রমরের দল। [অলি১+কুল১]

অলিখিত—বিণ. যাহা লিপিবদ্ধ বা লেখা হয় নাই (অলিখিত নিয়ম, চুক্তি)। [সং. ন+লিখিত]।

অলিগলি—বি. সঙ্কীর্ণ পথ, গলিঘুঁজি। [বাং. অলি (সহচর শব্দ) + গলি]।

অলিজিহ্বা—বি. আল্‌জিভ। [সং.]।

অলিঞ্জর—বি. বড় মৃন্ময় পাত্র, জালা। [সং.]।

অলিন্দ—বি. বারান্দা, চাতাল।

অলী (-লিন্)—বি. ভ্রমর ; বৃশ্চিক। [সং.]।

অলীক—(১) বি. অসত্য, মিথ্যা। (২) বিণ. অমূলক ; বৃথা, অসার (অলীক স্বপ্ন)।

অলুক্(-লুচ্)—(১) বিণ. লোপরহিত। (২) বি. লোপাভাব। [সং. ন + লুক্ (লুচ্)]। বি. **~সমাস**—(ব্যাক.) যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না (যেমন, যুধি + স্থির = যুধিষ্ঠির, গায়ে + হলুদ = গায়েহলুদ)।

অলোকদৃষ্টি—বি. অতীন্দ্রিয় বস্তু বা ব্যাপার দর্শনের শক্তি, clairvoyance। [সং. ন + লোক + দৃষ্টি]।

অলোকসাধারণ—বিণ. মনুষ্যলোকে সাধারণ নহে বা সাধারণতঃ ঘটে না এমন, অসাধারণ, অলৌকিক। [সং. ন + লোক + সাধারণ]।

অলোকসামান্য—বিণ. মনুষ্যলোকে সামান্য অর্থাৎ সাধারণ নহে এমন, অসাধারণ অলৌকিক। [সং. ন + লোক + সামান্য]। বিণ. (স্ত্রী.) **অলোকসামান্যা**।

অলোকসুন্দর—বিণ. মনুষ্যলোকে দুর্লভ এমন সুন্দর, অসামান্য সুন্দর। [সং. ন + লোক + সুন্দর]। বিণ. (স্ত্রী.) **অলোকসুন্দরী**।

অলৌকিক—বিণ. মনুষ্যের পক্ষে বা মনুষ্যলোকে অসম্ভব, যাহা পৃথিবীর নয় এমন, লোকাতীত (অলৌকিক শক্তি, সৌন্দর্য)। [সং. ন + লৌকিক]।

অল্প—(১) বিণ ঈষৎ, কম; একটু, সামান্য ; লঘু (অল্পপ্রাণ) ; অনুদার, হীন (অল্পমতি) ; ক্ষুদ্র (অল্পশক্তি)। (২) সর্ব. কম লোক বা বস্তু বা বিষয় (অল্পেই জানে, অল্পের জন্য, অল্পের লোভে)। [সং.]। **অল্প জলের মাছ**—সামান্য পুঁজিবিশিষ্ট ধনগর্বী ব্যক্তি ; যে ব্যক্তি সামান্য বিদ্যা লইয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ভান করে। বিণ. **~জীবী** (-বিন্)—অল্পকাল বাঁচে এমন। বিণ. **~জ্ঞ**—অল্পজ্ঞানসম্পন্ন। বি. **~তা, ~ত্ব**। বিণ. **~দর্শী** (-র্শিন্)—অদূরদর্শী। বিণ. **~প্রাণ**—ক্ষীণায়ু, ক্ষুদ্রপ্রাণ, অনুদার ; (ব্যাক.—বর্ণসম্বন্ধে) ক্ষীণ শ্বাসযোগে উচ্চারিত। **অল্পপ্রাণ বর্ণ**—প্রতি বর্গের ১ম ৩য় ৫ম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্। বিণ. **~বয়স্ক**—বয়স অল্প এমন। বিণ. **~বিদ্য**—অল্প লেখাপড়া জানে এমন। **অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী**—সামান্য বিদ্যা বড় ক্ষতিকর কারণ ইহাতে অহঙ্কার জন্মে অথচ প্রকৃত পাণ্ডিত্য লাভ হয় না। বিণ **~বিস্তর**—মোটামুটিরকম; একটু-আধটু; কিছুটা। বিণ. **~বুদ্ধি**—সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন, মন্দমতি ; জড়বুদ্ধি। বিণ. **~ভাষী** (-ষিন্)—অল্প কথা বলে এমন, মিতবাক্। বিণ. **~মতি**—হীনচেতা, নীচ ; অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। বিণ. **~স্বল্প**—একটু-আধটু। বিণ. **অল্পাধিক**—কমবেশি ; (একটু) কম বা বেশি। বিণ. **অল্পায়ুঃ** (-য়ুস্), (চলিত) **অল্পায়ু**—অল্পকাল বাঁচে এমন। বিণ. **অল্পাশয়**—হীনমতি ; তুচ্ছ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করে এমন। **অল্পাহার**—(১) বি. অল্প পরিমাণে ভোজন, লঘু ভোজন। (২) বিণ. অল্পাহারী। বিণ. **অল্পাহারী**—অল্প আহার করে এমন ; খোরাক কম এমন। **অল্পেয়ে, অলপ্পেয়ে**—(প্রধানতঃ গালিতে) **অল্পায়ুঃ**-র বিকৃত রূপ। ক্রিবিণ. **অল্পেঅল্পে**—ক্রমশঃ ধীরে-ধীরে ; সামান্যের উপর দিয়া।

অশক্ত—বিণ. অক্ষম, অপারগ (ভারগ্রহণে অশক্ত) ; দুর্বল। [সং. ন + শক্ত]। বি. **অশক্তি**—শক্তির অভাব।

অশক্য—বিণ. অসাধ্য ; ক্ষমতার অতীত। [সং. ন + শক্য]।

অশঙ্ক—বিণ. শঙ্কাহীন ; নির্ভীক ; নিরুদ্বেগ। [সং. ন + শঙ্কা]। বিণ. **অশঙ্কনীয়**—শঙ্কার অযোগ্য। বিণ. **অশঙ্কিত**—শঙ্কিত নহে এমন।

অশথ—**অশ্বত্থ**-এর কথ্য রূপ।

অশন—বি ভোজন, আহার ; খাদ্যদ্রব্য। বি. **~বসন** অন্নবস্ত্র। [সং. √ অশ্ + অন (ভা, র্ম)]।

অশনি—বি. বজ্র, কুলিশ, বাজ (অশনি-সঙ্কেত)। [সং. √ অশ্ + অনি (র্তৃ)]। বি. **~পাত, ~সম্পাত**—বজ্রপতন।

অশরণ—বিণ. বি. নিরাশ্রয়, নিঃসহায় (ব্যক্তি) ('শুধা এনেছে অশরণ লাগি রে' : র. সে.)। [সং. ন + শরণ]।

অশরীরী (-রিন্)—বিণ. দেহহীন, নিরাকার। [সং. ন + শরীর + ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **অশরীরিণী**।

অশান্ত—বিণ চঞ্চল, অস্থির ; দুরন্ত ; প্রবোধহীন (অশান্ত হৃদয়)। [সং ন + শান্ত]।

অশান্তি—বি. শান্তির অভাব ; মানসিক যন্ত্রণা ; কলহ ; গোলমাল। [সং. ন + শান্তি]।

অশালীন—বিণ. শালীনতাবর্জিত, অশিষ্ট, কুৎসিত (অশালীন উক্তি, আচরণ)। [সং. ন + শালীন]। **অশাশ্বত**—বিণ. অস্থির, অনিত্য, নশ্বর। [সং. ন + শাশ্বত]।

অশাসন—বি. শাসনের অভাব। [সং. ন + শাসন]। বিণ. **অশাসিত**—শাসন করা হয় না এমন। বিণ. **অশাস্য**—শাসনের অসাধ্য, শাসনবহির্ভূত।

অশাস্ত্র—(১) বি. যাহা শাস্ত্রমধ্যে গণ্য নহে ; কুশাস্ত্র। (২) বিণ. শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; অবৈধ। [সং. ন + শাস্ত্র]। বিণ. **অশাস্ত্রীয়**—শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; শাস্ত্রবহির্ভূত (অশাস্ত্রীয় বিধি, ব্যবস্থা)।

অশিক্ষা—বি. শিক্ষার অভাব, কুশিক্ষা। [সং. ন + শিক্ষা]। বিণ. **অশিক্ষিত**—শিক্ষা পায় নাই এমন ; বিদ্যাহীন ; মূর্খ। বিণ. (স্ত্রী.) **অশিক্ষিতা**।

অশিব—(১) বি. অকল্যাণ ; অমঙ্গল। (২) বিণ. অশুভ। [সং. ন + শিব]।

অশিষ্ট—বিণ. অসভ্য, অভদ্র ; দুরন্ত। [সং. ন + শিষ্ট]। বি. **~তা**।

অশীতি—বি. বিণ. আশি, ৮০। [সং.]। বিণ. **~তম**—আশি-সংখ্যক। বিণ. **~পর**—আশিরও অধিক বয়সবিশিষ্ট ; অতিবৃদ্ধ।

অশুচ—**অশৌচ**-এর কথ্য রূপ।

অশুচি—বিণ. অপবিত্র; অশুদ্ধ। [সং. ন+শুচি]। বি. **~তা**।

অশুদ্ধ—বিণ. অপবিত্র; অসংস্কৃত, অশোধিত; ভ্রমপূর্ণ। [সং. ন+শুদ্ধ]। বি. **অশুদ্ধি**—অপবিত্রতা; ভুল। বি. **অশুদ্ধিপত্র**—ভ্রমপ্রমাদের (সংশোধনসহ) তালিকা-পত্র।

অশুধ—'অশৌচ'-অর্থে **অশুদ্ধি**-র গ্রাম্য বিকৃত রূপ।

অশুভ—(১) বি. অকল্যাণ; পাপ। (২) বিণ. অকল্যাণ-কর। [সং. ন+শুভ]। বিণ. **~কর, ~ঙ্কর**—অমঙ্গল-জনক।

অশেষ—বিণ. শেষহীন (অশেষ ধন্যবাদ); অনন্ত, অসীম; অনেক (অশেষপ্রকার)। [সং. ন+শেষ]। বিণ. **~জ্ঞ, ~তত্ত্বজ্ঞ**—অজানা কিছুই নাই এমন জ্ঞানসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ। বিণ. **~বিধ**—নানাপ্রকার, সর্বপ্রকার।

অশোক—(১) বি. শোকহীন। (২) বি. গাঢ় লালবর্ণ ফুলযুক্ত বৃক্ষবিশেষ; মগধের বিখ্যাত রাজচক্রবর্তী। [সং. ন+শোক]। বি. **~কানন, ~বন**—অশোক-বৃক্ষপূর্ণ বাগান (বিশেষতঃ যেখানে সীতাদেবী বন্দিনী ছিলেন)। বি. **~লিপি**—রাজা অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ শিলা-লিপি। বি. **~ষষ্ঠী**—চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠী। বি. **~স্তম্ভ**—সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর-স্তম্ভ। [অশোকস্তম্ভের শীর্ষে তিনদিকে তিনটি সিংহ এবং তাহাদের মাঝখানে তিনটি চক্র (অশোকচক্র) আছে। স্তম্ভটি স্বাধীন ভারতের সরকারী প্রতীকচিহ্ন। অশোক-চক্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় স্থান পাইয়াছে]।

অশোচনীয়, অশোচ্য—বিণ. যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে। [সং. ন+শোচনীয়, শোচ্য]।

অশোভন—বিণ. শোভা পায় না এমন; বেমানান। [সং. ন+শোভন]। বিণ.(স্ত্রী.) **অশোভনা**। বি. **~তা**।

অশৌচ—বি. অশুদ্ধি; আত্মীয়ের জন্মজনিত বা মৃত্যু-জনিত দেহাশুদ্ধি। [সং. ন+শৌচ]। বি. **অশৌচান্ত** অশৌচ অবস্থার শেষ বা শেষ দিন।

অশ্ব—বি. ঘোড়া। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **অশ্বা**। বিণ. **~কোবিদ**—ঘোড়াসম্বন্ধে অভিজ্ঞ। বি. **~খুর**—ঘোড়ার খুর; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বি. **~গন্ধা**—ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বিশেষ। বি. **~ডিম্ব**—কাল্পনিক বা অসার বস্তু। বি. **~তর**—অশ্ব ও গর্দভের মিলনজাত প্রাণী, খচ্চর। বি. (স্ত্রী.) **~তরী**। বি. **~পাল, ~রক্ষক**—ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক (কর্মচারী), সহিস। বি. **~মুখী**—কিন্নরী। বি. **~মেধ**—যজ্ঞবিশেষ (ইহাতে ঘোড়া বলি হইত)। বি. **~যান**—ঘোড়ায় টানা যাত্রিবাহী গাড়ি। বি. **~শালা**—আস্তাবল। বি. **~সাদী** (-দিন্)—অশ্বারোহী।

অশ্বত্থ—বি. বৃক্ষবিশেষ, পিপ্পল। [সং.]

অশ্বশক্তি—বি. বিদ্যুৎ বা বাষ্পের দ্বারা চালিত যন্ত্রের শক্তি-নির্ণয়ের মাপকাঠি; এক অশ্বের শক্তির স্বীকৃত পরিমাণ (অর্থাৎ ১ মিনিটে প্রায় ৪০ মণ ওজন ১ ফুট উঁচু করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি), Horse-power।

অশ্বারূঢ়—বিণ. ঘোড়ায় চড়িয়া আছে এমন। [সং. অশ্ব+আরূঢ়]।

অশ্বারোহণ—বি. ঘোড়ায় চড়া। [সং. অশ্ব+আরোহণ]।

অশ্বারোহী (-হিন্)—বি. ঘোড়সওয়ার। [সং. অশ্ব+আরোহিন্]।

অশ্বিনী—বি. (স্ত্রী.) অশ্বারূপধারিণী সূর্যপত্নী; আদি-নক্ষত্র; (অশু.) ঘোটকী। [সং. অশ্ব (=অশ্বের আকৃতি) +ইন্+ (অস্ত্যর্থে) ঈ]। বি. **~কুমার, ~সুত**—দেবচিকিৎসক যমজ দেবভ্রাতৃদ্বয়।

অশ্ম—বি. শিলা, প্রস্তর, শিলাজতু, bitumen। [সং.]। বি. **~মণ্ডল**—পৃথিবীর প্রস্তরময় স্তর, lithosphere [বি. প.]। বিণ. **~র**—প্রস্তরময়। বি. **~রী**—পাথুরি-রোগ। বিণ. **অশ্মীভূত**—প্রস্তরে পরিণত, শিলীভূত, fossilized।

অশ্রদ্ধ—**অশ্রদ্ধা** দ্রঃ।

অশ্রদ্ধা—বি. অভক্তি (অশ্রদ্ধার দান), অরুচি ঘৃণা; অপ্রবৃত্তি; অননুরাগ। [সং. ন+শ্রদ্ধা]। বিণ. **অশ্রদ্ধ**—শ্রদ্ধাহীন; আস্থাহীন। বিণ. **অশ্রদ্ধেয়**—শ্রদ্ধার অযোগ্য; অবিশ্বাস্য (এ কথা অশ্রদ্ধেয়)।

অশ্রান্ত—(১) বিণ. শ্রান্তিহীন; অক্লান্ত; বিরামহীন (অশ্রান্ত উদ্যম, অধ্যবসায়)। (২) ক্রি-বিণ. অবিরত। [সং. ন+শ্রান্ত]। বি. **অশ্রান্তি**—শ্রান্তিহীনতা; বিরাম-হীনতা।

অশ্রাব্য—বিণ. শোনার অযোগ্য; অশ্লীল। [সং. ন+শ্রাব্য]।

অশ্রু—বি. চোখের জল। [সং.]। বি. **~জল** (অশু.)—অশ্রু। বি. **~পাত, ~বর্ষণ, ~মোচন**—অশ্রুবিসর্জন, ক্রন্দন। বিণ. **~পূর্ণ**—চোখের জলে ভরা। বিণ. (স্ত্রী.) **~মুখী**—অশ্রুসিক্ত মুখবিশিষ্টা। বিণ. **~রুদ্ধ**—(চাপা) কান্নার দ্বারা রুদ্ধ বা ব্যাহত (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ)।

অশ্রুত—বিণ. শোনা যায় নাই বা হয় নাই এমন। [সং. ন+শ্রুত]। বিণ. **~পূর্ব**—পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই এমন।

অশ্রেয়ঃ (-য়স্), (চলিত) **অশ্রেয়**—(১) বিণ. অহিতকর; অপ্রশস্ত, অধম। (২) বি. অকল্যাণ; অহিত, অনর্থ। [সং. ন+শ্রেয়স্]। বিণ. **অশ্রেয়স্কর**—অশুভ; অমঙ্গল-কর।

অশ্রোত্রিয়—(১) বি. বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ। (২) বিণ. শ্রোত্রিয়হীন, বেদজ্ঞব্রাহ্মণশূন্য। [সং. ন+শ্রোত্রিয়]।

অশ্লীল—বিণ. কুৎসিত, জঘন্য; কুরুচিপূর্ণ; লালসাপূর্ণ। [সং. ন+শ্লীল]। বি. **~তা**।

অশ্লেষা—বি. (অশুভ) নক্ষত্রবিশেষ। [সং.]।

অষুধ—**ঔষধ**-এর বিকৃত কথ্য রূপ। ক্রি. **অষুধ করা**—মন্ত্রাদিদ্বারা বশ করা, গুণ করা।

অষ্ট—(-ষ্টন্)—বি. বিণ. আট, ৮। [সং.]। **অষ্ট ঐশ্বর্য**

—ঈশ্বর বা শিবের অষ্টপ্রকার বিভূতি অথবা অলৌকিক গুণ। **~ক**—(১) বি. আটের সমষ্টি; আটটি অধ্যায়যুক্ত বা শ্লোকসংবলিত গ্রন্থ। (২) বিণ. অষ্টসংখ্যক। বিণ. **~চত্বারিংশ, ~চত্বারিংশত্তম**—আটচল্লিশের পূরক, আটচল্লিশ সংখ্যক। বি. বিণ. **~চত্বারিংশৎ**—আটচল্লিশ। বি. **~দিক্‌পাল**—ইন্দ্র বহ্নি যম নৈঋ্‌ত বরুণ মরুৎ কুবের ঈশান—আটটি দিকের এই আটটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অব্য. **~ধা**—আট প্রকার বা প্রকারে; আট বার বা আট বারে। বি. **~ধাতু**—স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র পিত্তল কাংস্য ত্রপু (রাং) সীসক ও লৌহ। বি. বিণ **~নবতি**—আটানব্বই। বিণ. **~নবতিতম**—আটানব্বইয়ের পূরক, আটানব্বই সংখ্যক। বি. **~নাগ** অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট শঙ্খ। বি **~নায়িকা**—মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী অপরাজিতা নন্দিনী নারসিংহী কৌমারী। বি. **~নিধি**—কুবেরের পদ্ম মহাপদ্ম প্রভৃতি অষ্ট (মতান্তরে নব-) নিধি। বি. বিণ. **~পঞ্চাশৎ**—আটান্ন। বিণ **~পঞ্চাশত্তম**—আটান্নর পূরক, আটান্ন সংখ্যক। **~পর —অষ্টপ্রহর**-এর গ্রাম্য রূপ। **~পাদ**—বি. মাকড়সা, শরভ-নামক মৃগ-বিশেষ। **~প্রহর**—(১) বি. দিবারাত্র : দিবারাত্র-ব্যাপী সংকীর্তন। (২) ক্রি-বিণ. দিবারাত্র ব্যাপিয়া (অষ্টপ্রহর সতর্ক থাকা)। বি. **~বজ্র**—বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি, দুর্গার অসি। **~বসু**—ভব ধ্রুব সোম বিষ্ণু অনিল অনল প্রত্যূষ প্রভাস : দক্ষ-কন্যা বসুর এই অষ্টপুত্র। **~বিধ**—আট রকম। **~ভুজা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) আটখানি হাতবিশিষ্টা। (২) বি. দুর্গাদেবী। বিণ. **~ম**—আট সংখ্যার পূরক। বি (স্ত্রী.) **~মঙ্গলা**—দুর্গার মূর্তিবিশেষ। বি. **~মাংশ**—আটভাগের একভাগ। বি. **~মী**—তিথিবিশেষ। বি. **~মূর্তি**—শিব; শিবের সর্ব ভব রুদ্র উগ্র ভীম পশুপতি মহাদেব ও ঈশান অথবা পঞ্চভূত সূর্য চন্দ্র ও যজমান. এই আট মূর্তি। বি. **~রম্ভা**—(বাং.) কিছুই না, ফাঁকি, ঘোড়ার ডিম। বি. বিণ **~ষষ্টি**—আটষট্টি। বিণ. **~ষষ্টিতম**—আটষট্টির পূরক, আটষট্টি সংখ্যক। বি. বিণ. **~সপ্ততি**—আটাত্তর। বিণ. **~সপ্ততিতম**—আটাত্তরের পূরক, আটাত্তর সংখ্যক। বি. **~সিদ্ধি**—অণিমা মহিমা গরিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য ঈশিত্ব বশিত্ব : যোগের এই অষ্ট ঐশ্বর্য। বিণ. **অষ্টাংশিত**—আটভাগে বিভক্ত : (কাগজসম্বন্ধে) আটপাতায় ভাঁজ-করা; octavo। বি. **অষ্টাঙ্গ**—দেহের অষ্ট অবয়ব (যথা, দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ মতান্তরে বাক্য, মেরুদণ্ড মতান্তরে মন: অথবা পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি, দুই হাঁটু, দুই হস্ত, বক্ষ ও নাসা); যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি. এই আটপ্রকার যোগ। (আয়ু) বিণ. শলা-শলাকা-কায় ইঃ অষ্টবিধ (চিকিৎসা)। বিণ **অষ্টাত্রিংশ, অষ্টাত্রিংশত্তম**—আটত্রিশ সংখ্যার পূরক, আটত্রিশ সংখ্যক। বি. বিণ. **অষ্টাত্রিংশৎ**—আটত্রিশ। **অষ্টাদশ**—(১) বি. বিণ. আঠার। (২) বিণ. আঠার সংখ্যার পূরক, আঠার সংখ্যক। **অষ্টাদশী**—(১) বিণ. **অষ্টাদশ**-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বিণ. (স্ত্রী.) আঠার বৎসর বয়স্কা। বি. **অষ্টাপদ**—স্বর্ণ ('কাঠের সেঁউতী মোর হইল অষ্টাপদ' : ভা. চ.) [সং. অষ্টন্ (আটপ্রকার ধাতু) + পদ (প্রাধান্য)]। বি. **অষ্টাবক্র**—পৌরাণিক মুনিবিশেষ : ইঁহার শরীর অষ্টস্থানে বক্রতাযুক্ত ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। বিণ. **অষ্টাবিংশ, অষ্টাবিংশতিতম**—বিণ. আটাশ সংখ্যার পূরক, আটাশসংখ্যক। বি. বিণ. **অষ্টাবিংশতি**—আটাশ। বি. বিণ. **অষ্টাশীতি**, (চলিত) **অষ্টাশি, অষ্টাশী**—আটাশি। বিণ. **অষ্টাশীতিতম**—অষ্টাশি সংখ্যার পূরক, অষ্টাশি সংখ্যক। **অষ্টাহ**—বি. আট দিন।

অষ্টি—বি. আঠি, বিচি, বীজ। [সং.]।

অষ্টেপৃষ্ঠে, আষ্টেপৃষ্ঠে—ক্রি-বিণ. সর্বাঙ্গে। [সং. অষ্ট + পৃষ্ঠ (= অঙ্গ)]।

অষ্টোত্তর—বিণ. অষ্টাধিক। [সং. অষ্ট + উত্তর]।

অষ্ঠি—বি. আঠি, বিচি, বীজ। [সং.]।

অসংকুচিত, অসংকোচ—যথাক্রমে **অসঙ্কুচিত** ও **অসঙ্কোচ**-এর বানানভেদ।

অসংখ্য—বিণ. সংখ্যাতীত, অগণ্য। [সং. ন + সংখ্যা]।

অসংখ্যেয়—বিণ. সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এমন, সংখ্যাতীত। [সং. ন + সংখ্যেয়]।

অসংগত, অসংগতি—অসঙ্গত দ্রঃ।

অসংবৃত—বিণ. অনাচ্ছাদিত, আবরণশূন্য, শরীরের কাপড়-চোপড় শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে এমন। [সং. ন + সংবৃত]। বি. (স্ত্রী.) **অসংবৃতা**।

অসংযত—বিণ. সংযমহীন, উচ্ছৃঙ্খল, বন্ধন বা নিয়ম মানে না এমন। [সং. ন + সংযত]।

অসংযম—বি. সংযমহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা; রিপুপর-বশতা; নিয়ন্ত্রণের অভাব। [সং. ন + সংযম]। বিণ **অসংযমী** (-মিন্)—অসংযত।

অসংযুক্ত—বিণ. সংযুক্ত নহে এমন, পৃথক্, বিচ্ছিন্ন। [সং. ন + সংযুক্ত]।

অসংলগ্ন—বিণ. অসম্বদ্ধ; পরস্পর সম্পর্কহীন (অসংলগ্ন আলাপ); অবান্তর (অসংলগ্ন বিষয়ের অবতারণা)। [সং. ন + সংলগ্ন]।

অসংশয়—বিণ. নিঃসন্দেহ; নিশ্চিত। [সং ন + সংশয়]। ক্রি-বিণ. **অসংশয়ে**—নিঃসন্দেহে, নিশ্চয়। বিণ. **অসংশয়িত**—সন্দেহহীন, অসন্দিগ্ধ।

অসংসক্ত—বিণ. সংসর্গরহিত; সম্পর্কশূন্য। [সং. ন + সংসক্ত]।

অসংস্কৃত—বিণ. অশোধিত, অমার্জিত; অবিন্যস্ত (অসংস্কৃত কেশপাশ); চূড়াকরণ কর্ণবেধ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় সংস্কার হয় নাই এমন; সংস্কৃত ভাষা হইতে ভিন্ন। [সং. ন + সংস্কৃত]। বি. **~বাক্য**—সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় উক্ত বাক্য, অমার্জিত কথা।

অসকাল—বি. অসময়; অবসান; সন্ধ্যা, দিনাবসান ('বেলি অসকাল' : চণ্ডী.)। [বাং. অ + সকাল]।

অসকৃৎ—অব্য. বহুবার, পুনঃপুনঃ। [সং.]।

অসঙ্কুচিত—বিণ. সঙ্কোচহীন, অকুণ্ঠিত; প্রশস্ত। [সং. ন+সঙ্কুচিত]।

অসঙ্কোচ—(১) বি. সঙ্কোচহীনতা; প্রশস্ততা। (২) বিণ. সঙ্কোচহীন। [সং. ন+সঙ্কোচ]। ক্রি-বিণ. **অসঙ্কোচে**—বিনা দ্বিধায়, অকুণ্ঠভাবে।

অসঙ্গ—(১) বিণ. সঙ্গিহীন; আসক্তিশূন্য। (২) বি. পুত্র-কলত্র ও বিষয়াদি ত্যাগরূপ বৈরাগ্য, অনাসক্তি; পর-ব্রহ্ম। [সং.]।

অসঙ্গত, অসংগত—বিণ. অযৌক্তিক; অবান্তর; অন্যায্য। [সং. ন+সঙ্গত]। বি. **অসঙ্গতি, অসংগতি**—যুক্তি বা সম্বন্ধের অভাব, অসংলগ্নতা (কথার মধ্যে অসঙ্গতি); (প্রধানতঃ আর্থিক) অভাব।

অসচ্চরিত্র—বিণ. চরিত্রহীন, অসাধু, অত্যন্ত মন্দ স্বভাববিশিষ্ট। [সং. ন+সচ্চরিত্র]। বিণ. (স্ত্রী.) **অসচ্চরিত্রা**। বি. **~তা**।

অসচ্ছল—বিণ. আর্থিক টানাটানি আছে এমন (অসচ্ছল সংসার); দরিদ্র। [বাং. অ-৩+সচ্ছল]। বি. **~তা**।

অসজ্জন—বি. অসাধু বা অভদ্র ব্যক্তি। [বাং. অ-৩+সজ্জন]।

অসৎ—বিণ. মন্দ; অসাধু, সত্তাহীন, অবিদ্যমান। [সং. ন+সৎ]।

অসতর্ক—বিণ. অসাবধান। [সং. ন+সতর্ক]। বি. **~তা**।

অসতী—বিণ. বি. ব্যভিচারিণী, ভ্রষ্টা, কুলটা। [সং. ন+সতী]।

অসত্য—বিণ. মিথ্যা, অলীক, অযথার্থ। [সং. ন+সত্য]। বিণ. **~বাদী**—মিথ্যাবাদী।

অসদাচরণ—বি. দুর্ব্যবহার, দুর্বৃত্ততা। [সং. অসৎ+আচরণ]। **অসদাচার**—(১) বি. কদাচার, দুর্বৃত্ততা। (২) বিণ. অসদাচারী। বিণ. **অসদাচারী** (-রিন্)—কদাচারী, দুর্বৃত্ত।

অসদুপদেশ—বি. কুপরামর্শ। [সং. অসৎ+উপদেশ]।

অসদৃশ—বিণ. ভিন্নপ্রকার, বিসদৃশ, বিরুদ্ধ। [সং. ন+সদৃশ]।

অসদ্গ্রাহী (-হিন্)—বিণ. অবৈধদানগ্রাহী; (বিরল) ঘুষখোর। [সং. অসৎ+গ্রাহিন্]। বি. **অসদ্গ্রাহিতা**।

অসদ্বুদ্ধি—(১) বিণ কুবুদ্ধিপূর্ণ, দুর্বুদ্ধি, কুমতি। (২) বি. মন্দ বুদ্ধি বা মতি। [সং. অসৎ+বুদ্ধি]।

অসদ্ব্যবহার—বি. অভদ্র বা মন্দ আচরণ; দুর্ব্যবহার। [সং. অসৎ+ব্যবহার]।

অসদ্ভাব—বি. অভাব (খাদ্যবস্তুর অসদ্ভাব); মনোমালিন্য (প্রতিবেশীদের মধ্যে অসদ্ভাব), কলহ। [সং. অসৎ+ভাব]।

অসন্তুষ্ট—বিণ. অপ্রীত, বিরক্ত, অতৃপ্ত; ক্ষুব্ধ। [সং. ন+সন্তুষ্ট]। বি. **অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ**—বিরাগ, বিরক্তি; অতৃপ্তি।

অসন্দিগ্ধ—বিণ. সন্দেহ করে না এমন; সংশয়শূন্য, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত। [সং. ন+সন্দিগ্ধ]।

অসপত্ন—বিণ. শত্রুহীন। [সং. ন+সপত্ন]।

অ-সপিণ্ড—বিণ. (সাত পুরুষের অন্তর্গত) জ্ঞাতি ভিন্ন অন্য। [সং. ন+সপিণ্ড]।

অসবর্ণ—বিণ. ভিন্ন বর্ণ বা জাতির অন্তর্ভুক্ত। [সং. ন+সবর্ণ]। **অসবর্ণ বিবাহ**—ভিন্নবর্ণের মধ্যে বিবাহ, intercaste marriage।

অসভ্য—বিণ. অভদ্র, অমার্জিত, অশিষ্ট; অসামাজিক; বর্বর; বন্য। [বাং.+অ-৩+সভ্য]। বি. **~তা**।

অসম—বিণ. অসমান; সাদৃশ্যহীন; ভিন্নপ্রকার, বিষম, অসমতল, উঁচুনিচু। [সং. ন+সম]। বি. **~তা**। বিণ. **~দর্শী** (-র্শিন্)—পক্ষপাতী, একচোখো। বি **~দর্শিতা**। **~সাহস**—(১) বি. সম্পূর্ণ ভয়শূন্যতা, অকুতোভয়তা। (২) বিণ. দুঃসাহসিক। বিণ **~সাহসিক, ~সাহসী** (-সিন্)—অকুতোভয়।

অসমকক্ষ—বিণ. সমকক্ষ বা তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী নহে এমন। [সং. ন+সমকক্ষ]।

অসমক্ষে—ক্রি-বিণ. অগোচরে, অসাক্ষাতে পরোক্ষে। [বাং. অ-৩+সমক্ষে]।

অসমঞ্জস—বিণ. সামঞ্জস্যহীন, অসদৃশ, অসঙ্গত, বেখাপ্পা। [সং. ন+সমঞ্জস]।

অসমতল—বি. বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো। [সং. ন+সমতল]।

অসমতা, অসমদর্শী—**অসম** দ্রঃ।

অসময়—বি. অনুপযুক্ত সময় (বিবাহের পক্ষে অসময়); অপ্রকৃত সময়, অকাল (অসময়ের ফল); দুঃসময় (দেশের এখন বড় অসময়); উপযুক্ত কালের পূর্বে বা পরে (অসময়ের সন্তান)। [সং. ন+সময়]। ক্রি-বিণ. **অসময়ে**।

অসমর্থ—বিণ. অক্ষম, দুর্বল; অপটু। [সং. ন+সমর্থ]। বি. **~তা**। বিণ.(স্ত্রী.) **অসমর্থা**।

অসমর্থন—বি. অননুমোদন, স্বীকৃতির অভাব। [সং. ন+সমর্থন]।

অসমর্থিত—বিণ. অননুমোদিত, এখনও সঠিক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই এমন (অসমর্থিত সংবাদ)। [সং. ন+সমর্থিত]।

অসমসাহস, অসমসাহসী—**অসম** দ্রঃ।

অসমান—বি. একরূপ নহে এমন; অসমতল (অসমান পথ); বক্র (লাইনটা অসমান)। [সং. ন+সমান]।

অসমাপিকা—বিণ.(স্ত্রী.) অসম্পূর্ণকারিণী। [সং. ন+সমাপিকা]। **অসমাপিকা ক্রিয়া**—(ব্যাক.) বাক্যের সমাপ্তি না ঘটাইয়া অপর ক্রিয়াপদের অপেক্ষা রাখে এমন ক্রিয়া।

অসমাপ্ত—বিণ. অনিষ্পন্ন; অসম্পূর্ণ। [সং. ন+সমাপ্ত]। বি. **অসমাপ্তি**।

অসমীক্ষিত—বিণ. সমীক্ষা বা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয় নাই এমন; অপরীক্ষিত। [সং. ন+সমীক্ষিত]।

অসমীক্ষ্যকারী (-রিন্)—বিণ. অবিমৃশ্যকারী, হঠকারী; ফলাফল বিবেচনা না-করিয়া কাজ করে এমন। [সং. ন+সমীক্ষ্যকারিন্]। বি. **অসমীক্ষ্যকারিতা**।

অসমীচীন—বিণ. অসঙ্গত; অন্যায়; অনুপযুক্ত। [বাং. অ-৩+সমীচীন]।

অসমীয়া, অহমীয়া—(১) বি. আসামের ভাষা বা অধিবাসী। (২) বিণ. আসাম-সম্বন্ধীয়; আসামে জাত। [অ. আহম+বাং. ঈয়+আ]।

অসমৃদ্ধি—বি. সমৃদ্ধির অভাব; অপ্রাচুর্য। [সং. ন+সমৃদ্ধি]।

অসম্পর্ক—(১) বি. সম্পর্কের বা সম্বন্ধের অভাব। (২) বিণ. সম্পর্কহীন; সম্বন্ধহীন।

অসম্পূর্ণ—বিণ. অপূর্ণ; অসমাপ্ত। [সং. ন+সম্পূর্ণ]। বি. **~তা**।

অসম্পৃক্ত—বিণ. সম্পর্কহীন; অসম্বদ্ধ; অসংসৃষ্ট। [সং. ন+সম্পৃক্ত]।

অসম্বদ্ধ—বিণ. পরস্পর মিল নাই বা আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্ক নাই এমন; অসংলগ্ন, এলোমেলো, অর্থহীন (অসম্বদ্ধ প্রলাপ)। [সং. ন+সম্বদ্ধ]। বি. **~তা**।

অসম্বন্ধ—বিণ. সম্বন্ধশূন্য, অসংলগ্ন, অবান্তর; অসঙ্গত। [সং. ন+সম্বন্ধ]।

অসম্বাধ—বিণ. বাধাহীন; সঙ্ঘর্ষরহিত। [সং. ন+সম্বাধ]।

অসম্বৃত, অসংবৃত—বিণ. কাপড়চোপড় আলগা হইয়া গিয়াছে বা খসিয়া পড়িতেছে এমন ('দিগন্তে মেখলা তবু টুটে আচম্বিতে, অয়ি অসম্বৃতে': রবীন্দ্র)। [সং.]।

অসম্ভব—(১) বিণ. ঘটে না বা ঘটান যায় না এমন, অদ্ভুত। (২) বি. অস্বাভাবিক ঘটনা (অসম্ভবকে সম্ভব করা)। [সং. ন+সম্ভব]। বিণ. **অসম্ভাবনীয়, অসম্ভাব্য**—ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এমন, সম্ভাবনারহিত। বিণ. **অসম্ভাবিত**—অপ্রত্যাশিত; ঘটিবে বলিয়া ভাবা যায় নাই এমন।

অসম্ভ্রম—বি. অমর্যাদা; অসম্মান। [সং. ন+সম্ভ্রম]।

অসম্মত—বিণ. গররাজী, অনিচ্ছুক, অস্বীকৃত। [সং. ন+সম্মত]। বি. **অসম্মতি**—অনিচ্ছা, অস্বীকৃতি, অমত।

অসম্মান—বি. অপমান; অনাদর। [সং. ন+সম্মান]। বিণ. **অসম্মানিত**—অবমানিত।

অসহ—বিণ. অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য; (বাং.) অসহ্য। [সং. ন+√সহ্+অ (র্তৃ)]। **~ন** (১) বি অসহিষ্ণুতা। (২) বিণ. অসহিষ্ণু; ক্ষমাশূন্য; (বাং.) অসহ্য। বিণ. **~নীয়**—অসহ্য। বিণ. **~মান**—সহ্য বা ক্ষমা করিতে অসমর্থ।

অসহযোগ, অসহযোগিতা—বি. সহযোগ না করা; অপরের কাজে সাহায্য না করা; অনাদর; উপেক্ষা। [সং. ন+সহযোগ, সহযোগিতা]। বি. **অসহযোগ-আন্দোলন**—প্রজাপুঞ্জ কর্তৃক সরকারকে রাজ্যশাসন কার্যে সাহায্য না করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন, non-co-operation movement। বিণ. **অসহযোগী** (-গিন্)—অসহযোগ করে এমন।

অসহায়—বিণ. যাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই; একক, নিঃসঙ্গ। [সং. ন+সহায়]।

অসহিষ্ণু—বিণ. সহনশক্তিহীন, ধৈর্যহীন, অধীর। [সং. ন+সহিষ্ণু]। বি. **~তা**।

অসহ্য—বিণ. সহ্য করা যায় না এমন; অসহনীয়। [সং. ন+সহ্য]।

অসাক্ষাৎ—বিণ. দৃষ্টির বাহির, অগোচর। [সং. ন+সাক্ষাৎ]। ক্রি-বিণ **অসাক্ষাতে**—দৃষ্টির বাহিরে; গোপনে।

অসাজন্ত—বিণ. বেমানান। [সং. ন+বাং. সাজন্ত]।

অসাড়—বিণ. অনুভূতিহীন; অবশ (অসাড় দেহ); বোধশক্তিহীন (অসাড় মন)। [বাং. অ-৩+সাড়]। ক্রি-বিণ. **অসাড়ে**—অজ্ঞান অবস্থায়; অজ্ঞাতসারে।

অসাদৃশ্য—বি. সাদৃশ্যের অভাব, অমিল। [সং. ন+সাদৃশ্য]।

অসাধ—বি. অনিচ্ছা, অরুচি। [বাং. অ-৩+সাধ]।

অসাধারণ—বিণ. অসামান্য, সচরাচর বা সাধারণের মধ্যে দুর্লভ। [সং. ন+সাধারণ]। বি. **~তা, ~ত্ব**।

অসাধু—বিণ. অসৎ, মন্দ, প্রতারক (অসাধু ব্যবসায়ী)। [সং ন+সাধু]। বি. **~তা**।

অসাধ্য—বিণ. সম্পন্ন করা যায় না এমন (করা অসাধ্য), সাধনার অতীত, যাহার প্রতিকার অসম্ভব (অসাধ্য রোগ)। [সং. ন+সাধ্য]। বি. **~সাধন**—অসম্ভবকে সম্ভব করা। **শিবের অসাধ্য**—স্বয়ং শিব বা ভগবানও করিতে পারেন না এমন।

অসাবধান—বিণ. অসতর্ক; অমনোযোগী। [বাং. অ-৩+সাবধান]। বি. **~তা**।

অসামঞ্জস্য—বি. সামঞ্জস্যের অভাব, অসঙ্গতি। [সং. ন+সামঞ্জস্য]।

অসাময়িক—বিণ কালের উপযোগী নয় এমন। [সং. অসময়+ইক]। বিণ. (স্ত্রী.) **অসাময়িকী**।

অসামর্থ্য—বি. সামর্থ্যহীনতা, অক্ষমতা। [সং. ন+সামর্থ্য]।

অসামাজিক—বিণ. সমাজবিরোধী; সমাজের রীতি-নীতির বিপরীত, anti-social (অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ) অমিশুক; অসভ্য, অভদ্র। [বাং. অ-৩+, সামাজিক]।

অসামান্য—বিণ. অসাধারণ; অলৌকিক। [সং. ন+সামান্য]। বি. **~তা**।

অসামাল—বিণ. সামলাইতে পারে না এমন। অসতর্ক; অসংযত। [বাং. অ-৩+হি. সম্ভাল]।

অসাম্প্রদায়িক—বিণ. বিশেষ কোনও দল বা ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে নিরপেক্ষ, সর্বজনীন, দলাদলি করার ভাব নাই এমন, উদার। [বাং. অ-৩+সাম্প্রদায়িক]। বি. **~তা**।

অসাম্য—বি. সাদৃশ্যের অভাব, অসমতা; অমিল; একতার অভাব। [সং. ন+সাম্য]।

অসার—বিণ. তুচ্ছ, অপদার্থ, বাজে, মিথ্যা; সারহীন; ভিতর শক্ত নহে এমন (অসার কাঠ)। [সং. ন+সার]। বি. **~তা, ~ত্ব**। **অসার-সুসার**—অসুবিধা ও সুবিধা।

অসি—বি. তরবারি; (আল) অস্ত্রবল। [সং.]। বি.

~চর্ম—তরোয়াল ও ঢাল। বি. **~চর্যা, ~চালনা**—তরবারি চালান। বি. **~ধারা**—খড়্গের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। বি. **~পত্র**—(অসির ন্যায় পত্রযুক্ত বলিয়া) ইক্ষু; তরবারির খাপ। বি. **~যুদ্ধ**—তরবারির সাহায্যে লড়াই। বি. **~লতা**—তরবারির ফলক; তরবারি।

অসিত—(১) বি. কৃষ্ণবর্ণ। (২) বিণ. কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট; শ্যামল। [সং. ন+সিত]। বিণ.(স্ত্রী.) **অসিতা**। বিণ. **~নয়ন**—কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ অক্ষিতারাবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) **~নয়না**। বিণ. **অসিতাঙ্গ**—কৃষ্ণাঙ্গ; শ্যামাঙ্গ। বিণ. (স্ত্রী.) **অসিতাঙ্গী**। বিণ. **অসিতাপাঙ্গ**—কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ নেত্রপ্রান্তবিশিষ্ট বা নেত্রবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) **অসিতাপাঙ্গী**।

অসিদ্ধ—বিণ. সিদ্ধ বা রান্না হয় নাই এমন, কাঁচা; আংশিক সিদ্ধ (মাংসের আলুটা অসিদ্ধ); অসম্পূর্ণ; অসফল, ব্যর্থ; যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থিত নহে এমন (এ মত অসিদ্ধ)। [সং. ন+সিদ্ধ]। বি. **অসিদ্ধি**—অসাফল্য; ব্যর্থতা।

অসীম—বিণ. সীমাহীন, অনন্ত, অশেষ, প্রচুর। বি. বিশ্বচরাচরব্যাপী সত্তা (অসীমের উপলব্ধি)। [সং. ন+সীমা]।

অসু—বি. প্রাণ (গতাসু)। [√অস্+উ (উন্) -র্তৃ]।

অসুখ—বি. দুঃখ, অশান্তি (তাহার মনে অনেক অসুখ), রোগ, ব্যাধি, পীড়া। [সং. ন+সুখ]। বিণ. **~কর, ~দায়ক, অসুখাবহ**—অশান্তিদায়ক। বিণ. **অসুখী** (-খিন্)—দুঃখিত, মনঃকষ্টযুক্ত।

অসুন্দর—বিণ. কুৎসিত, কুরূপ; শালীনতাবর্জিত (অসুন্দর ভাষা)। [সং. ন+সুন্দর]।

অসুবিধা—বি অস্বস্তি, অস্বাচ্ছন্দ্য; বাধা, বিঘ্ন। (বাং. অ-৩+সুবিধা]।

অসুর—বি. হিন্দু পুরাণোক্ত দেবশত্রু জাতিবিশেষ; দৈত্য, দানব (বেদের প্রাচীনতর অংশে এবং পারসীক আবেস্তায় অসুর> অহুর্=দেবতা)। [সং. ন+সুর]। বি (স্ত্রী)

অসুস্থ—বিণ. পীড়িত, অস্বচ্ছন্দ, অপ্রকৃতিস্থ (অসুস্থ মন)। [সং. ন+সুস্থ]। বিণ.(স্ত্রী.) **অসুস্থা**। বি. **~তা**।

অসুহৃৎ—বি. যে ব্যক্তি বন্ধু নহে; শত্রু; (প্রা.) অসদ্ভাব বা শত্রুতা। [সং. ন+সুহৃৎ]।

অসূক্ষ্ম—বিণ. সূক্ষ্ম নহে এমন; স্থূল। [সং. ন+সূক্ষ্ম]। বিণ. **~দর্শী**—সূক্ষ্মদর্শী নহে এমন।

অসূয়ক—(১) বিণ. পরের গুণে দোষারোপকারী; বিদ্বেষী; নিন্দক। (২) বি. স্বভাবতঃই সবকিছুর প্রতি বিদ্বেষযুক্ত বা অসূয়াপরবশ ব্যক্তি, cynic [বি. প.]। [সং. √অসূ-য় (নামধাতু)+অক (র্তৃ)]।

অসূয়া—বি. গুণে দোষারোপ; ঈর্ষা, দ্বেষ। [সং. √অসূ-য় (নামধাতু)+অ (ভা)+আ]। বিণ. **~পর, ~পরতন্ত্র, ~পরবশ**—অসূয়াযুক্ত, ঈর্ষান্বিত।

অসূর্যম্পশ্যা—বিণ. (স্ত্রী.) বি. সূর্যকে পর্যন্ত দেখিতে পায় না এমন; অন্তঃপুরবাসিনী; পর্দানশিন নারী। [সং. ন+সূর্য+√দৃশ্+অ+আ]।

অসৃক্ (-সৃজ্)—বি. শোণিত, রক্ত। [সং.]।

অসৈরন, অসৈলন—বি. অসহ্য বিষয় বা ব্যাপার। [সং. ন+বাং. সৈরন, সৈলন<সহন]।

অসোয়াস্তি—**অস্বস্তি**-র কথ্য রূপ।

অসৌজন্য—বি. অভদ্রতা; শালীনতার অভাব। [সং. ন+সৌজন্য]।

অসৌষ্ঠব—বি. সৌন্দর্যের বা সুগঠনের অভাব; শ্রীহীনতা। [সং. ন+সৌষ্ঠব]।

অসৌহৃদ—বি. অসদ্ভাব; শত্রুতা। [সং. ন+সৌহৃদ]।

অস্ট্রেলিআন্, অস্ট্রেলীয়—(১) বিণ. অস্ট্রেলিআ-মহাদেশের। (২) বি. অস্ট্রেলিআ-মহাদেশের লোক বা ভাষা। [ইং. Australian; ইং. Australia+বাং. ঈয়]।

অস্ত—বি. (কাল্পনিক) পর্বতবিশেষ, অস্তাচল; (সূর্য-চন্দ্রাদির) পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হওয়া; শেষ, অবসান। [সং.]। বিণ. **~গত**—(সূর্যচন্দ্রাদিসম্বন্ধে) অস্তে গিয়াছে বা অদৃশ্য হইয়াছে এমন; হৃতগৌরব। বি. **~গমন**—অস্তে যাওয়া। বি. **~গিরি, অস্তাচল**—পুরাণে কল্পিত গিরিবিশেষ যাহার অন্তরালে সূর্য অদৃশ্য হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিণ. **অস্তাচলগামী**—অস্তোন্মুখ। বি. **~মন**—অস্তগমন। বিণ. **~মান**—(অস্ত) অস্তোন্মুখ। বিণ. **~মিত**—অস্তগত।

অস্তব্যস্ত—**আস্তব্যস্ত** দ্রঃ।

অস্তর—**অস্ত্র**-র কথ্য রূপ।

অস্তর, আস্তর- বি. পলস্তরা, চুন-সুরকি-বালি প্রভৃতির মিশ্রিত প্রলেপ, জামার লাইনিং বা ভিতর দিকের কাপড়। [ফা. অস্তর্]।

অস্তাচল—**অস্ত** দ্রঃ।

অস্তি—(১) ক্রি. আছে [সং. √অস্+তি (লট্)]। (২) অব্য. বিদ্যমানতা, স্থিতি, সত্তা। [সং.]। বি. **~ত্ব**—বিদ্যমানতা, স্থিতি, সত্তা (অস্তিত্ব বজায় রাখা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব)। বি. **~নাস্তি**—থাকা বা না থাকা (অস্তিনাস্তি জানি না)। বি. **~মান্**—বিদ্যমান।

অস্তু—ক্রি. হউক (জয়োঽস্তু, তথাস্তু)। [সং. √অস্+তু (লোট্)]।

অস্তোন্মুখ—বিণ. অস্তে যাইতেছে এমন। [সং. অস্ত+উন্মুখ]।

অস্তোদয়—বি. সূর্যের অস্তগমন ও উদয়; সূর্যের অস্তগমন হইতে পুনরুদয় পর্যন্ত সময় ('উদয়াস্ত অস্তোদয় করিল বিস্তর': ভা. চ.)। [সং. অস্ত+উদয়]।

অস্ত্যর্থ—বি. বিদ্যমানতার অর্থ। [সং. অস্তি+অর্থ]। বিণ. **~ক**—অস্ত্যর্থবিশিষ্ট।

অস্ত্র—বি. প্রহারের উদ্দেশ্যে যাহা নিক্ষেপ করা হয়; প্রহরণ, আয়ুধ, হাতিয়ার; কাটিবার যন্ত্র; (আল.) উদ্দেশ্যসাধনে যন্ত্রবৎ ব্যবহৃত ব্যক্তি (সে তোমার অস্ত্র)। [সং. √অস্ (নিক্ষেপ-অর্থে)+ত্র (র্ম)]। ক্রি. **অস্ত্র করা**—অস্ত্রদ্বারা চিকিৎসা করা, অপারেশন করা। বি. **~ক্ষত**—অস্ত্রপ্রহারজনিত ক্ষত। বি. **~গুরু**—অস্ত্রচালনার শিক্ষাদাতা। বি. **~চিকিৎসক**—শল্যচিকিৎসক,

surgeon। বি. ~**চিকিৎসা**—রোগীর দেহে অস্ত্র-চালনাদ্বারা চিকিৎসা, surgery, শল্যচিকিৎসা। বি. ~**জীব**, ~**জীবী**—সৈনিক। বি. ~**ত্যাগ**—(যুদ্ধে বিরত হইয়া) অস্ত্রবর্জন, (আঘাত করার উদ্দেশ্যে) অস্ত্র-নিক্ষেপ। বি. ~**ধারণ**—(যুদ্ধার্থ) অস্ত্রগ্রহণ। বিণ. ~**ধারী** (-রিন্)—সশস্ত্র। বি. ~**নিবারণ**—অস্ত্রের আঘাত রোধ। বিণ. ~**পাণি**—হাতে অস্ত্র আছে এমন; অস্ত্রধারী। বিণ. ~**বিৎ** (-বিদ্)—অস্ত্রচালনায় পটু। বি. ~**বৃষ্টি**—বৃষ্টিধারার ন্যায় ক্রমাগত অস্ত্র হানা; ক্রমাগত শরবর্ষণ। বি. ~**লেখা**—অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। বি. ~**শস্ত্র**—সর্বপ্রকার বা বিভিন্নপ্রকার অস্ত্র (মূলতঃ যাহা নিক্ষেপ করা যায় তাহা অস্ত্র, আর যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায় তাহা শস্ত্র; বাঙ্গালায় এই পার্থক্য সর্বত্র রক্ষা করা হয় না)। বি. ~**শিক্ষা**—অস্ত্রচালনা-শিক্ষা। বিণ. ~**হীন**—নিরস্ত্র। বি. **অস্ত্রাগার**—অস্ত্রাদি রাখার ভাণ্ডার, armoury। বি. **অস্ত্রাঘাত**—বি. অস্ত্রের আঘাত। বিণ. **অস্ত্রাহত**—অস্ত্রের আঘাতে আহত।

অস্ত্রী (-স্ত্রিন্)—বিণ. অস্ত্রধারী। [সং. অস্ত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে]।

অস্ত্রীক—বিণ. স্ত্রী সঙ্গে নাই এমন; বিপত্নীক; অবিবাহিত। [সং. ন+স্ত্রী+ক]।

অস্ত্রোপচার—বি. রোগনিবারণার্থ রোগীর দেহে অস্ত্র-প্রয়োগ, অপারেশন। [সং. অস্ত্র+উপচার]।

অস্থান—বি. মন্দ স্থান, কুস্থান; অনুপযুক্ত বা অযোগ্য স্থান, অযোগ্য পাত্র (অস্থানে অনুরোধ বা দান)। [সং ন+স্থান]।

অস্থানিক—বিণ. স্থানীয় নহে এমন, বহিরাগত adventitious [বি. প.]। [বাং. অ-৩+স্থানিক]।

অস্থাবর—বিণ. স্থানান্তরিত করা যায় না এমন, অস্থিতিশীল, জঙ্গম, movable। [সং. ন+স্থাবর]।

অস্থায়ী (-য়িন্)—বিণ. স্থায়ী নহে এমন; অল্পকালস্থায়ী; পাকা নহে এমন, temporary (অস্থায়ী চাকরি)। [সং. ন+স্থায়িন্]। বি. **অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব**।

অস্থি—বি. হাড়, কঙ্কাল। [সং]। বিণ. ~**চর্মশেষ**, ~**চর্মসার**—কেবল চামড়া আর হাড়ই আছে কিন্তু মাংস প্রায় নাই এমন; অত্যন্ত শীর্ণ। বি. ~**দান**—গঙ্গা সমুদ্র প্রভৃতি পবিত্র জলাশয়ে মৃতের অস্থিনিক্ষেপ। বি. ~**পঞ্জর**—শুধু হাড় ও পাঁজরায় গঠিত দেহের কাঠাম, কঙ্কাল, skeleton। বিণ. ~**পঞ্জরসার**—হাড়-পাঁজরা বাহির-করা, অস্থিসার, অতিশয় শীর্ণ। বি. ~**বিজ্ঞান**, ~**বিদ্যা**—(নর-) দেহের অস্থি-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, osteology। বি. ~**ভঙ্গ**—দেহের হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়া। **জটিল অস্থিভঙ্গ**—দেহের হাড় ভাঙ্গিয়া চামড়া ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে এমন অবস্থা, compound fracture। **সরল অস্থিভঙ্গ**—হাড় ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু গাত্রচর্ম অটুট রহিয়াছে এমন অবস্থা, simple fracture। বি. ~**সন্ধি**—অস্থিদ্বয়ের সংযোগ-স্থল, গাঁট; ভগ্নাস্থি-সংযোজন। বিণ. ~**সার**—কেবল হাড়ই আছে এমন; অতিশয় শীর্ণ।

অস্থিতপঞ্চ, অস্থিতপঞ্চক, অস্থিতপঞ্চম, অস্থিরপঞ্চক, অস্থিরপঞ্চম—বি. সমীকরণজাতীয় অঙ্ক-বিশেষ; জটিল সমস্যা; কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। [সং. ন+স্থিত, স্থির+পঞ্চ, পঞ্চক, পঞ্চম]।

অস্থিতিস্থাপক—বিণ. স্থিতিস্থাপকতা-গুণ নাই অর্থাৎ টানিয়া ধরিলে বা বাঁকাইয়া দিলে আর পূর্বাবস্থা পায় না এমন, inelastic [বি. প.]। [সং. ন+স্থিতিস্থাপক]।

অস্থির—বিণ. চঞ্চল; আকুল; অনিশ্চিত; অনির্ধারিত; নশ্বর। [সং. ন+স্থির]। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**, **অস্থৈর্য**। বিণ. ~**বুদ্ধি**—মত বা মতি স্থির নাই এমন, চিত্তের স্থিরতাহীন। বিণ. ~**সঙ্কল্প**—সঙ্কল্প বা কর্তব্য স্থির করে নাই অথবা স্থির করিতে পারে না এমন, অব্যবস্থিত-চিত্ত।

অস্থিরপঞ্চক, অস্থিরপঞ্চম—**অস্থিরপঞ্চ** দ্রঃ।

অস্থূল—বিণ. স্থূল নহে এমন; সূক্ষ্ম। [সং ন+স্থূল]।

অস্থৈর্য—বি. অস্থিরতা। [সং. ন+স্থৈর্য]।

অস্নাত—বিণ. স্নান করে নাই এমন। [সং. ন+স্নাত]। বি. ~**ক**—যে ব্যক্তি যথাবিধি ব্রহ্মচর্য পালনের পর সমাবর্তনকালে রীতি-অনুযায়ী স্নান করে নাই; (বর্ত.) যে ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করে নাই, undergraduate।

অস্নান—বি. স্নানাভাব, স্নান না করা। [সং. ন+স্নান]।

অস্পন্দ—বিণ. স্পন্দনহীন, স্তব্ধ। [সং. ন+√স্পন্দ (ঈষৎ-কম্পনার্থক)+অ (র্তৃ)]। বিণ. **অস্পন্দিত**—স্পন্দনরহিত।

অস্পর্শনীয়, অস্পর্শ্য—অস্পৃশ্য। [সং ন+স্পর্শনীয়, স্পর্শ্য]।

অস্পষ্ট—বিণ অপরিস্ফুট, ঝাপসা; সহজে বা সম্পূর্ণ-ভাবে বুঝা যায় না এমন। [সং. ন+স্পষ্ট]। বি. ~**তা**।

অস্পৃশ্য—বিণ. ছোঁয়ার অযোগ্য, ছোঁয়া নিষিদ্ধ এমন, অচ্ছুত; অশুচি; ঘৃণ্য; ছোঁয়া যায় না এমন। [সং. ন+স্পৃশ্য]। বিণ. (স্ত্রী.) **অস্পৃশ্যা**। বি. ~**তা**।

অস্পৃষ্ট—বিণ. ছোঁয়া হয় নাই এমন (অস্পৃষ্ট অন্ন)। [সং. ন+স্পৃষ্ট]।

অস্ফুট—বিণ. ফোটে নাই বা বিকশিত হয় নাই এমন; অপরিস্ফুট, আধো-আধো (অস্ফুট উক্তি); অব্যক্ত; অস্পষ্ট (অস্ফুট রেখা)। [সং. ন+৲স্ফুট্+অ (র্তৃ)]। বিণ. ~**বাক্**—অস্ফুট বা আধো-আধো ভাবে কথা বলে এমন।

অস্বচ্ছ—বিণ. ঘোলা, মলিন, অনচ্ছ, ভিতর দিয়া দেখা যায় না এমন, opaque। [সং. ন+স্বচ্ছ]।

অস্বচ্ছন্দ—বিণ. স্বচ্ছন্দ বা সাবলীল নহে এমন; অস্বস্তি-পূর্ণ। [সং. ন+স্বচ্ছন্দ]।

অস্বস্তি—বি. অস্বাচ্ছন্দ্য, আরামের অভাব; দেহ বা

আদিতে **অস্থি-** যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **অস্থি** দ্রঃ।

মনের অশান্তি। [সং. ন+স্বস্তি]। বিণ. ~কর—দেহ বা মনের অশান্তিজনক।

অস্বস্থ—বিণ. অসুস্থ, স্বাভাবিক-অবস্থা-বর্জিত, শান্তি-রহিত। [সং. ন+স্বস্থ]।

অস্বাচ্ছন্দ্য—বি. স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব; অতৃপ্তি; অস্বস্তি। [সং. ন+স্বাচ্ছন্দ্য]।

অস্বাভাবিক—বিণ. অলৌকিক; অসাধারণ; প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। [সং ন+স্বাভাবিক]। বি. ~তা।

অস্বামিক—বিণ. মালিকহীন, বেওয়ারিস [সং. ন+স্বামিন্+ক]।

অস্বাস্থ্য—বি. স্বাস্থ্যহীনতা; অসুস্থতা; পীড়া। [সং. ন+স্বাস্থ্য]। বিণ. ~কর—স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক।

অস্বীকার—বি. না মানা (দোষ অস্বীকার); অপলাপ; অসম্মতি বা অমত প্রকাশ; গ্রহণ না করা; প্রত্যাখ্যান। [সং. ন+স্বীকার]। বিণ. **অস্বীকৃত**—অস্বীকার করা হইয়াছে এমন; স্বীকার করে নাই এমন। বি. **অস্বীকৃতি**। বিণ. **অস্বীকার্য**—স্বীকারের অযোগ্য।

অস্মদাদি—সর্ব. আমি এবং আমার মত অন্য সবাই। [সং. অস্মদ+আদি]।

অস্মদীয়—বিণ. আমাদের। [সং. অস্মদ্+ঈয়]।

অস্মার—বি. স্মৃতিভ্রংশ, amnesia। [সং. ন+√স্মৃ+অ (ভা)]।

অস্মিতা—বি. অহঙ্কার; অহং-জ্ঞান; আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব, personality [বি. প.]। [সং. অস্মি (আমি)+তা (ভা)]।

অহং, **অহম্**—(১) সর্ব. আমি [অস্মদ্+১মার ১বচন]। (২) অব্য. বি. আমিত্ব, আমিত্ববোধ, আমিত্বজ্ঞানবিশিষ্ট সত্তা, ego [বি. প.]। [সং.]। বিণ. **অহংবাদী**—আত্মশ্লাঘাপূর্ণ উক্তি করিতে অভ্যস্ত; দম্ভকারী। বি. **অহংবুদ্ধি**—আমিত্ব সম্বন্ধে মাত্রাধিক সচেতনতা; অহঙ্কার।

অহঃ (অহন্)—বি. দিনমান, দিবস (অহোরাত্র)। [সং.]।

অহঙ্কার—বি. অহমিকা, গর্ব, আত্মাভিমান। [সং. অহম্+√কৃ+অ+(ভা)]। **অহঙ্কারে মাটিতে পা না পড়া**—অহঙ্কারে এমন অন্ধ হওয়া যে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা। বিণ. বি. **অহঙ্কারী** (-রিন্)—অহঙ্কার করে এমন। বিণ. **অহঙ্কৃত**—গর্বিত, দম্ভী।

অহমিকা—বি. আমিত্ব, অহংসর্বস্ব-ভাব, egoism, egotism; অহঙ্কার; বৃথা গর্ব, দম্ভ। [সং.]।

অহমীয়া—**অসমীয়া** দ্রঃ।

অহম্পূর্বিকা—বি. 'আমিই সকলের পূর্বে বা প্রথমে' এইরূপ মনোভাব। [সং. অহম্+পূর্ব+ইক+স্ত্রী আ]।

অহরহঃ, (চলিত) **অহরহ**—ক্রি-বিণ. নিত্য, প্রত্যহ; সর্বদা ('অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত': রবীন্দ্র)। [সং. অহন্+অহন্]।

অহর্নিশ, (অশু.) **অহর্নিশি**—ক্রি-বিণ. দিবারাত্র; সতত। [সং. অহন্+নিশা]।

অহল্যা—(১) বি. গৌতম-মুনির পত্নী, রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে ইঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। [সং. ন+হল্যা]। (২) বিণ. হলচালনার অযোগ্য; হলদ্বারা অদ্যাবধি কর্ষণ করা হয় নাই এমন (দণ্ডকারণ্যের অহল্যা ভূমি বা মাটি)। [সং. ন+হল্য (হলকর্ষণযোগ্য)+আ]।

অহহ—অব্য. হায় হায়। [সং.]।

অহার্য—বিণ. যাহা অপহরণ করা উচিত নয় বা হরণের যোগ্য নয়। [সং. ন+হার্য]।

অহি—বি. সর্প। [সং.]। **অহিনকুল-সম্বন্ধ**—বি. সাপ ও বেজির মধ্যে বিদ্যমান চিরশত্রুতা; অনুরূপ শত্রুতাপূর্ণ সম্বন্ধ। [সং. অহি+নকুল+সম্বন্ধ]।

অহিংস—বিণ. হিংসাশূন্য। [সং. ন+হিংসা]। **অহিংস অসহযোগ**—(রাজ.) বলপ্রয়োগবিরহিত অসহযোগ আন্দোলন, nonviolent non-co-operation।

অহিংসক, **অহিংস্র**—বিণ. হিংসা করে না এমন। [সং. ন+হিংসক, হিংস্র]।

অহিংসা—বি. হিংসাবৃত্তির অভাব; পরপীড়ন হইতে বিরতি, দ্বেষশূন্যতা। [সং. ন+হিংসা]।

অহিছত্রক—বি. সাপের ফণার ন্যায় আকারের ছত্রাকবিশেষ। [সং অহি+ছত্রক]।

অহিত—বি. অমঙ্গল; ক্ষতি। [সং ন+হিত]। বিণ. ~কর—অপকারী, ক্ষতিকর। বিণ. ~**কারী** (-রিন্)—অমঙ্গলকারী, অপকারী। বিণ. ~**কামী** (-মিন্)—অমঙ্গলেচ্ছু। বি. **অহিতাচরণ**, **অহিতাচার**—অনিষ্টসাধন।

অহিতুণ্ডিক—বি. সাপুড়িয়া। [সং. অহিতুণ্ড (=সর্পমুখ)+ইক]।

অহিফেন—বি. আফিম। [সং অহি+ফেন]। **আফিম** দ্রঃ।

অহে—অব্য. সম্বোধনাত্মক শব্দবিশেষ। [সং]।

অহেতুক—বিণ. অকারণ; অনর্থক; নিঃস্বার্থ (অহেতুক আনন্দ বা আকর্ষণ)। [সং. ন+হেতু+ক]। বিণ. (স্ত্রী.) **অহেতুকী** (অহেতুকী ভক্তি)।

অহৈতুক—বিণ. অকারণ, অযৌক্তিক, যাহাতে কোনও স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নাই। [সং. ন+হৈতুক]। বিণ. (স্ত্রী.) **অহৈতুকী** (অহৈতুকী ভক্তি)।

অহো, **অহোবত**—অব্য. খেদ বিস্ময় প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভাবসূচক ধ্বনি। [সং.]।

অহোরাত্র—অব্য. দিবারাত্র; সর্বদা। [সং অহন্+রাত্রি (+অ)]।

-অহ্ন—বি. দিন। (পূর্ব পর অপর ও মধ্য শব্দের পর 'অহন' শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হয়: যথা—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন)।

অহ্‌মাল—বি. (আদালতী ভাষায়) মালপত্র। [আ. ঽমল]।

অ্যাঁ—অব্য. বিস্ময় সাড়া ইত্যাদি জ্ঞাপক ধ্বনি।

অ্যাড্‌ভান্স—বি. প্রাপ্য অর্থের অগ্রিম প্রদত্ত অংশ, অগ্রিমক; দাদন, বায়না। [ইং. advance]।

অ্যাড্‌ভারটিজমেন্ট—বি. বিজ্ঞাপন। [ইং. advertisement]।

অ্যাড্‌ভোকেট—বি. হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালতের উকিল, অধিবক্তা। [ইং. advocate]।

অ্যাম্‌প্লিফায়ার—বি. ধ্বনিকে উচ্চতর করিয়া দূরতর স্থান হইতে শ্রবণযোগ্য করার যন্ত্রবিশেষ, (পরি.) পরিবর্ধক, বিবর্ধক। [ইং. amplifier]।

অ্যালুমিনিয়ম—বি. ধাতুবিশেষ। [ইং aluminium]।

অ্যাসিড—বি. দ্রাবক; রাসায়নিক অম্ল। [ইং. acid]।

অ্যাসেটিলীন—বি. কারবাইড ও জলযোগে উৎপন্ন জ্বলনশীল গ্যাসবিশেষ। [ইং. acetylene]।

আ

আ১—দ্বিতীয় স্বরবর্ণ।

আ২—অব্য. বিস্ময় আনন্দ বিরক্তি খেদ ইত্যাদিসূচক শব্দ (আরে, আ মরি)।

আ-৩—অব্য. ঈষৎ সম্যক্ বৈপরীত্য সীমা, না (নঞ্) অল্প ইত্যাদিসূচক উপসর্গ (আরক্ত, আসক্ত, আগত, আসমুদ্র, আলুনী, আধোয়া)।

আই, আয়ী—বি. মাতা, দিদিমা। [সং. আর্যিকা]।

আই আই—অব্য. ঘৃণাসূচক শব্দ।

আইও—**এয়ো**-র গ্রাম্য রূপ (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

আইচ—বি. বৃক্ষবিশেষ বা তাহার পুষ্প; পদবিবিশেষ বা উপাধিবিশেষ। [<সং. আদিত্য]।

আইড়—**আড়১**-এর অপ্র. রূপ।

আইডিন—**আয়োডিন**-এর রূপভেদ।

আইডিয়া—বি. মনে উদিত ভাব বা ধারণা, কল্পনা। [ইং. idea]।

আইঢাই—ক্রি-বিণ. হাসফাস, ছট্‌ফট্, শ্বাসবোধ হওয়ার মত (গরমে আইঢাই করা)। [দেশী]।

আইন—বি. সরকারী বিধি; বিধান, কানুন। [আ. আঈন্]। **আইন পাস করা**—সরকারী বিধি প্রবর্তিত করা; ওকালতি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। **পাঁচ আইন**—পুলিসের ক্ষমতা ও কর্তব্য বিষয়ক আইন। বি. **~কানুন**—বিধিব্যবস্থা। বি. **~জীবী** (-বিন্), **~ব্যবসায়ী** (-য়িন্)—উকিল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি ব্যবহারজীবী। অব্য. ক্রি-বিণ. **~তঃ** (-তস্), (চলিত) **~ত**—আইনের বিচারে, আইনের চোখে; আইন-অনুযায়ী। বিণ. ক্রি-বিণ. **~মাফিক, ~মোতাবেক**—আইন-অনুযায়ী। বিণ. **~সম্মত**—আইনের দিক্ দিয়া সমর্থনযোগ্য। বিণ **আইনানুগ**—আইন মানে এমন; আইন-সম্মত।

আইন্দা—**আয়েন্দা**-র রূপভেদ।

আইবড়, আইবুড়ো—বিণ. অবিবাহিত বা অবিবাহিতা। [সং. অব্যূঢ় বা আয়ুর্বৃদ্ধি]। বি. **~ভাত**—গাত্রহরিদ্রার পরে এবং বিবাহানুষ্ঠানের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর অবিবাহিত অবস্থার শেষ অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান।

আইমা—বি. দিদিমা। [সং. আর্যিকা+মা]।

আইয়ো—**আইও**-র রূপভেদ।

আইল১—**আসিল**-র প্রা. কোমল রূপ।

আইল২—বি. ক্ষেত্রের আলি, আলবাল বা বাঁধ। [সং. আলি]।

আইস, আইসে, আঁইশ, আঁইষ—যথাক্রমে **এস, আসে, আঁশ** ও **আঁষ**-এর রূপভেদ।

আউওল—বিণ. প্রথম শ্রেণীর, সর্বোৎকৃষ্ট। [আ. আব্বল]। **আউওল জমি**—সকল প্রকার শস্যই পুরা উৎপন্ন হয় এমন জমি।

আউট্—বিণ. সংশোধনের অতীত, গোল্লায় ('ও ছেলে একেবারে আউট্ হয়ে গেছে'. শরৎ), (ক্রিকেটখেলায় ব্যাট্‌সম্যান্-সম্পর্কে) ব্যাট্ করিবার অধিকাব হাবাইয়াছে এমন। [ইং. out]।

আউটান, আওটানো—(১) ক্রি. দুগ্ধাদি জ্বাল দিবার সময় নাড়া, আবর্তন বা আলোড়ন করা। (২) বি. জ্বাল দিবার সময় আলোড়ন। (৩) বিণ. আলোড়িত, আবর্তিত। [বাং. √আউটা (>সং. আবর্তন>)]।

আউন্স—বি. পরিমাণবিশেষ. প্রায় অর্ধছটাক বা ৪৮০ গ্রেনের সমান। [ইং. ounce]।

আউরৎ, আউরত—**আওরৎ**-এর রূপভেদ।

আউল১—বি. সহজপন্থী সাধক (তু. **বাউল**), দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। [আ. রলি]। বি.-বিণ. **আউলিয়া** আউল-সম্প্রদায়ের লোক, দরবেশ।

আউল২, আউলা—বিণ উচ্ছৃঙ্খল, এলোমেলো। [সং. আকুল]। বিণ. **আউলা-ঝাউলা**—এলোমেলো ও অপারচ্ছন্ন। **আউলান, আউলানো**—(১) ক্রি. এলোমেলো করা, (চুল) আলুলায়িত করা। (২) বি. আলুলায়িতকরণ। (৩) বিণ. আলুলায়িত।

আউশ, আউস, আশু—বিণ বর্ষাকালে উৎপন্ন (আশু ধান্য=বর্ষাকালে উৎপন্ন ধান্য। এই 'আশু' শব্দটিকে ভ্রমক্রমে শীঘ্রার্থবাচক মনে করা হয় এবং সেজন্য যে ধান অতি শীঘ্র জন্মায় তাহাকেই আশু ধান্য বলা হইয়া থাকে)। [সং আ+√বৃষ্]।

আওড়—বি. নদীর ঘূর্ণি। [<সং. আবর্ত]।

আওড়ান, আওড়ানো—(১) ক্রি. আবৃত্তি করা, (অপরের লেখা বা কথা) মুখস্থ বলা। (২) বি. আবৃত্তিকরণ। (৩) বিণ. আবৃত্তি করা হইয়াছে এমন (বহুবার আওড়ানো কথা)। [বাং. √আওড়া (>সং. আবৃত্তি)]।

আওতা—বি. রৌদ্রনিবাবক আবরণ, ছায়া; আশ্রয়, প্রভাব। [>সং আবৃত]।

আওয়াজ—বি. শব্দ, ধ্বনি; (রাজ.) দাবিমূলক বা আন্দোলনমূলক ধ্বনি, জিগির, slogan। [ফা. আৱাজ]।

আওয়াজি—বি. দেওয়ালের উপরের দিকের ছোট জানালা।

আওরৎ, আওরত—বি. স্ত্রীলোক; পত্নী। [আ.]।

আওরান, আওরানো—(১) ক্রি. ফুলিয়া ব্যথা হওয়া, টাটান (ফোঁড়াটা আওরাচ্ছে), (রৌদ্রাদিতে) শুষ্ক হইয়া যাওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √আওরা+আন]।

আওল—ক্রি. (প্রা. কাব্যে) আসিল (আওল ঋতুপতি': বিদ্যা.)।

আওলাত, আওলাদ—বি. বৃদ্ধাদি স্থানের সম্পত্তি, সন্তানসন্ততি। [আ. আরলাদ্]।

আওসৎ, আওসত—বি. বড় জমিদারির অধীন খাজনা-করা ভূসম্পত্তি বা তালুক। [আ. অওসৎ]।

আংটা, আঙটা—বি. আংটির আকারবিশিষ্ট হাতল, কড়া, আগুন রাখার পাত্র। [হি. আংগুঠা।]।

আংটি, আঙটি—বি. অঙ্গুরীয়। [সং. অঙ্গুষ্ঠিকা]।

আংরা, আঙরা—বি. জ্বলন্ত অঙ্গার বা কয়লা। [সং. অঙ্গার]।

আংরাখা, আঙরাখা—বি. জামা, চাপ্কানজাতীয় ঢিলা জামাবিশেষ। [সং. অঙ্গরক্ষক]।

আংশিক—বিণ. অংশসম্বন্ধীয়, অসম্পূর্ণ, খানিক, কতক (আংশিক সত্য, আংশিকভাবে স্বীকার করা)। [সং. অংশ+ইক]।

আঃ—অব্য. বিরক্তি ক্ষোভ বিস্ময় রোষ আরাম প্রভৃতি সূচক ধ্বনিবিশেষ। [সং]।

আঁউমাউ—হাউমাউ-র রূপভেদ।

আঁক—বি. চিহ্ন, দাগ (আঁক কাটা); রেখা, গণিতের অঙ্ক (আঁক কষা)। [সং. অঙ্ক]।

আঁকড়া—বি. কিছু ঝুলাইয়া বা আটকাইয়া রাখার জন্য বাঁকানো লোহা ইত্যাদি, hook; কড়া, আংটা। [বা √আঁকড়া]। বি. **আঁকড়া-আঁকড়ি—**জড়াজড়ি, টানাটানি।

আঁকড়ান, আঁকড়ানো—(১) ক্রি. জাপটাইয়া ধরা (আঁকড়াইয়া থাকা, ধরা বা রাখা)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √আঁকড়া (সং √অনক্) + আন]।

আঁকড়ি—বি যে কোন অঙ্কুশাকার বস্তু বা চিহ্ন, অঙ্গের পার্শ্বস্থ নাসিকার ন্যায় বক্র অংশ। [<সং. আকর্ষী]।

আঁকন—বি. অঙ্কন ছবি (আঁকন আঁকা হবে: রবীন্দ্র)। [সং অঙ্কন]।

আঁকশি—বি. গাছের ফুলফল পাড়িবার বক্রমুখ দণ্ড, লগা। [<সং. অঙ্কুশ]।

আঁকা—(১) ক্রি. রেখা টানিয়া চিত্র করা, চিহ্নিত করা, দাগ কাটা; অঙ্কপাত করা, লেখা (বিধাতা মানুষের ললাটে যাহা আঁকিয়াছেন, তাহা মোছা যায় না)। (২) বি. অঙ্কন; চিত্রণ (ছবি আঁকা তাহার পেশা)। (৩) বিণ. চিত্রিত, অঙ্কিত (তোমার আঁকা ছবি, চিহ্নিত লিখিত। [বাং. √আঁক (<সং √অনক্) + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অঙ্কিত বা চিত্রিত করান। (২) বিণ অঙ্কিত করান হইয়াছে এমন। **আঁকাজোঁকা, ~জোখা**—বি ক্রি. দাগ কাটা, চিত্রবিচিত্র করা নক্সা।

আঁকাবাঁকা—বিণ সাপের কুটিল গতির ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, বহুস্থানে বাঁকা, টেরাবাঁকা। [তু. অঙ্কবঙ্ক]।

আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু—বি. হাঁকপাঁক; ব্যস্ততাপ্রকাশ (বলার জন্য আপনাকে জাহির করার জন্য আঁকুপাঁকু করা) অতিশয় ব্যাকুলতাসূচক অঙ্গভঙ্গি। [দেশী]।

আঁকুশি—আঁকশি-র রূপভেদ।

আঁখ—**আঁখির** কোমল রূপ।

আঁখর—বি. অক্ষর, বর্ণ। [সং. অক্ষর]।

আঁখি—বি. চক্ষু (নিদ্রাহীন আঁখি)। [সং. অক্ষি]। বি. **~জল**—অশ্রু। বি. **~ঠার**—চক্ষুদ্বারা কৃত ইশারা।

আঁচ$_1$—বি. আভাস (মনের আঁচ); আন্দাজ, অনুমান, ধারণা (ভবিষ্যৎ ঘটনার আঁচ)। [সং. √অনচ্]।

আঁচ$_2$—বি. আগুনের আভা তাপ বা ঝাঁজ (উনুনের আঁচ)। [সং. অর্চি. (=অগ্নিশিখা)]।

আঁচড়—বি. দাগ, ঈষৎ গভীর রেখা, নখের আঘাত, (আল.) অল্প পরীক্ষা বা চেষ্টা (এক আঁচড়ে বুঝে নেওয়া)। [দেশী]। বি. **আঁচড়া-আঁচড়ি**—নখের দ্বারা লড়াই। **আঁচড়ান, আঁচড়ানো**—(১) ক্রি. নখাদি-দ্বারা ক্ষত করা বা রেখাপাত করা; চিরুনি দিয়া কেশ-বিন্যাস করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

আঁচল, (কাব্যে) **আঁচর, আঁচোর**—বি (প্রধানতঃ পরিহিত) বস্ত্রের প্রান্তভাগ, খুঁট। [সং. অঞ্চল]। বিণ. **আঁচল-ধরা**—(পুরুষ-সম্বন্ধে) রমণীদের একান্ত অনুগত। বি. **আঁচলা**—আঁচলের কারুকার্যশোভিত অংশ।

আঁচা—(১) ক্রি. অনুমান করা। (২) বি উক্ত অর্থে। [বাং. √আঁচ্ (সং. অনচ্) + আ]।

আঁচান, আঁচানো—(১) ক্রি. আচমন করা, (প্রধানতঃ) ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট মুখ ধোয়া। (২) বি. আচমন। [বাং. √আঁচা (সং. আ + √চম্) + আন]। **না আঁচালে বিশ্বাস নেই**—প্রাপ্তির সম্ভাবনা যতই বেশী হউক, সম্পূর্ণ আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত পাওয়া যাইবেই বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

আঁচিল—বি. মনুষ্যদেহচর্মের উপরিস্থ ব্রণবিশেষ বা উপ-মাংস। [দেশী]।

আঁজনাই—বি. আঞ্জনে, নেত্ররোগবিশেষ, আঞ্জনি। [সং. অঞ্জন]।

আঁজলা, আঁজল—(১) বি করপুট, অঞ্জলি। (২) বিণ. অঞ্জলি-পরিমাণ। [সং অঞ্জলি]।

আঁজি—বি. রেখা, ডোরা, কাপড়ে রঙিন সুতার রেখা, রঙিন ডোরা, রঙের রেখা, (স্থাপ.) ইষ্টকাদির সন্ধিস্থলে রেখাকারে চুনবালির প্রলেপ, pointing (**আঁজি ধরান** =উক্ত চুনবালির প্রলেপ দেওয়া বা জমান)। [সং. রাজি]।

আঁট—(১) বি টান, দৃঢ়তা (বাঁধনের আঁট); বাঁধুনি (কথার আঁট); বন্ধন, সংযম (মুখের আঁট)। (২) বিণ. টান-টান দৃঢ় (বাঁধন আঁট করা); উচিত মাপের অপেক্ষা একটু ছোট, টাইট্ (tight) (আঁট জামা)। [তু. সং. অট্টা]। বিণ. **~সাঁট**—ঢিলা নহে এমন (আটসাঁট পোশাক)। বি. **আঁটাআঁটি, আঁটিসাঁটি**—অতিশয় দৃঢ়তা কঠোর মনোভাব, দরাদরি বা কড়াকড়ি (নিজের বেলা আঁটিসাঁটি)।

আঁটকুড়$_1$—বি. জঞ্জাল, উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি ফেলিবার স্থান, আস্তাকুঁড়।

আঁটকুড়$_2$, আঁটকুড়া, আঁটকুড়ে, আঁটকুড়ো—বিণ নিঃসন্তান। [দেশী]। বিণ. (স্ত্রী.) **আঁটকুড়ী**—সন্তানহীনা, বন্ধ্যা।

আঁটনি—**আঁটুনি**-র রূপভেদ।
আঁটা—(১) ক্রি. কষিয়া বা শক্ত করিয়া বাঁধা ; বাঁধা পরা (পাগড়ি আঁটা) ; বন্ধ করা, লাগান (খিল আঁটা) ; ধরা, স্থান পাওয়া (বালতিতে অত দুধ আঁটিবে না) ; সমকক্ষ হওয়া (বুদ্ধিতে তাহাকে কে আঁটিবে)। (২) বিণ. বদ্ধ (আঁটা খাম)। [বাং. √আঁট্+আ]। ক্রি. ~ন, ~নো—ধরান (চেপে-চেপে রাখলে ঐ হাঁড়িতেই আটা-গুলি আঁটান যাবে)।
আঁটি১, আটি—বি. (তৃণাদির) গুচ্ছ (শাকের আঁটি, আঁটি বাঁধা)। [দেশী]। **বোঝার উপর শাকের আঁটি**—গুরুভারের উপর সামান্য ভার।
আঁটি২, আঁঠি—বি. ফলাদির মধ্যস্থ বড় বীজ, বীচি। [সং. অস্থি]।
আঁটুনি—বি. দৃঢ় বন্ধন, টান ; বাঁধুনি (কথার আঁটুনি)। [বাং. আঁট+উনি]। **বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো**—বাঁধন বা নিয়ম যতই শক্ত হউক, এড়ানর পথও ততই সহজ হইয়া আসে।
আঁটুবাঁটু—বি. ক্রি-বিণ. অক্ষমতা সত্ত্বেও প্রচেষ্টা ('চলনে আঁটুবাঁটু' : ভা. চ.)। [দেশী]।
আঁড়িয়া, এঁড়ে—গোবৎস, এঁড়ে বাছুর। **আঁড়িয়া লাগা**—**এঁড়ে লাগা** দ্রঃ।
আঁত, আঁৎ—বি. অন্ত্র, নাড়ী ; অন্তর, হৃদয় (আঁতে ঘা দেওয়া) ; মনোভাব (আঁত বোঝা)। [সং. অন্ত্র]। বি. ~**আঁতড়ি**—নাড়ীভুঁড়ি।
আঁতকান, আঁতকানো, আঁৎকান, আঁৎকানো—(১) ক্রি. ভয়ে চমকাইয়া ওঠা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √আৎকা নামধাতু < সং. আতঙ্ক]।
আঁতড়ি, আঁতড়ী—বি. অন্ত্র ; নাড়িভুঁড়ি। [সং. অন্ত্র]।
আঁতাত—বি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ও সহযোগিতা। [ফ্রে. entente]।
আঁতুআঁতু—বি. অতিরিক্ত যত্ন ও সাবধানতা। **আঁতু-আঁতু করা, আঁতুআঁতু-পুঁতুপুঁতু করা**—আদরের পাত্র বা বস্তু সম্পর্কে অতিরিক্ত হুঁশিয়ারি।
আঁতুড়—বি. সূতিকাগার, সন্তানপ্রসব গৃহ।
আঁদরু-পেঁদরু—বি. সাহেবিয়ানার অত্যুগ্র অনুকরণকারী খ্রিস্টান। [ইং. Andrews Pedro]।
আঁধলা—বি. অন্ধ লোক। [হি. অন্ধেলা]।
আঁধার, আঁধারি, (অপ্র.) **আন্ধার**—(১) বি. অন্ধকার, আলোকের অভাব। (২) বিণ. আলোকহীন, অপ্রসন্ন। [সং. অন্ধকার]। ক্রি. **আঁধারা**—অন্ধকার করা। বি. **আঁধারি**—অন্ধকার (আলো-আঁধারি)। **আঁধার ঘরের মানিক**—দুঃখের জীবনে একমাত্র সুখের বস্তু ; অত্যন্ত প্রিয়জন।
আঁধি, আন্ধি—বি. ধুলা ও অন্ধকার সৃষ্টিকারী ঝড়ো হাওয়া ('ঘুম ভাঙ্গাবার আঁধি' : ব. চ.)। [সং. অন্ধ]।
আঁধিয়ার—**আঁধার**-এর কোমল রূপ।
আঁব—**আম**-এর প্রাদে. রূপ। [পালি. অম্ব]।
আঁবুই, আঁবুই-মা—বি. ভ্রাতা বা ভগ্নীর শাশুড়ী।
আঁশ১—**আঁষ**-এর বানানভেদ।
আঁশ২—বি. সূক্ষ্ম সূত্র, তন্তু, রোঁয়া ; বৃক্ষ-লতা-ফল প্রভৃতির ভিতরকার সূক্ষ্ম তন্তু ; মৎস্যের শল্ক, scales। [সং. অংশু]।
আঁশফল—বি. লিচুজাতীয় একপ্রকার ফল। [দেশী ?]।
আঁশান, আঁশানো—(১) ক্রি. চিনি গুড় প্রভৃতির রসে জ্বাল দেওয়া (পিঠে আঁশান) ; একটু শুষ্ক করা (রৌদ্রে আঁশান)। (২) বিণ. ও বি. উক্ত অর্থে। [বাং. √আঁশা (সং. অংশু)+আন]।
আঁশাল, আঁশালো—বিণ. আঁশযুক্ত ; আঁশবহুল। [বাং. আঁশ+আল]।
আঁষ, আঁইষ—(১) বি. আমিষ দ্রব্য, মাছ-মাংস। (২) বিণ. মাছ-মাংস কাটা রাঁধা প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত (আঁষ-বঁটি)। [সং. আমিষ]। বিণ. **আঁষটে, আঁষ্টে, আঁইষ্টা**—মাছ-মাংসের গন্ধযুক্ত।
আঁসু—বি. চোখের জল। [হি.]।
আঁস্তাকুড়—বি. (বাড়ির) উচ্ছিষ্ট বা আবর্জনা ফেলিবার স্থান। [দেশী]। **আঁস্তাকুড়ের পাতা**—যে পাতা ভোজন শেষে (আঁস্তাকুড়ে) ফেলিয়া দেওয়া হয় ; আবর্জনা ; (আল.) হেয় ব্যক্তি। **আঁস্তাকুড়ের পাতা কখনও স্বর্গে যায় না**—হেয় ব্যক্তি কখনও উচ্চ সমাজ বা ভদ্র পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে পারে না।
আক—**আখ**-এর প্রাদে. রূপ।
আককুটে, আকখুটে—বিণ. জিনিসপত্রের প্রতি যত্নহীন ; অমিতব্যয়ী। [দেশী]।
আকচা-আকচি—বি. পরস্পর ঈর্ষা ; রেষারেষি। [দেশী]।
আকছার, আকচার—ক্রি-বিণ. সচরাচর, সর্বদা, হামেশা। [আ অক্‌সর্]।
আকণ্ঠ—ক্রি বিণ. গলা পর্যন্ত, গলায়-গলায়। [সং. আ+কণ্ঠ]। বিণ. ~**মগ্ন**—গলা পর্যন্ত নিমজ্জিত।
আকথা—**অকথা**-র কথ্য রূপ।
আকনি, আখনি—বি. মাংসের বা মসলার কাথ। [ফা. য়খ্‌নী]।
আকন্দ—বি. বৃক্ষবিশেষ, অর্ক। [সং.]।
আকপিল, আকপিশ—বিণ. পাঁশুটে বর্ণের। [সং. আ (=ঈষৎ)+কপিল, কপিশ]।
আকবরী, আকব্বরী—বিণ. সম্রাট্ আকবরের আমলের বা তাঁহার নামাঙ্কিত (আকবরী মোহর)। [আ. আকবর, আকব্বর+বাং. ঈ]।
আকম্প, আকম্পন—বি. ঈষৎ কম্পন। [সং. আ+কম্প, কম্পন]।
আকম্পিত, আকম্প্র—বিণ. ঈষৎ কম্পিত বা কম্পমান। [সং. আ+কম্পিত, কম্প্র]।
আকর—বি. খনি ; উৎপত্তিস্থান ; আধার (গুণের আকর, রোগের আকর)। [সং. আ+√কৃ+অ (ঘ)]। বিণ. ~**জ**—খনিজ। বিণ. **আকরিক, আকরীয়**—খনিসম্বন্ধীয় ; খনিজ (আকরিক লৌহ)।
আকর্ণ—ক্রি-বিণ. কান পর্যন্ত (আকর্ণবিস্তৃত)। [সং. আ+কর্ণ]।

আকর্ণন—বি. শ্রবণ। [সং. আ+ √কর্ণ্‌+অন (ভা)]। বিণ. **আকর্ণিত**—শ্রুত।

আকর্ষ—বি. আকর্ষণ, টান, যদ্দ্বারা আকর্ষণ করা যায় (যেমন—আঁকশি চুম্বক পাথর প্রভৃতি); লতাতন্তু, প্রতান, tendril। [সং. আ+ √কৃষ্‌+অ (ভা, ণে)]। বিণ. বি. **~ক, আকর্ষিক**—আকর্ষণকারী, চুম্বক (পাথর)। **আকর্ষী** (-র্ষিন্‌)—(১) বিণ. আকর্ষণকারী (চিত্তাকর্ষী)। (২) বি. আঁকশি। বিণ. (স্ত্রী.) **আকর্ষিণী**।

আকর্ষণ—বি. টান; নিজের দিকে আনা; (গৌণ অর্থে) যে-গুণের দ্বারা মন প্রলুব্ধ হয় (খেলার বা গানের আকর্ষণ)। [সং. আ+ √কৃষ্‌+অন (ভা)]। **আকর্ষণী**—(১) বিণ. আকর্ষণকারিণী (আকর্ষণী শক্তি)। (২) বি. আঁকশি। **আকর্ষণীয়**—আকর্ষণকারী-অর্থে অশুদ্ধ প্রয়োগ।

আকর্ষা—ক্রি. আকর্ষণ করা। [সং. আ+ √কৃষ্‌+আ]।

আকলন—বি. গ্রহণ, পরিধান, আকাঙ্ক্ষা, গণনা, হিসাব করা; সংগ্রহ; যাহা গণনা বা হিসাব করা হইয়াছে। [সং. আ+ √কলি+অন (ভা)]।

আকসার—**আকছার**-এর রূপভেদ।

আকস্মিক—বিণ. হঠাৎ ঘটিয়াছে বা ঘটে এমন, অপ্রত্যাশিত। [সং. অকস্মাৎ+ইক]।

আকাঁড়া—বিণ. ঝাড়িয়া তুষ হইতে পৃথক্ করা হয় নাই এমন (আকাঁড়া চাউল)। [বাং. আ-৩+কাঁড়া]।

আকাঙ্ক্ষা—বি. ইচ্ছা বাসনা। [সং. আ+ √কাঙ্ক্‌+অ (ভা)+আ]। বিণ. **আকাঙ্ক্ষণীয়**—আকাঙ্ক্ষা করার যোগ্য; কাম্য। বিণ. **আকাঙ্ক্ষিত**—আকাঙ্ক্ষা করা হইয়াছে এমন। বিণ **আকাঙ্ক্ষী** (-ঙ্ক্ষিন্‌) আকাঙ্ক্ষা করে এমন, বিণ. (স্ত্রী.) **আকাঙ্ক্ষিণী**

আকাট১—**আকাঠ**-এর রূপভেদ।

আকাট২—বিণ. নিরেট, সম্পূর্ণ, **আকাট মূর্খ**—মহামূর্খ। [দেশী]।

আকাটা—বিণ. কাটা নহে বা হয় নাই এমন (আকাটা হীরা, আকাটা ফল)। অকর্তিত। [বাং. আ-৩+কাটা]।

আকাঠা, আকাঠ—বি. বাজে কাঠ। [বাং. আ-৩+কাঠ]।

আকামান, আকামানো—বিণ কামান বা মুণ্ডিত করা হয় নাই এমন, শ্রমবলে রোজগার করা হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+কামান২]

আ-কার১—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'আ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

আকার২—বি. মূর্তি (আদর্শকে আকার দেওয়া), চেহারা; গঠন, প্রকার (নানা আকারে কথাটা প্রকাশ)। [সং. আ+ √কৃ+অ (র্ম)]। বি. **~ইঙ্গিত, ~প্রকার**—ভাবভঙ্গি।

আকাল—বি. দুর্ভিক্ষ; দুঃসময়। [সং. অকাল]।

আকালিক—বিণ. অকালে উৎপন্ন; আশুবিনাশী। [সং. অকাল+ইক]।

আকাশ—বি. গগন, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, শূন্য। [সং. আ+ √কাশ্‌+অ (ধি)]। **আকাশ থেকে পড়া**—না জানার ভান করিয়া বা যথার্থ অজ্ঞতাহেতু বিস্ময় প্রকাশ করা; (বিরল) সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হওয়া। **আকাশ ধরা**—বৃষ্টি বন্ধ হওয়া। **আকাশে তোলা**—অতিরিক্ত প্রশংসা করা। **মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া**—আকস্মিক বিপৎপাতে দিশাহারা হওয়া। বি. **~কুসুম**—অসার কল্পিত বস্তু, অলীক কল্পনা। বি. **~গঙ্গা**—ছায়াপথ, the Milky Way; মন্দাকিনী। বিণ. **~চারী** (-রিন্‌)—শূন্যপথে ভ্রমণকারী, ব্যোমচর। বিণ. (স্ত্রী.) **~চারিণী**। বিণ. **~চুম্বী** (-ম্বিন্‌)—গগনস্পর্শী; অত্যন্ত উচ্চ। বিণ. **~জাত**—আকাশে বা শূন্যে জন্মিয়াছে এমন। বি. **~দীপ, প্রদীপ**—হিন্দুগণ কর্তৃক দেবোদ্দেশে বা মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে কার্তিক-মাসের প্রতি সন্ধ্যায় বংশদণ্ডের মাথায় যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। বি. **~পট**—আকাশের আঙ্গিনা। বি. **~পথ**—শূন্য দিয়া গমনাগমনের পথ। **~পাতাল**—(১) ক্রি-বিণ. স্বর্গ হইতে পাতাল পর্যন্ত, সর্বত্র বা সর্ববিষয়ে (আকাশপাতাল ভাবা)। (২) বিণ. বহুপরিমাণ (আকাশপাতাল প্রভেদ)। বি **~বাণী**—দৈববাণী; বেতারবাণী, radio। বি **~মণ্ডল**—নভোমণ্ডল। বি **~যান**—উড়োজাহাজ, এরোপ্লেন। বিণ. **~স্থ**—আকাশে অবস্থিত; আকাশের।

আকিঞ্চন—বি (সং.) নিঃস্বতা, দৈন্য, (বাং.) বিনীত কামনা আগ্রহ, চেষ্টা। [সং. অকিঞ্চন+অ (ভাব-অর্থে)]।

আকীর্ণ—বিণ. ছড়ান, বিক্ষিপ্ত, পূর্ণ (জনাকীর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ)। [সং. আ+ √কৄ (ব্যাপ্তি-অর্থে)+ত(র্ম)]।

আকুঞ্চন—বি. ঈষৎ কোঁকড়াইয়া গুটাইয়া যাওয়া সঙ্কোচন। [সং আ+কুঞ্চন]। **আকুঞ্চিত**—কোঁকড়ান, গুটান, সঙ্কুচিত।

আকুড়সি—বি আঁকশি। [সং আকর্ষী]।

আকুত, আকুতি, আকূত, আকূতি—বি. আকুলতা, আকুল প্রার্থনা, অভিপ্রায়, মনের ভাব। [সং. আ+ √কু বা √কূ+ত, তি (ভা)]।

আকুমার—ক্রি-বিণ কুমার বয়স হইতে। [বাং আ-৩+কুমার১]।

আকুল—বিণ. উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, অস্থির, বিহ্বল, উচ্ছ্বসিত (বিরল) অসংবৃত। [সং আ+ √কুল্‌+অ (র্তৃ)]। বি. **~তা**। ক্রি. **আকুলা**—আকুল হওয়া। বিণ. **আকুলিত**—আকুল হইয়াছে এমন। **আকুলিবিকুলি**—(১) বি অতিশয় আকুলতা। (২) ক্রি-বিণ. অতি আকুলভাবে। বি. বিণ. **আকুলীকৃত**—আকুল করা হইয়াছে এমন। বিণ. **আকুলীভূত**—আকুল হইয়া উঠিয়াছে এমন।

আকৃতি—বি. চেহারা; গঠন। [সং. আ+ √কৃ+তি (ণে)]। বি. **~প্রকৃতি**—হাবভাব।

আকৃষ্ট—বিণ. আকর্ষণ করা হইয়াছে এমন, প্রলুব্ধ, মুগ্ধ (দৃষ্টি বা মন আকৃষ্ট, আলাপে আকৃষ্ট)। [সং. আ+ √কৃষ্‌+ত (র্ম)]।

আকৃষ্যমাণ—বিণ. আকর্ষণ করা হইতেছে বা টানিয়া আনা হইতেছে এমন। [সং. আ+ √কৃষ্ +মান (র্ম)]।

আক্কেল—বি. বুদ্ধি; বিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞান। [আ আক্‌ল্]। বি. **~গুড়ুম**—হতবুদ্ধিতা। বি. **~দাঁত**—পূর্ণবয়সে উদ্গত দাঁত। **~দাঁত উঠা**—বুদ্ধির পরিপক্বতা লাভ করা। বিণ. **~মন্ত, ~মন্দ**—বিবেচক; বিজ্ঞ [আ. আক্‌ল্+বাং মন্ত]। বি. **~সেলামী**—অনভিজ্ঞতা বা মূর্খতার ফলে প্রাপ্ত শাস্তি বা লোকসান।

আকৃদ—বি. মুসলমানী বিবাহে বরকন্যার পরস্পরকে স্বীকার [আ.]।

আক্রম—বি. বলপূর্বক অতিক্রম, বিক্রম; আক্রমণ, অভিভব; উদয়। [সং. আ+ √ক্রম্+অ (ভা)]।

আক্রমণ—বি. হিংসাবশে ক্ষতিসাধনার্থ অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগ; অধিকার করার উদ্দেশ্যে কোন দেশের সহিত লড়াই শুরু করা, হানা, হামলা; অধিষ্ঠান, গ্রাস (রোগের আক্রমণ); আক্রম। [সং. আ+ √ক্রম্+অন (ভা)]। বিণ. **আক্রমণীয়**—আক্রমণযোগ্য।

আক্রা—বিণ. দুর্মূল্য, মহার্ঘ। [<সং. অক্রেয়]।

আক্রান্ত—বিণ. আক্রমণ করা হইয়াছে এমন, আক্রমণের বিষয়ীভূত; আচ্ছন্ন (জলভারাক্রান্ত মেঘ), পীড়িত (রোগাক্রান্ত)। [সং. আ+ √ক্রম্+ত (র্ম)]।

আক্রীড়—বি. প্রমোদ-বন; ক্রীড়াভূমি; আখড়া। [সং]।

আক্রোশ—বি. বিদ্বেষ, ক্রোধ, গায়ের ঝাল (আক্রোশ প্রকাশ করা)। [সং. আ √ক্রুশ্+অ (ভা)]।

আক্লান্ত—বিণ. অতিশয় ক্লান্ত। [বাং. আ-৩+সং. ক্লান্ত]।

আক্ষরিক—বিণ. অক্ষরসংক্রান্ত; অক্ষরানুযায়ী। বর্ণে বর্ণে কৃত, হুবহু, literal (আক্ষরিক অনুবাদ)। [সং. অক্ষর+ইক]।

আক্ষিপ্ত—বিণ. নিক্ষিপ্ত; বিক্ষিপ্ত; আক্ষেপযুক্ত; দুঃখে অধীর। [সং. আ+ √ক্ষিপ্+ত(র্ম)]।

আক্ষোট, অক্ষোট—বি. আখরোট-গাছ। [সং.]।

আক্ষেপ—বি. (বিকারগ্রস্ত রোগীর) অঙ্গবিক্ষেপ, খেঁচুনি, তড়কা, fits; ক্ষোভ, মনস্তাপ (আক্ষেপের বিষয়, আক্ষেপ করিয়া বলা). বিলাপ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। [সং. আ+ক্ষিপ্+অ (ভা)]।

আখ—বি ইক্ষু। [সং. ইক্ষু]।

আখটি, আখটে—**আখুটি** দ্রঃ।

আখড়া—বি. (ব্যায়াম গীতবাদ্য প্রভৃতির) অনুশীলনের স্থান; সন্ন্যাসীদের (বিশেষতঃ বৈষ্ণব বৈরাগীদের) আশ্রম; আড্ডা। [<সং. অক্ষবাট, হি. আখাড়া]। বি. **~ই**—(অভিনয়াদির) মহলা। বি. **~ধারী**—মঠের বা আখড়ার অধ্যক্ষ।

আখনি—**আকনি**-র রূপভেদ।

আখণ্ডল—বি. ইন্দ্র।

আখর—বি. অক্ষর; কীর্তনাদি গানে মূল পদের সহিত ইচ্ছামত সংযোজিত পদ (আখর দেওয়া)। [সং. অক্ষর]।

আখরোট—বি. পার্বত্য ফলবিশেষ। [সং. অক্ষোট]।

আখা—বি. উনান, চুল্লী। [তু. সং. উখা=হাঁড়ি]।

আখাম্বা—বিণ. থামের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অত্যন্ত মোটা ও লম্বা (আখাম্বা বাঁশ)। [বাং. আ-৩ (সদৃশ)+খাম্বা (সং. স্তম্ভ)]।

আখু—বি. ইন্দুর, মূষিক। [সং. আ+খন্+উ (র্তৃ)]।

আখুটি, আখটি—বি. আবদার, বায়না। [সং অখট্টি]। বিণ. **আখুটিয়া, আখুটে, আখটে**—আবদেরে, বেশী বায়না করে এমন (আখুটে শিশু)।

আখুন্দ, আখুঞ্জী—বি. ফারসী-শিক্ষক। [ফা]।

আখেটক, আখেটিক—বি. ব্যাধ, শিকারী। [সং.]।

আখের, আখির—বি. পরিণাম, ভবিষ্যৎ; শেষ, অন্ত। [আ. আখীর্]। বিণ. **আখেরি, আখেরী**—অন্তিম, শেষকালীন। **আখেরি চাহার শুম্বা**—মোহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বুধবার এবং তদুপলক্ষে মুসলমানদের পালনীয় পর্ব। **আখেরি জমানা**—কেয়ামত বা প্রলয়ের পূর্ববর্তী যুগ, শেষ যুগ (তু. কলিযুগ)।

আখোলা—বিণ. খোলা নয় এমন, আটকান। [বাং. আ-৩+খোলা]।

আখ্যা—বি. সংজ্ঞা, নাম, উপাধি, কথন। [সং. আ+ √খ্যা (কথন)+অ(ঙ্)+আ (ভা)]। বিণ. **~ত**—সংজ্ঞাপ্রাপ্ত, কথিত; ব্যাখ্যাত; প্রসিদ্ধ (ভিন্ন নামে আখ্যাত)। বি. **~ন**—কাহিনী, ইতিহাস; কথন। বিণ. **~য়ক**—কথক, প্রচারক। বি. **আখ্যায়িকা**—কাহিনী। বিণ. **আখ্যায়ী** (-য়িন্)—আখ্যায়ক, কথক। বিণ **আখ্যেয়**—আখ্যাযুক্ত; নামবিশিষ্ট; কথনীয়।

আখ্যান—বি. বর্ণনা, কথন (গুণাখ্যান); গল্প, কাহিনী; ইতিবৃত্ত, ইতিহাস। [সং. আ + √খ্যা+অন (ণে)]।

আগ—(১) বি. অগ্রভাগ। (২) বিণ. সর্বাগ্রবর্তী, সর্বোচ্চ (আগডাল)। [সং. অগ্র]। ক্রি-বিণ. **~পাছু**—অগ্রপশ্চাৎ (আগপাছু ভাবা)। ক্রি. **~বাড়া, ~বাড়ান, ~বাড়ানো, আগুবাড়া**—অগ্রবর্তী হওয়া।

আগড়, আগল—বি. কপাটের পরিবর্তে ব্যবহৃত বেড়াবিশেষ, ঝাঁপ, টাটি; দরজার খিল (আগল খোলা)। [সং. অর্গল]।

আগড়-বাগড়—বি. নানা বাজে জিনিস; অর্থহীন কথা, প্রলাপ। [তু. হি. অগড়্‌বগড়্]।

আগড়ম-বাগড়ম—বি. অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় বা অসংলগ্ন কথা (আগড়ম-বাগড়ম বকা)। [তু. হি. আওড়ম্-বওড়ম্]।

আগডুম-বাগডুম, আগডোম-বাগডোম—বি. শিশুদের ক্রীড়াবিশেষ। [মূল: প্রাচীন কালে ডোম-সেনার সাহায্যে যুদ্ধ, যে-যুদ্ধে 'আগে' ডোম, 'বাগে' (=পাশের দিকে) ডোম, 'ঘোড়'-সওয়ার ডোম ইত্যাদি]।

আগত—বিণ. আসিয়াছে এমন, উপস্থিত; প্রাপ্ত (শরণাগত)। [সং. আ+গত]। বিণ. **~প্রায়**—প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে এমন, আসন্ন।

আগদুয়ার—বি. বাহিরের দরজা। বহির্বাটী। [সং. অগ্রদ্বার]।

আগন্তুক—(১) বি. অতিথি ; নবাগত (অপরিচিত) ব্যক্তি। (২) বিণ. হঠাৎ উপস্থিত (আগন্তুক বিপদ্)।

আগবাড়া, আগবাড়ান—**আগ** দ্রঃ।

আগম—বি. বেদাদি শাস্ত্র ; তন্ত্রশাস্ত্র। আগমন (শরদাগম), লাভ, উপার্জন (ধনাগম)। জীবদেহের শ্বাসগ্রাহী অঙ্গ, অন্তঃশ্বসন যন্ত্র, inhalant [বি. প.], আমদানি, import [স. প.]; (ব্যাক.) প্রকৃতিপ্রত্যয়ের লোপ না করিয়া শব্দমধ্যে বর্ণের প্রবেশ। [সং. আ+ √গম্+অ]। বি. **~শুল্ক**—আমদানির জন্য দেয় কর, import duty [সং. প.]।

আগমন—বি. আসিয়া উপস্থিত হওয়া। [সং. আ+ গমন]। **আগমনী**—(১) বি. শিবপত্নী ও হিমালয়-নন্দিনী উমার পিত্রালয়ে আগমনবিষয়ক গান। (২) বিণ. আগমন-সম্বন্ধীয়। [সং. আগমন+বাং. ঈ]।

আগর১—**অগুরু**-র বিকৃত রূপ।

আগর২—বিণ. (অপ্র.) শ্রেষ্ঠ, প্রধান, চূড়ামণি ; উৎকৃষ্ট। [সং. অগ্র]। বিণ. (স্ত্রী.) **আগরী**।

আগল—বি. খিল ('দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল'), বাধা ; বেড়া, ঝাঁপ। [সং. অর্গল]।

আগলা১—বিণ. অনাবৃত ; খোলা। [তু. বাং. আগল সং. অলগ্ন]।

আগলা২—ক্রি. **আগলান**-র কোমল রূপ।

আগলান, আগলানো—(১) ক্রি. আটক করা ; পাহারা দেওয়া, সামলান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে (ছেলে আগলানর ঝি)। [বাং. √আগ্‌লা (নামধাতু < 'আগল')+আন]।

আগলি—(১) বিণ. অগ্রবর্তী, প্রধান। (২) বি আলয়, আগার ('বুদ্ধির আগলি' : ক ক)। [সং. অগ্র]।

আগা—বি. অগ্রভাগ, উপরিভাগ (গাছের আগা), ডগা (ছুঁচের আগা)। [সং. অগ্র]। ক্রি-বিণ. **~গোড়া**—প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, আদ্যন্ত।

আগাছা—বি. অকেজো গাছ লতা বা তৃণ, জঙ্গল। [বাং. আ (=মন্দ)+গাছ+আ]।

আগান, আগানো—(১) ক্রি. অগ্রসর হওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে (আগানর পথ)। [বাং. √আগা (নামধাতু < আগ)+আন]।

আগাপাছতলা, আগাপাস্তলা—ক্রি-বিণ. অগ্রপশ্চাৎ ; আগাগোড়া, আপাদমস্তক। [দেশী]।

আগাম—বিণ. অগ্রিম। [সং. অগ্রিম]।

আগামী (-মিন্)—বিণ. ভবিষ্যতে আসিবে বা ঘটিবে এমন, ভাবী। [সং. আ+ √গম্+ইন্ (র্তৃ)]।

আগার—বি. গৃহ ; আধার। [সং.]।

আগি—বি. (ব্রজ.) আগুন ('হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি' : চণ্ডী.)। [প্রা. অগ্‌গি > সং. অগ্নি]।

আগিলা—বিণ. সম্মুখদিকস্থ ('আগিলা ঘাটে সে নায়' : চণ্ডী)। [বাং. আগ+ইলা (তু. পাছিলা)]।

আগু—(১) বি. প্রথম, পূর্ব (আগু হইতে)। (২) বিণ. অগ্রবর্তী, অগ্রগামী (আগু দল)। (৩) ক্রি-বিণ. আগে, প্রথমে ('আগু গিয়া রাবণের গলে দিব ফাঁস' : কৃত্তি.)। [সং. অগ্র]। ক্রি-বিণ. **~তে**—প্রথমে, পূর্বে। ক্রি-বিণ. **~পাছু, ~পিছু**—অগ্রপশ্চাৎ, ভূতভবিষ্যৎ (আগুপাছু বিবেচনা করা) ; ইতস্ততঃ (আগুপিছু করা)। ক্রি. **আগুবাড়া**—**আগ** দ্রঃ। বিণ. **~য়ান, ~সর, ~সার**—অগ্রসর অগ্রবর্তী।

আগুন, (কাব্যে) **আগুনি**—বি. অগ্নি, গৌণ অর্থে—দুঃসহ তাপ, কোপ, দুর্ভাগ্য (কপালে আগুন), মূল্যবৃদ্ধি (বাজার আগুন)। ক্রি. **আগুন করা**—রন্ধন অগ্নি-সেবন প্রভৃতির জন্য কাষ্ঠাদি সংগ্রহপূর্বক আগুন জ্বালান। ক্রি. **আগুন ধরা, আগুন লাগা**—অগ্নিসংযুক্ত হওয়া (ঘরে আগুন লাগা) ; বিশৃঙ্খলা উপদ্রব অভাব প্রভৃতি উপস্থিত হওয়া (কাজে রান্নায় বা ফসলে আগুন লাগিয়াছে)। ক্রি. **আগুন দেওয়া, আগুন লাগান**—অগ্নিসংযোগ করা। ক্রি. **আগুন পোহান**—আগুনের তাপ উপভোগ করা। ক্রি. **আগুন হওয়া**—অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া (ইহাতে সে আগুন হইয়া উঠিল)।

আগুয়ান—**আগু** দ্রঃ।

আগুরি, আগুরী—বি. উগ্রক্ষত্রিয় জাতি। [তু. উগ্র-ক্ষত্রিয়]।

আগুল্ফ—ক্রি-বিণ. গোড়ালি পর্যন্ত (আগুল্‌ফলম্বিত কেশ)। [সং. আ+গুল্ফ]।

আগুলা—**আগলা**-র রূপভেদ।

আগে—ক্রি-বিণ. প্রথমে, পূর্বে ; সম্মুখে। [সং. অগ্রে]। বিণ. **~কার**—প্রথমের, পূর্বের, অতীতের (আগেকার কথা, আগেকার দিন)। **আগে আগে**—সম্মুখে। ক্রি-বিণ. **~পাছে**—সম্মুখে ও পিছনে। **আগেপাছে করা**—ইতস্ততঃ করা। ক্রি-বিণ. **~ভাগে**—সর্বাগ্রে ; প্রথমে (আগেভাগে খবর দাও)।

আগ্নেয়—বিণ. আগুন-সম্বন্ধীয় ; অগ্নিগর্ভ (আগ্নেয়গিরি) ; অগ্নি-নিঃসারক (আগ্নেয়াস্ত্র) ; অগ্নিতাপে গলিত হইয়া উৎপন্ন (আগ্নেয় প্রস্তর)। [সং. অগ্নি+এয়]। বি. **~গিরি**—আগুন উষ্ণ গলিত ধাতু ধুলাবালি প্রভৃতি নিঃসারক পর্বতবিশেষ, volcano। বি. **আগ্নেয়াস্ত্র**—কামান-বন্দুকাদি অস্ত্র ; বজ্র শতঘ্নী প্রভৃতি পৌরাণিক অস্ত্র।

আগ্রহ—বি. ঝোঁক, ব্যগ্রতা ; ঐকান্তিক চেষ্টা বা ইচ্ছা ; আসক্তি। [সং. আ+ √গ্রহ্+অ (ভা)]। বি. **আগ্রহাতিশয়**—অতিশয় আগ্রহ। বিণ. **আগ্রহী, আগ্রহান্বিত**—আগ্রহযুক্ত, উৎসুক (শিখিতে আগ্রহী)।

আগ্রাসন—বি. বৈদেশিক রাজ্যকে গ্রাস বা আক্রমণ করার প্রবৃত্তি। তু. ইং. aggression। [সং. আ+ √গ্রস্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **আগ্রাসী**—উক্ত প্রবৃত্তিযুক্ত (আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ, আগ্রাসী মনোভাব)।

আঘাট, আঘাটা—বি. অব্যবহার্য ঘাট ; যাহা যথার্থ ঘাট নহে। [বাং. আ (=মন্দ বা অপ্রকৃত)+ঘাট+আ]।

আঘাত—বি. চোট, ঘা ; প্রহার ; পীড়া (অভিমানে আঘাত লাগা)। [সং. আ+ √হন্+অ (ভা)]। বি. বিণ. **~ক**—আঘাতকারী। বি. **~ন**—আঘাতকরণ। বিণ. **~সহ**—আঘাত সহ্য করিতে পারে এমন।

আঘ্রাণ—বি. গন্ধগ্রহণ (আঘ্রাণ করা)। [সং. আ+√ঘ্রা+অন (ভা)]। বিণ. **আঘ্রাত**—শোঁকা হইয়াছে এমন।

আঙটা, আঙটি, আঙন, আঙরা, আঙরাখা, আঙার, আঙিনা, আঙিয়া, আঙ্‌্র, আঙ্‌ল—যথাক্রমে **আংটা, আংটি, আঙিনা, আংরা, আংরাখা, আঙ্গার, আঙ্গিনা, আঙ্গিয়া, আঙ্গুর, আঙ্গুল**-এর বানানভেদ।

আঙ্গ—বিণ. অঙ্গ-সম্বন্ধীয়; আঙ্গিক। [সং. অঙ্গ+অ]।

আঙ্গার১—(১) বি. অঙ্গারসমূহ। (২) বিণ. অঙ্গার-সম্বন্ধীয়। [সং. অঙ্গার+অ]।

আঙ্গার২—বি. আঙার, কয়লা; পোড়া কাঠ। [সং. অঙ্গার]।

আঙ্গিক—(১) বিণ. অঙ্গ বা বিষয় সম্বন্ধীয়; অঙ্গজাত; অঙ্গভঙ্গিদ্বারা সম্পাদিত বা অভিনীত। (২) বি. অভিনয়াদি শিল্পকলার সহচর ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি (বেতালা আঙ্গিক অভিনয়ের রসহানি করিয়াছে); (অশু.) কলা-কৌশল। [সং. অঙ্গ+ইক]।

আঙ্গিনা, আঙিনা—বি. উঠান। [সং. অঙ্গন]।

আঙ্গিয়া—বি. স্ত্রীলোকের ছোট ও আঁটো জামাবিশেষ চোলি, কাঁচুলি। [সং. অঙ্গিকা]।

আঙ্গিরস—বি. অঙ্গিরস্ মুনির পুত্র; বৃহস্পতি; গোত্র-বিশেষ। [সং. অঙ্গিরস্+অ]।

আঙ্গুর—বি. আঙুর ফল, দ্রাক্ষা। [ফা.]।

আঙ্গুল—বি. অঙ্গুলি। [সং. অঙ্গুলি]। **আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ**—অকস্মাৎ বা অতি দ্রুত পদোন্নতি বা ঐশ্বর্যবৃদ্ধি। বি. **~হাড়া**—আঙ্গুলের রোগবিশেষ। **আঙ্গলানো**—ক্রি. আঙ্গুল দিয়া নাড়াচাড়া করা।

আঙ্গোট—বি. পায়ের আঙ্গুলে পরার আঙটি। [সং. অঙ্গুষ্ঠিকা]।

আচকা—ক্রি-বিণ অকস্মাৎ, হঠাৎ, আচমকা। [বাং. আচমকা]।

আচকান—বি. পুরুষের চাপকানের ন্যায় দীর্ঘ জামা-বিশেষ। [ফা. আচ্‌কন]।

আচঞ্চল—বিণ. ঈষৎ চঞ্চল। [আ-৩+চঞ্চল]।

আচমকা—ক্রি-বিণ. হঠাৎ, আচম্বিতে, চমকাইয়া দেয় এমনভাবে (আচমকা এসে উপস্থিত)। [হি. অচম্ভা]। বিণ **আচমকাসুন্দরী**—প্রকৃতপক্ষে সুন্দরী না হইলেও হঠাৎ দেখিলে সুন্দরী মনে হয় এমন।

আচমন—বি. আঁচান, পূজাদির পূর্বে জলদ্বারা বিধি-অনুযায়ী দেহশুদ্ধি; আহারের পর হস্তমুখপ্রক্ষালন। [সং. আ+√চম্+অন (ভা)]। বি. **আচমনীয়**—আচমন করিবার জল; যাহা আহার করিলে আচমন করা আবশ্যক এরূপ দ্রব্য।

আচম্বিতে, (বিরল) আচম্বিত—ক্রি-বিণ. হঠাৎ, অক-স্মাৎ আচমকা। [সং. অসম্ভাবিত—তু. হি. অচম্ভা]।

আচরণ—বি. ব্যবহার, চালচলন; অনুষ্ঠান, পালন (ধর্মাচরণ)। [সং. আ+√চর্+অন (ভা)]। বিণ. **আচরণীয়**—ব্যবহার্য (জলাচরণীয়); অনুষ্ঠেয় (আচরণীয় ধর্ম)। বিণ. **আচরিত**—আচরণ করা হইয়াছে এমন।

আচাভুয়া, আচাভুয়ো—বিণ. অত্যন্ত অদ্ভুত কিম্ভূত-কিমাকার। [সং. অত্যদ্ভুত]। বি. **আচাভো**—কিম্ভূত-কিমাকার সঙ্ বিশেষ।

আচার১—বি. টক ঝাল তৈল ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ, sauce। [পো. achar; ফা. আচার]।

আচার২—বি. অনুষ্ঠান, পালন; প্রচলিত ব্যবহার, চালচলন (সদাচার); সংস্কার, রীতিনীতি (দেশাচার); শাস্ত্রীয় আচরণ ও নিয়মাদি (আচার-সর্বস্ব ধর্ম); সাধন-রীতি (বামাচার)। [সং. আ+√চর্+অ (ভা)]। বিণ. **~বান্**—শাস্ত্রীয় আচরণ ও নিয়মাদি পালনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী**। বিণ. **~ভ্রষ্ট**—শাস্ত্রীয় আচরণ ও নিয়মাদি লঙ্ঘনকারী। বিণ. **আচারী** (-রিন্)—নিষ্ঠা-বান্, সদাচারী; আচারবান্।

আচার্য—বি. বেদাধ্যাপক, শিক্ষাগুরু; দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা চ্যান্‌সেলর। [সং. আ+√চর্+য (র্ম)]। বি. (স্ত্রী.) **আচার্যা**—শিক্ষাদান-কারিণী; গুরু-মা। বি.(স্ত্রী.) **আচার্যানী**—আচার্যপত্নী।

আচালা—বিণ. চালা হয় নাই এমন; অপরিষ্কৃত। [বাং. আ-৩+চালা]।

আচোট—বিণ. অকর্ষিত; পতিত। [বাং. আ-৩+হি. চোট]।

আচ্ছন্ন—বিণ আবৃত (মেঘাচ্ছন্ন আকাশ), পরিব্যাপ্ত; অচৈতন্য (রোগীর আচ্ছন্ন অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে)। অভিভূত (শোকাচ্ছন্ন)। [সং. আ+ছদ্+ত (র্ম)]। বি. **~তা**।

আচ্ছা—অব্য. স্বীকারসূচক বা সম্মতিসূচক শব্দ; ধরা যাউক (আচ্ছা তাহাই যেন হইল); বেশ, ভাল, উত্তম (আচ্ছা সাজিয়াছে); খুব (আচ্ছা শুনিয়ে দিয়েছি); (ব্যঙ্গে) বিলক্ষণ (আচ্ছা সাধুর পাল্লায় পড়েছ), চমৎকার (আচ্ছা বুদ্ধি)। [সং. অস্তু বা অচ্ছ]।

আচ্ছাদক—বিণ. আবরক, আচ্ছাদনকারী। [সং. আ+√ছদ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বি. **আচ্ছাদন, আচ্ছাদ**—আবরণ; আবৃতকরণ, ঢাকনি; ছাউনি; পরিধেয় বস্ত্রাদি (গ্রাসাচ্ছাদন)। বিণ. **আচ্ছাদনীয়, আচ্ছাদ্য**—আচ্ছাদনের যোগ্য। ক্রি. **আচ্ছাদা**—আচ্ছাদন করা। বিণ. **আচ্ছাদিত**—আচ্ছাদন করা হইয়াছে এমন।

আছ্ (>**আছি, আছ, আছে, আছেন, আছিল** প্রভৃতি)—ক্রি. থাকা, হওয়া, বিদ্যমান বা উপস্থিত থাকা; উচিত বা সঙ্গত হওয়া (এমন কথা বলিতে আছে?)। [সং. √অস্; ইন্দোইউরোপীয় √এস্+কে (দ্র. চ.)]।

আছড়া—বি. সেচন, ছড়া, ছিটা (জলের আছড়া)। [তু. বা. ছড়া১, সং. ছটা]।

আছড়ান, আছড়ানো—(১) ক্রি. আছাড় দেওয়া, (বস্ত্রাদি) সবলে নিয়ে বা ভূমিতে নিক্ষেপ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং √আছড়া+আন]।

আছাঁকা—বিণ. (তরলদ্রব্যাদি) ছাঁকা হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+ছাঁকা]।

আছাঁটা—বিণ. ঢেঁকিতে বা কলে ছাঁটা বা ভাঙ্গা হয় নাই এমন (আছাঁটা চাউল); অকর্তিত (আছাঁটা চুল)। [বাং. আ-৩+ছাঁটা]।

আছাড়—বি. বেগে নিম্নে বা মাটিতে নিক্ষেপ বা পতন (-খাওয়া)। ক্রি. **আছাড়া**—আছাড় মারা। [দেশী]।

আছোলা—বিণ. খোসা ছাল বা ছিলকা ছাড়ান হয় নাই এমন, চাঁচা হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+ ছোলা]।

আজ—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. অদ্য, বর্তমান দিনে (আজ যাব); বর্তমানে (আজ তুমি ধনী)। (২) বি. অদ্যকার দিন (আজ শুভদিন); বর্তমান কাল। [প্রাকৃ. অজ্জ; সং. অদ্য]। **আজ বাদে কাল**—শীঘ্রই। বিণ. ~**কার**, ~**কের**—বর্তমান দিবসের। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**কাল**—বর্তমানে, অধুনা। ক্রি. **আজ কাল করা**—অযথা বিলম্ব করা; গড়িমসি করা। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**কে**—আজ, বর্তমান দিবসে। বি. **আজ-নয়-কাল**—গড়িমসি, দীর্ঘসূত্রতা।

আজগবী, আজগুবী, আজগবি, আজগুবি—বিণ. অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অদ্ভুত। [>আ. আজব্]।

আজনাই—**আঁজনাই**-র রূপভেদ।

আজন্ম—ক্রি-বিণ. বিণ. বিণ-বিণ. জন্মাবধি, যাবজ্জীবন (আজন্ম করিতেছি, আজন্ম বাস, আজন্ম দরিদ্র)। [সং. আ+জন্মন্]। ক্রি-বিণ. ~**কাল**—চিরজীবন।

আজব—বিণ. অদ্ভুত। [আ. অজব্]। বি. ~**ঘর**—প্রদর্শশালা, museum।

আজর—বি. নৌকার দাঁড়, দাঁড়ের দড়ি। [?]।

আজা—বি. মাতামহ। [সং আর্যক]। বি.(স্ত্রী.) **আজী**, **আজীমা**।

আজাড়—বিণ. উজাড়, নিঃশেষ। [তু. উজাড়]।

আজাদ—বিণ. মুক্ত, স্বাধীন। [ফা.]। **আজাদ হিন্দ ফৌজ**—ভারতের বাহিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক গঠিত ভারতের মুক্তিবাহিনী। বি. **আজাদি**—মুক্তি, স্বাধীনতা।

আজান—বি. নামাজ পড়িতে সাধারণকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট-ভাবে আহ্বান। [আ. অজান্]।

আজানু—ক্রি-বিণ. (দেহের উপরাংশ হইতে) হাঁটু পর্যন্ত [সং. আ+জানু]। বিণ. ~**লম্বিত**—(দেহের উপরাংশ হইতে) হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত। বিণ. ~**লম্বিতবাহু**—হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত বাহুবিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘবাহু (এইরূপ বাহু বলিষ্ঠতার পরিচায়ক)।

আজি—**আজ**-এর রূপভেদ।

আজী—**আজা** দ্রঃ।

আজীব—বি. যাহা দ্বারা জীবন-ধারণ করা যায়; জীবিকা; বৃত্তি, ব্যবসায় (ব্যবহারাজীব, শস্ত্রাজীব)। [সং]।

আজীবন—ক্রি-বিণ. বিণ. বিণ-বিণ. সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া (আজীবন চলা, আজীবন শত্রু, আজীবন পরিশুদ্ধ)। [বাং. আ-৩+সং. জীবন]।

আজীমা—**আইমা** ও **আজা** দ্রঃ।

আজু—অব্য. ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) আজ, অদ্য।

আজুরা—**অজুরা**-র রূপভেদ।

আজেবাজে—বিণ. (জিনিস কথাবার্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে) নানাপ্রকারের অকেজো বা বাজে। [দেশী]।

আজ্জান, আজ্জানো—(১) ক্রি. রোপণ বা বপন করা। (২) বি. রোপণ বা বপন (চারা আজ্জানর জায়গা)। (৩) বিণ. রোপিত বা উপ্ত (আজ্জানর চারা)। [বাং. √আজ্জা+আন]।

আজ্ঞপ্তি—বি. আদেশ, রায়, হুকুম, decree [স. প]। [সং. আ+ √জ্ঞপ্+তি (ভা)]।

আজ্ঞা—(১) বি. আদেশ, অনুজ্ঞা, অনুমতি। (২) অব্য. সম্মতিসূচক ধ্বনি। [সং. আ+ √জ্ঞা+অ+আ]। বিণ. ~**কারী** (-রিন্)—আদেশদাতা; (বিরল) আজ্ঞা-পালক। বিণ. (স্ত্রী.) ~**কারিণী**। বিণ. ~**ধীন**, ~**নুবর্তী** (-র্তিন্)। ~**বহ**—আদেশপালক, বাধ্য। বিণ. বি. ~**পক**—আদেশদাতা। বি. ~**পত্র**, ~**লিপি**—আদেশ-লিপি, হুকুমনামা। বি. ~**পন**—আদেশদান। বিণ. ~**পিত**—আদিষ্ট। অব্য. **আজ্ঞে**—মান্য ব্যক্তি বা গুরুজনের ডাকে সাড়া, প্রশ্ন বা সম্মতি-সূচক ধ্বনি। **যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞে**—তাহাই হইবে।

আজ্য—বি হবি, যজ্ঞীয় ঘৃতাদি। [সং.]।

আঝাড়া—বিণ. (শস্যাদি-সম্বন্ধে) ঝাড়িয়া ধুলাবালি প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বস্তু দূর করা হয় নাই এমন; [বাং. আ-৩+ঝাড়া]।

আঝালা, আঝালি—বিণ. ঝাল বা লঙ্কা মেশান হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+ঝাল+আ]।

আঞ্চলিক—বিণ. স্থানীয়, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর কোন স্থান বা এলাকা সংক্রান্ত (আঞ্চলিক স্বার্থ, আঞ্চলিক অখণ্ডতা)। [সং. অঞ্চল+ইক]।

আঞ্জনি, আঞ্জুনি—বি. আজনাই, নেত্রপল্লবে উদ্গত ব্রণবিশেষ। [সং.]।

আঞ্জনেয়—বি অঞ্জনার পুত্র, হনুমান্। [সং. অঞ্জনা+এয়]।

আঞ্জা—বি এক সন্তানের জন্ম হইতে পরবর্তী সন্তান জন্মিবার পূর্বে নিয়মিত ব্যবধান। [দেশী]।

আঞ্জাম—বি. নির্বাহ, সরবরাহ (টাকার আঞ্জাম); বন্দোবস্ত, (অশু.) আয়ব্যয়। [ফা. আন্জাম্]।

আঞ্জিনেয়—বি. টিকটিকিজাতীয় হিংস্র জীববিশেষ, আজনাই। [সং. অঞ্জনী+এয়]।

আঞ্জীর—বি. ডুমুরজাতীয় ফলবিশেষ। [ফা.]।

আঞ্জুনি—**আঞ্জনি** র রূপভেদ।

আঞ্জুমান, আঞ্জুমন—বি. সভা, সমিতি, মজলিস। [ফা. আন্জুমন্]।

আট—বি. বিণ. ৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্ট]। ~**ই**—(১) বি. মাসের ৮ তারিখ। (২) বিণ. ৮ তারিখের। বি. ~**কড়াইয়া**, ~**কৌড়ে**—সন্তান-জন্মের অষ্টম

দিনে আট রকম কড়াইভাজাঘটিত জলপান বিতরণরূপ মাঙ্গলিক সংস্কার। বিণ. **~কপালিয়া, ~কপালে**—হতভাগা, দুরদৃষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) **~কপালী**। ক্রি. **আটখানা করা**—খণ্ড খণ্ড বা টুকরা টুকরা করা। ক্রি. **আটখানা হওয়া**—(আনন্দে) অধীর হওয়া বা ফাটিয়া পড়া। বি. **~ঘাট**—চতুর্দিক্; সকল পথ বা উপায় (আটঘাট বাঁধা)। বি. বিণ. **~চল্লিশ**—৪৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। বি. **~চালা**—আটখানি চালাযুক্ত প্রাচীরহীন ঘর বা মণ্ডপ। বি. বিণ. **~ত্রিশ**—৩৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। বি. ক্রি-বিণ. **~পহর**, **~পর**—সমস্ত দিন ও রাত্রি। বিণ. **~পিঠা, ~পিঠে, ~পিটে**—অষ্টপৃষ্ঠযুক্ত; অষ্টতলযুক্ত, সকল ভারবহনে সমর্থ, সর্বদিকে দক্ষ, চৌকস। বিণ. **~পৌরে**—অষ্টপ্রহর অর্থাৎ সর্বদা ব্যবহার্য (অর্থাৎ পোশাকী নহে এমন)। বি. বিণ. **~ষট্টি**—৬৮ সংখ্যা বা সংখ্যক।

আটই—**আট** দ্রঃ।

আটক—(১) বি. বাধা, প্রতিবন্ধক (ইহাতে কোন আটক নাই)। (২) বিণ. বন্দী, অবরুদ্ধ (আটক থাকা)। [দেশী]। ক্রি. **আটক পড়া**—অবরুদ্ধ হইয়া পড়া।

আটকড়াইয়া, আটকপালিয়া, আটকপালী, আটকপালে—**আট** দ্রঃ।

আটকা—(১) বি. বাধা, প্রতিবন্ধক। (২) বিণ. অবরুদ্ধ (জালে আটকা-পড়া মাছ, আটকা থাকা, আটকা জায়গা)। [বাং. আটক+আ]। বি. **আটকা-আটকি**—কড়াকড়ি ব্যবস্থা, কড়াকড়ি।

আটকান, আটকানো—(১) ক্রি. অবরুদ্ধ করা (খোঁয়াড়ে আটকান), বাধাপ্রাপ্ত হওয়া (কথা আটকায় না, কাজ আটকায়); সংবদ্ধ করা (দেওয়ালে আটকান), বাধা দেওয়া (বন্যা আটকান); বাধিয়া যাওয়া (গাছে আটকান)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. আটক নামধাতু √আটকা+আন]।

আটকে, আটকিয়া—বি. জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদবিশেষ, জগন্নাথ-মন্দিরের নির্দিষ্টপরিমাণ প্রসাদ। [ও. একাটিয়া]। **আটকে বাঁধা**—জগন্নাথ-মন্দিরে পুণ্যার্থ অর্থপ্রদান যাহাতে একজনের ভোজনোপযোগী প্রসাদের ব্যবস্থা হয়।

আটকৌড়ে, আটখানা, আটঘাট, আটচল্লিশ, আটচালা, আটত্রিশ, আটপর, আটপহর, আটপিটে, আটপিঠা, আটপিঠে, আটপৌরে, আটষট্টি—**আট** দ্রঃ।

আটা১—**আঠা**-র রূপভেদ।

আটা২—বি. গোধূমচূর্ণ। [দেশী]।

আটা৩—বি. আট ফোঁটাযুক্ত তাস। [বাং. আট+আ]।

আটাইশ, (চলিত) **আটাশ**—বি. বিণ. ২৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টাবিংশতি]। **আটাশে**—(১) বি. মাসের ২৮ তারিখ। (২) বিণ. ২৮ তারিখের, গর্ভধারণের অষ্টম মাসে জাত; দুর্বল ('আটাশে ছেলে': রা. প্র.)।

আটাত্তর—বি. বিণ. ৭৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টসপ্ততি বা অষ্টাসপ্ততি]।

আটানব্বই—বি. বিণ. ৯৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টনবতি বা অষ্টানবতি]।

আটান্ন—বি. বিণ. ৫৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টপঞ্চাশৎ বা অষ্টাপঞ্চাশৎ]।

আঠা—বি. কাই, গঁদ, লেই, চট্‌চটে রস বা বস্তু (গাছের আঠা); আগ্রহ, অভিনিবেশ (কাজে আঠা থাকা)। বি. **~কাটি**—পাখি ধরার জন্য আঠা-মাখান শলা; (আল.) ধরার জন্য ফাঁদ। বিণ. **~ল, ~লো**—চট্‌চটে, আঠাযুক্ত।

আঠার, আঠারো—বি. বিণ. ১৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টাদশন্]। **আঠার মাসে বৎসর**—(আল.) অতিশয় দীর্ঘসূত্রতা। **~ই**—(১) বি. মাসের ১৮ তারিখ। (২) বিণ. ১৮ তারিখের।

আঠি—**আটি**-র রূপভেদ।

আড়১—বি. টেংরা-জাতীয় বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

আড়২—বি. আড়াল (আড়ে আড়ে চাওয়া)।

আড়৩—বিণ. অপর; বিপরীত (আড়পার)। [সং. অপর]।

আড়৪—বি. প্রস্থ, পার্শ্ব (আড়ে-দিঘে); কাপড়জামা রাখিবার বা পাখির বসিবার দণ্ড। [দেশী]।

আড়৫—বিণ. তেরছা, বাঁকা, তির্যক্ (আড়চোখে); আধ (আড়পাগলা, আড়মাতলা)। [সং. অরাল—তু. হি. আড়]। বি. দেহের বা উচ্চারণের জড়তা (কথার আড়)। ক্রি. **আড় ভাঙ্গা**—সোজা করা, (প্রধানতঃ উচ্চারণের বা দেহের) জড়তা দূর করা। ক্রি. **আড় হওয়া**—কাত হওয়া; শোয়া। বিণ. **~কোলা**—শিশুকে দুধ খাওয়াইবার সময়ে তাহাকে মা যেমনভাবে কোলের উপর শোয়াইয়া নেন, তেমনভাবে শায়িত। বি. **খেমটা**—সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতির তালবিশেষ। বি. **~ঘোমটা**—অর্ধাবগুণ্ঠন। বি. **~চোখ, ~নয়ন**—কটাক্ষ, চোরা চাহনি। বিণ. **~পাগলা**—আধপাগলা, পাগলাটে। বি. **~মোড়া, আড়ামোড়া**—শরীর সোজা করিয়া আড়ষ্টভাব ও জড়তা দূরীকরণ। বি. **~বাঁশি**—নিম্নোষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া ফুঁ দিয়া বাজাইবার মত বাঁশি।

আড়ং—**আড়ঙ্গ**-এর বানানভেদ।

আড়কাটি, আড়কাঠি—বি. সৈন্যবাহিনীর জন্য লোক বা খনি কারখানা চা-বাগান প্রভৃতির জন্য মজুর সংগ্রহকারী; recruiter; কর্ণধার, বন্দরের নিকটে জাহাজের পথপ্রদর্শক, pilot; তাঁতের মাকু। [দেশী]।

আড়কাঠ, আড়কাঠা—বি. কড়িকাঠ। [দেশী]।

আড়কোলা, আড়খেমটা—**আড়৫** দ্রঃ।

আড়গড়া—বি. আস্তাবল, অশ্বশালা; অশ্বপালনপ্রতিষ্ঠান। [দেশী]।

আড়ঙ্গ, আড়ং—বি. গঞ্জ, গোলা, হাট, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান স্থান; মেলা। [দেশী]। বি. **~ঘাটা**—নৌকারোহণের ঘাট বা স্থান। বিণ. **~ছাঁটা**—স্বল্প পরিষ্কৃত, তুষ বাহির-করা, ঢেঁকিছাঁটা নহে এমন। বি. **~ধোলাই**—কোরা কাপড়ের রং ও মাড় উঠাইয়া ধৌতকরণ।

আড়চোখ—**আড়**৫ দ্রঃ।

আড়ত, আড়ৎ—বি. গঞ্জ, গোলা, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান স্থান। [তু. হি. আঢ়ৎ]। বি. **~দার**—যে ব্যক্তি অপরের মাল নিজের গোলায় রাখে এবং দস্তুরি বা দালালি লইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। বি. **~দারি**—আড়তদারের দস্তুরি বা পেশা। বিণ. **~দারী**—আড়তদার বা আড়তদারের পেশা সংক্রান্ত।

আড়ম্বর—বি. জাঁকজমক, ঘটা, সমারোহ; মেঘগর্জন; রণবাদ্য; গর্ব। [সং.]।

আড়ষ্ট—বিণ. অসাড় (হাত আড়ষ্ট হওয়া); জড়; অস্বচ্ছন্দ। [> সং. আকৃষ্ট]। বি. **~তা**।

আড়া১—বি. আকৃতি; ডৌল, ছাঁচ (বেআড়া); প্রকার, ধরন। [সং. আকার]।

আড়া২—বি. ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ। [সং. আঢ়ক]।

আড়া৩—বি. ডাঙ্গা, কিনারা, আড়কাঠ, কাপড় ইত্যাদি রাখিবার আড়, সাঙ্গা। [দেশী]।

আড়াআড়ি—(১) ক্রি. বিণ. কোণাকুণি। (২) বি. পরস্পর শত্রুতা বা প্রতিযোগিতা। [বাং. আড়৫]।

আড়াই—বিণ. দুই এবং আধ, ২½। [সং. অর্ধতৃতীয়]। বি. **~য়া**—আড়াই গুণের নামতা, আড়াই সের ওজনের বাটখারা।

আড়াঠেকা—বি. সঙ্গীতের তালবিশেষ। [বাং. আড়াই + ঠেকা]।

আড়ানা—বি. রাগিণীবিশেষ।

আড়ানি, আড়ানী—বি. বড় ছাতা; বড় পাখা। [দেশী]।

আড়াল—বি. অন্তরাল (আড়ালে থাকা, রাখা), পরদা, আবরণ; গুপ্ত ব্যবধান। [বাং. আড়২]।

আড়ি১—**আড়া**২-এর রূপভেদ।

আড়ি২—বি. আড়াল; অসদ্ভাব, বিবাদ, আক্রোশ (বালকবালিকাদের মধ্যে প্রচলিত) চিবুকে বুড়া আঙুল ঠেকাইয়া কাহারও সহিত বাক্যালাপ-বন্ধের সঙ্কল্প ঘোষণা। [দেশী]। ক্রি. **আড়ি দেওয়া**—প্রতিযোগিতা করা। ক্রি. **আড়ি পাতা, আড়ি মারা**—আড়ালে লুকাইয়া শোনা।

আড়েহাতে—ক্রি-বিণ. উঠিয়া-পড়িয়া সোৎসাহে (আড়েহাতে লাগা); সজোরে (আড়েহাতে এক ঘা দেওয়া)।

আড্ডা—বি. বাসস্থান, মিলনস্থল (চোরের আড্ডা, গুলির আড্ডা); আখড়া, বৈঠক (শব্দটি প্রধানতঃ নিন্দার্থে ব্যবহৃত)। [দেশী]। ক্রি. **আড্ডা গাড়া**—বাসা বাঁধা। ক্রি. **আড্ডা দেওয়া আড্ডা মারা**—দলবদ্ধ হইয়া রঙ্গতামাসা করা, আড্ডায় যোগদান করা; বৃথা গল্পগুজবে কালক্ষেপ করা। বি. **~ধারী**—আড্ডার প্রধান ব্যক্তি বা পরিচালক, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে আড্ডায় যায়। বিণ. **~বাজ**—আড্ডায় আলস্যে সময় কাটায় এমন।

আঢাকা—বিণ. খোলা; আবরণহীন। [বাং. আ- + ঢাকা]।

আঢ্য—বিণ. সমৃদ্ধ; ধনী; যুক্ত; সম্পন্ন (ধনাঢ্য)। [সং. আ + ধ্যৈ + অ (র্তৃ)]।

আণব, আণবিক—বিণ. অণুসম্বন্ধীয়। molecular; (অশু.) পরমাণুসম্বন্ধীয়, atomic। [সং. অণু + অ, ইক]। **আণবিক বোমা**—অ্যাটম বোমা।

আণ্ডা—বি. ডিম, অণ্ড। [সং. অণ্ড]। বি. **~বাচ্চা**—গর্ভস্থ ও ক্রোড়স্থ সন্তান, ছেলেপুলে।

আণ্ডিল, আণ্ডীল—(১) বিণ. মহাধনশালী (আণ্ডিল লোক)। (২) বি. স্তূপ (টাকার আণ্ডিল)। [সং. আণ্ডীর]।

আণ্ডীর—বিণ. ডিম্ববহুল; বহু অণ্ডযুক্ত। [সং. অণ্ড + অ + ঈর—তু. হি. অণ্ডৈল]।

আতঙ্ক—বি শঙ্কা। [সং. আ + √তনক্ (= দুর্দশা) + অ (ভা)]। বিণ. **আতঙ্কিত**—শঙ্কিত।

আতত—বিণ. বিস্তৃত, প্রসারিত; সজ্জিত। [সং. আ + √তন্ + ত (র্ম)]।

আততায়ী (-য়িন্)—বিণ. বি. হিংস্র আক্রমণকারী বা আঘাতকারী, বধোদ্যত; শত্রু, বিপক্ষ। [আতত + √ই + ইন্ (র্তৃ)]। বি. **আততায়িতা**।

আতপ—বি সূর্যকিরণ, রৌদ্র। [সং. আ + √তপ্ + অ (র্তৃ)]। **আতপ চাউল, আতপ তণ্ডুল**—আলোচাল। **আতপত্র**—বি. ছাতা; আতপ বা রৌদ্র হইতে পরিত্রাণকারী। [সং আতপ + √ত্রৈ + অ (র্তৃ)]।

আতপ্ত—বিণ ঈষৎ উষ্ণ। [বাং. আ-৩ + তপ্ত]।

আতর১—বি. সুগন্ধ পুষ্পসারাদি। [আ. ইৎর্]। বি. **~দান**—আতর রাখার পাত্র।

আতর২—বি. (বিরল) খেয়ার ভাড়া, পারানির কড়ি ('আতর সঞ্চিত নাই বঞ্চিত সাঁতারে' - কৃ. ম.)। [সং আ + √তৃ + অ]।

আতশ, আতস—বি. অগ্নি, উত্তাপ। [ফা. আতশ, আতিশ্]। বি **~বাজি**—তুবড়ি হাউই প্রভৃতি আগ্নেয় বাজি। বিণ **আতশী, আতসী**—আগ্নেয়। **আতশী কাচ**—যে-কাচে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিলে আগুন জ্বলিয়া ওঠে।

আতা—বি. ফলবিশেষ। [পো আতা]।

আতান্তর—বি দুরবস্থা, সঙ্কট। [সং. অবস্থান্তর > অথান্তর]।

আতাম্র—বিণ ঈষৎ তাম্রবর্ণ, লোহিতাভ। [বাং. আ- + তাম্র]।

আতালিপাতালি—ক্রি-বিণ. সর্বত্র, চতুর্দিকে; (বিরল) ব্যাকুল ও ব্যস্তসমস্ত ভাবে, এদিক্-ওদিক্ চাহিতে চাহিতে। [প্রাকৃ. উত্থল্ল-পত্থল্ল]।

আতিক্ত—বিণ ঈষৎ তিক্ত, তিতকুটে। [বাং. আ-৩ + তিক্ত]।

আতিথেয়—বিণ. অতিথিসেবাপরায়ণ। [সং. অতিথি + এয়]। বি. **~তা**।

আতিথ্য—বি. অতিথিসেবা; অতিথিসেবার উপকরণ। [সং. অতিথি + য]। বি. **~গ্রহণ, ~স্বীকার**—অতিথি হওয়া।

আতিবিতি—**আথিবিথি**-র রূপভেদ।

আতিশয্য—বি. আধিক্য (ভাবের, ভক্তির আতিশয্য)। [সং. অতিশয়+য]।

আ-তু—অব্য. কুকুরকে ডাকার শব্দ। [অনু.]।

আতুআতু১—বি. অতিরিক্ত যত্ন ও সাবধানতা।

আতুআতু২—**আঁতুআঁতু**-র রূপভেদ।

আতুর—বিণ. রুগ্ণ, আর্ত, কাতর (শোকাতুর)। [সং. আ+√তুর্(ত্বরান্বিত বা অস্থির হওয়া)+অ (র্তৃ)]। বি. **আতুরাশ্রম**—আতুরদের (বিনামূল্যে) থাকিবার স্থান।

আতেলা—বিণ. (চুল গাত্রচর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে) তৈলশূন্য, রুক্ষ; (রাঁধা ব্যঞ্জনাদি সম্বন্ধে) তেল কম হইয়াছে বা তেল দেওয়া হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+তেলা]।

আত্ত—বিণ গৃহীত, লব্ধ (আত্তশস্ত্র)। [সং. আ+√দা +ত (র্ম)]।

আত্তি—বি. আত্মীয়তা বা মমতা প্রদর্শন (যত্নআত্তি করা)। [সং. আত্মন্]।

আত্তিসো—বিণ. সৎস্বভাবহেতু সর্বজনপ্রিয়। [তু. সং. আপ্তসৌভাগ্য]।

আত্তীকরণ—বি. দেহের অঙ্গীভূতকরণ, assimilation [বি. প.]। [সং. আ+√দা+ত (র্ম)+চি+(র্ম)+ করণ]।

আত্ম—বিণ. বি. আপনার, নিজের; আপনজন (কেবা আত্ম কেবা পর)। [সং. আত্মন্]।

আত্ম- —বি. স্ব, স্বয়ং (সমাসে পূর্বপদ হইলে '**আত্মন্**'-শব্দের এই রূপ হয়)। বি. ~**কর্ম**—নিজের কাজ বা ব্যাপার। বি. ~**কলহ**—গৃহবিবাদ। বিণ. ~**কৃত**—স্বকৃত, নিজের দ্বারা সম্পাদিত। বিণ. ~**কেন্দ্রিক**—কেবল নিজেরই লাভ বা মঙ্গল যাহার একমাত্র লক্ষ্য, স্বার্থপর। [আত্মা (চিন্তায় ও কাজে) কেন্দ্র(=মূল) যাহার]। বিণ. ~**গত**—আত্মনিষ্ঠ; স্বগত। বি ~**গরিমা** (-মন্), ~**গর্ব**—অহঙ্কার। বিণ. ~**গর্বী**—(-র্বিন্)—অহঙ্কারী। বি. ~**গোপন**—নিজেকে বা নিজের মনোভাব লুকাইয়া রাখা। বি. ~**গৌরব**—স্বীয় মর্যাদা বা গুরুত্ব; আত্মগর্ব। বি. ~**গ্লানি**—স্বীয় ভুল-ত্রুটি বা অপরাধের জন্য ক্ষোভ অথবা মনোবেদনা; নিজের উপর ধিক্কার। বি. ~**ঘাত**—স্বহস্তে ও স্বেচ্ছায় নিজের জীবননাশ, আত্মহত্যা। বিণ. ~**ঘাতী** (-তিন্)—আত্মহত্যাকারী (আত্মঘাতী প্রয়াস)। বিণ. (স্ত্রী.) ~**ঘাতিনী**। বি. ~**চিন্তা**—আত্মানুসন্ধান, আত্মা বা পরমাত্মার সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা, নিজের ভালমন্দ-সম্বন্ধে ভাবনা। বি. ~**জ**—পুত্র। বি. (স্ত্রী.) ~**জা**—কন্যা। **আত্মজীবনী**—বি. স্বকীয় জীবনী। বিণ. ~**জ্ঞ**—স্বীয় চরিত্র শক্তি বা মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন; আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রাপ্ত। বি. ~**জ্ঞান**, ~**তত্ত্ব**—আত্মা বা পরমাত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান; অধ্যাত্মদর্শন। বিণ ~**তত্ত্বজ্ঞ**—আত্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী, অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্। বি. ~**তুষ্টি**, ~**তৃপ্তি**—নিজের পরিতৃপ্তি বা সন্তোষ। বিণ. ~**তুল্য**—আপনার সমান। বিণ. (স্ত্রী) ~**তুল্যা**। বি. ~**ত্যাগ**—স্বার্থত্যাগ; আত্মোৎসর্গ। বিণ. **ত্যাগী** (-গিন্)—স্বার্থত্যাগী; আত্মোৎসর্গকারী। বি. ~**ত্রাণ**—নিজের বিপন্মুক্তি। বি. ~**দমন**—**আত্মসংযম**-এর অনুরূপ। বি. ~**দর্শন**—স্বীয় আত্মার স্বরূপবোধ; আপনার চরিত্রবিচার, আত্মপরীক্ষা। বিণ. ~**দর্শী** (-র্শিন্)—আত্মদর্শন করে বা করিতে পারে এমন। বি. ~**দান**—পরার্থে স্বীয় জীবনবিসর্জন। বি. ~**দৃষ্টি**—**আত্মদর্শন**-এর অনুরূপ। বি. ~**দোষ**—নিজের দোষ। বি. ~**দ্রষ্টা** (-ষ্টৃ)—আত্মদর্শী ব্যক্তি। বি. ~**দ্রোহ**—স্বীয় অনিষ্ট; আত্মনিগ্রহ; গৃহবিবাদ। বিণ. ~**দ্রোহী** (-হিন্)—আত্মদ্রোহকারী। বি. ~**নিবেদন**—নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। বি. ~**নিয়ন্ত্রণ**—নিজেকে নিজে পরিচালন, স্বশাসন। বি. ~**নিয়োগ**—(কোন কাজে) নিজেকে লিপ্ত করা। ~**নির্ভর**—(১) বি. নিজের (ক্ষমতার) উপরে ভরসা, আত্মপ্রত্যয়, স্বাবলম্বন। (২) বিণ. স্বাবলম্বী। বিণ. ~**নিষ্ঠ**—ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত; আত্মগত, subjective। বি. ~**নেপদ**—(ব্যাক.) আত্মফলভাগিত্ব-প্রকাশক তিঙন্ত পদ। বি. ~**পক্ষ**—স্বদল, স্বপক্ষ, নিজের পক্ষের লোকজন। বি. ~**পর**—আপনি ও অপর, শত্রুমিত্র। বিণ. ~**পরায়ণ**—ব্রহ্মনিষ্ঠ; স্বার্থপর। বি. ~**পরীক্ষা**—**আত্মান্বেষণ**-এর অনুরূপ। বি. ~**পীড়ন**—নিজেকে কষ্টদান, আত্মনিগ্রহ। বি. ~**প্রকাশ**—নিজমূর্তিধারণ; স্বীয় পরিচয় প্রদান; অন্তরাল হইতে বাহির হওয়া; আবির্ভাব। বি. ~**প্রতারণা**, ~**প্রবঞ্চনা**—**আত্মবঞ্চনা**-র অনুরূপ। বি. ~**প্রত্যয়**—আত্মবিশ্বাস, স্বীয় ক্ষমতার উপরে বিশ্বাস, স্বীয় অন্তরে (সত্যের) উপলব্ধি। বি. ~**প্রশংসা**—(নিজের মুখে) নিজের সুখ্যাতি। বি. ~**প্রসাদ**—নিজের মনের মধ্যে অনুভূত তৃপ্তি। বি. ~**বর্গ**—আত্মীয়স্বজনগণ। বি. ~**বঞ্চনা**—সজ্ঞানে স্বীয় মনকে মিথ্যা প্রবোধদান বা ভুল বোঝান। অব্য. ~**বৎ**—নিজের মত। বি. ~**বন্ধু**—একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব; (স্মৃতিশা.) মামাত মাসতুত ও পিসতুত ভাই। বি. ~**বলি**, ~**বলিদান**—**আত্মদান**-এর অনুরূপ। ~**বশ**—(১) বিণ. স্বাধীন; সংযমী। (২) বি. আত্মসংযম, মনকে বশীকরণ। বি. ~**বিকাশ**—আপন আত্মার বা অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ। বি. ~**বিক্রয়**—নিজের সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া পরের অধীনতা-স্বীকার। বি. ~**বিচ্ছেদ**—আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্পর্কলোপ; গৃহবিবাদ। বিণ. ~**বিদ্**, ~**বিৎ** (-বিদ্)—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবিদ্, আত্মজ্ঞ। বি. ~**বিদ্যা**—ব্রহ্মবিদ্যা; অধ্যাত্মবিদ্যা। বিণ. ~**বেদী** (-দিন্)—আত্মজ্ঞ। বি. ~**বিরোধ**—আপনার বিরুদ্ধাচরণ, নিজের মতেরই বিরুদ্ধ মত; গৃহবিবাদ। বি. ~**বিলোপ**—স্বীয় সত্তার বা স্বীয় কর্তৃত্ব বা নাম যশ ইত্যাদির স্বেচ্ছায় বিলোপসাধন। বিণ. ~**বিলোপী**—আত্মবিলোপ ঘটে বা ঘটায় এমন ('আত্মবিলোপী কালধারায়')। বি. ~**বিশ্বাস**—**আত্মপ্রত্যয়**-এর অনুরূপ। বি. ~**বিসর্জন**—**আত্মদান**-এর অনুরূপ। বি. ~**বিস্মরণ**, ~**বিস্মৃতি**—নিজেই নিজেকে ভুলিয়া

যাওয়া, তন্ময়তা; স্বীয় সত্তা বা শক্তির সম্বন্ধে চেতনার অভাব। বিণ. ~**বিস্মৃত**—নিজেকেই ভুলিয়া গিয়াছে এমন, তন্ময়; স্বীয় সত্তা বা শক্তির সীমা সম্বন্ধে অচেতন। বি. ~**বুদ্ধি**—নিজ বুদ্ধি, স্বজ্ঞান: আত্মজ্ঞান। বি. ~**ভাব**—আত্মার সত্তা, স্বীয় ভাব, স্বভাব, স্বরূপ। বিণ. ~**ভূত**—স্বয়ংজাত, স্বসদৃশ, আত্মতুল্য, (অশু.) স্বীয় আত্মার সহিত একত্রীকৃত বা আত্মসাৎকৃত। বি ~**মর্যাদা**—স্বীয় গৌরব, আত্মসম্মান। বিণ. ~**ম্ভরি**—আত্মসর্বস্ব; দাম্ভিক; স্বার্থপর। বি ~**ম্ভরিতা**। বি. ~**রক্ষা**—নিজেকে রক্ষা। বি. ~**রূপ**—স্বরূপ, (বিরল) স্বীয় মূর্তির সদৃশ অন্য মূর্তি। বি. ~**লোপ**—**আত্মবিলোপ**-এর অনুরূপ। বি. ~**শক্তি**—স্বীয় ক্ষমতা, নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। বি. ~**শাসন**—**আত্মসংযম**-এর অনুরূপ। বি. ~**শুদ্ধি**, ~**শোধন**—স্বীয় দোষ-ত্রুটি-পাপ ক্ষালন করিয়া নিজেকে বা নিজের চিত্তকে পবিত্রীকরণ। বি. ~**শ্লাঘা**—নিজের গৌরব-কীর্তন (প্রবলের আত্মশ্লাঘা)। বি ~**সংযম**—স্বীয় রিপুগণকে দমন; জিতেন্দ্রিয়তা। বিণ. ~**সংযমী** (-মিন্)। বি. ~**সমর্পণ**—সম্পূর্ণরূপে অন্যের (বিশেষতঃ বিজয়ীর) বশ্যতাস্বীকার; (ভগবানের নিকট) নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান। বিণ ~**সমাহিত**—আপনাতে আপনি মগ্ন; আত্মস্থ, তন্ময়। বিণ. ~**সম্পর্কীয়**, ~**সম্বন্ধীয়**—নিজের সহিত যুক্ত এমন, স্বসম্বন্ধীয়। বি. ~**সংবরণ**—নিজেকে বা নিজের ভাবাবেগ সংযতকরণ। বি. ~**সম্ভ্রম**, ~**সম্মান**—**আত্মমর্যাদা**-র অনুরূপ। বি. ~**সর্বস্ব**—স্বার্থপর। অব্য. ~**সাৎ**—(সাধারণতঃ অন্যায়ভাবে) আপনার আয়ত্ত বা হস্তগত। বিণ. ~**সার**—স্বার্থপর। বি. ~**সিদ্ধি**—মোক্ষ। বিণ. ~**স্থ**—আত্মায় স্থিত, আত্মসমাহিত; স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত; প্রকৃতিস্থ। বি. ~**স্বরূপ**—নিজের প্রকৃত রূপ; স্বীয় পরিচয়, নিজের তুল্য। বি. ~**হত্যা**—স্বেচ্ছায় নিজের দ্বারা নিজের জীবননাশ। বিণ. বি. ~**হন্তা** (-হন্তৃ)—আত্মহত্যাকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) ~**হন্ত্রী**। বিণ. ~**হা**—আত্মঘাতী। বিণ. ~**হারা**—আত্মবিস্মৃত; বিহ্বল, তন্ময়।

-আত্মক—বিণ. (সমাসের উত্তরপদে) গুণযুক্ত, প্রকৃতিবিশিষ্ট (হিংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক কাজ, রসাত্মক বাক্য)।

আত্মা (-ত্মন্)—বি. দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যময় সত্তা, জীবাত্মা; পরমাত্মা, ব্রহ্ম, অধিদেবতা, স্বরূপ; স্বয়ং (আত্মবৎ); শরীর, হৃদয়, মন, স্বভাব (পুণ্যাত্মা)। [সং. √অত্ (নিয়তগমন) + মন্(র্তৃ)]।

আত্মাদর—বি. নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, self-esteem। [সং. আত্মন্ + আদর]।

আত্মাদর্শ—বি. নিজের দৃষ্টান্ত। [সং. আত্মন্ + আদর্শ]।

আত্মাধীন—বিণ. স্ববশ, স্বাধীন। [সং. আত্মন্ + অধীন]।

আত্মানুশাসন—বি. আত্মার বিশেষ উপদেশ; আত্মতত্ত্বোপদেশ। [সং. আত্মন্ + অনুশাসন]।

আত্মানুসন্ধান, আত্মান্বেষণ—বি. আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সাধনা, নিজের অন্তর-পরীক্ষা বা দোষগুণের বিচার। [সং. আত্মন্ + অনুসন্ধান, অন্বেষণ]। বিণ. **আত্মানুসন্ধায়ী** (-য়িন্), **আত্মান্বেষী** (-ষিন্)—আত্মানুসন্ধানকারী।

আত্মাপরাধ—বি. নিজের দোষ। [সং. আত্মন্ + অপরাধ]।

আত্মাপহারক, আত্মাপহারী (-রিন্)—বিণ. স্বীয় পরিচয় গোপনকারী; প্রবঞ্চক। [সং. আত্মন্ + অপহারক, অপহারিন্]।

আত্মাপুরুষ (অশু.)—বি. আত্মা, প্রাণ। [সং. আত্মপুরুষ]। **আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হওয়া**—দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়া, মৃত্যু ঘটা বা তদ্রূপ অবস্থা হওয়া। **আত্মাপুরুষ** বা **আত্মারাম শুকাইয়া যাওয়া**—ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া।

আত্মাভিমান—বি. অহঙ্কার। [সং. আত্মন্ + অভিমান]। বিণ. **আত্মাভিমানী** (-নিন্)—অহঙ্কারী। বিণ. (স্ত্রী.) **আত্মাভিমানিনী**

আত্মারাম—(১) বি ব্রহ্মজ্ঞানলাভহেতু আত্মাতেই পরমানন্দ অনুভবকারী, আত্মতৃপ্ত, সন্তুষ্টান্তঃকরণ। (২) (বাং.) বি. আত্মাপুরুষ, প্রাণপাখি, প্রাণ, মন; টিয়া ময়না প্রভৃতিকে আদরের সম্বোধন ('পড় বাবা আত্মারাম')। [সং. আত্মন্ + আরাম]।

আত্মাশ্রয়ী—বিণ আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী। [সং. আত্মন্ + আশ্রয়ী]।

আত্মাহুতি—বি. নিজেকে আহুতিদান, স্বীয় জীবনবিসর্জন। [সং. আত্মন্ + আহুতি]।

আত্মীকরণ—বি. আত্মভূত বা আত্মসাৎ করা, assimilation। [সং. আত্মন্ + ঈ + √কৃ + অন (ভা)]।

আত্মীয়—(১) বিণ. স্বকীয়, আপন। (২) বি. স্বজন, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, বান্ধব বন্ধু। [সং. আত্মন্ + ঈয়]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **আত্মীয়া**। বি ~**তা**—হৃদ্যতা, জ্ঞাতিত্ব, কুটুম্বিতা; বন্ধুত্ব। বি. ~**বন্ধু**, ~**স্বজন**—বন্ধুবান্ধব; আপন লোকজন।

আত্মোৎকর্ষ, আত্মোন্নতি—বি. স্বীয় আত্মার বা নিজের উন্নতি। [সং. আত্মন্ + উৎকর্ষ, উন্নতি]।

আত্মোৎসর্গ—বি. স্বীয় জীবন বা স্বার্থ বিসর্জন। [সং. আত্মন্ + উৎসর্গ]।

আত্মোপম—বিণ. আপনার সমান। [সং আত্মন্ + উপমা]। বি. **আত্মোপম্য**—নিজ সাদৃশ্য, স্বীয় দৃষ্টান্ত।

আত্যন্তিক—বিণ. অত্যধিক; যৎপরোনাস্তি, অশেষ, অত্যধিক পরিমাণবিশিষ্ট বা মাত্রাযুক্ত, extreme। [সং. অত্যন্ত + ইক]। বি. ~**তা**।

আত্যয়িক—বিণ. বিনাশ-সম্বন্ধীয়; বিপজ্জনক, জীবননাশক। [সং. অত্যয় + ইক]।

আত্রেয়—বি. অত্রিমুনির পুত্র (দত্তাত্রেয় সোম ও দুর্বাসা)। বি. (স্ত্রী.) **আত্রেয়ী**—অত্রিমুনির পত্নী, নদীবিশেষ। [সং. অত্রি + এয়]।

আথান্তর—**আতান্তর**-এর রূপভেদ।

আথাল—বি. গোহাল (আথালভরা গোরু)। [দেশী]।

আথালপাথাল, আথালিপাথালি — **আতালি-পাতালি**-র রূপভেদ।

আথিবিথি, আথেবেথে, আথেব্যথে—ক্রি-বিণ. ব্যস্তসমস্ত হইয়া। [বাং. আস্তেব্যস্তে]।

আদ—বিন. আদি, সাবেক, মূল। [সং. আদি]।

আদত—(১) বিণ. সমগ্র, গোটা, আস্ত; আসল, খাঁটি, প্রকৃত। (২) বি. স্বভাব, অভ্যাস,; আচার, রীতি, ধারা। অব্য. **আদতে**—বাস্তবিকপক্ষে। [সং. আদিতঃ তু. আ. আদদ্]।

আদপে, আদবে—ক্রি-বিণ. আসলে, মূলে; মোটে, একেবারেই। [সং. আদৌ]।

আদব—বি. শিষ্টাচার, ভদ্রতা। [আ. আদব্, আদাব্]। বি. **~কায়দা**—ভদ্রতার বা ভদ্রসমাজের রীতিনীতি। বিণ. **~কায়দাদুরস্ত, ~কায়দাদোরস্ত**—আদব-কায়দা বা ভদ্রতা-সভ্যতার রীতিসম্মত।

আদম—বি. ইসলামী খ্রিষ্টীয় ও ইহুদী পুরাণোক্ত প্রথম-সৃষ্ট মানুষের নাম। [আ.]।

আদমশুমার, (বর্জি.) **আদমশুমারি,** (বর্জি.) **আদম-সুমার,** (বর্জি.) **আদমসুমারি**—বি. লোকগণনা, census। [আ. আদম্ + ফা. শুমার্]।

আদমী, আদমি—বি. মানুষ, ব্যক্তি, লোক, পুরুষ, মরদ। [আ. আদম্]।

আদর—বি. যত্ন, খাতির, কদর, মর্যাদা; স্নেহ, প্রীতি, প্রণয়, সোহাগ; অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি। [সং. আ + √দৃ (=প্রীতি) + অ(ভা)]। বিণ. **~ণীয়**—আদরলাভের যোগ্য। বিণ. (স্ত্রী.) **আদরিণী**—আদরের পাত্রী, আদুরী।

আদরা—বি. আদল; চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক কাঠাম বা নকশা, sketch। [সং. আদর্শ]।

আদর্শ—বি. অনুকরণীয় বিষয়, ideal (জীবনের আদর্শ, বিভিন্ন আদর্শে বিচার); নমুনা, model (রচনাদর্শ) দর্পণ, আয়না। বিণ. অনুকরণীয় (আদর্শ চরিত্র) [সং. আ + √দৃশ্ + অ (ধি)]।

আদল—বি. সাদৃশ্য (বিশেষতঃ চেহারার); আভাস। [সং. আদর্শ]।

আদলি, আধলি—বি. চারা রোপণের জন্য আধখানা হাঁড়ি ('আদলি উপরে কেবা কদলি রোপল রে': চণ্ডী.] [সং. অর্ধস্থালী]।

আদা—বি. মসলারূপে ব্যবহৃত ঝাঁঝাল মূলবিশেষ। [সং. আর্দ্রক]। **আদা-জল খেয়ে লাগা**—বিপুল উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হওয়া। **আদায়-কাঁচকলায়**—পরস্পর চিরশত্রুর ন্যায়, সাপে-নেউলে। **আদার বেপারী**—অতি সামান্য কাজের কাজী, তুচ্ছ লোক। **আদার বেপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি**—তুচ্ছ লোকের বড় ব্যাপারে মাথা গলান অর্থাৎ অনধিকার চর্চা করা অনুচিত।

আদাড়—বি. আবর্জনা ফেলিবার স্থান, আস্তাকুড়। [দেশী]। বি. **আদাড়-পাদাড়**—গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ আবর্জনাপূর্ণ স্থানসমূহ; অবাঞ্ছিত স্থানসমূহ। বিণ. **আদাড়ে**—আদাড়ের, জংলা; নিকৃষ্টজাতীয়। **আদাড়ের হাঁড়ি**—তুচ্ছ অনাদৃত ব্যক্তি।

আদান—বি. গ্রহণ; প্রতিগ্রহ। [সং. আ (বিপরীত) + দান]। বি. **আদান-প্রদান** — দেওয়া-নেওয়া; সামাজিক সম্পর্কস্থাপন; বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপন।

আদাব—বি. (মুস.) অভিবাদন, সালাম, নমস্কার। [আ. আদাব্]।

আদায়—বি. উসুল, সংগ্রহ (কর আদায়); লাভ (দাবি আদায়); পরিশোধ (দেনা আদায়)। [আ. আদা—তু. সং. আ + √দা]।

আদালত—বি বিচারালয়, কোর্ট। [আ.]। বিণ. **আদালতী**—আদালত-সম্বন্ধীয়; বেশী ভোগায় এমন (আদালতী রোগ)।

আদি—(১) বি. আরম্ভ; উৎপত্তির হেতু, উৎপত্তি ('নাহি তুঁয়া আদি অবসানা': বিদ্যা.); উৎপত্তিস্থান; (বহুব্রী. সমাসনিষ্পন্ন পদান্তে) প্রভৃতি (ব্রহ্মাদি, মৎস্যমাংসাদি)। (২) বিণ. প্রথম (আদি কবি); মূল (আদি নিবাস)। [সং. আ + √দা (=প্রথমে গৃহীত) + ই (র্ম)]। বি. **~কবি**—প্রথম কবি; ব্রহ্মা, বাল্মীকি। বি. **~কাণ্ড**—গ্রন্থাদির (বিশেষতঃ রামায়ণের) প্রথম কাণ্ড অর্থাৎ অধ্যায় বা সর্গ। বি. **~কারণ**—মূল কারণ; পরব্রহ্ম। বি. **~কাল**—পুরাকাল। বি. **~কাব্য**—প্রথম রচিত কাব্য, রামায়ণ। বি. **~দেব**—প্রথম দেবতা; পরব্রহ্ম; বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা। বি. **~নাথ**—ঈশ্বর; মহাদেব। বি. **~পুরাণ**—ব্রহ্মপুরাণ। বি. **~পুরুষ**—বংশের প্রথম পুরুষ। বি. **~বাসী** (-সিন্)—আদিম অধিবাসী বা জাতি। বিণ. **~ভূত**—প্রথম জাত বা সৃষ্ট, আদ্য; মূলস্বরূপ। বিণ.(স্ত্রী.) **~ভূতা**—আদ্যাশক্তি। বি. **~রস** অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রথম রস, শৃঙ্গার রস। বি. **~রূপ**—মূল আদর্শ, ইং. archetype।

আদিখ্যেতা, আধিখ্যেতা—বি. ভান; ন্যাকামি; অযথা বাড়াবাড়ি। [ভুল সং. আধিক্যতা]।

আদিগন্ত—বিণ. ক্রি-বিণ. দিগন্ত পর্যন্ত। [সং. আ (সীমা) + দিগন্ত]।

আদিতেয়—বি. অদিতিপুত্র, দেব, সূর্য। [সং. অদিতি + এয়]।

আদিত্য—বি. অদিতিনন্দন (বিবস্বান্ অর্যমা পূষা ত্বষ্টা সবিতা ভগ ধাতা বিধাতা বরুণ মিত্র শত্রু ও উরুক্রম এই দ্বাদশ জন); সূর্য। [সং. অদিতি + য]।

আদিম—বিণ. প্রথম (আদিম প্রবৃত্তি); অতি প্রাচীন (আদিম জাতি)। [সং. আদি + ম]।

আদিষ্ট—বিণ. আজ্ঞাপ্রাপ্ত; উপদিষ্ট, নিযুক্ত। [সং. আ (সম্যক্) + √দিশ্ (আজ্ঞা) + ত (র্ম)]।

আদুড়, আদুর—বিণ. অনাবৃত, নগ্ন (আদুড় গা); খোলা, অবিন্যস্ত (আদুড়চুলী)। [দেশী—তু. সং. অনাবৃত]।

আদিতে **আদি**- যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **আদি** দ্রঃ

আদুরী—**আদুরে**-র স্ত্রীলিঙ্গ।

আদুরে—বিণ. অতিরিক্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত; অত্যন্ত আবদার করে বা বায়না ধরে এমন। [সং. আদর+বাং. ইয়া>এ]। **আদুরে গোপাল**—মাত্রাতিরিক্ত আদরে প্রতিপালিত বালক।

আদুল—**আদুড়**-এর রূপভেদ।

আদৃত—বিণ. আদরপ্রাপ্ত, সমাদৃত; সম্মানিত, অভিনন্দিত; অভ্যর্থিত। [সং. আ+ √দৃ+ত (র্ম)]।

আদেখলে, আদেখলা—বিণ. দেখিবার বা পাইবার জন্য এমন ব্যগ্র যে মনে হয় পূর্বে আর কখনও দেখে নাই বা পায় নাই; হ্যাংলা; অতিশয় লোভী। [বাং. আ+দেখলা]।

আদেখা—**অদেখা**-র রূপভেদ।

আদেশ—বি. আজ্ঞা, হুকুম; অনুমতি; অনুশাসন; উপদেশ; নিয়োগ; (ব্যাক.) এক শব্দাংশের স্থানে অপর শব্দাংশের বিধান (যেমন, সং. √দৃশ্>পশ্য, বাং. √আছ>থাক্)। [সং. আ+ √দিশ্+অ]। বিণ. বি. **~ক**—আদেশদানকারী। বি. **~ন**—আদেশ করা, আদেশদান। ক্রি. **আদেশা**—আদেশ করিল। বি. **~পত্র, ~নামা**—হুকুমনামা।

আদেষ্টা (-ষ্টৃ)—বিণ. আদেশদানকারী, আদেশক; [সং. আ+ √দিশ্+তৃ (র্তৃ)]।

আদৌ—অব্য. ক্রি-বিণ. আদিতে, আগে; (বাং.) মোটেই, আদপে (আদৌ সত্য নয়)। [সং. আদি (৭মীর রূপ)]।

আদ্য—বিণ. প্রথম; আদিম, আদিভূত; শ্রেষ্ঠ। [সং. আদি+য]। **~ন্ত**—(১) বি. প্রথম ও শেষ। (২) বিণ. ক্রি-বিণ. প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, সমস্ত, আগাগোড়া। বি. **~কৃত্য**—প্রথম করণীয় কাজ; আদ্য শ্রাদ্ধ। ক্রি-বিণ. **~প্রান্ত**—আগাগোড়া; পূর্বাপর। বি. **~রস**—আদিরস। বি. **~শ্রাদ্ধ**—অশৌচান্তের পর দিবসে কৃত মৃতের উদ্দেশে প্রথম শ্রাদ্ধ।

আদ্যা—(১) বিণ. (স্ত্রী.) আদিভূতা। (২) বি. (স্ত্রী.) প্রকৃতি, পরমেশ্বরী; মহাবিদ্যা, মহামায়া, দুর্গা, কালী। [সং. আদ্য+আ]। বি. **~শক্তি**—মহামায়া; জগৎসৃষ্টির আদিকারণ, পরমেশ্বরী।

আদ্যিকাল—বি. অতি প্রাচীন কাল, মান্ধাতার আমল; (সচ. ব্যঙ্গে) বহুপূর্বের কাল, বিস্মৃত অতীত। [সং. আদ্য+বাং. ই+সং. কাল]। **আদ্যিকালের (বদ্যি-) বুড়ো**—(সচ. ব্যঙ্গে) অতি প্রাচীন বা বুড়্টে লোক।

আদ্যোপান্ত—ক্রি-বিণ. প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, আদ্যন্ত, আগাগোড়া (আদ্যোপান্ত মুখস্থ)। [সং. আদ্য+উপান্ত]।

আদ্রক—বি. আদা। [সং. আর্দ্রক]।

আদ্রিয়মাণ—বিণ. আদর পাইতেছে এমন। [সং. আ + √দৃ+মান (র্ম)]।

আধ—বিণ. অর্ধেক, অর্ধ; আংশিক। [সং. অর্ধ]। বিণ. **আধ-আধ, আধো-আধো**—অসম্পূর্ণ; অপরিস্ফুট (আধ-আধ ভাষা)। বি. **আধো-আধোপনা**—বালকোচিত ব্যবহার (বক্রোক্তি)। **~কপালে**—(১) বিণ. অর্ধেক বা আংশিক মাথা বা কপাল জুড়িয়া আছে এমন। (২) বি. ঐরূপ মাথা ধরা। বিণ. **~খেঁচড়া, আধাখেঁচড়া**—অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল। বিণ. **~পাগলা**—পাগলাটে; পাগল নহে অথচ প্রায় পাগলের ন্যায় হাবভাববিশিষ্ট। **~পেটা**—(১) বিণ. পেটের অর্ধাংশমাত্র যাহাতে ভরিয়াছে এমন। (২) ক্রি-বিণ. অর্ধেক পরিমাণ ক্ষুধা তৃপ্ত হইয়াছে এমনভাবে। বিণ. **~বয়সী, আধাবয়সী**—মধ্যবয়সী, প্রৌঢ়। বিণ. **~বুড়ো**—প্রায় বৃদ্ধ। বিণ. (স্ত্রী.) **~বুড়ী**। বিণ. **~মনী, ~মনি**—অর্ধ-মন ওজনবিশিষ্ট; অর্ধ-মন ওজনবিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি ভোজনে সমর্থ (আধমনী কৈলাস)। বিণ. **~মরা**—মৃতপ্রায়, অর্ধমৃত।

আধলা—(১) বিণ. আধখানা। (২) বি. ইষ্টকার্ধ, আধ পয়সা। [বাং. আধ+লা]।

আধলি—**আদলি** ও **আধুলি** দ্রঃ।

আধা—(১) বিণ. অর্ধ (আধাপথ)। (২) বি. অর্ধভাগ ('সুতনু তনুর আধা': ভা. চ.)। [বাং. আধ+আ]। বিণ. ক্রি-বিণ. **~আধি**—অর্ধেক বা প্রায় অর্ধেক (আধাআধি কাজ, আধাআধি করা)। [সং. অর্ধার্ধ]। **~খেঁচড়া, ~বয়সী**—**আধ** দ্রঃ।

আধান—বি. স্থাপন (অগ্ন্যাধান); সঞ্চার (বলাধান); গ্রহণ, ধারণ। [সং. আ+ √ধা+অন (ভা)]।

আধার১—বি. খাদ্য; পাখির খাদ্য। [সং. আহার (?)]।

আধার২—বি. যে ধারণ করে অর্থাৎ যাহার ভিতরে বা উপরে কিছু থাকে (কলসী জলের আধার, পৃথিবী যাবতীয় বস্তুর আধার); আশ্রয়, স্থান, পাত্র (সর্বগুণাধার); (ব্যাক.) অধিকরণ-কারকের অর্থ। [সং. আ+ √ধৃ+অ (ধি)]। বি. **আধারাধেয়ভাব**—পাত্র ও তন্মধ্যস্থ বস্তুতুল্য ভাব বা সম্পর্ক; ভূমি ও ঘটতুল্য আশ্রয় ও আশ্রিতের ভাব।

আধারি—বি. (অপ্র.—কাব্যে) অন্ধকারগৃহ। [বাং. আন্ধার<সং. অন্ধকার]।

আধি—বি. মানসিক পীড়া, দুশ্চিন্তা ('ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো': রবীন্দ্র)। [সং. আ (সম্যক্)+ √ধা (সঞ্চার, দুঃখের)+ই(র্ম)]। বি. **~ক্ষীণ**—মনঃপীড়ায় কাতর। বি. **~ব্যাধি**—মানসিক ও দৈহিক পীড়া।

আধিকারিক—(১) বিণ. অধিকার-সম্পর্কিত। (২) বি. কোন এক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, উচ্চ কর্মচারী, officer। [স. প.]। [সং. অধিকার+ইক]।

আধিক্য—বি. বাড়াবাড়ি, আতিশয্য; প্রাধান্য; প্রাবল্য। [সং. অধিক+য (ভাব-অর্থে)]।

আধিক্যেতা, আধিখ্যেতা—**আদিখ্যেতা**-র রূপভেদ।

আধিক্লিষ্ট—বিণ. মনঃপীড়ায় কাতর। [সং. আধি+ক্লিষ্ট]।

আধিদৈবিক—বিণ. দৈবজাত; অতিবৃষ্টি ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্বন্ধীয় (আধিদৈবিক বিপদ্ বা দুঃখ)। [সং. অধিদেব+ইক]।

আধিপত্য—বি. প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; প্রাধান্য; রাজত্ব। [সং. অধিপতি+য (ভাব-অর্থে)]।

আধিব্যাধি—**আধি** দ্রঃ।

আধিভৌতিক—বিণ. পঞ্চভূত বা জীব হইতে উৎপন্ন (আধিভৌতিক দুঃখ)। [সং. অধিভূত + ইক]।

আধিরাজ্য—বি. অধিরাজের ভাব; আধিপত্য। [সং. অধিরাজ + য]।

আধুত, আধূত—বিণ. ঈষৎ কম্পিত। [সং. আ + √ধু বা ধূ + ত (র্ম)]।

আধুনিক—বিণ. বর্তমানকালীন, সাম্প্রতিক, হালের, অধুনাতন, নব্য। [সং. অধুনা + ইক]। বি. ~**তা**। বিণ. (স্ত্রী.) **আধুনিকী**, (অশু.) **আধুনিকা**।

আধুলি, আধলি—বি. এক টাকার অর্ধেক মূল্যের মুদ্রা। [বাং. আধ + উলি, অলি]।

আধৃত—বিণ. গৃহীত। [সং. আ + ধৃত]।

আধেক—বিণ. ক্রি-বিণ. অর্ধেক। [বাং. আধ + এক]।

আধেয়—বিণ. বি. স্থাপনযোগ্য, উৎপাদ্য; আধারস্থ বস্তু (কলসি আধার, জল আধেয়), content। [সং. আ + √ধা + য (র্ম)]।

আধো-আধো—**আধ** দ্রঃ।

আধোয়া—বিণ. ধোয়া হয় নাই এমন (আধোয়া কাপড়, বাসন), অপরিষ্কৃত; কোরা; আকাচা। [বাং. আ + ধোয়া]।

আধ্মাত—বিণ. শব্দিত; বায়ুপূরিত, স্ফীত। [সং. আ + √ধ্মা (শব্দ বা স্ফীতি) + ত (র্ম, র্তৃ)]।

আধ্মান—বি. স্ফীতি; পেটফাঁপা; শব্দ, নিনাদ। [সং আ + √ধ্মা + অন (ভা)]।

আধ্যাত্মিক—বিণ. আত্মা সম্বন্ধীয়, আত্মিক, spiritual, ব্রহ্মবিষয়ক, মানসিক (আধ্যাত্মিক চিন্তা বা সাধনা)। [সং. অধ্যাত্ম + ইক]।

আধ্যান—বি. স্মরণ; চিন্তন; উৎকণ্ঠা। [সং. আ + √ধ্যৈ + অন (ভা)]।

আন১—বিণ. (কাব্যে) অন্য, ভিন্ন ('আন পথে যাই'. চণ্ডী.)। [সং. অন্য]।

আন২, আনো—ক্রি আনয়ন কর, লইয়া আইস। [বাং √আন্ (সং. আ + √নী)]।

আনক—(১) বি. পটহ, ঢাক, ভেরী, মৃদঙ্গ; সশব্দ মেঘ। (২) বিণ. শব্দায়মান। [সং]।

আনকা, আনকো, আনখা—বিণ. অভিনব, অদ্ভুত; অপরিচিত, অজ্ঞাত। [সং. অনীক্ষিত]।

আনকোরা—বিণ. সম্পূর্ণ নূতন, (আনকোরা ধুতি-শাড়ী); টাটকা, অমলিন; অব্যবহৃত। [হি. আন্-কোরা]।

আনচান, আনছান—বিণ. অস্থির; আকুল; উচাটন। [হি. অনচৈন]।

আনত১—বিণ. অবনত; ঈষৎ নত; প্রণত। [সং. আ (=ঈষৎ) + নত]। বি. **আনতি**—অবনমন; প্রণাম; নম্রতা।

আনত২—ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) অন্যদিকে ('আনত হেরি ততহি দেই কানে': বিদ্যা)। [সং. অন্যত্র]।

আনদ্ধ—(১) বি. চর্মদ্বারা বদ্ধমুখ মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র। (২) বিণ. চর্মাবৃত (আনদ্ধ যন্ত্র); গ্রথিত (আনদ্ধ কেশপাশ); বস্ত্রাদিদ্বারা সজ্জিত। [সং. আ + √নহ্ (বন্ধনে) + ত (র্ম)]।

আনন—বি. মুখমণ্ডল, বদন; মুখ। [সং.]।

আনন্তর্য—বি. অনন্তরত্ব, অব্যবধান। [সং. অনন্তর + য (ভাব-অর্থে)]।

আনন্ত্য—বি. অনন্তের ভাব, অসীমত্ব; অন্তহীনতা। [সং. অনন্ত + য (ভাব-অর্থে)]।

আনন্দ—বি. হর্ষ, তৃপ্তি (আনন্দের সাগর); আহ্লাদ; সুখ (আনন্দে থাকা); স্ফূর্তি (আনন্দ করা)। [সং. আ + √নন্দ + অ (ভা)]। বি. ~**কন্দ**—সর্ব আনন্দের মূল। ~**ন**—(১) বি. আনন্দ-উৎপাদন। (২) বিণ. আনন্দদায়ক। বি. ~**বিধান**—আনন্দ-উৎপাদন। বিণ. ~**ময়**—আনন্দে পূর্ণ। বি. ~**লাড়ু, নাড়ু**—চাউলের গুঁড়া, নারিকেল, গুড় ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত গোলাকার মিষ্টান্ন বিশেষ। বি. ~**সাগর**—আনন্দরূপ সাগর, বিপুল আনন্দ। ক্রি. **আনন্দা**—আনন্দিত করা। বিণ. **আনন্দিত**—হৃষ্ট, আহ্লাদিত।

আনমন১—বি. নতকরা; ঈষৎ নমিত বা বক্র করা। [সং. আ + √নম্ + অন (ভা)]। বিণ. **আনমনীয়, আনম্য**—নোয়ান বা বাঁকান যায় এমন। বিণ. **আনমিত**—নোয়ান বা বাঁকান হইয়াছে এমন।

আনমনা, আনমন২—বিণ. অন্যমনস্ক (আনমনে চলা), অমনোযোগী; উদাসীন। [সং. অন্যমনস্]।

আনম্র—বিণ. ঈষৎ নমনশীল, ঈষৎ নম্র বা নত। [আ-৩ + নম্র]।

আনয়ন—বি. লইয়া আসার কাজ, আনা। [সং. আ + √নী + অন (ভা)]।

আনর্থ, আনর্থ্য, আনর্থক্য—বি. নিষ্ফলতা, অনর্থকতা, ব্যর্থতা। [সং. অনর্থ + অ, য (ভাব-অর্থে); অনর্থক + য (ভাব-অর্থে)]।

আনল—**অনল**-এর বিকৃত রূপ।

আনহি—ক্রি-বিণ. (অপ্র.) অন্যত্র, নানাপ্রকারে। [< অন্য]।

আনা১—(১) বি. এক টাকার ষোড়শাংশ বা চারি পয়সা; ষোড়শাংশ (সম্পত্তির দুই আনার মালিক)। (২) বিণ. ষোড়শাংশ পরিমাণের (চার আনা বখরা)। [সং. আনক]।

আনা২—(১) ক্রি লইয়া আসা। (২) বি. আনয়ন (আনার জন্য যাওয়া)। (৩) বিণ. আনীত (তোমার আনা বইখানি)। [বাং. √আন্ (সং. আ + √নী) + আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. আনয়ন করান। (২) বি. অপরের দ্বারা আনয়ন-কার্য সম্পাদন। (৩) বিণ. অপরের দ্বারা আনীত।

আনাগনা, আনাগোনা—বি. আসা-যাওয়া, যাতায়াত; আবির্ভাব ও তিরোভাব; জন্মমরণ, সঞ্চরণ; সঞ্চার (হৃদয়ে আনাগনা)। [তু. হি. আনা-যানা]।

আনাচকানাচ—বি. গলিঘুঁজি, জানা-অজানা সকল প্রান্ত (শহরের আনাচে-কানাচে); অস্থান-কুস্থান। [দেশী]।

আনাজ—বি. সবজি, কাঁচা তরকারি। [সং. অন্নাদ্য—তু. প্রা. অন্নজ্জ, হি. অনাজ]। বি. ~**পত্র**—শাক-সবজি।

আনাড়ি, আনাড়ী—বিণ. অপটু; অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, অজ্ঞ, মূর্খ। [সং. অনেড়—তু. হি. অনাড়ী]।

আনান, আনানো—**আনা**২ দ্রঃ।

আনায়—বি. জাল, ফাঁদ ('আনায় মাঝারে বাঘ' . মধু.)। [সং. আ+ √নী+অ (ণে)]।

আনার—বি. দাড়িম্ব, ডালিম, বেদানা। [ফা. আনার]। বি. ~**কলি**—কচি ডালিম।

আনারস—বি. ফলবিশেষ। [পো. ananas]।

আনি—(১) বি. এক আনা মূল্যের মুদ্রাবিশেষ, ১/১৬ অংশ (সম্পত্তির দুই আনির শরিক)। (২) বিণ. ষোড়-শাংশ পরিমাণের (দুই আনি অংশ)। [হি. অন্নী]।

আনীত—বিণ. আনয়ন করা হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √নী+ত (র্ম)]।

আনীল—বিণ. ঈষৎ নীল। [সং. আ- +নীল]।

আনুকূল্য—বি. সহায়তা, পোষকতা, অনুগ্রহ, উপকার। [সং. অনুকূল+য (ভাব-অর্থে)]।

আনুগত্য—বি. বশ্যতা, বাধ্যতা; অনুসরণ, অনুবর্তন। [সং. অনুগত+য (ভাব-অর্থে)]।

আনুতোষিক—বি. ক্ষতিপূরণরূপে বা সাহায্যরূপে প্রদত্ত বৃত্তি, gratuity। [স. প.]। [সং. অনুতোষ+ইক]।

আনুপদিক—বিণ. পদানুবর্তী, অনুসরণকারী, পশ্চাদ্-গামী। [সং. অনুপদ+ইক]।

আনুপাতিক—বিণ. অনুপাত বা সঙ্গত অংশ অনুসারে বিবেচিত, proportional। [সং. অনুপাত+ইক]।

আনুপাম—**অনুপম**-এর অপ্র. কোমল রূপ।

আনুপূর্ব, আনুপূর্ব্য—বি. অগ্রপশ্চাদ্ভাবরূপ ক্রম, যথা-ক্রম, পরম্পরা। [সং. অনুপূর্ব+অ, য (ভাব-অর্থে)]।

আনুপূর্বিক—(১) ক্রি-বিণ. যথাক্রমে, আরম্ভ হইতে। (২) বিণ. পরম্পরানুযায়ী, যথাক্রম-অনুযায়ী, আগা-গোড়া (আনুপূর্বিক বর্ণনা)।

আনুমানিক—বিণ. অনুমানযোগ্য, অনুমানদ্বারা লব্ধ, আন্দাজি। [সং. অনুমান+ইক]।

আনুযাত্রিক—বি. সঙ্গী, অনুচর। [সং. অনুযাত্রিক+অ]।

আনুরূপ্য—বি. অনুরূপ ভাব, সাদৃশ্য। [সং. অনুরূপ+য (ভাব-অর্থে)]।

আনুলোম্য—বি. স্বাভাবিক ক্রম। আনুকূল্য। [সং. অনুলোম (ন্)+য]।

আনুশাসনিক—(১) বিণ. অনুশাসন সংক্রান্ত। (২) বি. মহাভারতের পর্ববিশেষ। [সং. অনুশাসন+ইক]।

আনুষঙ্গ—বিণ. আনুষঙ্গিক; গৌণ। [সং. অনুষঙ্গ+অ]।

আনুষঙ্গিক—বিণ. অন্য বিষয়ের সহিত সঙ্ঘটিত; মূল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট (আনুষঙ্গিক ব্যয়, বিবাহের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান); গৌণ, অপ্রধান। [সং. অনুষঙ্গ+ইক]।

আনুষ্ঠানিক—বিণ. অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয়, শাস্ত্রবিধিসম্মত, বিহিত-অনুষ্ঠান-অনুযায়ী (আনুষ্ঠানিক নির্বাচন); শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে আচরণকারী। [সং. অনুষ্ঠান+ইক]।

আনূপ—(১) বিণ. জলবহুল। (২) বি. জলপ্রিয় জন্তু (মহিষ গণ্ডার প্রভৃতি)। [সং. অনূপ+অ]।

আনৃণ্য—বি. অঋণীর ভাব; ঋণ বা দেনা হইতে অব্যা-হতি। [সং. ন (অন্)+ঋণ+য (ভাব-অর্থে)]।

আনৃশংস্য—বি. অক্রূরতা; দয়া, করুণা। [সং অনৃশংস+য (ভাব-অর্থে)]।

আনেতা (-তৃ)—বিণ. আনয়নকারী। [সং. আ+ √নী+তৃ (র্তৃ)]।

আন্তঃপ্রাদেশিক—বিণ. দুই বা ততোধিক প্রদেশব্যাপী বা প্রদেশসংক্রান্ত, interprovincial। [সং. অন্তর্+প্রদেশ+ইক]।

আন্তরিক, আন্তর—বিণ. হৃদ্গত, মনোগত, মান-সিক; অকপট অকৃত্রিম, হৃদ্য; আভ্যন্তরিক দেহান্ত-র্গত। [সং. অন্তর্+ইক, অ]। বি. **আন্তরিকতা**।

আন্তরীক্ষ, আন্তরিক্ষ—(১) বিণ. আকাশ-সম্বন্ধীয়, অন্তরীক্ষ বা আকাশ হইতে আগত (আন্তরীক্ষ উৎপাত)। (২) বি. আকাশ, মেঘজল। [সং.]।

আন্তর্জাতিক—বিণ. সর্ব জাতিসম্বন্ধীয়; সকল জাতির বা রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান (আন্তর্জাতিক খ্যাতি, সম্পর্ক, প্রতিযোগিতা), international। [সং. অন্তর্ (=মধ্যে)+জাতি+ইক]।

আন্ত্র, আন্ত্রিক—বিণ. অন্ত্রসম্বন্ধীয়, অন্ত্রঘটিত (**আন্ত্রিক জ্বর**=enteric fever)। [সং. অন্ত্র+অ, ইক]।

আন্দাজ—(১) বি. অনুমান (আন্দাজ করা)। (২) বিণ. আনুমানিক (আন্দাজ দুই মাইল): আনুমানিক পরিমাণের (এক সের আন্দাজ চিনি)। [ফা. অন্দাজ]। বিণ. **আন্দাজি, আন্দাজী**—আনুমানিক; অনুমান-প্রসূত (আন্দাজী কথা)।

আন্দু, আন্ধু—বি. হাতির পা বাঁধার জন্য শিকল। [সং. অন্দু]।

আন্দোলন—বি. আলোড়ন, বিক্ষোভ; কোনও লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য গোলমাল এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করা; সঞ্চালন, দোলন। [সং. √আন্দোলি+অন (ভা)]। বিণ. **আন্দোলিত**—আন্দোলন করা হইয়াছে এমন। দোলায়িত।

আন্ধার—বি. বিণ. আঁধার। [সং. অন্ধকার]।

আন্ধি—**আঁধি**-র অনুরূপ।

আন্নাকালী—**কালী** দ্রঃ।

আন্বীক্ষিকী—বি. তর্কশাস্ত্র, ন্যায়দর্শন। [সং অন্বীক্ষা+ইক+ঈ]।

আপ—(১) বি. নিজে, আপনি (আপ ভালা ত জগৎ ভালা)। (২) বিণ. নিজের, আপন (আপরুচি খানা)। [সং. আত্মন্>প্রাকৃ. অপ্পা—তু. হি. আপ্ (=আপনি, তুমি, ইনি, উনি)]।

আপকাওয়াস্তে—(১) ক্রি-বিণ. নিজের জন্য। (২) বিণ. স্বার্থান্বেষী। [হি. আপ্‌কা বাস্তে]।

আপক্ক—বিণ. ডাঁসা, আধপাকা ; ঈষৎ পক্ক, অর্ধসিদ্ধ। [সং. আ (=ঈষৎ)+পক্ক]।

আপখোরাকি—বিণ. নিজের খরচায় খোরাক সংগ্রহ করিতে হয় এমন (আপখোরাকি বিনেমাইনে)। [হি. আপ্+ফা. খুরাক+বাং. ই]।

আপগা—বি. নদী। [সং. আপ (=জলরাশি)+ √গম্+অ (র্তৃ)+আ]।

আপজাত্য—বি. জাতীয় বা কুলোচিত গুণের হানি বা অভাব। [সং. অপজাত+য]।

আপড়া—বিণ. অপঠিত ; অশিক্ষিত ('আপড়া পো সভায় নিয়ে থো')। [বাং. আ-৩+পড়া২]।

আপণ—বি. বিপণি, দোকান, হাট। [সং. আ+ √পণ্+অ ধি]। **আপণিক**—(১) বিণ. আপণ-সম্বন্ধীয় ; ক্রয়বিক্রয়-সংক্রান্ত। (২) বি. ব্যবসায়ী, দোকানদার।

আপতন—বি. পতন ; সঙ্ঘটন ; আকস্মিক সঙ্ঘটন, accident, incidence ; আগমন ; অবতরণ। [সং. আ+ √পৎ+অন (ভা)]। বিণ. **আপতিক**—সহসা সঙ্ঘটিত, accidental। বিণ. **আপতিত**—দৈবাৎ বা হঠাৎ আগত ; নিপতিত, অবতীর্ণ।

আপৎ—**আপদ্** দ্রঃ। বি. ~**কাল**—বিপদের সময়, দুঃসময়।

আপত্তি—বি. অসম্মতি, বিরুদ্ধ যুক্তি, ওজর ; বিপদ্। [সং. আ+ √পদ্+তি (ভা)]।

আপদ্—বি. বিপদ্ ; দুর্দশা, দুঃখ ; অপ্রীতিকর ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়। [সং. আ+ √পদ্+কিপ্]। বিণ ~**গ্রস্ত**—বিপদে পড়িয়াছে এমন, বিপন্ন। অব্য **আপদর্থে**—আপদের জন্য ; বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য। বি. **আপদুদ্ধরণ**—আপদ্ হইতে উদ্ধার ; বিপদ্ দূরীকরণ। বি. ~**ধর্ম, আপদ্ধর্ম**—অন্যকালে অকর্তব্য হইলেও আপৎকালে অবলম্বনীয় ধর্ম। বিণ. ~**ভঞ্জন**—আপদ্-বিপদ্ দূর করে বা নষ্ট করে এমন।

আপন, আপনার—বিণ. নিজ, স্বীয়, স্বকীয়, নিজের ; আত্মীয় (আপন জন)। [<সং. আত্মন্]। সর্ব. ~**কার**—আপনার। বি. **আপন-পর**—আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র। বিণ. **আপনভোলা**—নিজের সুখশান্তি-সম্বন্ধে খেয়াল নাই এমন ; আত্মহারা ; তন্ময়। ক্রি-বিণ. **আপনমনে**—(বাহিরের সব-কিছুর সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হইয়া) নিজে নিজে। বিণ. **আপনসর্বস্ব**—স্বার্থপর ; নিজের সুখসুবিধাই (যাহার) মুখ্য লক্ষ্য। বিণ. ~**হারা**—আত্মহারা ; তন্ময়। **আপনার পায়ে কুড়ুল মারা**—নিজে নিজের সর্বনাশ করা।

আপনা—(১) বি. নিজ (আপনা হইতে)। (২) বিণ নিজের, আত্মীয় (আপনা জন)। [তু. হি. অপ্না]। **আপনা-আপনি**—(১) ক্রি-বিণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, আপনা হইতে, স্বাভাবিকভাবে। (২) বি. আত্মীয়স্বজন (আপনা-আপনির মধ্যে)। বিণ. ~**বিস্মৃত, ~হারা**—আত্মহারা ; তন্ময়।

আপনি—সর্ব. '**তুমি**'-র সম্ভ্রমসূচক রূপ . স্বয়ং, নিজে। [সং. **আত্মন্ ও প্রা. অপ্পাণ**?—তু. প্রা. বাং. আপুনি ; হি. আপ্নে]। **আপনি বাঁচলে বাপের নাম**—বংশমর্যাদা বা অন্য সমস্ত কিছুর অপেক্ষা নিজের জীবনের মূল্য বেশী।

আপন্ন—বিণ. আপদ্গ্রস্ত বিপন্ন, প্রাপ্ত (মরণাপন্ন, শরণাপন্ন)। [সং. আ+ √পদ্+ত (র্তৃ)]।

আপরাহ্ণিক—বিণ. বৈকালিক, বিকালবেলার, অপরাহ্ণকালীন। [সং. অপরাহ্ণ+ইক]।

আপরুচি—বিণ নিজ রুচিমত। [হি. আপ=আপন +রুচি]।

আপশোষ—আফসোস-এর বর্জি. বানান।

আপস, (বর্জি.) **আপোস,** (বর্জি.) **আপোষ**—বি. মিটমাট, রফা। [ফা ওয়াপস্]।

আপসে—ক্রি-বিণ. আপনা-আপনির মধ্যে (আপসে ঝগড়া করা), উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে (আপসে মেটা), বন্ধুভাবে (আপসে কুশতি লড়া)। [হি. আপ্+সে]।

আপসোস, আফসোস—বি. পরিতাপ, মনস্তাপ, দুঃখ। [ফা. আফ্‌সোস]।

আপাং—**আপাঙ্গ**-এর বানানভেদ।

আপাকা- বিণ. অপক্ক, ঈষৎ পক্ক। [বাং. আ-৩+পাকা]।

আপাঙ্গ--বি. বৃক্ষবিশেষ। [সং. অপাঙ্গক]।

আপাটল—বিণ ঈষৎ পাটল, আলোহিত। [আ-৩+পাটল]।

আপাণ্ডুর—বিণ. ঈষৎ পাণ্ডুর। [বাং. আ-৩+পাণ্ডুর]।

আপাত—বি. উপস্থিত সময়, প্রথম সময়, তৎকাল, ঘটনাকাল (আপাতমধুর) ; পতন, সঙ্ঘটন (অনিষ্টাপাত)। [সং. আ+ √পত্+অ (ভা)]। বিণ ~**কঠিন**—আপাততঃ কঠিন বলিয়া মনে হয় এমন (কিন্তু বস্তুতঃ বা পরিণামে কঠিন নহে)। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**তঃ (-তস্),** (চলিত) ~**ত**—সং. প্রথম দর্শনে। বাং. সম্প্রতি, এক্ষণে (আপাতত আশা দেখা যাচ্ছে না)। ক্রি-বিণ. ~**দৃষ্টিতে** সাধারণভাবে অর্থাৎ ভালভাবে খতাইয়া না দেখিলে ; মোটামুটি বিচারে। বিণ. ~**মধুর**—আপাততঃ মধুর (কিন্তু বস্তুতঃ বা পরিণামে নহে)। বিণ. ~**রমণীয়**—আপাততঃ সুন্দর বা প্রীতিকর।

আপাদ—অব্য ক্রি-বিণ. পা পর্যন্ত, পা হইতে। [সং. আ (=অবধি)+পাদ]। ক্রি-বিণ. ~**মস্তক**—পা হইতে মাথা পর্যন্ত।

আপান—বি. মদের আড্ডা, মদের দোকান। [সং. আ+ √পা+অন (ধি)]।

আপামর—ক্রি-বিণ পামর পর্যন্ত অর্থাৎ সকলে, উচ্চ-নীচ-অভেদে। বি. ~**সাধারণ**—সমস্ত লোক, সর্বসাধারণ। [সং. আ+পামর]।

আপিঙ্গল—বিণ. ঈষৎ পিঙ্গল বা তাম্রবর্ণ, নীলাভ পীতবর্ণ। [বাং. আ-৩+পিঙ্গল]।

আপিল—**আপীল**-এর বানানভেদ।

আপিস—**অফিস**-এর চলিত বিকৃত রূপ।

আপীড়—বি. পাগড়ি, শিরোভূষণ, মস্তকে ধৃত মালা। [সং. আ- √পীড+অ (র্তৃ)]।

আপীড়ন—বি. সম্যক্ পীড়ন, গাঢ় আলিঙ্গন। [সং. আ+পীড়ন]। বিণ. **আপীড়িত**—সম্যকভাবে পীড়িত, প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত।

আপীত১—বিণ. ঈষৎ পীতবর্ণ; পীতাভ, হরিদ্রাভ। [সং. আ-৩+পীত]।

আপীত২—বিণ. সম্যক্ পান করা হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √পা+ত (র্ম)]।

আপীন—(১) বি. গবাদি পশুর স্তন বা বাট। (২) বিণ. সুপুষ্ট, স্ফীত। [সং. আ+ √প্যায় (=বৃদ্ধি, স্ফীতি) ত+(র্তৃ)]।

আপুনি—আপনি-র বিকৃত রূপ।

আপীল—বি. পুনর্বিচারের জন্য আবেদন। [ইং. appeal]।

আপেক্ষিক—বিণ. অপেক্ষাকৃত, তুলনামূলক, পরস্পর নির্ভরশীল, সাপেক্ষ, relative। [সং. অপেক্ষা+ইক (ষ্ণিক)]। বি. **~তা**। **আপেক্ষিক গুরুত্ব**—(প্রধানতঃ তরল পদার্থের) তুলনামূলক গুরুত্ব, specific gravity। **আপেক্ষিক তত্ত্ব**—গতিমাত্রই আপেক্ষিক এবং কাল জড়বস্তুর চতুর্থ মাত্রা এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতবাদ, theory of relativity।

আপেল—বি ফলবিশেষ। [ইং. apple]।

আপোড়া—বিণ পোড়া বা পোড়ান নয় এমন, অদগ্ধ, কাঁচা, অর্ধদগ্ধ, অসম্পূর্ণরূপে দগ্ধ; শবদাহহীন (আপোড়া পৃথিবী' কাশী)। [আ-৩+পোড়া]।

আপোষ, আপোস—আপস-এর বানানভেদ।

আপ্ত১—বিণ প্রাপ্ত, লব্ধ (আপ্তকাম); অভ্রান্ত, ভ্রমপ্রমাদশূন্য, প্রামাণিক (আপ্তবাক্য) সুহৃদ্‌বান্ধবাদি নিকটসম্পর্কীয় (আপ্তজন)। [সং. √আপ্+ত(র্ম)]। বিণ **~কাম**—পূর্ণমনোরথ। বি. **~দূতী**—যে দূতী প্রিয়ভাষিণী, চতুরা, বিশ্বস্তা এবং মন বুঝিয়া কার্য করে। বি. **~বচন**, **~বাক্য**—দেবতার নিকট হইতে প্রাপ্ত আদেশ, নির্বিচারে গ্রহণীয় বেদাদির বিধান।

আপ্ত২—বিণ আপন (আপ্তগরজী)। [< সং. আত্মন্]। বি. **~গণ**—স্বীয় স্বজন ও সহচরবর্গ, স্বদল। বিণ. **~গরজী**—কেবল নিজের গরজ বা স্বার্থের জন্যই কাজ করে এমন, স্বার্থপর। **~সার**—(১) বি. যোগদ্বারা বা তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদ্বারা আত্মরক্ষা। (২) বিণ স্বার্থপর। বিণ. **~সুখী**—কেবল নিজের সুখই বোঝে, আত্মসুখী।

আপ্যায়ন—বি. সংবর্ধনা, অভ্যর্থনা, প্রীতিসম্পাদন। [সং. আ+ √প্যায়+অন (ভা)]। বিণ. **আপ্যায়িত**—আপ্যায়ন লাভ করিয়াছে এমন, সংবর্ধিত, অভ্যর্থিত।

আপ্রাণ—বিণ ক্রি-বিণ. প্রাণ থাকা পর্যন্ত, (আপ্রাণ চেষ্টা), প্রাণপণ। [সং. আ (=সীমা, অবধি)+প্রাণ]।

আপ্লব, আপ্লাব, আপ্লাবন—বি জলপ্লাবন, বন্যা, অবগাহন। [সং. আ+ √প্লু+অ অন (ভা)]। বিণ. **আপ্লাবিত**—প্লাবিত, সিক্ত।

আপ্লুত—বিণ. সম্পূর্ণ সিক্ত, স্নাত। [সং. আ+প্লুত]।

আফখোরা—আবখোরা-র রূপভেদ।

আফগান—(১) বি. আফগানিস্তানের অধিবাসী। (২) বিণ. আফগানিস্তান বা আফগান সম্বন্ধীয়। বিণ. **আফগানী**—আফগানিস্তানের।

আফত—বি. বিপদ্, বিপত্তি। [আ. আফত্—তু. সং. আপদ্]।

আফলন্ত, আফলা—**অফলা**-র রূপভেদ (আফলা খেত)।

আফলোদয়—বি. ফলের আবির্ভাব বা সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত। [সং. আ (=অবধি)+ফলোদয়]।

আফসান (-নো)—ক্রি. আস্ফালন করা; বিফল হইয়া খেদ বা ক্রোধ প্রকাশ করা। [বাং. √আফসা+আন]। বি. **আফসানি**—আস্ফালন, আপসোস।

আফসোস—আপসোস-এর রূপভেদ।

আফিং, আফিঙ—আফিম-এর রূপভেদ।

আফুটন্ত, আফুটা, আফুটো—বিণ. অপরিস্ফুট; সিদ্ধ হয় নাই বা ফুটিয়া উঠে নাই এমন (আফুটো ডাল)। [বাং. আ-৩+ √ফুট্+অন্ত (শর্তৃ), আ]।

আফ্রিকান—বি. আফ্রিকা-মহাদেশের লোক। [ইং. African]।

আব—বি. রোগবিশেষ, দেহে উৎপন্ন মাংসপিণ্ড, tumour। [সং. অর্বুদ]।

আবওয়াব—বি. নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত দেয় কর। [ফা বাব শব্দের বহুবচন]।

আবকার—বি. মদ্যাদি মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা। [ফা. অব্‌কার]। **আবকারি, আবকারী**—(১) বি. মাদকদ্রব্যের ব্যবসায়, তৎসংক্রান্ত রাজস্ব (আবকারী বিভাগ, Excise Department)। (২) বিণ. মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধীয়; মাদকদ্রব্যের প্রস্তুতকরণ ও ব্যবসায় এবং তৎসংক্রান্ত করনিয়ামক।

আবখোরা—বি. জল পান করিবার পাত্রবিশেষ। [ফা. আব্‌খোরা]।

আবগার—আবকার-এর চলিত রূপ।

আবছায়া, আবছা—(১) বি. অস্পষ্ট প্রকাশ বা আকার। (২) বিণ. ছায়াবৎ; অস্পষ্ট। (৩) ক্রি-বিণ. অস্পষ্টভাবে (আবছা দেখিলাম)। [সং. অপচ্ছায়া]।

আবজুশ—বি. ক্বাথ, broth। [ফা. আবজোশ]।

আবড়াখাবড়া—এবড়োখেবড়ো-র রূপভেদ।

আবডাল—বি. আড়াল। [< সং. অন্তরাল]।

আবণ্টন—বি. অংশ-বিভাজন, allotment [স. প.]। [সং.]।

আবদার—বি. বায়না, অন্যায় বা অদ্ভুত দাবি। [হি. আবদার]। বিণ. **আবদার, আবদেরে**—আবদার করে বা বায়না ধরে এমন।

আবদ্ধ—বিণ. বদ্ধ (গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ), রুদ্ধ; জড়িত, ব্যাপৃত; বন্ধকী। [সং. আ+বদ্ধ]।

আবপন—বি. (বীজ) বোনা। [সং. আ+ √বপ্+অন (ভা)]।

আবরক—(১) বিণ. আবরণকারী, আচ্ছাদক। (২) বি. ঢাকনি, ঘোমটা। [সং আ+ √বৃ+অক (র্তৃ)]।

আবরণ—বি. আবৃতকরণ, আচ্ছাদন (গাত্রাবরণ), আচ্ছাদনী, ঢাকনি। [সং. আ+ √বৃ+অন(ভা, ণে)]। বি. **আবরণী**—ঢাকনি। বিণ. **আবরিত**—আবৃত আচ্ছাদিত ('বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে')।

আবরু—বি. স্ত্রীজাতির সম্ভ্রম, মর্যাদা, ইজ্জৎ, শ্লীলতা, আবরণ, পর্দা। [ফা.]।

আবর্জন—বি. সম্পূর্ণ বর্জন, পরিত্যাগ; অবনমন; নিয়মন। [সং. আ+বর্জন]। বিণ. **আবর্জিত**—সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত; আনমিত; আকৃষ্ট (আবর্জিত-চিত্ত), নিয়মিত।

আবর্জনা—বি. জঞ্জাল, সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় ময়লা বা নোংরা বস্তু; অনভিপ্রেত ব্যক্তি (সংসারের আবর্জনা)। [সং. আবর্জন+আ]।

আবর্ত—(১) বি. ঘূর্ণন, আলোড়ন (রাজনীতির আবর্ত); পরিক্রমণ: ঘূর্ণিজল, ঘূর্ণিপাক (বাতাবর্ত), আবর্তন। (২) বিণ. ঘূর্ণায়মান (কে রোধিবে সেই আবর্ত গতিকে)। [সং. আ+ √বৃৎ+অ (ভা)]।

আবর্তন—বি. ঘূর্ণন, চক্রাকারে ভ্রমণ (গ্রহ-উপগ্রহের আবর্তন), পরিভ্রমণ, প্রত্যাবর্তন; আলোড়ন, ঘোঁটন; পুনঃপুনঃ করা। [সং. আ+ √বৃৎ+অন (ভা)]। বি. ~**দণ্ড**, **আবর্তনী**—মন্থনদণ্ড, ঘোঁটনকাটি। বিণ. **আবর্তমান**—আবর্তন করিতেছে অর্থাৎ ঘুরিয়া বা ফিরিয়া আসিতেছে এমন (আবর্তমান গ্রহনক্ষত্র)। ক্রি **আবর্তা**—আবর্তিত করা বা হওয়া। বিণ. **আবর্তিত** - আবর্তন করা হইয়াছে এমন।

আবলী, **আবলি**—বি. পঙ্‌ক্তি, সারি (বৃক্ষাবলী); সমষ্টি (গ্রন্থাবলী)। [সং.]।

আবলুস—বি. কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠবিশেষ, ebony। [আ. আবনুস]।

আবল্য—বি. দুর্বলতা; জড়তা, অবসাদজনিত তন্দ্রার ভাব। [সং. অবল+য (ভা)]।

আবশ্যক—(১) বিণ প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য। (২) বি. প্রয়োজন, দরকার। [সং. অবশ্যম্+ক]। বি. ~**তা**—প্রয়োজনীয়তা। বিণ. ~**আবশ্যকীয়**—প্রয়োজনীয় (অশুদ্ধ হইলেও বাংলায় প্রয়োগ দেখা যায়)। বিণ. **আবশ্যিক**—অবশ্য করণীয় বা গ্রহণীয় (আবশ্যিক পাঠ্য), compulsory।

আবহ—(১) বিণ. যে বহিয়া আনে, ধারণ করে বা সৃষ্টি করে (ক্লেশাবহ, ভয়াবহ, শোকাবহ)। (২) বি. সপ্ত-বায়ুর অন্যতম, ভূ-বায়ু, বায়ুমণ্ডল, atmosphere। [সং. আ+ √বহ্+অ (র্তৃ)]। বি. ~**বিজ্ঞান**, ~**বিদ্যা**—বায়ুমণ্ডলবিদ্যা, meteorology। বি. **আবহ-সংবাদ**—জল-ঝড়-বায়ু প্রভৃতির গতি ও হালচাল সম্বন্ধীয় খবর। বি. **আবহ-সঙ্গীত**—নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে কৃত অভিনেয় ঘটনার অনুষঙ্গী সঙ্গীত, background music।

আবহমান—বিণ. ক্রমাগত, চিরপ্রচলিত। [সং. আ+ √বহ্+মান (শানচ্) (র্তৃ)]। বি. ক্রি-বিণ. ~**কাল**, —চিরকাল, অনাদিকাল।

আবহাওয়া—বি. জলবায়ু, climate। [ফা. আব্ (=জল)+হাওয়া—তু. হি. রাতাবরণ]।

আবা—বি. লম্বা ও ঢিলা জামাবিশেষ। [আ.]।

আবাঁধা—বিণ. অবদ্ধ, বাঁধা বা বাঁধান নহে এমন; অগোছাল (আবাঁধা সংসার)। [বাং. আ-৩+বাঁধা]।

আবাগা, **আবাগে**—বি. অভাগা, ভাগ্যহীন ব্যক্তি। [সং. অভাগ্য]। বি. (স্ত্রী.) **আবাগী**।

আবাদ—বি. কৃষি, চাষ ('আবাদ করলে ফলত সোনা', রা. প্র.); কর্ষিত বা তৈয়ারি জমি; জনপদ। [ফা.]। বিণ. **আবাদী**—চাষের উপযুক্ত; কর্ষিত।

আবাপ—বি. বীজ বোনা। **আবপন** দ্রঃ। [সং. আ+ √বপ্+অ (ভা)]।

আবাপন—বি. তাঁত। [সং. আ+ √বাপি+অন]।

আবার—ক্রি-বিণ. অব্য. পুনর্বার (আবার যাও), অধিকন্তু (গরিব, আবার বদখেয়ালী); অনিশ্চয় বা অবিশ্বাস বুঝাইতে ও নেতিসূচক প্রশ্নে (দরিদ্রের আবার সুখশান্তি, শত্রুতে আবার সাহায্য করবে, কি আবার করব?)। [সং. অপর]।

আবাল-বৃদ্ধবনিতা—বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-স্ত্রীলোক পর্যন্ত সকলেই। [সং আ (=অবধি)+বাল(ক) বৃদ্ধবনিতা]।

আবাল্য—অব্য. ক্রি-বিণ. বাল্যকাল হইতে; আশৈশব। [সং. আ (=অবধি)+বাল্য]।

আবাস—বি. বাসস্থান, বাসা, গৃহ। [সং. আ+ √বস্+অ (ধি)]।

আবাসন—বি. নাগরিকদিগের বসবাসের নিমিত্ত বাড়ি-ঘর নির্মাণ, বণ্টন ও সংরক্ষণের সরকারী ব্যবস্থা (আবাসন-পর্ষদ্)। [সং. আ+ √বস্+ণিচ্+অন(ভা)]।

আবাসিক—(১) বি. (বৌদ্ধবিহারের) রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি caretaker। (২) বিণ. (স্বগৃহের পরিবর্তে) কর্মস্থলে বা ছাত্রাবাসে বাসকারী। [সং. আবাস+ইক]।

আবাহন—বি. মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেবতাকে আমন্ত্রণ; আমন্ত্রণ, ডাক। [সং. আ+ √বহ্+ণিচ্+অন (ণে)]। **আবাহনী**—(১) বি দেবতাকে আবাহন করিবার নিমিত্ত করপুট ও অঙ্গুলির দ্বারা কৃত মুদ্রাবিশেষ; আবাহনের জন্য কৃত স্তব বা গান। (২) বিণ. আবাহনাত্মক (আবাহনী সঙ্গীত)।

আবিক—বিণ. মেষের লোম দ্বারা নির্মিত (আবিক কম্বল); মেষ-সম্বন্ধীয়। [সং অবি+ক]।

আবির, **আবীর**—বি ফাগ। বি. ~**খেলা**—(সচ. হোলি-উৎসবে) পরস্পরের দেহে আবির নিক্ষেপ। [সং. অভ্র>আব-শব্দের অপভ্রংশ]।

আবির্ভাব, **আবির্ভবন**—বি. প্রকাশ, উদয় (সূর্যের আবির্ভাব), অবতরণ, অধিষ্ঠান (দেবতার আবির্ভাব); প্রাদুর্ভাব (কলেরার আবির্ভাব)। [সং. আবিস্+ √ভূ+অ, অন (ভা)]। বিণ. **আবির্ভূত**—প্রকাশিত, উদিত; অবতীর্ণ, অধিষ্ঠিত; প্রাদুর্ভূত।

আবিল—বিণ. কলুষিত; পঙ্কিল, ঘোলা। [সং. আ+ √বিল্+অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা** (কামনার আবিলতা)।

আবিষ্করণ, আবিষ্কার, আবিষ্ক্রিয়া—বি. অপ্রকাশিত বা অজ্ঞাত বস্তু অথবা বিষয়ের সন্ধানলাভ কিংবা প্রকাশকরণ; উদ্ভাবন। [সং. আবিস্+করণ, কার, ক্রিয়া]। বিণ. **আবিষ্করণীয়**—আবিষ্কারযোগ্য, আবিষ্কার করিতে হইবে এমন। বি. **আবিষ্কর্তা** (-র্ত্রী), **আবিষ্কারক**—যে আবিষ্কার করে বা করিয়াছে; উদ্ভাবক। বিণ. **আবিষ্কৃত**—আবিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

আবিষ্ট—বিণ. অভিভূত (মোহাবিষ্ট); অধিকৃত (ভূতাবিষ্ট); পরিব্যাপ্ত (মেঘাবিষ্ট), বিহ্বল; তদ্‌গত; অভিনিবিষ্ট (অধ্যয়নে আবিষ্ট)। [সং. আ+√বিশ্+ত (র্ম, র্তৃ)]।

আবীত—বিণ. আবৃত; পরিহিত। [সং. আ+√ব্যে +ত (র্ম)]।

আবীর—**আবির**-এর বানানভেদ।

আবুজ—**অবুঝ**-এর বিকৃত রূপ।

আবৃত—বিণ. আচ্ছাদিত, ঢাকা; বেষ্টিত (মেখলাবৃত), ব্যাপ্ত (মেঘাবৃত)। [সং. আ+√বৃ+ত]। বি. **আবৃতি**—আবরণ; বেষ্টন; প্রাচীর, বেড়া; বেষ্টিত স্থান।

আবৃত্ত—বিণ. আবর্তন করা বা ঘুরানো হইয়াছে এমন, পুনঃপুনঃ পঠিত; প্রত্যাগত, পুনরাগত। [সং. আ+√বৃৎ+ত (র্ম)]। বিণ. ~**চক্ষু**—ভিতরের দিকে চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে এমন।

আবৃত্তি—বি. বারংবার পাঠ বা অভ্যাসকরণ, ছন্দ ভাব প্রভৃতি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ; পুনঃপুনঃ আগমন, পুনরাগমন। [সং. আ+√বৃৎ+তি (ভা)]।

আবেগ—বি. তীব্র বা বিশেষ বেগ ('বেগের আবেগ' রবীন্দ্র); ভাবজনিত বিহ্বলতা, emotion (আবেগসঞ্চার); চিত্তচাঞ্চল্য ব্যাকুলতা (শোকাবেগ, প্রাণের আবেগ)। [সং.]।

আবেদক—বিণ আবেদনকারী। [সং আ+বেদি+অক (র্তৃ)]।

আবেদন—বি. নিবেদন, প্রার্থনা, দরখাস্ত আবেদি, application, নালিশ; চিত্তবৃত্তিকে নাড়া দিবার প্রয়াস বা শক্তি, appeal ('কবিতার আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়—হৃদয়ের কাছে')। [সং. আ+√বেদি+অন (ভা)]। বিণ. **আবেদনীয়**—আবেদনযোগ্য।

আবেশ, আবেশন—বি. বিহ্বলতা, ভাবাবেগ ('আবেশে হিয়ার মাঝারে লই': বিদ্যা): আসক্তি, অনুরাগ ('আবেশে অবশ তনু'); অন্তঃপ্রবেশ, অনুপ্রবেশ (ভূতাবেশ); গভীর মনোযোগ, মোহ, আচ্ছন্নতা (ঘুমের আবেশ)। [সং. আ+√বিশ্+অ, অন (ভা)]।

আবেষ্টক—**আবেষ্টন** দ্রঃ।

আবেষ্টন—বি. পরিবেষ্টন, সম্পূর্ণ ঘেরাও করা (অগ্নির আবেষ্টন); বেড়া; পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রতিবেশ। [সং. আ+বেষ্টন]। **আবেষ্টক**—(১) বিণ. পরিবেষ্টক। (২) বি. বেড়া; প্রাচীর। বি. (স্ত্রী.) **আবেষ্টনী**—বেষ্টনী, বেড়া, পরিধি, পারিপার্শ্বিকতা (পারিবারিক আবেষ্টনী, পল্লীজীবনের আবেষ্টনী), environment। বিণ. **আবেষ্টিত**—আবেষ্টন বা ঘেরাও করা হইয়াছে এমন।

আবোল-তাবোল—(১) বি. অসম্বদ্ধ কথা; প্রলাপ; আজে-বাজে ছড়া। (২) বিণ. অসম্বদ্ধ, আজে-বাজে। [তু. হি. আন্‌বোল্-তন্‌বোল্]।

আব্বা—বি. (মুস.) বাবা, পিতা। [আ]।

আব্রহ্ম—অব্য. ব্রহ্মা হইতে। [সং. আ+ব্রহ্মন্]। বি. ~**স্তম্ব**—পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অচেতন সামান্য স্তম্ব অর্থাৎ তৃণাদির গুচ্ছ পর্যন্ত।

আব্রু—**আবরু**-র বানানভেদ।

আভরণ—বি. ভূষণ, অলঙ্কার, গহনা। [সং.]।

আভা—বি. প্রভা, দীপ্তি, শোভা, বর্ণ (কৃষ্ণাভা)। [সং. আ+√ভা+অ (ভা)]।

আভাং—বি. তৈলাদিদ্বারা অঙ্গমর্দন [সং. অভ্যঙ্গ]।

আভাঙ্গা, আভাঙা—বিণ. ভাঙ্গা বা চূর্ণ করা হয় নাই এমন (আভাঙ্গা গম)। [বাং. আ-৩+ভাঙ্গা]।

আভাষ—বি. মুখবন্ধ, ভূমিকা, অবতরণিকা (গ্রন্থের পূর্বাভাষ), আলাপ। [সং. আ+√ভাষ্ (=কথন)+অ (ভা)]। বি. ~**ণ**—সম্বোধনপূর্বক কথন; আলাপ, উক্তি; বক্তৃতা। বিণ. **আভাষিত**—কথিত।

আভাস—বি ক্ষীণ বা অস্পষ্ট প্রকাশ ('আভাসে দাও দেখা', রবীন্দ্র), ছায়া; ইঙ্গিত (আভাসে বলা); আভা। [সং আ+√ভাস্ (=দীপ্তি)+অ (ভা)]।

আভিজন—বি. অভিজনের ভাব, কৌলীন্য; পদবী। [সং. অভিজন+অ (ভাব-অর্থে)]।

আভিজাতিক—বিণ. অভিজাত-সম্বন্ধীয়; বংশঘটিত, কুলপরিচায়ক। [সং. অভিজাত+ইক]। বি. ~**চিহ্ন** কুলপরিচায়ক চিহ্ন, heraldry।

আভিজাত্য—বি. বংশমর্যাদা (আভিজাত্যের গৌরব), উচ্চকুলের প্রভাব-প্রতিপত্তি। [সং. অভিজাত+য (ভাব-অর্থে)]।

আভিধানিক—(১) বিণ অভিধান-সংক্রান্ত, অভিধানের অন্তর্গত। (২) বি. অভিধান-প্রণেতা। [সং. অভিধান+ইক]।

আভিমুখ্য—বি. অভিমুখীনতা; মুখামুখী অবস্থা; আনুকূল্য। [সং. অভিমুখ+য]।

আভীর—বি আহির, গোপজাতিবিশেষ। [সং.]। বি. (স্ত্রী) **আভীরী, আভীরা, আভীরিণী**। বি. ~**পল্লী**—যে পল্লীতে গোপজাতি বাস করে, গোয়ালাপাড়া।

আভূমি—ক্রি-বিণ. ভূমি পর্যন্ত (আভূমি প্রণত)। [সং. আ-৩ (অবধি)+ভূমি]।

আভোগ—বি. গানের ভণিতাযুক্ত পদবিশেষ; সঙ্গীত-আলাপের চতুর্থ চরণ; উপভোগ; পূর্ণতা, বিস্তার। [সং]।

আভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক—আভ্যন্তরিক বল বা অশান্তি)। (অশু. কিন্তু চলিত) **আভ্যন্তরীণ**—বিণ. অভ্যন্তর-সম্বন্ধীয়; ভিতরের, অভ্যন্তরস্থ, ভিতরস্থ। [সং. অভ্যন্তর+অ, ইক ঈন]।

আভ্যুদয়িক—(১) বিণ. অভ্যুদয়-সম্বন্ধীয়; অভ্যুদয় বা

উন্নতি যাহার লক্ষ্য এমন, মাঙ্গলিক; সমৃদ্ধিসাধক। (২) বি. বিবাহাদি উপলক্ষ্যে করণীয় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধবিশেষ। [সং. অভ্যুদয় + ইক]।

আম১—বি. অন্ত্রের নির্যাস, mucus; আমাশয়। [সং.]

আম২— (১) বি. সাধারণ। (২) বিণ. সর্বসাধারণের (আমদরবার)। [আ.]।

আম৩—বি. আম্রফল। [সং. আম্র]। **আমের আচার**—আমের সহিত অম্ল ও ঝাল মিশাইয়া প্রস্তুত চাটনি-বিশেষ। **বর্ণচোরা আম**—রং দেখিয়া কাঁচা ও টক মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে পাকা ও মিষ্ট আম; (আল.) ছদ্ম-বেশী। **পাকা আম দাঁড়কাকে খায়**—অপাত্রে সুপাত্রী দানের জন্য বা উৎকৃষ্ট বস্তুর অপকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য আক্ষেপ।

আম৪—বিণ. অপক্ব, কাঁচা (আমমাংস), অদগ্ধ, আপোড়া (আমসরা, আমহাঁড়ি)। [সং.]।

আম-আদা—বি. আমের গন্ধযুক্ত আদাবিশেষ। [আম৩ + আদা]।

আমগন্ধি—বিণ. (রাঁধা খাদ্যাদি সম্বন্ধে) কাঁচা গন্ধ দূর হয় নাই এমন; দুর্গন্ধ। [সং. আম৪ + গন্ধ + ই]।

আমচুর—বি. আমসি। [বাং. আম৩ + চুর < সং. চূর্ণ]।

আমড়া—বি. ফলবিশেষ। [সং. আম্রাতক]। বি. ~**গাছি**—(বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য) চাটুবাদ।

আমতা, আমতা-আমতা—অব্য. অস্পষ্টভাবে স্বীকার বা অস্বীকার; (বলিতে বা করিতে) ইতস্ততঃ। [দেশী]।

আমদ—বি. আসা। [ফা. আমদন্]।

আমদরবার—বি. যে দরবারে সাধারণ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয় এবং বিচারকার্য সমাধা হয়। [আম২ + দরবার]।

আমদানি—বি. দেশের বাহির হইতে পণ্যদ্রব্যাদি আনয়ন, import; আয়, আগম। [ফা. আমদন্]। বি. ~**শুল্ক**—বিদেশ হইতে পণ্যাদি আনয়ন বাবদ প্রদেয় কর বা মাশুল import duty। বিণ. **আমদানি, আমদানী**—বিদেশ হইতে আনীত।

আমধুর—বিণ. ঈষৎ মধুর; অনুগ্র মাধুর্যযুক্ত। [বাং. আ-৩ + মধুর]।

আমন—(১) বিণ. হৈমন্তিক, হেমন্তকালীন। (২) বি. হেমন্তকালীন ধান। [< সং. হৈমন]।

আমন্ত্রণ—বি. আহ্বান, নিমন্ত্রণ; সম্ভাষণ। [সং. আ + √মন্ত্র্ + অন (ভা)]। বি. **আমন্ত্রক, আমন্ত্রয়িতা** (-তৃ)—আমন্ত্রণকারী। বিণ. **আমন্ত্রিত**—আমন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন।

আমবাত—বি. চর্মরোগবিশেষ। [আম২ + বাত]।

আমমোক্তার—বি. বিষয়কর্মনির্বাহার্থ আইনতঃ নিযুক্ত প্রতিনিধি। [আ. আম্ + ফা. মুখ্‌তার]। বি. ~**নামা**—আমমোক্তার নিয়োগের দলিল, power of attorney।

আময়—বি. রোগ, ব্যাধি (নিরাময়, উদরাময়)। [সং. আম১ + √যা + অ (র্তৃ)]। বিণ. **আময়িক**—রোগ-সম্বন্ধীয়; রোগ-নিরাময়কর।

আময়দা, আমদা—বিণ. প্রচুর, অপরিমিত। [ফা. আমাদাহ্]।

আ মর—অব্য. মরণ হউক, বিরক্তি, ক্রোধ, ব্যঙ্গ ইত্যাদি সূচক ধ্বনি। [বাং. আ-৩ + মর]।

আমরক্ত—বি. মলের সহিত রক্তস্রাব, রক্তাতিসার। [আম১ + রক্ত]।

আমরণ—(১) ক্রি-বিণ. মৃত্যু পর্যন্ত (আমরণ সংগ্রাম করা)। (২) বিণ. মরণ পর্যন্ত ব্যাপ্ত (আমরণ দুঃখ)। [সং. আ + মরণ]।

আমরস—বি. অপক্ব বা অপরিণত রসধাতু, chyme। [আম৪ + রস]।

আমরি, আ মরি—অব্য. আহা মরি, মরি-মরি: প্রশংসাসূচক অথবা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক বা ব্যঙ্গসূচক ধ্বনি ('মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা'. অ. প্র.)। [বাং. আ + মরি]।

আমরুল—বি. অম্লস্বাদযুক্ত শাকবিশেষ। [সং. অম্ল-লোনী]।

আমর্শ, আমর্শন—বি. স্পর্শ; পরামর্শ, প্রণিধান, চিন্তা, (তু.) পরামর্শ। [সং. আ + √মৃশ্ (স্পর্শ বা চিন্তা) + অ, অন (ভা)]।

আমর্ষ—বি. অক্ষমা, ক্রোধ। [সং. অমর্ষ দ্রঃ]।

আমল—বি. রাজত্বকাল, শাসনকাল (আকবরের আমল); অধিকার ('কটকে হইল আলিবর্দির আমল': ভা. চ.); যুগ, কাল (পিতামহের আমল, হাল আমল); প্রশ্রয় (আমল দেওয়া)। [আ.]। বি. ~**নামা**—জমি প্রভৃতিতে দখল দিবার জন্য লিখিত আদেশপত্র। ক্রি. **আমল দেওয়া**—গ্রাহ্য করা। ক্রি. **আমলে আনা**—কোন কাজ হাতে লওয়া বা আরম্ভ করা; গ্রাহ্য করা (কারও কথা আমলে আনা)।

আমলক, আমলকী—বি. বৃক্ষবিশেষ; ঐ বৃক্ষের ফল। [সং.]। বিণ. **করতল-আমলকবৎ**—হস্তস্থিত আমলকীর মত; সম্পূর্ণ আয়ত্ত।

আমলা১—বি. আমলকী ফল। [সং. আমলক]।

আমলা২—বি. কর্মচারী, কেরানী। [আ. আমিল]। বি. ~**তন্ত্র**—যে শাসনব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারিমণ্ডলীই সর্বেসর্বা, bureaucracy।

আমলান (-নো)—(১) ক্রি. ক্রমশঃ বেদনাযুক্ত হওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. ১ আমলা + আন]।

আমশী—**আমসি**-র বানানভেদ।

আমসত্ত্ব—বি. পাকা আমের রস শুকাইয়া প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্যবিশেষ। [বাং. আম৩ + সত্ত্ব]।

আমসি, আমসী—বি. কাঁচা আমের চাকলা শুকাইয়া প্রস্তুত অম্লখাদ্যবিশেষ। [আম৩]। (মুখ শুকাইয়া) **আমসি হওয়া**—বিবর্ণ বিরস বা বিশীর্ণ হওয়া।

আমা১—বিণ. আধপোড়া (আমা ইট, আমাঝামা)। [আম৪ + আ]।

আমা২—সর্ব. আমি নিজে বা স্বয়ং; আমার ('আমা হ'তে এই কার্য হবে না সাধন' নবীন); আমাকে। [সং. অস্মদ্ > মহ্য]।

আমাতিসার—বি. আমাশয়রোগ। [আম$_১$ + অতি-সার]।

আমানত, আমানৎ—(১) বিণ. গচ্ছিত, মজুত, জমা (আমানত টাকা)। (২) বি. গচ্ছিত ধন বা অন্য বস্তু (আমানতের পরিমাণ)। [আ. আমানৎ]। বিণ. **আমানতি, আমানতী**—গচ্ছিত বা জমা রাখা হইয়াছে এমন। ক্রি. **আমানত রাখা, আমানত করা**—জমা দেওয়া।

আমানি—বি. পান্তাভাতের জল, কাঁজি। [দেশী]।

আমান্ন—বি. অপক্ব অন্ন। [আম$_৪$ + অন্ন]।

আমার—সর্ব. মদীয়। [সং. অস্মদীয়]।

আমাশয়, (কথ্য) আমাশা—বি. উদরমধ্যে আমসঞ্চয়ের স্থান, আমস্থলী ; একপ্রকার উদরাময়, dysentery। [সং. আম$_১$ + আশয়]।

আমি—(১) সর্ব. বক্তা স্বয়ং। (২) বি. আত্মবোধের অবলম্বন ('কোন্ পথে গেলে ও মা আমি মেলে'—রা. প্র.), সত্তা, আত্মা (আমার আমি), অহঙ্কার ('আমি যাবে মলে')। [সং. অস্মদ্ > অহম্]।

আমিক্ষা, আমীক্ষা—বি. ছানা ; দুগ্ধের বিকার। [সং.]।

আমিন$_১$—বি. তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারিবিশেষ, জমি-জরিপকারী কর্মচারী। [আ. আমীন্]।

আমিন$_২$—বি. প্রার্থনা পূর্ণ হউক বা তাহাই হউক, এই আবেদন। [আ. আমীন—তু. ইং. amen]।

আমির, আমীর—বি. সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান ; মুসলমান নৃপতিবিশেষের (বিশেষতঃ আফগানিস্তানের অধিপতির) উপাধি ; ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। [আ. আমীর্]। বি. **আমিরি**—আমিরের চালচলন, বড়মানুষি। বিণ **আমিরি, আমিরী**—আমিরসম্বন্ধীয় বা আমিরের ন্যায় ; ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়। বি. **আমির-উমরাহ্**—ধনিসম্প্রদায় ; রাজরাজড়া।

আমিষ—বি. মাংস ; মৎস্য-মাংসাদি জৈব খাদ্য ; আঁষ। [সং. আ+ √মিষ্ + অ (র্তৃ)]। বিণ. **আমিষাশী (-শিন্)**—আমিষ-ভোজনকারী।

আমীন, আমীর—যথাক্রমে **আমিন** ও **আমির**-এর বানানভেদ।

আমুদে—বিণ. আমোদপ্রিয়, হাসিখুশি, রসিক। [সং. আমোদ + বাং. ইয়া > এ]।

আমূল—(১) ক্রি-বিণ. মূল পর্যন্ত বা মূল হইতে ; আগাগোড়া, সম্পূর্ণ। (২) বিণ. মূল পর্যন্ত বিস্তৃত, সম্পূর্ণ (আমূল পরিবর্তন)। [সং. আ + মূল]।

আমেজ—বি. ঈষৎ প্রকাশ, আভাস, আদরা, রেশ (নেশার আমেজ)। [ফা.]।

আমোদ—বি. আহ্লাদ হর্ষ ; উৎসব, মজা ; দূরপ্রসারী গন্ধ, সুগন্ধ। [সং. আ+ √ মুদ্ + অ (ভা. ণে)]। বি. **আমোদ-প্রমোদ**—ক্রীড়াকৌতুক। বি. **আমোদন**—বিনোদন, amusement ; আমোদকরণ, সুরভিত-করণ। বিণ. **আমোদিত**—হর্ষযুক্ত ; সুরভিত। বিণ. **আমোদী (-দিন্)**—হর্ষযুক্ত, আমুদে, সুগন্ধজনক। বিণ. (স্ত্রী.) **আমোদিনী**।

আম্নায়—বি. শ্রুতি, বেদ, আগম। [সং.]।

আম্বা—বি. স্পর্ধা, আস্ফালন, বড়াই ; দুরাকাঙ্ক্ষা। [দেশী]।

আম্মা—বি মাতা [সং. অম্বা বা আ. উম্ম]।

আম্র—বি আমগাছ, আম। [সং.]।

আম্রাত, আম্রাতক—বি. আমড়া গাছ, আমড়া ফল। [সং.]।

আম্ল—বিণ. অম্লরসযুক্ত, টক। [সং. অম্ল + অ (ভাব-অর্থে)]। বি. (স্ত্রী.) **আম্লা**—তেঁতুল গাছ।

আম্লিক—বিণ. অম্লাত্মক অম্লযুক্ত, অম্লসম্বন্ধীয়। [সং. অম্ল + ইক]। **আম্লিক অক্সাইড**—acidic oxide [বি. প.]। **আম্লিক সন্ধান**—অম্লজনিত গাঁজান, acid fermentation [বি. প.]। বি. (স্ত্রী.) **আম্লিকা, আম্লীকা**—তেঁতুলগাছ।

আয়—বি. ধনাগম, উপার্জন, লাভ, উপস্বত্ব। [সং. আ+ √অয়্ + অ (ভা)]। **~কর**—(১) বি. আয়ের উপর ধার্য কর, income-tax। (২) বি. লাভজনক। বি. **~ব্যয়**—উপার্জন ও খরচ ; জমাখরচ। বি. **~ব্যয়ক** পূর্বাহ্নে অনুমিত ভবিষ্যৎ জমাখরচের হিসাব, budget [স. প.]। বি. **~স্থান**—(জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে একাদশ স্থান।

আয়ত$_১$—বিণ বিস্তৃত, বিশাল, টানা-টানা (আয়ত লোচন), বিষমবাহুবিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ (আয়তক্ষেত্র) ; rectangle। [সং.]।

আয়ত$_২$—বি. এয়োতি। **আয়তি$_১$**-দ্রঃ।

আয়তন—বি. ক্ষেত্রমান, area ; ঘনমান, volume, পরিসর, প্রস্থ, বিস্তার। মন্দির, গৃহ, প্রতিষ্ঠান (অচলায়-তন) ; যজ্ঞবেদী। (বৌ. শা.) চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়। [সং. আ+ √যত্ (প্রযত্নে) + অন (ণে)]।

আয়তলোচন—বিণ. বড় (ও সুন্দর) চক্ষুবিশিষ্ট, বিশা-লাক্ষ। [সং. আয়ত + লোচন]।

আয়তি$_১$—বি. সধবার অবস্থা বা লক্ষণ, এয়োতি। [< সং. আয়ুষ্মতী]।

আয়তি$_২$—বি. দৈর্ঘ্য, বিস্তার। [সং. আ+ √যম্ + তি (ভা)]। উত্তরকাল ; ফলপ্রদানকাল। [সং. আ+ √যা + তি (ভা)]।

আয়তী—বি. (স্ত্রী.) সধবা নারী, এয়ো। [সং. আয়ুষ্মতী]।

আয়ত্ত—বিণ. স্বাধীন, অধিকৃত ; অধিগত, কবলিত (ভাগ্যায়ত্ত, দৈবায়ত্ত), বি. অধিকার (আয়ত্তের বাহিরে, আয়ত্তে আনা)। [সং. আ+ √যত্ + ত (র্তৃ)]। বি. **আয়ত্ততা, আয়ত্তি**।

আয়না—বি আরশি, দর্পণ। [ফা. আইনা]।

আয়মা—বি. মুসলমান নৃপতিগণ কর্তৃক ধর্মপ্রচারের বা পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ মৌলবীদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। [আ. আএমা]। বি. **~দার**—আয়মা জমি যে ব্যক্তি ভোগ করে।

আয়ল—ক্রি. (অপ্র.) আসিল বা আসিলাম। [আসা দ্রঃ]।

আয়স—(১) বিণ. লৌহসংক্রান্ত, লৌহঘটিত, লৌহ-

নির্মিত। (২) বি. লৌহ। [সং. অয়স+অ]। বি (স্ত্রী.) **আয়সী**—লৌহবর্ম।

আয়ষ্মান—আয় দ্রঃ।

আয়া—বি. (ইউরোপীয় বা ইঙ্গবঙ্গ পরিবারের) দাই, শিশুদের পরিচারিকা। [পো. aya]।

আয়াত১—বিণ. আগত (যাতায়াত)। [সং. আ (বৈপরীত্য) + √যা + ত (ভা)]।

আয়াত২—বি. কোরাণের ক্ষুদ্রতম বাক্য। [আ.]।

আয়ান—বি. রাধিকার স্বামী। [সং. অভিমন্যু]।

আয়াম১—বি. বিস্তার, প্রসার, দৈর্ঘ্য। [সং. আ+যম্+অ (ভা)]।

আয়াম২—বি. ঋতু; উপযুক্ত কাল। [আ আইয়াম্]।

আয়াস—বি. ক্লেশ, দুঃখ; শ্রান্তি, ক্লান্তি; বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন; পরিশ্রম। [সং. আ+√যস্+অ (ভা)]। বিণ. ~**সাধ্য**—পরিশ্রমসাপেক্ষ।

আয়ি, আয়ী—আই-র বানানভেদ।

আয়ু, আয়ুঃ (য়ুস্)—বি. পরমায়ু (দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু), জীবনকাল, জীবন (আয়ুশেষ)। [সং. √ই বা + √অয়্+উ উস্ (র্তৃ)]। বিণ. **আয়ুঃপ্রদ**—পরমায়ুবৃদ্ধিকর।

আয়ুক্ত—বিণ. নিযুক্ত; ভারপ্রাপ্ত, কর্মাধ্যক্ষ, incharge [স. প.]। [সং. আ+যুক্ত]।

আয়ুধ—বি. অস্ত্রশস্ত্র, প্রহরণ। [সং.]।

আয়ুর্বৃদ্ধি—বি. পরমায়ুর বৃদ্ধি। [সং. আয়ুঃ+বৃদ্ধি]। বিণ. **আয়ুষ্কর**—আয়ুঃ বাড়ায় এমন।

আয়ুর্বেদ—বি. ধন্বন্তরি-প্রণীত চিকিৎসাবিদ্যা, কবিরাজী চিকিৎসাপ্রণালী। [সং. আয়ুঃ+বেদ]। বিণ **আয়ুর্বেদীয়**—আয়ুর্বেদ-সম্বন্ধীয়, আয়ুর্বেদসম্মত।

আয়ুষ্কর—বিণ. পরমায়ু বৃদ্ধি করে এমন। [সং. আয়ুঃ+√কৃ+অ (র্তৃ)]।

আয়ুষ্কাল—বি. জীবিতকাল। [সং. আয়ুঃ+কাল]।

আয়ুষ্মতী—আয়ুষ্মান্ দ্রঃ।

আয়ুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—বিণ দীর্ঘজীবী। [সং. আয়ুস্+মৎ]। বিণ. (স্ত্রী.) **আয়ুষ্মতী**।

আয়ুষ্য—বিণ. আয়ুষ্কর। [সং. আয়ুস্+য]।

আয়েন্দা—বি. আগামী, ভবিষ্যৎ। [ফা.]।

আয়েব—বি দোষ-ত্রুটি বা সম্পর্শদোষ। [আ. অইব্]।

আয়েমা—আয়মা-র রূপভেদ।

আয়েশ, আয়েস—বি. আরাম, সুখ, বিলাস। [আ. আএশ]। বিণ. **আয়েশী, আয়েসী**—আরামে অভ্যস্ত, বিলাসপ্রিয়।

আয়োগ—বি. তদন্তাদির জন্য নিযুক্ত সমিতি, কমিশন (commission) [স প.]। [সং. আ+√যুজ্+অ (র্তৃ)]।

আয়োজন—বি. যোগাড়; উদ্যোগ, আবস্থ; কোন অনুষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী (ভোজের আয়োজন)। [সং. আ+√যুজ্+অন (ভা)]। বিণ বি. **আয়োজক**—আয়োজনকারী; উদ্যোগী। ক্রি. **আয়োজা**—আয়োজন করা। বিণ. **আয়োজিত**—সংগৃহীত।

আয়োডিন—বি. ক্ষতাদি যাহাতে পাকিয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্য ব্যবহার্য প্রতিষেধক ঔষধবিশেষ। [ইং. iodine]।

আর—(১) অব্য. (সমুচ্চয়ী): এবং, ও (তুমি আর আমি); ইহার বেশী (অনেক লিখিয়াছি, আর কি লিখিব); অতঃপর (রাত হল, আর গল্প নয়); অথবা, কিংবা (দেখ আর না দেখ); যুগপৎ (এই সব শুনি আর দুঃখ পাই); পক্ষান্তরে, কিন্তু (শক্তের ভক্ত আর নরমের যম)। (২) ক্রি-বিণ. পরে, ভবিষ্যতে, পুনরায় (আর না দুঃখ পাই, সে কথা আর কেন); এখনও (বৃথা চেষ্টা কেন আর); এখন, বর্তমানে (আর সেদিন নাই); পুনশ্চ, তাহা ছাড়া, অধিকন্তু (আর দেখ), কখনও (ধানগাছে কি আর তক্তা হয়); পূর্বে বা পরে কখনও (এমনটি আর দেখা যায় নাই বা যাইবে না)। তদবধি (গেলে আর ফিরলে না); অবশ্য (তুমি ত আর গরিব নও)। (৩) বিণ. অপর, অন্য (আর কেহ, আর পাড়ে); দ্বিতীয়, অপর একটি (আর এমন বন্ধু মিলিবে না); বিগত (আর বৎসর আসিয়াছিল), আগামী (আর শনিবার যাইব)। [সং. অপর > আবার > আর]। (৪) সর্ব. অন্য কিছু (এক করিতে আর হয়)। অব্য. বিণ. **আর-আর**—অন্যান্য (আর-আর দিন, আর-আর লোকে)। অব্য. বিণ. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণ **আরও**—অধিকতর (আরও কষ্ট, আরও ভাল, আরও কাঁদিবে); ইহা ছাড়া অন্য (আরও লোকে জানে); অধিকন্তু (আরও শোন)।

আরক—বি. নির্যাস, সার; রস; চোয়ান মদ্য। [আ. আরক্]।

আরক্ত—বিণ. ঈষৎ রক্তবর্ণ, রক্তাভ, গাঢ় লাল। বিণ. ~**নয়ন,** ~**লোচন**—(ঈষৎ) রক্তবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট; চক্ষু লাল হইয়াছে এমন; ক্রুদ্ধ। বিণ. ~**মুখ**—মুখ রাঙা হইয়াছে এমন, লজ্জাপ্রাপ্ত। [সং. আ (= ঈষৎ)+রক্ত]।

আরক্তিম—বিণ. আরক্ত (কর্ণমূল আরক্তিম)। [বাং. আ-+রক্তিম]।

আরক্ষ—(১) বি. থানা, ঘাঁটি; রক্ষিসৈন্য। (২) বিণ. রক্ষক। [সং. আ+√রক্ষ্+অ (র্তৃ)]। বি. **আরক্ষা**—পুলিস [স. প.]। বি. **আরক্ষিক, আরক্ষী** (-ক্ষিন্)—পুলিসের লোক, কনেষ্টবল [স. প.]; প্রহরী।

আরগিন—বি. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, organ; হারমোনিয়াম। [ই. organ]।

আরজি, আর্জি, আরজ—বি. প্রার্থনা, দরখাস্ত, আবেদন, petition। [আ. অর্জ্]।

আরণ্য—বিণ. বন্য, বনজাত, বনসম্বন্ধীয়। [সং. অরণ্য+অ]। ~**ক**—(১) বিণ. বন্য। (২) বি. বেদের অন্যতম উপসংহারভাগ; অরণ্যবাসী মৃগয়াজীবী।

আরতি১—আর্তি-র কোমল রূপ।

আরতি২—বি. নিবৃত্তি; গভীর আসক্তি, একান্ত অনুরাগ ('বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া'. চণ্ডী)। [সং. আ+√রম্+তি (ভা)]।

আরতি৩—(১) বি. প্রদীপাদি দ্বারা দেবমূর্তি বরণ; নীরাজন। (২) ক্রি. আরতি করা। [সং. আরাত্রিক]।

আরদালি, আরদালী—বি. পেয়াদা, পিয়ন, বেহারা, চাপরাসী। [ইং. orderly]।
আরন্ধ—বি. ভাদ্রসংক্রান্তির অরন্ধন-পর্ব। [সং. অরন্ধন]।
আরব১—**আরাব**-এর রূপভেদ।
আরব২—বি. আরবদেশ ; ঐ দেশের অধিবাসী ; আরব-জাতি। [আ.]। **আরবী**—(১) বিণ. আরবদেশজ : (২) বি. আরবের অধিবাসী বা ভাষা। বিণ. **আরব্য**—আরবদেশীয়।
আরব্ধ—বিণ. আরম্ভ করা হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √রভ্+ত (র্ম)]।
আরভমাণ—বিণ. আরম্ভ করা হইতেছে এমন, আরম্ভ করিতেছে এমন। [সং. আ+ √রভ্+মান (শানচ্)]।
আরমানী—(১) বি. আরমিনিয়াদেশের অধিবাসী। (২) বিণ. আরমিনিয়াদেশীয়। [ইং. Armenian]।
আরম্ভ—বি. সূত্রপাত, শুরু ; উৎপত্তি, উপক্রম, উদ্যোগ ; প্রস্তাবনা। [সং. আ+ √রভ্+অ]। বিণ বি. ~**ক**—আরম্ভকারী।
আরশ—বি. সিংহাসন, রাজাসন ('খোদার আরশ', কাজি.)। [আ. আর্শ]।
আরশলা—**আরসোলা**-র বর্জিত. বানান।
আরশি, আরসি, আরশী, আরসী—বি. দর্পণ, মুকুর। [সং. আদর্শিকা]।
আরশুলা, আরশোলা—**আরসোলা**-র বর্জি. রূপ।
আরস—**আরশ**-এর বানানভেদ।
আরসি, আরসী—**আরশি**-র বানানভেদ।
আরসোলা, আরসুলা, আরশলা—বি তৈলপায়িকা তেলাপোকা। [দেশী]। **আরসোলা আবার পাখী**—আরসোলা যেমন উড়িতে পারিলেও পাখি বলিয়া গণ্য হয় না, তেমনি যে যাহা নয় সে তাহা বা সেই শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।
আরাত্রিক—বি. আরতি, নীরাজন। [সং.]।
আরাধক—বিণ. উপাসক, পূজক। [সং. আ+ √রাধ্+ণিচ্+অক]।
আরাধনা, আরাধন—বি. উপাসনা, পূজা, প্রার্থনা। [সং. আ+ √রাধ্+অন (ভা)+আ]। বিণ. **আরাধিত**—উপাসিত, পূজিত, সেবিত। বিণ **আরাধনীয়, আরাধ্য**—উপাস্য, পূজার্হ। বিণ. **আরাধ্যমান**—পূজিত হইতেছে এমন।
আরাব, আরব—বি. (উচ্চ) ধ্বনি বা শব্দ, গর্জন। [সং. আ+ √রু+অ (যথাক্রমে 'ঘঞ্' ও 'অপ্' (ভা)]।
আরাম১—বিণ. সুস্থ, রোগমুক্ত। [ফা.]।
আরাম২—বি. আয়েশ, আনন্দ, সুখ, বিশ্রাম উপবন, বাগান (সংঘারাম)। [সং. আ+ √রম+অ (ভা)]। বি **আরাম-কেদারা**—আরামে বসিবার জন্য চেয়ার easy-chair।
আরারুট—বি. একপ্রকার গুল্মমূল হইতে প্রস্তুত পালো-বিশেষ। [ইং arrowroot]।
আরিন্দা—বি. চিঠিপত্র খাজনা প্রভৃতির বাহক, পেয়াদা। [ফা অরিন্দহ্]।
আরূঢ়—বিণ. আরোহণ করিয়াছে এমন (অশ্বারূঢ়)। [সং. আ+ √রুহ্+ত (র্তৃ)]।
আরে—অব্য. ভয় লজ্জা বিস্ময় ঘৃণা বিরক্তি ক্রোধ ইত্যাদি ও সম্বোধনসূচক শব্দ। [তু. সং. অরে]।
আরেক—সর্ব. অপর এক। [আর+এক]।
আরোগ্য—বি. রোগমোচন, রোগনিবৃত্তি ; রোগাভাব, স্বাস্থ্য। [সং. অরোগ+য]।
আরোপ—বি. এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম সংস্থাপন, অধ্যাস (রজ্জুতে সর্পের আরোপ) ; অর্পণ, স্থাপন, অন্যায়ভাবে দায়ী করা (দোষারোপ)। বিণ. ~**ক**—আরোপকারী বা আরোপণকারী। বি. ~**ণ**—আরোপ-করণ ; স্থাপন ; আরোহণ করান ; ধনুকে জ্যা সংযোজন ; শস্যাদি রোপণ। বিণ. **আরোপিত**—আরোপ করা বা আরোপণ করা হইয়াছে এমন।
আরোহ—বি. উচ্চতা ; দৈর্ঘ্য ; কটিদেশ, নিতম্ব (বরা-রোহা), শ্রেণী, (দর্শ.) ফল বা কার্য হইতে কারণ অনু-মান, induction। [সং. আ+ √রুহ্+অ]। বি. ~**ণ**—ঊর্ধ্বে গমন, উপরে ওঠা। বি. ~**ণী**—সোপান, সিঁড়ি। বিণ. **আরোহী** (-হিন্)—আরোহণকারী, (সঙ্গীতে) ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বগতিযুক্ত বা অনুলোমগতিবিশিষ্ট (আরোহী সুর) ; (দর্শ.) কার্য দেখিয়া কারণ-বিচারের প্রণালীসম্মত inductive। বিণ.(স্ত্রী.) **আরোহিণী**—আরোহণকারিণী।
আর্ক—বিণ. সৌর। [সং. অর্ক+অ]। বি. ~**ফলা**—রেফ (´) ; (ব্যঙ্গে) চৈতন, টিকি।
আর্জব—বি. ঋজুতা। [সং ঋজু+ অ (ভা)]।
আর্জি—**আরজি**-র বানানভেদ।
আর্জুনি—বি. অর্জুনপুত্র। [সং. অর্জুন+ই]।
আর্ট—বি. চারুকলা, সুকুমার শিল্পকলা, চিত্রাঙ্কন সাহিত্য নৃত্যগীতাভিনয় প্রভৃতি অবলম্বনে রসসৃষ্টি ; সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ভঙ্গি (তাহার চালচলনে একটা আর্ট আছে), ছলাকলা, ঢং। [ইং. art]।
আর্ত—বিণ. পীড়িত গ্রস্ত, বিপন্ন, কাতর। [সং. আ+ √ঋ+ত (র্তৃ)]। বি. ~**নাদ**—কাতর বা আকুল চিৎকার।
আর্তব—(১) বি. স্ত্রীরজঃ। (২) বিণ বিভিন্ন ঋতুসংক্রান্ত ; স্ত্রীরজঃসংক্রান্ত। [সং. ঋতু+(স্বার্থে) অ]।
আর্তি—বি. পীড়া, যন্ত্রণা, কাতরতা, দুঃখ। [সং আ+ √ঋ+তি (ভা)]।
আর্থ, আর্থিক—বিণ. অর্থসম্বন্ধীয়, ধনবিষয়ক। [সং. অর্থ+অ, ইক]।
আর্থনীতিক, অর্থনীতিক—বিণ. অর্থনীতি সম্বন্ধীয়। [সং. অর্থনীতি+ইক]।
আর্থিক—**আর্থ** দ্র.।
আর্দালী, আর্দালি—**আরদালি**-র বানানভেদ।
আর্দ্র—বিণ. ভিজা, সজল, নরম (স্নেহার্দ্র)। [সং. √অর্দ্+র (র্তৃ)]। বি. ~**তা**।
আর্দ্রক—বি. আদা। [সং আর্দ্র+ক]।
আর্দ্রা—বি. নক্ষত্রবিশেষ। [সং. আর্দ্র+আ]।

আর্বী, আর্মানী—যথাক্রমে **আরবী** ও **আরমানী**-র বানানভেদ।

আর্য—(১) বি. মনুষ্যজাতিবিশেষ, Aryan; গুরুজন। (২) বিণ. মান্য, পূজ্য; শ্রেষ্ঠ; সংকুলজাত; সুসভ্য। [সং. √ঋ+য (র্য)]। বি. ~**তা**—আর্যের ভাব; সদাচার। বি. ~**পুত্র**—স্বামী (সংস্কৃত নাটকে)। বি. ~**সমাজ**—দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈদিক-ধর্মানুগামী সম্প্রদায়। বিণ. ~**সমাজী** (-জিন্)—আর্য-সমাজভুক্ত। **আর্যা**—(১) বিণ. **আর্য**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. শাশুড়ী; মান্যা নারী; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ; (বাং.) পদ্যে রচিত গণিতের সূত্র (শুভঙ্করের আর্যা)। **আর্যাবর্ত**—বি. আর্যগণ কর্তৃক প্রথম অধ্যুষিত ভারতবর্ষের উত্তরাংশ, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত প্রদেশ। [সং. আর্য+আবর্ত]।

আর্শি—**আরশি**-র বানানভেদ।

আর্ষ—বিণ. ঋষিসম্বন্ধীয়; ঋষিপ্রোক্ত অথচ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ (আর্যপ্রয়োগ)। [সং. ঋষি+অ]।

আর্সি—**আরসি**-র বানানভেদ।

আর্হত—(১) বিণ. অর্হৎ-সম্বন্ধীয়, জৈনধর্মসম্বন্ধীয়। (২) বি. বুদ্ধবিশেষ; জৈন। [সং. অর্হৎ+অ]।

আল$_1$—বি. আইল, জমির বাঁধ। [সং. আলি]।

আল$_2$—বি. কীটপতঙ্গাদির হুল; কোন বস্তুর সূক্ষ্ম প্রান্ত (আলের দিক্); বেধনাস্ত্র, awl (জুতা-সেলাইয়ের আল); (আল.) খোঁচা, বিদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি (কথার আল)। [সং. অল]। বিণ ~**কাটা**—কাঠ বা লোহা সংযুক্ত করার জন্য খাঁজ-কাটা।

আলকাতরা—বি. পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত আঠালো এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। [আ. অল্‌কৎরহ্—তু. পো. alcatrao]।

আলকুশী, আলকুশি—বি. একপ্রকার হুলের মত আল-যুক্ত লতাগাছ বা তাহার ফল। [বাং. আল$_1$+কুশী]।

আলখাল্লা, আলখিল্লা, আলখেল্লা—বি. লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ। [আ. আল্‌খালিক্]।

আলগা, (প্রাদে.) **আলগ**—বিণ. আবদ্ধ বা সংলগ্ন নহে এমন; এলায়িত, শিথিল (ফাঁস আলগা করা, আলগা খোঁপা), ফসকা (আলগা গেরো); অনাবৃত, পোশাক পরা নহে এমন (আলগা গা); আঢাকা (মাছগুলি আলগা আছে); খোলা (দরজাটা আলগা আছে); অসংযত, বেফাঁস (আলগা মুখ); আন্তরিকতাহীন (আলগা সোহাগ); অসাবধান, উদাসীন (আলগা পুরুষ); সহজেই কাবু হয় এমন (আলগা শরীর)। [সং. অলগ্ন—তু. হি. অল্‌গা]।

আলগোছ—বিণ. অসংলগ্ন, পৃথক্, অন্যের স্পর্শ হইতে মুক্ত (আলগোছ করিয়া রাখা)। [সং. অলগ্ন]। ক্রি-বিণ. **আলগোছে,** ~**ভাবে**—অসংলগ্নভাবে (আলগোছে রাখা); সন্তর্পণে (আলগোছে যাওয়া)।

আলঙ্কারিক—বিণ. অলঙ্কার-সম্বন্ধীয়, অলঙ্কারযুক্ত (আলঙ্কারিক প্রয়োগ); অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ, অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থরচয়িতা। [সং. অলঙ্কার+ইক]।

আলচাল—**আলোচাল**-এর অশু. বানান।

আলজিভ, আলজিব—বি. গলনালীর মধ্যস্থ ক্ষুদ্রজিহ্বার ন্যায় মাংসখণ্ড; উপজিহ্বা, uvula। [সং. অলি-জিহ্বা]।

আলটপকা—ক্রি-বিণ. হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে। [দেশী—তু. আ. আলুফ্‌কা]।

আলটাকরা—বি. গলনালীর উপরে টাকরার পশ্চাদ্ভাগ, soft palate। [আল$_2$+টাকরা]।

আলতা—বি. স্ত্রীলোকের পায়ের পাতার চারিপার্শ্বে প্রলেপনীয় লাল রঙবিশেষ বা রঙমিশ্রিত তুলা; লাক্ষা-রস। [সং. অলক্ত]।

আলতারাফ, আলতারাপ—বি. সিন্দুক আলমারি ইত্যাদির কপাট বন্ধ করিবার খিলবিশেষ। [আ. আলতর্ফ]।

আলতো—বিণ. আলগা (আলতো ক'রে বাঁধা)। [দ্রা. আলঙ্গ্ তোলাহ্]।

আলনা—বি. কাপড়-চোপড় ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য কাঠের মঞ্চবিশেষ। [সং. আলম্বন]।

আলপনা—**আলিপনা**-র রূপভেদ।

আলপাকা—বি. মেষজাতীয় পশুবিশেষ বা তাহার লোমজাত বস্ত্র। [ইং. alpaca]।

আলপিন—বি. একাধিক কাগজ গাঁথিয়া রাখিবার জন্য ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র কীলকবিশেষ। [পো. alfinete]।

আলপো—**আলুফা**-র রূপভেদ।

আলবৎ, আলবত—অব্য. নিশ্চয়, অবশ্য। [আ. আল্‌বত্তাহ্]।

আলবলা—**আলবোলা**-র বানানভেদ।

আলবাৎ, আলবাত—**আলবৎ**-এর রূপভেদ।

আলবার্ট—বি. টেড়ি জুতা, ঘড়ির চেন, প্রভৃতির চঙ্-বিশেষ। [Prince Albert]।

আলবাল—বি. জলসেচনার্থ বৃক্ষমূলে মাটির ঘের। [সং. আ (চারি দিক্ হইতে)+লব (=জলবিন্দু)+আ-√লা (গ্রহণ)+অ (র্তৃ)]।

আলবোলা—বি. দীর্ঘ নলযুক্ত হুক্কাবিশেষ সটকা, গড়-গড়া। [ফা. আল্‌বলা]।

আলমগীর—বি. জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (মুঘলসম্রাট ঔরংজীবের উপাধি)। [<আ.]।

আলমারি—বি. জিনিসপত্রাদি রাখিবার জন্য কপাট-যুক্ত আধারবিশেষ। [পো. armario >ইং. almirah]।

আলম্ব—বি. অবলম্বন; আশ্রয় (নিরালম্ব)। [সং. আ+√লম্ব্+অ (ভা র্ম)]। বি. ~**ন**—অবলম্বন, আশ্রয়, আশ্রয়করণ; (অল.) স্থায়িভাবের সঞ্চারক বিভাব-বিশেষ। বিণ. **আলম্বিত**—অবলম্বিত, ধৃত; প্রলম্বিত। বিণ. **আলম্বী** (-ম্বিন্)—আলম্বনকারী; লম্বমান।

আলয়—বি. বাড়ি, গৃহ (দেবালয়); বাসস্থান (মনুষ্যালয়); আশ্রয় (মঙ্গলালয়); আধার (হিমালয়)। [সং. আ (সম্যক্)+√লী (শ্লেষণ, সংযোগ)+অ (ধি)]।

আলস—**আলস্য**-এর কোমল রূপ।

আলসে$_1$—**আলিসা**-র কথ্য রূপ।

আলসে$_2$—বিণ. অলস। [সং. 'অলস'-এর কথ্য রূপ]। বি. **~মি, ~মো**—কুঁড়েমি।

আলস্য—বি. অলসতা, কুঁড়েমি; জড়তা; পরিশ্রম-বিমুখতা। [সং. অলস+য (ভাব-অর্থে)]। বি. **~ত্যাগ**—হাই তোলা, দেহের আড়ষ্টতা দূর করা।

আলা$_1$—ওয়ালা$_1$-র রূপভেদ।

আলা$_2$—(১) বিণ. আলোকিত, উদ্ভাসিত ('ভুবন হয়েছে আলা')। (২) বি. আলোক বা আলোকিত পরিবেশ ('আলার ভিতরে কালাটি রয়েছে': চণ্ডী)। [সং. আলোক]।

আলা$_3$—বিণ. প্রথম উচ্চ শ্রেষ্ঠ (সদরআলা)। [আ. আলা]।

আলাত—বিণ. অলাত বা জ্বলন্ত অঙ্গার-সম্বন্ধীয়। [সং. অলাত+অ (সম্বন্ধে)]। বি. জ্বলন্ত অঙ্গার। [সং. অলাত+অ (স্বার্থে)]। **অলাত** দ্র.।

আলাদা, (বর্জ. বিরল) **আলাহিদা**—বিণ. ভিন্ন, অন্য স্বতন্ত্র, পৃথক্। [আ. আলাহিদা]।

আলাদীন—বি. আরব্য উপন্যাসের চরিত্রবিশেষ। **আলাদীনের প্রদীপ**—আশ্চর্য জাদুময় বাতি যাহার সাহায্যে অসাধ্য সাধন করা হইয়াছিল।

আলান$_1$—বি. হস্তিবন্ধনস্তম্ভ; (জীবজন্তু বাঁধিয়া রাখিবার জন্য) খুঁটি বা গোঁজ। [সং. আ+ √লা+অন (ধি)]।

আলান$_2$ (-নো)—ক্রি. আলুলায়িত করা; (ধান্যাদি) ছড়াইয়া দেওয়া, আলগা করা; খোলা, মেলা (পোঁজি আলান)। [সং. আকুল> বাং. আউল+আন]।

আলাপ—বি. কথাবার্তা, সম্ভাষণ, গানের সুর (বিশেষতঃ রাগ-রাগিণী) ভাঁজা; (বাং.) জানাশুনা, পরিচয়। [সং. আ+ √লপ্+অ (ভা)]। **~চারী**—(১) বি. সুরের আলাপ; সুর ভাঁজা; কথোপকথন বা রসালাপ। (২) বিণ. আলাপযোগ্য। **~ন—কথোপকথন**। বি. **~পরিচয়, ~সালাপ**—পরস্পর কথোপকথন ও ঘনিষ্ঠতাসাধন। [সং. সংলাপ> পা. সল্লাপ> বাং সালাপ]। বিণ. **আলাপিত**—আলাপ করা হইয়াছে এমন; (বাং.) পরিচিত। বিণ **আলাপী** (-পিন্)—আলাপপ্রিয়; (বাং.) পরিচিত। স্ত্রী. **আলাপিনী**।

আলাভোলা—(১) বিণ. অল্পেই তুষ্ট; সাদাসিধা, সরল। (২) বি. ঐরূপ ব্যক্তি। [হি. বালা ভোলা]।

আলাম—বি. দণ্ড, ধ্বজ (flagstaff)। [<সং আলম্ব]।

আলাল—বিণ. ধনবান্। [সং. আ+হি. লাল (সং. লালক); বা হি. আলাল (=অকর্মণ্য)]। **আলালের ঘরের দুলাল**—ধনীর ঘরের আদুরে এবং বয়ে-যাওয়া ছেলে।

আলাহিদা—আলাদা দ্রঃ।

আলি$_1$—আলী$_2$-র বানানভেদ।

আলি$_2$—বি. সখী সঙ্গিনী। [সং]।

আলি$_3$—বি. জমির বাঁধ, আইল। শ্রেণী, সারি (গীতালি)। [সং]।

আলিখিত—বিণ. লিখিত; অঙ্কিত; চিত্রে অঙ্কিত। [সং. আ+লিখিত]।

আলিঙ্গন—বি. কোলাকুলি, বুকে জড়াইয়া ধরা আশ্লেষ। [সং. আ+ √লিঙ্গ্+অন (ভা)]। বিণ. **আলিঙ্গিত**—আলিঙ্গন করা হইয়াছে এমন।

আলিপনা—বি. (সাধারণতঃ জলে গোলা চাউলের গুঁড়া দিয়া) গৃহ দেবমণ্ডপ প্রভৃতি স্থানে অঙ্কিত মাঙ্গল্য চিত্র। [<সং. আলেপন]।

আলিপ্ত—বিণ. উত্তমরূপে লিপ্ত বা চর্চিত [সং. আ+লিপ্ত]।

আলিম—বি. বিদ্বান্ লোক। [আ. ইল্ম্]।

আলিম্পন, আলিম্পনা—বি. আলপনা, আলপনা চিত্রণ। [সং. আ+লিপ্>লিম্প্+অন (ভা)+আ]।

আলিসা—বি. অট্টালিকার ছাদের প্রান্ত বা কার্নিস্, ছাদের প্রাচীর। [সং. আলি+বাং. সা (=সদৃশ)]।

আলী$_1$—আলি$_2$ ও আলি$_3$-র বানানভেদ।

আলী$_2$—(১) বিণ. উচ্চ, উন্নত, উদার। (২) বি. সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পদবিবিশেষ; মোহাম্মদের জামাতা ও প্রধান শিষ্য। [আ.]।

আলীঢ়—(১) বিণ. লেহন করা বা চাটা হইয়াছে এমন, আস্বাদিত। (২) বি. (শরাদি ক্ষেপণকালে) বামজানু মুড়িয়া দক্ষিণপদ-প্রসারিত করিয়া অবস্থানের ভঙ্গি। [সং. আ+ √লিহ্+ত]।

আলীন—বিণ. বিলীন, লয়প্রাপ্ত, পরিব্যাপ্ত। [সং. আ+লীন]।

আলু$_1$—বি. একপ্রকার মূল বা কন্দ (গোল-আলু)। [দেশী]।

আলুই—বি. (কালমেঘের পাতা, জোয়ান ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রস্তুত) শিশুদিগের ঔষধবিশেষ। [দেশী]।

আলুথালু—বিণ. আলুলায়িত (আলুথালু চুল), এলোমেলো, অসংবৃত (আলুথালু বেশ)। [<সং. আলুলায়িত]।

আলুনী—বিণ. লবণহীন; লবণ কম দেওয়া হইয়াছে এমন (তরকারিটা আলুনী)। [বাং. আ-$_3$+লুন(=লবণ)+ঈ]।

আলুফা—বিণ. অনায়াসলব্ধ, বিনাব্যয়ে প্রাপ্ত। [আ. আলুফ্ ফাহ্]।

আলুবোখরা—বি. কুলজাতীয় কাবুলী ফলবিশেষ। [ফা—তু. আলু+বোখারা (নগর)]।

আলুলায়িত—বিণ. অসম্বদ্ধ, এলান। [সং. আলোড়নার্থক আ+ √লুড্ (=লুল্)+অ আলুল; তদ্রূপ আচরণ-অর্থে আলুল+য (ক্যঙ্)= √আলুলায় (নামধাতু)+ত (র্ম)]।

আলুলিত—বিণ. এলান। [সং. আলুলায়িত]।

আলেকুম—'আলেকুম সালাম' বা 'সালাম আলেকুম': মুসলমানদের প্রতিনমস্কার বচন—ইহার অর্থ: 'আপনাদের উপরে (আল্লাহ্ র) করুণা বর্ষিত হউক'। [আ.]।

আলেখা—বিণ. অলিখিত। [আ-$_3$+লেখা]।

আলেখ্য—বি. ছবি, অঙ্কিত প্রতিমূর্তি। [সং. আ+ √লিখ্+য (র্ম)]। বিণ. **~সমর্পিত**—চিত্রে অঙ্কিত, চিত্রার্পিত।

আলেপ, আলেপন—বি লেপন; প্রলেপন; আলিপনা। [সং. আ+ √লিপ্+অ, অন]।

আলেপনা—**আলিপনা**-র বিকৃত রূপ।

আলেম—**আলিম**-এর রূপভেদ।

আলেয়া—বি. জলাভূমিতে (সাধারণতঃ রাত্রিকালে) দৃষ্ট জ্বলন্ত গ্যাসবিশেষ যাহাতে প্রায়শঃ পথিকের পথভ্রম জন্মায়, Will-o'-the-wisp; (আল.) বিভ্রান্তিকর বস্তু, প্রহেলিকা। **আলেয়ার আলো**—(আল) মিথ্যা মায়া।

আলো১—অব্য. ওলো। [প্রা. হলা]।

আলো২—বি. আলোক; দীপ। [সং. আলোক] ক্রি. **আলো করা**—উদ্ভাসিত করা; উজ্জ্বল করা; মহিমান্বিত করা। বি. **আলো-আঁধারি**—আলোক ও অন্ধকারের মিশ্রণ, খানিকটা বোঝা যায় এবং খানিকটা বোঝা যায় না এমন ভাষায় বা ভাবে বর্ণনা চিত্রণ প্রভৃতি। বি. ~**ছায়া**—অঙ্কিত চিত্রে যুগপৎ আলোক ও আঁধারের বা স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার মিশ্রণ, chiaroscuro, আলো-আঁধারি। ক্রি-বিণ. **আলোয় আলোয়**—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে; (আল) সুদিন থাকিতে থাকিতে।

আলোক—বি. দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতি, কিরণ (সূর্যালোক)। [সং. আ+ √লোক্+অ (ভা)]। বি. ~**চিত্র**—ফোটোগ্রাফ (photograph)। বি. ~**ছটা**—আলোক-রশ্মি। বি. ~**বর্ষ**—(জ্যোতি) গ্রহনক্ষত্রাদির পারস্পরিক দূরত্বজ্ঞাপক পরিভাষা: আলো তাহার প্রচণ্ড গতিবেগ লইয়া এক বৎসরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাহা এক আলোকবর্ষ, light year। বি. ~**পাত**—(জ্ঞানের) আলোক নিক্ষেপ (বিষয়ের উপর আলোকপাত)। ~**বিজ্ঞান**—আলোক ও দৃষ্টি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, দৃষ্টি-বিজ্ঞান, optics। বি. ~**লতা**—পরগাছা লতাবিশেষ। বি. ~**সঙ্কেত, সংকেত**—(প্রধানতঃ জাহাজ রেলগাড়ি প্রভৃতিকে) আলো দেখাইয়া পথের অবস্থা জানাইবার ব্যবস্থা, beacon। বি. ~**স্তম্ভ**—জাহাজের পথনির্ণয়ে সাহায্যের জন্য স্থাপিত সুউচ্চ বাতিঘর, lighthouse। বি. ~**সজ্জা**—উৎসবাদিতে আলোদ্বারা মণ্ডপসজ্জা। বিণ. **আলোকিত**—দীপ্ত, উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত।

আলোকন—বি. অবলোকন, দর্শন [সং. আ+ √লোক্+অন (ভা)]; প্রদর্শন, দেখান [আ+ √লোক্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **আলোকনীয়**—দর্শনযোগ্য।

আলোচনা, আলোচন—বি. বিচার; অনুশীলন, চর্চা; আন্দোলন। [সং. আ+ √লোচ্+অন (ভা)]+আ]। বিণ. বি. **আলোচক**—আলোচনাকারী। বি. **আলোচনী**—আলোচনার বিষয়। বিণ. **আলোচনীয়, আলোচ্য**—আলোচনার জন্য উপস্থাপিত; আলোচনার যোগ্য। বিণ. **আলোচিত**—আলোচনা করা হইয়াছে এমন।

আলোচাল—বি. আতপ চাউল· সূর্যের আলোকে অর্থাৎ রৌদ্রে শুখাইয়া যে চাউল তৈয়ারী হয়।

আলোড়ন—বি. আবর্তন, মন্থন, ঘোটন, আন্দোলন। [সং. আ+ √লুড়্+অন (ভা)]। বি. **আলোড়ক**—আলোড়নকারী; আলোড়নদণ্ড। বিণ. **আলোড়িত**—আলোড়ন করা হইয়াছে এমন (সংশয়ে মন আলোড়িত)।

আলোনা—বিণ. লবণাক্ত নহে এমন (আলোনা জল); লবণহীন। [বাং. আ-৩+লোনা]।

আলোয়ান—বি. গায়ের পশমী চাদরবিশেষ, পাড়বিহীন শাল। [আ. আল্‌ওয়ান্]।

আলোল—বিণ. ঈষৎ চঞ্চল, বিলোল (আলোল কুন্তল)। [সং. আ+লোল]।

আলোহিত—বিণ. ঈষৎ লাল; রক্তাভ। [সং. আ (ঈষৎ)+লোহিত]।

আল্লা, আল্লাহ্—বি. পরমেশ্বর, খোদা। [আ অল্লাহ্]।

আশ১—বি. অশন, ভোজন, আহার (প্রাতরাশ)। [সং. √অশ্+অ (ভা)]।

আশ২—বি. আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, অভিলাষ, কামনা (আশ মিটিয়ে দেখা, খাওয়া ইত্যাদি)। [সং. আশা বা আশয়]।

আশংসন, আশংসা—বি. প্রত্যাশা, আশা, কামনা (শুভাশংসা), সম্ভাবনা। [সং. আ+ √শন্‌স্+অন (ভা) অ (ভা)+আ]। বিণ. **আশংসিত**—আশংসা করা হইয়াছে এমন; আকাঙ্ক্ষিত; প্রার্থিত।

আশক—বিণ. প্রেমিক, প্রণয়ী। [আ. আশিক্]।

আশকারা—বি. প্রশ্রয় (আশকারা দেওয়া); তদন্তের ফলে গোপন অপরাধের প্রকাশ (খুনের আশকারা)। [ফা.]।

আশঙ্কনীয়—বিণ. আশঙ্কার যোগ্য, ভয়প্রদ। [সং. আ + √শঙ্ক্+অনীয় (র্ম)]।

আশঙ্কা—বি. ভয়, শঙ্কা, ত্রাস; সংশয়। [সং. আ+শঙ্কা]। বি. ~**স্থল**—ভয়ের বা সন্দেহের বিষয়। বিণ. **আশঙ্কিত**—আশঙ্কা করা হইয়াছে এমন; ভীত, ত্রস্ত।

আশনাই—বি. অবৈধ প্রণয়; বন্ধুভাব। [ফা. আশ্‌না]।

আশপাশ—(১) বি. নিকটবর্তী চারিদিক্ (আশপাশ হইতে)। (২) বিণ. নিকটবর্তী চতুর্দিকস্থ (আশপাশ গ্রামের লোকেরা)। [সং. আশ> আশা (দিগ্বাচক সহচর শব্দ); পাশ<পার্শ্ব]। ক্রি-বিণ. **আশপাশে, আশেপাশে**—ইতস্ততঃ, চতুর্দিকে।

আশমান—**আসমান**-এর বানানভেদ।

আশয়—বি. আধার (জলাশয়), অন্তঃকরণ, অভিপ্রায় (নীচাশয়, মহাশয়)। [সং.]।

আশরফি, আশরফী—বি. স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ, মোহর। [ফা. আশ্‌রফী]।

আশা১—**আসা১**-র বানানভেদ।

আশা২—বি. আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনায় বিশ্বাস (চাকরির আশা); ভরসা (ছেলের উপর আশা), দিক্ (পূর্বাশা)। [সং. আ (সম্যক্)+ √অশ্ (ব্যাপ্তি)+অ (ভা)+আ]। বিণ. ~**অন্বিত**—আশাযুক্ত (আমি এখনও

আশান্বিত)। বিণ. ~**জনক**, ~**প্রদ**—আশা জাগায় এমন। বি. ~**পতি**—দিক্‌পাল। বিণ. ~**বাদী**—শেষ পর্যন্ত সব কিছুই ভালো হইবে, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। বিণ. ~**হত**—ভরসাহীন, হতাশ।

আশান—**আসান**-এর বানানভেদ।

আশাবরী—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [আ.]।

আশি—বি. বিণ. অশীতি, ৮০। [সং. অশীতি]।

আশিস্ (-শীঃ)—বি. আশীর্বাদ ; (গুরুজন কর্তৃক) শুভেচ্ছাপ্রকাশ। [সং. আ+ √শাস্+ক্বিপ্ (ভা)]।

আশী১—**আশি**-র বানানভেদ।

আশী২—বি. সর্পের বিষদন্ত। [সং.]। বি. ~**বিষ**—যাহার দন্তে বিষ আছে, সর্প।

আশীর্বচন, আশীর্বাদ—বি. গুরুজন কর্তৃক মঙ্গল-কামনা বা শুভেচ্ছাপ্রকাশ। [সং. আশিস্+বচন, বাদ]। বিণ. বি. **আশীর্বাদক**—আশীর্বাদকারী। বিণ (স্ত্রী.) **আশীর্বাদিকা**। **আশীর্বাদী**—(১) বিণ. আশীর্বাদ-রূপে বা আশীর্বাদের সহিত প্রদেয় (আশীর্বাদী ফুল বা কাপড়)। (২) বি. আশীর্বাদকালে দত্ত বস্তু।

আশীবিষ—**আশী** দ্রঃ।

আশীষ—**আশিস্**-এর অশু. রূপ।

আশু১—**আউস** দ্রঃ। বি. ~**ধান্য**, ~**ব্রীহি**—আউশ ধান।

আশু২—(১) অব্য. বিণ. শীঘ্র, ক্ষিপ্র (আশু প্রতিকার)। (২) ক্রি-বিণ. সত্বর, অবিলম্বে। [সং. √অশ্ (ব্যাপ্তি)+ উ(র্তৃ)]। বিণ. ~**গ**, ~**গতি, গামী** (-মিন্)—শীঘ্রগমন-কারী, ক্ষিপ্রগামী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**গামিনী**। বি. ~**তোষ**—যিনি শীঘ্র বা অল্পে সন্তুষ্ট হন অর্থাৎ শিব। বিণ. ~**পাতী** (-তিন্)—শীঘ্র পড়িয়া বা ঝরিয়া যায় এমন। বি. ~**মৃতপরীক্ষক**—অপমৃত্যুর কারণ তদন্ত-কারী বিচারক, করোনার।

আশেক—**আশক**-এর রূপভেদ।

আশেপাশে—**আশপাশ** দ্রঃ।

আশৈশব—অব্য. ক্রি-বিণ. শিশুকাল হইতে (আশৈশব অভ্যাস)। [সং. আ (অবধি)+শৈশব]।

আশোআর, অশোয়ার—বি. অশ্বারোহী যোদ্ধা। [সং. অশ্ববার—তু. ফা. সওয়ার]।

আশ্চর্য—(১) বিণ. অদ্ভুত, বিস্ময়কর, বিস্মিত (আশ্চর্য ব্যাপার, আশ্চর্য হই)। (২) বি. বিস্ময় (আশ্চর্যের কথা) ; বিস্ময়ের বিষয় (পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য)। [সং. আ (+শ্)+ √চর্+য (র্ম)]।

আশ্বস্ত—বিণ. ভরসাপ্রাপ্ত ; ভয় বা উদ্বেগ হইতে মুক্তি-প্রাপ্ত। [সং. আ+ √শ্বস্+ত (র্ম)]।

আশ্বাস—বি. ভরসা, অভয় ; প্রবোধ, সান্ত্বনা ; উৎসাহ-দান (আশ্বাস-বাণী, আশ্বাস দেওয়া)। [সং. আ+ √শ্বস্ +অ (ভা)]। বিণ. ~**ক**—আশ্বাসদানকারী। বি. ~**ন**—আশ্বাসদান। বিণ. **আশ্বাসিত**—আশ্বস্ত।

আশ্বিন—বি. বাঙ্গালা সনের ষষ্ঠ মাস। [সং. অশ্বিনী (নক্ষত্র)+অ]। বিণ. **আশ্বিনে**—আশ্বিনমাসকালীন (আশ্বিনে ঝড়)।

আশ্রম—বি. তপোবন ; সংসারত্যাগীদের আবাস, সাধনার বা শাস্ত্রচর্চার স্থান, মঠ ; শাস্ত্রোক্ত জীবনযাত্রার চতুর্বিধ অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। গৃহ, আশ্রয় (অনাথাশ্রম)। [সং. আ+ √শ্রম্+অ (ধি)]। বি. ~**ধর্ম**—আশ্রমবাসীদের কর্তব্য। বিণ. বি. **আশ্রমিক, আশ্রমী** (-মিন্)—ব্রহ্মচর্যাদি কোন আশ্রম অবলম্বনকারী বা কোন আশ্রমে বাসকারী।

আশ্রয়—বি. অবলম্বন (আশ্রয় করা) ; শরণ, সহায়, রক্ষক (দীনের আশ্রয়) ; আধার (সর্বগুণের আশ্রয়), আলয়, গৃহ (আশ্রয়হীন)। [সং. আ+ √শ্রি+অ (ভা), র্ম]। বি. ~**ণ**—অবলম্বন, আশ্রয়গ্রহণ। বিণ ~**ণীয়**—আশ্রয়গ্রহণের যোগ্য। বিণ. **আশ্রয়ার্থী** (-র্থিন্)—আশ্রয়প্রার্থী। বিণ. (স্ত্রী.) **আশ্রয়ার্থিনী**। বিণ **আশ্রয়ী** (-য়িন্)—আশ্রয়গ্রহণকারী ; আশ্রয়প্রাপ্ত। বিণ. **আশ্রিত**—আশ্রয়প্রাপ্ত, অনুগত। বিণ. (স্ত্রী) **আশ্রিতা**। বিণ. **আশ্রিতবৎসল**—আশ্রিতের প্রতি স্নেহশীল। বিণ. ~**শূন্য**, ~**হীন**—গৃহহীন।

আশ্রুত—বিণ. প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত, শ্রুত। [সং. আ + √শ্রু+ত (র্ম)]।

আশ্লিষ্ট—বিণ. আলিঙ্গিত ; ব্যাপ্ত, সংযুক্ত, শ্লেষোক্তি-পূর্ণ। [সং. আ+ √শ্লিষ্+ত(ক্ত)]।

আশ্লেষ—বি. আলিঙ্গন ; মিলন, একদেশসম্বন্ধ, শ্লেষ ; [সং. আ+ √শ্লিষ্+অ (ভা)]।

আষাঢ়—বি বাঙ্গালা সনের তৃতীয় মাস, (লক্ষ্যার্থে) বর্ষা ('আসন্ন আষাঢ় ঐ ঘনায় গগনে')। [সং. আষাঢ়া (আষাঢ়া-নক্ষত্র)+অ]। বিণ. **আষাঢ়িয়া, আষাঢ়ে**—বিণ. আষাঢ়মাসকালীন (আষাঢ়ে বাদল) ; অদ্ভুত, মিথ্যা, অলীক (আষাঢ়ে গল্প)।

আষ্টেপৃষ্ঠে—**অষ্টেপৃষ্ঠে**-র চলিত বিকৃত রূপ।

আসক—বি. অনুরাগ ('পিরীতি আসকে সদাই থাকিব' চণ্ডী.)। [সং. আসক্তি]।

আসকে—বি. চাউলের গুঁড়া দিয়া ছাঁচে প্রস্তুত পিষ্টক-বিশেষ। [দেশী]।

আসক্ত—বিণ. একান্ত অনুরক্ত বা প্রীত ; অতিশয় লিপ্ত (পানাসক্ত, কোনো কিছুতেই আসক্ত নয়)। [সং. আ+ √সন্জ্+ত (র্তৃ)]। বি. **আসক্তি**—গভীর অনুরাগ বা লিপ্সা ; ভোগবিলাস ; সংসক্তি, সহবাস ; অভি-নিবেশ (বিষয়াসক্তি, আসক্তিবর্জন)।

আসঙ্গ—বি. সহবাস, সঙ্গ, মিলন (আসঙ্গলিপ্সা), ভোগেচ্ছা ; অনুরাগ ; অভিনিবেশ। [সং. আ+ √সন্জ্+অ (ভা)]।

আসছে—(১) ক্রি. আসিতেছে। (২) বিণ. আগামী (আসছে রবিবার)। [বাং. আসিতেছে]।

আসঞ্জন—বি. আসক্তি, আসঙ্গ ; আঁটিয়া থাকার ভাব, আঠাল ভাব, সংশ্লেষ ; সংযোগ। [সং. আ+ √সন্জ্+ অন (ভা)]।

আসত্তি—বি. মিলন ; নৈকট্য ; লাভ, (ব্যাক.) পরস্পর অন্বিত পদসমূহের সন্নিহিত অবস্থান। [সং. আ+ √সদ্ +তি (ভ)]।

আসন—বি. বসিবার স্থান (সিংহাসন, কাষ্ঠাসন); বসিবার জন্য ছোট গালিচাদি, পীঠ (দেবীর আসন); যোগসাধনে বসিবার প্রণালী (পদ্মাসন, বীরাসন), সম্মানের স্থান, মর্যাদা (বিদ্বানের আসন সর্বত্র)। [সং. √আস্+অন (ভা)]। বি. ~**গ্রহণ**—উপবেশন। বিণ. ~**পিঁড়ি**, ~**পিঁড়ী**—পরস্পর বিপরীত হাঁটুর উপর পা তুলিয়া অবস্থিত (আসন-পিঁড়ি হইয়া বসা)।

আসনাই—**আশনাই**-র বানানভেদ।

আসন্ন—বিণ. আগতপ্রায় (বর্ষাকাল আসন্ন, আসন্ন বিপদ্), নিকটবর্তী; অন্তিম, শেষ (আসন্ন অবস্থা)। [সং. আ+√সদ্+ত (ক্ত)]। বি. ~**কাল**—মৃত্যুসময়, বিপৎকাল। বিণ. (স্ত্রী.) ~**প্রসবা**—প্রসবকাল নিকটবর্তী হইয়াছে এমন (আসন্নপ্রসবা নারী)। বিণ. ~**মৃত্যু**—মুমূর্ষু।

আসব—বি. চোয়ান মদ। [সং]।

আসবাব—বি টেবিল চেয়ার প্রভৃতি গৃহসজ্জা, সরঞ্জাম। [আ]। বি. ~**পত্র**—আসবাবসমূহ।

আসমান—বি. আকাশ। [ফা.]। **আসমান-জমিন ফারাক**—আকাশপাতাল প্রভেদ, অসীম প্রভেদ। বিণ **আসমানী**—আকাশ-সম্বন্ধীয়; আকাশের ন্যায় নীল, হালকা নীল।

আসমুদ্র—বিণ. ক্রি-বিণ. সমুদ্র পর্যন্ত। [সং. আ+সমুদ্র]। ~**হিমাচল**—(১) বিণ. ক্রি-বিণ. সমুদ্র হইতে হিমালয়-পর্বত পর্যন্ত। (২) বি. সমগ্র ভারতবর্ষ।

আসর—বি. সভা মজলিস, বৈঠক (কুশতির আসর, গানের আসর)। [ফা.]। ক্রি. **আসর গরম করা**—সভা বা মজলিসে উদ্দীপনার সৃষ্টি করা। ক্রি. **আসর জমান, আসর মাতান**—কথাবার্তা হাস্যপরিহাস প্রভৃতির দ্বারা উপস্থিত সকলকে হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তোলা। ক্রি. **আসর জাঁকান**—কথাবার্তা বা ভাবভঙ্গির দ্বারা নিজেকে সভার বিশিষ্টতম ব্যক্তি করিয়া তোলা। ক্রি. **আসরে নামা**—কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, কাজে নামা।

আসরফি—**আশরফি**-র বানানভেদ।

আসল—(১) বিণ. খাঁটি (আসল হীরা); অবিকৃত; সত্য, যথার্থ (আসল কথা); মূল, original (আসল দলিলখানি); খরচখরচা বাদে মোট, নিট্। (২) বি. মূলবস্তু, মূলধন (আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি)। [আ]। **আস্‌লি, আস্‌লী**—খাঁটি, বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল (আস্‌লি সোনা)। ক্রি-বিণ. **আসলে**—প্রকৃতপক্ষে।

আসশেওড়া—বি. বন্য গাছবিশেষ। [সং আস্ফোটক]।

আসা১—বি. দণ্ড, লাঠি, রাজদণ্ড। [আ.]। বি. ~**বড়ি**—লাঠি। বি. ~**বরদার**—রাজদণ্ডবাহক, দণ্ডধারী। বি. ~**সোঁটা**—রাজদণ্ড।

আসা২—(১) ক্রি. আগমন করা, উপস্থিত হওয়া (স্কুলে আসা), পটুতা থাকা, সাধ্যে কুলান (আমার গানবাজনা আসে না); যোগান (মাথায় বুদ্ধি আসা); উদয় হওয়া (মনে আসা, হাসি আসা); আয় হওয়া (ব্যবসায়ে টাকা আসা), আরম্ভ হওয়া (ফুরিয়ে আসা, মাঘের শেষে বসন্ত আসা); ঘটা (বিপদ্ আসা), উপযোগী হওয়া, লাগা (ঘড়িটা কাজে আসে না), প্রবেশ করা, ঢোকা (জানালা দিয়া বাতাস আসা)। (২) বিণ. আগত (ডাকে-আসা চিঠি); গত, সমাপ্ত (নিবে-আসা)। (৩) বি. আগমন (তাহার আসার আশায়)। [বাং. √আস্+আ]। বি. **আসাআসি, আসা-যাওয়া**—গমনাগমন, যাতায়াত; মেলামেশা (তাহাদের মধ্যে আসা-যাওয়া আছে)। ক্রি. **কথা আসা**—আলোচনা বা কথাবার্তা চলা (বিয়ের কথা আসছে), কথা বা উত্তর যোগান (মুখে কথা আসা)। ক্রি. **কানে আসা**—শুনিতে পাওয়া। ক্রি. **পেটে আসা**—গর্ভে জন্ম লওয়া। ক্রি. **বলে আসা**—অনুমতি লইয়া আসা বা জানাইয়া আসা। ক্রি. **মনে আসা**—স্মরণ হওয়া। ক্রি. **মাথায় আসা**—বোধগম্য হওয়া। ক্রি. **মুখে আসা**—উচ্চারিত হওয়া বা যোগান। ক্রি. **হাতে আসা**—অধিকারে বা আয়ত্তে আসা।

আসাদন—বি. লাভ, প্রাপ্তি; সমাগম; পঁহুছান, সম্পাদন। [সং. আ+√সাদি+অন (ভা)]। বিণ **আসাদিত**—লব্ধ; প্রাপ্ত, সান্নিধ্যে উপস্থাপিত, সম্পাদিত।

আসান—বি. অবসান, লাঘব (মুশকিল আসান), সুবিধা (পয়সার আসান)। [আ. অহ্‌সান্]।

আসানড়ি, আসাবরদার—**আসা**১ দ্রঃ।

আসাবরী—**আশাবরী**-র বানানভেদ।

আসামী১—বি. অভিযুক্ত ব্যক্তি, (ফৌজদারী মামলায়) প্রতিবাদী; প্রজা, দেনদার লোক। [আ. অস্‌মা]।

আসামী২—(১) বিণ. আসামদেশীয়। (২) বি. আসামের অধিবাসী বা ভাষা। [বাং. আসাম+ঈ—এতদর্থে 'অসমীয়া' শব্দটিরই ব্যবহার বাঞ্ছনীয়]।

আসার—বি. প্রবল বৃষ্টিপাত; জলবর্ষণ; (ধারাসারে বৃষ্টি)। [সং আ (চতুর্দিকে)+√সৃ(গতি)+অ (ভা)]।

আসাসোঁটা—**আসা**১ দ্রঃ।

আসিক্ত—বিণ. ঈষৎ বা সম্পূর্ণ ভিজা। [বাং. আ-৩+ সিক্ত]।

আসিদ্ধ—বিণ. অর্ধসিদ্ধ, আধসেদ্ধ; সিদ্ধ নহে এমন, [বাং. আ- +সিদ্ধ]।

আসীন—বিণ. উপবিষ্ট; অধিষ্ঠিত, অবস্থিত। [সং. √আস্+ঈন (শানচ্, কৃ)]।

আসুর, আসুরিক—বিণ. অসুরসম্বন্ধীয়; অসুরতুল্য; গর্হিত (আসুরিক বলপ্রয়োগ); অপবিত্র, ভয়ঙ্কর। [সং. অসুর+অ, ইক্]। বিণ. (স্ত্রী.) **আসুরী, আসুরিকী**। **আসুর বিবাহ**—যে বিবাহে বর কন্যার অভিভাবককে মূল্য দিয়া কন্যা গ্রহণ করে।

আসেচন—বি. বিলক্ষণরূপে সেচন বা সিক্তকরণ; উত্তমরূপে সেক দেওয়া। [সং. আ (সম্যগর্থে)+সেচন]।

আসোয়ার, আসোবার—(১) বিণ. হস্তী, অশ্ব প্রভৃতিতে আরূঢ়। (২) বি. ঐরূপ ব্যক্তি। [ফা. সবার]।

আস্কন্দিত—বি. অশ্বের প্লুত গতি অর্থাৎ লাফাইয়া চলা

('আস্কন্দিতে নাচে বাজিরাজি': মধু.)। [সং. আ+ √স্কন্দ্+ণিচ্+ত (ভা)]।

আস্কারা—আশকারা-র বানানভেদ।

আস্কে—আসকে-র বানানভেদ।

আস্ত—বিণ. গোটা (আস্ত কাঁঠাল), অভগ্ন, সমুদয়, সমগ্র; প্রকৃত বা পাকা (আস্ত চোর); ভীষণ, মারাত্মক (আস্ত কেঁউটে); পুরোপুরি (আস্ত পাগল)। [দেশী]।

আস্তব্যস্ত—বিণ. ব্যতিব্যস্ত, ব্যাকুল। [বাং. আস্ত (সহচর শব্দ)+ব্যস্ত]।

আস্তর$_1$—**অস্তর** এর রূপভেদ।

আস্তর$_2$, আস্তরণ—বি. শয্যা, শয্যার আচ্ছাদন বা চাদর; গালিচা সতরঞ্চি প্রভৃতি আসন, হাতির পিঠে পাতিবার জন্য চিত্রিত আচ্ছাদন। [সং. আ+ √স্তৃ+অ, অন (ণে)]।

আস্তানা—বি. আড্ডা, বাসস্থান; আশ্রম (ফকিরের আস্তানা)। [ফা. আস্তানা]। ক্রি. **আস্তানা গাড়া**—আস্তানা স্থাপন করা। ক্রি. **আস্তানা গুটান**—আড্ডা তোলা বা ভাঙ্গা।

আস্তাবল—বি. অশ্বশালা, অশ্বগজাদি পশু রাখিবার স্থান। [আ. ইস্ত্বল্]।

আস্তিক$_1$—**আস্তীক**-এর বানানভেদ।

আস্তিক$_2$—বিণ. ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী; পরলোক ও বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাসী। [সং. অস্তি+ক]। বি. **~তা, ~ত্ব, আস্তিক্য**।

আস্তিন, আস্তীন—বি. জামার হাতা। [ফা. আস্তীন]। ক্রি. **আস্তিন গুটান**—'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখান।

আস্তীক—বি. মুনিবিশেষ, মনসাদেবীর পুত্র। [সং. অস্তি+ঈক]।

আস্তীর্ণ—বিণ. বিছান হইয়াছে এমন; প্রসারিত বিস্তীর্ণ, সমাকীর্ণ, ছাওয়া (কুসুমাস্তীর্ণ)। [সং. আ+স্তৃ+ত (র্ম)]।

আস্তৃত—বিণ. বিস্তৃত, প্রসারিত, আচ্ছাদিত। [সং. আ+ √স্তৃ+ত (র্ম)]।

আস্তে—ক্রি-বিণ. ধীরে; সন্তর্পণে; লঘুপদে; মৃদুস্বরে; নিঃশব্দে। [ফা. আহিস্তা]। ক্রি-বিণ. **~ব্যস্তে, ~বেস্তে**—ব্যস্তসমস্ত হইয়া ও তাড়াহুড়া করিয়া।

আস্থা—বি. ভরসা (আমার উপর আস্থা রাখ), বিশ্বাস; শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা; সভা। [সং. আ+ √স্থা+অ (ভা, ধি)]। বিণ. **~বান্** (বৎ)—বিশ্বাসবান্, শ্রদ্ধাযুক্ত।

আস্থান—বি. আস্থা, অবিস্থিতি; আশ্রয়; সভা। [সং. আ+ √স্থা+অন (ভা)]।

আস্থায়ী (-য়িন্)—বি. গান বা সুরের প্রথম পদ অথবা চরণ। [সং. আ+ √স্থা+ইন্]।

আস্থিত—বিণ. আরূঢ়; আশ্রিত; অধিষ্ঠিত; পরিব্যাপ্ত। [সং. আ+স্থিত]।

আস্পদ—বি. আধার, পাত্র (শ্রদ্ধাস্পদ)। [সং. আ(+স্)+ √পদ্+অ (ধি)]।

আস্পর্ধা—বি. স্পর্ধা; দম্ভ, দর্প; বাড়। [সং. আ+স্পর্ধা]।

আস্ফালন—বি. বেগে সঞ্চালন বা আন্দোলিত করা, আত্মশ্লাঘা, দম্ভ-প্রকাশ (অতীত গৌরব লইয়া আস্ফালন)। [সং. আ+ √স্ফল্+ণিচ্+অন (ভা)]। ক্রি. **আস্ফালা**—আস্ফালন করা। বিণ. **আস্ফালিত**—বেগে সঞ্চালিত বা আন্দোলিত।

আস্ফোট, আস্ফোটন—বি. সজ্ঘর্ষণ; ঠোকাঠুকির বা আছড়াইবার শব্দ (লাঙ্গুলাস্ফোট, বাহ্বাস্ফোট); (মল্লক্রীড়ায়) তাল ঠোকা। [সং]।

আস্বচ্ছ—বিণ. ঈষৎ স্বচ্ছ। [সং. আ(ঈষৎ)+স্বচ্ছ]।

আস্বাদ—বি. স্বাদ, রসানুভূতি; তার। [সং. আ+ √স্বদ্+অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—স্বাদগ্রহণকারী। বি. **~ন** স্বাদগ্রহণ; পান; ভোজন। বিণ. **~নীয়, আস্বাদ্য**—আস্বাদযোগ্য। ক্রি. **আস্বাদা**—আস্বাদন করা। বিণ. **আস্বাদিত**—স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন।

আস্য—বি. মুখ (পূর্বাস্য, 'মেলিল বিপুল আস্য': রবীন্দ্র.)। [সং.]।

আস্যাওড়া—**আসশেওড়া**-র বানানভেদ।

আহত—বিণ. আঘাতপ্রাপ্ত, প্রহৃত; তাড়িত (বাতাহত), মর্দিত (পদাহত), (তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রাদি সম্বন্ধে) ধ্বনিত। [সং. আ+ √হন্+ত (র্ম)]। বি. **আহতি**—আঘাত, প্রহার, তাড়না; মর্দন; ধ্বনন।

আহব—বি. যুদ্ধ, সংগ্রাম। [সং. আ+ √হ্বে+অ (ধি)]।

আহবনীয়—(১) বিণ. সম্যক্ হোম করিবার যোগ্য। (২) বি. গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত হোমার্থ সংস্কৃত যজ্ঞাগ্নি। [সং. আ+ √হু+অনীয় (র্ম)]।

আহরণ—বি. সংগ্রহ; সঙ্কলন; সঞ্চয় করা; উপার্জন, আয়োজন; বিবাহাদির উপঢৌকন। [সং. আ+ √হৃ+অন (ভা)]। বি. **আহরণী**—সঙ্কলনী, বিভিন্ন রচনাবলী সঙ্কলনপূর্বক প্রস্তুত গ্রন্থ, anthology। বিণ. **আহরণীয়, আহর্তব্য**—আহরণযোগ্য। বিণ. বি. **আহর্তা (-র্তৃ)**—আহরণকারী।

আহরিৎ—বিণ. ঈষৎ সবুজ। [বাং. আ-$_3$+সং. হরিৎ]।

আহরিত—**আহৃত**-এর অশু. রূপ।

আহা—অব্য. দুঃখ শোক সহানুভূতি প্রভৃতি প্রকাশক শব্দ। অব্য. **আহা মরি**—প্রশংসাসূচক বা বিদ্রূপসূচক ধ্বনি।

আহাম্মক, আহম্মক—বিণ. নিরেট মূর্খ, নির্বোধ, বেওকুফ, বোকা। [আ. আহ্মক্]।

আহার—বি. খাদ্যগ্রহণ, ভোজন; খাদ্য, আহরণ। [সং. আ+ √হৃ+অ (ভা, র্ম)]। বি. **আহারান্ত**—ভোজনশেষ। বিণ. বি. **আহারার্থী** (-র্থিন্)—ভোজনাভিলাষী। বিণ. **আহারী** (-রিন্)—ভোজনকারী (মিতাহারী); বিলক্ষণ আহার করিতে সমর্থ। বিণ. **আহারীয়**—ভোজ্য। বি. **আহার-বিহার**—ভোজন ও ভ্রমণ; খাওয়া-দাওয়া।

আহার্য—(১) বিণ. আহরণীয়; যত্নসাধ্য; আহারের যোগ্য, ভক্ষ্য। (২) বি. খাদ্যসামগ্রী (আহার্য-সংগ্রহ)। [সং. আ+ √হৃ+য (র্ম)]।

আহিক—বি. সাপুড়ে। [সং. অহি+ইক]।

আহিড়ি, আহিড়ী—বি. ব্যাধ, শিকারি। [**আহেরিয়া** দ্র:]।

আহিত—বিণ. ন্যস্ত; স্থাপিত; প্রতিষ্ঠিত; অর্পিত। [সং. আ+ √ধা+ত (র্ম)]। বি. **আহিতাগ্নি**—সাগ্নিক, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ।

আহিতুণ্ডিক—বি. সাপুড়ে। [সং. অহিতুণ্ড+ইক]।

আহির, আহীর—বি. গোপজাতিবিশেষ। [সং. আভীর—তু. হি. আহীর]। বি. (স্ত্রী.) **আহীরী, আহিরণী, আহিরিণী**।

আহুত—বিণ. (যাহাতে বা যাহা) আহুতি দেওয়া হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √হু+ত (র্ম)]। বি. **আহুতি**—হোম, হোমের সামগ্রী। [সং. আ+ √হু+তি (ভা)]।

আহূত—বিণ. আমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত, ডাকা হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √হ্বে+ত (র্ম)]। বি. **আহূতি**—আমন্ত্রণ, আহ্বান।

আহৃত—বিণ. আহরণ করা হইয়াছে এমন; সংগৃহীত, সঙ্কলিত, সঞ্চিত; আয়োজিত। [সং. আ+ √হৃ+ত (র্ম)]।

আহেরিয়া, আহেড়িয়া—(১) বি. বসন্তের প্রথম দিবসে রাজপুতানার প্রসিদ্ধ শিকারোৎসব; মৃগয়া। (২) বিণ. মৃগয়াকারী, ক্রীড়াকারী। [প্রাকৃ. আহেড় (<সং. আখেট)+ইয়া]।

আহেল, আহেলী—বিণ. খাস; খাঁটি, অমিশ্র; আনকোরা। [আ. আহ্‌ল্]। বিণ. ~**বিলাত**, ~**বিলাতী**—সদ্য বিলাত অর্থাৎ বিদেশ হইতে আগত এবং যে দেশে আসিয়াছে সে দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আহ্নিক—(১) বি. সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম। (২) বিণ. দৈনিক, প্রাত্যহিক (পৃথিবীর আহ্নিক গতি)। [সং. অহন্+ইক]।

আহ্বান—বি. আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ; ডাক; সম্বোধন। [সং. আ+ √হ্বে+অন (ভা)]।

আহ্বায়ক—বি. বিণ. আহ্বানকারী। [সং. আ+ √হ্বে+অক (র্তৃ)]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **আহ্বায়িকা**।

আহ্লাদ—বি. হর্ষ, আনন্দ, আমোদ; মজা; স্নেহ বা আশকারা (বেশি আহ্লাদ পেলে শিশু বিগড়ায়)। [সং. আ+হ্লাদ্+অ (ভা)]। বি. ~**ন**—আহ্লাদ উৎপাদন। বিণ. **আহ্লাদিত**—হৃষ্ট, আনন্দিত। বি. বিণ.(স্ত্রী.) **আহ্লাদী**—আমোদপ্রিয়া; নেকী; অতিশয় স্নেহ-প্রাপ্তা বা আশকারা প্রাপ্তা। বি. বিণ.(পুং.) **আহ্লাদে**। **আহ্লাদে আটখানা**—যার আহ্লাদের মাত্রা এত বেশি হয় যে তখন অঙ্গ যেন অষ্টধা বিভক্ত করিয়া হর্ষ পুলকিত অঙ্গে ফুটিয়া বাহির হয়।

আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে—সর্ব. (প্রা. বাং.) আমি। [সং. অহম্]।

অ্যাডভেঞ্চার—বি. উত্তেজনাপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কর্ম-প্রচেষ্টা; অভিযান। [ইং. adventure]।

ই

ই—বাঙ্গালা ভাষার তৃতীয় স্বরবর্ণ।

-ই—অব্য. বক্তব্যে বা বক্তব্যের অংশবিশেষে জোর দিবার জন্য নিশ্চয়াদি-অর্থে শব্দের অন্তে 'ই' যুক্ত হয়; যথা—(১) নিশ্চয়ার্থে—আমি বলিবই, বাড়িতেই থাকিব, তোমাকেই দিব। (২) অবিরাম-অর্থে—বৃষ্টি হচ্ছে ত হচ্ছেই। (৩) অধিক-অর্থে—যতই বল, কতই বা আর খাবে। (৪) বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা-অর্থে—আহা, কি গানই গাইলে! কাহাকেই বা মানি। (৫) অনিশ্চয়ার্থ পদে—যদিই যায়, দেখিলই বা। (৬) পূরণবাচক বিশেষণে—৯ই বৈশাখ ইত্যাদি। [তু. সং. 'এব']।

ইউনানী—বিণ. গ্রীক, যাবনিক; হেকিমী (ইউনানী চিকিৎসা)। [আ. য়ুনানী]।

ইউনিআন, ইউনিয়ান্—বি. কর্মিসঙ্ঘ, ট্রেড ইউনিআন্ (trade union); একই ইউনিয়ান্ বোর্ডের অধীন গ্রামসমূহ (গোপালপুর ইউনিয়ান্); ইউনিয়ান্ বোর্ড। [ইং. union]। **ইউনিয়ান্ বোর্ড**—গ্রামের উন্নতি পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধানার্থ গ্রাম-বাসীদের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাবিশেষ। [ইং. union board]।

ইউরেশীয়, ইউরেশীয়ান—বি. যাহার মাতাপিতার একজন ইউরোপীয় ও অপরজন এশিয়ার অধিবাসী। [ইং. Eurasian]।

ইউরোপীয়—বিণ. ইউরোপসম্বন্ধীয়; ইউরোপে জাত; ইউরোপের অধিবাসী [ইং. European]।

ইংরেজ, ইংরাজ—বি. ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা। [পো. Engrez—তু. ফ্রে. Anglaise]। **ইংরেজী, ইংরাজী**—(১) বিণ. ইংরেজ-সম্বন্ধীয়। (২) বি. ইংরেজ-দের ভাষা। বি. ~**য়ানা**—ইংরেজদের চালচলনের উৎকট অনুকরণ, সাহেবিয়ানা।

ইংলিশ—বি. ইংরাজী। বি. ~**ম্যান্**—ইংরেজ। [ইং. English]।

ইংলী—**ইঙ্গুলী**-র কথ্য রূপ।

ইঃ—অব্য. কোপ দুঃখ বা সন্তাপসূচক শব্দ।

ইঁচড়, এঁচড়—বি. অপক্ক কাঁঠাল। [দেশী]। **ইঁচড়ে পাকা**—অকালপক্ব, ফাজিল, ডেঁপো।

ইঁট—**ইট**-এর রূপভেদ।

ইঁদারা—বি. পাকা বড় কুয়া, বাঁধানো পাতকুয়া। [<সং. অন্ধু বা ইন্দ্রাগার]।

ইঁদুর—বি. মূষিক। [সং. ইন্দুর]।

ইকড়ি-মিকড়ি—বি. শিশুদের ক্রীড়াবিশেষ। [দেশী]।

ইকমিক কুকার—বি. ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক কর্তৃক উদ্ভাবিত একপ্রকার রন্ধনচুল্লী। [ইং. Icmic<I. Mullick (=Indumadhab Mullick)+cooker]।

ই-কার—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ই' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

ইক্ষু—বি আক, সুমিষ্ট রসপূর্ণ আহার্য তৃণবিশেষ [সং.]। বি. ~**দণ্ড**—আকগাছ। বি. ~**সমুদ্র**—সপ্ত সমুদ্রের অন্যতম : ইহার জল ইক্ষুরসতুল্য মিষ্ট বলিয়া বর্ণিত।

ইক্ষ্বাকু—বি. বৈবস্বত মনুর পুত্র, সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা [সং.]।

ইঙ্কার—**ইনকার**-এর বানানভেদ।

ইঙ্গবঙ্গ—বিণ. বিসদৃশভাবে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত (ইঙ্গবঙ্গ ভাষা); রুচি ও চালচলনে আধা-ইংরেজ ও আধা-বাঙ্গালী অথবা ইংলণ্ড-প্রত্যাগত ইংরাজী-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী (ইঙ্গবঙ্গ সমাজ)। [ইং. Anglo-Bengali]।

ইঙ্গিত—বি. ইশারা, সঙ্কেত, ঠার, স্বীয় মনোভাবজ্ঞাপক অঙ্গচালনা; আভাস (ঝড়ের ইঙ্গিত)। [সং. √ইন্‌গ্ + ত (ভা)]।

ইঙ্গুদী, ইঙ্গুদ, ইঙ্গুলী, ইঙ্গুল—বি. কণ্টকযুক্ত তাপস-তরুবিশেষ, Terminalia Catappa। [সং.]। **ইঙ্গুদী তৈল**—ইঙ্গুদীবীজ হইতে প্রস্তুত তৈল।

ইচ্ছা—(১) বি. বাঞ্ছা, স্পৃহা, স্বৈরাচার (ইচ্ছা করিয়া ধাক্কা দিল); প্রবৃত্তি, রুচি (আহারে ইচ্ছা নাই); অভিপ্রায় (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম)। (২) ক্রি. ইচ্ছা করা। [সং. √ইষ্ + অ (ভা) + আ]। বি. ~**বসন্ত**—মসূরিকা, small-pox। বি. ~**ময়**—যাঁহার ইচ্ছায় সবকিছু ঘটে; ঈশ্বর। বি. (স্ত্রী.) ~**ময়ী**—পরমেশ্বরী। ~**মৃত্যু**—(১) বি. স্বেচ্ছানুযায়ী মৃত্যু, আপন ইচ্ছানুসারে মরিবার ক্ষমতা। (২) বিণ. ইচ্ছানুসারে মরিবার ক্ষমতা আছে এমন। বি. ~**শক্তি**—প্রবল ইচ্ছাদ্বারাই কার্যসাধনের তেজ। ক্রি-বিণ. ~**সুখে**—মনে যেরূপ ভাল লাগে সেইভাবে, যথেচ্ছভাবে ও মনের আনন্দে। বিণ. **ইচ্ছু, ইচ্ছুক**—ইচ্ছাকারী, ইচ্ছাযুক্ত (মরণেচ্ছু); সম্মত, রাজী।

ইজা—বি. হিসাবের খাতায় পরপৃষ্ঠার শীর্ষদেশে লিখিত পূর্বপৃষ্ঠা পর্যন্ত জমা বা খরচের সমষ্টি, জের, carried over। [ফা. আইযা]।

ইজার—বি. পায়জামা, পেন্টুলুন। [ফা.]।

ইজারা—বি. নির্দিষ্ট খাজনায় জমি, কারবার প্রভৃতির মেয়াদী বন্দোবস্ত, ঠিকা, লিজ। [আ.]। বিণ. বি. ~**দার, ইজারদার**—ইজারা গ্রহণকারী [আ. ইজারা + ফা. দার্]।

ইজের—**ইজার** এর রূপভেদ।

ইজ্জৎ, ইজ্জত—বি. সম্মান, সম্ভ্রম; সতীত্ব, আবরু। বিণ. ~**আসার, ইজ্জতাসার**—সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী। [আ. ইজ্জৎ]।

ইজ্যা—বি. যজ্ঞ। [সং. √যজ্ + য(ক্যপ্) -ভা + স্ত্রী আ]।

ইঞ্চি, ইঞ্চ—বি. দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ (১ ইঞ্চি = $\frac{1}{12}$ ফুট)। [ইং. inch]।

ইঞ্জিন—বি. চালক-যন্ত্রবিশেষ। [ইং. engine]।

ইঞ্জিনিয়ার—বি. সামরিক ও পূর্তকার্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনাকারী; কলপরিচালক। যন্ত্রনির্মাতা; যন্ত্রবিজ্ঞানী। [ইং. engineer]। **ইঞ্জিনিয়ারিং**—(১) বি. যন্ত্রবিজ্ঞান। (২) বিণ. যন্ত্রবিজ্ঞান-সংক্রান্ত বা যন্ত্রবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়। [ইং. engineering]।

ইট—বি. অট্টালিকাদি নির্মাণের জন্য প্রস্তুত রৌদ্রে শুষ্ক বা অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকাপিণ্ডবিশেষ, ইষ্টক। [সং. ইষ্টক]। বি. ~**খোলা**—ইট কাটাইবার ও পোড়াইবার স্থান। বি. ~**পাটকেল**—পুরা ও টুকরা ইট। **ইটের পাঁজা** (সাধারণতঃ পোড়াইবার জন্য সাজাইয়া রাখা) ইটের স্তূপ। **ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়**—কাহারও সহিত দুর্ব্যবহার করিলে বিনিময়ে দুর্ব্যবহার পাইতে হয়।

ইটা—বি. ট্যাংরাজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

ইড়া—বি. মনুষ্যদেহের নাড়ীবিশেষ: শাস্ত্রোক্ত তিনটি নাড়ীর অন্যতম: মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বস্থ নাড়ী (তু. পিঙ্গলা = দক্ষিণগা নাড়ী)। [সং. √ইল্ + অ (র্তৃ) + আ]।

ইতঃপূর্বে, ইতিপূর্বে—ক্রি-বিণ. ইহার আগে। [সং. ইতস্ + পূর্বে]। (**ইতিপূর্বে** পদটি অশুদ্ধ হইলেও বাংলায় ইহার প্রয়োগ দেখা যায়)।

ইতর—বিণ. (মূল অর্থ) অপর, ভিন্ন (বামেতর); (চলিত অর্থ) নীচ, অধম (ইতর লোক); নিম্নশ্রেণীভুক্ত (ইতর জীব)। [সং.]। বি. ~**তা**। বি. ~**বিশেষ**—(কিছু মাত্র) পার্থক্য; কমবেশি (রোগের ইতরবিশেষ)। **ইতর ভাষা**—অপভাষা। বি. **ইতরাম, ইতরামি, ইতরামো**—নীচ আচরণ। বি. **ইতরেতর**—অন্যোন্য, পরস্পর।

ইতস্ততঃ (-তস্), (চলিত) **ইতস্তত**—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. এখানে-সেখানে, এদিকে-সেদিকে, নানা দিকে; সর্বত্র। (২) বি. দ্বিধা, সঙ্কোচ (উত্তর দিতে ইতস্তত করা)। [সং. ইতস্ + ততস্]। ক্রি. **ইতস্তত করা**—সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করা, সংশয়াপন্ন বা দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া; গড়িমসি করা।

ইতি—অব্য. বি. বিণ. সমাপ্তি (এখানেই ইতি টানতে হ'ল), শেষ, অবসান; রফা; এই প্রকার ইহা, এই। [সং.]। ক্রি-বিণ. ~**উতি**—এদিক্-ওদিক্ (ইতি-উতি চাওয়া)। বি. ~**কথা**—উপকথা; কাহিনী; (বাং.) ইতিহাস। বি. ~**কর্তব্যতা**—'ইহাই কর্তব্য': এইরূপ জ্ঞান। বি. ~**কর্তব্যবিমূঢ়তা**—কি করা উচিত তাহা স্থির করার অক্ষমতা। **'ইতিগজঃ'**—আংশিক সত্যের আবরণে মিথ্যাভাষণ [মহাভারতে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" যুধিষ্ঠিরের এই প্রসিদ্ধ উক্তির শেষ ভাগ]। ক্রি-বিণ. ~**পূর্বে**—**ইতঃপূর্বে**-এর অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ। বি. ~**বৃত্ত**—ইতিহাস। বিণ. বি. ~**বৃত্তকার**—ইতিহাস-রচয়িতা। ক্রি-বিণ. ~**মধ্যে**—**ইতোমধ্যে**-এর অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ।

ইতিহাস—বি. অতীত বৃত্তান্ত, প্রাচীন কাহিনী, পুরাবৃত্ত। [সং. ইতিহ (= পরম্পরাগত উপদেশ, ঐতিহ্য) + √অস্ + অ (ধি)]।

ইতু—বি. সূর্যপূজার ঘট; সূর্য, মিত্র। [সং. মিত্র > মিতু]। বি. ~**পূজা**—অগ্রহায়ণমাসে অনুষ্ঠিত সূর্যপূজা।

ইতোমধ্যে, ইতিমধ্যে—ক্রি-বিণ. ইহার মধ্যে। [সং.

ইতস্‌+মধ্যে]। (ইতিমধ্যে পদটি অশুদ্ধ কিন্তু বাংলায় ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়)।

ইত্তিলা (এ-), ইত্তেলা (এ-)—বি. খবর, সংবাদ, নোটিশ্ (notice)। [আ. -ত্তলা]।

ইত্যনুসারে—ক্রি-বিণ. ইহার অনুযায়ী; এইভাবে। [সং. ইতি+অনুসারে]।

ইত্যবকাশে, ইত্যবসরে—ক্রি-বিণ. এই সুযোগে বা ফাঁকে। [সং. ইতি+অবকাশে; ইতি+অবসরে]।

ইত্যাকার—বিণ. এই প্রকার। [সং. ইতি+আকার]।

ইত্যাদি—অব্য. প্রভৃতি, ইহা এবং এইরকম আরও। [সং. ইতি+আদি]।

ইথর—ঈথর-এর বানানভেদ।

ইথে—অব্য. ইহাতে ('ইথে মোর কিবা দোষ'); (অপ্র.) ইহা, ইহার, এইজন্ম। [সং. ইত্থম্]।

ইদ—ঈদ-এর বানানভেদ।

ইদানীং (-নীম্)—অব্য. ক্রি-বিণ. অধুনা, সম্প্রতি, আজকাল। [সং. ইদম্+দানীম্]। বিণ. **ইদানীন্তন**—ইদানীং হইয়াছে এমন, অধুনাতন, আধুনিক, বর্তমান-কালীন।

ইদ্দৎ—বি. বিধবা হওয়ার বা তালাক পাওয়ার পরে যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময় পার না হইলে মুসলমান স্ত্রীলোকগণের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। [আ.]।

ইনকাম্‌ট্যাকস, ইনকমট্যাক্স—বি. আয়কর। [ইং. income-tax]।

ইনকার—বি. অস্বীকার। [আ.]।

ইনকিলাব, ইনক্লাব—বি. বিপ্লব, আমূল পরিবর্তন, ইং. revolution. [কা.]। **ইনকিলাব জিন্দাবাদ**—বিপ্লব জয়যুক্ত হউক।

ইনজিনিয়ার—**ইঞ্জিনিয়ার**-এর রূপভেদ।

ইনসলভেন্ট—বিণ. দেউলিয়া। [ইং. insolvent]।

ইনসান—বি. মানুষ। [আ.]।

ইনসাফ—বি. সুবিচার, ন্যায়বিচার। [আ.]।

ইনাম—বি. বখশিশ, পুরস্কার। [আ. ঈনাম্]।

ইনামেল, এনামেল—বি. কেওলিন নামক মৃত্তিকা প্রস্তর সীসা ও লবণাদির চূর্ণদ্বারা প্রলেপ; কলাইকরা কাজ। [ইং. enamel]।

ইনি—সর্ব. (সম্ভ্রমার্থে) এই ব্যক্তি, এই জন। [সং. এতৎ]।

ইনিয়ে-বিনিয়ে—ক্রি-বিণ. নানারকমে পল্লবিত করিয়া; অনুনয়-বিনয়সহকারে। [দেশী]।

ইন্তাকাল—বি. মৃত্যু। [আ. ইন্‌তকাল]।

ইন্তাজার—বি. সাগ্রহে প্রতীক্ষা। [আ. ইন্‌তিজার্]।

ইন্তিজাম—বি. সুবন্দোবস্ত। [আ. ইন্‌তিজার্]।

ইন্দারা—**ইঁদারা**-র রূপভেদ।

ইন্দিবর—বি. নীলপদ্ম। [সং. ইন্দি (=লক্ষ্মী)+বর (=ইষ্ট)]।

ইন্দিরা—বি. লক্ষ্মীদেবী, কমলা। [সং.]।

ইন্দীবর—**ইন্দিবর**-এর বানানভেদ।

ইন্দু—বি. চন্দ্র, সুধাকর। [সং.]। বিণ. **~নিভানন**—চাঁদমুখ, চন্দ্রের ন্যায় (সুন্দর) মুখবিশিষ্ট। বিণ.(স্ত্রী.) **~নিভাননা, নিভাননী**। বি. **~ভূষণ**—চন্দ্র যাঁহার অলঙ্কার অর্থাৎ শিব। বি. **~মতী**—পূর্ণিমা; রঘু-বংশীয় অজরাজের স্ত্রী। বি.(স্ত্রী.) **~মুখী**—চন্দ্রমুখী, চাঁদের ন্যায় মুখবিশিষ্টা। বি. **~মৌলি, ~শেখর**—চন্দ্র যাঁহার ললাটভূষণ, চন্দ্রচূড়; শিব। বি. **~লেখা**—চন্দ্রকলা।

ইন্দুর, ইন্দ্‌র—বি. মূষিক, ইঁদুর। [সং.]।

ইন্দ্র—বি. দেবরাজ, সুরপতি, পুরন্দর, বাসব; প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (যোগীন্দ্র, বীরেন্দ্র); রাজা, অধিপতি (নরেন্দ্র, দস্যুরেন্দ্র)। [সং.]। বি. **~কীল**—মন্দরপর্বত। বি. **~গোপ**—বর্ষাকালে জাত রক্তবর্ণ কীটবিশেষ; মখমলি পোকা। বি. **~চাপ, ~ধনু**—ইন্দ্রের ধনুক; রামধনু। বি. **~জাল**—ভোজবাজি, জাদুবিদ্যা, ভেলকি (সুরের ইন্দ্রজাল)। **~জালিক, ঐন্দ্রজালিক**—(১) বিণ. ইন্দ্রজাল-সম্বন্ধীয়। (২) বি. জাদুকর, মায়াবী। **~জিৎ**—(১) বিণ. বাসব-বিজয়ী। (২) বি. রাবণের জ্যেষ্ঠপুত্র। বি. **~ত্ব**—ইন্দ্রের পদ; রাজমহিমা; প্রাধান্য। বি. **~নীল, ~নীলক, ~মণি**—মরকত, নীলকান্তমণি, পান্না। বি. **~পাত**—মহাপুরুষের আকস্মিক পরলোকগমন। বি. **~পুরী, ~লোক**—অমরাবতী; ঐশ্বর্যমণ্ডিত সুবিপুল প্রাসাদ। বি. **~প্রস্থ** যুধিষ্ঠিরের স্থাপিত পাণ্ডবগণের রাজধানী (দিল্লীর উপ-কণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে)। বি. **~লুপ্ত**—টাক। বি. **~লোক**—ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী; স্বর্গ। বি. **~সভা**—দেবসভা। বি. **~সুত**—জয়ন্ত; বানর-রাজ বালী; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। বি. **~সেন**—যুধিষ্ঠিরের সারথি। বি.(স্ত্রী.) **ইন্দ্রাণী**—ইন্দ্রপত্নী, শচী-দেবী। বি. **ইন্দ্রায়ুধ**—রামধনু। বি. **ইন্দ্রারি**—ইন্দ্রের শত্রু, অসুর। বি. **ইন্দ্রাসন**—ইন্দ্রের সিংহাসন।

ইন্দ্রিয়—বি. যে-সকল দেহ-যন্ত্র বা শক্তিদ্বারা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিভিন্ন ক্রিয়াসম্পাদনে সামর্থ্য জন্মে (ইন্দ্রিয় চৌদ্দটি—বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ: এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্: এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত: এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়)। [সং.]। বিণ. **~গম্য, ~গোচর, ~গ্রাহ্য**—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আয়ত্ত করা যায় এমন; প্রত্যক্ষ। বি. **~গ্রাম**—ইন্দ্রিয়সমূহ। বি. **~জয়, ~দমন**—ইন্দ্রিয়কে স্ববশে রাখা বা উচ্ছৃঙ্খল হইতে না দেওয়া; লালসা-বাসনা (বিশেষতঃ কাম) জয় করা। বি. **~দোষ**—লাম্পট্য। বিণ. **~পর, ~পর-তন্ত্র, ~পরবশ, ~পরায়ণ, ~সেবী (-বিন্)**—ইন্দ্রিয়ের দাবি মিটাইতে তৎপর; ভোগবিলাসী; লম্পট। বি. **~বৃত্তি**—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা শক্তি। বি. **~সংযম**—ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখা। বি. **~সুখ**—ইন্দ্রিয়সমূহের পক্ষে সুখকর বস্তু (অর্থাৎ, শব্দ ঘ্রাণ শোভা প্রভৃতি); (শিথি.) কামবাসনার চরিতার্থতা। বি. **~সেবা**—ইন্দ্রিয়সমূহের সুখবিধান; ভোগবিলাস; কামবাসনার তৃপ্তিসাধন; লাম্পট্য।

ইন্ধন—বি. আগুন জ্বালাইবার উপকরণ; কাঠ, কয়লা,

ইত্যাদি; (গৌণ অর্থে) উত্তেজক, সহায়ক (লোভের, ক্রোধের ইন্ধন)। [সং.]।

ইন্‌সপেক্টর, ইন্‌স্পেক্টর—বি. পরিদর্শক। [ইং. inspector]; বি. **পুলিস-ইন্‌সপেক্টর**—দারোগা।

ইফতার—বি. সারাদিন রোজা রাখার পরে যে খাদ্য গ্রহণ করা হয়। [আ.]।

ইব্‌ন্, ইব্‌নে—বি. পুত্র (আবু ইব্‌ন্ আধেম=আধেম-পুত্র আবু)। [আ. ইব্‌ন্]।

ইব্রিয়—বিণ. ইহুদি-জাতিসম্বন্ধীয়, হিব্রু। [ইং. Hebrew]।

ইমন—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বি. **~কল্যাণ, ~কেদার, ~ভূপালী**—সঙ্গীতের বিভিন্ন মিশ্র রাগিণী।

ইমসাল—বি. ক্রি-বিণ. এই বৎসর, বর্তমান বৎসর। [ফা.]।

ইমান—বি. ধর্মবিশ্বাস, বিবেক। [আ. ঈমান্]। বিণ. **~দার**—ধার্মিক, সাধু; বিশ্বস্ত; বিবেকী। বি. **~দারি**—ধার্মিকতা, সাধুতা; বিশ্বস্ততা।

ইমাম—বি. মুসলমানদের ধর্মনেতা বা গুরু। [আ.]। বি. **~বাড়া**—মোহার্‌রম-অনুষ্ঠানের জন্য ধর্মগৃহ।

ইমারত, ইমারৎ—বি. পাকাবাড়ি, অট্টালিকা। [আ ইমারৎ]।

ইয়ত্তা—বি. পরিমাণ, সংখ্যা, হিসাব; সীমা। [সং. ইয়ৎ+তা (ভাব-অর্থে)]।

ইয়াংকি, ইয়াঙ্কি—(১) বি. আমেরিকা মহাদেশের লোক। (২) বিণ. আমেরিকার। [ইং. Yankee]।

ইয়াদ—বি. স্মরণ, খেয়াল। [ফা. য়াদ্]।

ইয়ার—বি. বন্ধু, বয়স্য, রসিক বা ফাজিল ব্যক্তি। [ফা. য়ার্]। বি. **~কি**—রসিকতা, ফাজলামি। বি. **~বকশী**—রঙ্গরসপ্রিয় বয়স্য (সমূহ)।

ইয়ারিং—বি. কানের গহনাবিশেষ। [ইং. earring]।

ইয়ে—অব্য. স্মরণ হয় না অথবা বাঞ্ছিতভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দ নাই এমন কিছু।

ইরম্মদ—বি. বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ; বাড়বাগ্নি; হস্তী। [সং. ইরা (জল)+√মদ্ (ক্রীড়া করা)+অ (র্তৃ)]।

ইরশাদ—বি. নির্দেশ, আদেশ, অনুজ্ঞা; অভিপ্রায়। [আ.]।

ইরসাল—বি. চিঠিপত্রাদি প্রেরণ; নির্দিষ্ট সময়ে নায়েব প্রভৃতি কর্তৃক সদর কাছারিতে খাজনা প্রেরণ বা প্রেরিত খাজনা; নগদ টাকা। [আ.]।

ইরা—বি. বাণী; পৃথিবী; সুরা; জল; অন্ন। [সং.]।

ইরাক—বি. ইরানের সন্নিহিত দেশ; প্রাচীন যুগের মেসোপোটেমিয়া।

ইরাকী—(১) বিণ. ইরাক-দেশীয়। (২) বি. ইরাক-দেশীয় অশ্ব। [আ.]।

ইরান, ইরাণ—বি. পারস্য। [ফা. ঈরান্]। **ইরানী, ইরাণী**—(১) বিণ. পারস্যদেশীয়। (২) বি. পারস্যবাসী।

ইরাদা—বি. ইচ্ছা, অভিলাষ; সঙ্কল্প। [আ.]।

ইরাবতী—বি. পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবী নদী; ব্রহ্মদেশের নদীবিশেষ।

ইলশাগুঁড়ি, ইলসাগুঁড়ি—বি. গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি (এই সময়ে প্রচুর ইলিশ মাছ জালে পড়ে)। [ইলিশ+গুঁড়ি১]।

ইলশে, ইলসে—**ইলিশ**-এর কথ্য রূপ।

ইলা—বি. পৃথিবী; ধেনু; বাণী; সুরা; জল; বুধ-পত্নী। [সং.]। বি. **~বৃত, ~বৃতবর্ষ**—পুরাণোক্ত দেশবিশেষ; জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন 'বর্ষ' বা ভূ-ভাগের এক 'বর্ষ', কৈলাসের নিকটবর্তী।

ইলাকা, এলাকা—বি. অধিকারক্ষেত্র; সীমা (রাজ্যের এলাকা); (অপ্র.) সম্পর্ক, সংস্রব। [হি.<আ.]।

ইলাহী—(১) বি. ঈশ্বর। (২) বিণ. উচ্চ, মহান্। (ইলাহী পুরুষ); বিরাট্ (ইলাহী কাণ্ড বা ব্যাপার)। [আ. ইলাহি]। **ইলাহী কারখানা** বা **কারবার**—বিরাট্ ব্যাপার বা বন্দোবস্ত। **ইলাহী গজ**—সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত ৪১ অঙ্গুলি (=৩৩ ইঞ্চি) পরিমাণ মাপিবার গজ। **ইলাহী রাত**—মোহার্‌রমের জাগরণ-রাত্রি। **সন ইলাহী**—সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সাল।

ইলিশ, ইলীশ—বি. মৎস্যবিশেষ। [তু. অর্বাচীন সং. ইল্লীশ]।

ইলেক—বি. টাকা (১৲) গণ্ডা (৫০) মণ (১০ প্রভৃতি নির্দেশক গণিতের চিহ্নবিশেষ।

ইলেকট্রন—বি. বিদ্যুতের অবিভাজ্য পরমাণু; পরি. বিদ্যুতিন। **ইলেকট্রনিক্‌স**—ইলেকট্রন-বিষয়ক বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব; তদবলম্বনে শিল্পাদিতে বহুধা-বিচিত্র প্রয়োগ-কৌশল। [ইং. Electron, Electronics]।

ইলেকট্রিক—(১) বিণ. বৈদ্যুতিক, বিজলীসম্বন্ধীয়, বিজলীচালিত (ইলেকট্রিক পাখা)। (২) বি. বিজলী (ইলেকট্রিকের কাজ)। [ইং. electric]।

ইলেকশন—বি. ভোট দিবার অধিকারী জনগণ-কর্তৃক কোনও সংঘের সদস্য-নির্বাচন [ইং. election]।

ইল্লৎ, ইল্লত—বি. নোংরামি। [আ. ইল্লৎ]।

ইললি, ইল্লি—অব্য. (প্রধানতঃ ক্ষমতাদি-সম্বন্ধে) অবজ্ঞাপূর্ণ অবিশ্বাসসূচক শব্দ। [?]। **ইল্লী-দিল্লী**—(বিদ্রূপে) বি. অজানা ও দূরবর্তী বিভিন্ন স্থান।

ইশকাপন—বি. তাসের রঙবিশেষ। [ওল. schopen]।

ইশতিহার, ইস্তাহার—বি. বিজ্ঞাপন, প্রচার-পত্র, নোটিস। [আ. ইশ্‌তিহার]।

ইশরমূল—বি. বিষহর লতাবিশেষের মূল, অর্কমূলা, Aristolochia Indica। [<বিষহর মূল]।

ইশাদী, ইসাদি—বি. সাক্ষী। [ফা.]।

ইশারা, ইসারা—বি. ইঙ্গিত, সঙ্কেত। [আ. ইশারাহ্]।

ইশীকা, ইষিকা, ইষীকা—**ঈষিকা**-র বানানভেদ।

ইষু—বি. তীর, বাণ। [সং.]।

ইশ্—ইস্-এর বানানভেদ।

ইষরমূল—**ইশরমূল**-এর বানানভেদ।

ইষ্ট১—বি. যজ্ঞাদিকর্ম। [সং. √যজ্+ত (ক্ত)]।

ইষ্ট২—(১) বিণ. বাঞ্ছিত, কাম্য (ইষ্টকর্ম); কল্যাণকর (ইষ্টচিন্তা); গুরুদত্ত (ইষ্টমন্ত্র); উপাস্য (ইষ্টদেবতা);

আত্মীয় (ইষ্টকুটুম্ব), প্রিয় (ইষ্টজন)। (২) বি. অভীষ্ট বস্তু বা বিষয় (ইষ্টলাভ); প্রিয়জন (ইষ্টবিয়োগ)। [সং. √ইষ্ +ত (র্ম)]।
ইষ্টক—বি. ইট। [সং.]।
ইষ্টকিং—বি. মোজা। [ইং. stocking]।
ইষ্টাপত্তি—বি. অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি; লাভ; উপকার। [সং. ইষ্ট+আপত্তি (প্রাপ্তি)]।
ইষ্টাপূর্ত—বি. সাধারণের হিতার্থ কূপাদি খনন দেবালয় নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম। [সং. ইষ্ট (=যজ্ঞ) + আপূর্ত (কূপ-খনন ইত্যাদি)]।
ইষ্টি$_{1}$—বি. অভিলাষ, ইচ্ছা। [সং. √ইষ্+তি (ভা)]।
ইষ্টি$_{2}$—বি. যজ্ঞ (তু. অন্ত্যেষ্টি)। [সং. √যজ্+তি (ভা)]।
ইষ্টিকুটুম—**ইষ্টকুটুম্বর** কথ্যরূপ। [ইষ্ট$_{2}$ দ্রঃ]
ইষ্টিপত্র, ইচ্ছাপত্র—বি. মৃত্যুর পূর্বে মালিকের ইচ্ছানুসারে রচিত, তদীয় সম্পত্তি-বণ্টনের দলিল (ইং. will)। [সং. ইষ্টি$_{1}$ দ্রঃ]।
ইষ্টিমার—বি. স্টীমার। [ইং. steamer]।
ইস্—অব্য. বিস্ময় বিরক্তি ক্লেশ দুঃখ প্রভৃতি সূচক ধ্বনি। [দেশী]।
ইস্কুল—**স্কুল**-এর বিকৃত রূপ।
ইসদন্ত—বি. কশের দাঁত। [দেশী]।
ইসবগুল—বি. বীজবিশেষ। [ফা. ইস্‌প্‌গুলা]।
ইসলাম—বি. মুসলমান ধর্ম বা জাতি। [আ.]। বিণ. **ইসলামী**—ইসলাম-সম্বন্ধীয়; ইসলাম ধর্মের অনুযায়ী।
ইসাদী, ইসারা, ইস্কাপন, ইস্কুল—**ইশাদী, ইশারা, ইশকাপন** ও **স্কুল**-এর বানানভেদ।
ইস্ক্রুপ—**স্ক্রু**-র বিকৃত রূপ।
ইস্তক—(১) অব্য. হইতে; পর্যন্ত। (২) বি. তাস-খেলায় রঙের সাহেব-বিবি। [হি. ইস্+তক্]। ক্রি-বিণ. ~**নাগাদ**—আগাগোড়া।
ইস্তফা, ইস্তাফা—বি. শেষ; (কর্ম, চাকরি, ইত্যাদি) ত্যাগ বা ত্যাগপত্র; ক্ষান্তি, নিবৃত্তি। [আ. ইস্‌ত্‌আফা]।
ইস্তামাল—বি. ব্যবহার, অভ্যাস (ইস্তামাল করা)। [আ.]।
ইস্তাহার, ইস্তিহার—**ইশতিহার**-এর রূপভেদ।
ইস্তিরি, ইস্ত্রি, ইস্ত্রী—বি. বস্ত্রাদি মসৃণ চক্‌চকে ও কঠিন করিবার জন্য ধাতুনির্মিত যন্ত্রবিশেষ। [পো. estirar]।
ইস্তেমাল—**ইস্তামাল**-এর রূপভেদ।
ইস্পাত—বি. অঙ্গারকাদিদ্বারা কঠিনীকৃত লৌহ; স্টীল (steel)। [পো. espada]। বিণ. **ইস্পাতী**—ইস্পাতে গঠিত ('ইস্পাতী রেলের' : অ. চ.)।
ইহ—(১) অব্য. এই স্থানে বা সময়ে; এই জগতে। (২) বিণ. এই, উপস্থিত ('ছাড় ইহ বাত' : গো. দা)। [সং. ইদম্+হ]। বি. ~**কাল**—জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি সময়, এই জীবন বা জন্ম, জীবিতকাল। বি. ~**জগৎ**, ~**লোক**—এই পৃথিবী; মনুষ্যলোক; মর্তলোক। বি. ~**জন্ম** (-ন্মন্), ~**জীবন**—বর্তমান এই জীবন।
ইহা—সর্ব. এই বস্তু। [তু. হি. য়হ<সং. ইদং]।
ইহুদি, ইহুদী—বি. হেব্রু, জু-জাতি, Jew। [আ. য়হুদ]।

ঈ

ঈ—বাঙ্গালা ভাষার চতুর্থ স্বরবর্ণ। বি. **ঈ-কার**—ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঈ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।
ঈক্ষণ—বি. দৃষ্টি; দর্শন; চক্ষু। [সং. √ঈক্ষ্+অন (ভা. ণে)]। বিণ. **ঈক্ষিত**—দৃষ্ট, অবলোকিত।
ঈগল—বি. শ্যেনজাতীয় পক্ষিবিশেষ। [ইং. eagle]।
ঈথর, ইথর—বি. অতি সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী বায়ব পদার্থবিশেষ; আকাশ। [ই. ether]।
ঈদ—বি. মুসলমানদের দুইটি প্রধান পর্ব; ঈদ্-উল্-ফিৎর্; ঈদ্-উজ্-জোহা (বকর্-ঈদ্)। [আ. ঈদ্]। বি. ~**গা**, ~**গাহ্**—মুসলমানরা যেখানে মিলিত হইয়া (বিশেষতঃ ঈদের দিনে) নামাজ পড়েন। [আ. ঈদ্+ফা. গাহ্]।
ঈদৃক্ (-দৃশ্), ঈদৃশ—বিণ. ইহার অনুরূপ, এইরূপ, এতাদৃশ। [সং. ইদম্+√দৃশ্+ক্বিপ্, অ (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ঈদৃশী**।
ঈপ্সা—বি. পাইবার ইচ্ছা; বাঞ্ছা; লোভ। [সং. √আপ্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ. **ঈপ্সিত**—আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত। বিণ. **ঈপ্সু**—ইচ্ছুক, পাইতে ইচ্ছুক।
ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—বি. পরশ্রীকাতরতা; দ্বেষ; (বাং.) হিংসা। [সং. √ঈর্ষ্য্+অ (ভা)+আ]। বিণ. ~**ন্বিত**, ~**লু**, **ঈর্ষী**—দ্বেষযুক্ত; পরশ্রীকাতর।
ঈশ$_{1}$—বি. ঈশ্বর; দেবতা (মহেশ); প্রভু, স্বামী (প্রাণেশ); রাজা, অধিপতি (নরেশ, কাশীশ)। [সং. √ঈশ্+অ(র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **ঈশা**—ঈশ্বরী।
ঈশ$_{2}$, **ঈশা**$_{1}$—যথাক্রমে ঈষ ও ঈষার বানানভেদ।
ঈশা$_{2}$—বি. যিশু খ্রিষ্ট। [হিব্রু Yeshua, ইং. Jesus]।
ঈশান—বি. শিব, মহাদেব; উত্তরপূর্ব কোণ। [সং. √ঈশ্+আন (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **ঈশানী**—মহেশ্বরী, দুর্গাদেবী।
ঈশিতা, ঈশিত্ব—বি. ঈশ্বরত্ব; ঐশ্বর্যবিশেষ; সকলের উপর প্রভুত্ব। [সং. √ঈশ্+ইন্ (র্তৃ)+তা, ত্ব]।
ঈশ্বর—বি. ভগবান্; জগৎস্রষ্টা; প্রভু, স্বামী (প্রাণেশ্বর); অধিপতি, রাজা (ভারতেশ্বর); শ্রেষ্ঠ বা প্রধান ব্যক্তি (যোগীশ্বর); মৃত ব্যক্তি বা পুণ্যতীর্থের পূর্বে ব্যবহার্য মহিমাসূচক চিহ্ন '৺' (৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺বারাণসী)। [সং. √ঈশ্+বর (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **ঈশ্বরী**। বি. ~**ত্ব**। বিণ. ~**দ্বেষী**—ঈশ্বরের বিরোধী; ঈশ্বরের মহিমা বা অস্তিত্ব স্বীকার করে না এমন; নাস্তিক। বিণ. ~**নিষ্ঠ**, ~**পরায়ণ**—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিযুক্ত; ধার্মিক। বি. ~**নিষ্ঠা**, ~**পরায়ণতা**। বি. ~**প্রাপ্তি**—ঈশ্বরকে পাওয়া; মৃত্যু। বি. ~**বাদ**—ঈশ্বর আছেন: এই দার্শ-

নিক মত, আস্তিক্য। বিণ. **ঈশ্বরাধীন**—ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল, দৈবাধীন।

ঈষ—বি. লাঙ্গলের (কাষ্ঠনির্মিত) দণ্ড। [সং. ঈষা]।

ঈষৎ—অব্য. বিণ. কিঞ্চিৎ, অল্প (ঈষৎ বৃদ্ধি, ঈষৎ হাসি, ঈষৎ কমতি)। [সং. √ঈষ্ + অৎ (র্তৃ)]। বিণ. **ঈষদুচ্চ**—সামান্য উঁচু। বিণ. **ঈষদুষ্ণ**—সামান্য গরম। বিণ. **ঈষদূন**—একটু কম।

ঈষা—বি. লাঙ্গলদণ্ড; লাঙ্গলের খাত, সীতা; লাঙ্গলের ঈশ্। [সং.]।

ঈষিকা, ঈষীকা—হস্তীর নেত্রগোলক; তুলিকা, তুলি; কাশতৃণ। [সং. √ঈষ্ + ইক, ঈক + আ (র্তৃ)]।

ঈহা—বি. ইচ্ছা; চেষ্টা (তু. অনীহা, সমীহা)। [সং.]।

উ

উ—বাঙ্গালা ভাষার পঞ্চম স্বরবর্ণ।

উঅল—**উদিত হইল**-র অপ্র. কোমল রূপ।

উই—বি. পিপীলিকার ন্যায় কীটবিশেষ, বল্মীক। [দেশী]। বি. **~চারা, ~ঢিপি, ~ঢিবি**—উই-পোকারা মাটি খুঁড়িয়া ঢিপি নির্মাণপূর্বক যে বাসা গড়ে, বল্মীক। বিণ. **উই-ধরা, উই-লাগা**—উইপোকাদ্বারা আক্রান্ত।

উইচিংড়া—**উচ্চিংড়া**-র প্রাদে. রূপ।

উইল—বি. যে দানপত্র দাতার মৃত্যুর পরে কার্যকর হয়, শেষ ইচ্ছাপত্র। [ইং. will]।

উঃ—অব্য. বেদনা বিস্ময় অধৈর্য প্রভৃতি সূচক ধ্বনি।

উঁকি—বি. অন্তরাল হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপ। অলক্ষণের জন্য বা লুকাইয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ। [সং. উদীক্ষণ?]। বি. **~ঝুঁকি**—অন্তরাল হইতে ক্রমাগত ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ। ক্রি. **উঁকি দেওয়া, উঁকি মারা**—অন্তরালে থাকিয়া দেখা।

উঁচকপালে—বিণ. উচ্চ ললাটবিশিষ্ট, সৌভাগ্যশালী। [বাং. উঁচ (<সং. উচ্চ) + কপাল + ইয়া < এ]। বিণ. (স্ত্রী.) **উঁচকপালী**—(উঁচু কপাল স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যসূচক বলিয়া) অলক্ষণা। **উঁচা, উঁচু**—বিণ. উচ্চ; উন্নত, উদার (উঁচু মন) অভিজাত, খানদানী (উঁচু দরের লোক, উঁচু ঘরের মেয়ে); কর্কশ বা অপমানজনক (উঁচু কথা)। [সং. উচ্চ]। **উঁচান (-নো), উঁচন (-নো)**—(১) ক্রি. উত্তোলন করা; উঁচা করা। (২) বি. উত্তোলন (কথায় কথায় লাঠি উঁচান অনুচিত)। (৩) বিণ. উত্তোলিত (উঁচান লাঠি)। [বাং. √উঁচা (উ-) + আন]। বিণ. **উঁচানিচা, উঁচানীচা, উঁচুনিচু, উঁচুনীচু**—অসমান, বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো।

উঁহু—অব্য. অসম্মতিসূচক শব্দ; না।

উকা—**উখা₂**-র রূপভেদ।

উ-কার—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'উ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

উকি—বি. হিক্কা, হেঁচকি। [সং. হিক্কা]।

উকিল, উকীল—বি. ব্যবহারজীবী, আইনজীবী; ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী। [আ. ৱকীল]। বিণ. **উকিলী**—উকিলের (উকিলী বুদ্ধি)।

উকুন, উকুণ—বি. চুলের পোকা। [সং. উৎকুণ]।

উকো—**উখা₂**-র রূপভেদ।

উক্ত—বিণ. কথিত, উল্লিখিত। [সং. √বচ্ + ত(র্ম)]। বি. **উক্তি**—কথা, বচন; কথন; উল্লেখ।

উখড়া—ক্রি. উৎপাটন করা, উপড়ান। **উখড়ান (-নো)**—(১) বি. উৎপাটন, উন্মূলন। (২) বিণ. উৎপাটিত উন্মূলিত। [সং. উৎ + √খন্ বা উৎ + √ঘট্ + ণিচ্]।

উখল, উখলি—**উদূখল**-এর কোমল রূপ।

উখা₁—বি. পাকপাত্র, হাঁড়ি; উনান। [সং. √উখ্ + অ (ধি) + আ]।

উখা₂—বি. ধাতুদ্রব্যাদি ঘষিবার জন্য ব্যবহৃত দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ, রেতি, file, rasp। [দেশী]।

উগরা, (প্রাদে.) **উগলা**—ক্রি. বমন বা উদ্গিরণ করা; (আল.) মুখস্থ কথা না বুঝিয়া বলিয়া যাওয়া (পড়া উগড়ান); গৃহীত বস্তু বাধ্য হইয়া ফেরত দেওয়া (চোরাই মাল উগরান)। **উগরান (-নো), ওগরানো**—(১) বি. উদ্গিরণ। (২) বিণ. উদ্গীর্ণ। [সং. উৎ + √গৃ]।

উগ্র—বিণ. প্রচণ্ড, নিষ্ঠুর, রূঢ়, কর্কশ, কোপন (উগ্র স্বভাব); তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রখর (উগ্র গন্ধ); ভয়ানক (উগ্র বিষ)। [সং. √উচ্ + র (র্তৃ)]। বি. **~তা**। বিণ. **~কণ্ঠ, ~স্বর**—কর্কশ ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। বিণ. **~কর্মা** (-র্মন্)—ভয়ানক বা হিংসাজনক কর্ম করে এমন। বি. **~ক্ষত্রিয়**—হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, আগুরী-জাতি। বি. **~চণ্ডা, ~চণ্ডী**—চণ্ডিকাদেবী; দুর্গার মূর্তিবিশেষ; অত্যন্ত কোপনস্বভাবা ও কলহপরায়ণা রমণী। বি. **~পন্থী**—দলীয় স্বার্থে হিংসাত্মক বা নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণকারী। বিণ. **~প্রকৃতি, ~স্বভাব**—কোপন ও কলহপরায়ণ-স্বভাব-বিশিষ্ট। বিণ. **~বীর্য**—তীব্র তেজোবিশিষ্ট। বিণ. **~মূর্তি**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ- বা ভয়ঙ্কর- মূর্তিবিশিষ্ট। **উগ্রা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) অতি কোপনস্বভাবা ও কলহ-পরায়ণা। (২) বি. প্রখরা নারী; যোগিনীবিশেষ।

উঘারা—ক্রি. উদ্ঘাটন করা বা প্রকাশ করা ('আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘারি' : চৈ. চ.)। [<সং. উদ্ঘাটন]।

উঙা—অব্য. সদ্যোজাত বা অত্যন্ত কচি শিশুর কান্নার শব্দ।

উচকা—(১) বিণ. উঠতি, নব্য (উচকা বয়স)। (২) ক্রি-বিণ. হঠাৎ (উচকা পড়িয়া যাওয়া)। [হি.]।

উচট, উছট—**হোঁচট**-এর প্রাদে. রূপ।

উচল—বিণ. উচ্চ ('উচল বলিয়া অচলে চড়িনু' : জ্ঞান.)। [বাং. উচ্চ (সং. উচ্চ) + ল]।

উচা—**উঁচা**-র অপ্র. রূপভেদ।

উচাটন—(১) বি. উৎকণ্ঠা; ব্যাকুলতা। (২) বিণ. উৎকণ্ঠিত; ব্যাকুল; অধীর ('তোমা বিনে মন করে উচাটন' : বৈ. প.)। [সং. উচ্চাটন]।

উচিত—বিণ. ন্যায্য, যুক্তিযুক্ত; কর্তব্য; যোগ্য, উপযুক্ত। [সং. √বচ্ + ইত (কিতচ্, উণাদি)-র্ম]। বি. **ঔচিত্য**।

বিণ. **~বক্তা** (-ক্তৃ)—উচিত কথা বলে এমন লোক।

উচোট, উছোট—**হোঁচট**-এর প্রাদে. রূপ।

উচ্চ—বিণ. উন্নত ('রহিবে উচ্চ শির'); উঁচু (উচ্চ বৃক্ষ); সম্ভ্রান্ত (উচ্চবংশীয়); জোরাল (উচ্চকণ্ঠ); চড়া (উচ্চমূল্য উচ্চহার); ঊর্ধ্বতন (উচ্চকর্মচারী)। [সং. উৎ+ √চি+ অ (র্ম)]। বি. **~তা**। বিণ. **~নীচ**—উঁচু-নিচু; উন্নত-অবনত; উত্তমাধম। বি. **~বাচ্য**—সাড়াশব্দ; বাদ-প্রতিবাদ করা, ভাল-মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করা। বি. **~বিদ্যালয়**—যে বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত পড়ান হয়। বিণ. **~ভাষী**—কড়া কথা বলে এমন, উঁচু গলায় কথা বলে এমন।

উচ্চকিত—বিণ. উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত; চঞ্চল, চমকিত (দুঃসংবাদে সকলেই উচ্চকিত)। [সং. উৎ+চকিত]।

উচ্চণ্ড—বিণ. প্রচণ্ড; অতি কোপন; ভয়ানক; ক্ষিপ্র-কারী। [সং. উৎ+ √চণ্ড্+অ (র্তৃ)]।

উচ্চনীচ, উচ্চবাচ্য—**উচ্চ** দ্রঃ।

উচ্চয়, উচ্চায়—বি. চয়ন (পুষ্পোচ্চয়), সংগ্রহ, রাশি, পুঞ্জ (সলিলোচ্চয়)। [সং. উৎ+ √চি+অ (ভা, র্ম)]।

উচ্চাঙ্গ—বি. ঊর্ধ্বস্থ শরীরাংশ; উন্নত দেহ; (ব্যঙ্গে) উচ্চ বা গুরুগম্ভীর বিষয় (উচ্চাঙ্গের কথা বাদ দিয়া কাজের কথা বল)। [সং. উচ্চ+অঙ্গ]।

উচ্চাটন—বি. উন্মূলন; অপসারণ; উৎপীড়ন, উৎকণ্ঠা। শত্রুর অমঙ্গল সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত অভিচার-কর্ম-বিশেষ। [সং. উৎ+ √চট্+ণিচ্+অন (ভা)]।

উচ্চাবচ—বিণ. উঁচুনিচু, বন্ধুর। [সং. উদচ্+অবাচ্]।

উচ্চায়—**উচ্চয়**-এর রূপভেদ।

উচ্চার—বি. মল, বিষ্ঠা; উচ্চারণ। [সং. উৎ+ √চর্+ অ (ভা)]।

উচ্চারণ—বি. কথন; মুখদ্বারা শব্দকরণ; বাচনভঙ্গী। [সং.উৎ+ √চারি+অন (ভা)]। বি. **~বিভ্রাট**—বিকৃত বা ভুল উচ্চারণ; বিকৃত উচ্চারণের ফলে শব্দের বানান অর্থ ইত্যাদির বিকৃতি। বি. **~স্থান**—মুখমণ্ডলের যে অংশদ্বারা উচ্চারণ করা হয়। বিণ. **উচ্চারণীয়, উচ্চার্য**—উচ্চারণযোগ্য (সে-কথা উচ্চার্য নয়); উচ্চারণ করিতে হইবে এমন। ক্রি. **উচ্চারা**—উচ্চারণ করা; বলা। বিণ. **উচ্চারিত**—উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন। বিণ. **উচ্চার্যমাণ**—উচ্চারিত হইতেছে এমন।

উচ্চিংড়া, উইচিংড়া—বি. পতঙ্গবিশেষ। [সং. উচ্চিঙ্গট]।

উচ্চিঙ্গট—বি. পতঙ্গবিশেষ, উচ্চিংড়া। [সং.]।

উচ্চুলঙ্গ—বি. উচ্চিংড়া। [সং. উচ্চিঙ্গট]।

উচ্চৈঃ (-চ্চৈস্)—অব্য. উচ্চ, উন্নত; প্রচুর; অধিক। [সং. উৎ+ √চি+ঐস্ (র্ম)]। বি. **~স্বর**—উচ্চরব, চীৎকার।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ (-বস্), (চলিত) **উচ্চৈঃশ্রবা**—বি. সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত অশ্ব—ইন্দ্রের বাহন। [সং. উচ্চৈঃ+শ্রবস্ (কর্ণ বা যশঃ)]।

উচ্ছন্ন, উচ্ছব—যথাক্রমে **উৎসন্ন** ও **উৎসব**-এর কথ্য রূপ (উচ্ছন্নে গিয়েছে, মহোচ্ছব, মচ্ছব)।

উচ্ছল—বিণ. সর্বত্র ব্যাপ্ত, উৎক্ষিপ্ত; উথলাইয়া উঠিয়াছে এমন; স্ফীত (ফেনোচ্ছল)। [সং. উৎ+ √শল্ (=গতি)+অ (র্তৃ)]। বি. **উচ্ছলন**—উথলাইয়া বা ছাপাইয়া ওঠা। ক্রি. **উচ্ছলা**—উচ্ছল হওয়া। বিণ. **উচ্ছলিত**—উদ্গত, উৎক্ষিপ্ত; উচ্ছ্বসিত, উথলিত।

উচ্ছিত্তি—বি. উচ্ছেদ; বিনাশ। [সং. উৎ+ √ছিদ্+ তি (ভা)]।

উচ্ছিদ্যমান—বিণ. যাহার বিনাশ বা স্থানচ্যুতি হইতেছে। [সং. উৎ+ √ছিদ্+মান (শানচ্)]।

উচ্ছিন্ন—বিণ. উৎপাটিত; উন্মূলিত; উৎসাদিত, বিনষ্ট। [সং. উৎ+ √ছিদ্+ত (র্ম)]।

উচ্ছিষ্ট—বি. বিণ. ভুক্তাবশেষ, এঁটো; আহারান্তে জল দ্বারা ধৌত করা হয় নাই এমন (উচ্ছিষ্ট মুখ); রন্ধন-করা অন্নব্যঞ্জনাদির সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন (উচ্ছিষ্ট থালা); পরিত্যক্ত। [সং. উৎ+ √শিষ্+ত (ক্ত) (র্তৃ, র্ম)]। বিণ. **~ভোজী** (-জিন্)—অপরের ভুক্তাবশেষ আহারকারী, হীন, পরমুখাপেক্ষী। বি. **উচ্ছিষ্টান্ন**—ভুক্তাবশেষ খাদ্য-সামগ্রী (প্রধানতঃ ভাত বা অন্য রাঁধা খাদ্য)।

উচ্ছৃঙ্খল—বিণ. বিশৃঙ্খল; যথেচ্ছাচারী; অনিয়ন্ত্রিত; বিধি-নিয়ম মানে না এমন। [সং. উৎ+শৃঙ্খল]। বি. **~তা**।

উচ্ছে, (প্রাদে.) **উচ্ছো**—বি. রাঁধিয়া খাওয়ার যোগ্য তিক্তাস্বাদ ফলবিশেষ। [দেশী]।

উচ্ছেত্তা (-ত্তৃ)—বিণ. উচ্ছেদক। [সং. উৎ+ √ছিদ্+তৃ (র্তৃ)]।

উচ্ছেদ—বি. উৎপাটন, উন্মূলন, বিনাশ (অরণ্যের উচ্ছেদ); স্থানচ্যুতি, পূর্ব আশ্রয় হইতে অপসারণ (প্রজা বা ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদ), ejectment। [সং. উৎ+ছিদ্ +অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—উচ্ছেদকারী। বিণ. **~নীয়, উচ্ছেদ্য**—উচ্ছেদযোগ্য।

উচ্ছোষণ—(১) বিণ. যে শুষিয়া লয়; যে সন্তাপ সৃষ্টি করে। (২) বি. শুষ্কতা-বিধান; সন্তাপন। [সং. উৎ+ √শুষ্+অন+র্তৃ]। বিণ. **উচ্ছোষিত**—ঊর্ধ্বশোষিত, সন্তাপিত।

উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়—বি. উচ্চতা; উন্নতি। [সং. উৎ+ √শ্রি+অ (ভা)]। বিণ. **উচ্ছ্রায়ী** (-য়িন্)—ঊর্ধ্বগামী, উন্নতিশীল। বিণ. **উচ্ছ্রিত**—উন্নত, স্ফীত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অস-ক্রি. **উচ্ছ্রিয়া**—স্ফীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ('উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে': রবীন্দ্র)।

উচ্ছ্বসন—বি. উচ্ছ্বাস; স্ফীতি; ভাবের স্ফুরণ; শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া। [সং. উৎ+শ্বসন]। ক্রি. **উচ্ছ্বসা**—উচ্ছ্বসিত হওয়া। বিণ. **উচ্ছ্বসিত**—স্ফীত, উচ্ছলিত; (ভাবাবেগে) আকুল, উৎফুল্ল (উচ্ছ্বসিত প্রশংসা)।

উচ্ছ্বাস—বি. প্রবল ভাবাবেগ (প্রাণের উচ্ছ্বাস); গভীর উল্লাস; স্ফুরণ, বিকাশ; স্ফীতি (জলোচ্ছ্বাস); নিঃশ্বাস। [সং. উৎ+ √শ্বস্+অ (ভা)]।

উচ্ছ্বাসিত—বিণ. উচ্ছ্বসিত করা হইয়াছে এমন; উন্মেষিত; বিকাশিত। [সং. উৎ+ √শ্বস্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

উছল—বিণ. উথলিয়া উঠিতেছে এমন; উদ্বেল। [সং. উচ্ছল]। **~ন, ~নো, উছলান, উছলানো**—(১) বি. উথলান। (২) বিণ. উথলিত। ক্রি. **উছলা**—উথলিয়া ওঠা; উদ্বেল হওয়া (রস উছলিয়া উঠে)।

উজবক—(১) বি. তাতারজাতিবিশেষ (**উজবেক, উজবগ** এবং **উজবেগ**-ও প্রচলিত)। (২) বিণ. মূর্খ, আহাম্মক, অশিক্ষিত (**উজবুক, উজবগ** এবং **উজবুগ**-ও প্রচলিত)। [তু.]।

উজন—**উজান**-এর কথ্য রূপ।

উজর, উজল—**উজ্জ্বল**-এর কোমল রূপ। ক্রি. **উজরা, উজলা**—উজ্জ্বল বা প্রদীপ্ত হওয়া।

উজাগর—বিণ. বিনিদ্র, নিদ্রাহীন। [সং. উজ্জাগর]।

উজাড়—বিণ. শূন্য, খালি, নির্মূল; নিঃশেষ (পাত্র উজাড় করা), জনহীন (কলেরায় দেশ উজাড় হইয়াছে)। [সং. উৎ+জড় (মূল); হি. উজাড়]।

উজান—বি. স্রোতের বিপরীত দিক্ (উজান স্রোতে গুণ টানা); জোয়ার। [>সং উদ্‌যান (=অগ্রগতি, নিঃসরণ)]। বি. **~ভাটি**—জোয়ারভাটা। **উজান, উজানো**—(১) ক্রি. স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া। (২) বি. স্রোতের বিপরীত দিকে গমন। (৩) বিণ. স্রোতের বিপরীত দিকে চলিয়াছে এমন। বি. **উজানি**—উজানস্রোত, জোয়ার; উচ্চভূমি, উচ্চদেশ; দুপুর-বেলা। বি. **উজানি-ভাটালি**—অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোত।

উজার, উজালা—**উজ্জ্বল**-এর অপ্র. কোমল রূপ। ক্রি. **উজারা**—(অপ্র.) উজ্জ্বল বা প্রদীপ্ত করা।

উজির, উজীর—বি. মন্ত্রী, অমাত্য। [আ. বজীর]। বি. **উজিরি, উজীরি, উজিরালি, উজীরালি**—মন্ত্রিত্ব।

উজু—বি. মুসলমানদের শাস্ত্রীয় আচমন বা জলদ্বারা অঙ্গপ্রক্ষালন। [আ. রজু]।

উজোর—**উজ্জ্বল**-এর কোমল ও অপ্র. রূপ।

উজ্জয়িনী, উজ্জয়নী—বি. অবন্তিপুরী, বিশালা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত নগরীবিশেষ, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী; গোয়ালিয়রের অন্তর্গত আধুনিক উজ্জৈন। [সং.]।

উজ্জীবন—বি. নবজীবন-সঞ্চার; মৃতের বা মৃতপ্রায়ের চেতনা-সঞ্চার; লুপ্তপ্রায় হইয়া পুনরায় প্রবল হওয়া (প্রাচীন সভ্যতার উজ্জীবন)। [সং. উৎ+√জীব্+অন (ভা)]। বিণ. **উজ্জীবিত**—নবজীবনপ্রাপ্ত; মৃত বা মৃতপ্রায় হইয়া পুনরায় চেতনালাভ করিয়াছে অথবা লুপ্তপ্রায় হইয়া পুনরায় প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে এমন।

উজ্জ্বল—বিণ. আলোকিত, দীপ্তিমান্; উদ্ভাসিত, ঝলমলে; শোভমান। [সং. উৎ+√জ্বল্+অ (র্ত্)]। বি. **~তা, ঔজ্জ্বল্য**। **উজ্জ্বল রস**—(বৈ. সা.) 'মধুর' বা শৃঙ্গার রস। বিণ. **উজ্জ্বলিত**—দীপ্ত, প্রজ্বলিত।

উঞ্ছ—বি. জীবিকানির্বাহার্থ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্যকণা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ; হীন জীবিকা। [সং. √উন্ছ্+অ (ভা)]। বিণ. **~জীবী** (-বিন্), **~শীল**—উঞ্ছকর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। **~বৃত্তি**—(১) হীনকর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহ। (২) বিণ. উঞ্ছজীবী।

উট—বি. কুব্জপৃষ্ঠ ভারবাহী পশুবিশেষ, ক্রমেলক। [সং. উষ্ট্র]। বি. **~পাখি**—উটের ন্যায় লম্বাগলাবিশিষ্ট ও উড্ডয়নে অক্ষম কিন্তু দ্রুতগামী পক্ষিবিশেষ, ostrich। **উটকপালে**—**উঁচকপালে**-র রূপভেদ।

উটক, উটকা, উটকো—বিণ. অপরিচিত; বিশ্বাসের অযোগ্য (উটকো খবর); স্বল্পকালস্থায়ী (উটকো ভাড়াটে); বাজে; চঞ্চলচিত্ত, স্বামিগৃহ হইতে কেবলই পলায়ন করে এমন। [দেশী]।

উটকা, উটকানো, ওটকানো—(১) বি. জিনিসপত্র উলটপালট করিয়া অনুসন্ধান। (২) বিণ. ঐরূপ অনুসন্ধানের ফলে উলটপালট হইয়াছে এমন। [বাং. √উটকা]।

উটজ—বি. পর্ণকুটীর; কুঁড়ে (উটজ-প্রাঙ্গণ)। [সং. উট (=তৃণ, পর্ণ ইত্যাদি)+√জন্+অ (র্ত্)]। বি. **~শিল্প**—কুটীরশিল্প, cottage industry।

উটতি—**উঠতি**-র রূপভেদ।

উটুন, উটুনা, উটুনো, উঠ্‌ন, উঠ্‌না, উঠ্‌নো—বি. ধারে দ্রব্যাদি ক্রয়করণ। [সং. উত্থান ?]।

উঠকিশতি—বি. দাবাখেলায় বড়ে সরাইতে গেলেই যে কিশতি পড়ে। [উঠা+কিশতি]।

উঠতি—(১) বি. উন্নতি, উত্থান, চড়তি (উঠতির সময়)। (২) বিণ. উন্নতিশীল (উঠতি অবস্থা), বৃদ্ধিশীল, চড়তি (উঠতি বাজার)। [বাং. √উঠ্ (সং. উৎ+√স্থা)+তি]। বি. **উঠতি-পড়তি**—উত্থান-পতন, হ্রাস-বৃদ্ধি। **উঠতি বয়স**—নবযৌবন। **উঠতির মুখ**—উন্নতির আরম্ভ।

উঠন—**উঠান**-এর রূপভেদ।

উঠন্ত—বিণ. উঠিতেছে এমন, উদীয়মান। [বাং. √উঠ্+অন্ত]।

উঠবন্দী—বি. চাষ-আবাদের জন্য কৃষকদের সহিত মেয়াদী বন্দোবস্তবিশেষ। [দেশী]।

উঠব'স—বি. (ব্যায়ামে বা শাস্তিবিশেষে) দ্রুত উঠা ও বসা (উঠব'স করা বা করানো)। [দেশী]।

উঠসারকিশতি—**উঠকিশতি**-র অনুরূপ।

উঠা, ওঠা—ক্রি. উত্থিত হওয়া, গাত্রোত্থান করা, আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়ান; শয্যাত্যাগ করা, (ঘুম হইতে) জাগা; গজান (চারা উঠা, দাঁত উঠা); উদিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া (চাঁদ উঠা); আরোহণ করা, চড়া (গাছে, গাড়িতে, তেতলায় ওঠা); স্খলিত হওয়া (চুল উঠা), নিঃসৃত হওয়া (মাটি ফুঁড়ে জল উঠা); বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়া (জ্বর উঠা), প্রমোশন (promotion) পাওয়া (ক্লাশে উঠা); সংগৃহীত হওয়া (চাঁদা উঠা); ঢোকা, প্রবেশ করা (কানে উঠা), আমদানী হওয়া (বাজারে কাঁটাল উঠেছে), প্রচলিত হওয়া (ঢং উঠা); উন্নীত হওয়া (জাতে উঠা), নষ্ট হওয়া, মোছা (দাগ বা রং উঠা); প্রচারিত বা উল্লিখিত হওয়া (রব বা কথা উঠেছে, তালিকায় নাম উঠেছে), পরিবর্তন দেখা দেওয়া (ফুলিয়া, কাঁপিয়া, পাকিয়া ওঠা)। [বাং. √উঠ (সং. উৎ+√স্থা)+আ]। বি

পরম্পর ওঠা : ক্রমাগত বা বারংবার ওঠা। ক্রি. ~ন, ~নো—উত্তোলন করা, খাড়া করা, উন্নত করা ; উর্ধ্বে তুলিয়া দেওয়া ; উত্থাপন করা ; আরোহণ করান। অপসারণ বা উচ্ছেদ করা ; মুছিয়া ফেলা। বি. **উঠানি**—উত্থান ; উর্ধ্বগতি ; রণপ্রস্তুতি ; আক্রমণ ; বিক্রমপ্রকাশ ; শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে আঁতুড়ঘর হইতে উঠিয়া পুনরায় বাসগৃহে প্রবেশের অনুষ্ঠান। ক্রি. **উঠাইয়া দেওয়া**—উঠানো ; তুলিয়া দেওয়া ; উচ্ছেদ করা। ক্রি. **উঠিয়া যাওয়া**—লুপ্ত হওয়া (রঙ্ উঠিয়া গিয়াছে দোকান উঠিয়া গিয়াছে) ; স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া (ভাড়াটেরা উঠিয়া গিয়াছে) ; রহিত হওয়া (পণপ্রথা উঠিয়া যাইবে)। ক্রি. **উঠেপড়ে লাগা**—দৃঢ়সঙ্কল্পে কর্মরত হওয়া।

উঠান১—বি. প্রাঙ্গণ, আঙিনা। [সং. অঙ্গন>] বি. **উঠান-সমুদ্র**—সামান্য ব্যাপারকে বড় করিয়া দেখা।

উঠান২, উঠানি—**উঠা** দ্র.।

উঠিত—বিণ. জঙ্গলাদি মুক্ত করিয়া চাষের উপযুক্ত করা হইয়াছে এমন, আবাদী। [বাং. √উঠ্ + ইত]।

উড়কি, উড়কী—বি. উড়িধান ('উড়কি ধানের মুড়কি দেব')। [দেশী]।

উড়তি—বি. উড়ন্ত ; অস্থির ; লোকপরম্পরায় শ্রুত (উড়তি খবর)। [বাং √উড়্ + তি]।

উড়নচড়ে, উড়নচণ্ডে—বিণ. অপব্যয়ী, অমিতব্যয়ী। [দেশী]। বিণ. (স্ত্রী.) **উড়নচণ্ডী**।

উড়নি—**উড়ানি**-র রূপভেদ।

উড়ন্ত—বিণ. উড়িতেছে এমন, উড্ডীয়মান। [বাং. √উড়্ + অন্ত]।

উড়শ (প্রা. অপ্র.)—বি. ছারপোকা। [সং. উদ্দংশ]।

উড়া, ওড়া—(১) ক্রি. শূন্যে বিচরণ করা ; অতি দ্রুত ছুটিয়া যাওয়া ; বাবুগিরি করা, (লোকটা খুব উড়ছে) ; প্রচারিত হওয়া (খবর উড়া)। (২) বি. উড্ডীয়মান হওয়া, আকাশে গমন বা ভ্রমণ। (৩) বিণ. উড়ো, উড়ন্ত। [বাং. উড়্ (সং. উৎ+ডী)+আ]। ক্রি-বিণ. **উড়া-উড়া**—ভাসা-ভাসা, অনিশ্চিতভাবে (উড়া-উড়া শোনা)। ক্রি. ~ন, ~নো—উড্ডীন করা, শূন্যে ভাসান ; অপব্যয় করা (পয়সা উড়ান)। ক্রি. **উড়াইয়া দেওয়া**—বন্ধনমুক্ত করা (পাখি উড়াইয়া দেওয়া) ; অদৃশ্য করা (জাদুকর তাসখানা উড়াইয়া দিল) ; অগ্রাহ্য করা (কথা উড়াইয়া দেওয়া)। ক্রি. **উড়িয়া যাওয়া**—বন্ধনমুক্ত হইয়া উড্ডীয়মান হওয়া (পাখিটি উড়িয়া গিয়াছে) ; অদৃশ্য হওয়া (ঘড়িটা উড়িয়া গেল নাকি) ; দ্রুত ব্যয়িত হওয়া (পয়সা উড়িয়া গেল) ; দেহত্যাগ করিবার উপক্রম করা (ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল) ; দূরীভূত হওয়া (মেঘ উড়িয়া গেল)। **উড়ে এসে জুড়ে বসা**—অপ্রত্যাশিতভাবে বাহির হইতে হঠাৎ আসিয়া সর্বেসর্বা হইয়া বসা।

উড়ানি, উড়ুনি—বি. উত্তরীয়, চাদর। [হি. ওঢ়নি<সং. আবরণ]।

উড়াল, উড়ল—বিণ. আকাশে নির্মিত। ~পুল, ~সেতু—পথের এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের সংযোগকারী আকাশে নির্মিত সেতু. fly-over।

উড়িয়া, উড়ে—**ওড়িয়া**-র রূপভেদ।

উড়িষ্যা—**ওড়িশা**-র রূপভেদ।

উড়ী, উড়ীধান—বি. অকর্ষিত জমিতে উড়িয়া-পড়া বীজ হইতে উৎপন্ন ধান্য। [বাং. উড়া+ধান]।

উড়ুউড়ু—বিণ. উড়িতে উন্মত ; পালাই-পালাই ভাবপূর্ণ ; চঞ্চল ('মন উড়ু উড়ু')। [বাং. উড়া]।

উড়ুক্কু—বিণ. উড়িতে পারে বা উড়ে এমন (উড়ুক্কু মৎস্য =flying fish)। [বাং. উড়া]।

উড়ুনি—**উড়ানি**-র কথ্য রূপ।

উড়ুপ, উড়ূপ—বি. ভেলা, ডোঙ্গা ; চন্দ্র। [সং. উড়ু (=জল, নক্ষত্র) + √পা + অ (র্তৃ)]।

উড়ুম্বর—**উদুম্বর**-এর রূপভেদ।

উড়ো, উড়া২—বিণ. উড্ডয়নশীল, উড়িতে সমর্থ (উড়ো জাহাজ) ; ভিত্তিহীন, অনিশ্চিত, সহসা আগত ও বেনামী (উড়ো খবর, উড়ো চিঠি)। [বাং. √উড়্ + আ +ও]। **উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ**—যাহা নিজের কোনও কাজে লাগিবে না, বাধ্য হইয়া তাহা কোনও সৎকার্যে নিয়োগ করার ইচ্ছা হইতে এই প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি। বি. **উড়োজাহাজ**—বিমান, এরোপ্লেন।

উড্ডয়ন—বি. শূন্যে গমন বা বিচরণ। [সং উৎ+ √ডী +অন (ভা)]।

উড্ডীন, উড্ডীয়মান, উড্ডয়মান—বিণ. উড়ন্ত, শূন্যে বিচরণকারী ; উর্ধ্বগামী (আকাশে উড্ডীন, জয়ধ্বজা উড্ডীন রাখা)। [সং. উৎ+ √ডী+ত, মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

উতর—**উতোর**-এর বানানভেদ।

উতরা—ক্রি. উত্তরণ করা, নামিয়া আসা, নামা ; গন্তব্যস্থলে বা লক্ষ্যে পৌঁছান ; সফল বা সন্তোষজনক হওয়া (রান্না উতরান) ; অতিবাহিত করা, কাটান (দিন উতরান) ; পার হওয়া (নদী বা পথ উতরান)। [সং. উৎ + √তৃ]।

উতরাই—বি. পাহাড় হইতে অবতরণের পথ ; ঢল। [হি.]।

উতরান (-নো)—বি. উত্তরণ ; সফল বা আশানুরূপ হওয়া ; অতিক্রমণ। [বাং. √উৎরা+আন]।

উতরোল—(১) বি. কোলাহল, গণ্ডগোল। (২) বিণ. অশান্ত, বিক্ষুব্ধ ('চিত উতরোল')। [দেশী]।

উতল, উতলা—বিণ. উদ্বিগ্ন ; ভাবাবেগে আকুল ; চঞ্চল (উতলা বাতাস, মন উতলা)। ক্রি. **উতলা**—উতল হওয়া। [সং. উত্তাল]।

উতোর, উতর—'জবাব'-অর্থে **উত্তর**-এর প্রাদে. রূপ।

উৎ-, উদ্-—অব্য. উর্ধ্ব অতিশয় বিরুদ্ধ অতিক্রান্ত প্রভৃতি সূচক উপসর্গবিশেষ (উত্থান, উত্তপ্ত, উন্মার্গ, উদ্বেল)।

উৎক—বিণ. উদ্বিগ্ন ; উন্মনা। [সং. উৎ (=উন্মনা)+ স্বার্থে ক]।

উৎকট—বিণ. তীব্র, উগ্র বা প্রবল (উৎকট সাধনা) ;

উগ্র, ভয়ানক, অস্বাভাবিক (উৎকট রোগ)। [সং. উৎ+কট]।

উৎকণ্ঠ—বিণ. উদ্‌গ্রীব। [সং. উৎ+কণ্ঠ]।

উৎকণ্ঠা—বি. উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, চিন্তা, ভাবনা। [সং. উৎ+√কণ্‌ঠ্‌+অ (ভা)+আ]। বিণ. **উৎকণ্ঠিত**—উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল। **উৎকণ্ঠিতা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) উদ্বিগ্ন। (২) বি. (অল.) নির্দিষ্ট সময়ে নায়ক না আসায় উদ্বিগ্না নায়িকা।

উৎকর্ণ—বিণ. শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া আছে এমন; শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। [সং. উৎ+কর্ণ]।

উৎকর্ষ—বি. উৎকৃষ্টতা (বস্তুর, ভাবের বা রুচির উৎকর্ষ), শ্রেষ্ঠতা; উন্নতি; বৃদ্ধি; আধিক্য। [সং. উৎ+√কৃষ্‌+অ (ভা)]।

উৎকল—বি. উত্তর কলিঙ্গ, উড়িষ্যা। [সং.]।

উৎকলিকা—বি. তরঙ্গ; ফুলের কুঁড়ি, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। [সং. উৎ+√কল্‌+অক+আ]। বিণ. ~**কুল**—উৎ-

উৎকলিত—বিণ. উদ্বিগ্ন; তরঙ্গিত; গৃহীত, উদ্ধৃত। [সং. উৎ+√কল্‌+ত (র্তৃ.র্ম)]।

উৎকিরণ—বি. খোদাইকরণ। [সং. উৎ+√কৃ+অন (ভা)]।

উৎকীর্ণ—বিণ. ক্ষোদিত; চিত্রিত; বিদ্ধ, উৎক্ষিপ্ত। [সং. উৎ+√কৃ+ত (র্ম)]।

উৎকীর্তন—বি. প্রচার; ঘোষণা; উচ্চপ্রশংসা। [সং. উৎ+কীর্তন]। বিণ. **উৎকীর্তিত**—উৎকীর্তন করা হইয়াছে এমন।

উৎকুণ—বি. উকুন, চুলের পোকা। [সং.]।

উৎকূলিত—বিণ. তীরে উৎক্ষিপ্ত, কূলে উত্তোলিত। [সং. উৎ+√কূল+ণিচ্‌+ত (র্ম)]।

উৎকৃত্ত—বিণ. টুকরা করিয়া কাটা হইয়াছে এমন; কর্তিত। [সং. উৎ+√কৃত্‌(=কাটা)+ত(র্ম)]।

উৎকৃষ্ট—বিণ. প্রকৃষ্ট, উত্তম; শ্রেষ্ঠ, উন্নত। [সং. উৎ+√কৃষ্‌+ত (র্ম)]। বি. ~**তা**।

উৎকেন্দ্রতা—বি. (গণি.) পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্তের নাভি হইতে উহার পরিসীমার দূরত্ব, eccentricity [বি. প.]। [সং. উৎ+কেন্দ্র ত্র:]।

উৎকোচ—বি. ঘুষ। [সং. উৎ+√কুচ্‌+অ (ণে)]। বিণ. ~**ক**—উৎকোচদাতা। বিণ. বি. ~**গ্রাহী** (-হিন্‌)—উৎকোচ-গ্রহণকারী।

উৎক্রম—বি. ক্রমের বিপরীত গতি; বিপরীত ক্রম; ক্রমভঙ্গ, ব্যতিক্রম; লঙ্ঘন; নির্গমন; মৃত্যু। [সং. উৎ+√ক্রম্‌+অ (ভা)]। বি. ~**ণ**—ক্রমের বিপরীতে গমন; ঊর্ধ্বগমন; ক্রমবিপর্যয়; উল্লঙ্ঘন; মৃত্যু; (ব্যাক.) বাক্যমধ্যে শব্দবিন্যাসে বিপর্যয়।

উৎক্রান্ত—বিণ. উল্লঙ্ঘিত; উদ্গত; মৃত। [সং. উৎ+√ক্রম্‌+ত (র্ম, র্তৃ)]। বি. **উৎক্রান্তি**—উল্লঙ্ঘন; উদ্গমন, ক্রমোন্নতি; নির্গমন; মৃত্যু।

উৎক্রোশ—বি. ঈগলজাতীয় পক্ষিবিশেষ, কুরর বা কুরল পক্ষী; চীৎকার। [সং.]।

উৎক্ষিপ্ত—বিণ. ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত; উত্তোলিত; উৎপাটিত। [সং. উৎ+√ক্ষিপ্‌+ত (র্ম)]।

উৎক্ষেপ, উৎক্ষেপণ—বি. ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ (কৃত্রিম গ্রহ-উৎক্ষেপণ)। [সং. উৎ+√ক্ষিপ্‌+অ, অন (ভা)]। বিণ. **উৎক্ষেপক**—ঊর্ধ্বে নিক্ষেপকারী।

উৎখাত—(১) বিণ. খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, সমূলে উৎপাটিত, বিনষ্ট, দূরীকৃত। (২) বি. উৎপাটন, উৎখনন; বিনাশ; দূরীকরণ (প্রজা বা ভাড়াটিয়া-উৎখাত)। [সং. উৎ+√খন্‌+ত (র্ম)]।

উত্তপ্ত—বিণ. অত্যন্ত গরম বা উষ্ণ; ক্রুদ্ধ। [সং. উৎ+তপ্ত]।

উত্তম—বিণ. অতিশয় ভাল, উৎকৃষ্ট; শ্রেষ্ঠ, উপাদেয়। [সং. উৎ (উৎকৃষ্টার্থক)+তম (অতিশয়ে)]। বিণ. (স্ত্রী) **উত্তমা**। **উত্তম পুরুষ**—(ব্যাক.) ক্রিয়ার বক্তা অর্থাৎ যে নিজের সম্বন্ধে বলে, first person। বি. **উত্তম-মধ্যম**—(ব্যঙ্গে) বিলক্ষণ প্রহার।

উত্তমর্ণ—বিণ. বি. ঋণদাতা, মহাজন (তু. **অধমর্ণ**)। [সং. উত্তম+ঋণ]।

উত্তমাঙ্গ—বি. প্রধান অঙ্গ, মস্তক; মস্তক হইতে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ। [সং. উত্তম+অঙ্গ]।

উত্তমাশা—বি. আফ্রিকার 'কেপ্‌ অব্‌ গুড্‌হোপ্‌' (Cape of Good Hope) নামক অন্তরীপের ইংরেজী নামের অনুবাদ।

উত্তর—(১) বি. জবাব, প্রতিবাক্য; সাড়া। আপত্তি-খণ্ডন; মীমাংসা, সিদ্ধান্ত; উত্তর দিক্‌, অর্থালঙ্কার-বিশেষ। (২) বিণ. পরবর্তী (উত্তরমীমাংসা); ভবিষ্য (রবীন্দ্রোত্তর); অসাধারণ, (লোকোত্তর), অধিক (অষ্টোত্তরশত); শেষ; উপরিস্থ (উত্তরীয়)। (৩) ক্রি-বিণ. অনন্তর, পশ্চাৎ (শ্রবণোত্তর ইহা বলিলেন)। [সং. উৎ+√তৃ+অ]। (৪) বিণ. উত্তরদিক্‌স্থ (উত্তর-মেরু)। বি. ~**কাণ্ড**—রামায়ণের শেষ বা সপ্তম কাণ্ড। বি. ~**কাল**—ভবিষ্যৎ কাল, আগামী কাল। বি. ~**কুরু**—পুরাণোক্ত জম্বুদ্বীপের নয়টি অংশের অন্যতম; মেরুর দক্ষিণে অবস্থিত দেবভূমি; সাইবেরিয়া(?)। বি. ~**ক্রিয়া**—মৃত্যুর পরবর্তী অর্থাৎ শবদাহাদি কার্য; উত্তরদানকার্য। বি. ~**চ্ছদ**—উপরিস্থ আচ্ছাদন; বিছানার চাদর; উত্তরীয়, চাদর। বি. ~**দান**—জবাব বা সাড়া দেওয়া। বিণ বি. ~**দায়ক**—কথায় কথায় প্রতিবাদকারী। বি. ~**পক্ষ**—তর্কের মীমাংসা; প্রশ্নের জবাব (তু. **পূর্বপক্ষ**)। বি. ~**পদ**—(ব্যাক.) সমাসের শেষ পদ। বি. **উত্তর-পশ্চিম**—বায়ুকোণ। বি. **উত্তরপুরুষ**—ভবিষ্যৎ বংশধর। বি. **উত্তরপূর্ব**—ঈশানকোণ। বি. **উত্তর-প্রত্যুত্তর**—বাদ-প্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক। বি. ~**ফল্গুনী, ~ফাল্গুনী**—নক্ষত্রবিশেষ। বি. ~**ভাদ্রপদ**—নক্ষত্রবিশেষ, Andromeda। বি. **উত্তর-বিচার**—পুনর্বিচার, আপিল (appeal) [স. প.]। বি. **উত্তর-বেতন**—চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর প্রদত্ত ভাতা, পেনসন। বি. ~**মালা**—সমাধানসমূহ। বি. ~**মীমাংসা**—বেদান্ত-দর্শন। বি. ~**মেরু**—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, সুমেরু।

বিণ. ~সাধক—তান্ত্রিক সাধকের মুখ্য সহকারী ; ক্রিয়া-সমাপ্তির সহায়ক। বিণ. (স্ত্রী.) ~সাধিকা। বিণ. বি. ~সূরি—পরবর্তী যুগের মনীষী বা কবি। [তু. পূর্ব-সূরি]।

উত্তরঙ্গ—বিণ. তরঙ্গময়। [সং. উৎ+তরঙ্গ]।

উত্তরণ—বি. (প্রধানতঃ নদী, সাগর প্রভৃতি) পার হওয়া ; পৌঁছান ; ঊর্ধ্বে গমন ; নিম্নস্তর হইতে ঊর্ধ্বস্তরে উত্থান ; পরীক্ষায় সফলতা। [সং. উৎ+ √তৃ+অন (ভা)]।

উত্তরা১—ক্রি. পার হওয়া ; পৌঁছান ('অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে' : ভা. চ.)। [**উত্তরণ** দ্রঃ]।

উত্তরা২—বি. জবাব দেওয়া। [**উত্তর** দ্রঃ]।

উত্তরাকাণ্ড—বি. রামায়ণের শেষ বা সপ্তম কাণ্ড। [সং. উত্তর + আ+কাণ্ড]।

উত্তরাখণ্ড—**উত্তরাপথ**-এর অনুরূপ।

উত্তরাধিকার—বি. আত্মীয়তার দাবিতে মৃতের সম্পত্তিতে অধিকার, ওয়ারিসী স্বত্ব। [সং. উত্তর+অধিকার]। বি. ~সূত্রে—উত্তরাধিকারীর দাবি সম্পর্কে। বিণ. বি. **উত্তরাধিকারী** (-রিন্)—আত্মীয়তার দাবিতে মৃতের সম্পত্তিতে অধিকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **উত্তরাধিকারিণী**।

উত্তরাপথ—বি. ভারতবর্ষের উত্তরাংশ, আর্যাবর্ত, হিমালয়-সংলগ্ন প্রদেশ। (তু. **দক্ষিণাপথ**)। [সং. উত্তর + পথিন্+অ]।

উত্তরায়ণ—বি. বিষুবরেখা হইতে সূর্যের ক্রমশঃ উত্তরে গমন ; সূর্যের উক্ত গতিকাল (২২শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে জুন)। [সং. উত্তর+অয়ন]। বি. **উত্তরায়ণান্তবৃত্ত**—সূর্যের উত্তরায়ণের সীমানিরূপক কল্পিত রেখা, কর্কটক্রান্তি, Tropic of Cancer।

উত্তরাশা১—বি. উত্তর দিক্। [সং. উত্তর+আশা (=দিক্)]।

উত্তরাশা২—বি. জবাবের প্রত্যাশা। [সং. উত্তর+আশা (৬ষ্ঠীতৎ.)]।

উত্তরাষাঢ়া—বি. নক্ষত্রবিশেষ। [সং. উত্তরা+আষাঢ়া]।

উত্তরাসঙ্গ—বি. উত্তরীয়, উড়ানি। [সং. উত্তর (=ঊর্ধ্বভাগ)+আসঙ্গ]।

উত্তরাস্য—বিণ. উত্তর দিকে মুখ করিয়া আছে এমন। [সং. উত্তর+আস্য]।

উত্তরী—বি. উড়ানি। [সং. উত্তরীয়]।

উত্তরীয়—বি. উড়ানি। [সং. উত্তর+ঈয়]।

উত্তরোত্তর—ক্রি-বিণ. পরপর ; ক্রমশঃ ; (উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি বা অবনতি)। [সং. উত্তর+উত্তর]।

উত্তরোষ্ঠ, উত্তরৌষ্ঠ—বি. উপরের ঠোঁট। [সং. উত্তর +ওষ্ঠ]।

উত্তল—বিণ. যাহার উপরিভাগ উচ্চ ও অর্ধবৃত্তাকার, convex। [সং. উৎ+তল]।

উত্তান—বিণ. ঊর্ধ্বমুখে অবস্থিত, চিৎ। [সং. উৎ+ √তন্ +অ (র্তৃ)। বি. ~পাণি—চিৎ-করা হাত। বি. ~শয়ন—চিৎ হইয়া শোওয়া।

উত্তাপ—বি. তাপ ; উষ্ণতা ; সন্তাপ। [সং. উৎ+তাপ]। বিণ. **উত্তাপিত**—উত্তপ্ত করা হইয়াছে এমন, উষ্ণীকৃত।

উত্তাল—বিণ. অতি উচ্চ (উত্তাল তরঙ্গ) ; উৎকট, ভয়ানক তরঙ্গময় (উত্তাল সমুদ্র) ; বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত (উত্তাল হৃদয়)। [সং. উৎ(=উৎক্রান্ত)+তাল (=সঙ্গতি)]।

উত্তিষ্ঠ—ক্রি. (অনু.) ওঠ। [সং. উৎ+ √স্থা+লোট্ হি]। বি. ~মান—উঠিতে সচেষ্ট ; উদ্যমশীল।

উত্তীর্ণ—বিণ. অতিক্রান্ত ; উল্লঙ্ঘিত ; কৃতকার্য (পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) ; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত (বিপদুত্তীর্ণ)। [সং. উৎ+ √তৃ +ত (র্ম, র্তৃ)]।

উত্তুঙ্গ—বিণ. অতি উচ্চ (উত্তুঙ্গ গিরিশিখর)। [সং. উৎ+তুঙ্গ]।

উত্তুরে—বিণ. উত্তরদিক্স্থ, উত্তরদিক্ হইতে আগত (উত্তুরে বাতাস)। [সং. উত্তর+বাং. ইয়া>এ]।

উত্তেজক—**উত্তেজন** দ্রঃ।

উত্তেজন—বি. উদ্দীপন, উৎসাহদান, কর্মপ্রবৃত্তি সঞ্চারণ। প্রবল বা তীক্ষ্ণ করা। [সং. উৎ+ √তিজ্+অন (ভা)]। বিণ. **উত্তেজক**—প্রেরণাদায়ক ; বিক্ষোভকারী ; উদ্দীপক ; বৃদ্ধিকর ; তীক্ষ্ণতাসাধক। বি. **উত্তেজনা**—উদ্দীপনা, প্রবল প্রেরণা ; চিত্তচাঞ্চল্য (জয়পরাজয়ের উত্তেজনা)। বিণ. **উত্তেজিত**—উত্তেজনাপ্রাপ্ত ; উদ্দীপিত ; প্রবর্তিত।

উত্তোলন—বি. তুলিয়া ধরা ; উঁচু করা ; ঊর্ধ্বে ধারণ বহন বা স্থাপন ; উত্থাপন। [সং. উৎ+ √তুল্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **উত্তোলিত**—উত্তোলন করা হইয়াছে এমন, উন্নমিত, উত্থাপিত।

উত্ত্যক্ত—বিণ. অত্যন্ত বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির। [সং. উৎ+ত্যক্ত]।

উৎত্রাস—বি. সন্ত্রাস, ভয়। সং. উৎ+ √ত্রস্+অ(ভা)]। বি. **উৎত্রাসন**—অতিশয় ত্রস্তকরণ বা ভীতকরণ।

-উত্থ—বিণ. উত্থিত (সমুদ্রোত্থ) ; উৎপন্ন, সঞ্জাত (কুলোত্থ)। [সং. উৎ+ √স্থা+অ (র্তৃ)]।

উত্থান—বি. উঠা, খাড়া হওয়া (গাত্রোত্থান), উন্নতি, অভ্যুদয় ; আবির্ভাব ; বিদ্রোহ। [সং. উৎ+ √স্থা+অন (ভা)]। বি. ~পতন—উঠানামা ; উন্নতি-অবনতি ; হ্রাসবৃদ্ধি। বি. **উত্থানৈকাদশী**—চান্দ্র কার্তিকের শুক্লা একাদশী (এইদিন নারায়ণ যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া ওঠেন)।

উত্থাপন—বি. উত্তোলন ; প্রস্তাবনা, প্রসঙ্গের অবতারণা (প্রস্তাব বা আপত্তি-উত্থাপন), উল্লেখ। [সং. উৎ+ √স্থা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. বি. **উত্থাপক**—উত্থাপনকারী ; প্রস্তাবক ; উত্তোলক। বিণ. **উত্থাপনীয়**—উত্থাপনযোগ্য ; উত্থাপন করিতে হইবে এমন। বিণ. **উত্থাপিত**—উত্থাপন করা হইয়াছে এমন (প্রসঙ্গ উত্থাপিত)।

আদিতে **উত্তর**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **উত্তর** দ্রঃ।

উত্থিত—বিণ. উত্থান করিয়াছে এমন ; ঊর্ধ্বগত ; উদ্‌গত, উৎপন্ন ; উদ্ভূত ; বর্ধিত, উন্নত ; বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। [সং. উৎ+ √স্থা+ত (র্তৃ)]। বি. **উত্থিতি**—উত্থান।

উৎপতন—বি. উদয় ; উত্থান ; ঊর্ধ্বগমন, উড্ডয়ন। [সং. উৎ+পতন]। বিণ. **উৎপতিত**—উদিত ; উত্থিত ; ঊর্ধ্বগত, উড্ডীন।

উৎপত্তি—বি. উদ্ভব, জন্ম, সৃষ্টি, আবির্ভাব, অভ্যুদয়। [সং. উৎ+ √পদ্+তি (ভা)]।

উৎপথ—বি. বিরুদ্ধপথ, অসৎপথ, কুপথ। [সং উৎ+ পথিন্+অ]। বিণ. বি. ~**গামী** (-মিন্)—কুপথে গমনকারী, উন্মার্গগামী।

উৎপদ্যমান—বিণ. জন্মিতেছে বা উৎপন্ন হইতেছে এমন, জায়মান। [সং. উৎ+ √পদ্+মান (শা চ্ র্তৃ)]।

উৎপন্ন—বিণ. জাত, সৃষ্ট, নির্মিত, উদ্ভূত। [সং. উৎ+ √পদ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. ~**মতি**—উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। বি. ~**মতিত্ব**।

উৎপল—বি. পদ্ম ; কুমুদ। [সং. উৎ+ √পল্+অ (র্তৃ)]। বিণ. **উৎপলাক্ষ**—পদ্মতুল্য (সুন্দর) নেত্রবিশিষ্ট কমলনয়ন। বিণ. (স্ত্রী.) **উৎপলাক্ষী**।

উৎপাটন—বি. উন্মূলন, সমূলে উপড়াইয়া ফেলা। [সং. উৎ+ √পট্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **উৎপাটক**—উৎপাটনকারী। বিণ. **উৎপাটনীয়**—উৎপাটনযোগ্য, উৎপাটন করিতে হইবে এমন। বিণ. **উৎপাটিত**—উন্মূলিত।

উৎপাত—বি. উপদ্রব, দৌরাত্ম্য ; ভূমিকম্প ইত্যাদি দৈব বিপদ (উল্কাপাত)। [সং. উৎ+ √পত্+অ (ভা)]।

উৎপাদ$_1$—বিণ. উপরের দিকে পা থাকে যাহার এমন, ঊর্ধ্বপাদ। [সং. উৎ+পাদ (বহু.)]।

উৎপাদ$_2$—বি. উৎপাদিত বস্তু বা উৎপাদনের মোট পরিমাণ, output। [সং. উৎ+ √পদ্+অ (র্ম)]।

উৎপাদন—বি. সৃষ্টি, নির্মাণ, জনন, নির্মিত বস্তু, শিল্পজাতদ্রব্য। [সং. উৎ+ √পদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বি. ~**শুল্ক** বা **অন্তঃশুল্ক**—দেশের মধ্যে নির্মিত বা উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের উপর ধার্য কর বা মাশুল, excise duty। বিণ. বি. **উৎপাদক**—উৎপাদনকারী ; জনক ; সৃজক ; নির্মাতা ; (গণি.) গুণনীয়ক, factor। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **উৎপাদিকা**। বিণ. **উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য**—উৎপাদনযোগ্য, উৎপাদন করা হইবে বা করিতে হইবে এমন। বিণ. **উৎপাদয়িতা** (-তৃ)—উৎপাদক। বিণ. (স্ত্রী.) **উৎপাদয়িত্রী**। বিণ. **উৎপাদিত**—উৎপন্ন করা হইয়াছে এমন। বিণ. **উৎপাদী**—উৎপন্ন হয় বা করে এমন। বিণ. **উৎপাদ্যমান**—উৎপাদিত হইতেছে এমন।

উৎপিঞ্জর—বিণ. পিঞ্জরমুক্ত, বন্ধনমুক্ত। [সং. উৎ+ পিঞ্জর]।

উৎপিপাসু—বিণ. অতিশয় পিপাসাযুক্ত ; উৎকণ্ঠিত। [সং. উৎ+ √পা+সন্+উ]।

উৎপীড়ন—বি. নিগ্রহ ; উত্ত্যক্ত করা ; ক্লেশদান ; উপদ্রব করা বা অত্যাচার করা। [সং. উৎ+পীড়ন]। বিণ. বি. **উৎপীড়ক**—উৎপীড়নকারী। **উৎপীড়িত**—(১) বিণ. উৎপীড়নগ্রস্ত। (২) বি. নিপীড়িত জন ('উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' : কাজি.)।

উৎপ্রাস—বি. পরিহাস ; কৌতুক ; বিদ্রূপ। [সং. উৎ+প্র+ √অস্ (নিক্ষেপার্থক)+অ (ভা)]।

উৎপ্রেক্ষা—বি. অর্থালঙ্কারবিশেষ : ইহাতে উপমেয়কেই উপমান বলিয়া কল্পনা করা হয় (যথা—'সুন্দর মুখে নিলীন হাসিটি তব, বিকচ পদ্মে লাবণ্য অভিনব' : রবীন্দ্র) ; বিচার ; অনুমান, আন্দাজ। [সং.]।

উৎফুল্ল—বিণ. বিকসিত (উৎফুল্ল নয়ন) ; আনন্দে বিহ্বল (আশায় উৎফুল্ল) ; অত্যন্ত প্রফুল্ল, উল্লসিত। [সং. উৎ+ √ফুল্ল+অ (র্তৃ)]।

উৎরাই—**উতরাই**-এর বানানভেদ।

উৎস—বি. যে স্থান হইতে জল নিঃসৃত হয় ; প্রস্রবণ, ঝরনা, ফোয়ারা ; (গৌণ অর্থে) আদি কারণ (প্রেরণার বা সম্পদের উৎস)। [সং. উন্দ্ (আর্দ্রতা)+স (র্তৃ)]। বি. ~**মুখ**—প্রস্রবণের উৎপত্তি-প্রান্ত বা মুখ ; উৎপত্তিস্থান।

উৎসঙ্গ—বি. ক্রোড়, কোল ; পর্বতের সানুদেশ, অধিত্যকা। [সং. উৎ+ √সন্জ্+অ]।

উৎসন্ন, উচ্ছন্ন—বিণ. বিনষ্ট ; বিধ্বস্ত ; অধঃপতিত ; উৎসাদিত। [সং. উৎ+ √সদ্+ত (র্তৃ)]। ক্রি. **উৎসন্ন করা**—উচ্ছেদ করা। ক্রি. **উৎসন্নে** বা **উচ্ছন্নে যাওয়া**—গোল্লায় যাওয়া, অধঃপতিত হওয়া।

উৎসব—বি. আনন্দপূর্ণ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। [সং. উৎ+ √সু+অ (অপ্) -র্তৃ]।

উৎসর্গ—বি. সদুদ্দেশ্যে বা দেবতাকে অর্পণ ; স্বত্বত্যাগ, দান ; পরিত্যাগ (জীবন উৎসর্গ করা) ; কাহারও উদ্দেশ্যে নিবেদন (পুস্তক উৎসর্গ করা) ; প্রতিষ্ঠাকরণ (পুষ্করিণী উৎসর্গ করা)। [সং. উৎ+ √সৃজ্+অ (ভা)]। বি. **উৎসর্গ-পত্র**—গ্রন্থাদির যে পৃষ্ঠায় উহা লিখিতভাবে কাহারও উদ্দেশ্যে নিবেদন বা সমর্পণ করা হয়। **উৎসর্গীকৃত**, (অশু.) **উৎসর্গিত**—উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন ; নিবেদিত।

উৎসর্জন—বি. দান, ত্যাগ। [সং. উৎ+ √সৃজ্+অন (ভা)]। বিণ. **উৎসর্জক**—উৎসর্গকারী। বিণ. **উৎসৃষ্ট**—উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন।

উৎসাদন—বি. উচ্ছেদ, উন্মূলন, উৎপাটন, বিনাশ করা ; তুলিয়া দেওয়া বা বিতাড়ন (পৈতৃক ভিটা হইতে উৎসাদন)। [সং. উৎ+ √সদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **উৎসাদনীয়**—উচ্ছেদের যোগ্য, উৎসাদন করিতে হইবে এমন। বিণ. **উৎসাদিত**—উৎসাদন করা হইয়াছে এমন।

উৎসারণ—বি. দূরীকরণ, অপনয়ন ; ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ, চালন। [সং. উৎ+ √সৃ+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **উৎসারক**—উৎসারণকারী। বিণ. **উৎসারণীয়**—দূরীকরণ বা অপসারণের যোগ্য ; উৎসারণ করিতে হইবে এমন। বিণ. **উৎসারিত**—দূরীকৃত ; উৎক্ষিপ্ত ; চালিত। বিণ. (স্ত্রী.) **উৎসারিতা**।

উৎসাহ—বি. কাজে আগ্রহ, উদ্যম (উৎসাহ থাকা) ; উদ্দীপনা (উৎসাহ দেওয়া), অধ্যবসায়। [সং. উৎ+ √সহ্ +অ (ভা)]। বিণ. ~**ক**—উৎসাহদানকারী। বি. ~**ন**—উৎসাহদান। বিণ. ~**নীয়**—উৎসাহদানের যোগ্য। বি. ~**ভঙ্গ**—উদ্যমনাশ। বিণ. **উৎসাহিত**—উৎসাহ পাইয়াছে এমন। বিণ. **উৎসাহী** (-হিন্)—উৎসাহশীল।

উৎসিক্ত—বিণ. উপরে জলসেচন করা হইয়াছে এমন, উপরিসিক্ত ; গর্বিত, উদ্ধত। [সং. উৎ+সিক্ত]।

উৎসুক—বিণ. আগ্রহান্বিত, ব্যগ্র, উদ্‌গ্রীব। [সং. উৎ (=উদ্যোগ)+ √সু+ক (র্তৃ)]।

উৎসৃষ্ট—বিণ. পরিত্যক্ত। উৎসর্গীকৃত (দেবতার চরণে উৎসৃষ্ট) ; দত্ত, উপহৃত, প্রযুক্ত। [সং. উৎ √সৃজ+ত(র্ম)]।

উৎসেক, উৎসেচন—বি. উপরে সেচন ; উদ্রেক, উত্তেজন ; গর্ব। [সং. উৎ+ √সিচ্+অ, অন (ভা)]। বি. **উৎসেচন-ক্রিয়া**—গাঁজাইয়া তোলা, fermentation।

উথল, উথাল—বিণ. স্ফীত, উচ্ছলিত ; উত্তাল, উত্তুঙ্গ। [সং. উত্তাল]। ক্রি. **উথলা**—উথলিয়া উঠা ; উপচান ; ফাঁপিয়া বা স্ফীত হইয়া উঠা। **উথলান (-নো)**—(১) বি. উথলাইয়া ওঠা। (২) বিণ. উথলাইয়া উঠিয়াছে এমন। বিণ. **উথলিত**—স্ফীত, উদ্বেলিত ; প্লাবিত।

উথলপাথল, উথালপাতাল—বিণ. উলটপালট, বিপর্যস্ত ; বিক্ষুব্ধ। [হি. উথলপথল]।

উদ১—বি. উদ্বিড়াল, ভোঁদড়। [সং. উদ্র]।

উদক্ (-চ্)—(১) অব্য. বি. উত্তর দিক্ দেশ বা কাল। (২) বিণ. উত্তরাভিমুখ। [সং. উৎ+ √অঞ্চ্ (গত্যর্থক) +কিন্ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **উদীচী** দ্রঃ।

উদক, উদ২—বি. জল, বারি। [সং. √উন্দ্ +অক, অ (র্তৃ)]।

উদগ্র—বিণ. ঊর্ধ্বাভিমুখ, তীব্র (উদগ্র সাধনা) ; সুউচ্চ ; উদ্ধত ; তীব্র ; উৎকৃষ্ট। [সং. উৎ+অগ্র]।

উদজ—বিণ. জলজাত। [সং. উদ২+জাত]।

উদজান—বি. জলীয় গ্যাসবিশেষ, হাইড্রোজেন (hydrogen)। [সং. উদ২+ √জন্+অ]।

উদধি—বি. সমুদ্র। [সং. উদ২+ √ধা+ই]।

উদম—বিণ. উদ্দাম ; মুক্ত ; উলঙ্গ ; দুরন্ত। [সং. উদ্দাম—তু. হি. উধম]।

উদয়—বি. আবির্ভাব, উত্থান, প্রথম প্রকাশ (সূর্যোদয়, ভাগ্যোদয়) ; উৎপত্তি, লাভ (ফলোদয়, জ্ঞানোদয়) ; উদ্রেক, সঞ্চার (দয়ার উদয়) ; উৎকর্ষ, উন্নতি (উদয়ের পথে)। [সং. উৎ+ √ই (=গত্যর্থক)+অ (ভা)]। বি. ~**গিরি, উদয়াচল**—পূর্বদিকের যে কল্পিত পর্বত হইতে সূর্যের উদয় হয়। **উদয়াস্ত**—(১) বি. সূর্যের উদয় অর্থাৎ প্রভাত হইতে সূর্যাস্ত অর্থাৎ সন্ধ্যা পর্যন্ত কাল, সারাদিন ; উদয় ও অস্ত। (২) ক্রি-বিণ. দিনভোর। বিণ. **উদয়োন্মুখ**—উদিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন।

উদয়ন—বি. উত্থান, আবির্ভাব ; বিশিষ্ট নৈয়ায়িক (উদয়নাচার্য) ; সংস্কৃত রূপকথার নায়ক, নৃপতিবিশেষ। [সং. উৎ+ √ই+অন (ভা)]।

উদর—বি. পেট, জঠর ; গর্ভ, অভ্যন্তর (পর্বতোদরে)। [সং. উৎ+ √ঋ+অ (র্তৃ, ধি)]। বিণ. ~**পরায়ণ,** ~**সর্বস্ব**—পেটুক, ভোজনক্রিয়াই যাহার সর্বপ্রধান কার্য, ঔদরিক। বিণ. ~**সাৎ**—উদরে গৃহীত, ভক্ষিত। বি. **উদরাধ্মান**—পেটফাঁপা। বি. **উদরান্ন**—পেটের ভাত। বি. **উদরাময়**—পেটের ব্যাধি। বি. **উদরী**—পেটের স্ফীতিমূলক রোগবিশেষ : ইহাতে পেটে জল জমে, dropsy।

উদলা—বিণ. নগ্ন, অনাবৃত। [দেশী]।

উদাত্ত—বিণ. সঙ্গীতের স্বরভেদ ; (বেদগানের) উচ্চস্বরবিশেষ ; মহান্ (উদাত্তচরিত্র) ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। [সং. উৎ+আ+ √দা+ত (র্ম)]।

উদান—বি. দেহস্থ পঞ্চবায়ুর অন্যতম, কণ্ঠস্থিত বায়ু। [সং. উৎ+ √অন্+অ (ণে)]।

উদাম—**উদম**-এর রূপভেদ।

উদার—বিণ. মহৎ, উচ্চ, প্রশস্ত (উদারহৃদয়, উদার আকাশ) ; দানশীল, বদান্য ; করুণাপূর্ণ ; সরলতাবিশিষ্ট সঙ্কীর্ণতাশূন্য (উদার প্রকৃতি, উদার নীতি)। [সং. উৎ+আ+ √ঋ+অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**। বিণ. ~**চরিত্র**—চরিত্রে উদারতা আছে এমন। বি. ~**নীতি**—সঙ্কীর্ণতাবর্জিত নীতি, liberalism। বিণ. ~**নীতিক,** ~**নৈতিক**—উদার নীতি মানে এমন, liberal। বিণ. **উদারমতি, উদারমনাঃ**—যাহার মন উদার। বিণ. ~**স্বভাব**—স্বভাবে মহত্ত্ব আছে এমন।

উদারা—বিঃ সঙ্গীতের নিম্নসপ্তকের সুর। [?]।

উদাস—(১) বি. (বিরল) বিষয়বিতৃষ্ণা ; বৈরাগ্য। (২) বিণ. উদাসীন, আসক্তিহীন, বিষয়বিতৃষ্ণ ; আকুল, এলোমেলো (উদাস বাতাস) ; বিষণ্ণ, উন্মনা (উদাস মূর্তি)। [সং.]।

উদাসী (-সিন্)—(১) বিণ. আসক্তি-বর্জিত ; নির্লিপ্ত। (২) বি. সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. উদাস =(বিষয়বিতৃষ্ণা)+ইন্ (অস্ত্যর্থে)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **উদাসিনী**। বি. **উদাসিতা**।

উদাসীন—বিণ. নিরপেক্ষ, নিঃসম্পর্ক ; অনাসক্ত ; বিষয়বিরত হইয়া ধর্মচিন্তায় রত, বৈরাগী। [সং. উৎ+আসীন (√আস্+আন)]। বিণ. (স্ত্রী.) **উদাসীনা**।

উদাহরণ—বি. দৃষ্টান্ত, নিদর্শন ; বক্তব্য বিশদ করিবার জন্য বা তাহার সমর্থনের জন্য অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ [সং. উদ্+আহরণ]। বিণ. **উদাহৃত**—দৃষ্টান্তস্বরূপে কথিত ; উল্লিখিত।

উদিত১—বিণ. উত্থিত ; উৎপন্ন ; প্রকাশিত ; আবির্ভূত। [সং. উৎ+ √ই+ত (র্তৃ)]।

উদিত২—বিণ. উক্ত, উল্লিখিত (তু. **অনূদিত**)। [সং. √বদ্+ত (র্ম)]।

উদীচী—বি. উত্তরদিক্। [সং. উদচ্+ঈ (স্ত্রী.)]। **উদীচী ঊষা**—Aurora Borealis। বিণ. ~**ন, উদীচ্য**—উত্তরদিকস্থ।

ন—বিণ. উদিত হইতেছে এমন (উদীয়মান সূর্য): প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে এমন (উদীয়মান কবি)। [সং. উৎ+ √ঈ (গত্যর্থক)+মান (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **উদীয়-মানা**।

উদীরণ—বি. উচ্চারণ; কথন; উদ্দীপন; প্রেরণ। [সং. উৎ+ √ঈর্‌+অন (ভা)]। বিণ. **উদীরিত**—উচ্চারিত; কথিত; উদ্দীপিত; প্রেরিত।

উডুম্বর—বি. যজ্ঞডুমুর বা তাহার গাছ। [সং.]।

উদূখল, উলূখল—বি. উখলি; যে পাত্রের মধ্যে শস্যাদি রাখিয়া মুষলপ্রহারদ্বারা পরিষ্কার করা হয়। [সং.]।

উদো, উধো—বিণ. নির্বোধ। [দেশী]। **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে**—একজনের কৃত কার্যের দায়িত্ব অন্যায়-ভাবে বা অজ্ঞাতসারে অপরের উপরে আরোপ করা।

উদোম—**উদম**-এর বানানভেদ।

উদ্‌গত—বিণ. উদ্ভূত, উৎপন্ন; বহির্গত; উত্থিত (উদ্‌গত অশ্রু)। [সং. উৎ+ √গম্‌+ত (র্তৃ)]।

উদ্‌গম—বি. উদ্ভব, উদয়; উত্থান। [সং. উৎ+ √গম্‌+

উদ্‌গাতা (-তৃ)—(১) বি. সামবেদগায়ক। (২) বিণ. উচ্চরবে গীতকারী (মুক্তিমন্ত্রের উদ্‌গাতা)। [সং. উৎ+ √গৈ+তৃ (তৃচ্‌) -র্তৃ -১ব]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **উদ্‌-গাত্রী**।

উদ্‌গার—বি. ঢেকুর; বমন; নিঃসারণ (ধূমোদ্‌গার)। [সং. উৎ+ √গৄ+অ (ভা)]। বি **উদ্‌গিরণ**—ঢেকুর তোলা; বমন; নিঃসারণ, নির্গমন (অগ্নি-উদ্‌গিরণ)। বিণ. **উদ্‌গীরিত**—বমিত; নিঃসারিত; (ব্যঙ্গে) উচ্চারিত।

উদ্‌গীত—বিণ. উচ্চকণ্ঠে বা উদাত্তস্বরে গীত। [সং. উৎ+ গীত]। বি. **উদ্‌গীতি**—উচ্চকণ্ঠে বা উদাত্তস্বরে গান।

উদ্‌গীথ—বি. সামগান। সোমযাগের প্রস্তাবনায় প্রার্থনা-সঙ্গীত। [সং. উৎ+ √গৈ+থ (র্ম)]।

উদ্‌গীর্ণ—বিণ. উদ্গিরণ করা বা বমি করিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন; নিঃসৃত। [সং. উৎ+গৄ+ত(র্ম)]।

উদ্‌গ্রীব—বিণ. অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত। [সং. উৎ+গ্রীবা]।

উদ্‌ঘাটন—বি. উন্মোচন, অনাবৃত করা; উন্মুক্ত করা (দ্বার উদ্‌ঘাটন); প্রকাশ করা। [সং. উৎ+ √ঘট্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)]। বি. বিণ. **উদ্‌ঘাটক**—উদ্‌ঘাটন-কারী; উন্মোচক; প্রকাশক। বিণ. **উদ্‌ঘাটিত**—উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে এমন (সত্য সংবাদ বা রহস্য উদ্‌ঘাটিত)।

উদ্দণ্ড—(১) বি. উত্তোলিত দণ্ড। (২) বিণ. দণ্ড উত্তোলিত করিয়াছে এমন; উৎকটদণ্ডধারী; দণ্ডবিধানে তৎপর; প্রতাপান্বিত। [সং. উৎ+দণ্ড]।

উদ্দাম—বিণ. দুর্দমনীয় (উদ্দাম বেগ), অত্যন্ত প্রবল; উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, বন্ধনহীন; স্বেচ্ছাবিহারী। [সং. উৎ (উৎক্রান্ত)+দাম (দামন্‌=বন্ধনরজ্জু)]। বি. ~**তা**।

উদ্দিষ্ট—বিণ. লক্ষীকৃত; অভীষ্ট; যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে। [সং. উৎ+ √দিশ্‌+ত (র্ম)]।

উদ্দীপন—বি. উত্তেজন, প্রজ্বলন; প্রকাশ করা· সঞ্চার (করুণা-উদ্দীপন)। [সং. উৎ+দীপন]। বিণ. **উদ্দীপক**—উত্তেজক; বর্ধক; দীপ্তিকারক; প্রকাশক। বি. **উদ্দীপনা**—উত্তেজনা, উৎসাহ, প্রেরণা (ধর্মভাবের উদ্দীপনা)। বি. **উদ্দীপনীয়**—উদ্দীপনযোগ্য। বিণ. **উদ্দীপিত**—উত্তেজিত; প্রজ্বালিত; প্রকাশিত; বর্ধিত।

উদ্দীপ্ত—বিণ. জ্বলিয়া উঠিয়াছে এমন, প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত; আলোকিত; উত্তেজিত (কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করা)। [সং. উৎ+দীপ্ত]।

উদ্দেশ—বি. লক্ষ্য (উদ্দেশ করিয়া বলা); অন্বেষণ, খোঁজ, সন্ধান (উদ্দেশে বাহির হওয়া); মতলব, উদ্দেশ্য (কি উদ্দেশে আসা); বার্তা, সংবাদ (উদ্দেশ লওয়া); ঠিকানা (উদ্দেশ জানা); স্মরণ (দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা)। [সং. উৎ+ √দিশ্‌+অ (ভা)]। বিণ. ~**ক**—উদ্দেশকারী।

উদ্দেশ্য—(১) বিণ. উদ্দেশ করা হইয়াছে বা হয় এমন; অভিপ্রেত। (২) বি. অভিপ্রায়, মতলব, অভিসন্ধি, লক্ষ্য; তাৎপর্য; (ব্যাক.) বাক্যে যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় (তু. **বিধেয়**)। [সং. উৎ+ √দিশ্‌+য (র্ম)]।

উদ্ধত—বিণ. অবিনীত, ধৃষ্ট, স্পর্ধিত; উগ্র; দুর্দান্ত, গর্বিত; গোঁয়ার। [সং. উৎ+ √হন্‌+ত (র্তৃ)]। বি. **ঔদ্ধত্য** দ্রঃ। বিণ. ~**স্বভাব**—স্বভাবে ঔদ্ধত; বা উগ্রতা আছে এমন।

উদ্ধরণ—বি. উদ্ধার, উদ্ধার করা; উত্তোলন; কোন লেখা বা উক্তির অংশের উল্লেখ করা (রচনা হইতে উদ্ধরণ)। [সং. উৎ+ √ধৃ+অন (ভা)]।

উদ্ধার—বি. পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি (উদ্ধার লাভ করা কার্যোদ্ধার); উত্তোলন, উন্নয়ন (পঙ্কোদ্ধার, পতিতো-দ্ধার); (অপহৃত নষ্ট বিস্মৃত ইত্যাদি বস্তু বা বিষয়ের) পুনরধিকার (লুপ্তোদ্ধার); কোন রচনা বা উক্তির অংশের উল্লেখ। [সং. উৎ+ √হৃ, ধৃ+অ (ভা)]। বিণ. বি. **উদ্ধারক**—উদ্ধারকারী। বি. **উদ্ধার-চিহ্ন**—" " এই উলটা কমার চিহ্ন, inverted commas বা sign of quotation।

উদ্ধৃত—বিণ. উত্তোলিত; পুনরধিকৃত; মোচিত; কোন রচনা বা উক্তি হইতে গৃহীত। [সং. উৎ+ √ধৃ বা হৃ+ত (র্ম)]। বি. **উদ্ধৃতি**—উত্তোলন; মোচন; কোন রচনা বা উক্তি হইতে আহরণ।

উদ্বন্ধন—বি. (আত্মহত্যার জন্য) গলায় দড়ি দিয়া ঊর্ধ্বে বন্ধন; ফাঁসি। [সং. উৎ+বন্ধন]। বি. **উদ্বন্ধন-রজ্জু**—ফাঁসির দড়ি।

উদ্বমন—বি. উদ্গিরণ, বমন। [সং. উৎ+বমন]।

উদ্বর্ত—(১) বি. প্রয়োজন-নির্বাহের পর অবশিষ্ট অংশ, উদ্বৃত্ত অংশ; আধিক্য। (২) বিণ. খরচের পর বাকি আছে এমন, উদ্বৃত্ত; অতিরিক্ত। [সং. উৎ+ √বৃত্‌+অ (ভা)]।

উদ্বর্তন১—বি. উন্নতি; জীবনসংগ্রামে বা প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকিয়া থাকা, survival (যোগ্যতমের উদ্বর্তন =survival of the fittest); (সর্বাঙ্গীণ) উন্নতি বা

প্রসার, development। [সং. উৎ+√বৃত্+অন]।

উদ্বর্তন₂—বি. গন্ধদ্রব্যাদিদ্বারা বিলেপন ; বিলেপন-দ্রব্য ('রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি-উদ্বর্তন' : চৈ. চ.)। [সং. উৎ+বৃত্+ণিচ্+অন (ভা, ণে)]।

উদ্বায়ী (-য়িন্)—বিণ. বাতাসে উবিয়া যায় এমন, volatile [বি. প.]। [সং. উৎ+ √বা+ইন্ (র্তৃ)]।

উদ্বাসন—বি. ত্যাগ, বিসর্জন ; স্বদেশ পরিত্যাগ বা তথা হইতে বিতাড়িত হওয়া, evacuation [স. প.]। [সং. উৎ+ √বস্+ণিচ্+অন (ভা)]।

উদ্বাস্তু—বিণ. বি. বাস্তুভিটা বা বসতবাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য (দেনার দায়ে উদ্বাস্তু) : বাসভূমি হইতে বিচ্যুত বা বিতাড়িত, এরূপ ব্যক্তি, evacuee [স. প.]। [সং. উৎ+বাস্তু]।

উদ্বাহ—বি. বিবাহ, পরিণয়। [সং. উৎ+ √বহ্+অ (ভা)]।

উদ্বাহন—বি. বিবাহদান, উদ্ধারসাধন। [সং. উৎ+ √বহ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **উদ্বাহিত**—বিবাহিত, পরিণীত।

উদ্বাহু—বিণ. ঊর্ধ্ববাহু, উত্তোলিত বাহুবিশিষ্ট। [সং উৎ+বাহু]।

উদ্বিগ্ন—বিণ. দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত। [সং. উৎ+ √বিজ্+ত (র্তৃ)]।

উদ্বিড়াল—বি. ভোঁদড়। [সং.]।

উদ্বুদ্ধ—বিণ. প্রবুদ্ধ (মহান্ আদর্শে বা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ) ; জাগরিত, চেতনাপ্রাপ্ত। [সং. উৎ+ √বুধ্+ত (র্ম)]।

উদ্বৃত্ত—বিণ অতিরিক্ত, বাকি ; বাড়তি (উদ্বৃত্ত অর্থ, জমি, সময়)। [সং. উৎ+ √বৃত্+ত (র্তৃ)]।

উদ্বেগ—বি. উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, সংশয়জনিত ব্যাকুলতা। [সং. উৎ+ √বিজ্+অ]।

উদ্বেজক—বিণ. উদ্বেগজনক ; কষ্টকর ; বিরক্তিকর। [সং. উৎ+ √বিজ্+অক (র্তৃ)]। বি. **উদ্বেজন**—উদ্বেগ ; উদ্বিগ্ন বা উত্যক্ত করা। বিণ. **উদ্বেজিত**—উদ্বেজন করা হইয়াছে এমন, উত্যক্ত।

উদ্বেজয়িতা (-তৃ)—বিণ. উদ্বেগসৃষ্টিকারী। [সং. উৎ+ √বিজ্+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **উদ্বেজয়িত্রী**।

উদ্বেল—বিণ. উচ্ছলিত (উদ্বেল অশ্রু, উদ্বেল আবেগ), উথলিত ; বেলাভূমি বা তীর অতিক্রম করিয়াছে এমন। [সং. উৎ (=উৎক্রান্ত)+বেলা]। বিণ. **উদ্বেলিত**—উদ্বেল হইয়াছে এমন, ব্যাকুলীকৃত (উদ্বেলিত হৃদয়)।

উদ্বোধ—বি. বোধোদয়, জ্ঞানের উন্মেষ ; বিস্মৃত বিষয়ের স্মরণ। বিণ. বি. **উদ্বোধক**—উদ্বোধনকারী, উদ্দীপক ; স্মারক।

উদ্বোধন—বি. জ্ঞান বা বোধের উদ্রেক ; চেতনা-সঞ্চার; জাগরণ ; যাহা জানাইয়া দেয়(উদ্বোধন-বক্তৃতা, -সঙ্গীত)। [সং. উৎ+ √বুধ্+ণিচ্+অন (ভা)]।

উদ্ব্যক্ত—বিণ. জোর বা ঝোঁক দিয়া প্রকাশিত, emphatic (বুদ্ধ.)। [সং. উৎ+ব্যক্ত]। বি. **উদ্ব্যক্তি**—প্রকাশে জোর বা ঝোঁক, emphasis।

উদ্ভট—বিণ. (বিরল) উদার ; অজ্ঞাত লেখকের রচিত কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ (উদ্ভট কবিতা) ; গ্রন্থবহির্ভূত (উদ্ভট শ্লোক) ; (ধাং.) উৎকট (উদ্ভট কল্পনা) ; অদ্ভুত, আজগবি (উদ্ভট কাণ্ড)। [সং.]। বিণ. **উদ্ভট্টি, উদ্ভট্টী**—অদ্ভুত, আজগবি ; অশ্রুতপূর্ব।

উদ্ভব—(১) বি. উৎপত্তি, জন্ম (সমস্যার উদ্ভব, নব ধর্মের উদ্ভব)। (২) বিণ. উৎপন্ন। [সং. উৎ+ √ভূ+অ]।

উদ্ভাবন, উদ্‌ভাবনা—বি. আবিষ্করণ (উপায়-উদ্ভাবন), বিরচন, উৎপাদন ; পরিকল্পন (নব নব যন্ত্রের বা শিল্পসামগ্রীর উদ্ভাবন)। [সং. উৎ+ √ভূ+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. বি. **উদ্ভাবক**—পরিকল্পনাকারী ; আবিষ্কারক ; রচয়িতা। বিণ. **উদ্ভাবনীয়, উদ্ভাব্য**—উদ্ভাবনযোগ্য। বিণ. **উদ্ভাবিত**—উদ্ভাবন করা হইয়াছে এমন।

উদ্ভাস—বি. প্রকাশ, বিকাশ ; দীপ্তি, শোভা। [সং. উৎ+ √ভাস্+অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—উদ্ভাসনকারী। বি. **~ন**—আলোকিতকরণ, উদ্দীপন ; উজ্জ্বলীকরণ ; প্রকাশন। বিণ. **উদ্ভাসিত**—উদ্ভাসন করা হইয়াছে এমন (জ্যোতি বা মহিমা উদ্ভাসিত)।

উদ্ভিজ্জ—(১) বি. যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তরুলতা-গুল্মাদি। (২) বিণ. উদ্ভিদ্-জাত (উদ্ভিজ্জ খাদ্যপ্রাণ)। [সং. উদ্ভিদ্+ √জন্+অ (র্তৃ)]। বি. **উদ্ভিজ্জাণু**—চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্। বিণ. বি. **উদ্ভিজ্জাশী** (-শিন্)—উদ্ভিদ্‌ভোজী ; নিরামিষাশী।

উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ—বিণ. বি. তৃণ-লতা-গুল্মাদি যাহা মাটি ভেদ করিয়া জন্মে, তাহাদের অঙ্কুর। [সং. উৎ+ √ভিদ্+কিপ্. অ (র্তৃ)]। বি. **উদ্ভিদণু**—উদ্ভিজ্জাণু। বি. **~বিদ্যা**—উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, botany।

উদ্ভিন্ন—বিণ. অঙ্কুরিত ; প্রকাশিত, বিকশিত (উদ্ভিন্ন-যৌবনা) ; (সচ. মৃত্তিকা) ভেদ করিয়া উত্থিত। [সং. উৎ+ √ভিদ্+ত (র্তৃ)]।

উদ্ভূত—বিণ. উৎপন্ন ; জাত (লোভ হইতে উদ্ভূত) ; প্রকাশিত ; উদিত। [সং. উৎ+ √ভূ+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **উদ্ভূতা**।

উদ্ভেদ—বি. প্রকাশ, বিকাশ, প্রকটন ; প্রস্ফুটন (পুষ্পোদ্ভেদ) ; উদ্‌গম (অঙ্কুরোদ্ভেদ) ; আবিষ্কার (অর্থোদ্ভেদ)। [সং. উৎ+ √ভিদ্+অ (ভা)]। বিণ. **উদ্ভেদী** (-দিন্)—মৃত্তিকাদি ভেদ করিয়া ওঠে এমন।

উদ্‌ভ্রম—বি. বুদ্ধিভ্রংশ ; উদ্বেগ, আকুলতা। [সং. উৎ+ √ভ্রম্+অ (ভা)]।

উদ্‌ভ্রান্ত—বিণ. ব্যাকুল, বিহ্বল ; (উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে), উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত ; হতজ্ঞান ; উচ্ছৃঙ্খলভাবে বা বিনা-উদ্দেশ্যে বিচরণকারী। [সং. উৎ+ √ভ্রম্+ত]।

উদ্যত—বিণ. উপক্রমকারী, উন্মুখ (রণোদ্যত) ; প্রবৃত্ত (কর্তব্যপালনে উদ্যত) ; উদ্যমশীল ('উদ্যত কর জাগ্রত কর' : রবীন্দ্র) ; উত্তোলিত (উদ্যত তরবারি)। [সং. উৎ+ √যম্+ত (র্তৃ, র্ম)]। বি. **উদ্যতি**—উদ্যম, উদ্যোগ।

উদ্যম—বি. উৎসাহ, অধ্যবসায় ; প্রযত্ন ; উদ্যোগ ; উপ-

ক্রম (কর্মের উদ্যম)। [সং. উৎ+ √যম্+অ (ভা)]। বিণ. **উদ্যমী** (-মিন্)—উদ্যমশীল।

উদ্যান—বি. বাগান, বাগিচা, উপবন। [সং. উৎ+ √যা +অন (অধি)]। বিণ. বি. **~পাল, ~পালক, ~রক্ষক**—উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা তত্ত্বাবধায়ক, মালী। বি. **~বাটী**—বাগান-বাড়ি দ্রঃ।

উদ্‌যাপন—বি. ব্রত-সমাধান, সম্পাদন, সমাপন, নির্বাহ। [সং. উৎ+যাপন]। বিণ. **উদ্‌যাপিত**—উদ্‌যাপন বা সম্পন্ন করা হইয়াছে এমন।

উদ্‌যুক্ত, উদ্যুক্ত—বিণ. উদ্যোগবিশিষ্ট; চেষ্টিত; যত্নবান্। [সং. উৎ+ √যুজ্+ত (র্তৃ)]।

উদ্যোগ—বি. উপক্রম, আয়োজন; উদ্যম, চেষ্টা, (হিন্দী হইতে গৃহীত অর্থে) শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদন বা উৎপাদনের চেষ্টা ('গ্রামোদ্যোগ'), industry। [সং. উৎ+ √যুজ্+ অ (ভা)]। বিণ. **উদ্যোগী** (-গিন্)—যত্নশীল; উৎসাহী (উদ্যোগী পুরুষ)। বিণ. **উদ্যোক্তা** (-কৃ)—আয়োজনকারী; উদ্যোগকারী।

উদ্র—বি. উদ্বিড়াল। [সং]।

উদ্রিক্ত—বিণ. উদ্রেক করা হইয়াছে এমন: সঞ্চারিত, উত্তেজিত। [সং. উৎ+ √রিচ্+ত (র্ম)]।

উদ্রেক—বি. সঞ্চার, উদয় (ক্ষুধার বা চেতনার উদ্রেক); উত্তেজন (দয়ার উদ্রেক করা)। [সং. উৎ+ √রিচ্+অ (ভা)]।

উধাও, উধাউ—(১) বি. ঊর্ধ্বে ধাবন ('উধাও করিয়া আইল পাটানগর': গো. গী)। (২) বিণ. অদৃশ্য, নিরুদ্দেশ; ঊর্ধ্বে দৃষ্টির বহির্ভূত। [সং. উদ্ধাবন]।

উধার—বি. ঋণ, কর্জ। [সং. উদ্ধার]।

উধারা—**উদ্ধার করা**-র কোমল রূপ।

উধো, উন, উনন—যথাক্রমে **উদো উন** ও **উনান** দ্রঃ।

উনপাঁজুরে—বিণ. যাহার পাঁজর 'উন' বা ন্যূনবল; হতভাগ্য; দুর্বল। [বাং. উন+পাঁজর+ইয়া>এ]।

উনা—**উন** দ্রঃ।

উনান, (চলিত) **উনন, উনুন**—বি. চুল্লী, চুলা, আখা। [সং. উদ্ধ্মান]। বি.(স্ত্রী.) **~মুখী**—পোড়ামুখী, গালিবিশেষ।

উনি—সর্ব. (সম্ভ্রমার্থে) সম্মুখস্থ ব্যক্তি, ঐ ব্যক্তি, তিনি। [সং. অদস্]।

উনিশ—বি. বিণ. ১৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. উনবিংশতি]। বি. বিণ. **উনিশে**—মাসের উনবিংশ দিবস বা তারিখ।

উনুন, উনো—যথাক্রমে **উনান** ও **উন** দ্রঃ।

উন্নত—বিণ. শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন; ভাগ্যবান্; উচ্চ (উন্নতমস্তক); মহৎ, উদার (উন্নতমনা); শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রাচুর্যবিশিষ্ট (উন্নত দেশ, developed country, যেমন ব্রিটেন, আমেরিকা ইত্যাদি)। [সং. উৎ+নত]। বি. **উন্নতি**—শ্রীবৃদ্ধি; উচ্চ বা সমৃদ্ধ অবস্থা, সৌভাগ্য; অভ্যুদয়; উচ্চতা।

উন্নদ্ধ—বিণ. ঊর্ধ্বে বদ্ধ বা সংযত (উন্নদ্ধ বেণী); স্ফীত। [সং. উৎ+ √নহ্+ত]।

উন্নমন—বি. উত্তোলন, ঊর্ধ্বে স্থাপন, উন্নতি। [সং. উৎ+ √নম্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **উন্নমিত**—উন্নমন করা হইয়াছে এমন।

উন্নয়ন—বি. উত্তোলন; উন্নতিসাধন; উন্নতি। বিণ. **~শীল**—শক্তিবৃদ্ধি ও বৈষয়িক উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট কিন্তু যথার্থ উন্নত নয় (উন্নয়নশীল দেশ, developing country, যেমন ভারত, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি)। [সং. উৎ+ √নী+অন (ভা)]।

উন্নাসিক—বিণ. অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে বা বাঁকায় এমন; সব-কিছুকেই তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করে এমন। [সং. উৎ+নাসা+ইক]। বি. **~তা**—উন্নাসিক ব্যক্তির আচরণ বা মনোভাব।

উন্নিদ্র—বিণ. নিদ্রাহীন, বিনিদ্র; সতর্ক। [সং. উৎ+ নিদ্রা]। বি. **উন্নিদ্রা**—নিদ্রাহীনতা; সতর্কতা।

উন্নীত—বিণ. উত্তোলিত, ঊর্ধ্বে নীত; উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে এমন (উচ্চ স্তরে বা শ্রেণীতে উন্নীত), অভ্যুদিত। [সং. উৎ+নীত]।

উন্নেতা (-তৃ)—বিণ. উন্নীত করে বা ঊর্ধ্বে লইয়া যায় এমন; উন্নয়নকারী। [সং. উৎ+ √নী+তৃ (র্তৃ)]।

উন্মগ্ন—বিণ. ডুব-জল হইতে উত্থিত। [সং. উৎ+ √মসজ্+ত (র্তৃ)]।

উন্মজ্জন—বি. ডুব-জল হইতে উত্থান; ভাসা। [সং. উৎ+ √মসজ্+অন (ভা)]।

উন্মত্ত—বিণ. পাগল, ক্ষিপ্ত, বাতুল; উত্তেজিত; হিতাহিত-জ্ঞানহারা; অতিশয় আসক্ত; আত্মহারা। [সং. উৎ+মত্ত]। বিণ. (স্ত্রী.) **উন্মত্তা**। বি. **~তা**।

উন্মথন—বি. মন্থন, ভালভাবে ঘোঁটা; মর্দন; হনন। [সং. উৎ+মথন]। বিণ. **উন্মথিত**—মন্থন করা হইয়াছে এমন; আলোড়িত; বাহিরের আকর্ষণের ফলে উদ্বেলিত বা উত্তেজিত ('উন্মথিত যৌবন': রবীন্দ্র)।

উন্মদ—বিণ. প্রমত্ত, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত। [সং. উৎ+ √মদ্+ অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **উন্মদা**।

উন্মন—বিণ. অন্যমনস্ক; উদ্বেগযুক্ত ('উন্মন হইয়া ভাবেন ব্যাস': ভা. চ.)। [সং. উৎ+মনস্]।

উন্মনাঃ (-নস্), (চলিত) **উন্মনা**—বিণ. উৎকণ্ঠিতচিত্ত, ব্যাকুল; অন্যমনস্ক আনমনা; (বিরল) উদাস। [সং. উৎ+মনস্]।

উন্মন্থন, উন্মন্থ—বি. আলোড়ন, মন্থন, হনন। [সং. উৎ+মন্থন, মন্থ]।

উন্মাদ—(১) বি. উন্মত্ততা, বায়ুরোগ, পাগলামি (উন্মাদগ্রস্ত)। (২) বিণ. ক্ষিপ্ত; হিতাহিতজ্ঞানহারা; প্রচণ্ড (উন্মাদ বেগ)। [সং. উৎ+ √মদ্+অ (ভা, র্তৃ)]।

উন্মাদন—(১) বি. চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি; উন্মত্ত করা, প্রমত্ত করা। (২) বিণ. যদ্দ্বারা উন্মত্ত করা যায় এমন, উন্মত্ততা-সম্পাদক (উন্মাদন-রূপরাশি)। [সং. উৎ+ √মদ্+ণিচ্ +অন (ভা)]। বিণ. **উন্মাদক**—উন্মত্ততা জন্মায় এমন, মত্ততাকারক। বিঃ **উন্মাদনা**—উত্তেজনা; প্রবল উৎসাহ; চিত্ত-বিক্ষোভ। বিণ. **উন্মাদিত**—উন্মত্ত করা হইয়াছে এমন; উন্মাদযুক্ত। বিণ. **উন্মাদী** (-দিন্)—

উন্মাদযুক্ত, প্রমত্ত [সং. উন্মাদ+ইন্]; উন্মত্তকারী, উন্মাদক (চিত্তোন্মাদী) [সং. উৎ+√মদ্+ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **উন্মাদিনী**।

উন্মান—বি. পরিমাণবিশেষ; দ্রোণপরিমাণ। [সং. উৎ+√মা+অন (ভা)]।

উন্মার্গ—(১) বি. অসৎ বা রীতিবিরুদ্ধ পথ; ভ্রষ্টাচার। (২) বিণ. কুপথগামী; কদাচারী। [সং. উৎ+মার্গ]। বিণ. ~**গামী** (-মিন্)—কুপথগামী, অসদাচারী।

উন্মিষিত—উন্মেষ দ্রঃ।

উন্মীলন—বি. চোখ খোলা; উন্মেষ; প্রকাশ। [সং. উৎ+√মীল্+অন (ভা)]। বিণ. **উন্মীলিত**—(যাহার) উন্মীলন হইয়াছে এমন; প্রকাশিত; বিকসিত, উন্মেষিত; উদ্ঘাটিত।

উন্মুক্ত—বিণ. খোলা, অবরোধমুক্ত (উন্মুক্ত গতি); খালাস, মুক্তিপ্রাপ্ত (কারাগার হইতে উন্মুক্ত); অনাবৃত (উন্মুক্ত গগন); বন্ধনহীন, উদার, অকপট (উন্মুক্ত প্রাণ, উন্মুক্ত চিত্ত)। [সং. উৎ+মুক্ত]। বি. ~**তা**।

উন্মুখ—বিণ. ব্যগ্র, উৎসুক (শুনিবার আশায় উন্মুখ); উদ্যত (পতনোন্মুখ); প্রবৃত্ত, তৎপর। [সং. উৎ+মুখ]। বি. ~**তা**।

উন্মূল—বিণ. উন্মূলিত, সমূলে উৎপাটিত। [সং. উৎ+মূল]। বি. **উন্মূলন**—সমূলে উৎপাটন; উচ্ছেদ; বিনাশ। বিণ. **উন্মূলিত**—উন্মূলন করা হইয়াছে এমন। বিণ. **উন্মূলয়িতা** (-তৃ)—উন্মূলনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **উন্মূলয়িত্রী**।

উন্মেষ, উন্মেষণ—বি. উন্মীলন; উদ্রেক, সঞ্চার; ঈষৎ প্রকাশ; উদ্ভব (সভ্যতার বা জ্ঞানের উন্মেষ)। [সং. উৎ+√মিষ্+অ, অন (ভা)]। বিণ. **উন্মিষিত, উন্মেষিত**—উন্মেষপ্রাপ্ত; বিকসিত, উন্মীলিত।

উন্মোচন—বি. খুলিয়া ফেলা; বন্ধন বা আবরণ মুক্ত করা; মুক্তিদান। [সং. উৎ+মোচন]। বিণ. **উন্মোচিত**—উন্মোচন করা হইয়াছে এমন।

উপ-—অব্য. নৈকট্য, উৎকর্ষ, সাদৃশ্য, ন্যূনতা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ (উপকূল, উপভোগ, উপবন, উপগ্রহ)।

উপকণ্ঠ—বি. গ্রামাদির প্রান্ত, উপান্ত; সমীপ, নিকট। [সং. উপ+কণ্ঠ]।

উপকথা—বি. উপাখ্যান, রূপকথা, গল্প। [উপ+কথা]।

উপকরণ—বি. উপাদান (ইতিহাসের, জীবনযাত্রার উপকরণ), যদ্দ্বারা কিছু প্রস্তুত হয় বা কোন কার্য সম্পন্ন হয়; পূজার নৈবেদ্যাদি, উপচার। [সং. উপ+√কৃ+অন (ণে)]।

উপকর্তা (র্তৃ)—বিণ. উপকারক। [সং. উপ+√কৃ+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **উপকর্ত্রী**।

উপকার—বি. মঙ্গলসাধন; কল্যাণ; সাহায্য; অনুগ্রহ। [সং. উপ+√কৃ+অ (ভা)]। বিণ. ~**ক, উপকারী** (-রিন্)—উপকার করে এমন, উপকর্তা। বিণ. (স্ত্রী.) **উপকারিকা, উপকারিণী**। বি. **উপকারিতা**—উপকারসাধনের ক্ষমতা, উপযোগিতা। বিণ. **উপকার্য**—উপকারলাভের যোগ্য।

উপকূল—বি. সমুদ্র নদী প্রভৃতির তীরের নিকটবর্তী স্থান, বেলাভূমি। [সং.]।

উপকৃত—বিণ. উপকারপ্রাপ্ত। [সং. উপ+√কৃ+ত (র্ম)]। বি. **উপকৃতি**।

উপক্রন্তা (-ন্তৃ)—বিণ উপক্রমকারী, আরম্ভকর্তা। [সং. উপ+√ক্রম্+তৃ (র্তৃ)]।

উপক্রম—বি. উদ্যোগ; চেষ্টা; আরম্ভ, সূত্রপাত (কলহের উপক্রম, ভাঙবার উপক্রম)। [সং. উপ+√ক্রম্+অ (ভা)]। বি. ~**ণিকা**—আরম্ভ, সূত্রপাত; ভূমিকা, মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা। বিণ. ~**ণীয়**—আরম্ভ করার যোগ্য। বিণ. **উপক্রান্ত**—আরম্ভ হইয়াছে এমন, আরব্ধ।

উপক্রিয়া—বি. উপকার। [সং. উপ+ক্রিয়া]।

উপক্ষয়—বি. ক্ষতি, অপচয়, হানি। [সং. উপ+ক্ষয়]।

উপক্ষার—বি. নাইট্রোজেনযুক্ত মৌলিক পদার্থবিশেষ, alkaloid [বি. প.]। [সং. উপ+ক্ষার]।

উপগত—বিণ. উপস্থিত; সন্নিহিত; সংঘটিত, আসক্ত; কৃতমৈথুন; লব্ধ; জ্ঞাত। [সং. উপ+গত]।

উপগম, উপগমন—বি. আবির্ভাব বা উৎপত্তি (ক্রোধোপগম, গ্রীষ্মোপগম); উপস্থিতি; নিকটে গমন; সঙ্গম; লাভ; জ্ঞান। [সং. উপ+√গম+অ, অন (ভা)]।

উপগিরি—বি. পর্বতের নিকটে; খণ্ডশৈল ছোট পাহাড়; নকল পাহাড়। [সং. উপ+গিরি]।

উপগুরু—বি. গুরুস্থানীয় ব্যক্তি; গুরুর প্রতিনিধি বা সাহায্যকারী। [সং. উপ+গুরু]।

উপগ্রহ—বি. প্রধান গ্রহকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণকারী ক্ষুদ্রতর গ্রহ (চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ); অনুষঙ্গী গ্রহ, (প্রাদে.) আপদ্। [সং. উপ+গ্রহ]।

উপচয়—বি. সমূহ, সংগ্রহ; শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি; পুষ্টি; সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি, appreciation [বি. প.], (জ্যোতি.) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে তৃতীয় ষষ্ঠ দশম ও একাদশ স্থান। [সং. উপ+√চি+অ (ভা, ধি)]। বিণ. **উপচিত, উপচীয়মান**।

উপচরিত—উপচার দ্রঃ।

উপচর্যা—বি. পরিচর্যা, সেবা; চিকিৎসা। [সং. উপ+√চর্+য (ভা)+আ]।

উপচা—ক্রি. ছাপাইয়া পড়া (জল উপচানো, দুই কূল উপচিয়ে পড়ে), প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। [নামধাতু >সং. উপচয়+বাং. আ]। বি. বিণ. ~**ন, ~নো**—উক্ত অর্থে।

উপচার—বি. পূজা বা সেবার সামগ্রী (ষোড়শ উপচারে পূজা); সেবা, চিকিৎসা (অস্ত্রোপচার); ধর্মানুষ্ঠান; লক্ষণাদ্বারা অর্থবোধ। [সং. উপ+√চর্+অ (ভা)]। বিণ. **উপচরিত**—উপচারপ্রাপ্ত; সেবিত; পূজিত; লক্ষণাদ্বারা বোধিত। বি. ~**শালা**—অস্ত্রচিকিৎসার কক্ষ, operation theatre [স. প.]। বিণ. **ঔপচারিক** দ্রঃ।

উপচিকীর্ষা—বি. পরোপকারের ইচ্ছা, পরহিতৈষণা। [সং. উপ+√কৃ+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ. **উপচিকীর্ষু**—পরোপকার করিতে ইচ্ছুক।

উপচিত—বিণ. সংগৃহীত, সঞ্চিত ; পরিপুষ্ট, বর্ধিত, সমৃদ্ধ ; অধিকতর মূল্যবান্ হইয়াছে এমন। [সং. উপ+√চি+ত (র্ম)]। বি. **উপচিতি**—সংগ্রহকরণ, সঞ্চয়, পরিপুষ্টি, বিবর্ধন ; সমৃদ্ধি ; মূল্যবৃদ্ধি ; (প্রাণি.) দেহস্থ 'টিশু' (tissue) বা কলার পুষ্টি বা পোষণ, anabolism।

উপচীয়মান—বিণ. উপচিত বা বর্ধিত হইতেছে এমন। [সং. উপ+√চি+মান (শানচ্) (র্ম)]।

উপচ্ছায়া—বি. অপচ্ছায়া, ভূতপ্রেতের ছায়াময় শরীর, অনিষ্টকর ছায়া ; (বিজ্ঞা.) প্রচ্ছায়া বা নিবিড় ছায়ার প্রান্তস্থিত লঘু ছায়া, penumbra। [সং. উপ+ছায়া]।

উপজনন—বি. উৎপত্তি, জন্ম, উদ্ভব [সং. উপ+√জন্ +অন (ভা)], উৎপাদন। [সং. উপ+√জন্+ণিচ্+অন (ভা)]।

উপজা—ক্রি. উৎপন্ন হওয়া, জন্মান ('উপজিল', 'উপজিছে')। [< সং. উৎ+√পদ্+বাং আ]।

উপজাত—বি. প্রধান দ্রব্যের উৎপাদনকালে জাত অন্য দ্রব্য, by-product [বি. প.]। [সং. উপ+√জন্+ত (র্তৃ)]।

উপজাতি—বি. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর জাতি বা সম্প্রদায় ; পাহাড়িয়া বন্য প্রভৃতি জাতিসমূহ। [সং. উপ+জাতি]।

উপজিহ্বা—বি. আলজিভ। [সং. উপ+জিহ্বা]।

উপজীবিকা—বি. বৃত্তি, জীবিকা, পেশা (কৃষিকর্ম তাহার উপজীবিকা)। [সং. উপ+জীবিকা]। বিণ. **উপজীবী** (-বিন্)—বৃত্তি বা জীবিকা অবলম্বনকারী ; আশ্রিত। বিণ. বি. **উপজীব্য**—জীবিকারূপে বা প্রয়োজনের জন্য গ্রহণযোগ্য ; জীবনধারণের উপায় ; আশ্রয় ; অবলম্বন (নাটকের উপজীব্য)।

উপজ্ঞা—বি. আত্মজ্ঞান, উপদেশ ব্যতিরেকে জাত প্রথম জ্ঞান, সহজাত জ্ঞান, instinct। [সং. উপ+√জ্ঞা+অ (ভা)]।

উপড়া—ক্রি. উন্মূলিত করা, উৎপাটিত করা (ঝাড়েমূলে উপড়ে ফেলা)। [বাং. √উপড়া> সং. উৎপাটন]। ~**ন**, ~**নো, উপড়ন, উপড়নো**—(১) বি. উন্মূলন। (২) বিণ. উন্মূলিত (ঝড়ে উপড়ান গাছ)।

উপঢৌকন—বি. উপহার, ডালি, ভেট, সওগাত। [সং. উপ+√ঢৌকি+অন (র্ম)]।

উপত্যকা—বি. পর্বতের আসন্ন অর্থাৎ নিম্নদেশস্থ ভূ-ভাগ ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি ; নদীর অববাহিকাভূমি (গাঙ্গেয় উপত্যকা)। [সং. উপ+ত্যকন্ +আ]।

উপদংশ—বি. যৌনব্যাধিবিশেষ, ফেরঙ্গরোগ, গরমি, syphilis। [সং. উপ+√দংশ্+অ (র্তৃ)]।

উপদর্শক—বি. পথপ্রদর্শক ; দ্বারপাল। [সং. উপ+√দৃশ+ই (ণিচ্)+অক (র্তৃ)] ; প্রত্যক্ষ সাক্ষী, eye-witness। [সং. উপ+√দৃশ্+অক (র্তৃ)]।

উপদিশ্যমান—বিণ. উপদেশপ্রাপ্ত হইতেছে এমন ; উপদেশের বিষয়ীভূত। [সং. উপ+√দিশ্+মান (শানচ্) (র্ম)]।

উপদিষ্ট—বিণ. উপদেশপ্রাপ্ত, উপদেশের বিষয়ীভূত। [সং. উপ+√দিশ্+ত (র্ম)]।

উপদেবতা, উপদেব—বি. অপ্রধান দেবতা ; ভূত প্রেত প্রভৃতি দেবযোনি। [সং. উপ+দেব, দেবতা]।

উপদেশ—বি. মন্ত্রণা, পরামর্শ ; শিক্ষা ; কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ ; অনুশাসন। [সং. উপ+√দিশ্+অ (ভা)]। বিণ. ~**ক**—উপদেশদানকারী। বিণ. **উপদেশাত্মক**—উপদেশ বা নীতিশিক্ষা দেয় এমন। বিণ. **উপদেশ্য,** ~**নীয়, উপদেষ্টব্য**—উপদেশদানের যোগ্য ; উপদেশরূপে বলার যোগ্য। বিণ. বি. **উপদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—উপদেশক ; শিক্ষক, গুরু ; মন্ত্রী।

উপদ্বীপ—বি. প্রায় সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত ভূ-ভাগ, peninsula। [সং. উপ+দ্বীপ]।

উপদ্রব—বি. উৎপাত, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ; বিপদ, অশুভ ঘটনা (উপদ্রব ঘটা)। [সং. উপ+√দ্রু+অ (ভা)]।

উপদ্রুত—বিণ. উপদ্রব-পীড়িত (উপদ্রুত অঞ্চল) অত্যাচারিত। [সং. উপ+√দ্রু+ত (র্ম)]।

উপধর্ম—বি. অপ্রশস্ত ধর্ম ; ধর্মের অঙ্গীভূত কুসংস্কার ; লৌকিক ধর্ম। [সং. উপ+ধর্ম]।

উপধা—বি. (ব্যাক.) অন্ত্যবর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণ ; ছল ; উপায় ; অমাত্য প্রভৃতির সাধুতার পরীক্ষা। [সং. উপ+√ধা+অ (অচ্)-ভা+আ]।

উপধাতু—বি. (আয়ু.) পারদ, গন্ধক ইত্যাদি অষ্ট প্রধান ধাতুর ন্যায় ধাতু বা ধাতুঘটিত বিবিধ দ্রব্য (যেমন, মাক্ষিক তুত্থক অভ্র নীলাঞ্জন মনঃশিলা হরিতাল রসাঞ্জন) ; দেহ হইতে উদ্ভূত পদার্থ (যেমন, স্তন্য রজঃ বসা স্বেদ দন্ত কেশ ওজঃ)। [সং. উপ+ধাতু]।

উপধান—বি. উপাধান, বালিশ ; ধারণ ; স্থাপন ; প্রণয় ; উৎকর্ষ ; ব্রতবিশেষ। [সং. উপ+√ধা+অন]। বি. **উপধানীয়**—বালিশ।

উপধায়ক, উপধায়ী (-য়িন্)—বিণ. জনক, উৎপাদক। [সং. উপ+√ধা+অক, ইন্]।

উপধি—বি. ছল, চাতুরি। [সং. উপ+√ধা+ই (ভা)]।

উপনক্ষত্র—বি. অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের অনুগামী নক্ষত্র। [সং. উপ+নক্ষত্র]।

উপনগর—বি. নগরের উপকণ্ঠ, শহরতলি ; অতি ক্ষুদ্র নগর। [সং. উপ+নগর]।

উপনদ, উপনদী—বি. যে নদ বা নদী অন্য নদীতে যাইয়া পতিত হয়, tributary, affluent। [সং. উপ+নদ, নদী]।

উপনয়ন—বি. বেদগ্রহণার্থ আচার্যসমীপে নয়নকার্য ; যজ্ঞোপবীত ধারণরূপ সংস্কার, পৈতা দেওয়া। [সং. উপ+√নী+অন (ণে)]।

উপনাম—বি. প্রকৃত নামের পরিবর্তে প্রদত্ত নাম, উপাধি, আখ্যা। [উপ+নাম]।

উপনিবেশ—বি. নরনারী কর্তৃক দলবদ্ধভাবে বিদেশে স্থাপিত স্থায়ী আবাস, colony। বি. ~**রাজ**—যে-রাজ্য কর্তৃক কোনও উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে উহার

উপরে সেই রাজ্যেরই মালিকানা স্বত্ব থাকিবে, এই রাজনৈতিক মত, colonialism। [সং. উপ+নি+√বিশ্+অ (ধি)]। বিণ. **উপনিবিষ্ট, উপনিবেশিত**—উপনিবেশে স্থিত; (যেখানে) উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে এমন।

উপনিষদ্, উপনিষৎ (-ষদ্)—বি. বেদের জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত; ব্রহ্মবিদ্যা। [সং. উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্ (ণে)]।

উপনিহিত—বিণ. (অন্যের নিকট) গচ্ছিত, ন্যস্ত। [সং. উপ+নি+√ধা+ত (র্ম)]।

উপনীত—বিণ. আনীত; আগত, উপস্থিত। যাহার উপনয়ন বা পৈতা হইয়াছে এমন। [সং. উপ+নীত]।

উপনেতা (-তৃ)—বিণ উপনয়নদাতা; উপনায়ক; সহকারী বা নকল নেতা। [সং. উপ+নেতা]।

উপনেত্র—বি. চশমা। [সং. উপ+নেত্র]।

উপন্যস্ত—বিণ. প্রস্তাবের আকারে উল্লিখিত; ন্যস্ত, গচ্ছিত। [সং. উপ+নি+√অস্(নিক্ষেপ)+ত(র্ম)]।

উপন্যাস—বি. (বাং.) আখ্যায়িকা, বড় গল্প, নভেল (novel); (সং.) মুখবন্ধ; (বচনোপন্যাস); প্রস্তাব। [সং. উপ+নি+ √অস্+অ]।

উপপতি—বি. অবৈধ প্রণয়ী, জার, নাগর। [সং. উপ+পতি]।

উপপত্তি—বি. যুক্তি, প্রমাণ, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। সম্পাদন; উৎপত্তি; প্রাপ্তি; সংস্থান। [সং. উপ+√পদ্+তি (ভা)]।

উপপত্নী—বি. অবৈধ প্রণয়িনী, রক্ষিতা। [সং. উপ+পত্নী]।

উপপদ—বি. (ব্যাক.) সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদের পূর্বপদ; পূর্বপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস (যেমন, কুম্ভকার, ছেলেধরা)। [সং. উপ+পদ]।

উপপন্ন—বিণ. যোগ্য, সঙ্গত; আগত; প্রাপ্ত। [সং. উপ+√পদ্+ত (র্তৃ)]।

উপপাতক—বি. মহাপাতক অপেক্ষা লঘুতর পাপ—গোবধাদি উনপঞ্চাশ প্রকার। [সং. উপ+পাতক]।

উপপাদন—বি. মীমাংসাকরণ, সম্পাদন; প্রতিপাদন। [সং. উপ+√পদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **উপপাদক**—মীমাংসাকারী; সম্পাদক। বিণ. **উপপাদনীয়**—উপপাদনযোগ্য; প্রতিপাদ্য; সম্পাদ্য। **উপপাদ্য**—(১) বিণ. উপপাদনীয়। (২) বি. (গণি.) যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে এমন প্রতিজ্ঞা, theorem।

উপপাপ—বি. গৌণ বা লঘু পাপ। [সং. উপ+পাপ]।

উপপুরাণ—বি. অষ্টাদশ মহাপুরাণের বহির্ভূত অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ (যেমন, আদিপুরাণ, শিবধর্মপুরাণ ইত্যাদি)। [সং. উপ+পুরাণ]।

উপপ্লব—বি. প্রাকৃতিক উৎপাত বা উপদ্রব; বিপদ্; প্রজাবিদ্রোহ। [সং. উপ+√প্লু+অ (ভা)]। বিণ. **উপপ্লুত**—প্রাকৃতিক অত্যাচারে পীড়িত; উপদ্রুত; বিপদ্গ্রস্ত।

উপবন—বি. বাগান, উদ্যান, বাগিচা।

উপবাস—বি. অনশন, আহারে বিরতি, উপোস। [সং. উপ+√বস্+অ (ভা)]। বিণ. ~**ক, উপবাসী** (-সিন্)—উপবাসকারী।

উপবিধি—বি. মূল আইনের অন্তর্গত অল্প আইন, by-law। [সং. উপ+বিধি]।

উপবিষ—বি. আকন্দ ও করবীর আঠা প্রভৃতি পঞ্চ বিষাক্ত পদার্থ; কৃত্রিম বিষ। [সং. উপ+বিষ]।

উপবিষ্ট—বিণ. বসিয়া আছে এমন, আসীন। [সং. উপ+√বিশ্+ত (র্তৃ)]।

উপবীত—বি. যজ্ঞসূত্র, পৈতা। [সং. উপ+√বী+ত (র্তৃ)]। বিণ. **উপবীতী** (-তিন্)—উপবীতধারী।

উপবেদ—বি. আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ। [সং. উপ+বেদ]।

উপবেশন, উপবেশ—বি. আসনগ্রহণ, বসা। [সং. উপ+√বিশ্+অন, অ (ভা)], বসান [সং. উপ+√বিশ্+ণিচ্ অন, অ (ভা)]। বিণ. বি. **উপবেশয়িতা** (-তৃ)—যে বসায় বা বসাইয়া দেয়। বিণ. **উপবেশিত**—উপবেশন করান হইয়াছে এমন।

উপভাষা—বি. মূল ভাষার বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ, dialect। [সং. উপ+ভাষা]।

উপভোগ—বি. সম্ভোগ, তৃপ্তি বা আনন্দের সহিত ভোগ (সৌন্দর্য-উপভোগ); ভক্ষণ; ব্যবহার। [সং. উপ+ভোগ]। বিণ. **উপভুক্ত**—উপভোগ করা হইয়াছে এমন; ব্যবহৃত, ভক্ষিত। বিণ. বি. **উপভোক্তা** (-ক্তৃ)—উপভোগকারী। বিণ. **উপভোগ্য**—উপভোগের উপযুক্ত, উপভোগ করিতে হইবে এমন, মনোরম।

-উপম—বিণ. (সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত) সদৃশ, তুল্য (দেবোপম)। [সং. উপ+√মা+অ]।

উপমা—বি. সাদৃশ্য, তুলনা (উপমা দেওয়া, উপমা নাই); অর্থালঙ্কারবিশেষ; ইহাতে এক ধর্মবিশিষ্ট দুই ভিন্ন-জাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য কথিত হয়। [সং. উপ+√মা+অ]। বি. ~**ন**—যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয় (যেমন, 'রক্তের মত রাঙা দুটি জবাফুল': রবীন্দ্র—এখানে উপমান 'রক্ত')। বিণ. **উপমিত**—তুলিত। বি. **উপমিতি**—উপমা; সাদৃশ্যজ্ঞান। বিণ. **উপমেয়** উপমার বিষয়ীভূত, উপমিত হইয়াছে এমন (যেমন, 'রক্তের মত রাঙা দুটি জবাফুল'—এখানে উপমেয় 'জবাফুল')।

উপমন্ত্রী—বি সহযোগী বা সহকারী মন্ত্রী, Deputy Minister। [সং. উপ+মন্ত্রী]।

উপমাংস—বি. আঁচিল। [সং. উপ+মাংস]।

উপমাতা (-তৃ)১—বি. (স্ত্রী.) ধাত্রী পালয়িত্রী শিক্ষাদাত্রী পিসী মাসী প্রভৃতি মাতৃতুল্যা বা মাতৃস্থানীয়া নারী। [সং. উপ+মাতা]।

উপমাতা (-তৃ)২—বিণ. যে উপমা দেয়, উপমান-কর্তা। [সং. উপ+√মা+তৃ (র্তৃ)]।

উপমান, উপমিত, উপমিতি, উপমেয়—**উপমা** দ্রঃ।

উপযাচক—বিণ. বি. স্বয়ং প্রার্থী; বিনা আহ্বানে আপনা হইতে আসিয়া (পরের কাজ করিতে বা দায়িত্বের ভার

লইতে) প্রার্থনাকারী ; উপর-পড়া। [সং. উপ + √যাচ্ +অক (র্তৃ)]।

উপযাচিকা—(১) বিণ. বি. (স্ত্রী.) **উপযাচক**-এর সকল অর্থে। (২) বি. যে রমণী উপর-পড়া হইয়া অনুরাগ প্রকাশ বা সম্ভোগ প্রার্থনা করে। বিণ. **উপযাচিত**—উপর-পড়াভাবে প্রার্থিত ; (যে বিষয় বা যাহার নিকটে) যাচ্ঞা করা হইয়াছে এমন।

উপযুক্ত—বিণ. যথাযোগ্য, উপযোগী, (এই কাজের উপযুক্ত) ন্যায্য, উচিত (উপযুক্ত শাস্তি) ; সমকক্ষ ; অনুরূপ ; যোগ্য (উপযুক্ত পুত্র), সমর্থ। [সং. উপ+ √যুজ্ + ত (র্তৃ)]। বি. **~তা, উপযুক্তি**।

উপযোগ—বি. উপকার ; আবশ্যকতা ; উপযোগিতা ; কাজে ব্যবহার, প্রয়োজনসাধন, use ; আনুকূল্য ; ভোজন, ভোগ ; প্রয়োগ। [সং. উপ+ √যুজ্ + অ (ভা)]।

উপযোগী (-গিন্)—বিণ. উপযুক্ত (ছাত্রের উপযোগী কালের উপযোগী) ; কার্যকর ; প্রয়োজনসাধক ; অনুকূল। [সং. উপযোগ + ইন্]। বি. **উপযোগিতা**—কার্যকারিতা।

উপযোজন—বি. অবস্থার উপযোগী করা, সামঞ্জস্যসাধন বা সমন্বয়বিধান। [সং. উপ+ √যুজ্ +অন (ভা)]।

উপর—(১) বি. ঊর্ধ্বভাগ, চাল, ছাদ। (২) বিণ. ঊর্ধ্বে স্থিত (উপরতলা) ; উচ্চ (উপর মহলে) ; অতিরিক্ত, বাড়তি (উপর-পাওনা)। (৩) অব্য. প্রতি (প্রজার উপর অত্যাচার)। [সং. উপরি]। **~অলা, ~আলা, ~ওয়ালা**—(১) বিণ. উপরিতন। (২) বি. উপরিতন কর্মচারী। [বাং. উপর + ফা. ৱালা]। **উপর-উপর**—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. ভাসাভাসা, অগভীরভাবে (উপর-উপর দেখা)। (২) বিণ-বিণ. উপর্যুপরি (উপর-উপর তিন দিন)। বিণ. **উপর-চড়াও**—বিনা কারণে ; গায়ে পড়িয়া আক্রমণকারী (উপর-চড়াও হইয়া বিবাদ করা)। বি **~চাল**—(শতরঞ্চ খেলায়) নিজে না খেলিয়া প্রতিপক্ষকে হারাইবার উপায় সম্বন্ধে অযাচিত উপদেশ-দান। বিণ. **উপর-চালাক**—(যথার্থ বুদ্ধিমান্ না হইয়াও) মাত্রাধিক চালাক ; ফাজিল। বিণ. ক্রি-বিণ. **উপর টপকা**—উপর-উপর ; উপর-পড়া। বিণ. **উপর-পড়া**—স্বয়ংপ্রবৃত্ত উপযাচক।

উপরত—বিণ. নিবৃত্ত ; মৃত ; বিগত। [সং. উপ+ √রম্ + ত (র্তৃ)]। বি. **উপরতি**—বৈরাগ্য ; (বাসনা-লালসার) নিবৃত্তি ; মৃত্যু।

উপরত্ন—বি. রত্নসদৃশ উজ্জ্বল বস্তু, অল্পমূল্যের রত্ন। [সং. উপ + রত্ন]।

উপরন্তু—অব্য. অধিকন্তু, তাহা ছাড়া। [সং. অপরন্তু]।

উপরম—বি. নিবৃত্তি, বৈরাগ্য ; সমাপ্তি, মৃত্যু। [সং. উপ+ √রম্ + অ (ভা)]।

উপরাগ—বি. সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ ; প্রাকৃতিক উৎপাত ; রঞ্জন। [সং. উপ+ √রন্‌জ্ + অ (ভা)]।

উপরাজ—বি. প্রকৃত শাসকের প্রতিনিধিরূপে যিনি শাসন করেন, রাজপ্রতিনিধি, viceroy। [সং. উপ+ রাজন্]।

উপরি$_1$—অব্য. ঊর্ধ্বে, উপরে ; অতঃপর, অনন্তর। [সং.]। **উপরি-উপরি**—(১) অব্য. বিণ-বিণ. পরপর (উপরি-উপরি তিন দিন)। (২) ক্রি-বিণ. ভাসাভাসা, অগভীরভাবে (উপরি-উপরি বুঝা), একটির উপর আর একটি করিয়া (উপরি-উপরি রাখা)। বিণ. **~চর**—ঊর্ধ্বচর। বিণ. **~তন**—ঊর্ধ্বস্থ, উপর-ওয়ালা। বিণ. **~স্থ, ~স্থিত**—উপরে অবস্থিত।

উপরি$_2$—(১) বিণ. নিয়মিত বা আশানুযায়ী যাহা প্রাপ্য তাহার অতিরিক্ত, বাড়তি (উপরি লাভ, উপরি আয়)। (২) বি. বকশিশ, ঘুষ, দস্তুরি, নিয়মবহির্ভূত আয়। [বাং. উপর + ই]।

উপরুদ্ধ—বিণ. অনুরুদ্ধ। [সং. উপ+ √রুধ্ + ত (র্ম)]।

উপরোক্ত—**উপর্যুক্ত**-এর অশু. কিন্তু চলিত রূপ।

উপরোধ—বি. সনির্বন্ধ অনুরোধ ; সুপারিশ ; খাতির ('কোন্ উপরোধ গুরু করিল তোমারে' : কাশী.) ; নিমিত্ত (কার্যের উপরোধে)। [সং. উপ+ √রুধ্ + অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—উপরোধকারী। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও শক্ত কোন কাজ করা।

উপর্যুক্ত—বিণ. উপরে উক্ত হইয়াছে এমন, উল্লিখিত। [সং. উপরি + উক্ত]।

উপর্যুপরি—অব্য. একটির উপর আর-একটি ; ক্রমান্বয়ে, পর-পর ; ক্রমাগত। [সং. উপরি + উপরি]।

উপল—বি. শিলা, প্রস্তর ; মূল্যবান্ প্রস্তর ; রত্ন। [সং. উপ + √লা + অ (র্তৃ)]।

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য—বি. প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, অবলম্বন (কার্যের উপলক্ষে, ইহা উপলক্ষ্য করিয়া) ; অজুহাত, ছুতা, অছিলা, ব্যপদেশ (দেশসেবা উপলক্ষ্যমাত্র, 'উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য করে তোলা উচিত নয়')। [সং. উপ+ √লক্ষ্ + অ (বৎ) -য (ভা)]।

উপলক্ষণ—বি. সূচনা ; চিহ্ন ; আভাস ; উপক্রম। [সং. উপ + লক্ষণ]। বি. **উপলক্ষণা**—শব্দের অর্থবোধক-শক্তিবিশেষ, ইহাতে বাচ্যার্থসংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ বোধিত হয়।

উপলক্ষিত—বিণ. উপলক্ষ্য করা হইয়াছে এমন ; সূচিত ; উদ্দিষ্ট ; অনুমিত। [সং. উপ+ √লক্ষ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

উপলক্ষ্য—**উপলক্ষ** দ্র.।

উপলব্ধ—বিণ. অনুভূত। প্রাপ্ত (উপলব্ধ জ্ঞান), লব্ধ ; জ্ঞাত। [সং. উপ+ √লভ্ + ত (র্ম)]। বি. **উপলব্ধি**—অনুভূতি, বোধ (শক্তির উপলব্ধি), প্রাপ্তি, লাভ ; লব্ধ জ্ঞান।

উপলভ্য—বিণ. জ্ঞেয় ; প্রাপ্য ; সাধ্য। [সং. উপ+ √লভ্ + য (র্ম)]।

উপলিপ্ত—বিণ. উপরে লেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। [সং. উপ+ √লিপ্ + ত (র্ম)]।

উপলেপ—বি. উপরে লেপন ; উপরের প্রলেপ ; অতিরিক্ত অঙ্গের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, accretion [বি. প.]। [সং. উপ+ √লিপ্ + অ (ভা, র্তৃ)]। বি. **~ন**—উপরে লেপন।

উপশম—বি. শান্তি, নিবৃত্তি ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। [সং. উপ + √শম্ + অ (ভা)]। বিণ. ~**ক**—উপশমকারী। বিণ. ~**নীয়**—যাহার উপশম করা যাইতে পারে, বা করা উচিত এমন। বিণ. **উপশমিত, উপশান্ত**—উপশম-প্রাপ্ত ; শান্ত বা সংযত করা হইয়াছে এমন।

উপশিরা—বি. সূক্ষ্ম শিরা ; শাখাশিরা। [উপ + শিরা]।

উপশিষ্য—বি. অপ্রধান শিষ্য ; শিষ্যের শিষ্য, প্রশিষ্য। [সং. উপ + শিষ্য]।

উপসংহার—বি. (প্রস্তাবিত বা আলোচ্য বিষয়ের) শেষাংশ ; সমাপ্তি, পরিশেষ। [সং. উপ + সম্ + √হৃ + অ (ভা)]। বিণ. **উপসংহৃত**—সমাপ্ত। বি. **উপ-সংহৃতি**—সমাপ্তি।

উপসর্গ—বি. মূল রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ (জ্বর ছাড়া অন্য উপসর্গ নাই) ; রোগজাত বিকার, রোগের লক্ষণ ; বিঘ্ন, উৎপাত ; (ব্যাক.) ধাতুর পূর্বে বসিয়া ধাতুর অর্থ পরিবর্তনকারী অব্যয় (যথা, সং.—প্র পরা অপ সম্ ইত্যাদি)। [সং. উপ + √সৃজ্ + অ (র্ম)]।

উপসাগর—বি. প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থলদ্বারা বেষ্টিত সমুদ্রাংশ, bay, gulf। [সং. উপ + সাগর]।

উপসুন্দ—বি. পৌরাণিক অসুরবিশেষ (মোহিনী-মূর্তির মায়া-মুগ্ধ হইয়া ইনি স্বীয় ভ্রাতা সুন্দের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন)।

উপসেক—বি. জলসেচনদ্বারা মৃদুকরণ। [সং. উপ + √সিচ্ + অ (ভা)]।

উপসেচন—বি. (উপরিভাগে) জলসেচন, সিক্তকরণ। [সং. উপ + সেচন]।

উপসেবন—বি. উপভোগ, সম্ভোগ ; উপাসনা ; আসক্তি। [সং. উপ + সেবন]। বিণ. **উপসেবক**—উপসেবনকারী ; পরস্ত্রীতে আসক্ত। বি. **উপসেবা**—উপসেবন, চাকরি (পরোপসেবা)। বিণ. **উপসেবিত**—উপসেবন বা উপসেবা করা হইয়াছে এমন। বিণ. **উপসেবী** (-বিন্)—উপসেবনকারী বা উপসেবাকারী ; পরিচর্যাকারী।

উপস্কর—বি. ভূষণ ; ব্যঞ্জনাদির মশলা ; গৃহোপকরণ। [সং. উপ + √কৃ + অ]।

উপস্ত্রী—বি. উপপত্নী, রক্ষিতা। [সং. উপ + স্ত্রী]।

উপস্থ—(১) বিণ. সমীপস্থ ; উপরিস্থিত। (২) বি. জন-নেন্দ্রিয়, লিঙ্গ বা যোনি। [সং. উপ + স্থা + অ (র্তৃ)]।

উপস্থাপন—বি. উপস্থিতকরণ ; আনয়ন, প্রস্তাবন, অবতারণা (প্রসঙ্গের উপস্থাপন) ; উত্থাপন ; পেশ করা। [সং. উপ + স্থাপন]। বিণ. বি. **উপস্থাপক, উপস্থাপ্-য়িতা** (-তৃ)—উপস্থাপনকারী ; প্রস্তাবকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **উপস্থাপিকা, উপস্থাপয়িত্রী**। বিণ. **উপ-স্থাপিত**—উপস্থাপন করা হইয়াছে এমন।

উপস্থিত—বিণ. সমাগত, হাজির (উপস্থিত ব্যক্তিগণ) ; বর্তমান (উপস্থিত কাল) ; আসন্ন (উপস্থিত বিপদ) ; বিদ্যমান (উপস্থিত থাকা)। [সং. উপ + √স্থা + ত (র্তৃ)]। বি. ~**বক্তা** (-ক্তৃ)—প্রস্তুত না হইয়াই বক্তৃতা করিতে পারেন এমন ব্যক্তি। বি. ~**বুদ্ধি**—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বিণ. ~**মতো**—সাময়িক (উপস্থিতমতো ব্যবস্থা বা কার্যোদ্ধার)। বি. **উপস্থিতি**—সমাগম, হাজিরি, আগমন ; বর্তমানতা, বিদ্যমানতা।

উপস্বত্ব—বি. বিষয়সম্পত্তি হইতে আয় বা লাভ। [সং. উপ + স্বত্ব]।

উপহত—বিণ. আহত, আক্রান্ত, অভিভূত (শোকোপ-হত)। [সং. উপ + √হন্ + ত]।

উপহসিত—বিণ. উপহাস করা হইয়াছে এমন। [সং. উপ + √হস্ + ত (র্ম)]।

উপহার—বি. উপঢৌকন, ভেট। [সং. উপ + √হৃ + অ (ভা)]।

উপহাস—বি. পরিহাস, ঠাট্টা, বিদ্রূপ ; অবজ্ঞা, তুচ্ছ-তাচ্ছল্য। [সং. উপ + √হস্ + অ (ভা)]। **উপহাস্য**—(১) বিণ. উপহাসের যোগ্য বা পাত্র। (২) বি. উপহাস।

উপহৃত—বিণ. উপহাররূপে প্রদত্ত ; উৎসর্গীকৃত ; অর্পিত, আহৃত। [সং. উপ + √হৃ + ত (র্ম)]।

উপহ্রদ—বি. সমুদ্রের সহিত সংযোগবিশিষ্ট হ্রদ, lagoon। [উপ + হ্রদ]।

উপা—**উষা**-র রূপভেদ।

উপাংশু—অব্য. একান্তে, শুধু নিজের শ্রবণযোগ্য (উপাংশু জপ) ; অন্যের অগোচর (উপাংশু বধ)।

উপাকরণ—বি. (উপনয়নের পর বেদানুশীলনের) আরম্ভ ; পশুযাগাদিতে মন্ত্রপাঠপূর্বক পশুস্পর্শন ; সংস্কার। [সং. উপ + আ + √কৃ + অন (ভা)]।

উপাখ্যান—বি. কাল্পনিক কাহিনী, রূপকথা ; গল্প ; মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর গল্প। [সং. উপ + আখ্যান]।

উপাগত—বিণ. সমীপে আগত ; আসিয়া উপস্থিত ; প্রাপ্ত। [সং. উপ + আগত]।

উপাগম—বি. সমীপে আগমন ; উপস্থিতি ; প্রাপ্তি। [সং. উপ + আগম]।

উপাঙ্গ—বি. অঙ্গের অঙ্গ বা অংশ, প্রত্যঙ্গ (যেমন, হাত-পা-অঙ্গ, আঙুল-উপাঙ্গ)। বেদের অঙ্গসদৃশ শাস্ত্র (পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র) ; পরিশিষ্ট। [সং. উপ + অঙ্গ]।

উপাচার্য—বি. আচার্যের সহকারী ; (বিশ্ববিদ্যালয়ে) অপ্রধান আচার্য, Vice-chancellor। [সং. উপ + আচার্য]।

উপাড়া—ক্রি. (কাব্যে.) উৎপাটন করা ('শালগাছ উপাড়িয়া আনে' : কৃত্তি.)। [বাং. √উপাড় (সং. উৎ + পাটি) + আ]।

উপাত্ত—(১) বিণ. গৃহীত ; স্বীকৃত ; অর্জিত ; লব্ধ। (২) বি. যাহা হইতে অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা হয় এরূপ স্বীকৃত বিষয়সমূহ, data [বি. প.]। [সং. উপ + আ + √দা + ত]।

উপাদান—বি. উপকরণ (আহারের উপাদান), যে-সকল বস্তু একত্র করিয়া অন্য বস্তু গঠিত হয় ; সমবায়ী বা নিত্যসম্বন্ধযুক্ত কারণ (মৃত্তিকা ঘটের উপাদান)। [সং. উপ + আ √দা + অন (র্ম, ভা)]।

উপাদেয়—বিণ. মনোরম ; উপভোগ্য ; সুস্বাদু, সুখাদ্য। [সং. উপ+আ+ √দা+য (র্ম)]।

উপাধান—বি. বালিশ। [সং. উপ+আধান]।

উপাধি—বি. উপনাম, জাতি বংশ বিদ্যা সম্মান প্রভৃতির পরিচায়ক নামান্ত, পদবী ; (দর্শনে) যাহা নিকটে থাকিয়া নিজগুণ সমীপস্থ বস্তুতে আরোপ করে, যেমন—জবাফুল স্ফটিকের 'উপাধি'। [সং. উপ+আ+ √ধা+ই]। বিণ. **~ক, ~ধারী** (-রিন্)—উপাধিপ্রাপ্ত, উপাধিযুক্ত। বি. **~পত্র**—যে পত্রে লিখিয়া উপাধিদান করা হয়, certificate।

উপাধ্যায়—বি. আচার্যের সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষক, উপদেষ্টা ; (বৃত্তি অর্থাৎ বেতনের জন্য বেদের অংশবিশেষের অধ্যাপনাকারী) বেদাধ্যাপক। [সং. উপ+অধি+ √ই (অধ্যয়নে)+অ (অপাদানে)]। বি. (স্ত্রী.) **উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী**—মহিলা-উপাধ্যায়। বি.(স্ত্রী.) **উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী**—উপাধ্যায়ের পত্নী।

উপানৎ (-হ্)—বি. চর্মপাদুকা, জুতা। [সং. উপ+ √নহ্ (বন্ধনে)+ক্বিপ্ (ণে)]।

উপান্ত—বি. উপকণ্ঠ (নগরোপান্তে) ; সমীপ ; প্রান্ত (চরণোপান্তে) ; যাহা অন্তের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে অবস্থিত। [সং. উপ(=নিকটে)+অন্ত]। বিণ. **উপান্ত্য**—উপান্তে অবস্থিত ; অন্তের অব্যবহিত পূর্বাবস্থিত, penultimate (উপান্ত্য বর্ণ)।

উপায়—বি. অভীষ্টলাভের বা কার্যসাধনের পন্থা বা প্রণালী ; কৌশল ; প্রতিকার ; রোজগার, আয়, লাভ। [সং. উপ+ √ই+অ (ণে)]। বিণ. **~ক্ষম**—রোজগার করিতে সমর্থ। বিণ. **~জ্ঞ**—কৌশল বা প্রতিকার জানে এমন। বি. **উপায়ান্তর**—অন্য উপায়, গত্যন্তর। বিণ. **উপায়ী**—(-য়িন্)—উপার্জনকারী, যে রোজগার করে।

উপায়ন—বি. উপহার, পারিতোষিক। [সং.]।

উপারম্ভ—বি. আরম্ভ। [সং.]।

উপার্জন—বি. আয়, রোজগার ; লাভ, প্রাপ্তি।

উপার্জন—বি. আয়, রোজগার ; লাভ, প্রাপ্তি, সংগ্রহ। [সং. উপ+অর্জন]। বিণ. বি. **উপার্জক**—উপার্জনকারী, রোজগারী। বিণ. **উপার্জিত**—উপার্জন করা হইয়াছে এমন।

উপার্থন—বিণ. অনুকূল মত বা সমর্থন, প্রার্থনা, canvassing [স. প.]। [সং. উপ+ √অর্থ (=যাচঞা)+অন (ভা)]।

উপালম্ভ—বি. বিদ্রূপ ; তিরস্কার। [সং. উপ+আ+ √লভ্+অ (ভা)]।

উপাশ্রয়—(১) বিণ. অবলম্বনের যোগ্য ; আশ্রয়-স্থানীয়। (২) বি. আশ্রয়কর্তা ; আশ্রয়গ্রহণ, অবলম্বন। [সং. উপ+আশ্রয়]।

উপাসন, উপাসনা—বি. আরাধনা, পূজা ; ভগবৎ-চিন্তা ; উপকার-প্রত্যাশায় অপরের সেবা বা মনস্তুষ্টি-সাধন-চেষ্টা। [সং. উপ+ √আস্+অন (ভা)+আ]। বিণ. বি. **উপাসক**—উপাসনাকারী (সৌন্দর্যের উপাসক)। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **উপাসিকা**। বিণ. **উপাসিত**—উপাসনা করা হইয়াছে এমন।

উপাস্থি—বি. দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থিসদৃশ পদার্থ, কোমল হাড়বিশেষ, cartilage। [সং. উপ+অস্থি]।

উপাস্য—বিণ. উপাসনার যোগ্য, আরাধ্য (উপাস্য দেবতা)। [সং. উপ+ √আস্+য (র্ম)]। বিণ. **~মান**—উপাসিত বা পূজিত হইতেছে এমন।

উপাহার—বিণ. সামান্য আহার ; জলযোগ। [সং. উপ আহার]।

উপাহৃত—বিণ. সংগৃহীত ; আনীত ; কল্পিত। [সং. উপ+আহৃত]।

উপু—**উবু**-র রূপভেদ।

উপুড়—বিণ. যাহার পিঠ উপর দিকে এবং বুক নীচের দিকে ; চিতের বিপরীত। **উপুড় হস্ত করা**—দান করা। [সং. অবমূর্ধা]।

উপেক্ষা, উপেক্ষণ—(১) বি. অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা (দোষ, ত্রুটি উপেক্ষা করা) ; অযত্ন, তাচ্ছিল্য, অবহেলা (আদেশ উপেক্ষা করা) ; ঔদাসীন্য, অমনোযোগ ; অনাদর ; অস্বীকার। (২) ক্রি. গ্রাহ্য না করা। [সং. উপ+ √ঈক্ষ্+অ (ভা)+আ, √ঈক্ষ্+অন (ভা)]। বিণ. **উপেক্ষক**—উপেক্ষাকারী ; উদাসীন। বিণ. **উপেক্ষণীয়**—উপেক্ষার যোগ্য। বিণ. **উপেক্ষিত**—উপেক্ষা করা হইয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **উপেক্ষিতা**।

উপেত—বিণ. সংযুক্ত (গুণোপেত), সম্মুখে আগত। [সং. উপ+ √ই (গত্যর্থক)+ত (র্তৃ)]।

উপেন্দ্র—বি. ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; বিষ্ণুর বামনাবতার। [সং. উপ+ইন্দ্র]। বি. **~বজ্রা**—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

উপোদ্‌ঘাত—বি. উপক্রম, আরম্ভ, সূচনা, প্রস্তাবনা ; উদাহরণ। [সং. উপ+উৎ+ √হন্+অ (ভা)]।

উপোস, উপোষ—**উপবাস**-এর কথ্যরূপ। বিণ. **উপোষিত**—অভুক্ত ; উপবাসী। বিণ. **উপোসী, উপোষী**—**উপবাসী**-র কথ্য রূপ।

উপ্—অব্য. হনুমানের ডাক।

উপ্ত—বিণ. বোনা বা বপন করা হইয়াছে এমন। [সং. √বপ্+ত (র্ম)]। বি. **উপ্তি**—বপন।

উবচা—**উপচা**-র রূপভেদ।

উবরা—ক্রি. উদ্বৃত্ত বা বাড়তি হওয়া। [সং. উদ্বৃত্ত]। বি. বিণ. **~ন, ~নো**—উক্ত অর্থে।

উবা—ক্রি. বাতাসে মিলাইয়া যাওয়া। [বাং. √উব (সং. উৎ+ √ভূ)+আ]।

উবু—বিণ. দুই পা একত্র ভূমিতে রাখিয়া হাঁটু ভাঁজ করিয়া অবস্থিত। [তু. উপুড়, ঊর্ধ্ব]।

উবুড়—**উপুড়**-এর রূপভেদ।

উভ[১]—সর্ব. দুইজন, যুগল, উভয় ('দেশ-কাল উভে জিনি' : ব্র. স.)। [সং. √উভ্+অ (র্তৃ)]। বিণ. **~চর, উভয়চর**—জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই বিচরণ করে এমন, amphibious। বিণ. বি. **~লিঙ্গ**—একদেহে লিঙ্গ ও যোনিবিশিষ্ট (প্রাণী), androgynous ; (ব্যাক.) স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গবোধক (উভ-

লিঙ্গ শব্দ)। (২) ক্রি-বিণ. **উভে**—উচ্চতায়; খাড়াভাবে।

উভ₂—বিণ. উচ্চ; উর্ধ্বমুখীন (উভলেজ)। [প্রাকৃ. উভ <উর্ধ্ব]। ক্রি-বিণ. **~রড়ে**—দ্রুতবেগে। ক্রি-বিণ. **~রায়**—উচ্চরবে। বি. **~রোল**—উচ্চশব্দ; গণ্ডগোল।

উভয়—বিণ. সর্ব. দুই, দুইজন, যুগল। [সং. √উভ্‌+অয় (র্তৃ)]। অব্য. ক্রি-বিণ. **~ত, ~তঃ** (-তস্)—দুই দিকে পাশে বা পক্ষে। বিণ. **~তোমুখ**—দুই দিকে মুখবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) **~তোমুখী**। অব্য. ক্রি-বিণ. **~ত্র**—দুই পক্ষে দিকে স্থানে বা লোকে। অব্য. ক্রি-বিণ. **~থা**—উভয়-প্রকারে, দুই প্রকারে। বিণ. বি. **~লিঙ্গ**—(প্রাণি.) একই দেহে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপাদী জননতন্ত্রবিশিষ্ট (প্রাণী), hermaphrodite। বি. **~সঙ্কট**—উভয় দিকেই বিপদ্ অর্থাৎ পরিত্রাণলাভের পথ নাই এমন অবস্থা, dilemma।

উমর—বি. বয়স। [আ. উম্‌র্]।

উমরাহ্, (চলিত) **উমরা**—বি. আমিরগণ; ধনি-সম্প্রদায়। [আ.]।

উমা—বি. পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকার কন্যা, পার্বতী, দুর্গা, গৌরী। [সং. উ (শিব)+মা (লক্ষ্মী)]। বি. **~পতি**—শিব।

উমান₁, উমানো—(১) ক্রি. গরম করা; তাতান, তা দেওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [নামধাতু √উমা (সং. উষ্ণ)+আন]।

উমান₂—বি. পরিমাণ, মাপ, ওজন। [সং. উন্মান]। ক্রি. **উমানা**—ওজন করা।

উমেদ—বি. আশা, আকাঙ্ক্ষা। [ফা. উম্‌মেদ্]। বিণ. **উমেদার**—প্রত্যাশী, প্রার্থী; চাকুরীপ্রার্থী। বি. **উমেদারি**—প্রার্থনা; চাকুরি-প্রার্থনা, চাকুরির আশায় অন্যের উপাসনা।

উমেশ—বি. উমাপতি, শিব। [সং. উমা+ঈশ]।

উর₁—বি. বক্ষস্থল। [সং. উরস্]।

উর₂, উরহ—**উরা** দ্রঃ।

উরঃ (-রস্)—বি. বক্ষ, বক্ষস্থল (উরঃস্থল)। [সং. √ঋ+অস্ (র্তৃ)]।

উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম—বি. (বুক দিয়া গমন করে বলিয়া) সর্প। [সং. উরস্+গম্+অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **উরগী, উরঙ্গী, উরঙ্গমী**।

উরমাল—বি. রুমাল; (প্রধানতঃ অশ্বের) উরস্ত্রাণ। [ফা. রুমাল্; হি. উরমাল]।

উরশ্ছদ, উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ—বি. বর্ম, কবচ। [সং.]।

উরস—বি. বক্ষস্থল ('উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে' : রবীন্দ্র]। [সং. উরস্]।

উরসিজ, উরোজ—বি. স্তন। [সং. উরসি, উরস্+√জন্+অ (র্তৃ)]।

উরা—**উরা**-র বানানভেদ।

উরু—বিণ. বিশাল, মহৎ। [সং.]। বিণ. **~কীর্তি**—বিশালকীর্তি। বি. **~ক্রম**—বামনাবতার।

উরুত—**উরু**-র বিকৃত রূপ।

উর্ণনাভ—**ঊর্ণনাভ**-এর বানানভেদ।

উর্ণা—**ঊর্ণা**-র বানানভেদ।

উর্দি—বি. (প্রধানতঃ সরকারী ও সেনাবিভাগের) কর্মচারীদের কাজের সময়ে পরিবার জন্য নির্দিষ্ট পোশাক, uniform। [তুর্. র্দি]।

উর্দু, উর্দ্দু—বি. আরবী-ফার্সী-প্রধান হিন্দী ভাষা (বর্তমানে ইহা হিন্দী হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে ও ফার্সী অক্ষরেই লিখিত হয়)। [তুর্. র্দু]। বি. **~নবিস**—যে উর্দু ভাষা জানে। [তুর্. র্দু+ফা. নবীস]।

উর্বর, উর্ব্বর—বিণ. প্রচুর উৎপাদনশক্তিসম্পন্ন; সর্ব-শস্যোৎপাদক। [সং. উরু (=প্রচুর)+√ঋ+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **উর্বরা**।

উর্বশী—বি. সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ও অনন্তযৌবনা অপ্সরা-বিশেষ। [সং.]।

উর্বী—বি. পৃথিবী। [সং. উরু+ঈ]।

উল—বি. মেষ প্রভৃতি পশুর লোম, পশম। [ইং. wool]।

উলকা—**উল্কা**-র কোমল রূপ।

উলকি—বি. দেহে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূচীবিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্র। [দেশী]।

উলঙ্গ—বিণ. বিবস্ত্র, নেংটা, অনাবৃত, উন্মুক্ত (উলঙ্গ অসি); অকপট ('শিশুসম উলঙ্গ পরাণ' : মা. ব.)। [সং. উন্নগ্ন]। বিণ. (স্ত্রী.) **উলঙ্গা, উলঙ্গী, উলঙ্গিনী**।

উলট, উলটা, উলটো—বিণ. অধোমুখ; উপুড়; বিপরীত; বিপর্যস্ত। [তু হি. উল্লাট, প্রাকৃ. অল্লট্ট]। ক্রি. **উলটা**—উলটা হওয়া বা উলটা করা, বদলান, প্রত্যাহৃত করা (আইন উলটান); প্রত্যাহার করা বা অস্বীকার করা বা খেলাপ করা (কথা উলটান); বিপর্যস্ত করা (ধারা বা রীতি উলটান)। ক্রি-বিণ. **উলটে**—পক্ষান্তরে (তোমার কোন পাওনা নাই, উলটে আমিই তোমার কাছে পাব)। বিণ. **উলটপালট, উলটা-পালটা**—বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল; বিপরীত; গোলমেলে; পূর্ব উক্তির বিরোধী (উলটপালট কথা); ধ্বংসপ্রাপ্ত বিনষ্ট (সৃষ্টি উলটপালট হওয়া)। [প্রাকৃ. অল্লট্ট পল্লট্ট]। **উলটা রথ**—জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা। **উলটা বুঝলি রাম**—(ভাল) কথার বিপরীত অর্থ বোঝা। অস-ক্রি. **উলটি-পালটি**—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ঘুরিয়া-ফিরিয়া, বিপর্যস্ত হইয়া; গড়াগড়ি দিয়া।

উলটকম্বল, ওলটকম্বল—বি গুল্মজাতীয় বৃক্ষবিশেষ ও তাহার বীজ, ঔষধরূপে ব্যবহৃত। [উলট=উল্টা, যেহেতু এই গাছের ফুল অধোমুখী; কম্বল=কমল (উচ্চারণ-বিকারে)]।

উলপ—বি. উলুখড়। [সং.]।

উলসা—ক্রি. উল্লসিত হওয়া (উলসি ওঠা)। [বাং. √উলস্ (সং. উৎ+√লস্)+আ]। বিণ. **উলসিত**—(কাব্যে) উল্লসিত।

উলা—ক্রি. নামান; নামাইয়া রাখা; উনান হইতে রান্না নামান ('বেহুলা উলাইল ……ভাত' : ক্ষেমানন্দ)। [>বাং. উড়া]।

উলি—বি. চুলে বিলি কাটা (?) ('আল্যানে মাথার চুলি, না জানি করিতে উলি' : ব. প.)। [**বিলি** দ্রঃ]।

উলু১, **উলুখড়**—বি. তৃণবিশেষ। [সং. উলূপ, উলূক]।
উলু২—বি. শুভকর্মে নারীগণের উচ্চারিত মঙ্গলধ্বনি-বিশেষ; হুলুধ্বনি। [> সং. হুলহুলী]।
উলুই—বিণ. (অপ্র.) উড়নচণ্ডে, অপব্যয়ী। [< বাং উড়া]।
উলুখাগড়া—বি. উলুখড় ও নল; অকিঞ্চিৎকর বাজে বা গরীব লোক; নিরীহ প্রজা। [বাং. উলু + খাগড়া]। **রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়**—রাজা, নেতা বা প্রধান ব্যক্তিদের কলহের ফলে সাধারণ লোকেরা বিপদ্গ্রস্ত হয়।
উলূক—বি. পেচক, পেঁচা, ইন্দ্র, উলুখড়। [সং. তু. লা. ulula, জা. ula, eule, ইং. owl]। বি. (স্ত্রী.) ~কী।
উলেমা—বি. (বহুব.) মুসলমান পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ। [আ. উলমা]।
উল্কা—বি. আকাশ হইতে পতিত জ্বলন্ত প্রস্তরাদি; বায়বা আলোক, আকাশে অতিদ্রুত সঞ্চরণশীল অগ্নি-পিণ্ড, meteor; স্ফুলিঙ্গ; মশাল। [সং.]। বি. **~পাত**—উল্কার পতন। বি. **~পিণ্ড**—আকাশে ধাবমান অগ্নিপিণ্ড, meteor। ক্রি-বিণ. **~বেগে**—উল্কার গতির তুল্য অতি দ্রুত। বি. **~মুখী**—খেঁকশিয়ালী; আলেয়া; ক্রোধবশতঃ মুখ সর্বদা রক্তবর্ণ থাকে এমন স্ত্রীলোক।
উল্কি, উল্কী—**উলকি**-র বানানভেদ।
উল্টা—**উলটা**-র বানানভেদ।
উল্মুক—বি. অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ; জ্বলন্ত অঙ্গার। [সং.]।
উল্লঙ্ঘন—বি. লাফাইয়া পার হওয়া, ডিঙানো, উল্লম্ফন, অতিক্রমকরণ; লঙ্ঘন; বিরুদ্ধাচরণ। [সং. উৎ + লঙ্ঘন]। ক্রি. **উল্লঙ্ঘা**—উল্লঙ্ঘন করা। বিণ. **উল্লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘ্য**—উল্লঙ্ঘনযোগ্য, উল্লঙ্ঘন করা আবশ্যক বা সম্ভব এমন। বিণ. **উল্লঙ্ঘিত**—উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে এমন।
উল্লম্ফন, উল্লম্ফ—বি. লাফ দিয়া পার হওয়া, উল্লঙ্ঘন, ডিঙানো, উপর দিকে লাফানো। [সং.]।
উল্লম্ব—বিণ. খাড়া, ঊর্ধ্বাধ ভাবে অবস্থিত, vertical। [সং. উৎ + √লম্ব্ + অ]।
উল্লাস—বি. পরমানন্দ; আহ্লাদ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ (প্রথমোল্লাস)। [সং. উৎ + √লস্ + অ (ভা)]। ক্রি. **উল্লসা**—উল্লসিত হওয়া। বিণ. **উল্লসিত, উল্লাসী** (-সিন্)—উল্লাসযুক্ত, উৎফুল্ল, আহ্লাদিত, অত্যন্ত হৃষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) **উল্লসিতা, উল্লাসিনী**।
উল্লিখিত—বিণ. উপরে বা পূর্বে লিখিত; পূর্বোক্ত। [সং. উৎ + লিখিত]।
উল্লুক—বি. লাঙ্গুলহীন বানরের ন্যায় জন্তুবিশেষ, বনমানুষ-জাতীয়, gibbon; (গালিতে) নির্বোধ বা অভদ্র।
উল্লেখ—বি. প্রসঙ্গতঃ কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্তি; কথন; বর্ণন; অর্থালঙ্কারবিশেষ, allusion। [সং. উৎ + √লিখ্ + অ (ভা)]। বি. **~ন**—কথন; উল্লেখকরণ; কীর্তন। বিণ. **উল্লেখনীয়, উল্লেখ্য**—উল্লেখযোগ্য, উল্লেখ করিতে হইবে বা করা উচিত এমন। বিণ. **~যোগ্য**—উল্লেখ করার উপযুক্ত।
উল্লোল—(১) বি. বৃহৎ তরঙ্গ। (২) বিণ. দোদুল্যমান। [সং. উৎ + √লোড়্ + অ]।
উশখুশ—**উসখুস**-এর বানানভেদ।
উশনা (-নস্)—বি. দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য; শুক্রগ্রহের অধিদেবতা; শুক্রগ্রহ। [সং. √বশ্ (= কান্তি) অনস্ (র্তৃ)]।
উশীর—বি. বেনার মূল, খসখস। [সং.]।
উশুল—**উসুল**-এর বানানভেদ।
উশো—বি. চুনবালির পলস্তারাদি ঘসিয়া সমান করিবার কাঠের যন্ত্র। [সং.]।
উষসী১—উষা ('স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী': রবীন্দ্র)। [সং. উষস্ + বাং. ঈ]।
উষসী২—বি. (বিরল) সন্ধ্যাকাল, দিবাবসান। [সং. উষ (= দাহ) + √সো (= বিনাশ করা) + অ (র্তৃ) + ঈ]।
উষা—বি. রাত্রির অবসান, সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বক্ষণ; ভোরবেলা। [সং. √উষ্ (দাহার্থক, অন্ধকার সম্পর্কে) + আ]।
উষীর—**উশীর**-এর বানানভেদ।
উস্কখুস্ক—বিণ. শুষ্ক ও শ্রীহীন; তৈলহীন, রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। [দেশী]।
উষ্ট্র—বি. উট, ক্রমেলক। [সং. √উষ্ + ট্র (র্ম)]। বি. (স্ত্রী.) **উষ্ট্রী**।
উষ্ণ—(১) বি. তাপ, রৌদ্র, গ্রীষ্মকাল (উষ্ণপ্রধান, উষ্ণাগম)। (২) বিণ. তপ্ত, গরম; প্রখর; ক্রুদ্ধ। [সং. √উষ্ (দাহে) + ণ (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~ত্ব**—তাপ; তাপমাত্রা, temperature। [বি প.]। বি. **~প্রস্রবণ** গরমজলের ঝরনা। বিণ. **~বীর্য**—তেজস্কর, উত্তেজক।
উষ্ণা—বি. সিদ্ধ চাউল। [হি.]।
উষ্ণীষ—বি. পাগড়ি, কিরীট। [সং. উষ্ণ + ঈষ (= বিনাশ করে) + অ (র্তৃ)]। বি. **~কমল**—বৌদ্ধতন্ত্রে বর্ণিত মস্তকস্থিত পদ্ম।
উষ্ম, উষ্মা (-ষ্মন্)—বি. তাপ; প্রখরতা; ক্রোধ, উত্তেজনা; গ্রীষ্মকাল; তাপের মাত্রা, temperature [বি. প.]। [সং. √উষ্ + ম, মন্ (র্তৃ)]। বি. **উষ্মবর্ণ**—(ব্যাক.) শ্ ষ্ স্ হ্: শ্বাসবায়ুর প্রাধান্যযুক্ত এই বর্ণচতুষ্টয়। ক্রি. **উষ্মা প্রকাশ করা**—রাগ করা।
উসকা—ক্রি. বাড়াইয়া দেওয়া; উত্তেজিত করা, প্ররোচিত করা; (স্ফোটকাদির মুখ) খোঁচা দিয়া ফাটাইয়া দেওয়া। [বাং. √উসকা]। **~ন, (নো)**—(১) বি. প্ররোচিত বা উত্তেজিত করা; প্রবর্ধন। (২) বিণ. প্ররোচিত, উত্তেজিত; প্রবর্ধিত। বি. **উসকানি**—প্রবর্ধন, উত্তেজনা; প্ররোচনা।
উসখুস—বি. অস্থিরতার ভাব প্রকাশ। [দেশী—তু. হি. অসখস্]।
উসুল, উশুল—বি. আদায়; সংগ্রহ। [আ. ৱুসূলৎ]।
উস্কা—**উসকা**-র বানানভেদ।
উস্তম-খুস্তম, উস্তম-কুস্তম—বি. জ্বালাতন। [ফা. উস্তুন্ খুস্তুন্]।
উস্তাদ—**ওস্তাদ**-এর রূপভেদ।

উহা, (অপ্র.) **উহ**—সর্ব. ঐ বা সেই ব্যক্তি প্রাণী বস্তু বা বিষয়; তাহা। [সং. অদস্]।
উঁহু—অব্য. অসম্মতিসূচক ধ্বনি।
উহু—অব্য. যন্ত্রণাসূচক বা কাতরতা-জ্ঞাপক ধ্বনি।
উহ্যমান—বিণ. নীয়মান; যাহা বহন করা হইতেছে। [সং. √বহ্ + মান (শানচ্ র্ম)]।

ঊ

ঊ—বাঙ্গালা ভাষায় ষষ্ঠ স্বরবর্ণ।
ঊঢ়—বিণ. বিবাহিত (অনূঢ়); বহন করা হইয়াছে এমন, বাহিত। [সং. √বহ্ + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ঊঢ়া**—বিবাহিতা (নবোঢ়া)। বি. **ঊঢ়ি**—বিবাহ।
ঊন, (বাং.) **উন**, (কথ্য) **উনা, উনো**—বিণ. কম, ন্যূন; হীন, অসম্পূর্ণ; কমজোর, দুর্বল। [সং.]। বি. বিণ. **~আশী, ~চল্লিশ, ~ত্রিশ, ~নব্বই (নব্বুই), ~পঞ্চাশ, ~ষাট, ~সত্তর**—যথাক্রমে ৭৯, ৩৯, ২৯, ৮৯, ৪৯, ৫৯ ও ৬৯: এই সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~কোটি, ~কোটী**—প্রায় এক কোটি। বিণ. **~পাঁজুরে—ঊনপাজুরে**-র বানানভেদ। বিণ. **~বিংশ**—উনিশ সংখ্যার পূরক। বি. বিণ. **~বিংশতি**—১৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~বিংশতিতম**—উনিশ সংখ্যার পূরক। **ঊনা বর্ষা দুনা শীত**—যে বৎসর বৃষ্টি কম হয়, সে বৎসর শীতের প্রাবল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। **ঊনা ভাতে দুনা বল**—পেটে একটু জায়গা রাখিয়া খাইলে ভাল হজম হয়, ফলে শক্তি বাড়ে।
ঊনিশ—উনিশ-এর বানানভেদ।
ঊরা, উরা—ক্রি. অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হওয়া ('উর তবে, উর, দয়াময়ি বিশ্বরমে': মধু.)। [বাং. √উর্ (সং. অব + √তৃ) + আ]।
ঊরু—বি. মানবদেহের কুঁচকি হইতে হাঁটু পর্যন্ত অংশ; উরত। [সং.]। বি. **~স্তম্ভ**—উরুতে জাত দুষ্টব্রণ বা ফোঁড়া যাহাতে উরু অবশ হইয়া যায়।
ঊর্জস্বল, ঊর্জস্বী—বিণ. তেজস্বী; অতিবলশালী। [সং. ঊর্জস্ + বল (বলচ্) বি (-ন)]।
ঊর্ণনাভ, উর্ণনাভ, ঊর্ণনাভি, উর্ণনাভি—বি. মাকড়সা। [সং. ঊর্ণা, ঊর্ণা + নাভি (বহু.)]।
ঊর্ণা, উর্ণা—বি. মেষাদি পশুর লোম, পশম, (ঊর্ণাতন্তু), wool। [সং.]। বিণ. **~ময়**—মেষাদির লোম হইতে প্রস্তুত।
ঊর্ধ্ব—(১) বি. উপরের দিক, উপরিভাগ (ঊর্ধ্বে স্থিত); উচ্চতা (ঊর্ধ্বে পাঁচ হাত), বেশী (সহস্রবৎসরের ঊর্ধ্বে)। (২) বিণ. উন্নত, উচ্চ (ঊর্ধ্বকণ্ঠ), উপরিদিকস্থ (ঊর্ধ্বাংশ); বেশী (ঊর্ধ্বপক্ষে)। [সং.]। বিণ. **~গ, ~গামী**—উপরদিকে গমনকারী; ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছে বা উঁচু হইতেছে এমন। **~গতি** (১) বিণ. ঊর্ধ্বগামী। (২) বি. ঊর্ধ্বে গমন। বিণ. **~চারী** (-রিন্)—শূন্যে বিচরণকারী; উচ্চাকাঙ্ক্ষী; উচ্চ কল্পনাপ্রবণ। বিণ. **~তন**—উপরিস্থ। **~দৃষ্টি, ~নেত্র**—(১) বিণ. উলটান দৃষ্টিবিশিষ্ট; শিবচক্ষু। (২) বি. উপরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি; উদাস দৃষ্টি; যোগদৃষ্টি; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত দৃষ্টি। বি. **~দেহ**—মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত শরীর; সূক্ষ্ম দেহ। বি. **~পাতন**—রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ, চোলাই। বিণ. **~বাহু**—হাত উপরে তুলিয়া আছে এমন। বিণ. **~মুখ**, (কাব্যে) **~মুখীন**—মুখ উপরে তুলিয়া আছে এমন। বি. **~রেতা, রেতাঃ** (-তস্)—শুক্রক্ষয় করে নাই এবং যাহার শুক্র ঊর্ধ্বগামী এমন পুরুষ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ; যোগী; শিব। বি. **~লোক**—স্বর্গ। বিণ. **~শায়ী** (-য়িন্)—চিৎ হইয়া শায়িত। বি. **~শ্বাস**—দ্রুতগমনাদির ফলে ঘন ঘন শ্বাস (ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ান)। বিণ. **~স্থ**—ঊর্ধ্বে অবস্থিত।
ঊর্বস্থি—বি. স্থূল হাড়; উরুর হাড়। [সং. ঊরু + অস্থি]।
ঊর্মি—বি. তরঙ্গ; ঢেউ। [সং.]। বি. **~ভঙ্গ**—সমুদ্রাদির যে তরঙ্গ তটোপরি বা পর্বতগাত্রে আছড়াইয়া পড়ে। বি. **~মালী** (-লিন্)—সমুদ্র।
ঊষর—বিণ. যাহার মাটি লোনা বা ক্ষারময়; অনুর্বর, মরুময়। [সং. ঊষ + র]।
ঊষসী, ঊষা—যথাক্রমে **উষসী** ও **উষা**-র বানানভেদ।
ঊষ্মা (-ষ্মন্)—বি. উষ্মবর্ণ, শ ষ স হ। [সং.]।
ঊহ—বি. অনুমানের সাহায্যে তত্ত্ব-স্থাপন। [সং.]।
ঊহিনী—বি. সমষ্টি (অক্ষৌহিণী)। [সং.]।
ঊহ্য—বিণ. অনুক্ত কিন্তু কল্পনা করিয়া লইতে হয় এমন (অনেক কথা ঊহ্য রহিল), অনুমেয়। [সং. √ঊহ্ + য (র্ম)]।

ঋ

ঋ—বাঙ্গালা ভাষার সপ্তম স্বরবর্ণ; স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর 'ঋষভ'-এর সংক্ষেপ। বি. **~কার**—ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঋ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।
ঋক্ (ঋচ্)—বি. ঋগ্বেদ, ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্রবিশেষ, গায়ত্রী। [সং. √ঋচ্ + কিপ্]।
ঋক্থ, রিক্থ—বি. ধন; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য ধন-সম্পত্তি; মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি। [সং. √ঋচ্ + থ(র্ম)]।
ঋক্ষ—বি. ভল্লুক; নক্ষত্র। [সং. √ঋক্ষ্ (হিংসার্থক) + অ বা √ঋষ্ (গত্যর্থক) + স (র্তৃ)]। বি. **~মণ্ডল**—সপ্তর্ষিমণ্ডল, the Great Bear। বি. **~রাজ**—ভল্লুকরাজ জাম্ববান্; চন্দ্র।
ঋগ্বেদ—বি চতুর্বেদের মধ্যে প্রধান বেদ [সং. ঋক্ + বেদ]।
ঋজু—বিণ. সোজা, অবক্র; সরল, অকপট (ঋজু মন), সহজ, সহজবোধ্য (ঋজুপাঠ)। [সং. √ঋজ্ + উ (র্তৃ)]। বি. **~তা**। বি. **~রেখা**—সরলরেখা।
ঋণ—বি. দেনা, ধার, কর্জ। [সং. √ঋ + ত (র্তৃ)]। বিণ. **~গ্রস্ত, ঋণী** (-ণিন্)—দেনদার, অধমর্ণ, খাতক। বি. **~চিহ্ন**—বিয়োগচিহ্ন, — এই চিহ্ন, minus। বি. **দাস**—যে ব্যক্তি দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত বা দেনার বিনিময়ে উত্তমর্ণের দাসত্ব করে বি **~পত্র**—দেনার

দলিল, তমসুক, খত, debenture [স. প.]। বি. **ঋণিতা**—ঋণগ্রস্ত অবস্থা।

ঋত—(১) বি. পরব্রহ্ম ; ধ্রুব সত্য। (২) বিণ. পূজিত, পীড়িত ; যথার্থ ; দীপ্ত। [সং. √ঋ+ত (র্তৃ, র্ম)]। বিণ. বি. ~**ম্ভর**—সত্যপালক (পরমেশ্বর)। বি. (স্ত্রী). ~**ম্ভরা**—সত্যজ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি।

ঋতি—বি. গমন, গতি। [সং. √ঋ+তি]।

ঋতু—বি. প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী বর্ষবিভাগ (অর্থাৎ, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত) ; স্ত্রীরজঃ। [সং. √ঋ (গত্যর্থক)+তু (র্তৃ, ভা)]। বি. ~**কাল**—যে ষোড়শদিন স্ত্রীলোকের ঋতু থাকে। বি. ~**পতি**, ~**রাজ**—বসন্তকাল। বি. ~**পরিবর্তন**—গ্রীষ্ম বর্ষা ইত্যাদি ছয় ঋতুর মধ্যে এক ঋতুর শেষে অন্য ঋতুর আবির্ভাব। বিণ. ~**মতী**—রজস্বলা। বি. ~**স্নান**—ঋতুমতী হওয়ার পর চতুর্থ দিবসে স্নানরূপ সংস্কার।

ঋত্বিক্ (-ত্বিজ্)—বি. বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত, যাজক। [সং. ঋতু+√যজ্+কিপ্ (র্তৃ)]।

ঋদ্ধ—বিণ. সমৃদ্ধিযুক্ত, সম্পন্ন। [সং. √ঋধ্+ত (র্তৃ)]। বি. **ঋদ্ধি**—সর্বাঙ্গীণ উন্নতি; শ্রীবৃদ্ধি; সৌভাগ্য; সম্পত্তি (তু. সমৃদ্ধি)। বিণ. **ঋদ্ধিমান্** (মৎ)—সমৃদ্ধ, ধনবান্ ; ভাগ্যবান্।

ঋভু—বি. দেবতা ; দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্যবিশেষ। [সং. ঋ+√ভূ+উ (র্তৃ)]।

ঋষভ—বি. বৃষ; (সমাসের উত্তরপদে) শ্রেষ্ঠ জন (পুরুষর্ষভ); পর্বতবিশেষ, সঙ্গীতের সুরসপ্তকের দ্বিতীয় স্বর বা 'রে'- ধ্বনি। [সং. ঋষ্+অভ (র্তৃ)]।

ঋষি১—বি. বাঙ্গালী চর্মকার জাতি। [হি. রৈসি< রুহিদাস ?]।

ঋষি২—বি. শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী ; মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি, শাস্ত্রপ্রণেতা; বেদমন্ত্রের সংকলয়িতা যোগী। [সং. √ঋষ্+ই (র্তৃ)]। বিণ. ~**কল্প**—ঋষিতুল্য। বিণ. ~**প্রোক্ত**—ঋষিগণ কর্তৃক উক্ত ; আর্ষ। বি. ~**শ্রাদ্ধ**—মৃত ঋষির শ্রাদ্ধ (ইহাতে কেবল কলাপাতাই কাটা হয়, কাহাকেও খাওয়ান হয় না)।

ঋষ্টি—বি. রিষ্টি। [সং.]।

ঋষ্য—বি. কৃষ্ণসারমৃগবিশেষ ; মৃগ। [সং. √ঋষ্+য (র্ম)]। বি. ~**শৃঙ্গ**—রামায়ণোক্ত মুনিবিশেষ ; রাজা দশরথ ইঁহাকে দিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইলে রামচন্দ্রাদি তাঁহার চারি পুত্রের জন্ম হয়।

ৠ, ঌ

ৠ, ঌ—যথাক্রমে অষ্টম ও নবম স্বরবর্ণ। এই বর্ণদ্বয়ের ব্যবহার বাঙ্গালা ভাষায় নাই।

এ

এ১—বাঙ্গালা ভাষায় দশম স্বরবর্ণ।

এ২—(১) অব্য. ওহে, হে, ওগো ('এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' : বিদ্যা)। (২) সর্ব. ইহা ; এই ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু বা বিষয় (এ কে ? এ ভাল নয়)। (৩) বিণ. এই সম্মুখবর্তী (এপার, এপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ), নিকটস্থ, আলোচ্য (এ গান, এ পথ, এ ঘটনা)। [সং. এতদ্]। সর্ব. **এ-ও-তা**—বিবিধ বিষয় বা প্রসঙ্গ ; আজে-বাজে বিষয় বা প্রসঙ্গ। সর্ব. **এ-ও-সে**—আজে-বাজে লোক বা বিষয় বা প্রসঙ্গ।

এই—(১) বিণ. সম্মুখবর্তী, নিকটস্থ, আলোচ্য (এই লোকটি, এই গাছটি, এই ঘটনা)। (২) অব্য. ওরে (এই ছেলেটা) ; এখনি, এইমাত্র (এই এলাম) ; বিরক্তি ভয় বিস্ময়াদিসূচক (এই রে, এই সেরেছে)। (৩) সর্ব. ইহা (আমি এই চাই)। [বাং. এ (সং. এতদ্)+ই (নিশ্চয়ার্থে)]।

এইসা—অব্য. এইরূপ, এমন। [হি. ঐসা]।

এও—এয়ো-র বানানভেদ।

এওজ, **এয়োজ**—বি. পরিবর্ত, বিনিময় (এওজ করা)। [আ. এরাজ]। বিণ. **এওজী**, **এউজী**, **এওরাজী**—বিনিময়ে প্রাপ্ত (এউজী জমি)।

এঃ—অব্য. ঘৃণা বিরক্তি প্রভৃতিসূচক ধ্বনি।

এঁচড়—**ইঁচড়**-এর কথ্য রূপ।

এঁটুলি, **এঁটুল**—বি. ক্ষুদ্র কীটবিশেষ (ইহা কুকুর গোরু প্রভৃতির গায়ে আঁটিয়া থাকিয়া রক্তশোষণ করে)। [বাং. আঁটা+উলি, উল]।

এঁটে—**আঁটিয়া**-র কথ্য রূপ।

এঁটেল—বিণ. আঁটাল ; শুষ্কাবস্থায় শক্ত এবং ভিজিলে আঠার মত চট্‌চটে ও পিচ্ছিল হয় এমন (মাটি)। [বাং. আঁটা+আল>এল]।

এঁটো, (বিরল) **এঁঠো**—(১) বিণ. উচ্ছিষ্ট, ভুক্তাবশিষ্ট ; রন্ধন-করা সামগ্রীর বা উচ্ছিষ্টের সহিত স্পৃষ্ট (এঁটো পাতা)। (২) বি. উচ্ছিষ্ট অন্নাদি ; ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যাদি। [সং. উচ্ছিষ্ট]। বিণ. ~**খেকো**—অতি হীন পরমুখাপেক্ষী। **এঁটো পাত কখনও স্বর্গে যায় না**—পরান্নভোজী বা পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি কখনও বড় হইতে পারে না।

এঁড়ে—(১) বি. বৃষ, বলদ। (২) বিণ. পুরুষজাতীয় (এঁড়ে বাছুর); ষাঁড়ের ন্যায় তীব্রগম্ভীর ধ্বনিবিশিষ্ট (এঁড়ে গলা) ; ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের ন্যায় দুর্দমনীয় বা একরোখা (এঁড়ে লোক)। [সং. অণ্ড+বাং. ইয়া>এ]। **এঁড়ে তর্ক**—একগুঁয়ে লোকের যুক্তিহীন তর্ক। ক্রি. **এঁড়ে লাগা**—(শিশুদের) মাতৃস্তন্যের অভাবে অজীর্ণ-রোগে আক্রান্ত হওয়া।

এঁদো, **এঁধো**—বিণ. অন্ধকারপূর্ণ, আলো ঢোকে না এমন (এঁদো বাড়ি) ; অন্ধকার সঙ্কীর্ণ নোংরা ও একমুখবন্ধ (এঁদো গলি) ; পানাপড়া, পঙ্কিল (এঁদো পুকুর)। [সং. অন্ধ>অন্ধুয়া>আঁধুয়া]।

এক—(১) বি. ১ এই সংখ্যা ; এক ব্যক্তি, একজন (দেশোদ্ধার একের কাজ নহে)। (২) বিণ. ১ সংখ্যক ; একটিমাত্র ; কোনও (একসময়ে); পরিপূর্ণ, ভর্তি (একমুখ, একগা, একগাল, একবাড়ি লোক) ; অভিন্ন (এক

দেশে বাস, এক বয়সী, এক মায়ের সন্তান) ; একত্র, মিলিত, সমবেত ('বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন এক হউক' : রবীন্দ্র) ; যুক্ত, জোড়করা (দুই হাত এক করা); মিশ্রিত (চালে-ডালে এক হয়ে গেছে) ; অদ্বিতীয়, অনন্য (ঈশ্বর এক ও অভিন্ন) ; অবিরাম (একটানা সুর) ; অন্যতম (রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ কবি)। [সং]। **এক আঁচড়ে**—একবার বা সামান্য একটু দেখিয়া শুনিয়া বা পরীক্ষা করিয়া। বিণ. **এক-আধটা**—দুই-একটা। বিণ. **এক-এক**—কোন কোন। **~ক**—(১) বিণ. সঙ্গিহীন, একাকী (একক চেষ্টা)। (২) বি সংখ্যার দক্ষিণে প্রথম অঙ্ক ; পরিমাণের মাত্রা, unit। বি. বিণ. **~কড়া**—**~কড়া**১ দ্রঃ। বি. বিণ. **~কলমী**—সংবাদপত্রে একটিমাত্র কলম (column) বা স্তম্ভ লিখিয়ে। [বাং. এক + ইং. column + বাং. ঈ]। বিণ. **~কাট্টা**—এক যুক্তিতে বা উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ। **একাট্টা** দ্রঃ। বিণ. **~কালীন**—কেবল একবারে করণীয় বা দেয় (এককালীন চাঁদা) ; যুগপৎ (এককালীন আক্রমণ) ; সমসাময়িক (এককালীন লোক)। বি. বিণ. **~খানা**—এক খণ্ড বা টুকরা। বিণ. **~গলা**—গলা পর্যন্ত ডুবিয়া যায় এমন (একগলা জল)। বিণ. **~গাছা**, **~গাছি**—একখানা, একটি। বিণ. **~গাল**—গাল-ভরা (একগাল হাসি) ; একগ্রাস মাত্র (একগাল খাবার)। বিণ. **~গুঁয়ে**—একরোখা ; অবাধ্য, দুর্দমনীয়। বিণ. বিণ. **~গুটি**, **~গোটা**—একটি। বিণ. **~ঘরে**—সমাজ-চ্যুত, জাতিভ্রষ্ট। বিণ. **~ঘেয়ে**—নূতনত্ববর্জিত, ও বিরক্তিকর, monotonous। বিণ. **~চক্ষুঃ** (-ক্ষুস্), (চলিত) **একচক্ষু**—একটিমাত্র নেত্রযুক্ত ; এক চোখ কানা (একচক্ষু হরিণ)। বি. বিণ. **~চত্বারিংশৎ**, **~চল্লিশ**—৪১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~চত্বারিংশ-তম**—৪১ সংখ্যার পূরক। বিণ. **~চর**—একাকী বিচরণকারী। **~চালা**—(১) বিণ. একখানি মাত্র চাল-বিশিষ্ট। (২) বি. ঐরূপ চালবিশিষ্ট ঘর। বিণ. **~চিত্ত**—একমনা, অনন্যচিত্ত। **~চুল**—(১) বিণ. একগাছি চুলপরিমাণ। (২) ক্রি-বিণ. লেশমাত্র (একচুল এদিক্-ওদিক হওয়া)। বিণ. **~চেটিয়া**, **~চেটে**—কেবল এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ত্ত। বিণ. **~চোখো**—একচক্ষুবিশিষ্ট ; পক্ষপাতদোষদুষ্ট। বি. **~চোখোমি**—পক্ষপাতিত্ব। বিণ. ক্রি-বিণ. **~চোট**—একদফায় প্রচুর ; যথেষ্ট। বিণ. **~চ্ছত্র**, (অশু.) **~ছত্র**—এক শাসকের অধীন ('একছত্র করিবে ধরণী' : নবীন) ; সার্বভৌম (একচ্ছত্র অধিপতি)। বিণ. **~ছুট**—এক প্রস্থ, এক কেতা। [বাং. এক + ইং. suit বা set]। ক্রি-বিণ. **~ছুটে**—এক দৌড়ে। **~জাই**—(১) ক্রি-বিণ. বারং-বার, ক্রমাগত, অবিরাম (একজাই বলা)। (২) বিণ. একত্র, সম্মিলিত, জড় (সকলকে একজাই করা)। (৩) বি. একুন, মোট হিসাব (বৎসরের আয়ব্যয়ের একজাই)। বিণ. **~জোট**—একত্র, দলবদ্ধ। বি. **~জ্বরী**—উপশম হয় না এমন জ্বর। **~টা**, **~টি**, **~টী**,—(১) বিণ. ১ সংখ্যক ; একমাত্র, একের অনধিক (একটা পয়সাতেই হবে) ; নির্দিষ্ট কোনও এক (একটা পরামর্শ আছে) : অনির্দিষ্ট যে-কোন (একটা হলেই হল)। (২) ক্রি-বিণ. একবার (দরখাস্তটায় একটা সই কর না)। **একটা-কিছু**—(১) বিণ. বর্তমান কিন্তু অপ্রকাশিত কিছু (প্রস্তাবটায় একটা-কিছু খুঁত আছে)। (২) বি. যে কোন বস্তু বিষয় কাজ প্রভৃতি ('তোরা একটা কিছু হ' : র. সে.)। বিণ. **একটা-কোন**—**একটা-কিছু** (বিণ)-র অনুরূপ। বিণ. **একটা-দুটো**, **দুটো একটা**—অল্প। বিণ. ক্রি-বিণ. **~টানা**—একদিকে : অবিরাম, ক্রমা-গত। বিণ. **~টু**, **~টুকু**—অল্প, সামান্য কিছু। বিণ. **~ঠাঁই**—একস্থানে মিলিত। **~তন্ত্রী** (ন্ত্রিন্)—(১) বিণ. একটিমাত্র তারবিশিষ্ট ; একমতাবলম্বী (একতন্ত্রী হইয়া কাজ করা) ; একজনের শাসনের অধীন (একতন্ত্রী রাষ্ট্র)। (২) বি. একতারা। বিণ. **~তম**—দুইয়ের অধিক বা বহুর মধ্যে এক। বি. **~তরফ**—এক দিক্ পার্শ্ব বা পক্ষ। বিণ. **~তরফা**—একপক্ষীয়, কেবল একপক্ষ বিবেচনা করিয়া কৃত, exparte। বিণ. **~তলা**—(বাড়ি সম্বন্ধে) কেবল একটি তলবিশিষ্ট। বি. **~তা**—ঐক্য, মিলন ; অভিন্নতা। **~তান**—(১) বিণ. একসুরে বাঁধা ধ্বনি, ঐকতান। (২) বি. একসুরে বাঁধা, সমস্বর; একাগ্রচিত্ত। বি. **~তারা**—একটিমাত্র তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। বি. **~তালা**—সঙ্গীতের দ্বাদশ মাত্রাযুক্ত তালবিশেষ। বি. বিণ. ক্রি-বিণ. **~তিল**—**তিল** দ্রঃ অব্য. ক্রি-বিণ. বিণ. **~ত্র**—একস্থানে মিলিতভাবে ; সমবেত। বিণ. **~ত্রিত** (অশু.)—সমবেত ; মিলিত ; একত্রীকৃত। বিণ. **~ত্রিংশ**—ত্রিশের পরবর্তী, ৩১ সংখ্যার পূরক। বি. বিণ. **~ত্রিংশৎ**, **~ত্রিশ**—৩১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~ত্রিংশতম**—৩১ সংখ্যার পূরক। বি. **~ত্ব**—অভিন্নতা, একতা ; ঐক্য। ক্রি বিণ. **~দম**—একেবারেই, সম্পূর্ণ, মোটেই [হি. একদম্]। ক্রি বিণ. **~দমে**—রুদ্ধশ্বাসে ; অতিদ্রুত। অব্য. ক্রি-বিণ. **~দা**—কোন এক সময়ে বা দিনে। **~দৃষ্টি**, **~দিষ্টি**, **~দিঠ**—(১) বিণ. একাগ্রদৃষ্টি, স্থিরনেত্র। (২) বি. একনজর। ক্রি-বিণ. **~দৃষ্টে**—অপলক চোখে, স্থিরনেত্রে (একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা)। বি. **~দেশ**—এক অংশ। বিণ. **~দেশদর্শী** (-র্শিন্)—একাংশ মাত্র বিবেচনা করে এমন ; অনুদার, সঙ্কীর্ণ ; অদূরদর্শী, পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট। ক্রি-বিণ. **~নজরে**—একবার বা ক্ষণেক দৃষ্টিদান-পূর্বক। বি. বিণ. **~নবতি**—৯১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~নবতিতম**—৯১ সংখ্যার পূরক। ক্রি-বিণ. **~নাগাড়ে**, **~নাগাড়ে**—অবিরাম, ক্রমাগত। বিণ. **~নিষ্ঠ**—মাত্র এক বিষয়ে বা বস্তুতে নিষ্ঠাবান্ ; একাগ্র। বিণ. (স্ত্রী.) **~নিষ্ঠা**। বি. **~পত্নীব্রত**—পুরুষের একবার মাত্র দারপরিগ্রহ। বিণ. **~পদীকরণ** একাধিক পদকে একপদে পরিণতকরণ বা সমাসবদ্ধ-করণ। ক্রি-বিণ. বিণ. **~পেট**—পেট ভরিয়া, ভরপেট (একপেট খাওয়া, একপেট খাবার)। বিণ. **~পেশে**—একদিকে ঝুঁকিয়া আছে এমন ; পক্ষপাতী। বি. বিণ. **~প্রস্থ**—এক কেতা, এক সেট। বি. **~বচন**—

(ব্যাক.) এক সংখ্যার বাচক পদ, singular number। বিণ. ~বগ্‌গা, (কথ্য.) ~বগ্‌গা—একরোখা, এক-গুঁয়ে। বিণ. ~বর্ণ—একরঙা। বিণ. ~বল্‌কা—জ্বাল দিবার সময়ে যাহা একবার উথলিয়া উঠিয়াছে (এক-বল্‌কা দুধ)। [বলক দ্রঃ]। বিণ. ~বস্ত্র—কেবল এক-খানি কাপড় পরিহিত। ক্রি-বিণ. ~বাক্যে—একবার শোনামাত্র (এবং বিনা আপত্তিতে বা প্রতিবাদে); সর্ব-সম্মতভাবে। বি. ক্রি-বিণ. ~বার—মাত্র এক দফায়, একের অনধিক বার। বিণ. ~বাস—একবস্ত্র। বিণ. ~বিংশ—২১ সংখ্যক। বি. বিণ. ~বিংশতি—২১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~বিংশতিতম—২১ সংখ্যার পূরক। বিণ. ~বিধ—এক রকম; সদৃশ; অভিন্ন। বিণ. ~ভাব—একই রকম; সদৃশ; অভিন্ন; একমনা। ক্রি-বিণ. ~ভিতে—একদিকে, একপাশে। বিণ. ~মত—সমমতাবলম্বী। বিণ. ~মতাবলম্বী (-ম্বিন্)—এক মতে বিশ্বাসী। বিণ. ~মনা, ~মনাঃ (-নস্)—একাগ্র-চিত্ত। ক্রি-বিণ. ~মনে—একাগ্রতার সহিত, নিবিষ্ট-চিত্তে। বিণ. ~মাত্র—কেবল একটি। বিণ. ~মুখো—(পথাদি সম্বন্ধে) কেবল একদিকে মুখবিশিষ্ট। বিণ. ~মুঠ, ~মুঠো, ~মুষ্টি—এক মুষ্টিতে যতটা ধরে ততটা। বিণ. ~মেটে—খড়ের কাঠামোর উপর এক-বার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন (প্রতিমাদি)। ক্রি. একমেটে করা—(আল.) কোনও কিছুর প্রথম হস্তক্ষেপ, এক দফা সম্পাদিত, আংশিকভাবে করা। বিণ. ~মেবাদ্বিতীয়ম্—এক এবং অদ্বিতীয়। ক্রি-বিণ. ~যাই—একজাই-র বানানভেদ। ক্রি-বিণ. ~যোগে—দলবদ্ধভাবে, সম্মিলিতভাবে (একযোগে কাজ করা)। ~রকম—(১) বিণ. একই ধরনের, সমান। (২) ক্রি-বিণ. কোন প্রকারে, যেমন-তেমন করিয়া (একরকম ভালোই আছি; কাজটা একরকম এগুচ্ছে)। বিণ. ~রঙা—মাত্র একটি রঙে রঞ্জিত। বিণ. ~রত্তি, ~রত্তি—একরতি পরিমাণ; সামান্য একটু; অতিক্ষুদ্র (একরত্তি ছেলে)। বিণ. ~রাশ—স্তূপীকৃত; প্রচুর; প্রচুরপরিমাণ। বিণ. ~রূপ—একরকম-এর অনুরূপ। বিণ. ~রোখা—একগুঁয়ে; ক্রুদ্ধস্বভাব; একদিকে নকশা আছে এমন (বস্ত্রাদি)। বিণ. ~লপ্তে—একসঙ্গে বা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত (একলপ্তে তিন বিঘা)। বিণ. ~লেড্‌ডা—এক-একখানি মাত্র লেড (lead) দিয়া পঙ্‌ক্তিসমূহ পৃথক্ করিয়া মুদ্রিত। বিণ. ~শত, (কথ্য.) ~শ—১০০ সংখ্যক। বিণ. ~শিলা—(পাহাড় সম্বন্ধে) একখানি মাত্র প্রস্তরে উৎপন্ন। বি. ~শেষ—(বাং.) চূড়ান্ত, আতিশয্য (নাকালের একশেষ); (ব্যাক.) সমাসের প্রকারভেদ। বি. বিণ. ~ষষ্টি—একষট্টি। বিণ. ~ষষ্টিতম—৬১-র পূরক। বি. বিণ. ~সপ্ততি—৭১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~সপ্ততিতম—৭১-এর পূরক। বিণ. ~সহস্র, ~হাজার—১০০০ সংখ্যক। ~হাত—(১) বিণ. একহস্তপরিমিত (একহাত কাপড়)। (২) ক্রি-বিণ. একদফায়, প্রচুর পরিমাণে (একহাত নেওয়া অর্থাৎ তিরস্কারাদি করা, একহাত দেখান অর্থাৎ ধূর্তামি প্রদর্শন করা)। বিণ. ~হৃদয়—অভিন্নহৃদয়, একাত্মা।

একজামিন্, এগজামিন্—বি. পরীক্ষা। [ইং. examine (*v.*), examination (*n.*)]।

একজিবিশন—বি. প্রদর্শনী। [ইং. exhibition]।

একটিন্, একটিন, একটিং, একটিমি—বিণ. পরিবর্ত, বদলি। [ইং. acting]।

একতার—**এখতিয়ার**-এর রূপভেদ।

একরার—বি. স্বীকার, কবুল। [আ. এক্‌রার]। বি. ~নামা—স্বীকারপত্র।

একল—বিণ. একক, একাকী, একলা। [সং.]। **একল-সেঁড়ে, একলষেঁড়ে**—বিণ. একা থাকিতে ভালবাসে এমন, অসামাজিক, স্বার্থপর। [সং. একল+বাং ষাঁড় +ইয়া>এ]।

একলা—বিণ. নিঃসঙ্গ, একক, অসহায়। [সং. একল—তু. হি. অকেলা]।

একলি—বিণ. (ব্রজ.) একাকী, একাকিনী। [তু. হি. ইকেলী]।

একশা, একসা—বিণ. একত্র; একাকার; মিলিত, মিশ্রিত। [সং. একশঃ—তু. হি. এক্‌সা]।

একশিরা—বি. মুষ্কবৃদ্ধিরোগ। [দেশী]।

এক্‌সপ্রেস—(১) বিণ. যাহাতে দ্রুততা অত্যাবশ্যক, এই-রূপ বিশেষ কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট (এক্‌সপ্রেস চিঠি, ট্রেন ই.)। (২) বি. দ্রুতগামী রেলগাড়ি বা অন্য গাড়ি। [ইং. express]।

একহারা—বিণ. কৃশ, ছিপ্‌ছিপে, রোগা। [হি. এক্‌হরা]।

একা—বিণ. নিঃসঙ্গ, একক; কেবল (একা রামে রক্ষা নেই তায় সুগ্রীব দোসর)। [সং. একাকিন্]।

একাংশ—বি. একটি অংশ বা ভাগ। [সং. এক+অংশ]।

একাকার—বিণ. সমাকৃতি; একত্র মিশ্রিত; একশা (জলে স্থলে একাকার)। [সং. এক+আকার]।

একাকী (-কিন্)—বিণ. একক, অসহায়। [সং. এক+আকিন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **একাকিনী**।

একাক্ষর—বিণ. একটি মাত্র অক্ষরবিশিষ্ট (একাক্ষর মন্ত্র)। [সং. এক+অক্ষর]। বিণ. (স্ত্রী.) **একাক্ষরী, একাক্ষরা**।

একাগ্র—বিণ. অনন্যমনা; একনিষ্ঠ; অভিনিবিষ্ট। [সং. এক+অগ্র]। বি. ~তা। বিণ. ~চিত্ত—কেবল এক-বিষয়ে যাহার মন নিবিষ্ট, অনন্যমনা।

একাঘ্নী—বি. (মহাভারতে কর্ণের) যে-কোন একজনকে বধ করার শক্তিসম্পন্ন অমোঘ ক্ষেপণাস্ত্র। [সং.]।

একাট্টা, এককাট্টা—বিণ. এক উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ, এক-জোট; একস্থানে মিলিত। [হি. ইকট্‌ঠা]।

একাত্তর—বি. বিণ. ৭১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. এক-সপ্ততি]।

* আদিতে এক-যুক্ত যে-সব শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তাহাদের জন্য এক দ্রঃ।

একাত্মতা—একাত্মা দ্রঃ।

একাত্মবাদী (-দিন্)—বিণ. এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই: এই বৈদান্তিক মতে বিশ্বাসী। [সং. এক+আত্মন্+বাদিন্]।

একাত্মা (-ত্মন্)—বিণ. একই আত্মা যাহাদের এমন, অভিন্নহৃদয়, একমন। [সং. এক+আত্মন্]। বি. **একাত্মতা** (বন্ধুদ্বয়ের একাত্মতা)।

একাদশ১ (-শন্)—বি. বিণ. ১১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. এক+দশন্]।

একাদশ২—বিণ. ১১ সংখ্যার পূরক। [সং. একাদশন্+অ]। **একাদশ বৃহস্পতি**—রাশিচক্রে জন্মলগ্ন হইতে একাদশ বা আয়ের স্থানে বৃহস্পতির অবস্থিতি (ইহা পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ)।

একাদশী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) একাদশ বৎসর বয়স্কা। (২) বি. তিথিবিশেষ; এই তিথিতে উপবাস পালনীয়, বিশেষত হিন্দু বিধবার। [সং. একাদশ+ঈ]।

একাদিক্রমে—ক্রি-বিণ. আনুপূর্বিকভাবে, আনুক্রমিকভাবে; ক্রমাগত, নিরন্তর, একনাগাড়ে। [সং. এক+আদি+ক্রম+বাং. এ]।

একাধার—বি. একই পাত্র। ক্রি-বিণ. **একাধারে**—একসঙ্গে, (একাধারে নানা গুণ), একত্রে; মিলিতভাবে। [সং. এক+আধার]।

একাধিক—বিণ. একের বেশী। [সং. এক+অধিক]।

একাধিকার—বি. একচেটে অধিকার, monopoly। [সং. এক+অধিকার]।

একাধিপতি—বি. একমাত্র প্রভু; সার্বভৌম নৃপতি; সর্বেসর্বা। [সং. এক+অধিপতি]। বি. **একাধিপত্য**—কেবল একজনের সর্বময় প্রভুত্ব; সার্বভৌমত্ব।

একানব্বই, একানব্বুই—বি. বিণ. ৯১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একনবতি]।

একান্ত—বিণ. অত্যন্ত, নিতান্ত (একান্ত প্রয়োজন), নিশ্চিত (একান্ত মনে); নির্জন; নিজস্ব, খাস। [সং. এক+অন্ত]। **একান্ত সচিব**—ব্যক্তিগত কার্যে সহায়ক, পদস্থ কর্মচারী; খাস সেক্রেটারি, private secretary [স. প.]। ক্রি-বিণ. **একান্তে**—নির্জনে; এক ধারে; গোপনে (একান্তে আলাপ)।

একান্তর—বিণ. একটির পর একটি করিয়া বাদ দিয়া অবস্থিত, একটির পরবর্তী, alternate। [সং. এক+

একান্ন১—বি. বিণ ৫১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একপঞ্চাশৎ]।

একান্ন২, একান্নবর্তী, একান্নভুক্ত—বিণ. এক যৌথ পরিবারভুক্ত, আহারাদির ব্যাপারে এক গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত। [সং. এক+অন্ন, +বর্তিন্]। **একান্নবর্তী পরিবার**—যৌথ পরিবার; আয়ব্যয় এবং বিশেষভাবে রন্ধনাদি ও বসবাস একসঙ্গে হয় এমন পরিবার।

একাবলী—বি. কণ্ঠাভরণবিশেষ; একাদশ অক্ষরের বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। [সং. এক+আবলী]।

একার১—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'এ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

একার২—বিণ. কেবল একজনের। [বাং. একা+র (৬ষ্ঠী বিভক্তি)]।

একার্থ—বিণ. সমার্থবোধক; একই অভিপ্রায়বিশিষ্ট। [সং. এক+অর্থ]।

একাশি, একাশী—বি. বিণ. ৮১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একাশীতি]।

একাশীতি—বি. বিণ. ৮১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **একাশীতিতম**—৮১ সংখ্যার পূরক। [সং.]।

একাশ্রয়, একাশ্রিত—বিণ. কেবল একজনের শরণাপন্ন, অনন্যগতি। [সং. এক+আশ্রয়, আশ্রিত]।

একাসন—(১) বি. অপরিত্যক্ত আসন (একাসনে উপবিষ্ট)। (২) বিণ. আসন বদল করে না বা অন্য আসন নাই এমন। [সং. এক+আসন]।

একাহার—বি. সারা দিনে-রাত্রে একবার মাত্র ভোজন। বিণ. বি. **একাহারী** (-রিন্)—সারা দিনে-রাত্রে একবার মাত্র ভোজনকারী।

একাহিক—বিণ. একদিনমধ্যে সম্পাদ্য। [সং. এক+অহন্+ইক]।

একি—অব্য. (আশ্চর্যবোধক শব্দ) ইহা কেমন, এ কিরূপ (একি কথা, একি সাজ)। [বাং. এ (=ইহা)+কি]।

একিদা—বি. বিশ্বাস; ঈশ্বরে বা ধর্মে বিশ্বাস। [আ. আকীদহ্ =ধর্মবিশ্বাস]।

একীকরণ—বি. সমানকরণ; একত্রে স্থাপন বা মিশ্রণ। [সং. এক+ঈ (চি্ব)+√কৃ+অন (ভা)]। বিণ. **একীকৃত**—একীকরণ করা হইয়াছে এমন।

একীভবন—বি. এক হওয়া; সমান অবস্থা প্রাপ্তি; একত্রে স্থাপিত বা মিশ্রিত হওয়া। [সং. এক+ঈ (চি্ব)+√ভূ+অন (ভা)]।

একীভাব—বি. ঐক্য; এক হওয়া। [সং. এক+ঈ (চি্ব)+√ভূ+অ (ভা)]।

একীভূত—বিণ. সমান অবস্থাপ্রাপ্ত; একত্র স্থাপিত বা মিশ্রিত। [সং. এক+ঈ (চি্ব)+√ভূ+ত (র্ম)]।

একুনে—ক্রি-বিণ. মোট, সমষ্টি, সাকল্য। [দেশী]।

একুশ—বি. বিণ. ২১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একবিংশতি]। বি. **একুশে**—মাসের একুশ তারিখ।

একে১—সর্ব. ইহাকে। [বাং. এ (=ইহা)+কে (২য়া বিভক্তি)]।

একে২—(১) সর্ব. এক ব্যক্তি (একে চায় আরে পায়); এক বস্তুকে ('ভাবে একে আর': চৈ. চ.); এক বস্তুতে বা ব্যক্তিতে (একেই হইবে)। (২) ক্রি-বিণ. একপক্ষে, একদিকে (একে মূর্খ, তায় অহঙ্কারী)। [সং. এক+বাং. এ]। ক্রি-বিণ. **একে-একে**—একের পর এক, পরপর। **~বারে**—(১) বিণ-বিণ. সম্পূর্ণরূপে (একেবারে শেষ)।

একেলা—একলা-র রূপভেদ।

একেলে—বিণ. বর্তমান কালের; আধুনিক রুচি-ও-চালচলনসম্পন্ন। [বাং. একাল+ইয়া>এ]।

একেশ্বর—(১) বি. একমাত্র ঈশ্বর বা প্রভু। (২) বিণ. সার্বভৌম ; সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন ; একক ; একেলা। [সং. এক + ঈশ্বর]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **একেশ্বরী**। বি. ~**বাদ** ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় : এই দার্শনিক মত। বিণ. বি. ~**বাদী** (-দিন্)—একেশ্বরবাদ মানে এমন (ব্যক্তি)।

একোদ্দিষ্ট—বি. একজন মৃতকে উদ্দেশ করিয়া (অন্যান্য পূর্বপুরুষকে বাদ দিয়া) শ্রাদ্ধবিশেষ। [সং. এক + উদ্দিষ্ট]।

একোন—বিণ. এক কম এমন (একোনবিংশতি)। [সং. এক + ঊন]।

এক্কা—বি. ঘোড়াদ্বারা চালিত দুই চাকার গাড়িবিশেষ। [হি. এক্‌কা]।

এক্কা-দোক্কা—বি. বালিকাদের বহিরঙ্গন ক্রীড়াবিশেষ। [<এক-দুই ?]।

এক্তিয়ার—**এখতিয়ার**-এর রূপভেদ।

এক্ষণ—বি. এই মুহূর্ত বা সময়। [বাং. এ (=এই) + সং. ক্ষণ]। ক্রি-বিণ. **এক্ষণে**—এই সময়ে বা মুহূর্তে, এখনই ; বর্তমানে।

এক্সচেঞ্জ—বি. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিময় ; মুদ্রা-বিনিময় ; যে স্থানে ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিনিময়াদি হয়। [ইং. exchange]।

এক্সপ্রেস—**একসপ্রেস**-এর বানানভেদ।

এখতিয়ার, একতার—বি. ক্ষমতা, অধিকার (এখতিয়ার থাকা, এখতিয়ারে থাকা)। [আ. ইখ্‌তিয়ার]।

এখন—(১) ক্রি-বিণ. এই সময়ে ; বর্তমানকালে, অধুনা, সম্প্রতি ; এবার, এই অবস্থায় (চোর পালিয়েছে, এখন কি করা যায় ?) ; এতক্ষণে, এত পরে (এখন বুঝি খেয়াল হল ?) ; পরে কোন সময় (করব এখন)। (২) বি. এই সময়, বর্তমান কাল (এখন গ্রীষ্মকাল)। (৩) অব্য. (সমু.) (নূতন বাক্যসূচনায়) আসলে (এখন, সে ছিল ডাকাত)। [বাং. এ (=এই) + খন (=সং. ক্ষণ)]। বিণ. ~**কার**—বর্তমানের, ইদানীন্তন। ক্রি-বিণ ~**ই এখনি**, (প্রাদে.) **এখুনি**—এই মুহূর্তে। ক্রি-বিণ. ~**ও, এখনো**—বর্তমান সময় পর্যন্ত ; এই অবস্থাতেও ; এই এই ঘটনা বা যুক্তির পরেও, ইহার পরেও (এখনও কি বলবে তুমি নির্দোষ ?)। বিণ. **এখন-তখন**—মুমূর্ষু।

এখান—বি. এই স্থান, এই জগৎ। [বাং. এ (এই) + খান (সং. স্থান)]। বিণ. ~**কার**—এই স্থানের।

এখুনি—**এখন** দ্রঃ।

এখো—বিণ. ইক্ষুরসে তৈয়ারি (এখো গুড়)। [বাং. আখ + উয়া<ও]।

এগন, এগনো—(১) ক্রি. অগ্রসর হওয়া ; সম্মুখে যাওয়া (এগিয়ে যাও, কাজ এগিয়েছে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [বাং. √এগা (সং. অগ) + আন] ক্রি. **এগিয়ে দেওয়া**—অগ্রে যাইতে বা অগ্রসর হইতে সাহায্য করা ; অন্যের অভীষ্টলাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।

এগার, এগারো—বি. বিণ. ১১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একাদশন্]। বি. ~**ই**—মাসের এগার তারিখ।

এগুন, এগুনো, এগোন—**এগন**-র রূপভেদ।

এজন্য, এজন্যে—অব্য. ইহার জন্য ; এই কারণে। [বাং. এই + জন্য]।

এজমালি—বিণ. একাধিকজনের অধিকারভুক্ত, যৌথ (এজমালি সম্পত্তি)। [আ. ইজ্‌মাল]।

এজলাস—বি. আদালত, বিচারালয়। [ফা. ইজ্‌লাস]।

এজাহার—বি. ফৌজদারী ঘটনা-সম্বন্ধে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি। [আ. ইজাহার্]।

এজেন্ট—বি. (শাসকের ব্যবসায়ীর বা অপর কাহারও) প্রতিনিধি, উকিল ; প্রধান কর্মচারী (জাহাজের এজেন্ট)। [ই. agent]।

এজেন্সি—বি. (শাসকের ব্যবসায়ীর বা অপর কাহারও) প্রতিনিধিত্ব ; এজেন্টের অধিকার কাজ বা দফ্‌তর। [ই. agency]।

এঞ্জিন, এঞ্জিনিয়ার—যথাক্রমে **ইঞ্জিন** ও **ইঞ্জিনিয়ার**-এর রূপভেদ।

এটর্নি, (বর্জি.) **এটর্নী**—বি. আমমোক্তার, বিশেষ ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্মচারী ; এক শ্রেণীর আইনজীবী। [ইং. attorney]।

এটা—সর্ব. (তুচ্ছার্থে) এই বস্তু জন্তু বা ব্যক্তি। [বাং. এ + টা]।

এটি—সর্ব. (আদরার্থে) এই বস্তু ব্যক্তি বা প্রাণী। [বাং. এ + টি]।

এটে, এটেল, এডভান্স—যথাক্রমে **এঁটে, এঁটেল** ও **অ্যাডভান্স**-এর রূপভেদ।

এড়া১—ক্রি. ছাড়া, নিক্ষেপ করা ('মন্ত্র পড়ি রাবণ শেলপাট এড়ে' : কৃত্তি.)। [সং. √ইল্<ইড়্ (নিক্ষেপে) <এড়্ + বাং. আ]।

এড়া২—ক্রি. পরিহার করা, বর্জন করা (ভাইকে এড়িয়ে গেল) ; অতিক্রম করা ; অমান্য করা। [বাং. √এড়া ; উপরে দ্রঃ]। ক্রি. **এড়াইয়া যাওয়া**—জড়াইয়া যাওয়া (কথা এড়াইয়া যাওয়া)। ~**ন**, ~**নো**—(১) বিণ. পরিহার করা বা অতিক্রম করা বা অমান্য করা হইয়াছে এমন ; অ[illegible] এড়ান কথা)। (২) বি. পরিহার ; নিষ্কৃতি, ছাড়ান।

এডিটর, এডিটার—বি. সংবাদপত্রাদির সম্পাদক। [ইং. editor]। বি. **এডিটরি**—এডিটরের কাজ।

এড়ো—বিণ. একপেশে, আড়, কাত ; বিস্তারের দিক্‌স্থ। [বাং. আড় + উয়া>ও]।

এণ—বি. মৃগ, হরিণ। [সং.]। (স্ত্রী.) **এণী**। **এণাক্ষী**—মৃগনয়না।

এণ্ডা—বি আণ্ডা ডিম ; অত্যন্ত ছোট ছেলে বা মেয়ে বা সন্তান। [সং. অণ্ড]। ক্রি-বিণ. বিণ. **এণ্ডার-গণ্ডার**—গোঁজামিল দিয়া বা গোঁজামিলপূর্ণ। বি. **এণ্ডাবাচ্চা**—অত্যন্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বা সন্তানের দল।

এণ্ডি, এণ্ডী—বি. (আসামে উৎপন্ন এরণ্ডপত্রভোজী কীটজাত) তসরবিশেষ। [সং. এরণ্ড>এণ্ড + বাং. ই, ঈ]।

এত—বিণ. বি. এই পরিমাণ বা সংখ্যক ; এমন অধিক। [সং. এতাবৎ]। বিণ. ~**টুকু**—এইটুকু ; যৎকিঞ্চিৎ,

অত্যন্ত; লজ্জা ভয় বা ঘৃণায় সঙ্কুচিত অথবা জড়সড়।

এতৎ (-তদ্)—সর্ব. বিণ. ইহা, এই, ইনি, সম্মুখস্থ ব্যক্তি বা বস্তু (এতদ্বিষয়ে, এতদ্দেশে, এতদ্দ্বারা)। [সং.]। বিণ. **~কালীন**—এই সময়ের; আধুনিক কালের, ইদানীন্তন। বিণ. **এতদতিরিক্ত**—ইহার অধিক; ইহা ব্যতীত। বি. **এতদবস্থা**—এই অবস্থা; এইরূপ অবস্থা। ক্রি-বিণ. **এতদর্থে**—এই জন্য; এই মর্মে। বিণ. **এতদীয়**—এই ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধীয়, এতৎসংক্রান্ত। ক্রি-বিণ. **এতদুদ্দেশ্যে**—এই অভিপ্রায়ে; এই জন্য। বি. **এতদ্দেশ**—এই দেশ। বিণ. **এতদ্দেশীয়**—এই দেশের। বিণ. **এতদ্রূপ**—এইরূপ। বিণ. **এতদ্ব্যতীত**—ইহা ছাড়া।

এতবার১, এত্‌বার১—বি. রবিবার। [আ. এৎবার—তু. সং. আদিত্যবার]।

এতবার২, এত্‌বার২—বি বিশ্বাস, প্রত্যয়। [আ এতেবার]।

এতহি—ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) এই স্থানে, এখানে। [তু. সং. এতস্মিন্]।

এতহুঁ—বিণ. (ব্রজ.) এই সমস্ত, এতখানি ('এতহু সম্বাদ' গো. দা.)। [সং. এতাবৎ]।

এতাদৃশ, এতাদৃক্ (-দৃশ্)—বিণ. এই প্রকার, এইরূপ, ঈদৃশ। [সং. এতদ্ + √দৃশ্ + অ, ক্বিপ্ (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.)

এতাবৎ—বিণ. এতখানি; এই পর্যন্ত (এতাবৎকাল)। [সং. এতদ্ + বৎ]।

এতিম, এতীম—বিণ. অনাথ; অভিভাবকহীন। (আ. য়তীম]। বি. **~খানা**—অনাথ-আশ্রম।

এতে—**ইহাতে**-র কথ্য রূপ।

এতেক—বিণ. এত, এই সমস্ত, এই পরিমাণ, এই পর্যন্ত, এইটুকু। [বাং. এত + এক]।

এত্তেলা, এত্তেলা—বি. সংবাদ, খবর নোটিস (notice)। [আ. ইৎতলা]।

এথা—অব্য. ক্রি-বিণ. এইখানে। [সং. অত্র]।

এদানীং—**ইদানীং**-এর বিকৃত রূপ।

এদিক্—বি. এই দিক্; এই দেশ অঞ্চল বা স্থান; এই পক্ষ। [বাং. এ (এই) + দিক্]। বি. ক্রি-বিণ. **এদিক্‌-ওদিক্**—চারিদিক্ (এদিক্-ওদিক্ হইতে); **ইতস্ততঃ** (এদিক্-ওদিক্ করা); ত্রুটি (একটু এদিক্ ওদিক্ হলেই)। ক্রি-বিণ. **এদিকে**—এই দিকে অঞ্চলে বা স্থানে, এখানে; এই পক্ষে; এই সঙ্গে, এই অবস্থায়, পক্ষান্তরে (ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, এদিকে বাবুর বিলাসের ধুম)।

এদের—**ইহাদের**-এর বিকৃত রূপ।

এদ্দিন—ক্রি-বিণ. এত দিন, এত কাল; এত দীর্ঘ সময়। [বাং. এত + দিন]।

এধার—বি. এই ধার (দিক্), এদিক্। [বাং. এই + ধার—তু. হি. ইধর্]। বি. ক্রি-বিণ. **এধার-ওধার**—এদিক্‌-ওদিক্; চারিদিক্, সর্বত্র; **ইতস্ততঃ**। [তু. হি. ইধর্-উধর্]।

এনকোর—বি. (অভিনয় নৃত্যগীত প্রভৃতি শিল্পকলা) পুনরায় দেখাইবার বা শুনাইবার জন্য অনুরোধ; বাহবা (শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার বক্তৃতা শুনিয়া এন্‌কোর দিতে লাগিল)। [ফ্রে. encore]।

এনজিন, এনজিনিয়ার—যথাক্রমে **ইঞ্জিন** ও **ইঞ্জিনিয়ার**-এর রূপভেদ।

এনতার—বিণ. অজস্র, দেদার, অবিরাম। [পো. entaro; তু. ইং. entire]।

এনামেল—**ইনামেল**-এর অধিকতর চলিত রূপ।

এনু—ক্রি. (কাব্যে বা প্রাদে.) আসিলাম।

এন্‌ট্রান্স, এন্‌ট্রেন্স, এন্‌ট্রান্স্—বি. প্রবেশিকা পরীক্ষা; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা। [ইং. Entrance Examination]।

এন্‌ভেলাপ—বি. খাম, লেফাফা। [ইং. envelope]।

এন্তাকাল (এন্তেকাল), এন্তাজাম (এন্তেজাম), এন্তাজার (এন্তেজার), এন্তার—যথাক্রমে **ইন্তাকাল, ইন্তিজাম, ইন্তিজার** ও **এনতার**-এর রূপভেদ।

এপ্রিল—বি. ইংরেজী চতুর্থ মাস (চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ই. April]। বি. **~ফুল**, April fool—ইউরোপীয় প্রথা অনুসারে পয়লা এপ্রিল তারিখে যাহাকে বোকা বানানো হয়।

এফোঁড়-ওফোঁড়—**ফোঁড়** দ্র.।

এবং (-বম্)—অব্য. (মূল সং. অর্থ) এই প্রকার, এমন (এবংবিধ); (বাং.) আর, অধিকন্তু (সাধারণতঃ দুই শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—তিনি পরীক্ষায় পাস করেছেন এবং বৃত্তিও পেয়েছেন)। [সং.]। বিণ. **~বিধ, এবম্প্রকার**—এইরূপ, এই রকম। **এবমস্তু**—এইরূপই হউক।

এবড়োখেবড়ো—বিণ. অসমান, উঁচু-নিচু, বন্ধুর। [হি. উভড়খাবড়]।

এবরানামা—বি স্ত্রীধনের দাবি পরিত্যাগসূচক স্বীকৃতি-পত্র। [আ.]।

এবার—বি. ক্রি-বিণ. এই সময়ে, এই যাত্রায় (এবার হতে শুরু হল; এবার শুরু হল); এখন (এবারে আসি); এই বৎসর (এবার ধান সস্তা হবে); এই জীবন বা জীবনে। [বাং. এ (এই) + বার]। বিণ. **~কার**—এবারের।

এবে—অব. ক্রি-বিণ. (কাব্যে.) এক্ষণে।

এম. এ., এম. এস-সি., এম. কম., এম. বি. বি. এস.—বি. যথাক্রমে কলাশাস্ত্র, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর উপাধি। [ইং. M.A., M.Sc., M. Com., M.B.B.S.]।

এম.ডি.—বি. চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি। [ইং. M.D.]।

এমত, (অপ্র.) এমতি—বিণ. ক্রি-বিণ. এমন, এইরূপ। [বাং. এ (এই) + মত]।

এমন, এমনি—সর্ব. বিণ. ক্রি-বিণ. এইরূপ (এমনি করেই মরে), ঈদৃশ। [বাং. এ (এই) + মন]। বিণ. **~তর**—এইপ্রকার।

এম-বি.—বি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিশেষ। [ইং. M. B.—Bachelor of Medicine]।
এমাম—**ইমাম**-এর রূপভেদ।
এমুড়া-ওমুড়া, এমুড়ো-ওমুড়ো—ক্রি-বিণ এদিক্ হইতে ওদিক্ পর্যন্ত; আপাদমস্তক, আগাপাস্তলা. সম্পূর্ণ। [বাং. এ (এই) + মুড়া (= মাথা) + ও (ওই) + মুড়া]।
এযাবৎ—অব্য. ক্রি-বিণ. এখন পর্যন্ত। [বাং. এ (এই) + সং. যাবৎ]।
এয়ার, এয়ারিং—যথাক্রমে **ইয়ার** ও **ইয়ারিং**-এর রূপভেদ।
এয়ো—বিণ. বি. সধবা। [সং. অবিধবা]। বি. ~**তং, ~তি**—সধবার অবস্থা; সধবার চিহ্ন (শাখা. সিন্দুর প্রভৃতি)। বিণ. বি. **এয়োতী**—সধবা। বি. **এয়ো-স্ত্রী**—সধবা নারী।
এর—**ইহার**-এর কথ্য রূপ।
এরকা—বি. নলখাগড়া; শরগাছ। [সং. √ই + রক্ + আ]।
এরণ্ড—বি. ভেরেণ্ডাবৃক্ষ, রেড়িগাছ। [সং.]। বি. ~**তৈল**—রেড়ির তেল, castor oil। বি. **এরণ্ডা**—পিপ্পলীগাছ।
এরা—**ইহারা**-র কথ্য রূপ।
এরারুট—**আরারুট**-এর রূপভেদ।
এরূপ—সর্ব. বিণ. ক্রি-বিণ. বিণ.-বিণ. এইপ্রকার (এরূপ শুনিনি, এরূপ কথা, এরূপ করে, এরূপ সুন্দর)। [বাং. এ (এই) + রূপ]।
এরে—সর্ব. একে, ইহাকে। [বাং এ + রে (২য়া বিভক্তি)]।
এরোপ্লেন—বি. উড়োজাহাজ; বিমান। [ইং. aeroplane]।
এল, এলো—ক্রি. আসিল। [আসিল > আইল > এল]।
এলচী—বি. রাজদূত। [তুর্.]।
এলবার্ট—**আলবার্ট**-এর রূপভেদ।
এলবাস—বি. পোশাক। [আ. ইলবাস্]।
এলা$_{১}$—বি. এলাচ; এলাচ গাছ। [সং.]।
এলা$_{২}$—ক্রি. বন্ধনাদি খোলা বা আলগা করা. আলুলায়িত করা (বেণী এলান); বিছাইয়া বা ছড়াইয়া দেওয়া (ধান এলান, দেহ এলান); অবশ হওয়া (দেহ এলিয়ে পড়েছে)। [সং. আলুলায়িত]।
এলাকা—**ইলাকা**-র চলতি রূপ।
এলাচ, এলাচি—বি. সুগন্ধি মশলাবিশেষ; এলাগাছের ফল। [সং. এলা]।
এলান (-নো)—বিণ. আলুলায়িত, খোলা, শিথিল, এলো। [বাং. √এলা$_{২}$ + আন]।
এলাম—ক্রি. আসিলাম। [**এল** দ্রঃ]।
এলাহি (এলাহী), এলেকা, এলেম$_{১}$—যথাক্রমে **ইলাহী, এলাকা** ও **এলাম**-এর রূপভেদ।
এলেম$_{১}$—**এলাম**-এর রূপভেদ।
এলেম$_{২}$—বি. জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা; কৌশল, দক্ষতা। [আ. ইলম্]। বিণ. ~**দার**, ~**বাজ**—বিদ্বান্; বুদ্ধিমান্; সুচতুর; কার্যদক্ষ।
এলো$_{১}$—**এল**-র বানানভেদ।
এলো$_{২}$—বিণ. এলান, আলুলায়িত (এলো চুল); শিথিল (এলো খোঁপা); অসংযত, অসম্বদ্ধ (এলো কথা); অবাধ. গোলমেলে, বিশৃঙ্খল (এলো বাতাস)। [সং. আকুল]। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**পাতাড়ি**, ~**ধাবাড়ি, এলোবিলি**—বেধড়ক, এলোমেলো. বিশৃঙ্খলভাবে, ক্রমাগত। বিণ. ~**মেলো**—আগোছাল. বিশৃঙ্খল; অসম্বদ্ধ।
এলোপ্যাথি—বি. ইউরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালীবিশেষ। [ইং. allopathy]।
এলোপাতাড়ি, এলোধাবাড়ি, এলোবিলি, এলোমেলো—**এলো**$_{২}$ দ্রঃ।
এশীয়—বিণ. এশিয়া-মহাদেশীয়; এশিয়া-মহাদেশে সীমাবদ্ধ। [ইং. Asia + বাং. ঈয়]।
এষণা, এষা$_{১}$—বি অন্বেষণ (গবেষণা); ইচ্ছা, বাসনা (হিতৈষণা)। [সং. √ইষ্ (ইচ্ছার্থক) + অন, অ (ভা) + আ]। বিণ. **এষণীয়**—বাঞ্ছনীয়।
এষা$_{২}$—বিণ. (স্ত্রী.) বাঞ্ছিতা; স্মরণীয়া, অনুসন্ধানযোগ্যা। [সং. **এষা**$_{১}$ দ্রঃ]।
এসপার-ওসপার—অব্য. বি. যাহা হয় একটা চরম নিষ্পত্তি; হয় ভাল নয় মন্দ; সাফল্য বা বিফলতা। [হি. ইস্পার-উস্পার]।
এসরাজ—বি. সেতার ও সারঙ্গীর মিশ্রণে তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [আ. ইস্রার্]।
এসিড—**অ্যাসিড**-এর রূপভেদ।
এসেন্স—বি. গন্ধসার। [ইং. essence]।
এস্টেট—বি. জমিদারি; তালুক্; ভূ-সম্পত্তি। [ইং. estate]।
এস্তেহার, এস্তেমাল—যথাক্রমে **ইশতিহার** ও **ইস্তামাল**-এর রূপভেদ।
এহেন—বিণ. এই রকম, এমন। [বাং এ$_{২}$ + হেন]।

ঐ

ঐ$_{১}$—একাদশ স্বরবর্ণ।
ঐ$_{২}$—(১) বিণ সেই, উল্লিখিত, সম্মুখস্থ (ঐ বিষয়, ঐ লোকটা)। (২) অব্য. অদূরে, ওখানে, দূরে কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে ('ঐ বুঝি বাঁশি বাজে': রবীন্দ্র); সম্বোধন স্মরণ খেদ ইত্যাদি সূচক ধ্বনি (ঐ ছেলেটা, শোন; ঐ দেখ, ভুলে গেছি; ঐ যা—কি হল!)। [সং. অদস্]।
ঐকতান, (অশু.) ঐক্যতান—বি. বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয় বাদ্য, কনসার্ট (concert), মিলিত স্বর। [সং. একতান + অ (ভা)]।
ঐকপত্য—বি. একাধিপত্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। [সং. একপতি + য (ভা)]।
ঐকপদ্য—বি. একপদতা; বহু পদের একার্থবোধকত্ব সম্পাদন। [সং. একপদ + য (ভা)]।

ঐকবাক্য—বি. একবাক্যতা ; সমোক্তি ; একমত অবলম্বন। [সং. একবাক্য+অ (ভা)]।
ঐকমত্য—বি. মতের মিল বা অভিন্নতা। [সং. একমত +য (ভা)]।
ঐকরাজ্য—বি. একাধিপত্য, চক্রবর্তিত্ব। [সং. একরাজ +য (ভা)]।
ঐকল্য—বি. একাকিত্ব। [সং. একল+য (ভা)]।
ঐকাগ্র্য—বি. একাগ্রতা ; এক বিষয়েই গভীর আসক্তি। [সং. একাগ্র+য (ভা)]।
ঐকাত্ম্য—বি. একাত্মতা, ঐক্য, এক প্রাণ। [সং একাত্মন্+য (ভা)]।
ঐকান্তিক—বিণ. অত্যধিক (ঐকান্তিক বিশ্বাস), প্রগাঢ়, একনিষ্ঠ। [সং. একান্ত+ইক (ভা)]। বি. **~তা**।
ঐকার—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঐ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।
ঐকাহিক—বিণ. একদিন ব্যাপিয়া স্থায়ী বা একদিন অন্তর হয় এমন (ঐকাহিক জ্বর) ; ক্ষণস্থায়ী। [সং. একাহ+ইক]।
ঐক্য—বি. একতা (ঐক্যবোধ, ঐক্যবন্ধন), মিল, একত্ব অভিন্নতা। [সং. এক+য (ভা)]।
ঐক্ষব—বিণ. ইক্ষুজাত ; ইক্ষুসম্বন্ধীয়। [সং. ইক্ষু+অ]।
ঐচ্ছিক—বিণ. ইচ্ছানুযায়ী ; ইচ্ছাধীন (ঐচ্ছিক পাঠ্য-বিষয়), optional, (তু. **আবশ্যিক**) ; ইচ্ছাসম্পর্কিত। [সং. ইচ্ছা+ইক]।
ঐছন, ঐছে—যথাক্রমে **অইছন** ও **অইছে**-র বানান-ভেদ।
ঐতরেয়—বি. ঐতরেয় মুনিদ্বারা কৃত ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ-বিশেষ। [সং. ইতরা+এয়]।
ঐতিহাসিক—বিণ. ইতিহাসজ্ঞ ; ইতিহাসসংক্রান্ত ; ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য (ঐতিহাসিক ঘটনা)। [সং. ইতিহাস+ইক]।
ঐতিহ্য—বি. কিংবদন্তী, বিশ্রুতি ; পরম্পরাগত কথা বা প্রথা, tradition। [সং. ইতিহ+য]।
ঐন্দ্র—বিণ. ইন্দ্র-সম্বন্ধীয়। [সং. ইন্দ্র+অ]।
ঐন্দ্রজালিক—(১) বিণ. ইন্দ্রজালবিদ্যায় বা ভোজ-বাজীতে পারদর্শী ; ইন্দ্রজালসম্বন্ধীয়। (২) বি. জাদুকর। [সং. ইন্দ্রজাল+ইক]।
ঐন্দ্রিয়ক—বিণ. ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয়, প্রত্যক্ষ ; ইন্দ্রিয়ের বিষয় এমন। [সং. ইন্দ্রিয়+অক (বুঞ্)]।
ঐমত—বিণ. ঐরূপ। [ঐ$_2$+মত$_1$]।
ঐরাবত—বি. সমুদ্রমন্থনে উত্থিত, দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হস্তী। [সং. ইরাবৎ(=সমুদ্র)+অ]।
ঐরূপ—(১) সর্ব. ঐপ্রকার বিষয় বা বস্তু (ঐরূপ আর দেখি নাই)। (২) বিণ. ঐপ্রকার (ঐরূপ বুদ্ধি)। (৩) ক্রি-বিণ. ঐপ্রকারে (ঐরূপ দৌড়াইয়ো না)। (৪) বিণ-বিণ. ঐপ্রকারের, অমন (ঐরূপ রঙীন)। [বাং. ঐ+রূপ]।
ঐশ, ঐশিক, ঐশ্বর, ঐশ্বরিক—বিণ. ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ; ঈশ্বরের ; ঈশ্বরকৃত। [ঈশ+অ, ইক, ঈশ্বর+অ, ইক]। বিণ. (স্ত্রী.) **ঐশী** (ঐশী শক্তি)।
ঐশ্বর্য—বি. ধনসম্পত্তি, বিভব। ঈশ্বরত্ব, প্রভুত্ব ; যোগ-লব্ধ শক্তি, বিভূতি। [সং. ঈশ্বর+য (ভা)]। বি. **~গর্ব** —ধনগর্ব, টাকার গরম। বিণ. **~বান্** (-বৎ), **~শালী** (-লিন্)—ঐশ্বর্যের অধিকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী, ~শালিনী**।
ঐষীক—বি. মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বের অন্তর্গত পর্ব-বিশেষ। [সং. ইষীকা+অ]।
ঐসন, ঐসে—যথাক্রমে **অইছন** ও **অইছে**-র রূপ-ভেদ।
ঐহলৌকিক—বিণ. ইহলোক-সম্বন্ধীয়। [সং. ইহলোক +ইক]। তু. পারলৌকিক।
ঐহিক—বিণ. ইহলোক-সম্পর্কিত ইহলোকের, এ জন্মের। [সং. ইহ+ইক]।

ও

ও$_1$—দ্বাদশ স্বরবর্ণ।
ও$_2$—(১) সর্ব. অদূরস্থ ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় (ও পারবে, ওতেই হবে, ও শুনেছি)। (২) বিণ. ঐ (ও কথা) ; গত (ও মাসে) ; অপর, ওপার (ওপার বাংলা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ, এখনকার বাংলাদেশ)। [সং. অসৌ]।
ও$_3$—অব্য. সম্বোধন, স্মরণ, বিস্ময়, অনুকম্পা প্রভৃতি সূচক ধ্বনি (ও রাম ; ও, সেই কথা ; ও, তাই নাকি !)।
ও$_4$—অব্য. আর (সুখ ও দুঃখ) ; অধিকন্তু, আরও আবার (সেও আসিবে) ; মাত্র, পর্যন্ত, এমন কি, মোটেও (নামও শুনি নাই, দেখিও নাই)। [সং. অপি, মতান্তরে ফা. উও]।
ওআটার পোলো—বি. জলমধ্যে ভাসন্ত বা সন্তরণরত অবস্থায় বলখেলাবিশেষ। [ই. water polo]।
ওআড়, ওই—যথাক্রমে **ওয়ার** ও **ঐ**-র বানানভেদ।
ওঃ—অব্য. বিস্ময়, রোষ, খেদ, যন্ত্রণা, অবজ্ঞা প্রভৃতি সূচক অব্যয়।
ওঁ, ওম্—অব্য. প্রণব ; সকল মন্ত্রের আদ্যবীজ ; সকল বর্ণের ভিত্তিভূমি ; ঈশ্বরবাচক ধ্বনি বা চিহ্ন ; ব্রহ্মের শব্দ-প্রতীক। [সং. অ+উ+ম্]। বি. **ওঁকার, ওঙ্কার, ওংকার**—ওঁ এই ধ্বনি।
ওঁচলা—বি. খোসা, আবর্জনা, জঞ্জাল। [সং. উঞ্ছ>ওঁচ +বাং. লা]।
ওঁচা, ওঁছা—বিণ. অতিশয় নিকৃষ্ট, হীন, খেলো, বাজে ; পরিত্যক্ত। [সং. উঞ্ছ]।
ওঁচান, ওঁচানো—উঁচান-র রূপভেদ।
ওঁৎ—ওত-এর বানানভেদ।
ওকড়া—বি. গুল্মবিশেষ ; উহার ফল বা পাতা। [দেশী]।
ওকার—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ও' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।
ওকালতনামা—বি. আমমোক্তারনামা, উকিল-নিয়োগ-পত্র, power of attorney। [আ. ওকালৎ+ফা. নামহ্]।
ওকালতি—বি. উকিলের কর্ম বা পেশা ; পক্ষ-সমর্থন।

[আ. ৱকালৎ]। বিণ. **ওকালতী**—উকিল-সম্বন্ধীয়, উকিলের।

ওকি—অব্য. প্রশ্ন, বিস্ময়, ভয় ইত্যাদি সূচক ধ্বনি। [বাং. ও₂ + কি]।

ওক্কু—অক্কু-র রূপভেদ।

ওকে—উহাকে-র কথ্য রূপ।

ওক্ত—বি. সময়; বার বা দফা (পাঁচ ওক্ত নমাজ)। [আ. ৱক্‌ৎ, ৱখ্‌ৎ]।

ওখড়ান, ওখড়ানো, ওখড়ন, ওখড়নো—উখড়ান-র রূপভেদ।

ওখান—বি. ঐ স্থান, অদূরবর্তী বা উল্লিখিত স্থান, সেখান। [বাং. ও (=ঐ) + খান (সং. স্থান)]। বিণ. **~কার**—ঐ স্থানের।

ওগয়রহ—অব্য. ইত্যাদি, অপরাপর, অন্য সকল। [ফা ৱগয়ৱহ্]।

ওগরান, ওগরানো, ওগরন, ওগরনো—উগরন-র রূপভেদ।

ওগরা₁—বি. চাল-ডাল একত্র সিদ্ধ করা খাদ্যবিশেষ। [দেশী]।

ওগরা₂, ওগলা—উগরা-র চলিত রূপ।

ওগো—অব্য. সম্বোধনসূচক ধ্বনি। [দেশী]।

ওঙ্কার—ওঁ দ্রঃ।

ওচান, ওচানো, ওছি, ওছিয়তনামা—যথাক্রমে উঁচান, অছি ও অছিয়তনামা-র রূপভেদ।

ওজঃ (**জস্**)—বি. তেজ, বল; সাহিত্যাদি রচনার গাম্ভীর্য সৃষ্টিকারী গুণবিশেষ; দীপ্তি। [সং.]।

ওজন—বি. তৌল, ভারের পরিমাণ বা পরিমাপ; গুরুত্ব; ক্ষমতা, শক্তি, মর্যাদা (নিজের ওজন বোঝা)। [আ. ৱজন্]। বি. **~দর**—তৌল-হিসাবে নির্ধারিত মূল্য (সংখ্যাহিসাবে নহে)।

ওজর—বি. আপত্তি; অজুহাত, ছল। [আ. উজ্‌র্]।

ওজস্বল—বিণ. তেজস্বী, বলবান্। [সং. ওজস্ + বল]।

ওজস্বী (**-স্বিন্**)—বিণ. বলবান্, তেজস্বী; ওজো-গুণবিশিষ্ট, উদ্দীপক (ওজস্বী বাক্য), দীপ্তিমান্। [সং. ওজস্ + বিন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **ওজস্বিনী**। বি. **ওজস্বিতা**।

ওজু—অজু-র রূপভেদ।

ওজোগুণ—বি. রচনার চিত্তোদ্দীপনকারী বৈশিষ্ট্য বা সমাসবাহুল্যাদি গুণ যাহাতে উহা গুরু-গম্ভীর হয়। [সং. ওজস্ + গুণ]।

ওজোন—বি. অম্লজান-সার। [ইং. ozone]।

ওঝা—বি. সর্পবিষ-চিকিৎসক; ভূতগ্রস্তের চিকিৎসক; ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ। [সং. উপাধ্যায়]।

ওটকান (**-নো**)—উটকান-র চলিত রূপ।

ওট(সার)কিশমিশ—উটকিশমিশ-র চলিত রূপ।

ওটা—সর্ব. (অবজ্ঞাসূচক) ব্যক্তি বা বস্তুর নির্দেশক (ওটা কে রে? ওটা ফেলে দাও); উহা। [<সং. অসৌ]।

ওঠবসী, ওঠা—যথাক্রমে উঠবসী ও উঠা-র চলিত রূপ।

ওঠা—উঠা দ্রঃ।

ওড়না—বি. স্ত্রীলোকের পাতলা চাদর বা উত্তরীয়। [সং. অববেষ্টন]।

ওড়পুষ্প—বি. জবাফুল (বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই শব্দটি সাধারণতঃ প্রচলিত)। [সং. ওড্রপুষ্পম্]।

ওড়ব—বি. পাঁচটি স্বরে সম্যক্ প্রকাশ পায় এরূপ রাগ।

ওড়া—উড়া-র চলিত রূপ।

ওডিকলোন—বি. জার্মানীর কলোন-নগরে প্রস্তুত সুগন্ধ সুরাসারবিশেষ। [ফ্রে. eau-de-cologne]।

ওড়িয়া, উড়িয়া—(১) বি. উড়িষ্যাদেশের লোক বা ভাষা। (২) বিণ. উড়িষ্যাসম্বন্ধীয়। [সং. ওড্র]।

ওড্র—বি উৎকলদেশ, উড়িষ্যা। [সং.]।

ওত—বি. শিকারের বা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করিয়া প্রতীক্ষা। [দেশী]। ক্রি. **ওত পাতা**—ঐরূপে প্রতীক্ষা করা।

ওতপ্রোত—বিণ. সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত; পরস্পর জড়িত (পূজার মধ্যে ওতপ্রোত)। [সং. ওত(অন্তর্ব্যাপ্ত) + প্রোত (গ্রথিত)]।

ওতরা, ওতলা—যথাক্রমে উতরা ও উতলা-র চলিত রূপ।

ওথা—ক্রি-বিণ. ওখানে, কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থানে। [বাং. ও₂ + থা (সং. স্থানে)]।

ওদন—বি. অন্ন, ভাত, সিদ্ধ তণ্ডুল (শিশু কাঁদে ওদনের তরে': ক. ক.)। [সং.]।

ওদিক্—বি. ঐ বা অপর দিক্ অবস্থা বা পক্ষ। [বাং. ও₂ + দিক্]।

ওধার—বি. ওদিক্। [তু. হি. উধর্]।

ওনাকে—সর্ব. উঁহাকে। [বাং. ও₂—তু. উনি]। সর্ব. **ওনার**—উঁহার। সর্ব. **ওনাদের**—উঁহাদের।

ওপড়ান, ওপড়া, ওপর, ওবা—যথাক্রমে উপড়ান, উপড়া, উপর ও উবা-র চলিত রূপ।

ওম্—ওঁ দ্রঃ।

ওমরাহ্, ওমরা—উমরা-র চলিত রূপ।

ওয়াক্—অব্য. বমনের অনুকারধ্বনি।

ওয়াকফনামা—বি. ধর্ম বা ঈশ্বরের নামে দানপত্র। [আ. ৱাকিফ্ + ফা. নামহ্]।

ওয়াকিফ, ওয়াকেফ, ওয়াকিব, ওয়াকেব—বিণ. অভিজ্ঞ। [আ. ৱাকিফ্]। বিণ. **~হাল**—অবস্থা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

ওয়াজিব—বিণ. ন্যায়সঙ্গত। প্রয়োজনীয়। [আ. ৱাজিব]।

ওয়াটারপোলো—ওআটারপোলো-র বানানভেদ।

ওয়াড়, ওড়—বি. বালিশ লেপ ইত্যাদির আবরণ বা খোল। [সং. অববেষ্ট]।

ওয়াদা—বি. মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়; (কোন ভবিষ্যৎ সময়ে দিবার) প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা দেওয়া)। [আ. ৱাদাহ্]।

ওয়াপস—বি. ফেরত। [ফা. ৱাপস্]।

ওয়ারিস, ওয়ারিশ—বি. উত্তরাধিকারী। [আ. ৱারিস্]। বি. **ওয়ারিসান, ওয়ারিশান**—উত্তরাধিকারিগণ।

ওয়ারেন্ট—বি. গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। [ইং. warrant]
-ওয়ালা১—বি. বিণ. ব্যবসায়ী, বিক্রেতা (ফলওয়ালা), পেশাধারী (ফেরিওয়ালা, পাহারাওয়ালা), অধিকারী (বাড়িওয়ালা), যুক্ত, বিশিষ্ট (টাকাওয়ালা লোক) ইত্যাদি-সূচক তদ্ধিতপ্রত্যয়-বিশেষ। [হি. বালা]। স্ত্রী. ~**ওয়ালী, ~উলী**।
-ওয়ালা২— -আলা১-র রূপভেদ।
ওয়াসিল, ওয়াশীল—বি. পাওনা-আদায়, উসুল। [আ. রাসিল]।
ওয়াস্তা—বি. অপেক্ষা, তোয়াক্কা, ভরসা (সে কাহারও ওয়াস্তা করে না); হেতু, জন্য, দরুন (কাহারও ওয়াস্তে বা কিস্‌কা ওয়াস্তে)। [আ. রাস্‌তা]।
ওয়াহাবী—বিণ. বি. মুসলমান ধর্মসংস্কারক আবদুল ওয়াহাব্‌-এর অনুবর্তী। [আ. রহাবী]।
ওয়েটিংরুম—বি. রেল-স্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রামকক্ষ। [ইং. waiting-room]।
ওয়েস্ট্‌কোট্‌—বি. ফতুয়াজাতীয় একপ্রকার জামা। [ইং. waistcoat]।
ওর১—বি. (বৈ. সা.) অন্ত, সীমা, পার ('রূপের নাহিক ওর': চণ্ডী.)। [হি.]।
ওর২—সর্ব. ঐ ব্যক্তির, উহার। [সং. অদস্‌]। সর্ব. **ওরে**—উহাকে, ঐ ব্যক্তিকে।
ওরফে, ওর্ফে—অব্য. নামান্তরে, বনাম; উপনাম; ডাকনাম। [আ. উর্‌ফ্‌]।
ওরসা—বিণ. ভিজা, আর্দ্র। [দেশী]।
ওরাং-ওটাং—বি. নরাকার ও দীর্ঘবাহু কিন্তু বৃক্ষবাসী ও বানরজাতীয় প্রাণী, সুমাত্রা-বোর্ণিও ইত্যাদি অঞ্চলে দেখা যায়। [মালয় দ্বীপপুঞ্জের শব্দ: Orang-utan]।
ওরে—অব্য. সম্বোধনসূচক ধ্বনি। **ওরে বাসরে**—বিদ্রূপ, বিস্ময়, ভয় প্রভৃতি মনোভাবসূচক ধ্বনি।
ওল—বি. মানুষের খাদ্য কন্দবিশেষ। [সং.]। **যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল**—যেমন দুষ্ট লোক তেমনি তাহার কঠোর শাসন।
ওলকপি—বি. মানুষের আহার্য শালগমজাতীয় তরকারি। [ইং. kohlrabi]।
ওলট—উলট-র চলিত রূপ।
ওলন১—বি. অবতরণ, অবরোহণ। [বাং. √ওল্‌+অন (ভা)]।
ওলন২—(১) বি. লম্বরেখা বা খাড়াই নির্ণয়ার্থ নিচে ভার বাঁধা সুতা, ওলনদড়ি। (২) বিণ. উলম্ব, vertical। [সং. অবলম্ব]।
ওলন্দাজ—বি. হল্যাণ্ডের অধিবাসী, ডাচ্‌। [ফ্রে. Hollandaise]।
-ওলা১— -ওয়ালা-র রূপভেদ।
ওলা২—বি. সাদা চিনির লাড়ু। [দেশী]।
ওলা৩—ক্রি. (প্রাদে.) নামা বা নামান। [বাং. √ওল+আ]। বিণ. বি. ~**ন, নো**—নামান।
ওলাইচণ্ডী—বি. ওলাউঠারোগের অধিষ্ঠাত্রী গ্রাম্য দেবীবিশেষ। [বাং. ওলা৩+সং. চণ্ডী]।
ওলাউঠা, ওলাওঠা—বি. ভেদবমি, বিসূচিকারোগ। [বাং. ওলা৩+উঠা]।
ওলাবিবি—বি. ওলাইচণ্ডীকে মুসলমানদের প্রদত্ত নাম। [বাং. ওলা + তুর্‌. বিবি]।
ওলিম্পিক—বি. চার বৎসর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা। [ইং. olympic]।
ওলো—অব্য. নারীগণের পরস্পর সম্বোধনবিশেষ; সখীদের পরস্পর আহ্বানধ্বনি। [প্রা. হলা]।
ওল্টা—উলটা-র চলিত নাম।
ওষধি, ওষধী—বি. ধান, কলা ইত্যাদি যে-সকল উদ্ভিদ্‌ মাত্র একবার ফল দিয়াই মরিয়া যায়। [সং. ওষ (= দীপ্তি) + √ধা + ই]। বি. ~**নাথ, ~পতি**—চন্দ্র।
ওষুধ—অষুধ-এর বানানভেদ।
ওষ্ঠ—বি. উপরের ঠোঁট; (বাং) নিচের বা উপরের ঠোঁট। [সং.]। বি. ~**পুট**—মিলিত ওষ্ঠদ্বয়। বি. ~**ব্রণ**—ঠোঁটের উপরে উদ্‌গত বিষফোড়া। বিণ. ~**ওষ্ঠাগত**—ঠোঁটের নিকটে আগত অর্থাৎ বাহির হইবার মত। বিণ. **ওষ্ঠাগতপ্রাণ**—মুমূর্ষু; অতিষ্ঠ। বিণ. **ওষ্ঠাগতপ্রায়**—প্রায় ওষ্ঠ পর্যন্ত উপস্থিত; মৃতপ্রায়। বি. **ওষ্ঠাধর**—ওষ্ঠ ও অধর, উপরের ও নিচের ঠোঁট। **ওষ্ঠ্য**—(১) বিণ. ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য (ওষ্ঠ্যবর্ণ)। (২) বি. ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য বর্ণ, ওষ্ঠ্যবর্ণ, অর্থাৎ উ, ঊ এবং প-বর্গ।
ওস, ওসা—বি. হিম, শিশির। [সং. অবশ্যায়>প্রা. ওসাঅ]।
ওসার—বি. বিস্তার, প্রস্থ। [সং. প্রসার]।
ওস্তাগর—বি. প্রধান বা অতি নিপুণ কারিগর; প্রধান দরজী। [ফা. উস্তাদ্‌গর]।
ওস্তাদ—(১) বি. গুরু, শিক্ষক, সঙ্গীতশিক্ষক। (২) বিণ. দক্ষ, নিপুণ; (মন্দার্থে) অতিরিক্ত চালাক। [ফা. উস্‌তাদ্‌]। **ওস্তাদি, ওস্তাদী**—(১) বি. গুরুগিরি; দক্ষতা; কেরদানি, চালাকি, চালবাজি, বাহাদুরি। (২) বিণ. ওস্তাদকৃত বা ওস্তাদসম্বন্ধীয়।
ওহাবী—ওয়াহাবী-র রূপভেদ।
ওহে—অব্য. আহ্বান-ধ্বনি। [সং. অহে]।
ওহো—অব্য. স্মরণ, বিস্ময়, আক্ষেপ প্রভৃতিসূচক ধ্বনি। [সং. অহো]।

ঔ

ঔ—ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ। বি. ~**কার**—ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঔ' অক্ষর বা ধ্বনি যোগ।
ঔচিত্য—বি. উপযুক্ততা, ন্যায্যতা। [সং. উচিত + য (ভা)]।
ঔজ্জ্বল্য—বি. উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, প্রখরতা; চাকচিক্য, চেকনাই। [সং. উজ্জ্বল + য (ভা)]।
ঔড়ব—বি. পঞ্চস্বরযুক্ত রাগরাগিণীর আলাপ। [সং. ওড়ব + অ]।
ঔৎপাতিক—বিণ. উৎপাত-সম্বন্ধীয়, উপদ্রবসূচক, প্রাকৃতিক অমঙ্গলবিশিষ্ট। [সং. উৎপাত + ইক]।

ঔৎসর্গিক—বিণ. উৎসর্গ-সম্বন্ধীয়। সাধারণবিধি-সম্বন্ধীয়; (ঔৎসর্গিক বিধি general [as opp. to special] rule); স্বাভাবিক। [সং. উৎসর্গ+ইক]।

ঔৎসুক্য—বি. উৎসুক ভাব; আগ্রহ; উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। [সং. উৎসুক+য (ভা)]।

ঔদরিক—বিণ. পেটুক; উদরসম্বন্ধীয়। [সং. উদর+ইক]।

ঔদার্য—বি. উদারতা, মহানুভবতা, বদান্যতা। [সং. উদার+য (ভা)]।

ঔদাসীন্য, ঔদাস্য—বি. উদাসীনতা; নির্লিপ্ততা, অনাসক্তি; বৈরাগ্য। [সং. উদাসীন+য (ভা)]; উদাস+য (ভা)]।

ঔদ্ধত্য—বি. উদ্ধত আচরণ, অশিষ্টতা, অবিনয়; ধৃষ্টতা; দম্ভ। [সং. উদ্ধত+য (ভা)]।

ঔদ্বাহিক—বিণ. বিবাহের দরুন প্রাপ্ত; বিবাহ-সম্বন্ধীয়। [সং. উদ্বাহ(=বিবাহ)+ইক]।

ঔপনিবেশিক—বিণ. উপনিবেশ-সম্বন্ধীয়; উপনিবেশে বাসকারী (আমেরিকায় ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক); উপনিবেশ-স্থাপনকারী। [সং. উপনিবেশ+ইক]।

ঔপনিষদ—বিণ. উপনিষৎ-সম্বন্ধীয়; উপনিষদ্-মূলক (ঔপনিষদ দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত)। [সং. উপনিষদ্+অ]।

ঔপন্যাসিক—(১) বিণ. উপন্যাস-সম্বন্ধীয়। (২) বি. উপন্যাস-রচয়িতা। [সং. উপন্যাস+ইক]।

ঔপপত্তিক—বিণ. উপপত্তি-সম্বন্ধীয়; যুক্তিতর্কদ্বারা প্রতিপন্ন, প্রামাণিক; সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক। [সং. উপ-পত্তি+ইক]।

ঔপমিক—বিণ. উপমা-সম্বন্ধীয়; উপমাদ্বারা বর্ণিত। [সং. উপমা+ইক]।

ঔপম্য—বি. সাদৃশ্য, তুল্যতা। [সং. উপমা+য (ভা)]।

ঔপল—বিণ. উপল-সংক্রান্ত; উপলময়; উপলে গঠিত। [সং. উপল+অ]।

ঔপসর্গিক—বিণ. উপসর্গ-সম্বন্ধীয়। (রোগের) উপসর্গ বা উৎপাত-সৃষ্টিকারী। [সং. উপসর্গ+ইক]।

ঔপাধিক—বিণ. উপাধি-সম্বন্ধীয়; উপাধিজাত; নাম-মাত্র, অনিত্য। [সং. উপাধি+ইক]।

ঔরৎ—**আওরৎ**-এর রূপভেদ।

ঔরস, ঔরস্য—বি. বিণ. বক্ষোজাত; নিজের দ্বারা ধর্ম-পত্নীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান। [সং. উরস্+অ, য]। (বাং.) **ঔরসে**—পিতৃত্বে, বীর্যে (বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম)।

ঔর্ধ্বদেহিক, ঔর্ধ্বদৈহিক—(১) বিণ. অন্ত্যেষ্টি-সম্বন্ধীয়। (২) বি. মৃত্যুর পরে করণীয় অগ্নিসংস্কার শ্রাদ্ধ তর্পণ ইত্যাদি; অন্ত্যেষ্টি। [সং. ঊর্ধ্বদেহ+ইক]।

ঔর্ব১—বি. বাড়বাগ্নি, সামুদ্রিক বহ্নি। [সং. উর্ব+অ]।

ঔর্ব২—বিণ. পার্থিব। [সং. উর্বী+অ]।

ঔর্বাগ্নি—বি. বাড়বাগ্নি। [সং. ঔর্ব+অগ্নি]।

ঔষধ—বি. রোগের প্রতিকারক বা প্রতিষেধক দ্রব্য। [সং. ওষধি+অ]। বি. **ঔষধালয়**—ঔষধপ্রাপ্তির স্থান; ঔষধের দোকান। বি. **ঔষধি** (বাং.)—যে-সব গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়; । বিণ. **ঔষধীয়**—ঔষধসম্বন্ধীয়।

ঔষ্ঠ্য—**ওষ্ঠ্য**-এর রূপভেদ।

ক

ক১—বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ। **ক-অক্ষর গোমাংস**—অক্ষরপরিচয়ও নাই এমন অবস্থা, আকাট মূর্খ।

ক২—ক্রি. (তুচ্ছার্থে) কহ, বল। [বাং. √কহ্]।

ক৩—বিণ. কয়, কত (ক-রকম)। [বাং. কয়]।

-ক৪, -কো—নিষেধাত্মক শব্দকে শ্রুতিমধুর, মিনতিপূর্ণ বা জোরাল করিবার জন্য স্বার্থে (কাব্যে বা কথ্য ভাষায়) ব্যবহৃত প্রত্যয়বিশেষ (নাইকো, যেও নাকো)।

কই১—অব্য. কোথায় (জিনিসটা কই?); নৈরাশ্য, প্রত্যাশিতের অসম্ভাব, অস্বীকার, বিস্ময় ইত্যাদি বুঝাইতে (কই আর হল, কই, দিলে না ত; কই, কে দেখেছে? কই, দেখি!)। [সং. ক]।

কই২—বি. মৎস্যবিশেষ। [সং. কবয়ী]।

কই৩—কহি-র কথ্য রূপ ('কইতে কথা বাধে': রবীন্দ্র)। বিণ. **-য়ে**—খুব কথা বলিতে পারে এমন: বক্তৃতাপটু (বলিয়ে- কইয়ে)। **কহা** দ্রঃ।

কইলা, (কথ্য) **কইলে**—বি. নবজাত স্ত্রী-বাছুর। [সং. কপিলা]।

কইসন—বিণ. (অপ্র.) কিরূপ। [হি. কৈসন>সং. কীদৃশ]।

কইসর—বি. সম্রাট্, বাদশাহ্। [আ. কয়্সর্>লা. Caesar]।

কউতর (কই-)—**কবুতর**-এর প্রাদে. বিকৃত রূপ।

কওন, কওয়া—যথাক্রমে **কহন** ও **কহা**-র রূপভেদ (বলা-কওয়া)।

কংগ্রেস—বি. মহাসভা, মহা-সম্মেলন; মার্কিন দেশের ব্যবস্থাপক পরিষৎ; ভারতের জাতীয় মহাসভা। [ইং. Congress]। বিণ. **কংগ্রেসী**—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বা অনুগামী; কংগ্রেস-সম্বন্ধীয়।

কংস১, কংশ১—বি. শ্রীকৃষ্ণের মাতুল দুরাত্মা মথুরাধি-পতির নাম। [সং. √কংস্ (শাসনে)+অ (র্তৃ)]। বি. **~হা** (-হন্)—কংসবধকারী, শ্রীকৃষ্ণ।

কংস২, কংশ২—বি. কাঁসা; কাঁসার পাত্র। [সং. √কম্ (কান্তি)+স, শ (র্ম)]। বি. **কংসকার**—কাঁসার জিনিস-পত্র নির্মাতা। বি. **কংসবণিক্** (-ক্)—কাঁসারি, কাঁসার জিনিসপত্রের ব্যবসায়ী।

কংসক—বি. হীরাকস। [সং. কংস+ক]।

কংসারি—বি. কংসের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ। [সং. কংস+অরি]।

ককা, ককান, ককানো—ক্রি. (প্রধানতঃ পীড়িতের ও শিশুর) রুদ্ধস্বরে ক্রন্দন করা; আর্তস্বরে কাঁদা; অতিশয় অনুনয়-বিনয় করা (কেঁদে-ককিয়ে)। [সং. √কক্ (চাঞ্চল্য)]। বি. **ককানি**—ককানর কাজ বা শব্দ।

ককুদ, ককুৎ (-কুদ্)—বি. ষাঁড়ের কাঁধের ঝুঁটি, অংসকূট, hump। [সং.]।

ককুভ—বি. রাগিণীবিশেষ; অর্জুন বৃক্ষ; দিক্। [সং.]।

কক্ষ—বি. প্রকোষ্ঠ, কামরা, বাহুমূল, বগল (কক্ষপুট); কোমর, কাঁকাল; গ্রহগণের পরিভ্রমণপথ, orbit (কক্ষচ্যুত নক্ষত্র); (উদ্ভি.) কাণ্ড ও পত্রের মধ্যস্থ কোণ, axil। [সং. √কষ্ + স (ণে)]। বিণ. **~চ্যুত, ~ভ্রষ্ট**—কক্ষ বা নির্দিষ্ট পথ হইতে পতিত বা বিচ্যুত। বি. **~তল**—গৃহতল, ঘরের মেজে; বগল। বি. **~পুট**—বগল।

কক্ষন, কক্ষনো, কক্খন, কক্খনো—অব্য. ক্রি-বিণ. কখনও, কখনই, কোন সময়েই; কোন কারণেই বা অবস্থাতেই। [বাং. শ্বাসাঘাতহেতু 'কখন'-শব্দের পরিবর্তিত রূপ]।

কক্ষান্তর—বি. ভিন্ন কক্ষ, অন্য ঘর। [সং. কক্ষ + অন্তর (= অন্য)]।

কখন—অব্য. ক্রি-বিণ. কোন্ সময়ে (কখন যাবে?); বহুক্ষণ আগে (সে ত কখন চলে গেছে)। [বাং. কোন্ + খন]। অব্য. ক্রি-বিণ. **~ই, ~ও, কখনো**—কোন সময়েই বা কারণেই বা অবস্থাতেই। অব্য. ক্রি-বিণ. **কখন-কখন, কখন-সখন**—সময়ে-সময়ে; মাঝে-মাঝে।

কঙ্ক—বি. কাঁকপাখি; বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম। [সং.]।

কঙ্কণ—বি. স্ত্রীলোকদের হাতের অলঙ্কারবিশেষ, কাঁকন, বলয়, খাড়ু। [সং.]।

কঙ্কত—বি. কাঁকুই, চিরুনি। মৎস্যাদির ফুলকা, gills [বি. প.]। [সং.]।

কঙ্কতিকা, কঙ্কতী—বি. চিরুনি। [সং.]।

কঙ্কর—(১) বি. কাঁকর। (২) বিণ. কর্কশ। [সং.]।

কঙ্কাল—বি. অস্থিপঞ্জর, হাড়পাঁজরা, skeleton। [সং √কন্ক্ + আল (র্তৃ)]। বি. **~মালী** (-লিন্)—অস্থিমালাধারী রুদ্র, শিব। বি. (স্ত্রী.) **~মালিনী**—রুদ্রাণী, কালী। বিণ. **~সার**—অস্থিমাত্র অবশিষ্ট আছে এমন; অতিশয় কৃশ।

কচ্—অব্য. নরম জিনিস তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা কাটিবার বা দাঁত দিয়া কামড়াইবার অনুকারধ্বনিবিশেষ। অব্য. **~কচ্**—ক্রমাগত পোঁচাইয়া কাটিবার বা চিবাইবার অনুকারধ্বনিবিশেষ। অব্য. **~কচানি, ~কচি**—একটানা কচ্কচ্ শব্দ; ঝগড়াঝাঁটি, বকবকানি; তর্কবিতর্ক (আইনের কচ্কচি)। অব্য. **~কচে**—চিবাইলে কচ্কচ্ আওয়াজ হয় এমন।

কচ১—বি. দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শিষ্য। [সং. √কচ্ + অ (র্তৃ)]।

কচ২—বি. চুল। [সং. কচ্ + অ (র্ম)]।

কচ৩—বি. কলমাদির সূক্ষ্মভাগ, কৎ; জমি ইমারত ইত্যাদির তেরচাভাবে বাহির হইয়া থাকা অংশ। [ফা. কজ্]।

কচটা—ক্রি. চটকান, মাখা। [বাং. চটকা (বর্ণবিপর্যয়ের ফলে)]। বি. বিণ. **~ন, ~নো**—চটকান, মাখা।

কচড়া—বি. মোটা দড়ি, দড়া। [দেশী]।

কচরমচর, কচরকচর—অব্য. চর্বণের বা তর্কবিতর্কের বা গোলমালের অনুকারধ্বনিবিশেষ।

কচলা—ক্রি. (প্রধানতঃ ধৌত করার সময়ে) রগড়ান, চটকান। বিণ. **~ন, ~নো**—রগড়ান, চটকান। বি. **~নি**—রগড়ান, চটকান, রগড়ান বা চটকান জিনিস।

কচা—বি. গাছের কচি ডাল। [দেশী]।

কচাৎ—অব্য. নরম জিনিস এক কোপে কাটিবার অনুকারধ্বনিবিশেষ।

কচাল, কোচল—বি. অনাবশ্যক তর্কবিতর্ক, ঝগড়া। [দেশী]। বিণ. **কচালে, কুচুলে**—ঝগড়াটে, কোন্দলপরায়ণ।

কচি—বিণ. অতি কাঁচা; নবজাত; অল্পবয়স্ক (কচি ছেলে), নবীন (কচি বয়স)। [দেশী]।

কচু—বি. মানুষের খাদ্য কন্দবিশেষ, (অবজ্ঞায়) কিছুই না, ঘোড়ার ডিম (সে কচু করবে)। [সং]। বিণ. **কচুকাটা**—অবলীলাক্রমে ও সম্পূর্ণরূপে কর্তিত। বি. **কচু-ঘেঁচু**—বাজে শাক-সবজি, অখাদ্য বস্তু। বি. **~পোড়া**—অখাদ্য বস্তু; কিছুই নহে।

কচুরি, কচুরী—বি. লুচি-পুরিজাতীয় ভাজা খাবারবিশেষ। [হি. কচৌড়ী]।

কচুরিপানা—বি. অতিবৃদ্ধিশীল জলজ উদ্ভিদ্‌বিশেষ, water-hyacinth। [বাং. কচুরি (আকারগত-সাদৃশ্য) + পানা২]।

কচ্ছ—বি. সমুদ্রকূলের ভূমি, জলময় ভূমি। গুজরাটের উত্তরে সমুদ্রতীরবর্তী দেশবিশেষ; নদী, হ্রদ ইত্যাদির তীরদেশ। কাছা, পরিধেয় বস্ত্রের পশ্চাৎ অঞ্চল। [সং.]। বি. **~টিকা**—কাছা, কাছুটি; কৌপীন।

কচ্ছপ—বি. কাছিম। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **কচ্ছপী**।

কছম—বি. প্রকার, রকম। [ফা. কিস্‌ম্]।

কছু—অব্য. (ব্রজ.) কিছু। [হি. কুছ্]।

কজ্জল—বি. কাজল, অঞ্জন; কালি, মসী, ভুসা; মেঘ। [সং. কু (কদ্) + জল]।

কজ্জলী—বি. পর্পটিকা, পারদ-গন্ধকঘটিত কৃষ্ণবর্ণ ঔষধবিশেষ। [সং. কজ্জল + ঈ]।

কঞ্চি—বি. বাঁশের ডাল। [তুর. কম্‌চী; অর্বাচীন সং.]।

কঞ্চুক—বি. বর্ম, কবচ, সাঁজোয়া; কাঁচুলি; জামা। সাপের খোলস। [সং.]।

কঞ্চুকী (-কিন্)—বি. রাজান্তঃপুরচারী সর্বকার্যকুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; অন্তঃপুরের নপুংসক বা খোজা প্রহরী; বর্মধারী; সর্প। [সং. কঞ্চুক + ইন]।

কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী—বি. কাঁচুলি, স্তনাবরণ। [সং.]।

কঞ্জল—বি. নারীগণের আভরণবিশেষ। [সং.]।

কঞ্জ—বি. পদ্মফুল (কঞ্জনয়নী, কঞ্জমুখী)। [সং.]।

কট্১—অব্য. শক্ত জিনিস কাটিবার বা কামড়াইবার শব্দ। [সং. √কট্]। অব্য. **কট্‌কট্**—কট্ করিয়া কামড়াইলে যেরূপ ব্যথা বোধ হয় সেইরূপ (কান কট্‌কট্

করা)। বিণ. **কট্‌কটে**—কটকট্ শব্দকারী (কটকটে ব্যাঙ) ; কঠোর, কর্কশ, মর্মভেদী, নীরস (কটকটে কথা)। অব্য. **কট্‌মট্**—ক্রোধের ভাব প্রকাশ (কট্‌মট্ করে তাকান)। বিণ. **কট্‌মটে**—নীরস, কঠোর।

কট্$_{২}$—(১) বিণ. বন্ধকী, নির্দিষ্ট শর্তযুক্ত (কট-কবালা)। (২) বি. বন্ধকী তমসুক ; কট-কবালা। [দেশী]।

কটক—বি. ওড়িশার নগরবিশেষ ; সৈন্যবাহিনী ; সেনা-নিবেশ ; শিবির ; পর্বতের সানুদেশ ; বলয়, bracelet। [সং. √কট্ (গতি, আবরণ) + অক (র্তৃ)]।

কট-কবালা—বি. শর্তযুক্ত কবালা। [কট$_{২}$ + আ. কবালা]।

কটকিনা, কটকেনা—বি. নিয়মের বাঁধাবাঁধি (কটকিনা করা) ; মেয়াদী ইজারা; প্রতিজ্ঞা ('শ্রীরাধার এটি কটকেনা')। [সং. কঠিন]।

কটকী—বিণ. ওড়িশার কটক জেলায় বা নগরে উৎপন্ন (কটকী জুতা)। [কটক + বাং. ঈ]।

কটমট—বিণ. কঠিন, নীরস ; দুর্বোধ্য (কটমট বিষয়)। বি. **কটমটি**—দুর্বোধ্যতা।

কটরকটর, কটরমটর—অব্য. শক্ত বস্তু চিবাইবার শব্দ।

কটা$_{১}$—**কয়টা**-র চলিত রূপ।

কটা$_{২}$—বিণ. পিঙ্গলবর্ণ ; (অবজ্ঞার্থে) গৌরবর্ণ। [দেশী]। **~চোখ**—(১) বি. পিঙ্গলবর্ণ চোখ। (২) বিণ. বিড়ালাক্ষ। বিণ. **~সে**—পিঙ্গল আভাযুক্ত ; ঈষৎ কটা।

কটাক্ষ, (কাব্যে) কটাখ—বি. অপাঙ্গদৃষ্টি অর্থাৎ দেখার সময়ে চোখের তারা কোণের দিকে চালনা করা ; আড়-দৃষ্টি, বাঁকা বা চোরা চাহনি ; পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা, শ্লেষ (কাহারও প্রতি কটাক্ষ করা)। [সং. কট (গমনকারী) + অক্ষি]। বি. **~পাত**—বক্রদৃষ্টি ; অপাঙ্গদর্শন ; শ্লেষ, বক্রোক্তি, বিন্দুমাত্র নজর। ক্রি-বিণ. **কটাক্ষে**—নিমেষে, অবিলম্বে।

কটাল, কোটাল—বি. অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় নদী ও সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস (কটালের বান) ; জোয়ার। **ভরা কটাল**—অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নদী ও সমুদ্রে পূর্ণজলোচ্ছ্বাস ; পূর্ণজোয়ার। **মরা কটাল**—ভাঁটা। [তু. তামি. কডেল=সমুদ্র]।

কটাস্, কটাৎ—অব্য. শক্ত বস্তু দাঁতদ্বারা একেবারে কাটিয়া ফেলার শব্দ। [দেশী]। অব্য. **কটাস্-কটাস্**—তীব্র যন্ত্রণার শব্দ ; পিঁপড়ার কামড়ের কল্পিত শব্দ।

কটাহ—বি. কড়াই ; রন্ধনপাত্রবিশেষ। [সং.]।

কটি$_{১}$—**কটা$_{১}$**-র আদরার্থক বা সংখ্যার অল্পতাবোধক রূপ।

কটি$_{২}$, কটী—বি. কোমর, মাজা, মানবদেহের মধ্যদেশ। [সং.]। বি. **~তট, ~দেশ**—কোমর। বি. **~ত্র, ~বন্ধ**—ঘুনসি, কোমরবন্ধ, belt। বি. **~বাত, ~শূল**—কোমরের বাত বা বেদনা। বি. **~বসন, ~বাস**—কোমরের কাপড়, পরনের কাপড় (অর্থাৎ শাড়ি ধুতি)। বি. **~ভূষণ**—চন্দ্রহার। **~সূত্র**—ঘুনসি।

কটু—বিণ. তিতো ; ঝাল (কটুরস) ; উগ্র, কঠোর (কটু-বাক্য) ; বিস্বাদ (কটু হইয়া যাওয়া)। [সং. √কট্ + উ (র্তৃ)]। বি. **~কাটব্য**—কড়া কথা, গালমন্দ। বি. **~তা, ~ত্ব**। বি. **~তৈল**—সরিষার তেল। বি. **কটূক্তি**—দুর্বাক্য ; গালিগালাজ।

কটোরা—বি. বাটি ; খুরি। [হি.]।

কট্টর—বিণ. চরমপন্থী, আপসবিরোধী (কট্টর বিচ্ছেদ-কামী)। [হি.]।

কঠিন—বিণ. শক্ত, দৃঢ় ; কঠোর, নিষ্ঠুর (কঠিন-হৃদয়) ; দুরূহ, দুর্বোধ্য (কঠিন প্রশ্ন) ; ভীষণ (কঠিন বিপদ্) ; দুরারোগ্য (কঠিন রোগ) ; সহজে সমাধান করা যায় না এমন (কঠিন সমস্যা বা মামলা)। [সং. √কঠ্ + ইন (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **কঠিনা**। বি. **~তা, ~ত্ব, কাঠিন্য**।

কঠোপনিষৎ (-দ্), **কঠোপনিষদ্**—বি. কঠপ্রোক্ত উপনিষদ্‌গ্রন্থ। [সং. কঠ + উপনিষদ্]।

কঠোর—বিণ. কঠিন, শক্ত, দৃঢ় ; নির্মম, নিষ্ঠুর (কঠোর বাক্য) ; দুরূহ (কঠোর শাস্ত্র) ; ভীষণ (কঠোর পরীক্ষা) ; দুঃসহ (কঠোর পরিশ্রম) ; শুষ্ক, নীরস ; পূর্ণ (কঠোর-গর্ভা)। [সং. √কঠ্ + ওর (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

কড়$_{১}$—বি. বিবাহকালে কন্যার হাতে ধারণীয় বলয়-বিশেষ। [সং. কটক]।

কড়$_{২}$, কড়া$_{৪}$—বি. মুকুল হইতে বহির্গত প্রথম অবস্থার ফল, ফলের গুটি (আমের কড়া)। [সং. কলি]।

কড়কচ—বি. সমুদ্রজাত লবণ, করকচ লবণ।

কড়কড়, কড়মড়—অব্য. অনুকার শব্দ (মেঘের কড়কড় শব্দ, কঠিন দ্রব্য চিবাইবার কড়মড় শব্দ)। [দেশী]। বিণ. **কড়কড়ে, কড়মড়ে**—শুষ্ক (কড়কড়ে ভাত) ; ভঙ্গুর ; যাহা চিবাইলে কড়কড় করে। বি. **কড়কড়ানি, কড়-মড়ানি**—কড়কড় বা কড়মড় শব্দ।

কড়কা—ক্রি. ধমকান, ভর্ৎসনা করা। বি. **~ন, ~নো**—ধমকানি, ভর্ৎসনা। [তু. হি. কড়কনা]।

কড়ঙ্গ—বি. নারিকেলমালায় প্রস্তুত ভিক্ষাপাত্রবিশেষ ; জলপাত্রবিশেষ। [সং. করঙ্ক]।

কড়চা—বি. (বৈ. শা.—সাধারণতঃ পদ্যে লিখিত) ইতি-বৃত্ত, দিনলিপি, জীবনী বা বৃত্তান্ত। প্রজার দেয় খাজনার বিবরণ সম্বলিত হিসাবের বহি। [তু. হি. কড়খা]।

কড়তা—বি. দ্রব্যের বিক্রয়কালে পাত্রের বা আধারের ওজন, tare। [দেশী]।

কড়মড়, কড়মড়ানি, কড়মড়ে—**কড়কড়** দ্রঃ।

কড়া$_{১}$—ধাতুবলয় ; বালার ন্যায় হাতল (দরজার কড়া) ; আংটা। [সং. কটক]।

কড়া$_{২}$, কড়াই—বি. কটাহ, রন্ধনপাত্রবিশেষ। [সং. কটাহ]।

কড়া$_{৩}$—(১) বিণ. শক্ত, কঠিন, কঠোর ; তীব্র, প্রখর (কড়া তাপ) ; প্রবল, উগ্র (কড়া মেজাজ) ; কটু (কড়া কথা) ; কর্কশ, (কড়া আওয়াজ)। (২) বি. চর্মের ঘর্ষণজনিত কাঠিন্য, ঘাঁটা (হাতে কড়া পড়া)। [সং. কঠোর]। **~কড়, ~ক্কড়**—(১) বিণ. কঠিন, কঠোর। (২) বি. কড়াকড়ি (বেশী কড়াক্কড় ভাল নয়)। বি. **~কড়ি, ~ক্কড়ি**—বাঁধাবাঁধি ; কঠোর শাসন।

কড়া₄—বি. কপর্দক, কড়ি। [সং. কপর্দক—তু. হি. কৌড়ী]। বি. বিণ. **এককড়া**—অতি তুচ্ছ বা সামান্য পরিমাণ (এককড়া বুদ্ধি বা ক্ষমতা নাই)। বি. **~কিয়া,** (গ্রা.) **~ক্কিয়া, ~ক্কে**—(১ হইতে ১০০)—কড়ার হিসাব। বি. **~ক্রান্তি—ক্রান্তি** দ্রঃ। **কড়ায়-গণ্ডায়**—অতি নিপুণ ও সূক্ষ্ম হিসাবক্রমে (কড়ায়-গণ্ডায় আদায়)।

কড়া₅—কড়₂ দ্রঃ।

কড়াৎ—অব্য. বজ্রপাত বা কোন শক্ত জিনিস ভাঙ্গার অনুকারশব্দবিশেষ।

কড়ার₁—বিণ. পিঙ্গলবর্ণ। [সং.]।

কড়ার₂—বি. অঙ্গীকার, শর্ত (কড়ারে আবদ্ধ, কড়ার করা)। [আ. করার্]। বিণ. **কড়ারী**—অঙ্গীকার-নির্দিষ্ট, শর্তানুযায়ী।

কড়ি₁—বি. ঘরের ছাদ ধারণের কাঠ বা লোহার আড়-কাঠ, আড়া (কড়ি-বরগা), joist। [সং. কাণ্ড]।

কড়ি₂—বি. শামুকজাতীয় সামুদ্রিক জীববিশেষের খোল, কপর্দক; অর্থ (বৈদ্যের কড়ি)। বিণ. **~কপালে**—যাহার অর্থভাগ্য ভাল। [সং. কপর্দক]।

কড়ি₃—বি. (সঙ্গীতে) নির্দিষ্ট স্বরের অপেক্ষাকৃত চড়া বা বিবৃত পরদা (কড়ি ও কোমল)। [দেশী]। বি. **~মধ্যম**—কড়ির ঈষৎ সংবৃত পরদা।

কড়িয়াল₁, কড়িআলা—বিণ. ধনবান্, অর্থশালী। [বাং. কড়ি+আল, আলা]।

কড়িআলি, কড়িয়াল₂—বি. বলগার কড়া যাহা ঘোড়ার মুখে থাকে। [কড়া₃ দ্রঃ]।

কড়ুয়া—বিণ. কটু, তীব্র (কড়ুয়া গন্ধ); কড়া (কড়ুয়া তামাক); সরিষা হইতে প্রস্তুত (কড়ুয়া তেল)। [দেশী]।

কড়ে—বিণ. কনিষ্ঠ, ছোট, ক্ষুদ্র (কড়ে আঙ্গুল)। [সং. কনীয়স্]। **কড়ে আঙ্গুল**—মানুষের হাতের বা পায়ের ক্ষুদ্রতম অঙ্গুলি। **কড়ে রাঁড়ি**—অল্পবয়স্কা বিধবা।

কণা, কণ, কণিকা, কণী—বি. অতি সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র অংশ; রেণু, গুঁড়া; শস্যের ক্ষুদ্রাংশ, চালের খুদ। [সং.]।

কণাদ—বি. বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতা মুনিবিশেষ। [সং. কণ+√অদ্+অ (র্তৃ)]।

কণ্টক—বি. কাঁটা; মৎস্যের অস্থি; অন্তরায়, বাধা (সুখের কণ্টক); লজ্জা বা কষ্টের কারণ (কুলের কণ্টক); ক্ষুদ্র শত্রু; রোমাঞ্চ। [সং. √কণ্ট্+অক (র্তৃ)]। বি. **~ফল, কণ্টকিফল, কণ্টকীফল**—কাঁঠাল; কাঁঠাল-গাছ। বি. **~শয্যা**—যন্ত্রণা, অস্বস্তি। বিণ. **কণ্টকিত**—রোমাঞ্চিত; জটিলতাপূর্ণ (সমস্যা-কণ্টকিত পথ)। **কণ্টকী** (-কিন্)—(১) বিণ. কণ্টকযুক্ত। (২) বি. খেজুরাদি কাঁটাওয়ালা গাছ, বেউড় বাঁশ; অতিশয় কাঁটাযুক্ত মৎস্যবিশেষ। বি. **কণ্টকোদ্ধার**—কাঁটা দূরী-করণ; বিঘ্ননাশ; শত্রুদমন। **কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার**—শত্রু বা দুষ্টের বিরুদ্ধে অপর শত্রু বা দুষ্টকে লেলাইয়া দিয়া দমন করা।

কণ্টিকারী—বি. ভেষজ বৃক্ষবিশেষ। [সং. কণ্টকারী]।

কণ্ঠ—বি. গলা, গলদেশ (কণ্ঠভূষণ); স্বরনালী (কণ্ঠরোধ); গলার স্বর (সুকণ্ঠ)। [সং. √কণ্+ঠ (র্তৃ)]। **~গত**—**কণ্ঠাগত**-র অনুরূপ। বি. **~নালী, ~নালি**—গল-নালী। বিণ. **~বদ্ধ, ~লগ্ন, ~লীন**—আলিঙ্গন করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া আছে এমন। বি. **~ভূষণ**—হার, চিক, মালা ইত্যাদি গলার গহনা। বি. **~মণি**—কণ্ঠে ধারণীয় রত্ন; (আল.) পরম আদরের পাত্র; গলার সম্মুখভাগস্থ উঁচু হাড়, কণ্ঠা; Adam's apple। বি. **~রোধ**—শ্বাসরোধ; কথা বলিবার ক্ষমতা বা প্রতি-বাদ করিবার অধিকার বিলোপ (সংবাদপত্রের কণ্ঠ-রোধ)। বিণ. **~লগ্ন**—গলায় জড়ান। বিণ. **~স্থ**—কণ্ঠে অবস্থিত; মুখস্থ, অভ্যস্ত। বি. **~হার**—গলার হার; (আল.) পরম প্রিয় পাত্র বা বস্তু। বি. **কণ্ঠা**—গলদেশের দুই পার্শ্বস্থ হাড়, কণ্ঠাস্থি। বিণ. **কণ্ঠা-গত**—কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়াছে এমন; বাহির হইতে উদ্যত। **কণ্ঠাগতপ্রাণ**—(১) বিণ. প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন, মুমূর্ষু; অত্যন্ত ক্লান্ত। (২) বি. বাহির হইতে উদ্যত এমন প্রাণ। বি. **কণ্ঠাভরণ**—গলার ভূষণ; হার মালা ইত্যাদি। বি. **কণ্ঠি**—বৈষ্ণবদের গলার তুলসীর মালা। বি. **কণ্ঠিধারণ**—বৈষ্ণবদের তুলসীর মালা ধারণ, বৈষ্ণবধর্মগ্রহণ। বি. বিণ. **কণ্ঠি-ধারী** (-রিন্)—বৈষ্ণব, বৈরাগী। বি. **কণ্ঠিবদল**—বৈষ্ণবদের কণ্ঠিবিনিময়দ্বারা সম্পাদিত বিবাহপ্রথা। বি. **কণ্ঠী, কণ্ঠিকা**—গলার একনর মালা; কণ্ঠি। বিণ. **কণ্ঠৌষ্ঠ্য**—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত (**কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ**=ও ঔ ইত্যাদি)। বিণ. **কণ্ঠ্য**—কণ্ঠসম্বন্ধীয়; কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত (**কণ্ঠ্যবর্ণ**—অ আ ক-বর্গ হ)।

কণ্ডন—বি. কাঁড়ান, শস্যাদি ছাঁটিয়া তুষ ও অনুরূপ পদার্থ নিষ্কাশন। [সং. √কণ্ড্+অন (ভা)]। বি. **কণ্ডনী**—মুষল; উখলি।

কণ্ডু—বি. চুলকানি; কণ্ডূ; মুনিবিশেষ। [সং. √কণ্ড্+উ (ভা)]।

কণ্ডূ—বি. চুলকানি, খোস-পাঁচড়া। [সং. √কণ্ডু+ক্বিপ্ (ভা)]। বি. **~তি—কণ্ডু**; (আল.) ব্যবহারের জন্য ব্যগ্রতা বা অস্বস্তি (হস্তকণ্ডূতি, কণ্ঠকণ্ডূতি)। বি. **~য়ন**—কণ্ডূতি; চুলকান। বিণ. **~য়মান**—চুলকাই-তেছে এমন।

কৎ—বি. কলমের মুখ, কচ।

কত—(১) বিণ. কি পরিমাণ, কয়টা, কয়জন (কত দুধ? কত আম? কত লোক?); বহু (কত লোকেই ত জানে)। (২) ক্রি-বিণ. বহু পরিমাণে (কত বললাম তবু শুনল না)। (৩) বি. বহু বস্তু (কত এল, কত গেল)। (৪) •সর্ব. পূর্বোল্লিখিত বস্তুর কি পরিমাণ (তোমার কত চাই?)। [সং. কতি]। **কত করিয়া**—কি দরে (কত করিয়া কিনিলে?); বহু অনুনয়বিনয় করিয়া (তাহাকে কত করিয়া বলিলাম); বহু চেষ্টার ফলে (কত করিয়া পাস করিয়াছি)। **~ক**—(১) বিণ. কিছু পরিমাণ (কতক জল, কতক মানুষ)। (২) ক্রি-বিণ. অংশতঃ (বইখানা কতক পড়েছি)। (৩) সর্ব. পূর্বোল্লিখিত বস্তু বা ব্যক্তির কিছু অংশ (আমগুলির কতক টক)।

(৪) বি. কিছুপরিমাণ লোক (দেশের কতক অর্ধাশনে থাকে)। (৫) বি. নির্মলি বীজ বা ফল। **কত কি**—নানারকম (কত কি খাবার); অবর্ণনীয় বা অভাবনীয় অনেক প্রকার বস্তু বা ব্যাপার (কত কি দেখেছি, কত কি ঘটিবে)। **~ক্ষণ**—(১) বি. কিছু সময়; বহু ক্ষণ। (২) ক্রি-বিণ. কত সময় পূর্বে (কতক্ষণ এসেছ?); কিছু সময় ধরিয়া (কতক্ষণ নীরব রহিল)। **~দূর**—(১) বি. কিছু দূর; বহু দূর। (২) ক্রি-বিণ. কিছু দূরে; কত দূরে। **কত না**—অবর্ণনীয়রূপে বহু বা বহু পরিমাণে (কত না দুঃখ, কত না কেঁদেছি)। ক্রি-বিণ. **~বার**—(প্রশ্নে) কয় বার; বারংবার। বিণ. ক্রি.-বিণ. **~মত**—বহু-প্রকার বা বহু-প্রকারে (কতমত চেষ্টা, কতমত করে দেখেছি)। বিণ. **~শত**—অসংখ্য (কতশত লোক)। বিণ. **~হুঁ**—(ব্রজ.) কতই, বিবিধ, বহু ('চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ' : বিদ্যা.)।

কতবেল, কৎবেল—**কয়েতবেল**-এর রূপভেদ।

কতল—বি. শিরশ্ছেদ। [আ. কৎল্]।

কতি—বিণ. কত। [সং. কিম্+অতি]।

কতিপয়—বিণ. কয়েকটি, কতকগুলি। [সং.]।

কতেক—বিণ. কত ('কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো' : চণ্ডী.)। [বাং. কত+এক]।

কথক—বি. পুরাণের ব্যাখ্যাকারক বা পাঠক; বক্তা। [সং. √কথ্+অক (ণ্বুল্)]। বি. **~ঠাকুর**—যে ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিয়া শোনান বা পুরাণের ব্যাখ্যা করেন। বি. **~তা**—কথকের বৃত্তি; পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা।

কথঞ্চন, কথঞ্চিৎ—অব্য. কোন রকমে। [সং. কথম্+চন, চিৎ]।

কথন—বি. বলা, উক্তি, ভাষণ, বিবৃতি। [সং. √কথ্+অন (ভা)]। বিণ. **কথনীয়**—কথনযোগ্য, বক্তব্য।

কথা—বি. উক্তি, বচন (কথা বলা); বিবৃতি (মন্ত্রীর কথা); গল্প, আখ্যান (রামায়ণের কথা); প্রতিশ্রুতি (কথা রাখা); মত (এ সম্পর্কে আমার কথা হল); কথকতা (আজ জমিদার-বাড়িতে কথা হবে); প্রসঙ্গ, বিষয় (কোন কথার অবতারণা); আলাপ (কথা বন্ধ হওয়া); পরামর্শ, প্ররোচনা (কৈকেয়ী মন্থরার কথায় বর চাহিলেন); তুলনা (ধনীর সঙ্গে কার কথা); ব্যাপার (সে-সে কথা নয়); আদেশ, অনুরোধ (কথা রাখা); প্রয়োজন, বাধ্যবাধকতা (একাজ করতে হবে, এমন কি কথা আছে); ওজর, কৈফিয়ৎ (ভুল হলে কোন কথা শুনব না); প্রবাদ (কথায় বলে)। [সং. √কথ্+অ (ভা)+আ]। **লাখ কথার এক কথা**—অনেক বাজে কথার মধ্যে একটি মাত্র দামী কথা। **কথামাত্র সার**—কেবল কথাই, কাজ নহে; ফাঁকা আওয়াজ; ফাঁকি। **কথায় কথায়**—কথাচ্ছলে; অকারণে বা প্রায়ই (কথায় কথায় ঝগড়া)। **কথার কথা**—সারহীন বা অবাস্তব কথা। **কথার ধার**—বাক্যের তীক্ষ্ণতা। **কথার নড়চড়**—প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। ক্রি. **কথা কাটা**—কথা এড়ান; প্রতিবাদ করা। ক্রি. **কথায় থাকা**—সম্পর্ক রাখা (অন্যের কথায় আমি থাকি না)। ক্রি. **কথা ফোটা**—(শিশু, পাখি, হৃতবাক্ ব্যক্তি, প্রভৃতির) মুখে অর্থযুক্ত শব্দ উচ্চারিত হওয়া, কথা বলিতে সমর্থ হওয়া। ক্রি. **কথা শোনা**—কথা মান্য করা; তিরস্কার সহ্য করা (কাজ না হলে অনেক কথা শুনতে হবে)। বি. **~কলি**—পৌরাণিক যুদ্ধকাহিনীমূলক ভারতীয় নৃত্য-বিশেষ [সং. কথা (=কাহিনী)+কলি (=যুদ্ধ)]। বি. **কথা-কাটাকাটি**—বাদ-প্রতিবাদ; বচসা; তর্কবিতর্ক। ক্রি-বিণ. **~চ্ছলে**—কথাবার্তা বলিতে বলিতে; প্রসঙ্গ-ক্রমে। বি. **~ন্তর**—কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া। অন্য প্রসঙ্গ; কথার মধ্যে অবকাশ; কথার খেলাপ। ক্রি. **কথা পাড়া**—প্রস্তাব করা; প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। ক্রি-বিণ. **~প্রসঙ্গে**—কথায়-কথায়, আলাপ করিতে করিতে। বি. **~বার্তা**—আলাপ-আলোচনা। বি. **~রম্ভ**—বক্তব্যের বা কাহিনীর আরম্ভ। বি. **~শিল্প** উপন্যাস, গল্প ও গদ্যে লিখিত অন্যান্য রসসাহিত্য। বি. **~শিল্পী**—উপন্যাস, গল্প ও গদ্যে লিখিত অন্যান্য রস-সাহিত্য প্রণেতা, ঔপন্যাসিক। বি. **কথা-সাহিত্য**—গল্প উপন্যাস প্রভৃতি।

কথিত—বিণ. উক্ত; বর্ণিত; উচ্চারিত। [সং. √কথ্+ত (র্ম)]।

কথোপকথন—বি. পরস্পর কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, আলাপন। [সং. কথা+উপকথন]।

কথ্য—বি. বলার যোগ্য বা বলা উচিত এমন; কথনীয়, বক্তব্য; কথাবার্তায় ব্যবহৃত (কথ্য ভাষা)। [সং. √কথ্+য (র্ম)]।

কদক্ষর—(১) বি. বিশ্রী অক্ষর বা হাতের লেখা। (২) বিণ. অক্ষর বা হস্তলিপি কুৎসিত এমন। [সং. কু (কৎ)+অক্ষর]।

কদন্ন—বি. জঘন্য খাদ্যসামগ্রী। [সং. কু (কৎ)+অন্ন]।

কদভ্যাস—বি. মন্দ অভ্যাস। [সং. কু (কৎ)+অভ্যাস]।

কদম১—বি. পা, চরণ; পদক্ষেপ; অশ্বের গতিভঙ্গি-বিশেষ। [আ. কদম্]।

কদম২—বি. বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফুল। [সং. কদম্ব]। বি. **কদমা**—(কদমফুলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট) এক-প্রকার মিঠাই।

কদম্ব—বি. কদম গাছ বা ফুল; সমূহ। [সং.]।

কদর—বি. মর্যাদা, সম্মান, আদর, যত্ন। [আ.]।

কদর্থ—বি. বিকৃত, অসঙ্গত বা ভ্রমাত্মক মানে; কুৎসিত অর্থ। [সং. কু (কৎ)+অর্থ]। বি. **~ন, ~না**—কদর্থ-করণ; নিন্দা। বিণ. **কদর্থিত, কদর্থীকৃত**—কদর্থ করা হইয়াছে এমন; অন্যায় বা অবিচারের বিষয়ীভূত।

কদর্য—বিণ. অতিশয় কুৎসিত, জঘন্য, নীচ। (বিরল) কৃপণ। [সং. কু (কৎ)+অর্য]। বি **~তা**।

কদলী, কদল—বি. কলা; কলাগাছ। [সং.]। বি. **কদলীকুসুম**—মোচা।

আদিতে কত-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য কত দ্রঃ।

কদাকার—বিণ. অতিশয় কুৎসিত বা জঘন্য আকৃতি-বিশিষ্ট। [সং. কু (কৎ) + আকার]।

কদাচ—অব্য. ক্রি-বিণ. কখনও; কখনই; দৈবাৎ কখনও। [সং. কদাচন]।

কদাচন, কদাচিৎ—অব্য. ক্রি-বিণ. কোন সময়ে; দৈবাৎ কখনও, বড় একটা নহে। [সং. কদা + চন, চিৎ]।

কদাচার, কদাচরণ—(১) বি. জঘন্য আচরণ। (২) বিণ. কুৎসিত আচারবিশিষ্ট। [সং. কু (কৎ) + আচার, আচরণ]। বিণ. **কদাচারী** (-রিন্)—জঘন্য আচরণকারী।

কদাপি—অব্য. কখনও; কখনই; কোন এক সময়ে; [সং. কদা + অপি]।

কদিন, (কথ্য.) কদ্দিন—ক্রি-বিণ. কয়দিন, কতদিন; অল্প কিছু দিন। [বাং. কয় + দিন]।

কদু—বি. লাউ। [দেশী—তু. হি. কদ্দু]।

কদুক্তি—বি. অশ্লীল বচন; দুর্বাক্য; কুকথা। [সং. কু (কৎ) + উক্তি]।

কদুত্তর—বি. খারাপ বা অসঙ্গত জবাব; মুখে মুখে জবাব। [সং. কু (কৎ) + উত্তর]।

কদুষ্ণ, কবোষ্ণ, কোষ্ণ—বিণ. ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম। [সং. (ঈষৎ-অর্থে) কৎ, কব, ক + উষ্ণ]।

কনক—বি. স্বর্ণ, সোনা। [সং. √কন্ + অক (র্তৃ)]। বি. **~চাঁপা**—স্বর্ণকান্তিযুক্ত ফুলবিশেষ। **~চূড়**—(১) বি. ধান্যবিশেষ। (২) বিণ. শীর্ষদেশ স্বর্ণমণ্ডিত এমন ('কনকচূড় মুকুটখানি' : রবীন্দ্র)। বি. **~মুকুট**—স্বর্ণনির্মিত মুকুট। বিণ. **~রঞ্জিত**—সোনার জলে গিল্‌টি করা হইয়াছে এমন। বি. **কনকাচল**—সুমেরু পর্বত; স্বর্ণময় পর্বত। বি. **কনকাঞ্জলি**—হিন্দু বিবাহানুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক সুবর্ণাদি দানবিশেষ; প্রতিমা-বিসর্জনের পূর্বে ঐরূপ দানবিশেষ।

কনকন—অব্য. তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা (দাঁত কনকন করা); তীব্র শীতবোধ। ক্রি. **কনকনান, কনকনানো**—কনকন করা। বি. **কনকনানি**—কনকন করার অনুভূতি। বিণ. **কনকনে**—যন্ত্রণা বা অস্বস্তি জন্মায় এমন (কনকনে শীত); তীব্র শীতল (কনকনে হাওয়া)।

কনকানটে—বি. রক্তাভ নটেশাকবিশেষ।

কনট্রাকটর, কনট্রাকটার—বি. ঠিকাদার। [ইং. contractor]। বি. **কনট্রাকটরি, কনট্রাকটারি**—ঠিকাদারি।

কনট্রোল—বি. অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহের জন্য সরকারী ব্যবস্থা (কনট্রোল দামে বিক্রী)। [ইং. control]।

কনভোকেশন—বি. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক উপাধি-বিতরণ-সভা বা সমাবর্তন-উৎসব। [ইং. convocation]।

কনসার্ট—বি. (বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের) ঐকতান। [ইং. concert]। **কনসার্ট পার্টি**—ঐকতানবাদকের দল।

কনস্টেবল, কনস্টবল—বি. পাহারাওয়ালা, পুলিশ প্রহরী। [ইং. constable]।

কনিষ্ঠ—বিণ. সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বা ছোট (কনিষ্ঠ অঙ্গুলী); বয়সে সর্বাপেক্ষা ছোট (কনিষ্ঠ পুত্র); অনুজ, পরে জাত (কনিষ্ঠ সহোদর)। [সং. যুবন্ বা অল্প + ইষ্ঠ]। **কনিষ্ঠা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) সর্বাপেক্ষা ছোট বা অল্পবয়স্কা, অনুজা। (২) বিঃ কড়ে আঙুল।

কনীনিকা—বি. চক্ষুর তারা বা মণি; কড়ে আঙুল; কনিষ্ঠা ভগিনী। [সং.]।

কনীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. দুইয়ের মধ্যে ছোট বা অল্পবয়স্ক; কনিষ্ঠ; অতি ক্ষুদ্র। [সং. যুবন্ বা অল্প + ঈয়স্]। বিণ. (স্ত্রী.) **কনীয়সী**।

কনুই—বি. বাহুর মধ্যবর্তীগ্রন্থি বা সন্ধিস্থান। [সং. কফোণি]।

কনে—বি. বিবাহের পাত্রী; নববধূ। [সং. কন্যা]। বি. **~চন্দন**—বিবাহকালে কন্যার মুখমণ্ডল চন্দনদ্বারা চিত্রণ। বি. **~বউ**—নববধূ, বালিকাবধূ; কনিষ্ঠা বধূ।

কন্থা—বি. কাঁথা (জীর্ণ কন্থা)। [সং.]।

কন্দ—বি. যে উদ্ভিদের প্রধান অংশ মৃত্তিকামধ্যে থাকে (যেমন আলু, কচু)। [সং. √কন্দ্ + অ (র্ম)]।

কন্দর—বি. পর্বতের গুহা। [সং.]।

কন্দর্প—বি. মদন, কামদেব। [সং]।

কন্দল—বি. কলহ, বিবাদ; যুদ্ধ, কদলীবৃক্ষ। [সং.]। বিণ. **কন্দলিয়া**—ঝগড়াটে, কুঁদুলে। [সং. কন্দল + বাং. ইয়া]।

কন্দু—বি. লৌহময় পাকপাত্র, কড়া, তাওয়া; তন্দুর। [সং. √স্কন্দ্ + উ (ধি)]।

কন্দুক, কন্দুক -বি. ভাঁটা, বল, গেণ্ডুক। [সং.]। বি. **কন্দুকক্রীড়া**—গোলা লইয়া খেলা, বল লইয়া খেলা।

কন্ধ—বি. কাঁধ, মাথা; দেহ, ধড়। [সং. স্কন্ধ]। **~কাটা**—(১) বি. কবন্ধ। (২) বিণ. মস্তকহীন।

কন্ধর—বি. গ্রীবা, কাঁধ। [সং.]।

কন্না, কর্না, করনা—বি. কর্তব্য কাজ, করণীয় কাজ-কর্ম (তু. ঘরকন্না)। [সং. করণীয়—তু. হি. কর্না]।

কন্যকা—বি. দশবৎসরবয়স্কা কুমারী, তনয়া, কন্যা। [সং. কন্যা + ক + আ]।

কন্যা—বি. দুহিতা মেয়ে, অবিবাহিতা বা বিবাহযোগ্যা কুমারী; বিবাহের পাত্রী; (জ্যোতিষ.) রাশিবিশেষের নাম। [সং. √কন্ + য (যৎ)—(র্তৃ) + আ]। বি. **~কর্তা** (র্তৃ)—বিবাহে কন্যাপক্ষের অভিভাবক বা কর্মকর্তা। বি. **~কাল**—নারীর অবিবাহিত কাল। বি. **~দান**—বিবাহে আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রীকে সম্প্রদান; দুহিতার বিবাহ-প্রদান। বি. **~দায়**—কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার দায় বা দায়িত্ব। বি. **~পণ**—বিবাহকালে পাত্রপক্ষের নিকট পাত্রীপক্ষের প্রাপ্ত অর্থ। বি. **~পক্ষ** বিবাহে পাত্রীপক্ষ। বি. **~প্রণিধি**—সমাজসেবিকা বালিকাদের সঙ্ঘবিশেষের সভ্যা, girl guide [স. প.]। বি. **~যাত্র, ~যাত্রী** (-ত্রিন্)—বিবাহোপলক্ষে কন্যা-পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।

কপচানো—ক্রি. পাখি কর্তৃক বুলি আওড়ান; পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য মামুলি বা শেখা কথা বলা; বকবক করা; ছাঁটা (চুল কপচান)। [বাং. √কপচা]।

কপট—(১) বি. চাতুরী, প্রতারণা, শঠতা, ছল ('কলিজে

কপট করি রাখ নিজ দাস' : ক. ক.)। (২) বিণ. কৃত্রিম (কপট স্নেহ) ; ছদ্ম (কপট বেশ) ; শঠ, প্রতারক, ভণ্ড (কপট বন্ধু)। [সং.]। বি. **~তা, কাপট্য**। বিণ. **~চারী** (-রিন্)—ছদ্মবেশী ; ধূর্ত ; প্রতারক। বিণ. **~পটু**—কপট আচরণে দক্ষ। বি. **~প্রবন্ধ**—ছলনা, প্রবঞ্চনা। বি. **কপটাচরণ, কপটাচার**—ছলনা। বিণ. **কপটাচারী** (-রিন্)—কপটাচরণ করে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **কপটাচারিণী**। বিণ. **কপটী** (-টিন্)—প্রবঞ্চক, কপটকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **কপটিনী**।

কপনি—বি. ল্যাঙট। [সং. কৌপীন]।

কপর্দ—বি. শিবের জটা ; কড়ি। [সং.]।

কপর্দক—বি. শিবের জটা ; কড়ি। [সং. কপর্দ + ক (স্বার্থে)]। বিণ. **~বিহীন, শূন্য, ~হীন**—নিঃস্ব।

কপর্দী (-র্দিন্)—বি. শিব। [সং. কপর্দ + ইন্]। বি. (স্ত্রী.) **কপর্দিনী**—পার্বতী।

কপাকপ—**কপ্** দ্রঃ।

কপাট—বি. দরজার পাল্লা ; আবরণ (মনের কপাট)। [সং.]। **~ক**—হৃৎপিণ্ডের কোটরদ্বয়ের মধ্যস্থ দরজার ন্যায় রক্তনিয়ামক আবরণ, valve [বি. প.]।

কপাটি, কপাটী—বি. হা-ডু-ডু খেলা। [হি. কবড্ডী]।

কপাটি লাগা, দাঁতকপাটি লাগা—ক্রি. দাঁতে-দাঁতে খিল ধরা ; চোয়াল আড়ষ্ট হওয়া।

কপাল—বি. মাথার খুলি, করোটি ; ভিক্ষাপাত্র ; কলসের অর্ধাংশ ; খাপরা। (বাং.) ললাট ; ভাগ্য, অদৃষ্ট (কপালে দুঃখ আছে)। [সং.]। ক্রি. বিণ. **~ক্রমে**—ভাগ্যক্রমে। বি. **~জোর**—ভাগ্যের জোর বা অনুকূলতা। বি. **জোর-কপাল**—শুভাদৃষ্ট, সৌভাগ্য। বিণ. **~পোড়া**—হতভাগ্য। বি. **~ভৃৎ, ~মালী**—(নরমুণ্ডমাল্য-ধারী) শিব। **কপাল ঠুকে কাজে নামা**—ফলাফল ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কাজ আরম্ভ করা। **কপাল ফেরা**—ভাগ্য বা অবস্থার উন্নতি হওয়া। **কপাল ভাঙা**—ভাগ্যহত হওয়া। **কপালে ঘা দেওয়া, কপাল চাপড়ান**—শোক দুঃখ প্রভৃতি প্রকাশকালে কপালে আঘাত হানা। **কপালের লেখা**—ভাগ্যলিপি, ভবিতব্য। **কপালের ফের**—অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।

কপালি—বি. চৌকাঠের মাথা বা মাথার কাঠ, ঝনকাঠ ; (প্রাদে.) খেজুরগাছের মাথার দিকে যেখান হইতে রস নির্গত হয়। [দেশী]।

কপালিনী—**কপালী**$_2$ দ্রঃ।

কপালিয়া, কপালে—বিণ. ভাগ্যবান্। [বাং. কপাল + ইয়া]।

কপালী$_1$—বি. বাঙ্গালী জাতিবিশেষ (ধীবর-ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত) ; শণ-দড়ি প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী জাতি। [দেশী]।

কপালী$_2$ (-লিন্)—(১) বি. মহাদেব। (২) বিণ. কপালধারী ; (বাং.) ভাগ্যবান্। [সং. কপাল + ইন্]। **কপালিনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) কপালধারিণী। (২) বি. কালিকাদেবী।

কপি$_1$—বি. বানর, মর্কট। [সং. √কপ্ + ই (র্তৃ)]। বি. **~কেতন, ~ধ্বজ**—অর্জুন (কপি হনুমান্ কেতন বা ধ্বজা অর্থাৎ পতাকা-চিহ্ন যাঁহার)।

কপি$_2$—বি. রচনাদির নকল বা প্রতিলিপি (কপি করা) ; ছাপাখানায় যে পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মুদ্রণ করা হয়। [ইং. copy]। ক্রি. **কপি করা**—নকল করা ; প্রতিলিপি প্রস্তুত করা।

কপি$_3$—বি. ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইবার উপযুক্ত সবজিবিশেষ। [পো. couve]। বি. **ওলকপি**—শালগমজাতীয় তরকারি। বি. **ফুলকপি**—সুবৃহৎ পুষ্পাকার সবজিবিশেষ। বি. **বাঁধাকপি**—কেবল পত্রগঠিত গোলাকার সুবৃহৎ সবজিবিশেষ।

কপিকল—বি. ভারী দ্রব্যাদি নিম্ন স্থান হইতে উপরে তুলিবার যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

কপিকেতন—**কপি**$_1$ দ্রঃ।

কপিঞ্জল—বি. চাতক বা গৌরবর্ণ তিতির পাখি, মুনিবিশেষ। [সং.]।

কপিত্থ—বি. কয়েতবেল বা তাহার গাছ (বানরের প্রিয় বিচরণস্থান বলিয়া)। [সং. কপি + √স্থা + অ (ধি)]।

কপিধ্বজ—**কপি**$_1$ দ্রঃ।

কপিল—(১) বিণ. পিঙ্গলবর্ণ। (২) বি. মুনিবিশেষ, যাঁহার শাপে সগরবংশ ধ্বংস হয়। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা মুনি। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **কপিলা**—কপিলবর্ণের গোরু ; কামধেনু ; স্ত্রী-বাছুর, কইলা।

কপিশ—(১) বি. পাঁশুটে বা মেটে রঙ, নীল-পীত মিশ্রিত বর্ণ। (২) বিণ. মেটে, পাঁশুটে। [সং. কপি (=বানর, তদ্রূপ বর্ণ : 'কৃষ্ণপীত') + শ (অস্ত্যর্থে, তু. লোমশ)]।

কপোত—বি. পায়রা। [সং. ক(=বায়ু) + পোত]। বি. (স্ত্রী.) **কপোতী**। বি. **~পালি**—অট্টালিকাদির কার্নিস। বি. (স্ত্রী.) **~পালী, ~পালিকা**—পায়রার খোপ। **~বৃত্তি**—(১) বি. কপোতের আচরণ ; কপোতের ন্যায় সঞ্চয়রহিত জীবিকা। (২) বিণ. কপোতের ন্যায় সদ্য আহরণ করিয়া বাঁচিতে হয় এমন ; সঞ্চয়হীন বৃত্তিসম্পন্ন। বি. **কপোতারি**—শ্যেন। বি. **কপোতেশ্বর**—মহাদেব।

কপোল—বি. গণ্ড, গাল। [সং. √কপ্ (কম্পে বা চলনে) + ওল (র্তৃ)]। বি. **~কল্পনা**—অবাস্তব কল্পনা ; গালগল্প। বিণ. **~কল্পিত**—মনগড়া (কপোল-কল্পিত অনুমান)।

কপ্—অব্য. তাড়াতাড়ি মুখে পুরিবার বা গিলিবার অনুকারশব্দ। অব্য. **কপকপ, কপ্‌কপ্**—বারংবার ঐরূপ করিবার শব্দ (কপকপ করিয়া খাওয়া)। অব্য. ক্রি-বিণ. **কপাকপ**—কপ্‌কপ্ করিয়া (কপাকপ গেলা)।

কফ$_1$—বি. জামার হাতা বা আস্তিনের মুখ। [ইং. cuff]।

কফ$_2$—বি. দেহাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ধাতু ; শ্লেষ্মা। [সং.]। বিণ. **~ঘ্ন**—শ্লেষ্মানাশক।

কফণি, কফোণি—বি. কনুই। [সং.]।

কফন—বি. (মুস.) শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। [আ.]।

কফি—বি. বীজবিশেষ ; ইহার দ্বারা চায়ের ন্যায় পানীয় প্রস্তুত হয় । [ইং. coffee] ।

কফিন—বি. কবর দিবার পূর্বে মৃতদেহ রক্ষা করিবার আধার বা বাক্স । [ইং. coffin] ।

কব১—ক্রি. কহিব, বলিব (দোষ-গুণ কব কা'র) । [বাং. √কহ্] ।

কব২—অব্য. ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) কখন, কবে । [সং. কদা—তু. হি. কব্] ।

কবচ—বি. বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য অঙ্গাবরণ ; বর্ম, সাঁজোয়া ; তন্ত্রোক্ত বিঘ্ননিবারক মন্ত্র ঐরূপ মন্ত্রযুক্ত মাদুলি বা তাবিজ । [সং. ক (=বায়ু)+√বন্চ্+অ (র্তৃ)] । বি. **~কুণ্ডল**—কুন্তীপুত্র কর্ণের সহজাত, অভেদ্য বর্ম ও কর্ণভূষণ । বি. **~পত্র**—কবচ লিখিবার পত্র, ভূর্জপত্র । **কবচী** (-চিন্)—(১) বিণ. কবচধারী । (২) বি. ডিম্ব, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদির ন্যায় শক্ত আবরণযুক্ত বা খোলকী প্রাণী, crustacean । [বি. প.] ।

কবজ১—বি. রসিদ ; খত । [আ. কব্জ্] ।

কবজ২—বি. মাদুলি, তাবিজ । [সং. কবচ] ।

কবজা—বি. কপাট-যোজক ধাতুনির্মিত পাত ; সংযোজক কল যাহার দ্বারা দুইখণ্ড দ্রব্য এমনভাবে জোড়া যায় যে তাহাদের সহজে ভাঁজ করা সম্ভব হয় ; (আল.) অবাঞ্ছিত প্রভাব । [আ.] । ক্রি. **কবজা করা**—আয়ত্তে আনা বা অধিকারে রাখা ।

কবজি, কবজী—বি. মণিবন্ধ ; হাতের কবজা । [বাং. কবজা+ই, ঈ] । বি. **~ঘড়ি**—হাতঘড়ি, রিসট-ওয়াচ ।

কবন্ধ—বি. স্কন্ধকাটা ; মস্তকহীন দেহধারী ভূতবিশেষ ; রাহু । [সং.] ।

কবয়ি, কবয়ী—বি. কইমাছ । [সং.] ।

কবর—বি. সমাধি, গোর (কবর-স্থান) । [আ. কব্র্] ।

কবরী—বি. খোঁপা ; বেণী ; নারীদের কেশবিন্যাস । [সং. ক (=মস্তক) + √বৃ (আচ্ছাদনে)+অ+ঈ] ।

কবর্গ—বি. ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ : এই পাঁচটি বর্ণ ।

কবল—বি. গ্রাস ; কুলকুচা ; জবরদখল । [সং.] । বিণ. **কবলিত, কবলীকৃত**—গ্রাস করা হইয়াছে এমন ; ভক্ষিত ; গ্রস্ত ; যাহা জবরদখল করা হইয়াছে ।

কবলা—ক্রি. কবুল করা বা স্বীকার করা বা অঙ্গীকার করা ; (সাধারণতঃ ঘুস হিসাবে) দিতে চাওয়া (চোরটা কনস্টেবলকে পাঁচ টাকা কবলাইল) । [আ. কবুল+বাং. আ] । **~ন, ~নো**—(১) বিণ. কবুল করা বা স্বীকার করা (দোষ কবলানো) বা অঙ্গীকার করা হইয়াছে এমন ; (ঘুস-রূপে) দিতে চাওয়া হইয়াছে এমন । (২) বি. কবুল ; স্বীকার ; অঙ্গীকার ।

কবলিত, কবলীকৃত—কবল দ্রঃ ।

কবহু, কবহুঁ—অব্য. ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) কখনও । [কব২ দ্রঃ] ।

কবাট, কবাটি—যথাক্রমে কপাট ও কপাটি-র রূপভেদ ।

কবালা—বি. বিক্রয়ের দলিল । [আ.] ।

কবি—বি. কবিতা-রচয়িতা ; পণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞ ; (বাং.) একজাতীয় বাঙ্গালা গান ও তাহার রচয়িতা বা গায়ক । বি. **~ওয়ালা**—যে কবিগান গাহে বা লেখে ; কবিগানের দলের অধিকারী । বি. **কবি-কল্পনা**—কাব্যকারগণের উদ্ভাবনা ; মনগড়া বিষয় । বি. **~প্রসিদ্ধি**—বর্ণনার ব্যাপারে সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত এবং পরবর্তী যুগের কবিগণ কর্তৃক গৃহীত কল্পনা (যথা, সূর্যোদয়ে পদ্মের এবং চন্দ্রোদয়ে কুমুদের প্রকাশ) । **কবির লড়াই**—দুই কবিগানের দলের মধ্যে কবিগানের মাধ্যমে পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ।

কবিতা—বি. পদ্যরচনা, শ্লোক, কাব্য । [সং. কবি+তা (ভা)] ।

কবিত্ব—বি. কবির ভাব ; কবিতা রচনা করার শক্তি ; ভাবমাধুর্য ; কল্পনাবিলাস (কবিত্ব করিয়া বলা) । [সং. কবি+ত্ব (ভা)] ।

কবিলা—বি. স্ত্রী, পত্নী । [আ.] ।

কবিরাজ—বি. (সং.) কবিশ্রেষ্ঠ ; (বাং.) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, বৈদ্য । [সং. কবি+রাজন্ ; বাং. নিত্য-সমাস] । বি. **কবিরাজি**—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ; কবিরাজের পেশা । বিণ. **কবিরাজী**—কবিরাজ-সংক্রান্ত বা কবিরাজ-কৃত (কবিরাজী চিকিৎসা) ।

কবীরপন্থী—বিণ. বি. কবীর-প্রবর্তিত ধর্মমতাবলম্বী । [বাং. কবীর+পন্থা+ঈ] ।

কবুতর—বি. পায়রা । [ফা.—তু. সং. কপোত] । বি. (স্ত্রী.) **কবুতরী** ।

কবুল—(১) বি. স্বীকার (দোষ কবুল করা) । (২) বিণ. স্পষ্ট ; দায়িত্ব স্বীকারপূর্বক কৃত (কবুল জবাব) ; স্বীকার (আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কবুল হওয়া) । [আ.] ।

কবুলতি, কবুলতী, কবুলিয়ত—বি. স্বীকৃতিপত্র ; প্রজা কর্তৃক জমিদারকে খাজনা দিবার অঙ্গীকারপত্র । [আ. কবুলিয়ৎ] ।

কবে১—ক্রি. কহিবে, বলিবে । [বাং. √কহ্] ।

কবে২—অব্য. ক্রি. বিণ. কোন্ দিন ; কোন্ কালে । [কব২ দ্রঃ] ।

কবোষ্ণ—বিণ. ঈষৎ উষ্ণ । কদুষ্ণ দ্রঃ ।

কব্য—বি. পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোজ্যদ্রব্যাদি । [সং.] ।

কব্জা, কব্জি, কব্জী—যথাক্রমে কবজা ও কবজি ও কবজীর বানানভেদ ।

কভু—অব্য. ক্রি-বিণ. (পদ্যে) কখনও, কোন কালে, কোনকালেও । [<কবহুঁ] ।

কম১—(বিরল) বিণ. কমনীয়, বাঞ্ছনীয়, মনোহর । [সং. √কম্(=কান্তি)+অ (র্ম)] ।

কম২—বিণ. অল্প (কম খাওয়া, ওজনে কম, কম করিয়া বলা), ন্যূন ; হীন, পশ্চাৎপদ (সে লাঠিবাজিতেও কম নয়) । [ফা. কম্] । বিণ. **~জোর**—দুর্বল । বি. **~জোরি**—দুর্বলতা । বি. **~তি**—কমের ভাব বা অবস্থা ; হ্রাস, অল্পতা । বিণ. **~পোক্ত**—তেমন মজবুত বা পোক্ত নয় ; কমজোরি ; বিচলিত । বিণ.

~বেশি—অল্পাধিক। বিণ. ~সম—অল্পের উপর, একটুআধটু। কমসে কম—অন্ততঃ পক্ষে, খুব কম করিয়াও।

কমঠ—বি. কচ্ছপ; সন্ন্যাসীদের জলপাত্রবিশেষ। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **কমঠী**—কচ্ছপী।

কমণ্ডলু—বি. সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীদের জলপাত্রবিশেষ, মৃন্ময় বা ধাতুনির্মিত। [সং.]।

কমনীয়—বিণ. মনোরম (কমনীয় মূর্তি); বাঞ্ছনীয়; সুন্দর। [সং. √কম্+অনীয় (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **কমনীয়া**। বি. ~তা।

কমনে, কম্‌নে—ক্রি-বিণ. (প্রাদে.) কোথায়; কোন্ পথে; কেমন করিয়া ('খাঁচার মধ্যে অচিন্ পাখী কম্‌নে আসে যায়')। [>বাং. কেমন]।

কমবক্ত, কম্‌বখত্—বিণ. হতভাগ্য। [আ. কম্‌বখ্‌ৎ]।

কমল—বি. পদ্ম। [সং. কম্+√অল্+অ (র্তৃ)]। **কমল-আঁখি**—(১) বিণ. পদ্মের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট। (২) বি. পদ্মতুল্য (সুন্দর) চক্ষু; পদ্মতুল্য নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি। বি. **~কোরক, ~কোষ**—পদ্মের কুঁড়ি। বি. **~যোনি**—(বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত) ব্রহ্মা। বি. **কমলালয়া, কমলাসনা**—লক্ষ্মীদেবী। বি. **কমলাসন**—ব্রহ্মা।

কমলা—বি. লক্ষ্মীদেবী; দশমহাবিদ্যার অন্যতমা; লেবুজাতীয় সুমিষ্ট ফলবিশেষ (**কমলালেবু**); কমলালেবুর বর্ণের অনুরূপ বর্ণ; পাণ্ডুরোগ। [সং. কমল+অ (অস্ত্যর্থে)+আ]। বি. **~পতি**—বিষ্ণু।

কমলাকর—বি. পদ্মবহুল জলাশয়; সরোবর। [সং. কমল+আকর]।

কমলাগুঁড়ি—বি. বস্ত্ররঞ্জনকার্যে ব্যবহৃত কাম্পিলবৃক্ষজাত ফলের চূর্ণ। [সং. কাম্পিল্ল]।

কমলালয়া, কমলাসন, কমলাসনা—**কমল** দ্রঃ।

কমলিনী—বি. পদ্মসমূহ, পদ্মের ঝাড়; পদ্মিনী। [সং. কমল+('দেশ' বা সমূহ-অর্থে)ইন্+ঈ]।

কমলেকামিনী—বি. দুর্গার রূপবিশেষ; সাগরোত্থিতা ও কমলাসীনা দেবী চণ্ডী (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কর্তৃক বর্ণিত)।

কমা১—বি. বিরামচিহ্নবিশেষ (,)। [ইং. comma]।

কমা২—(১) ক্রি. হ্রাস পাওয়া, কমিয়া যাওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √কম্+আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. হ্রাস বা কম করা; খাটো করা। (২) বিণ. হ্রস্বীকৃত। (৩) বি. হ্রস্বীকরণ।

কমি—বি. কমতি, অল্পতা, হ্রাস। [ফা. কম্+বাং. ই (ভা)]। বি. **~বেশি**—হ্রাসবৃদ্ধি, তারতম্য (বয়সের কমিবেশি)।

কমিউনিজম—বি. কার্ল মার্কস-এর সমভোগতন্ত্র বা সাম্যবাদ। [ইং. communism]। বি. বিণ. **কমিউনিসট**—সমভোগতন্ত্রে বা সাম্যবাদে বিশ্বাসী।

কমিটি—বি. কার্যনির্বাহক সমিতি, পরিচালক সভা; মন্ত্রণাসভা। [ইং. committee]।

কমিশন, কমিসন—বি. ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দস্তুরি, দালালি। অনুসন্ধান-সমিতি, তদন্ত-কমিটি, আয়োগ। [ইং. commission]।

কমিশনার, কমিসনার—বি. বিভাগের শাসক। মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য; অনুসন্ধান-সমিতির সভ্য। [ইং. commissioner]।

কম্প, কম্পন—বি. কাঁপুনি, শিহরণ, স্পন্দন। [সং. √কম্প্+অ, অন (ভা)]। বিণ. **কম্পমান**—কাঁপিতেছে এমন।

কম্পাউণ্ডার—বি. ঔষধের দোকানে চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী যে ঔষধ মিশায়। [ইং. compounder]।

কম্পানি—**কোম্পানি**-র রূপভেদ।

কম্পান্বিত—বিণ. কাঁপিতেছে এমন, কম্পিত, বিচলিত। [সং. কম্প+ অন্বিত]। বিণ (স্ত্রী) **কম্পান্বিতা**।

কম্পাস—বি. দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র, বৃত্তাঙ্কন-যন্ত্র। [ইং. compass]।

কম্পিত—বি. কাঁপিতেছে এমন, স্পন্দিত, বিচলিত (কম্পিত হিয়া')। [সং. √কম্প্+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **কম্পিতা**।

কম্পোজ—বি. ছাপানর জন্য ধাতুনির্মিত অক্ষর সাজানো। [ইং. compose]। বি. **কম্পোজিটর, কম্পোজিটার**—যে কম্পোজ করে। [ইং. compositor]।

কম্প্র—বিণ. কম্পিত। [সং. √কম্প্+র (র্তৃ)]।

কম্ফর্টার—বি. গলাবন্ধ। [ইং. comforter]।

কম্বল—বি. মোটা পশমী চাদরবিশেষ। [সং.]। **কম্বল-সম্বল**—(১) বি. অতি দরিদ্র অবস্থা; সন্ন্যাস-জীবন। (২) বিণ. কম্বলই একমাত্র অবলম্বন যাহার, অতি দরিদ্রাবস্থাপন্ন।

কম্বু—বি. শঙ্খ। [সং. √কম্ব্+উ (র্তৃ)]। **~কণ্ঠ**—(১) বি. শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা; শঙ্খধ্বনির ন্যায় উচ্চ ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর। (২) বিণ. শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট; শঙ্খধ্বনির ন্যায় উচ্চ ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। বিণ.(স্ত্রী.) **~কণ্ঠী**। বিণ. **~গ্রীব**—শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। বি. **~গ্রীবা**—শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা।

কম্ম—**কর্ম**-এর অমা. রূপ।

কম্যুনিজম, কম্যুনিসট—যথাক্রমে **কমিউনিজম** ও **কমিউনিসট**-এর রূপভেদ।

কম্র—বিণ. অভিলাষী, কামুক; কমনীয়, সুন্দর। [সং. √কম্ (=কান্তি, ইচ্ছা)+র (র্তৃ)]।

কয়১—বিণ. কত; কতিপয় (কয়টি, কয়জন)। [সং. কতি]।

কয়২—ক্রি. (কথ্য ও কাব্যে) বলে, কহে। [বাং. √কহ্]। ক্রি. **~লা**—(বৈ. সা.) কহিল, বলিল।

কয়লা—বি. অঙ্গার। [প্রাকৃ. কোইলা]।

কয়াল—বি. যে ব্যক্তি বাজারে বা আড়তে মাল

---

* আদিতে কম-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য কম২ দ্রঃ।

(বিশেষতঃ ধান চাল) ওজন করে ; শস্যসংগ্রাহক ও শস্য-রক্ষক। [দেশী]। বি. **কয়ালি**—কয়ালের পারিশ্রমিক বা পেশা।

কয়েক—বিণ. কতিপয় ; অল্পসংখ্যক। [বাং. কয় (কতি) + এক]।

কয়েতবেল, কয়েৎবেল—বি. ছোট বেলের আকারের অম্লাস্বাদ ফলবিশেষ। [সং. কপিত্থ-বিল্ব]।

কয়েদ—(১) বি. জেল, ফাটক (কয়েদে থাকা); কারাদণ্ড (কয়েদ হওয়া)। (২) বিণ. কারারুদ্ধ (কয়েদ করা)। [আ. কইদ্, কয়েদ্]। **কয়েদি, কয়েদী**—(১) বিণ. কয়েদে আবদ্ধ। (২) কয়েদে আবদ্ধ ব্যক্তি।

-কর$_১$—বিণ. যে করে, কারক, জনক, উৎপাদক, নির্মাতা (সুখকর, চিত্রকর)। [সং. √কৃ+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **-করী** (অর্থকরী বিদ্যা), (বিরল) **-করা**।

কর$_২$—বি. কিরণ, রশ্মি (রবিকর, চন্দ্রকর)। [সং. √কৃ (=বিক্ষিপ্ত হওয়া) + অ (র্ম)]।

কর$_৩$—বি. হস্ত, হাত (করতল); (হস্তীর) শুণ্ড (করিকর)। [সং. √কৃ+অ (ণে)]। বি. ~**কমল**—হস্তরূপ পদ্ম; পদ্মের ন্যায় হাত। বি. ~**কমলেষু**—প্রীতির পাত্রকে পুস্তকাদি উপহার-দানের উৎসর্গ-পত্রে প্রাপকের নাম সহ সপ্তম্যন্ত এই পদটির প্রয়োগ হয়। বিণ. ~**কবলিত**—হস্তগত, অধিকৃত। বি. ~**কোষ্ঠী**—করতলের রেখাসমূহ যাহা ভবিষ্যৎ গণনায় কোষ্ঠীর কাজ করে; কররেখা-নির্ণীত কোষ্ঠী। বি. ~**গ্রহ**, ~**গ্রহণ**—পাণিগ্রহণ, বিবাহ, হস্তধারণ। বিণ. বি. ~**গ্রাহক**, ~**গ্রাহী** (-হিন্)—পাণিগ্রহণকারী, পতি। ক্রি.-বিণ. ~**জোড়ে** দুইহাত যুক্ত করিয়া। বি. ~**তল**—হাতের তেলো। বিণ. ~**তলগত**—আয়ত্ত, হস্তগত। ~**তালি**, ~**তালী**—হাততালি। বি. ~**ন্যাস**—পূজাকালে মন্ত্রোচ্চারণের সহিত করচিহ্নে অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিস্পর্শ। বি. ~**পদ্ম**—**করকমল**-এর অনুরূপ। বি. ~**পীড়ন**—বিবাহ। বি. ~**পুট**—জোড়হাত। বি. ~**ভূষণ**—হাতের গহনা; কঙ্কণ। বি. ~**মর্দন**—দুইজনেপ্রীতিভরেপরস্পরের হাতঝাঁকুনি, handshake। বিণ. ~**মুক্ত**—হস্তচ্যুত।

কর$_৪$—বি. রাজস্ব, শুল্ক, খাজনা, ট্যাক্স্ (tax) (রাজকর, পথকর, জলকর, আয়কর)। [সং. √কৃ (বিক্ষেপে) + অ (র্ম)]। বি. ~**গ্রহ**, ~**গ্রহণ**—রাজস্ব গ্রহণ, খাজনা আদায়। বিণ. ~**গ্রাহ**, ~**গ্রাহক**, ~**গ্রাহী** (-হিন্)—রাজস্ব আদায়কারী (কর$_১$-ও দ্রঃ)। বি. বিণ. ~**দাতা** (র্তৃ)—রাজস্ব প্রদানকারী। বিণ. ~**মুক্ত**—নিষ্কর।

কর$_৫$—বি. বাঙালী হিন্দুর উপাধিবিশেষ।

করই—অস-ক্রি. (ব্রজ.) করিতে। [বাং. √কর্]।

করকচ—**কড়কচ**-এর বানানভেদ।

করকচি—(১) বিণ. কোমল, অপুষ্ট (করকচি ডাব)। (২) বি. ঐরূপ নারিকেল। [দেশী]।

করকর—অব্য. কাঁকরের ঘর্ষণজনিত শব্দ; কাঁকরের আঁচড় লাগার অনুভূতি; অস্থিরতাবোধ; জ্বালা, যন্ত্রণা (চোখ করকর করা)। ক্রি. **করকরা**—করকর করা। বি. **করকরানি** (নো)—করকর করা। বিণ. **করকরে**—কর্কশ, বালির মত দানাদার (তু. **খরখরে**); শুষ্ক ও করকর শব্দকারক (করকরে ভাত); আনকোরা, একেবারে নূতন (করকরে নোট)।

করকা—বি. (মেঘজাত) শিলা, বৃষ্টির সহিত পতিত শিলা। [সং.]। বি. ~**পাত**—শিলাবৃষ্টি।

করঙ্ক—বি. কমণ্ডলু; ভিক্ষাপাত্র; নারিকেলমালা; কৌটা, ডিবা (তাম্বূলকরঙ্ক); মাথার খুলি, করোটি। [সং.]।

করঙ্গ, করচা, করজ—যথাক্রমে **কড়ঙ্গ, কড়চা** ও **কর্জ**-এর রূপভেদ।

করঞ্জ, করঞ্জক—বি. করমচাগাছ, উহার ফল। [সং.]।

করঞ্জা—বি. অম্লফলবিশেষ। [সং. করঞ্জ]।

করণ—বি. সম্পাদন; কার্য; কারণ, কার্যের প্রধান সহায় বা সাধক; ইন্দ্রিয়; শরীর; স্থান, ক্ষেত্র; দফতর, অফিস্ (তু. মহাকরণ); [স. প.]; (ব্যাক.) কারকবিশেষ, ক্রিয়াসম্পাদনে প্রধান সহায়; হিন্দু লেখক-জাতিবিশেষ, কায়স্থবিশেষ। [সং. √কৃ+অন]। বি. ~**কারণ**—বিবাহে আদান-প্রদান-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

করণিক—বি. কেরানী [স. প.]। [সং.]।

করণী—বি. যে রাশির মূল সূক্ষ্মরূপে বাহির হয় না; (√)—এই চিহ্ন, surd। [সং.]।

করণীয়—বিণ. করার যোগ্য; করা উচিত এমন, বিধেয়, কর্তব্য; করা হইবে বা করিতে হইবে এমন; বিবাহ সম্বন্ধের উপযুক্ত। [সং. √কৃ+অনীয় (র্ম)]।

করণ্ড, করণ্ডক—বি. মৌচাক; ফুলের সাজি; ঝাঁপি। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **করণ্ডিকা, করণ্ডী**।

করতঃ (অশু.), (চলিত) **করত**—অব্য. ক্রি-বিণ. করিয়া, করণান্তর। [বাং. √কর্]।

করতা—**কড়তা**-র বানানভেদ।

করতাল—বি. দুই করতলে ধরিয়া বাজাইবার যন্ত্রবিশেষ, বড় মন্দিরা। [সং. কর$_৩$ + তাল]।

করদ—বি. অপরকে (বিশেষতঃ অপর রাষ্ট্রকে) কর দেয় এমন (করদ রাজ্য)। [সং. কর$_৪$ + √দা + অ (র্তৃ)]।

করনা—**কন্না** দ্রঃ।

করনু—**করিনু**-র অপ্র. রূপ।

করপত্র—বি. করাত। [সং. কর$_৩$ + √পত্ + র (র্তৃ)]।

করবাল—বি. তরবারি; খড়্গ। [সং.]।

করবী, করবীর—বি. পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং.]। বি. **রক্তকরবী**—লালবর্ণ করবী। বি. **শ্বেতকরবী**—শ্বেতবর্ণ করবী।

করভ$_১$—বি. মণিবন্ধ বা কব্জি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত করতল বা হস্তের বহির্ভাগ। [সং.]।

করভ$_২$—বি. হস্তিশাবক; উষ্ট্র; উষ্ট্রশাবক; অশ্বতর। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **করভী**।

করম—**কর্ম**-এর কোমল রূপ।

আদিতে কর-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য কর$_৩$ ও কর$_৪$ দ্রঃ।

করমূচা—বি. করমচাফল। [সং. করমর্দক]।
করল—করিল-র কোমল রূপ।
করলা, করল্লা—উচ্ছেজাতীয় ভক্ষ্য ফলবিশেষ। [সং. কারবেল্ল]।
করহ—ক্রি. (অনু.) (অপ্র.) কর। [বাং. √কর্]।
করা—(১) ক্রি. সাধন সম্পাদন বা অনুষ্ঠান করা (কাজ করা, রান্না করা, ঝগড়া করা) ; উৎপাদন করা, (আগুন করা) ; নির্মাণ করা (বাড়ি করা) ; উদ্ভাবন করা (বুদ্ধি করা) ; প্রয়োগ করা, খাটান (জোর করা) ; নিক্ষেপ করা, ছোঁড়া, চালান (গুলি করা) ; যুক্ত বা অন্বিত হওয়া (রাগ বা স্নেহ করা) ; সঞ্চালন করা (পাখা করা) ; কোথাও যাওয়া ও তৎসংক্রান্ত কাজ করা (তীর্থ করা বাজার করা) ; ভাড়া করা (গাড়ি করা) ; নিয়মিতভাবে হাজির হওয়া বা যাতায়াত করা (আপিস করা) ; চালান, পরিচালনা করা (সংসার করা) ; স্থাপন করা (স্কুল বা হাসপাতাল করা) ; রাঁধা (তরকারি করা) ; উল্লেখ করা (নাম করা) ; উপার্জন বা সঞ্চয় করা (টাকা করা) ; পরিণত করা (গঙ্গা করা, ইংরেজী করা) ; পাতা, বিছান (বিছানা করা) ; পেশা-হিসাবে চালান (ওকালতি করা) ; হওয়া (পাস করা, মেঘ করা) ; লওয়া (মনে করা, হাতে করা)। (২) বিণ. করিয়াছে এমন (বাড়ি আলো-করা ছেলে) ; কৃত, সম্পাদিত (করা অঙ্ক)। (৩) বি. ক্রিয়ার সকল অর্থে, সম্পাদন করণ ইত্যাদি। [বাং. √কর্ (সং. √কৃ)+আ]।
করাইত, কিরাইত, করেত—বি. বিষধর সর্পবিশেষ। [<সং. কিরাত=সর্প : তু. 'কিরাতাশিন্' অর্থাৎ সর্পভুক, গরুড়ের অন্যতম নাম]।
করাঘাত—বি. চপেটাঘাত, চাপড় ; করতল বা হস্তদ্বারা আঘাত (কপালে করাঘাত)। [সং. কর$_৩$+আঘাত]।
করাত—বি. কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চিরিবার দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ। [সং. করপত্র]। বি. **করাতি, করাতী**—করাতদ্বারা কাঠ চেরা যাহার পেশা।
করান, করানো—(১) ক্রি. অপরকে দিয়া করাইয়া লওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √কর্+আন]।
করায়ত্ত—বিণ. হস্তগত ; অধিগত। [সং. কর$_৩$+আয়ত্ত]।
করার—কড়ার-এর রূপভেদ।
করাল—বিণ. বড় বড় দন্তযুক্ত, দন্তুর ; ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট ; ভীষণ ; তুঙ্গ। [সং.]। **~বদনা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) ভীষণ-মুখবিশিষ্টা। (২) বি. মহাকালী। বি. (স্ত্রী.) **করালী**—চামুণ্ডা, চণ্ডিকা ; অগ্নিজিহ্বাবিশেষ।
করিকর, করিণী—করী দ্রঃ।
করিতকর্মা—বিণ. কর্মকুশল ; চৌকস। [সং. কৃতকর্মন্]।
করিনু—করিলাম-এর কোমল রূপ।
করিয়া—(১) অস-ক্রি. করিবার পর (গমন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া)। (২) অব্য. দ্বারা, সাহায্যে, অবলম্বনে (হাতে করিয়া, মুখে করিয়া) ; হিসাবে, বিবেচনায় (এক টাকা করিয়া চাঁদা, দোষ কম করিয়া দেখা, যা'তে ক'রে কেউ টের না পায়) ; প্রকারে, উপায়ে (ভাল করিয়া) ; পর্যায়ক্রমে (দুজন-দুজন করিয়া)। [বাং. √কর্+ইয়া]।
করিষ্ণু—বিণ. করণশীল, করে বা করিতেছে এমন। [সং. √কৃ+ইষ্ণু]।
করিষ্যমাণ—বিণ. যে করিবে বা যাহা করা হইবে। [সং. √কৃ+স্যমান (র্তৃ, র্ম)]।
করী (-রিন্)—বি. গজ, হস্তী। [সং. কর$_৩$+ইন্]। বি. (স্ত্রী.) **করিণী**। বি. **করিকর**—হাতির শুঁড়।
করীষ—বি. শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে। [সং.]।
করু—ক্রি. (ব্রজ.) করে, করুক, করিও ('অসম মহিমা কো করু ও'র' : বা. ঘো.)।
করুণ—(১) বিণ. শোক বা করুণা উদ্রেককারী (করুণ বিলাপ) ; করুণাপূর্ণ (করুণ হৃদয়) ; আর্ত, কাতর (করুণস্বরে) ; (অল.) শোকরূপ স্থায়িভাব হইতে জাত, করুণা-উদ্রেককর রস। [সং. করুণা+অ (অস্ত্যর্থে)]।
করুণা—বি. দয়া, কৃপা, অনুকম্পা। [সং. কৄ ('বিক্ষেপে' অর্থাৎ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়া)+উন (ণে)+আ]। বিণ. **~নিদান, ~নিধান, ~নিধি, ~নিলয়, ~ময়**—কৃপালু (সচ. ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রযুক্ত)। বিণ. (স্ত্রী.) **~ময়ী**।
করে, ক'রে—করিয়া-র কথ্য রূপ।
করেণু—বি. হস্তী। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **করেণু, ~কা**—হস্তিনী।
করেলা—করলা-র রূপভেদ।
করোগেট—বি. দস্তার কলাই-করা লোহার তরঙ্গায়িত পাত বা চাদরবিশেষ। [ইং. corrugated]।
করোটি, করোটী, করোট—বি. মাথার খুলি। [সং.]। বিণ. **করোটিক**—করোটি-সংক্রান্ত ; করোটিতে স্থিত। বি. **করোটিকা**—করোটি, cranium [বি. প.]।
কর্ক—বি. ছিপি ; ইউরোপীয় কর্ক-নামক বৃক্ষের ছাল যদ্দ্বারা ছিপি তৈয়ারী হয়। [ইং. cork]।
কর্কট, কর্কটক—বি. কাঁকড়া ; (জ্যোতিষ.) মেষাদি দ্বাদশ রাশির চতুর্থটি। [সং.]। বি. **কর্কটক্রান্তি**—নিরক্ষরেখার ২৩° ২৭´ অংশ উত্তরস্থ অক্ষরেখা, Tropic of Cancer। বি. **~রোগ**—প্রায়শঃ অনারোগ্য দুষ্ট ক্ষতরোগবিশেষ, ক্যান্সার।
কর্কটি, কর্কটী—বি. কাঁকুড়, কাঁকড়ি। [সং.]।
কর্কশ—বিণ. অমসৃণ, খরখরে (কর্কশ গাত্র) ; শ্রুতিকটু, পরুষ (কর্কশ বাক্য) ; নির্মম, শুষ্ক, নীরস (কর্কশ প্রকৃতি)। [সং.]। বি. **~তা**।
কর্জ—বি. ঋণ, ধার, দেনা। [আ. কর্জ]।
কর্ণ$_১$—বি. (মহাভারত) কুন্তীর কন্যাকালের পুত্র। [সং.]।
কর্ণ$_২$—বি. চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের এক কোণ হইতে বিপরীত কোণ পর্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা, diagonal। [সং.]।
কর্ণ$_৩$—বি. শ্রবণেন্দ্রিয়, কান। [সং. √কর্ণি (=শ্রবণ)+অ (ণে)]। বি. **~কুহর, ~বিবর, ~রন্ধ্র**—কানের ফুটা বা ছেঁদা। বিণ. **~গোচর**—শ্রবণের বিষয়ীভূত ; শ্রুত। বি. **~পট, ~পটহ**—শ্রবণযন্ত্রের সূক্ষ্ম ঝিল্লি যাহা আহত হওয়ার ফলেই ধ্বনি শ্রুত হয়। বি. **~পথ**—

কানের মধ্যে শব্দ ঢোকার পথ; কর্ণকুহর। বি. ~পাত—শ্রবণ; কান দেওয়া (অন্যের কথায় কর্ণপাত করা)। বি. ~বেধ—কানে অলঙ্কার পরিবার জন্য ছিদ্রকরণ-রূপ সংস্কারবিশেষ। বি. ~মল—কানের ময়লা বা খোল। বি. ~মূল—কানের গোড়া। বি. ~শূল—কানের প্রদাহ।

কর্ণ৪—বি. নৌকাদির হাল; অরিত্র। [সং.]। বি. ~ধার—মাঝি, কাণ্ডারী। (গৌণ অর্থে) কর্তা, পরিচালক।

কর্ণান্তর—(১) বি. অন্য কান বা শ্রুতি। (২) ক্রিবিণ. এক কান হইতে অন্য কানে। [সং. কর্ণ+অন্তর]।

কর্ণিক—বি. চুনবালির প্রলেপ লাগাইবার জন্য রাজমিস্ত্রিদের যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

কর্ণিকা—বি. কর্ণাভরণ: পদ্মের বীজকোষ; বৃন্ত; লেখনী। [সং. কর্ণ৩+ইক+আ]।

কর্ণিকার—বি. সোঁদাল গাছ বা ফুল। [সং.]।

কর্ণেজপ—বি. গোয়েন্দা, গুপ্তচর, কুপরামর্শদাতা। [সং.]।

কর্তন—বি. ছেদন, কাটা। [সং. √কৃৎ+অন (ভা)]। বি. **কর্তনী**—যদ্দ্বারা কাটা যায়; কাঁচি; কাতান।

কর্তব, করতব—বি. গানে সুরের নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন, সুরভাঁজা। [হি. করতব]।

কর্তব্য—(১) বিণ. করণীয়, অনুষ্ঠেয়; বিধেয়, উচিত। (২) বি. করণীয় কর্ম। [সং. √কৃ+তব্য (র্ম)]। বি. ~তা—ঔচিত্য।

কর্তরী, কর্তরিকা—বি. ছেদনযন্ত্র; কাটারি; কাতুরি। [সং.]।

কর্তা (-র্তৃ)—বিণ. বি. যিনি স্বাধীনভাবে কর্ম করেন; প্রণেতা (গ্রন্থকর্তা); নির্মাতা, স্রষ্টা (বিশ্বকর্তা); গৃহস্বামী; পতি; প্রভু, মনিব; প্রধান (কর্তা ব্যক্তি); (ব্যাক.) ক্রিয়ার সম্পাদক, nominative। [সং. √কৃ+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **কর্ত্রী**—কর্মসম্পাদনকারিণী; প্রণেত্রী; গৃহিণী; প্রভুপত্নী; অধ্যক্ষা। বি. ~ভজা—আউলচাঁদ কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ; (ব্যঙ্গে) ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির স্তাবক বা মোসাহেব। বি. **কর্তৃত্ব**—কর্তার ভাব, পদ বা অধিকার; প্রভুত্ব, আধিপত্য।

কর্তিত—বিণ. কাটা হইয়াছে এমন, ছেদিত, ছিন্ন। [সং. কৃৎ+ত (র্ম)]।

কর্তু́কাম—বিণ. করিতে ইচ্ছুক, চিকীর্ষু; করিতে উদ্যত। [সং. কর্তু́ম্+কাম]।

কর্তৃক—(বাং.) অব্য. কর্তৃত্বে, দ্বারা (লেখক কর্তৃক স্বীকৃত)। [সং. কর্তৃ—সাধারণতঃ ক্রিয়ার সম্পাদককে বুঝাইতে **কর্তৃক** এবং অনেক স্থলে **দ্বারা** ব্যবহৃত হয়]।

কর্তৃকারক—বি. (ব্যাক.) ক্রিয়ার সহিত অন্বিত কর্তৃপদ, nominative case। [সং. কর্তৃ+কারক]।

কর্তৃত্ব—কর্তা দ্রঃ।

কর্তৃপক্ষ, কর্তৃবর্গ—বি. কার্যসম্পাদকগণ, কর্মাধিকারিগণ; পরিচালকবৃন্দ; শাসকবর্গ। [সং. কর্তৃ+পক্ষ, বর্গ]।

কর্তৃবাচ্য—বি. (ব্যাক.) যে বাচ্যে ক্রিয়ার কার্য সম্পূর্ণ কর্তৃনিষ্ঠ বা কর্তার অধীন হয়, active voice। [সং. কর্তৃ+বাচ্য]।

কর্ত্রী—কর্তা দ্রঃ।

কর্দম—বি. কাদা, পাঁক; কলুষ, পাপ। [সং.]। বিণ. **কর্দমাক্ত**—কাদামাখা, পঙ্কিল।

কর্পর—খর্পর-এর রূপভেদ।

কর্পূর—বি. বৃক্ষবিশেষের চোলাই করা নির্যাস, শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [সং.]। বি. ~রস—পারদ।

কর্বু́র, কর্বু́র—(১) বি. রাক্ষস; পাপ। (২) বিণ. নানা-বর্ণযুক্ত; চিত্রবিচিত্র। [সং.]। বি. ~পতি—রাক্ষসদের রাজা, রাবণ। বিণ. **কর্বুরিত**—নানাবর্ণে রঞ্জিত।

কর্ম (-র্মন)—বি. যাহা করা হয়; কার্য; কর্তব্য; উপযোগিতা (সে কোন কর্মের নহে); বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠান (ক্রিয়াকর্ম); বৃত্তি, ব্যবসায় (চিকিৎসকের কর্ম, কর্মস্থল); (ব্যাক.) কর্মকারক বা -পদ, objective case বা object। [সং. √কৃ+মন্ (র্ম)]। বি. ~কর্তা (-র্তৃ)—কর্মের ব্যাপারে প্রধান ব্যক্তি। বি. ~কর্তৃবাচ্য—(ব্যাক.) যে বাচ্যে কর্মই কর্তা বলিয়া প্রতীত হয় এবং ক্রিয়াটি আপনা-আপনিই নিষ্পন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয় (যথা—ভাত ফুটিতেছে)। বি. ~কাণ্ড—বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি কর্মের বিধান আছে; কর্মসমূহ। বিণ. বি. ~কারী (-রিন্)—কর্ম করে এমন (ব্যক্তি), কর্মী। বিণ. ~কুশল—কার্যদক্ষ। বিণ. ~ক্ষম—কাজ করিতে সমর্থ। বি. ~ক্ষেত্র—কাজের জায়গা। বি. ~চারী (-রিন্)—নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য বেতনভোগী ব্যক্তি। বিণ. ~ঠ—কার্যক্ষম, কার্যদক্ষ। বিণ. ~ণ্য—কর্মক্ষম; কার্যোপযোগী। বি. ~ত্যাগ—কাজ ছাড়া; চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া। বি. ~দোষ—কুকর্ম বা অন্যায় কর্ম করার জন্য অপরাধ; পূর্বজন্মে কৃত পাপ; দুরদৃষ্ট। বিণ. ~নাশা—কর্মপণ্ডকারী; নদীবিশেষ। বি. ~ফল—কৃতকর্মের ফল (বিশেষতঃ, যাহা জন্মান্তরেও ভোগ্য)। বি. ~বাচ্য (ব্যাক.)—যে বাচ্যে কর্মই প্রধান হইয়া ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। বি. ~বাদ—কৃতকর্মের ফল ইহজন্মেই হউক, জন্মান্তরেই হউক, ভোগ করিতেই হইবে: এই মত। বিণ. ~বাদী (-দিন্)—কর্মবাদ মানে এমন। বি. ~বিপাক—কর্মের পরিণাম বা শেষ ফল; কৃতকর্মের ফলভোগ। বি. ~বীর—অসাধারণ কর্মী। বি. ~ভূমি—কর্মক্ষেত্র, সংসার। বি. ~ভোগ—কর্মের ফলভোগ; বৃথা কষ্টভোগ, অনর্থক পরিশ্রম। বিণ. ~মুখী—কর্ম অর্থাৎ কোনো বৃত্তি বা ব্যবসায় যাহার লক্ষ্য (কর্মমুখী শিক্ষা)। বি. ~যোগ—চিত্তের সংযম ও শুদ্ধিবিধায়ক শাস্ত্রোক্ত কর্ম; গীতায় নির্দিষ্ট নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আত্মোন্নতিসাধন। বিণ. বি. ~যোগী (-গিন্)—কর্মযোগে বিশ্বাসী বা কর্মযোগ-পালনকারী। বি. ~শালা—কার্যস্থান; কারখানা। বিণ. ~শীল—কর্মসাধনে তৎপর, কর্মে নিষ্ঠা আছে এমন। বি. ~সচিব—কার্যপরিচালনে সহায়তাকারী, সহকারী; কার্যপরিচালক মন্ত্রী। বি. ~সাক্ষী (-ক্ষিন্)—সকল কর্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা; চন্দ্রসূর্যাদি। বি.

~সিদ্ধি—কার্যে সাফল্য; ইষ্টপূরণ। বি. ~সূত্র—কাজের নিয়ম, ক্রম বা প্রয়োজন; কর্মফল; নিয়তি। বি. ~স্থল, ~স্থান—কাজের জায়গা: কার্যালয়, অফিস।

কর্মকার—বি. কামার, লৌহজীবী। [সং কর্মন্+ √কৃ অ (র্তৃ)]।

কর্মধারয়—বি. (ব্যাক.) সমাসবিশেষ যাহাতে সমান-বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্যপদের মিলন হয় এবং পরপদ বিশেষ্যের অর্থ প্রধান হয় (যথা—নীলোৎপল, কানাকড়ি)। [সং কর্মন্+ √ধৃ+ণিচ্+অ (র্তৃ)]।

কর্মপ্রবচনীয়—বিণ. (ব্যাক.) অব্যয় পদবিশেষ, যাহা নির্দিষ্ট অর্থে কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের পর ব্যবহৃত হইয়া উহাকে বিভক্তিযুক্ত করে (যথা—হাত **দিয়া** করা, গাছ **হইতে** পড়া, তোমার **প্রতি**), অনুসর্গ। [সং.]।

কর্মাকর্ম (-র্মন্)—বি. কাজ ও অকাজ; কর্তব্য ও অকর্তব্য। [সং. কর্মন্+অকর্মন্]।

কর্মাধ্যক্ষ—বি. কার্যের পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালক। [সং. কর্মন্+অধ্যক্ষ]।

কর্মানুবন্ধ—বি. কার্যব্যপদেশ, কাজের বাঁধন বা তাগিদ। [সং কর্মন্+অনুবন্ধ]।

কর্মানুরূপ—বিণ. কর্মানুযায়ী। [সং. কর্মন্+অনুরূপ]।

কর্মান্তর—বি. অন্য কর্ম, কার্যান্তর। [সং.]।

কর্মার—বি. কর্মকার, লৌহজীবী। [সং.]।

কর্মার্হ—বিণ. কার্যোপযুক্ত (কর্মার্হ কাল বা বস্তু); কর্মক্ষম। [সং কর্মন্+অর্হ]।

কর্মিষ্ঠ—বিণ. অতিশয় কর্মশীল, একান্ত কর্মনিষ্ঠ; কর্মঠ। [সং কর্মিন্+ইষ্ঠ]।

কর্মী (-র্মিন্)—বিণ. বি. কর্মক্ষম, কার্যদক্ষ; কর্মকারী, কর্মচারী। [সং. কর্মন্+ইন্]।

কর্মেন্দ্রিয়—বি. যে-সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্মসম্পাদন করা হয় (বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ)। [সং. কর্মন্+ইন্দ্রিয়]।

কর্ষ$_1$—বি. ওজনের পরিমাণবিশেষ (১৬ মাষা, কবিরাজী মতে ২ তোলা)। [সং কৃষ্+অ (র্ম)]।

কর্ষ$_2$, **কর্ষণ**—বি. কৃষি, চাষ (ভূমিকর্ষণ); আকর্ষণ (বিপ্রকর্ষণ); পীড়ন; ঘর্ষণ (নিকষে কর্ষণ করা)। [সং. √কৃষ্+অ, অন (ভা)]। বি. **কর্ষক**—কর্ষণ করে এমন; কৃষক। বিণ. **কর্ষণীয়**—কর্ষণযোগ্য, কর্ষণ করিতে হইবে এমন। বিণ. **কর্ষিত, কৃষ্ট**—কর্ষণ করা হইয়াছে এমন (তু. অকৃষ্ট ভূমি)।। বিণ. **কর্ষী** (-র্ষিন্)—আকর্ষণকারী।

কল$_1$—বি. অঙ্কুর। [সং]

কল$_2$—বি. যন্ত্র (ঘড়ির কল); বন্দুকাদির ঘোড়া; যন্ত্রসমন্বিত কারখানা (তেলকল); ফাঁদ (কল পাতা, ইঁদুরের কল); উপায়, চতুরতা (কলে-কৌশলে); পেঁচ (তালার কল); যাহা ঘুরাইয়া কোন কিছু খোলা বা বন্ধ করা যায় (জলের কল)। [দেশী]। বি. ~**কবজা**—যন্ত্রপাতি। বি. ~**কারখানা**—যন্ত্র ও যন্ত্র সাহায্যে দ্রব্যাদি উৎপাদনের স্থান, মিল (mill)। বি. ~**ঘর**—(কারখানাদির) যে ঘরে মেশিন থাকে, মেশিনঘর; বাথরুম, স্নানাগার। ক্রি. **কল টেপা**—গোপনে পরামর্শ বা প্ররোচনা দেওয়া। **কলের পুতুল**—যে পুতুলে এমন যন্ত্র বসান থাকে যে উহা পরিচালনা করিয়া পুতুলকে নাড়ান যায়; (গৌণ অর্থে) অন্যের দ্বারা সর্বদা পরিচালিত হয়, এমন ব্যক্তিত্বহীন লোক। **কলের মানুষ**—মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্রযুক্ত পুতুল; পরাধীন বা ব্যক্তিত্বহীন মানুষ।

কল$_3$—(১) বি. মধুর অস্ফুট ধ্বনি; কাকলি। (২) বিণ. অস্ফুট মধুর (কলধ্বনি)। [সং. √কল্+অ (র্তৃ)]। বিণ. ~**কণ্ঠ**—অব্যক্ত মধুর রবকারী; সুস্বর; (আল.) মধুর কবিতা রচনাকারী (কলকণ্ঠ কবি)। বিণ (স্ত্রী.) **কলকণ্ঠী**—সুস্বরবতী। বি. ~**কল**—মধুর অস্ফুট ধ্বনি; অবিরত জলপ্রবাহের বা জলনির্গমনের শব্দ; পাখির কলরব; কোলাহল। ক্রি. ~**কলান**, ~**কলানো**—মধুর অস্ফুট ধ্বনি করা: কাকলিধ্বনি করা। বি. ~**কলানি**—কলকল শব্দ। বিণ. (স্ত্রী.) ~**কল্লোলিনী**—(নদীসম্বন্ধে) মধুর ধ্বনিযুক্তা তরঙ্গবতী। বি. ~**তান**—মধুর ধ্বনি (যমুনার কলতান)। বি. ~**নাদ**—কলধ্বনি। বিণ. ~**নাদী** (-দিন্)—কলকল শব্দকারী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**নাদিনী**। বি. ~**রব**, ~**রোল**—কলকল শব্দ; সমবেত বহু লোকের মিশ্রিত অস্পষ্ট শব্দ; কোলাহল, চেঁচামেচি। ~**স্বন**, ~**স্বর**—(১) বি. অস্পষ্ট শব্দ; তারস্বর। (২) বিণ. ঐরূপ শব্দযুক্ত বা শব্দকারী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**স্বনা** (কলস্বনা নদী)। বি. ~**হংস**—রাজহংস; বালিহাঁস। বি. (স্ত্রী.) ~**হংসী**। বি. ~**হাস**, ~**হাস্য**—মধুর অস্ফুট হাসি। বিণ. (স্ত্রী.) ~**হাসিনী**—কলহাস্যকারিণী।

কলকা—বি. বস্ত্রাদির পাড় প্রভৃতিতে মোরগফুলের মত বা পত্রাকার নকসা। [হি. কলগা, তুর. কলগী]। বিণ. ~**দার**—কলকাযুক্ত। বিণ. ~**পেড়ে**—কলকাদার পাড়যুক্ত।

কলকে, কলকি—বি. হুঁকা গড়গড়া প্রভৃতিতে ধূমপানকালে যে পাত্রমধ্যে তামাক পোড়ান হয়; ছিলিম। পীতবর্ণের পুষ্পবিশেষ। ক্রি. **কলকে পাওয়া**—সমাদর বা খাতির পাওয়া; উপেক্ষিত না হওয়া।

কলগী, কলগি, কলগা—বি. তাজ, শিরোভূষণ; মুকুট; পাগড়ির চূড়া। [তুর. কলগী]।

কলঙ্ক—বি. তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতুপাত্রের দাগ, মালিন্য; মরিচা; অখ্যাতি, কেলেঙ্কারি। [সং.]। বিণ. **কলঙ্কিত**—কলঙ্কযুক্ত; কলঙ্কী; অপবাদগ্রস্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **কলঙ্কিতা**। বিণ. **কলঙ্কী** (-ঙ্কিন্)—দুর্নামগ্রস্ত, কলঙ্কগ্রস্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **কলঙ্কিনী**।

কলজে—**কলিজা** দ্র:।

কলতানি—বি. ক্ষতস্থানাদি হইতে নিঃসৃত রস, লালা, পুঁজ প্রভৃতি। [দেশী]।

কলত্র—বি. পত্নী, স্ত্রী (পুত্র-কলত্র)। [সং.]।

আদিতে **কর্ম-** এবং **কল-**যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **কর্ম**, **কল**$_2$ ও **কল**$_3$ দ্র:।

কলধৌত—বি. স্বর্ণ. রৌপ্য। [সং. **কল** (-মালিন্য) + ধৌত]।

কলন—বি. গণন (তু. ব্যবকলন) ; গ্রহণ। [সং. √কল্ + অন (ভা)]।

কলপ—বি. পাকা চুল কালো করিবার রঙ্; মাড়। [আ. কলফ্]।

কলবিঙ্ক—বি. চড়ুই পাখি, চটক। [সং.]।

কলভ—বি. হস্তিশাবক (**করভ** দ্রঃ)। [সং]।

কলম১—বি. অন্য গাছের ডাল হইতে উৎপাদিত চারা। [আ.]। ক্রি. **কলম করা**—নূতন গাছ জন্মাইবার জন্য বড় গাছের ডাল হইতে নূতন গাছ উৎপাদন করা।

কলম২—বি. পলকাটা লম্বা কাচখণ্ড বা স্ফটিকখণ্ড (ঝাড়ের কলম)। [আ.]। বিণ. **কলমী**—কলমের বা লম্বা স্ফটিকখণ্ডের আকৃতিবিশিষ্ট (কলমী শোরা)।

কলম৩—বি সংবাদপত্র পুস্তক প্রভৃতির প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত লেখার আড়াআড়িভাবে ভাগ. স্তম্ভ। [ইং. column]।

কলম৪—বি. লেখনী ; কলমের আকারের যন্ত্র (কাচ কাটিবার কলম)। [< সং কলম্ব = খাগ, অথবা আ. কলম্]। বি. **কলমদান**—কলম রাখার পাত্র। বি. **কলমপেশা**—কেরানীগিরি ; মসীজীবীর বৃত্তি। বিণ. ~**বাজ**—দক্ষ লেখক। বি. ~**বাজি**—লেখকের বৃত্তি ; লিপিচাতুর্য ; লেখালেখি, কলমের যুদ্ধ। বি. **কলমের খোঁচা**—অন্য কাহারও অনিষ্ট বা বিরক্তি জন্মিতে পারে, এমন লেখা ;

কলমচি—বি. শ্রুতিলেখক ; লিপিকর। [ফা. কলম্‌চী]।

কলমা—বি. ইসলাম ধর্মের মূল বাক্য বা ইষ্টমন্ত্র। [আ. কল্‌মহ্]। ক্রি. **কলমা পড়া**—ইসলাম ধর্মগ্রহণের স্বীকারোক্তি সহ প্রাথমিক কর্তব্য পালন করা।

কলমি, কলমী—বি. শাকবিশেষ। [সং. কলম্বী]।

কলম্ব—বি. বাণ ('উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে' : মধু); কদম্ববৃক্ষ ; শাকের ডাঁটা। [সং.]।

কলম্বী, কলম্বিকা—বি. কলমিশাক। [সং.]।

কলস, কলসি, কলসী, কলশ, কলশি, কলশী—বি. জালার আকারের জলপাত্র, বড় ঘড়া. গাগরা, গাগরী, কুম্ভ। [সং.]।

কলহ—বি. ঝগড়া, বিবাদ। [সং. **কল** (= মধুরধ্বনি) + √হন্ + অ (র্তৃ)]। বি. **কলহান্তরিতা**—যে নায়িকা প্রত্যাখ্যাত নায়কের সহিত বিচ্ছেদের ফলে পরে মনস্তাপ ভোগ করে।

কলা১—বি. চন্দ্রের ষোড়শ ভাগের একভাগ ; রাশিচক্রের অতি সূক্ষ্মভাগ ; কালের অংশবিশেষ (৮ সেকেণ্ড পরিমাণ সময়) ; অতি অল্প সময় ; লেশ, অংশ। (শারীর.) দেহের বিভিন্ন অংশের উপাদানস্বরূপ তন্তু, tissue [বি. প.] ; শিল্প, সুকুমার শিল্প (গীতকলা, নৃত্যকলা) ; শাস্ত্রোক্ত নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি রকম বিদ্যা ; সুকুমার শিল্পে দক্ষতা ; নৈপুণ্য ; চিত্তবৃত্তি, ছলচাতুরী (ছলাকলা)। [সং. √কল্ + অ + আ]। বিণ. ~**কুশল**—চৌষট্টি রকম বিদ্যায় পারদর্শী, সুকুমার শিল্পে (বিশেষতঃ নৃত্যগীত ও অভিনয়ে) দক্ষ। বি. ~**ধর**—শিব, চন্দ্র। বি. ~**নিধি**—চন্দ্র। বিণ. বি. ~**বৎ**—কালোয়াত। বিণ. বি. (স্ত্রী.) ~**বতী**—চৌষট্টি বিদ্যায় (বিশেষতঃ নৃত্যগীত ও অভিনয়ে) পারদর্শিনী, নিপুণা নায়িকা। বি. ~**বিদ্যা**—শিল্পবিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা। বি. ~**ভবন**—শিল্পশালা, চিত্রশালা ; নাট্যশালা। বি. ~**ভৃৎ**—চন্দ্র ; শিল্পী ; শিব। বি. **কারুকলা**—শ্রমশিল্প। বি. **চারুকলা, ললিতকলা**—চিত্রাঙ্কনাদি সুকুমার শিল্প, fine arts। বি. **শিল্পকলা**—শিল্পবিদ্যা।

কলা২—বি. কদলী, রম্ভা ; কিছুই নহে (কলা করবে)। [সং. কদলী]। **কলা খাও**—ব্যর্থকাম হইয়া পড়িয়া থাক (অবজ্ঞাসূচক গালিবিশেষ)। ক্রি. **কলা দেখান**—ফাঁকি দেওয়া। ক্রি. **কলা পোড়া খাওয়া**—ব্যর্থ হইয়া পড়িয়া থাকা। **কলার বাসনা**—কলা গাছের শুষ্ক বক্কল। বি. ~**বউ**, ~**বধূ**, ~**বৌ**—দুর্গাপূজার প্রথম দিনে অর্চিত কদলীপত্ররচিত বধূমূর্তি ; কদলী ধান্য প্রভৃতি নয়টি বৃক্ষে রচিত দেবীমূর্তি, নবপত্রিকা ; নবদুর্গা ; (সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা) গণেশপত্নী, (বিদ্রূপে) দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী বা অতি লজ্জাশীলা বধূ।

কলাই১, কড়াই—বি. মাষকলাই ; মটর, শুঁটিবিশিষ্ট যাবতীয় শস্য। [সং. কলায়]। বি. ~**শুঁটি**—মটরশুঁটি।

কলাই২—বি. রাং ইত্যাদি ধাতুর প্রলেপ ; ইনামেল, মিনা। [আ. ক'লা']।

কলাদ—বি. স্বর্ণকার, সেকরা। [সং.]।

কলাপ—বি. আভরণ ; ময়ূরপুচ্ছ। সমূহ (ক্রিয়া-কলাপ)। বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। [সং. কল + √আপ্ + অ (র্তৃ)]। বি. **কলাপী** (-পিন্)—ময়ূর। বি. (স্ত্রী.) **কলাপিনী**।

কলায়—বি. দালবর্গের শস্য ; মাষকলাই, কলাই, মটর। [সং. কল + √অয় + অ (র্তৃ)]।

কলার—বি. (শার্ট কোট ইত্যাদি) জামার গলদেশের অংশবিশেষ। [ইং. collar]।

কলালাপ১—বি. অস্ফুট মধুর ধ্বনি ; মধুর আলাপ ; ভ্রমর। [সং. কল৩ + আলাপ]।

কলালাপ২—বি. নৃত্যগীতাদি সম্বন্ধে আলোচনা। [সং. কলা১ + আলাপ]।

কলি১—বি. পুরাণোক্ত চতুর্থ বা শেষ যুগ (কলিকাল বা কলিযুগ) ; কলিদেব, দ্বাপরের পরবর্তী যুগের অধিদেবতা। [সং. √কল্ + ই (র্তৃ)]। (**সবে**) **কলির সন্ধ্যা**—(এই ত সবে) কলির সূচনা বা আরম্ভ অর্থাৎ কোন ভয়াবহ ভবিষ্যৎ পরিণামের উপক্রমমাত্র।

কলি২—বি. কলিকা, কুঁড়ি ; কেশবিন্যাসের ভঙ্গিবিশেষ ; বৈষ্ণবদের তিলক-কাটার ভঙ্গিবিশেষ (রসকলি) ; কবিতা বা গানের চরণ। [সং.]।

কলি৩—বি. চুনকাম। [আ. কলী]। ক্রি. **কলি করা, কলি ধরান, কলি ফেরান**—চুনকাম করা।
কলিকা১—বি. কোরক, কুঁড়ি, কলি (কমলকলিকা)। [সং.]।
কলিকা২—কলকে-র রূপভেদ।
কলিঙ্গ—বি. ওড়িশা ও তাহার দক্ষিণে দ্রাবিড় অঞ্চল-সমেত প্রাচীন প্রদেশবিশেষ। [সং.]।
কলিচুন—বি. ঝিনুক শামক ইত্যাদি পোড়াইয়া প্রস্তুত চুন। [কলি৩+চুন]।
কলিজা, কলজে—বি. যকৃৎ; হৃৎপিণ্ড; বুক, সাহস। [তু. হি. কলেজা]। বিণ. **কলজে-পুরু**—উচ্চহৃদয়, হৃদয়বান্‌; অকৃপণ।
কলিত—বিণ. গণিত; গৃহীত। [সং. √কল্‌+ত (র্ম)]।
কলিল—বি. পূর্ণ, যুক্ত (মোহকলিল বুদ্ধি), মিশ্রিত। [সং.]।
কলী—কলি২-র বানানভেদ।
কলু—বি. তৈলকার (জাতি বা ব্যক্তি)। [দেশী—তু. হি. কোলহু]। বি. (স্ত্রী.) ~**নী**। **কলুর বলদ**—(আল.) এমন ব্যক্তি যাহার স্বাধীনতা বা চিন্তাশক্তি কিছুই নাই, কেবল অন্যের ইচ্ছানুসারে সর্বদা ঘুরিতে হয়।
কলুষ—বি. পাপ; আবিলতা; মালিন্য; মল; দোষ। [সং.]। বিণ. **কলুষিত**—কলুষযুক্ত (কলুষিত চরিত্র)।
কলেকটার, কলেক্টার—**কালেকটার**-এর রূপভেদ।
কলেজ—বি. (স্কুলের শিক্ষা-সমাপনান্তে) উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য প্রতিষ্ঠান, মহাবিদ্যালয়। [ইং. college]।
কলেবর—বি. শরীর, দেহ। [সং.]।
কলেরা—বি. ওলাওঠা, বিসূচিকা। [ইং. cholera]।
কলোনি—বি. বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কতিপয় পরিবার কর্তৃক স্থাপিত বসতি। [ইং. colony]।
কল্ক—বি. খইল, পিটা; পাপ। [সং.]।
কল্কা—কলকা-র বানানভেদ।
কল্কি, কল্কী (-ল্কিন্‌)—বি. বিষ্ণুর দশাবতারের শেষ অবতার (কলিযুগের অন্তে ইঁহার আবির্ভাব হইবে)। [সং. √কল্‌+কি, √কল্ক্‌+ইন্‌ (র্তৃ)]। বি. ~**পুরাণ**—কল্কি-অবতারের বিবরণসম্বলিত পুরাণ-গ্রন্থ, অনু-ভাগবত।
কল্কে—কলকে-র বানানভেদ।
-কল্প—(ব্যাক.) 'ঈষদূন' বা 'তৎসদৃশ' অর্থে তদ্ধিত-প্রত্যয় (মৃতকল্প, পিতৃকল্প)। [সং.]।
কল্প—বি. যজ্ঞাদি নিষ্পাদনের বিধানসংবলিত বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ; ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ ৪৩২ কোটি বৎসর (কল্পান্তে); প্রলয়; শাস্ত্রীয় বিধি (নবম্যাদি কল্প); পূজাবিধি (কল্পারম্ভ); অভিপ্রায় (রক্ষাকল্পে); সংকল্প (দৃঢ়কল্প); পক্ষ (মুখ্যকল্প)। [সং. √কৢপ্‌ (যোগ্যতা, উৎপত্তি)+অ (র্ম)]।
কল্পক—বিণ. কল্পনাকারী; রচয়িতা; পরিকল্পনাকারী; আরোপকারী। [সং. √কৢপ্‌+অক (র্তৃ)]।
কল্পক্ষয়—বি. কল্পের (=ব্রহ্মার একদিনের) অবসান; প্রলয়। [সং.]।
কল্পতরু, কল্পদ্রুম, কল্পবৃক্ষ—বি. ইন্দ্রলোকের সর্ব-কামনা-পূরণকারী দেবতরু; (আল.) অত্যন্ত উদার ও বদান্য ব্যক্তি। [সং. কল্প (=ইচ্ছা)+তরু, দ্রুম, বৃক্ষ]।
কল্পন—বি. উদ্ভাবন, মানসিক রচনা, অবাস্তবকে বাস্তব-রূপে চিন্তাকরণ; আরোপ; সংকল্প, মানস, মনন; অনুমানকরণ। [সং. √কৢপ্‌+অন (ভা)]।
কল্পনা—বি. উদ্ভাবনা; উদ্ভাবনীশক্তি; কল্পিত বা মন গড়া বিষয়; অনুমান। [সং. কৢপি+অন+আ (ভা)]।
কল্পলোক—বি. কল্পনার রাজ্য বা দেশ, মানসলোক। [সং. কল্প (=কল্পনা)+লোক]।
কল্পান্ত—বি. ব্রহ্মার এক অহোরাত্রের অবসান; মহা-প্রলয়। [সং. কল্প২+অন্ত]।
কল্পারম্ভ—বি. পূজাবিধির আরম্ভ; দুর্গাপূজার পনের দিন পূর্ব হইতে নিত্য পালনীয় অনুষ্ঠান। [সং. কল্প২+আরম্ভ]।
কল্পিত—বিণ. কল্পনা করা হইয়াছে এমন; রচিত, সম্পাদিত; আরোপিত, মনগড়া; অবাস্তব; অনুমিত। [সং. √কৢপ্‌+ণিচ্‌+ত (র্ম)]।
কল্পী (ল্পিন্‌)—বিণ. কল্পনাকারী, কল্পক। [সং. কল্প+ইন (র্তৃ)]।
কল্প্য—বিণ. কল্পনাযোগ্য, রচনীয়; বিধেয়। [সং. √কৢপ্‌+ণিচ্‌+য (র্ম)]।
কল্মষ—(১) বি. কলুষ, পাপ। (২) বিণ. মলিন; পাপিষ্ঠ। [সং. কর্ম (শুভ কর্ম)+√সো (বিনাশ)+অ (র্তৃ)]।
কল্মাষ—(১) বি. কৃষ্ণ বর্ণ; ধূসর বর্ণ। (২) বিণ. শ্বেত-কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ। [সং.]।
কল্য—বি. কাল, আগামী দিবস; প্রভাতকাল; (বাং.) পূর্বদিন, গতকাল। [সং.]। বিণ. ~**কার**—গত বা আগামী দিবসের।
কল্যাণ—(১) বি. হিত, মঙ্গল; কুশল; সুখসমৃদ্ধি; সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। (২) বিণ. সুখী; শুভদ; শুভ-যুক্ত। [সং.]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **কল্যাণী**—শুভদা; মঙ্গল-ময়ী। বিণ. **কল্যাণীয়**—কল্যাণযুক্ত; কল্যাণাস্পদ, যাহার কল্যাণ প্রার্থনা করা যায়। বিণ.(স্ত্রী.) **কল্যাণীয়া**। বিণ. ~**কর**—কল্যাণ করে এমন; মঙ্গলকর। ~**বর, কল্যাণীয়বর, ~বরেষু, কল্যাণীয়বরেষু, কল্যাণী-য়েষু**—স্নেহপাত্রদের নিকট লিখিত সম্বোধনের পাঠ। স্ত্রী. **কল্যাণীয়াসু**। বিণ. ~**বান্‌** (-বৎ)—মঙ্গলযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বতী**—কল্যাণী; কল্যাণযুক্তা।
কল্ল—বিণ. বধির, কালা। [সং. √কল্ল্‌+অ (র্তৃ)]।
কল্লা—(১) বিণ. মুখরা, ঝগড়াটে; অতি চতুরা, দুষ্টা। (২) বি. ছলা, ঠাট। [হি. কল্লা (=মুখবিবর)]।
কল্লোল—বি. শব্দকারী তরঙ্গ, মহাতরঙ্গ; মহানন্দ, পরম আহ্লাদ, কলরব। [সং. √কল্ল (অব্যক্ত শব্দে)+ওল (র্তৃ)]। বিণ. **কল্লোলিত**—কল্লোলযুক্ত। **কল্লো-লিনী**—(১) বি. (স্ত্রী.) নদী। (২) বিণ. (স্ত্রী.) কল্লোলপূর্ণা।
কশ—বি. ওষ্ঠ ও অধরের দুই প্রান্ত বা পাশ; সৃক্কণী (কশের দাঁত; দুই কশ বাহিয়া লালা ঝরিতেছে)। [দেশী]।

কশা$_1$, **কষা**—বি. চাবুক। [সং.]। বি. **~ঘাত**—চাবুকের আঘাত।

কশা$_2$, **কশান, কশানো**—(১) ক্রি. আঘাত করা, চাবুক মারা। (২) বি. উক্ত অর্থে [বাং. √কশ্ (সং. √কশ্)+আ. √কশা+আন]।

কশাড়—বি. বড় কাশতৃণ-বিশেষ। [<সং. কশেরু]।

কশি—কষি-র বর্ত. বর্জিত বানান।

কশিদা—বি. সূচ-সূতা দিয়া বস্ত্রাদিতে ফুলতোলার কাজ, embroidery। [ফা. কশীদাহ্]।

কশেরু$_1$—বি. তৃণমূলবিশেষ, কেশুর। [সং.]।

কশেরু$_2$—বি. মেরুদণ্ড।

কশেরুক—(১) বিণ. মেরুদণ্ডবিশিষ্ট, মেরুদণ্ডী। (২) বি. মেরুদণ্ড; কেশুর। [কশেরু (মেরুদণ্ড)+ক(স্বা)]। বি. **কশেরুকা**—মেরুদণ্ড; মেরুদণ্ডের এক-একটি অংশ, vertebra [বি. প.]।

কষ$_1$—বি. হরীতকী ইত্যাদি ফল বা গাছের কষায় রস (কলার কষ); ঐ রসের ছোপ (কষ লাগা); চামড়া পাকাইবার কষায় রস বা কাথ, tannin। [সং. কষায়]।

কষ$_2$—বি. কষ্টিপাথর। [সং. √কষ্ (হিংসা, পরীক্ষা)+অ (ধি)]।

কষণ$_1$—বি. ঘর্ষণ; কণ্ডূয়ন; কষ্টিপাথরাদিতে ঘষিয়া পরীক্ষাকরণ। [সং. √কষ্+অন]।

কষন$_1$, **কষণ**$_2$—বি. (চামড়ায়) কষ দেওয়া, কষান, tanning। [বাং. কষ$_1$+অন—তু. সং. √কষায়ি+অন]।

কষন$_2$—বি. আঁটিয়া বন্ধন; মাংসাদি সাঁতলান। [কষা$_4$ দ্র:]।

কষা$_1$—**কশা**$_1$ দ্র:।

কষা$_2$—বিণ. কষায়-রসযুক্ত ঈষৎ তিক্ত। [সং. কষায়]।

কষা$_3$—(১) ক্রি. কষ্টিপাথরে ঘষিয়া স্বর্ণাদি পরীক্ষা করা; অঙ্কপাত করা, গণিতের ফল বাহির করা (আঁক কষা); মূল্যনিরূপণ করা (দাম কষা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √কষ্+বাং. আ]।

কষা$_4$—(১) ক্রি. (মাংসাদি) সাঁতলান; আঁটিয়া বাঁধা; শক্ত করা (পেঁচ কষা)। (২) বিণ. আঁট; কড়া; কৃপণ; বদ্ধ-কোষ্ঠ (কষা ধাত); সাঁতলান হইয়াছে এমন বা কেবল সাঁতলাইয়া রাঁধা হইয়াছে এমন (কষা মাংস)। (৩) ক্রি-বিণ. **কষিয়া, ক'ষে**—দৃঢ়ভাবে, সজোরে (ক'ষে বাঁধা, ক'ষে চড় বা ঘা দেওয়া)। [বাং. √কষ্]।

কষা$_5$, **কষান (-নো)**—(১) ক্রি. (চামড়ায়) কষ দেওয়া, কষায়-রসযুক্ত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. কষ$_1$+আ (নামধাতু)—তু. সং. √কষায়ি]।

কষাকষি—বি. তাড়না; টানাটানি; পীড়াপীড়ি (মন কষাকষি, দর কষাকষি)। [বাং. কষা$_4$+কষা$_4$+ই]।

কষাটে—বিণ. ঈষৎ কষায়-স্বাদযুক্ত; বিস্বাদ। [বাং. কষা+টে]।

কষায়—(১) বি. তিক্ত বা কটু রস; কষযুক্ত স্বাদ; কাথ; ফিকে লাল বা গেরুয়া বর্ণ, খয়ের বর্ণ। (২) বিণ. কষাস্বাদযুক্ত; রক্তপীতমিশ্রিতবর্ণযুক্ত; লোহিত; রঞ্জিত। [সং. √কষ্+আয় (তৃ)]। বিণ. **কষায়িত**—ঈষৎ রক্তবর্ণ, আরক্ত (রোষকষায়িত); রঞ্জিত।

কষি—বি. লম্বা সরলরেখা; দাঁড়ি; পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ কোমরে আটকান থাকে; কাঁচা আমের আঁঠি। [দেশী]।

কষিত—বিণ. নিকষে পরীক্ষিত। [সং. √কষ্+ত (র্ম)]।

কষ্ট—বি. দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা (কষ্টদায়ক); পরিশ্রম, আয়াস, মেহনত (কষ্টার্জিত)। [সং. √কষ্+ত (ভা)]। বিণ. **কষ্টকর**—ক্লেশদায়ক। ক্রি. **কষ্ট করা**—পরিশ্রম মেহনত বা উদ্যম করা; ক্লেশ স্বীকার করা; দুঃখ বা যন্ত্রণা ভোগ করা। বি. **~কল্পনা**—সহজসাধ্য বা স্বাভাবিক নহে এমন কল্পনা। বিণ. **~কল্পিত**—কষ্ট করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এমন। বিণ. **~জীবী** (-বিন্)—বহু দুঃখ ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকে বা জীবিকার্জন করে এমন। বিণ. **~সহ, ~সহিষ্ণু**—কষ্ট সহ্য করিতে পারে এমন। বিণ. **~সাধ্য**—বিনাকষ্টে নির্বাহ হয় না এমন, ক্লেশসাধ্য। বিণ. **কষ্টার্জিত**—বহু ক্লেশে অর্জন করা হইয়াছে এমন।

কষ্টি—বি. পরীক্ষণ; যে পাথরে ঘষিয়া সোনা পরীক্ষা করা হয়, নিকষ (কষ্টিপাথর)। [সং. √কষ্+তি (ভা, ধি); তু. হি. কসৌটী]।

কষ্টেসৃষ্টে—ক্রি-বিণ. কায়ক্লেশে, বহুকষ্টে। [বাং. কষ্ট+সৃষ্ট (সহচর শব্দ)]।

কস—**কশ** ও **কষ**-এর বিরল বানান।

কসবা—বি. গ্রামের অপেক্ষা বড় কিন্তু নগরের অপেক্ষা ছোট বসতি; সমৃদ্ধ গ্রাম, গণ্ডগ্রাম। [আ. কস্বাহ্]।

কসবি, কসবী—বি. (স্ত্রী.) বেশ্যা। [আ. কস্ব্]।

কসম—বি. শপথ, দিব্য। [আ. কসম্]।

কসরত, কসরৎ, (প্রাদে.) **কসলত, কসলৎ**—বি. ব্যায়ামকৌশল; কায়দা, কৌশল। [আ. কস্রৎ]।

কসা—**কশা**$_1$-র বিরল বানান।

কসাই—বি. পশু-হননকারী মাংসবিক্রেতা; (আল.) অতিশয় নির্মম ব্যক্তি। [আ. কসাঈ]। বি. **~খানা**—পশুহননের স্থান; কসাইয়ের দোকান। বি. **~গিরি**—কসাইয়ের ব্যবসায়; হৃদয়হীন আচরণ।

কসুর—বি. ত্রুটি, অপরাধ (আমার কসুর হয়েছে); ন্যূনতা অপূর্ণতা (ভদ্রতার কসুর নেই); অবহেলা (করিতে কসুর করা)। [আ. কসূর্]।

কসেরু—**কশেরু**$_1$-র বানানভেদ।

কস্তা—বিণ. টকটকে লাল। [কষায়িত?]। বিণ. **কস্তা-পেড়ে**—চওড়া লালপাড়যুক্ত।

কস্তাকস্তি—বি. ধস্তাধস্তি; কুস্তি। [বাং. কুস্তি+কুস্তি]।

কস্তরী, কস্তূরী, কস্তরিকা, কস্তূরিকা—বি. মৃগনাভি; কস্তুরী মৃগ। [সং. কস্তূরী]।

কস্মিন্‌কালে—ক্রি-বিণ. কোনও কালে। [সং.]।

কস্য—অব্য. (আদালতী ভাষায়) কাহার, যাহার, অমুকের ('কস্য পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে')। [সং.]।

কহ, কহো—ক্রি. (অনু.) বল, বর্ণনা কর ('কহো মোরে,

কে গো তুমি মাতঃ' রবীন্দ্র)। [বাং. √কহ্]। ~ই—(১) ক্রি. বলে। (২) অস-ক্রি. বলিতে। ক্রি. ~ব—বলিব। ক্রি. ~বি—বলিবি।

কহতব্য—বিণ. কথনযোগ্য; কথনসাধ্য। [বাং. √কহ্ + সং. তব্য (র্ম)]।

কহন—বি. বলা, কথন। [বাং. + কহ্ + অন (ভা)]।

কহা—(১) ক্রি. বলা। (২) বি. কথন। (৩) বিণ. কথিত। [বাং. √কহ্ (সং. √কথ্) + আ]। ক্রি. ~ন, ~নো—(অন্যকে দিয়া) বলান। ক্রি. ~য়সি—(ব্রজ.) বলাও ('তুঁহু জগনাথ জগতে কহায়সি')।

কহিয়ে—**কই**৩ দ্রঃ।

কহ্লার—বি. শ্বেতপদ্ম; সুঁদি, শালুক। [সং. ক (=জল) + হ্লাদ্ + অ (র্তৃ)]।

কাই—বি. আঠা, লেই; ঘন মাড়। [সং. কাথ]।

কাইট—বি. শিটা, তৈলাদির গাদ। [সং. কিট্ট]।

কাউকে—**কাহাকেও**-র কথ্য রূপ।

কাউন, কাউনি—বি. খাদ্যশস্যরূপে ব্যবহৃত একপ্রকার ধান্য (কাউনের চাল)। [দেশী]।

কাউর—বি. চর্মরোগবিশেষ। [আ. করহ্]।

কাউয়া—(প্রাদে.) বি. কাক, বায়স। [তু. হি. কৌয়া]।

কাওয়া—বি. কফির মত গন্ধ। [আ. কওয়া]।

কাওয়াজ—বি. কৌশল; সৈন্যদিগের যুদ্ধ-কৌশল-শিক্ষা (কুচকাওয়াজ)। [আ. করায়দ]।

কাওয়ালি, কাওয়ালী—বি. সঙ্গীতের তাল ও সুর বিশেষ, দরবেশী সুর। [আ. কব্বালী]।

কাওরা—বি. হিন্দু অনুন্নত জাতিবিশেষ, কাহার। [দেশী]।

কাংস্য, কাংস, কাংস্যক, কাংসক—বি. কাঁসা; কাঁসার পেয়ালা বা বাসন; কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসি। [সং. কংস + য বা অ + ক]। বি. **কাংস্যকার, কাংসকার**—কাঁসারী।

কাঁইচি—**কাঁচির** প্রাদে. রূপ।

কাঁইবীচি, কাঁইবিচি—বি. তেঁতুলের বীজ। [বাং. কাঁই + বীজ]।

কাঁইয়া—বি. মাড়োয়ারী বণিক্। **কেঁয়ে** দ্রঃ।

কাঁক১—বি. বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। [সং. কঙ্ক]।

কাঁক২**, কাঁখ**—বি. কক্ষ, বগল, কাঁকাল (ধাত্রীর কাঁখে)। [সং. কক্ষ]। বি. ~**বিড়ালি,** ~**বেরালি**—বগলের ফোড়া।

কাঁকই—বি. বড় ও মোটা দাড়ার চিরুনি। [সং. কঙ্কতিকা]।

কাঁকড়া—বি. কর্কট, জলজ প্রাণিবিশেষ। [সং. কর্কট]। বি. **কাঁকড়া-বিছা**—বৃশ্চিক, বিচ্ছু।

কাঁকন—বি. কঙ্কণ; রমণীদের হস্তালঙ্কারবিশেষ। [সং. কঙ্কণ]।

কাঁকর—বি. পাথরের ছোট কুঁচি। [সং. কর্কর, কঙ্কর]।

কাঁকরোল—বি. তরকারিরূপে ব্যবহৃত ফলবিশেষ। [সং. কর্কোটক]।

কাঁকলাস, কাকলাস—বি. সরীসৃপবিশেষ, গিরগিটি; (আল.) অত্যন্ত কৃশ বা কদাকার ব্যক্তি। [সং. কৃকলাস]।

কাঁকাল—বি. কোমর, কটি। [সং. কঙ্কাল]।

কাঁকুড়—বি. অপক্ব ফুটি। [সং. কর্কটি]।

কাঁচ—**কাচ**-এর প্রচলিত চলিত রূপ।

কাঁচকড়া—বি. কাছিমের খোলা; তিমির দন্তসংলগ্ন কোমল অস্থি, whale-bone; রবার হইতে প্রস্তুত কাছিমের খোলার ন্যায় পদার্থবিশেষ, vulcanite। [কাচ (=কচ্ছপ) + কড়া (=কটাহ)]।

কাঁচকলা—বি. ব্যঞ্জনে খাইবার একপ্রকার কলা। [বাং. কাঁচা + কলা]।

কাঁচপোকা—বি. উজ্জ্বল নীলবর্ণ বোলতাজাতীয় পতঙ্গবিশেষ। [দেশী]।

কাঁচল, কাঁচলা, কাঁচুলি, কাঁচলি—বি. স্ত্রীলোকদের বুকের আবরণ, স্তনাবরক বস্ত্র। [সং. কঞ্চুলিকা]।

কাঁচা—(১) বিণ. অপক্ব (কাঁচা ফল); আর্ঁধা, অসিদ্ধ (কাঁচা মাংস); অদগ্ধ (কাঁচা ইট); মাটির তৈয়ারী (কাঁচা পথ, কাঁচা গাঁথনি); কোমল, কচি (কাঁচা ঘাস); তরুণ (কাঁচা বয়স); অপরিণত (কাঁচা বুদ্ধি); অপটুভাবে কৃত (কাঁচা লেখা, কাঁচা কাজ); অদক্ষ, আনাড়ী, অচতুর (অঙ্কে কাঁচা, কাঁচা লোক, কাঁচা হাত); পরিবর্তন-সাপেক্ষ, সাময়িক (কাঁচা রসিদ, কাঁচা কথা); প্রাথমিক খসড়া (কাঁচা খাতা); অস্থায়ী, উঠিয়া যায় এমন (কাঁচা রং); অমিশ্র, বিশুদ্ধ (কাঁচা সোনা); কাল (কাঁচা চুল); অশুষ্ক (কাঁচা কাঠ); বিধিবদ্ধ ওজনের পরিমাণ অপেক্ষা কম (কাঁচা সের); সহজলভ্য, নগদ (কাঁচা পয়সা); অতৃপ্ত, অপূর্ণ (কাঁচা ঘুম); স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত, raw (কাঁচা মাল)। (২) ক্রি. সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াও পরিত্যক্ত হওয়া; পণ্ড হওয়া (বিয়ের ব্যাপারটা কেঁচে গেছে)। [হি. কচ্চা]। বি. ~**গোল্লা**—নরম পাকের সন্দেশবিশেষ। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. কাঁচা করা; পুনরায় পূর্বাবস্থা পাওয়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। বিণ. **কাঁচা-পাকা**—অর্ধেক পাকা এবং অর্ধেক কাঁচা; অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কালো (কাঁচা-পাকা চুল)। **কাঁচা মাথা**—তরুণবয়স্কের মাথা; (আল.) অপরিণত বুদ্ধি। **কাঁচা মাল**—শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। বিণ. **কাঁচা-মিঠা**—কাঁচা অবস্থায় খাইতে মিষ্ট লাগে এমন (আম)।

কাঁচি১—বি. দুইফলাযুক্ত কর্তন-যন্ত্রবিশেষ। [তুর. কইন্‌চি]।

কাঁচি২—বি. গুঞ্জা, কুঁচা; চন্দ্রহার। [সং. কাঞ্চী]।

কাঁচিয়া, কেঁচে—অস-ক্রি. পণ্ড হইয়া (সব কাঁচিয়া গিয়াছে); নূতন করিয়া (কাঁচিয়া আরম্ভ করা)। [বাং. √কাঁচ্ + ইয়া]। **কেঁচে গণ্ডুষ করা**—সম্পূর্ণ নূতন করিয়া আরম্ভ করা।

কাঁচী—বিণ. কম, কম ওজনের (কাঁচী সের); ঠাসবোনা (কাঁচী ধুতী)। [বাং. কাঁচা + ঈ]।

কাঁচুমাচু—বিণ. জড়সড় (লজ্জায় বা ভয়ে কাঁচুমাচু)। [দেশী]।

কাঁচুয়া—বি. স্ত্রীলোকদিগের স্তনাবরণ; কাঁচুলি। [সং. কঞ্চুক]।

কাঁচ্চা—বি. এক ছটাকের চারভাগের একভাগ। [দেশী]।

কাঁজি—বি. পান্তাভাতের অম্লজল, আমানি। [সং. কাঞ্জিক]।

কাঁটা—বি. কণ্টক; সূক্ষ্মাগ্র বস্তু (ঘড়ি খোঁপা কুল-বেল-গোলাপ-গাছ প্রভৃতির কাঁটা); সূক্ষ্মাগ্র অস্থি (মাছের কাঁটা); খাদ্যবস্তু মুখে তুলিবার জন্য শলাকাবিশেষ, fork; তুলাদণ্ড বড় নিক্তি (কাঁটায় ওজন); ছোট পেরেক; পুলক, রোমাঞ্চ ('শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা')। [সং. কণ্টক]। **পথের কাঁটা**—পথের বিষম প্রতিবন্ধক। বি. **কাঁটা-চামচ, কাঁটা-ছুরি**—ইউ-রোপীয় প্রণালীতে ভোজন করার জন্য কাঁটা ও চামচ বা কাঁটা ও ছুরি। বি. ~**ঝাঁপ**—চড়কে গাজনতলায় বাঁশের ভারার উপর হইতে মাটিতে খাড়াভাবে বিছান লোহার কাঁটার উপরে ঝাঁপ খাওয়া। বি. ~**ঝোপ,** ~**বন**—কাঁটাওয়ালা গাছে ভরা ঝোপ বা বন। বি. ~**নটে**—শাকবিশেষ। ক্রি-বিণ **কাঁটায় কাঁটায়**—ঠিক ঠিক, সময় বা নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম না করিয়া (কাঁটায় কাঁটায় কাজ করা)। **কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা**—এক দুষ্টের বিরুদ্ধে অন্য এক দুষ্টকে লেলাইয়া দিয়া উভয়ের বিনাশসাধন করা।

কাঁটাচুয়া—বি. শজারু। [দেশী]।

কাঁটাল, কাঁঠাল—বি. ফলবিশেষ, পনস। [সং. কণ্টকি-শব্দজ]। বি. **কাঁটাল-চাঁপা**—পাকা কাঁটালের ন্যায় গন্ধযুক্ত ফুলবিশেষ। **কাঁটালের আমসত্ত্ব**—অবাস্তব ও অমূলক বস্তু, সোনার পাথর-বাটি। **কিলিয়ে কাঁটাল পাকান**—কাঁচা কাঁটালের বোঁটায় কীল অর্থাৎ গোঁজ ঢুকাইয়া দিয়া উহাকে তাড়াতাড়ি পাকান; (আল.) অতি দ্রুত কার্যসাধনার্থ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কাঁটাল, কাঁটালো—বিণ. কাঁটাযুক্ত। [বাং. কাঁটা+আল]।

কাঁটালি কলা, কাঁঠালি কলা—বি. একপ্রকার উত্তম-জাতীয় কলা।

কাঁটি, কাঁঠি—বি. তুলসীর মালা (হরিকাঁটি); একনর কণ্ঠহার (সোনার কাঁটি); তুলসীর মালার গুটিকা ('ডাগর রসের কাঁঠি গাঁথ্যা পরে গলে': ব. প.); জালের কাঠি। [সং. কণ্টিকা, কণ্ঠী]।

কাঁড়—বি. বাঁশের ধনুক; বাণ। [<সং. কাণ্ড, কোদণ্ড]।

কাঁড়া—(১) ক্রি. ছাঁটা, তুষহীন করা, পরিষ্কার করা (ধান কাঁড়া)। (২) বিণ. পরিষ্কৃত (কাঁড়া চাল)। [সং. √কণ্ড্ +বাং. আ]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. (অপরের দ্বারা) ছাঁটান; কাঁড়া। (২) বি. তুষহীন বা পরিষ্কৃত করা। (৩) বিণ. পরিষ্কৃত।

কাঁড়ার, কাঁঢ়ার—বি. কর্ণধার, মাঝি। [সং. কর্ণধার]।

কাঁড়ি—বি. স্তূপ, রাশি (কাঁড়ি কাঁড়ি জঞ্জাল, এক কাঁড়ি টাকা)। [সং. কাণ্ড]।

কাঁথা—বি. অনেকগুলি কাপড় একত্র সেলাই করিয়া প্রস্তুত মোটা আস্তরণ বা শীতবস্ত্রবিশেষ, কন্থা। [সং. কন্থা]।

কাঁদ-কাঁদ, কাঁদো-কাঁদো—বিণ. ক্রন্দনোন্মুখ। [কাঁদা দ্রঃ]।

কাঁদন—বি. ক্রন্দন, রোদন, কান্না। [কাঁদা দ্রঃ]। বি. **কাঁদনি**—**কাঁদুনি**-র রূপভেদ।

কাঁদা—(১) ক্রি. রোদন করা। (২) বি. রোদন। [সং. √ক্রন্দ্ +বাং. আ]। বি. **কাঁদা-কাঁটি, কাঁদা-কাটা**—কান্নাকাটি, বিলাপ, কাতরতা, অনুনয়-বিনয়। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. (অপরকে) রোদন করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বিণ. ~**নে**—কাঁদায় এমন। **কাঁদানে-গ্যাস**—একপ্রকার গ্যাস যাহার ঝাঁজে চোখে জল আসে, tear gas। **কাঁদিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া হাট করা**—উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া লোকজন জড় করা। **ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদা**—নানারূপ বিলাপ করিয়া কাঁদা। **গুমরিয়া কাঁদা**—চাপা কান্না কাঁদা (যে কান্নায় মৃদু গুম্‌গুম্ বা উম্‌উম্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না)। **ডুকরিয়া কাঁদা**—ডাক ছাড়িয়া বা চিৎকার করিয়া কাঁদা। **ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদা**—এমনভাবে কাঁদা যে বুক ঘনঘন ফুলিয়া উঠিয়া ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয় অথচ কোন শব্দ শোনা যায় না। **ফোঁপা-ইয়া কাঁদা**—এমনভাবে কাঁদা যাহাতে ফোঁপানি ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

কাঁদি—বি. ফলের বড় গুচ্ছ। [>সং. স্কন্ধ]।

কাঁদুনি—বি. কান্না; কাতরোক্তি, কাতরতা; বিলাপ; সকাতরে আবেদন-নিবেদন। [কাঁদা দ্রঃ]। **কাঁদুনি গাওয়া**—সকাতরে অনুযোগ করা বা দুঃখ অভাব-অভি-যোগ প্রভৃতি প্রকাশ করা বা আবেদন-নিবেদন করা।

কাঁদুনে—বিণ. মাত্রাতিরিক্ত কাঁদে এমন; ঘ্যানঘেনে। [কাঁদা দ্রঃ]। **কাঁদুনে গ্যাস**—**কাঁদানে গ্যাস**-এর (কাঁদা দ্রঃ) চলিত রূপ।

কাঁধ—বি. স্কন্ধ; ঘাড়। [সং. স্কন্ধ]। **কাঁধ দেওয়া**—স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করা। ক্রি. **কাঁধ বদলানো**—বোঝা বহিতে বহিতে ক্লান্তি বোধ করার ফলে পালাক্রমে অপরের স্কন্ধে বোঝা দেওয়া। **কাঁধে কাঁধ মিলানো** পরস্পরের সহায়তায় কাজে অগ্রসর হওয়া। **কাঁধাকাঁধি**—(১) বি. পরস্পরের স্কন্ধে বহন (কাঁধাকাঁধি করিয়া লইয়া যাওয়া)। (২) ক্রি-বিণ. একজনের কাঁধের উপরে বা পাশে আরেকজন এবং তাহার কাঁধের উপরে বা পাশে আরেক-জন এইরূপে (কাঁধাকাঁধি দাঁড়ান); একবার ইহার কাঁধে এবং আরেকবার উহার কাঁধে এইরূপে (কাঁধাকাঁধিবওয়া)।

কাঁধার—বি. পার্শ্বদেশ, কিনারা; ধার। [>সং. কন্ধরা (=গ্রীবা)]।

কাঁপ, কাঁপন, কাঁপুনি—বি. কম্পন, স্পন্দন। [সং. √কম্প্]।

কাঁপই, কাঁপয়ে—ক্রি. (ব্রজ.) কাঁপে। [কাঁপা দ্রঃ]।

কাঁপা—(১) ক্রি. কম্পিত হওয়া, থরথর করা। (২) বি. কম্পন। [সং. √কম্প্]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. কম্পিত করান, নড়ান। (২) বি-বিণ. উক্ত অর্থে।

কাঁসর—বি. কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসি। [বাং. কাঁসা+র]।

কাঁসা—বি. রাং-ও-তামামিশ্রিত ধাতু। [সং. কাংস্য]। বি. ~**রী**, ~**রি**—কাঁসার দ্রব্য নির্মাতা বা তাহার বেপারী (ব্যক্তি বা জাতি)।

কাঁসি—বি. কাংস্যনির্মিত কিনারা-উঁচু থালা বা ডিশ; কাঁসার তৈয়ারী বাদ্যযন্ত্র। [বাং. কাঁসা+ই]।

কাঁহা, কাহা—অব্য. ক্রি-বিণ. কোথা। [সং. কুত্র]। ক্রি-বিণ. ~**তক**—কতদূর বা কতক্ষণ পর্যন্ত।

কাক১—**কর্ক**-এর প্রাদে. রূপ।

কাক২—বি. বায়স; পক্ষিবিশেষ; এক কড়ার চার-ভাগের একভাগ। [সং. √কৈ ('শব্দে')+ক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **কাকী**। বিণ. ~**চক্ষু**—কাকের চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ। বি. ~**জ্যোৎস্না**—অস্বচ্ছ, অল্প জ্যোৎস্না। বি. ~**তন্দ্রা**, ~**নিদ্রা**—কাকের ন্যায় অতি সতর্ক ও পাতলা ঘুম; কপটনিদ্রা। বিণ. ~**তালীয়** (ন্যায়)—পরস্পর সম্বন্ধহীন অথচ অকস্মাৎ একসঙ্গে সংঘটিত (দেখিয়া মনে হয় যেন পরস্পর কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত)। বি. ~**পক্ষ**—দুই কানের পাশে লম্বিত কেশগুচ্ছ; কানপাটা; জুলফি। বি. ~**পদ**—উদ্ধার চিহ্ন (' '); লেখার মধ্যে পরিত্যক্ত বা শূন্য স্থান বুঝাইবার চিহ্ন (× × ×); ভুলক্রমে পরিত্যক্ত অক্ষরাদির স্থানসূচক চিহ্ন (∧), caret। বি. ~**পুচ্ছ**—কাকের ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট পক্ষী অর্থাৎ কোকিল। বি. ~**ফল**—নিমগাছ। বি. ~**বন্ধ্যা**—যে নারী এক-বার মাত্র গর্ভধারণ করিয়াছে। বি. ~**ভুশণ্ডি**—**ভুশণ্ডী**-র অনুরূপ। বি. ~**শীর্ষ**—বকফুলের গাছ। **কাক-কোকিলের সমান দর**—ভাল-মন্দ উত্তম-অধম প্রভৃতির মধ্যে তারতম্যের অভাব। **কাকের ছাঁ বকের ছাঁ**—অতি কুৎসিত হস্তাক্ষর।

কাকলি, (বিরল) **কাকলী**—বি. মধুর অস্ফুট ধ্বনি, কলধ্বনি। [সং.]।

কা-কা১—অব্য. বি. কাকের ডাক।

কাকা২—বি. পিতার ছোট ভাই; খুড়া। [ফা.]। বি. (স্ত্রী.) **কাকী**—কাকার পত্নী।

কাকাতুয়া—বি. শুকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। [মাল. কাকাতুয়া]।

কাকু১—বি. (আদরে) কাকা।

কাকু২—বি. শোক ভয় ইত্যাদির আবেগে বিকৃত কণ্ঠ-স্বর, স্বরবিকৃতি ও তদ্দ্বারা বিপরীত অর্থের সূচনা, (যথা—আমি কি বুঝি না?); বক্রোক্তি; কাকুতি। [সং.]। বি. ~**বাদ**—কাকুতি, মিনতি। বি. **কাকূক্তি**—কাত-রোক্তি; বক্রোক্তি।

কাকুতি, কাকূতি—বি. কাতরোক্তি, খেদোক্তি; অনুনয়, মিনতি। [সং. কাকুক্তি]। বি. **কাকুতি-মিনতি**—অনুনয়-বিনয়।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—(১) বি. সূর্যবংশীয় রাজা কাকুৎস্থ বা পুরঞ্জয়ের বংশধর, বিশেষতঃ রামচন্দ্র। (২) বিণ. পুরঞ্জয়বংশীয়। [সং. ককুৎস্থ+অ, য]।

কাকুবাদ, কাকূক্তি—**কাকু২** দ্রঃ।

কাকোদর—বি. সর্প। [সং.]।

কাগ—**কাক**-এর প্রাদে. রূপ ('কাগে-বগেও টের পাবে না')।

কাগজ—বি. কাপড় তুলা কাঠ প্রভৃতির আঁশ হইতে প্রস্তুত লিখনের পত্র বা উপকরণ; সংবাদপত্র (সব কাগজে বেরিয়েছে); দলিলপত্র (কোম্পানীর কাগজ)। [আ. <চী. কায়গদ্]। বি. ~**পত্র**—দলিলাদি; প্রামা-ণিক লিখনসংবলিত কাগজসমূহ। **কাগজী, কাগুজে**—(১) বিণ. কাগজসম্বন্ধীয়; কেবল কাগজেই প্রচারিত কিন্তু অবাস্তব (কাগজী বা কাগুজে বাঘ), কাগজের ন্যায় পাতলা আবরণবিশিষ্ট (কাগজী লেবু)। (২) বি. কাগজের বেপারী বা নির্মাতা। বি. **কাগজাত**—কাগজপত্র; হিসাবপত্র; দলিল-দস্তাবেজ। বিণ. ক্রি-বিণ. **কাগজে-কলমে**—লিখিতভাবে।

কাগাবগা—অব্য. ছন্নছাড়া বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব; সামঞ্জস্য-হীন ভাব। [দেশী]।

কাঙাল, কাঙালি, কাঙালী, কাঙালিনী—যথাক্রমে **কাঙ্গাল, কাঙ্গালি, কাঙ্গালী** ও **কাঙ্গালিনী**-র বানানভেদ।

কাঙ্ক্ষা—বি. অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা। [সং. √কাঙ্ক্ষ্+অ (ভা)+আ]। বিণ. **কাঙ্ক্ষণীয়**—আকাঙ্ক্ষা করিবার যোগ্য, কাম্য, স্পৃহনীয়। বিণ. **কাঙ্ক্ষিত**—অভিলষিত, বাঞ্ছিত।

কাঙ্গাল, কাঙ্গালি, কাঙ্গালী—(১) বিণ. দরিদ্র, নিঃস্ব; দীন প্রার্থী, অতিশয় লোলুপ (যশের কাঙ্গাল); দুঃখী। (২) বি. ভিক্ষুক; জাতভিখারী। [দেশী]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **কাঙ্গালিনী**। **কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে**—যাহার কোনো গৌরব নাই এমন লোকের উক্তি অন্যের কাছে প্রথমে উপেক্ষার বস্তু হইলেও পরে প্রমাণিত হয় যে, উহাই সত্য। **কাঙ্গালের ঘোড়ারোগ**—দরিদ্রের সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়বহুল সাধ। বি. ~**খানা**—অনাথা-শ্রম। বি. ~**পনা**—দীনতা; কাঙ্গালের ন্যায় আচরণ; অতিশয় লোলুপতা; দীন যাচ্ঞা। বি. **কাঙ্গালী-বিদায়**—দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের অন্ন বস্ত্র ও অর্থ দান; (গৌণ অর্থ) অবজ্ঞার সহিত দান।

কাচ—বি. বালি ও একপ্রকার ক্ষার হইতে প্রস্তুত স্বচ্ছ ভঙ্গপ্রবণ বস্তুবিশেষ, শিশা। [সং. √কচ্ (বন্ধন, দীপ্তি)+অ (ণে)]।

কাচপোকা—**কাঁচপোকা**-র রূপভেদ।

কাচা১—বি. মাতা বা পিতার মৃত্যুতে অশৌচকালে উত্তরীয়রূপে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড (কাচা গলায় দেওয়া)। [বাং. কাছা (সং. কচ্ছ)]।

কাচা২—(১) ক্রি. (বস্ত্রাদি) আছড়াইয়া বা কচলাইয়া ধৌত করা। (২) বি. ধৌতকরণ। (৩) বিণ. ধৌত (কাচা কাপড়)। [বাং. √কাচ্]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. ধোয়ান। (২) বি. অপরের দ্বারা ধৌতকরণ। (৩) বিণ. অন্যের দ্বারা ধৌত।

আদিতে কাক-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য কাক২ দ্রঃ।

কাচ্চাবাচ্চা—বি. কচি বা অতি অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়ে। [দেশী—তু. কচি+বাচ্চা]।

কাছ—বি. নিকট, সমীপ (কাছের লোক, পরের কাছ থেকে)। [প্রাকৃ. কচ্ছ <সং. কক্ষ]। ক্রি-বিণ. অব্য. **কাছে**—নিকটে, সন্নিধানে (ঘরের কাছে); নাগালে (হাতের কাছে); পাশে ('সে যে কাছে এসে বসেছিল': রবীন্দ্র); তুলনায় (গুণের কাছে রূপ মূল্যহীন); বিবেচনায় (তার কাছে আপন-পর নেই); সঙ্গে (ওঝার কাছে ভূতের জারিজুরি)। ক্রি-বিণ. **কাছে-কাছে**—সঙ্গে-সঙ্গে; খুব বা সর্বদা কাছে। ক্রি-বিণ. **কাছে-পিঠে**—কাছাকাছি।

কাছটি—বি. মালকোঁচা, কৌপীন। [অর্বাচীন সং. কচ্ছোটিকা]।

কাছা১—ক্রি. নিকটবর্তী হওয়া, ঘনান। [বাং. কাছ+আ]।

কাছা২—বি. পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ কটিদেশের পশ্চাদ্-ভাগে গোঁজা থাকে। [সং. কচ্ছ]। বিণ. **কাছা-আলগা**—অসাবধান। বিণ. **কাছা-ধরা**—তোষামোদকারী, পরাশ্রয়ী।

কাছাকাছি—বিণ. ক্রি-বিণ. নিকটবর্তী, নিকটে (কাছা-কাছি বাড়ি, বাড়ির কাছাকাছি); প্রায় সমান (শ টাকার কাছাকাছি)। [বাং. কাছ+আ+কাছ+ই]।

কাছান, (নো)—ক্রি. বি. নিকটবর্তী হওয়া, ঘনান। [বাং. √কাছা১+আন]।

কাছারি, কাছারী—বি. বিচারালয়; দফ্‌তর, কার্যালয়, অফিস (জমিদারের কাছারি)। [তু.—হি. কচ্‌হরী]।

কাছি—বি. মোটা দড়ি। [সং. কক্ষা]।

কাছিম—বি. কূর্ম, বড় কচ্ছপ। [সং. কচ্ছপ]।

কাছুটি—**কাছটি**-র রূপভেদ।

কাছে—**কাছ** দ্রঃ।

কাজ—বি. কার্য (কাজ করা); প্রয়োজন, দরকার (কথায় কাজ কি); কর্তব্য (দেশরক্ষা রাজার কাজ); চাকরি (তাহার কাজটি গেছে); বৃত্তি, পেশা (চুরি করাই তাহার কাজ); অভ্যাস, স্বভাব (আড্ডা দেওয়াই তাহার কাজ); সুফল, প্রয়োজনসাধন (উপদেশে কাজ হয়েছে); কলা-কৌশল, কারুকার্য (চিত্রে রংয়ের কাজ)। [প্রা. কজ্জ< সং. কার্য]। **কাজ আনা**—কাজের ফরমাস বা অর্ডার সংগ্রহ করা। **কাজও নেই কামাইও নেই**—কর্মহীন অথচ সদাব্যস্ত; অকাজে ব্যস্ত। **কাজ দেওয়া**—চাকরি দেওয়া; কাজের ভার দেওয়া; সুফল দেওয়া বা প্রয়োজন সাধন করা (ঘড়িটায় কাজ দিচ্ছে)। **কাজ দেখা**—কাজ পরীক্ষা করা; কাজে তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করা; চাকরি খোঁজা; সুফলপ্রদ হওয়া, প্রয়োজন সাধন করা (এতে কাজ দেখবে)। **কাজ দেখান**—কর্মব্যস্ততার ভান করা; কাজ করিয়া নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা। **কাজ বাঁচান**—চাকরি বজায় রাখা। **কাজের কাজী**—করণীয় কাজের যোগ্যতা-সম্পন্ন কর্মী। **কাজের বার**—অকেজো, অকর্মণ্য। **কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরলে পাজী**—কার্যসাধনের জন্য অনুনয়-বিনয় করে কিন্তু কার্য সাধিত হইলে অকৃতজ্ঞ হয় এমন (ব্যক্তি)। বি. **~কর্ম**—জীবিকা, পেশা, চাকরি; দৈনন্দিন বিষয়-ব্যাপার।

কাজ-পাগলা—বিণ. কাজ করিবার জন্য অস্বাভাবিক আগ্রহযুক্ত।

কাজর—**কাজল**-এর কোমল রূপ।

কাজরী—বি. ভারতীয় পল্লীসঙ্গীতবিশেষ বা তাহার সুর। [হি.]।

কাজল—(১) বি. অঞ্জন। (২) বিণ. কাজলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট (কাজল মেঘ)। [সং. কজ্জল]। বি. **~লতা**—কাজল তৈয়ারি করিবার ও রাখিবার পাত্রবিশেষ। বিণ. (স্ত্রী.) **কাজলা১**—কাজলবর্ণা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। বি. **কাজলা২, কাজলি**—রক্তনীলবর্ণ ইক্ষুবিশেষ।

কাজিয়া—বি. বিবাদ; দাঙ্গা। [আ. কদীয়া]।

কাজী১, কাজি—বি. মুসলমান বিচারক বা ব্যবস্থাপক। [আ. কাজী]। **কাজীর বিচার**—ন্যায়ধর্মহীন বা এক-চোখো বিচার।

কাজী২—বি. কর্মী (কাজের বেলায় কাজী)। [বাং. কাজ+ঈ]।

কাজু, কেজু—বি. প্রধানতঃ কেরলে উৎপন্ন বাদাম-বিশেষ।

কাজেই, কাজেকাজেই—অব্য. সুতরাং, অতএব। [তু. সং. কার্যতঃ]।

কাঞ্চন—(১) বি. স্বর্ণ, সোনা; ধন (কামিনী-কাঞ্চন); ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ; ধান্যবিশেষ [সং. +কাঞ্চ্ +অন (র্তৃ)]। (২) বিণ. স্বর্ণবর্ণ (কাঞ্চনকান্তি); স্বর্ণময় (কাঞ্চনমুদ্রা)। [সং. কাঞ্চন+অ]। বি. **~মূল্য**—কাঞ্চনের বা মোহরের মূল্য; স্বর্ণমুদ্রার মূল্যস্বরূপ দক্ষিণা; (বিরল) অতি উচ্চ মূল্য; (শিখি.) পারিশ্রমিক-স্বরূপ অর্থ। বি.(স্ত্রী.) **কাঞ্চনী**—হরিদ্রা; গোরোচনা।

কাঞ্চি, কাঞ্চী—বি. কোমরের অলঙ্কারবিশেষ, মেখলা, গোট। [সং. √কাঞ্চ্+ই (ইন্) শে]।

কাঞ্জি—বি. কাঁজি, আমানি। [সং. কাঞ্জিক]।

কাঞ্জিক, কাঞ্জীক, কাঞ্জিকা, কাঞ্জী—বি. কাঁজি। [সং.]।

কাট১—**কাইট**-এর চলিত রূপ।

কাট২—বি. গঠনকৌশল, আদল, আকৃতি। [ইং. cut]।

কাট৩—**কাঠ**-এর চলিত রূপ। বিণ. **~কাট**—**কাঠ-কাঠ**-এর অধিকতর চলিত রূপ।

কাটকুট—**কাটা** দ্রঃ।

কাটখোট্টা—বিণ. গোঁয়ার; রূক্ষপ্রকৃতি, শুষ্কহৃদয়; দয়ামায়াহীন। [দেশী]।

কাটগোঁয়ার—বিণ. অত্যন্ত গোঁয়ার। [বাং. আকাট +গোঁয়ার]।

কাটছাঁট, কাটতি, কাটন—**কাটা** দ্রঃ।

কাটনা—বি. তুলা হইতে সুতা তৈয়ারীকরণ; সুতা কাটার যন্ত্র, চরকা, তক্‌লি। [বাং. √কাট্+না (ভা, শে)]। বি. **কাটনি**—সুতা কাটার মজুরি। বি. **কাটনি, কাটনী**—যে (প্রায়শঃ স্ত্রীলোক) সুতা কাটে।

কাটব—ক্রি. (ব্রজ.) কাটিবে; দংশন করিবে। [**কাটা** দ্রঃ]।

কাটব্য—বি. কর্কশতা, রূঢ়তা। [সং. কটু-শব্দের সহচর]।

কাটমোল্লা—বি. ধর্মোন্মত্ত মুসলমান পুরোহিত। [বাং. আকাট+তুর্. মুল্লা]।

কাটরা—বি. কাঠ দিয়া তৈয়ারি ঘর; বাজারের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত ঘর, কাঠগড়া (সাক্ষীর কাটরা)। [তু. হি. কাঠ্ঘরা]।

কাটলেট—বি. ইউরোপীয় প্রণালীতে ভাজা মাছ বা মাংসের বড়াজাতীয় খাদ্যবিশেষ। [ইং. cutlet]।

কাটা—(১) ক্রি. কর্তন করা বা ছেদন করা; খণ্ডন করা (যুক্তি কাটা); প্রতিবাদ করা (কথা কাটা); রেখা টানিয়া বাতিল করা (ভুল কাটা), দূর হওয়া ('কেটে যাবে মেঘ', কেটে পড়, নেশা কেটে গেছে, বাধা-বিঘ্ন কেটে যাবে); অকেজো বা বাতিল হওয়া (বাল্ব্ কেটে গেছে), খনন করা (খাল কাটা, পুকুর কাটা); অঙ্কন করা (আঁচড়, আঁক বা লাইন কাটা); রচনা করা (ছড়া বা কোঁটা বা তিলক কাটা); লিখিয়া দেওয়া (চেক কাটা, হ্যাণ্ডনোট কাটা); তৈয়ারি বা বিন্যাস করা (পথ কাটা, ছানা কাটা, টেড়ি কাটা, সুতা কাটা); চুরির উদ্দেশ্যে কর্তন করা (ট্যাঁক কাটা, গাঁট কাটা), খোদাই করা (পাথর কাটা, শিল কাটা); সামঞ্জস্যচ্যুত হওয়া (তাল কাটা, সুর কাটা); অতিবাহিত বা যাপিত হওয়া (রাত কাটছে না); কেনা, ক্রয় করা (টিকিট কাটা); বিক্রয় বা চালু হওয়া (মাল কাটা, ভারে কাটা); নির্গত হওয়া (জল কাটা, লালা কাটা); অভ্যাস করা (সাঁতার কাটা); প্রদর্শন করা বা ধারণ করা (ভেঙচি কাটা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. কর্তিত, ছিন্ন; খণ্ডিত; বাতিল। [বাং. √কাট (সং. √কৃৎ)+আ]। ক্রি. **কাটাইয়া উঠা**—বিপদ্ বা দুঃসময় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—অসহ যন্ত্রণার উপর আঁতে ঘা দিয়া কথা বা তিরস্কার। বি. **কাটকুট**—কাটাকুটি; সংশোধন; সংক্ষেপকরণ। বি. **কাটছাঁট**—(প্রধানতঃ পোশাকের) কাটিবার ভঙ্গি। বি. **কাটতি**—বাজারে চলন; প্রচুর বিক্রয়; বিক্রয়ের পরিমাণ। বি. **কাটন**—কর্তন, ছেদন; খণ্ডন; বাতিলকরণ; রচনা, নির্মাণ; খনন; সমতাহানি; অতিবাহিত হওয়া, দূর হওয়া; বিক্রীত হওয়া, চালু হওয়া। বি. **কাটনী, কাটুনী, কাটাই**—কাটিবার খরচ। বি. **কাটা-কাপড়**—পোশাক তৈয়ারির উপযোগী করিয়া কাটা কাপড় বা ছিট; ছিটকাপড়। বি. **~কাটি**—হানাহানি; মারামারি; তর্কাতর্কি (কথা কাটাকাটি)। বি. **~কুটি**—কাটকুট, সংশোধন। বি. **~ন১** (উচ্চ. কাটান্)—অব্যাহতি, রেহাই (কাটান্ নাই); পরিশোধ (কাটান দেওয়া)। **~ন২, ~নো**—(১) ক্রি. কর্তন করান; অতিবাহন বা যাপন করা (সময় বা দিন কাটান); নির্গত করান (জল কাটান); উত্তীর্ণ বা মুক্ত হওয়া (দুঃখ বা বিপদ্ কাটান); বেচা (মাল কাটান); কেনান (টিকিট কাটান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~রি**—**কাটাই**-র অনুরূপ।

কাটারি, কাটারী—বি. কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, দা। [সং. কর্তরী]।

কাটি (টী)—**কাঠি**-র রূপভেদ।

কাটিগঙ্গা—বি. কাটা খাল। [<বাং. কাটা+গঙ্গা]।

কাটিম, কাটুনি (নী)—যথাক্রমে **কাঠিম** ও **কাটনি**-র চলিত রূপ।

কাটুরকুটুর—অব্য. কাটিবার শব্দবিশেষ।

কাট্য—বিণ. কর্তনযোগ্য, খণ্ডনীয় (তু. **অকাট্য**)।

কাঠ—(১) বি. বৃক্ষের কঠিন অংশ; কাষ্ঠ। (২) বিণ. কাষ্ঠবৎ নিস্পন্দ ও অনড় (ভয়ে কাঠ); অসাড়, শক্ত (মরে কাঠ); রসহীন (শুকাইয়া কাঠ); অবাক্, নিস্তব্ধ। [সং. কাষ্ঠ]। **অনেক কাঠ-খড় পোড়ান**—বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করা। বি. **~কয়লা**—কাষ্ঠ পোড়াইয়া তৈয়ারি কয়লা। বি. **কাঠকাঠ**—কাঠের ন্যায় শক্ত, শুষ্ক ও লাবণ্যহীন। বি. **~খোলা**—বালিশূন্য ভাজিবার পাত্র। বি. **~গড়া**—আদালতে কাঠের বেড়াযুক্ত মঞ্চ [হি. কাঠ্ঘরা]। বি. **~গোলা**—কাঠের আড়ত। বি. **~গোলাপ**—গন্ধহীন গোলাপবিশেষ। বিণ. **~ঝুনা**—(নারিকেল-সম্বন্ধে) শাঁস কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে এমন। বি. **~ঠোকরা**—কাষ্ঠে ঠোকর মারিতে অভ্যস্ত পক্ষিবিশেষ। বি. **~পিঁপড়া**—কৃষ্ণবর্ণ বড় পিঁপড়াবিশেষ। বি. **~ফড়িং**—কাঠির মত রোগা ফড়িংবিশেষ; বি. **~বমি**—যে বমিতে কিছুই উঠে না। বি. **~বিড়াল, ~বেরাল**—বৃক্ষারোহণকারী ছোট জন্তুবিশেষ। বি. (স্ত্রী.) **~কাঠবিড়ালী, কাঠবেরালী**। বি. **~মল্লিকা**—বন-মল্লিকা। ক্রি-বিণ. **~কাঠে-কাঠে**—পরস্পরের জোড়ের সহিত (কাঠে-কাঠে মেলা); সমানে-সমানে, সেয়ানে সেয়ানে (কাঠে-কাঠে লড়াই)।

কাঠরা, কাঠরিয়া—যথাক্রমে **কাটরা** ও **কাঠুরিয়া**-র রূপভেদ।

কাঠা—বি. জমির পরিমাণবিশেষ (৩২০ বর্গ হাত); ধান্যাদির পরিমাণ-পাত্র, মেক। [সং. কাষ্ঠা]। বি. **~কালি**—জমির আয়তন বা কাঠার পরিমাণ হিসাব। বি. **~কিয়া**—শতাবধি কাঠা গণনা।

কাঠাম, কাঠামো—বি. কাঠ বাঁশ খড় প্রভৃতির দ্বারা গঠিত আধার (প্রতিমার কাঠাম); ছাঁচ, ঠাট, বহিরাকৃতি (শাসনতন্ত্রের কাঠামো)।

কাঠি১-**কাঁটি**-র রূপভেদ।

কাঠি২—বি. কাঠ বাঁশ ধাতু ইত্যাদির লম্বা, সরু টুকরা (দেশলাইয়ের কাঠি, চাবিকাঠি); ক্ষুদ্র শলাকা (কাঁটার কাঠি, খড়কেকাঠি)। [সং. কাষ্ঠিকা]। বিণ. **কাঠিকাঠি**—অত্যন্ত সরু বা কৃশ। বি. **জিয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি**—এমন কিছু যাহার শক্তিতে নিষ্প্রাণ দেহে প্রাণ ফিরিয়া আসে, প্রাণবন্তের প্রাণ-নাশ হয়।

কাঠিন্য—বি. কঠিনতা, দৃঢ়তা, অনমনীয়তা; নির্দয়তা। [সং. কঠিন+য (ষ্ণ)]।

কাঠিম—বি. সুতা জড়াইয়া রাখিবার জন্য কাষ্ঠনির্মিত ছোট চক্রাকার বস্তু, রীল বা নাটাই। [বাং. কাঠ+ইম]।

কাঠুয়া—কেঠো,-র প্রাদে. রূপ।

কাঠুরিয়া, কাঠুরে—বি. কাষ্ঠ ছেদন করা যাহার পেশা। [বাং. কাঠ+উরিয়া]।

কাঠে-কাঠে—কাঠ দ্রঃ।

কাড়ন—কাড়া, দ্রঃ।

কাড়া,—(১) ক্রি. ছিনাইয়া লওয়া, জোর করিয়া গ্রহণ করা (সর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া); আকর্ষণ করা, টানা (মন কাড়া, নজর কাড়া), উচ্চারণ করা (রা কাড়া)। (২) বি. আকর্ষণ। (৩) বিণ. লুণ্ঠিত। [<সং. কর্ষণ>প্রা. কড়্ঢণ>কাঢ়ন>কাড়ন: কাড়া]। বি. **কাড়ন**—কাড়িয়া লওয়া। বি. **~কাড়ি**—পরস্পর টানাটানি বা হেঁচড়া-হেঁচড়ি (কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা কাড়া; স্বীকার করান (কথা কাড়ান), আদায় করা (আদর কাড়ান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

কাড়া,—বি. ঢাক-এর তুল্য বাদ্যযন্ত্র, একদিক চর্মাবৃত। [সং. কটাহ]। বি. **কাড়া-নাকাড়া**—ঢাকজাতীয় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র।

কাড়ার—কাঁড়ার-এর রূপভেদ।

কাণ, কাণা, কাণী—যথাক্রমে **কান** ২, **কানা** ও **কানি** দ্রঃ।

কাণ্ড—বি. বৃক্ষের মূল হইতে শাখা পর্যন্ত অংশ, গুঁড়ি; পর্ব, পাব; গ্রন্থের বিষয়বিভাগ বা অধ্যায় (বেদের কর্ম-কাণ্ড, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ); ব্যাপার, ঘটনা (অবাক কাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড); (বিরল) বাণ, কাঁড় ('ধনুষ্কাণ্ড')। [সং.]। বি. **~কারখানা**—ঘটনাসমূহ; কার্যাবলী। বিণ. **~জ**—গুঁড়ি হইতে উৎপন্ন। বি. **~জ্ঞান**—সহজাত বুদ্ধি; অবস্থানুযায়ী কর্তব্যাকর্তব্য বিচারের জ্ঞান, common sense। বি. **কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান**—ভালমন্দবোধ; কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান।

কাণ্ডার—বি. নৌকার হাল; (বিরল) কাণ্ডারী। [তু. সং. কর্ণধার>প্রা. কণ্‌ঢার]। বি. **কাণ্ডারি, কাণ্ডারী**—যে নৌকাদির হাল ধরিয়া গতিনিয়ন্ত্রণ করে, মাঝি।

কাত, কাৎ—(১) বি. পার্শ্ব (কোন্ কাতে)। (২) বিণ. আড়, একপেশে (খালাখানা কাত করে রাখ); ভূপতিত, পর্যু-দস্ত (এক চড়ে কাত, ভয়ে কাত)। [দেশী]।

কাতর—বিণ. আর্ত; দুঃখাভিভূত; ব্যাকুল (কাতর-প্রাণে ডাকা); কুণ্ঠিত (অর্থব্যয়ে কাতর)। [সং. কু (=ঈষৎ)+√তৃ+অ (র্)]। বিণ. (স্ত্রী.) **কাতরা**,। বি. **~তা, কাতর্য**। ক্রি. **কাতরা**,—কাতরতা বা যন্ত্রণা প্রকাশ করা; ছটফট করা; আর্তনাদ করা। **কাতরান, ~নো, কাতরানি**—(১) ক্রি. কাতরা। (২) বি. কাতরতা বা যন্ত্রণা প্রকাশ অথবা উহার ধ্বনি; ছটফটানি; আর্তনাদ। বি. **কাতরোক্তি**—কাতরতাপূর্ণ বাক্য।

কাতল, কাতলা, কাৎলা—বি. মৎস্যবিশেষ, দেহের অনুপাতে ইহার মুণ্ড বড় হয়।

কাতা—বি. নারিকেল-ছোবড়ার দড়ি। [দেশী]।

কাতান—বি. কর্তনকারী অস্ত্র, দা, কাটারি। [পো. catana, সং. কর্তনী]।

কাতার—বি. বড় দল (কাতারে কাতারে লোক); শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি (কাতার দিয়া দাঁড়ান)। [আ. কতার্]।

কাতারি—কাতুরি-র রূপভেদ।

কাতি—বি. শঙ্খচ্ছেদনের অস্ত্র, শাঁখের করাত। [সং. কর্তরী]।

কাতুকুতু—বি. গায়ে হাত দিয়া সুড়সুড়ি।

কাতুরি, কাতুরী—বি. ধাতুপাত কর্তনের অস্ত্রবিশেষ; কাতি। [সং. কর্তরী]।

কাত্যায়ন—বি. প্রখ্যাত মুনি। পাণিনি-ব্যাকরণের বার্তিক-প্রণেতা।

কাত্যায়নী—বি. দুর্গাদেবী (সর্বাগ্রে কাত্যায়নমুনি ইঁহার উপাসনা করেন)। [সং. কাত্যায়ন+ঈ]।

কাদম্ব—(১) বিণ. কদম্বসম্বন্ধীয়। (২) বি. কদম্বসমূহ; কদম গাছ, কদমফুল: বাণ ('উড়িল কাদম্বকুল': মধু.)। শ্যামপক্ষ কলহংস, বালিহাঁস। [সং. কদম্ব+অ]। বি. (স্ত্রী.) **কাদম্বা**—কলহংসী ('কাদম্বা যেমতি মধুস্বরা': মধু.); কদমফুলের গাছ।

কাদম্বর—বি. দধির সর; মদ্যবিশেষ। [সং.]।

কাদম্বরী,—বি. সংস্কৃত কথাসাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ, বাণভট্ট ইহার রচয়িতা।

কাদম্বরী,—বি. মদ্যবিশেষ, গৌড়ী মদিরা। [সং. কু+অম্বর=কদম্বর (=বলরাম)+অ+ঈ]।

কাদম্বিনী—বি. মেঘপুঞ্জ। [সং. কাদম্ব (=কদম্বপুষ্পের বিকাশ)+ইন্+ঈ]।

কাদা—(১) বি. পাঁক, কর্দম। (২) বিণ. কর্দমাক্ত, পঙ্কিল (বৃষ্টিতে পথ কাদা হইয়াছে)। [সং. কর্দম]। বি. **~খোঁচা**—খঞ্জনজাতীয় পক্ষিবিশেষ (ইহা কাদা খুঁচিয়া আহার খোঁজে)। বিণ. **~টে**—কাদার মত; কাদাযুক্ত।

কান,, **কানু**—বি. কানাই, কৃষ্ণ। [প্রা. কণ্‌হ<সং. কৃষ্ণ]।

কান,—বি. কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়: এসরাজ সেতার প্রভৃতি তারের বাদ্যযন্ত্রাদির চাবি; কর্ণাভরণবিশেষ। [সং. কর্ণ]। ক্রি. **কান কাটা**—সম্পূর্ণ পরাভূত করা (মেয়েটা ছেলেদের কান কেটেছে)। ক্রি. **কান খাড়া করা**—শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হওয়া। ক্রি. **কান দেওয়া**—শোনা; গ্রাহ্য করা। ক্রি. **কান ধরা**—তিরস্কার বা অপমান করিবার জন্য কান স্পর্শ করা। ক্রি. **কান পাকা**—কর্ণের অভ্যন্তরে পুঁজ জমা। ক্রি. **কান পাতা**—কোন কিছু শুনিতে প্রস্তুত হওয়া। ক্রি. **কান ভাঙান**—কাহারও বিরুদ্ধে গোপনে অপর কাহাকেও কিছু বলিয়া উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করা। ক্রি. **কান ভারী করা**—গোপনে নিন্দাদি করিয়া কাহারও বিরুদ্ধে অসন্তোষ জন্মান। ক্রি. **কান মলা**—(শাস্তি-স্বরূপ বা উপহাসে) কর্ণমর্দন করা; (আল.) অপদস্থ করা বা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা। ক্রি. **কানে আঙুল দেওয়া**—(অশ্রাব্য কিছু) শুনিতে না চাওয়া। ক্রি. **কানে ওঠা**—কর্ণগোচর হওয়া। ক্রি. **কানে তালা লাগা**—ভয়ানক গোলমাল বা দুর্বলতা হেতু কানে কিছু শুনিতে না পাওয়া। ক্রি. **কানে তোলা**

—শুনান (সে মনিবের কানে সব কথা তুলিল) ; গ্রাহ্য করা (সে কারও কথা কানে তোলে না)। ক্রি. **কানে ধরিয়া বলা**—বিশেষভাবে বা তিরস্কারপূর্বক মনোযোগী করান। ক্রি. **কানে লাগা**—বিশ্বাস বা সম্মতির যোগ্য বা শ্রুতিমধুর বোধ হওয়া। বিণ. **~কাটা**—নির্লজ্জ, বেহায়া। বি. **~খুশকি, ~খুস্কি**—কানের খোল বাহির করার জন্য ধাতুনির্মিত কাঠি। বিণ. **~পাতলা**—কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই যে অন্যের বিরুদ্ধে লাগানি-ভাঙ্গানি শোনে। বিণ. **~ফাটা, ~ফাটান**—কানের পরদা ফাটাইয়া ফেলার মত উচ্চ আওয়াজ-যুক্ত। বি. **কান-বালা**—মাকড়ি-জাতীয় গহনাবিশেষ। বি. **কানাকানি**—কানে-কানে বলাবলি ; গোপনে রটনা। বি. **কানাঘুষা,** (কথ্য.) **কানাঘুষো**—গোপনে রটনা। ক্রি-বিণ. **কানে-কানে**—মৃদুস্বরে, চুপিচুপি ; (প্রাদে.) কানায়-কানায়। বিণ. **কানে খাটো**—কানে কম শোনে এমন।

কানকো—বি. মাছের ফুলকার উপরের শক্ত আবরণ। [সং. কর্ণকূপ]।

কানড়₁—বি. সর্পবিশেষ, কাঁদোড় সাপ। [দেশী]।

কানড়₂, কানড়া—বি. স্ত্রীলোকের কেশবিন্যাসবিশেষ, কর্ণাটদেশপ্রসিদ্ধ কুণ্ডলাকৃতি খোঁপা, নীলপদ্ম। [<সং. কন্দোট]।

কানন—বি. বন, অরণ্য ; উপবন, বাগান। [সং. √কানি (দীপ্তি, কান্তি)+অন (ধি)]। বি. **~কুসুম**—বনফুল।

কানমাগুর—বি. মাগুরজাতীয় বড় মৎস্যবিশেষ।

কানা₁—বি. কিনারা, প্রান্ত (পুকুরের কানা) ; পাত্রাদির মুখের বেড় (কলসীর কানা)। [সং. কর্ণ]। **কানায় কানায়**—কিনারা পর্যন্ত।

কানা₂—(১) বিণ. একচক্ষুহীন ; অন্ধ, ফুটা (কানা-কড়ি) ; এক দিক্ বন্ধ, একমুখো (কানাগলি)। (২) বি. একচক্ষুহীন বা অন্ধ ব্যক্তি। [সং. কাণ]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **কানী**—একচক্ষুহীনা। বি. **~কড়ি**—ভাঙ্গা বা ফুটা কড়ি ; (আল.) অতি তুচ্ছ পরিমাণ (কানা-কড়ির উপকার)। বি. **~মাছি**—বালক্রীড়াবিশেষ ; ইহাতে একটি শিশু চোখ-বাঁধা অবস্থায় ছুটাছুটি করিয়া অন্যদের ছুঁইতে চেষ্টা করে ; বড় মাছিবিশেষ। **কানা-খোঁড়ার একগুণ বাড়া**—নির্গুণ লোকেরই অহঙ্কার বা দোষ থাকে বেশী। **কানা গোরুর ভিন্ন পথ**—অজ্ঞান লোক কানা গোরুর মত গোয়ালের পথ (অর্থাৎ নিরাপদ্ পথ) ত্যাগ করিয়া বিপথে যায়। **কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন**—যাহার যে-গুণ একেবারেই নাই তাহার নামের মধ্যে সেই গুণের উল্লেখ থাকার ন্যায় হাস্যকর ব্যাপার।

কানাই—বি. শ্রীকৃষ্ণ। [সং. কৃষ্ণ, তু. হি. কহ্নাই]।

কানাচ—বি. বাসগৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ, ছাঁচতলা, (দেওয়ালের বাহিরে প্রসারিত) চালাঘরের ছাঁচ (ঘরের কানাচে)। [তুর. কা'নাত্]।

কানাড়া—বি. রাগিণীবিশেষ, কর্ণাটরাগিণী ; কানড় খোঁপা। [সং. কর্ণাটক]।

কানাত, কানাৎ—বি. তাঁবু ; তাঁবুর ঘের বা পর্দা। [তুর্. কনাত্]।

কানি—বি. জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, ন্যাকড়া। [দেশী]।

কানী—**কানা₂** দ্রঃ।

কানীন—(১) বিণ. কুমারীর গর্ভজাত। (২) বি. ঐরূপ সন্তান। [সং. কন্যা (>কনীন)+অ]। বি. (স্ত্রী.) **কানীনী**।

কানু—**কান₁** দ্রঃ।

কানুটি—বি. কান-মলা। [হি. কনৈঠী]।

কানুন₁—বি. আইন, বিধান ; বিধিব্যবস্থা। [আ.]।

কানুন₂—বি. বহুতন্ত্র বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. কাত্যায়নী-বীণা]।

কানুনগো, কানুনগোই—বি. রাজস্ববিভাগীয় হিসাব-পরীক্ষক ; জমি-জরিপকারী সরকারী কর্মচারী। [আ. কানুন্+ফা. গোয়্]।

কানেস্তারা—বি. টিন-নির্মিত বড় পাত্রবিশেষ। [ইং. canister]।

কান্ত—(১) বি. স্বামী ; (সূর্য চন্দ্র ও অয়স শব্দের পর) মণি বা প্রস্তর (সূর্যকান্ত, অয়স্কান্ত)। (২) বিণ. কমনীয় ; প্রিয়, মনোহর। [সং. √কম্+ত (ক্ত) (র্ম)]। বি.(স্ত্রী.) **কান্তা**—প্রিয়া, সুন্দরী রমণী, পত্নী। বি. **~লৌহ, কান্তায়স, কান্তিক, কান্তিলৌহ**—অয়স্কান্ত মণি ; চুম্বক পাথর, বিশুদ্ধ লৌহ, refined iron ; ইস্পাত ; পেটা লোহা বা (মতান্তরে) ঢালাই লোহা। বি. **কান্তি**—লাবণ্য, শোভা, সৌন্দর্য, দীপ্তি। বি. **কান্তিবিদ্যা**—সৌন্দর্যবিজ্ঞান, æsthetics [বি. প.]। বিণ. **কান্তি-মান্** (-মৎ)—কান্তিযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী.) **কান্তিমতী**।

কান্তার—বি. নিবিড় অরণ্য ; দুর্গম পথ। [সং. ক (=জল)+অন্ত (=নিকট)+ √ঋ+অ (র্তৃ)]।

কান্দর্প—(১) বি. কন্দর্পের পুত্র। (২) বিণ. কন্দর্প-সম্বন্ধীয়। [সং. কন্দর্প+অ]।

কান্দ—বিণ. কন্দজাত ; কন্দসম্বন্ধীয়। [সং. কন্দ+অ]।

কান্দন—বি. কান্না। [**কান্দা** দ্রঃ]।

কান্দা—ক্রি. ক্রন্দন করা। [বাং. √কান্দ্ (সং. ক্রন্দ্)+আ]। বি. **~ন, ~নো**—ক্রি. ক্রন্দন করান।

কান্না—বি. ক্রন্দন, রোদন। [সং. √ক্রন্দ্]। ক্রি. **কান্না আসা, কান্না পাওয়া**—কাঁদিতে উপক্রম করা বা কাঁদিবার ইচ্ছা হওয়া। ক্রি. **কান্না চাপা**—(নিজের) কান্না রোধ করিয়া রাখা। ক্রি. **কান্না জোড়া**—কাঁদিতে আরম্ভ করা। বি. **~কাটি**—প্রবল বা অবিরাম ক্রন্দন ; বিলাপ ; ঐকান্তিক আবদার ; অনুনয়-বিনয়।

কান্যকুব্জ—(১) বি. আধুনিক কনৌজ। [সং.]। (২) বিণ. কান্যকুব্জসম্পর্কীয় (কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ)। [সং. কান্যকুব্জ+অ]।

কাপ₁—বি. পেয়ালা। [ইং. cup]।

কাপ২—(১) বি. বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ, ভঙ্গ-কুলীন; ছলনা, ভান। (২) বিণ. ছদ্মবেশী, কপটী; কৌতুক-কারী ('ঐ এল শিব বুড়া কাপ' : ভা. চ.)। [সং. কপট]।

কাপটিক—বিণ. শঠ, ধূর্ত। [সং. কপট+ইক]।

কাপট্য—বি. শঠতা। [সং. কপট+য (ভা)]।

কাপড়—বি. বস্ত্র, বসন। [>সং. কর্পট]। বি. **কাপড়-চোপড়**—পোশাক-পরিচ্ছদ।

কাপালিক—বি. নরকপালধারী ও শ্মশানবাসী বামাচারী তান্ত্রিকবিশেষ; কপালী বা কাপালি জাতি। [সং. কপাল+ইক]।

কাপাস—বি. তুলাবিশেষ। [সং. কার্পাস]।

কাপুড়ে, কাপুড়িয়া—(১) বিণ. কাপড়-সম্বন্ধীয় (কাপুড়ে পটি)। (২) বিণ. বি. কাপড়ব্যবসায়ী; কাপড়বিলাসী (কাপুড়ে বাবু)। [বাং. কাপড় +ইয়া>এ]।

কাপুরুষ—(১) বি. সাহস-বিহীন ও পুরুষ-নামের অযোগ্য ব্যক্তি; ভয়ে কর্তব্য বা আত্মসম্মান বিসর্জন দেয় এরূপ অসার ব্যক্তি। (২) বিণ. ভীরু, সাহসহীন; অপদার্থ। [সং. কু (কা)+পুরুষ]। বি. **~তা, ~ত্ব**।

কাপ্তেন, কাপ্তান—বি. জাহাজের অধ্যক্ষ; সেনাপতি-বিশেষ; খেলোয়াড়দলের প্রধান; (অশি.) নীচ আমোদ-প্রমোদে রত ও ইয়ারদলের পৃষ্ঠপোষক ধনী ব্যক্তি। [ইং. captain]।

কাফরী, কাফরি, কাফ্রী—বি. আফ্রিকার নিগ্রোজাতি। [পো. Caffre]।

কাফি১—**কফি**-র রূপভেদ।

কাফি২—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [আ. কাফী]।

কাফের, কাফির—বি. ইসলামে অবিশ্বাসী বা ইসলাম-বিরোধী লোক। [আ. কাফির্]।

কাফেলা, কাফিলা—বি. তীর্থযাত্রীর বা ভ্রমণকারীর দল। [আ. কাফিলা]।

কাবলী—**কাবুলী**-র রূপভেদ।

কাবা১—বি. আলখাল্লাজাতীয় মুসলমানী জামাবিশেষ। [আ. কবা]।

কাবা২—বি. মক্কার বিখ্যাত মসজিদ (ইহা মুসলমানদের সর্বপ্রধান তীর্থ)। [আ.]।

কাবাব—বি. শলাকাবিদ্ধ করিয়া সেঁকা মাংস। [আ. কবাব্]।

কাবাবচিনি—বি. গোলমরিচসদৃশ ফলবিশেষ, cubeb। [আ. কবাব্+হি. চিনি]।

কাবার—বি. শেষ, খতম, সমাপ্তি (দিন, রাত বা সম্পত্তি কাবার); শেষদিন (মাসকাবার)। [আ. কুব্র]।

কাবিল—বি. যোগ্য, লায়েক। [আ.]।

কাবু—বিণ. দুর্বল (কাবু লোক); বশীভূত (তাহাকে কাবু করা গেল না), পরাস্ত, জব্দ (যুদ্ধে কাবু)। [তুর.]।

কাবুলী, কাবুলি—(১) বিণ. কাবুলদেশীয়। (২) বি. কাবুলের লোক। [কাবুল+ঈ, ই]। বি. **~ওয়ালা**—কাবুলের লোক।

কাব্য—বি. ভাবপ্রধান ও রসঘন বাক্য; পদ্যসাহিত্য; কবিতাগ্রন্থ; গদ্যে বা পদ্যে লিখিত ভাবাশ্রয়ী রসাত্মক রচনা (গদ্যকাব্য, নাট্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, নাটক প্রভৃতি)। [সং. কবি+য]। বি. **~কলা**—কাব্য রচনায় কৌশল। বি. **~জগৎ**—নিখিল বিশ্বের কবিসমাজ; কবিকল্পিত জগৎ, ভাবজগৎ। বি. **~রস**—কবিতার রস অর্থাৎ মাধুর্য। বিণ. বি. **~রসিক**—কাব্যরস উপলব্ধি করিতে সমর্থ (ব্যক্তি)। বি. **কাব্যানুশীলন, কাব্যালোচনা**—কাব্যসম্বন্ধে আলোচনা, কাব্যচর্চা।

কাম১—বি. কাজ। [সং. কর্ম]।

কাম২—বি. কন্দর্পদেব, মদন, অনঙ্গ। [সং. √কম্+ণিচ্+অ (র্তৃ)]।

কাম৩—বি. কামনা, অভিলাষ (মনস্কাম), অনুরাগ; যৌন সম্ভোগেচ্ছা। [সং. √কম্+অ (ভা)]। বি. **~কলহ** প্রণয়ী-প্রণয়িনীর ঝগড়া। বি. **~কলা**—রতিবিদ্যা, রতিশাস্ত্র। বি. **~কেলি**—রতিক্রীড়া, যৌনসম্ভোগ। বি. **~ক্ষুধা**—সম্ভোগেচ্ছা, কামলালসা। বি. **~গন্ধ**—কামের আভাস বা লেশ। বিণ. **~চর**—স্বেচ্ছাবিহারী; স্বেচ্ছাচারী। **~চার**—(১) বি. স্বেচ্ছাচার। (২) বিণ. স্বেচ্ছাচারী। বিণ. **~চারী** (-রিন্)—ইচ্ছা অনুসারে সর্বত্রগামী; স্বেচ্ছাচারী; কামের বশীভূত হইয়া চলে এমন; লম্পট। বিণ. (স্ত্রী.) **~চারিণী**। বিণ. **~জ**—কাম হইতে অর্থাৎ সম্ভোগবাসনার ফলে উৎপন্ন। বি. **~জ্বর**—প্রবল সম্ভোগেচ্ছা। বিণ. **~দ১**—অভীষ্ট-দায়ক, কামনাপূরক। **~দা১**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) অভীষ্ট-দাত্রী। (২) বি কামধেনু। বি. **~দেব**—মদনদেব। বি. **~ধেনু, ~দুঘা**—পুরাণোক্ত সর্ব-অভীষ্টদায়িনী গাভী (সুরভি, নন্দিনী প্রভৃতি)। বি. **~পত্নী**—রতিদেবী। বিণ. **~প্রদ**—অভীষ্টপূরক। বি. **~বাই**—কামোন্মত্ততা। বি. **~বাণ, শর**—মদনদেবের পঞ্চবাণ যাহার আঘাতে প্রাণিগণ কামোন্মত্ত হইয়া উঠে। বিণ. **~রূপ২, রূপী** (-পিন্)—ইচ্ছানুরূপ আকৃতি ধারণে সমর্থ; সুন্দর, সুরূপ। বি. **~শাস্ত্র, ~সূত্র**—রতিশাস্ত্র; কাম-কেলি-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বি. **~সখ**—বসন্তঋতু। বি. **কামাগ্নি, কামানল**—প্রবল যৌন সম্ভোগেচ্ছা বা কামলালসা। বিণ. **কামাতুর, কামার্ত**—উদগ্র যৌন সম্ভোগবাসনায় পীড়িত। বিণ. (স্ত্রী.) **কামাতুরা, কামার্তা**। বিণ. **কামাত্মা**—কামপরবশ; ফলকামনা-কারী। বিণ. **কামান্ধ**—কামপ্রবৃত্তিবশে হিতাহিত-জ্ঞানহারা। বি. **কামাবসায়িতা, কামাবশায়িতা**—অলৌকিক শক্তি বা ঐশ্বর্যবিশেষ; নিজের সর্বকামনা পূরণ করার ক্ষমতা; ইন্দ্রিয়নিগ্রহশক্তি। বিণ. **কামা-সক্ত**—কামপ্রবৃত্তির পরবশ; লম্পট।

কামঠ—(১) বিণ. কচ্ছপসম্বন্ধীয়। (২) বি. কচ্ছপের মাংস; (প্রাদে.) কচ্ছপ। [সং. কমঠ+অ]।

কামড়—বি. দংশন, দন্তাঘাত (সাপের কামড়); দাঁত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরা (মরণ কামড়), নির্দয় দাবি বা অত্য-

আদিতে কাম-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য কাম৩ দ্রঃ।

ধিক লোভ (মহাজনের সুদের কামড়); বেদনা, যন্ত্রণা (পেটের কামড়)। [দেশী]। ক্রি. **কামড়া, কামড়ান (নো)**—দংশন বা দন্তাঘাত করা; দাবি করা; সবলে চাপিয়া ধরা (মেসিনে তার হাত কামড়ে ধরেছে); দৃঢ়সংলগ্ন হইয়া থাকা (মাটি কামড়ে থাকা)। বি. **কামড়ানি, কামড়ি১**—কামড়ের ভাব বা যন্ত্রণা-বোধ। বি. **কামড়া-কামড়ি**—পরস্পর ক্রমাগত দংশন; মারামারি।

কামড়ি১—**কামড়** দ্রঃ।

কামড়ি২—বি. ধাতুর পাতের কিনারা মুড়িয়া দেওয়া জোড়। [দেশী]।

কামদানী, কামদানি—বি. কাপড়ের ফুল তোলার কাজ, এমব্রয়ডারী (embroidery); সল্‌মা চুমকির কাজ-করা কাপড়; তুলার কাপড়ের উপর জরি বসানোর কাজ। [হি. কাম্‌দানী]। বিণ. **কামদার**—কারুকার্য-বিশিষ্ট।

কামনা—বি. অভিলাষ, ইচ্ছা, মনোরথ। [সং. কম্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)]।

কামরা—বি. কক্ষ, ঘর। [পো. camara]।

কামরাঙ্গা, কামরাঙা—বি. পঞ্চশিরাযুক্ত অম্লস্বাদ ফল-বিশেষ। [সং. কর্মরঙ্গ]।

কামরূপ১—বি. আসামের অন্তর্গত স্থানবিশেষ। বিণ. **কামরূপী**—কামরূপ বা আসামদেশে জাত; কামরূপ-সম্বন্ধীয়।

কামরূপ২—**কাম৩** দ্রঃ।

কামলা—বি. রোগবিশেষ, কাঁওল, নেবা। [সং.]।

কামা, কামানো—ক্রি. ক্ষৌরকর্ম করা, ক্ষুর দিয়া চাঁচা, খেউরি করা (দাড়ি কামায়); আয় করা, রোজগার করা (বহু টাকা কামায়)। [বাং. কাম১+আ]। বি. **কামাই**—রোজগার, আয়। বি. **কামানি**—ক্ষৌরকারের মজুরী।

কামাই১—**কামা** দ্রঃ।

কামাই২—বি. অনুপস্থিতি (কাজে কামাই), গরহাজিরি; বিরাম (বৃষ্টির কামাই নেই)। [ফা. কম্‌ঈ]।

কামাক্ষী—বি. (স্ত্রী.) (সুন্দর নেত্রযুক্ত বলিয়া) কামাখ্যা-দেবী। [সং. কাম+অক্ষি+ঈ]।

কামাখ্যা—বি. (স্ত্রী.) হিন্দু তীর্থরূপে পরিগণিত বাহান্ন মহাপীঠের অন্যতম, গৌহাটির নিকটস্থ পর্বতবিশেষ; এই-স্থানে সতীর অঙ্গ পতিত হইয়াছিল; কামাখ্যাতীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। [সং. কাম৩+আখ্যা]।

কামান—বি. তোপ। [ফা. কমান্]।

কামানি—বি. ধনুকাকৃতি স্প্রিং-বিশেষ। [ফা. কমান]।

কামার—বি. যে ব্যক্তি লৌহদ্রব্য গড়ে, কর্মকার। [সং. কর্মকার > কর্মার]। বি. (স্ত্রী.) ~**নী**—কামারের স্ত্রী। বি. ~**শালা**—কামারের কারখানা বা কার্যস্থল।

কামাল—বি. নৈপুণ্য; অসাধারণ কর্ম বা কর্মসম্পাদন। [আ. কমাল্]।

কামিজ—বি. জামাবিশেষ, ঢিলা শার্ট। [পো. camisa]।

কামিন—বি. দাসী, ঝি; নারী-শ্রমিক (তু., কুলি-কামিন)। [দেশী]।

কামিনী—বি. রমণী; পত্নী; সুগন্ধি ফুলবিশেষ। [সং. কাম+ইন+ঈ]। বিণ. ~**সুলভ**—স্ত্রী-জাতির পক্ষে স্বাভাবিক।

কামিল—বি. ওস্তাদ; পণ্ডিত; কর্মনিপুণ; শিল্পী; স্বর্ণকার। [আ. কামিল্]।

কামী (-মিন্)—বিণ. কামুক; অভিলাষী (শান্তিকামী)। [সং. কাম+ইন্]।

কামুক—বিণ. রমণাভিলাষী, কামপরবশ; অভিলাষী। [সং. √কম্‌+উক (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **কামুকা, কামুকী**।

কামোদ—বি. সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বি.(স্ত্রী.) **কামোদা**—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ।

কামোদ্দীপক—বিণ. কামলালসার উদ্রেক করে বা বৃদ্ধিসাধন করে এমন। [সং. কাম+উদ্দীপক]।

কামোপহত—বিণ. কামার্ত। [সং. কাম+উপহত]।

কাম্য—বিণ. বাঞ্ছনীয়, কামনার যোগ্য; অভীষ্ট (কাম্য ফল); ফললাভের জন্য অনুষ্ঠেয় (কাম্য কর্ম)। [সং. √কম্‌+ণিচ্‌+য (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **কাম্যা**।

কায়—বি. শরীর, দেহ। [সং. √চি(=সঞ্চয়ে, অন্নাদির দ্বারা)+অ (র্ম)]। বি. ~**কল্প**—পুনর্যৌবনলাভ বা আয়ু-বৃদ্ধির জন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাবিশেষ। বি. ~**ক্লেশ**—শারীরিক পরিশ্রম। ক্রি-বিণ. ~**ক্লেশে**—কষ্টেসৃষ্টে। বি. ~**চিকিৎসা**—(আয়ু.) জ্বরাদি শারীরিক রোগের চিকিৎসা। বি. ~**ব্যূহ**—(বৈ. সা.) এক সঙ্গে বহু দেহ রচনা, যাহা কেবল যোগীর সাধ্য; একই শরীরের অবিকল সেইরূপ বহু শরীর হওয়া ('ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ': চৈ. চ.)। ~**মনোবাক্যে**—দেহে-মনে ও কথায়, অর্থাৎ সর্বপ্রকারে। বি. ~**সাধনা**—দেহকে অমর করিবার জন্য যৌগিক সাধনা। বি. ~**সিদ্ধি**—যৌগিক সাধনাদ্বারা দেহের অমরত্ব লাভ।

কায়দা—বি. কৌশল, দক্ষতা; ব্যবহার (আদব-কায়দা); দমন (শত্রুকে কায়দা করা), সুযোগ বা অধিকার (কায়-দায় পাওয়া)। [আ.]।

কায়স্থ—বি. কায়েত, হিন্দু জাতিবিশেষ; কেরানী, সরকারী কর্মচারিবিশেষ। [সং. কায়২+√স্থা+অ (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **কায়স্থা**, (অশু.) **কায়স্থিনী**—কায়স্থ-জাতীয়া নারী; কায়স্থের পত্নী ('নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা': দীন.)।

কায়া—বি. দেহ, শরীর। [সং. কায়]।

কায়িক—বিণ. শারীরিক। [সং. কায়+ইক]।

কায়েত—বি. কায়স্থ। [সং. কায়স্থ]।

কায়েম—বিণ. দৃঢ়, স্থির, পাকা (চাকরিতে কায়েম হওয়া), মজবুত (কায়েম করা বা হওয়া) যথাবৎ (কায়েম থাকা)। [আ. কায়িম্]। বিণ. **কায়েমী**—সুদৃঢ়; চিরস্থায়ী (কায়েমী বন্দোবস্ত); বহু-কাল যাবৎ বিনা বাধায় যাহা চলিতেছে (কায়েমী অধিকার, ভোগ বা স্বার্থ, vested interests)।

কার১—**কাহার২**-এর চলিত রূপ।

কার২—বি. পাকান সুতা (সাধারণতঃ রেশমের)। [ইং. cord]।

কার৩—বি. ফ্যাসাদ. সঙ্কট (কারে পড়া)। [ফা.]।

-কার৪—বি. যে করে, নির্মাতা, শিল্পী, রচয়িতা (স্বর্ণকার, রূপকার) ; উক্তি, উচ্চারণ (জয়জয়কার, হুঙ্কার) ; ক্রিয়া, কার্য (নমস্কার, আবিষ্কার) ; অক্ষর বা তাহার চিহ্ন (অ-কার, ও-কার)। [সং. √কৃ+অ (র্তৃ)]।

-কার৫—সম্বন্ধার্থ বাঙ্গালা প্রত্যয়বিশেষ (আজিকার, আগেকার, ভিতরকার কথা)।

কারক—(১) বিণ. কর্মসম্পাদক, সাধক (অনিষ্টকারক)। (২) বি. (ব্যাক.) ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় আছে (অর্থাৎ কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক বা অধিকরণকারক)। [সং. √কৃ+অক (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **কারিকা**।

কারকিত—বি. কৃষিকার্যাদি ; চাষের জন্য জমি তৈয়ারির কাজ, জমি পাট করা ; চাষের তদবির। [তু. কারু, কৃত্য)]।

কারকুন—বি. জমিদারির বা বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। [ফা.]।

কারখানা—বি. পণ্য-উৎপাদনের বা শিল্পদ্রব্য নির্মাণের স্থান ; বিরাট্ ব্যাপার (কাণ্ডকারখানা)। [ফা.]।

কারচুপি, কারচুবি—বি. কৌশল, চালাকি ; শঠতা ; কাপড়ের উপর নকশার কাজ। [ফা. কার্‌চোব্]।

কারণ১—বি. (দর্শনে) যদ্দ্বারা কার্য করা যায় ; দেহ ; ইন্দ্রিয়। [সং. করণ+অ]।

কারণ২—(১) বি. হেতু, নিমিত্ত ; প্রয়োজন, উদ্দেশ্য (কি কারণে আসিয়াছে) ; মূল, বীজ ; যাহা হইতে বা যাহার যত্নে বা যাহার সহযোগে কোন কার্য উৎপন্ন হয় ; যাহা হইতে কোন বিষয় সঙ্ঘটিত বা উদ্ভূত হয় (ধর্ম সুখের কারণ) ; (বাং.) তান্ত্রিক সাধনার উপকরণরূপে ব্যবহৃত মদ্য (কারণবারি পান করা)। (২) (বাং.) অব্য. যেহেতু (সে আজ অফিসে আসে নাই কারণ তাহার পুত্র অসুস্থ)। [সং. √কৃ+ণিচ্+অন (ণে)]। বি. **~জল, ~বারি**—শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির হেতুভূত আদি জল। বি. **~শরীর**—বেদান্তোক্ত সূক্ষ্ম দেহবিশেষ। বিণ. **কারণিক**—কারণসম্বন্ধীয় ; কারণ-অনুসন্ধানকারী ; পরীক্ষক, বিচারক। বিণ. **কারণীভূত**—কারণস্বরূপ ; কারণরূপে কল্পিত বা উপস্থাপিত।

কারণ্ডব—বি. একপ্রকার হাঁস। [সং.]।

কারতুস, কারতুজ—বি. বন্দুকের টোটা। [পো. cartucho]।

কারদানি—বি. কৃতিত্ব ; কর্মকৌশল ; বাহাদুরি। [ফা. কারদানী]।

কারনিস—বি. ছাদ বা দেওয়ালের যে অংশ বাহিরের দিকে একটু প্রলম্বিত থাকে। [ইং. cornice]।

কারপরদাজ—বি. আজ্ঞাবাহক প্রতিনিধি, কর্মচারী, ভৃত্য। [ফা. কারপরদার]।

কারপেট—বি. গালিচা। [ইং. carpet]।

কারবন—বি. মৌলিক পদার্থবিশেষ : ইহা অঙ্গার হীরক কৃষ্ণসীসক প্রভৃতির প্রধান উপাদান ; অঙ্গার। [ইং. carbon]। বি. **~পেপার**—(লিখিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিলিপি গ্রহণের সহায়ক) এক পিঠে কালি-মাখান কাগজবিশেষ।

কারবলিক—বিণ. অঙ্গার বা আলকাতরা-জাতীয় অম্ল-সম্বন্ধীয়। [ইং. carbolic]। **কারবলিক অ্যাসিড**—অঙ্গারাম্লবিশেষ। **কারবলিক সাবান**—কারবলিক অ্যাসিড-মিশ্রিত সাবানবিশেষ।

কারবাইড—বি. চুন ও অঙ্গারঘটিত দ্রব্যবিশেষ ; ইহা জলে দিলে গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্যাস হইতে আলো হয়। [ইং. carbide]।

কারবার—বি. ব্যবসায় ; পেশা ; কাজকর্ম ; আদান-প্রদান। [ফা.]। বিণ. **কারবারি, কারবারী**—ব্যবসায়ী।

কারয়িতা (-তৃ)—বিণ. অন্যের দ্বারা কাজ করাইয়া নেয় এমন। [সং. √কৃ+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **কারয়িত্রী**।

কাররবাই, কারবাই—বি. কর্মকৌশল ; আপত্তিকর কার্যাবলী, কারসাজি। [ফা. কার্‌রবাঈ]।

কারসাজি—বি. কূটকৌশল ; প্রবঞ্চনা, চালাকি। [ফা. কার্‌সাজী]।

কারা১—কাহারা-র কথ্য রূপ।

কারা২—বি. কয়েদ, জেলখানা (কারারুদ্ধ)। [সং. √কৃ+অ (ঘি)+আ]। বি. **~গার**—জেলখানা। বি. **~পাল**—জেলখানার অধ্যক্ষ, Jailor [স. প.]। বি. **~বাস** বন্দিভাবে কারাগারে অবস্থান ; বন্দিত্ব।

কারাবা—কার্বা-র রূপভেদ।

কারি, কারী—বি. মাংস বা মাছের ঝোল, curry। [তামি. কারি]।

কারিকর—বি. শিল্পকার, শিল্পী। [সং. কারি+ √কৃ+অ (র্তৃ)]।

কারিকা—(১) বি. ছন্দোবদ্ধ ব্যাখ্যা ; অল্পাক্ষর ব্যাখ্যা-দ্বারা বহু অর্থের জ্ঞাপক কবিতা ; শিল্পকর্ম। (২) বিণ. বি. (স্ত্রী.) কর্ম-সম্পাদিকা, কারয়িত্রী। [সং. √কৃ+অক (র্তৃ)+আ]।

কারিকুরি—বি. কারুকার্য ; শিল্পনৈপুণ্য। [সং. কারিকর+বাং. ই]।

কারিগর—বি. কারিকর, শিল্পী, মিস্ত্রী। [ফা. কারীগর্]। বি. **কারিগরি**—শিল্পনৈপুণ্য, কারুকার্য। বিণ **কারিগরি, কারিগরী**—শিল্পনৈপুণ্য-সম্বন্ধীয় ; শিল্পসম্বন্ধীয় ; শিল্পদ্রব্যের নির্মাণ যাহার লক্ষ্য (কারিগরী শিক্ষা)।

কারিত—বিণ. অপরের দ্বারা করান হইয়াছে এমন। [সং. √কৃ+ণিচ্+ত (র্ম)]।

-কারী (-রিন্)—বিণ. যে করে (অনিষ্টকারী, আজ্ঞাকারী)। [সং. √কৃ+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **~কারিণী**।

কারু—(১) বি. (তন্তুবায় রজক প্রভৃতি) শিল্পকার, artisan। (২) বিণ. নির্মাতা, কর্তা। [সং. √কৃ+উ (র্তৃ)]। বি. **~কর্ম, ~কলা, ~শিল্প**—কাঠের কাজ ধাতুর কাজ প্রভৃতি কারিগরী শিল্প, প্রধানতঃ হাতের কাজ, crafts [স. প.] ; ঐরূপ শিল্পবিদ্যা। বি. বিণ. **~কর্মী** (-র্মিন্), **~শিল্পী** (-ল্পিন্)—কারিকর, craftsman, artisan। বি. **~কার্য**—শিল্পনৈপুণ্য, নক্শা। বি.

কারু-সমবায়—কারিগরদের শিল্পোৎপাদন ও শিল্প-বিক্রয়ের সমবায়-প্রতিষ্ঠান, guild, organization।

কারুণিক—বিণ. করুণাময় (অনন্ত কারুণিক বুদ্ধ)। [সং. করুণা+ইক]।

কারুণ্য—বি. করুণার ভাব, অনুকম্পা। [সং. করুণা+(ষ্যার্থে) য]।

কারেন্ট—বি. জলস্রোত, বিদ্যুৎ-প্রবাহ। [ইং. current]। বি. ~**একাউন্ট**—ব্যাঙ্কের চলতি আমানত। [ইং. current account]।

কারেনসি নোট—বি. পত্রমুদ্রা, টাকার নোট। [ইং. currency note]।

কার্কশ্য—বি. কর্কশতা। [সং. কর্কশ+য (ভাবে)]।

কার্টিজ—বি. বন্দুকের টোটা। [ইং. cartridge]।

কার্ড—বি. মোটা কাগজখণ্ড। [ইং. card]।

কার্তিক—বি. বাঙ্গালা সনের সপ্তম মাস; কার্তিকেয়। [সং. কৃত্তিকা+অ]। বি. **কার্তিকেয়**—শিবদুর্গার পুত্র ও দেবসেনাপতি। **কেলে-কার্তিক, নবকার্তিক, লোহার কার্তিক**—(বিদ্রূপে) অতি কৃষ্ণকায় কুৎসিত ব্যক্তি।

কার্তুজ, কার্নিস—যথাক্রমে **কারতুজ** ও **কারনিস**-এর বানানভেদ।

কার্পণ্য—বি. কৃপণতা। [সং. কৃপণ+য]।

কার্পাস—বি. তুলাবিশেষ, কাপাস। [সং.]।

কার্পেট, কার্বন, কার্বলিক—যথাক্রমে **কারপেট, কারবন** ও **কারবলিক**-এর বানানভেদ।

কার্বা—বি. গোলাবপাশ। [ফা. কারাবা]।

কার্মিক—বিণ. যাহার উপর (সূচীকার্যাদি) কর্ম করা হইয়াছে এমন (বস্ত্রাদি); বিচিত্র; নির্মিত কর্মসম্বন্ধীয়। [সং. কর্মন্+ইক]।

কার্মুক—বি. ধনুক। [সং. কর্ম(ন্)+উক]।

কার্য—(১) বি. কাজ, কর্ম; প্রয়োজন (কোন্ কার্যে আসিয়াছ); ফল, উপকার (ইহাতে কোন কার্য দর্শিবে না)। (২) বিণ. কর্তব্য, করণীয় (ইহা অবশ্যকার্য)। [সং. √কৃ+য (র্য)]। বিণ. ~**কর**, ~**কারী** (-রিন্)—উপযোগী, ফলদায়ক। বিণ.(স্ত্রী.) ~**করী**, ~**কারিণী**। বি. ~**করতা**, ~**কারিতা**। বি. ~**কলাপ**—কার্যসমূহ, কাজকর্ম। বি. ~**কারণসম্বন্ধ**—কার্য ও কারণের পরস্পর আপেক্ষিক সম্বন্ধ। বি. ~**কাল**—চাকরি প্রভৃতির ব্যাপ্তিকাল; প্রয়োজন (কার্যকালে বন্ধুদের দেখা পাওয়া যায় না)। বিণ. ~**কুশল**—কর্মনিপুণ। বি. ~**ক্রম**—করণীয় কার্যের ক্রমানুযায়ী তালিকা, programme। ক্রি-বিণ. ~**গতিকে**—কাজের প্রয়োজনে বা তাগিদে। অব্য. ~**আগে**—লিপি দলিল প্রভৃতির প্রারম্ভিক পাঠবিশেষ। [সং. কার্যম্+চ+বাং. আগে]। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**তঃ** (-তস্), (চলিত) ~**ত**—ফলতঃ; প্রকৃতপ্রস্তাবে; প্রয়োজনের বা কার্যের কালে। বি. ~**পরম্পরা**—ক্রমানুযায়ী কার্য। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**বশতঃ** (-তস্)—কার্যানুরোধে। বি. ~**বাহ**—সভাদিতে আলোচিত বা নির্বাহিত বিষয়সমূহ, proceedings [স. প.]। বি. ~**সিদ্ধি**—ক সাফল্য। বি. **কার্যাকার্য**—কাজ ও অকাজ; বিধেয় ও অবিধেয় কর্ম। ক্রি-বিণ. **কার্যানুরোধে**—কার্যবশে, কাজের প্রয়োজন বা দাবিতে। বি. **কার্যান্তর**—ভিন্ন কর্ম। বি. **কার্যোদ্ধার**—কার্যসিদ্ধি, কাজ হাসিল।

কার্শ্য—বি. কৃশতা। [সং. কৃশ+য (ভা)]।

কার্ষাপণ—বি. ১৬ পণ বা ১ কাহন। [সং.]।

কার্ষ্ণ—বিণ. কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়। [সং. কৃষ্ণ+অ]।

কার্ষ্ণি—বি. কৃষ্ণের পুত্র। [সং. কৃষ্ণ+ই]।

কার্ষ্ণ্য—বি. কৃষ্ণতা, কাল রঙ। [সং. কৃষ্ণ+য (ভা)]।

কাল$_1$—(১) বিণ. (প্রাদে.) অত্যন্ত ঠাণ্ডা, হিমশীতল। (২) বি. শৈত্য। [তু. সং কাল$_2$, শীতল]।

কাল$_2$—বি. সময় (নিশাকাল, শিশুকাল); যুগ (একাল, সেকাল); অবসর (কালাভাব); মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ শৈশব যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্য প্রভৃতি (তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে); আয়ুষ্কাল (কাল পূর্ণ হওয়া); যম, মৃত্যু, সর্বনাশ, বিপদের কারণ (কালের কবল; মোকদ্দমাই তাহার কাল হইয়াছে); (ব্যাক.) ক্রিয়ার কার্যের সময় অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রভৃতি। [সং. √কল্+ণিচ্+অ (র্তৃ)]। বি. ~**কর্ণী**—অলক্ষ্মী। বি. ~**কূট**—মারাত্মক বিষবিশেষ। ক্রি-বিণ. ~**ক্রমে**—কালে কালে; কিছুকাল পরে; কালবশে। বি. ~**ক্ষেপ**, ~**ক্ষেপণ**—সময় অতিবাহন, কালাতিপাত। বি. ~**গ্রাস**—মৃত্যুর কবল, মৃত্যু। **কালগ্রাসে পতিত হওয়া**—মরা। বি. ~**ঘাম**—মৃত্যুকালীন ঘাম; অতিশয় পরিশ্রমজনিত ঘাম। বি. ~**ঘুম**, ~**নিদ্রা**—মৃত্যুরূপ ঘুম। বি. ~**চক্র**—চক্রবৎ অবিরাম ভ্রমণরত কাল। ~**জ্ঞ**—(১) বিণ. কালবিৎ, কোন্ কালে কি কর্তব্য তাহা জানে এমন। (২) বি. দৈবজ্ঞ। বি. ~**জ্ঞান**—যথাযোগ্য সময়ের বোধ; জ্যোতিষ-শাস্ত্র। বি. ~**ধর্ম**—মৃত্যু; কালের ধর্ম; বিভিন্ন বয়সের বা ঋতুর স্বাভাবিকগুণ। কালক্রমে যাহা অবশ্য ঘটিবে। বি. ~**পুরুষ**—যমের অনুচরবিশেষ: ইনি দেবগণের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ-বর্জনের পূর্বে রামচন্দ্রের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেন; পুরুষাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ, Orion। বি. ~**বেলা**—(জ্যোতিষ) অশুভ সময়-বিশেষ। বি. ~**বৈশাখী**, (কথ্য.) ~**বোশেখি**—চৈত্রবৈশাখ মাসের আপরাহ্নিক ঝড়বৃষ্টি। বি. ~**ব্যাজ**—এখন নয় পরে করা যাইবে: এইরূপ চিন্তা করিয়া বিলম্ব করা; গড়িমসি। বি. ~**ভৈরব**—শিবাংশজনিত ভৈরববিশেষ। বি. ~**যাপন**—কালক্ষেপণ, সময় কাটান। বি. ~**রাত্রি**—যে রাত্রিতে মৃত্যু বা বিপদ্ ঘটে; ভয়ঙ্কর রাত্রি; (জ্যোতিষ) রাত্রির অশুভ ভাগ। বি. ~**শুদ্ধি**—কালের শুদ্ধি, শাস্ত্রানুসারে কালের প্রশস্ত ভাগ। বি. ~**সমুদ্র**—সমুদ্রের ন্যায় অনন্তবিস্তার কাল। বি. ~**স্রোত**—সময়ের অগ্রগতি ('কালস্রোতে ভেসে যায়…' রবীন্দ্র)। বি. ~**হরণ**—কালযাপন। ক্রি-বিণ. **কালে**—ভবিষ্যতে, কালক্রমে (এ ছেলে কালে বিরাট্ ব্যক্তি হইবে)। **কালে কালে**—কালক্রমে,

ক্রমে ক্রমে; বিভিন্ন কালে। ক্রি-বিণ. **কালে-ভদ্রে**—কখন-সখন, কদাচিৎ, বড় একটা নহে।

কাল$_৩$, কালো—(১) বি. কৃষ্ণ বর্ণ। (২) বিণ. কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। [সং. কু + √অল্ + অ (র্তৃ)]। বিণ. **~কিষ্টি**—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ও মলিন। বি. **~গঙ্গা**—কালিন্দী, যমুনা। **~চিটা,** (কথ্য) **~চিটে**—কাল দাগ। বিণ. **~চে**—কৃষ্ণাভ অথচ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নহে এমন। বি. **~শশী**—কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। বি. **~শিরা, ~শিটা,** (কথ্য) **~শিটে**—আঘাতের ফলে রক্ত জমিয়া উৎপন্ন কাল দাগ। বি. **~নাগ, ~সর্প, ~সাপ**—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ। **কালো টাকা**—ব্যবসায়ে বে-আইনী উপার্জনের টাকা। **কালো বাজার**—সরকার-নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার, black market।

কাল$_৪$—বি. ক্রি-বিণ. আগামী কল্য বা পরদিন; গত-কল্য বা পূর্বদিন। [সং. কল্য]। বি. ক্রি-বিণ. **~কে**—(কথ্য) কাল। বি. ক্রি-বিণ. **কালি**—(প্রধানতঃ কাব্যে) কাল। বিণ. **কালিকার, ~কার,** (কথ্য) **~কের**—পূর্বদিনের বা পরদিনের।

কালনেমি—বি. (রামায়ণে) রাবণের মাতুল। **কাল-নেমির লঙ্কাভাগ**—কালনেমি যেরূপ হনুমান্‌কে মারিবার পূর্বেই লঙ্কাভাগ করিয়া লইবার কল্পনা করিয়াছিল সেইরূপ কোন দুর্লভ বস্তু লাভ করিবার পূর্বেই উহা উপভোগ করিবার অলীক কল্পনা।

কালপেঁচা—বি. ধূসরবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট কটা রঙের পেচকবিশেষ (ইহার চিৎকার অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিবেচিত); অত্যন্ত অশুভকর বা কৃষ্ণকায় ও কদাকার ব্যক্তি। [বাং. কাল$_২$, $_৩$, পেঁচা]।

কালবুদ—বি. জুতা তৈয়ারি করিবার কাঠের ফর্মা; খিলানকরা ছোট সাঁকো, culvert; খিলান গাঁথিবার ফর্মা। [ফা.]।

কালবোস, কালবাউশ—বি. রোহিতের ন্যায় বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

কালমেঘ—বি. যকৃতের রোগে উপকারী তিক্তাস্বাদ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। [সং. কালমেষী ?]।

কালা$_১$—বিণ. বধির, শ্রবণশক্তিহীন। [সং. কল্ল]।

কালা$_২$—(১) বিণ. কৃষ্ণবর্ণ; কলঙ্কিত (কালা মুখ)। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণ। [সং. কাল]। **কালা কানুন**—প্রজাস্বার্থ-বিরোধী অন্যায় আইন, black act। বি. **~চাঁদ**—

কালাংড়া—বি সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [?]।

কালাকাল—বি. সুসময় ও দুঃসময়; উপযুক্ত ও অনুপ-যুক্ত সময়; (জ্যোতিষ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বা শুভ ও অশুভ সময়। [কাল$_২$ + অকাল]।

কালাগুরু—বি. কৃষ্ণচন্দন। [সং. কাল$_৩$ + অগুরু]।

কালাগ্নি, কালানল—বি. প্রলয়াগ্নি, প্রলয়কালীন অর্থাৎ সৃষ্টিনাশক অগ্নি। [সং. কাল$_২$ + অগ্নি]।

কালাচাঁদ—কালা$_২$ দ্রঃ।

কালাজিন—বি. কৃষ্ণসারচর্ম। [কাল$_৩$ + অজিন]।

কালাজ্বর—বি. প্লীহা ও রক্তাল্পতাযুক্ত জ্বররোগবিশেষ। [অসম. কালা আজর]।

কালাতিক্রম, কালাতিপাত, কালাত্যয়—বি. সময়-লঙ্ঘন; কালক্ষেপণ। [সং. কাল$_২$ + অতিক্রম, অতি-পাত, অত্যয়]।

কালান, কালানো—(১) ক্রি. (প্রাদে.) অতিশয় শীতল হওয়া (কালাইয়া যাওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. কাল$_১$ + আন]।

কালানল—কালাগ্নি-র অনুরূপ। [সং. কাল$_২$ + অনল]।

কালানুক্রমিক—বিণ. কালের পারম্পর্য অনুসরণকারী (কালানুক্রমিক বর্ণনা)।

কালান্তক—(১) বিণ. কালের বা যুগের লোপকারী, প্রলয়ঙ্কর। (২) বি. যম। [সং. কাল$_২$ + অন্তক]।

কালান্তর—বি. অন্য কাল; যুগান্তর, ভিন্ন যুগ, যুগশেষ। [সং. কাল$_২$ + অন্তর]।

কালাপানি—বি. ভারত মহাসাগরের কৃষ্ণবর্ণ জল; সমুদ্র; ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকো-বার দ্বীপপুঞ্জ বা পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর; ভারতবর্ষ হইতে দ্বীপান্তরে নির্বাসনদণ্ড। [বাং. কালা$_২$ + হি. পানি]।

কালাপাহাড়—বি. মুসলমান আমলের ঐতিহাসিক হিন্দু ব্রাহ্মণ: ইনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের সমূহ ক্ষতি ও বহু দেবমন্দির চূর্ণ করেন; (আল.) স্বধর্ম-দ্বেষী ও ভয়ঙ্কর ব্যক্তি; প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের বিরোধী ব্যক্তি। [বাং. কালা$_২$ + পাহাড়]। বিণ. **কালা-পাহাড়ী**—কালাপাহাড়ের ন্যায়।

কালাপেড়ে—বিণ. কালো পাড়ওয়ালা। [বাং. কালা$_২$ + পাড়$_২$ + ইয়া]।

কালা-বাজার—**কালো বাজার**-এর অনুরূপ। [কাল$_৩$ দ্রঃ]।

কালামুখ—(১) বিণ. কলঙ্কলিপ্ত মুখবিশিষ্ট; কলঙ্কী; নির্লজ্জ, বেহায়া। (২) বি. কলঙ্কলিপ্ত মুখ। [বাং. কালা$_২$ + মুখ]। বিণ. **কালামুখো, কালামুখা**—কলঙ্কী; নির্লজ্জ। বিণ. (স্ত্রী.) **কালামুখী**।

কালাশুদ্ধি—বি. (জ্যোতিষ.) অকাল, অশুভ সময় বা ক্ষণ। [সং. কাল$_২$ + অশুদ্ধি]।

কালাশৌচ—বি. মাতাপিতা বা তত্তুল্য মহাগুরুর মৃত্যু-জনিত বর্ষব্যাপী অশৌচ। [সং. কাল$_২$ + অশৌচ]।

কালি$_১$—বি. সঙ্কলন, একত্রীকরণ; ক্ষেত্রের বা ঘন-পদার্থের পরিমাপ-হিসাব, ঘনফল, বর্গফল (কাঠাকালি, বিঘাকালি)। [সং. √কল্]। ক্রি. **কালি করা, কালি কষা**—ক্ষেত্রফল বাহির করা।

কালি$_২$—বি. মসি (ছাপার কালি, লাল কালি); অন্ধ-কার, মালিন্য (মনের কালি); কলঙ্ক (কুলে কালি দেওয়া); ভুসা (প্রদীপের কালি)। [সং. কালী]। বি. **~ঝুলি**—মসি ও ঝুল।

আদিতে **কাল-** যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **কাল$_২$, $_৩$, $_৪$** দ্রঃ।

কালিক—বিণ. সময়-সম্পর্কিত, সাময়িক, কালে উৎপন্ন; সময়োপযোগী। [সং. কাল২ + ইক]।

কালিকা—বি. (স্ত্রী.) কালী বা চণ্ডিকাদেবীর রূপবিশেষ। [সং. কালী + স্বার্থে ক + আ]। বি. **~পুরাণ**—কালিকার মাহাত্ম্য-সংবলিত গ্রন্থবিশেষ।

কালিদহ—বি. যমুনা-নদীগর্ভে কালিয়-নাগের বাসস্থান। [বাং. কালি (= কালিয় নাগ) + দহ (= অগাধ জল: > হ্রদ > হ্রদ)।

কালিদাস—বি. প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকবি। [সং. কালী + দাস]।

কালিনী১—বিণ. (প্রা. কাব্যে) দুঃখিনী; শোকার্তা। [বাং. কালি + নী]।

কালিনী২—**কালিন্দী**-র কোমল রূপ।

কালিন্দী—বি. যমুনা-নদী। [সং.]।

কালিমা (-মন্)—বি. মলিনতা, কৃষ্ণতা; কলঙ্ক। [সং. কাল৩ + ইমন্ (ভা)]।

কালিয়—**কালীয়২** দ্রঃ।

কালিয়া১—বি. মাছ মাংস প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ। [আ. কলিআ]।

কালিয়া২—বি. শ্রীকৃষ্ণ, কালা। [সং. কাল৩]।

কালী—বি. কালিকাদেবী; শ্রীদুর্গা; দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা। (ব্যঙ্গে) কৃষ্ণবর্ণা নারী; কালি, মসি; (বাং.) কালীয় নাগ। [সং. কাল৩ + ঈ]। বি. **~তলা**—কালিকাদেবীর (বিশেষতঃ বারোয়ারী) পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। বি. **আন্নাকালী**—কন্যার নামবিশেষ (উপর্যুপরি কন্যাসন্তানলাভের পর যাহাতে আর কন্যা না জন্মে, কালীর কাছে এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়া নবজাত কন্যার এই নাম রাখা হয়)। [বাং. আর + না + কালী]।

কালীন, কালীয়১—বিণ. (অন্য শব্দের পর) সাময়িক (মৃত্যুকালীন উক্তি, সায়ংকালীয় প্রার্থনা)। [সং. কাল + ঈন, ঈয়]।

কালীয়২, কালিয়—বি. ভাগবতে বর্ণিত যমুনাগর্ভস্থ নাগবিশেষ। [সং. কাল + ঈয়, ইয়]। বি. **~দমন**—কালীয়কে দমনকারী, শ্রীকৃষ্ণ; কালীয় নাগকে শাসন।

কালেকটর, কালেক্টর—বি. জেলার রাজস্ব-আদায়ের প্রধান কর্মচারী। [ইং. collector]। বি. **কালেকটরি (রী), কালেক্টরি (রী)**—কালেকটরের কাছারি বা দফ্‌তর। [ইং. collectorate]।

কালেজ—**কলেজ**-এর রূপভেদ।

কালে-ভদ্রে—**কাল২** দ্রঃ।

কালো—**কাল৩**-এর বানানভেদ।

কালোচিত—বিণ. সময়োচিত। [সং. কাল২ + উচিত]।

কালোয়াত, (বর্জি.) কালোয়াৎ—বি. উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী ব্যক্তি। [সং. কলাবৎ]। বি. **কালোয়াতি**—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শিতা; কালোয়াতের পেশা; (ব্যঙ্গে) ওস্তাদি। বিণ. **কালোয়াতী**—কালোয়াত-সম্বন্ধীয়; উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসম্বন্ধীয়।

কাল্পনিক—বিণ. কল্পনাপ্রসূত, মনগড়া; অবাস্তব; অলীক। [সং. কল্পনা + ইক]।

কাশ১—বি. দীর্ঘ তৃণবিশেষ, কেশে; কেশে ফুল। [সং. √কাশ্ + অ (র্তৃ)]।

কাশ২—বি. ব্যাধিবিশেষ, কাশরোগ। [সং.]। **কাশা**—(১) ক্রি. খক্ খক্ শব্দ করিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা ('বুড়ো মরে কেশে')। (২) বি. উক্ত অর্থে। **কাশি**—বি. কাশার শব্দ; গয়ার; কাশরোগ।

কাশী—বি. বারাণসী; হিন্দুর মহাতীর্থ। [সং. √কাশ্ + অ (র্তৃ) + ঈ]। বি. **~নাথ, ~শ, ~শ্বর**—কাশীর অধিদেবতা শিব; কাশীরাজ। বি. **~প্রাপ্তি, ~লাভ** কাশীতে মৃত্যু; স্বর্গপ্রাপ্তি। বি. **~য়াল, (কথ্য.) কেশেল**—কাশীর অধিবাসী; স্বদেশে প্রচারিত লোকনিন্দা এড়াইবার জন্য কাশীতে আশ্রয়গ্রহণকারী; কলঙ্কযুক্ত ব্যক্তি।

কাশ্মীরী—(১) বিণ. কাশ্মীরদেশীয়। (২) বি. কাশ্মীরের অধিবাসী; কাশ্মীরদেশজাত শাল বা শীতবস্ত্র। [কাশ্মীর + ঈ]।

কাশ্যপ—(১) বিণ. কশ্যপমুনির বংশধর; কশ্যপসম্বন্ধীয়। (২) বি. গোত্রবিশেষ; প্রাচীন মুনিবিশেষ, কণাদমুনি। [সং. কশ্যপ + অ]। বি. **কাশ্যপেয়**—কশ্যপমুনির সন্তান; সূর্য; গরুড়।

কাষায়—বিণ. কষায় বর্ণবিশিষ্ট, গৈরিক। [সং. কষায় + অ]।

কাষ্টিক—(প্রা.) বি. দাহকর বা ক্ষয়কর আরকবিশেষ। [ইং. caustic]।

কাষ্ঠ—বিণ. বৃক্ষের ভিতরকার কঠিন অংশ; কাঠ, দারু। [সং. √কাশ্ + থ]। বি. **~কুট্ট**—কাঠ্‌ঠোকরা পাখি। বি. **~পাদুকা**—খড়ম। বি. **~ফলক**—কাঠের তক্তা। বি. **~ভার**—কাঠের বোঝা। বি. **~হাসি**—আন্তরিকতাহীন বা লোক-দেখান হাসি, কৃত্রিম হাসি।

কাষ্ঠা—বি. সীমা (পরাকাষ্ঠা); অতি সূক্ষ্ম কালপরিমাণবিশেষ। [সং. কাষ্ঠ + আ]।

কাষ্ঠাসন—বি. চেয়ার টুল পিঁড়ে প্রভৃতি কাঠের তৈয়ারি আসন। [সং. কাষ্ঠ + আসন]।

কাষ্ঠিকা—বি. কাঠি; কাঠের টুকরা। [সং. কাষ্ঠ + ইক + আ]।

কাসন—বি. গুঁড়া সরিষার ঝোলবিশেষ; কাসুন্দি। [বাং. কাসন্দ]।

কাসার—বি. সরোবর, পুষ্করিণী। [সং.]।

কাসীস—বি. হিরাকস, iron sulphate। [সং.]।

কাসুন্দি—বি. কাঁচা আম সরিষা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত আচারবিশেষ। [সং. কাসমর্দ]।

কাস্তে—বি. শস্যাদি (বিশেষতঃ ধান) কাটিবার জন্য অর্ধ-চন্দ্রাকার অস্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

কাহন, কাহণ—বিণ. বি. ষোল পণ, ১২৮০টা। [সং. কার্ষাপণ]।

কাহাকে—সর্ব. কোন্ জনকে। [বাং. কে-শব্দের ২য়া ও ৪র্থীর ১ বচনের রূপ]।

কাহার১—বি. শিবিকাবাহক হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. স্কন্ধাবার]।

কাহার₂—সর্ব. কোন্ জনের। [বাং. কে-শব্দের ৬ষ্ঠীর ১ বচন]।

কাহারবা—বি. (কাহার-সম্প্রদায়ের নৃত্যগীত হইতে উৎপন্ন) সঙ্গীতের তালবিশেষ। [হি.]।

কাহিনী—বি. বৃত্তান্ত, গল্প, উপাখ্যান। [সং. কথন—তু. হি. কহানী]।

কাহিল—বিণ. রোগা; দুর্বল; নিস্তেজ (শরীর বা অবস্থা কাহিল)। [আ.]।

কাহে—ক্রি-বিণ. কেন, কি জন্য। [সং. কথম্, কস্মাৎ—তু. হি. কাঁহে]।

কি—(১) সর্ব. কোন্ বস্তু বা বিষয় (কি দেখিতেছ, কি চাই, কি পড়) ; কিছু না বা নাই (কি আর বলিব, কি জানি, আমার সাধ্য কি)। (২) বিণ. ক্রি-বিণ. কোন্, কেমন, কত (কি বই, কি করিয়া, কি দক্ষিণা দিয়েছে) বিস্ময়ে বা বিরক্তিতে (কি দুরাশা! কি সর্বনাশ! কি জ্বালা!)। (৩) অব্য. সংশয়াত্মক প্রশ্নবাচক শব্দ (সে-ও কি আসবে?) ; কিংবা, অথবা (কি বালক কি বৃদ্ধ)। [সং. কিম্]।

কিংকর—**কিঙ্কর**-এর বানানভেদ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়—বিণ. কর্তব্য স্থির করিতে অক্ষম, হতবুদ্ধি। [সং. কিম্ + কর্তব্য + বিমূঢ়]। বি. ~**তা**।

কিংখাপ, কিংখাব—বি. ফুলকাটা জরিদার রেশমী কাপড়বিশেষ। [ফা. কমথ'রাব্]।

কিংবদন্তি, কিংবদন্তী—বি. জনশ্রুতি, জনরব, গুজব। [সং.]।

কিংবা—অব্য. অথবা, বা, পক্ষান্তরে, বিকল্পে। [সং. কিম্ + বা]।

কিংশুক—বি. (শুকচঞ্চুসদৃশ রক্তবর্ণ) পলাশফুল বা তাহার গাছ। [সং. কিম্ + শুক অর্থাৎ, 'ইহা কি শুকপাখি?']।

কিঙ্কর—বি. ভৃত্য, চাকর; অনুচর। [সং. (কিম্ = কু, হীন কাজ) + √কৃ + অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **কিঙ্করী**।

কিঙ্কিণি, কিঙ্কিণী—বি. ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত কটিভূষণ; ঘুঙুর। [সং.]।

কিচ্‌কিচ্, কিচ্‌মিচ্, কিচিরমিচির—বি. ইঁদুর বানর ক্ষুদ্র পক্ষী ইত্যাদির কোলাহলধ্বনি; বকাবকি, ঝগড়া; কোলাহল, গোলমাল।

কিছু—(১) বিণ. কয়েক, অল্প, কিয়ৎ (কিছু দিন, কিছু জল)। (২) সর্ব. কোন বস্তু বা বিষয় (আমি কিছুর মধ্যে নেই, একটা কিছু করো)। (৩) ক্রি-বিণ. অবশ্য (সে কিছু যাচ্ছে না)। [সং. কিঞ্চিৎ]। **কিছু-কিছু**—(১) বিণ. অল্পস্বল্প (কিছু-কিছু লোক)। (২) সর্ব. বি., অংশ-বিশেষ (ইহার কিছু-কিছু জানি)। (৩) ক্রি-বিণ. অল্প-পরিমাণে (বইখানি কিছু-কিছু পড়িয়াছি)। ~**তে**—(১) ক্রি-বিণ. কোন উপায়ে, কোনমতে (তাহাকে কিছুতেই বোঝান গেল না)। (২) সর্ব. কোন বস্তু বা বিষয়ে ('মন নাহি মোর কিছুতেই' : রবীন্দ্র)। বিণ. সর্ব. ক্রি-বিণ. **কিচ্ছু**—জোর দিতে **কিছু**-র অনুরূপ।

কিঞ্চিৎ—অব্য. বিণ. অল্প, সামান্য, একটু [সং. কিম্ + চিৎ]। বিণ. **কিঞ্চিদধিক**—সামান্য বা একটু বেশী। বিণ. **কিঞ্চিদুষ্ণ**—সামান্য বা একটু গরম। **কিঞ্চিদূন**—ঈষৎ ন্যূন বা কম। **কিঞ্চিন্মাত্র**—(১) বিণ. বি. সামান্যপরিমাণ, একটুও, কিছুমাত্র (কিঞ্চিন্মাত্র জল, জলের কিঞ্চিন্মাত্র)। (২) ক্রি-বিণ. সামান্য-পরিমাণেও, একটুও (কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস করি না)।

কিঞ্জল, কিঞ্জল্ক—বি. কেশর; পুষ্পরেণু, পরাগ। [সং.]।

কিড়্‌মিড়্, কিড়িমিড়ি—অব্য. দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ।

কিণ—বি. কড়া; ঘষার চিহ্ন; শুষ্ক ব্রণ। [সং. √কণ্ + অ (র্তৃ)]। বি. **কিণাঙ্ক**—ঘষার দাগ; হাত-পায়ের কড়া, corn। বিণ. **কিণাঙ্কিত**—ঘর্ষণচিহ্নযুক্ত, কড়া-পড়া।

কিণ্ব—বিণ. খমির বা গাঁজ; পাপ। [সং.]।

কিতব—বিণ. শঠ, প্রবঞ্চক, জুয়াড়ি। [সং. কিত (= জ্ঞান) + √বা (শোষণে) + অ (র্তৃ)]।

কিতা, কেতা—বি. খণ্ড, গোছা, সারি (দুই কিতা জমি, দশ কিতা নোট); কায়দা, ধরন (মুসলমানী কিতা); ফ্যাশান্ (fashion); দফা। [আ.]। বিণ. ~**দুরস্ত**, ~**দোরস্ত**—রুচিসম্মত, ফ্যাশানসম্মত (কেতাদুরস্ত চালচলন)।

কিতাব, কিতাবতী—**কেতাব** দ্রঃ।

কিনা₁—অব্য. সংশয় বিতর্ক প্রভৃতি সূচক শব্দ (যাবে কিনা বল, করিবে কিনা জানি না); যেহেতু (যাবে কিনা, তাই গাড়ি এনেছি); প্রশ্নসূচক শব্দ (বিপদে বুদ্ধি খোলে—ঠিক কিনা); অর্থাৎ (ন্যাশনালিজম কিনা স্বাদেশিকতার বুলি শুনছি)। [সং. কিং নু]।

কিনা₂, কেনা—(১) ক্রি. মূল্যের বিনিময়ে লওয়া, ক্রয় করা। (২) বিণ. ক্রীত (কেনা গোলাম)। (৩) বি. ক্রয়। [বাং. √কিন্ (<সং. ক্রীণাতি) + আ]। বি. ~**দর**—যে দরে কেনা হইয়াছে। ক্রি. ~**ন**, ~**নো**—অপরকে দিয়া কেনানো। বি. ~**বেচা**—**বেচা** দ্রঃ।

কিনার—বি. (নদ্যাদির) তীর, কূল। [ফা. কিনারা]।

কিনারা—বি. (নদ্যাদির) তীর, কূল; সীমা, প্রান্ত, পার্শ্ব (পথের কিনারা); উপায়, বন্দোবস্ত (নাবালকদের একটা কিনারা করা); প্রতিকার (বিপদের কিনারা); উদ্ধার, খোঁজ, সন্ধান (হারান টাকার কিনারা); অনু-সন্ধান দ্বারা সত্যপ্রকাশ (চুরির কিনারা); নিষ্পত্তি, মীমাংসা (মোকদ্দমার কিনারা করা)। [ফা.]।

কিন্তু—(১) অব্য. পরন্তু, অথচ, পক্ষান্তরে। (২) (বাং.) বিণ. দ্বিধাগ্রস্ত, সঙ্কুচিত (কিন্তুভাব, কিন্তু হওয়া)। (৩) বি. সঙ্কোচ, দ্বিধা (কিন্তু করা)। [সং. কিম্ + তু]। বি. **কিন্তু-কিন্তু**—আমতা-আমতা, ঈষৎ অনিচ্ছা বা ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ।

কিন্নর—বি. অশ্বের ন্যায় মুখ এবং মানুষের ন্যায় দেহ-বিশিষ্ট দেবলোকের গায়কজাতি। [সং. কিম্ (কুৎসিত) + নর]। বি. (স্ত্রী.) **কিন্নরী**।

কিপটে—বিণ. (কথ্য.) কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। [সং. কৃপণ]।

কিফায়ত, কিফায়েত, কিফাইত—বি. কম খরচা; ব্যয়হ্রাস; সস্তা দর; লাভ। [আ. কিফায়ত্]।

কিবা, (প্রা. কা.) **কিবে**—অব্য. কি, হউক না কেন, অথবা ('কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি' : বল.) ; (প্রশংসায় বা ব্যঙ্গে) কেমন, কি সুন্দর (কিবা রূপ, কিবা ভঙ্গিমা) ; কি আর (কিবা তুমি বলিবে)। [বাং. কি + বা]।

কিমতে—ক্রি-বিণ. (কাব্যে) কেমন করিয়া। [বাং. কি + মত]।

কিমাকার—বিণ. কি আকারের, কিরূপ ; কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট (কিম্ভূতকিমাকার)। [সং. কিম্ + আকার]।

কিমিতি, কিমিয়া—বি. রসায়নবিদ্যা। [ইং. chemistry শব্দের অনুকরণে ?—তু. আ. অল্‌কিমিয়া, ইং. alchemy]।

কিম্পুরুষ—বি. কিন্নর ; পুরাণোক্ত ভূভাগ, জম্বুদ্বীপের এক অংশ। [সং. কিম্ (কুৎসিত) + পুরুষ]।

কিম্বদন্তী, কিম্বা—যথাক্রমে **কিংবদন্তী** ও **কিংবা**-র অশু. বানান।

কিম্ভূত—বিণ. কিরূপ ; (বাং.) অদ্ভুত। [সং. কিম্ + ভূত]। বিণ. **~কিমাকার**—(বাং) অদ্ভুত ; কুৎসিত আকারবিশিষ্ট, বিকট।

কিম্মৎ—বি. মূল্য, দাম। [আ. কীমৎ]।

কিয়ৎ—অব্য. বিণ. কত বা কি পরিমাণ ; কিঞ্চিৎ, একটু। [সং.]। বি. **কিয়দ্দিন**—কিছুদিন, অল্পদিন। বি. **কিয়দ্দূর**—কিছু দূর, খানিক দূর।

কিয়ামৎ, কিয়ামত—**কেয়ামত**-এর রূপভেদ।

কিয়ে—অব্য. (প্রা. কাব্যে.) কি ; কেন ; কিংবা, অথবা ; কিবা, কেমন ; অতি সুন্দর ; কে ; কিরূপ ; কত ; অত্যন্ত ; কি অদ্ভুত ; কোন্ ; নানা প্রকারে। [মৈথি. <? সং. কিম্]।

কিরণ—বি. আলোকরশ্মি, অংশু। [সং. √কৄ + অন]। বি. **~পাত, ~সম্পাত**—আলোক-রশ্মিবর্ষণ। বিণ. **~ময়**—আলোকময়। বিণ.(স্ত্রী.) **~ময়ী**। বি. **~মালী** (-লিন্)—সূর্য।

কিরা—বি. শপথ, দিব্য। [তু. হি. কিরিয়া, <সং. ক্রিয়া]।

কিরাইত—বি. বিষধর সর্পবিশেষ।

কিরাত—বি. ভারতের প্রাচীন বন্যজাতিবিশেষ ; ব্যাধ ; দেশবিশেষ। [সং.]। বি.(স্ত্রী). **কিরাতী**। বি.(স্ত্রী.) **কিরাতিনী**—কিরাতদেশে উৎপন্ন বস্তুবিশেষ, জটামাংসী।

কিরিচ, কিরীচ—বি. বাঁকা ছোরা বা তরোয়ালবিশেষ। [মাল. ক্রীস্ > পো. kris]।

কিরীট—বি. মুকুট। [সং.]। **কিরীটী** (-টিন্)—(১) বিণ. মুকুটধারী। (২) বি. অর্জুন। বিণ.(স্ত্রী.) **কিরীটিনী**—কিরীটধারিণী ; ঊর্ধ্বদেশে মণ্ডিতা ('শুভ্রতুষারকিরীটিনী' : রবীন্দ্র)।

কিরূপ—বিণ. কেমন, কি রকম। [বাং. কি + রূপ]।

কিরে$_1$—**কিরা**-র রূপভেদ।

কিরে$_2$—অব্য. প্রশ্ন বা সম্বোধনসূচক শব্দ (কিরে, কেমন আছিস)।

কির্‌কির্—অব্য. বালির মত কর্‌কর্ শব্দ, ঐরূপ কর্‌কর্ করার অনুভূতি। বিণ. **কির্‌কিরে**—কর্কশ ; বালির মত খরখরে।

কিল—বি. মুষ্টি, মুষ্ট্যাঘাত। [দেশী]। **কিল খেয়ে কিল চুরি করা**—আঘাত পাইয়া বা অপমানিত হইয়া তাহা গোপনে সহ্য করা। বি. **কিলাকিলি**—পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ ; মারামারি। **কিলান** (লো)—(১) ক্রি. মুষ্টিপ্রহার করা (সুখে থাকতে ভূতে কিলায়)। (২) বি. মুষ্টি প্রহার। **কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান**—কিল মারিয়া কাঁচা কাঁঠাল পাকানর বৃথা চেষ্টার ন্যায় অসম্ভবকে সম্ভব করার বা জোর করিয়া কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করা।

কিলকিঞ্চিত—বি. (বৈ. শা.) গভীর আনন্দজনিত গর্ব অভিলাষ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবের যুগপৎ প্রকাশ। [সং.]।

কিলো- —উপ. সহস্রগুণ। [ইং. kilo-]। বি. বিণ. **~গ্রাম**—সহস্র গ্রাম [গ্রাম$_1$ দ্রঃ]। বি. বিণ. **~মিটার**—হাজার মিটার [মিটার$_1$ দ্রঃ]। বি. বিণ. **~লিটার**—হাজার লিটার।

কিল্‌কিল্, কিল্‌বিল্—অব্য. বহুসংখ্যক জীবজন্তুর (বিশেষতঃ কেঁচো কৃমি সাপ প্রভৃতির) দলবদ্ধভাবে বিচরণ বা অবস্থান সূচক।

কিশতি—**কিস্তি**$_{1, 2, 3}$-এর বানানভেদ।

কিশমিশ—বি. শুষ্ক বীজহীন ক্ষুদ্র আঙুর। [ফা.]।

কিশলয়, কিসলয়—বি. বৃক্ষাদির কচি পাতা অথবা নূতন পত্রযুক্ত শাখা। [সং.]।

কিশোর—(১) বিণ. অপ্রাপ্তবয়স্ক বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী বয়সী, ১১ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে যে-কোন বয়সী। (২) কিশোরবয়স্ক পুরুষ। [সং.]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **কিশোরী**।

কিষাণ—বি. কৃষক, চাষা। [সং. কৃষাণ]।

কিষ্কিন্ধ্যা, কিষ্কিন্ধা—বি. রামায়ণে বর্ণিত বানরদিগের দেশ বা উহার রাজধানী। [সং.]।

কিসম—বি. প্রকার, রকম। [আ. কিস্ম্]।

কিসমৎ—বি. ভাগ্য, অদৃষ্ট, বরাত। [আ.]।

কিসিম—**কিসম**-এর রূপভেদ।

কিসে—সর্ব. কি হইতে, কিজন্য (একথা কিসে উঠিল) ; কোন্ বস্তুর দ্বারা, কোন্ উপায়ে, কেমন করিয়া (সুখ কিসে হয়) ; কাহার বা কোন্ বস্তুর মধ্যে (সুখ কিসে) ; কোন্ বিষয়ে (কিসে কম)। **কিসে আর কিসে**—অতি উত্তম বা উত্তমের সহিত অতি অধম বা নিকৃষ্টের তুলনা। [বাং. কি + এ]।

কিসের—সর্ব. কোন্ বস্তু বা বিষয়ের ('কিসের তরে অশ্রু ঝরে' : রবীন্দ্র) ; কি ধরনের অর্থাৎ কোন ধরনের নয়, আদৌ (কিসের গরিব সে ?) ; মিথ্যা, অকারণ ('কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ' : দ্বি. রা)। [বাং. কি + এর]।

কিস্তি$_1$—বি. জাহাজ, মালবোঝাই বড় নৌকা। [ফা. কিশ্‌তী]।

কিস্তি$_2$—বি. ঋণের পরিশোধযোগ্য অংশ ; আংশিক ঋণ-পরিশোধের সময়, খাজনার আদান-প্রদানের সময় ;

দফা, ক্ষেপ। [ফা. কিস্ত্]। বি. ~বন্দি, ~বন্দী—দফায় দফায় ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা।

কিস্তি৩—বি দাবাখেলায় বিপক্ষের রাজাকে আক্রমণ বা তাহার গমনাগমন রোধের জন্য প্রদত্ত চালবিশেষ। [ফা. কিশ্ত্]। বি. **~মাত**—দাবাখেলায় বিপক্ষের রাজার সমস্ত সঞ্চরণপথ বন্ধ করিয়া ঘুঁটি চালনা; সম্পূর্ণ বিজয় বা সফলতা লাভ।

কী—'কি'-শব্দের উপর বেশী জোর বুঝাইতে কেহ কেহ এই বানান ব্যবহার করেন (কী চাই, কী যে তুমি বলছ, কী দেখিতেছ)।

কীচক—বি. বায়ুসংযোগে শব্দকারক বাঁশ; (মহাভারত) বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি: ভীমসেন ইঁহাকে বাহুযুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন। বি. **~বধ**—কাহাকেও বধ করিয়া তাহার শরীর তালগোল পাকান। [সং.]।

কীট—বি. পোকা, কৃমি। [সং. √কীট্+অ (র্তৃ)]। বিণ. **~ঘ্ন**—কীটনাশক। বিণ. **~জ**—কীট হইতে উৎপন্ন। বি. **~পতঙ্গ**—পোকামাকড়। **কীটস্য কীট** (আল.) নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তি। বি. **কীটাণু**—সাধারণ দৃষ্টির অগোচর অতি ক্ষুদ্র কীট। বি. **কীটাণুকীট**—কীটাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর কীট: (আল.) নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তি।

কীড়া—**কীট**-এর বিকৃত রূপ।

কীদৃক্ (-দৃশ্), **কীদৃশ**—বিণ. কেমন, কি রকম। [সং. কিম্+√দৃশ্+ক্বিপ্, অ (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **কীদৃশী**।

কীর্ণ—বিণ. ইতস্ততঃ ছড়ান, বিক্ষিপ্ত; ব্যাপ্ত। [সং. √কৃ+ত (র্ম)]।

কীর্তন—বি. গুণবর্ণনা (মহিমা কীর্তন); যশঃপ্রচার, নামগান; রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান। [সং. √কৃত্ ('=সংশব্দন' বা প্রকাশন)+অন (ভা)]। বিণ. **কীর্তক**—কীর্তনকারী। বি. **কীর্তনাঙ্গ**—কীর্তনগানের সুর। বিণ. বি. **কীর্তনীয়া**, (কথ্য.) **কীর্তনে**, **কীর্তুনে**—কীর্তনগায়ক। বিণ. **কীর্তনীয়**—কীর্তনযোগ্য; প্রচারযোগ্য। বিণ.(স্ত্রী.) **কীর্তনীয়া**। বিণ. **কীর্তিত**—কীর্তন করা হইয়াছে এমন; সুখ্যাতির বিষয়ীভূত।

কীর্তি—বি. যশ, খ্যাতি (কীর্তিমান্ পুরুষ); কৃতিত্বের পরিচায়ক কার্য বা প্রতিষ্ঠান (তাজমহল শাহ্‌জাহানের অমরকীর্তি)। [সং. √কৃত্+তি (ভা)]। বি. **~কলাপ**—কৃতিত্বের পরিচায়ক মহৎ কার্যসমূহ। বিণ. **~বাস**, **~মান্** (মৎ)—যশস্বী। বি. **~স্তম্ভ**—মহৎ কার্যের বা মহৎ কর্মীর স্মৃতিস্তম্ভ, monument।

কীল, **কীলক**—বি. হুড়কো, খিল; গোঁজ, খোঁটা; শলাকা, পেরেক, গজাল। [সং.]।

কু—(১) অব্য. বি. পাপ, দোষ, অমঙ্গল (কু পরিহার করা)। (২) বিণ. মন্দ, কুৎসিত (কুকথা); অমঙ্গলকর (কুলক্ষণ, কুদৃষ্টি); কুটিল, দুষ্ট (কুমন্ত্রণা); দুর্লভ (কু-আশা)। (৩) বি. পৃথিবী; আগম-নিগমাদি বেদাঙ্গের ব্যাখ্যা ('কু-কথায় পঞ্চমুখ': ভা. চ.)। [সং.]।

কুইনিন, **কুইনাইন**—বি. সিন্‌কোনা-বৃক্ষের ছাল হইতে প্রস্তুত অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। [ইং. quinine]।

কুঁইকুঁই—অব্য. ক্ষুধা শীত কষ্ট প্রভৃতি সূচক চাপা আর্তনাদ।

কুঁকড়া১, **কুঁকড়ো**—বি. কুক্কুট, মোরগ। [সং. কুক্কুট]। বি.(স্ত্রী.) **কুঁকড়ি**, **কুঁকড়ী**—মুরগী।

কুঁকড়া২, **কোঁকড়া**—ক্রি. কুঞ্চিত হওয়া বা করা; জড়সড় হওয়া বা করা। [<সং. কর্করাল]। **~ন**, **~নো**—(১) ক্রি. কুঁকড়া। (২) বি. কুঞ্চন; জড়সড় ভাব। (৩) বিণ. কুঞ্চিত; জড়সড়।

কুঁকড়িসুকড়ি—বিণ. কুণ্ডলীর ন্যায়, জড়সড় (শীতে বা ভয়ে কুঁকড়িসুকড়ি হওয়া)। [দেশী]।

কুঁচ—বি. গুঞ্জাফল; গুঞ্জার পরিমাণ (=১ রতি ওজন)। [>সং. গুঞ্জা]।

কুঁচকা—ক্রি. কুঞ্চিত করা বা হওয়া (চামড়া কুঁচকে গিয়েছে)। [সং. √কুঞ্চ্+বাং. আ]। **~ন**, **~নো**—(১) ক্রি. কুঁচকা। (২) বি. কুঞ্চন। (৩) বিণ. কুঞ্চিত।

কুঁচকি, **কুচকি**—বি. ঊরু ও কটির সন্ধিস্থল। **~কণ্ঠা**—কুঁচকি হইতে গলা পর্যন্ত (পেট ভরিয়া অতিরিক্ত খাওয়া)। [সং. √কুঞ্চ্‌<কুঞ্চক—তু. হি. কুচকি]।

কুঁচা১, **কুঁচো**—বিণ. অতি ক্ষুদ্র (কুঁচা চিংড়ি); গুঁড়ান বা খুব ছোট ছোট করা (কুঁচা নৈবেদ্য, কুঁচা সাবান)। [সং. কুচিত—তু. ফা. কুচক]। বি. **~কাঁচা**—খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

কুঁচা২—ক্রি. কুঞ্চিত করা। [সং. √কুঞ্চ্+বাং. আ]। **~ন**, **~নো**—(১) ক্রি. কুঁচা। (২) বি. কুঞ্চন। (৩) বিণ. কুঞ্চিত।

কুঁচি—বি. অতি ক্ষুদ্র ঝাঁটা; চালমুড়ি ভাজিবার ঝাঁটা-বিশেষ; বুরুশ (brush); মোটা পশুলোম; কুঞ্চিত অংশ (মশারির কুঁচি)। [সং. কূর্চিকা]।

কুঁচিয়া—বি. সর্পাকৃতি মৎস্যবিশেষ। [সং. কুচিকা]।

কুঁচিলা, **কুঁচে**—যথাক্রমে **কুচিলা** ও **কুচে**-র রূপভেদ।

কুঁজ—বি. জীবদেহের পৃষ্ঠে স্ফীত ও বক্র গঠনবিশেষ। [সং. কুব্জ]। **কুঁজা**, **কুঁজো**—(১) বিণ. কুঁজওয়ালা। (২) বি. কুঁজওয়ালা লোক। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **কুঁজী**।

কুঁজড়া, **কুঁজড়ো**—বিণ. ঝগড়াটে, কুঁদুলে; কুটিলমনা। [তু. কুঁজ+বাং. ড়া]। বি. **~পনা**, **~মি**।

কুঁজি, **কুঁজিকাঠি**—বি. চাবি। [সং. কুঞ্চিকা; হি.

কুঁজো—**কুঁজ** দ্রঃ।

কুঁড়—বি. স্তূপ, গাদা (পাঁশকুঁড়); বড় গর্ত, কুণ্ড (সার-কুঁড়)। [সং. কুল বা কুণ্ড]।

কুঁড়া, (কথ্য) **কুঁড়ো**—বি. তুষের নিম্নস্থ চাউলের গাত্রের আবরণ ('ধান ভানলে কুঁড়ো দেব': ছড়া)। [সং. কণ্ডন]।

কুঁড়াজালি, (কথ্য.) **কুঁড়োজালি**—বি. মাছ ধরিবার ক্ষুদ্র জালবিশেষ; (ব্যঙ্গে) বৈষ্ণবের জপমালার থলি। [বাং. কুঁড়া+জাল+ই]।

কুঁড়ি—বি. মুকুল, কোরক, কলিকা। [সং. কুড্মল]।

কুঁড়ে১, **কুঁড়িয়া**১—বি. ঘাস বা পাতায় ছাওয়া দরিদ্রের ছোট ঘর। [সং. কুটীর]।

কুঁড়ে১, কুঁড়িয়া২—বি কুণ্ডাকার পাত্র, পাস্তি। [সং. কুণ্ড]।

কুঁড়ে৩—বিণ. অলস। [দেশী]। বি. **~মি**।

কুঁতা, কুঁথা, কোঁতা, কোঁথা—(১) ক্রি. ক্লেশপ্রকাশক ধ্বনি করা; মলত্যাগের জন্য বেগ দেওয়া; কোঁত পাড়া। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √কুন্থ্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. কোঁতা; কুঁতিতে বাঁধ্য করা; (আল.) কষ্ট বা বেগ দেওয়া। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

কুঁদ—বি. ছুতোরের কুঁদিবার বা চাঁচিবার যন্ত্র; শ্বেতবর্ণের পুষ্পবিশেষ। [সং. কুন্দ]।

কুঁদরু—বি. পটোলের ন্যায় তরকারিরূপে ব্যবহার্য ফল-বিশেষ। [সং. কুন্দুরুকী]।

কুঁদা১—(১) ক্রি. কুঁদযন্ত্রে ঘুরাইয়া কাটা; খোদাই করা; কাটিয়া গঠন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. কুঁদ + আ]। বি. **কুঁদন**—খোদাই।

কুঁদা২, কোঁদা—(১) ক্রি. মারিবার জন্য রুখিয়া যাওয়া বা আস্ফালন করা; লম্ফঝম্প করা; লাফান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [< সং. √কূর্দ্]। বি. **কুঁদন, কোঁদন**—আস্ফালন; লম্ফঝম্প।

কুঁদা৩, কুঁদো—বি. বন্দুকাদির কাঠের বাঁট; গাছের গুঁড়ি, স্থূল কাষ্ঠখণ্ড; স্থূল বৃহৎ খণ্ড, চাঙড়া (মিছরির কুঁদা)। [ফা. কুন্দা]।

কুঁদুলী—বিণ.(স্ত্রী.) ঝগড়াটে। [বাং. কোঁদল (সং.কন্দল) + ইয়া < এ + ঈ]। বিণ.(পুং.) **কুঁদুলে**।

কুকথা—বি. কুৎসিত কথা, দুর্বাক্য, অশ্লীল বাক্য; (বিরল) 'কু' অর্থাৎ পৃথিবীর সম্বন্ধে কথা বা তত্ত্ব অথবা আগম-নিগমাদি বেদাঙ্গের ব্যাখ্যা ('কুকথায় পঞ্চমুখ': ভা. চ.)। [সং.]।

কুকর্ম (-র্মন্), কুকার্য—বি. অসৎ বা কুৎসিত কাজ। [সং.]। বি. **কুকর্মা (-র্মন্), কুকর্মী (-র্মিন্)**—মন্দ বা অসৎ কর্মকারী।

কুকুর—বি. সারমেয়, কুত্তা। [সং. কুক্কুর]। বি.(স্ত্রী.) **কুকুরী**। বি. **~কুণ্ডলী**—কুকুরের মত কুঁকড়াইয়া শয়ন করার প্রণালী। বি. **~ছড়ি**—কুকুরের লেজের মত ফুলবিশিষ্ট একপ্রকার ছোট গাছ। বি. **কুকুরে-দাঁত**—কুকুরজাতীয় প্রাণীর উপর ও নিচের মাড়ীর তীক্ষ্ণাগ্র দন্তচতুষ্টয়। **যেমন কুকুর তেমনি মুগুর**—দুষ্টের উপযুক্ত শাসক।

কুক্কুট—বি. মোরগ। [সং]। বি.(স্ত্রী.) **কুক্কুটী**।

কুক্কুভ—বি. কুক পাখি; কুক্কুট, বনমোরগ। [সং.]।

কুক্কুর—বি. কুকুর। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **কুক্কুরী**।

কুক্রিয়—বিণ. মন্দকর্মকারী, কুকর্মা। [সং. কু + ক্রিয়া]। বি. **কুক্রিয়া**—মন্দ কাজ।

কুক্ষণ—বি. অশুভ ক্ষণ। [সং. কু + ক্ষণ]।

কুক্ষি—বি. পেট, জঠর; গর্ভ; গুহা; অভ্যন্তরস্থান। [সং. √কুষ্ + ক্সি]। বিণ. **~গত**—উদরে প্রবিষ্ট; (আল.) সম্পূর্ণ অধিকৃত বা আত্মসাৎকৃত।

কুখ্যাত—বিণ. নিন্দিত, অখ্যাতিযুক্ত। [সং. কু + খ্যাত]। বি. **কুখ্যাতি**—নিন্দা, অখ্যাতি, অপযশ।

কুগঠন—বিণ. কুৎসিত গড়নবিশিষ্ট। [কু + গঠন]।

কুগ্রহ—বি. অশুভ গ্রহ, পাপগ্রহ; (আল.) উৎপাত। [সং. কু + গ্রহ]।

কুঙর—**কোঙর**-এর রূপভেদ।

কুঙ্কুম—বি. জাফরান; কুসুম ফুল (**কুমকুম** দ্রঃ)। [সং. √কুন্ক্ + উম (র্ম)]।

কুচ১, কুচতট—বি. স্ত্রীজাতির স্তন। [সং.]।

কুচ২—বি. সৈন্যদিগের রণযাত্রা বা দলবদ্ধভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন। [ফা. কূচ্]। বি. **~কাওয়াজ**—সৈনিকদের সমবেতভাবে ব্যায়াম ও রণশিক্ষা; military parade। [ফা. কূচ্ + কারাঈদ্]।

কুচকুচ—অব্য. উজ্জ্বল কালো রঙের ভাবপ্রকাশ (কুচকুচ করা)। [< চুক্‌চুক্ < চক্‌চক্ (বর্ণবিপর্যয়ের ফলে)]। বিণ. **কুচকুচে**—কুচকুচ করিতেছে এমন, চকচকে ও গাঢ় (কুচকুচে কালো)।

কুচক্কুরে—**কুচক্রী**-র প্রাদে. রূপ।

কুচক্র—বি. ষড়্‌যন্ত্র, চক্রান্ত। [সং. কু + চক্র]। বিণ. বি. **কুচক্রী (-ক্রিন্)**—চক্রান্তকারী; কুমন্ত্রণাদাতা।

কুচকাচা—বি. (সাধারণতঃ কাষ্ঠাদির) টুকরাসমূহ; টুকরাটাকরা; (অত্যল্পবয়স্ক) কাচ্চাবাচ্চা। [বাং. কুচা + কাচা (সহচর শব্দ)]।

কুচনী—বি. কোচনারী; বেশ্যা। [বাং. কোচনী ?—তু. কুটনী]।

কুচন্দন—বি. রক্তচন্দন; কুঙ্কুম; বকম কাঠ। [সং.]।

কুচফল—বি. (কুচতুল্য বলিয়া) দাড়িম্বফল। [সং. কুচ (সদৃশ) + ফল]।

কুচরিত্র—(১) বি. মন্দ স্বভাব, অসৎ প্রকৃতি। (২) বিণ. মন্দস্বভাববিশিষ্ট। [সং. কু + চরিত্র]। বিণ (স্ত্রী.) **কু-চরিত্রা**।

কুচর্যা—বি. গর্হিত আচরণ; কুরীতি। [সং.]।

কুচা, কুচি, কুচো—(১) ক্রি. কুচি কুচি করিয়া অর্থাৎ খুব ছোট ছোট করিয়া কাটা। (২) বি. ছোট টুকরা (পাথর-কুচি)। [সং. √কুচ্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. কুচা। (২) বিণ. কুচি কুচি বা কুচো কুচো করিয়া অর্থাৎ খুব ছোট ছোট করিয়া কর্তিত। (৩) বি. ঐরূপভাবে কর্তন।

কুচাগ্র—বি. স্তনের বোঁটা। [সং. কুচ + অগ্র]।

কুচিকিৎসক—বি. অনভিজ্ঞ বা অদক্ষ চিকিৎসক, কুবৈদ্য, হাতুড়ে ডাক্তার। [সং. কু + চিকিৎসক]।

কুচিন্তা—বি. দুর্ভাবনা, অসৎ চিন্তা। [সং. কু + চিন্তা]।

কুচিলা, কুচলে—বি. (ঔষধে ব্যবহৃত) বিষতরুবিশেষ অথবা তাহার ফল বা বীজ।

কুচুটে, কুচুটিয়া, কুচুণ্ডে—বি. হিংসুটে, কুটিলপ্রকৃতি, কুচক্রী। [দেশী]।

কুচুৎ—অব্য. কচাৎ অপেক্ষা লঘুতর শব্দ।

কুচুরমুচুর—অব্য. কচরমচর অপেক্ষা লঘুতাব্যঞ্জক শব্দ।

কুচ্—অব্য. তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের এক কোপে নরম বস্তু কাটিয়া ফেলার বা নরম বস্তুর মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র কিছু

কুটাইয়া দিবার শব্দ। অব্য. ~কুচ—ক্রমাগত কুচ করিয়া কাটার বা কুটাইয়া দিবার শব্দ।

কুচ্ছা (কুচ্ছো), কুচ্ছিত—যথাক্রমে **কুৎসা** ও **কুৎসিত** -এর কথ্য রূপ।

কুছ—বিণ. কিছু। [হি. <সং. কিঞ্চিৎ]।

কুজ—বি. মঙ্গলগ্রহ। [সং.]।

কুজড়া, কুজড়ো, কুজুড়িয়া—**কুঁজড়ো**-র রূপভেদ।

কুজা, (কথ্য.) **কুঁজো**—বি. জলপাত্রবিশেষ, সোরাই। [ফা. কুজা]।

কুজ্ঝটিকা, কুজ্ঝটি, কুজ্ঝটী—বি. কুয়াশা, কুহেলিকা। [সং.]।

কুঞ্চন—বি. সঙ্কোচন; বক্রীকরণ। [সং. √কুঞ্চ্ + অন (ভা)]। বিণ. **কুঞ্চিত**—কুঞ্চন করা হইয়াছে এমন, কোঁকড়া (কুঞ্চিত কেশ)।

কুঞ্চি, কুঞ্চী—বি. পরিমাণবিশেষ (১ কুঞ্চি=৮ মুষ্টি); খুঁচি। [সং.]।

কুঞ্চিকা—বি. কুঁচ; কঞ্চি; চাবি; সূচী, নির্ঘণ্ট; কুঁচে মাছ। [সং.]।

কুঞ্চিত—**কুঞ্চন** দ্রঃ।

কুঞ্জ১—বি. উপবন, লতাবেষ্টিত স্থান বা গৃহ (কুঞ্জকানন, কুঞ্জবন); বৈষ্ণবদের আশ্রম। [সং.]। বি. ~**বাটী,** ~**বাটিকা**—বৈষ্ণবদের ভজন-স্থান, যেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কুঞ্জ২—বি. বস্ত্রাদির কলকা বা নকশা। [ফা. কুঞ্জ্]। বিণ. ~**দার**—কলকাতোলা।

কুঞ্জর—বি. হস্তী; (অন্য শব্দের পরে বসিলে) শ্রেষ্ঠ (নরকুঞ্জর)। [সং. কুঞ্জ(=হস্তিদন্ত) + র]। বি.(স্ত্রী.) **কুঞ্জরা, কুঞ্জরী**।

কুঞ্জল—বি. পান্তাভাতের জল; আমানি। [সং. কু + জল (নি.)]।

কুঞ্জি—**কুঁজি** ও **কুঞ্চিকা**-র রূপভেদ।

কুট—বি. দুর্গ, গড়; গিরিশৃঙ্গ; বৃক্ষ। [সং. √কুট্ + অ (র্তৃ)]। বি. ~**জ**—গিরিমল্লিকাফুলের গাছ, কুড়চি; দ্রোণাচার্য; অগস্ত্য।

কুটকুট—অব্য. চুলকানির ভাব বোধ (মুখ কুটকুট করা)। বি. **কুটকুটানি,** (কথ্য.) **কুটকুটুনি**—কণ্ডূয়ন-প্রবৃত্তি। বিণ. **কুটকুটে**—কণ্ডূয়ন-প্রবৃত্তি জন্মায় এমন।

কুটজ, কুটন—যথাক্রমে **কুট** ও **কুটা২** দ্রঃ।

কুটনা, (কথ্য.) **কুটনো**—বি. রন্ধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটা বা কাটিবার তরকারি। [সং কুট্টন]। **কুটনা কোটা**—রন্ধনের জন্য তরকারি কাটা।

কুটনী—বি.(স্ত্রী.) নায়ক-নায়িকার অবৈধ মিলন-সঙ্ঘটিকা বা দূতী। বি.(পুং.) **কোটনা২** দ্রঃ। [সং. কুট্টনী]।

কুটা১, কুটো—বি. কাঠ, খড় ও তৃণাদির টুকরা (কাঠকুটা, খড়কুটো)।[দেশী—তু. হি. কুটী]।

কুটা২, কোটা—(১) ক্রি. কাটিয়া খণ্ড খণ্ড বা কুটি কুটি করা (মাছ তরকারি কোটা); পেষা, চূর্ণ করা (মসলা কুটা); ঢেঁকিতে পেষা (চিঁড়া কুটা); ছেঁচা, ঠোকা, ক্রমাগত আঘাত করা (মাথা কোটা)। (২) বিণ. টুকরা টুকরা করিয়া কর্তিত; পেষাই-করা, চূর্ণিত; ঢেঁকিতে পেষাই-করা। (৩) বি. কুটা-র কাজ। [সং. √কুট্ট + বাং. আ]। বি. **কুটন, কোটন**—কুটা-র কাজ। **কুটানো, কোটানো**—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা কুটা-র কাজ করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

কুটি—বি. ছোট ছোট খণ্ডে কাটা খড় বা তৃণ। [হি. কুটী]। বিণ. ~**কুটি**—খুব ছোট ছোট কুচি বা টুকরা করা হইয়াছে এমন; আকুল (হেসে কুটিকুটি)। ক্রি. **কুটিকুটি করা**—কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া খুব ছোট ছোট টুকরা করা।

কুটিনী—**কুটনী**-র রূপভেদ।

কুটির, কুটীর—বি কুঁড়ে ঘর; অতি ক্ষুদ্র ও দীন গৃহ। [সং. কুটি + √রা + অ (র্তৃ)]। বি. ~**শিল্প**—প্রধানতঃ হস্তনির্মিত (অর্থাৎ কারখানায় প্রস্তুত নহে এমন) শিল্পদ্রব্য।

কুটিল—বিণ. বাঁকা (কুটিল কটাক্ষ), অসরল (কুটিল রেখা); খল, শঠ, কপট (কুটিল স্বভাব); জটিল (কুটিল প্রশ্ন)। [সং. কুটি + ল]। **কুটিলা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) **কুটিল** -এর সকল অর্থে। (২) বি. সরস্বতী নদী; আয়ানের ভগিনী ও রাধিকার ননদিনী। বি. ~**তা**।

কুটুম্ব, (কথ্য) **কুটুম**—বি. আত্মীয়; পোষ্যবর্গ, পরিবার; (বাং.) বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ব্যক্তি। [সং.]। **বড় কুটুম**—(কৌতু.) শ্যালক। **কুটুম্বী** (-ম্বিন্)—(১) বিণ. কুটুম্ববিশিষ্ট। (২) বি. গৃহস্থ, পরিবারের কর্তা। **কুটুম্বিনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) কুটুম্ববিশিষ্টা। (২) বি. পতিপুত্রযুক্তা স্ত্রী; গৃহিণী; (বাং.) মেয়েকুটুম। বি. **কুটুম্বিতা**—আত্মীয়তা; (বাং.) বৈবাহিক সম্পর্ক ও তজ্জন্য আদান-প্রদান বা লৌকিকতা।

কুটুর—অব্য. 'কুটু' অপেক্ষা লঘুতর শব্দ।

কুটু—অব্য. ক্ষুদ্র কামড়ের কল্পিত শব্দ।

কুট্টন—বি. ছেদন; খনন; নিষ্পেষণ; নিন্দাকরণ, দোষারোপ, গালিপ্রদান। [সং. √কুট্ট + অন (ভা)]। বি.(স্ত্রী). **কুট্টনী**—দূতী, কুটনী।

কুট্টিত—বিণ. খণ্ডীকৃত, ছেদিত; পেষণ বা চূর্ণ করা হইয়াছে এমন। [সং. √কুট্ট + ত]।

কুট্টিম—বি. চাতাল, পাকা মেঝে (গৃহকুট্টিম); রত্নের খনি। [সং.]।

কুট্মল, কুড্মল—বি. কলিকা, কুঁড়ি। [সং.]। বিণ. **কুট্মলিত**—মুকুলিত।

কুঠ—বি. কুষ্ঠরোগ। [সং. কুষ্ঠ]।

কুঠরি, কুঠুরি—বি. কক্ষ, কামরা, প্রকোষ্ঠ, ছোট ঘর। [সং. কোষ্ঠ > কুঠ + বাং. রি]।

কুঠার, (বিরল) **কুঠারিকা, কুঠারী**—বি. কুড়ুল, টাঙ্গি, পরশু। [সং. কুঠ(=বৃক্ষ) + √ঋ + অ (র্তৃ)]।

কুঠি, কুঠী—বি. ব্যবসায়ীর কার্যালয় বা বাসস্থান (নীলকুঠি); অট্টালিকা; রাজপুরুষ বা অনুরূপ ব্যক্তির (সাময়িক) বাসগৃহ, বাংলো (কালেক্টরের কুঠি)। [সং. কোষ্ঠিকা]। বি. ~**য়াল**—কুঠির মালিক বা অধ্যক্ষ; সওদাগর।

কুষ্ঠিয়া, কুঠে—(১) বিণ. কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। (২) বি. কুষ্ঠ-রোগী। [কুষ্ঠ দ্রঃ]।
কুড়$_1$—বি. রাশি, স্তূপ (পাঁশকুড়)। [সং. কূল]। আবর্জনা. ফেলিবার স্থান (আস্তাকুড়)। [সং. কুণ্ড]। কুঁড় দ্রঃ।
কুড়$_2$—বি. বৃক্ষবিশেষ; ঔষধ বিশেষ। [সং. কুষ্ঠ]।
কুড়$_3$—বি. জমির পরিমাণবিশেষ, বিঘা। [বাং. কুড়বা]।
কুড়কুড়—অব্য. ভাজা কড়াই মুড়ি ইত্যাদি চিবাইবার শব্দ।
কুড়চি—বি. কুটজ বৃক্ষ। [সং. কুটজ]।
কুড়বা—বি. ভূমির পরিমাণবিশেষ (২০ কাঠা = ১ কুড়বা), বিঘা। [সং. কুড়ব]।
কুড়মুড়, কুড়া$_1$—যথাক্রমে **কুড়কুড়** ও **কুড়**$_2$-এর রূপভেদ।
কুড়া$_2$—ক্রি. ছড়ান বস্তু একত্র করা; পতিত বা পরিত্যক্ত বস্তু তুলিয়া লওয়া (কুড়াইয়া পাওয়া বা লওয়া); জড় করা; ঝাঁট দেওয়া (সে ঘর কুড়াইতেছে); ফেলিয়া দিবার জন্য তুলিয়া লওয়া (এঁটো কুড়ান)। **~ন, ~নো**—(১) বিণ. পতিত বা পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত (কুড়ান ছেলে); সম্মার্জিত (কুড়ান ঘর); সংগৃহীত (কুড়ান ফুল)। (২) বি. সংগ্রহ; একত্রীকরণ; সম্মার্জন। [সং. √কুল্ + বাং. আ]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **কুড়ানী, কুড়ুনী**—যে কুড়ায় (পাত-কুড়ানী)।
কুড়াল, (বিরল) কুড়ালি—বি. কুঠার, কাষ্ঠচ্ছেদক অস্ত্র। [সং. কুঠার]।
কুড়ি—বি. বিণ. ২০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [হি. কোড়ী—তু. পো. corja]। (বিরল) কুষ্ঠরোগ। [> কুঠিয়া > সং. কুষ্ঠ]।
কুড়ে, কুড়ো, কুড় কুড়, কুড্মল, কুণী, কুণো—যথাক্রমে **কুঁড়ে, কুড়, কুড়কুড়, কুট্মল, কুনি** ও **কুনো**-র রূপভেদ।
-কুণ্ঠ—বিণ. অনিচ্ছুক, কাতর (ব্যয়কুণ্ঠ, কর্মকুণ্ঠ, শ্রমকুণ্ঠ); সঙ্কুচিত। [সং. √কুণ্ঠ + অ (র্তৃ)]। বি. **কুণ্ঠা**—সঙ্কোচ, জড়তা; দ্বিধা; লজ্জা; ভয়। বিণ. **কুণ্ঠিত**—কুণ্ঠাযুক্ত; সঙ্কুচিত, লজ্জিত (দানগ্রহণে কুণ্ঠিত), অপ্রতিভ। বিণ. (স্ত্রী.) **কুণ্ঠিতা**।
কুণ্ড—বি. গর্ত (নাভিকুণ্ড); কৃত্রিম গহ্বর; অগ্নি জল প্রভৃতি রাখিবার গর্ত (যজ্ঞকুণ্ড, হোমকুণ্ড); তীর্থস্থানের জলাশয় (রাধাকুণ্ড, সীতাকুণ্ড); গোলাকার কোন পাত্র (তাম্রকুণ্ড, ঘৃতকুণ্ড)। [সং]।
কুণ্ডল—বি. কানের অলঙ্কার; বলয়; বলয়াকার অলঙ্কার বা বন্ধনী। [সং. √কুণ্ড্ + অল (র্তৃ)]। **কুণ্ডলী**—(১) বিণ. কুণ্ডধারী, কুণ্ডলযুক্ত। (২) বি. কুণ্ডলের আকারে পাকান বা গোটান বস্তু (ধোঁয়ার কুণ্ডলী)। **কুণ্ডলিনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) কুণ্ডলধারিণী। (২) বি. (স্ত্রী.) সর্পী; জীবের মূল শক্তি, কুলকুণ্ডলিনী।
কুত, কুৎ—বি. নৌকাদিতে বাহিত মালপত্রের উপর শুল্ক, toll [হি. কুত্]। বি. **~ঘাট**—নৌকার মালের উপর শুল্ক আদায়ের ঘাট।
কুতর্ক—বি. কুটতর্ক, অন্যায় বা বাজে তর্ক। [সং. কু + তর্ক]।
কুতূহল—বি. ঔৎসুক্য, অজানা বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ; কৌতুক, আনন্দ, আমোদ। [সং.]। বিণ. **কুতূহলী** (-লিন্)—কুতূহলযুক্ত; আনন্দিত। ক্রি-বিণ. **কুতূহলে**—আনন্দে; আনন্দ-হেতু ('ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলে': ক. ক.)।
কুত্তা, কুত্তো—বি. কুকুর (খেঁকিকুত্তা, ডালকুত্তা, নেড়িকুত্তা)। [হি. কুত্তা]। বি. (স্ত্রী.) **কুত্তী**।
কুত্রাপি—অব্য. ক্রি-বিণ. কোথাও, কোনও স্থানে। [সং. কুত্র + অপি]।
কুৎসা—বি. নিন্দা, দোষারোপ, কলঙ্ক রটনাকরণ। [সং. √কুৎস্ + অ (ভা) + আ]। বি. **~কারী** (-রিন্)—নিন্দক।
কুৎসিত—বিণ. কুরূপ, কদাকার, বিশ্রী; কদর্য, জঘন্য; অশ্লীল। [সং. √কুৎস্ + ত (ক্ত)-র্ম]।
কুথা—**কোথা**-র অপ্র. ও প্রাদে. রূপ।
কুদন—**কুঁদন**-এর রূপভেদ।
কুদরত—বি. মহিমা; বাহাদুরি; ক্ষমতা, শক্তি। [আ. কুদ্রৎ]। বিণ. **কুদরতী**।
কুদর্শন—বিণ. কুরূপ, কদাকার, কুৎসিত। [সং. কু + দর্শন]।
কুদা—**কুঁদা**$_1$, **কুঁদা**$_2$-এর রূপভেদ।
কুদিন—বি. দুর্দিন, দুঃসময়; অশুভ দিন। [সং কু + দিন]।
কুদৃষ্টি—বি. অশুভ বা অমঙ্গলকর দৃষ্টি; দুরভিসন্ধিপূর্ণ দৃষ্টি। [সং. কু + দৃষ্টি]।
কুদ্দাল, কুদ্দার—**কুদাল**-এর রূপভেদ।
কুনকী, কুনকি—বি. পালিত হস্তিনী যাহার সাহায্যে বন্য হস্তী ধরা হয়। [হি. কুমকী]।
কুনকে—**কুনকী** ও **কুনিকা**-র রূপভেদ।
কুনখ—বি. নখরোগবিশেষ। [সং. কু + নখ]। বিণ. **কুনখী** (-খিন্)—কুৎসিত নখবিশিষ্ট; নখরোগাক্রান্ত।
কুনি—বি. নখপ্রান্তের রোগবিশেষ। [সং. কোণ]।
কুনিকা—বি. শস্যাদি মাপিবার পাত্রবিশেষ, রেক, ছটাক। [সং. কুণী]।
কুনীতি—বি. দুর্নীতি, অসদাচরণ; ভুল বা অনুচিত নীতি। [সং. কু + নীতি]।
কুনো—বিণ. কোণসম্বন্ধীয়; গৃহকোণে থাকিতে ভালবাসে এমন; অমিশুক; লাজুক। [সং. কোণ + বাং. উয়া > ও]। বি. **~বেঙ, ~ব্যাঙ**—একপ্রকার বেঙ (ইহারা কোন কোণের গর্তে বাস করে এবং কখনও ঐ কোণের সীমার বাহিরে যায় না), কূপমণ্ডুক, (আল.) ঘরকুনো লোক।
কুন্তল—বি. কেশ, চুল। [সং.]।
কুন্তি, কুন্তী—বি. (মহাভারত) পাণ্ডুপত্নী এবং কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের মাতা। [সং.]।
কুন্থন—বি. কোঁথ দেওয়া; কাতরানি। [সং. √কুন্থ্ + অন (ভা)]।
কুন্দ$_1$—বি. শুভ্র পুষ্পবিশেষ, কুঁদফুল। [সং. কু + √উন্দ্ + অ (র্তৃ)]।
কুন্দ$_2$—বি. ভ্রমিযন্ত্র, ছুতোরের কুঁদযন্ত্র। [সং. কু + √দো

+অ (র্তৃ)]। বি. ~কার, ~কর—যে কুঁদযন্ত্রদ্বারা জিনিসপত্র গড়ে; ছুতোর মিস্ত্রী।

কুন্দুলী—বিণ.(স্ত্রী.) ঝগড়াটে। [সং. কোন্দল+বাং. ঈ]।

কুপথ—বি. অসৎ পথ; অন্যায় বা পাপের পথ; দুর্গম পথ। [সং. কু+পথ]।

কুপথ্য—বি. অনিষ্টকর খাদ্য, যাহা রোগীর খাওয়া উচিত নহে। [সং. কু+পথ্য]।

কুপন—বি. মানিঅর্ডার ফর্মের যে ছেদ্য অংশে প্রেরক প্রাপকের নিকট পত্রাদি লিখিতে পারে; যে টিকিট দেখাইলে কোনকিছু দাবি করিতে পারা যায়। [ইং. coupon]।

কুপা১, (চলিত) **কুপো**—বি. মাটি বা চামড়ার তৈয়ারি পেট-মোটা ও সরু-মুখ পাত্রবিশেষ; (ব্যঙ্গে) নাদাপেটা লোক। [সং. কূপক]। বিণ. **কুপোকাত**—পরাজিত, বিধ্বস্ত।

কুপা২, **কোপা**—ক্রি. তীক্ষ্ণধার ভারী অস্ত্রদ্বারা (ক্রমাগত) আঘাত করা; অস্ত্রের কোপ দেওয়া; কোপ দিয়া কাটা, কুপিয়ে মারা, মাটি কোপান। [<কোপ+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। (২) ক্রি. কুপা।

কুপাত্র—বি. অযোগ্য, অসৎ বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি; অনুপযুক্ত বর; অপাত্র। [সং. কু+পাত্র]।

কুপান—কুপা২ দ্রঃ।

কুপি, কুপী—বি. ক্ষুদ্র কুপা; তৈলাদি পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার জন্য ব্যবহৃত বাঁশ, কাচ, মাটি প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত চোঙবিশেষ; কেরোসিনের ডিবে। [সং. কূপিকা, কূপী]।

কুপিত—বিণ. ক্রুদ্ধ, রুষ্ট; (বৈদ্য.) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, দূষিত (কুপিত বায়ু)। [সং. √কুপ্+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **কুপিতা**।

কুপুত্র—বি. অসৎ, নিগুর্ণ বা অবাধ্য ছেলে। [সং. কু+পুত্র]।

কুপুরুষ—(১) বি. পুরুষোচিত গুণাবলীবর্জিত ব্যক্তি; কাপুরুষ লোক; কুদর্শন বা কুচরিত্র ব্যক্তি। (২) বিণ. পুরুষোচিত গুণাবলীবর্জিত; কাপুরুষ; কুচরিত্র; কুদর্শন। [সং. কু+পুরুষ]।

কুপো, কুপোকাত—কুপা১ দ্রঃ।

কুপোষ্য, (কথ্য.) **কুপুষ্যি**—বিণ. বি. ভরণপোষণ করা উচিত নহে বা ভরণপোষণ করার কথা নহে তবু ভরণপোষণ করিতে হয় এমন; অবাঞ্ছিত পোষ্য, গলগ্রহ (ব্যক্তি)। [সং. কু+পোষ্য]।

কুপ্য—বি. স্বর্ণরৌপ্য ভিন্ন অন্য যে-কোন ধাতু, base-metal। [সং.]।

কুফল—বি. খারাপ ফল বা পরিণাম। [সং. কু+ফল]।

কুবক্তা (-ক্তৃ)—বি. সরস কথা বলিতে বা ভাল করিয়া বক্তৃতা করিতে পারে না এমন ব্যক্তি। [সং. কু+বক্তৃ]।

কুবলয়—বি. নীলপদ্ম, পদ্মফুল। [সং.]।

কুবিচার—বি. অন্যায় বিচার, অবিচার; অন্যায়। [সং. কু+বিচার]।

কুবিধা—বি. অসুবিধা; দুঃখ-কষ্ট। [সং. কু+বিধা—তু. সুবিধা]।

কুবিন্দ—বি. তন্তুবায় তাঁতি। [সং. কু+√বিদ্+অ (র্তৃ)]।

কুবিন্দু—বি. দর্শকের নিম্নস্থ নভোমণ্ডলের কাল্পনিক সর্বনিম্ন বিন্দু, সর্বোচ্চ বিন্দুর সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দু, nadir। [বি. প.]।

কুবুদ্ধি—(১) বি. দুর্বুদ্ধি, মন্দ বা অসৎ বুদ্ধি। (২) বিণ. দুর্বুদ্ধিযুক্ত। [সং. কু+বুদ্ধি]।

কুবৃত্তি—বিণ. কুৎসিত বা গর্হিত বৃত্তিধারী; দুর্বৃত্ত। [সং. কু+বৃত্তি]।

কুবের—বি. ধনদেবতা, যক্ষরাজ; ধনিশ্রেষ্ঠ। [সং.]।

কুবোধ—বি. কুবুদ্ধি, দুর্মতি। [সং. কু+বোধ—তু. সুবোধ]।

কুব্জ—বিণ. কুঁজো বক্রপৃষ্ঠ। [সং.]। **কুব্জা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) কুঁজবিশিষ্টা, কুঁজী। (২) বি. রামায়ণের মন্থরা-দাসী।

কুভোজন—বি. অখাদ্য আহার; মন্দ আহার। [সং. কু+ভোজন]।

কুমকুম—বি. আবীর ও সুবাসিত জলে পূর্ণ গোলকবিশেষ। [আ. কুমকুমা]।

কুমড়া, (কথ্য) **কুমড়ো**—বি. কুষ্মাণ্ড; তরকারিতে রাঁধিয়া খাইবার উপযুক্ত ফলবিশেষ। [সং. কুষ্মাণ্ড]। বি. **কুমড়া-গড়াগড়ি**—ক্ষেতের কুমড়ার ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি; ভূলুণ্ঠন। বি. **গুড়কুমড়া, মিঠাকুমড়া, বিলাতী কুমড়া**—মিষ্টস্বাদ কুমড়াবিশেষ। বি. **চালকুমড়া, চাঁচিকুমড়া, দেশী কুমড়া**—যে কুমড়ার গাছ মাচা বা ঘরের চালের উপর লতাইয়া দেওয়া হয়।

কুমতি—(১) বি. মন্দ বুদ্ধি। (২) বিণ. মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট। [সং. কু+মতি]।

কুমতলব, কুমৎলব—বি. দুরভিসন্ধি, অসদুদ্দেশ্য। [সং. কু+আ. মৎলব]।

কুমন্ত্রণা—বি. মন্দ বা অসৎ পরামর্শ। [সং. কু+মন্ত্রণা]।

কুমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—বি. কুপরামর্শদাতা; দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী। [সং. কু+মন্ত্রী]।

কুমরে পোকা—বি. বিভিন্ন আকারের মাটির বাসা নির্মাণকারী পোকাবিশেষ। [?—তু. কুমার১]।

কুমাতা (-তৃ)—বি. যে মাতা প্রকৃষ্টরূপে সন্তানপালন করিতে জানে না বা করে না; সন্তানবাৎসল্যহীনা জননী। [সং. কু+মাতা]।

কুমার১, **কুমোর**—বি. কুম্ভকার, মৃন্ময় পাত্র, পুতুল প্রতিমা প্রভৃতি নির্মাতা। [সং. কুম্ভকার]। বি. **কুমারের চাক**—কুম্ভকারগণ কর্তৃক হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি ক্ষীতোদর পাত্রাদি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত গোলাকার চাকাবিশেষ।

কুমার২—বি. পঞ্চম হইতে দশমবর্ষীয় বালক, পুত্র; রাজপুত্র; যুবরাজ; দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়; (বৈদ্য.) সপ্তদশ হইতে ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ; অবিবাহিত পুরুষ।

[সং. √কুমারি (ক্রীড়া-অর্থে) + অ (র্তৃ) বা কু + মার]। বি. ~চার—ব্রতী বালক, বয়স্কাউট (boy scout)। বি. ~ব্রত—আমরণ অবিবাহিত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য-পালনের ব্রত। বি. ~ভৃত্যা—শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ; শিশুপালন; বালচিকিৎসা।

কুমারিকা—বি. ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ অন্তরীপ, Cape Comorin; দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা; অনূঢ়া কন্যা। [সং.]।

কুমারী—বি. অবিবাহিতা বালিকা বা নারী; দশম হইতে দ্বাদশ বা ষোড়শবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা; কন্যা; রাজকন্যা। [সং. কুমার + ঈ]।

কুমির, কুমীর—বি. বৃহদাকার হিংস্র জলজ সরীসৃপ-বিশেষ, নক্র। [সং. কুম্ভীর]। **কুমির-কুমির খেলা**—বালকবালিকাদের ক্রীড়াবিশেষ। **জলে কুমির ডাঙায় বাঘ**—(প্রাণঘাতী) উভয়সঙ্কট। **জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ**—প্রবল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির অধীনে থাকিয়া তাহারই সঙ্গে বিবাদ।

কুমুদ, (কাব্যে) **কুমুদী**—বি. লালপদ্ম; শ্বেতপদ্ম; শালুক, সুঁদি; দক্ষিণদিকের রক্ষাকর্তা দিঙ্‌নাগ। [সং. কু (=পৃথ্বী) + √মুদ্ (হর্ষে) + অ (র্তৃ)]। বি. **কুমুদনাথ, কুমুদবান্ধব**—চন্দ্র। **কুমুদবতী, কুমুদ্বতী**—(১) বি. কুমুদের ঝাড়, কুমুদসমূহ। (২) বিণ. কুমুদবহুলা (নদী সরসী ইত্যাদি)। বি. **কুমুদিনী**—কুমুদের ঝাড়; কুমুদশোভিত সরসী বা পুষ্করিণী। বিণ. **কুমুদ্বান্** (-বৎ)—কুমুদবহুল (স্থান)।

কুমেরু—বি. দক্ষিণমেরু; পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত। [সং.—তু. সুমেরু]। বি. ~বৃত্ত—দক্ষিণমেরুর ২৩½° অক্ষাংশ উত্তরস্থিত কল্পিত অক্ষরেখা, antarctic circle।

কুম্‌কুম্—কুমকুম-এর বানানভেদ।

কুম্ভ—বি. কলস, ঘট। হস্তিমস্তকের পার্শ্বস্থ মাংসপিণ্ড; (জ্যোতিষ.) মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে একাদশ রাশি। [সং.]। বি. ~**কার**—কুমার, মৃন্ময় পাত্রাদি নির্মাতা। বি. ~**মেলা**—তিথিবিশেষে কুম্ভ-রাশিতে সূর্যের সংক্রমণ উপলক্ষে হরিদ্বার প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানে অনুষ্ঠিত সাধু-সন্ন্যাসীদের মিলন বা মেলা; সাধারণতঃ ১২ বৎসর অন্তর অন্তর এই মেলা বসে। বি. ~**যোনি**—অগস্ত্য মুনি। বি. ~**শাল**, ~**শালা**—কুম্ভকারের কারখানা।

কুম্ভক—বি. দেহাভ্যন্তরে শ্বাসরোধরূপ যোগক্রিয়াবিশেষ। [সং. কুম্ভ + ক]।

কুম্ভকর্ণ—বি. রাক্ষসরাজ রাবণের মধ্যম ভ্রাতা; ইনি প্রতি ছয়মাস একটানা ঘুমের পর মাত্র একদিনের জন্য জাগিতেন; (আল.) অতিশয় নিদ্রাপরায়ণ ব্যক্তি।

কুম্ভকার, কুম্ভমেলা, কুম্ভশাল, কুম্ভশালা—কুম্ভ দ্রঃ।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক, কুম্ভীলক—বি. চোর; যে অপরের রচিত সাহিত্য হইতে ভাব ভাষা প্রভৃতি চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালায়, plagiarist; শ্যালক; শাল মাছ। [সং.]।

কুম্ভীপাক—বি. নরকবিশেষ। [সং.]।

কুম্ভীর—বি. কুমীর, নক্র। [সং.]। বি. **কুম্ভীরাশ্রু**—মায়াকান্না, কপট সমবেদনা (ইং. crocodile tears-এর অনুবাদ)।

কুয়া, কূয়া, কুয়ো—বি. কূপ, পাতকুয়া। [সং. কূপ]। **কুয়ার ব্যাঙ**—কূপমণ্ডূক; যাহার অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ, যে জ্ঞানলাভে অনিচ্ছুক, কুনো লোক।

কুয়াশা, কুয়াসা—বি. কুজ্ঝটিকা। [তু. হি. কুহাসা]।

কুরকুটে—বিণ. খর্বাকৃতি, বামনাকার, বেঁটে; বাড় নাই এমন। [হি. কুরকুট = টুকরা]।

কুরঙ্গ, কুরঙ্গম—বি. মৃগ, হরিণ। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **কুরঙ্গী**, (অশু.) **কুরঙ্গিণী**। বিণ.(স্ত্রী.) ~**নয়না**—মৃগনয়না; সুন্দরনেত্রা।

কুরচিনামা, কুরছিনামা—বি. বংশতালিকা, কুলপঞ্জী। [ফা. কুর্‌সীনামা]।

কুরণ্ড—বি. মুষ্কবৃদ্ধিরোগ বা ঐ রোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অণ্ডকোষ, কোরণ্ড, hydrocele। [সং.]।

কুরনি, কুরুনি—কুরা দ্রঃ।

কুরব—(১) বি. কুৎসিত বা কর্কশ স্বর; বদনাম; অশ্লীল বাক্য। (২) বিণ. কুৎসিত বা কর্কশ স্বরবিশিষ্ট। [সং. কু + রব]।

কুরবক, কুরবানী—যথাক্রমে **কুরুবক** ও **কোরবানি**-র রূপভেদ।

কুরর—বি. উৎক্রোশ বা কুরল পক্ষী। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **কুররী**।

কুরল—বি. ঈগলজাতীয় কুরর বা উৎক্রোশ; অলক, চূর্ণকুন্তল। [সং.]।

কুরসি, কুরসী—বি. চেয়ার, কেদারা। [আ. কুর্‌সী]।

কুরসিনামা—বি. বংশতালিকা। [আ. কুরসি = বংশতালিকা, ফা. নামহ্ = নাম]।

কুরা, কোরা—ক্রি. (নারিকেল ইত্যাদি) কুরুনি দিয়া চাঁচা বা আঁচড়ান (নারকেল কুরিয়ে দাও); নখ দাঁত প্রভৃতি দিয়া একটু একটু করিয়া খোঁড়া। [দেশী]। বি. বিণ. ~**ন**, ~**নো**—উক্ত সকল অর্থে। বি. ~**নি**—নারিকেলাদি কুরাইবার জন্য দাঁতাল যন্ত্রবিশেষ।

কুরীতি—বি. মন্দ ব্যবহার বা ধারা। [সং. কু + রীতি]।

কুরু—বি. চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতিবিশেষ; প্রাচীন ভারতের দেশবিশেষ (কুরুবর্ষ, কুরুদেশ)। বি. ~**ক্ষেত্র**—মহাভারতে বর্ণিত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র; (আল.) তুমুল যুদ্ধ বা কলহ (কুরুক্ষেত্র বেধেছে)। বি. ~**বৃদ্ধ**—কুরুবংশের প্রবীণ ব্যক্তি, ভীষ্মদেব।

কুরুচি—বি. অভদ্র, কুৎসিত বা অশ্লীল কথায় অথবা বিষয়ে প্রবৃত্তি। [সং. কু + রুচি]।

কুরুণ্ড—কুরণ্ড-এর রূপভেদ। **কুরুণ্ডিয়া, কুরুণ্ডে**—(১) বিণ. কোরণ্ডযুক্ত। (২) বি. ঐরূপ লোক।

কুরুনি, কুরনি—কুরানি-র রূপভেদ।

কুরুবক, কুরবক—বি. ঝিণ্টী বা ঝাঁটি ফুল; তাহার গাছ। [সং.]।

কুরুবিন্দ—বি. পদ্মরাগ মণি (তু. 'কুরুবিন্দং রত্নভেদে'—মেদিনী)। [সং.]।

কুরুশ-কাঠি, কুর্নিশ(স), কুর্আন—যথাক্রমে **ক্রুশ-কাঠি, কুর্নিশ ও কোরান**-এর রূপভেদ।

কুরকুরে—বিণ. কুর্‌কুর্‌-শব্দপূর্ণ। [সং. কুর্‌কুর্‌]।

কুর্তা—বি. পুরুষের ছোট জামা বা কোট। [তুর্‌]। বি. **লালকুর্তা**—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খান আবদুল গফর খান কর্তৃক গঠিত লাল কুর্তা পরিহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামী দল। বি. **কুর্তি**—ছোট কুর্তা।

কুর্দন—বি. লম্ফন, আস্ফালন। [সং. √কুর্দ্‌+অন (ভা)]।

কুর্নিশ, কুর্নিস—বি. সেলাম, মুসলমানী কায়দায় পিছনে হটিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন। [ফা. কোর্‌নিশ্‌]।

কূর্পর—(১) বি. জানু, কনুই। (২) বিণ. অধীন ('নহে নীচের কূর্পর' : চৈ. চ.)। [সং.]।

কুর্মী—বি. হিন্দু জাতিবিশেষ। [দেশী]।

কুর্সি—**কুরসি**-র বানানভেদ।

কুল১—বি. অম্লস্বাদ ফলবিশেষ, বদরী। [সং. কুবল]।

কুল২—বি. তান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। [সং.]। বি. **~মার্গ**—উক্ত তান্ত্রিকদের অবলম্বিত সাধন-প্রণালী ও জীবনযাত্রা, সাধক তাঁহার গুরুর নির্দিষ্ট যে-আচারকে অবলম্বন করিয়া মুক্তিকামী হন (তু. 'আচারঃ কুল-মুচ্যতে')। বি. **কুলাচার**—উক্ত সম্প্রদায়ের আচার। বি. **কুলাচার্য**—উক্ত সম্প্রদায়ের গুরু।

কুল৩—বি. বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী (কুলের কলঙ্ক) ; সদ্বংশ ; সন্তান-সন্ততি (তাহার কুল আজও আছে) ; কৌলীন্য, বংশমর্যাদা, আভিজাত্য (কুলশীল) ; গৃহ, সমাজ, কুলধর্ম (কুলত্যাগ), আবাস, ভবন (গুরুকুল) ; জাতি, বর্ণ (রক্ষঃ-কুল) ; গণ, সমূহ (নরকুল) ; পাল, যূথ (শিবাকুল)। [সং. কু+√লা+অ (র্ত্)]। ক্রি. **কুল করা**—কুলীনবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা। ক্রি. **কুল মজান**—বংশের সুনাম নষ্ট করা। ক্রি. **কুলে কালি দেওয়া**—কুকার্যসাধনপূর্বক বংশকে কলঙ্কিত করা। ক্রি. **কুলের বাহির হওয়া**—(স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে) স্বামি-গৃহ বা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কুলটা হওয়া। **কুল রাখি কি শ্যাম রাখি**—একদিকে (শ্যামের সঙ্গে) প্রণয় এবং অন্যদিকে সতীত্বধর্ম ও বংশের সম্মান, এই দুই বিপরীত আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া (রাধিকার) মানসিক দ্বন্দ্ব ; (আল.) উভয়সঙ্কট। বি. **~কণ্টক**—বংশের কলঙ্কস্বরূপ বা আপৎস্বরূপ ব্যক্তি। বি. **~কন্যা**—সৎকুলজাত মেয়ে। বি. **~কর্ম**—কুলোচিত ক্রিয়াকলাপ ; কুল-প্রথানুযায়ী অথবা কুলীনবংশে পুত্র-কন্যার বিবাহদান। বি. **~কলঙ্ক**—বংশের লজ্জাস্বরূপ ব্যক্তি। বি.(স্ত্রী.) **~কলঙ্কিনী**—যে রমণীর চরিত্রদোষে বংশের সুনাম ও গৌরব নষ্ট হয়। বিণ. (পুং.) **~কলঙ্কী** (-ঙ্কিন্)। বি. **~কামিনী**—সৎকুলের বধূ। বি. **~ক্রিয়া**—**কুলকর্ম**-এর অনুরূপ। বি. **~ক্ষয়**—বংশনাশ। বি. **~গর্ব**—আভিজাত্যগর্ব। বি. **~গৌরব**—বংশের মর্যাদা ; বংশের গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি। বি. **~গুরু**—বংশপরম্পরাক্রমে সকলেই যাঁহার শিষ্য। বিণ. **~ঘ্ন**—বংশনাশক। বিণ. **~জ**—সৎকুলজাত, কুলীন। বি. **~জি, ~জী**—বংশতালিকা ; বংশপরিচয়। [সং. কুলপঞ্জী]। বিণ. বি. **~টা**—কুলত্যাগকারিণী, ভ্রষ্টা ; স্বামি-গৃহত্যাগকারিণী। বিণ. বি. **~তিলক**—বংশের তিলক বা অলঙ্কারস্বরূপ (ব্যক্তি) ; কুলচূড়ামণি। বি. **~ত্যাগ**—কুলটা হওয়া ; সমাজ কুলধর্ম বা স্বামিগৃহ ত্যাগ। বিণ.(স্ত্রী.) **~ত্যাগিনী**—কুলটা। বিণ. বি. **~দূষক, দূষণ**—কুলাঙ্গার। বি. **~দেবতা**—বংশপরম্পরায় পূজিত দেবতা। বি. **~ধর্ম**—বংশগত আচার-আচরণ ; কুলাচার। বি. **~নারী**—**কুলকামিনী**-র অনুরূপ। বিণ. **~নাশন**—কুলক্ষয়-কারী। বি. **~পঞ্জি, ~পঞ্জী**—কুলজি। বি. **~পতি**—গোষ্ঠীপতি ; দশসহস্র মুনির প্রতিপালক ও শিক্ষা-দাতা বিপ্রর্ষি। বি. **~পুত্র**—সৎকুলজাত পুরুষ। বি. **~পুরোহিত**—(বিশেষ বিশেষ পরিবারের) বংশ-পরম্পরাগত যাজক ব্রাহ্মণ। বিণ. বি. **~প্রদীপ**—নিজ বংশের গৌরববৃদ্ধিকারী। বি. **~বতী, ~বধূ**—সচ্চরিত্রা স্ত্রী। বি. **~বালা**—কুলকন্যা ; কুলবধূ। বি. **~ভঙ্গ** (সাধারণতঃ হীনতর বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপনজনিত) কৌলীন্যনাশ বা বংশমর্যাদাহানি। বিণ. বি. **~ভূষণ**—বংশের অলঙ্কারস্বরূপ (ব্যক্তি) ; বিণ. **~ভ্রষ্ট**—নিজের কুল হইতে চ্যুত। বি. **~মর্যাদা**—বংশের গৌরব, আভিজাত্য ; কুলীনের প্রাপ্য দক্ষিণা ; পারিবারিক গৌরব-চিহ্ন। বি. **~মান**—বংশের সম্মান। বি. **~লক্ষণ**—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান : সৎকুলজাতকের এই নয়টি গুণ। বি. **~লক্ষ্মী**—সাধ্বী গৃহস্থ নারী ; বংশের কল্যাণস্বরূপা গৃহিণী ; বংশের অধিষ্ঠাত্রী ও হিতকারিণী দেবী। বি **~শীল**—বংশ ও চরিত্র।

কুলক—বি. একটিমাত্র ক্রিয়াপদের সাহায্যে রচিত অন্যূন পাঁচটি শ্লোকের সমষ্টি। [সং.]।

কুলকুচা, (কথ্য.) **কুলকুচো**—বি. মুখের মধ্যে তরল পদার্থ পুরিয়া কুলকুল শব্দে আলোড়িতকরণ, কুল্লি। [দেশী—তু. হি. কুলকুলানা]।

কুলকুণ্ডলিনী—বি. দেহমধ্যে মূলাধার পদ্মে (অধোমুখে, তিনটি বেষ্টনে কুণ্ডলীভাবে) বিরাজিত জীবগণের পরমা শক্তি, তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে যোগী এই শক্তির কুণ্ডলীভাব মোচন করিয়া ঊর্ধ্বমুখী করেন ও সহস্রারস্থিত শিবের সহিত সম্মিলিত করেন। [সং. **কুল২ + কুণ্ডল** দ্রঃ]।

কুলকুল—অব্য. বারিপ্রবাহের মৃদু কলকলধ্বনি।

কুলক্ষণ—(১) বি. অশুভ চিহ্ন। (২) বিণ. অশুভচিহ্নযুক্ত। [সং. কু+লক্ষণ]। বিণ. (স্ত্রী.) **কুলক্ষণা**—অশুভলক্ষণ-যুক্তা, অলক্ষণা, দুর্ভাগিনী।

কুলগ্ন—বি. কুক্ষণ, অশুভ সময়। [সং. কু+লগ্ন]।

কুলঙ্গি, কুলুঙ্গী—বি. ঘরের দেওয়ালে ছোট খোপ। [দেশী]।

কুলটা—**কুল৩** দ্রঃ।

কুলথ—বি. কলায়বিশেষ। [সং.]।

কুলফি (পি), কুলফী (পী)—বি. বরফ জমাট করিবার জন্য ব্যবহৃত টিনের চোঙ বা ছাঁচ। [আ. কুফ্‌ল্‌তালা—তু. হি. কুল্‌ফী]। বি. **~বরফ**—কুলপিতে জমান বরফ ; একপ্রকার লেহ্য মিষ্ট খাবার। বি. **~মালাই**—দুধের সঙ্গে কুলপিতে জমান বরফ, মালাই বরফ।

কুলা$_{১}$, কুলো—বি. শস্যাদি ঝাড়িবার ডালাবিশেষ, শূর্প। [সং. কুল্য]।

কুলা$_{২}$—ক্রি. প্রয়োজন মেটা (এ টাকায় কুলাইবে না) : কার্যনির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়া (আয়ুতে কুলাইবে না) : স্থানসঙ্কুলান হওয়া (এখানে এত লোক কুলাইবে না)। [বাং. √কুল্‌+আ]। **~ন, ~নো**—(১) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। (২) ক্রি. কুলা।

কুলাঙ্গার—বি. যে ব্যক্তির অকীর্তির জন্য বংশ কলঙ্কিত হয়। [সং. কুল$_{৩}$+অঙ্গার]।

কুলাচল, কুলাদ্রি—বি. মহেন্দ্র মলয় সহ্য শুক্তিমান্‌ ঋক্ষ বিন্ধ্য পারিপাত্র (বা পারিযাত্র) : পুরাণোক্ত এই সাতটি পর্বত। [সং. কুল$_{৩}$+অচল, অদ্রি]।

কুলাচার—বি. কুলধর্ম, বংশগত আচার-আচরণ। [সং. কুল$_{৩}$+আচার]।

কুলাচার্য—বি. কুলগুরু ; কুলপুরোহিত ; বংশপরম্পরাগত পারিবারিক ধর্মোপদেষ্টা ; বংশপরিচয়-প্রদান-ব্যবসায়ী, ঘটক। [সং. কুল$_{৩}$+আচার্য]।

কুলান, কুলানো—**কুলা$_{২}$** দ্রঃ।

কুলাভিমান—বি. আভিজাত্যের গর্ব। [সং. কুল$_{৩}$+অভিমান]। বিণ. **কুলাভিমানী** (-নিন্‌)—আভিজাত্যগর্বী।

কুলায়—বি. পাখির বাসা, নীড়। [সং.]।

কুলাল—বি. কুম্ভকার, কুমার। [সং.]। বি. **~চক্র**—কুমারের চাকা।

কুলি$_{১}$—বি. কুলকুচা। [দেশী]।

কুলি$_{২}$, কুলী—বি. মুটিয়া, বোঝাবাহক ; মজুর। [তুর. কুলী]। বি. **~কামিন্‌**—কুলি ও কুলি রমণী। বি. **~ধাওড়া**—কুলিদের বাসস্থান।

কুলিশ—বি. বজ্র, অশনি। [সং.]। বি. **~পাত**—বজ্রপতন।

কুলীন—বিণ. বি. উচ্চবংশজাত, সৎকুলজাত, বল্লাল সেন কর্তৃক প্রদত্ত কুলমর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশধর। [সং. কুল+ঈন]।

কুলীর, কুলীরক—বি. কাঁকড়া ; কর্কটরাশি। [সং.]।

কুলীশ, কুল্লফি (ফী), কুল্লজি (জী)—যথাক্রমে **কুলিশ, কুলফি** ও **কুলজি**-র রূপভেদ।

কুলুপ—বি. তালা। [আ. কুফ্‌ল্‌ (বর্ণবিপর্যয়ের ফলে)]।

কুলো, কুল্‌কুল্‌, কুল্‌ফি (পি)—যথাক্রমে **কুলা$_{১}$, কুলকুল** ও **কুলপি**-র রূপভেদ।

কুল্লা, কুল্লি, কুল্লী—**কুলি$_{১}$**-এর রূপভেদ।

কুল্লে, কুল্যে—ক্রি-বিণ. সমুদয়ে, মোটে ; মাত্র। [আ. কুল]।

কুল্‌হরিৎ—বি. ক্লোরিন (chlorine)। [রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গঠিত শব্দ]।

কুশ—বি. তীক্ষ্ণাগ্র তৃণবিশেষ (কুশাসন, কুশপুত্তলিকা) ; পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের অন্যতম ; রামচন্দ্রের পুত্র। [সং.]।

কুশণ্ডিকা—বি. বিবাহের পর বিহিত যজ্ঞবিশেষ। [সং.]।

কুশপা—বিণ. যাহার পা কুশের মত সরু ও দুর্বল ; বিকৃতপাদ। [কুশ+পা]।

কুশপুত্তলি, কুশপুত্তলী, কুশপুত্তলিকা—বি. কোন (প্রধানতঃ মৃত) ব্যক্তির প্রতীকস্বরূপ কুশে গঠিত মূর্তি ; কুশনির্মিত প্রতিমূর্তি। [সং.]।

কুশতি—**কুস্তি**-র বানানভেদ।

কুশল$_{১}$—(১) বি. মঙ্গল, কল্যাণ। (২) বিণ. কল্যাণযুক্ত : নিরাপদ্‌। [সং. √কুশ্‌ (=সংযোগ)+অল (র্তৃ)]। বিণ. **কুশলী** (-লিন্‌)—কল্যাণযুক্ত।

কুশল$_{২}$—বি. অভিজ্ঞ, দক্ষ, নিপুণ (রণকুশল)। [সং. কুশ + √লা (=গ্রহণ)+অ (র্তৃ)]। বি. **~তা**। বিণ. (স্ত্রী.) **কুশলা**। বিণ. **কুশলী** (অশু.)—দক্ষ, কৌশলী (কলা-কুশলী, ক্রীড়াকুশলী)।

কুশলী—**কুশল$_{১}$** ও **কুশল$_{২}$** দ্রঃ।

কুশাগ্র—(১) বি. কুশের অগ্রভাগ বা ডগা। (২) বিণ. (কুশের ডগার ন্যায়) অতি সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ণ। [সং. কুশ+অগ্র]। বিণ. **~ধী, ~বুদ্ধি**—অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। বিণ. **কুশাগ্রীয়**—কুশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম, অতি তীক্ষ্ণ।

কুশাঙ্কুর—বি. কুশতৃণের নবজাত তীক্ষ্ণমুখ পত্র বা ফলা ; নবজাত কুশ। [সং. কুশ+অঙ্কুর]।

কুশাঙ্গুরী, কুশাঙ্গুরীয়—বি. পূজা-তর্পণাদিকালে ধারণীয় কুশনির্মিত আংটি। [সং. কুশ+অঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়]।

কুশাসন$_{১}$—বি. কুশনির্মিত আসন। [সং. কুশ+আসন]।

কুশাসন$_{২}$—বি. অন্যায় শাসন, অবিচার, প্রজাপীড়ন। [সং. কু+শাসন]।

কুশি$_{১}$, কুষি—বি. চামচের আকারে তাম্রপাত্র, পূজার কার্যে ব্যবহৃত ; কোষা হইতে জল তুলিবার পাত্রবিশেষ। [সং. কোষা+বাং. ক্ষুদ্রার্থে ই, ঈ]। (**কোষাকুষি** দ্রঃ)।

কুশি$_{২}$—(১) বি. আম্রাদির অত্যন্ত কচি ফল। (২) বিণ. অত্যন্ত কচি (কুশি আম)। [সং. কোশ (=কুঁড়ি)>কুশ +বাং. ই]।

কুশীকাঠি, কুসীদ—যথাক্রমে **কুশকাঠি** ও **কুষীদ**-এর বানানভেদ।

কুশীলব$_{১}$—বি. নাটকের পাত্রপাত্রীগণ ; অভিনেতা, গায়ক, নর্তক। [সং. কু+শীল+ √বা+অ (র্তৃ)]।

কুশীলব$_{২}$—বি রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়। [সং. কুশ+লব]।

কুশেশয়—বি. পদ্ম। [সং. কুশে (=জলে)+ √শী+অ (র্তৃ)]।

কুষি, কুষীদ—যথাক্রমে **কুশি$_{১, ২}$** ও **কুসীদ**-এর বানানভেদ।

কুষ্ঠ—বি. রোগবিশেষ, কুঠ। [সং. কু+ √স্থা+অ (র্তৃ)]। বিণ. **~ঘ্ন**—কুষ্ঠরোগবিনাশক। বি. **কুষ্ঠাশ্রম**—কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসাস্থান।

কুষ্ঠি—**কোষ্ঠী**-র কথ্য রূপ।

কুষ্ঠী (-ষ্ঠিন্‌)—বিণ. বি. কুষ্ঠরোগী। [সং. কুষ্ঠ+ইন্‌]।

কুষ্মাণ্ড—বি. চাঁচিকুমড়া ; (বাং.) কুমড়া। [সং.]।

কুসংসর্গ—বি. কুসঙ্গ, অসৎসঙ্গ। [সং. কু+সংসর্গ]। বিণ. **কুসংসর্গী** (-র্গিন্)—অসৎসঙ্গে বাসকারী।

কুসংস্কার—বি. ভ্রান্ত যুক্তিহীন ধারণা অথবা ধর্ম-বিশ্বাস, গোঁড়ামি, superstition। [সং. কু+সংস্কার]। বিণ. **~মূলক**—কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন। বিণ. **কুসংস্কারাচ্ছন্ন**—কুসংস্কারদ্বারা অন্ধ।

কুসঙ্গ—বি. অসৎ সংসর্গ। [সং. কু+সঙ্গ]। বি. **কুসঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—অসৎ সঙ্গী বা বন্ধু।

কুসম-কুসম, কুসুম-কুসুম—বিণ. ঈষদুষ্ণ, কবোষ্ণ। [সং. কোষ্ণ]।

কুসিম্বী—বি. শিমগাছ বা শিমলতা। [সং.]।

কুসীদ—বি. সুদ ; ঋণদান-ব্যবসায়, তেজারতি। [সং. √কুস্ (সংযোগে)+ঈদ]। বিণ. বি. **~জীবী** (-বিন্)—সুদে টাকা ধার দিয়া অর্থাৎ তেজারতি করিয়া জীবিকা-র্জনকারী, সুদখোর। বি. **~ব্যবহার**—তেজারতি ; সুদ কষা।

কুসুম১—বি. (বস্ত্রাদি রঞ্জনে ব্যবহৃত) ফুলবিশেষ। [সং. কুসুম্ভ]।

কুসুম২—বি. ফুল, পুষ্প ; স্ত্রীরজঃ ; চক্ষুর ব্যাধিবিশেষ ; (বাং.) ডিমের হলদে অংশ। [সং.]। বি. **~কার্মুক, ~চাপ, ~ধনুঃ, ~ধন্বা** (-ধন্)—কন্দর্পদেব। বি. **~দাম**—ফুলমালা। বিণ. **~পেলব**—ফুলের ন্যায় নরম। বি. **~মালিকা**—ক্ষুদ্র ফুলমালা ; সংস্কৃত ছন্দো-বিশেষ। বি. **~শয্যা**—ফুলশয্যা, নরম বিছানা ; (আল.) আরাম। বি. **~শর**—অরবিন্দ, অশোক ইত্যাদি পাঁচটি ফুল যাহার বাণ অর্থাৎ কামদেব। বি. **~স্তবক**—ফুলের তোড়া। বি. **কুসুমাকর, কুসুমাগম**—ফুল ফোটার কাল, বসন্তঋতু। বি. **কুসুমায়ুধ**—কুসুম যাহার আয়ুধ অর্থাৎ কন্দর্প। বি. **কুসুমাসব**—পুষ্পমধু, মকরন্দ। বি. **কুসুমাসার**—বি. পুষ্পবৃষ্টি। বি. **কুসুমাস্তরণ**—কুসুম-ময় আচ্ছাদন বা গালিচা ; পুষ্পদ্বারা রচিত শয্যা। বিণ. **কুসুমিত**—পুষ্পিত পুষ্পযুক্ত। বি. **কুসুমেষু**—কন্দর্প।

কুসুম্ভ—বি. কুসুমফুল ; উহার গাছ বা রঙ। [সং.]।

কুস্তি, কুস্তী—বি. মল্লযুদ্ধ। [ফা. কুশ্‌তী]। বি. **~গির, ~গীর, ~বাজ**—কুস্তিতে পটু, মল্ল।

কুস্থান—বি. মন্দ বা কুৎসিত জায়গা অথবা দেশ। [সং. কু+স্থান]।

কুস্বভাব—(১) বি. অসৎ চরিত্র ; মন্দ প্রকৃতি। (২) বিণ. দুঃশীল, দুশ্চরিত্র। [সং. কু+স্বভাব]। বিণ. (স্ত্রী.) **কুস্বভাবা**।

কুহক—বি. মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেলকি, প্রতারণা, ছলন (কল্পনার কুহক)। [সং. √কুহ (=বিস্ময়সৃষ্টি)+অক (র্তৃ)]। বিণ. **কুহকী** (-কিন্)—মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক জাদুকর। বিণ. (স্ত্রী.) **কুহকিনী**।

কুহর—বি. গর্ত, গহ্বর, ছিদ্র (কর্ণকুহর) ; কণ্ঠস্বর। [সং. কু+√হৃ+অ]।

কুহরা—ক্রি. কুহরব করা। [বাং. √কুহর্+আ]। ক্রি. **কুহরই**—(প্রা. কাব্যে) কুহরব করে। বি. **কুহরন, কুহরণ**—কূজন ; কুহুধ্বনি ; কুহুধ্বনি করা। বিণ. **কুহরিত**—ধ্বনিত, কূজিত।

কুহা—বি. কুজ্ঝটিকা। [সং. কুহা]।

কুহু, কুহূ১—বি. কোকিলের রব। [সং. √কুহ্+উ, ঊ (র্তৃ)]। বি. **~কণ্ঠ**—কোকিল। বি. **~তান**—কোকিলের গান। বি. **~রব**—কোকিলের ডাক ; কোকিল।

কুহূ২—বি. অমাবস্যার রাত্রি ('একে কুলকামিনী তাহে কুহূ-যামিনী')। [সং. √কুহ্ (=বিস্ময়সৃষ্টি)+ঊ]।

কুহেলিকা, কুহেড়িকা, কুহেলি, কুহেলী—বি. কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা। [সং.]।

কূচিকা—বি. ক্ষুদ্র তুলি। [সং.]।

কূজন—বি. পাখির ডাক ; অব্যক্ত ধ্বনি। [সং. √কূজ +অন (ভা)]। বিণ. **কূজিত**—কূজনদ্বারা ধ্বনিত (কোকিলকূজিত)।

কূট—(১) বিণ. কুটিল (কূটবুদ্ধি) ; জটিল, দুর্বোধ্য (কূট প্রশ্ন) ; মিথ্যা, কপট (কূটসাক্ষী) ; অসরল, শঠ (কূট-চরিত্র) ; (প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে) চাতুরিপূর্ণ (কূট-নীতি)। (২) বি. দুর্বোধ ও অস্পষ্ট শ্লোক বা উক্তি (ব্যাস-কূট) ; পর্বতশৃঙ্গ (চিত্রকূট) ; চূড়া (প্রাসাদকূট) ; স্তূপ (অন্নকূট) ; মৃগাদি বন্ধনযন্ত্র, ফাঁদ, জাল (কূটবন্ধ, কূটযন্ত্র) ; ছলনা (কূটতর্ক, কূটপ্রশ্ন)। (অল.) আপাত-বিরোধী উক্তি, বিরোধাভাস, paradox [বি. প.]। [সং. √কূট্ +অ (র্তৃ)]। বি. **~কচাল**—বাধাবিঘ্ন, ঘোরপেঁচ ; চুল-চেরা তর্ক। বিণ. **~কচালে**—জটিল, দুর্বোধ্য ; বিঘ্নময় ; কুটিল ; কলহপ্রিয়। বি. **~কর্ম**—জালিয়াতি ; জুয়াচুরি।

কূটজ—বি. তিক্তাস্বাদ বৃক্ষবিশেষ, কুড়চি। [সং. কূট+ √জন্+অ (র্তৃ)]।

কূটনীতি—বি. কুটিল নীতি ; কপটতা ; রাজনীতি। [সং. কূট+নীতি]। বিণ. **কূটনৈতিক**—রাজনীতি-সংক্রান্ত (কূটনৈতিক আলোচনা)।

কূটস্থ—বিণ. (দর্শ.) সর্ব অবস্থায় ও সর্ব কালে একভাবে স্থিত, নিত্য, নির্বিকার (যথা—আত্মা, আকাশ, ঈশ্বর) ; গূঢ়, অন্তর্ব্যাপ্ত (কূটস্থ চৈতন্য)। [সং. কূট (=গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চল)+√স্থা+অ (র্তৃ)]।

কূটাভাস—বি. বাক্যালংকারবিশেষ : ইহাতে আপাত-দৃষ্টিতে বর্ণিত বিষয় পরস্পর-বিরুদ্ধ বা অসম্ভব মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে সত্য, paradox (যথা—'যদি বড় হতে চাও, ছোট হও তবে' : ঈ. গু.)। [সং. কূট+ আভাস]।

কূটার্থ—বি. দুরূহ অর্থ ; গুপ্ত বা গূঢ় অর্থ ; বিরুদ্ধ অর্থ। [সং. কূট+অর্থ]।

কূপ—বি. কুয়া, পাতকুয়া, ইঁদারা ; গর্ত (লোমকূপ)। [সং.]। বি. **~মণ্ডূক**—কুয়ার ব্যাঙ ; কুয়ার ব্যাঙের ন্যায় যে নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং বাহিরের জগৎ সম্পর্কে আগ্রহহীন ; সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি।

কূপি, কূপী—কুপি-র বানানভেদ।

কূপোদক—বি. পাতকুয়া বা ইঁদারার জল। [সং. কূপ+ উদক]।

কূর্মা—কুর্মা-র বানানভেদ।
কূর্চ, কূর্চা—বি. তুলি; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল; ভ্রূমধ্যস্থ লোমসমূহ; শক্ত দাড়ি। [সং.]।
কূর্চিকা—বি. তুলি; কুঁচি; তৃণগুচ্ছ। [সং.]।
কূর্পর—কুর্পর-এর বানানভেদ।
কূর্ম—বি. কচ্ছপ; বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **কূর্মী**—কচ্ছপী। বি. ~**পুরাণ**—কূর্মাবতার-বিষয়ক পুরাণ। বি. **কূর্মাবতার**—বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার।
কূর্মী১—কূর্ম দ্রঃ।
কূর্মী২—বি. হিন্দুজাতিবিশেষ। [তু. গু. কুণ্‌বী]।
কূল—বি. তট, তীর, কিনারা (সমুদ্রকূল), (আল.) আশ্রয় (অকূলে কূল পাওয়া); অবধি (দুঃখের কূল নাই)। [সং. √কূল্‌+অ (র্তৃ)]। বি. **কূল-কিনারা**—দিশা, মুক্তির উপায়; নিষ্কৃতি। **একূল ওকূল দুকূল খাওয়া**—সকল আশ্রয় হারান।
কৃকলাস, কৃকলাশ—বি. কাঁকলাস, গিরগিটি, বহুরূপী। [সং.]।
কৃচ্ছ্র—(১) বি. শারীরিক ক্লেশ, কষ্ট, কষ্টসাধ্য ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত (কৃচ্ছ্রসাধন); (বিরল) পাপ। (২) বিণ. কষ্টসাধ্য (কৃচ্ছ্র ব্রত)। [সং.]। বি. ~**সাধনা**—অতীব ক্লেশসাধ্য ব্রত বা সাধনা।
কৃত১—বি. সত্যযুগ। [সং.]।
কৃত২—বিণ. সম্পাদিত (কৃত অপরাধ); সাধিত; আচরিত; রচিত (কাশীরামকৃত মহাভারত); নির্মিত (মুঘলগণকৃত হর্ম্যরাজি); শিক্ষাপ্রাপ্ত, লব্ধ, আহৃত (কৃতবিদ্য); গৃহীত (কৃতদার); নিযুক্ত, নির্ধারিত (কৃতদাস, কৃতবেতন)। [সং. √কৃ+ত (র্ম)]। বিণ. ~**ক**—কৃত্রিম; কল্পিত। বি. ~**কপুত্র**—পালিত পুত্র। বিণ. ~**কর্মা** (-র্মন্‌)—কৃতী, কর্ম সম্পন্ন করিয়াছে এমন; কর্মকুশল; অভিজ্ঞ। বিণ. ~**কাম**—সিদ্ধমনোরথ, কৃতার্থ। বিণ. ~**কার্য**—সফল। বি. ~**কার্যতা**। বিণ. ~**কৃতার্থ**—চরিতার্থ। বিণ. ~**কৃত্য**—কৃতকার্য; কর্তব্যকর্মে সফলকাম। বিণ. ~**তীর্থ**—তীর্থস্থানসমূহের পর্যটন এবং পূজা ও দানধ্যানাদি করিয়া ফিরিয়াছে এমন। বিণ. ~**দার**—দার গ্রহণ করিয়াছে এমন, বিবাহিত। বি. ~**দাস**—নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাসত্বে আবদ্ধ ব্যক্তি। বি.(স্ত্রী.) ~**দাসী**। বিণ. ~**ধী**, ~**বুদ্ধি**—স্থিরচিত্ত; মার্জিতবুদ্ধি। বিণ. ~**নিশ্চয়**—স্থিরসঙ্কল্প, সাফল্য সম্বন্ধে সংশয়হীন। বি. ~**নিশ্চয়তা**। বিণ. ~**পূর্ব**—পূর্বেই করা হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ. ~**প্রতিজ্ঞ**—প্রতিজ্ঞা যে গ্রহণ করিয়াছে বা পালন করিয়াছে। বিণ. ~**বিদ্য**—সুশিক্ষিত; বিদ্বান্‌। বি. ~**বিদ্যতা**। বিণ. ~**শ্রম**—যে পরিশ্রম করিয়া কোনো বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছে (ব্যাকরণে কৃতশ্রম)। বিণ. ~**সঙ্কল্প, সংকল্প**—স্থিরনিশ্চয়।
কৃতঘ্ন—বিণ. উপকারীর অপকার করে বা তাহার উপকার অস্বীকার করে এমন; নিমকহারাম। [সং. কৃত+√হন্‌+অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**।
কৃতজ্ঞ—বিণ. উপকারকের উপকার স্মরণে রাখে ও স্বীকার করে এমন। [সং. কৃত+√জ্ঞা+অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**।
কৃতবর্মা—বি. কৌরবপক্ষীয় প্রসিদ্ধ যোদ্ধা; যদুবংশীয় এই বীর কৃষ্ণের সারথি সাত্যকির হস্তে নিহত হন।
কৃতাঞ্জলি—বিণ. হাতজোড় করিয়াছে এমন, যুক্তকর। [সং. কৃত+অঞ্জলি]। ক্রি-বিণ. ~**পুটে**—দুই হাত (ঠোঙ্গার আকারে) একত্র করিয়া, হাতজোড় করিয়া।
কৃতাত্মা (-ত্মন্‌)—বিণ. শুদ্ধান্তঃকরণ ও সংযতচিত্ত; শিক্ষিতচিত্ত। [সং. কৃত+আত্মা]।
কৃতান্ত—বি. যম, শমন। [সং. কৃত+অন্ত]। বি. (স্ত্রী.) ~**দলনী**—কালিকাদেবী, শ্যামা।
কৃতাপরাধ—বিণ. অপরাধ করিয়াছে এমন, অপরাধী। [সং. কৃত+অপরাধ]।
কৃতাভিষেক—বিণ. অভিষিক্ত হইয়াছে এমন। [সং. কৃত+অভিষেক]।
কৃতার্থ—বিণ. চরিতার্থ, সিদ্ধমনোরথ, ধন্য, কৃতকার্য। [সং. কৃত+অর্থ]। বিণ. ~**ম্মন্য**—নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এমন।
কৃতাস্ত্র—বিণ. অস্ত্রচালনাবিদ্যা শিখিয়াছে এমন। [সং. কৃত (=শিক্ষিত)+অস্ত্র]।
কৃতাহ্নিক—বিণ. (প্রধানতঃ সন্ধ্যাবন্দনাদি) নিত্যকর্মাদি সমাধা করিয়াছে এমন। [সং. কৃত+আহ্নিক]।
কৃতি—বি. করণ (স্বীকৃতি); নির্মাণ, রচনা (কবিকৃতি, কৃতিস্বত্ব); সম্পাদিত কর্ম (সুকৃতি); সাধনা, যত্ন (কৃতিসাধ্য)। [সং. √কৃ+তি (ভা, র্ম)]। বি. ~**স্বত্ব**—কোন পণ্যদ্রব্য আবিষ্কারক ব্যতীত অপর কেহ যাহাতে তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিতে না পারে তজ্জন্য আইনগত ব্যবস্থা, patent [স. প.]।
কৃতিত্ব—বি. কর্মদক্ষতা, নিপুণতা, বাহাদুরি। [সং. কৃতিন্‌+ত্ব]।
কৃতী (-তিন্‌)—বিণ. কর্মকুশল; কৃতকার্য, মহৎ চেষ্টায় সফল হইয়াছে এমন (কৃতী পুরুষ, কৃতী সন্তান); গুণবান্‌। [সং. কৃত+ইন্‌]।
কৃতোদ্বাহ—বিণ. (যাহার) উদ্বাহ অর্থাৎ বিবাহ হইয়াছে এমন, পরিণীত। [সং. কৃত+উদ্বাহ]।
কৃতোপকার—বিণ. কৃত হইয়াছে উপকার যৎকর্তৃক, উপকারী; (যাহার) উপকার করা হইয়াছে এমন, উপকৃত। [সং. কৃত+উপকার]।
কৃত্ত—বিণ. যাহা কর্তিত, ছিন্ন বা খণ্ডিত হইয়াছে। [সং. √কৃত্‌+ত(র্ম)]।
কৃত্তি—বি. ব্যাঘ্র-মৃগাদিচর্ম, ত্বক্‌। [সং. √কৃত্‌+তি (র্ম)]।
কৃৎ১—(বিশেষ্যের সহিত যুক্ত হয়) যে করে, সম্পাদক, কর্তা, প্রভৃতি অর্থসূচক (পথিকৃৎ, গ্রন্থকৃৎ)। [সং. √কৃ+ক্বিপ্‌ (র্তৃ)]।
কৃৎ২—বি. (ব্যাক.) ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয়।
কৃত্তিক—বি. বহিশ্চর্ম, ছাল, cuticle [বি. প.]। [সং. √কৃৎ+তি (র্ম)+ক]।

কৃত্তিকা—বি. নক্ষত্রবিশেষ; কার্তিকেয়ের ছয়জন ধাত্রীর অন্যতমা। [সং. √কৃৎ+তি (র্ম)+ক+আ]। বি. ~**সুত**—কার্তিকেয়।

কৃত্তিবাস—বি. যিনি বাঘছাল বা গজাসুরের চর্ম পরিধান করেন অর্থাৎ শিব; রামায়ণের বঙ্গানুবাদক ফুলিয়া-নিবাসী কৃত্তিবাস ওঝা। [সং. কৃত্তি (=পশুচর্ম)+বাস (বাসস্=বসন)]। বিণ. **কৃত্তিবাসী**—কৃত্তিবাস কর্তৃক রচিত (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)।

কৃত্য—(১) বিণ. করণীয় (কৃত্যকর্ম)। (২) বি. কার্য, কর্তব্যকর্ম (নিত্যকৃত্য, প্রাতঃকৃত্য); (ব্যাক.) তব্যাদি প্রত্যয়। [সং. √কৃ+য (র্ম)]। বি. ~**ক**—সরকারী চাকরি, service [স. প.]। বি. (স্ত্রী.) **কৃত্যা**—আভিচারিক তন্ত্রমন্ত্র; ক্রিয়া, কার্য। বি. **কৃত্যাকৃত্য**—কর্তব্যাকর্তব্য, কার্যাকার্য।

কৃত্রিম—বি. স্বভাবজ নহে কিন্তু ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন (কৃত্রিম প্রক্রিয়া বা প্রণালী); কৌশলে নির্মিত; শিল্পবুদ্ধিদ্বারা রচিত; নকল (কৃত্রিম হীরা, কৃত্রিম রেশম); জাল, মেকি (কৃত্রিম মুদ্রা); মিথ্যা, কপট (কৃত্রিম স্নেহ)। [সং.]। বি. ~**তা**।

কৃৎস্ন—বিণ. সমুদয়, সকল, সম্পূর্ণ। [সং.]।

কৃদন্ত—(১) বিণ. (ব্যাক.) কৃৎ+প্রত্যয়ান্ত। (২) বি. ঐরূপ শব্দ। [সং. কৃৎ+অন্ত]।

কৃন্তক—(১) বিণ. কর্তনকারী। (২) বি. ঐরূপ দন্ত, incisor [বি. প.]। [সং. √কৃৎ+অক]।

কৃপ, কৃপাচার্য—বি. বিশ্বের সাতজন চিরজীবীর অন্যতম এই বীর ছিলেন অশ্বত্থামার মাতুল ও কৌরবপক্ষীয় প্রসিদ্ধ যোদ্ধা।

কৃপণ—বিণ. অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ ও সঞ্চয়প্রিয়; নীচ, অনুদার। [সং. √কৃপ্+অন (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **কৃপণা, কৃপণী**। বি. ~**তা**।

কৃপা—বি. দয়া, করুণা (কৃপানিধি); অনুকম্পা (কৃপার পাত্র); অনুগ্রহ, প্রসন্নতা (কৃপাদৃষ্টি)। [সং. √কৃপ্+অ (ভা)+আ]। বি. ~**বলোকন**—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি। বিণ. ~**লু**—কৃপাপূর্ণ, দয়ালু।

কৃপাণ—বি. তরবারি; খড়্গ; ছোরা। [সং.]।

কৃমি—বি. পোকা, কীট; প্রাণীর (বিশেষতঃ মানুষের) উদরের মধ্যে বিদ্যমান কেঁচোজাতীয় কীটবিশেষ। [সং.]। বিণ. বি. ~**ঘ্ন**—কৃমিনাশক (ঔষধ)। ~**জ**—(১) বিণ. কৃমি হইতে জাত। (২) বি. লাক্ষা। বিণ. ~**ল**—কৃমি-যুক্ত।

কৃশ—বিণ. শীর্ণ, রোগা, ক্ষীণ (কৃশকায়), দুর্বল, কাহিল (উপবাসকৃশ)। [সং. √কৃশ্+ত (ক্ত)-র্ম, নিপাতনে]। বি. ~**তা**।

কৃশর, কৃশরান্ন—বি. খিচুড়ি। [সং.]।

কৃশাঙ্গ—বিণ. ক্ষীণকায়; দুর্বল দেহবিশিষ্ট। [সং. কৃশ+অঙ্গ]। বিণ.(স্ত্রী.) **কৃশাঙ্গী**।

কৃশানু—বি. অগ্নি। [সং.]।

কৃশোদর—বিণ. ক্ষীণ উদরবিশিষ্ট; ক্ষীণকটি। [সং. কৃশ+উদর]। বিণ (স্ত্রী.) **কৃশোদরী**।

কৃশ্চান, কৃশ্চিয়ান—খ্রিস্টান-এর রূপভেদ।

কৃষক—বি. বিণ. চাষা, কৃষিজীবী। [সং. √কৃষ্+অক (উণাদি ক্‌ন্) (র্তৃ)]।

কৃষাণ—বি. কৃষক; (বাং.) খেতমজুর, মজুর। [সং. √কৃষ্+(বাং.) আন (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **কৃষাণী**। বি. **কৃষাণি**, (বর্জি.) **কৃষাণি**—কৃষিকর্ম; কৃষাণের মজুরি। বিণ. **কৃষাণী**—কৃষাণ-সংক্রান্ত; কৃষাণের যোগ্য।

কৃষি—বি. কৃষকের কর্ম; চাষ। [সং. √কৃষ্+ই (ভা)]। বি. ~**কর্ম**—চাষের কাজ। বিণ. ~**জীবী** (-বিন্)—কৃষিকর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। বিণ. ~**জাত**—কৃষিদ্বারা উৎপন্ন।

কৃষীবল—বি. কৃষিজীবী, চাষা। [সং. কৃষি+(অস্ত্যর্থে) বল]।

কৃষ্ট—বিণ. কর্ষিত, চষা; আকৃষ্ট। [সং. √কৃষ্+ত (র্ম)]।

কৃষ্টি—বি. কর্ষণ, হলচালনা; (বাং.) চর্যা, সংস্কৃতি; অনুশীলন। [সং. √কৃষ্+তি (ভা)]।

কৃষ্ণ—(১) বি. বিষ্ণুর অবতার; কানাই, শ্যাম। (২) বিণ. কালবর্ণ, নীলবর্ণ (কৃষ্ণকায়, কৃষ্ণতিল); অন্ধকারময় (কৃষ্ণরাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ)। [সং. √কৃষ্+ন (র্তৃ)]। বি. ~**কলি**—ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ। বি. ~**কীর্তন**—বড়ু চণ্ডীদাসরচিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক (সঙ্গীত-) কাব্য। বি. ~**চন্দন**—পীতচন্দন, হরিচন্দন। বি. ~**চূড়া**—ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ। বি. ~**তিথি**—কৃষ্ণপক্ষের যে-কোন তিথি। বি. ~**দ্বৈপায়ন**—ব্যাসদেব। বি. ~**পক্ষ**—মাসের যে পক্ষে চন্দ্রের ক্ষয় হয়। বি. ~**প্রাপ্তি**—মৃত্যু। বি. ~**বর্ত্মা** (-ত্মন্)—অগ্নি; রাহু। বি. ~**যাত্রা**—শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী লইয়া যাত্রাভিনয়। বি. ~**সর্প**—কালসাপ, কেউটে। বি. ~**সার, ~শার**—মৃগবিশেষ। বি. ~**সারথি**—কৃষ্ণ যাহার রথের সারথি অর্থাৎ অর্জুন। বি. ~**সীস**—গ্রাফাইট (graphite)। **কৃষ্ণা**—(১) বি. (স্ত্রী.) দ্রৌপদী; দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ। (২) বিণ. (স্ত্রী.) কৃষ্ণবর্ণা। বি. **কৃষ্ণাগুরু**—কালাগুরু, কৃষ্ণচন্দন। বি. **কৃষ্ণাজিন**—কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া। বি. **কৃষ্ণাভ**—কালো আভাযুক্ত। বি. **কৃষ্ণাষ্টমী**—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী-তিথি অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্মতিথি।

কৃষ্য—বিণ. কর্ষণের উপযুক্ত, চাষের উপযোগী। [সং. √কৃষ+য (র্ম)]।

কে—সর্ব. কোন্ ব্যক্তি (কে বলিল?); কোন্ সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি (সে তোমার কে?), অনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি (কে ভাল, কে যেন, কে এক)। [সং. কিম্]। সর্ব. **কে-কে**—কাহারা, কোন্ কোন্ ব্যক্তি। সর্ব. **কেবা**—বোধহয় কেহ না (কেবা জানে)।

কেউ—কেহ-শব্দের কথ্য রূপ। বি. ~**কেটা, কেও-কেটা**—সামান্য বা সাধারণ বা নগণ্য বা হেয় ব্যক্তি; যে-সে লোক।

কেউটে, কেউটিয়া—বি. মারাত্মক বিষধর সর্পবিশেষ।

কেওট, কেবট—বি. হিন্দুজাতিবিশেষ, ধীবরজাতি। [সং. কৈবর্ত]। বিণ.(স্ত্রী.) ~**নী**—কেওট-রমণী।

কেওড়া—বি. কেয়াফুল বা তাহার গাছ; কেয়ার নির্যাস; কেয়ার নির্যাসজাত সুবাসিত জল। [তু. সং. কেতক, হি. কেবড়া]।
কেঁউকেঁউ—অব্য. কুকুরের আর্ত চীৎকার।
কেঁচে—**কাঁচিয়া**-র কথ্য এবং চলিত রূপ।
কেঁচো—বি. মৃত্তিকামধ্যে বাসকারী কৃমিজাতীয় সরীসৃপ কীটবিশেষ, মহীলতা। [সং. কিঞ্চলুক, কিঞ্চুলুক]। **কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়া**—তুচ্ছ ও নিরাপদ্ কার্য করিতে গিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হওয়া।
কেঁড়ে—বি. মাটির হাঁড়ি বা ভাঁড় (দুধের কেঁড়ে)। [সং. কুণ্ড ?]।
কেঁদো, কোঁদা—বিণ. মোটা, অতিকায়, প্রকাণ্ড (কেঁদো বাঘ)। [বাং. কাঁধ+উয়া=কাঁধুয়া>কেঁদো]।
কেঁয়ে—(১) বি. মারোয়াড়ী বণিক্। (২) বিণ. ঝগড়াটে; কৃপণ; স্বার্থপর। [হি. কাঁইয়া]।
কেক—বি. ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ। [ইং. cake]।
কেকা—বি. ময়ূরের ডাক। [সং.]। বি. **কেকী** (-কিন্) —ময়ূর।
কেঙ্গারু, ক্যাঙ্গারু—বি. অস্ট্রেলিআর উদ্ভিদ্‌ভোজী চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষ (ইহার সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয়ের তুলনায় অস্বাভাবিকরকম ছোট বলিয়া ইহা প্রাগৈতিহাসিক জীবজগতের নমুনারূপে পরিগণিত)। [ইং. Kangaroo]।
কেচ্ছা—বি. কাহিনী, গল্প, কুৎসা, কলঙ্ককাহিনী। [আ. কিস্‌সা]।
কেজো—বিণ. কার্যদক্ষ (কেজো লোক); কাজের সহায়ক (কেজো রকমের নিষ্পত্তি), কাজের জন্য প্রয়োজনীয় (কেজো জিনিস)। [বাং. কাজ+উয়া>ও]।
কেটলি, কেট্‌লি—বি. (প্রধানতঃ চায়ের) জল গরম করিবার পাত্রবিশেষ। [ইং. kettle]।
কেটা—সর্ব. (প্রাদে.) কোন্ ব্যক্তি, কে। [বাং কে+টা]।
কেঠো₁—বি. কচ্ছপজাতীয় প্রাণিবিশেষ। [সং. কমঠ]।
কেঠো₂—(১) বিণ. কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ। (২) বিণ. কাষ্ঠনির্মিত; (আল.) কাঠের ন্যায় শুষ্ক; রসবর্জিত; রুক্ষ (কেঠো চেহারা)। [বাং. কাঠ+উয়া>ও]।
কেতক, কেতকী—বি. কেয়াফুল ও তাহার গাছ। [সং.]।
কেতন—বি. পতাকা, ধ্বজ, নিশান। [সং.]।
কেতলি—**কেটলি**-র রূপভেদ।
কেতা, কেতাদুরস্ত—যথাক্রমে **কিতা** ও **কিতাদুরস্ত**-এর রূপভেদ।
কেতাব, কিতাব—বি. পুস্তক, গ্রন্থ। [আ. কিতাব]। বিণ. **কেতাবি, কেতাবী, কিতাবতী**—পুস্তকসম্বন্ধীয়; পুঁথিগত। বি. **কেতাবকীট**—বইয়ের পোকা; (আল.) যে সর্বদা বই পড়ে, গ্রন্থকীট।
কেতু—বি. (জ্যোতিষ.) নবমগ্রহ; নিশান, পতাকা (ধূমকেতু)। [সং.]।
কেৎলি—**কেটলি**-র রূপভেদ।
কেদার—বি. হিমালয়স্থ হিন্দুতীর্থবিশেষ; শিব; কৃষিক্ষেত্র, ক্ষেত; ক্ষেতের আলি; আলবাল। [সং.]। বি. ~**নাথ**—শিব।
কেদারা₁—বি. চেয়ার। [পো. cathedra]।
কেদারা₂—বি. রাগিণীবিশেষ। [সং. কেদার]।
কেন—অব্য. কি জন্য, কি কারণে; সাড়াজ্ঞাপক ধ্বনি। [সং.]। অব্য. ~**না**—যেহেতু।
কেনা—**কিনা₂**-র চলিত রূপ।
কেন্দ্র—বি. মধ্যবিন্দু; মূল বা প্রধান স্থান (শিক্ষাকেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র); (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের লগ্নস্থান এবং লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান; সূর্য হইতে গ্রহ-উপগ্রহাদির ব্যবধান; (জ্যামি.) বৃত্তের মধ্যবিন্দু। [সং.]। বিণ. ~**গত**—মধ্যস্থ; প্রধান বা মূল স্থানে অবস্থিত। ~**বিন্দু**—প্রধান স্থানে অবস্থিত (ষড়্‌যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু)। বিণ. ~**বিমুখ, কেন্দ্রাতিগ**—কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল, centrifugal। বিণ. **কেন্দ্রাভিগ, কেন্দ্রানুগ**—কেন্দ্রাভিমুখে গমনশীল, centripetal। বিণ. **কেন্দ্রিত**—কেন্দ্রগত। বিণ. **কেন্দ্রী** (-ন্দ্রিন্)—কেন্দ্রযুক্ত; কেন্দ্রস্থলে স্থিত। বিণ. **কেন্দ্রীয়, কৈন্দ্রিক**—কেন্দ্র-সম্পর্কীয়। **কেন্দ্রীভূত**—কেন্দ্রে নীত বা আগত (বিভিন্ন বিভাগ এখন কেন্দ্রীভূত); কেন্দ্রগত; কেন্দ্রে পরিণত।
কেন্নো, কেন্নুই, কেন্নাই—বি. বহুপদ কীটবিশেষ। [দেশী]।
কেবট—**কেওট** দ্রঃ।
কেবল—(১) বিণ. অদ্বিতীয়, অসঙ্গ (সাংখ্যের কেবল পুরুষ); শুদ্ধ, অবিকারী (কেবলাত্মা); একমাত্র (দুর্দিনে ঈশ্বরই কেবল সহায়); অনন্য (কেবল একই কথা); অবিরাম (কেবল হাসি); অমিশ্র, শুধু (জীবন কেবল দুঃখে ভরা)। (২) ক্রি-বিণ. সবে, এইমাত্র (কেবল খেয়ে উঠেছি); অবিরত (কেবল হাসিতেছে)। [সং.]। বি. **কৈবল্য** দ্রঃ।
কেবলা—বিণ. স্থূলবুদ্ধি, বোকা। [আ. কিব্‌লা]। বি. **কেবলরাম**—মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি লোক। বিণ. ~**হাসি**—বোকা-বোকা হাসে এমন।
কেবিন—বি. কক্ষ বা কামরা। [ইং. cabin]।
কেমন—(১) ক্রি-বিণ. কিপ্রকার (কেমন আছ, কেমন খেলছে)। (২) বিণ. একরকম (কেমন বোকার মত); ব্যাকুল, উচাটন (মন কেমন করা); (বিদ্রূপাদিসূচক) বেশ, আচ্ছা (কেমন মজা)। [বাং. কি+মন]। বিণ. **কেমন-কেমন**—ঠিক ভাল নয়, ভাল কি মন্দ সন্দেহজনক (কেমন-কেমন ব্যাপার)। বিণ. ~**তর**—কি রকম। বিণ. **কেমন-যেন**—ভাল নয় বলিয়া সন্দেহ হয় এমন (কেমন-যেন অবস্থাটা); কিছু পরিমাণে বোধ হয় যেন (কেমন-যেন অসুস্থ)। ক্রি-বিণ. **কেমনে**—কি প্রকারে।
কেম্‌বিস্—**ক্যাম্বিস**-এর রূপভেদ।
কেমিকেল, কেমিক্যাল—বি. বিণ. রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা প্রস্তুত, কৃত্রিম, নকল (কেমিকেল সোনা)। [ইং. chemical]।

কেয়া১—বি. পুষ্পবিশেষ। [সং. কেতক]। বি. **কেয়া-কাঁদি**—কেয়াফুলের গুচ্ছ বা ছড়া (ইহাতে প্রচুর রেণু থাকে এবং হাত দিলে ধুলার স্থায় পদার্থ ওড়ে)।

কেয়া২—অব্য. কী চমৎকার (কেয়া মজা)। [হি. ক্যা]। অব্য. **~বাত, ~বাৎ**—কী চমৎকার কথা বা ব্যাপার; বাহবা; শাবাশ।

কেয়ামত—বি. ইসলামী মতে সমাধি হইতে মৃতের পুনরুত্থান; মন্‌কি নকীর বা মহাবিচারক কর্তৃক মৃতদের পাপপুণ্য-বিচার, শেষবিচার; মহাপ্রলয়। [আ. কি'য়ামত্]।

কেয়ার—বি. অবধান, যত্ন, মনোযোগ (পড়াশুনায় কেয়ার না থাকা); গ্রাহ্য সমীহ (বাপকে কেয়ার করা), তত্ত্বাবধান (ছেলেটি আমার কেয়ারে আছে); ঠিকানা (রামবাবুর কেয়ারে পত্র দিও)। [ইং. care]।

কেয়ারি, কেয়ারী—বি. আলিবদ্ধ ক্ষেত্রখণ্ড বা উদ্যান (ফুলের কেয়ারি, কেয়ারি-করা ফুল-বাগান), সযত্ন-বিন্যাস (কেয়ারি-করা চুল)। [সং কেদারিকা]।

কেয়ূর—বি. বাহুর গহনাবিশেষ, অঙ্গদ, বাজু। [সং. কে (=বাহুশীর্ষে) + √যা + উর (র্তৃ)]।

কেরদানি—**কারদানি**-এর রূপভেদ।

কেরল—বি. ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থিত দেশবিশেষ, ঐ দেশবাসী। বি.(স্ত্রী.) **কেরলী**—কেরল-দেশীয়া রমণী।

কেরাঞ্চি—বি. গোরুর গাড়িবিশেষ। [হি. কির্‌াঁচি < আ. কেরোন্]।

কেরানি, কেরানী, (বর্জি.) **কেরাণী**—বি. করণিক, লেখক কর্মচারিবিশেষ। [পো. escrevente]। বি. **~গিরি**—কেরানির কাজ।

কেরামত, কেরামতি—বি. শক্তি, ক্ষমতা, প্রতাপ; বাহাদুরি। [আ. করামৎ]।

কেরায়া, (বিরল) **কেরেয়া**—বি. ভাড়া। [আ. কিরায়া]।

কেরাসিন—**কেরোসিন**-এর রূপভেদ।

কেরোসিন—বি. খনিজ জ্বালানী তৈল, মেটে তেল। [ইং. kerosene]।

কেলান, কেলানো—ক্রি. (অশ্লী.) প্রকাশ করা, আবরণমুক্ত করা, খোসা বা ছাল ছাড়ান। [বাং. √কেলা + আন]।

কেলাস১—**ক্লাস**-এর বিকৃত কথ্য রূপ (থার্ড কেলাস অর্থাৎ তৃতীয় বা নিম্ন শ্রেণী; ইং. third class)।

কেলাস২—বি. স্ফটিক-মণি, রাসায়নিক বস্তুর স্ফটিকের স্থায় দানা, crystal। [সং. কে (=জলে) লাস (শোভা)]। বি. **কেলাসন**। বিণ. **কেলাসিত**—স্ফটিকীভূত দানা-বাঁধা, crystallised।

কেলি—বি. বিহার, প্রমোদ (কেলিকুঞ্জ), ক্রীড়া, কৌতুক। [সং. √কিল্ + ই (ভা)]। বি **~কদম্ব**—শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে স্মরণীয় কদম্ববৃক্ষ; একশ্রেণীর কদমফল। বি. **~গৃহ**—প্রমোদভবন।

কেলে—বিণ. কালো, কৃষ্ণবর্ণ। [সং. কাল]। বি. **কেলে-কার্তিক**—**কার্তিক** দ্রঃ। বি. **~ভূত**—ভূতের মত কালো ব্যক্তি। বি. **~মানিক, ~সোনা**—কালো ছেলে; কালাচাঁদ, শ্রীকৃষ্ণ। **কেলে হাঁড়ি**—দীর্ঘকাল ভাত রাঁধার ফলে যে হাঁড়ির তলদেশ মসীবর্ণ হইয়াছে।

কেলেঙ্কার—বিণ. কলঙ্কজনক। [সং. কলঙ্ককর]। বি. **কেলেঙ্কারি**—কলঙ্ক; অপযশ; কলঙ্ককর ব্যাপার, ঢলাঢলি।

কেলেণ্ডার—**ক্যালেণ্ডার**-এর রূপভেদ।

কেল্লা—বি. দুর্গ, সেনানিবাস। [আ. কিলাহ্]। বি. **~দার**—দুর্গাধিপতি; দুর্গশাসক। ক্রি. **কেল্লা ফতে করা, কেল্লা মাত করা**—দুর্গ জয় করা; (আল) কাজ হাসিল করা, সিদ্ধিলাভ করা।

কেশ—বি. চুল। [সং. কে(=মস্তকে) + √শী + অ (র্তৃ)]। বি. **~কীট**—উকুন। বি. **~কলাপ, ~গুচ্ছ, ~দাম, ~পাশ**—প্রশংসার যোগ্য চুলের গোছা। বি. **~তৈল**—চুলে বা মাথায় মাখিবার উপযুক্ত তেল। বি. **~বিন্যাস**—চুল আঁচড়ান বা বাঁধা, খোঁপা বাঁধা, টেড়ি কাটা। বি. **~মুণ্ডন**—মাথা মুড়াইয়া ফেলা, নেড়া হওয়া।

কেশব—বি শ্রীকৃষ্ণ। [সং.]।

কেশর—বি. ফুলের ভিতরকার কেশের স্থায় সূক্ষ্ম বস্তু, সিংহাদি প্রাণীর ঘাড়ের দীর্ঘ লোমরাজি, জাফরান। [সং.]। **কেশরী** (-রিন্)—(১) বি. কেশরযুক্ত প্রাণী; সিংহ। (২) বিণ. বি (সমাসে উত্তরপদরূপে) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান (বীরকেশরী); জাফরান-এর বর্ণবিশিষ্ট (কেশরী রং)।

কেশাকর্ষণ—বি চুল ধরিয়া টানা। [সং. কেশ + আকর্ষণ]।

কেশাকেশি—অব্য. বি. পরস্পরের চুল ধরিয়া টানাটানি বা যুদ্ধ, চুলাচুলি। [সং. কেশ + আ + কেশ + ই]।

কেশাগ্র—বি. চুলের ডগা। [সং. কেশ + অগ্র]। **কেশাগ্র স্পর্শ করিতে না পারা**—একটুও ক্ষতি বা অপমান করিতে না পারা।

কেশিয়ার—বি. (প্রধানতঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানাদির) খাজাঞ্চী। [ইং. cashier]।

কেশী (-শিন্)—(১) বিণ. সুদীর্ঘ বা ঘন কেশযুক্ত; কেশ-বিশিষ্ট। (২) বি. কৃষ্ণকর্তৃক নিহত দৈত্যরাজ কংসের মল্লবিশেষ। [সং. কেশ + ইন্ (ইনি)]। বিণ. (স্ত্রী.) **কেশিনী**।

কেশুর—বি. মুথাজাতীয় কন্দবিশেষ। [সং. কশেরু]।

কেশেল—**কাশী** দ্রঃ।

কেষ্টবিষ্টু—বি. গণ্যমান্য ব্যক্তি; হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। [বাং. কেষ্ট (< সং. কৃষ্ণ) + বিষ্টু (সং. < বিষ্ণু)]।

কেস—বি. মোকদ্দমা (ফৌজদারী কেস); ব্যাপার, ঘটনা (মজার কেস); রোগী, মক্কেল (ডাক্তারটির কেস জোটে না, উকিলবাবু অনেক কেস পাচ্ছেন); বাক্স, বড় মোড়ক (এক কেস মদ)। [ইং. case]।

কেসর—**কেশর**-এর বানানভেদ।

কেহ—সর্ব. কোন ব্যক্তি (কেহ জানে না); আপন জন,

সম্বন্ধীয় লোক (সে আমার কেহ নয়)। [সং. কঃ অপি]। সর্ব. কেহ-কেহ—কোন কোন লোক, কতিপয় ব্যক্তি। কেহ না কেহ—একজন না একজন।

কৈ—কই-র বানানভেদ।

কৈকেয়ী—বি. দশরথ রাজার মধ্যমা স্ত্রী—ভরতের মাতা। [সং. কেকয়+অ+ঈ]।

কৈছন—কইসন-র রূপভেদ।

কৈছে, কৈসে—ক্রি-বিণ.(ব্রজ.) কেমন করিয়া ('কৈছে গোঙায়ব' : বিদ্যা.)। [হি. কৈসে]।

কৈটভ—বি. বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত এবং বিষ্ণুকর্তৃক নিহত অসুরবিশেষ। [সং.]।

কৈতব—বি. কপটতা, ছল; জুয়াখেলা। [সং. কিতব+অ]। বি. ~বাদ—মিথ্যা কথা, অনৃতবাদ; চাটুবাদ ('কৈতববাদের এমনি মহিমা' : শরৎ)। বিণ. ~বাদী (-দিন্)—মিথ্যাবাদী।

কৈন্দ্রিক—কেন্দ্র দ্রঃ।

কৈফিয়ত, কৈফিয়ৎ—বি. কারণ-ব্যাখ্যা, কারণ-প্রদর্শন-সহ জবাব (কৈফিয়ত দেওয়া, কৈফিয়ত চাওয়া); জমা-খরচের বিস্তারিত বিবরণ, হিসাবনিকাশ (কৈফিয়ত কাটা, কৈফিয়ত মিলান)। [আ. কইফিয়ৎ]।

কৈবর্ত—বি. কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী : এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং.]।

কৈবল্য—বি. কেবলের ভাব [কেবল দ্রঃ]; পরমাত্মার মধ্যে আত্মার বিলীন হওয়া; মোক্ষ; (যোগদর্শনে) চিত্তের ধর্মাধর্মাদি সংস্কার দগ্ধ হওয়ার ফলে প্রকৃতির প্রভাব বা সংসার হইতে মুক্তি। [সং. কেবল+য (ভা)]। বি. (স্ত্রী.) ~দায়িনী—(কৈবল্য দান করেন বলিয়া) আদ্যা শক্তি, পরমা শক্তি, ঈশ্বরী।

কৈরব—বি. কুমুদ; শ্বেতপদ্ম। [সং.]। বি. ~নাথ—চন্দ্র।

কৈল—ক্রি. 'করিল'-র কোমল রূপ ('হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির' : বল.)।

কৈলাস—বি. শিবের বাসস্থানরূপে বর্ণিত হিমালয়ের উত্তরস্থ পর্বতবিশেষ; শিবলোক। [সং. কৈল (সুখ)+আস (আবাস) বা কেলাস+অ]। বি. ~নাথ, কৈলাসেশ্বর—শিব, মহাদেব। বি. ~বাসিনী—দুর্গা।

কৈশিক—বিণ. কেশসম্বন্ধীয়; কেশসদৃশ; অতি সূক্ষ্ম নলাকার, capillary। [সং. কেশ+ইক]। কৈশিকা নাড়ী—চুলের মত অতি সূক্ষ্ম রক্তবহা নাড়ী।

কৈশোর—বি. কিশোর কাল বা অবস্থা। [সং. কিশোর+অ (ভা)]।

কৈসে—কৈছে-র রূপভেদ।

কো—সর্ব. (ব্রজ.) কোন্ জন, কে (তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব' : গো. দা.); কেহ। [সং. কিম্]। সর্ব. ~ই—কেহ ('কোই বলে গোয়া জানকীবল্লভ' : নয়ন)।

কোআর্টার—বি. সরকারিভাবে ব্যবস্থাপিত অস্থায়ী বাসভবন। [ইং. quarters]।

কোং—কোম্পানির-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

কোঁ, কোঁকোঁ, কোঁক্—অব্য. অনুকার ধ্বনিবিশেষ (পেট কোঁকোঁ করে, মার খেয়ে কোঁক্ ক'রে ওঠে)।

কোঁক—বি. উদর; উদরের পার্শ্বদেশ; গর্ভ। [সং. কুক্ষি]।

কোঁকড়া১—বিণ. কুঞ্চিত। [সং. কুঞ্চিত]।

কোঁকড়া২, কোঁকড়ান (মো)—যথাক্রমে কুঁকড়া২ ও কুঁকড়ান-র চলিত রূপ।

কোঁকা—ক্রি. কোঁকান। [ধ্বন্যাত্মক]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. কোঁথান; অব্যক্ত ক্রন্দন করা; কোঁকোঁ করা, ককান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

কোঁচ১—কোচ-এর রূপভেদ।

কোঁচ২—বি. মৎস্য কচ্ছপ কুম্ভীর ইত্যাদি শিকারের বর্শাবিশেষ। [তু. সং. কুন্ত]।

কোঁচ৩—বি. কোঁচকান ভাব। [সং. কুঞ্চন]।

কোঁচকা, কোঁচকান (মো)—যথাক্রমে কুঁচকা ও কুচকান-র চলিত রূপ।

কোঁচড়—বি. কোঁচার বা ক্রোড়ের বস্ত্রাংশদ্বারা সাময়িক প্রয়োজনে নির্মিত আধার। [>সং. ক্রোড়]।

কোঁচা১—বি. (প্রধানতঃ পুরুষের) পরিধেয় বস্ত্রের পাট-করা সম্মুখভাগ। [বাং. কোঁচ+আ]। কোঁচা দুলিয়ে বেড়ান—দায়িত্বজ্ঞানহীন হইয়া আলস্যে দিন কাটান; বাবুগিরি করা। বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন—ঘরে অভাবের জ্বালায় কষ্ট পাইতেছে অথচ বাহিরে লোক-দেখান বাবুগিরি ও বড়লোকি করা হইতেছে এমন অবস্থা।

কোঁচা২, কোঁচান (মো)—যথাক্রমে কুঁচা২ ও কুঁচান-র চলিত রূপ।

কোঁড়, কোঁড়া—বি. বাঁশ বেত ইত্যাদির নূতন অঙ্কুর; ব্যাঙের ছাতা। [সং. অঙ্কুর]।

কোঁত, কোঁৎ, কোঁথ—বি. মলাদি ত্যাগের বেগ। [সং. √কুন্থ্]। ক্রি. কোঁত দেওয়া, কোঁত পাড়া—মলাদি ত্যাগের জন্য বেগ দেওয়া।

কোঁতা (ধা), কোঁতান (নো), কোঁথান (নো)—যথাক্রমে কুঁতা ও কুঁতান-র চলিত রূপ।

কোঁৎকা, কোঁতকা—বি. মোটা লাঠি, মুষল। [তুর্. কুৎকা]।

কোঁদন, কোঁদল, কোঁদা—যথাক্রমে কুঁদন১,২, কোন্দল ও কুঁদা১, ২-এর চলিত রূপ।

কোক—বি. গৃহস্থের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া পোড়ান খনিজ কয়লা। [ইং. coke]।

কোকনদ—বি. লাল পদ্ম; লাল শালুক। [সং.]।

কোকিল—বি. সুকণ্ঠ পক্ষিবিশেষ, পিক। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) কোকিলা। বিণ. ~কণ্ঠ—কোকিলের ন্যায় সুস্বর বিশিষ্ট। বিণ.(স্ত্রী.) ~কণ্ঠী। বি. কোকিলা-সন—তান্ত্রিক যোগাসনবিশেষ। বি. কোকিলেক্ষু—কালো রঙের বা 'কাজলা' ইক্ষু।

কোকেন—বি. কোকা-নামক বৃক্ষের পাতা হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্যবিশেষ। [ইং. cocaine]।

কোঙর, কোঙার—বি. পুত্র; কুলের পরিচায়ক পদবী বা উপাধিবিশেষ। [সং. কুমার]।

কোঙা, কোঙ্গা—বিণ. কুব্জ, বক্রপৃষ্ঠ। [হি. কুব্জা]।

কোচ—বি. ধীবর জাতিবিশেষ; কোচবিহারের আদিম অধিবাসী। [সং. √কুচ্+অ (র্তৃ)]।

কোচওয়ান, কোচোয়ান, কোচমান, কোচম্যান—বি. ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। [ইং. coachman]।

কোচদাদ—বি. কুঁচকি কোমর প্রভৃতি স্থানের দাদ।

কোচবাক্স—বি. গাড়িতে কোচোয়ানের বসিবার স্থান। [ইং. coachbox]।

কোজাগর—বি. আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা-তিথি (কোজাগর-পূর্ণিমা)। (তু. "নিশীথে বরদা দেবী কো জাগর্তীতি-বাদিনী" ইত্যাদি)। [সং. কঃ+√জাগৃ+অ (র্তৃ)]। বিণ. **কোজাগরী**—কোজাগরসম্বন্ধীয় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বা পূর্ণিমা)।

কোট১—বি. দুর্গ (রাজকোট); নগর (পাঠান-কোট); অধিকার, আয়ত্তি (নিজের কোটে পাওয়া); পণ, জিদ (কোট বজায় রাখা); সীমানা, চৌহদ্দি (কোটের বাহিরে যাওয়া)। [সং. কোট্ট]।

কোট২—বি. ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত জামাবিশেষ। [ইং. coat]।

কোটন, কোটনা১—যথাক্রমে **কুটন** ও **কুটনা**-র রূপভেদ।

কোটনা২—বি. যে পুরুষ গুপ্তপ্রণয়ের নায়ক-নায়িকার মিলন সংসাধন করে; কানভাঙ্গানি দিয়া বিবাদ বাধায় এমন লোক। [সং. কুট্টনী-র বাং. পুং. রূপ]। বি.(স্ত্রী.) **কোটনী, কুটনী** দ্রঃ। বি. **~গিরি, ~পনা**—কোটনার কার্য। বি. **~মি**—কোটনাপনা; কান-ভাঙ্গানি।

কোটর—বি. গাছের মধ্যস্থিত খোঁড়ল বা গহ্বর (বৃক্ষ-কোটর), গর্ত (কোটরগত চক্ষু); কুঠরি, ছোট ঘর (কোটরবাসী)। [সং.]।

কোটা, কোটাম (মো)—যথাক্রমে **কুটা** ও **কুটাম**-র চলিত রূপ।

কোটাল১—**কটাল**-এর বিকৃত রূপ।

কোটাল২—বি. কোতোয়াল, নগররক্ষক, প্রহরী। [সং. কোষ্ঠপাল]। বি. **কোটালি**—নগরপালের কাজ বা পদ।

কোটি, কোটী—(১) বি. ক্রোর, ১০০০০০০০ সংখ্যা অর্থাৎ এক লক্ষের শত গুণ। খড়্গ ধনু প্রভৃতির প্রান্ত বা অগ্রভাগ; ধার, প্রান্ত; অগ্র; তর্কের এক পক্ষ; উৎকর্ষ। (২) বিণ. ১০০০০০০০ সংখ্যক, অসংখ্য; (গণি) ordinate [বি. প.]। [সং.]। **~কল্প**—ব্রহ্মার এক কোটি অহোরাত্র অর্থাৎ মানুষের ৮৬৪০০০০০০০০০০০০০ বৎসর; অনন্তকাল। বি. **~পতি, কোটীশ্বর**—অপরিমিত ধনের অধিকারী।

কোটেশন—বি. উদ্ধার-চিহ্ন, " " : এই চিহ্ন; দর, মূল্য বা পারিশ্রমিক। [ইং. quotation]।

কোঠা—বি. প্রকোষ্ঠ; পাকা ঘর; অট্টালিকা; শ্রেণী, স্তর, অবস্থা (জীবনের শেষ কোঠা)। [সং. কোষ্ঠ (গৃহ-কুক্ষি)]।

কোঠি—**কুঠি**-র রূপভেদ।

কোড়া—বি. কশা, চাবুক, বেত। [হি. কোড়া]।

কোণ—বি. দুই সরলরেখার মিলনস্থান, angle (ত্রিভুজের কোণ, সমকোণ); অভ্যন্তর (গৃহকোণ); প্রান্ত (আঁখি-কোণ); খুঁট (কাপড়ের কোণ); অস্ত্রাদির অগ্রভাগ (ছুরির কোণ); বাড়ির ভিতর, অন্তঃপুর ('বাবুটী সন্ধ্যা না হইতেই কোণে ঢোকেন': অ. ব.)। [সং. √কুণ্+অ (ধি)]। বিণ. **~ঘেঁষা**—লাজুক, নির্জনে থাকিতে অভ্যস্ত। বিণ. **~ঠাসা**—উপেক্ষিত; অপর সকলের চাপে জড়সড়। বি. **প্রবৃদ্ধকোণ**—(জ্যামি.) দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চার সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণ, reflex angle। বি. **সন্নিহিত-কোণ**—(জ্যামি.) এক সরলরেখার উপর অপর সরলরেখা স্থাপিত হইলে পাশা-পাশি যে দুইটি কোণ সৃষ্ট হয় তাহাদের যে-কোনটি, adjacent angle। বি. **সমকোণ**—(জ্যামি.) এক সরলরেখার উপর অন্য একটি সরলরেখা স্থাপিত হইলে পরস্পরসমান যে দুইটি সন্নিহিত কোণ সৃষ্ট হয় তাহাদের যে-কোনটি, right angle। বিণ. **সমকৌণিক**—সম-কোণযুক্ত; সমকোণ-সম্বন্ধীয়। বি. **সরলকোণ**—(জ্যামি.) দুই সমকোণ বা ১৮০ ডিগ্রী পরিমিত কোণ, straight angle। বি. **সূক্ষ্মকোণ**—(জ্যামি.) সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ, acute angle। বি. **স্থূলকোণ**—(জ্যামি.) এক সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কিন্তু দুই সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ, obtuse angle।

কোণা, কোণাকুণি, কোণাকোণি, কোণাচ, কোতওয়াল—যথাক্রমে **কোনা, কোনাকুনি, কোনাকোনি, কোনাচ** ও **কোতোয়াল**-র বানান-ভেদ।

কোতরা—বি. ঝোলা কালো গুড়, মাত গুড়। [ও.]।

কোতোয়াল—বি. নগররক্ষক, কোটাল, থানাদার। [ফা. কোৎওয়াল্]। বি. **কোতোয়ালি**—থানা; কোতো-য়ালের পদ বা কর্ম।

কোথা—(১) অব্য. বি. কোন স্থান (কোথা হইতে)। (২) অব্য. ক্রি-বিণ. কোন্ স্থানে, কোথায়। [সং. কুত্র]। বিণ. **~কার**—কোন্ স্থানের; অস্থানের (কোথাকার কে); ভৎর্সনায় (বদ ছেলে কোথাকার)। অব্য. ক্রি-বিণ. **~য়**—কোন্ স্থানে।

কোদণ্ড—বি. ধনু, ভ্রূলতা। [সং.]। বি. **~টঙ্কার**—ধনুকের ছিলা আস্ফালনের শব্দ।

কোদলান—**কোদাল** দ্রঃ।

কোদাল, কোদালি—বি. ভূমি-খননের অস্ত্রবিশেষ। [সং. কুদ্দাল]। ক্রি. **কোদলান (মো), কোদাল পাড়া**—কোদালদ্বারা মাটি কোপান। বিণ. **কোদা-লিয়া**—কোদালদ্বারা খননকারী।

কোন্—(১) সর্ব. বিণ. (প্রশ্নে) কি, কে, কোন্‌টি (কোন্ কথা? কোন্ বই?); অনির্দিষ্ট কোনও (কোন্ দিন হয়ত শুনিব)। (২) ক্রি-বিণ. কিসে, কিপ্রকারে (তুমিই কোন্ ভাল ছেলে); কেন (সবাই বলে—আমিই কোন্ না বলি)। **কোন-ও** দ্রঃ। [>সং. কঃ পুনঃ]।

কোন, কোনো—সর্ব. বিণ. অনির্দিষ্ট একটি বা একজন

(কোন বিষয়, কোন লোক) ; বহুর মধ্যে এক। (কোন বইই পড়ি নাই)। [তু. হি. কৌন<সং. কঃ পুনঃ]। সর্ব. বিণ. **কোন-কোন**—অনির্দিষ্ট একাধিক (কোন-কোন লোক, কোন-কোনটি বেশ ভাল) ; মধ্যে মধ্যে এক-এক (কোন-কোন দিন)। সর্ব. বিণ. **কোনও, কোনো**—কোন-শব্দেরই অনুরূপ, তবে এই শব্দগুলিতে ঝোঁকের (emphasis) তারতম্য আছে।

কোনা—(১) বি. কোণ ; প্রান্ত। (২) বিণ. কোণযুক্ত (চারকোনা)। [সং. কোণ+বাং. আ]। **কোনাকুনি, কোনাকোনি**—(১) ক্রি-বিণ. এক কোণ হইতে বিপরীত কোণ পর্যন্ত। (২) বিণ. ঐভাবে বিস্তৃত।

কোনাচ—বি. কোণের দিকের অংশ। [সং. কোণ+বাং. আচ]। বিণ. **কোনাচে**—টেড়া ; কোণাভিমুখী ; কোনাকুনি।

কোন্দল—বি. কলহ, ঝগড়া। [সং. কন্দল]। বিণ. **কোন্দলিয়া**—কুঁদুলে, ঝগড়াটে। বিণ.(স্ত্রী.) **কোন্দলী**।

কোপ১—বি. ধারাল ভারী অস্ত্রের আঘাত (দা, কোদাল বা তরোয়ালের কোপ)। [দেশী]।

কোপ২—বি. রাগ, ক্রোধ, রোষ ; অসন্তোষ, বিরাগ। [সং. √কুপ্+অ (ভা)]। বি. **~কটাক্ষ**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। বিণ. **~ন**—ক্রুদ্ধ ; ক্রোধপ্রবণ, ক্রোধী। বিণ.(স্ত্রী.) **কোপনা**। বিণ. **কোপনপ্রকৃতি, কোপনস্বভাব**—একটুতেই ক্রুদ্ধ হয় এমন স্বভাববিশিষ্ট। বি. **কোপানল**—ক্রোধরূপ বহ্নি। বিণ. **কোপাবিষ্ট**—ক্রুদ্ধ।

কোপা, কোপান (মো)—যথাক্রমে কুপা ও কুপান-র চলিত রূপ।

কোপি৩—**কপি৩**-র বানানভেদ।

কোপিত—বিণ. ক্রুদ্ধ করা হইয়াছে এমন, রোষিত। [সং. √কুপ্+ণিচ্+ত]।

কোপ্তা—বি. মুসলমানী প্রণালীতে প্রস্তুত একপ্রকার মাংসের বা মাছের বড়া। [ফা. কোফ তা]।

কোবালা—**কবালা**-র রূপভেদ।

কোবিদ—বি. পণ্ডিত, পারদর্শী ; দক্ষ। [সং.]।

কোমর—বি. কটি, মাজা। [ফা. কমর্]। বি. **~বন্ধ**—কটিবেষ্টনী, পেটি, বেলট (belt)। ক্রি. **কোমর বাঁধা**—দৃঢ় সঙ্কল্প করা ; কোন কার্যসাধনে উঠিয়া-পড়িয়া লাগা।

কোমল—বিণ. নরম (কোমল স্পর্শ, কোমল শয্যা) ; মৃদু ; ললিত ; সুকুমার, মধুর (কোমল কণ্ঠ, স্বর, হৃদয়)। [সং.]। বি. **~তা, ~ত্ব**। বিণ.(স্ত্রী.) **কোমলা**। বি. **কোমলায়ন**—প্রথমে তাপপ্রয়োগদ্বারা উত্তপ্ত করিয়া পরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিয়া শক্ত করার প্রণালী, annealing [বি. প.]।

কোম্পানি, কোম্পানী—বি. বণিক্-সমিতি ; যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ; ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য-স্থাপনকারী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) নামে খ্যাত বণিক্-সম্প্রদায়। [ইং. company]। **কোম্পানির আমল**—ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল। **কোম্পানির কাগজ**—(সাধারণের নিকট হইতে) সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের দলিল বা স্বীকার-পত্র।

কোয়—সর্ব. (ব্রজ.) কাহাকেও। [হি. কোহ্]।

কোয়া—বি. কোষ (কাঁঠাল বা কমলালেবুর কোয়া)। [সং. কোষ]।

কোয়ার্টার—**কোআর্টার**-এর বানানভেদ।

কোয়াশিয়া—বি. দক্ষিণ আফ্রিকার বৃক্ষবিশেষ বা ভেষজরূপে ব্যবহৃত উহার ছাল। [ইং. quassia <Quassi (উক্ত গাছের ছালের ভেষজ গুণের আবিষ্কর্তা নিগ্রোর নাম)]।

কোয়েল—বি. (কাব্য.) কোকিল ('ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল')। [সং. কোকিল]। বি. (স্ত্রী.) **কোয়েলা**।

কোর—বি. (ব্রজ.) কোল, ক্রোড়। [সং. ক্রোড়]।

কোরক—বি. কুঁড়ি, মুকুল, কলিকা। [সং.]।

কোরণ্ড—**কুরণ্ড**-র কথ্য রূপ।

কোরফা—**কোর্ফা**-র বানানভেদ।

কোরবানি—বি. মুসলমান-শাস্ত্রানুযায়ী পশুবলি। [আ. কুর্বান্]।

কোরমা—**কোর্মা**-র বানানভেদ।

কোরা১—বিণ. সম্পূর্ণ নূতন ; আধোয়া ; মাড়যুক্ত। [হি.]। **কোরা মার্কিন**—আধোয়া ও মাড়-দেওয়া নূতন মার্কিন কাপড়।

কোরা২—(১) ক্রি. **কুরা**-র চলিত রূপ। (২) বি. যাহা কোরাইবার ফলে তৈয়ারি হইয়াছে (নারিকেলকোরা)। [**কুরা** দ্রঃ]।

কোরান১, (বর্জি.) **কোরাণ**—বি. মুসলমানদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ। [আ. কুর্আন]।

কোরান২ (মো)—**কুরান**-র চলিত রূপ।

কোরাল—বি. ভেটকি-জাতীয় মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

কোর্ট—বি. আদালত, ধর্মাধিকরণ। [ইং. court]।

কোর্টশিপ—বি. ইউরোপীয় প্রথায় বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের আদানপ্রদান ; মন-দেওয়া-নেওয়া। [ইং. courtship]।

কোর্তা—**কুর্তা**-র রূপভেদ।

কোর্ফা—বিণ. প্রজার অধীন। [ফা.]। **কোর্ফা প্রজা**—এক প্রজার অধীন অন্য প্রজা (জমিতে ইহার কোন স্বত্ব থাকে না)।

কোর্মা—বি. তুর্কী প্রথায় ভর্জিত মাছ বা মাংসের কালিয়া। [তুর. কোর্মা]।

কোল১—বি. ভারতের আদিম জাতিবিশেষ ; ঐজাতীয় লোক। [দেশী]।

কোল২—বি. ক্রোড় (কোলে নেওয়া) ; আলিঙ্গন (কোল দেওয়া) ; পেট বা মধ্যভাগ (মাছের কোল) ; কিনারা (নদীর কোল) ; সান্নিধ্য (গাছের কোল) ; বক্ষঃ, মধ্যদেশ (সমুদ্রকোলে)। [সং. ক্রোড়]। বিণ. **~কুঁজো**—কোল বা কোমরের দিকে একটু হেলান বা কুব্জ। বি. **~জমা**—(ভূসম্পত্তির) জমার অধীন জমা, কোর্ফা প্রজার

অস্থায়ী স্বত্ব। বিণ. ~পোঁছা, ~মোছা—(সন্তান-সম্বন্ধে) সর্বশেষ জাত, কনিষ্ঠ। বিণ. ~জুড়ান—মাতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া জননীর অন্তরে আনন্দদান করে এমন। বি. ~বালিশ—বালিশ দ্রঃ। **কোল-জোড়া হয়ে থাকা**—মাতৃক্রোড় অধিকার করিয়া থাকা অর্থাৎ চির-জীবী হইয়া থাকা। **কোলে-কাঁখে বা কোলে-পিঠে করা**—(কাহাকেও তাহার) শৈশবাবস্থায় কোলে নেওয়া ও আদর-যত্ন করা। **কোলের ছেলে**—দুগ্ধপোষ্য ছেলে; সর্বকনিষ্ঠ ছেলে। বি. ~সরা, ~শরা—মঙ্গলকর্মে বিশেষতঃ স্ত্রী-আচারে ব্যবহৃত লাল সুতায় বাঁধা জোড়া সরা।

কোলন—বি. যতিচিহ্নবিশেষ (.)। [ইং. colon]।

কোলম্বক—বি. তন্ত্রী ভিন্ন বীণার সমুদয় অবয়ব। [সং.]।

কোলা—(১) বি. স্ফীতোদর বড় জালাবিশেষ। (২) বিণ. মোটা, স্ফীতোদর (কোলা ব্যাঙ)। [দেশী]।

কোলাকুলি, কোলাকোলি—বি. পরস্পর আলিঙ্গন। [কোল১ দ্রঃ]।

কোলাহল—বি. বহুলোকের মিলিত কণ্ঠস্বরে সৃষ্ট গোল-মাল। [সং.]।

কোশ১—কোষ-এর বানানভেদ।

কোশ২—ক্রোশ-এর কথ্য রূপ।

কোশল—বি. কাশীর উত্তরস্থ অযোধ্যা প্রদেশ এবং সন্নিহিত জনপদ। [সং.]।

কোশা—কোষা-র বানানভেদ।

কোশী—কোষী-র বানানভেদ।

কোশীশ—বি. বিশেষ চেষ্টা, প্রযত্ন। [ফা. কোশিশ]।

কোষ—বি. আবরণ, আধার, পাত্র (অণ্ডকোষ); খাপ (কোষবদ্ধ বা কোষমুক্ত অসি); ভাণ্ডার (রাজকোষ); ধনরাশি (কোষাগার); কোয়া (কাঁঠালের কোষ); মঞ্জুষা; কোষা; রেশমগুটি, গুটিপোকা; প্রাণিদেহের সূক্ষ্ম অংশবিশেষ, cell; (দর্শ.) জৈবসত্তার বিভিন্ন স্তর (অন্নময় কোষ, মনোময় কোষ); অভিধান (শব্দকোষ); মুষ্ক, প্রাণিদেহের অণ্ড (কোষবৃদ্ধি)। [সং.]। বি. ~কাব্য—পরস্পর সম্পর্কহীন কবিতার সঙ্কলনগ্রন্থ। বি. ~কার—অভিধান-প্রণেতা। বি. ~বৃদ্ধি—অণ্ডকোষের স্ফীতিজনিত রোগবিশেষ।

কোষা—বি. পূজায় ব্যবহার্য তাম্রনির্মিত জলপাত্রবিশেষ; ডোঙ্গা। [সং. কোষ]।

কোষাগার—বি. ধনভাণ্ডার। [সং. কোষ+আগার]।

কোষাধ্যক্ষ—বি. ধনাগারের কর্তা বা রক্ষক, cashier, treasurer। [সং. কোষ+অধ্যক্ষ]।

কোষী, কুষি, কুশি—বি. কোষা হইতে জল তুলিবার পাত্রবিশেষ, ক্ষুদ্র কোষা। [সং.]।

কোষ্টা—বি. পাট। [দেশী]।

কোষ্ঠ—বি. প্রকোষ্ঠ, ঘর; গৃহাভ্যন্তর; শস্যগোলা; উদরাভ্যন্তর, মলাশয়। [সং. √কুষ (=নিঃসারণ)+থ]। বি. ~কাঠিন্য—মলাশয়ের মল পরিষ্কার না হওয়া। বি. ~বদ্ধ, ~বদ্ধতা—কোষ্ঠকাঠিন্য, constipation। বি. ~শুদ্ধি—যথোচিত মলনির্গম।

কোষ্ঠী—বি. জন্ম-পত্রিকা, যাহাতে জন্মসময়ের গ্রহ রাশি ও নক্ষত্রাদির অবস্থান বিচার করিয়া মানবজীবনের শুভাশুভ নিরূপিত করা হয়। [সং.]।

কোসল—কোশল-এর বানানভেদ।

কোহল—বি. মদ্যবিশেষ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; সুরাসার, alcohol। [তু. আ. আল্‌কোহল্‌]।

কোহিনূর—বি. মহামূল্য হীরকবিশেষ; (আল.) সর্বা-পেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু, গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি। [ফা. কোহ্ ই-নূর]।

কৌসিলি, কৌসুলি—কৌন্সিলি-র রূপভেদ।

কৌচ—বি. পালঙ্ক; গদিযুক্ত বসিবার আসনবিশেষ। [ইং. couch]।

কৌটা—বি. ঢাকনিযুক্ত ক্ষুদ্র আধারবিশেষ। [দেশী]।

কৌটিল্য—বি. কুটিলতা, ক্রূরতা; বক্রতা; সম্রাট্ চন্দ্র-গুপ্ত মৌর্যের কূটনীতিবিশারদ মন্ত্রী এবং অর্থশাস্ত্রপ্রণেতা চাণক্যের অপর নাম। [সং. কুটিল+য (ভা)]।

কৌড়ি—কড়ি১-র রূপভেদ।

কৌণিক—বিণ. কোণ-সম্বন্ধীয়; কোনাচে; কোনা-কুনি। [সং. কোণ+ইক]।

কৌতুক—বি. আমোদ, মজা; ঠাট্টা, তামাশা, পরিহাস, রহস্য, উৎসব; কৌতূহল, ঔৎসুক্য। [সং. কুতুক+অ]। বিণ. **কৌতুকাবহ**—কৌতূহলজনক; আমোদ-জনক। বিণ. **কৌতুকী** (-কিন্)—কৌতুকপূর্ণ; কৌতুককারী; আমোদপ্রিয়; কুতূহলাক্রান্ত।

কৌতূহল—বি. দেখা বা জানার জন্য মানসিক চঞ্চলতা; নূতন বা অজ্ঞাত বিষয়ে আগ্রহ। [সং. কুতূহল+অ]। বিণ. **কৌতূহলী**—কৌতূহলপূর্ণ বা কৌতূহল-উদ্রেক-কর ('কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ': রবীন্দ্র)।

কৌন্তেয়—বি. কুন্তীর পুত্র। [সং. কুন্তী+এয়]।

কৌন্সিলি, কৌন্সুলি—বি. ব্যারিষ্টার (barrister), উচ্চ আদালতের উকিলবিশেষ। [ইং. counsel]।

কৌপ—(১) বিণ. কূপ-সম্বন্ধীয়; কূপোৎপন্ন। (২) বি. কুয়ার জল। [সং. কূপ+অ]।

কৌপীন—বি. ল্যাঙট, কপনি। [সং.]।

কৌমার—(১) বি. পঞ্চম হইতে দশম (তান্ত্রিকমতে ষোড়শ) বর্ষ পর্যন্ত অবস্থা, বাল্যাবস্থা; অবিবাহিত অবস্থা। (২) বিণ. কুমার-সম্বন্ধীয় (কৌমারব্রত)। [সং. কুমার+অ (ভা)]। বি. (স্ত্রী.) **কৌমারী**—অবিবাহিতা কন্যা; কার্তিকেয়-শক্তি, মাতৃকাবিশেষ। বি.~ভৃত্য, ~ভৃত্য-তন্ত্র—আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে শিশুব্যাধি ও প্রসূতি-রোগের চিকিৎসা-শাস্ত্র।

কৌমার্য—বি. অবিবাহিত অবস্থা, কৌমার। [সং. কুমার+য (ভা)]।

কৌমুদী—বি. জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ; শব্দের শেষে প্রয়োগ হইলে ইহার অর্থ—'আলোকদায়িনী ব্যাখ্যা' (সিদ্ধান্তকৌমুদী, ব্যাকরণকৌমুদী)। [সং. কুমুদ+অ+ঈ]। বি. ~পতি—চন্দ্র।

কৌমোদকী—বি. বিষ্ণুর গদা। [সং. কুমোদক (=বিষ্ণু)+অ+ঈ]।

কৌরব—বি. কুরুবংশধর ; দুর্যোধনাদি শতভ্রাতা। [সং. কুরু + অ]। বিণ. **কৌরব্য, কৌরবেয়**—কুরুরাজবংশীয়।

কৌর্ম—(১) বি. কূর্মপুরাণ। (২) বিণ. কূর্ম-সম্বন্ধীয়। [সং. কূর্ম + অ]।

কৌল—(১) বিণ. কুলক্রমাগত ; সদ্বংশজাত কুলীন ; কৌলিক ; বামাচারী তান্ত্রিক (কৌলধর্ম)। (২) বি. তান্ত্রিক বামাচার ; (তন্ত্রমতে) শিব ও শক্তির একাত্মতা। [সং. কুল + অ]।

কৌলিক—(১) বিণ. কুল-সম্বন্ধীয় ; বংশপরম্পরাগত (কৌলিক উপাধি, পদবী) ; কুলাচার বা কুলধর্ম অনুযায়ী; কুলধর্ম-প্রবর্তক ; তান্ত্রিক বামাচারী সাধক। (২) বি. তন্তুবায়, তাঁতি। [সং. কুল + ইক]।

কৌলীন্য—বি. কুলমর্যাদা, কুলীনত্ব। [সং. কুলীন + য (ভা)]।

কৌলেয়ক—বি সংকুলজাত কুকুর। [সং. কুল + এয়ক]।

কৌশল—বি. কুশলতা, নিপুণতা ; কারিগরি, সাধন-চাতুর্য (শিল্পকৌশল) ; ছল, ফিকির, ফন্দি (কৌশলে কার্যোদ্ধার করা)। [সং. কুশল + অ (ষ্ণ)-ভা]। বিণ. **কৌশলী**—কৌশলসম্পন্ন ; ফিকিরবাজ।

কৌশল্যা—বি. রামের জননী। [সং. কোশল + য + আ]।

কৌশাম্বী—বি. বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী ; প্রয়াগের নিকটবর্তী নগরবিশেষ। [সং.]।

কৌশিক১—বি. কুশিক মুনির পুত্র, বিশ্বামিত্র। [সং. কুশিক + অ]।

কৌশিক২, কৌশেয়—বিণ রেশমী। [সং. কোশ + ইক, এয়]।

কৌশিকী—বি. আদ্যা শক্তির রূপবিশেষ (পুরাণমতে কালিকার কোষ বা কায় হইতে জাত) ; রচনার প্রকার-ভেদ (কৌশিকীবৃত্তি)। [সং. কৌশিক + ঈ]।

কৌষিক—**কৌশিক১,২**-এর বানানভেদ।

কৌষিকী, কৌষেয়, কৌসল্যা—যথাক্রমে **কৌশিকী, কৌশেয় ও কৌশল্যা**-র বানানভেদ।

কৌস্তুভ—বি. নারায়ণের বক্ষোভূষণ, সমুদ্রমন্থনে লব্ধ সুপ্রসিদ্ধ মণি। [সং. কুস্তুভ (বিষ্ণু, নারায়ণ) + অ]।

ক্বচিৎ—অব্য. ক্রি-বিণ. কোথাও ; কখনও ; (বাং.) খুব কম, প্রায় না। [সং. ক্ব + চিৎ]।

ক্বণ—বি. বীণাদি যন্ত্রের ধ্বনি, নিক্বণ। [সং.]। বি. ~**ন**—ধ্বনিত বা ঝংকৃত করা ; ধ্বনি বা ঝংকার। বিণ. **ক্বণিত**—ধ্বনিত বা ঝংকৃত, শব্দায়মান।

ক্বাথ, ক্বথ—বি. গরম জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত ঘন নির্যাস। [সং. √ক্বথ্ + অ (ভা)]।

ক্যাওরা—**কাওরা**-র রূপভেদ।

ক্যাঁক্—অব্য. আকস্মিক আঘাত উত্তেজনা বা বেদনা-ব্যঞ্জক ধ্বনিবিশেষ (লাথি খেয়ে ক্যাঁক্ করা)। ক্রি. **ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ করা**—কর্কশকণ্ঠে বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করা।

ক্যাঁচ্—অব্য. এক ঘায়ে কাটিবার (কল্পিত) ধ্বনিবিশেষ। অব্য বি. ~**ক্যাঁচ্, ক্যাঁচরক্যাঁচর**—ক্রমাগত কাটিবার কামড়াইবার বা ঘষার শব্দ। অব্য. বি. **ক্যাঁচর-ম্যাচর**—বহু কণ্ঠস্বরের মিলনে সৃষ্ট কলরব। বি. ~**ক্যাঁচানি**—ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দকরণ (ক্যাঁচক্যাঁচানি সয় না)।

ক্যাঁটক্যাঁট—অব্য. বারংবার বিঁধিবার কল্পিত ধ্বনি-বিশেষ। বিণ. **ক্যাঁটকেটে**—মর্মভেদী ; কর্কশ ও তীব্র (ক্যাঁটকেটে রঙ, ক্যাঁটকেটে কথা)।

ক্যাঁত্—অব্য. লাথি মারার শব্দ। [দেশী]।

ক্যাঙ্গারু—**কেঙ্গারু**-র বানানভেদ।

ক্যানসার—বি. দুরারোগ্য দুষ্ট ক্ষতরোগবিশেষ, কর্কট-রোগ। [ইং. cancer]।

ক্যানেস্তারা—**কানেস্তারা**-র রূপভেদ।

ক্যাবলা—**কেবলা**-র বানানভেদ।

ক্যাম্বিস—বি. অত্যন্ত মোটা বস্ত্রবিশেষ। [ইং. canvas]।

ক্যালেণ্ডার—বি. দেওয়াল-পঞ্জি। [ইং. calendar]।

ক্যাস্টর অয়েল—বি. রেড়ির তেল ; জোলাপ। [ইং. castor oil]।

ক্রকচ—বি. করাত। [সং. ক্র + √কচ্ (এইরূপ শব্দ করা) + অ]।

ক্রতু—বি. যজ্ঞ, যাগ (তু. শতক্রতু)। [সং. √কৃ + অতু (র্ম)]।

ক্রন্দন—বি. কান্না, রোদন। [সং. √ক্রন্দ্ + অন (ভা)]। বি. ~**রোল**—কান্নার আওয়াজ।

ক্রন্দসী—বি. আকাশ ও পৃথিবী, স্বর্গমর্ত্য। [বৈদিক সং.]।

ক্রন্দিত—(১) বিণ. রোদনকারী ; রুদিত। [সং. √ক্রন্দ্ + ত (র্তৃ)]। (২) বি. রোদন ; আহ্বান, পরস্পরস্পর্ধা। [সং. √ক্রন্দ্ + ত (ভা)]।

ক্রব্য—বি. কাঁচা মাংস। [সং.]। বি. **ক্রব্যাদ** (-দ্)—রাক্ষস ; মাংসাশী জন্তু।

ক্রম—বি. ধারাবাহিকতা, পরম্পরা (ক্রমে ক্রমে) ; প্রণালী, পদ্ধতি, নির্দেশ, নিয়ম ; অনুসরণ (অনুমতিক্রমে, অদৃষ্টক্রমে) ; পদক্ষেপ ; অতিক্রম (কালক্রমে)। [সং. √ক্রম্ + অ (ভা)]। বি. ~**ণ**—পায়চারি, পদক্ষেপ ; গমন। বিণ. ~**নিম্ন**—ঢালু, গড়ানে। বি. ~**পর্যায়**—ধাপে ধাপে অগ্রগতি, gradation। বিণ. ~**বর্ধমান**—ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল। বিণ. ~**বিকাশ**—ক্রমোন্নতি, বিবর্তন, বিবর্ধন। বি. ~**ভঙ্গ**—পর্যায়চ্যুতি ; নিয়মলঙ্ঘন ; বিশৃঙ্খলা। বিণ. ~**মাণ**—ইতস্তত গমনশীল। ক্রি-বিণ. ~**শঃ** (-শস্), (চলিত) ~**শ**—ক্রমে ক্রমে, পর্যায়ক্রমে ; শনৈঃ শনৈঃ। **ক্রমাগত**—(১) বিণ. পরম্পরাগত (কুলক্রমাগত প্রথা), ধারাবাহিক, অবিরাম (ক্রমাগত পরিশ্রম)। (২) ক্রি-বিণ. সর্বদা, কেবলই (ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে)। বি. **ক্রমান্বয়**—যাহার পর যাহা এই নিয়মে সংঘটন ; ধারাবাহিকতা। ক্রি-বিণ. **ক্রমান্বয়ে**—পর্যায়ক্রমে, একের পর এক করিয়া। বিণ. **ক্রমাযাত**—ক্রমপূর্বক আগত, পরপর আগত, successive। বিণ. **ক্রমিক**—ক্রমাগত, ধারাবাহিক। ক্রি-বিণ. **ক্রমে**—

ক্রমানুযায়ী, একের পর এক করিয়া; ধারাবাহিকভাবে: এইভাবে কিছু সময় কাটিবার পর ক্রমে তিনি নগরে পৌছিলেন)। বি. **ক্রমোৎকর্ষ**—ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ, ক্রমোন্নতি; ক্রমবিকাশ। বিণ. **ক্রমোন্নত**—ক্রমেই উঁচু; ক্রমশঃ উৎকর্ষপ্রাপ্ত। বি. **ক্রমোন্নতি**—ক্রমশঃ উচ্চতা; ক্রমশঃ উৎকর্ষপ্রাপ্তি, ক্রমোৎকর্ষ।

ক্রমেলক—বি. উট। [সং.]।

ক্রয়—বি. মূল্যবিনিময়ে গ্রহণ, কেনা। [সং. √ক্রী+অ (ভা)]। বি. **ক্রয়-বিক্রয়**—কেনাবেচা; ব্যবসায়-বাণিজ্য।

ক্রান্ত—বিণ. ব্যাপ্ত; সঞ্চারিত; অতীত। [সং. √ক্রম্ (=গতি)+ত (র্ম)]। **~দর্শী**—বিণ. সর্বজ্ঞ, যিনি ভূত-ভবিষ্যৎ সব কিছু দেখিতে পারেন।

ক্রান্তি—বি. সংক্রমণ, অগ্রগতি; আমূল পরিবর্তন; বিপ্লব; অয়ন-বৃত্ত, অয়ন-মণ্ডল (কর্কটক্রান্তি, মকর-ক্রান্তি); এক কড়ার তিনভাগের একভাগ। [সং. √ক্রম্+তি (ভা)]। বি. **~পাত**—বিষুববৃত্ত ক্রান্তিবৃত্ত যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে, equinoctical point। বি. **~বৃত্ত**—সূর্যের আপাত-গতিপথ, ecliptic। **কড়া-ক্রান্তি হিসাব**—অতি সূক্ষ্ম হিসাব।

ক্রিকেট—বি. ইংরেজদের খেলাবিশেষ, ব্যাট-বল খেলা; [ইং. cricket]।

ক্রিমি—**কৃমি**-র বানানভেদ।

ক্রিয়মাণ—বিণ. করা হইতেছে এমন। [সং. √কৃ+মান (শানচ্, র্ম)]।

ক্রিয়া—বি. কাজ (বুদ্ধির ক্রিয়া, ঔষধের ক্রিয়া, দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া); শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বা সংস্কার (অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া); আচার; পূজা; (ব্যাক.) ধাতুর অর্থপ্রকাশকারী পদ, verb। [সং. √কৃ+অ (ভা)+আ]। বি. **~কর্ম**—সামাজিক বা ধর্মীয় কার্য, পূজাপার্বণাদির অনুষ্ঠান। বি. **~কলাপ, ~কাণ্ড**—কার্যসমূহ; শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানসমূহ। বিণ. **~ন্বিত**—ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠানরত। বিণ. **~বাচক**—(ব্যাক.) কার্যবোধক। বি. **~বিধি**—(প্রধানতঃ ধর্মীয়) কার্যের অনুষ্ঠান-নিয়ম। বি. **~বিশেষণ**—(ব্যাক.) ক্রিয়াপদের বিশেষণ, adverb। বিণ. **~শীল**—কার্যকর; ক্রিয়ান্বিত। বিণ. **~সক্ত**—ক্রিয়ার (কর্মে বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে) আসক্ত, কর্মে অনুরক্ত।

ক্রিশ্চান—**খ্রিস্টান**-এর রূপভেদ।

ক্রীড়া—বি. খেলা; তামাশা; আমোদজনক অনুষ্ঠান (মল্লক্রীড়া)। [সং. √ক্রীড়্+অ (ভা)+আ]। বিণ. বি. **ক্রীড়ক**—খেলোয়াড়; ক্রীড়া-প্রদর্শক। বি. **ক্রীড়ন**—খেলা করা, ক্রীড়া। বি. **ক্রীড়নক**—খেলনা; খেলার পুতুল। বিণ. **ক্রীড়নীয়**—ক্রীড়নযোগ্য। বিণ. **ক্রীড়মান**—ক্রীড়ারত। বি. **~কন্দুক**—খেলিবার গোলক বা বল (ball)। বি. **~কৌতুক**—রঙ্গ-তামাশা; খেলাধুলা। ক্রি-বিণ. **~চ্ছলে**—খেলার ছলে। বি. **~ভূমি**—খেলার স্থান, রঙ্গভূমি।

ক্রীত—বিণ. কেনা হইয়াছে এমন। [সং. √ক্রী+ত (র্ম)]। বি. **~ক**—পুত্রার্থে মাতাপিতার নিকট হইতে যে পুত্র ক্রয় করা যায় সে ক্রেতার ক্রীতক পুত্র (মনু)। বি. **~দাস**—কেনা গোলাম; যাবজ্জীবন দাসত্ব করিবার জন্য যাহাকে কিনিয়া লওয়া হইয়াছে। বি. (স্ত্রী.) **~দাসী**।

ক্রীশ্চান—**ক্রিশ্চান**-এর বানানভেদ।

ক্রুদ্ধ—বিণ. রুষ্ট, রাগান্বিত। [সং. √ক্রুধ্+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী) **ক্রুদ্ধা**।

ক্রুশ—বি. '+' এইরূপ কাষ্ঠ বা চিহ্ন, এইরূপ আকারের যে কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া যিশু খ্রিস্টকে বধ করা হইয়াছিল। ঢেরা-চিহ্ন (+, ×)। [ইং. cross]।

ক্রুশকাঠি, ক্রুশকাটি, ক্রুশীকাঠি—বি. সুতা বা পশম দিয়া জামা বুনিবার শলাকাবিশেষ। [ইং. crochet]।

ক্রূর—বিণ. নির্দয়; হিংস্র (ক্রূর কটাক্ষপাত); খল; অশুভকর। [সং. √কৃৎ+র (র্তৃ)]। বি. **~তা**। বিণ. **~কর্মা** (-র্মন্)—নিষ্ঠুর কর্মকারী; নির্দয়। বি. **~লোচন**—শনিগ্রহ। বিণ. **ক্রূরাত্মা**—নির্দয়; হিংস্র; খলস্বভাব।

ক্রেতব্য—বিণ. ক্রয়যোগ্য, ক্রয় করা উচিত এমন, ক্রেয়। [সং. √ক্রী+তব্য (র্ম)]।

ক্রেতা (-তৃ)—বিণ. বি. ক্রয়কারী, খরিদ্দার। [সং. √ক্রী+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **ক্রেত্রী**।

ক্রেয়—বিণ. ক্রয়যোগ্য; কিনিতে হইবে এমন, ক্রেতব্য। [সং. √ক্রী+য (র্ম)]।

ক্রোক—বি. (সচ. সরকারী আদেশে বা কর্তৃত্ববলে কাহারও) সম্পত্তি আটক। [আ. কুর্ক্]। বিণ. **ক্রোকী**—ক্রোকসম্বন্ধীয়।

ক্রোটন—বি. জয়পাল-গাছ; (শিথি.) পাতাবাহার। ইং. croton]।

ক্রোড়১—বি. কোল, অঙ্ক, উৎসঙ্গ; শূকর; শনিগ্রহ। [সং. √ক্রুড়্+অ (ধি)]। বি. **ক্রোড় অঙ্ক, ক্রোড়াঙ্ক**—নাটকের শেষে সংযোজিত অংশ। বিণ. **~চ্যুত**—কোলছাড়া। বি. **~পত্র**—গ্রন্থ দলিল প্রভৃতির অতিরিক্ত পত্র বা অংশ, supplement; উইলের অতিরিক্ত অংশ, codicil; পাতা আলাদা ছাপিয়া বইয়ের ভিতর দেওয়া হয়।

ক্রোড়২, **ক্রোর**—বি. বিণ. ১০০০০০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক, কোটি, শত লক্ষ। [সং কোটি]। বি. **~পতি**—কোটিমুদ্রার অধিকারী; অতিশয় ধনশালী।

ক্রোধ—বি. রাগ, রোষ, কোপ, মানবের দ্বিতীয় রিপু। [সং. √ক্রুধ্+অ (ভা)]। বিণ. **~ন**—ক্রোধপ্রবণ। বি. **ক্রোধাগার**—পুরাকালে সম্ভ্রান্ত মহিলারা ক্রুদ্ধা হইলে বাসগৃহের যে কক্ষে আশ্রয় লইতেন, গোঁসাঘর। বি. **ক্রোধাগ্নি, ক্রোধানল**—ক্রোধের দাহ বা তেজ; প্রচণ্ড ক্রোধ। বিণ. **ক্রোধান্ধ**—ক্রুদ্ধ হওয়ার ফলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য; ক্রুদ্ধ হওয়ার ফলে বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন। বিণ. **ক্রোধান্বিত**—রুষ্ট, ক্রুদ্ধ। বিণ.(স্ত্রী.) **ক্রোধান্বিতা**। বিণ. **ক্রোধাবিষ্ট**—ক্রোধে অভিভূত। বিণ. **ক্রোধী** (-ধিন্)—রাগী।

ক্রোর—ক্রোড়$_{২}$-এর বানানভেদ।

ক্রোশ—বি. ৮০০০ হাত বা দুই মাইলের কিছু অধিক দীর্ঘ পথ-পরিমাণ। [সং.]।

ক্রৌঞ্চ—বি. কোঁচবক। হিমালয়-পর্বতের অংশবিশেষ। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **ক্রৌঞ্চী**। বি. ~**মিথুন**—ক্রৌঞ্চ-দম্পতি।

ক্রৌর্য—বি. ক্রূরতা। [সং. ক্রূর+অ (ভা)]।

ক্লক—বি. দেওয়াল-ঘড়ি বা বড় ঘড়ি। [ইং. clock]।

ক্লম—বি. ক্লান্তি, অবসন্নতা (বিগতক্লম)। [সং. √ক্লম্+অ (ভা)]।

ক্লান্ত—বিণ. অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত ; ক্লিষ্ট। [সং. √ক্লম্+ত (র্তৃ)]। বি. **ক্লান্তি**—শ্রান্তি, অবসন্নতা।

ক্লাব—বি. স্থায়ী সমিতি, গোষ্ঠী, ক্লাব। [ইং. club]।

ক্লাস—বি. শ্রেণী, বিভাগ ; বিদ্যালয়াদির পাঠশ্রেণী (কোন্ ক্লাসে পড়)। [ইং. class]।

ক্লাসিকাল—বিণ. (সঙ্গীতাদি-সম্বন্ধে) রাগপ্রধান, উচ্চাঙ্গ ; (সাহিত্য সম্বন্ধে) উৎকৃষ্ট বলিয়া যুগে যুগে সকলের স্বীকৃত। [ইং. classical]।

ক্লিন্ন—বিণ. ক্লেদাক্ত ; আর্দ্র (ঘর্মাদিহেতু) সিক্ত। [সং. √ক্লিদ্+ত (র্তৃ)]। বি. ~**তা**।

ক্লিশিত, ক্লিষ্ট—বিণ. ক্লেশপ্রাপ্ত ; ক্লান্ত। [সং. √ক্লিশ্+ত (র্তৃ)]।

ক্লিশ্যমান—বিণ. ক্লেশ পাইতেছে এমন। [সং. √ক্লিশ্+য+মান (শানচ্) (র্ম)]।

ক্লীব—(১) বি. পৌরুষহীন ব্যক্তি ; নপুংসক। (২) বিণ. ভীরু, কাপুরুষ ; অক্ষম। [সং. √ক্লীব্+অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**। বিণ. বি. ~**লিঙ্গ**—(ব্যাক.) স্ত্রীবাচক নয়, পুরুষবাচকও নয় ; স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন লিঙ্গ ; neuter gender।

ক্লেদ—বি. তরল ময়লা, ঘাম পুঁজ লালা প্রভৃতি তরল ময়লা ; আর্দ্রতা। [সং. √ক্লিদ্+অ]। বিণ. **ক্লেদাক্ত**—ক্লেদযুক্ত, ভিজা ও ময়লা।

ক্লেশ—বি. কষ্ট, দুঃখ ; যন্ত্রণা। [সং. √ক্লিশ্+অ (ভা)]। বিণ. **ক্লেশিত**—ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে এমন।

ক্লৈব্য—বি. অক্ষমের ভাব, ক্লীবত্ব ; কাপুরুষতা ; পৌরুষহীনতা ; কাতরতা। [সং. ক্লীব+য]।

ক্লোম (-মন্)—বি. পিত্তকোষ ; মূত্রাশয় ; ফুসফুস, lungs। [সং.]। বি. ~**নালিকা**—শ্বাসনালী, wind pipe [বি. প.]। বি. ~**শাখা**—শ্বাসনালীর প্রধান শাখাদ্বয়ের অন্যতর, bronchus [বি. প.]।

ক্ষওয়া—**খওয়া**-র বানানভেদ।

ক্ষণ—বি. কালের অংশবিশেষ, এক মুহূর্তের ১২ ভাগের এক ভাগ, ৪ মিনিট ; অতি অল্প সময় ; সময় (বহুক্ষণ); বিশেষ কাল (শুভক্ষণ)। [সং. √ক্ষণ্+অ (র্তৃ)]। বি. ~**কাল**—অতি সামান্য সময়। বিণ. ~**চর**—অল্পকাল বিচরণকারী ; অল্পকালস্থায়ী। বিণ. ~**জন্মা** (-ন্মন্)—শুভমুহূর্তে জাত ; ভাগ্যবান্ ; অসাধারণ গুণসম্পন্ন (ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ)। বি. ~**দা**—রাত্রি। ক্রি-বিণ. ~**পূর্বে**—একটু আগে, এক মুহূর্ত আগে। বি. ~**প্রভা**—বিদ্যুৎ। বিণ. ~**ভঙ্গুর**—অল্পকালমধ্যেই ভাঙিয়া যায় বা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এমন। বিণ ~**স্থায়ী** (-য়িন্)—অধিককাল থাকে না এমন ; অল্পকাল থাকে এমন। **ক্ষণিক**—(১) বিণ. ক্ষণস্থায়ী (ক্ষণিক আমোদে মত্ত)। (২) বি. (বাং.) ক্ষণকাল ('ক্ষণিকের অতিথি' : রবীন্দ্র)। ক্রি-বিণ. **ক্ষণে**—মুহূর্তের ব্যবধানে ; একসময়ে (ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে চাঁদ')। ক্রি-বিণ. **ক্ষণেক্ষণে**—মুহুর্মুহুঃ, ঘনঘন ; থাকিয়া থাকিয়া। **ক্ষণেক**—(১) বি. অতি অল্প সময় (ক্ষণেকের তরে)। (২) ক্রি-বিণ. এক মুহূর্তের জন্য (ক্ষণেক দাঁড়াও)।

ক্ষত—(১) বি. ঘা ; ব্রণ ; শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান। (২) বিণ. আঘাতপ্রাপ্ত, ছিন্ন। [সং. √ক্ষণ্ (=হিংসা) +ত (র্ম)]। বি. ~**চিহ্ন**—ঘা বা আঘাত সারিয়া গেলে যে দাগ থাকে। বিণ. ~**বিক্ষত**—(সর্বাঙ্গ) আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে এমন। বি. **ক্ষতাশৌচ**—দেহ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন অথবা দেহ হইতে রক্তস্রাবজনিত অশুদ্ধি।

ক্ষতি—বি. হানি, অনিষ্ট (শরীরের বা স্বার্থের ক্ষতি), ক্ষয় ; লোকসান, ন্যূনতা (মধুর অভাবে গুড় দিলেও ক্ষতি নাই)। [সং. ক্ষণ্ +তি (ভা)]। বিণ. ~**গ্রস্ত**—ক্ষতি ভোগ করিতেছে এমন ; (যাহার) ক্ষতি হইয়াছে এমন। বি. ~**পূরণ**—লোকসানের মূল্যদান। বি. ~**বৃদ্ধি**—লাভ-লোকসান।

ক্ষত্তা (-ত্তৃ)—বি. ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত সন্তান ; সারথি ; দাসীপুত্র ; বিদুর। [সং. √ক্ষদ্ +তৃ (র্তৃ)+আ]।

ক্ষত্র—বি. ক্ষত্রিয় জাতি [**ক্ষত্রিয়** দ্র:]। [সং. ক্ষত+√ত্রৈ+অ (র্তৃ)]। বি. ~**কর্ম**—ক্ষত্রিয়োচিত কার্য। বি. ~**ধর্ম**—ক্ষত্রিয়ের পালনীয় ধর্ম ; সাহস পুরুষকার প্রভৃতি। বি. ~**বন্ধু**—অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়।

ক্ষত্রিয়—বি. হিন্দু চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ (অরাজকতাজনিত উপদ্রবাদি হইতে বা ক্ষত হইতে প্রাণিগণকে রক্ষা করে এইজন্য) ; ক্ষেত্রী বা ছত্রী জাতি। [সং. ক্ষত্র +ইয় (স্বার্থে)]। বি. (স্ত্রী.) **ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী**—ক্ষত্রিয়জাতীয়া নারী। বি. (স্ত্রী.) **ক্ষত্রিয়ী**—ক্ষত্রিয়পত্নী।

ক্ষত্রী—বি. ক্ষত্রিয় জাতি, ক্ষেত্রী বা ছত্রী জাতি। [সং. ক্ষত্রিয়]।

ক্ষন্তব্য—বিণ. ক্ষমার্হ, ক্ষমার যোগ্য বা ক্ষমা করা উচিত এমন। [সং. √ক্ষম্+তব্য]।

ক্ষপণক—বি. বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবিশেষ ; মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্নের' অন্যতম। [সং.]।

ক্ষপা—বি. রাত্রি। [সং. √ক্ষপি (ণিজন্ত : অর্থ—কর্মচেষ্টা ক্ষয় করায়)+অ+আ]।

ক্ষম—বিণ. ক্ষমতাবান্, সমর্থ, পারগ, (কর্মক্ষম, উপার্জনক্ষম) ; যোগ্য, উপযুক্ত (স্পর্শক্ষম উত্তাপ)। [সং. √ক্ষম্+অ (ভা)]।

ক্ষমতা—বি. শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা, পটুতা ; প্রভাব। [সং. ক্ষম+তা]। বিণ. ~**বান্** (-বৎ)—শক্তিশালী ; পটু ; প্রভাবশালী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বতী**। বিণ. ~**শালী**

(-লিন্)—ক্ষমতাবান্ (ক্ষমতাশালী লেখক)। বিণ. (স্ত্রী.) **~শালিনী**।

ক্ষমা—বি. সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা; অপরাধমার্জনা (ক্ষমা করা); অপকার-সহন; নিবৃত্তি (ক্ষমা দেওয়া)। [সং. √ক্ষম্+অ (ভা)+আ]। বি. **~গুণ, ~ধর্ম**—ক্ষমারূপ গুণ বা ধর্ম। বি. **ক্ষমা-ঘেন্না**—দোষমার্জনা ও করুণা [ঘৃণা দ্রঃ]। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—ক্ষমাশীল, ক্ষমাগুণে পূর্ণ। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী**। বিণ. **~র্হ**—ক্ষমার যোগ্য। বিণ. **ক্ষমী** (-মিন্)—সহিষ্ণু; ক্ষমাশীল; সমর্থ। বিণ **ক্ষম্য**—ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমার্হ।

ক্ষয়—বি. বিনাশ, ধ্বংস (শত্রুক্ষয়); পরাজয় (অধর্মের ক্ষয়); অপচয়, ক্ষতি (অর্থক্ষয়); হ্রাস, ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়া (চন্দ্রের ক্ষয়); ক্ষয়রোগ, ক্ষয়কাশ। [সং. √ক্ষি +অ (ভা)]। বি. **~কাশ**—যক্ষ্মারোগ, টি. বি.। বিণ. **~শীল**—ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায় এমন। বিণ. **ক্ষয়া**—খয়া-র বানানভেদ। বিণ. **ক্ষয়িত**—ক্ষয়প্রাপ্ত। বিণ. **ক্ষয়িষ্ণু**—ক্ষয়শীল। বি. **ক্ষয়িষ্ণুতা**। বিণ. **ক্ষয়ী** (-য়িন্) —ক্ষয়শীল; ভঙ্গুর, নশ্বর।

ক্ষর—(১) বি. ক্ষরণ; নাশ। (২) বিণ. ক্ষরিত হয় এমন; নশ্বর; ভঙ্গুর। [সং. ক্ষর্ (সঞ্চলনে)+অ]। বি. **~ণ**—ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া বা বাহির হওয়া, চুয়ান; নিঃসরণ; স্যন্দন, exudation; নাশ। বিণ. **ক্ষরিত**—ক্ষরিয়া পড়িয়াছে এমন, নিঃসৃত। বিণ. **ক্ষরী** (-রিন্)—ক্ষরণ-শীল।

ক্ষাত্র—(১) বিণ. ক্ষত্রিয়-সম্বন্ধীয়; ক্ষত্রিয়োচিত (ক্ষাত্র-ধর্ম)। (২) বি. ক্ষত্রিয়ের কর্ম শক্তি বা ধর্ম, ক্ষত্রিয়ত্ব। [সং. ক্ষত্র+অ]। বি. **~ধর্ম**—ক্ষত্রিয়দের পালনীয় কর্তব্য, যথা যুদ্ধ, দেশরক্ষা, বিপন্ন ও দুর্বলকে রক্ষা, প্রভৃতি (তু. chivalry)। বি. **~বল, ~শক্তি**—(ব্যক্তিগত, বা রাজ্য সম্প্রদায় প্রভৃতির) ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ করার ক্ষমতা।

ক্ষান্ত—বিণ. সহিষ্ণু; ক্ষমাশীল; নিরস্ত, নিবৃত্ত, বিরত। [সং. √ক্ষম্+ত (র্তৃ)]। ক্রি. **ক্ষান্ত দেওয়া**—নিবৃত্ত হওয়া। বি. **ক্ষান্তি**—সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা; নিবৃত্তি, বিরতি।

ক্ষাম—বিণ. ক্ষীণতাপ্রাপ্ত, কৃশ, দুর্বল। [সং. √ক্ষৈ+ত (র্তৃ)]।

ক্ষার—বি. সাজিমাটি যবক্ষার সোরা ক্ষারী লবণ সোডা চুন প্রভৃতি; alkali। [সং. √ক্ষর্+অ (র্তৃ)]। বি. **~জল**—ক্ষারমিশ্রিত বা লোনা জল। বি. **~ধাতু**—যাহার অম্লজানজারিত অবস্থা ক্ষার, alkali metal। বি. **~মিতি**—যে বিদ্যাবলে ক্ষারের পরিমাণ হিসাব করা যায়, alkalimetry। বি. **~মৃত্তিকা**—সাজি-মাটি, লোনা জমি, alkaline earth।

ক্ষারিত—বিণ. স্রাবিত, গলান হইয়াছে এমন; অপবাদ-গ্রস্ত; দূষিত। [সং. √ক্ষর্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

ক্ষারীয়—বিণ. ক্ষারযুক্ত; ক্ষারধর্মী, alkaline। [সং. ক্ষার+ঈয়]। **ক্ষারীয় সন্ধান**—ক্ষারযোগে গাঁজন, alkaline fermentation।

ক্ষালন—বি. প্রক্ষালন, ধৌতকরণ (পদক্ষালন), শোধন, মোচন (পাপক্ষালন)। [সং. √ক্ষল্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **ক্ষালিত**—ধৌত; পরিমার্জিত; বিশোধিত; দূরী-কৃত।

ক্ষিতি—বি. পৃথিবী; মাটি, ভূমি (ক্ষিতিতল)। [সং. √ক্ষি+তি (ধি)]। **~জ**—(১) বিণ. ভূমিজাত, পৃথিবী-জাত। (২) বি. মঙ্গলগ্রহ; চক্রবাল, horizon [বি. প.]। বি. **~ধর, ~ভৃৎ**—পর্বত। বি. **~নাথ, ~প, ~পতি, ~পাল, ক্ষিতীশ**—রাজা।

ক্ষিপ্ত—বিণ. নিক্ষিপ্ত; বিক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, পাগল, ক্ষেপা। [সং. √ক্ষিপ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ক্ষিপ্তা**।

ক্ষিপ্যমাণ—বিণ. নিক্ষিপ্ত হইতেছে বা ছুঁড়িয়া ফেলা হইতেছে এমন। [সং. ক্ষিপ্ (+য)+মান (শানচ্) (র্ম)]।

ক্ষিপ্র—ক্রি-বিণ. বিণ. দ্রুত, শীঘ্র। [সং. √ক্ষিপ্+র (র্তৃ)]। বি. **~তা**। বিণ. **~কারী** (-রিন্)—দ্রুত কার্য করে এমন, চটপটে। বি. **~কারিতা**। বিণ. **~গতি, ~গামী** (-মিন্)—দ্রুতগামী, শীঘ্র গমনকারী, বেগবান্। বিণ. (স্ত্রী.) **~গামিনী**।

ক্ষীণ—বিণ. ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয়িত (ক্ষীণচন্দ্র); শীর্ণ, কৃশ, রোগা (ক্ষীণদেহ); সরু (ক্ষীণকটি); অত্যল্প, মৃদু, অস্পষ্ট (ক্ষীণ আভাস, ক্ষীণালোক); দুর্বল (ক্ষীণদৃষ্টি)। [সং. √ক্ষি+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ক্ষীণা**। বি. **~তা**। বি. **~চন্দ্র**—ক্ষয়প্রাপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় চাঁদ। বিণ. **~জীবী** (-বিন্)—অল্পপ্রাণ, দুর্বল, জীবনীশক্তি-বিহীন।

ক্ষীয়মাণ—বি. ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এমন (ক্ষীয়মাণ ঐশ্বর্য বা প্রভাব)। [সং. √ক্ষি+য+মান (শানচ্) (র্ম)]।

ক্ষীর—বি. দুধ (গো-ক্ষীর); রস, নির্যাস বা আঠা; (বাং.) জ্বাল দিয়া ঘন-করা দুধ, মিষ্টান্নবিশেষ। [সং.]। বি. **~দ্রুম**—বি. ক্ষীর-নিঃসারী বৃক্ষ, যথা—বট, অশ্বত্থ, ডুমুর ও মহুয়া (মধুক)। বি. **~মোহন**—ক্ষীর ও ছানার তৈয়ারি চেপটা-আকারের রসপূর্ণ মিষ্টান্ন। বি. **~সাগর, ~সমুদ্র**—নারায়ণের অনন্তশয্যারূপে বর্ণিত সমুদ্র, পৌরাণিক সপ্তসমুদ্রের অন্যতম।

ক্ষীরা, (প্রাদে.) **ক্ষীরই**—বি. শশাজাতীয় ফলবিশেষ। [সং. ক্ষীরিকা]।

ক্ষীরাব্ধি—বি ক্ষীরসমুদ্র। [সং.]। বি. **~জ**—চন্দ্র। বি. (স্ত্রী.) **~জা, ~তনয়া**—লক্ষ্মী।

ক্ষীরিকা—বি. ক্ষীরা, শশা। [সং.]।

ক্ষীরোদ—বি. ক্ষীরসমুদ্র। [সং. ক্ষীর+উদ (=উদক)]। বি. (স্ত্রী.) **~তনয়া**—লক্ষ্মী। বি. **~নন্দন**—চন্দ্র।

ক্ষুণ্ণ—বিণ. দুঃখিত, ব্যথিত, ক্ষুব্ধ (ক্ষুণ্ণমনে); খর্ব (বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হওয়া), ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত; (বিরল) চূর্ণী-কৃত। [সং. √ক্ষুদ্ (চূর্ণ করা)+ত (র্ম)]।

ক্ষুৎ (ক্ষুধ্)—বি. ক্ষুধা। [সং. √ক্ষুধ্+ক্বিপ্ (ভা)]। বিণ. **~কাতর, ~পীড়িত**—ক্ষুধার্ত। বিণ. **~ক্ষাম**—ক্ষুধায় কাতর বা দুর্বল। বি. **~পিপাসা**—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

ক্ষুদ, ক্ষুদি, ক্ষুদে—যথাক্রমে খুদ, খুদি ও খুদে-র বর্জি. বানান।

ক্ষুদ্র—বিণ. ছোট, খর্ব, হ্রস্ব (ক্ষুদ্রকায়); নীচ, হীন (ক্ষুদ্র মন বা প্রবৃত্তি); অনুদার, সঙ্কীর্ণ; কৃপণ; সামান্য, দরিদ্র (ক্ষুদ্র লোক); অল্প (ক্ষুদ্রশক্তি)। [সং. √ক্ষুদ্+র (র্তৃ)]। **ক্ষুদ্রা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) ক্ষুদ্র-শব্দের সকল অর্থে। (২) বি. মধুমক্ষিকা; মৌমাছি; (বিরল) বেশ্যা; বিকৃত-দেহা নারী। বি. **~তা, ~ত্ব**। বিণ. **~চেতাঃ** (-তস্), (চলিত) **~চেতা, ~মতি, ক্ষুদ্রাশয়**—নীচমনা; সঙ্কীর্ণমনা।

ক্ষুধা—বি. খিদে, ভোজনের লালসা বা প্রবৃত্তি, বুভুক্ষা; ইচ্ছা, বাসনা। [সং. √ক্ষুধ্+ক্বিপ্ (ভা)+আ]। বিণ. **~তুর, ক্ষুধার্ত**—ক্ষুধায় কাতর। বিণ.(স্ত্রী.) **~তুরা**। বি. **~নিবৃত্তি, ~শান্তি**—আহার করিয়া ক্ষুধা দূরীকরণ। বিণ. **~ন্বিত**—ক্ষুধিত। বি. **~মান্দ্য**—আহারে অপ্রবৃত্তি ক্ষুধার অভাব বা হ্রাস। বি. **~সঞ্চার**—ক্ষুধার উদ্রেক। বিণ. **ক্ষুধিত**—বুভুক্ষিত, ভোজনেচ্ছু। বিণ.(স্ত্রী.) **ক্ষুধিতা**। বি. **দুষ্টক্ষুধা**—রোগ বা লোভজনিত ভোজনলালসা।

ক্ষুন্নিবারণ, ক্ষুন্নিবৃত্তি—বি. আহারের ফলে ক্ষুধার উপশম, ক্ষুধানিবৃত্তি; ভোজন। [সং. ক্ষুধ্+নিবারণ, নিবৃত্তি]।

ক্ষুপ—বি. ক্ষুদ্রশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষ। [সং.]।

ক্ষুব্ধ—বিণ. বিচলিত (অভদ্র আচরণে বা অপমানে ক্ষুব্ধ), চঞ্চল হইয়াছে এমন, আলোড়িত; ক্ষুণ্ণ; দুঃখিত, ব্যাকুল। [সং. √ক্ষুভ্(সঞ্চলনে)+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **ক্ষুব্ধা**।

ক্ষুভিত—বিণ. ক্ষুব্ধ, বিচলিত; ব্যাকুল; আলোড়ন করা হইয়াছে এমন। [সং. √ক্ষুভ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

ক্ষুমা—বিণ. অতসী, শণ, মসিনা [ক্ষৌম দ্রঃ]। [সং.]।

ক্ষুর—বি. চুলদাড়ি কামাইবার ছুরি বা অস্ত্রবিশেষ। [খুর দ্রঃ]। [সং. √ক্ষুর্(=বিলেখন বা আঁচড়ানো)+অ (র্তৃ)]। বি. **~কর্ম**—ক্ষুরদ্বারা কেশমুণ্ডন বা দাড়ি কামান, খেউরি। বিণ. **~ধার**—ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট; সুতীক্ষ্ণ (ক্ষুরধার বুদ্ধি)। বি. **ক্ষুরী** (-রিন্)—নাপিত; ক্ষুরযুক্ত পশু।

ক্ষুরপ্র—বি. অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্ত্র বা বাণবিশেষ; খুরপা। [সং. ক্ষুর+√প্+অ (র্তৃ)]।

ক্ষুরা, ক্ষেত, ক্ষেতি—যথাক্রমে খুরা, খেত ও খেতি-র বর্জি. বানান।

ক্ষেত্র—বি. জমি, ভূমি, শস্যোৎপাদনের মাঠ, স্থান (কর্মক্ষেত্র); সিদ্ধভূমি, তীর্থ (কুরুক্ষেত্র, জগন্নাথক্ষেত্র); (দর্শ.) শরীর; ইন্দ্রিয়; মন; (জ্যামি.) রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ স্থান; স্ত্রী, পত্নী (পরক্ষেত্রে জাত); স্থল, অবস্থা (সে ক্ষেত্রে)। [সং. √ক্ষি (=নিবাসে, ধান্যাদির)+ত্র (ধি)]। বি. **~কর্ম**—চাষআবাদ, অবস্থানুযায়ী কাজ। বিণ. **~জ**—জমিতে জন্মিয়াছে এমন; কৃষিজাত; স্বীয় পত্নীর গর্ভে অন্য পুরুষের ঔরসজাত। **~জ্ঞ**—(১) বি. (দর্শ.) জীবাত্মা, অন্তর্যামী পুরুষ। (২) বিণ. অবস্থাভিজ্ঞ, কোন্ অবস্থায় কি কর্তব্য তাহা জানে এমন; পণ্ডিত; নিপুণ; কৃষিকর্মবেত্তা, কৃষক। বি. **~পতি**—জমির মালিক। বি. **~পাল**—জমির রক্ষক। বি. **~ফল**—জমির কালি বা পরিমাণফল। বি. **~মিতি**—জ্যামিতি। বি. **~স্বামী** (-মিন্), **ক্ষেত্রাধিকারী** (-রিন্)—ক্ষেত্রের মালিক।

ক্ষেত্রী (-ত্রিন্)—(১) বিণ. ক্ষেত্রস্বামী। (২) বি. পতি, স্বামী। [সং. ক্ষেত্র+ইন্]।

ক্ষেপ—বি. নিক্ষেপ (শরক্ষেপ); বিন্যাস (পদক্ষেপ); লঙ্ঘন; চালনা (ভ্রূক্ষেপ, হস্তক্ষেপ)। [সং. √ক্ষিপ্+অ (ভা)]। **~ক**—(১) বিণ. নিক্ষেপকারী। (২) বি. গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত পাঠ। বি. **ক্ষেপণ**—নিক্ষেপ (পারমাণবিক অস্ত্র-ক্ষেপণ), পাতিতকরণ (পটক্ষেপণ); অতিবাহন (কালক্ষেপণ)। বি. **ক্ষেপণি, ক্ষেপণী**—নৌকার দাঁড়; খেপলা জাল। বি. **ক্ষেপণিক**—দাঁড় চালনাকারী, দাঁড়ি। **ক্ষেপণীয়**—(১) বিণ. ক্ষেপণযোগ্য। (২) বি. ক্ষেপণ করিবার অস্ত্রাদি।

ক্ষেপলা, ক্ষেপা—যথাক্রমে খেপলা ও খেপা-র বর্জি. বানান (ক্ষেপলা জাল, ক্ষেপা কুকুর)।

ক্ষেপ্তা (-প্তৃ)—বিণ. ক্ষেপণকারী। [সং. √ক্ষিপ্+তৃ (র্তৃ)]।

ক্ষেম—বি. শুভ, মঙ্গল, কল্যাণ, লব্ধবস্তু সংরক্ষণ (যোগক্ষেম)। [সং. √ক্ষি (=ক্ষয়, অকল্যাণের)+ম]। বিণ. **~ঙ্কর, ~ংকর**—মঙ্গলবিধায়ক, শুভদ। বিণ. (স্ত্রী.) **~ঙ্করী, ~ংকরী**। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—মঙ্গলযুক্ত, কুশলী।

ক্ষৈরেয়—বিণ. ক্ষীর-সম্বন্ধীয়; দুগ্ধজাত; দুগ্ধপক। [সং. ক্ষীর+এয়]।

ক্ষোণি, ক্ষোণী—ক্ষৌণি-র রূপভেদ।

ক্ষোদন—বি. চূর্ণন; উৎকিরণ, খোদাই। [সং. √ক্ষুদ্+অন (ভা)]। বিণ. **ক্ষোদিত**—খোদাই করা হইয়াছে এমন, উৎকীর্ণ।

ক্ষোভ—বি. মানসিক চাঞ্চল্য বা বেদনা, মনস্তাপ; আন্দোলন, আলোড়ন, বিক্ষোভ (ইন্দ্রিয়ক্ষোভ)। [সং. √ক্ষুভ্+অ (ভা)]। বি. **ক্ষোভণ**—কামদেবের পঞ্চ বাণের অন্যতম। বিণ. **ক্ষোভিত**—যাহার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করা হইয়াছে; আলোড়িত; চঞ্চলীকৃত।

ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—বি. পৃথিবী, ক্ষিতি। [সং.]। বি. **ক্ষৌণীশ**—পৃথিবীপতি, রাজা।

ক্ষৌদ্র—(১) বিণ. ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রা-সম্বন্ধীয়; মধুমক্ষিকাজাত। (২) বি. মধু। [সং. ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রা+অ]। বি. **~জ**—মোম।

ক্ষৌম—(১) বি. শণ, শণবস্ত্র, linen; পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। (২) বিণ. শণসূত্রনির্মিত; রেশমী। [সং. ক্ষুমা (=রেশম, পাট ইত্যাদির তন্তু)+অ]।

ক্ষৌর—(১) বি. ক্ষুরকর্ম, খেউরি, কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি মুণ্ডন, কামানো। (২) বিণ. ক্ষুরসম্বন্ধীয়। [সং. ক্ষুর+অ]। বি. **ক্ষৌরিক**—নাপিত। বি. **ক্ষৌরী, ক্ষৌরি**—ক্ষুরকর্ম।

ক্ষ্মা—বি. পৃথিবী। [সং]। বি. **~ভৃৎ**—রাজা, পর্বত।

খ

খ১—বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ।

খ২—বি. আকাশ (খগ, খেচর, খদ্যোত); (অপ্রচলিত) সূর্য, ইন্দ্রিয়। [সং.]।

খই—বি. ধান ভাজিয়া প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ, লাজ। [সং. খদিকা]। বি. **~চুর**—চিনির রসে পাক-দেওয়া মিষ্টান্নবিশেষ। বি. **~চেকুর**—চোঁয়া ঢেকুর। বিণ. **~য়া, ~য়ে**—খইয়ের ন্যায় বর্ণের বা আকারের (খইয়ে গোখরা)। **মুখে খই ফোটা**—অনবরত বক্‌বক্ করা।

খইনি—বি. চুনমাখানো তামাক; নেশার বস্তুবিশেষ। [হি.]।

খইল, খোল—বি. তিল সরিষা প্রভৃতি হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবার পর অবশিষ্ট ছিবড়া। [সং খলি]।

খওয়া—(১) ক্রি. ক্ষয় হওয়া। (২) বিণ. ক্ষয়প্রাপ্ত। (৩) বি. ক্ষয়প্রাপ্তি। [সং. √ক্ষি + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ক্ষয় করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

খক্—অব্য. কাশির বা হাসির শব্দ। অব্য. **~খক্**—ক্রমাগত কাশি বা হাসির আওয়াজ। বি. **~খকানি**—ক্রমাগত উচ্চরবে কাশি বা হাসি। বিণ. **~খকে**—খক্‌খক্ আওয়াজযুক্ত।

খগ—বি. পাখি। [সং. খ (=আকাশ) + √গম্ + অ (র্তৃ)]। বি. **~পতি, ~রাজ, খগেন্দ্র**—পাখিদের রাজা, গরুড়।

খগোল—বি. নভোমণ্ডল; নভোমণ্ডলের প্রতিরূপক কৃত্রিম গোলক। [সং.]। বি. **~বিদ্যা**—নভোবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, astronomy।

খচমচ, খচমচো—(১) অব্য. করতাল খঞ্জনি ইত্যাদি বাজাইবার কর্কশ শব্দ। (২) বি. জঞ্জাল, বিরক্তিকর ব্যাপার ('রাজসেবা কত খচমচ' : ভা. চ.); গণ্ডগোল, বিবাদ-বিসংবাদ (খচমচ লাগিয়াই আছে)।

খচিত—বিণ. জড়িত; মধ্যে মধ্যে স্থাপিত (মণিরত্ন খচিত); গ্রথিত; পরিব্যাপ্ত; পরিশোভিত। [সং. √খচ্ (=বন্ধন) + ত (র্ম)]।

খচ্—অব্য. এককোপে কাটিবার বা বিঁধিবার (কল্পিত) আওয়াজ। অব্য. **~খচ্**—ক্রমাগত কাটিবার বা বিঁধিবার শব্দ। ক্রি. **খচ্‌খচ্ করা**—ক্রমাগত কর্কশ বা ক্লেশকর স্পর্শের অনুভূতি দেওয়া (ভাতে কাঁকর খচ্‌খচ্ করিতেছে)। বি. **~খচানি**—ক্রমাগত তিরস্কার। ক্রি-বিণ. **খচাখচ্**—খচ্‌খচ্ করিয়া অতি দ্রুতভাবে (খচাখচ্ কাটা)। বিণ. **খচ্‌খচে**—কাটিবার বা মিশাইবার সময় খচ্‌খচ্ করে এমন; বড় দানাযুক্ত (খচ্‌খচে বালি)।

খচ্চর—বি. অশ্বতর, গাধা ও ঘোড়ার মিলনজাত জীববিশেষ; (আল.) দুর্বৃত্ত; বদমাশ লোক। [দেশী]। **তিলে খচ্চর**—তিলের মতো দাগওয়ালা খচ্চর; দাগী বদমাশ লোক।

খচ্‌মচ্—অব্য. মন্দিরা, করতাল ইত্যাদির প্রখর শব্দ; গণ্ডগোল; খেচাখেচি। বি. **খচ্‌মচানি**—ক্রমাগত খচ্‌মচ্ করণ। বিণ. **খচ্‌মচে**—খচ্‌খচ্ শব্দযুক্ত।

খঞ্চা—বি. বড় থালা; বারকোশ। [ফা. খঞ্চহ্]। বি. **~পোষ**—খঞ্চার আবরণ।

খঞ্জ—বিণ. খোঁড়া। [সং. √খন্‌জ্ + অ (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~ত্ব**।

খঞ্জন—বি. অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [সং. √খন্‌জ্ + অন]। বি. (স্ত্রী.) **খঞ্জনা, খঞ্জনিকা**—খঞ্জনের ন্যায় পক্ষিণীবিশেষ, কাদাখোঁচা। বি. **~গঞ্জন আঁখি**—যে-চোখ খঞ্জন-পাখির (সুন্দর ও চঞ্চল) চোখকেও পরাজিত করে, লজ্জা দেয়।

খঞ্জনা, খঞ্জনিকা—**খঞ্জন** দ্রঃ।

খঞ্জনি, খঞ্জনী—বি. চর্মাবৃত ক্ষুদ্র গোলাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

খঞ্জর—বি. ছোরাবিশেষ। [আ.]।

খটকা—বি. সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস। [হি. খুট্‌কা]।

খটাং—অব্য. খট্ অপেক্ষা জোর শব্দ। অব্য. **~খটাং**—বারংবার ঐরূপ শব্দ।

খটাশ, খটাস—বি. নকুলজাতীয় মাংসাশী জন্তুবিশেষ। **খট্টাশ** দ্রঃ। [সং. খট্টাশ (-স)]।

খটাস্—অব্য. **খটাং**-এর অনুরূপ বা তদপেক্ষাও জোর শব্দ। অব্য. **~খটাস্**—বারংবার ঐরূপ শব্দ।

খটিকা, খটিনী, খটী—বি. খড়ি। [সং.]।

খট্—অব্য. (কাঠ, শান-বাঁধান মেঝে প্রভৃতির ন্যায়) কঠিন পদার্থে ধাক্কা খাইবার আওয়াজ; শক্ত সোল-ওয়ালা জুতা (বিশেষতঃ বুটজুতা) মাটিতে ঠুকিবার শব্দ। [দেশী]। অব্য. **খট্, খটাখট্**—ক্রমাগত 'খট্' শব্দ; অতিশুষ্কতার লক্ষণ প্রকাশ (শুকাইয়া খট্‌খট্ করা)। বিণ. **খট্‌খটে**—শুষ্ক, জলহীন, ভিজা বা সেঁতসেঁতের বিপরীত (খট্‌খটে মেঝে বা রোদ)।

খট্টি, খট্টী—বি. শব বহন করিবার খাট। [সং. √খট্ট্ + ই, ঈ]।

খট্টাশ, খট্টাস—বি. খটাশ, polecat; ভাম, গন্ধগোকুলা, civet cat। [সং.]।

খট্বা—বি. খাট, পর্যঙ্ক। [সং. √খট্ (=আকাঙ্ক্ষা, নিদ্রালুর) + ব(কন্ উঃ)]। বি. **~ঙ্গ**—খাটের পায়া বা খুরা; খট্বাঙ্গবৎ মুগুর; অগ্রভাগে নরকপালযুক্ত লগুড়: ইহা শিবের অস্ত্র। বি. **~ঙ্গধর**—শিব। বিণ. **~রূঢ়**—নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানে রত; (কৌতু.) খাটের উপরে উপবিষ্ট বা শয়ান।

খটমট্—অব্য. **খট্‌খট্**-এর অনুরূপ শব্দ। বিণ. **খট্‌মটে, খটমট, খটোমটো**—জটিল, দুর্বোধ্য।

খড—**খদ** দ্রঃ।

খড়—বি. শুষ্ক তৃণ, বিচালি। [দেশী]। বি. **~কুটা**—শুষ্ক তৃণ ও অনুরূপ অকিঞ্চিৎকর বস্তু।

খড়কে—**খড়িকা**-র চলিত রূপ।

খড়খড়ি—বি. জানালার কপাটবিশেষ, ঝিলমিল।

খড়ম—বি. কাষ্ঠপাদুকা। [তু. হি. খড়ৌঙ]। ক্রি.

পেটা করা—খড়ম দিয়া প্রহার করা। বিণ. খড়মপেয়ে—খড়মের ন্যায় পদবিশিষ্ট, চলিবার সময়ে পদতলের মধ্যস্থল ভূমি স্পর্শ করে না এমন চরণবিশিষ্ট।

খড়্‌রা—বি. ঘোড়ার গা ঘসার জন্য লোহার চিরুনিবিশেষ। [হি. খরহরা]।

খড়ি—বি. শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ, chalk, (খড়িমাটি); তিলকমাটি; গণনা, অঙ্ক (খড়ি পাতা); ধুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, খুস্কি (খড়ি উড়া)। [সং. খটিকা]। ক্রি. খড়ি পাতা—অঙ্কপাতনদ্বারা জ্যোতিষিক গণনা। বি. চা-খড়ি, স্কুল-খড়ি—শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ; লিখিবার মৃত্তিকা। বি. হাতে-খড়ি—বালক-বালিকাদের বিদ্যারম্ভরূপ সংস্কার; (আল.) কার্যাদিতে প্রথম ব্রতী হওয়া, কার্যারম্ভ।

খড়িকা, খড়কে—বি. সরু ছোট কাঠি, দাঁত পরিষ্কার করিবার কাঠি। [বাং. খড়+বাং. ইকা]।

খড়িশ—বি. তীব্রবিষ সর্প; গোখুরা সাপ। [দেশী]।

খড়ো, খড়ুয়া—বিণ. খড় দিয়া তৈয়ারি বা ছাওয়া (খড়ো ঘর)। [সং. খড়+বাং. উয়া > ও]।

খড়্‌খড়্‌, খড়্‌মড়্‌—অব্য. শুষ্ক তৃণাদির মধ্যে বিচরণের আওয়াজ। [দেশী]। বিণ. খড়্‌খড়ে—ঐরূপ শব্দকারী; অতি শুষ্ক (খড়্‌খড়ে গামছা)।

খড়্গ—বি. খাঁড়া, তরবারি; গণ্ডারের শৃঙ্গ। [সং. √খড়্‌ (=ভেদন)+গ (র্তৃ)]। বিণ. ~হস্ত—কৃপাণধারী; অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; প্রহারোদ্যত (আমার প্রতি খড়্গহস্ত)। বি. খড়্গী—গণ্ডার।

খণ্ড—বি. অংশ, ভাগ, টুকরা; গ্রন্থের ভাগ (গ্রন্থখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত); অঞ্চল, দেশাংশ (ভূখণ্ড); টি, টা, খানি, খানা (বস্ত্রখণ্ড)। [সং. √খণ্ড্‌(=ভেদন)+অ (ভা)]। বিণ. ~ক—ছেদক, খণ্ডয়িতা। বি. ~কথা—ক্ষুদ্র আখ্যান। বি. ~কাব্য—কোন একটি সঙ্কীর্ণ বিষয়ে ক্ষুদ্র কাব্য; যেমন মেঘদূত, ঋতুসংহার ইত্যাদি। বিণ. খণ্ড-খণ্ড—টুকরা-টুকরা; ছিন্নভিন্ন। বি. খণ্ডন—খণ্ড বা ভাগ করণ; ছেদন, কর্তন; যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন; (দোষ পাপ ইত্যাদি) মোচন, নিরাকরণ (মোহ খণ্ডন, যুক্তি খণ্ডন)। [সং. √খণ্ড্‌+অন (ভা)]। বিণ. খণ্ডনীয়—খণ্ডনযোগ্য; খণ্ডন করিতে হইবে এমন। বি. ~প্রলয়—আংশিক প্রলয়; স্বর্গ ভিন্ন সমুদয় সৃষ্টির অবসান; তুমুল কাণ্ড; ঘোর দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বিণ. খণ্ডবিখণ্ড—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন টুকরা-টুকরা। ক্রি-বিণ. ~শঃ—খণ্ডে খণ্ডে, এক-এক খণ্ড করিয়া; ক্রমশঃ। ক্রি. খণ্ডান, খণ্ডানো—যুক্তিবলে মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করা; (দোষ পাপ প্রভৃতি) মোচন করা বা নিবারণ করা; লঙ্ঘন করা ('বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে'?)। বিণ. খণ্ডিত—খণ্ড বা খণ্ডন করা হইয়াছে এমন; ছিন্ন, বিভক্ত; অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ; নিরাকৃত। বি. খণ্ডিতা—নায়কের দেহে অন্য নারীর সহিত প্রণয়ের চিহ্নাদি দর্শনে ক্রুদ্ধা ও ঈর্ষান্বিতা নায়িকা।

খত—বি. চিঠি, লিপি; তমসুক, ঋণপত্র, ঋণের দলিল। স্বীকারপত্র (দাসখত); আঁচড় বা ঘর্ষণ। [আ. খৎ]। নাকে খত—অপরাধের দণ্ডস্বরূপ ভূমিতে নাক ঘর্ষণ।

খতবা—বি. শুক্রবাসরীয় নামাজে বা ঈদের নামাজে ইমামের বা নামাজ পরিচালকের ভাষণ: ইহাতে ধর্মের বিধি-নিষেধসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় এবং হজরত মোহাম্মদ, তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং বর্তমান খলিফা (অর্থাৎ মুসলমানজগতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও ধর্মনেতা) প্রভৃতির প্রতি আনুগত্যস্বীকারপূর্বক তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ-কামনা করা হয়। [আ. খুৎবা]।

খতম—(১) বি. সমাপ্তি (কাজ খতমের পর); বিনাশ (শত্রু খতম করা)। (২) বিণ. সমাপ্ত (তদন্ত খতম); বিনষ্ট। [আ. খত্‌ম্‌]।

খতরা—বি. ভয়; বিপদ্‌; গোলযোগ। [আ. খৎরহ্‌]।

খতা—ক্রি. হিসাব-নিকাশ করা (আমার হিসাবটা খতিয়ে দেখ); (আল.) বিবেচনা করা। [খত দ্রঃ]। ~ন, ~নো—(১) বি. হিসাব-নিকাশ; (আল.) বিবেচনা। (২) বিণ. হিসাব-নিকাশ করা হইয়াছে এমন; বিবেচিত; (৩) ক্রি. খতা।

খতিব—বি. খতবা-পাঠক। [আ. খতীব]।

খতিয়ান, খতেন—বি. বিষয়ানুক্রমিক হিসাববহি, ledger; জমিজমার খাজনাদি আদায়-উসুলের হিসাববহি। [হি. খতিয়ান্‌]।

খৎ—খত-এর বানানভেদ।

খত্তাল—বি. কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. করতাল]।

খৎবা—খতবা-র বানানভেদ।

খদ, খন্ত—বি. অতিশয় নিম্ন উপত্যকাবিশেষ; পর্বতমালার মধ্যস্থ গভীর নিম্নভূমি; ছোট পুকুর বা ডোবা। [হি. খড্‌]।

খদির—বি. খয়ের। [সং.]।

খদ্দর—বি. হাতে-কাটা কার্পাস-সুতায় নির্মিত বস্ত্র। [গুজ. খদ্দর]।

খদ্দের—খরিদ্দার-এর কথ্য রূপ [খরিদ দ্রঃ]।

খদ্যোত—বি. জোনাকী পোকা। [সং. খ(=আকাশ)+√দ্যুৎ+অ (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) খদ্যোতিকা।

খধূপ—বি. হাউই, তারাবাজি। [সং. খ(=আকাশ)+ধূপ]।

খনক—বি. খননকারী। [সং. √খন্‌+অক]।

খনন—বি. খোঁড়া। [সং. √খন্‌+অন (ভা)]। বিণ. খনিত—খোঁড়া হইয়াছে এমন। বিণ. খননীয়, খন্য—খননযোগ্য; খনন করিতে হইবে এমন।

খনা—বি. জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যায় পারদর্শিনী বঙ্গনারী, মিহিরের স্ত্রী। খনার বচন—শস্য, বৃক্ষরোপণ, গৃহনির্মাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে ছড়ার আকারে প্রচলিত বচন, যাহা খনা-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

খনি—বি. আকর, মৃত্তিকাগর্ভস্থ ধাতুরত্নাদির উৎপত্তি-স্থান। [সং. √খন্‌+ই (র্ম)]। বি. ~ক—কয়লাখনির মধ্যে কর্মরত শ্রমিক (রবীন্দ্র)। বিণ. ~জ—খনিজাত, আকরিক।

খনিত্র—বি. মৃত্তিকা খনন করিবার অস্ত্রবিশেষ, খন্তা, শাবল। [সং. √খন্+ইত্র (ণে)]।

খন্‌খন্—অব্য. ধাতুপাত্রাদিতে আঘাতের শব্দ, ঠন্‌ঠন্। [দেশী]। বিণ. **খন্‌খনে**—কর্কশ বা খন্‌খন্-আওয়াজ-বিশিষ্ট।

খন্তা, খোন্তা—বি. মাটি খুঁড়িবার অস্ত্র, শাবল। [সং. খনিত্র]।

খন্দ১—বি. খানা, গর্ত, নিম্নভূমি (খানাখন্দ, খালখন্দ)। [ফা. খন্দক্]।

খন্দ২—বি. ফসল, শস্যাদি (রবিখন্দ)। [সং. কন্দ]। বি. **~কার**—শস্যোৎপাদক; মুসলমানদের উপাধিবিশেষ।

খপুষ্প—বি. আকাশ-কুসুম; অলীক পদার্থ। [সং. খ (=আকাশ)+পুষ্প]।

খপোত—বি. ব্যোমযান, এরোপ্লেন। [সং.]।

খপ্—অব্য. দ্রুত, হঠাৎ, শীঘ্র (খপ্ করিয়া ধরা বা নেওয়া)। [দেশী]।

খপ্পর—বি. কবল, ফাঁদ (ধূর্তের খপ্পরে পড়া); খাপরা, খোলা; খোলার চাল। [সং. খর্পর]।

খবর—বি. সংবাদ, বার্তা; তত্ত্ব, সন্ধান (খবর লওয়া)। [আ.]। ক্রি. **খবর করা**—ডাকিয়া পাঠান। ক্রি. **খবর রাখা**—খবর বা তত্ত্ব অবগত থাকা; যোগাযোগ রাখা। ক্রি. **খবর লওয়া**—খোঁজ লওয়া; তত্ত্ব লওয়া। ক্রি. **খবর হওয়া**—সংবাদ রটা বা পৌঁছা। **~দার**—(১) অব্য. হুঁশিয়ার, সাবধান (খবরদার! এমন কাজ করিবে না)। (২) বিণ. সতর্ক, সাবধান। বি. **~দারি**—সতর্কতা; তত্ত্বাবধান। বি. **খবরাখবর**—তত্ত্বাবধান; তত্ত্বতালাশ, খোঁজখবর। **খবরের কাগজ**—সংবাদ-পত্র।

খবিশ, খবিস্—(১) বি. (মুসলমানদিগের মধ্যে) ভূত-প্রেত। (২) বিণ. নোংরা, ময়লা। [আ. খবীশ্]।

খমধ্য—বি. মস্তকের ঠিক সোজাসুজি উপরে আকাশ-মধ্যে কল্পিত বিন্দুবিশেষ, সুবিন্দু, zenith [বি. প.]। [সং. খ (=আকাশ)+মধ্য (ষষ্ঠীতৎ.)]।

খমির, খমীর—খামির-এর রূপভেদ।

খম্বা, খাম্বা—বি. থাম; খুঁটি, স্তম্ভ। [সং. স্তম্ভ]।

খয়রা১—বিণ. খয়েরি রঙের। [বাং. খয়ের+আ (যুক্তার্থে)]।

খয়রা২—বি. ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

খয়রাত, খয়রাৎ—বি. দান, ভিক্ষা, বিতরণ। [আ. খয়্‌রাৎ]। বিণ **খয়রাতী**—দানসম্বন্ধীয়; দানরূপে প্রাপ্ত; দাতব্য।

খয়া—বিণ. ক্ষয়প্রাপ্ত, রোগা, পাতলা (খয়া খয়া গড়ন, চেহারা)। [সং. ক্ষয়+বাং. আ]। বিণ. **~ন, ~নো**—ক্ষয় করা হইয়াছে এমন।

খয়ের—বি. পানের উপকরণরূপে ব্যবহৃত বৃক্ষবিশেষের কষায় কাথ। [সং. খদির]।

খয়েরখাঁ—বিণ. বি. স্তাবক, মোসাহেব; স্বীয় স্বার্থ-সাধনার্থ নিজেকে মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষিরূপে জাহির-কারী। [আ. খয়র্+ফা. খোআহ্]।

খয়েরি, খয়েরী—বিণ. খয়েরের মত (খয়েরী রঙের চাদর)। [বাং. খয়ের+ই, ঈ (যুক্তার্থে)]।

খর১—বি. গর্দভ; অশ্বতর; রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ। [সং. খ (=বিশাল মুখবিবর)+(অস্ত্যর্থে)+র]।

খর২—বিণ. তীক্ষ্ণ, ধারাল (খর তরবারি); প্রখর, উগ্র (খরতাপ-ক্লিষ্ট); প্রবল, তীব্র (খর বায়ু); অতি দ্রুত (খর বেগ); কর্কশ, রূঢ় (খর বাক্য); লবণ ক্ষার প্রভৃতি মিশ্রিত (খর জল=hard water)। [সং. খ (=ইন্দ্রিয়)+√রা (পীড়িত করে)+অ (র্তৃ), বা খ+র]। বি. **~জালি**—রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত লবণ। বিণ. **~তর**—উভয়ের মধ্যে অধিক খর; খুব তীক্ষ্ণ তীব্র বা বেগবান্। বিণ. **~ধার, ~শান, ~শাণ**—অত্যন্ত ধারাল। বি. **~স্রোতঃ**, (-তস্), (চলিত) **~স্রোত**—অতি বেগবান্ স্রোত। বিণ. **~স্রোতাঃ** (-তস্), (চলিত) **~স্রোতা**—যাহার স্রোত বা প্রবাহ অতি বেগবান্ (খর-স্রোতা নদী)।

খরগোশ, খরগোস—বি. শশক, দ্রুতগামী নিরামিষাশী জন্তুবিশেষ। [ফা. খর্‌গোশ্]।

খরচ, খরচা—বি. ব্যয়। [ফা. খর্‌চ্]। বি. **খরচ-খরচা, ~পত্র**—বিবিধ ব্যয়। বি. **খরচান্ত**—অতিমাত্র খরচ। বিণ. **খরচে**—অত্যধিক খরচ করে এমন।

খরজ—বি. সঙ্গীতের স্বরগ্রামের প্রথম সুর: 'সা' ইহার সঙ্কেত। [সং. ষড়্‌জ]।

খরজালি, খরতর, খরধার—খর২ দ্রঃ।

খরমুজ, খরবুজ, খরমুজা, খরবুজা—বি. ফুটিজাতীয় ফলবিশেষ। [ফা. খর্‌বুজহ্]।

খরশান—খর২ দ্রঃ।

খরশুলা, খরসুলা—খোরশোলা-র রূপভেদ।

খরা—(১) বি. রৌদ্র; গ্রীষ্ম; দীর্ঘকাল যাবৎ একটানা অনাবৃষ্টি। (২) ক্রি. কড়া করিয়া ভাজা বা বেশি ভাজা। (৩) বিণ. কড়া ভাজা বা বেশি ভাজা হইয়াছে এমন। [সং. খর+বাং. আ]।

খরাজ—বি. যে জমির কর দিতে হয়। [ফা. খিরাজ]।

খরাদ—বি. কাষ্ঠাদি কুঁদযন্ত্রে চাঁচিয়া গোল বা মসৃণ করা। [আ.]।

খরিদ—বি. ক্রয়। [ফা. খরিদ্]। বি. **~দার, খদ্দের**—ক্রেতা। বি. **~মূল্য**—যে দামে কেনা হইয়াছে, কেনা-দাম। বিণ. **খরিদা**—ক্রীত (খরিদা সম্পত্তি)।

খরিফ—বি. হৈমন্তিক শস্য। [আ.]।

খরিশ—খড়িশ-এর রূপভেদ।

খরোষ্ঠী—বি. প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রচলিত ভাষা ও লিপিবিশেষ। [সং. খরোষ্ঠ্রী]।

খর্‌খর্—অব্য. কর্কশ শব্দ (খর্‌খর্ করা); দ্রুত (খর্‌খর্ করে চলা)। বিণ. **খর্‌খরে**—কর্কশ; বেশী চালাক; যে অনবরত কথা বলে; চঞ্চল (খর্‌খরে স্বভাব)।

খর্জুর—বি. খেজুর ফল বা গাছ। [সং.]।

খর্পর—বি. খাপরা, খোলা, মৃৎপাত্রের টুকরা; মড়ার মাথার খুলি; ভিক্ষাপাত্র; চোর; ধূর্ত। [সং.]।

খর্ব—(১) বিণ. হ্রস্ব, বেঁটে (খর্বকায়); ছোট, হীন

(আপনাকে খর্ব করা)। (২) বি. ১০০০,০০,০০,০০০ সংখ্যা, সহস্রকোটি। [সং.]।

খয়্‌'লা—খোরশোলা-র রূপভেদ।

খল১—বিণ. হিংসক; কপট, ক্রূর; নীচ। [সং. √খল্ (চলনে) + অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**।

খল২—বি. ঔষধাদি পেষণের পাত্রবিশেষ; (বিরল) ধান মাড়িবার স্থান, খামার। [সং. √খল্ (সঞ্চয়ে) + অ (ধি)]। বি. ~**নায়ক**—(নাটকে) নায়ক বা নায়িকার দুর্বৃত্ত শত্রু, villain। বি. ~**নুড়ি**—ঔষধ পেষণের পাত্র ও দণ্ড।

খলতি—(১) বি. ইন্দ্রলুপ্ত রোগ; মাথার টাক; টেকো লোক। (২) বিণ. টাকযুক্ত। [সং. √স্খল্ + অতি (র্তৃ)]।

খলেশ—খলিশা-র কথ্য রূপ।

খলি—বি. খইল। [সং. √খল্ (চলনে) + ই (র্ম)]।

খলিত—বিণ. টাকযুক্ত। [সং. √স্খল্ + ক্ত]।

খলিন, খলীন—বি. লাগাম; অশ্বাদির মুখে বল্‌গা বাঁধিবার লৌহখণ্ড। [সং.]।

খলিফা, খলীফা—(১) বি. ওস্তাদ কারিগর; দরজী; মুসলমানজগতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও ধর্মনেতার উপাধি; (ব্যঙ্গে) ওস্তাদ বা ধূর্ত ব্যক্তি। (২) বিণ. (ব্যঙ্গে) ওস্তাদ বা ধূর্ত। [আ. খলীফা]।

খলিশা—বি. কইজাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [সং. খলিশ বা খলেশয়]।

খল্‌্বাট, খল্লিট—বি. টেকো লোক। [সং. √স্খল্-ধাতুজ]।

খশখশ—খসখস-এর বানানভেদ।

খল্‌খল্—অব্য. উচ্চহাস্যধ্বনি। [দেশী]।

খস—অব্য. খসিয়া পড়িবার শব্দ। অব্য. ~**খস**—শুষ্ক বস্ত্র বৃক্ষপত্র ইত্যাদি ঘর্ষণের শব্দ। বি. ~**খসানি**—খসখস শব্দ হওয়া। বিণ. ~**খসে**—অমসৃণ, কর্কশ।

খসখস—বি. বেনার মূল, উশীর; খসখসের আচ্ছাদন-বিশেষ। [ফা. খস্]।

খসড়া—বি. মুসাবিদা, draft; পাণ্ডুলিপি (চিঠির বা দলিলের খসড়া)। [আ. খস্‌রা]।

খসম—বি. স্বামী, পতি। [আ. খস্‌ম্]।

খসা—(১) ক্রি. খুলিয়া পড়িয়া যাওয়া (খিল খসা); ঢিলা হইয়া যাওয়া (কাপড় খসা); বিচ্যুত হওয়া (মালা থেকে খসা); ধ্বসিয়া যাওয়া, ভাঙিয়া পড়া (দেওয়ালের চুন-বালি খসা); নির্গত হওয়া (মুখ থেকে কথা খসা): খরচ হওয়া (আমার পাঁচটা টাকা খসল); মৃত্যু হওয়া (যক্ষ্মায় তার ছেলেগুলি খসেছে); পলায়ন করা (চোরটা খসে পড়েছে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. খসিয়া গিয়াছে এমন, স্খলিত, বিচ্যুত। [সং. √স্খল্ + বাং. আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. খসাইয়া ফেলা। (২) বি. স্খলন। (৩) বিণ. স্খলিত; বিচ্যুত।

খাই১—খেই-এর রূপভেদ।

খাই২—বি. গর্ত, খাত; পরিখা, গড়খাই ('কৈল খাই সমুদ্রসমান': কাশী); গভীরতা (চার হাত খাই)। [সং. খাত]।

খাই৩—(১) ক্রি. 'খা'-ধাতুর উত্তম পুরুষে সামান্য বর্তমান কালের রূপ। (২) বি. ভোজন। [বাং. √খা (সং. √খাদ্) + ই]। বি. ~**খরচ**—খাওয়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়। ক্রি. **খাই খাই করা**—সর্বদা খাইবার লালসা প্রকাশ করা। বিণ. ~**খালাসি**, ~**খালাসী**—জমির উপস্বত্ব হইতে ঋণপরিশোধের শর্তবিশিষ্ট। বিণ. ~**য়ে**—ভোজনপটু।

খাওন—বি. (প্রাদে.) ভোজন। [বাং. √খা + অন (ভা)]।

খাওয়া—(১) ক্রি. ভোজন করা, আহার করা; পান করা (দুধ খাওয়া); সেবন করা (হাওয়া খাওয়া); ভোগ করা (মার খাওয়া); লওয়া (ঘুষ খাওয়া); ছাড়ান বা হারাইতে বাধ্য করা (চাকরি খাওয়া): নষ্ট করা (মাথা খাওয়া); টানা, শোষা (তেল খাওয়া); দেওয়া (চুমু খাওয়া); খাটা, লাগা (খাপ খাওয়া)। (২) বি. ভোজন; পান। (৩) বিণ. ভক্ষিত; উচ্ছিষ্ট। [বাং. √খা (সং. √খাদ্) + আ]। বি. ~**দাওয়া**—পানভোজন। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. (অপরকে) ভোজন বা পান করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

খাঁ, খান—বি. সম্ভ্রমসূচক মুসলমানী উপাধিবিশেষ। [ফা. খান্]।

খাঁই—বি. আকাঙ্ক্ষা, লালসা, লোভ (বেশি খাঁই ভাল নয়); পাইবার ইচ্ছা, দাবি (তাহার খাঁই বড় বেশি)। [সং. আকাঙ্ক্ষা]।

খাঁকতি—বি. অভাব; লোভ, খাঁই। [দেশী]।

খাঁকার, খাঁকারি, খাঁকরি—বি. গলা সাফ করার শব্দ; কৃত্রিম কাশির শব্দ। [দেশী—তু. হি. খঁখার]।

খাঁখাঁ—অব্য. শূন্যতা বা ব্যাকুলতা প্রকাশ (মন বা বাড়ি খাঁখাঁ করা)। [দেশী]।

খাঁচা—বি. পিঞ্জর (পাখির খাঁচা); পিঞ্জরাকৃতি আধার (সিংহের খাঁচা), কাঠামো (বুকের খাঁচা)। [হি.]।

খাঁজ—বি. রেখা; ইট বা কাঠের জোড়ের মুখে লম্বা ফাঁক; ভাঁজ। [তু. হি. খাঁচ = সন্ধি, জোড়া]।

খাঁটি১—বি. দেশী মদ। [ইং. country ?]।

খাঁটী, খাঁটি—বিণ. বিশুদ্ধ, ভেজালহীন; অকৃত্রিম; আসল (খাঁটি দুধ, ঘি, সোনা); সাধুচরিত্র, সত্য (খাঁটি লোক, খাঁটি কথা)। [দেশী]।

খাঁড়—বি. দানাদার গুড়। [সং. খণ্ড]।

খাঁড়া, খাণ্ডা—বি. খড়্গ। [সং খড়্গ]।

খাঁড়ি, খাড়ি—বি. (সাগরসঙ্গমের নিকটবর্তী) সরু শাখানদী; নদীর মোহানা; সাগর, নদী, খাল প্রভৃতির সঙ্কীর্ণ অংশ। [দেশী]।

খাঁদা, খেঁদা—বিণ. চেপ্টা বা অনুন্নত নাসিকাবিশিষ্ট, নতনাসিক। [দেশী]। বিণ. (স্ত্রী.) **খাঁদী, খেঁদী**। বিণ. ~**বোঁচা**—নাসিকা কর্ণ উভয়ই কাটা গিয়াছে এমন; নাক-খেবড়া; সৌন্দর্যহীনা।

খাক—বি. ছাই, ভস্ম (পুড়িয়া খাক)। [ফা. খাক্ = ধূলি]।

খাকসার—বি. দীন সেবক; মুসলমানদিগের রাজনৈতিক দলবিশেষ। [আ.]।

খাকী, খাকি—বিণ. ছাইরঙের ; ঘোর বাদামী বা কপিশ বর্ণ (খাকী জামা)। [ফা. খাক্+বাং. ঈ, ই]।

-খাকী, -খাগী—বিণ. (স্ত্রী.) ভক্ষণকারিণী (যেমন গতর-খাকী, চোখখাকী। [সং. খাদিকা]। বিণ.(পুং.) **-খেকো, -খেগো** (মানুষখেকো বাঘ)।

খাগ—বি. খাগড়ার নল বা উহার কলম।

খাগড়া—বি. একপ্রকার বড় ঘাস বা শর।

খাগড়াই—বিণ. খাগড়া-নামক স্থানে নির্মিত (খাগড়াই বাসন)। [বাং. খাগড়া+ই]।

-খাগী— **-খাকী**-র রূপভেদ।

খাজনা—**খাজানা**-র রূপভেদ।

খাজা—(১) বি. ময়দার তৈয়ারী মিষ্টান্নবিশেষ। (২) বিণ. শক্ত, কচ্‌কচে (খাজা কাঁঠাল) ; নিরেট মূর্খ, অপদার্থ (খাজা লোক)। [সং. খাদ্য]।

খাজাঞ্চী—বি. কোষাধ্যক্ষ, treasurer। [আ. খজানা +তুর্. চী]।

খাজানা, খাজনা—বি. রাজস্ব, জমিদারের প্রাপ্য কর। [আ. খজানা]। বি. **~খানা**—কোষাগার।

খাঞ্জাখাঁ—বি. যে ব্যক্তি (খান্‌জহান্ খাঁয়ের ন্যায়) অত্যন্ত নবাবী চালে চলে। [ফা. খান্‌জহান্ খাঁ]।

খাট১—বি. পর্যঙ্ক, খাটিয়া। [সং. খট্বা]।

খাট২, খাটো—বিণ. ছোট, বেঁটে (খাট গড়ন) ; মৃদু, চাপা অনুচ্চ (খাট গলা) ; হীন (খাটো নজর, কুলে খাটো) ; দুর্বল (কানে খাটো)। [দেশী]। ক্রি. **খাটো করা**—ছোট করা ; হীন বা অপমানিত করা। ক্রি. **খাটো হওয়া**—হীন হওয়া।

খাটান—**খাটুনি** দ্রঃ।

খাটনি—**খাটুনি** দ্রঃ।

খাটা—(১) ক্রি. পরিশ্রম করা (পরীক্ষার জন্য খাটা); কাজ করা (রাজমিস্ত্রী খাটছে) ; মানান (এ টেবিলের সামনে ও চেয়ার খাটে না) ; বিনিযুক্ত হওয়া (ব্যবসায়ে টাকা খাটা) ; যথাযথ সফল বা ঠিক হওয়া (তোমার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না) ; প্রতিপালিত, রক্ষিত বা গ্রাহ্য হওয়া, টেকা (পাপীর কাছে ধর্মের কথা খাটে না)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. খাটিয়াছে এমন (খাটা কথা) ; যাহার জন্য (মেথরকে) খাটিতে হয় এমন (খাটা পায়খানা)। [বাং. √খাট্+আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অপরকে দিয়া খাটাইয়া লওয়া ; পরিশ্রম করান (শরীর খাটান) ; কাজ করানো (লোক খাটানো) ; বিনিয়োগ করা (টাকা খাটান, বুদ্ধি খাটানো) ; স্থাপন করা (তাঁবু খাটান) ; লাগান, পরান (ছবিতে ফ্রেম খাটানো) ; টাঙান (আলনা খাটান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

খাটাল—বি. অন্তর, মধ্যস্থল ; গৃহতল, ঘরের মেঝে ; গবাদি পশুর বাথান বা গোয়াল। [দেশী]।

খাটিয়া—বি. ক্ষুদ্র খাটবিশেষ ; দড়ি ও বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাট। [সং. খট্টিকা]।

খাটিয়ে—বিণ. পরিশ্রমী। [বাং. √খাট্+ইয়ে (র্তৃ)]।

খাটুনি, খাটনি—বি. পরিশ্রম, মেহনত, চেষ্টা। [বাং. √খাট্+উনি, অনি (ভা)]।

খাটুলি, খাটলি—বি. ক্ষুদ্র খাটবিশেষ ; মড়ার খাট। [বাং. খাট (সং. খট্বা)+উলি, অলি]।

খাটো—**খাট২**-র বানানভেদ।

খাট্টা—বি. বিণ. অম্ল, টক্। [হি. খট্টা]।

খাড়ব—বি. ছয় স্বরের বিকাশসাধক সঙ্গীতের রাগ-বিশেষ। [সং. ষাড়ব]।

খাড়া—(১) বিণ. সোজাভাবে দণ্ডায়মান (খাড়া হয়ে থাকা) ; লম্বরূপে অবস্থিত, perpendicular (খাড়া পাহাড়) ; একটানা, পুরা (খাড়া দুই ক্রোশ পথ)। (২) বি. ডাঁটা (সজিনার খাড়া)। বি. **~ই**—উচ্চতা।

খাড়ি—**খাঁড়ি**-র রূপভেদ।

খাড়ু, খাড়ুয়া—বি. হাতের (বা পায়ের) বলয়বিশেষ।

খাড়ুই—**খালুই**-র রূপভেদ।

খাণ্ডব—বি. মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ। বি. **~দাহন**—কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে অগ্নিদেব কর্তৃক খাণ্ডবদাহন। বি. **খাণ্ডবানল**—যে অগ্নিতে খাণ্ডব দগ্ধ হইয়াছিল ; (আল.) ভয়ঙ্কর অগ্নি-কাণ্ড।

খাণ্ডা—**খাঁড়া**-র প্রাচীন রূপ।

খাণ্ডার—বিণ. কলহপ্রিয়। [দেশী]। বিণ. (স্ত্রী.) **খাণ্ডারী, খাণ্ডারনী**—কলহপ্রিয়া ; উগ্রস্বভাবা, উগ্রচণ্ডী।

খাত—(১) বি. খনিত স্থান, গর্ত, খানা, পুকুর ; খাঁড়ি ; খনি ; গড়খাই, পরিখা, প্রণালী, যাইবার বা আসিবার পথ (নানান খাতে খরচ বা পাওনা)। (২) বিণ. খনন করা হইয়াছে এমন, খনিত। [সং. √খন্+ক্ত (র্ম)]।

খাতক—বি. অধমর্ণ, দেনদার, ঋণী। [<সং. খাদক]।

খাতা—বি. লিখিবার বা হিসাবের পুস্তক। [ফা. খাতা]। বি. **~পত্র**—বিবিধ বিষয়ের খাতা। ক্রি. **খাতা লেখা**—ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানাদির জমাখরচ খাতায় লিপিবদ্ধ করা।

খাতির—বি. সমাদর, সম্মান (বিদ্বানের খাতির সর্বত্র) ; প্রভাব (তাহার খাতিরেই কাজটা হল) ; সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি (তাহার সহিত আমার খাতির আছে) ; কারণ, গরজ (চাকরির খাতিরে, সত্যের খাতিরে)। [আ. খাতর]। ক্রি. **খাতির করা**—সমাদর করা। **~জমা**—(১) বি. দৃঢ় ধারণা, নিশ্চিন্ততা। (২) বিণ. নিশ্চিন্ত। বি. **খাতিরদারি**—সমাদর ; আতিথ্য। **~নাদারদ, ~নাদারত**—(১) বিণ. স্পষ্টবক্তা, কাহারও খাতিরে ন্যায্য কথা বলিতে পিছপা হয় না এমন। (২) বি. উপেক্ষা।

খাতুন, খানুম—বি. মুসলমান মহিলাদের নামের শেষে প্রযোজ্য উপাধিবিশেষ। [তুর্. আ.]।

খাদ১—বি. পান, সোনারূপার সহিত মিশ্রিত অল্প ধাতু। [সং. ক্ষুদ্র ?]।

খাদ২—বি. (সঙ্গীতে) নিম্নস্বর ; খনিত স্থান ; গর্ত ; পরিখা ; খনি ; খদ। [সং. খাত]।

খাদক—বিণ. ভক্ষক (নরখাদক ব্যাঘ্র) ; পণ্যাদির ভোক্তা বা ব্যবহারকারী, consumer। [সং. √খাদ্+অক (র্তৃ)]।

খাদন—বি. ভোজন, আহার। [সং. √খাদ্‌+অন (ভা)]।

খাদা—বি. জমির পরিমাণবিশেষ, ১৬ বিঘা; কাঠে বা প্রস্তরে নির্মিত গামলাজাতীয় পাত্রবিশেষ। [দেশী]।

খাদি—খদ্দর-এর রূপভেদ।

খাদিত—বিণ. ভক্ষিত। [সং. √খাদ্‌+ত (র্ম)]।

খাদিম, খাদেম—বি. ভৃত্য, সেবক; মসজেদের তত্ত্বাবধায়ক। [আ.]।

-খাদী (-দিন্‌)—বিণ. ভক্ষক (নরখাদী)। [সং. √খাদ্‌+ইন্‌]।

খাদ্য—(১) বি. ভোজ্যদ্রব্য, খাবার। (২) বিণ. ভোজনযোগ্য। [সং. খাদ্‌+য (র্ম)]। বি. ~**নালী**—জীবদেহের যে অন্ত্রপথে খাদ্যবস্তু পরিপাকের জন্য পরিবাহিত হয়, food canal। বি. ~**প্রাণ**—খাদ্যবস্তুতে বর্তমান জীবনীশক্তিবর্ধক পদার্থবিশেষ, ভিটামিন। বি. **খাদ্যাখাদ্য**—খাইবার উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত পদার্থ।

খান$_{১}$—খাঁ দ্রঃ।

খান$_{২}$—বি. স্থান (এইখানে)। [ফা. খানহ্‌]।

খান$_{৩}$—অব্য. খণ্ড, টুকরা, সংখ্যাপরিমাণ, খানা, সংখ্যামাত্র (খানকয়েক, পাঁচখান)। [সং. খণ্ড]। অব্য. ~**খান, খান্‌খান্‌**—টুকরা-টুকরা, খণ্ড খণ্ড (খান্‌খান হয়ে ভেঙে পড়া)।

খানকী—বি. বেশ্যা। [ফা. খান্‌গী]। বি. ~**গিরি**—বেশ্যাবৃত্তি। বি. ~**পনা**—বেশ্যার ন্যায় আচরণ।

খানদান—বি. বংশ, আভিজাত্য; উচ্চবংশ। [ফা.]। বিণ. **খানদানী**—উচ্চবংশীয়; উচ্চশ্রেণীর (খানদানী দোকান বা হোটেল); অভিজাত।

খানসামা—বি. পরিচারক, খিদমতগার, আহারপরিবেশনকারী ভৃত্য। [ফা. খান্‌সামান্‌]। বি. ~**গিরি**—খানসামার পদ বা বৃত্তি।

-খানা$_{১}$—অব্য. খান, খণ্ড, টুকরা ('একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে': রবীন্দ্র); সংখ্যাপরিমাণ, সংখ্যামাত্র (পাঁচখানা); বস্তু বা বিষয় নির্দেশে (বইখানা)। [সং. খণ্ড]।

খানা$_{২}$—বি. গর্ত, খাদ, ক্ষুদ্র জলাশয়। বি. ~**খোন্দল**—গর্তাদি। [পো. cana]।

খানা$_{৩}$—বি. স্থান, কক্ষ বা গৃহ (ডাক্তারখানা, গোসলখানা)। [ফা.]। বি. ~**তল্লাস**, ~**তল্লাসি**—(অপরাধীর বা আপত্তিকর বস্তুর সন্ধানে) গৃহাদি অনুসন্ধান, search। [ফা. খানা+আ. তালাস]।

খানা$_{৪}$—বি. মুসলমানী বা বিলাতী রান্না-করা খাদ্য (খানা খাওয়া); ভোজ (খানা দেওয়া)। [হি. খানা]। বি ~**পিনা**—পানভোজন।

খানাবাড়ি, খানাবাড়ী—বি. বসতবাটী; জমিদারের বসতবাটীর সংলগ্ন বাড়ি ও জমি। [ফা. খানা-বার্‌]।

-খানি—আদরার্থে -খানা$_{১}$-র রূপভেদ (নাতনীর মুখখানি)।

খানিক—(১) ক্রি-বিণ. অল্পসময়, কিছুক্ষণ (খানিক দাঁড়াও)। (২) বিণ. অল্প একটু, কতক, কিছু (খানিকক্ষণ)। [>সং. ক্ষণ]।

খানুম—খাতুন দ্রঃ।

খানেক—বিণ. প্রায় এক (মিনিটখানেক, সেরখানেক)। [বাং. খান+এক]।

খানেখারাব, খানেখারাপ—বিণ. নষ্ট (খানেখারাব হয়ে যাওয়া)। [ফা. খানহ্‌+আ. খরাব্‌]।

খাপ—বি. অস্ত্রাধার (তরবারির খাপ); কোষ, আধার (চশমার খাপ); মিল, সামঞ্জস্য (খাপ খাওয়া); ঘনত্ব, ঠাসবুনন। [>ফা. খাম]। বিণ. ~**ছাড়া**—বেমানান, অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক, অসম্বদ্ধ (খাপছাড়া বর্ণনা); অদ্ভুত (খাপছাড়া লোক বা স্বভাব)। **খাপা**—(১) ক্রি. খাপ খাওয়া; খাপিয়া যাওয়া (কাপড় খেপে যাবে); বুনানি ঘন হইয়া ছোট হইয়া যাওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। **খাপান (-নো)**—(১) ক্রি. খাপ খাওয়ান, মানান; খাপী করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বিণ. **খাপী**—ঠাসবুননবিশিষ্ট; মোটা (খাপী ধুতি)।

খাপরা—বি. ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসি ইত্যাদির টুকরা; ঘর ছাইবার খোলা। [সং. খর্পর]। বি. **খাপরেল**—খোলার ঘর; খোলা।

খাপসুরত—খুবসুরত-এর রূপভেদ।

খাপ্পা, খাপা—বিণ. ক্ষিপ্ত, অতিশয় ক্রুদ্ধ (আমাকে দেখেই তিনি খাপ্পা)। [ফা. খাফা]।

খাবরা—খাপরা-র রূপভেদ।

খাবরি—বি. খাপরা-জাতীয় কাঁসা-পিতলের পাত্র। বাং. খাবরা+ই (সাদৃশ্যার্থে)]।

খাবল—বি. হাতের থাবায় যতটা লওয়া যায় (খাবল দেওয়া); থাবা; কামড়। [সং. কবল]। **খাবলা**—(১) বি. খাবল (এক খাবলা ভাত)। (২) ক্রি. খাবল দিয়া ধরা; কামড়ান। **খাবলান (-নো)**—(১) বি. খাবল দিয়া ধরা; কামড়ান; কামড়াইয়া এক অংশ তুলিয়া লওয়া। (২) বিণ. খাবল দিয়া ধৃত; কামড়ান। (৩) ক্রি. খাবলা।

খাবার—(১) বি. খাদ্যদ্রব্য; জলখাবার। (২) বিণ. খাদ্য, আহার্য (খাবার জিনিস); পানীয় (খাবার জল)। [বাং. খাইবার< √খা]। বি. ~**ওয়ালা**—মিষ্টান্নাদি জলখাবারবিক্রেতা।

খাবি—বি. নিঃশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হইলে নিঃশ্বাসগ্রহণের চেষ্টায় মুখব্যাদান। [দেশী]। ক্রি. **খাবি খাওয়া**—বাধাপ্রাপ্ত নিঃশ্বাসগ্রহণের শেষ চেষ্টা করা; (আল.) বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

খাম$_{১}$—বি. স্তম্ভ, থাম, খুঁটি। [সং. স্তম্ভ]। বি. **খাম-আলু**—স্তম্ভাকার কন্দবিশেষ, চুপড়ি আলু।

খাম$_{২}$—বি. লেফাপা, পত্রাদির আবরণ। [ফা.]।

খামকা, খামোকা—ক্রি-বিণ. অনর্থক; অকারণে; হঠাৎ। [ফা. খোআমখো+আ]।

খামখেয়াল—বি. চিত্তের অস্থিরতা; হঠাৎ বা অদ্ভুত খেয়াল; অদ্ভুত বা অসার কল্পনা। [ফা. খাম্‌+আ. খেয়াল]। বিণ. **খামখেয়ালী**—খামখেয়ালবিশিষ্ট।

খামচ—বি. থাবা, খাবল। [দেশী]। **খামচা**—(১) বি. খামচ। (২) ক্রি. খাবলান; খামচান। **খামচান (-নো)**

—(১) ক্রি. সব কয়টি নখ দিয়া আঁচড়ান বা খাবলান। (২) বিণ. বি. উক্ত অর্থে। বি. **খামচি**—নখের আঘাত বা খাবল।
খামাকা—**খামকা**-র রূপভেদ।
খামার—বি. শস্য মাড়াইবার ও রাখিবার স্থান। [তু. হি.]।
খামি১—বি. অলঙ্কারের মধ্যাংশ। [ফা. খম্]।
খামির, খামি২—বি. জিলাপি ও অনুরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার গাঁজ। [আ. খমীর্]। বি. **খামিরা, খাম্বিরা**—মশলাযুক্ত তামাকবিশেষ।
খামোশ—অব্য. চুপ কর, চুপ। [ফা.]।
খাম্বা—বি. স্তম্ভ, থাম; বড় খুঁটি। [সং. স্কম্ভ]।
খাম্বাজ—বি. রাগিণীবিশেষ। [দেশী]।
খাম্বিরা—**খামির** দ্র:।
খারাপ, (প্রাদে.) **খারাব**—বিণ. কু, মন্দ, বদ (খারাপ কাজ); খেলো, নিকৃষ্ট (খারাপ কাপড়); দুষ্ট, নষ্ট (খারাপ চরিত্র); অভদ্র (খারাপ ব্যবহার); অশ্লীল (খারাপ কথা); রুক্ষ, উগ্র (খারাপ মেজাজ); দুঃখিত (মন খারাপ); অসুস্থ (শরীর খারাপ); বিকল, অব্যবহার্য (কোন খারাপ হয়ে আছে); দুর্দশাগ্রস্ত (খারাপ অবস্থা); দুশ্চিকিৎস্য বা সংক্রামক (খারাপ ব্যাধি); দূষিত (খারাপ রক্ত); অশুভ (দিন-কাল খারাপ); কুশ্রী, অসুন্দর (খারাপ চেহারা); বিকৃত (মাথা খারাপ); নোংরা (মুখ খারাপ করা); সহজগম্য নহে এমন (খারাপ পথ)। [আ. খরাব্]।
খারাবি—বি. ক্ষতি; সর্বনাশ; বদমাশি। [আ. খারাব্]। বি. **খুনখারাবি, খুনখারাব, খুনখারাপি**—দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যাকাণ্ড; টকটকে লাল রঙবিশেষ।
খারিজ—(১) বিণ. বাতিল, অগ্রাহ্য; পরিত্যক্ত; পরিবর্তিত। (২) বিণ. পরিবর্তন; বর্জন (নাম খারিজ করা, খারিজের দরখাস্ত)। [আ.]। বিণ. **খারিজা**—খারিজ করা হইয়াছে এমন।
খারিফ—**খরিফ** দ্র:।
খাল—বি. খাত, প্রণালী; ডোবা; নিম্নভূমি; দেহের খিঁচুনি বা আড়ষ্টভাব, খিল (খাল ধরা); ছাল, চামড়া (খাল তোলা)। [সং. খল]।
খালসা—(১) বি. গুরু গোবিন্দের মতাবলম্বী শিখ-সম্প্রদায়। (২) বিণ. বিশুদ্ধ, খাঁটি। [আ. খালিস্]।
খালা—বি. (মুস.) মেসো। [দেশী]। বি. (স্ত্রী.) **খালী**—মাসী। বিণ. **খালাত**—মাসতুত।
খালাস—(১) বি. মুক্তি, রেহাই, অব্যাহতি (অভিযোগ হইতে খালাস পাওয়া); প্রসব (পোয়াতীদের খালাসের ব্যবস্থা); দায়মুক্তি (তুমি ত বলেই খালাস); বন্দিত্বমোচন (কয়েদিদের খালাসের হুকুম); ছাড়ান (মাল-খালাস)। (২) বিণ. খালি, শূন্য (ঘর খালাস করা); দায়মুক্ত (একবার বলেই খালাস); প্রসূতা (পোয়াতী খালাস হয়েছে)। [আ. আখ্‌লস্]।
খালাসী১—বিণ. খালাস করা হইয়াছে বা পাইয়াছে এমন [**খাইখালাসী** দ্র:]। [বাং. খালাস + ঈ]।
খালাসী২—বি. জাহাজ বা সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত নিম্ন-শ্রেণীর কর্মচারিবিশেষ; ভারী বস্তু ওঠানো-নামানোর কাজে নিযুক্ত ভৃত্য। [আ. খালাস্]।
খালি—(১) বিণ. শূন্য, রিক্ত, নিঃশেষ (খালি কলসী, খালি হাত); ফাঁকা (খালি ঘর); নিরাবরণ, অনাবৃত বা অনলঙ্কৃত (খালি গা); কেবল বা ক্রমাগত (খালি কান্না)। (২) ক্রি-বিণ. কেবল, শুধু, মাত্র (খালি একটু বসব); সর্বদা (খালি কাঁদছে)। [আ. খালী]। **খালি-খালি**—(১) ক্রি-বিণ. অনর্থক (সে আমাকে খালি-খালি বকল)। (২) বিণ. প্রায় ফাঁকা (ঘরখানা খালি-খালি ঠেকছে)।
খালিজুলি—বি. ক্ষুদ্র জলস্রোত। [দেশী]।
খালিত্য—বি. (মাথার) টাক। [সং. খলিত + অ (ভা)]।
খালু—**খালা**-র রূপভেদ।
খালুই—বি. বাঁশে বা তৃণে তৈয়ারি মৎস্যাধার, মাছ রাখিবার বা বহিয়া লইবার খাঁচা। [দেশী]।
খাস—বিণ. অ-সাধারণ (খাসদরবার); নিজস্ব (খাস-কামরা); মালিকের সরাসরি অধিকারভুক্ত বা কর্তৃত্বাধীন (খাসদখল)। [আ.]। বি. **~খামার**—নিজের চাষবাসের জমি। বি. **~মহল, ~মহাল, ~তালুক**—যে জমি বা তালুক প্রজার নিকট বিলি না করিয়া জমিদার সরাসরি স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখে (খাস তালুকের প্রজা)।
খাসগেলাস—বি. অভ্র হইতে প্রস্তুত কাচবিশেষ; উক্ত কাচ হইতে গেলাসের আকারে নির্মিত শোভাযাত্রাদিতে ব্যবহৃত বাতিদান। [ইং. cutglass]।
খাসনবীস—বি. রাজা প্রভৃতির স্বকীয় মুনশী (private secretary)। [আ.]।
খাসবরদার—বিণ. বি. (প্রভুত্বের চিহ্নস্বরূপ) দণ্ডধারী বা আসাসোঁটাধারী। [আ.]।
খাসা—বিণ. উৎকৃষ্ট; উপাদেয়; চমৎকার। [আ.]। **খাসা দই**—অতিশয় ঘনীকৃত সুমিষ্ট দই।
খাসি, খাসী—(১) বি. ছিন্নমুষ্ক নপুংসক ছাগ। (২) বিণ. ছিন্নমুষ্ক (খাসী মোরগ)। [আ. খসি.]।
খাস্ত, খাস্তা১—বিণ. বিকৃত, নষ্ট। [ফা. খস্তা]। **সাত (বা পাঁচ) নকলে আসল খাস্তা**—ক্রমাগত অনুকরণের ফলে বিকৃত হইতে হইতে মূলই নষ্ট হইয়া যায়।
খাস্তা২—বিণ. প্রচুর ঘিয়ের ময়ান-দেওয়া, মুচমুচে (খাস্তা কচুরি); উৎকৃষ্ট। [ফা. খস্ত]।
খিঁচ—বি. সজোরে হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গের চালনা; টান (খিঁচ ধরা)। ক্রি. **খিঁচা**—(হঠাৎ) জোরে টানা (দাঁড় খিঁচা); অঙ্গের বিকৃত ভঙ্গি করা (মুখ বা দাঁত খিঁচা); মুখভঙ্গি করা, ভেংচান; আক্ষেপ করা (হাত-পা খিঁচা)। **খিঁচান (নো)**—(১) ক্রি. খিঁচা। (২) বি. বিণ. **খিঁচা**-র সকল অর্থে। বি. **খিঁচুনি, খিচুনি, খিঁচনি, খিচনি**—বিকৃত অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গের আক্ষেপ; ভেংচানি।
খিঁচ—বি. কাঁকর; সামান্য ত্রুটি বা গোলযোগ; টান; মনান্তর; তর্কবিতর্ক। [দেশী]।
খিচড়ি—**খিচুড়ি**-র রূপভেদ।

খিচিমিচি, খিচ্ খিচ্, খিচ্ মিচ্—অব্য. বি. ক্রমাগত তিরস্কার, বকাবকি।

খিচুড়ি—বি. চাউল ও দাইল একত্র সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত খাদ্যবস্তুবিশেষ ; (আল.) বিসদৃশ বস্তুসমূহের অথবা বিভিন্নজাতীয় উপকরণের মিশ্রণ (খিচুড়ি ভাষা)। [সং. কৃশর]।

খিটিমিটি—বি. সামান্য কারণে নিরন্তর কলহ (দিনরাত

খিট্‌খিট্, খিট্‌মিট্—বি. ক্রমাগত তিরস্কার বা অসন্তোষ-প্রকাশ। [দেশী]। বিণ. **খিট্‌খিটে**—সর্বদা খিট্‌খিট্ করে এমন (খিট্‌খিটে স্বভাব), সদা বিরক্ত।

খিড়কি—বি. বাড়ির পিছনের দরজা। [<হি. খড়কী]।

খিদমত, খিদমৎ, খিদমদ—বি. সেবা, পরিচর্যা। [আ. খিদমৎ]। বি. **~গার**—সেবক, ভৃত্য, খানসামা। বি. **~গারি**—খিদমদগারের পেশা, পদ বা কার্য।

খিদে—বি. ক্ষুধা, আহারের ইচ্ছা। [সং. ক্ষুধা]। **চোখের খিদে**—প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার্ত না হওয়া সত্ত্বেও ভোজ্যবস্তু দর্শনমাত্র যে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, দৃষ্টিক্ষুধা। **চোরা খিদে**—যে ক্ষুধা অনুভব করা যায় না। **দুষ্ট খিদে**—পেট ভরা থাকা সত্ত্বেও ভোজ্য বস্তুর প্রতি লোভ। **খিদের মাথায়**—ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, ক্ষুধার সময়ে। ক্রি. **খিদে মরা**—ক্ষুধার সময়ে খাইতে না পাওয়ার ফলে আহারের প্রবৃত্তি নষ্ট হওয়া।

খিদ্যমান—বিণ. খেদ করিতেছে এমন। [সং. √খিদ্ + মান (শানচ্) (র্ত্)]।

খিন্ন—বিণ. খেদযুক্ত, দুঃখিত, ক্লান্ত, অবসন্ন। [সং. √খিদ্ + ত (র্ত্)]।

খিমচা, খিমচান (নো)—ক্রি. খিমচি দেওয়া। খিমচি + আ, আন]।

খিমচি—বি. চিমটি, লঘু খামচি। [দেশী]।

খিল১—বি. অর্গল, হুড়কা; খেচুনি, মাংসপেশীর বা অঙ্গের আড়ষ্ট ভাব (পেটে খিল লাগা)। [সং. কীলক]।

খিল২—বিণ. অকর্ষিত (খিল জমি); পরিশিষ্ট (খিল হরিবংশ)। [সং.]।

খিলা—ক্রি. (জোড় বা সন্ধি) আটকান। [খিল১ + আ]।

খিলাত, খিলাৎ—বি. রাজদত্ত সম্মানসূচক পোশাক। [আ. খিলাৎ]।

খিলান১—**খিলা**-র অনুরূপ।

খিলান২—বি. ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতির অর্ধগোলাকার গাঁথনিবিশেষ, arch। [দেশী]।

খিলি, খিলী—বি. সাজা পান। [দেশী—তু হি. খিলি]।

খিল্‌খিল্—অব্য. ক্রমাগত হাস্যের ধ্বনি।

খিস্তি—বি. অশ্লীল গালাগালি। [দেশী]।

খুঁচা—**খোঁচা** দ্রঃ।

খুঁচি—বি. তণ্ডুলাদি মাপিবার পাত্রবিশেষ, কুনিকা (কুনকে)। [সং. কুক্ষি]।

খুঁজা, খোঁজা—(১) ক্রি. খোঁজ করা, সন্ধান করা, অন্বেষণ করা। (২) বি. সন্ধান, অন্বেষণ। [বাং. √খুজ্]। **খোঁজা ~খুঁজি**—ক্রমাগত বা বারংবার খোঁজ বা সন্ধান বা অন্বেষণ। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (পরের দ্বারা) সন্ধান করানো বা অন্বেষণ করানো। (২) বি. (পরের দ্বারা) সন্ধান বা অন্বেষণ।

খুঁট—বি. কাপড়ের কোণ; সুতার প্রান্ত। [বাং. √খুঁট্ + অ]।

খুঁটা১, খোঁটা—বি. গোঁজ, কীলক; ছোট খুঁটি সীমানির্দেশার্থ প্রোথিত খুঁটি; খাটের পায়া; (আল.) সহায় বা অবলম্বন (খোঁটার জোর থাকলে সব পাওয়া যায়)। [সং. ক্ষোড]।

খুঁটা২, খোঁটা—(১) ক্রি. নখ ঠোঁট বা কোন সূক্ষ্মাগ্র বস্তুদ্বারা একটু একটু করিয়া তুলিয়া লওয়া বা খোঁচান (খুঁটিয়া লওয়া, দাঁত খোঁটা)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [দেশী]। বি. **খুঁটন**—খুঁটা। বি. **~খুঁটি**—ক্রমাগত বা বারংবার খুঁটা। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (পরের দ্বারা) খুঁটাইয়া লওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। ক্রি-বিণ **খুঁটিয়া,** (কথ্য) **খুঁটিয়ে**—সূক্ষ্মভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে (খুঁটিয়ে দেখা)।

খুঁটি২, খুঁটী—বি. কাঠের বা বাঁশের থাম (খুঁটি পোঁতা); বড় গোঁজ বা কীলক (গোরুর খুঁটি); সীমা নির্দেশার্থ প্রোথিত গোঁজ বা থাম। [সং. কূট অথবা ক্ষোড—প্রা. বাং. খুণ্টি]। ক্রি. **খুঁটি গাড়া**—নৌকা তীরে বাঁধা; স্থায়ী হইয়া বসা।

খুঁটিনাটি—বি. অকিঞ্চিৎকর দোষত্রুটি; সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ বা ব্যাপারসমূহ। [—তু. বাং. খুঁট্]।

খুঁটিয়া, খুঁটিয়ে—**খুঁটা২** দ্রঃ।

খুঁড়া, খোঁড়া—(১) ক্রি. খনন করা (মাটি খোঁড়া); কিছুতে ঠোকা (মাথা খোঁড়া); প্রশংসাদ্বারা অমঙ্গল করা (বাছাকে খুঁড়ো না)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [প্রা. √খুড্, সং. √ক্ষুদ্]। বি. **~খুঁড়ি**—ক্রমাগত বা বারংবার খনন (রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি)। **খোঁড়ানো১**—(১) ক্রি. (পরের দ্বারা) খনন করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

খুঁড়ানো, খোঁড়ানো২—ক্রি. খঞ্জের ন্যায় চলা। (২) বি. খঞ্জের ন্যায় চলন বা গতি। [**খোঁড়া** দ্রঃ]।

খুঁত—বি. ক্ষতচিহ্ন; স্বল্প ত্রুটি, দোষ; কলঙ্ক। [>সং. ক্ষত]। ক্রি. **খুঁত ধরা**—দোষ দেখান। ক্রি. **~খুঁত করা**—সামান্য ত্রুটিতে অসন্তুষ্ট হওয়া বা অসন্তোষ প্রকাশ করা; কিছুতেই সন্তুষ্ট না হওয়া। বি. **খুঁত-খুতানি**—খুঁতখুত করা। বিণ. **~খুঁতে**—কেবলই খুঁত ধরে এমন; সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।

খুঁতি—বি. দড়িনির্মিত ছোট থলিবিশেষ। [দেশী]।

খুঁয়া—বি. রেশম; শণ; রেশমী বা শণসূত্রনির্মিত কাপড়; মোটা কাপড়বিশেষ। [সং. ক্ষুমা]। বিণ. **খুঁয়ে**—মোটা কাপড় বয়নকারী অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নে অপারগ ('খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দাও তসরেতে হাত' : ভা. চ.)।

খুকি, খুকী—বি. শিশুকন্যা। [সং. কুক্ষি]। বি. **~পনা**—খুকির ন্যায় আবদেরে ও অবুঝ ভাব। বি. **খুকু**—খুকি (আদরে)।

খুক্—অব্য. অনুচ্চ কাশির শব্দ। [দেশী]। অব্য. **~খুক্**

—ক্রমাগত অনুচ্চ কাশির শব্দ। বি. ~খুকানি—ক্রমাগত অনুচ্চ কাশি।

খুজি, খুজী, খুঞ্জি—বি. বেত বা বাঁশে নির্মিত (সচ. পুঁথিপত্র রাখার) ঝাঁপিবিশেষ। [দেশী—তু. সং. করঞ্জ]। বি. ~**পুঁথি**—খুজি ও তন্মধ্যস্থ পুঁথি।

খুচরা, (কথ্য) খুচরো—(১) বিণ. ছোট ছোট ও বিবিধ (খুচরা কাজ, খুচরা খরচ); ভাঙ্গান (খুচরা টাকা)। (২) বি. টাকার ভাঙ্গানি; ভাঙ্গান টাকা পয়সা ইত্যাদি। [হি. খুদরা < সং. ক্ষুদ্র]।

খুজলি—বি. খোস, চুলকনা। [হি.]।

খুঞা—খুঁয়া-র রূপভেদ।

খুঞ্চি—বি. ছোট থলা বা বারকোশ। [ফা. খঞ্চহ্]। বি. ~**পোষ**—খুঞ্চির আবরণ।

খুট—অব্য. কঠিন বস্তুর উপরে মৃদু আঘাতের শব্দ। [দেশী]। অব্য. ~**খুট**—ক্রমাগত খুট-আওয়াজ।

খুড়া, খুড়ো—বি. কাকা পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. খুল্ল (তাত)]। বি. (স্ত্রী.) **খুড়ী**—কাকার স্ত্রী, কাকী। বিণ. **খুড়তুত (তা, তো)**—খুড়ার বা খুড়শ্বশুরের সন্তান এমন (খুড়তুত ভাই বা দেওর বা শালা)। বি. ~**শ্বশুর, খুড়শ্বশুর**—শ্বশুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বি. (স্ত্রী.) ~**শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী**।

খুদ১—**খোদ**-এর রূপভেদ।

খুদ২—বি. তণ্ডুলকণা, যে-কোন শস্যের কণা। [সং. ক্ষোদ, ক্ষুদ্র]। বি. ~**কুঁড়া, (কথ্য) ~কুঁড়ো**—নিতান্ত তুচ্ছ ও অত্যল্পপরিমাণ খাদ্য। বিণ. **খুদি, খুদে**—অতি ক্ষুদ্র (খুদে রাক্ষস, ক্ষুদে পিঁপড়া)। বিণ. (স্ত্রী.) **খুদী**।

খুদা১, খুদাহ্—**খোদা১**-র রূপভেদ।

খুদা২, খোদা২—(১) ক্রি. উৎকীর্ণ বা অঙ্কিত করা। (২) বি বিণ. উক্ত অর্থে। [> সং. √ক্ষুদ্]। বি. ~**ই**—উৎকিরণ; ক্ষোদন, engraving। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. খোদাই করান (পাথরে নাম খোদানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [**ক্ষোদন, ক্ষোদিত** দ্রঃ]।

খুন—(১) বি. রক্ত; (বাং.) হত্যা। (২) বিণ. আকুল (কেঁদে খুন)। [ফা.]। **মাথায় খুন চাপা (চড়া)**—মাথায় রক্ত ওঠা; অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া। ক্রি. **খুন করা**—হত্যা করা। ক্রি. **খুন হওয়া**—নিহত হওয়া; (আল.) আকুল হওয়া। বি. **খুনাখুনি, (কথ্য.) খুনোখুনি**—পরস্পর হত্যা বা সাঙ্ঘাতিক মারামারি, রক্তারক্তি; তুমুল ঝগড়া বা বিবাদ। **খুনী, (কথ্য.) খুনে**—(১) বিণ. হত্যাকারী; হত্যা করিতে অভ্যস্ত বা সমর্থ; (আল) অতি নিষ্ঠুর। (২) বি. ঐরূপ লোক। বিণ. **খুনী**—টকটকে লাল রঙবিশেষ।

খুনখারাবি, খুনখারাপি, খুনখারাব—**খারাবি** দ্রঃ।

খুনসুটি, খুনসুড়ি—বি. শিশুকালের ঝগড়াঝাঁটি; প্রণয়কলহ, প্রেমের মান-অভিমান। [দেশী]।

খুন্তি, খুন্তী—বি. রন্ধনকার্যে ব্যবহার্য খন্তার মতো ছোট হাতা। [সং. খনিত্র]।

খুপরি, খুপরী—বি. ক্ষুদ্র গৃহ বা কক্ষ; খোপ। [দেশী]।

খুপসুরত (ৎ)—**খুবসুরত**-এর রূপভেদ।

খুপি—বি. ছোট খোপ। [বাং. খোপ + ই]।

খুপী—বিণ. খোপবিশিষ্ট; চৌকা ঘর-কাটা। [বাং. খোপ + ঈ (যুক্তার্থে)]।

খুব—(১) বিণ-বিণ. অত্যন্ত (খুব সুন্দর)। (২) ক্রি-বিণ. উত্তম, বেশ, চমৎকার (খুব শুনিয়ে দিয়েছে), নিশ্চয় (খুব পারবে); অত্যন্ত বেশী (খুব খায়)। [ফা.]। ক্রি. **খুব করা**—বেশ করা, উচিত বা উপযুক্ত কর্ম করা।

খুবরি, খুবরী—**খুপরি**-র রূপভেদ।

খুবসুরত, খুবসুরৎ—বিণ. পরম সুন্দর বা সুন্দরী। [ফা. খুবসুরৎ]।

খুবানি, খোবানি—বি ফলবিশেষ। [ফা.]।

খুর—বি. গবাদি পশুর পায়ের অস্থিময় নিম্নভাগ। [সং. √খুর্(= ছেদন বা আঁচড়ানো) + অ (র্তৃ)]। [**ক্ষুর** দ্রঃ]।

খুরপা, খুরপি, খুরপো, খুরপ্র—বি. মাটি খুঁড়িবার ছোট খন্তা। [সং. ক্ষুরপ্র]।

খুরলি, খুরলী—বি. ব্যায়াম; শরাভ্যাস; অভ্যাস ('বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলী' : গো. দা); রঙ্গ ('পথে কতই কর খুরলি' : গো. দা)। [সং]।

খুরা, খুরো—বি. কাষ্ঠনির্মিত আসবাবপত্রাদির পায়া (খাটের খুরা)। [সং. খুরক]।

খুরি, খুরী—বি. মাটির ছোট বাটি বা ভাঁড়বিশেষ। [গ্রা. খুরি]।

খুর্মা—বি. শুষ্ক খেজুরবিশেষ। [ফা.]।

খুলা, খোলা—(১) ক্রি. উন্মুক্ত করা (দরজা খুলে দাও)। বন্ধনমুক্ত করা (জাহাজ খোলা); শিথিল করা (খোঁপা খোলা); খসান, অবিন্যস্ত করা (চুল খোলা); মোচন করা (বাঁধন খোলা); অপসারণ করা, ছাড়া (জামা খোলা); প্রতিষ্ঠা করা (স্কুল খুলা); পুনরায় কার্যারম্ভ করা (ছুটির পরে কাছারি খুলা); স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া (চেহারা খুলেছে); ভিতরের বস্তু দেখান, অকপট করা (মন খোলা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. উক্ত সকল অর্থে, এবং বিশেষতঃ—উন্মুক্ত; বন্ধনহীন; অকপট (খোলা মন)। [বাং. √খুল্ < সং. √খল্ + বাং. আ]। ~**খুলি**—(১) বিণ. অকপট, স্পষ্ট (খোলাখুলি কথা)। (২) ক্রি-বিণ. অকপটভাবে, স্পষ্টভাবে (খোলাখুলি বলা)। (৩) বি. অকপটতা, স্পষ্টতা, বারংবার খুলা (ও বাঁধা)। ক্রি. ~**ন, ~নো**—অন্যকে দিয়া খুলাইয়া লওয়া।

খুলি১, খুলী১—বি. মাথার উপরিভাগ, করোটি; ছোট পাত্রবিশেষ। [দেশী]।

খুলি২, খুলী২—বি. যে খোল বাজায়। [বাং. খোল + ই, ঈ]।

খুল্লতাত—বি. কাকা, খুড়া। [সং.]।

খুশ, খুশখবর, খুশগল্প, খুশনবীশ, খুশনাম, খুশমেজাজ—**খোশ** দ্রঃ।

খুশি, (বর্জি.) খুশী—(১) বি. আনন্দ, আহ্লাদ, আমোদ (মেয়েটির হাসিখুশির দিন চলে গেছে)। ইচ্ছা, মর্জি (আমার খুশি আমি সেখানে যাব); সন্তোষ। (২) বিণ. আনন্দিত; প্রীত, সন্তুষ্ট; তৃপ্ত। [ফা.]।

খুশকি, খুস্কি, খুসুকি, খুস্কি—বি. মরামাস (বিশেষতঃ মাথা) হইতে যে চামড়া শুকাইয়া উঠিয়া যায়। [ফা. খুশক্]।

খৃষ্ট, খৃষ্টান, খৃষ্টাব্দ, খৃষ্টীয়—যথাক্রমে **খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টাব্দ** ও **খ্রীষ্টীয়**-র বানানভেদ।

খেই—বি. সুতার প্রান্ত; সুতার সংখ্যা (পাঁচ খেই); সূত্র, প্রসঙ্গ (কথার খেই হারান)। [সং. ক্ষেপ]।

খেউড়, খেঁউড়—বি. অশ্লীল গ্রাম্য গান বা কবিতা; অশ্রাব্য গালাগালি। [<সং. ক্ষেড়া(=ধ্বনি)]।

খেউরি—বি. ক্ষৌরকর্ম। [সং. ক্ষৌর]।

খেংরা - খেঙরা-র বানানভেদ।

খেঁকশিয়াল—বি. শৃগালবিশেষ, fox। [দেশী]। বি.(স্ত্রী.) **খেঁকশিয়ালী**।

খেঁকারি—**খাঁকারি**-র রূপভেদ।

খেঁকি, খেঁকী—বিণ. রাগী, কোপনস্বভাব। বি. **~কুকুর, ~কুত্তা**—খেঁক-খেঁক করিয়া তাড়া করিতে অভ্যস্ত কুকুরবিশেষ। [বাং. খেঁক+ই, ঈ]।

খেঁক্—অব্য. শৃগাল বা কুকুরের ক্রোধ বা বিরক্তি-প্রকাশক শব্দ, কর্কশ বাক্য। অব্য. **~খেঁক্, ~মেক্**—কর্কশভাবে ক্রোধ প্রকাশ বা তাড়না করা। ক্রি. **খেঁকান, খেঁকানো**—খেঁক্-খেঁক্ করিয়া প্রকাশ করা। বি. **খেঁকানি, খেঁক্খেঁকানি**—খেঁক্খেঁক্ করিয়া ক্রোধ প্রকাশ বা তাড়না; খেঁক্খেঁক্ শব্দ।

খেঁচকা—বি. পিছন দিকে আকর্ষণ; হেঁচকা টান। **~নো**—ক্রি. সজোরে টানা; ক্রমাগত অনুরোধ জানাইয়া বিরক্ত করা। [তু. হি. খিচনা]।

খেঁচড়া—বিণ. দুষ্ট, অশিষ্ট। [দেশী]।

খেঁচা—**খিঁচা**-র চলিত রূপ।

খেঁচাখেঁচি—বি. ঝগড়া-বিবাদ, কলহ-কচকচি, বকাবকি, মন-কষাকষি। [দেশী]।

খেঁচুনি—**খিঁচুনি**-র রূপভেদ। [**খিঁচ** দ্রঃ]।

খেঁট—বি. (কৌতু.) ভোজন বা ভোজ (জবর খেঁট)। [সং. খেট]।

খেঁড়ু—বি. খেউড়গান বা কবিতা। ['খেউড়'-শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি]।

খেঁদা, খেঁদী—**খাঁদা** দ্রঃ।

-খেকো১—বিণ. যে খায় (মানুষখেকো বাঘ); ভক্ষিত (পোকায়খেকো ফল)। [বাং. √খা+উকা]।

খেঙরা, খেংরা—বি. সম্মার্জনী, ঝাঁটা। [দেশী]।

খেচর, খচর—(১) বিণ. আকাশচারী। (২) বি. পাখি। [সং. খে, খ (=আকাশ)+√চর্+অ (কর্তৃ)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **খেচরী১, খচরী**।

খেচরান্ন, খেচরী২—বি. খিচুড়ি। [সং.]।

খেচাখেচি, খেচামেচি—বি. গোলমাল; অপ্রিয় বাদ-প্রতিবাদ। [তু. কচকচি]।

খেজুর—বি. ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং. খর্জুর]। বি. **~ছড়ি**—খেজুরের কাঁদি; খেজুরপাতার নকশাযুক্ত পাড় ইত্যাদি; ধান্যবিশেষ। বিণ. **খেজুরে, খেজুরিয়া**—খেজুর বা খেজুররসে প্রস্তুত।

খেটক—বি. গদা বা মুগুর; ঢাল (খড়্গখেটকধারিণী)। [সং.]।

খেটে১—বি. ছোট মুগুর; ছোট মোটা লাঠি। [সং. খেট]।

খেটে২—অস-ক্রি. খাটিয়া, পরিশ্রম করিয়া (খেটে খাওয়া)। [বাং. √খাটা]। বি. **~ল**—যে ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আহার সংগ্রহ করে, মেহনতী মানুষ; শ্রমিক, মজুর।

খেড়—**খড়**-এর বিকৃত রূপ।

খেত—বি. চাষের জমি। [সং. ক্ষেত্র]।

খেতাব—বি. সম্মানসূচক উপাধি। [আ. খিতাব্]। বিণ. **~ধারী** (-রিন্)—খেতাবপ্রাপ্ত।

খেতি১—**ক্ষতি**-র কথ্য রূপ।

খেতি২—বি. চাষ-আবাদ। [সং. ক্ষেত্র]। বি. **খেতী**—(অপ্র.) কৃষক, চাষী। বি. **~মজুর**—যে ভূমিহীন কৃষক পরের খেতে খাটিয়া খায়।

খেত্রী—বি. হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ, ছেত্রী। [সং. ক্ষত্রিয়]।

খেদ—বি. আক্ষেপ, বিলাপ (খেদ করা); দুঃখ, অনুতাপ (কৃতকর্মের জন্য খেদ)। [সং. √খিদ্+অ (ভা)]।

খেদমত—**খিদমত**-এর রূপভেদ।

খেদা১—হাতি ধরিবার ফাঁদবিশেষ। [তু. বাং. √খেদা]।

খেদা২—ক্রি. তাড়াইয়া দেওয়া, দূর করিয়া দেওয়া (ঘর বা দল থেকে খেদিয়ে দেওয়া)। ক্রি. বি. বিণ. **~ন, ~নো**—উক্ত অর্থে। [সং. √খিদ্+বাং. আ]। ক্রি. **~ড়া**—খেদান। বিণ. **খেদানিয়া, খেদানে**—বিতাড়নকারী।

খেপ—বি. বার, দফা (খেপে খেপে); নিক্ষেপ (এক খেপ জাল)। [সং. ক্ষেপে]।

খেপলা—বি. মাছ ধরিবার জালবিশেষ। [সং. √ক্ষিপ্+বাং. লা]।

খেপা১—(১) ক্রি. নিক্ষেপ করা, ক্ষেপন করা। (২) বিণ বি. উক্ত অর্থে। [সং. √ক্ষিপ্+বাং. আ]।

খেপা২—(১) ক্রি. ক্ষিপ্ত হওয়া; পাগল হওয়া; ক্রুদ্ধ হওয়া; ক্রোধে মত্ত হওয়া (বাচ্চাটা খেপেছে); উদ্দাম হওয়া (বাতাস খেপেছে, সমুদ্র খেপেছে)। [সং. **ক্ষিপ্ত**]। (২) বিণ. খেপিয়াছে এমন; উন্মত্ত, পাগল; ভাবোন্মত্ত (খেপা বাউল)। (৩) বি. খেপা লোক; উন্মত্ত ব্যক্তি; ভাবোন্মত্ত ব্যক্তি (বামা খেপা); আদরে স্নেহ-সম্বোধনবিশেষ (খেপা কোথাকার)। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **খেপী**। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পাগল করিয়া তোলা; জ্বালাতন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

খেমটা—বি. সঙ্গীতের তালবিশেষ; নাচবিশেষ। [দেশী]। বি. (স্ত্রী.) **~ওয়ালী**—পেশাদার নর্তকী। বি. (পুং.) **~ওয়ালা**—খেমটা-দলের পুরুষ গায়ক বা দোহার।

খেয়া—বি. নদীপারাপারের নৌকা; নৌকাদি দ্বারা পাড়ি বা পারাপার। [সং. ক্ষেপ]। ক্রি. **খেয়া দেওয়া**—নৌকাদি দ্বারা পারাপার করান। বি. **~ঘাট**—নদীর যে স্থান হইতে নৌকায় চড়িয়া নদীপারাপার করা

হয়। বি. **~নৌকা, ~তরী**—নদীপারাপারের নৌকা। বি. **~মাঝি**—যে মাঝি নৌকায় করিয়া নদী-পারাপার করায়।

খেয়াল—বি. কল্পনা, স্বপ্ন (খেয়াল দেখা); জ্ঞান, হুঁশ, চেতনা (ব্যথাটার সম্বন্ধে খেয়াল ছিল না); স্মরণ (খেয়াল নাই); প্রবৃত্তি, ঝোঁক (বদখেয়াল); মর্জি, খুশি, ইচ্ছা (আপন খেয়ালে চলা); অসাধারণ কার্য (বড়মানুষী খেয়াল, প্রকৃতির খেয়াল); সুলতান হোসেন কর্তৃক প্রবর্তিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিশেষ (খেয়ালের তান)। [আ. খ'য়াল্]। **খেয়ালী**—(১) বি. খেয়াল-গায়ক। (২) বিণ. কল্পনাপ্রিয়; অব্যবস্থিতচিত্ত।

খেয়োখেয়ি—বি. পরস্পর ঝগড়া বিবাদ বা মারামারি। [বাং. খাওয়া+খাওয়া+ই]।

খেরুয়া, খেরো—বি. লাল রঙে রঞ্জিত মোটা সূতার কাপড়বিশেষ। [তু. হি. খারুয়া]।

খেলা—(১) বি. ক্রীড়া; কৌতুক বা পারদর্শিতা প্রদর্শন (সাপখেলা, ছোরাখেলা); লীলা, অবস্থাবিশেষের আচরণ, ('এই খেলা ত শেষ খেলা নয়' : রবীন্দ্র); ভোজবাজি (ভানুমতির খেলা)। (২) ক্রি. ক্রীড়া করা (ছেলেরা খেলিতেছে); স্ফুরিত হওয়া (বুদ্ধি খেলে না); বুদ্ধিযুক্ত হওয়া (অঙ্কে তাহার মাথা খেলে না)। [সং. √খেল্+বাং. আ]। বি. **খেল—খেলা** (বি.)-র অনুরূপ (নয়া খেল, ভানুমতির খেল)। **খেলনা**—(১) বি. ক্রীড়নক, পুতুল। (২) বিণ. ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার্য (খেলনা-পুতুল)। বি. **~ঘর**—কৃত্রিম সংসার। বি. **~ধুলা**—তুচ্ছ বস্তুর সাহায্যে শিশুদের ক্রীড়া-কৌতুক। ক্রি. **~ন, ~নো**—খেলা করান (ছেলেদের খেলাইতেছে); চালনা করিয়া কৌতুক দক্ষতা বা রঙ্গ দেখান (সাপ খেলানো); ইচ্ছামত পরিচালিত করা (বুদ্ধি খেলানো, বনিগ্‌গোষ্ঠী শাসকবর্গকে খেলাচ্ছে)।

খেলাত—**খিলাত**-এর রূপভেদ।

খেলাপ—বি. অন্যথাচরণ, ব্যত্যয় (কথার খেলাপ)। [আ. খিলাফ্]।

খেলুড়ে, খেলুড়িয়া—বি. খেলোয়াড়, ক্রীড়ক; খেলার সাথী। [বাং. খেলা+ড়িয়া>ড়ে]। বি (স্ত্রী) **খেলুড়ী**।

খেলো—বিণ. নিরেস, নিকৃষ্ট (খেলো কাপড়); হীন, নীচ, অপদস্থ (খেলো হওয়া); আস্থাস্থাপনের অযোগ্য, বাজে (খেলো কথা)। [সং. ক্ষুদ্রক>ক্ষুল্লক>খুল্ল]।

খেলোয়াড়—বি. যে খেলে; ক্রীড়াদক্ষ; কূটকৌশলী, ধূর্ত, চক্রান্তকারী। [হি. খেলবাড়<সং. √খেল]। বিণ **খেলোয়াড়ী**—খেলোয়াড়সুলভ, কৌশলী।

খেসারত, খেসারৎ—বি. ক্ষতিপূরণ (খেসারত দেওয়া, দাবি করা)। [আ. খিসারৎ]।

খেসারি, খেসারী—বি. দালবিশেষ। [দেশী]।

খৈ, খৈল—যথাক্রমে **খই** ও **খইল**-এর বানানভেদ।

খোঁচ—বি. কাঁটা; সূচের ন্যায় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ মুখ; সূক্ষ্ম কোণ। [দেশী]।

খোঁচা$_১$—বিণ. খোঁচযুক্ত, তীক্ষ্ণাগ্র (খোঁচা-দাড়ি)। [বাং. খোঁচ+আ]।

খোঁচা$_২$—বি. তীক্ষ্ণ বস্তুর দ্বারা আঘাত (বল্লমের খোঁচা); কোনো কিছুর অগ্রভাগ দিয়া ঠেলা বা আঘাত (লাঠির খোঁচা); আঁচড়, দাগ (কলমের খোঁচা)। **খোঁচানো**—ক্রি. খোঁচা দেওয়া; বিরক্ত বা উত্তেজিত করা। **খোঁচা-খুঁচি**—বি. কার্যসিদ্ধির জন্য নানাদিকে খোঁচার প্রয়োগ; পরস্পর খোঁচা দেওয়া; বিরক্ত করা। [বাং. √খোঁচা]।

খোঁজ—বি. অন্বেষণ (খোঁজ করা); সন্ধান, তত্ত্ব, খবর (খোঁজ লওয়া, খোঁজ পাওয়া)। [বাং. √খুঁজ+অ]। বি. **~খবর**—তত্ত্ব-তালাশ। সন্ধান, পাত্তা। বি. **~ন**—সন্ধান করণ।

খোঁজা, খোঁজাখুঁজি, খোঁজান (নো), খোঁট—যথাক্রমে **খুঁজ, খুঁজাখুঁজি, খুঁজান** ও **খুঁট**-এর চলিত রূপ।

খোঁটা$_১$—বি. দোষ প্রদর্শনপূর্বক তিরস্কার, গঞ্জনা (খোঁটা দেওয়া খোঁটা খাওয়া)। [দেশী]।

খোঁটা$_২$, খোঁটাখুঁটি, খোঁটান (নো)—যথাক্রমে **খুঁটা$_{১,২}$, খুঁটাখুঁটি** ও **খুঁটান**-র চলিত রূপ।

খোঁড়ল, খোঁদল—বি. গর্ত, কোটর; দেওয়ালের গায়ে ছোট খোপ। [দেশী]।

খোঁড়া$_১$—বি. খঞ্জ। [সং. খোড়]।

খোঁড়া, খোঁড়াখুঁড়ি, খোঁড়ান (নো), খোঁদল—যথাক্রমে **খুঁড়া, খুঁড়াখুঁড়ি, খুঁড়ান$_{১,২}$** ও **খোঁড়ল**-এর চলিত রূপ।

খোঁপা, খোপা—বি. কবরী, মেয়েদের ঝুঁটিবাঁধা চুল। [তু. ম. বাং. খোম্পা]।

খোঁয়াড়—বি. শূকর ভেড়া ইত্যাদির থাকিবার স্থান; ভ্রাম্যমান পশুদিগকে আটকাইয়া রাখিবার স্থান। [দেশী]।

খোকন—বি. (আদরার্থে) খোকা। [**খোকা** দ্র:]।

খোকা—বি. শিশুপুত্র; অল্পবয়স্ক বালক; (ব্যঙ্গে) বয়স্ক কিন্তু বালকের ন্যায় আচরণকারী লোক। বি. **~পনা, ~মি**—বয়স্ক লোকের খোকার ন্যায় আচরণ। বি. (স্ত্রী.) **খুকী**।

খোক্কস—বি. রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষস-সদৃশ কাল্পনিক প্রাণিবিশেষ।

খোজা—বিণ. বি. ক্লীব, নপুংসক, পুরুষত্বহীন (ব্যক্তি)। [ফা. খ্‌ৱাজা]। বি. **খোজা-প্রহরী**—ভারতের মুসলমান নৃপতিদের হারেম বা অন্তঃপুরের নপুংসক পাহারাদার।

খোট্টা—বি. (অবজ্ঞার্থে) হিন্দুস্থানী, বেহার মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের হিন্দী ভাষাভাষী লোক। [দেশী]। বি. (স্ত্রী.) **~নী**।

খোদ—বিণ. স্বয়ং; আসল। [আ. খুদ্]। বি. **~কর্তা**—আসল কর্তা; কর্তা স্বয়ং।

খোদকার, খোদগার—বিণ. বি. যে খোদাইয়ের কাজ করে। বি. **খোদকারি**—খোদাইয়ের কাজ।

খোদা$_১$—বি. ঈশ্বর, আল্লাহ্। [আ. খুদা]। বি. **খোদা-ই-খিদমদগার**—খোদার সেবক: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আবদুল গফুর খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেবাদলের নাম। **খোদার খাসি**—(ব্যঙ্গে.) অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট বা নাদুসনুদুস কিন্তু নিষ্কর্মা ব্যক্তি।

খোদা২, খোদাই, খোদান (মো)—যথাক্রমে **খুদা২, খুদাই ও খুদান**-র চলিত রূপ।

খোদাবন্দ—বি. হুজুর ; রাজা মনিব বা অনুরূপ মান্য ব্যক্তিকে সম্বোধনের শব্দ। [ফা. খুদাবন্দ্]

খোনা—বিণ. নাকী সুরে কথা বলে এমন ; নাকী, অনুনাসিক। [আ. খামনা—তু. সং. ঘোণা]।

খোন্তা, খোন্দল, খোন্দকার—যথাক্রমে **খন্তা, খোঁড়ল ও খন্দকার**-এর রূপভেদ।

খোপ, খোপর—বি. খুপরি, কোটর, ক্ষুদ্র বাসা (পায়রার খোপ)। [দেশী]।

খোপা, খোবানি, খোয়া, খোয়ান (নো)—যথাক্রমে **খোঁপা, খুবানি, খুয়া১,২ ও খুয়ান**-র রূপভেদ।

খোয়া১—বি. জমাট-বাঁধান শুষ্ক ক্ষীর (সচ. **খোয়াক্ষীর**) ; ইটের টুকরা। [হি. খোয়া<সং. ক্ষয়]।

খোয়া২—(১) ক্রি. হারাইয়া বা নষ্ট করিয়া ফেলা। (২) বিণ. হারান, নষ্ট ; অপহৃত। [সং. ক্ষয়িত]। ক্রি. **খোয়া যাওয়া**—হারাইয়া যাওয়া ; অপহৃত হওয়া। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. হারাইয়া বা নষ্ট করিয়া ফেলা (সর্বস্ব খোয়ানো, মানসম্মান খুইয়ো না)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

খোয়াব—বি. স্বপ্ন। [ফা. খ্‌বাব্]।

খোয়ার—বি. দুর্গতি ; ক্ষতি ; কুৎসা। [ফা.]।

খোয়ারি—বি. মদের নেশা কাটিবার পর অবসাদ বা গ্লানি। [আ. খুমার্]। ক্রি. **খোয়ারি ভাঙা**—খোয়ারি দূর করিবার জন্য পুনরায় অল্পমাত্রায় মদ খাওয়া।

-খোর—(নিন্দা-সূচক) বিণ. যে খায় বা ভোগ করে (সুদখোর, ঘুষখোর) ; আসক্ত (নেশাখোর)।

খোরপোশ, (বর্জি.) খোরপোষ—বি. অন্নবস্ত্র, গ্রাসাচ্ছাদন ; ভরণ-পোষণের খরচ। [ফা.]।

খোরশোলা, খোরসোলা, খোরগুলা, খোরসুলা—বি. ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

খোরা, খোরাই—বি. বড় বাটি বা পাত্রবিশেষ। [দেশী]।

খোরাক—বি. খাদ্যদ্রব্য ; খাওয়ার পরিমাণ (তাহার খোরাক কম)। [ফা. খুরাক্]। বি. **খোরাকি**—খাই-খরচ (খোরাকি লাগে না)।

খোরাসানি, খোরাসানী—(১)বিণ. খোরাসান-দেশীয়। (২) বি. খোরাসানের লোক ; খোরাসানি সৈনিক।

খোর্মা, খোল১—যথাক্রমে **খুর্মা ও খইল**-এর কথ্য রূপ।

খোল২—বি. আবরণ (কচ্ছপের বা শামুকের খোল), ওয়াড় (বালিশের খোল) ; চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মৃদঙ্গ ; গর্ত, গহ্বর, কোটর (নৌকার খোল) ; বস্ত্রাদির জমি ; বৃক্ষাদির বল্কলবিশেষ (সুপারি বা নারি'কলের খোল) ; আধার, তুষ (হুকার খোল) ; কানের ময়লা, কর্ণমল (কানের খোল)। [সং. খলি]।

খোলক—বি. সর্বাঙ্গ-আবরক বস্ত্রবিশেষ ; খোলা, আবরণ, shell। [সং. খোল+ক (স্বার্থে)]।

খোলতা—বিণ. শোভমান, উজ্জ্বল, সুবিকশিত (বেশ খোলতা হয়েছে)। [দেশী—তু. হি. খোল্‌তা]। বি. **~ই**—ঔজ্জ্বল্য, শোভা।

খোলস—বি. বাহ্য আবরণ ; খোল, নির্মোক, কঞ্চুক (সাপের খোলস)। [সং. খোলক]।

খোলসা—বি. পরিষ্কৃত, মুক্ত (পথ বা আকাশ খোলসা হয়েছে) ; খোলা, অকপট (খোলসা ক'রে বলা), খালি, উজাড় (খোলসা করা)। [আ. খুলাসা]।

খোলা১—বি. খোসা, আবরণ (কলার খোলা) ; ভাজিবার পাত্রবিশেষ ('খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি') ; খাপরা (খোলার চাল) ; ক্ষেত, খামার (ধানের খোলা) ; স্থান (হাটখোলা, ইটখোলা)। [সং. খোলক]।

খোলা২, খোলাখুলি, খোলান (নো)—যথাক্রমে **খুলা খুলাখুলি ও খুলান**-র চলিত রূপ।

খোলাবাজার—বি. সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত (ও সরকারী বা অন্যবিধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত) বৈধ বাজার। [খোলা=বন্ধনমুক্ত]।

খোলামকুচি—বি. হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি ছোট ভাঙ্গা টুকরা ; (আল.) অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। [>খোলা১ + কুচি]।

খোশ—বিণ. আনন্দজনক, প্রীতিকর। [ফা. খুশ্]। বি. **~কবালা**—স্থায়িভাবে স্বত্ব হস্তান্তরের স্বেচ্ছাকৃত দলিল। বি. **~খবর**—সুসংবাদ। বি. **~খেয়াল**—খামখেয়াল, মরজি। বি. **~খোরাক**—শৌখিন আহার। বিণ. **~খোরাকি, ~খোরাকী**—শৌখিন ভোজনে অভ্যস্ত ; ভোজনবিলাসী। বি. **~গল্প**—আমোদজনক আলাপ ; মজার কাহিনী। বি. **~নবিশ**—অতি সুন্দর হস্তাক্ষরবিশিষ্ট ব্যক্তি, সুলেখক। বি. **~নাম**—সুখ্যাতি। বি. **~পোশাক**—শৌখিন-পোশাক। বিণ. **~পোশাকি, ~পোশাকী**—পোশাকবিলাসী। বি. **~বাই, ~বয়, ~বায়, ~বু**—সুগন্ধ। বিণ. **~মেজাজ**—প্রফুল্ল বা প্রসন্ন মন।

খোশামোদ—বি. স্তাবকতা, তোষামোদ, চাটুবাক্য। [ফা. খুশ্‌আমদ্]। বি. **খোশামুদি, খোশামোদি**—স্তুতি ; চাটুবৃত্তি ; খোশামোদকরণ। বিণ. **খোশামুদে**—খোশামোদ করে এমন, চাটুকার।

খোশাল—বিণ. খুশি, সন্তুষ্ট। [ফা. খুশ্‌হাল]।

খোস—বি. পাঁচড়া, চর্মরোগবিশেষ। [সং. কচ্ছু (itching)]।

খোসা—বি. ফলাদির ত্বক্ (তরকারির খোসা, আমের খোসা) ; ছাল। [সং. কোষ]।

খ্যাঁক্, খ্যাঁচ—যথাক্রমে **খেঁক ও খেঁচ**-এর বানানভেদ।

খ্যাত—বিণ. প্রসিদ্ধ (খ্যাতনামা) ; উক্ত, কথিত, অভিহিত। [সং. খ্যা+ত (র্ম)]। বিণ. **~নামা (-মন্)**—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। বি. **খ্যাতি**—আখ্যা ; প্রসিদ্ধি, যশঃ ; প্রচার।

খ্যাপক—বিণ. ঘোষণাকারী, প্রচারক। [সং. √খ্যা+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বি. **খ্যাপন**—ঘোষণা, প্রচার ; কীর্তন।

খ্যাপলা—**খেপলা**-র বানানভেদ।

খ্রীষ্ট—বি. খ্রীষ্টান-ধর্মের প্রবর্তক যিশু (Jesus)। [ইং. Christ]। বি. **~ধর্ম**—যিশু কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম। বিণ **~পূর্ব**—যিশুর জন্মের পূর্ববর্তী (ইং. Before Christ-এর অনুবাদ)। বি. বিণ. **খ্রীষ্টান**—খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী। [ইং. Christian]। **খ্রীষ্টানী**—(১) বি. খ্রীষ্টানদের আচার-আচরণ; খ্রীষ্টানপনা; সাহেবিআনা; (কাব্যে) খ্রীষ্টানগণ। (২) বিণ. খ্রীষ্টান-সম্প্রদায় বা খ্রীষ্ট-ধর্মসম্বন্ধীয়; খ্রীষ্টানদের। বি. **খ্রীষ্টাব্দ**—খ্রীষ্টের জন্ম হইতে গণিত অব্দ (১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ)। বিণ. **খ্রীষ্টীয়**—খ্রীষ্টসম্বন্ধীয়; খ্রীষ্টের জন্ম হইতে গণিত (খ্রীষ্টীয় ১৯৫২ সাল)।

গ

গ—বাঙ্গালা ভাষার তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ।

-গ—বিণ. গামী, গমনকারী (খগ, পতঙ্গ), অভিমুখীন (নিম্নগ)। [সং. √গম্+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) গা (মধ্যগা)।

গইবী—গৈবী-র বানানভেদ।

গং—(লেখায়) গয়রহ-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

গঁদ—বি. বাবলা, জিওল প্রভৃতি বৃক্ষের নির্যাস; আঠা। [হি. গোঁদ্]।

গগন—বি. আকাশ, নভঃ। [সং.]। বি. বিণ. **~চারী** (-রিন্)—খেচর। বিণ. **~চুম্বী** (-ম্বিন্)—আকাশস্পর্শী; অতিশয় উচ্চ। বি. **~তল**—আকাশপট, আকাশের পৃষ্ঠ। বি. **~পট**—আকাশরূপ পট। বি. **~প্রান্ত**—আকাশের একধার; দিগন্ত, দিক্‌চক্রবাল। বিণ. **~বিহারী** (-রিন্)—খেচর। বি. **~মণ্ডল**—নভোমণ্ডল, আকাশের পরিধি। বি. **গগনাঙ্গন**—আকাশরূপ অঙ্গিনা। বি. **গগনাম্বু**—বৃষ্টির জল।

গঙ—বি. (ব্রজ.) গঙ্গা। [গঙ্গা দ্রঃ]।

গঙ্গা—বি. গঙ্গানদী, ভাগীরথী; শিবপত্নী; গঙ্গাদেবী। [সং. √গম্+গ (র্তৃ)+আ]। **~জ**—(১) বিণ. গঙ্গাজাত। (২) বি. ভীষ্ম; কার্তিকেয়। বি. **~জলি**—অন্তর্জলি; মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাজলদান; গঙ্গাজল স্পর্শপূর্বক শপথ। বিণ. **~জলী**—গঙ্গাজলের ন্যায় গেরুয়া রঙবিশিষ্ট। বি. **~ধর**—শিব। বি. **~পুত্র**—ভীষ্ম; শবদাহক জাতি-বিশেষ, মুর্দাফরাস। বি. **~প্রাপ্তি**—গঙ্গাতীরে মৃত্যু; মৃত্যু। বি. **~ফড়িং**—সবুজবর্ণের পতঙ্গবিশেষ। বিণ. বি. **~বাসী** (-সিন্)—গঙ্গার নিকটে বা গঙ্গাতীরে বাসকারী। **~যমুনা**—(১) বি. গঙ্গা ও যমুনা নদী; (২) বিণ. সাদা ও কালো রঙের; সোনা ও রূপা মিশ্রিত। বি. **~যাত্রা**—গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মরিবার জন্য মুমূর্ষুর গঙ্গাতীরে গমন। বি. **যাত্রী** (-ত্রিন্)—মুমূর্ষু ব্যক্তি; যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গমনকারী। বি. **~লাভ**—গঙ্গাতীরে মৃত্যু; মৃত্যু। বি. **~সঙ্গম, ~সাগর**—গঙ্গার সহিত সাগরের মিলনস্থান। বি. **গঙ্গোত্তরী, গঙ্গোত্রী**—হিমালয়ের প্রান্তবর্তী গাড়োয়ালপ্রদেশস্থ গঙ্গানদীর অবতরণস্থান: ইহা একটি হিন্দু তীর্থ। বি. **গঙ্গোদক**—গঙ্গানদীর জল।

গঙ্গোপাধ্যায়, গাঙ্গুলী—বাঙালী ব্রাহ্মণদিগের পদবী-বিশেষ।

গচ্চা, গচ্ছা—বি. ক্ষতিপূরণ; অনর্থক দণ্ড; অসাব-ধানতার জন্য লোকসান (গচ্চা দেওয়া, গচ্চা যাওয়া)। [দেশী]।

গচ্ছিত—বিণ. রক্ষিত, ন্যস্ত, জমা রাখা হইয়াছে এমন। [দেশী]।

গছা—ক্রি. গ্রহণ করান, ঘাড়ে চাপান, ছলেবলে গ্রহণ করিতে স্বীকার করান। [দেশী]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গছা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

গজ১—(১) বি. দুই হাত বা ৩৬ ইঞ্চি পরিমাণ মাপ-বিশেষ। (২) বিণ. ঐ মাপের (দুই গজ কাপড়)। [তু. সং. "সাধারণনরাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ"]। বি. **~কাঠি**—এক গজ পরিমাণ মাপের কাঠি। বিণ. **গজি, গজী**—গজপরিমাণ (পাঁচগজি কাপড়)।

গজ২—বি. হস্তী; দাবাখেলার বলবিশেষ; শিবকর্তৃক নিহত অসুরবিশেষ। [সং.]। বি. **~কচ্ছপ**—পুরাণোক্ত দুই সহোদর মুনিকুমার যাহারা শাপগ্রস্ত হইয়া হস্তী ও কচ্ছপের দেহধারণপূর্বক পরস্পরের সহিত দীর্ঘকাল লড়াই করিতে করিতে অবশেষে গরুড় কর্তৃক নিহত হয়; (আল.) দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; (ব্যঙ্গে) অতিকায় ব্যক্তি। **গজ-কচ্ছপের লড়াই**—প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা; দুই প্রবল পক্ষের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্ঘর্ষ। বি. **~কুম্ভ**—হাতির মাথায় কুম্ভবৎ মাংসপিণ্ড, করিকুম্ভ। **~গতি**—(১) বিণ. হাতির ন্যায় ধীর ও গম্ভীর গতি-বিশিষ্ট। (২) বি. হাতির গমন বা গমনভঙ্গি; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিণ. **~গামী** (-মিন্)—গজারোহী; হাতির ন্যায় গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মন্থর গতিবিশিষ্ট। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **~গামিনী**—গজারোহিণী; হাতির ন্যায় শোভন ও ধীর গতিবিশিষ্টা। বি. **~ঘণ্টা**—দূর হইতে লোকজনকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য হাতির গলায় যে বৃহদাকার ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বি. **~চক্ষু**—ঈষৎ বক্র এবং দেহের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র চক্ষু। বি. **~দন্ত**—হাতির দাঁত, ivory; মানুষের দাঁতের উপরে যে দাঁত উঠে, উঁচু দাঁত; গণেশ। বি. **~পতি**—শ্রেষ্ঠ হাতি; গজপ্রধান; ওড়িশার প্রাচীন নৃপতিদের উপাধি-বিশেষ। বি. **~বীথি**—হস্তীদের (সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল) শ্রেণী। অব্য. ক্রি-বিণ. **~ভুক্তকপিত্থবৎ**—ভিতরে সারবস্তু কিছুই অবশিষ্ট নাই, এইভাবে; অন্তঃসার-বিহীন; গজনামক ক্ষুদ্র কীটদ্বারা ভক্ষিত কয়েতবেলের ন্যায় (এই কীট কয়েতবেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সব কিছু খাইয়া ফেলে, কিন্তু বাহিরে কিছু বোঝা যায় না—গজ এখানে হাতি নহে)। বি. **~মোতি, ~মুক্তা**—হাতির মাথায় যে মুক্তা জন্মে বলিয়া প্রবাদ আছে।

বি. **গজাজিন**—গজাসুরের চর্ম, শিবের পরিধেয়। বি. **গজানন**—যাহার মুখ হাতির ন্যায় অর্থাৎ গণেশ। বি. **গজানীক**—গজারোহী সৈন্যদল। বি. **গজারি**—হাতির শত্রু সিংহ; গজাসুরের বধকর্তা শিব; বৃক্ষবিশেষ। বিণ. বি. **গজারোহী**—হস্তিপৃষ্ঠে আরোহী।

গজগিরি, গজগীর—বি. কূপাদির চতুষ্পার্শ্বস্থ চাতাল; পথের কাজ, গৃহতল বা প্রাচীরের উপর চুনের লেপ। [হি. গচগীরী—তু. মরাঠী গচগিরী]।

গজরগজর—গজ্‌গজ্‌ দ্রঃ।

গজরা—ক্রি. চাপা গর্জন করা; বৃথা আক্রোশে গজ্‌গজ্‌ করা। [সং. √গর্জ (<বাং. গজর—বর্ণবিপর্যয়ের ফলে) + আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. গজরা। (২) বি. গর্জন। বি. **গজরানি**—চাপা গর্জন।

গজল—বি. (আরবী) সঙ্গীতের সুরবিশেষ; কবিতা-বিশেষ, প্রেমসঙ্গীত। [আ.]।

গজা₁—বি. ময়দার মিঠাইবিশেষ। [দেশী]।

গজা₂—ক্রি. অঙ্কুরিত হওয়া, জন্মান (দাড়ি গজিয়েছে, নতুন দোকান গজিয়ে উঠেছে); বৃদ্ধি পাওয়া। [বাং. √গজ্জা]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. গজা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

গজাল—বি. বড় পেরেক; মৎস্যবিশেষ। [ফা. গজ+ বাং. আল]।

গজেন্দ্র—বি. সেরা হাতি; গজরাজ; ঐরাবত। [সং. গজ+ইন্দ্র]। বি. ~**গমন**—বড় হাতির ন্যায় ধীর ও গুরুগম্ভীর গতি। বিণ.(স্ত্রী.) ~**গামিনী**—গজেন্দ্রগমন-বিশিষ্টা, ধীরগামিনী।

গজ্‌গজ্‌, গজরগজর—অব্য. বিরক্তিসূচক অস্পষ্ট উক্তি, অসন্তোষ প্রকাশ (রেগে গজ্‌গজ্‌ করছে); বাহির হইবার জন্য চঞ্চলতার ভাব প্রকাশ (পেটে কথা গজ্‌গজ্‌ করছে), স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি (খাবারগুলো পেটে গজ্‌গজ্‌ করছে)।

গঞ্জ—বি. গোলা, হাট, বড় বাজার; শস্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের স্থান। [ফা. গঞ্জ্‌]।

গঞ্জন—(১) বি. তিরস্কারকরণ; লাঞ্ছিতকরণ। (২) বিণ. যে অবজ্ঞা বা তিরস্কার করে (অলিকুল-গঞ্জন, খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি)। [সং. √গঞ্জ্‌+অন (ভা, র্তৃ)]। বি. **গঞ্জনা**—তিরস্কার, লাঞ্ছনা; খোঁটা। ক্রি. **গঞ্জা**—তিরস্কার করা; ('বৃথা গঞ্জ তুমি দশাননে' : মধু)।

গঞ্জিকা—বি. গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা। ['গাঁজা' শব্দকে সংস্কৃতের মত রূপদানার্থ গঠিত]। বিণ. ~**সেবী** (-বিন্‌) —গাঁজাখোর।

গঞ্জিত—বিণ. তিরস্কৃত; লাঞ্ছিত। [সং. √গঞ্জ্‌+ণিচ্‌ ত (র্ম)]।

গট্ট—গ্যাঁট্ট-এর রূপভেদ।

গট্টগট্ট, গট্টমট্ট—অব্য. দম্ভভরে দৃঢ় পদক্ষেপে চলিবার শব্দ। [দেশী]।

গঠন—বি. নির্মাণ (গঠনমূলক সমালোচনা), রচনা (মূর্তি-গঠন, দলগঠন); বিন্যাস (দেহের গঠন); গড়ন, চেহারা (সুন্দর গঠন); [সং. ঘটন]। ক্রি. **গঠা**—নির্মাণ করা, রচনা করা, [গড়া₂ দ্রঃ]। বিণ. **গঠিত**—রচিত, বিন্যস্ত।

গড়₁—বি. দুর্গ, কেল্লা; খাত, পরিখা; (বাং.) ধান ভানিবার সময় মুষল-পতনের গহ্বরস্থান। [সং. গর্ত> গড্ড]। বি. ~**খাই**—দুর্গের চতুঃপার্শ্বস্থ খাত বা পরিখা [গড়+খাত>খাই]। **গড়ের বাদ্যি**—কেল্লায় সৈন্য-দলের বাজনা; বিলাতী ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা, গোরার বাজনা। **গড়ের মাঠ**—নগরদুর্গ ও নগরভবনসমূহের মধ্যবর্তী মাঠ বা সমতল জমি, esplanade।

গড়₂—বি. প্রণাম, প্রণিপাত, দণ্ডবৎ হওয়া। [দেশী]। ক্রি. **গড় করা**—প্রণাম করা। ক্রি. **গড় হওয়া**—প্রণত হওয়া।

গড়₃—বি. স্থূল বা মোটামুটি হিসাব, মাঝামাঝি গণনা, average (গড় কথা, গড়ে পাঁচ দিন)। [সং. গণ]। ক্রি-বিণ. ~**পড়তা**—স্থূল গণনায়, গড়ে (গড়পড়তা পাঁচ দিন); মোটামুটিভাবে।

গড়গড়—অব্য. মেঘগর্জন, গড়াইয়া যাওয়া গাড়ি চলা ইত্যাদির শব্দ। ক্রি-বিণ. **গড়গড় করিয়া**—অতি সহজে, অবাধে, অবলীলাক্রমে (গড়গড় করিয়া মুখস্থ বলা)।

গড়গড়া—বি. তামাক খাইবার বৃহৎ হুঁকাবিশেষ; ক্ষুদ্র আলবোলাবিশেষ। [দেশী]।

গড়ন—বি. প্রস্তুতকরণ, নির্মাণ, গঠন; সৌষ্ঠব, চেহারা, গঠন-প্রণালী। [বাং. গঠন]। বি. ~**পিটন**, ~**পেটন** —গঠন ও সৌষ্ঠব। বি. ~**দার**—ধাতু ইত্যাদি পিটিয়া যে জিনিসপত্র গড়ে। [বাং. গড়ন+ফা. দার]।

গড়া₁—বি. মোটা থানধুতিবিশেষ। [দেশী]।

গড়া₂—(১) ক্রি. নির্মাণ করা (পুতুল গড়া); সৃষ্টি করা (ঈশ্বর মানুষ গড়িয়াছেন); সৃষ্ট হওয়া (সম্পর্ক গড়ে উঠেছে), শিক্ষিত করা, পালন করা (জননীই সন্তানকে গড়েন); উদ্বুদ্ধ বা উন্নত করা (জাতি বা দেশকে গড়া); সংগঠন করা (দল গড়া); স্থাপন করা (স্কুল গড়া)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. নির্মিত, সৃষ্ট, গঠিত (লোহা দিয়া গড়া শরীর, হাতে-গড়া রুটি); সাজান, জাল, মিথ্যা (গড়া সাক্ষী)। [সং. √ঘট্‌+>বাং. √গঠ্‌ >গড়্‌]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা গড়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

গড়া₃—ক্রি. গড়াগড়ি দিতে দিতে যাওয়া বা নামা; ঢালা বা পড়া (কলসি থেকে জল গড়াচ্ছে); শয়ন করা (বিছানায় গড়াচ্ছে), ভূলুণ্ঠিত হওয়া (মাটিতে গড়াচ্ছে); অতিশয় ভাবাবেগ প্রদর্শন করা (আহ্লাদে গড়াচ্ছে); প্রবাহিত হওয়া (তেল গড়াচ্ছে); অগ্রসর হওয়া (ব্যাপারটা বহুদূর গড়াল)। [বাং. √গড়া]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. গড়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. ~**নে**—গড়ায় এমন; ঢালু। ক্রি-বিণ. **গড়ায়-গড়ায়**—পাশাপাশি।

গড়াগড়ি—বি. ভূলুণ্ঠন, লুটোপুটি (গড়াগড়ি দেওয়া); এলোমেলো, অনাদৃত বা বিক্ষিপ্তাবস্থায় স্থিতি (টাকা-পয়সা গড়াগড়ি যাচ্ছে)। [বাং. গড়া₃+গড়ি (সহচর শব্দ)]।

গড়িমসি—বি. দীর্ঘসূত্রতা। [দেশী]।

গড়ু—(১) বি. দেহের স্থানবিশেষের মাংসস্ফীতি (কুঁজ, গলগণ্ড প্রভৃতি)। (২) বিণ. কুব্জ। [সং. √গড়্‌+উ(র্তৃ)]।

গড়েনহাটী, গড়েরহাটী—বি. গড়েনহাট পরগনায় নরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক প্রচারিত বিলম্বিত-লয়যুক্ত কীর্তন। [বাং. গড়েনহাট+ঈ]।

গড্ডল, গড্ডর—বি. ভেড়া ; গাড়ল। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **গড্ডলিকা, গড্ডরিকা**—পালের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তিনী ভেড়ী ; এক মেষের অনুবর্তী মেষশ্রেণী। বি. **গড্ডলিকা-প্রবাহ**—পালের ভেড়ারা যেমন অন্ধের ন্যায় সর্বাগ্রবর্তিনী ভেড়ীর (বা ভেড়ার) অনুসরণ করে, তেমনি ভালমন্দ বিচার না করিয়া অন্যান্য সকলের সহিত অগ্রবর্তীর অনুগমন।

গণ—বি. সমূহ, সমষ্টি, বহুবচনাত্মক শব্দবিশেষ (লোকগণ, পশুগণ) ; সম্প্রদায়, শ্রেণী ; (বিভিন্ন বিভাগ বা উপজাতি সমন্বিত) সমশ্রেণীভুক্ত বস্তু বা প্রাণিবর্গ, genus, দল ; জনসাধারণ (গণ-আন্দোলন, গণশক্তি) ; শিবানুচরবৃন্দ ; (ব্যাব. শা.) গোষ্ঠীবর্গ ; (জ্যোতিষ.) নক্ষত্রানুসারে জাতকের ভেদ (দেবগণ, নরগণ) ; (ব্যাক.) ধাতুসমূহ (হ-আদি গণ, খা-আদি গণ)। [সং. √গণ্‌+অ (র্ম)]। বি. **~তন্ত্র**—জনসাধারণের প্রতিনিধির দ্বারা রাষ্ট্রশাসন ; অনুরূপভাবে শাসিত রাষ্ট্র, democracy। বি. **~তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্), **~তান্ত্রিক**—গণতন্ত্রমূলক বা গণতন্ত্রের নীতি অনুসারী। বি. **~দেব**—গণেশ ; গণশক্তির অধিদেবতা। বি. **~দেবতা**—সঙ্ঘভূত দেবগণ (যথা ৪৯ বায়ু, ৮ বসু, ১২ আদিত্য ইত্যাদি) ; গণশক্তির অধিদেবতা। বি. **~নায়ক**—জনসাধারণের নেতা। বি. **~পতি, ~নাথ**—গণেশ ; শিব। বি. **~শক্তি**—সম্মিলিত জনসাধারণ অথবা তাহাদের শক্তি।

গণইতে—অস-ক্রি. (ব্রজ.) গণনা করিতে ('গণইতে দোষ গুণ-লেশ ন পাওবি' : বিদ্যা)। [গনা দ্রঃ]।

গণক—(১) বি. দৈবজ্ঞ, গনৎকার। (২) বিণ. গণনাকারী। **গণক-যন্ত্র**—নির্ভুল হিসাব ও গণনা করিয়া দেয়, এইরূপ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, computer। [সং. √গণ্‌+অক (র্তৃ)]।

গণতি, গণৎকার—যথাক্রমে **গনতি** ও **গনৎকার**-এর বানানভেদ।

গণন, গণনা—বি. সংখ্যাকরণ, অঙ্ক কষা ; বিবেচনা, অবধারণ (দোষী বলিয়া গণনা) ; হিসাব (লাভালাভ গণনা) ; স্বীকার করা (মানুষ বলিয়া গণনা) : উল্লেখ, নির্দেশ (শত্রু বলিয়া গণনা) ; (জ্যোতিষ.) রাশিনক্ষত্র-দ্বারা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নিরূপণ। [সং. √গণ্‌+অন (ভা), +আ]। বিণ. **গণনীয়**—স্বীকার্য, গণনা করিতে হইবে এমন।

গণনাথ, গণনায়ক, গণপতি, গণশক্তি—গণ দ্রঃ।

গণা—গনা-র বানানভেদ।

গণিকা—বি. বেশ্যা, বারাঙ্গনা। [সং. গণ(=সমূহ)+ইক+আ]। বি. **~লয়**—বেশ্যাবাড়ি।

গণিত—(১) বিণ. গণনা করা হইয়াছে এমন ; গণনার দ্বারা নির্ধারিত। (২) বি. অঙ্কশাস্ত্র, গণনাবিজ্ঞান, mathematics। [সং. √গণ্‌+ত (র্ম, ণে)]। বি. **~ক**—হিসাব, accounts [স. প.]। বিণ. **~জ্ঞ**—গণিতশাস্ত্রবেত্তা। বি. **~বিজ্ঞান, ~বিদ্যা**—অঙ্কশাস্ত্র (পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত)।

গণীভূত—বিণ. জাতিগত ; গণের বা দলের অন্তর্ভুক্ত ; সম্প্রদায়ভুক্ত। [সং. গণ+ঈ (চি)+ √ভূ+ত (র্তৃ)]।

গণেশ—বি. শিব ও দুর্গার জ্যেষ্ঠপুত্র, সিদ্ধিদাতা, গজানন, লম্বোদর। [সং. গণ+ঈশ]।

গণ্ড—(১) বি. গাল, কপোল (গণ্ডদেশ) ; আব, বড় ফোঁড়া, মাংসস্ফীতি (গলগণ্ড) : গ্রন্থি ; চিহ্ন ; যোগবিশেষ। (২) বিণ. প্রধান (গণ্ডগ্রাম)। [সং.]। বি. **~কূপ**—গালের টোল ; অধিত্যকা। বি. **~গ্রাম**—জনবহুল বড় গ্রাম। বি. **~দেশ**—গাল, কপোল। বি. **~মালা**—গলদেশের গ্রন্থিস্ফীতিরোগ। বিণ. **~মূর্খ**—একেবারে নির্বোধ। বি. **~যোগ**—(জ্যোতিষ.) যে যোগে জন্ম হইলে জাতকের মাতাপিতার মৃত্যু হয়। বি. **~শৈল**—পর্বতগাত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলাখণ্ড ; ছোট পাহাড়। বি. **~স্থল**—গাল, কপোল।

গণ্ডক—বি. গণ্ডার ; অন্তরায় ; সংখ্যাবিশেষ, গণ্ডা ; নদবিশেষ ; [সং.]।

গণ্ডকী—বি. উত্তর-বিহারের নদীবিশেষ। [সং. গণ্ডক+ঈ]। বি. **~শিলা**—গণ্ডকীনদীগর্ভে উৎপন্ন শালগ্রামশিলা।

গণ্ডকূপ—গণ্ড দ্রঃ।

গণ্ডগোল—বি. গোলমাল, গোলযোগ, বিবাদ, বিশৃঙ্খলা। [দেশী]।

গণ্ডগ্রাম, গণ্ডদেশ, গণ্ডমালা, গণ্ডমূর্খ, গণ্ডযোগ, গণ্ডশৈল, গণ্ডস্থল—গণ্ড দ্রঃ।

গণ্ডা—বি. চারটি ; চার কড়া ; পাওনা (আপন গণ্ডা)। [সং. গণ্ডক]। বি. **~কিয়া**—গণ্ডা হিসাব করার প্রণালী। বিণ. **গণ্ডা-গণ্ডা**—বহুসংখ্যক ; বহুপরিমাণ। **গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া**—গোলমালের মধ্যে স্বীয় কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া, গোলে হরিবোল করা।

গণ্ডার—বি. নাসিকার উপরে খড়্গযুক্ত অতিশয় স্থূলচর্ম জন্তুবিশেষ ; খড়্গী। [সং. গণ্ডক]। **গণ্ডারের চামড়া**—(গণ্ডারের চামড়া যেমন সহজে অস্ত্রাদিতে বিদ্ধ হয় না তেমনি) কিছুতেই অপমান বোধ করে না এমন মনোবৃত্তি।

গণ্ডি, গণ্ডী—বি. বেষ্টনরেখা, সীমা ; (নিজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, সমাজের গণ্ডি) : মন্ত্রবলে যে স্থান নিরাপদ্ করা হইয়াছে। [সং. গণ্ড]।

গণ্ডু, গণ্ডূ—বি. বালিশ ; গ্রন্থি। [সং. √গণ্ড্‌+উ, ঊ]। বি. **~পদ**—কেঁচো। বি. (স্ত্রী.) **~পদী**—ছোট কেঁচো।

গণ্ডূষ—বি. একমুখ বা এককোষ জল ; হাতের কোষ ; মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হাতের কোষ ভরিয়া জল পান (গণ্ডূষ করা)। [সং.]।

গণ্ডেপিণ্ডে—ক্রি-বিণ. কুঁচকি হইতে গাল পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্রাতিরিক্ত পেট বোঝাই করিয়া (গণ্ডেপিণ্ডে গেলা)।

গণ্য—বিণ. গণনীয়, গণনার যোগ্য ; গ্রাহ্য, স্বীকৃত (মূল্যবান্ বলিয়া গণ্য); বিবেচ্য; উল্লেখের যোগ্য। [সং. √গণ্ + য (র্ম)]। বিণ. **~মান্য**—সম্ভ্রান্ত ; বিশেষরূপে মান্য।

গৎ—বি. গানের সুর, বাজনার বোল, স্বরলিপি ; গতি, ধার, নিয়ম (বাঁধা গৎ)। [সং. গতি ?]। **বাঁধা** (বা **বাঁধি**) **গৎ**—অপরিবর্তনীয় বা গতানুগতিক ধারা।

গত—বিণ. চলিয়া গিয়াছে বা হইয়া গিয়াছে এমন, প্রস্থিত, সমাপ্ত, অতীত, বিগত (গতযুগ); অব্যবহিত পূর্ববর্তী (গতকল্য, গতমাস); মৃত (তিনি সম্প্রতি গত হইয়াছেন); লব্ধ, প্রাপ্ত (হস্তগত); পরিব্যাপ্ত (রক্তগত, মনোগত); সম্বন্ধযুক্ত (ব্যক্তিগত সম্পর্ক, গুণগত পার্থক্য)। [সং. √গম্ + ত (র্ত্ত)]। বি. **~কল্য**—অদ্যকার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিন। বিণ. **~ক্লম**—ক্লান্তি দূর হইয়াছে এমন (গতক্লম ব্যক্তি)। বি. **~চেতন**—চেতনাহীন। বিণ. **~জীব, ~জীবন, ~প্রাণ**—প্রাণহীন, মৃত। বিণ. **~নিদ্র**—নিদ্রাহীন ; ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে এমন। বিণ. **~ব্যথ**—ব্যথা দূর হইয়াছে এমন (গতব্যথ ব্যক্তি); ব্যথাশূন্য। বিণ. **~যৌবন**—যৌবনোত্তীর্ণ; প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। বিণ (স্ত্রী.) **~যৌবনা**। বিণ. **~শোক**—শোক দূর হইয়াছে এমন, শোকোত্তীর্ণ। বিণ. **~সঙ্গ**—আসক্তিহীন। বিণ. **~স্পৃহ**—বীতরাগ, কামনাহীন।

গতর—বি. শরীর, দেহ ; স্বাস্থ্য ; দেহের শক্তি, সামর্থ্য। [সং. গাত্র]। বিণ.(স্ত্রী.) **~খাকী, ~খাগী** (গালিবিশেষ)—সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশ্রমবিমুখ, অলস (স্ত্রীলোক)। বিণ. (পুং.) **~খেকো**। ক্রি. **গতর খাটান**—দৈহিক পরিশ্রম করা।

গতাগত, গতাগতি—বি. যাতায়াত ; জন্ম ও মৃত্যু ('করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন' : বিদ্যা.)। [সং. গত (=গমন) + আগত, আগতি (=আগমন)]।

গতান—**গছান**-র রূপভেদ।

গতানুগতিক—বিণ. পূর্বদৃষ্টান্ত বা প্রচলিত ধারার অনুবর্তী ; নূতনত্ববর্জিত ; একঘেয়ে ; মামুলি। [সং. গত + অনুগতিক]। বি. **~তা**।

গতানুশোচনা, গতানুশোচন—বি. গত বিষয় বা কৃতকর্মের জন্য খেদ, পশ্চাত্তাপ [সং. গত + অনুশোচনা, অনুশোচন]।

গতায়তি, গতায়াত—যথাক্রমে **গতাগতি** ও **গতাগত**-র রূপভেদ ('এই পথে নিতি কর গতায়তি' : চণ্ডী.)।

গতায়ুঃ (-য়ুস্), (চলিত) **গতায়ু**—বিণ. পরমায়ু ফুরাইয়া গিয়াছে এমন, মুমূর্ষু। [সং. গত + আয়ুস্]।

গতাসু—বিণ. মৃত। [সং. গত + অসু(=প্রাণ)]।

গতি—বি. গমন, যাত্রা ; চলন বেগ (মৃদুগতি); উপায়, ব্যবস্থা (মৃত্যু ছাড়া অন্য গতি নাই); আশ্রয়, শরণ, সহায় (তিনি দীনের গতি); পরিণাম, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বা অবস্থান (নরক-গতি); উদ্ধারের পথ বা উপায় (পাপিষ্ঠের গতি); সৎকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (মৃতের গতি করা); গন্তব্যস্থান (মৃত্যুই জীবনের গতি); অবস্থা (দুর্গতি); ধরন-ধারন, গতিক (আকাশের গতি ভাল নয়)। [সং. √গম্ √তি (ক্তি)]। বি. **গতিক**—অবস্থা, দশা, হাল (শরীরের বা মনের গতিক, কালের গতিক, ভাবে-গতিকে বোধ হয়); উপায় (বেগতিক); কৌশল (কোন গতিকে)। বি. **গতিক্রিয়া**—দীর্ঘসূত্রতা। বিণ. (স্ত্রী.) **~দায়িনী**—মোক্ষদাত্রী। বি. **~বিজ্ঞান, ~বিদ্যা**—গতিবিষয়ক বা বেগ-বিষয়ক শাস্ত্র, kinetics, dynamics। বি. **গতিবিধি**—ব্যবহারের ধারা, চালচলন, কার্যকলাপ (শত্রুর গতিবিধি); যাতায়াত (রাজসভায় গতিবিধি); মুক্তির উপায় ('ওমা, কর গতিবিধি' : রা. প্র.)। বি. **~ভঙ্গ**—চলিতে চলিতে বাধা পাইয়া থামিয়া যাওয়া ; অর্ধপথে নিবৃত্তি। বি. **~রোধ**—পথরোধ ; প্রতিবন্ধক। বিণ. **~শীল**—চলিষ্ণু, প্রগতিধর্মী (গতিশীল সমাজ)।

গতীয়—বিণ. গতি গতিবিদ্যা বা গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, kinetic, dynamic। [বি. প.]। [সং. গতি + ঈয়]।

গতে—ক্রি-বিণ. অব্য. গত হইলে। [**গত** দ্রঃ]।

গত্যন্তর—বি. অন্য গতি বা উপায়। [সং. গতি + অন্তর]।

গদ—বি. বিষ ; ব্যাধি ; (বাং.) অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের ভার (পেটে গদ আছে)। [সং.]।

গদগদ—**গদ্‌গদ**-র রূপভেদ।

গদা—বি. মুদ্‌গর ; মুদ্‌গরজাতীয় প্রহরণ। [সং.]। বি. **~ঘাত**—গদাদ্বারা প্রহার। বি. **~ধর, ~পাণি**—গদা যাঁহার প্রহরণ অর্থাৎ বিষ্ণু। বি. **~যুদ্ধ**—যে যুদ্ধে গদা প্রহরণরূপে ব্যবহৃত হয়।

গদাইলশকরী, (বর্জি.) **গদাইলস্করী**—বিণ. গাধাবোট অর্থাৎ ভারবাহী নৌকার লশকর বা খালাসীর ন্যায় অলসগতি ; কুঁড়ে (গদাইলস্করী চাল)। [গদা(ই) এখানে 'গাধা'র বিকৃত রূপ]।

গদি—বি. তুলা নারিকেল-ছোবড়া প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কোমল আসন বা শয্যা (গদি-তোশক); ব্যবসায়ীর দফ্‌তর (মারোয়াড়ীর গদি); রাজাসন (গদিতে আরোহণ করা); মন্ত্রী, জমিদার, মন্দিরের মোহান্ত প্রভৃতির পদ বা আসন (গদি পাওয়া)। [হি. গদ্দী]। বিণ. **~য়ান**—গদির অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকারী, (গদিতে উপবিষ্ট, পদাধিকারী)। [হি. গদিয়ান্]। **~য়ানি, ~য়ানী**—(১) বি. গদিয়ানের কাজ বা পদ। (২) বিণ. গদিয়ানসুলভ।

গদ্‌গদ—(১) বি. ভাবের প্রাবল্য-জনিত অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি। (২) বিণ. আবেগে বিহ্বল (ভক্তিতে গদ্‌গদ); অব্যক্তধ্বনিযুক্ত (গদ্‌গদ হওয়া); আবেগের আতিশয্যে রুদ্ধ বা জড়িত (গদ্‌গদ কণ্ঠ বা ভাষা)। [সং.]।

গদ্য—(১) বি. ছন্দোবদ্ধ নহে এমন কথোপকথনের ভাষা। (২) বিণ. কথনীয়। [সং. √গদ্(=কথনে + য(র্ম)]। বি. **~ছন্দ**—গদ্যরচনার মধ্যে সুরের আমেজ (রবীন্দ্র); ছন্দোহীনতা।

গনৎকার—বি. দৈবজ্ঞ, গণক। [> সং. গণক]।

গনতি—**গুনতি**-র রূপভেদ।

গনা, গণা—(১) ক্রি. গণনা করা, গোনা ; গণ্য করা

(মানুষ বলিয়া না গনা) ; অনুমান বা বোধ করা (বিপদ গনিলাম)। (২) বি. গণন (গনা-গমতি, গনা-গুনতি) ; গণ্যকরণ ; অনুমান, বোধকরণ। (৩) বিণ. গণিত (গনা কল) ; ঠিক ঠিক, পুরাপুরি (গনা দশ বছর)। [সং. √গণ্ +বাং. আ]। বিণ. ~গমতি, ~গুনতি, ~গাঁথা—একেবারে ঠিক ঠিক, কমও নহে বেশিও নহে।

গনাগোষ্ঠী—বি. গণ ও গোষ্ঠী, পরিজনসমূহ। [সং. গণ +গোষ্ঠী]।

গনান, গনানো—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা গণনা করান ; দৈবজ্ঞের দ্বারা শুভাশুভ নির্ধারণ করান। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। [বাং. √গনা+আন]।

গন্‌গন্—অব্য. অগ্নিশিখার প্রজ্বলনের আওয়াজ বা উহার প্রখরতার ভাবসূচক (গন্‌গন্ করা)। বিণ. গন্‌গনে—তেজাল, লেলিহান (গন্‌গনে আগুন)।

গন্তব্য—বিণ. গমনীয় (গন্তব্য স্থান বা পথ), গম্য, অধিগম্য, জ্ঞাতব্য। [সং. √গম্+তব্য (র্ম)]।

গন্তা (-ন্তৃ)—বিণ. বি. গমনকারী। [সং. √গম্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) গন্ত্রী।

গন্ধ—বি. বস্তুর যে গুণ কেবল নাসিকাদ্বারা অনুভবনীয়, বাস (গন্ধ ছড়ান) ; ঘ্রাণ (গন্ধ পাওয়া) ; সুগন্ধ দ্রব্য (গন্ধ মাখা) ; সামান্যতম উল্লেখ, লেশ (নামগন্ধ) ; সম্পর্ক (এই কাজে টাকার কোন গন্ধ নাই)। [সং. √গন্ধ্+অ (র্তৃ)]। বি. ~কাষ্ঠ—চন্দনকাষ্ঠ ; কালাগুরু। বি. ~গোকুল, ~গোকুলা—নকুলজাতীয় জন্তুবিশেষ, খট্টাশবিশেষ। [সং. গন্ধনকুল]। বি. ~তৈল—সুবাসিত তেল, ফুলেল তেল। বি. ~দ্রব্য—সুগন্ধ দ্রব্য ; নাগ-কেশর। বি. ~পুষ্প—সুগন্ধি পুষ্প ; সচন্দন ফুল। বি. ~বণিক্ (-ণিজ্)—গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী ; মশলা-ব্যবসায়ী ; বাঙ্গালী হিন্দু জাতিবিশেষ, গন্ধবেনে। বি. ~বহ, ~বাহ—বাতাস। বি. ~ভাদাল, ~ভাদুলী—দুর্গন্ধ লতাবিশেষ, গাঁধাল। বি. ~মাদন—রামায়ণোক্ত যে পর্বত হনুমান্ বিশল্যকরণীর জন্য উপড়াইয়া আনিয়া-ছিলেন। বি. ~মূষিক—ছুঁচা। বি. ~মৃগ—কস্তুরী-মৃগ। বি. ~রাজ—সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ। বি. ~সার—চন্দনবৃক্ষ, চন্দন। ক্রি-বিণ. গন্ধে গন্ধে—সূত্র অনুসরণ করিয়া।

গন্ধক—বি. পীতবর্ণ মৌলিক পদার্থবিশেষ, sulphur। [সং. গন্ধ+ক]। বি. ~চূর্ণ—বারুদ। বি. গন্ধক-দ্রাবক, গন্ধকাম্ল—মহাদ্রাবক, sulphuric acid।

গন্ধর্ব—বি. দেবযোনিবিশেষ, স্বর্গের গায়কশ্রেণী ; স্বভাব-গায়ক। [সং. গন্ধ+√অর্ব (=গতি)+অ (র্তৃ)]। বি. ~বিদ্যা—সঙ্গীতবিদ্যা। বি. ~বিবাহ—কেবল পাত্র-পাত্রীর মতানুসারেই অনুষ্ঠিত হিন্দু বিবাহবিধিবিশেষ। বি. ~বেদ—সঙ্গীতশাস্ত্র। বি. ~লোক—গন্ধর্বদের আবাস।

গন্ধাধিবাস, গন্ধাধিবাসন—বি. পূজায় বা বিবাহাদি শুভকার্যে গন্ধদ্রব্যাদিদ্বারা সংস্কারবিশেষ। [সং. গন্ধ+অধিবাস, অধিবাসন]।

গন্ধী (-ন্ধিন্)—(১) বিণ. গন্ধযুক্ত। (২) বি. গন্ধবণিক্ ; গাঁধিপোকা। [সং. গন্ধ+ইন্]।

গন্ধেশ্বরী—বি. গন্ধবণিকদের কুলদেবতা। [সং. গন্ধ+ঈশ্বরী]।

গন্ধোপজীবী (-বিন্)—(১) বি. গন্ধবণিক। (২) বিণ. গন্ধদ্রব্য ও মশলার ব্যবসায়ে জীবিকা-নির্বাহকারী। [সং. গন্ধ+উপ+√জীব+ইন্ (র্তৃ)]।

গন্নাকাটা—বিণ. যাহার উপরের ঠোঁট জন্মাবধি কাটা ; খোনা। [তু. ও. গ্রহণ-খণ্ডিয়া]।

গপগপ, গপ্‌গপ্, গবগব, গব্‌গব্—অব্য. বড় বড় গ্রাস গলাধঃকরণের শব্দ (গপগপ করে খাওয়া)। ক্রি-বিণ. গপাগপ, গবাগব—তাড়াতাড়ি গপগপ করিয়া (গপাগপ গেলা)।

গপ্প, গপ্পো (অশি.)—বি. মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কাহিনী (গপ্প ফাঁদা, গপ্প মারা)। [গল্প দ্রঃ]।

গবচন্দ্র—বি. বিণ. নিরেট মূর্খ, গোরুর ন্যায় বোধশক্তি-হীন (ব্যক্তি)। [গবা দ্রঃ]।

গবয়—বি. গলকম্বলহীন গো-সদৃশ পশুবিশেষ ; এক-শ্রেণীর বানর। [সং.]।

গবা—বি. বিণ. নিরেট মূর্খ ; বোকা ; হাবা। [সং. গো-শব্দের বিকৃত রূপ]।

গবাক্ষ—বি. গোরুর চক্ষুর ন্যায় ক্ষুদ্র বায়ুপথ ; জানালা। [সং. গো+অক্ষি]।

গবাগব—গপগপ দ্রঃ।

গবাদি—বিণ. গোরু ও গোরুর ন্যায় গৃহপালিত অন্যান্য (পশু)। [সং. গো+আদি]।

গবী—বি. গাভী। [সং. গো+ঈ]।

গবুচন্দ্র—গবচন্দ্র-এর রূপভেদ।

গবেষণা, গবেষণ—বি. তত্ত্বানুসন্ধান, research। [সং. √গবেষ্ (=অন্বেষণ)+অন (ভা)+আ]। বিণ. বি. গবেষক—গবেষণাকারী। বিণ. গবেষিত—গবেষণা করা হইয়াছে এমন।

গব্‌গব্—গপগপ দ্রঃ।

গব্য—(১) বিণ. গাভী-সম্বন্ধীয় ; গোদুগ্ধজাত (গব্যঘৃত)। (২) বি. গাভীজাত বস্তু (পঞ্চগব্য)। [সং. গো+য]। বি. পঞ্চগব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময় : এই পাঁচটি দ্রব্য।

গভর্নমেন্ট, (বর্জি.) গবর্মেন্ট—বি. সরকার, রাষ্ট্রশাসন-বিভাগ, রাষ্ট্রশাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রশাসন-তন্ত্র। [ই. government]।

গভর্নর, (বর্জি.) গবর্নর—বি. শাসনকর্তা ; প্রাদেশিক শাসনকর্তা, রাজ্যপাল, লাটসাহেব। [ইং. governor]। বি. গভর্নর-জেনারেল—সর্বপ্রধান শাসনকর্তা ; বড়-লাট। [ইং. governer-general]।

গভস্তি—বি. সূর্যকিরণ। [সং.]।

গভীর—(১) বিণ. নিম্নে সুদূরবিস্তৃত (গভীর জল বা নদী) ; অতিনিম্ন (গভীর খাদ) ; নিচু তলদেশবিশিষ্ট (গভীর

পাত্র) ; নিবিড়, গহন (গভীর বন) ; প্রগাঢ় (গভীর চিন্তা বা জ্ঞান) ; দুর্গম, দুরধিগম্য, জটিল, দুর্বোধ্য (গভীর তত্ত্ব, গভীর ব্যাপার) ; গম্ভীর (গভীর কণ্ঠ) ; অধিক (গভীর রাত্রি) ; ঘন, জমাট (গভীর অন্ধকার)। (২) বি. দুর্গম দূরবর্তী বা গোপন স্থান (মনের গভীরে)। [সং.]। বি. **~তা, ~ত্ব। গভীর জলের মাছ**—(আল.) অগাধ জলের মাছের ন্যায় যাহাকে সহজে ধরা-ছোঁয়া যায় না ; অত্যন্ত ধূর্ত ও চাপা লোক।

গম—বি. শস্যবিশেষ, গোধূম। [সং. গোধূম]।

গমক—বি. সঙ্গীতের স্বরকম্পনবিশেষ। [সং.]।

গমগম—অব্য. গম্ভীর শব্দে শব্দিত বা ভরপুর হওয়ার ভাবপ্রকাশ (আসর গমগম করছে)।

গমন—বি. যাওয়া, প্রস্থান ; চলন ; গতি ; (স্ত্রী.) সম্ভোগ (পরদার গমন)। [সং. √গম্ + অন (ভা)]। বি. **গমনা-গমন**—যাতায়াত, আনাগোনা। বিণ. **গমনার্হ, গমনীয়**—গমনযোগ্য, যাওয়া যাইতে পারে এমন, গন্তব্য। বিণ. **গমনোদ্যত, গমনোন্মুখ**—যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে বা উপক্রম করিয়াছে এমন। বিণ. **গমিত**—অতিবাহিত ; প্রাপিত ; জ্ঞাপিত।

গম্বুজ—**গুম্বজ**-এর রূপভেদ।

গম্ভীর—বিণ. নিম্ন ও ভারী ধ্বনিযুক্ত, গভীর, (গম্ভীর স্বর) ; ভারিক্কি, অলঘু (গম্ভীর চাল, গম্ভীর প্রকৃতি) ; গুরু (গম্ভীর ব্যাপার), দুঃখ চিন্তা ক্রোধ প্রভৃতি কারণে নিরানন্দ (গম্ভীর মুখ)। [সং. √গম্ + ঈর (ধি)]। বি. **~তা**।

গম্ভীরবেদী (-দিন্)—বিণ. মদমত্ত (হস্তী)। [সং.]।

গম্ভীরা—বি. গাজনের উৎসবে শিবার্চনা-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানবিশেষ ; রাজের পাত-বসান চিত্রবিচিত্র সাজ ; দেবমন্দিরের অভ্যন্তর (পুরীর গম্ভীরা)। [সং. গম্ভীর (=গভীর)-শব্দজ]।

গম্য—বিণ. গমনযোগ্য (অগম্য স্থান) ; প্রাপ্য ; লভ্য (বুদ্ধিগম্য) ; ভোগ্য, উপভোগ্য। [সং. গম্ + য (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **গম্যা**—ভোগ্যা, সম্ভোগযোগ্যা (অগম্যা নারী)। বিণ. **গম্যমান**—জানা বা অনুমান করা যাইতেছে এমন ; উহ্য, অনুমীয়মান।

গয়—বি. অসুরবিশেষ : এই অসুর গয়া-ক্ষেত্রে বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয়।

গয়ংগচ্ছ—বি. যাচ্ছি-যাব ভাব ; দীর্ঘসূত্রতা ; কুঁড়েমি। [সং. √গম্]।

গয়না, গয়নার নৌকা—যথাক্রমে **গহনা** এবং **গহনার নৌকা**-র চলিত রূপ।

গয়বী, গয়বি, গৈবী—বিণ. গুপ্ত, অপ্রকাশিত (গয়বী খুন) ; আজগবি (গৈবী কথা) ; বেনামী (গৈবী চিঠি) ; দৈব (গয়বী আদেশ)। [আ. গায়িব্]। **গয়বী চাল**—(শতরঞ্চখেলায়) না দেখিয়া দূর হইতে চালা চাল ; (আল.) অবস্থা না জানিয়াই ব্যবস্থাদান।

গয়রহ, গয়লা, গয়লানী—যথাক্রমে **বগয়রহ গোয়ালা ও গোয়ালিনী**-র চলিত রূপ।

গয়সাল—বি. মুসলমানধর্ম-গ্রহণকারী হিন্দু।

গয়া—বি. বিহারের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান. এখানে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলে মুক্তি হয় বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস। বি. **~লি, ~লী**—গয়ার পাণ্ডা।

গয়ার, গয়ের—বি. কণ্ঠনিঃসৃত সর্দির শ্লেষ্মা ; কফ। [দেশী]।

গয়াল—বি. একজাতীয় বৃষ ; গবয়।

গর- —অব্য. অভাব, বৈপরীত্য, নঞ্ (=ন) ইত্যাদি সূচক (গররাজি, গরহাজির)। [আ. গয়র্]।

গর্গর্১—অব্য. ক্রোধাদির লক্ষণ-প্রকাশক। ক্রি. **গর্গর্ করা**—ক্রোধের ভাব প্রকাশ করা, গর্জন করা (রাগে গর্গর্ করা) ; টক্টকে লাল করা (চক্ষু গর্গর্ করা)। **গর্গর্ করিয়া**—একটানা, না থামিয়া (গর্গর্ করিয়া মুখস্থ বলা)। [ফা. গুর্রানা]। বিণ. **গর্গরে**—গর্গর্ শব্দযুক্ত বা ভাবযুক্ত।

গরগর২—বিণ. গদ্গদ, বিহ্বল, অভিভূত (ভাবে গরগর) ; ব্যাকুল, উল্লসিত ('রাইরূপ হেরি অন্তর গরগর' : বিদ্যা.) ; টকটকে ঘোর লাল বর্ণ (লজ্জায় গরগর)। [দেশী]।

গরজ—বি. স্বার্থ, প্রয়োজন (লোকে খাটে আপন গরজে) ; যত্ন (পড়াশোনায় তাহার গরজ নাই)। [আ. গরজ্]। বিণ. **গরজী**—গরজবিশিষ্ট (আশুগরজী)। **গরজ বড় বালাই**—প্রয়োজন বড় জ্বালা অর্থাৎ তাহার দাবি মিটাইতে হইবেই। **গরজে গঙ্গাস্নান**—দায়ে পড়িয়া পুণ্যকর্ম করা।

গরজনি—**গর্জন**-এর কোমল রূপ।

গরজা, গরজান, গরজানি—যথাক্রমে **গর্জা, গর্জান ও গর্জানি**-র বানানভেদ।

গরঠিকানা—বি. ভুল ঠিকানা। [গর + ঠিকানা]। বিণ. **গরঠিকানিয়া**—যাহার ঠিকানা জানা নাই, ঠিকানা-হীন।

গরদ—বি. রেশমী কাপড়বিশেষ। [দেশী]।

গরদা—**গর্দা**-এর বানানভেদ।

গরব—**গর্ব**-এর কোমল রূপ।

গরবা—বি. গুজরাটী নৃত্যগীতবিশেষ।

গরবিত—**গর্বিত**-র কোমল রূপ।

গরবিনী—বিণ. গৌরববতী ; গর্বিতা ('তোমার গরবে গরবিনী হাম' : জ্ঞান.)। [সং গর্বিণী]। বিণ. (পুং.) **গরবী**। [সং. গর্বী]।

গরম—(১) বি. উত্তাপ, উষ্ণতা (চৈত্রের গরম) ; গ্রীষ্ম (গরমের সময়) ; ঔদ্ধত্য (কথার গরম) ; অহঙ্কার, দর্প (টাকার গরম) ; বিকার, রোগ (পেটগরম)। (২) বিণ. উষ্ণ, তপ্ত (গরম জল) ; গ্রীষ্ম (গরম কাল) ; শীতনিবারক (গরম জামা) ; উদ্ধত, উগ্র, গর্বিত (চোখ গরম করা, গরম মেজাজ) ; কড়া, তিরস্কারপূর্ণ (গরম গরম কথা) ; মহার্ঘ, চড়া (গরম বাজার) ; উত্তেজনাপূর্ণ, ভয়ানক, যুদ্ধোন্মুখ (গরম পরিস্থিতি) ; টাটকা (গরম খবর)। [ফা. গরম্]। বিণ. **গরম-গরম, গরমা-গরম**—সদ্য ভাজা ; টাটকা (গরমা-গরম খবর)। বি. **গরম-মসলা**—এলাচ লবঙ্গ ও দারুচিনি। **গরম মোজা**—পশমী মোজা। **কুসুম কুসুম গরম**—ঈষদুষ্ণ, কবোষ্ণ। **গুমোট গরম**,

পচা গরম, ভেপসা গরম—যে গরমে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ থাকে এবং অত্যন্ত ঘাম হয়।
গরমা—ক্রি. গরম হওয়া ; গর্বিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া। [গরম দ্র:]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. গরমা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।
গরমি, গর্মি—বি. গ্রীষ্ম (গরমির ছুটি), উত্তাপ (সর্দি-গরমি) ; উষ্মা ; উপদংশরোগ। [হি. গর্মী]।
গরমিল—বি. অমিল ; হিসাবে গোলযোগ ; মনান্তর। [গর- + মিল]।
গররাজি—বিণ. অনিচ্ছুক, রাজি নয় এমন। [গর- + রাজি]।
গরল—বি. বিষ ; সাপের বিষ ; (প্রাদে.) বিষাক্ত ঘা। [সং. গর + ল (স্বার্থে)]।
গরহাজির—বিণ. অনুপস্থিত। [গর- + হাজির]।
গরাদে—বি. জানালায় বসানর জন্য লৌহ কাষ্ঠ প্রভৃতিতে নির্মিত সিক। [পো. grade]।
গরান—বি. বন্য বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাষ্ঠ।
গরাস—গ্রাস-এর কথ্য ও কোমল রূপ।
গরিব, গরীব—বিণ. দরিদ্র। [আ. গরীব্]। বি. ~খানা—দীনের কুটির ; (সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশার্থে) আমার গৃহ। [আ. গরীব্ + ফা. খানা]। বি. ~গুরবো—দরিদ্রগণ ; বিত্তহীন সম্প্রদায়। গরিবানা, গরিবি-য়ানা—(১) বি. দরিদ্রের ভাব, দরিদ্রোচিত চালচলন। (২) বিণ. দরিদ্রোচিত। বি. গরিবী—দুঃখ-দৈন্য ; দারিদ্র্য।
গরিমা (-মন্)—বি. গৌরব, মাহাত্ম্য ; গর্ব ; গুরুত্ব। [সং. গুরু + ইমন (ভা)]।
গরিলা—বি. আফ্রিকার মহাবল ও মহাকায় নরাকার বানরজাতীয় প্রাণিবিশেষ। [ইং. gorilla]। বি. ~যুদ্ধ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, গোপন স্থান হইতে আক্রমণের দ্বারা শত্রু-নিগ্রহের পদ্ধতি।
গরিষ্ঠ—বিণ. সর্বাধিক গুরু ; গুরুতম ; বৃহত্তম (সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল) ; পূজ্যতম। [সং. গুরু + ইষ্ঠ]। বি. গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, (সংক্ষেপে) গ. সা. গু—গণিত-শাস্ত্রের প্রণালীবিশেষ।
গরীব—গরিব দ্র:।
গরীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. গুরুতর, বৃহত্তর, পূজ্যতর, গৌর-বান্বিত মর্যাদাপূর্ণ, মহান্। [সং. গুরু + ঈয়স্, ১মা ১ব]। বিণ. (স্ত্রী.) গরীয়সী।
গরু—গোরু দ্র:।
গরুড়—বি. পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন। [সং.]। বি. ~ধ্বজ, ~বাহন—বিষ্ণু। বি. গরুড়াসন—যোগাসন-বিশেষ।
গরুৎ—বি. পক্ষ, পালক ; নৌকার পাল। [সং.]।
গরুত্মান্ (-ত্মৎ)—(১) বি. গরুড় ; পক্ষী। (২) বিণ. পক্ষ-যুক্ত। [সং. গরুৎ + মৎ]। গরুত্মতী—(১) বি. (স্ত্রী.) পক্ষিণী। (২) বিণ. পক্ষবিশিষ্টা ; পালযুক্ত ('গরুত্মতী তরী' : মধু.)।
গর্জক—বিণ. গর্জনকারী। [সং. গর্জ + অক (র্তৃ)]।
গর্জন—বি. উচ্চ গম্ভীর আওয়াজ, নাদ (মেঘ সিংহ কামান বজ্র প্রভৃতির গর্জন)। [সং. √গর্জ্ + অন (ভা)]।
গর্জমান—বিণ. গর্জনরত। [সং. √গর্জ্ + মান (শানচ্)-(র্তৃ)]।
গর্জনতৈল—বি. প্রতিমাদির রঙে ঔজ্জ্বল্য দিবার জন্য ব্যবহার্য বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। [তু. সং. সর্জরসতৈল]।
গর্জা—ক্রি. গর্জন করা ('গর্জিয়া উঠিল')। [সং. √গর্জ্ + বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. গর্জা। (২) বি. গর্জন। বি. গর্জানি—গর্জন ; গর্জনের শব্দ।
গর্জিত—বিণ. নিনাদিত। [সং. √গর্জ + ত (র্তৃ)]।
গর্ত—বি. গহ্বর, রন্ধ্র ; ছিদ্র ; ছেঁদা, ফুটা ; বিবর। [সং. √গৃ + ত (র্তৃ)]।
গর্দভ—বি. গাধা, রাসভ ; (ব্যঙ্গে বা তিরস্কারে) নিরেট মূর্খ ব্যক্তি। [সং. √গর্দ (= শব্দ) + অভ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) গর্দভী।
গর্দা—বি. ময়লা। [ফা. গর্দ্]।
গর্দান—বি. ঘাড়, গলা ; ঘাড়সমেত মাথা। [ফা. গর্দন্]। ক্রি. গর্দান লওয়া—শিরশ্ছেদ করা। বি. গর্দানি—ঘাড়ধাক্কা।
গর্ব—বি. অহংকার, আত্মশ্লাঘা, দর্প (গর্ব করা) ; গর্বের বস্তু, গৌরব (বিদ্বানেরা জাতির গর্ব)। [সং. √গর্ব্ + অ (ভা)]। বিণ. গর্বিত, গর্বী (-র্বিন্)—অহংকারী। বিণ. (স্ত্রী.) গর্বিতা, গর্বিণী। বিণ. গর্বোজ্জ্বল—গৌরবে উদ্ভাসিত। বিণ. গর্বোদ্ধত—অহংকারে উদ্ধত, দাম্ভিক।
গর্ভ—বি. অভ্যন্তর, ভিতর (নারিকেলের গর্ভ) ; তলদেশ (নদীগর্ভ, খনির গর্ভ) ; উদর, কুক্ষি, গর্ভাশয় (গর্ভে ধারণ) ; ভ্রূণ, উদরস্থ সন্তান (গর্ভপাত) ; অন্তঃসত্ত্বা-অবস্থা (গর্ভলক্ষণ)। [সং. √গৃ + ভ]। বি. ~কেশর—(উদ্ভি.) পুষ্পের যে কেশরের নিচে বীজকোষ থাকে (pistil)। বি. ~কোষ—জরায়ু। বি. ~গৃহ—গর্ভাগার-এর অনুরূপ। বিণ. ~চ্যুত—(সচরাচর অস্বাভাবিকভাবে) গর্ভ হইতে পতিত বা নিঃসৃত। বিণ. ~জ—গর্ভে জাত। বি. ~দাস—ক্রীতদাসীর গর্ভজাত পুত্র। বি. ধারণ—অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। বি. ~ধারিণী—জননী, মাতা। বি. ~নাড়ী—যে নাড়ীর এক প্রান্ত গর্ভস্থ শিশুর নাড়ির সহিত এবং অপর প্রান্ত ফুলের সহিত যুক্ত থাকে। বিণ. ~নিঃসৃত—গর্ভ হইতে বহিরাগত। বি. ~পাত—অসময়ে বা অস্বাভাবিকভাবে ভ্রূণের গর্ভ-চ্যুতি ; ভ্রূণহত্যা। বিণ. ~বতী—অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভে সন্তান আছে এমন। বি. ~বাস—মাতৃগর্ভে অবস্থান। বি. ~মাস—গর্ভারম্ভের মাস। বি. ~মোচন—প্রসব। বি. ~যন্ত্রণা—গর্ভধারণের ক্লেশ ; (আল.) অসহ্য যন্ত্রণা। বি. ~লক্ষণ—যে-সব চিহ্ন দেখিলে বুঝা যায় যে গর্ভে সন্তান আছে। বি. ~সংক্রমণ, ~সঞ্চার—গর্ভমধ্যে সন্তানের জন্ম। বি. ~স্রাব—অসময়ে গর্ভপাত ; ভ্রূণহত্যা ; (গালি) অপদার্থ, মনুষ্যত্বহীন। বি. গর্ভাগার—আঁতুড়ঘর ; ঘরের মধ্যে ছোট ঘর, অন্তঃকক্ষ। বি. গর্ভাঙ্ক—নাটকের অঙ্কের মধ্যস্থিত অংশ বা দৃশ্য। বি. গর্ভাধান—বিবাহিতা নারীর প্রথম

রজোদর্শন উপলক্ষে সংস্কারবিশেষ; গর্ভের আধান বা স্থাপন। বি. **গর্ভাশয়, গর্ভশয্যা**—গর্ভস্থ সন্তান যেখানে থাকে, জরায়ু। বি. **গর্ভিণী**—গর্ভবতী নারী, পোয়াতী।

গর্হণ, গর্হণা, গর্হা—বি. নিন্দা, দোষারোপ; তিরস্কার। [সং.]।

গর্হিত—বিণ. অতীব নিন্দিত (গর্হিত আচরণ); কুৎসিত, জঘন্য, মন্দ। [সং. √গর্হ্ + ত (র্ম)]।

গর্হ্য—বিণ. নিন্দনীয়। [সং. √গর্হ্ + য (যৎ)]।

গল—বি. গলা, কণ্ঠদেশ। [সং. √গল্ + অ (অচ্)-(র্তৃ)]। বি. **~কম্বল**—গোরুর গলার নিম্নদেশে লম্বমান মাংসপিণ্ড, সাস্না। বি. **~গণ্ড**—গলদেশের মাংসস্ফীতিরূপ রোগবিশেষ। বি. **~গ্রহ**—গলার অনভিপ্রেত বোঝা; (আল.) যাহাকে ইচ্ছা না থাকিলেও প্রতিপালন করিতে হয়; যে ব্যক্তি বা দায়িত্ব অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিপালনীয়; পরান্নজীবী। বি. **~দেশ**—গলা। বি. **~নালী**—অন্ননালীর উপরিভাগে মুখের ঠিক পিছনে নলাকার দেহাংশ। বি. **~বিল**—অন্ননালীর ঊর্ধ্বভাগস্থ গহ্বর, pharynx। বি. **~রজ্জু**—গলার দড়ি, ফাঁসি। বিণ. **~লগ্নীকৃত**—গলায় সংলগ্ন করা হইয়াছে এমন। বিণ. **~লগ্নীকৃতবাস, ~বস্ত্র**—সবিনয় প্রার্থনাকালে নিজের গলায় কাপড় জড়াইয়াছে এমন; অতি বিনীত। বি. **~হস্ত**—গলাধাক্কা, অর্ধচন্দ্র।

গলই—**গলুই**-র রূপভেদ।

গলৎ—বিণ. গলিতেছে এমন (গলৎকুষ্ঠ, গলদ্ঘর্ম)। [সং. √গল্ + অৎ (র্তৃ)]।

গলদ—বি. ভুল, দোষ, ত্রুটি (গোড়ায় গলদ)। [আ. গলৎ]।

গলদশ্রু—বিণ. ক্রমাগত অশ্রু ঝরিতেছে এমন (গলদশ্রু-লোচন)। [সং. গলৎ + অশ্রু]।

গলদা—(১) বি. একপ্রকার বৃহদাকার চিংড়িমাছ। (২) বিণ. মোটা (গলদা চেহারা)। [দেশী]।

গলদ্ঘর্ম—বিণ. (দেহ হইতে) ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে এমন (গলদ্ঘর্ম পরিশ্রম)। [সং. গলৎ + ঘর্ম]।

গলন—বি. দ্রবীভবন, গলিয়া যাওয়া; নির্গমন। [সং. √গল্ + অন (ভা)]।

গলা১—বি. কণ্ঠ, ঘাড়ের বিপরীত দিক্; ঘাড়, গ্রীবা, টুঁটি; কণ্ঠস্বর (তার গলা শোনা যাচ্ছে); কণ্ঠস্বরের জোর (খেয়াল গাইতে হলে গলা থাকা চাই)। [সং. গল + বাং. আ (স্বার্থে)]। **ভারী গলা**—গম্ভীর স্বর। **গলা টিপলে দুধ বেরয়**—নিতান্ত শিশু বা অজ্ঞ। **গলায় দড়ি**—ধিক্কারসূচক উক্তিবিশেষ। ক্রি. **গলা ধরা**—শ্লেষ্মা হেতু স্বর বন্ধ হওয়া। ক্রি. **গলা বসা**—(সচ. ঠাণ্ডা লাগার দরুন) কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হইয়া যাওয়া। ক্রি. **গলা ভাঙা**—স্বরভঙ্গ হওয়া; সাময়িক স্বরবিকৃতি ঘটা। ক্রি. **গলায় গাঁথা, গলায় পড়া**—গলগ্রহ হওয়া। ক্রি. **গলায় লাগা**—গলাধঃকরণ না হওয়া; ভুক্ত বস্তু গলায় আটকাইয়া যাইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়া; (ওল কচু প্রভৃতি খাওয়ার ফলে) গলা কুট্‌কুট্ করা। **~কাটা**—(১) বি. যে গলা কাটিয়া হত্যা করে; দস্যু। (২) বিণ. মাত্রাতিরিক্ত (গলা-কাটা দাম)। বি. **~গলি**—পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন; ঘনিষ্ঠতা। বি. **~টিপি**—গলা টিপিয়া ধরা। বি. **~ধাক্কা**—বিতাড়িত করিবার জন্য গলায় হাত দিয়া সম্মুখদিকে ঠেলিয়া দেওয়া; বিতাড়ন; ঘাড়ধাক্কা। বি. **~বন্ধ**—গলা গরম রাখিবার পটিবিশেষ, কম্ফর্টার। বি. **~বাজি, ~বাজী**—চেঁচামেচি, হাঁকডাক; (ব্যঙ্গে) অসার ও নিষ্ফল বক্তৃতা। বিণ. **~ভাঙা**—ভগ্নস্বর; বিকৃতস্বর। **গলায়-গলায়**—(১) বিণ. আকণ্ঠ; অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ (গলায়-গলায় ভাব)। (২) ক্রি-বিণ. ঘনিষ্ঠভাবে।

গলা২—(১) ক্রি. গলিয়া যাওয়া, তরল বা দ্রব হওয়া (বরফ গলা), সঙ্কীর্ণ ফাঁকের মধ্য দিয়া নিঃসৃত বা বহির্গত হওয়া (হাত দিয়া জল গলে না); অভিভূত হওয়া (পুত্রস্নেহে গলিয়া যাওয়া); ফাটিয়া নরম ও তরল হওয়া (ফোঁড়া গলা); ঢোকা, প্রবেশ করা (মাথা গলে না); সুসিদ্ধ হওয়া (ডাল বা ভাত গলা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. গলিত, দ্রবীভূত; জীর্ণ; অতিরিক্ত নরম হইয়াছে বা ফাটিয়া গিয়াছে এমন; পচা (পচা-গলা)। [বাং. √গল্ (সং. √গল্) + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গালান, দ্রব বা তরল করা; সঙ্কীর্ণ ফাঁকের মধ্য দিয়া চালনা করা (সে বলটা জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল); অভিভূত করা (মিষ্ট কথায় গলান); প্রবেশ করান (সুচে সুতা গলান); পরিধান করা (জুতোটা পায়ে গলিয়ে নাও)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

গলাধঃকরণ—বি. গিলিয়া ফেলা; ভক্ষণ বা পান। [সং. গল + অধঃ + √কৃ + অন (ভা)]।

গলাসি, গলাশি—বি. হাতে ঝুলাইয়া বহনার্থ দোয়াত প্রভৃতির অথবা গবাদি জন্তুর গলায় যে দড়ি বাঁধা হয়। [দেশী]।

গলি—বি. সঙ্কীর্ণ রাস্তাবিশেষ। [হি.]। বি. **~ঘুঁজি**—অতি সঙ্কীর্ণ পথসমূহ; অপ্রশস্ত ও দুর্গম স্থান; অলিগলি।

গলিজ—বিণ. নোংরা, দুর্গন্ধপূর্ণ; পচা। [আ. গলীজ্]।

গলিত—বিণ. গলিয়া গিয়াছে এমন, দ্রবীভূত; তরল; জীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত (গলিতনখদন্ত); শিথিল (গলিতদেহ); গলৎ, গলিতেছে এমন (গলিতকুষ্ঠ)। [সং. √গল্ + ত]। বি. **~কুষ্ঠ**—যে সাঙ্ঘাতিক কুষ্ঠরোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচিয়া গলিয়া পড়ে।

গলুই—বি. নৌকার সম্মুখ বা পিছনের সরু অংশ।

গল্‌গল্—অব্য. তরল পদার্থ দ্রুত নিঃসারিত হইবার ভাবপ্রকাশক।

গল্প—বি. কাহিনী, উপকথা, ছোট উপন্যাস; কথাবার্তা, আলাপ। [সং. জল্প]। ক্রি. **গল্প করা**—ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলা; আড্ডা দেওয়া। ক্রি. **গল্প গেলা**—

আদিতে গলা-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য গলা১ ও গলা২ দ্রঃ।

তন্ময় হইয়া গল্প শোনা। বি. ~গুজব, ~সল্প—কথা-বার্তা, আলাপ। বিণ. গল্পে—যে গল্প করিতে ভালো-বাসে, গল্পবাজ।

গ. সা. গু—গরিষ্ঠ দ্রঃ।

গস্‌গস্‌—অব্য. চাপা ক্রোধের ভাবব্যঞ্জক শব্দ (রাগে গস্‌গস্‌ করা)।

গস্ত—বি. ভ্রমণ; হাটে-বাজারে ভ্রমণ করিয়া জিনিস-পত্রাদি ক্রয় (গস্ত করা)। [ফা. গশ্‌ৎ]।

গস্তানি, গস্তানী—বি. কুলটা, বেশ্যা। [ফা. গস্তান্‌]।

গহন—(১) বিণ. নিবিড়, গভীর; দুর্গম (গহন অরণ্য); দুর্বোধ, দুরূহ। (২) বি. দুর্গম স্থান (মনের গহনে)। [সং. √গাহ্‌ (=প্রবেশ)+অন (র্ম, র্তৃ)]।

গহনা—বি. অলঙ্কার। [তু. হি. গহ্‌না<সং. গ্রহণ]। বি. ~গাটি, ~পত্র—বিবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান্‌ সামগ্রী।

গহনার নৌকা—বি. অনেক যাত্রী লইয়া চলাচলকারী নৌকাবিশেষ। [দেশী]।

গহিন, গহীন—বিণ. গভীর; দুর্গম। [সং. গহন ও গভীর এই উভয় শব্দের প্রভাবে]।

গহ্বর—বি. গর্ত, খাদ; পর্বতগুহা। [সং.]।

গা১—অব্য. সম্বোধনসূচক শব্দবিশেষ (কে গা, হাঁগা)।

গা২—বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামে গান্ধারের সঙ্কেত।

গা৩—বি. গাত্র, দেহ, শরীর (গা-ভর্তি গয়না); দেহের উপরিভাগ বা চামড়া (খস্‌খসে গা); যে কোন বস্তুর পৃষ্ঠ (কলসীর গা, মন্দিরের গা); অনুভূতি (অপমান তাহার গায়ে লাগে না); মনোযোগ, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি (কাজে গা থাকা)। [সং. গাত্র]। ক্রি. **গা করা**—উৎসাহ দেখানো, মনোযোগ দেওয়া। ক্রি. **গা কাঁপা**—ভয় বোধ করা। ক্রি. **গা কেমন (বা কেমন-কেমন) করা**—ভয় অস্থিরতা বা অসুস্থতা বোধ করা; বমনোদ্রেক হওয়া। বি. **গা-গতর**—সর্বাঙ্গ। ক্রি. **গা গুলান**—বমনোদ্রেক হওয়া। ক্রি. **গা ঘেঁষা**—নিকটে ঘেঁষিয়া বসা; অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা করা। ক্রি. **গা জুড়ানো**—শান্তি বা তৃপ্তি পাওয়া বা দেওয়া; শ্রান্তি ক্লান্তি বা জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হওয়া। ক্রি. **গা জ্বালা করা**—ক্রোধ বা বিরক্তির উদ্রেক হওয়া। ক্রি. **গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা**—জড়তা ত্যাগ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। ক্রি. **গা ঝিম ঝিম করা**—অবসন্ন বা অসুস্থ বোধ করা। ক্রি. **গা ঢাকা দেওয়া**—পালাইয়া যাওয়া, লুকানো। ক্রি. **গা ঢেলে দেওয়া**—শয়ন করা; চেষ্টা ত্যাগ করা। ক্রি. **গা তোলা**—ওঠা। ক্রি. **গা দেওয়া**—মনোযোগ দেওয়া। ক্রি. **গা পাতিয়া লওয়া**—বিনা প্রতিবাদে অথবা স্বেচ্ছায় সহ্য করা। ক্রি. **গা বমি-বমি করা**—বমনো-দ্রেক হওয়া; অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হওয়া। ক্রি. **গা ভারী হওয়া**—অসুস্থতা বোধ করা। ক্রি. **গা মেজমেজ (বা ম্যাজ-ম্যাজ) করা**—আলস্যবোধ হওয়া। ক্রি. **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—আতঙ্কে রোমাঞ্চ হওয়া। ক্রি. **গায়ের চামড়া তোলা**—অত্যধিক প্রহার করা। **গায়ের জ্বালা**—গাত্রদাহ, ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ। ক্রি. **গায়ের ঝাল ঝাড়া (বা মেটান)**—অন্তরে সঞ্চিত ক্রোধ প্রকাশ করা; প্রতিশোধ লওয়া। ক্রি. **গায়ে থুথু দেওয়া**—অত্যন্ত অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা। ক্রি. **গায়ে দেওয়া**—পরিধান করা। ক্রি. **গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান**—পরিশ্রমবিমুখ হইয়া বা দায়িত্ব এড়াইয়া চলা। ক্রি. **গায়ে ফোসকা পড়া**—(আল.) অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হওয়া। ক্রি. **গায়ে মাখা**—আমল দেওয়া; গ্রাহ্য করা। ক্রি. **গায়ে মাস (বা মাংস) লাগা**—মোটা হওয়া, হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়া। বি. **গায়ে হাত তোলা**—প্রহার করা। বি. **গা-গরম**—অল্প জ্বর। বিণ. **গা-জুড়ান**—শান্তি বা তৃপ্তি দায়ক; শ্রান্তি ক্লান্তি বা জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করে এমন। **গা-জোরি, গা-জোয়ারী**—(১) বি. জবরদস্তি। (২) বিণ. জবরদস্তিযুক্ত। (৩) ক্রি-বিণ. জবরদস্তিভাবে। বিণ. **গা-সহা, গা-সওয়া**—অভ্যস্ত, সহ্য (কালবাজারিদের অত্যাচার লোকের গা-সওয়া হয়ে গেছে)। বিণ. **গায়ে-পড়া**—উপর-পড়া; অযাচিত (ও অবাঞ্ছিত)। ক্রি-বিণ. **গায়ে পড়িয়া**—উপর-পড়া হইয়া, অযাচিত ভাবে (গায়ে পড়িয়া আলাপ করা)। বি. **গায়ে-হলুদ**—বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে পাত্রপাত্রীকে হলুদ মাখাইয়া স্নান করানর হিন্দু সংস্কারবিশেষ।

গাই, গাইগোরু—বি. গাভী। [সং. গবী]।

গাইন—গায়েন-এর চলিত রূপ।

গাইয়ে—বিণ. গায়ক, গীতকারী। [বাং. √গা+ইয়ে (র্তৃ)]।

গাউন—বি. ইউরোপীয় নারীদের সেমিজ-জাতীয় বহিঃ-পরিচ্ছদবিশেষ; বিচারক, ব্যবহারজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, স্নাতক, প্রভৃতির পরিধেয় আলখাল্লাবিশেষ। [ইং. gown]।

গাওনা—বি. গান, পেশাদারী গায়কের গান, মুজরো। [বাং. √গাহ্‌+অনা]।

গাওয়া১—বি. সাক্ষী। [ফা. গব়া]।

গাওয়া২—বিণ. গব্য, গোদুগ্ধে প্রস্তুত (গাওয়া ঘি, মাখন)। [বাং. গাই+ওয়া]।

গাওয়া৩—(১) ক্রি. গান করা; কীর্তন করা, মহিমা বর্ণনা করা (গুণ গাওয়া); প্রচার করা (গেয়ে বেড়ানো, গেয়ে রাখা)। (২) বিণ. গীত (গাওয়া গান)। (৩) বি. গান (গাওয়া শেষ হল)। [বাং. √গাহ্‌ (সং. গৈ)+আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

গাং—গাঙ-এর বানানভেদ।

গাঁ—বি. গ্রাম। [সং. গ্রাম]। **গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল**—গ্রামবাসী না মানিলেও নিজেই নিজেকে গ্রামের কর্তা বলিয়া জাহির করা, মূর্খ ও অযোগ্য ব্যক্তির হাস্যকর আত্মশ্লাঘা এবং উপর-পড়া হইয়া কর্তৃত্ব।

গাঁই—বি. আদি-বাসস্থান-অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের শ্রেণী। [সং. গ্রামীণ বা গ্রামিন্‌ (=গ্রামী)]।

গাঁইগুঁই—অব্য. অনিচ্ছাদিসূচক কল্পিত ধ্বনি।

গাঁইট—গাঁট-এর রূপভেদ।

গাঁইতি—গাঁতি দ্রঃ।

গাঁক্‌গাঁক্‌, গাঁ-গাঁ—অব্য. ক্রুদ্ধ বৃষাদি পশুর চীৎকার ; উৎকট চীৎকার। [দেশী]।

গাঁজ, গাঁজলা—বি. ফেনা ; খামিরা। [দেশী]। বি. **গাঁজন**—মাতন, পচন, গাঁজিয়া ওঠা, সন্ধান।

গাঁজা১—বি. গঞ্জিকা, সিদ্ধিগাছের জটা হইতে প্রস্তুত মাদকবিশেষ ; (আল.) অবাস্তব বা অলীক কথা। [সং. গঞ্জা (=সুরাগৃহ)>হি. গাঞ্জা]। ক্রি. **গাঁজা খাওয়া**—গাঁজার ধূমপান করা। বিণ. বি. **~খোর**—গেঁজেল, গাঁজা খাইতে অভ্যস্ত (ব্যক্তি)। বিণ. **~খুরি**—গাঁজাখোরের স্বপ্ন দেখার ন্যায় আজগুবি ; বিশ্বাসের অযোগ্য। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বাজে কথা বলায় মত্ত হইয়া সময় নষ্ট করা। (২) বি. উক্ত অর্থে।

গাঁজা২—(১) ক্রি. মাতিয়া উঠা, সঞ্চিত হওয়া, ফেনাযুক্ত হওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √গাঁজ্‌ + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গাঁজযুক্ত করা, পচান, মাতান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

গাঁট, গাঁঠ—বি. গেরো, বাঁধন (শক্ত গাঁট) ; দেহের অস্থিসমূহের সংযোগস্থল, গ্রন্থি (আঙুলের গাঁট) ; বস্তা, বাণ্ডিল (কাপড়ের গাঁট) ; ট্যাঁক, সঞ্চয়স্থান (গাঁটের পয়সা)। [সং. গ্রন্থি]। বি. **~কাটা**—যে ব্যক্তি পরের ট্যাঁক কাটিয়া টাকা-কড়ি চুরি করে, পকেটমার। বি. **~ছড়া**—হিন্দুদের বিবাহকালে বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন। **গাঁটের পয়সা**—নিজের টাকা-পয়সা ; পূর্বসঞ্চিত অর্থ।

গাঁটরি, গাঁঠরি—বি. ছোট বস্তা, বোঁচকা, পুঁটলি। [বাং. গাঁট + রি]।

গাঁট্টা—গাট্টা-র রূপভেদ।

গাঁতা—বি. গ্রামের কৃষকগণ কর্তৃক কোন নিঃস্ব বা বিপন্ন কৃষকের কাজ দলবদ্ধভাবে ও বিনা পারিশ্রমিকে সম্পাদনের রীতি। [**গাঁতি** দ্র:]।

গাঁতি১—বি. অল্প জোতজমা। [বাং. গাঁ]।

গাঁতি২—বি. শক্ত মাটি, ইট পাথর ইত্যাদি কাটিবার দুমুখো কুড়ুলবিশেষ। [হি. গাঁয়ৎ, গৈঁতি]।

গাঁথন—বি. (মাল্যাদি) রচনা, বিরচন ; গঠন, নির্মাণ ; (অট্টালিকাদি নির্মাণকল্পে) ইষ্টকাদি স্তরে স্তরে স্থাপন। [**গাঁথা** দ্র:]।

গাঁথনি, গাঁথুনি—বি. (অট্টালিকাদি নির্মাণে) পরপর স্থাপিত ইষ্টকাদির কাজ (পাথরের গাঁথনি) ; ইষ্টকাদি স্থাপনের পদ্ধতি (শক্ত গাঁথনি) · বাঁধন, রচনা, বিন্যাস (ফুলের গাঁথুনি : চণ্ডী.)। [**গাঁথা** দ্র:]।

গাঁথা—(১) ক্রি. পরপর স্থাপনপূর্বক রচনা বা নির্মাণ করা (ফুল দিয়া মালা গাঁথা ; ইঁট দিয়া বাড়ি গাঁথা, ভিত গাঁথা) ; রচনা বা নির্মাণ করা ; দৃঢ়সংলগ্ন থাকা, চিরদিন জাগরূক থাকা (হৃদয়ে গাঁথিয়া যাওয়া)। আবদ্ধ বা যুক্ত করা (বড়শিতে মাছ গাঁথা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √গাঁথ্‌ (সং. √গ্রন্থ্‌ + আ)]।

গাঁদা—বি. ফুলবিশেষ। [পো.]।

গাঁধাল, গাঁদাল—বি. দুর্গন্ধ লতাবিশেষ (ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)। [সং. গন্ধালী]।

গাঁধি—গান্ধি-র রূপভেদ।

গাঁধী—বি. ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী-র পদবির রূপভেদ।

গাগরি, গাগরী—বি. কলসী। [সং. গর্গরী]।

গাঙ, গাঙ্গ১—বি. বড় নদী। [সং. গঙ্গা]। বি. **~চিল**—নদীবক্ষে বিচরণকারী চিলবিশেষ। বি. **~দাড়া**—বকঠুঁটো মাছ। বি. **~শালিক**—নদীতটবাসী শালিক-পক্ষিবিশেষ।

গাঙ্গ২—বিণ. গঙ্গাসম্বন্ধীয় ; গঙ্গাজাত। [সং. গঙ্গা + অ]।

গাঙ্গিনী—বি. গঙ্গানদীর একটি শাখা।

গাঙ্গেয়—(১) বি. গঙ্গার পুত্র, ভীষ্ম। (২) বিণ. গঙ্গা-সম্বন্ধীয় ; গঙ্গার সন্নিহিত (গাঙ্গেয় উপত্যকা)। [সং. গঙ্গা + এয়]।

গাছ—(১) বি. বৃক্ষ, তরু ; বৃক্ষাকার বস্তু (ঘানিগাছ, গাছ-কৌটা) ; লতা, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি (লাউগাছ)। (২) বিণ. বৃক্ষের ন্যায় লম্বা (মেয়েটা দিনে-দিনে গাছ হয়ে উঠছে)। [সং. গচ্ছ]। ক্রি. **গাছ-কোমর বাঁধা**—(মেয়েদের সম্বন্ধে) গাছে উঠিবার সময়ে বা অন্য কোন ভারী কাজ করিবার সময়ে বস্ত্রাঞ্চল কোমরে জড়ান। ক্রি. **গাছে চড়ান**—(আল.) অযথা প্রশংসা বা চাটুবাক্যদ্বারা কাহাকেও গর্বিত করা। **গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া**—(বিদ্রূপে) প্ররোচনা দিয়া কঠিন বা বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত করাইবার পর অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া। বি. **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি**—(বিদ্রূপে) কার্যারম্ভের পূর্বেই ফল উপভোগের ব্যবস্থা। বি. **~গাছড়া**—বৃক্ষলতাদি ; ঔষধে ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জ বস্তু। বি. **~ড়া**—যে কোন ক্ষুদ্র বন্য গাছ বা গুল্মলতা ; ঔষধে ব্যবহার্য উদ্ভিজ্জ। বি. **~পাথর**—হিসাব (বয়সের গাছপাথর নেই=অপরিমেয় বয়স হইয়াছে এমন)। বি. **~পালা**—বৃক্ষপল্লবাদি ; গাছ ও লতাপাতা।

গাছা১—বি. পিলসুজ, দীপরক্ষক। [বাং. গাছ + আ (সাদৃশ্যার্থে)]।

গাছা২, গাছি—সচ. দীর্ঘ ও সরু বস্তুর সংখ্যাসূচক বা নির্দেশক, article, গোটা, খণ্ড, -টা, -টি (লাঠিগাছা, একগাছি মালা, পাঁচগাছি শজনে খাড়া)।

গাজন—বি. শিবের উৎসব (বিশেষতঃ চড়কপূজার সময়) ; শিবসম্বন্ধীয় গান। [সং. গর্জন]। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজে (অনাবশ্যক) অনেক কর্মী জুটিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে ও কর্ম পণ্ড হয়।

গাজর—বি. ভক্ষ্য মূলবিশেষ। [সং. গর্জর]।

গাজী, গাজি—বি. মুসলিম ধর্মযোদ্ধা ; সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম-যোদ্ধা ও পীর। [আ.]। **গাজীর গান**—মুসলমান ধর্ম-সঙ্গীতবিশেষ। **গাজীর পট**—গাজীসম্বন্ধীয় ছবি (যাহা দেখাইয়া ফকিরগণ গান করিয়া বেড়ায়)।

গাট্টা, গাঁট্টা—বি. মুষ্টিবদ্ধ হস্তাঙ্গুলিসমূহের গাঁট বা তদ্দ্বারা আঘাত। [দেশী—তু. সং. গ্রন্থি]। ক্রি. **গাট্টা মারা**—গাট্টাদ্বারা প্রহার করা।

গাড়ওয়ান—গাড়োয়ান-এর বানানভেদ।

গাড়ল, গাড়র—বি. মেষ, ভেড়া; মূর্খের মত পরের বুদ্ধিতে পরিচালিত ব্যক্তি। [সং. গড্ডল, গড্ডর]।

গাড়া—ক্রি. ভিতরে ঢোকান, পোতা (খুঁটি গাড়া, শিকড় গাড়া); চাপা, স্থাপন করা (আড্ডা গাড়া, গেড়ে বসেছে); মুড়িয়া বসা (হাঁটু গাড়া)। [বাং. √গাড়্ + আ]।

গাড্ডা—বি. গর্ত, গহ্বর; (গৌণ অর্থে) বেকায়দা, সংকট। [সং. গর্ত > গট্ট, গড্ড]। (তু. হি. গাড্‌ঢা)।

গাড়ি, (বর্জি.) গাড়ী—বি. শকট, যান, রথ। [সং. গন্ত্রী]। ক্রি. **গাড়ি করা**—গাড়ি ভাড়া করা; নিজের ব্যবহারের জন্য গাড়ি কেনা। ক্রি. **গাড়ি ডাকা**—গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা। বি. **গাড়ি-বারান্দা**—যে বারান্দার নিচে গাড়ি দাঁড়াইতে পারে।

গাড়ু—বি. নলযুক্ত জলপাত্রবিশেষ, ঝারি। [সং. গড্ডুক]।

গাড়োয়ান—বি. শকটচালক। [বাং. গাড়ি + ওয়ান—তু. হি. গাড়ীবান্]।

গাঢ়—বিণ. ঘন (গাঢ় অন্ধকার); গভীর (গাঢ় ঘুম, গাঢ় রহস্য); স্তূপীকৃত (গাঢ় মেঘ); তীব্র, প্রবল (গাঢ় প্রেম); নিবিড় (গাঢ় আলিঙ্গন); অবরুদ্ধ (গাঢ় স্বর); নিমগ্ন। [সং. √গাহ্ + ত (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~ত্ব**।

গাণনিক—বি. হিসাবরক্ষক বা হিসাবরক্ষণশাস্ত্রবিৎ, accountant। [সং. গণনা + ইক]।

গাণপত্য—(১) বিণ. গণেশ-সম্বন্ধীয়। (২) বি. গণেশোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. গণপতি + য (ভা)]।

গাণিতিক—বিণ. গণিতজ্ঞ; গণিতসম্বন্ধীয়; গণিতঘটিত। [সং. গণিত + ইক]।

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—বি. অর্জুনের ধনুক। [সং. গাণ্ডি (=গ্রন্থি) + ব]। বি. **গাণ্ডিবী** (-বিন্)—গাণ্ডীবধারী

গাণ্ডেপিণ্ডে—গণ্ডেপিণ্ডের-র চলিত রূপ।

গাত—বি. (ব্রজ.) গা, দেহ ('তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত': গো. দা.)। [সং. গাত্র]।

গাতা (-তৃ)—বিণ. বি. গায়ক। [সং. √গৈ + তৃ (র্তৃ)]।

গাত্র—বি. অঙ্গ, গা, শরীর, দেহ; পার্শ্বদেশ বা উপরিভাগ (পর্বতগাত্র)। [সং. √গা (গত্যর্থক) + ত্র ('ট্রেন্' করণে)]। বি. **~জ্বালা, ~দাহ**—গায়ের জ্বালা; (আল.) ঈর্ষা ক্রোধ বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাব। বি. **~মার্জনী**—গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি। বি. **~হরিদ্রা**—গায়ে-হলুদ। বি. **গাত্রানুলেপনী**—বি. গায়ে অনুলেপন করিবার তুলিকা। বি. **গাত্রবস্ত্র, গাত্রাবরণ, গাত্রাবরণী**—গায়ের চাদর; অঙ্গরাখা, বর্ম, সাঁজোয়া। বি. **গাত্রোত্থান**—গা তোলা, শয্যা হইতে উঠিয়া বসা বা দণ্ডায়মান হওয়া।

গাথক—বিণ. বি. গায়ক। [সং. গৈ + থক (র্তৃ)]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **গাথিকা**।

গাথা—বি. গেয় শ্লোক; দেবতা অথবা ধার্মিক নৃপতি বা ব্যক্তির প্রশংসাসূচক গান; কাহিনীমূলক কবিতা, শ্লোক, গীতিকবিতাবিশেষ, ballad; মঙ্গলকাব্যের পালাগান; বর্ণনা (গুণগাথা)। [সং. √গৈ + থ + আ]।

গাদ—বি. তরল পদার্থের যে ময়লা উপরে ভাসিয়া উঠে; কাইট, শিটা, তলানি। [তু. হি. গর্দা < সং. কর্দ]। **~কাটা**—ময়লা বাহির করা।

গাদন—বি. ঠাসিয়া ভরা; ঠাসা; (কৌতু.) প্রহার। [গাদা₂ দ্র:]।

গাদা₁—বি. বড় মাছের পিঠের অংশ। [<প্রা. বাং. গাঁত=(গাত্র)]।

গাদা₂—(১) ক্রি. ঠাসিয়া ভরা, ঠাসা, ভরা। (২) বি. গাদন। (৩) বিণ. ঠাসিয়া ভরা হয় বা হইতেছে এমন। [হি. √গাদ + বাং. আ]। ক্রি. **গাদানো**—ঠাসিয়া খাওয়ানো। **গাদা বন্দুক**—বারুদ ঠাসিয়া ভরিতে হয় এমন বন্দুক।

গাদা₃, গাদি—বি. স্তূপ (খড়ের গাদা), রাশি; ভিড়। [হি. গদ্দা]। বিণ. **গাদাগাদা**—রাশিরাশি, বহু। বি. **গাদাগাদি**—ঠাসাঠাসি, ঘেঁষাঘেঁষি, ভিড়।

গাধা—বি. গর্দভ; (আল.) বোকা লোক। [সং. গর্দভ]। বি.(স্ত্রী.) **গাধী**। **গাধার খাটুনি**—কাজের মধ্যে রসকষ নাই, বুদ্ধিরও প্রয়োজন হয় না, এমন একটানা পরিশ্রম। বি. **~বোট**—গাধার ন্যায় মন্থরগতি ভারবাহী নৌকা বা পোত। বি. **~মি**—মূর্খতা, বোকামি।

গাধেয়—বি. গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। [সং. গাধি + এয়]।

গান—বি. কণ্ঠসঙ্গীত; গীতিকবিতা, কবিতা; গীতাভিনয়; সুমধুর ধ্বনি (পাখির গান)। [সং. √গৈ + অন (ভা)]। **ওস্তাদী গান**—ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। **চুটকী গান**—টপ্পা খেমটা প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির ও নাচের তালবিশিষ্ট গান। **গানের দল**—পেশাদারী গায়কসঙ্ঘ বা গীতাভিনয়কারিগণ।

গান্ধর্ব—বিণ. গন্ধর্ব-সম্বন্ধীয়; গন্ধর্বপ্রথায় অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত পাত্রপাত্রীর ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত (গান্ধর্ব বিবাহ)। **~বিদ্যা**—গন্ধর্ব দ্র:। [সং. গন্ধর্ব + অ]।

গান্ধার—(১) বি. কান্দাহারের প্রাচীন নাম; (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর, গা; রাগবিশেষ। (২) বিণ. গান্ধারদেশীয়; গান্ধারদেশবাসী। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **গান্ধারী**—গান্ধাররাজকন্যা, দুর্যোধনের জননী।

গান্ধি, গান্ধিপোকা—বি. শস্যধ্বংসকারী দুর্গন্ধ কীটবিশেষ।

গাপ—বিণ. গায়েব; লুক্কায়িত, গুপ্ত (গাপ হওয়া); গোপনে আত্মসাৎ (গাপ করা)। [বাং. গায়েব < আ. গয়িব্]।

গাফিলি, গাফিলতি—বি. অমনোযোগ, অবহেলা; কুঁড়েমি। [আ. গফ্‌লৎ]।

গাব—বি. কষায় রসপূর্ণ ও আঠাযুক্ত ফলবিশেষ; ধাতুদ্রব্যের কলঙ্ক; পাখোয়াজ প্রভৃতির চামড়ার উপর জমান স্বর। [সং. গালব]। ক্রি. **গাবা**—কলঙ্কযুক্ত হওয়া; নৌকাদিতে গাবের কষ লাগান। **গাবান, গাবানো**—(১) ক্রি. নৌকাদিতে গাবের কষ লাগানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

গাবগুবাগুব—বি. একতারাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

গাবা১—ক্রি. গর্বভরে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রচার করা; বিনা কাজে গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। [সং. গর্ব+বাং. আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. গাবা। (২) বি. উক্ত অর্থে।

গাবা২—ক্রি. (পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের) গর্ভস্থ জল আলোড়ন করা বা ঘেঁটা। [<সং. গর্ভ+বাং. আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. গাবা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

গাবা৩—**গাব** দ্রঃ।

গাভান, গাভানো—**গাবান** ও **গাবানো**-র বানান-ভেদ

গাভিন, গাভীন—বিণ. গর্ভিণী, গর্ভবতী। [সং. গর্ভিণী]।

গাভী—বি. ধেনু, গাইগোরু। [সং. গবী]।

গাভুর—(১) বিণ. জোয়ান। (২) বি. যুবক। [অস. গভরু]।

গামছা, (বিরল) গামোছা—বি. গা মুছিবার বস্ত্রখণ্ড। [বাং. গা+ √মুছ্+আ (ণে)]।

গামলা—বি. মৃত্তিকা বা ধাতুনির্মিত বড় বাটির মত বাসনবিশেষ। [পো. gamella]।

গামার—বিণ. গোঁয়ার, গ্রাম্য। [দেশী]।

-গামী (-মিন্)—বিণ. গমনকারী, গমনশীল (ধীরগামী)। [সং. √গম্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **-গামিনী**।

গাম্ভারি, গামারি—বি. বৃক্ষবিশেষ। [সং. গাম্ভারিকা]।

গাম্ভীর্য—বি. গম্ভীরতা; অচাপল্য, অলঘুতা। [সং. গম্ভীর+য (ভা)]।

গায়ক—বিণ. বি. সঙ্গীতকারী, যে গান করে। [সং. √গৈ+অক (র্তৃ)]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **গায়িকা**, (অশু.) **গায়কী** ('গাইছে গায়কী' : মধু.)।

গায়ত্রী—বি. বেদমাতা; সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতিতে জপ্য ত্রিপাদ মন্ত্রবিশেষ ('তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'); বৈদিক ছন্দো-বিশেষ। [সং. গায়ৎ+ √ত্রৈ+অ (র্তৃ)+ঈ]।

গায়েন—বি. বিণ. গায়ক; রামায়ণ-পুরাণ ইত্যাদি যিনি গান করিয়া থাকেন। [সং. গায়ন]।

গায়েব—বিণ. গাপ, গুপ্ত, অদৃশ্য (গায়েব হওয়া); আত্মসাৎ (গায়েব করা)। [আ. গয়ের]। বিণ. **গায়েবী**—গুপ্ত (গায়েবী খুন)।

গারদ—বি. কয়েদ; জেলখানা, কারাগার। [ইং. guard]।

গারুড়—(১) বিণ. গরুড়-সম্বন্ধীয়। (২) বি. মরকত মণি, emerald; পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ; ব্যূহরচনার প্রণালী-বিশেষ; সর্পবিষ দূর করার মন্ত্রবিশেষ। [সং. গরুড়+অ]। বি. **গারুড়িক**- -সাপের ওঝা; বিষবৈদ্য।

গার্জেন, গার্জিয়ান—বি. (সাধারণতঃ নাবালকের) অভিভাবক। [ইং. guardian]।

গার্টার—বি. মোজাদি বাঁধিবার ফিতাবিশেষ। [ইং. garter]।

গার্ড—বি. রক্ষী; নজরদার; রেলগাড়ি চলার সময়ে যাহার কর্তৃত্বাধীনে থাকে। [ইং. guard]। ক্রি. **গার্ড করা**—নজর রাখা ও আটকান বা ঠেকান। ক্রি. **গার্ড দেওয়া**—পাহারা দেওয়া।

গার্হপত্য—(১) বি. সাগ্নিক গৃহস্থ যে অগ্নি চিরপ্রজ্বলিত রাখে। (২) বিণ. গৃহপতি-সম্বন্ধীয়। [সং. গৃহপতি+য]।

গার্হস্থ্য, গার্হস্থ—(১) বি. গৃহস্থাশ্রম, গৃহস্থ-জীবন। (২) বিণ. গৃহস্থ-সম্বন্ধীয়। [সং. গৃহস্থ+য, অ]।

গাল১—বি. গালি। [বাং. গালি]। বি. **গালমন্দ**—গালাগালি, কটুবাক্য-প্রয়োগ। ক্রি. **গাল খাওয়া**—গালি শোনা। ক্রি. **গাল পাড়া**—গালি দেওয়া।

গাল২—বি. কপোল, গণ্ড; মুখবিবর (গালের মধ্যে)। [সং. গল্ল]। **এক-গাল মাছি**—অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ আশাভঙ্গ। **গালে চড়**—জবরদস্তিভাবে অত্যন্ত চড়া দাম আদায়। **গালে চুনকালি**—শাস্তিস্বরূপ গালে চুনকালি মাখাইয়া লোকসমাজে ঘুরান; (আল.) তীব্র অপমান করা বা দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ। ক্রি. **গালে লাগা**—ওল কচু প্রভৃতি খাওয়ার ফলে মুখের ভিতর কুট্‌কুট্ করা। ক্রি. **গালে হাত দেওয়া**—অবাক্ হওয়া। বি. ~**গল্প**—কপোলকল্পনা, মনগড়া কাহিনী বা বর্ণনা। বি. ~**পাট্টা**—চাপ দাড়ি, দুই গালজোড়া দাড়ি। বি. ~**বাদ্য**—মুখ ফুলাইয়া গাল বাজাইয়া বম্‌বম্ করা। বিণ. ~**ভরা**—(শব্দাদি-সম্বন্ধে) বড়, (হাস্য-সম্বন্ধে) পূর্ণসন্তোষসূচক।

গালচে—**গালিচা**-র কথ্য রূপ।

গালন—বি. গালিয়া ফেলা; গলানো; ছাঁকা; চুয়ানো। [সং. √গল্+ণিচ্+অন (ভা)]।

গালা১—বি. লাক্ষা, লা। [দেশী]।

গালা২—(১) ক্রি. গলাইয়া ফেলা; ফাটাইয়া ভিতরের পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া (ফোঁড়া গালা); বাহির করিয়া ফেলা (ভাতের ফেন গালা); গলান, তরল বা দ্রব করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √গল্ +ণিচ্+বাং. আ]।

গালাগাল, গালাগালি—**গালি** দ্রঃ।

গালান, গালানো—(১) ক্রি. গলাইয়া ফেলা, তরল বা দ্রব করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [**গালা২** দ্রঃ]।

গালি—বি. কটুবাক্য; তিরস্কারপূর্ণ বাক্য; কুৎসিত বা অশ্লীল বাক্য। [সং. √গল্+ই (র্তৃ)]। বি. **গালা-গালি, গালাগাল**—তিরস্কার, গালি। ক্রি. **গালি-গালাজ করা, গালাগালি করা**—গালি দেওয়া; কটুবাক্য বলা; তিরস্কার করা; কুৎসিত বা অশ্লীল বাক্য বলা।

গালিচা—বি. কার্পেট, পশুলোমে প্রস্তুত আবরণবস্ত্র-বিশেষ। [ফা. গালীচা]।

গাহন, গাহ—বি. (পুষ্করিণী নদী প্রভৃতির) জলে সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া স্নান, অবগাহন। [সং. √গাহ্+অন, অ (ভা)]।

গাহা—**গাওয়া**-র মূল রূপ।

গিঁঠ, গিঁট, গিঁঠা—বি. গ্রন্থি, গাঁট, গিরা; দেহের অস্থিসমূহের সংযোগস্থল; বাঁধন। [সং. গ্রন্থি]। ক্রি. ~**ন**, ~**নো**—গিঁঠ দেওয়া।

গিজ্‌গিজ্‌—অব্য. বহু প্রাণী বা বস্তুর ঠাসাঠাসি করিয়া থাকার ভাব প্রকাশ (সভায় লোক গিজ্‌গিজ্‌ করিতেছে)। [দেশী]।

গিটকিরি—বি. সঙ্গীত মনোহর করিবার জন্য একাধিক সুরের পরপর দ্রুত উচ্চারণ। [তু. হি. গিট্‌কিরী]।

গিদ্ধড়, গিধড়—(১) বি. শৃগাল। (২) বিণ. (প্রাদে.) নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। [হি.]।

গিনি—বি. ইংলণ্ডীয় মুদ্রাবিশেষ (=২১ শিলিং)। [ইং. guinea]। বি. ~**সোনা**—গিনির ন্যায় ২২ ভাগ সোনা ও ২ ভাগ তাম্রমিশ্রিত ধাতু।

গিন্নি, গিন্নী—বি. গৃহিণী, গৃহকর্ত্রী; পত্নী। [সং. গৃহিণী]। বি. ~**পনা**—গৃহিণীর আচরণ; গৃহকর্ত্রীর ভাব দেখানো, (ব্যঙ্গে.) অল্পবয়স্ক মেয়ের পাকামি। বি. ~**বান্নি**, ~**বান্নী**—বয়স্থা ও অভিজ্ঞা গৃহিণী।

গিম—গীম-র বানানভেদ।

গিমা—বি. তিক্তাস্বাদ ভক্ষ্য শাকবিশেষ। [দেশী]।

গিয়া, গিয়ে, গে—(১) অস-ক্রি. গমন করিয়া। (২) অব্য. কথার মাত্রাবিশেষ (তারপর গিয়ে; এখন যাও গে)। [বাং. √যা (সং. √গম্‌)+ইয়া]।

গিরগিটি, গিরগিটী—বি. টিকটিকি-জাতীয় সরীসৃপ-বিশেষ, বহুরূপী। [তু. হি. গিরগিট্‌]।

গিরা১, গেরো—বি. গিঁট, বাঁধন (আঁচলে গিরা বা গেরো দেওয়া)। [ফা. গিরহ্‌]।

গিরা২—বি. বস্ত্রাদি মাপিবার পরিমাণবিশেষ (=$\frac{১}{১৬}$ গজ)। [ফা. গিরা]।

-গিরি১—আচরণ বৃত্তি ইত্যাদি বোধক প্রত্যয়বিশেষ (কেরানীগিরি, বাবুগিরি)। [ফা.]।

গিরি২—বি. পাহাড়, পর্বত; দশনামী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবিশেষ। [সং. √গৃ+ই (কি) -র্ম]। বি. ~**কন্দর**, ~**গহ্বর**, ~**গুহা**—পর্বতের গুহা। বি. ~**কুমারী**, ~**জা**—হিমালয়-কন্যা দুর্গাদেবী, উমা, পার্বতী। বি. ~**জায়া**—হিমালয়পত্নী ও উমার জননী মেনকা। বি. ~**তল**—পর্বতের নিম্নদেশ; পর্বতপৃষ্ঠ। বি. ~**দরী**—পর্বতগুহা। বি. ~**দুর্গ**—শৈলোপরি নির্মিত দুর্গ; পর্বতরূপ দুর্গ। বি. ~**নন্দিনী**—গিরিকুমারী-র অনুরূপ। বি. ~**পথ**—পর্বতমধ্যস্থ পথ। বি. ~**বর**—শ্রেষ্ঠ পর্বত অর্থাৎ হিমালয়। বি. ~**মল্লিকা**—কুড়চি গাছ বা তাহার ফুল। বি. ~**মাটি**—গৈরিক। বি. ~**রাজ**—হিমালয়। বি. ~**রানী**—গিরিজায়া-র অনুরূপ। বি. ~**শৃঙ্গ**—পর্বতচূড়া, শৈলশিখর। বি. ~**সঙ্কট**, সংকট—পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমি যাহা পথরূপে ব্যবহৃত হয়।

গিরিগিটী—গিরগিটি-র রূপভেদ।

গিরিমেন্‌ট—বি. (অমা.) চুক্তিপত্র বা অঙ্গীকারপত্র। [ইং. agreement]।

গিরিশ—বি. (কৈলাস গিরিতে শয়ন করেন বলিয়া) মহাদেব। [সং. গিরি+√শী+অ (র্তৃ)]।

গিরীন্দ্র—বি. হিমালয়। [সং. গিরি+ইন্দ্র]।

গিরীশ—বি. হিমালয়; শিব। [সং. গিরি+ঈশ]। (বিরল) বাচস্পতি, বৃহস্পতি। [সং. গির্‌=বাক্‌]।

গিরীষি—গ্রীষ্ম-এর কোমল রূপ ('শীতের ওড়নি পিয়া গিরীষির বা': বিদ্যা)।

গিয়ে—গিয়া-র চলিত রূপ।

গির্জা—বি. খ্রিষ্টানদের ধর্মমন্দির বা ভজনালয়। [পো. igreja]।

গির্দা—বি. তাকিয়া। [ফা. গির্দ্‌]।

গিলন—বি. গলাধঃকরণ। [সং. √গৃ+অন্‌]।

গিলা১—বি. চেপ্টা ও মসৃণ লতাফলবিশেষ। [দেশী]। বিণ. **গিলা-করা**—গিলার সাহায্যে কুঞ্চিত (গিলা-করা জামা)।

গিলা২, গেলা—(১) ক্রি. গলাধঃকরণ করা; পান করা (জল গেলা); সেবন করা (ঔষধ গেলা); (অশি.) খাওয়া, ভোজন করা (গিলিতে বসা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √গৃ (গিলনে)+বাং. আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. গলাধঃকরণ করান; পান করান; সেবন করান; (অশি.) খাওয়ান, ভোজন করান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

গিলিত—বিণ. গলাধঃকৃত, গেলা হইয়াছে এমন; ভক্ষিত। [সং. √গৃ+ত (র্ম)]। বি. ~**চর্বণ**—রোমন্থন, জাবর কাটা, ভক্ষিত বস্তু উগরাইয়া পুনরায় মুখমধ্যে আনিয়া চর্বণ।

গিলটি, গিল্‌টি—বি. সোনা বা রূপার পাতলা লেপ। [ইং. gilt]।

গিলে, গিস্‌গিস্‌—যথাক্রমে গিলা১ ও গিজ্‌গিজ্‌-এর কথ্য রূপ।

গীঃ (-গির্‌)—বি. বাণী, বাক্য (গীষ্পতি, গীর্বাণ)। [সং. √গৃ (শব্দে)—ক্বিপ্‌ (র্ম)]।

গীত—(১) বিণ. গাওয়া হইয়াছে এমন, কীর্তিত; কথিত; বর্ণিত। (২) বি. গান। [সং. √গৈ+ত (র্ম, ভা)]। বি. ~**বাদ্য**—গানবাজনা।

গীতল—বিণ. সুরসংযোগে গাওয়ার যোগ্য, সুরধর্মী, lyrical। বি. ~**তা**। [সং. গীত+ল (অস্ত্যর্থে)]।

গীতা—বি. ভগবদ্‌গীতার সংক্ষিপ্ত ও প্রচলিত রূপ। [সং. √গৈ+ত (র্ম)+আ (স্ত্রী.)]।

গীতি—বি. গান, সঙ্গীত। [সং. √গৈ+তি (ভা)]। বি. ~**কবিতা**—গীতধর্মী আত্মনিষ্ঠ কবিতা। বি. ~**কা**—গাথা, গান, ছোট গীতি-কবিতা। বি. ~**কাব্য**—গীতধর্মী আত্মনিষ্ঠ কাব্য। বি. ~**নাট্য**—যে নাটকে গান প্রধান হইয়া বাচিক অভিনয়ের স্থান গ্রহণ করে; গীতপ্রধান নাটক।

গীম—বি. (ব্রজ.) গ্রীবা, গলা ('উন্নত গীম': গো. দা.)। [সং. গ্রীবা]।

গীর্ণ—বিণ. কথিত, বর্ণিত, স্তুত; গিলিত। তু. উদ্‌গীর্ণ। [সং. √গৃ+ত (র্ম)]।

আদিতে গিরি- যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য গিরি২ দ্রঃ।

গীর্দেবী—বি. সরস্বতী। [সং. গির্ + দেবী]।
গীর্পতি—গীষ্পতি-র রূপভেদ।
গীর্বাণ—বি. গীঃ অর্থাৎ বাক্যই যাহার বাণ বা কার্যসাধনের উপায়; দেবতা। [সং. গির্ + বাণ (বহু.)]। বি. **গীর্বাণ-বাণী**—দেবভাষা; সংস্কৃতভাষা।
গীষ্পতি, গীঃপতি—বি. দেবগুরু বৃহস্পতি; মহাপণ্ডিত। [সং. গির্ + পতি]।
গু—বি. বিষ্ঠা, মল। [সং. গু]। বি. **গুখোরবেটা**—গু-খাদকের ছেলে; গালিবিশেষ [তু. হি. গু-খান্না]। বি. **~খোরি, ~খুরি**—বিষ্ঠাভোজনের ন্যায় জঘন্য কার্য; মূর্খতা, বড়রকমের ভুল। বিণ. **গুয়ে**—গু-সম্বন্ধীয়; গু হইতে উৎপন্ন।
গুঁজা, গোঁজা—(১) ক্রি. ঢোকান (মাথা গুঁজবার জায়গা); পোঁতা (পেরেক গোঁজা); আঁটিয়া রাখা, স্থাপন করা (কানে কলম গোঁজা); লুকাইয়া রাখা বা ভাল করিয়া রাখা (টেঁকে গুঁজা); নিচু করা (মুখ গুঁজিয়া থাকা)। (২) বি. অন্য কিছুর মধ্যে গুঁজিয়া-দেওয়া বস্তু; খড়ের চাল মেরামতের জন্য গুঁজিয়া-দেওয়া খড়। (৩) বিণ. গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। বি. **~মিল**—বাজে অঙ্কপাতদ্বারা মিল-সাধন (হিসাবে গোঁজামিল)।
গুঁজি—বি. ছোট গোঁজ; খোঁপার কাঁটা। [বাং. গোঁজ + ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।
গুঁড়া—(১) বি. চূর্ণ, রেণু (লঙ্কার গুঁড়া, গুঁড়া করা বা হওয়া)। (২) বিণ. চূর্ণীকৃত, গুঁড়ান (গুঁড়া মসলা)। (৩) ক্রি. চূর্ণ করা (হাড় গুঁড়িয়ে দেব)। [সং. √গুণ্ড (=চূর্ণকরণ)]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চূর্ণ করা। (২) বি. চূর্ণন। (৩) বিণ. চূর্ণিত।
গুঁড়ি১—বি. চূর্ণ, গুঁড়া (দাঁতের গুঁড়ি); ক্ষুদ্র বিন্দু (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি)। [সং. গুণ্ডিক]।
গুঁড়ি২—বি. বৃক্ষের কাণ্ড অর্থাৎ মূল হইতে শাখা পর্যন্ত স্থূল অংশ। [সং. গণ্ডি]।
গুঁতা, গুঁতো—বি. কনুই, লাঠি কিংবা গবাদি পশুর শিং ইত্যাদির দ্বারা দেওয়া ধাক্কা বা আঘাত (গুঁতার চোটে বাপ বলান); ঢুঁ। [দেশী]। ক্রি. **গুঁতা**—গুঁতান। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গুঁতা মারা, ঢুঁ মারা; প্রহার করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।
গুঁফো, (প্রাদে.) গুঁপো—বিণ. গোঁফযুক্ত। [বাং. গোঁফ (সং. গুম্ফ) + উয়া > ও]।
গুগলি১—বি. শামুকজাতীয় জলচর প্রাণিবিশেষ। [দেশী]।
গুগলি২—বি. ক্রিকেট খেলায় বল্ করিবার কৌশলবিশেষ। [ইং. googly.]।
গুগ্গুল, গুগ্গুলু—বি. বৃক্ষবিশেষের সুগন্ধি নির্যাস। [সং.]।
গুচ্চের—**গুচ্ছের**-এর প্রাদে. রূপ।
গুচ্ছ—বি. গোছা, থোলো, আঁটি, স্তবক (গোলাপগুচ্ছ, কেশগুচ্ছ)। [সং.]।
গুচ্ছের—বিণ. (বিরক্তিসূচক) অনেকগুলি; অবাঞ্ছিত ও প্রয়োজনাতিরিক্ত।
গুছা—ক্রি. সাজান, সুবিন্যস্ত করা (জিনিসপত্র গুছাইল, সব কথা গুছিয়ে বলছি); সংস্থান করা বা সংগ্রহ করা বা ব্যবস্থা করা (বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়েছে); হাসিল করা (কাজ গুছাইল)। [সং. গুচ্ছ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গুছা। (২) বি. উক্ত অর্থে। (৩) বিণ. গুছাইয়া রাখা হইয়াছে এমন (গুছানো সংসার); গুছাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত। বিণ. **~নে**—গুছাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত।
গুছি—বি. চুলের বিনুনী বা খোঁপা বড় করিবার জন্য ব্যবহৃত পরচুলজাতীয় উপকরণবিশেষ। [সং. গুচ্ছ]।
গুজব—বি. জনরব। [আ. গওয়, হি. গুজফ্]। ক্রি. **গুজব ওঠা**—গুজবের সৃষ্টি হওয়া। ক্রি. **গুজব ছড়ান**—গুজব প্রচারিত হওয়া; গুজব প্রচার করা।
গুজরত, (বর্জি.) গুজরৎ—অব্য. মারফত, হস্তে, হাত দিয়া। [ফা. গুজার্'দা]। **গুজরত খোদ**—নিজের মারফত।
গুজরতী—বি. (গুজরাটেই অধিক উৎপন্ন হয় বলিয়া) ছোট এলাচ।
গুজরা, গুজরানো—ক্রি. যাপন করা, অতিবাহিত করা (দিন গুজরানো)। [হি. √গুজ্‌রনা < ফা. গুজ্‌রান্]। বি. **~ন** (উচ্চা: গুজ্‌রান্)—যাপন, অতিবাহন; জীবিকানির্বাহ (গুজরান করা); কাটানো।
গুজরাট—বি. প্রাচীন গুর্জর রাষ্ট্র; বোম্বাই রাজ্যের সন্নিহিত এবং সমুদ্রকূলে অবস্থিত দেশবিশেষ। **গুজরাটি, গুজরাতী**—(১) বি. গুজরাটের ভাষা বা অধিবাসী। (২) বিণ. গুজরাটে উৎপন্ন, গুজরাটের।
গুজরিপঞ্চম—বি. সেকেলে মেয়েদের ঘুঙুরযুক্ত পায়ের মলবিশেষ।
গুজিয়া—বি. মিঠাইবিশেষ। [দেশী]।
গুজ্‌গুজ্—অব্য. নিম্নকণ্ঠে পরস্পর আলাপ; গোপন পরামর্শ। [দেশী—তু. সং. √গুজ্]। বিণ. **গুজ্‌গুজে**—মনের কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে না এমন। বি. **গুজ্‌গুজানি**—গোপন পরামর্শ; গুজ্‌গুজ্ করিয়া কথাবার্তা।
গুঞ্জ—বি. স্তবক, গুচ্ছ, পুষ্পস্তবক; গুঞ্জন। [সং. √গুঞ্জ্ + অ (ঘ, ভা)]।
গুঞ্জন—বি. গুন্‌গুন্ রব, অস্পষ্ট মধুর মৃদুধ্বনি (মধুকর-গুঞ্জন), ঝঙ্কার। [সং. গুঞ্জ্ + অন (ভা)]।
গুঞ্জরন—বি. গুন্‌গুন্ শব্দ, ঝঙ্কার। [**গুঞ্জন** দ্র:]।
গুঞ্জরা—ক্রি. (কাব্যে) গুন্‌গুন্ শব্দ করা ('ভ্রমর গুঞ্জরে')। [হি. গুংজর < সং. √গুঞ্জ্]। বিণ. **গুঞ্জরিত**—গুঞ্জিত, ঝঙ্কৃত (গীতধ্বনি গুঞ্জরিত)।
গুঞ্জা, গুঞ্জিকা—বি. কুঁচফল। [সং.]।
গুঞ্জিত—(১) বিণ. গুঞ্জনপূর্ণ; ঝঙ্কৃত। (২) বি. গুঞ্জন। [সং. √গুঞ্জ্ + ত (ভা)]।
গুটলি, গুটলে—বি. গুটি, ছোট ডেলা; ক্ষুদ্র ও কঠিন ডেলার ন্যায় মল। [< গুটি২]।
গুটা—ক্রি. টানিয়া আনিয়া জড় করা (সুতা গুটাচ্ছে); সঙ্কুচিত করা (হাত-পা গুটাল, আস্তিন গুটানো); বন্ধ করা, তুলিয়া দেওয়া (কারবার গুটাব); টানিয়া তোলা

(জাল গুটাও)। [<সং √গুড় (=রক্ষণ বেষ্টন)]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. গুটা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

গুটি১—(অল্পার্থে) সংখ্যার নির্দেশক (গুটি দুয়েক)। [বাং. গোটা+ই]। বিণ. **~কত, ~কতক**—কয়েকটি, অল্পসংখ্যক।

গুটি২, গুটিকা—বি. বটিকা, বড়ি (ঔষধের গুটিকা); গুলি, ছোট ডেলা; ঘুঁটি; নবজাত ফল, কুশি (আমের গুটি); ছোট ছোট দানা বা গোলাকার বস্তু; বসন্তাদি রোগের ব্রণ (মারীগুটিকা); রেশমের কোষ; কোষকীট (গুটিপোকা)। [সং.]। বি. **~পোকা**—রেশমকীট, তুঁতপোকা।

গুটিগুটি, গুড়িগুড়ি—ক্রি-বিণ. (গুটিপোকার ন্যায়) আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া, ধীরগমনে ('আসে গুটিগুটি বৈয়াকরণ': রবীন্দ্র)। [গুটি২ দ্রঃ]।

গুটিসুটি—ক্রি-বিণ. জড়সড় (গুটিসুটি হয়ে থাকা)। [গুটি২ +সুটি (সহচর শব্দ)]।

গুড়—বি. ইক্ষু তাল খেজুর প্রভৃতির রস হইতে প্রস্তুত সুমিষ্ট খাদ্যবিশেষ। [সং.]। বি. **~কুমড়া**—কুমড়া দ্রঃ। **গুড়ে বালি**—(আল.) আশা বিফল।

গুড়গুড়ি—বি. আলবোলা, ফরসি। [দেশী]।

গুড়া—বি. নৌকার পার্শ্বস্থিত উপবেশনের তক্তা। [দেশী]।

গুড়াকেশ—বি. নিদ্রা ও আলস্যবিজয়ী; শিব; অর্জুন। [সং গুড়াকা (=নিদ্রা, জড়তা)+ঈশ (=বিজয়ী)]।

গুড়ি—বি. দেহ সঙ্কুচিত করিয়া নিঃশব্দে চলার বা অবস্থানের ভাব। [সং. গূঢ় ?]। ক্রি. **গুড়ি মারা**—দেহ সঙ্কুচিত করিয়া লুকাইয়া থাকা; ওত পাতা।

গুড়িগুড়ি—**গুটিগুটি**-র রূপভেদ।

গুড়ুক—বি. কলিকায় সাজিয়া খাওয়া হয় এমন গুড়-মিশ্রিত তামাক (গুড়ুক খাওয়া, গুড়ুক টানা)। [তু. হি. গুড়াকু]।

গুড়ুম—অব্য. তোপধ্বনি; বন্দুক বা তোপধ্বনির ন্যায় আওয়াজ। [দেশী]।

গুড়ূচী, গুড়ুচী—বি. গুলঞ্চলতা। [সং.]।

গুড়্গুড়্—অব্য. মৃদু গড়্গড়্ শব্দ।

গুণ—বি. ধর্ম, প্রকৃতি (দ্রব্যগুণ); সদ্‌গুণ (গুণমুগ্ধ); উপকার, সুফল (শিক্ষার গুণ); ফলদায়িকা শক্তি (ঔষধের গুণ); দক্ষতা, যোগ্যতা (হাতের গুণ); কু-প্রভাব (ঘুষের গুণ); (বিজ্ঞা.) পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম; (দর্শ.) প্রকৃতির ত্রিবিধ ধর্ম অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ; (বাং.) জাদু, তুক্, বশীকরণ (ওঝা গুণ জানে); (অল.) রচনার উৎকর্ষসাধক ত্রিবিধ ধর্ম অর্থাৎ প্রসাদ, মাধুর্য ও ওজঃ; (গণি.) পূরণ, গুণন (২-কে ৫-দ্বারা গুণ); বার (পাঁচ গুণ, অনেক গুণে ভালো); ধনুকের জ্যা; দড়ি, সুতা ('গাঁথে বিদ্যা গুণে': ভা. চ.); নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার দড়ি; (ব্যাক.) নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে ই>এ, উ>ও, ইত্যাদি স্বরধ্বনির পরিবর্তন। [সং.]। ক্রি. **গুণ করা**—জাদুদ্বারা বশ করা; পূরণ করা। ক্রি. **গুণ টানা**—দড়ি, তার ইত্যাদিতে বাঁধিয়া (নৌকা) টানিয়া লইয়া যাওয়া। **গুণে ঘাট নেই**—কোন বিষয়ে হীন নহে, সর্বগুণাধার; (বিদ্রূপে) সর্বপ্রকার দোষযুক্ত। **~ক**—(১) বি. যে রাশি-দ্বারা গুণ করা হয়। (২) বিণ. গুণকারক। বি. **~কীর্তন**—যশোগান, গুণের প্রচার। বি. **~গরিমা, ~গৌরব**—সদ্‌গুণাবলীর মহিমা। বি. **~গ্রহণ**—পরের গুণ উপলব্ধিকরণ ও তাহার মর্যাদাদান। বি. **~গ্রাম**—গুণাবলী। বিণ. **~গ্রাহী** (-হিন্)—অন্যের গুণের সমাদর করে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **~গ্রাহিণী**। বি. **~গ্রাহিতা**। বি. **~চট**—শণের সুতাদ্বারা প্রস্তুত চট বা থলি। বিণ. **~জ্ঞ**—গুণগ্রাহী। বি. **~জ্ঞতা**। বিণ. **~ধর**—গুণবান্; (ব্যঙ্গে) কুক্রিয়াসক্ত, হীনচরিত্র (গুণধর ছেলে)। বি. **~ধাম, ~নিধি**—গুণী ব্যক্তি। বি. **~ন**—(গণি.) গুণ করা, পূরণ, multiplication। **~নীয়, গুণ্য**—(১) বিণ. গুণ করিতে হইবে এমন। (২) বি. ঐরূপ রাশি, multiplicand। বি. **~নীয়ক**—যে রাশিদ্বারা অন্য নির্দিষ্ট রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, factor। বি. **~পনা**—নৈপুণ্য। বি. **~ফল**—(গণি.) গুণনের দ্বারা উৎপন্ন রাশি, product। ~বি. **বত্তা**—গুণশালিতা, গুণের অস্তিত্ব। বিণ. **~বাচক**—গুণপ্রকাশক। বি. **~বাদ**—গুণবর্ণন। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—গুণযুক্ত, গুণী। বিণ.(স্ত্রী.) **~বতী**। বি. **~বৃক্ষ**—নৌকার মাস্তুলাদি, যাহাতে গুণ বাঁধা হয়। বি. **~বৈষম্য**—গুণের অসামঞ্জস্য; বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ। বি. **~মণি**—বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি। বিণ. **~ময়**—গুণসম্পন্ন। বিণ.(স্ত্রী.) **~ময়ী**। বিণ. **~মুগ্ধ**—গুণের দ্বারা আকৃষ্ট। বিণ.(স্ত্রী.) **~মুগ্ধা**। বিণ. **~শালী** (-লিন্)—গুণসম্পন্ন। বিণ (স্ত্রী.) **~শালিনী**। বি. **~শালিতা**। বিণ. **~শূন্য**—গুণহীন। বিণ. **~সম্পন্ন**—গুণযুক্ত। বি. **~সাগর**—গুণের সাগর; পরম গুণবান্ ব্যক্তি। বিণ. **~হীন**—গুণশূন্য।

গুণতি, গুণা—যথাক্রমে **গুনতি** ও **গুনা১** দ্রঃ।

গুণাকর—বি. গুণের খনি; পরম গুণসম্পন্ন ব্যক্তি; কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি। [সং. গুণ+আকর]।

গুণাগুণ—বি. গুণ ও দোষ। [সং. গুণ+অগুণ]।

গুণাঢ্য—বিণ. গুণসমূহের অধিকারী, বিবিধ গুণে সমৃদ্ধ। [সং. গুণ+আঢ্য]।

গুণাতীত—(১) বিণ. সত্ত্ব রজঃ তমঃ: এই ত্রিবিধ গুণের অতীত, নির্গুণ ব্রহ্ম। (২) বি. পরমেশ্বর। [সং. গুণ+ অতীত]।

গুণাধার—বি. গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। [সং গুণ+আধার]।

গুণানুবাদ—বি. গুণকীর্তন, প্রশংসা। [সং. গুণ+ অনুবাদ]।

গুণানুরাগ—বি. গুণের প্রতি আকর্ষণ। [সং. গুণ+ অনুরাগ]।

গুণান্বিত—বিণ. গুণসম্পন্ন। [সং. গুণ+অন্বিত]।

আদিতে **গুণ**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য **গুণ** দ্রঃ।

গুণাভাস—বি. গুণ আছে বলিয়া ভ্রম ; গুণসাদৃশ্য। [সং. গুণ + আভাস]।

গুণিত—বিণ. গুণন করা হইয়াছে এমন, পূরিত। [সং. √গুণ্ + ত (র্ম)]।

গুণিতক—বি. যে রাশিকে অন্য নির্দিষ্ট রাশিদ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, multiple। [সং. গুণিত + ক]।

গুণিন—**গুনিন**-এর বানানভেদ।

গুণী (-ণিন্)—বিণ. গুণসম্পন্ন, গুণবান্, কলাবিৎ ; ধর্মী (রজোগুণী) ; (বাং.) মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ, বশ করিতে জানে এমন। [সং. গুণ + ইন্]।

গুণীভূতব্যঙ্গ্য—বি. (অল.) যে রচনালীতে ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে বাচ্যার্থ অধিক চিত্তাকর্ষক। [সং. গুণীভূত (গৌণ) + ব্যঙ্গ্য (বহু.)]।

গুণোৎকর্ষ—বি. গুণের আধিক্য ; গুণহেতু বা গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা। [সং. গুণ + উৎকর্ষ]।

গুণোপেত—বিণ. গুণসম্পন্ন, গুণবান্, গুণী। [সং. গুণ + উপেত]।

গুণ্ঠন—বি. অবগুণ্ঠন, ঘোমটা ; আবরণ ('আকাশের তিমির-গুণ্ঠন') ; বেষ্টন। [সং. √গুণ্ঠ্ + অন (ভা)]। বিণ. **গুণ্ঠিত**—বেষ্টিত, আবৃত ; গুটান, সঙ্কুচিত।

গুণ্ডা—বি. দুর্বৃত্ত, বদমাশ ; জবরদস্তিকারী। [দেশী]। বি. **~মি,** (প্রাদে.) **~মো**—গুণ্ডার বৃত্তি বা আচরণ, গুণ্ডার ন্যায় আচরণ।

গুণ্ডিত—বিণ. চূর্ণিত ; চূর্ণযুক্ত। [সং.]।

গুণ্য—**গুণনীয়** দ্র:।

গুদাম, (প্রাদে.) **গুদম**—বি. মালখানা ; বিক্রেয় দ্রব্যের ভাণ্ডার, godown। [পো. gudao]।

গুদার, গুদারা—বি. খেয়াঘাট। [ফা. গুদার্]। বি. **গুদারা**—খেয়ার বড় নৌকা।

গুন—বি. চট, gunny। [সং. গোণী]। বি. **~সুচ, ~ছুঁচ**—চট সেলাই করিবার বড় সূচ।

গুনতি—বি. গণনা, সংখ্যা নির্ণয়। [বাং. √গুন্ (সং. √গণ্) + তি]।

গুনা১—বি. তার, ধাতুনির্মিত সূতা। [সং. গুণ]।

গুনা২, গুনাহ—বি. দোষ, অপরাধ ; পাপ। [ফা. গুনহ্]। বি. **~গার, ~গারি**—অপরাধ বা পাপের শাস্তি ; আক্কেলসেলামি।

গুনিন—বি. মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, তুক-তাক বা 'গুণ' করিতে জানে এমন লোক। [সং. গুণিন্]।

গুনো—**গুনা১**-র কথ্য রূপ।

গুন্‌গুন্—অব্য. গুঞ্জন, মৃদু মধুর অস্পষ্ট ধ্বনি। [দেশী]।

গুপীযন্ত্র, গোপীযন্ত্র—বি. বাউলের (গুব্‌গুব্-শব্দকারী) একতারা বাদ্যযন্ত্র।

গুপ্ত—বিণ. অদৃশ্য, অপ্রকাশ্য, লুক্কায়িত (গুপ্তধন, গুপ্তব্যাধি) ; রক্ষিত (এই অর্থে প্রায়-অপ্রচলিত) ; বৈশ্য বা বৈদ্য-জাতির উপাধিবিশেষ। [সং. √গুপ্ + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **গুপ্তা**। বি. **~কথা**—গোপনীয় কথা, প্রকাশ্যে বলিবার নহে এমন কথা ; অজ্ঞাত কাহিনী। বি. **~চর**—যে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে ; গোয়েন্দা। বি. **~ধন**—সবার অজ্ঞাতে লুকান ধন। বি. **~বেশ**—ছদ্মবেশ। বি. **~ভোট, ~মত**—ব্যালট্ (ballot) ভোট। বি. **গুপ্তি**—গোপনে রক্ষণ (মন্ত্রগুপ্তি) ; (বাং.) ফাঁপা লাঠির ভিতরে লুকাইয়া রাখা সরু তরবারি।

গুফা—বি. পর্বতগুহা। [সং. গুহা]।

গুবরে পোকা—বি. পচা গোবর-গাদায় জাত কীট-বিশেষ। [**গোবর** ও **পোকা** দ্র:]।

গুবাক—বি. সুপারি, সুপারি গাছ। [সং.]।

গুম১—**গুম্**-এর বানানভেদ।

গুম২—বিণ. গুপ্ত, অপ্রকাশিত (গুম খুন) ; নিখোঁজ (গুম করা বা হওয়া) ; নির্বাক্ ও নিশ্চল, স্তম্ভিত (গুম হয়ে থাকা)। [ফা.]।

গুমট—বি. বায়ু-চলাচলের অভাব হেতু পচা গরম। [দেশী —তু সং. গ্রীষ্ম]।

গুমটি, গুমটী—বি. প্রহরীদের থাকিবার জন্য তিন দিক্ বন্ধ ও অপ্রশস্ত ছোট কুঠুরী। [হি.]।

গুমর—বি. গর্ব, দম্ভ, দেমাক। [ফা. গুমান্]।

গুমরা—ক্রি. মনে চাপিয়া রাখা শোক দুঃখ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ প্রভৃতিতে কষ্ট পাওয়া (শ্রমজীবীর দল গুমরিয়া উঠিতেছে)। [ফা. গুম্‌সুম্=মৌনী, নিস্তব্ধ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গুমরা। (২) বি. উক্ত অর্থে।

গুমসা—(১) বিণ. ভাপসা, গুমটযুক্ত ; গরমের জন্য ঈষৎ পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত। (২) ক্রি. গুমসা হওয়া। [দেশী]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গুমসা হওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **~নি**—গুমসা হওয়া ; গুমসা ভাব। বিণ. **গুমসো**—**গুমসা** (বিণ.)-র কথ্য রূপ।

গুমাগুম—**গুম্** দ্র:।

গুমি—বিণ. লুক্কায়িত ; নিখোঁজ। [**গুম২** দ্র:]।

গুম্—অব্য. অপেক্ষাকৃত উচ্চ গম্ভীর শব্দ। [দেশী]। অব্য. **গুম্‌গুম্, গুমাগুম**—ক্রমাগত গুম্ শব্দ (তোপের গুম্-গুম্ শব্দ, গুম্‌গুম্ করিয়া কিলান)।

গুম্ফ—বি. গোঁফ ; গুচ্ছ। [সং.]।

গুম্ফা—**গুফা**-র রূপভেদ।

গুম্ফন—বি. গ্রন্থিত করা, গাঁথন ; রচনা। [সং. √(বন্ধনার্থক) গুম্ফ্ + অন (ভা)]।

গুম্ফিত—বিণ. গ্রন্থিত, গাঁথা ; রচিত। [সং.]।

গুম্বজ, গম্বুজ—বি. মন্দির, মিনার, প্রাসাদ প্রভৃতির শীর্ষদেশে গোলাকার ছাদ। [ফা. গুম্বদ্]।

গুয়া—বি. সুপারি। [সং. গুবাক]। বি. **~বাড়ি, ~বাড়ী**—সুপারি বাগান।

গুরুমুখী—**গুরু** দ্র:।

গুরিয়াপুতুল—বি. কাপড়ে তৈয়ারি খেলনাপুতুল। [ও. গুরিয়া + পুতুল]। [**পুতুল** দ্র:]।

গুরু—(১) বি. ধর্মোপদেষ্টা, দীক্ষাদাতা ; মন্ত্রদাতা ; আচার্য, উপদেশক, শিক্ষক ; গুরুজন, মাননীয় বা পূজনীয় ব্যক্তি ; দেবগুরু বৃহস্পতি (গুরু-বার)। (২) বিণ. ভারি, অধিক (সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়) ; দুর্বহ (গুরুভার) ; দায়িত্বপূর্ণ (গুরু রাজকার্য) ; কঠিন (গুরুদণ্ড), মহান্ (গুরু

দায়িত্ব, গুরু কর্তব্য); অলঘু (গুরুপাক খাদ্য); অতিরিক্ত, অধিক (গুরু ভোজন); (ব্যাক.) দীর্ঘমাত্রাযুক্ত। [সং. গৃ + উ (র্তৃ. র্ম)]। বি. ~কুল—গুরুর গৃহ বা আশ্রম; পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ধর্মোপদেষ্টার বংশ; হরিদ্বারের নিকটবর্তী প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্র। বিণ. ~গম্ভীর—গভীর অর্থযুক্ত এবং গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট (গুরুগম্ভীর বর্ণনা); (ব্যঙ্গে) অকারণে গম্ভীর। বি. ~গিরি—গুরুর বৃত্তি বা পেশা। বি. ~গৃহ—গুরুর বাড়ি। বি. ~চণ্ডালী—সাধুভাষার সহিত কথ্য বা চলিত ভাষার মিশ্রণ, সংস্কৃত শব্দের সহিত দেশজ শব্দের মিশ্রণ (যেমন বারিধিতে ডুব, ডোবায় নিমজ্জন)। বি. ~জন—পূজনীয় ব্যক্তি। বি. ~ঠাকুর—পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক ধর্মোপদেষ্টা। বিণ. ~তর—দুইয়ের মধ্যে অধিক গুরু; মহত্তর, সাঙ্ঘাতিক (গুরুতর ব্যাপার)। বি. ~তা, ~ত্ব—গুরুগিরি; মহত্ব, মূল্য, মনোযোগ পাইবার যোগ্যতা (কথার গুরুত্ব), ভার, ওজন; আধিক্য (অপরাধের গুরুত্ব), গাম্ভীর্য; কাঠিন্য। বি. ~দক্ষিণা—শিক্ষালাভান্তে শিষ্য কর্তৃক গুরুকে প্রদেয় ধনাদি, গুরুবিদায়। বি. ~দশা—পিতা বা মাতার বিয়োগজনিত অবস্থা; (জ্যোতিষ.) বৃহস্পতির দশা। বিণ. ~পাক—সহজে হজম হয় না এমন। বি. ~বরণ—দীক্ষাগুরুকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা। বি. ~বল—গুরুর করুণারূপ শক্তি; গুরুর আশীর্বাদ। বি. ~বার—বৃহস্পতিবার। বি. ~ভাই—একই গুরুর শিষ্য। বি. ~মহাশয়—(প্রধানতঃ পাঠশালার) শিক্ষক; (বিদ্রূপে) অকালপক্ব বা ডেঁপো ছেলে। বি. ~গুরু-মা—ধর্মোপদেশদাত্রী; গুরুর পত্নী; শিক্ষয়িত্রী। গুরু-মারা বিদ্যা—গুরুর নিকট হইতে লব্ধ যে বিদ্যা গুরুকেই জব্দ করার বা হারাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। গুরুমুখী বিদ্যা—শিষ্যের যে-বিদ্যা কেবল গুরুর নিকট হইতে লব্ধ। বি. ~মুখী, গুরমুখী—শিখগণের মধ্যে প্রচলিত বর্ণমালাবিশেষ। বিণ. ~য়া—তীব্র, দুঃসহ ('গুরুয়া দুখভার': বি. প.); বিপুল ('গিরিবর গুরুয়া': বি. প.) দুর্ভর ('গুরুয়া কবরীভার': শ্রী. ম.); গভীর বা উৎকৃষ্ট ('আমোদ গুরুয়া': শ্রী. ম.)। বি. ~লঘুজ্ঞান—কে মান্য বা পূজ্য এবং কে নয়: এই বিষয়ে জ্ঞান। বি. ~লাঘব—আপেক্ষিক গুরুত্ব ও লঘুত্ব। বি. ~সেবা—গুরুর পরিচর্যা। বিণ. ~স্থানীয়—গুরুতুল্য। যেমন গুরু তেমন চেলা—গুরু ও শিষ্য উভয়েই সমান মূর্খ বা সমান বদমাশ।

গুরুগুরু—অব্য. গম্ভীর ও মৃদু মেঘগর্জনধ্বনি।

গুর্জর—বি. গুজরাটদেশ বা গুজরাটের অধিবাসী। বি. (স্ত্রী.) গুর্জরী—গুজরাটের অধিবাসিনী; রাগিণীবিশেষ।

গুর্বিণী—বিণ. গর্ভবতী, গর্ভিণী। [সং. গুরু + ইন্ + ঈ]।

গুর্বী—(১) বি. গুরুপত্নী। (২) বিণ. গর্ভিণী; মহতী; গৌরবময়ী। [সং. গুরু + ঈ]।

গুল১—বি. পোড়া তামাক; গোবর কয়লার গুঁড়া বা মাটি মিশাইয়া প্রস্তুত গুলি।

গুল২—বি. গোলাপফুল (গুলবাগ); ফুলের নকশা। [ফা.]।

গুল৩—বি. ধাপ্পা (গুল মারা)। [তু. ফা. গুল্‌তান্]।

গুলজার—বিণ. শোভাময়, জাঁকজমকপূর্ণ; সরগরম, জমজমাট। [ফা.]।

গুলঞ্চ—বি. লতাবিশেষ, গুড়ূচী। [সং.]।

গুলতান, গুলতানি—বি. জটলা, ঘোঁট। [ফা. গল্‌তান্]। ক্রি. গুলতানি পাকান—(কয়েকজনে একত্র মিলিয়া) জটলা করা।

গুলতি—বি. বাঁটুল, গুলি নিক্ষেপের ধনুবিশেষ। [দেশী]।

গুলদার—বিণ ফুলের নকশাওয়ালা, ফুলকাটা, বুটিদার। [ফা.]।

গুলপট্টি—বি. ধাপ্পাবাজি; ধাপ্পা। ক্রি. গুলপট্টি মারা—ধাপ্পা দেওয়া। [গুল৩ + পট্টি]।

গুলবদন—বিণ. গোলাপফুলের মতো কোমলাঙ্গ। [ফা.]। বিণ. (স্ত্রী.) গুলবদনী—কোমলাঙ্গী।

গুলবাহার—বি. বুটিদার শাড়িবিশেষ। [ফা.]।

গুলা১, গুলো—অব্য. বহুত্ববোধক প্রত্যয় (ফুলগুলা, টাকাগুলো)। [সং. কুল]।

গুলা২—ক্রি. তরল বস্তুতে অতরল বস্তু সম্পূর্ণভাবে মিশাইয়া একাকার করিয়া দেওয়া (জলে চিনি বা রং গুলিয়া দেওয়া); গোলমাল করিয়া ফেলা, বিশৃঙ্খল করা (সব গুলাইয়া ফেলিয়াছে); বিশৃঙ্খল হওয়া (হিসাব গুলিয়ে যাচ্ছে); ঘুলাইয়া তোলা বা আলোড়িত করা; ঘুলাইয়া ওঠা বা আলোড়িত হওয়া (পেট গুলাইতেছে)। [দেশী]। ~ন, ~নো—ক্রি. অন্যের দ্বারা তরল বস্তুতে অতরল বস্তু সম্পূর্ণভাবে মিশাইয়া একাকার করান; গোলমাল করিয়া ফেলা, বিশৃঙ্খল করা; বিশৃঙ্খল হওয়া; ঘুলাইয়া তোলা বা আলোড়িত করা; ঘুলাইয়া ওঠা বা আলোড়িত হওয়া।

গুলাব—বি. সুগন্ধি ফুলবিশেষ বা তাহার নির্যাসমিশ্রিত জল। [ফা. <গুল্ = (গোলাপ) ফুল + আব্ আপ্ (তু. সং. অপ্) = জল—মূলতঃ শব্দটির অর্থ ছিল গোলাপজল, পরবর্তী কালে অনেক স্থলে 'গোলাপফুল' অর্থ চলিত হয়]। বি. ~পাশ—গোলাপজল ছিটাইবার যন্ত্রবিশেষ। বিণ. গুলাবী—গোলাপের গন্ধযুক্ত; গোলাপফুলের বর্ণবিশিষ্ট; মৃদু, ঈষৎ (গুলাবী নেশা)।

গুলাল—বি. আবীর। [ফা. গুলালা]।

গুলি১, গুলিন, গুলিন্—গুলা১-এর রূপভেদ।

গুলি২, গুলী—বি. ক্ষুদ্র গোলাকার যে-কোন বস্তু, গুটিকা; ঔষধাদির বড়ি, pill; হাত-পায়ের পিণ্ডাকার মাংসপেশী, muscle; আফিম হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্যবিশেষ, চণ্ডু (গুলিখোর); বন্দুকের ছররা (গুলি করব), bullet। [হি. গোলী <সং. √গুড় + অ (র্তৃ) + ই, ঈ]। বি. বিণ. ~খোর—চণ্ডুসেবী। বি. ~ডাণ্ডা—ক্রীড়াবিশেষ বা তাহার উপকরণ, ড্যাংগুলি। বি. গুলিকা—গুটিকা; বটিকা; বন্দুকাদির গুলি।

গুলো—গুলা১-এর রূপভেদ; বর্তুলাকার মাংসপিণ্ড।

গুল্ক—বি. গোড়ালি। [সং.]।

গুল্ম—বি. ঝাড়বিশিষ্ট ছোট গাছ; কাণ্ডহীন বৃক্ষ। সৈন্যদের ঘাঁটি বা থানা; পুরাণোক্ত সৈন্যসংখ্যাবিশেষ (১ গুল্মে ৯ হস্তী ৯ রথ ২৭ অশ্ব ও ৪৫ পদাতি থাকে)। প্লীহা; প্লীহা-বৃদ্ধি-রোগ। [সং.]।

গুষ্ঠি, গুষ্টি—গোষ্ঠী-র কথ্য রূপ। **গুষ্টির পিণ্ডি, গুষ্টির মাথা**—নির্বংশ হওয়ার ইঙ্গিতসূচক গালি।

গুহ—বি. কার্তিক; বিষ্ণু; গুহক চণ্ডাল; বাঙালী কায়স্থদিগের পদবীবিশেষ। [সং. √গুহ্ (সংবরণ বা রক্ষণ, দেবসেনাসম্পর্কে)+অ (র্তৃ)]। বি. **~ষষ্ঠী**—কার্তিকের প্রিয় আগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠী।

গুহা—বি. গহ্বর; পর্বতকন্দর; (আল.) গুপ্ত বা নিভৃত স্থান, অন্তরতম প্রদেশ। [সং. √গুহ্ (সংবরণ বা আচ্ছাদন)+অ (ধি)+আ]। বি. **~আহিত**—হৃদয়-গুহায় নিলীন পরব্রহ্ম। বিণ. **~চর**—গুহায় বিচরণ-কারী। **~শয়**—(১) বিণ. গুহায় শয়নকারী বা বাস-কারী। (২) বি. সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু।

গুহ্য—(১) বিণ. গোপনীয়, অপ্রকাশ্য; নিগূঢ়; নিভৃত; দুর্বোধ্য। (২) বি. মলদ্বার (গুহ্যদেশ)। [সং. √গুহ্ (সংবরণ বা আচ্ছাদন)+য (র্ম)]।

গুহ্যক—বি. কুবেরের অনুচর দেবযোনিবিশেষ; যক্ষ। [সং. গুহ্য+ক]।

গূ—বি. গু, বিষ্ঠা। [সং. √গূ+ক্বিপ্]।

গূঢ়—বিণ. গুপ্ত, অপ্রকাশিত, অলক্ষিত (গূঢ় অভিসন্ধি); অজ্ঞাত, দুর্জ্ঞেয়, জটিল (গূঢ়তত্ত্ব); দুর্গম, দুষ্প্রবেশ্য (গূঢ় রহস্য); লুকায়িত (গূঢ় পথ); নিভৃত। [সং. √গুহ্+ত (র্ম)]। বি. **~পাদ**—কচ্ছপ; সর্প। বি. **~পুরুষ**—গুপ্তচর। বি. **~বৃক্ষ**—করবীবৃক্ষ। বি. **~মার্গ**—গুপ্তপথ, সুড়ঙ্গ। বি. **~সাক্ষী**—যে সাক্ষী গোপনে বিরুদ্ধ পক্ষের কথা জানিয়া লইয়াছে।

গৃধিনী—গৃধ্র-এর বাং. স্ত্রীলিঙ্গ (শকুনি-গৃধিনী)।

গৃধ্নু—বিণ. লোভী, লোলুপ (অর্থগৃধ্নু)। [সং. √গৃধ্+নু (র্তৃ)]।

গৃধ্র—বি. শকুনি। বি. **~রাজ**—জটায়ু, সম্পাতি; গরুড়। [সং. √গৃধ্+র (র্তৃ)]।

গৃহ—বি. ঘর, কক্ষ; বাড়ি; বাসস্থান, আবাস। [সং. √গ্রহ্+অ (র্তৃ)]। বি. **~কপোত**—পোষা পায়রা, পারাবত। বি. **~কর্তা** (র্তৃ)—**গৃহস্বামী**-র অনুরূপ। বি.(স্ত্রী.) **~কর্ত্রী**। বি. **~কর্ম, ~কার্য**—ঘরকন্নার কাজ, গৃহস্থালী। বি. **~কোণ**—ঘরের কোণ; অন্তঃ-পুর; সংসার। বি. **~গোধিকা, ~গোধা**—টিক-টিকি। বি. **~ছিদ্র**—পারিবারিক দোষ বা কলঙ্ক। বিণ. **~চ্যুত**—স্বগৃহ হইতে বিতাড়িত। বি. **~ত্যাগ**—বাড়ি পরিত্যাগ; সংসার-ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস। বি. **~দাহ**—অগ্নিসংযোগে গৃহের আংশিক বা সম্পূর্ণ ভস্মীভবন। বি. **~দেবতা**—পুরুষানুক্রমে পূজিত ও গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ। বি. **~ধর্ম**—গার্হস্থ্যধর্ম; গৃহীর পালনীয় কর্তব্য। বি. **~পতি**—**গৃহস্বামী**-র অনুরূপ। বিণ. **~পালিত**—ঘরে পোষা (গৃহপালিত পশু)। বি. **~প্রবেশ**—নব-নির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশকালীন অনুষ্ঠানবিশেষ। বি. **~বাটিকা**—বাসগৃহ-সংলগ্ন বাগান; বাগানবাড়ি। বিণ. বি. **~বাসী** (-সিন্)—গৃহস্থ, সংসারী। বি. **~বিচ্ছেদ**—পরিজনের মধ্যে ঝগড়া বা পরস্পর ছাড়াছাড়ি। বি. **~বিবাদ**—গৃহ-বিচ্ছেদ; একই রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে পরস্পর কলহ বা লড়াই। বি. **~ভেদ**—গৃহবিবাদ; সিঁধ কাটিয়া চুরি। বিণ. **~ভেদী** (-দি)—যে পরিজনদের মধ্যে বিভেদ বা কলহ ঘটায়; ঘর-ভাঙ্গানে; (বিরল) চৌর্য-ব্যবসায়ী। বি. **~মণি**—প্রদীপ। বি. **~মৃগ**—গৃহ-পালিত কুকুর। বিণ. বি. **~মেধী**—কৃতদার; গৃহাশ্রমী। বি. **~যুদ্ধ**—ঘরোয়া বিবাদ; রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ। বি. **~লক্ষ্মী**—কুলবধূ; গৃহিণী। বি. **গৃহশত্রু**—যে ব্যক্তি (প্রধানতঃ গোপনে) স্বগৃহের বা স্বদলের প্রতি শত্রুতা করে। বিণ. **~শূন্য**—নিরাশ্রয়; বিপত্নীক। বি. **~সজ্জা**—গৃহের আসবাবপত্র। **~স্থ**—(১) বি. সংসারী লোক; মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। (২) বিণ. গৃহে স্থিত। বি. **~স্থালি**—ঘরকন্নার কাজ। বি. **~স্বামী** (-মিন্)—বাড়ির বা পরিবারের কর্তা। বি. (স্ত্রী.) **স্বামিনী**। বিণ. বি. **গৃহাগত**—গৃহে আগমনকারী; (স্বীয়) গৃহে প্রত্যাবর্তনকারী; অতিথি, অভ্যাগত। বি. **গৃহান্তর**—ভিন্ন কক্ষ বা বাড়ি। বি. **গৃহাশ্রম**—গার্হস্থ্য আশ্রম, সংসারধর্ম। বি. **গৃহাশ্রমী**—গৃহস্থ। বিণ. **গৃহাসক্ত**—(অতিশয়) সংসারাসক্ত; ঘরকুনো।

গৃহিণী—বি. বাড়ি বা পরিবারের কর্ত্রী; গৃহীর পত্নী। [সং. গৃহ+ইন্+ঈ]। বি. **~পনা**—গৃহিণীর আচরণ বা নৈপুণ্য; (ব্যঙ্গে) অল্প বয়সে বা বিনা-অধিকারে গৃহকর্ত্রীর ভাব দেখানো।

গৃহী (-হিন্)—বি. গৃহস্থ; সংসারী লোক; বিবাহিত লোক। [সং. গৃহ+ইন্ অস্ত্যর্থে]।

গৃহীত—বিণ. গ্রহণ করা হইয়াছে বা মানিয়া লওয়া হইয়াছে এমন; ধৃত; প্রাপ্ত; স্বীকৃত; আশ্রিত। [সং. √গ্রহ্+ত (ক্ত) (র্ম)]।

গৃহ্য১—বিণ. গ্রহণযোগ্য; আয়ত্ত। [সং. √গ্রহ্+য (র্ম)]।

গৃহ্য২—(১) বিণ. গৃহ-সম্বন্ধীয়; গৃহপালিত; গৃহোৎপন্ন। (২) বি. গৃহ্যসূত্র। [সং. গৃহ+য (র্ম)]। বি. **~সূত্র**—জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় সংস্কারের বিধিসংবলিত প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ।

গে—**গিয়ে** দ্র:।

গেও—ক্রি. (ব্রজ.) গেল, গিয়াছে ('হরি গেও মধুপুর' :

গেঁজ—বি. অঙ্কুর, গজ, কল; অর্বুদ, আব। [দেশী]।

গেঁজলা, গেঁজা, গেঁজান (নো)—যথাক্রমে **গাঁজলা, গাঁজা২** ও **গাঁজান**-র চলিত রূপ।

গেঁজে, গেঁজিয়া—বি. (সাধারণতঃ টাকাপয়সা রাখিবার জন্য কাপড়ে প্রস্তুত) সরু লম্বা থলিবিশেষ। [দেশী]।

গেঁজেল—বিণ. গাঁজাখোর; (আল.) মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলে এমন। [বাং. গাজা+ইয়াল>এল]।

গেঁটা—বিণ. বেঁটে, মোটা ও বলিষ্ঠ। [**গেঁটে** দ্র:]।

গেঁটে—বিণ. গ্রন্থিযুক্ত, গ্রন্থিল (গেঁটে বাঁশ, গেঁটে লাঠি)। গ্রন্থিজাত বা গ্রন্থিতে জন্মে এমন (গেঁটে বাত)। গ্রন্থি-সম্বন্ধীয়। [বাং. গাঁট+ইয়া<এ]।

গেঁট্টাগোঁট্টা—বিণ. বেঁটে ও হৃষ্টপুষ্ট। [গেঁটে দ্রঃ]।

গেঁড়—বি. কন্দ; কচু আদা প্রভৃতির গ্রন্থিযুক্ত মূল। [সং. গণ্ড]।

গেঁড়া—(১) বি. (অশি.) আত্মসাৎকরণ, অপহরণ (গেঁড়া মারা বা দেওয়া)। (২) বিণ. বেঁটে। [দেশী]।

গেঁড়ি—বি. ক্ষুদ্র শামুকবিশেষ। [দেশী]।

গেঁড়ু, গেঁড়ুয়া—বি. গোলক, ভাঁটা, কন্দুক, ball; স্তবক; মালা ('ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে' : চণ্ডী.)। [সং. গেণ্ডুক]।

গেঁতো—বিণ. দীর্ঘসূত্রী; অলস। [দেশী]।

গেঁদা—গাঁদা-র প্রাদে. রূপ।

গেঁয়ে, গেঁয়ো—বিণ. গ্রাম্য; গ্রামসম্পর্কিত; গ্রামবাসী, অশিক্ষিত, অসভ্য। [বাং. গাঁ+ইয়া<এ, উয়া>ও]।

গেণ্ডা, গেণ্ডান (মো)—যথাক্রমে **গোণ্ডা** ও **গোণ্ডান**-র প্রাদে. রূপ।

গেছো—বিণ. গাছ-সম্বন্ধীয়; গাছে গাছে থাকে বা বেড়ায় এমন (গেছো পেত্নী); বৃক্ষারোহণপ্রিয়; ডানপিটে, পুরুষ-ভাবাপন্ন (গেছো মেয়ে)। [বাং. গাছ+উয়া>ও]।

গেজেট—বি. সংবাদপত্র; সরকারী সংবাদপত্র। [ইং. gazette]।

গেঞ্জি—বি. বোনা ছোট জামাবিশেষ। [ইং. guernsey]।

গেট—বি. ফটক, সদর দরজা। [ইং. gate]।

গেণ্ডু, গেণ্ডুক—বি. ভাঁটা, কন্দুক বল (ball)। [সং.]। বি. **গেণ্ডুয়া**—বি. কন্দুক, বল।

গেনু—ক্রি. (প্রাদে. ও কাব্যে.) গমন করিলাম। [**গেল**১ দ্রঃ]।

গেন্দুক—**গেণ্ডুক**-এর রূপভেদ।

গেয়—বিণ. গান করিবার যোগ্য; গাওয়া হয় বা হইবে এমন। [সং. √গৈ+য (র্য)]।

গেয়ান—**জ্ঞান**-এর কোমল ও কথ্য রূপ।

গেরন, গেরণ—(চন্দ্রসূর্যের) **গ্রহণ**-এর অমা. কথ্য রূপ।

গেরস্ত—**গৃহস্থ**-এর অমা. কথ্য রূপ।

গেরি—বিণ. গেরুয়া রঙের (গেরিমাটি)। [সং. গৈরিক]।

গেরুয়া—(১) বিণ. গৈরিক বর্ণযুক্ত বা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত (গেরুয়া কাপড়)। (২) বি. সাধারণতঃ বৈরাগী বা সন্ন্যাসীদের পরিধেয় ঐরূপ বসন (গেরুয়া পরা)। [সং. গৈরিক]।

গেরো১—**গিরা**১-র অধিকতর চলিত রূপ; গিঁঠ, বাঁধন (গেরো দিয়ে রাখা)।

গেরো২—বি. বিপদ্, ফের (কপালের গেরো); কুগ্রহ অর্থাৎ গ্রহের অমঙ্গলজনক ক্রিয়া। [সং. গ্রহ]।

গের্দ—বি. বেষ্টন, আটক, এলাকা, অঞ্চল। [ফা. গির্দ]।

গেল১—ক্রি. গমন করিল; ঢুকিল (ঘরের মধ্যে গেল); সারা হইল, শেষ হইল, কাটিল (দুঃখে-দুঃখেই জীবন গেল); বাহির বা পার হইল (ছিদ্র দিয়া সুতা গেল না); নষ্ট বা ধ্বংস হইল (রাজার দোষে রাজ্য গেল); খরচ হইল (শ্রাদ্ধে অনেক টাকা গেল); অতিবাহিত হইল ('দিন গেলে রাতে' : রবীন্দ্র); আকৃষ্ট হইল (নজর গেল)। [বাং. √যা (সং. √যা)+ইল (অতীতে)]।

গেল২—বিণ. বিগত, অব্যবহিত পূর্ববর্তী (গেল মাসে, গেল হাটে)। [সং. গত+বাং. ইল]।

গেল৩—অব্য. বিস্ময়-প্রকাশক শব্দ (গেল যা)।

গেলা, গেলান (মো)—যথাক্রমে **গিলা**২ ও **গিলান**-র চলিত রূপ।

গেলাপ—বি. ওয়াড়, আবরণ। [আ. গিলাফ্]।

গেলাস—বি. পানপাত্রবিশেষ। [ইং. glass]।

গেহ, (ব্রজ.) গেহা—বি. গৃহ ('তোমারি গেহে পালিত স্নেহে' : রবীন্দ্র); বাসস্থান (বাঙ্গালায় সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)। [সং.]। বি. **গেহী** (-হিন্)—গৃহী, গৃহস্থ। বি. (স্ত্রী.) **গেহিনী**—গৃহিণী।

গৈবি, গৈবী—**গয়বী**-র চলিত রূপ।

গৈরিক—(১) বি. গিরিমাটি; স্বর্ণ; গেরুয়া রঙ ('অলক-সিক্তিত গৈরিকে স্বর্ণে' : সত্যেন্দ্র); গেরুয়া বসন (গৈরিকধারী)। (২) বিণ. পর্বতসম্ভূত (গৈরিক নিঃস্রাব), গিরিমাটির রঙবিশিষ্ট, গেরুয়া (গৈরিক বসন)। [সং. গিরি+ইক]।

গৈরেয়—বি. গিরিমাটি; পর্বতজাত বস্তু। [সং. গিরি+এয়]।

গো১—অব্য. সম্বোধনসূচক শব্দবিশেষ (ওগো, কিগো)।

গো২—বি. ধেনু, গাভী; গো-জাতি; বৃষ; ইন্দ্রিয় (গোচর); পৃথিবী (গোপতি)। [সং.]। বি. **~কর্ণ**—অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিলে মধ্যবর্তী ব্যবধান; গণ্ডূষ। বি. **~কুল**—গোরুর পাল; গোষ্ঠ; যমুনাতীরস্থ গ্রামবিশেষ (এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নন্দালয়ে পালিত হইয়াছিলেন)। **গোকুলের ষাঁড়**—(ব্যঙ্গে) বৃন্দাবনের মুক্তভাবে বিচরণশীল ষাঁড়ের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি। বি. **~ক্ষীর**—গোদুগ্ধ। বি. **~ক্ষুর**—কাঁটাগাছবিশেষ; গোরুর ক্ষুর; গোখরো সাপ। বি. **ক্ষুরা, ~খুর, ~খুরা, গোখরো**—ফণায় গোরুর ক্ষুরের চিহ্নযুক্ত বিষধর সর্পবিশেষ। বিণ. **গো-খাদক**—গোমাংসভোজী। বি. **~গৃহ**—গোয়াল, গোশালা। বি. **~গ্রাস**—প্রায়শ্চিত্তের পর গোরুর মুখে মন্ত্রপূত ঘাস দান; বড় বড় গ্রাস (গোগ্রাসে গেলা)। বিণ. **~ঘ্ন**—গোহত্যাকারী। বি. **~চন্দন**—গোরোচনা। বি. **~চারণ**—গোরু চরান, গোরুকে মাঠে লইয়া ঘাস খাওয়ান। বি. **~দান**—ধেনুদানরূপ পুণ্যকর্ম। বি. **~দোহনী, ~দোহিনী** দুধের কেঁড়ে। বি. **~ধন**—গাভীরূপ সম্পদ্। বি. **~ধূলি**—সূর্যাস্তকাল (যখন গোরুর পাল খুরের আঘাতে ধুলি উড়াইয়া গোহালে ফেরে)। বি. **~পাট, ~বাট**—গোগৃহ। বি. **~বৎস**—বাছুর। বি. **~বধ**—গোহত্যা। বি. **~বেড়েন**—গোরুকে প্রহার করার মত নির্দয় প্রহার। বি. **~বৈদ্য**—গোরুর রোগের

চিকিৎসক ; (বিদ্রূপে) হাতুড়ে চিকিৎসক। বি. ~ব্রজ—গোষ্ঠ ; গোচারণ-মাঠ। বি. ~ভাগাড়—মরা গোরু ফেলিবার স্থান। বি. ~মাংস—গোরুর মাংস। বি. ~মাতা (-তৃ)—সমস্ত গোজাতির মাতৃস্থানীয়া সুরভি ; মাতৃরূপিণী গোজাতি। ~মুখ—(১) বি. গোরুর মুখ ; গোমুখাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; জপমালার ঝুলি। (২) বিণ. গোরুর মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। বি. ~মুখী—হিমালয়স্থ গোমুখাকার গহ্বরবিশেষ (ইহার ভিতর দিয়া গঙ্গা বাহির হইয়াছে) ; জপমালার ঝুলি। বিণ. ~মূর্খ—গোরুর ন্যায় নির্বোধ অর্থাৎ নিরেট মূর্খ বা বর্ণজ্ঞানহীন। বি. ~মূত্র—চোনা। বি. ~মেধ—গো-বলি-ঘটিত বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। বি. ~যান—বৃষবাহিত শকটবিশেষ ; গোরুর গাড়ী। বি. ~রস—গোদুগ্ধ ; গোদুগ্ধজাত দধি ঘৃত প্রভৃতি। বি. ~রক্ত—গোরুর রক্ত ; (হিন্দুর পক্ষে) অস্পৃশ্য বস্তু। বি. ~রক্ষক—রাখাল। বিণ. ~শালা—গোয়াল ; গোরুর থাকিবার স্থান। বি. ~স্তন—গোরুর স্তন ; চারি 'নর' বা পঙ্‌ক্তিযুক্ত হার। বি. ~স্তনী—আঙুরফলের গুচ্ছ।

গোই—অস-ক্রি. (ব্রজ.) গোপন করিয়া ('মরমহি গোই' : গো. দা.)।

গোঁ—বি. জিদ, রোখ (গোঁ ধরা, বাঙালের গোঁ)। [> গুম]।

গোঁ-গোঁ—অব্য. যন্ত্রণা ক্রোধ প্রভৃতি জনিত আর্তনাদ। [দেশী]।

গোঁজ—(১) বি. কীলক, খোঁটা। (২) বিণ. বিরক্তি বা অভিমান হেতু খোঁটার ন্যায় নির্বাক্‌ ও নিশ্চল (মুখ গোঁজ করে বসে থাকা)। [বাং. √গুঁজ্‌ + অ (র্ম)]।

গোঁজা, গোঁজান(নো), গোঁজামিল—যথাক্রমে **গুঁজা, গুঁজান** ও **গুঁজামিল**-এর চলিত রূপ।

গোঁড়—বি. নাভিদেশে বর্ধিত মাংসপিণ্ড। [সং. গোণ্ড]।

গোঁড়া১—বিণ. গোঁড়- অর্থাৎ উচ্চনাভিবিশিষ্ট। [বাং. গোঁড় + আ]। বি. ~লেবু, (প্রাদে.) **গোঁড়ানেবু**—অত্যন্ত টক ও বৃহদাকার লেবুবিশেষ, জামির।

গোঁড়া২—বিণ. (ধর্মমতাদিতে) অন্ধবিশ্বাসী এবং এক-গুঁয়ে ভাবে অনুসরণকারী ; একান্ত সংরক্ষণশীল (গোঁড়া বৈষ্ণব) ; অন্ধ ভক্ত ; অত্যধিক পক্ষপাতী। বি. ~মি, (কথ্য.) ~য়, (কথ্য.) ~মো—অন্ধবিশ্বাস ও একগুঁয়ে-ভাবে অনুসরণ ; একান্ত রক্ষণশীলতা ; অন্ধ ভক্তি ; অতিরিক্ত পক্ষপাত।

গোঁফ, গোঁপ—বি. ওষ্ঠদেশের রোমরাজি, মোচ। [সং. গুম্ফ]। বিণ. ~খেজুরে—খেজুরটি গোঁফের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে তবু সেটি মুখের ভিতরে ঢুকাইয়া লইবার চেষ্টা করে না এমন অলস ; অত্যন্ত অলস।

গোঁয়া—ক্রি. অতিবাহিত করা, কাটান (দিন গোঁয়ান) ; অতিবাহিত হওয়া ('মিছে খেলায় দিন গোঁয়াল' : রা. প্র.) ; অনুগমন করা ('সকল লোক পশ্চাতে গোঁয়ায়' : কৃত্তি.) ; বনিবনাও করিয়া একত্র বাস করা (তার সঙ্গে গোঁয়ান শক্ত)। [সং. √গম্‌ + ণিচ্‌ + বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. **গোঁয়া**-র অনুরূপ। (২) বি. অতি-বাহন, যাপন। (৩) বিণ. অতিবাহিত।

গোঁয়ার—বিণ. একগুঁয়ে, জেদী ; কাণ্ডজ্ঞানহীন, হঠকারী, উদ্ধত ; দুঃসাহসী ; অশিক্ষিত, অসভ্য। [বাং. গাঁও + আর—তু. হি. গমার]। বিণ. বি. ~**গোবিন্দ**—কাণ্ডজ্ঞানহীন, হঠকারী ও দুঃসাহসী। বি. ~**তুমি**, ~**তমি, গোয়ার্তুমি, গোয়ার্তমি**—গোঁয়ারের ভাব বা কার্য। বিণ. **কাঠগোঁয়ার**—ভালমন্দজ্ঞানহীন, রসকষ বর্জিত ও একগুঁয়ে।

গোঁয়ারা—বি. হাসান-হোসেনের শবাধার বা মহরমের তাজিয়া ; মহরম-উৎসব। [ফা. গোর্‌ + হি. রারা]।

গোঙান১ (নো), গোঙ্গান১ (নো)—**গোঁয়ান**-র রূপভেদ।

গোঙান২, গোঙানো২, গোঙ্গান২, গোঙ্গানো২—ক্রি. গোঁ-গোঁ শব্দ করা বা উক্ত ধ্বনিসহকারে ক্রন্দন করা। বি. **গোঙানি, গোঙ্গানি**।

গোচ—**গোছ**-এর রূপভেদ।

গোচর—(১) বি. ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয় (কর্ণগোচরে আসা) ; (জ্যোতিষ.) এলাকা, দৃষ্টি বা প্রভাবের এলাকা (শনির গোচর) ; অবগতি (গোচরে আনা) ; গোচারণ মাঠ। (২) বিণ. প্রত্যক্ষ, আশ্রিত, স্থিত, বিষয়ীভূত (নয়নগোচর, শ্রুতিগোচর)। [সং. গো + √চর্‌ + অ]।

গোছ—বি. বত্রিশটির সমষ্টি বা গুচ্ছ (দুই গোছ পান), আঁটি (ধানের গোছ) ; সুবন্দোবস্ত, শৃঙ্খলা (কাজের গোছ) ; রকম (বেঁটে গোছের লোক) ; গোড়ালির উপরে হাঁটুর নিম্নস্থ অংশ। [সং. গুচ্ছ]। বি. ~**গাছ**—বিন্যাস, সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন।

গোছা১—বি. গুচ্ছ, (একগোছা চুল, চাবির গোছা) ; থোকা, থোলো, তাড়া (একগোছা কাগজ) ; পায়ের গোছ। [বাং. গোছ + আ (স্বার্থে)]।

গোছা২, গোছান (নো)—যথাক্রমে **গুছা** ও **গুছান**-র চলিত রূপ।

গোছাল, গোছালো—বিণ. সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত (গোছাল সংসার) ; শৃঙ্খলার সহিত কাজ করে এমন, হিসাবী (গোছাল লোক)। [বাং. গোছ + আল (যুক্তার্থে)]।

গোট—বি. রমণীদের কোমরের অলঙ্কারবিশেষ, মেখলা। [দে ।।]।

গোটা১—বিণ. আস্ত, অখণ্ড, সম্পূর্ণ (গোটা বাড়ি বা গোটা দেশ) ; বিভিন্নপ্রকার চূর্ণ মসলার মিশ্রণ ; বস্তু বা সংখ্যা নির্দেশার্থক, -টা, মাত্র (গোটা ছয় আম)। [দেশী]। বিণ. ~**কতক**, ~**কয়েক**—অল্প কয়েকটি। বিণ. ~**গোটা**—আস্ত আস্ত, অভঙ্গ। [~গুটি-ও] দ্রঃ।

গোটা, গোটান (নো)—যথাক্রমে **গুটা** ও **গুটান**-র চলিত রূপ।

আদিতে গো-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য গো২ দ্রঃ।

গোঠ১—**গোট**-এর রূপভেদ।
গোঠ২—বি. গোচারণ-ভূমি (হাটে-মাঠে-গোঠে)। [সং. গোষ্ঠ]।
গোড়—বি. গোড়া, মূলদেশ, শিকড়; পা। [হি.]। বিণ. **~তোলা**—উচ্চ গোড়ালিযুক্ত, উঁচু হিলওয়ালা (গোড়তোলা জুতা)। **গোড়ে গোড় দেওয়া**—পায়ে পা মেলান; পদাঙ্ক অনুসরণ করা; মতে সায় দেওয়া।
গোড়া—বি. মূলদেশ, শিকড় (গাছের গোড়া); সন্নিধান (হাতের গোড়ায়); ভিত, বনিয়াদ (গোড়াপত্তন করা); আদি, আরম্ভ, সূত্রপাত (গোড়া থেকে, গোড়ায় গলদ); মূল কারণ (যত নষ্টের গোড়া)। [বাং. গোড়+আ]। **~গুড়ি**—ক্রি-বিণ. সর্বপ্রথমে (গোড়াগুড়ি কেহ জানিত না); প্রথম হইতে (গোড়াগুড়ি জানি)। বি. **~পত্তন**—ভিত্তিস্থাপন; ভিত্তিপ্রবর্তন; সূত্রপাত, আরম্ভ।
গোড়ালি—বি. গুল্ফ, পাদমূলের পিছনের অংশ। [গোড় দ্রঃ]।
গোড়িম—বি. ডিম হইতে বাহির হইবার পর পক্ষিশাবকের অসহায় অবস্থা। **গোড়িমওয়ালা ছেলে**—(আল.) দুধের শিশু। **গোড়িম ভাঙে নাই**—(আল.) অতি শিশু।
গোড়ে—বি. বৃহৎ পুষ্পমাল্য। [টালিগঞ্জের দক্ষিণে 'গড়িয়া'-নামক গ্রাম এইরূপ মাল্যরচনার উৎপত্তিস্থল বলিয়া কথিত]।
গোণা—**গোনা**-র বানান ভেদ।
গোতম—বি. ন্যায়দর্শন-প্রণেতা ঋষি; (পা.) গৌতম বুদ্ধ।
গোত্তা, গোপ্তা—বি. নিচের দিকে মাথা দিয়া বেগে পতন (গোত্তা খাওয়া)। [আ. গউতহ্]।
গোত্র১—বি. বংশ, কুল; বংশপ্রবর্তক ঋষির সন্তান-পরম্পরা (শাণ্ডিল্য গোত্র)। [সং. √গু (শব্দ বা কীর্তন করা)+ত্র('ট্রন্') র্ম]। বিণ. **~জ**—গোত্রে জাত, সগোত্র, জ্ঞাতি।
গোত্র২—বি. পর্বত ('গোত্রের প্রধান পিতা': ভা. চ.)। [সং. গো(=পৃথিবী)+ত্রৈ+অ (র্তৃ)]। বি. **~প্রধান**—হিমালয়। বি. **~ভিৎ** (-দ্)—(পর্বত বিদীর্ণকারী) ইন্দ্র।
গোদ—বি. শ্লীপদ, পদস্ফীতিরূপ রোগ। [দেশী]। **গোদের উপর বিষফোঁড়া**—যন্ত্রণার উপর অধিকতর যন্ত্রণা। বিণ. বি. **গোদা**—গোদযুক্ত (রোগী); অত্যন্ত স্থূল বা মোটা (লোক); (মন্দ অর্থে) প্রধান ব্যক্তি, নায়ক (পালের গোদা)।
গোদাবরী—বি. দক্ষিণ ভারতের নদীবিশেষ।
গোধা, গোধিকা—বি. গোসাপ। [সং.]।
গোধূম—বি. গম। [সং.]। বি. **~চূর্ণ**—ময়দা, আটা।
গোধূলি—গো দ্রঃ।
গোনা—**গনা** ও **গুনা২**-র রূপভেদ।
গোপ—বি. গোয়ালাজাতি, গো-পালক; রাজা; ভূম্যধিকারী। [সং গো+√পা+অ]।
গোপন—(১) বি. লুকায়িত করণ; আবরণ (গোপন-সঞ্চারী)। (২) (বাং.) বিণ. গুপ্ত, গোপনীয় (গোপন সংবাদ)। [সং √গুপ্+অন (ভা)]। বিণ. **গোপনীয়**—গোপন রাখা উচিত এমন।
গোপা—বি. বুদ্ধদেবের সহধর্মিণী।
গোপাঙ্গনা—বি. গোপকুলবধূ, গোপনারী। [সং. গোপ+অঙ্গনা]।
গোপাল১—বি. গোয়ালা, রাখাল; শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম; রাজা; (বাং.) সন্তান, পুত্র (আদুরে গোপাল)। [সং. গো+√পা+ণিচ্+অ (র্তৃ)]। বি. **~ক**—গোরু পালনকারী, গোয়ালা। বি. **~ন**—গোরু পালনকারী; গো-পরিচর্যা।
গোপাল২—বি. গোরুর পাল। [সং. গো+পাল (ষষ্ঠী-তৎ.)]।
গোপালভোগ—বি. আম্রবিশেষ। [গোপাল=রাজা বা শ্রীকৃষ্ণ+ভোগ]।
গোপিকা, গোপী, (বাং.) **গোপিনী**—বি. গোয়ালিনী, গোপবধূ। [সং. গোপী+(স্বার্থে) ক+আ; সং. গোপ+বাং. ইনী]। বি. **গোপিনীবল্লভ, গোপীজনবল্লভ**—শ্রীকৃষ্ণ। বি. **গোপীচন্দন**—বৈষ্ণবদের ব্যবহার্য তিলক-মাটি। বি. **গোপীযন্ত্র**—একতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।
গোপিত—বিণ. লুকায়িত; রক্ষিত। [সং. √গুপ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।
গোপুর—বি. মন্দিরদ্বার; নগর-তোরণ। [সং.]।
গোপ্তব্য, গোপ্য—বিণ. গোপনীয়, অপ্রকাশ্য; রক্ষণীয়। [সং. √গুপ্+তব্য, য (র্ম)]।
গোপ্তা১—**গোত্তা** দ্রঃ।
গোপ্তা২ (-প্তৃ)—বিণ. রক্ষক ('শাশ্বতধর্মগোপ্তা'), গুপ্ত, অজ্ঞাত। [সং. √গুপ্+তৃ (র্তৃ)]। [**চোরাগোপ্তা** দ্রঃ]।
গোবদা—বিণ. অশোভন বা বেমানান রকম মোটা। [দেশী—তু. হি. গবদা]।
গোবর—বি. গোময়, গো-বিষ্ঠা। [সং. গোবিট্]। বিণ. বি. **~গণেশ**—(ব্যঙ্গে) গোবরে তৈয়ারি গণেশমূর্তির ন্যায় অকর্মণ্য ব্যক্তিত্বশূন্য ও বুদ্ধিহীন (ব্যক্তি)। বি. **~গাদা**—গোবরের স্তূপ। বি. **~ছড়া**—জলে গোলা গোবরের ছিটা। বিণ. **~ভরা**—অসার, একেবারে বুদ্ধিহীন। **গোবরে পদ্মফুল**—নিকৃষ্ট স্থানে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট বস্তু অথবা হীনকুলজাত মহৎ বা অপূর্ব সুন্দর ব্যক্তি।
গোবরাট, গোবরাঠ—বি. দরজার বা জানালার চৌকাঠের নিম্নস্থ কাঠ। [দেশী]।
গোবর্ধন—বি. বৃন্দাবনের সন্নিহিত পাহাড়। [সং.]। বি **~ধারী** (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ।
গোবাঘ, গোবাঘা—বি. সাধারণতঃ গোরু শিকার করে এরূপ বাঘ; হায়েনা (hyena)। [বাং. গো+বাঘ]।
গোবিন্দ—বি. বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। [সং.]।
গোবুচন্দ্র—**গবচন্দ্র**-র রূপভেদ।
গোবেচারা, গোবেচারী—বিণ. (গোরুর ন্যায়) অত্যন্ত নিরীহ; অতিরিক্ত ভালোমানুষ। [সং. গো+ফা. বেচারা]।
গোমস্তা—বিণ. বিষণ্ণ, গম্ভীর। [ফা. গুমান্?]।

গোমতী—বি. অযোধ্যাপ্রদেশের নদীবিশেষ।
গোময়—বি. গোবর। [সং. গো+ময়ট্]।
গোমস্তা, গোমশতা—বি. তহশীলদার, খাজনা-আদায়কারী ; জমিদারের বা মহাজনের পাওনা-আদায়কারী কর্মচারী ; প্রতিনিধি। [ফা. গোমশ্‌তা]।
গোমায়ু—বি. শৃগাল। [সং.]।
গোমেদ—বি. পীতবর্ণ মণিবিশেষ ; বৈদূর্যমণি। [সং.]।
গোয়—ক্রি. (ব্রজ.) গোপন করে ; কাটায়, রাখে ('আঁচরে মুখশশী গোয়' : গো. দা.)।
গোয়াল১—বি. গোরু রাখার ঘর, গোগৃহ। [সং. গোশালা]।
গোয়াল২, গোয়ালা, গয়লা—বি. গোপালক, গোপ ; দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। [সং. গোপাল]। বি.(স্ত্রী.) **গোয়ালিনী**। **নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ**—নিজে গোয়ালা হইয়াও দুধ খাইতে পায় না—খায় আমানি ; (আল) নামমাত্র সার—কাজে কিছু নহে।
গোয়েন্দা—বি. গুপ্তচর। [ফা. গোইন্দা]। বি **~গিরি**—গোয়েন্দার পেশা।
গোর১—বিণ. (কাব্যে) গৌরবর্ণ। [সং. গৌর]।
গোর২—বি. সমাধি, কবর। [ফা.]। ক্রি. **গোর দেওয়া**—মৃতকে সমাধিস্থ করা। বি. **~স্থান**—সমাধি-ভূমি, কবরখানা। ক্রি. **গোর লওয়া, গোরে যাওয়া**—মরা।
গোরখনাথ, গোরক্ষনাথ—বি. 'নাথ' গুরুগণের মধ্যে প্রসিদ্ধতম গুরু মীননাথের শিষ্য।
গোরা—(১) বিণ. গৌরবর্ণ, ফরসা ; (গৌরবর্ণ বলিয়া) ইংরেজজাতীয় (গোরা পল্টন)। (২) বি. শ্রীচৈতন্য ('কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে' : বা. ঘো.) ; ইউরোপের অধিবাসী ; ইউরোপীয় সৈন্য (একদল গোরা)। [সং. গৌর]। বি. **~চাঁদ**—শ্রীচৈতন্য, গৌরচন্দ্র। **গোরার বাদ্য**—ইউরোপীয় সৈনিকদের বাজনা।
গোরু—বি. গাভী ; গোজাতি ; বৃষ ; (বিদ্রূপে বা গালিতে) বোকা, মূর্খ (লোকটা একটা গোরু)। [সং. গোরূপ]। বি. **~চোর**—পরের গোরু অপহরণকারী (ইহা হিন্দু-সমাজে অত্যন্ত নীচকার্য বলিয়া পরিগণিত), যে ব্যক্তি সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা মুখ বুজিয়া সহ্য করে ; ভীত-সন্ত্রস্ত। **গোরু মেরে জুতা দান**—জঘন্য অন্যায়কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অল্প কিছু ভালো কাজ করা।
গোরোচনা—বি. গো-পিত্ত হইতে প্রাপ্ত উজ্জ্বল পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ। [সং.]।
গোল১—বি. ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় বল প্রবিষ্ট করাইবার নির্দিষ্ট স্থান (গোল রক্ষা করা) ; ঐ স্থানে বল প্রেরণের দ্বারা পরাজিত করা (গোল দেওয়া)। [ইং. goal]।
গোল২—বি. উচ্চ শব্দ (ছেলেরা গোল করিতেছে) ; সরলতার অভাব, জটিলতা, চক্র, পেঁচ (তার মনে গোল আছে) ; সন্দেহ (মনের গোল মেটান) ; ফেসাদ (গোলে পড়া, গোল বাধান) ; ভুল (গোল করিয়া ফেলা)। [ফা.]। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—গোলমাল বা ভিড়ের সুযোগে কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া বা কোনরূপে দায় সারা।
গোল৩—(১) বিণ. বর্তুলাকার, বৃত্তাকার, round। (২) বি. বৃত্ত ; বৃত্তাকার বা বর্তুলাকার বস্তু, মণ্ডল (ভূগোল) ; কন্দুক, ball, গোলক। [সং. √গুড্‌+অ (র্তৃ)]। বিণ. **~গাল**—প্রায় গোলাকার ; হৃষ্টপুষ্ট (গোলগাল চেহারা)।
গোলক—বি. গোলাকার বস্তু (ভূগোলক) ; গোলা, ভাঁটা, বাটুল, কন্দুক, ball ; যে বর্তুলের উপরে পৃথিবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত থাকে, globe। [গোল৩+ক (স্বার্থে)]।
গোলক-ধাঁধা—বি. যে বেষ্টনীর মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়াও বহির্গমনপথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; জটিল সমস্যা। [হি. গোরকধান্ধা—গুরু মীননাথকে উদ্ধার করিবার জন্য গোরখনাথ যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাদৃশ ধাঁধা]।
গোলদার—বিণ. বি. আড়তদার, গোলার অধিকারী। [হি. গোলা+ফা. দার]। বি. **গোলদারি**—গোলদারের বৃত্তি, আড়তদারি। বিণ. **গোলদারী**—আড়ত বা আড়তদারসম্বন্ধীয় (গোলদারী কারবার)।
গোলন্দাজ—বি. যে সৈনিক কামান দাগে। [হি. গোলা+ফা. অন্দাজ]। **গোলন্দাজি, গোলন্দাজী**—(১) বি. গোলন্দাজের বৃত্তি। (২) বিণ. গোলন্দাজ-সম্বন্ধীয়।
গোলপাতা—বি. তাল-নারিকেলজাতীয় ছোট গাছ-বিশেষের পাতা, প্রধানতঃ ঘরের চাল-ছাওয়ার কাজে লাগে। [দেশী]।
গোলমরিচ—বি. গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ মরিচবিশেষ। [বাং. গোল৩+মরিচ]।
গোলমাল—বি. বহু লোকের মিলিত চীৎকার, গোল-যোগ ; বিশৃঙ্খলা ; বিঘ্ন। [হি.]। বিণ. **গোলমেলে**—দুর্বোধ্য ; এলোমেলো ; পরস্পর-বিরোধী, অসংলগ্ন।
গোলযোগ—বি. গোলমাল, হট্টগোল ; বিশৃঙ্খলা ; বিঘ্ন, বিপত্তি। [ফা. গোল২+সং. যোগ]।
গোলা১—বি. ধান্যাদি রাখিবার মরাই ; আড়ত (কাঠ-গোলা) ; বাজার, গঞ্জ। [দেশী ?—তু. হি. গোলা]। বিণ. **~জাত**—গোলা বা মরাইয়ে রক্ষিত। বি. **~বাড়ি**—শস্যাগার, ধান্যাদি মজুত করিবার বাড়ি ; খামার।
গোলা২—বি. গোলক, কন্দুক, ball ; কামানের গোলা। [সং. গোলক]। বি. **~গুলি**—বন্দুক ও কামানের বিভিন্ন উপকরণ ; কামান-বন্দুকের অগ্নিবর্ষণ (গোলাগুলি উপেক্ষা করা)।
গোলা৩—বিণ. অশিক্ষিত, সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন (গোলা লোক, গোলা পায়রা)। [ফা. গোল]।
গোলা৪—(১) বি. জল ইত্যাদির সহিত মিশাইয়া তরল করা ; ঐরূপে তরলীকৃত বস্তু (গোবর গোলা)। (২) বিণ. ঐরূপে তরলীকৃত (গোলা ময়দা)। [বাং. √গুল+আ]। **গোলা হাঁড়ি**—যে হাঁড়িতে ঘর নিকাইবার জন্য গোবর-গোলা রাখা হয়।
গোলা৫, গোলাম (মো)—যথাক্রমে **গুলা২** ও **গুলাম**-র চলিত রূপ।

গোলাকার, গোলাকৃতি—বিণ. চক্রাকার, বতুলাকার, গোল আকারযুক্ত, round। [গোল৩+আকার, আকৃতি]।

গোলাপ (-ব), গোলাপী (-বী)—যথাক্রমে গুলাব ও গুলাবী-র চলিত রূপ।

গোলাপজাম—বি. গোলাপের ন্যায় সুগন্ধ মিষ্ট ফলবিশেষ। [বাং. গোলাপ+জাম]।

গোলাম—বি. ক্রীতদাস; ভৃত্য, চাকর; তাসবিশেষ। [আ.]। বি. ~**খানা**—গোলামদের বাসস্থান; (আল.) গোলাম বা গোলামের ন্যায় মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক তৈয়ারী করিবার কারখানা। বি. **গোলামি**—গোলামের বৃত্তি, দাসত্ব।

গোলার্ধ—বি. পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ অর্ধাংশ। [সং. গোল৩+অর্ধ]।

গোলালো—বিণ. প্রায় গোলাকার, গোলগাল। [বাং. গোল৩+আল]।

গোলোক—বি. বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক, স্বর্গে নারায়ণের বাসস্থান। [সং. গো(=স্বর্গ)+লোক(=ভুবন)]। বি. ~**ধাম**—বৈকুণ্ঠপুরী; ক্রীড়াবিশেষ। বি. ~**নাথ**, ~**পতি**, ~**বিহারী** (-রিন্)—বিষ্ণু।

গোল্লা—বি. গোলাকৃতি মিষ্টান্ন (রসগোল্লা); শূন্য (পরীক্ষায় গোল্লা পাওয়া); নরক, অধঃপাত (গোল্লায় যাওয়া)। [সং. গোল৩+বাং. লা]। ক্রি. **গোল্লায় যাওয়া**—উৎসন্নে যাওয়া (ছেলেটা গোল্লায় গেছে)।

গোশত—গোস্ত-র বানানভেদ।

গোশালা—গো দ্রঃ।

গোষ্ঠ—বি. গোরু প্রভৃতি থাকিবার স্থান; গোচারণভূমি; মিলনস্থান, সভা (গোষ্ঠাগার; গোষ্ঠাধ্যক্ষ)। [সং. গো+√স্থা+অ (ধি)]। বি. ~**গৃহ**—গোয়াল-ঘর, গোশালা। বি. ~**বিহারী** (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। বি. ~**যাত্রা**, ~**লীলা**—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ লীলা।

গোষ্ঠী—বি. পরিবার; জ্ঞাতি; কুল, বংশ; সমূহ, দল (শিল্পগোষ্ঠী, গোষ্ঠীগত কোন্দল); বৈঠক, সভা। [সং. গো (=বাক্)+√স্থা+অ (ধি)]। বি. ~**পতি**—বংশ পরিবার বা সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি; দলপতি; সভাপতি। বি. ~**বর্গ**—পরিজন ও জ্ঞাতিগণ।

গোষ্পদ—বি. গোরুর পায়ের দ্বারা চিহ্নিত ক্ষুদ্র স্থান; এইরূপ ক্ষুদ্র স্থানে যতটুকু জল ধরে অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র জলাশয়। [সং. গো+পদ (নি.)]।

গোসল—বি. স্নান। [আ. গুস্ল্]। বি. ~**খানা**—স্নানের ঘর, বাথরুম।

গোসা—বি. ক্রোধ; অভিমান। [আ. গুস্সা]। বি. ~**ঘর**—ক্রোধাগার, অভিমানকক্ষ।

গোঁসাই, গোসাঞি—বি. প্রভু, ঈশ্বর; বৈষ্ণব গুরু-বংশীয় ব্যক্তিদের উপাধিবিশেষ। [সং. গোস্বামী]।

গোসাপ—বি. গোধা, গোধিকা দ্রঃ।

গোস্ত—বি. মাংস; (অশু. কিন্তু প্রচলিত) গোমাংস। [ফা. গোশ্‌ৎ]।

গোস্তাকি—বি. ঔদ্ধত্য, বেয়াদপি। [ফা. গুস্তাখী]।

গোস্‌সা—গোসা-র অপ্র. রূপ।

গোস্বামী (-মিন্)—বি. গোসমূহের বা পৃথিবীর অধিপতি বা রক্ষক; প্রভু; ঈশ্বর; ধর্মোপদেষ্টা; বৈষ্ণবগুরু ও ভক্তশ্রেষ্ঠদের উপাধিবিশেষ; বৈষ্ণব গুরুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। [সং.]।

গো-হারা—বিণ. ক্রি-বিণ. শোচনীয়ভাবে পরাজিত (নির্বাচনে আমাদের গো-হারা হার হয়েছে)।

গোহারি—বি. সবিনয়ে দুঃখ-নিবেদন ও প্রতিকার-প্রার্থনা। [তু. হি. গোহারী]।

গোহাল—গোয়াল১-এর মার্জিত রূপ।

গৌড়—বি. বাঙ্গালাদেশের, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নাম (গৌড়দেশের এলাকাসম্বন্ধে নানা মত আছে)। [সং. গুড়+অ]। বি. **গৌড়ী**—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ; কাব্যের রীতিবিশেষ; গুড় হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। বিণ. **গৌড়ীয়**—গৌড়দেশসম্বন্ধীয়; গৌড়দেশের অধিবাসী, গৌড়দেশে উৎপন্ন।

গৌণ—(১) বিণ. অপ্রধান। (২) (বাং.) বি. বিলম্ব, দেরি (গৌণ করা)। [সং. গুণ+অ]। বি. ~**কর্ম**—(ব্যাক.) অপ্রধান কর্ম, indirect object। বি. **গৌণার্থ**—(অল.) শব্দের অপ্রধান অর্থ (অর্থাৎ যাহা মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ নহে); লক্ষ্যার্থ।

গৌতম—বি. ঋষিবিশেষ; বুদ্ধদেব। [সং. গোতম+অ]। বি. (স্ত্রী.) **গৌতমী**—গোতমবংশীয়া স্ত্রী; দুর্গা।

গৌর—(১) বিণ. ফরসা, উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট, দুধে-আলতায় গোলা বর্ণবিশিষ্ট। (২) বি. শ্রীচৈতন্যদেব। [সং.]। বি. ~**চন্দ্র**—শ্রীচৈতন্যদেব। বি. ~**চন্দ্রিকা**—মূল গীতের পূর্বে গৌরচন্দ্রের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা; ভূমিকা, মুখবন্ধ।

গৌরব—বি. গুরুত্ব; গরিমা, মহিমা; মর্যাদা, আদর, সম্মান; গর্ব (অতীত লইয়া গৌরব করা)। [সং. গুরু+অ (ভা)]। বিণ. **গৌরবান্বিত, গৌরবিত**—গৌরবযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **গৌরবিণী**—গৌরবযুক্তা; গর্বিতা, গরবিনী।

গৌরাঙ্গ—(১) বিণ. গৌরবর্ণ দেহবিশিষ্ট। (২) বি. শ্রীচৈতন্যদেব। [সং. গৌর+অঙ্গ]। বিণ.(স্ত্রী.) **গৌরাঙ্গী, গৌরাঙ্গী**।

গৌরী—(১) বি. গৌরবর্ণা নারী; দুর্গা; অবিবাহিতা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। (২) বিণ. গৌরবর্ণা। [সং. গৌর+ঈ]। বি. ~**দান**—অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহে সম্প্রদান। বি. ~**পট্ট**—শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ পীঠ, পেনেট। বি. ~**শঙ্কর**—দুর্গা ও শিব; হিমালয়ের চূড়াবিশেষ।

গ্যাঁজ, গ্যাঁজলা, গ্যাঁজাম (-মো)—যথাক্রমে গাঁজ গাঁজলা ও গাঁজাম-এর বিকৃত রূপ।

গ্যাঁট্‌—বিণ. স্থির, নিশ্চল (গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাকা)। [দেশী]। অব্য. ~**গ্যাঁট্**—গট্‌গট্ দ্রঃ।

গ্যালি—বি. ছাপার অক্ষর রাখিবার কাষ্ঠফলক। বি. ~**প্রুফ**—উহা হইতে তোলা প্রুফ।

গ্যাস—বি. বায়বা পদার্থ, কয়লা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন

বায়ব্য দাহ্য বস্তু। [ইং. gas]। ক্রি. **গ্যাস দেওয়া**—(অশি.) বাজে মিথ্যা কথা বলা ও তাহা বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করা, (তু.) গুল মারা। বিণ. **গ্যাসীয়**—গ্যাস-সংক্রান্ত; গ্যাসজাত; গ্যাসধর্মী।

গ্রথন, গ্রন্থন, গ্রন্থনা—বি. গাঁথা, গাঁথনি, রচনা। [সং. √গ্রন্থ্ + অন (ভা)]। বিণ. **গ্রথিত, গ্রন্থিত**—গাঁথা হইয়াছে এমন; সাজানো, রচিত।

গ্রন্থ—বি. বই, পুঁথি; শাস্ত্র। [সং. √গ্রন্থ্ + অ (র্ম)]। বি. **~কার, ~কর্তা** (র্তৃ)—গ্রন্থের রচয়িতা; লেখক। বি. **~কীট**—বইয়ের পোকা; (আল.) গ্রন্থপাঠে একান্ত অনুরক্ত এবং অন্য কোনও দিকে খেয়াল নাই এইরূপ ব্যক্তি, book-worm।

গ্রন্থন—**গ্রথন** দ্রঃ।

গ্রন্থাগার—বি. যে গৃহে নির্দিষ্ট পাঠকদের জন্য বহু গ্রন্থ সাজাইয়া রাখা হয়, library। [সং. গ্রন্থ + আগার]। বি. **গ্রন্থাগারিক**—গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ, librarian।

গ্রন্থি—বি. গাঁট, গিরা (গ্রন্থি শিথিল করা বা হওয়া), অঙ্গের (বিশেষতঃ অস্থির) সন্ধিস্থান; বংশদণ্ডাদির সন্ধি বা গিঁট; দেহাভ্যন্তরস্থ রসনিঃসারক কোষ, gland। [সং. √গ্রন্থ্ + ই + (ভা)]। বি. **~বন্ধন**—গাঁটছড়া। বিণ. **~ল**—বহুগ্রন্থিযুক্ত, গ্রন্থিময়।

গ্রন্থিক—বি. দৈবজ্ঞ; কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের অজ্ঞাতবাসকালীন নাম। [সং. গ্রন্থ্ + ইক]।

গ্রন্থী (-ইন্)—বি. বহু গ্রন্থের মালিক বা পাঠক, bookish। [সং. গ্রন্থ + ইন্]।

গ্রসন—বি. গ্রাসকরণ। [সং. √গ্রস্ + অন (ভা)]।

গ্রসমান—বিণ. গ্রাস করিতেছে এমন। [সং. √গ্রস্ + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

গ্রস্ত—বিণ. গ্রাস করা হইয়াছে এমন (রাহুগ্রস্ত); গিলিত; আক্রান্ত (রোগগ্রস্ত); অভিভূত (শোকগ্রস্ত)। [সং. √গ্রস্ + ত(র্ম)]।

গ্রহ—বি. (জ্যোতি.) সূর্য-প্রদক্ষিণকারী জ্যোতিষ্ক, planet (ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রহ নয়টি—সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু); গ্রহণ, ধারণ, (রূপগ্রহ); উপলব্ধি (অর্থগ্রহ); গ্রহবৈগুণ্য, কুগ্রহ (গ্রহের ফের); দুরদৃষ্ট। [সং. √গ্রহ্ + অ (র্তৃ)]। বি. **~দেবতা**—(জ্যোতিষ.) গ্রহের অধিদেবতা। বি. **~দোষ**—(জ্যোতিষ.) গ্রহের বিরুদ্ধ দৃষ্টি বা আচরণ। বি. **~পতি**—সূর্য। বি. **~বিপাক**—অশুভ গ্রহের প্রভাবের ফলে বিপত্তি। বি. **~বৈগুণ্য**—**গ্রহদোষ**-এর অনুরূপ। বি. **~মণ্ডল**—জ্যোতির্মণ্ডল, গ্রহজগৎ। বি. **~রাজ**—সূর্য; চন্দ্র; বৃহস্পতি। বি. **~শান্তি**—বিরুদ্ধ বা অশুভ গ্রহের প্রভাব দূর করার জন্য পূজা বা স্বস্ত্যয়ন। বি. **~স্ফুট**—(জ্যোতিষ.) গ্রহের স্থিতিজ্ঞাপক রাশি। **গ্রহের ফের**—গ্রহের বা অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণ।

গ্রহণ—বি. প্রাপ্তি, আদান (ভিক্ষাগ্রহণ); ধারণ (হস্তগ্রহণ); স্বীকার (নিমন্ত্রণ-গ্রহণ); অবলম্বন, আশ্রয় (সন্ন্যাস-গ্রহণ); বরণ (অতিথিকে সাদরে গ্রহণ); মানিয়া লওয়া (উপদেশ-গ্রহণ); উপলব্ধি (অর্থগ্রহণ); পান, আহার (জলগ্রহণ, অন্নগ্রহণ); গ্রহাদির গ্রাস বা অদৃশ্য হওয়া (চন্দ্রগ্রহণ)। [সং. √গ্রহ্ + অন (ভা)]। বিণ. **গ্রহণীয়**—গ্রহণযোগ্য।

গ্রহণী, গ্রহণি—বি. উদরাময়মূলক রোগবিশেষ; (শারীর.) ক্ষুদ্রান্ত্রের অগ্রভাগ, duodenum। [সং. √গ্রহ্ + অনি + ঈ]।

গ্রহণীয়—**গ্রহণ** দ্রঃ।

গ্রহদেবতা, গ্রহদোষ, গ্রহপতি, গ্রহবিপাক, গ্রহবৈগুণ্য, গ্রহমণ্ডল, গ্রহরাজ, গ্রহশান্তি, গ্রহস্ফুট—**গ্রহ** দ্রঃ।

গ্রহাচার্য—বি. দৈবজ্ঞ। [সং. গ্রহ + আচার্য]।

গ্রহাণু—বি. উপগ্রহ, সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী অতি ক্ষুদ্র গ্রহ, asteroid। [সং. গ্রহ + অণু]।

গ্রহীতা (-তৃ)—বিণ. গ্রহণকারী, গ্রাহক। [সং. √গ্রহ্ + তৃ (র্তৃ)]।

গ্রাবু—বি. একপ্রকার তাসখেলা। [দেশী]।

গ্রাম$_১$—বি. ওজনের মাপবিশেষ, কিঞ্চিদধিক ৭½ রতি, এক 'কিলোর' সহস্র ভাগের এক ভাগ [**কিলো** দ্রঃ]। [ইং. gram(me)]।

গ্রাম$_২$—বি. পল্লী, পাড়াগাঁ; ক্ষুদ্র জনবসতি; সমূহ (গুণগ্রাম); (সঙ্গীতে) প্রবাহ, ওঠা-নামা (স্বরগ্রাম)। [সং.]। বি. **~ণী**—গ্রামের মণ্ডল বা নেতা। বি. **~ধর্ম**—স্ত্রীসংসর্গ। বি. **~ভাটি**—গ্রামবৃত্তি, বিবাহাদিকালে বারোয়ারি কার্যের জন্য সংগৃহীত অর্থ। বি. **~মৃগ**—কুকুর। বি. **~সম্পর্ক**—একই গ্রামের অধিবাসী হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠিত সম্বন্ধ। বি. **গ্রামান্ত**—গ্রামের প্রান্তসীমা। বি. **গ্রামান্তর**—ভিন্ন গ্রাম। বিণ. **গ্রামিক**—গ্রামের অধিকারী; গ্রামরক্ষক। বিণ. **গ্রামী** (-মিন্)—গ্রামের কর্তা; গ্রামবাসী; গ্রাম্য; গ্রামবিশিষ্ট। বিণ. **গ্রামীণ**—গ্রামোৎপন্ন, গ্রাম্য; গ্রামস্থ।

গ্রামোফোন—বি. চাকতিতে স্বরতরঙ্গ মুদ্রিত থাকে (অর্থাৎ রেকর্ড) তাহা হইতে উক্ত স্বর ধ্বনিত করার যন্ত্রবিশেষ, কলের গান। [ইং. gramophone]।

গ্রাম্য—বিণ. গ্রামসম্বন্ধীয়; গ্রামজাত; গ্রামস্থ; ইতর, অমার্জিত, অভদ্র, প্রাকৃত। [সং. গ্রাম + য]। বি. **~তা**—অমার্জিত ভাব, অভদ্রতা; ভাষার শব্দগত ও অর্থগত অশোভনতা। বি. **~ধর্ম**—স্ত্রীসংসর্গ. বি. **~মৃগ**—কুকুর।

গ্রাস—বি. ভোজনের জন্য এক-একবারে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যাদি মুখে তোলা হয়; কবল, খাবলা; ভক্ষণ, গলাধঃকরণ, গেলা (কালগ্রাসে); খোরাক, অন্ন (গ্রাসাচ্ছাদন); গ্রহণকালে আবৃত হওয়া (চন্দ্রের বা সূর্যের পূর্ণগ্রাস, বলয়গ্রাস)। গৌণ অর্থে—অন্যায়ভাবে গ্রহণ (পরের সম্পত্তি গ্রাস করা)। [সং. গ্রস্ + অ]। বিণ. বি. **~কারী** (-রিন্)—ভক্ষণকারী, খাদক। বি. **~নালী**—যে পথে ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌঁছায়, অন্ননালী, gullet। বি. **গ্রাসাচ্ছাদন**—অন্নবস্ত্র, খোরপোশ।

গ্রাহ—বি. আদান, গ্রহণ; জ্ঞান, বোধ; নির্বন্ধ; আগ্রহ; হাঙর কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জলচর প্রাণী। [সং. √গ্রহ

+অ]। বিণ. ~ক—গ্রহণকারী ; ক্রেতা। বিণ. (স্ত্রী.) গ্রাহিকা। বিণ. গ্রাহিত—গ্রহণ করান হইয়াছে এমন। বিণ. বি. গ্রাহী (-হিন্)—গ্রহণকারী (গুণগ্রাহী) ; আকর্ষক (হৃদয়গ্রাহী) ; মলবন্ধকারক, ধারক।

গ্রাহ্য—বিণ. গ্রহণযোগ্য; জ্ঞেয় (বুদ্ধিগ্রাহ্য); স্বীকার্য; বিবেচ্য ; গণনীয়। [সং. √গ্রহ্ +য (র্ম)]। ক্রি. গ্রাহ্য করা—মানা (কথা গ্রাহ্য করা)। ক্রি. গ্রাহ্য হওয়া—সম্মান বা স্বীকৃতির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া (কথা গ্রাহ্য হওয়া বা আবেদন গ্রাহ্য হওয়া)।

গ্রীক—বি. গ্রীসদেশের লোক বা ভাষা। [ইং. Greek]।

গ্রীবা—বি. গলদেশ ; ঘাড়। [সং. √গৃ +ব (ণে) + আ]। বি. ~দেশ—ঘাড়। বি. ~ভঙ্গি—(সুন্দরভাবে) ঘাড় বাঁকান।

গ্রীষ্ম—(১) বি. গরমের কাল, নিদাঘ, উত্তাপ। (২) বিণ গরম। [সং. √গ্রস্ + ম (র্তৃ)]। বি. ~কাল—গ্রীষ্মঋতু, গরমের কাল (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস)। বিণ. ~পীড়িত—তাপক্লান্ত। বি. ~মণ্ডল—কর্কট-ক্রান্তি ও মকর-ক্রান্তির অন্তর্বর্তী গ্রীষ্মাতিশয্যযুক্ত ভূভাগ, torrid zone। বি. গ্রীষ্মাতিশয্য—উত্তাপের আধিক্য। বি. গ্রীষ্মাবকাশ—গ্রীষ্মকালীন ছুটি।

গ্রেন—বি. এক যবোদর বা $\frac{১}{১৮০}$ ভরি পরিমাণ। [ইং. grain]।

গ্রেপ্তার, গ্রেফতার—(১) বি. পাকড়াও, ধৃতকরণ। (২) বিণ. পাকড়াও করা হইয়াছে এমন, ধৃত। [ফা. গিরিফ্‌তার্]। বিণ. গ্রেপ্তারী, গ্রেফতারী—গ্রেফতার-সম্বন্ধীয় ; গ্রেফতারের।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—বিণ. গ্রীবা-সম্বন্ধীয়। [সং. গ্রীবা+অ, এয়]। গ্রৈবেয়ক—বি. কণ্ঠভূষণ।

গ্রৈষ্মিক—বিণ. গ্রীষ্মকালীন ; গ্রীষ্মসম্বন্ধীয়। [সং. গ্রীষ্ম +ইক]।

গ্লান—গ্লানি দ্রঃ।

গ্লানি—বি. ক্লান্তি ; অবসাদ ; ক্ষয় (ধর্মের গ্লানি), মল, (মনের গ্লানি) ; কলঙ্কস্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু (বীরকুল-গ্লানি); নিন্দা, কল্পিত দোষারোপ (আত্মগ্লানি)। [সং. √গ্লৈ+তি (ভা)]। বিণ. গ্লান—ক্লান্ত ; অবসন্ন ; অস্বাস্থ্যপূর্ণ ; ময়লা ; কলঙ্কস্বরূপ ; নিন্দিত।

গ্লাস—গেলাস-এর রূপভেদ।

ঘ

ঘ—বাঙ্গালা ভাষার চতুর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ঘচ্ঘচ্—অব্য. অপেক্ষাকৃত নরম জিনিস ক্রমাগত কাটিবার শব্দ। অব্য-ক্রি-বিণ. ঘচাঘচ্—ঘচ্ঘচ্ করিয়া (ঘচাঘচ্ কাটা)।

ঘট—বি. ছোট কলসি ; পাত্র, আধার (সর্ব ঘটে) ; (বাং.) মাথা, মগজ (ঘটে বুদ্ধি নেই) ; দেহ ('ঘটের মধ্যে সাঁই বিরাজে' : বাউল)। [সং. √ঘট্+অ]। বি. ~কর্পর—ঘটভাঙ্গা টুকরা, ভাঙ্গা খাপরা ; বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম। বি. ~কার—কুম্ভকার, কুমার।

ঘটক—বি. সংঘটনকর্তা; বিবাহের সম্বন্ধস্থাপনকারী পুরুষ ; ব্রাহ্মণদিগের পদবিবিশেষ। [সং. √ঘট্+অক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) ঘটকী—বিবাহের সম্বন্ধ-স্থাপনকারিণী রমণী। বি. ঘটকালী—বিবাহের সম্বন্ধকরণ ; ঘটকের কাজ।

ঘটতি, ঘাটতি—বি. অল্পতা, কমতি, লোকসান। [ঘাট১ দ্রঃ]।

ঘটন—বি. সঙ্ঘটন, হওয়া ; যোজন (অঘটন-ঘটন) ; বিধির নির্বন্ধ। [সং. √ঘট্+অন (ভা)]।

ঘটনা—বি. ব্যাপার, যাহা ঘটে ; যোজনা ; আকস্মিক ব্যাপার। [সং. √ঘট্+অন (ভা)+আ]। ক্রি-বিণ. ~ক্রমে, ~চক্রে—ঘটনাব্যপদেশে, দৈবাৎ। বি. ~চক্র—ঘটনা-পরম্পরা। বিণ. ~ধীন—দৈবাধীন। বিণ. ~পূর্ণ, ~বহুল—নানা ঘটনায় পূর্ণ। বি. ~বলী, ~বলি—ঘটনাসমূহ।

ঘটনীয়—বিণ. সংঘটনযোগ্য, ঘটিবে এমন, সম্ভাব্য। [সং. √ঘট্+অনীয় (র্তৃ)]।

ঘটমান—বিণ. ঘটিতেছে এমন; (ব্যাক.) চলিতেছে এমন (ঘটমান বর্তমান)। [সং. √ঘট্+মান (শানচ্)-র্তৃ]।

ঘটা১—বি. ঘটন ; সমারোহ, জাঁকজমক, আড়ম্বর (ঘটা করিয়া বিবাহ দেওয়া) ; সম্মিলন (গজঘটা) ; সমূহ (ঘন-ঘটা)। [সং. √ঘট্+অ (ভা)+আ]।

ঘটা২—(১) ক্রি. সঙ্ঘটিত হওয়া (বিপদ্ ঘটিল) ; সম্পন্ন হওয়া (ঘটিয়া উঠিল না) ; পরিণত হওয়া (কি থেকে কি ঘটিল)। (২) বি. সঙ্ঘটন। [বাং. √ঘট্ (সং. √ঘট্+আ)]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. সঙ্ঘটিত করান (বিপদ ঘটাবে) ; সম্পন্ন করানো (বিয়েটা ঘটিয়ে দাও)। (২) বি. সঙ্ঘটিতকরণ। (৩) বিণ. অপরের দ্বারা সঙ্ঘটিত (শত্রু-দ্বারা ঘটানো বিপদ্)।

ঘটাটোপ—বি. গাড়ি পালকি বা আসবাবপত্রের আবরণ ; ঘেরাটোপ ; বাহুল্যপূর্ণ আড়ম্বর। [সং. ঘট (=পাত্র)+আটোপ (=আড়ম্বর)]।

ঘটি—বি. ঘটের ন্যায় ধাতুনির্মিত ছোট জলপাত্রবিশেষ। [সং. ঘটী]।

ঘটিকা—বি. আড়াই দণ্ড ; ঘণ্টা (দুই ঘটিকায়), ঘড়ি ; ছোট ঘট, ঘটি। [সং. ঘটী+ক+আ]।

ঘটিত—বিণ. সঙ্ঘটিত, সম্পাদিত ; জনিত, সংক্রান্ত (নারীঘটিত, অর্থঘটিত) ; যুক্ত, যোজিত (স্বর্ণঘটিত)। [সং. √ঘট্ (=বিধান)+ত (র্ম)]। বিণ. ~ব্য—ঘটিবে এমন।

ঘটিরাম—বি. মূর্খ বা অযোগ্য কর্মচারী। [দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' হইতে]।

ঘটী—বি. ক্ষুদ্র ঘট, ঘটি ; মুহূর্ত, আড়াই দণ্ড ; কাল-নির্ণায়ক যন্ত্র, ঘড়ি। [সং. ঘট+ঈ]। বি. ~যন্ত্র—কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র ; কালনিরূপক যন্ত্র-বিশেষ, সেকালের ঘড়ি।

ঘটোধ্নী—বিণ. ঘটের ন্যায় বৃহদাকার উধস্ বা পালান যাহার (ঘটোধ্নী গাভী)। [সং. ঘট+উধস্+(স্ত্রীলিঙ্গে) নী]।

ঘট্‌ঘট্‌—অব্য. শূন্য (প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্মিত) পাত্রাদির মধ্যে কাষ্ঠদণ্ড বা অনুরূপ কিছু নাড়াচাড়া করিবার শব্দ। [দেশী]।

ঘট্ট—বি. জলাশয়ের ঘাট। [সং.]।

ঘট্টন—বি. ঘর্ষণ; ঘোটন, সঙ্ঘটন, গঠন। [সং. √ঘট্ট (=চলন)+অন (ভা)]। বি.(স্ত্রী.) **ঘট্টনী**—যদ্দ্বারা ঘাঁটা বা বাটা হয়, ঘোটনা। বিণ. **ঘট্টিত**—সঙ্ঘটিত; নির্মিত; ঘোটা হইয়াছে এমন।

ঘড়া—বি. বড় কলসি; ধাতুনির্মিত কলসি (ঘড়ায় করে জল আনা)। [সং. ঘট]।

ঘড়াঞ্চি—বি. বাঁশ বা কাঠের সিঁড়িযুক্ত উঁচু টুলবিশেষ; মই। [দেশী]।

ঘড়ি, (বিরল) **ঘড়ী**—বি. সময়-নিরূপক যন্ত্রবিশেষ (ঘড়ি ধরা হিসাব), ঘণ্টা, আড়াই দণ্ড। [সং. ঘটী]। ক্রি-বিণ. **ঘড়ি-ঘড়ি**—ঘণ্টায় ঘণ্টায়, প্রতি মুহূর্তে, বারংবার। বি. **ট্যাঁকঘড়ি, পকেটঘড়ি**—যে ঘড়ি ট্যাঁকে বা পকেটে রাখা হয়। বি. **দেওয়ালঘড়ি**—যে ঘড়ি দেওয়ালে আটকাইয়া রাখা হয়, clock। বি. **পেটা-ঘড়ি**—যে ঘড়ি পিটিয়া বাজাইতে হয় (আপনা হইতে বাজে না)। বি. **হাতঘড়ি**—যে ঘড়ি হাতে বাঁধা হয়।

ঘড়িয়াল১. (বিরল) **ঘড়ীয়াল**—বি. যে ব্যক্তি ঘণ্টা বাজাইয়া সময় নির্দেশ করে। [বাং. ঘড়ি+আল>এল]।

ঘড়িয়াল২. (কথ্য.) **ঘড়েল**—(১) বি. দীর্ঘমুখ কুম্ভীর-বিশেষ; ধূর্ত বা ধড়িবাজ লোক। (২) বিণ. ধূর্ত, ধড়িবাজ। [তু. হি. ঘড়িয়াল্]।

ঘড়্‌ঘড়্‌—অব্য. কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মাজনিত আওয়াজ; চলন্ত গাড়ির চাকার শব্দ।

ঘণ্ট—বি. ব্যঞ্জনবিশেষ (মোচাঘণ্ট)। [সং.]।

ঘণ্টা—বি. কাংস্যাদি ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; (বাং.) ষাট মিনিট বা আড়াই দণ্ডকাল সময়; (বিদ্রূপে) কিছুই নহে, ঘোড়ার ডিম (ঘণ্টা করবে)। [সং.]।

ঘণ্টাকর্ণ—বি. ঘেঁটুফুল; ঘেঁটুঠাকুর। [সং. ঘণ্টা+কর্ণ]।

ঘণ্টাঘর—বি. যে ঘর হইতে নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজানো হয়। [ঘণ্টা+ঘর]।

ঘণ্টাপথ—বি. বড় রাস্তা; রাজপথ। [সং.]।

ঘণ্টিকা, ঘণ্টী—বি. ছোট ঘণ্টা; আলজিভ। [সং. ঘণ্টা+ক+আ, ঘণ্টা+ঈ]।

ঘণ্টেশ্বর—বি. মঙ্গলপুত্র ঘেঁটু; [সং. ঘণ্টা+ঈশ্বর]।

ঘন—(১) বি. মেঘ ('সঘন গগন গরজে—'); (গণি.) সমান তিন রাশির গুণফল, cube (যেমন ২×২×২=৮); (জ্যামি.) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ: এই ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট বস্তু, solid। (২) বিণ. নিবিড়, দুর্গম (ঘন জঙ্গল, ছায়াঘন গ্রাম্যপথ), গাঢ় (ঘন দুগ্ধ); অবিরল, বারংবার কৃত (ঘন বিলাপ); ঠাসা (ঘন বুনানি); মোটা, জমাট (ঘন কাপড়); প্রবল, গভীর (ঘন বরষা); দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ; এই ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট (ঘনক্ষেত্র)। [সং. √হন্+অ (র্ম)]। বিণ. ~**কৃষ্ণ**—মেঘের ন্যায় কালো; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। বি. ~**ঘটা**—মেঘাড়ম্বর। ক্রি-বিণ. **ঘন ঘন**—প্রায়ই, বারংবার (ঘন ঘন আনাগোনা), খুব কাছাকাছি (ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট)। বিণ. ~**ঘোর**—মেঘে আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময়। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ: এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অবস্থা বা আকার; দৃঢ়ত্ব, নিবিড়তা, গাঢ়তা। বি. ~**ফল**—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের গুণফল। বি. ~**বিন্যাস**—ফাঁক না রাখিয়া পরস্পর স্থাপন। বি. ~**বীথি**—মেঘলোক, আকাশপথ। বি. ~**মূল**—যে রাশি আপনার দ্বারা দুইবার গুণিত হয় সে রাশি উক্ত গুণফলের ঘনমূল, cube root। ~**শ্যাম**—(১) বিণ. মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণ; রামচন্দ্র। ~**সার**—বি. কর্পূর; চন্দন, পারদ। [সং.]।

ঘনা—ক্রি. নিকটবর্তী হওয়া (তার কাছে ভয়ে কেউ ঘনায় না); আসন্ন হওয়া (মৃত্যু ঘনাল)। [বাং. ঘন+আ]।

ঘনাগম—বি. মেঘের আবির্ভাব, বর্ষাকালের আরম্ভ। [সং. ঘন+আগম]।

ঘনাঙ্ক—বি. ঘনতার পরিমাণ, ঘনত্ব, density [বি. প.]। [সং. ঘন+অঙ্ক]।

ঘনাত্যয়, ঘনান্ত—বি. মেঘের অপগমন; বর্ষাকালের অবসান; শরৎ-ঋতু। [সং. ঘন+অত্যয়, অন্ত]।

ঘনান, ঘনানো—(১) ক্রি. নিকটবর্তী হওয়া (দিন বা বিপদ ঘনিয়ে আসছে); জমাট হওয়া বা করা (মেঘ ঘনিয়েছে)। (২) বি. নিকটবর্তী হওয়া; ঘনীকরণ। (৩) বিণ. ঘনীকৃত। [বাং. √ঘন+আন]।

ঘনান্ধকার—বি. গাঢ় অন্ধকার। [সং. ঘন+অন্ধকার]।

ঘনাবৃত—বিণ. ঘন (মেঘ) দ্বারা আবৃত, মেঘাচ্ছন্ন। [সং. ঘন+আবৃত]।

ঘনায়মান—বিণ. ঘন হইয়া আসিতেছে বা জমিয়া উঠিতেছে অথবা ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে এমন। [সং. √ঘনায় (নামধাতু)+মান (শানচ্) (র্ত্)]।

ঘনিমা (-মন্)—বি. ঘনত্ব। [সং. ঘন+ইমন্ (ভা)]।

ঘনিষ্ঠ—বিণ. অতি নিকট (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক), অন্তরঙ্গ (ঘনিষ্ঠ বন্ধু)। [সং. ঘন+ইষ্ঠ]। বিণ. (স্ত্রী.) **ঘনিষ্ঠা**। বি. ~**তা** (ঘনিষ্ঠতা করা, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা)।

ঘনীকৃত—বিণ. ঘন করা হইয়াছে এমন। [সং. ঘন+ঈ (চি)+√কৃ+ত (র্ম)]।

ঘনীভূত—বিণ. ঘন হইয়াছে এমন; জমাট, আসন্ন (দুর্যোগ ঘনীভূত)। [সং. ঘন+ঈ (চি)+√ভূ+ত (র্ত্)]। বি. **ঘনীভবন**—ঘন হওয়া।

ঘনোপল—বি. করকা, শিল (শিলাবৃষ্টি)। [সং. ঘন+উপল]।

ঘর—বি. গৃহ, বাড়ি; বাসভবন; মন্দির (ঠাকুরঘর); প্রকোষ্ঠ, কক্ষ (পড়ার ঘর); সংসার (ঘরের লোক); পরিবার (দশ ঘর লোক); বংশ, কুল (ভাল ঘরের ছেলে); ছিদ্র, রন্ধ্র, ঘাট (জামার বোতামের ঘর); স্থান, বিবর (জমার ঘরে শূন্য)। [সং. গৃহ]। ক্রি. **ঘর আলো করা**—গৃহ বা সংসারের শোভা বৃদ্ধি করা। ক্রি. **ঘর করা**—গৃহিণী বা বধূ হইয়া সংসারে বাস করা (শ্বশুরের ঘর করা)। ক্রি. **ঘর কাটা**—চৌকা খোপ অঙ্কন করা।

ক্রি. **ঘর জ্বালান**—ঘরে আগুন দেওয়া; (আল.) পরিবারের সুখশান্তি নষ্ট করা বা পরিবারের ধ্বংসসাধন করা। ক্রি. **ঘর তোলা**—গৃহ (বিশেষতঃ বাসগৃহ) নির্মাণ করা। ক্রি. **ঘর নষ্ট করা**—পরিবারের সুখশান্তি বা মানসম্ভ্রম নষ্ট করা; পরিবারের ধ্বংসসাধন করা। ক্রি. **ঘর পাওয়া**—বাসাবাড়ি সংগ্রহ করা; (বিবাহের জন্য) উপযুক্ত বংশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী পাওয়া। ক্রি. **ঘর বাঁধা**—বসতি স্থাপন করা; বিবাহাদি করিয়া সংসার পাতা। ক্রি. **ঘর-বার করা**—আকুল প্রতীক্ষায় ক্রমাগত ঘরের বাহিরে যাওয়া ও ভিতরে আসা। ক্রি. **ঘরে আগুন দেওয়া**—(আল.) পরিজনদের ধ্বংসসাধন করা। **ঘরে পরে**—গৃহের ভিতরে ও বাহিরে, দেশে-বিদেশে, সর্বত্র ('ঘরে পরে সবে হাসিছে': রবীন্দ্র)। **ঘরের কথা**—পরিবারের বা স্বদলের গুপ্ত ব্যাপার অথবা নিজস্ব ব্যাপার। **ঘরের শত্রু**—স্বজনের বা স্বদলের (গোপনে) শত্রুতাসাধনকারী। বি. **~কন্না, ~করনা**—গৃহস্থালি, সংসার, সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম; সংসারধর্ম, সংসারীর জীবন; গৃহকর্ম, গৃহিণীপনা। বিণ. **~কুনো**—গৃহকোণ ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না এমন; অমিশুক, অসামাজিক। ক্রি-বিণ. **ঘর-ঘর**—প্রত্যেক বাড়িতে বা পরিবারে ('পল্লীর ঘর-ঘর': সত্যেন্দ্র)। বিণ. **~ছাড়া**—গৃহত্যাগী, সংসারত্যাগী, বৈরাগী। বি. **~জামাই**—যে পুরুষ স্থায়িভাবে শ্বশুরালয়ে বাস করে। বিণ. **~জোড়া**—সারা ঘর ব্যাপিয়া থাকে এমন; সংসার জমজমাট করে এমন। বিণ. **ঘর-জ্বালানে**—পরিবারের সুখশান্তি নষ্ট করে বা পরিবারের ধ্বংসসাধন করে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **ঘর-জ্বালানী**। বি. **ঘর-পর**—আত্মপর, আপনপর। **~পোড়া**—(১) বি. হনুমান্। (২) বিণ. যাহার ঘর পুড়িয়াছে এমন; পরিবারের বা আত্মপক্ষের ধ্বংসসাধক (ঘরপোড়া বুদ্ধি)। **ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়**—একবার অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছে এমন গোরু সিঁদুর-বর্ণ মেঘ দেখিলেও উহাকে অগ্নিশিখা ভাবিয়া ভয় পায়; (আল.) একবার বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার পর তুচ্ছ কারণেও লোকে ভীতিগ্রস্ত হয়। বিণ. **~পোষা**—গৃহপালিত। বি. **~বর**—স্বামী বা বর এবং তাহার বংশমর্যাদা। বি. **~বাড়ি**—বাসভবন ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি। বিণ. **~ভাঙ্গানে**—গৃহবিচ্ছেদকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~ভাঙ্গানী**। বিণ. **~মুখো**—স্বগৃহাভিমুখী। বি. **~সংসার**—গৃহস্থালি। বিণ. **~সন্ধানী**—সংসারের বা পরিবারের সমস্ত গুপ্তকথা জানে ও ফাঁস করে এমন (ঘরসন্ধানী বিভীষণ)।

ঘরনী, (অশু.) **ঘরণী**—বি. গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী; স্ত্রী, পত্নী; সংসার-পরিচালনে নিপুণা রমণী। [সং. গৃহিণী]। **অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর**—প্রায়ই ঘরকরনার কাজে অতিশয় নিপুণা নারীর স্বামীর ঘর-করনার সুবিধা জোটে না।

ঘরাঘরি—ক্রি-বিণ. আপসে বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে। [বাং. ঘর + আ + ঘর + ই]।

ঘরানা, (অশু.) **ঘরাণা**—বিণ. উচ্চবংশীয়, সদ্বংশজাত, বনেদী (ঘরানা লোক); বংশীয় (নবাব-ঘরানা); পারিবারিক, গুপ্ত, (ঘরানা কথা, ঘরানা ব্যাপার); (সঙ্গীত) বংশবিশেষ কর্তৃক পুরুষানুক্রমিকভাবে অনুশীলিত।

ঘরামি, (অশু.) **ঘরামী**—বি. খড় ইত্যাদির দ্বারা ছাওয়া ঘর নির্মাণকারী। [বাং. ঘর + আমি]।

ঘরোয়া, ঘরাও—বিণ. গৃহসম্বন্ধীয়, পারিবারিক (ঘরোয়া ব্যাপার); অতি ঘনিষ্ঠ, আপন (ঘরোয়া লোক)। [বাং. ঘর + উয়া]।

ঘর্ঘর—বি. চলন্ত গাড়ির চাকার শব্দ। [সং.]। বিণ. **ঘর্ঘরিত**—ঘর্ঘর শব্দে ধ্বনিত মুখরিত বা পূর্ণ।

ঘর্ম—বি. ঘাম, স্বেদ; (বিরল) রৌদ্র, গ্রীষ্ম। [সং. √ঘৃ (=ক্ষরণ, সেচন) + ম (ণে)]। বিণ. **ঘর্মাক্ত, ঘর্মাপ্লুত**—ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এমন। বিণ. **ঘর্মাক্তকলেবর**—শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এমন।

ঘর্ষণ, ঘর্ষ—বি. ঘষা, মার্জন, রগড়ান; সংঘর্ষ। [সং. √ঘৃষ্ + অন, অ (ভা)]। বিণ. **ঘর্ষিত**—ঘষা বা মার্জন করা হইয়াছে এমন।

ঘষটা, ঘষড়া—ক্রি. ঘষিয়া ঘষিয়া টানা, ক্রমাগত ঘষা; হেঁচড়ান; রগড়ান; (আল.) ক্রমাগত অভ্যাস আবৃত্তি বা চেষ্টা করা। [<সং. √ঘৃষ্ + বাং. টা, ড়া]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ঘষটা বা ঘষড়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. **ঘষটানি, ঘষড়ানি**—ঘর্ষণ, হেঁচড়ানি, রগড়ানি।

ঘষা—(১) ক্রি. ঘর্ষণ করা। (২) বি. ঘর্ষণ। (৩) বিণ. ঘর্ষিত; ক্ষয়প্রাপ্ত (ঘষা পয়সা)। [সং. √ঘৃষ + বাং. আ]। বিণ. **~ঘষা**—ঘর্ষণের আভাসযুক্ত, সামান্য ঘষা। বি. **~ঘষি**—পরস্পর ঘর্ষণ; ক্রমাগত ঘর্ষণ। ক্রি. **ঘষা-মাজা**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। অস-ক্রি. **ঘষে-মেজে**—অনেক চেষ্টা-চরিত্র বা তোয়াজ-তদারক করিয়া (ঘষে-মেজে রূপ)।

ঘা—বি. আঘাত, চোট, প্রহার (লাঠির ঘা); ক্ষত (গায়ে মলম লাগান); মনঃকষ্ট (অভিমানে ঘা লাগা); শোক; ক্ষতি (ব্যবসায়ে ঘা খাওয়া)। [সং. ঘাত]। ক্রি. **ঘা করা**—ক্ষত উৎপাদন করা। ক্রি. **ঘা খাওয়া**—(প্রধানতঃ মনে) আঘাত বা বেদনা প্রাপ্ত হওয়া; ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। ক্রি. **ঘা দেওয়া**—(প্রধানতঃ মনে) আঘাত বা বেদনা দেওয়া; (সর্পের সম্বন্ধে) দংশন করা। ক্রি. **ঘা মারা**—আঘাত করা। ক্রি. **ঘা শুকান**—ক্ষত আরোগ্য হওয়া। ক্রি. **ঘা সওয়া**—আঘাত বা ক্ষতি সহ্য করা। বিণ. **ঘা-সওয়া**—আঘাত বা ক্ষতি সহ্য করিয়াছে এমন। ক্রি. **ঘা হওয়া**—ক্ষত হওয়া। বি. **ঘা-কতক**—বেশ কিছু প্রহার। ক্রি. **ঘা-কতক খাওয়া**—অল্পবিস্তর প্রহৃত হওয়া। ক্রি. **ঘা-কতক বসিয়ে দেওয়া**—'উত্তম-মধ্যম' প্রহার করা। ক্রি. **খুঁচিয়ে ঘা করা**—অকারণ খোঁচাখুঁচির দ্বারা সুস্থ স্থান ক্ষত করা; (আল.) অনাবশ্যক আলোচনার দ্বারা অপ্রিয় অবস্থার সৃষ্টি করা।

ঘাই—বি. আঘাত; বৃহদাকার মৎস্যের জলমধ্যে পুচ্ছাঘাত (ঘাই মারা)। [>সং. (আ-)ঘাত]।

ঘাইট, ঘাইল—যথাক্রমে **ঘাট১** ও **ঘায়েল**-এর বিরল রূপ।

ঘাঁটা১—(১) ক্রি. আলোড়িত বা মন্থিত করা, বিশেষভাবে নাড়া, নাড়াচাড়া করা (বই ঘাঁটা, সাজানো জিনিসপত্র ঘাঁটা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ঘট্ট + বাং. আ]। বি. **~ঘাঁটি**—ক্রমাগত ঘাঁটা; আন্দোলন। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. নাড়ান; উত্যক্ত বা উত্তেজিত করা, চটান (আর আমাকে ঘাঁটিও না)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঘাঁটা২—বি. কড়া (হাতে ঘাঁটা পড়া)। [দেশী]।

ঘাঁটি—বি. প্রহরীর থাকিবার স্থান, চৌকি; প্রবেশ-পথ বা পথের সন্ধিস্থল, যুদ্ধার্থ সৈনিকদের অবস্থিতিস্থান থানা, আড্ডা (ঘাঁটি স্থাপন করা)। [সং. ঘট্ট]। বি. **~য়াল**—ঘাঁটির প্রহরী বা অধ্যক্ষ। **ঘাঁটি আগলানো**—প্রবেশপথ-রক্ষার জন্য সেখানে পাহারা দেওয়া।

ঘাগর, ঘাঘর—বি. কিঙ্কিণী; ঘুঙুর। [সং. ঘর্ঘর]।

ঘাগরা, ঘাঘরা—বি. স্ত্রীলোকের পোশাকবিশেষ। [তু. হি. ঘাগরা; সং ঘর্ঘরা]।

ঘাগী, ঘাগি, ঘাঘী, (কথ্য.) **ঘাগু**—বিণ. বারংবার ঘা খাইয়াছে এমন, ভুক্তভোগী; বারংবার শাস্তিপ্রাপ্ত, পুরাতন (ঘাগী চোর)। [হি. ঘাগ]।

ঘাট১—বি. ত্রুটি, অপরাধ (ঘাট হওয়া); ন্যূনতা, কমতি (গুণের ঘাট নাই)। [হি. ঘাটি]। বি. **ঘাটতি**—কমতি, অভাব। ক্রি. **ঘাট মানা**—ত্রুটি স্বীকার করিয়া নত হওয়া। বি. **ঘাটতি-বাড়তি**—অল্পাধিক্য, কম-বেশী।

ঘাট২—বি. পুকুর নদী প্রভৃতি জলাশয়ে অবতরণস্থান, নদী খাল প্রভৃতির তীরে নৌকাদি ভিড়াইবার স্থান (খেয়াঘাট, জাহাজঘাট); সেতার এসরাজ হারমোনিয়ম প্রভৃতির সুরের পর্দা বা রীড্ (reed); পর্বত (পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট); গিরিসঙ্কট। [সং. ঘট্ট]। **ঘাটের কড়ি**—খেয়া-পারাপারের মাসুল, পারানি। বি. **~খরচা**—মড়া পোড়ানর খরচা। বি. **~লা**—পাকা ঘাট। ক্রি-বিণ. **ঘাটে-ঘাটে**—প্রতি ঘাটে; সর্বত্র ('ভুবনের ঘাটে ঘাটে': রবীন্দ্র)। **ঘাটের মড়া**—মৃত্যু যাহার আসন্ন; অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।

ঘাটা—বি. নদ্যাদির তীরে নৌকা প্রভৃতি ভিড়াইবার স্থান (জাহাজঘাটা)। [ঘাট২ + বাং. আ]।

ঘাটোয়াল—বি. পারাপারের ঘাটের তত্ত্বাবধারক, পাটনী; ঘাঁটিরক্ষক; তীর্থস্থানে যাত্রীদের করসংগ্রাহক। [বাং. ঘাট২ + ওয়াল]। বি. **ঘাটোয়ালি**—ঘাটোয়ালের কাজ বা পদ। **ঘাটোয়ালী**—(১) বি. **ঘাটোয়াল**-এর স্ত্রীলিঙ্গ; ঘাটোয়ালকে প্রদত্ত জমি। (২) বিণ. ঘাটোয়ালকে প্রদত্ত।

ঘাড়—বি. গ্রীবা, কণ্ঠের পশ্চাদ্ভাগ, কাঁধ (বোঝা ঘাড়ে করা)। [<সং. ঘাটা (=গ্রীবাপশ্চাদ্ভাগ)]। ক্রি. **ঘাড় ভাঙা**—ভাঙা দ্রঃ। ক্রি. **ঘাড়ে করা, ঘাড়ে লওয়া**—কাঁধে তুলিয়া লওয়া, ভার বা দায়িত্ব গ্রহণ করা। ক্রি. **ঘাড়ে চাপা**—গলগ্রহ হওয়া; আশ্রয় করা। **ঘাড়ে দুটো মাথা থাকা**—অত্যন্ত দুঃসাহস হওয়া। বি. **~ধাক্কা**—গলাধাক্কা। বিণ. **~গর্দানে**—গলস্কন্ধ; অত্যন্ত স্থূল।

ঘাত—বি. আঘাত, ('নাশো কঠিন ঘাতে': রবীন্দ্র); প্রহার; ক্ষত, ঘা; হিংসা, হত্যা; (গণি.) কোন রাশিকে সেই রাশিদ্বারা বারংবার গুণ করিয়া প্রাপ্ত ফল, power [বি. প.]। [সং. √হন্ + অ (ভা)]। বি. **~চিহ্ন**—(গণি.) বর্গ ঘন প্রভৃতিসূচক অঙ্ক। বি. **ঘাত-প্রতিঘাত**—আঘাত-প্রত্যাঘাত; ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া (নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত)। বিণ. **~সহ**—আঘাত সহ্য করিতে পারে এমন; ঘা দিলে ভাঙ্গে না বরং বিস্তৃত হয় এমন, malleable। বি. বিণ. **~ক**—হত্যাকারী (গুপ্তঘাতক); জল্লাদ। বি. **~ন১**—হত্যা; যজ্ঞার্থ বধ; আঘাত। [সং. √হন্ + ণিচ্ (চুরাদি) + অন(ভা)]। **~ন২**—(১) বি. অপরের দ্বারা বধ করান; প্রহার করিবার অস্ত্র। (২) বিণ. ঘাতক। [সং. √হন্ + ণিচ্ + অন]। বিণ. **ঘাতী** (-তিন্)—(সমাসের উত্তরপদে) হত্যাকারী (পুত্রঘাতী, আত্মঘাতী)। বিণ.(স্ত্রী.) **ঘাতিনী**। বিণ. **ঘাতুক**—হিংস্র, নাশক; নিষ্ঠুর; ক্রূর। বিণ. **ঘাত্য**—বধ্য; ঘাতযোগ্য।

ঘানি, (বর্জি.) **ঘানী**—বি. সরিষা তিল প্রভৃতি পিষিয়া তৈল বাহির করার যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]। বি. **~গাছ**—যে মোটা খুঁটিতে বাঁধিয়া উহার চারিদিকে ঘানি ঘুরানো হয়। ক্রি. **ঘানি টানা**—(পূর্বে জেলখানার কয়েদীদিগকে ঘানি টানিতে হইত বলিয়া) কারাদণ্ড ভোগ করা। **শক্ত ঘানি**—যাহার কাছে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না; কঠিন শ্রমের কাজ।

ঘাপটি—বি. ওঁত, লুকায়িতভাবে অবস্থান। [বাং. ঘোপ + টি]। ক্রি. **ঘাপটি মারা**—শিকারের অপেক্ষায় ওঁত পাতা।

ঘাবড়া—ক্রি. থতমত খাওয়া, বিচলিত হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া, ভয় পাওয়া। [হি. √ঘবড়া]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ঘাবড়া। (২) বি. বিণ উক্ত সকল অর্থে। বি. **ঘাবড়ানি**—ঘাবড়ানর ভাব।

ঘাম—বি. ঘর্ম, স্বেদ। [সং. ঘর্ম]। **ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া**—(আল.) উদ্বেগ বা বিপদ্ কাটিয়া যাওয়া; আশ্বস্ত হওয়া। বি. **~তেল**—গর্জনতৈল (প্রতিমায় ইহার প্রলেপ দিলে প্রতিমা ঘামিয়াছে বলিয়া মনে হয়)। **ঘামা**—ক্রি. ঘর্মাক্ত হওয়া। **ঘামান (নো)**—(১) ক্রি. ঘর্মাক্ত করান; খাটান, শ্রম করান, কষ্ট দেওয়া (মাথা ঘামান)। (২) বি. ঘর্মাক্ত বা পরিশ্রান্ত করণ। বি. **ঘামাচি**—ঘর্মসিক্ত হওয়ার দরুণ দেহে উদ্গত ক্ষুদ্র ব্রণবিশেষ। [বাং ঘাম + আচি—তু. সং. ঘর্মচর্চিকা]।

ঘায়েল, ঘাল—বিণ. আহত, নিহত, পরাস্ত, কাবু (ঘায়েল করা বা হওয়া)। [বাং. ঘা (সং. ঘাত) + এল, ইল, —তু হি. ঘায়ল]।

ঘাস—বি. দূর্বাদি তৃণ। [সং. √অদ্ (=ঘস্) + অ (র্ম)]। বি. **~জল**—গবাদি পশুর খাদ্য ও পানীয়। **ঘাসী**—(১) বিণ. ঘাস-সম্বন্ধীয়। (২) বি. ঘাস-ব্যবসায়ী, ঘেসেড়া।

ঘাসী নৌকা—ঘাসবহনের উপযুক্ত নৌকা, মাল ও যাত্রিবাহী ছোট লম্বা নৌকাবিশেষ।

ঘাসুড়িয়া, ঘাসুয়া—যথাক্রমে **ঘেসেড়া ও ঘেসো**-র মার্জিত রূপ।

ঘি—বি. ঘৃত; দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত স্নেহজাতীয় পদার্থ; ঘিলু (মাথার ঘি)। [সং. ঘৃত]।

ঘিচিঘিচি—বিণ. ঘেঁষাঘেঁষি। [দেশী]।

ঘিঞ্জি—বিণ. ঘন, নিবিড়, ঘেঁষাঘেঁষি; সঙ্কীর্ণ; জনবহুল। [ফা. গুন্‌জান্]।

ঘিন্‌ঘিন্—অব্য. ঘৃণাহেতু অস্বস্তি বোধ (গা ঘিন্‌ঘিন্ করা)। [সং. ঘৃণা]। বিণ. **ঘিন্‌ঘিনে**—অতিরিক্ত ঘৃণা-বোধকারী।

ঘিয়া—ঘেয়া দ্রঃ।

ঘিলু—বি. মস্তিষ্ক, মগজ, মাথার ঘি। [দেশী]।

ঘিস্‌কোপ, ঘিস্‌ক্যাপ—বি. কাঠ চাঁচিবার যন্ত্রবিশেষ, র‍্যাঁদা। [দেশী]।

ঘুঁটা, ঘোঁটা—(১) ক্রি. আলোড়িত করা; তরল পদার্থের সঙ্গে নাড়িয়া-চাড়িয়া মিশানো; তোলপাড় করা; তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা বা পরিভ্রমণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং √ঘট্ট+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (অন্যের দ্বারা) আলোড়িত করানো। (২) বি. বিণ. অনুরূপ অর্থে।

ঘুংড়িকাশি—বি. (সচ. শিশুদের) কাশরোগবিশেষ; হুপিং কাশি (hooping cough)। [ধ্বন্যাত্মক]।

ঘুঁজি, ঘুঞ্জি—বি. সঙ্কীর্ণ গলি বা স্থান; এঁদো স্থান (গলিঘুঁজি)। [দেশী]।

ঘুঁটি—বি. দাবা পাশা প্রভৃতি খেলার গুটিকা। [সং. গুটিকা]। ক্রি. **ঘুঁটি চালা**—দাবা পাশা প্রভৃতি খেলায় দান দেওয়া।

ঘুঁটে, (বিরল) **ঘুঁটিয়া**—বি. জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত গোবরের শুষ্ক চাকতি। [<সং. গূথ বা গোবিষ্ঠা]।

ঘুগনি—বি. আলু নারিকেল প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ মটর ইত্যাদি মিশ্রিত খাবারবিশেষ। [হি. ঘুঁঘনী]। বি. **~দানা**—ঘুগনি।

ঘুঘু—বি. পায়রাজাতীয় পক্ষিবিশেষ; (অশি.) অতি ধূর্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ঘাগী ও ফন্দিবাজ লোক। [ধ্বন্যাত্মক]। **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি**—(আল.) ঘুঘু পাখির আনন্দে বিচরণই দেখিয়াছ কিন্তু তাহার ফাঁদে পড়ার যন্ত্রণা দেখ নাই; সেইরূপ—আনন্দ ও আরামই ভোগ করিয়া আসিয়াছ, দুঃখ-কষ্ট ত পাও নাই।

ঘুণ্ঠ—বি. ঘোমটা। [সং. অবগুণ্ঠন]।

ঘুঙুর, ঘুঙুর, (বিরল) **ঘুঙ্ঘুর**—বি. পায়ের গহনা-বিশেষ; নূপুর, কিঙ্কিণী, শিঞ্জিনী। [ধ্বন্যাত্মক—তু. সং. ঘর্ঘরা, মরা. ঘুংগুর]।

ঘুচা, ঘোচা—ক্রি. বিনষ্ট হওয়া, লোপ পাওয়া (সম্পর্ক ঘুচিয়াছে); অতিবাহিত হওয়া (সুখের দিন ঘুচিয়াছে); দূর হওয়া (দৈন্য যোচে না, ঘুচবে না)। [বাং. ঘুচ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. দূর করা (দুঃখ ঘুচানো); নষ্ট বা রহিত করা (মাতব্বরি ঘুচানো); (উচ্ছিষ্ট বা ময়লা) পরিষ্কার করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঘুটিং—বি. একপ্রকার কাঁকর বা নুড়ি যাহা পোড়াইয়া চুন প্রস্তুত হয়। [হি.]।

ঘুটঘুট—অব্য. ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভাব-প্রকাশক (আঁধার ঘুটঘুট করছে)। [দেশী]। বিণ. **ঘুটঘুটে**—গাঢ়, ঘোর (ঘুটঘুটে আঁধার)।

ঘুড়ি, (বিরল) **ঘুড়ী₁,** (প্রাদে.) **ঘুড্ডি**—বি. বায়ুভরে শূন্যে উড়াইবার জন্য কাগজে নির্মিত খেলনাবিশেষ। [তু. হি. গুড্ডী]।

ঘুড়ী₂—বি. (স্ত্রী.) ঘোটকী। [বাং. ঘোড়া+ঈ]।

ঘুণ—(১) বি. কাষ্ঠধ্বংসকারী পোকাবিশেষ (ঘুণ বা ঘুণে ধরা)। (২) বিণ. (কথ্য. বাং.) অভিজ্ঞ, নিপুণ (একাজে সে ঘুণ)। [সং.]। বি. **ঘুণাক্ষর**—কাঠাদিতে ঘুণকৃত অক্ষরের ন্যায় অস্পষ্ট চিহ্ন; (আল.) সামান্য ইঙ্গিত, আভাস (ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারা)।

ঘুন্টি—বি. বোতামবিশেষ; অতি ক্ষুদ্র ঘণ্টা। [সং. ঘণ্টা]।

ঘুনসি, ঘুনশি—বি. কোমরে বাঁধিবার সুতা। [দেশী]।

ঘুনি, ঘুনী—বি. মাছ ধরিবার ফাঁদবিশেষ। [দেশী]।

ঘুপচি, ঘুপটি—যথাক্রমে **ঘুপসি ও ঘাপটি**-র রূপভেদ।

ঘুপসি—(১) বিণ. অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ (ঘুপসি ঘর); জড়সড়, গুটিশুটি (ঘুপসি মেরে থাকা)। (২) বি. অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ স্থান। [বাং. ঘোপ+সি]।

ঘুম—বি. নিদ্রা, সুপ্তি। [দেশী]। **ঘুম চটে যাওয়া**—নিদ্রার আবেশ কাটিয়া যাওয়া। ক্রি. **ঘুম দেওয়া, ঘুম যাওয়া, ঘুম লাগানো**—ঘুমানো। ক্রি. **ঘুম পাড়ান**—নিদ্রিত করা। **কাঁচা ঘুম**—অপূর্ণ ঘুম। বিণ. **~কাতুরে**—নিদ্রালস, সর্বদাই ঘুমাইতে ইচ্ছুক; অধিকক্ষণ ঘুমাইতে না পাইলে কাতর হয় এমন। বি. **~ঘোর**—প্রগাঢ় নিদ্রা; নিদ্রার আবেশ। ক্রি. **ঘুমা**—ঘুমান। ক্রি. **ঘুমাইয়া থাকা**—(আল.) অলস বা অসতর্ক হইয়া থাকা। **ঘুমান, ঘুমানো**—(১) ক্রি. নিদ্রিত হওয়া বা থাকা। (২) বি. উক্ত অর্থে। বিণ. **~ন্ত** নিদ্রিত। বিণ. **~পাড়ানি, ~পাড়ানী**—নিদ্রিত করায় এমন (ঘুমপাড়ানী ছড়া বা কবিতা)।

ঘুর—(১) বি. ঘূর্ণন, পাক, চক্র (ঘুর দেওয়া); ঘূর্ণীরোগ (ঘুর লাগা); ঘুরিয়া যাওয়ার আবশ্যকতা (পৌঁছিতে ঘুর পড়ে)। (২) বিণ. অসরল, সোজার বিপরীত (ঘুর পথ); গাঢ় (ঘুরদৃষ্টি)। [সং. ঘূর্ণ]। বি. **~পথ**—সোজা পথের বিপরীত, কুটিল পথ। বি. **~পাক**—চক্রাকারে পরিক্রমণ। ক্রি. **~পাক খাওয়া**—(ক্রমাগত) চক্রাকারে পরিক্রমণ করা; ঘূর্ণিত হওয়া। বি. **~পেঁচ, ঘোরপেঁচ, ঘোরপ্যাঁচ**—জটিলতা, কুটিলতা (মনের ঘোরপেচ)।

ঘুরঘুর—অব্য. ঘোরাঘুরি করার ভাবপ্রকাশক (ঘুরঘুর করা)। [ঘুরা দ্রঃ]। বি. **ঘুরঘুরে, ঘুরঘুরিয়া**—পোকাবিশেষ।

ঘুরা, ঘোরা—(১) ক্রি. ঘূর্ণিত হওয়া, চক্রাকারে ভ্রমণ করা (পৃথিবী ঘোরে, চাকা ঘুরছে); পাক খাওয়া (মাথা

ঘুরছে) ; বেড়ান (একটু ঘুরে আসি) ; প্রকৃত পথ খুঁজিয়া না পাইয়া একই পথে বারংবার ভ্রমণ করা, লক্ষ্যহীন হইয়া বেড়ান (ঘুরে মরা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. অসরল, কুটিল, ঘুর (ঘোরা পথ)। [সং. √ঘূর্ণ+বাং. আ]। বি. ~ঘুরি—হাঁটাহাঁটি ; বারংবার আসা-যাওয়া। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ঘূর্ণিত করা ('হাত ঘোরালে নাড়ু দেব'), পাক দেওয়া ; ভ্রমণ করান; অনর্থক হাঁটাহাঁটি করান ; বারংবার ফিরাইয়া দেওয়া (আমাকে এত ঘোরাচ্ছেন কেন ?)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) ক্রি-বিণ. কুটিলভাবে (ঘুরাইয়া বলা)। বি. ~নি, ঘুরুনি—ঘূর্ণিত করা বা ঘূর্ণিত হওয়া, পাক দেওয়া ; ভ্রমণ ; লক্ষ্যহীন হইয়া একই পথে বারংবার ভ্রমণ।

ঘুর্ঘু'র—বি. পোকাবিশেষ, ঘুরঘুরে পোকা। [দেশী]।

ঘুলঘুলি—বি. ঘরের দেওয়ালের গোলাকার বৃহৎ ছিদ্র। [দেশী]।

ঘুলা—ক্রি. নাড়িয়া ঘোলা করা বা নড়িয়া ঘোলা হওয়া; আলোড়িত করা বা হওয়া ; মিশাইয়া দেওয়া বা মিশিয়া যাওয়া ; জটিল করা বা হওয়া ; বিভ্রান্ত করা বা হওয়া (বুদ্ধি ঘুলাইয়া যায়)। [সং. √ঘূর্ণ+বাং. আ—তু. হি. ঘুল্‌না]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ঘুলা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঘুষ, ঘুস—বি. অন্যায় কার্যে সাহায্যলাভার্থ গোপনে প্রদত্ত পুরস্কার, উৎকোচ। [হি.]। বি. বিণ. ~খোর—যে ঘুষ লইয়া থাকে।

ঘুষা—(১) ক্রি. ঘোষণা করা; উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করা (নামতা ঘুষা)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. ঘুষ্‌+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. (অন্যের দ্বারা) ঘোষিত করান বা আবৃত্তি করান। (২) বি. উক্ত অর্থে।

ঘুষি, ঘুষো—যথাক্রমে ঘুসি ও ঘুসো-র বানানভেদ।

ঘুসঘুসে—বিণ. চাপা, গুপ্ত ; মৃদু, অল্প ; ভিতরে ভিতরে বিদ্যমান (ঘুসঘুসে জ্বর)। [দেশী]।

ঘুসা$_1$—বি. ক্ষুদ্র চিংড়িমাছবিশেষ। [দেশী]।

ঘুসা$_2$, ঘুসি, (কথ্য.) ঘুসো—বি. মুষ্টি ; মুষ্টিদ্বারা প্রহার। [দেশী ?—তু. হি. ঘুসা]। ক্রি. ঘুসি মারা—মুষ্ট্যাঘাত করা। ঘুসি লড়া—মুষ্টিযুদ্ধ করা। বি. ঘুসাঘুসি—মুষ্টিযুদ্ধ, boxing।

ঘূৎকার—বি. পেচকের ডাক ; ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ। [সং. ঘূৎ+কৃ+অ (ভা)]।

ঘূর্ণ—(১) বি. ঘূর্ণি, ঘূর্ণন, ঘূর্ণা, ভ্রমি। (২) বিণ. ঘূর্ণিত, আবর্তিত। [সং. √ঘূর্ণ্‌+অ (ভা, র্তৃ)]। বি. ~ন—আবর্তন, ক্রমাগত ঘুরন। বি. ~বাত, ~বায়ু—ঘূর্ণিঝড়, cyclone। বিণ. ~মান—ঘুরিতেছে এমন। বি. ঘূর্ণাবর্ত—ঘূর্ণিজল, whirlpool। বিণ. ঘূর্ণায়মান—ঘুরিতেছে বা ঘুরান হইতেছে এমন ; ভ্রমণরত। বি. ঘূর্ণি—ঘূর্ণন ; জলভ্রমি ; ঘূর্ণিজলাদি যাহা ঘোরে। বি. ঘূর্ণিজল—নদ্যাদির মধ্যে ঘূর্ণমান জল, ঘূর্ণাবর্ত। বিণ. ঘূর্ণিত—আবর্তিত। ক্রি-বিণ. ঘূর্ণিত-নয়নে—চোখের তারা ঘুরিতেছে এমনভাবে ; অতি ক্রোধভরে। বি. ঘূর্ণিবাত, ঘূর্ণিবায়ু—ঘূর্ণিঝড়, যে বায়ুপ্রবাহ পাক খাইতে খাইতে বেগে ছুটিয়া চলে, cyclone। বি. ঘূর্ণিবৃষ্টি—ঘূর্ণিঝড়-সহ বৃষ্টিপাত। বিণ. ঘূর্ণ্যমান—ঘুরান হইতেছে এমন।

ঘৃণা—বি. নোংরামির কারণে বিদ্বেষ ; বিতৃষ্ণা ; অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ; লজ্জাবোধ বা অপমানবোধ (গালাগালিতে তাহার ঘৃণা হয় না) ; (বাং. অপ্র.) দয়া, করুণা। [সং. √ঘৃণ্‌+অ (র্তৃ)+আ]। বিণ. ~ই, ঘৃণ্য—ঘৃণার যোগ্য। বিণ. ~স্পদ—ঘৃণার পাত্র। বিণ. ঘৃণিত—ঘৃণাপ্রাপ্ত ; ঘৃণার বিষয়ীভূত ; কদর্য ; হেয় ; নিন্দিত ; গর্হিত। বিণ. ঘৃণী (-ণিন্)—ঘৃণাকারী ; দয়ালু।

ঘৃত—বি. ঘি, হবিঃ। [সং. √ঘৃ (=ক্ষরণ)+ত (র্ম)]। ~পক্ক—ঘি দিয়া তৈয়ারী বা ভাজা।

ঘৃতকুমারী—বি. ওষধিবিশেষ। [সং.]।

ঘৃতাক্ত—বিণ. ঘিয়ে মাখা। [সং. ঘৃত+অক্ত]।

ঘৃতাচী—বি. অপ্সরাবিশেষ। [সং.]।

ঘৃতান্ন—বি. ঘি-ভাত। [সং. ঘৃত+অন্ন]।

ঘৃতাহুতি—বি. মন্ত্রপাঠপূর্বক যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপ ; (আল.) ক্রোধাদির উত্তেজনা বা উদ্দীপনা (অগ্নিতে ঘৃতাহুতি)। [সং. ঘৃত+আহুতি]।

ঘৃষ্ট—বিণ. যাহা ঘষা হইয়াছে ; ঘর্ষিত ; মার্জিত ; ঘর্ষণ-জাত (ঘৃষ্ট বর্ণ বা অক্ষর)। [সং. √ঘৃষ্‌+ত (র্ম)]।

ঘেউ, ঘেউঘেউ—অব্য. বি. কুকুরের ডাক।

ঘেঁচড়া—(১) বি. পুনঃপুনঃ ঘর্ষণের ফলে কড়া পড়া ; জামড়া (ঘেঁচড়া পড়া)। (২) বিণ. কড়া-পড়া ; অবাধ্য ও একগুঁয়ে (ঘেঁচড়া ছেলে) ; বোধরহিত (মারঘেঁচড়া)। [দেশী—তু. সং. ঘৃষ্ট]।

ঘেঁচু—বি. ক্ষুদ্র কচু ; (অশি.) কিছুই নহে (ঘেঁচু করবে)। [দেশী, 'কচু'র সহচর-শব্দ]।

ঘেঁটু—বি. ঘণ্টাকর্ণ, ঘেঁটুঠাকুর, চর্মাদি রোগের অধিদেবতা ; বন্য গুল্ম বা ফুলবিশেষ, ভাঁটফুল। [সং. ঘণ্টাকর্ণ]।

ঘেঁষ$_1$, ঘেঁস$_1$—বি. পাথুরে কয়লার ছাই ; ভাঙা বাড়ীর ইট-পাথরের গুঁড়ার স্তূপ। [দেশী]।

ঘেঁষ$_2$, ঘেঁস$_2$—(১) বি. ছোঁয়া, স্পর্শ, সংস্রব (ঘেঁষ লাগা)। (২) বিণ. স্পৃষ্ট, ঘনিষ্ঠ (ঘেঁষ হয়ে বসা)। [সং. ঘর্ষ]। **ঘেঁষা, ঘেঁসা**—(১) ক্রি. স্পর্শ করা (দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়ানো, গোড়া ঘেঁষিয়া কাটা) ; নিকটবর্তী হওয়া (ঘেঁষতে দেয় না) ; ঘনিষ্ঠ হওয়া ; সংস্রবে যাওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। **ঘেঁষাঘেঁষি, ঘেঁসাঘেঁসি**—(১) ক্রি-বিণ. গায়ে গা লাগাইয়া, চাপাচাপি করিয়া (ঘেঁষাঘেঁষি বসা)। (২) বি. খুব কাছে আসিয়া বা চাপাচাপি করিয়া অবস্থান (ঘেঁষাঘেঁষির জন্য অসুবিধা)।

ঘেঙা, ঘেঙ্গা—ক্রি. ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করা, একঘেয়ে কাতরোক্তি করা। [ধ্বন্যাত্মক]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ঘেঙা। (২) বি. ঘেঙানি। বি. ঘেঙানি, ঘ্যাঙানি—একঘেয়ে কাতরোক্তি।

ঘেনঘেন—অব্য. বিরক্তিকর (ক্রমাগত) নাকী কান্না বা অনুনয়। [ধ্বন্যাত্মক]। বিণ. ঘেনঘেনে—ঘেনঘেন করে এমন।

ঘেন্না—**ঘৃণা**-র কথ্য ও বিকৃত রূপ। ক্রি. **ঘেন্না করা**—মনে ঘৃণার ভাব জাগা; গা ঘিন্‌ঘিন্ করা।

ঘেয়ো—বিণ. ঘা-যুক্ত (ঘেয়ো কুকুর)। [বাং. ঘা+উয়া>ও]।

ঘের—বি. বেড়, পরিধি; বেষ্টনী, বেড়া; পরিবেষ্টিত স্থান। [বাং. √ঘির্+অ]।

ঘেরা, ঘিরা—(১) ক্রি. বেষ্টন করা (বেড়া দিয়ে ঘেরা); চারি পাশে বেষ্টনী দেওয়া বা বেষ্টন করা (বাড়ি ঘেরা); আচ্ছাদিত বা আবৃত করা ('আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে': রবীন্দ্র)। (২) বি. বেষ্টন; আচ্ছাদন; পরিবেষ্টিত স্থান, ঘের। (৩) বিণ. বেষ্টিত (ঘেরা বারান্দা); পরিবেষ্টিত; আবৃত। [তু. সং. √ঘৃ, হি. ঘির]। **~ও**—(১) বি. বেষ্টন; অবরোধ; দাবিপূরণার্থ কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিকে আটক বা অবরোধ। (২) বিণ. পরিবেষ্টিত; অবরুদ্ধ। বি. **~টোপ**—সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া পরিবার জন্য জামাবিশেষ; বোরখা; (গাড়ি পালকি প্রভৃতি) সম্পূর্ণরূপে ঢাকিবার জন্য ঢাকনা। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পরিবেষ্টিত বা অবরুদ্ধ করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ঘেসেড়া—বি. ঘোড়ার আহারের জন্য ঘাস কর্তনকারী। [<ঘাস]। বি. (স্ত্রী.) **~নী**।

ঘেসো—বিণ. ঘাসে পূর্ণ (ঘেসো জমি); ঘাসের ন্যায় (ঘেসো গন্ধ); বিশ্রী গন্ধযুক্ত; অসার (ঘেসো জিনিস); ঘাস হইতে প্রস্তুত বা ঘাসের ন্যায় (ঘেসো কাগজ)। [বাং. ঘাস+উয়া>ও]।

ঘোঁজ—বি. বক্রস্থান, বাঁক, ক্ষেত বা ক্ষেতের আইলের বাঁক; ঘুঁজি; কোণ। [দেশী]। বি. **~ঘাঁজ**—সঙ্কীর্ণ স্থান; আড়াল-আবডাল।

ঘোঁট—বি. জটলা, আন্দোলন। [সং. √ঘট্ট+অ (ভা)]। **ঘোঁট পাকান**—জটলা করা; বিরূপ সমালোচনা বা আন্দোলন করা। বি. **~ন, ~নো**—যথাক্রমে **ঘোটন** ও **ঘোটনা**-র বানানভেদ।

ঘোঁটা, ঘোটান (নো)—যথাক্রমে **ঘুঁটা** ও **ঘুঁটান**-র চলিত রূপ।

ঘোঁৎঘোঁৎ—অব্য. শূকরের ডাক; অসন্তোষ বা ক্রোধের অস্পষ্ট ধ্বনি। [ধ্বন্যাত্মক]।

ঘোগ—বি. বাঘ ও কুকুরের মধ্যবর্তী জন্তুবিশেষ; বুনো কুকুর—বাঘের শত্রু। [সং. কোক]।

ঘোঙ্গট, ঘোঙট—বি. (বৈ. সা.) ঘোমটা। [সং. অব-

ঘোচা, ঘোচান (নো)—যথাক্রমে **ঘুচা** ও **ঘুচান**-র চলিত রূপ।

ঘোটক—বি. ঘোড়া। [সং.<ঘ্রা.]। বি.(স্ত্রী.) **ঘোটকী**। বিণ. **ঘোটকারূঢ়**—ঘোড়ার পিঠে আরূঢ়, অশ্বারোহী।

ঘোটন—বি. আলোড়ন; তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিতকরণ; পেষণ; অন্বেষণ। [বাং. ঘুঁট (ঘুট)+অন (ভা)]। বি. **ঘোটনা**—যে দণ্ডের দ্বারা ঘোঁটা হয়।

ঘোড়গাড়ি—বি. ঘোড়ায় টানা গাড়ি। [বাং. ঘোড়া (বাহিত)+গাড়ি]।

ঘোড়তোলা—**গোড়** দ্রঃ।

ঘোড়দৌড়—বি. বাজি জিতিবার জন্য ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা। [বাং. ঘোড়া+দৌড়]। ক্রি. **ঘোড়দৌড় করান**—অত্যধিক দৌড়াদৌড়ি করাইয়া হয়রান করা।

ঘোড়সওয়ার—বিণ. বি. অশ্বারোহী। [বাং. ঘোড়া+সওয়ার]।

ঘোড়া—বি. অশ্ব, তুরঙ্গ; দাবাখেলার বলবিশেষ। বন্দুকের বারুদে আগুন ধরাইবার জন্য বা গুলিনিক্ষেপের জন্য চাবি। [সং. ঘোটক]। **ঘোড়ার ডিম**—**ডিম** দ্রঃ। **ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া**—(আল.) যথার্থ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া কার্যোদ্ধারের বৃথা চেষ্টা করা। **ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া**—আরামলাভের উপায় বাহির হইলে তাহারই ভরসায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা। বিণ. **~মুখো**—ঘোড়ার ন্যায় লম্বা মুখবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) **~মুখী**। বি. **~মৃগ**—অপকৃষ্ট শ্রেণীর মৃগকলাইবিশেষ। বি. **~রোগ**—উৎকট বাতিক; অবস্থার পক্ষে অত্যধিক খরচ করিয়া বড়মানুষি করার প্রবৃত্তি। বি. **~শাল**—আস্তাবল। স্ত্রী. **ঘুড়ী**।

ঘোণা—বি. ঘোড়ার নাক; নাসিকা। [সং.]।

ঘোপ—বি. খোপ; অপ্রকাশ্য স্থান। [তু. খোপ]। বি. **~ঘাপ**—লুকাইয়া থাকিবার জন্য সঙ্কীর্ণ স্থান।

ঘোমটা—বি. অবগুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের মুখাবরণ; স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ মাথার উপরে থাকে। [তু. হি. ঘোঙট]। **ঘোমটার ভিতরে খেমটা নাচ**—কুলবধূর বেশে অসতীত্ব; বাহিরে সাধুত্ব কিন্তু ভিতরে নষ্টামি।

ঘোর—(১) বিণ. ভয়ঙ্কর, দারুণ (ঘোর বিপদ); অত্যন্ত (ঘোর নাস্তিক, ঘোর বৈষ্ণব), উৎকট (ঘোর মাতাল); দুর্গম (ঘোর অরণ্য); গাঢ়, গভীর (ঘোর নিদ্রা, ঘোর অন্ধকার)। (২) (বাং.) বি. জড়তা (ঘুমের ঘোর), আবেশ (নেশার ঘোর); অন্ধকার (সন্ধ্যার ঘোর); মোহ (চোখের ঘোর)। [সং. √ঘুর্ (=ভয়হেতু)+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ঘোরা**। বি. **~ঘোর**—অল্প অন্ধকারের ভাব। বি. **~পেঁচ, ~প্যাঁচ, ~ফের**—জটিলতা; কুটিল অভিসন্ধি। বিণ. **~তর**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, নিদারুণ (ঘোরতর নাস্তিক), দুইয়ের মধ্যে বেশী ঘোর। বিণ. **~দর্শন**—বিকটাকার; দেখিলে ভয় লাগে এমন।

ঘোরা, ঘোরাঘুরি, ঘোরান (নো)—যথাক্রমে **ঘুরা, ঘুরাঘুরি** ও **ঘুরান**-র চলিত রূপ।

ঘোরাল, ঘোরালো—বিণ. গাঢ় অন্ধকারময় (ঘোরাল রাত্রি); গাঢ় (ঘোরাল রঙ); (অভিমান ক্রোধ ইত্যাদিতে) অত্যন্ত গম্ভীর (ঘোরাল মুখ); ভয়ঙ্কর (ঘোরাল বিপদ); অত্যন্ত জটিল (ঘোরাল ব্যাপার)। [বাং. ঘোর+আল]।

ঘোল—বি. তক্র, জলের সহিত মিশাইয়া পাতলা করা বা মাখন-তোলা দই। [সং.]। ক্রি. **ঘোল খাওয়া**—(আল.) বিপদে পড়িয়া বিব্রত হওয়া। ক্রি. **ঘোল খাওয়ান**—(আল.) একেবারে হারাইয়া দেওয়া বা নাকাল করা। **মাথায় ঘোল ঢালা**—অপমানিত

বা জব্দ করা। বি. ~মউনি, ~মউনী—যে দণ্ড বা যন্ত্রের দ্বারা দই ঘুটিয়া ঘোল করা হয়, দধিমন্থনদণ্ড।

ঘোলা—(১) বিণ. আবিল, কর্দমাক্ত; কাদাগোলা; অস্বচ্ছ। (২) ক্রি. ঘুলা-র চলিত রূপ। [সং. ঘোল+বাং. আ (সাদৃশ্যার্থে)]। বিণ. ~টে—ঈষৎ ঘোলা। ক্রি. ~ন, ~নো—ঘুলান-র চলিত রূপ।

ঘোষ—বি. গম্ভীর শব্দ, ধ্বনি (তু. বজ্রনির্ঘোষ); ঘোষণা; গোয়ালা; গোয়ালাপাড়া; বাঙালী কায়স্থদিগের পদবী-বিশেষ। [সং. √ঘুষ্+অ]। বিণ. ~ক—ঘোষণা-কারী। বি. ~যাত্রা—(প্রধানতঃ নৃপতি দুর্যোধন কর্তৃক গোধন পরিদর্শনার্থ) গোপ-পল্লীতে গমন। বি. ~বর্ণ—বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য্, র্, ল্, ব্, হ্: sonants।

ঘোষণ, ঘোষণা—বি. সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, প্রচার; উচ্চ শব্দ। [সং. √ঘুষ্+অন (ভা), +আ]। বি. ঘোষপত্র, ঘোষণাপত্র—বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার।

ঘোষা, ঘোষান (মো)—যথাক্রমে ঘুষা২ ও ঘুষান-র চলিত রূপ।

ঘোষিত—বিণ. ঘোষণা করা হইয়াছে এমন, প্রচারিত। [সং. √ঘুষ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

ঘ্যাঁট—বি. ঘণ্ট, বহু তরকারির মিশ্রিত ব্যঞ্জন; (আল.) নানা বস্তুর মিশ্রণ। [দেশী]।

ঘ্যাগ—বি. গলগণ্ড। [দেশী]।

ঘ্যানঘ্যান—ঘেনঘেন-এর বানানভেদ।

ঘ্যানর-ঘ্যানর—অব্য. ক্রমাগত নাকী কান্না বা অনুনয়; একটানা বিরক্তিকর শব্দ। [ধ্বন্যাত্মক]।

ঘ্রাণ—বি. গন্ধ (ঘ্রাণ লওয়া); গন্ধগ্রহণ (ঘ্রাণশক্তি); ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা। [সং. √ঘ্রা+অন]। বিণ. ~জ—আঘ্রাণের ফলে উৎপন্ন; ঘ্রাণেন্দ্রিয়জাত। বিণ. ~তর্পণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধক, অতিশয় সুগন্ধ। বি. ~শক্তি গন্ধ উপলব্ধি করার ক্ষমতা। বি. ঘ্রাণেন্দ্রিয়—নাসিকা, নাক।

ঘ্রাত—বিণ. শোঁকা হইয়াছে এমন। [সং. √ঘ্রা+ত (র্ম)]। বিণ. ~ব্য—শুঁকিবার যোগ্য। বিণ. বি. ঘ্রাতা (-র্তৃ)—ঘ্রাণগ্রহণকারী।

ঘ্রেয়—বিণ. শুঁকিবার যোগ্য। [সং. √ঘ্রা+য (র্ম)]।

ঙ

ঙ—বাঙ্গালা ভাষার পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ। যুক্তাক্ষরে ব্যতীত বর্ণটির ব্যবহার বিরল, অধুনা 'ঙ্গ'-এর কোমল রূপ-হিসাবে ব্যবহৃত হয় (যথা—বাঙলা=বাঙ্গালা, কাঙাল=কাঙ্গাল)।

চ

চ—বাঙ্গালা ভাষার ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ।

চই—বি. পিপুলজাতীয় লতাবিশেষ, তাহার ডাল বা মূল। [সং. চবিকা]।

চওড়া—(১) বিণ. প্রশস্ত, বিস্তৃত (চওড়া বুক); প্রস্থ-বিশিষ্ট (পাঁচহাত চওড়া থান)। (২) বি. বিস্তার, প্রস্থ (চওড়ার দিক্)। [সং. চর্পট=প্রসারিত, বিপুল]। বি. ~ই—প্রস্থের পরিমাণ।

চঁওকি—চৌওকি-র রূপভেদ।

চক১—বি. ফুলখড়ি। [ইং. chalk]।

চক২—বি. চতুষ্কোণ ক্ষেত্র; নগর বা গ্রামের কেন্দ্রস্থিত ভূমিখণ্ড, ময়দান (মোল্লার চক); চতুষ্কোণ উঠান ঘিরিয়া অট্টালিকাশ্রেণী; চতুষ্কোণাকৃতি বাজার (চাঁদনী চক); জমিদারির অংশবিশেষ, তালুক বা তহসিল। [সং. চতুষ্ক]। বি. ~বন্দি—জমির বা গ্রামের সীমা নির্ধারণ; জমির ভাগ, লাট, তৌজি, খন্দ। বিণ. ~বন্দী, ~বন্ধ—চকবন্দি করা হইয়াছে এমন; চকমিলান। বিণ. ~মিলান—চতুষ্কোণ উঠানকে ঘিরিয়া অট্টালিকাশ্রেণী-যুক্ত (চকমিলান বাড়ি)।

চকমকি—বি. ঠুকিলে আগুন জ্বলে এমন পাথর। [তুর. চক্‌মাক]।

চকমিলান—চক২ দ্রঃ।

চকা, চখা—বি. হংসজাতীয় পক্ষিবিশেষ। [সং. চক্র-বাক]। বি. (স্ত্রী.) চকী, চখী। [সং. চক্রবাকী]। বি. চকী, চখী—চক্রবাক-দম্পতি (ইহাদের দাম্পত্যপ্রেম চিরপ্রসিদ্ধ)।

চকিত—(১) বিণ. চমকিত (ভয়চকিত); ভয়-চঞ্চল, ত্রস্ত, কম্পিত (চকিতদৃষ্টি)। (২) (বাং.) বি. নিমেষ, অত্যল্প কাল (চকিতে অদৃশ্য হইল, চকিতের দেখা)। [সং. √চক্ (প্রতিঘাত, প্রতিক্রিয়া)+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) চকিতা।

চকোর—বি. (জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্ত হয় বলিয়া কথিত) পক্ষিবিশেষ। [সং. চক্ (=তৃপ্তি)+ওর (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) চকোরী, (কাব্যে) চকোরিণী।

চক্কর—বি. চাকা, চক্র; আবর্ত; চতুর্দিকে ঘুরিবার চক্রাকার পথ (ঘোড়দৌড়ের চক্কর); দেহে (বিশেষতঃ সাপের দেহে) চক্রাকার চিহ্ন (কুলোপানা চক্কর); ঘুরপাক, ভ্রমণ (সে মাঠে চক্কর দিচ্ছে); ঘূর্ণন (মাথাটা চক্কোর দিয়ে উঠল); কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। [সং. চক্র]।

চক্‌চক্১—অব্য. জিহ্বাদ্বারা তরল পদার্থ পান করিবার শব্দ। [দেশী]।

চক্‌চক্২—অব্য. ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি প্রকাশ। [সং. চাক-চক্য]। ক্রি. চক্‌চক্ করা—দীপ্তি পাওয়া। ক্রি. চক্‌চকান, চক্‌চকানো—চক্‌চক্ করা। বি. চক্‌চকানি—অতিশয় উজ্জ্বলতা। বিণ. চক্‌মক্—উজ্জ্বল, ঝক্‌মকে। বিণ. চক্‌চকে—দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল।

চক্‌মক্—অব্য. (চক্‌চক অপেক্ষা) তীব্র ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ, ঝক্‌ঝক্ (চক্‌মক্ করা)। [তুর. চক্‌মক্]। বিণ. চক্‌মকে—ঝক্‌মকে, বিদ্যুতের ছটার ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট। ক্রি. চক্‌মকান, চক্‌মকানো—চক্‌মক্ করা; বিদ্যুৎ চমকান; ঝলকান। বি. চক্‌মকানি—অতিশয় তীব্র ঔজ্জ্বল্য, ঝক্‌মকানি। চকমকি দ্রঃ।

চক্র—বি. চাকা (রথচক্র); চাকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট

বস্তু (কুম্ভকারের চক্র); যথানিয়মে ঘুরিতেছে এমন (কালচক্র); ভ্রমণ, ঘুরপাক (চক্র দেওয়া); চক্রাকার পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ (সুদর্শনচক্র); চাকার ন্যায় আকৃতিযুক্ত বা বিস্তারবিশিষ্ট (আলোকচক্র); গ্রহমণ্ডল; তান্ত্রিক সাধনার মণ্ডলী (ভৈরবীচক্র); (জ্যোতিষ.) রাশি বা গ্রহগণের অবস্থান-নির্দেশক ছক (রাশিচক্র); পতাকী চক্র ইত্যাদির চিত্র; হাতের তালুতে বা আঙুলে এবং পদতলে মণ্ডলাকার রেখা; গ্রামসমূহের সমষ্টি, চাকলা; বহুবিস্তৃত রাজ্য বা দেশসমূহ (চক্রবর্তী); সাপের ফণা; চক্রান্ত (দশচক্র); ক্রম, পরম্পরা (ঘটনাচক্রে); গুচ্ছ, বর্গ, cycle। [সং.]। বি. ~গতি—আবর্তন, ঘূর্ণন। বি. ~তীর্থ—পুরী; বৃন্দাবন-সন্নিহিত গোবর্ধন ও প্রভাস-ক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ। বি. ~ধর—বিষ্ণু; নৃপতি; চক্রযুক্ত সর্প। বি. ~নাভি—চক্রের কেন্দ্রস্থিত অংশ। বি. ~নেমি—চাকার বেড়। বি. ~পাণি—বিষ্ণু; কৃষ্ণ। বি. ~বক্র—কূটকৌশল ও ছল; ফন্দিফিকির। বি. ~বর্তী (-র্তিন্)—বহুধা বিস্তৃত রাজ্যের রাজা, সম্রাট্, সার্বভৌম নৃপতি। বি. ~বাক—হংসজাতীয় (পক্ষিবিশেষ)। বি. (স্ত্রী.) ~বাকী। বি. ~বাত—ঝঞ্ঝাবাত, ঘূর্ণীবায়ু, cyclone। বি. ~বাল, (বিরল) ~বাড়—দিঙ্‌মণ্ডল, দিগন্তবৃত্ত, আকাশকক্ষ, দূর হইতে চাহিলে যেখানে আকাশ পৃথিবীর সহিত মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়, horizon। বি. ~ব্যূহ—চক্রাকারে বা মণ্ডলাকারে সৈন্যসমাবেশ। বি. ~বৃদ্ধি—সুদের সুদ।

চক্রাকার—বিণ. চাকার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, গোল। [সং. চক্র+আকার]।

চক্রান্ত—বি. ষড়্‌যন্ত্র, কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্য গুপ্ত ফন্দি। [সং. চক্র+অন্ত]। বিণ. ~কারী (-রিন্)—ষড়্‌যন্ত্রকারী।

চক্রাবর্ত—বি. মণ্ডলাকারে ঘূর্ণন, ঘুরপাক। [সং. চক্র+আবর্ত]।

চক্রিকা—বি. হাঁটুর গোল অস্থি, মালাইচাকি; জানু হাঁটু। [সং. চক্র+ক+আ]।

চক্রী (-ক্রিন্)—(১) বিণ. চক্রধারী; চক্রান্তকারী। খল, কুটিল। (২) বি. বিষ্ণু; সর্প। [সং. চক্র+ইন্]।

চক্ষুঃ (-ক্ষুস্), (চলিত) **চক্ষু**—বি. চোখ, অক্ষি, নয়ন, লোচন; দৃষ্টি, নজর। [সং. √চক্ষ্+উস্ (ণে)]। **চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা**—শ্রুত বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। ক্রি. **চক্ষু খুলিয়া যাওয়া**—অজ্ঞানতা দূর হওয়া। বিণ. (চলিত) **চক্ষুগোচর**—দেখা যায় এমন, দৃষ্টির বিষয়ীভূত। বি. (চলিত) **চক্ষুদান**—দৃষ্টিশক্তি দান; প্রতিমাদির চক্ষে জ্যোতিঃসম্পাদনপূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা; অজ্ঞানকে জ্ঞানদান; সতর্কীকরণ; (ব্যঙ্গে) চুরি। বি. **চক্ষুরুন্মীলন**—চক্ষু উন্মুক্তকরণ বা মেলন, চাহিয়া দেখা; (আল.) অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ। বি. (চলিত) **চক্ষুলজ্জা**—পরের সম্মুখে কিছু করিতে বা বলিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা, লজ্জা। বি. **চক্ষুষ্মত্তা**—দর্শনশক্তি; অন্তর্দৃষ্টি। বিণ. **চক্ষুষ্মান্** (-ষ্মৎ)—চক্ষুযুক্ত, দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট; (আল.) সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ, সত্যদ্রষ্টা। বিণ. (স্ত্রী) **চক্ষুষ্মতী**। বি. **চক্ষূরোগ**, (চলিত) **চক্ষুরোগ**—চোখের অসুখ। বিণ. বি. **চক্ষুঃশূল**, (চলিত) **চক্ষুশূল**—দেখিলে বিরক্তি জন্মে এমন (ব্যক্তি)। **চক্ষু স্থির হওয়া**—ভয়ে বা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হওয়া।

চখা—বি. চক্রবাক-পাখি। [সং. চক্রবাক]। বি. (স্ত্রী.) **চখী**। **চকা** দ্রঃ।

চচ্চড়—অব্য. অনুকার শব্দবিশেষ (চচ্চড় করে গাছ ভাঙে, শুকনো গা চচ্চড় করছে)।

চচ্চড়ি—বি. ব্যঞ্জনবিশেষ।

চঙ্ক্রমণ—বি. পুনঃপুনঃ ভ্রমণ; পায়চারি বা পাদচারণ। [সং. √ক্রম্+যঙ্‌লুক্+অন (ভা)]।

চঙ্গ—(১) বিণ. সবল, সতেজ। (২) বি. (প্রাদে.) ঘুড়ি, মই। [প্রা.]।

চঞ্চরীক—বি. পুনঃপুনঃ ভ্রমণকারী; ভ্রমর। [সং. √চর্+যঙ্‌লুক্+ঈক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **চঞ্চরিকা, চঞ্চরী**।

চঞ্চল—বিণ. অস্থির, চপল, ছটফটে; ব্যাকুল; নড়িতেছে এমন, কম্পিত; বিচলিত। [সং. √চল্+যঙ্‌লুক+অ (র্তৃ)]। **চঞ্চলা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) **চঞ্চল**-অর্থে। (২) বি. লক্ষ্মী; বিদ্যুৎ। (৩) ক্রি. (কাব্যে) চঞ্চল হওয়া বা চঞ্চলতা করা। বি. ~তা। **চঞ্চলিয়া**—(১) বিণ. (বৈ. সা.) চঞ্চলতাযুক্ত। (২) বি. চঞ্চল ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তু ('যত চপলতা করে চঞ্চলিয়া')। বিণ. **চঞ্চলিত**—চাঞ্চল্যযুক্ত; বিচলিত, আন্দোলিত।

চঞ্চু, (বিরল) **চঞ্চূ**—বি. পাখির ঠোঁট। [সং. √চঞ্চ্+উ, উ (ণে)]। বি. ~পুট—পাখির দুই ঠোঁটদ্বারা কৃত আধার, দুই ঠোঁটের মধ্যভাগ।

চট—বি. পাটের সুতার তৈয়ারি মোটা বস্ত্রবিশেষ, গুন। [দেশী]। বি. ~কল—চট প্রস্তুতের কারখানা।

চটক১—বি. ঔজ্জ্বল্য, বাহার, চাকচিক্য, মনোহারিতা, ভড়ং, আড়ম্বর (বিজ্ঞাপনের চটক, কথার চটক, রঙের চটক)। [দেশী]। বিণ. ~দার—চটকবিশিষ্ট।

চটক২—বি. চড়াইপাখি। [সং. √চট্+অক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **চটকা**—স্ত্রী-চড়াই।

চটকা১—বি. ঘুমের আবেশ, তন্দ্রা, আচ্ছন্নতা; অন্যমনস্কতা। [দেশী—তু. সং. √চট্ (আবরণ)]। ক্রি. **চটকা ভাঙা**—নিদ্রাবেশ দূর হওয়া, সজাগ হওয়া; অসতর্ক ভাব কাটিয়া যাওয়া।

চটকা২—ক্রি. নরম জিনিস হাত দিয়া মর্দন বা পেষণ করা। [সং. √চট্(পেষণ)+বাং. কা—তু. হি. √চট্‌কা]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. চটকা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **চটকানি**—হস্তদ্বারা মর্দন বা পেষণ।

চটা১—বি. বাখারি, বাঁশের পাতলা ফালি; ধাতুদ্রব্যের বা কাষ্ঠদ্রব্যের ফাটা অংশ, চাকলা, (চটা ওঠা)। [<চটা৩]।

চটা২—(১) ক্রি. রুষ্ট হওয়া, রাগা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে (চটা মেজাজ)। [<চটা৩]। বি. ~চটি—রাগারাগি, পরস্পরের মধ্যে ক্রোধের ভাব, বিবাদ। ~ন,

~নো—(১) ক্রি. রাগান (চটিয়ে দেওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চটা৩—(১) ক্রি. চিড় খাওয়া, ফাট ধরা, বিদীর্ণ হওয়া; হ্রাস পাওয়া বা নষ্ট হওয়া (ভক্তি চটা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √চট্ (ভেদন, বিদারণ)+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ফাটান, চাকলা উঠান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চটি১—বি. গোড়ালির উপরিভাগ খোলা জুতাবিশেষ। [সং. চর্ম>চামাটি]।

চটি২—বিণ. পাতলা (চটি বই)।

চটি৩—বি. পান্থশালা, সরাই। [ফা. চৎরী]।

চটু—বি. চাটু, প্রিয়বাক্য। [সং. √চট্+উ]।

চটুল—বিণ. চঞ্চল, অস্থির (চটুল চরণ); লঘু, গাম্ভীর্যহীন (চটুল প্রেম, চটুল স্বভাব, চটুল ছন্দ); মনোহর, সুন্দর (চটুল ভঙ্গি)। [সং. √চট্+উল (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **চটুলা**। বি. **~তা**।

চট্১—অব্য. শীঘ্র, ঝট (চট্ করে যাও)। [সং. ঝটিতি]।

চট্২—অব্য. হঠাৎ ফাটা বা চপেটাঘাত করা বা অনুরূপ কিছুর শব্দ। [সং. √চট্]। অব্য. **~চট্**—ক্রমাগত চট্-শব্দ।

চট্চট্—অব্য. আঠাল ভাব প্রকাশ (চট্চট্ করা)। [দেশী]। বিণ. **চট্চটে**—আঠাল।

চট্পট্—ক্রি-বিণ. অতি দ্রুত (চট্পট্ কাজ সারা)। [দেশী]। বিণ. **চট্পটে**—ক্ষিপ্রকারী, তৎপর; চতুর।

চট্টল, চট্টলা—বি. চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম।

চট্টোপাধ্যায়—বাঙালী ব্রাহ্মণদিগের পদবীবিশেষ।

চড়—বি. হাতের তালুদ্বারা আঘাত, চপেটাঘাত, চাপড়, থাপ্পড়। [সং. চপেট]।

চড়ই—**চড়াই২**-র রূপভেদ।

চড়ক—বি. চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শৈব উৎসববিশেষ, গাজন। [সং. চক্র (বর্ষচক্রের পরিভ্রমণান্তে অনুষ্ঠেয়)]। বি. **~গাছ**—যে খুঁটিতে আড়া বাঁধিয়া গাজনের সন্ন্যাসীরা ঘুরপাক খায়। **চক্ষু চড়কগাছ**—ভয় বা বিস্ময়হেতু বিস্ফারিত দৃষ্টি। বি. **~সংক্রান্তি**—চৈত্র-মাসের সংক্রান্তি।

চড়চড়, চড়চড়ি—যথাক্রমে **চচ্চড়** ও **চচ্চড়ি**-র রূপভেদ।

চড়তি—(১) বি. আরোহণ; বৃদ্ধি (দামের চড়তি-পড়তি, চড়তির মুখে)। (২) বিণ. বৃদ্ধিশীল, মূল্য বাড়িতেছে এমন (চড়তি দর, চড়তি বাজার)। [**চড়া৩** দ্র:]।

চড়ন—বি. আরোহণ; বৃদ্ধি (দাম চড়ন)। [**চড়া৩** দ্র:]। বিণ. **~দার**—যান-বাহনের আরোহী বা যাত্রী।

চড়া১—বি. চর, নদীগর্ভে পলি পড়িয়া উৎপন্ন স্থলভাগ (চড়ায় নামা)। [দেশী]।

চড়া২—বিণ. উদ্ধত, উগ্র (চড়া মেজাজ, চড়া গলা); তীব্র, তীক্ষ্ণ, তেজাল (চড়া রোদ); উচ্চ (চড়া সুর, চড়া দাম)। [সং. চণ্ড]।

চড়া৩—(১) ক্রি. আরোহণ করা (উঁচুতে চড়া); বৃদ্ধি পাওয়া (দাম চড়া); আক্রমণ করা, চড়াও হওয়া (বিপক্ষের উপর চড়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √চট্+বাং. আ—তু. হি. চঢ়্না]।

চড়া৪—ক্রি. চড় মারা। [বাং. চড়+আ]।

চড়াই১—বি. (সাধারণতঃ পাহাড়ের) ঊর্ধ্বগত বা ক্রমোন্নত পথ (তু. উৎরাই); আরোহণ; ঊর্ধ্বগতি, উচ্চতা। [হি. চঢ়াই]।

চড়াই২—বি. ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [সং. চটক]।

চড়াইভাতি—বি. বনভোজন, picnic। [সং. চটক-বৃত্তি]।

চড়াও, চড়াউ—(১) বি. আক্রমণ (বাড়ি চড়াও করা)। (২) বিণ. আক্রমণকারী; আক্রমণের জন্য আপতিত (চড়াও হওয়া)। [**চড়া৩** দ্র:]।

চড়াৎ—অব্য. সহসা ফাটিয়া যাইবার শব্দ।

চড়ান১, চড়ানো১—(১) ক্রি. আরোহণ করান (ঘোড়ায় চড়ান); বাড়ান, উচ্চতর করা (দাম চড়ান, সুর চড়ান, রঙ চড়ান); পরান, লাগান (ধনুকে ছিলা চড়ান); চাপান (হাঁড়ি বা মাল চড়ান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [**চড়া৩** দ্র:]।

চড়ান২, চড়ানো২—(১) ক্রি. চপেটাঘাত করা (গালে চড়ান)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [**চড়া৪** দ্র:]।

চড়ুই—**চড়াই২**-র প্রাদে. রূপ।

চড়ুইভাতি—**চড়াইভাতি**-র প্রাদে. রূপ।

চড়ুকে—বিণ. চড়ক-সংক্রান্ত; চড়কগাছে ঘুরিতে অভ্যস্ত বা ঐরূপ কাজে আগ্রহী (চড়ুকে পিঠ); (সচ. অন্তরে যন্ত্রণাসত্ত্বেও বাহ্যতঃ) চটকদার বা জমকাল (চড়ুকে হাসি)। [বাং. চড়ক+ইয়া>এ]।

চড়োয়া—**চড়াও**-র রূপভেদ।

চড়্বড়্—অব্য. ভাজনা-খোলায় খই-মুড়ি ভাজিবার শব্দ; ভাজনা-খোলায় খই ফোটার মত দ্রুত কথা বলার শব্দ। [দেশী]।

চণক—বি. ছোলা, বুট। [সং. তু. হি. চনা]।

চণ্ড—(১) বিণ. ভীষণ, প্রচণ্ড (চণ্ডবিক্রম); অত্যন্ত কোপন বা ক্রুদ্ধ (চণ্ডপ্রকৃতি); উগ্র (চণ্ডরশ্মি)। (২) বি. দৈত্য-বিশেষ, মুণ্ড-নামক দৈত্যের ভ্রাতা এবং শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **চণ্ডা, চণ্ডী**।

চণ্ডাল—বি. নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, চাঁড়াল; নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বা ক্রূরকর্মা লোক। [সং. √চণ্ড(=কোপ)+আল (র্তৃ)]।

চণ্ডিকা—বি. চণ্ডী দেবী; অতি কোপনা স্ত্রী [সং. চণ্ড+ক+আ]।

চণ্ডী—বি. দুর্গার রূপবিশেষ; মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য; চণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্যকথা। অতি কোপনস্বভাবা স্ত্রী। [সং. চণ্ড+ঈ]। বি. **~মণ্ডপ**—যে মণ্ডপে দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা হয়; ঠাকুর-দালান। বি. **চণ্ডীমঙ্গল**—চণ্ডীসম্বন্ধে রচিত বাঙ্গালার মধ্যযুগের কাব্যবিশেষ। বি. **মঙ্গলচণ্ডী**—শুভদা চণ্ডী, দুর্গা। **রণচণ্ডী**—(১) বি. দানবদের সহিত উন্মত্তভাবে সংগ্রামকারিণী চণ্ডী; (আল.) অতি কোপনস্বভাবা বা কলহপ্রিয়া নারী। (২) বিণ. রণোন্মত্তা, উগ্রা।

চণ্ডু—বি. অহিফেন হইতে প্রস্তুত মাদকবিশেষ। [হি.]। বিণ. **~খোর**—চণ্ডু সেবন করে এমন, চণ্ডুর নেশাকারী।

চতুঃ (-তুর্)—বি. বিণ. চার। [সং.]। বি. বিণ. **~পঞ্চাশৎ**—৫৪, চুয়ান্ন। বিণ. **~পঞ্চাশত্তম**—৫৪ সংখ্যক। বি.(স্ত্রী.) **~পঞ্চাশত্তমী**। **~শাখ**—(১) বিণ. চারি শাখাবিশিষ্ট। (২) বি. বেদ। বি. **~শাল, ~শালা**—চকমিলান বাড়ি। বি. বিণ. **~ষষ্টি**—৬৪, চৌষট্টি। বিণ. **~ষষ্টিতম**—৬৪ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **ষষ্টিতমী**। বি. বিণ. **~সপ্ততি**—৭৪, চুয়াত্তর। বিণ. **~সপ্ততিতম**—৭৪ সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) **~সপ্ততিতমী**। বি. **~সীমা**—চারিদিকের সীমানা, চৌহদ্দি।

চতুর—বিণ. বুদ্ধিমান্; কুশল, নিপুণ; ধূর্ত, ঠগ। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **চতুরা**। বি. **~তা**।

চতুরংশ—(১) বি. চারি ভাগ। (২) বিণ. চারিভাগে বিভক্ত। [সং. চতুর্+অংশ]। বিণ. **চতুরংশিত**—চারিভাগে বিভক্ত; চারপেজী, quarto।

চতুরঙ্গ—(১) বিণ. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি; এই চারি শাখাবিশিষ্ট (চতুরঙ্গ সেনা); চারি অঙ্গবিশিষ্ট; সর্বাঙ্গসম্পন্ন। (২) বি. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি: এই চারি অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্যবাহিনী; সঙ্গীতের প্রকারভেদ; দাবাখেলা; শতরঞ্জ। [সং. চতুর্+অঙ্গ]।

চতুরশীতি—বি. বিণ. ৮৪, চুরাশী। [সং. চতুর্+অশীতি]। বিণ. **~তম**—৮৪ সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) **~তমী**।

চতুরশ্ব—(১) বি. চারি ঘোড়া। (২) বিণ. চারি ঘোড়াবিশিষ্ট (চতুরশ্ব রথ)। [সং. চতুর্+অশ্ব]।

চতুরস্র—বিণ. চতুষ্কোণ; চৌরস, উচ্চনীচ নয় এমন (চতুরস্র ভূমি); নিখুঁত, নির্দোষ (চতুরস্র সিদ্ধান্ত)। [সং. চতুর্+অস্র]।

চতুরানন—বি. চারি মুখ যাহার, চতুর্মুখ, ব্রহ্মা। [সং. চতুর্+আনন]।

চতুরালি, (বর্ত. বিরল) **চতুরালী**—বি. চাতুরী, ছল, ছলনা, চালাকি। [বাং. চতুর+আলি]।

চতুরাশ্রম—বি. ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস: মানবজীবনে (বিশেষতঃ দ্বিজগণের জীবনে) এই চারি অবস্থা বা আশ্রম। [সং. চতুর্+আশ্রম]।

চতুর্গুণ—বিণ. চারি গুণ: বহুগুণ; খুব বেশী (চতুর্গুণ বাড়িয়াছে)। [সং. চতুর্+গুণ]।

চতুর্থ—বিণ. চারি সংখ্যার পূরক। [সং. চতুর্+থ]। **~আশ্রম**—সন্ন্যাস-আশ্রম। **চতুর্থী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) চতুর্থ-অর্থে। (২) বি. (জ্যোতিষ.) তিথিবিশেষ; (ব্যাক.) প্রধানতঃ সম্প্রদানকারকে প্রযোজ্য বিভক্তি; বিবাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় হোম: মাতা-পিতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবসে বিবাহিতা কন্যার করণীয় শ্রাদ্ধ।

চতুর্দশ (-শন্)—বি. বিণ. চৌদ্দ, ১৪। [সং. চতুর্+দশন্]। **চতুর্দশ পুরুষ**—পিতা পিতামহ ইত্যাদিক্রমে ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষ। **চতুর্দশ বিদ্যা**—চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ এবং মীমাংসা, ন্যায়, ইতিহাস ও পুরাণ। **চতুর্দশভুবন**—সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল।

চতুর্দশ—বিণ. চৌদ্দসংখ্যার পূরক। [সং. চতুর্দশন্+অ]। বি. (স্ত্রী.) **চতুর্দশী**—তিথিবিশেষ।

চতুর্দিক্ (-দিশ্)—বি. উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম: এই চারি দিক্; সর্বদিক্; সর্ববিষয়। [সং. চতুর্+দিশ্]।

চতুর্দোল, চতুর্দোলা—বি. চারিজনে বাহিত শিবিকাবিশেষ। [সং. চতুর্ (বাহিত)+দোল, দোলা]।

চতুর্ধা—অব্য. ক্রি-বিণ. চার রকমে (চতুর্ধা বিভক্ত); চারিদিকে; চারবার; চারখণ্ডে। [সং. চতুর্+ধা]।

চতুর্নবতি—বি. বিণ. ৯৪, চুরানব্বই। [সং. চতুর্+নবতি]। বিণ. **~তম**—চুরানব্বইয়ের পূরক। বিণ. (স্ত্রী.) **~তমী**।

চতুর্বর্গ—বি. ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ: এই চার পুরুষার্থ। [সং. চতুর্+বর্গ]।

চতুর্বর্ণ—বি. ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র: এই চারি জাতি। [সং. চতুর্+বর্ণ]।

চতুর্বিংশ—বিণ. চব্বিশের পূরক। [সং. চতুর্বিংশতি+অ]। বি. বিণ. **~তি**—চব্বিশ। বিণ. **~তিতম**—চতুর্বিংশ। বিণ. (স্ত্রী.) **~তিতমী**।

চতুর্বিধ—বিণ. চারপ্রকার। [সং. চতুর্+বিধা]। বিণ. (স্ত্রী.) **চতুর্বিধা**।

চতুর্বেদ—বি. ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব: এই চারি বেদ। [সং. চতুর্+বেদ]। **চতুর্বেদী** (-দিন্)—(১) বিণ. চারি বেদে অভিজ্ঞ। (২) বি. ব্রাহ্মণদের বংশানুক্রমিক উপাধিবিশেষ, চৌবে।

চতুর্ভুজ—বি. চারিহাতবিশিষ্ট নারায়ণ: (জ্যামি.) চারিটি সরলরেখাদ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র। (ব্যঙ্গে) কৃতার্থ, অত্যন্ত আনন্দিত বা ক্ষমতাসম্পন্ন। [সং. চতুর্+ভুজ]।

চতুর্মুখ, চতুর্বক্ত্র—বি. চারিমুখবিশিষ্ট ব্রহ্মা। [সং. চতুর্+মুখ, বক্ত্র]।

চতুষ্ক—বি. চারিটির সমষ্টি; চতুষ্কোণ ক্ষেত্র; চত্বর; চারিটি স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। [সং. চতুর্+√কৈ+অ]।

চতুষ্কোণ—বি. চারকোণা, চৌকা। [সং. চতুর্+কোণ]।

চতুষ্টয়—(১) বিণ. চারি অবয়ববিশিষ্ট (বেদচতুষ্টয়); চতুর্বিধ (আশ্রমচতুষ্টয়)। (২) বি. চারিটির সমষ্টি (নীতিচতুষ্টয়)। [সং. চতুর্+তয় (তয়প্)]।

চতুষ্পথ—বি. চার রাস্তার সংযোগস্থল, চৌরাস্তা, চৌমাথা। [সং. চতুর্+পথিন্ (দ্বিগু)]।

চতুষ্পদ—(১) বি. চারিটি পা-বিশিষ্ট প্রাণী; জন্তু, পশু। (২) বিণ. চারপেয়ে; (আল.) পশুর ন্যায় মূর্খ। [সং. চতুর্+পদ]। বি. (স্ত্রী.) **চতুষ্পদী**—চৌপদী কবিতা।

চতুষ্পাঠী—বি. চারি বেদ বা ব্যাকরণ কাব্য স্মৃতি ও দর্শন: এই চারি শাস্ত্র কিংবা নানা শাস্ত্র পড়ান হয় এমন বিদ্যালয়; টোল। [সং. চতুর্+পাঠ+ঈ]।

চতুষ্পাদ—(১) বিণ. চারি চরণবিশিষ্ট (চতুষ্পাদ শ্লোক); সর্বাঙ্গবিশিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ, চারপোয়া (চতুষ্পাদ ধর্ম)। (২) বি. চতুষ্পদ প্রাণী। [সং. চতুর্+পাদ]।

চতুষ্পার্শ্ব—বি. চারিপাশ, চারিধার। [সং. চতুর+পার্শ্ব]।

চতুস্তল—বি. চৌতলা (চতুস্তল অট্টালিকা)। [সং. চতুর্+তল]।

চতুস্ত্রিংশ—বিণ. চৌত্রিশের পূরক। [সং. চতুস্ত্রিংশৎ+অ]। বি. বিণ. **~ৎ**—চৌত্রিশ (সংখ্যা বা সংখ্যক)। বিণ. **~তম**—চৌত্রিশের পূরক, চতুস্ত্রিংশ। বিণ. (স্ত্রী.) **~তমী**।

চত্বর—বি. চাতাল, চবুতর, প্রাঙ্গণ, উঠান; রঙ্গস্থান; যজ্ঞস্থান। [সং.]।

চত্বারিংশ—বিণ. চল্লিশের পূরক। [সং. চত্বারিংশৎ+অ]। বি. বিণ. **~ৎ**—চল্লিশ (সংখ্যা বা সংখ্যক)। বিণ. **~তম**—চত্বারিংশ। বিণ. (স্ত্রী.) **~তমী**।

চত্বাল—বি. চাতাল। [সং.]।

চন্‌চন্—অব্য. বেদনা প্রবাহ প্রখরতা বা পরিপূর্ণতাসূচক অনুকার-ধ্বনি। [দেশী]। বিণ. **চন্‌চনে**—চন্‌চন্ করে এমন।

চন্দক—বি. চাঁদামাছ। [সং. √চন্দ্‌+অক]।

চন্দ, চন্দা—বি. (ব্রজ.) চন্দ্র ('শরৎচন্দ পবন মন্দ': গো. দা.; 'লাখ উদয় করু চন্দা': বিদ্যা.)। [সং. চন্দ্র]।

চন্দন—বি. সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ বা তাহার গাছ; বাটা চন্দন। [সং. √চন্দ্‌ (=আনন্দ)+অন (র্তৃ)]। বিণ. **~চর্চিত**—বাটা চন্দনদ্বারা লিপ্ত। বি. **~পিঁড়ি, ~পীঁড়ি**—যে পীঠিকার বা শিলের উপরে চন্দনকাষ্ঠ ঘষা হয়। বি. **~পুষ্প**—লবঙ্গ। বি. **কুচন্দন**—(গন্ধহীন বলিয়া) রক্তচন্দন। বি. **হরিচন্দন**—পীতবর্ণ সুগন্ধ কাষ্ঠ-বিশেষ, পীতচন্দন, শ্বেতচন্দন; গোশীর্ষনামক শ্বেত-চন্দন।

চন্দনা—বি. (স্ত্রী.) নদীবিশেষ; (বাং.) কণ্ঠে লালরেখাযুক্ত টিয়াপাখিবিশেষ; ইলিশজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [সং.]।

চন্দ্র—বি. চাঁদ; (তৎপুরুষ সমাসে শব্দের পরে) শ্রেষ্ঠ বা আহ্লাদজনক ব্যক্তি (কুলচন্দ্র)। [সং. √চন্দ্‌+র (র্তৃ)]। বি. **~ক**—ময়ূরপুচ্ছের অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন। বি. **~কর**—জ্যোৎস্না। বি. **~কলা**—চন্দ্রমণ্ডলের $\frac{1}{16}$ অংশ। **~কান্ত**—(১) বি. মণিবিশেষ। (২) বিণ. চন্দ্রকিরণের স্পর্শে সমধিক দীপ্তিশালী (মণি)। বি.(স্ত্রী.) **~কান্তা**—চন্দ্রপত্নী, তারকা; রাত্রি; জ্যোৎস্না। **~কান্তি**—(১) বিণ. চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। (২) বি. রৌপ্য। বি. **~গ্রহণ**—পৃথিবীর ছায়াপাতে চন্দ্রের আচ্ছাদন। বি. **~চূড়**—শিব। বি. **~পুলি**—অর্ধচন্দ্রাকৃতি মিঠাই-বিশেষ। বিণ. **~প্রভ**—চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট; সৌম্যমূর্তি। **~প্রভা**—(১) বি. জ্যোৎস্না। (২) বিণ.(স্ত্রী.) চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা। বি. **~বংশ**—চন্দ্র হইতে উৎপন্ন পৌরাণিক রাজবংশ (কৌরব যাদব ইত্যাদি বংশ)। বিণ. **~বংশীয়**—চন্দ্রবংশে জাত। বি. বিণ. **~বদন**—চাঁদের ন্যায় (সুন্দর) মুখ বা মুখবিশিষ্ট, চাঁদ-মুখ। বিণ.(স্ত্রী.) **~বদনা**। বি. **~বিন্দু**—ঁ: এই ধ্বনি বা চিহ্ন। বি. **~বোড়া**—বিষধর সর্পবিশেষ। বি. **~ভাগা**—পাঞ্জাবের নদীবিশেষ, চেনাব। বি. **~মল্লিকা**—পুষ্পবিশেষ। বি. **~মা, ~মাঃ** (-মস্)—চাঁদ। বি. বিণ. **~মুখ**—চন্দ্রের ন্যায় (সুন্দর) মুখ বা মুখবিশিষ্ট, চন্দ্রবদন। বিণ.(স্ত্রী.) **~মুখী**। বি. **~মৌলি**—চন্দ্রচূড়, শিব। বি. **~রেখা, ~লেখা**—চন্দ্রকলা; অপ্সরাবিশেষ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বি. **~রেণু**—কাব্যচোর, কুশীলক, plagiarist। বি. **~লোক**—চন্দ্রাধিষ্ঠিত পৌরাণিক স্থান; চন্দ্রের উপরিস্থ ভূমি। বি. **~শালা, ~শালিকা**—চিলে কোঠা। বি. **~শেখর**—শিব। বি. **~সম্ভব**—চন্দ্রের পুত্র, বুধ। বি. **~সুধা**—জ্যোৎস্না। বি. **~হার**—মেখলাবিশেষ; (অপ্র.) গলার হারবিশেষ। বি. **~হাস**—খড়্গ বা তরবারিবিশেষ।

চন্দ্রাতপ—বি. চাঁদোয়া, সামিয়ানা; জ্যোৎস্না। [সং.]।

চন্দ্রানন—বি. বিণ. চন্দ্রবদন, চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখ বা মুখবিশিষ্ট। [সং. চন্দ্র+আনন]। বিণ. (স্ত্রী.) **চন্দ্রাননা, চন্দ্রাননী**।

চন্দ্রাপীড়—বি. চন্দ্রচূড় শিব; বাণভট্ট-রচিত কাদম্বরী-গ্রন্থের নায়ক। [সং. চন্দ্র আপীড় (কিরীট, শিরোভূষণ) যাহার]।

চন্দ্রাবলী—বি. শ্রীরাধার প্রিয় সখী ('শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী, কারে থুয়ে কারে বলি')।

চন্দ্রালোক—বি. চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। [সং. চন্দ্র+আলোক]।

চন্দ্রিকা—বি. জ্যোৎস্না; কৌমুদী; আলোকদায়িনী ব্যাখ্যা (বেদান্তচন্দ্রিকা, অলংকারচন্দ্রিকা); চাঁদামাছ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

চন্দ্রিমা (অশু.)—বি. জ্যোৎস্না। [সং. চন্দ্রমাঃ ও চন্দ্রিকার মিশ্রণজাত]।

চন্দ্রোদয়—বি. চাঁদের উদয়। [সং. চন্দ্র+উদয়]।

চন্নন, চন্নামেত্ত—যথাক্রমে **চন্দন** ও **চরণামৃত**-এর বিকৃত কথ্য রূপ।

চন্‌মন্—অব্য. চঞ্চলতা প্রকাশ (প্রাণটা চন্‌মন্ করে উঠল)। [দেশী]। বিণ. **চন্‌মনে**—চঞ্চল; স্ফূর্তিযুক্ত।

চপ—বি. ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত মাছ মাংস বা সবজির বড়াবিশেষ। [ইং. chop]।

চপল—বিণ. অস্থির; চঞ্চল; তরল; প্রগল্ভ, ধৃষ্ট; ক্ষণস্থায়ী। [সং. √চুপ্ (মন্দ গতি)+অল (র্তৃ)]। **চপলা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) চপল-অর্থে। (২) বি. লক্ষ্মী; বিদ্যুৎ। বি. **~তা**।

চপেট, চপেটা, চপেটী, চপেটিকা—বি. চড়, থাপ্পড়। [সং. চপেট=প্রসারিত করতল]। বি. **চপেটাঘাত**—চড়, করতলপ্রহার।

চপ্‌চপ্—অব্য. আর্দ্রতাব্যঞ্জক শব্দ। [দেশী]। বিণ. **চপ্‌চপে**—অত্যন্ত ভিজা; কোনও তৈলাক্ত পদার্থদ্বারা বিশেষভাবে মাখা।

চপ্পল—বি. চটিজুতাবিশেষ, স্যাণ্ডেল (sandal)। [হি.]।

চবর্গ—বি. চ ছ জ ঝ ঞ: এই পাঁচটি বর্ণ।

চবুতর, চবুতরা, চবুতারা—বি. চত্বর, চাতাল। [> সং. চত্বর]।

চব্‌চব্, চব্‌চবে—যথাক্রমে **চপ্‌চপ্** ও **চপ্‌চপে**-র রূপভেদ।

চব্বিশ—বি. বিণ. ২৪: এই সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুর্বিংশতি]। **চব্বিশ ঘণ্টা**—(১) বি. একদিনের

পরিমাণ সময়। (২) ক্রি-বিণ. সারা দিনরাত্রি, সমস্ত সময়, অনবরত (চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করা)। **চব্বিশে**—(১) বি. মাসের চব্বিশ তারিখ। (২) বিণ. চব্বিশ তারিখের (চব্বিশে জ্যৈষ্ঠ)।

চমক—বি. ঝলকানি (বিদ্যুতের চমক); বিস্ময় (দেখলে চমক লাগে); আতঙ্ক (চমক জাগা বা লাগা); চৈতন্য, জ্ঞান, হুঁশ (চমক হওয়া)। [> সং. চমৎ]। ক্রি. **~ই, ~য়ে**—(প্রা. বাং.) চমকিত হয় ('শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব' : গো. দা.)। ক্রি. **চমক ভাঙা**—হঠাৎ হুঁশ হওয়া; অন্যমনস্ক ভাব সহসা দূর করা। ক্রি. **চমকা**—হঠাৎ ভয়ে বা বিস্ময়ে নড়িয়া উঠা; ঝলকাইয়া উঠা; হঠাৎ ভীত বা বিস্মিত করা, চমকিত করা। **চমকান (-নো)**—(১) ক্রি. চমকা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. **চমকানি**—হঠাৎ ঝলকানি, ঝিলিক। বিণ. **চমকিত** চমকপ্রাপ্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **চমকিতা**।

চমচম—বি. ছানার তৈয়ারি মিঠাইবিশেষ। [হি.]।

চমৎকরণ—বি. বিস্মিতকরণ, আশ্চর্যের বোধ উৎপাদন। [সং. চমৎ + √কৃ + অন (ভা)]।

চমৎকার—(১) বি. বিস্ময় (চমৎকারজনক দৃশ্য)। (২) (বাং.) বিণ. বিস্ময়জনক; আশাতীত সুন্দর বা ভালো, চমক লাগায় এমন (চমৎকার দৃশ্য, চমৎকার লোক, চমৎকার মিষ্ট)। (৩) (বাং.) ক্রি-বিণ. অতি সুন্দরভাবে (চমৎকার বুঝিতে পারা)। [সং. চমৎ + √কৃ + অ (ভা)]। বিণ. **~ক, চমৎকারী** (-রিন্)—বিস্ময়জনক। বিণ. (স্ত্রী.) **চমৎকারিণী**। বি. **চমৎকারিতা, ~ত্ব**—বিস্ময় উৎপাদনের শক্তি; পরম উৎকর্ষ। বিণ. **চমৎকৃত**—বিস্মিত; বিস্ময়বিমুগ্ধ।

চমর—বি. গো-জাতীয় তিব্বতীয় প্রাণিবিশেষ, yak; উক্ত প্রাণীর পুচ্ছলোমে প্রস্তুত ব্যজনবিশেষ, চামর। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **চমরী**।

চমস—বি. হাত, চামচ। [সং.]।

চমূ—বি. (এক অক্ষৌহিণীর ত্রিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ) বৃহৎ সেনাদল। [সং.]।

চম্পক—বি. চাঁপাফুল বা তাহার গাছ; চাঁপাকলা। [সং. √চম্প্ + অক (র্তৃ)]। বি. **~দাম** (-মন্)—চাঁপাফুলের মালা।

চম্পট—বি. পলায়ন, তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়া (চম্পট দেওয়া)। [তু. হি. চম্পৎ]।

চম্পা১—বি. প্রাচীন ভারতের নগরবিশেষ; কর্ণের রাজধানী (বর্তমান ভাগলপুর); কর্ণের পত্নী। [সং.]।

চম্পা২—বি. চাঁপাফুলের গাছ; চাঁপাফুল। [সং. চম্পক]।

চম্পূ—বি. গদ্যপদ্যময় কাব্যবিশেষ। [সং.]।

চয়—বি. সমূহ, পুঞ্জ, রাশি (কুসুমচয়); চয়ন, আহরণ। [সং. √চি + অ (র্ম, ভা)]।

চয়ন—বি. একত্র আনয়ন, সংগ্রহ (কবিতা-চয়ন); (পুষ্পচয়ন)। [সং. √চি + অন (ভা)]। বি. (স্ত্রী.) **চয়নিকা**—স্বল্প সংগ্রহ : সঙ্কলিত রচনা বা কবিতাবলী। বিণ. **চয়নীয়, চেয়**—চয়নের যোগ্য; চয়ন করা হইবে এমন। বিণ. (অশু.) **চয়িত,** (শু.) **চিত**—চয়ন বা আহরণ করা হইয়াছে এমন, সংগৃহীত, সঙ্কলিত (তু. সঞ্চিত)। [নির্ (নিঃ), পরি, সম্ ইত্যাদি উপসর্গের পরে, বিভিন্ন অর্থে ইহার প্রয়োগ যথাস্থানে দ্র:]।

চর১—বি. রাজা রাজপুরুষ বা অন্য কাহারও দ্বারা নিযুক্ত হইয়া গোপনে সংবাদ সংগ্রহে রত ব্যক্তি : গুপ্তদূত, গোয়েন্দা; (জ্যোতিষ.) মঙ্গলগ্রহ। [সং. √চর্ + অ (র্তৃ)]।

চর২—বি. নদীগর্ভে পলি পড়িয়া উৎপন্ন স্থলভাগ, চড়া। [দেশী]।

-চর৩—বিণ. (উপপদের পর) বিচরণকারী (ভূচর, জলচর); জঙ্গম, গমনশীল (চরাচর)। [সং. √চর্ + অ (র্তৃ)]।

চরক—বি. আয়ুর্বেদশাস্ত্রকার ঋষিবিশেষ। বি. **~সংহিতা**—চরক-প্রণীত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ।

চরকা, চরখা—বি. সুতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। [সং. চক্র—তু. ফা. চর্খ্]। **নিজের চরকায় তেল দেওয়া**—(অপরের ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়া) নিজের কাজে মন দেওয়া। **পরের চরকায় তেল দেওয়া**—(অনভিপ্রেতভাবে) পরের ব্যাপারে মাথা ঘামানো।

চরকি, (বিরল) **চরকী,** (বিরল) **চরখি**—বি. চক্রাকার আতসবাজিবিশেষ; সুতা জড়াইবার নাটাই; মন্থনদণ্ড-বিশেষ। [ফা. চর্খী]।

চরণ—বি. পা, পদ; কবিতাদির পাদ বা পংক্তি, শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ; বিচরণ, ভ্রমণ; শীল, আচরণ, অনুষ্ঠান। [সং. √চর্ + অন]। বি. **~কমল**—পাদপদ্ম, চরণরূপ পদ্ম। বি. **~চারণ**—পাদচারণ, পায়চারি। বিণ. **~চারী** (-রিন্)—পথিক, পদব্রজে গমনকারী। বি. **~দাসী**—পতি-অনুরক্তা স্ত্রী; (বিদ্রূপে) বৈষ্ণবদের সেবাদাসী; চরণদাস-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। বি. **~পদ্ম**—**চরণকমল**-এর অনুরূপ। বি. **~ধূলা, ~রেণু**—পদধূলি। বি. **~সেবা**—পদপূজা; পা টেপা। বি. **চরণামৃত**—বিগ্রহাদি বা পূজনীয় ব্যক্তিগণের পা-ধোয়া জল। বি. **চরণাম্বুজ, চরণারবিন্দ**—পাদপদ্ম, চরণরূপ পদ্ম।

চরম—(১) বি. অন্ত, শেষ (সে এ ব্যাপারে চরম দেখে ছাড়ল); সর্বশেষ বা সর্বোচ্চ অবস্থা বা অবস্থান, কঠিনতম অবস্থা, শেষ সীমা (বিবাদ চরমে উঠিল)। (২) বিণ. চূড়ান্ত (চরম শাস্তি); মৃত্যুকালীন (চরমদশা); যত বেশী সম্ভব (চরম মূল্য); সর্বশেষ (চরম নির্দেশ, চরম লক্ষ্য)। [সং. √চর্ + অম (র্তৃ)]। বি. **~পত্র**—ইষ্টিপত্র, উইল (will); (প্রধানতঃ যুদ্ধঘোষণার পূর্বে প্রতিপক্ষকে প্রেরিত) শেষ সতর্কপত্র, ultimatum। বি. **চরমোৎকর্ষ**—পরম উন্নতি, উন্নতির পরাকাষ্ঠা।

চরস—বি. গাঁজা হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্যবিশেষ। [হি. চরস্]।

চরা—(১) ক্রি. বিচরণ করা; (প্রধানতঃ পশুগণ কর্তৃক তৃণক্ষেত্রে) বিচরণপূর্বক (তৃণাদি) আহার করা; (মাছের) চারা খাওয়া; চরানো। (২) বি. শেষ অর্থটি ব্যতীত অন্য সকল অর্থে। [সং. √চর্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গবাদি পশুদের মাঠে লইয়া গিয়া তৃণাদি আহার করানো; (বিদ্রূপে) পরিচালন করা, পড়ান (ছেলে চরানো)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

চরাচর—বিণ. বি. যাহা চলে এবং যাহা চলে না, জঙ্গম ও স্থাবর; সমস্ত পৃথিবী। [সং. √চর্+অ (র্তৃ)+অচর]।

চরিত—(১) বি. চরিত্র; আচরণ; কার্যকলাপ; জীবন-বৃত্তান্ত। (২) বিণ. আচরিত, অনুষ্ঠিত; সম্পন্ন। [সং. √চর্+ত (ভা. র্ম)]। বি. **~কার**—জীবন-বৃত্তান্তের লেখক। বি. **~চরিতাবলী**—জীবন-বৃত্তান্তসমূহ; বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন-কাহিনী-সংবলিত গ্রন্থ। বি. **চরিতামৃত**—অমৃততুল্য মধুর জীবন-বৃত্তান্ত (চৈতন্য-চরিতামৃত)।

চরিতার্থ—বিণ. কৃতকার্য, সফল, কৃতার্থ; সফলতা-হেতু পরিতুষ্ট। [সং. চরিত (=সম্পন্ন)+অর্থ (=প্রয়োজন, যাহার)]। বি. **~তা**।

চরিত্র—বি. স্বভাব; আচরণ; রীতি-নীতি, সদাচার, সৎ প্রকৃতি (চরিত্রবান্); (বাং.) উপন্যাস-কাব্য-নাটকাদির পাত্র-পাত্রী। [সং. √চর্+ইত্র (ণে)]। ক্রি. **চরিত্র খোয়ান, চরিত্র হারান**—মন্দচরিত্র হওয়া, চরিত্র নষ্ট করা, লম্পট হওয়া। বি. **~দোষ**—অসচ্চরিত্রতা; লাম্পট্য। বিণ. **~হীন**—লম্পট, মন্দ-চরিত্র।

চরিষ্ণু—বিণ. বিচরণশীল, গমনশীল, জঙ্গম। [সং. √চর্+ইষ্ণু (র্তৃ)]।

চরু—বি. বৈদিক যজ্ঞের পায়সান্ন। [সং. √চর্+উ (র্ম)]। বি. **~স্থালী**—চরু-পাকের পাত্র।

চর্চরী—বি. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; প্রাচীন সঙ্গীতবিশেষ; চাঁচর-উৎসব। [সং.]।

চর্চা—বি. আলোচনা (বিদ্যাচর্চা, পরচর্চা); অনুশীলন, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসকরণ, শিক্ষা (সঙ্গীত-চর্চা); চিন্তা, অনুধ্যান (মোক্ষচর্চা); লেপন (তিলকচর্চা)। [সং. √চর্চ্ (অধ্যয়নে, অনুলেপনে)+অ (ভা)+আ]। বিণ. **চর্চিত**—আলোচিত; অনুশীলিত; অভ্যাস বা শিক্ষা করা হইয়াছে এমন; চিন্তিত, অনুধ্যাত; প্রলিপ্ত (চন্দন-চর্চিত)।

চর্পট—বি. চাপড়। [সং.]।

চর্পটী—বি. চাপাটি, (হাতে চাপড়াইয়া তৈয়ারি-করা) রুটি। [সং.]।

চর্বণ—বি. দন্তদ্বারা চূর্ণন বা পেষণ, চিবান। [সং. √চর্ব্+অন (ভা)]। বিণ. **চর্বণীয়, চর্ব্য**—চর্বণযোগ্য, চিবাইয়া খাইতে হয় এমন। বিণ. **চর্বিত**—চিবান হইয়াছে এমন; ভক্ষিত। বিণ. **গিলিতচর্বণ, চর্বিত-চর্বণ**—ভক্ষিত বস্তু উগরাইয়া পুনরায় চর্বণ, জাবরকাটা, রোমন্থন; (আল.) আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা, একই বিষয়ের বারংবার আলোচনা।

চর্বি, চর্বী—বি. মেদ, বসা, প্রাণিদেহের স্নেহজাতীয় পদার্থ। [ফা. চর্বী]।

চর্ব্য—**চর্বণ** দ্রঃ। **~চূষ্য, ~চোষ্য**—(১) বিণ. চিবাইয়া ও চুষিয়া খাইতে হয় এমন। (২) বি. ঐরূপ খাবার; (আল.) উত্তম আহার্য।

চর্ম—বি. চামড়া, ত্বক্; বল্কল, গাছের ছাল; ঢাল। [সং. √চর্+মন্]। বি. **~কার**—চামার, মুচী। বি. **~চক্ষু**—রক্তমাংসে গঠিত চক্ষু; (আল.) স্থূলদৃষ্টি। বি. **~চটক**—বাদুড়। বিণ. **~চটিকা, ~চটী**—চামচিকা; বাদুড়। বিণ. **~ধারী** (-রিন্)—ঢালী, ঢালহাতে যুদ্ধ করে এমন। বি. **~পেটিকা, ~পেটী**—চামড়ার বাক্স বা থলি; চামড়ার কোমরবন্ধ। বি. **চর্মাবরণ**—চামড়ার ঢাকনি। বি. **চর্মার**—চামার, মুচী।

চর্য—বিণ. আচরণীয়, পালনীয়। [সং. √চর্+য (র্ম)]। বি. (স্ত্রী.) **চর্যা**—আচরণ, চরিত্র, অনুষ্ঠান (ধর্মচর্যা, তপশ্চর্যা); রক্ষণ, নিয়মপালন (দেহচর্যা, দিনচর্যা)। বি. **চর্যাপদ**—বৌদ্ধ সহজিয়াগণের ধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে গীতি-কবিতা; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইহাই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

চল—(১) বিণ. চঞ্চল, অস্থির (চলচিত্ত)। (২) বি. (বাং.) প্রচলন, রেওয়াজ (চল থাকা)। [সং. √চল্+অ (র্তৃ)]। বিণ. **~চিত্ত**—চিত্তের স্থিরতা নাই এমন, অস্থিরমতি। বি. (স্ত্রী.) **চলা**—লক্ষ্মী।

চলকা—ক্রি. নাড়া পাওয়ায় উছলিয়া বা উপছিয়া পড়া। [সং. √চল্—তু. হি. √ছলক]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চলকা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চলচ্চিত্র—বি. বায়োস্কোপ বা সিনেমার (cinema) ছবি। [সং. চলৎ+চিত্র]।

চলচ্ছক্তি—**চলনশক্তি**-র (**চলন**১ দ্রঃ) রূপভেদ। [সং. চলৎ+শক্তি]।

চলৎ—বিণ. চলনশীল, গতিশীল; প্রচলিত, চলিত। [সং. √চল্+অৎ (র্তৃ)]।

চলতি—বিণ. চলিতেছে এমন, চলন্ত (চলতি গাড়ি); প্রচলিত (চলতি কথা, চলতি রীতি); সামাজিক (বিশেষতঃ বৈবাহিক) সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য (চলতি ঘর)। [বাং. √চল্+তি]।

চলন১—বি. গমন, ভ্রমণ (চলনশীল)। [সং. চল্+অন (ভা)]। বি. **~বলন**—চলাফেরা ও কথাবার্তা বা তাহার ধরন। বি. **~শক্তি**—চলার ক্ষমতা; গতিশক্তি।

চলন২—বি. প্রচলন, রেওয়াজ (চলন থাকা); আচরণ (চালচলন); রীতি, ধারা (সাবেকী চলন)। [বাং. √চল্+অন (ভা)]। বিণ. **~সই**—কাজ-চালান-গোছ, মাঝামাঝি রকমের।

চলমান—**চলৎ** বা **চলন্ত**-এর অশু. রূপ ('চলমান জীবন': প. গ.)।

চলন্ত—বিণ. চলিতেছে এমন, গতিশীল (চলন্ত ট্রাম)। [বাং. √চল্১+অন্ত]।

চলা—(১) ক্রি. গমন করা, যাওয়া; হাঁটা; যাইবার উদ্যোগ করা; যাত্রা করা (তিনি বিলেত চলেছেন); অগ্রসর হওয়া (তুমি চল না—আমি যাচ্ছি); অতিবাহিত হওয়া (সময় চলে গেছে); নির্বাহ হওয়া (সংসার চলা); সংকুলান হওয়া (এই টাকায় ক'দিন চলবে?); সক্রিয় হওয়া (মেশিন চলা) সঞ্চালিত হওয়া বা প্রবাহিত হওয়া (রক্ত চলা); প্রচলিত বা চালু হওয়া (ফ্যাশান চলা); স্বীকৃত হওয়া (সমাজে চলা); আচরণ করা (খুশিমত

চলা) ; উপযুক্ত বা সঙ্গত হওয়া (থামা চলবে না) ; ক্রমাগত হইতে বা ঘটিতে থাকা (রাতভোর নাচগান চলল) ; আরম্ভ হওয়া (এখন গল্প চলবে) ; মৃত্যুযাত্রা করা (বৃদ্ধ চলিল) ; প্রসারিত হওয়া (দৃষ্টি চলা) । (২) বি. উক্ত সকল অর্থে । (৩) বিণ. চলিতে হয় এমন (পায়ে-চলা পথ) । [সং. √চল্ + বাং. আ] । ক্রি. **কথামত চলা**—আদেশ বা উপদেশ পালন করা । ক্রি. **চলে আসা**—স্থান ত্যাগ করিয়া আসা ; দ্রুত আসা । ক্রি. **চলে চলা**—দ্রুত অগ্রসর হওয়া । বি. **~ফেরা**—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পায়চারি ; হাঁটার ভঙ্গি ; চালচলন ।

চলাচল—বি. গমনাগমন (ট্রেন চলাচল) ; সঞ্চালন (রক্ত-চলাচল) । [বাং. চলা + চল + (বীপ্সাব্যঞ্জক শব্দ)] ।

চলান, চলানো—(১) ক্রি হাঁটান ; চলিত করা, চালান । (২) বি. উক্ত সকল অর্থে । [বাং. √চলা + আন] ।

চলাফিরা, চলাফেরা—বি. (সচ. নিয়মিত) যাতায়াত ; গমনাগমন ; চালচলন । [চলা + ফিরা] ।

চলিত—বিণ. প্রচলিত, চালু (চলিত প্রথা) । [বাং. চল + ইত] । **চলিত ভাষা**—বর্তমানে প্রচলিত ও কথ্য ভাষা ।

চলিষ্ণু—বিণ. গতিশীল ; অস্থির ; (অশু.) প্রস্থানোদ্যত ; [সং. √চল্ + ইষ্ণু (র্তৃ)] । বি. **~তা**—গতিশীলতা, চলার বা এগিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি ।

চল্লিশ—বি. বিণ. ৪০ সংখ্যা বা সংখ্যক । [সং. চত্বারিংশৎ] ।

চলোর্মি—বি. অস্থির তরঙ্গ । [সং. চল + ঊর্মি] ।

চশমখোর—বিণ. চক্ষুলজ্জাহীন, সম্পূর্ণ বেহায়া । [ফা. চশ্‌ম্‌খোর] ।

চশমা—বি. উপনেত্র ; দৃষ্টিসহায়ক কাচবিশেষ । [ফা. চশ্‌মহ্‌] ।

চষক—বি. সুরাপানপাত্র ; মধু ; সুরা । [সং.] ।

চষা, চসা—(১) ক্রি. কর্ষণ করা, লাঙ্গল দেওয়া, চাষ করা । (২) বি. কর্ষণ । (৩) বিণ. কর্ষিত । [বাং. √চষ্‌] । **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (অন্যের দ্বারা) লাঙ্গল দেওয়ানো বা চাষ করানো । (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে ।

চা—বি. সুবিখ্যাত গাছের পাতা ; উক্ত পত্র হইতে প্রস্তুত পানীয় । [চী. চা] । বিণ. বি. **চা-কর**—চা উৎপাদক ; চা-বাগানের মালিক ।

চাইতে$_{১}$—**চাওয়া** (ক্রি.)$_{১,২}$-এর অসমাপিকা রূপ ।

চাইতে$_{২}$—অব্য. অপেক্ষা, চেয়ে (তোমার চাইতে বয়সে বড়) ।

চাউনি—**চাহনি**-র কথ্য রূপ ।

চাউর—বিণ. প্রচারিত, সুবিদিত (খবরটা চাউর হয়ে গেছে) । [তু. চালু] ।

চাউল—বি. তণ্ডুল, চাল । [সং. তণ্ডুল] । বি. **~পড়া**—মন্ত্রপূত চাউল । **আতপ চাউল**—রৌদ্রে শুষ্ক ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল, আলো চাল । **সিদ্ধ চাউল**—সিদ্ধ করা ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল ।

চাউলমুগরা—**চালমুগরা**-র রূপভেদ ।

চাওয়া$_{১}$—(১) ক্রি. ইচ্ছা বা কামনা করা (সুখ চাওয়া, মরিতে চাওয়া) ; প্রার্থনা বা ভিক্ষা করা (অনুগ্রহ চাওয়া, সময় চাওয়া) ; রাজি হওয়া (কথা শুনিতে চায় না) । (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে । [বাং.] । **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. কামনা বা প্রার্থনা করানো, রাজি হইতে বাধ্য করান । (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে । অব্য. **চাই কি**—এমন কি, হয় ত (চাই কি, সেখানে একটা চাকরিও পেয়ে যেতে পায়) ।

চাওয়া$_{২}$—(১) ক্রি. তাকান (আমার দিকে চাও), দৃষ্টিপাত করা (আকাশের দিকে চেয়ে আছে) ; উন্মীলন করা (চোখচাওয়া) । (২) বি. উক্ত সকল অর্থে । [তু. হি. চাহ্ < সং. √চক্ষ্] । বি. **~চাওয়ি**—পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতকরণ । **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চোখ খোলান, দৃষ্টিপাত করান । (২) বি. উক্ত অর্থে ।

চাঁই$_{১}$—বিণ. বি. প্রধান, মণ্ডল, নেতা (দলের চাঁই) ; ঝানু (চাঁই লোক) । [দেশী] ।

চাঁই$_{২}$—বি. চাঙড়, ডেলা ; বংশশলাকানির্মিত মৎস্য-শিকারের জালবিশেষ । [দেশী—তু. হি. চঙ্গের] ।

চাঁচ$_{১}$—বি. চাটাই, দর্মা । [সং. চঞ্চা] ।

চাঁচ$_{২}$—বি. পাত-গালা । [বাং. চাঁদ] ।

চাঁচর$_{১}$—বিণ. কুঞ্চিত, কোঁকড়া ('চাঁচর চিকুর') । [দেশী] ।

চাঁচর$_{২}$—বি. দোলের পূর্বদিনে অনুষ্ঠেয় বহ্ন্যুৎসব, নেড়া-পোড়া । [সং. চর্চরী] ।

চাঁচা—(১) ক্রি. অস্ত্রের দ্বারা উপরের অংশ বা ছাল উঠাইয়া ফেলা ; মসৃণ বা পরিষ্কার করা (দাড়ি চাঁচা) । (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে । [প্রা. √চচ্ছ, চংছ < সং. √তক্ষ্ (< √তচ্ছ)] । বিণ. **~ছোলা**—উপরের আবরণ সম্পূর্ণ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, মার্জিত ; (আল.) রূঢ়ভাবে স্পষ্ট, মাধুর্যহীন ।

চাঁচাড়ি—**চেঁচাড়ি**-র রূপভেদ ।

চাঁচি, চাঁছি—বি. জ্বাল-দেওয়া দুধের যে গাঢ় অংশ পাত্র হইতে চাঁচিয়া তোলা হয় । [**চাঁচা** দ্রঃ] ।

চাঁছা—**চাঁচা**-র রূপভেদ ।

চাঁট, চাট—বি. গোরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুর লাথি । [দেশী] ।

চাঁটি, চাঁটা—**চাটি**$_{১}$-র রূপভেদ ।

চাঁড়া—বি. খোল-ভাঙ্গা, খোলার টুকরা । [তু. খাপড়া] ।

চাঁড়াল—বি. হিন্দুজাতিবিশেষ । [সং. চণ্ডাল] ।

চাঁদ—বি. চন্দ্র ; (বিদ্রূপে) অসুন্দর ব্যক্তি ; বয়স্ককে সম্বোধন (এস দেখি চাঁদ) । [সং. চন্দ্র] । বিণ. **~বদন, ~মুখ**—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট । বিণ. (স্ত্রী.) **~বদনী** । **চাঁদের কণা**—চাঁদের টুকরা ; শিশু-চাঁদ ; (আল.) অতি সুন্দর বা মনোহর ব্যক্তি (প্রধানতঃ শিশু) ।

চাঁদকুড়া, চাঁদকুড়ো—বি. ছোট মাছবিশেষ । [বাং. চাঁদ (এই মাছ চাঁদের মত রূপালি বলিয়া) + কুড়া (ক্ষুদ্রার্থে)] ।

চাঁদনি$_{১}$—বি. শামিয়ানা, চাঁদোয়া ; মণ্ডপ । [সং. চন্দ্রাতপ] ।

চাঁদনি$_2$—(১) বি. চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। (২) বিণ. জ্যোৎস্নাযুক্ত (চাঁদনি রাত)। [**চাঁদ** দ্রঃ]।

চাঁদনী—**চাঁদিমা**-র রূপভেদ।

চাঁদমারি—বি. ধনুর্বাণ বন্দুক প্রভৃতি ছোড়া অভ্যাসের জন্ম স্থাপিত লক্ষ্য, নিশানা, target। [দেশী]।

চাঁদমালা—বি. পূজাকালে প্রতিমার সাজে ব্যবহৃত শোলার মালা। [চাঁদ + মালা]।

চাঁদা$_1$—**চাঁদি$_2$** দ্রঃ।

চাঁদা$_2$—বি. কোন বিশেষ উদ্দেশ্তে বহুজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ (বারোয়ারী পূজার চাঁদা); নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেয় মূল্য বা অর্থসাহায্য (মাসিক-পত্রের চাঁদা, লাইব্রেরীর চাঁদা)। [ফা. চন্দ্]।

চাঁদা$_3$—মৎস্যবিশেষ। [সং. চন্দ্রক]।

চাঁদা$_4$—বি. চন্দ্র; (জ্যামি.) অর্ধচন্দ্রাকার কোণমান-যন্ত্রবিশেষ। [সং. চন্দ্র]।

চাঁদাকুড়া—**চাঁদকুড়া**-র রূপভেদ।

চাঁদামামা—বি. (ছড়ায়) শিশুদের মামারূপে পরিগণিত চাঁদ। [চাঁদা$_4$ + মামা]।

চাঁদি$_1$—বি. খাদহীন স্বচ্ছ রৌপ্য (চাঁদের ন্যায় সুন্দর বলিয়া)। [বাং. চাঁদ + ই]।

চাঁদি$_2$, চাঁদা—বি. মস্তকের উপরিভাগ, ব্রহ্মতালু (গোলাকার বলিয়া)। [বাং. চাঁদ + ই, আ]।

চাঁদিনী—(১) বিণ. জ্যোৎস্নাময়ী (চাঁদিনী রাত)। (২) বি. জ্যোৎস্না; জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। [সং. চন্দ্রশালিনী]।

চাঁদিমা—বি. জ্যোৎস্না। [বাং. চাঁদ + ইমা—তু. চন্দ্রিমা]।

চাঁদোয়া—বি. চন্দ্রাতপ, শামিয়ানা। [সং. চন্দ্রাতপ]।

চাঁপা—বি. চম্পক বৃক্ষ বা ফুল; কদলীবিশেষ। [সং. চম্পক]।

চাক—বি. চক্র, চাকা, যে-কোন চক্রাকার বস্তু (কুমোরের চাক, ছোলার চাক); মৌচাক (চাকভাঙা মধু)। [সং. চক্র]।

চাকচক্য—বি. চাকচিক্য। [সং. চকচক (√চক্ + অ (দ্বি)—দ্বিত্ব) + য]।

চাকচিক্য—বি. ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, পালিশ। [সং. চাক-চক্য]।

চাকতি—বি. ক্ষুদ্র চাকা; চক্রাকৃতি বস্তু (সোনার চাকতি)। **রুপোর চাকতি**—(শ্লেষাদিতে) টাকা। [সং. চক্র-শব্দজ]।

চাকর—বি. ভৃত্য, পরিচারক; কর্মচারী (সরকারের চাকর)। [ফা.]। **~বাকর**—ভৃত্যবর্গ, দাসদাসীবৃন্দ। বি. (স্ত্রী.) **চাকরানী**।

চা-কর—**চা** দ্রঃ।

চাকরান—বি. বেতনের পরিবর্তে ভৃত্যকে প্রদত্ত জমি। [ফা.]।

চাকরি, (বর্জি.) চাকরী, চাকুরি, (বর্জি.) চাকুরী—বি. (অফিস, কারখানা প্রভৃতিতে) বেতন লইয়া নিয়মিত কাজ করার দায়িত্ব। [ফা. চাকরি]। বি. **চাকরি-বাকরি**—চাকরি ও সেইরূপ জীবিকা। বিণ. বি. **চাকরে, চাকুরে, চাকুরিয়া**—চাকরিজীবী।

চাকলা$_1$—(১) বি. চক্রাকার টুকরা বা খণ্ড (আমের চাকলা)। (২) বিণ. চক্রাকার (চাকলা দাগ)। [বাং. চাক + লা]।

চাকলা$_2$—বি. কয়েকটি পরগনার সমষ্টি। [ফা. চক্লা]। বি. **~দার**—চাকলার শাসক বা প্রধান সরকারী কর্মচারী। [ফা. চক্লাদার্]।

চাকা—(১) বি. চক্র (গাড়ির চাকা); চক্রাকার বস্তু (মাছের চাকা)। (২) বিণ. গোলাকার (চাকামুখ)। [বাং. চাক + আ]। বিণ. **~চাকা**—গোল খণ্ড খণ্ড (চাকা-চাকা মাছ)।

চাকি—বি. চাকতি; গম, ডাল ইত্যাদি পিষিবার যন্ত্র বা জাঁতা; রুটি লুচি ইত্যাদি বেলিবার গোল পীঠিকা বা পিঁড়া। [বাং. চাক + ই]।

চাকু—বি. মুড়িয়া রাখা যায় এমন ফলাযুক্ত ছুরি। [তুর্]।

চাক্তি—**চাকতি**-র বানানভেদ।

চাক্ষুষ—বিণ. চক্ষুদ্বারা জাত (চাক্ষুষ পরিচয় বা জ্ঞান); প্রত্যক্ষ, চোখে দেখা (চাক্ষুষ প্রমাণ)। [সং. চক্ষুস্ + অ]। বিণ. (স্ত্রী.) **চাক্ষুষী** (চাক্ষুষী বিদ্যা)।

চা-খড়ি—**খড়ি** দ্রঃ।

চাখা—(১) ক্রি. স্বাদ লওয়া; ভোগ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং √চাখ্—তু. হি. √চখ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. স্বাদ গ্রহণ করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চাগা—ক্রি. সতেজ বা প্রবল হইয়া উঠা, জাগিয়া উঠা, উদিত হওয়া, উদ্রিক্ত হওয়া। [প্রা. চঙ্গ-শব্দজ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চাগা; উত্তেজিত করা; জাগানো; উদ্রিক্ত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

চাগাড়—বি. উত্তেজনা; প্রবলভাব ধারণ। [দেশী]। ক্রি. **চাগাড় দেওয়া**—উত্তেজিত হইয়া উঠা, প্রবলভাব ধারণ করা।

চাঙ, চাঙ্—বি. মাচান। [অস. চাং ?—তু. ফা. চাঙ্]।

চাঙড়, চাঙড়া, চাঙড়, চাঙড়া—বি. মৃত্তিকাদির বড় ডেলা, চাপ বা তাল। [ফা. চাঙ্]।

চাঙ্গা, চাঙা—বিণ. সবল, সতেজ; রোগমুক্ত, সুস্থ। [প্রা. চঙ্গ; সং. চাঙ্গ ("চাঙ্গস্তু শোভনে দক্ষে")]।

চাঙ্গাড়ি, চাঙারি, (বিরল) চাঙ্গারী, চাঙারী—বি. বাঁশ বা বেত দিয়া তৈয়ারি ঝুড়িবিশেষ। [দেশী ?—তু. 'তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া': চর্যাপদ, ১০]।

চাচা—বি. পিতৃব্য (বিশেষভাবে মুসলমান-সমাজে প্রচলিত)। [তু. হি. চাচা—সং. তাত]। বি. (স্ত্রী.) **চাচী**—পিতৃব্যপত্নী। বিণ. **~ত**—খুড়তুত বা জেঠতুত।

চাঞ্চল্য—বি. চঞ্চলতা। [সং. চঞ্চল + য (ভা)]।

চাট—বি. যাহা চাটিয়া খাইতে হয়; নেশার অনুপানরূপে ব্যবহৃত মুখোরোচক খাদ্যদ্রব্য (মদের চাট)। [**চাটা$_2$** দ্রঃ]। বি. **চাটনি, চাটনী**—অম্লমধুর স্বাদযুক্ত লেহ্য খাবারবিশেষ।

চাটা$_1$—**চাটি**-র রূপভেদ।

চাটা$_2$—(১) ক্রি. লেহন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [হি. √চাট্]। বি. **~চাটি**—পরস্পরকে লেহন; বারং-

বার চাটা ; (বিদ্রূপে) অন্তরঙ্গতা : পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. লেহন করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চাটাই, চেটাই—বি. দরমা ; বৃক্ষপত্রাদিনির্মিত আসনবিশেষ। [দেশী]।

চাটাল—বিণ. চওড়া। [দেশী]।

চাটি১, চাঁটি—বি. চপেটাঘাত (তবলায় চাঁটি দেওয়া) : অবজ্ঞাপ্রকাশক চপেটাঘাত (মাথায় চাঁটি মারা)। [সং. চপেট]।

চাটি২—বিণ. উৎসন্ন, উৎসাদিত (ভিটামাটি চাটি করা)।

চাটিম—বি. মর্তমানজাতীয় কলাবিশেষ। [দেশী]।

চাটু১—বি. ভাজিবার কাজে ব্যবহৃত চাটাল লৌহপাত্রবিশেষ, তাওয়া। [হি. চটু]।

চাটু২—বি. স্তুতিবাক্য, তোষামোদ। [সং. √চটু+উ (ণ্)]। বিণ. **~কার, ~বাদী** (-দিন্), **~ভাষী**—(ষিন্)—তোষামোদকারী। বি. **~বাদ**—তোষামোদ। বিণ.(স্ত্রী.) **~বাদিনী, ~ভাষিণী**।

চাটূক্তি—বি. তোষামোদপূর্ণ বাক্য ; কপট স্তুতি। [সং. চাটু+উক্তি]।

চাট্টি—চারটি-র সমীকরণজাত প্রাদেশিক রূপ।

চাড়, চাড়া—বি. কোন ভারী বস্তু উত্তোলন করিবার জন্য প্রযুক্ত বল বা জোর (চাড় দেওয়া) ; চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম (লেখাপড়ায় চাড় নাই) ; চাপ, বোঝা (কাজের চাড়)। [দেশী—তু. সং. চেষ্টা]।

চাড়া—বি. উত্তোলন, ঊর্ধ্বমুখকরণ ('গোঁফে দিল চাড়া' : রবীন্দ্র) ; ঠেকনা, অবলম্বন (ভাঙ্গা ছাদে চাড়া দেওয়া)। [দেশী]।

চাড়ি—বি. মাটির বড় গামলাবিশেষ। [দেশী]।

চাতক—বি. পক্ষিবিশেষ (প্রবাদ আছে যে, ইহারা মেঘের নিকট জল যাচ্ঞা করে এবং বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল পান করে না)। [সং. √চত্(যাচনে)+অক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **চাতকী**, (অশু.) **চাতকিনী**।

চাতাল—বি. চত্বর ; প্রস্তরাদিতে বাঁধানো অনাবৃত স্থান ; উঠান বা রোয়াক। [সং. চত্বর]।

চাতুরালি, চাতুরালী—বি. চতুরতা ; নৈপুণ্য ; শঠতা, ধূর্ততা, চালাকি। [চতুরালি-র অশু. রূপ]।

চাতুরী, চাতুর্য—বি. চতুরতা ; নৈপুণ্য (গঠন-চাতুর্য) ; (বাং.) শঠতা, ধূর্ততা, চালাকি। [সং. চাতুর্য+ঈ ; চতুর+য (ভা)]।

চাতুর্বর্ণ্য—(১) বি. ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র : হিন্দুজাতির এই বর্ণচতুষ্টয় বা তাহাদের পালনীয় ধর্ম। (২) বিণ. চতুর্বর্ণ-সম্বন্ধীয়। [সং. চতুর্বর্ণ+য]।

চাতুর্মাস্য—বি. চারিমাসে নিষ্পাদ্য ব্রতবিশেষ। [সং. চতুর্মাস+য]। বি. **চাতুর্মাস্যা**—চাতুর্মাস্য ব্রত।

চাতুর্য—চাতুরী দ্রঃ।

চাদর—বি. উড়ানি, উত্তরীয় ; আস্তরণ (বিছানার চাদর) ; ধাতু ও অনুরূপ বস্তুর পাত (তামার চাদর)। [ফা.]।

চান—স্নান-এর বিকৃত কথ্য রূপ।

চানকা—ক্রি. তৎপর করা, আলস্য বা জড়তা দূর করা (ভৃত্যকে চানকাচ্ছে, শরীর চানকাচ্ছে) ; সমুজ্জ্বল করা (আসবাবপত্র চানকাচ্ছে, প্রতিভার চোখ চানকাচ্ছে) ; গরম করা বা অল্প ভাজা (মসলা চানকাচ্ছে) ; ভাজিবার সময় খোলা হইতে মুড়ি উঠাইয়া লওয়া। [হি. √চনক—ফাটিয়া যাওয়া]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চানকা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

চানা—বি. ছোলা। [সং. চণক]। বি. **~চুর**—ভাজা ডাল বাদাম ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত চিবাইয়া খাইবার খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

চান্দ, চান্দা১—বি. (ব্রজ.) চাঁদ। [সং. চন্দ্র]।

চান্দা২—চাঁদা২,৩,৪-এর রূপভেদ।

চান্দ্র—বিণ. চন্দ্র-সম্বন্ধীয় ; চন্দ্রের গতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত (চান্দ্রবৎসর)। [সং. চন্দ্র+অ]। বি. **~মাস**—চন্দ্রের গতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত মাস অর্থাৎ শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত এই ত্রিশ তিথিব্যাপী মাস। বি. **~বৎসর**—দ্বাদশ চান্দ্রমাস।

চান্দ্রায়ণ—বি. এক চান্দ্রমাসব্যাপী পালনীয় ব্রত ; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। [সং. চন্দ্র+অয়ন (=গতি)]। বিণ. **চান্দ্রায়ণিক**—চান্দ্রায়ণব্রতে দীক্ষিত।

চাপ১—বি. ধনুক ; (জ্যামি.) বৃত্ত-পরিধির অংশ, arc। [সং. √চপ্ (=চূর্ণীকরণ)+অ]।

চাপ২—(১) বি. ভার, পেষণ, পীড়ন (পদচাপ, কাজের চাপ) ; প্রেষ, pressure (রক্তের বায়ুচাপ) [বি. প.] ; পীড়াপীড়ি, পরোক্ষ পীড়ন (চাপ দিয়া কাজ আদায়) ; জমাট বস্তু, ডেলা, চাঙড় (চাপ-চাপ রক্ত, মাটির চাপ)। (২) বিণ. ঘন, ঠাস, জমাট (চাপবুনন, চাপদই)। [বাং. √চাপ্+অ]।

চাপকান—বি. লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ। [ফা. চপ্‌কন্]।

চাপটি, চাপটী—বি. উবু হইয়া আসনে পাছার ভর (চাপটি খেয়ে বসা)। [দেশী]।

চাপড়—বি. চড়, থাপ্পড় (চাপড় মারা)। [সং. চপেট]।

চাপড়া১—বি. স্থূল চ্যাপ্টা খণ্ড (ঘাসের চাপড়া)। [চাপ্২(=চাঙড়)]।

চাপড়া২—ক্রি. ক্রমাগত চাপড় মারা। [চাপড় দ্রঃ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চাপড়া (কপাল চাপড়ানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চাপদণ্ড—বি. যে-যন্ত্রের সাহায্যে জল বা বায়ু নীচে-উপরে সঞ্চালিত হয়, pump। [চাপ (=প্রেষ)-দায়ক দণ্ড (লোহার ডাণ্ডা)]।

চাপদাড়ি—বি. মুখমণ্ডলব্যাপী জমাট খাটো দাড়ি। [চাপ২+দাড়ি]।

চাপরাস, (বর্জি.) চাপরাশ—পদপরিচায়ক চিহ্ন ; ভৃত্যগণ কর্তৃক ধারণীয় মনিবের পরিচয়সূচক ধাতুপট্ট। [ফা. চাপ্‌রাস্]। বি. **চাপরাসী, চাপরাসি, (বর্জি.) চাপরাশী**—চাপরাসধারী, পেয়াদা, আরদালী।

চাপল্য, চাপল—বি. চপলতা ; প্রগল্‌ভতা ; অস্থিরতা ; ঔদ্ধত্য। [সং. চপল+য, অ (ভা)]।

চাপা—(১) ক্রি. চাপ ভার বা ভর দেওয়া (চেপে বসা,

বোবা হয়ে চেপে থাকা); টেপা (গলা চেপে মারা); ঢাকা, লুকান (কথা চাপা); ব্যাপ্ত করা ('পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা': কৃত্তি.); আরোহণ করা (ঘোড়ায় চাপা, মায়ের কোলে চাপা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. রুদ্ধ (চাপা গলা); পিষ্ট (গাড়ি-চাপা); আবৃত (কাঁটাঝোপে চাপা); অস্পষ্ট, অনুচ্চ (চাপা সুর); গুপ্তভাবে প্রচলিত (চাপা গুজব); বসা, টোল-খাওয়া (মেরুদেশ কিঞ্চিৎ চাপা); অব্যক্ত, অপ্রকাশিত (চাপা দুঃখ); মনের কথা প্রকাশ করে না এমন (চাপা লোক)। [সং. √চপ্ + বাং. আ]। ক্রি. **চাপা দেওয়া**—আচ্ছাদিত করা; গোপন করা। ক্রি. **চাপা পড়া**—ঢাকিয়া যাওয়া (লতাপাতায় চাপা পড়েছে); স্মরণ বা আলোচনার বহির্ভূত হওয়া (কথাটা বা প্রস্তাবটি চাপা পড়েছে); ভারের চাপে পড়া (গাড়িতে চাপা পড়া)। ক্রি. **চাপিয়া ধরা**—বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করা। **চেপে যাওয়া**—না বলিয়া চুপ করিয়া থাকা। ক্রি. **চাপিয়া বসা**—ঠেলিয়া বসা; দীর্ঘকালের জন্য বসা; উঠিতে না চাওয়া; সম্পূর্ণভাবে অধিকার করা। বি. **~চাপি**—পীড়াপীড়ি; ঢাকাঢাকি, গোপনতা। বি. **~চুপি**—গোপনতা; ঘনভাবে ঢাকা।

চাপাটি—বি. হাতে চাপড়াইয়া প্রস্তুত রুটি। [সং. চর্পটী]।

চাপান১ (উচ্চা: চাপান্)—বি. কবিগান তরজা প্রভৃতিতে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে সমাধানের জন্য প্রদত্ত সমস্যা (তু. **কাটান**); যাহা চাপান হইয়াছে বা হয়। [বাং. √চাপা + আন]।

চাপান২, চাপানো—(১) ক্রি. বোঝাই করা (গাড়িতে মাল চাপানো); চড়ান, স্থাপন করা (ঘাড়ে চাপানো); আরোপ করা (দোষ চাপান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √চাপা (প্রেরণার্থক) + আন]।

চাবকা—ক্রি. চাবুক দিয়া মারা। [**চাবুক** দ্র:]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চাবুক দিয়া মারা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **চাবকানি**—চাবুক-দ্বারা প্রহার।

চাবি, চাবিকাঠি—বি. তালা বন্ধ করা বা খুলিবার শলাকাবিশেষ, কুঞ্চিকা; যন্ত্রাদি চালু করিবার কলবিশেষ (ঘড়ির চাবি, হারমোনিয়মের চাবি)। [পো. chave]।

চাবুক—বি. কশা, বেত চামড়া প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত প্রহরণবিশেষ। [ফা.]।

চাম—বি. চামড়া, ত্বক্। [সং. চর্ম]।

চামচ, (কথ্য.) চামচে—বি. ক্ষুদ্র হাতাবিশেষ। [সং. চমস]।

চামচিকা, (কথ্য.) চামচিকে—বি. বাদুড়জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ। [সং. চর্মচটিকা]।

চামড়া—বি. চর্ম, চাম, ত্বক্। [বাং. চাম (সং. চর্ম) + ড়া (স্বার্থে)]।

চামর—বি. চমরী গোরুর পুচ্ছনির্মিত ব্যজন। [সং. চমর + অ]। বিণ. **~ধারিণী**—চামর-দ্বারা বীজনকারিণী। **চামরী (-রিন্)**—(১) বিণ. চামরযুক্ত। (২) বি. ঘোড়া; (বাং.) চমরী মৃগী ('কবরী-ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে': বি. প.)।

চামসা—বিণ. (গন্ধ-সম্বন্ধে) শুষ্ক চর্মতুল্য। [বাং. চাম + সা (সাদৃশ্যার্থে)]।

চামাটি, চামাড়ি—বি. চামড়ার পটি; ক্ষুর ঘষিবার চর্মখণ্ড। [সং. চর্মপত্র]।

চামার—বি. চর্মকার, মুচি; (আল.) নিষ্ঠুর বা নীচ ব্যক্তি। [সং. চর্মার]। বি. (স্ত্রী.) **~নী**, (বর্জি.) **~ণী**।

চামুণ্ডা—বি. দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ (এই রূপে দুর্গা চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলেন)। [সং.]।

চামেলি, (বর্জি.) চামেলী—বি. মল্লিকাজাতীয় ক্ষুদ্র পুষ্পবিশেষ, জাতিফুল। [তু. হি. চমেলী]।

চার১—চারা১-এর রূপভেদ।

চার২—বি. গুপ্তচর; বাঁশের সাঁকো বা পুল। [সং. চর + অ (স্বার্থে)]।

চার৩—বি. মাছকে আকর্ষণ করার মসলা (পুকুরে চার ফেলা); জলাশয়াদির যেখানে উক্ত মসলা ফেলা হইয়াছে (চারে মাছ আসা)। [হি. চারা১]।

চার৪—বি. বিণ. ৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুর্]। বি. **~আনা**—সিকি অংশ; এক টাকার চারভাগের এক-ভাগ। বি. **~আনি**—সিকি টাকা মূল্যের মুদ্রা; কোন কিছুর চতুর্থাংশ। বিণ. **~কোনা**—চতুষ্কোণ। **~চালা**—(১) বিণ. চারদিকে ঢালুভাবে নির্মিত চারখানি চাল-বিশিষ্ট। (২) বি. ঐরূপ ঘর। বিণ. **~চৌকা, (কথ্য.) ~চৌকো**—সমচতুষ্ক। বি. **~টা, (কথ্য) ~টে**—(ঘড়িতে) চার ঘটিকা। বিণ. **~টি, ~টিখানি**—অল্প কিছু, যৎসামান্য। বি. **~পায়া**—চারিটি পায়াযুক্ত (প্রধানতঃ দড়িদ্বারা তৈয়ারি) খাটিয়াবিশেষ। বিণ. **~পো, ~পোয়া**—পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ। **চার সন্ধ্যা**—প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও মধ্যরাত্রি। **চার চক্ষু এক হওয়া**—পরস্পরের দৃষ্টি মিলিত হওয়া; বিবাহকালে শুভদৃষ্টি হওয়া। **চার হাত এক করা**—বিবাহ দেওয়া।

চারক—বিণ. যে চরায় (গোচারক, পশুচারক)। [সং. √চর্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

চারচালা, চারচৌকা (-কো), চারটা (-টে)—চার৪ দ্র:।

চারণ১—বি. কুলকীর্তি-গায়ক, স্তুতিপাঠক, ভাট অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর প্রচারক। [সং. √চর্ + ণিচ্ + অন (র্তৃ)]।

চারণ২—বি. পশু চরানর কাজ (গোচারণ); পশু চরাইবার স্থান, চারণভূমি। [সং. চর্ √ণিচ্ + অন (ভা, ধি)]।

চারণ৩, চারণা—বি. চালনা (পদচারণ, স্মৃতিচারণা)। [সং. √চর্ + ণিচ্ + অন (ভা), + আ]।

চারপায়া, চারপো, চারপোয়া—চার৪ দ্র:।

চারা১—বি. পশু বা মাছের খাদ্য অথবা টোপ। [হি. চারা]।

চারা২—বি. উপায়, প্রতিকার, প্রতিষেধক (চারা নেই; বেচারা, নাচার)। [ফা.]।

চারা৩—(১) বি. কচি গাছ; মাছের বাচ্চা (চারাপোনা)। (২) বিণ. নবজাত (চারা গাছ)। [দেশী]।

চারা৪, চারান (-নো)—ক্রি. ব্যাপক হওয়া, ছড়াইয়া পড়া; সকলের উপর বা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়া ('বেত চারাইয়া না পড়িলে': শরৎ)। [সং. চার=প্রচার, প্রসার]।

চারি—চার৪-এর রূপভেদ।

চারিত—বিণ. চরান হইয়াছে এমন; সঞ্চারিত; চালিত। [সং. √চর্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

চারিত্র, চারিত্র্য—বি. চরিত্র; সদাচার, সৎ স্বভাব (চারিত্র-পূজা, চারিত্র-শক্তি)। [সং. চরিত্র+অ, য (স্বার্থে)]। বিণ. **চারিত্রিক**—চরিত্র-সম্বন্ধীয়। (চারিত্রিক মহিমা)।

-চারী (-রিন্)—বিণ. (উপপদের পর), বিচরণকারী (আকাশচারী); আচরণকারী (ব্রতচারী)। [সং. √চর্ +ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **-চারিণী**।

চারু—বিণ. সুন্দর, মনোরম, সুদর্শন (চারুনেত্র); ললিত, সুকুমার (চারুকলা)। [সং. √চর্(=বিচরণ করে, চিত্তে) +উ (র্তৃ)]। বি. **~কলা**—**কলা**১ দ্রঃ। বি. **~তা**। বিণ. (স্ত্রী). **~শীলা**—সৎস্বভাবা।

চার্চ—বি. গির্জা। [ইং. church]।

চার্জ—বি. অভিযোগ; অপরাধ আরোপ; আহার ও বাসস্থান বাবদ ব্যয় (হোটেলের চার্জ), মাশুল, দায়িত্ব, তত্ত্বাবধান (চার্জে থাকা)। [ইং. charge]। বি. **~শীট**—কোনও কর্মচারীর কৃত অপরাধের বিবরণ সহ অপরাধীর কৈফিয়ত-তলব-সংবলিত উপরওয়ালার পত্র। [ইং. Charge Sheet]।

চার্বাক—বি. নাস্তিক মুনিবিশেষ: ইনি বেদ আত্মা পরলোক প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। [সং. চারু+বাক]।

চার্ম—বিণ. চর্মসম্বন্ধীয়। [সং. চর্ম+অ]।

চাল১—**চাউল**-এর কথ্য রূপ।

চাল২—বি. গৃহাদির কাঁচা (অর্থাৎ বাঁশ খড় তৃণাদির) আচ্ছাদন বা ছাদ; প্রতিমার পিছনের গোলাকার পট। [সং. √চল্+অ(র্তৃ)]। বি. **~কুমড়া**—ছাঁচি কুমড়া। বি. **~চিত্র**—প্রতিমার পিছনে স্থাপিত চিত্রবিচিত্র গোলাকার পট। বি. **~চুলা, (কথ্য.) ~চুলো**—আশ্রয় ও অন্নসংস্থান। [কুঁড়ে ঘরের চাল ও রান্নার চুলো (উনান)]। **চাল কেটে উঠান**—উদ্বাস্তু করা। **চালের বাতা**—**বাতা** দ্রঃ।

চাল৩—বি. প্রথা, জীবনযাত্রার ধরন, কর্মপ্রণালী, আচার-ব্যবহার (বনেদি চাল, চালচলন); ফন্দি, কৌশল (চাল ফসকান, বুদ্ধির চাল); গতিভঙ্গি (গদাইলশকরী চাল); দাবা পাশা ইত্যাদি খেলায় ঘুঁটির দান; মিথ্যা বড়াই (চাল মারা)। [দেশী ?—তু. সং. √চল্]। ক্রি. **চাল কমানো**—জীবনযাত্রার আড়ম্বর কমানো; ব্যয়সংকোচ করা। ক্রি. **চাল চালা**—ফন্দি খাটান। ক্রি. **চাল দেওয়া**—মিথ্যা জাঁক করা; ফন্দি খাটানো; দাবা পাশা ইত্যাদি খেলায় দান দেওয়া। ক্রি. **চাল বাড়ানো**—জীবনযাত্রার আড়ম্বর বাড়ানো; খরচ বাড়ানো। ক্রি. **চাল মারা**—মিথ্যা জাঁক করা; ফাঁকি দেওয়া। বি. **~চলন**—রীতিনীতি; স্বভাবচরিত্র। বিণ. **~বাজ**—মিথ্যা বড়াইকারী; ফাঁকিবাজ; ফন্দিবাজ। বি. **~বাজি**—মিথ্যা বড়াই; ফাঁকিবাজি; ফন্দিবাজি।

চালক—বিণ. বি. পরিচালক; নেতা (দেশের চালক); সারথি, চালনাকারী (হস্তিচালক, নৌচালক)। [সং. √চল্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

চালচিঁড়ে—বি. দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে খাদ্যাদি যাহা আবশ্যক (অত দূরে যেতে হলে চালচিঁড়ে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে)।

চালতা, চালতে—**চালিতা**-র চলিত রূপ।

চালন, চালনা—বি. সঞ্চালন (দৃষ্টিচালনা); প্রয়োগকরণ (অসিচালনা), অনুশীলন, চর্চা, খাটানো (মস্তিষ্কচালনা); পরিচালনা (রাজ্যচালনা); স্থানান্তরিতকরণ (সৈন্যচালনা)। [সং. √চল্+ণিচ্+অন (ভা), +আ]। বিণ. **চালিত**—চালনা করা হইয়াছে এমন (যন্ত্র-চালিত)। বিণ. **চালনীয়**—চালনযোগ্য।

চালনি, চালনী, চালুনি—বি. শস্যাদির অখাদ্য অংশ ঝাড়িয়া ফেলিবার কাজে ব্যবহৃত ছিদ্রবহুল পাত্রবিশেষ, বৃহদাকার ছাঁকনিবিশেষ। [সং. √চল্+ণিচ্ +অন (ণে)+ঈ]।

চালমুগরা—বি. বৃক্ষতরুবিশেষ বা তাহার বীজ। [দেশী]। **চালমুগরার তেল**—চালমুগরা বীজ হইতে প্রস্তুত তৈল (ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)।

চালশে—**চালিশা**-র চলিত রূপ।

চালা১—(১) ক্রি. সঞ্চালন করা, নাড়া (মাথা চালা); চালুনির দ্বারা পরিষ্কার করা, ঝাড়া; দাবা পাশা ইত্যাদি খেলায় (ঘুঁটি নাড়িয়া) দান দেওয়া; মন্ত্রবলে গতিশীল করা (বাটি চালা); খাটানো, প্রয়োগ করা (চাল চালা); চালান (সে কারবারটি চালাচ্ছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √চালি+বাং. আ]। বি. **~চালি**—নাড়ানাড়ি, ইতস্ততঃ সঞ্চালন (কথা-চালাচালি)।

চালা২—(১) বিণ. তৃণাদির দ্বারা নির্মিত চাল বা ছাদবিশিষ্ট (চালাঘর)। (২) বি. চালবিশিষ্ট ঘর, চালাঘর (একচালা, আটচালা ইত্যাদি) কুঁড়ে। [সং. চাল২ +বাং আ]।

চালাক—বিণ. চতুর, বুদ্ধিমান্; কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, ধূর্ত। [ফা.]। বি. **চালাকি, (বর্জ. বিরল) চালাকী**—চাতুরী, ধূর্তামি; ফন্দি।

চালান১, **চালানো**—(১) ক্রি. পরিচালিত করা (সংসার চালান); গতিযুক্ত বা চালিত করা (গাড়ি চালানো); প্রয়োগ করা (কাঁচি বা ছুরি চালানো); প্রচলিত বা চালু করা (বাজারে চালান); অন্যায়ভাবে (সাধারণের নিকট) গছান (জাল টাকা চালানো); মন্ত্রবলে গতিশীল করা (বাটি চালান); নিয়ন্ত্রিত করা (ছেলেকে সৎপথে

আদিতে চাল-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য চাল২ ও চাল৩ দ্রঃ।

চালান) ; করিতে থাকা (গান চালান) ; নির্বাহ করা (কাজ চালান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √চালা (প্রেরণার্থক) + আন]।

চালান₂, চালান্—বি. প্রেরণ ; রপ্তানি (বিদেশে চালান দেওয়া) ; প্রেরিত দ্রব্যের তালিকা. invoice ; (অপরাধীকে গ্রেফতার করিয়া) বিচারার্থ প্রেরণ (চালান দেওয়া)। [বাং. √চালা (প্রেরণার্থক) + অন (ভা)—তু. হি. চালান্]।

চালানী—বিণ. চালান-সম্বন্ধীয় ; রপ্তানী করা হইয়াছে বা হইবে এমন ; রপ্তানির উপযোগী। [বাং. চালান₂ + ঈ]।

চালিয়াৎ—বি. বিণ. নিগুণ হইয়াও যে ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা বড়াই করিয়া বেড়ায়। [**চাল₃** দ্র:]।

চালিতা—বি. অম্ল-কষায় রসযুক্ত ফলবিশেষ। [দেশী]।

চালিশা, চালশে—বি. চল্লিশ বৎসর বয়সে যে দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মে ; বয়সের আধিক্যজনিত দৃষ্টিক্ষীণতা। [বাং. চল্লিশ + ইয়া]।

চালু—বিণ. প্রচলিত (চালু হওয়া) ; চলতি (চালু মাল) ; চলন্ত (চালু কারবার) ; প্রবর্তিত (মত চালু করা) ; (সাধারণতঃ নিন্দায়) অতিরিক্ত চালাক ; ফন্দিবাজ (চালু ছেলে)। [বাং. √চল্, √চলা + উ—তু. হি. চালু]। **চালু মাল**—বাজারে চলতি পণ্য ; (বিদ্রূপে) লোকের মন জয় করিয়া স্বীয় কার্য সাধনে দক্ষ ব্যক্তি।

চালুনি—**চালনি** দ্র:।

চাষ₁, চাস₁—বি. নীলকণ্ঠ পাখি, সোনা চড়াই। [সং. √চষ্ + ণিচ্ + অ (র্তৃ)]।

চাষ₂—বি. ভূমিকর্ষণ, কৃষিকর্ম ; উৎপাদন (মাছের চাষ) ; চর্চা, অনুশীলন (বুদ্ধির চাষ)। [সং. √চষ্ + অ (ভা)]। বি. **~বাস**—কৃষিকার্য। বি. **চাষা**—কৃষক ; মূর্খ, অভদ্র বা অমার্জিত লোক। বিণ. **চাষাড়ে**—চাষার তুল্য ; অসভ্য ; অশিক্ষিত ; গোঁয়ার ; গ্রাম্য। বি. **চাষাভুষা, (কথ্য.) চাষাভুষো, চাষাভুসো**—চাষা ও ঐ শ্রেণীর লোক ; অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তি। বি. **চাষী, (বিরল) চাসী**—কৃষক, কৃষিজীবী।

চাহন—**চাহা₁, ₂** দ্র:।

চাহন₁—বি. ইচ্ছা ; প্রার্থনা, যাচ্ঞা। [**চাওয়া₁** দ্র:]।

চাহন₂—বি. অবলোকন ; দৃষ্টিপাত ; চক্ষুরুন্মীলন। [**চাওয়া₂** দ্র:]। বি. **চাহনি**—নজর, দৃষ্টিপাত (চোরা চাহনি)।

চাহা—ক্রি. দৃষ্টি দেওয়া (চাহিয়া থাকা, দেখা)। [**চাওয়া** দ্র:]।

চাহিদা—বি. (ভোগ্যবস্তু সম্পর্কে) কিনিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন ; টান, সাধারণের দরকারের পরিমাণ, **demand**। [হি.]।

চিংড়ি—বি. জলচর প্রাণিবিশেষ (সাধারণতঃ মৎস্যরূপে পরিগণিত হইলেও বৈজ্ঞানিক মতে মৎস্য নহে)। [সং. চিঙ্গট]। **কুচা চিংড়ি, ঘুষা চিংড়ি**—অতি ক্ষুদ্রাকার চিংড়িবিশেষ। **গলদা চিংড়ি**—মাথায় প্রচুর ঘিলুযুক্ত বৃহদাকার চিংড়িবিশেষ। বি. **বাগদা চিংড়ি**—গায়ে (বাঘের মত) রেখাবিশিষ্ট চিংড়িবিশেষ।

চিঁ, চিঁচিঁ—অব্য. (প্রধানতঃ পাখির) ক্ষীণ আর্তনাদধ্বনি। [ধ্বন্যাত্মক]।

চিঁড়া, (কথ্য) চিঁড়ে—বি. চিপিটক, ধান (ঢেঁকিতে) চেপটা করিয়া পিষিয়া প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ। [সং. চিপিটক]। ক্রি. **চিঁড়া কোটা**—জলসিক্ত ধান ঈষৎ ভাজিয়া লইয়া ঢেঁকিতে পেষণপূর্বক চিঁড়া তৈয়ারী করা। বিণ. **চিঁড়ে-চেপটা**—চিঁড়ের ন্যায় চেপটা ; (আল.) অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া নাজেহাল (ট্রামে চিঁড়েচেপটা হয়ে কোন গতিকে এসেছি) ; নাস্তানাবুদ, আধমরা (মেরে চিঁড়ে-চেপটা করা)।

চিঁহি, চিঁহিঁহিঁ—অব্য.বি. ঘোড়ার ডাকের আওয়াজ, হ্রেষাধ্বনি। [দেশী]।

চিক₁—বি. গলার গহনাবিশেষ। [দেশী]।

চিক₂—বি. বাঁশের শলা দ্বারা নির্মিত পর্দা। [তুর্.]।

চিকন₁, চিক্কণ—বিণ. চকচকে, উজ্জ্বল ; স্নিগ্ধ, সুশ্রী, সুন্দর (চিকন-কালা)। [সং. চিক্কণ]। বি. **~কালা**—কৃষ্ণসুন্দর, শ্যামসুন্দর।

চিকন₂—(১) বি. বস্ত্রাদির উপর সূক্ষ্ম সূচীকর্ম (চিকনের কাজ)। (২) বিণ. পাতলা, মিহি, সূক্ষ্ম (চিকন কাপড়)। [ফা.]।

চিকনাই—**চেকনাই**-র বিরল রূপ।

চিকণিয়া—বিণ. (প্রা. কাব্যে) চিকন, মনোহর ('চূড়া চিকণিয়া' : ভা. চ.)। [সং. চিক্কণ]।

চিকনিয়া—অস-ক্রি. চিকন বা সুন্দর করিয়া ('চিকনিয়া গাঁথিনু সজনি ফুলমালা' : মধু.)। [বাং. √চিকনা (নামধাতু) + ইয়া]।

চিকারি, চিকারী—বি. সেতারে সংলগ্ন অতিরিক্ত তারসমূহের যে কোনটি। [হি.]।

চিকিচ্ছে—**চিকিৎসা**-র প্রাদে. রূপ।

চিকিৎসা—বি. রোগ-নিরাময়ের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা। [সং. √কিত্ + সন্ + অ (ভা) + আ]। বি. **~লয়**—যে স্থানে চিকিৎসা করা হয় বা রোগ-নিরাময়ের জন্য ঔষধ দেওয়া হয়। বিণ. **~ধীন**—চিকিৎসিত হইতেছে এমন। বি. **চিকিৎসক**—চিকিৎসাকারী, ভিষক্, ডাক্তার, বৈদ্য। বিণ. **চিকিৎসনীয়, চিকিৎস্য**—চিকিৎসার যোগ্য বা সাধ্য ; চিকিৎসা করা চলিবে বা করিতে হইবে এমন। বি. **~সঙ্কট, ~সংকট**—**বৈদ্যসঙ্কট**-এর অনুরূপ। বিণ. **চিকিৎসিত**—চিকিৎসা করা হইয়াছে এমন।

চিকীর্ষা—বি. করিবার ইচ্ছা (উপচিকীর্ষা)। [সং. √কৃ + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **চিকীর্ষিত**—করিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত। বিণ. **চিকীর্ষু**—করিতে ইচ্ছুক।

চিকুর—(১) বি. কেশ, চুল ('বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর' : রবীন্দ্র)। (২) বিণ. চপল। [সং. চি + √কুর্ + অ (র্তৃ)]। বি. **~জাল**—কেশদাম, কেশগুচ্ছ।

চিক্কণ—বিণ. চিকন, মসৃণ ও উজ্জ্বল, চকচকে (তৈল-

চিকণ কেশদাম); স্নিগ্ধ, সুন্দর, শোভন। [সং. √চিৎ+কণ]।

চিকুর১—বি. তীব্র বিদ্যুৎ বা বজ্র (চিকুর হানছে)। [সং. চিকুর (=চপল)]।

চিকুর২—বি. তীব্র চীৎকার (চিকুর দেওয়া বা মারা)। [সং. চীৎকার]।

চিক্‌চিক্, চিক্‌মিক্—অব্য. ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ, ঝিক্‌মিক্ (শিশিরবিন্দু চিক্‌চিক্ করে, চোখ দুটি চিক্‌মিক্ করে উঠল)। [দেশী]।

চিঙ্গট, চিঙ্গেট, চিঙ্গড়—বি. চিংড়ি। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **চিঙ্গটী**—ছোট চিংড়ী।

চিচিংফাঁক—বি. (আরব্যোপন্যাসে উক্ত) কবাটাদি উন্মোচনের গুপ্তমন্ত্রবিশেষ; রুদ্ধদ্বারের উন্মোচন। [গি. ঘো. উদ্ভাবিত]।

চিচিঙ্গা, চিচিণ্ডা, (কথ্য) **চিচিঙ্গে**—বি. ব্যঞ্জনরূপে ভক্ষ্য সর্পাকৃতি সবজিবিশেষ। [সং. চিচিণ্ড]।

চিচ্চিড়—**চিড়্‌চিড়্**-এর রূপভেদ।

চিচ্ছক্তি—বি. চৈতন্যশক্তি, চিৎরূপা শক্তি; পরম জ্ঞান যাহা ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অগোচর (তু. জড়শক্তি)। [সং. চিৎ+শক্তি]।

চিজ, চীজ—বি. সামগ্রী, দ্রব্য, বস্তু; মূল্যবান্ সামগ্রী; (বিদ্রূপে) ধূর্ত বা বদমাশ বা অদ্ভুত লোক (সে একটি চিজ)। [ফা. চীজ্]।

চিট১—বি. কাগজের ছোট টুকরা, চিরকুট। [হি.]।

চিট২—বি. আঠাল ভাব (চিট ধরা)। [দেশী]। বিণ. **~চিটে**—আঠাল, ঈষৎ চটচটে।

চিটা১, (কথ্য) **চিটে১**—(১) বিণ. শুষ্ক, নীরস, অসার। (২) বি. যে ধানের মধ্যে চাল নাই। [দেশী]।

চিটা২, (কথ্য) **চিটে২**—(১) বিণ. চিটযুক্ত, ঈষৎ চটচটে বা আঠাল। (২) বি. চিটাগুড়। [বাং. চিট+আ, এ]। বি. **~গুড়**—(তামাক মাখায় ব্যবহৃত) ঘন কাল চটচটে গুড়বিশেষ, কোতরা গুড়।

চিঠা—বি. ক্ষুদ্র চিঠি; ফর্দ; তালিকা; জমিদারি-সংক্রান্ত খসড়া হিসাবপত্র (হাত-চিঠা); জমির পরিমাণ-ফলের বিবরণ-বহি। [হি. চিট্টা]।

চিঠি—বি. লিপি, পত্র। [হি. চিট্‌ঠী]। বি. **চিঠি-চাপাটি**—চিঠিপত্র, পত্রাদি।

চিড়—বি. ফাট, বিদারণ; ফাটার সরু রেখা বা চিহ্ন। [দেশী]। ক্রি. **চিড় খাওয়া**—ফাট ধরা, ফাটা।

চিড়া—**চিঁড়া**-র বিরল বানান।

চিড়িক্, চিলিক—অব্য. হঠাৎ সূচ কোটার মতো তীব্র যন্ত্রণা (চিড়িক্ মারা)। [দেশী]।

চিড়িতন—বি. তাসের রঙ-বিশেষ, club। [হি. চিড়ী. চিড়িয়া]।

চিড়িয়া—বি. পাখি। [হি. চিড়িয়া]। বি. **~খানা**—পশুপক্ষিশালা, zoo।

চিড়্‌চিড়্, চিচ্চিড়—অব্য. ঈষৎ চড়্‌চড়্ শব্দ। [দেশী]।

চিড়্‌বিড়্—অব্য. ক্রমাগত জ্বালা ও চুলকানি। [দেশী]।

চিত১—বি. পদ্যে **চিত্ত**-র কোমল রূপ ('হেন বুঝি চিতে')।

চিত২—**চিৎ২** দ্রঃ।

চিত৩—বিণ. চয়ন করা হইয়াছে এমন; সঞ্চিত; রচিত। [সং. √চি+ত (র্ম)]।

চিতই—বি. আসকে পিঠে। [সং. চিত্রাপূপ]।

চিতন—**চিতান২**-র রূপভেদ।

চিতল—বি. চ্যাপ্টা দেহ ও চওড়া পেটযুক্ত মৎস্যবিশেষ। [সং. চিত্রফল]।

চিতা১—বি. শবদাহের চুল্লী। [সং. √চি+ত (খি)+আ]। **রাবণের চিতা**—প্রবাদ যে রাবণের চিতা কখনও নির্বাপিত হইবে না; (আল.) চিরস্থায়ী মর্ম-যন্ত্রণা।

চিতা২—বি. গুল্মবিশেষ (রাংচিতা, শ্বেতচিতা); কাপড়ে যে তিলবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালো দাগ পড়ে, বৃক্ষে বা বৃক্ষপত্রে শ্যাওলা বা ছাতাধরা দাগ, (মানবদেহে) মেচেতা (চিতা পড়া)। [সং. চিত্র]।

চিতা৩—বি. হরিদ্রাবর্ণের উপর গোল গোল কালো ছাপযুক্ত বাঘবিশেষ। [সং. চিত্রক]।

চিতা৪—ক্রি. চিৎ হওয়া বা করা (মাছটি চিতাইয়াছে, মাছটি চিতাও); ফোলান (বুক চিতিয়ো না)। [**চিৎ২** দ্রঃ]।

চিতান১—**চিতেন**-এর মার্জিত রূপ।

চিতান২, (নো)—(১) ক্রি চিৎ হওয়া বা চিৎ করা; ফোলান (বুক চিতান)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [**চিৎ২** দ্রঃ]।

চিতি—বি. চিত্রিতদেহ সর্পবিশেষ (সচ. **চিতিসাপ**); চিত্রিতদেহ ছোট কাঁকড়াবিশেষ (সচ. **চিতিকাঁকড়া**)। [সং. চিত্রক]।

চিতুই—**চিতই**-র রূপভেদ।

চিতে—**চিতা১,২,৩**-এর কথ্য রূপ।

চিতেন—বি. গানে (বিশেষতঃ কবিগানে) মহড়ার পরে উচ্চকণ্ঠে গীত অংশ। [দেশী]।

চিৎ১—বি. চিত্ত, জ্ঞান, চৈতন্য (চিৎ-শক্তি)। [সং. √চিৎ+ক্বিপ্ (ভা)]।

চিৎ২, চিত—বিণ. ঊর্ধ্বমুখ হইয়া শয়ান (চিৎ হওয়া); ঐভাবে শায়িত (চিৎ করিয়া রাখা)। (আল.) পরাজিত ('তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ' : বঙ্কিম.)। [দেশী. তু. সং. উত্তান]। বিণ. **~পটাং, ~পাত**—সম্পূর্ণ চিৎ হইয়া পতিত (চিৎপটাং বা চিৎপাত হওয়া)।

চিৎকার, চীৎকার—বি. চেঁচানি, উচ্চ কণ্ঠস্বর; গোল-মাল। [সং. চিৎ (চী-)+√কৃ+অ]।

চিত্ত—বি. মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। [সং. √চিত+ত (ণে)]। বি. **~ক্ষোভ**—মনের ক্ষোভ। বি. **~চাঞ্চল্য**—মনের চঞ্চলতা বা বিকার। বি. **~চোর**—যে ব্যক্তি মনোহরণ করিয়াছে। বি. **~দমন**—আত্মসংযম, মনকে সংযতকরণ। বি. **~দাহ**—মনের জ্বালা, মর্মযন্ত্রণা। বি. **~নিরোধ**—মনকে বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্তকরণ। বি. **~প্রসাদ**—প্রফুল্লতা, সন্তোষ বা আনন্দ। বি.

~বিকার—মনের বিকৃতি বা নৈতিক অবনতি। বি. ~বিক্ষেপ—ভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে মনোযোগের হানি; যোগে ব্যাঘাত-সৃষ্টিকারী মানসিক চাঞ্চল্য। বি. ~বিনোদন—মানসিক প্রফুল্লতাবিধান, মনকে আনন্দদান। বি. ~বিভ্রম—মানসিক বিমূঢ়তা, বুদ্ধিভ্রংশ। বি. ~বৃত্তি—মনের ধর্ম ক্রিয়া বা প্রকৃতি। বি. ~বৈকল্য—মনের বিকার, কর্তব্যনির্ণয়ে অক্ষমতা। বি. ~ভ্রংশ—চিত্তবিকার, স্মৃতিশক্তির বিলোপ, মানসিক শক্তির নাশ। ~রঞ্জন—(১) বি. চিত্তবিনোদন। (২) বিণ. মনে আনন্দ দেয় এমন। ~রঞ্জিনী বৃত্তি—মনের যে আনন্দদায়িনী প্রকৃতি মানুষকে সৌন্দর্য ও রস উপভোগে প্রবৃত্ত করায়। বি. ~শুদ্ধি—মনোগত পাপ মালিন্য বা কু-ভাব দূরীকরণ। বিণ. ~হারী (-রিন্)—মন-ভুলানো। বি. ~স্থৈর্য—মানসিক অচঞ্চলতা; উদ্বেগহীনতা। বিণ. চিত্তাকর্ষক—মনোহর; কৌতূহল জাগায় এমন। বি. চিত্তোন্নতি—মানসিক উন্নতি, চিত্তবৃত্তির উন্নতি।

চিত্র—(১) বি. ছবি, আলেখ্য, প্রতিকৃতি; নকশা; তিলক, পত্রলেখা। (২) বিণ. বিস্ময়কর; বিচিত্র; নানাবর্ণে রঞ্জিত। [সং.]। বি. চিত্র আরম্ভ—ছবির নকশা। বি. ~কর, ~কার, ~কৃৎ—ছবি-আঁকিয়ে, পটুয়া। বি. ~কলা—ছবি আঁকার বিদ্যা। বি. ~কাব্য—যে কবিতার পদসমূহ (খড়্গ পদ্ম ইত্যাদির) চিত্র বা ছবির আকারে গ্রথিত হয়, acrostic। ব্যঙ্গ্যার্থহীন এবং শব্দার্থের আড়ম্বরপ্রধান কবিতা বা কাব্য। বি. ~গন্ধ—মনোহর গন্ধ; হরিতাল। বি. ~দীপ—পঞ্চপ্রদীপের অন্যতম। বি. ~পট—ছবি আঁকিবার জন্য মোটা বস্ত্রবিশেষ, canvas; চিত্রাঙ্কিত বস্ত্র। বি. ~ফলক—চিত্রাঙ্কিত ধাতুপাত, কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি। বিণ. ~বিচিত্র—বিবিধ বর্ণযুক্ত বা চিত্রযুক্ত। বি. ~বিদ্যা—চিত্রকলা। বিণ. ~ময়—ছবিতে পূর্ণ; ছবিতুল্য; (প্রধানতঃ) ছবিদ্বারা বর্ণিত। বিণ. (স্ত্রী.) ~ময়ী। বি. ~যোধী (-ধিন্)—অর্জুনের অন্যতম নাম। বি. ~শালা—চিত্রকরের কর্মস্থান, ষ্টুডিয়ো (studio); চিত্রসমূহ রাখার স্থান। বি. ~শিল্পী (-ল্পিন্)—চিত্রকর।

চিত্রক১—বি. চিতাবাঘ। [সং. চিত্র + √কৈ + অ (র্তৃ)]।

চিত্রক২—বি. চিত্র, তিলক। [সং. চিত্র + ক]।

চিত্রক৩—বিণ. চিত্রাঙ্কনকারী। [সং. √চিত্র্ + অক (র্তৃ)]।

চিত্রকর্মা (-র্মন্)—বিণ. অদ্ভুত কার্য করে এমন। [চিত্র + কর্ম]।

চিত্রকূট—বি. রামায়ণোক্ত পর্বতবিশেষ; রামগিরি, বুন্দেলখণ্ডের পাহাড়বিশেষ। [সং. চিত্র + কূট]।

চিত্রগুপ্ত—বি. যমরাজের অধীন কর্মচারী—সর্বজীবের পাপ পুণ্য আয়ু ইত্যাদির হিসাবরক্ষক। [সং. চিত্র (লেখন) + √গুপ্(= রক্ষণ) + ত (র্তৃ)]।

চিত্রণ—বি. চিত্রকরণ (চরিত্র-চিত্রণ) লিখন। [সং. √চিত্র্ + অন (ভা)]।

চিত্র-তারকা—বি. চলচ্চিত্র বা সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী। [ইং. film-star]।

চিত্রভানু—বি. অগ্নি; সূর্য। [সং. চিত্র (= বিচিত্র) ভানু (= কিরণ)]।

চিত্রা—বি. (জ্যোতিষ.) নক্ষত্রবিশেষ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

চিত্রাঙ্গদা—বি. অর্জুন-পত্নী ও বভ্রুবাহনের জননী। [সং. চিত্র + অঙ্গ + √দা + অ (র্তৃ) + আ]।

চিত্রানুগ—বিণ. ছবির অনুসরণ বা ব্যাখ্যা করে এমন (চিত্রানুগ বর্ণনা), ছবির ন্যায় বর্ণিত, picturesque; অতি স্পষ্ট। [সং. চিত্র + অনুগ]।

চিত্রার্পিত—বিণ. ছবিতে অঙ্কিত, চিত্রে নিবদ্ধ অর্থাৎ স্থির বা নিশ্চল। [সং. চিত্র + অর্পিত]।

চিত্রালঙ্কার—বি. ছবির আকারে শব্দ সাজাইয়া রচনা-রীতি। [সং. চিত্র + অলঙ্কার]।

চিত্রিণী—বি. কামশাস্ত্রে বর্ণিত চারি প্রকার নায়িকা বা স্ত্রীজাতির অন্যতমা (অন্য তিন প্রকার: হস্তিনী, শঙ্খিনী, পদ্মিনী); তন্ত্রোক্ত দেহস্থ নাড়ীবিশেষ। [সং. চিত্র + ইন + ঈ]।

চিত্রিত—বিণ. অঙ্কিত, লিখিত; চিহ্নিত; নকশা-কাটা; চিত্রার্পিত। [সং. √চিত্র্ + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) চিত্রিতা।

চিথল—চিতল-এর বিরল রূপ।

চিদাকাশ, চিদম্বর—বি. আকাশবৎ নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম, চৈতন্যরূপ আকাশ; মনোরূপ পরব্রহ্ম; (বাং.) চিত্তরূপ আকাশ ('চিদাকাশে উদয় হল')। [সং. চিৎ + আকাশ]।

চিদাত্মা—বি. চৈতন্যস্বরূপ আত্মা; জ্ঞানময় ব্রহ্ম। [সং. চিৎ(= চৈতন্য) + আত্মা]।

চিদানন্দ—বি. চৈতন্য ও আনন্দের স্বরূপ যিনি অর্থাৎ পরব্রহ্ম, চিন্ময় শিব। [সং. চিৎ + আনন্দ]।

চিদাভাস—বি. চৈতন্য বা জ্ঞানের দীপ্তি বা অপূর্ণ প্রকাশ; চৈতন্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবাত্মা। [সং. চিৎ + আভাস]।

চিদ্রূপ—বি. চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময় আত্মা, ব্রহ্ম। [সং. চিৎ + রূপ]।

চিন১, চিন্—বি. চিহ্ন, দাগ; লক্ষণ, নিদর্শন ('লেজের চিন্': কৃত্তি.)। [সং. চিহ্ন]।

চিন২—(১) বি. জানাশুনা (চিন-পরিচয়)। (২) বিণ. চেনা, পরিচিত (অচিন দেশ, পাখি)। [বাং. √চিন্ + অ]।

চিনা, চেনা—(১) ক্রি. পরিচিত বা পূর্বদৃষ্ট বলিয়া জানা, পরিচয় জানা (তাহাকে চিনি); স্বরূপ জানা (আসল মুক্তা চেনা শক্ত); শনাক্ত করা (নিহত লোকটিকে সে ঠিক চিনেছে); বাছাই করা (ভালমন্দ চেনা); পরিচয় করা (অক্ষর চেনা)। (২) বি. উক্ত অর্থে। (৩) বিণ.

আদিতে চিত্র-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য চিত্র দ্রঃ।

পরিচিত, জানিত (চেনা মানুষ)। [সং. √চিহ্ন্ + বাং. আ]। বি. ~চিনি—পরস্পর পরিচয়। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. পরিচিত করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. ~পরিচয়, ~শুনা, ~শোনা—আলাপ পরিচয়।

চিনি—বি. শর্করা। [চী. চি-নি]। **চিনিপাতা দই**—চিনিমিশ্রিত দুধ হইতে প্রস্তুত দধি। **চিনির বলদ**—বলদ যেমন মহাজনের চিনি বহন করে অথচ তাহার স্বাদগ্রহণ করিতে পারে না তেমনি যে ব্যক্তি পরের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য খাটিয়া মরে অথচ নিজে তাহার কিছুমাত্র ভোগ করিতে পারে না। **যে খায় চিনি জোগায় চিন্তামণি**—কোন সৎ অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে উহা বজায় রাখার উপায়ের জন্য ভাবিতে হয় না—ভগবৎ-কৃপায় উপায় আপনি জোটে।

চিন্‌চিন্—অব্য. অস্পষ্ট ঈষৎ জ্বালা, ঝিন্‌ঝিন্। [দেশী]।

চিন্তক—বিণ. চিন্তাকারী। [সং. √চিন্ত্ + অক (র্তৃ)]।

চিন্তন—বি. মনন; ধ্যান; অনুধাবন; স্মরণ, ভাবনা মনে-মনে আলোচনা (পরের অনিষ্ট চিন্তন)। [সং. √চিন্ত্ + অন (ভা)]।

চিন্তা—বি. মনন (চিন্তা করা); ধ্যান (ভগবচ্চিন্তা); স্মরণ, কল্পনা, বিচার প্রভৃতি মানসিক কার্য, ভাবনা (চিন্তার বিষয়); উদ্বেগ (চিন্তাকুল); ভয়, আশঙ্কা (চিন্তা নাই)। [সং. √চিন্ত্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **চিন্তনীয়, চিন্ত্য**—গুণ-দোষ বিচার করিতে হয় এমন, চিন্তা করিতে পারা যায় এমন। বিণ. **~কুল, ~কুলিত**—চিন্তাদ্বারা বা উদ্বেগে আকুল। বিণ. **~জনক**—ভাবনা বা উদ্বেগ জন্মায় এমন। বিণ. **~ন্বিত**—ভাবনাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন। বিণ. ~পর—চিন্তাযুক্ত, ভাবনায় আকুল। বিণ. **~মগ্ন**—ভাবনায় বিভোর বা আত্মহারা। বি. **~মণি**—চিন্তাগোচর যে-কোন বস্তু দান করে এমন মণি; স্পর্শমণি; ভগবান্; ব্রহ্মা; নারায়ণ। বিণ. **~শীল**—ভাবুক, চিন্তা দ্বারা বিচার করিতে সমর্থ (চিন্তাশীল মনীষী)।

চিন্তিত—বিণ. চিন্তাযুক্ত, ভাবিত, উদ্বিগ্ন (চিন্তিত আছি); স্মৃত, বিবেচিত, চিন্তার বিষয়ীভূত (সুচিন্তিত অভিমত)। [সং. √চিন্ত্ + ত (র্তৃ র্ম)]।

চিন্তে—(১) বি. **চিন্তা**-র কথ্য রূপ (ভাবনা-চিন্তে)। (২) অসমাপিকা ক্রি. **চিন্তিয়া**-র কথ্য রূপ (ভেবে-চিন্তে কাজ কর, চেয়ে-চিন্তে ক'দিন চলে ?)।

চিন্ময়—বি. চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময়; পরমেশ্বর (চিন্ময়কে রূপ দান)। [সং. চিৎ + ময়]। বিণ. (স্ত্রী.) **চিন্ময়ী**।

চিপটা, চেপটা—ক্রি. চেপটা করা বা হওয়া, পিষ্ট হওয়া বা করা (ফলটা চেপটে গেছে, মোটরে চেপটে দিয়েছে); চাপিয়া সংলগ্ন করা (টিকিটখানা চিপটে দাও); চেপটাভাবে সংলগ্ন হওয়া (মাটির সঙ্গে চিপটে গেছে)। [তু. চাপ, হি. চিপট্‌না]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. চিপটা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **চিপটানি**—চেপটাকরণ, পিষ্টকরণ; চাপিয়া সংলগ্নকরণ।

চিপটান (উচ্চা. চিপ্‌টান্), (কথ্য.) **চিপটেন**—বি. ধীরভাবে ও অনুচ্চস্বরে মধ্যে মধ্যে উচ্চারিত মর্মদাহী উক্তি। [**চিপটা** দ্র.]। ক্রি. **চিপটান কাটা, চিপটান ঝাড়া**—বিদ্রূপাত্মক উক্তি করা।

চিপসা, চিপসান (নো)—যথাক্রমে **চুপসা, চুপসান** ও **চোপসানো**-র রূপভেদ।

চিপা—(১) ক্রি. নিষ্পেষণ করা, নিংড়ান; টেপা (ফলের রস চিপে বের করা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. উক্ত সকল অর্থে; সঙ্কীর্ণ (চিপা গলি)। [বাং. [√চিপ্ + আ]।

চিপিটক—বি. চিঁড়া। [সং.]।

চিবা—ক্রি. চর্বণ করা। [সং. √চর্ব্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চর্বণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। ক্রি. **চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলা**—বক্তব্য পরিষ্কার-ভাবে না বলা। বি. **চিবুনি**, (বিরল) **চিবন**—চর্বণ।

চিবুক—বি. ওষ্ঠদ্বয়ের নিম্নদেশ, থুতনি। [সং.]। বি. **~স্পর্শ**—থুতনি ছোঁওয়া (স্নেহ বা আদরের চিহ্ন)।

চিমটা—বি. জ্বলন্ত কয়লা কাঠ ইত্যাদি বা তপ্ত কোন-কিছু ধরিবার লৌহনির্মিত যন্ত্র-বিশেষ। [দেশী—তু. হি. চিম্‌টা]।

চিমটা (নো)—(১) ক্রি. নখ বা আঙ্গুল দিয়া গায়ের চামড়া চিমটার মত টিপিয়া ধরা, চিমটি কাটা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. ~নি—চিমটি কাটা।

চিমটি—বি. দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ বা নখদ্বারা চাপিয়া ধরা; দুই আঙ্গুলে চাপিয়া ধরিয়া যতটা তোলা যায় (এক চিমটি চিনি)। [বাং. চিমটা + ই]। ক্রি. **চিমটি কাটা**—চিমটি দ্বারা বিদ্ধ বা পেষণ করা।

চিমটে—**চিমটা**-র কথ্য রূপ।

চিমড়া, (চলিত) **চিমড়ে**—বিণ. শুষ্ক চামড়ার মত শক্ত (চিমড়ে লুচি); (আল.) একগুঁয়ে, অবাধ্য (চিমড়া স্বভাব); অত্যন্ত কৃশ ও শক্ত, পাকানো (চিমড়ে গড়ন)। [হি. চীমড় < সং. চর্ম]।

চিমনি, (বর্জি.) **চিমনী**—বি. নলাকার ধূমনির্গমযন্ত্র; হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রভৃতির কাচনির্মিত আলোকশিখা-বেষ্টনী। [ইং. chimney]।

চিমসা, চিমসে—**চামসা**-র চলিত রূপ।

চির১—বি. ফাট, বিদারণ; লম্বা ফালি বা খণ্ড (তিন চির করিয়া কাড়া, কেটে চৌচির)। [সং. চীর]। বি. **~কুট**—কাগজের টুকরা; অতি ক্ষুদ্র চিঠি; ছেঁড়া ময়লা পুরান কাপড়।

চির২—(১) বিণ. নিত্য, সদা, অনন্ত (চিরসত্য, চির-যৌবন); দীর্ঘকালব্যাপী ('সুচির শর্বরী': রবীন্দ্র); সর্ব, সমস্ত (চিরজীবন); আবহমান, আজীবন (চিরকাল, চিরদিন, চিরদুঃখ)। (২) বি. দীর্ঘকাল (অচিরে, চির-তরে)। [সং.]। বিণ. **~কর্মা** (-র্মন্), **~কারী** (-রিন্), **~ক্রিয়**—দীর্ঘসূত্র, কাজে বিলম্ব করে এমন। বি. **~কারিতা**। বি. ক্রি-বিণ. **~কাল**—অনন্তকাল, সকল সময়, সর্বযুগ, সারাজীবন (চিরটা কাল ভুগছি)। বিণ. **~কালীন, ~কেলে**—সর্বকালীন। বিণ. **~কুমার**

আজীবন অবিবাহিত। বিণ. (স্ত্রী.) **~কুমারী**। বিণ. **~ক্রীত**—চিরদিনের জন্য কেনা; কোন প্রতিদান দেওয়া যায় না এমনভাবে উপকৃত। **~জীবন**—(১) বি. সারা জীবন, সমস্ত জীবিতকাল। (২) ক্রি-বিণ. সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া, আজীবন। বিণ. **~জীবী** (-বিন্)—দীর্ঘায়ুঃ, দীর্ঘজীবী; অমর; অশ্বত্থামা কৃপাচার্য পরশুরাম বলিরাজ ব্যাসদেব বিভীষণ ও হনুমান্: এই সাতজন চিরজীবী বা অমর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিণ. (স্ত্রী.) **~জীবিনী**। বিণ. **~জীবী** (-বিন্), **~জীব**—**চিরজীবী**-র অনুরূপ। বি. **~ত্ব**—চিরস্থায়িত্ব (ছড়া ও লোকগীতির মধ্যে একটি চিরত্ব আছে)। বি. **~দুঃখ**—জীবনব্যাপী দুঃখ। বি. **~নিদ্রা**—যে নিদ্রা কখনও ভাঙ্গে না; মৃত্যু। বি. **~নির্বাসন**—সারা জীবনের জন্য দেশান্তরীকরণ বা স্বদেশ হইতে বহিষ্করণ। বিণ. **~নির্ভর**—চিরদিন ভরসা রাখা যায় এমন; চিরকাল আশ্রয়দায়ক। বি. **~নীহার**, **~তুষার**—যে তুষার কখনও গলে না। বি. **~নীহাররেখা**, **~তুষাররেখা**—**হিমরেখা**-র অনুরূপ। বিণ. **~নূতন**—কখনও পুরাতন হয় না এমন। বিণ. **~ন্তন**—চিরকালীন (চিরন্তন সত্য), চিরকালব্যাপী। বিণ. (স্ত্রী.) **~ন্তনী**। বিণ. **~পরিচিত**—দীর্ঘকাল ধরিয়া পরিজ্ঞাত; বহু পুরাতন আলাপী; বাল্যকাল হইতে যাহার সহিত জানাশুনা আছে। বিণ. **~প্রচলিত**—আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এমন। বি. **~প্রবাস**—জীবনভোর বিদেশে বাস; দীর্ঘকাল বিদেশে বাস। বি. **~বিচ্ছেদ**—দীর্ঘকালের বা সারাজীবনের জন্য ছাড়াছাড়ি। বি. **~বৈর**—চিরকালব্যাপী শত্রুতা, যে শত্রুতার কখনও অবসান হয় না। বি. **~রহস্য**—যে রহস্যের কখনও সমাধান হয় না। বিণ. **~রুগ্ণ**—দীর্ঘকালব্যাপী বা জীবনভোর রোগগ্রস্ত। বিণ. বি. **~রোগী** (-গিন্)—দীর্ঘকালব্যাপী বা জীবনভোর রুগ্ণ। বিণ. বি. **~শত্রু**, **~বৈরী**—দীর্ঘকালব্যাপী বা জীবনভোর শত্রুতা করে এমন (ব্যক্তি)। বি. **~শান্তি**—চিরকালের জন্য শান্তি; মুক্তি, মোক্ষ; মৃত্যু। বিণ. **~শ্যামল**, **~হরিৎ**—বৎসরের সকল ঋতুতে সবুজ থাকে এমন। বিণ. **~সুখী** (-খিন্)—জীবনভোর সুখী; জীবনে কখনও দুঃখ পায় নাই এমন। বি. **~সুহৃৎ**—চিরদিনের বা দীর্ঘকালের বন্ধু। বিণ. **~স্থায়ী** (-য়িন্)—চিরকাল বা দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকে এমন; অবিনশ্বর, অক্ষয়। **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত**—সরকারকে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়ার শর্তে বঙ্গের জমিদারগণ কর্তৃক পুরুষানুক্রমে জমি ভোগের ব্যবস্থা (গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওআলিস কর্তৃক ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত): Permanent Settlement।

চিরণি, চিরণী—**চিরুনি**-র অশু. বানান।

চিরতা, চিরাতা—বি. তিক্তাস্বাদ ওষধিবিশেষ। [সং. চিরাতিক্ত (কিরাততিক্ত)]।

চিরনদাঁতী—বিণ. চিরুনির ন্যায় ফাঁক ফাঁক দন্তযুক্ত। [বাং. চিরনি + দাঁত + ঈ (সমাসান্ত), বহু.]।

চিরনি—**চিরুনি** দ্রঃ।

চিরন্তন—**চির$_2$** দ্রঃ।

চিরা, চেরা—(১) ক্রি. বিদারণ করা; ফাড়া; লম্বা ফালি করা (কাঠ চিরিয়া তক্তা করা, বুক চিরিয়া রক্তদান)। (২) বি. বিদারণ; ছেদন। (৩) বিণ. বিদীর্ণ, বিদারিত; ছিন্ন; চিরিয়া বাহির করা হইয়াছে এমন (চেরা কাঠ, দু'ভাগে চেরা থান কাপড়)। [সং. চীর্ণ + বাং. আ]। বি. **~ই**—বিদারণ; চিরিবার মজুরি। **~ন**, **~নো**—(১) ক্রি. অন্যকে দিয়া বিদারণ করান; ফাড়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চিরাগ, চিরাগী—**চেরাগ** দ্রঃ।

চিরাগত—বিণ. আবহমানকাল ধরিয়া প্রচলিত (চিরাগত প্রথা বা সংস্কার)। [সং. চির + আগত]।

চিরাচরিত—বিণ. আবহমানকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত। [সং. চির + আচরিত]।

চিরাতা, চিরান (**নো**)—যথাক্রমে **চিরতা** ও **চিরা** দ্রঃ।

চিরানুরক্ত—বিণ. আজন্ম বা দীর্ঘকাল যাবৎ ভক্ত বা প্রিয়। [চির$_2$ + অনুরক্ত]।

চিরাভ্যস্ত—বিণ. দীর্ঘকাল যাবৎ বা জন্মাবধি অভ্যস্ত। [সং. চির$_2$ + অভ্যস্ত]।

চিরাভ্যাস—বি. দীর্ঘকালের বা আজন্মের অভ্যাস। [সং. চির$_2$ + অভ্যাস]।

চিরায়ত—বিণ. বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত (চিরায়ত প্রথা, সমাজ-ব্যবস্থা); চিরন্তন। [সং. চির$_2$ + আয়ত (= বিস্তৃত)]।

চিরায়ুঃ (-য়ুস্), (চলিত) **চিরায়ু**, **চিরায়ুষ্মান্** (-ষ্মৎ)—বিণ. চিরজীবী, অমর; পরমায়ুবিশিষ্ট। [সং. চির$_2$ + আয়ু, আয়ুস্ + মৎ]। বিণ. (স্ত্রী.) **চিরায়ুষ্মতী**—চিরজীবিনী; (লক্ষ.) আজীবন সধবা।

চিরুনদাঁতী—**চিরনদাঁতী**-র রূপভেদ।

চিরুনি, চিরনি—বি. চুল আঁচড়াইবার জন্য দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ, কাঁকুই। [বাং. √চির্ (= বিদারণ) + উনি, অনি, (ণ)]।

চিল—বি. উচ্চ ও তীক্ষ্ণ রবকারী হিংস্র ও মাংসাশী পাখিবিশেষ। [সং. চিল্ল]।

চিলতা, চিলতে—(১) বিণ. (প্রাদে.) লম্বা লম্বা ফালিকরা (চিলতে কাগজ)। (২) বি. লম্বা লম্বা ফালি (কাগজের বা কলাপাতার চিলতে)।

চিলমৃচি, চিলমৃচী—বি. হাত-মুখ ধুইবার জন্য গামলাজাতীয় পাত্রবিশেষ। [তুর্. চিলমচী]।

চিলা, (কথ্য.) **চিলে**—বি. অট্টালিকার শীর্ষদেশস্থ (প্রায়ই সিঁড়ির উপরের) ঘর (চিলেকোঠা, চিলেঘর)। [দেশী]।

চিলিক্—**চিড়িক্**-এর রূপভেদ।

চিল্লা—ক্রি. চিৎকার করা। [হি. চিল্লানা—তু. সং.

আদিতে চির-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য চির$_1$ ও চির$_2$ দ্রঃ

√চির]। বি. ~**চিল্লি**—(সচ. বহুকণ্ঠের মিলিত) ক্রমাগত উচ্চ চিৎকার, চেঁচামেচি। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. চিৎকার করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. ~**নি**—চিৎকার।

চিহ্ন—বি. কলঙ্ক, দাগ, রেখা (কালির চিহ্ন, ক্ষতচিহ্ন); ছাপ (পদচিহ্ন); লক্ষণ (মৃত্যুর চিহ্ন); নিদর্শন, পরিচায়ক (রাজচিহ্ন); স্মারক (সীমার চিহ্ন); সঙ্কেত, ইশারা; সাঙ্কেতিক লিখন। [সং. √চিহ্ন্‌ + অ (র্ম, ণে)]। বিণ. **চিহ্নিত**—চিহ্নযুক্ত।

চীজ$_১$—**চিজ**-এর বানানভেদ।

চীজ$_২$—বি. দুগ্ধজাত খাদ্যবিশেষ, পনীর। [ই. cheese]।

চীৎকার—**চিৎকার** দ্রঃ।

চীন—বি. পূর্ব-এশিয়ার বিশাল দেশ। [সং.]।

চীনা$_১$—বি. ক্ষুদ্র ধান্যবিশেষ। বি. ~**বাদাম**—ক্ষুদ্র বাদামবিশেষ। [তা. ও তেল. চিন্না = ক্ষুদ্র]।

চীনা$_২$—(১) বি. চীনদেশের অধিবাসী। (২) বিণ. চীনদেশীয়, চৈনিক। [সং. চীন + বাং. আ]। বি. **চীনাংশুক**—চীনদেশীয় রেশমী বস্ত্র। বি. ~**ঘাস**—চীনদেশীয় ঘাসবিশেষ। বি. ~**মাটি**—সাদা মাটিবিশেষ (ইহাতে চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি তৈয়ারী হয়), কড়েমাটি, china-clay। **চীনা-মাটির বাসন**—কড়েমাটির বাসন, porcelain।

চীবর—বি. সন্ন্যাসীদের, বিশেষতঃ বৌদ্ধভিক্ষুদের পরিধেয় গেরুয়া বসন, কৌপীন; চীর। [সং. √চি(= চয়ন, সংগ্রহ) + বর (র্ম)]।

চীর—বি. ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া; গাছের ছাল; চিরকুট। [সং. √চি + র (র্ম)]।

চীর্ণ—বিণ. ছিন্ন, খণ্ডিত; বিদীর্ণ। [সং.]।

চুঁইচুঁই—অব্য. অনুকার-শব্দবিশেষ; ক্ষুধা, শোষণ, অগ্নিতাপে জ্বাল দেওয়া, সঙ্কোচন প্রভৃতির ফলে মৃদু শব্দ বা অস্বস্তিকর অনুভূতি। [দেশী]।

চুঁচড়ো$_১$, **চুঁচড়া**$_১$—বি. চুঁচুড়া শহর।

চুঁচড়ো$_২$, **চুঁচড়া**$_২$—বিণ. ছুঁচাল (চুঁচড়োমুখো)। [সং. চঞ্চু]।

চুঁচি—বি. (অশি.) স্তন বা স্তনের বোঁটা। [সং. চুচুক]।

চুঁয়া—**চোঁয়া**-র রূপভেদ।

চুক—বি. ত্রুটি; বিস্মৃতিজনিত স্খলন (ভুল-চুক)। [হি.]।

চুকলি—বি. আড়ালে নিন্দা, লাগানি-ভাঙানি। [আ. চুগল্]। বিণ. ~**খোর**—আড়ালে নিন্দা বা লাগানি-ভাঙানি করে এমন।

চুকা$_১$, (কথ্য) **চুকো**—বিণ. টক, অম্লস্বাদ। [সং. চুক্র]।

চুকা$_২$, **চোকা**—(১) ক্রি. সমাপ্ত হওয়া, থামিয়া বা মিটিয়া যাওয়া (কাজকর্ম চুকিয়াছে, হাঙ্গামা চোকে নাই); শেষ করা; গ্রাহ্য বা ভয় করা (কাহাকেও চুকি না)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √চুক]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. শেষ বা সমাপ্ত করিয়া দেওয়া, মিটাইয়া ফেলা (কাজ চুকান, দায় চুকান); পরিশোধ করিয়া দেওয়া (দাম বা দেনা চুকান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

চুক্‌চুক্—অব্য. জিভ দিয়া আস্তে আস্তে তরল পদার্থ খাইবার শব্দ। [দেশী]।

চুক্তি—বি. শর্ত, কড়ার (চুক্তি করা); উভয় পক্ষের স্বীকৃত ব্যবস্থা (চুক্তিভঙ্গ); নিষ্পত্তি, মিটমাট (ঝগড়াটার চুক্তি হয়েছে); অবসান, সমাধা (কাজ চুক্তির পর)। [হি. চুকৌতা]। বি. ~**নামা**—শর্ত বা কড়ারের দলিল।

চুঙ্গি, চুঙি, চুঙ্গী—(১) বি. ক্ষুদ্র চোঙ্গা বা নল। (২) বিণ. চোঙ্গা বা নলের আকৃতিবিশিষ্ট (চুঙ্গি প্যান্ট)। বি. ~**কর**—নগরমধ্যে প্রবেশকালে আমদানি ও রপ্তানিকৃত মালের উপর ধার্য শুল্ক বা কর, Octroi। [হি.]।

চুচুক—বি. স্তনের বোঁটা। [সং.]।

চুচুকৃতি—বি. চুম্বন, চোষণ বা তরল পদার্থ পানকরণের চুক্‌চুক্ শব্দ। [সং. চুচু + √কৃ + তি]।

-চুঞ্চু—বিণ. (সংস্কৃত ব্যাকরণের তদ্ধিতপ্রত্যয়বিশেষ) খ্যাত, প্রসিদ্ধ (ন্যায়চুঞ্চু)। [সং.]।

চুটকি$_১$—বি. (অশি.) টিকি (চৈতন-চুটকি)। [হি. চুটিয়া > সং. চূড়া]।

চুটকি$_২$, **চুটকী**—(১) বি. পদাঙ্গুলির ঝুমকাপরান আংটিবিশেষ; তুড়ি; চিমটি (এক চুটকি চিনি)। (২) বিণ. অল্প কথায় ব্যক্ত সরল ও সরস (চুটকি সাহিত্য)। [সং. ছোটিকা]।

চুটা, চুটান, চুটানো—ক্রি. চূড়ান্ত করা, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা (চুটিয়ে কাজ করা)। [বাং. √চুটা]।

চুড়ি, চুড়ী—বি. সরু বালার ন্যায় গহনাবিশেষ। [হি. চুড়ি বা সং. চূড়া]। বিণ. ~**দার**—কুঞ্চিত-অগ্রবিশিষ্ট, চুনট-করা (চুড়িদার পাঞ্জাবি)।

চুড়ো—**চূড়া**-র কথ্য রূপ।

চুণ, চুণকাম, চুণা, চুণি (ণী)—যথাক্রমে **চুন, চুনকাম, চুনা** ও **চুনি**-র বানানভেদ।

চুন—(১) বি. পাথর শামুক ইত্যাদি পোড়াইয়া প্রাপ্ত ক্ষারবিশেষ (চুন-সুরকির গাঁথনি)। (২) বিণ. পাংশু, ফ্যাকাশে (মুখ চুন হওয়া)। [সং. চূর্ণ]। বি. ~**কালি**—(আল.) কলঙ্ক। বি. ~**কাম**—চুনগোলা জলের প্রলেপ (চুনকাম করা)।

চুনট—(১) বি. কোঁচান; সঙ্কোচন; বস্ত্রাদির প্রান্তভাগের কুঞ্চন। (২) বিণ. কুঁচকান। [হি. চুনাট]।

চুনন—**চুনা**$_৩$ দ্রঃ।

চুনরি—**চুন্নুরি**-র রূপভেদ।

চুনা$_১$—বিণ. চুনযুক্ত, চুনের (চুনা পাথর)। [বাং. চুন + আ]।

চুনা$_২$—(১) বি. অতি ছোট মাছবিশেষ, চুনামাছ। (২) বিণ. অতি সঙ্কীর্ণ (চুনাগলি)। [সং. চূর্ণ]। বি. ~**পুঁটি**—খুব ছোট ছোট মাছ; (ব্যঙ্গে) সামান্য বা কমদরের লোক।

চুনা$_৩$—(১) ক্রি. বাছিয়া লওয়া, নির্বাচন করা (চুনিয়া চুনিয়া জোগাড় করা)। (২) বি. নির্বাচন। [সং. √চি + বাং. আ—তু. হি. চুন্‌না]। বি. **চুনন**—নির্বাচন।

চুনাট—**চুনট**-এর রূপভেদ।

চুনারি—**চুন্নুরি**-র রূপভেদ।

চুনারী—বিণ. চুন-প্রস্তুতকারক জাতি। [বাং. চুন+আরী]।

চুনি, (বর্জি.) **চুনী**—বি. রক্তবর্ণ বহুমূল্য রত্নবিশেষ, পদ্মরাগমণি, ruby। [হি. চুন্নী<সং. শোণী ("শোণরত্নং …পদ্মরাগঃ")]।

চুনুরী—(১) বি. রঙিন কাপড়। (২) বিণ. রং-করা। [হি. চুন্‌রী]।

চুনুরী—**চুনারী**-র কথ্য রূপ।

চুনো—**চুনা১,২**-র কথ্য রূপ।

চুন্নী—**চুনী**-র দ্রুত উচ্চারিত রূপ।

চুপ—(১) বিণ. নীরব, নিঃশব্দ (চুপ থাকা বা হওয়া)। (২) অব্য. চুপ করার নির্দেশসূচক, চোপ্। [>সং. √চুপ্ (=ধীরে বা নীরবে অগ্রগতি)]। ক্রি. **চুপ করা**—কথা বন্ধ করা। বিণ. ~**চাপ**—নীরব, নিঃশব্দ, নিশ্চেষ্ট (চুপচাপ থাকা)। বিণ. ~**টি**—একদম চুপ। ক্রি-বিণ. **চুপটি করে, চুপটি মেরে**—সম্পূর্ণ নীরবে। ক্রি. **চুপ মারা**—ইচ্ছাপূর্বক সম্পূর্ণ নীরব হইয়া যাওয়া।

চুপড়ি, চুবড়ি—বি. ক্ষুদ্র ঝুড়ি বা ধামা। [দেশী—তু. হি. টোক্‌রী]।

চুপসা—(১) বিণ. বসিয়া বা তোবড়াইয়া গিয়াছে এমন (চুপসা গাল); ভিতরের বস্তু বাহির হইয়া যাওয়ার ফলে সঙ্কুচিত (চুপসা ফোড়া)। (২) ক্রি. তোবড়াইয়া যাওয়া, নীরস ও শুষ্ক বা সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়া। [সং. √চুষ্ +বাং. সা]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. চুষিয়া লওয়া; তোবড়াইয়া যাওয়া, নীরস ও শুষ্ক বা সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়া (কালির লেখা চুপসাইয়া গিয়াছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

চুপি—বি. নীরবতা। [বাং. চুপ+ই (ভা)]। ক্রি-বিণ. ~**চাপি**—গণ্ডগোল না করিয়া অন্যের অগোচরে (চুপিচাপি সরে পড়া)। ক্রি-বিণ. ~**চুপি, চুপেচুপে**—খুব আস্তে আস্তে, ফিসফিস করিয়া (চুপিচুপি বলা); অন্যের অগোচরে (চুপিচুপি পালান)। ক্রি-বিণ. ~**সারে**—চুপিচাপি; প্রায় নিঃশব্দে; অন্যের অলক্ষিতে।

চুবান (নো)—ক্রি. জল বা অন্য কোন তরল পদার্থে ডোবান (কুকুরটাকে নদীতে চুবিয়ে মেরেছে, কাপড় জলে চোবানো হয়েছে)। [হি. √চুবা]। বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **চুবানি, চুবনি, চুবুনি**—নিমজ্জন, ডুবাইয়া রাখা।

চুম—**চুমো**-র বানানভেদ।

চুমকি১—বি. সোনা বা রূপা বা রাঙের চকমকে ছোট ছোট পাত বা বুটী। [হি. চম্‌কি]।

চুমকি২—বিণ. চুমুক দিয়া জল পান করার উপযুক্ত, ছোট (চুমকি ঘটি)। [বাং. চুমুক+ই]।

চুমকুড়ি, (বর্জি.) **চুমকুড়ী**—বি. সশব্দ চুম্বনের মত শব্দ (চুমকুড়ি দেওয়া)। [তু. হি. চুম্‌কারী]।

চুমরা—ক্রি. কার্যোদ্ধারের জন্য মিথ্যা প্রশংসায় গর্বস্ফীত করা; পাকানো। [তু. হোমরাচোমরা—হি. চুমকার্‌না]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. চুমরা (গোঁফ চুমরাচ্ছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চুমরি—বি. নারিকেল খেজুর প্রভৃতির নৌকাকৃতি পুষ্পকোষ, নারিকেলের ফুল বা নবজাত ফলের আধার (তু. প্রাদে. চুম্রী)। [তু. সং. চমর]।

চুমা, চুমু, চুমো—**চুম্বন**-এর কোমল ও কথ্য রূপ। বি. ~**চুমি**—পরস্পর চুম্বন।

চুমুক—বি. পাত্রে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া তরল পদার্থ পান (চুমুক দেওয়া, এক চুমুকে খাওয়া)। [দেশী]।

চুম্ব, চুম্বন—বি. ওষ্ঠাধর দ্বারা স্পর্শ, চুমা। [সং. √চুম্ব্ +অ, অন (ভা)]। ক্রি. **চুম্বন করা**—চুমু খাওয়া। ক্রি. **চুম্বন দেওয়া**—চুমু খাওয়া; চুমু খাইতে দেওয়া। ক্রি. **চুম্বই**—(ব্রজ.) চুম্বন করে। ক্রি. **চুম্বা**—চুম্বন করা। বিণ. **চুম্বিত**—চুম্বন করা হইয়াছে এমন; স্পর্শ করিয়াছে এমন (মেঘচুম্বিত)। বিণ. **চুম্বী** (-ম্বিন্)—চুম্বন বা স্পর্শ করে এমন (গগনচুম্বী)।

চুম্বক—বি. লৌহ-আকর্ষণকারী ইস্পাত, magnet, অয়স্কান্তমণি; (বাং.) সংক্ষিপ্তসার, summary। [সং. চুম্ব্ +অক (র্ত্)]।

চুয়া১—বি. সুগন্ধ গন্ধ নির্যাসবিশেষ। [হি. চুআ]।

চুয়া২—ক্রি. চুয়ান। [সং. চ্যু (=চ্যুতি, ক্ষরণ)—তু. হি. চুনা]।

চুয়াড়—**চোয়াড়**-এর রূপভেদ।

চুয়াত্তর—বি. বিণ. ৭৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুঃসপ্ততি]।

চুয়ান, চুয়ানো—(১) ক্রি. অল্প অল্প বা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঝরান বা ঝরা, ক্ষরান বা ক্ষরিত হওয়া (কলসীটা চোয়াচ্ছে, শরীর থেকে ঘাম চোয়াচ্ছে); চোলাই করা, to distil (মদ চুয়ান)। (২) বিণ. পরিস্রুত (চোয়ান মদ); চোয়াইয়া পড়িয়াছে এমন (চোয়ান জল)। (৩) বি. ঝরন, ক্ষরণ; চোলাইকরণ। [**চুয়া২** দ্রঃ]। বি. **চুয়ানি**—চুয়ান বা পরিস্রুত পদার্থ।

চুয়ান্ন—বি. বিণ. ৫৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুঃপঞ্চাশৎ]।

চুয়াল—**চোয়াল**-এর রূপভেদ।

চুয়াল্লিশ—বি. বিণ. ৪৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুশ্চত্বারিংশৎ]।

চুর—(১) বি. চূর্ণ, গুঁড়া (লোহাচুর)। (২) বিণ. বিহ্বল (নেশায় চুর); চূর্ণ, নষ্ট, ধ্বংস ('যশ অর্থ মান স্বাস্থ্য সকলি করেছ চুর': র.সে.)। [সং. চূর্ণ]। বিণ. ~**চুরে**—বিহ্বলকর। বিণ. ~**মার**—একেবারে চূর্ণ এবং নষ্ট (ভেঙে চুরমার)।

চুরট, চুরুট—বি. ধূমপানার্থ পাকানো তামাকপাতার মোটা শলাকা। [তামি. শুরুট্, ইং. cheroot]।

চুরনী, চুন্নী—**চোরনী**-র অপ্র. রূপ।

চুরানব্বই, (কথ্য) **চুরানব্‌ই**—বি. বিণ. ৯৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুর্নবতি]।

চুরাশি, (বর্জি.) **চুরাশী**—বি. বিণ. ৮৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুরশীতি]।

চুরি—বি. চৌর্য, অপহরণ। [>সং. √চুর্। তু. হি. চোরী]। বি. ~**চামারি**—চুরি ও অনুরূপ দুষ্কর্ম।

ক্রি-বিণ. **চুরি করিয়া**—লুকায়িতভাবে, অপরের অলক্ষ্যে (চুরি করিয়া দেখা)।
চুরুট—**চুরট**-এর রূপভেদ।
চুরুটিকা—বি. ছোট চুরুট, সিগারেট। [বাং. চুরুট+ইকা (ক্ষুদ্রার্থে)]।
চুল—বি. কেশ। [সং. চুল]। বিণ. **~চেরা**—অতি সূক্ষ্ম (চুলচেরা তর্ক, চুলচেরা হিসাব)। ক্রি. **চুল বাঁধা**—খোঁপা বাঁধা। **একচুল**—**এক** দ্রঃ।
চুলকনা, চুলকনি, চুলকানি, চুলকুনি—বি. দেহে সড়্‌সড়ানির অনুভূতি, চর্মরোগবিশেষ, কণ্ডুয়ন। [তু. হি. খুজলানা]। ক্রি. **চুলকা**—চুলকান। **চুলকান, চুলকানো**—(১) ক্রি. কণ্ডুয়ন করা, নখদ্বারা আঁচড়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
চুলা—বি. উনান; চিতা। [সং. চুল্লী]। ক্রি. **চুলা জ্বালান, চুলা ধরান**—উনানে আগুন জ্বালা; চিতায় আগুন দেওয়া। ক্রি. **চুলোয় যাওয়া**—(গালিবিশেষ) চিতায় আরোহণ করা বা মরা। ক্রি. **চুলোর দোরে যাওয়া**—(গালিবিশেষ) চিতায় ওঠার জন্য শ্মশানে যাওয়া। অব্য. **চুলোয় যাক**—ধ্বংস হউক; দূর হউক।
চুলাচুলি, চুলোচুলি—বি. পরস্পর চুলটানাটানি, তুমুল ঝগড়া। [বাং. চুল (+আ)+চুল (+ই)]।
চুলো—**চুলা**-র কথ্য রূপ।
চুল্‌বুল্‌—অব্য. চঞ্চলতা বা অস্থিরতার ভাব সূচক (চুল্‌বুল্‌ করা)। [হি.]। বিণ. **চুল্‌বুলে**—অস্থিরপ্রকৃতি, চঞ্চল (চুল্‌বুলে মেয়ে)। বি. **চুল্‌বুলানি**—চঞ্চলতা।
চুলি, চুল্লী, (বিরল) **চুল্লা**—বি. উনান; চিতা। [সং.]।
চুষা, চোষা—(১) ক্রি. মুখ দিয়া রস প্রভৃতি শোষণ করা। (২) বি. উক্ত শোষণ। (৩) বিণ. উক্তভাবে শোষণকারী (রক্তচোষা, চর্মচোষা), শোষিত (বাদুড়-চোষা ফল)। [সং. √চুষ্‌+বাং. আ]। **~ন, ~নো** (১) ক্রি. অপরের দ্বারা চুষাইয়া লওয়া। (২) বি. বিণ.

চুষি—(১) বি. চুষিকাঠি, রবারের নির্মিত চুচুক। (২) বিণ. চোষা যায় এমন (চুষিপিঠা)। [বাং. √চুষ্‌ (সং. √চুষ্‌)+ই (র্ম)]। বি. **~কাটি, ~কাঠি**—শিশুদের খেলনাবিশেষ। বি. **~পিঠা**—চুষিয়া বা লেহন করিয়া খাইবার মিষ্টান্নবিশেষ।
চূড়—বি. চুড়ির তুল্য হাতের অলঙ্কার। [দেশী]।
চূড়া—বি. শীর্ষদেশ, শৃঙ্গ (বৃক্ষচূড়া, গৃহচূড়া, পর্বতচূড়া); মুকুট; ঝুটি, চুল, টিকি; সংস্কারবিশেষ (চূড়াকরণ); শ্রেষ্ঠ, প্রধান, অলঙ্কারস্বরূপ ব্যক্তি (বংশের চূড়া)। [সং.]। বি. **~করণ, ~কর্ম**—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য: এই তিন বর্ণের প্রাচীন সংস্কারবিশেষ যাহাতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে একগুচ্ছ চুল রাখিয়া দেওয়া বিধি। **~ন্ত**—(১) বি. শেষ বা চরম পরিণতি (এ ব্যাপারে চূড়ান্ত করিতে চাই); পরাকাষ্ঠা। (২) বিণ. চরম (চূড়ান্ত ডিক্রী)। বি. **~মণি**—মুকুটে বা মাথায় পরিবার রত্ন; সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ; (আল.) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান ব্যক্তি (সমাজের চূড়ামণি)। বি. **~মণিযোগ**—নির্দিষ্ট দিনে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানের একটি বিশিষ্ট যোগ।
চূত—বি. আম্রবৃক্ষ; আম্রফল। [সং.]। বি. **~মঞ্জরী**—আমের শিষ বা মুকুল। বি. **~লতা**—যে লতা আম্রবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে।
চূর, চূরমার—যথাক্রমে **চুর** ও **চুরমার**-এর অশু. বানান।
চূর্ণ—(১) বি. গুঁড়া (আমলকী-চূর্ণ); চুন; আবীর। (২) বিণ. চূর্ণীকৃত, সম্পূর্ণ ভগ্ন (অস্থি চূর্ণ হওয়া); সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট (গর্ব চূর্ণ হওয়া)। [সং. চূর্ণ্‌+অ (র্ম)]। বি. **~কার** চুন প্রস্তুতকারী; চুনারীজাতি। বি. **~কুন্তল**—কোঁকড়ান চুল; চুলের ক্ষুদ্র স্তবক বা গুচ্ছ। বি. **~ন**—গুঁড়াকরণ। বিণ. **~নীয়**—চূর্ণন-যোগ্য। বিণ. **চূর্ণিত, চূর্ণীকৃত**—গুঁড়া করা হইয়াছে এমন; ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিনষ্ট। বিণ. **চূর্ণীভূত**—গুঁড়া হইয়াছে এমন।
চূল, চূলক—বি. চুর, কেশ। [সং.]
চূষণীয়, চূষ্য—বিণ. চুষিবার যোগ্য। [সং. √চূষ্‌+অনীয়, য (র্ম)]।
চূষিত—বিণ. চোষা হইয়াছে এমন। [সং. √চূষ্‌+ত (র্ম)]।
চেঁচা—ক্রি. চিৎকার করা। [দেশী—তু. সং. চিৎকার]।
চেঁচাচেঁচি, চেঁচামেচি—বি. বহু লোকের একত্র চিৎকার, গণ্ডগোল। [দেশী]।
চেঁচাড়ি—বি. বাঁশের পাতলা ফালি। [সং. চঞ্চা]।
চেঁচান, চেঁচানো—(১) ক্রি. চিৎকার করা। (২) বি. চিৎকার। [**চেঁচা** দ্রঃ]। বি. **চেঁচানি**—চিৎকার।
চেঁচেপুঁছে—ক্রি-বিণ. চাঁচিয়া মুছিয়া, চেটেপুটে; বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া। [**চাঁচ**। ও **পুঁছা** দ্রঃ]।
চেক১—(১) চৌখুপি, ছক (চেক-কাটা আলোয়ান)। (২) বিণ. চৌখুপি-করা, চেক-কাটা (চেক শাড়ি)। [ইং. check]।
চেক২—বি. (প্রধানতঃ ব্যাঙ্কে) টাকা দিবার আদেশপত্র, হুণ্ডিবিশেষ। [ইং. cheque]। বি. **~দাখিলা**—জমির বিবরণ এবং মালিক ও প্রজার পরিচয়-সংবলিত জমিদার কর্তৃক প্রজাকে প্রদত্ত খাজনার রসিদ। বি. **~মুড়ি, ~মুড়ী**—চেকদাখিলার প্রতিলিপি-সংবলিত যে অংশ জমিদার রাখে; চেক-এর যে-অংশ চেক-দাতার কাছে থাকে।
চেকনাই—বি. ঔজ্জ্বল্য, চকচকে আভা। [হি. চিকনাই—তু. সং. চিক্কণ]।
চেঙ১**, চেং**১**, চ্যাং**—বি. শোল-জাতীয় মৎস্যবিশেষ। [দেশী]। বিণ. বি. **~মুড়ী, ~মুড়ি**—চেঙ মাছের ন্যায় ছোট মাথাবিশিষ্ট ('চেঙমুড়ী কানী': বি. গু.)।
চেঙ২**, চেং**২—বি. শববহনের খাটুলি বা বাঁশের মাচা। [দেশী]। বি. **~দোলা, ~ধোলা**—শবের ন্যায় বহন। বি. **~মুড়ি**—শবাচ্ছাদন বস্ত্র।
চেঙড়া, চেংড়া, চ্যাংড়া—(১) বি. চপলমতি বা ছেবলা তরুণ। (২) বিণ. অর্বাচীন; অপরিণতবুদ্ধি.

চপলমতি, ছেবলা। [দেশী]। বি. ~মি, ~মো, ~পানা—চেঙড়ার ভাব, ছেবলামি।

চেঙারি, চেঙারি, চেটাই, চেটাল—যথাক্রমে **চাঙারি চাঙারি চাটাই ও চাটাল**-এর রূপভেদ।

চেটী, চেড়ী, চেটিকা—বি.(স্ত্রী.) দাসী; অন্তঃপুরের নারীপ্রহরী। [সং.]। বি.(পুং.) (বিরল) **চেট, চেড়, চেটক**।

চেটো—বি. করতল বা পদতল (হাতের চেটো)। [দেশী]।

চেড়, চেড়ী—**চেটী** দ্রঃ।

চেতঃ (-তস্)—বি. হৃদয়, মন; চিত্তবৃত্তি (তু. উদারচেতা)। [সং.]।

চেতক—বিণ. চেতনা-দানকারী, উদ্বোধক; রাজনীতিক দলের শৃঙ্খলারক্ষক ও কর্তব্য-নিয়ামক, (Party) whip। [সং. >চিত্+অক (র্তৃ)]।

চেতন—(১) বিণ. জ্ঞানযুক্ত, চেতনাযুক্ত; সজীব, প্রাণ-যুক্ত (চেতন ও অচেতন জগৎ)। (২) বি. চৈতন্য, সংজ্ঞা (চেতন-শক্তি); আত্মা, জীব। [সং. √চিত্+অন র্তৃ, ভা)]।

চেতনা—বি. চৈতন্য (জাতীয় চেতনা, নব চেতনার সঞ্চার), সংজ্ঞা, হুঁশ; জ্ঞান, অনুভূতি; সজ্ঞান বা জাগ্রৎ অবস্থা; প্রাণ, জীবন। [সং. √চিত+অন ভা +আ]।

চেতা—ক্রি. চেতনালাভ করা, সংজ্ঞালাভ করা, জাগা, উদ্বুদ্ধ হওয়া ('চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ': ভা. চ.); সতর্ক হওয়া। [সং. √চিৎ+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. চৈতন্য সম্পাদন করা, জাগানো; উত্তেজিত বা উদ্বুদ্ধ করা, খেপানো (মনকে চেতিয়ে তোলা); আলস্য দূর করা; সতর্ক করা। (২) বি. বিণ.উক্ত সকল অর্থে।

চেন, চেইন—বি. শিকল, শিকলি (ঘড়ির চেন); হার (গলার চেন); জমি জরিপের বা জলাশয়াদির গভীরতা মাপের পরিমাণবিশেষ (১ চেন=৬৬ ফুট)। [ইং. chain]।

চেনা, চেনাচিনি, চেনান (নো), চেনাপরিচয়—যথাক্রমে **চিনা চিনাচিনি চিনান ও চিনাপরিচয়**-এর চলিত রূপ।

চেপটা, চ্যাপটা—(১) বিণ. থেবড়া, চেটাল; পিষ্ট, চাপের দ্বারা প্রসারিত। (২) ক্রি. চেপটান। [>সং. চিপিট, চিপট]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. চেপটা করা; চাপ দিয়া প্রসারিত করা; পিষ্ট করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

চেয়—বিণ. চয়নযোগ্য, চয়নীয়। [সং. √চি+য (র্ম)]।

চেয়াড়ি—**চৈয়াড়ি**-র প্রাদে. রূপ।

চেয়ার—বি. কেদারা, ঠেসান দিয়া বসিবার উচ্চ আসন-বিশেষ, কুর্সি। [ইং. chair]।

চেয়ারম্যান—বি. সভাপতি, সমিতি বা সভার পরি-চালক। [ইং. chairman]।

চেয়ে, চাইতে—অব্য. অপেক্ষা হইতে (সব চেয়ে বেশি, তোমার চাইতে বড়)।

চেয়ে—অস-ক্রি. চাওয়া দ্রঃ।

চেরা, চেরাই—যথাক্রমে **চিরা ও চিরাই**-র চলিত রূপ।

চেরাগ, চিরাগ—বি. প্রদীপ, বাতি, দীপ। [ফা. চিরাগ্]। বি. **চেরাগী, চিরাগী**—পীরস্থানে নিত্য প্রদীপ জ্বালিবার ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

চেরান—**চিরান**-র চলিত রূপ।

চেল—বি. পরিধেয় বস্ত্র; নর-নারীর অন্তরীয় পরিচ্ছদ। [সং.]।

চেলা১—বি. ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

চেলা২—বি. শিষ্য, ছাত্র, শাগরেদ, অনুগামী জন। [হি.]। **যেমন গুরু তেমনি চেলা**—গুরু ও শিষ্য উভয়েই সমান দুর্জন বা মূর্খ।

চেলা৩—(১) ক্রি. কুঠারাদি-দ্বারা (কাষ্ঠ) চেরা বা ফাড়া। (২) বি. ঐরূপভাবে ফাড়া কাঠ। [?—তু. চিরা]। বি. ~কাঠ—কুঠারাদি-দ্বারা ফাড়া কাঠ। ক্রি. ~ন, ~নো—কুঠারাদি-দ্বারা (কাষ্ঠ) ফাড়া বা ফাড়ান।

চেলি, চেলী—বি. পট্টবস্ত্রবিশেষ, বিবাহাদিতে ব্যবহার্য রেশমী কাপড়বিশেষ; চেলির কাপড়। [সং. চেল, চেলী]।

চেলো—বি. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বেহালা। [ইং. 'cello]।

চেল্লা, চেল্লাচিল্লি, চেল্লান (নো)—যথাক্রমে **চিল্লা চিল্লাচিল্লি ও চিল্লান**-র চলিত রূপ।

চেষ্টক—বিণ. চেষ্টাকারী। [সং. √চেষ্ট্+অক (র্তৃ)]।

চেষ্টন—বি. চেষ্টাকরণ। [সং. √চেষ্ট্+অন (ভা)]।

চেষ্টমান—বিণ. চেষ্টাশীল, উদ্যোগী, সচেষ্ট। [সং. √চেষ্ট +মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

চেষ্টা—বি. কোন কর্মসাধনের জন্য দেহের বা মনের চালনা; উদ্যোগ; প্রযত্ন (চাকরির চেষ্টা)। [সং. √চেষ্ট্ +অ (ভা)+আ]। বিণ. **চেষ্টিত**—চেষ্টাযুক্ত, সচেষ্ট।

চেহারা—বি. আকৃতি। [ফা. চেহ্রা]।

চৈ—**চই**-এর বানানভেদ।

চৈত—**চৈত্র**-র কোমল রূপ। বিণ. **চৈতী, চৈতি**—চৈত্রমাসের ('চৈতি হাওয়া': কাজী)।

চৈতন—বি. টিকি, শিখা। [সং. চৈতন্য (-দায়ক)]। বি. **চৈতন-চুটকী**—টিকি।

চৈতন্য—বি. চেতনা, সংজ্ঞা; অনুভূতি, জ্ঞান, বোধ, হুঁশ; প্রাণ, জীবন; জাগরণ; সচেতন, সতর্ক বা সজাগ অবস্থা। (বাং.) চৈতন, টিকি। [সং. চেতন+য (ভা)]। বি. ~দেব—বৈষ্ণবধর্মপ্রবর্তক শচী-নন্দন নিমাই বা গৌরাঙ্গ। বি. ~চরিতামৃত—(কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীর প্রণীত) চৈতন্যদেবের জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের তত্ত্ব।

চৈতালি, চৈতালী—(১) বি. চৈত্রমাসে উৎপন্ন রবিশস্য; চৈত্রমাসে দেয় খাজনা; বসন্তবায়ু; চৈত্রমাসকালীন ভাবাবেগ। (২) বিণ. চৈত্রমাসে জন্মে এমন; চৈত্রমাস কালীন। [বাং. চৈত+আলি, আলী]।

চৈতী, চৈতি—**চৈত** দ্রঃ।

চৈত্ত, চৈত্তিক—বিণ. চিত্তসম্বন্ধীয়। [সং. চিত্ত+অ, ইক]।

চৈত্য১—বি. পূজাস্থান, যজ্ঞস্থান; বৌদ্ধগণের মঠ, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ, বুদ্ধের চিতাভস্ম বা অস্থি দন্ত প্রভৃতি স্মরণ-চিহ্নসংবলিত মন্দিরাদি। [সং. চিত্যা (=চিতা)+অ]।

চৈত্য২—(১) বিণ. চিতা-সম্বন্ধীয়। (২) বি. পথিপার্শ্বে অবস্থিত বৌদ্ধগণের পূজনীয় বৃক্ষ। [সং. চিত্যা+অ]।

চৈত্র, চৈত্রিক—বি. বাঙ্গালা সনের দ্বাদশ মাস। [সং. চৈত্রী+অ, ইক]।

চৈত্রী—বি. চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, চৈত্রপূর্ণিমা। [সং. চিত্রা+অ+ঈ]।

চৈন, চৈনিক—বিণ. চীনদেশ-সম্বন্ধীয় চীনদেশে জাত; চীনের অধিবাসী, চীনা। [সং. চীন+অ, ইক]।

চোংদার—**চোঙদার**-এর বানানভেদ।

চোঁ—অব্য. দ্রুতবেগে গমন- বা শোষণ-সূচক। [দেশী]। অব্য. ক্রি-বিণ. **চোঁ করিয়া, চোঁ করে**—অতিবেগে (চোঁ করে ছুটে গেল)। অব্য. ক্রি-বিণ. **চোঁচা**—সটান, অন্যদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সবেগে (চোঁচা দৌড় দিল)। অব্য. ক্রি-বিণ. **চোঁচোঁ করিয়া,** (কথ্য) **চোঁচোঁ করে**—অতিবেগে ও ক্রমাগত (চোঁচোঁ ছুটতে লাগল); সাগ্রহে দ্রুততার সহিত (দুধটা চোঁচোঁ করে খেয়ে ফেলল)।

চোঁচ—বি. বাঁশ তাল প্রভৃতির তীক্ষ্ণাগ্র চঞ্চুবৎ কঠিন আঁশ। [হি. <সং. চঞ্চু]।

চোঁতা—**চোতা**-র রূপভেদ।

চোঁ-বোঁ—অব্য. ভ্রমরাদির গুঞ্জনধ্বনি বা বেত্রাদির ঘূর্ণনজাত ধ্বনি। [ধ্বন্যাত্মক]।

চোঁয়া—(১) বিণ. অন্ন পোড়ার গন্ধযুক্ত (চোঁয়া দুধ); হজম না হওয়ার জন্য অম্লগন্ধযুক্ত (চোঁয়া ঢেঁকুর)। (২) ক্রি. চোয়ান। [দেশী]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. সামান্য পোড়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চোক, চৌক—বি. কাহনের এক-চতুর্থাংশ; চারি পণ পরিমাণ; সিকি-পরিমাণ; সিকির চিহ্ন (।০)। [সং. চতুষ্ক]।

চোকল—শস্যের খোসা, গমের ভুসি। [>সং. চোলক]।

চোকলা—বি. (প্রধানতঃ ফল আনাজ প্রভৃতির) খোসা বা আবরণ; চাকলা। [সং. চোলক]।

চোকা, চোকান (নো)—যথাক্রমে **চুকা** ও **চুকান**-র রূপভেদ।

চোখ—বি. চক্ষু; দৃষ্টি, নজর (স্নেহের চোখে দেখা); সুনজর, অনুকূল দৃষ্টি, খেয়াল (তোমার প্রতি তার চোখ আছে); লোলুপ দৃষ্টি (পরের জিনিসে চোখ দিও না); বাঁশ আখ আনারস ইত্যাদির অঙ্কুরোদ্গমের স্থান। [সং. চক্ষুস্]। ক্রি. **চোখ উলটানো**—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে হঠাৎ চক্ষুর অ-পলক অবস্থায় স্থির হওয়া। ক্রি. **চোখ ওঠা**—চক্ষুরোগবিশেষ হওয়া। ক্রি. **চোখ কাটান**—চিকিৎসার জন্য চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করান। **চোখ খাওয়া**—দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া। ক্রি. **চোখ খোলা**—জাগা; সতর্ক হওয়া; জ্ঞানলাভ করা। ক্রি. **চোখ গালা**—চক্ষুর তারা উপড়াইয়া ফেলা। বি. **চোখ-গেল**—কোকিলজাতীয় পক্ষী: ইহারা চতুর্দিকে 'চোখ গেল' এইরূপ একটা রব করে। ক্রি. **চোখ চাওয়া**—(প্রধানতঃ নিদ্রান্তে বা মূর্ছান্তে) চক্ষু মেলা; প্রসন্ন বা অনুকূল হওয়া। ক্রি. **চোখ ঘোরান, চোখ পাকান**—চারিদিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। ক্রি. **চোখ ছল-ছল করা**—দুঃখ শোক অভিমান প্রভৃতির দরুন অবরুদ্ধ অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া যাওয়া। ক্রি. **চোখ টাটান**—চক্ষুতে বেদনা বোধ করা; ঈর্ষান্বিত হওয়া। ক্রি. **চোখ টেপা, চোখ ঠারা**—চোখের ভঙ্গির দ্বারা ইশারা করা; মিথ্যা স্তোক দেওয়া (নিজের মনকে চোখ ঠারা)। ক্রি. **চোখ পড়া**—মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া। ক্রি. **চোখ ফোটা**—(পাখি প্রভৃতির) জন্মের পর প্রথম নেত্রপল্লব উন্মীলিত হওয়া; প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া; জ্ঞানলাভ করা; ভুল ধারণা হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা। অস. ক্রি. **চোখ বুজে**—বিচার-বিবেচনা বিসর্জন দিয়া (চোখ বুজে হুকুম মানা)। ক্রি. **চোখ বোলান**—তাচ্ছিল্যভরে দেখা অথবা পাঠ করা। ক্রি. **চোখ মারা**—বিশেষ ভঙ্গিতে দৃষ্টির দ্বারা ইঙ্গিত করা (অশিষ্ট প্রয়োগ)। ক্রি. **চোখ রাঙান**—ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করা, রাগ দেখান। ক্রি. **চোখে আঙুল দিয়ে দেখান**—প্রমাণপ্রয়োগে স্পষ্ট বা সন্দেহাতীতরূপে উপলব্ধি করান। ক্রি. **চোখে চোখে রাখা**—(কাহারও প্রতি) সতর্ক দৃষ্টি রাখা; দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না দেওয়া। ক্রি. **চোখে ধরা**—দেখিলে সুন্দর বোধ হওয়া; নজরে লাগা। ক্রি. **চোখে-মুখে কথা বলা**—বাচালতা করা; বাক্‌চাতুর্য করা। ক্রি. **চোখে সরষে ফুল দেখা**—(আল.) বিপদে পড়িয়া দিশাহারা হওয়া। ক্রি. **চোখের দেখা**—দর্শনমাত্র—আলাপ-পরিচয় নহে; ক্ষণিকের জন্য দর্শন। **চোখের নেশা**—কেবল দেখিবার জন্য উৎকট মোহ। **চোখের পরদা**—লজ্জাসংকোচ। **চোখের পাতা**—চক্ষুর উপরিস্থ চামড়া, নেত্রপল্লব। **চোখের পলক**—নিমেষ, মুহূর্তকাল। **চোখের বালি**—(আল.) চক্ষুর পীড়া বা বিরক্তির কারণ; চক্ষুশূল ব্যক্তি। **চোখের ভুল**—দৃষ্টিভ্রম। **কটা চোখ, বিড়াল চোখ**—পীতাভ তারকা-যুক্ত চক্ষু। **ভাল চোখ**—নীরোগ চক্ষু, অনুকূল দৃষ্টি। **মন্দ চোখ**—বিরূপ দৃষ্টি। **রাঙা চোখ, লাল চোখ**—ক্রোধে বা নেশায় আরক্ত চক্ষু; মোহগ্রস্ত দৃষ্টি। **সাদা চোখ**—অবিকৃত বা স্বাভাবিক দৃষ্টি; যে দৃষ্টি নেশার দ্বারা বা সংস্কারের দ্বারা প্রভাবান্বিত নহে। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **~খাগী, ~খাকী**—(গালিতে ব্যবহৃত) ভ্যায়াত্যায়ে দৃষ্টিহীনা, কানী। বি. বিণ. (পুং.) **~খেগো, ~খেকো**। বি. **চোখাচোখি**—পরস্পর দর্শন, পরস্পরের চক্ষে চক্ষে মিলন, (দুইজনে চোখাচোখি হইল); সামনাসামনি উপস্থিতি।

চোখল—বিণ. চোখযুক্ত অর্থাৎ সব দিকে নজর আছে এমন; চালাক-চতুর। [বাং. চোখ+ওয়াল>অল]।

চোখা—বিণ. তীক্ষ্ণ, ধারাল, অতি তীব্র (চোখা কথা); তোখড়, বুদ্ধিমান্ ও চৌকস (চোখা লোক); খাঁটী, বিশুদ্ধ (চোখা মাল)। [সং. চোক্ষ]। বিণ. **~ল**—তীক্ষ্ণ-স্বাদযুক্ত (চোখাল রান্না); চালাক, তোখড় (চোখাল

ছেলে) ; ধারাল (চোখাল বাণ)। **চোখা-চোখা কথা**—মর্মভেদী বাক্য।

চোখাচোখি—**চোখ** দ্রঃ।

-চোখো—বিণ. চোখবিশিষ্ট, দৃষ্টিবিশিষ্ট। [বাং. চোখ + উয়া > ও]। বিণ. **একচোখো**—**এক** দ্রঃ।

চোগা—বি. মুসলমানী বহির্বাস, লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ (চোগাচাপকান)। [ফা. চোগা]।

চোঙ্গ, চোঙ—বি. সরু নল। [**চোঙ্গা** দ্রঃ]।

চোঙ্গদার, চোঙদার—বি. সৈন্যদলের অধিপতি, সেনানায়ক। [মরা. চুংগ = সৈন্যদল + ফা. দার]।

চোঙ্গা, চোঙা—(১) বি. সরু নল। (২) বিণ. সরু নলাকার (চোঙ্গা প্যাণ্ট)। [হি.—**চুঙ্গি**-ও দ্রঃ]। বিণ **~কাটা**—সরু নলাকার বা নল-পরান। (চোঙ্গাকাটা টুপি)।

চোট—বি. আঘাত (লাঠির চোট) ; জোর, শক্তি (কথার চোট, মায়ের চোটে) ; ক্রোধ, কোপ (চোট করা) ; বেগ, তোড়, স্রোত, ধমক (হাসির চোট) ; বার, দফা (এক-চোট খাওয়া)। [হি.]। **~পাট**—(১) বি. ক্রোধপ্রকাশ ; তিরস্কার, বকুনি-ঝকুনি (চোটপাট করা)। (২) বিণ. কড়া, তীব্র (চোটপাট জবাব)।

চোটা১—বি. অত্যধিক সুদ (চোটা খাটানো)। [হি. চৌথা]।

চোটা২—বি. চিটাগুড়। [হি. চোট]।

চোটা৩—ক্রি. চোটান। [হি. চোট + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চোট লাগান, আঘাত দেওয়া ; রাগ করিয়া বা ধমক দিয়া কথা বলা ; কোপানো ; কোদ-লানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

চোট্টা—বি. চোর ; প্রবঞ্চক। [হি.]। বি. **~মি**—চৌর্য ; প্রবঞ্চনা।

চোণা—**চোনা**-র অশু. বানান।

চোত—**চৈত্র**-এর কথ্য রূপ (চোত মাস)।

চোতা, চোঁতা—বিণ. বাজে, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট (চোঁতা কাগজ, চোতা লোক)। [সং. চ্যুত]।

চোদ্দ, চোদ্দই—যথাক্রমে **চৌদ্দ** ও **চৌদ্দই**-র কথ্য রূপ।

চোনা—(১) বি. গোমূত্র। (২) ক্রি. চোনান। [হি. চুনা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গবাদি পশুর মূত্রত্যাগ করানো। (২) বি. উক্ত অর্থে।

চোপ১—বি. ভারী অস্ত্রের ঘা, কোপ, চোট (খাঁড়ার চোপ, চোপ দেওয়া)। [তু. কোপ১, ইং. chop]।

চোপ২—অব্য. (গোলমাল বা তর্কাতর্কির নিষেধসূচক ধমক) চুপ কর, কথা কহিও না (চোপ ! চোপ রও !)। [দেশী—তু. হি. চুপ্ রহ্]।

চোপড়া—বি. ফলের খোসা বা বাহিরের আবরণ ; ছোবড়া।

চোপদার—**চোবদার**-এর বিকৃত রূপ।

চোপরাও, চোপরও—অব্য. চুপ কর। [হি. চুপ্ রহ্]।

চোপসা, চোপসান (নো)—যথাক্রমে **চুপসা** ও **চুপসান**-র কথ্য রূপ।

চোপা১, চোপরা—বি. (মন্দ অর্থে) মুখ (চোপা ফুলান, চোপরা ভেঙ্গে দেব) ; তিরস্কার, গঞ্জনাদান ; রূঢ়ভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর, দুর্বিনীত জবাব। [দেশী]। ক্রি. **চোপরা করা**—দুর্বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করা ; রূঢ়ভাষায় তিরস্কার করা। ক্রি. **চোপা করা**—রূঢ়ভাষায় কথা বলা।

চোপা২—ক্রি. চোপান। [**চোপ১** দ্রঃ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ভারী ও ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা, চোপ মারা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

চোপাড়—বি. (সচ. গালে) চড়। [চোপা১ ও চাপড়-এর সংমিশ্রণজাত]।

চোবদার—বি. আসাসোঁটাবাহী সুসজ্জিত ভৃত্য। [ফা.]।

চোবা, চোবান (নো)—যথাক্রমে **চুবা** ও **চুবান**-র চলিত রূপ।

চোবে—**চৌবে**-র কথ্য রূপ।

চোয়া, চোয়ান (নো), চোয়ানি—যথাক্রমে **চুয়া২ চুয়ান** ও **চুয়ানি**-র চলিত রূপ।

চোয়াড়—বি. বিণ. অসভ্য, বর্বর, দুর্বৃত্ত, গোঁয়ার। [হি. = পর্বতীয় দস্যু]। বিণ. **চোয়াড়ে**—চোয়াড়ের মতো, অমার্জিত।

চোয়াল—বি. মুখমধ্যস্থ অংশবিশেষ, যাহার সহিত দাঁত সংলগ্ন থাকে, হনু। [দেশী]।

চোর—বি. তস্কর, যে গোপনে পরের দ্রব্য অপহরণ করে। [সং. √চুর্ + অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **চোরী,** (বাং.) **~নী**। বি. **~কাঁটা**—তৃণজাতীয় বন্য গুল্মবিশেষ : ইহার কাঁটা এমনভাবে পথিকের বস্ত্রে বিঁধিয়া যায় যে সহজে ছাড়ান যায় না। বি. **~কুঠুরি, ~কুঠরী**—গুপ্তকক্ষ। **চোর-চোর খেলা**—বালক-বালিকাদের ক্রীড়াবিশেষ : ইহাতে একজন চোর সাজিয়া লুকায় এবং অন্যেরা তাহাকে ধরার চেষ্টা করে। বি. **চোর-ছেঁচড়**—চোর ও প্রতারক। **চোরে চোরে মাসতুতো ভাই**—(মন্দার্থে) সমব্যবসায়ী, একই (প্রধানতঃ অন্যায়) কাজের কাজী বলিয়া বন্ধুভাবাপন্ন। **চোরের উপর বাটপাড়ি**—চোরের কাছ হইতে চোরাই মাল হরণ করা। **চোরের ধন বাটপাড়ে খায়**—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোর চোরাই মাল ভোগ করিতে পারে না—তাহার কাছ হইতে উহা বাটপাড়ে লুঠিয়া নেয় ; (আল.) অসদুপায়ে অর্জিত বস্তু অর্জনকারীর ভোগে আসে না—উহা যে পথে আসে সেই পথেই যায়। **চোরের মায়ের কান্না**—চোর শাস্তি পাইলে তাহার মা লজ্জায়ঘৃণায় প্রকাশ্যে কাঁদিতে পারে না এবং কাঁদিলেও তাহার জন্য কাহারও সহানুভূতি জাগে না ; (আল.) লজ্জাকর বা অন্যায় কাজের দরুন শাস্তিভোগের ফলে নিষ্ফল ও অপ্রকাশ্য বিলাপ। **চোরের মায়ের বড় গলা**—পৃথিবীতে যে যত বেশী অসৎ সেই তত বেশী সাধুতার ভান করে অথবা অন্য অপরাধীদের উপর তম্বি করে।

চোরা১—বি. যে চুরি করে, চোর (ননীচোরা)। [বাং. চোর + আ (স্বার্থে)]। **চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী**—পাপিষ্ঠকে সদুপদেশ দেওয়া বৃথা, কারণ সে তাহা কখনও মানিবে না।

চোরা$_{2}$—বিণ. অপহৃত (চোরা টাকা) : গুপ্ত, অদৃশ্য, অজানিত (চোরা গর্ত) : চুরি-ঘটিত, বে-আইনী (চোরা কারবারী)। [বাং. চুরি + আ]। বি. **~কারবার**—শুল্কাদি ফাঁকি দিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত বে-আইনি কারবার। বি. **~গর্ত**—(ঘাস বালি প্রভৃতিতে ঢাকা থাকার ফলে) অদৃশ্য গর্ত। বি. **~গলি**—গলির ভিতর প্রায়-অদৃশ্য কানা গলি। **~গোপ্তা**—যে-কাজের কর্তা অদৃশ্য ও অজানিত (চোরাগোপ্তা আক্রমণ)। বি. **~পথ**—গুপ্ত (এবং সচ. অবৈধ) পথ। বি. **~বালি**—বাহিরে শক্ত কিন্তু ভিতরে তলতলে এমন (সাধারণতঃ মজা নদ্যাদির গর্ভস্থ) বালুচর যাহার উপরে পড়িলে জীবজন্তু নৌকা প্রভৃতি ক্রমেই তলাইয়া যায়।

চোরা$_{3}$, চোরান (নো)—ক্রি. (প্রা. বাং.) চুরি করা। [বাং. চুরি + আ, আন]।

চোরাই—বিণ. অপহৃত (চোরাই মাল)। [বাং. চোর + আই]। **চোরাই কারবার**—চোরাই মালের অবৈধ ব্যবসায়।

চোরিত—বিণ. অপহৃত। [সং. √চুর্ + ত (র্ম)]।

চোল$_{1}$—বি. তাঞ্জোরের প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশ-বিশেষ ; উঁহাদের দেশ বা রাজ্য।

চোল$_{2}$—বি. কাঁচুলি, ঘাঘরা। [সং.]।

চোলাই—বি. চুয়ান (মদ চোলাই) : উধ্বর্পাতন বা তির্যক্‌পাতন ; রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ, distillation। [দেশী ?—তু. হি. চোলানা]।

চোষ—বি. শোষণ। [বাং. √চুষ্ (সং. √চূষ্) + অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—শোষণকারী। বি. **~কাগজ**—কালি জল প্রভৃতি তরল পদার্থ শুষিয়া লইবার কাগজ-বিশেষ, ব্লটিং-পেপার (blotting-paper)। বি. **~ন, ~ণ**—শোষণ। বিণ. **~ণীয়, ~চোষ্য**—চুষিয়া খাইতে হয় এমন (চর্ব্য-চোষ্য)।

চোষা, চোষান (নো)—যথাক্রমে **চুষা** ও **চুষান**-র চলিত রূপ।

চোস্ত—বিণ. সমতল ; মসৃণ ; নির্দোষ, সুবিন্যস্ত (সাহেব চোস্ত বাংলায় বললেন)। [ফা. চুস্ত্]।

চৌ-—বিণ. চার। [সং. চতুর্]। বি. **~কাট, ~কাঠ** দরজার চতুঃপার্শ্বস্থ কাঠের চৌকা ফ্রেম। [তু. হি. চৌখট্]। বিণ. **~কোনা**—চারিকোণবিশিষ্ট, চতুষ্কোণ। বি. **~খণ্ড, ~খণ্ডি, ~খণ্ডী**—চৌচালা ঘর ; চার-পায়াওলা খাটুলি বা চৌকি। বিণ. **~খণ্ডিয়া**—চার-পায়াওয়ালা ('চৌখণ্ডিয়া পীড়ি' : ক. ক.) ; চারিদিকে ধারওয়ালা ('চৌখণ্ডিয়া কাঁড়' : ক. ক.)। **~খুপি, ~খুপী**—(১) বি. চৌকা খোপ, চেক। (২) বিণ. চার-খোপওয়ালা। বিণ. **~গুন, ~গুনা, ~গুনো**—চার-গুণ। **~গোঁপ্পা**—(১) বি. যে দাড়ি দুই ভাগে চিরিয়া গোঁফের সঙ্গে উপরদিকে তুলিয়া-দেওয়া হয়। (২) বিণ. ঐরূপ দাড়িওয়ালা। বি. **~ঘাট**—চার ঘাট ; চারদিকের ঘাট ; চতুর্দিক্। বি. **~ঘুড়ি**—চারঘোড়ার দ্বারা বাহিত শকট। বিণ. **~চাকা, ~চাক্কা**—চারচাকাবিশিষ্ট। ক্রি-বিণ. **~চাপটে, ~চাপড়ে**—চারদিকে : সর্বত্র ; সর্বত্র ব্যাপিয়া ; সকল বিষয়ে ; সর্বতোভাবে ; সটান-ভাবে (চৌচাপটে আছাড় খাওয়া)। বি. **~চালা**—চার-খানি চালবিশিষ্ট ঘর। বিণ. **~চির**—চারখণ্ডে বিভক্ত ; খণ্ডবিখণ্ড (ফাটিয়া চৌচির)। বি. বিণ. **~ঠা**—মাসের চতুর্থ দিবস বা দিবসের। [সং. চতুর্থ]। **~তলা, ~তালা**—(১) বিণ. চারিতলাবিশিষ্ট। (২) বি. চতুর্থ তল। বি. **~তারা**—চবুতরা, চত্বর ; চারিতারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বি. **~তাল**—সঙ্গীতের তালবিশেষ। বি. বিণ. **~ত্রিশ**—৩৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুস্ত্রিংশৎ]। বি. **~দিক্, ~দিগ** (কাব্যে, 'চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি' রবীন্দ্র), **~দিশ**—চারিদিক্, সমস্ত দিক্। বি. **~দুলী, ~দুলি**—চতুর্দোলাবাহক সম্প্রদায়বিশেষ। বি. **~দোল, ~দোলা**—চতুর্দোলা ; রাজশিবিকা। **~পদী**—(১) বিণ. চারিচরণবিশিষ্ট। (২) বি. চারিচরণবিশিষ্ট পদ্যছন্দ বা কবিতা। **~পর**—(১) বি. চারিপ্রহরকাল (= ১২ঘণ্টা)। (২) ক্রি. বিণ. সমস্ত রাত্রিদিন, সর্বক্ষণ। বিণ. **~পল**—চারিপলবিশিষ্ট, চারকোনা। **~পায়া**—(১) বিণ. চারিপায়াবিশিষ্ট। (২) বি. ঐরূপ খাট বা চৌকি : বি. **~মাথা, ~মোহনা, ~মোহানা, ~রাস্তা**—চারিপথের মিলনস্থল। বি. বিণ. **~রাশি**—৮৪ সংখ্যা বা সংখ্যক, চুরাশি। **~রী**—(১) বিণ. চারখানি চালযুক্ত। (২) বি. ঐরূপ ঘর। বি. বিণ. **~ষট্টি**—৬৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। **চৌষট্টি কলা**—৬৪ প্রকার কলাবিদ্যা।

চৌক—চোক$_{1}$ ও **চৌকো** দ্রঃ।

চৌকস, চৌকশ—বিণ. চারিদিকে বা সকল কাজে পারদর্শী, কর্মদক্ষ ; সতর্ক, চালাক, চতুর। [হি. চৌকস]।

চৌকা—(১) বিণ. চারিকোণবিশিষ্ট। (২) বি. চারফোঁটাবিশিষ্ট তাস। (৩) উনান, চুল্লী। [সং. চতুষ্ক]।

চৌকি, (বিরল) চৌকী—বি. চারিপায়াযুক্ত ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন বা তক্তপোশ ; (চৌরাস্তার মোড়ে অবস্থিত) প্রহরীর ঘাঁটি, ফাঁড়ি, থানা ; পাহারা (চৌকি দেওয়া) ; খাজনা বা কর আদায়ের ঘাঁটি। [<সং. চতুষ্কী]। বি. **~দার**—প্রহরী ; কর আদায়কারী পেয়াদা। বি. **~দারি**—চৌকিদারের বৃত্তি। বিণ. **~দারী**—চৌকি-দার-সংক্রান্ত।

চৌঙকি—অস-ক্রি. (ব্রজ.) চমকিয়া ('চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে' : বিদ্যা.)। [সং. চমক]।

চৌথ—বি. এক-চতুর্থাংশ ; মহারাষ্ট্রীয় নৃপতিগণ কর্তৃক প্রজা ও পরাজিত রাজাদের নিকট হইতে কর হিসাবে গৃহীত জমির ফসলের এক-চতুর্থাংশ বা তাহার উপযুক্ত মূল্য। [<সং. চতুর্থ.]।

চৌদল, চৌদোল—**চতুর্দোল** দ্রঃ।

আদিতে চৌ-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য চৌ- দ্রঃ।

চৌদ্দ—বি. বিণ. ১৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুর্দশ]। **~ই**—(১) বি. মাসের চৌদ্দ তারিখ। (২) বিণ. উক্ত তারিখের। বি. **~পুরুষ**—পিতা-পিতামহাদিক্রমে ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষ বা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অধস্তন চৌদ্দ পুরুষ, ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ ও অধস্তন সাত পুরুষ।

চৌধুরী—বি. সামন্ত নৃপতি ; সেনাপতিবিশেষ ; নগর বা গঞ্জের প্রধান ব্যবসায়ী ; গ্রামের মোড়ল ; কুলি-সর্দার ; উপাধিবিশেষ। [সং. চতুর্ধুরীণ]। বি. (স্ত্রী.) **চৌধুরানী**।

চৌপট—বিণ. সমতল। [হি. চৌপট্]।

চৌপাড়ি, (চলিত) **চৌবাড়ি**—বি. টোল, সংস্কৃত পাঠশালা। [সং. চতুষ্পাঠী]।

চৌবাচ্চা—বি. চারকোনা জলকুণ্ড, হৌজ। [ফা. চাবচ্চা]।

চৌবে—বি. চতুর্বেদী : ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। [হি. <সং. চতুর্বেদী]।

চৌম্বক—বিণ. আকর্ষক ; আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট ; চুম্বক-সংক্রান্ত। [সং. চুম্বক+অ]।

চৌর—বি. চোর। [সং. চোর+অ]।

চৌরস, (বিরল) **চৌরাস**—বিণ. প্রশস্ত ; সমতল ; চারকোনা। [সং. চতুরস্র]।

চৌরোদ্ধরণিক—বি. (প্রাচীন হিন্দু ভারতে) নগর-কোতোয়াল। [সং.]।

চৌর্য—বি. চুরি ; চোরের বৃত্তি। [সং. চোর+য (ভা)]। বি. **~বৃত্তি**—চোরের পেশা, চৌর্য। বি. **চৌর্যোন্মাদ**—চুরি করার অদম্য লালসারূপ ব্যাধিবিশেষ, kleptomania।

চৌহদ্দি, (বর্জি.) **চৌহদ্দী**—বি. চতুঃসীমা (বাড়ীর জমির চৌহদ্দি)। [বাং. চৌ+আ. হদ্]।

চৌহান—বি. রাজপুতদের বীর রাজবংশবিশেষ (আনহল হইতে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত ৩৯ জন নৃপতি এই বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন)।

চ্যবন—মুনিবিশেষ। **চ্যবনপ্রাশ**—বি. কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ, অশ্বিনীকুমারের ব্যবস্থা অনুসারে এই ঔষধ সেবন করিয়া চ্যবন মুনি নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন। [সং. চ্যবন+প্র+√অশ্+অ]।

চ্যাং, চ্যাঙ—**চেঙ্গ**-এর বানানভেদ।

চ্যাটাংচ্যাটাং—অব্য. বিণ. ধৃষ্টতাপূর্ণ ও তীব্র (চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা)।

চ্যান্সেলার—বি. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা আচার্য [ইং. chancellor]। বি. **ভাইস্-চ্যান্সেলার**—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ বা উপাচার্য। [ইং. vice-chancellor]।

চ্যাপটা—**চেপটা**-র বানানভেদ।

চ্যুত—বিণ. ভ্রষ্ট (আদর্শচ্যুত), পতিত (বৃক্ষচ্যুত) ; বহি-ষ্কৃত, বিতাড়িত (পদচ্যুত, রাজ্যচ্যুত)। [সং. √চ্যু+ত (র্ম)]। বি. **চ্যুতি**—পতন, ভ্রংশ ; বহিষ্কার ; হানি ; নাশ (ধৈর্যচ্যুতি)।

ছ

ছ$_1$—বাঙ্গালা ভাষার সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ।

ছ$_2$—**ছয়**-এর কথ্য এবং সংক্ষিপ্ত রূপ।

ছই—বি. গোরুর গাড়ি নৌকা প্রভৃতির চাল বা ছাদ। [সং. ছদি]।

ছউই—(১) বি. মাসের ষষ্ঠ দিবস। (২) বিণ. উক্ত দিবসের (ছউই চৈত্র)। [বাং. ছয়+ই]।

ছক—বি. দাবা পাশা ইত্যাদি খেলার ঘর ; নকশা, কোন-কিছুর পরিকল্পিত আদল। [দেশী]। ক্রি. **ছক কাটা**—রেখাদ্বারা চারকোনা ঘরে বিভক্ত করা, (আল.) কোনকিছু করিবার পূর্বে স্পষ্ট পরিকল্পনা করিয়া নেওয়া। বিণ. **ছক-বাঁধা**—পূর্ব পরিকল্পনার মধ্যে আবদ্ধ, অপরিবর্তনীয়। ক্রি. **ছকা**—ছক বা নকশা অঙ্কন করা ; (পরিকল্পনাদির) মুসাবিদা বা খসড়া করা।

ছকড়া—**ছক্কড়**-এর রূপভেদ।

ছকড়া-নকড়া—(১) বি. তুচ্ছ-তাচ্ছল্য ; বিশৃঙ্খলা। (২) বিণ. বিশৃঙ্খল। [দেশী]।

ছকা—**ছক** দ্রঃ।

ছক্কড়—বি. নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি। [সং. শকট তু. ছ্যাকড়া]।

ছক্কা$_1$—বি. ব্যঞ্জনবিশেষ, ছোঁকা। [দেশী]।

ছক্কা$_2$—বি. ছয়ফোঁটা-চিহ্নিত তাস। [বাং. ছয়—তু. সং. ষট্ক]।

ছচল্লিশ—**ছেচল্লিশ**-এর রূপভেদ।

ছটকান—**ছিটকান**-র রূপভেদ।

ছটফট—অব্য. অস্থিরতা আকুলতা উদ্বেগ প্রভৃতির প্রকাশ : আইঢাই, আনচান ধড়ফড় (গরমে বা ব্যথায় ছটফট করা)। [দেশী]। **ছটফটা, ছটফটান, ছট-ফটানো**—(১) ক্রি. ছটফট করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **ছটফটানি**—অস্থিরতা, আকুলতা, উদ্বেগ। বিণ. **ছটফটে**—অস্থির, চঞ্চল।

ছটরা, ছর্‌রা—বি. বন্দুকের ছোট গুলি বা ছিটে। [ইং. শট্ (shot)+বাং. রা]।

ছটা—বি. দীপ্তি (সূর্যের বর্ণচ্ছটা, আনন্দচ্ছটা) ; আভা, আলোক ; সৌন্দর্য, শোভা ; সমূহ ; জাঁকজমক, পরম্পরা (শ্লোকের ছটা)। [সং.]।

ছটাক—বি ওজনের পরিমাণবিশেষ (=৫ তোলা বা $\frac{1}{16}$ সের বা $\frac{1}{4}$ পোয়া) ; ভূমির পরিমাণবিশেষ (=৫ হাত লম্বা ও ৪ হাত চওড়া)। [হি. ছটাংক <? সং. ষট্টঙ্ক]।

ছড়$_1$—বি. সরু লম্বা দণ্ড, সিক (বন্দুকের ছড়, লোহার ছড়) ; ছোট ছড়ি, বেহালা, এসরাজ প্রভৃতি বাজাইবার ছড়ি ; লম্বা আঁচড় (গায়ে ছড় পড়া)। [বাং. ছড়ি]।

ছড়$_2$—বি. চামড়া, ছাল ('অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়' : ক. ক.)। [সং. ছল্লি]।

ছড়রা—**ছররা**-র বানানভেদ।

ছড়া$_1$—ক্রি. ছড়ান। [সং. ছটা]

ছড়া২—(১) ক্রি. ছড়িয়া যাওয়া, আঁচড়াইয়া যাওয়া; ছাল উঠিয়া যাওয়া। (২) বি.-বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [ছড়্২ দ্রঃ]।

ছড়া৩—বি. গ্রাম্য কবিতাবিশেষ; শিশু-ভোলান বা মেয়েলি কবিতা; ছড়ি বা মালার আকারবিশিষ্ট বস্তু (গোটছড়া, হারছড়া); গুচ্ছ, থোলো (কলার ছড়া); ইতস্ততঃ ছিটান তরল পদার্থ, ছিটা (জলছড়া, গোবর-ছড়া, ছড়া দেওয়া)। [সং. ছটা]। ক্রি. **ছড়া কাটা**—ছড়া আবৃত্তি করা; ছড়া তৈয়ারি করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করা।

ছড়াছড়ি—বি. অযত্নে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ (ছড়াছড়ি করিয়া নষ্ট করা); ঐরূপে অপচয় (জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি); প্রাচুর্য (এ বৎসর আমের ছড়াছড়ি)। [ছড়া১ দ্রঃ]।

ছড়ান, ছড়ানো—(১) ক্রি. ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করা, বিক্ষিপ্ত করা (জিনিসপত্র ছড়ান); ছিটান (বীজ বা জল ছড়ান); বিস্তৃত হওয়া, ব্যাপা (আগুন অনেক দূর ছড়াইয়াছে, রোগ ছড়াইতেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [ছড়া১ দ্রঃ]।

ছড়ি—বি. সরু লাঠি; মঞ্জরী (খেজুরছড়ি)। [দেশী]। বি. **~দার**—ছড়িধারী ব্যক্তি; পাণ্ডার অনুচর। বি. **~বরদার**—সুসজ্জিত ভৃত্য, চোবদার।

ছতরি, ছতরী—বি. (প্রধানতঃ শকটাদির) ছাদ বা চাল; নৌকাদির ছই। মশারি টাঙ্গাইবার ফ্রেম। [সং. ছত্র]।

ছত্র১—বি. অন্নাদির বিতরণস্থান (অন্নছত্র, জলছত্র)। [সং. ক্ষেত্র বা সত্র]।

ছত্র২—বি. অক্ষর-পঙ্‌ক্তি, লাইন (এক ছত্র লেখা)। [আ. সত্‌র্]।

ছত্র৩—বি. ছাতা, আতপত্র; রাজচিহ্ন। [সং. √ছদ্+ণিচ্+র (ণে)]। বি. **~ক, ছত্রাক**—ছাতা, fungus; কোঁড়ক, mushroom। বিণ. **~খান**—উন্মুক্ত ছাতার ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত বা এলোমেলো। বি. **~দণ্ড**—রাজছত্র ও রাজদণ্ড। বিণ. বি. **~ধর, ~ধারী** (-রিন্)—(রাজার) ছাতা-ধারণকারী; বশংবদ অনুচর। বি. **~পতি**—সম্রাট্, রাজ-চক্রবর্তী; শিবাজীর উপাধি। **~ভঙ্গ**—(১) বি. দলের (বিশেষতঃ পরাজিত সৈন্যদলের) সংহতিহানি বা বিশৃঙ্খলা; অরাজকতা। (২) (বাং.) বিণ. বিশৃঙ্খল, দলভ্রষ্ট। বিণ. **ছত্রাকার**—ছাতার ন্যায় আকারবিশিষ্ট; (বাং.) উন্মুক্ত ছাতার ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খলভাবে বিকীর্ণ, ছত্রখান।

ছত্রাক, ছত্রাকার—ছত্র৩ দ্রঃ।

ছত্রি—বি. নৌকাদির ছই। [সং. ছত্র+বাং. ই]।

ছত্রিশ—বি. বিণ. ৩৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [প্রা. ছত্তীস <সং. ষট্‌ত্রিংশৎ]।

ছত্রী১—বি. ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ, খেত্রী। [সং. ক্ষত্রিয়]।

ছত্রী২ (-ত্রিন্)—বিণ. ছত্রধারী। [সং. ছত্র+ইন্]। বি **~সেনা**—ছত্রাকৃতি প্যারাশুট্-এর সাহায্যে, এরোপ্লেন হইতে ভূতলে অবতরণকারী সৈন্য, parachute-troops].

ছদ—বি. গাছের পাতা (সপ্তচ্ছদ); আচ্ছাদন (পরিচ্ছদ)। [সং. √ছদ্+ণিচ্+অ]।

ছদ্ম (-দ্মন্)—বিণ. ছল, কপট। [সং. √ছদ্=(গোপন)+ণিচ্+মন্ (ণে)]। বি **~বেশ**—আত্মগোপনার্থ পরিধেয় বেশ। বিণ. **~বেশী** (-শিন্)—ছদ্মবেশধারী। বিণ.(স্ত্রী). **~বেশিনী**।

ছন—বি. পূর্ববঙ্গে ঘর ছাইবার খড়জাতীয় তৃণবিশেষ। [তু. শন]।

ছন্‌ছন্, ছনছন—অব্য. সর্দি জ্বরভাব ঈষৎ অসুস্থতা প্রভৃতি প্রকাশক (শরীরটা ছন্‌ছন্ করছে)।

ছন্দ১—বি. প্রবৃত্তি, ঝোঁক, অভিপ্রায় (ছন্দানুবর্তন); বশ্যতা (স্বচ্ছন্দে); (বাং.) রকম (নানা ছন্দে)। [সং. √ছন্দ=(গোপন)+অ (ভা)]। বি. **ছন্দানুগমন, ছন্দানুসরণ**—ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলন বা কার্য-করণ। বিণ. **ছন্দানুগামী** (-মিন্), **ছন্দানুসারী** (-রিন্) ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলে এমন। বি. **ছন্দানুবর্তন, ছন্দানুবৃত্তি**—মন যোগানো, পরের ইচ্ছানুসারে চলন। বিণ. **ছন্দানুবর্তী** (-র্তিন্)—পরের মন যোগায় বা ইচ্ছা-নুসারে চলে এমন।

ছন্দঃ (-ন্দস্), (চলিত) **ছন্দ২**—বি. পদ্যবন্ধ, (প্রধানতঃ পদ্যের) নিয়মিত অংশে বিভক্ত রচনা-রীতি, রচনার মাত্রা বা তাল, ছাঁদ। [সং. √চন্দ্ (আহ্লাদন)+অস্ (র্ম)]। বি. **~পতন, ~পাত, ছন্দোভঙ্গ**—পদ্যরচনায় তাল-ভঙ্গ, পদ্যরচনায় অক্ষর বা মাত্রার আধিক্য ও ন্যূনতা। বিণ. **ছান্দস** দ্রঃ।

ছন্দানুগমন, ছন্দানুগামী, ছন্দানুবর্তন, ছন্দানুবর্তী, ছন্দানুবৃত্তি, ছন্দানুসরণ, ছন্দানুসারী—ছন্দ১ দ্রঃ।

ছন্দেবন্দে—ক্রি-বিণ. কলে-কৌশলে, পাকে-প্রকারে।

ছন্দোবদ্ধ—বিণ. ছন্দে গ্রথিত; পদ্য-রীতিতে রচিত। [সং. ছন্দঃ+বদ্ধ]।

ছন্ন—বিণ. আচ্ছাদিত, আচ্ছন্ন (ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-আশ্রম), লুপ্ত, নষ্ট, অপসারিত ('পাপতাপ হবে ছন্ন'. ভা. চ.)। [সং. √ছদ্+ত (র্ম)]। বিণ. **~ছাড়া**—লক্ষ্মীছাড়া, উচ্ছন্ন, আশ্রয়হীন। বিণ. **~মতি**—বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে এমন, নষ্টবুদ্ধি।

ছপ্পর—**ছাপর**-এর রূপভেদ।

ছবি১—বি. দ্যুতি, দীপ্তি (রবিচ্ছবি); শোভা, কান্তি (মুখচ্ছবি)। [সং. √ছো+ই]।

ছবি২—বি. চিত্রিত মূর্তি, প্রতিমূর্তি, আলেখ্য। [শোভা কান্তি প্রভৃতি অর্থ হইতে এই অর্থ আসিতে পারে; আ. শবীহ্ শব্দের প্রভাবও থাকিতে পারে—তু. আ. তস্‌বীর]।

ছম্‌ছম্—অব্য. ভয়জনিত দেহের বিকারসূচক (গা ছম্‌ছম্ করা)।

ছয়—বি. বিণ. ৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্]।

ছয়লাপ—বিণ. পরিপূর্ণ, প্লাবিত, ছাইয়া গিয়াছে এমন (ঘর কাগজপত্রে ছয়লাপ); সম্পূর্ণ নষ্ট (খাবার-দাবার ছয়লাপ করা)। [ফা. সয়্‌লাব্]।

ছরকট, ছরকোট—বি. ছড়াছড়ি, বিশৃঙ্খলা, বেবন্দোবস্ত (জিনিসপত্রের বা কাজকর্মের ছরকট)। [দেশী]।

ছর্দি১—**সর্দি**-র প্রাদে. বিকৃত রূপ।

ছর্দি২, ছর্দী—বি. বমি, উদ্গার। [সং. √ছর্দ্ + ই (ভা)]।

ছররা—**ছটরা**-র রূপভেদ।

ছল—(১) বি. ছলনা, প্রবঞ্চনা, কৌশল, ফাঁদ (ছলেবলে); উপলক্ষ, ব্যপদেশ, প্রসঙ্গ (কথাচ্ছলে); রূপ, আকার ('বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে' : ভা. চ.); ইঙ্গিত, ইশারা ('কথা কয় ছলে' : ভা. চ.); ছুতা, ওজর, ভান (প্রশংসার ছলে বিদ্রূপ, খেলাচ্ছলে); দোষ, ত্রুটি, খুঁত (ছল ধরা)। (২) বিণ. কপট, ছদ্ম। [সং.]। ক্রি. **ছল পাতা**—ফাঁদ পাতা। বি. **~চাতুরি, ~চাতুরী**—শঠতা। বিণ. **~গ্রাহী** (-হিন্)—ছিদ্রান্বেষী, দোষদর্শী। বি. **~ছুতা**—অছিলা; সামান্য ত্রুটি।

ছলছল—(১) অব্য. ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। (২) বিণ. উচ্ছলিত, ছলাৎ-ছলাৎ শব্দযুক্ত ('ছলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গা' : ভা চ.)। [**ছলছল** দ্রঃ]।

ছলছল—(১) অব্য. জলপ্রবাহের শব্দ (ছলছল করিয়া বহিয়া যাওয়া); অশ্রুপূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ (চোখ ছলছল করিতেছে)। (২) বিণ. অশ্রুপূর্ণ, সজল (ছলছল চোখে)। [ধ্বন্যাত্মক]।

ছলন, ছলনা—বি. কপটতা, শঠতা, প্রতারণা, ধোঁকা। [সং. √ছলি (নামধাতু) + অন (ভা) + আ]। বি. **ছলিত**—প্রতারিত।

ছলা—(১) বি. ছল; ছলনা। (২) ক্রি. ছলনা করা, প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া ('কোন্ ছলে ছলিয়া' : রবীন্দ্র)। [সং. ছল + বাং. আ স্বার্থে]। বি. **~কলা**—শঠতা ও মন-ভোলান হাবভাব।

ছলাৎ—অব্য. নদীতটে তরঙ্গের আঘাতের শব্দ; তরল পদার্থ হঠাৎ উথলিয়া পড়ার শব্দ। [দেশী]।

ছা—বি. ছানা, শাবক (পাখির ছা); শিশু, বাচ্চা (ছাপোষা)। [প্রা. ছাব < সং. শাবক]। বিণ. **~পোষা**—বহু সন্তানপালনের দায়িত্ববিশিষ্ট।

ছাই—বি. ভস্ম, খাক (পুড়ে ছাই হওয়া), অকিঞ্চিৎকর অসার বা জঞ্জালতুল্য বস্তু বা বিষয়, কিছুই নহে (তুমি ছাই জান)। [সং. ক্ষার]। **ছাইচাপা আগুন**—অন্তরে বিদ্যমান অথচ প্রকাশের অসাধ্য মর্মযন্ত্রণা প্রতিভা বা অন্য চরিত্র-গুণ। **ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো**—অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য সাধনের জন্য যে অবহেলিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। বি. **~ভস্ম**—বাজে বা জঞ্জালতুল্য বস্তু।

ছাউনি১—বি. আচ্ছাদন (খড়ের ছাউনি); চাঁদোয়া। [সং. ছাদনী]।

ছাউনি২—বি. সেনানিবাস, সৈন্যদের স্থায়ী আড্ডা cantonment; শিবির, যুদ্ধোন্মুখ সৈন্যদের ঘাঁটি। [হি. ছাউনি]।

ছাও—বি. (প্রাদে.) শাবক, ছা, ছানা। [**ছা** দ্রঃ]।

ছাওয়া—(১) ক্রি. আচ্ছাদন করা, আবৃত করা, ঢাকা ('ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায়'), বিছানো, ছড়ানো, পরিব্যাপ্ত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √ছাহ্ (সং. √ছদ্) + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. আচ্ছাদিত বা আবৃত করানো। (২) বি. বিণ. অনুরূপ অর্থে।

ছাওয়াল, ছাবাল—বি. (প্রাদে.) সন্তান, ছেলে; শিশু। [> সং. শাবক]।

ছাঁইচ—বি. ঢালু চালের প্রান্তভাগ বা উহাদ্বারা আবৃত ঘরের চারিপাশ। [দেশী]। বি. **~তলা**—ঘরের চাল বা ছাতের তলদেশ, যেখানে জল গড়াইয়া পড়ে।

ছাঁকনা, ছাঁকনি—বি. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত পাত্রবিশেষ যাহাদ্বারা ছাঁকা হয়, ছোট চালনি। [বাং. √ছাঁক + আন, আনি]।

ছাঁকা—(১) ক্রি. বস্ত্রাদির সাহায্যে তরল বস্তু হইতে বর্জনীয় অংশ বাহির করিয়া ফেলা, পরিস্রুত বা শোধন করা (দুধ ছাঁকা); চালা, গুঁড়া পৃথক্ করা (আটা ছাঁকা)। (২) বি. ছাঁকার কাজ। (৩) বিণ. ছাঁকা হইয়াছে এমন (ছাঁকা আটা); খাঁটি (ছাঁকা কথা); বিশেষভাবে নির্বাচিত (ছাঁকা ছাঁকা মানুষ); নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ (ছাঁকা গঙ্গাজল); সহজলভ্য (ছাঁকা পয়সা), ছাঁকিবার জন্য উদ্দিষ্ট (দুধ-ছাঁকা কাপড়, আটা-ছাঁকা চালুনি)। [বাং. √ছাঁক্]। **ছাঁকা তেলে ভাজা**—ঝাঁঝরির দ্বারা ছাঁকিয়া তোলা যায় এরূপ বেশী তেলে ভাজা। **ছেঁকে ধরা**—ঘিরে ধরা, চারিদিক্ হইতে অনেকে মিলিয়া ব্যতিব্যস্ত করা (পিঁপড়েয় ছেঁকে ধরেছে, পাওনাদারেরা ছেঁকে ধরেছে)।

ছাঁকি-জাল—বি. চুনোপুঁটিজাতীয় ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য ক্ষুদ্র জাল। [বাং. ছাঁকা + ই + জাল]।

ছাঁচ১—**ছাঁইচ**-এর চলিত রূপ।

ছাঁচ২—বি. ফর্মা, mould, যাহার মধ্যে ফেলিয়া কোন বস্তুর আকার দেওয়া হয় (সন্দেশের ছাঁচ); ছাঁচে প্রস্তুত খাবার (ক্ষীরের ছাঁচ); (আল.) ধরন, সাদৃশ্য, প্রতিকৃতি (একই ছাঁচে গড়া)। [দেশী—তু. হি. সাঁচা]।

ছাঁচি—বিণ. আসল, দেশী (ছাঁচি কুমড়া)। [হি. সাঁচ (= সত্য)]। **ছাঁচি পান**—সুগন্ধ পানবিশেষ। **ছাঁচি বেত**—সরু বেতবিশেষ।

ছাঁট—(১) বি. কাটিয়া বাদ দেওয়া অংশ বা বাড়তি অংশ (কাপড়ের ছাঁট); ছাঁটার বা কাটার প্রণালী (জামার ছাঁট)। (২) বিণ. কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন (ছাঁট কাপড়)। [**ছাঁটা** দ্রঃ]। বি. **ছাঁট-কাট**—জামা ইত্যাদি সেলাই করার প্রণালী বা নৈপুণ্য।

ছাঁটা—(১) ক্রি. অনাবশ্যক অংশ কাটিয়া ফেলা, কাটিয়া ছোট করা (গাছ ছাঁটা, চুল ছাঁটা); কাঁড়ান (চাল ছাঁটা); বাদ দেওয়া (কাহাকেও দল হইতে ছাঁটা); অগ্রাহ্য করা (মনের দুঃখ ছেঁটে ফেলা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ছাঁট—তু. সং. √শাতি = শাতন করা)]। বি. **~ই, ~নি**—কর্তন; বাদ দেওয়া; অমান্য বা অগ্রাহ্যকরণ; বর্জন, বরখাস্তকরণ; (অর্থ.) কল-কারখানায় (প্রধানতঃ লোকসানের অজুহাতে ব্যয়-সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে) কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাসকরণ; ছাঁটিয়া

বাদ দেওয়া বস্তু। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. পরের দ্বারা ছাঁটাই করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ছাঁৎ—অব্য. বুকের মধ্যে তীব্র শিহরণের অনুভূতি। [ধন্যাত্মক—মূলতঃ গরম কিছুর সহিত স্পর্শানুভূতির অনুকারধ্বনি]।

ছাঁদ—বি. গঠন, আকৃতি (মুখের ছাঁদ); প্রকার, ধরন, স্বকীয় রীতি (লেখার ছাঁদ, কথার ছাঁদ, নানা ছাঁদে)। [সং. ছন্দ]।

ছাঁদন—বি. বেষ্টন, বন্ধন; দোহনকালে গাভীর পদবন্ধন (ছাঁদনদড়ি)। [ছাঁদা দ্রঃ]।

ছাঁদনাতলা—বি. বিবাহের ছায়ামণ্ডপ। [সং. ছাদন+ বাং. আ (যুক্তার্থে)+তলা (স্থল)]।

ছাঁদা—(১) ক্রি. বেষ্টন করা, জড়ান (বাঁধাছাঁদা); বাঁধা, দোহনকালে গোরুর পিছনের দুই পা দড়ি দিয়া বাঁধা (গোরুটাকে ছাঁদ); ফাঁদা, পত্তন করা (বাড়ি ছাঁদা)। (২) বিণ. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বি. উক্ত সকল অর্থে; নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজনশেষে যে খাদ্যবস্তু বাঁধিয়া লইয়া যায় (ছাঁদা বাঁধা)। [তু. ছাঁদ]।

ছাকনী—ছাঁকনি দ্রঃ।

ছাগ, ছাগল—বি. অজ, পাঁঠা। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **ছাগী, ছাগলী**। বি. **ছাগবাহন**—অগ্নিদেব। **ছাগলাদ্য ঘৃত**—নপুংসক ছাগ অর্থাৎ খাসির চর্বিতে প্রস্তুত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ। বি. **রামছাগল**—রাম দ্রঃ।

ছাট—বি. বায়ুতাড়িত জলের ধারা বা ছিটা (বৃষ্টির ছাট)। [সং. ছটা]।

ছাড়—বি. ত্যাগ, বাদ (ছাড় পড়িয়াছে); মুক্তি (ছাড় নেই); মুক্তির বা গমনের অনুমতি (ছাড়পত্র); বিরাম, অবসর (একটু ছাড় পেয়েছি); মালপত্র খালাস করিবার অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র (একখানা ছাড় লিখে দাও)। [ছাড়া দ্রঃ]।

ছাড়া—(১) ক্রি. ত্যাগ করা (সংসার ছাড়া); বদলান, পরিবর্তন করা (কাপড় ছাড়া); যাত্রা করা, স্থানত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করা (গাড়ি ছাড়া); মুক্তি দেওয়া (পুলিস আসামীকে ছাড়িয়া দিল); দূর হওয় (জ্বর ছাড়া); নিষ্কৃতি দেওয়া (খেয়েছে তবে ছেড়েছে); ক্ষমা করা, উপেক্ষা করা (ছেড়ে কথা কওয়া, টাকার কথা ছেড়ে দাও, বলতে ছাড়িনি); শিথিল হওয়া, খোলা (জোড় ছাড়া, পাক ছাড়া); (স্বর) উচ্চে তোলা (গলা ছাড়া); ডাকে দেওয়া বা বাহিরে পাঠান (চিঠি ছাড়া); স্পন্দনহীন হওয়া (নাড়ী ছাড়া); প্রসব করা, (ডিম ছাড়া); নিক্ষেপ করা (বাণ ছাড়া)। (২) বিণ. পরিত্যক্ত (ছাড়া ভিটা); বঞ্চিত, হারা (ভিটাছাড়া, মা-ছাড়া); স্বাধীন, বন্ধনহীন (ছাড়া গোরু); বর্জিত (লক্ষ্মীছাড়া); বহির্ভূত (সৃষ্টিছাড়া)। (৩) বি. ক্রিয়ার সকল অর্থে (গাড়ি ছাড়ায় সময়, কাপড় ছাড়ার ঘর, সংসার ছাড়ার ইচ্ছা): মুক্তি, খালাস, রেহাই (ছাড়া পাওয়া)। (৪) অব্য. বিনা ব্যতীত (ইহা ছাড়া, লাভ ছাড়া লোকসান নাই)। [পা. √ছড্ড < √মৃধ্]। বিণ. ~**ছাড়া**—বিরল, ফাঁক-ফাঁক, বিচ্ছিন্ন (ছাড়া-ছাড়া কতকগুলি শব্দ, আমরা সব ছাড়া-ছাড়া হইয়া আছি)। বি. ~**ছাড়ি**—বিচ্ছেদ।

ছাড়ান১ (উচ্চা. ছাড়ান্)—বি. মুক্তি, খালাস, নিষ্কৃতি, রেহাই। [ছাড়া দ্রঃ]।

ছাড়ান২, ছাড়ানো—(১) ক্রি. ত্যাগ করান (নেশা ছাড়ান); পরিবর্তন করান (কাপড় ছাড়ান); খালাস বা মুক্ত করা, উদ্ধার করা (জেল থেকে ছাড়ান); তাড়ান (ভূত ছাড়ান); মোচন করা (হাত ছাড়ান); শিথিল করা, খোলা (জট ছাড়ান); বিচ্যুত করা, বাদ দেওয়া (খোসা ছাড়ান); অতিক্রম করা (তুমি আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [ছাড়া দ্রঃ]।

ছাত—বি. অট্টালিকাদির উপরিস্থ পাকা আচ্ছাদন। [ছাদ দ্রঃ]।

ছাতরা—ক্রি. ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়া। [<ছত্রাকার—ছত্র১ দ্রঃ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ছাতলা—বি. ছত্রক; ছাতা, শেওলার ন্যায় মরচে বা ময়লা (ছাতলা ধরা, ছাতলা পড়া)। [সং. ছাতা২ + বাং. লা]।

ছাতা১—বি. ছত্র, রৌদ্র ও বৃষ্টি এড়াইবার জন্য আবরণ-বিশেষ। [সং. ছত্র]।

ছাতা২—বি. কোঁড়ক; ছাতলা। [সং. ছত্রাক]। বিণ. ~**ধরা, ~পড়া**—ছাতলাযুক্ত। বি. **ব্যাঙের ছাতা**—কোঁড়ক, mushroom।

ছাতার, ছাতারিয়া, (কথ্য.) **ছাতারে**—বি. চড়াই জাতীয় পাখিবিশেষ। [বাং. ছৎর্ (অনুকারশব্দ)+ইয়া]।

ছাতি১—বি. ছত্র, রৌদ্র ও বৃষ্টি এড়াইবার আবরণ-বিশেষ। [বাং. ছাতা+ই]।

ছাতি২—বি. বুকের পাটা বা বিস্তার, ছিনা; (আল.) সাহস। [হি. ছাতী]। **ছাতি ফাটা**—বুক বিদীর্ণ হওয়া; প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হওয়া (পিপাসায় ছাতি ফাটা)। **ছাতি ফোলান**—শক্তিমত্তা জাহির করা; গর্বপ্রকাশ করা।

ছাতিম—বি. বৃক্ষবিশেষ, সপ্তপর্ণ। [সং. সপ্তপর্ণ]।

ছাতিয়া—বি. (ব্রজ.) বুক, ছাতি ('ফাটি যাওত ছাতিয়া': বিদ্যা.)। [ছাতি২ দ্রঃ]।

ছাতু—বি. ভাজা ছোলা যব প্রভৃতির গুঁড়া; (অবজ্ঞা-সূচক) কিছুই নয় (সে শিখছে ছাতু)। [সং. শক্তু]। বিণ. বি. ~**খোর**—ছাতুভোজী; (বিদ্রূপে) হিন্দুস্থানী।

ছাত্র, ছাত্র—বি. শিক্ষার্থী, গুরুর দোষ-আচ্ছাদনকারী, পড়ুয়া, শিষ্য। [সং. ছত্র+অ]। বি. (স্ত্রী.) **ছাত্রী**। বি. ~**জীবন**—পাঠ্যাবস্থা। বি. ~**নিবাস, ছাত্রাগার, ছাত্রাবাস**—ছাত্রদের খাওয়া-থাকার স্থান, বোর্ডিং। বি. ~**বৃত্তি**—উত্তম ছাত্রকে প্রদত্ত আর্থিক পুরস্কার বা জলপানি; জলপানির পরীক্ষাবিশেষ।

ছাৎলা—ছাতলা-র বানানভেদ।

ছাদ—বি. প্রধানতঃ ইটের তৈয়ারী গৃহাদির উপরের আচ্ছাদন, ছাত। [সং. √ছদ্+ণিচ্+অ (ণ)]। বিণ. ~**ক**—আচ্ছাদনকারী; ছাদ-নির্মাণকারী, ঘরামি। বি.

~ন—আচ্ছাদন; ছাদনির্মাণ, ঘর ছাওয়া; যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় (যেমন, বন্ধল, পত্র ইত্যাদি)। বিণ. **ছাদিত**—আচ্ছাদিত, ছাদবিশিষ্ট।

ছানতা—বি. ঝাঁঝরি, ছিদ্রযুক্ত হাতা। [তু. হি. ছন্না]।

ছানলাতলা—**ছাঁদনাতলা** দ্রঃ।

ছানা১—(১) ক্রি. তরল পদার্থের সহিত চটকাইয়া মাখা (আটা ছানা)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [হি. √ছান]।

ছানা২—বি. অম্লযোগে দুগ্ধ বিকৃত করিয়া প্রাপ্ত পিণ্ডাকার বস্তু। [সং. ছিন্নক]। ক্রি. **ছানা কাটা**—ছানা প্রস্তুত করা বা হওয়া।

ছানা৩—বি. পশুপক্ষীর শাবক (বিড়ালছানা), বাচ্চা। [তু. সং. শাবক > পা. ছাব]। বি. **~পোনা**—কাচ্চা-বাচ্চা।

ছানি১—বি. গোরুর জাব। [হি. সানী]।

ছানি২—বি. মকদ্দমা পুনর্বিচারের আবেদন (ছানি করা)। [আ. সানী]।

ছানি৩—বি. ইশারা (হাতছানি)। [সং. শানী]।

ছানি৪—বি. দৃষ্টির প্রতিবন্ধক নেত্ররোগবিশেষ: ইহাতে চোখের তারার উপরে আবরণ পড়ে, cataract। [সং. ছন্নিকা]। ক্রি. **ছানি কাটান, ছানি তোলান**—অস্ত্রোপচারদ্বারা ছানি তুলিয়া ফেলান। ক্রি. **ছানি পড়া**—ছানির সৃষ্টি হওয়া।

ছান্দ১—বি. বন্ধন ('তব মায়া ছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে': ভা. চ.)। [সং. √ছন্দ্ + অ]।

ছান্দ২—বি. ছাঁদ, রকম ('বিনাইয়া নানা ছান্দে')। [সং. ছন্দস্]।

ছান্দস—(১) বি. বেদাধ্যায়ী, বেদাধ্যাপক, শ্রোত্রিয়। (২) বিণ. বৈদিক (ছান্দস প্রয়োগ); ছন্দঃসম্বন্ধীয়। [সং. ছন্দস্ + অ]।

ছান্দোগ্য—বি. সামবেদের অন্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ। [সং. ছন্দোগ + য]।

ছাপ—বি. মোহর (ডাকঘরের ছাপ); চিহ্ন, দাগ (কালির ছাপ)। [বাং. √ছাপ্ + অ]।

ছাপর—বি. আচ্ছাদন, ছাদ, খোলার চাল। [হি. ছপ্পর]। বি. **~খাট**—মশারি টাঙ্গাইবার চালযুক্ত খাট বা পালঙ্ক।

ছাপল—**ছাপা২** দ্রঃ।

ছাপরা—বি. গৃহাদি ছাইবার খোলা; খোলা ইত্যাদির দ্বারা ছাওয়া ঘর। [সং. খর্পর—তু. খাপরা]।

ছাপা১—(১) ক্রি. মুদ্রিত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √ছাপা—তু. চাপ]। **~ই**—(১) বি. মুদ্রণ; মুদ্রণের খরচা। (২) বিণ. মুদ্রণসম্বন্ধীয়। বি. **~খানা**—যেখানে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মুদ্রিত করা বা করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ছাপা২—(১) ক্রি. চাপ থাকা, ঢাকা পড়া। (২) বিণ. চাপা, ঢাকা, গুপ্ত। [বাং. √ছাপা—তু. হি. ছিপা]। বি. **~ছাপি**—গোপনীয়তা; পরস্পর হইতে গোপন, ঢাকা-ঢাকি। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. লুকান, গোপন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। ক্রি. **~ল, ছাপল**—(ব্রজ.) লুকাইয়া রাখিল বা ঢাকিল।

ছাপা৩—ক্রি. উপচাইয়া ওঠা বা পড়া; কূল বা সীমা অতিক্রম করা (নদী ছাপিয়া বা তীর ছাপাইয়া ক্ষেতের মধ্যে জল); প্লাবিত করা বা প্লাবিত হওয়া। [দেশী]। **~ছাপি**—(১) বি. কূল বা সীমা অতিক্রম; প্লাবিত অবস্থা। (২) বিণ. কূল বা সীমা অতিক্রম হইয়াছে এমন; প্লাবিত; উপচাইয়া ওঠার বা পড়ার মত অবস্থাপ্রাপ্ত (পুকুরে জল ছাপাছাপি হয়েছে)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. উপচাইয়া ওঠা বা পড়া; প্লাবিত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ছাপোষা—বিণ. কঠোর পরিশ্রমপূর্বক অতিকষ্টে (সচ. বৃহৎ) পরিবার পালনকারী। [ছা (=ছানা, শাবক) + পোষা]।

ছাপ্পর—**ছাপর**-এর রূপভেদ।

ছাপ্পান্ন—বি. বিণ. ৫৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্‌-পঞ্চাশৎ]।

ছাবাল—**ছাওয়াল**-এর. অপ্র. ও প্রাদে. রূপভেদ।

ছাব্বিশ—বি. বিণ. ২৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষড়্‌-বিংশতি]। **ছাব্বিশে**—(১) বি. মাসের ছাব্বিশ তারিখ। (২) বিণ. উক্ত তারিখের (ছাব্বিশে ভাদ্র)।

ছামনি—বি. বিবাহ-কালে বরকন্যার শুভদৃষ্টি; মুখ-চন্দ্রিকা। [> (সামনা-) সামনি]।

ছামুতে—ক্রি-বিণ. সামনে, সম্মুখে। [?—তু. সং. সম্মুখ]।

ছায়া—বি. কোন-কিছুর দ্বারা আলোকরশ্মির গতিপথ রুদ্ধ হওয়ার ফলে উৎপন্ন প্রতিবিম্ব; রৌদ্রের অভাব, প্রতিরূপ, সাদৃশ্য; অশরীরী অবয়ব (ছায়াময় দেহ); অন্ধকার; দীপ্তি, প্রভা (রত্নচ্ছায়া); আশ্রয় ('দেহ পদ-চ্ছায়া'); সূর্যপত্নী। [সং. √ছো (ছেদন, সূর্যালোকের) + য (র্তৃ) + আ]। বি. **~চিত্র**—সিনেমার ছবি। বিণ. **~চ্ছন্ন**—ছায়ায় ঢাকা; অন্ধকার। বি. **~তরু**—ছায়াপ্রধান বৃক্ষ, যে বৃক্ষের ছায়া বহু দূর ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়ে। বি. **~ত্মজ**—ছায়ার পুত্র অর্থাৎ শনিদেব। বি. **~দেহ, ~শরীর**—অশরীরী মূর্তি। বি. **~নট**—রাগিণীবিশেষ। বি. **~পথ**—(জ্যোতি.) শুভ্রমেঘাকার নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ, আকাশগঙ্গা, যমের জাঙ্গাল। বি. **~বাজি,** (বর্জি.) **বাজী**—ছায়া দেখাইয়া খেলা; ভেলকিবাজি; ছায়ার খেলা; ম্যাজিক লণ্ঠন। বি. **~মণ্ডপ**—চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান; ছাঁদনাতলা। বিণ. **~ময়**—ছায়ায় ভরা বা ছায়ায় ঢাকা (ছায়াময় বটবৃক্ষ, ছায়ায় গঠিত অর্থাৎ ভুতুড়ে ছায়াময় শরীর বা রূপ)। ক্রি **~মাড়ানো**—প্রতিবিম্ব স্পর্শ করা, কোনপ্রকার সংস্রবে থাকা (তোর ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়)। বি. **~মূর্তি**—অশরীরী বা বায়বীয় মূর্তি। বি. **~সুত**—শনি।

ছার—(১) বি. ক্ষার, ভস্ম ('রাগ দেষ মোহ লইআ ছার': চর্যা.); ধ্বংসাবশেষ ('এক ভস্ম আর ছার'); তুচ্ছ বা নগণ্য লোক (আমরা কোন্ ছার); অসার বস্তু (এ কি ছার)। (২) বিণ. অধম, হেয়; তুচ্ছ, নগণ্য; উৎসন্ন; অসার। [সং. ক্ষার]। বি. বিণ. **~কপালে**—হতভাগা। বিণ. (স্ত্রী.) **~কপালী**। **~খার**—(১) বি. সর্বনাশ,

অধঃপাত। (২) বিণ. ভস্মতুল্য সারহীন, ধ্বংসীভূত, উৎসন্ন (ছারখার হওয়া)।

ছারপোকা—বি. মৎকুণ, শয্যাকীট। [দেশী]।

ছাল—বি. ত্বক্‌, চামড়ার পাতলা স্তর; চামড়া ('পিঠের ছাল তুলে নেবে'); খোসা, বল্কল (গাছের ছাল)। [সং. ছল্লি]। বি. ~**ট**—গাছের ছাল, বাকল। বি. ~**টি**—শণ, তিসি প্রভৃতির ছালের সুতায় বোনা কাপড়।

ছালন—**সালন**-এর রূপভেদ।

ছালা১—বি. থলিয়া, বস্তা। [তু. হি. থৈলা, থৈলিয়া]।

ছালা২—(১) ক্রি. (প্রাদে.) ছাল তোলা বা উঠা (পাঁঠা ছালা, গা ছালিয়া যাওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √ছাল্‌+আ]।

ছালুন—**ছালন**-এর রূপভেদ।

ছি, ছ্যা—অব্য. ঘৃণা নিন্দা লজ্জা প্রভৃতি প্রকাশক শব্দ। বি. **ছি-ছি, ছ্যা-ছ্যা**—ধিক্কার, নিন্দা। ক্রি. **ছি-ছি করা**—ধিক্কার দেওয়া, নিন্দা করা, ঘৃণা করা।

ছিঁচকা১, (কথ্য) **ছিঁচকে**১—বি. হুঁকার নলিচা প্রভৃতি সাফ করিবার জন্য লোহার সরু শিক বা শলাকা। [ফা. শিকচা]।

ছিঁচকা২, (কথ্য) **ছিঁচকে**২—বিণ. সামান্য বস্তু চুরি করে এমন, হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই চুরি করে এমন (ছিঁচকে চোর)। [দেশী—তু. হি. উচকা]।

ছিঁচকাঁদুনে—বিণ. ছুঁইলেই কাঁদে এমন, অল্পেই কাঁদে এমন। [দেশী]। বিণ. (স্ত্রী.) ~**কাঁদুনী**।

ছিঁড়া, ছেঁড়া—(১) ক্রি. ছিন্ন করা বা হওয়া, বিদীর্ণ করা বা হওয়া (কাপড় ছিঁড়েছি; ছিঁড়ল কেন?); তোলা বা উপড়ান (ফুল ছেঁড়া, চুল ছেঁড়া); পৃথক্‌ করা অথবা হওয়া, খসান বা খসা (চুল ছেঁড়া; মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে); ছানা কাটা (দুধটা ছিঁড়ে গেছে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. বাজে, তুচ্ছ (ছেঁড়া কাজ বা কথা); ছিন্ন, বিদীর্ণ; উৎপাটিত; ছানা কাটা (ছেঁড়া দুধ)। [সং. √ছিদ্‌+বাং. আ]। বিণ. ~**খোঁড়া**—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন (ছেঁড়াখোঁড়া বইখানা)। বি. ~**ছিঁড়ি**—বারংবার ছেঁড়া; পরস্পর আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করা; উৎকট বিবাদ। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা ছিন্ন বা বিদীর্ণ করানো; অপরের দ্বারা উপড়ানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ছিকা—**শিকা**-র অমা. রূপ।

ছিচকা, ছিচকে—যথাক্রমে **ছিঁচকা**১,২ ও **ছিঁচকে**১,২-এর রূপভেদ।

ছিট১—বি. ফোঁটা, বিন্দু, ছিটা (কালির ছিট, জলের ছিট); ছাপযুক্ত রঙিন কাপড় (ছিটের শার্ট, বিলাতি ছিট); অস্পষ্ট লক্ষণ, আভাস (পাগলামির ছিট); ঈষৎ পাগলামি, বাতিক (ছিটগ্রস্ত)। [সং. চিত্র—তু. হি. ছিট]।

ছিট২—(১) বি. খণ্ড, টুকরা। (২) বিণ. বিচ্ছিন্ন (ছিটমহল)। **ছিট জমি**—ভিন্ন মৌজার জমি। [তু. **ছিট**১]।

ছিটকা—ক্রি. নিক্ষিপ্ত হওয়া। [?—তু. হি. √ছীট, সং. √ক্ষিপ্‌]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. ছিটান (কালি ছিটকান); ঠিকরান, বেগে নিক্ষিপ্ত হওয়া (ছিটকাইয়া উঠা বা পড়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ছিটকানি১—বি. ছিটকাইয়া-পড়া তরল পদার্থ। [**ছিটকা** দ্র:]।

ছিটকিনি, (বিরল) **ছিটকানি**২—বি. দরজা-জানালা প্রভৃতি বন্ধ করার ক্ষুদ্র হুক বা হুড়কাবিশেষ। [হি. সিটকিনী]।

ছিটা, ছিটে—(১) বি. নিক্ষিপ্ত কণিকা, ছাট (জলের ছিটা); বিন্দু, ফোঁটা (একছিটে চিনি); বন্দুকের ছটরা (ছিটেগুলি); আফিম-গুলিতে প্রস্তুত মাদক। (২) ক্রি. ছিটান; ফোঁটায় ফোঁটায় ছড়াইয়া পড়া বা ঝরা (কলমটা থেকে কালি ছিটছে)। [তু. হি. √ছীট্‌, সং. ক্ষিপ্‌]। বি. ~**ছিটি**—পরস্পরের প্রতি ছিটান। ~**ন**, ~**নো** (১) ক্রি. ছড়া দেওয়া; বিন্দু বিন্দু করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া বা নিক্ষেপ করা, সিঞ্চন করা, ছড়ানো (জল ছিটানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। ~**ফোঁটা**—(১) বি. দুই এক ফোঁটা, কণিকা-পরিমাণ দ্রব্য (ঘি-মাখনের ছিটে-ফোঁটা)। (২) বিণ. অত্যল্প পরিমাণ (ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি)। বি. ~**বেড়া**—মাটির প্রলেপযুক্ত বাঁখারির বেড়া। ক্রি. ~**বোনা**—পলিপড়া বা চর ভূমিতে চাষ না করিয়া কেবল বীজ ছড়াইয়া দেওয়া। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—ক্ষতস্থানে লবণ প্রয়োগ করিয়া যন্ত্রণা বৃদ্ধিকরণ।

ছিতরা, ছিতরান (**নো**)—যথাক্রমে **ছাতরা** ও **ছাতরান**-র রূপভেদ।

ছিদাম—কৃষ্ণসখা **শ্রীদাম**-এর নামের বিকৃত রূপ।

ছিদ্যমান—বিণ. ছেদিত হইতেছে এমন। [সং. √ছিদ্‌+মান (শানচ্‌)-(র্ম)]।

ছিদ্র—বি. ছেঁদা, ফুটো; দোষ, ত্রুটি (পরের ছিদ্র খোঁজা); চক্ষুকর্ণাদি দেহস্থ বিবর (নবচ্ছিদ্র দেহ)। [সং. √ছিদ্‌+র (র্ম)]। বিণ. ~**দর্শী** (-র্শিন্‌)—পরের দোষদর্শী। বি. **ছিদ্রানুসন্ধান, ছিদ্রান্বেষণ**—পরের দোষ-ত্রুটির খোঁজখবর। বিণ. **ছিদ্রানুসন্ধায়ী** (-য়িন্‌), **ছিদ্রান্বেষী** (-ষিন্‌)—পরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানে অভ্যস্ত। বিণ. **ছিদ্রিত**—ছিদ্রযুক্ত; বিদ্ধ, ছিদ্র করা হইয়াছে এমন।

ছিনা১, **ছিনে**—বি. শীর্ণ (ছিনা গড়ন)। [সং. ক্ষীণ]। বি. ~**জোঁক**—সরু জোঁকবিশেষ যাহাতে ধরিলে সহজে ছাড়ে না; (আল.) ঐ জোঁকের ন্যায় নাছোড়বান্দা লোক।

ছিনা২—বি. বুকের পাটা বা বিস্তার, ছাতি, বক্ষঃস্থল। [ফা. সীনা]।

ছিনা৩, **ছিনানো**—ক্রি. ছিনাইয়া বা কাড়িয়া লওয়া (টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে)। [বাং. √ছিনা; তু. হি. √ছীন>সং. ছিন্ন]। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **ছিনতাই**—ছিনিয়া লওয়া বা বলপ্রয়োগ করিয়া কাড়িয়া লওয়ার কাজ (আজকাল চুরি-ছিনতাই খুব বেড়েছে)।

ছিনাল—বি. ভ্রষ্টা রমণী, কুলটা; ব্যভিচারিণী স্ত্রী। [সং. ছিন্না>প্রা. ছিন্নাল]। বি. **ছিনালি**; (বর্জি.) **ছিনালী**

—প্রস্থা নারীর চাতুরি বা হাবভাব অথবা মিথ্যা প্রণয় মান-অভিমান প্রভৃতির ভান।
ছিনিমিনি—বি. জলে খোলামকুচি ভাসাইয়া ক্রীড়া-বিশেষ ; (আল.) বেহিসাবি খরচ, অপচয় (টাকার ছিনি-মিনি)। [দেশী]।
ছিন্ন—বিণ. ছিঁড়িয়াছে বা ছেঁড়া হইয়াছে এমন (ছিন্ন বস্ত্র, ছিন্ন কেশ) ; ছেদিত, কর্তিত (ছিন্ন বৃক্ষ) ; উৎপাটিত (ছিন্ন মূল) ; সংযোগ-ভ্রষ্ট, বিচ্যুত, দূরীকৃত, নিরাকৃত (ছিন্নসংশয়)। [সং. √ছিদ্+ত (র্ম)]। **ছিন্না**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) **ছিন্ন**-র সকল অর্থে। (২) বি. বেশ্যা। বিণ. **~দ্বৈধ**—দ্বিধামুক্ত। বিণ. **~পক্ষ**—ডানা কাটা গিয়াছে এমন। বিণ. **~বিচ্ছিন্ন, ~ভিন্ন**—লণ্ডভণ্ড। বিণ. **~মস্তক**—মস্তকহীন, স্কন্ধকাটা। বি. (স্ত্রী.) **~মস্তা**—দশ-মহাবিদ্যার একটি রূপ।
ছিন্নি—**শিরনি**-র কথ্য রূপ।
ছিপ১—বি. দ্রুতগামী লম্বাটে নৌকাবিশেষ। [সং. ক্ষিপ্র]।
ছিপ২—বি. বাঁশের কঞ্চি হইতে প্রস্তুত মাছ ধরিবার লম্বা দণ্ডবিশেষ, যাহার সহিত বঁড়শির সুতা বাঁধা হয় (ছিপ ফেলা)। [দেশী]।
ছিপছিপে—বিণ. কৃশ ও লম্বা। [দেশী]।
ছিপা—ক্রি. ছিপান। [হি. ছিপ্‌না—তু. সং. ক্ষিপ্র]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. লুকানো, লুকাইয়া থাকা ; লুকাইয়া রাখা, গোপন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।
ছিপি—বি. সোলা কাঁচ প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত গোঁজ-বিশেষ, যাহাদ্বারা শিশি বোতল প্রভৃতির মুখের ছিদ্র রোধ করা হয়, cork। [তু. হি. ছিপ্না (=লুকাইয়া বা ঢাকিয়া রাখা)]।
ছিবড়া, (কথ্য.) ছিবড়ে, ছিবে—পদার্থের রস বাহির করিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, শিটা। [দেশী]।
ছিম—**শিম**-এর প্রাদে. রূপ।
ছিমছাম—বিণ. পরিপাটী, শোভন। [দেশী]।
ছিয়াত্তর—বি. বিণ. ৭৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্‌-সপ্ততি]। **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর**—১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলা-দেশে সংঘটিত প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ।
ছিয়ানব্বই, ছিয়ানব্ব্‌ই—বি. বিণ. ৯৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষন্নবতি]।
ছিয়াশি, (বর্জি.) ছিয়াশী—বি. বিণ. ৮৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষড়শীতি]।
ছিয়ে—অব্য. (ব্রজ.) ছি, ধিক্ ('ছিয়ে ছিয়ে রাধা' : রবীন্দ্র)।
ছিরি—বি. শ্রী, কান্তি, রূপ ; ধরন (কথার ছিরি) ; বিবাহাদি শুভকার্যের জন্য রঙিন পিঠালি দিয়া গড়া চূড়া-কার মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ। [সং. শ্রী]। বি. **~ছাঁদ**—লাবণ্য ও গঠন।
ছিল—**আছ্**-ধাতুর অতীতকালে প্রথম পুরুষের রূপ।
ছিলকা, (কথ্য.) ছিলকে—বি. গাছের ছালের টুকরা ; বল্কল, ত্বক্, খোসা। [সং. ছল্লি]।
ছিলম—**ছিলিম**-এর রূপভেদ।
ছিলা—বি. ধনুকের গুণ, জ্যা ; বস্ত্রাদির প্রান্তভাগস্থ ঝালরের মত সুতা। [সং. ছল্লি]।
ছিলাম—**আছ্**-ধাতুর অতীতকালে উত্তম পুরুষের রূপ।
ছিলিম—বি. তামাকের কলকে ; এককলকে তামাক। [ফা. চিলম্]। বি. **~চি**—হুঁকার যে অংশে কলকে বসান হয় ; হাত ধুইবার ধাতুনির্মিত পাত্র।
ছিলে—**আছ্**-ধাতুর অতীতকালে মধ্যম পুরুষের রূপ।
ছিলেন—**আছ্**-ধাতুর অতীতকালে সম্ভ্রমার্থে মধ্যম ও প্রথম পুরুষের রূপ।
ছিষ্টি, ছুঁচ, ছুঁচল (লো)—যথাক্রমে **সৃষ্টি, সুচ** ও **ছুঁচাল**-র কথ্য রূপ।
ছুঁচা, ছুঁচো—বি. গন্ধমূষিক, ইঁদুরজাতীয় প্রাণি-বিশেষ ; (আল.) ঘৃণ্য লোক। [সং. ছুছুন্দরী]। বি. **~বাজি, ~বাজী**—ছুঁচোর ন্যায় বেগে ছুটিয়া যায় এমন আতসবাজিবিশেষ। **ছুঁচোর কেত্তন**—ছুঁচোর ন্যায় বিরক্তিকর চেঁচামেচি ; নিরন্তর কলহ। **ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করা**—নীচ বা হীন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার ফলে কোন প্রকৃত লাভের পরিবর্তে কেবল নিজের বদনাম কুড়ান। **বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন**—**কোঁচা** দ্রঃ।
ছুঁচাল—বিণ. সুচের ন্যায় সরু ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট, সুচাল। [বাং. ছুঁচ (<সং. সূচি)+আল]।
ছুঁচিবাই—বি. অশুচি হইবার ভয় এবং শুচিতা-রক্ষার জন্য বাড়াবাড়ি, এই প্রকার বাতিক বা বায়ুরোগ ; শুচিবায়ু। [বাই দ্রঃ]। [>শুচিবায়ু]।
ছুঁড়া—**ছুড়া**-র চলিত রূপ।
ছুঁড়ী, ছুঁড়ি—বি. (সাধারণতঃ তুচ্ছার্থে) নবযুবতী, কিশোরী, বালিকা, ছুকরী। [সং. ছমণ্ডী]। বি.(পুং) **ছোঁড়া**। **ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে**—যথোচিত প্রস্তুতির পূর্বে হঠাৎ কোন গুরুতর বা চেষ্টাসাধ্য কাজ করিবার আহ্বান।
ছুঁৎ, ছুঁত—বি. স্পর্শ ; স্পর্শদোষ ; অশৌচ ; খুঁত। [হি. ছুত<সং. √ছুপ্]। বি. **~মার্গ**—তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে দোষ হয় : এই মত ; ছোঁয়াছুঁয়ি-বিচার।
ছুঁয়া, ছোঁয়া—(১) ক্রি. স্পর্শ করা (ময়লা ছুঁয়েছি)। (২) বি. স্পর্শ (ছোঁয়া লেগেছে)। (৩) বিণ. স্পৃষ্ট (পাপে ছোঁয়া মন) ; ছুঁইয়াছে বা ঠেকিয়াছে এমন, স্পর্শী (আকাশ-ছোঁয়া)। [সং. √ছুপ্+বাং. আ]। বি. **~চ**—হানিকর সংস্পর্শ ; স্পর্শদোষ। বিণ. **~চে**—স্পর্শ করিলেই সংক্রামিত হয় এমন (ছোঁয়াচে রোগ)। বি. **~ছুঁয়ি**—পরস্পর স্পর্শ ; বারংবার স্পর্শদোষ। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. স্পর্শ করানো, ঠেকানো (অশি. একটা টাকাও ছোঁয়ালেন না)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~লেপা**—অস্পৃশ্য বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সংস্পর্শ ; স্পর্শদোষ।
ছুকরী, ছুকরি—বি. ছুঁড়ী, নবযুবতী, কিশোরী,

বালিকা। [হি.—ছোকরা দ্রঃ]। বি. (পুং.) ছোকরা দ্রঃ।

ছুছুন্দরী—বি.(স্ত্রী.) গন্ধমূষিক, ছুঁচো। [সং.]।

ছুট১—সুট-এর কথ্য রূপ।

ছুট২—বি. চুল বাঁধার দড়ি ; পরিধেয় বস্ত্র (দোছুট)। [সং. সূত্র]।

ছুট৩—বি. ফাঁক, অবসর, মুক্তি (ছুট পাওয়া)। [বাং ছুটি]।

ছুট৪—বি. ছাঁট, বাদ-দেওয়া অংশ (ছুটের পরিমাণ, কথার ছুট), বাদ, ছাড় (ছুট যাওয়া) ; দৌড় (ছুট দেওয়া, এক ছুটে ইস্কুলে যাও)। [ছাঁট ও ছুটা দ্রঃ]।

ছুটকা, ছুটকো—বিণ. হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে এমন, সহসা আগত ; নগণ্য (ছুটকো কাজ, ছুটকো খরিদ-দার)। [বাং. ছুট+ক+আ]। বিণ. ~**ছাটকা**—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; গণনার বহির্ভূত।

ছুটা, ছোটা—(১) ক্রি. দৌড়ান ; বেগে চলা বা প্রবাহিত হওয়া (গাড়ি ছুটেছে, বাতাস ছুটেছে) ; প্রবলভাবে নির্গত হওয়া (রক্ত ছুটছে) ; বেগে বর্ষিত হওয়া ('ভোর হতে আজ বাদল ছুটেছে' : রবীন্দ্র) ; দূর হওয়া (মায়া-মোহ ছুটিয়া যাওয়া, নেশা ছোটা) ; ছিঁড়িয়া বা টুটিয়া যাওয়া (বাঁধন ছোটা) ; ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া যাওয়া (খিল ছুটে গেল) ; লোপ পাওয়া (রঙ্ ছুটে যাবে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. ছুট<সং. ক্ষিপ্ত—তু. হি. √ছুট]। বি. ~**ছুটি**—দৌড়াদৌড়ি ; ব্যস্ততা। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. ধাবিত করান (কুকুরটাকে ছুটিয়ে আন) ; বেগে প্রবাহিত বা নির্গত করান ; বন্ধনহীন করা (মুখ ছুটানো), ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া ফেলা ; বিচ্ছিন্ন করা ; দূর করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ছুটি—বি. অবসর, অবকাশ, ফুরসৎ ; দৈনিক কর্মের অবসান (কারখানার ছুটি), কিছুক্ষণ বা দিনের জন্য দৈনিক কর্মে বিরতি (আজ স্কুলের ছুটি) ; কর্ম হইতে কিছুকালের জন্য অবসর (বড়বাবু একমাসের জন্য ছুটি লইয়াছেন) ; কর্ম হইতে স্থায়ী অবসর, বিদায় ; নিষ্কৃতি, মুক্তি, খালাস (কয়েদী ছুটি পাইল)। [ছুটা দ্রঃ—তু. হি. ছুটী]।

ছুটোছুটি—ছুটাছুটি-র কথ্য রূপ।

ছুড়া, ছোড়া, ছোঁড়া—(১) ক্রি. নিক্ষেপ করা (ঢিল ছুড়ছে) ; সঞ্চালন করা (হাত-পা ছোঁড়া) ; দাগা (বন্দুক ছোঁড়া)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. নিক্ষিপ্ত। [সং. √ক্ষিপ্]। বি. ~**ছুঁড়ি**—ক্রমাগত ছোঁড়া, পরস্পরের প্রতি ছোঁড়া। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. নিক্ষেপ করান ; দাগান। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে।

ছুত১, ছুৎ—ছুঁৎ-এর রূপভেদ।

ছুতা, ছুতো—বি. সামান্য ত্রুটি বা খুঁত (ছুতা ধরা) ; ছল, অছিলা (ছুতা করা, রোগের ছুতায়) ; সামান্য হেতু, উপলক্ষ (ছুতা পাওয়া)। [সং. সূত্র]। বি. ~**নাতা, ছলছুতা**—কোন একটা অছিলা ; সামান্য ত্রুটি।

ছুতার, ছুতোর—বি. সূত্রধর, কাঠের মিস্ত্রী, হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. সূত্রধর]।

ছুপা, ছোপা—ক্রি. ছোপ ধরানো : রঙ করা (শাড়ি-খানা ছুপিয়ে নিয়েছি)। [বাং. √ছোপা]। ~**ন, ~নো** (১) ক্রি. রঞ্জিত করা। (২) বি. রঞ্জন। (৩) বিণ. রঞ্জিত (লাল রঙে ছোপানো)।

ছুবলা, ছোবলা—ক্রি. ছুবলান। [বাং. ছোবল+আ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. ছোবল মারা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [ছোবল দ্রঃ]।

ছুবা, ছুবান (নো), ছুরত (২)—যথাক্রমে ছুপা ছুপান ও সুরত২-এর রূপভেদ।

ছুবা, ছুবানো—ক্রি. স্পর্শ করানো, লেলাইয়া দেওয়া। [<'ছু-ছো' ধ্বনি]।

ছুরি—বি. ক্ষুদ্র ছোরা, চাকু। [সং. ছুরী, ছুরিকা]। **গলায় ছুরি দেওয়া**—গলা কাটিয়া ফেলা : (আল.) অত্যন্ত ঠকান।

ছুরিকা—বি. ছুরি ; ক্ষুদ্র ছোরা। [সং.]।

ছুরিত—বিণ. লিপ্ত ; জড়িত ; খচিত, শোভিত ; পরি-ব্যাপ্ত। [সং. √ছুর্+ত (র্ম)]। [তু. বিচ্ছুরিত]।

ছুলা, ছোলা—(১) ক্রি. ছাল বা খোসা ছাড়ান (নারিকেল ছুলিয়া রাখ) ; চাঁচা, পরিষ্কার করা (জিভ ছোলা)। (২) বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √ছোল<সং. √তক্ষ্]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা খোসা বা ছাল ছাড়ান ; চাঁচান, পরিষ্কার করান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ছুলি, (বর্জি.) **ছুলী**—বি. চর্মরোগবিশেষ। [সং. ছল্লি]।

ছে—বি. খণ্ড, ছিন্ন অংশ (কাঠের ছে) ; বিরাম, ছেদ। বি. **ছে-কাঠ**—ঢেঁকির মুষল। [সং. ছেদ]।

ছেঁক১—সেক-এর প্রাদে. রূপ।

ছেঁক২—অব্য. সহসা তপ্ত তৈলে কিছু পড়ার বা তপ্ত কিছুতে জল পড়ার শব্দ। অব্য. ~**ছেঁক**—ক্রমাগত ছেঁক শব্দ ; বেশ কিছু তাপ-প্রকাশক (গা ছেঁকছেঁক করছে)। [ধ্বন্যাত্মক শব্দ]।

ছেঁকা১—বি. তপ্ত বস্তুর দাহজনক স্পর্শ (ছেঁকা লাগা বা দেওয়া)। [ছেক দ্রঃ]।

ছেঁকা২—(১) ক্রি. অল্প তেলে বা ঘিয়ে ভাজা, সাঁতলান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সেকা দ্রঃ]।

ছেঁচকি—বি. বিভিন্ন তরকারি তেলে সাঁতলাইয়া লইয়া অল্প জলে সিদ্ধ-করা ব্যঞ্জনবিশেষ। [দেশী]।

ছেঁচড়, ছেঁচড়া১—বিণ. প্রতারক ; নীচপ্রকৃতি ; দেনা পরিশোধ করিতে অনিচ্ছুক। [সং. ছিত্বর]।

ছেঁচড়া২—বি. মাছের কাঁটা তেল প্রভৃতির সহিত শাক-সবজির মিশ্রিত ব্যঞ্জন। [দেশী]।

ছেঁচড়া৩—ক্রি. ছেঁচড়ান। [হিঁচড়া দ্রঃ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. মাটির উপর দিয়া ঘষটাইয়া টানা, হেঁচড়ান (ছেঁচড়াইয়া নেওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ছেঁচা১—ক্রি. জল তুলিয়া ফেলা (নৌকার জল ছেঁচা, পুকুর ছেঁচা)। [সেচা দ্রঃ]।

ছেঁচা২—(১) ক্রি. খেঁতলান, পেষা (আদা ছেঁচা)। (২) বি. পেষণ ; পিষ্ট দ্রব্য। (৩) বিণ. পিষ্ট (ছেঁচা পান)।

[সং. √ছিদ্‌+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা পিষ্ট করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ছেঁচোড়—**ছেঁচড়**-এর বানানভেদ।

ছেঁড়া, ছেঁড়াছিঁড়ি, ছেঁড়ান (নো)—যথাক্রমে **ছিঁড়া ছিঁড়াছিঁড়ি** ও **ছিঁড়ান** দ্রঃ।

ছেঁদা—বি. ছিদ্র. ফুটা (কলসীর ছেঁদা)। [সং. ছিদ্র]।

ছেঁদে—অস-ক্রি. দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ('ছেঁদে ধরি গলে'); (কৌশলে) উত্থাপন করিয়া (কথা ছেঁদে)। [বাং. ছাঁদা]।

ছেঁদো—বিণ. কৌশলময়. কপট (ছেঁদো কথা)। [বাং. ছাঁদ (সং. ছন্দ)+উয়া>ও]।

ছেক১—বি. বিরাম (বৃষ্টি ছেক দিয়াছে)। [সং. ছেদ]।

ছেক২—বি. (অল.) পর্যায়ক্রমে উচ্চারিত ব্যঞ্জনযুক্ত অনুপ্রাসবিশেষ। [সং.]।

ছেকড়া, ছ্যাকড়া—বি. নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি। [সং. শকট]।—**ছক্কড়**-ও দ্রঃ।

ছেচল্লিশ—বি. বিণ. ৪৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্‌চত্বারিংশৎ]।

ছেত্তা (-ত্তৃ)—বিণ. ছেদনকারী. ছেদক। [সং. ছিদ্‌+তৃ (র্ত্তৃ)]।

ছেত্রী—**ক্ষেত্রী**-র কথ্য রূপ।

ছেদ—বি. ছেদন, বিচ্ছিন্নকরণ (শিরশ্ছেদ); বিরাম (বৃষ্টির ছেদ নাই); ভাগ. খণ্ড; অধ্যায়. পরিচ্ছেদ; দাঁড়ি কমা ইত্যাদি যতি বা বিরাম-চিহ্ন। [সং. √ছিদ্‌+অ (ভা. র্ম)]। বিণ. ~**ক**—ছেদনকারী। বি. ~**ন**—কর্তন, নাশন (বন্ধন-ছেদন)। বি. ~**নী**—ছেদনের অস্ত্র। বিণ. ~**নীয়, ছেদ্য**—ছেদনযোগ্য (অচ্ছেদ্য সম্পর্ক)। বিণ. **ছেদিত**—ছেদন করা হইয়াছে এমন, কর্তিত, খণ্ডিত।

ছেনাল, ছেনালি—যথাক্রমে **ছিনাল** ও **ছিনালি**-র কথ্য রূপ।

ছেনি, ছেনী—বি. ধাতু ও প্রস্তরাদি কাটিবার ক্ষুদ্র বাটালি। [সং. ছেদনিকা]।

ছেপ—বি. থুথু. নিষ্ঠীবন। [সং. √ক্ষিপ্‌]।

ছেপত, ছেপ্‌ত—বিণ. লিখিত; মোহরাঙ্কিত। [আ সব্‌ত্‌]।

ছেবলা—বিণ. লঘুপ্রকৃতি, বালকের ন্যায় চপল; বাচাল, প্রগল্‌ভ। [সং. চপল]। বি. ~**মি,** ~**ম,** ~**মো**—ছেবলা আচরণ বা স্বভাব।

ছেলিয়া—**ছেলে**-র প্রাদে. রূপ।

ছেলে—বি. বালক. শিশু (ছেলে-খেলা); পুত্র (রামের ছেলে); লোক, ব্যক্তি (মেয়েছেলে)। [বাং. ছাওয়াল, ছাবাল>পা. ছাব>সং. শাবক]। বি. **বেটাছেলে**—পুরুষ। বি. **মেয়েছেলে**—স্ত্রীলোক। বি. ~**খেলা**—বাল্যক্রীড়া; মূল্যহীন অনুষ্ঠান, যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়া কর্তব্য সম্পাদন। বি. ~**ছোকরা**—অপকবুদ্ধি যুবক, কিশোর, বালক। বি. ~**ধরা**—যে ব্যক্তি অসদুদ্দেশ্যে বালকবালিকাদের অপহরণ করে; জুজু। বি. ~**পিলে,** ~**পুলে**—ছোট ছেলেমেয়ে; সন্তানসন্ততি। বি.~**বেলা**—শৈশব, বাল্যকাল। বিণ. ~**ভুলানো**—যাহাতে কেবল শিশুরাই আকৃষ্ট হয় (ছেলেভুলানো ছড়া. গল্প)। বিণ. ~**মানুষ**—অল্পবয়স্ক; অপরিণতবুদ্ধি। বি. ~**মানুষি,** ~**মি,** (কথ্য) ~**ম,** ~**মো**—বালসুলভ আচরণ। বিণ. ~**মানুষী,** ~**মি,** ~**মী**—বালসুলভ; নির্বুদ্ধি (ছেলেমানুষী কথা)। বি. ~**মেয়ে**—বালক-বালিকা; সন্তানসন্ততি।

ছেষট্টি—বি. বিণ. ৬৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্‌ষষ্টি]।

ছৈ—**ছই**-এর বানানভেদ।

ছোঁ—বি. কাক চিল ইত্যাদির হঠাৎ ঠোঁট দিয়া আক্রমণ, কামড় বা ছোবল (ছোঁ মারা, ছোঁ দেওয়া)। [সং. ছুপ্‌]।

ছোঁকছোঁক—অব্য. ঘ্রাণ লইবার কালে নাসিকার শব্দ-সূচক: লোলুপতার জন্য চাঞ্চল্য-প্রকাশক (খাওয়ার জন্য ছোঁকছোঁক করা)।

ছোঁকা—বি. ছকা, ঘিয়ে সাঁতলান বিবিধ তরকারির ব্যঞ্জনবিশেষ। [**ছেঁকা২** দ্রঃ]

ছোঁচা১—বিণ. অত্যন্ত খাদ্যলোভী, আত্মসম্মানহীন, প্রতারক। [<সং. সূচক (=দুর্জন)]।

ছোঁচা২, ছোঁচান (নো)—ক্রি. মলত্যাগের পর জল-শৌচ করা। [>সং. শৌচ]।

ছোঁড়া১—বি. (অনাদরে) ছোকরা, বালক, কিশোর। [>ছেমড়া (পূর্ববঙ্গে প্রচ)>সং. ছমণ্ড]। বি. (স্ত্রী.) **ছুঁড়ী** দ্রঃ।

ছোঁড়া২, ছোঁড়াছুঁড়ি, ছোঁড়ান (নো), ছোঁয়া, ছোঁয়াছুঁয়ি, ছোঁয়ান (নো), ছোঁয়ালেপা—যথাক্রমে **ছুড়া ছুড়াছুড়ি ছুড়ান ছুঁয়া ছুঁয়াছুঁয়ি ছুঁয়ান** ও **ছুঁয়ালেপা**-র চলিত রূপ।

ছোকরা—(১) বি. নবযুবক; বালক; কিশোর; ছোঁড়া; বালকভৃত্য। (২) বিণ. অপরিণতবয়স্ক (ছোকরা চাকর)। [দেশী]। বি. (স্ত্রী.) **ছুকরী** দ্রঃ।

ছোট—বিণ ক্ষুদ্র. খর্ব (ছোট আকার); হীন, নীচ, হেয় (ছোট নজর. ছোট কাজ. ছোট লোক); কনিষ্ঠ (ছোট ভাই, ছোটদাদা>ছোড়দা); সমাজে অবনত (ছোট জাত); ক্ষমতায়, পদে বা মর্যাদায় নিম্নতর (ছোট সাহেব, ছোট আদালত); অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক (তোমার ছোট); বিনীত. নম্র ('বড় যদি হতে চাও. ছোট হও তবে'); সঙ্কুচিত (মুখ ছোট হওয়া); মর্যাদায় হীন (ছোট করা)। [সং. ক্ষুদ্র]। বিণ. ~**খাট,** ~**খাটো**—স্বল্পায়তন (ছোটখাট ঘর); সংক্ষিপ্ত (ছোটখাট গল্প)। বি. ~**লোক**—নীচপ্রকৃতির লোক; অভদ্র লোক; অবনত সমাজের লোক। **ছোট হাজরি**—**হাজরি** দ্রঃ।

ছোটা১, ছোটাছুটি, ছোটান (নো)—যথাক্রমে **ছুটা ছুটাছুটি** ও **ছুটান**-র চলিত রূপ।

ছোটা২—বি. শুষ্ক তৃণ কলার বাসনা ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত বোঝা বাঁধিবার দড়ি। [সং. সূত্র ?]।

ছোট্ট—বিণ. (সাধারণতঃ আদরার্থে) অতি ক্ষুদ্র, হ্রস্ব বা সামান্য। [বাং. ছোট]।

ছোড়—(১) বি. ছাড়াছাড়ি. পরিত্যাগ. বর্জন (নাছোড়)। (২) বিণ. পৃথক্‌, বিচ্ছিন্ন (ছোড় হওয়া)। [বাং. √ছোড়্‌ (সং. √ছুর)+অ (ভা. র্ম)]। ক্রি. ~**ই**—(ব্রজ.) ত্যাগ করে, ছাড়ে। বি. ~**ন**—পরিত্যাগ. বর্জন (আর ছোড়ন

নেই)। ক্রি. ~ব—(ব্রজ.) ছাড়িবে ('অবহি ছোড়ব মোহি' : বিদ্যা.)। ক্রি. ~বি—(ব্রজ.) ছাড়িবি ('দয়া জনু ছোড়বি মোয়' : বিদ্যা.)। বিণ. ~ভঙ্গ—বিশৃঙ্খল, দল হইতে ছাড়াছাড়ি, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। [সং. ছত্রভঙ্গ > ছড়ভঙ্গ]।

ছোড়া, ছোড়াছুড়ি, ছোড়ান (মৌ)—যথাক্রমে **ছুড়া ছুড়াছুড়ি** ও **ছুড়ান**-র চলিত রূপ।

ছোপ—বি. ছাপ, দাগ (ছোপ ধরা বা লাগা) ; প্রলেপ (রঙের ছোপ)। [বাং. √ছুপ্ + অ]।

ছোপা, ছোপান (মৌ)—যথাক্রমে **ছুপা** ও **ছুপান**-র চলিত রূপ।

ছোবড়া—বি. ফলের বাহিরের অসার অংশ ; নারিকেলাদির খোসা। [দেশী]।

ছোবল—বি. নখ বা দাঁত দিয়া হঠাৎ আক্রমণ, সাপের কামড়, খাবল। [সং. কবল]। ক্রি. **ছোবল খাওয়া**—নখ বা দাঁত দ্বারা বিদ্ধ হওয়া ; (সাপের) কামড় খাওয়া। ক্রি. **ছোবল দেওয়া, ছোবল মারা**—নখ বা দাঁত দিয়া বিদ্ধ করা, খাবল দেওয়া।

ছোবলা, ছোবলান (মৌ), **ছোবা, ছোবান** (মৌ), **ছোয়ারা**—যথাক্রমে **ছুবলা ছুবলান ছুপা ছুপান** ও **ছোহারা**-র চলিত রূপ।

ছোরা—বি. বৃহদাকার ছুরি। [দেশী]।

ছোলঙ্গ—বি. (প্রাদে.) বাতাবিলেবু। [দেশী]।

ছোলদারি—বি. (প্রধানতঃ সৈন্যদের) ত্রিকোণ তাঁবু-বিশেষ। [ইং. soldier ?]।

ছোলা১—বি. চণক, চানা, বুট। [সং. চণক > হি. চনা]।

ছোলা২, ছোলান (মৌ), **ছোলে, ছোলেনামা**—যথাক্রমে **ছুলা ছুলান সোলে** ও **সোলেনামা**-র চলিত রূপ।

ছোহারা—বি. শুষ্ক খেজুর, খুর্মা। [হি. ছুহারা]।

ছ্যা—ছি দ্রঃ।

ছ্যাঁক, ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচোড়, ছ্যাঁচড়া—যথাক্রমে **ছেঁক ছেঁচড় ছেঁচোড়** ও **ছেঁচড়া**-র বানানভেদ।

ছ্যাতলা—**ছাতলা**-র রূপভেদ।

ছ্যাবলা—**ছেবলা**-র বানানভেদ।

জ

জ১—বাঙ্গালা বর্ণমালার অষ্টম ব্যঞ্জনবর্ণ।

জ২—বি. বিণ. সিকি-ইঞ্চি, সিকি-ইঞ্চি-পরিমাণ (তিন জ পেরেক)। [সং. যব]।

-জ৩—বিণ. (সমাসের উত্তরপদে) জাত, উৎপন্ন (জলজ, পঙ্কজ)। [সং. √জন্ + অ (র্তৃ)]।

জই—বি. যবজাতীয় শস্যবিশেষ। [সং. যবিকা]।

জউ, জৌ—বি. লাক্ষা, গালা। [সং. জতু]। বি. ~**ঘর, জৌঘর, জোহর, জহর**—জতুগৃহ, লাক্ষা-নির্মিত গৃহ।

জওজে—বিণ. (দলিলে) অমুকের পত্নী (জাহানারা খাতুন জওজে ইয়াকুব আলী)। [আ. যওজ]।

জওয়ান, জওয়াব, জওসন—যথাক্রমে **জোয়ান জবাব** ও **জসন**-এর রূপভেদ।

জং—বি. মরিচা, ধাতুমল। [ফা. জংগ্]।

জংলা, জংলী—**জঙ্গল** দ্রঃ।

জক—**যক**-এর বানানভেদ।

জখম—(১) বি. ক্ষত, ঘা ; আঘাত, চোট। (২) বিণ. আহত (জখম হওয়া)। [ফা.]। বিণ. **জখমী**—আহত, আঘাতপ্রাপ্ত ; জখমসংক্রান্ত, ঘায়েল।

জগ১—বি. ভুবন, বিশ্ব (জগজন, জগবন্ধু)। [সং. জগৎ]।

জগ২—বি. হাতলওয়ালা গাড়ুবিশেষ। [ইং. jug]।

জগজগ—অব্য. ঝক্‌মক্। বি. **জগজগা**—রাংতা, ঝক্‌ঝকে পাত।

জগজন—বি. (কাব্যে.) পৃথিবীর লোক, মানুষ। [বাং. জগ + জন]।

জগজ্জন—বি. পৃথিবীর লোক, মানুষ। [সং. জগৎ + জন]।

জগজ্জননী—বি. জগতের মাতা ; দুর্গাদেবী ; পরমেশ্বরী। [সং. জগৎ + জননী]।

জগজ্জয়ী—বিণ. পৃথিবী জয়কারী, বিশ্বজয়ী, দিগ্বিজয়ী। [সং. জগৎ + জয়ী]।

জগঝম্প—বি. জয়ঢাক ; প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। [হি.]।

জগত্তি—(অপ্র.) বি. জগৎকর্তা ; আদিদেব ধর্ম। [জগৎ দ্রঃ]।

জগতী—বি. (স্ত্রী). পৃথিবী (জগতী-তল) ; পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোক ; বৈদিক ছন্দোবিশেষ। [সং. জগৎ + ঈ]।

জগৎ—বি. পৃথিবী, ভুবন, বিশ্ব ; সমাজ (পশুজগৎ)। [সং. √গম্ + ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বি. ~**পতি**, ~**পাতা**, ~**পিতা**—পরমেশ্বর।

জগদম্বা—বি. পৃথিবীর মাতা ; দুর্গাদেবী ; পরমেশ্বরী। [সং. জগৎ + অম্বা]।

জগদীশ, জগদীশ্বর—বি. পরমেশ্বর। [সং. জগৎ + ঈশ, ঈশ্বর]।

জগদ্গুরু—বি. পৃথিবীর গুরু ; পরমেশ্বর। [সং. জগৎ + গুরু]।

জগদ্গৌরী—বি. সর্পাধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবীর নাম। [সং. জগৎ + গৌরী]।

জগদ্দল, জগদ্দল—(১) বিণ. পৃথিবী দলন করে এমন ; এমন গুরুভার যে নড়ান যায় না (যেন জগদ্দল পাথর বুকের উপর চেপে আছে)। (২) বি. সরানো যায় না, এমন গুরুভার পাথরবিশেষ। [সং. জগৎ + √দল্ + অ (র্তৃ)]।

জগদ্ধাত্রী—বি. পৃথিবীর ধাত্রী বা পালয়িত্রী ; দুর্গাদেবী ; পরমেশ্বরী। [সং. জগৎ + ধাত্রী]।

জগদ্বন্ধু—বি. পৃথিবীর বা সর্বজনের বন্ধু ; পরমেশ্বর। [সং. জগৎ + বন্ধু]।

জগদ্বাসী (-সিন্)—বিণ. বি. পৃথিবীর অধিবাসী। বিণ. বি. (স্ত্রী.)। **জগদ্বাসিনী**। [সং. জগৎ + √বস্ + ইন্ (র্তৃ)]।

জগন্নাথ—বি. পৃথিবীর প্রভু ; পরমেশ্বর ; বিষ্ণু ; শ্রীকৃষ্ণ ; পুরীর মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তি। বি. **~ক্ষেত্র**—পুরীধাম, জাতিবিচারহীন পুণ্যভূমি। [সং. জগৎ+নাথ]।

জগন্নিবাস—বি. যিনি পৃথিবীর বা সর্বজনের নিবাস, আশ্রয় অথবা আধার : বিষ্ণু ; শ্রীকৃষ্ণ ; ঈশ্বর। [সং. জগৎ+নিবাস]।

জগন্ময়—(১) বিণ. বিশ্বব্যাপক। (২) বি. পরমেশ্বর। [সং. জগৎ+ময়]। **জগন্ময়ী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) বিশ্বব্যাপিনী। (২) বি. (স্ত্রী.) বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিতা শক্তি ; আদ্যাশক্তি, পরমেশ্বরী।

জগন্মণ্ডল—বি. ভূমণ্ডল, পৃথিবী ; নিখিল সৃষ্টি। [সং. জগৎ+মণ্ডল]।

জগন্মাতা—বি. পৃথিবীর মাতা ; আদ্যা শক্তি, পরমেশ্বরী। [সং. জগৎ+মাতা]।

জগন্মোহন—বিণ. বি. পৃথিবীকে যে মুগ্ধ করে। [সং. জগৎ+মোহন]।

জগমোহন—(১) বিণ. পৃথিবী মুগ্ধ করে এমন। (২) বি. যে ব্যক্তি পৃথিবী মোহিত করে ; মন্দির ও নাট-মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থান ; পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে যে স্থান হইতে যাত্রীরা ঠাকুর দর্শন করে। [বাং. জগ-১+মোহন]।

জগাখিচুড়ি, জগাখিচুড়ী—বি. বিবিধ শাকসবজি সহযোগে রান্না-করা খিচুড়ি ; বিভিন্নপ্রকার বস্তুর সংমিশ্রণ। [সকল বস্তু-অর্থে জগৎ (>জগা)+খিচুড়ি]।

জগাতি—বি. শুল্ক আদায়কারী কর্মচারী ; বাধা, বিঘ্ন। [দেশী]।

জগ্ধ—বিণ. ভুক্ত, ভক্ষিত। [সং. √অদ্+ত (র্ম)]।

জঘন—বি. স্ত্রীলোকের নিতম্বের সম্মুখভাগ ; কোমর। [সং. √হন্+যঙ্ লুক্+অ]।

জঘন্য—বিণ. নোংরা, কদর্য ; ঘৃণিত, নীচ, হেয়। [সং. √জঘন+য]। বি. **~তা**।

জঙ, জঙ্গ১—**জং**-এর বানানভেদ।

জঙ্গ২—বি. যুদ্ধ। [ফা. জংগ্]। বি. **জঙ্গডিঙ্গা**—রণতরী। বিণ. **জঙ্গী**—যুদ্ধসংক্রান্ত (জঙ্গী বিমান) ; সামরিক যুদ্ধাজীব, যোদ্ধা ; রণকুশল, প্রকাণ্ড (জঙ্গী পালোয়ান) ; রণোন্মুখ ; মারমুখো (জঙ্গী মনোভাব)। বি. **জঙ্গীলাট**—**লাট** দ্রঃ।

জঙ্গম—বিণ. গতিশীল, শক্তিপূর্ণ, অস্থাবর ; প্রাণবিশিষ্ট। [সং. √গম্+যঙ্ লুক্+অ (র্তৃ)]।

জঙ্গল—বি. ছোট বা অগভীর বন ; বন, অরণ্য ; আগাছা (বাগানের জঙ্গল সাফ করা)। [সং.]। বিণ. **জঙ্গলা, জংলা**—বন্য। বিণ. **জঙ্গলী, জংলী**—বন্য, অসভ্য, বর্বর ; অমার্জিত।

জঙ্গাল—বি. বাঁধ, জাঙ্গাল। [সং.]।

জঙ্গী—**জঙ্গ** দ্রঃ।

জঙ্গুলে—বিণ. বন্য, অরণ্যজাত। [সং. জঙ্গল+বাং ইয়া>এ]।

জঙ্ঘা—বি. হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত দেহাংশ, জাং, ঠ্যাং। [সং. √হন্ (গত্যর্থে)+যঙ্ লুক্+অ (র্তৃ)+আ]।

জজ—বি. বিচারক, বিচারপতি। [ইং. judge]। বি. **জজিয়তি**—বিচারকের পেশা বা পদ। [বাং. জজ+(ইয়) তি]।

জঞ্জাল—বি. আবর্জনা, আগাছা ; (আল.) অবাঞ্ছিত বস্তু, ঝঞ্ঝাট, উপদ্রব (জঞ্জাল বাধান বা মেটান)। [হি.]।

জট—বি. জটা, বিশৃঙ্খলভাবে জড়ান ও চাপ-খাওয়া কেশরাশি (মাথায় জট পড়া) ; জড়ান বা তালগোল পাকান অবস্থা (জট বাঁধা) ; গাঁট (জট পাকান বা ছাড়ান) ; গাছের ঝুরি ; (মনোবি.) মনের জটিল গ্রন্থি। [সং. জটা]।

জটলা—বি. বহু লোকের একত্র জল্পনা, কোলাহল ; বহু লোকের সমাবেশ , একজাতীয় প্রাণী বা বস্তুর সমাবেশ ('ছোট ছোট দ্বীপের জটলা' : প্রেমেন্দ্র)। [>সং. জটিল]।

জটা—বি. বিশৃঙ্খলভাবে জড়ান বা চাপ-খাওয়া কেশরাশি, সংহত কেশ , (সিংহাদির) কেশর ; গাছের ঝুরি (তরুজটা)। [সং. √জট্ (=পরস্পর লগ্ন)+অ (র্তৃ)+আ]। বি. **~জাল, ~জূট**—জটারাশি, ঝুঁটি। **~ধর, ~ধারী**—(১) বিণ. মাথায় জটা আছে এমন। (২) বি. (জটাধারী বলিয়া) শিব। বি. **~মাংসী**—সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ। বিণ. **~ল**—জটাযুক্ত।

জটিবুড়ি, জটিবুড়ী—**জোটেবুড়ি**-র রূপভেদ।

জটিল—বিণ. জটাযুক্ত ; জট-পাকান, জড়ান (জটিল গ্রন্থি) ; গোলমেলে ; কঠিন ; সমাধান করা বা উত্তর দেওয়া শক্ত এমন (জটিল প্রশ্ন) ; দুর্বোধ। [সং. জটা+ইল]। **জটিলা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) **জটিল** অর্থে ; অনিষ্টকর কূটবুদ্ধিসম্পন্না ; কলহপরায়ণা ; বধূদের গঞ্জনাদাত্রী। (২) বি. রাধিকার শাশুড়ী।

জটী (-টিন্)—বিণ. জটাধারী, জটাবিশিষ্ট। [সং. জটা+ইন্]।

জটুল—**জড়ুল** দ্রঃ।

জটে, জটিয়া—বিণ. জটাবিশিষ্ট। [বাং. জট+ইয়া>এ]। বি. **~বুড়ী**—**জোটেবুড়ী**-র রূপভেদ।

জঠর—বি. উদর, পেট ; পাকস্থলী ; গর্ভ, জরায়ু। [সং. √জন্+অর (খি)]। বি. **~জ্বালা**—অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ। বি. **~যন্ত্রণা**—গর্ভধারণের কষ্ট ও প্রসব-বেদনা ; গর্ভে অবস্থানের কষ্ট ('দিবি পুনঃ জঠরযন্ত্রণা' : রা. প্র.)। বিণ. **~স্থ**—গর্ভে বা উদরে অবস্থিত। বি. **জঠরাগ্নি, জঠরানল**—তীব্র ক্ষুধা ; পরিপাকশক্তি ; পাকস্থলীর পাচক রস।

জড়১, জড়ো—বিণ. একত্র, একত্রীকৃত, একত্রীভূত (লোক জড়ো করা বা হওয়া)। [সং. √জট্]।

জড়২—বি. শিকড়, মূল ; মূল কারণ (রোগের জড়)। [সং. জটা ('মূলে লগ্নকচে জটা')]। ক্রি. **জড় মারা**—শিকড় তুলিয়া ফেলা , মূল বা মূল কারণ নষ্ট করা।

জড়৩—(১) বিণ. চেতনাবিহীন (জড় পদার্থ) ; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, পঞ্চভূতের দ্বারা সৃষ্ট, material (জড়-জগৎ, জড়-দেহ) ; চেষ্টারহিত, নিষ্ক্রিয় (জড় হইয়া থাকা) ; মূর্খ, অজ্ঞান। (২) বি. জ্ঞানশক্তিরহিত নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি ; মূর্খ বা সুখদুঃখবোধরহিত লোক ; অচেতন পদার্থ (মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ) ; ক্ষিতি, অপ্, ইত্যাদি পঞ্চভূত ;

বস্তুসমূহের মূল উপাদান (জড়ের তিন অবস্থা)। [সং. √জল্ (=ঘনীভূত হওয়া)+অ (র্তৃ)]। বিণ. ~ক্রিয়—দীর্ঘসূত্র। বি. ~তা, ~ত্ব—জড়ের ভাব, জাড্য; বুদ্ধি বা চৈতন্যের অভাব; আড়ষ্টতা (মনের জড়তা), অস্পষ্টতা (বাক্যের জড়তা); অস্বাচ্ছন্দ্য (শরীরের জড়তা); স্ফূর্তি-হীনতা; শিথিলতা; শৈত্য। বি. ~পদার্থ—অচেতন (প্রাকৃতিক) বস্তু (যেমন, পর্বত, মৃত্তিকা, জল)। বি. ~পিণ্ড—স্থূল বা পিণ্ডীভূত জড়পদার্থ। বি. ~পুত্তলি—প্রাণহীন পুতুল; (আল.) গতিশূন্য, আড়ষ্ট বা হতবুদ্ধি ব্যক্তি। বি. ~বাদ—জড়জগতের বাহিরে কিছুই নাই বা জড়প্রকৃতির বাহিরে কোন স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব নাই: এই দার্শনিক মত। বিণ. বি. ~বাদী (-দিন্)—জড়বাদে বিশ্বাসী। বিণ. ~বুদ্ধি—হাবাগবা। ~ভরত—(১) বি. চন্দ্রবংশীয় রাজা ভরত পরজন্মে জাতিস্মর ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্বজন্মে মোহবশে নিজের মোক্ষলাভের পথে যে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া জড়ত্ব অবলম্বন করিলে তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হয়; (আল.) জড়বুদ্ধি বা জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তি। (২) বিণ. অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয় (জড়ভরত হয়ে বসে থাকা), জবুথবু, নিশ্চল (শীতে জড়ভরত হওয়া)। বিণ. ~সড়—আড়ষ্ট; সঙ্কুচিত।

জড়া—(১) ক্রি. জড়ান। (২) বিণ. জড়ান। [সং. √জট্ +বাং. আ—তু. হি. √জড়]।

জড়াজড়ি—(১) বি. পরস্পর বেষ্টন বা আলিঙ্গন। (২) বিণ. পরস্পর আলিঙ্গিত (জড়াজড়ি অবস্থা)। [বাং. জড়া +জড়া+ই]।

জড়ান, জড়ানো—(১) ক্রি. আলিঙ্গন করা, জাপটানো (জড়াইয়া ধরা); বেষ্টিত করা (গলায় চাদর জড়ান); মোড়া, আবৃত করা (কাগজে জড়ান), গোটান (কম্বল জড়ান); পরস্পর মেশানো; লিপ্ত হওয়া (বিপদে বা মামলায় জড়িয়ে পড়া); অস্পষ্ট বা অবশ হওয়া (কথা জড়িয়ে যাওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং √জড়া+আন—তু. হি. জড়ানা]।

জড়ি—জাড়ি২-র চলিত রূপ।

জড়িত—বিণ. সংলগ্ন (শিকড় মাটির সঙ্গে জড়িত), সম্বন্ধ-যুক্ত (মামলায় জড়িত, ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত); ব্যাপৃত, লিপ্ত; খচিত (মণিমাণিক্যজড়িত); যুক্ত (লজ্জাজড়িত কণ্ঠ); অস্পষ্ট (জড়িত ভাষা)। [সং. √জড়া+ইত]।

জড়িমা (-মন্)—বি. জড়ত্ব, আড়ষ্টতা, নিশ্চেষ্টতা, আচ্ছন্ন-ভাব, ঘোর (স্বপ্ন-জড়িমা)। [সং. জড়+ইমন্]।

জড়ীভূত—বিণ. জড়তাপ্রাপ্ত; নিরুদ্যম; (বাং.) জড়িত, সমাচ্ছন্ন (ঋণজালে জড়ীভূত)। [সং. জড়+ঈ (চ্বি)+ √ভূ+ত (র্তৃ)]।

জড়ুল, (বিরল) **জড়ুর**—বি. গাত্রচর্মে তিলের চেয়ে বড় চিহ্নবিশেষ। [সং. জটুল]।

জড়ো—জড়১-এর বানানভেদ।

জড়োপাসক—বিণ. জড় প্রকৃতি অর্থাৎ নদী বৃক্ষ প্রভৃতি অচেতন পদার্থের উপাসনাকারী। [সং. জড়+উপাসক]। বি. **জড়োপাসনা**—জড়প্রকৃতির পূজা, Fetishism।

জড়োয়া—(১) বি. হীরা-মণি-মুক্তা-খচিত গহনা। (২) বিণ. হীরা-মণি-রত্নাদি-খচিত। [হি. জড়াবট, জড়াউ]।

জতু—বি. লাক্ষা, গালা (জতুগৃহ); আলতা। [সং. √জন্ +উ (র্তৃ)]। বি. ~ক—হিং, হিঙ্গু। বি. ~গৃহ—গালা দিয়া তৈয়ারী গৃহ (পাণ্ডবদের জীবন্ত দগ্ধ করার জন্য দুর্যোধনের আদেশে এইরূপ গৃহ নির্মিত হয়)। বি. ~রস—আলতা, গালা হইতে প্রস্তুত লাল রঙবিশেষ।

জত্রু—বি. কণ্ঠের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থি, collar-bone। [সং. √জন্+রু (র্তৃ)]।

জন—(১) বি. লোক, মানুষ (শত শত জন); শ্রমিক, মজুর (জন খাটান); সাধারণ লোক (জননেতা)। (২) বিণ. ব্যক্তির সংখ্যা নির্দেশক (তিনজন কৃষক)। [সং. √জন্+অ (র্তৃ)]। **জন খাটান**—মজুরদ্বারা কাজ করান। বি. ~গণ—জনসাধারণ-এর অনুরূপ। বি. ~গণতন্ত্র—জনসাধারণের মঙ্গলকল্পে জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকার বা জনসাধারণের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট সরকার। বি. ~গণেশ—জনসাধারণের অধিদেবতা, গণদেবতা ('আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক': রবীন্দ্র)। বি. ~তা—ভিড়, বহু লোকের সমাবেশ (বিরাট জনতার সংবর্ধনা); (রাজ.) বিত্তহীন লোকগণ, জনসাধারণ, the masses ('পরিচিত জনতার সরণীতে': রবীন্দ্র)। বি. ~নেতা (-র্তৃ), ~নায়ক—জনসাধারণের নেতা বা পরিচালক। বি. ~পদ—লোকালয়। বি. ~প্রবাদ—কিংবদন্তী, লোকের মুখে মুখে যে কথা (দীর্ঘকাল ধরিয়া) প্রচলিত হইয়া আছে। বি. ~প্রাণী (-ণিন্)—একজনও মানুষ বা প্রাণী। বিণ. ~প্রিয়—সাধারণ বা অধিকাংশ লোকে ভালবাসে এমন। বিণ. ~বহুল—বহুলোকপূর্ণ। বি. ~মজুর—(সচ. ঠিকা) শ্রমিক। বি. ~মত—সাধারণ বা অধি-কাংশ লোকের অভিমত। বি. ~মানব—একজনও মানুষ। বি. ~যুদ্ধ—যে যুদ্ধের পিছনে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন আছে; জনসাধারণের হিতার্থ যুদ্ধ। বি. ~রব—গুজব, লোকের মুখে মুখে প্রচারিত কথা। বি. ~লোক—পুরাণোক্ত সপ্তলোকের অন্যতম; মহ-লোকের উপরিস্থ লোক। বিণ. ~শূন্য—লোকজন নাই বা বাস করে না এমন, নির্জন। বি. ~শ্রুতি—কিংবদন্তী, জনপ্রবাদ। বি. ~সংখ্যা—কোন স্থানের অধিবাসীদের সংখ্যা, population। বি. ~সঙ্ঘ—জনসাধারণের হিতার্থে জনসাধারণের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সমিতি। বি. ~সমাজ—মানুষের সমাজ। বি. ~সমুদ্র—সমুদ্রের ন্যায় বিরাট জনতা, অসংখ্য মানুষের ভিড়। বি. ~সংভরণ—জনসাধারণের খাদ্যাদি সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা, civil supply [স. প.]। বি. ~সংযোগ—সরকার কর্তৃক প্রচারের দ্বারা জন-সাধারণের সহিত যোগস্থাপন। বি. ~সাধারণ—সাধারণ ব্যক্তিগণ; কোন দেশের অধিবাসী বা কোন রাষ্ট্রের প্রজাদের সমষ্টি; (রাজ.) কোন দেশের অধিকাংশ লোক, প্রধানতঃ বিত্তহীন লোক-সম্প্রদায়, the mass-es। বি. ~স্থান—লোকালয়; রামায়ণে বর্ণিত

দণ্ডকারণ্যের মধ্যবর্তী স্থানবিশেষ। বি. ~স্রোতঃ (-তস্), (চলিত) স্রোত—চলন্ত মানুষের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী, লোকপ্রবাহ। বিণ. ~হীন—জনশূন্য।

জনক—(১) বি. জন্মদাতা, পিতা ; মিথিলাধিপতি রাজর্ষি। (২) বিণ. উৎপাদক (সুখজনক, সন্দেহজনক)। [সং. জন্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বি. ~তা—উৎপাদকতা; উৎপাদনশক্তি। বি. ~তনয়া, ~নন্দিনী, ~সুতা—মিথিলাধিপতি জনক-এর কন্যা ও রামচন্দ্রের পত্নী সীতা। বি. (স্ত্রী.) **জনিকা**—জনয়িত্রী ; পুত্রবধূ।

জনতা—জন দ্রঃ।

জনন—বি. জন্মদান (জনন-শক্তি), উৎপাদন; জন্ম, উৎপত্তি। [সং. √জন্+অন (ভা)]। বি. **জননান্তর**—জন্মান্তর। বি. **জননাশৌচ**—হিন্দুমতে সন্তানাদির জন্মের জন্য যে অশৌচ।

জননী—(১) বি. গর্ভধারিণী, মাতা। (২) বিণ. উৎপাদন-কারিণী। [সং. √জন্+ণিচ্+অন (র্তৃ)+ঈ]।

জননীয়—বিণ. জননযোগ্য, জন্মদান বা উৎপাদনের উপযুক্ত। [সং. √জন্+অনীয় (র্ম)]।

জননেন্দ্রিয়—বি. যোনি, শিশ্ন, উপস্থ, যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সন্তানের জন্মদান করা হয়। [সং. জনন+ইন্দ্রিয়]।

জনম—জন্ম-এর কোমল রূপ।

জনয়িতা (-তৃ)—বি. জন্মদাতা, জনক, পিতা। [সং. √জন্+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **জনয়িত্রী**—জন্মদাত্রী, জননী, মাতা।

জনা—বি. (কাব্যে ও কথ্য ভাষায়) জন ('শূলের উপরে মরিবে সেজনা' : রবীন্দ্র) ; ব্যক্তি (জনা প্রতি)। [সং. জন+বাং. আ (স্বার্থে)]। **জনা জনা**—প্রতিজন প্রত্যেক ব্যক্তি।

জনাকীর্ণ—বিণ. জনবহুল, বহু লোকের দ্বারা পূর্ণ। [সং. জন+আকীর্ণ]।

জনানা—জানানা-এর রূপভেদ।

জনান্তিকে—ক্রি-বিণ. অন্য লোকের অনতিদূরে কিন্তু আড়ালে, একপার্শ্বে; (নাটকে—দুই বা ততোধিক চরিত্রের বাক্যালাপ-সম্বন্ধে) লোকের সমক্ষে কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য অভিনেতা শুনিতে না পায় এমনভাবে। [সং. জন+অন্তিক]।

জনাপবাদ—বি. লোকনিন্দা, অখ্যাতি, কলঙ্ক। [সং. জন+অপবাদ]।

জনাব—বি. মুসলমানদের সম্মানসূচক বা ভদ্রতাসূচক সম্বোধন ; মহাশয়। [আ.]।

জনার—বি. মকাই বা ঐ জাতীয় শস্যবিশেষ। [হি.]।

জনার্দন—বি. ('জন'-নামক অসুরের দমনকর্তা বলিয়া) বিষ্ণু। [সং. জন+অর্দন]।

জনি১, **জনী**—বি. উৎপত্তি, জন্ম ; মাতা ; নারী ; জায়া ; পুত্রবধূ। [সং. √জন্+ই, ঈ (ভা, ধি)]।

জনি২, **জনু**১—অব্য. (ব্রজ.) যদি ('না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে' : চণ্ডী.) ; যেন ('চরণ কমল জনু' : গো. দা.) ; যেন না ('দয়া জনু ছোড়বি মোয়' : বিদ্যা.) ; বুঝি বা ('জনু রবিশশি একহিঁ উজল' : বিদ্যা.)।

জনিকা—জনক দ্রঃ।

জনিত—বিণ. জাত, উৎপাদিত, উদ্ভূত (দুর্বলতাজনিত ভয়, তজ্জনিত)। [সং. √জন্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **জনিতা**।

জনিতা (-তৃ)—(অপ্র.) বি. জনক, উৎপাদক। [সং. √জন্+তৃ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **জনিত্রী**।

জনিত্র—বি. উৎপাদক-যন্ত্র (গ্যাসজনিত্র=gas plant)। [স. প.]। [সং. √জন্+ইত্র]।

জনী—জনি১ দ্রঃ।

জনু১,—জনি২ দ্রঃ।

জনু২, **জনু**—বি. উৎপত্তি, জন্ম। [সং. √জন্+উ, ঊ (ভা)]।

জনৈক—বিণ. অনির্দিষ্ট কোন একজন। [সং. জন+এক]। বিণ. (স্ত্রী.) **জনৈকা**।

জন্তু—বি. প্রাণী, জীব ; (বাং.) জানোয়ার, পশু। [সং. √জন্+তু (র্তৃ)]।

জন্ম (-ন্মন্)—বি. মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হওয়া, ভূমিষ্ঠ হওয়া (জন্মসময়) ; দেহধারণ ; উৎপত্তি, সৃষ্টি, আবির্ভাব, উদ্ভব (পৃথিবীর জন্ম, খনিতে মণির জন্ম) ; দেহাশ্রিত অবস্থা (জন্মজন্মান্তর) ; জীবনকাল (জন্ম গেল খেটে খেটে)। [সং. √জন্+মন্ (ভা)]। ক্রি. **জন্ম কাটা, জন্ম যাওয়া**—জীবনকাল অতিবাহিত হওয়া। ক্রি. **জন্ম দেওয়া**—(সন্তানাদি) উৎপাদন করা। ক্রি. **জন্ম লওয়া**—জীবদেহ ধারণ করা। বি. **~এয়ন্তী, ~এয়স্ত্রী**—চিরসধবা। বি. **~কুণ্ডলী**—(জ্যোতিষ.) জন্মকালীন রাশিচক্র। বিণ. **~গত**—সহজাত, জন্ম হইতে প্রাপ্ত (জন্মগত সংস্কার বা দুর্বলতা)। বি. **~গ্রহণ**—ভূমিষ্ঠ হওয়া, মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হওয়া, উৎপত্তি; আবির্ভাব। ক্রি. **জন্ম গ্রহণ করা**—জীবজন্ম ধারণ করা। বি. **~জন্মান্তর**—এই জন্ম ও পরবর্তী অন্যান্য জন্ম। বি. **~জয়ন্তী**—বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মদিনের স্মরণে অনুষ্ঠিত উৎসব। বি. **~তিথি**—জন্মকালীন তিথি। বি. **~দ, ~দাতা** (-তৃ)—জনক, পিতা। বি. (স্ত্রী.) **~দা, ~দাত্রী**। বি. **~দান**—উৎপাদন। বি. **~পত্র, ~পত্রিকা**—কোষ্ঠী। বি. **~ভূমি**—যে দেশে জন্ম হইয়াছে, মাতৃভূমি। ক্রি-বিণ. **জন্মে**—জন্ম হইতে, জন্মাবধি; সারাজীবনে (জন্মেও সে সত্য বলে না)। ক্রি-বিণ. **জন্মের মত, ~শোধ**—চির জীবনের জন্য ; শেষবার।

জন্মা—ক্রি. জন্মগ্রহণ করা (পুত্র জন্মিল) ; উৎপন্ন হওয়া (ধান জন্মে)। [বাং. √জন্ম্+আ—সকল বিভক্তিতে রূপ নাই]।

জন্মাধিকার—বি. সহজাত অধিকার ('দেখি আমাদের জন্মাধিকার কে নেয় কেড়ে')। [সং. জন্ম+অধিকার]।

আদিতে জন-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য জন দ্রঃ।

জন্মান, জন্মানো—(১) ক্রি. উৎপন্ন হওয়া (মাঠে ঘাস জন্মায়); জন্মগ্রহণ করা (মরিবার জন্য জন্মাই নাই. প্রতিবৎসর বহু লোক জন্মাচ্ছে); উৎপাদন করা (অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [বাং. √জন্মা+আন]।

জন্মান্তর—বি. অন্য জন্ম, পূর্বজন্ম (জন্মান্তরের প্রভাব); পরজন্ম। বি. **~বাদ**—মৃত্যুর পর কর্মফলে পুনরায় জন্ম হয়: এই মত: পুনর্জন্মবাদ। [সং. জন্ম+অন্তর]।

জন্মান্ধ—বিণ. জন্ম হইতে দৃষ্টিহীন। [সং. জন্ম+অন্ধ]।

জন্মাবচ্ছিন্ন—বিণ. চিরজীবন; জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত। [সং. জন্ম+অবচ্ছিন্ন (=সীমাবদ্ধ)]।

জন্মাবধি—ক্রি-বিণ. জন্মকাল হইতে, আজন্ম। [সং. জন্ম+অবধি]।

জন্মাষ্টমী—বি. শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী। [সং. জন্ম+অষ্টমী]।

জন্মিত—বিণ. (পিতার সন্তানরূপে) জাত; (কিছু হইতে) উৎপন্ন। [বাং. √জন্ম+ইত]।

জন্য, (কথ্য) জন্যে—(বাং.) অব্য. কারণে, ফলে, বশতঃ, দরুন (আলস্যের জন্য তাহার দারিদ্র্য আর তজ্জন্য দুঃখ-কষ্ট); নিমিত্ত, উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে (উপার্জনের জন্য বিদেশে গমন, আমার জন্য চিন্তা করিও না)। (সং.) বিণ. উৎপাদ্য; উৎপাদক। [সং. √জন্+ণিচ্+য (র্ম, র্তৃ)]। বি. **~জনক-সম্বন্ধ**—যে জন্মায় ও যাহা জন্মে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ।

জপ—বি. (ইষ্টমন্ত্রাদির) মনে মনে অর্থভাবনাপূর্বক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা আবৃত্তিকরণ। [সং. √জপ্+অ (ভা)]। বি. **~তপ**—জপ ও উপাসনা। ক্রি. **~তহি**—(ব্রজ.) জপ করে বা করিতেছে। বি. **~ন**—জপকরণ। বি. **~মালা**—ইষ্টমন্ত্রাদি জপ করিবার সময়ে যে মালার গুটিকা গনা হয়; সর্বদা স্মরণীয় বিষয় (জপমালা করা)। ক্রি. **জপা**—জপ করা; মনে মনে আবৃত্তি করা। **জপান, (নো)**—(১) ক্রি. জপ করান, মুখস্থ করান; (প্রধানতঃ অসদুদ্দেশ্যে) ক্রমাগত প্ররোচনা বা পরামর্শ দেওয়া, ভজানো। (২) বি. উক্ত অর্থে। **~যজ্ঞ**—বি. ইষ্টনাম জপরূপ যজ্ঞ বা পুণ্যকর্ম।

জপিত—বিণ. জপ করা হইয়াছে এমন। [সং. √জপ্+ত (র্ম)]।

জপ্য—বিণ. জপনযোগ্য, জপ করিবার মত। [সং. √জপ্+য (র্ম)]।

জবজব—অব্য. তৈল ঘৃত ইত্যাদি তরল পদার্থে সিক্ত হওয়ার ভাবপ্রকাশ (চুলে তেল জবজব করছে)। [দেশী]। বিণ. **জবজবে**—জবজব করিতেছে এমন।

জবড়জঙ্গ, জবরজং—বিণ. আগোছাল, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল; ভারী ও বেমানান (জবড়জঙ্গ চেহারা বা পোশাক)। [আ. যবর+ফা. জঙ্গ্]।

জবর—বিণ. জাঁকাল (জবর উৎসব, জবর আয়োজন); উৎকৃষ্ট (জবর মাল); জোরাল (জবর আঘাত); বলিষ্ঠ (জবর পালোয়ান); নাছোড়বান্দা (জবর লোক); জরুরী বা উত্তেজনা-জনক (জবর খবর); কঠিন (জবর শাস্তি)। [আ. যবর্]। **~দখল**—(১) বি. বলপ্রয়োগদ্বারা বে-আইনী অধিকার। (২) বিণ. উক্তভাবে অধিকৃত (জবর-দখল জমি)। বিণ. **~দখলী**—বলপ্রয়োগদ্বারা অধিকৃত। বিণ. **~দস্ত**—দুর্দান্ত; অত্যন্ত বলবান্; অতিশয় অত্যাচারী বা নাছোড়বান্দা, জুলুমকারী। **~দস্তি**—(১) বি. জুলুম; কঠিন অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ। (২) ক্রি-বিণ. জুলুমসহকারে, বলপ্রয়োগে (জবরদস্তি কাড়িয়া লওয়া)।

জবা—বি. পুষ্পবিশেষ। [সং.]।

জবাই—বি. ইসলামী শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া পশুবধ। [আ. জব্হ্]।

জবান—বি. ভাষা (হিন্দী জবান), কথা, প্রতিশ্রুতি (জবানের ঠিক নেই); জিহ্বা (জবান দুরস্ত করা)। [ফা.]। বি. **~বন্দি, ~বন্দী**—বিচারকার্যে ব্যবহারার্থ প্রদত্ত সাক্ষ্য। **জবানি, জবানী**—(১) বি. উক্তি। (২) ক্রি-বিণ. প্রমুখাৎ (সব কথা তাহার জবানি শুনিবে)।

জবাব—বি. চিঠিপত্র বা প্রশ্নের উত্তর (জবাব দেওয়া); কৈফিয়ত (ইহার জবাবে বলিব), উদ্ধত প্রত্যুত্তর, চোপা (মুখে-মুখে জবাব দেওয়া); বিদায়, বরখাস্ত (চাকুরিতে জবাব দিয়েছে)। [আ. জ্বাব]। **~দিহি**—(১) বি. কৈফিয়ত; দায়িত্ব। (২) বিণ. দায়ী।

জবাবী—বিণ. জবাব লেখার জন্য প্রদত্ত (জবাবী পোস্ট-কার্ড), জবাবে যাহা বলা হয় (জবাবী কৈফিয়ত)।

জবুথবু—বিণ. জড়তুল্য, নড়িতে-চড়িতে চাহে না এমন। [তু. সং. জড়+স্থবির]।

জব্দ—বিণ. নাকাল, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত (অনর্থক জব্দ করা); সম্পূর্ণ পরাভূত, দমিত (শত্রু জব্দ হয়েছে); বাজেয়াপ্ত (জামিন জব্দ); অধিকৃত (ভিটেমাটি জব্দ)। [আ. জব্ত্]।

জমক—বি. আড়ম্বরপূর্ণ শোভা, সমারোহ; জেল্লা। [হি. ঝমক—তু. সং. চমক]। ক্রি. **জমকা**—জমকান। **জমকান (নো)**—(১) ক্রি. জাঁকান; জমজমে হওয়া; শোভিত হওয়া বা করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বিণ. **জমকাল, জমকালো**—জাঁকাল, আড়ম্বরপূর্ণ, জাঁকজমকবিশিষ্ট।

জমজম—অব্য. লোক সমাগম হেতু উপভোগ্য, গমগম (মেলা জমজম করছে)।

জমজমাট—বিণ. ভিড়ে ও আকর্ষণে, পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এমন, সরগরম (জমজমাট আসর)। [হি. ঝম্‌ঝমানা]।

জমা[১]—(১) ক্রি. সঞ্চিত বা সংগৃহীত হওয়া (টাকা জমা); স্তূপীকৃত হওয়া (ময়লা জমা); বৃদ্ধি পাওয়া (পসার জমা, মেঘ জমেছে); জমাট বাঁধা, ঘন বা কঠিন হওয়া (বরফ জমা); সমবেত বা একত্র হওয়া (লোক জমা); উপভোগ্য হওয়া (গান জমা); সরগরম হওয়া, উপস্থিত সকলে উপভোগ করিতেছে এমন হওয়া, উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হওয়া (সভা জমা, আসর জমা); অসাড় বা ঠাণ্ডা হওয়া (হাত-পা জমিয়া যাওয়া), জমান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [জমা[২] দ্র:]।

জমা[২]—বি. পুঁজি; সঞ্চয়; সংগ্রহ, আয় (জমাখরচ);

খাজনা (বার্ষিক তিন টাকা জমা) ; খাজনা করা জমি (তাঁহার অধীনে আমার কিছু জমা আছে)। [আ. জম্‌আ]। বি. **~ওয়াসিলবাকি, ~ওয়াশীলবাকি**—আদায়ীকৃত ও অনাদায়ী খাজনার হিসাব। বি. **~খরচ**—আয়ব্যয়ের হিসাব। বি. **~নবিস, ~নবীস, নবীশ**—জমি ও খাজনার হিসাবরক্ষক। বি. **~বন্দি, ~বন্দী**—প্রজাবিলি ও খাজনার হিসাব।

জমাট—বিণ. ঘনীভূত, কাঠিন্যপ্রাপ্ত (জমাট দই) ; দৃঢ়-সম্বদ্ধ (জমাট গাঁথনি) ; অবিচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ (জমাট বন্ধুত্ব); পরিপূর্ণভাবে উপভোগ্য (জমাট আনন্দ) ; সরগরম, জমিয়া উঠিয়াছে এমন (জমাট আসর)। বি. কাঠিন্য (জমাট বাঁধা)। [বাং. জমা$_1$ + অট—তু. আ. জমাঅট]।

জমাদার, (বিরল) **জমাদ্দার**—বি. উচ্চপদস্থ ভারতীয় সৈনিকবিশেষ (ইংরেজ আমলের ভাইসরয়ের কমিশন-প্রাপ্ত সৈনিকদের নিম্নতম পদ); হেড কনেস্টবল, (ভদ্রতাসূচক সম্বোধনে) কনেস্টবল; ধাঙ্গড় মেথর বা কুলিদের সর্দার; (ভদ্রতাসূচক সম্বোধনে) ধাঙ্গড় বা মেথর; প্রধান যন্ত্রচালক (ছাপাখানার জমাদার); সর্দার। [ফা. জমাদার্‌]। বি. (স্ত্রী.) **~নী**।

জমান, জমানো—(১) ক্রি. সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা (টাকা জমানো) ; সংগ্রহ করা (লোক জমানো) ; ঘনীভূত করা (জল জমানো) ; সরগরম করা (আসর জমান) ; অসাড় বা ঠাণ্ডা করা (হাত পা জমানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [জমা$_1$ দ্রঃ—তু. হি. জমানা]।

জমানত—বি. জামিনস্বরূপ প্রদত্ত টাকা ; জামিন। [আ. জমানৎ]।

জমানা, জামানা—বি. আমল ; যুগ ; শাসন-কাল (নয়া জমানা)। [আ. ফা.]।

জমায়ত, জমায়েত—বি. জন-সমাবেশ (জমায়তে বক্তৃতা করা)। [আ. জমায়ৎ]। ক্রি. **জমায়েত হওয়া**—ভিড় করিয়া একত্র হওয়া।

জমি, জমিন—বি. ভূমি ; কৃষিক্ষেত্র ; ভূ-সম্পত্তি ; ভূতল, ভূপৃষ্ঠ (সর্বত্র বন্যার জল—জমি দেখা যায় না) ; বস্ত্রাদির বুনানি (শাড়ির জমি)। [ফা. জমীন্‌]। বি. **~জমা**—ভূ-সম্পত্তি। বি. **~জিরাত,** (কথ্য.) **~জিরেত**—চাষবাসের উপযুক্ত জমি ; কৃষিক্ষেত্র। বি. **~দার**—ভূস্বামী ; শস্যক্ষেত্রাদির (এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিরও) উপরিস্থ মালিক (বাড়ির বা বস্তির জমিদার)। **~দারি, ~দারী**—(১) বি. জমিদারের পদ বা সম্পত্তি। (২) বিণ. জমিদার-সংক্রান্ত ; জমিদারী-সংক্রান্ত।

জম্পতি—বি. স্বামী ও স্ত্রী, দম্পতি ; মিথুন, যুগল। [সং. জায়া + পতি]।

জম্বির, জম্বীর—বি. জামির, গোঁড়া লেবু। [সং. √জম্‌ + ঈর (র্তৃ)]।

জম্বু, জম্বূ—বি. জাম বা জামগাছ ; পুরাণোক্ত সপ্ত-দ্বীপের অন্যতম, এশিয়া মহাদেশ ; সুমেরু পর্বতের নদী-বিশেষ। [সং. √জম্‌ + উ, ঊ (র্তৃ)]।

জম্বুক, জম্বূক—বি. শৃগাল। [সং.]।

জম্বুরা—(প্রাদেশিক) বি. বাতাবি লেবু। [তু. জম্বীর]।

জয়—বি. পরাভূতকরণ, দমন (শত্রু-জয়) ; শত্রুদমন (যুদ্ধে জয়), যুদ্ধাদিদ্বারা অধিকারকরণ (দেশ জয়) ; কার্যসিদ্ধি, সাফল্য (জয়লাভ করা)। [সং. √জি + অ (ভা)]। বি. **~কেতু**—জয়পতাকা ; যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন যাহার কাছে থাকে তখন তাহার প্রশংসা করে। বি. **~জয়কার**—জয়ধ্বনি ; বিজয়ের পরাকাষ্ঠা ; জয়োল্লাস-সূচক উচ্চশব্দ। বি. **~জয়ন্তী**—সঙ্গীতের রাগিণী-বিশেষ। বি. **~ঢাক**—রণবাদ্যরূপে ব্যবহৃত বৃহৎ ঢাক। ক্রি. **~তি**—জয়যুক্ত হয়। ক্রি. **~তু**—জয় হউক। বি. **~দুর্গা**—দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ। বি. **~ধ্বনি**—জয়োল্লাসসূচক ধ্বনি ; (কাহারও) গৌরবকীর্তন বা বিজয়-ঘোষণা। বি. **~পতাকা**—বিজয়সূচক নিশান। বি. **~পত্র**—বিবাদবিষয়ে জয়সূচক নিদর্শন-পত্র। বি. **~ভেরী**—জয়ঢাক। বি. **~মঙ্গল**—জ্বরঘ্ন (কবিরাজী) ঔষধবিশেষ ; রাজহস্তী। বি. **~মাল্য**—জয়ের নিদর্শন-রূপে প্রাপ্ত মালা। বি. **~লেখ**—বিজয়ীর ললাটে জয়ের বিবরণ-সংবলিত যে লিখনপত্র আঁটিয়া দেওয়া হয় ('ললাটে দিয়াছে জয়লেখ' : রবীন্দ্র)। বি. **~শঙ্খ**—যে শঙ্খ বাজাইয়া যোদ্ধা স্বীয় জয় ঘোষণা করে। বি. **~শ্রী**—বিজয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিজয়লক্ষ্মী ; সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বি. **~স্তম্ভ**—বিজয়লাভের নিদর্শনরূপে নির্মিত স্তম্ভ।

জয়ত্রী, জৈত্রী—বি. জায়ফলের গাছের ফুল বা ছাল। [সং. জাতিপত্রী]।

জয়ন্ত—বি. ইন্দ্রপুত্র ; শিব, ভীমের ছদ্মনাম। [সং. √জি + অন্ত]।

জয়ন্তী—বি. পতাকা ; ইন্দ্রকন্যা ; দুর্গা ; শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-তিথি বা জন্মরাত্রি ; বরণীয় ব্যক্তির সম্মানে অনুষ্ঠিত উৎসব ('রবীন্দ্র-জয়ন্তী') ; বৃক্ষবিশেষ। [সং. √জি + অৎ (র্তৃ) + ঈ]। **রৌপ্য জয়ন্তী**—পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে উৎসব। **সুবর্ণ জয়ন্তী**—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে উৎসব। **হীরক জয়ন্তী**—ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে উৎসব।

জয়পাল—বি. ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; বৃক্ষবিশেষ (ইহার বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হয় এবং ঐ বীজ হইতে croton oil নামে পরিচিত উগ্র বিরেচক তৈল উৎপন্ন হয়)। [সং.]।

জয়া—বি. পার্বতী ; পার্বতীর সখী ; জয়ন্তী বৃক্ষ ; হরী-তকী ; ভাং, সিদ্ধি। [সং.]।

জয়িত্রী, জৈত্রি—**জয়ত্রী**-র রূপভেদ।

জয়ী (-য়িন্‌)—বিণ. জয়লাভকারী ; জয়যুক্ত ; জয়শীল। [সং. √জি + ইন্‌ (র্তৃ)]।

জয়োঽস্তু, (চলিত) **জয়োস্তু**—ক্রি. জয় হউক। [সং. জয়ঃ + অস্তু]।

জরজর—বিণ. অতিশয় ক্লিষ্ট (দুঃখে জরজর) ; জীর্ণ,

আদিতে **জমা**-যুক্ত এবং **জয়**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **জমা$_2$** ও **জয়** দ্রঃ।

জারিত (নুনে জরজর) ; দুঃখে বা আনন্দে বিহ্বল ('তার পুলকিত তনু জরজর' : রবীন্দ্র)। [সং. জর্জর]।

জরঠ—বিণ. অতিবৃদ্ধ ; শক্ত বা কঠিন। [সং. জর্জর]।

জরৎ—বিণ. জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ (জরদ্গব)। **জরতী**—বিণ. (স্ত্রী.) জরাগ্রস্তা; বৃদ্ধা; অতি প্রাচীন ও নূতনত্ববর্জিত ('জরতী পৃথিবী')। [সং. √জৄ+অৎ (র্তৃ)+ঈ]। বিণ. (পুং.) জরৎ।

জরথুস্ত্র—বি. প্রাচীন পারসীক ধর্ম-প্রবর্তক; পশ্চিম-ভারতস্থ পারসী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু, Zarathustra।

জরদ—বিণ. হলদে, পীত। [ফা. জর্দ্]।

জরদা, জর্দা—(১) বি. পানের সঙ্গে খাইবার সুগন্ধ তামাকচূর্ণবিশেষ, সুরতী। (২) বিণ. হলদে, পীত। [ফা.]। বি. **~পোলাও**—জাফরান মিশাইবার ফলে পীতবর্ণ-বিশিষ্ট মিষ্ট পোলাও।

জরদ্গব—বি. জরাগ্রস্ত বৃষ; (আল.) অকর্মণ্য স্থবির ব্যক্তি। [সং. জরৎ+গো+অ]। বি.(স্ত্রী.) **জরদ্গবী**—বৃদ্ধা গাভী।

জরা১—বি. বার্ধক্য, স্থবিরতা (জরা-জনিত দুর্বলতা)। [সং. √জৄ+অ (ভা)+আ]।

জরা২—(১) ক্রি. জীর্ণ হওয়া (নুনে জরা)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √জৄ+আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জারিত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

জরায়ু—বি. গর্ভশয্যা, গর্ভাশয়। [সং. জরা+√ই+উ (র্তৃ)]। বিণ. **~জ**—জরায়ু হইতে প্রসূত (মানুষ পশু প্রভৃতি যাহারা মাতৃগর্ভ হইতে শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করে এমন, তু. অণ্ডজ)।

জরি—বি. সোনালী বা রূপালী তার বা পাত অথবা তাহাতে মোড়া সুতা। [ফা. জরী]। বিণ. **~দার**—জরিযুক্ত।

জরিপ—বি. জমির মাপ, ক্ষেত্র-পরিমাণ। [আ. জরীব]।

জরিমানা—বি. অর্থদণ্ড। [আ. জুর্‌মানা]।

জরু—**জোরু**-র অধিকতর চলিত বানান।

জরুত—**জরুর**-এর রূপভেদ।

জরুর—ক্রি-বিণ. অবশ্য, নিশ্চয়। [আ.]। বি. **~ত**—প্রয়োজন, দরকার। বিণ. **জরুরী**—অত্যন্ত দরকারী, আশু প্রয়োজনীয় (জরুরী কাজ, খবর)।

জর্জর—বিণ. জীর্ণ (রোগ-জর্জর) ; অতিশয় ক্লিষ্ট (দুঃখে জর্জর)। [সং. √জর্জ্‌+অর (র্তৃ)]। বিণ. **জর্জরিত**—বিণ. জর্জর করা হইয়াছে এমন (কশাঘাতে জর্জরিত) ; জীর্ণীভূত (জরা-জর্জরিত, শোকজর্জরিত)। বিণ. **জর্জরীভূত**—জর্জর হইয়াছে এমন, জর্জরিত।

জর্দা—**জরদা**-র বানানভেদ।

জল—(১) বি. বারি, সলিল, অপ্, উদক, অম্বু, নীর, পয়ঃ, তোয় ; বৃষ্টি (জল হচ্ছে) ; হালকা খাবার (জল খাওয়া)। (২) বিণ. শীতল (প্রাণ জল হওয়া) ; শান্ত (মিষ্ট কথায় জল হইলাম) ; তরল (গলিয়া জল হওয়া) : নষ্ট (টাকা জল হওয়া) ; অতি সহজ (এ অঙ্কটা জল)। [সং.]। ক্রি. **জল খাওয়া**—জল পান করা ; জলখাবার খাওয়া। ক্রি. **জল ভাঙা**—(কিছুর ভিতর হইতে) জল বাহির হওয়া ; সন্তানপ্রসবের অনতিপূর্বে রমণীদের গর্ভাশয় হইতে জল বাহির হওয়া ; জলের ভিতর দিয়া হাঁটা। ক্রি. **জল মরা**—জল কমিয়া বা শুকাইয়া বা উবিয়া যাওয়া। ক্রি. **জল সরা**—জল নির্গত হওয়া ; পুষ্করিণী প্রভৃতির জল নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করা। ক্রি. **জল সহা, জল সওয়া**—বিবাহাদি উপলক্ষে প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জল-সংগ্রহরূপ মঙ্গলাচরণ করা। ক্রি **জলে দেওয়া, জলে ফেলা**—(আল.) অপাত্রে দান করা বা অপচয় করা। ক্রি. **জলে পড়া**—অস্থানে উপস্থিত হওয়া ; অপাত্রে পড়া ; বিপদে পড়া। ক্রি. **জলে যাওয়া**—অপচয় হওয়া : লোকসান হওয়া ; নষ্ট হওয়া ; সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া। বি. **~কন্যা**—নদ্যাদিসম্ভূতা অপ্সরা ; জলপরী। বি. **~কপাট**—নদ্যাদির মধ্যে জলস্রোতাদির নিয়ন্ত্রণার্থ কপাটসংবলিত বাঁধবিশেষ, floodgate। বি. **~কর**—জলাশয়াদির উপরে ধার্য খাজনা ; মৎস্যচাষের জন্য জলাশয়ের উপর যে খাজনা ধার্য করা হয়, fishery। বি. **~কল্লোল**—জলস্রোতের কলকল শব্দ ; শব্দকারী জলের তরঙ্গ। বি. **~কষ্ট**—জলের অভাব হেতু ক্লেশ। বি. **~কাদা**—বৃষ্টির জল ও তাহার ফলে রাস্তায় সৃষ্ট কাদা। বি. **~কুক্কুট**—গাঙচিল। বি. **~কেলি, ~ক্রীড়া, ~খেলা**—জলাশয়াদিতে নামিয়া সন্তরণাদি ক্রীড়াকৌতুক। বি. **~খাবার**—হালকা খাবার, টিফিন। **~চর**—বিণ. যে-সব প্রাণী জলে বাস করে বা চরিয়া বেড়ায়। বিণ. **~চল**—(যাহার) ছোঁয়া জল বর্ণ-হিন্দুদের পান করিতে সামাজিক বাধা নাই এমন। বি. **~চুড়ি**—পরিধেয় বস্ত্রাদিতে সরু ডোরার আকারে জল-ছাপ। বি. **~চৌকি, ~চৌকী**—(স্নানকালে উপ-বেশনার্থ) ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ টুল। বি. **~ছত্র**—**জলসত্র**-র চলিত রূপ। বি. **~ছবি**—যে ছবি জলে ভিজাইয়া অন্য কাগজে চাপিয়া রাখিলে ছাপ তোলা যায়। **~জ**—(১) বিণ. জলে বা জলাশয়াদিতে উৎপন্ন হয় এমন। (২) বি. পদ্মফুল ! বি. **~জন্তু**—জলচর জন্তু। বি. **~জান**—উদযান, hydrogen। বিণ. **~জিয়ন্ত, ~জীয়ন্ত,** (কথ্য) **~জ্যান্ত**—(জলমধ্যস্থ মাছের ন্যায়) সম্পূর্ণ সজীব ; (আল.) সম্পূর্ণ স্পষ্ট (জলজ্যান্ত প্রমাণ) ; ডাহা (জলজীয়ন্ত মিথ্যা)। বি. **~টল**—জলখাবার। বি. **~টুঙ্গি, টুঙি**—পুকুর দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ের মধ্যে নির্মিত গৃহবিশেষ। বি. **~ঢোঁড়া**—জলচর বিষহীন ঢোঁড়া-সাপবিশেষ। বি. **~তরঙ্গ**—জলের ঢেউ ; বাদ্য-বিশেষ : ইহাতে সাতটি বাটিতে জল ভরিয়া তাহাতে সাতটি সুর বাঁধিয়া কাঠির আঘাতে বাজান হয়। বি. **~দস্যু**—নদীপথে বা সমুদ্রে যে ডাকাতি করিয়া বেড়ায়। বি. **~দেবতা**—জলের অধিদেবতা, বরুণ। বি. **~দোষ**—উদরীরোগ ; কোষবৃদ্ধি। **~ধর**—(১) বিণ. জলধারণকারী ; জলপূর্ণ। (২) বি. মেঘ (জলধর-পটল=মেঘপুঞ্জ, **পটল** দ্রঃ)। সমুদ্র। বি. **~ধি**—সমুদ্র। বি. **~নালী, ~প্রণালী**—জলনিকাশের নর্দমা। বি. **~নিধি**—সমুদ্র। বি. **~পটি**—দেহের আহত স্থানে বাঁধার জন্য জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড বা নেকড়া।

বি. ~পড়া—মন্ত্রপূত জল (যদ্দারা রোগ, ভূত প্রভৃতি অমঙ্গল দূর করা হয়)। বি. ~পথ—নৌকাদি-যোগে চলিবার পথ (নদী সমুদ্র ইত্যাদি) ; জলনিষ্কাশনের পথ। বি. ~পান—জলখাবার। বি. ~পানি—মেধাবী ছাত্রের পুরস্কার বা বৃত্তি ; জলখাবার খাইবার পয়সা। বি. ~পিপি—বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। বি. ~প্রপাত—পর্বতাদি উচ্চস্থান হইতে সর্বদা পতনশীল জলধারা। বি. ~প্লাবন—প্রবল বন্যা। বি. ~বসন্ত, পানবসন্ত—সংক্রামক কিন্তু মারাত্মক নয়, এইরূপ গুটিকারোগ-বিশেষ, chicken-pox। বি. ~বাতাস, ~বায়ু—আবহাওয়া। বি. ~বায়স—পানকৌড়ি। বি. ~বিছুটি—জলে ভিজান বিছুটি গাছ : ইহা শরীরে লাগিলে অত্যন্ত জ্বালা করে ও চুলকায়। বি. ~বিজ্ঞান—জল-বিষয়ক শাস্ত্র। বি. ~বিদ্যুৎ—প্রধানতঃ জল ও বাষ্প হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, hydroelectric। [তু. তাপবিদ্যুৎ]। বি. ~বিম্ব—জলের বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। বি. ~বিষুব—কার্তিকমাসের সংক্রান্তি। বি. ~বিহার—জলক্রীড়া। বি. ~ভাত—অতি সহজ ব্যাপার। বি. ~ভ্রমি—নদী সমুদ্র ইত্যাদির মধ্যে জলের আবর্ত বা ঘূর্ণি। বিণ. ~মগ্ন—জলে ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিয়া আছে এমন। বিণ. ~ময়—জলপূর্ণ : প্লাবিত। বি. ~মার্জার—উদ্বিড়াল। বি. ~মুক্ (-মুচ্)—মেঘ। বিণ. ~রোধী—জল আটকায় এমন, watertight ; যাহার মধ্য দিয়া জলের প্রবেশ অসম্ভব, waterproof। বি. ~যন্ত্র—জল তুলিবার যন্ত্র ; জলঘড়ি ; ধারাযন্ত্র, পিচ্‌কারি, spray। বি. ~যাত্রা—জলপথে বিদেশে গমন ; জল আনিবার জন্য গমন। বি. ~যান—জল-পথে ভ্রমণের যান (জাহাজ নৌকা ইত্যাদি)। বি. ~যোগ—জলখাবার ভোজন। বি. ~শৌচ—মল-মূত্রাদি ত্যাগের পর জলদ্বারা অঙ্গপ্রক্ষালন। বি. ~সত্র, ~ছত্র—যে স্থান হইতে সর্বসাধারণকে বিনামূল্যে জল-দান করা হয়। বি. ~সেক—জলসেচন : গরম জলে বস্ত্রাদি ভিজাইয়া তাহার দ্বারা সেক প্রদান। বি. ~স্তম্ভ—সমুদ্র নদী ইত্যাদি হইতে স্তম্ভাকারে উত্থিত জল-রাশি। ক্রি. জল হওয়া—বৃষ্টি হওয়া ; তরল বা দ্রব হওয়া (গলিয়া জল হওয়া) ; শান্ত বা শীতল হওয়া (ক্ষমাপ্রার্থনায় একেবারে জল হওয়া)। বি. ~হস্তী (-স্তিন্)—হস্তিতুল্য জলজন্তুবিশেষ। বি. ~হাওয়া—আবহাওয়া। জলের দাগ, রেখা—নিমেষেই মুছিয়া যায় এমন চিহ্ন। জলের দামে—অতি অল্প মূল্যে।

জলদ—বি. জলদাতা, মেঘ। [সং. জল √দা+অ (র্তৃ)]। বিণ. ~গম্ভীর—মেঘগর্জনের তুল্য গম্ভীর (জলদগম্ভীর রবে)।

জলদি, (বিরল) জলদী, জলদ—ক্রি-বিণ. শীঘ্র, দ্রুত, সত্বর। [ফা. জল্‌দী]।

জলপাই—বি. অম্লাস্বাদ ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [দেশী]।

জলসা—বি. নৃত্যগীতাদির বৈঠক। [আ. জল্‌সঅ]।

জলা—(১) বি. জলময় নিম্নভূমি, বিল। (২) বিণ. জলে মগ্ন (জলাভূমি)। [সং. জল+বাং. আ]।

জলাচরণীয়—বিণ. জলচল, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যে জাতির ছোঁয়া জল ব্যবহার করিতে পারে সেরূপ জাতিভুক্ত। [সং. জল+আচরণীয়]।

জলাঞ্জলি—বি. শবদাহের পর হিন্দুগণ কর্তৃক প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অঞ্জলাপূর্ণ জল ; বিসর্জন ; সম্পূর্ণ পরিত্যাগ (লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়াছে) ; অপচয় (টাকাকড়ি জলাঞ্জলি দেওয়া)। [সং. জল+

জলাতঙ্ক—বি. যে রোগে জল দেখিলেই রোগী ভয় পায় (সাধারণতঃ শিয়াল-কুকুর কামড়াইলে এই রোগ হয়) : hydrophobia। [সং. জল+আতঙ্ক]।

জলাত্যয়—বি. বর্ষার শেষ : শরৎকাল। [সং. জল+অত্যয়]।

জলাধার—বি. জলাশয়, হৌজ ; জল-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্মিত অতি বিশাল চৌবাচ্চা, dam।

জলাধিপ—বি. সমুদ্র ; বরুণ। [সং. জল+অধিপ]।

জলাবর্ত—বি. সমুদ্র নদী প্রভৃতির জলমধ্যে ঘূর্ণি, জল-ভ্রমি, whirlpool। [সং. জল+আবর্ত]।

জলাশয়—বি. জলের আধার : নদী পুকুর ডোবা প্রভৃতি। [সং. জল+আশয় (=আধার)]।

জলুনি—জ্বলুনি-র অধিকতর চলিত বানান।

জলুস—বি. জেল্লা, ঔজ্জ্বল্য। [আ. জুলুস্]।

জলেশ, জলেশ্বর—বি. সমুদ্র ; বরুণ। [সং. জল+ঈশ, ঈশ্বর]।

জলো—বিণ. জলমিশ্রিত (জলো দুধ) ; সজল (জলো বাতাস) ; জলের মত ; নীরস (জলো আস্বাদ বা রান্না)। [সং. জল+বাং. উয়া>ও]।

জলোচ্ছ্বাস—বি. জলের স্ফীতি ; জোয়ার। [সং. জল+উচ্ছ্বাস]।

জলৌকা—বি. জোঁক। [সং. জল+ওক (=বাসস্থান)+আ]।

জল্প—বি. (ন্যায়.) পরমত খণ্ডনপূর্বক স্বমত স্থাপন ; বাক্যব্যয় ; কথন, বাচালতা। [সং. √জল্প্+অ (ভা)]। বিণ. জল্পক—বাচাল, বহুভাষী। বি. জল্পন, জল্পনা—কথন, উক্তি ; বাচালতা ; পরস্পর পরামর্শ, প্রস্তাব, সূচনা। বিণ. জল্পিত—কথিত, প্রস্তাবিত।

জল্লাদ—বি. প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের যে বধ করে, ঘাতক ; (আল.) অত্যন্ত নির্মম ব্যক্তি (লোকটা একে-বারে জল্লাদ)। [আ.]।

জশদ—বি. দস্তা। [সং. যশদ]।

জসম—বি. লম্বা সোনার মাদুলির উপরে পরিধেয় হাতের গহনাবিশেষ। [ফা. জউশন্]।

জহর১—বি. বিষ, গরল। [ফা.]।

জহর২—বি. মণি, বহুমূল্য প্রস্তর। [আ. জওহর্]।

জহর-কোট—বি. জওহরলাল নেহ্‌রু কর্তৃক ব্যবহৃত ওয়েস্টকোটের আদর্শে প্রস্তুত ফতুয়া-জাতীয় জামা-বিশেষ। [জহর<জওহরলাল+ইং. coat]।

জহরত—বি. মণিরত্নাদি বহুমূল্য প্রস্তরসমূহ। [আ. জওহর্<জওহরাত্ (বহুবচনে)]।

জহরব্রত—বি. অসম্মান এড়াইবার জন্য রাজপুতরমণীদের জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণবিসর্জনরূপ ব্রত।

জহরি, জহরী, জহুরি, জহুরী—বি. যে ব্যক্তি জহরতের কারবার করে ; যে ব্যক্তি জহরত চেনে বা জহরতের উৎকর্ষ নির্ণয় করিতে পারে। [আ. জওহরি]।

জহীন—বিণ. বুদ্ধিমান্, চালাক, সমজদার। [আ. যহীন্]।

জহ্নু—বি. রাজর্ষিবিশেষ : ইঁহার যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলার অপরাধে ইনি গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলেন এবং পরে ভগীরথের অনুনয়ে কর্ণপথে (মতান্তরে জানু ভেদ করিয়া) বাহির করিয়া দেন। [সং.]। বি. **~কন্যা, ~তনয়া, ~সুতা**—গঙ্গা।

জা১—বি. দেবর বা ভাশুরের পত্নী। [সং. যাতৃ]।

জা২—বি. সন্তান, পুত্র (বোনজা)। [< সং. জাত]।

জাইগির—**জায়গির**-এর রূপভেদ।

জাউ—বি. মণ্ড, মাড়, ফেন-ভাত। [সং. যবাগূ]।

জাওনা—**জাবনা**-র প্রাদে. রূপ।

জাওর—**জাবর**-এর প্রাদে. রূপ।

জাওলা—(১) বিণ. জল হইতে তুলিয়াও যে মাছকে জিয়াইয়া বা বাঁচাইয়া রাখা যায় (যথা, কই-মাগুর ইত্যাদি)। (২) বি. এই জাতীয় মাছ ধরার উপযুক্ত জাল বা যন্ত্রবিশেষ : [তু. জিওল, জিয়ল]।

জাং—বি. জঙ্ঘা, উরু। [সং. জঙ্ঘা]।

জাঁক—বি. গর্ব, দম্ভ ; সমারোহ, আড়ম্বর (জাঁক করা জাঁক দেখান)। [< জমক]। বি. **~জমক**—বিশেষ সমারোহ।

জাঁকড়—বি. অপছন্দ হইলে ক্রীত দ্রব্য ফেরত দিবার শর্ত (জাঁকড়ে কেনা)। [হি.]।

জাঁকা—(১) ক্রি. জমকাল হওয়া ; চাপিয়া বসা (জেঁকে বা জাঁকিয়া বসা) ; আঁটিয়া ধরা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. জাঁক + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. শোভামণ্ডিত করা ; জমকাল হওয়া। (২) বিণ. জমকাল গুলজার। (৩) বি. জমকাল বা গুলজার অবস্থা।

জাঁকাল, জাঁকালো—বিণ জমকাল, আড়ম্বরপূর্ণ। [বাং. জাঁক + আল]।

জাঁতা১—বি. শস্যাদি পেষণের সহায়ক প্রস্তরদ্বয়ের যন্ত্রবিশেষ, হাপরে হাওয়া দিবার চর্মাবৃত যন্ত্র, ভস্ত্রা। [সং যন্ত্র]।

জাঁতা২—(১) ক্রি. (প্রাদে. ও প্রা. বাং.) জাঁতায় চাপা (জাঁতিয়া পড়া বা ধরা) ; টেপা ('চরণ জাঁতিছে')। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [**জাঁতা১** দ্রঃ]। ক্রি. **জাঁতা দেওয়া**—(প্রাদে.) পিষ্ট করা, চাপা দেওয়া। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (প্রাদে.) চাপান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

জাঁতি, জাঁতী—বি. সুপারি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। [সং. যন্ত্রী]। বি. **~কল**—জাঁতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ইঁদুর মারিবার কলবিশেষ।

জাঁদরেল—(১) বি. সেনাপতি, মহাবীর। (২) বিণ. জমকাল ; জবরদস্ত ; মস্ত, প্রকাণ্ড। [ইং. general]।

জাঁহাপনা—**জাহাঁপনা**-র রূপভেদ।

জাঁহাবাজ—**জাহাঁবাজ**-এর রূপভেদ।

জাগ—বি. (কাঁচা অবস্থায় ফল পাকাইবার জন্য, অন্নাদি সিদ্ধ করিবার জন্য বা পাট প্রভৃতি পচাইবার জন্য) খড় পাতা প্রভৃতির চাপ (পাট জাগ দেওয়া জাগে পাকান)। [হি. জকড় ?]।

জাগ-গান—বি উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত রাত্রিকালে গীত পল্লীসঙ্গীতবিশেষ। [< জাগর-গান]।

জাগতিক—বিণ. জগৎ বা ইহলোক-সম্বন্ধীয়, পার্থিব (জাগতিক নিয়ম, জাগতিক সুখ-শান্তি)। [সং. জগৎ + ইক]।

জাগন্ত—বিণ. জাগ্রৎ, জাগিয়া আছে এমন। [বাং জাগা + অন্ত]।

জাগর—বি. নিদ্রাভঙ্গ, জাগরণ, জাগ্রৎ অবস্থা ('রজনী জাগরক্লান্ত' : রবীন্দ্র) ; (প্রাদে.) ঘুম-ভাঙ্গানী গানবিশেষ। [সং. √জাগৃ + অ (ভা)]। বি. **~মন্ত্র**—ঘুম ভাঙ্গানর মন্ত্র ; নিষ্ক্রিয়তা বা অচৈতন্য অবস্থা দূর করার মন্ত্র ('নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র' : রবীন্দ্র)।

জাগরণ—বি. নিদ্রাভঙ্গ ; নিদ্রাহীনতা ; জাগ্রৎ অবস্থা, কীর্তনাদি পালাসঙ্গীতের অঙ্গবিশেষ ; (আল.) নিষ্ক্রিয় বা অচেতন অবস্থা হইতে মুক্তি, উদ্দীপনা, চেতনা-লাভ (জাতির জাগরণ)। [সং. √জাগৃ + অন (ভা)]। **জাগরণী**—(১) বি জাগরণ-গান ; জাগরণ-পর্ব। (২) বিণ. জাগরণ-সম্বন্ধীয়।

জাগরিত—বিণ. জাগিয়া উঠিয়াছে এমন, নিদ্রোত্থিত ; জাগিয়া আছে এমন, বিনিদ্র ; চেতনাপ্রাপ্ত। [সং. √জাগৃ + ত (র্তৃ)]।

জাগরী (-রিন্)—বিণ জাগরণকারী ; নিদ্রাশূন্য, নিদ্রাহীন। [সং. √জাগৃ + ইন্]।

জাগরূক—বিণ. জাগ্রৎ, সজাগ ; হুঁশিয়ার, সতর্ক, অবিস্মৃত (হৃদয়ে জাগরূক আছে)। [সং. √জাগৃ + উক (র্তৃ)]।

জাগা—(১) ক্রি. নিদ্রোত্থিত হওয়া (ভোরে জাগা) ; না ঘুমান (রাত জাগা) ; প্রবুদ্ধ হওয়া ('জাগিয়া উঠেছে প্রাণ' : রবীন্দ্র), উদিত হওয়া, বিদ্যমান থাকা (সন্দেহ জাগা, মনে জাগা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √জাগৃ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ঘুম ভাঙ্গান ; প্রবুদ্ধ বা সচেতন করা ; সতর্ক করা ; স্মরণ করান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে ;

জাগ্রৎ, (অশু. কিন্তু বহুলপ্রচলিত) **জাগ্রত**—বিণ. জাগিয়া আছে এমন, সজাগ ; সতর্ক, সচেতন (সদা-জাগ্রৎ, জাগ্রদবস্থা, 'জাগ্রত ভগবান হে')। [সং. √জাগৃ + অৎ (র্তৃ)]।

জাঙ্গল—(১) বিণ. জঙ্গল-সম্বন্ধীয় ; বনপ্রায় ; জঙ্গলময় ; অসভ্য, বন্য। (২) বি. জল-বায়ু-রৌদ্রবিশিষ্ট ও বহু ধান্যাদিতে সমৃদ্ধ দেশবিশেষ (কুরু-জাঙ্গল)। [সং. জঙ্গল + অ]।

জাঙ্গাল, জাঙাল—বি. বাঁধ, dam, সেতু ; আলি ; পথ ; পতিত জমি। [সং. জঙ্গাল]।

জাঙ্গিয়া, জাঙ্ঘিয়া—বি. জাং বা উরু পর্যন্ত ঢাকিবার উপযুক্ত খাটো পায়জামাবিশেষ। [সং. জঙ্ঘা > বাং. জাঙ্গ + ইয়া]।

জাঙ্গী—বি. কৃষ্ণবর্ণ হরীতকীবিশেষ (সচ. জাঙ্গী হরীতকী)।

জাজিম—বি. ফরাশ বিছানা গালিচা প্রভৃতির উপরে বিছাইবার চাদরবিশেষ। [ফা. জাজম্]।

জাজ্বল্যমান—বিণ. অতিশয় উজ্জ্বল বা স্পষ্ট (প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেদীপ্যমান)। [সং. √জ্বল্ + যঙ্ + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

জাট, জাঠ—বি. পঞ্জাব ও রাজপুতানার জাতিবিশেষ।

জাঠর—বিণ. জঠর-সম্বন্ধীয়। [সং. জঠর + অ]।

জাঠা, (বিরল) জাঠি, (বিরল) জাঠী—বি. পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, লৌহযষ্টি। [সং. যষ্টি]।

জাড়—বি. শীত, ঠাণ্ডা, হিম। [হি. জাড়, সং. জাড্য, জড় (শীতলার্থক)]।

জাড়ি$_1$—বি. ভাণ্ড, পাত্র, আধার ('ধনের জাড়ি': চৈ. চ)। [?—তু. ইং. jar]।

জাড়ি$_2$—বি. গুল্ম; ভেষজ গুল্ম; জ্বরনাশক ঔষধ বা পাচন। [> সং. জ্বর]।

জাড্য—বি. জড়তা, অলসতা, জড়বুদ্ধির ভাব, মূর্খতা; শৈত্য; (বিজ্ঞা) জড়পদার্থের ধর্মবিশেষ যাহা বাহ্যশক্তির সংস্পর্শে না আসিলে উহার নিশ্চল অবস্থার বা (চলৎ অবস্থার) ঋজুগতির পরিবর্তন হয় না, inertia [বি. প.]। [সং. জড় + য (ভা)]।

-জাত$_1$—বিণ. সঞ্চিত, রক্ষিত (গুদামজাত)। [আ. যাদ্]।

জাত$_2$—বিণ. শ্রেষ্ঠ, আসল (জাত কেউটে)। [সং. জাত্য]। বি. **~বসন্ত**—সংক্রামক ও মারাত্মক মসূরিকা রোগ, গুটিবসন্ত, small-pox। বি. **~সাপ**—বিষধর সাপ।

জাত$_3$—(১) বিণ. জন্মিয়াছে এমন (সদ্যোজাত), উৎপন্ন, উদ্ভূত (ক্ষেত্রজাত)। (২) বি. জন্ম (জাতকর্ম); সমূহ (দ্রব্যজাত)। [সং. √জন্ + ত (র্তৃ, ভা)]। বি. **~কর্ম, ~কৃত্য, ~ক্রিয়া**—হিন্দু শিশুর জন্মহেতু অনুষ্ঠেয় সংস্কারবিশেষ। **~কোপ, ~ক্রোধ**—(১) বিণ. ক্রুদ্ধ হইয়াছে এমন। (২) বি. আজন্ম বিদ্যমান ক্রোধ। বি. **~পত্র**—জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠী। বিণ. **~পুত্র**—যাহার পুত্র জন্মিয়াছে এমন, পুত্রবান্। বি. **~বেদাঃ** (-দস্)—অগ্নিদেব। **~মাত্র**—(১) ক্রি-বিণ. জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। (২) বিণ. সদ্যোজাত। **~শত্রু**—(১) বিণ. (যাহার) অনেক শত্রু জন্মিয়াছে এমন। (২) বি. আজন্ম শত্রু।

জাত$_4$—(১) বি. বর্ণ, জন্মগত সামাজিক শ্রেণী (জাত মানিয়া চলা); প্রকার (নানা জাতের আম, বড়ো জাতের ডাকাতি)। (২) বিণ. জন্মগত, জাতিগত (জাত বোষ্টম)। [সং. জাতি]। বি. **জাতখাওয়া, জাত মারা**—(কাহাকেও) জাতিচ্যুত করা। ক্রি. **জাত খোয়ান, জাত হারান**—নিজ বর্ণ বা সামাজিক শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হওয়া। ক্রি. **জাত দেওয়া**—ভিন্ন ধর্মের বা বর্ণের পাত্র বা পাত্রীকে বিবাহ করার ফলে স্বীয় ধর্ম বা জাতি ত্যাগ করা। ক্রি. **জাতে ওঠা**—উন্নততর জাতে স্থান পাওয়া; (আল.) মর্যাদাবৃদ্ধির ফলে বিশেষ কোন সমাজে স্থান পাওয়া। ক্রি. **জাতে তুলে নেওয়া**—উন্নততর জাতে স্থান দেওয়া; (আল.) মর্যাদাদানপূর্বক বিশেষ কোন জাতে স্থান দেওয়া। বি. **~ব্যবসায়**—বংশগত পেশা। বি. **~ভাই**—সজাতীয় ব্যক্তি; একই ব্যবসায় বা শ্রেণীর লোক।

জাতক—(১) বিণ. যে জন্মিয়াছে। (২) বি. জন্মকোষ্ঠী; সন্তানের জন্মকালীন পিতার করণীয় অনুষ্ঠান; বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের কাহিনীপূর্ণ পালিভাষায় রচিত কথাগ্রন্থ। [সং. জাত + ক]।

জাতাশৌচ—বি. হিন্দুমতে সন্তানের জন্মহেতু অশৌচ। [সং. জাত + অশৌচ]।

জাতি$_1$, জাতী—বি. চামেলী বা মালতী ফুল। [সং. √জন্ + তি (র্তৃ), + ঈ]। বি. **~কচু**—মানকচু। বি. **~কলা**—কাঁটালি-কলা। বি. **~পত্র, ~পত্রী**—জয়ত্রী। বি. **~ফল**—জায়ফল।

জাতি$_2$—বি. জন্ম, উৎপত্তি (জাতিতে হিন্দু); প্রকার, শ্রেণী (নানা জাতির পুষ্প); সম-লক্ষণ বিভাগ (মানবজাতি, সর্পজাতি, স্ত্রীজাতি); ধর্ম জন্মভূমি রাষ্ট্র আদিম-বংশ ব্যবসায় ইত্যাদি অনুযায়ী বিভাগ (হিন্দুজাতি, আর্যজাতি, বণিগ্‌জাতি), হিন্দুদিগের বর্ণ বা তাহার অন্তর্গত সামাজিক উপবিভাগ (কায়স্থজাতি, জাতিভেদ)। [সং. √জন্ + তি]। বিণ. **~গত**—জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী, জাতীয়। বিণ. **~চ্যুত**—স্বীয় সমাজ বা জাতি হইতে বহিষ্কৃত। বি. **~তত্ত্ব**—মানবজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ও পরস্পর সম্বন্ধ-বিষয়ক বিজ্ঞান। বি. **~ধর্ম**—জাতির বিশেষ প্রকৃতি; জাতির বিহিত ধর্ম-কর্মাদি। বি. **~নাশ, ~পাত**—সমাজচ্যুতি। ক্রি-বিণ. **~বর্ণনির্বিশেষে**—জন্ম বংশ ইত্যাদির ভেদ না করিয়া। বিণ. **~বাচক**—জাতিনির্দেশক বা শ্রেণীনির্দেশক (জাতিবাচক উপাধি); (ব্যাক.) শ্রেণীসূচক (জাতিবাচক বিশেষ্য, যথা—মনুষ্য, সর্প, বৃক্ষ)। বি. **~বৈর**—জন্মগত শত্রুতা; এক জাতির সহিত অপর জাতির শত্রুতা। বি. **~ব্যবসায়**—বংশগত পেশা। বি. **~বৈষ্ণব**—জন্মগতভাবে বৈষ্ণববংশীয় লোক। বি. **~ভেদ**—হিন্দুদিগের বা চারি বর্ণের বা উহার অন্তর্গত উপবিভাগ-সমূহের মধ্যে পার্থক্য। বিণ. **ভ্রষ্ট**—**জাতিচ্যুত**-র অনুরূপ। বি. **~সঙ্ঘ**—বিভিন্ন জাতির সম্মেলন বা সভা, League of Nations। বি. **~সংঘাত**—এক জাতির সহিত অপরের বিবাদ (আর্য-অনার্যের জাতি-সংঘাত)। বিণ. **~স্মর**—(যাহার) পূর্বজন্মকথা মনে আছে এমন। **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদ্**—বিশ্বযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর শান্তিরক্ষাকল্পে গঠিত বিভিন্ন জাতির সভা, United Nations' Organisation।

দাগিতে জাত-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য জাত$_3$ ও জাত$_4$ দ্রঃ।

জাতী, জাতীপত্রী—জাতি$_{১}$ দ্রঃ।

জাতীয়—বিণ. জাতিসম্বন্ধীয় : জাতিগত বা শ্রেণীগত (জাতীয় প্রকৃতি) ; প্রকারবাচক বিশেষণ (অশ্বজাতীয় প্রাণী. (নানাজাতীয় ফুল) : স্বদেশীয়, জাতির প্রকৃতিগত (জাতীয় জীবন. জাতীয় ভাব) ; সমগ্র জাতির (জাতীয় মহাসভা)। [সং. জাতি + ঈয়]। বিণ. (স্ত্রী.) **জাতীয়া**।

জাতেষ্টি—বি. সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান, জাত-কর্ম। [সং. জাত + ইষ্টি]।

জাত্য—বিণ. কুলীন. সদ্বংশজাত ; শ্রেষ্ঠ। [সং. জাতি + য]।

জাত্যংশ—বি. জাতির অংশ বা সম্বন্ধ (জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ) ; জন্মবংশ, কুল, গোত্র। [সং. জাতি + অংশ]।

জাত্যন্ধ—বি. জন্ম হইতেই অন্ধ, জন্মান্ধ। [সং. জাতি (= জন্ম) + অন্ধ]।

জাত্যভিমান—বি. উচ্চ বংশে জন্মহেতু অহঙ্কার, কুল-গর্ব। [সং. জাতি + অভিমান]।

-জাদা—বি. (প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) ছেলে, পুত্র (হারাম-জাদা, শাহ্‌জাদা)। [ফা. জাদ্‌হ্‌]। বি. (স্ত্রী.) **-জাদী**—কন্যা।

জাদু$_{১}$—বি. শিশুকে স্নেহসম্বোধনবিশেষ (জাদুমণি) ; বিদ্রূপাত্মক সম্বোধনবিশেষ, বাছাধন। [ফা.]।

জাদু$_{২}$—বি. ভেলকি, ইন্দ্রজাল, কুহক. তুক। [ফা.]। বি. **~কর, (বিরল) ~গর**—ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী। ক্রি. **জাদু করা**—অদ্ভুত উপায়ে বশীভূত করা। বি.(স্ত্রী.) **~করী, (বিরল) ~গরী**। বি. **~ঘর**—শিল্পবিজ্ঞান-জাত পদার্থ অথবা পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক আশ্চর্যজনক বস্তু-সম্ভার যেখানে রাখা হয় ; দর্শকের সম্মুখে প্রায় জাদু সৃষ্টি করে বলিয়া উহার এই নাম ; মিউজিয়াম। বি. **~বিদ্যা**—ভেলকি বা ইন্দ্রজালের প্রয়োগ-কৌশল।

জান$_{১}$—বি. দৈবজ্ঞ ; গণক ; সর্বজ্ঞ। [ফা. জান্‌]।

জান$_{২}$—বি. প্রাণ, জীবন (জান নিয়ে টানাটানি) : (সঙ্গীতে) রাগরাগিণীর প্রধান সুর। [ফা.]।

জানকী—বি. জনকরাজার মেয়ে সীতা। [সং. জনক + অ + ঈ]।

জানত—বিণ. ক্রি-বিণ. জ্ঞাতসারে, সজ্ঞানে (জানত-পক্ষে)। [সং. জ্ঞানতঃ]।

জানপদ—বিণ. জনপদ-সম্বন্ধীয় : জনপদে (গ্রাম বা মফস্বলে) উৎপন্ন বা বাসকারী (তু. পৌর)। [সং. জনপদ + অ]।

জানলা—**জানালা**-র রূপভেদ।

জানা—(১) ক্রি. অবগত হওয়া (সে জেনেছে) ; টের পাওয়া (কেহ জানিবে না) ; তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা (সংস্কৃত জানা) ; বুঝিতে পারা (জানছি কষ্ট হবে) ; তৎসহ পরিচয় থাকা (তাহাকে জানি)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে (জানা কথা)। [সং. √জ্ঞা + বাং. আ]। বি. বিণ. **~জানি**—অনেক লোকের মধ্যে প্রচার, রাষ্ট্র। বি. **~ন**—(উচ্চা. জানান্‌) জ্ঞাপন ; সংবাদদান ; ঘোষণা। ক্রি. **জানান দেওয়া**—পূর্বাহ্ণে জ্ঞাপন করা ; নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করান। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অবগত করানো ; সংবাদ দেওয়া ; সতর্ক করা ; নিবেদন করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। **~শুনা, ~শোনা**—(১) বি. অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ; পরিচয়। (২) বিণ. পরিচিত।

জানানা, জেনানা—বি. স্ত্রীলোক ; অন্তঃপুরবাসিনী বা পর্দানশীন নারী ; পত্নী ; অন্তঃপুর। [ফা. জনানা]।

জানালা—বি. বাতায়ন, গবাক্ষ। [পো. Janella]।

জানিত—বিণ. জ্ঞাত ; পরিচিত। [সং. জ্ঞাত—**জানা** দ্রঃ]।

জানু—বি. হাঁটু। [সং. √জন্‌ + উ (র্তৃ)]।

জানুআরি, জানুয়ারি—বি. ইংরেজী বৎসরের প্রথম মাস (পৌষের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. January]।

জানোয়ার—বি. পশু, জন্তু : জন্তুর তুল্য ঘৃণ্য, মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি। [ফা. জানৱর্‌]।

জান্তব—বিণ. জন্তুজাত (জান্তব চর্বি) ; জন্তুসম্বন্ধীয়। [সং. জন্তু + অ]।

জান্তা—বিণ. জ্ঞানসম্পন্ন (সবজান্তা)। [**জানা** দ্রঃ]।

জান্নাত—বি. স্বর্গোদ্যান। [আ.] বিণ. **~বাসী**—স্বর্গ-বাসী ; পরলোকগত।

জাপ-—বিণ. জাপানী। [ইং. Jap <Japanese—তু. জাপানী]।

জাপক—বিণ. জপকারী। [সং. √জপ্‌ + অক (র্তৃ)]।

জাপটা—ক্রি. জাপটান। [আ. দব্‌ত্‌]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জড়াইয়া ধরা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **জাপটাজাপটি**—পরস্পর জড়াজড়ি।

জাপানী—(১) বিণ. জাপান-দেশীয়। (২) বি. জাপানের লোক।

জাফরান—বি. কুঙ্কুম, কেশর। [আ. জাআফ্‌রান্‌]। বিণ. **জাফরানী**—পীত, হলদে।

জাফরি—বি. চৌকা ছিদ্রযুক্ত বেড়া। [আ. জ্যফরী]।

জাব—বি. গোরুর আহারের জন্য কুচান ও ভিজান খড় বিচালি ইত্যাদি। [সং. যবস—তু. হি. জাব = তৃণ-বিশেষ]। বিণ. **~ড়া, ~ড়**—জাবের মত সিক্ত, অতি ভিজা ; এলোমেলো : ধেবড়া, অতি স্থূল। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জাবের মত ভিজান ; এলোমেলোভাবে কাজ করা ; ধেবড়ান ; (প্রাদে.) জাপটান। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

জাবদা—**জাবেদা** দ্রঃ।

জাবনা—**জাব**-এর রূপভেদ।

জাবর—বি. গো-মহিষাদির রোমন্থন, চর্বিতচর্বণ। [**জাব** দ্রঃ]। ক্রি. **জাবর কাটা**—রোমন্থন করা ; (আল.) একই কথার বারংবার আলোচনা করা।

জাবেদা, জাবদা, জাব্দা—বি. দৈনিক হিসাব বা হিসাবের খাতা। [আ. জাবিতাহ্‌—আইন, বিধি, ফর্দ]। **জাবেদা খাতা**—দৈনিক হিসাবের পাকা খাতা।

জাম—বি. গাঢ় বেগুনী রঙের ক্ষুদ্র ফলবিশেষ ; কালো-জাম। [সং. জম্বু]।

জামড়া, (কথ্য.) **জামড়ো**—(১) বি. ঘর্ষণজনিত চর্মের কাঠিন্য, কড়া। (২) বিণ. দরকাঁচা। [আ. জামিদ্]।
জামদগ্ন্য—বি. জমদগ্নিমুনির পুত্র পরশুরাম। [সং. জমদগ্নি+য]।
জামদানি, জামদানী—(১) বি. বুনিয়া ফুল-তোলা মিহি কাপড়; নকশা-তোলা বাসন। (২) বিণ. ফুল-কাটা, নকশা-তোলা। [ফা. জামদানি]।
জামবাটি—বি. কাঁসার বড় বাটি। [ফা. জাম (=যাহাতে কিছু রাখা হয়)+বাং. বাটি]।
জামরুল—বি. শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [দেশী]।
জামা—বি. পিরান শার্ট কোট ইত্যাদি দেহের আবরণ। [ফা. জামহ্]।
জামাই—বি. কন্যার স্বামী। [সং. জামাতৃ]। বি. **~আদর**—শ্বশুরালয়ে জামাতা যেরূপ আদর-যত্ন পায় সেইরূপ আদরযত্ন; পরম সমাদর। বি. **~বরণ**—বিবাহার্থ কন্যাগৃহে সমাগত পাত্রকে কন্যাপক্ষীয়স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক বরণের অনুষ্ঠানবিশেষ। বি. **~ষষ্ঠী**—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠীতে হিন্দুগণ কর্তৃক জামাইবরণের অনুষ্ঠান।
জামাতা (-তৃ)—বি. জামাই। [সং. জায়া+ √মা+তৃ (র্তৃ)]।
জামানত—**জমানত**-এর রূপভেদ।
জামা মসজিদ—বি. বড় মসজিদ; দিল্লির প্রসিদ্ধ মসজিদ। [আ. জামাহ্ √মস্জিদ্]।
জামিন, জামীন—বি. প্রতিভূ, কাহারও কার্যকলাপের দায়িত্বগ্রহণকারী ব্যক্তি; জমানত। [আ. জামিন্]। বি. **~দার**—যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির (বা অপর কাহারও) জামিন হয়।
জামিয়ার—বি. সমস্ত জমিতে ফুল-তোলা শালবিশেষ। [ফা. জামহ্‌ৱার্]।
জামির, জামীর—বি. গোঁড়া লেবু। [সং. জম্বীর]।
জাম্‌ড়া—**জামড়া**-র রূপভেদ।
জাম্ববান্, জাম্বুবান্ (-বৎ)—বি. পুরাণোক্ত ভল্লুকরাজ। [সং. জাম্ব (জম্বু+অ)+বৎ]। বি. (স্ত্রী.) **জাম্ববতী**—জাম্ববানের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী।
জাম্বীর—বিণ. জামির-সম্বন্ধীয়; জামির হইতে উৎপন্ন। [সং. জম্বীর+অ]।
জাম্বুনদ—বি. স্বর্ণ, সোনা। [সং. জম্বুনদ (সুমেরুপর্বতে প্রবাহিত)+ভবার্থে অ]।
জায়—বি. বিস্তৃত হিসাব, কৈফিয়ৎসহ হিসাব; ফর্দ, তফসিল, তালিকা; বিনিময় (টাকার জায়ে খাটা)। [ফা.]। বিণ. **~সুদী**—ঋণের সুদস্বরূপ জমির ফসল দিতে হয় এমন।
জায়গা—বি. স্থান, ঠাঁই (দাঁড়াইবার জায়গা); ভূমি, জমি (জায়গা কেনা); অবস্থা, পরিবেশ (লোভের জায়গা); আধার, পাত্র (দুধের, তেলের জায়গা); আশ্রয় (পৃথিবীতে তাহার জায়গা নাই); আবাস, বাস (জঙ্গলটা সাপের জায়গা); অধ্যুষিত অঞ্চল (এ দেশ বৃষ্টির জায়গা); পরিবর্ত (আসলের জায়গায় সুদ)। [ফা. জায়্গাহ্]।
জায়গির, (বর্জি.) **জায়গীর**—বি. দান বা পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি। [ফা. জাগীর]। বি. বিণ. **~দার**—জায়গিরভোগকারী।
জায়দাদ—বি. ভূ-সম্পত্তি বা তাহাতে দখলিস্বত্ব। [ফা.]।
জায়ফল—বি. কষায় ও সুগন্ধ ফলবিশেষ। [সং. জাতি-ফল]।
জায়মান—বিণ. জন্মিতেছে এমন, উৎপদ্যমান। [সং. √জন্+মান (শানচ্) (র্তৃ)]।
জায়া—বি. পত্নী। [সং. √জন্+য (যি)+আ]। বি. **~জীব, ~জীবী** (-বিন্)—পত্নীর উপার্জনদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী; নটীর স্বামী। বি. **~পতি**—স্বামী ও স্ত্রী, দম্পতি।
জায়েজ—বিণ. বৈধ। [হি]।
জার—বি. উপপতি, গুপ্ত প্রণয়ী (যবনীজার)। [সং. √জৃ+অ (র্তৃ)]।
জারক—বিণ. জীর্ণকারী, পাচক, হজমী। [সং. √জৃ+অক (র্তৃ)]।
জারজ—বিণ. জারজাত, বেজন্মা। [সং. জার+ √জন্+অ (র্তৃ)]।
জারণ—বি. পরিপাককরণ, জীর্ণকরণ; জারিতকরণ। [সং. √জৃ+ণিচ্+অন (ভা)]।
জারব—ক্রি. (ব্রজ.) জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, শুকায় ('অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব': বিদ্যা.)।
জারা—(১) ক্রি. জীর্ণ করা; শোধন করা, জরানো। (২) বি. জীর্ণ বা জারিত করান, জারিত দ্রব্য (লোহাজারা)। (৩) বিণ. জারিত। [সং. √জৃ+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জীর্ণ বা জারিত করা অথবা করানো; শোধন করা বা করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
জারি১—বি. বাঙ্গালার মুসলমানী পল্লীসঙ্গীতবিশেষ। [ফা. যারী]।
জারি২—(১) বিণ. প্রবর্তিত, কার্যকর, চলিত, প্রচারিত (আইন জারি করা)। (২) বি. প্রবর্তন, প্রয়োগ, প্রচলন, প্রচার (সমন জারি, আইন-জারি)। [আ. জারী]।
জারিজোরি, জারিজুরি—বি. কূটবুদ্ধির প্রয়োগ; দম্ভ; বাহাদুরি। [আ. জারি+বাং. জোর+ই]।
জারিত—বিণ. জরান হইয়াছে এমন, জীর্ণ, শোধিত। [সং. √জৃ+ণিচ্+ত (র্ম)]।
জারুল—বি. বৃক্ষবিশেষ; উহার কাষ্ঠ। [দেশী]।
জাল১—বিণ. কৃত্রিম, মেকি (জাল টাকা, জাল ঔষধ); ছদ্মবেশী, কপট (জাল সন্ন্যাসী)। [আ.]। ক্রি. **জাল করা**—ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম বা নকল বস্তু প্রস্তুত করা (নোট বা দলিল জাল করা)।
জাল২—বি. লোহার তার, সুতা প্রভৃতি দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া বোনা ফাঁদবিশেষ (মাছ-ধরা জাল, তারের জাল); সূত্রনির্মিত সূক্ষ্ম আবরণ (মাকড়সার জাল); ফাঁদ (জাল পাতা); পাতলা আবরণ; মোহিনীশক্তি, কুহক (ইন্দ্রজাল, মায়াজাল); সমূহ (স্নায়ুজাল, যুক্তিজাল)। [সং. √জল+অ (র্তৃ, ণ)]। বি. **~জীবী** (-বিন্)—জেলে। **~পাদ**—(১) বিণ. পায়ের আঙুল পাতলা চামড়ার

আবরণে সংযুক্ত এরূপ (পাখি বা পশু)। (২) বি. হাঁস-জাতীয় পাখি।

জালক—বি. ফুলের কুঁড়ি : জাল ; (লাউ কুমড়া প্রভৃতির) কচি ফল, জালি। [সং. জাল$_2$ + ক]।

জালতি—বি. ক্ষুদ্র জাল ; ফল পাড়িবার জালযুক্ত আঁকশিবিশেষ। [সং. জাল$_2$ + বাং. তি]। [**জালতি** দ্র:]।

জালা$_1$—**জ্বালা$_2$**-র অধিকতর চলিত রূপ।

জালা$_2$—বি. স্থূলোদর বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ। [ফা. জর্‌রা]।

জালাতন, জ্বালাতন—(১) বি. উৎপাত, যন্ত্রণাদান, বিরক্তিজনন (জালাতনের হাত থেকে বাঁচা)। (২) বিণ. অত্যন্ত অস্বস্তিপূর্ণ, উত্ত্যক্ত (জালাতন করা বা হওয়া)। [আ. জালাবতন,—তু. সং. জ্বালা]।

জালান (মো), জালানি, জালানে—যথাক্রমে **জ্বালান জ্বালানি** ও **জ্বালানে**-র অধিকতর চলিত রূপ।

জালি$_1$—(১) বি. ক্ষুদ্র জাল ; জালসদৃশ বস্তু : জাফরি। (২) বিণ. জালের মত ফাঁক ফাঁক করিয়া তৈয়ারি (জালি গেঞ্জি)। [সং. জাল + বাং. ই]।

জালি$_2$—(১) বি. লাউ কুমড়া ইত্যাদির কচি ফল। (২) বিণ. অত্যন্ত কচি (জালি শশা)। [সং. জালক]।

জালিক—(১) বিণ. প্রতারক। (২) বি. ধীবর ; ব্যাধ ; মাকড়সা। [সং. জাল + ইক]।

জালিবোট—বি. স্টীমারাদির সঙ্গে যে ছোট নৌকা বাঁধা থাকে। [ইং. jolly-boat]।

জালিম—বিণ. বি. জুলুমকারী, উৎপীড়ক। [আ. যালিম]।

জালিয়া—বি. জেলে, ধীবর, ব্যাধ। [সং. জাল$_2$ + বাং. ইয়া]।

জালিয়াত, জালিয়াৎ—বি. বিণ. যে অন্যের হস্তাক্ষর নকল করে ; মেকি দ্রব্য প্রস্তুতকারী। [আ. জাল$_1$ + বাং. ইয়াত (< সং. বৎ)—তু. চালিয়াৎ]। বি. **জালিয়াতি**—জালিয়াতের কাজ ; নকল করার বৃত্তি বা অভ্যাস।

জাল্ম—(১) বি. ইতর লোক। (২) বিণ. মূর্খ ; দুর্বৃত্ত। [সং. জাল (= আচ্ছাদন) + ম (র্তৃ)]।

জাসু, জাসুস—বিণ. ধূর্ত, ধড়িবাজ ; ঝানু ; অগ্রগণ্য। [আ. জাসুস]।

জাস্তি—(১) বি. আধিক্য। (২) বিণ. অধিক, বেশী। [আ. জিয়াদ্‌তি]।

জাহাঁপনা—বি. দুনিয়ার আশ্রয় (মুসলমান নৃপতিগণকে এই বলিয়া সম্বোধন করা হয়)। [ফা. জহান্-পনাহ্]।

জাহাঁবাজ—বিণ. ধড়িবাজ, কূটবুদ্ধি ; দুর্দান্ত। [ফা. জাহান্‌বাজ]।

জাহাজ—বি. বৃহৎ জলযান, স্টীমার ; (আল.) বিশাল আধার (বিদ্যার জাহাজ)। [আ. জহাজ]। বি. **~ঘাটা**—নদীতীরাদির যে অংশে জাহাজ ভিড়ান হয়। বিণ. **জাহাজি, জাহাজী**—জাহাজ-সম্বন্ধীয় ; জাহাজে বাহিত ; জাহাজে কাজ করে এমন।

জাহান—বি. জগৎ, বিশ্ব (মুসলিম জাহান)। [ফা. জহান্]।

জাহান্নম, জাহান্নাম—বি. ইসলামী শাস্ত্রানুযায়ী নরক। [ফা. জহান্নম]। **জাহান্নমের পথ**—যে পাপাচরণের ফলে নরকে যাইতে হয় ; উৎসন্নে যাওয়ার বা গোল্লায় যাওয়ার পথ। ক্রি. **জাহান্নমে দেওয়া**—সর্বনাশ করা। ক্রি. **জাহান্নমে যাওয়া**—কুপথগামী হওয়া, গোল্লায় যাওয়া।

জাহির—বিণ. প্রকাশিত (হুকুম জাহির করা), প্রচারিত (নাম জাহির করা) ; প্রদর্শিত ('বড় বিদ্যা করেছি জাহির' : র. সে.)। [আ.]।

জাহ্নবী—বি. জহ্নুমুনির কন্যা, গঙ্গানদী। [সং. জহ্নু + অ + ঈ]।

জি—**জী**-র বানানভেদ।

জিউ—**জীউ**-র বানানভেদ।

জিওল—(১) বিণ. দীর্ঘকাল বাঁচে এবং জলে জিয়াইয়া রাখা যায় এমন (জিওল মাছ—কৈ মাগুর প্রভৃতি মাছ)। (২) বি. মৎস্যবিশেষ ; বৃক্ষবিশেষ। [সং. জীব > জী, জি + ওয়াল > ওল]।

জিগির, জিগীর—বি. বিশেষ জোর, নির্বন্ধাতিশয় ; ধুয়া ; উচ্চ ধ্বনি (জিগির তোলা), প্রচার ; জয়োল্লাস। [ফা. জিক্‌র]।

জিগীষা—বি. জয়ের ইচ্ছা (জিগীষার আত্মপ্রকাশ)। [সং. √জি + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. জয়ের অভিলাষী।

জিঘাংসা—বি. হত্যার ইচ্ছা। [সং. √হন্ + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **জিঘাংসু**—বধাভিলাষী, হত্যা করিতে ইচ্ছুক।

জিজিয়া—বি. মুসলমান নৃপতিগণ কর্তৃক অমুসলমান-গণের উপর ধার্য কর। [আ. জিজিয়া]।

জিজীবিষা—বি. বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা। [সং. √জীব্ + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **জিজীবিষু**—বাঁচিতে

জিজ্ঞাসা—(১) বি. জানিবার ইচ্ছা, কৌতূহল ; প্রশ্ন, অনুসন্ধান। (২) ক্রি (কাব্যে) জিজ্ঞাসা করা, শুধান, প্রশ্ন করা। [সং. √জ্ঞা + সন্ + অ (ভা) + আ]। বি. **~বাদ**—প্রশ্নোত্তর ; আলাপ-আলোচনা। বিণ. **জিজ্ঞাসক**—জিজ্ঞাসাকারী, প্রশ্নকর্তা। বি. **জিজ্ঞাসন**—জিজ্ঞাসাকরণ। বিণ. **জিজ্ঞাসনীয়**—জিজ্ঞাসার যোগ্য। বিণ. **জিজ্ঞাসিত**—(যাহা বা যাহাকে) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এমন, পৃষ্ট। বিণ. **জিজ্ঞাসু**—জিজ্ঞাসা-কারী ; অনুসন্ধিৎসু। বিণ. **জিজ্ঞাস্য**—জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত (ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য) ; অনুসন্ধেয়।

জিঞ্জির, জিঞ্জীর—বি. শিকল ; (বিরল) কারাবাস, দ্বীপান্তর। [ফা. জন্‌জীর্]।

জিত—(১) বিণ. জয় করা হইয়াছে এমন, জয়লব্ধ (জিত-রাজ্য) ; পরাজিত (জিতশত্রু) ; বশীভূত (জিতেন্দ্রিয়, জিতাত্মা)। (২) বি. জয় (হারজিত)। [সং. √জি + ত (র্ম, ভা)]।

জিতা, জেতা—(১) ক্রি. জয়লাভ করা ; প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া ; জয় করা, জয়লাভ করিয়

অধিকার করা বা পাওয়া (রাজ্য জেতা, বাজি জিতেছি, লাখ টাকা জিতা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √জি+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. জয়-লাভ করানো: প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করানো; জয়লাভে সাহায্য করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

জিতেন্দ্রিয়—বিণ. ইন্দ্রিয়জয়কারী। [সং. জিত+ইন্দ্রিয়]। বি. ~তা—ইন্দ্রিয়সংযম।

-জিৎ (সমাসের উত্তরপদে)—বিণ. জয়কারী (ইন্দ্রজিৎ, বিশ্বজিৎ)। [সং. √জি+কিপ্ (র্তৃ)]।

জিদ, জেদ—বি. প্রচণ্ড ঝোঁক, গোঁ, নাছোড়বান্দা ভাব। [আ.]। বিণ. জেদি—একগুঁয়ে, নাছোড়বান্দা। বি. জেদাজিদি—পরস্পর জিদ প্রকাশ; বারংবার জিদ প্রকাশ।

জিন১—(১) বিণ. জয়শীল, জয়ী। (২) বি. বুদ্ধ; জৈন অর্হৎ; বিষ্ণু। [সং. √জি+ন (র্তৃ)]।

জিন২—বি. দৈত্য। [আ.]।

জিন৩—বি. অশ্বপৃষ্ঠে আরোহীর পাতিয়া বসিবার আসন। [ফা. জীন]।

জিন৪—বি. মোটা সুতার ঠাস-বুনানি কাপড়বিশেষ। [ইং. jean]।

জিনা—ক্রি. (কাব্যে.) জয় করা ('জিনিব আজিকার রণে')। [প্রা. √জিন<সং. √জি]। ক্রি. ~ন, ~নো—জিতান।

জিনিস, জিনিষ—বি. বস্তু; সারবস্তু (এতে জিনিস কিছু নেই)। [আ. জিন্স্]। বি. ~পত্র—দ্রব্যাদি, বস্তুসমূহ।

জিন্দা—বিণ. জীবিত। [ফা.]। বি. ~পীর—জীবিত সাধুপুরুষ। অব্য. ~বাদ—বাঁচিয়া থাকুক; অমর বা জয়ী হউক: এই উক্তি। (তু. 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ')।

জিন্দিগি, জিন্দিগী, জিন্দ্‌গি, জিন্দ্‌গী—বি. জীবন, জীবিতকাল। [ফা. জিন্দ্‌গী]।

জিব১—জেব-এর প্রাদে. রূপ।

জিব২, জিভ—বি. জিহ্বা, রসনা। [সং. জিহ্বা]। ক্রি. জিব কাটা—লজ্জায় দাঁত দিয়া জিহ্বা চাপিয়া ধরা। ক্রি. জিব বাহির হওয়া—মাত্রাধিক পরিশ্রমের ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া। ক্রি. জিবে জল আসা বা জল ঝরা—লোলুপ হওয়া। বি. ~ছোলা—জিহ্বা চাঁচিয়া পরিষ্কার করার জন্য ফলকবিশেষ। বিণ. জিবে—জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট (জিবে গজা)।

জিম্‌নাস্টিক, জিম্‌নাষ্টিক—বি. ইউরোপীয় প্রণালীতে ব্যায়াম। [ইং. gymnastics]।

জিম্মা—বি. হেপাজত রক্ষা করার দায়িত্ব (তোমার জিম্মায় রহিল)। [আ.]। বি. ~দার—যাহার জিম্মায় কোন কিছু রাখা হয়।

জিয়ন্ত, জীয়ন্ত—বিণ. জীবন্ত, সজীব, জীবিত। [সং. জীবৎ<জীবন্ত]।

জিয়ল—জিওল-এর রূপভেদ।

জিয়া, জীয়া—ক্রি. জিয়ান। [প্রা. √জিঅ<সং. জীব]।

জিয়াদা—জেয়াদা-র রূপভেদ।

জিয়ান, জিয়ানো, জীয়ান, জীয়ানো—(১) ক্রি. বাঁচাইয়া রাখা (কইমাছ জিয়ান); (বিরল) পুনর্জীবিত করা (লক্ষ্মীন্দরকে জিয়ান)। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে ('জিয়ান-কাঠি')। [জিয়া দ্রঃ]।

জিয়্‌জিয়ে—বিণ. অস্থিচর্মসার, অত্যন্ত কৃশ, রোগা (হাড়-জিয়্‌জিয়ে)। [জর্জর]।

জিরা১—ক্রি. জিরান। [জিরান১ দ্রঃ]।

জিরা২—বি. মসলাবিশেষ। [সং. জীরক]। বি. ~মরিচ—জিরা ও গোলমরিচ।

জিরাত, জিরাৎ—বি. বাসের বা চাষের জমি (জমি-জিরাৎ)। [আ. জরাআত্]।

জিরান১ (উচ্চা. জিরান্)—বি. বিশ্রাম; সাময়িক বিরতি, অবকাশ। [আ. জিরিয়ান্]। জিরান কাট—খেজুর-গাছ তিনদিন ধরিয়া কাটিয়া রস লওয়ার পর তিনদিন বন্ধ রাখা হয়: বন্ধের পর প্রথম দিনের কাটাকে 'জিরান কাট' বলে।

জিরান২, জিরানো—(১) ক্রি. বিশ্রাম করা (একটু জিরাই, জিরিয়ে যাও, জিরাতে চায়)। (২) বি. বিশ্রাম-গ্রহণ। [জিরান১ দ্রঃ]।

জিরাফ—বি. আফ্রিকার দীর্ঘগ্রীব পশুবিশেষ। [ইং. giraffe]।

জিরে—জিরা-র কথ্য রূপ।

জিরেন—জিরান১-এর কথ্য রূপ।

জিলা—জেলা-র বর্জি. রূপ।

জিলাদার—বি. জেলার শাসক। [আ. জিলা+ফ. দার্]।

জিলাপি, জিলেপি, (কথ্য.) **জিলিপি**—বি. সর্প-কুণ্ডলীর আকারে ময়দা ইত্যাদির প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ। [হি. জিলেবী]।

জিল্‌দ, জিল্‌—বি. পুস্তকের মলাট বা মলাটের ভিতরের দিকের অংশ; পুস্তকের ফর্মা যাহা বাঁধাইবার পূর্বে একসঙ্গে সেলাই করা হয়। [আ. জিল্দ্]।

জিল্লা—জেল্লা দ্রঃ।

জিষ্ণু—(১) বিণ. জয়শীল, বিজয়ী। (২) বি. বিষ্ণু, ইন্দ্র, অর্জুন। [সং. √জি+স্নু (র্তৃ)]।

জিহাদ—জেহাদ-এর রূপভেদ।

জিহীর্ষা—বি. হরণ করিবার ইচ্ছা। [সং. √হৃ+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ. জিহীর্ষু—হরণ করিতে ইচ্ছুক।

জিহ্বা—বি. রসনা, জিভ। [সং. √লিহ্+ব (ণে)+আ, নিপাতনে]। বি. ~গ্র—জিভের ডগা বা আগা। বি. ~মূল—জিভের গোড়া। ~মূলীয়—(১) বিণ. জিহ্বামূলসংক্রান্ত; জিহ্বামূল হইতে জাত বা উচ্চারিত। (২) বি. জিহ্বামূল হইতে উচ্চারিত বর্ণ অর্থাৎ ক্ খ্ গ্ ঘ ঙ।

জিহ্ম—বিণ. বক্র, কুটিল। [সং.]। বি ~গ—সর্প।

-জী—বি. সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ, মহাশয়, বাবু (নেতাজী, গান্ধীজী)। [হি. জীউ<সং. জীব]।

-জীউ১—বি. দেব, মহামহিম ঠাকুর (পার্শ্বনাথ জীউ)। [হি. জীউ (সং. জীব)]।

জীউ২—ক্রি. (প্রা. বাং.) জীব, বাঁচিয়া থাক ('সবে কহে জীউ' : চৈ. ভা.)। [সং. √জীব্]।

জীব১—ক্রি. (আশীর্বাদকালে বা কল্যাণকামনায় উক্ত) বাঁচিয়া থাক, দীর্ঘায়ু হও। [সং. √জীব্]।

জীব২—বি. প্রাণী ; প্রাণ ; দেহধারী আত্মা ; জীবাত্মা ; (বিজ্ঞা.) যাহার জীবন আছে, প্রাণী বা উদ্ভিদ্। [সং. √জীব্ + অ (র্তৃ)]। বি. ~**জগৎ**—প্রাণিসমাজ, চেতন-জগৎ। বি. ~**জন্তু**—নানা জন্তু। বি. ~**ধাত্রী**—জীব-জগতের পালনকারিণী (জীবধাত্রী বসুন্ধরা)। বি. ~**বিজ্ঞান**, ~**বিদ্যা**—প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-বিষয়ক বিজ্ঞান বা বিদ্যা, biology। বি. ~**ধর্ম**—প্রাণিমাত্রেরই যাবতীয় দৈহিক ব্যাপার। বি. ~**বলি**—দেবোদ্দেশে পশুবধ। বি. ~**লোক**—সংসার, মর্ত্য-লোক। বি. ~**হিংসা**, ~**হত্যা**—প্রাণিহত্যা। **কৃষ্ণের জীব**—অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী ; একান্ত কৃপাপাত্র।

জীবক—বি. সাপুড়িয়া ; ভৃত্য ; কুসীদজীবী ; ভিক্ষুক ; বুদ্ধদেবের চিকিৎসক। [সং. √জীব্ + অক]।

জীবৎ—বিণ. জীবন থাকিতে, জীবিত (জীবৎপিতৃক)। [সং. √জীব্ + অৎ (র্তৃ)]।

জীবদ্দশা—বি. জীবনকাল, যে পর্যন্ত প্রাণধারণ করা যায়। [সং. জীবৎ + দশা]।

জীবন—বি. প্রাণ ; প্রাণধারণ (জীবনকাল, জীবনযাত্রা) ; জীবনকাল (আজীবন) ; আয়ু (তাহার জীবন ফুরাইয়াছে); প্রাণস্বরূপ বা অতি প্রিয়পাত্র (জগজ্জীবন, রাধিকা-জীবন) ; জল ('জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি' : ভা. চ.)। [সং. √জীব্ + অন (ভা. ণে)]। বি. ~**চরিত**, ~**বৃত্তান্ত**—(কাহারও) জীবনের ঘটনাবলী ও চরিত্রের বিবরণ, জীবনী। বি. ~**দর্শন**—(মানব-) জীবনের স্বরূপ অবধারণ। বি. ~**বীমা**—যে বীমার টাকা বীমাকারী নির্দিষ্ট মেয়াদ-অন্তে পায় বা তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারী পায়। বি. ~**বেদ**—(মানব-) জীবনের মূল মন্ত্র বা নিয়ন্ত্রক নীতি। বি. ~**যাত্রা**—জীবিকানির্বাহ, সংসার চালানো। বি. ~**যৌবন**—জীবন ও যৌবন, প্রাণ ও তারুণ্য। বি. ~**সঙ্গিনী**—সহধর্মিণী ; চিরসহচরী ; পত্নী। বি. ~**স্মৃতি**—(আত্ম-) জীবনের যে-সব ঘটনা স্মরণে আছে।

জীবনাধিক—বিণ. প্রাণের অপেক্ষাও বেশী প্রিয়। [সং জীবন + অধিক]।

জীবনান্ত, **জীবনাবসান**—ক্রি. জীবনের শেষ, মৃত্যু। [সং. জীবন + অন্ত, অবসান]।

জীবনী—(১) বিণ. প্রাণের প্রাচুর্যদায়িনী (জীবনীশক্তি)। (২) (বাং.) বি. জীবনচরিত। [সং. জীবন + ঈ]। বি. ~**কার**—জীবনী-রচয়িতা।

জীবনীয়—(১) বিণ. প্রাণধারণার্থ আবশ্যক। (২) বি. জল। [সং. জীবন + ঈয়]।

জীবনোপায়—বি. জীবিকা। [সং. জীবন + উপায়]।

জীবন্ত—বিণ. বাঁচিয়া আছে এমন, জীবিত, সজীব ; অত্যন্ত স্পষ্ট (জীবন্ত সত্য)। [বাং. √জীব্ + অন্ত]।

জীবন্মুক্ত—বিণ. জীবিতাবস্থাতেই পার্থিব মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত, কিন্তু প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় করিবার জন্য অনাসক্ত-ভাবে দেহধারণ করিয়া আছেন এমন। [সং. জীবৎ + মুক্ত]। বি. **জীবন্মুক্তি**—জীবন্মুক্ত অবস্থা ; জীবন্মুক্ত হওয়া।

জীবন্মৃত—বিণ. জীবিতাবস্থাতেই মৃতকল্প ; অসহ্য কষ্টে জীবনধারণের গ্লানি বহন করিতেছে এমন। [সং. জীবৎ + মৃত]।

জীবন্যাস—বি. মন্ত্রবলে দেবপ্রতিমাদির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ; (অপ্র.) প্রাণদান। [জীব + ন্যাস]।

জীবাণু—বি. অতি সূক্ষ্ম প্রাণী বা উদ্ভিদ্, microbe। [সং. জীব + অণু]। বি. **রোগজীবাণু**—যে জীবাণু জীব-দেহে প্রবেশ করিয়া রোগ সৃষ্টি করে, bacillus।

জীবাত্মা (-ত্মন্)—বি. জীবনামক আত্মা, দেহধারী আত্মা ; বিশেষ জীবের মধ্যে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মা। [সং. জীব + আত্মন্]।

জীবান্তক—(১) বিণ. জীবন-নাশক। (২) বি. ব্যাধ। [সং. জীব + অন্তক]।

জীবাশ্ম—বি. প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্ বা প্রাণী, fossil [বি. প.]। [সং. জীব + অশ্ম]।

জীবিকা—বি. জীবনধারণের জন্য অবলম্বিত পেশা, বৃত্তি। পেশা, বৃত্তি। [সং. √জীব্ + ক + আ]। বি. ~**নির্বাহ**—জীবনধারণের ব্যবস্থাসম্পাদন।

জীবিত—(১) বিণ. জীবন্ত, যে বাঁচিয়া আছে (জীবিতা-বস্থা)। (২) বি. জীবন (জীবিতকাল, জীবিতেশ্বর)। [সং. √জীব + ত (র্তৃ, ভা)]। বি. **জীবিতাশা**—বাঁচিবার আশা। বি. **জীবিতেশ**—প্রাণেশ্বর ; যমরাজ। বি. **জীবিতেশ্বর**—স্বামী, পতি।

-জীবী (-বিন্)—বিণ. জীবনযুক্ত, আয়ুযুক্ত (দীর্ঘজীবী, ক্ষণজীবী) ; জীবিকানির্বাহকারী (ব্যবহারজীবী, মৃগয়া-জীবী)। [সং. √জীব্ + ইন্ (র্তৃ)]।

জীমূত—বি. মেঘ ; পর্বত। [সং. জীবন(=জল) + মূত (=বদ্ধ)]। বি. ~**নাদ**, ~**মন্দ্র**—মেঘ-গর্জন। বি. ~**বাহন**—ইন্দ্র।

জীয়ন্ত—জিয়ন্ত দ্রঃ।

জীরক, **জীর**—বি. মসলাবিশেষ, জিরা। [সং.]।

জীর্ণ—বিণ. সর্বদা-ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত, বা ব্যবহারের অযোগ্য (জীর্ণ বস্ত্র) ; শীর্ণ হইয়াছে এমন (জীর্ণদেহ) ; জারিত (জীর্ণ লৌহ) ; হজম হইয়াছে এমন (জীর্ণ অন্ন) : অতি পুরাতন (জীর্ণজ্বর) ; অকর্মণ্য হইয়াছে এমন, গলিত (জীর্ণনখ)। [সং. √জৄ + ত (র্তৃ, র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **জীর্ণা**। বি. ~**তা**। বি. ~**সংস্কার**—ভগ্ন বা ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুর মেরামত। বি. **জীর্ণোদ্ধার**—জীর্ণ বস্তুর পুনর্গঠন, মেরামত।

আদিতে **জীব**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **জীব২** দ্রঃ।

জুঁই—বি. সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ, যূথিকা। [সং. যূথিকা]।

জুখা, জোখা—(১) ক্রি. পরিমাণ নির্ণয় করা; ওজন করা; পাশাপাশি রাখিয়া তুলনামূলকভাবে মাপা। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে (লেখা-জোখা, মাপা-জোখা)। [হি. √জুখ্]।

জুগুপ্সা—বি. কুৎসা, নিন্দা, ঘৃণা। [সং. √গুপ্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ. **জুগুপ্সিত**—নিন্দিত, ঘৃণিত।

জুচ্চুরি—জুয়াচুরি-র কথ্য রূপ।

জুজ—বি. পুস্তকের ফর্মা বা খণ্ড। [আ.]। বি. **~সেলাই**—ফর্মা ফর্মা পৃথগ্‌ভাবে সেলাই করিয়া বই বাঁধাইকরণ।

জুজু—বি. শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত পিশাচ-যোনি। [দেশী]। বি. **~বুড়ি, ~বুড়ী**—কল্পিত ছেলেধরা পিশাচী [তু. জোটেবুড়ি]।

জুজুৎসু—বি. মল্লবিদ্যা, কুস্তি (জুজুৎসুর প্যাঁচ)। [জাপ জিজিউৎ-সু]।

জুঝা—যুঝা-র বানানভেদ।

জুটা, জোটা—(১) ক্রি. সংগ্রহ হওয়া, মেলা (অন্ন জোটে না, জুটবে না); একত্র হওয়া (বহুলোক জুটেছে); উপস্থিত হওয়া (এসে জুটেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √জুট্<সং. যুথ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. সংগ্রহ করা, জোগাড় করা; একত্র করা; উপস্থিত করা, লইয়া আসা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

জুটি—বি. সমান সমান দুইটির একটি, সমকক্ষ। [জুড়ি দ্রঃ]।

জুড়া, জোড়া—(১) ক্রি. যুক্ত বা মিলিত করা (ভাঙতে পারি, জুড়তে পারি না); কিছুর সঙ্গে আঁটিয়া দেওয়া, জোতা (গাড়িতে ঘোড়া জোড়া); আরম্ভ করা (গল্প জুড়ে দিল); ব্যাপ্ত করা (দেশ জুড়ে রব উঠেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √জোড়<সং. √যোজি]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. যুক্ত বা মিলিত বা যোজিত করান; জোড়া দেওয়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [জোড়া২ দ্রঃ]।

জুড়া২—ক্রি. জুড়ান। [বাং. √জুড়া। তু. সং. জড় (=ঠাণ্ডা), হি. জাড়া]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ঠাণ্ডা করা বা হওয়া (দুধ জুড়ান); শান্ত হওয়া বা করা (জ্বালা জুড়ান); তৃপ্ত হওয়া বা করা (চোখ জুড়ায়, প্রাণ জুড়ান)। (২) বি. **জুড়ন**—উক্ত সকল অর্থে ('তবু হিয়া জুড়ন না গেল')।

জুড়ি, জুড়ী—(১) বি. সমান সমান দুইটি (জুড়ি বাঁধা); সমকক্ষ ব্যক্তি (তাহার জুড়ি মেলা ভার); দুই ঘোড়ার টানা গাড়ি (জুড়ি হাঁকান); যাত্রাগানে একযোগে গানকারী গায়কগণ (জুড়ির গান); সেতারের দুইটি বিশেষ তার। (২) বিণ. দুই ঘোড়ায় টানে এমন (জুড়ি গাড়ি); সঙ্গে জুড়িবার বা সমান সমান (ইহার জুড়ি ঘোড়া); সমকক্ষ (জুড়ি লোক)। [হি. জোড়ী]। বি. **~দার**—সহযোগী বা সমকক্ষ ব্যক্তি।

জুত১—বি. জ্যোতিঃ (চোখের জুত); তেজ, শক্তি, স্বাভাবিক অবস্থা (তাহার দেহে এখনও জুত আছে)। [সং. জ্যোতিঃ]।

জুত২—বি. আরাম (খাওয়ায় বা কাজকর্মে জুত হচ্ছে না), সুযোগ, সুবিধা (জুতসই)। [হি. জোড়=মেল, মিলন]।

জুত৩, জুতন (নো)—যথাক্রমে জুতা২ ও জুতান১,২-এর কথ্য রূপ।

জুতা১, জোতা—(১) ক্রি. (গাড়ি লাঙ্গল ইত্যাদিতে প্রধানতঃ পশুদের) যোজিত করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [প্রা. যুত্ত<সং. যুক্ত]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (গাড়ি প্রভৃতিতে) যোজিত করান। (২) বি. উক্ত অর্থে।

জুতা২, (কথ্য) জুতো—বি. চর্মপাদুকা, বিনামা। [তু. হি. জুতা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জুতাদ্বারা প্রহার করা; (আল.) নিদারুণ অপমানিত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। ক্রি. **জুতা মারা**—জুতান। **জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ**—ছোট-বড় যাবতীয় কাজ।

জুৎ—জুত১ ও জুত২-এর বানান-ভেদ।

জুদা—বিণ. পৃথক্, তফাৎ। [ফা. জুদাহ্]।

জুন—বি. ইংরেজী সালের ষষ্ঠ মাস (জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। (ইং. June]।

জুবিলি—বি. কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সাধারণতঃ পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার উপলক্ষে আনন্দোৎসব, জয়ন্তী। [ইং. jubilee]। **রৌপ্য জুবিলি**—২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব, silver jubilee। **স্বর্ণ জুবিলি**—৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব, golden jubilee। **হীরক জুবিলি**—৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব, diamond jubilee।

জুব্বা—জোব্বা-র রূপভেদ।

জুম, জুমিয়া—বিণ. আসাম রাজ্যের পর্বতময় অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে যে চাষ হয় তাহাকে জুম চাষ বা জুমিয়া বলে।

জুমা, জুম্মা—বি. শুক্রবারের মুসলমানী নাম, নামাজের বার। [আ. জুমাহ্]। **~মসজিদ**—যে মসজিদে মুসলমান জনসাধারণ মিলিত হইয়া জুম্মার নামাজ পড়ে।

জুয়া১—ক্রি. জুয়ান। [সং. √যুজ্]।

জুয়া২—বি. দ্যূতক্রীড়া, বাজি রাখিয়া প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াবিশেষ। [হি.]। বি. **~চোর**—প্রবঞ্চক, প্রতারক। বি. **~চুরি**—প্রবঞ্চনা, প্রতারণা। বি. **~ড়ী, ~রী**—যে জুয়া খেলে।

জুয়ান, জুয়ানো—ক্রি. যোগান (কথা না জুয়ায়); উচিত হওয়া ('ছাড়িতে না জুয়ায়')। [জুয়া১ দ্রঃ]।

জুরি, (বর্জি.) জুরী—বি. আদালত কর্তৃক জনসাধারণের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিসমষ্টি, যাঁহারা আসামী দোষী কি নির্দোষ সে-সম্বন্ধে মত দেন। [ইং. jury]।

জুলজুল—অব্য. মিটমিট, অল্প উজ্জ্বলভাবপ্রকাশক (জুলজুল করে তাকান)।

জুলফি, জুলপি—বি. কানের পাশে রাখা চুল বা কানের পাশ হইতে গালের কিছুদূর পর্যন্ত রাখা দাড়ি। [হি. জুল্‌ফী<ফা. জুল্‌ফ্]]

জুলাই—বি. ইংরেজী সনের সপ্তম মাস (আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে শ্রাবণের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. July]।

জুলি—বি. ছোট নালা, অগভীর ও অপ্রশস্ত খাত। (জুলির আকারে) মাটি খুঁড়িয়া সাজানো সারবন্দী চুলী। [গ্রা. জোলি ?—তু. জলপ্রণালী]।

জুলু—বি. দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিশেষ বা তাহাদের ভাষা। [ইং. Zulu]।

জুলুম—বি. অত্যাচার, উৎপীড়ন; জবরদস্তি (জোর-জুলুম)। [আ. জুলম্]। বিণ. **~বাজ**—অত্যাচারী। বি. **~বাজি**—অত্যাচার।

জুষ্ট—বিণ. সেবিত, পূজিত (অনার্যজুষ্ট, দেবগণজুষ্ট)। [সং. √ জুষ্ + ত (র্ম)]।

জুস১—**জুজ**-এর রূপভেদ।

জুস২—বি. রস, নির্যাস (আপেলের জুস)। [ইং. juice —তু. জুষ]।

জূট—বি. সমূহ, বন্ধন, ঝুঁটি (জটাজূট)। [সং. √জূট্ + অ (র্তৃ)]।

জূষ, যূষ—বি. (সচ. ডালের বা মৎস্যমাংসাদির) ঝোল, কাথ। [সং.]।

জৃম্ভণ, জৃম্ভ, (বিরল) **জৃম্ভা,** (বিরল) **জৃম্ভিকা**—বি. হাই, মুখব্যাদান; স্ফুরণ, বিকাশ। [সং.]। বি. **জৃম্ভকাস্ত্র**—জৃম্ভণকারক ও নিদ্রা-বিধায়ক অস্ত্র। বিণ. **জৃম্ভমাণ**—হাই তুলিতেছে এমন; প্রকাশমান। বিণ. **জৃম্ভিত**—জৃম্ভণযুক্ত, প্রকাশিত, বিকশিত।

জেঁকো—বিণ. জাঁক করে এমন। [বাং. জাঁক + উয়া > ও]।

জেটি—বি. জাহাজ হইতে মালপত্র নামাইবার ও যাত্রী নামিবার মঞ্চ। [ইং. jetty]।

জেঠ- —কোন কোন প্রত্যয়যুক্ত বা সমাসে **জেঠা**-অর্থে পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত (জেঠতুতো, জেঠশ্বশুর)। [সং. জ্যেষ্ঠ]। বিণ. **~তুত, ~তুতো, ~তুতা**—নিজের অথবা স্বামীর বা পত্নীর জেঠার সন্তান এমন (জেঠতুত ভাই, জেঠতুত শালা)। বি. **~শ্বশুর**—স্বামীর বা পত্নীর জেঠা। বি. (স্ত্রী.) **~শাশুড়ী**।

জেঠা—(১) বি. জ্যেষ্ঠতাত, পিতার বড় ভাই। (২) বিণ. (বিদ্রূপে বা তিরস্কারে) অকালপক্ব, ফাজিল (জেঠা ছেলে)। [সং. জ্যেষ্ঠতাত]। বি. (স্ত্রী.) **~ই, ~ইমা, জেঠী, জেঠীমা**—জেঠার পত্নী। বিণ. **~ত**—জেঠতুতো। বি. **~মি,** (কথ্য) **~ম,** (কথ্য) **~মো**—পাকামি, ফাজলামি, বাচালতা।

জেঠি, জেঠী১—বি. টিকটিকি। [সং. জ্যেষ্ঠা]।

জেঠী২, জেঠীমা—**জেঠা** দ্রঃ।

জেতব্য—বিণ জেয়, জয় করিবার যোগ্য। [সং. √ জি + তব্য (র্ম)]।

জেতা১ (-তৃ)—বিণ. জয়ী, জয়কারী। [সং. √জি + তৃ (র্তৃ)]।

জেতা,২ জেতান (নো), জেদ, জেদাজেদি, জেদী, জেনানা—যথাক্রমে **জিতা জিতান জিদ জিদাজিদি জিদী** ও **জানানা**-র চলিত রূপ।

জেনারেল—বি. সেনাপতি। [ইং. general]।

জেন্দ—বি. প্রাচীন পারস্যের ভাষা, zend; জোরাস্টার-কৃত ধর্মশাস্ত্র 'আবেস্তা'র ভাষা। [ফা.]।

জেব—বি. জামার পকেট; অর্থাদি রাখিবার ক্ষুদ্র থলি। [ফা.]।

জেম্মা—**জিম্মা**-র বিরল রূপ।

জেব্রা—বি. ডোরা-কাটা অশ্বজাতীয় পশুবিশেষ। [ইং. zebra]।

জেয়—বিণ. জয়ের যোগ্য, জেতব্য, জয়সাধ্য (তু. অজেয়)। [সং. √জি + য (র্ম)]।

জেয়াদা—বিণ. বেশী, অতিরিক্ত। [ফা. যের]।

জের—বি. বক্রী হিসাব, পূর্বের হিসাবের অবশেষ; অনু-বৃত্তি, রেশ (ঝগড়ার জের, জের মেটানো)। [ফা.]। ক্রি. **জের টানা**—হিসাবের খাতায় পূর্বপৃষ্ঠার জমাখরচের মোট অঙ্ক পরপৃষ্ঠায় লইয়া যাওয়া; পূর্বকর্মের ফলভোগ করা।

জেরবার—বিণ. নাকাল, বিপর্যস্ত, উৎসন্ন (মকদ্দমায় জেরবার হওয়া)। [ফা.]।

জেরা—বি. আদালতে কাহারও উক্তির সত্যাসত্য বিচারের জন্য সাক্ষীকে কূটপ্রশ্ন; উকিলের কূটপ্রশ্নের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন। [হি. <আ. জিরহ্]।

জেল—বি. কারাগার, কারাদণ্ড (জেল খাটা বা হওয়া)। [ইং. jail]। বি. **~দারোগা**—জেলের অধ্যক্ষ, jailor।

জেলজেল—অব্য. (বর্ণাদির) নিষ্প্রভতাসূচক। [দেশী]। বিণ. **জেলজেলে**—নিষ্প্রভ, ঔজ্জ্বল্যহীন।

জেলা, জিলা—বি. মহকুমার সমষ্টি; দেশ, প্রদেশ বা রাজ্যের বিভাগবিশেষ। [আ. দিলা]।

জেলার—বি. কারাধ্যক্ষ। [ইং. jailor]।

জেলি—বি. ফলাদির রস চিনির রসে ফুটাইয়া প্রস্তুত মোরব্বাজাতীয় খাদ্যবিশেষ। [ইং. jelly]।

জেলে, জেলিয়া—বি. ধীবর, মৎস্যশিকারী, মৎস্য-ব্যবসায়ী; হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. জালিক]। বি.(স্ত্রী.) **জেলেনী**। বি. **~ডিঙ্গি**—মাছ ধরিবার ছোট নৌকা।

জেল্লা—বি. ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, চেকনাই। [আ. দিলা]।

জেহাদ, জিহাদ—বি. বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ; ধর্মযুদ্ধ। [আ. জিহাদ্]।

জেহ্ন—বিণ. (প্রা. বাং) যেমন, যেরূপ, যেন। [সং. যেন —'হ' আগম]।

জৈত্রী—**জয়ত্রী**-র কথ্য রূপ।

জৈন—বি. মহাবীর-প্রবর্তিত, জিনোপাসক ধর্মসম্প্রদায়। [সং. জিন + অ]।

জৈপাল—**জয়পাল**-এর রূপভেদ।

জৈব—বিণ. জীব-সম্বন্ধীয় (জৈব ধর্ম, জৈব উপাদান); জীবজাত, প্রাণিজ। [সং. জীব + অ]। বি. **~রসায়ন**—জীবসংক্রান্ত রসায়নশাস্ত্র, organic chemistry বা biochemistry।

জৈমিনি—বি. মীমাংসাদর্শনপ্রণেতা মুনি (ইঁহার নাম বজ্রপাতনিবারক, এই বিশ্বাসে বজ্রপাতের সময়ে লোকে এই মুনির নাম কীর্তন করে)।

জো, জোই—যথাক্রমে **যো$_{1,2}$** ও **যোই**-র বানানভেদ।

জোঁক—বি. জলৌকা, রক্তপায়ী কৃমিবিশেষ। [সং. জলৌকা]।

জোখ, জোক—বি. পাশাপাশি রাখিয়া নেওয়া মাপ (জোখ নেওয়া)। [বাং. √জুখ্ (-ক্) + অ (ভা)]।

জোখা, জোকা—**জুখা**-র চলিত রূপ।

জোঁকার—বি. হুলুধ্বনি। [প্রাদেশিক]।

জোঁদা—বিণ. অত্যন্ত টক। [দেশী]।

জোগাড়—**যোগাড়**-এর বানানভেদ।

জোগান—**যোগান**-এর বানানভেদ।

জোচ্চোর, জোচ্চুরি—যথাক্রমে **জুয়াচোর** ও **জুয়াচুরি**-র কথ্য রূপ।

জোছনা—**জ্যোৎস্না**-র কথ্য ও কোমল রূপ।

জোট—বি. মিলন, সমাবেশ (জোট হওয়া); দল (জোট বাঁধা বা পাকান); গাঁট, জটিল বন্ধন (জোট পড়া)। [হি. জোড় = মিলন]।

জোটা, জোটান (মো)—যথাক্রমে **জুটা** ও **জুটান**-র চলিত রূপ।

জোটেবুড়ি, জোটেবুড়ী—বি. জুজুবুড়ি, শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত জটাধারিণী পিশাচমূর্তি। [দেশী]।

জোড়—(১) বি. মিলন, সংযোগ (জোড়ের মুখ); যুগল (মানিকজোড়); ধুতি ও চাদর (চেলীর জোড়)। (২) বিণ. যুক্ত, মিলিত (জোড়হাতে)। [প্রা. জোডিঅ < সং. √জুড় (বন্ধনে)]। বি. **~কলম**—বড় গাছের ডালের সহিত চারাগাছ জুড়িয়া দিয়া উৎপাদিত কলম। ক্রি. **জোড় মেলা, জোড় খাওয়া**—ঠিকভাবে সংযুক্ত হওয়া, মিল হওয়া। ক্রি. **জোড়ে যাওয়া**—বিবাহের পর স্ত্রীকে লইয়া বরের প্রথম শ্বশুরালয়ে গমন করা।

জোড়া$_1$—বিণ. যুগল, দুইখানি বা দুইটি (জোড়া পাঁঠা)। (২) বি. যুগ্ম (কাপড়ের জোড়া); জুড়ি, সমকক্ষ বস্তু বা ব্যক্তি (তার জোড়া নেই); জোড়, সংযোগ (জোড় দেওয়া বা লাগা)। [বাং. জোড় + আ < সং. যুগ্ম]।

জোড়া$_2$—বিণ. যুক্ত, আঁটা (বইয়ে-জোড়া ছবি); যোজিত (লাঙ্গলে-জোড়া বলদ); ভরা, ব্যাপ্ত করিয়া আছে এমন (ঘরজোড়া খাট, জগৎ-জোড়া খ্যাতি)। [**জুড়া$_1$, জোড়া** দ্রঃ]।

জোড়াতাড়া—বি. কাজ চালাইবার জন্য যে-কোন প্রকারে জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা।

জোড়াতালি—বি. সেলাই করিয়া জোড়া লাগানো এবং প্রয়োজনবোধে তালি দেওয়ার কাজ; (গৌণ অর্থে) অল্পকাল-স্থায়ী ব্যবস্থা।

জোত—বি. চাষের জমি, কর্ষণযোগ্য ভূসম্পত্তি; লাঙ্গল গোরু প্রভৃতি বাঁধিবার দড়ি। [সং. যোত্র]। বি. **~দার**—জমিদারের অধীনে কর্ষণযোগ্য ভূসম্পত্তির মালিক।

জোতা—ক্রি. যুক্ত বা সংযোজিত করা। **জুতা$_1$, জোতা** দ্রঃ।

জোত্র, (কথ্য) জোত্তর—বি. জো, উপায়, সুযোগ, সুবিধা (তেমন জোত্তর লাগছে না); সংস্থান। [সং. যোত্র]।

জোনাকি—বি. দীপ্তিযুক্ত পোকাবিশেষ, খদ্যোত। [তু. সং. জ্যোতিরিঙ্গণ]।

জোবড়া, জোবড়ান(মো)—যথাক্রমে **জাবড়া** ও **জাবড়ান**-এর রূপভেদ।

জোব্বা—বি. বুকখোলা এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঢিলা মুসলমানী জামাবিশেষ। [আ. জুব্বা]।

জোয়ান$_1$—**যোয়ান**-এর বানানভেদ।

জোয়ান$_2$—(১) বি. যুবক, বলবান্ ব্যক্তি; যোদ্ধা। (২) বিণ. হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ। [ফা. জওয়ান—তু. সং. যুবন্]।

জোয়ার$_1$—বি. চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদনদীর জলস্ফীতি (তু. ভাঁটা)। [সং. জলবার ?]।

জোয়ার$_2$—বি. গমজাতীয় শস্যবিশেষ। [হি. জওয়ার]। বিণ. **জোয়ারী**—জোয়ার হইতে প্রস্তুত (জোয়ারী রুটি)।

জোয়াল—বি. লাঙ্গলের সঙ্গে পশু জুতিবার কাঠামবিশেষ, যুগন্ধর। [< সং. যুগল]।

জোর—(১) বি. বল, শক্তি (গায়ের জোর, মুরুব্বির জোর); বলপ্রয়োগ (জোরে ধাক্কা দেওয়া); তীব্রতা, উচ্চতা (কণ্ঠস্বরে জোর); দৃঢ়তা (মনের জোর); অধিকার, দাবি (মাতৃস্নেহের উপর সন্তানের জোর)। (২) বিণ. উচ্চ, তীব্র, চড়া (জোর আওয়াজ); শক্তিমান্ (জোর হাওয়া, জোর গলা); কড়া (জোর হুকুম); অপ্রত্যাশিত রূপ ভাল (জোর বরাত); দ্রুত, দ্রুতগতি (জোর কদম)। [ফা.]। বি. **~কপাল**—ভাগ্যের জোর বা অনুকূলতা। বি. **~জুলুম**—জবরদস্তি, অত্যাচার। বি. **~তলব**—অতিশীঘ্র আসিবার কড়া হুকুম। বি. **জোরাজুরি, জোরাজোরি**—ক্রমাগত বলপ্রয়োগ; পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ। বিণ. **জোরদার, জোরালো**—শক্তিমান্, প্রবল (জোরদার আন্দোলন, জোরালো ভাষা)।

জোরু, জরু—বি. পত্নী, স্ত্রী। [হি. জোরু]।

জোল, জোলা$_1$—বি. অপরিসর খাল, লম্বা খাত। [**জুলি** দ্রঃ]।

জোলা$_2$—বি. মুসলমান তাঁতি। [ফা. জুলাহ্]। বি.(স্ত্রী) **~নী**।

জোলাপ, জোলাব—বি. বিরেচক ঔষধ। [ফা. জুলাব্ < আ. জুলাব্ = সারক মূলবিশেষ]।

জোলি—**জুলি**-র রূপভেদ।

জোলো—**জলো**-র বানানভেদ।

জোহার—বি. (প্রা. বাং. কাব্যে) প্রণাম, অভিবাদন। [তু. হি. জুহার]।

জৌ—**জউ**-র বানানভেদ; লাক্ষা, গালা।

-জ্ঞ (সমাসের উত্তরপদে)—বিণ. জানে এমন; জ্ঞানী (অজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ)। [সং. √জ্ঞা + অ (র্তৃ)]।

জ্ঞাত—বিণ. জানে এমন (আপনি জ্ঞাত আছেন যে,...); জানা আছে এমন, বিদিত, অবগত (এ ব্যাপার সকলেরই জ্ঞাত)। [সং. √জ্ঞা + ত (র্ম)]। ক্রি-বিণ. **~সারে**—

সজ্ঞানে, জানিয়া (সে জ্ঞাতসারে এ পাপ করে নাই); গোচরে (এ কাজ তাহার জ্ঞাতসারে হয় নাই)।

জ্ঞাতব্য—বিণ. জানিবার যোগ্য, জানা উচিত বা জানিতে হইবে এমন, জ্ঞেয়। [সং. √জ্ঞা+তব্য (র্ম)]।

জ্ঞাতা (-তৃ)—বিণ. জানে এমন; অভিজ্ঞ। [সং. √জ্ঞা +তৃ (র্তৃ)]।

জ্ঞাতি—বি. একই আদিপুরুষের বংশধর, সগোত্র ব্যক্তি; সপিণ্ড (সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত)। [সং. √জ্ঞা+তি (র্ম)]। বি. **~কুটুম্ব, ~গোত্র**—আত্মীয়-স্বজন। বি. **~ত্ব**—জ্ঞাতির সম্বন্ধ; জ্ঞাতির উপযুক্ত আচরণ। বি. **~ভাই**—জ্ঞাতিসম্বন্ধে ভাই।

জ্ঞান—বি. বোধ, বুদ্ধি, বুঝিবার শক্তি (জ্ঞানহীন); সংজ্ঞা, চেতনা (রোগীর জ্ঞান ফিরে নাই); বোধশক্তি (মাত্রাজ্ঞান); ধারণা, বিবেচনা (সমজ্ঞান, আত্মীয়-জ্ঞান); অভিজ্ঞতা (ব্যবসায়ের জ্ঞান); বিদ্যাবত্তা, শিক্ষা পাণ্ডিত্য (শাস্ত্রজ্ঞান, রসজ্ঞান); তত্ত্বজ্ঞান (গীতার জ্ঞান-যোগ)। [সং. √জ্ঞা+অন (ভা)]। বি. **~কাণ্ড**—বেদের তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় অংশ, প্রধানতঃ উপনিষদের বিষয়বস্তু। বিণ. **~কৃত**—সজ্ঞানে কৃত। **~গম্য**—(১) বিণ. জ্ঞানের দ্বারা লভ্য। (২) বি. (কথ্য) বুদ্ধিশুদ্ধি। বি. **~চক্ষুঃ**, (চলিত) **~চক্ষু**—অন্তর্দৃষ্টি; শাস্ত্রজ্ঞান-রূপ চক্ষু। অব্য. ক্রি-বিণ. **~তঃ**, (চলিত) **~ত**—জ্ঞাতসারে, সজ্ঞানে। বি. **~তৃষ্ণা**—জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল আগ্রহ। বিণ. **~দ**—জ্ঞানদায়ক। বিণ. (স্ত্রী.) **~দা**—জ্ঞানদায়িনী। বি. **~পবন**—(কথ্য) বুদ্ধিশুদ্ধি। বিণ. **~পাপী** (-পিন্)—জানিয়া-শুনিয়া পাপকর্ম-কারী। বি. **~পিপাসা**—**জ্ঞানতৃষ্ণা**-র অনুরূপ। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—জ্ঞানযুক্ত, জ্ঞানশালী, জ্ঞানী। বিণ.(স্ত্রী.) **~বতী**। বি. **~বাদ**—জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়: এই দার্শনিক মত। **~ময়**—(১) বিণ. জ্ঞানপূর্ণ; জ্ঞানস্বরূপ। (২) বি. পরব্রহ্ম, যিনি নিখিল জ্ঞানের আধার এবং যিনি কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারা লভ্য। বি. **~যোগ**—জ্ঞানরূপ যোগ; ব্রহ্মলাভার্থ জ্ঞানমার্গীয় সাধনাপ্রণালী। বি. **~শক্তি**—কৃষ্ণের শক্তিত্রয়ের একতম। বিণ. **~শূন্য, ~হীন**—জ্ঞানবর্জিত, অজ্ঞান, মূর্খ। (অশি.) **জ্ঞান দেওয়া**—অবাঞ্ছিত উপদেশ দান করা।

জ্ঞানাঙ্কুর—বি. জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ বা সঞ্চার। [সং. জ্ঞান+অঙ্কুর]।

জ্ঞানাঞ্জন—বি. তত্ত্বজ্ঞানরূপ কাজল যাহা দ্বারা অজ্ঞান-রূপ তিমিররোগ নিরাময় হয় এবং সমস্ত কিছুর প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা যায় ('জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা')। [সং. জ্ঞান+অঞ্জন]।

জ্ঞানী (-নিন্)—বিণ. জ্ঞানবান্; শাস্ত্রার্থের জ্ঞানসম্পন্ন; তত্ত্বজ্ঞ। [সং. জ্ঞান+ইন্]।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—বি. যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্। [সং. জ্ঞান+ইন্দ্রিয়। তু. কর্মেন্দ্রিয়]।

জ্ঞাপক—বিণ. যে বা যাহা জানায়, জ্ঞাপনকারী; দ্যোতক, ব্যঞ্জক, প্রকাশক (অর্থজ্ঞাপক); প্রচারক (সংবাদজ্ঞাপক)। [সং. √জ্ঞা+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

জ্ঞাপন—বি. জ্ঞাতকরণ, সংবাদদান; নিবেদন। [সং. √জ্ঞা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **জ্ঞাপনীয়**—জ্ঞাপন করা উচিত কিংবা করিবার যোগ্য এমন, নিবেদনীয়।

জ্ঞাপয়িতা (-তৃ)—বিণ. জ্ঞাপক, জ্ঞাপনকারী। [সং. √জ্ঞা+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]।

জ্ঞাপিত—বিণ. জানান হইয়াছে এমন। [সং. √জ্ঞা +ণিচ্+ত (র্ম)]।

জ্ঞেয়—বিণ. জ্ঞাতব্য; জ্ঞানসাধ্য; জানিতে হইবে বা জানা উচিত কিংবা জানিতে পারা যায় এমন। [সং. √জ্ঞা+য (র্ম)]।

জ্ঞেয়াতি, জ্ঞেয়ান—যথাক্রমে **জ্ঞাতি** ও **জ্ঞান**-এর বিকৃত রূপ।

জ্বর—বি. সর্বাঙ্গে তাপ ও নাড়ীর চাঞ্চল্য বৃদ্ধিকারক রোগ। [সং. √জ্বর+অ (র্তৃ)]। বিণ. **~ঘ্ন**—জ্বরনাশক। (জ্বরঘ্ন ঔষধ)। বি. **~ঠুঁটো**—জ্বরভোগের ফলে ঠোঁটে যে ঘা হয়। বি. **জ্বরাতিসার**—বি. উদরাময়যুক্ত টাইফয়েডজাতীয় জ্বররোগ। বিণ. **জ্বরান্তক**—জ্বরঘ্ন, জ্বরনাশকারী। বিণ. **জ্বরিত**—জ্বরাক্রান্ত; জ্বরযুক্ত।

জ্বলজ্বল—অব্য. প্রখর দীপ্তিপ্রকাশ; দীপ্তভাবে অবস্থান প্রভৃতি ভাবসূচক (আকাশে তারা জ্বলজ্বল করিতেছে)। [দেশী]। বিণ. **জ্বলজ্বলে**—দীপ্ত, অতিশয় স্পষ্ট।

জ্বলতহি—ক্রি. (ব্রজ.) জ্বলিতেছে। [সং. জ্বলতি]।

জ্বলৎ—বিণ. দীপ্যমান, যাহা জ্বলিতেছে (জ্বলজ্জ্যোতি)। [সং. √জ্বল্+ অৎ (র্তৃ)]।

জ্বলন—বি. অগ্নি; দীপ্তি; অগ্নিশিখা; দাহাদিজনিত ক্লেশবোধ। [সং. √জ্বল্+অন]।

জ্বলন্ত—বিণ. জ্বলিতেছে এমন, জ্বলৎ (জ্বলন্ত অঙ্গার)। [বাং. √জ্বলা+অন্ত]।

জ্বলা—(১) ক্রি. প্রদীপ্ত হওয়া (আগুন জ্বলিয়াছে) পোড়া, দগ্ধ হওয়া (কয়লা জ্বলা); আলোকদান করা (বাতি জ্বলা); দীপ্ত হওয়া (রাত্রে বিড়ালের চোখ জ্বলে); জ্বালা করা (ঘা জ্বলা, বুক জ্বলা); অতি ক্রুদ্ধ হওয়া (কথা শুনিয়া জ্বলিয়া ওঠা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ দগ্ধ; জ্বলিয়াছে জ্বলিতেছে বা জ্বলে এমন। [সং. √জ্বল্+বাং. আ]।

জ্বলানো, জ্বালান, জ্বালানো—(১) ক্রি. প্রজ্বলিত করা, জ্বালা (আগুন জ্বালানো বা জ্বালান, উনান জ্বালান); অগ্নিসংযুক্ত করা (ঘর জ্বালান); পোড়ান (জঙ্গল জ্বালান): উত্ত্যক্ত করা, জ্বালাতন করা (আর জ্বালিও না)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. প্রজ্বালিত (জ্বালানো উনান); দগ্ধীভূত। [বাং. √জ্বালা+ আন]।

জ্বলিত—বিণ. জ্বলিয়াছে বা জ্বলিয়া উঠিয়াছে কিংবা জ্বলিয়া গিয়াছে এমন, প্রজ্বলিত; প্রকাশিত; দীপ্ত; দগ্ধ। [সং. √জ্বল্+ত (র্তৃ)]।

জ্বলুনি—বি. দহন, জ্বলন; যন্ত্রণা, জ্বালাবোধ। [বাং. জ্বলা+উনি]।

জ্বাল—বি. আগুনের তাপ বা আঁচ (দুধ জ্বাল দেওয়া); অগ্নিশিখা। [সং. জ্বল্ + অ (র্তৃ)]।

জ্বালতি, জ্বালতি—বি. রন্ধনে যে-অংশ জ্বলিয়া নিঃশেষ হয় (সত্তা ঘিয়ে জ্বালতি বেশী যায়)।

জ্বালা১—বি. আগুনের ঝলকা; অগ্নিশিখা (বহ্নিজ্বালা); দাহ, যন্ত্রণা (পেটের জ্বালা, এত জ্বালা দাও কেন?)। [সং. জ্বাল্ + আ]।

জ্বালা২—(১) ক্রি. প্রজ্বলিত করা (আগুন জ্বালা); আগুন ধরান, অগ্নিসংযোগ করা (উনান জ্বালা, চিতা জ্বালা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √জ্বল্]।

জ্বালাতন—**জ্বালাতন** দ্রঃ।

জ্বালানি—বি. ইন্ধন, জ্বালাইবার কাঠ। [বাং. জ্বালা২ + আনি (র্ম)]। বিণ. **জ্বালানী**—জ্বালাইবার উপযুক্ত (জ্বালানী কাঠ)।

জ্বালানে, জ্বালানিয়া—বিণ. জ্বালাতন করে বা জ্বালায় এমন, উত্ত্যক্তকারী (জ্বালানে ছেলে); অগ্নিসংযোগকারী (ঘরজ্বালানে লোক)। [বাং. জ্বালা২ + নিয়া > নে)]। বিণ. (স্ত্রী.) **জ্বালানী**।

জ্বালামালিনী—বি. দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ। [সং. জ্বালা-মালা + ইন্ + ঈ]।

জ্বালামুখী—বি. পাঞ্জাবের একটি পীঠস্থান। (এখানে সতীর জিহ্বা পড়িয়াছিল)। [সং. জ্বালা (অগ্নিশিখা) + মুখ (প্রধান) + ঈ]।

জ্বালিত—বিণ. আগুন ধরান হইয়াছে এমন, প্রদীপ্ত, দগ্ধীকৃত, সন্তাপিত। [সং. √জ্বল্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

জ্যা—বি. ধনুকের ছিলা বা গুণ; (জ্যামি.) বৃত্তাংশের দুই প্রান্ত যোজনাকারী রেখা, chord; পৃথিবী। [সং. √জ্যা + ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বি. ~**নির্ঘোষ**—ধনুকের টংকার। বি. ~**রোপণ**—ধনুকে গুণ দেওয়া।

জ্যাকেট—বি. স্ত্রীলোকের জামাবিশেষ। [ইং. jacket]।

জ্যাঠা, জ্যাঠামি—যথাক্রমে **জেঠা** ও **জেঠামি**-র বানানভেদ।

জ্যান্ত—**জীবন্ত**-র কথ্য রূপ।

জ্যামিতি—বি. রেখা, ক্ষেত্র, ঘন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গণিত, geometry। [সং. জ্যা (=পৃথিবী) + মিতি (=পরিমাণ)]। বিণ. ~**ক**—জ্যামিতি-শাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

জ্যারোপণ—**জ্যা** দ্রঃ।

জ্যেষ্ঠ—(১) বিণ. বয়সে বড়, অগ্রজ; প্রবীন, প্রাচীন (বয়োজ্যেষ্ঠ); শ্রেষ্ঠ (বর্ণজ্যেষ্ঠ)। (২) বি. অগ্রজ ভ্রাতা সর্বাগ্রজ ভ্রাতা। [সং. বৃদ্ধ + ইষ্ঠ]। বি. ~**তাত**—জেঠা।

জ্যেষ্ঠা—(১) বিণ. (স্ত্রী.) **জ্যেষ্ঠ**-অর্থে। (২) বি. নক্ষত্রবিশেষ; মধ্যমাঙ্গুলি, টিকটিকি। বি. **জ্যেষ্ঠাধিকার**—জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে সম্পত্তিতে অধিকার। বি. **জ্যেষ্ঠাশ্রম**—গার্হস্থ্য জীবন। বি. **জ্যেষ্ঠী**—টিকটিকি।

জ্যৈষ্ঠ—বি. বাঙ্গালা সনের দ্বিতীয় মাস। [সং. জ্যেষ্ঠা (নক্ষত্র) + অ]।

জ্যোচ্ছনা, জ্যোছনা—**জ্যোৎস্না**-র কথ্য রূপ।

জ্যোতিঃ, (চলিত) **জ্যোতি**—বি. আলোক, দীপ্তি, গ্রহনক্ষত্রাদি (জ্যোতিঃপুঞ্জ); দৃষ্টিশক্তি। [সং. √দ্যুত্ + ইস্ (ভা, র্তৃ)]। বি. **জ্যোতিঃশাস্ত্র**—**জ্যোতির্বিদ্যা**-র অনুরূপ। বি. **জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ**—(জ্যোতির আকারে গমনকারী) জোনাকি পোকা, খদ্যোত। বি. **জ্যোতিঃপথ**—(দিব্য) জ্যোতিতে পূর্ণ পথ; সূর্য-চন্দ্রাদির পরিভ্রমণপথ। বি. **জ্যোতিঃপুঞ্জ** গ্রহনক্ষত্রাদি। বিণ. বি. **জ্যোতির্বিৎ** (-র্বিদ্), **জ্যোতির্বিদ্, জ্যোতির্বেত্তা**—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ; জ্যোতিষী। বি. **জ্যোতির্বিদ্যা**—গ্রহনক্ষত্রাদিসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, astronomy; গ্রহনক্ষত্রাদির গতি-স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নিরূপণ-বিষয়ক শাস্ত্র astrology। বি **জ্যোতির্মণ্ডল**—যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদির সমষ্টি। বিণ **জ্যোতির্ময়**—জ্যোতিঃপূর্ণ, দীপ্তিময়। বিণ. (স্ত্রী.) **জ্যোতির্ময়ী**। বি. **জ্যোতিশ্চক্র**—রাশিচক্র; জ্যোতির্মণ্ডল। বি. **জ্যোতিঃস্রোত**—(দিব্য) জ্যোতির প্রবাহ।

জ্যোতিষ—বি. গ্রহনক্ষত্রাদি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র, astronomy; ফলিতজ্যোতিষ, গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয়পূর্বক মানুষের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিচারের বিদ্যা, astrology। [সং. জ্যোতিস্ + অ]। **জ্যোতিষিক, জ্যৌতিষিক**—(১) বিণ. জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয়। (২) বি. জ্যোতিষী। বি. বিণ. **জ্যোতিষী** (-ষিন্)—জ্যোতিষ-

জ্যোতিষ্ক—বি. সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতির্ময় গ্রহনক্ষত্রাদি। [সং. জ্যোতিস্ + ক]।

জ্যোতিষ্মান্ (-মৎ)—বিণ. জ্যোতির্ময়। [সং. জ্যোতিস্ + মৎ]। বিণ.(স্ত্রী.) **জ্যোতিষ্মতী**। বি. **জ্যোতিষ্মত্তা**।

জ্যোতিষ্টোম—বি. বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। [সং. জ্যোতিঃ + স্তোম (=যজ্ঞ)]।

জ্যোৎস্না—বি. চন্দ্রালোক, কৌমুদী, চন্দ্রিকা, জোছনা। [সং. জ্যোতিস্ + ন + আ]।

ঝ

ঝ—বাঙ্গালা বর্ণমালার নবম ব্যঞ্জনবর্ণ।

ঝংকার, ঝংকারা, ঝংকৃত, ঝংকৃতি—যথাক্রমে **ঝঙ্কার ঝঙ্কারা ঝঙ্কৃত** ও **ঝঙ্কৃতি**-র বানানভেদ।

ঝকমারি—বি. (অনুশোচনায়) বোকামি, ভুল, অপরাধ (ঝকমারি করেছি); লেঠা, ঝঞ্ঝাট (ঝকমারি সওয়া)। [হি. ঝখ্ (ক্রটি) + বাং. মারা (মানা) + ই—তু. হি. ঝখ্ মারনা]।

ঝক্কি—বি. ঝুঁকি, দায়িত্ব (ঝক্কি নেওয়া); ঝঞ্ঝাট, ধকল, উপদ্রব (ঝক্কি পোহান)। [হি. ঝক্কী]।

ঝক্ঝক্, ঝক্মক্—অব্য. তীব্র আলোক বা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশক (আনন্দে চোখ ঝক্ঝক্ করে উঠল); অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুসজ্জিত ভাব প্রকাশক। [তু. তুর্. চকমক]। ক্রি. **ঝক্ঝকান, ঝক্ঝকানো, ঝক্মকান, ঝক্মকানো**—ঝক্ঝক্ করা। বি. **ঝক্ঝকানি, ঝক্মকানি**—ঝক্ঝক্ করার ভাব। বিণ.

ঝক্‌ঝকে, ঝক্‌মকে—ঝক্‌ঝক্ করার ভাবপূর্ণ (ঝক্‌ঝকে থালা-বাসন)।

ঝগড়ু—বি. (প্রা. বাং.) ঝগড়া ; অপরাধ, ত্রুটি ('কি মোর ঝগড় ভৈল' : শ্রীকৃ.)।

ঝগড়া—বি. বিবাদ, কলহ ; অপ্রীতিকর তর্কাতর্কি, বচসা। [তু. হি. ঝগড়া]। বি. **~ঝাঁটি**—কলহ-বিবাদ প্রভৃতি ; অপ্রীতিকর বাদ-বিসংবাদ। বিণ. **~টে**—কলহপরায়ণ।

ঝঙ্কাট, ঝঙ্কাঠ—**ঝনকাট**-এর কথ্য রূপ।

ঝঙ্কার—বি. মৃদু ঝনঝন শব্দ, ঝনৎকার (বীণার ঝঙ্কার) ; গুঞ্জন, মধুর ও অস্ফুট ধ্বনি (ভ্রমরের ঝঙ্কার) ; (বাং.) তর্জন (ঝঙ্কার দিয়া উঠা)। [সং. ঝম্ + √কৃ + অ (ভা)]। ক্রি. **ঝঙ্কারা**—(কাব্যে) ঝঙ্কার করা ; গুঞ্জন করা ('ঝঙ্কারিবে অলি')। বিণ. **ঝঙ্কৃত**—ঝঙ্কার দেওয়া হইয়াছে এমন, ঝঙ্কারযুক্ত (নূপুর-ঝঙ্কৃত)। বি. **ঝঙ্কৃতি**—ঝঙ্কার।

ঝঞ্ঝট—**ঝঞ্ঝাট**-এর রূপভেদ।

ঝঞ্ঝনা—বি. ঝনঝন আওয়াজ, ঝনৎকার (অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা), বজ্র ('ঝঞ্ঝনা পড়ুক তার মাথার উপর' : চণ্ডী.)। [সং. ঝঞ্ঝন (অনুকার-শব্দ) + আ]।

ঝঞ্ঝা—বি. প্রবল ঝড়বৃষ্টি, ঝটিকা। [**ঝঞ্ঝনা** দ্রঃ]। বিণ **~ক্ষুব্ধ**—ঝটিকাপীড়িত, প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে আলোড়িত। বি. **~নিল, ~বাত**—প্রবল ঝড়ো বাতাস। বি **~বর্ত**—ঝড়বৃষ্টিসহ ঘূর্ণিবাতাস।

ঝঞ্ঝাট—বি. ঝামেলা, জটিলতা, হাঙ্গামা, অশান্তি (ঝঞ্ঝাট পোহান, ঝঞ্ঝাট মেটা বা চোকা)। [সং. ঝঞ্ঝা + বাং. ট]।

ঝটকা, ঝটকানি—বি. আকস্মিক তীব্র টান। [হি.]।

ঝটিকা—বি. ঝড়। [প্রা. ঝড়ী]। বি. **~বর্ত**—ঘূর্ণিবাতাস, cyclone। বি. **~সফর**—ঝড়ের গতিতে পর্যটন বা প্রচার-অভিযান।

ঝটিতি—অব্য. ক্রি-বিণ তাড়াতাড়ি, শীঘ্র, ঝট্ করিয়া। [সং. √ঝট্ + ইতি (র্ত্তৃ)]।

ঝট্—অব্য. অতিদ্রুত, ঝাঁ, শীঘ্র। [> সং. ঝটিতি]।

ঝট্‌পট্১—অব্য. ক্রি-বিণ. অতি শীঘ্র, দ্রুত। [**ঝট্** দ্রঃ]।

ঝট্‌পট্২—অব্য. ডানা নাড়ার শব্দ (ঝট্‌পট্ করে উড়ে গেল)। **ঝট্‌পটান, ঝট্‌পটানো**—(১) ক্রি. ঝট্‌পট্ করা। (২) বি. ঝট্‌পট্ করণ। বি. **ঝট্‌পটানি**—ডানা আন্দোলন, ঝট্‌পট্ করণ। বি. **ঝটাপটি**—পরস্পর জড়াজড়ি, হাতাহাতি।

ঝড়—বি. প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, ঝটিকা। [প্রা. ঝড়ী]। বি. **~ঝাপটা**—ঝড়ের তাড়না ; (আল.) বিপদের ধাক্কা।

ঝড়তি-পড়তি—বি. (প্রধানতঃ শস্যাদি জাতীয় মালের) যে অংশ নাড়াচাড়ায় বা গুদামে থাকিয়া নষ্ট হয় ; যে অংশ সহজে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। [বাং. ঝড়তি + পড়তি]।

ঝড়ো, ঝোড়ো—বিণ. ঝড়-সম্বন্ধীয় ; ঝড়যুক্ত (ঝড়ো বাতাস) ; ঝড় আনয়নকারী (ঝড়ো মেঘ) ; ঝড়ের দ্বারা পীড়িত (ঝড়ো কাক) ; ঝড়ের বেগে পতিত (ঝড়ো আম)। [বাং. ঝড় + উয়া]।

ঝণঝণা—বি. ঝন্‌ঝন্ শব্দ। [সং.]।

ঝণঝণায়মান—বিণ. ঝন্‌ঝন্ শব্দে শব্দিত হইতেছে এমন। [সং. √ঝণঝণায় (নামধাতু) + আন (মান) (র্ত্তৃ)]।

ঝণ্ডা, ঝাণ্ডা—বি. পতাকা, নিশান, পতাকা-দণ্ড। [হি.]।

ঝনকাট, ঝনকাঠ—বি. দরজার মাথার কাঠ, কপালি।

ঝনৎকার—বি. (অলঙ্কার ইত্যাদি ধাতুনির্মিত বস্তুর সংযোগ-জনিত) ঝন্‌ঝন্ শব্দ। [ধ্বনির অনুকরণ-কারী]।

ঝনাৎ—অব্য. ঝন্-এর অপেক্ষা তীব্রতর শব্দ।

ঝন্—অব্য. ধাতুদ্রব্যাদি পড়া বা আহত হওয়ার তীক্ষ্ণ শব্দ। অব্য. **~ঝন্**—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালব্যাপী বা ক্রমাগত ঝন্ শব্দ ; টন্‌টন্ (মাথাটা ঝন্‌ঝন্ করছে)। ক্রি. **~ঝনান, ~ঝনানো**—ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ করা বা হওয়া ; (আঘাতাদির জন্য) টন্‌টন্ করা, বেদনা বোধ করা (মাথাটা ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল)। বি. **ঝন্‌ঝনানি**—ঝন্‌ঝন্ শব্দ।

ঝপাঝপ—**ঝপ্** দ্রঃ।

ঝপাং, ঝপাৎ—অব্য. জলের মধ্যে উচ্চ স্থান হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার বা ভারী জিনিস ফেলিবার আওয়াজ। [দেশী]।

ঝপ্—অব্য. হঠাৎ জলে পড়ার শব্দ ; থপ্, ঝাঁ, তাড়াতাড়ি (ঝপ্ করে করা)। অব্য. **~ঝপ্**—ক্রমাগত ঝপ্ শব্দ ; তাড়াতাড়ি (ঝপ্‌ঝপ্ করে কাজ সারা)। ক্রি-বিণ. **ঝপাঝপ্**—ঝপ্‌ঝপ্ করিয়া, দ্রুত (ঝপাঝপ্ পুকুরে নেমে পড়, ঝপাঝপ্ কাজ সারা)।

ঝম্‌ঝম্—অব্য. বৃষ্টিপতন, মল পায়ে দিয়া চলন প্রভৃতির শব্দ। [দেশী]। অব্য. **ঝমর ঝমর**—মল নূপুর ইত্যাদির জোর শব্দ। অব্য. ক্রি-বিণ. **ঝমাঝম্**—ক্রমাগত প্রবলভাবে ঝমাঝম্ শব্দে (ঝমাঝম্ বৃষ্টি পড়ে বা বাজনা বাজে)।

ঝম্প—বি. ঝাঁপ, লাফ। [সং.]। বি. **~ন**—ঝম্পপ্রদান, ঝাঁপ দেওয়া।

ঝরকা—**ঝরোকা**-র বানানভেদ।

ঝরঝর—(১) অব্য. ক্রমাগত ক্ষরণ, পতন বা প্রবাহিত হওয়ার শব্দ বা ভাব (ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে) ; পরিচ্ছন্নতার ভাব প্রকাশ (ঘরদুয়ার ঝরঝর করছে)। (২) ক্রি-বিণ. অবিরল ধারায় ('ঝরঝর বরিষে বারিধারা' : রবীন্দ্র)। [সং. ঝর্ঝর ?]। ক্রি. **ঝরঝরা**—ঝরঝর করিয়া পড়া ('বাদল ঝরঝরে' : রবীন্দ্র)। বিণ. **ঝরঝরে**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (বাড়িটা বেশ ঝরঝরে) ; তাজা, হালকা, সুস্থ (দেহটা বেশ ঝরঝরে লাগছে) ; গোটা গোটা (ঝরঝরে ভাত) ; স্পষ্ট (ঝরঝরে লেখা) ; ঝাঁঝরা বা বিনষ্ট (পরকাল ঝরঝরে হওয়া বা করা)।

ঝরনা, ঝরণা—বি. নির্ঝর, ফোয়ারা ; প্রবাহ (আলোর ঝরণা)। [বাং. √ঝর্ + না (পে)]। বি. **ঝরনা-কলম**—ফাউন্টেন-পেন (fountain-pen)।

ঝরতি—বি. গুদাম বা বস্তা হইতে শস্যাদির যে অংশ ঝরিয়া পড়ে বা পড়িয়াছে, ঝড়তি। [বাং. ঝরা + তি]।

ঝরা—(১) ক্রি. ক্ষরিত হওয়া, ফোঁটায় ফোঁটায় বা ধারায় পতিত হওয়া (জল ঝরছে) ; খসিয়া পড়া, বিচ্যুত হইয়া

নিচে পড়া (আমের বউল ঝরছে); ক্ষীণধারায় নির্গত হওয়া (ফোঁড়া দিয়ে রক্ত ঝরছে, সর্দিতে নাক ঝরছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে (খরার পরে ঝরা—বি., রক্ত-ঝরা আন্দোলন, ঝরা ফুল—বিণ.)। [সং. √ঝৃ + বাং. আ]। ক্রি. **ঝরই, ঝরু**—(ব্রজ.) ঝরে। **~ন, ~নো**—(১) ক্ষরিত করা; খসাইয়া ফেলা। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

ঝরিত—বিণ. ঝরিয়া পড়িয়াছে এমন, ক্ষরিত, গলিত (নির্ঝরঝরিত বারিরাশি)। [সং. ঝর + ইত]।

ঝরোকা—বি. ছোট জানালা; জাফরি-কাটা বা জাল-দেওয়া জানালা। [হি. ঝরোখা]।

ঝর্ঝর—বি. জলপ্রবাহশব্দ, ঝাঁঝরি, হাতা; বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ঝাঁঝর, কাড়া। [সং. ঝর্ঝ + অর]। [**ঝরঝর** দ্রঃ]। বিণ. **ঝর্ঝরিত**—ঝর্ঝর-শব্দযুক্ত; ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ. **ঝর্ঝরে**—ঝরঝরে-র বানানভেদ।

ঝর্না, ঝর্ণা—ঝরনা-র বানানভেদ।

ঝলক—বি. দমক, কোন কিছুর যতটুকু অংশ একসঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয় বা ছড়াইয়া পড়ে (এক ঝলক আলো বা রক্ত), তীব্র আলোক হেতু দৃষ্টিবিভ্রম ('চোখে আমার ঝলক লাগে': রবীন্দ্র); উদ্ভাসন, উচ্ছ্বসন (রূপের বা সুরের ঝলক)। [সং. জ্বলকা]। **ঝলকা**—(১) বি. (উচ্চা. ঝল্‌কা) **ঝলক**-এর অনুরূপ। (২) ক্রি. (উচ্চা. ঝলোকা) ঝলকান। ক্রি. **ঝলকান, ঝলকানো**—ঝলকে ঝলকে ছড়াইয়া পড়া, ঝক্‌মক্ করা। বি. **ঝলকানি**—ঝক্‌মকানি, তীব্র আলোকের দীপ্তি বা আকস্মিক আবির্ভাব। বিণ. **ঝলকিত**—উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, ঝক্‌মকে।

ঝলঝল—অব্য. ঝুলিয়া পড়া বা আঁটসাট না হওয়ার ভাবপ্রকাশক (জামাটা ঝলঝল করছে)। বিণ. **ঝলঝলে**—ঝলঝল করে এমন।

ঝলমল—অব্য. ঝলকে ঝলকে উজ্জ্বলতা-প্রকাশ বা আলো-বিকিরণের ভাব। ক্রি. **ঝলমলা**—ঝলমলান। **ঝলমলান, ঝলমলানো**—(১) ক্রি. ঝলমল করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **ঝলমলানি**—ঝলমল করণ। বিণ. **ঝলমলে**—ঝলমল করে এমন।

ঝলসা—ক্রি. ঝলসান। [সং. √জ্বল—'জলুস'-এর দ্বারা প্রভাবিত]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ধাঁধাইয়া দেওয়া, তীব্র আলোকে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করা (চোখ ঝলসান); অর্ধদগ্ধ করা (আগুনে মাংস ঝলসান); দগ্ধপ্রায় হওয়া (রোদে পাতাগুলো ঝলসে গেছে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. ধাঁধায় এমন, অর্ধদগ্ধ, দগ্ধপ্রায়। [বাং. √ঝলসা + আন]। বি. **ঝলসানি**—ঝলসানর ভাব বা অবস্থা। বিণ. **ঝলসিত**—ঝলসান হইয়াছে বা ঝলসাইয়াছে এমন।

ঝলা—(১) ক্রি. (কাব্যে) ঝলমল করা ('পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে': রবীন্দ্র)। (২) বি. প্রখর দীপ্তি; সূর্যের কিরণ-তরঙ্গ। [সং. √জ্বল]।

ঝল্লক, ঝল্লরী—বি. কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসর, ঝাঁঝ, করতাল। [সং.]।

ঝল্লিকা—বি. ঝলক; সূর্যকিরণের তেজ; গামছা। [সং.]।

ঝাউ—বি. সূচের ন্যায় পত্রযুক্ত বৃক্ষবিশেষ। [সং. ঝাবুক]।

ঝাঁ—অব্য. অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত, ধাঁ, বোঁ, চট্। অব্য. **ঝাঁ ঝাঁ**—তীব্র উত্তাপের ভাবপ্রকাশ (রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে); জ্বালাবোধ (মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে); নিস্তব্ধতার ভাবপ্রকাশ (রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে); অত্যন্ত তাড়াতাড়ি (ঝাঁ ঝাঁ করে কাজ সারা)।

ঝাঁক—বি. পাখি, মাছ, পতঙ্গ প্রভৃতির দল (পুকুরে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ মরছে)। [হি.]।

ঝাঁকড়-মাকড়, ঝাঁকড়া-মাকড়া—বিণ. আলুথালু, উস্কখুস্ক ও জট-পাকান। [দেশী]।

ঝাঁকড়া—বিণ. রুক্ষ, উস্কখুস্ক; লম্বা গোছা গোছা (ঝাঁকড়া চুল)।

ঝাঁকরান, ঝাঁকরানি—**ঝাঁকা** দ্রঃ।

ঝাঁকা$_1$—বি. (প্রধানতঃ বেতে বা বাঁশে তৈরী) মোট বহিবার বড় ঝুড়ি (ঝাঁকা-মুটে, এক ঝাঁকা আম) [তু. হি. ঝাঁকা]।

ঝাঁকা$_2$—(১) ক্রি. সবেগে নাড়া দেওয়া (গাছের ডাল ধরে ঝাঁকছে); দেহ সবেগে নড়ান (ঝেঁকে উঠল)। (২) বি. নাড়া (বাতাসে ঝাঁকা দিচ্ছে)। [বাং. √ঝাঁক্ + আ]। **~ন, ~নো, ঝাঁকরান, ঝাকরানো**—(১) ক্রি. জোরে নাড়ান (শিশি ঝাঁকান)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **ঝাঁকানি, ঝাঁকুনি, ঝাঁকি, ঝাঁকরানি**—সজোরে আন্দোলন (গাড়ির ঝাঁকানি, ঝাঁকানি দেওয়া)।

ঝাঁগুড়গুড়—অব্য. ঢাকের আওয়াজ। [দেশী]।

ঝাঁজ$_1$—**ঝাঁজি**-র রূপভেদ।

ঝাঁজ$_2$, **ঝাঁঝ**$_1$—বি. আঁচ, প্রখর তেজ (রৌদ্রের ঝাঁজ); তীব্র গন্ধ বা স্বাদ (ঔষধের ঝাঁজ); ক্রুদ্ধভাব, উগ্রতা (কথার ঝাঁজ)। [?]। বিণ. **ঝাঁজাল, ঝাঁজালো, ঝাঁঝাল, ঝাঁঝালো**—ঝাঁজযুক্ত, তীব্র, উগ্র।

ঝাঁজ$_3$, **ঝাঁঝ**$_2$, **ঝাঁজর**$_1$, **ঝাঁঝর**$_1$—বি. কাংস্য-নির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসর। [সং. ঝর্ঝর]।

ঝাঁজর$_2$, **ঝাঁঝর**$_2$—বিণ. বহু ছিদ্রযুক্ত, ফোঁপরা। [তু. সং. জর্জরীক (=বহুছিদ্র)। **ঝাঁজরা, ঝাঁঝরা**—(১) বিণ. বহুছিদ্রযুক্ত; অতি জীর্ণ; শূন্যগর্ভ। (২) বি. বহুছিদ্রযুক্ত হাতা; ছানতা। বি. **ঝাঁজরি, ঝাঁঝরি**—ছিদ্রবহুল হাতা, নর্দমার মুখের লোহার ঢাকনি; জল ছিটাইবার পাত্রবিশেষ, ঝারি।

ঝাঁজি—বি. জলজ গুল্মবিশেষ। [দেশী]।

ঝাঁঝর, ঝাঁঝরা, ঝাঁঝরি—**ঝাঁজ**$_3$ ও **ঝাঁজর**$_2$ দ্রঃ।

ঝাঁট—বি. ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কারকরণ, সম্মার্জনা (ঘরে এখনও ঝাঁট পড়েনি)। [**ঝাঁটা** দ্রঃ]। ক্রি. **ঝাঁট দেওয়া**—ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা।

ঝাঁটা—(১) বি. ঝাড়ু, খেংড়া, সম্মার্জনী। (২) ক্রি. ঝাঁটান। [দেশী?—তু. সং. ঝাটা = যূথী]। বিণ.

~খেকো—গালিবিশেষ : ঝাঁটার প্রহার সহ্য করিতে অভ্যস্ত ; হেয়। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ঝাঁটাদ্বারা পরিষ্কার করা (জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে ফেলা)। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। বি. ~পেটা—ঝাঁটা দ্বারা প্রহার।

ঝাঁটি, ঝাঁটী—বি. পুষ্পবিশেষ, কুরুবক। [সং. ঝিণ্টী]।

ঝাঁপ১—বি. আচ্ছাদন, ঢাকনি ; বাঁশ, দরমা ইত্যাদির ঝুলান কপাট (দোকানের ঝাঁপ তোলা বা ফেলা) ; তাঁতে টানার সুতার যে ফাঁকের ভিতর দিয়া মাকু চলে। [হি.—তু. ঝাঁপা৩]।

ঝাঁপ২—বি. হাত-পা ছড়াইয়া শূন্যে বুক ভাসাইয়া উপর হইতে লাফাইয়া নিম্নে পতন, লাফ (জলে ঝাঁপ দেওয়া)। [সং. ঝম্প]। বি. ~সন্ন্যাস—উৎসববিশেষ, যাহাতে গাজনের সন্ন্যাসীরা মঞ্চের উপর হইতে কাঁটা আগুন প্রভৃতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

ঝাঁপটা—বি. স্ত্রীলোকের মাথার গহনাবিশেষ, ঝাঁপা। [বাং. ঝাঁপ১ + টা]।

ঝাঁপতাল—বি. সঙ্গীতের তালবিশেষ। [তু. ঝম্পাতাল]।

ঝাঁপা১—বি. স্ত্রীলোকের মাথার গহনাবিশেষ। [বাং. ঝাঁপ২ + আ]।

ঝাঁপা২—ক্রি. ঝাঁপান (ঝাঁপিয়ে পড়)। [সং. ঝম্প + বাং. আ]।

ঝাঁপা৩—ক্রি. (প্রা. বাং.) মনে পড়া ('তাহার রূপ সদা মনে ঝাপে গো' : চণ্ডী.) ; (প্রা. বাং.) ক্ষেপণ করা ('হাতে লই জাল তুরিতে ঝাঁপায় তারে' : চণ্ডী.) ; (বিরল) আচ্ছাদন করা, ঢাকা ('বদন ঝাঁপিব বাসে' : জ্ঞান.)। [প্রা. √ঝংপ < সং. আ √ছাদি]।

ঝাঁপান১—বি. মনসা-পূজায় সাপখেলার উৎসববিশেষ ; পর্বতারোহণের ডুলিবিশেষ। [হি. ঝাঁপান্]।

ঝাঁপান২, ঝাঁপানো—(১) ক্রি. ঝাঁপ দেওয়া ; উপর হইতে লাফাইয়া নিম্নে পতন। (২) বি. উক্ত অর্থে। [ঝাঁপা২ দ্রঃ]।

ঝাঁপি, ঝাঁপী—বি. ঢাকনি-যুক্ত ক্ষুদ্র পেটিকাবিশেষ। [বাং. ঝাঁপ২ + ই, ঈ]।

ঝাট—ক্রি-বিণ. শীঘ্র, এখনি। [সং. ঝটিতি]।

ঝাড়—বি. ঝোপ, ঘন ডালপালা বা বৃক্ষাবলী (বাঁশঝাড়, গোলাপঝাড়), বংশ (শয়তানের ঝাড়) ; বহু শাখাযুক্ত দীপাধার বা লণ্ঠনবিশেষ (বেলোয়ারি ঝাড়)। [সং. ঝাট—রাশীকৃত, সংহত]।

ঝাড়ন—বি. ধুলা ঝাড়িবার কাপড় বা ঐ জাতীয় দ্রব্য (পালকের ঝাড়ন) ; সম্মার্জন ; ঝাড়ফুঁক (ভূত ঝাড়ন)। [ঝাড়া দ্রঃ]।

ঝাড়পোঁছ, ঝাড়পুছ, ঝাড়ফুঁক—ঝাড়া দ্রঃ।

ঝাড়া—(১) ক্রি. ঝাঁটা ঝাড়ন কুলো ইত্যাদির দ্বারা ময়লা দূর করা (ধান-চাল ঝাড়া) ; নাড়া দিয়া পরিষ্কার করা (চুল ঝাড়া) ; খালি বা উজাড় করা (ঝুলি ঝাড়া) ; যে কোন আধার উপুড় করিয়া নাড়া ; নিক্ষেপ করা (মাথায় ইট ঝাড়া) ; মিটান (গায়ের ঝাল ঝাড়া) ; (বিদ্রূপে) দেওয়া বা বাহির করা (টাকা ঝাড়া, বক্তৃতা ঝাড়া) ; দূর করা (মন থেকে ঝেড়ে ফেলা) ; আছড়ান (ধান ঝাড়া) ; মন্ত্রাদির বলে তাড়ানো (সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়া)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. ঝাড়া হইয়াছে এমন (ঝাড়া মসলা বা চাল-ডাল) ; পরিষ্কৃত, সাফ, যথাযৎ, সম্পূর্ণ (ঝাড়া মুখস্থ) ; একটানা, অবিরাম (ঝাড়া তিনঘণ্টা)। [হি. √ঝাড়্]। বি. ঝাড়পোঁছ, ঝাড়পুছ, ঝাড়াপোঁছা—ঝাড়িয়া ও পুঁছিয়া পরিষ্কৃতকরণ, সাফকরণ। বি. ঝাড়ফুঁক—ভূত বিষ রোগ প্রভৃতি দূর করিবার জন্য মন্ত্রপাঠ ফুৎকার ইত্যাদি। বি. ~ই—ঝাড়ার কাজ (ঝাড়াই-পোঁছাই)। বি. ঝাড়ান (উচ্চা. ঝাড়ান্) —(রোজার দ্বারা) ঝাড়ফুঁক করাইয়া ভূত বিষ রোগ প্রভৃতি দূরীকরণ। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ঝাড়াই করান ; পরিষ্কৃত করান ; (রোজার দ্বারা) ঝাড়ফুঁক করাইয়া ভূত বিষ রোগ প্রভৃতি দূর করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঝাড়ু—বি. ঝাঁটা। [হি.]। বি. ~দার—যে ঝাঁট দেওয়ার কাজ করে ; ধাঙড় বা মেথর। [হি. ঝাড়ু + ফা. দার্]।

ঝাড়ে-মূলে, ঝাড়ে-বংশে—ক্রি-বিণ. নির্মূল করিয়া ; নির্বংশ বা নিশ্চিহ্ন করিয়া ; সম্পূর্ণরূপে। [ঝাড় + মূল]।

ঝাণ্ডা—ঝণ্ডা-র রূপভেদ।

ঝানু—বিণ. ঝুনা, ঘাগী, পাকা ; চতুর। [দেশী]।

ঝাপট, ঝাপটা১—বি. ঝড় বা বাতাসের প্রবল ধাক্কা ; বৃষ্টির ছাঁট ; আকস্মিক সজোর আঘাত (লেজের ঝাপটা, বৃষ্টির ঝাপটা)। [হি. ঝপট, ঝপট্টা]।

ঝাপটা২—ঝাঁপটা-র রূপভেদ। বি. স্ত্রীলোকের মাথার গহনাবিশেষ।

ঝাপসা—বিণ. (পাতলা ঝাঁপে বা আবরণে ঢাকা বলিয়া) স্পষ্টভাবে দেখা যায় না বা দেখিতে পায় না এমন অস্পষ্ট (ঝাপসা দেখা, ঝাপসা ছবি)। [বাং. ঝাপ১ + সা (সাদৃশ্যার্থে)]।

ঝামটা, (বিরল) **ঝামট**—বি. রুষ্ট মুখভঙ্গিসহ কটু ধমক ; দাবড়ি (মুখ-ঝামটা)]।

ঝামর, ঝামরু, (বিরল) **ঝামরি**—বিণ. ঝামার ন্যায় বিবর্ণ বা মলিন ('হেমকান্তি ঝামর হইল' : মধু.)। [সং. ঝামক]। ক্রি. ঝামরা—ঝামরান। ঝামরান, ঝামরানো—(১) ক্রি. মলিন বা বিবর্ণ হওয়া ; শ্লেষ্মা বা রসের বৃদ্ধি হেতু অস্বাভাবিক হওয়া (সর্দিতে চোখ-মুখ ঝামরেছে)। জলভারাক্রান্ত হওয়া, বৃষ্টির সঙ্কেত দেওয়া (আকাশ ঝামরে উঠেছে)। (২) বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঝামা—বি. অতিরিক্ত পোড়া ইট। [সং. ঝামক]।

ঝামেলা—বি. ঝঞ্ঝাট, ফেসাদ ; জটিলতা, বিবাদ হাঙ্গামা। [হি. ঝমেলা]।

ঝারা—বি. কোন-কিছুর উপর উচ্চ স্থান হইতে অল্প অল্প জলসেচন করিবার সচ্ছিদ্র জলপাত্র, উহা হইতে জলের ক্ষরণ (শালগ্রাম শিলাকে ঝারায় বসান)। [সং. ধারা]।

ঝারি—বি. গাড়ুবিশেষ, ভৃঙ্গার ; গাছে জল দিবার জন্য পাত্র বা ঘটবিশেষ। [সং. ঝরী]।

ঝাল$_1$—বি. ধাতুনির্মিত বাসন ইত্যাদি জুড়িবার পান (রাংঝাল, পিতলঝাল)। [হি. <সং. জ্বাল]।

ঝাল$_2$—(১) বিণ. কটু, তীক্ষ্ণ; লঙ্কাদির ন্যায় কটুরসযুক্ত। (২) বি. কটুরস; (লঙ্কাদি) কটুরসযুক্ত মসলা, লঙ্কা, প্রভৃতিদের পথ্যবিশেষ; কটুরসযুক্ত মসলায় প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ (মাছের ঝাল); (আল.) আক্রোশ, ক্রোধ, জ্বালা (গায়ের ঝাল)। [সং. জ্বালা]। ক্রি. **ঝাল ঝাড়া**—কটূক্তি করিয়া নিজের ক্রোধ শান্ত করা। ক্রি. **ঝাল মেটান**—আক্রোশ মেটান। ক্রি. **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—নিজে না-জানিয়া পরের কথা নির্বিচারে মানিয়া লওয়া। **ঝালে ঝোলে অম্বলে**—সকল ব্যাপারে বা স্থানে।

ঝালর—বি. বস্ত্রনির্মিত দ্রব্যাদির কারুকার্যময় ও কুঞ্চিত প্রান্তদেশ (চাঁদোয়ার ঝালর); অলঙ্কারাদির কারুকার্যময় লম্বিত ও দোদুল্যমান অংশ। [সং. ঝল্লরী]।

ঝালা$_1$—(১) ক্রি. সেতারে দ্রুত ঝংকার তুলিতে থাকা। (২) বি. ঝালার কাজ। [তু. জলদ$_2$, ঝালা$_2$]।

ঝালা$_2$, ঝালাই—ক্রি. পানদ্বারা ধাতুদ্রব্যাদি জোড়া; ভিতরের আবর্জনা তুলিয়া ফেলা, পঙ্কোদ্ধার করা (পুকুর ঝালা)। [হি. √ঝাড়<সং. ক্ষর]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পান দিয়া জোড়ান; পঙ্কোদ্ধার করান; (আল.) নবীভূত করা (পূর্বের পরিচয় ঝালানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঝালাপালা—(১) বিণ. তীব্র উচ্চ শব্দে বধিরপ্রায় (কান ঝালাপালা হয়ে গেল); অতিমাত্রায় বিরক্ত ('করিলেক ঝালাপালা তনুপ্রাণ রহে না': ভা. চ.)। (২) বি. কর্ণবধিরকারী শব্দ; কর্ণপীড়া; উৎপাত। [বাং. ঝালা$_2$ + পারা=সদৃশ]।

ঝালি, (বিরল) ঝালী—বি. ঝুলন খেলা; নর্দমা নালা প্রভৃতির মুখের গর্ত; জমিতে সেচনের জল ধরিয়া রাখিবার জন্য খোঁড়া গর্ত; ঝুলি; পেটিকা। [দেশী]।

ঝি—বি. কন্যা, মেয়ে (রাজার ঝি); (কন্যাস্থানীয়া বলিয়া) পরিচারিকা, দাসী। [পা. ধীতা<সং. দুহিতা]। **ঝিকে মেরে বউকে শেখান**—পরের উপরে রাগ করিয়া আপনজনকে শাস্তিদান করিয়া পরোক্ষে মনের ভাব প্রকাশ করা।

ঝিউড়ী, ঝিয়ারী—বি. কন্যা; অবিবাহিতা কন্যা। [বাং. ঝি+উড়ী]।

ঝিঁক—বি. হাঁড়ি কড়াই প্রভৃতি বসাইবার জন্য উনানের পার্শ্বস্থ চূড়া। [মরা. √ঝিংক=ধরা, পাকড়াও করা]।

ঝিঁকরা—(১) বি. ঝাড়বিশিষ্ট ছোট ছোট বন্য গাছ। (২) বিণ. ঐরূপ গাছযুক্ত (ঝিঁকরা পোঁতা)। [দেশী]।

ঝিঁকা, (কথ্য) ঝিঁকে—বি. নৌকার হাল ধরিয়া জোর টান, হেঁচকা টান। ক্রি. **ঝিঁকা মারা**—নৌকার হাল ধরিয়া হেঁচকা টান দেওয়া; ঐরূপ টান দিবার সময়কালীন দেহভঙ্গির অনুরূপ দেহভঙ্গি করা (ঝিঁকে মেরে চলা)। [তু. হি. ঝকোরনা]।

ঝিঁঝি$_1$—বি. ঝিঁঝি-রবকারী পোকাবিশেষ। [সং. ঝিল্লী]।

ঝিঁঝি$_2$—বি. ঝিম্‌ঝিম্ করার ভাব। [তু. ঝিম্‌ঝিম্]। ক্রি. **ঝিঁঝি ধরা**—(পা হাত প্রভৃতিতে) অকস্মিকভাবে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হওয়ায় ঝিম্‌ঝিম্ করা।

ঝিঁঝিট, ঝিঝিট—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [?]।

ঝিকিমিকি—ঝিক্‌মিক্ দ্রঃ।

ঝিকুট, (বিরল) ঝিকুর—বি. মস্তিষ্ক; মাথার নরম অংশ, মাথার ঘি। [দেশী]। ক্রি. **ঝিকুট নড়া, ঝিকুর নড়া**—মাথা খারাপ হওয়া।

ঝিক্‌মিক্, ঝিকিমিকি—অব্য. আলোর চঞ্চল প্রভা (জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি)। মৃদু ঝক্‌মক্ করার ভাব। [দেশী]।

ঝিঙা, ঝিঙ্গা, ঝিঙে—বি. সবজি ফলবিশেষ। [দেশী]। বি. **~শাল**—একপ্রকার ধান্য।

ঝিঙুর, ঝিঙ্গুর—বি. ঝিঁঝিপোকা। [হি.]।

ঝিন্টী, ঝিন্টিকা—বি. ঝাঁটিফুলের গাছ; ঝাড়। [সং.]।

ঝিনিঝিনি, ঝিনিকিঝিনি—অব্য. মৃদু ঝঞ্জন আওয়াজ, নূপুরের শিঞ্জন, নিক্বণ। [দেশী]।

ঝিনুক—বি. শুক্তি; শিশুকে দুগ্ধাদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার জন্য (ঝিনুকের তুল্য) চামচবিশেষ। [দেশী]।

ঝিন্‌ঝিন্—অব্য. (রক্ত-চলাচল বন্ধ হওয়ার দরুন) শরীরের কোন স্থানে অসাড়তা বা ঈষৎ যন্ত্রণা ও কম্পনের অনুভূতি (হাত-পা ঝিন্‌ঝিন্ করা)। [দেশী]। বি. **ঝিন্‌ঝিনি**—ঝিন্‌ঝিন্ করার ভাব।

ঝিম—(১) বি. তন্দ্রাবেশ, ক্লান্তি প্রভৃতির দরুন আচ্ছন্নতা, অবসন্ন ভাব (ঝিম ধরা)। (২) বিণ. তন্দ্রাদি-হেতু অবশ বা অসাড় (ঝিম হয়ে বসে থাকা)। [বাং. √ঝিমা]।

ঝি-মা$_1$—বি. ঠাকুরমা ও দিদিমার মাতা অথবা শাশুড়ী। [ঝি+মা]।

ঝিমা$_2$—ক্রি. ঝিমান। [ঝিম দ্রঃ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. তন্দ্রা বা নেশার আবেশে চক্ষু মুদিয়া ঢোলা; নিস্তেজ বা নিরুদ্যম হওয়া (আগুনটা ঝিমিয়ে গেছে, লোকটা ঝিমিয়ে পড়েছে)। (২) বি.বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। বি. **ঝিমানি, ঝিমুনি**—তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, তন্দ্রাবেশে ঢুলুনি।

ঝিমিকি—বি. ঝকমক করার ভাব; বারংবার চমকের ভাব। [দেশী]।

ঝিমুনি—ঝিমা$_2$ দ্রঃ।

ঝিম্‌ঝিম্—অব্য. জড়তা বা অবশতার ভাব (হাত-পা, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে)। [দেশী]।

ঝিয়ারি, ঝিয়ারী—বি. কন্যা; অবিবাহিতা কন্যা, ঝিউড়ী। [বাং. ঝি+আরি, আরী (স্বার্থে)]।

ঝিরঝির, ঝির্‌ঝির্—অব্য. মৃদু ঝরঝর আওয়াজ; লঘু প্রবাহ বা ক্ষরণের ভাব (ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বা বাতাস বইছে)। [দেশী]। বিণ. **ঝিরঝিরে, ঝির্‌ঝিরে**—ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে বা (বৃষ্টি) পড়িতেছে এমন।

ঝিল—বি. ক্ষুদ্র বিলের ন্যায় লম্বা (সাধারণতঃ স্বভাবজ) জলাশয়বিশেষ। [হি. ঝীল]।

ঝিলমিল$_1$, ঝিলিমিলি$_1$—বি. জানালার খড়খড়ি; খড়খড়ির পাখি। [হি. ঝিল্‌মিলি]।

ঝিলমিল২—অব্য. মৃদু ঝলমল বা ঝিক্‌মিক্ ('স্পন্দিত নদীজল ঝিলমিল করে' : রবীন্দ্র)। [**ঝলমল** দ্রঃ]। বি. **ঝিলমিলি**—ঝিলমিল করণ; ঝিলমিলে ভাব। বিণ. **ঝিলমিলে**—ঝিলমিল করে বা করিতেছে এমন।

ঝিলিক—বি. ছোট ঝলক বা চমক; অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী আলোকচ্ছটা (ঝিলিক মারা, দেওয়া, হানা; বিদ্যুতের ঝিলিক)। [**ঝলক** দ্রঃ]।

ঝিলিমিলি১—**ঝিলমিল১** দ্রঃ।

ঝিলিমিলি২—বিণ. ঈষৎ ঝলমলে ও লম্বমান, ঝিলমিলে ও তরঙ্গায়িত ('সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' : রবীন্দ্র)। [**ঝিলমিল২** দ্রঃ]।

ঝিল্লি, ঝিল্লী, ঝিল্লিকা—বি. ঝিঁঝিঁ পোকা (রাত্রির ঝিল্লি-ধ্বনি); চামড়ার পাতলা আবরণ, membrane। [সং.]।

ঝুঁকা, ঝোঁকা—(১) ক্রি. হেলিয়া পড়া বা সামনের দিকে নত হওয়া (ঝুঁকিয়া দেখিতে গিয়া ছেলেটি নিচে পড়িয়া গেল), আকৃষ্ট হওয়া (মন খেলায় ঝোঁকা); পক্ষপাতগ্রস্ত হওয়া (ছোট ছেলের দিকে মায়ের মন ঝুঁকেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ঝুক্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. হেলান, নত করা, আকৃষ্ট বা পক্ষপাতগ্রস্ত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঝুঁকি—বি. ভার, দায়িত্ব, বিপদের ভয়, উঁকি। [হি ঝোংকী]।

ঝুঁট, ঝুট—বি. ঝুঁটি। [সং. জুট]।

ঝুঁটি, ঝুঁটী—বি. চূড়াবাঁধা চুল, খোঁপা; স্থূল টিকি, ঝোঁটন, স্থূল কেশগুচ্ছ ('কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি'); চূড়াকার স্থূল মাংসপিণ্ড (ষাঁড়ের ঝুঁটি)। [সং. জুটিকা]।

ঝুট—**ঝুঁট**-এর রূপভেদ।

ঝুটমুট—ক্রি-বিণ. মিছামিছি, শুধুশুধু। [হি.]।

ঝুটা১, ঝুটো—বিণ. নকল, কৃত্রিম (ঝুটা হীরা); জাল (ঝুটা লোক); অলীক, মিথ্যা (ঝুটা কথা)। [হি. ঝুট]।

ঝুটা২—বিণ. উচ্ছিষ্ট, মিথ্যা ('খোশগবরের ঝুটাও ভাল')। [হি. জুটা < সং. জুষ্ট (=ব্যবহৃত)]।

ঝুটাপুটি, (বিরল) **ঝুটাঝুটি**—বি. পরস্পরের ঝুঁটি আকর্ষণ করিয়া জড়াজড়ি, জাপটাজাপটি। [ঝুঁটি+পুটি, ঝুটি (সহচর শব্দ)]।

ঝুটি—**ঝুঁটি**-র রূপভেদ।

ঝুড়া, ঝোড়া—(১) ক্রি. (গাছের) অনাবশ্যক ডালপালা ছাটা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [তু. ঝাড়া]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অন্যের দ্বারা অনাবশ্যক ডালপালা ছাটান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ঝুড়ি—বি. বাঁশ বেত প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত বড় চুপড়ি বা চেঙারি। [মুণ্ডা. ঝুরি=ডালপালা]। বিণ. **ঝুড়ি ঝুড়ি**—অনেক, রাশি রাশি।

ঝুনা, ঝুনো—বিণ. পাকা ও শক্ত (ঝুনা নারিকেল), অভিজ্ঞ ও কঠোরপ্রকৃতি, ঝানু, বিচক্ষণ (ঝুনা জমিদার)। [প্রা. জুণ্ণ < সং. জুর্ণ]।

ঝুনুঝুনু, ঝুনুর-ঝুনুর—অব্য. নূপুর, ঘুঙুর ইত্যাদির মৃদু মধুর ধ্বনি। [দেশী]।

ঝুনো—**ঝুনা**-র কথ্য রূপ।

ঝুপ, ঝুপ্—অব্য. ঝাঁপ দেওয়ার মৃদু শব্দ। [দেশী]। অব্য. **~ঝুপ, ~ঝুপ্, ~ঝাপ, ~ঝাপ্**—ক্রমাগত ও দ্রুত ঝুপ্ শব্দ; উপর হইতে অবিরল পতনের শব্দ (ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়ে); উপর্যুপরি কোন ভারি জিনিস পতনের শব্দ (নদীর পাড় ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল)।

ঝুপড়ি, ঝুপড়ী—বি. নিচু কুঁড়ে ঘর। [হি. ঝোপড়ী < প্রা. ঝুমপড়া]

ঝুপুর-ঝুপুর, ঝুপুর-ঝাপুর—অব্য. ক্রমাগত নৌকার বৈঠা ফেলার বা বারিপতনের শব্দ।

ঝুমকা, (কথ্য) **ঝুমকো**—বি. গোল থোলোর মত ফুল, ঝুমকালতা; উক্ত ফুলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট মেয়েদের কানের গহনাবিশেষ। [দেশী]।

ঝুমঝুম—অব্য. মৃদু ঝমঝম শব্দ; ঘুঙুর পরিয়া নাচিবার শব্দ।

ঝুমঝুমি—বি. শিশুর খেলনাবিশেষ: ইহা নাড়িলে ঝুমঝুম শব্দ হয়। [বাং. ঝুমঝুম+ই]।

ঝুমরি—বি. শৃঙ্গাররসাত্মক রাগিণীবিশেষ। [সং.]।

ঝুমুকা—**ঝুমকা**-র মার্জিত রূপ।

ঝুমুর—বি. নৃত্য-সংবলিত শৃঙ্গাররসাত্মক সঙ্গীতবিশেষ। [সং. ঝুমরি]। **ঝুমুর ঝুমুর**—নূপুর, ঘুঙুর ইত্যাদির মৃদু মধুর ধ্বনি।

ঝুরঝুর—অব্য. মৃদু ঝরঝর শব্দ (চুন-বালি ঝুরঝুর করে পড়ছে)। বিণ. **ঝুরঝুরে**—ঝুরঝুর করিয়া ঝরে বা ঝরিতে পারে এমন (ঝুরঝুরে বালি); শুষ্ক ও পরস্পর অসংলগ্ন (ঝুরঝুরে ভাত)। [**ঝরঝর** দ্রঃ]।

ঝুরা১—ক্রি. (প্রা. বাং.) খেদ করা বা কাঁদা ('কানুর পিরীতে ঝুরি দিবা রাতে' : চণ্ডী.); ঝরা, গলিয়া পড়া ('রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' : জ্ঞান.); শীর্ণ বা ম্লান হওয়া ('ঝুরত তুয়া বিন্দু রাই' : গো. দা.)। [মৈ. √ঝুর < প্রা. √জুর < সং. √খিদ্]।

ঝুরা২, ঝুরো—বিণ. গুঁড়ান, চূর্ণিত (ঝুরো সাবান); ঝুরঝুরে। [তু. সং. চূর্ণ]। বিণ. **~ঝুরা, ঝুরোঝুরো**—ঝুরঝুরে।

ঝুরি—বি. বৃক্ষাদির জটা (বটের ঝুরি)। [হি.]। বি. **~ভাজা**—বেসনে প্রস্তুত সরু সরু ঝুরির আকারে ভাজা খাদ্যবিশেষ।

ঝুরুঝুরু—অব্য. ক্রি-বিণ. ঝুরঝুর করিয়া (ঝুরুঝুরু বালি পড়ছে)। [**ঝরঝর** দ্রঃ]।

ঝুরোঝুরো—**ঝুরা২** দ্রঃ।

ঝুল—বি. ঝোলার ভাব, আনতি, ঝোঁক (অত ঝুল দিও না—পড়ে যাবে); নিচের দিকের পরিমাপ (জামার ঝুল); মাকড়সার জালের সঙ্গে মিশ্রিত ধুঁয়ার কালি (ঝুলকালি)। [**ঝুলা** দ্রঃ]।

ঝুলন—বি. দোলন; ঝুলিয়া থাকার অবস্থা; শ্রীকৃষ্ণের দোলন-উৎসব। [**ঝুলা** দ্রঃ]। বি. **~যাত্রা**—শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের দোলন-উৎসব।

ঝুলনা—বি. দোলনা। [**ঝুলা** দ্রঃ]।

ঝুলপি, জুলফি-র বিকৃত রূপ। [ঝুলা-র দ্বারা প্রভাবিত]।

ঝুল-বারান্দা—বি. বাড়ির উপরতলায় যে বারান্দা রাস্তার দিকে ঝুলিয়া থাকে।

ঝুলা—(১) ক্রি. লম্বিত হওয়া (কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে) ; দোল খাওয়া ; পক্ষপাতী হওয়া, ঝোঁকা (মন ঝুলেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. ঝুল+আ]। বি. **~ঝুলি**—বারংবার বা ক্রমাগত ঝোলা ; (ক্রমাগত) সনির্বন্ধ অনুরোধ ; জেদাজেদি। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. লম্বিত করা, লটকান, টাঙান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ঝুলি—বি. কাপড়ের থলি ; কাঁধে ঝোলানো থলি ; জপমালা রাখার থলি (হরিনামের ঝুলি)। [হি. ঝোলী]। বিণ. **~ঝাড়া**—ঝুলি উজাড় করিয়া ঝাড়া দিয়া পাওয়া যায় এমন অকিঞ্চিৎকর। ক্রি. **কাঁধে ঝুলি লওয়া**—ভিক্ষায় বহির্গত হইবার উদ্যোগ করা, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা।

ঝুলোঝুলি—ঝুলাঝুলি-র চলিত রূপ।

ঝেঁটা, ঝেঁটান (নো)—যথাক্রমে ঝাঁটা ও ঝাঁটান-র রূপ।

ঝোঁক—বি. ঝুঁকিয়া থাকার ভাব, নিচের দিকে টান, আকর্ষণ, পক্ষপাত (দলবিশেষের প্রতি ঝোঁক) ; আগ্রহ (রাজনীতিতে ঝোঁক) ; শখ (দেশভ্রমণের ঝোঁক) ; ঘোর, প্রভাব (নেশার ঝোঁক)। [বাং. ঝুঁকা+অ]।

ঝোঁকা, ঝোঁকান (নো)—যথাক্রমে ঝুঁকা ও ঝুঁকান-র চলিত রূপ।

ঝোঁটন—(১) বি. ঝুঁটি। (২) বিণ. ঝুঁটিবিশিষ্ট (ঝোঁটন-বুলবুলি)। [বাং. ঝুঁটি]।

ঝোড়া$_{১}$—বাঁশের তৈয়ারি বড় ঝুড়ি। [দেশী]।

ঝোড়া$_{২}$, **ঝোড়ান (নো)**—যথাক্রমে ঝুড়া ও ঝুড়ান-র চলিত রূপ।

ঝোড়ো—ঝড়ো-র বানানভেদ।

ঝোপ—বি. ছোট গাছের ঝাড় বা জঙ্গল ; গুল্ম। [সং. >ক্ষুপ]। **ঝোপ বুঝে কোপ**—জঙ্গলের কোন্ গাছটি কাটা নিরাপদ্ ও লাভজনক, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া কোপ বসানো ; (আল.) সুযোগ ও প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঝোরা—বি. ঝরনা (পাগলা-ঝোরা)। [ঝরনা দ্র:]।

ঝোল—বি. তরল ব্যঞ্জনবিশেষ, জুস, সুপ। [দেশী]।

ঝোলা$_{১}$—বিণ. ঝোলের মত, পাতলা (ঝোলা গুড়)। [বাং. ঝোল+আ]।

ঝোলা$_{২}$—বিণ. লম্বা ও ঢিলা (ঝোলা আস্তিন)। [বাং. ঝুল+আ]।

ঝোলা$_{৩}$—বি. বড় থলি বা ঝুলি। [দেশী]। বি. **~ঝুলি**—ছোট-বড় সকল রকম থলি। বি. **~মালা**—ভিখারী বৈষ্ণবের ভিক্ষার ঝুলি ও কণ্ঠের মালা।

ঝোলা$_{৪}$, **ঝোলাঝুলি**$_{১}$, **ঝোলান (নো)**—যথাক্রমে ঝুলা ঝুলাঝুলি ও ঝুলান-র চলিত রূপ।

ঝোলাঝুলি$_{২}$, **ঝোলামালা**—ঝোলা$_{৩}$ দ্র:।

ঞ

ঞ—বাঙ্গালা বর্ণমালায় দশম ব্যঞ্জনবর্ণ। শব্দের আদ্যক্ষররূপে ইহার ব্যবহার নাই। শব্দের ভিতরেও বর্তমানে কেবল যুক্তাক্ষরের মধ্যেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়,—যেমন 'ব্যঞ্জন' 'ঝঞ্ঝা' ইত্যাদি। মধ্যবাঙ্গালায় 'আঁই' এই যুগ্মস্বরের ক্ষেত্রে—'আঞি (-ঞী)' এইরূপ বানান পাওয়া যায় : যেমন—গোসাঞি (গোসাঁই), ঠাঞি (ঠাঁই), ইত্যাদি।

ট

ট—বাঙ্গালা বর্ণমালার একাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

টইটম্বুর—বিণ. পরিপূর্ণ, কানায় কানায় ভরা। [দেশী]।

টং$_{১}$—টঙ-এর বানানভেদ।

টং$_{২}$—বিণ. চড়ামেজাজ (রেগে টং হওয়া) ; ভরপুর (মদে টং হওয়া)। [>সং. টঙ্ক ('টঙ্কঃ পুমান্ কোপে')]।

টং$_{৩}$—অব্য. অনুকার-শব্দবিশেষ : ধনুকের জ্যা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে বা ধাতুদ্রব্যাদিতে আঘাত করিলে যে শব্দ হয়।

টংকার—টঙ্কার-এর বানানভেদ।

টংটং—অব্য. ক্রমাগত টং-শব্দ। [টং$_{৩}$ দ্র:]।

টক—(১) বিণ. অম্লাস্বাদযুক্ত। (২) বি. অম্লরস ; অম্লস্বাদ ব্যঞ্জনবিশেষ। [সং. তক্র]।

টকটক$_{১}$—বিণ. ঈষৎ অম্লাস্বাদযুক্ত। [টক দ্র:]।

টকটক$_{২}$—অব্য. (লাল রঙের) তীব্রতা বা আধিক্য প্রকাশ (লাল টকটক করছে)। বিণ. **টকটকে**—গাঢ়, উজ্জ্বল (টকটকে লাল, টকটকে রং)।

টকা—(১) ক্রি. বিকৃত হওয়া, অম্লাস্বাদ হওয়া (তরকারিটা টকে গেছে) ; টকের সংস্পর্শে অস্বস্তিকর হওয়া (দাঁত টকা]। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. টক+আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অম্লাস্বাদ করা, টক করিয়া দেওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

টকাটক্, টকাস্—টক্$_{১,২}$ দ্র:।

টকান, টকানো—টকা দ্র:।

টকো, টোকো—বিণ. অম্লাস্বাদযুক্ত। [টক দ্র:]।

টক্$_{১}$—অব্য. চট্, শীঘ্র (টক করে যাওয়া)। [দেশী]। অব্য. **~টক্**—শীঘ্র শীঘ্র (টক্‌টক্ করে কাজ সারা)। অব্য. ক্রি-বিণ. **টকাটক্**—অতিদ্রুত (টকাটক্ কাজ সারা)। অব্য. **টকাস্**—অতি শীঘ্র, অনায়াসে (টকাস্ করে গেলা)।

টক্$_{২}$—অব্য. শুষ্ক কাঠাদিতে ছোট কিছু দিয়া আঘাতের শব্দ বা ঐরূপ কোন শব্দ। অব্য. **~টক্, টকাটক্**—ক্রমাগত টক্ শব্দ। অব্য. **টকাস্**—সজোরে টক্ শব্দ।

টক্কর—বি. হোঁচট, ঠোকর (টক্কর খাওয়া) ; ধাক্কা ; পাল্লা, প্রতিযোগিতা (টক্কর দেওয়া)। [দেশী]।

টগর—বি. (সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ) পুষ্পবিশেষ। [সং. তগর]।

টগরা—বিণ. চালাক ও চটপটে (টগরা ছেলে)। [দেশী]।

টগ্‌বগ্‌, টগ্‌বগাবগ্‌—অব্য. ফুটন্ত জলের শব্দ বা ঘোড়ার দ্রুতগতির শব্দ। [দেশী]।

টঙ—বি. উচ্চ মঞ্চ, মাচা, মাচান। [সং. তুঙ্গ (=উচ্চ)]।

টঙ্ক$_১$—বি. খড়্গ টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্র; খননাস্ত্র; পর্বতের উন্নত স্থান; ক্রোধ বা আস্ফালন (রোগা লোকের মুখে টঙ্ক); [সং. √টঙ্ক্‌+অ (ণে)]।

টঙ্ক$_২$—বিণ. (প্রাদে.) দৃঢ়, মজবুত। [দেশী]।

টঙ্ক$_৩$, টঙ্কক—বি. টাকা। [সং. টং (এইরূপ)+√কৈ (=শব্দ করে)+অ (র্তৃ)। বি. ~ক, ~পতি—টাঁকশালের অধ্যক্ষ। বি. ~বিজ্ঞান—নানাদেশের ও নানা যুগের মুদ্রা বিষয়ক বিদ্যা, numismatics। বি. ~শালা—টাঁকশাল।

টঙ্কন—বি. সোহাগা; বাঁধন। [সং. √টঙ্ক্‌ (বন্ধনে)+অন]।

টঙ্কপতি, টঙ্কবিজ্ঞান, টঙ্কশালা—টঙ্ক$_৩$ দ্রঃ।

টঙ্কা—বি. টাকা। [সং. টঙ্ক—তু. হি. তন্‌খা]।

টঙ্কার—বি. ধনুকের ছিলার শব্দ (কোদণ্ডটঙ্কার); (বাং.) অনুরূপ অন্য শব্দ ('টাকার টংকার' : সু. মু.)। [সং. টঙ্‌+√কৃ+অ (ভা)]।

টঙ্গ$_১$—টঙ্ক$_১$-এর রূপভেদ।

টঙ্গ$_২$, টঙ্গি—টঙ-এর রূপভেদ।

টট্টর, টট্টরে—যথাক্রমে টরটর ও টরটরে-র কথ্য রূপ।

টন—বি. ইংরেজী ওজনবিশেষ, কুড়ি হন্দর (প্রায় সাতাশ মন)। [ইং. ton]।

টনক—বি. হুঁশ, খেয়াল মনোযোগ। [দেশী]। ক্রি. টনক নড়া—হুঁশ হওয়া, খেয়াল হওয়া।

টনিক—বি. শক্তিবর্ধক ঔষধ: (আল.) যাহাতে গায়ের বা মনের জোর বাড়ে এমন বস্তু বা প্রভাব (টাকাই গরিবের মনের টনিক)। [ইং. tonic]।

টন্‌—অব্য. কঠিন বস্তুতে ধাতুদ্রব্যাদির আঘাতের আওয়াজ। [দেশী]।

টন্‌টন্‌—অব্য. আঁটসাঁট টানটান পরিপূর্ণ বা তীক্ষ্ণ হওয়ার দরুন অস্বস্তি বা বেদনাবোধ (পা টন্‌টন্‌ করছে)। [দেশী]। বি. **টন্‌টনানি**—টন্‌টন্‌ করার অনুভূতি। বিণ **টন্‌টনে**—(বিদ্রূপে) গভীর, তীক্ষ্ণ (টন্‌টনে জ্ঞান)।

টন্‌সিল—বি. গলমধ্যে জিহ্বার মূলদেশে স্থিত গ্রন্থিদ্বয় বা গ্ল্যাণ্ড্‌। [ইং. tonsils]।

টপ—বি. মটরাকৃতি গঠন (টপতোলা)। [সং. স্তূপ—তু. ইং. top]।

টপকা—ক্রি. টপকান। [হি. টপ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. অতিক্রম করা, ডিঙ্গান, লাফাইয়া পার হওয়া (টপকে যাওয়া)। (২) বি. উল্লঙ্ঘন। (৩) বিণ. উল্লঙ্ঘিত।

টপ্‌$_১$—অব্য. তরল পদার্থের ফোঁটা পড়ার শব্দ। অব্য. ~টপ্‌$_১$—ক্রমাগত টপ্‌ শব্দ (টপ্‌টপ্‌ করে চোখের জল পড়া)। অব্য. **টপাস্‌**—বড় ফোঁটা পড়ার অপেক্ষাকৃত জোর শব্দ।

টপ্‌$_২$—অব্য. অতি শীঘ্র (টপ্‌ করে তোলা, গেলা, খাওয়া)। [দেশী]। অব্য. ~টপ্‌$_২$—ক্রমাগত ও অতি শীঘ্র শীঘ্র (টপ্‌টপ্‌ করে গেলা)। অব্য. ক্রি-বিণ. **টপাটপ্‌** দ্রুততার সহিত ক্রমাগত (টপাটপ্‌ গেলা)।

টপ্পা—বি. আদিরসাত্মক সঙ্গীতবিশেষ। [হি.]।

টব—বি. জল রাখার বা ফুলগাছ রোপণ করার পাত্রবিশেষ। [ইং. tub]।

টবটব—অব্য. ভিতরে আধিক্য হেতু জল নড়ার শব্দ (পেটে জল টবটব করছে)।

টবর্গ—বি. (ব্যাক.) ট ঠ ড ঢ ণ : এই পাঁচটি বর্ণ।

টমটম—বি. একঘোড়ায় টানা দুই চাকার খোলা গাড়িবিশেষ। [ইং. tandem]।

টম্যাটো—বি. সবজি শ্রেণীর ফলবিশেষ, বিলাতী বেগুন, টক বেগুন। [ইং. tomato]।

টরটর—অব্য. ক্রি-বিণ. (চলন-সম্বন্ধে) দ্রুত (ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপে); (কথা বলা সম্বন্ধে) দ্রুত (ও ঈষৎ আধো-আধোভাবে)। [সং. √ত্বর (ত্বিত)]। বিণ. **টরটরে**—দ্রুত (ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদবিক্ষেপে) চলে এমন; চটপটে, চালাক (ছেলেটা ত খুব টরটরে)।

টর্চ—বি. আধুনিক দীপবিশেষ : ইহা ব্যাটারির সাহায্যে জ্বলে। [ইং. torch]।

টর্নি, টর্নী—বি. আমমোক্তার; অ্যাটর্নী। [ইং. attorney]।

টল—টলন দ্রঃ।

টলটল—অব্য. তরল বস্তুর ঈষৎ আন্দোলন ও পরিপূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ (চোখে বা পুকুরে জল টলটল করে)। ক্রি. **টলটলান, টলটলানো**— টলটল করা। বি. **টলটলানি**—টলটল করণ; টলটলে অবস্থা। বিণ. **টলটলায়মান**—টলিয়া বা পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এমন (সিংহাসন টলটলায়মান হল)। বিণ. **টলটলে**—টলটল করে এমন (টলটলে জল)।

টলট্টল—বিণ. অত্যন্ত বিক্ষোভিত; সমুচ্ছলিত। [বাং. টল (দ্বিত্ব)]।

টলন, টল—বি. বিচলন, স্খলন; বিহ্বলতা। [সং. √টল্‌ (ব্যাকুলতা)+অন, অ (ভা)]।

টলমল—অব্য. অস্থির আন্দোলিত বা পতনোন্মুখ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ (ধরণী টলমল করছে); উচ্ছলিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ (বর্ষায় গঙ্গার জল টলমল করছে)। [বাং. টল+মল (সহচর শব্দ)]। ক্রি. **টলমলা**—টলমল করা। **টলমলান, টলমলানো**—(১) ক্রি. টলমল করানো। (২) বি. টলমলানি। বি. **টলমলানি**—টলমল করণ; টলমলে অবস্থা। বিণ. **টলমলায়মান, টলমলে**—টলমল করিতেছে এমন; দোলায়মান, পতনোন্মুখ।

টলা—(১) ক্রি. বিচলিত হওয়া (মন টলে); স্থানভ্রষ্ট হওয়া, আন্দোলিত বা কম্পিত হওয়া (পা টলছে, টলিয়া পড়া); অন্যথা বা নড়চড় হওয়া (প্রতিজ্ঞা বা মন টলে না)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. টল+আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. বিচলিত করা; স্থানচ্যুত করা, নড়ানো; আন্দোলিত করা, কাঁপান; অন্যথা করান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

টসকা—ক্রি. টসকান। [তু. হি. √টস্‌=ফাটা,

মচকান]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. অস্বাভাবিক হওয়া, ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া (শরীরখানা বেশ টসকেছে), সহজে ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা নষ্ট হওয়া (টসকায় ত মচকায় না)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

টসটস—অব্য. রসে পরিপূর্ণ হওয়ার ভাব প্রকাশ (ফলটা পেকে টসটস করছে)। বিণ. **টসটসে**—রসে পরিপূর্ণ (পেকে টসটসে হয়েছে)। [তু. পঞ্জা. টস্‌আ=অশ্রু]।

টস্—অব্য. ফোঁটা পড়ার শব্দ। অব্য. ~**টস্**—ফোঁটায় ফোঁটায় ক্রমাগত পড়ার শব্দ (টস্‌টস্ করে পড়ছে)। **টস্‌টসে**—বিণ. ফোঁটায় ফোঁটায় ক্রমাগত পড়িতেছে এমন; জল রস পুঁয প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

টহল—বি. পায়চারি; পর্যটন (দুনিয়াময় টহল দেওয়া)। [হি.]। ক্রি. **টহল দেওয়া**—ঘুরিয়া বেড়ান, পায়চারি করা, পর্যটন করা; ভিক্ষার্থ গান গাহিয়া পর্যটন করা। বি. ~**দার**—চৌকিদার; ভিক্ষার্থ গান গাহিয়া পর্যটনকারী। বি. ~**দারি**—টহলদারের বৃত্তি। ক্রি. **টহলা**—টহলান। **টহলান, টহলানো**—(১) ক্রি. টহল দেওয়া বা দেওয়ান; ঘোড়াকে পায়চারি করান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

-টা—নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ—সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশে (একটা, খানিকটা); ব্যক্তি বিষয় বা বস্তু নির্দেশে (মেয়েটা, কাজটা, আমটা); অবজ্ঞা বা অনাদর জ্ঞাপনে (রাজাটা, লোকটা, হচ্ছেটা কি?)। [দেশী]।

টাই—বি. ইউরোপীয় পুরুষের পোশাকের অঙ্গরূপে গলায় বাঁধিবার ফিতাবিশেষ। [ইং. tie]।

টাইট—বিণ. আঁট, টান-টান, শক্ত। [ইং. tight]।

টাইপ—বি. অক্ষর (ছাপাখানার বা টাইপ-রাইটারের টাইপ); ধরন, প্রকার (বদ টাইপের লোক, তিনি তাঁহার নাটকে কতগুলি টাইপ সৃষ্টি করিয়াছেন)। [ইং type]। ক্রি. **টাইপ করা**—টাইপ-রাইটারে লেখা বা ছাপা। বি. ~**রাইটার**—লিখিবার বা অক্ষর ছাপিবার যন্ত্রবিশেষ [ইং. typewriter]। বি. **টাইপিস্ট**—টাইপ করার কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি (পরি.) মুদ্রলেখক। [ইং. typist]।

টাইম—বি. সময়, অবকাশ (নিঃশ্বাস ফেলারও টাইম নেই)। [ইং. time]। বি. ~**কীপার**—কারখানা ও অন্যান্য স্থানে কর্মচারীদের হাজিরার সময়রক্ষক। [ইং. time-keeper]। বি. ~**টেব্‌ল্**—রেল, কারখানা ইত্যাদির সময়-সূচি। [ইং. time-table]। বিণ. ~**ধরা, ~বাঁধা**—বাঁধা সময়ে করে বা করিতে হয় এমন (টাইম-বাঁধা খাওয়া)। বি. ~**পীস্**—টেবিল-ঘড়িবিশেষ। [ইং. time-piece]।

টাউন—বি. নগর। [ইং. town]; বি. ~**হল**—নাগরিকগণের সার্বজনীন মিলনগৃহ। [ইং. town-hall]।

টাঁক—বি. লক্ষ্য, তাক, লুব্ধদৃষ্টি; প্রতীক্ষা (টাঁক করা)। [সং. তর্ক]।

টাঁকশাল—বি. মুদ্রা প্রস্তুত হয় এইরূপ (সরকারী) কারখানা, mint। [সং. টঙ্কশাল]।

টাঁকা$_1$—(১) ক্রি. সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া (বোতাম টাঁকা)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √তঙ্ক—তু. হি. টাঁক]।

টাঁকা$_2$—(১) ক্রি. তাক করা, লক্ষ্য করা, আগে হইতে বলা; কামনা করা ('মরণ টাঁকিলি': ভা. চ.)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. টাঁক+আ]।

টাঁসা—ক্রি. হাতপায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া শক্ত হইয়া যাওয়া; মরিয়া কাঠ হইয়া যাওয়া (ছেলেটা টেঁসেছে)। [দেশী]।

টাক—(১) বি. কেশহীন মস্তক, মস্তকের কেশহীনতা, ইন্দ্রলুপ্ত। (২) বিণ. টাকযুক্ত, টেকো (টাক মাথা)। [দেশী]।

-টাক—অব্য. (অনুমানবাচক প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) প্রায় তৎপরিমাণ (পোয়াটাক, ক্রোশটাক)।

টাকরা—বি. তালু, জিহ্বার ঊর্ধ্বদেশ, palate। [দেশী]।

টাকা—বি. মুদ্রাবিশেষ (=১০০ নয়া পয়সা), অর্থ, ধন (টাকা করেছে)। [সং. টঙ্ক]। ক্রি. **টাকা ওড়ান**—অপব্যয় করা। ক্রি. **টাকা করা**—অর্থসঞ্চয় করা। ক্রি. **টাকা খাওয়া**—ঘুষ লওয়া। ক্রি. **টাকা ভাঙ্গান**—সমপরিমাণ মূল্যের খুচরা মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় করা। ক্রি **টাকা মারা**—অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা রোজগার করা, (পরের) অর্থ আত্মসাৎ করা। ক্রি. **টাকার মুখ দেখা**—অর্থোপার্জনে সমর্থ হওয়া; নূতন অর্থলাভ করা। ক্রি. **টাকায় টাকা আনে**—ব্যবসায়ে যত বেশী টাকা বিনিয়োগ করা যায়, তত বেশি আয় বা লাভ হয়। **টাকার আণ্ডিল, টাকার কুমির**—(আল.) অতি ধনশালী ব্যক্তি। **টাকার মানুষ**—অর্থশালী ব্যক্তি। **টাকার শ্রাদ্ধ**—প্রচুর অর্থের অপচয়। বিণ. ~**ওয়ালা**—ধনবান্। বি. ~**কড়ি, ~পয়সা**—ধন; নগদ অর্থ।

টাকু, টাকুয়া, টেকো—বি. তকলি, সুতা কাটার ও জড়াইয়া রাখার শলাকা। [সং. তর্কু]।

টাঙ্গা$_1$—বি. টাট্টু ঘোড়ায় বাহিত দ্বিচক্রযানবিশেষ। [হি. টাঁগা]।

টাঙ্গা$_2$, **টাঙা**—ক্রি. টাঙ্গান। [সং. √টঙ্ক্+বাং. আ]। **টাঙ্গানো, টাঙান, টাঙানো**—(১) ক্রি. ঝুলানো, লম্বিত করা, লটকান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

টাঙ্গি, (বর্জি.) **টাঙ্গী**—বি. কুঠার, পরশুজাতীয় যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। [সং. টঙ্গ]।

টাট$_1$—**টাটি**$_2$-র রূপভেদ।

টাট$_2$—বি. পূজাকার্যে ব্যবহৃত তামার থালাবিশেষ। [হি. টঠিয়া=থালা, অথবা পা. তট্টক<সং. তাম্রপাত্র]।

টাট$_3$—বি. মহাজনের ফরাশ বা গদি। [হি. =চট, কেম্বিস]।

টাটকা—বিণ. তাজা, সতেজ, নূতন (টাটকা ফল, টাটকা মাছ, টাটকা খবর)। [সং. তৎকাল?]।

টা-টা$_1$—অব্য. বিদায়-দান বা বিদায়-গ্রহণের কালে শুভেচ্ছা-প্রকাশের ধ্বনি, সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে প্রচলিত। [ইং.]।

টাটা₂—ক্রি. টাটান। [প্রা. তত্ত<সং. তপ্ত]। **টাটান, টাটানো**—(১) ক্রি. বেদনাযুক্ত বা যন্ত্রণাযুক্ত হওয়া, টনটন করা (ফোড়াটা টাটাচ্ছে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **টাটানি**—টাটানর অনুভূতি, টনটনানি। **চোখ টাটানো**—অপরের সুখ সহিতে না পারা, ঈর্ষা হওয়া।

টাটি₁—বি. মাটির ছোট খুরি। [দেশী]।

টাটি₂, (বর্জি.) **টাটী₁**—বি. চাটাই দরমা প্রভৃতির বেড়া বা আবরণ, ঝাঁপ। [হি. টট্টর]।

টাটু, টাট্টু—বি. ক্ষুদ্রকায় অশ্ববিশেষ, pony। [হি.]।

টাড়স—**তাড়স**-র রূপভেদ।

টান—বি. আকর্ষণ (স্নেহের টান, স্রোতের টান); আঁট ভাব (গেরোটায় বেশ টান আছে); ধূম্রাদি মুখ-মধ্যে আকর্ষণ (তামাকে বা সিগারেটে টান দেওয়া); আসক্তি, মমতা (নাড়ির টান); অভাব, খাঁকতি (পয়সার টান); চাহিদার বৃদ্ধি হেতু অভাব (বাজারে ডিমের ভারী টান); হাঁপি (হাঁপানির টান), অঙ্গভঙ্গি, ছাঁদ (অক্ষরের বা রেখার টান); বাচনভঙ্গি (উচ্চারণে পশ্চিমা টান); গর্বভাব (তার কথায় বড় টান); বিরামহীন ও দ্রুত (এক-টানে লেখা)। [**টানা₂** দ্রঃ]। বিণ. **~টান**—আঁটসাঁট টাইট; গর্বভাবপূর্ণ; চড়া (টানটান কথা)।

টানা₁—বি. কাপড়ের লম্বা দিকের সুতা; দেরাজ। [**টানা₂** দ্রঃ]। বি. **~পড়েন**—কাপড়ের লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে স্থাপিত সুতা; (আল.) বিরক্তিজনক আসা-যাওয়া (দুই পক্ষের টানা-পড়েন), আকর্ষণ-বিকর্ষণ।

টানা₂—(১) ক্রি. আকর্ষণ করা (কাছে বা দলে টানা); আঁকা (রেখা টানা); বহন করা (মাল টানা); পক্ষপাতী হওয়া (কাহারও দিকে টানা); ব্যয়সঙ্কোচ করা (আয় অল্প হইলে টানিয়া চলিতে হয়); (মাদকদ্রব্যাদি) পান করা (তামাক টানা); শোষণ করা (তরকারিতে জল টানা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. বাহিত (গোরুতে টানা গাড়ি); হাতে টানিয়া চালিত (টানা পাখা, টানা রিক্শা); সোজা (টানা পথ); ছেদহীন নিরবচ্ছিন্ন (টানা তিন ঘণ্টা); মথিত, মাখন-তোলা (টানা দুধ); বিস্তৃত, আয়ত (টানা চোখ); অঙ্কিত (কালি দিয়ে টানা রেখা); গোটগোট-এর বিপরীত, দ্রুততার জন্যে বিজড়িত (টানা লেখা)। [সং. √তন্ +বাং. আ]। বি. **টানা-জাল**—একসঙ্গে বহু মৎস্য ধরিবার জন্য জলাশয়াদির মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় এমন সুবৃহৎ জালবিশেষ। বিণ. **টানা-টানা**—আয়ত (টানা-টানা চোখ); ভঙ্গিযুক্ত, বাঁকা (টানা-টানা কথা)। বি. **~টানি**—পরস্পর আকর্ষণ; বারংবার আকর্ষণ, টানা-হেঁচড়া; অভাব, অনটন (টানাটানির সংসার)। বি. বিণ. ক্রি. **~বোনা**—কষ্টেসৃষ্টে কার্যসিদ্ধি (টেনেবুনে সংসার চালানো বা ছন্দ মেলানো)। বি. **~হেঁচড়া**—হেঁচড়াইয়া বা অনিচ্ছার মধ্যে জোর করিয়া টানা বা নাড়ানাড়ি; কষ্টে সৃষ্টে পরিচালন; জোর করিয়া প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা।

টাপুর-টুপুর—অব্য. ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের মৃদু শব্দ।

টাবা—বি. লেবুবিশেষ। [দেশী]।

টায়টায়, টায়টোয়—ক্রি-বিণ. কোন রকমে; ঠিক-ঠিক, না-কম না-বেশী (টায়টোয় চালান, টায়টায় দশ কেজি)।

টায়রা—বি. স্ত্রীলোকের গহনাবিশেষ। [ইং. tiara]।

টাল₁—বি. স্তূপ, গাদা (টাল দিয়ে রাখা আলু)। [হি.]।

টাল₂—বি. বাঁকা ভাব (অস্ত্রখানায় একটু টাল আছে); একদিকে ঝোঁক (চাকায় টাল আছে); হেলিয়া পড়িবার ভাব (টাল খেয়ে চলা); ধাক্কা, তাল, ঝুঁকি, বিপদ্ (টাল সামলান); স্তোকবাক্য, ছলনা (টাল দেওয়া)। [সং. √টল্]। বি. **~বাহানা**—মিথ্যা ওজর। বি. **~মাটাল**—অতিশয় অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, সংশয় বা বিপদের ভাব; ছল-ছুতা।

টালনি—বি. হেলন, কাত হওয়ার ভাব ('চূড়ার টালনি বামে': জ্ঞান.)। [**টাল₂** দ্রঃ]।

টালবাহানা, টালমাটাল—**টাল₂** দ্রঃ।

টালা—ক্রি. অবহেলা করা, বৃথা নষ্ট করা ('মনুষ্য দুর্লভ জন্ম বৃথা কেন টাল': ঘ.); ভাঁড়ান ('সত্য কথা মিথ্যা করি টালে': শি.); অগ্রাহ্য করা; চালা, বিচলিত করা, নড়চড় করা। [সং. √টালি<√টল্+বাং. আ]। বি. **~টালি**—নাড়ানাড়ি, বারবার নড়চড়।

টালি—বি. গৃহের ছাদ মেজে প্রভৃতি আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত পোড়া-মাটির বা পাথরের ফলক। [ইং. tile]।

-টি, -টী— **-টা**-র কোমল বা আদরার্থক রূপ।

টিউটর—বি. শিক্ষক; গৃহশিক্ষক। [ইং. tutor]। বি. **গার্জিয়ান টিউটর**—ছাত্রের গৃহেই তাহার অভিভাবক-রূপে বাস করেন এমন শিক্ষক। বি. **প্রাইভেট টিউটর**—গৃহশিক্ষক।

টিউবওএল, টিউবওয়েল—বি. নলকূপ। [ইং. tube-well]।

টিউসনি, টিউশনি, টিউশানি—বি. শিক্ষকতা; গৃহ-শিক্ষকের কাজ। [ইং. tuition]।

টিকটিক—বি. ঘড়ির (দোলকের) সঞ্চলন-শব্দ, টিকটিকির ধ্বনি।

টিকটিকি—বি. সরীসৃপ-শ্রেণীর প্রাণিবিশেষ, জ্যেষ্ঠা, গৃহগোধিকা; (বিদ্রূপে) গোয়েন্দা। [বাং. টিক্‌টিক্+ই]। ক্রি. **টিকটিকি পড়া**—অমঙ্গলসূচক টিকটিকির শব্দ হওয়া।

টিকলি—বি. ছোট গোলাকার খণ্ড (আখের টিকলি); স্ত্রীলোকদের ললাটের গহনাবিশেষ। [হি. টিক্‌লী]।

টিকসই, টিকসহি—**টেকসই**-র মার্জিত এবং বিরল রূপ।

টিকা₁—বি. অঙ্গারাদি-দ্বারা প্রস্তুত গুটিকাকার জ্বালানি-বিশেষ। [হি. টিকিয়া]।

টিকা₂—বি. তিলক, কপালের ফোঁটা (রাজটিকা)। [প্রা. টিক<সং. তিলক]। ক্রি. **টিকা পরান**—কপালে চন্দনাদির ফোঁটা দেওয়া।

টিকা₃—বি. অঙ্গে ক্ষত করিয়া বা সূচ বিদ্ধ করিয়া বসন্তাদি রোগের প্রতিষেধক বীজ প্রয়োগ। [সং.

গুটিকা বা বটিকা]। ক্রি. **টিকা ওঠা**—টিকার ঘা পাকিয়া ওঠা। বিণ. বি. **~দার**—যে বসন্তাদি রোগের টিকা দেয়।

টিকা৪, টেঁকা—(১) ক্রি. থাকা, তিষ্ঠান (ঘরে টিকতে পারছি না, টেঁকার আশা নেই); স্থায়ী হওয়া (জামাটা টিকবে); বজায় থাকা (ধোপে টিকবে না); স্বীকৃত বা গৃহীত হওয়া (এ ওজর বা দাবি টিকবে না); বাঁচা (এ রোগী টিকবে না)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √টিক]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. স্থায়ী করা; বজায় রাখা; স্বীকৃত বা গৃহীত করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

টিকারা—বি. নাকাড়াজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাড়া দুন্দুভি। [দেশী—তু. হি. চিকারা]।

টিকলো, টিকালো—বিণ. তীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট, খাড়া (টিকালো নাক)। [সং. তীক্ষ্ণ > তিখা, তিখ্ > টিক + আল]।

টিকি—বি. বর্ণহিন্দুগণ কর্তৃক মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সংরক্ষিত কেশগুচ্ছ; শিখা, চৈতন। [দেশী]। **টিকিটির (বা টিকির) দেখা নাই**—মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

টিকিট—বি. ভাড়া মাশুল ইত্যাদি প্রদানের নিদর্শন-পত্রবিশেষ (ট্রামের, বায়স্কোপের বা লটারির টিকিট, ডাক-টিকিট); পরিচয়পত্রবিশেষ (কয়েদীর টিকিট)। [ইং. ticket]। বি. **~মাস্টার**—টিকিট বিক্রয় করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (ticket-master)।

টিকিন্, টিকিং—বি. তোশক গদি বালিশ প্রভৃতির খোল তৈয়ারের জন্য ব্যবহৃত মোটা কাপড়বিশেষ। [ইং. ticking]।

টিকে—টিকা১ ও টিকা৩-র কথ্য রূপ।

টিক্—অব্য. টক্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। অব্য. **~টিক্**—ক্রমাগত টিক্ শব্দ; ঘড়ি-চলার শব্দ।

টিটকারি—বি. নিন্দা বা বিদ্রূপসূচক উক্তি। [?—তু. সং. ধিক্কার]।

টিটিভ, টিট্টিভ, টিটির—বি. 'টি-টি' শব্দকারী পক্ষি-বিশেষ, টিটির পাখি। [সং. টিট্টিভ]।

টিন—বি. ধাতুবিশেষ; রাঙ; রাঙের কলাই-করা লোহার পাত; ক্যানেস্তারা, টিনের পাত্র (তেলের টিন)। [ইং. tin]।

টিনচার আয়োডিন—বি. ক্ষতাদির পচনবারক ঔষধ-বিশেষ। [ইং. tincture iodine]।

টিন্‌টিন্—অব্য. অতিশয় কৃশতা প্রকাশ (টিন্‌টিন্ করা)। [দেশী]। বিণ. **টিন্‌টিনে**—অতিশয় কৃশ।

টিপ—(১) বি. আঙুলের ডগা; বুড়ো আঙুলের ডগার ছাপ; দুই আঙুলের ডগা পরস্পর চাপিয়া যে পরিমাণ দ্রব্যাদি ধরা যায় (নস্যের এক টিপ); ললাটের ফোঁটা বা ফোঁটার ন্যায় অলঙ্কারবিশেষ (চন্দন-টিপ, কাঁচপোকার টিপ); তাগ, লক্ষ্য (বন্দুকের টিপ)। (২) বিণ. দুই আঙুলের ডগায় চাপিয়া ধরিয়া রাখা যায় এমন পরিমিত (এক টিপ নস্য)। [হি. টীপ]। বি. **~কল**—টিপিয়া আটকান যায় এমন যন্ত্রযুক্ত দ্রব্যাদি, নলকূপ, টিউব-ওয়েল। বি. **~সহি, সই**—অঙ্গুষ্ঠের ডগায় কালি মাখাইয়া গৃহীত ছাপ।

টিপনি, টিপুনি—বি. টেপন; গোপন চিমটি; গুপ্ত সঙ্কেত বা প্ররোচনা (ইহাতে তোমার টিপুনি আছে)। বি. **অন্তর-টিপুনি**—অন্যের অলক্ষ্যে টিপুনি বা চাপ-সৃষ্টি। [টিপা দ্রঃ]।

টিপা, টেপা—(১) ক্রি. মর্দন করা, ডলা, মালিশ করা (হাত-পা টেপা); (প্রধানতঃ আঙুলের ডগা বা হাত দিয়া) চাপ দেওয়া (গাল টেপা); সন্তর্পণে স্থাপন করা (পা টিপে টিপে চলা); ঠারা, ঠারিয়া ইঙ্গিত করা (চক্ষু টেপা); গোপনে সতর্ক করা, ইশারা করা (টিপে দেওয়া)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. টিপিতে বা চাপ দিতে হয় এমন (টিপা-কল)। [হি. √টীপ্]। বি. **~টিপি**—পরস্পরের মধ্যে গোপনে সঙ্কেত। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মর্দন করান; চাপ দেওয়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

টিপাই—বি. ক্ষুদ্র তেপায়া টেবিল। [ইং. teapoy]।

টিপিটিপি—ক্রি-বিণ. টিপটিপ করিয়া (টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ে), নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে (টিপিটিপি চলে, হাসে)। [দেশী]।

টিপুনি—টিপনি দ্রঃ।

টিপ্‌টিপ্—অব্য. টপ্‌টপ্ অপেক্ষা মৃদু শব্দ, ক্রমাগত মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ (টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ে); মৃদু শিখা প্রকাশ (টিপ্‌টিপ্ করে প্রদীপ জ্বলছে); ভয় বা বেদনার জন্য মৃদু স্পন্দন প্রকাশ (বুক টিপ্‌টিপ্ করে)। বি. **টিপ্‌টিপানি**—ভয়হেতু হৃৎপিণ্ডের মৃদু কম্পন, দুরুদুরু ভাব। [দেশী]।

টিপ্পনী—বি. গ্রন্থের অংশবিশেষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, তাৎপর্য-ব্যাখ্যা, টীকা; (বাং.) কথাবার্তার মধ্যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য, ফোড়ন (টিপ্পনী কাটা)। [সং.]।

টিফিন—বি. আপরাহ্ণিক জলযোগ; জলযোগের জন্য বিদ্যালয় অফিস কারখানা প্রভৃতিতে কর্মবিরতি। [ইং. tiffin]।

টিমটিম, টিম্‌টিম্—অব্য. মিটমিট। [দেশী—তু. হি. টিমটিমানা]। ক্রি. **টিমটিম করা, টিম্‌টিম্ করা**—ক্ষীণ আলোক দান করা (বাতিটা টিম্‌টিম্ করছে); অতি ক্ষীণভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা (একটা পাঠশালা টিমটিম করছে)। বিণ. **টিমটিমে, টিম্‌টিমে**—টিমটিম করে এমন; ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল।

টিয়া—বি. পক্ষিবিশেষ, তোতা, শুকপক্ষী। [টিয়া-পাখির 'টি-টি' রব হইতে]।

-টিয়া, -টে—বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত বাং. তদ্ধিত-প্রত্যয়: স্বভাব-অর্থে—ঝগড়াটে, হিংসুটে; প্রকার-অর্থে—রোগাটে, ঘোলাটে, ধোঁয়াটে; চুক্তি-অর্থে—ভাড়াটে (গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি)।

টিলা—বি. মৃত্তিকাদির উচ্চ স্তূপ; ক্ষুদ্র পাহাড়। [হি.]।

-টী—-টি দ্রঃ।

টীকা—বি. দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা-পুস্তক; ব্যাখ্যান, টিপ্পনী। [সং. √টীক্ + অ (ণে) + আ]।
টীট—বিণ. (ব্রজ) নির্লজ্জ, বেহায়া, ঠেঁটা। [সং. ধৃষ্ট ?]। বি. ~**পনা**—ঠেঁটামি : বেহায়াপনা।
টুইল—বি. জামা তৈয়ারির জন্য কাপড়বিশেষ (টুইল-শার্ট)। [ইং. twill]।
টুং—**টুন্**-এর অনুরূপ। [দেশী]।
টুঁ—বি. টুঁ : এই শব্দ; সামান্যতম শব্দ (কোথাও টুঁ শব্দ শোনা যায় না); ক্ষীণ প্রতিবাদ (কেহ টুঁ শব্দ করিতে পারে না)। [দেশী]।
টুঁটি—বি. কণ্ঠনালী; কণ্ঠ। [হি. টেঁটুয়া]। ক্রি. **টুঁটি ছেঁড়া**—কণ্ঠ ছিন্ন করা; বধ করা। ক্রি. **টুঁটি টেপা**—কণ্ঠরোধ করা, কথা বলিতে না দেওয়া; গলা টিপিয়া ধরা।
টুকটাক—(১) বিণ. সামান্য, ছোটখাট, অল্পস্বল্প (টুকটাক জিনিস, কাজ, কথা)। (২) বি ছোটখাট কাজকর্ম (টুকটাক করা)। [দেশী]। ক্রি-বিণ. **টুকটাক করিয়া**—নানা উপায়ে, কোনরকমে (সংসার টুকটাক করিয়া চলিতেছে)।
টুকটুক—অব্য. (লাল রং সম্বন্ধে) ঘোর অথচ সুন্দর ভাব প্রকাশ (লাল টুকটুক করছে)। [দেশী]। বিণ. **টুকটুকে**—সুন্দর গাঢ় লালবর্ণবিশিষ্ট (টুকটুকে ঠোঁট), ঘোর অথচ সুন্দর (টুকটুকে লাল)।
টুকনি—বি. সামান্য ভিক্ষাপাত্র। [দেশী]।
টুকরা, (কথ্য) **টুকরো**—(১) বি. কর্তিত বা ছিন্ন অংশ (রুটির বা মাছের টুকরা)। (২) বিণ. খণ্ড, ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত (টুকরা কাগজ, টুকরা জমি); সম্বন্ধহীন, বিচ্ছিন্ন (টুকরা কথা, টুকরা হাসি)। [দেশী]।
টুকরি, (বিরল) **টুকরী**—বি. ক্ষুদ্র ঝুড়ি বা চুপড়ি। [দেশী—তু. হি. টোকরী]।
টুকলি—বি. টোকাটুকি (টুকলি ক'রে পাস)।
টুকা,১ **টোকা**১—(১) ক্রি. দোষের উল্লেখ করা (সে লোককে বড় টোকে); তিরস্কার করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [হি. √টোক]।
টুকা২, **টোকা**২—(১) ক্রি. লিখিয়া লওয়া (পুলিস সব টুকে নিয়েছে); নকল করা (সে কবিতাগুলি টুকছে); অবৈধভাবে পরের লেখা বা বই দেখিয়া নকল করা (সে টুকে পাস করেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. ~**টুকি**—(পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ কর্তৃক) পরস্পরের লেখা নকল করা বা ব্যাপকভাবে বই দেখিয়া নকল করা।
টুকা৩—(১) ক্রি. টাঁকা, সেলাই করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √টঙ্ক্ + বাং. আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. টাঁকান, সেলাই করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
টুকিটাকি—(১) বিণ. ছোটখাটো (টুকিটাকি কাজ); যৎ-সামান্য, একটু-আধটু (টুকিটাকি খাবার)। (২) বি. যৎ-সামান্য অংশ (টুকিটাকি কিছু বাকী আছে)।
-টুকু, **-টুকুন**—পরিমাণ বা আকারের অল্পতাসূচক প্রত্যয়বিশেষ (এইটুকু বা এইটুকুন ছেলে, এতটুকু সময়, কতটুকু দুধ)। [দেশী]।
টুক্—অব্য. টক্-অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ : টুপ্ (টুক্ করে ডোবা বা গেলা) : দ্রুততাসূচক (টুক্ করে যাওয়া)। অব্য. ~**টুক্**—ক্রমাগত টুক্ শব্দ : অক্ষমতাহেতু ধীরতাব্যঞ্জক (খোকা টুক্‌টুক্ করে চলে) : গুটিগুটি (টুক্-টুক্ করে চলা)।
টুঙ্গি, **টুঙি**, (বিরল) **টুঙ্গী**, **টুঙী**—বি. উচ্চ মঞ্চ; মঞ্চাদির উপরে নির্মিত গৃহ। বি. **জল-টুঙি**—**জল** দ্রঃ। [সং. তুঙ্গ]।
টুটা—(১) ক্রি. ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা ফেলা দূর হওয়া বা করা, চূর্ণ করা বা হওয়া (তাহার স্বপ্ন টুটিয়াছে; 'টুটিল মোহ-কারা' : রবীন্দ্র)। (২) বিণ. ভগ্ন, ছিন্ন। [সং. √ত্রুট্ + বাং. আ]। ক্রি. **টুটই**—(ব্রজ.) ভগ্ন বা দূরীভূত করে। ক্রি. **টুটত**—(ব্রজ.) ভগ্ন বা দূরীভূত হয়। ক্রি. **টুটব**—(ব্রজ.) ভগ্ন হ্রাসপ্রাপ্ত বা দূরীভূত হইবে ('টুটব বিরহক ওর' : বিদ্যা.)। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. ভগ্ন বা দূরীভূত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। ক্রি. ~**য়ব**—(ব্রজ) ভগ্ন বা দূরীভূত করিবে।
টুনটুনি—বি. ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [তু. সং. টুণ্টুক]।
টুন্—অব্য. টন্ অপেক্ষা মৃদুতর আওয়াজ। [দেশী]। অব্য. ~**টুন্**—ক্রমাগত টুন্-আওয়াজ।
টুপি, (বর্জি.) **টুপী**—বি. শিরস্ত্রাণবিশেষ। [হি. টোপী—তু. পো. topo।
টুপ্—অব্য. টপ্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ; দ্রুত ডোবার বা গেলার শব্দ। [দেশী]। অব্য. ~**টাপ্**—তরল পদার্থের ফোঁটা বা ছোট জিনিস ক্রমাগত পড়িবার শব্দ। অব্য. ~**টুপ্**—ক্রমাগত টুপ্ শব্দ।
টুল—বি. বসিবার উপযোগী ছোট চৌকিবিশেষ। [ইং. stool]।
টুলি—বি. পল্লী, পাড়া, বসতি (গোয়ালটুলি)। [তু. হি. টোলী]।
টুলো—বিণ. টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত; টোল-সংক্রান্ত; টোলের। [বাং. টোল + উয়া > ও]। **টুলো পণ্ডিত**—টোলের শিক্ষক : (ব্যঙ্গে) যাহার শিক্ষা সেকেলে এবং ব্যবহারিক জগতে অচল।
টুসি, **টুসকি**, **টুস্কি**—বি. টোকা, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর সাহায্যে ক্ষিপ্র ও লঘু আঘাত। [দেশী—তু. সং. ছোটিকা]।
টুস্, **টুস্‌টুস্**, **টুস্‌টুসে**—যথাক্রমে টস্ টস্‌টস্ ও টস্‌টসে অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ।
-টে,—**টা**-এর চলিত রূপ (যেমন, তিনটে, সেইটে, এইটে)।
টেংরা—বি. আঁইশহীন ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।
টেংরি—বি. পায়ের একেবারে নীচু ভাগ বা সেখানকার হাড় (সাধারণতঃ পাঁঠা-খাসীর)। [সং. টঙ্ক]। ক্রি. **টেংরি বাড়া**, **টেংরিতে জুত হওয়া**—(আল.) স্পর্ধা বাড়িয়া যাওয়া।
টেঁক, **ট্যাঁক**—বি. কোমর; কোমরের কাপড়। (বিরল) অন্তরীপের মত নদ্যাদির মুখ-সরু তীর, বাঁকা তীর ('গাঙ্গের টেঁক')। [দেশী—তু. সং. কটি]। ক্রি.

টেঁকে গোঁজা—কোমরের কাপড়ের মধ্যে গুঁজিয়া রাখা ; (আল.) আত্মসাৎ করা ; (আল.) সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখা : (তাকে আমি টেঁকে গুঁজে রাখতে পারি)। বি. **~ঘড়ি**—ঘড়ি দ্রঃ।

টেঁকশাল—**টাঁকশাল**-এর প্রাদে. রূপ।

টেঁটরা—বি. (প্রধানতঃ প্রচারকার্যে ব্যবহৃত) ঢাক-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢেঁড়া ; প্রচার, ঢোল-শোহরত। [তু. হি. ঢিঢোরা]।

টেকটেক, ট্যাকট্যাক—অব্য. অপ্রিয় ও বিরক্তি-জনক উক্তি (টেকটেক করে বলা) ; দন্তপ্রকাশক (টেকটেক করা)। [অনুকার-শব্দ]। বিণ. **টেকটেকে**—অপ্রিয়, স্পষ্টবাদিতাপূর্ণ (টেকটেকে কথা)।

টেকসই, টেঁকসই—বিণ. মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী। (টেক-সই জুতা সেলাই)। [বাং. টেঁক+ফা. সই]।

টেকা, টিকা—ক্রি. থাকা, তিষ্ঠানো (ঘরে মন টেকে না); স্থায়ী বা মজবুত হওয়া (জামাটা টিকবে, ধোপে টেঁকা, সেলাই টেকে না) ; বাঁচা (রোগী বেশি দিন টিকবে না) ; বজায় থাকা (আপত্তি বা দাবি টেকা) ; শান্তিতে বসবাস করা (টিকিয়া থাকা)। **টিকানো, টেকানো**—স্থায়ী করা।

টেকো১—**টাকু**-র কথ্য রূপ।

টেকো২—বিণ. টাকযুক্ত (টেকো মাথা)। [বাং. টাক+উয়া>ও]।

টেক্কা—বি. এক-ফোঁটা-যুক্ত তাস ; টক্কর, পাল্লা। [দেশী]। ক্রি. **টেক্কা দেওয়া, টেক্কা মারা**—প্রতিযোগিতা করা ; ঈর্ষার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দেওয়া।

টেক্স, টেকস—বি. সরকারের প্রদেয় অর্থ, কর, খাজনা, শুল্ক, মাসুল। [ইং. tax]।

টেঙরা, টেঙরা—**টেংরা**-র বানানভেদ।

টেঙরি, (বিরল) টেঙরী—**টেংরি**-র বানানভেদ।

টেটন—বি. ধূর্ত শঠ বা প্রবঞ্চক ব্যক্তি ; ফাজিল বা ধৃষ্ট ব্যক্তি। [দেশী]। বি. (স্ত্রী.) **টেটনী**।

টেটা, ট্যাটা—বি. বল্লমের ন্যায় আকারযুক্ত মৎস্য-শিকারের অস্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

টেড়া—বিণ. কুটিল, বাঁকা (টেড়া বা তেড়া কথা), রুক্ষ, উগ্র (টেড়া মেজাজ)। [সং. তিরস্ বা তির্যক্—তু. হি. টেঢ়া]।

টেড়ি, টেরি, তেরি—বি. বাঁকা সিঁথি (টেড়ি কাটা) ; সিঁথি। [সং. তির্যক্—তু. হি. টেঢ়ী]।

টেণ্ডাই-মেণ্ডাই—বি. ক্রোধভরে আস্ফালন। [দেশী]।

টেনা, ত্যানা—বি. মলিন ছিন্ন বস্ত্র, কানি, ন্যাতা। [গ্রাম্য—তু. হি. তানা]।

টেপা, টেপাটিপি, টেপাটেপি, টেপান (নো)—যথাক্রমে **টিপা টিপাটিপি টিপাটিপি** ও **টিপান**-র চলিত রূপ।

টেপারি—বি. কুলজাতীয় ক্ষুদ্র অম্লমধুর ফলবিশেষ। [দেশী]।

টেবিল—বি. মেজ ; লিখন পঠন প্রভৃতি কাজের উপ-যোগী উঁচু আসবাব-বিশেষ। [ইং. table]।

টেবো—বিণ. টাবা লেবুর ন্যায় গোলগাল, ফুলোফুলো (টেবো গাল)। [বাং. টাবা+উয়া>ও]।

টেমি—বি. কেরোসিন তেল জ্বালাইবার টিন-নির্মিত ছোট ডিবে, কুপী। [হি. টেম]।

টের১—বি. অনুভূতি, বোধ (ব্যথা টের পাওয়া) ; জ্ঞান, সংবাদ (বিপদ টের পাওয়া) ; সন্ধান, হদিশ্ (সে যে কোথায় গেল তা কেউ টের পেল না)। [হি. —আহ্বান,

টের২—বি. বাঁক ; প্রান্ত, কোণ, সকলের সন্নিধি হইতে দূরে একান্ত স্থান (একটেরে পড়ে আছি)। [সং. তির্যক্]।

টেরছা, টেরচা—**তেরছা**-র রূপভেদ।

টেরা, ট্যারা—বি. বিণ. বক্রদৃষ্টি বা তদ্যুক্ত (টেরা চোখ বা চাহনি)। [হি. টেঢ়<সং. টের। তু. 'টেরে বলির-কেকরো' (squint-eyed) : অমরকোষ-টীকা]॥

টেরি—**টেড়ি** দ্রঃ।

টেলিগ্রাফ—বি. বিদ্যুৎ-সংযুক্ত তারের সাহায্যে বার্তা-প্রেরণের পদ্ধতি বা তাহার যন্ত্র। [ইং. telegraph]।

টেলিগ্রাম—বি. টেলিগ্রাফের সাহায্যে প্রেরিত বার্তা, তারবার্তা। [ইং. telegram]।

টেলিফোন—বি. তড়িৎ-সংযুক্ত তারের সাহায্যে দূরবর্তী ব্যক্তির সহিত কথোপকথন বা তাহার যন্ত্র (পরি.) দূর-ভাষ। [ইং. telephone]।

টেলিভিসন—**দূরদর্শন** দ্রঃ।

টেস্ট১—বি. স্বাদ। [ইং. taste]।

টেস্ট২—বি. যোগ্যতার বা উপযুক্ততার বিচার অথবা পরীক্ষা (টেস্ট দেওয়া)। [ইং. test]। **টেস্ট খেলা, টেস্ট ম্যাচ**—দুই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে (ফুটবল ক্রিকেট হকি প্রভৃতি) খেলা। **টেস্ট পরীক্ষা**—শেষ পরীক্ষা দিবার জন্য যোগ্য হইয়াছে কিনা তাহা বিচারের জন্য পরীক্ষা।

টৈটম্বুর—**টইটম্বুর**-এর বানানভেদ।

টোআইন, টোন—বি. কাগজপত্র বাঁধার উপযোগী শক্ত সুতা। [ইং.twine]।

টোং—**টোঙ**-এর বানানভেদ।

টোকা১—**টুকা১,২,৩,৪**-এর চলিত রূপ।

টোকা২—বি. বাঁশের চটা, তালপাতা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত টুপির আকারের ছাতা, মাথালি। [পো. touca]।

টোকা৩—বি. আঙুলের ডগা দিয়া আঘাত, টুসকি (দরজায় টোকা দেওয়া)। [সং. ছোটিকা]।

টোকাটুকি—**টুকাটুকি**-র (**টুকা২** দ্রঃ) চলিত রূপ।

টোকান (নো)—**টুকান**-র (**টুকা৩, ৪** দ্রঃ) চলিত রূপ।

টোকো—**টকো**-র বানানভেদ।

টোঙ, টোঙ্গ—**টঙ**-এর রূপভেদ।

টোঙা, টোঙ্গা—**টাঙ্গা**-র রূপভেদ।

টোটকা—(১) বি. মুষ্টিযোগ। (২) বিণ. সামান্য ; মুষ্টি-যোগজাতীয় (টোটকা ঔষধ)। [দেশী—তু. হি. টোটকা]।

টোটা—বি. বন্দুকের কার্তুজ। [ইং. cartridge]।

টোটো—অব্য. উদ্দেশ্যহীনভাবে ক্রমাগত ভ্রমণসূচক।

[দেশী]। ক্রি. **টোটো করা**—উদ্দেশ্যহীনভাবে ক্রমাগত ভ্রমণ করা (সারাদিন টোটো করছে)।

টোড়ি, টোড়ী—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [দেশী]।

টোপ১—বি. স্তূপের ন্যায় উন্নতগঠন বস্তু—গদি আঁটিবার বোতাম বা কাপড়ের গুটি, গহনাদির উপর তোলা গুটির ন্যায় নকশা (টোপ তোলা, কাটা) (তরল দ্রব্যের) ফোঁটা, বিন্দু। [সং. স্তূপ]।

টোপ২—বি. (প্রাদে.) টুপি। [পো. topo]।

টোপ৩—বি. মাছ ধরিবার জন্য বঁড়শিতে গাঁথা খাদ্য, (আল.) প্রলোভনের সামগ্রী। [দেশী]। ক্রি. **টোপ গেলা**—প্রলোভনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ক্রি. **টোপ ফেলা**—আকৃষ্ট করার চেষ্টায় প্রলোভন দেখানো।

টোপর—বি. (প্রধানতঃ হিন্দুবিবাহে বরের ব্যবহার্য) সোলার তৈয়ারী টুপিবিশেষ, মুকুট। [বাং. টোপ১ + র]।

টোপা১—বিণ. গোলাকার (টোপা কুল); ফাঁপা। [বাং. টোপ১ + আ]।

টোপা২—ক্রি. ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া বা ঝরা। [বাং. টোপ১ + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া বা ঝরা। (২) বি. উক্ত অর্থে।

টোয়ান—তোয়ান-র রূপভেদ।

টোরা—বি. (প্রাদে.) শিশুদের কোমরের অলঙ্কারবিশেষ। [তু. সং. কটিত্র]।

টোল১—বি. চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পাঠশালা। [দেশী]।

টোল২—বি. কৃত, শুল্ক, পথশুল্ক। [ইং. toll]।

টোল৩—বি. ছোট গর্ত, তোবড়ান ভাব। [দেশী]। বিণ. **টোল-খাওয়া**—তোবড়ানো (টোল-খাওয়া গাল)। ক্রি. **টোল খাওয়া, টোল পড়া**—ছোট গর্ত সৃষ্টি করা; তোবড়াইয়া যাওয়া।

টোলা—বি. নগরের অংশ, পল্লী, বসতি (বাঙ্গালীটোলা, আর্মানীটোলা)। [হি. টোলা]।

টোস্ট—বি. আগুনে সেঁকা পাউরুটির খণ্ড। [ইং. toast]।

টৌড়ি, টৌড়ী—বি. রাগিণীবিশেষ। [দেশী]।

ট্যাঁ—অব্য. ছোট শিশুর অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি; আর্তনাদ-ধ্বনি। [দেশী]। অব্য. **~ট্যাঁ**—ক্রমাগত ট্যাঁ-ধ্বনি। বি. **~ফোঁ**—উচ্চবাচ্য, ক্ষীণতম প্রতিবাদ।

ট্যাঁক, ট্যাঁপারি, ট্যাংরা—যথাক্রমে **টেঁক টেঁপারি** ও **টেংরা**-র বানানভেদ।

ট্যাঁস—বি. (অবজ্ঞার্থে) মিশ্র বা দো-আঁশলা জাতি, ফিরিঙ্গী, ইউরেশীয়। [দেশী]।

ট্যাক্স—টেক্স-র বানানভেদ।

ট্যাক্সি—বি. ভাড়াটে মোটর গাড়ি। [ইং. taxi-cab]।

ট্যাটা—টেটা-র বানানভেদ।

ট্যাসল—বি. ঝালর। [ইং. tassel]।

ট্রাঙ্ক—বি. টিন, ষ্টীল প্রভৃতি ধাতুনির্মিত বড় বাক্স, তোরঙ্গ। [ইং. trunk]।

ট্রাম—বি. লৌহ-লাইনের উপর দিয়া চালিত ও বিদ্যুৎ-বাহিত শকটবিশেষ। [ইং. tram-car]। বি. **~লাইন**—যে লাইনের উপর দিয়া ট্রাম চলে।

ট্রে—বি. দ্রব্যসম্ভার রাখিবার উপযোগী এবং বারকোশের আকারবিশিষ্ট পাত্র বা আধার। [ইং. tray]।

ট্রেজারি—বি. সরকারী ধনাগার, রাজকোষ। [ইং. treasury]।

ট্রেন—বি. রেলগাড়ি। [ইং. train]।

ঠ

ঠ—বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ঠং—অব্য. ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ (টুং অপেক্ষা অধিকতর জোরাল শব্দ)। [দেশী]। অব্য. **~ঠং**—ক্রমাগত ঠং শব্দ ('কাঁসর-ঘণ্টা বাজলো ঠং-ঠং')।

ঠক—বিণ. বি. যে ঠকায়, প্রবঞ্চক। [<সং. √স্থগ্>হি. ঠগ]।

ঠকা—(১) ক্রি. প্রতারিত হওয়া; প্রাপ্যের কম পাওয়া (তিন টাকা ঠকেছ); হারা (তোমার কাছে ঠকে গেলাম)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √স্থগ্ + বাং. আ ?]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. প্রতারণা বা বঞ্চনা করা; হারানো; অপ্রতিভ বা অপ্রস্তুত করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~মি,** (কথ্য) **~ম, ~মো**—প্রতারণা; বঞ্চনা; ঠকের কাজ।

ঠক্—অব্য. কঠিন বস্তু ঠুকিবার বা উহার সহিত সংঘর্ষের আওয়াজ (দেওয়ালে মাথা ঠক্ করিয়া লাগিল)। অব্য. **~ঠক্**—ক্রমাগত ঠক্-শব্দ; দ্রুত বা প্রবলভাবে (ঠক্ঠক্ করে কাঁপা)। **~ঠকান, ~ঠকানো**—(১) ক্রি. ঠক্ঠক্ শব্দ করা; ভয় শীত প্রভৃতির ফলে দ্রুত বা প্রবলভাবে কম্পিত হওয়া। (২) খালি অবস্থায় কাঠ বা মাটির পাত্র নাড়িয়া দেখা (ভাঁড়ে ঘি নেই, ঠকঠকালে কি হবে ?)। বি. **~ঠকানি**—ঠক্ঠক্ শব্দ; ঠক্ঠক্ করিয়া কম্পন। বি. **~ঠকি**—একপ্রকার তাঁত।

ঠক্কর, ঠোক্কর—বি. চোট, ধাক্কা, হোঁচট; (গৌণ অর্থে) কঠোর শিক্ষা (ঠোক্কর খাওয়া বা দেওয়া)।

ঠক্কুর—বি. ঠাকুর, প্রতিমা; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। [সং.]।

ঠগ—(১) বিণ. বি. ঠক। (২) বি. ইতিহাসে বর্ণিত ঠগী দস্যু। [**ঠক** দ্রঃ]। বি. **ঠগী**—ভারতের অধুনালুপ্ত ছদ্মবেশী দস্যুসম্প্রদায়বিশেষ।

ঠনঠনে—বি. কলিকাতার ঠনঠনিয়া-নামক প্রসিদ্ধ পল্লী (ঠনঠনে কালী-বাড়ী, ঠনঠনে-র চটি)।

ঠন্—অব্য. টং ঠুং বা ঠুন্ অপেক্ষা অধিকতর জোরাল শব্দ। অব্য. **~ঠন্**—ঘণ্টা ইত্যাদির ক্রমাগত ঠন্ শব্দ। **~ঠনান, ~ঠনানো**—(১) ক্রি. ঠন্ঠন্ শব্দ করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **~ঠনানি**—ঠন্ঠন্ শব্দ। ক্রি.-বিণ. **ঠনাঠন্**—ক্রমাগত ঠন্ঠন্ করিয়া (ঠনাঠন বাজে)।

ঠমক—বি. বিশেষ ভঙ্গিমাযুক্ত চলনভঙ্গী, হাবভাবযুক্ত মন্থরগতি, ঠাট, ঠসক। [হি. ঠুমক]।

ঠসক—বি. গর্বিত ভাবভঙ্গি, গুমর; ছলাকলা, ঠমক। [হি.]।

ঠাওর, ঠাওরা, ঠাওরান (নো)—যথাক্রমে ঠাহর ঠাহরা ও ঠাহরান-র কথ্য রূপ।

ঠাঁই$_1$—অব্য. আকস্মিক সজোর আঘাত, ধাঁই (ঠাঁই করিয়া চড় মারিল)। [দেশী]।

ঠাঁই$_2$—বি. স্থান; আহারে বসিবার স্থান (ঠাঁই করা বা হওয়া); আশ্রয় (ঠাঁই দেওয়া বা পাওয়া); খালি জায়গা ('ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী' : রবীন্দ্র); তলদেশ, থই (নদীতে ঠাঁই পাওয়া); অব্য. (অনুসর্গ) নিকট (তাহার ঠাঁই শুনেছি)। [সং. স্থান > হি. ঠাঁও, থাহ]। বিণ. **ঠাঁই-ঠাঁই**—পৃথক্ পৃথক্ ('ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই')।

ঠাওর, ঠাওরানো—ঠাহর দ্রঃ।

ঠাকরুন—বি. (স্ত্রী.) ঠাকুরানী, মান্যা রমণী; ব্রাহ্মণী; মনিব-পত্নী; দেবীপ্রতিমা। [বাং. ঠাকুর+উন]। বি. **~দিদি**—পিতামহী বা পিতামহী-স্থানীয়া রমণী; ভগিনী-স্থানীয়া ব্রাহ্মণকন্যা।

ঠাকুর—বি. দেবতা; দেবীপ্রতিমা (এ-পাড়ার দুর্গা-ঠাকুর); ঈশ্বর (ঠাকুর, রক্ষা কর); রাজা, অধিপতি, মালিক ('রাজ্যের ঠাকুর') পূজ্য বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, গুরুজন (পিতা-ঠাকুর); গুরু; ব্রাহ্মণ; পুরোহিত; পাচক ব্রাহ্মণ (ঠাকুর-চাকর কেউ নেই); স্ত্রীলোকের শ্বশুর (শ্বশুর-ঠাকুর); ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। [সং. ঠক্কুর]। বি. (স্ত্রী.) **ঠাকুরানী, ঠাকরুন**। **ঠাকুর কাজ**—(বিদ্রূপে) দেবতা প্রভু বা মানুষ বিমুখ। বি. **~ঘর**—দেবার্চনার ঘর। **ঠাকুরঘরে কে?—আমি কলা খাইনি**—অতি সতর্ক অপরাধী কর্তৃক নিজেই নিজের অপরাধ ফাঁস করিয়া দেওয়া। বি. **~জামাই**—নন্দাই। বি. **~ঝি**—ননদ। বি. **~দাদা**—পিতামহ। বি. **~দালান**—পূজামণ্ডপ। বি. **~পূজা**—দেবতার (বিশেষতঃ ইষ্টদেবতার নিত্যনৈমিত্তিক) পূজা। বি. **~পো**—দেবর। বি. **~বাড়ি**—মন্দির। বি. **~মহাশয়**, (কথ্য) **~মশাই**—ব্রাহ্মণ (বিশেষতঃ গুরু পুরোহিত বা পাচক ব্রাহ্মণ)। বি. **~মা**—পিতামহী। বি. **~সেবা**—ঠাকুরপূজা-র অনুরূপ। বি. **ঠাকুরালি, ঠাকুরাল, ঠাকুরালী**—প্রভুত্ব; প্রাধান্য; দেবত্ব; দেবসুলভ ছলনা, রঙ্গ ('ছাড় তোমার ঠাকুরালি')।

ঠাট$_1$—বি. সৈন্যশ্রেণী ('ডাকে ঠাট, কাট্ কাট্' : ভা. চ.); দল ('আওব কামিনী ঠাট' : বিদ্যা.)। [হি. ঠাট, ঠাঠ]।

ঠাট$_2$—বি. বাহিরের চালচলন মান-সম্ভ্রম (ঠাট বজায় রাখা); কাঠাম (প্রতিমার ঠাট); ভাবভঙ্গি, ছলাকলা, ঠমক (কত ঠাট জানে); ধরন, ঢঙ (নতুন ঠাট)। [**ঠাট$_1$** দ্রঃ]। বি. **~বাট**—জাঁকজমক; পসার-প্রতিপত্তি; লোক-লৌকিকতা ও শোভনতা। বি. **ঠাটারী**—কাঁসারী (ঠাটারী-বাজার)।

ঠাট্টা—বি. উপহাস, পরিহাস, বিদ্রূপ, তামাশা। [দেশী]।

ঠাঠা, (প্রাদে.) **ঠাডা**—বি. বাজ, বজ্রপতন। [তামি. ঠিট্টু]।

ঠাড়—বিণ. খাড়া (ঠাড় করা বা হওয়া)। [হি. ঠাঢ়া]। ক্রি. **ঠাড়া**—দাঁড়ান; অপেক্ষা করা।

ঠাণ্ডা—(১) বিণ. শীতল (ঠাণ্ডা জল); নম্র, শান্ত (ঠাণ্ডা স্বভাব)। (২) বি. শীত (ঠাণ্ডা পড়া, ঠাণ্ডা লাগা)। [দেশী—তু. হি. ঠণ্ঢা]।

ঠান—বি. ঠাকুরানী (মাঠান)। [বাং. ঠাকরুন]। বি. **ঠানদিদি**, (কথ্য) **ঠানদি**—ঠাকুরমা।

ঠাম—বি. স্থান, ঠাঁই ('রহল কোন ঠাম' : গো. দা.); নিকট ('রাধার ঠাম' : চণ্ডী.); গঠন, মূর্তি (বঙ্কিম ঠাম); রূপ; শ্রী (সুঠাম দেহ); ঢঙ, ধরন ('চূড়ার টালনি বামে মউরচন্দ্রিকা ঠামে' : জ্ঞান)। [সং. স্থান > হি. ঠাম]।

ঠায়—অব্য. ক্রি-বিণ. নিশ্চলভাবে, কিছু না করিয়া (ঠায় বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা); কাছে, নিকটে; একটানা (ঠায় দুদিন, ঠায় দেনার উপর চলছে)। [সং. স্থির > ঠার > ঠায়]।

ঠার—বি. ইশারা, সঙ্কেত (আঁখিঠারে)। [তু. হি. ঠার]। ক্রি. **ঠারা**—ইশারা করা, আড়ভাবে চাহিয়া সঙ্কেত করা (চোখ ঠারা)। ক্রি-বিণ. **ঠারে-ঠোরে**—ইঙ্গিতাদির দ্বারা, ইশারায়।

ঠাস—বিণ. ঘন (ঠাস বুনানি); ঘেঁষাঘেঁষি (ঠাস হয়ে বসা)। [দেশী]। **ঠাসা**—(১) ক্রি. গাদান (ঘরে বা বাক্সে জিনিস ঠাসিয়া রাখা); চাপিয়া ধরা (চোরটাকে ঠেসে ধরল); ঢুকান বা ঢুকাইয়া চাপ দেওয়া; বোঝাই করা, ভরিয়া দেওয়া; মর্দন করা (ময়দা ঠাসা)। (২) বিণ. উক্ত সকল অর্থে (জিনিসপত্রে ঘর একেবারে ঠাসা)। বি. **ঠাসাঠাসি**—গাদাগাদি, অত্যধিক ভিড় বা চাপ।

ঠাস্—অব্য. জোরে চড় মারার শব্দ বা ঐরূপ অন্য শব্দ (ঠাস্ করে এক চড়)। [দেশী]। **~ঠাস্**—(১) অব্য. ক্রমাগত ঠাস্ শব্দ। (২) ক্রি-বিণ. ক্রমাগত ঠাস্ শব্দ করিয়া ('ঠাস্ ঠাস্ ভাঙ্গিছে বাঁশ')।

ঠাহর, ঠাওর—বি. নিরীক্ষণ (ঠাহর করা); নজর, মনোযোগ (ঠাহর করে দেখা); উপলব্ধি (ঠাওর হচ্ছে না); নির্ধারণ, নির্ণয় (ঠাহর করতে পারা, ঠাহর পাওয়া)। [প্রা. ঠারর < সং. স্থারর—তু. হি. √ঠহরা]। **ঠাহরান, ঠাহরানো**—(১) ক্রি. চাহিয়া দেখিয়া বুঝা; নির্ধারণ বা উপলব্ধি করা; অনুমান করা, বিবেচনা করা (বোকা ঠাওরান)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

ঠিক—(১) বিণ. স্থির (এখনও কিছু ঠিক হয় নি); নির্ধারিত (দিন ঠিক করা); যথার্থ, সত্য (ঠিক কথা, খবরটা ঠিক নয়); নির্ভুল (অঙ্কের ফলটা ঠিক হয়েছে, ঠিক জায়গায় আসা); অবিকল, কমবেশী নহে এমন (ঠিক দুদিন); উপযুক্ত (ঠিক মানুষ); দোষমুক্ত (ঠিক পথে চলা, রক্তের চাপ ঠিক আছে); প্রস্তুত (জামাকাপড় পরে ঠিক হওয়া); বিন্যস্ত, পরিপাটি, গোছাল (চুলটা ঠিক করে নাও), পরিগণিত, বিবেচিত (উচিত বলে ঠিক করা, পাগল বলে ঠিক করা); শাসিত, জব্দ (মেরে ঠিক করা)। (২) বি. স্থিরতা (এখনও বিয়ের কোন ঠিক নেই); স্বাভাবিক বা সুস্থ অবস্থা (মাথার ঠিক নেই); সত্যতা (কথার ঠিক); সমষ্টি, যোগ। (৩) ক্রি-বিণ.

নিশ্চিতভাবে, নিশ্চয় (ঠিক জানি, ঠিক যাব)। [সং. স্থিত > ঠিঅ > ঠিক]। ক্রি. **ঠিক দেওয়া**—যোগ দেওয়া। **ঠিকে ভুল**—যোগে ভুল; (আল.—সচ. প্রাথমিক) বিচারে বা সিদ্ধান্তে ভুল। বিণ. **~ঠাক**—অবিকল, যথাযথ; পাকাপাকিভাবে স্থিরীকৃত। বি. **~ঠিকানা**—নিশ্চয়তা, স্থিরতা; সন্ধান, নির্দিষ্ট বাসস্থান। বিণ. **~মতো**—নির্ভুল, যথোচিত (ঠিকমতো হিসাব)।

ঠিকরা, (কথ্য) ঠিকরে—বি. তামাকের কলিকায় ছিদ্র-রোধার্থ ক্ষুদ্র ঢিল। [হি. টিকরা]।

ঠিকরান, ঠিকরানো—(১) ক্রি. ছড়াইয়া পড়া (আলো ঠিকরিয়া পড়িতেছে, মুক্তাগুলি ঠিকরাইয়া পড়িল); তীব্র আলোকের আঘাত সহিতে অসমর্থ হইয়া ওঠা (আলোতে চোখ ঠিকরাইয়া আসে); ক্ষরিত বা বিকীর্ণ হওয়া (আলো ঠিকরান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঠিকা—(১) বিণ. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত (ঠিকা ঝি); নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দখলপ্রাপ্ত (ঠিকা প্রজা) নির্ধারিত শর্তযুক্ত (ঠিকা কাজ, ঠিকা গাড়ি)। (২) বি কাজের চুক্তি বা নির্ধারিত শর্তযুক্ত কাজ; contract (ঠিকা পাওয়া); নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দখল, lease (ঠিকা লওয়া)। [বাং. ঠিক + আ ?]। ক্রি. **ঠিকা করা**-নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে নির্দিষ্ট সময়ের কাজ করা। বি. **~দার**—যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়মধ্যে নির্দিষ্ট খরচে কোন কাজ করিয়া দিবার চুক্তি গ্রহণ করে, contractor। **~দারি, ~দারী**—(১) বি. ঠিকাদারের কাজ, কন্‌ট্রাকটরি। (২) বিণ. ঠিকাদার-সম্বন্ধীয়।

ঠিকানা—বি. বাসস্থানের বিবরণ (চিঠিতে ঠিকানা লেখা); সন্ধান, খোঁজ, উদ্দেশ (পথের ঠিকানা, চুরির ঠিকানা); স্থিরতা, ঠিক (আয়ের ঠিকানা)। [হি.]।

ঠিকুজি, ঠিকুজী—বি. সংক্ষিপ্ত কোষ্ঠী, জন্ম-পত্রিকা। [দেশী]।

ঠুং—অব্য. ঠং অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। অব্য. **~ঠুং**—ক্রমাগত ঠুং-শব্দ।

ঠুংরি—বি. উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পদ্ধতিবিশেষ। [তু. হি. ঠুমরী]।

ঠুঁটা, (কথ্য) ঠুঁটো—বিণ. হস্তহীন, নুলো; (আল.) অক্ষম, অকর্মণ্য। [হি. টুণ্টা, ঠুঁঠা]। **ঠুঁটো জগন্নাথ**—(আল.) শক্তিমান্ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কাজে অশক্ত ব্যক্তি।

ঠুকর, ঠোকর—বি. পাখির ঠোঁটের অগ্রভাগ দিয়া আঘাত; কিছুর মুখ বা অগ্রভাগ দিয়া আঘাত (বুটের ঠোকর); হোঁচট (ঠোকর খাওয়া); কঠিন ধমক (মনিবের কাছে ঠোকর খাওয়া); অযাচিত মন্তব্যাদি-দ্বারা বাধা-দান বা উক্ত মন্তব্যাদি (কথার মধ্যে ঠোকর)। [ধ্বন্যাত্মক শব্দ]। ক্রি. **ঠুকরা**—ঠুকরান। **ঠুকরান, ঠুকরানো**—(১) ক্রি. চঞ্চু বা মুখ দিয়া আঘাত করা বা খোঁটা (পাকা আমটা ঠুকরে দিয়েছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ঠুকা, ঠোকা—(১) ক্রি. সশব্দে ঘা মারা (মাটিতে লাঠি ঠোকা, দেওয়ালে পেরেক ঠুকছে); কিছুর উপর ধাক্কা মারা, আঘাত করা (মাথা ঠুকছে); আস্ফালনের ভঙ্গিতে সশব্দে চাপড়ানো (বুক ঠোকা); ধমকান বা মারা (লোকটাকে খুব ঠুকেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. ঠুক্ < ঠক্]। বি. **~ঠুকি**—বারংবার ঠোকা; প্রতিযোগিতায় সংঘর্ষ, মারামারি বা কলহ (ঠোকাঠুকি বেধে যাওয়া)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. সশব্দে চোট লাগান; অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিয়া ঢোকান; ধাক্কা দেওয়ান, কোটান; আস্ফালনের ভঙ্গিতে সশব্দে চাপড় দেওয়ান; মাত্রানুযায়ী শব্দসহকারে পরিমাপ করান বা পরিমাপ বজায় রাখান; ধমক দেওয়ান বা প্রহার করান। বি. **ঠুকুনি**—আঘাত; ধাক্কা; ক্রমাগত আঘাত বা ধাক্কা; প্রহার বা ধমক। **তাল ঠোকা, বুক ঠোকা**—যথাক্রমে তাল ও বুক দ্রঃ।

ঠুক্—অব্য. ঠক্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। [ঠক্ দ্রঃ]। অব্য **~ঠুক্**—ক্রমাগত ঠুক্-শব্দ।('সেকরার ঠুক্‌ঠুক্—')।

ঠুঙ্গি, ঠুঙি—বি. ছোট ঠোঙ্গা। [বাং. ঠোঙ্গা + ই]।

ঠুনকা১, ঠুনকো১—বিণ. ভঙ্গুর, সহজেই ঠুন করিয়া ভাঙ্গে এমন; (আল.) অসার ও ক্ষণস্থায়ী। [বাং. ঠুন্ + কা]।

ঠুনকা২, (কথ্য) ঠুনকো২—প্রসূতির স্তনের পীড়াবিশেষ। [দেশী]।

ঠুন্—অব্য. মৃদু ঠন্-শব্দ। অব্য. **~ঠুন্**—ক্রমাগত ঠুন্-আওয়াজ।

ঠুমকি—বি. নৃত্যভঙ্গিবিশেষ। [দেশী—তু. বাং. ঠমক্]।

ঠুলি, (অশু.) ঠুলী—বি. গোরু ঘোড়া প্রভৃতির চোখে যে ঢাকনি পরানো হয়, (চোখের) ঢাকনি, খাপ ('খুলে দে মা চোখের ঠুলি' : রা. প্র.)। [বাং. ঠোলা + ই]।

ঠুসা, ঠোসা—(১) ক্রি. ঠাসা; অত্যধিক আহার করা (ঠুসে খেয়েছি); তিরস্কার বা প্রহার করা (গুরুমশাই আজ বেশ ঠুসেছেন)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ঠুস্ + বাং. আ]।

ঠুস্—অব্য. ঠাস্ অপেক্ষা লঘুতর শব্দ। অব্য. **~ঠাস্**—ক্রমাগত ঠুস ও ঠাস শব্দ।

ঠেঁটা, ঠ্যাঁটা, ঠ্যাটা—বিণ. বেহায়া; দুর্মুখ; অবাধ্য; শঠ। [সং. ধৃষ্ট > ম. বাং. ঢীট]। বিণ. (স্ত্রী.) **ঠেঁটী**।

ঠেঁটি—বি. পাড়বিহীন ছোট কাপড়। [দেশী]।

ঠেং—ঠ্যাং-এর বানানভেদ।

ঠেক, ঠেকনা, (কথ্য) ঠেকনো, ঠেকো—বি. পতন-রোধার্থ অবলম্বন, ঠেস, প্যালা (ঠেকো দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা)। [হি. ঠেক]।

ঠেকা—(১) ক্রি. ছোঁয়া লাগা, লাগা (পায়ে ঠেকা); সঙ্কটাপন্ন হওয়া (ঠেকে শেখা, দায়ে ঠেকা); বাধা পাওয়া, প্রতিহত হওয়া (বলটা গোলপোস্টে ঠেকে ফিরে এল); যাইয়া থামা (তীরটা গিয়ে গাছে ঠেকল); উপনীত হওয়া, পৌঁছান (আয় শূন্যে ঠেকেছে); ধারণা হওয়া (রোগীকে দেখে ভালো ঠেকছে না, চোখে অন্ধকার ঠেকছে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে; সঙ্কট (ঠেকায় পড়া); অভাবজনিত বাধা বিপত্তি (ঠেকার কাজ চালান); স্পর্শ (ঠেকা লাগা); সঙ্গীতের সঙ্গে তবলার

সঙ্কট (ঠেকা না হলে ঠুংরি জমে না); ঠেক, ঠেকনা (ঠেকা দেওয়া); (প্রাদে.) প্রয়োজন, গরজ (আমি কেন যাব? আমার কোন্ ঠেকা?)। (৩) বিণ. স্পৃষ্ট; সঙ্কটাপন্ন; বাধাপ্রাপ্ত উপনীত; বিবেচিত। [বাং. ঠেক + আ]। বি. ~ঠেকি—পরস্পর স্পর্শ। ~ন, ~নো—ক্রি. স্পর্শ করানো; দায়ে ফেলা; বাধা দেওয়া; আটকানো (হাঙ্গামা ঠেকিয়ে রাখা, মরণকে ঠেকানো যায় না); উপনীত করানো (নৌকা তীরে ঠেকাও)।

ঠেকার—বি. দেমাক, গর্ব, গুমর; ঢং। [দেশী]। বিণ. **ঠেকারে**। বিণ.(স্ত্রী.) **ঠেকারী**।

ঠেকো—**ঠেক** দ্রঃ।

ঠেঙ্গা, ঠেঙা—(১) বি. লাঠি। (২) ক্রি. ঠেঙান। [হি. ঠেংগা, ঠেঙের মতো লম্বা]। বি. **~ঠেঙ্গি**—লাঠিদ্বারা পরস্পর প্রহার, মারামারি। বি. **~ড়িয়া, ~ড়ে**—অধুনালুপ্ত ভারতীয় দস্যু সম্প্রদায়বিশেষ: ইহারা পথিকদের মাথায় লাঠি মারিয়া তাহাদের সর্বস্ব হরণ করিত; লাঠিয়াল দস্যু, ঠেঙ্গানোই যাহাদের কাজ। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. লাঠিদ্বারা প্রহার করা (ঠেঙিয়ে আধ-মরা করেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~নি**—লাঠিদ্বারা প্রহার, প্রহার।

ঠেক্কে, (প্রা. বাং.) **ঠেঞে**—অব্য. নিকট হইতে (তার ঠেঞে নিতে হবে)। [বাং. ঠাঁই]।

ঠেলা—(১) বি. ধাক্কা (ঠেলা দেওয়া, ঠেলা মারা), সবলে আঘাত করিয়া অগ্রসরকরণ; সঙ্কট, দায় (ঠেলা সামলান); যে গাড়িকে (সাধারণতঃ মালবাহী) হাত দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হয়। (২) বিণ. হাত দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হয় এমন (ঠেলাগাড়ি)। (৩) ক্রি. ধাক্কা দেওয়া, সবলে আঘাত করিয়া অগ্রসর করান; অগ্রাহ্য বা অমান্য করা (কথা ঠেলা); পরিহার বা বর্জন করা ('না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে': চণ্ডী.); একঘরে করা (জাতে ঠেলা)। [হি.]। বি. **~গাড়ি**—যে মালবাহী গাড়ি মানুষে ঠেলিয়া লইয়া যায়। বি. **~ঠেলি**—ধাক্কাধাক্কি (পরস্পরের ঠেলাঠেলি)। **ঠেলার নাম বাবাজী**—বিপদে পড়িলেই মানুষ চিরকাল যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে তাহাকেও সমাদর করে।

ঠেস—বি. হেলান (দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়ান); যাহাতে হেলান দেওয়া যায় (চেয়ারে বা বালিসে ঠেস দেওয়া), ঠেকনা, আটকাইবার কৌশল (দরজার হাওয়া-ঠেস বালি-ঠেস); খোঁটা, কটাক্ষ, বক্র উক্তি (কাহাকেও ঠেস দিয়া মন্তব্য করা, ঠেস মারা)। [হি.]। ক্রি. **ঠেসা**—ঠেস দেওয়া, ঘেঁষা; ঠাসা, মর্দন করা। বি. **~ঠেসি**—ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। বি. **~ন** (উচ্চা. ঠেসান্)—হেলান(ঠেসান্ দিয়ে বসা)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. হেলান (ঠেসাইয়া রাখা); ভেজান (দরজা ঠেসান); বক্রোক্তি করা (ঠেসাইয়া বলা)। (২) বি. বিণ উক্ত সকল অর্থে।

ঠোঁট—বি. ওষ্ঠ; অধর; চঞ্চু। [হি. টোঁট<সং. তুণ্ড বা ত্রোটি]। ক্রি. **ঠোঁট ওলটান**—অবজ্ঞা প্রকাশ করা, তুচ্ছ করা। ক্রি. **ঠোঁট ফোলান**—অভিমান করা। বিণ. **~কাটা**—যাহার কিছু বলিতেই মুখে বাধে না।

ঠোকন, ঠোকনি, ঠোকর, ঠোকরা, ঠোকরান (নো), **ঠোকা, ঠোকাঠুকি, ঠোকান** (নো), **ঠোক্কর**—যথাক্রমে **ঠুকন ঠুকুনি ঠুকর ঠুকরা ঠুকরান ঠুকা ঠুকাঠুকি ঠুকান** ও **ঠক্কর**-এর চলিত রূপ।

ঠোঙ্গা, ঠোঙা—বি. গাছের পাতা, কাগজ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত আধারবিশেষ। [দেশী]।

ঠোনা—বি. আঙুল দিয়া গালে বা চিবুকে আঘাত [?]। ক্রি. **ঠোনা মারা**—উক্তভাবে আঘাত করা।

ঠোস—বি. পূর্তি, স্ফীতি (পেট ঠোস মেরে আছে); ছোট ফোস্কা বা ফোঁড়া। [দেশী]।

ঠোসা—**ঠুসা**-র রূপভেদ।

ঠ্যাং, ঠ্যাঙ—বি. পা (ঠ্যাং ভেঙে দেব, পাঁঠার ঠ্যাং)। [সং. টঙ্ক]।

ঠ্যাঁটা, ঠ্যাকার, ঠ্যাঙ্গা (**ঠ্যাঙা**), **ঠ্যাঙ্গান** (**ঠ্যাঙান**), **ঠ্যাঙ্গানি** (**ঠ্যাঙানি**)—যথাক্রমে **ঠেঁটা ঠেকার ঠেঙ্গা ঠেঙ্গান** ও **ঠেঙ্গানি**-র বানানভেদ।

ড

ড—বাঙ্গালা বর্ণমালার ত্রয়োদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ডওর—**ডহর**-এর কথ্য রূপ।

ডক—বি. সমুদ্র বা নদীর তীরবর্তী কৃত্রিম জলাশয়; এখানে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত হয় এবং মাল উঠানো ও নামানো হয়, পোতাশ্রয়। [ইং. dock]।

ডগ—**ডগা**-র কথ্য রূপ।

ডগডগ—অব্য. উজ্জ্বলতার ভাব প্রকাশ (লাল ডগডগ করছে)। বিণ. **ডগডগে**—টকটকে, ঘোর, অত্যন্ত উজ্জ্বল (ডগডগে লাল)।

ডগমগ—বিণ. চলচল (আহ্লাদে ভাবে বা রসে ডগমগ করা); বিভোর, অস্থির, আপ্লুত (ডগমগ হওয়া)। বিণ. **ডগমগি**—আত্মহারা ('কাঁচা কাঞ্চনমণি গোরারূপ তাহে জিনি ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ': বা. ঘো.)। [দেশী]।

ডগর—বি. ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, দগড়। [দেশী]।

ডগা—বি. আগা, অগ্রভাগ (আঙুলের ডগা, শাকের ডগা); চূড়া (গাছের ডগা)। [তু. সং. অগ্র]।

ডঙ্কা—বি. জয়ঢাক, ঢেঁটরা। [সং. ডম্ + √কৈ + অ (র্তৃ) + আ]। ক্রি. **ডঙ্কা দেওয়া, ডঙ্কা মারা**—ডঙ্কা বাজাইয়া ঘোষণা করা; (আল.) সগর্বে প্রচার করা।

ডজন—বি. বারটি। [ইং. dozen]।

ডন—বি. দণ্ডবৎ বা উপুড় হইয়া পড়িয়া ব্যায়াম করার পদ্ধতিবিশেষ। [হি. ডণ্ড<সং. দণ্ড]।

ডবকা—বিণ. নবযৌবনপ্রাপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট, 'সোমত্ত' (ডবকা ছেলে)। [তু. হি. ডবকনা—চমক-লাগান, মরা, ডবগা—উত্তম ফসলযুক্ত জমি]।

ডবডব—অব্য. প্রসারণ বা অশ্রুপূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশক (ডবডব করা)। [হি. √ডবা—অশ্রুপূর্ণ হওয়া]। বিণ. **ডবডবে**—আয়ত বা অশ্রুপূর্ণ (ডবডবে চোখ)।

ডবল—বিণ. দ্বিগুণ (ডবল বয়স)। [ইং. double]। বি. **ডবল-ডেকার**—দোতলা বাস বা যে কোন যান। [ইং. double-decker]।

ডমরু—বি. ডম-ডম শব্দকারী ক্ষীণমধ্য বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শিবের বাদ্যযন্ত্র, ডুগডুগি। [সং.]। বিণ. **~মধ্য**—ডমরুর ন্যায় সরু মধ্যভাগবিশিষ্ট; ক্ষীণকটিবিশিষ্ট।

ডম্ফ$_1$—বি. প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [হি. ডফ<ফা. দফ্ (ধ্বন্যাত্মক)]।

ডম্ফ$_2$—বি. দম্ভ ('ডম্ফ করি কথা তুমি কহ মোর স্থানে')। [সং. দম্ভ]।

ডম্বর—বি. আড়ম্বর, ঘটা (মেঘডম্বর); সমূহ ('মধুকর-ডম্বর অম্বর ভেল': বিদ্যা.)। [সং. √ডম্ব্+অর (ভা)]।

ডম্বরু, ডম্বুরু, ডম্বুর ('ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে')। —বি. **ডমরু** দ্রঃ।

ডর—বি. ভয়, শঙ্কা। [সং. দর]। ক্রি. **ডরা**—(কাব্যে ও কথ্য) ভয় করা। **ডরান, ডরানো**—(১) ক্রি. ভয় করা (কাহাকেও ডরায় না)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ডলন—বি. ডলার কাজ, মর্দন। [**ডলা** দ্রঃ]।

ডলা—(১) ক্রি. মর্দন করা, মালিশ করা; টেপা; পেষণ করা, ঠাসা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √দল+বাং. আ]। বি. **ডলাই-মলাই**—সংবাহন, massage। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মর্দন বা মালিশ করানো; টেপানো; পেষণ করানো, ঠাসানো। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ডহর—(১) বিণ. গভীর (ডহরপানি)। (২) বি. দহ, খাল; জলা জমি। গভীর গর্ত; নৌকা বা জাহাজের খোল। [হি.=জলাশয়]।

ডাইন$_1$, ডাহিন, (কথ্য) **ডান$_1$**—বিণ. বি. দক্ষিণ, বামেতর। [সং. দক্ষিণ]। বি. **~দিক্**—দক্ষিণহস্তের দিক্। **ডান হাত**—দক্ষিণ হস্ত; প্রধান সহায়। **ডান-হাত বাঁ-হাত করা**—লেনদেন করা। **ডান হাতের ব্যাপার**—ভোজন। **ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না**—আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয়।

ডাইন$_2$, ডাইনী, ডান$_2$—বি. কুহকিনী, মায়াবিনী, জাদুকরী। [সং. ডাকিনী]।

ডাইল—**ডাল$_1$** দ্রঃ।

ডাইস—বি. (স্বর্ণকার প্রভৃতির) ধাতুনির্মিত ছাঁচ। [ইং. dice]।

ডাংগুলি—বি. বালকদের ক্রীড়াবিশেষ: ইহাতে একটি ছোট লাঠি ও একটি গুলি ব্যবহৃত হয়, ডাণ্ডাগুলি। [সং. দণ্ড (ডাং)+গুলি—তু. হি. ডণ্ডাগোলী]।

ডাঁই—বি. স্তূপ, গাদা (বাসনের ডাঁই, ডাঁই করা)। [দেশী]।

ডাঁট$_1$—বি. হাতল, বাঁট, handle। [সং. দণ্ড]।

ডাঁট$_2$—বি. মাত্রাতিরিক্ত গর্ব; দেমাক, তেজ (ডাঁট দেখান)। [হি.]।

ডাঁট$_3$, ডাঁটো—বিণ. শক্ত, কঠিন; অপক্ব, ডাঁসা (ডাঁটো ফল); সমর্থ, বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায় (ডাঁটো মানুষ); অসিদ্ধ (ডাঁটো ভাত)। [<সং. দৃঢ়]।

ডাঁটা—বি. সরু ডাল বা কাণ্ড; খাড়া (সজিনার ডাঁটা); বোঁটা। [<সং. দণ্ড]।

ডাঁটি—বি. ছোট হাতল, বাঁট বা মুষল। [বাং. ডাঁট+ই]।

ডাঁশ—বি. বৃহদাকার মশাবিশেষ। [সং. দংশ]।

ডাঁসা, (বিরল) **ডাঁশা**—বিণ. আধপাকা। [দেশী]।

ডাক$_1$—বি. ডাহুক-পাখি। [সং. ডাহুক]।

ডাক$_2$—বি. প্রতিমা সাজাইবার জন্য সোলা, রাংতা, জরি ইত্যাদির অলঙ্কার (ডাকের সাজ)। [হি. ডাঁক]।

ডাক$_3$—(১) বি. সম্বোধন, আহ্বান ('যদি ডাক শুনে তোর': রবীন্দ্র); বুলি, শব্দ (পাখি বা পশুর ডাক); চীৎকার, হাঁক (ডাক ছাড়া বা পাড়া); উচ্চনাদ, গর্জন (মেঘের ডাক); খ্যাতি (নামডাক); আহ্বান (এখনই তোমার ডাক পড়বে); নিলামে ক্রেতার হাঁকা দর (দশ-টাকা ডাক উঠেছে)। (২) বিণ. সচরাচর ডাকিবার জন্য ব্যবহৃত (ডাক নাম)। [?—তু. হি. √ডহক]। **ডাকের সুন্দরী**—সর্বজনখ্যাত সুন্দরী। **একডাকে চেনা**—খ্যাতি হেতু নাম উচ্চারণমাত্র চিনিতে পারা।

ডাক$_4$—বি. শিবানুচরবিশেষ। [সং.]। বিণ. **~সিদ্ধ**—তপস্যাদি-দ্বারা শিবানুচর ডাককে স্বীয় আদেশপালনে বাধ্য করিয়াছে এমন।

ডাক$_5$—বি. গোপজাতীয় জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি: ইঁহার অনেক উক্তি বা প্রবাদবচন খনার বচনের ন্যায় প্রচলিত আছে (ডাকের কথা)। বি. **~পুরুষ**—জ্ঞানী ডাক; তিব্বতী ডাকতন্ত্রে সিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি।

ডাক$_6$—বি. দূরপথে যাইবার বা চিঠিপত্রাদি পাঠাইবার জন্য যানবাহন পরিবর্তনের ব্যবস্থা (ঘোড়ার ডাক); চিঠি-পত্রাদি বহনের ও বিলির সরকারী ব্যবস্থা (ডাকবিভাগ); একসঙ্গে যে চিঠিপত্রাদি যায় বা আসে (বিলাতের ডাক); ডাকবিভাগ মারফত প্রেরিত চিঠিপত্রাদি (ডাক-মাশুল)। [হি. ডাক্]। বি. **~গাড়ি**—চিঠিপত্রাদি বহনকারী দ্রুত-গামী শকট বা রেলগাড়ি। বি. **~ঘর, ~খানা**—পোস্টাফিস (post office)। বি. **~টিকিট**—ডাক-মাশুল-নিদর্শক কাগজখণ্ডবিশেষ। বি. **~পিয়ন, পিওন**—ডাকঘরের যে কর্মচারী চিঠিপত্রাদি বাড়ি বাড়ি বিলি করে। বি. **~বাক্স**—জনসাধারণ কর্তৃক চিঠিপত্র ডাকে দিবার জন্য ডাকঘর কর্তৃক বড় রাস্তায় স্থাপিত বাক্স। বি. **~হরকরা**—ডাকের থলিয়া এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাকঘরে বহনকারী কর্মচারী, mail-runner; ডাকপিয়ন।

ডাকবাংলা, ডাকবাংলো—বি. সরকারী কর্মচারী ও ভ্রমণকারীদের ব্যবহার্য সরকারী পান্থশালা। [বাং. ডাক$_6$+বাংলা (বড় ঘরবিশেষ)]।

ডাকসাইটে—বিণ. অতি প্রসিদ্ধ; যে নামের ডাকেই সিদ্ধিলাভ হয়। [সং. ডাকসিদ্ধ—**ডাক$_4$** দ্রঃ]।

আদিতে ডাক-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য ডাক$_4$, $_5$, $_6$ দ্রঃ।

ডাকা—(১) ক্রি. কণ্ঠধ্বনি করা (পাখি ডাকে) ; শব্দ করা (নাক ডাকা, পেট ডাকা) ; উচ্চ নাদ করা (সিংহ বা মেঘ ডাকে) ; সম্বোধন করা (নাম ধরিয়া ডাকা) ; আহ্বান করা (লোক ডাকা) ; স্মরণ করা (ভগবান্‌কে ডাকা) ; দর হাঁকা (নিলাম ডাকা) ; পূর্বেই আশঙ্কা করা (অমঙ্গল ডাকা) । (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. মুখরিত, ধ্বনিত ('পাখি-ডাকা সন্ধ্যা' : বিভূতি)। [বাং. √ডাকা] । বি. **~ডাকি**—ক্রমাগত আহ্বান ; শোর-গোল করিয়া আহ্বান। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. আহ্বান করিয়া আনানো ; শব্দ করানো (নাক ডাকান) । (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। ক্রি. **ডাকিয়া বলা**—সম্বোধন করিয়া বলা ; উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা; জোর দিয়া অভিমত প্রকাশ করা ('ডাকিয়া বলিতে হবে' : রবীন্দ্র) ।

ডাকাত, (বর্ত. অপ্র.) **ডাকাইত**—বি. দস্যু, প্রকাশ্যে বলপূর্বক হরণকারী। [হি. ডকৈত, ডাকুয়া]। ক্রি. **ডাকাত পড়া**—ডাকাতের আক্রমণ হওয়া। **ডাকাতি, ডাকাতী,** (অপ্র.) **ডাকাইতি, ডাকাইতী**—(১) বি. দস্যুবৃত্তি ; লুণ্ঠন ; দস্যুবৃত্তির ঘটনা। (২) বিণ. ডাকাত-সংক্রান্ত ; ডাকাতিসংক্রান্ত (ডাকাতি মামলা)। বিণ. **ডাকাতে**—ডাকাত-সংক্রান্ত ; ডাকাতদের ; ডাকাত-তুল্য (ডাকাতে সাহস)। **ডাকাতে কালী**—ডাকাতদের উপাস্য কালিকাদেবী ; ইঁহাকে পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে গেলে সাফল্য নিশ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

ডাকাবুকা, (চলিত) **ডাকাবুকো**—বিণ. ভয়হীন, অসম-সাহসী। [ডাক (=ডাকাত-তুল্য) + বুকা (=বুকের পাটাযুক্ত)] ।

ডাকিনী—বি. শিব বা দুর্গার অনুচরীবিশেষ, পিশাচী-বিশেষ। বি. **~বিদ্যা**—ভবিষ্যৎ বলিবার শক্তিসহ গুপ্ত-জ্ঞান বা মন্ত্রের অধিকার। [সং. ডাক$_{৪}$ + বাং. (স্ত্রী প্রত্যয়) ইনী]।

ডাকু—বি. ডাকাত, দস্যু। [হি. ডাকু] ।

ডাক্তার—বি. ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যে চিকিৎসা করে, চিকিৎসক ; শাস্ত্রবিশারদ ; কোন শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত উপাধিবিশেষ। [ইং. doctor] । বি. **~খানা**—যেখানে চিকিৎসা করা বা ঔষধ দেওয়া হয়। **ডাক্তারি, ডাক্তারী**—(১) বি. চিকিৎসা-বিদ্যা ; চিকিৎসা ; চিকিৎসকের বৃত্তি। (২) বিণ. ডাক্তার-সম্বন্ধীয়।

ডাগর—বিণ. বড় (ডাগর চোখ, ডাগর মেয়ে) ; খুব মূল্য-বান্ বা উৎকৃষ্ট ('সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস')। [হি. 'ডাবর ; (তু. 'ডাবরনৈনী' = বিশালনয়না)] ।

ডাঙগুলি—ডাংগুলি-র বানানভেদ।

ডাঙর—(বিরল) শৈশব অতিক্রম করিয়াছে এমন ; অধিকবয়স্ক। [দেশী]।

ডাঙ্গশ, ডাঙশ—বি. হস্তিপরিচালনদণ্ড, অঙ্কুশ। [সং. দণ্ডাঙ্কুশ]।

ডাঙ্গা, ডাঙা—বি. স্থল, নির্জল স্থান, উচ্চভূমি ; তীর (ডাঙা পথ) ; উৎপাদনের স্থান, জন্মস্থান, আবাস (নার-কেলডাঙ্গা, ফরাসডাঙ্গা)। [দেশী]। **ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর**—উভয়সঙ্কট।

ডাণ্ডা—বি. মোটা লাঠি কাঠ লোহা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত লগুড়। [সং. দণ্ড]। বি. **~গুলি**—ডাংগুলি-র অনুরূপ।

ডাণ্ডী—বি. মোটা ও ছোট লাঠি ; পার্বত্য অঞ্চলে মনুষ্য-বাহিত যানবিশেষ ('ডাণ্ডী-কাণ্ডী')।

ডান—ডাইন$_{১}$ ও ডাইন$_{২}$ দ্রঃ।

ডানপিটে—বিণ. অসমসাহসী ; দুর্দান্ত (ডানপিটে ছেলে), একগুঁয়ে, গোঁয়ার। [মূলতঃ ডাণ্ডা পেটায় অভ্যস্ত]।

ডানা—বি. যাহা দ্বারা পাখি উড়িতে পারে, পাখা : মাছের পাখনা। [সং. ডয়ন > ডান + বাং. আ]। **ডানা-কাটা পরী**—পরী দ্রঃ।

ডানি—ডাইন$_{১}$-এর অপ্র. রূপ।

ডাব—বি. অপক্ব নারিকেল। [দেশী]।

ডাবর—বি. ক্ষুদ্র গামলার সদৃশ ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ (পানের ডাবর)। [হি.]।

ডাবা, ডাব্বা—(১) বি. মাটির বড় গামলা ; টব : বড় নারকেল-খোলযুক্ত হুঁকাবিশেষ। (২) বিণ. খেলো, বৃহৎ খোলবিশিষ্ট (ডাবা হুঁকা)। [বাং. ডাব + আ]।

ডামাডোল—বি. ব্যাপক ও তীব্র গণ্ডগোল (নির্বাচনের ডামাডোল)। [দেশী]।

ডাম্বেল—বি. ইউরোপীয় প্রথায় ব্যায়ামকালে হাতের তালুতে চাপিয়া রাখিবার দণ্ডবিশেষ। [ইং. dumb-bell]।

ডায়মন—বি. হীরার ন্যায় পল-তোলা নকশা। [ইং. diamond]। বিণ. **~কাটা**—হীরার মত পল-তোলা নকশাযুক্ত।

ডায়েরী, ডায়ারি—বি. দিনলিপি, রোজনামচা। [ইং. diary]।

ডারা—ক্রি. (কাব্যে) বিসর্জন দেওয়া ; ঢালিয়া ফেলা। [হি. √ডার]।

ডাল$_{১}$, ডাইল, দাল—বি. খোসা-ছাড়ান বা ভাঙ্গা ('দলিত') মুগ মসুর প্রভৃতি শস্য। [সং. দল, দালি]।

ডাল$_{২}$—বি. বৃক্ষশাখা। [দেশী]। বি. **~পালা**—শাখা-প্রশাখা।

ডালকুত্তা—বি. ইউরোপীয় শিকারী কুকুরবিশেষ, grey-hound। [হি.]।

ডালচিনি—দারচিনি-র প্রাদে. রূপ।

ডালনা—বি. ভোজনের উপকরণস্বরূপ ব্যঞ্জনবিশেষ। [দেশী]।

ডালা—বি. বেত চাঁচাড়ি প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র ঝুড়ি-বিশেষ ; পূজার অর্ঘ্য বা উপহারের সামগ্রীপূর্ণ পাত্র (কালীবাড়িতে ডালা দেওয়া) ; (আল.) পরিপূর্ণ বা প্রাচুর্যপূর্ণ আধার (রূপের ডালা) : (বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতির) ঢাকনি। [সং. ডলক]।

ডালি—বি. ছোট ডালা ; চেঙ্গারি ; পরিপূর্ণ বা প্রাচুর্য-পূর্ণ আধার (রূপের ডালি) ; উপহার, ভেট (বড়দিনের ডালি)। [বাং. ডালা + ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

ডালিম—বি. বেদানাজাতীয় ফলবিশেষ, দাড়িম্ব। [সং. দাড়িম]।
ডাহা—বিণ. সম্পূর্ণ (ডাহা মিথ্যা); অবিকল (ডাহা নকল)। [দেশী]।
ডাহিন—ডাইন₁ দ্রঃ।
ডাহুক—বি. জলচর পক্ষিবিশেষ, ডাকপাখি। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **ডাহুকী**।
ডিক্রী, ডিক্রি—বি. আদালতের হুকুম বা বাদি-প্রতিবাদীর দেনা-পাওনা সম্বন্ধে নির্দেশ। [ইং. decree]। **ডিক্রী জারী করা**—ডিক্রীদার কর্তৃক তাহার পাওনা সম্বন্ধে আদালতের আদেশ পালনের ব্যবস্থা করা। বি. **~দার**—যাহার অনুকূলে আদালত ডিক্রী দিয়াছে।
ডিগডিগ—অব্য. সরু ডগার ন্যায় কৃশতা প্রকাশক (ডিগডিগ করা)। [দেশী—তু. সং. দীর্ঘ]। বিণ. **ডিগডিগে**—অতিশয় কৃশ, ছিপছিপে।
ডিগবাজি, (বর্জি.) ডিগবাজী—বি. মাথা নিচু করিয়া পা শূন্যে তুলিয়া দেহের আবর্তন। [দেশী ?]। ক্রি. **ডিগবাজি খাওয়া**—ঐরূপ ভাবে দেহ আবর্তিত করা; (ব্যঙ্গে) আদর্শ অভিমত দল প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি আকস্মিকভাবে পালটানো।
ডিগ্রী, ডিগ্রি—বি. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি বা গ্রাজুয়েট ছাত্রগণকে প্রদত্ত উপাধি (বি. এ., বি. এস্-সি. প্রভৃতি) (গণি. ও বিজ্ঞা.) তাপ ও কৌণিক পরিসরের পরিমাপ (নব্বই ডিগ্রী=৯০°)। [ইং. degree]।
ডিঙর—বিণ প্রবঞ্চনাকারী, ধূর্ত।
ডিঙ্গা₁, ডিঙা₁—বি. নৌকাবিশেষ। [দেশী]।
ডিঙ্গা₂, ডিঙা₂—ডিঙ্গান। [< সং. √ডী ?]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. উল্লঙ্ঘন করা, লাফাইয়া পার হওয়া (ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
ডিঙ্গা₃, ডিঙা₃, (চলিত) **ডিঙ্গি₁, ডিঙি₁**—বি. পায়ের বুড়া আঙুলের উপর ভর দিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ান অবস্থা বা লাফ। [তু. ডিঙ্গা₂]। ক্রি. **ডিঙ্গা মারা, ডিঙ্গি মারা**—ঐভাবে দাঁড়ান বা লাফান।
ডিঙ্গি₂, ডিঙি₂—বি. ক্ষুদ্র ডিঙ্গা। [বাং. ডিঙ্গা+ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।
ডিজাইন—বি. নকশা, চিত্র; পরিকল্পিত চিত্রাদির কাঠামো বা নকশা। [ইং. design]।
ডিণ্ডিম—বি. ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং.]।
ডিনামাইট—বি. শক্তিশালী বিস্ফোরকবিশেষ। [ইং. dynamite]।
ডিনার—বি. ইউরোপীয় পদ্ধতির ভোজ; প্রধান ভোজ (ডিনার খাওয়া বা দেওয়া)। [ইং. dinner]।
ডিপজিট—বি. অপরের নিকট গচ্ছিত রাখা, আমানত; আমানতি টাকা। [ইং. deposit]।
ডিপুটি, ডিপুটী—ডেপুটি-র রূপভেদ।
ডিপো—বি. আড়ত (কয়লার ডিপো); আশ্রয়-স্থান (ট্রামডিপো); (আল.) জন্মস্থান, আশ্রয়স্থল (রোগের ডিপো)। [ইং. depot]।
ডিবা, (অপ্র.) **ডিবিয়া,** (কথ্য) **ডিবে**—বি. কৌটা (পানের ডিবা); কেরোসিন জ্বালাইবার টেমি। [তেলু. ডব্বি—তু. হি. ডিব্বা]।
ডিভিডেণ্ড—বি. যৌথ কারবারের লভ্যাংশরূপে প্রদেয় অর্থ। [ইং. dividend]।
ডিম—বি. ডিম্ব, অণ্ড; হাঁটু ও গোড়ালির মধ্যবর্তী পায়ের পিছনের দিকের মাংসপিণ্ড। [সং. ডিম্ব]। ক্রি. **ডিম পাড়া**—অণ্ড প্রসব করা। ক্রি. **ডিমে তা দেওয়া**—ডিম ফুটাইয়া শাবকের জন্ম দিবার জন্য প্রসূত ডিমের উপর বসিয়া দেহের 'তা' অর্থাৎ তাপ দান করা। **ঘোড়ার ডিম**—অলীক, অসম্ভব বা অসার বস্তু।
ডিমাই—বিণ. (কাগজের মাপ সম্বন্ধে) বাইশ ইঞ্চি লম্বা এবং আঠারো ইঞ্চি চওড়া এমন। [ইং. demy]।
ডিমিডিমি—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. ডিমডিম করিয়া (ডিমিডিমি বাজা)। (২) বি. ডিমডিম শব্দ, ডমরু-ধ্বনি। [ধ্বন্যাত্মক]।
ডিম্ব—বি. ডিম। [সং.]। বি. **~কোষ**—(উদ্ভি.) পুষ্পযোনি। বিণ. **~জ**—ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে এমন। বি. **ডিম্বাণু**—ডিম্বাশয়ের মধ্যস্থ কোষ বা রজোডিম্ব যাহা ভ্রূণে পরিণত হয়, ovum [বি. প.]। বি. **ডিম্বাশয়**—স্ত্রী-জীবের রজোডিম্বের আধার, (উদ্ভি.) বীজকোষ, ovary [বি. প.]।
ডিশ—বি. থালা, রেকাবি, প্লেট। [ইং. dish]।
ডিস্ট্রিক্ট—বি. জেলা। [ইং. district]। বি. **ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড**—জেলার উন্নতিসাধনার্থ স্বায়ত্তশাসিত সমিতিবিশেষ। [ইং district board]। বি. **ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট**—জেলা-শাসক। [ইং. district magistrate]।
ডিসমিস—বিণ. বরখাস্ত (চাকরি হইতে ডিসমিস করা বা হওয়া); খারিজ (মামলা ডিসমিস করা)। [ইং. dismiss]।
ডিসেম্বর—বি. ইংরেজী দ্বাদশ মাস (অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. December]।
ডিহি—বি. কতিপয় গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি। [হি. ফা. ডীহ্]।
ডুকরা—ক্রি. ডুকরান। [?—তু. হি. √ডকরা=ষাঁড় ডাকা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ডাক ছাড়িয়া কাঁদা, হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদা। (২) বি. উক্ত অর্থে।
ডুগডুগি—বি. চর্মমণ্ডিত ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ডমরু। [ধ্বন্যাত্মক]।
ডুগি, (বর্জি.) ডুগী—বি. তবলার সহচর বাদ্যযন্ত্র, বাঁয়া (ডুগি-তবলা)। [দেশী—তু. হি. ডুগ্গী]।
ডুণ্ডুভ—বি. ঢোঁড়া সাপ। [সং.]।
ডুব—বি. অবগাহন, নিমজ্জন (ডুব দেওয়া)। [হি. √ডুব < প্রা. √বুড্ড < সং. √মস্জ্]। ক্রি. **ডুব মারা**—জলতলে নিমজ্জিত হওয়া; (ব্যঙ্গে) অদৃশ্য হওয়া বা

আত্মগোপন করা। বি. ~সাঁতার—ডুব দিয়া দেওয়া সাঁতার। **ডুবে ডুবে জল খাওয়া**—লোকচক্ষুর অগোচরে কোন কাজ করা। **ডুবে ডুবে জল খায় শিবের বাবাও টের পায় না**—এমনভাবে নিন্দনীয় কাজ করে যে কেউ জানতে পারে না। বি. **~জল**—গোটা দেহ ডুবিয়া যায় এমন গভীর জল। বি. **~ন**—নিমজ্জন। বিণ. **~ন্ত**—ডুবিয়া যাইতেছে এমন; ডুবুডুবু (ডুবন্ত জাহাজ, ডুবন্ত ব্যবসা)। বি. **~সাঁতার**—জলের মধ্যে ডুব দিয়া সাঁতার। বি. **~রি, ~রী**—(প্রধানতঃ মুক্তা-প্রবালাদি তুলিবার জন্য) যে ব্যক্তি সমুদ্রে ডুব দেয়; যে ব্যক্তি জলে ডুব দিয়া নিমজ্জিত বস্তু উদ্ধার করে। বি. **ডুবরি-পাখি**—যে পাখি জলে ডুব দিয়া মৎস্যাদি শিকার করে। **ডুবা**—(১) ক্রি. জলে নিমগ্ন হওয়া; প্লাবিত হওয়া (বন্যায় দেশ ডুবেছে); সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া (ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সে ডুবেছে); নষ্ট হওয়া (তার কারবার ডুবেছে); অস্ত যাওয়া (চাঁদ ডুবেছে); নিবিষ্ট বা বিভোর হওয়া (পড়ায় ডুবে থাকা, খেলায় ডুবে থাকা); বিপজ্জনকভাবে বিজড়িত হওয়া (দেনায় ডুবে আছি)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। **ডুবান, ডুবানো**—(১) ক্রি. নিমজ্জিত করা, প্লাবিত করা; সর্বনাশগ্রস্ত করা; নষ্ট করা; নিবিষ্ট করা; বিপজ্জনকভাবে বিজড়িত করানো (কারবার আমাকে ডুবিয়েছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. **ডুবারি, ডুবারী, ডুবারু**—ডুবরি-র রূপভেদ। বি. **ডুবি**—নিমজ্জন (নৌকাডুবি)। বিণ. **ডুবুডুবু**—প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিবার উপক্রম করিয়াছে এমন, নিমজ্জিত-প্রায় ('শান্তিপুর ডুবুডুবু', নৌকা ডুবুডুবু, দেনায় ডুবুডুবু); প্রায় অস্ত গিয়াছে এমন; নষ্টপ্রায়; মগ্নপ্রায়; বিভোর। বি. **ডুবুরি, ডুবুরী**—ডুবরি-র চলিত রূপ। বিণ. **ডুবো**—জলের নিচে ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিয়া আছে এমন, নিমজ্জিত (ডুবো পাহাড়); জলে ডুবিয়া চলে এমন। বি. **ডুবো-জাহাজ**—সাবমেরিন।

ডুম—ডোম১-এর চলিত রূপ।

ডুমনী, ডোমনি—বি. চৌকাঠের গায়ে কপাট বসাইবার উপযোগী লোহার হুক (হাঁসকল-ডুমনী)।

ডুমা, (কথ্য) ডুমো—বি. খণ্ড, টুকরা (ডুমো ডুমো ক'রে আলু কাটা)। [দেশী]।

ডুমুর—বি. তরকারি রাঁধিয়া খাওয়ার উপযুক্ত ফল-বিশেষ, উড়ুম্বর। [সং. উড়ুম্বর]। বি. **~ফুল**—(ডুমুরের ফুল ফলের ভিতরে থাকে বলিয়া বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই) অদৃশ্য বস্তু বা জীব; বিরল বস্তু।

ডুরি১—বি. (প্রাদে.) নৌকা হইতে জল সেঁচিয়া ফেলিবার ক্ষুদ্র পাত্র। [দেশী]।

ডুরি২, (বর্জি.) ডুরী—বি. সরু দড়ি, সুতা, ডোর, বন্ধন, বন্ধনরজ্জু ('কর্মডুরি দে মা কেটে': রা. প্র.)। [হি. ডোর+বাং. ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

ডুরে, (বিরল) ডুরিয়া—বিণ. লম্বা লম্বা রেখাযুক্ত, ডোরা-কাটা (ডুরে শাড়ি)। [বাং. ডোরা+ইয়া>এ]।

ডুলি, (বিরল) ডুলী—বি. ক্ষুদ্র পালকিজাতীয় যান-বিশেষ, দোলা। [সং. দোলী]।

ডেউয়া, ডেও—বি. মাদার গাছ বা তাহার ফল। [সং. ডহু]। **ডেয়ে, ডেয়ো** দ্র.।

ডেঁড়েমুষে—ক্রি-বিণ. চেটেপুটে, নিঃশেষে, সম্পূর্ণ-রূপে। [দেশী]।

ডেঁপো—বিণ. ইঁচড়ে পাকা, ফাজিল, ধৃষ্ট (ডেঁপো ছোকরা)। [দেশী]।

ডেক১—বি. জাহাজের পাটাতন। [ইং. deck]।

ডেক২, ডেগ—বি. ধাতুনির্মিত বড় হাঁড়ি, বৃহদাকার রন্ধনপাত্রবিশেষ। [ফা. দেগ্]। বি. **~চি, ~চী**—ক্ষুদ্র ডেক। [ফা. দেগ্+তুর. চি, চী]।

ডেকরা—বি. বিণ. ধূর্ত, শঠ; ধৃষ্ট, অভদ্র। [<সং. ডিঙ্গর]।

ডেঙ্গু—বি. জ্বরবিশেষ। [ইং. dengue]।

ডেপুটি—(১) বিণ. (উচ্চপদস্থ কর্মচারীর) সহকারী, (ডেপুটি মিনিস্টার=উপমন্ত্রী)। (২) বি. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা উপ-জেলাশাসক (ডেপুটিগিরি)। [ইং. deputy]।

ডেবরা, ড্যাবরা—বিণ. কাজকর্মে দক্ষিণ হস্তের অপেক্ষা বাম হস্তের ব্যবহার অধিকতর করে এমন, ন্যাটা; ডাগর, বিস্ফারিত (ড্যাবরা-চোখ)। [হি. ডিবরিয়া]।

ডেমি—বি. দলিলপত্রাদি লিখন-কার্যে ব্যবহৃত অর্ধ-ফুলস্কেপ আকারের কাগজবিশেষ। [ইং. demy]।

ডেয়ে, ডেয়ো, ডেঞো—বি. দাড়াযুক্ত কালো পিপীলিকাবিশেষ। [দেশী]।

ডেরা—বি. অস্থায়ী বাসা, আস্তানা, আড্ডা; তাঁবু, ছাউনী।। [হি.]। ক্রি. **ডেরা গাড়া, ডেরা বাঁধা**—আড্ডা গড়া, অস্থায়ী বাসা স্থাপন করা। ক্রি. **ডেরা তোলা**—বাসা বা আড্ডা উঠাইয়া দেওয়া। বি. **~ডাণ্ডা**—বাসা ও তাহার আসবাবপত্র।

ডেলা—বি. দলা, বৃহদাকার ঢিল। [দেশী]।

ডেহুয়া—**ডেউয়া**-র রূপভেদ।

ডোঙ্গা, ডোঙা—বি. ছোট সরু নৌকাবিশেষ, শালতি; তালগাছের গুঁড়ি দিয়া প্রস্তুত শালতির ন্যায় নৌকা বা জল তুলিবার পাত্র। [দেশী]।

ডোজ—বি. ঔষধের মাত্রা। [ইং. dose]।

ডোবা১—বি. জলপূর্ণ গর্তবিশেষ, ক্ষুদ্র জলাশয়। [দেশী]।

ডোবা২, ডোবান (নো)—যথাক্রমে **ডুবা** ও **ডুবান**-র চলিত রূপ।

ডোম১—বি. কাচে তৈয়ারি গোলাকার বাতির চিমনি, ডুম। [ইং. dome]।

ডোম২—বি. অনুন্নত হিন্দু জাতিবিশেষ। [<প্রা. ডোংব, ডুম্ব]। বি. (স্ত্রী.) **~নী, ডুমনী**। বি. **~কাক**—দাঁড়কাক। বি. **~চিল**—গোদাচিল।

ডোর—বি. বাহু প্রভৃতির বন্ধনসূত্র ('ডোর বন্ধন-ডোর ছিঁড়ে যাবে': রবীন্দ্র); (আল.) বন্ধন, আকর্ষণ (প্রণয়-ডোর); বৈষ্ণবদিগের বহির্বাস (ডোরকৌপীন)। [হি.]।

ডোরা—বি. লম্বা রেখা। [হি. ডোর+বাং. আ

(সাদৃশ্যার্থে)]। বিণ. **~কাটা**—ডোরাযুক্ত ; নানা বর্ণের রেখাধারী চিহ্নিত। বিণ. **ডোরা-ডোরা**—অনেক ডোরার দ্বারা চিহ্নিত।
ডোরি, ডোরী—ডুরি২-এর বিরল রূপ।
ডোল১—বি. গড়ন। [**ডৌল** দ্র:]।
ডোল২—বিণ. (প্রা. কাব্যে) রোমাঞ্চিত, পুলকিত, অস্থির ('ডরে প্রাণ ডোল হইল' : মু. ভ.)। [দেশী]।
ডোল৩—**দোল**-এর অপ্র. কোমল রূপ ('সুমেরুত উপরে চামর ডোল' : জ্ঞা. দা.)।
ডোল৪, ডোলা১—বি. চাঁচাড়ি হোগলা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত বৃহৎ চুবড়িবিশেষ (ধান-চালের ডোল)। [সং. কণ্ডোল]।
ডোলা২—বি. দোলা, শিবিকাবিশেষ। [সং. দোলা]।
ডৌল—বি. গড়ন, ঢপ, আকৃতি (মুখের ডৌল)। [তু. হি. ডৌল]।
ড্যাং ড্যাং—অব্য. ঢাকের ধ্বনি (ড্যাং ড্যাং বাদ্যি বাজে) ; জয়সূচক ডঙ্কাধ্বনি, জয়ঘোষণা (ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল)। [দেশী]।
ড্যাকরা—**ডেকরা**-র বানানভেদ।
ড্যাবড্যাব—অব্য. (চক্ষু সম্পর্কে) প্রসারণের সহিত অনুজ্জ্বলতা প্রকাশ (ড্যাবড্যাব করা)। [দেশী]। বিণ. **ড্যাবড্যাবে**—ভাসা-ভাসা, আয়ত কিন্তু ঔজ্জ্বল্যহীন (ড্যাবড্যাবে চোখ)।
ড্যাবরা—**ডেবরা**-র বানানভেদ।
ড্যাশ—বি. যতিচিহ্নবিশেষ ; আড়াআড়ি সরু সরল রেখা। [ইং. dash]।
ড্রপার—বি. কাচ-নির্মিত এমন এক প্রকার ক্ষুদ্র নল যাহার ভিতর হইতে তরল পদার্থের ফোঁটা একটি একটি করিয়া বাহির হইতে পারে। [ইং. dropper]।
ড্রয়ার—বি. টেবিল প্রভৃতির দেরাজ, টানা। [ইং. drawer]।
ড্রাম১—বি. ঔষধাদি তরল পদার্থের মাপবিশেষ, ষাট গ্রেন। [ইং. dram]।
ড্রাম২—বি. ঢাক, ঢোল, ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, ঢাকের আকারের ধাতব পাত্র। [ইং. drum]।
ড্রিল—বি. সম্মিলিত ব্যায়াম। [ইং. drill]।
ড্রেন—বি. নর্দমা, পয়োনালী। [ইং. drain]।

ঢ

ঢ—বাঙ্গালা বর্ণমালায় চতুর্দশ ব্যঞ্জনবর্ণ।
ঢং১, ঢং২—**ঢঙ** ও **ঢন্** দ্র:।
ঢক্—অব্য. জল ইত্যাদি তরল পদার্থ গেলার বা ঢালার শব্দ ; প্রায়-শূন্য পাত্রাদির মধ্যে স্বল্পপরিমাণ তরল পদার্থ ছলকানর শব্দ। [দেশী]। অব্য. **~ঢক্**—ক্রমাগত ঢক্-শব্দ ; দ্রুত পানের শব্দ (ঢকঢক করে জল খেল) ; আলগা করিয়া রাখা হইয়াছে এমন বস্তুর নড়িবার শব্দ (ঢক্‌ঢক্ করে নড়ছে)।
ঢক—বি. গড়ন, আকৃতি, ঢপ। [দেশী]।
ঢক্কা—বি. ঢাক। [সং.]।
ঢঙ, ঢঙ্গ, ঢং—বি. ছলাকলা, ছল, ভান, ছলনা, রঙ্গ (ঢঙ করা) ; গঠন, গড়ন, ধরন, ভঙ্গি, ফ্যাশন (নানা ঢঙের পুতুল)। [দেশী]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **ঢঙী, ঢঙ্গী**—ঢঙ করে এমন (ঢঙী মেয়ে)।
ঢন্, ঢং—অব্য. শূন্যকুম্ভ ঘণ্টা, ধাতুপাত্র প্রভৃতিতে আঘাতের আওয়াজ, টন্ অপেক্ষা গভীর ও উচ্চ শব্দ। [দেশী]। অব্য. **ঢনঢন, ঢংঢং**—ক্রমাগত ঢন্ শব্দ (ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজে) ; নিঃস্বতা ও শূন্যগর্ভতাসূচক, ঢুঢু (হাঁড়ি ঢনঢন্ করছে, চাকরি হবে ঢনঢন্)।
ঢপ—বি. গড়ন, আকার, ডৌল ; বাঙ্গালাদেশের কীর্তন-গানবিশেষ। [দেশী]।
ঢপ্—অব্য. টুপ্ বা টাপ্ অপেক্ষা জোর শব্দ, ভারী জিনিস পড়িবার শব্দ বা ভারী কিছু দিয়া নরম ও শূন্য-গর্ভ দ্রব্যে আঘাতের শব্দ। [দেশী]। অব্য. **ঢপ্‌ঢপ্, ঢব্‌ঢব্**—ক্রমাগত ঢপ্ শব্দ।
ঢল—বি. ঢালু জায়গা, ঢাল ; ক্রমনিম্নতা ; পাহাড়ের ঢাল বাহিয়া নিম্নগামী জলরাশি ; বন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জল-রাশি (ঢল নামা)। [দেশী]।
ঢলঢল—(১) অব্য. ঢিলা হওয়ার ভাব প্রকাশ (জামাটা ঢলঢল করছে), লাবণ্যময়তার ভাব প্রকাশ (মুখখানি ঢলঢল করছে) ; রসে বিহ্বলতার প্রকাশ (ভাবে ঢল-ঢল) ; পূর্ণতাহেতু চঞ্চলতা প্রকাশ (দিঘি-ভরা জল করে ঢল-ঢল' : রবীন্দ্র)। (২) বিণ. আবেশ-বিভোর ও চঞ্চল (ঢলঢল আঁখি) ; লাবণ্যচঞ্চল, সৌন্দর্যতরঙ্গিত ('ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি' : গো. দা.)। [দেশী]। বিণ. **ঢল-ঢলে**—ঢিলা (ঢলঢলে জামা) ; লাবণ্যময় (ঢলঢলে মুখ)।
ঢলতা—বি. পণ্যবস্তুর ন্যায্য ওজনের উপর বাড়তি পরিমাণ। [হি.]।
ঢলা—(১) ক্রি. হেলিয়া পড়া (সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে) ; সম্মুখে ঝোঁকা (ঘুমে ঢলে পড়েছে) ; পক্ষপাতী হওয়া (বাপ ছেলের দিকে ঢলেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. ঢল+আ—তু. হি. ঢল্‌না]। বি. **~ঢলি**—কেলেঙ্কারি। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. হেলানো ; কেলেঙ্কারি করা। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। বিণ. **~নে**—কেলেঙ্কারি করে এমন। বিণ (স্ত্রী.) **~নী**।
ঢাউস—বিণ. অতি বৃহদাকার (ঢাউস ঘুড়ি)। [হি. ঢব্বুস]।
ঢাঁই—(১) বি. বোয়ালজাতীয় মৎস্যবিশেষ। (২) বিণ. স্তূপীকৃত, গাদা করিয়া রাখা। [দেশী]।
ঢাঁচা—**ধাঁচা**-র বিরল রূপ।
ঢাক১—বি. **ঢাকা** (বি.)-র প্রাদে. রূপ (ঢাক দেওয়া)।
ঢাক২—বি. বৃহৎ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; ঢাকের মতো বিশাল বস্তু (পেট ফুলে ঢাক হয়েছে)। [সং. ঢক্কা]। ক্রি. **ঢাক পেটা, ঢাকঢোল পেটা**—ঢাক বাজান ; (আল.) সর্বসাধারণ্যে প্রচার করা। ক্রি. **ঢাক বাজান**—(আল.) সর্বত্র প্রচার করা ; (আল.) কলঙ্ক অথবা প্রশংসা প্রচার করা। ক্রি. **ঢাকে কাঠি দেওয়া**—ঢাক বাজান ; (আল.) হৈচৈ করা। **ঢাকের দায়ে মনসা বিকান**—

অসার বাহ্যাড়ম্বর করিতে গিয়া আসল জিনিস হারানো। ঢাকের বাঁয়া—সঙ্গে থাকে কিন্তু কোন কাজে লাগে না এমন ব্যক্তি বা বস্তু।

ঢাকঢাক-গুড়গুড়, ঢাকাঢাকি—বি. চাপাচাপি, গোপন রাখার প্রয়াস (এ কথা সম্বন্ধে কোনো ঢাকা-ঢাকি নাই)। [দেশী]।

ঢাকনা, ঢাকনি, (প্রাদে.) **ঢাকন**—বি. আচ্ছাদন: বাক্স, ডেস্ক, সিন্দুক প্রভৃতির ডালা; হাঁড়ি-কলসি প্রভৃতির সরা; চক্ষুর ঠুলি। [ঢাকা দ্রঃ]।

ঢাকা—(১) বি. ঢাকনা (কৌটার ঢাকা); আবরণ ('খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা': রবীন্দ্র)। (২) বিণ. ঢাকা দেওয়া আছে এমন (ঢাকা মুখ, ঢাকা খাবার, গা ঢাকা দেওয়া)। (৩) ক্রি. আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা; ছাইয়া ফেলা (মেঘে ঢাকা); চাপা দেওয়া, গোপন করা, লুকান (কথা ঢাকা)। [প্রাকৃ. √ঢক্ক<সং. √ছাদি—তু. হি. √ঢাক্]।

ঢাকাই—বিণ. পূর্ববঙ্গের ঢাকা-জেলায় প্রস্তুত (ঢাকাই মসলিন)। [বাং. ঢাকা+ই]।

ঢাকী—বিণ. বি. ঢাক-বাজনাদার। [বাং. ঢাক+ঈ]।

ঢাকুনি—**ঢাকনি**-র রূপভেদ।

ঢাল১—বি. গড়ানে বা ঢালু জমি। [বাং. ঢল+অ]।

ঢাল২—বি. অস্ত্রাদির আঘাত প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার্য চর্মাদির ফলক। [সং.]। বিণ. বি. **ঢালী** (-লিন্)—ঢালধারী ঢালধারী যোদ্ধা, উপাধিবিশেষ।

ঢালসুমর—বি. (পুরাতন) ঋণ-পরিশোধার্থ (নূতন) ঋণ-গ্রহণ ('বড়মানুষদিগের ঢালসুমরেই চলে': টেক.)। [<ধার (=ঋণ)+সুমর (=গণন্ত)]।

ঢালা—(১) ক্রি. তরল বা কঠিন পদার্থ কোন পাত্র হইতে পাতিত করা (দুধ ঢালা, চাল ঢালা); ধাতুকে নির্দিষ্ট আকার দিবার জন্য গলাইয়া পাতিত করা (ছাঁচে ঢালা); প্রচুর ব্যয় করা (প্রচারকার্যে বা ব্যবসায়ে টাকা ঢালা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. ঢালিয়া ফেলা হইয়াছে এমন (ঢালা জল); ঢালাই-করা (ঢালা কড়াই); ঢালাও ও সুবিস্তৃত (ঢালা বিছানা); স্পষ্ট ও স্থায়ী। [বাং. ঢাল১+আ]। ~**ই**—(১) বি. উত্তাপ-দ্বারা ধাতু গলাইয়া ছাঁচে ঢালার কাজ। (২) বিণ. ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত (ঢালাই ঘটি)। বি. ~**ইকর**—ঢালাইয়ের কারিগর, যে-ব্যক্তি ঢালাইয়ের কাজ করে। বিণ. ~**ও**—বিস্তীর্ণ (ঢালাও ফরাস); প্রচুর, দেদার (ঢালাও খাবার); অবাধ, অক্ষুণ্ণ (ঢালাও হুকুম)। বি. ~**ঢালি**—ক্রমাগত পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালা।

ঢালী (-লিন্)—**ঢাল২** দ্রঃ।

ঢালু—বিণ. ঢালবিশিষ্ট, ক্রমনিম্ন (ঢালু রাস্তা)। [বাং. ঢাল১+উ]।

ঢিট, (বর্জি.) ঢীট—বিণ. ধৃষ্ট, বেহায়া ('ঢীট কানাই': গো. দা.); জব্দ, শায়েস্তা, কঠোর শাসনদ্বারা সংশোধিত (মেরে ঢিট করা)। [সং. ধৃষ্ট—তু. হি. ঢীট]। বি. ~**পনা**—ধৃষ্টতা, বেহায়াপনা।

ঢিঢি—(১) বি. (সাধারণতঃ নিন্দায়) প্রবল রব, ব্যাপক জানাজানি ও ধিক্কার (চারিদিকে ঢিঢি পড়ে গেছে)। (২) বিণ. চতুর্দিকে প্রচারিত (একথা ঢিঢি হয়ে গেছে)। [তু. হি. ঢিঢোরা]। বি. ~**কার,** ~**ক্কার,** ~**রব**—ধিক্ ধিক্ রব, ধিক্কারের সহিত প্রবল নিন্দাপ্রচার: (নিন্দা বা প্রশংসার) উচ্চধ্বনি।

ঢিপি—বি. স্তূপ (উইয়ের ঢিপি, মাটির ঢিপি) [দেশী—তু. সং. স্তূপ]।

ঢিপ্—অব্য. ভারী জিনিসের হঠাৎ জোরে পড়ার শব্দ (ঢিপ্ ক'রে তাল পড়ল); হঠাৎ গড় হইয়া প্রণাম করার শব্দ (ঢিপ্ ক'রে প্রণাম করা)। [দেশী]। অব্য. ~**ঢিপ্**—উপর্যুপরি ঢিপ্ শব্দ; হৃৎপিণ্ড বেগে স্পন্দিত হওয়ার শব্দ (বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করে)।

ঢিবি—**ঢিপি**-র রূপভেদ।

ঢিমা, (কথ্য) **ঢিমে**—বিণ. মৃদু, ক্ষীণ (ঢিমে আওয়াজ): মন্থর, বিলম্বিত (ঢিমে তাল); উদ্যমহীন, চটপটে নয় এমন (লোকটা ভারী ঢিমে)। [হি. ধীমা—তু. সং. মধ্যম]। বি. ~**তেতালা**—সঙ্গীতের তালবিশেষ। ক্রি-বিণ. ~**তেতালায়**—মন্থরগতিতে, তেমন আগ্রহ বা উদ্যম ছাড়া (ঢিমে-তেতালায় কাজ চলা)।

ঢিল১—বি. মাটি পাথর ইট প্রভৃতির ছোট টুকরা বা ডেলা, লোষ্ট্র (ঢিল ছোঁড়া)। [দেশী]। ক্রি **অন্ধকারে বা আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া**—(আল.) হয়ত বা বাঞ্ছিত ফললাভে সাহায্য করিবে, এই ভাবিয়া অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও কিছু করা।

ঢিলা, (কথ্য) **ঢিলে,** (প্রাদে.) **ঢিল২**—(১) বিণ. শিথিল, (ঢিলা জামা, ঢিলা বাঁধন), আলগা (ঢিলে ভাব), বন্ধন-হীন (ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবি), শিথিলপ্রযত্ন, অলস, দীর্ঘ-সূত্র (ঢিলা লোক)। (২) বি. শৈথিল্য, অযত্ন (কাজে ঢিল বা ঢিলা দেওয়া)। [<সং. শিথিল]। বি. **ঢিলামি, ঢিলেমি**—শৈথিল্য।

ঢীট—**ঢিট** দ্রঃ।

ঢু, ঢুঁ—বি. মাথা বা শিং দিয়া গুঁতা (ঢুঁ মারা)। [দেশী]।

ঢুঁড়া—(১) ক্রি. খোঁজা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √ঢুণ্ঢ্+বাং. আ]।

ঢুঁঢু—**ঢুঢু** দ্রঃ।

ঢুকা, ঢোকা—(১) ক্রি. ভিতরে যাওয়া, প্রবেশ করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [প্রাকৃ. √ঢুক্ক<সং. √ঢৌক্—তু. হি. √ঢুক্]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. প্রবিষ্ট করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ঢুক্—অব্য. ঢক্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। অব্য. ~**ঢুক্**—ক্রমাগত ঢুক্-শব্দ।

ঢুঢু, ঢুঁঢু—অব্য. বি. কিছুই নহে, ফাঁকি (তুমি জান ঢুঢু, কাজের বেলায় ঢুঢু)। [দেশী]।

ঢুল—বি. তন্দ্রা, নেশা প্রভৃতির ঘোর বা তজ্জন্য মাথার দোলন। [হি. √ঢুল<প্রাকৃ. √ডোল<সং. √দুল]। বিণ. ~**ঢুল,** ~**ঢুলে, ঢুলুঢুলু**—তন্দ্রা বা নেশার ঘোরযুক্ত, ভাবে বিভোর ('চোখ দুটি তা'র ঢুলঢুলে': স. দ.; ঢুলুঢুলু নয়ন)। ক্রি. **ঢুলঢুল করা বা ঢুলুঢুলু করা**—তন্দ্রা নেশা প্রভৃতির আবেশ প্রকাশ করা

('শুনে সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলঢুল' : বিহারী)। বি. ~নি, ঢুলুনি—ঢুলঢুলু অবস্থা বা ভাব। ঢুলা—(১) ক্রি. তন্দ্রা বা নেশার ঘোরে মাথা দোলান (ঢুলে পড়ছে) ; দোলা (তার মাথা ঢুলছে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। ঢুলান, ঢোলানো—(১) ক্রি. দোলানো (চামর ঢোলানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ঢুলী—বি. ঢোল-বাদক ; বাঙ্গালী সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. ঢোল + বাং. ঈ]।

ঢুস—বি. (প্রাদে.) ঢুঁ। [ঢু দ্রঃ]। ক্রি. ঢুসা—ঢুসান। ঢুসান, ঢুসানো—(১) ক্রি. মাথা বা শিং দ্বারা আঘাত করা, ঢুঁ মারা। (২) বি. অনুরূপ অর্থে। বি. ঢুসাঢুসি—পরস্পর মাথা বা শিং দ্বারা আঘাত করণ।

ঢেউ—বি. তরঙ্গ, ঊর্মি। [দেশী]। বিণ. ~খেলান, ~খেলানো, ~তোলা—তরঙ্গায়িত, ঢেউয়ের স্থায় উঁচু-নিচু।

ঢেঁকি—বি. ধান্যাদি শস্য বা অন্যান্য পদার্থ ভানিবার বা কুটিবার যন্ত্রবিশেষ। [মুণ্ডা. ডিংকি]। বি. ~কল—ঢেঁকির ন্যায়-চাপ দিয়া ওঠা-নামা করার জন্য বালক-বালিকাদের ক্রীড়াযন্ত্রবিশেষ ; ঢেঁকির মতো নিরেট, অপদার্থ (বুদ্ধির ঢেঁকি)। বি. ~শাক—শাকবিশেষ। বি. ~শাল—ঢেঁকিঘর। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া—(প্রধানতঃ পরশ্রীকাতরতার দরুন) মর্মজ্বালায় ছটফট্ করা। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—(খেদো-ক্তিতে) যাহার ভাগ্য মন্দ তাহার কোন অবস্থাতেই ভালো কিছু হইতে পারে না।

ঢেঁকুর, ঢেঁটা, ঢেঁটরা—যথাক্রমে ঢেকুর ঢেঁটা ও ঢেঁড়া-র রূপভেদ।

ঢেঁড়স, (বর্জি.) **ঢেঁড়শ**—বি. সবজিবিশেষ। [হি. ভিণ্ডি]।

ঢেঁড়া, ঢেঁড়ি[১]—বি. ঢাক (ঢেঁড়া পেটা) ; ঢোল-শোহরত (ঢেঁড়া দেওয়া)। [হি. ঢিঢোরা]।

ঢেঁড়ি[২], (বর্জি.) **ঢেঁড়ী**—বি. রমণীদের কর্ণভূষণবিশেষ ; আফিম গাছের ফল বা বীজকোষ, পোস্তফল। [দেশী]।

ঢেকুর, ঢেঁকুর—বি. হিক্কা, উদগার। [হি. ডকার]।

ঢেঙ্গা, ঢেঙা—বিণ. লম্বা, লম্বাটে (ঢেঙ্গা লোক)। [হি. ঢঙ্গা < দেশী]।

ঢেপসা—বিণ. ঢিপির মত ; বেমানান, মোটা ; ঢোসকা। [বাং. ঢিপি + সা]।

ঢেমনা—বি. লম্পট। [দেশী]। বি. (স্ত্রী.) ঢেমনী।

ঢের—বিণ. ক্রি-বিণ. প্রচুর, দেদার, যথেষ্ট (ঢের টাকা, রাত ঢের হয়েছে)। [তু. হি. ঢের]। ~ঢের—(ঢেরঢের দেখেছি)। বি. ঢেরি—রাশি, স্তূপ (ঢেরি করা)।

ঢেরা, ঢ্যারা—বি. '×'-এই চিহ্ন (ঢেরা দেওয়া বা কাটা) ; দড়ি পাকাইবার যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]। বি. ~সহি, ~সই—নিরক্ষর ব্যক্তির ×-এই চিহ্নদ্বারা প্রদত্ত সই বা দস্তখত।

ঢেলা—বি. ডেলা, ঢিল অপেক্ষা বড় টুকরা। [দেশী]।

ঢোঁক—ঢোক-এর উচ্চারণভেদ।

ঢোঁড়া[১]—ঢুঁড়া-র চলিত রূপ।

ঢোঁড়া[২]—বি. (প্রধানতঃ জলে বাসকারী) বিষহীন সর্পবিশেষ ; (বিদ্রূপে) ক্ষমতাহীন ব্যক্তি। [সং. ডুণ্ডুভ]।

ঢোক, ঢোঁক—বি. যে পরিমাণ তরল পদার্থ একবারে গলাধঃকরণ করা যায় (এক ঢোক জল) ; গলাধঃকরণ ; গলাধঃকরণের ভঙ্গি (ঢোঁক গিলিয়া)। [দেশী]। ক্রি. ঢোক গেলা—গলাধঃকরণের ভঙ্গি করা ; উক্ত ভঙ্গি-দ্বারা ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ করা।

ঢোকা, ঢোকান (নো)—যথাক্রমে ঢুকা ও ঢুকান-র চলিত রূপ।

ঢোল—(১) বি. চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (২) বিণ. (ঢোলের মত) ফোলা বা ফাঁপা। [মুণ্ডা]। ক্রি. ঢোল দেওয়া—ঢেঁড়া পিটিয়া প্রচার করা, ঘোষণা করা। ক্রি. ঢোল পেটা—ঢোল বাজান ; প্রচার করা। নিজের ঢোল নিজে পেটা—আত্মপ্রশংসা করা। বি. ~ক—ক্ষুদ্র ঢোলবিশেষ। বি. ~শোহরত—ঢোল পিটিয়া প্রচার বা ঘোষণা।

ঢোলা[১]—বিণ. ঢলঢলে, ঢিলা, আলগা। [বাং. ঢোল + আ]।

ঢোলা[২], **ঢোলান (নো)**—যথাক্রমে ঢুলা ও ঢুলান-র চলিত রূপ [ঢুল দ্রঃ]।

ঢ্যাঁড়স (শ), ঢ্যাঁড়া, ঢ্যাঙ্গা (ঙা), ঢ্যাপসা, ঢ্যামনা—যথাক্রমে ঢেঁড়স ঢেঁড়া ঢেঙ্গা ঢেপসা ও ঢেমনা-র বানানভেদ।

ণ

ণ—বাঙ্গালা ভাষার পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ণত্ববিধান, ণত্ববিধি—বি. (ব্যাক.) কোন্ কোন্ অবস্থায় 'ন'-র পরিবর্তে 'ণ'-ব্যবহার হয় তাহার নিয়ম।

ণ-ফলা—বি. অন্য বর্ণের সঙ্গে 'ণ'-এর যোগ।

ণিচ্—বি. (ব্যাক.) সংস্কৃত প্রত্যয়বিশেষ : কর্তা নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন না করিয়া অপরের দ্বারা সাধিত করাইলে এই প্রত্যয় হয়, যেমন √দৃশ্ (দেখা) + ণিচ্ = দর্শি (দেখান)।

ণিজন্ত—বিণ. ণিচ্-প্রত্যয়-যুক্ত। [সং. ণিচ্ + অন্ত]। ণিজন্ত ধাতু—যে ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

ত

ত[১]—বাঙ্গালা ভাষার ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ত[২], **তো**—অব্য. প্রশ্নসূচক (খেয়েছ ত?) ; দৃঢ়তা নিশ্চয়তা বা সংশয়হীনতাসূচক (এই ত সেই বাড়ি, তাই ত আমি বলছি) ; অনুরোধসূচক (একবার দেখুন ত) ; 'যদিও বা', 'সত্ত্বেও' অর্থবাচক (তুমি ত দিলে) ; 'কিন্তু' অর্থবাচক (সে ত খাবে না) ; 'তবে' বা 'তাহা হইলে' অর্থবাচক (বাঁচতে চাও ত ওষুধ খাও) ; 'অন্ততঃ' অর্থবাচক (আজ ত নয়, পরে দেখা যাবে) ; অনিশ্চয়তা-সূচক (যাই ত—দেখি কিছু পাই কি না পাই) ; সন্দেহ-সূচক প্রশ্ন (যাবে ত? ; মিথ্যা বলছ না ত)? পরিণতি,

ঘটনা, অঘটন ইত্যাদি ব্যঞ্জক (বিয়ে ত হল, কিন্তু বর-পক্ষ খুশী ত হল না) ; সংশয়সূচক (হয় ত) ; কথার মাত্রা বা পাদপূরণসূচক (আমি ত জানি না)। [সং. তাবৎ]।

ত২—তত-র কথ্য রূপ (য'জন খেয়েছে ত'জনই মরেছে)।

তই—বি. আঙটাহীন কড়াই। [দেশী]।

তইখন—অব্য. (ব্রজ.) তৎক্ষণে, তখনই, তখন। [সং. তৎক্ষণ]।

-তঃ—(-তস্), (চলিত) **-ত**—অব্য. হইতে তে প্রভৃতি ৫মী ও ৭মী বিভক্তির স্থানে ও হেতু অর্থে প্রযোজ্য প্রত্যয়-বিশেষ (জ্ঞানতঃ, ধর্মতঃ, বিশেষতঃ)। [সং. -তস্]।

তঁহি—অব্য. (ব্রজ. ও প্রা. বাং) সেখানে ; সে ; তাহা ; তাহাতে। [সং. তস্মিন্]।

তক—অব্য. অবধি, পর্যন্ত (শেষতক, আজতক)। [হি.]।

তকতক—অব্য. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা পূর্ণতাসূচক (ঘর তকতক করছে, পুকুরে জল তকতক করছে)। [দেশী]। বিণ. **তকতকে**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল, নির্মল ও ঝকঝকে।

তকদির, (বিরল) **তকদীর**—বি. অদৃষ্ট, নসিব, ভাগ্য। [আ.]।

তকমা—বি. চাপরাস (তকমা-পরা কায়দা-কানুন), পদক, মেডেল। [আ. তগমা]।

তকরার—বি. কলহ, কথা কাটাকাটি, তর্কাতর্কি। **তকরারী**—বিণ. বিবাদের বিষয়ীভূত ; বিচারাধীন। কলহপ্রিয়। [আ.]।

তকলি, তকলী—বি. সুতা-কাটার উপকরণবিশেষ, টাকু। [গুজ.—সং. তর্কু]।

তকলিফ—বি. কষ্ট। [আ. তকলীফ্]।

তক্‌তক্—তকতক-এর বানানভেদ।

তক্ক—তর্ক-এর কথ্য রূপ।

তক্কেতক্কে—তর্কেতর্কে-র কথ্য রূপ।

তক্ত—তখত দ্রঃ।

তক্তপোশ, (বর্জি.) **তক্তাপোশ, তক্তপোষ, তক্তা-পোষ**—বি. কাষ্ঠনির্মিত খাট বা বড় চৌকিবিশেষ। [ফা. তখ্‌ৎপোশ]। —তক্তা-ও দ্রঃ।

তক্তা—বি. কাষ্ঠফলক, পাটা ; কাগজের তা। [ফা. তখ্‌তা]।

তক্তানামা—তখতনামা-র অধিকতর চলিত রূপ।

তক্তি—বি. ছোট তক্তা ; কাঠের দোয়াত ; চারকোনা তক্তার আকারে প্রস্তুত মিষ্টান্ন ; কণ্ঠাভরণবিশেষ। [ফা. তখ্‌তী]।

তক্র—বি. ঘোল। [সং]। বি. **~পিণ্ড**—ছানা।

তক্ষক—বি. তক্ষণকারী, ছুতার ; অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে দংশনকারী সর্পবিশেষ ; (বাং.) গিরগিটি-জাতীয় বিষধর প্রাণিবিশেষ। [সং. √তক্ষ্‌+অক (র্তৃ)]।

তক্ষণ—বি. অস্ত্রদ্বারা কাষ্ঠাদি চাঁচা বা কোঁদা ; ছুতারের কাজ ; রেঁদা, বাইশ। [√তক্ষ্‌+অন (ভা, ণে)]।

তক্ষশিলা—বি. ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী, অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত। [Taxila]।

তক্ষুণি—তখন-এর কথ্য ও জোরালো রূপ।

তখত, তখ্‌ত, তক্ত—বি. সিংহাসন (রাজতক্ত)। [ফা. তখ্‌ৎ]। বি. **~তাউস**—ময়ূর-সিংহাসন। [আ. তাউস =ময়ূর]।

তখতনামা, তক্তনামা—বি. বিবাহাদির শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মনুষ্যবাহিত যানবিশেষ। [ফা. তখ্‌ৎনুমা]।

তখন—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. সেই সময়ে, সেকালে সে-যুগে (তখন কলিকাতায় ট্রাম-বাস ছিল না)। (২) অব্য. (সমু) তবে, তাহা হইলে (বাপ মরুক তখন বুঝবে ঠেলা) ; তাই, সেকারণ ফলে (সারারাত্রি রোগীর মাথায় বরফ দেওয়া হল, তখন সে চোখ মেলল) ; অবশেষে (চোর পালাল, তখন গৃহস্থের ঘটে বুদ্ধি এল)। (৩) বি. সেই সময় (তখন হইতে এক বৎসর)। [সং. তৎক্ষণ]। বিণ. **~কার**—সেই সময়ের ; সেকালের, সেযুগের। অব্য. **~ই, তখনি**—সেই মুহূর্তেই, তৎক্ষণাৎ।

ত-খরচ—বি. নির্দিষ্ট খরচের আনুষঙ্গিক বাজে খরচ। [আ. তয়+ফা. খর্চ্]।

তগর—বি. টগরফুল বা তাহার গাছ। [সং.]।

তগাবি—বি. জমির উন্নতিকল্পে কৃষককে সরকারপ্রদত্ত ঋণ, কৃষিঋণ। [আ. তকাবী]।

তঙ্কা—বি. টাকা। [সং. টঙ্ক]।

তচনচ, তছনছ—অব্য. বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, সম্পূর্ণ নষ্ট। [তু. হি. তহস্‌নহস্]।

তছরুপ, তছরূপ—তসরুফ-এর রূপভেদ।

তছু—সর্ব. (ব্রজ.) তাঁহার ('তছু পায়ে মঝু পরণাম' : গো. দা.)। [সং. তস্য]।

তজবিজ, তজবীজ—বি. বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত, রায় ; খোঁজখবর ও পরীক্ষা ; বন্দোবস্ত ; ব্যবস্থা ; কার্যপ্রণালী। [আ. তজ্‌বীজ্]।

তজ্জনিত—বিণ. তাহা হইতে প্রসূত বা উৎপন্ন। [সং. তৎ+জনিত]।

তজ্জন্য—অব্য. সেই কারণে, সেই হেতু। [সং. তৎ+জন্য]।

তজ্জাত, তজ্জ—বিণ. তাহা হইতে প্রসূত, তজ্জনিত। [সং. তৎ+জাত]।

তঞ্চক—বিণ. বঞ্চনাকারী, ঠগ। [সং. √তঞ্চ (সঙ্কোচন) +অক (র্তৃ)]। বি. **~তা**—চাতুরী, প্রতারণা।

তঞ্চন—বি. সঙ্কোচন ; (রসা) তরল পদার্থের ঘন পিণ্ডাকারে পরিণতি, coagulation (তঞ্চন দ্বারা দুগ্ধ হইতে ছানা বা দধি হয়) [বি. প.]। [সং. √তঞ্চ(সঙ্কোচন)+ অন (ভা)]।

তঞ্চিত—বিণ. সংকোচিত ; তঞ্চন করা হইয়াছে এমন। [সং. √তঞ্চ্‌+ণিচ্‌+ত (র্ম)]।

তট—বি. তীর, কূল (সমুদ্রতট) ; স্থূল উচ্চক্ষেত্র দেহের অংশবিশেষ (কটিতট, ললাটতট) ; সানুদেশ, পর্বতো-পরিস্থ সমতলভূমি (গিরিতট)। [সং. √তট্‌+অ]।

তটস্থ১—বিণ. ব্যস্তসমস্ত, শশব্যস্ত, বিচলিত (ভয়ে তটস্থ)। [সং. ত্রস্ত]।

তটস্থ২—বিণ. তীরে অবস্থিত ; সমীপস্থ ; নিরপেক্ষ,

উদাসীন, নির্লিপ্ত ('তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম' : চৈ. চ.)। [সং. তট+স্থা+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) তটস্থা। **তটস্থ লক্ষণ**—(দর্শ.) ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টিরূপ বাহ্য লক্ষণ ; ইহাতে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় না। **তটস্থা শক্তি**—(দর্শ.) ভগবান্ যে শক্তিবলে জীব সৃষ্টি করেন, জীব-শক্তি।

তটাক, তটাগ—তড়াগ-এর রূপভেদ।

তটিনী—বি. নদী। [সং. তট+ইন্+ঈ]।

তড়কা—বি. শিশুদের অঙ্গ-আক্ষেপমূলক রোগবিশেষ, ধনুষ্টঙ্কার-রোগ। [তু. হি. তড়কনা]।

তড়তড়—অব্য. অতিদ্রুত (তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামা) ; বৃষ্টিপাতের শব্দ। [ধ্বন্যাত্মক শব্দ]।

তড়পা—ক্রি. তড়পান। [তু. হি. তড়পনা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. লাফান ; আস্ফালন করা ; অতিরিক্ত ক্রোধে বা উত্তেজনায় অস্থিরতা প্রকাশ করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। বি. **তড়পানি**—তড়পানর ভাব।

তড়বড়—অব্য. অতিরিক্ত ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়াসূচক (তড়বড় করে বলা)। [দেশী]। ক্রি. **তড়বড়া**—তড়বড়ান। **তড়বড়ান, তড়বড়ানো**—(১) ক্রি. তড়বড় করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **তড়বড়ানি**—তড়বড় করার ভাব। বিণ. **তড়বড়ে**—তড়বড় করে এমন।

তড়াক্—অব্য. হঠাৎ লাফ বা লাফের বেগসূচক (তড়াক্ করে লাফ দেওয়া)। [দেশী]।

তড়াগ—বি বড় ও গভীর পুকুর, দীঘি। [সং. তট+√অক, √অগ্ (কুটিল গতি)+অ (র্তৃ)]।

তড়িঘড়ি—ক্রি-বিণ. তাড়াতাড়ি, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে। [দেশী]।

তড়িচ্চালক—বিণ. বিদ্যুৎ-প্রবাহক, electromotive [বি. প.]। [সং. তড়িৎ+চালক]।

তড়িচ্চুম্বক—বি তড়িৎ-প্রবাহদ্বারা চৌম্বক শক্তি দান করা হইয়াছে এমন লৌহখণ্ড, electromagnet [বি. প.]। [সং. তড়িৎ+চুম্বক]।

তড়িৎ—বি. বিদ্যুৎ। [সং.]। বি. **তড়িৎ-শিখা**—বিদ্যুৎ-ঝলক, বিদ্যুতের চমকানি।

তড়িত্বান্, (-ত্বৎ), তড়িদ্গর্ভ—বি. মেঘ। [সং. তড়িৎ+বৎ, গর্ভ]। **তড়িদ্গতি**—বি. বিদ্যুতের গতি বা অবিরাম প্রবাহ ; (গৌণ অর্থে) অতি দ্রুত গতি। **তড়িদ্দাম**—বি. বিদ্যুতের রেখা।

তড়িদ্দ্বার—বি. বৈদ্যুতিক তারের উভয় প্রান্ত, electrode [বি. প.]। [সং. তড়িৎ+দ্বার]।

তড়িদ্বিশ্লেষণ—বি. তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ, electrolysis [বি. প.]। [সং. তড়িৎ+বিশ্লেষণ]।

তড়িদ্বীক্ষণ—বি. যে যন্ত্রে তড়িৎ-প্রবাহ ধরা পড়ে। [সং. তড়িৎ+বীক্ষণ]।

তড়িল্লতা—বি. লতাকৃতি বিদ্যুৎ। [সং. তড়িৎ+লতা]।

তড়িল্লেখা—বি. রেখাকার বিদ্যুৎ। [সং. তড়িৎ+লেখা]।

তণ্ডুল—বি. চাউল। [সং.]।

তত১—(১) বিণ. বিস্তৃত, ব্যাপ্ত (তু. আতত সতত ইত্যাদি)। (২) বি. তন্তুনির্মিত বীণাদি বাদ্য (ততযন্ত্র—বীণা সারঙ্গী ইত্যাদি)। [সং. √তন্+ত (র্ম)]।

তত২—অব্য. সেই পরিমাণ (যত চাও তত টাকা দিব) : সেই অনুপাতে (যত হাসি তত কান্না) ; তেমন, সেই রকম, আশানুরূপ (বইখানা তত ভাল নয়)। [সং. ততি]। ক্রি-বিণ. **~ক্ষণ**—ততখানি সময়, সেই পর্যন্ত (যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ থাকো) ; সে সময়ের মধ্যে (ততক্ষণ সে পৌঁছে যাবে)। ক্রি-বিণ. **~হি, ~হিঁ**—(ব্রজ.) তাহাতে ('ততহিঁ বয়ান পুছন্ত' : বিদ্যা.)।

ততঃ (-তস্)—ক্রি-বিণ. তারপর, অতঃপর। [সং. তদ্+তস্]। **ততঃ কিম্**—তারপর কি ?

ততোধিক—বিণ. তাহার অপেক্ষা বেশী। [সং. ততঃ+অধিক]।

তৎ (তদ্)—সর্ব. সে, তিনি ; সেই, তাহা। [সং. √তন্+অদ্ (র্তৃ)]। বি. **~কাল**—সেই সময় কাল বা যুগ। বিণ. **~কালীন**—সেই সময়কার, তদানীন্তন। অব্য. ক্রি-বিণ. **~ক্ষণাৎ**—সেই মুহূর্তে, অবিলম্বে। **~পর**—(১) ক্রি-বিণ. তারপর, তদনন্তর। (২) বিণ. পটু, দক্ষ ; যত্নবান্, ব্যগ্র ; উদ্যমী, সচেষ্ট ; সতর্ক। বি. **~পরতা**—পটুতা ; প্রযত্ন ; সচেষ্টতা ; সতর্কতা। বিণ. **~পরায়ণ**—তাহাতে মনোযোগী বা অত্যন্ত আসক্ত। বি. **~পরায়ণতা**। বি. **~পুরুষ**—পরমপুরুষ, ভগবান্ ; (ব্যাক.) সমাসবিশেষ : ইহাতে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় এবং প্রায়শঃ পরপদের প্রাধান্য হয় (যেমন—গৃহ হইতে আগত=গৃহাগত ; রাজার পুত্র=রাজপুত্র ; গাছে পাকা=গাছপাকা)। বিণ. **~সংক্রান্ত**—সেই সম্পর্কিত। বিণ. **~সদৃশ**—তাহার ন্যায়, তত্তুল্য, তদ্রূপ। বিণ. **~সম**—তৎসদৃশ ; (ব্যাক.) সংস্কৃত হইতে গৃহীত এবং বাঙ্গালাভাষায় অবিকৃতরূপে প্রচলিত (তৎসম শব্দ—যেমন, কৃষ্ণ, বিদ্যা ইত্যাদি)। বিণ. **~স্থলাভিষিক্ত**—তাহার পদে নিযুক্ত বা অধিষ্ঠিত ; তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ ; তাহার বদলী। বিণ. **~স্বরূপ**—তৎসদৃশ।

তত্তাবৎ—অব্য. সেই সমস্ত, সেই সমুদয়। [সং. তৎ+তাবৎ]।

তত্তুল্য—বিণ. তাহার ন্যায়, সেই প্রকার, তদনুরূপ। [সং. তৎ+তুল্য]।

তত্ত্ব—বি. যাথার্থ্য, স্বরূপ, সত্য, তথ্য (তত্ত্বদর্শী) ; ব্রহ্ম (তত্ত্বজ্ঞান) ; সুসম্বদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান (প্রাণিতত্ত্ব) ; সাংখ্যমতে চব্বিশটি মূল পদার্থ ('চতুর্বিংশতি তত্ত্ব') ; পারমার্থিক জ্ঞান (তত্ত্বকথা) ; অনুসন্ধান, খোঁজ (তত্ত্ব লওয়া) ; দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, theory। (বাং.) উপঢৌকন (পূজার তত্ত্ব)। [সং. তদ্+ত্ব (ভা)]। ক্রি. **তত্ত্ব করা**—খোঁজ লওয়া ; কুটুম্বগৃহে লোকাচার অনুযায়ী উপঢৌকনাদি পাঠানো। বি. **~চিন্তা**—ব্রহ্মসম্বন্ধে চিন্তা ; দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তা। বি. **~জিজ্ঞাসা**—তত্ত্বজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা, ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রশ্ন। বিণ. **~জিজ্ঞাসু**—তত্ত্বজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, ব্রহ্ম-

জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক। বিণ. ~জ্ঞ—তত্ত্ব জানে এমন; ব্রহ্মজ্ঞ; স্বরূপজ্ঞ; দর্শনশাস্ত্রবিদ্। বি. ~জ্ঞান—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান; ধর্মজ্ঞান: প্রকৃত জ্ঞান। বিণ. ~জ্ঞানী (-নিন্)—ব্রহ্মজ্ঞানী; দার্শনিক। অব্য. ~তঃ—যথার্থ, নিঃসন্দেহে (তত্ত্বতঃ কিছুই জানি না)। বি. ~তল্লাস, ~তাবাস—খোঁজখবর ও লৌকিকতা। [সং. তত্ত্ব+ আ. তলাশ (> তাবাস)]। বিণ. ~দর্শী (-র্শিন্)—তত্ত্বজ্ঞানী; জ্ঞানী, বিচক্ষণ; স্বরূপদর্শী। বি. ~দর্শিতা। বিণ. ~বিৎ (-দ্)—তত্ত্বজ্ঞানী; তথ্য জানে এমন। বি. তত্ত্বানুসন্ধান—বি. তথ্যের খোঁজ; ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের চেষ্টা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা; প্রকৃত অবস্থা জানিবার চেষ্টা। বিণ. তত্ত্বানুসন্ধায়ী (-য়িন্)—তত্ত্বানুসন্ধান করে এমন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। বি. তত্ত্বাবধান—(প্রতিষ্ঠানাদির) পরিচালনা বা খোঁজখবর লওয়া, অধ্যক্ষতা; (ব্যক্তির বা বস্তুর) রক্ষণাবেক্ষণ। বিণ. বি. তত্ত্বাবধায়ক—তত্ত্বাবধানকারী। বিণ. বি. তত্ত্বাবধারক—প্রকৃত সত্য নির্ণয়কারী। বি. তত্ত্বাবধারণ—প্রকৃত তত্ত্ব বা তথ্য নির্ধারণ। বি. তত্ত্বালোচনা—তত্ত্বজ্ঞানচর্চা; দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে অনুশীলন। বিণ. তত্ত্বীয়—তত্ত্ববিষয়ক; মতবাদবিষয়ক; সিদ্ধান্তসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ প্রয়োগসম্বন্ধীয় নহে), theoretical।

তত্র—অব্য. ক্রি-বিণ. সেখানে, তথায়; (প্রাদে.) তেমন, তত (যত্র আয় তত্র ব্যয়)। [সং. তদ্+ত্র]। বিণ. ~ত্য, ~স্থ—সেস্থানের, সেখানকার। অব্য. ক্রি-বিণ. তত্রাপি—সেক্ষেত্রেও, তবুও।

তথা—অব্য. সেই স্থান, সেখান (তথা হইতে, তথাকার); সেইস্থানে, সেখানে ('যেথায় চলেছ, যাও তুমি তথা'); সেই রকম, তেমন (যথা আয় তথা ব্যয়); উদাহরণস্বরূপ (তথা রামায়ণে); এবং, অপিচ, আরও, এমনকি (সমগ্র বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ)। [সং. তদ্+থা]। বিণ. ~কথিত—উক্ত নামে পরিচিত (কিন্তু উহার এই নামের যথার্থতা বা যোগ্যতা সন্দেহের বিষয়)। বিণ. ~কার—সেখানকার। ~গত—(১) বি. (যিনি তথা অর্থাৎ সেইরূপে নির্বাণ গত অর্থাৎ প্রাপ্ত) যাহাতে পুনর্জন্ম না হয় এরূপে নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বুদ্ধদেব। (২) বিণ. সেইপ্রকারে গত বা আগত। অব্য. ~চ, ~পি—তবুও; তাহা সত্ত্বেও। বিণ. ~বিধ—সেই রকম, তাদৃশ। বিণ. ~ভূত—তদবস্থ, সেই অবস্থা প্রাপ্ত; সেইভাবে উৎপন্ন বা জাত। অব্য. ~য়—সেখানে। অব্য. তথাস্তু—তাহাই হউক।

তথি—অব্য. (প্রা. বাং.) সেখানে; তাহাতে; ও, অপিচ ('গোবিন্দদাস তথি পূরল ইহ রস ওর': গো. দা.)। [সং. তত্র]।

তথৈব—অব্য. (অপ্র.) সেই প্রকারই। [সং. তথা+ এব]।

তথৈবচ—অব্য. (ব্যঙ্গে) সেইপ্রকারই (তুমিও তথৈবচ); প্রকৃত প্রস্তাবে তেমন নাই (তাহার বিদ্যা নাই, বুদ্ধিও তথৈবচ)। [সং. তথা+এব+চ]।

তথ্য—(১) বি. যাথার্থ্য, জ্ঞাতব্য বিষয়, আসল কথা, ঠিক খবর (তথ্যসংগ্রহ); সত্য (বৈজ্ঞানিক তথ্য), fact। (২) বিণ. যথার্থ, প্রমাণিত, অবিসংবাদী (তথ্যবচন)। [সং. তথা+য (ভবার্থে)]। বিণ. ~বাহী (-হিন্)—জ্ঞাতব্যবিষয়পূর্ণ। বিণ. ~ভাষী (-ষিন্), ~বাদী (-দিন্)—সত্যবাদী। বি. তথ্যানুসন্ধান—পরীক্ষা বা তদন্তের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব জানার চেষ্টা। বিণ. তথ্যাভিজ্ঞ—প্রকৃত ব্যাপারের জ্ঞানসম্পন্ন।

তদতিরিক্ত—বিণ. তাহার চেয়ে বেশী; তাহা ছাড়া। [সং. তদ্+অতিরিক্ত]।

তদনন্তর—ক্রি-বিণ. তারপর, অতঃপর। [সং. তদ্+ অনন্তর]।

তদনুগ, তদনুগামী (-মিন্), **তদনুবর্তী** (-তিন্), **তদনুসারী** (-রিন্)—বিণ. তাহার অনুসরণকারী; তদ্রূপ, সেই রকম; সেই বা তাহার পথ বা মত অবলম্বনকারী। [সং. তদ্+অনুগ, অনুগামী, অনুবর্তী, অনুসারী]। ক্রি-বিণ. তদনুসারে—সেই প্রণালীতে, তাহা মানিয়া, সেই নির্দেশানুযায়ী।

তদনুযায়ী (-য়িন্)—(১) বিণ. তদনুগামী তদ্রূপ। (২) (বাং.) ক্রি-বিণ. তদনুসারে (তদনুযায়ী করা)। [সং. তদ্ +অনুযায়িন্]।

তদনুরূপ—(১) বিণ. সেইরূপ, তাদৃশ; তাহার ন্যায়, তত্তুল্য। (২) (বাং.) ক্রি-বিণ. সেইরূপে, তদনুসারে (তদনুরূপ করা)। [সং. তদ্+অনুরূপ]।

তদনুসারী, তদনুসারে—তদনুগ দ্রঃ।

তদন্ত—বি. তাহার শেষ; স্বরূপ-নির্ণয়, প্রকৃত অবস্থা বা ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান, খোঁজ। [সং. তদ্+অন্ত]।

তদন্য—বিণ তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন। [সং. তৎ+ অন্য]।

তদবধি—ক্রি-বিণ. সেই সময় বা ঘটনার পর হইতে; (বিরল) সেই সময় পর্যন্ত। [সং. তৎ+অবধি]।

তদবস্থ—বিণ. সেই অবস্থা প্রাপ্ত; সেই অবস্থায় অবস্থিত। [সং. তদ্+অবস্থা]।

তদবির, তদ্‌বীর—বি. দেখাশুনা বা পরিচালনা; প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলম্বন (মকদ্দমার তদবির করা); উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা, যোগাড়যন্ত্র (চাকরির তদবির করা)। [আ. তদ্‌বীর্]। বি. বিণ. ~কারক—যে তদবির করে।

তদর্থ—(১) ক্রি-বিণ সেই জন্য, সেই কারণে, তন্নিমিত্ত। (২) বি. তাহার মানে। [সং. তদ্+অর্থ]। বিণ. ~ক—এই উদ্দেশ্যে বিহিত; বিশেষ, ad hoc [স. প.]। ক্রি-বিণ. তদর্থে—সেই জন্য সেই কারণে, তন্নিমিত্ত।

তদা—অব্য. সেই সময়ে, সেকালে, তাহা হইলে। [সং. তদ্+দা]।

তদাত্মা (-ত্মন্)—বিণ. তৎস্বরূপ, তাহার সহিত অভিন্ন। [সং. তদ্+আত্মন্]। বি. তাদাত্ম্য—তৎস্বরূপতা, অভেদ।

তদানীং (-নীম্)—অব্য. সেই সময়ে, সেকালে, তখন। [সং. তদ্+দানীম্]।

তদানীন্তন—বিণ. তৎকালীন, তখনকার (তদানীন্তন ব্যবস্থা, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী)। [সং. তদানীম্+তন]।

তদারক—বি. তদন্ত, অনুসন্ধান (ডাকাতির তদারক করা); তত্ত্বাবধান, দেখাশুনা (সম্পত্তি তদারক করা)। [আ. তদারুক্]।

তদীয়—বিণ. তাহার, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধীয় (তদীয় তনয়)। [সং. তদ্+ঈয়]।

তদুপরি—অব্য. ক্রি-বিণ. তাহার উপর। [সং. তদ্+উপরি]।

তদুপলক্ষে, তদুপলক্ষ্যে—ক্রি-বিণ. সেই প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে। [সং. তদ্+উপলক্ষে]।

তদেক—বিণ. তাহার সহিত এক বা অভেদ বা অভিন্ন, সেই একমাত্র, অনন্য (তদেকশরণ)। [সং. তদ্+এক]। বিণ **~চিত্ত**—তদ্গতচিত্ত।

তদ্গত—বিণ. (তাহাতে) অভিনিবিষ্ট বা নিমগ্ন; একাগ্র। [সং. তদ্+গত]। বিণ. **~চিত্ত**—অনন্যমনা, তন্ময়।

তদ্দণ্ডে—ক্রি-বিণ. সেই মুহূর্তে, তৎক্ষণাৎ। [সং. তদ্+দণ্ড]।

তদ্দরুন—ক্রি-বিণ. সেইজন্য। [সং তদ্+ফা. দরুন]।

তদ্দিন—**তত্তদিন**-এর কথ্য রূপ।

তদ্দ্বারা—সর্ব. তাহার দ্বারা। [সং. তদ্+বাং. দ্বারা]।

তদ্ধিত—বি. (ব্যাক.) শব্দের উত্তর বিহিত প্রত্যয়—যাহার যোগে অন্য শব্দ উৎপন্ন হয় (যেমন, দশরথ+ই=দাশরথি; দুরন্ত+পনা=দুরন্তপনা; গুরু+গিরি=গুরুগিরি)। [সং. তদ্ (সেই অর্থাৎ মূল শব্দে)+হিত (উপযুক্ত)]।

তদ্বৎ—অব্য. সেই রকম, তত্তুল্য। [সং. তদ্+বৎ]।

তদ্বিধ—বিণ. সেইপ্রকার। [সং. তদ্+বিধা]।

তদ্বির—**তদবির**-এর বানানভেদ।

তদ্বিষয়ক—বিণ. সেই বা তাহার বিষয় সম্বন্ধীয়। [সং তদ্+বিষয়+ক]।

তদ্ব্যতিরিক্ত, তদ্ব্যতীত—(১) বিণ. তদ্ভিন্ন, তাহার অতিরিক্ত, সে বা তাহা ছাড়া অন্য বা পৃথক্ (তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু, তদ্ব্যতীত কেহ)। (২) ক্রি-বিণ. তাহা ছাড়া, তদ্ব্যতিরেকে (তদ্ব্যতিরিক্ত জানি না)। [সং. তদ্+বি+অতিরিক্ত, অতীত]।

তদ্ভব—বিণ. তাহা হইতে উৎপন্ন; (ব্যাক.) সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমশঃ পরিবর্তিতরূপে প্রচলিত (তদ্ভব শব্দ—যথা, বাং. হাত<প্রাকৃ. হত্থ<সং হস্ত)। [সং. তদ্+সং. √ভূ+অ]।

তদ্ভাব—বি. সেই বা তাহার বিশেষ ভাব অর্থাৎ প্রকৃতি ধর্ম অবস্থা বা সত্তা; তদ্বিষয়ক ভাবনা বা চিন্তা। [সং. তদ্+ভাব]। বিণ. **তদ্ভাব-ভাবিত, তদ্ভাবাপন্ন**—সেই বা তাহার ভাবপ্রাপ্ত; তদবস্থ।

তদ্ভিন্ন—ক্রি-বিণ. তাহা ছাড়া। [সং. তদ্+ভিন্ন]।

তদ্রূপ—(১) বিণ. সেইরূপ, তত্তুল্য। (২) ক্রি-বিণ. সেই প্রকারে বা ভাবে, তদনুসারে (তদ্রূপ করা)। [সং. তদ্++রূপ]।

তনখা—বি. বেতন। [ফা. তনখোআহ্]।

তনয়—বি. পুত্র, ছেলে। [সং. √তন্ (=বিস্তার)+অয় (র্ত্)]। বি. (স্ত্রী.) **তনয়া**—কন্যা, মেয়ে।

তনাদি—বি. (ব্যাক.) সংস্কৃত ধাতুর গণবিশেষ।—তন্ প্রভৃতি ধাতু। [সং. তন্+আদি]।

তনিমা (-মন্)—বি. (শরীরের) মনোরম কৃশতা, সূক্ষ্মতা। [সং. তনু+ইমন্]।

তনু, তনূ—(১) বি. দেহ, মূর্তি। (২) বিণ. সুন্দর ও কৃশ, কমনীয় (তনুদেহ, তন্বঙ্গী)। [সং. √তন্+উ, ঊ]। বি. **~চ্ছদ, ~ত্র, ~ত্রাণ**—বর্ম, সাঁজোয়া। বি. **~জ**—তনয়,পুত্র। বি. (স্ত্রী.) **~জা**—কন্যা। বি. **~তা**—কৃশতা, সূক্ষ্মতা, কোমলতা। বি. **~ত্যাগ**—দেহত্যাগ, মৃত্যু। **~মধ্যা**—(১) বিণ. বি. (স্ত্রী.) ক্ষীণকটিবিশিষ্টা নারী। (২) বি. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বি. **~রুচি**—দেহের কান্তি। বি. **~রুহ**—(দেহ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়) লোম; পাখির পালক; পুত্র বা কন্যা। বি. **তনুদ্ভব**—তনু হইতে উদ্ভূত হয় যে বা যাহা, পুত্র। বি. (স্ত্রী.) **তনুদ্ভবা**—কন্যা। বি. **তনূনপাৎ**—অগ্নি।

তন্তু—বি. সুতা; আঁশ; তাঁত; gut। [সং. √তন্+তু (র্ম)]। বি. **~কীট**—গুটিপোকা silkworm। বি. **~নাভ**—মাকড়শা, ঊর্ণনাভ। বি. **~বায়, (অপ্র.) ~বাপ**—তাঁতী। [সং. তন্তু+√বে, √বপ্ (=বয়ন), অ (র্তৃ)]।

তন্ত্র—(১) বি. সাধনপ্রণালী-প্রধান শাস্ত্রবিশেষ; শিব-শক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বা উপাসনা-বিধি; আগম, নিগম, বেদের শাখাবিশেষ, রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি (প্রজাতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র); বিদ্যা বা শাস্ত্র (চিকিৎসাতন্ত্র)। সাধন-প্রণালী; পন্থা, পথ, প্রাধান্য, মতবাদ (বস্তুতন্ত্র, জড়তন্ত্র); সিদ্ধান্ত, অধ্যায়, পরিচ্ছেদ (পঞ্চতন্ত্র); মন্ত্রবিদ্যা, ঝাড়-ফুঁক; তাঁত, বয়নযন্ত্র; পশুর অন্ত্র; তার (বীণাতন্ত্র)। (২) বিণ. অধীন, আয়ত্ত (রাজতন্ত্র শাসন); প্রধান (স্বতন্ত্র)। [সং.]। বি. **~ধারক, ~ধারী**—ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠানে যে ব্রাহ্মণ পুঁথি দেখিয়া পুরোহিতকে সাহায্য করে বা কর্মকর্তাকে মন্ত্রপাঠ করায়। বি. **তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়**—**তন্তুবায়** দ্রঃ।

তন্ত্রী$_1$—বি. বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের তার; বীণা। [সং. √তন্ত্র্+ঈ (ণে)]।

তন্ত্রী$_2$ (-ন্ত্রিন্)—বিণ. তার-যুক্ত (তন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র); সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত (শৈবতন্ত্রী, নব্যতন্ত্রী), কোন পন্থা, মতবাদ, নীতি বা প্রণালী মানিয়া চলে এমন (সমাজ-তন্ত্রী রাজ্য)। [সং. তন্ত্র+ইন্]।

তন্দুর—বি. পাউরুটি প্রভৃতি সেঁকিবার উনানবিশেষ। [উ. তন্দুর<ফা. তনুর]।

তন্দ্রা—বি. নিদ্রার আবেশ, অবসাদ, পাতলা ঘুম। [সং. তন্দ্র্+অ (ভা)+আ]। বি. **~বেশ**—ঘুমের ঝোঁক। বিণ. **~লু, তন্দ্রিত**—ঘুমাইতে চাহে এমন; তন্দ্রাবেশ-যুক্ত, তন্দ্রাবিষ্ট, আলস্যযুক্ত।

তন্নতন্ন—ক্রি-বিণ., অব্য. পুঙ্খানুপুঙ্খ, পাতিপাতি (তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা, তন্নতন্ন করিয়া দেখা)। [সং. তদ্+ন+তদ্+ন]।

তন্নিবন্ধন—ক্রি-বিণ. সেজন্য, সে-কারণ। [সং. তৎ+নিবন্ধন]।

তন্মনস্ক, তন্মনাঃ, (চলিত) **তন্মন, তন্মনা**—বিণ. তদ্গতচিত্ত, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট (তন্মনা হইয়া লেখা)। [সং. তদ্+মনস্, মনস্ক, মনা]।

তন্ময়—বিণ (অন্য সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া) বিশেষ একটি ব্যাপারে একাগ্রচিত্ত, তদ্গতচিত্ত, কোন একটি বিষয়ে যে তাহার মনকে সংলগ্ন করে। (তন্ময় হইয়া দেখা, পড়া বা পূজা)। [সং. তদ্+ময়]। বি. **~তা, ~ত্ব**।

তন্মাত্র১—(১) অব্য. ক্রি-বিণ কেবল সেইটুকুই (তন্মাত্র দেখিয়াছি)। (২) অব্য. ক্রি-বিণ কেবল তৎপরিমাণ (তন্মাত্র বস্তু)। [সং. তদ্+মাত্র]।

তন্মাত্র২—বি. (সাংখ্যদর্শনে) ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি সূক্ষ্ম অমিশ্র ভূতপঞ্চক ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ : পঞ্চভূতের এই গুণপঞ্চক। [সং. তদ্+মাত্রা]।

তন্বঙ্গী, তন্বী—বিণ. (স্ত্রী.) একহারা বা কৃশ দেহবিশিষ্টা, তনুদেহধারিণী, সুন্দরী। [সং. তনু+অঙ্গ+ঈ ; তনু+ঈ]।

তপঃ (-পস্), (চলিত) **তপ**—বি. কোন সঙ্কল্পসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা, যোগ, ব্রত (জপ-তপ)। [সং. √তপ্+অস্ (ণে)]। **তপস্যা** দ্রঃ। বি. **~ক্লেশ**—তপস্যাজনিত কষ্ট। বি. **~প্রভাব, তপোবল**—তপস্যাদ্বারা অর্জিত শক্তি ; যোগবল।

তপতী—বি. সূর্যপত্নী ছায়া ; সূর্যের কন্যা ; তাপ্তীনদী। [সং. √তপ্+অৎ+ঈ]।

তপন—বি. সূর্য ; গ্রীষ্মকাল। [সং. √তপ্+অন (র্তৃ)]। বি. **~তনয়**—যমরাজ ; শনিদেব ; মহাভারতের কর্ণ। বি. **~তনয়া**—যমুনানদী ; শমীবৃক্ষ।

তপনীয়—(১) বিণ. উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, দহনীয়, উত্তপ্ত করা উচিত বা সম্ভব এমন। (২) বি. স্বর্ণ। [সং. √তপ্+অনীয়]।

তপশ্চরণ, তপশ্চর্যা, তপশ্চারণ—বি. তপস্যা। [সং. তপস্+চরণ (=আচরণ, অনুষ্ঠান), চর্যা, চারণ]।

তপসি, তপসী, (কথ্য) **তপসে**—বি. ছোট মাছবিশেষ। [সং. তপস্বী]।

তপসিল—**তফসিল**-এর রূপভেদ।

তপস্যা—বি. তপ ; পাপক্ষয়, স্বর্গলাভ, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি কোন মহৎ উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা। [সং.]।

তপস্বী (-স্বিন্)—বিণ. বি. যিনি সংসারত্যাগপূর্বক অরণ্যবাসী হইয়া কঠোর নিয়মে দেবতার আরাধনা করেন, তাপস, মুনি, যোগী ; (সং.) অনুকম্পার পাত্র তপসে মাছ। [সং. তপস্+বিন]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **তপস্বিনী**।

তপাস—**তাবাস**-এর অপ্র. রূপ।

তপোধন, তপোনিধি—বি. তপস্যাই যাহার সম্পদ্, তপস্বী, মুনি, ঋষি। [সং. তপস্+ধন, নিধি]।

তপোবন—বি. তপস্যার সহায়ক বন ; উক্ত বনমধ্যে মুনিদের আশ্রম। [সং. তপস্+বন]।

তপোবল—**তপঃ** দ্রঃ।

তপোভঙ্গ—বি. তপশ্চর্যায় বিঘ্ন, তপস্যায় ব্যাঘাত ; তপস্যা বা ধ্যানের অবসান। [সং. তপস্+ভঙ্গ]।

তপোমূর্তি—বি. তপস্যা বা ধ্যানই যাহার মূর্তি, পরমেশ্বর ; তপস্বী। [সং. তপস্+মূর্তি]।

তপোলোক—বি. পুরাণে বর্ণিত সপ্ত ভুবনের অন্যতম, 'জন'-লোকের ঊর্ধ্বে স্থিত। [সং. তপস্+লোক]।

তপ্ত—বিণ. তাপযুক্ত, গরম (তপ্ত বালুকা), রুষ্ট, উত্তেজিত (তপ্তকণ্ঠে), রোষে আরক্ত (তপ্ত আঁখি) ; অগ্নিদ্বারা শোধিত, পোড়-দেওয়া (তপ্তকাঞ্চন)। [সং. তপ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. **~কাঞ্চনসন্নিভ**—অগ্নিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণবিশিষ্ট)।

তফসিল, (বিরল) **তফসীল**—বি. বিবরণ, বিভাগ, তালিকা, Schedule। [আ. তফ্‌সীল]। **তফসিলী**—(১) বিণ. তফসিল-ভুক্ত। (২) বি. তফসিল-ভুক্ত সম্প্রদায়। **তফসিলী সম্প্রদায়**—সরকারী তফসিলে নির্দিষ্ট ভারতের অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়।

তফাত, তফাৎ—(১) বি. ব্যবধান বা ব্যবধানের পরিমাণ (দুই স্কুলের মধ্যে তিন ক্রোশ তফাত), দূরবর্তী স্থান (তফাতে বসা) ; প্রভেদ, পার্থক্য (তাহাতে আমাতে অনেক তফাত)। (২) বিণ. দূরগত (তফাত হওয়া) ; পৃথক্, আলাদা (তফাত করা)। [আ. তফাবৎ]।

তফিল—**তহবিল**-এর প্রাদে. রূপ।

তব১—সর্ব. (কাব্যে) তোমার ('তব শুভ আশিস মাগে')। [সং.]।

তব২—অব্য. (ব্রজ.) তখন ; তবে, তাহা হইলে ('তব গাওই দুহুঁ মেলি' : বৈষ্ণবদাস)। [হি. তব]। অব্য. **~হি, ~হিঁ**—তৎক্ষণাৎ, তখনই ; তবেই ('তৈখনে রোখ তবহিঁ পরসাদ' : গো. দা.) ; অব্য. **~হু, ~হুঁ**—(ব্রজ.) তথাপি, তবুও ('তবহুঁ মনোরথ পুর' : রাধা.)।

তবক১—বি. সোনা বা রূপার পাত (তবকে মোড়া খিলি) ; পাত (সোনার তবক) ; স্তর, থাক (তবকে সাজান কাপড়)। [আ.]।

তবক২—বি. বন্দুক ('মুটকির তেজ যেন তবকের গুলি' : ক. ক.)। [তুর. তোপক্ ; তুপক্]। বি. **তবকী**—তবকধারী, বন্দুকধারী যোদ্ধা গোলন্দাজ সৈন্য। [তুর. তুপক্‌চী]।

তবর্গ—বি. ত থ দ ধ ন : এই পাঁচটি বর্ণ। [ত১+বর্গ]।

তবরুক—বি. প্রসাদ। [আ.]।

তবল—বি. কুড়ুল। [ফা. তবর্]। বি. **~দার**—কুড়ুল দিয়া যে কাঠ কাটে ; কাঠুরিয়া।

তবলচী—বি. তবলাবাদক। [আ তবলা+তুর. চী]।

তবলা—বি. একদিকে চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [আ. তব্‌লা]।

তবহিঁ, তবহি, তবহু, তবহুঁ—**তব২** দ্রঃ।

তবিয়ত, তবিয়ৎ—বি. স্বাস্থ্য, শারীরিক অবস্থা ; মেজাজ। [আ. তবীঅৎ]।

তবিল, তবিলদারি—যথাক্রমে **তহবিল** ও **তহবিলদারি**-র কথ্য রূপ।

তবু, তবুও—অব্য. তথাপি, তাহা সত্ত্বেও, তাহা হইলেও

('দেখিতে না পাও যদি তবু মনে রেখো')। [তু. ম. বাং. তবহুঁ]।
তবে—অব্য. তাহা হইলে (যদি সে যায়, তবে আমি যাব না); অতঃপর (তবে আসি); তারপর (আগে অভাবে পড়, তবে পয়সা চিনবে); কিন্তু, পক্ষান্তরে (করতে বলি না, তবে যদি কর, বারণ করব না); আক্রমণাত্মক হুঙ্কার (তবে রে)। [হি. তব্+বাং. এ]।
তম১—বি. তমোগুণ; অন্ধকার; রাহু। [সং. √তম্+অ (ণে)]।
-তম২—সংখ্যার পূরক বা ভাগসূচক প্রত্যয় (অশীতি-তম)। [সং. তমট্]। স্ত্রী. ~**তমী** (শততমী)।
-তম৩—তিন বা ততোধিক বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে একের উল্লেখ অথবা সর্বাধিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষসূচক প্রত্যয় (একতম, অন্যতম, বৃহত্তম, নীচতম)। [সং. তমপ—তু. তর]। স্ত্রী. ~**তমা** (বৃহত্তমা, ক্ষুদ্রতমা)।
তমঃ (-মস্)—বি. অন্ধকার; প্রকৃতির তৃতীয় বা নিকৃষ্টতম গুণ, তমোগুণ, তামসিক ভাব; মোহ (তমোমুক্ত মন), অজ্ঞান। [সং. √তম্+অস্ (ণে)]।
তমস—বি. অন্ধকার। [সং. √তম্+অস্ (ণে)]।
তমসা—বি. নদীবিশেষ: এই নদীতীরে বাল্মীকির কবিত্বলাভ ঘটিয়াছিল; (বিরল) অন্ধকার ('ঘন তমসা-ময়': রবীন্দ্র)। [সং.]।
তমসাচ্ছন্ন, তমসাবৃত—বিণ. অন্ধকারে ছাওয়া। [সং. তমসা (=তমঃ দ্বারা)+আচ্ছন্ন, আবৃত]।
তমসুক—বি. ঋণের দলিল, ঋণস্বীকারপত্র, খত। [আ. তমস্সুক]। **বন্ধকি** বা **বন্ধকী তমসুক**—বাঁধা রাখিবার খত, মর্টগেজের দলিল।
তমস্বিনী—(১) বিণ. অন্ধকারময়ী। (২) বি. অন্ধকার রাত্রি। [সং. তমস্+বিন্+ঈ]।
তমাদি—**তামাদি**-র রূপভেদ।
তমাম—**তামাম**-এর রূপভেদ।
তমাল—বি. কৃষ্ণবর্ণ গাবজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। [সং.]। বি. ~**ক**—সুষুনি শাক, তেজপাতা। বি. **তমালিকা, তমালিনী**—তমালবহুল স্থান, তমলুক; ভুঁই-আমলা। বিণ. **তমালী**—বরুণবৃক্ষ।
তমিস্র—(১) বি. অন্ধকার। (২) বিণ. অন্ধকারময়। [সং. তমস্+র, নি.]। **তমিস্রা**—(১) বি. ঘোর অন্ধকার রাত্রি, ঘোর অন্ধকার। (২) বিণ. অন্ধকারময়ী।
তমোগুণ—বি. প্রকৃতির তৃতীয় বা নিকৃষ্টতম গুণ, ইহার প্রধান লক্ষণ—অজ্ঞান, মোহ ইত্যাদি। [সং. তমস্+গুণ]।
তমোঘ্ন—(১) বিণ. অন্ধকার বা তমোভাব দূরকারী। (২) বি. অগ্নি; সূর্য; চন্দ্র; প্রদীপ; জ্ঞান। [সং. তমস্+√হন্+অ (র্তৃ)]।
তমোময়—বিণ. অন্ধকারপূর্ণ; তমোভাবে পূর্ণ। [সং. তমস্+ময়]।
তমোহর—**তমোঘ্ন**-এর অনুরূপ। [সং. তমস্+√হৃ+অ (র্তৃ)]।
তম্বি—বি. ভর্ৎসনা, তর্জন; জুলুম, তাড়না। [আ. তম্বীহ্]।
তম্বুর, তম্বুরা—বি. তানপুরা। [আ. তন্বুরহ্]।
তয়—বি. নিষ্পত্তি, সমাপ্তি; ভাঁজ, পাট (তয় করে রাখা)। [ফা. তহ্]।
তয়খানা—বি. (গ্রীষ্মকালে বাসের জন্য) ভূগর্ভস্থ কক্ষ। [ফা. তহ্খানা]।
তয়ফা—বি. নাচওয়ালির দল। [আ. তাইফহ্]।
তয়ের—**তৈয়ার**-এর প্রাদে. রূপ।
-তর১—দুই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষসূচক প্রত্যয় (ক্ষুদ্রতর, হীনতর); সাধারণভাবে আধিক্য বা আতিশয্যসূচক প্রত্যয় (ঘোরতর অবিচার, গুরুতর দুঃসংবাদ)। [সং. তরপ্—তু. -তম]।
তর২—বিণ. বিভোর, চুর (নেশায় তর); নেশায় চুর (মদ খেয়ে তর)। [ফা.]।
তর৩—বি. বিলম্ব (তর সয় না)। [<সং. ত্বরা—অর্থ-বিপর্যয়]।
তর৪, তরো—বিণ. প্রকারের, ধরনের (এমনতর লোক)। [আ. তরহ্]। বিণ. ~**তর**, ~**বেতর**—নানাপ্রকারের, হরেক রকম ('কত তর-বেতর খেলনা': ক. ক.)।
তর৫—বি. উত্তরণ, পারগমন, (দুস্তর)। [সং. √তৃ+অ (ভা)]। বি. ~**পণ্য**—পারানি, পার হইবার মাসুল। বি. ~**স্থান**—পার হইবার ঘাট, খেয়াঘাট।
তরওয়াল—বি. তরবারি। [সং. তরবারি]।
তরকারি—বি. আনাজ, ব্যঞ্জন রাঁধিবার ফলমূলাদি; ব্যঞ্জন (বিশেষতঃ শাক-আনাজ-ফলমূলাদির)। [ফা. তরহ্+তামি. কারি]।
তরক্ষু—বি. নেকড়ে বাঘ; হায়েনা। [সং.]।
তরঙ্গ—বি. (যাহা ঊর্ধ্ব ও বক্রভাবে গমন করে) ঊর্মি, বীচি, লহরী, জলের ঢেউ (তরঙ্গাহত নৌকা); যে-কোন কিছুর ঢেউ বা ঢেউয়ের ন্যায় প্রবাহ (চিন্তাতরঙ্গ, বায়ু-তরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ)। [সং. √তৃ+অঙ্গ (র্তৃ)]। বি. ~**ভঙ্গ**—ঢেউয়ের খেলা। বি. ~**মালা**—(মালার ন্যায় গ্রথিত) ঢেউয়ের পর ঢেউ। ক্রি. **তরঙ্গা**—তরঙ্গিত হওয়া বা করা। বিণ. **তরঙ্গাকুল**—অত্যন্ত ঢেউ বা তুফান উঠিয়াছে এমন। বি. **তরঙ্গাভিঘাত**—ঢেউয়ের ধাক্কা। বিণ. **তরঙ্গায়িত**—ঢেউ-খেলান, কুঞ্চিত। বি. **তরঙ্গিণী**—নদী, স্রোতস্বিনী। বিণ **তরঙ্গিত**—ঢেউয়ে পূর্ণ, ভঙ্গিমাপূর্ণ (স্নেহসমুদ্র তরঙ্গিত)। বিণ. **তরঙ্গিম**—(অপ্র.) তরঙ্গযুক্ত বা ভঙ্গিমাপূর্ণ ('অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম': গো. দা.)। বি. **তরঙ্গোচ্ছ্বাস**—(বড় বড়) ঢেউয়ের উত্থান-পতন।
তরজমা—বি. অনুবাদ, ভাষান্তর। [আ.]।
তরজা—বি. কবিগানজাতীয় লোকসঙ্গীতবিশেষ, যাহাতে দুইদল তৎক্ষণাৎ রচিত গান গাহিয়া পরস্পরকে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে। [আ. তর্জিহ্-বন্দ]।
তরণ—বি. পার হওয়া, উদ্ধার হওয়া ('ভবজলতরণে রাখহ চরণে': ভা. চ.); যদ্দ্বারা পার হওয়া যায় অর্থাৎ নৌকা, ভেলা ইত্যাদি; বাংলায় এই শব্দের বহুল প্রয়োগ হয়, উপসর্গ-যোগে: দ্র: উত্তরণ, বিতরণ, সন্তরণ, অবতরণ ইত্যাদি। [সং. √তৃ+অন]।

তরণি, তরণী—বি. যদ্দ্বারা পার হওয়া যায়, তরী, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি ; সূর্য। [সং. √তৃ + অনী, অনি (গে)]।

তরতম—(১) বিণ. ন্যূনাধিক, কমবেশি। (২) বি. (বাং.) ন্যূনাধিক, কমবেশি (চলিত ভাষায়) ; সাধারণতঃ 'তারতম্য' অর্থে ব্যবহৃত (দুয়ের মধ্যে কোন তরতম করা হয়নি)। [সং. তর + তম (প্র.)]।

তরতর১—তর৪ দ্রঃ।

তরতর২—অব্য. দ্রুত গতি বা স্রোতাদির বেগসূচক (তরতর ক'রে চলিয়া বা বহিয়া যাওয়া)। [দেশী]।

তরতাজা—বিণ. জীবন্ত, টাটকা (তরতাজা মাছ, তরতাজা খবর)। [ফা. তর্-ব-তাজা]।

তরতিব—বি. নিয়ম, ক্রম। [আ. তর্‌তীব]। বিণ. ~**ওয়ারি**—ক্রমানুযায়ী।

তরপণ্য—তর৫ দ্রঃ।

তরফ—বি. দিক্ (ডাহিনা বা ডান তরফ), পার্শ্ব, প্রান্ত ; পক্ষ (তার তরফে কিছু বলা) ; জমিদারের খাজনা আদায়ের মহাল (তরফ দেবীপুর) ; জমিদারির অংশ বা তাহার মালিক (বড় তরফ)। [আ. তরফ্]। বি. ~**দার**—তরফের খাজনা আদায়কারী গোমস্তা, তরফের বা পক্ষের লোক ; উপাধিবিশেষ। বিণ. **তরফা**—দিকের বা পক্ষের (একতরফা)।

তরবার, তরবারি—বি. অসি, তরোয়াল, খড়্গ, কৃপাণ। [সং.]।

তরমীম—বি. সংশোধন বা পরিবর্তন। [আ.]।

তরমুজ, (বিরল) **তরবুজ**—বি. ফুটিজাতীয় সরস ফলবিশেষ। [ফা. তর্‌বুজ]।

তরল—বিণ. পাতলা, জলের স্থায় দ্রব গলিত (তরল পদার্থ) ; বিগলিত, আর্দ্র (দয়ায় তরল হওয়া) ; চঞ্চল, অস্থির (তরলমতি) ; কম্পমান। [সং. √তৃ + অল (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **তরলা**। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**, **তারল্য**। বি. ~**লোচনা**—চঞ্চলনয়না নারী। বিণ. **তরলিত**—বিগলিত, কম্পিত ('তরলিতরত্নহারা' : ব. চ.)। বিণ. **তরলীকৃত**—তরল করা হইয়াছে এমন, গলান।

তরশু—ক্রি-বিণ. গত পরশুর পূর্বদিন ; আগামী পরশুর পরদিন। [<সং. তৎপরশ্বঃ]।

তরসা—অব্য. শীঘ্র, দ্রুত। [সং.]।

তরস্ত—বিণ. ব্যস্ত, তটস্থ। [সং. ত্রস্ত]।

তরস্থান—তর৫ দ্রঃ।

তরস্বান্ (-স্বৎ), **তরস্বী** (-স্বিন্)—বিণ. বেগবান্ ; বলবান্। [সং. তরস্ + বৎ, বিন্]। বিণ.(স্ত্রী.) **তরস্বতী, তরস্বিনী**।

তরা—(১) ক্রি. পার হওয়া ; উদ্ধার পাওয়া (কতজন তরে গেল) ; তরান। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। [বাং. √তরা <সং. √তৃ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. পার করা ; উদ্ধার করা (আমাকে কোনরকমে তরিয়ে দাও বা তরাও) ; এই অর্থে কাব্যে 'তরাও'র পরিবর্তে 'তারো' পদের প্রয়োগ দেখা যায় ('তারো তারো, হরি, দীনজনে' : রবীন্দ্র)।

তরাই—বি. পর্বতনিম্নস্থ (সাধারণতঃ সৈঁতসেঁতে ও জঙ্গলপূর্ণ) অঞ্চল। [হি. তরাঈ]।

তরাজু—বি দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি। [ফা.]।

তরাস—বি. ভয়, শঙ্কা (তরাসে প্রাণ কাঁপে)। [সং. ত্রাস]।

তরিক—বি. খেয়ামাঝি, তরী বা নৌকা বাহিয়া যে এক পার হইতে অন্যপারে লইয়া যায় ; খেয়াঘাটের বিভিন্ন তরীর শুল্ক আদায়কারী। [সং. তরি, তরী + ক]।

তরিতরকারি—বি. বিবিধ কাঁচা শাকসবজি। [ফা. তর্ + তরহ্ + তামি. কারি]।

তরিত্র—বি. যদ্দ্বারা পার হওয়া যায়, নৌকা ইত্যাদি ; নৌরক্ষক। [সং. √তৃ + ত্র (গে)]।

তরিবত, তরিবৎ—বি. আদবকায়দা, ভদ্রতার রীতিনীতি ; উপদেশ, শিক্ষা। [ফা. তর্‌বীয়ৎ]।

তরী, তরি—বি. তরণী, নৌকা, ডিঙা, জাহাজ প্রভৃতি। [সং. √তৃ + ঈ, ই (গে)]।

তরীকা—বি. পথ, মার্গ ; ধর্মপথ ; প্রণালী, ধারা, নিয়ম। [আ.]।

তরু—বি. গাছ, বৃক্ষ। [সং. √তৃ + উ (র্তৃ)]। বি. ~**কোটর**—বৃক্ষগাত্রস্থ গর্ত। বি. ~**তল**, ~**মূল** বৃক্ষের তলদেশ, গাছতলা। বি. ~**রাজ**, ~**বর**—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ; বট অশ্বত্থ তাল আম প্রভৃতি বড় গাছ। বি. ~**শির**—গাছের ডগা বা চূড়া।

তরুণ—(১) বিণ. নবযৌবনপ্রাপ্ত ; কিশোর ; নূতন (তরুণ জ্বর) ; নবোদিত (তরুণ রবি) ; অপরিণত (তরুণ বয়স, তরুণ যুবক)। (২) বি. নবযুবক ; কিশোর বালক। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**, **তারুণ্য**—তরুণ অবস্থা ; নবযৌবন ; কৈশোর ; নবীনতা ; অপরিপক্বতা। বি. **তরুণাস্থি**—দেহমধ্যস্থ কোমল অস্থি, ইং. cartilage। বি. **তরুণিমা** (-মন্), (কাব্যে) **তরুণিম**—তারুণ্য। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **তরুণী**—নবযৌবনপ্রাপ্তা যুবতী।

তরে—অব্য. (অনুসর্গ) (কাব্যে) জন্য, নিমিত্ত ('সকলের তরে সকলে আমরা' : কামিনী)। [<সং. অন্তরে]।

তরোয়াল, (বিরল) **তরোয়ার**—বি. তরবারি। [সং. তরবারি]।

তর্ক—বি. বাদানুবাদ, বিতর্ক ; যুক্তি, বিচার ; ন্যায়শাস্ত্র ; হেতু ; অনুমান ; সন্দেহ ; বচসা। [সং. √তর্ক্ + অ (ভা)]। বি. ~**জাল**—কূটতর্কের ফাঁদ ; বহু তর্ক। বি. ~**তীর্থ**—তর্ক বা ন্যায়শাস্ত্রের গুরু বা শিক্ষাদাতা (নৈয়ায়িকের উপাধিবিশেষ)। বি. ~**বিজ্ঞান**, ~**বিদ্যা**, ~**শাস্ত্র**—ন্যায়শাস্ত্র, logic। বি. ~**বিতর্ক, তর্কাতর্কি**—বচসা, কথা-কাটাকাটি। বি. **তর্কাভাস**—কুতর্ক, ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি। বিণ. **তর্কিত**—আলোচিত, বিচারিত ; সম্ভাবিত, অনুমিত। বিণ. (স্ত্রী.) **তর্কিতা**। **তর্কী** (-র্কিন্)—(১) বিণ. তার্কিক ; তর্ককারী ; তর্কপটু ; তর্কপ্রিয়। (২) বি. নৈয়ায়িক।

তর্কু—বি. টাকু, সুতা-কাটার যন্ত্রবিশেষ, তকলি। [সং. √কৃত্ + উ (গে)]।

তর্কেতর্কে, (কথ্য) **তক্কেতক্কে**—ক্রি-বিণ. সতর্কভাবে;

সাবধানে; ওত পাতিয়া, প্রতীক্ষায় (তক্কেতক্কে থাকা)। [তু. সং. সতর্ক, তর্ক]।

তর্জন—বি. ক্রুদ্ধ গর্জন; কঠিন তিরস্কার; ক্রুদ্ধ আস্ফালন; ভয়প্রদর্শন। [সং. √তর্জ্‌+অন (ভা)]। বি. ~**গর্জন**—ক্রোধভরে উচ্চরবে তিরস্কার বা শাসানো।

তর্জনী—বি. হাতের বুড়া আঙুলের পাশের আঙুল। [সং. √তর্জ্‌+অন (ণে)+ঈ]।

তর্জমা—**তরজমা**-র বানানভেদ।

তর্জা১—**তরজা**-র বানানভেদ।

তর্জা২—ক্রি. আস্ফালন করা, তর্জানো। [সং. √তর্জ্‌+বাং. আ]। ~**ন** ~**নো**—(১) ক্রি. তর্জন করা। (২) বি. তর্জন। বিণ. **তর্জিত**—ভৎর্সিত; তাড়িত; ভয় দেখান হইয়াছে এমন (তর্জিত ব্যক্তি)।

তর্পণ—বি তৃপ্তিবিধান; মৃত পূর্বপুরুষের প্রীতির জন্য জীবিত বংশধর কর্তৃক জলদান, পিতৃযজ্ঞ। [সং. √তৃপ্‌ অন (ণে)]। বিণ. **তর্পিত**—যাহার তর্পণ করা হইয়াছে এমন; সন্তোষিত। বিণ. **তর্পী** (-র্পিন্‌)—তর্পণকারী; তৃপ্তিকারক। বিণ. (স্ত্রী.) **তর্পিণী**।

তল—বি. নিম্নদেশ, অধোভাগ (চরণতল); মূলদেশ (বৃক্ষতল); জলাশয়াদির জলের নিম্নস্থ ভূমি (সাগরতল); উপরিভাগ, পৃষ্ঠ (ভূতল, দর্পণতল); ক্ষেত্র (সমতল); করতল, হাতের চেটো (তলপ্রহার); অট্টালিকাদির তলা (দ্বিতল, ত্রিতল)। [সং. √তল্‌+অ (র্তৃ)]। বি. ~**পেট**—উদরের নিম্নভাগ, নাভি ও মূত্রাশয়ের মধ্যবর্তী দেহাংশ। বি. ~**প্রহার**—চড়, চপেটাঘাত। ক্রি-বিণ. **তলে-তলে**—ভিতরে ভিতরে, গোপনে, আত্মগোপন করিয়া, নিজে আড়ালে থাকিয়া।

তলগড়—(১) বি. তলে তলে অর্থাৎ গোপনে গোপনে টাকার জোগাড় ('আফিস…তলগড় ও চালগুমরে অর্থাৎ ধার নিয়ে ও শোধ দিয়ে চলেছিল': টেক)। (২) বিণ. গড়াইয়া তলায় বা পেটের মধ্যে গিয়াছে এমন ('একবার মুখে দিয়ে দেখুন—কি বড়িয়া হয়েছে! এদিকে ছ'খানা তলগড়': কেদার)। [?—তু. তল+গড়া]।

তলতল—অব্য. খুব নরম বা গলিতপ্রায় অবস্থা প্রকাশ (তলতল করা)। [দেশী]। বিণ. **তলতলে**—অত্যন্ত নরম, গলিতপ্রায় (আমগুলি পেকে তলতলে হয়েছে)।

তলদা, তলতা—বি. সরু ও নরম বাঁশবিশেষ। [দেশী]।

তলপ—**তলব**-এর বিরল রূপ।

তলপি, তলপী—**তল্পি**-র বানানভেদ। বি. ~**তলপা**—**তল্পিতল্পা**-র বানানভেদ।

তলব—বি. ডাকিয়া পাঠানো, হাজির হইবার হুকুম (তলব-চিঠি, তলব দেওয়া, কৈফিয়ত তলব করা); বেতন। [আ.]। বি. **তলবানা**—মকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ বা সমন জারি করিবার খরচা।

তলবার—বি. তলোয়ার। [হি.—সং. তরবারি-শব্দজ]।

তলা—(১) বি. নিম্নদেশ, তলদেশ (পায়ের তলা, তলাকার ভাড়াটে); মূলদেশ (গাছতলা); নিকটবর্তী স্থান, (কালীতলা, মনসাতলা), অঞ্চল (নিমতলা, রথতলা); অট্টালিকাদির উচ্চতার বিভাগ (চারতলা)। (২) ক্রি. তলান। [সং. তল+বাং. আ]।

তলাও—বি. পুকুর। [হি. তালাব]।

তলাতল—বি. পুরাণোক্ত সপ্ত পাতালের অন্যতম। [সং.]।

তলান, তলানো—(১) ক্রি. ডুবিয়া যাওয়া, জলের তলে যাওয়া (ছেলেটা নদীতে তলিয়ে গেল); অন্তরে প্রবেশ করা, ভালভাবে উপলব্ধি করা; গূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা (কথা তলিয়ে বোঝ, ব্যাপারটা তলাইয়া দেখা); পেটে থাকা, বমি না হওয়া (পেটে কিছুই তলায় না)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [**তল** দ্রঃ]।

তলানি—বি. তরল পদার্থের যে অংশ থিতাইয়া নিচে পড়ে, গাদ, কাইট। [**তল** দ্রঃ]।

তলাভিঘাত—বি. চপেটাঘাত, চাপড়, চড়। [সং. তল (=করতল)+অভিঘাত (৩য়া তৎ)]।

তলাশ, তলাস—**তল্লাশ**-এর বানানভেদ।

তলিত—বিণ. তৈল বা ঘৃতে ভর্জিত, ভাজা। ('বড় বড় ইছা মাছ করিল তলিত': বি. গু.)। [হি. তলনা (ভাজা)]।

-তলি, -তলী—বি. উপকণ্ঠ, প্রান্ত (শহরতলি)। [সং. স্থলী)]।

তল্প—বি. শয্যা, বিছানা; খাট-পালঙ্ক। (বিরল প্রয়োগ)। [সং.]।

তল্পি—বি. বিছানাপত্রের গাঁটরি। [সং. তল্প]। বি. ~**তল্পা**—বিছানাপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের গাঁটরি; পোঁটলা-পুঁটলি, বোচকা-বুচকি। বি. ~**দার**, ~**বাহক**—মোটবাহী ভৃত্য; মুটিয়া।

তল্লাট—বি. অঞ্চল, প্রদেশ (সে এ তল্লাটে নেই)। [দেশী]।

তল্লাশ, (বর্জি.) **তল্লাস**—বি. খোঁজ, অনুসন্ধান। [আ. তলাশ]। **তল্লাশি**, (বর্জি.) **তল্লাসি, তল্লাশী**, (বর্জি.) **তল্লাসী**—(১) বি. অনুসন্ধান, তল্লাশ (থানা-তল্লাশি)। (২) বিণ অনুসন্ধানের অধিকারদায়ক (তল্লাশি পরওয়ানা); অনুসন্ধান-সম্বন্ধীয়।

তশতরি, তশতরী—বি. ছোট রেকাব, পিরিচ। [ফা. তশ্‌ত]।

তশরীফ—বি. (ব্যক্তিগত) মহত্ত্ব। [আ.]। **তশরীফ রাখুন**—(ভদ্রতায়) বসিতে আজ্ঞা হউক।

তসবি, তসবী—বি. মুসলমানদের জপমালা। [আ. তস্‌বীহ্‌]।

তসবির, তসবীর—বি. চিত্র, ছবি, প্রতিকৃতি। [আ. তসবীর]।

তসর—বি. গুটিপোকার সুতা বা তাহা হইতে প্রস্তুত মোটা কাপড়। [সং. ত্রসর]।

তসরুফ, তসরুপ—বি. (অপরের ধন-সম্পত্তি) অন্যায়ভাবে ও গোপনে আত্মসাৎকরণ, চুরি (তহবিল তসরুফ); অনিষ্ট (ফসলের তসরুফ)। [আ. তসর্‌রুফ্‌]।

তসলা—বি. পিতলের বা মাটির রন্ধনপাত্রবিশেষ, বোকনো; হড়কা, খিল। [হি.]।

তসলিম, তসলীম—বি. মুসলমানী প্রথায় অভিবাদন,

সালাম, নমস্কার। [আ. তস্‌লীম্]। বি. **তসলিমাৎ, তসলীমাৎ**—বহুত বহুত সালাম।

তসিল—**তহসিল**-এর চলিত রূপ।

তস্কর—বি. চোর, অপহারক। [সং তৎ(=সেই কুকর্ম) + √কৃ + অ (র্তৃ). নি.]। বি. ~**তা**—তস্করের বৃত্তি, চুরি।

তস্য—সর্ব. (অধুনা অপ্র.) তাহার। [সং. তদ্ (৬ষ্ঠী)]।

তহবিল—বি. সঞ্চিত বা মজুদ টাকাকড়ি, নগদ জমা; ধনভাণ্ডার, কোষ। [আ. তহ্‌বীল]। বি. ~**দার**—কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চী। বি. ~**দারি**—তহবিলদারের কাজ।

তহরি—বি. (প্রধানতঃ দলিল বা চিঠিপত্রাদি) লেখার পারিশ্রমিক; প্রজাগণের নিকট হইতে জমিদারের কর্মচারীদের দ্বারা গৃহীত নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত অর্থ; দোকানদার কর্তৃক খরিদদারের ভৃত্যকে প্রদত্ত বকশিশবিশেষ। [আ. তহ্‌রীর]।

তহসিল, তহশীল—বি. আদায়ীকৃত খাজনা; খাজনা আদায়; খাজনা আদায়ের বা দাখিলের দফতর। [আ. তহ্‌সীল]। বি. ~**দার**—তহসিলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, গোমস্তা; (প্রধানতঃ জমিদারির) খাজনা-আদায়কারী। বি. ~**দারি**—তহসিলদারের কাজ।

তহি, তহিঁ—অব্য. (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) সেখানে; অধিকন্তু; সেজন্য, অতএব; তাহার মধ্যে; তখন। [সং. তস্মিন্]।

তহু, তহুঁ—সর্ব. (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) তাহাতে; সেখানে। [মৈ.]।

তহুরি—**তহরি**-র রূপভেদ।

তা১—**তাহা**-র সংক্ষিপ্ত কথ্য রূপ।

তা২—বি. ডিম ফুটাইবার জন্য পক্ষিণী কর্তৃক ডিমের উপর প্রদত্ত তাপ (ডিমে তা দেওয়া)। [সং. তাপ]।

তা৩—বি. পাক, মোচড়, চাড়া (গোঁফে তা দেওয়া)। [সং. তার]।

তা৪—বি. একগোটা, কাগজের সম্পূর্ণ একফালি (কাগজের তা)। [ফা. তাহ্]।

তা৫—অব্য. কথার মাত্রাবিশেষ (তা তুমি এলে কখন); কিন্তু, তবু (রোজই ভাবি যাবো, তা আর সময় হয়ে ওঠে না); যাক্‌গে, আচ্ছা (তা, তোমার কি মত)। [দেশী]।

-তা৬—ভাবার্থে প্রযুক্ত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ (লঘুতা, নম্রতা)।

তাই১—বি. করতালি (তাই দিয়ে নাচান)। [সং. তালি]।

তাই২—**তাহাই**-শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ (যা বল তাই করব)। **তাই বলে**—সেজন্য।

তাই৩—অব্য. সেজন্য, সুতরাং (জানে না, তাই বানিয়ে বানিয়ে বলে)। [সং. তৎ]। অব্য. ~**ত, ~তো**—সেইজন্যই ত (মূর্খ বে, তাইত এমন বলে); বিস্ময়তা বিস্ময় হতবুদ্ধিতা ইত্যাদিসূচক (তাইত, ঠিক বলেছ)। অব্য. ~**তে**—সেইজন্য, তাই (অসুখ করেছিল, তাইতে আসতে পারিনি); তাহার জবাবে (তাকে ডেকেছিলাম, তাইতে সে এ কথা বলল)। অব্য. (**তাই নাকি**—বিস্ময় সন্দেহ বা পরিহাসব্যঞ্জক তাই নাকি? তুমিও দেখেছ?)।

তাইদাদ—**তায়দাদ**-এর রূপভেদ।

তাইরে-নাইরে, তা'রে-না'রে—অব্য. গানের ধ্বনি; কোনক্রমে কালক্ষেপ (তাইরে-নাইরে করে দিন কাটানো)। [দেশী]।

তাউই, তাওই—**তালুই**-র রূপভেদ।

তাও—বি. বস্ত্রাদির ভাঁজ · উত্তাপ, 'তাহাও'-এর কথ্য রূপ। [**তা২, তা৪** দ্রঃ]।

তাওয়া১—বি. রুটি প্রভৃতি আগুনে সেঁকিবার জন্য ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ চাটু, তুষাদির আগুন জ্বালিয়া রাখার জন্য মৃন্ময় পাত্রবিশেষ; ধূমপানের কলিকায় তামাকের উপর বসাইবার চাকতিবিশেষ। [ফা তার্]।

তাওয়া২—ক্রি. তাওয়ান। [**তাওয়া১** দ্রঃ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. (প্রাদে.) তাতান তপ্ত করা; হাপরে পোড়াইয়া লাল করা; (জাল) চটানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

তাং—**তারিখ**-এর সংক্ষিপ্ত লিখন-পদ্ধতি।

তাংড়া—ক্রি. তাংড়ান। [মরা. √তাঙ্গড়]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা, সামলান (জিনিসপত্র, কাজকর্ম, ছেলেপিলে তাংড়ান); আঁটা, স্থান-সংকুলান হওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে।

তাঁইস—বি. সক্রোধ শাসন। [আ. তইশ=ক্রোধ]।

তাঁকে—**তাঁহাকে**-র চলিত রূপ।

তাঁত—বি. কাপড় বুনিবার যন্ত্র; চর্মসূত্র; জীবজন্তুর নাড়ি হইতে প্রস্তুত সুতা, gut। [সং. তন্ত্র]। ক্রি. **তাঁত বোনা**—তাঁতযন্ত্রে কাপড় তৈয়ারি করা। বি. ~**ঘর, ~শালা**—কাপড় বুনিবার ঘর, তাঁতীর কর্মশালা। বি. **তাঁতি, তাঁতী**—যে কাপড় বোনে, তন্তুবায়; হিন্দু-জাতিবিশেষ। বি. (স্ত্রী.) **তাঁতিনী**। **অতি লোভে তাঁতি নষ্ট**—অত্যধিক লাভের লোভ করিলে সর্বস্ব নষ্ট হয়।

তাঁবা—**তামা**-র প্রাদে. রূপ।

তাঁবু, তাম্বু—বি. বস্ত্রগৃহ, শিবির, tent। [আ. তন্‌বু, তম্বু]।

তাঁবে—বি. (সচ. অধিকরণ কারকরূপে ব্যবহৃত) অধীনতা বা অধীনতায়, শাসন বা শাসনে, কর্তৃত্বে (তাঁহার তাঁবে অনেক লোক আছে)। [আ. তাবে]। ~**দার**—(১) বি. অধীন বা অনুগত ব্যক্তি; ভৃত্য। (২) বিণ. অধীন বা অনুগত (তাঁবেদার রাষ্ট্র)। [আ. তাবে+ফা. দার্]। বি. ~**দারি**—তাঁবেদারের কাজ বা অবস্থা, অধীনতা।

তাঁহা, তাঁহি—অব্য. (ব্রজ.) সেখানে। [সং. তৎ]।

তাঁহাকে, তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের, তাঁহার, তাঁহারা ইত্যাদি—সর্ব. (সম্ভ্রমে) যথাক্রমে সেই ব্যক্তিকে ব্যক্তিদিগকে ব্যক্তিদের ব্যক্তির ব্যক্তিরা প্রভৃতি ('তিনি' শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির রূপ)।

তাক১—বি. লক্ষ্য, টিপ, তাগ, নিশানা (তীরধনুক নিয়ে

তাক করা) ; আন্দাজ, অনুমান (অন্ধকারে তাক করা) ; আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি (বাঘটা তাক করে আছে) ; বিহ্বলতা, হতবুদ্ধিতা (বিস্ময়ে তাক লাগা, তাক লাগানো) ; সুযোগসন্ধান (তাকে তাকে আছি)। [সং. তর্ক]।

তাক২—বি. থাক, দেওয়াল আলমারি প্রভৃতিতে জিনিস-পত্রাদি রাখিবার জন্য খাঁজ বা খুপরিবিশেষ। [আ.]।

তাক৩—সর্ব. (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) তাহাকে ; তাহার। [<সং তৎ]।

তাকত, তাকৎ, তাগদ—বি. শক্তি, সামর্থ্য। [আ. তাকৎ]।

তাকর—সর্ব (ব্রজ.) তাহার। [<সং. তৎ]।

তাকা—ক্রি. (পরের অমঙ্গলাদি) কামনা করা; টাঁক করা, প্রতীক্ষা বা লক্ষ্য করা; অনুমান করা। [সং. √তর্ক্ + বাং. আ]।

তাকাদা—**তাগাদা**-র রূপভেদ।

তাকান, তাকানো—(১) ক্রি. মন দিয়া দৃষ্টিপাত করা, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা (তাকিয়ে কি দেখছ? এদিকে তাকাও)। (২) বি দৃষ্টিপাতকরণ। বি. **তাকাতাকি**—দেখাদেখি, দৃষ্টিবিনিময়। [**তাকা** দ্রঃ]।

তাকাবি, তাকাবী—**তগাবি**-র রূপভেদ।

তাকিদ—**তাগাদা**-র রূপভেদ।

তাকিয়া—বি. ঠেসান দিবার উপযোগী মোটা বালিশ, গির্দা। [ফা. তকীঅ.]।

তাগ—বি. লক্ষ্য, টিপ, তাক, নিশানা (তার বন্দুকের তাগ ভাল), আক্রমণের প্রস্তুতি (বাঘটা তাগ করে আছে)। [সং. তর্ক]।

তাগড়া, তাগড়াই—বিণ. বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহ, লম্বা-চওড়া (তাগড়া চেহারা, তাগড়া জোয়ান)। [হি. তগ্ড়া]।

তাগদ—**তাকত** দ্রঃ।

তাগা—বি. বাহুতে পরিবার অলঙ্কারবিশেষ; হাত, কোমর প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন স্থানে বাঁধিবার মন্ত্রপূত তাবিজ মাদুলি বা সুতা; সরু দড়ি, সর্পাঘাতে রক্ত-চলাচল রোধ করিবার জন্য বন্ধনী। [হি. তাগ, তাগা< প্রাকৃ. তগ্গ]।

তাগাড়—বি. রাজমিস্ত্রিরা চুন সুরকি সিমেণ্ট প্রভৃতি জলে মিশাইয়া যে মশলা প্রস্তুত করে বা ঐ মশলা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে কুণ্ড খোঁড়ে; বীজধান তুলিবার সময়ে চষা জমিতে জলসেচনদ্বারা যে কাদা তৈয়ারি করা হয়। [তুর্. তগাব্]।

তাগাদা, তাগিদ—বি. বারংবার কিছু দিতে অনুরোধ, প্রাপ্য বস্তুর জন্য বারংবার দাবি (টাকার তাগাদা); কোন কাজ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ (লেখার জন্য তাগিদ); স্মরণ করাইয়া দেওয়া; প্রেরণা (অন্তরের তাগিদ): জরুরি প্রয়োজন (পৌঁছানর তাগিদ)। [আ. তাকাজা, তাকিদ্]।

তাগারি, তাগারী—বি. বৃহৎ গামলাবিশেষ। [দেশী]।

তাগিদ—**তাগাদা**-র রূপভেদ।

তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য—বি. তুচ্ছজ্ঞান, অবজ্ঞা; অবহেলা। [<তুচ্ছ]।

তাজ—বি. মুকুট, টোপর। [ফা]। বি. **~মহল**—পত্নী মমতাজের স্মৃতিরক্ষার্থে সম্রাট শাহ্‌জাহান কর্তৃক আগ্রায় স্থাপিত বিশ্ববিখ্যাত সৌধ।

তাজা—বিণ. টাটকা (তাজা শাকসবজি); নূতন (তাজা খবর); জীবন্ত (তাজা মাছ), সতেজ, স্ফূর্তিযুক্ত (তাজা প্রাণ, তাজা মন)। [ফা. তাজহ্]।

তাজিয়া—বি. মহরমের মিছিলে বাহিত হাসান-হোসেনের নকল কবর, গোঁয়ারা। [ফা. তাজিআ]।

তাজী—বি. আরবদেশীয় অশ্ববিশেষ। তাজা। [আ.]।

তাজ্জব—(১) বিণ. অদ্ভুত, বিস্ময়কর; বিস্মিত (তাজ্জব বনা বা হওয়া)। (২) বি. বিস্ময় (তাজ্জবের বিষয়)। [আ. তাআজ্জুব]।

তাঞ্জাম—বি. সুসজ্জিত চতুর্দোলা, শিবিকাবিশেষ। [হি. তাম্‌জান্]।

তাড়—বি. বাহুর অলঙ্কারবিশেষ; আঘাত, প্রভাব; তালগাছ। বি. **~পত্র**—তালপাতা। [সং. তাড়ক]।

তাড়ক—বিণ. তাড়নাকারী। [সং. √তড়্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

তাড়কা—বি (স্ত্রী) রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত রাক্ষসীবিশেষ: মারীচের মাতা। [সং. তাড় + √কৈ + অ (র্তৃ) + আ]।

তাড়ন, তাড়না—বি. শাসন (প্রবৃত্তির তাড়না); প্রহার; ভর্ৎসনা, উৎপীড়ন, অত্যাচার, পীড়াপীড়ি (বন্ধুর তাড়নায় লেখা)। [সং. √তড়্ + ণিচ্ + অন (ভা), + আ]। বি. (স্ত্রী.) **তাড়নী**—কশা চাবুক প্রভৃতি তাড়নার অস্ত্র।

তাড়স—বি. বেদনার প্রভাব (ফোড়ার তাড়সে জ্বর হয়েছে। [স. তাড় (আঘাত)]। **তাড়সে জ্বর**—কোন কিছুর বেদনাজনিত জ্বর, sympathetic fever। [সং. তাড় + হি. সে.]।

তাড়া১—বি. গোছা, আঁটি, বাণ্ডিল (নোটের তাড়া)। [সং. তাড়]।

তাড়া২—(১) ক্রি. আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবন করা (তাড়িয়া ধরা বা যাওয়া); তাড়ান (ওকে বাড়ী থেকে তাড়াও)। (২) বি. আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবন (পুলিশের তাড়া); তাড়না, তিরস্কার, ধমক (গুরুজনের তাড়া); ভয়প্রদর্শন, আক্রমণাত্মক ব্যবহার (তাড়া পেয়ে বাঘটা সরে পড়েছে)। [সং. √তড়্ + বাং. আ]।

তাড়া৩—বি. তাগিদ, ব্যস্ততা (কাজের তাড়া); শীঘ্রতার প্রয়োজন (আমার এখন তাড়া নেই); শীঘ্র করিবার জন্য পীড়াপীড়ি (তাড়া দেওয়া)। [সং. ত্বরা]।

তাড়াতাড়ি—(১) ক্রি-বিণ. অতি শীঘ্র, দ্রুত; ব্যস্ততার সঙ্গে। (২) বি. ব্যস্ততা; শীঘ্রতার বা ব্যস্ততার প্রয়োজন (কোন তাড়াতাড়ি নেই); ব্যস্ততা-প্রদর্শন। [তাড়া৩ + তাড়ি (সহচর শব্দ)]।

তাড়ান, তাড়ানো—(১) ক্রি. খেদাইয়া দেওয়া, দূরীভূত বা বহিষ্কৃত করা (বাঘ তাড়ান, বাড়ি থেকে তাড়ান); আসিতে না দেওয়া (চোর তাড়ান) তাড়না-

পূর্বক চরানো (গোরু তাড়ানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [তাড়া₂ দ্রঃ]।

তাড়াহুড়া, (কথ্য) তাড়াহুড়ো—বি. তাড়াতাড়ি (তাড়াহুড়া নেই); শীঘ্র করিবার জন্য উৎপীড়ন (তাড়াহুড়া করা)। [বাং. তাড়া₃ + হুড়া (সহচর শব্দ)]।

তাড়ি₁—বি. ছোট তাড়া, গোছা বা বাণ্ডিল। [বাং. তাড়া₁ + ই]।

তাড়ি₂—বি তালের রস; তাল বা খেজুরের রস গাঁজাইয়া প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। [সং. তাল > তাড় + ই]।

তাড়িত₁—বিণ. তাড়না করা হইয়াছে এমন, শাসিত, তিরস্কৃত, দণ্ডিত, উৎপীড়িত, প্রহৃত, তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, দূরীভূত। [সং. √তড্ + ণিচ্ + ত(র্ম)]।

তাড়িত₂—(১) বিণ. বৈদ্যুতিক (তাড়িত প্রবাহ), বিদ্যুৎসম্বন্ধীয়; বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন; বিদ্যুৎপূর্ণ: বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত। (২) বি. বিদ্যুৎ, তড়িৎ। [সং. তড়িৎ + অ]। বি. ~**বার্তা**—বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা দূরে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম। বি. **তাড়িতালোক**—বিদ্যুতের সাহায্যে সৃষ্ট আলো, বিজলী বাতি। বি. **তাড়িতী**—বিদ্যুৎবিজ্ঞানে বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, electrician। [স. প.]।

তাড়ু—বি. ময়রার ব্যবহার্য কাঠের হাতাবিশেষ। [সং. তর্দূ]।

তাড্যমান—বিণ. তাড়িত, আহত বা (ঢাক, ঢোল ইত্যাদি) বাদিত হইতেছে এমন। [সং. √তাড়ি + আন (মান) (র্ম)]।

তাণ্ডব—বি. তণ্ডুমুনি-প্রবর্তিত নৃত্য; পুরুষের নৃত্য; উদ্দাম নৃত্য (শিবতাণ্ডব); (আল.) প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার (বন্যার তাণ্ডব)। [সং. তণ্ডু + অ। —তু. **লাস্য**]। বি ~**লীলা**—প্রলয়কালীন শিবের উদ্দাম নৃত্য; (গৌণ অর্থে) ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপ।

তাত₁—বি. পিতা; পিতৃব্য, পিতৃতুল্য গুরুজন; (আদরে) পুত্র বা পুত্রতুল্য ব্যক্তিকে স্নেহসম্বোধন। [সং.]।

তাত₂—বি. উত্তাপ, আঁচ (আগুনের তাত); (আল.) ক্রুদ্ধ মেজাজ। [সং. তপ্ত]।

তাতল—বিণ. (ব্রজ.) উত্তপ্ত ('তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম': বিদ্যা.)।

তাতা—(১) ক্রি. তপ্ত হওয়া (বালি তেতে উঠেছে; রৌদ্রে তাতিয়া-পুড়িয়া…); (আল.) ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হওয়া; তাতানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [তাত₂ দ্রঃ]।

তাতা-থৈ—অব্য. তাণ্ডবনৃত্যের বোলবিশেষ।

তাতান, তাতানো—(১) ক্রি. গরম করা; (আল.) খেপানো বা উত্তেজিত করা (ওকে আর তাতিয়ে তুলো না)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [তাত₂ দ্রঃ]।

তাতাল—বি. লৌহযষ্টিবিশেষ, যাহা তাতাইয়া রাঙ ঝাল লাগান হয়। [তাত₂ দ্রঃ]।

তাতে—**তাহাতে**-র চলিত রূপ (তাতে কী হয়েছে?)।

তাৎকালিক—বিণ. সেই সময়কার, তৎকালীন, সমসাময়িক। [সং. তৎকাল + ইক]।

তাত্ত্বিক—(১) বিণ. তত্ত্বসম্বন্ধীয়; সত্য, বাস্তবানুগত (তাত্ত্বিক প্রভেদ); তত্ত্বীয় (তাত্ত্বিক জ্ঞান বা আলোচনা), theoretical। (২) বি. তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি (ভাষাতাত্ত্বিক)। [সং. তত্ত্ব + ইক]।

তাৎপর্য—বি. অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য; মনোগত ভাব; (রচনাদির) মর্ম, আসল অর্থ (তাৎপর্য গ্রহণ বা উপলব্ধি), (বিরল) তৎপরতা। [সং. তৎপর + য]।

তাথৈ—**তাতা-থৈ**-র রূপভেদ।

তাথ্যিক—বিণ. তথ্যমূলক; তথ্যপ্রধান। [সং. তথ্য + ইক]।

তাদর্থ্য—বি. তন্নিমিত্ততা; সেই উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে। [সং. তদর্থ + য]। (তু. 'তাদর্থ্যে চতুর্থী')।

তাদাত্ম্য—বি. কিছুর সহিত একাত্মতা বা নিবিড় ঐক্য, অভেদ (ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানীর তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ); [সং. তদাত্মন্ + য]।

তাদৃশ—বিণ. সেইরূপ। [সং. তদ্ + √দৃশ্ + অ (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **তাদৃশী**।

তাধিন, তাধিয়া—**তাতা-থৈ**-র রূপভেদ।

তান—বি. সঙ্গীতের রাগবিস্তার, সুরের আলাপ; সুর, সুরেলা ধ্বনি। [সং. √তন্ + অ (র্ম, ভা)]। ক্রি. **তান ছাড়া**—মুক্তকণ্ঠে গান গাওয়া। ক্রি. **তান তোলা**—ধীরে ধীরে সুর উচ্চে তোলা। ক্রি. **তান ধরা**—(কোন বিশেষ সুরে) গান আরম্ভ করা; সুরেলা ধ্বনি করা।

তানপুরা—বি. বীণার ন্যায় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, তম্বুরা। [তম্বুরা দ্রঃ—তু. আ. তন্‌বুরহ্]।

তানা, তানা-পড়েন—যথাক্রমে **টানা ও টানা-পড়েন**-এর রূপভেদ।

তানা-না-না—অব্য. সঙ্গীতের প্রারম্ভিক সুর সাধন; (ব্যঙ্গে—আল.) কার্যারম্ভের আড়ম্বর; বৃথা কালক্ষেপ (তানা-না-না করে দিন কাটান)। [দেশী]।

তান্তব—বিণ. তন্তুসম্বন্ধীয়; তন্তুনির্মিত বা সূত্রনির্মিত। [সং. তন্তু + অ]।

তান্ত্রিক—বিণ. তন্ত্রশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়; তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ; তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান অনুসারে সাধনাকারী; তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী (তান্ত্রিক সাধনা)। [সং. তন্ত্র + ইক]। বি. ~**তা**।

তাপ—বি. উষ্ণতা; জ্বর; ক্রোধ; দুঃখ, পীড়া ('পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ': রবীন্দ্র)। [সং. √তপ্ + অ (ভা)]। বি. ~**ত্রয়**—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক: এই ত্রিবিধ দুঃখ। বি. ~**মান**—উষ্ণতা-পরিমাপক যন্ত্র থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার। বিণ. ~**হর**—তাপনাশক; দুঃখনাশক। বিণ (স্ত্রী.) ~**হরা**। ~**হরণ**—(১) বি. উত্তাপ বা দুঃখ দূরীকরণ। (২) বিণ. দুঃখহর। বিণ. ~**হারী** (-রিন্)—তাপত্রয় দূরকারী।

তাপক—বিণ. তাপদায়ক, দুঃখদায়ক। [সং. √তপ্ + অক (র্তৃ)]।

তাপত্রয়—**তাপ** দ্রঃ।

তাপন—(১) বি. তাপজনন, তাপপ্রয়োগ; কামদেবের পঞ্চবাণের অন্যতম; সূর্য। (২) বিণ. তাপজনক। [সং.

√তপ + ণিচ্ + অন (তা, র্তৃ)]। বিণ. **তাপনীয়**—তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে বা প্রয়োগের যোগ্য এমন।

তাপমান—**তাপ** দ্রঃ।

তাপস—(১) বিণ. তপস্যাকারী (তাপস কুমার)। (২) বি. তপস্বী, মুনি। [সং. তপস্ + অ]। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **তাপসী**। বি. ~**তরু**—ইঙ্গুদী বৃক্ষ। বি. **তাপস্য**—তাপসের ধর্ম বা আচরণ।

তাপা—(১) ক্রি. গরম হাওয়া, তাতা; পোহান, তাপ লওয়া; তাপান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. তাপ + বাং. আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. তপ্ত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। ক্রি. ~**য়ল**—(ব্রজ.) সন্তপ্ত করিল, তাপিত করিল।

তাপাস—**তাবাস**-এর অপ্র. রূপ।

তাপিত—বিণ. তাপপ্রাপ্ত, উত্তপ্ত; ক্লিষ্ট, সন্তপ্ত, দুঃখিত ('তাপিত এ প্রাণ করিব শীতল' : র. সে.)। [সং. √তপ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **তাপিতা**।

তাপী (-পিন্)—বিণ. তাপযুক্ত; সন্তাপযুক্ত, দুঃখক্লিষ্ট (পাপী-তাপী); তাপজনক। [সং. তাপ + ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **তাপিনী**।

তাফতা—বি. রেশম ও পশম মিশাইয়া তৈয়ারি শীতবস্ত্রবিশেষ, চেলীবস্ত্রবিশেষ। [ফা. তফ্‌তহ্]।

তা'বড়-তা'বড়—বিণ. তাহা হইতে বা তদপেক্ষা বড় (তা'বড়-তা'বড় অনেক ডাক্তার দেখে গেছেন)। [তা' <তাহা (হইতে)]।

তাবৎ—(১) অব্য. বিণ সমুদয় (তাবৎ লোকেই জানে); তৎসমুদয়, সেই পরিমাণ, তত (যতই সঞ্চয় কর তাবৎ অর্থ নষ্ট হইবে)। (২) অব্য. (সমু.) সেই পর্যন্ত, ততক্ষণ (যাবৎ সে না আসে তাবৎ অপেক্ষা কর)। (৩) সর্ব. সকল লোক (এদেশের তাবতের মুখে ঐ কথা)। [সং. তদ্ + বৎ]।

তাবন্মাত্র—বিণ. তাবৎ, তত। [সং. তাবৎ + মাত্র]।

তাবাস—বি. অন্বেষণ, খোঁজ (তত্ত্বতাবাস)। [আ. তফহ্‌হুস]।

তাবিজ—বি. বাহুর অলঙ্কারবিশেষ; কবচ, মাদুলি। [আ. তবীজ্]।

তামড়ি—বি. তাম্রবর্ণ উপরত্নবিশেষ; garnet। [সং তাম্র > তাম + ড়ি]।

তামরস—বি. পদ্মফুল ('মধুময় তামরস' : মধু.); তাম্র; স্বর্ণ; দ্বাদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

তামলি, তামলী—বি. পানব্যবসায়ী হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. তাম্বূলী]।

তামস—বিণ. ঘোর অন্ধকারময়; তামসিক, তমোগুণের প্রভাবে অনুষ্ঠিত (তামস দান, তামস যজ্ঞ)। [সং. তমস্ + অ]। **তামসী**—(১) বিণ. **তামস**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. (স্ত্রী.) অন্ধকার রজনী। বি. **তামস-যজ্ঞ**—শ্রদ্ধাহীন ও অহঙ্কারপূর্ণ চিত্তে অবিধিপূর্বক যে যজ্ঞ করা হয়।

তামসিক—বিণ. তমোগুণ-সম্বন্ধীয়, তমোভাবপূর্ণ (তামসিক উপাসনা); অজ্ঞান-জনিত; মোহাচ্ছন্ন। [সং. তমস্ + ইক]। বিণ.(স্ত্রী.) **তামসিকী**। বি. **তামসিকতা**—মোহান্ধতা।

তামা—বি. ধাতুবিশেষ, তাঁবা। [<পা. তম্ব <সং. তাম্র]। বিণ. ~**টে**—তামার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তাম্রাভ। বি. **তামা-তুলসী**—তামা ও তুলসীপাতা (হিন্দুরা এই বস্তুদ্বয় অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ইহা স্পর্শ করিয়া শপথ করেন)।

তামাক, তামাকু—বি. তাম্রকূটবৃক্ষ বা তাহার পাতা; (গুড় ও অন্যান্য মসলা মিশান) তাম্রকূটপত্র, যাহার ধূম পান করা হয়। [স্পে. tabaco > ও. তাম্বুকু]। ক্রি. **তামাক খাওয়া, তামাক টানা, তামাক ফোঁকা**—হুঁকা, গড়গড়া প্রভৃতিতে তাম্রকূটপত্র পোড়াইয়া ধূমপান করা। ক্রি. **তামাক সাজা**—ধূমপানের জন্য হুঁকা, গড়গড়া প্রভৃতির কলিকাতে তামাক রাখিয়া আগুন ধরানো। **বড় তামাক**—(কৌতু.) গাঁজা।

তামাদি, তামাদী—(১) বি. দাবি করিবার নির্দিষ্ট সময় উত্তরাইয়া যাওয়া। (২) বিণ. দাবি করিবার নির্দিষ্ট সময় উত্তরাইয়া গিয়াছে এমন, time-barred (তামাদি দলিল, তামাদি হওয়া)। [আ. তমাদি]।

তামাম—বিণ. সমগ্র, সমুদায়, সম্পূর্ণ। [আ. তামাম্]। বি. **তামামি**—অবসান, সমাপ্তি (সালতামামি)।

তামাশা, তামাসা—বি. খেলা, বাজি (তামাশা দেখান); প্রদর্শনী; কৌতুক, মজা, পরিহাস, ঠাট্টা (তামাশা করা)। [আ. তমাশা]।

তামিল$_{১}$—বি. পালন (হুকুম তামিল)। [আ. তা-আমীল্]।

তামিল$_{২}$—বি. দক্ষিণ ভারতের ভাষাবিশেষ, প্রধানতঃ তামিলনাড়ুর। [তা.]। **তামিলনাড়ু**—বি. দক্ষিণ ভারতের রাজ্যবিশেষ, পূর্বতন মাদ্রাজ প্রদেশ।

তাম্রক—**তামাক**-এর গ্রাম্য ও প্রাদে. রূপ।

তাম্বুরা—**তম্বুরা**-র রূপভেদ।

তাম্বূল—বি. পান, লতাবিশেষের পাতা যাহা সুপারির সহিত চুন খয়ের ইত্যাদি দিয়া খাওয়া হয়। [সং.]। বি. ~**করঙ্ক**—সাজ সরঞ্জাম সহ পানের পাত্র; পানের বাটা বা ডিবে। বি. ~**রাগ**—পান খাইলে ঠোঁটে যে লাল রঙ হয়। **তাম্বূলিক, তাম্বূলী**—(১) বি. পানব্যবসায়ী; তামলি জাতি। (২) বিণ. পান-ব্যবসায়ে রত; তামলিজাতীয়।

তাম্র—(১) বি. ধাতুবিশেষ, তামা। (২) বিণ. তামার ন্যায় বর্ণযুক্ত (তাম্রকেশ)। [সং.]। বি. ~**কুণ্ড**—পূজায় ব্যবহৃত তাম্রনির্মিত পাত্রবিশেষ। বি. ~**পট্ট**, ~**পত্র**, ~**ফলক**—তামার পাত বা তক্তি (ইহাতে পূর্বকালে রাজাজ্ঞাদি খোদাই করা হইত)। বি. ~**পল্লব**—রক্তপল্লব; রক্তপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ; অশোক গাছ। বি. ~**পাত্র**—তামাদ্বারা নির্মিত বাসন। ~**পুষ্প**—(১) বি. রক্তকাঞ্চন গাছ; ভুঁইচাঁপা। (২) বিণ. তাম্রবর্ণ-পুষ্পযুক্ত (বৃক্ষ)। ~**বর্ণ**—বি. (১) তামার ন্যায় ম্লান লাল রঙ। (২) বিণ. তামার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তামাটে। বিণ.

~তাম্রাভ—তাম্রবর্ণ, পিঙ্গল, তামাটে। বি. **~লিপি**—তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপি। বি. **~শাসন**—তাম্রফলকে খোদিত রাজাজ্ঞা। বি. **~সার**—রক্তচন্দন।

তাম্রকূট—বি. তামাক। [অর্বাচীন সং.]। বি. **~সেবন**—তামাক খাওয়া।

তাম্রাশ্ম (-শ্মন্)—বি. পদ্মরাগমণি। [সং. তাম্র+অশ্মন্ (=প্রস্তর)]।

তায়—(১) সর্ব. (কাব্যে) তাহাকে ('কেমনে ফিরাব তায়'); তাহাতে। (২) অব্য. (সমু.) তাহাতে আবার (একে রাত্রি, তায় ঝড়)। [বাং. তাহা+৭মীর ১বচন]।

তায়দাদ—বি. জমির চৌহদ্দি অর্থাৎ চতুঃসীমার বিবরণ। [আ. তাদাদ্]।

তার$_1$—**তাহার**-এর কথ্য রূপ।

তার$_2$—বিণ. (কণ্ঠধ্বনি বা শব্দের সম্পর্কে) অতি উচ্চ (তারস্বরে)। [সং. √তৃ+ণিচ্ (=অন্ত শব্দকে অতিক্রম করা)+অ (র্তৃ)]।

তার$_3$—বি. উত্তরণ, পারগমন; উদ্ধার। [সং. √তৃ+অ (ভা)]।

তার$_4$—বি. সু-স্বাদ, রস (রান্নার তার)। ক্রি. **তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া**—সুস্বাদ সম্পূর্ণ ভোগ করার লোভে অত্যন্ত ধীরে ধীরে খাওয়া। [দেশী]।

তার$_5$—বি. ধাতুনির্মিত সূত্র বা রজ্জু (তামার তার, টেলিগ্রাফের তার); (বাং.) টেলিগ্রাম। [সং. √তৃ+অ (ণে)]। ক্রি. **তার করা, তার পাঠান**—টেলিগ্রাম করা। বি. **~বার্তা**—টেলিগ্রাম। বি. **~বাবু**—তারবার্তা প্রেরণার্থ ও গ্রহণার্থ যন্ত্রচালনায় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

তারক—(১) বিণ. উদ্ধারকারী, রক্ষক, পারকর্তা। (২) বি. উদ্ধারকারী ব্যক্তি; কর্ণধার; ভেলা; নক্ষত্র, তারা; চক্ষুর তারা; কুমার কার্তিকের কর্তৃক নিহত অসুরবিশেষ। [সং. √তৃ+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **তারিকা**—ত্রাণকর্ত্রী। বি. **~নাথ**—শিব। বি. **~ব্রহ্ম (-হ্মন্)**—ওঁ শ্রীরামরাম—এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্র।

তারকা—বি. তারা, নক্ষত্র; চক্ষুর তারা; '*'—এই চিহ্ন; (সিনেমার) বিশিষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী (ইংরেজি star শব্দের অনুকরণে)। [সং. √তৃ+ণিচ্+অক (র্তৃ)+আ]। বিণ. **তারকান্বিত**—তারকাযুক্ত, নক্ষত্রখচিত; তারকায় পরিণত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রীরূপে পরিগণিত। বি. **তারকারি**—বি. তারকাসুর-বধকারী কার্তিকের। বিণ. **তারকা-খচিত, তারকিত**—তারকাযুক্ত, তারকাচিহ্নবিশিষ্ট। বিণ. **তারকী (-কিন্)**—তারকাযুক্ত, তারকিত। **তারকিণী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) তারকাময়ী। (২) বি. রাত্রি।

তারণ—(১) বিণ. ত্রাণকারী, উদ্ধারকর্তা (দীনতারণ, অধমতারণ)। (২) বি. উদ্ধারকরণ, ত্রাণ, পারকরণ। [সং. √তৃ+ণিচ্+অন (র্তৃ. ভা)]। বি. **তারণি**—নৌকাদি, যাহা দ্বারা পার হওয়া যায়।

তারতম্য—বি. ন্যূনাধিক্য, ইতরবিশেষ, কমবেশি। [সং. তরতম+য (ভা)]।

তারপর—ক্রি-বিণ. অতঃপর। [তাহার+পর]।

তারবার্তা—তার$_5$ দ্রঃ।

তারল্য—বি. তরল অবস্থা, তরলতা; চপলতা; দৃঢ়তার অভাব; অস্থিরমতিত্ব। [সং. তরল+য (ভা)]।

তারা$_1$—বি. (স্ত্রী.) সংসার-দুঃখের ত্রাণকারিণী; দেবীবিশেষ, দশমহাবিদ্যার অন্যতমা; বৌদ্ধদেবীবিশেষ; বালী বা সুগ্রীবের স্ত্রী (পঞ্চকন্যার অন্যতমা); (সঙ্গীতে) উচ্চ সপ্তক; নক্ষত্র; চক্ষু-তারকা, কনীনিকা ('তারা বেয়ে পড়বে ধারা': রা. প্র.)। [সং. √তৃ+ণিচ্+অ (র্তৃ)+আ]। বি. **~নাথ, ·পতি**—চন্দ্র, চাঁদ। বি. **~পথ**—আকাশ।

তারা$_2$—ক্রি. (কাব্যে) রক্ষা করা, উদ্ধার করা ('তারো তারো হরি, দীন জনে': ব্র. স.)। [<সং. √ত্রৈ]।

তারিকা—তারক দ্রঃ।

তারিখ—বি. মাসের দিনসংখ্যা। [আ.]।

তারিণী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) ত্রাণকারিণী। (২) বি. (স্ত্রী.) দুর্গা। [সং √তৃ+ণিচ্+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।

তারিফ, তারিপ—বি. প্রশংসা, বাহবা; বাহাদুরি। [আ. তারীফ্]।

তারুণ্য—বি. তরুণ অবস্থা বা বয়স; যৌবন; কাঁচা বা কচি অবস্থা; প্রথমাবস্থা। [সং. তরুণ+য (ভা)]।

তারে—**তাকে**-র কোমল রূপ।

তারে-নারে—**তাইরে-নাইরে**-র রূপভেদ।

তার্কিক—বি. বিণ. তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত, নৈয়ায়িক; তর্কপ্রিয়; নিষ্ফল তর্কে আসক্ত। [সং. তর্ক+ইক]।

তার্পিন, তার্পিণ—বি. সরল বা চির জাতীয় বৃক্ষনির্যাসে প্রস্তুত তৈলবিশেষ। [ইং. turpentine]।

তাল$_1$—বি. এক বিঘৎপরিমাণ মাপ (সপ্ততাল জলের নিচে)। [সং.]।

তাল$_2$—বি. ধাক্কা, ধকল, আকস্মিক বিপদ্ (তাল সামলান)। [তু. টাল]।

তাল$_3$—বি. (বাং.) বড় দলা বা পিণ্ড, স্তূপ (এক তাল সোনা)। [সং.]। ক্রি. **তাল করা**—স্তূপ করা, জড় করা, পিণ্ডাকার করা। ক্রি. **তালগোল পাকানো**—পিণ্ডাকারে পরিণত হওয়া বা করা; বিপর্যস্ত বা বিশৃঙ্খল হওয়া বা করা। ক্রি. **তাল পাকানো**—পিণ্ডাকারে পরিণত করা বা হওয়া; বিপর্যস্ত করা বা হওয়া। বিণ. **তাল-তাল**—রাশি রাশি, প্রচুর।

তাল$_4$—বি. পিশাচযোনিবিশেষ। [সং.]। বি. **তাল-বেতাল**—তাল ও বেতাল নামক পিশাচদ্বয় (রাজা বিক্রমাদিত্য ইহাদিগকে স্বীয় অনুচরে পরিণত করিয়াছিলেন)।

তাল$_5$—বি. (সঙ্গীতে) সময়ের বিভাগ বা মাত্রা (তালে তালে নৃত্য); করতলে করতলে আঘাত (তাল দেওয়া); সদম্ভে নিজের বাহুতে বা ঊরুতে চাপড় (তাল ঠোকা)। [সং. 'গীতকালক্রিয়ামানে (তালঃ)']। ক্রি. **তাল কাটা**—(সঙ্গীতে) তাল ভঙ্গ হওয়া, সময়ের মাত্রার সামঞ্জস্যহানি হওয়া। ক্রি. **তাল ঠুকে লাগা**—স্পর্ধাসহ কাজ আরম্ভ করা। ক্রি. **তাল ঠোকা**—নিজের বাহুতে বা

উরুতে চাপড় মারিয়া আস্ফালন করা বা অপরকে (প্রধানতঃ কুশতির) দ্বন্দ্বে আহ্বান করা। ক্রি. **তাল রাখা**—সঙ্গীতের তাল বজায় রাখা; অপরের বেগের সঙ্গে নিজের বেগের সমতা রক্ষা করা; অপরের কর্মের সহিত নিজের কর্মের সঙ্গতি বজায় রাখা। **ঢিমা তাল**—সঙ্গীতের বিলম্বিত বা ধীরগতি তাল: (আল.) দীর্ঘসূত্রতা। বিণ. **~কানা**—(সঙ্গীতে) তালজ্ঞানহীন; (গৌণ অর্থে) ভালমন্দজ্ঞানহীন। বি. **~ভঙ্গ**—(সঙ্গীতে) সময়ের মাত্রাসমূহের ব্যবধানে সমতাহানি, বেতালা অবস্থা।

তাল৬—বি. বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফল। [সং.]। ক্রি. **তাল পড়া**—বৃক্ষ হইতে তাল-ফলের পতন হওয়া; (ব্যঙ্গে) পিঠে উচ্চশব্দে কিল পড়া। **তালপাতার সেপাই**—(আল.) অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল ব্যক্তি। বি. **~ক্ষীর**—তালের গোলা দুধের সহিত জ্বাল দিয়া প্রস্তুত ক্ষীর। বি. **~চোঁচ**—বাবুই পাখি। বি. **~নবমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী। বি. **~পুকুর**—যে পুকুরের চারিপাড়ে তালগাছ আছে। বি. **~বৃন্ত**—তালগাছের ডাঁটাসহ পাতা (ইহাদ্বারা হাতপাখা তৈয়ারি হয়)। বি. **~শাঁস**—কচি তালের আঁটির শাঁস।

তালই—**তালুই**-র রূপভেদ।

তালব্য—বিণ. তালু হইতে উচ্চারিত; তালু-সম্বন্ধীয়। [সং. তালু+য]। **তালব্য বর্ণ**—তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ অর্থাৎ ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ।

তালা১—বি. কুলুপ। [সং. তালক]।

তালা২—বি. অট্টালিকাদির স্তর বা বিভাগ অর্থাৎ উপর্যুপরি অবস্থিত তল (দোতালার ঘর); তলা। [সং. তল]।

তালা৩—বি. উচ্চশব্দাদিজনিত শ্রবণশক্তির সাময়িক আচ্ছন্নতা (কানে তালা লাগা)। [দেশী]।

তালাক—বি. মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ। [আ. তলাক্]।

তালাশ, তালাস—**তল্লাশ**-এর রূপভেদ।

তালি১, তালী—বি. তালবৃক্ষ (তালিবন, তালীবনরাজি, তালিকুঞ্জ)। [সং. তাল+অ+ই, ঈ]।

তালি২—বি. হাততালি ('তালে তালে দেয় তালি': রবীন্দ্র)। [সং. তালিক]।

তালি৩—বি. ছিন্ন অংশের আবরণ; জোড়, পটি (জামায় বা জুতায় তালি দেওয়া)। [দেশী]।

তালিকা—বি. নির্ঘণ্ট, ফর্দ, list। [আ. তালিকহ্]।

তালিম—বি. শিক্ষা, উপদেশ। [আ. তাআলীম্]। ক্রি. **তালিম দেওয়া**—উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা অভ্যস্ত করানো।

তালু—বি. টাকরা। [সং.]।

তালুই, তাউই—বি. ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুর। [সং. তাতগু]।

তালুক—বি. ভূ-সম্পত্তি; গভর্নমেন্ট বা জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভূ-সম্পত্তি; জমিদারির অংশবিশেষ। [আ. তাআল্লুক]। বি. **~দার**—তালুকের মালিক। বি. **~দারি**—তালুকদারের বৃত্তি বা ভূ-সম্পত্তি। বিণ. **~দারী**—তালুক তালুকদার বা তালুকদারি সম্বন্ধীয়।

তালেবর—বিণ. মান্যগণ্য; ধনী; (ব্যঙ্গে) ওস্তাদ, চৌখশ; লায়েক। [আ. তালাবর]।

তাস—বি. খেলিবার জন্য চিত্রিত কাগজের খণ্ডবিশেষ; সুতার তাস (তাসের মতো শক্ত কাগজখণ্ডে জড়ানো)। [আ.]। ক্রি. **তাস পেটা**—তাস লইয়া খেলা। **তাসের ঘর, তাসের বাড়ি**—সহজেই পড়িয়া বা ভাঙিয়া যাইতে পারে এমন বাড়ি; অত্যন্ত বিপজ্জনক বা অনিশ্চিত অবস্থা। **তাসা**—(১) ক্রি. তাসান। (২) বিণ. তাসান। (৩) বি. তাসান; আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। **তাসান, তাসানো**—(১) ক্রি. গোছার ভিতরের তাস নাড়িয়া-চাড়িয়া উহাদের স্থান অদল-বদল করা, ভেস্তান; তিরস্কার করা। (২) বি.বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

তাস্কর্য—বি. চোরের বৃত্তি, চৌর্য। [সং. তস্কর+য (ষ্যঞ্)]।

তাহা—সর্ব. সেই বস্তু বা বিষয়। [সং. তদ্]। **~কে,** (পদ্যে) **~রে**—সেই ব্যক্তিকে; (বহুবচনে) **~দিগকে,** (বর্ত. বর্জি.) **~দেরকে**। **~তে**—(১) সর্ব.(৭মী) তাহার মধ্যে; তাহার জন্য বা কারণে, সেইজন্য (তাহাতে ক্ষতি কি); তাহা শুনিয়া, তাহার ফলে বা জবাবে, সেই প্রসঙ্গে, তারপর (তাহাতে আমরা বলিলাম); তাহার সহিত (তাহাতে আমাতে সদ্ভাব নাই); তাহার দ্বারা (তাহাতে অভাব ঘোচে না)। (২) অব্য. (সমু.) তথাপি, তাহা সত্ত্বেও (যদি না পার তাহাতে ক্ষতি নাই); অন্যপক্ষে, আবার (একে ধনী, তাহাতে উচ্চপদস্থ)। **~র**—সেই ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়ের।

তাহে—(১) অব্য.(সমু.) (ব্রজ.) অধিকন্তু, তাহাতে আবার ('একে কুহু যামিনী, তাহে কুলকামিনী')। (২) সর্ব. (কাব্যে) তাহাকে, তাহাতে। [বাং. তাহা (সং. তদ্) +এ]।

তিক্ত, তিতো, তেতো—(১) বিণ. তিত রসযুক্ত বা স্বাদযুক্ত, (আল.) অপ্রীতিকর (সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তোলা)। বিণ. **~বিরক্ত**—জ্বালাতন, উত্যক্ত। [**ত্যক্ত-বিরক্ত** দ্রঃ]। (২) বি. তিক্তরস; তিক্তস্বাদ শাক প্রভৃতি। [সং. √তিজ্ +ত (ক্ত)]।

তিগ্ম—বিণ. তীব্র, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ। [সং. √তিজ্+ম (র্ক্ত)]। বি. **তিগ্মরশ্মি, তিগ্মাংশু**—সূর্য; প্রখর রৌদ্র।

তিঙন্ত—বিণ. অন্তে তিঙ্ অর্থাৎ ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত। [সং. তিঙ্+অন্ত]।

তিজারত, তিজারৎ, তিজারতি—**তেজারত**-এর রূপভেদ।

তিজেল—বি. চেপটা হাঁড়িবিশেষ, ব্যঞ্জনাদি রাঁধিবার হাঁড়ি। [পো. tigela]।

তিড়িং, তিড়িক্—অব্য. (ফড়িং ইত্যাদির ন্যায়) হঠাৎ

আদিতে তাল-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য তাল৩,৪,৫,৬ দ্রঃ।

সবেগে লাফাইয়া উঠার ভাব। অব্য. **তিড়িং-তিড়িং, তিড়িং-বিড়িং**—বারংবার তিড়িং করিয়া লম্ফনের বা চঞ্চলতা-প্রকাশের ভাব।

তিড়্‌বিড়্‌—অব্য. চঞ্চলতা বা অস্থিরতার ভাব-প্রকাশ (তিড়্‌বিড়্‌ করা)। [দেশী]। বিণ. **তিড়্‌বিড়ে**—অতিশয় চঞ্চল বা অস্থির।

তিত, তিতো, তিতা১—**তিক্ত**-র কথ্য রূপ।

তিতা২—(১) ক্রি. ভিজা, সিক্ত হওয়া (ভিজে-তিতে এসেছি, আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া': চণ্ডী., 'তিতি অশ্রুনীরে': মধু.); তিক্ত হওয়া ('তিতায় তিতিল দে': চণ্ডী.)। (২) বিণ. সিক্ত ('স্নানান্তে তিতা বস্ত্র এড়িলেন': চৈ. চ.)। [<সং. √তিমিত+বাং. আ]। ক্রি. **~ন, ~নো**—সিক্ত করা, ভিজান; তিক্ত করা (সম্পর্ক তিতিয়ে ফেলা)।

তিতিক্ষা—বি. সহিষ্ণুতা; ক্ষমা। [সং. √তিজ্‌+সন্‌+অ (ভা)+আ]। বিণ. **তিতিক্ষিত**—সহ বা ক্ষমা করা হইয়াছে এমন। বিণ. **তিতিক্ষু**—সহিষ্ণু; ক্ষমাশীল।

তিতিবিরক্ত—**ত্যক্ত** দ্রঃ।

তিতির—বি. পক্ষিবিশেষ। [সং. তিত্তির]।

তিতীর্ষু—বিণ. পার হইতে বা ত্রাণ লাভ করিতে অভিলাষী। [সং. √তৃ+সন্‌+উ (র্তৃ)]।

তিত্তির—বি. তিতিরপাখি। [সং.]।

তিথি—বি. চান্দ্র দিন, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কাল—প্রতিপদ্‌ দ্বিতীয়া ইত্যাদি; সময় (আজি শুভতিথি)। [সং √অত্‌+ইথি (র্তৃ)]। বি. **~কৃত্য**—তিথিবিশেষে বিহিত কার্য। বি. **~ক্ষয়**—একদিনে তিন তিথির মিলন, ত্র্যহস্পর্শ; অমাবস্যা।

তিথ্যমৃতযোগ—বি. হিন্দু-জ্যোতিষ-মতে শুভক্ষণবিশেষ। [সং. তিথি+অমৃতযোগ]।

তিন—বি. বিণ. ৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [প্রাকৃ. তিন্ন]। বি. **~কাল**—শৈশব (ও বাল্য) যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব। বি. **~কুল**—পিতৃবংশ মাতৃবংশ এবং শ্বশুরবংশ। ক্রি-বিণ. **~লাফে**—(আল.) তাড়াতাড়ি, অতি দ্রুত। **তিন সন্ধ্যা**—**ত্রিসন্ধ্যা**-র অনুরূপ। বি. **তিনাঞ্জলি, তিনাঞ্জলী**—(প্রা. বাং.)—তিনবার অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া (প্রেততর্পণের প্রথা হইতে) চির-বিদায় ('আজি লাজক দিআঁ তিনাঞ্জলী': শ্রীকৃ.) (তু. **তিলাঞ্জলি**)।

তিনি—সর্ব. (সম্ভ্রমে) সেই ব্যক্তি। [প্রাকৃ. তিন্নি]।

তিন্তিড়ী, তিন্তিলী, তিন্তিড়, তিন্তিড়ীক—বি. তেঁতুল গাছ বা ফল। [সং.]।

তিন্দু, তিন্দুক—বি. গাবগাছ। [সং.]।

তিপ্পান্ন—বি. বিণ. ৫৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিপঞ্চাশৎ]।

তিব্বত—বি. হিমালয়ের উত্তরে, চীন সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত দেশ।

তিব্বতী—(১) বিণ. তিব্বতীয়। (২) বি. তিব্বতের লোক বা ভাষা। [তিব্বত+বাং. ঈ]। বিণ. **তিব্বতীয়**—তিব্বতে জাত; তিব্বত-সংক্রান্ত, তিব্বতের। [তিব্বত+সং. ঈয়]।

তিমি—বি. বিরাট্‌কায় মৎস্যাকার স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ। [সং.]।

তিমিঙ্গিল—বি. তিমিকেও গিলিতে পারে এমন অতিকায় পৌরাণিক জীববিশেষ।

তিমিত—বিণ. সিক্ত; নিশ্চল; স্তিমিত। [সং. √তিম্‌+ত (র্তৃ)]।

তিমির—বি. বিণ. অন্ধকার ('তিমিরময় নিবিড় নিশা', 'ছুটিল তিমিররাত্রি': রবীন্দ্র); চক্ষুর রোগবিশেষ যাহাতে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, ছানি। [সং. √তিম+ইর (গে)]। বিণ. **তিমিরাবগুণ্ঠিত**—অন্ধকাররূপ ঘোমটায় আচ্ছাদিত; ঘন অন্ধকারে আবৃত।

তিয়র—**তেওর**-এর রূপভেদ।

তিয়াত্তর—বি. বিণ. ৭৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [প্রাকৃ. তেহত্তরি<সং. ত্রিসপ্ততি]।

তিয়াষ, তিয়াস, তিয়াসা—**তৃষা**-র কোমল রূপ।

তিরপিত—**তৃপ্ত**-র কোমল রূপ।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী, তিরস্কারিণী—বি. অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা; পর্দা; (আল.) বাধা। [সং. তিরস্‌+ +করণী, করিণী, কারিণী]।

তিরস্কার—বি. ভর্ৎসনা, ধমক; অনাদর; নিন্দা। [সং. তিরস্‌+ √কৃ+অ (ভা)]। বিণ. **তিরস্কৃত**—ভর্ৎসিত; অনাদৃত; নিন্দিত; আচ্ছাদিত।

তিরানব্বই, (কথ্য) **তিরানব্ব্‌ই**—বি. বিণ. ৯৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিনবতি]।

তিরাশি, (বর্জি.) **তিরাশী**—বি. বিণ. ৮৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্র্যশীতি]।

তিরি—বি. তিন বিন্দুযুক্ত বা ফোঁটাযুক্ত তাস। [সং. ত্রি]।

তিরিক্ষি, তিরিক্ষে, তিরিক্ষি—বিণ. উগ্র; একটুতে রাগিয়া উঠে এমন, রগচটা (তিরিক্ষি মেজাজ)। [<প্রা. তিরিক্‌থ>তির্যক্‌]।

তিরিশ—**ত্রিশ**-এর কথ্য রূপ।

তিরিষা—**তৃষা**-র প্রাচীন কোমল রূপ।

তিরী—**তিরি**-র বানানভেদ।

তিরোধান, তিরোভাব—বি. অন্তর্ধান, অদৃশ্য হওয়া; (মহাপুরুষদের) মৃত্যু। [সং. তিরস্‌+ √ধা+অন (ভা), তিরস্‌+ √ভূ+অ (ভা)]। বিণ. **তিরোহিত, তিরোভূত**—অন্তর্হিত; মৃত। বিণ. (স্ত্রী.) **তিরোহিতা, তিরোভূতা**।

তির্যক্‌—অব্য. বিণ. কুটিল, বক্র (তির্যক্‌ গতি, তির্যক্‌ দৃষ্টি); তেরছা, বাঁকা (তির্যক্‌ রেখা); মানবেতর (তির্যক্‌ প্রাণী)। [সং. তিরস্‌+ √অঞ্চ্‌+ক্বিপ্‌ (র্তৃ)]। বি. **~পাতন**—বকযন্ত্রদ্বারা চুয়ানর কাজ। বি. **~যোনি**—মানবেতর প্রাণী, পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব।

তিল—(১) বি. তৈলপ্রদ ক্ষুদ্র শস্যবিশেষ ('তিলফুল জিনি নাসা'); গাত্রে তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র চিহ্নবিশেষ (তাহার গালে একটা তিল আছে); এক কড়ার আশি ভাগের এক ভাগ; অতি সামান্য পরিমাণ বা অংশ (এ ব্যাপারের তিলমাত্র জানি না)। (২) বিণ. বিন্দুমাত্র, অতিসামান্যমাত্র ('তিল ঠাঁই আর নাহিরে': রবীন্দ্র)। [সং. √তিল্‌

+অ (র্তৃ)]। ক্রি. **তিলকে তাল করা**—অতিরঞ্জিত করা। ক্রি. **তিলধারণের জায়গা না থাকা**—অত্যন্ত ভীড় হওয়া, পরিপূর্ণ হইয়া থাকা। বি. **~কাঞ্চন**—তিল ও যৎসামান্য স্বর্ণের দ্বারা মাতাপিতার শ্রাদ্ধ। **তিল তিল করিয়া**—একটু একটু করিয়া; ক্রমেক্রমে কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে। **~কুটো**—তিলচূর্ণে প্রস্তুত সন্দেশ-বিশেষ। বি. **তিল-তুলসী**—তিল ও তুলসী : ইহা হিন্দুদের অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিশুদ্ধ দানের বা নিঃশেষে দানের উপকরণ ('দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু' : বিদ্যা.)। বি. **~পিটালি**—তিলমিশ্রিত পিটালির গোলা। **~মাত্র, তিলার্ধ, তিলার্ধেক, একতিল**—(১) বি. অতিসামান্য অংশও। (২) বিণ. বিন্দুমাত্র, সামান্যমাত্র (তিলমাত্র বিশ্বাস, তিলার্ধ সময়)। (৩) ক্রি-বিণ. ক্ষণমাত্র (তিলমাত্র দাঁড়ায় নাই); একটুও, বিন্দুমাত্র (তিলমাত্র ভালবাসে না)। ক্রি-বিণ. **তিলে-তিলে**—**তিল তিল করিয়া**-র অনুরূপ।

তিলক—(১) বি. ললাট বাহু ইত্যাদি দেহের বারোটি স্থানে (চন্দন প্রভৃতির) ফোঁটা বা ছাপ (তিলক কাটা)। (২) বিণ. তিলকের মতো অলঙ্কারস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ (কুল-তিলক)। [সং. তিল+ক]। ক্রি. **তিলক কাটা, তিলক পরা**—গাত্রে তিলক আঁকা। বি. **~মাটি**—গঙ্গানদী বা অন্যান্য তীর্থস্থানের যে মাটি দিয়া তিলক আঁকা হয়। বি. **~সেবা, ~ছাপা,** (প্রাদে.) **~ছাবা**—বৈষ্ণবগণ কর্তৃক দেহের আটটি স্থানে তিলক আঁকিয়া হরিনাম লিখন। বি. **তিলকা**—গাত্রে তিলফুলের ন্যায় চিহ্ন ('অলকা তিলকা ভালে')। বিণ. **তিলকী** (-কিন্)—তিলকধারী।

তিলাঞ্জলি—বি. মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তাহার জীবিত বংশধর কর্তৃক তিল ও জল অঞ্জলি করিয়া তর্পণ; (আল.) সম্পূর্ণ সম্বন্ধত্যাগ ('তিলাঞ্জলি দিনু কুললাজে' : অনন্ত.)। [সং. তিল+অঞ্জলি—তু. তিনাঞ্জলি]।

তিলার্ধ, তিলার্ধেক—**তিল** দ্রঃ।

তিলী—বি. হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং. তিল+বাং. ঈ]।

তিলে—বি. তিলমিশ্রিত (তিলে-খাজা)। [সং. তিল+বাং. এ<আ. উয়া]।

তিলেক—(১) বি. তিলমাত্র, সামান্য অংশও। (২) বিণ. অত্যল্প, বিন্দুমাত্র (তিলেক সুখ)। (৩) ক্রি-বিণ. ক্ষণমাত্র, ক্ষণকাল (তিলেক দাঁড়াও); একটুও, বিন্দুমাত্রও (তিলেক ভালবাসে না)। [সং. তিল+এক (বাং.) সন্ধি]।

তিলে-তিলে—**তিল** দ্রঃ।

তিলোত্তমা—বি. সুন্দ ও উপসুন্দের বধের জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে (বিশ্বকর্মাকর্তৃক) তিল তিল করিয়া সৃষ্টির যাবতীয় সৌন্দর্য আহরণপূর্বক নির্মিতা অপ্সরাবিশেষ। [সং. তিল+উত্তমা]।

তিলোদক—বি. তিলমিশ্রিত উদক বা জল, শ্রাদ্ধে বা তর্পণে প্রদেয়। [সং. তিল+উদক]।

তিষ্ঠান, তিষ্ঠনো—ক্রি. টিকিয়া থাকা, অধিকক্ষণ বাস বা অবস্থান করা (তিষ্ঠানো দায়, তিষ্ঠতে দিল না)। [বাং. √তিষ্ঠা<সং. √স্থা]।

তিষ্য—বি. নক্ষত্রবিশেষ, পুষ্যনক্ষত্র। [সং.]।

তিসি—বি. তৈলপ্রদ বীজবিশেষ, মসিনা। [সং. অতসী]।

তিহাই—**তেহাই**-র রূপভেদ।

তীক্ষ্ণ—বিণ. অত্যন্ত ধারাল, শাণিত (তীক্ষ্ণ ছুরিকা); সূক্ষ্মাগ্র, সূচাল (তীক্ষ্ণ কণ্টক), সকল বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিতে পারে এমন (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি); প্রখর, উগ্র, তীব্র (তীক্ষ্ণ রৌদ্র, তীক্ষ্ণ স্বর, তীক্ষ্ণ বিষ; তীক্ষ্ণ স্বাদ); সূক্ষ্ম, সতর্ক (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি)। [সং. √তিজ্+স্ন]। বিণ. (স্ত্রী.) **তীক্ষ্ণা**। বি. **~তা, ~ত্ব**। বি. **~লৌহ, তীক্ষ্ণায়স**—ইস্পাত।

তীবর—বি. তিয়র বা তেওর জাতি; ব্যাধ। [সং. √ত+বর (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **তীবরী**।

তীব্র—বিণ. প্রখর, কড়া (তীব্র রৌদ্র, তীব্র প্রতিবাদ); দুঃসহ (তীব্র দুঃখ); উগ্র, কর্কশ (তীব্র ভাষা); উচ্চ (তীব্র স্বর), মারাত্মক, সাঙ্ঘাতিক (তীব্র বিষ); কঠিন (তীব্র প্রতিযোগিতা), ক্রুদ্ধ, তীক্ষ্ণ (তীব্র দৃষ্টি)। [সং. √তীব্+র (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

তীর১—বি. সমুদ্র, নদী ইত্যাদি জলাশয়ের পাড়, কূল। [সং.]।

তীর২—বি. বাণ, শর। [ফা.]। বি. বিণ. **~ন্দাজ**—তীর নিক্ষেপে ওস্তাদ, ধানুকী।

তীর্ণ—বিণ. পারগত, অতিক্রান্ত (বাংলায় সাধারণতঃ 'অব' ও 'উৎ' উপসর্গ যোগে এই শব্দের প্রয়োগ হয় : **অবতীর্ণ, উত্তীর্ণ** দ্রঃ। [সং. তৃ+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **তীর্ণা**।

তীর্থ—বি. পুণ্যস্থান (মিলন-তীর্থ), দেবতা বা মহাপুরুষ-দের লীলাক্ষেত্র বা বাসভূমি; পাপমোচনের স্থান (বারা-ণসী-তীর্থ); ঋষিসেবিত পবিত্রজল নদ্যাদি (পুষ্করতীর্থ); নদ্যাদিতে অবতরণের বা স্নানের ঘাট; গুরু, শিক্ষক (সতীর্থ্য); (গুরু বা উপাধ্যায় অর্থে) উপাধিবিশেষ (ব্যাকরণতীর্থ)। [সং. √তৃ+থ (র্ম)]। ক্রি. **তীর্থ করা**—তীর্থ দর্শন ও তীর্থকৃত্য সম্পাদন করা। **তীর্থের কাক**—তীর্থযাত্রীরা কখন যজ্ঞস্থানে নৈবেদ্যাদি ছড়াইবে, এই আশায় কাক যেমন অপেক্ষা করে তেমনি পরানু-গ্রহ-প্রত্যাশী লোভী ব্যক্তি। বি. **~যাত্রা**—পাপ-ক্ষালনার্থ তীর্থস্থানে গমন। বিণ. বি. **~যাত্রী** (-ত্রিন্)—তীর্থে গমনকারী। বি. **~বাস**—তীর্থস্থানে স্থায়িভাবে অবস্থান। বি. বিণ. **~বাসী** (-সিন্)—তীর্থবাস করি-তেছে এমন।

তীর্থঙ্কর—বি. (১) জৈন ধর্মগুরু, সংখ্যায় চব্বিশ : ইঁহাদের মধ্যে পার্শ্বনাথ (বা পরেশনাথ) ও মহাবীর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (২) জৈন বা বৌদ্ধ শাস্ত্রকার, সিদ্ধপুরুষ।

তু১—অব্য. কুকুর, বিড়াল প্রভৃতিকে ডাকিবার শব্দ (তু করে ডাকা)। [দেশী]।

আদিতে তিল-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **তিল** ও **তিলক** দ্রঃ।

তু২—সর্ব. (ব্রজ.) তুই, তুমি ('মরণ তু আওরে আও' : রবীন্দ্র)। [হি. তুম্<সং. ত্বম্]। সর্ব. **তুঅ, তুয়**—(ব্রজ.) তোমার।

তুই—সর্ব. তুচ্ছার্থে বা অনাদরার্থে তুমি-র রূপভেদ (নিম্নপদস্থ বা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য)। [সং. ত্বম্]। বি. ~**তোকারি**—তুই তোর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া অসম্মান প্রদর্শন।

তুঁ, তুঁহু—সর্ব. (ব্রজ.) তুমি; (আদরে) তুই। [হি.]।

তুঁত, তুত—বি. বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফল, mulberry। [আ. তূত]। বি. ~**পোকা**—তুঁতগাছের পত্রভোজী গুটিপোকা : ইহার লালায় রেশম তৈয়ারি হয়।

তুঁতিয়া, তুঁতে—বি. তাম্র-গন্ধকাম্লঘটিত পদার্থবিশেষ, copper-sulphate। [সং. তুত্থক]।

তুঁদুল—বি. (কথ্য) তন্দুর। [বাং. <উ. তন্দুর]। বিণ. **তুঁদুলে**—তন্দুরে তৈয়ারী, তন্দুরী।

তুঁষ—তুষ-এর রূপভেদ।

তুক—বি. বশীকরণের প্রকরণ, গুণ (তুক করা); বশীকরণমন্ত্র, জাদু (তুক জানা)। [দেশী]। বি. ~**তাক**—জাদুর মন্ত্রতন্ত্র।

তুক্ক—বি. শিক্ষাকালে ব্যবহার্য ফলহীন বাণ; (অল.) শ্লোকের শেষ বা চতুর্থ চরণ; কীর্তনের অঙ্গবিশেষ। [ফা. তুকা]।

তুখড়, তুখোড়—বিণ. চালাক-চতুর; ওস্তাদ, দক্ষ; নিপুণ। [সং. তীক্ষ্ণ]।

তুঙ্গ—বিণ. উঁচু, উন্নত (তুঙ্গশৃঙ্গ, তুঙ্গনাসিকা)। [সং. √তুঙ্গ্ + অ (র্ত্)]। বিণ. **তুঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—(জ্যোতিষ.) রাশিচক্রে উচ্চস্থানে অবস্থিত গ্রহ (তুঙ্গে বৃহস্পতি); শেষ সীমা (মনোমালিন্য তুঙ্গে ওঠা)।

তুচ্ছ—বিণ. অকিঞ্চিৎকর, অত্যল্প; নগণ্য, হেয়; অসার। [সং.]। বি. ~**তা**। বি. ~**তাচ্ছল্য**, ~**তাচ্ছিল্য**—তুচ্ছজ্ঞান, অবহেলা, অনাদর।

তুঝ—সর্ব. (ব্রজ.) তোর, তোমার। [হি.]। সর্ব. **তুঝে**—তোরে, তোমাকে।

তুড়া১—ক্রি. মুখের উপর অপমানজনক কথা বলা বা ধমকান; (প্রধানতঃ কথাদ্বারা) তেজ বা জোর প্রকাশ করা। [সং. √তুড্ড + বাং. আ]। অস-ক্রি. **তুড়িয়া,** (কথ্য) **তুড়ে**—মুখের উপর অপমানজনক কথা বলিয়া, কড়াভাবে ধমকাইয়া (তুড়ে ধমকে দেওয়া); চুটাইয়া, জোরে বা তেজ প্রকাশ করিয়া (তুড়ে ঝগড়া বা বক্তৃতা করা)।

তুড়া২, তোড়া—ক্রি. ভাঙা বা ভাঙিয়া ফেলা (হাড় তুড়া); সমপরিমাণ খুচরা মুদ্রার সহিত বিনিময় করা (টাকা তুড়া)। [সং. √তুড্ + বাং. আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. তুড়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

তুড়ি—বি. অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির সংযোগদ্বারা শব্দ। [দেশী]। **তুড়ি দিয়ে** (বা **মেরে**) **ওড়ান**—বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অতি সহজেই পরাজিত করা। বি. ~**লাফ**—স্ফূর্তির বশে হঠাৎ তিড়িং লাফ।

তুড়িয়া, তুড়ুক, তুড়ুম, তুড়ে—যথাক্রমে তুড়া তুড়ুক তুরুম ও তুড়া১ দ্রঃ।

তুণ্ড—বি. (প্রধানতঃ জীবজন্তুর) মুখ; ওষ্ঠাধর; চঞ্চু। [সং. √তুণ্ড্ + অ (র্ত্)]।

তুত, তুতপোকা, তুতিয়া, তুতে—যথাক্রমে তুঁত তুঁতপোকা তুঁতিয়া ও তুঁতে-র রূপভেদ।

তুথ, তুত্থক—বি. তুঁতিয়া। [সং.]। বি. **তুত্থাঞ্জন**—তুঁতিয়া হইতে প্রস্তুত কাজল।

তুন্দ, তুন্দি—বি. ভুঁড়ি, পেট। [সং.]। বিণ. **তুন্দিভ, তুন্দিল**—ভুঁড়ো, স্থূলোদর, নাদাপেটা; বিশাল বা স্থূল ('তুন্দিল উদর')।

তুফান—বি. প্রবল ঝড়; বন্যা। [আ.]। বি. **তুফান-মেল**—তুফানের ন্যায় বেগে গমনশীল ডাকগাড়ি।

তুবড়া, তোবড়া—(১) বিণ. চুপসান, টোল-খাওয়া (তোবড়া গাল)। (২) ক্রি. চুপসাইয়া যাওয়া বা দেওয়া, টোল খাওয়া বা খাওয়ান। [আ. তোব্‌রা]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. বাঁকাইয়া বা মুচড়াইয়া দেওয়া; টোল খাওয়ানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

তুবড়ি, তুবড়ী—বি. আতসবাজিবিশেষ; সাপুড়িয়াদের লাউয়ের খোলে দুইটি নল লাগান বাঁশী। [তু. সং. তুম্ব]। **কথার তুবড়ি**—তুবড়ি বাজির আগুনের ফিন্‌কির ন্যায় অনর্গল বাক্যস্রোত (কথার তুবড়ি ছোটানো)।

তুমার—বি. জমাখরচের খাতা। [ফা.]। বি. ~**নবিস**, ~**নবীস**—(প্রধানতঃ জমিদারের) হিসাবরক্ষক।

তুমি—সর্ব. মধ্যম পুরুষের একবচন। [সং. ত্বম্]।

তুমুল—(১) বিণ. ঘোরতর (তুমুল যুদ্ধ, তুমুল কাণ্ড)। (২) বি. ভীষণ ঝগড়া (দুজনে তুমুল হয়ে গেছে)। [সং. √তু (গতি বা বৃদ্ধি অর্থে) + মূল]।

তুম্ব, তুম্বক, তুম্বি, তুম্বী—বি. লাউ; লাউয়ের শুষ্ক খোল; লাউয়ের শুষ্ক খোলদ্বারা প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র। [সং.]।

তুয়—তু২ দ্রঃ।

তুয়া—সর্ব. (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) তুমি ('নিপট কপট তুয়া শ্যাম' : অ. দ.); তোমাকে ('জীবনে মরণে তুয়া পাব' : চণ্ডী); তোমার ('তুয়া অনুরূপ এক পট লিখিয়া' : যদু.)। [সং. ত্বম্, তব]।

তুরক—বি. তুরস্কের লোক; তুরস্কবাসী জাতি। [সং. তুরুষ্ক, ফা. তুর্কি]। বি. ~**সওয়ার**—অশ্বারোহী (তুর্কী) সৈন্য। **তুরকি, তুরকী**—(১) বিণ. তুরস্কদেশীয়। (২) বি. তুরস্কের লোক ভাষা বা ঘোড়া। বি. **তুরকি-নাচ, তুরকি-নাচন**—ঘুরপাক খাইয়া উদ্দাম নৃত্য; (আল.—প্রধানতঃ পরের নির্দেশে চলিতে বাধ্য হওয়ার ফলে) অত্যন্ত বিব্রত বা নাজেহাল অবস্থা। **তুরকীয়**—(১) বিণ. তুরস্কদেশীয়। (২) বি. তুরস্কের লোক।

তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম—বি. অশ্ব। [সং. তুর (=ত্বরা) + √গম্ + অ (র্ত্)]। বি.(স্ত্রী.) **তুরগী, তুরঙ্গী, তুরঙ্গমী**। বি. **তুরগী** (-গিন্), **তুরঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার।

তুরন্ত—ক্রি-বিণ. অতি সত্বর, তাড়াতাড়ি। [হি. তুরন্ত্]।

তুরপুন—বি. কাঠাদিতে ছিদ্র করার জন্য ছুতারের যন্ত্র-বিশেষ তোমর। [ফা. তুর্‌কান্]।

তুরস্ক—বি. দেশবিশেষ, Turkey। [সং. তুরুষ্ক]। বি. **তুরস্ক-মণি**—উপরত্নবিশেষ, ফিরোজা, নীলকান্তমণি, turquoise।

তুরানি, তুরাণি, তুরাণী—(১) বিণ. তুরস্কদেশীয়। (২) বি. তুরকি ঘোড়া। [সং. তুরুষ্ক—'ইরানি'-র দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে ?]।

তুরি, তুরী—বি. তাঁতের মাকু; রণশিঙা। [সং. √তুল্ বা তুর্ + ই (র্তৃ), + ঈ]।

তুরিত, তুরিতে—ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) দ্রুত, তাড়াতাড়ি ('তুরিতে জ্বালিয়া বাতি হেরিলেন ইতি উতি': বা. ঘো.)। [সং. ত্বরিত]।

তুরীয়, তুর্য—(১) বিণ. চতুর্থ, চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত; মায়ার অতীত (তুরীয় অবস্থা)। (২) বি. (বেদান্ত দর্শ.) মায়ার অধীন বিরাট-হিরণ্যগর্ভ-ঈশ্বর: এই তিনের পরবর্তী চতুর্থ তত্ত্ব, যাহা মায়ার অতীত অর্থাৎ পরব্রহ্মসহ অভেদ-সম্পর্ক-যুক্ত আত্মা। [সং. চতুর্ (চার) + ঈয় (নি.)]। **তুরীয় বর্ণ**—শূদ্র। বি. **তুরীয়ানন্দ**—তুরীয়াবস্থার আনন্দ; (ব্যঙ্গে) আত্মহারা অবস্থা।

তুরুক১, তুড়ুক—**তুরক**-এর রূপভেদ।

তুরুক২—অব্য. তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে-সঙ্গে, চট্‌পট্ (তুরুক জবাব)। [তু. ফা. তুর্‌কি]।

তুরুপ, তুরুক—বি. (তাস খেলায়) রঙের তাস; রঙের তাসদ্বারা পিঠ লওয়া। [ওল. troef]।

তুরুম, তুড়ুম—বি. অপরাধীর হাত-পা আটকাইয়া তাহাকে অনড় করিয়া রাখিবার কাটরাবিশেষ। [ফ্রে. trone]। ক্রি. **তুরুম ঠোকা**—তুরুমে আবদ্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া; কঠোরভাবে ধমকাইয়া দেওয়া।

তুরুষ্ক—বি. তুর্কিস্তান; গন্ধকদ্রব্যবিশেষ, শিলারস। [সং.]।

তুর্ক, তুর্কি (-কী)—যথাক্রমে **তুরক** ও **তুরকি**-র রূপভেদ।

তুল১—**তুলনা** ও **তুল্য**-র কোমল ও কথ্য রূপ ('নাহি তার তুল রে')।

তুল২—বি. দাঁড়িপাল্লা; তৌলকরণ (তুল করা)। [সং. তুল্য]।

তুলকালাম—বি. তুমুল ঝগড়া; হুলস্থূল। [আ. তুল-ই-কলাম]।

তুলট১—(১) বিণ. তুলা হইতে প্রস্তুত (তুলট কাগজ)। (২) বি. তুলা হইতে প্রস্তুত কাগজ (তুলটে লেখা পুঁথি)। [সং. তুল + বাং. ট]।

তুলট২—বি. তুলাদণ্ডে নিজেকে মাপিয়া দাতার সম-পরিমাণ অর্থাদি দান, তুলাদান। [সং. তুলা + বাং. ট]।

তুলতুল—অব্য. (আদরার্থে) অতিশয় কোমলতার ভাব প্রকাশ (তুলতুল করা)। [তলতল দ্র:]। বিণ. **তুল-তুলে**—অতিশয় কোমল, টিপিলেই আঙুল বসিয়া যায় এরূপ নরম ('মুখখানি তার তুলতুলে': স. দ.)।

তুলনা—বি. উপমা, সাদৃশ্য (তুলনা নেই); সদৃশ ব্যক্তি বা বিষয় (তেজস্বী ব্যক্তির তুলনা সিংহ); সাদৃশ্য নিরূপণ, অপরের সহিত পার্থক্য বা তুল্যতা নির্ধারণ (তুলনা করা)। [সং. √তুল্ + অন (ভা) + আ]। বিণ. **তুলনীয়**—তুলনার যোগ্য, উপমেয়।

তুলসী—বি. হিন্দুদের নিকট পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ক্ষুদ্র গাছবিশেষ বা তাহার পাতা। [সং.]। ক্রি. **তুলসী দেওয়া**—নারায়ণের প্রসন্নতালাভের জন্য তাঁহার চরণে তুলসীপাতা দেওয়া। বি. **~মঞ্চ**—হিন্দুরা যে মাটির বেদীর উপর তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়া নিত্য পূজা করেন।

তুলা১, তূলা—বি. কার্পাস; কার্পাস শিমুল প্রভৃতি ফলের আঁশ। [সং. তুল]।

তুলা২, তোলা—(১) ক্রি. উত্তোলন করা, উঠান, উঁচু করা (মাটি থেকে তোলা, তুলিয়া ধরা); শুনানো (কানে তোলা), উত্থাপন করা (প্রসঙ্গ তোলা), জাগান (ঘুম থেকে তোলা); উন্নীত করা (জাতে তোলা); খুঁটিয়া সংগ্রহ করা (শাক তুলিয়া আনো); উৎপাটন করা, (বৃন্তাদি হইতে) বিচ্যুত করা (ফুল তোলা দাঁত তোলা); সংগ্রহ করা (চাঁদা তোলা); অপসারিত করা (দাগ তোলা); তীব্রতর করা (তান তোলা, সুর তোলা); সৃষ্টি করা (গুজব তোলা, আওয়াজ তোলা); সূচিকর্মদ্বারা অঙ্কিত করা (কাপড়ে ফুল তোলা); নির্মাণ করা (বাড়ি তোলা); উচ্ছেদ করা (বাড়ি থেকে ভাড়াটে তোলা); শকটাদিতে আরোহণ করান, চাপান (তাকে গাড়িতে তুলে দিতে হবে); বমন করা (দুধ তোলা); খাটান, সংস্থাপন করা (পাল তোলা), সম্পর্কের উল্লেখপূর্বক গালি দেওয়া (বাপ তোলা), নিঃসৃত করা, ত্যাগ করা (হাই তোলা); গুছাইয়া রাখা; (ফালি-করা) বেত চাঁছিয়া সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √তুল্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা তুলিবার কাজ করান। (২) বি. বিণ.

তুলা৩—বি. (কাব্যে) তুলনা, উপমা ('কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা': ভা. চ.)। [সং. √তুল + অ (ভা) + আ]।

তুলা৪—বি দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি; (জ্যোতিষ.) সপ্তম রাশি; শতপল পরিমাণ, স্বর্ণরৌপ্যের পরিমাণবিশেষ (=৪০০ তোলা)। [সং. √তুল্ + অ (ণে) + আ]। বি. **~দান**—দাতার দেহের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণরৌপ্যাদি দান, তুলট। বি. **~ধারী** (-রিন্)—ওজনকারী; ব্যবসায়ী। বি. **~দণ্ড, ~যন্ত্র**—ওজন পরিমাপক যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি।

তুলি, তূলি—বি. রঙ লাগাইবার অথবা ছবি আঁকিবার উপযোগী লোমাদি নির্মিত বর্তিকাবিশেষ বা ব্রুশ। [সং. তূলি]।

তুলিত—বিণ. উপমিত, তুলনা করা হইয়াছে এমন; ওজন করা হইয়াছে এমন। [সং. √তুল্ + ত (র্ম)]।

তুলো—**তুলা১**-র কথ্য রূপ।

তুল্য—বিণ. সদৃশ, অনুরূপ, সমান। [সং. তুলা + য]।

বি. ~প্রতিযোগিতা—সমানে সমানে দ্বন্দ্ব। বিণ. ~মূল্য—সমান দামী, সমকক্ষ। বি. ~যোগিতা—সাদৃশ্যমূলক কাব্যালঙ্কারবিশেষ। বিণ. ~রূপ—একই রকম। তুল্যাকৃতি—(১) বি. সদৃশ চেহারা। (২) বিণ. তুল্যরূপ, একই রকম মূর্তিবিশিষ্ট।

তুষ, তুস—বি. ধান্যাদি শস্যের খোসা। [সং. √তুষ্ + অ (র্তৃ)]। তুষের আগুন—তুষানল-এর অনুরূপ।

তুষা—ক্রি. (কাব্যে) তুষ্ট করা ('যে-পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি' : রবীন্দ্র)। [সং. √তুষ্ + বাং. আ]।

তুষানল—বি. জ্বলন্ত তুষের আগুন, চাপা থাকিয়াও যাহা দীর্ঘকাল জ্বলিতে থাকে; তুষের আগুনের ন্যায় দীর্ঘকাল-স্থায়ী (মর্ম) যন্ত্রণা। [সং. তুষ + অনল]।

তুষার—বি. হিমানী, নীহার, বরফ (তুষারপাত)। বিণ. শীতল (তুষারকর)। [সং.]। বি. ~গিরি, তুষারাদ্রি—হিমালয়-পর্বত। বিণ. ~ধবল—তুষারের ন্যায় সাদা।

তুষ্ট—বিণ. খুশি, তৃপ্ত, আনন্দিত। [সং. √তুষ্ + ত (র্তৃ)]। বি. তুষ্টি—তৃপ্তি, সন্তোষ।

তুস—বি. নরম পশমী বস্ত্রবিশেষ, মলিদা। [আ. তুস]।

তুহ—তুঁহ-র রূপভেদ।

তুহার—তোঁহার-এর রূপভেদ।

তুহিন—(১) বি. তুষার, হিম। (২) বিণ. অত্যন্ত শীতল। [সং. √তুহ্ + ইন (র্তৃ)]।

তুহু, তুহুঁ—তুঁ-র রূপভেদ।

তূণ, তূণীর—বি. বাণ রাখিবার আধার। [সং.]।

তূবর, তূবরক—বি. গোঁফ-দাড়িবিহীন পুরুষ, মাকুন্দ; কষায়রস। [সং. √তু + বর + ক (র্তৃ)]।

তূরী, তূর্য—বি. ভারতের প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ, রণ-শিঙ্গা ('থেমে গেল রণতূর্য' : রবীন্দ্র)। [সং.]।

তূর্ণ—(১) ক্রি-বিণ. শীঘ্র, সত্বর। (২) বিণ. দ্রুত। [সং. √ত্বর্ + ত (র্তৃ)]। বি. ~পত্র—সত্বর পৌঁছান হয় এমন চিঠি, express letter।

তূল—বি. তুলা। [সং. √তূল্ + অ (র্তৃ)]।

তূলা—তুলা১-র বানানভেদ।

তূলি, তূলী, তূলিকা—বি লোমাদিদ্বারা প্রস্তুত চিত্র-করের লেখনী, তুলি। [সং. √তূল্ + ই, ঈ, ইক্ + আ]।

তূষ্ণীম্ভাব—বি. মৌন, নীরবতা। [সং. তূষ্ণীম্ + √ভূ + অ (ভা)]। বিণ. তূষ্ণীম্ভূত—মৌনী, নীরব।

তৃণ—বি. ঘাস খড় এবং ঐ জাতীয় উদ্ভিদ্। [সং. √তৃণ্ + অ (র্তৃ)]। বি. ~জ্ঞান—তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বা অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া বোধ করা। বি. ~দ্রুম—তাল নারিকেল খেজুর প্রভৃতি তৃণসদৃশ শাখাহীন বৃক্ষ। বি. ~ধান্য—উড়িধান। ~বৎ—(১) বিণ. তৃণের সমান; পলকা; তুচ্ছ; প্রতিরোধের শক্তিহীন। (২) ক্রি-বিণ. নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া (তৃণবৎ গণ্য করা)। বিণ. ~ভোজী (-জিন্), তৃণাদ—তৃণ আহার করিয়া বাঁচে এমন। বি. তৃণাসন—তৃণাদিদ্বারা নির্মিত আসন: কুশাসন।

তৃতীয়—বিণ. ৩ সংখ্যার পূরক। [সং. ত্রি + তীয়]।

তৃতীয়া—(১) বিণ (স্ত্রী.) তৃতীয়-র অর্থে। (২) বি. তিথিবিশেষ।

তৃতীয় বিশ্ব—উন্নত ও ধনতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ইত্যাদি এবং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ইত্যাদি দেশ ব্যতীত, বিশ্বের বিপুলসংখ্যক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমষ্টিগত নাম। [ইং. Third World]।

তৃপ্ত—বিণ. সন্তুষ্ট পূর্ণকাম কামনা পূর্ণ হওয়ার ফলে আনন্দিত। [সং. √তৃপ্ + ত (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) তৃপ্তা। বি. তৃপ্তি—তুষ্টি তৃষ্ণানিবৃত্তি।

তৃষা, তৃষ্ণা—বি. পিপাসা; (ভোগ বা লাভ করিবার) প্রবল ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা (বিষয়তৃষ্ণা, জ্ঞানতৃষা)। [সং. √তৃষ্ + কিপ্ (ভা) + আ, √তৃষ্ + ন (ভা) + আ]। বিণ. ~তুর, ~র্ত—পিপাসায় কাতর। বিণ. (স্ত্রী) ~তুরা, ~র্তা। বিণ. ~লু—তৃষ্ণাযুক্ত। বিণ. তৃষিত—পিপাসাযুক্ত। বিণ (স্ত্রী.) তৃষিতা।

তৃষ্য—বিণ. কাম্য, বাঞ্ছনীয়, লোভনীয়। [সং. √তৃষ্ + য (র্ম)]।

তে১—বিণ. (প্রা. বাং.) সেই (তেকারণ)। [সং. তদ্]।

-তে২—বিভক্তি: কর্তৃত্বসূচক (পাখিতে খায়, তোমাতে আমাতে একসঙ্গে যাবো)); দ্বারা অর্থবাচক (ছুরিতে কেটেছে); হইতে অর্থবাচক (দয়াতে বঞ্চিত); ক্রিয়া-বিশেষণসূচক (দ্রুতগতিতে হাঁটা), ইত্যাদি।

তে৩—বিণ. তিন, ত্রি (তেমাথা, তেকোনা, তেরাত্তির)। [সং. ত্রি]। বি. ~এঁটে—তিন আঁটিযুক্ত; ত্রিশিরা; কুদর্শন; (বাং.) বদমাশ, ফিচেল; ধূর্ত। বি. ~কাঁটা, ~কাটা—ত্রিশিরা মনসাসিজের গাছ। বি. ~কাঠা—তিনখণ্ড কাঠে নির্মিত তেকোনা আধারবিশেষ। (তু. চৌকাঠ)। বিণ. ~কোনা—ত্রিকোণ। বিণ. ~চখো, ~চোখো—তিনচক্ষুযুক্ত। বিণ. ~ঠেঙ্গে, ঠেঙে—তিনখানি চরণবিশিষ্ট। ~তলা, ~তালা১—(১) বি. অট্টালিকাদির তৃতীয় তল বা উহাতে অবস্থিত কক্ষ; (২) বিণ. তিনটি তলবিশিষ্ট, ত্রিতল। বি. ~তালা২—সঙ্গীতের তালবিশেষ (জলদ তেতালা, চিমে তেতালা)। বি. ~তাস—তাসের জুয়াখেলাবিশেষ: ইহাতে এক-একজন খেলোয়াড় তিনখানি করিয়া তাস পায়, ফ্ল্যাশ খেলা। বি. ~পায়া—তিনখানি পদযুক্ত বা পায়াওয়ালা টেবিলবিশেষ, টিপয়। বি. ~মাথা—তিন রাস্তার সংযোগস্থল। বিণ. ~মেটে—(সাধারণতঃ প্রতিমাকে) তিনবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। বি. ~মোহানা—তিনটি নদী বা নদীমুখের মিলনস্থল। ~শিরা—(১) বিণ. তিনটি শিরযুক্ত বা পলযুক্ত। (২) বি. মনসাগাছবিশেষ। ~সুতি, ~সুতী—(১) বিণ. তিন-গুণ সুতায় বোনা। (২) বি. ঐরূপ বস্ত্রাদি।

তেই—তেঁই-র রূপভেদ।

তেইশ—বি. বিণ. ২৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রয়ো-বিংশ]। বি. বিণ. তেইশে—মাসের তেইশ তারিখ বা তারিখের।

তেউটে—বি. খেসারি ও অন্যান্য রকমের মিশ্রিত দাল। [সং. ত্রিপুটাদি]।

তেউড়, তেড়—বি. কলাগাছের মূলদেশ হইতে নবোদ্গত চারা ; চারাগাছ (কলা-কচুর তেড়)। [দেশী]।

তেএঁ—অব্য. (প্রা. বাং.) তদ্দ্বারা। [সং. তেন]।

তেওড়১—বি. খেসারি. কলাই। [সং. ত্রিপুট]।

তেওড়২—(১) বিণ. বাঁকা. তোবড়া। (২) বি. বক্রতা। [সং. ত্রি+ √বৃৎ]। **তেওড়া**—(১) বিণ. বি. তেওড়। (২) ক্রি. তেওড়ান। **তেওড়ান, তেওড়ানো**—(১) ক্রি. বক্র করা বা হওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

তেওর—বি. মৎস্যব্যবসায়ী জাতি। [সং. তীবর]।

তেঁ১—সর্ব. (প্রা. বাং.) তাহারা ('তেঁ সঙ্কে চোরায়ল' : শ্রীকৃ.)। [সং. তে]।

তেঁ২, তেঁই, তেঁউ, তেঁএ—অব্য. (প্রা. বাং.) তাই, তজ্জন্য ('অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম' : ভা.চ.)। [সং. তেন]।

তেঁতুল—বি. টক স্বাদযুক্ত ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং. তিন্তিড়ী]। বিণ. **তেঁতুলে**—তেঁতুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট : অত্যন্ত টক স্বাদযুক্ত ; (লক্ষ্যার্থে) পাজি, দুষ্ট (তেঁতুলে লোক)। **তেঁতুলে বিছা**—তেঁতুলের ন্যায় লাল গাঁঠযুক্ত বিছা।

তেঁদড়, ত্যাঁদড়—বিণ. ধৃষ্ট. নির্লজ্জ. বেহায়া , দুষ্ট। [দেশী]। বি. **তেঁদড়ামি**—ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা বেহায়াপনা , দুষ্টামি।

তেজঃ (-জস্), (চলিত) **তেজ**—বি. জ্যোতি. দীপ্তি. প্রভা. আলোক. তাপ ; শক্তি. বিক্রম. প্রভাব. রজোগুণ, গর্ব. অহঙ্কার (তেজ-দেখানো). পৌরুষ ; রেতঃ. শুক্র। [সং. √তিজ্- + অস্ (ভা, র্তৃ)]।

তেজই—**তেজা** দ্রঃ।

তেজন—বি. তীক্ষ্ণ বা উজ্জ্বল বা উদ্দীপ্ত করা। [সং. √তিজ্ + অন (ভা)]।

তেজপত্র, তেজপাতা, (কথ্য) **তেজপাত**—বি. মসলারূপে ব্যবহৃত বৃক্ষবিশেষের পাতা। [দেশী]।

তেজবর—বি. যে বর পূর্বে আরও দুইবার বিবাহ করিয়াছে। [সং. তৃতীয়>তেজ + বর]। বিণ. **তেজবরে**—তৃতীয়পক্ষে বিবাহকারী।

তেজস্কর—বিণ. বলদায়ক , শক্তিবর্ধক ; তেজাল , উদ্দীপক। [সং. তেজঃ+ কৃ + অ (র্তৃ)]।

তেজস্ক্রিয়—বিণ. (বিজ্ঞা.) যাহা হইতে এমন এক প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হয় যাহাতে অ-স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া দেখা যায়, radioactive [বি. প.]। [সং. তেজঃ+ ক্রিয়]।

তেজস্বান্ (-স্বৎ), **তেজস্বী** (-স্বিন্)—বিণ. তেজোময়, জ্যোতির্ময় ; বিক্রমশালী, বীর্যবান্ ; তেজী। [সং. তেজঃ + বৎ, বিন্ (অস্ত্যর্থে)]। বিণ.(স্ত্রী.) **তেজস্বতী, তেজস্বিনী**।

তেজা, ত্যজা—ক্রি. (কাব্যে) ত্যাগ করা ('রোষে লাজভয় তাজি' : মধু.) [বাং. √তেজ্ (<সং. √ত্যজ্) + আ]। ক্রি. **তেজই**—(ব্রজ.) ত্যাগ করে। ক্রি. **তেজলি**—(ব্রজ.) ত্যাগ করিল। ক্রি. **তেজলুঁ (লুঁ)**—(ব্রজ.) ত্যাগ করিলাম। ক্রি. **তেজাব**—(ব্রজ.) ত্যাগ করিব।

তেজারত—বি. ব্যবসায়-বাণিজ্য : সুদের কারবার। [আ. তিজারৎ]। বি. **তেজারতি**—সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দেওয়া. কুসীদবৃত্তি। বিণ. **তেজারতী**—কারবারসম্বন্ধীয় , সুদের ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় (তেজারতী কারবার)।

তেজাল, তেজালো--বিণ. তেজযুক্ত ; তীব্র। [বাং. তেজ + আল. আলো]।

তেজিমন্দি—বি. চাহিদার অনুপাতে বাজার-দরের হ্রাস-বৃদ্ধি। [হি. তেজীমন্দী]।

তেজী—বিণ তেজস্বী, বলবান্ (তেজী লোক) , তেজস্কর (তেজী ঔষধ) ; মূল্যবৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত. চড়া (তেজী বাজার)। [বাং. তেজ + ঈ]।

তেজীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. অতি তেজস্বী ; মহা পরাক্রমশালী (তেজীয়ানের কিছুই দোষের নয়)। [সং. তেজস্বিন্ + ঈয়স্]।

তেজোগর্ভ—বিণ. গর্ভে অর্থাৎ অভ্যন্তরে তেজ আছে এমন, তেজঃপূর্ণ। [সং. তেজঃ+ গর্ভ]।

তেজোময়—বিণ. জ্যোতির্ময় ; দীপ্তিশীল , বীর্যবান্। বিণ.(স্ত্রী.) **তেজোময়ী**। [সং. তেজঃ + ময়ট্]।

তেজোমূর্তি. তেজোরূপ—(১) বি. জ্যোতির্ময় মূর্তি বা পুরুষ। (২) বিণ. জ্যোতির্ময় বা তেজস্বী মূর্তিবিশিষ্ট। [সং. তেজঃ + মূর্তি, রূপ]।

তেজোহীন—বিণ নিস্তেজ ; দুর্বল ; দীপ্তিহীন ; ম্লান। [সং. তেজঃ + হীন]।

তেড়—**তেউড়**-এর চলিত রূপ।

তেড়ছা, তেড়চা—**তেরচা**-র রূপভেদ।

তেড়া—**টেড়া**-র রূপভেদ।

তেড়ে—অস-ক্রি. ক্রি-বিণ. তাড়িয়া, তাড়া করিয়া, তর্জনসহকারে (তেড়ে মারতে আসা)। [বাং. তাড়া২ + ইয়া > এ]। ক্রি-বিণ. ~**ফুঁড়ে**—তেড়ে, তর্জনসহকারে তাড়া করিয়া। ক্রি-বিণ. ~**মেড়ে**—বেগে তাড়া করিয়া. তেড়েফুঁড়ে। [**তাড়া১** দ্রঃ]।

তেতলা, তেতালা—**তে-৩** দ্রঃ।

তেতারা—বি. তিনটি তার (তন্ত্রী-) বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র সেতার , বীণাবিশেষ। [<সং. ত্রি + তার৫ দ্রঃ]।

তেতাল্লিশ—বি. বিণ. ৪৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিচত্বারিংশৎ]।

তেতাস—**তে-৩** দ্রঃ।

তেতো—**তিক্ত**-র চলিত রূপ।

তেত্রিশ—বি. বিণ. ৩৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রয়স্ত্রিংশৎ]।

তেন—অব্য. (প্রা বাং.) তেমন , সেজন্য ; তাই ; সেই। [সং.]।

তেনা১—**তিনি**-র প্রাদে রূপ। সর্ব. ~**কে**—তাঁহাকে। সর্ব. ~**র**—তাঁহার। সর্ব. (বহু.) ~**দের**—তাঁহাদের। সর্ব. (বহু.) ~**রা**—তাঁহারা।

তেনা২—বি. জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড. ন্যাকড়া। [**টেনা** দ্রঃ]।

তেপান্তর—বি. (বাঙ্গালা ছড়া ও রূপকথায় বর্ণিত) জনহীন বিশাল মাঠ। [সং. ত্রি + প্রান্তর]।

তেপায়া—তে-৩ দ্রঃ।
তেমত—বিণ. (অপ্র.) সেইরূপ। [বাং. তা (তাহা)+মত]। ক্রি-বিণ. **তেমতি**—(কাব্যে) সেইরূপ। **যেমতি** দ্রঃ।
তেমন—(১) বিণ. সেইপ্রকার। (২) ক্রি-বিণ. সেই প্রকারে। [<সং তস্মিন্>তহ্‌মিন্]। ~**ই**—(১) বিণ. সেই প্রকারই। (২) ক্রি-বিণ. সেই প্রকারেই। **তেমনি, তেম্‌নি**—(১) বিণ. তেমন, ঠিক সেই রকম, উপযুক্ত, যোগ্য (যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর)। (২) ক্রি-বিণ. সঙ্গে সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ (যেমনি গেল তেমনি ফিরল)।
তেমাথা, তেমেটে, তেমোহানা—তে-৩ দ্রঃ।
তেয়াগ—ত্যাগ-এর (স্বরভক্তি-জাত) কোমল রূপ ('যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু')।
তের, তেরো—বি. বিণ. ১৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [হি. তেরহ<পা. তেরস<সং. ত্রয়োদশ]। ~**ই**—(১) বি. মাসের তেরো তারিখ। (২) বিণ. তেরো তারিখের (তেরোই বৈশাখ)।
তেরচা, তেরছা, (ব্রজ.) **তেরছ**—বিণ. বাঁকা, আড়, বঙ্কিম (তেরছা রেখা বা চাহনি)। [প্রা. তিরিচ্ছ<সং. তির্যচ্]।
তেরপল, তেরস্পর্শ, তেরাত্তির—যথাক্রমে ত্রিপল ত্র্যহস্পর্শ ও ত্রিরাত্র-র কথ্য রূপ।
তেরিজ—বি. অঙ্কের সমষ্টি বা যোগ (তেরিজ কষা বা মিলিয়ে দেখা)। [আ.]।
তেরিমেরি—বি. চোটপাট; কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, অশ্রাব্য গালিগালাজ। [হি. তেরীমেরী]।
তেরিয়া, তেরিয়াল—বিণ. উগ্রস্বভাব, উদ্ধত (তেরিয়া লোক); উগ্রমূর্তি, মারমুখী (তেরিয়া হয়ে ওঠা)। [<সং. √তড় (=আঘাত), তু. তেড়ে]।
তেরেট—বি. লিখনকার্যে ব্যবহৃত তালপত্রসদৃশ বৃক্ষপত্র-বিশেষ (ইহা তালপত্র অপেক্ষা ঢের বেশী দীর্ঘস্থায়ী হইত)। [<সং. তাড়ি (=তাল)]।
তেল—বি. তৈল; তিল, সরিষা, নারিকেল ইত্যাদির নির্যাস; (ব্যঙ্গে) তেজ, অহঙ্কার (তার খুব তেল বেড়েছে)। [সং. তৈল]। ক্রি. **তেল দেওয়া**—যন্ত্রাদিতে তৈল প্রয়োগ করা; (আল.) হীনভাবে তোষামোদ করা। ক্রি. **তেল মাখান**—(অন্যের শরীরে) তেল লাগান; (আল.) হীনভাবে তোষামোদ করা। ক্রি. **তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ওঠা**—(আল.) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হইয়া উঠা। বিণ. ~**কুচকুচে,** ~**চুকচুকে**—যেন বেশী করিয়া তেল মাখান হইয়াছে এমন চকচকে। বিণ. ~**চিটে**—তৈলাক্ত ও মলিন। বিণ. ~**তেলে**—তৈলাক্তবৎ; মসৃণ; পিচ্ছিল। বি. ~**কাপড়,** ~**ধুতি**—যে কাপড় পরিয়া স্নানের পূর্বে গায়ে তেল মাখা হয়। বি. ~**পড়া**—(রোগাদি দূরী-করণার্থ) মন্ত্রপূত তেল।
তেলা—বিণ. তৈলাক্ত; মসৃণ; পিচ্ছিল।[বাং. তেল+আ]। **তেলা মাথায় তেল দেওয়া**—যাহার প্রচুর আছে তাহাকে আরও দেওয়া।
তেলাকুচা, তেলাকুচো—বি. পটোলের ন্যায় ফল-বিশেষ, বিম্ব (পাকিলে রক্তবর্ণ হয়)। [বাং. তেলা (=তৈলবৎ চিক্কণ)+কুচা (=কুচের মত লাল)]।
তেলান, তেলানো—(১) ক্রি. তৈল বা চর্বিযুক্ত হওয়া; তেল মাখানো, তেল মাখাইয়া পাকানো; (অশি.—ব্যঙ্গে) হীনভাবে তোষামোদ করা; অহঙ্কৃত হওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [তেলা দ্রঃ]। বি. **তেলানি**—তৈলযুক্ত বা চর্বিযুক্ত হওয়া; (ব্যঙ্গে) হীন তোষা-মোদ; তেজ, অহঙ্কার।
তেলাপোকা—বি. আরসোলা। [সং. তৈলপায়িকা]।
তেলি, তেলী—বি. তৈল ব্যবসায়ী হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. তেল+ই, ঈ]। বি. (স্ত্রী.) **তেলিনী, তেলেনী**।
তেলিঙ্গানা—বি. দক্ষিণ ভারতের তেলেগু-ভাষাভাষী প্রদেশবিশেষ। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।
তেলুগু, তেলেগু—(১) বি. দক্ষিণ ভারতের ভাষা-বিশেষ। (২) বিণ. তৈলঙ্গদেশীয় বা অন্ধ্রদেশীয়। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।
তেলেঙ্গা—বিণ. তৈলঙ্গদেশীয়, অন্ধ্রদেশীয়। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।
তেলেনা, তেলানা—বি. সঙ্গীতারম্ভের মুখবন্ধস্বরূপ অর্থহীন বোলসমষ্টি (যেমন—'তেরে নে তেরে নে তুম তানা ও তানা নানা তুম তানা')। ক্রি. **তেলেনা ভাঁজা**—(আল.) আসল কথার মুখবন্ধস্বরূপ নানাবিধ বাজে কথা বলা।
তেলেভাজা—(১) বি. বেগুন, পটোল প্রভৃতিতে বেসনের প্রলেপ মাখাইয়া ও তেলে ভাজিয়া তৈয়ারী খাবার অর্থাৎ বেগুনী, ফুলুরি প্রভৃতি। (২) বিণ. (আল.) রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তামাটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে এমন। [বাং. তেল+এ (বিভক্তি)+ভাজা]।
তেলো১—বি. মাথার চাঁদি, ব্রহ্মতালু। [সং. তালু]।
তেলো২—বি. করতল; পদতল। [বাং. তল+উয়া<ও]।
তেশিরা—তে-৩ দ্রঃ।
তেষট্টি—বি. বিণ. ৬৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিষষ্টি]।
তেসরা—বি. বিণ. মাসের তৃতীয় তারিখ বা তারিখের। [হি. তীস্‌রা]।
তেসুতি, তেসূতি—তে-৩ দ্রঃ।
তেহাই১—বি. (সঙ্গীতে) সম বা তাল শেষ করিবার পূর্বে আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রে সজোরে তিনবার আঘাত। [<সং. ত্রিঘাত]।
তেহাই২—বি. তিনভাগের একভাগ ('অর্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে': শুভঙ্কর)। [সং. ত্রিভাগিক]।
তেহারা—বিণ. ত্রিগুণ, তিন খেইযুক্ত বা ভাঁজযুক্ত। [সং. ত্রি-হার (তিন ভাগ)>তেহার+আ (যুক্তার্থে)]।
তৈক্ষ্ণ্য—বি. তীক্ষ্ণতা; উগ্রতা। [সং. তীক্ষ্ণ+য (ষ্য)]।
তৈখন—অব্য. ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) তখন, তখনই। [সং. তৎক্ষণ]।
তৈছন—বিণ. (ব্রজ.) সেইরূপ। (তু. **ঐছন, কৈছন, জৈছন**)। [সং. তাদৃশ]। ক্রি-বিণ. **তৈছে**—সেইরূপে। (তু. **ঐছে, কৈছে, জৈছে**)।

তৈজস—(১) বিণ. তেজঃসম্পর্কিত ; ধাতুনির্মিত। (২) বি. ধাতুনির্মিত বাসন। [সং. তেজস্+অ]। বি. ~**পত্র** বাসনকোসন।

তৈত্তিরীয়—(১) বিণ. যজুর্বেদের তৈত্তিরিঋষি-প্রোক্ত কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখা সম্বন্ধীয় (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ্, ইত্যাদি) ; ঐ শাখাধ্যায়ী। (২) বি. যজুর্বেদের শাখা বিশেষ। [সং. তিত্তিরি+ঈয়]।

তৈয়ার, তৈয়ারি, তৈয়ারী, (কথ্য) তৈরি, তোয়ের (১) বি. প্রস্তুতকরণ (তৈয়ার করা), প্রস্তুতি, গঠন। (২) বিণ. প্রস্তুত (তৈয়ার হওয়া), নির্মিত ; ব্যবহারোপযোগী (আতা বা আমগুলি তৈরি নয়), শিক্ষাপ্রাপ্ত, লায়েক, যোগ্য ; (ব্যঙ্গে) ডেঁপো, ফাজিল, অকালপক্ব (তৈরি ছেলে)। [ফা. তইয়ার]।

তৈল—বি. তেল। [সং. তিল+অ]। বি. ~**কল্ক**, ~**কিট্ট**—তেলের কাইট ; খইল। বি. ~**কার**—তেলী ; কলু। বি. ~**চিত্র**—তেলরঙে আঁকা ছবি ; oil-painting। বি. ~**দান**—যন্ত্রাদি উত্তমরূপে সক্রিয় রাখার জন্য তাহাতে তেল দেওয়া ; (অশি.) তোষামোদ, খোসামুদি। বি. ~**চৌরিকা**, ~**প**, ~**পক**, ~**পা**, ~**পায়িকা**—তেলাপোকা, আরসোলা। বিণ. ~**পক্ব**—তেলে ভাজা ; তেল দিয়া রাঁধা ; প্রচুর তেল মাখাইয়া চকচকে বা শক্ত করা হইয়াছে এমন (তৈলপক্ব বাঁশ বা লাঠি)। বি. ~**বীজ**—যে-সকল শস্য হইতে তৈল বাহির করা যায়, যেমন—তিল, সরিষা, সূর্যমুখী ইত্যাদি। বি. ~**মর্দন**—তেলের মালিশ বা ডলাই-মলাই। বি. ~**যন্ত্র**—তেলের কল, ঘানি। বি. ~**সেক**—তৈললেপন। বি. ~**স্ফটিক**—পীতাভ শিলীভূত পদার্থবিশেষ, গোমেদ, amber।

তৈলঙ্গ—বি. দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলবিশেষ (বর্তমান অন্ধ্র-প্রদেশ ও তেলেঙ্গানা), ঐ প্রদেশের অধিবাসী। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।

তৈলাধার—বি. তেলের ভাণ্ড। [সং তৈল+আধার]।

তৈসন, তৈসে—যথাক্রমে **তৈছন** ও **তৈছে**-র রূপভেদ।

তো১—বি. বস্ত্রাদির পাট বা ভাঁজ, তয় (কাপড় তো করা)। [ফা. তহ্]।

তো২—**ত১**-এর বানানভেদ।

তো৩, তোঁ—সর্ব. (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) তুমি ; তুই ; তোমা ('তো বিনে উনমত কান' : বিদ্যা.) ; তোর, তোমার ('তো সেবা নাহি জানি' : চণ্ডী.)। [সং. তব]। সর্ব. ~**ই**—তোমাকে ('কত পরবধব তোই' : বিদ্যা.)।

তোক—বি. অপত্য, শিশুসন্তান। [সং.]।

তোকমারি—বি. (প্রধানতঃ পুলটিসে ব্যবহৃত) বীজ-বিশেষ। [ফা. তোখ্ম্-ই-রৈহান]।

তোকে—'**তুই**'-শব্দের ২য়া ও ৪র্থীর একবচনের রূপ।

তোখড়—**তুখড়**-এর রূপভেদ।

তোড়—বি. স্রোতের বেগ বা ধাক্কা (জলের তোড়)। [সং. √তুড় বাং. অ]। **মুখের তোড়**—বাক্যস্রোত, কথার বেগ।

তোটক—বি. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

তোড়ই—ক্রি. (ব্রজ.) উৎপাটন বা ছিন্ন করে ; ভাঙে ; খুলিয়া ফেলে। [তু. হি. তোড়না]।

তোড়জোড়—বি. উদ্যোগ, প্রস্তুতি ; সরঞ্জাম, উপকরণ। [দেশী]।

তোড়া১—বি. থলি (টাকার তোড়া) ; গোছা, তাড়া, স্তবক (ফুলের তোড়া) ; পায়ে পরিবার অলঙ্কারবিশেষ। [আ. তুর্রাহ্]।

তোড়া২, তোড়ান (মো)—যথাক্রমে **তুড়া১,২** ও **তুড়ান**-র চলিত রূপ।

তোড়ি, তোড়ী—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [দেশী]।

তোতলা—(১) বিণ. (জিহ্বার স্থূলতা বা অন্য কোন কারণে) কথা জড়াইয়া যায় বা ফেলে এমন। (২) ক্রি. তোতলান। [দেশী]। ~**ন**, ~**মো**—(১) ক্রি. জড়াইয়া অস্পষ্টভাবে বা তোতলার ন্যায় কথা বলা। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. ~**মি**—তোতলার অবস্থা বা তোতলাইয়া কথা বলা।

তোতা—বি. টিয়া, শুকপাখী। [ফা. তূতী]।

তোৎলা—**তোতলা**-র বানানভেদ।

তোপ—বি. কামান। [তুর্.]। বি. ~**খানা**—যেখানে কামান রাখা বা তৈয়ারি করা হয়। **তোপ দাগা**—কামান হইতে গোলা বর্ষণ করা।

তোফা—বিণ. চমৎকার, অতি উপাদেয়, খুব সুন্দর বা ভাল। [আ. তুহ্ফাহ্]।

তোবড়া, তোবড়ানো—**তুবড়া, তুবড়ানো** দ্রঃ।

তোবা—অব্য. মুসলমানদের অনুতাপসূচক অথবা পাপের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক খেদোক্তি বা কোন কাজ ভবিষ্যতে আর না করার প্রতিজ্ঞা। [আ. তৌবহ্]।

তোমর—বি. প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। [সং]।

তোমরা—**তুমি**-র বহুবচনের রূপ।

তোমা—সর্ব. তুমি ; তোমাকে, তোমার (তোমা হেন, তোমা বিনে, তোমা সবে)। [প্রাকৃ. তুহ্ম]।

তোমার—**তুমি**-র সম্বন্ধার্থক রূপ।

তোয়—বি. জল। [সং.]। বি. ~**দ**—জলদ, মেঘ। বি. **তোয়দাগম**—মেঘের আবির্ভাব, বর্ষার প্রারম্ভ। বি. ~**নিধি**, ~**ধি**—সমুদ্র।

তোয়া—ক্রি. তোয়ান। [তু. হি. টোহ্না]।

তোয়াক্কা—বি. সমীহ, অপেক্ষা, ভয়, কেয়ার (তোয়াক্কা করা বা রাখা)। [আ. তৱাক্কু]।

তোয়াজ—বি. মনোরঞ্জন, সন্তোষ-সম্পাদন ; যত্ন ; আরাম (বেশ তোয়াজে আছি)। [আ. তৱাজ্জহ্]।

তোয়ান, তোয়ানো—(১) ক্রি. হাত দিয়া অনুভব করিয়া খোঁজা, তল্লাশ করা ; হাত বুলান, মর্দনাদি করা (তোয়াইয়া মন ভোলান)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [তোয়া দ্রঃ]।

তোয়ালে—বি. মোটা গামছাবিশেষ, towel। [পো. toalha]।

তোর—**তুই**-এর সম্বন্ধার্থক রূপ।

তোরঙ্গ, তোরঙ্গ্—বি. পেটরা, ইস্পাতাদি-নির্মিত বড় বাক্স। [ইং. trunk]।

তোরণ—বি. সদর দরজা, সিংহদ্বার, ফটক ('হও মৃত্যু-তোরণ উত্তীর্ণ' : রবীন্দ্র)। [সং. √তুর্ (ত্বরা) + অন (ধি)]।
তোরা১—**তুই**-এর বহুবচনের রূপ।
তোরা২—বি. উষ্ণীষের ভূষণবিশেষ, টাররা। [আ. তুর্‌রা]।
তোরে—পদ্যে **তোকে**-র রূপান্তর।
তোল, তোলক—বি. তোলা, ৮০ রতি বা ১৬ মাষা। [সং. √তুল্ + অ (ণে), + ক]।
তোলন—বি. ওজনকরণ, উত্তোলন, উত্থাপন। [সং. √তুল্ + অন (ভা)]।
তোলপাড়—(১) বি. উলটপালট, প্রবল আলোড়ন, বিক্ষোভ; (আল.) তুমুল কলহ বা গণ্ডগোল (তোলপাড় করা বা হওয়া)। (২) বিণ. আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ (পাড়া তোলপাড়)। [বাং. তোল (= তোলা, উত্তোলন) + পাড় (= পাতন, নামানো), বিরোধার্থক (দ্ব.)]।
তোলা১—বি. স্বর্ণাদি ওজনের পরিমাণবিশেষ, ভরি (= ৮০ রতি; $\frac{1}{80}$ সের)। [সং. তোল + বাং. আ (স্বার্থে)]।
তোলা২—(১) বি. হাট-বাজারের বেপারীদের পণ্যের যে অংশ জমিদার খাজনাবাবদ তুলিয়া লয়। (২) বিণ. তুলিয়া রাখা হইয়াছে এমন, রক্ষিত, পৃথগ্‌ভাবে রক্ষিত (শিকেয় তোলা খাবার); নির্মিত (পরের তোলা বাড়ি); (আল.) স্মরণে রাখা হইয়াছে এমন, স্মৃতিগত (সব কথা তোলা আছে); পোশাকী (তোলা জামা); তুলিয়া রাখা হইয়াছে এমন, উত্তোলিত (তোলা জল); বৃন্তচ্যুত করা হইয়াছে এমন (তোলা ফুল); মন্থন করিয়া লওয়া হইয়াছে এমন (মাখন-তোলা দুধ); স্থানান্তরিত করা যায় এমন (তোলা উনান); অঙ্কিত, ছাঁচে ঢালাই-করা (পল-তোলা)। [সং. √তুল্ + আ (র্ম)]।
তোলা৩, তোলান (মো)—যথাক্রমে **তুলা২** ও **তুলান**-র চলিত রূপ।
তোলাপাড়া—বি. বারংবার চিন্তা (মনে তোলাপাড়া করা)। [বাং. তোলা৩ + পাড়া (দ্ব.)]।
তোলিত—বিণ. ওজন বা তৌল করা হইয়াছে এমন। [সং. √তুল্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।
তোলো—বি. মাটির বড় হাঁড়ি। [পো. talha]।
তোল্য—বিণ. ওজন করিতে হইবে এমন; তুলনীয়। [সং. √তুল্ + য (র্ম)]।
তোশক, তোষক—বি. বিছানায় পাতিবার জন্য তুলার ছোট গদি। [ফা.]।
তোশা—বি. মূল্যবান্ জিনিসপত্র। [ফা.]। বি. **~খানা**—মূল্যবান্ আসবাব, পোশাক ইত্যাদি রাখিবার ভাণ্ডার।
তোষ, তোষণ—বি. সন্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ। [সং. √তুষ্ + অ, অন (ভা)]; সন্তোষসাধন, তুষ্টকরণ [√তুষ্ + ণিচ্ + অ, অন (ভা)]; সন্তোষসাধক বস্তু [√তুষ্ + অ, অন (ণে)]। বি. (স্ত্রী.) **তোষিণী**—সন্তোষকারিণী। বিণ. **তোষণীয়**—তোষণযোগ্য, তুষ্ট করা উচিত বা আবশ্যক এমন।
তোষামোদ—বি. খোশামোদ, মনোরঞ্জন, চাটুবৃত্তি, মোসাহেবি। [সং. তোষ-শব্দের অবলম্বনে ফা খুশামদ্ শব্দের প্রভাবে গঠিত]। বিণ. **তোষামুদে**—চাটুকার, খোশামোদ করার স্বভাববিশিষ্ট।
তোষিত—বিণ. তুষ্ট করা হইয়াছে এমন। [সং. √তুষ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।
তোসদান—বি. গুলিবারুদ রাখিবার পাত্র। [ফা.]।
তোহে—সর্ব. (ব্রজ.) তোমাকে ('তোহে ভজব কোন বেলা' : বিদ্যা.)। [তু২ দ্র:]।
তৌজি, তৌজী—বি. প্রজাগণের নাম এবং তাহাদের জমি ও খাজনার পরিমাণের তালিকা। [আ. তৌজী]।
তৌর্য—বি. তূর্যবাদ্য বা ধ্বনি। [সং. তূর্য + অ]। বি. **তৌর্যত্রিক**—একসঙ্গে নৃত্য গীত ও বাদ্য।
তৌল—বি. ওজন; ওজনকরণ; দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি; (আল.) তুলনা। [সং. তুলা + অ]।
তৌলন—বি. ওজনকরণ। [সং. তুলন + অ]।
তৌলা—ক্রি. ওজন করা, মাপা। [**তৌল** দ্র:]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ওজন করা বা করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
তৌলিক১—বি. চিত্রকর। [সং. তুলি + ইক]।
তৌলিক২—(১) বি. যে ওজন করে, কয়াল; (২) বিণ. গুরুত্ব-পরিমাপ-সম্বন্ধীয়, gravimetric [বি. প.]। [সং. তুলা + ইক]।
-ত্ব—বি. কার্য, ভাব, বৃত্তি প্রভৃতি সূচক প্রত্যয়বিশেষ (দেবত্ব, মহত্ত্ব, রাজত্ব)। [সং.]।
ত্বক্ (ত্বচ্)—বি. গাত্রচর্ম; ছাল, বাকল (বৃক্ষত্বক্); খোসা (ফলাদির ত্বক্); স্পর্শেন্দ্রিয়। [সং. √ত্বচ্ (= আচ্ছাদন) + ক্বিপ্ (র্তৃ)]।
ত্বদীয়—বিণ. ত্বৎসম্বন্ধীয়, ভবদীয়, তোমার। [সং. ত্বদ্ (= যুষ্মদ্) + ঈয়]।
ত্বর—বি. কালবিলম্ব তর সহা)। [**তর৩** দ্র:]।
ত্বরণ—বি. (বিজ্ঞা.) বেগের ক্রমবৃদ্ধি, acceleration [বি. প.]। [সং. √ত্বর্ + অন (ভা)]।
ত্বরমাণ—বিণ. ত্বরান্বিত, শীঘ্রকারী, ব্যস্ত। [সং. √ত্বর্ + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।
ত্বরা—বি. দ্রুততা; ব্যস্ততা; দ্রুততার প্রয়োজন, তাড়া, তাগাদা (কোন ত্বরা নেই)। [সং. √ত্বর্ + অ (ভা) + আ]। ক্রি-বিণ. **~য়**—দ্রুত, শীঘ্র, সত্বর।
ত্বরিত১—বিণ. ক্রমশঃ বেগ বাড়ান হইয়াছে এমন। [সং. √ত্বর্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।
ত্বরিত২—বিণ. দ্রুত, ক্ষিপ্র। [সং. √ত্বর্ + ত (র্তৃ)]। বিণ. **~গতি, ~গমন**—ক্ষিপ্রগামী।
ত্বষ্টা (-ষ্টৃ)—বি. সূত্রধর, ছুতোর; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। [সং. √ত্বক্ষ্ (= কৃশীকরণ) + তৃ (র্তৃ)]।
ত্বাচ—বিণ. ত্বক্-সম্বন্ধীয়; ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। [সং. ত্বচ্ + অ]।
ত্বাদৃশ—বিণ. তোমার সদৃশ। [সং. ত্বদ্ (= যুষ্মদ্) + √দৃশ্ + অ (র্ম)]।
ত্বিষাম্পতি—বি. প্রভাকর, সূর্য। [সং. ত্বিষাম্ (দীপ্তি বা তেজোরাশির) + পতি]।

ত্যক্ত—বিণ. পরিত্যাগ বা পরিহার করা হইয়াছে এমন, বর্জিত (ত্যক্তসর্বস্ব) ; (বাং.) বিরক্ত (ত্যক্ত করা বা হওয়া)। [সং. ত্যজ্ + ত (র্ম)]। বিণ. **~বিরক্ত, (কথ্য) ত্যক্তি-বিরক্ত, (কথ্য) তিক্তবিরক্ত**—উত্ত্যক্ত, অতিশয় বিরক্ত, জ্বালাতন।

ত্যজন—বি. বর্জন, পরিহারকরণ ; ক্ষেপণ। [সং. √ত্যজ্ + অন (ভা)]।

ত্যজা—**তেজা** দ্রঃ।

ত্যজ্যমান—বিণ. ত্যাগ করা হইতেছে এমন। [সং. √ত্যজ্ + আন (শানচ্) (র্ম)]।

ত্যাঁদড়—**তেঁদড়**-এর বানানভেদ।

ত্যাগ—বি. বর্জন, পরিহার (কর্মত্যাগ, ধর্মত্যাগ, দেশ-ত্যাগ) ; ক্ষেপণ (শরত্যাগ) ; বিসর্জন (প্রাণত্যাগ)। [সং. √ত্যজ্ + অ (ভা)]। বিণ. **ত্যাগী** (-গিন্)—ত্যাগকারী ; বিরাগী, ভোগলালসাবিমুখ।

ত্যাজ্য—বিণ. ত্যাগযোগ্য, বর্জনীয়। [সং. ত্যজ্ + য (র্ম)]। বি. **~পুত্র**—পুত্রের অধিকার ও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে পিতা কর্তৃক বঞ্চিত পুত্র।

ত্রপমাণ—বিণ. লজ্জা পাইতেছে এমন, লজ্জমান। [সং. √ত্রপ্ + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

ত্রপা—বি. লজ্জা। [সং ত্রপ্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **ত্রপিত**—লজ্জিত। বিণ. (স্ত্রী.) **ত্রপিতা**।

ত্রপু—বি. সীসা ; রাঙ ; দস্তা। [সং.]।

ত্রয়—(১) বি. (বস্তু বা ব্যক্তির) তিনটি বা তিনটির সমষ্টি (বেদত্রয়, ব্যক্তিত্রয়)। (২) বিণ. তিনসংখ্যক। [সং. ত্রি + অয়]। বি.বিণ. **ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ**—৫৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম**—৫৩ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **ত্রয়ঃ-পঞ্চাশত্তমী**। বি. বিণ. **~শ্চত্বারিংশৎ**—৪৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~শ্চত্বারিংশত্তম**—৪৩ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **~শ্চত্বারিংশত্তমী**। বি. বিণ. **ত্রয়ঃষষ্টি**—৬৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **ত্রয়ঃষষ্টিতম**—৬৩ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **ত্রয়ঃষষ্টিতমী**। বি. বিণ. **ত্রয়ঃ-সপ্ততি**—৭৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ **ত্রয়ঃসপ্ততিতম**—৭৩ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **ত্রয়ঃসপ্ততিতমী**। বি.বিণ **~স্ত্রিংশৎ**—৩৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~স্ত্রিংশ, ~স্ত্রিংশত্তম**—৩৩ সংখ্যক। বিণ (স্ত্রী.) **~স্ত্রিং-শত্তমী**।

ত্রয়ী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) ত্রয়-এর অর্থে। (২) বি. ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব : এই ত্রিমূর্তি ; ঋক্ সাম ও যজুঃ : এই তিন বেদ (ত্রয়ীবিদ্যা)। বি. **ত্রয়ীধর্ম**—বেদত্রয়-বিহিত ধর্ম।

ত্রয়োদশ—বিণ. ১৩ সংখ্যার পূরক। [সং. ত্রয়োদশন্ + অ]। বি. বিণ. **ত্রয়োদশ** (-শন্)—১৩ এই সংখ্যা বা সংখ্যক। **ত্রয়োদশী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) ত্রয়োদশস্থানীয়া ; তেরো বৎসর বয়স্কা (ত্রয়োদশী বালিকা)। (২) বি. (কথ্য) **তেরোদশী**—তিথিবিশেষ।

ত্রয়োবিংশ—বিণ. ২৩ সংখ্যার পূরক। [সং. ত্রয়ো-বিংশতি + অ]। বি.বিণ. **~তি**—২৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~তিতম**—২৩ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **~তিতমী**।

ত্রসন—বি. ভীত হওয়া ; ভয়, ত্রাস। [সং. √ত্রস্ + অন (ভা)]।

ত্রসর—বি. তাঁতের তুরি, মাকু। [সং.]।

ত্রসরেণু—বি. (বিজ্ঞা.) ছিদ্রপথে আগত আলোকরশ্মির মধ্যে যে ধূলিকণা উড়িতে দেখা যায়, এই ধূলিকণার তুল্য অত্যল্প পরিমাণ (দর্শ.) ছয় পরমাণু বা তিন দ্ব্যণুকের সমষ্টি। [সং. ত্রস (গতিশীল) + রেণু]।

ত্রস্ত—বিণ. ত্রাসযুক্ত, ভীত, চকিত ; ভয়ে বিচলিত। [সং. √ত্রস্ + ত (র্তৃ)]।

ত্রাণ—বি. (বিপদ্ পাপ ইত্যাদি হইতে) উদ্ধার, রক্ষা, নিষ্কৃতি, মুক্তি। [সং. √ত্রৈ + অন (ভা)]। বিণ. **ত্রাত**—ত্রাণপ্রাপ্ত। বিণ. **ত্রাতা** (-তৃ), **ত্রায়ক**—ত্রাণকারী ('জনগণদুঃখ-ত্রায়ক')। বিণ. **ত্রায়মাণ**—ত্রাণ লাভ করিতেছে বা ত্রাণ করিতেছে এমন।

ত্রাস—বি. ভয়, শঙ্কা। [সং. √ত্রস্ + অ (ভা)]। বিণ. **~জনক**—ভীতিকর। বি. **ত্রাসন**—ভীতি-সঞ্চার। বিণ **ত্রাসিত**—ভীত করা হইয়াছে এমন, আতঙ্কিত। বিণ. (স্ত্রী.) **ত্রাসিতা**।

ত্রাহি—ক্রি. ত্রাণ কর, রক্ষা কর, বাঁচাও। [সং. √ত্রৈ + হি]। ক্রি. **ত্রাহি ত্রাহি করা, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়া**—(আপদ্‌বিপদ্ হইতে) উদ্ধারলাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিৎকার করা।

ত্রি—বি. বিণ. তিন, ৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং]। বি. **~কাল**—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : এই তিন কাল ; সর্বকাল। বিণ. **~কালজ্ঞ, ~কালদর্শী** (-র্শিন্)—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : এই তিন কালের ঘটনা জানেন এমন ; সর্বজ্ঞ। বি. **~কুল**—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। **~কোণ**—(১) বিণ. তিন কোণবিশিষ্ট, তেকোনা। (২) বি. (জ্যামি.) ত্রিভুজ, তেকোনা ক্ষেত্র। বি. **~কোণমিতি**—ত্রিকোণ-ক্ষেত্র-পরিমাপক গণিত-শাস্ত্র, trigonometry। বি. **~গঙ্গ**—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী : এই তিন নদীর মিলনক্ষেত্র ; ত্রিবেণী ; প্রয়াগ। বি. **~গণ**—ধর্ম অর্থ ও কাম মানুষের সাধনীয় এই তিনটি বিষয়। **~গুণ**—(১) বি. সত্ত্ব রজঃ তমঃ : প্রকৃতির এই তিন ধর্ম বা 'গুণ'। (২) বিণ. গুণত্রয়বিশিষ্ট ; তিনদ্বারা গুণিত। **~গুণা**—(১) বিণ. (স্ত্রী) **ত্রিগুণ**-এর অর্থে। (২) বি. দুর্গা। বি. বিণ. **~গুণাতীত**—সত্ত্ব রজঃ তমঃ : এই তিন গুণের প্রভাব বা মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত, পূর্ণ-ব্রহ্ম। বিণ. **~গুণাত্মক**—সত্ত্ব রজঃ তমঃ : এই তিন গুণযুক্ত। বিণ (স্ত্রী.) **~গুণাত্মিকা**—সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিকা তারা)। বিণ. **~ঘাত**—(গণি.) একই সংখ্যা ক্রমাগত দুইবার নিজেকে নিজে গুণ করে এমন, cubic (যেমন, ত্রিঘাত $৫ = ৫^৩ = ৫ \times ৫ \times ৫$) ; (জ্যোতি.) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ : এই তিনটিই আছে এমন ঘন, ত্রিমাত্রিক। বি. বিণ. **~চত্বারিংশৎ**—৪৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. **~চত্বারিংশত্তম**—৪৩ সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) **~চত্বা-রিংশত্তমী**। বি. **~জগৎ**—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল : এই তিন ভুবন। বি. **~তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—তিন তারযুক্ত বীণা-

যন্ত্র, সেতার। বিণ. ~তল—তেতলা। বি. ~তাপ—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক : এই তিন রকম দুঃখ বা যন্ত্রণা। বি. ~ত্ব—তিনের ভাব বা সমাহার; ত্রিমূর্তি; (খ্রিষ্টধর্ম) আধ্যাত্মিক ত্রি তত্ত্ব, trinity। বি. ~দশ—দেবতা, অমর; ত্রিশ সংখ্যা। বি. ~দশবধূ, ~দশবনিতা—অপ্সরা। বি. ~দশ-মঞ্জরী—তুলসী। বি. ~দশাধিপতি—দেবরাজ ইন্দ্র। বি. ~দশালয়—স্বর্গ। বি. ~দিব—স্বর্গ, আকাশ। বি. ~দোষ—বাত পিত্ত কফ : শরীরের এই তিন দোষ। ক্রি-বিণ. ~ধা—তিন প্রকারে, তিন দিকে। বি. ~ধারা—তিন স্রোতে বা পথে প্রবাহিতা নদী অর্থাৎ গঙ্গা (স্রোত তিনটির নাম মন্দাকিনী স্বর্গে, ভাগীরথী বা অলকনন্দা মর্ত্যে, ভোগবতী পাতালে) : তিনটি ধারা বা প্রবাহ। বি. বিণ. ~নবতি—৯৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~নবতিতম—৯৩ সংখ্যক। বিণ.-(স্ত্রী.) ~নবতিতমী। বি. ~নয়ন, ~নেত্র, ~লোচন—(তিন চক্ষুযুক্ত) শিব। বি.(স্ত্রী.) ~নয়না, ~নয়নী—শিবপত্নী দুর্গা। বি. ~নাথ—ত্রিভুবনের অধীশ্বর, পরমেশ্বর; শিব; (প্রাদে.) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব : এই তিন দেবতা : সিদ্ধি ও ভাঙ্গের দেবতা। বি. বিণ. ~পঞ্চাশৎ—৫৩ এই সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~পঞ্চাশত্তম—৫৩ সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) ~পঞ্চাশ-ত্তমী। বিণ. ~পণ্ড—ধর্ম অর্থ মোক্ষ : এই তিনেরই সর্বনাশকারী, দুরাত্মা নির্লজ্জ। ~পত্র—(১) বিণ. তিনটি পাতাযুক্ত। (২) বি. বিল্বপত্র। বি. ~পথগা, ~পথগামিনী—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল : এই তিন পথে প্রবাহিতা গঙ্গানদী। বি. ~পদী—তেপায়া; তিন চরণবিশিষ্ট বাঙ্গালা ছন্দ; গায়ত্রী-নামক বৈদিক ছন্দ। ~পর্ণ—(১) বিণ. তিনটি পত্রযুক্ত। (২) বি. পলাশবৃক্ষ। ~পাদ—(১) বিণ. তিনখানি পা-যুক্ত; তিন পদাঙ্ক-পরিমাণ (ত্রিপাদ ভূমি) : চারভাগের তিনভাগ। (২) বি. (তিনখানি পা আছে বলিয়া) বিষ্ণুর বামনাবতার। বি. ~পাপ—অতিপাতক উপপাতক ও মহাপাতক : এই তিন রকম পাপ। বি ~পিটক—সুত্ত (=সূত্র) অভি-ধম্ম (=অভিধর্ম) ও বিনয় : এই তিন ভাগে বিভক্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ। বি. ~পুণ্ড্র, ~পুণ্ড্রক—ললাটে ত্রিশূলের ন্যায় অঙ্কিত তিলক। বি. ~ফলা—হরীতকী বিভীতকী (বা বহেড়া) ও আমলকী : এই ফলত্রয়। বি. ~বর্গ—ধর্ম অর্থ কাম : এই তিনটি; সত্ত্ব রজঃ তমঃ : এই তিনটি; আয় ব্যয় বৃদ্ধি : এই তিনটি; ইত্যাদি। বি. ~বর্ণ, ~বর্ণক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য : হিন্দু-জাতির এই তিন শ্রেণী। বি. ~বলি, ~বলী—কণ্ঠ বা উদরে মাংস-সঙ্কোচের ফলে সৃষ্ট রেখাত্রয়। বিণ. ~বার্ষিক—ত্রৈবার্ষিক-এর অনুরূপ। বি. ~বিক্রম—বামনরূপী বিষ্ণু : ত্রিলোকে যাঁহার তিনটি 'বিক্রম' বা পদক্ষেপ। বি. ~বিদ্যা—ঋক্ সাম যজুঃ : এই বেদত্রয়, ত্রয়ী। বিণ. ~বিধ—তিন রকম। বিণ. ~বৃত—ত্রিগুণিত। বি. ~বেণী—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী : এই নদীত্রয় অথবা তাহাদের সংযোগস্থল বা বিয়োগস্থল। বি. ~বেদী (-দিন্)—ঋক্ সাম ও যজুঃ : এই বেদত্রয় অধ্যয়নকারী অথবা তাদৃশ ব্রাহ্মণের বংশগত উপাধি-বিশেষ, তেওয়ারী। ~ভঙ্গ—(১) বিণ. শরীরের তিন স্থানে বক্রতাযুক্ত। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিভঙ্গ মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ। বিণ. ~ভঙ্গিম ত্রিভঙ্গ, শরীরের তিন স্থানে বক্রতাযুক্ত। বি. ~ভুজ—(জ্যামি.) তিন সরলরেখাদ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র। বিষমবাহু ত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর অসমান। সমকোণী ত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান। সমবাহু ত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর সমান। সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের তিনটি কোণই সূক্ষ্মকোণ। স্থূলকোণী ত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূলকোণ। বি. ~ভুবন—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। বিণ ~মাত্রিক—(জ্যামি.) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ আছে এমন ত্রিঘাত। বি. ~মূর্তি—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর : এই তিনজন বা এই তিনজনের যুক্ত মূর্তি। বি. ~যামা—রাত্রি (বস্তুতঃ চারি যাম বা প্রহরে এক রাত্রি হয়, কিন্তু প্রথম প্রহরের প্রথমার্ধ এবং শেষ প্রহরের শেষার্ধ যথাক্রমে সন্ধ্যা ও উষার মধ্যে ধরা হয় বলিয়া রাত্রিকে 'ত্রিযামা' বলা হয়)। বি. ~রত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ : বৌদ্ধদের এই পবিত্র বস্তুত্রয়। বি. ~রাত্র—মধ্যবর্তী দুই দিনের সহিত তিন রাত্রি; তিন রাত্রি; তিন রাত্রি-ব্যাপী উপবাস বা উৎসব। বি. ~লোক, (বিরল) ~লোকী—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। বি. ~লোচন—ত্রিনয়ন-এর অনুরূপ। বি. ~শঙ্কু—জনৈক পৌরাণিক নৃপতি : ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে স্বর্গ-মর্ত্যের অন্তরালে নবনির্মিত নক্ষত্রলোকে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; (আল.) ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ব্যক্তি, অনিশ্চিত অবস্থায় পতিত ব্যক্তি। বি. ~শরণ—ত্রিরত্ন দ্রঃ। বি. ~শূল—তিনটি ফলকযুক্ত অস্ত্রবিশেষ, শিবের প্রহরণ। ~শূলী (-লিন্), ~শূলধারী (-রিন্)—(১) বিণ. ত্রিশূলধারণ-কারী। (২) বি. শিব। ~শূলিনী, ~শূলধারিণী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) ত্রিশূলধারণকারিণী। (২) বি. শিবপত্নী দুর্গা। বি. বিণ. ~ষষ্টি—৬৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~ষষ্টিতম—৬৩ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ষষ্টিতমী। বি. ~সংসার—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। বি. ~সন্ধ্যা—প্রাতঃকাল মধ্যাহ্নকাল ও অপরাহ্ণ; তিনবেলা। বি. বিণ. ~সপ্ততি—৭৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~সপ্ততিতম—৭৩ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~সপ্ততিতমী। বি. ~সীমা, ~সীমানা—তিন প্রান্ত; সান্নিধ্য, সামীপ্য। বি. ~স্রোতঃ (-তস্), (চলিত) ~স্রোতা—ত্রিধারা, গঙ্গা; তিস্তানদী।

ত্রিংশ—বিণ. ত্রিশসংখ্যার পূরক। [সং. ত্রিংশৎ+অ]।

আদিতে ত্রি-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য ত্রি- দ্রঃ।

বি. বিণ. ত্রিংশৎ—৩০ সংখ্যা বা সংখ্যক. ত্রিশ। বিণ. ত্রিংশত্তম—ত্রিশ, ত্রিশ সংখ্যার পূরক।

ত্রিক—বি. মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ; কটি; তিন সংখ্যার সমষ্টি; তেমাথা পথ। [সং.]।

ত্রিপল—বি. আলকাতরা-মাখান স্থূল বস্ত্রবিশেষ। [ইং. tarpaulin]।

ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি—বি. (ত্রিপুর নামক অসুরহন্তা বলিয়া) শিব। [সং. ত্রিপুর+অন্তক, অরি]।

ত্রিশ—বি. বিণ. ৩০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিংশৎ]।

ত্রিষ্টুভ্—বি. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

ত্রুটি—বি. ন্যূনতা, অভাব; অঙ্গহীনতা; ক্ষতি, হানি; স্খলন; অপরাধ, দোষ। [সং. √ত্রুট্+ই (র্ম)]। বি. ~বিচ্যুতি—ভ্রম-প্রমাদ।

ত্রেতা—বি. হিন্দু-পুরাণোক্ত সত্য ও দ্বাপরযুগের মধ্যবর্তী যুগ; যজ্ঞীয় অগ্নিত্রয়: গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ। [সং.]।

ত্রৈকালিক—বিণ. ত্রিকাল-সম্বন্ধীয়; ত্রিকালব্যাপী। [সং. ত্রিকাল+ইক]।

ত্রৈগুণ্য—বি. সত্ত্ব রজঃ তমঃ: এই তিন গুণের সমষ্টি সমন্বয় বা ভাব। [সং. ত্রিগুণ+য]।

ত্রৈবর্ষিক—বিণ. যাহা তিন বৎসরে সম্পন্ন হইবে। [সং. ত্রিবর্ষ+ইক (ভবিষ্যদর্থে)]।

ত্রৈবার্ষিক—বিণ তিন বছর অন্তরে অনুষ্ঠিত বা উৎপন্ন; তিন বৎসরব্যাপী; যাহার তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। [সং. ত্রিবর্ষ+ইক]।

ত্রৈবিদ্য—বি. যিনি ঋক্ যজুঃ ও সাম: এই তিন বেদেই বিদ্বান্। [সং.]।

ত্রৈমাসিক—(১) বিণ. তিন মাস অন্তরে ঘটে বা জন্মে এমন; তিন মাসব্যাপী; তিন মাস বয়স্ক। (২) বি. তিন মাস অন্তরে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা। [সং. ত্রিমাস+ইক]।

ত্রৈরাশিক—বি. (গণি.) তিন রাশির সম্বন্ধ-ঘটিত অঙ্ক-প্রণালীবিশেষ, rule of three। [সং ত্রিরাশি+ক]।

ত্রৈলঙ্গ, (বিরল) **ত্রৈলিঙ্গ**—(১) বিণ. তৈলঙ্গ প্রদেশ সম্বন্ধীয়, তেলেঙ্গা। (২) বি. অন্ধ্র বা তেলিঙ্গানার অধিবাসী বা ভাষা, তেলুগু। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।

ত্রৈলোক্য—বি. স্বর্গ মর্ত্য পাতাল: এই ত্রিলোকের সমষ্টি। [সং. ত্রিলোক+য]।

ত্র্যংশ—বি. তৃতীয় অংশ বা ভাগ। [সং. ত্রি+অংশ]।

ত্র্যক্ষর—(১) বি. ওঁ, ওকার (=অ উ ম) মন্ত্র, প্রণব। (২) বিণ. বর্ণত্রয়যুক্ত। [সং. ত্রি+অক্ষর]। বি. (স্ত্রী.) ত্র্যক্ষরা—বেদমাতা প্রণব-রূপা পরমা বিদ্যা।

ত্র্যঙ্ক—বিণ. তিন-অঙ্ক-বিশিষ্ট (নাটকাদি)। [সং. ত্রি+অঙ্ক]।

ত্র্যঙ্গুল—বিণ. তিন-অঙ্গুলি-পরিমিত। [সং. ত্রি+অঙ্গুলি+অ (সমাসান্ত)]।

ত্র্যম্বক—বি. ত্রিলোচন, শিব। [সং. ত্রি+অম্বক(=চক্ষু)]।

ত্র্যস্র—বিণ. তেকোনা, তিন-কোণ-বিশিষ্ট। [সং. ত্রি+অস্র]।

ত্র্যহস্পর্শ—বি. একদিনে তিন তিথির মিলন, সাধারণতঃ অশুভ তিথি বলিয়া বিদিত ('জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে': রবীন্দ্র)। [সং. ত্রি+অহন্+স্পর্শ]।

থ

থ১—বাঙ্গালা বর্ণমালার সপ্তদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

থ২—বিণ. কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতভম্ব; নির্বাক, স্তম্ভিত, অবাক্ (থ হয়ে যাওয়া)। [<সং. √স্থা (=স্থিতি)]।

থই—বি. (জলাশয়ের তলদেশে) স্থলভাগ বা ঠাঁই (নদীতে থই পাওয়া); থামিবার স্থান, সীমা (দুঃখের থই পাওয়া); আশ্রয়। [সং. স্থল]।

থইথই—অব্য. জলরাশির ভরপুর ভাবসূচক (জল থইথই করছে); প্রাচুর্যসূচক (লোক থইথই করছে)।

থকথক, থকথকে—যথাক্রমে থক্থক্ ও থক্থকে-র বানানভেদ।

থকা—ক্রি. (পরিশ্রমের ফলে) অবসাদগ্রস্ত হওয়া, হাঁপাইয়া যাওয়া, ক্লান্ত হইয়া সহসা থামিয়া যাওয়া। [সং. √স্থগ্+বাং. আ—তু. হি. থক্না]। বিণ. থকিত—ক্লান্ত হইয়া সহসা থামিয়া গিয়াছে এমন ('থকিত পায়ের চলা দ্বিধা হতে': রবীন্দ্র)।

থক্—অব্য. থুতু ফেলার আওয়াজ।

থক্থক্—অব্য. কাদার ন্যায় ঈষৎ ঘনত্ব ও ঈষৎ তারল্য-সূচক; ক্ষতাদির বিবৃতি ও সাঙ্ঘাতিক হওয়ার ভাব-সূচক। [তু. থক্]। বিণ. থক্থকে—থক্থক্ করিতেছে এমন।

থতমত—অব্য. বিহ্বল হওয়ার বা মুখে কথা সরে না এমন হওয়ার ভাবপ্রকাশক। [দেশী]। ক্রি. থতমত খাওয়া—ঘাবড়াইয়া যাওয়ার ফলে কি বলিবে তাহা স্থির করিতে না পারা, স্তব্ধ হওয়া।

থপ, থপ্—অব্য. ভারী কোমল বস্তু স্থাপন বা পতনের শব্দ। [দেশী]। অব্য. ~থপ্—ক্রমাগত থপ্-আওয়াজ; স্থূলদেহ প্রাণীর পায়ের শব্দ। থপ্থপে—স্থূলদেহের ভারে জড়ভাবাপন্ন। অব্য. থপাস্—থপ্ অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ। অব্য. থপাস্ থপাস্—ক্রমাগত থপাস-আওয়াজ।

থমক—থামিয়া থামিয়া চলন; ঠমক, হাবভাবযুক্ত চলন-ভঙ্গি। [দেশী—তু. হি. ঠুমক]। ক্রি. থমকা—থমকান। থমকান, থমকানো—(১) ক্রি. চলিতে চলিতে বা কাজ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া পড়া (থমকে দাঁড়ানো)। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. থমকানি—চলিতে চলিতে বা কাজ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া।

থমথম, থম্থম্—অব্য. নিস্তব্ধতা ও ভয়াবহতাসূচক, আচ্ছন্ন হওয়ার ভাবপ্রকাশক (রাত বা গোটা সহর থম-থম করছে); জলভারাক্রান্ত বা রসস্থ হওয়ার ভাব-প্রকাশক (আকাশ মেঘ শরীর থমথম করছে)। বিণ. থমথমে, থম্থমে—নিস্তব্ধ ও ভীতিজনক, সমাচ্ছন্ন; রসস্থ।

থর—বি. স্তর, থাক (থরে থরে সাজানো); জোল মাংস

(পেটে বা কোমরে থর নেমেছে)। [সং. স্তর]। ক্রি-বিণ. **থরে-বিথরে**—নানা স্তরে সাজাইয়া ('সকলি দিলাম তুলে থরে-বিথরে' : রবীন্দ্র)।

থরথর, থর্‌থর্‌—(১) অব্য. প্রবল কম্পনের ভাবসূচক (থরথর করে কাঁপা)। (২) বিণ. কম্পমান (থরথর দেহ)। (৩) ক্রি-বিণ. থরথর করিয়া ('রাই কাঁপে থরথর' : চণ্ডী.)। [দেশী]। বি. **থরথরানি, থর্‌থরানি**—থরথর করিয়া কম্পন। ক্রি-বিণ. **থরথরি**—থরথর করিয়া।

থরহরি—বিণ. ক্রি-বিণ. থরথর করিয়া (থরহরি কাঁপা)। [প্রা. থরহরিঅ]।

থল—**স্থল**-এর কোমল রূপ (থলকমল)।

থলথল—অব্য. যুগপৎ স্থূলতা কোমলতা ও শিথিলতার ভাবপ্রকাশক (পেটের মাংস থলথল করা)। [হি. থলথলানা]। বিণ. **থলথলে**—স্থূল কোমল ও শিথিল।

থলি, থলী, থলিয়া, (কথ্য) **থলে**—বি. বস্ত্র চট প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত ঝুলি বা ছোট ঝোলা। [সং. স্থলী]।

থলো—বি. গোছা, গুচ্ছ, স্তবক। [তু. সং. স্তর > থর > থল + উয়া = থলুয়া, থলো]।

থস্‌থস্‌, থসথস—অব্য. আর্দ্রতা ও শিথিলতা প্রকাশক অনুকার শব্দ। [দেশী]। বিণ. **থস্‌থসে, থসথসে**—আর্দ্র ও শিথিল, অদৃঢ়।

-থা১—স্থান-অর্থে বাং. তদ্ধিত প্রত্যয় (কোথা, কোথায়, সেথা, হেথায়)। [সং. 'ত্র' প্রত্যয়]।

-থা২—প্রকার-অর্থে সং. তদ্ধিত প্রত্যয় (অন্যথা, সর্বথা)। [সং. থাচ্‌]।

থাই—**থই**-এর রূপভেদ।

থাউকা, থাউকো, থাওকা—বিণ. (ওজন অনুসারে না হইয়া) থোক-হিসাবে ব' মোটের উপর, থোকে (থাউকা দর, থাউকা কিছু টাকা)। [তু. হি. থাক—থোক দ্রঃ]।

থাক—বি. স্তর, শ্রেণী (থাকে থাকে রাখা)। [সং. স্তবক]। বিণ. **~বন্দী**—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; স্তরে স্তরে সাজান।

থাকবস্তি—বি. জমির জরিপ ও সীমাদি নির্ধারণ. cadastral survey। [হি. থোক্‌বস্ত]।

থাকা—(১) ক্রি. বাস করা (সে কাশীতে থাকে); অবস্থান করা (ঘরে থাকা); রহা, বিশেষ কোন অবস্থাযুক্ত হওয়া (পালিয়ে থাকা); কালাতিপাত করা (কষ্টে থাকা); অধিকারে রহা (টাকা থাকা); টেঁকা (ঘরে মন থাকে না); জীবিত রহা (বাপ থাকতে তার অভাব হবে না); উপস্থিত রহা (আমি সেখানে থাকলে এতদূর গড়াত না); রক্ষিত বা প্রতিপালিত হওয়া (প্রাণ থাকা, কথা থাকা); সঞ্চিত মজুদ বা অবশিষ্ট রহা (টাকা চিরদিন থাকে না); জাগরূক রহা (মনে থাকা); বজায় রহা (কুল জাত ধর্ম বা মান থাকা); পিছনে পড়িয়া রহা (সবাই ত গেল, আমিই বা আর থাকি কেন); স্থানত্যাগ না-করা (কাশীতেই থেকে গেল); সংশ্লিষ্ট হওয়া (কোন ব্যাপারে বা কথায় থাকা); সহবাস করা, সহযোগী হওয়া (সে তার সঙ্গে থাকে); নিরস্ত বা নিবৃত্ত হওয়া, বাদ দেওয়া (ও কথা থাক)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) অব্য. (অনু.) হইতে-অর্থে (আগে থাকতেই বলে রাখছি)। [সং. √স্থা + বাং. আ—তু. প্রা. √থক্ক]। বি. **~থাকি**—অবস্থান, বিদ্যমানতা; থাকা ও না থাকা। ক্রি-বিণ. **থাকিয়া-থাকিয়া,** (কথ্য) **থেকে-থেকে**—কিছুকাল অন্তর, মধ্যে মধ্যে (থেকে থেকে জ্বর হচ্ছে)।

থান১—(১) বিণ. অখণ্ড, গোটা (থান ইট, থান গিনি); পাড়হীন (থান ধুতি)। (২) বি. একবারে বোনা বস্ত্রখণ্ড, অখণ্ড বস্ত্র (জামার থান); পাড়হীন সাদা ধুতি। [হি.]।

থান২—বি. পীঠস্থান (সাধুবাবার থান); নিকট, ঠাঁই ('ধর্মথানে পাইব মুকতি' : শূ. পু.)। [সং. স্থান]।

থানকুনি—বি. ঔষধে ও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত শাকবিশেষ। [দেশী]।

থানা—বি. অবস্থান-স্থল, চৌকির স্থান, আস্তানা (সৈন্যের থানা); সৈন্যসমাবেশ, ছাউনি (থানা দেওয়া); পুলিসের দপ্তর বা এলাকা, কোতোয়ালি। [হি. < সং. স্থান]। ক্রি. **থানা দেওয়া**—যুদ্ধার্থ সসৈন্যে অবস্থান করা। ক্রি. **থানা-পুলিস করা**—(চৌর্যাদি ব্যাপারে) পুলিসের সাহায্য পাইবার জন্য বারংবার থানায় যাতায়াত করা। বি. **~দার**—পুলিস-থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, বড় দারোগা।

থাপক—বিণ. (প্রা. বাং.) প্রতিষ্ঠাতা। [সং. স্থাপক]।

থাপড়, থাপ্পড়—বি. চড়, চাপড়, চপেটাঘাত, থাবা। [তু. হি. থপ্পড়]। **থাপড়া, থাবড়া**—(১) বি. থাপড়। (২) ক্রি. থাপড় মারা। **থাপড়ান, থাবড়ান, থাবড়ানো**—(১) ক্রি. থাপড় মারা। (২) বি. উক্ত অর্থে।

থাবড়ি—বি. সমস্ত শরীর এলাইয়া ভূমিতে পাছার ভর স্থাপন (থাবড়ি খেয়ে বসা)। [দেশী]।

থাবা—(১) বি. চতুষ্পদ প্রাণীর সম্মুখদিকের পদতল; (অনাদরে) পাঞ্জা, করতল, এক গ্রাসের উপযোগী মুষ্টি। (২) বিণ. করতলে যতখানি ধরে (এক থাবা চিনি)। (৩) ক্রি. থাবান। ক্রি. **থাবা দেওয়া, থাবা মারা**—থাবান। [সং. স্থাপ—তু. হি. থাপা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. থাবামারা আঘাত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

থাম—বি. স্তম্ভ, খুঁটি। [সং. স্তম্ভ]।

থামা—(১) ক্রি. গতি সংবরণ করা, নিশ্চল হওয়া (গাড়ি থামল); চুপ করা (যথেষ্ট বলেছ, এখন থাম); বিরত হওয়া (থাম, আর হাসতে হবে না); নিবৃত্ত হওয়া (টাকা না পেলে পাওনাদাররা থামবে না); বন্ধ হওয়া (বৃষ্টি, রক্তপাত, জ্বর, রাগ বা কান্না থামা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √স্তম্ভ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (অপরের) গতিরোধ করা, নিশ্চল করা; চুপ করান; নিরস্ত বা বন্ধ করা; শান্ত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

থামাল—বি. খাড়া গাঁথনি। [বাং. থাম + আল]।

থাম্বা—**থাম**-এর প্রাদে. রূপ।

থার্মোমিটার—বি. দেহতাপ-নির্ণায়ক যন্ত্র, তাপমান। [ইং. thermometer]।

থারি, থারী—বি. (কাব্যে) ছোট থালা। [সং. স্থালী]।
থালা, (প্রাদে.) **থাল**—বি. ধাতুনির্মিত চেপটা ভোজন-পাত্রবিশেষ। [সং. স্থাল]। বি. **থালি**—ক্ষুদ্র থালা।
থাসা—ঠাসা-র রূপভেদ (ঠাস দ্রঃ)।
থিকথিক, থিক্‌থিক্—অব্য. পোকা-মাকড় বা ঘৃণ্য বস্তুর অবস্থানসূচক (ময়লা বা পোকা থিকথিক করে)। [দেশী]।
থিকা—থেকে-র অপ্র. গ্রাম্য রূপ।
থিতা—(১) ক্রি. থিতান। [তু. সং. স্থিত]। ~**ন, ~নো**
(১) ক্রি. (তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত কঠিন পদার্থের অথবা নির্মল জলের সহিত মিশ্রিত মলিন অংশের) তলদেশে জমা হওয়া ; (আল.) স্থির বা মন্দীভূত হওয়া (আন্দোলন থিতিয়ে এসেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।
থিতু—স্থিত-র গ্রাম্য রূপ।
থিয়েটার—বি. নাট্যশালা, অভিনয়-গৃহ ; অভিনয়। [ইং. theatre]। বি. ~**ওয়ালা**—নাট্যশালার মালিক বা পরিচালক ; অভিনেতা। বিণ. **থিয়েটারী**—নাট্যাভিনয়কালে অভিনেতারা যেরূপ হাবভাব প্রদর্শন করে সেইরূপ হাবভাবপূর্ণ ; নাটুকেপনায় পূর্ণ।
থির—স্থির-এর কোমল রূপ ('থির দামিনী', 'থির দিঠে চাহে')।
থু, থুঃ—অব্য. থুতু ফেলার শব্দ ; অত্যধিক ঘৃণাবশতঃ থুতু ফেলার শব্দের অনুকরণ ; ছিঃ, ধিক্। [দেশী]। অব্য. **থু-থু, থুঃ-থুঃ**—ক্রমাগত থুতু ফেলার শব্দ ; ছিঃ ছিঃ, ধিক্ ধিক্।
থুঁতনি, থুঁতি—যথাক্রমে **থুতনি** ও **থুতি**-র রূপভেদ।
থুক—(১) বি. থুতু (থুক দেওয়া)। (২) অব্য. থুতু ফেলার শব্দ (থুক করা)। [সং. থুৎকার]।
থুকথুক, থুক্‌থুক্—অব্য. পোকা-মাকড়ের সমাবেশ-সূচক (পোকা থুকথুক করছে)। । [দেশী]।
থুড়থুড়, থুথ্‌্ড়—অব্য. (দুর্বলতা, রোগ, শঙ্কা, বার্ধক্য প্রভৃতির দরুন) মৃদু অথচ ক্রমাগত কম্পনসূচক ; স্থবিরতাসূচক (থুড়থুড় করা)। [দেশী]। বিণ. **থুড়থুড়ে, থুথ্‌্ড়ে**—থুড়থুড় করিতেছে এমন ; অতিশয় বৃদ্ধ।
থুড়া, থোড়া—(১) ক্রি. কুঁচি কুঁচি করিয়া কাটা ; প্রহারে জর্জরিত করা ; (আল.) তিরস্কারে অস্থির করা (তা'কে আচ্ছা ক'রে থুড়ে দিয়েছি)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √থুর্ব্ + বাং. আ]।
থুড়ি, থুড়ী—অব্য. ভ্রমবশতঃ উচ্চারিত বাক্য বা অনুষ্ঠিত কার্যের প্রত্যাহারসূচক শব্দ।
থুৎকার—বি. থুতু ফেলা ; থুঃ-থুঃ-আওয়াজকরণ ; (আল.) ধিক্কার দেওয়া। [সং. থুৎ + √কৃ + অ (ভা)]।
থুতনি, থুতি—বি. চিবুক। [সং. ত্রোটি]।
থুতু, থুথু—বি. নিষ্ঠীবন। [সং. থুৎ]।
থুথ্‌্ড়, থুথ্‌্র—থুড়থুড়-এর বানানভেদ। **থুথ্‌্ড়ে, থুথ্‌্রে**—থুড়থুড়ে-র বানানভেদ।
থুপ—বি. (প্রাদে.) স্তূপ, রাশি (থুপ করা, টাকার থুপ)। [সং. স্তূপ]।

থুপি, থুপী—বি. ক্ষুদ্র স্তূপ বা গুচ্ছ, গুছি। [বাং. থুপ (সং. স্তূপ) + ই, ঈ]।
থুপ্—অব্য. নরম অথচ ভারী জিনিস পড়িবার মৃদু শব্দ (থুপ্ করে বসা বা পড়া)। [দেশী]। অব্য. ~**থুপ্**—ক্রমাগত থুপ্ শব্দ (থুপ্‌থুপ্ করে চলা)।
থুবড়া১, থুবড়ো১—বিণ. অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত। [সং. স্থবির]। বিণ.(স্ত্রী.) **থুবড়ী**।
থুবড়া২, থুবড়ো২—বিণ. অতিশয় বৃদ্ধ। [সং. স্থবির]। বিণ.(স্ত্রী.) **থুবড়ী**।
থুবড়া৩—ক্রি. থুবড়ান। [দেশী ?]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. নিম্নমুখ হইয়া বা হুমড়ি খাইয়া পড়া (মুখ থুবড়ে পড়া)। (২) বি. উক্ত অর্থে।
থুবড়ী, থুবড়ো—**থুবড়া১,২** দ্রঃ।
থুয়া, থোয়া—(১) ক্রি. রাখা (থুয়ে দিয়েছি, দেওয়া-থোয়া বা দিচ্ছে-থুচ্ছে কেমন ? থোও)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √স্থা + ণিচ্ ?]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. রাখান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
থুরথুর, থুরথুরে, থুরা, থেইথেই—যথাক্রমে **থুড়থুড় থুড়থুড়ে থুড়া** ও **থৈথৈ**-র রূপভেদ।
থেঁত, থেঁতো—বিণ. পিষ্ট, ছেঁচা। [দেশী]। ক্রি. **থেঁতা**—থেতান। **থেঁতান, থেঁতানো, থেঁতলান, থেঁতলানো**—(১) ক্রি. পিষ্ট করা, ছেঁচিয়া দেওয়া (পা থেঁতলে গিয়েছে) ; শিল-নোড়া বা হামানদিস্তায় ছেঁচা, মর্দন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।
থেকা—থাকা-র চলিত রূপ।
থেকে—অব্য. (বিভক্তি বা অনুসর্গ) হইতে (ঘর থেকে, সেই থেকে, কোথা থেকে) ; চেয়ে, অপেক্ষা (সবার থেকে বড়)। [বাং. থাকিয়া]।
থেকে-থেকে—থাকা দ্রঃ।
থেবড়া—(১) বিণ. চেপটা, ভোঁতা। (২) ক্রি. থেবড়ান। [দেশী]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. চেপটা করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
থেলো—বিণ. বড় খোলযুক্ত, ডাবা (থেলো হুঁকা)। [বাং. থালি + উয়া > ও]।
থৈ, থৈথৈ—যথাক্রমে **থই** ও **থইথই**-এর বানানভেদ।
থোঁতা১—বিণ. পিষ্ট, থেঁত ; দন্তহীন, ভোঁতা (মুখ থোঁতা করে দেওয়া)। [হি. থোথা]।
থোঁতা২—(১) বি. স্থূল চিবুক (থোঁতা ভেঙ্গে দেওয়া)। (২) বিণ. থুঁতনি-যুক্ত, (লক্ষণায়) বড় ও ভারী (থোঁতা মুখ)। [বাং. থুঁতি + আ (অবজ্ঞাসূচক বৃহৎ অর্থে ও যুক্তার্থে)]। **থোঁতা মুখ ভোঁতা করা বা ভোঁতা হওয়া**—(আল.) দর্প চূর্ণ করা, বড় মুখ ছোট হওয়া।
থোক—বি. মোট, একুন (থোক টাকা) ; দফা, ভাগ (থোকে থোকে) ; থোকা, গুচ্ছ। [হি.]।
থোকা—বি. স্তবক, থোলো, গুচ্ছ। [**থোক** দ্রঃ—তু. সং. স্তবক]।
থোড়—বি. কলাগাছের ভিতরকার সারাংশ ; ধানগাছের শিষ বাহির হইবার অবস্থা। [দেশী]।
থোড়া১—থুড়া-র চলিত রূপ।

খোড়া২—বিণ. অল্প. সামান্য ('মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে' : রবীন্দ্র)। [হি.]। ক্রি-বিণ. **~ই**—মোটেই না, একটুও নহে (খোড়াই কেয়ার করি)।

খোতনা—বি. (অবজ্ঞার্থে) বড় থুতনি। [বাং. থুতনি + আ]।

খোতা—থোঁতা১-র রূপভেদ।

খোপ—বি. গুচ্ছ (খোপ খোপ ঘাস)। [সং. স্তূপ]।

খোপনা—বি. বড় গুচ্ছ (গোরুর লেজের থোপনা) : (অনাদরে) ভারী চিবুক।

খোপা—বি. গুচ্ছ থোলো (চাবির থোপা)। [বাং. থোপ + আ (স্বার্থে)]।

খোয়া, খোয়ান (নো)—যথাক্রমে **থুয়া** ও **থুয়ান**-র রূপভেদ।

খোর, খোরি—বিণ. (ব্রজ.) অল্প, একটু। [হি. থোর, থোরী < সং. স্তোক]।

খোলো, থ্যাতলা, থ্যাতলান (নো), **থ্যাবড়া, থ্যাবড়ান** (নো)—যথাক্রমে **থলো থেঁতলা থেঁতলান থেবড়া** ও **থেবড়ান**-র বানানভেদ।

দ

দ১—বাঙ্গালা বর্ণমালার অষ্টাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। **হাড়গোড়-ভাঙা দ**—মাথাবুক হাঁটুর মধ্যে ঢুকাইয়া (দ-অক্ষরের মতো) বসিয়া থাকিতে হয় এমন অবস্থা।

দ২—দহ-র সংক্ষিপ্ত রূপ ('পেটে পড়ল দ' : দ্বি.রা.)। **দয়ে মজান**—নদীগর্ভের গর্তে ডুবান ; (আল.) বিপদে ফেলা সর্বনাশ করা।

-দ—বিণ. প্রদানকারী, দাতা (জলদ, সুখদ)। [সং. √দা + অ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **~দা**।

দই—বি. দধি, দুগ্ধের বিকারবিশেষ। [সং. দধি]। ক্রি. **দই পাতা**—দই তৈয়ারি করার জন্য দুধে দখল দিয়া উহা পাত্রে রাখা।

দউ—বিণ. (ব্রজ.) দুই, উভয় ('নয়ন-নলিনী দউ' : বিদ্যা.)। [সং. দ্বৌ]।

দং—দস্তুর-এর সংক্ষিপ্ত লেখা রূপ।

দংশ—বি. ডাঁশ, বড় মশা। [সং. √দন্শ্ + অ (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **দংশী**।

দংশক—(১) বিণ. দংশনকারী। (২) বি. ডাঁশ। [সং. দন্শ্ + অক (র্তৃ)]।

দংশন—বি. কামড়, দন্তাঘাত। [সং. √দন্শ্ + অন (ভা)]।

দংশল—ক্রি. (ব্রজ.) দংশন করিল। [সং. √দন্শ্]।

দংশা—ক্রি. (সচ. কাব্যে) দংশন করা, দন্তাঘাত করা। [সং. √দন্শ্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. দংশন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

দংশিত—বিণ. দংশন করা বা ছোবল মারা হইয়াছে এমন। [সং. √দন্শ্ + ণিচ্ + ত]।

দংষ্ট্রা—বি. বড় ও ভয়াবহ দাঁত, দাড়া। [সং. √দন্শ্ + ত্র (ণে)]। বিণ. **দংষ্ট্রাল, দংষ্ট্রী** (-ষ্ট্রিন্)—দংষ্ট্রাবিশিষ্ট, দাঁতাল।

দঃ—দস্তুর-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

দক, দঁক—বি. গভীর কর্দম, পাঁক (দকে প'ড়ে মরা) ; কর্দমময় স্থান (দক ভাঙ্গা)। [সং. উদক]। **দকে পড়া**—(আল.) হঠাৎ ভীষণ বিপদে পড়া।

দক্ষ—(১)বিণ. নিপুণ, পটু, পারদর্শী। (২) বি. প্রজাপতিবিশেষ : ইনি সতী ও নক্ষত্ররূপিণী সপ্তবিংশতি কন্যার জনক। [সং. √দক্ষ্ + অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **দক্ষা**। বি. **~তা**—পটুতা, ক্ষমতা (কর্মদক্ষতা)। বি. **~কন্যা**—শিবপত্নী, সতী, দুর্গা। বি. **~যজ্ঞ**—প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ (এই যজ্ঞস্থলে শিবপত্নী সতী দক্ষমুখে অনুপস্থিত শিবের তীব্র নিন্দা শুনিয়া মর্ম-পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিলে শিব অনুচরগণসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞনাশ করেন এবং সতীর শব কাঁধে তুলিয়া প্রলয়-নৃত্য আরম্ভ করেন) , (আল.) প্রলয়কাণ্ড, হট্টগোল।

দক্ষিণ—(১) বি. উত্তরের বিপরীত দিক্ (দক্ষিণে থাকা বা যাওয়া) ; দাক্ষিণাত্য (দক্ষিণের ভাষা বা অধিবাসী)। (২) বিণ. উত্তরের বিপরীত (দক্ষিণ দিক্) ; ডাহিন, বামেতর (দক্ষিণ হস্ত) ; দক্ষিণদিগ্‌বর্তী (দক্ষিণ সমুদ্র) ; (আল.) যুগপৎ বহু নায়িকায় সমানভাবে অনুরক্ত (দক্ষিণ-নায়ক) ; সরল, প্রসন্ন, উদার (রুদ্রের দক্ষিণ মুখ)। [সং. √দক্ষ্ + ইন (র্তৃ)]। বি. **~কালিকা, দক্ষিণা কালী**—শিবহৃদয়ে দক্ষিণ পদ স্থাপনকারিণী কালিকাদেবী, যিনি অভয়া বরদা ও সর্বপাপহরা। বি. **~পশ্চিম**—নৈঋ্ঁতকোণ। বি. **~পূর্ব**—অগ্নিকোণ। বি. **~মেরু**—মেরু দ্রঃ। বি. **~সমুদ্র**—সমুদ্র দ্রঃ। বি. **~হস্ত**—ডান হাত ; (আল.) প্রধান সহায় বা অবলম্বন। **দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার**—ভোজন।

দক্ষিণরায়—বি. মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সুন্দরবনের বন-দেবতা বা ব্যাঘ্রদেবতা।

দক্ষিণা১—বি. ক্রিয়াকর্মান্তে গুরু পুরোহিত প্রভৃতির প্রাপ্য পারিশ্রমিক ; শিক্ষাসমাপনান্তে শিষ্য বা ছাত্র কর্তৃক উপাধ্যায়কে প্রদত্ত অর্থ ; ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার পর প্রদত্ত অর্থ ; প্রণামী ; দক্ষিণ দিক্ (দক্ষিণাপ্রবণ) ; পূর্ব নায়কের প্রতি সদ্ভাব নষ্ট হয় নাই এমন নায়িকা। [সং. দক্ষিণ + আ (স্ত্রীলিঙ্গে)]।

দক্ষিণা২—বিণ. দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধীয়, দক্ষিণদিগ্‌বর্তী (দক্ষিণা রীতি বা লোক) , দক্ষিণ দিক্ হইতে আগত বা প্রবাহিত (দক্ষিণা বাতাস)। [সং. দক্ষিণ + আ (ভাবার্থে)]।

দক্ষিণা কালী—**দক্ষিণ** দ্রঃ।

দক্ষিণাচল—বি. পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পর্বত, মলয়গিরি। [সং. দক্ষিণ + অচল]।

দক্ষিণাচার—বি. তান্ত্রিক আচারবিশেষ। [সং. দক্ষিণ + আচার]। **দক্ষিণাচারী** (-রিন্)—বিণ. দক্ষিণাচার পালনকারী।

দক্ষিণান্ত—বি. পুরোহিতকে দক্ষিণাদানপূর্বক পূজাদি অনুষ্ঠানের সমাপন (দক্ষিণান্ত করা)। [সং. দক্ষিণা + অন্ত]।

দক্ষিণাপথ—বি. বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণদিকে অবস্থিত

ভারতবর্ষের অংশ, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। [সং. দক্ষিণা+পথ]।

দক্ষিণাবর্ত—(১) বিণ. দক্ষিণ বা ডান দিকে পাক খাইয়া গিয়াছে এমন (দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ) : দক্ষিণ দিকে আবর্ত-বিশিষ্ট। (২) বি. দক্ষিণাপথ। [সং. দক্ষিণ+আবর্ত]।

দক্ষিণাবহ—বি. দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়-বায়ু। [সং. দক্ষিণ+আ+ √বহ্+অ (র্তৃ)]।

দক্ষিণায়ন—বি. বিষুব-রেখা হইতে সূর্যের ক্রমশঃ দক্ষিণে গমন ; সূর্যের উক্ত গমনকাল (অর্থাৎ একুশে জুন হইতে বাইশে ডিসেম্বর) বা গমনপথ। [সং. দক্ষিণ+অয়ন]। বি. **দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত**—সূর্যের দক্ষিণায়নের সীমা-নিরূপক কল্পিত রেখা, Tropic of Capricorn ; মকরক্রান্তি।

দক্ষিণাস্য—বিণ. যাহার 'আস্য' বা মুখ দক্ষিণ দিকে।

দখনে, দখনো—দখিন দ্রঃ।

দখল—বি. অধিকার, অধীনতা (দখল করা, পাওয়া বা দেওয়া, দখলে থাকা) ; জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি, পটুতা (অঙ্কে দখল থাকা)। [আ. দখ্ল্]। বিণ. ~**কার**, ~**দার**, **দখলিকার**, **দখলিদার**—(সম্পত্তি) দখল করিয়া আছে এমন, অধিকারী। বি. ~**নামা**—(সম্পত্তিতে) অধিকারের দলিল। বিণ. **দখলি**, **দখলী**—দখল-সম্বন্ধীয় ; দখলে আছে এমন, অধিকারভুক্ত। **দখলি স্বত্ব**—দখলে থাকার ফলে প্রাপ্ত অধিকার।

দখিন—দিগ্‌বাচক **দক্ষিণ**-শব্দের কোমল রূপ ; দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত ('দখিন হাওয়া')। বিণ. **দখিনা**, **দখনে**, (প্রাদে.) **দখনো**—**দক্ষিণা**$_2$-র কোমল ও কথ্য রূপ।

দগড়—বি. ঢাকজাতীয় (আনদ্ধ) রণবাদ্যবিশেষ দামামা। [সং. দ্রগড়]।

দগড়া—বি. চাবুকাদিদ্বারা প্রহারের লম্বা দাগ ; দড়ির ন্যায় (গোরুর গাড়ীর চাকার) লম্বা দাগ। [দেশী—তু. হি. দগড়া=রাস্তা, দাগ]।

দগদগ, দগ্‌দগ্—অব্য. স্খলন বা ক্ষতের ভাবপ্রকাশক। বি. **দগদগানি**, **দগ্‌দগানি**, **দগদগি**, **দগ্‌দগি**—জ্বালা, পোড়ানি, জ্বলুনি ('হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি' : চণ্ডী)। বিণ. **দগদগে**, **দগ্‌দগে**—দগদগ করিতেছে এমন (দগদগে ঘা)।

দগ্ধ, (কাব্যে) **দগধ**—বিণ. পোড়া, পুড়িয়া গিয়াছে এমন (দগ্ধ কাষ্ঠ) ; অগ্ন্যুত্তাপে ঝলসিত বা ক্ষত (দগ্ধ মাংস, দগ্ধ হস্ত), উত্তপ্ত (দগ্ধ লৌহ) ; (আল.) যন্ত্রণাগ্রস্ত, সন্তপ্ত (দগ্ধ চিত্ত বা হৃদয়) ; (খেদে) হতভাগ্য (দগ্ধ কপাল) ; অবজ্ঞেয় (দগ্ধোদর)। [সং. √দহ্+ত (র্ম)]।

দগ্ধা$_1$—বি. (জ্যোতিষ.) অমঙ্গলের তিথি (দিনদগ্ধা, মাস-দগ্ধা)। [সং. দগ্ধ+আ (স্ত্রী.)]।

দগ্ধা$_2$—ক্রি. (প্রায়শঃ কাব্যে) পোড়া ; পোড়ান ; সন্তপ্ত করা। [বাং. √দগ্ধ (সং. √দহ্)+আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. পোড়ান, দগ্ধ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

দঙ্গল—বি. দল, (দঙ্গল বাঁধা), ভিড় ; কুস্তি। [ফা. দংগল]।

দজ্জাল—বিণ. দুর্দান্ত, দুষ্ট। [আ.]।

দড়—বিণ. দৃঢ়, শক্ত (বাঁশের চেয়ে দড়) ; পটু, দক্ষ (কাজে দড়)। [সং. দৃঢ়]। **বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়**—(ব্যঙ্গে) পিতার চেয়ে পুত্রের তেজ বা দক্ষতা অধিক।

দড়কচা, দড়কাঁচা—দর$_1$ দ্রঃ।

দড়বড়—অব্য. (ধ্বন্যাত্মক) দৌড়ানর বা ঘোড়ার কদমের শব্দ। [দেশী]। ক্রি-বিণ. **দড়বড়ি**—(কাব্যে) দড়বড় করিয়া।

দড়মা—দরমা-র প্রাদে. রূপ।

দড়া—বি. মোটা দড়ি, রজ্জু, কাছি। [হি. ডোরা, ডোর]। বি ~**দড়ি**—সরু ও মোটা বিভিন্ন আকারের দড়িসমূহ।

দড়াম্—অব্য (ধ্বন্যাত্মক) কঠিন পদার্থের উপর ভারী বস্তুর পতনের বা হঠাৎ ভারী দরজা খুলিয়া ফেলার শব্দ ; বন্দুক ছুড়িবার আওয়াজ। [দেশী]।

দড়ি, (বর্জি.) **দড়ী**—বি. রজ্জু, রশি। [বাং. দড়া+ই (ক্ষুদ্রার্থে)—তু. হি. ডোরী]। বি. **দড়ি-কলসি**—আত্ম-হত্যার উপকরণ (দড়ি-কলসি জোটে না)। বিণ. **দড়ি-ছেঁড়া**—দড়ি ছিঁড়িয়াছে এমন ; বন্ধনমুক্ত। বি. **দড়ি-দড়া**—রজ্জু এবং বন্ধনের উপযুক্ত অনুরূপ বস্তু। বিণ. **দড়িদড়ি**—দড়ির ন্যায় অত্যন্ত কৃশ, রোগা।

দণ্ড—বি. সময়ের পরিমাপবিশেষ (=৬০ পল=এক প্রহরের সাড়ে সাত ভাগের এক ভাগ=২৪ মিনিট) ; লাঠি, ডাণ্ডা (লৌহদণ্ড) ; লাঠির ন্যায় লম্বা বস্তু, কাঠি (মন্থনদণ্ড), শাস্তি (কারাদণ্ড, প্রাণদণ্ড), গচ্চা, জরিমানা, খেসারত (অর্থদণ্ড, দণ্ড দেওয়া) ; শাসন (ন্যায়দণ্ড), রাজ-নীতিবিশেষ (সামদানভেদদণ্ড), শাসনদণ্ড, রাজদণ্ড (দণ্ড-ধর), যুদ্ধ, সৈন্য (দণ্ডনায়ক)। [সং. √দণ্ড্+অ]। বি. ~**কাক**—কাকরূপী যম ; দাঁড়কাক। বি ~**গ্রহণ**—প্রাপ্য শাস্তি মানিয়া লওয়া ; সন্ন্যাসধর্মগ্রহণ। বি. ~**চক্রাদিন্যায়**—একটি ঘট তৈয়ারী করিতে যেমন দণ্ড চক্র সূত্র মৃত্তিকা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন তেমনি যে কার্য বহু কারণ হইতে উদ্ভূত তাহাই দণ্ডচক্রাদিন্যায়। ~**ধর**—(১) বি. নৃপতি, শাসক। পাপীর শাসক যম। (২) বিণ যষ্টিধারী। ~**ধারী** (-রিন্)—(১) বিণ. যষ্টিধারী। (২) বি. সন্ন্যাসী, রাজা। বি. ~**ন**—সাজা দেওয়া ; শাসন ; দমন। বি ~**নায়ক**—সেনাপতি ; দণ্ডবিধান-কর্তা। বি. ~**নীতি**—রাজ্যশাসন-নীতি ; শাস্তিদান-নীতি। বিণ. ~**নীয়**, **দণ্ড্য**—শাস্তিলাভের যোগ্য। বিণ.(স্ত্রী.) ~**নীয়া**। ~**পাণি**—(১) বিণ. দণ্ডধারী। (২) বি. যম ('দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা' : মধু)। বি. ~**পাল**, ~**পালক**—দ্বারপাল ; শাসনকর্তা। ~**বৎ**—(১) অব্য. বি. (দণ্ডের ন্যায়) ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম (দণ্ডবৎ করা)। (২) অব্য. বিণ. ঐভাবে প্রণত (দণ্ডবৎ হওয়া)। **খুরে খুরে দণ্ডবৎ**—(ব্যঙ্গে) পরোক্ষভাবে পশু (কারণ খুরবিশিষ্ট) বলিয়া বর্ণনাপূর্বক দুষ্টের কবল হইতে নিষ্কৃতিকামনা। ~**বিধাতা** (-র্তৃ)—(১) বিণ. শাস্তি-বিধানকারী ; শাসনকারী। (২) বি. রাজা, বিচারক। বি. ~**বিধান**—শাস্তিদান ; দণ্ডবিধি। বি. ~**বিধি**—শাস্তিদান-সম্বন্ধীয় নিয়ম ; ফৌজদারী আইন। বি.

~মুণ্ড—অতি সাধারণ শাস্তি হইতে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত সকল প্রকার শাস্তি। **দণ্ডমুণ্ডের কর্তা** (-র্তৃ)—সকল প্রকার শাস্তিদানের অধিকারী অর্থাৎ রাজা শাসক বা বিচারপতি। বি. **~যাত্রা**—যুদ্ধযাত্রা; শোভাযাত্রা। ক্রি-বিণ. **দণ্ডে-দণ্ডে**—প্রতি দণ্ডে; ক্ষণে ক্ষণে; বার-বার। **এক দণ্ডে**—মুহূর্তমধ্যে।

দণ্ডক—বি. পুরাণোক্ত অনৈক রাজা। [সং.]। বি. **দণ্ডকা, দণ্ডকারণ্য**—(দণ্ডক রাজার রাজ্য যাহা ঋষি-শাপে বন হইয়াছিল) গোদাবরী ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অরণ্যময় প্রাচীন প্রদেশবিশেষ; অধুনা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগের পুনর্বাসনার্থে প্রধানতঃ নির্দিষ্ট।

দণ্ডা—ক্রি. শাস্তি দেওয়া ('বিধাতা আমাকে দণ্ডে')। [সং. √দণ্ড্ + বাং. আ]।

দণ্ডায়মান—বি. দাঁড়াইয়া আছে এমন, খাড়া। [সং. √দণ্ডায় + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

দণ্ডার্হ—বি. শাস্তিলাভের যোগ্য, দণ্ডনীয়। [সং. দণ্ড + √অর্হ্ + অ (র্তৃ)]।

দণ্ডি—বি. (দণ্ড অর্থাৎ চারিহস্ত পরিমাণ তিন ফের করিয়া গ্রন্থি দেওয়া) যজ্ঞসূত্র বা পৈতা। [সং. দণ্ড + ব্যং. ই]।

দণ্ডিত—বিণ. শাস্তিপ্রাপ্ত। [সং. √দণ্ড্ + ত (র্ম)]।

দণ্ডী (-ণ্ডিন্)—(১) বিণ. দণ্ডধারী। (২) বি. রাজা; সন্ন্যাসিবিশেষ; যম; সংস্কৃত সাহিত্যের আলঙ্কারিক ও ও প্রসিদ্ধ লেখকবিশেষ। [সং. দণ্ড + ইন্]।

দণ্ড্য—বিণ. দণ্ডনীয়। [সং. দণ্ড + য]।

দত—**দোয়াত**-এর কথ্য রূপ।

দত্ত—বিণ. অর্পিত, প্রদান করা হইয়াছে এমন (পিতৃ-দত্ত, ঈশ্বর-দত্ত)। [সং. √দা + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **দত্তা**—অর্পিতা; বিবাহের জন্য সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দান করা হইয়াছে এমন (বাগ্‌দত্তা)। বি. **~ক, দত্তক পুত্র**—পোষ্যপুত্র। বিণ. **~হারী** (-রিন্), **দত্তাপহারী** (-রিন্)—একবার কিছু দান করিয়া পুনরায় তাহা কাড়িয়া লয় এমন।

দত্যি—**দৈত্য**-র কথ্য রূপ।

দদ্রু—বি. দাদ, চর্মরোগবিশেষ। [সং. √দদ্ + রু (র্তৃ)]। বিণ. **~ঘ্ন**—দাদনাশক।

দধি—বি. দই; দুগ্ধের বিকারবিশেষ। [সং. √দধ্ (=ধারণ) + ই (র্তৃ)]। বি. **~মঙ্গল**—হিন্দুদের বিবাহাদি-কালে পালনীয় আচারবিশেষ। বি. **~মন্থন**—ঘৃত বা ঘোল উৎপাদনের নিমিত্ত দধি ঘুঁটিয়া ননী নিষ্কাশন। বি. **~সার**—মাখন, ননি।

দধীচ, দধীচি—বি. পৌরাণিক মুনিবিশেষ; ইনি অসুর-নিধনকল্পে বজ্র-নির্মাণের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ-পূর্বক স্বীয় পঞ্জরাস্থি দেবতাদের দান করেন; (আল.) বিশ্বের মঙ্গলার্থে আত্মদানকারী মহাপুরুষ। [সং.]।

দনুজ—বি. (দনুর পুত্র বলিয়া) অসুর, দৈত্য। [সং. দনু + √জন্ + অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **দনুজা**। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **~দলনী**—অসুরবিনাশিনী দুর্গা।

দন্ত—বি. দাঁত। [সং. √দম্ + ত (পে)]। বি. **~কচকচি**—খিচিমিচি ঝগড়া। বি. **~কাষ্ঠ**—দাঁতন। বি. **~ধাবন**—দাঁতের মাজন, দাঁতন; দাঁত মাজা। বি. **~পঙ্‌ক্তি**—বত্রিশ পাটি দাঁত। বি. **~বিকাশ**—দাঁত দেখান; দাঁত-খিঁচুনি; (বিদ্রূপে) হাসি। বি. **~মঞ্জন**—দাঁত পরিষ্কার-করণ; দাঁতের মাজন। বি. **~মাংস, ~বেষ্ট**—মাড়ী। **~মূলীয়**—(১) বিণ. দন্তমূলসম্বন্ধীয়। (২) বি. দন্তমূল হইতে উচ্চার্য বর্ণসমূহ অর্থাৎ ত-বর্গ, ৯ ল স। বি. **~রুচি**—দন্তের প্রভা বা সৌন্দর্য, (বিদ্রূপে) হাসি। বি. **~শূল**—দাঁতের যন্ত্রণা বা বেদনা। বি. **~স্ফুট**—কামড় দেওয়া; (আল.) দুর্বোধ্য বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ (অঙ্কে দন্তস্ফুট হয় না)।

দন্তাবল—বি. হস্তী। [সং. দন্ত + অস্ত্যর্থে বল]।

দন্তী (-ন্তিন্)—(১) বিণ. দন্তযুক্ত। (২) বি. হস্তী। [সং. দন্ত + ইন্]।

দন্তুর—বিণ. দাঁতাল, বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট, দেঁতো। [সং. দন্ত + উর]।

দন্তোদ্‌গম—বি. মাড়ী ভেদ করিয়া নূতন দাঁত বাহির হওয়া। [সং. দন্ত + উদ্‌গম]।

দন্ত্য—বিণ. দাঁত-সম্বন্ধীয়; দাঁতের সাহায্যে উচ্চারিত। [সং. দন্ত + য]। বি. **~বর্ণ**—দাঁতের সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণসমূহ অর্থাৎ ত-বর্গ ৯ ল স।

দপ, দপ্—অব্য. হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিবার অব্যক্ত শব্দ। [দেশী]। অব্য. **দপদপ, দপ্‌দপ্**—ক্রমাগত দপ্-আওয়াজ করিয়া জ্বলন; (ফোঁড়া ক্ষত প্রভৃতির) টাটানির ভাবসূচক।

দফতর, দপ্তর—বি. কার্যালয়, অফিস, কাছারি (সরকারী দপ্তর)। [ফা. দফ্‌তর্]। বি. **দফতরী, দপ্তরী**—অফিসাদির কাগজ কলম প্রভৃতির ভাণ্ডারী ও পরি-বেশক; যে পুস্তকাদি বাঁধাই করে।

দফা—বি. কিস্তি, বার (দফায় দফায়): ব্যাপার, অবস্থা (দফা রফা)। [আ. দফহ্]। বি. **~নিকাশ, ~রফা, ~শেষ**—সর্বনাশ, ধ্বংস (স্বাস্থ্যের দফা নিকাশ, সম্পত্তির দফা রফা)।

দফাদার—বি. অশ্বারোহী সৈন্যদের নায়ক; মজুর চৌকিদার প্রভৃতির সর্দার। [আ. দফাহ্‌দার]।

দফে—অব্য. বারে, কিস্তিতে (দফে দফে, তিন দফে টাকা দিয়েছি); পুনশ্চ, আরও। [আ. দফহ্]।

দবদব, দব্‌দব্—**দপ্‌দপ্**-এর রূপভেদ।

দবদবা—বি. তেজ, পরাক্রম, জাঁকজমক। বি. **~নি**—কঠোর শাসন। [দপ্ দ্রঃ]।

দম্১—অব্য. (ধ্বন্যাত্মক) লঘু, দড়াম-আওয়াজ। [দেশী]। অব্য. **~দম্**—ক্রমাগত দম্-আওয়াজ; দামামার শব্দ। ক্রি-বিণ. **দমাদম**—দমদম করিয়া (দমাদম পিটান)।

দম২—বি. শাসন; ইন্দ্রিয়সংযম, কুকর্ম হইতে চিত্তের নিবারণ (শমদম অভ্যাস করা)। [সং. √দম্ + অ]।

দম৩—বি. নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস (দম বন্ধ হওয়া); গৃহীত শ্বাস বা প্রশ্বাস (দম ফুরান); প্রাণবায়ু (দম বাহির হওয়া); গাঁজা, তামাক ইত্যাদির ধোঁয়া জোর-টানে পান (গাঁজায় দম); ভাঁওতা, ধোকা বানানো (দম দিয়ে ভুলান);

তাপ, মৃদু আঁচ (দমে বসান মাংস); রান্নবিশেষ (আলুর দম)। [ফা.]। ক্রি. **দম দেওয়া**—ঘড়ির মেসিন প্রভৃতি চালু করিবার জন্য উহাদের স্প্রিংয়ে পাক দেওয়া। ক্রি. **দম ফাটা**—শ্বাসত্যাগ না করিতে পারার ফলে বুক ফাটিয়া যাওয়া; (আল.) গোপন হৃদয়াবেগে অস্থির হওয়া। ক্রি. **দম ফুরান**—ক্লান্ত হইয়া পড়া। ক্রি. **দম বাহির হওয়া**—মৃতপ্রায় হওয়া; পরিশ্রান্ত হওয়া। ক্রি. **দম রাখা**—শ্বাস রুদ্ধ করিয়া শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। ক্রি. **দম লওয়া**—বিশ্রাম গ্রহণ করা। ক্রি. **দম লাগান**—গাঁজা তামাক প্রভৃতির ধোঁয়া একবারে যথাশক্তি গলাধঃকরণ করা। **দম ফেলার অবকাশ**—কিছুমাত্র বা সামান্যতম অবকাশ।

দমক১—বিণ. দমনকারী। [সং. √দম্ + অক]।

দমক২—বি. আকস্মিক বেগ, প্রবল ধাক্কা; চমকানো (বিজুলি-দমকে)। [হি. দমক]।

দমকল—বি. জল তুলিবার বা আগুন নিভাইবার যন্ত্রবিশেষ। [ফা. দম্ + হি. কল্]। বি. **দমকলবাহিনী**—দমকলের সাহায্যে আগুন নিভানর (সরকারী) প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দ, ফায়ার ব্রিগেডের (fire brigade) কর্মিবৃন্দ।

দমকা—বিণ. অকস্মাৎ বেগে আগমনকারী, আকস্মিক (দমকা বাতাস, দমকা খরচ)। [বাং. দমক + আ]।

দমদম—**দম১** দ্রঃ।

দমদমা—বি. চাঁদমারির জন্য নির্মিত উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ। [আ. দম্দমহ্]।

দমন—বি. দণ্ডদান, শাসন (শত্রুদমন); সংযমন (ইন্দ্রিয়দমন); নিবারণ (রোগদমন)। [সং. √দম্ + অন (ভা)]। বিণ. দমনকারী ('শমন-দমন রাবণ-রাজা, রাবণ-দমন রাম')। বিণ. **দমনীয়**—দমনযোগ্য। বিণ. **দময়িতা** (র্তৃ)—দমনকারী, শাসক।

দমবাজ—বিণ. প্রতারক, ধাপ্পাবাজ। [ফা.]। বি. **দমবাজি**—প্রতারণা, ধাপ্পাবাজি।

দমসম—বিণ. অতিরিক্ত পানভোজনের জন্য পেট ফুলিয়া রুদ্ধশ্বাস (দমসম হওয়া)। [তু. দম২]।

দমা—(১) ক্রি. দমিত হওয়া (সাহস বা বুদ্ধি দমিয়া যাওয়া); হার বা বশ মানা (শত্রু এখনও দমে নি); হতাশ হওয়া, উৎসাহ বা উদ্যম হারান (সে দমে গেছে); বসিয়া যাওয়া (ছাদটা দমে গেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √দম্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. দমন করা, বশে আনা, পরাস্ত করা, নিরুৎসাহ করা; নমিত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

দমাদম—**দম২** দ্রঃ।

দমিত—বিণ. শাসিত, বশীকৃত, সংযত। [সং √দম + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

দমী (-মিন্)—বিণ. দমনশীল; জিতেন্দ্রিয়। [সং. √দম্ + ইন (র্তৃ)]।

দম্দম্—**দমদম**-এর বানানভেদ।

দম্পতি—বি. স্বামী ও স্ত্রী (রাজদম্পতি, সিংহদম্পতি)। [সং. জায়া + পতি]।

দম্বল—বি. দধির যে অংশ দুধে মিশাইয়া নূতন দধি পাতা হয়, দইয়ের সাজা। [সং. দধ্যম্ল]।

দম্ভ—বি. অহঙ্কার, দর্প; আস্ফালন, ধার্মিকতার ভান। [সং. দন্ভ্ + অ (ভা)]। বিণ. **দম্ভী** (-ম্ভিন্)—দম্ভকারী, আস্ফালনকারী, ধার্মিকতার ভানকারী; প্রবঞ্চক।

দম্ভোক্তি—বি. বড়াই, আত্মম্ভরিতাসূচক উক্তি। [সং. দম্ভ + উক্তি]।

দম্ভোলি—বি. বজ্র। [সং.]।

দম্য—বিণ দমনযোগ্য, দমনসাধ্য। বি. বৎসতর, দামড়া। [সং. √দম্ + য (র্ম)]।

দয়া—বি. পরদুঃখমোচনের প্রবৃত্তি; পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা; অনুগ্রহ; বদান্যতা। [সং. √দয় + অ (ভা) + আ]। বিণ. **~পরতন্ত্র, ~পরবশ**—দয়ার বশীভূত। বিণ. **~বান্** (-বৎ), **~ময়, ~ল, ~লু, ~শীল**—দয়াগুণসম্পন্ন, করুণাময়, কৃপাময়। বি. **~মায়া**—করুণা, সমবেদনা। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী, ~ময়ী, ~শীলা**। বিণ. **~র্দ্র**—দয়ায় হৃদয় কোমল হইয়াছে এমন, দয়াপরবশ।

দয়িত—(১) বিণ. প্রেমপাত্র, প্রিয়। (২) বি. প্রণয়ী, পতি; প্রিয়জন। [সং. √দয় (= অভিলাষ) + ত (র্ম)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **দয়িতা**।

দয়েল—**দোয়েল**-এর বানানভেদ।

দর১—(১) বি. গহ্বর, গর্ত; (পর্বতের) ফাটল, ভয় ('দরতিমির' = ভয়ান্ধকার), কম্প, প্রবাহ (দরবিগলিত অশ্রুধারা), স্রোত, ক্ষরণ। (২) অব্য. বিণ. অল্প, ঈষৎ (দরকাঁচা)। [সং. √দৃ + অ]। বিণ. **~কচা, ~কাঁচা, দড়কচা, দড়কাঁচা**—আধ-পাকা আধ-কাঁচা, জামড়াপড়া। অব্য. **~দর**—ক্ষরণ বা স্রাবের আধিক্য (দরদর করিয়া ঘাম পড়া)। বিণ. **~বিগলিত**—তরল হইয়া স্রোতের ন্যায় ক্ষরণশীল।

দর২—বি. দাম, মূল্য; মূল্যের হার, নির্রিখ; স্তর, মর্যাদা (উঁচুদরের লোক)। [দেশী]। বি. **দর-কষাকষি**—কম দামে কিনিতে ইচ্ছুক ক্রেতা এবং বেশী দামে বেচিতে ইচ্ছুক বিক্রেতার মধ্যে জিনিসের দর লইয়া তর্কবিতর্ক। বি. **~দস্তুর, ~দাম**—জিনিসের দর ও ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাদি।

দরওয়াজা—**দরজা**-র রূপভেদ।

দরওয়ান—**দরোয়ান** দ্রঃ।

দরকার—বি. প্রয়োজন। [ফা.]। বিণ. **দরকারী**—প্রয়োজনীয়।

দরখাস্ত—বি. আবেদনপত্র; আবেদন। [ফা. দরখোআস্ত]। বিণ. বি. **~কারী** (-রিন্)—আবেদনকারী।

দরগা—বি. পীরের কবর ও তৎসংলগ্ন পবিত্র স্মৃতিমন্দির। [ফা. দর্গাহ্]।

আদিতে **দর**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **দর১** ও **দর২** দ্রঃ।

দরজা—বি. দুয়ার, কবাট ; থানার দ্বাররক্ষী কনস্টেবল। [ফা. দর্‌বাজহ্]।

দরজি, দরজী—বি. কাপড় সেলাই করা বা পোশাক তৈয়ারি করা যাহার পেশা, সূচীকর্মজীবী। [ফা.]।

দরদ$_1$—(১) বিণ. ভয়প্রদ ('সমরে বরদা, অসুর-দরদা' : রামপ্রসাদ)। (২) বি. প্রাচীন জাতিবিশেষ ; দেশবিশেষ (বর্তমান দর্দিস্থান)। [সং. দর + √দা + অ (র্তৃ)]।

দরদ$_2$—বি. সমবেদনা (পরস্পরের প্রতি দরদ), মমতা, আকর্ষণ ; ব্যথা, যন্ত্রণা। [ফা. দর্দ্]।

দরদালান—বি. ঘরের সংলগ্ন ঘেরা বারান্দা বা 'হল'-ঘর। [ফা.]।

দরদী, (কাব্যে) **দরদিয়া**—বিণ. বি. সমব্যথী, মরমী। [বাং. **দরদ**$_2$ + ঈ]।

দরপত্তনি, দরপত্তনী—বি. পত্তনিদারের অধীনস্থ জমির পত্তনি। [ফা.]। বি. **~দার**—দরপত্তনি গ্রহণকারী, দরপত্তনি সম্পত্তির মালিক।

দরপন, দরপণ—**দর্পণ**-এর কোমল রূপ।

দরবার—বি. রাজসভা ; সভা ; উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বৈঠকখানা ; আদালত (বিধাতার দরবারে) ; কোন বিষয়ে তদবির বা অভিযোগ (দরবার করা)। [ফা.]। বিণ. **দরবারি, দরবারী**—দরবারে যাতায়াতকারী (দরবারী লোক) ; দরবারের উপযুক্ত বা দরবারে ব্যবহৃত (দরবারী পোশাক) : আভিজাত্যপূর্ণ। **দরবারি কানাড়া**—সঙ্গীতের রাগবিশেষ।

দরবেশ—বি. মুসলমান সন্ন্যাসী, ফকির : মিঠাইবিশেষ। [ফা. দরবেশ]।

দরমা—বি. চাঁচারি হইতে প্রস্তুত আবরণ, টাটি, চাঁচ। [দেশী]।

দরমাহা—বি. মাসিক বেতন, মাহিনা। [ফা. দর্‌মহ্]।

দরশ, দরশন—**দর্শন**-এর কোমল রূপ ('চোখে চোখে তব দরশ মাগে' : রবীন্দ্র)।

দরাজ—বিণ. প্রশস্ত (দরাজ জায়গা) ; মুক্ত (দরাজ গলা) ; অকৃপণ, খরচে (দরাজ হাত) ; উদার (দরাজ হৃদয়)। [ফা.]।

দরি—**দরী**$_{1,2}$ দ্রঃ।

দরিদ্র—বিণ. অভাবগ্রস্ত, গরিব। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **দরিদ্রা**। বি. **~তা, দারিদ্র্য**। বি. **~নারায়ণ**—দরিদ্ররূপী নারায়ণ ; দরিদ্র জনসাধারণ। বিণ. **দরিদ্রিত**—দরিদ্র হইয়াছে এমন, নির্ধনীভূত, দুর্গত।

দরিয়া—বি. সমুদ্র ; (বড়) নদী। [ফা. দর্‌ইয়া]।

দরী$_1$, **দরি**$_1$—বি. গুহা, কন্দর ; গভীর ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ('গিরিদরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে' : সত্যেন্দ্র)। [সং. দর + ঈ, ই]।

দরী$_2$, **দরি**$_2$—বি. শতরঞ্চি, সুজনি। [হি.]।

দরুন—অব্য. জন্য, হেতু, নিমিত্ত (অসুস্থতার দরুন)। [ফা.]।

দরূদ—বি. মুসলমানগণ কর্তৃক মহাপুরুষদের প্রতি সম্মানজ্ঞাপক প্রণতিবিশেষ (হজরত মহম্মদ দঃ)। [ফা.]।

দরোয়ান, দরওয়ান—বি. দরজার প্রহরী, দ্বারবান্। [ফা. দর্‌বান]। বি. **দরোয়ানি**—দরোয়ানের কাজ।

দর্গা—**দরগা**-র বানানভেদ।

দর্জি—**দরজি**-র বানানভেদ।

দর্দুর—বি. ভেক, ব্যাঙ ; মেঘ ; দাক্ষিণাত্যের পর্বতবিশেষ। [সং. দৃ + উর (র্তৃ)]।

দর্প—বি. অহঙ্কার, দম্ভ। [সং. √দৃপ্ + অ (ভা)]। বিণ. **~হারী** (-রিন্)—দর্পনাশকারী ; শ্রীকৃষ্ণ (দর্পহারী শ্রীমধুসূদন)। বিণ. **দর্পিত**—দর্পযুক্ত ; দৃপ্ত। বিণ. **দর্পী** (-র্পিন্)—দর্পকারী, দাম্ভিক।

দর্পণ—বি. দেহের প্রতিবিম্ব দেখার জন্য ব্যবহৃত পালিশ-করা ধাতুফলকবিশেষ, আয়না, আরশি, মুকুর। [সং. √দৃপ্(= হর্ষ) + অন (র্তৃ)]।

দর্পহারী, দর্পিত, দর্পী—**দর্প** দ্রঃ।

দর্বি, দর্বী—বি. রন্ধনাদিতে ব্যবহৃত হাতা। [সং.]। বি. **দর্বিকা**—ক্ষুদ্র হাতা, চামচ।

দর্ভ—বি. কুশ কাশ দূর্বা প্রভৃতি তৃণ। [সং.]। বি. **~ট**—নিভৃত বন বা গৃহ। বিণ. **~ময়**—কুশাদিতৃণনির্মিত। বি. **দর্ভাসন**—কুশাসন ; তৃণাসন।

দর্শক—বিণ. দর্শনকারী (রঙ্গালয়ের দর্শকমণ্ডলী)। [সং. √দৃশ্ + অক (র্তৃ)]। যে দেখায়, দর্শয়িতা, প্রদর্শক। [সং. √দর্শি + অক (র্তৃ)]।

দর্শন—বি. দৃষ্টিপাত, অবলোকন ; সাক্ষাৎকার (কাহারও দর্শনলাভ) ; ভক্তিভরে অবলোকন (ঠাকুরদর্শন, প্রতিমা-দর্শন) ; জ্ঞান (ভূয়োদর্শন, বহুদর্শন) ; চক্ষু (দর্শনেন্দ্রিয়), দৃষ্টিশক্তি ; তত্ত্বজ্ঞান, যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র বা তত্ত্ব (দর্শনশাস্ত্র, হিন্দুদর্শন) ; দর্পণ ; চেহারা (সুদর্শন)। [সং. √দৃশ্ + অন(ভা)]। **দর্শনদারি (রী), দর্শনভালি, দর্শনভারি (রী)**—(১) বি. রূপের বিচার ('আগে দর্শনদারী, পরে গুণ বিচারি')। (২) বিণ. সুরূপ, সুদর্শন (দর্শনদারী লোক)। [সং. দর্শন + ফা. দার্ + বাং. ই]। বি. **দর্শনী**—দেখিবার বা পরীক্ষা করার বাবদ পারিশ্রমিক ; দেবাদি দর্শনবাবদ প্রদেয় প্রণামী ; থিয়েটার-বায়স্কোপ ইত্যাদি দেখিবার জন্য প্রদেয় অর্থ ; রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য চিকিৎসকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক বা ভিজিট্। [সং. দর্শন + বাং. ঈ]। বিণ. **দর্শনীয়**—দর্শনযোগ্য ; সুন্দর, মনোজ্ঞ। [সং. √দৃশ্ + অনীয় (র্ম)]। বিণ. **দর্শয়িতা** (র্তৃ)—প্রদর্শক ; প্রকাশক। [সং. √দৃশ্ + ণিচ্ + তৃ (র্তৃ)]। ক্রি. **দর্শা**—দেখা যাওয়া, ঘটা (সুফল দর্শে)। [বাং. √দর্শ্ (সং. √দৃশ্) + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. দেখান (কারণ দর্শাইয়া সম্পর্কত্যাগ)। (২) বি. উক্ত অর্থে। বিণ. **দর্শিত**—দেখান হইয়াছে এমন। [সং. √দৃশ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]। বিণ. **দর্শী** (-র্শিন্)—দর্শনকারী, জ্ঞানী (তত্ত্বদর্শী, বহুদর্শী)। [সং. √দৃশ্ + ইন্ (র্তৃ)]।

দল—বি. পল্লব, পাতা (বিল্বদল) ; পাপড়ি (শতদল) ; খণ্ড ; সমূহ, পাল, সম্প্রদায় (দস্যুদল) ; জোট (দল বাঁধা) ; পক্ষ, তরফ (দুই দলে লড়াই) ; (ব্যঙ্গে) অসৎ সংসর্গ (দলে মেশা) ; বেধ, স্থূলতা (তক্তার দল) ; জলজ তৃণবিশেষ, গুচ্ছ (কলমীর দল)। [সং. √দল্ + অ]। ক্রি. **দল পাকান, দল বাঁধা**—দলে একত্র হওয়া ; দলবদ্ধ

হওয়া; ঘোঁট পাকান। **দলে ভারী**—সংখ্যায় অনেক। বি. ~**কচু**—বড় বড় পত্রযুক্ত কচুবিশেষ। বিণ. ~**ছাড়া, ~চ্যুত, ~ভ্রষ্ট**—স্বীয় শ্রেণী বা সমাজ হইতে বিচ্যুত। বি. ~**পতি**—সর্দার, নেতা, সেনাপতি। বিণ. ~**বদ্ধ**—একদলে মিলিত। বি. ~**বল**—স্বপক্ষীয় লোকজন ও সৈন্যসামন্ত। বি. **দলাদলি**—বিভিন্ন বিরোধী দল গঠন বা তাহাদের মধ্যে বিরোধ। বিণ. **দলীয়**—দলসম্বন্ধীয়, দলভুক্ত। ক্রি-বিণ. **দলে-দলে**—নানা দল বাঁধিয়া; অধিক সংখ্যায়।

দলদল—অব্য. অতিরিক্ত নরমের ভাবপ্রকাশক। [দেশী]। বিণ. **দলদলে**—অতিরিক্ত নরম (দলদলে ভাত)।

দলন—(১) বি. পেষণ; মর্দন; শাসন, পীড়ন (শত্রুদলন)। (২) বিণ. দলনকারী; দমনকারী (অসুরদলন)। [সং. √দল্+অন]। বিণ. (স্ত্রী.) **দলনী**—দমনকারিণী (দানবদলনী)।

দল-মাদল—বি. বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত কামান, বর্তমানে সরকারের সংরক্ষিত পুরাকীর্তির অন্তর্গত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২½ ফুট ও পরিধিতে ১১½ ইঞ্চির এই কামান এমন লৌহের দ্বারা নির্মিত যে কয়েক শতাব্দী পরেও অদ্যাবধি ইহার কোথাও একটু মরিচা ধরে নাই। প্রবাদ যে, মারহাট্টা সরদার ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খৃঃ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে স্বয়ং মদনমোহনদেব এই কামান দাগিয়া শত্রু সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। [>দল-মর্দন]।

দলা₁—বি. ডেলা, পিণ্ডাকার খণ্ড (ভাতের দলা)। [সং. দল (খণ্ড)+বাং. আ (স্বার্থে)]।

দলা₂—(১) ক্রি. দলন বা মর্দন করা, মাড়ান; দমন করা (শত্রু দলা, 'চরণে দলিয়া')। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. দলিত। [সং. √দল্+বাং. আ]। বি. ~**ই-মলাই**—সংবাহন, অঙ্গমর্দন।

দলাদলি—দল দ্রঃ।

দলিত—বিণ. মর্দিত (পদদলিত), পিষ্ট (দলিত নাগিনী); দমিত, শাসিত; নিপীড়িত (দলিত হৃদয়)। [সং. √দল +ত (র্ম)]।

দলিল, দলীল—বি. লিখিত প্রমাণপত্র; স্বত্বসাব্যস্ত-কারী পত্র। [আ. দলীল]। বি. ~**দস্তাবেজ**—বিবিধ দলিল।

দলীয়—দল দ্রঃ।

দলুজ—বি. বৈঠকখানা। [ফা. দেহ্‌লীজ্]।

দলুয়া, দলো—বি. রস-ঝরান গুড় হইতে প্রস্তুত লাল-আভাযুক্ত চিনিবিশেষ। [বাং. দলা+উয়া>ও]।

দশ (-শন্)—(১) বি. ১০ সংখ্যা; (আল.) জনসাধারণ (দেশ ও দশ, 'দশে মিলে করি কাজ'); বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (দশের একজন)। (২) বিণ. ১০ সংখ্যক। [সং.]। বি. ~**ক**—একাধিক অঙ্কের দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয় অঙ্ক (যেমন, ১২-র ১, ১৮৩-র ৮); দশটি বস্তু বিষয় বা প্রাণীর সমষ্টি, প্রত্যেক শতাব্দীর গোড়া হইতে গণনা করিয়া প্রতি দশ বৎসর কাল (বিংশ শতাব্দীর—প্রথম দশক=১৯০১-১৯১০, তৃতীয় দশক=১৯২১-১৯৩০)। **দশে মিলি করি কাজ হারি-জিতি নাহি লাজ**—দল বাঁধিয়া কাজ করিলে ব্যক্তিবিশেষের দায়দায়িত্ব থাকে না এবং কার্য সুসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বি. **দশকথা**—অনেক কথা, বিবিধ কটুবাক্য। বি. ~**কর্ম**—গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন সমাবর্তন বিবাহ: হিন্দুর আচরণীয় এই দশবিধ সংস্কার। বিণ. ~**কর্মান্বিত**—দশকর্মে অভিজ্ঞ বা তাহা পালন করে এমন। বি. ~**কুশী, ~ক্রোশী**—দশ ক্রোশের পথ। বি. ~**কোষী**—কীর্তন-গানের তালবিশেষ। বি. ~**চক্র**—বহুজনের ষড়্‌যন্ত্র বা কুমন্ত্রণা। **দশচক্রে ভগবান্ ভূত**—দশ-জনের চক্রান্তে অসম্ভবও সম্ভব হয় (এইরূপ চক্রান্তের ফলেই ভগবান্ নামক ব্যক্তি ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল)। বি. ~**দশা**—দশা দ্রঃ। বি. ~**দিক্**—দিক্ দ্রঃ। বি. ~**নামী**—শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়বিশেষ। বি. ~**পঁচিশ**—কড়িখেলা-বিশেষ। বি. ~**বল**—দান শীল ক্ষমা বীর্য ধ্যান যজ্ঞ বল উপায় প্রণিধি জ্ঞান: এই দশবলে বলীয়ান্ বুদ্ধদেব। বি. ~**ভুজা**—(দশহস্তবিশিষ্টা) দুর্গাদেবী। বিণ. ~**ম**—দশের পূরক; ১০ সংখ্যক। বি. ~**মহাবিদ্যা**—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা (বা রাজরাজেশ্বরী): আদ্যাশক্তি দুর্গার এই দশ মূর্তি। বি. ~**মাবতার**—বিষ্ণুর কল্কি-অবতার। ~**মিক**—(১) বিণ. দশমাংশ-সম্বন্ধীয়, দশগুণোত্তর, দশ অংশের এক অংশ, decimal। (২) বি. দশমাংশ-প্রকাশক ভগ্নাংশ, এইরূপ ভগ্নাংশযুক্ত গণন-প্রণালী। বি. ~**মী**—তিথিবিশেষ। বি. ~**মূল**—বেল শ্যোণাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারী গোক্ষুর: এই দশটি মূল বা শিকড়; কবি-রাজী পাচনবিশেষ। বি. ~**রথ**—যাহার রথ দশদিকেই চলিতে পারে; (রামা.) রামের পিতা। **দশসালা বন্দোবস্ত**—ব্রিটিশ আমলে ভারতে বড়লাট লর্ড কর্নওআলিস কর্তৃক ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জমিদারগণকে দশ বৎসরের জন্য জমিদারির মালিকানা স্বত্বদানের ব্যবস্থা। বি. ~**হরা**—(যেদিন গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপ হরণ করে) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দশমী, গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণের দিন; বিজয়া দশমী।

দশন—বি. দাঁত; দংশন। [সং. √দন্শ্+অন (পে, ভা)]।

দশা—বি. অবস্থা (দুর্দশা, কলির শেষ দশা); দীপের পলিতা বা সলতে, বস্ত্রপ্রান্ত; ধরন, গতিক (মনের দশা); অভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণকীর্তন উদ্বেগ প্রলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা মরণ: মানবমনের এই দশবিধ অবস্থা; গর্ভবাস জন্ম বাল্য (ও শৈশব) কৌমার পৌগণ্ড

আদিতে **দল-** ও **দশ-**যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **দল** ও **দশ** দ্রঃ।

(=কৈশোর) যৌবন স্থবিরতা জরা প্রাণরোধ মৃত্যু মানবজীবনের এই দশ অবস্থা ; (জ্যোতিষ.) মানুষের উপরে জন্মকালে রাশিচক্রের অবস্থানজনিত প্রভাব (শনির দশা) ; পরলোকগত ব্যক্তির মৃত্যুর পর দশম দিনে আচরণীয় সংস্কারবিশেষ ; (বৈ. শা.) শ্রবণ কীর্তন স্মরণ অর্চন বন্দন পাদসেবন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন স্বীয়ভাব : এই দশটি ভক্তিভাব ; সমাধি, ভাবাবেশ। [সং. √দন্‌শ্‌ +অ (ভা)+আ]। **দশায় পড়া**—কীর্তন করিতে করিতে ভাবস্থ হওয়া। বি. **দশা-বিপর্যয়, দশান্তর**—ভিন্নপ্রকার অবস্থা, দুরবস্থা, দুর্দশা।

দশানন—বি. দশমস্তকবিশিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ। [সং. দশ+আনন]।

দশাবতার—বি. মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রামচন্দ্র বলরাম বুদ্ধ কল্কি : এই দশ অবতার বা মূর্তি ধারণপূর্বক বিষ্ণুর পৃথিবীতে আবির্ভাব। [সং. দশ+অবতার]।

দশা-বিপর্যয়—**দশা** দ্রঃ।

দশাশ্ব—বি. (দশ অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করেন বলিয়া) চন্দ্রদেব। [সং. দশ+অশ্ব]। বি. **~মেধ**—দশবার কৃত অশ্বমেধ যজ্ঞ।

দশাসই—বিণ. লম্বাচওড়া, দীর্ঘদেহী। [বাং. দশ+সই (পর্যন্ত অর্থে)]।

দশাহ—(১) বি. দশ দিন ; দশদিনব্যাপী উৎসব। (২) বিণ. দশদিনব্যাপী, দশম দিনে কর্তব্য (দশাহকৃত্য=শ্রাদ্ধাদি)। [সং. দশ+অহন্‌]।

দশি, দশী—বি. কাপড়ের ছিলা, ছেঁড়া পাড়, ফালি বা সুতা। [সং. দশা+বাং ই, ঈ (স্বার্থে)]।

দষ্ট—বিণ. দংশিত (সর্পদষ্ট) ; দন্তদ্বারা বিদীর্ণ বা ছিন্ন (কীটদষ্ট)। [সং. √দন্‌শ্‌+ত]।

দস্তক—বি. সমন, পরওয়ানা ; গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। [ফা.]।

দস্তখত, দস্তখৎ—বি. স্বাক্ষর। [ফা. দস্তখৎ]। বিণ. **দস্তখতী**—দস্তখতযুক্ত, স্বাক্ষরিত।

দস্তা—বি. ধাতুবিশেষ, zinc। [হি. জস্তা<সং. যশদ]।

দস্তানা—বি. হাতের (মুঠির) আবরণবিশেষ, হাতমোজা, gloves। [ফা.]।

দস্তাবেজ, দস্তাবিজ—বি. দলিল। [ফা. দস্তারজ]।

দস্তর—বি. প্রথা (সমাজের দস্তর) ; নিয়ম, কায়দা। [ফা.]। অব্য. **~মত, ~মাফিক**—যথারীতি, যথেষ্ট, বিলক্ষণ।

দস্তরি—বি. দ্রব্যাদি বিক্রয়কালে বিক্রেতা মূল্যের যে অংশ ছাড়িয়া দেয়, discount ; খরিদ্দার জোটাইয়া আনার দরুন পারিশ্রমিকরূপে প্রাপ্য দ্রব্যাদির মূল্যের অংশ ; দালালি বা কমিশন। [ফা.]।

দস্যি—বিণ. (আদরসূচক কথ্য) দুরন্ত (দস্যি ছেলে)। [সং. দস্যু]। বি. **~পনা**—দুরন্ত স্বভাব বা আচরণ।

দস্যু—বি. ডাকাত, লুঠেরা। [সং. √দস্‌ (বস্তুহানি করা) +যু (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~বৃত্তি**।

দহ—বি. নদ্যাদির অতলস্পর্শ ও ঘূর্ণিময় অংশ ; ঘূর্ণিজল ; হ্রদ (কালীদহ) ; গভীর গর্ত ; (আল.) কঠিন সঙ্কট (দহে পড়া, দহে মজানো)। [সং. হ্রদ>হদ>(বর্ণ বিপর্যয়ে) দহ]। [দ$_2$ দ্রঃ]।

দহই—ক্রি. (ব্রজ.) দগ্ধ করে। [সং. √দহ্‌]।

দহন—(১) বি. অগ্নি ; অগ্নিক্রিয়া অর্থাৎ পোড়া ; জ্বলন, (আল.) যন্ত্রণা ('কেউ বা কিছু দহন করে' : রবীন্দ্র)। (২) বিণ. দহনকারী (বিশ্বদহন ক্রোধাগ্নি)। [সং. √দহ্‌ +অন]। বিণ. **দহনীয়**—দহনযোগ্য, দাহ্য।

দহরম—বি. ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা আত্মীয়তা ; বন্ধুত্ব। [ফা. দর্হম্‌]। বি. **~মহরম**—গভীর অন্তরঙ্গতা, মাখামাখি।

দহল—ক্রি. (ব্রজ.) দগ্ধ করিল। [সং. √দহ্‌]।

দহলা—বি দশ-ফোঁটা-চিহ্নিত খেলিবার তাস। [হি.]।

দহা—ক্রি. দগ্ধ করা বা হওয়া পোড়ান বা পোড়া। [সং. √দহ্‌+বাং. আ]।

দহি—**দধি**-র বিকৃতরূপ। [তু. হি. দহি]।

দহ্যমান—বিণ. দগ্ধ হইতেছে এমন। [সং. √দহ্‌+মান (শানচ্‌) (র্ম)]।

-দা$_1$—**দাদা**-র সংক্ষিপ্ত রূপ (বড়দা)।

দা$_2$—বি. কাটারি। [সং. দাত্র]। বিণ. **দা-কাটা**—দা দিয়া কুচান হইয়াছে এমন (দা-কাটা তামাক)।

দাই—**ধাই**-র চলিত রূপ।

দাইল—**দাল**-এর বর্জি. রূপ।

দাউদাউ—অব্য. প্রবলভাবে আগুন জ্বলার অব্যক্ত আওয়াজ বা ভাবসূচক। [দেশী]।

দাও—বি. (প্রাদে.) দা, কাটারি। [সং. দাত্র]।

দাওয়া$_1$—বি. স্বত্ব, অধিকার, পাওনা (দাবিদাওয়া)। [আ. দাবা—তু. হি. দাবা]।

দাওয়া$_2$—বি. বারান্দা, রোয়াক। [দেশী]।

দাওয়া$_3$, দাওয়াই—বি. ঔষধ। [আ. দবা]। বি. **~খানা**—ঔষধালয়, ডাক্তারখানা।

দাওয়াত—বি. নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ। [ফা.]।

দাঁও, দাঁ—বি. সুযোগ (দাঁও পাওয়া) ; সহজে মোটা লাভ (দাঁও মারা)। [<সং. দান]।

দাঁড়—(১) বি. নৌকার বৃহৎ বৈঠা বা ক্ষেপণী, যাহা বাঁধিয়া লইয়া নৌকা চালাইতে হয় (দাঁড় টানা বা মারা) ; গৃহপালিত পক্ষীদের বসিবার দণ্ড (খাঁচায় পাখী দাঁড়ে বসিয়া আছে)। (২) বিণ. দণ্ডায়মান, খাড়া ; সুপ্রতিষ্ঠিত (সিদ্ধান্ত বা মতবাদ দাঁড় করান, কারবার দাঁড় করান) ; অপেক্ষারত (তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি) ; রুদ্ধগতি (গাড়ি দাঁড় করান) ; উপস্থিত (সাক্ষী দাঁড় করান) ; উত্থাপিত, দায়ের (মামলা দাঁড় করান)। [সং. দণ্ড]।

দাঁড়কাক—বি. ঘোর কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কাকবিশেষ। [সং. দণ্ডকাক]।

দাঁড়া$_1$—বি. মেরুদণ্ড (শিরদাঁড়া)। [সং. দণ্ড]।

দাঁড়া$_2$—বি. প্রথা, রেওয়াজ, ধারা (উলটা দাঁড়া)। [সং. ধারা]।

দাঁড়া$_3$—ক্রি. দাঁড়ান। [সং. √দণ্ডায়]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. খাড়া হওয়া, দণ্ডায়মান হওয়া (উঠিয়া দাঁড়ান) ; আশ্রয় পাওয়া (দাঁড়াবার জায়গা নাই) ; প্রতি-

যোগিতায় টিকানো (আমার সঙ্গে পরীক্ষা দিলে সে দাঁড়াতেই পারবে না) ; অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করা (তাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছি) ; সবুর বা বিলম্ব করা (একটু দাঁড়াও) ; গতি সংবরণ করা, থামা (গাড়ি দাঁড়ান) ; সঞ্চিত হওয়া, জমা (রাস্তায় জল দাঁড়ান) ; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া (স্কুলটি দাঁড়িয়ে গেল, বিধবার ছেলেটি এখন দাঁড়িয়ে গেছে) ; শেষ হওয়া (এ ব্যাপার কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে) ; পরিণত হওয়া (বন্ধু হয়ে দাঁড়াল, ভালো কথা মন্দ হয়ে দাঁড়াল) ; পক্ষ সমর্থন করা (আমার হয়ে সে উকিল দাঁড়িয়েছে)। (২) বিণ. দণ্ডায়মান, খাড়া। (৩) বি. দণ্ডায়মান হওয়া, দণ্ডায়মান অবস্থা বা দাঁড়ানর ভঙ্গি (তাহার দাঁড়ান দেখলে হাসি পায়)।

দাঁড়ান, দাঁড়ানো—দাঁড়া$_{৩}$ দ্রঃ।

দাঁড়াশ—বি. সর্পবিশেষ। [দেশী]।

দাঁড়ি—বি. পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন (।) ; তুলাদণ্ড। [বাং. দাঁড় + ই (ক্ষুদ্রার্থে)]। ক্রি. **~দেওয়া**—বিরত হওয়া, থামা (চিঠির এইখানে দাঁড়ি দিতে হচ্ছে)। বি. **~পাল্লা**—তুলাদণ্ড।

দাঁড়ী—বি. যে নৌকার দাঁড় টানে। [বাং. দাঁড় + ঈ (জীবিকার্থে)]।

দাঁত—বি. দন্ত। [সং. দন্ত]। ক্রি. **দাঁত কনকন করা**—দাঁতে যন্ত্রণা বা ঠাণ্ডাজনিত তীব্র অনুভূতি হওয়া। ক্রি. **দাঁত খিঁচান**—দাঁত বাহির করিয়া তিরস্কার করা। ক্রি. **দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না জানা**—যথাকালে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা। ক্রি. **দাঁত ফোটানো, দাঁত বসানো**—কামড়ান ; (আল.) উপলব্ধি করিতে পারা। ক্রি. **দাঁত বাঁধানো**—(দাঁত পড়িয়া গেলে বা তাহা উঠাইয়া ফেলা হইলে) নকল দাঁত বসানো। বিণ. **দাঁতভাঙ্গা**—উচ্চারণে কষ্টদায়ক ও শুনিতে কর্কশ (রচনায় দাঁতভাঙ্গা শব্দ)। ক্রি. **দাঁত ভাঙ্গা**—(আল.) শক্তি বা দর্প চূর্ণ করা। ক্রি. **দাঁতে কুটো করা**—অত্যন্ত হীনভাবে বশ্যতা বা পরাজয় স্বীকার করা। ক্রি. **দাঁতে দাঁত লাগা**—শীতের দরুণ উপর পাটির দাঁতের সহিত নিচের পাটির দাঁতের ক্রমাগত ঠোকাঠুকি হওয়া, ভয় মূর্ছা প্রভৃতির দরুন উপর ও নিচের দুই পাটি দাঁত পরস্পর দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া থাকা। **আক্কেল দাঁত**—**আক্কেল** দ্রঃ। **গজ দাঁত**—দাঁতের পাশ দিয়া যে বাড়তি দাঁত উঠে, শাখাদন্ত। **দুধে দাঁত**—দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রথমোদ্গত দাঁত। বি. **~কনকনানি**—দাঁতের যন্ত্রণা ; দাঁতে ঠাণ্ডাজনিত তীব্র অনুভূতি। বি. **~কপাটি**—দাঁতে দাঁত লাগা অবস্থা। বি. **~খিঁচুনি**—দাঁত বাহির করিয়া তিরস্কার। বিণ. **দাঁতাল, দাঁতালো**—(বৃহৎ বা ধারাল) দন্তযুক্ত।

দাঁতন—বি. দন্তধাবন, দাঁত পরিষ্কারকরণ ; দাঁত মাজিবার জন্য ব্যবহৃত নিম বাবলা প্রভৃতি গাছের ডাল। [সং. দন্তধাবন]।

দাঁত-ভাঙ্গা, দাঁতাল, দাঁতালো—দাঁত দ্রঃ।

দাক্ষায়ণী—বি. দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, সতী। [সং. দক্ষ + আয়ন (অপত্যার্থে) + ঈ]।

দাক্ষিণাত্য—(১) বিণ. দক্ষিণদেশীয় ; দক্ষিণাপথে স্থিত বা জাত। (২) (অশু.) বি. বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণদিকস্থ ভারতবর্ষের অংশ, দক্ষিণাপথ। [সং. দক্ষিণা + ত্য]।

দাক্ষিণ্য—বি. দয়া, অনুগ্রহ ; ঔদার্য ; সৌজন্য ; সারল্য। [সং. দক্ষিণ + য (ভা)]।

দাখিল—বিণ. পেশ, উপস্থাপিত (দাখিল করা) ; শামিল, তুল্য (মরার দাখিল)। [আ.]। বি. **~খারিজ**—সরকারী রেকর্ডে ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতির পুরাতন মালিকের নাম কাটিয়া নূতন মালিকের নাম লিখন। বিণ. **দাখিলি, দাখিলী**—পেশ করা হইয়াছে এমন।

দাখিলা—বি. (প্রধানতঃ জমিদার কর্তৃক প্রজাকে প্রদত্ত) খাজনা-প্রাপ্তির রসিদ। [আ.]।

দাগ—বি. চিহ্ন, ছাপ (কালির দাগ) ; মরিচা (লোহার দাগ ধরা) ; কলঙ্ক (চরিত্রের দাগ) ; রেখা (দাগ কাটা) ; পরিচয়-চিহ্ন, রেখাঙ্কন (দাগ দেওয়া) ; (আল.) মালিন্য, অভিমান (মনের দাগ)। [ফা.]। বি. **~বিলি**—জমি ও প্রজার বিবরণ।

দাগড়া—**দগড়া**-র রূপভেদ।

দাগরাজি—বি. (ছাদ ইত্যাদির) ভাঙ্গা বা ফাটা মেরামত ; জীর্ণসংস্কার। [ফা. দাগ্‌রাজী]।

দাগা$_{১}$—**গাদা$_{২}$**-র রূপভেদ।

দাগা$_{২}$—(১) ক্রি. চিহ্ন দেওয়া (এই লাইনটা দাগিয়ে রাখ), অঙ্কিত করা (গায়ে হরিনাম দাগা), (তপ্ত লৌহাদিদ্বারা) চিহ্নিত করা (ষাঁড় দাগা) ; ছোঁড়া (কামান দাগা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. দাগ + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অঙ্কিত করান ; চিহ্নিত করান ; ছোঁড়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

দাগা$_{৩}$—বি. আঘাত, মর্মবেদনা (মনে দাগা দেওয়া বা পাওয়া), বিশ্বাসঘাতকতা, বঞ্চনা (দাগাবাজ) ; [ফা. দগা]। **দাগা বুলান**—(শিশুশিক্ষার জন্য) হস্তলিপির আদর্শের উপর রেখা টানিয়া টানিয়া লেখা অভ্যাস করা। বিণ. **~দার**—অনিষ্টকারী ; কলঙ্কদাতা ; বিশ্বাসঘাতক। বি. **~দারি**। বিণ. **~বাজ**—বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, শঠ। বি. **~বাজি**—প্রতারণা, জুয়াচুরি।

দাগী—বিণ. দাগযুক্ত (দাগী আম) ; কলঙ্কিত ; চিহ্নিত ; পূর্বে দণ্ডপ্রাপ্ত, ঘাগী (দাগী চোর)। [বাং. দাগ + ঈ]।

দাঙ্গা—বি. বহু লোকের মারামারি, কাজিয়া। [হি.]। বিণ. **~বাজ**—দাঙ্গা করিতে পটু বা অভ্যস্ত। বি. **~হাঙ্গামা**—বহু লোকের বা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্রমাগত মারপিট।

দাড়া, দাঢ়া—বি. বড় দাঁত বা হুল ; কাঁকড়া বা চিংড়ির দাঁতযুক্ত লম্বা ঠ্যাং (গলদা চিংড়ির দাড়া)। [সং. দাঢ়া]।

দাড়ি, দাঢ়ি—বি. চিবুক, থুতনি ; শ্মশ্রু, গাল ও চিবুকের লোম। [সং. দাঢ়িকা]। বিণ. **~য়াল, দেড়েল, দেড়ে**—(ঘন) শ্মশ্রুযুক্ত। বি. **চাপদাড়ি**—সমস্ত চোয়াল ও চিবুক জোড়া শ্মশ্রু। বি. (ব্যঙ্গে) **ছাগল দাড়ি**—ছাগলের ন্যায় মাত্র চিবুকে পাতলা দাড়ি।

দাড়িম্ব, দাড়িম—বি. ডালিম গাছ বা ফল। [সং.]।

দাণ্ডা—বি. ডাণ্ডা। [সং. দণ্ড]।

দাতব্য—বিণ. দেয়, দানযোগ্য ; দান করা হয় এমন (দাতব্য ঔষধ)। [সং. √দা+তব্য]। ~**চিকিৎসালয়**—যে স্থানে বিনা মূল্যে চিকিৎসা হয়।

দাতা (-তৃ)—বিণ. দানকারী ; দানশীল, বদান্য ; প্রদানকারী (পত্রের উত্তরদাতা, করদাতা)। [সং. √দা+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **দাত্রী**। বি. ~**কর্ণ**—(আল.) অতিশয় দানশীল ব্যক্তি। বি. **দাতৃত্ব**—দানশীলতা, বদান্যতা।

দাত্যূহ—বি. ডাকপাখি ; চাতক। [সং.]।

দাত্র—বি. দা, কাটারি। [সং.]।

দাদ১—বি. চর্মরোগবিশেষ। [সং. দদ্রু]।

দাদ২—বি. প্রতিশোধ। [ফা.]। ক্রি. **দাদ তোলা**—প্রতিশোধ নেওয়া।

দাদখানি—বি. অত্যুৎকৃষ্ট চাউলবিশেষ। [বাঙ্গালার সুলতান দাউদ খাঁ (-খান)+বাং. ই]।

দাদন—বি. অগ্রিম প্রদত্ত মূল্য বা মূল্যের অংশ, বায়না। [ফা.]। বি. ~**দার**—দাদনদাতা।

দাদরা—বি. সঙ্গীতের তালবিশেষ। [সং. দর্দুর]।

দাদা—বি জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; ঠাকুরদাদা, পিতামহ, মাতামহ ; কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতি বা বয়ঃকনিষ্ঠকে স্নেহসম্বোধন ; বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভাই বা একদলভুক্ত ব্যক্তি বা যে-কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক সম্বোধন। [<সং. তাত]। বি. ~**বাবু**—বড়ভাইয়ের ন্যায় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ; (প্রাদে.) বয়োজ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি। বি. ~**ঠাকুর**—হিন্দু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি কর্তৃক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন। বি. ~**মহাশয়**—পিতামহ বা মাতামহ। বি. ~**শ্বশুর**—পতি বা পত্নীর পিতামহ বা মাতামহ।

দাদী—বি. (মুস. বা হি.) পিতামহী, মাতামহী। [হি.]।

দাদু—বি. মাতামহ, পিতামহ ; (আদরে) দাদা (সকল অর্থে)। [দাদা দ্রঃ]।

দাদুপন্থী, দাদূপন্থী—বি. ভক্ত দাদুর মতাবলম্বী বৈষ্ণব ধর্ম-সম্প্রদায়বিশেষ।

দাদুর—বি. (কাব্যে) ভেক, ব্যাঙ। [সং. দর্দুর]। বি.(স্ত্রী.) **দাদুরী** ('মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী' : বিদ্যা.)।

-দান১—বি. পাত্র, আধার (আতরদান)। [ফা.]।

দান২—বি. স্বত্বত্যাগপূর্বক অন্য কাহাকেও অর্পণ, বিতরণ (অন্নদান) উৎসর্গ, সম্প্রদান (কন্যাদান) : ত্যাগ (দানব্রত) ; দত্ত বস্তু (মহামূল্য দান) ; পালা (খেলার প্রথম দান) ; সম্পাদন (সভায় যোগদান) ; পাশা ইত্যাদি খেলায় ছক নিক্ষেপ (দান দেওয়া) ; তোলা অর্থাৎ হাটবাজারের মালিক বিক্রেতার নিকট হইতে যাহা পায় ; হস্তীর মদ বারি বা গণ্ডদেশ হইতে নির্গত রস ; শত্রুকে বশ করিবার উপায়বিশেষ ('সাম-দান-দণ্ড-ভেদ')। [সং. √দা+অন (ভা)]। **যেমন দান তেমনি দক্ষিণা**—নিকৃষ্ট দানের বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিকৃষ্ট কাজ। বি. ~**ধর্ম**—দানশীলতারূপ ধর্ম। বি. ~**ধ্যান**—দান ও উপাসনা ; দানব্রত ও ধর্মাচরণ। বি. ~**পত্র**—স্বত্বত্যাগপূর্বক কাহাকেও কিছু দান করিবার দলিল। বিণ. ~**বীর, ~শৌণ্ড**—অতি বদান্য। বিণ. ~**শীল**—বদান্যস্বভাবযুক্ত। বি. ~**সজ্জা, ~সামগ্রী**—(বিবাহে) দানের জন্য সাজাইয়া রাখা দ্রব্যসামগ্রী। বি. ~**সাগর**—শ্রাদ্ধকর্তা কর্তৃক ষোলটি যোড়শদান ; (গৌণ অর্থে) দত্ত বস্তুর অসাধারণ প্রাচুর্য।

দানব—বি. দনুর পুত্র, অসুর, দৈত্য। [সং. দনু+অ]। বি.(স্ত্রী.) **দানবী**। বিণ. **দানবিক, দানবীয়**—দানব বা অসুরের ন্যায় ; অতিশয় হিংস্র (দানবিক নিষ্ঠুরতা, দানবীয় রূপ)। বি. ~**দলনী**—অসুরনাশিনী দুর্গাদেবী। বি. **দানবারি**—দানবের শত্রু, দেবতা ; দানববধকর্তা ; বিষ্ণু।

দানা১—**দানব**-এর কথ্য রূপ। (তু. দৈত্যদানা)।

দানা২—বি. ছোলা মটর কলাই প্রভৃতি শস্য বা তাহাদের বীজ ; বীজ, বীচি (ডালিমের দানা) ; ক্ষুদ্র গুটিকার ন্যায় গোলাকার পদার্থ (সাগুদানা), মটরাকৃতি স্বর্ণগুটিকাসমূহে গ্রথিত কণ্ঠহারবিশেষ ; হারের গুটিকা (সোনাদানা) ; খাদ্য (দানাপানি)। [ফা.]। বি. ~**পানি**—অন্নজল। **দানাদার**—(১) বিণ. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকায় গঠিত, দানাওয়ালা (দানাদার গুড়)। (২) বি. দানাওয়ালা মিঠাইবিশেষ। [ফা. দানা+দার]।

-দানী১—**দান**১-এর রূপভেদ (ধূপদানী, কলমদানী)।

দানী২ (-নিন্)—বিণ. দানশীল। [সং. দান+ইন্]।

দানী৩—বি. (প্রা. বাং.) হাটে বা পারঘাটে শুল্ক আদায়কারী, ঘাটোয়াল। [বাং. দান২+ঈ]।

দানীয়—(১) বিণ. দানের যোগ্য। (২) বি. দানের পাত্র বা বস্তু। [সং. √দা+অনীয়]।

দানেশমন্দ—বি. পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। [ফা. দানিশ্‌মন্দ্]। **দানেশমন্দি, দানেশমন্দী**—পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা

দানো—**দানব**-এর কথ্য রূপ।

দান্ত—বিণ. জিতেন্দ্রিয় ; দমিত, সংযত ; তপঃক্লেশসহিষ্ণু ; শাসিত। [সং. √দম্+ত]। বি. **দান্তি**—ইন্দ্রিয়দমন ; সংযম।

দাপ—বি. অহঙ্কার ; দাপট। [<সং. দর্প]।

দাপক—বি. যে দেওয়ায়। [সং. √দা ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

দাপট—বি. তেজ, প্রচণ্ডতা (গ্রীষ্মের দাপট) ; দর্পোদ্ধত স্বভাব (জমিদারের দাপট)। [বাং. দাপ+ট]।

দাপন—বি. দান করান। [সং. √দা+ণিচ্+অন (ভা)]।

দাপদুপ—**দুপদাপ**-এর রূপভেদ।

দাপনা—**দাবনা**-র রূপভেদ।

দাপা—ক্রি. দাপান। [বাং. দাপ+আ]। বি. ~**দাপি**—পুনঃপুনঃ দাপানি ; দাপট দেখাইয়া ছুটাছুটি বা হৈচৈ বা গোলমাল ; দুরন্তপনা। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. আস্ফালন করা ; ছটফট করা ; দাপাদাপি করা (দাপিয়ে বেড়ানো)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। বি. ~**নি**—দাপাদাপি।

দাপিত—বিণ. দান করানো হইয়াছে এমন ; জরিমানা দিতে বাধ্য করা হইয়াছে এমন। [সং. √দা+ণিচ্+ত (র্ম)]।

দাব১—বি. চাপ ; শাসন, দমন (দাবে রাখা) ; তাড়না। [হি.]।

দাব২—বি. বন (দাবানল) ; বনাগ্নি ; অগ্নি ; তাপ। [সং.] বিণ. **~দগ্ধ**—বনাগ্নিতে দগ্ধীভূত। বি. **~দাহ**—বনাগ্নির তাপ ; (আল.) তীব্র যন্ত্রণা।

দাবড়া—ক্রি. দাবড়ান। [দেশী—তু. দাপ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ধমক দেওয়া (খুব দাবড়ে দিয়েছি) ; (শাসনের) ভয় দেখান ; পিছনে ধাওয়া করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~নি, দাবড়ি**—ধমক, (শাসনের) ভয়প্রদর্শন ; তাড়না, তাড়া।

দাবনা—বি. উরুর মাংসল স্থল, হাঁটুর উপরিভাগ। [দেশী]।

দাবা১—ক্রি. দমন করা, চাপিয়া রাখা, (দাবিয়া রাখা) ; চাপা, টেপা (পা দাবা)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [দাপ দ্রঃ]।

দাবা২—বি. শতরঞ্চ খেলা ; ঐ খেলার ঘুঁটিবিশেষ, মন্ত্রী। [দেশী]।

দাবাই—**দাওয়াই**-র রূপভেদ।

দাবাগ্নি, দাবানল—বি. বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণজাত অরণ্য-দহনকারী অগ্নি। [সং. দাব২ + অগ্নি, অনল]।

দাবাড়ে, দাবাড়ু—বি. শতরঞ্চ খেলোয়াড় বা ঐ খেলায় পটু ব্যক্তি। [বাং. দাবা২ + ড়িয়া]।

দাবান, দাবানো—(১) ক্রি. দমন করা (শত্রুকে দাবিয়ে রাখা) ; টেপা বা টেপান (নিজের বা পরের পা দাবান) ; চাপ দিয়া নিচু করা (মাটি দাবান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [দাবা১ দ্রঃ]।

দাবাবড়ে, দাবাবোড়ে—বি. শতরঞ্চ খেলা বা ঐ খেলার বিভিন্ন ঘুঁটি। [বাং. দাবা২ + বড়ো]।

দাবি, (বর্জি.) দাবী—বি. অধিকার, স্বত্ব (এ জমিতে তাহার দাবি নাই) ; অধিকারঘোষণা (দাবি করা) ; প্রার্থনা, নালিশ। [আ. দাআবী]। বি. **~দাওয়া**—অধিকার ও তৎসম্পর্কিত ঘোষণা ; অভাব-অভিযোগ। বিণ. বি. **~দার**—ওয়ারিস ; যে দাবি করে ; দাবি-সম্পন্ন লোক।

দাম১ (-মন্)—বি. দড়ি, বন্ধন-রজ্জু (দামোদর) ; রেখা (বিদ্যুদ্দাম) ; মালা (কুসুমদাম) ; গুচ্ছ (কেশদাম) ; দল, জলজ তৃণবিশেষ। [সং.]।

দাম২—বি. মূল্য, দর। [সং. দ্রম্ম <গ্রী. drachma]।

দামড়া—বি. শিশু বৃষ, ছিন্নমুষ্ক ষণ্ড ; বলদ। [<সং. দম্য (=বাছুর)]।

দামড়ি—বি. পয়সার আটভাগের এক ভাগ। [<দাম <দ্রম্ম]।

দামামা—বি. ঢাকজাতীয় প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। [ফা. দামামহ্]।

দামাল—বিণ. দুর্দান্ত, অতি দুরন্ত বা অশান্ত (দামাল ছেলে)। [দেশী—তু. সং. দুর্দম]।

দামিনী—বি.(স্ত্রী.) বিদ্যুৎ। [সং.]।

দামী—বিণ. মূল্যবান্। [বাং. দাম২ + ঈ]।

দামোদর—বি. (শৈশবে দুরন্তপনা-হেতু যশোদাকর্তৃক উদরে অর্থাৎ কোমরে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ ; বিষ্ণু ; পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নদ। [সং. দামন্ (=রজ্জু) + উদর]।

দাম্পত্য—(১) বিণ. দম্পতি-সম্বন্ধীয়। (২) বি. দম্পতি-সম্বন্ধ বা অবস্থা, পতিপত্নীর সম্পর্ক। [সং. দম্পতি + য]।

দাম্ভিক—বিণ. দম্ভ-প্রকাশকারী ; গর্বিত, অহঙ্কারী। [সং. দম্ভ + ইক]। বি. **~তা**।

দায়১—বি. পৈতৃক ধন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। [সং. √দা (+ য্) + অ (র্ম)]। বি. **~ভাগ**—জীমূত-বাহনকৃত পৈতৃক ধনের বিভাগ-সম্পর্কিত প্রাচীন আইনগ্রন্থবিশেষ।

দায়২—বি. সঙ্কট বিপদ্ (দায়ে ঠেকা), গরজ, প্রয়োজন (কি দায়ে পড়েছে, পেটের দায়ে) ; গুরুতর কর্তব্যের ভার (কন্যাদায়, মাতৃদায়) ; দায়িত্ব, ঝুঁকি (পরের দায় ঘাড়ে নেওয়া) ; অভিযোগ (ডাকাতির দায়ে ধরা পড়া)। [সং.—বাং. বিশেষ অর্থে]। ক্রি. **দায়ে ঠেকা, দায়ে পড়া**—সঙ্কটাপন্ন হওয়া ; বাধ্য হওয়া (দায়ে পড়িয়া দেওয়া)।

-দায়ক—বিণ. দাতা, প্রদানকারী (ক্লেশদায়ক)। [সং. √দা + অক (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী) **~দায়িকা**।

দায়গ্রস্ত—বিণ. মুশকিলে বা বিপদে পতিত ; কর্তব্য-ভারে ক্লিষ্ট ; দেনাদার। [দায়২ + গ্রস্ত]।

দায়ভাগ—**দায়১** দ্রঃ।

দায়রা—বি. উচ্চ ফৌজদারি আদালত, (পরি) দণ্ডসত্র, সেসন কোর্ট। [ফা.]। বিণ. **~সোপরদ্দ, ~সোপর্দ**—উচ্চ ফৌজদারি আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত।

দায়াদ—বি. উত্তরাধিকারের দাবিদার, পুত্র ; পৈতৃক ধনভাগী ; জ্ঞাতি। [সং.]। **দায়াদী**—(১) বি.(স্ত্রী.) কন্যা ; উত্তরাধিকারিণী। (২) বিণ. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

দায়িক—বিণ. দায়ী (দুর্ভাগ্যের জন্য অপরকে দায়িক করা) ; ঋণগ্রস্ত, জিম্মাদার। [বাং. দায়ী + স্বার্থে ক]।

-দায়িকা— **-দায়ক** দ্রঃ।

দায়িত্ব, দায়িনী—**দায়ী** দ্রঃ।

দায়ী (-য়িন্)—বিণ. দায়ক, প্রদানকারী (কষ্টদায়ী) ; (বাং.) ঝুঁকি বা দায়িত্ব বর্তিয়াছে এমন (এ কাজের জন্য সে দায়ী), দায়িক, অপরাধী ; জবাবদিহি করিতে বাধ্য। [সং. দায় + ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **দায়িনী**—প্রদানকারিণী। বি. **দায়িত্ব**—(সং.) দাতৃত্ব ; (বাং.) কর্তব্যভার (দায়িত্ব পালন, সামাজিক দায়িত্ব) ; ঝুঁকি (কাজের দায়িত্ব) ; জবাবদিহির প্রয়োজনপূর্ণ সম্পর্ক, ফলাফলের ঝুঁকি লইয়া পরিচালনা (নিজের দায়িত্বে কাজ) ; দোষ (ভুলের দায়িত্ব)।

দায়ের—বিণ. বিচারার্থ আদালতে উপস্থাপিত, রুজু (মামলা দায়ের করা)। [ফা.]।

দার১—বি. পত্নী, স্ত্রী (অকৃতদার)। [সং. √দৃ (=বিদারণ, ভেদন—ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে) + অ (র্তৃ)]। বি. **~কর্ম, ~গ্রহণ, ~পরিগ্রহ**—বিবাহ।

-দার২—বিভিন্ন অর্থসূচক বাং. তদ্ধিত প্রত্যয় : যুক্ত

(জমিদার), দায়ক, উৎপাদক (মজাদার), মালিক (জমিদার, আড়তদার), অধিকারী (পাওনাদার), অধ্যক্ষ (থানাদার), বৃত্তি-অবলম্বনকারী (ব্যবসাদার, বাজনাদার), দায়িত্ববিশিষ্ট (দেনাদার)। [ফা.]। -দারি—বৃত্তিসূচক বাং. তদ্ধিত প্রত্যয় (দোকানদারি, তহবিলদারি)।

দারক—(১) বি. পুত্র; বালক। (২) বিণ. বিদারক। [সং. √দৃ+অক (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **দারিকা**—কন্যা।

দারওয়ান—দরোয়ান-এর রূপভেদ।

দারচিনি—বি. মসলারূপে ব্যবহৃত সুগন্ধ ও মিষ্টস্বাদ গাছের ছালবিশেষ। [ফা. দারচীনী]।

দারা—দার১-এর বাঙ্গালা চলিত রূপ ('দারাপুত্র পরিবার তুমি কার' : হেম.)।

-দারি—-দার২ দ্রঃ।

দারিদ্র্য, দারিদ্র—বি. দরিদ্র অবস্থা ; অভাব ; দীনতা। [সং. দরিদ্র+য, অ (ভা)]।

দারু১—বি. মদ। [ফা.]।

দারু২—বি. কাঠ। [সং. √দৃ+উ (র্ম)]। বি. ~ব্রহ্ম—জগন্নাথদেবের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি। বিণ. ~ময়—কাষ্ঠনির্মিত।

দারুচিনি—(দারু২-র প্রভাবে) দারচিনি-র রূপভেদ।

দারুণ—বিণ. অতিশয় (দারুণ ক্ষুধা) ; ভীষণ (দারুণ ভয় বা রাগ); প্রবল (দারুণ জ্বর, দারুণ বৃষ্টি); উগ্র, তীব্র (দারুণ রৌদ্র) ; অসহ ('কান্ত পাহুন কাম দারুণ' : বিদ্যা.) ; উৎকট, কঠিন (দারুণ সংকল্প) ; ক্রূর, নৃশংস (দারুণ পীড়ন) ; মর্মান্তিক (দারুণ বাক্য বা যন্ত্রণা)। ক্রি-বিণ. প্রবল পরাক্রমে (দারুণ খেলছে)। (অশি.) চমৎকার (দারুণ খেয়েছি)। [সং. দৃ+ণিচ্+উন (র্তৃ)]।

দারোগা—বি. পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্‌টর বা সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টর, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [তুর.]। বড় দারোগা—থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্‌পেক্‌টর। বি. ছোট দারোগা—বড় দারোগার সহকারী ইন্‌স্‌পেক্‌টর।

দারোয়ান—দরোয়ান-এর রূপভেদ।

দার্ঢ্য—বি. দৃঢ়তা : স্থৈর্য ; অনমনীয়তা ; কাঠিন্য। [সং. দৃঢ়+য (ভা)]।

দার্শনিক—বিণ. দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ; দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ; চিন্তাশীল ; দর্শনশাস্ত্রসুলভ (দার্শনিক মতিগতি)। [সং. দর্শন+ইক]। বি. ~তা—দার্শনিকের ভাব ; চিন্তাশীলতা ; দর্শনশাস্ত্রজ্ঞের ন্যায় মতিগতি, (প্রধানতঃ ব্যঙ্গে) অত্যধিক চিন্তাশীলতা।

দাল—বি. মুগ মসুর প্রভৃতি জাতীয় শস্যবিশেষ, ডাল। [<সং. দ্বিদল]। বি. ~পুরি, ~পুরী—ডালবাটার পুর দিয়া প্রস্তুত পুরি বা লুচিবিশেষ। বি. ~মুট—ঘৃতে ভাজা ও নানারূপ মসলাযুক্ত আভাজা ছোলা বা মটরের ডাল।

দালনা—ডালনা-র রূপভেদ।

দালান—বি. ইষ্টকাদিদ্বারা নির্মিত পাকা বাড়ি ; আচ্ছাদিত বারান্দা বা মণ্ডপ (পূজার দালান) ; দরদালান। [ফা.]।

দালাল—বি. ব্যবসায়-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য কথাবার্তায় যে ব্যক্তি মধ্যস্থরূপে কাজ করে ; (ব্যঙ্গে) অন্যায়ভাবে পক্ষসমর্থনকারী বা সাহায্যকারী (ধনতন্ত্রের দালাল)। [আ. দলাল]। বি. **দালালি**—দালালের বৃত্তি বা প্রাপ্য পারিশ্রমিক, (নিন্দায়) বিনা কারণে মধ্যস্থতা।

দালিম—দাড়িম্ব-এর রূপভেদ।

দাশ—বি. ধীবর। [সং. √দাশ্ (দানে, যাহাকে মূল্য দান করিতে হয়)+অ (সম্প্রদানে)]। বি. ~নন্দিনী—বেদব্যাসের জননী ও ধীবরকন্যা সত্যবতী।

দাশরথি, দাশরথ—বি. দশরথের পুত্র, রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ। [সং. দশরথ+(অপত্য-অর্থে) ই, অ]।

দাস—বি. ভৃত্য, চাকর ; ক্রীতদাস (দাস-ব্যবসায়) ; জেলে, কৈবর্ত ; শূদ্র ; অনার্যজাতি, দস্যু ; অধীন বা অনুগত ব্যক্তি (অবস্থার দাস)। [সং. √দাস্+অ]। বি.(স্ত্রী.) **দাসী**। বি. ~ত্ব—পরাধীনতা, চাকরি। ~খত—দাসত্ব বা ক্রীতদাসত্ব স্বীকারের দলিল। বি. ~প্রথা, ~ত্বপ্রথা—ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী রাখিবার প্রথা। বি. ~ব্যবসায়—নরনারীকে আজীবন ও বংশানুক্রমে বিনাবেতনে চাকররূপে ক্রয়-বিক্রয়। বি. ~মনোভাব—দাসসুলভ পরনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধের অভাব। বি. **দাসানুদাস**—গোলামের গোলাম অর্থাৎ একান্ত অনুগত জন। বি. **দাসের**—দাসীর গর্ভজাত প্রভুপুত্র। বি. **দাসের, দাসেরক**—দাসীপুত্র ; উষ্ট্র।

দাস্ত—বি. মলত্যাগ, উদরাময়। [ফা. দস্ত্]।

দাস্য—বি. দাসের ভাব ; দাসত্ব ; (বৈ. শা.) সেবকভাবে উপাসনা ; উপাস্যের প্রতি উপাসকের অথবা সেব্যের প্রতি সেবকের কর্তব্য বা আচরণ (দাস্যভাব)। [সং. দাস+য (ভা)]। বি. ~বৃত্তি—চাকরি, গোলামি।

দাস্যাঃ, দাস্যা—বি.(স্ত্রী.) (মূলতঃ—অশু.) দাসী (পূর্বে শূদ্রার পদবিরূপে ব্যবহৃত হইত, পরে কেবল বিধবা শূদ্রার পদবিরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে—সধবাদের ক্ষেত্রে 'দাসী' ব্যবহৃত হয়)। [সং. দাস্যাঃ]।

দাহ—বি. দহন, জ্বলন (গৃহদাহ) ; জ্বালা, উত্তাপ ('জুড়াল রে দিনের দাহ' : রবীন্দ্র) ; শবদাহ, মৃতসৎকার (দাহকার্য) ; পোড়ানি, যাতনা (গাত্রদাহ, অন্তর্দাহ)। [সং. √দহ্+অ (ভা)]। বিণ. ~ক—দহনকারী ; যন্ত্রণাদায়ক। বিণ.(স্ত্রী.) **দাহিকা**। **দাহিকা শক্তি**—পোড়াইবার ক্ষমতা। বি. **দাহন**—দগ্ধকরণ ; সন্তাপন ; সন্তাপ। বিণ. **দাহিত**। বিণ. **দাহী (-হিন্)**—দাহকারী।

দাহ্য—বিণ. দহনযোগ্য ; সহজে জ্বলিয়া উঠিতে পারে এমন (দাহ্য বস্তু)। [সং. দহ্+য (র্ম)]।

দি—দিই (বা দেই) ও দিদি-র কথ্য রূপ।

দিক১—বিণ. বিরক্ত, জ্বালাতন (দিক করা)। [আ.]। বি. ~দারি, ~দারী—বিরক্তি।

দিক্২ (-শ্)—বি. উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঈশান অগ্নি বায়ু নৈর্ঋত ঊর্ধ্ব অধঃ : এই দশটির, প্রধানতঃ প্রথম চারিটির যে-কোনটি ; অভিমুখ (বাড়ির দিকে) ; পার্শ্ব (চারিদিক্) ; অংশ (বাড়ির ভিতর দিক্‌টা) ; পক্ষ, তরফ,

দশ (তিনি আমার দিকে) ; অঞ্চল, প্রদেশ (উত্তর দিকের লোক) ; সীমা (ভারতের তিনদিকে সমুদ্র)। [সং. √দিশ্ + কিপ্ (র্তৃ)]। বি. ~চক্র—দিঙ্মণ্ডল, চক্রবাল। বি. ~পতি, ~পাল—ইন্দ্র অগ্নি যম নির্ঋতি বরুণ বায়ু কুবের ঈশান (বা শিব) ব্রহ্মা অনন্ত (বা নারায়ণ) ; উত্তরপূর্বাদিক্রমে দশদিকের এই দশ অধিদেবতা, (আল.) মহামহিমান্বিত ব্যক্তি। বি. ~শূল—গ্রহনক্ষত্রাদির অশুভকর অবস্থান বা ঐজন্য কোন বিশেষ দিকে গমনে নিষিদ্ধ দিন।

-দিগকে, -দিকে—২য়া ও ৪র্থীর বহুবচনের বিভক্তি। [তু. ফা. দিগর]।

দিগঙ্গনা—বি. দিক্‌সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দিব্যাঙ্গনা। [সং. দিক্ + অঙ্গনা]।

দিগন্ত—বি. দিকের সীমা, দূর হইতে চাহিয়া দেখিলে যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। [সং. দিক্ + অন্ত]। বিণ. ~প্রসারী (-রিন্), ~ব্যাপী (-পিন্)—বহুদূর-বিস্তৃত ; অনন্তবিস্তারী।

দিগন্তর—বি. দিকের দূরত্ব বা অবকাশ : ভিন্ন দিক্। [সং. দিক্ + অন্তর]।

দিগম্বর—(১) বিণ. দিক্ অম্বর (বস্ত্র) যাহার, উলঙ্গ, বিবস্ত্র। (২) বি. দিগ্‌রূপ বস্ত্র : শিব ; জৈনসম্প্রদায়-বিশেষ। [সং. দিক্ + অম্বর]। বিণ. (স্ত্রী.) **দিগম্বরী**—(১) বিণ. বিবসনা। (২) বি. শিবপত্নী কালিকাদেবী।

দিগর১—বি. (আদালতী ভাষায়) আদি, প্রভৃতি ; অঞ্চল তল্লাট। [ফা.]।

-দিগের, -দিগর২—৬ষ্ঠী ২য়া ও ৪র্থীর বহুবচনের বিভক্তি।

দিগ্‌গজ—(১) বি. পূর্বাদিক্রমে অষ্টদিকের রক্ষক ঐরাবতাদি অষ্টহস্তী দিগ্‌হস্তী ; (বাং.—প্রায়শঃ ব্যঙ্গে) মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। (২) বিণ. (বাং.—প্রায়শঃ ব্যঙ্গে) খুব বড় (দিগ্‌গজ পণ্ডিত)। [সং দিক্ + গজ]।

দিগ্‌জ্ঞান—বি. দিক্‌সমূহের অবস্থান-সম্বন্ধে বোধ (আল.) সামান্য বিচার-বুদ্ধি। [সং. দিক্ + জ্ঞান]।

দিগ্‌দর্শন—বি. দিক্ নির্ণয় বা প্রদর্শন ; অভিজ্ঞতা ; কোন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান, স্থূল বর্ণনা। [সং. দিক্ + দর্শন]। বি. ~যন্ত্র—দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্র, compass। **দিগ্‌দর্শী** (-র্শিন্)—(১) দিক্ নির্ণয়কারী বা প্রদর্শনকারী ; কোন বিষয়ে অল্প জ্ঞান বা ইঙ্গিত প্রদানকারী। (২) বি. দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র।

দিগ্‌দিগন্ত—বি. সর্বদিক্। [সং. দিক্ + দিগন্ত (দ্ব.)]। বি. ~র—বিভিন্ন দিক্।

দিগ্ধ—বিণ. লিপ্ত (বিষদিগ্ধ বাণ), মিশ্রিত। [সং. √দিহ্ + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **দিগ্ধা**।

দিগ্‌বধূ—বি. দিগঙ্গনা দ্রঃ। [সং. দিক্ + বধূ]।

দিগ্‌বলয়—বি. চক্রবাল, দিঙ্মণ্ডল, দিগন্ত, দূর হইতে চাহিয়া দেখিলে যেখানে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়। [সং. দিক্ + বলয়]।

দিগ্‌বসন, দিগ্‌বাস—(১) বিণ. দিক্ যাহার বসন, দিগম্বর, উলঙ্গ। (২) বি. দিক্‌রূপ বসন : শিব। [সং. দিক্ + বসন]। **দিগ্‌বসনা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) বিবস্ত্রা। (২) বি. কালী।

দিগ্‌বালা, দিগ্‌বালিকা—বি. দিগ্‌রূপ বালিকা, দিগঙ্গনা। [সং. দিক্ + বালা, বালিকা]।

দিগ্বিজয়—বি. (যুদ্ধ পাণ্ডিত্য প্রভৃতির দ্বারা) সর্বদিক্ বা নানাদেশ জয়করণ। [সং. দিক্ + বিজয়]। বিণ. **দিগ্বিজয়ী** (-য়িন্)—দিগ্বিজয়কারী।

দিগ্বিদিক্ (-দিশ্)—বি. (দিক্ ও দুইদিকের মধ্যবর্তী কোণ) সর্বদিক্ ; গুরু-লঘু, হিতাহিত, স্থান-অস্থান, ন্যায়ান্যায় (দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান)। [সং. দিক্ + বিদিক্ (দ্ব.)]।

দিগ্‌ভ্রম, দিগ্‌ভ্রান্তি—বি. দিঙ্‌নির্ণয়ে ভুল বা অক্ষমতা ; তাল ঠিক না থাকা। [সং. দিক্ + ভ্রম]। বিণ **দিগ্‌ভ্রান্ত**—দিশাহারা।

দিঘ—(১) বি. (প্রাদে.) দৈর্ঘ্য (আড়েদিঘে)। (২) বিণ. (প্রা. বাং.) দীর্ঘ। [<সং দীর্ঘ]। বিণ. ~ল—(সচ. কাব্যে) দীর্ঘ, লম্বাটে।

দিঘি, দীঘি—বি. বড় পুষ্করিণী, সরোবর। [<সং. দীর্ঘিকা]।

দিঙ্‌নাগ—বি. দিগ্‌গজ ; প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক ; (ব্যঙ্গে) স্থূলদর্শী কঠোর সমালোচক। [সং. দিক্ + নাগ]।

দিঙ্‌নির্ণয়—বি. কোন্‌টি কোন্ দিক্ তাহা স্থিরকরণ। [সং. দিক্ + নির্ণয়]। বি. ~যন্ত্র—যে যন্ত্রদ্বারা নাবিকেরা সমুদ্রমধ্যে দিক্ স্থির করে, compass।

দিঙ্মণ্ডল—বি. চক্রবাল, দিগ্‌বলয়। [সং. দিক্ + মণ্ডল]।

দিঙ্মূঢ়—বিণ. দিগ্‌ভ্রান্ত। [সং. দিক্ + মূঢ়]।

দিঠ, দিঠি, (প্রা. বাং.) **দিট**—বি. (কাব্যে) দৃষ্টি, চক্ষু ('সবার দিঠি এড়ায়ে এলে'. রবীন্দ্র)। [সং. দৃষ্টি]।

দিতি—বি. কশ্যপমুনির পত্নী, দৈত্যগণের মাতা। [সং.]। বি. ~জ, ~সুত—দৈত্য।

দিৎসা—বি. দান করিবার ইচ্ছা। [সং. √দা + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **দিৎসু**—দান করিতে অভিলাষী।

দিদি, (আদরে) **দিদা, দিদু**—বি (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতামহী বা পিতামহী বা তত্তুল্য স্ত্রীলোককে সম্বোধন. পৌত্রী দৌহিত্রী কনিষ্ঠা ভগিনী বা তত্তুল্য কাহাকেও সম্বোধন ; অনাত্মীয় নারীকে ভদ্রতাসূচক সম্বোধন। [দেশী]। বি. ~ঠাকুরানী, ~ঠাকুরানি, (কথ্য) ~ঠাকরুন—শ্রদ্ধেয় (প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ) মহিলাকে সম্বোধন। বি. **দিদিমা**—মাতামহী।

দিদৃক্ষা—বি. দেখিবার ইচ্ছা। [সং. √দৃশ্ + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **দিদৃক্ষু**—দর্শনাভিলাষী, দেখিতে ইচ্ছুক।

দিন১—বি. সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল, দিবস, দিবা : একবার সূর্যোদয় হইতে পুনরায় সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল (= ২৪ ঘণ্টা), দিবারাত্র, (জ্যোতিষ.) চান্দ্রমাসের ত্রিশভাগের একভাগ বা তিথি (= ৬০ দণ্ড = ৮ প্রহর)। [সং.]। **দিনগত পাপক্ষয়**—প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পাপ-ক্ষালনার্থ নিত্যকৃত্য ; (আল.) বিনা আনন্দে শুধুমাত্র শুষ্ক কর্তব্যপালন। **দিনে ডাকাতি**—প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি ; (আল.) অতি দুঃসাহসিক দুষ্কার্য।

ক্রি. **দিন আসা**—সুবিধাজনক সময় আসা, সুযোগ আসা। ক্রি. **দিন কাটা**—দিন বা সময় অতিবাহিত হওয়া। ক্রি. **দিন কাটান**—সময় অতিবাহিত করা। ক্রি. **দিন গনা**—(আল.) দীর্ঘকাল ধরিয়া (সাগ্রহে) প্রতীক্ষা করা। ক্রি. **দিন চলা**—জীবনযাত্রার দৈনন্দিন খরচ জোগাড় হওয়া। ক্রি. **দিন পাওয়া**—সুবিধাজনক সময় মেলা; সুযোগ পাওয়া। ক্রি. **দিন ফুরান**—দিন শেষ হওয়া; সময় ফুরান; নির্দিষ্ট কাল শেষ হওয়া; আয়ু ফুরান। ক্রি. **দিন যাওয়া**—**দিন কাটা**-র অনুরূপ। বি. **~কর, ~নাথ, ~পতি, ~মণি**—সূর্য। বি. **~কাল**—(আল.) সময় ও অবস্থা (দিনকাল বড় খারাপ)। বি. **~ক্ষণ**—জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী দিনের শুভাশুভ ভাব। বি. **~ক্ষয়**—তিথিক্ষয়, ত্র্যহস্পর্শ; সন্ধ্যাকাল। বি. **~দগ্ধা**—(জ্যোতিষ.) বার ও তিথির যে মিলনে শুভকার্যাদি নিষিদ্ধ। ক্রি-বিণ. **দিন-দিন**—প্রতিদিন, প্রত্যহ; ক্রমশঃ, উত্তরোত্তর। বি. **~পঞ্জী**—প্রতিদিনের বিবরণ লিখিয়া রাখার খাতা, ডায়েরি। বি. **~পাত, ~যাপন**—কালযাপন। বি. **~মজুরী**—দিন হিসাবে পারিশ্রমিক লইয়া জীবিকা-নির্বাহ। বি. **~মান**—দিবাভাগ, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল। বি. **~শেষ, দিনাত্যয়, দিনান্ত, দিনাবসান**—দিনমানের অবসান, সন্ধ্যা। ক্রি-বিণ. **দিনে-দিনে**—ক্রমশঃ, উত্তরোত্তর। ক্রি-বিণ. **দিন-দুপুরে**—দিনের বেলায়, জনসাধারণের সমক্ষে; প্রকাশ্য দিবালোকে। ক্রি. **দিন ফেরা**—ভাগ্যের পরিবর্তন হওয়া।

দিনেমার—বি. ডেনমার্কের লোক। [ফ্রে. Denemark]।

দিনেশ—বি. সূর্য। [সং. দিন+ঈশ]।

দিবস—বি. দিনমান, দিন, অহোরাত্র। [সং. √দিব্+অস (ধি)]।

দিবা—(১) অব্য. বি. দিনমান, দিনের বেলা (দিবালোকে)। (২) অব্য. ক্রি-বিণ. দিনমানে (দিবা দ্বিপ্রহরে ঘুমান)। [সং. √দিব্+আ (ধি)]। বি. **~কর, ~বসু**—সূর্য। ক্রি-বিণ. **~নিশি**, (কাব্যে) **~নিশ, ~রাত্র**—দিনরাত, সর্বক্ষণ। **~ন্ধ**—(১) বিণ. দিনের বেলা দেখিতে পায় না এমন। (২) বি. পেচক। বি. **~বিহার**—মধ্যাহ্নকালীন ক্রীড়া বা বিশ্রাম। বি. **~ভাগ**—দিনের বেলা। বি. **~ভীত**—পেচক। বি. **~স্বপ্ন**—দিবানিদ্রায় দৃষ্ট স্বপ্ন; (আল.) অলীক কল্পনা; (সং.) দিবানিদ্রা।

দিব্ব, দিব্বি—**দিব্যি**-র রূপভেদ।

দিব্য—(১) বিণ. আকাশ-সম্বন্ধীয়; স্বর্গীয়; অলৌকিক (দিব্য জীবন, দিব্য শক্তি); মনোহর, সুন্দর। (২) বি. শপথ (দিব্য করা)। [সং. √দিব্+য]। বি. **~চক্ষু** (-চক্ষুস্ <-চক্ষুঃ), **~দৃষ্টি, ~নেত্র**—অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি বা অন্তর্দৃষ্টি যাহা দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু বা বিষয় উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বি. **~জ্ঞান**—অতীন্দ্রিয় বস্তু বা বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞান, পরম জ্ঞান। বিণ. **~দর্শী** (-র্শিন্)—দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। বি. **~নারী, দিব্যাঙ্গনা**—অপ্সরা। বি. **~রথ**—শূন্যপথে বিচরণ করিতে পারে এমন রথ। বি. **~লোক**—স্বর্গ। বি. **~দিব্যাস্ত্র**—দেবতাগণের প্রহরণ, দেবতার তেজ বা শক্তির দ্বারা পূর্ণ অস্ত্র (যথা, ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি)। বি. **দিব্যোদক**—বৃষ্টি; শিশির।

দিব্যি—(১) বিণ. সুন্দর, চমৎকার (দিব্যি ছেলে)। (২) ক্রি-বিণ. খাসা, বেশ, আশাতীত (দিব্যি হাঁটে)। (৩) বি. শপথ (মা কালীর দিব্যি)। [সং. দিব্য]।

দিয়া, দিয়ে—অব্য. দ্বারা, সাহায্যে (কাটারি দিয়া কাটা); মারফত (তাহাকে দিয়া পাঠান); সংযোগে (চিনি না-দিয়ে চা); ধরিয়া, বাহিয়া (এই পথ বা সিঁড়ি দিয়া); সহিত (মনোযোগ দিয়া পড়া)। [বাং. অনুসর্গ]।

দিয়ড়ি, দিয়াড়ি—বি. প্রদীপ, মশাল ('আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি', রবীন্দ্র)। [<দিয়ালি<দীপালি]।

দিয়ালা—**দেয়ালা** দ্রঃ।

দিয়াশলাই—বি. ঘষিয়া আগুন জ্বালিবার জন্য মাথায় বারুদ-দেওয়া কাঠি ও তাহার বাক্স। [সং. দীপশলাকা]।

দিল্—বি. মন, হৃদয়; দরাজ হৃদয়, মহাপ্রাণতা (লোকটার দিল্ আছে)। [ফা.]। বিণ. **~খুশ**, (বর্জিত) **~খুস, ~খোশ**, (বর্জিত) **~খোস**—প্রফুল্ল-হৃদয়; মনোরম। বিণ **~খোলসা**—অকপট, মন-খোলা। বিণ. **~দরিয়া**—যাহার হৃদয় দরিয়া অর্থাৎ বড় নদী বা সমুদ্রের মত উদার, বদান্য, উদারহৃদয়। বিণ. **~দার**—মহানুভব, উদারহৃদয়।

দিল্লীকা লাড্ডু—বি. দিল্লীতে প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ; (আল.) যে বস্তু পাইলে মানুষ নিরাশ বা অনুতপ্ত হয় কিন্তু না পাইলেও হতাশ হয়।

দিশ—বি. (প্রা. বাং. ও ব্রজ.) দিক্। [সং. দিশ্]। বি. **~পাশ**—নির্ধারণ, কূলকিনারা, শৃঙ্খলা (কাজের দিশপাশ নাই)।

দিশা, দিশে—বি. দিক্ (দিশাহারা, 'সুখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে': রবীন্দ্র), সঠিক দিক্, হদিস (দিশা না পাওয়া)। [সং. √দিশ্+কিপ্ (র্তৃ)+আ]। বিণ. **~রি, ~রী**—সঠিক দিক্ দেখায় এমন, দিগ্‌দর্শক। বিণ. **~হারা**—দিগ্‌ভ্রান্ত; (আল.) কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দিশি$_1$—বি. দিক; (বাং.) চারিদিক্ ('অন্ধকারে ঢাকে দিশি': রবীন্দ্র)। [সং. দিশ্+৭মী ১ বচন]। বি. ক্রি-বিণ. **~দিশি**—দিকে দিকে, সকল দিকে বা দেশে ('দিশি দিশি গেল মিশি—')।

দিশি$_2$, (বর্জি.) **দিশী**—**দেশী**-র কথ্য রূপ (দিশি পান, দিশি রকম)।

দিস্তা, (কথ্য.) **দিস্তে**—(১) বি. বিণ. (কাগজের) ২৪ তা; ২৪টি বা ২৪ খানা (এক দিস্তা লুচি)। (২) বি. মুষল (হামানদিস্তা)। [ফা.]।

দীক্ষক—বি. বিণ. দীক্ষাদানকারী, গুরু, শিক্ষক। [সং. √দীক্ষ্+অক (র্তৃ)]।

দীক্ষণীয়—বিণ. দীক্ষাদানযোগ্য। [সং. √দীক্ষ্+অনীয় (র্ম)]।

দীক্ষা—বি. ইষ্টমন্ত্রদান, গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রোপদেশ (তান্ত্রিক দীক্ষা) ; কোন উচ্চ আদর্শে বা সঙ্কল্প-সাধনে আত্মোৎসর্গ (দেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষা) ; উপদেশ, শিক্ষা, সংস্কার ; প্রবর্তনা। [সং. √দীক্ষ্ + অ (ভা) + আ]। বি. ~**গুরু**—যিনি দীক্ষাদান করেন। বিণ. **দীক্ষিত**—দীক্ষা লাভ করিয়াছে এমন।

দীগর, দীঘ, দীঘল, দীঘি—যথাক্রমে দিগর দিঘ দিঘল ও দিঘি-র বানানভেদ।

দীধিতি—বি. কিরণ, আলোক ; ন্যায়গ্রন্থবিশেষ। [সং. √দীধী + তি (ভা)]।

দীন্১—বি. ধর্ম। [আ.]। **দীনদুনিয়ার মালিক**—ধর্ম ও পৃথিবীর কর্তা অর্থাৎ ঈশ্বর, আল্লাহ্।

দীন২—বিণ. অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র ; কাতর ; হীন (দীনবেশ)। [সং. দী + ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **দীনা**। বি. ~**তা, দৈন্য**। বিণ. ~**দরিদ্র**—অতি অভাবগ্রস্ত। ~**নাথ**, ~**বন্ধু**, ~**শরণ**—(১) বিণ. দীনজনের আশ্রয়দাতা বা সহায়। (২) বি. ভগবান্। বিণ. ~**হীন**—অতি দরিদ্র ; অত্যন্ত দুঃখী।

দীনার—বি. আরবের স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। [আ.]।

দীপ—বি. প্রদীপ, বাতি। [সং. √দীপ্ + অ (র্তৃ)]। বি. ~**পুঞ্জ**, ~**মালা**—প্রদীপের শ্রেণী। বি. ~**বর্তিকা**—প্রদীপের বাতি, সলিতা। বি. ~**শলাকা**—দিয়াশলাইয়ের কাঠি বা দিয়াশলাই। বি. ~**শিখা**—প্রদীপের শিখ।

দীপক—(১) বিণ. দীপ্তিদায়ক ; প্রজ্বালক ; উদ্দীপক, উত্তেজক ; প্রকাশক ; শোভাকর। (২) বি. প্রদীপ (রঘুকুলদীপক) ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. √দীপ্ + ণিচ্ + অক]।

দীপন—(১) বি. দীপ্তকরণ ; প্রজ্বালন ; উদ্দীপন, জঠরানল-বর্ধন ; শোভাকরণ। (২) বিণ. দীপক। [সং. √দীপ্ + অন (ভা, র্তৃ)]। বিণ. **দীপনীয়**—দীপ্ত করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এমন ; দীপনযোগ্য।

দীপপুঞ্জ, দীপবর্তিকা, দীপমালা, দীপশলাকা, দীপশিখা—**দীপ** দ্রঃ।

দীপাধার—বি. দেরকো, পিলসুজ। [সং. দীপ + আধার]

দীপান্বিতা—(১) বি.(স্ত্রী.) দেওয়ালি উৎসব ; কার্তিকী অমাবস্যা (যেদিন রাত্রিতে বাঙ্গালাদেশে কালীপূজা এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র গৃহাদি আলোকসজ্জিত হয়)। (২) বিণ.(স্ত্রী.) প্রদীপযুক্তা। [সং. দীপ + অন্বিতা]। বিণ.(পুং.) **দীপান্বিত**।

দীপালি, দীপালী, দীপাবলী—বি. দীপান্বিতা ; দেওয়ালি, কালীপূজার রাত্রিকালে দীপমালাসজ্জিত উৎসব। প্রদীপসমূহ। [সং. দীপ + আলি, আলী, আবলী]।

দীপিকা—(১) বি.(স্ত্রী.) জ্যোৎস্না ; প্রদীপ ; রাগিণী-বিশেষ ; গ্রন্থাদির টীকা, যাহা গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করে ('সাংখ্যদীপিকা')। (২) বিণ. (স্ত্রী.) দীপনকারিণী ; প্রকাশিকা। [সং. দীপক + আ]।

দীপিত—বিণ. প্রজ্বালিত ; উদ্ভাসিত ; প্রকাশিত ; উত্তেজিত। [সং. √দীপ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

দীপ্ত—বিণ. জ্বলিতেছে এমন (দীপ্ত অগ্নি, দীপ্ত তেজ) ; আলোকিত ; উজ্জ্বল ; প্রকাশিত ; তেজোময়। [সং. √দীপ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ. ~**কীর্তি**—প্রথিতযশা। বি. **দীপ্তাংশু**—(প্রচণ্ড কিরণবিশিষ্ট) সূর্য। বি. **দীপ্তি**—আলোক ; দ্যুতি, প্রভা ; তেজ ; শোভা। বিণ. ~**মান্** (-মৎ)—দীপ্তিবিশিষ্ট। বি. (স্ত্রী.) ~**মতী**।

দীপ্য—বিণ. প্রজ্বলনযোগ্য ; প্রকাশার্হ। [সং. √দীপ্ + য (র্ম)]।

দীপ্যমান—বিণ. দীপ্তিশালী (দীপ্যমান অগ্নিশিখা) ; উজ্জ্বল, প্রকাশমান, শোভমান (মহিমায় দীপ্যমান)। [সং. √দীপ্ + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

দীপ্র—বিণ. দীপ্তিশালী ; তীক্ষ্ণ (দীপ্রাস্ত্র), ভাস্বর। [সং.]।

দীয়মান—বিণ. প্রদত্ত হইতেছে এমন। [সং. √দা + মান (শানচ্) (র্ম)]।

দীর্ঘ—বিণ. লম্বা (দীর্ঘ কেশ) ; দূর-প্রসারিত (দীর্ঘ পথ) ; অধিক (দীর্ঘ সময়) ; বহুকালব্যাপী (দীর্ঘ নিদ্রা, দীর্ঘায়ুঃ); আয়ত (দীর্ঘ নয়ন) ; গভীর (দীর্ঘশ্বাস) ; (ব্যাক. ও সঙ্গীত) বিলম্বিত ধ্বনিযুক্ত (দীর্ঘস্বর, দীর্ঘতাল)। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **দীর্ঘা**। বি. ~**তা**। ~**গ্রীব**—(১) বিণ. লম্বা গলাবিশিষ্ট। (২) বি. বক ; জিরাফ ; উট। বিণ. ~**জীবী** (-বিন্)—বহুকাল বাঁচে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) ~**জীবিনী**। বিণ. ~**তপাঃ** (-পস্)—বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিয়াছে এমন। ~**দর্শী** (-র্শিন্)—দূরদর্শী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**দর্শিনী**। বিণ. ~**নাস**—লম্বা বা বড় নাকওয়ালা। বি. ~**নিঃশ্বাস**, ~**নিশ্বাস**, ~**শ্বাস**—(শোকাদি ভাবের প্রাবল্য হেতু) গভীর ও সশব্দ শ্বাস-ত্যাগ। ~**পাদ**—(১) বিণ. লম্বা পদবিশিষ্ট। (২) বি. বক ; উট ; কঙ্ক। বিণ. ~**প্রস্থ**—লম্বাচওড়া (দীর্ঘপ্রস্থ উপদেশ, বক্তৃতা)। বিণ. ~**মেয়াদী**—যাহার নির্দিষ্ট-কাল সুদীর্ঘ (দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বা পরিকল্পনা)। ~**রোমা** (-মন্)—(১) বিণ. লম্বা লোমযুক্ত। (২) বি. ভল্লুক। বিণ. ~**সূত্র**, ~**সূত্রী** (-ত্রিন্)—কার্য করিতে বিলম্ব করে এমন, অলস। বি. ~**সূত্রতা**। বিণ. **দীর্ঘাগ্র**—সম্মুখের দিক্ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ. **দীর্ঘায়ু, দীর্ঘায়ুঃ** (-য়ুস্)—দীর্ঘজীবী।

দীর্ঘিকা—বি. দীঘি, বৃহৎ পুষ্করিণী। [সং. দীর্ঘ + ক + আ]।

দীর্ণ—বিণ. বিদারিত (দীর্ণ-বিদীর্ণ), ভাঙ্গা ('যা কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার' : রবীন্দ্র) ; ফাটা ; ভীত। [সং. √দৃ + ত]।

দু-—দুই-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বি. ~**আনা**, ~**আনি**, **দোআনি**—(অধুনা অপ্র.) দুই আনা মূল্যের ভারতীয় মুদ্রাবিশেষ। বিণ. ~**এক**—অল্প, কিছু। বি. ~**কথা**—কিছু কথা ; কড়া কথা (দুকথা শুনিয়ে দেওয়া)। ~**খানা**, (আদরে) ~**খানি**, (প্রাদে.) ~**খান**—(১) বি. দুই খণ্ড। (২) বিণ. দুই খণ্ডে বিভক্ত ; অল্প কয়েক-খানা। বিণ. ~**গুণ**—দ্বিগুণ, ডবল। ~**চালা**,

দোচালা—(১) বি. দুই চালবিশিষ্ট ঘর। (২) বিণ. দুই চালবিশিষ্ট। বি. **~চোখ**—উভয় চক্ষু; দৃষ্টি। **দু-চোখের বিষ**—চক্ষুশূল, অতি অপ্রিয় (বস্তু প্রাণী বা বিষয়)। বিণ. সর্ব. **~টা,** (আদরে) **~টি,** (কথ্য) **~টো**—দুই সংখ্যক (বস্তু বা প্রাণী); অল্প কয়েকটা। বি. **~টানা, দোটানা**—দুই ভিন্ন দিকের বা ভিন্ন বস্তুর প্রতি মনের সমান টান বা আকর্ষণ। বিণ. **~তরফা, দোতরফা**—উভয়পক্ষীয়; উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনা হইয়াছে এমন বা উভয়পক্ষই অংশগ্রহণ করিয়াছে এমন (দুতরফা শুনানী)। বি.বিণ. **~তলা, ~তালা—দো-** দ্রঃ। **~তারা, দোতারা**—(১) বিণ. দুই তারযুক্ত। (২) বি. ঐরূপ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বিণ. **~ধারী, দোধারী**—দুই বা উভয় পার্শ্বস্থ। বি. **~ন**—(সঙ্গীতে) দ্রুত বা দ্বিগুণ বেগবিশিষ্ট তালে বাদন। বিণ. **~নম্বরী**—নিকৃষ্ট, মেকী (দুনম্বরী মাল); বে-আইনী বা দুর্নীতিপূর্ণ (দুনম্বরী কারবার বা বন্দোবস্ত)। **~নলা, ~নালা, দোনলা, দোনালা**—(১) বিণ. দুই নল বা চোঙ আছে এমন। (২) বি. দোনলা বন্দুক। বিণ. **~না, ~নো**—দ্বিগুণ, ডবল (দুনা দাম, 'উনো ভাতে দুনো বল')। বি. **~পাক**—দুই চক্র, দুইবার পরিবেষ্টন, অল্প কয়েকবার পরিবেষ্টন, কিছুক্ষণ যাবৎ ভ্রমণ। বিণ. **~পেয়ে, দোপেয়ে**—দুই পদবিশিষ্ট, দ্বিপদ। বিণ. **~ফলা, দো-** দ্রঃ। বি. **~ফাল, ~ফালি, দোফাল, দোফালি**—দুই খণ্ড। বিণ. **~ভাষী—দো-** দ্রঃ। বিণ. **~মনা, দোমনা**—দুই ভিন্ন বিষয়ে যাহার মন আকৃষ্ট; দ্বিধাগ্রস্ত: অস্থিরচিত্ত। বিণ. **~মুখো**—দুই মুখবিশিষ্ট (দুমুখো সাপ), দুইদিকে গতিবিশিষ্ট (দুমুখো পথ); দুরকম কথা বলে এমন (দুমুখো লোক)। বিণ. **~মুঠা,** (কথ্য) **~মুঠো**—দুইমুষ্টিপরিমাণ; অল্প কিছু। বিণ. **~মেটে, দোমেটে** (প্রতিমাদি সম্বন্ধে) দুইবার মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। বি **~য়ানি, দোয়ানি**—দুআনি-র বানানভেদ। ক্রি-বিণ. **~সন্ধ্যা**—দুই বেলা, দিনে ও রাত্রে। **~সুতি, ~সুতী, দোসুতি, দোসুতী**—(১) বি. ডবল সুতায় বোনা মোটা কাপড়। (২) বিণ. ডবল সুতায় বোনা হইয়াছে এমন। **দুহাত এক করা**—বিবাহ দেওয়া, অঞ্জলি করা।

দু-আনা, দু-আনি—**দু-** দ্রঃ।

দুই—(১) বি. ২ সংখ্যা; উভয় ব্যক্তি বা বস্তু (দুইই খারাপ)। (২) বিণ. ২ সংখ্যক, উভয় (দুই বন্ধুই)। [সং. দ্বি]। বিণ. **দুই-এক**—সামান্য অল্প কিছু কয়েকটি।

দু-এক—**দু** দ্রঃ।

দুও—**দুয়ো₂**-র বানানভেদ।

দুঃ- (দুর্, দুস্)—অব্য. দুষ্ট মন্দ নিষিদ্ধ দুঃখজনক প্রভৃতি অর্থসূচক উপসর্গ। [সং.]। **~শাসন**—(১) বি. পীড়নপূর্ণ শাসন; কু-শাসন; ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র। (২) বিণ. সহজে শাসন করা যায় না এমন; কু-শাসক। বিণ. **~শীল**—দুষ্ট বা অসৎ স্বভাববিশিষ্ট। বিণ. **~শ্রব**—অশ্রাব্য; শুনিলে মনে কষ্ট হয় এমন; আওয়াজের ক্ষীণতাহেতু শুনিতে পাওয়া শক্ত এমন। বি. **~সময়**—অসময়, অশুভ সময়; দুঃখের সময়। বিণ. **~সহ**—সহ্য করা কঠিন এমন; অসহ্য। বিণ. **~সাধ্য—কষ্ট**সাধ্য; অসাধ্য (দুঃসাধ্য সঙ্কল্প); যাহার প্রতিবিধান অসম্ভব, অচিকিৎস্য (দুঃসাধ্য ব্যাধি)। বি. **~সাহস**—অনুচিত বা অত্যধিক সাহস। বিণ. **~সাহসিক**—দুঃসাহসী, যাহা সম্পাদনের জন্য দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় এমন (দুঃসাহসিক অভিযান)। বি. **~সাহসিকতা**—অনুচিত সাহসের প্রবৃত্তি। বিণ. **~সাহসী** (-সিন্)—দুঃসাহসসম্পন্ন (দুঃসাহসী ডাকাত)। বিণ. **~স্থ, দুস্থ**—দরিদ্র দুরবস্থাপন্ন, (বিরল) দুঃখপীড়িত। বিণ. **~স্থিত, দুস্থিত**—দুঃখপীড়িত, (পদার্থ.) স্থির থাকে না এমন, unstable [বি. প.]। বি. **~স্থিতি, দুস্থিতি**। বিণ. **~স্পর্শ, দুস্পর্শ**—স্পর্শ করা কঠিন এমন। বি. **~স্বপ্ন**—অশুভ ঘটনার স্বপ্ন, কুস্বপ্ন।

দুঃখ—বি. কষ্ট, মর্মপীড়া (দুঃখ পাওয়া); ক্ষোভ (দুঃখ করা), দারিদ্র্য, বিপদ্ (দুঃখে পড়া)। [সং. √দুঃখ+অ (ভা)]। **দুঃখে দুঃখী**—সমব্যথী। **দুঃখের সাগর**—সীমাহীন দুঃখ, অশেষ দুঃখ। বিণ. **~কর, ~জনক, ~দ, ~দায়ক, ~দায়ী** (-য়িন্), **~প্রদ**—ক্লেশদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক। বিণ. (স্ত্রী.) **~দায়িনী**। বি. **~ধান্ধা**—কষ্ট ও কঠিন চেষ্টা। বিণ. **~ময়**—কষ্টপূর্ণ। বি **~বাদ**—মানবজীবন ও পৃথিবী কেবল দুঃখে ভরা: এই দার্শনিক মত, নৈরাশ্যবাদ। বিণ. **~হরণ, ~হারী** (-রিন্)—দুঃখদূরকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **~হরা, ~হারিণী**। বিণ. **দুঃখার্ত**—দুঃখপীড়িত। বিণ. **দুঃখিত**—দুঃখপ্রাপ্ত; ক্ষুণ্ণ; অনুতপ্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **দুঃখিতা**। বিণ. **দুঃখী** (-খিন্)—দুঃখিত, দুঃখভোগকারী, দীন, দরিদ্র। বিণ.(স্ত্রী.) **দুঃখিনী**।

দুঁদে, (বর্ত বিরল) **দুঁদিয়া**—বিণ. ঝানু, দুর্দান্ত, দুরন্ত। [সং. দ্বন্দ্ব>দুঁদ+বাং. ইয়া>এ]।

দুঁহ, দুঁহা, দুঁহুঁ, দোঁহা—সর্ব. (ব্রজ. ও প্রা. বাং. কাব্যে) উভয়, দুই, দুইজন ('দুঁহ-কোরে দুঁহ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া': চণ্ডী.)। [<সং. দ্বয়, দ্বৌ]। বিণ. **~কার**—দুইজনের, উভয়ের।

দুকুল—বি. দুই কুল বা বংশ: পিতৃকুল ও মাতৃকুল অথবা (বিবাহিতা নারীর) পিতৃকুল ও শ্বশুর-কুল। [সং. কুল=বংশ]।

দুকূল₁—বি. দুই তীর বা তট; (গৌণ অর্থে) ইহকাল ও পরকাল, সকল আশ্রয় (একূল-ওকূল দু'কূল গেল)। [সং. কূল=তীর বা তট]।

দুকূল₂—বি. রেশমী কাপড়; সূক্ষ্মবস্ত্র; শুভ্র বস্ত্র; ক্ষৌমবস্ত্র। [সং.]।

দুখ, দুখী, দুখিনী—যথাক্রমে দুঃখ, দুঃখী ও দুঃখিনী-র কোমল রূপ।

দুখান, দুখানা, দুখানি, দুগুণ—**দু-** দ্রঃ।

আদিতে দুঃ-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য দুঃ- দ্রঃ।

দুগ্ধ—বি. দুধ, পয়ঃ, ক্ষীর, স্তন্য। [সং. √দুহ্+ত (র্ম)]। বিণ. **~দা**—যে দুগ্ধ দেয়, পয়স্বিনী (দুগ্ধদা গাভী)। বিণ. **~পোষ্য**—দুগ্ধমাত্র পান করাইয়া পালন করিতে হয় এমন (দুগ্ধপোষ্য শিশু)। বিণ. **~ফেননিভ**—দুধের ফেনার ন্যায় অতি শুভ্র ও কোমল (দুগ্ধফেননিভ শয্যা)। বিণ. **~বতী**—দুগ্ধদান করে এমন, পয়স্বিনী।

দুড়দুড়, দুড়দাড়, দুড়্দুড়্, দুড়্দাড়্—অব্য. অতি দ্রুত ও উচ্চ পদশব্দ, মেঘগর্জন, ক্রমাগত প্রহারের শব্দ, ভয়াদি-হেতু বুকের মধ্যে অব্যক্ত কম্পনধ্বনি ইত্যাদি ব্যঞ্জক (বুক দুড়্দুড়্ করা, দুড়্দাড়্ শব্দে দরজা বন্ধ করা)।

দুড়ুম—অব্য. দড়াম অপেক্ষা মৃদু অথচ অধিকতর গম্ভীর আওয়াজ।

দুতরফা, দুতলা, দুতারা, দুতালা—দু- দ্রঃ।

দুৎ—ধুৎ-এর বানানভেদ।

দুত্তোর—ধুত্তোর-এর বানানভেদ।

দুদ্দাড়—দুড়্দাড়্-এর রূপভেদ।

দুধ—বি. দুগ্ধ; দুধের ন্যায় সাদা রস বা তরল পদার্থ (নারিকেলের দুধ)। [সং. দুগ্ধ]। ক্রি. **দুধ ছেঁড়া, দুধ কাটা, দুধ ছানা হওয়া**—অম্লাদির যোগে দুধ বিকৃত হওয়া। ক্রি. **দুধ তোলা**—শিশু কর্তৃক পানকরা দুগ্ধ বমন করিয়া দেওয়া। ক্রি. **দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা**—অতি মারাত্মক শত্রুকে চিনিতে না পারিয়া সাদরে পালন করা। ক্রি. **দুধে-ভাতে থাকা**—(আল.) সচ্ছল অবস্থায় বাস করা। ক্রি. **দুধের সাধ ঘোলে মেটান**—বাঞ্ছিত বস্তুর অভাব অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বস্তুদ্বারা মেটান। **দুধে-আলতা রঙ**—দুধে আলতা মিশাইলে যে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হয়। **দুধের ছেলে, দুধের বাচ্চা**—দুগ্ধপোষ্য শিশু। বি. **~কুসুম্ভা**—দুধে ঘোঁটা সিদ্ধির শরবত। বি. **~দাঁত, দুধে দাঁত**—শিশুর সর্বপ্রথম যে দুটি দাঁত ওঠে। বিণ. **~ল, দুধাল,** (চলিত) **দুধেল**—দুগ্ধবতী (দুধালো গাই)।

দুনি, দুনী—বি জলসেচনী, ডোঙ্গা। [<সং. দ্রোণী]।

দুনিয়া—বি. পৃথিবী, জগৎ (দুনিয়াশুদ্ধ লোক)। [ফা.]। বিণ. **~দার**—সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন, সংসারী, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ('শোন্ রে মালিক দুনিয়াদার': সুকান্ত)। বি. **~দারি**—সাংসারিক জ্ঞান; সংসারধর্ম; বিষয়বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি।

দুন্দুভি—বি. দামামাজাতীয় প্রাচীন ভারতীয় রণবাদ্যবিশেষ (দুন্দুভি-নিনাদ)। [সং.]।

দুপ, দুপ্—অব্য. সংবৃত ধপ্ আওয়াজ, ধুপ। অব্য. **~দাপ্**—ক্রমাগত দুপ-আওয়াজ; উচ্চ পদশব্দ।

দুপুর, দুপর, (প্রাদে.) **দুপোর**—বি. দ্বিপ্রহর (দিন বা রাত দুপুর); মধ্যাহ্ন। **দুপুরে ডাকাতি**—অসম্ভব বা অভাবিত দুষ্কর্ম। [সং. দ্বিপ্রহর]।

দুপেয়ে, দুফলা, দুফাল, দুফালি, দুভাষী—দু- দ্রঃ।

দুম, দুম্—অব্য. মৃদু দুড়ুম্ শব্দ। অব্য. **~দুম্, ~দাম**—ক্রমাগত দুম-শব্দ। ক্রি-বিণ. **দুমাদুম্**—ক্রমাগত আঘাত করা (দুমাদুম কিল মারা)।

দুমড়া—ক্রি. দুমড়ান। [দেশী]। **দুমড়ান, দুমড়ানো, দোমড়ানো**—(১) ক্রি. মোচড়ানো; বাঁকান; কোঁচকানো। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

দুমনা, দুমুখো, দুমুঠা, দুমুঠো, দুমেটে—দু- দ্রঃ।

দুম্বা—বি. ছোট লেজযুক্ত মোটা ভেড়াবিশেষ, গাড়ল। [ফা.]।

দুয়া—দুয়ো১ ও দুহা-র রূপভেদ।

দুয়ানি—দু- দ্রঃ।

দুয়ার, (কথ্য) **দুয়োর**—বি. দরজা ('দুয়ারে বসে আছি')। [সং. দ্বার]। বি. **দুয়ারী**—দৌবারিক, দ্বাররক্ষক। **দুয়ারে হাতি বাঁধা**—প্রচুর ঐশ্বর্য থাকা।

দুয়ো১—বিণ. ভাগ্যহীনা, স্বামীর অপ্রিয়া (দুয়োরানী)। [সং. দুর্ভগা]।

দুয়ো২—অব্য. লজ্জা দিবার জন্য ধিক্কারসূচক ধ্বনি (দুয়ো দেওয়া)। [দেশী]।

দুরজন—দুর্জন-এর কোমল রূপ।

দুরতিক্রমণ—বি. অতি কষ্টে পার হওয়া। [সং. দুর (দুঃখ কষ্ট নিন্দা ইত্যাদি অর্থে উপসর্গ)+অতিক্রমণ]। বিণ. **দুরতিক্রম, দুরতিক্রম্য, দুরতিক্রমণীয়**—অতিক্রম বা উত্তরণ করা কষ্টসাধ্য এমন, দুর্লঙ্ঘ্য, দুস্তর। বিণ. (স্ত্রী.) **দুরতিক্রম্যা, দুরতিক্রমণীয়া**।

দুরত্যয়—বিণ. দুরতিক্রম, দুর্লঙ্ঘ্য। [সং. দুর্+অত্যয় (=অতিক্রমণ)]।

দুরদুর—অব্য. ভয়াদিহেতু বুকের মধ্যে অব্যক্ত কম্পনধ্বনি (বুক দুরদুর করা)। [দেশী]। **দুরুদুরু**—(১) অব্য. (কাব্যে) দুরদুর-আওয়াজ। (২) ক্রি-বিণ. দুরদুর করিয়া ('হিয়া দুরুদুরু দুলিছে': রবীন্দ্র)।

দুরদৃষ্ট—(১) বি. দুর্ভাগ্য। (২) বিণ দুর্ভাগা। [সং. দুর্+অদৃষ্ট]।

দুরধিগম, দুরধিগম্য—বিণ. দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ, দুর্গম, দুষ্প্রবেশ্য; অতি কষ্টে যাহা আয়ত্ত করা যায় (দুরধিগম্য শাস্ত্র)। [সং. দুর্+অধিগম, অধিগম্য]। বিণ. (স্ত্রী.) **দুরধিগম্যা**। বি. **~তা**।

দুরধ্যয়—বিণ. দুষ্পাঠ্য, পড়া দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্+অধি+√ই+অ (র্ম)]।

দুরন্ত—বিণ. অশান্ত, দামাল (দুরন্ত শিশু); ভীষণ, (দুরন্ত সাহস), উগ্র (দুরন্ত ক্রোধ); প্রতিবিধান কষ্টসাধ্য এমন (দুরন্ত ব্যাধি); প্রচণ্ড তাপপূর্ণ (দুরন্ত রোদ); প্রবল (দুরন্ত ঝড়); দুরতিক্রমণীয় (দুরন্ত পথ)। [সং. দুর্+অন্ত]। বি. **~পনা**—দুরন্ত আচরণ, দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য।

দুরন্বয়—(১) বি. বাক্যের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতির অস্থানে প্রয়োগ বা বিন্যাস। (২) বিণ. অন্বয়-বিন্যাসযুক্ত; দুর্বোধ্য অন্বয় বা সম্বন্ধবিশিষ্ট। [সং. দুর্+অন্বয় (প্রাদি, বহু.)]।

দুরপনেয়—বিণ. সহজে মোচন বা দূর করা যায় না এমন (দুরপনেয় অপবাদ বা কলঙ্ক)। [সং. দুর্+অপনেয়]।

দুরবগম, দুরবগম্য—বিণ. দুরধিগম, দুজ্ঞে'য়। [সং. দুর্+অবগম, অবগম্য]। বিণ. (স্ত্রী.) **দুরবগম্যা**। বি. ~**তা**।

দুরবগাহ—বিণ. (যাহাতে) অবগাহন বা প্রবেশ করা কঠিন; অত্যন্ত জটিল (দুরবগাহ তত্ত্ব); দুর্গম। [সং. দুর্+অব+গাহ্+অ (র্ম)]।

দুরবস্থ—বিণ. দুর্দশাগ্রস্ত; দরিদ্র। [সং. দুর্+অবস্থা]। বি. **দুরবস্থা**—দুর্দশা, দারিদ্র্য।

দুরভিগ্রহ—বিণ. অতি কষ্টে গ্রহণযোগ্য; দুজ্ঞে'য়। [সং. দুর্+অভি+√গ্রহ+অ]।

দুরভিসন্ধি—বি. কু-মতলব, অসৎ উদ্দেশ্য। [সং. দুর্+অভিসন্ধি (=গুপ্ত অভিপ্রায়)]।

দুরমুশ—বি. (খোয়া সুরকি ইত্যাদি পিটিয়া বসাইবার মুষল; উক্ত মুষলদ্বারা পেটাই। [দেশী—তু. হি. দুর্মট]। ক্রি. **দুরমুশ করা**—দুরমুশ দ্বারা পিটান; (আল.) অত্যন্ত প্রহার করা।

দুরস্ত, দোরস্ত—বিণ. নিভু'ল, ঠিক, সংশোধিত (ভুল দুরস্ত করা); গোছাল, পরিপাটি, সুশৃঙ্খল (ধোপদুরস্ত, বেশবাস দুরস্ত করা); মাফিক, অনুযায়ী (কায়দাদুরস্ত); সমভূমি, চৌরস (পিটিয়ে দুরস্ত করা); শাসিত, দমিত (অবাধ্য ছেলেকে দুরস্ত করা)। [ফা. দুরস্ত্]।

দুরাকাঙ্ক্ষা—বি. দুরাশা, দুর্লভ বস্তু বা বিষয় লাভ করিবার বাসনা; অন্যায় বা অসৎ আশা। [সং. দুর্+আকাঙ্ক্ষা]। বিণ. **দুরাকাঙ্ক্ষ, দুরাকাঙ্ক্ষী** (-ক্ষিন্)—দুরাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন। বিণ. (স্ত্রী.) **দুরাকাঙ্ক্ষিণী**।

দুরাক্রম, দুরাক্রম্য—বিণ. আক্রমণ করা কঠিন এমন। [সং. দুর্+আক্রম, আক্রম্য]।

দুরাগ্রহ—(১) বি. অসৎ বা অসম্ভব ব্যাপারে আগ্রহ; অন্যায় জিদ; বৃথা চেষ্টা। (২) বিণ. ঐরূপ আগ্রহযুক্ত। [সং. দুর্+আগ্রহ]।

দুরাচরণীয়—বিণ. কৃচ্ছ্রসাধ্য, বহু কষ্টে পালনযোগ্য। [সং. দুর্+আচরণীয়]।

দুরাচার—(১) বিণ. দুর্বৃ'ত্ত, পাপিষ্ঠ, কদাচারী। (২) বি. অসৎ আচরণ, দুর্বৃ'ত্ততা; কদাচার। [সং. দুর্+আচার]। বিণ. (স্ত্রী.) **দুরাচারিণী**—পাপিষ্ঠা।

দুরাত্মা (-ত্মন্)—বিণ. পাপিষ্ঠ; দুঃশীল; দুর্বৃ'ত্ত; অত্যাচারী। [সং. দুর্+আত্মন্]।

দুরাধর্ষ—বিণ. দুর্ধর্ষ, দুর্দমনীয়। [সং. দুর্+আ+√ধৃষ্+ণিচ্+অ (র্ম)]।

দুরাপ—বিণ. দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। [সং. দুর্+√আপ্+অ (র্ম)]।

দুরারোগ্য—বিণ. আরোগ্য হওয়া দুঃসাধ্য এমন, দুশ্চিকিৎস্য। [সং. দুর্+আরোগ্য]।

দুরারোহ—বিণ. আরোহণ করা শক্ত এমন; অত্যন্ত উঁচু; দুর্গম। [সং. দুর্+আ+√রুহ্+অ (র্ম)]।

দুরালাপ—(১) বি. দুষ্ট বাক্য, গালি। (২) বিণ. কটুভাষী। [সং. দুর্+আলাপ]।

দুরাশয়—(১) বি. দুরভিসন্ধি, কু-মতলব। (২) বিণ. দুরভিসন্ধিযুক্ত। [সং. দুর্+আশয়]।

দুরাশা—বি. অন্যায় বা অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা; যাহা অলভ্য তাহা লাভের আশা। [সং. দুর্+আশা]।

দুরাসদ—বিণ. দুর্ধর্ষ; দুরভিগম্য; দুজ্ঞে'য়। [সং. দুর্+আ+√সদ্+অ]।

দুরি—বি. দুই-ফোঁটা-চিহ্নিত খেলিবার তাস। [বাং. দু (দুই)+রি (যুক্তার্থে)]।

দুরিত—(১) বি. পাপ; ক্ষতি। (২) বিণ. পাপিষ্ঠ। [সং. দুর্+ইত (গতি বা কার্য)—বহ., প্রাদি]।

দুরুক্তি—বি. কটুবাক্য। [সং. দুর্+উক্তি]।

দুরুচ্চার, দুরুচ্চার্য—বিণ. সহজে উচ্চারণ করা যায় না এমন; অশ্লীল, অকথ্য। [সং. দুর্+উচ্চার, উচ্চার্য]।

দুরুত্তর—(১) বি. অন্যায় বা কটু উত্তর। (২) বিণ. যাহার উত্তর দান কষ্টসাধ্য। দুস্তর যাহা উত্তীর্ণ হওয়া বা পার হওয়া দুঃসাধ্য [এখানে উত্তর=উত্তরণ (পার হওয়া)]।

দুরুদুরু—দুরদুর দ্রঃ।

দুরূহ—বিণ. কঠিন (দুরূহ প্রশ্ন বা সমস্যা), কষ্টসাধ্য; তর্কদ্বারা মীমাংসা করা কঠিন; দুজ্ঞে'য়; দুর্বোধ। [সং. দুর্+√উহ্+অ (র্ম)]।

দুরোদর—বি. জুয়ারী, পাশাখেলা। [সং.]।

দুর্‌দুর্—দুরদুর-এর বানানভেদ।

দুর্গ—বি. দুর্গম স্থান, যেখানে শত্রুর আগমন কষ্টকর এমন আশ্রয়, গড়, কেল্লা। [সং. দুর্+√গম্+অ (র্ম)]।

দুর্গত—বিণ. দুর্দশাগ্রস্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত; দরিদ্র, দুঃখী। [সং. দুর্+√গম্+ত (র্ক্ত)]।

দুর্গতি—বি. দুর্দশা, দুরবস্থা (দেশের বা সমাজের দুর্গতি); নিগ্রহ; (মৃত্যুর পরে) নরকে গতি; নরক। [সং. দুর্+গতি]।

দুর্গন্ধ—(১) বি. খারাপ গন্ধ। (২) বিণ. খারাপ গন্ধযুক্ত। [সং. দুর্+গন্ধ]। বিণ. **দুর্গন্ধী** (-ন্ধিন্)—দুর্গন্ধযুক্ত।

দুর্গপতি—বি. দুর্গের অধীশ্বর বা রক্ষক। [সং. দুর্গ+পতি]।

দুর্গম—বিণ. যেখানে অতিকষ্টে যাওয়া যায় (দুর্গম গিরি বা পথ); দুরধিগম্য; দুজ্ঞে'য়; দুর্বোধ্য। [সং. দুর্+√গম+অ (র্ম)]।

দুর্গা—বি. দুর্গতিনাশিনী দেবী, শিবপত্নী ভগবতী। [সং. দুর্+√গম্ বা গৈ+অ (র্ম)+আ]। বি. **দুর্গা-টুনটুনি**—ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

দুর্গেশ~১~—বি. দুর্গের অধীশ্বর বা রক্ষক। [সং. দুর্গ+ঈশ]।

দুর্গেশ~২~—বি. দুর্গাদেবীর পতি শিব। [সং. দুর্গা+ঈশ]।

দুর্গোৎসব—বি. দুর্গাপূজা-রূপ উৎসব বা দুর্গাপূজা-উপলক্ষে উৎসব। [সং. দুর্গা+উৎসব]।

দুর্গ্র'হ~১~—বি. অশুভ বা দুষ্ট গ্রহ। [সং. দুর্+গ্রহ্]।

দুর্গ্র'হ~২~—বিণ. গ্রহণ করা বা জানা কষ্টকর। [সং. দুর্+√গ্রহ্+অ (র্ম)]।

দুর্ঘট—বিণ. ঘটা বা পাওয়া শক্ত এমন, সচরাচর ঘটে না এমন; (কথ্য) দুষ্প্রাপ্য। [সং. দুর্+√ঘট্+অ (র্ম)]।

দুর্ঘটনা—বি. অমঙ্গলকর বা ক্ষতিকর ঘটনা; আকস্মিক বিপৎপাত। [সং. দুর্‌+ঘটনা]।

দুর্জন—(১) বি. দুষ্ট বা খল ব্যক্তি; দুরাত্মা; দুর্বৃত্ত লোক। (২) বিণ. (বাং.) দুষ্ট. খল, দুর্বৃত্ত (দুর্জন ব্যক্তি)। [সং. দুর্‌+জন]।

দুর্জয়—বিণ. জয় করা শক্ত এমন, অজেয়, অদম্য (দুর্জয় বাহুবল)। [সং. দুর্‌+ √জি+অ (র্ম)]।

দুর্জ্ঞেয়—বিণ. জানা শক্ত এমন, দুর্বোধ। [সং. দুর্‌+ √জ্ঞা+য (র্ম)]। বি. ~তা।

দুর্দম, দুর্দমনীয়, দুর্দম্য—বিণ. দমন করা শক্ত এমন, দুর্দান্ত, দুরন্ত। [সং. দুর্‌+ √দম্‌+অ, অনীয় য (র্ম;)]।

দুর্দশা—বি. দুরবস্থা. দুর্গতি, মন্দ অবস্থা। [সং. দুর+দশা]।

দুর্দান্ত—বি. দমন করা বা বশ মানানো শক্ত এমন, দুরন্ত। [সং. দুর্‌+ √দম্‌+ত]।

দুর্দিন—বি. অশুভ সময়. দুর্ভাগ্যের বা বিপদের দিন; প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দিন, ঝড়বৃষ্টিপূর্ণ দিন। [সং দুর্‌+দিন]।

দুর্দৈব—বি. অশুভ ভাগ্য, দুরদৃষ্ট; দুর্ঘটনা। [সং. দুর্‌+দৈব]।

দুর্ধর্ষ—বিণ. যাহার পরাজয় বা অনিষ্টসাধন করা কষ্টকর; দুর্জয়; দুঃসহ; প্রবল পরাক্রমশালী। [সং. দুর্‌+ √ধৃষ্‌(হিংসা)+অ (র্ম)]। বি. ~তা।

দুর্নাম—বি. বদনাম. অখ্যাতি। [সং. দুর্‌+নাম]।

দুর্নিবার, দুর্নিবার্য—বিণ. নিবারণ বা রোধ করা শক্ত এমন (দুর্নিবার বেগ বা শক্তি), দুর্বার। [সং. দুর্‌+নিবার, নিবার্য]।

দুর্নিমিত্ত—বি. কু-লক্ষণ. অমঙ্গলের চিহ্ন। [সং. দুর্‌+নিমিত্ত]।

দুর্নিরীক্ষ্য—বিণ. (যাহার প্রতি) দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্‌+নিরীক্ষ্য]।

দুর্নীত—(১) বিণ. রীতিনীতি ভাল নয় এমন; দুর্নীতি-পরায়ণ; দুঃশীল; অশিষ্ট। (২) বি দুষ্টনীতি. নিন্দনীয় রীতি। [সং. দুর্‌+নীত (নীতি)]।

দুর্নীতি—বি. কু-নীতি, কু-রীতি. ন্যায় ও ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। [সং. দুর্‌+নীতি]। বিণ. ~পরায়ণ—অসদাচারী. দুঃশীল. দুরাত্মা।

দুর্বচন—(১) বি. কটু অশিষ্ট বা উদ্ধত বাক্য, গালি। (২) বিণ. কটুভাষী. অপ্রিয়ভাষী, উদ্ধত বা অশিষ্ট বাক্য বলে এমন। [সং. দুর্‌+বচন]।

দুর্বৎসর—বি. অশুভ বৎসর; অজন্মা বা আকালের বৎসর। [সং. দুর্‌+বৎসর]।

দুর্বল—বিণ. হীনবল. শক্তিহীন; ক্ষীণ; রুগ্‌ণ। [সং. দুর+বল]। বি. ~তা, দৌর্বল্য।

দুর্বহ—বিণ. বহন করা দুঃসাধ্য এমন, গুরুভার (দুর্বহ বোঝা); অসহ্য (দুর্বহ জীবন)। [সং. দুর্‌+ √বহ্‌+অ (র্ম)]। বি.~তা।

দুর্বাক্‌ (-বাচ্‌)—বিণ. কটুভাষী বা অপ্রিয়ভাষী। [সং. দুর্‌+বাচ্‌]।

দুর্বাক্য—বি. কটু কথা; অশিষ্ট বাক্য; গালি। [সং. দুর্‌+বাক্য]। **দুর্বাচ্য**—বিণ. অকথ্য, দুরুচ্চার্য, কঠোর (দুর্বাচ্য শব্দ)। বি. অপ্রিয় বাক্য।

দুর্বার—বিণ. নিবারণ করা বা বাধা দেওয়া শক্ত এমন, দুর্নিবার, দুর্দমনীয় ('দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে')। [সং. দুর্‌+ √বৃ+ণিচ্‌+অ (র্ম)]।

দুর্বাসনা—বি. অপূরণীয় বা অত্যুগ্র বাসনা ('দুর্বাসনার ডোরে': রবীন্দ্র)। [সং. দুর্‌+বাসনা]।

দুর্বাসাঃ (-সস্‌), (চলিত) **দুর্বাসা**—(১) বিণ. কুৎসিত বসনধারী। (২) বি অত্যন্ত কোপনস্বভাব প্রসিদ্ধ মুনি। [সং. দুর্‌+বাসস্‌]।

দুর্বিনীত—বিণ. অবিনয়ী. উদ্ধত. অশিষ্ট, অভদ্র। [সং দুর্‌+বিনীত]।

দুর্বিনেয়—বিণ. বিনীত বা দমিত করা যায় না এমন। [সং. দুর্‌+বি+ √নী+য (র্ম)]।

দুর্বিপাক—বি. অশুভ পরিণাম; দৈব বিড়ম্বনা। বিণ. যাহার পরিণাম অশুভ। [সং. দুর্‌+বিপাক]।

দুর্বিষহ—বি. দুঃসহ. অসহ্য (দুর্বিষহ শোক. বেদনা)। [সং. দুর্‌+বি+ √সহ্‌+অ (র্ম)]। বি. ~তা।

দুর্বুদ্ধি—(১) বি. মন্দ বা অসৎ মতি, কুবুদ্ধি; মূর্খতা। (২) বিণ. মন্দবুদ্ধিযুক্ত। [সং. দুর্‌+বুদ্ধি]।

দুর্বৃত্ত—বিণ. দুশ্চরিত্র. দুষ্টস্বভাব. দুরাত্মা, উদ্ধত। [সং. দুর্‌+বৃত্ত (চরিত্র)]। বি. ~তা, দুর্বৃত্তি।

দুর্বোধ—বিণ. বোঝা শক্ত এমন. দুর্জ্ঞেয় (আমার কাছে দুর্বোধ নয়)। [সং. দুর্‌+ √বুধ্‌+অ (র্ম)]। বিণ. **দুর্বোধ্য**—বুঝিতে পারা শক্ত এমন।

দুর্ব্যবহার—বি. মন্দ বা অভদ্র আচরণ। [সং. দুর্‌+ব্যবহার]।

দুর্ভক্ষ্য—বিণ. খাওয়া কষ্টকর এমন। [সং দুর্‌+ভক্ষ্য]।

দুর্ভগ—বিণ. ভাগ্যহীন. দুর্ভাগা। [সং. দুর্‌+ভগ (ভাগ্য)]। বিণ.(স্ত্রী.) **দুর্ভগা**—মন্দভাগিনী, স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা. দুয়ো।

দুর্ভর—বিণ. দুর্বহ, গুরুভার, দুঃসহ। [সং. দুর্‌+ √ভৃ+অ (র্ম)]। বি. ~তা।

দুর্ভাগা—বিণ. অভাগা. হতভাগ্য। [সং. দুর্‌+ভাগ (=ভাগ্য)+বাং. (সমাসান্ত) আ (বহু.)]। বিণ. (স্ত্রী.) **দুর্ভাগিনী**।

দুর্ভাগ্য—(১) বি. কু-অদৃষ্ট. মন্দ ভাগ্য বা বরাত। (২) বিণ. দুর্ভাগা. হতভাগ্য। [সং. দুর্‌+ভাগ্য]।

দুর্ভাবনা—বি. দুশ্চিন্তা; অমঙ্গলের ভয়ে উৎকণ্ঠা; উদ্বেগ। [সং. দুর্‌+ভাবনা]। বিণ. ~গ্রস্ত—দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত, উদ্বিগ্ন।

দুর্ভিক্ষ—বি. অতি কষ্টে ভিক্ষা মেলে যে অবস্থায়; ব্যাপক খাদ্যাভাব, আকাল। [সং. দুর্‌+ভিক্ষা]।

দুর্ভেদ—বিণ. দুর্ভেদ্য ('দুর্ভেদ বাধা': রবীন্দ্র)। [সং. দুর্‌+ √ভিদ্‌+অ]।

দুর্ভেদ্য—বিণ. ভেদ করা শক্ত এমন (দুর্ভেদ্য রহস্য), দুষ্প্রবেশ; দুর্বোধ। [সং. দুর্‌+ভেদ্য]। বি. ~তা।

দুর্ভোগ—বি. দুর্গতি, লাঞ্ছনা, কষ্ট। [সং. দুর্‌+ভোগ]।

দুর্মতি—(১) বি. অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি। (২)। বিণ. মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট। [সং. দুর্ + মতি]।

দুর্মদ—বিণ. প্রমত্ত, দুর্দান্ত। [সং. দুর্ + √মদ্ + অ (র্তৃ)]।

দুর্মনাঃ (-নস্), (চলিত) **দুর্মনা**—বিণ. উদ্বিগ্নচিত্ত, দুর্ভাবনাগ্রস্ত। [সং. দুর্ + মনস্]। বিণ. **দুর্মনায়মান**—দুর্ভাবনা করিতেছে এমন।

দুর্মর—বিণ. কিছুতেই মত বদলায় না এমন ; পরিবর্তন-বিরোধী ; অতি সংরক্ষণশীল, die-hard [বি. প.]।

দুর্মুখ—(১) বিণ. কটুভাষী, অপ্রিয়ভাষী। (২) বি. (রামা.) রামচন্দ্রের গুপ্তচর। [সং. দুর্ + মুখ]।

দুর্মূল্য—বিণ. মহার্ঘ, আক্রা। [সং. দুর্ + মূল্য (বহু)]। বি. **~ভাতা, মহার্ঘভাতা**—সকল বস্তুর মূল্যবৃদ্ধি হেতু অতিরিক্ত বেতন, dearness allowance।

দুর্মেধাঃ (-ধস্), (চলিত) **দুর্মেধা**—বিণ. দুর্বল স্মরণশক্তি-বিশিষ্ট ; মন্দবুদ্ধি ; মূর্খ। [সং. দুর্ + মেধস্]।

দুর্যোগ—বি. ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাপূর্ণ সময় (দৈব দুর্যোগ), দুর্দিন, দুঃসময়। [সং. দুর্ + যোগ]।

দুর্যোধন—বি (মহা.) ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। [সং. দুর্ + √যুধ্ + অন (র্ম)]।

দুর্লক্ষণ—(১) বি. অশুভ লক্ষণ। (২) বিণ. অশুভলক্ষণ-যুক্ত। [সং. দুর্ + লক্ষণ]। বিণ. (স্ত্রী.) **দুর্লক্ষণা**।

দুর্লক্ষ্য—বিণ. লক্ষ্য করা বা দেখিতে পাওয়া শক্ত এমন। [সং. দুর্ + লক্ষ্য]।

দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য—বিণ. লঙ্ঘন করা বা ডিঙ্গান শক্ত এমন, দুরতিক্রম (দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর), পালন করা দুঃসাধ্য এমন। [সং দুর্ + লঙ্ঘ, লঙ্ঘ্য]।

দুর্লভ—বিণ. পাওয়া দুঃসাধ্য এমন, দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য। [সং. দুর্ + √লভ্ + অ (র্ম)]। বি. **~তা**।

দুল—বি. রমণীদের কানের গহনাবিশেষ। [বাং. √দুল্ (সং. √দুল্) + অ (র্তৃ)]।

দুলকি—বি. (ঘোড়া বা পালকির) দোলজনক মৃদু গমন-ভঙ্গি (দুলকি চাল)। [হি. দুলকী]।

দুলন, দোলন—বি. দোল খাওয়া ; আন্দোলিত হওয়া, ঝুলন। [দুলা দ্র:]।

দুলা, দোলা—(১) ক্রি. দোল খাওয়া ; আন্দোলিত হওয়া ; ঝোলা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √দুল্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. দোল দেওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

দুলাল—বি. স্নেহপাত্র ; আদরে প্রতিপালিত পুত্র। [তু. হি. দুলার (= স্নেহ)] ; বি.(স্ত্রী.) **দুলালী**।

দুলিচা—বি. ক্ষুদ্র গালিচা বা আসন। [দেশী]।

দুলুনি—বি. দুলন ; দোল। [দুলা দ্র:]।

দুলে—বি. পালকি ডুলি প্রভৃতির বাহক হিন্দু জাতি-বিশেষ। [দেশী]। বি.(স্ত্রী.) **~নী**।

দুশমন—(১) বি. শত্রু ; দুর্বৃত্ত। (২) বিণ. বিকট, ভয়ঙ্কর (দুশমন চেহারা)। [ফা.]। বি. **দুশমনি**—শত্রুতা ; দুর্বৃত্ততা।

দুশ্চর—বিণ. বিচরণের পক্ষে দুঃসাধ্য এমন, দুর্গম (দুশ্চর অরণ্য) ; আচরণ করা শক্ত এমন, কৃচ্ছ্রসাধ্য (দুশ্চর তপস্যা)। [সং. দুর্ + √চর্ + অ (র্ম)]।

দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত—(১) বিণ. দুষ্টস্বভাববিশিষ্ট। (২) বি. মন্দ স্বভাব। [সং. দুঃ + চরিত্র, চরিত (বহু. প্রাদি)]। বি. **~তা**।

দুশ্চিকিৎস্য—বিণ. দুরারোগ্য, যাহার চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। [সং. দুর্ + চিকিৎস্য]।

দুশ্চিন্তা—বি. দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা, মন্দ বা অশুভ চিন্তা। [সং. দুর্ + চিন্তা]। বিণ **~গ্রস্ত**—দুশ্চিন্তাকারী।

দুশ্চেষ্টা—বি. অসাধ্যসাধনের প্রয়াস, মিথ্যা বা অন্যায় চেষ্টা। [সং. দুর্ + চেষ্টা]। **দুশ্চেষ্টিত**—বি বিফল প্রয়াস, অসদাচরণ।

দুশ্ছেদ্য—বিণ. ছেদন করা দুঃসাধ্য এমন (দুশ্ছেদ্য স্নেহ-বন্ধন)। [সং. দুর্ + ছেদ্য]।

দুষমন, দুষমনি—যথাক্রমে দুশমন ও দুশমনি-র বর্জি. বানান।

দুষা—(১) ক্রি. দোষ দেওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √দুষ্ + বাং. আ]।

দুষ্কর—বিণ. দুঃসাধ্য (বলা বা বুঝা দুষ্কর)। [সং. দুর্ + √কৃ + অ (র্ম)]।

দুষ্কর্ম (-র্মন্)—বি. কুকর্ম, পাপ। [সং. দুর্ + কর্মন্ (প্রাদি)]।

দুষ্কর্মা (-র্মন্)—বিণ. কুকর্মকারী ; পাপাত্মা। [সং. দুর্ + কর্মন্ (বহু.)]।

দুষ্কার্য—বি. দুষ্কর্ম। [সং. দুর্ + কার্য]।

দুষ্কাল—বি. অশুভ সময়। [সং. দুর্ + কাল]।

দুষ্কুল—বি. হীন বা অসৎ বংশ। [সং. দুর্ + কুল]।

দুষ্কৃত—(১) বি দুষ্কর্ম ; পাপ। (২) বিণ. দুঃখে বা অন্যায়-ভাবে কৃত। [সং. দুর্ + কৃত]। বিণ. **দুষ্কৃতকারী** (-রিন্)—দুষ্কর্মকারী।

দুষ্কৃতি—বি. দুষ্কর্ম, পাপ ; দুর্ভাগ্য। [সং. দুর্ + কৃতি]।

দুষ্কৃতী (-তিন্)—বিণ. দুষ্কর্মকারী, পাপী। [সং. দুষ্কৃত + ইন্]।

দুষ্ক্রিয়া—বি. কুকর্ম, পাপ। [সং দুর্ + ক্রিয়া]। বিণ. **~ন্বিত**—পাপাচারী, কুকর্মরত।

দুষ্ট—বিণ. দোষযুক্ত, দূষিত (দুষ্টক্ষত) ; অসৎ, মন্দ (দুষ্ট-চরিত্র), অশুভ (দুষ্টগ্রহ) ; (বাং.) অশান্ত, দুরন্ত (দুষ্ট মেয়ে)। [সং. দুষ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **দুষ্টা**—কুচরিত্রা, ব্যভিচারিণী। বি. **~ক্ষুধা**—পেট ভরা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধাবোধ। বি. **~ব্রণ**—মারাত্মক ফোড়াবিশেষ। বিণ. **দুষ্টাশয়**—দুর্বৃত্ত।

দুষ্টামি—বি. চঞ্চলতা, অসদাচরণ ; দুরন্তপনা। [বাং. দুষ্ট + আমি]।

দুষ্টি—বি. দোষ (রক্তদুষ্টি)। [সং. √দুষ্ + তি (ভা)]।

দুষ্টু—বিণ. (আদরে) দুরন্ত। [দুষ্ট দ্র:]। বি. **~মি**—(আদরে) দুরন্তপনা।

দুষ্পাচ্য, দুষ্পচ—বিণ. হজম হওয়া দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্ + পাচ্য, পচ]। বি. **~তা**।

দুষ্প্রবৃত্তি—বি. অসৎ বিষয়ে রুচি বা প্রবৃত্তি। [সং. দুর্ + প্রবৃত্তি]।

দুষ্প্রবেশ্য, দুষ্প্রবেশ—বিণ. দুর্গম, দুরধিগম। [সং. দুর্ + প্রবেশ্য, প্রবেশ]।

দুষ্প্রাপ্য—বিণ. পাওয়া দুঃসাধ্য এমন, দুর্লভ। [সং. দুর্ + প্রাপ্য]। বি. ~**তা**।

দুসন্ধ্যা, দুস্মৃতি, দুস্মৃতী—দু দ্রঃ।

দুস্তর—বিণ. পার হওয়া দুঃসাধ্য এমন ('দুস্তর পারাবার')। [সং. দুর্ + √তৃ + অ (র্ম)]।

দুহা, দোহা, দোয়া—(১) ক্রি. দোহন করা। (২) বি. দোহন। [সং. √দুহ্]।

দুহাতিয়া—বিণ. দুইহাত-ওয়ালা; দুই হাত দিয়া হানা (দুহাতিয়া বাড়ি)। [বাং. দু (দুই) + হাত + ইয়া]।

দুহিতা (-তৃ)—বি. কন্যা, নন্দিনী। [সং. √দুহ্ + তৃ (র্তৃ)]।

দুহ্য—বি. দোহনের যোগ্য। [সং. √দুহ্ + য (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) ~**মানা**—যাহাকে দোহন করা হইতেছে।

দূত—বি. যে সংবাদ বহন করে, চর; (বর্ত.) প্রতিনিধি বা সংযোগরক্ষক (রাষ্ট্রদূত)। [সং. √দু + ত (র্তৃ)]।

দূতালি—বি. দূতের কাজ, দৌত্য। [সং. দূত + বাং. আলি]।

দূতী, দূতি, (বিরল) **দূতিকা**—বি. স্ত্রী-দূত, সংবাদবাহিকা; প্রণয়ি-প্রণয়িনীর মধ্যে সংবাদ-আদানপ্রদানকারিণী, কুট্টনী। [সং. দূত + ঈ; √দু + তি (র্তৃ), + ক + আ]।

দূতীয়ালি, দূতিয়ালি, দূতীগিরি, দূতিগিরি—বি. দূতীর কার্য। [সং. দূতী (-তি) + বাং. আলি, গিরি]।

দূর—(১) বি. ব্যবধান, অন্তর; নিকটে নহে এমন দেশ বা স্থান (দূর থেকে দেখা, দূরে যাওয়া)। (২) বিণ. অনিকট (দূরদেশ); ব্যাপক, গভীর (দূরদৃষ্টি); বিস্তৃত (দূরপথ); বিতাড়িত, বহিষ্কৃত (দেশ থেকে দূর করা); অপগত, দূরীভূত (দূর হওয়া বা করা)। (৩) অব্য. ঘৃণা লজ্জা বিরক্তি অবিশ্বাস অসম্মতি প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক (দূর ছাই, দূর-দূর)। [দুর্ (=দুঃখে, কষ্টে) + ই (গমনে) + র (র্ম)]। ক্রি. **দূর করা**—অপনীত বিতাড়িত বা বহিষ্কৃত করা (ময়লা দূর করা, কুসংস্কার দূর করা); আরোগ্য করা, ঘোচান (রোগ দূর করা)। বিণ. ~**গ, ~গামী** (-মিন্)—দূরে গমনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**গামিনী**। ক্রি. **দূর-ছাই করা**—অবজ্ঞা করা। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**তঃ** (তস্)—দূর হইতে। বি. ~**তা, ~ত্ব**—ব্যবধান, পার্থক্য। বি. ~**দর্শন**—দূর হইতে নিরীক্ষণ; যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে দূরের বস্তু বা ক্রিয়াকলাপ দেখিতে পারা যায়, television; পরিণাম-দর্শন, দূরদৃষ্টি। বিণ. ~**দর্শী** (-র্শিন্)—পরিণামদর্শী; বিচক্ষণ; যাহার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি আছে। বি. ~**দর্শিতা**। অব্য. **দূর-দূর**—(বিতাড়নসূচক উক্তি) দূর হ; ছি-ছি। বি. ~**দৃষ্টি**—ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি। বিণ. ~**বর্তী** (-র্তিন্)—দূরে অবস্থিত, দূরস্থ। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বর্তিনী**। বি. ~**বর্তিতা**। বি. ~**বীক্ষণ, ~বীন**—দূরবর্তী বস্তু স্পষ্টভাবে দেখিবার যন্ত্রবিশেষ, telescope। বি. ~**ভাষ**—যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী স্থান হইতে কথা বলা ও শোনা যায়, telephone। বিণ. ~**শ্রুত**—দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া শোনা যাইতেছে এমন। বিণ. ~**স্থ, ~স্থিত** দূরবর্তী। অব্য. **দূর হউক**—বিরক্তি-প্রকাশক উক্তি। **দূর হক ছাই**—বিরক্তি উপেক্ষা ঔদাসীন্য প্রভৃতির ভাবসূচক উক্তি। ক্রি-বিণ. ~**হি**—(ব্রজ.) দূরে। বিণ. **দূরাগত**—দূর হইতে আগমনকারী বা আগত। বি. ~**দূরান্ত** বহুদূরবর্তী স্থান। বি. **দূরান্তর**—বহুদূরব্যাপী ব্যবধান (দূর-দূরান্তরে)। বি. **দূরীকরণ**—বিতাড়ন, অপসারণ; মোচন; বহিষ্করণ। বিণ. **দূরীকৃত**—বিতাড়িত; অপসারিত; মোচিত; বহিষ্কৃত। বি. **দূরীভবন**—অপসরণ, বিতাড়িত হওয়া; বহিষ্কৃত হওয়া। বিণ. **দূরীভূত**—অপসৃত; বিতাড়িত; বহিষ্কৃত।

দূরেক্ষণ—বি. **দূরদর্শন** দ্রঃ। [সং. দূর + ঈক্ষণ]।

দূর্বা—বি. ঘাসবিশেষ। [সং.]। বি. ~**দল**—দূর্বাঘাসের পাতা। বিণ. ~**দলশ্যাম**—দূর্বাঘাসের পাতার ন্যায় শ্যামবর্ণযুক্ত। বি. ~**ষ্টমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী।

দূষক—বিণ. দোষদায়ক; নিন্দাকারী। [সং. √দুষ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

দূষণ—(১) বি. দোষারোপ; অপবিত্রকরণ; কলুষ-সৃষ্টি (পরিবেশ-দূষণ); রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ, খরের ভ্রাতা। (২) বিণ. দূষক। [সং. √দুষ্ + ণিচ্ + অন]। বিণ. **দূষণীয়, দূষ্য**—দোষারোপযোগ্য, নিন্দনীয় (বাল্যবিবাহ সর্বত্র দূষণীয় নয়)। বি. **দূষয়িতা** (-তৃ)—দূষক, দোষারোপকারী। বিণ. **দূষিত**—দোষযুক্ত; কলুষিত, অপবিত্র (দূষিত বায়ু, চরিত্র)।

দৃক্ (-শ্)—বি. চক্ষু; দৃষ্টি; জ্ঞান। [সং. √দৃশ্ + ক্বিপ্]। বি. ~**পাত**—দৃষ্টিনিক্ষেপ, ভ্রূক্ষেপ (পরের দুঃখে দৃক্‌পাত করে না)।

দৃঢ়—বিণ. শক্ত, কঠিন, মজবুত, পোক্ত (দৃঢ়ভিত্তি); কঠোর (দৃঢ়হস্তে শাসন); আঁট (দৃঢ়সম্বন্ধ); বলিষ্ঠ (দৃঢ়দেহ); স্থির, অটল, অবিচলিত (দৃঢ়সংকল্প, দৃঢ়চিত্ত); গভীর (দৃঢ়ভক্তি); অকম্পিত (দৃঢ়স্বর)। [সং. √দৃহ্ + ত (র্তৃ)]। বি. ~**তা**। বিণ. ~**নিশ্চয়**—স্থিরসিদ্ধান্ত, সুনিশ্চিত। বিণ. ~**ব্রত**—কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হয় না এমন; কঠোর অধ্যবসায়যুক্ত। বিণ. ~**মুষ্টি**—আঁট অর্থাৎ সহজে শিথিল হয় না এমন মুষ্টিবিশিষ্ট; (আল.) কৃপণ। বিণ. ~**সন্ধ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বি. **দৃঢ়ীকরণ**—শক্ত বা পোক্ত করা; সুপ্রতিষ্ঠ করা। বিণ. **দৃঢ়ীকৃত**। বি. **দৃঢ়ীভবন**—শক্ত বা কঠিন হওয়া; জমাট বাঁধা; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। বিণ. **দৃঢ়ীভূত**।

দৃপ্ত, দৃপ্র—বিণ দর্পযুক্ত, গর্বিত; উদ্ধত; তেজঃপূর্ণ। [সং. √দৃপ্ + ত, র (র্তৃ)]।

দৃশ্য—(১) বি. দর্শনযোগ্য বা দৃশ্যমান বস্তু বা বিষয় (এ দৃশ্য দেখা যায় না, ভীষণ দৃশ্য); নাটকের অঙ্কান্তর্গত ভাগ বা পরিচ্ছেদ (প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য); নাট্যোল্লিখিত পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী অভিনয়-মঞ্চের সজ্জা, scene। (২) বিণ. দর্শনীয়; (অভিনয়) দেখিতে হয় এমন (দৃশ্যকাব্য), প্রকাশ্য (দৃশ্যতঃ)। [সং. √দৃশ্ + য

(র্ম)]। বি. ~কাব্য—কাব্য বা রসাত্মক রচনার শ্রেণী-বিশেষ, প্রধানতঃ নাটক (অভিনয়-দর্শনে উহার রস-সম্ভোগ হয় বলিয়া নাটকের এই নাম)। অব্য. ~তঃ—আপাতদৃষ্টিতে (দৃশ্যতঃ স্থির, সুন্দর)। বি. ~পট—থিয়েটারের সীন বা চিত্রপট (scene)। বিণ. ~মান—দৃষ্ট হইতেছে এমন (সর্বসমক্ষে দৃশ্যমান, দৃশ্যমান জগৎ)। বি. ~সঙ্গীত, ~সংগীত—নৃত্য।

দৃষ্ট—বিণ. দেখা গিয়াছে এমন, লক্ষিত। বি. দৃষ্টি (এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা)। [সং. √দৃশ্+ত (র্ম)]। বিণ. ~চর, ~পূর্ব—পূর্বে দেখা গিয়াছে এমন। বিণ. দৃষ্টা-দৃষ্ট—(যাহা) দেখা গিয়াছে এবং (যাহা) দেখা যায় নাই এমন; আংশিক দেখা যায় এবং আংশিক দেখা যায় না এমন; ব্যক্ত ও অব্যক্ত।

দৃষ্টান্ত—বি. উদাহরণ, প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন; নজির, উপমান; (অল.) কোন বিষয়ের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য সদৃশ বিষয়ের উল্লেখ ও বর্ণনা। [সং. দৃষ্ট+অন্ত]। বি. ~স্থল—উদাহরণ বা নজিরস্বরূপ ব্যবহৃত হইবার যোগ্য বিষয়।

দৃষ্টি—বি. দর্শন, অবলোকন; জ্ঞান, বোধ (স্থূলদৃষ্টি); চক্ষু; দর্শনের শক্তি (দৃষ্টিহীন), নজর, লক্ষ্য (দৃষ্টি রাখা); কুনজর (দৃষ্টি দেওয়া)। [সং. √দৃশ্+তি]। বিণ. ~কৃপণ—বেশি খরচ করিতে বা দান করিতে অনিচ্ছুক, ছোট-নজরওয়ালা। বি. ~কোণ—সূক্ষ্ম-ভাবে দেখিবার দিক (বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার)। বি. ~ক্ষুধা—(প্রকৃত) ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও ভোজ্যবস্তু দেখামাত্র খাওয়ার লোভ। বিণ. ~গোচর—দেখা যায় এমন। বিণ. ~নন্দন—যাহা দেখিলে আনন্দ লাভ হয়। বি. ~পথ—যত দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বি. ~পাত—দৃষ্টিনিক্ষেপ, অবলোকন। বি. ~ভঙ্গি—দেখিবার রীতি বা ধরন (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি)।

দে$_১$—দিয়া-র প্রাদে সংক্ষিপ্ত রূপ (যাবে কোন্‌খান দে ?)।

দে$_২$—বি. (প্রা. কাব্যে) শরীর (গৌর নহিত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতু দে' বা. যো.)। [সং. দেহ]।

দে$_৩$—অনু-ক্রি. প্রদান কর। [বাং. √দি]।

দেইজি, দেইজী—বি. জ্ঞাতি। [সং. দায়াদ]।

দেউটি—বি. প্রদীপ ('একে একে নিভিছে দেউটি', মধু.)। [সং দীপবর্তিকা]।

দেউড়ি—বি. প্রধান প্রবেশদ্বার, তোরণ, ফটক। [সং. দেহলী]।

দেউল—বি. মন্দির, দেবালয়। [<সং. দেবকুল (কুল= গৃহ)]।

দেউলিয়া, (কথ্য.) দেউলে—বিণ. নিঃস্ব; ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ। [সং. দেবকুলিক]।

দেওয়া—(১) ক্রি. প্রদান করা (টাকা দেওয়া); দান বা বিতরণ করা (ভিক্ষা বা বর দেওয়া); যোগান (ভাত-কাপড় দেওয়া); বিবাহাদিতে সম্প্রদান করা (মেয়ে দেওয়া); বিসর্জন করা (প্রাণ দেওয়া), সিঞ্চন বা মিশ্রণ করা (গাছে বা দুধে জল দেওয়া), আরোপ করা (নাম উপাধি বা বদনাম দেওয়া); স্থাপন করা (ভর বা ঠেস দেওয়া, রোদে দেওয়া, পথে কাঁটা দেওয়া); প্রতিষ্ঠা করা (স্কুল বা মন্দির দেওয়া); নির্মাণ করা (বেড়া দেওয়া); অঙ্গে ধারণ করা, পরা (পায়ে জুতা মাথায় ছাতা বা চোখে চশমা দেওয়া); উৎসর্গ করা (অর্ঘ্য পূজা বা বলি দেওয়া); উৎপাদন করা (গাছে ফল দেওয়া); প্রয়োগ করা (গানে সুর, ছবিতে রঙ, ঘরে ঝাঁট, উনানে আগুন, ঔষধ, মার, ঘুষি গালি, উদাহরণ, বাধা বা মনোযোগ দেওয়া); নিক্ষেপ করা (জলে দেওয়া দৃষ্টি দেওয়া); সংলগ্ন বা স্পৃষ্ট করা (হাত বা পা দেওয়া), আটকানো, বন্ধ করা (খিল বা দুয়ার দেওয়া); ন্যস্ত করা (দায়িত্ব বা ভার দেওয়া), লেপা বা আঁকা (কমা বা তারিখ দেওয়া ফোঁটা দেওয়া), প্রেরণ করা (চিঠি ডাকে দেওয়া, ছেলেকে স্কুলে দেওয়া); নিযুক্ত করা (কাজে দেওয়া); জ্ঞাপন করা (সংবাদ বা পরিচয় দেওয়া); মঞ্জুর করা (ছুটি দেওয়া), অনুমতি দেওয়া, বাধা না দেওয়া (শুনিতে, ঘুমাতে দেওয়া), বপন করা (জমিতে বীজ দেওয়া), ঢোকান (গলায় আঙুল দেওয়া); রাখা (বাদ দেওয়া); ক্ষমতা বা যোগ্যতা দেখান (পরীক্ষা দেওয়া); মিলানো (তালে তাল দেওয়া); অনুষ্ঠান বা নির্বাহ করা (ছেলের অন্নপ্রাশন বা ভাত দেওয়া, বিবাহ দেওয়া); ক্রিয়া শেষ করা (ছাড়িয়া দেওয়া, ফেলিয়া দেওয়া)। (২) বিণ. উক্ত সকল অর্থে; প্রদত্ত, অর্পিত ('মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়')। (৩) বি. উক্ত সকল অর্থে; দান বা দত্ত সামগ্রী (দেওয়া-থোওয়া)। [সং. √দা]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা প্রদান করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

দেওয়ান—বি. রাজস্বমন্ত্রী, খাজাঞ্চি রাজসভা, মন্ত্রণা-সভা, মন্ত্রি-পরিষদ। [ফা. দীবান্]। বি. দেওয়ান-ই-আম—লোকসভা, সাধারণ রাজদরবার। বি. দেওয়ান-ই-খাস—মন্ত্রিসভা। দেওয়ানি, দেওয়ানী—(১) বি বৃত্তি, কর্তব্য বা অধিকার। (২) বিণ. বিষয়াদির দাবি বা অধিকার সম্বন্ধীয়, অপরাধমূলক ঘটনা সম্বন্ধীয় নহে এমন, civil (দেওয়ানী মকদ্দমা বা আদালত)।

দেওয়ানা—বিণ. বি. বিবাগী, উদাসী, পাগল, ভাবোন্মত্ত। [ফা. দিবানা, হি দীবানা]।

দেওয়াল, দেয়াল বি. প্রাচীর-গাত্র (দেওয়ালে টাঙান)। [ফা দীৱার]। বি. ~গিরি—যে প্রদীপ প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন করিয়া ঝুলাইয়া রাখা যায়। বি. দেওয়াল-ঘড়ি—ঘড়ি দ্রঃ।

দেওয়ালি, দেওয়ালী—বি. দীপালী, দীপান্বিতা। [সং. দীপাবলী, দীপালি]। দেওয়ালি পোকা—দেওয়ালির সময়ে আলোতে পড়িয়া পুড়িয়া মরে এরূপ পতঙ্গবিশেষ।

দেওর—বি. স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. দেবর]। বি. ~ঝি—দেবরের কন্যা। বি. ~পো—দেবরের পুত্র।

দেঁতো—বিণ. দাঁতাল, দন্তবিকাশকারী; (অল.) আন্তরিকতাশূন্য (দেঁতো হাসি)। [বাং. দাঁত+উয়া <ও]।

দেক—দিক্$_1$-এর উচ্চারণভেদ।

দেখ—(১) অনু-ক্রি. দর্শন কর। (২) অব্য. মনোযোগ-আকর্ষণ ভয়-প্রদর্শন সতর্কীকরণ সম্বোধন ইত্যাদি অর্থসূচক (দেখ, গল্পটা শোন ; দেখ, ব্যাপারটা সহজ নয়)। [**দেখা** দ্রঃ]।

দেখতা—(১) বিণ. দৃষ্ট ; সমক্ষে সঙ্ঘটিত (আমাদের দেখতা ব্যাপার)। (২) ক্রি-বিণ. দৃষ্টির সমক্ষে, সমকালে (আমার দেখতা সে বড়লোক হল)। [**দেখা** দ্রঃ]।

দেখন—বি. দর্শন। [**দেখা** দ্রঃ]। **~হাসি**—(১) বিণ. দেখা হইলেই হাসে এমন ; দেখিলেই প্রীতির হাসি উদ্রিক্ত করে এমন। (২) বি. ঐরূপ হাস্যময়ী সখী।

দেখা—(১) ক্রি. দর্শন করা (মুখ দেখা, চাঁদ দেখা), তাকানো (এদিকে দেখ) ; অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা (দেখে শেখা) ; চিন্তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করা (অবস্থা দেখা, রোগী দেখা, নাড়ী দেখা, লড়াইয়ের গতি দেখা) ; তত্ত্বাবধান বা সেবা-শুশ্রূষা করা (অসময়ে কেউ কাউকে দেখে না) ; উপভোগ করা (মজা দেখা, থিয়েটার দেখা) ; খুঁজিয়া বাহির করা (চাকরি দেখা, বাড়ি দেখা) ; পাঠ করা (দলিলটা দেখ ত) ; বোধ করা (ছেলেটা দেখছি উচ্ছন্নে গেছে), চেষ্টা করা (আর দেখে লাভ নেই—এ রোগ সারবে না) ; বিচার-বিবেচনা করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া (ভাবিয়া দেখা) ; অবলম্বন বা অনুসরণ করা (নিজের নিজের পথ দেখা) ; অপেক্ষা করা (আর একটু দেখি) ; সাবধান হওয়া (দেখো যেন ভুল না হয়)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে ; বিশেষতঃ—দর্শন, সাক্ষাৎ (দেখা দেওয়া বা পাওয়া)। (৩) বিণ. দৃষ্ট (দেখা জিনিস)। [সং. √দৃশ্ + বাং. আ]। ক্রি. **দেখাইয়া দেওয়া**—শিখান, বাতলান ; (গ্রা.) জব্দ করা (আমি দেখে নেব)। **~দেখি**—(১) বি. পরস্পর নিরীক্ষণ বা সাক্ষাৎকার, অন্যায়ভাবে পরস্পরের খাতা দেখিয়া নকল করা। (২) ক্রি-বিণ. অনুকরণপূর্বক (তোমার দেখাদেখি আমিও যাচ্ছি)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. প্রদর্শন করা, দৃষ্ট করান। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে (লোক-দেখানো)। বি. **~শুনা**—তত্ত্বাবধান, অভিভাবকতা। বি. **~সাক্ষাৎ**—পরস্পর সাক্ষাৎ ও খবরাখবরের আদানপ্রদান। **চোখের দেখা**—দর্শনমাত্র—কোনরূপ আলাপ নহে ; বাহ্য দর্শন। ক্রি-বিণ. **দেখিতে দেখিতে**—নিমেষের মধ্যে, অতি দ্রুত।

দেড়—বিণ. এক ও আধ (দেড় দিন ছুটি)। [সং. দ্ব্যর্ধ]। বিণ. **দেড়া**—দেড়গুণ (দেড়া ভাড়া)।

দেড়ে, দেড়েল—**দাড়ি** দ্রঃ।

দেদার—বিণ. প্রচুর, বিস্তর। [ফা. দীদার্]।

দেদীপ্যমান—বিণ. অতিশয় দীপ্তি লইয়া জ্বলিতেছে এমন, জাজ্বল্যমান। [সং. √দীপ্ + যঙ্ + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

দেদো—বিণ. দাদরোগাক্রান্ত। [বাং. দাদ + উয়া > ও]।

দেধান—বি. শস্যবিশেষ, জোয়ার। [সং. দেবধান্য]।

দেনদার—**দেনা** দ্রঃ।

দেনমোহর—বি. মুসলমানদের বিবাহকালে স্বামিকর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় যৌতুক। [আ. দয়ন্‌মোহ্‌র্]।

দেনা—বি. কর্জ, ধার (দেনা-শোধ) ; দেয় অর্থ ; (অর্থাদি) প্রদান (লেনদেন)। [আ. দয়েন্]। বি. বিণ. **~দার, দেনদার**—ঋণী, খাতক। বি. **দেনা-পাওনা**—দেয় ও প্রাপ্য অর্থ।

দেনো—বিণ. দানের যোগ্য ; ক্রিয়াকর্মে দানে প্রাপ্ত বা প্রদত্ত, সাধারণতঃ অবজ্ঞাসূচক (দেনো গামছা)। [বাং. দান + উয়া > ও]।

দেব—বি. ঈশ্বর ; পুরুষ-দেবতা ; রাজা প্রভু গুরুজন ব্রাহ্মণ বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্বোধন বা উল্লেখকালে তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য শব্দ (পিতৃদেব, গুরুদেব, পরমহংসদেব) ; ব্রাহ্মণ বা রাজার উপাধিবিশেষ (দেবশর্মা) ; প্রধান বা শ্রেষ্ঠজন (ভূদেব, নরদেব)। [সং. √দিব্ + অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **দেবী** দ্রঃ। বি. **~কাষ্ঠ**—দেবদারু-গাছ। বি. **~কুল**—মন্দির, দেবালয় ; দেবগণ ; দেবতাদের গোষ্ঠী। বি. **~খাত**—কোন মনুষ্য খনন করে নাই এরূপ স্বাভাবিক জলাশয়, হ্রদ। বি. **~গুরু**—বৃহস্পতি। বি. **~গৃহ**—দেবালয়, মন্দির। বি. **~তরু**—মন্দার পারিজাত সন্তান কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন : স্বর্গের এই পঞ্চবৃক্ষ। বি. **~তা**—দেব বা দেবী (মূলতঃ স্ত্রীলিঙ্গ—বাঙ্গালায় উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত)। বি. **~ত্ব**—দেবতার ধর্ম গুণ অবস্থা বা ঐশ্বর্য। **~ত্র, দেবোত্তর**—(১) বিণ. দেবসেবার নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত (দেবত্র সম্পত্তি)। (২) বি. ঐরূপ সম্পত্তি। বিণ. **~দত্ত**—ঈশ্বরদত্ত ; দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত ; সংস্কৃতে ব্যাকরণাদি গ্রন্থে উদাহরণরূপে ব্যবহৃত নামবিশেষ ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের শঙ্খের নাম। বি. **~দর্শন**—মন্দিরমধ্যে বা পূজাস্থলে দেবতার প্রতিমাদর্শন। বি. **~দারু**—বৃক্ষবিশেষ। বি. **~দাসী**—দেবমন্দিরের নর্তকী বা পরিচারিকা। বিণ. **~দুর্লভ**—দেবতাগণের পক্ষেও দুষ্প্রাপ্য এমন। বি. **~দূত**—স্বর্গীয় দূত, ঈশ্বর বা দেবতাগণ কর্তৃক প্রেরিত দূত। বি. **~দেব**—শ্রেষ্ঠ দেবতা ; মহাদেব ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু। **~দ্বেষী** (-ষিন্)—(১) বিণ. দেবগণের হিংসাকারী। (২) বি. অসুর। বি. **~ধান্য**—জোয়ার, দেধান। বি. **~ধূপ**—গুগগুল। বি. **~নাগর, ~নাগরী**—যে অক্ষরে হিন্দী প্রভৃতি ভাষা লেখা হয়, নাগরী। বি. **~পতি**—ইন্দ্র। বি. **~পশু**—বলির পশু। বি. **~পুরী**—অমরাবতী, স্বর্গ, ইন্দ্রালয় ; (আল.) অতি সুন্দর ভবন। বি. **~প্রতিষ্ঠা**—দেবমন্দির ও তাহাতে দেবমূর্তি স্থাপন। বি. **~বাক্য, ~বাণী**—দৈববাণী। বি. **~ব্রত**—ভীষ্ম। বি. **~ভাষা**—সংস্কৃত ভাষা। বি. **~ভূমি**—স্বর্গ ; হিমালয় ; পবিত্রস্থান ; (আল.) স্বর্গতুল্য সুন্দর স্থান। বি. **~মাতা** (-তৃ)—কশ্যপপত্নী অদিতি। বিণ. **~মাতৃক**—(দেশাদি সম্বন্ধে) ইন্দ্রদেব অর্থাৎ তৎসৃষ্ট মেঘ কর্তৃক মাতৃরূপে পালিত ; বৃষ্টিজলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় এমন। বি. **~মায়া**—অবিদ্যা, অজ্ঞান ; পার্থিব মোহ। বি. **~যান**—দিব্যরথ, ব্যোমযান ; জ্ঞানিগণের স্বর্গগমনের পথ। বি. **~যানী**—শুক্রাচার্যের

কন্যা ও রাজা যযাতির পত্নী। বি. ~যোনি—ভূত-প্রেতাদি উপদেবতা। বি. ~রথ—দেবযান ; সূর্যরথ। বি. ~রাজ—ইন্দ্র। বি. ~র্ষি—দেবতা হইয়াও মন্ত্রদর্শী ঋষি (যেমন, নারদ)। বি. ~ল—নিত্যসেবার নিরত পূজা-ব্যবসায়ী ; পূজারী ব্রাহ্মণ। বি. ~লোক—অমরাবতী, স্বর্গ। বি. ~শত্রু—অসুর, দৈত্য। বি. ~শর্মা (-র্মন্)—ব্রাহ্মণদের সাধারণ উপাধি। বি. ~শিল্পী (-ল্পিন্)—বিশ্বকর্মা। বি. ~সেনা—দেবতাদের সৈন্য ; কার্তিকেয়পত্নী। বি. ~সেনাপতি—কার্তিকেয়। বি. ~স্ব—দেবত্র ; দেবতার প্রাপ্য বা সম্পত্তি।

দেবকী, দৈবকী—বি. বসুদেবের পত্নী, কৃষ্ণের মাতা। [সং. দেবক + অ + ঈ]।

দেবর—বি. দেওর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. √দেব্ + অর (র্তৃ)]।

দেবা—বি. (ব্যঙ্গে) স্বামী, পুরুষ ('যেমন দেবা তেমনি দেবী' : দীন.)। [সং. দেব + বাং. আ (তুচ্ছার্থে)]।

দেবাত্মা (-ত্মন্), দেবতাত্মা—বিণ. দেবতাস্বরূপ, দেবতাতুল্য, দেবতার ন্যায় মহৎ চিত্তবৃত্তিযুক্ত, পবিত্র। [সং. দেব + আত্মন্]।

দেবাদিদেব—বি. সর্বপ্রধান দেবতা, মহাদেব ; বিষ্ণু ; ব্রহ্মা। [সং দেব + আদিদেব]।

দেবাদেশ—বি. দেবতার নির্দেশ, স্বর্গীয় বা দৈব প্রেরণা। [সং. দেব + আদেশ]।

দেবারি—বি. দেবতাদের শত্রু ; দৈত্য, অসুর। [সং. দেব + অরি]।

দেবালয়, দেবায়তন—বি. দেবমন্দির। [সং. দেব + আলয়, আয়তন]।

দেবাশ্রিত—বিণ. দেবরক্ষিত, দেবতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বা আশ্রিত। [সং. দেব + আশ্রিত]।

দেবী—বি. দেব-এর স্ত্রীলিঙ্গ, দুর্গা, ভগবতী, পরমেশ্বরী, আদ্যা শক্তি ; মহিলাদের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যাদিগের নাম বা সম্পর্ক-উল্লেখের পরে প্রযোজ্য সম্মানসূচক শব্দ (মাতৃদেবী, বাসন্তীদেবী ইত্যাদি)। [সং দেব + ঈ]। বি. ~পুরাণ—চণ্ডীমাহাত্ম্য-সম্বন্ধীয় উপপুরাণবিশেষ। বি. ~মাহাত্ম্য—মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে অংশে চণ্ডীকাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ; চণ্ডী। বি. ~সূক্ত—মহালক্ষ্মীদেবীর স্তোত্ররূপ মন্ত্র।

দেবেন্দ্র—বি. দেবরাজ ইন্দ্র। [সং. দেব + ইন্দ্র]।

দেবেশ—বি. শিব ; গীতোক্ত দেবাদিদেব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ('প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস')। [সং. দেব + ঈশ]।

দেবোত্তর—(দেব-মধ্যে) দেবত্র দ্রঃ।

দেবোপম—বিণ. দেবতুল্য, দেবসদৃশ। [সং. দেব + উপমা]।

দেব্যা—বি. (অশু. ও অপ্র.) বিধবা ব্রাহ্মণ নারীদের নামের শেষে প্রযোজ্য পদবিবিশেষ। [সং. দেবী]।

দেমাক, (প্রাদে.) দেমাগ—বি গর্ব, অহঙ্কার। [আ. দিমাগ্]।

দেয়—বিণ. দিতে হইবে এমন, দানযোগ্য। [সং. √দা + য (র্য)]।

দেয়া১—দেওয়া-র কথ্য রূপ।

দেয়া২—বি. মেঘ। [সং. দেবতা]।

দেয়াল—দেওয়াল-এর কথ্য রূপ।

দেয়ালা, দেহালা—বি. স্বপ্নঘোরে শিশুর হাসিকান্না। [সং. দেবলীলা]।

দেয়ালি, দেয়ালী—দেওয়ালি-র কথ্য রূপ।

দেয়াসিনী—বি. দেবসেবিকা, মন্ত্রসিদ্ধা রমণী। [< সং. দেবদাসী]।

দেয়াসী (অশু.), দেয়াশী—বি. মনসা শীতলা প্রভৃতি দেবতার পূজারি বা পাণ্ডা। [সং. দেবদাসী—তু. দেবদাসী]।

-দের—সম্বন্ধপদে বহুবচনের বিভক্তি (ছেলেদের, তাহাদের)।

দেরকো—বি. কাষ্ঠনির্মিত বা কাঠের ন্যায় দণ্ডায়মান দীপাধার ; পিলসুজ। [সং. দীপবৃক্ষ]।

দেরাজ—বি. টেবিল আলমারি প্রভৃতির মধ্যগত বাক্স-বিশেষ, টানা, drawer। [ফা. দরাজ্]।

দেরি, (বর্জি.) দেরী—বিলম্ব। [ফা. দের্]।

দেলখোশ, দেলখোস—দিল দ্রঃ।

দেশ—বি. পৃথিবীর ভৌগোলিক বিভাগবিশেষ (যেমন, ভারতবর্ষ) ; পৃথিবীর রাজনৈতিক বিভাগবিশেষ, রাষ্ট্র (যেমন, পাকিস্তান) ; প্রদেশ (বঙ্গদেশ) ; জন্মভূমি, স্থায়ী বাসভূমি, স্বদেশ (দেশভক্ত), স্বগ্রাম (দেশে যাওয়া), অঞ্চল, স্থান (মেরুদেশ), অবয়ব (বক্ষদেশ, স্কন্ধদেশ) ; দিক্ (অধোদেশ, পার্শ্বদেশ) ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং.]। বি. ~কাল—স্থান ও সময় বা তাহাদের স্বরূপ ; অবস্থা, পরিবেশ। বি. ~কালপাত্র—স্থান সময় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ, অবস্থা, পরিবেশ। বিণ. ~কালোচিত—পরিবেশ-অনুযায়ী। বিণ. ~জ—স্বদেশে উৎপন্ন, দেশী। বিণ. ~জোড়া—দেশব্যাপী-র অনুরূপ (দেশ-জোড়া সুনাম)। বি. ~দেশান্তর—স্বদেশ ও ভিন্নদেশ নানা দেশ। বি. ~দ্রোহ—স্বদেশের ক্ষতিসাধন। বিণ. দ্রোহী (-হিন্)—স্বদেশের শত্রু। বিণ. ~প্রসিদ্ধ, ~বিখ্যাত—দেশ-জোড়া খ্যাতিসম্পন্ন। বি. ~বন্ধু—স্বদেশের মিত্র : স্বর্গীয় নেতা চিত্তরঞ্জন দাশকে জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। বি. ~বিদেশ—স্বদেশ ও ভিন্নদেশ, নানা দেশ। বিণ. ~ব্যাপী (-পিন্), ~ময়—সারা দেশে পরিব্যাপ্ত বা প্রচারিত। বি. ~মাতৃকা—স্বদেশ-জননী, মাতৃস্বরূপা জন্মভূমি। [মাতৃকা দ্রঃ]। ~হিতব্রত—(১) বি. স্বদেশের কল্যাণসাধনের সঙ্কল্প। (২) বিণ. দেশের হিতসাধন যাহার ব্রত। বিণ. ~হিতব্রতী (-তিন্)—দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছে এমন।

দেশনা—বি. উপদেশ, শিক্ষা (বুদ্ধদেবের ধর্ম-দেশনা বা অন্তিম দেশনা)। [সং.]।

দেশলাই—দিয়াশলাই-র কথ্য রূপ।

দেশাচার—বি. শাস্ত্রবিহিত না হইয়াও দেশের মধ্যে প্রচলিত আচার। [সং দেশ + আচার]।

দেশাত্মবোধ—বি. স্বদেশের সহিত নিজের অভেদ জ্ঞান। [সং. দেশ + আত্মবোধ]।

দেশান্তর—বি. অন্য দেশ; দূর দেশ; (ভূগো.) মুখ্য মধ্য-রেখা (prime meridian) হইতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের কৌণিক দূরত্ব বা নিরক্ষবৃত্তের চাপ, দ্রাঘিমা, longitude [বি. প.]। [সং. দেশ+অন্তর]। বিণ. **দেশান্তরিত**—অন্য দেশে বা দূর দেশে গত; স্বদেশ হইতে বিতাড়িত; বিদেশবাসী।

দেশান্তরী, (বিরল) **দেশান্তরি**—বিণ. বিদেশগত; স্বদেশত্যাগী; নিরুদ্দেশ। [সং. দেশান্তরিত]।

দেশী—বিণ. দেশে নির্মিত বা উৎপন্ন (দেশী চাউল, দেশী কলকব্জা); স্বদেশে প্রচলিত (দেশী আচারব্যবহার); দেশ হইতে আগত (পরদেশী)। [সং. দেশ+বাং. ঈ]।

দেশীয়, দেশ্য—বিণ. দেশী, স্বদেশ বা কোন নির্দিষ্ট দেশ সম্বন্ধীয় বা তাহাতে উৎপন্ন (দেশীয় প্রথা, আরবদেশীয় অশ্ব); (তদ্ধিত-প্রত্যয় রূপে) ঈষৎ উন বা প্রায় (ষোড়শ-বর্ষদেশীয়=প্রায় ষোড়শবর্ষবয়স্ক)। [সং. দেশ+ঈয়, য]।

দেহ১, দেহো—ক্রি. (কাব্যে) দাও ('দেহো, প্রভু, করুণা তোমার': রবীন্দ্র)। [**দেওয়া** দ্রঃ]।

দেহ২—বি. শরীর। [সং.]। বি. **~কোষ**—গাত্রচর্ম; ত্বক্। বি. **~ক্ষয়**—দেহের ক্ষতি বা ধ্বংস; স্বাস্থ্যহানি; মৃত্যু। **~জ**—(১) দেহ হইতে উৎপন্ন (দেহজ মল)। (২) বি. পুত্র। বি. (স্ত্রী.) **~জা**—কন্যা। বি. **~তত্ত্ব**—অঙ্গ-সংস্থান-বিদ্যা, শারীরস্থান-বিদ্যা; দেহের মধ্যেই সকল সত্যের অবস্থান: এই তত্ত্ব (দেহতত্ত্বের গান)। বি. **~ত্যাগ**—প্রাণত্যাগ, মৃত্যু। বি. **~ধারণ**—প্রাণ-ধারণ, জীবনযাপন; মূর্তিধারণ; দেবতাগণের মানবজন্ম-পরিগ্রহ। **~ধারী** (-রিন্)—শরীরী, অঙ্গ বা মূর্তি-বিশিষ্ট।। বি. **~পাত**—**দেহক্ষয়**-এর অনুরূপ। **দেহ মাটি করা**—মাটি দ্রঃ। বি. **~যাত্রা**—জীবনযাপন। বি. **~রক্ষা**—মৃত্যু। বি. **~রক্ষী**—রাজা প্রভৃতির যে রক্ষী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

দেহলি, দেহলী—বি. বারান্দা, দাওয়া, গৃহসম্মুখস্থ রক; গোবরাট, চৌকাঠের উপরের বা নিচের কাঠ। [সং.]।

দেহা—(ব্রজ. ও প্রা. বাং.) শরীর; জীবন। [সং. দেহ]।

দেহাত—বি. গ্রাম, পাড়াগাঁ। [ফা.]। বিণ. **দেহাতী**—গ্রামবাসী; গ্রামে ব্যবহৃত; গ্রাম্য, গেঁয়ো।

দেহাতীত—বিণ. দেহের অতীত, দৈহিক সম্পর্কবর্জিত (দেহাতীত আনন্দ)। [সং. দেহ+অতীত]।

দেহাত্মপ্রত্যয়—বি. দেহই আত্মা: এই বিশ্বাস। [সং. দেহ+আত্মন্+প্রত্যয়]।

দেহাত্মবাদ—বি. দেহই আত্মা বা দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মা নাই: এই মত। [সং. দেহাত্মন্+বাদ]। বিণ. বি. **দেহাত্মবাদী** (-দিন্)—দেহাত্মবাদে বিশ্বাসী; চার্বাকাদি জড়বাদী দার্শনিক।

দেহান্ত, দেহাবসান—বি. মৃত্যু। [সং. দেহ+অন্ত, অবসান]।

দেহান্তর—বি. অন্যদেহ; পুনর্জন্ম। [সং. দেহ+অন্তর]।

দেহালা—**দেয়ালা**-র (বিরল) রূপ।

দেহি—অনু-ক্রি. দাও (দেহি দেহি রব)। [সং.]।

দেহী (-হিন্)—বিণ. শরীরী, দেহধারী। [সং. দেহ+ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **দেহিনী**।

দৈ—**দই**-র বানানভেদ।

দৈত্য—বি. কশ্যপ-পত্নী দিতির পুত্র, অসুর। [সং. দিতি+য]। বি. **~কুল**—দানব-বংশ। বি. **~গুরু**—শুক্রাচার্য। বি. **~মাতা** (তৃ)—দিতি। বি. **দৈত্যারি**—দৈত্যের শত্রু; দেবতা; বিষ্ণু।

দৈন১—বিণ. দিবসীয়, দৈনিক। [সং. দিন্+অ]।

দৈন২—বি. দীনতা, দারিদ্র্য। [সং. দীন+অ]।

দৈনন্দিন—বিণ. প্রতিদিনের, প্রাত্যহিক, দৈনিক। [সং. দিন+দিন+অ]।

দৈনিক—(১) বিণ. দৈনন্দিন, প্রত্যহ করিতে হয় ঘটে বা প্রকাশিত হয় এমন। (২) বি. প্রত্যহ প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। [সং. দিন+ইক]।

দৈন্য—বি. দীনতা; অভাব, দুরবস্থা; কার্পণ্য; কাতরতা; হীনতা। [সং. দীন+য]। বি. **~দশা**—দারিদ্র্য, দুরবস্থা।

দৈব—(১) বি. অদৃষ্ট, ভাগ্য ('প্রবাসে দৈবের বশে': মধু.)। (২) বিণ. দেবসম্বন্ধীয়: দেবকৃত; বুদ্ধির অগম্য, অলৌকিক (দৈব বল, চিকিৎসা বা ঔষধ)। [সং. দেব+অ]। বিণ. (স্ত্রী.) **দৈবী** (দৈবী প্রেরণা)। **দৈবী বাক্**—সংস্কৃত ভাষা। **দৈবী মায়া**—অলৌকিক মায়া; ঐশ্বরিক মায়া। ক্রি-বিণ. **~ক্রমে, ~গতিকে**—দৈবাৎ, ভাগ্যক্রমে। বি. **~ঘটনা**—অলৌকিক বা আকস্মিক ঘটনা অথবা ব্যাপার। বিণ. **~জ্ঞ**—ভাগ্য-গণনাকারী, জ্যোতিষী। বি. **~দুর্বিপাক**—যে দুর্ঘটনার জন্য মানুষ দায়ী নহে, দেবসৃষ্ট বিপদ্। বি. **~দোষ**—অদৃষ্টের বা দেবতার প্রতিকূলতা। ক্রি-বিণ. **~বশতঃ, ~বশে**—**দৈবক্রমে**-র অনুরূপ। বি. **~বাণী**—আকাশবাণী: অলক্ষ্যে অবস্থিত দেবতার ঘোষণা বা উক্তি। বি. **~বিড়ম্বনা**—দেবতার বা ভাগ্যের ছলনা বা প্রতিকূলতা। ক্রি-বিণ. **~যোগে**—**দৈবক্রমে**-র অনুরূপ। বি. **~শক্তি**—দেবতার আয়ত্ত বা অলৌকিক ক্ষমতা; বিধিদত্ত ক্ষমতা। অব্য. **দৈবাৎ**—হঠাৎ, (দৈবাৎ যদি কেউ আসে), সহসা, দৈববশতঃ (দৈবাৎ জুটিয়া যাওয়া)। বি. **দৈবাদেশ**—দেবতার নির্দেশ, প্রত্যাদেশ; অলৌকিক প্রেরণা। বিণ. **দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত**—দেবতা বা ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দৈর্ঘ্য—বি. লম্বাই, লম্বাদিকের মাপ। [সং. দীর্ঘ+য(ষ্যঞ্)]।

দৈশিক—বিণ. দেশ-সম্বন্ধীয়; অংশ- বা একদেশ-সংক্রান্ত; উপদেষ্টা। [সং. দেশ+ইক]।

দৈহিক—বিণ. দেহসম্বন্ধীয়, দেহগত। [সং. দেহ+ইক]। বি. **~তা**—দেহের সহিত সম্বন্ধ।

দো-—বিণ. দুই (দোমুখো)। [হি. <সং. দ্বি]। বি. **~আঁমি**—দু দ্রঃ। বি. **~আব**—দুই নদীর মধ্যবর্তী বা দুই নদীবিশিষ্ট দেশ। বিণ. **~আঁশ**—এঁটেল ও বেলে মাটির মিশ্রণজাত (দোআঁশ বা দোআসলা মাটি)। বিণ. **~আঁশলা,** (অশু. ও বর্জি.) **~আঁসলা**—বর্ণসঙ্কর (দোআঁশলা কুকুর); দুইপ্রকার পদার্থের মিশ্রণজাত; দোআঁশ। বিণ. **~কর**—দ্বিগুণ; দুইবার (দোকর

খাটুনি. (দোকর ধার শোধ দেওয়া)। বিণ. ক্রি-বিণ. **~কলা, ~কা**—মাত্র দুইজন বা দুইজনে : দোসরসহ (একলাই এসেছি, দোকলা নয়)। বিণ. বি. **~চালা**—দু দ্রঃ। বি. **~ছতরি, ~ছত্রী**—উপরের ছাদের নীচে, ঘরের মধ্যে ছোট ছাদ। বি. **~ছুট, ~ছোট**—দ্বিতীয় বস্ত্র অর্থাৎ উত্তরীয়। **~টানা, ~তরফা**—দু দ্রঃ। **~তলা, ~তালা, দুতলা, দুতালা**—(১) বিণ. দুই স্তর বা তল-বিশিষ্ট। (২) বি. (অট্টালিকাদির) উপরিদিকস্থ দ্বিতীয় স্তর বা তল। **~তারা, ~ধারী, ~নলা, ~নালা, ~পেয়ে**—দু- দ্রঃ। বিণ. **~পড়া**—গাত্রহরিদ্রান্তে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন (দোপড়া মেয়ে)। বিণ. **~পাট্টা**—দুই স্তরে বিন্যস্ত (দোপাট্টা দাড়ি); মাঝে লম্বালম্বিভাবে জোড় দেওয়া হইয়াছে এমন (দোপাট্টা চাদর)। বিণ. **~ফলা, দুফলা**—দুই ফলকযুক্ত (দোফলা ছুরি); বৎসরে দুইবার ফলদান করে এমন (দোফলা গাছ)। বিণ. **~ফসলী**—বৎসর মধ্যে দুইবার ফসল হয় এমন (দোফসলী জমি)। বি. **দোফাল, দোফালি**—দু- দ্রঃ। **~ভাষী, দুভাষী**—(১) বিণ. যে দুইটি ভাষা জানে। (২) বি. দুই ভিন্ন ভাষাভাষীর আলাপ-আলোচনাকালে যে উভয়ের বক্তব্য অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দেয়, interpreter। **~মনা, ~মুখো, ~মেটে, ~য়ানি**—দু- দ্রঃ। বি. **~য়াব**—**দোআব**-এর চলিত বানান। বিণ. **~রকা, ~রোকা, ~রখা, ~রোখা**—উভয় পিঠেই কারুকার্যযুক্ত বা রঙবিশিষ্ট (দোরোখা শাল)। বিণ. **~রসা**—আধপচা (দোরসা মাছ); দোআঁশ (দোরসা জমি); মিঠেকড়া (দোরসা তামাক)। বি. **~শালা**—শালের জোড়া। বি. **~সুতি, সুতি**—দু- দ্রঃ। **~হাতিয়া, ~হাথিয়া, ~হাত্তা**—দুহাতিয়া-র রূপভেদ।

দোআনি, দোআব, দোআঁশ, দোআঁশলা, দোআঁসলা—দো- দ্রঃ।

দোঁহা১—বি. অপভ্রংশে এবং মধ্যযুগের হিন্দীতে প্রচলিত বিশেষ ছন্দ অথবা ঐ ছন্দের দুই চরণবিশিষ্ট পদ। [সং. দ্বি]।

দোঁহা২—সর্ব. (ব্রজ.) দুইজন, উভয়। [সং. দ্বি]। সর্ব. **~র, ~কার**—(ব্রজ. ও কাব্যে) উভয়ের। সর্ব. **দোঁহে**—(ব্রজ. ও কাব্যে) উভয়ে ('দোঁহারে দেখিছে দোঁহে' :

দোকর, দোকলা, দোকা—দো- দ্রঃ।

দোকান—বি. বিপণি, পণ্যশালা, দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের গৃহ। [ফা. দুকান্]। ক্রি. **দোকান্ করা**—দোকান স্থাপন করা; দোকান (ও বাজার) হইতে (নিয়মিতভাবে) জিনিসপত্র কেনা। ক্রি. **দোকান খোলা**—দোকানের দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করা; দোকান স্থাপন করা। ক্রি. **দোকান তোলা**—দৈনন্দিন বেচাকেনার পর দোকান বন্ধ করা। ক্রি. **দোকান দেওয়া**—দোকান স্থাপন করা। ক্রি. **দোকান-হাট করা**—দোকান ও বাজার হইতে জিনিসপত্র কেনা। বি. **~দার, দোকানি, (বর্জি) দোকানী**—দোকানের মালিক, পণ্যবিক্রেতা। **~দারি, (বর্জি.) ~দারী**—(১) বি. দোকানদারের বৃত্তি; স্বার্থপর আচরণ : কেবল আর্থিক লাভালাভের হিসাব। (২) বিণ. দোকানদারসুলভ। বি. **~পাট**—দোকান ও দোকানের পণ্যসামগ্রী।

দোক্তা, দোক্তা—বি. শুষ্ক তামাকপাতা; মসলা-মিশ্রিত তামাকপাতাচূর্ণ। [দেশী]।

দোগ্ধা (-গ্ধৃ)—বিণ. দোহনকারী, গোয়ালা; বাছুর। [সং. √দুহ্ + তৃ (র্তৃ)]। **দোগ্ধ্রী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) দোহনকারিণী। (২) বি. (স্ত্রী.) দুগ্ধবতী গাভী বা ধাত্রী (wet nurse)।

দোচালা, দোছুট, দোছোট—দো- দ্রঃ।

দোজখ—বি. (মুস.) নরক। [ফা.]।

দোজবরে, দোজবর—বিণ. বি. দ্বিতীয়বার বিবাহার্থী বা বিবাহিত। [দেশী]।

দোটানা, দোতরফা, দোতলা, দোতালা, দোতারা—দো- দ্রঃ।

দোদুল—বিণ. অতিশয় কম্পমান, দোলায়মান ('দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে')। [সং. দোদুল্যমান]।

দোদুল্যমান—বিণ. ক্রমাগত দুলিতেছে এমন। [সং. √দুল্ + যঙ্ + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

দোধারী, দোনলা, দোনালা—দো- দ্রঃ।

দোনা—বি. পানের খিলি রাখিবার ঠোঙ্গা; পানের খিলি। [সং. দ্রোণ]।

দোপাটি—বি. ফুলবিশেষ। [সং. দ্বিপুটী]।

দোপাট্টা—দো- দ্রঃ।

দোপিঁয়াজি, দোপিঁয়াজা, দোপিয়াজা—বি. অত্যধিক পিঁয়াজসহযোগে প্রস্তুত মাংসের ব্যঞ্জনবিশেষ। [ফা. দোপিয়াজা]।

দোপেয়ে, দোপাট্টা, দোফলা, দোফাল, দোফালি—দো- দ্রঃ।

দোবজা—বি. মোটা চাদর, উত্তরীয়বিশেষ। [দেশী]।

দোবরা, দোবারা—বিণ. দুইবার পরিস্রুত সাদা দানাদার (চিনি)। [হি. দোবরা]।

দোভাষী—দো- দ্রঃ।

দোমড়া, দোমড়ান (মো)—যথাক্রমে দুমড়া ও দুমড়ান-র চলিত রূপ।

দোমনা—দু- দ্রঃ।

দোমালা—বিণ. ডাব ও ঝুনার মাঝামাঝি, আধপাকা (নারিকেল)। [দেশী]।

দোমুখো, দোমেটে—দো- দ্রঃ।

দোয়া১—দুহা ও দোহা-র চলিত রূপ।

দোয়া২—বি. আশীর্বাদ। [ফা. দোআ]।

দোয়াত—বি. লিখিবার কালি রাখিবার পাত্র, মস্যাধার। [আ. দবাআৎ]।

দোয়ানি, দোয়াব—দো- দ্রঃ।

দোয়ার, দোয়ারকি—যথাক্রমে দোহার ও দোহারকি-র চলিত রূপ।

দোয়েল—বি. পক্ষিবিশেষ। [দেশী]।

দোর—দ্বার ও দুয়ার-এর কথ্য রূপ ('ভোর হ'ল, দোর খোলো' : কাজি.)।

দোরমা—দোলমা-র চলিত রূপ।
দোরস্ত—দুরস্ত-র রূপভেদ।
দোরোকা, দোরোখা—দো- দ্রঃ।
দোর্দণ্ড—বি. দণ্ডতুল্য বাহু,ভুজদণ্ড। [সং. দোস্+দণ্ড]। **~প্রতাপ**—(১) বিণ. ভুজদণ্ডে অতিশয় প্রতাপযুক্ত; অত্যন্ত প্রতাপশালী। (২) বি. ভুজদণ্ডের প্রতাপ: প্রবল বাহুবল।
দোল—বি. দোলন, ঝুলন, আন্দোলন; ইতস্ততঃ সঞ্চলন (দোল দেওয়া); ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-উৎসব বা দোলযাত্রা. হোলি। [সং. √দুল্+ণিচ্+অ (ভা)]। বি. **~দুর্গোৎসব**—দোল এবং দুর্গোৎসবস্বরূপ হিন্দুদের প্রধান প্রধান ধর্মোৎসব। বি. **~মঞ্চ**—যে বেদীর উপরে দোলযাত্রা উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের দোলা ঝুলান হয়। বি. **~যাত্রা**—শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-উৎসব।
দোলক—বি. যাহা দোলে; ঘড়ি প্রভৃতির যে যন্ত্র দোলে, pendulum। [সং. √দোলি+অক (র্তৃ)]।
দোলন—দুলন-এর চলিত রূপ।
দোলনা—বি ঝোলান পিঁড়ি বা ঝুড়িবিশেষ, যাহাতে চড়িয়া দোল খাওয়া হয়। [সং. √দুল্+বাং. না (খি)]।
দোলমা, দোরমা—বি. পটোলের মধ্যে মাছ মাংসের পুর দিয়া প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ। [দেশী]।
দোলা১—বি. শিবিকাবিশেষ, চতুর্দোল, শববহনের খাটুলি: দোলনা। [সং. √দুল্+অ+আ]।
দোলা২, দোলান (নো)—দোলন বা আন্দোলন-অর্থে যথাক্রমে **দুলা** ও **দুলান**-র চলিত রূপ (আমার মনটাকে দোলা দিয়েছে)।
দোলাই—বি. মোটা শীতবস্ত্রবিশেষ। [হি. দুলাঈ]।
দোলায়মান—বিণ. দুলিতেছে এমন; দোদুল্যমান; চঞ্চল; সংশয়াপন্ন। [সং. √দোলায় (দোলা+ক্যঙ)+মান (শানচ্) (র্তৃ)]।
দোলায়িত—বিণ. দোল দেওয়া হইতেছে বা দুলিতেছে এমন; ঝুলান হইয়াছে বা ঝুলিতেছে এমন। [সং. √দোলায়+ক্ত (র্ম, র্তৃ)]।
দোশালা—দো- দ্রঃ।
দোষ—বি. পাপ, অপরাধ (চৌর্যদোষ); কুস্বভাব, কুরীতি (পানদোষ, আলস্যদোষ); ত্রুটি, খুঁত (কাজে দোষ ধরা); বিকার, রোগ (চোখের দোষ); কু-প্রভাব, ফের (গ্রহের দোষ, ভাগ্যদোষে)। [সং. √দুষ্+অ (ভা)] বি. **~ক্ষালন**—অপরাধমোচন। বিণ. **~গ্রাহী** (-হিন্), **~দর্শী** (-শিন্)—(কেবল) অপরের দোষ ধরে এমন, ছিদ্রান্বেষী। **~জ্ঞ**—(১) বিণ. দোষগুণ-বিচারে সমর্থ। (২) বি. পণ্ডিত; চিকিৎসক। বি. **~ত্রয়**—বাত পিত্ত কফ; রাগ দ্বেষ মোহ। বিণ. **~ল**—দোষযুক্ত। ক্রি. **দোষা**—দুষা-র চলিত রূপ; (বিরল) দূষিত হওয়া ('হাওয়া দুষিয়া উঠিল': রবীন্দ্র)। বিণ. **দোষাবহ**—দোষযুক্ত, দোষজনক। বি. **দোষারোপ**—দোষ দেওয়া। বিণ. **দোষাশ্রিত**—দোষযুক্ত। বিণ. **দোষী** (-ষিন্)—দোষকারী, অপরাধী। বিণ. (স্ত্রী.) **দোষিণী**। বিণ. **দোষৈকদর্শী (-র্শিন্), দোষৈকদৃক্ (-শ্)**—(গুণ না দেখিয়া) কেবল দোষই দেখে এমন।
দোসর—বিণ. বি. সহযোগী, সহায় ('তোর নাইকো দোসর ভবের মাঝে', দুঃখের দোসর); দ্বিতীয়, ভাগীদার (চোরের দোসর)। [হি. দুসরা]।
দোসরা—(১) বিণ. দ্বিতীয়; অন্য; মাসের দ্বিতীয় দিবসের (দোসরা চৈত্র)। (২) বি. মাসের দ্বিতীয় দিবস। [হি. দুসরা]।
দোসুতি, দোসূতি—দো- দ্রঃ।
দোস্ত—বি. বন্ধু। [ফা.]। বি. **দোস্তি**—বন্ধুত্ব (দোস্তি পাতানো)।
দোহক—বিণ. দুগ্ধদোহনকারী; (আল.) শোষণকারী। [সং. দুহ্+অক (র্তৃ)]।
দোহদ—বি. গর্ভিণীর ইচ্ছা, সাধ; ইচ্ছা; গর্ভ; বৃক্ষ লতা ইত্যাদির পোষক। [সং. দোহ+√দা+অ (র্তৃ)]। বি. **~দান**—গর্ভবতী রমণীকে তাহার বাসনানুযায়ী বিবিধ ভোজ্য প্রদানের উৎসব, সাধ দেওয়ার অনুষ্ঠান।
দোহন—বি. দুধ দোয়া, (আল.) শোষণ। [সং. √দুহ্+অন (ভা)]। বি. **দোহনী**—দুগ্ধদোহনপাত্র। বিণ. **দোহনীয়, দোহ্য**—দোহনযোগ্য।
দোহা১—**দোঁহা১**-র রূপভেদ।
দোহা২—**দুহা**-র চলিত রূপ।
দোহাই—(১) অব্য. (নাম লইয়া) শপথ, দিব্য (ঈশ্বরের দোহাই); আবেদন মিনতি বা অনুরোধের ভাবপ্রকাশক (দোহাই মহারাজ, 'দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্': রবীন্দ্র)। (২) বি. সুবিচার প্রার্থনাকরণ: শপথ, দিব্য (ধর্মের দোহাই), ছুতা, অছিলা (রোগের বা দারিদ্র্যের দোহাই); দায়িত্ব বা গুরুত্ব দান (আধুনিকতা বা ভদ্রতার দোহাই), নজির (অতীতের দোহাই)।
দোহাতিয়া, দোহাথিয়া, দোহাত্তা—দো- দ্রঃ।
দোহান (নো), দোয়ানো—**দুহা, দোহা** দ্রঃ।
দোহার—বি. সহকারী গায়ক, যে মূল গায়েন কর্তৃক গীত গানের ধুয়া ধরিয়া গান করে; প্রধান বাদকের সহকারী। [সং. ধ্রুবকার]। বি. **~কি**—দোহারের কাজ, গানের ধুয়ার পুনরাবৃত্তি।
দোহারা—বিণ. দ্বিগুণ; দুই ভাঁজ দুই খেই বা দুই প্রস্থ বুনন আছে এমন (দোহারা সুতো); রোগাও নহে মোটাও নহে এমন, মাঝারি গড়নবিশিষ্ট (দোহারা চেহারা)। [বাং. দো (দুই)+হার+আ]।
দোহাল—(১) বিণ. দুগ্ধদানকারী, দোহা হয় এমন, (দোহাল গাই)। (২) বিণ. বি. দুগ্ধদোহনকারী, দোহক। [সং. √দোহ+বাং. আল]।
দৌড়—বি ছুট; ধাবন, বেগে গমন (দৌড়প্রতিযোগিতা); বেগে পলায়ন; (ব্যঙ্গে) সীমা, প্রসার (বিদ্যার দৌড়); (ব্যঙ্গে) ক্ষমতা (ওর দৌড় কতখানি দেখা যাক)। [সং. √দ্রু+বাং. অ—তু. হি. মৈ. √দৌড়]। ক্রি. **দৌড় দেওয়া, দৌড় মারা**—ছুটিয়া যাওয়া; বেগে পলায়ন করা। বি. **~ঝাঁপ, ~ঝাপ**—দৌড় ও লাফ; দাপাদাপি; ব্যস্ততাসহকারে ছুটাছুটি (দৌড়ঝাঁপ করার

বয়স নাই)। ক্রি. দৌড়া—বেগে চলা, ছোটা, (ঘোড়া দৌড়িতেছে)। বি. দৌড়াদৌড়ি—ক্রমাগত ইতস্ততঃ দৌড়, ছুটাছুটি। দৌড়ান, দৌড়ানো—(১) ক্রি. দৌড় দেওয়া, ছোটা (ঘোড়া দৌড়াইতেছে); দৌড় করান (ঘোড়াকে দৌড়াইয়া আন)। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

দৌত্য—বি. দূতের কার্য বা বৃত্তি (শান্তির দৌত্য)। [সং. দূত+য (ভা)]।

দৌবারিক—বি. দ্বারবান্, দরোয়ান। [সং. দ্বার+ইক]।

দৌরাত্ম্য—বি. উৎপীড়ন, পাপাচরণ; (বাং.) অশান্ত আচরণ, দুরন্তপনা (দৌরাত্ম্য করা)। [সং. দুরাত্মন্+য]।

দৌর্গন্ধ্য—বি. দুর্গন্ধযুক্ততা। [সং. দুর্গন্ধ+য (ভা)]।

দৌর্বল্য—বি. দুর্বলতা। [সং. দুর্বল+য (ভা)]।

দৌর্মনস্য—বি. উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ; চিত্তের দুঃখজনিত অবসাদ। [সং. দুর্মনস্+য (ভা)]।

দৌলত—বি. সম্পদ্, ঐশ্বর্য (ধনদৌলত); সাহায্য, অনুগ্রহ, প্রভাব (শ্বশুরের দৌলতে)। [আ. দওলৎ]। বি. ~খানা—ঐশ্বর্যপূর্ণ বাসভবন। বিণ. ~দার—ঐশ্বর্যশালী। বি. ~দারি—ঐশ্বর্যশালিতা; ভোগবিলাস ও প্রতিষ্ঠা (দুনিয়ার দৌলতদারি)।

দৌহিত্র—বি. কন্যার পুত্র। [সং. দুহিতৃ+অ]। বি.(স্ত্রী.) দৌহিত্রী—কন্যার কন্যা।

দ্বন্দ্ব—বি. ঝগড়া, বিবাদ (মন্দভালোর দ্বন্দ্ব, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব': রবীন্দ্র); যুদ্ধ; (ব্যাক.) সমপ্রাধান্যপূর্ণ উভয় পদের সমাস (যথা পাপপুণ্য, চথাচখী); পরস্পরবিরুদ্ধ যুগ্ম (যথা, সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ); যুগল, মিথুন। [সং. দ্বি+দ্বি (নি.)]। বিণ. ~জ—কলহজাত। বি. ~যুদ্ধ—দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ। বিণ. দ্বন্দ্বাতীত—সুখদুঃখাদি পরস্পরবিরোধী বোধের অতীত বা তৎসহিষ্ণু। বিণ. দ্বন্দ্বী (-দ্বিন্)—দ্বন্দ্বকারী।

দ্বয়—সর্ব. দুই, উভয়, যুগল (পুত্রদ্বয়, হস্তদ্বয়)। [সং. দ্বি+অয়]।

দ্বাচত্বারিংশ—বিণ. ৪২ সংখ্যক। [সং. দ্বিচত্বারিংশৎ+অ]। বি. বিণ. ~ৎ—৪২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বিয়াল্লিশ। বিণ. ~ত্তম—৪২ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ত্তমী।

দ্বাত্রিংশ—বিণ. ৩২ সংখ্যক। [সং. দ্বাত্রিংশৎ+অ]। বি. বিণ. ~ৎ—৩২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বত্রিশ। বিণ. ~ত্তম—৩২ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ত্তমী।

দ্বাদশ (-শন্)—বি. বিণ. ১২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বারো। [সং. দ্বি+দশন্]। বিণ. দ্বাদশ—১২ সংখ্যক। দ্বাদশী—(১) বি. (স্ত্রী.) তিথিবিশেষ। (২) বিণ. (স্ত্রী.) দ্বাদশবর্ষীয়া; দ্বাদশস্থানীয়া।

দ্বাপর—বি. হিন্দু-পুরাণোক্ত তৃতীয় যুগ। [সং. দ্বি(=সত্য ও ত্রেতার)+পর]।

দ্বাবিংশ—বিণ. ২২ সংখ্যক। [সং. দ্বাবিংশতি+অ]। বি. বিণ. ~তি—২২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বাইশ। বিণ. ~তিতম—২২ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~তমী।

দ্বার—বি. প্রবেশ বা বহির্গমনের পথ, দরজা। [সং.]। বি. ~দেশ, ~প্রান্ত—দরজার সন্নিহিত স্থান। বি ~পাল, ~রক্ষক, ~রক্ষী (-ক্ষিন্), দ্বারী (-রিন্)—দরোয়ান। বিণ. ~স্থ—দ্বারদেশে উপনীত; (আল.) সাহায্যপ্রার্থী বা অনুগ্রহপ্রার্থী।

দ্বারকা, দ্বারিকা, দ্বারাবতী, দ্বারবতী—বি. আরব সাগরের তীরে গুজরাটের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ নগরী: শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত এবং হিন্দুদিগের অন্যতম তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। বি. দ্বারকানাথ, দ্বারিকানাথ, দ্বারকাপতি, দ্বারিকাপতি, দ্বারকেশ—শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বারবান—দরোয়ান, দ্বারী। [ফা. দরবান্]।

দ্বারা—(বাং.) অব্য. (বিভক্তি) সাহায্যে (পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ, তোমার দ্বারা), দিয়া, যোগে (সংবাদপত্রের দ্বারা ঘোষণা), মারফত (ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ-প্রেরণ)। [সং. দ্বার্+৩য়া ১ বচন]।

দ্বারিকানাথ, দ্বারকাপতি—দ্বারকা দ্রঃ।

দ্বারী—দ্বার দ্রঃ ('দ্বারী মোদের চেনে না যে')।

দ্বাষষ্টি—বি. বিণ. ৬২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বাষট্টি। [সং.]। বিণ. ~তম—৬২ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~তমী।

দ্বাসপ্ততি—বি. বিণ. ৭২ সংখ্যা, বাহাত্তর। [সং.]। বিণ. ~তম—৭২ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~তমী।

দ্বি—বি. বিণ. ২ সংখ্যা বা সংখ্যক, দুই। [সং.]। বিণ. ~কর্মক—(ব্যাক.—ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে) দুই কর্মপদযুক্ত। বিণ. ~খণ্ডিত—(সমান বা অসমান) দুই খণ্ডে বিভক্ত। বি. ~গু—(ব্যাক.) সংখ্যা-নির্দেশক সমাসবিশেষ (যেমন, ত্রিভুবন)। বিণ. ~গুণ—দুইগুণ ডবল। বিণ. ~গুণিত, ~গুণীকৃত—দ্বিগুণ করা হইয়াছে এমন। বি. ~ঘাত—গণিতের প্রণালীবিশেষ, quadratic। বিণ. (স্ত্রী.) ~চারিণী—দুই পুরুষের প্রতি আসক্তা; ব্যভিচারিণী। বি. ~জ, ~জন্মা (-ন্মন্)—(একবার মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম এবং পুনরায় উপনয়নাদি সংস্কাররূপ নবজন্ম লাভ হয় বলিয়া) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি; পাখি প্রভৃতি অণ্ডজ প্রাণী; (বিরল) দন্ত। বি. (স্ত্রী.) দ্বিজা। বি. দ্বিজপতি, দ্বিজরাজ—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; চন্দ্র (ব্রাহ্মণদিগের অধিপতিরূপে ব্রহ্মার বিধান)। বি. ~জিহ্ব—(দুই অর্থাৎ দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বাবিশিষ্ট বলিয়া) সর্প; (আল.) মিথ্যাবাদী, পরস্পরবিরোধী উক্তিকারী। বি. ~জেন্দ্র, ~জোত্তম—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বি. বিণ. ~তয়—২ সংখ্যা বা সংখ্যক, দুই। বি. বিণ. ~তল—দোতলা। বিণ. ~তীয়—২ সংখ্যক, দুইয়ের পূরক। ~তীয়া—(১) বিণ. (স্ত্রী.) দ্বিতীয়-র অর্থে। (২) বি. তিথিবিশেষ। অব্য. ক্রি-বিণ. ~তীয়তঃ (-তস্)—দ্বিতীয় দফায় ক্ষেত্রে বা বারে। বি. ~তীয়াশ্রম—গার্হস্থ্যজীবন। বি. ~ত্ব—দ্বিগুণত্ব; পুনরুক্তি; দুইবার ব্যবহার প্রয়োগ ইত্যাদি (বর্ণের বা শব্দের দ্বিত্ব)। ~দল—(১) বিণ. দুই পত্রযুক্ত। (২) বি. দাল, ডাল। ~ধা—(১) ক্রি-বিণ. দুই ভাগে প্রকারে দিকে প্রভৃতি (দ্বিধা বিভক্ত বা খণ্ডিত)। (২) (বাং.) বিণ. দুইভাগে বিভক্ত (দেশ দ্বিধা হইয়াছে, ধরণি, দ্বিধা হও)। (৩) বি. সংশয়, সন্দেহ, মনের ইতস্ততঃ ভাব (দ্বিধাগ্রস্ত, বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা)। বি.

~ধাকরণ—দুইভাগে ভাগকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণ। বি. বিণ. **~নবতি**—৯২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বিরানব্বই। বিণ. **~নবতিতম**—৯২ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **~নবতিতমী**। বি. **~প**—হাতী। বি. বিণ. **~পঞ্চাশৎ**—৫২ সংখ্যা, বাহান্ন। বিণ. **~পঞ্চাশত্তম**—৫২ সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) **~পঞ্চাশত্তমী**। **~পদ**—(১) বিণ. দুপেয়ে। (২) বি. মানুষ পাখি প্রভৃতি। বি. **~পদী**—দুইচরণযুক্ত পদ্যের ছন্দোবিশেষ। বিণ. **~পাক্ষিক**—দুই পক্ষের বা তরফের স্বার্থসংক্রান্ত (দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা)। বিণ. **~পাদ্, ~পাদ**—দুইপদবিশিষ্ট; দুইপদপরিমিত। বি. **~প্রহর**—দুপুর, মধ্যাহ্ন। বি. **~বচন**—(ব্যাক.) দ্বিত্ববাচক বিভক্তি। বিণ. **~বার্ষিক**—যাহার দুই বৎসর বয়স হইয়াছে (দ্বিবার্ষিক শিশু) বা যাহা দুই বৎসরে উৎপন্ন হইয়াছে (দ্বিবার্ষিক শস্য)। বিণ. **~বিধ**—দুই রকম। **~ভাব**—(১) বিণ. বাহিরে একরকম এবং অন্তরে তাহার বিপরীত ভাবযুক্ত; কপট। (২) বি. দুই ভাব। বিণ. বি. **~ভাষী** (-ষিন্)—দোভাষী। বি. বিণ. **~ভুজ**—দুই হাত বা হাতবিশিষ্ট; কোণ (দুইটি সরলরেখা যেখানে মিলিত, তু. ত্রিভুজ)। বি. **~মত**—দুই বিরুদ্ধ মত, মতভেদ (এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না)। বি. **~রদ**—(দুইটি দন্তযুক্ত) হস্তী। বি. **দ্বিরদ-রদ**—গজদন্ত। বি. **~রাগমন**—বিবাহের পর বধূর দ্বিতীয়বার পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে আগমনরূপ সংস্কার। বিণ. **~রুক্ত**—দুইবার কথিত, লিখিত বা উল্লিখিত। বি. **~রুক্তি**—দ্বিতীয়বার উক্তি বা উল্লেখ; (বাং.) আপত্তিজ্ঞাপন। বি. **~রেফ**—ভ্রমর। বি. বিণ. **~শত**—২০০ সংখ্যা, দুই শত। বিণ. **~শততম**—২০০ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **~শততমী**। বি. বিণ. **~সপ্ততি**—৭২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বাহাত্তর। বিণ. **~সপ্ততিতম**—৭২ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **~সপ্ততিতমী**।

দ্বিষৎ—বি. দ্বেষকারী; শত্রু; বৈরী। [সং. √দ্বিষ্ + অৎ (র্তৃ)]।

দ্বিষ্ট—বিণ. হিংসিত, যাহাকে দ্বেষ করা হইয়াছে, নিন্দিত। [সং. √দ্বিষ্ + ত (র্ম)]।

দ্বীপ—বি. চারিদিকে জলবেষ্টিত স্থলভাগ। [সং. দ্বি + অপ্ + অ]। বি. **দ্বীপান্তর**—অন্য দ্বীপ; (বাং.) দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসন। বিণ. **দ্বীপান্তরিত**—দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসিত।

দ্বীপী (-পিন্)—বি. ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ। [সং. দ্বীপ + ইন্]।

দ্বেষ—বি. হিংসা, ঈর্ষা; শত্রুতা; বিরাগ। [সং. √দ্বিষ্ + অ (ভা)]। বি. **~ণ**—দ্বেষকরণ। বিণ. **দ্বেষী** (-ষিন্), **দ্বেষ্টা** (-ষ্টৃ)—দ্বেষকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **দ্বেষিণী**। বিণ. **দ্বেষ্য**—দ্বেষের পাত্র।

দ্বৈত—বি. দ্বিবিধত্ব, দ্বিত্ব; দুইয়ের সত্তা; প্রাচীন ভারতের বনবিশেষ। বিণ. দ্বিবিধ (দ্বৈত ভূমিকা)। [সং. দ্বি + ইত + অ]। বি. **~বাদ**—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন: এই দার্শনিক মত। বিণ. **~বাদী** (-দিন্), **দ্বৈতী** (-তিন্)—দ্বৈতবাদ মানে এমন। বি. **~শাসন**—এক রাষ্ট্রে দুই স্বতন্ত্র শাসনকর্তার যুগপৎ শাসন। বি **~সঙ্গীত**—দুইজনে মিলিয়া গেয় সঙ্গীত, duet। বি **দ্বৈতাদ্বৈত**—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ: দার্শনিক নিম্বার্কাচার্যের মতবাদ।

দ্বৈধ—বি. দ্বিবিধত্ব; অনৈক্য, বিরোধ (স্মৃতিদ্বৈধ, মতদ্বৈধ), দ্বিধা, সংশয়। [সং. দ্বিধা + অ]।

দ্বৈপ—বিণ. দ্বীপ-সম্বন্ধীয়; চিতাবাঘ-সম্বন্ধীয়। [সং. দ্বীপ বা দ্বীপিন্ + অ]। বিণ. **দ্বৈপ্য**—দ্বীপ-সম্বন্ধীয়।

দ্বৈপায়ন—বি. ব্যাসদেব (যমুনাদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম, ইঁহাকে **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন**-ও বলা হয়)। [সং. দ্বীপ + অয়ন + অ]। বি. **~তা**—দ্বীপে বসতি ('ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড় সুযোগ': রবীন্দ্র)।

দ্বৈবার্ষিক—বিণ. দুই বৎসর অন্তর ঘটে এমন; দুই বৎসরব্যাপী। [সং. দ্বিবর্ষ + ইক]।

দ্বৈবিধ্য—বি. দ্বিবিধতা। [সং. দ্বিবিধ + য]।

দ্বৈমাতৃক—বিণ. নদী ও বৃষ্টি এই দুই মাতৃতুল্য পালিকার জলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় এমন (দেশ)। [সং. দ্বিমাতৃ + ক]।

দ্বৈরথ—(১) বি. দুই রথারূঢ় যোদ্ধার যুদ্ধ। (২) বিণ. দুই রথারূঢ় যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছে এমন (দ্বৈরথ সমর)। [সং. দ্বিরথ + অ]।

দ্বৈরাজ্য—বি. দ্বৈতশাসনাধীন রাজ্য, diarchy। [সং. দ্বিরাজ + য]।

দ্ব্যক্ষর—(১) বিণ. দুই অক্ষরযুক্ত বা দুই বর্ণবিশিষ্ট। (২) বি. দুই অক্ষরযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। [সং. দ্বি + অক্ষর]।

দ্ব্যণুক—বিণ. দুই অণুর সমবায়ে উৎপন্ন। [সং. দ্বি + অণু (+ ক)]।

দ্ব্যর্থ—(১) বি. দুইপ্রকার অর্থ। (২) বিণ. দুইপ্রকার অর্থযুক্ত; অস্পষ্টার্থ। [সং. দ্বি + অর্থ]। বিণ. **~ক**—দুইপ্রকার অর্থযুক্ত।

দ্ব্যশীতি—বি. বিণ. ৮২ সংখ্যা, বিরাশি। [সং. দ্বি + অশীতি]। বি. **~তম**—৮২ সংখ্যার পূরক। বিণ. (স্ত্রী.) **~তমী**।

দ্ব্যহ—বি. দুই দিন। [সং. দ্বি + অহন্]।

দ্ব্যাত্মবাদী (-দিন্)—বিণ. দ্বৈতবাদী। [সং. দ্বি + আত্মন্ + √বদ্ + ইন্ (র্তৃ)]।

দ্ব্যাহিক—বিণ. দুইদিনব্যাপী; দুইদিন অন্তর ঘটে এমন। [সং. দ্বি + অহন্ + ইক]।

দ্যু—বি. স্বর্গ; আকাশ। [সং. √দিব্ + কিপ্ (র্তৃ)]। বি. **~লোক**—স্বর্গলোক।

দ্যুতি—বি. দীপ্তি, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য; কিরণ; শোভা। [সং. √দ্যুত্ + ই (ভা)]। বিণ. **~মান্** (-মৎ)—দীপ্তি, জ্যোতির্ময়; শোভমান।

দ্যুলোক—দ্যু দ্রঃ।

দ্যূত—বি. (বাজি রাখিয়া) পাশাখেলা; জুয়াখেলা। [সং. √দিব্ + ত (ভা)]। বিণ. বি. **~কার, ~কর**—পাশাক্রীড়ক; জুয়াড়ি।

দ্যোতক—বিণ. সূচক, ব্যঞ্জক ; উদ্বোধক। [সং. √দ্যুত্ +অক (র্তৃ)]।

দ্যোতনা—বি. ব্যঞ্জনা, প্রকাশ। [সং. √দ্যুত্+অন (ভা)+আ]।

দ্রঢ়িষ্ঠ—বিণ. দৃঢ়তম ; অতিশয় দৃঢ়। [সং. দৃঢ়+ইষ্ঠ]। বিণ.(স্ত্রী.) **দ্রঢ়িষ্ঠা**।

দ্রঢ়ীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. দৃঢ়তর। [সং. দৃঢ়+ঈয়স্]। বিণ. (স্ত্রী.) **দ্রঢ়ীয়সী**।

দ্রব—(১) বিণ. তরল, গলিত। (২) বি. জলাদি দ্বারা তরলীকৃত পদার্থ, solution [বি. প.] ; তরল বস্তু। [সং. √দ্রু+অ (র্ম)]। বি. ~**ত্ব**। বি. ~**ণ**—তরলীভবন, গলন, solution [বি. প.]। বিণ. ~**ণীয়**—গলান যায় এমন। বি. **দ্রবীকরণ**—(কঠিন পদার্থকে) তরলীকরণ। বিণ. **দ্রবীকৃত**—তরলীকৃত। বি. **দ্রবীভবন**—(কঠিন পদার্থের) তরলীভবন। বিণ. **দ্রবীভূত**—তরলীভূত, বিগলিত।

দ্রবিড়—বি. দ্রাবিড় জাতি বা দেশ। [সং.]।

দ্রবিণ—বি. অর্থ ; ধন, সম্পদ্। [সং.]।

দ্রব্য—বি. বস্তু, পদার্থ, জিনিস। [সং. √দ্রু+য (র্ম)]। বি. ~**গুণ**—পদার্থের ধর্ম বা ক্রিয়া ; প্রাণিদেহের উপর দ্রব্যের প্রভাব বা ক্রিয়া ; বিভিন্ন দ্রব্যের গুণাবলী-সম্পর্কে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থবিশেষ। ~**জাত**—(১) বিণ. দ্রব্যাদির দ্বারা উৎপন্ন। (২) বি. দ্রব্যসমূহ। বিণ. ~**ময়**—দ্রব্যে বা উপকরণে পূর্ণ (দ্রব্যময় যজ্ঞ)। বি.~**সামগ্রী**—দ্রব্যাদি, জিনিসপত্র।

দ্রষ্টব্য—বিণ. দর্শনীয়, দেখার বা বিবেচনার যোগ্য ; (কোন বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য) অধ্যয়নযোগ্য, জ্ঞাতব্য, বিবেচ্য। [সং. √দৃশ্+তব্য (র্ম)]।

দ্রষ্টা (-ষ্টৃ)—বিণ. দর্শনকারী (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) ; সাক্ষী ; বিচারক। [সং. √দৃশ্+তৃ (র্তৃ)]।

দ্রাক্ষা—বি. আঙুর ফল বা লতা। [সং.]।

দ্রাঘিমা (-মন্)—বি. কোন নির্দিষ্ট মধ্যরেখা (বর্তমানে গ্রীনিচ্-স্থিত) হইতে অন্য কোন স্থানের মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব, দেশান্তর, longitude ; দৈর্ঘ্য। [সং. দীর্ঘ+ইমন্ (ভা)]।

দ্রাব—বি. দ্রবণ। [সং. √দ্রু+অ (ভা)]। বিণ. ~**ক**—দ্রবকারক, solvent [বি. প.]। বি. ~**ণ**—দ্রবীকরণ। বিণ. **দ্রাবিত**—দ্রব করা হইয়াছে এমন।

দ্রাবিড়—(১) বি. প্রাচীন ভারতের আর্যেতর আদিম জাতি ; দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষ (বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্য) ; ঐ স্থানের অধিবাসী বা তাহাদের ভাষা। (২) বিণ. দ্রাবিড়-সম্বন্ধীয় বা তদ্দেশজাত। [সং. দ্রবিড়+অ]। বি.(স্ত্রী.) **দ্রাবিড়ী**—দ্রাবিড় জাতির ভাষা ; দ্রাবিড়জাতীয়া রমণী।

দ্রাব্য—বিণ. দ্রবণীয়। [সং. √দ্রাবি+য (র্ম)]।

দ্রুত—(১) বিণ. ত্বরান্বিত, ক্ষিপ্র (দ্রুত গতি, দ্রুত উন্নতি); (বিরল) বিগলিত, দ্রবীভূত। (২) ক্রি-বিণ. শীঘ্র। [সং. √দ্রু+ত (র্তৃ)]। বি. ~**তা**—দ্রুতি। ক্রি-বিণ. ~**পদে**—ক্ষিপ্রগতিতে, সত্বর।

দ্রুম—বি. বৃক্ষ, গাছ। [সং. √দ্রু(=ঊর্ধ্বে গতি)+ম]।

দ্রোণ—বি. কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরুর নাম ; শস্যাদির পরিমাণবিশেষ ; পরিমাপক পাত্রবিশেষ ; দাঁড়কাক। [সং. √দ্রু+ন]।

দ্রোণি, দ্রোণী—বি. ছোট নৌকাবিশেষ, ডোঙা ; জলসেচনী, দুনি ; কলসী ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি। [সং. √দ্রু+নি, নী]।

দ্রোহ—বি. শত্রুতা, (অপরের) অনিষ্টচিন্তা বা অনিষ্টাচরণ (রাজদ্রোহ, সমাজদ্রোহ)। [সং. √দ্রুহ্+অ(ভা)]। বি. **দ্রোহিতা**—দ্রোহের ভাব বা কাজ। বিণ. **দ্রোহী** (-হিন্)—দ্রোহকারী।

দ্রৌণি—বি. দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা। [সং. দ্রোণ+ই]।

দ্রৌপদী—বি. (মহা.) পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী দ্রুপদরাজ নন্দিনী কৃষ্ণা। [সং. দ্রুপদ+অ+ঈ]।

ধ

ধ—বাঙ্গালা বর্ণমালার উনবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ধকল—বি. ধাক্কা ; কাজের চাপ, খাটুনি (রোগা শরীরে কত ধকল সয়) ; ব্যবহারজনিত ক্ষয় (ঘড়িটা খুব ধকল সয়েছে) ; উপদ্রব, উৎপাত (সংসারের ধকল)। [হি. ধকেল্, চকেল্]।

ধক্—অব্য. হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া ওঠার চাপা আওয়াজ। [দেশী]। অব্য. ~**ধক্**—প্রবল অগ্নির জ্বলনের এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির অব্যক্ত আওয়াজ ; ভয় হেতু হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত প্রবল স্পন্দনের শব্দ। বি. ~**ধকানি**—প্রবল স্পন্দন।

ধঞ্চে—ধনিচা-র কথ্য রূপ।

ধটি, ধটী—বি. কটিবাস, কৌপীন, ধড়া ; পুরাতন বস্ত্র। [সং.]।

ধড়—বি. স্কন্ধ হইতে নিতম্ব পর্যন্ত দেহাংশ ; মস্তকহীন দেহ। [হি.]।

ধড়ফড়—অব্য. অস্থিরতা বা হৃৎপিণ্ডের দ্রুত কম্পন (বুক ধড়ফড় করা) ; ছটফট (মাছ ধড়ফড় করছে, পালাবার জন্য ছেলেরা ধড়ফড় করে। [দেশী]। বি. **ধড়ফড়ানি**—চঞ্চলতা, ছটফটানি।

ধড়মড়—অব্য. আকস্মিক চাঞ্চল্য বা ব্যস্ততা প্রকাশক (ধড়মড় করে ওঠা)। [দেশী]।

ধড়া—বি. ধটী, কটিবস্ত্র (পীতধড়া)। [সং. ধটিকা]। বি. ~**চূড়া**—শ্রীকৃষ্ণের কটিবাস ও মুকুট ; (ব্যঙ্গে) সাজপোশাক (প্রধানতঃ সাহেবী)।

ধড়াস্—অব্য. জোরে পতন বা হৃৎস্পন্দনের ধ্বনি ; দড়াম্, ধক্। অব্য. **ধড়াস্ ধড়াস্**—ক্রমাগত বেগে বক্ষস্পন্দনধ্বনি, প্রবল ধড়ফড়।

ধড়িবাজ, (বর্জি.) **ধড়ীবাজ**—বিণ. ধূর্ত, কূটকৌশলী, ফন্দিবাজ ; প্রতারক। [বাং. ধড় (>সং. ধূর্ত)+ফা. বাজ]। বি. **ধড়িবাজি**—ধড়িবাজের ন্যায় আচরণ, ধূর্তামি।

ধন—বি. অর্থ, সম্পদ্ (ধনশালী) ; মহামূল্য কাম্য সামগ্রী

(মাতৃস্নেহ পরম ধন) ; স্নেহপাত্রকে সম্বোধন (যাদুধন) ; (গণি.) যোগচিহ্ন (+)। [সং. √ধন্+অ (র্তৃ)]। বি. ~কুবের—(ধনদেবতা কুবেরের ন্যায়) অতিশয় বিভবশালী ব্যক্তি। বি. ~গর্ব—ঐশ্বর্যশালী হওয়ার জন্য অহংকার। বি. ~গৌরব—ধনগর্ব ; ধনের মহিমা। বি. ~জন—অর্থবল ও লোকবল। বি. ~ঞ্জয়—(মহা.—ধনজয়কারী) অর্জুন। বি. ~তৃষা, ~তৃষ্ণা—অর্থলাভের প্রবল বাসনা। ~দ—(১) বিণ. ধনদানকারী। (২) বি. ধনের অধিদেবতা কুবের। ~দা—(১) বিণ.(স্ত্রী.) ধনদানকারিণী। (২) বি. (স্ত্রী.) ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। বিণ. ~দাতা (-র্তৃ), ~দায়ক—ধনদানকারী। বিণ. (স্ত্রী.) ~দাত্রী, ~দায়িকা, ~দায়িনী। বি. ~দাস—ধনলাভের জন্য বা ধন সঞ্চয়ের জন্য যে সকলরকম আত্মনিগ্রহ স্বীকার করে, অত্যন্ত কৃপণ বা অর্থলোভী ব্যক্তি। বি. ~দেবতা—কুবের। বি. ~দৌলত—অর্থ এবং অন্যান্য সম্পত্তি। বি. ~ধান্য—টাকাপয়সা ও শস্যপ্রাচুর্য। বি. ~পতি—ধনদেবতা কুবের ; অতিশয় ধনশালী ব্যক্তি (তু. ম. বাং. সাহিত্যের ধনপতি সদাগর)। বি. ~পিপাসা—ধনতৃষ্ণা-র অনুরূপ। বিণ. ~বান্ (-বৎ)—ধনী। বিণ.(স্ত্রী.) ~বতী। বি. ~বত্তা। বি. ~বিজ্ঞান—ধনসম্পদের সর্বপ্রকার ব্যবহার সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, অর্থনীতি। বি. ~বিনিয়োগ—ব্যবসায়বাণিজ্যের মূলধনরূপে অর্থ নিয়োগ। বি. ~বিভাগ—উত্তরাধিকারক্রমে ধনসম্পত্তির বণ্টন। বি. ~ভাণ্ডার—ধনাগার, কোষ ; তহবিল। বি. ~মদ—ধনগর্ব-এর অনুরূপ। বি. ~মান—বিত্ত ও সম্মান। বিণ. ~শালী (-শালিন্)—ধনী। বিণ. (স্ত্রী.) ~শালিনী। বি. ~শালিতা। বি. ~শ্রী—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ, ধানসী। বি. ~সম্পত্তি—ধনদৌলত-এর অনুরূপ। বি. ~স্থান—(জ্যোতিষ) লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান, ধনসম্পর্কে লাভালাভের সূচক। বিণ. ~হীন—নির্ধন, গরিব। বিণ. (স্ত্রী.) ~হীনা। বি. ধনাগম—অর্থোপার্জন, ধনলাভ, আয়। বি. ধনাগার—ধনভাণ্ডার, কোষ। বিণ. ধনাঢ্য—ধনী, বড়লোক। বিণ. (স্ত্রী.) ধনাঢ্যা। বি. ধনাধ্যক্ষ—কোষাধ্যক্ষ, ধনাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। বি. ধনার্জন—অর্থোপার্জন ; টাকা রোজগার ; আয়। বিণ. ধনার্থী—অর্থপিপাসু, ধনলাভ করিতে চাহে এমন। বিণ. (স্ত্রী) ধনার্থিনী।

ধনি১—অব্য. (ব্রজ. ও প্রা. বাং. কাব্যে—রমণীকে সম্বোধনকালে ব্যবহৃত) ধন্যা ('ধনি ধনি তুহারি সোহাগ' : বিদ্যা)। [সং. ধন্যা]।

ধনি২—বিণ. বি. (কাব্যে) সুন্দরী, যুবতী ('ধনি মুখমণ্ডল চান্দবিরাজিত' : বিদ্যা. ; সেথায় আজিকে যাও তুমি, ধনি' : রবীন্দ্র)। [সং. ধনিকা]।

ধনিক—বিণ. বি. পুঁজিপতি, স্বীয় অর্থবলে (শ্রমিকের সাহায্যে) ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনাকারী (ধনিক শ্রেণী-শ্রমিক শ্রেণী) ; মহাজন ; ধনশালী, ধনী। [সং. ধন+ইক]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) ধনিকা—ধনিক-বধূ ; যুবতী ; সুন্দরী।

ধনিচা—বি. পাটগাছের ন্যায় গাছবিশেষ (সবুজসার-রূপে ব্যবহৃত হয়)। [দেশী]।

ধনিয়া—বি. মসলারূপে ব্যবহৃত শস্যবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং. ধন্যাক]।

ধনিষ্ঠা—বি. (জ্যোতি.) নক্ষত্রবিশেষ। [সং.]।

ধনী১—ধনি২-র বানানভেদ।

ধনী২ (-নিন্)—বিণ. ধনবান্। [সং. ধন+ইন্]। বিণ. (স্ত্রী) ধনিনী।

ধনুঃ (-নুস্), (চলিত) **ধনু**—বি. যাহা হইতে তীর নিক্ষেপ করা হয়, শরাসন, কার্মুক, কোদণ্ড, চাপ (হরধনু) ; পরিমাণবিশেষ (=৪ হাত) ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের নবম রাশি। [সং.]। বি. ধনুর্গুণ—জ্যা, ধনুকের ছিলা। বি. ধনুর্ধর—যে যোদ্ধা তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করে, তীরন্দাজ ; (ব্যঙ্গে) অত্যন্ত বাহাদুর, কেরামতিতে দক্ষ, বিশেষতঃ মন্দ কাজে। বি. ধনুর্ধারী (-রিন্)—তীরন্দাজ। বি. ধনুর্বাণ—ধনুক ও তীর। বি. ধনুর্বিদ্যা—তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করার বিদ্যা, প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যা। বি. ধনুর্বেদ—ধনুর্বিদ্যা-সম্বন্ধীয় প্রাচীন শাস্ত্র, যজুর্বেদের উপবেদ বলিয়া পরিগণিত। ধনুর্ভঙ্গ পণ—(মূ.) সীতাকে বিবাহ করিতে হইলে প্রার্থীর অবশ্যই হরধনু ভগ্ন করিতে হইবে : রাজা জনকের এই কঠোর পণ বা শর্ত ; (গৌণ অর্থে) অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প। বি. ধনুষ্কোটি—ধনুকের অগ্রভাগ বা হুল ; সেতুবন্ধের নিকটস্থ হিন্দুতীর্থবিশেষ। বি. ধনুষ্টঙ্কার—ধনুকের ছিলা আকর্ষণের শব্দ ; অঙ্গের আক্ষেপমূলক রোগবিশেষ, tetanus। [রামধনু দ্রঃ]।

ধনুক—ধনু-এর বাঙ্গালা চলিত রূপ। ধনুক-ভাঙ্গা পণ—ধনুর্ভঙ্গ পণ-এর অনুরূপ।

ধনে—ধনিয়া-র কথ্য রূপ।

ধনেশ—(১) বি. ধনদেবতা কুবের ; দীর্ঘচঞ্চুযুক্ত পক্ষিবিশেষ। (২) বিণ. ধনবান্। [সং. ধন+ঈশ]।

ধন্দ, ধন্ধ—বি. সংশয়, ধোঁকা, ধাঁধা ; সাংসারিক ভাবনাচিন্তা (সংসার-ধন্দ)। [<সং. দ্বন্দ্ব]।

ধন্দা—বি. (ব্রজ.) সংশয়, ধাঁধা ('মঝু মনে লাগল ধন্দা' : বিদ্যা.)। [সং. দ্বন্দ্ব]।

ধন্না—ধরনা-র চলিত রূপ।

ধন্ব, ধন্বা (-ন্বন্)—বি. ধনু (সুধন্ব, সুধন্বা) ; মরুভূমি। [সং.]।

ধন্বন্তরি—বি. দেবচিকিৎসক ; সমুদ্রমন্থনে ইনি সুধাহস্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত হন ; (আল.) অতিশয় সুচিকিৎসক। [সং.]।

ধন্বী (-ন্বিন্)—বিণ. ধনুর্ধারী। [সং. ধন্ব+ইন্]।

ধন্য—(১) বিণ.(সং.) ধনলাভকারী ; সৌভাগ্যশালী, কৃতার্থ (ধন্য হওয়া বা করা) ; প্রশংসনীয়, সাধুবাদের যোগ্য ('তুমি ধন্য ধন্য হে')। (২) (বাং.) বি. ধন্যবাদ (ধন্য তোমাকে)। [সং. ধন+য]। বিণ. (স্ত্রী.) ধন্যা। বি. ~বাদ—প্রশংসাবাদ ; (বাং.) কৃতজ্ঞতা (ধন্যবাদ জানান)।

ধন্যাক—বি. ধনিয়া, মসলাবিশেষ। [সং.]।

ধপধপ, ধবধব, ধপ ধপ, ধব্‌ধব্—অব্য. অতিশয়

শুভ্রতা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসূচক। [দেশী]। বিণ. **ধপধপে, ধবধবে, ধপ্ ধপে, ধব্‌ধবে**—অতিশয় শুভ্র ও উজ্জ্বল।

ধপাৎ, ধপাস্—অব্য. উচ্চ ধপ্-আওয়াজ (ধপাস্ করে পড়া)। [দেশী]।

ধপ্—অব্য. ভারী বস্তু পতনের শব্দ। [দেশী]।

ধবল—(১) বিণ. সাদা, শুভ্র (ধবলগিরি)। (২) বি. শ্বেত বর্ণ; চর্মরোগবিশেষ: ইহাতে গাত্রচর্ম এবং চুল ও রোমরাজি শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **ধবলা**। বিণ. **ধবলিত**—সাদা রঙ করা হইয়াছে বা শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে এমন (সুধাধবলিত)। **ধবলিমা** (-মন্)—শুভ্রতা। বি. **ধবলী**—শ্বেতবর্ণা গাভী। বিণ. **ধবলীকৃত**—সাদা করা হইয়াছে এমন। বিণ. **ধবলীভূত**—সাদা হইয়াছে এমন।

ধমক—বি. তিরস্কার; তাড়স, ঘোর (জ্বরের ধমক); ভাড়া চাপ (কাজের ধমক); বেগ (হাসির ধমক)। [হি.]। ক্রি. **ধমকা**—ধমকান। **ধমকান, ধমকানো**—(১) ক্রি. ধমক দেওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। **ধমকানি**—ধমক দেওয়া; ধমক।

ধমনী, ধমনি—বি. রক্তবাহিকা নাড়ী; দেহের বিভিন্ন স্থানে রক্ত-সঞ্চারক নাড়ী, artery [বি. প.]। [সং.]।

ধম্ম, ধম্মিষ্ঠ—যথাক্রমে **ধর্ম** ও **ধর্মিষ্ঠ**-র অমা. কথ্য রূপ।

ধম্মিল্ল—বিণ. খোঁপা, ঝুঁটি, চূড়া। [সং.]।

-ধর—বিণ. ধারণকারী (ভূধর, জলধর)। [সং. √ধৃ+অ (র্তৃ)]।

ধরণ১—**ধরন**-এর বর্জি. বানান।

ধরণ২—বি. ধারণ ('ধরণিধরণ')। [সং. √ধৃ+অন (ভা)]।

ধরণী, ধরণি—বি. পৃথিবী। [সং. √ধৃ+অনি (র্তৃ)+ঈ]। বি. ~**তল**—ভূতল, ধরাপৃষ্ঠ। বি. ~**ধর**—পর্বত; নারায়ণ; বাসুকিনাগ। বি. ~**পতি**—রাজা। বি. ~**সুত**—মঙ্গলগ্রহ। ~**সুতা**—(রামা.) সীতাদেবী।

ধরতা—বি. পূর্ব হইতে যাহা বাদ ধরিয়া লওয়া হয়, ধরতি; মূল গায়কের মুখ হইতে দোহার কর্তৃক ধরিয়া-লওয়া পদ। [ধরা২ দ্র:]।

ধরতি, ধরতা, ধলতা—বি. পাছে ওজনে কম হয়, এইজন্য বিক্রেতা যে পরিমাণ অতিরিক্ত মালপত্র ক্রেতাকে আন্দাজে ধরিয়া দেয়। [ধরা২ দ্র:]।

ধরন—বি. পদ্ধতি, ভঙ্গি, ঢঙ্ (কাজের ধরন); আকৃতি, চেহারা, ভঙ্গি, চালচলন (তার চলার ধরন দেখে সন্দেহ হচ্ছে)। [সং. ধরণ]। বি. **ধরনধারণ**—চালচলন, আকার-প্রকার, হাবভাব।

ধরনা—বি. কোন কামনা পূরণের জন্য কোথাও পড়িয়া থাকা, হত্যা দেওয়া (তারকেশ্বরে ধরনা দেওয়া); ঘরের চাল বা আচ্ছাদন যে কাঠের উপর ভর দিয়া থাকে। [দেশী]।

ধরপাকড়—বি. পুলিশ কর্তৃক ব্যাপক গ্রেপ্তারকরণ; পীড়াপীড়ি, ধরাধরি (চাকরির জন্য ধরপাকড় করা)। [ধরা ও পাকড়া দ্র:]।

ধরব—ধরিব-র কোমল রূপ।

ধরম—**ধর্ম**-র কোমল রূপ।

ধরা১—বি. যে ধরে, ধারণ করে; পৃথিবী। [সং. √ধৃ+অ (র্তৃ)+আ]। **ধরাকে সরা দেখা**—গর্বে অন্ধ হওয়া বা সবকিছু তুচ্ছ করা। বি. ~**তল**—ভূ-পৃষ্ঠ, মাটি। বি. ~**ধর**—পর্বত। বি. ~**ধাম**—পৃথিবীরূপ বাসস্থান, সংসার। বিণ. ~**শায়ী** (-য়িন্)—ভূতলে শয়ান, মাটিতে বা ভূতলে পতিত।

ধরা২—(১) ক্রি. হস্তদ্বারা ধারণ বা গ্রহণ করা (পেনসিলটা ধর); পরিধান করা, পরা (বেশ ধরা); গ্রেপ্তার করা (চোর ধরা); অবলম্বন করা, ভর দেওয়া (লাঠি ধরে বা গোঁ ধরে চলা); অনুসরণ করা (পথ ধরা); অবলম্বন দেওয়া (ওকে ধর, নইলে পড়ে যাবে), হস্তচ্যুত না করা, জমাইয়া রাখা (এই বাজারে মাল ধরিয়া রাখ); থামা (ঐ ট্রেন এই স্টেশনে ধরে না), আক্রমণ করা (রোগে বা ডাকাতে ধরা); ক্ষতি করা, কাটা (পোকায় ধরা); উচ্চারণ করা (ঈশ্বরের নাম ধরা); ধরনা বা হত্যা দেওয়া, সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানান বা দরবার করা (তারকেশ্বরে দোর ধরা, চাকুরির জন্য মুরুব্বিদের ধরা); রক্ষা করা, বাঁচান (প্রাণ ধরা); বসিয়া যাওয়া, রুদ্ধ হওয়া (ঠাণ্ডায় গলা ধরা); জন্মান (গাছে ফল ধরা), স্থান দেওয়া, বহন করা, লালন করা (গর্ভে বা বুকে ধরা); সংলগ্ন হওয়া, ছাপ লাগা (ছবিতে রঙ ধরা সোনা ধরা); যন্ত্রণা হওয়া (মাথা ধরা); ঝাপসা বা অবশ হওয়া (চোখ বা পা ধরে আসা), কার্যকর হওয়া (ঔষধ ধরেছে); বন্ধ বা শেষ হওয়া (বৃষ্টি ধরা); আরম্ভ করা (গান ধরা); খুঁজিয়া বাহির করা (ভুল ছল বা খুঁত ধরা); নির্ধারণ বা স্থির করা (দাম ধরা), রন্ধনকালে পুড়িয়া উঠা (তরকারিটা ধরে গেছে); জ্বলিয়া উঠা (উনান ধরা); আগুন লাগা (কাঠটা ধরে উঠেছে); অনুভূত হওয়া বা আচ্ছন্ন হওয়া (শীতে বা ভয়ে ধরেছে); নাগাল পাওয়া (হাত দিয়ে চাঁদ ধরা); গণ্য বা বিবেচনা করা (মানুষের মধ্যে ধরা); যথাসময়ে পাওয়া বা আরোহণ করা (ট্রেন বা ট্রাম ধরা), স্থান সঙ্কুলান হওয়া (এ ঘরে এত লোক ধরবে না), প্রকাশ পাওয়া; ফুটিয়া উঠা (চুলে পাক ধরা); কু-অভ্যাস করা (আফিম ধরা); অনুমান করা (লেখাটা কার, ধরা শক্ত); হওয়া, পড়া (টান ধরা); অনুমান করা, কল্পনা করা (ধরিয়া লও যে, বৃষ্টি হইবে, ধর যদি যাইতে না পারি); গ্রাহ্য করা ('মোর কথা ধর')। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে, বিশেষতঃ—আত্ম-সমর্পণ (ধরা দেওয়া), ধৃতকরণ। (৩) বিণ. উক্ত সকল অর্থে বিশেষতঃ—যে বা যাহা ধরে এমন, (ধামাধরা লোক, মাছধরা জাল, মরিচা-ধরা লোহা, ছেলেধরা ডাকাত); নির্ধারিত (ধরা কথা); রন্ধনকালে পুড়িয়া উঠিয়াছে এমন (ধরা ভাত); ধৃত (তোমার ধরা মাছ)। [সং. √ধৃ+বাং. আ]। ক্রি. **ধরিয়া পড়া, ধরিয়া বসা**—সনির্বন্ধ অনুরোধ করা (ধরে-প'ড়ে চাকরি পাওয়া)। বি. ~**কাট**—কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, বাঁধাবাঁধি (পথ্যের ধরাকাট)। বি. ~**ছোঁয়া**—কাছে আসা; ধরিতে বা বুঝিতে পারা (ধরা-ছোঁয়ার বাইরে)। বি. ~**ধরি**—

সনির্বন্ধ অনুরোধ বা দরবার ; পুলিশ কর্তৃক ব্যাপক গ্রেপ্তার. ধরপাকড় ; বহু লোক কর্তৃক বহন (পাথর-খানাকে সকলে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল)। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ধৃত বা গ্রেপ্তার করান (চোর ধরান) ; লাগান (রঙ বা বালি ধরান) ; যথাসময়ে পাওয়াইয়া দেওয়া (ট্রেন ধরান) ; জ্বালান (উনান ধরান) ; কু-অভ্যাস করান (মদ ধরান) ; বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দেওয়া (ভুল ধরান) ; অবলম্বন করান (পথ ধরান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বিণ. ~বাঁধা—নির্দিষ্ট।

ধরাকাট, ধরাছোঁয়া, ধরাধরি, ধরান (নো), ধরাবাঁধা—ধরা₂ দ্রঃ]।

ধরাট—বি. ক্রয়বিক্রয়ের বাটা বা কমিশন. ছাড়, যাহা মূল্য হইতে বাদ ধরা হয়। [ধরা₂ দ্রঃ]।

ধরাতল, ধরাধর, ধরাধাম, ধরাশায়ী—ধরা₁ দ্রঃ।

ধরিত্রী—বি. ধরণী, পৃথিবী। [সং.]।

ধরিয়া—(১) অব্য (অনুসর্গ.) যাবৎ. ব্যাপিয়া (কয়েকবছর ধরিয়া)। (২) ক্রি-বিণ. ধীরে (ধরিয়া ধরিয়া লেখা)। [ধরা₂ দ্রঃ]।

ধর্তব্য—বিণ. ধারণযোগ্য ; গণনীয়, বিবেচ্য, গ্রাহ্য (দোষ. পাওনা বা কটুকথা ধর্তব্য নয়)। [সং. √ধৃ+তব্য (র্ম)]।

ধর্ম—বি. ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতি, আচার-আচরণ ও পর-কাল ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ ও তত্ত্ব (হিন্দু-ধর্ম. ইসলাম ধর্ম) ; পুণ্যকর্ম. সৎকর্ম. কর্তব্যকর্ম (ক্ষমা শ্রেষ্ঠ ধর্ম) ; শাস্ত্রবিধান. সুনীতি, (ধর্মসঙ্গত) : সাধনার পথ (তান্ত্রিক ধর্ম); শ্রেণীবিশেষের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য (নারীধর্ম, রাজ-ধর্ম. বীরধর্ম) ; স্বভাব, শক্তি, গুণ (মানবধর্ম. কালের ধর্ম. আগুনের ধর্ম) ; নৈতিক সততা (ধর্মশূন্য আচার-আচরণ) : ন্যায়বিচার (ধর্মাধিকরণ) : পুণ্য (ধর্মের সংসারে পাপ). ধর্মের অধিদেবতা যম ; ধর্মদেবতা যমের অংশজাত যুধিষ্ঠির. বিশেষ লক্ষণ (কলিকালের ধর্ম). সতীত্ব (স্ত্রীলোকের ধর্মনাশ) ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে নবম স্থান। [সং. √ধৃ (=ধারণ) + ম (র্তৃ)]। ক্রি. **ধর্মে সওয়া**—ধর্মের বা ভগবানের শাস্তি এড়ান। **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ধর্মের ঢাক আপনি বাজে**—পাপ কখনও গুপ্ত থাকে না ধর্মের বা ভগবানের বিচার কখনও এড়ান যায় না। **ধর্মের ষাঁড়**—বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে. ধর্মের নামে উৎসর্গীকৃত মুক্ত ষাঁড় : (ব্যঙ্গে) যে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে বাধা দিবার কেহ নাই। **ধর্মের সংসার**—যে সংসারে পাপাচরণ নাই। বি. **ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ**—মানবজীবনের চতুর্বিধ লক্ষ্য বা সাধন। বি. **~কর্ম, ~কার্য**—শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মাদি। বিণ **~কাম**—শাস্ত্রবিহিত আচার-আচরণাদি পালনপূর্বক পুণ্যার্জনকামী। বি. **~ক্ষেত্র**—পুণ্যস্থান, তীর্থ। বি. **~গ্রন্থ, ~পুস্তক**—ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতি পরকাল পুণ্যলাভের উপায় ধর্মসঙ্গত আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, স্মৃতিশাস্ত্র। বি. **~ঘট**—বৈশাখমাসে ধর্মার্থে ঘটদানব্রতবিশেষ ; কোন ন্যায্য দাবীপূরণের সাপেক্ষে কর্মচারিগণ কর্তৃক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দলবদ্ধভাবে কাজ বন্ধ করা। বিণ. **~ঘটী**—ধর্মঘটকারী। বি. **~চক্র**—দুঃখের কারণ ও তাহার চিরনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশ-চতুষ্টয়, যাহা 'আর্যসত্য' নামে প্রসিদ্ধ। বি. **~চর্চা**—ধর্মসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা। বি. **~চর্যা, ~পালন, ধর্মাচরণ**—পুণ্যকর্মসাধন. ধর্মসঙ্গত বা শাস্ত্রবিহিত কার্যকরণ। বিণ. **~চারী** (-রিন্), **ধর্মাচারী** (-রিন্)—ধর্মচর্যা করে এমন, ধর্মকর্মে ব্রতী, ধার্মিক। বি. **~চিন্তা**—ধর্মবিষয়ক চিন্তা বা ধ্যান. আধ্যাত্মিক চিন্তা। বি. **~জীবন**—ধর্মব্রতীর জীবন ; সাধুর জীবন। বিণ. **~জ্ঞ**—ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানে এমন। বি. **~ঠাকুর**—বৌদ্ধ-যুগের পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণেতর জাতির উপাস্য দেবতা. শূন্যরূপ নিরঞ্জনদেব : মঙ্গলদেবতাবিশেষ। অব্য. ক্রি-বিণ. **~তঃ** (-তস্)—ধর্মানুসারে (ধর্মতঃ বলিতেছি)। বি. **~তত্ত্ব**—ধর্ম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র. ধর্মজ্ঞান। বি. **~তলা**—ধর্মঠাকুরের অধিষ্ঠিত এবং পূজার্থ স্থান। বিণ. **~দ্রোহী** (-হিন্), **~দ্বেষী** (-ষিন্)—ধর্মসঙ্গত আচরণের বিরোধী ; অধার্মিক। বি. **~দ্রোহ, ~দ্রোহিতা**। বিণ. **~ধ্বজী** (-জিন্)—জীবিকার জন্য ধার্মিকতার ভানকারী. কপট-ধার্মিক, বকধার্মিক। বি. **~নাশ**—ধর্মের লোপ বা ক্ষতি ; সতীত্বহানি। বিণ. **~নিষ্ঠ**—ধার্মিক। বি. **~নিষ্ঠা**—ধার্মিকতা। বি. **~পত্নী**—বিবাহিতা স্ত্রী. সহধর্মিণী। বিণ. **~পরায়ণ**—ধার্মিক। বি. **~পরায়ণতা**। বি. **~পিতা** (-তৃ), **~বাপ**—ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে : রক্ষাকর্তা। বি. (স্ত্রী.) **~মাতা** (-তৃ)। বি. **~পুত্র**—ধর্মের অধিদেবতা যমের অংশজাত যুধিষ্ঠির. ধর্মতঃ যাহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। **ধর্মপুত্র** (বা **ধর্মপুত্তুর**) **যুধিষ্ঠির**—(ব্যঙ্গে) যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্মিক বলিয়া যে নিজেকে জাহির করিতে চায়। বিণ. **~প্রবণ**—ধর্মানু-রাগী। বি. **~প্রবণতা**। বিণ. **~প্রাণ**—ধর্মকে নিজের প্রাণস্বরূপ মনে করে এমন। বি. **~প্রাণতা**। বি. **~বিপ্লব**—ধর্মসংক্রান্ত বিপ্লব বা বিরাট্ পরিবর্তন। বি. **~বুদ্ধি**—ধর্মসঙ্গত জ্ঞান, পুণ্যে প্রবণতা। বিণ. **~বৃদ্ধ**—ধর্মজ্ঞানে ও ধর্মাচরণে শ্রেষ্ঠ। বি. **~ভয়**—ধর্মহানি বা পাপের ভয়। বিণ. **~ভীরু**—ধর্মহানি বা পাপকে ভয় করিয়া চলে এমন, ধার্মিক। বি. **~ভীরুতা**। বিণ. **~ভ্রষ্ট**—ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত, পতিত। বি. **~ভ্রাতা** (-তৃ), **~ভাই**—ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে. গুরুভাই। বি. (স্ত্রী.) **~ভগ্নী**। বি. **~মঙ্গল**—ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থ। বি. **~মন্দির**—দেবালয়. ভজনালয়। বি. **~যুদ্ধ**—ধর্মরক্ষার্থ যুদ্ধ. জেহাদ। বি. **~রক্ষা**—স্বধর্ম বজায় রাখা ; ধর্মাচরণ ; সতীত্বরক্ষা। বি. **~রাজ, ~রায়**—যুধিষ্ঠির ; যম ; ধর্মঠাকুর ; বুদ্ধ। বি. **~রাজ্য**—যে রাজ্যে ন্যায়বিচার বর্তমান. ন্যায়ের রাজ্য। বি. **~লক্ষণ**—ধৃতি ক্ষমা আত্ম-সংযম সততা পরিচ্ছন্নতা ইন্দ্রিয়দমন ধী বিদ্যা সত্য-প্রিয়তা অক্রোধ : ধার্মিকতার এই দশটি লক্ষণ। বি. **~লোপ**—ধর্মের অস্তিত্বহানি। বি. **~শালা**—বিচারা-লয় : অতিথিশালা ; সাধারণ লোকের আশ্রয়স্থান। বি. **~শাসন**—ধর্মের বা শাস্ত্রের অনুশাসন। বি. **~শাস্ত্র**

—ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ; স্মৃতিশাস্ত্র। বি. ~শিক্ষা—ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা; যে শিক্ষায় মনে ধর্মজ্ঞানের উদয় হয়। বিণ. ~শীল—ধার্মিক। বি. ~সংস্কার—কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতিসাধন। বিণ. ~সংস্কারক—ধর্মসংস্কারকারী। বি. ~সংস্থাপন—ধর্মের প্রতিষ্ঠা। বি. ~সংহিতা—মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি-প্রণীত মূল স্মৃতিগ্রন্থ : ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন-সংবলিত গ্রন্থ। বিণ. ~সঙ্গত—ধর্মানুশাসন-অনুযায়ী; ন্যায়-ধর্মের অনুমোদিত। বি. ~সভা—ধর্মের আলোচনা, উন্নতি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত সভা। ~সাক্ষী (-ক্ষিন্)—(১) বিণ. (যাহাতে বা যাহার) কার্যে ধর্ম সাক্ষী আছেন এরূপ। (২) বি. (বাং.) ধর্মের নামে বা ধর্মানুমোদিত নিয়মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। বি ~সাধন—ধর্মচর্যা, ধর্মপালন। বি. ~হানি—ধর্মের ক্ষতি বা লোপ, ধর্মনাশ। বিণ. ~হীন—অধার্মিক, পাপী। বি. ধর্মাচরণ—ধর্মচর্যা দ্রঃ। বিণ. ধর্মাচারী—ধর্মচারী দ্রঃ। বি. ধর্মাত্মা(-ত্মন্)—অতিশয় ধার্মিক। বি. ধর্মাধর্ম—ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য। বি. ধর্মাধিকরণ—বিচারালয়; বিচারক। বি. ধর্মাধিকরণিক—বিচারক। বি. ধর্মাধিকার—বিচারের অধিকার; বিচারকের কাজ বা পদ। বি. ধর্মাধিকারী (-রিন্)—বিচারক। বি. ধর্মাধ্যক্ষ—ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান সরকারী তত্ত্বাবধায়ক; প্রধান বিচারপতি। বিণ. ধর্মানুগত, ধর্মানুমোদিত, ধর্মানুযায়ী (-য়িন্)—ধর্মসঙ্গত; ন্যায়সঙ্গত; শাস্ত্রবিহিত। বি. ধর্মানুষ্ঠান—ধর্মপালন; শাস্ত্রবিহিত আচার-অনুষ্ঠান। বি. ধর্মান্তর—ভিন্ন ধর্ম। বি. ~গ্রহণ—স্বধর্ম ত্যাগপূর্বক অন্য ধর্ম গ্রহণ। বিণ. ধর্মান্ধ—স্বধর্মে অন্ধবিশ্বাসী এবং পরধর্মদ্বেষী। বি. ধর্মান্ধতা। বি. ধর্মাবতার—মূর্তিমান্ ধর্ম : বিচারক, রাজা, প্রভু, আশ্রয়দাতা প্রভৃতিকে সম্বোধনের রীতি। বিণ. ধর্মাবলম্বী (-ম্বিন্)—(বিশেষ কোন) ধর্মের উপাসক (বৌদ্ধধর্মাবলম্বী); ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। বি. ধর্মারণ্য—তপোবন। ধর্মার্থ—(১) বি. ধর্ম ও অর্থ। (২) ক্রি-বিণ. ধর্মের জন্য। ক্রি-বিণ. ধর্মার্থে—ধর্মের জন্য। বি. ধর্মাসন—বিচারপতির আসন। বিণ. ধর্মিষ্ঠ—ধর্মের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠাশীল, অত্যন্ত ধার্মিক। বিণ. (স্ত্রী.) ধর্মিষ্ঠা। বিণ. ধর্মী (-র্মিন্)—বিশেষ কোন স্বভাবযুক্ত বা গুণযুক্ত (ভোগ-ধর্মী, প্রকাশ-ধর্মী), ধার্মিক। বিণ. ধর্মীয়—ধর্ম-সংক্রান্ত, ধর্মসম্বন্ধে (ধর্মীয় মত, ধর্মীয় আলোচনা)। বিণ. ধর্মোত্তর—ধর্মপ্রধান। ক্রি-বিণ. ধর্মোদ্দেশে—ধর্মার্থে, ধর্মের জন্য। বি. ধর্মোপদেশ—ধর্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশ বা শিক্ষা। বিণ. ধর্মোপদেষ্টা (-ষ্টৃ), ধর্মোপদেশক—ধর্ম সম্বন্ধে যিনি উপদেশ দেন। বি. ধর্মোপাসনা—ধর্মবিহিত উপাসনা; বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ে প্রচলিত উপাসনা। বি. ধর্মোপাসক—ধর্মাবলম্বী। বিণ.(স্ত্রী.) ধর্মোপাসিকা। বিণ. ধর্ম্য—ধর্মসঙ্গত (ধর্ম্য যুদ্ধ); যাহা ধর্মবিরুদ্ধ নয়; ন্যায্য; ধর্মলব্ধ।

ধর্ষ, ধর্ষণ—বি. পীড়ন, অত্যাচার; (বিশেষতঃ নারীর প্রতি) বলাৎকার; দমন, পরাজিতকরণ। [সং. √ধৃষ্ + অ, অন (ভা)]। বিণ. ধর্ষকামী—পীড়নের কামনা-মূলক একপ্রকার যৌনবিকৃতি-বিশিষ্ট, Sadist। বিণ. ধর্ষণীয়—ধর্ষণযোগ্য, ধর্ষণসাধ্য। বিণ. ধর্ষিত—ধর্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) ধর্ষিতা—(বিশেষতঃ) বলপূর্বক সতীত্ব নষ্ট করা হইয়াছে এমন (নারী)।

ধলা, ধলো—বি. সাদা, ফরসা। [সং. ধবল]।

ধস—(১) অব্য. মৃত্তিকা তুষার পাথর ইত্যাদির বড় চাঙড় উপর হইতে সবেগে খসিয়া পড়ার শব্দ। (২) বি. খাড়া পাহাড় হইতে খসিয়া-পড়া মৃত্তিকাদির চাঙড় (ধস নামা)। [হি. < সং. ধ্বংস (= নিপতন)]।

ধসকা—(১) বিণ. ধসিয়া পড়িবার মত, ঢিলা, শিথিল (ধসকা মাটি); কমজোর, অন্তঃসারশূন্য (ধসকা শরীর)। (২) ক্রি. ধসকান। [ধস দ্রঃ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ধসকা হওয়া; ধসা, ভাঙ্গিয়া পড়া (নদীর পাড় ধসকেছে); ধসান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ধসন—বি. ধসা। [ধস দ্রঃ]।

ধসা—(১) ক্রি. (পাহাড় নদীর পাড় প্রভৃতি হইতে) মাটি ইত্যাদির চাপ খসিয়া পড়া; ভাঙ্গিয়া পড়া (ভিত ধসে যাচ্ছে), দুর্বল হইয়া যাওয়া (রোগে রোগে শরীর ধসে গেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [ধস দ্রঃ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ধসকা করা; (নদীর পাড় ইত্যাদি হইতে) ধস নামান বা ভাঙ্গিয়া ফেলা। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

ধস্তাধস্তি—বি. পরস্পরের প্রতি বলপ্রয়োগ, হাতাহাতি; দলবদ্ধভাবে ক্রমাগত বলপ্রয়োগ (ধস্তাধস্তি করে মাল তোলা)। [দেশী]।

ধা—বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামে ধৈবতের সঙ্কেত।

-ধা—(ব্যাক.) প্রকারবাচক প্রত্যয়বিশেষ (শতধা, বহুধা)। [সং. ধাচ্]।

ধাই—বি. ধাত্রী; মাতার ন্যায় পালনকারিণী রমণী, উপমাতা; যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করায় এবং আঁতুড়-ঘরে প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যা করে; শিশু বা বালক-বালিকাদের পরিচারিকা, যে স্ত্রীলোক স্বীয় স্তন্যে পরের সন্তান পালন করে। [সং. ধাত্রী]।

ধাউস—ঢাউস-এর উচ্চারণভেদ।

ধাওড়া—বি. (প্রধানতঃ সাঁওতাল) কুলিদের কুঁড়ে ঘর বা বস্তি। [দেশী]।

ধাওয়া—(১) ক্রি. ধাবন করা, দৌড়ান (সম্মুখে চলেছে ধেয়ে)। (২) বি. ধাবন; তাড়া (পিছনে ধাওয়া করা)। [সং. √ধাব্ + বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. দৌড় করানো; তাড়ানো। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে।

ধাঁ—অব্য. সহসা আগুন জ্বলার বা প্রহারের শব্দ; দ্রুত-গতি, ঝাঁ, চট্ (ধাঁ করে ছুটে যাওয়া)। অব্য. ~ই—সহসা ও সজোরে মারার শব্দ।

ধাঁচ, ধাঁচা, ধাঁজ—বি. আদল; ধরন, রকম (শরীরের গড়নটা দোহারা ধাঁচের)। [তু. হি. ঢাঁচা]।

ধাঁধা—(১) বি. দৃষ্টিভ্রম (চোখে কেমন ধাঁধা লেগে গেল); ধোঁকা, সংশয়; দুরূহ সমস্যা বা ব্যাপার; কৌতূহল-জনক ও বুদ্ধিবিভ্রমকারী প্রশ্ন (তোমার কথায় ধাঁধা লাগে)। (২) ক্রি. দৃষ্টিভ্রম জন্মানো বা হওয়া (চোখ ধাঁধিয়া

ঘাস)। [সং. দ্বন্দ্ব—তু. হি. ধন্ধা]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. দৃষ্টিভ্রম জন্মানো, চোখ ঝলসানো; ধাঁধা লাগানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ধাক্কা—(১) বি. ঠেলা (দরজায় ধাক্কা); সজ্বর্ষ, ঠোকাঠুকি (ট্রামে-বাসে ধাক্কা); সহসা আগত চাপ, তাড়া বা বেগ (কাজের ধাক্কা)। (২) ক্রি. ধাক্কান। [সং. √ধক্ক]। **ধাক্কা সামলানো**—প্রতিবিধান করা; সংকট হইতে রক্ষা পাওয়া।

ধাঙড়, ধাঙড়—বি. অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ: ঝাড়ুদার। [দেশী]।

ধাড়ি, ধাড়ী—(১) বি. যে সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছে (বাচ্চা ও ধাড়ি): সর্দার বা প্রধান ব্যক্তি (বজ্জাতের ধাড়ি, অকর্মার ধাড়ি)। (২) বিণ. বয়স্ক (বুড়োধাড়ি ছেলে); পাকা, ঘাগী, অগ্রণী (ধাড়ি শয়তান)। [সং. ধাত্রী]।

ধাত—বি. মানসিক প্রকৃতি, স্বভাব, মেজাজ (তার ধাত বোঝা শক্ত); শারীরিক প্রকৃতি (পিত্তের ধাত); নাড়ী (ধাত ছেড়ে যাওয়া); শুক্র (ধাতের রোগ)। [সং. ধাতু]। বিণ. ~সহ—ধাতে বা শরীর-ধর্মে সহ্য হয় এমন। বিণ. ~স্থ—প্রকৃতিস্থ, সুস্থ, শান্ত।

ধাতব—বিণ. ধাতু-সম্বন্ধীয়; ধাতুঘটিত (ধাতব পদার্থ)। [সং. ধাতু + অ]।

ধাতা (-তৃ)১—(১) বি. বিধাতা: ব্রহ্মা; পিতা। (২) বিণ. বি. ধারণকর্তা; কর্মফলদাতা: সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা। বি. (স্ত্রী.) **ধাত্রী**। [সং. √ধা + তৃ (র্তৃ)]।

ধাতা২—ক্রি. ধাতান। [দেশী]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. কড়া ধমক দেওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **ধাতানি**—কড়া ধমক।

ধাতু—বি. স্বর্ণরৌপ্যাদি খনিজ পদার্থ; উপাদান (লোকটি কোন্ ধাতুতে গড়া); স্বভাব, প্রকৃতি, ধাত (তাহার ধাতুই আলাদা): শুক্র (ধাতু-দৌর্বল্য): (আয়ু.) দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফ মাংস অস্থি প্রভৃতি; ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম: এই পঞ্চভূত; (ব্যাক.) ক্রিয়াবাচক শব্দমূল। [সং. √ধা + তু (র্তৃ)]। বিণ. ~গত—ধাতু-সংক্রান্ত; শারীরিক প্রকৃতিঘটিত; স্বভাবগত। বিণ. ~গর্ভ—অভ্যন্তরে ধাতু আছে এমন; অভ্যন্তরে মহাপুরুষের দেহাবশেষ আছে এমন। বিণ. ~ঘটিত—ধাতুসম্বন্ধীয়, ধাতুসংযোগে প্রস্তুত: শুক্র-সম্বন্ধীয়। বিণ. ~ময়—ধাতুদ্বারা নির্মিত: ধাতুপূর্ণ। বি. ~মল—মরিচা, জং।

ধাত্রী—(১) বি. গর্ভধারিণী মাতা; ধাই, পালনকারিণী (জীবধাত্রী বসুন্ধরা, 'গ্রামগুলি ভারতসভ্যতার ধাত্রী-ভূমি'); রোগীর শুশ্রূষাকারিণী; পৃথিবী। (২) বিণ. ধারণকারিণী। বি. ~বিদ্যা—প্রসূতিতন্ত্র, প্রসবাদি-বিষয়ক শাস্ত্র, midwifery। [সং. √ধা + তৃ (র্তৃ) + ঈ]।

ধাত্রেয়ী—বি. ধাই। [সং. ধাত্রী + এয় + ঈ]।

ধান—বি. ধান্য, তুষ-সমেত চাউল। পরিমাণবিশেষ (= ½ রতি বা ৪ তিল)। [সং. ধান্য]। ক্রি. **ধান কাটা**—ধান পাকার পর গাছগুলি কাটিয়া স্তূপাকার করা। ক্রি. **ধান কাঁড়া**—ধান ভানা-র অনুরূপ। ক্রি. **ধান কাড়ান**—আগাছা নষ্ট করার জন্য ধানখেত চষা। ক্রি. **ধান ঝাড়া**—খামারে আনার পর ধানগাছ আছড়াইয়া ধান পৃথক্ করিয়া লওয়া। ক্রি. **ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা**—অতি অল্পব্যয়ে বা গুরুদক্ষিণা ফাঁকি দিয়া লেখাপড়া শেখা; অতি সামান্য বা অকেজো লেখাপড়া শেখা। ক্রি. **ধান নাড়িয়া দেওয়া**—খেতে বীজ হইতে চারা গজাইবার পর চারাগুলি উঠাইয়া লইয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া রোপণ করা। ক্রি. **ধান বোনা**—খেতে ধান-বীজ ছড়ান। ক্রি. **ধান ভানা**—ঢেঁকিতে কুটিয়া ধানের তুষ হইতে চাউল বাহির করা। ক্রি. **ধান মাড়ান**—গোরুকে দিয়া মাড়াইয়া শিষ্ হইতে ধানগুলি পৃথক্ করা। **কত ধানে কত চাল (হয়)**—প্রকৃত অবস্থা বা কঠিন বাস্তব। **ধানগাছের তক্তা**—অসম্ভব বস্তু। **ধান ভানতে শিবের গীত**—(হাস্যকর) অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। বি. ~দূর্বা—ধান ও দূর্বাঘাস: হিন্দুদের মাঙ্গল্য দ্রব্যবিশেষ (ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ)।

ধানশী, ধানসী—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [সং. ধানশ্রী]।

ধানাই-পানাই—বি. অসম্বদ্ধ ও অপ্রাসঙ্গিক উক্তি; আবোলতাবোল কথা। [দেশী]।

-ধানী১—বি. (স্ত্রী.) স্থান, আবাস (রাজধানি); আধার (মৎস্যধানী)। [সং. √ধা + অন (ধি) + ঈ]।

ধানী২—বিণ. কাঁচা ধানের ন্যায় সবুজ (ধানী রঙ); অতি ক্ষুদ্র (ধানী লঙ্কা); ধানযুক্ত। [বাং. ধান + ঈ]।

ধানুকী—বি. বিণ. ধনুর্ধর, ধনুকধারী। [< সং. ধানুষ্ক]।

ধানুষ্ক—(১) বিণ. ধনুর্ধর, ধনুর্বিদ্যা যাহার জীবিকা। (২) বি. ধনুর্ধারী সৈন্য। [সং ধনুস্ + ক]।

ধান্দা, ধান্ধা—বি. ধাঁধা, ধোঁকা: সংশয়; দৃষ্টিভ্রম; কাজকর্মের সন্ধান বা ফিকির (তিনি এখন নানা ধান্ধায় আছেন)। [< সং. দ্বন্দ্ব—তু. হি. ধন্ধা]।

ধান্য—বি. ধান; ধানজাতীয় শস্য (যবধান্য), শস্যমাত্র (বনধান্য)। [সং. ধান + য]। বি. ~বীজ—ধানের বীজ; ধনিয়া।

ধান্যা, ধান্যাক—বি. ধনিয়া। [সং.]।

ধান্যেশ্বরী—বি. (ব্যঙ্গে) ধান-চাউল হইতে চোলাই-করা, ধেনো মদ। [সং. ধান্য + ঈশ্বরী]।

ধাপ—বি. সিঁড়ির পৈঠা, সোপান। [?—তু. হি. ধাপ = দূরত্বের পরিমাণভেদ]।

ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর—বি. (ব্যঙ্গে) অজ্ঞাত ও বহু-দূরবর্তী স্থান।

ধাপা—বি. যে স্থানে জঞ্জালাদি স্তূপ নিক্ষিপ্ত হয় (ধাপার মাঠ)। [দেশী ?—তু. সং. স্তূপ, ইং. depot]।

ধাপ্পা—বি. মিথ্যা আশ্বাস, উপদেশ, ভয়-প্রদর্শন প্রভৃতি: ধোঁকা; প্রবঞ্চনা। [তু. হি. ধপ্পা]। বিণ. ~বাজ—ধাপ্পা দেয় এমন। বি. ~বাজি—ধাপ্পাবাজের কাজ, প্রতারণা।

ধাবক—(১) বিণ. ছোটে এমন; পত্রবাহী বা সংবাদ-বাহী; ধোয় বা পরিষ্কার করে এমন। (২) বি. ধোপা; প্রক্ষালনকারী; সংবাদবাহক বা পত্রবাহক; সংস্কৃত-সাহিত্যের কবিবিশেষ। [সং. √ধাব্ + অক (র্তৃ)]।

ধাবকা—বি. প্রভাব, চাপ। [তু. ধাক্কা]।

ধাবড়া—বি. কাদা, কালি প্রভৃতির বিস্তৃত ছাপ বা দাগ। [তু. হি. ধব্বা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. কালি প্রভৃতি এলোমেলোভাবে লাগাইয়া নোংরা করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ধাবধাড়া-গোবিন্দপুর—**ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর**-এর রূপভেদ।

ধাবন—বি. বেগে গমন; ধৌতকরণ; পরিষ্কারকরণ (দন্তধাবন)। [সং. √ধাব্ + অন (ভা)]।

ধাবমান—বিণ. ছুটিতেছে এমন, দ্রুতগতিযুক্ত। [সং. √ধাব্ + শানচ (র্তৃ)]।

ধাবিত—বিণ. ছুটিয়াছে এমন (কর্মক্ষেত্রে চিত্ত ধাবিত হয়); পশ্চাৎ-অনুসরণকারী; ধৌত। [সং. √ধাব্ + ত (র্তৃ, র্ম)]।

ধাম (-মন্)—বি. গৃহ, বাসস্থান (নামধাম); স্থান (শান্তি-ধাম); তীর্থ, পবিত্রস্থান (কাশীধাম, গোলোকধাম); আধার (গুণধাম)। [সং. √ধা + মন্ (র্তৃ)]।

ধামনিক—বিণ. ধমনী-সম্বন্ধীয়। **ধামনিকা**—বি. ধমনী। [সং. ধমনী + ইক]।

ধামসা—ক্রি. ধামসান। [দেশী]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. দলিত করা; হাত-পা দিয়া চটকান। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। বি. **ধামসানি**—দলিতকরণ; চটকানি।

ধামা—বি. শস্যাদি রাখিবার বা মাপিবার জন্য বেত্র-নির্মিত ঝুড়িবিশেষ। [সং. ধামক]। বিণ. **~চাপা**—অন্যায়ভাবে লোকচক্ষু হইতে অপসারিত। বিণ. **~ধরা**—তোষামুদে।

ধামার—বি. সঙ্গীতের তালবিশেষ বা রাগিণীবিশেষ। [দেশী—তু ধামালী]।

ধামাল—**দামাল**-এর অপ্র. রূপ।

ধামালী—বি. রঙ্গ দেখাইবার অভিপ্রায়ে দৌড় বা নাচ-গান; কৃত্রিম কলহ; চতুরালি। [দেশী]।

ধামি, ধামী—বি. ক্ষুদ্র ধামা। [বাং. ধামা + ই, ঈ]।

ধার$_1$—বি. (প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) ধারণকারী (কর্ণধার)। [সং. √ধৃ + অ (র্তৃ)]।

ধার$_2$—বিণ. (সচ. কাব্যে) জল প্রভৃতি তরল পদার্থের পতন, ধারা (অশ্রুধার)। [**ধারা$_2$** দ্র:]।

ধার$_3$—বি. প্রান্ত, কিনারা, পার্শ্ব (পথের ধার); তীক্ষ্ণতা (ছুরির ধার); তীক্ষ্ণ অংশ; প্রখরতা (বুদ্ধির ধার); ঋণ; সংস্রব। [সং. √ধৃ + অ (র্ম)]। ক্রি. **ধার করা**—দেনা করা। ক্রি. **ধার দেওয়া**—ঋণ রূপে দেওয়া। ক্রি. **ধার ধারা**—ঋণবদ্ধ হওয়া, (গৌণ অর্থে) কোনোপ্রকার সংস্রবে থাকা ('ধারি না কা'রো ধার')। ক্রি. **ধার লওয়া**—ঋণরূপে গ্রহণ করা। ক্রি. **ধার শোধ করা**—দেনা শোধ করা। **হয় ধারে কাটিবে, নয় ভারে কাটিবে**—হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি দক্ষতা প্রভৃতির (=ধারে) জোরে, নয় সহায়-সম্পদের (ভারে) জোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ক্রি. **ধারে ডোবা**—দেনায় বিজড়িত হওয়া।

ধারক—(১) বিণ. ধারণকারী (প্রাচীন সভ্যতার ধারক); পুস্তক ধরিয়া পুরাণ-পাঠকের অশুদ্ধি সংশোধনকারী; মন্ত্রপাঠ করানর বৃত্তি-অবলম্বনকারী; ঋণগ্রহণকারী; দাস্ত-রোধক (ধারক ঔষধ—তু. সারক)। (২) বি. উদরা-ময়ের ঔষধ। [সং. √ধৃ + অক (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

ধারণ—(১) বি. হস্তাদি দ্বারা বা অঙ্গে গ্রহণ (দণ্ডধারণ, কণ্ঠে ধারণ, বক্ষে ধারণ); মনে রাখা (উপদেশ ধারণ); স্থাপন (আশীর্বাদী ফুল শিরে ধারণ); অভ্যন্তরে গ্রহণ (এই পাত্র বহু জল ধারণে সক্ষম); পরিগ্রহ (রূপধারণ); গ্রহণ (নামধারণ); বহন (শিরে পৃথিবীধারণ); সংবরণ (মল-মূত্রের বেগ ধারণ)। (২) বিণ. গ্রহণকারী। [সং. √ধৃ + ণিচ্ + অন]।

ধারণা—বি. বোধ, অনুভূতি, প্রতীতি, উপলব্ধি (ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা); সংস্কার, বিশ্বাস (আমার দৃঢ় ধারণা); সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা); স্মরণশক্তি, মেধা; একাগ্রতা, চিত্তবৃত্তিকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া একই বিষয়ে স্থাপন। [সং. √ধৃ + ণিচ্ + অন (ভা) + আ]। বিণ. **~তীত**—উপলব্ধি করা অসাধ্য এমন।

ধারণীয়—বিণ. ধারণযোগ্য। [সং. √ধৃ + ণিচ্ + অনীয় (র্ম)]।

ধারয়িতা (তৃ)—বিণ. ধারণকারী ধারক। [সং. √ধৃ + ণিচ্ + তৃ (র্তৃ)]। **ধারয়িত্রী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) ধারণ-কারিণী। (২) বি. পৃথিবী।

ধারয়িষ্ণু—বিণ ধারণ করিয়া আছে এমন, ধারণশীল। [সং. √ধৃ + ণিচ্ + ইষ্ণু]।

ধারা$_1$—ক্রি. ঋণী হওয়া বা থাকা (অনেক ধারি); (সংস্রব) রাখা (ধারি না কা'রো ধার)। [বাং. ধার$_3$ + আ]।

ধারা$_2$—বি. স্রাব, প্রবাহ (রক্তধারা, অশ্রুধারা, আলোক-ধারা); বৃষ্টি (শ্রাবণের ধারা); ঝরণা (সহস্রধারা); শৃঙ্খলা, পদ্ধতি, নিয়ম (কাজের ধারা); পরম্পরা (চিন্তাধারা); রীতি, রকম ('মা, তুই আমার কেমন-ধারা', একই ধারায় চলিয়া আসিতেছে); (বাং.) আইনের বিভিন্ন বিধি। [সং. √ধৃ + ণিচ্ + অ + আ]। বি. **~কদম্ব**—নীপ ফুল বা তাহার গাছ। ক্রি-বিণ **~কারে**—ধারা বা বৃষ্টির ন্যায়; অজস্র ধারায়। ক্রি-বিণ. **~ক্রমে**—পরম্পরানুযায়ী; রীতি অনুসারে। বি. **~গৃহ**—কৃত্রিম ঝরনাযুক্ত ঘর। বি. **~ঙ্কুর**—জলকণা; করকা, শিল। বি. **~ধর**—মেঘ। বি. **~পাত**—অবিরাম বৃষ্টিপাত; (বাং.) পাটীগণিতের প্রাথমিক সূত্রাদি সংবলিত পুস্তক। বি. **~বর্ষ, ~বর্ষণ**—মুষলধারে বৃষ্টিপাত। বিণ. **~বাহিক, ~বাহী** (-হিন্)—অবিচ্ছেদে প্রচলিত; ক্রমিক, পর-ম্পরাযুক্ত (ধারাবাহিক ইতিহাস)। বি. **~বাহিকতা, ~বাহিতা**—(ঘটনার ধারাবাহিকতা)। বি. **~যন্ত্র**—ফোয়ারা; পিচকারী; স্নানের কৃত্রিম ঝরনা, shower। বি. **~সম্পাত**—অঝোরে বৃষ্টিপাত। বি. **~সার**—মুষলধারে পতিত বৃষ্টি, ধারাসম্পাত (ধারা + আসার = বৃষ্টিপাত)।

ধারাল, ধারালো—বিণ. শাণিত, তীক্ষ্ণধার। [বাং. ধার$_3$ + আল]।

ধারি—বি. (প্রাদে.) মেটে ঘরের অপ্রশস্ত বারান্দা ; কোন-কিছুর উঁচু কিনারা (জানালার ধারি)। [বাং. ধার$_{৩}$ + ই]।

ধারিণী—(১) বিণ.(স্ত্রী.) ধারণকারিণী (অস্ত্রধারিণী)। (২) বি.(স্ত্রী.) পৃথিবী। বিণ.(পুং.) **ধারী** দ্রঃ। [সং. √ধৃ + ইন্ (র্তৃ) + ঈ]।

ধারিত—বিণ. ধরান হইয়াছে এমন ; গ্রাহিত ; বাহিত ; স্থাপিত। [সং. √ধৃ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

ধারী$_{১}$—ধারি-র বানানভেদ।

ধারী$_{২}$—বিণ. ধারযুক্ত. ধারাল, **ধনী**। [বাং. ধার$_{৩}$ + ঈ]।

-ধারী$_{৩}$ (-রিন্)—বিণ. ধারণকারী (অস্ত্রধারী)। [সং. √ধৃ + ইন্ (র্তৃ)]।

ধারোষ্ণ—বিণ. ধারায় দোহনের ফলে উষ্ণতাযুক্ত। [সং. ধারা + উষ্ণ]।

ধার্তরাষ্ট্র—বি. রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। [সং. ধৃতরাষ্ট্র + অ]।

ধার্মিক—বিণ. ধর্মপরায়ণ। [সং. ধর্ম + ইক]। বিণ (স্ত্রী.) **ধার্মিকী**। বি. ~**তা**।

ধার্য—বিণ. ধারণযোগ্য ; বহনীয় ; (বাং.) নির্ধারিত ('মোরা বড়ো ব'লে করেছি ধার্য' : রবীন্দ্র). স্থিরীকৃত. নির্দিষ্ট (দিন ধার্য করা. দাম ধার্য করা)। [সং. √ধৃ + য (র্ম)]। বিণ. ~**মাণ**—ধরা হইতেছে এমন।

ধাষ্ট'াম, ধাষ্ট'ামি, ধাষ্ট'ামো—বি. ধৃষ্টতা. স্পর্ধা ; নিন্দনীয় ও নির্লজ্জ আচরণ। [সং. ধৃষ্ট + বাং. আম, আমি]।

ধার্ষ্ট্য—বি. ধৃষ্টতা। [সং. ধৃষ্ট + য (ভা)]।

ধিকিধিকি—ক্রি-বিণ. ধীরে ধীরে ক্রমাগত (ধিকিধিকি জ্বলা)।

ধিক্—অব্য. নিন্দা লজ্জাদান ভর্ৎসনা অবজ্ঞা ঘৃণা বিরক্তি প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক ; ছিঃ। [সং.]। বি. ~**কার, ধিক্কার**—ধিক্ ধিক্ উক্তি, ঐরূপ উক্তিদ্বারা নিন্দা বা ভর্ৎসনা. (অপকর্মাদি-জনিত) বিরাগ বা ঘৃণা (আমার মনে ধিকার জন্মিয়াছে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া)। বিণ. ~**কৃত, ধিক্কৃত**—ধিক্-উক্তিদ্বারা নিন্দিত ; ভর্ৎসিত : অবজ্ঞাত ঘৃণিত।

ধিক্ধিক্—অব্য. মৃদু ধক্ধক্. ক্রমাগত ধীরে জ্বলনের ভাব।

ধিঙ্গি, ধিঙ্গী—বিণ. স্বেচ্ছাচারিণী. উচ্ছৃঙ্খল ; বেহায়া ; উদ্দাম। [তু. হি. ধিঙ্গ]।

ধিনধিন, ধিন-তা-ধিন—অব্য. নাচের আওয়াজ।

ধিমা—ঢিমা-র উচ্চারণভেদ।

ধী—বি. বুদ্ধি. জ্ঞান. মেধা. মতি। [সং. √ধ্যৈ + ক্বিপ্ (ণে)]। বি. ~**গুণ**—কৌতূহল শ্রবণ আহরণ স্মৃতিতে ধারণ বা স্মরণ সন্দেহ বা তর্ক সন্দেহ-নিরসন অর্থ-বোধ. মর্মাবধারণ : এই অষ্টবিধ বুদ্ধিগুণ। বিণ. ~**মান্** (-মৎ)—ধীসম্পন্ন ; জ্ঞানী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**মতী**।

ধীবর—বি. জেলে, মৎস্যজীবী। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **ধীবরী**।

ধীমান্—**ধী** দ্রঃ।

ধীর—বিণ. মন্থর, মৃদু (ধীর গতি) ; অচঞ্চল. স্থির (ধীর ভাব) , শান্ত. নম্র (ধীর স্বভাব) ; গম্ভীর (ধীর কণ্ঠ) ; ধৈর্যশীল (বিপদে ধীর) ; বিবেচক. স্থিরবুদ্ধি (ধীর ব্যক্তি)। [সং. ধী + √রা + অ (র্তৃ)]। **ধীরা**—(১) বিণ. **ধীর**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. (স্ত্রী.) (অল.) যে নায়িকার কোপ স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় না। বি. ~**তা**। বি. ~**প্রশান্ত**—(অল.) প্রসিদ্ধ গুণাবলীর অধিকারী নায়কবিশেষ। বি. ~**ললিত**—(অল.) নম্রস্বভাব নিশ্চিন্ত এবং নাচগানে আসক্ত নায়কবিশেষ।

ধীরা—**ধীর** দ্রঃ।

ধীরাধীরা—বি. (স্ত্রী.) (অল.) যে নায়িকার কোপ কিছু ব্যক্ত ও কিছু অব্যক্ত থাকে। [সং. ধীরা + অধীরা]।

ধীরি, ধীরিধীরি—ক্রি-বিণ. (কাব্যে) ধীরে, মন্থর বা মৃদু গতিতে। [সং. ধীর]।

ধীরোদাত্ত—বি.(অল.) নিরহঙ্কার, সুখে-দুঃখে অবিচলিত. আশ্রিতজনপালক ও বিনয়ী নায়কবিশেষ। [সং. ধীর + উদাত্ত]।

ধীরোদ্ধত—বি. (অল.) স্বভাবতঃ স্থিরচিত্ত কিন্তু সময়ে সময়ে উদ্ধত নায়কবিশেষ। [সং. ধীর + উদ্ধত]।

ধুঁকনি, ধুঁকুনি—বি. নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ঘন ঘন উত্থান-পতন ; হাঁপ। [ধুঁকা দ্রঃ]।

ধুঁকা—(১) ক্রি. অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে হাঁপানো (কুলিটা মোটের ভারে ধুঁকছে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √ধ্মা—তু. হি. √ধোঁক]।

ধুঁদুল—ধুন্দুল-এর কথ্য রূপ।

ধুঁয়া—ধোঁয়া-র রূপভেদ।

ধুকড়ি—ধোকড়-এর রূপভেদ।

ধুকধুক, ধুক্ধুক্—অব্য. মৃদু হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ। [প্রাকৃ. √ধুকোধুক < সং. √ধু + √কম্প]। বি. **ধুক-ধুকানি, ধুক্পুকানি**—মৃদু হৃৎস্পন্দন ; মানসিক অশান্তি বা অস্থিরতা।

ধুকধুকি, (বিরল) **ধুকধুকী**—বি. গলার হারের সহিত সংলগ্ন হইয়া বুকের উপর ঝোলে এরূপ গহনাবিশেষ ; হারের মধ্যমণি ; ধুকধুকানি। [দেশী]।

ধুকপুক, ধুক্পুক্—অব্য. অস্থিরতা উদ্বেগ প্রভৃতি মানসিক চাঞ্চল্যের ভাবপ্রকাশক। [তু. ধুকধুক]।

ধুচনি, ধুচুনি—বি. চাউল ধুইবার বা মাছ ধরিবার জন্য বংশশলাকানির্মিত সচ্ছিদ্র পাত্রবিশেষ। [দেশী]। বি. **ধুচনি-টুপি, ধুচুনি-টুপি**—বাঁশ বেত প্রভৃতির শলাকাদ্বারা নির্মিত ধুচুনির আকারের টুপিবিশেষ।

ধুত, ধৃত—বিণ. কম্পিত, বিধুনিত : বিদূরিত ; ভর্ৎসিত। [সং. √ধু. ধূ + ত]।

ধুতরা, ধুতরো—ধুতুরা-র কথ্য রূপ।

ধুতি—বি. সাধারণতঃ পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র ; অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহার, উৎকোচ। [হি. ধোতী]।

ধুতুরা—বি. বিষাক্ত ফলবিশেষ ও তাহার গাছ বা ফুল। [সং. ধুস্তুর]।

ধুৎ—অব্য. বিতাড়ন বিরক্তি অবজ্ঞা অবিশ্বাস প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক শব্দ। [দেশী]।

ধুত্তোর—অব্য. ধুৎ-এর জোরাল রূপ। [বাং. ধুৎ+তোর]।

ধু-ধু—অব্য. তীব্র আগুন জ্বলার অব্যক্ত শব্দ, দাউদাউ; শূন্যতা (মাঠ বা চাষের ক্ষেত এখন ধু-ধু করছে)। ব্যাপ্তি, উত্তাপ প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক। [দেশী]।

ধুনচি—ধুনাচি-র চলিত রূপ।

ধুনন, ধূনন—বি. কম্পন, চালন। [সং. √ধু ধূ+ণিচ্+অন (ভা)]।

ধুনরি, ধুনরী—ধুনারী-র রূপভেদ।

ধুনা১—বি. শালগাছের নির্যাস. সর্জরস। [সং. ধূনক]।

ধুনা২—(১) ক্রি. ধনুকাকৃতি যন্ত্রদ্বারা তুলা পিঁজিয়া পরিষ্কার করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [প্রাকৃ. √ধুন <সং. √ধু. (ণিজন্ত) √ধুনি—তু. হি. √ধুন]।

ধুনাচি—বি. ধুনা জ্বালাইবার পাত্র। [বাং. ধুনা১+তুর্. চি]।

ধুনারি, ধুনারী—বি. যে তুলা ধোনে। [ধুনা২ দ্রঃ]।

ধুনি—বি. সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড (ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে)। [দেশী]।

ধুনী—বি. নদী (সুরধুনী)। [সং. √ধু+নি (র্ত্)+ঈ]।

ধুনুচি—ধুনাচি-র চলিত রূপ।

ধুনুরি, ধুনুরী—ধুনারি-র চলিত রূপ।

ধুন্দুল, ধুঁদুল—বি. ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত ঝিঙাজাতীয় ফলবিশেষ। [দেশী]।

ধুন্ধুমার—(১) বি. পুরাণবর্ণিত কুবলয়াশ্ব রাজা; গৃহস্থিত ধূম, ঝুল; (বাং) তুমুল কোলাহল, বিষম কাণ্ড (ধুন্ধুমার বাধান)। (২) (বাং.) বিণ. তুমুল (ধুন্ধুমার কাণ্ড)। [সং. —তু. হি. ধুন্ধ্কার]।

ধুপ—বি. (বাংলায় বিরল) রৌদ্র। [হি.]। বি. বিণ. ~**ছায়া**—ময়ূরকণ্ঠী বর্ণ বা বর্ণযুক্ত।

ধুপচি, ধুপুচি—বি. ধুনুচি। [সং. ধূপ+তুর্. চি]।

ধুপ্—অব্য. লঘু ধপ্-শব্দ। [দেশী]। অব্য. ~**ধুপ্**, ~**ধাপ্**—ক্রমাগত ধুপ্-শব্দ।

ধুম—(১) বি. প্রাচুর্য, আধিক্য, উত্তেজনা (খেলার ধুম, (এখন বাইরে যাবার ধুম); সমারোহ, জাঁকজমক (এবার পূজার বড় ধুম)। (২) বিণ. তুমুল (ধুম মারামারি)। বি. ~**ধড়াক্কা**, ~**ধাম**—প্রচুর জাঁকজমক।

ধুমড়ী—বি. (মন্দার্থে) মোটা স্ত্রীলোক। [দেশী]।

ধুমসা, ধুমসো—বিণ. অত্যন্ত কৃষ্ণকায় ও স্থূল। [দেশী]। বিণ. (স্ত্রী.) ধুমসী।

ধুম্—অব্য. ভারী বস্তু পতনের বা কিল মারার শব্দ, দুম্। [ধ্বন্যাত্মক]।

ধুম্ব, ধুম্বা—বিণ. লম্বা ও মোটা। [তু. দুম্বা]। বিণ. (স্ত্রী.) ধুম্বী।

ধুয়া১, (কথ্য) ধুয়ো—বি. গানের যে অংশ দোহাররা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে; (আল.) যে মত বা উক্তি বারংবার আবৃত্তি করা হয়; আবদার, ছুতা (ধুয়া ধরা)। [সং. ধ্রুবা]।

ধুয়া২, ধোয়া—(১) ক্রি. (জল প্রভৃতি দ্বারা) ধৌত করা; প্রক্ষালন করা; (বস্ত্রাদি) কাচা, ধোলাই করা (ধুয়ে দাও, ধোয় নাই)। (২) বিণ. বি. উক্ত অর্থে (ধোয়া-পোঁছা হয় নাই)। [সং. √ধাব্+বাং. আ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. ধৌত বা প্রক্ষালিত করান; কাচান, ধোলাই করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. ~**ধোয়ানি**—যে জল দিয়া কিছু ধোওয়া হইয়াছে।

ধুর—বি. ধুরা দ্রঃ। [সং. ধুর্]।

ধুরন্ধর, ধুরীণ, ধুর্য—বি. ভারবাহক। বিণ. (মূলতঃ) ধুর বা ভার বহনকারী; অতি কর্মকুশল বা দক্ষ; অগ্রণী; ওস্তাদ (ধুরন্ধর লোক)। [সং.]।

ধুরা—বি. গোরুর গাড়ী ইত্যাদির অগ্রভাগ যাহা গোরু-মহিষ ইত্যাদির স্কন্ধলগ্ন হইয়া থাকে, জোয়াল; কোন-কিছুর সম্মুখের অংশ; অক্ষদণ্ড, চাকার মধ্যবর্তী দণ্ড, ঈষ; ভার। [সং. √ধুর্ব্+ক্বিপ্ (লোপ)+আ]।

ধুল—বি. ধুলা; (গণি) কড়ার ভগ্নাংশবিশেষ; $\frac{১}{৬৪০}$ কাঠা। [সং. ধূলি]।

ধুলট—বি. সঙ্কীর্তনের পর ধুলা মাখামাখি বা ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়ার উৎসব। [বাং. ধুলা+ট]।

ধুলা, (কথ্য) ধুলো—বি. ধূলি, শুষ্ক মাটির বা যে-কোন বস্তুর গুঁড়া, রেণু (গুঁড়াইয়া ধুলা করা)। [সং. ধূলি]। ক্রি. **গায়ে ধুলা দেওয়া**—ঘৃণা প্রকাশ করা; ধিক্কার দেওয়া; তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। ক্রি. **চক্ষে ধুলা দেওয়া**—ফাঁকি দেওয়া। **ধুলো-মুঠি ধরলে সোনা-মুঠি হয়**—ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকিলে সামান্য চেষ্টাতেই বিরাট্ সাফল্যলাভ হয়। বি. ~**পড়া**—মন্ত্রপূত ধূলি।

ধুস্তর, ধুস্তুর—বি. ধুতুরা। [সং.]।

ধূত, ধূনন—যথাক্রমে ধুত ও ধুনন দ্রঃ।

ধূপ—বি সুগন্ধ ধোঁয়া উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত গন্ধদ্রব্যবিশেষ বা তাহার বাতি (ধূপ-ধুনা দেওয়া)। [সং. √ধূপ্+অ (র্ত্)]। বি. ~**ন**—ধূপের গন্ধ দ্বারা সুগন্ধীকরণ; ধুনা। বি. ~**চি**—ধুপচি-র বানানভেদ। বিণ. **ধূপায়িত, ধূপিত**—ধূপের ধোঁয়া বা গন্ধ দিয়া সুগন্ধীকৃত।

ধূম—বি. ধোঁয়া। [সং.]। বি. ~**কেতু**, ~**কেতন**—জ্যোতিষ্কবিশেষ, comet; অগ্নি; (আল.) উৎপাত, অশুভ লক্ষণ। বি. ~**পান**—তামাক চুরুট বিড়ি সিগারেট প্রভৃতির ধোঁয়া সেবন। বিণ. ~**পায়ী** (-য়িন্)—ধূমপানকারী। বি. ~**যোনি**—মেঘ অগ্নি। ~**ল**—(১) বি. ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণ, কপিশ বর্ণ, বেগুনে রঙ। (২) বিণ. ঐরূপ বর্ণবিশিষ্ট ('—ধূমল রঙে আঁকা': রবীন্দ্র)। বিণ. **ধূমাভ**—ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ধূমল। বি. **ধূমাবতী**—দশমহাবিদ্যার অন্যতম। বিণ. **ধূমায়মান**—ধোঁয়া ছড়াইতেছে এমন; (আল.) ঘনায়মান, স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইবার পূর্বেই আবির্ভাব সূচনা করিতেছে এমন (ধূমায়মান শ্রমিক-অসন্তোষ)। বিণ. **ধূমায়িত, ধূমিত**—ধূমপূর্ণ, ধূমব্যাপ্ত, ধোঁয়া ছড়াইতেছে এমন (বিপ্লব ধূমায়িত)। বি. **ধূমোদ্গার**—ধোঁয়া বাহির করা; ধূমনির্গম।

ধূম্র—বি. বিণ. ধূমল, কৃষ্ণলোহিত (বর্ণ); মলিন। [ধূম+√রা+অ (র্ত্)]। ~**লোচন**—(১) বিণ. ধূম্রবর্ণ চক্ষু-বিশিষ্ট। (২) বি. শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি।

ধূর্জটি—বি. শিব। [সং.]।

ধূর্ত—বিণ. (প্রধানতঃ মন্দার্থে) চতুর ; খড়িবাজ, শঠ, প্রবঞ্চক ; (অপ্র.) জুয়াড়ি। [সং.]। বি. ~**তা**। বি. **ধূর্তামি, ধূর্তাম, ধূর্তামো**—ধূর্ততা।

ধূলট—ধুলট-এর বর্জি. বানান।

ধূলি, ধূলী—বি. শুষ্ক মাটির গুঁড়া, ধুলা, রজঃ, রেণু। [সং. √ধূ+লি (র্তৃ), +ঈ]। বিণ. **ধূলিধূসর, ধূলি-ধূসরিত, ধূলিমলিন**—ধুলা মাখিয়া মলিন হইয়াছে এমন, ধুলামাখা। বি. **ধূলিপটল**—আকাশে উড়ন্ত ধূলিরাশি। বিণ. **ধূলিময়**—ধুলাপূর্ণ। বি. **ধূলিশয্যা**—ভূমিতে শয়ন ; মৃত্তিকারূপ শয্যা। বিণ. **ধূলিসাৎ**—ধুলায় পরিণত।

ধূসর—(১) বি. ঈষৎ পাংশুবর্ণ, ছাই রঙ। (২) বিণ. পাংশুল, পাঁশুটে, ছাইরঙা (ধূসর মাটি)। [সং.]। বিণ. **ধূসরিত**—ধূসর হইয়াছে এমন। বি. **ধূসরিমা** (-মন্)—ধূসরত্ব, ধূসর বর্ণ।

ধূস্তুর, ধুস্তুর—ধুস্তুর-এর বানানভেদ।

ধৃত—বিণ. ধারণ গ্রহণ বা অবলম্বন করা হইয়াছে এমন ; গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এমন ; উদ্ধৃত। [সং. √ধৃ+ত (র্ম)]। বিণ. ~**ব্রত**—ব্রতধারী। বি. ~**রাষ্ট্র**—(মহা.) দুর্যোধনাদির পিতা। বিণ. **ধৃতাত্মা** (-ত্মন্)—সংযতচিত্ত। বিণ. **ধৃতাস্ত্র**—অস্ত্রধারী।

ধৃতি—বি. ধারণ, ধারণা ; ধৈর্য ; স্থিরচিত্ততা, সন্তোষ ; অধ্যবসায়। [সং. √ধৃ+তি (ভা)]। বি. **ধৃতিহোম**—হিন্দু-বিবাহে করণীয় হোমবিশেষ।

ধৃষ্ট—(১) বিণ. উদ্ধত ; স্পর্ধিত ; প্রগল্‌ভ, নির্লজ্জ, লম্পট। (২) বি. (অল.) নির্লজ্জ নায়কবিশেষ। [সং. √ধৃষ্ (দম্ভ, প্রগল্‌ভতা)+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **ধৃষ্টা**। বি. ~**তা**।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—বি. দ্রুপদ রাজার পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

ধৃষ্য—বিণ. ধর্ষণীয়, দমনযোগ্য। [সং. √ধৃষ্+য (র্ম)]।

ধেইধেই—অব্য. তাণ্ডব নাচের ভঙ্গি বা আওয়াজ। [ধ্বন্যাত্মক]।

ধেড়া—ক্রি. ধেড়ান। [দেশী]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. বেসামাল হইয়া মলত্যাগপূর্বক কাপড়-চোপড় নষ্ট করা ; (আল.) অপটুতার দরুন কাজ নষ্ট বা বিশৃঙ্খল করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ধেড়ে১—বি. উদ্বিড়াল, ভোঁদড়। [দেশী]।

ধেড়ে২—বিণ. (কথ্য) ধাড়ি ; অধিকবয়স্ক (ধেড়ে মেয়ে) ; যৌবনপ্রাপ্ত। [ধাড়ি দ্র:]।

ধেৎ—ধুৎ-এর রূপভেদ।

ধেনু—বি. নবপ্রসূতা বা দুগ্ধবতী গাভী (কামধেনু)। [সং. √ধে(=পান করা)+নু (র্তৃ)]।

ধেনো—(১) বিণ. ধান হইতে প্রস্তুত (ধেনো মদ) ; ধান্য-প্রসূ (ধেনো জমি) ; ধান্যোৎপাদনকারী চাষার ন্যায় মূর্খ (ধেনো বুদ্ধি)। (২) বি. ধান হইতে প্রস্তুত মদবিশেষ। [বাং. ধান+উয়া>ও]।

ধেবড়া, ধেবড়ান (**-নো**)—যথাক্রমে ধাবড়া ও ধাবড়ান-র চলিত রূপ।

ধেয়—বিণ. (বিরল) গ্রহণীয় বা জ্ঞেয়। তু. পরিধেয়, বিধেয়, অভিধেয় ইত্যাদি। [সং. √ধা+য]।

ধেয়া, ধেয়ান১, ধেয়ানো—ক্রি. (কাব্যে) ধ্যান করা ; স্মরণ করা ; চিন্তা করা। [<সং. ধ্যান]।

ধেয়ান২, ধেয়ানি—যথাক্রমে **ধ্যান** ও **ধ্যানী**-র কোমল রূপ।

ধৈবত—বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর বা 'ধা'। [সং.]।

ধৈর্য, (কাব্যে) **ধৈরজ**—সহিষ্ণুতা, সহ্য বা অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা ; ধীরতা ; (বৈ. সা.) নিস্পৃহতা ও প্রশান্তি ('ধৈরজ ধর চিতে')। [সং. ধীর+য (ভা)]। ক্রি. **ধৈর্য ধরা**—সহ্য করিয়া থাকা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা। বিণ. **ধৈর্যচ্যুত, ধৈর্যহারা**—সহ্য বা অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে এমন, অসহিষ্ণু। বি. **ধৈর্যচ্যুতি, ধৈর্যহানি**—সহিষ্ণুতাহানি, অসহিষ্ণুতা। বি. **ধৈর্য-ধারণ, ধৈর্যাবলম্বন**—সহিষ্ণু হওয়া, ধীরতা অবলম্বন। বিণ. **ধৈর্যশালী** (-লিন্), **ধৈর্যশীল**—সহিষ্ণু। বিণ.(স্ত্রী.) **ধৈর্যশালিনী, ধৈর্যশীলা**।

ধোঁকা১—ধুঁকা-র চলিত রূপ (ধোঁকা দেওয়া)।

ধোঁকা২—বি. ডালবাটা দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ।

ধোঁকা৩—বি. সংশয়, সন্দেহ, ধাপ্পা প্রবঞ্চনা ফাঁকি। [তু. হি. ধোখা]। ক্রি. **ধোঁকা দেওয়া**—ফাঁকি দেওয়া, ধাপ্পা দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা। ক্রি. **ধোঁকায় পড়া**—সংশয়িত বা সন্দিহান হওয়া (এবং তাহার ফলে প্রায়শঃ কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে না পারা)। বিণ. ~**বাজ**—ফাঁকিবাজ ধাপ্পাবাজ, প্রবঞ্চক। বি. ~**বাজি**—ফাঁকি ; ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা।

ধোঁয়া—বি. ধূম। [সং. ধূম]। (ব্যঙ্গে) **বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া**—ধূমপানের দ্বারা চিন্তাশক্তি প্রগাঢ় করা। বিণ. ~**টে**—ধোঁয়ার ন্যায় অস্পষ্ট।

ধোকড়, (প্রাদে.) **ধোকড়া**—বি. ছেঁড়া কাঁথা ; মোটা কাপড় ; মোটা সুতার থলি। [হি. ধোকড়া]। **কথার ধোকড়**—বাক্যবাগীশ। **মাকড় মারলে ধোকড় হয়**—মাকড়সা মারিলে মহাপাপ হয় এবং সেই পাপের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য কিন্তু নিজের ছেলে ঐ কাজ করিলে নব বস্ত্র (ধোকড়) পরিধান করিলেই যথেষ্ট হয়—এই প্রকার একপেশে বিচার-বিবেচনা।

ধোনা—ধুনা২-র চলিত রূপ।

ধোপ—(১) বি. কাচা, কাচান, ধোলাই (ধোপ পড়া বা দেওয়া, এক ধোপেই কাপড় ছিঁড়ল)। (২) বিণ. পরিষ্কৃত (ধোপ কাপড়)। [তু. হি. ধোব্<সং. ধাবন]। বিণ. ~**দস্ত**, ~**দুরস্ত**—ধোলাই-করা ; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ; ফিটফাট।

ধোপা, (প্রাদে.) **ধোবা**—বি. রজক। [বাং. ধোপ (ব)+আ]। বি. (স্ত্রী.) ~**নী**। **ধোপা-নাপিত বন্ধ করা**—সমাজচ্যুত বা একঘরে করা।

ধোয়া, ধোয়ান (**-নো**), **ধোয়ানি**—যথাক্রমে **ধুয়া ধুয়ান** ও **ধুয়ানি**-র চলিত রূপ (ঘর, কাপড় বা হাতমুখ ধোয়া, ধোয়া তুলসী)।

ধোয়াট—বি. নদী-প্রবাহদ্বারা আনীত মৃত্তিকা, পলি। [ধুয়া দ্রঃ]।

ধোলাই—(১) বি. ধৌতকরণ; ধোপ; ধোয়ার মজুরি। (২) বিণ. ধৌত (ধোলাই কাপড়)। [বাং. √ধু+আই—তু. হি. ধুলাঈ]। বি. (অশি.) উত্তমমধ্যম প্রহার (চোরটাকে আচ্ছা ধোলাই দেওয়া হয়েছে]।

ধোসা—বি. পশমী গাত্রবস্ত্রবিশেষ। [হি. ধুস্‌সা]।

ধৌত—বিণ. ধোয়া হইয়াছে এমন, প্রক্ষালিত, জলদ্বারা পরিষ্কৃত। [সং. √ধাব্‌+ত (র্ম)]।

ধ্যাত—বিণ. ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়াছে এমন। [সং. √ধ্যৈ+ত (র্ম)]। বিণ. ~**ব্য**—ধ্যেয়, ধ্যানযোগ্য; স্মরণযোগ্য, চিন্তনীয়। বিণ. **ধ্যাতা** (-তৃ)—ধ্যানকারী।

ধ্যান—বি. মনের স্থিরতা লাভের উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা; অভিনিবেশসহকারে মনন বা স্মরণ; (দেবতাদির) রূপ-চিন্তন। [সং. ধ্যৈ+অন (ভা)]। বিণ. ~**গম্ভীর**—ধ্যান দ্বারা বা ধ্যানমগ্নতাহেতু গম্ভীর; প্রশান্তভাবে ধ্যানরত। বিণ. ~**গম্য**—(কেবল) ধ্যানযোগে জানা বা চেনা যায় এমন। বি. ~**জ্ঞান**—ধ্যান বা চিন্তার একমাত্র বিষয়। বি. ~**ধারণা**—চিন্তা ও ধারণা; মনন ও স্মরণ। বি. ~**নেত্র**—ধ্যানলব্ধ অন্তর্দৃষ্টি (ধ্যান-নেত্রে দেখা)। বি. ~**ভঙ্গ**—বাধা-বিঘ্ন হেতু অকালে ধ্যানের সমাপ্তি। বিণ. ~**মগ্ন**—ধ্যানের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছে এমন; গভীরভাবে ধ্যানরত। বিণ. ~**রত**, ~**স্থ**—ধ্যান করিতেছে এমন। বিণ. **ধ্যানী** (-নিন্‌)—ধ্যানকারী।

ধ্যাবড়া—**ধাবড়া**-র রূপভেদ।

ধ্যেয়—বিণ. ধ্যানযোগ্য; স্মরণীয়; চিন্তনীয়। [সং. √ধ্যৈ+য (র্ম)]।

ধ্রিয়মাণ—বিণ. ধারণ করা বা ধরা হইতেছে এমন। [সং. ধৃ+মান (শানচ্‌ র্ম)]।

ধ্রুপদ—বি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-পদ্ধতিবিশেষ। [সং. ধ্রুবপদ]। বিণ. বি. **ধ্রুপদী**—ধ্রুপদগায়ক; ধ্রুপদগানে পারদর্শী; (আল.) দুর্বোধ্য ও গুরুগম্ভীর (ধ্রুপদী রচনা, সমালোচনা)।

ধ্রুব—(১) বি. উত্তর-কেন্দ্রস্থ নক্ষত্রবিশেষ যাহা দেখিয়া নাবিকেরা দিঙ্‌নির্ণয় করে; রাজা উত্তানপাদের হরিভক্ত পুত্রের নাম। (২) বিণ. স্থির (ধ্রুব লক্ষ্য), নিশ্চিত, বদ্ধমূল (ধ্রুব প্রতিষ্ঠা, ধ্রুব বিশ্বাস); খাঁটি, যথার্থ (ধ্রুব সত্য)। (৩) ক্রি-বিণ. নিশ্চয়ই (সে ধ্রুব এ কাজ করবে)। [সং. √ধ্রু (=স্থিরতা)+অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**। বি. ~**ক**—গানের ধুয়া। বি. ~**গণ**—(জ্যোতিষ.) উত্তরফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্রপদা ও রোহিণী: এই চারিটি নক্ষত্র। বি. ~**তারা**, ~**নক্ষত্র**—দিঙ্‌নির্ণয়ে সাহায্যকারী উত্তর-কেন্দ্রস্থ নক্ষত্রবিশেষ, pole-star; (আল.) স্থির লক্ষ্য বা আদর্শ (জীবনের ধ্রুবতারা)। বি. ~**পদ**—ধ্রুপদ; স্থির-পদ ('যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে': রবীন্দ্র)। বি. ~**রেখা**—বিষুবরেখা। বি. ~**লোক**—ধ্রুব তাঁহার মৃত্যুর পরে বিষ্ণু কর্তৃক যে নবনির্মিত স্বর্গে স্থানলাভ করিয়াছিলেন; নিত্যধাম। বি. **ধ্রুবা**—গানের ধুয়া।

ধ্বংস—বি. বিনাশ, সর্বনাশ (জাতিকুলধ্বংস, সৃষ্টিধ্বংস); সংহার, বধ (শত্রুধ্বংস); বিলোপ (স্মৃতিধ্বংস); ক্ষয় (শরীর ধ্বংস); বিনা অধিকারে ভোগ বা অপচয় (অন্ন-ধ্বংস), ভঙ্গ (বিমান-ধ্বংস); বিনাশ, উচ্ছেদ (রাজ্য-ধ্বংস, নগরধ্বংস); অধঃপতন। [সং. √ধ্বন্‌স্‌+অ (ভা)]। **ধ্বংসের পথ**—যে পথে সর্বনাশ হয় বা অধঃপতন ঘটে। বিণ. ~**ক**—ধ্বংসকারী। বিণ. ~**ন**, ~**সাধন**—ধ্বংসকরণ। বিণ. ~**নীয়**—ধ্বংসযোগ্য। বি. ~**মুখ**—ধ্বংসের সূচনা বা আরম্ভ। বি. ~**লীলা**—তাণ্ডব; প্রলয়কাণ্ড। ক্রি. **ধ্বংসা**—(কাব্যে) ধ্বংস করা বা ধ্বংস হওয়া। **ধ্বংসান, ধ্বংসানো**—(১) ক্রি. ধ্বংস করা; নষ্ট করা (পরের অন্ন ধ্বংসান); বিনষ্ট করা, উৎসাদিত করা (সৈন্য দিয়ে দেশ ধ্বংসান)। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **ধ্বংসাবশেষ**—নগর প্রাসাদ ইত্যাদি ভাঙিয়া যাইবার পরে যে চিহ্ন টিঁকিয়া আছে। বিণ. **ধ্বংসিত**—বিনাশিত উন্মূলিত। বিণ **ধ্বংসী** (-সিন্‌)—ধ্বংসকারী, বিনাশশীল, নশ্বর।

ধ্বজ—বি. পতাকা, নিশান, পুরুষাঙ্গ (ধ্বজভঙ্গ)। [সং. √ধ্বজ্‌+অ (র্তৃ)]। বি. ~**বজ্রাঙ্কুশ**—ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশ: বিষ্ণুর পদতলস্থ এই তিন চিহ্ন, (জ্যোতিষ) রাজচিহ্নবিশেষ। বি. ~**ভঙ্গ**—পুরুষত্বহীনতারূপ ব্যাধি। বিণ. **ধ্বজী** (-জিন্‌)—পতাকাধারী।

ধ্বজা—বি. নিশান, পতাকা (জয়-ধ্বজা)। [সং. ধ্বজ]। বিণ. ~**ধারী** (-রিন্‌)—(ব্যঙ্গে) উপাধি, বংশ বা ফোঁটা-তিলক প্রভৃতির গর্বে গর্বিত ব্যক্তি (ধর্মের ধ্বজাধারী)।

ধ্বনন—বি. অব্যক্ত শব্দকরণ, গূঢ় অর্থের ইঙ্গিত-দান; কোনো ধ্বনির অনুকরণ; (অল.) ব্যঞ্জিত হওয়ার ক্রিয়া, ব্যঞ্জনা। [সং. √ধ্বন্‌+অন]।

ধ্বনা—ক্রি. (কাব্যে) ধ্বনিত হওয়া বা ধ্বনিত করা (ধ্বনিছে, ধ্বনিল)। [সং. √ধ্বন্‌+বাং. আ]।

ধ্বনি—বি. শব্দ, রব (ক্রন্দনধ্বনি); ব্যঙ্গ্যার্থ। [সং. √ধ্বন্‌ (শব্দে)+ই (ভা, র্তৃ)]। বি. ~**কাব্য**—(অল.) উৎকৃষ্ট কাব্য যাহাতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিক মনোহর হয়। বিণ. ~**ধ্বনিত**—শব্দিত, নিনাদিত; ব্যঞ্জনা-প্রতিপাদিত। বি. ~**রেখা**—শব্দের আঘাতে বাতাসে আলোড়ন ('ধ্বনি রেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে': রবীন্দ্র)।

ধ্বন্যাত্মক—বিণ. ধ্বনিমূলক, শব্দের অনুকারমূলক, onomatopoetic। [সং. ধ্বনি+আত্মন্‌]।

ধ্বস্ত—বিণ. বিনষ্ট, পতিত। [সং. ধ্বন্‌স্‌+ত (র্তৃ)]।

ধ্বান্ত—বি. অন্ধকার। [সং. √ধ্বন্‌+ত (র্ম)]। বি. **ধ্বান্তারি**—(অন্ধকারের অরি অর্থাৎ অন্ধকার দূর-কারী) সূর্য।

ন

ন১—বাঙালা বর্ণমালার বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ন২—বি. বিণ. ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক, নয় (ন'টা বাজে, ন'দিন পরে)। [সং. নবন্‌]।

ন৩—বিণ. (মূলতঃ) নূতন; চতুর্থ; সেজোর পরবর্তী; (ন'দাদা, ন'বৌ)। [সং. নব]।

ন৪—অব্য. নিষেধসূচক (সাধারণতঃ স্বরাদি শব্দ পরে থাকিলে ইহার স্থানে অন্ হয়, যথা—ন+উচিত=অনুচিত এবং ব্যঞ্জনাদি শব্দ পরে থাকিলে অ হয়, যথা—ন+ধর্ম=অধর্ম ; কখনো কখনো ইহা অপরিবর্তিত থাকে, যথা—ন+অতিদীর্ঘ=নাতিদীর্ঘ, ন+অক [দুঃখ]=নাক [স্বর্গ], ন+গণ্য=নগণ্য) ; (ক্রিয়া যোগে) না (নহিলে=না+হইলে, নই=না+হই)। [সং. নঞ্]। —অ-ও দ্রঃ।

নই১—নহা ও ন- দ্রঃ।

নই২—বি. (প্রা. বাং.) নদী ('কালিনী-নই-কূলে'. শ্রীকৃষ্ণ)। [সং. নদী]।

নই৩—বিণ. বকনা, মাদী (নই বাছুর)। [সং. নবী]।

নইচা, নইচে—নলিচা-র কথ্য রূপ।

নইলে—নহিলে-র চলিত রূপ।

নঈ তালীম—বি. নূতন শিক্ষা। [হি. নঈ+আ. তালীম]।

নউই—(১) বি. মাসের নয় তারিখ। (২) বিণ. (মাস-সম্বন্ধে) নয় তারিখের (নউই চৈত্র)। [সং. নবন্]।

নও—নহা দ্রঃ।

নওজোয়ান—বি. বিণ. তরুণ সৈনিক, যুবকবীর ('চলরে নওজোয়ান' : কাজী) ; তরুণ, যুবক। [ফা.]।

নওবত, নহবত—বি. সানাই ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য। [ফা.]। বি. ~**খানা**—যে স্থানে বসিয়া নওবত বাজান হয়।

নওরোজ—বি. পারস্যে বৎসরের প্রথম দিন। [ফা.]।

নওল—বিণ. (ব্রজ.) নবীন (নওলকিশোর)। [সং. নব>নও+ল (স্বার্থে)]।

নং—**নম্বর**-এর সংক্ষেপে লিখন-পদ্ধতি।

নকড়া-ছকড়া—বি. অবহেলা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য। [বাং. নয় কড়া+ছয় কড়া]।

নকর, নকরি—নোকর দ্রঃ।

নকল—(১) বি. অনুকরণ (বিলাতের নকলে), প্রতিরূপ, প্রতিলিপি (পরীক্ষাকালে) অন্যায়ভাবে অন্য পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র দেখিয়া লেখন। (২) বিণ. কৃত্রিম, ঝুটা (নকল হীরা-মুক্তা) ; অনুকরণে প্রস্তুত। [আ. নক্‌ল্]। বি. ~**নবিস**, ~**নবীস**—অনুলিপি লেখক, copyist [স. প.], অনুকরণকারী। বি. ~**নবিসি**। বি. ~**দানা**, ~**নকুলদানা**—চিনির রসে পাক দেওয়া বড় বড় দানার মত মিষ্টান্নবিশেষ। বিণ. **নকলি**—কৃত্রিম, জাল (নকলি হীরা)।

নকশা—বি. চিত্রাদির কাঠাম বা খসড়া, স্কেচ ; রেখার দ্বারা অঙ্কিত চিত্র, plan, map (বাড়ির নকশা) ; স্থান জমি প্রভৃতির অবস্থান, পরিমাণ, বিভাগ প্রভৃতি সংবলিত মানচিত্রবিশেষ ; উৎকীর্ণ বা চিত্রিত অলঙ্কার (নকশা কাটা) ; হাস্যরসাত্মক রচনা, ব্যঙ্গচিত্র। [আ. নক্‌শ্]। বিণ. **নকশা-কাটা**—নকশাদ্বারা অলঙ্কৃত। বি. ~**কার**—যে ব্যক্তি নকশা প্রস্তুত করে, draftsman [স. প.]। বিণ. **নকশা-পাড়**—(বস্ত্রাদি-সম্বন্ধে) চিত্রিত পাড়ওয়ালা।

নকশাল—বি. (মাও-সে-তুং কর্তৃক ব্যাখ্যাত মার্ক্‌সবাদে বিশ্বাসী) চরম উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট্। [দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি]। বিণ. **নকশালী**—উক্ত কমিউনিস্ট্ মতাবলম্বী বা মতানুযায়ী।

নকশি, নকশী—বিণ. নকশাযুক্ত (নকশি কাঁথা)। [বাং. নকশা+ই, ঈ]।

নকাশি, নকাশী—বি. চিত্রণ, খোদাই ; ধাতুপাত্রাদিতে চিত্রণের বা খোদাইয়ের কারুকার্য। [ফা. নক্কাশী]।

নকিব, নকীব—বি. রাজসভার ঘোষক অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাজার জয় ঘোষণা করে এবং সভায় আগমনকারী ব্যক্তিগণের পরিচয় উচ্চৈঃস্বরে জ্ঞাপন করে। [আ. নকীব্]।

নকুল—বি. নেউল, বেজি ; শিব, চতুর্থ পাণ্ডব। [সং.]। বি. **নকুলেশ্বর**—ভৈরববিশেষ।

নকুলদানা—নকল দ্রঃ।

নকুলে—বিণ. নকল করিতে দক্ষ ; বিদ্রূপাত্মক নকল করিয়া রঙ্গরস করে এমন। [বাং. নকল+ইয়া>এ]।

নকুলেশ্বর—নকুল দ্রঃ।

নক্ত—বি. রাত্রি। [সং.]। ~**চর**, ~**চারী** (-রিন্), ~**ঞ্চর**—(১) বিণ. রাত্রিচর। (২) বি. রাক্ষস ; পেচক ; চোর। বিণ. **নক্তান্ধ**—রাতকানা। বি. **নক্তান্ধতা**।

নক্র—বি. কুমীর। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **নক্রা**। বি. ~**রাজ**—হাঙ্গর।

নক্ষত্র—বি. তারকা, তারা ; (জ্যোতিষ.) অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্বসু পুষ্যা অশ্লেষা মঘা পূর্বফল্গুনী উত্তরফল্গুনী হস্তা চিত্রা স্বাতী বিশাখা অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা পূর্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা পূর্বভাদ্রপদা উত্তরভাদ্রপদা রেবতী : চন্দ্র-পত্নীরূপে বর্ণিত এই সাতাশটি তারকাপুঞ্জ। [সং.]। বি. ~**গতি**, ~**বেগ**—অতি দ্রুত বেগ। বি. ~**পতি**—চন্দ্র। বি. ~**পাত**—উল্কাপাত ; (আল.) খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু বা অবনতি। বি. ~**বিদ্যা**—জ্যোতিষ-শাস্ত্র। বি. ~**লোক**—যে লোকে নক্ষত্রসকল অবস্থান করে ; আকাশ।

নক্সা—নকশা-র বানানভেদ।

নখ—বি. আঙুলের অগ্রভাগে অবস্থিত উপাস্থিবিশেষ। [সং.]। বি. ~**কুনি**, ~**কোনি**—নখের কোণবৃদ্ধিরূপ রোগবিশেষ। বি. ~**দর্পণ**—যে অলৌকিক শক্তিবলে যে-কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে স্বীয় নখে প্রতিবিম্বিত করাইয়া দেখা যায় ; (আল.) নিখুঁত ও সুস্পষ্ট জ্ঞান (সব-কিছু তাহার নখদর্পণে আছে—তু. ইং. at finger-tips)। বি. ~**রঞ্জনী**—নরুন ; মেহেদিগাছ বা তাহার পাতা। বি. **নখরায়ুধ, নখায়ুধ**—যে-সমস্ত পশুপক্ষীর নখই প্রধান অস্ত্র (যেমন, সিংহ ভল্লুক কুক্কুট শকুন প্রভৃতি)। বি. **নখাঘাত**—নখদ্বারা আঘাত, নখের আঁচড়।

নখর—বি. (প্রধানতঃ পশুপক্ষীর তীক্ষ্ণধার) নখ। [সং. নখ+√রা+অ (র্তৃ)]।

নখী১ (-খিন্)—বিণ. তীক্ষ্ণধার নখরবিশিষ্ট (সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু)। [সং. নখ+ইন্]।

নখী₂—বি. গন্ধদ্রব্যবিশেষ (একপ্রকার সামুদ্রিক শামুকের খোলা যাহা জ্বালিলে সুগন্ধ বাহির হয়)। [সং. √নখ্ + অ + ঈ]।

নগ—বি. পাহাড় (নগাধিরাজ হিমালয়), গাছ (এই অর্থে বাংলায় প্রয়োগ নাই)। [সং. ন + √গম্ + অ (র্তৃ)]। বি. **~নন্দিনী**—পার্বতী, উমা, দুর্গাদেবী। বি. **~পতি, ~রাজ, নগাধিপ, নগেন্দ্র**—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়।

নগণ্য—বিণ. গণনার অযোগ্য (সংখ্যা নগণ্য); তুচ্ছ, বাজে। [সং. ন + গণ্য]।

নগদ—(১) বি. ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মূল্য, বাকির বিপরীত (নগদ দিয়ে কেনা); খুচরা বা কাঁচা টাকা, অর্থাৎ যে টাকা চেক প্রভৃতিতে আবদ্ধ নহে, cash (নগদ কি আছে বাহির কর)। (২) বিণ. হাতে হাতে প্রদেয় বা প্রদানসাধ্য (নগদ দাম, নগদ কারবার)। [আ. নক্দ্]। বি. **~বিদায়**—কার্যাদির সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিক প্রদান। বিণ. **নগদা**—সঙ্গে সঙ্গে প্রদেয় (নগদা দাম); দেনাপাওনা সঙ্গে সঙ্গে মিটান হয় এমন (নগদা কারবার); সঙ্গে সঙ্গে মজুরী বা পারিশ্রমিক নেয় এমন (নগদা মজুর)। বি. **নগদি, নগদী**—পাইক, বরকন্দাজ, জমিদারের প্রাপ্য খাজনা-আদায়কারী কর্মচারী।

নগর—বি. (পর্বততুল্য সু-উচ্চ অট্টালিকাদ্বারা পরিশোভিত বলিয়া) বড় শহর। [সং. নগ + র]। বি.(স্ত্রী.) **নগরী**। বি. **~কীর্তন, ~সঙ্কীর্তন, ~সংকীর্তন**—নগরের পথে পথে দলবদ্ধভাবে ঘুরিয়া ঈশ্বরের নামগান। বি. **~চত্বর**—শহরমধ্যস্থ ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান বা বাজার। বি. **~পাল**—কোটাল, Commissioner of Police [স. প.]। বিণ. **~স্থ**—নগরে অবস্থিত, নগরের অধিবাসী। বি. **নগরাধ্যক্ষ**—নগরের ভারপ্রাপ্ত সরকারী বা বে-সরকারী কর্মচারী (যেমন সিটি-ম্যাজিস্ট্রেট, মেয়র শেরিফ প্রভৃতি)। বিণ. **নগরিয়া**—নগুরে-র বিরল রূপ। **নগরীয়**—নগর-সম্বন্ধীয়। বি. **নগরোপান্ত**—নগরসন্নিহিত স্থান।

নগুরে—বিণ. নগরবাসী; শহুরে। [সং. নগর + বাং. ইয়া > এ]।

নগ্ন—বিণ. উলঙ্গ, বিবস্ত্র; অনাবৃত (নগ্নপদ); অকৃত্রিম, খাঁটি, স্পষ্ট (নগ্ন সত্য)। [সং. নজ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **নগ্না**। **~ক**—(১) বিণ. উলঙ্গ। (২) বি. ক্ষপণক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। **নগ্নিকা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) বিবস্ত্রা; অপ্রাপ্তবয়স্কা। (২) বি.(স্ত্রী.) অপ্রাপ্তবয়স্কা বা অজাতরজস্কা নারী; শিশুকন্যা। বি. **নগ্নীকরণ**—উলঙ্গ-করণ; আবরণ উন্মোচন।

নঙ্গর, নোঙ্গর, নোঙর—বি. শিকল বা কাছির সঙ্গে বাঁধা লৌহ-অঙ্কুশবিশেষ, যাহা জলের নিচে ফেলিয়া জাহাজ ইত্যাদি জলযান বাঁধিয়া রাখা হয়। [ফা. লঙ্গর]। ক্রি. **নঙ্গর করা, নঙ্গর ফেলা**—নঙ্গরদ্বারা পোতাদির গতিরোধ করা। ক্রি. **নঙ্গর তোলা**—নঙ্গর উঠাইয়া লইয়া নৌকাদি চালু করা।

নচেৎ—অব্য. নতুবা, নহিলে, অন্যথায়। [সং. ন + চেৎ]।

নচ্ছার—বিণ. অপদার্থ; জঘন্য; দুষ্ট; লম্পট। [দেশী]।

নছিব—নসিব-এর কথ্য রূপ।

নজর—বি. দৃষ্টি (নজরে আসা কু-নজর); মনোবৃত্তি (উঁচু বা ছোট নজর); লুব্ধ বা অশুভ দৃষ্টি (খাবারে নজর); মনোযোগ, তত্ত্বাবধান (নজর বা নজরে রাখা); ধারণা (নেকনজর); ভাল ধারণা (নজরে পড়া); ভেট, উপঢৌকন, নজরানা, ঘুস। বি. **নজরদার**—পরীক্ষা-কেন্দ্রের প্রহরী, invigilator। [আ.]। ক্রি. **নজর দেওয়া**—অশুভ বা হিংসাত্মক দৃষ্টি দেওয়া; লুব্ধ দৃষ্টি দেওয়া; লক্ষ্য রাখা; ভেট বা নজরানা বা ঘুস দেওয়া। ক্রি. **নজর লাগা**—অশুভ বা হিংসাত্মক দৃষ্টিতে পড়া; প্রেতযোনিদ্বারা উৎপীড়িত হওয়া। ক্রি. **নজরে পড়া**—দৃষ্টিগোচর হওয়া; অনুগ্রহ বা সমাদর লাভ করা। ক্রি. **নজরে রাখা**—দৃষ্টিবহির্ভূত হইতে না দেওয়া; তত্ত্বাবধান করা, মনোযোগ দেওয়া; লক্ষ্য করা। **নজরবন্দি, নজরবন্দী**—(১) বিণ. বন্দীর ন্যায় চোখে চোখে রাখা হইয়াছে এমন। (২) বি. ঐরূপ ব্যক্তি। বি. **নজরানা**—(রাজা ভূস্বামী প্রভৃতিকে প্রদত্ত) উপঢৌকন, ভেট, সেলামী। [আ. নজর্ + ফা. আনা]।

নজির, নজীর—বি. (প্রধানতঃ মামলা-মকদ্দমায়) প্রমাণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য অনুরূপ পূর্বঘটনা ও তাহার ফলাফল; দৃষ্টান্ত। [আ. নজীর্]।

নঞ্—অব্য. নেতিবাচক (অ- ও ন- দ্রঃ)। বি. **~তৎপুরুষ**—(ব্যাক.) সাদৃশ্য অভাব অন্যত্ব অল্পতা অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধবাচক নঞ্ বা নঞর্থক শব্দের সহিত নিষ্পন্ন তৎপুরুষ সমাস (যথা নপুংসক, অসাধু)। বিণ. **নঞর্থক**—নেতিবাচক, অ-ভাবাত্মক, negative।

নট₁—বি. নর্তক; অভিনেতা। [সং. √নট্ + অ (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **নটী**—নর্তকী; অভিনেত্রী। বি. **~বর**—শ্রেষ্ঠ নর্তক বা অভিনেতা; শ্রীকৃষ্ণ (নট₄ -ও দ্রঃ)। বি. **~রাজ, ~নটেশ্বর**—নর্তকশ্রেষ্ঠ; নৃত্যরত শিব, শিব।

নট₂—বি. বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। [সং. √নশ্ + অট (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **নটী**—বেশ্যা।

নট₃—বি. (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং. নট]। বি. **~নারায়ণ**—রাগবিশেষ।

নট₄—বিণ. নষ্টচরিত্র, দুষ্ট, লম্পট। [সং. নষ্ট]। বি. **~খট, ~খটি**—ছোটখাট গোলমাল বা ঝঞ্ঝাট। বিণ. **~খটে**—(ছোটখাট) ঝঞ্ঝাটপূর্ণ, গোলমেলে; তুচ্ছ বিষয় লইয়া উপদ্রবকারী। বি. **~ঘট, ~ঘটি**—নষ্ট বা অবৈধ প্রণয়সূচক ঘটনা; কলঙ্কর ব্যাপার। বিণ. **~ঘটে**—উক্ত ঘটনাযুক্ত। **~বর**—(১) বিণ. লম্পটশ্রেষ্ঠ। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণ (নট₁-ও দ্রঃ)।

আদিতে নট-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে গৃহীত হয় নাই, তজ্জন্য নট₁,₃,₄ দ্রঃ।

নটকান—বি. ছোট গাছবিশেষ ও তাহার বীজ (এই বীজে বাসন্তী রঙ হয়)। [দেশী]।
নটিনী—বি. (স্ত্রী.) নর্তকী, বাইজি; বারাঙ্গনা। [সং. নটী]।
নটিয়া, নটে—বি. শাকবিশেষ। [দেশী]।
নটী—নট১ ও নট২ দ্রঃ।
নড়চড়—বি. অন্যথা (প্রতিজ্ঞার বা কথার নড়চড়), ব্যত্যয়; চঞ্চলতা। [নড়া + চলা > চড়া (সহচর শব্দ)]।
নড়ন—বি. বিচলন; সঞ্চলন; স্পন্দন (হাত-পায়ের নড়নচড়ন)। [নড়া দ্রঃ]। বিণ. ~**চড়নহীন,** (অশি.) **নট-নড়নচড়ন**—স্থানান্তরে চলনরহিত, অসাড়, নিঃসাড়; স্থির। [নট্—ইং. not]।
নড়নড়, নড়বড়—অব্য. ঢিলা হইয়া নড়িতে থাকার ভাব; কমজোর হইয়াও একেবারে খসিয়া পড়ে নাই এমন ভাব (দরজাটা নড়নড় করছে)। [নড়া দ্রঃ]। [নড় + নড়, বড় (সহচর শব্দ)]। বিণ. **নড়নড়ে, নড়বড়ে**—শিথিল; বিচ্ছিন্ন বা ভগ্ন হইয়াও কোনমতে আটকাইয়া আছে এমন (নড়বড়ে সিঁড়ি বা জানালা)।
নড়া১—বি. (অবজ্ঞার্থে) বাহু, হাত। [দেশী]।
নড়া২—(১) ক্রি. আন্দোলিত, বিচলিত বা কম্পিত হওয়া (হাওয়ায় পাতা নড়ে); স্থানান্তরে যাওয়া (সে এখান থেকে নড়বে না); সরিয়া যাওয়া, চলা (নড়তে অক্ষম); শিথিল হওয়া (দাঁত নড়া); অন্যথা হওয়া (কথা নড়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √নড্ (= ভ্রংশ) + বাং. আ]। বি. ~**চড়া**—ইতস্ততঃ বিচরণ; সক্রিয় হওয়া (ন'ড়ে-চ'ড়ে ওঠা)। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. আন্দোলিত করা, নাড়া; স্থানচ্যুত করা, চালিত করা, সরানো (খাট এখান থেকে নড়িয়ো না), শিথিল করা; অন্যথা করানো (তাঁর প্রতিজ্ঞা নড়ানো যাবে না)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।
নড়ি, (বর্জি.) **নড়ী**—বি. যষ্টি, (আল.) অবলম্বন (অন্ধের নড়ি)। [দেশী]।
নত—বিণ. হেঁট, আনত, প্রণত; বিনীত, নম্র; ভূতলের দিকে নিবদ্ধ (নতদৃষ্টি); নিচু, অনুন্নত। [সং. √নম্ + ত (র্তৃ)]। বিণ. ~**জানু**—হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে এমন। বিণ. ~**নাস, ~নাসিক**—চেপটা নাকবিশিষ্ট, খাঁদা। বিণ. ~**মস্তক, ~শির** (-শিরাঃ > -শিরস্)—মাথা নিচু করিয়া আছে এমন (অপমানে নতশির)। বিণ. ~**মুখ**—মুখ নিচু করিয়া আছে এমন (নতমুখে আদেশপালন)। বিণ. (স্ত্রী.) ~**মুখী**। বি. **নতি**—নত অবস্থা বা ভাব; ঝোঁক, প্রবণতা; প্রণাম, পরাভব (নতিস্বীকার); বিনয়, নম্রতা; বিনীত প্রার্থনা বা আবেদন (নতি জানান); (গণি.) ক্ষিতিজ অথবা কোন সরলরেখা বা তলের সহিত কোণের পরিমাণ, inclination [বি.প.]।
নতুন—**নোতুন**-এর চলিত বানান।
নতুবা—অব্য. নচেৎ, অন্যথায়, নহিলে। [সং. ন + তু + বা]।
নতোদর—বিণ. মধ্যভাগ নত এমন অর্থাৎ কড়াই চাটু প্রভৃতির (পেটের) মত, concave। [সং নত + উদর]।
নতোন্নত—বিণ. উঁচুনিচু, এবড়ো-খেবড়ো। [সং. নত + উন্নত]।
নত্তা—বি. জাতকের জন্মদিন হইতে নবম দিনে হিন্দুদের পালনীয় সংস্কারবিশেষ। [দেশী]।
নথ—বি. নাকের এক পার্শ্বে পরিবার গহনাবিশেষ (নথনাড়া)। [দেশী]।
নথি, (বর্জি.) **নথী**—বি. সুতা দিয়া গাঁথা কাগজের তাড়া; কোন বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র, file [স. প.]। প্রামাণিক কাগজপত্র। [হি. নথ্থী]। বিণ. ~**ভুক্ত, ~সামিল**—প্রামাণিক কাগজপত্ররূপে গৃহীত; প্রামাণিক কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্ত। বি. ~**নিবন্ধ**—নথির তালিকাপুস্তক, file-register [স. প.]। বি. **নথি-নিষ্পত্তি-পত্রী**—নথির কাজ শেষ হওয়ার কথা যাহাতে লেখা থাকে, file disposal slip [স. প.]। বি. ~**প্রাপক**—নথির কাগজের অনুসন্ধানকারী, record-finder [স. প.]। বি. ~**রক্ষক**—record-keeper [স. প.]।
নদ—বি. **নদী**-র পুংলিঙ্গ; ব্রহ্মপুত্র, দামোদর, শোণ প্রভৃতি পুংবাচক নামযুক্ত জলপ্রবাহ। [সং. √নদ্ + অ (র্তৃ)]।
নদী—বি. স্বাভাবিক জলস্রোত, স্রোতস্বিনী, প্রবাহিণী, তটিনী, তরঙ্গিণী। [সং. √নদ্ + অ (র্তৃ) + ঈ]। বি. ~**গর্ভ**—নদীর দুই তীরের মধ্যবর্তী জলভাগ বা উহার তলদেশ, নদীর খাত। বিণ. ~**বহুল**—বহুনদীবিশিষ্ট। বিণ. ~**মাতৃক**—নদীই যাহার মাতার ন্যায় অর্থাৎ কেবলমাত্র নদীজলের সাহায্যে উৎপন্ন শস্যে পালিত (তু. **দেবমাতৃক**)। বি. ~**মুখ**—নদীর মোহনা।
নদেরচাঁদ—বি. নদীয়ার চাঁদ বা গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি, নবদ্বীপচন্দ্র, শ্রীচৈতন্যদেবের এক নাম, (বিদ্রূপে) অহমিকাপূর্ণ অথচ নির্গুণ বা কুৎসিত লোক। [সং. নবদ্বীপচন্দ্র]।
নদ্ধ—বিণ. বদ্ধ। [সং. √নহ্ + ত (র্ম)]।
নধর—বিণ. সরস, কমনীয়, সুপুষ্ট, গোলগাল (নধর অঙ্গ), তাজা (নধর লতাপল্লব)। [সং. নবজলধর >, নবধর]।
নন্দদুলাল, নন্দলাল—বি. পালক পিতা নন্দঘোষের আদরের ধন, শ্রীকৃষ্ণ।
ননদ—বি. স্বামীর ভগিনী। [সং. ননন্দৃ]। বি. **ননদাই, নন্দাই**—ননদের স্বামী। বি. **ননদী, ননদিনী**—সাধারণতঃ (কাব্যে) ননদ।
ননন্দা (-ন্দৃ), **ননান্দা** (-ন্দৃ)—বি. ননদ। [সং.]।
ননি, ননী—বি. দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থ, মাখন। [সং. [সং. নবনীত]। **ননির পুতুল**—ননিদ্বারা গড়া পুতুল যেমন সামান্য তাপে গলিয়া যায় তেমনি কোমলাঙ্গ; আদুরে দুলাল।
নন্দ—বি. আনন্দ; শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা নন্দগোপ (নন্দ-নন্দন); মগধের নৃপতিবিশেষ: 'নন্দবংশ' নামে খ্যাত ইঁহার বংশ চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক উন্মূলিত হয়।

নন্দন—(১) বি. পুত্র ; ইন্দ্রের উপবন। (২) বিণ. আনন্দদায়ক (দুষ্টিনন্দন, নন্দ-নন্দন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ)। [সং. √নন্দ+ণিচ্+অন (র্তৃ)]। বি. **~কানন**—স্বর্গের উদ্যান। স্ত্রী. **নন্দনা**।

নন্দন-তত্ত্ব—বি. সৌন্দর্যবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান, Aesthetics। [নন্দন—যাহা আনন্দ দান করে অর্থাৎ সৌন্দর্য]।

নন্দা১—বি. দুর্গাদেবী ; (জ্যোতিষ.) প্রতিপদ্ ষষ্ঠী ও একাদশী : এই তিথিত্রয়। [সং. √নন্দ্+ণিচ্+অ (র্তৃ)+আ]।

নন্দা২—বি. ননদ। [সং. ননান্দৃ]। বি.(পুং.) **নন্দাই**—ননদ দ্রঃ।

নন্দি—(১) বি. শিবের প্রধান অনুচর (নন্দিভৃঙ্গি)। (২) বিণ. আনন্দজনক। [সং. √নন্দ্+ই (র্তৃ)]। বি. **~কেশ্বর**—শিবানুচর নন্দী। [নন্দী-ও দ্রঃ]।

নন্দিত—বিণ আনন্দিত, আহ্লাদিত। [সং. √নন্দ্+ত (র্তৃ)] ; যাহাকে আনন্দ দেওয়া হইয়াছে এমন, তোষিত। [সং. √নন্দ+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **নন্দিতা**।

নন্দিনী—(১) বি. দুহিতা, কন্যা ; বশিষ্ঠমুনির কামধেনু। (২) বিণ. আনন্দদায়িনী। [সং. √নন্দ্+ণিচ্+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।

নন্দী (-ন্দিন্)—(১) বি. শিবের প্রধান অনুচর নন্দিকেশ্বর। (২) বিণ. আনন্দিত। [সং. √নন্দ্+ইন্]। বি. **~ভৃঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—শিবের অনুচরদ্বয় ; (আল) উভয়পার্শে উপস্থিত মোসাহেবগণ। [নন্দি-ও দ্রঃ]।

নন্দ্য—বিণ. আনন্দের যোগ্য। [সং. √নন্দ্+য (র্ম)]।

নপুংসক—বি. বিণ. ক্লীব, হিজড়া, খোজা ছিন্নমুষ্ক। [সং. ন-স্ত্রী+ন-পুমান্, নি.]।

নফর—বি. চাকর ভৃত্য, পরিচারক। [আ.]। বি. **নফরালি**—নফরের বৃত্তি চাকরগিরি।

নব১—বিণ. নবীন, নূতন (নব বধূ, নব বস্ত্র, নব কলেবর) ; সদ্যোজাত, টাটকা অচিরে (নবপ্রসূতা, 'নবজাগ্রত চিত্ত')। [সং. √নু+অ (র্ম)]। বি. **~কার্তিক**—শিশু কার্তিকেয়ের ন্যায় সুন্দর ব্যক্তি ; (ব্যঙ্গে) অতি কৃষ্ণকায় কুৎসিত ব্যক্তি। বিণ. **~জলধরশ্যাম**—নূতন মেঘের মত কৃষ্ণাভ বা নীলবর্ণ। বিণ. **~জাত**—সদ্য প্রসূত উৎপন্ন বা উদ্ভিন্ন। বি **~জাতক**—সদ্যোজাত শিশু ('নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার' : সুকান্ত)। বি. **~জীবন**—নূতন জীবন ; পুনর্জীবন ; দুরবস্থার পরবর্তী উন্নত অবস্থা। **~ডঙ্কা, লবডঙ্কা**—(১) বি. কিছুই না, ফাঁকি। (২) অব্য. অবজ্ঞা তুচ্ছতা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক, ঘোড়ার ডিম। বি. **~বিধান**—নূতন নিয়ম বা ব্যবস্থা ; কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মসম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ। বি. **~মল্লিকা, ~মালিকা**—মালতীজাতীয় ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ। বিণ.বি. **~যুবক**—যাহার যৌবন আরম্ভ হইয়াছে। বিণ. বি.(স্ত্রী.)—**যুবতী**। বি. **~যৌবন**—অচিরপ্রবৃত্ত যৌবন। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **~যৌবনা**—নূতন যৌবনপ্রাপ্তা ; নবযুবতী।

নব২ (-বন্)—বি. বিণ. ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক, নয়। [সং. √নু+অন্ (র্ম)]। বি. **~গুণ**—নবলক্ষণ দ্রঃ। বি. **~গ্রহ**—সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু : এই নয়টি গ্রহ। বি. **~দুর্গা**—পার্বতী ব্রহ্মচারিণী চন্দ্রঘণ্টা কুষ্মাণ্ডা স্কন্দমাতা কাত্যায়নী কালরাত্রি মহাগৌরী সিদ্ধিদা : এই নয়টি দুর্গামূর্তি (মতান্তরে অন্যপ্রকার)। বি. **~দ্বার**—দুই চক্ষু দুই কর্ণ দুই নাসারন্ধ্র মুখ পায়ু ও উপস্থ : শরীরের এই নয়টি পথ বা ছিদ্র। অব্য. বিণ. ক্রি-বিণ. **~ধা**—নয়প্রকার (নবধা কুললক্ষণ) বা নয়প্রকারে ; নয়বার বা নয়বারে। বি. **~পত্রিকা**—কলা কচু ধান হলুদ ডালিম বেল অশোক জয়ন্তী ও মানকচু : এই নয়টি গাছের পাতা দিয়া তৈয়ারী শ্রীমূর্তি, কলাবউ। বি. **~রত্ন**—মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য গোমেদ বজ্র বিদ্রুম পদ্মরাগ মরকত নীলকান্ত : এই নয়টি রত্ন ; ধন্বন্তরি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাস বরাহমিহির বররুচি : রাজা বিক্রমাদিত্যের এই নয়জন সভাপণ্ডিত ; (বাং.) নয়টি চূড়াযুক্ত দেবমন্দির। বি. **নবরত্ন-সভা**—রাজা বিক্রমাদিত্যের পণ্ডিতসভা। বি. **~রস**—(অল.) আদি (বা শৃঙ্গার) হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত শান্ত : অলঙ্কারশাস্ত্র-নির্দিষ্ট এই নয় রস। বি. **~রাত্র**—আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথিতে পালনীয় ব্রতবিশেষ। বিণ. **~ল**—নূতন। বি. **~লক্ষণ, ~গুণ**—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা আবৃত্তি তপ দান : ব্রাহ্মণ বা কুলীনের এই নয়টি গুণ বা কুললক্ষণ। বি. **~শায়ক**, (কথ্য) **~শাক**, (কথ্য) **~শাখ**—তিলি মালাকার তাঁতী সদ্গোপ নাপিত বারুই কামার কুম্ভকার ময়রা : বাঙ্গালী হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত এই নয়টি শ্রেণী।

নবত, নবৎ—নহবত-এর কথ্য রূপ।

নবতি—বি. নব্বই সংখ্যা। [সং. নবন্+অতি]। বিণ. **~তম**—নব্বই-সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) **~তমী**।

ননী, নবনীত—বি. ননি (নবনীত-কোমল)। [সং.]।

নবম—বিণ. নয়-সংখ্যক। [সং. নবন্+ম]। **নবমী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) নবম-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. (স্ত্রী.) তিথিবিশেষ।

নবল--বিণ. (প্রা. কাব্যে) নূতন, নবীন। [নব১ দ্রঃ]।

নবাংশ—বি. (জ্যোতিষ.) মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের প্রত্যেকের নয় ভাগের এক-এক ভাগ। [সং. নব+অংশ]।

নবান্ন—বি. হেমন্তকালীন ধান কাটার পর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত নূতন চাউল খাইবার উৎসববিশেষ। [সং. নব+অন্ন]।

নবাব—বি. মুসলমান সামন্ত শাসক বা বাদশাহের প্রতিনিধি ; মুসলমানদের সরকারী খেতাববিশেষ ; (ব্যঙ্গে) নবাবের তুল্য অহঙ্কারী আরামপ্রিয় ও বিলাসী ব্যক্তি। [আ. নবাব্]। বি. **~জাদা**—নবাবের পুত্র। বি. (স্ত্রী.) **~জাদী**। বি. **~নাজিম**—প্রাদেশিক শাসক ও বিচারক। বি. **~পুত্তুর**—(ব্যঙ্গে) নবাবজাদার ন্যায় বিলাসী বা আরামপ্রিয় ব্যক্তি। **নবাবি, নবাবী**—(১)

বি. নবাবের ন্যায় আচার-আচরণ। (২) বিণ. নবাব-সম্বন্ধীয়, নবাবের (নবাবী আমল) ; নবাবসুলভ (নবাবী মেজাজ)।

-নবিস১, **-নবীস**, **-নবিশ**, **-নবীশ**—বি. লেখক (খাসনবিস্, জমানবিস, নকলনবিস্)। [ফা.]। বি. **-নবিশি**—লেখকগিরি।

নবিস২—বি. নূতন শিক্ষার্থী ; আনাড়ী লোক (লোকটা একেবারে নবিস্)। [ইং. novice]। বি. **নবিসি**—নূতন শিক্ষার্থীর কাজ।

নবী—বি. ঈশ্বরের প্রেরিত দূত, পয়গম্বর ; ভবিষ্যদ্‌বক্তা। [আ নবীহ্]।

নবীকরণ—বি. পুনরায় নূতন অবস্থায় পরিণত করণ ; মেরামতের কাজ, জীর্ণসংস্কার। [সং. নব+ঈ+ √কৃ +অন (ভা)]। বিণ. **নবীকৃত**—নবীকরণ করা হইয়াছে এমন।

নবীন—বিণ. নূতন, নব, নব্য, আধুনিক ; তরুণ, তাজা। [সং নব+খ(=ঈন)]। বিণ. (স্ত্রী.) **নবীনা**—নবযৌবনা, অল্পবয়স্কা, তরুণী। বি. **~তা**, **~ত্ব**।

নবীভবন, **নবীভাব**—বি. নূতন বা সংস্কৃত হওয়া। নূতনত্বপ্রাপ্তি। [সং. নব+ঈ+ √ভূ+অন, অ (ভা.)]। বিণ. **নবীভূত**—নূতনত্বপ্রাপ্ত ; সংস্কার করা হইয়াছে এমন (গৃহাদি)।

নবেল—**নভেল**-এর বর্জিতরূপ।

নবোঢ়া—বিণ(.স্ত্রী.) নববিবাহিতা। [সং. নব+ঊঢ়া]।

নবোদয়—বি. সদ্য উদয় ; নূতন আবির্ভাব বা প্রকাশ। [সং. নব+উদয়]।

নবোদিত—বিণ. সদ্য উদিত হইয়াছে এমন, নূতন আবির্ভূত বা প্রকাশিত। [সং. নব+উদিত]।

নবোদ্যম—বি. নূতন বা প্রথম উদ্যম। [সং. নব+উদ্যম]।

নব্বই, (কথ্য) **নব্বুই**—বি. বিণ. ৯০ সংখ্যা। [সং. নবতি]।

নব্য—বিণ. নূতন, নবীন (নব্য কাল, নব্য পন্থা) ; তরুণ (নব্য যুবক), আধুনিক। [সং. নব+য]। বিণ. (স্ত্রী.) **নব্যা**।

নভ, **নভঃ** (-ভস্)—বি. আকাশ। [সং √নভ্+অ, অস্ (র্তৃ)]। বি. **নভশ্চক্ষুঃ** (-ক্ষুস্)—সূর্য। **নভশ্চর**—(১) বিণ. আকাশে বিচরণকারী। (২) বি. পাখি ; বায়ু ; মেঘ ; নক্ষত্র ; সূর্যাদি গ্রহ, বিদ্যাধর গন্ধর্ব প্রভৃতি। বি. **নভস্তল**, **~স্থল**—গগনপৃষ্ঠ, আকাশদেশ। বিণ. **~স্থ**, **~স্থিত**—আকাশে অবস্থিত। বিণ. নভস্পৃক্ (-স্পৃশ্) —আকাশস্পর্শী। বি. **নভস্বান্** (-স্বৎ)—বায়ু।

নভেম্বর—বি. ইংরেজী বৎসরের একাদশ মাস (কার্তিকের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. November]

নভেল—বি. উপন্যাস। [ইং. novel]। বি. **নভেলি-য়ানা**—উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার ন্যায় (প্রধানতঃ ভাবপ্রবণ) আচার-আচরণ।

নভোনীল—(১) বি. আকাশের নীলিমা, আশমানী রং। (২) বিণ. আশমানী রংবিশিষ্ট। [সং. নভস্+নীল]।

নভোমণ্ডল—বি. গগনমণ্ডল, নভস্তল, আকাশ। [সং. নভস্+মণ্ডল]।

নম, **নমো**—**নমঃ**-এর চলিত রূপ। ক্রি. **নমা**—(কাব্যে) প্রণাম করা ('নমি তব পদাম্বুজে' ; মধু.)। ক্রি. **নমো করা**—প্রণাম করা। ক্রি. **নম-নমো করে সারা**—সংক্ষেপে বা তাড়াতাড়ি করিয়া কোন রকমে শেষ করা।

নমঃ (-মস্)—বি. প্রণাম, নমস্কার। [সং. √নম্+অস্ (র্তৃ)]।

নমঃশূদ্র—**নমশূদ্র**-এর বানানভেদ।

নমন—বি. নত হওয়া ; নতি ; প্রণাম ; বাঁকানো, নোয়ানো। [সং. √নম্+অন্ (ভা)]. নত করা। [সং. √নম্+ণিচ্+অন (ভা)]।

নমনীয়—বিণ. নোয়ানো বা বাঁকানো যায় এমন, (সোনা লোহা তামা ইত্যাদি ধাতু) ; বদলানো বা পরিবর্তিত করা যায় এমন, (নমনীয় স্বভাব বা প্রকৃতি)। [সং. √নম্+অনীয় (র্ম)]। বি. **~তা**।

নমশূদ্র—বি. বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ।

নমস্কর্তা (-র্তৃ)—বি. নমস্কারকারী। [সং. নমস্+ √কৃ+তৃ (র্তৃ)]।

নমস্কার, **নমস্ক্রিয়া**—বি. প্রণাম ; যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন। [সং. নমস্+ √কৃ+অ (ভা)]। বি. **নমস্কারী**—হিন্দুদের বিবাহাদি অনুষ্ঠান-উপলক্ষে মান্য কুটুম্বগণকে প্রদেয় বস্ত্রাদি। [সং. নমস্কার+বাং. ঈ]। বিণ. **নমস্কার্য**—নমস্য, নমস্কারযোগ্য। বি. **নমস্কৃত**—নমস্কার করা হইয়াছে এমন, প্রণমিত।

নমস্য—বিণ. নমস্কারের যোগ্য, প্রণম্য, পূজনীয়(সকলেরই নমস্য)। [সং. নমস্+য (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **নমস্যা**।

নমাজ, **নামাজ**—বি. মুসলমানদের (কোরান-বিহিত) ঈশ্বরোপাসনা। [আ.]। বিণ. **নমাজী**—নিয়মিতভাবে নমাজকারী ; ধর্মনিষ্ঠ।

নমাসে-ছমাসে—ক্রি-বিণ. কদাচিৎ, কথন-সখন, বড় একটা নহে (নমাসে-ছমাসে ঘটা)। [বাং. নয় মাসে ছয় মাসে]।

নমিত—বিণ. প্রণমিত ; নোয়ানো হইয়াছে এমন, আনত, নম্রীকৃত, দমিত। [সং. √নম্+ণিচ্+ত(র্ম)]।

নমুনা—বি. কোন বস্তুর নিদর্শন বা সামান্য অংশ যাহা-দ্বারা সেই জাতীয় সমস্ত বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হয় (চাউলের সন্দেশের বা কাপড়ের নমুনা, রান্নার নমুনা), sample, specimen ; উদাহরণ। [ফা.]।

নম্বর—বি. উৎকর্ষ-নির্দেশক বা ক্রমনির্দেশক চিহ্নস্বরূপ সংখ্যা (পয়লা নম্বর, পরীক্ষায় পাশের নম্বর, বাড়ীর বা নোটের নম্বর)। [ইং. number]। বিণ. **নম্বরী**—নম্বর-যুক্ত বিশেষ এক সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত (দুই-নম্বরী খাতা)।

নম্য—**নমনীয়** দ্রঃ।

নম্র—বিণ. বিনীত ; শান্ত, শিষ্ট ; কোমল, নমনীয় ; বিনয়ান্বিত, হেঁট (নম্রমুখে)। [সং. √নম্+র (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

নয়১—বি. নীতি ; নীতিশাস্ত্র ; সিদ্ধান্ত। [সং. √নী+অ (ভা, পে)]। বিণ. **~জ্ঞ**, **~বিৎ** (বিদ্)—নীতিশাস্ত্রজ্ঞ।

বি. **~জ্ঞান**—রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি এই তিন শাস্ত্র জ্ঞান।

নয়$_2$—(১) ক্রি. (**হওয়া** দ্রঃ) না হয়, নহে (সে রাজা নয়)। (২) বি. অসত্য (হয়কে নয় করা)। (৩) অব্য. না হয়, নতুবা, কিংবা, অথবা (হয় তুমি, নয় সে)। [বাং. না+হয়]। ক্রি. **~ক, ~কো**—না হয়, নহে। **~ত, ~তো**—(১) অব্য. না হয়, নতুবা (হয় সে, নয়ত তুমি)। ক্রি. অবশ্যই নহে (আমি নয় তো)।

নয়$_3$—বি. বিণ. ৯ সংখ্যা। [সং. নবন্]। বিণ. **~ছয়**—নষ্ট : বিশৃঙ্খল, তছনছ।

নয়ন$_1$—বি. লইয়া যাওয়া : পাওয়াইয়া দেওয়া; যাপন, ক্ষেপণ (কালনয়ন)। [সং. √নী+অন (ভা)]।

নয়ন$_2$—বি চক্ষু, নেত্র। [সং. √নী+অন (ণে)]। বিণ **~গোচর**—দৃষ্টিপথবর্তী। বি. **~চকোর**—সৌন্দর্যরূপ জ্যোৎস্নাপায়ী নেত্র, রূপমুগ্ধ চক্ষু। বি. **~জল, ~নীর**—অশ্রু। বি. **~ঠার**—অপাঙ্গদৃষ্টি, চোখের ইশারা। বি. **~তারা**—চক্ষুর মধ্যস্থ তারকার ন্যায় অঙ্গবিশেষ ; চক্ষুর তারার মতো প্রিয় ব্যক্তি। বি. **~বাণ**—নয়নরূপ বাণ; চিত্তচাঞ্চল্যকর দৃষ্টি, কামোদ্দীপক চাহনি। বি. **~মণি**—চক্ষুর তারকা।

নয়নজুলি, নয়ানজুলি—বি. (সচ. পথিপার্শ্বস্থ) অপরিসর জলনালী। [**জুলি** দ্রঃ]।

নয়নসুখ, নয়নসুক—বি. সূক্ষ্ম সুতী কাপড়বিশেষ। [হি. নয়নসুক্]।

নয়না$_1$—বি. চক্ষু ; অপাঙ্গদৃষ্টি, কটাক্ষ (নয়না হানা)। [হি.]।

-নয়না$_2$— **-নয়নী**-র অনুরূপ ('চেয়ো না সুনয়না' : কাজি.)।

নয়নানন্দ—(১) বি. দৃষ্টির আনন্দ। (২) বিণ. দেখিলে আনন্দ জন্মে এরূপ। [সং. নয়ন$_2$ + আনন্দ]।

নয়নাভিরাম—বিণ. চক্ষুর প্রীতিকর ; প্রিয়দর্শন। [সং. নয়ন$_2$ + অভিরাম]।

-নয়নী—বিণ (সমাসের উত্তরপদরূপে, স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত) নয়নবিশিষ্টা (সুনয়নী)। [**নয়ন$_2$** দ্রঃ]।

নয়নোপান্ত—বি. চক্ষুর কোণ বা প্রান্ত, অপাঙ্গ। [সং. নয়ন$_2$ + উপান্ত]।

নয়া—বিণ. নূতন ; নব্য, আধুনিক। [হি.<সং. নব]। **নয়া জমানা**—নূতন রাজত্বকাল, অধুনা পরিবর্তিত শাসনব্যবস্থা। [**জমানা** দ্রঃ]। **নয়া পয়সা**—ভারতের নিম্নতম মূল্যের তাম্রমুদ্রা।

নয়ান—**নয়ন**-এর কোমল রূপ ('ওই কা'রা চেয়ে শূন্য নয়ানে' : রবীন্দ্র)।

নয়ানজুলি—**নয়নজুলি**-র রূপভেদ।

নর$_1$—বি. সারি, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি। [সং. লহরি—তু. ফা. লহ্‌র্]। বিণ. **নরী**—পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট (সাতনরী হার)।

নর$_2$—বি. মানুষ ; পুরুষ মানুষ : ঋষিবিশেষ ; (বাং.) মর্দা (নর হরিণ)। [সং. √নৃ + অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **নারী**। **~কঙ্কাল**—মানবদেহের অস্থিময় কাঠাম। বি. **~কপাল**—মড়ার মাথা। বি. **~নারায়ণ**—পৌরাণিক ঋষিদ্বয় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রূপে জন্মগ্রহণ করেন : নররূপ নারায়ণ, মানুষের রূপে পরমেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ। বি. **~দেব**—মানুষরূপী দেবতা, ব্রাহ্মণ। বি. **~পতি**—নৃপতি, রাজা। বি. **~পশু**—পশুবৎ হৃদয়হীন আচরণকারী মানুষ। বি. **~পিশাচ**—পিশাচের ন্যায় জঘন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষ। বি. **~পুঙ্গব**—মানবশ্রেষ্ঠ। বি. **~মুণ্ড**—**নৃমুণ্ড** দ্রঃ। বি. **~মেধ**—প্রাচীন যজ্ঞবিশেষ যাহাতে মানুষ বলি দেওয়া হইত। বি. **~লোক**—মর্ত্যধাম, পৃথিবী। বি. **~সমাজ**—মানুষের সমাজ ; মানব-সম্প্রদায়। বি. **~সিংহ, ~হরি, নৃসিংহ**—মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত নরাকৃতি এবং কোমরের নিম্নদেশ সিংহাকৃতি বিষ্ণুর অবতারবিশেষ, নৃসিংহ-অবতার ; নরশ্রেষ্ঠ। বি. **~সুন্দর**—(বাং.) নাপিত।

নরক—বি. পাপীদের মৃত্যুর পরে শাস্তিভোগের স্থান, জাহান্নম ; (আল.) জঘন্য বা আবর্জনাপূর্ণ স্থান ; শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত দৈত্যবিশেষ (নরকাসুর)। [সং. √নৃ + অক (ধি.)]। বি. **~কুণ্ড**—বিষ্ঠা অগ্নি গলিত ধাতু প্রভৃতি বস্তুপূর্ণ নরকের বিভিন্ন গহ্বর যাহার মধ্যে পাপীদের চুবাইয়া রাখিয়া শাস্তি দেওয়া হয় ; (আল.) অত্যন্ত জঘন্য ও যন্ত্রণাদায়ক স্থান। **নরক গুলজার**—(ব্যঙ্গে) বিভিন্ন পাপীর বা দুর্বৃত্তের সমাবেশে আসর সরগরম। বি. **~যন্ত্রণা**—পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয় ; (আল.) অসহ্য যন্ত্রণা। বিণ. **~স্থ**—পাপের ফলে নরকে গত বা অবস্থিত।

নরকান্তক—বি. নরকাসুর-বধকারী বিষ্ণু। [সং. নরক অন্তক]।

নরদমা, নরদামা—যথাক্রমে **নর্দমা** ও **নর্দামা**-র বানানভেদ।

নরম—বিণ. কোমল (নরম শরীর, নরম মাটি) ; মৃদু (নরম সুর) ; শান্ত, অনুগ্র (নরম মেজাজ) ; স্নেহ মায়া দয়া অনুকম্পা প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিবিশিষ্ট (তাহার মনটি ভারী নরম) ; অনুকূল, দয়ার্দ্র (মন নরম হওয়া) ; শিথিল, ঢিলা (বাঁধন নরম হওয়া) ; ঈষৎ বিকৃত (মাছটা নরম হয়ে পড়েছে) ; ঘনীভূত নহে এমন (নরম পাকের সন্দেশ) ; অপ্রবল, কমজোর (তাকে নরম পেয়ে সবাই জ্বালায়) ; বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস (বাজার নরম হওয়া, জ্বর নরম পড়া) ; স্নিগ্ধ (নরম আলো)। [ফা. নর্ম্]। **~গরম**—(১) বিণ. মিঠে-কড়া। (২) বি. মিঠে-কড়া কথা (নরম-গরম শুনানো)। ক্রি. **নরমা**—নরমান। **নরমান, নরমানো**—(১) ক্রি. নরম হওয়া বা করা। (২) বি.বিণ.

নরা—**নর$_1$**-এর বিকৃত রূপ ('নরা গজা বিশে শয়' : খনার বচন)।

আদিতে **নর-**, **নয়ন-** ও **নর-**যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **নর$_{1,2}$**, **নয়ন$_2$** ও **নর$_2$** দ্রঃ।

নরাধম—বি. অতিশয় হীন মানুষ। [সং. নর২ + অধম]।

নরাধিপ—বি. নরপতি, রাজা। [সং. নর২ + অধিপ]।

নরান্তক—(১) বি. যম। (২) বিণ. নরঘাতক। [সং. নর২ + অন্তক]।

নরুন—বি. নখ কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। [সং. নখদারণ বা নখরঞ্জনী]। বিণ. **~পেড়ে**—নরুনের ন্যায় সরু পাড়-বিশিষ্ট।

নরেন্দ্র, নরেশ—বি. নৃপতি, রাজা; শ্রেষ্ঠ নর। [সং. নর২ + ইন্দ্র, ঈশ]।

নরোত্তম—বি. শ্রেষ্ঠ নর; নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ। [সং. নর২ + উত্তম]।

নর্তক—বিণ. বি. নৃত্যকারী; নৃত্যজীবী, নট। [সং. √নৃত্ + অক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **নর্তকী**।

নর্তন—বি. নাচন; নৃত্য, নাচ। [সং. √নৃত্ + অন (ভা)]। বিণ. **নর্তিত**—নাচিতেছে বা নাচান হইয়াছে এমন; কম্পিত, আন্দোলিত।

নর্দমা, নর্দামা—বি. পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন। [দেশী]।

নর্দিত—বিণ. শব্দিত। [সং. √নর্দ্ + ত]।

নর্ম (-র্মন্)—বি. ক্রীড়া; রঙ্গ, কৌতুক; প্রমোদবিহার; পরিহাস (নর্মযুক্ত বচন)। [সং. √নৃ + মন্ (ণে)]। বি. **~সখী, ~সহচরী, ~সঙ্গিনী**—ক্রীড়াসঙ্গিনী। বি. **~সচিব, ~সহচর**—ক্রীড়াসঙ্গী; বিদূষক; পারিষদ, মোসাহেব।

নর্মদা—বি. বিন্ধ্যপর্বত হইতে নিঃসৃত নদীবিশেষ, রেবা নদী। [সং. নর্মন্ + √দা + অ + আ]।

নল—বি. চোঙ্গ, পাইপ, ফাঁপা দণ্ড; দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ; তৃণবিশেষ, শরগাছ; নিষধদেশের অধিপতি ও দময়ন্তীর স্বামী; সেতুবন্ধে রামের সাহায্যকারী বানরবিশেষ। [সং. √নল্ + অ (র্তৃ)]। বি. **~কূপ**—টিউবওএল (tube-well)। বি. **~খাগড়া**—পাতাযুক্ত নলতৃণ। ক্রি. **নল চালা**—হারানো জিনিস বা উহার অপহারকের সন্ধানার্থ মন্ত্রদ্বারা নল চালিত করা। বি. **নলী, নলিকা**—ডাঁটা; চোঙ্গ; নল; নাড়ি।

নলচে—**নলিচা**-র কথ্য রূপ।

নলা—(১) বি নলের ন্যায় সরু হাড় বা অঙ্গ (পায়ের নলা)। (২) বিণ. নলবিশিষ্ট বা চোঙ্গবিশিষ্ট (দোনলা)। [সং. নল + বাং. আ]।

নলি, নলী—বি. ছোট নল (সুতার নলি); কণ্ঠনালী; ছোট নলের ন্যায় হাড় বা অঙ্গ (হাতের নলি, পাঁঠার নলি); ছোট নলের ন্যায় লম্বা পশুপক্ষির নখ। [সং. নল + বাং. ই, ঈ]।—**নল**-ও দ্রঃ।

নলিকা—**নল** দ্রঃ।

নলিচা—বি. হুকার যে দণ্ডের উপর কলিকা বসানো হয়। [ফা. নাইচা]।

নলিন—বি. পদ্ম। [সং. √নল্ (গন্ধে) + ইন (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **নলিনী**—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়; যে স্থানে যথেষ্ট পদ্ম জন্মে; (বাং.) পদ্ম।

নলী—**নল** ও **নলি** দ্রঃ।

নলেন—বিণ. খেজুরের নূতন রসে প্রস্তুত (নলেন গুড়)। [তু. নূতন]।

নশ্বর—বিণ. নাশশীল, অনিত্য, অস্থায়ী। [সং. √নশ্ + বর (র্তৃ)]। বি. **~তা**—(মানবজীবনের নশ্বরতা)।

নষ্ট—বিণ. নাশপ্রাপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত (নষ্ট রাজ্য বা প্রাণ); অপব্যয়িত (টাকা নষ্ট হওয়া); ব্যর্থ, বিফল (পরিশ্রম নষ্ট হওয়া); পণ্ড (কার্য নষ্ট হওয়া); বিকৃত, দোষযুক্ত (নষ্ট দুধ, নষ্ট স্বভাব); অসৎ, দুশ্চরিত্র (নষ্ট মেয়েমানুষ); লুপ্ত, হারাইয়া গিয়াছে এমন (নষ্ট ধন বা চেতনা)। বি. অনিষ্ট, কুকর্ম (যত নষ্টের গোড়া)। [সং. √নশ্ + ত (র্তৃ)]। বি. **~চন্দ্র**—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্থীর বা শুক্ল-চতুর্থীর চন্দ্র যাহা দেখিলে কলঙ্ক হয়। বিণ. **~চেতন**—হতচেতন, সংজ্ঞাহারা। বিণ. **~মতি**—দুষ্টবুদ্ধি; দুষ্ট-স্বভাব। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **নষ্টা**—কুচরিত্রা, ভ্রষ্টা, কুলটা। বি. **নষ্টাম, নষ্টামি, নষ্টামো**—দুষ্টামি, শঠতা। বি. **নষ্টোদ্ধার**—লুপ্ত বা হারান বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি।

নস—**নহা** দ্রঃ।

নসিব, নসীব—বি. ভাগ্য, অদৃষ্ট। [আ. নসীব্]।

নস্য, (কথ্য) **নস্যি**—বি. নাসারন্ধ্রে লওয়া হয় এমন তামাকচূর্ণ; (ব্যঙ্গে) অতি সামান্য পরিমাণ কোনও দ্রব্য (এই টাকা আমার কাছে নস্য বা নস্যি)। [সং.]।

নস্যাৎ—অব্য. তুচ্ছ; বাতিল, অপলাপ; মিথ্যা বা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় বলিয়া প্রমাণিত (সকল নজির নস্যাৎ হয়ে গেল)। [সং. ন স্যাৎ]।

নহবত—**নওবত**-এর রূপভেদ।

নহর—বি. খাল। [আ. নহ্র্]।

নহলা—বি. নয়-কোটা-যুক্ত খেলিবার তাস। [হি. নহ্লা]।

নহলি, নহলী—বিণ. (প্রা. বাং.) নূতন, নবীন ('নহলী যৌবন': শ্রীকৃ.)। [প্রা. নয়ল < সং. নব]।

নহা—ক্রি. না হওয়া। [বাং. না + √হ + আ]। **নহি**, (কথ্য) **নই**, (অপ্র. ও কোমল) **নহু, নহুঁ**—অব্য. (প্রা. বাং.) কখনই নহে। ক্রি. **নহিস**, (কথ্য) **নস**—হস না। ক্রি. **নহ**, (কথ্য) **নও**—হও না। ক্রি. **নহে**, (কথ্য) **নয়**—হয় না। ক্রি. **নহেন**, (কথ্য) **নন**—(মধ্যম ও প্রথম পুরুষে) হন না।

নহিলে—অব্য. নচেৎ, নতুবা, অন্যথায়। [বাং. না + হইলে]।

নহু, নহুঁ, নহে, নহেন—**নহা** দ্রঃ।

না১—নঞর্থক উপসর্গবিশেষ (নাহক, নারাজ, নাবালক)।

না২—বি. (প্রাদে.) নৌকা। [সং. নৌ]।

না৩, নে—অব্য. ক্রিয়ার বৈপরীত্য বা নিষেধসূচক (যাব না, 'যাসনে ঘরের বাহিরে'), অসম্ভবসূচক (তার সবেতেই না); অনুরোধ অথবা আদেশসূচক (আমায় যেতে দাও না লক্ষ্মীটি, চিঠিটা পড়েই দেখ না, 'যদি তোর ভাবনা থাকে, ফিরে যা না': রবীন্দ্র); সংশয় সন্দেহ বা অনিশ্চয়তাসূচক (রোদ উঠবে না—না?) অভাব বা আধিক্যসূচক (জেলে কত না সুখ, রাজার কত না সৈন্য); প্রশ্ন বা বিস্ময়সূচক (বেড়াতে যাবে না? সেকি!

আজও গেলে না !) ; অথবা, কিংবা (কিছুই নেই—না অন্ন না বস্ত্র) · ব্যতীত, বিনা (না বুঝিয়া) ; স্বকথিত প্রশ্ন ও উত্তরের সংযোগবাচক (অর্থ কি ? না, অনর্থের মূল) ; নেতিবাচক (না-ধর্মী) ; ছড়া বা গাথায় স্বার্থে প্রযুক্ত ('কোন্ না কাম করে') । [সং. ন] । বিণ. ~ধর্মী—(বিজ্ঞা) negative ।

নাই$_{১}$—অব্য. ক্রিয়ার অ-সমাপ্তি বা অভাবসূচক (যায় নাই) ; প্রশ্নসূচক (আসে নাই ?) । [না + হয় ?] ।

নাই$_{২}$—বি. আশকারা, প্রশ্রয় (কুকুরকে নাই দেওয়া) । [সং স্নেহ্ > নেহ > নেই, নাই] ।

নাই$_{৩}$—বি. নাভি ; চক্রাদির কেন্দ্রস্থল কীলক ; কামারের নেহাই । [সং. নাভি] ।

নাই$_{৪}$—বি. নাপিত । [সং. নাপিত] ।

নাই$_{৫}$—ক্রি. স্নান করি । [সং. √নাহ্] ।

'**নাই$_{৬}$**—(১) ক্রি. 'আছে না', থাকে না, এই অর্থে অভাবার্থক ক্রিয়া, প্রধানতঃ বর্তমান কালে (আমার টাকা নাই, তিনি এখানে নাই, তিনি আর নাই, 'নাই নাই ভয়') ; অনুচিত (অমন কথা বলিতে নাই) । (২) বিণ অবিদ্যমান (নাই-মামা) , অভাবে পীড়িত (নাই-ঘরে খাই) । [সং. নাস্তি > প্রা. নত্থি > হি. নাহি] ।

নাই-ঘরে খাঁই—অভাবের সংসারে পরিজনদের পেটুকপনা ।

নাই-আঁকড়া—বিণ. নিজের অসম্মতি সম্বন্ধে একগুঁয়ে, নাছোড়বান্দা । [বাং নাভি (=চাকার কেন্দ্রে অবস্থিত পিণ্ড) > 'নাই' + আঁকড়া] ।

নাইট্রোজেন—বি. মৌলিক গ্যাসবিশেষ, যবক্ষারজান । [ইং. nitrogen] ।

নাইয়া—বি. নাবিক, মাঝি । [সং. নাবিক] ।

নাও—না$_{২}$ ও নেও$_{২}$-র রূপভেদ ।

নাওয়া, নাহা—(১) ক্রি. স্নান করা ('ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে') । (২) বি. স্নান (নাওয়া-খাওয়া হয় নাই) । (৩) বিণ স্নাত । [সং. √স্না + বাং. আ] । ~ন, ~নো —(১) ক্রি. স্নান করান । (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে ।

নাঃ—না$_{৩}$-র প্রবলতর রূপ ।

নাক$_{১}$—বি স্বর্গ আকাশ । [সং.] ।

নাক$_{২}$—বি. নাসিকা, নাসা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় । [< সং. নক্র (=নাসাগ্র) > প্রা. ণক্ক] । ক্রি. **নাক উঁচান, নাক তোলা, নাক বাঁকান**—(আল.) ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা । ক্রি. **নাক ঝাড়া**—নাসারন্ধ্র হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা । ক্রি. **নাক টেপা**—(ব্রাহ্মণদিগের আহ্নিকের অনুকরণে) পূজা-আহ্নিকের ভান করা । ক্রি. **নাক বিঁধান**—নাকছাবি নোলক প্রভৃতি গহনা পরিবার জন্য নাসিকায় ছিদ্র করা । ক্রি. **নাক মলা**—স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বীয় নাসিকা মর্দন করা । ক্রি. **নাক সিঁটকান**—ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা । বিণ. **~কাটা**—ছিন্ননাস ; (আল.) বেহায়া, নির্লজ্জ । বি. **~খত, নাকে খত**—স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভূমিতলে স্বীয় নাসিকা ঘর্ষণ । বি. **~ছাবি**—নাসিকার অলঙ্কারবিশেষ । ক্রি. **নাক ডাকা**—নিদ্রিত লোকের নাক হইতে শব্দ বাহির হওয়া । ক্রি. **নাকে-মুখে গোঁজা**—অতি দ্রুত আহার করা । **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা**—পরের ক্ষতি করিবার জন্য নিজের সমূহ ক্ষতি করা । বিণ. **নাকে-কাঁদুনে**—(সচ. তুচ্ছ কারণে বা অকারণে) নাকিসুরে কাঁদিতে অভ্যস্ত ঘেনঘেনে । বি. **নাকে-কান্না**—খোনা সুরে ক্রন্দন ; বায়না বা আবদার লইয়া কৃত্রিম ক্রন্দন ।

নাকচ—বিণ. রদ, রহিত, বাতিল (নাকচ করা) ; অকেজো । [ফা. নাকিস্] ।

নাকছাবি—নাক$_{২}$ দ্রঃ ।

নাকড়া, নাকরা—নাকারা-র রূপভেদ ।

নাকসাট—বি (প্রা. বাং.) নাসিকা-গর্জন । [নাক$_{২}$ দ্রঃ —'পাকসাট'-এর অনুকরণে] ।

নাকা$_{১}$—বিণ. খোনা, নাকী । [বাং. নাক$_{২}$ + আ] ।

নাকা$_{২}$—অব্য. (প্রাদে.) মত, সদৃশ । [দেশী] ।

নাকাড়া—নাকারা-র রূপভেদ ।

নাকানি-চুবানি, নাকানি-চোবানি—বি. জলের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা ; (আল.) কাজের চাপে নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত ফেলিবার অবকাশ না পাওয়ার ভাব । [বাং. নাক$_{২}$ + আনি + চুবা + আনি] ।

নাকারা—বি. ক্ষুদ্র ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । [আ. নক্কারা] ।

নাকাল—(১) বিণ. জব্দ ; হয়রান, শ্রান্ত । (২) বি. নিগ্রহ, নাকানি-চোবানি, বিলক্ষণ শাস্তি । [আ. নকাল্] ।

নাকি$_{১}$—অব্য. প্রশ্ন সন্দেহ অনুমান প্রভৃতি ভাবব্যঞ্জক, নহে কি, তাই কি, সত্য কি (তুমি নাকি চলে যাচ্ছ ? অথচ তোমার মা নাকি অসুস্থ ?) । [তু. সং. কিংস্বু] ।

নাকি$_{২}$, নাকী—বিণ. নাক হইতে উচ্চারিত, খোনা, অনুনাসিক (নাকি সুর) । [বাং. নাক$_{২}$ + ঈ] । বি. **~কান্না**—খোনা সুরে ক্রন্দন ; কৃত্রিম ক্রন্দন, মায়া-কান্না ।

নাকুয়া, নাকু—বিণ. অনুনাসিক (নাকুয়া কথা) ; দীর্ঘনাসিকাবিশিষ্ট ; নাকী সুরে কথা বলে এমন (নাকুয়া লোক) । [বাং. নাক$_{২}$ + উয়া > ও] ।

নাকে-খত, নাকে-কাঁদুনে, নাকে-কান্না—নাক$_{২}$ দ্রঃ ।

নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক—বিণ. নক্ষত্র-সম্পর্কিত ; তিথির হিসাবে, নক্ষত্রের দ্বারা নির্ধারিত (নাক্ষত্র দিন বা মাস) । [সং নক্ষত্র + অ, ইক] । বিণ.(স্ত্রী.) **নাক্ষত্রিকী** । **নাক্ষত্র বৎসর**—সূর্যের নক্ষত্র-পরিক্রমা-অনুসারে গণিত বৎসর (এই বৎসরে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৯·৬ সেকেণ্ড হয়), Sidereal year ।

নাখোদা, নাখুদা—বি. জাহাজের কাপ্তান বা অধ্যক্ষ ; যে ব্যক্তি জাহাজযোগে আমদানি রপ্তানি করে ; মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ । [ফা. নাখুদা] ।

নাখোশ, নাখুশ—বিণ. অখুশী, অপ্রসন্ন । [ফা. নাখুশ্] ।

নাগ—বি. সাপ ; হাতি (দিঙ্‌নাগ) । [সং.] । বি.(স্ত্রী.) **নাগী**, (বাং.) **নাগিনী** । বি. **~কেশর, নাগেশ্বর**—

পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ। বি. ~দন্ত—হাতির দাঁত; দেওয়ালে লাগানো পেরেক বা ছোট আলনা। বি. ~পঞ্চমী—শ্রাবণমাসের শুক্লপঞ্চমী বা আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী যখন মনসাপূজা ও নাগপূজা হয়। বি. ~পাশ—পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ, বরুণের অস্ত্র যাহা ছাড়িলে নাগে আড়াই পেঁচে বেড়িয়া ধরে বলিয়া বিশ্বাস। বি. ~পুষ্প—নাগকেশর। বি. ~ফণী—ফণীমনসার গাছ, cactus। বি. ~মাতা (-তৃ)—কদ্রু; মনসা। বি ~রাজ—অনন্ত বা বাসুকি নাগ; করিশ্রেষ্ঠ ঐরাবত। বি. ~লোক—পাতাল। বি. অষ্ট নাগ—অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীন কর্কট শঙ্খ: এই অষ্টসর্প।

নাগর—(১) বি. প্রণয়ী; রসিক বা লম্পট পুরুষ। (২) বিণ. নগরসম্বন্ধীয়, নাগরিক; নগরবাসী; দেবনাগর (অক্ষর)। [সং. নগর+অ]। **নাগরী**—(১) বি.(স্ত্রী.) প্রণয়িনী, রসিকা রমণী; দেবনাগরী (লিপি)। (২) বিণ. নগরবাসিনী। বি. ~দোলা—নিচ হইতে উপরে ঘুরপাক খাইবার দোলনাবিশেষ।

নাগরঙ্গ—বি. নারঙ্গা-লেবু; কমলালেবু। [সং.]।

নাগরা—বি. চর্মনির্মিত পাদুকাবিশেষ। [দেশী]।

নাগরালি, নাগরালী—বি. নাগরের ভাব; প্রণয়-চাতুর্য; লাম্পট্য: রসিকতা। [সং. নাগর+বাং. আলি, আলী]।

নাগরি—বি. মাটির কলসীবিশেষ (গুড়ের নাগরি)। [দেশী]।

নাগরিক—(১) বিণ. নগর বা শহর সম্বন্ধীয়; শহুরে; পৌর: রাষ্ট্রীয় (নাগরিক অধিকার)। (২) বিণ. বি. নগরবাসী। (৩) বি. প্রজা (ভারতের নাগরিক)। [সং. নগর+ইক]। বিণ (স্ত্রী.) **নাগরিকী**। বি. **নাগরিকতা-বোধ**—প্রত্যেক নগরবাসীর নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য—উভয় ব্যাপারেই সতর্কতা। (বাং.) বিণ. বি.(স্ত্রী.) **নাগরিকা**—নগরবাসিনী।

নাগরী$_1$—নাগর দ্রঃ।

নাগরী$_2$—বি. দেবনাগর অক্ষর। [সং.]।

নাগা—বি. উলঙ্গ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়বিশেষ; আসামের পর্বতবিশেষ; উক্ত পর্বতবাসী প্রাচীন জাতিবিশেষ। [সং. নগ্ন]।

নাগাড়, লাগাড়—(১) বিণ. ক্রমাগত, অবিশ্রান্ত (নাগাড় তিনমাস)। (২) বি. অবিচ্ছেদ (এক নাগাড়ে বৃষ্টি বা কান্না)। [<লাগ, লাগাড়]। ক্রি-বিণ. **নাগাড়ে**—অবিশ্রান্তভাবে।

নাগাদ, নাগাত—অব্য. অবধি, পর্যন্ত (শেষ নাগাদ)। [আ. লাগায়েৎ]।

নাগাল—বি. নৈকট্য, সন্নিধান, ধরা-ছোঁয়া, পৌঁছ (নাগাল পাওয়া, নাগালের মধ্যে বা বাহিরে থাকা)। [বাং. লাগ+আল]।

নাগেন্দ্র—বি. ঐরাবত; অনন্ত নাগ। [সং. নাগ+ইন্দ্র]।

নাগেশ—বি. অনন্ত নাগ বা শেষনাগ; শিবলিঙ্গবিশেষ; প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। [সং. নাগ+ঈশ]।

নাগেশ্বর—নাগ দ্রঃ।

নাগ, নাঙ—বি. উপপতি। [সং. নঙ্গ]।

নাঙ্গা—বি. নগ্ন, উলঙ্গ; অনাবৃত। [হি. নাঙ্গা<সং. নগ্ন>প্রা. নগ্‌গ]।

নাচ—বি. নৃত্য; (বিদ্রূপে) হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি, লাফালাফি, অস্থিরতা। [প্রাকৃ. ণচ্চ<সং. নৃত্য]। বি. ~উলী, ~ওয়ালী—পেশাদার নর্তকী, বাইজী। বি. ~ঘর—যেখানে নাচা হয়, রঙ্গমঞ্চ। বি ~ন, ~নি, নাচুনি—নৃত্যকরণ, নৃত্য; (বিদ্রূপে) হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি, অস্থিরতা। ~নী, নাচুনী—(১) বি. নর্তকী। (২) বিণ. নৃত্যকারিণী; নৃত্যভঙ্গিযুক্ত (নাচুনী ছন্দ)। **নাচিয়ে**—(১) বিণ. নৃত্যকারী। (২) বি. নর্তক। বিণ. **নাচুনে**—নৃত্যকারী।

নাচা—(১) ক্রি. নৃত্য করা; স্পন্দিত হওয়া (চোখ নাচা); হর্ষোৎফুল্ল হওয়া ('হৃদয় আমার নাচে রে': রবীন্দ্র); মাতিয়া উঠা (পরের কথায় নাচে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. নাচ্+আ]। **নাচতে এসে ঘোমটা**—কপট বা বৃথা লজ্জা। ক্রি. **নাচিয়া উঠা, (কথ্য) নেচে ওঠা**—(আল.) অত্যন্ত উল্লসিত হওয়া। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. নৃত্য করান; স্পন্দিত করান; হর্ষোৎফুল্ল করা; উত্তেজিত করা; দোলান, নাড়ান (পা নাচান, ছেলে নাচান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. ~কোঁদা—(ব্যঙ্গে) অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি; অসার জাঁক বা বাগাড়ম্বর।

নাচাড়ি, নাচাড়ী—লাচাড়ি-র প্রাদে. রূপ।

নাচার—বিণ. নিরুপায়, অসহায়। [ফা. নচারহ্: না চারা (=উপায়)]।

নাচি, নাছি—বি. ধাতুপাত্র প্রভৃতি জুড়িবার জন্য পেরেকবিশেষ, বড় পেরেকবিশেষ, rivet। [দেশী]।

নাচিয়ে, নাচুনি, নাচুনী, নাচুনে—নাচ দ্রঃ।

নাছ—বিণ. পশ্চাদ্দিকস্থ, খিড়কির (নাছ দুয়ার)। [তু. হি. নহ্‌ছ]।

নাছোড়—বিণ. ছাড়ে না এমন, একগুঁয়ে, জেদী, নেই-আঁকড়া। [হি. নাছোড়্]। বি. ~বান্দা—একগুঁয়ে লোক, যে কিছুতেই ছাড়ে না [বাং. নাছোড়+ফা. বান্দাহ্]।

নাজনে, নাজিনা—বি. শজিনা-জাতীয় ডাঁটাবিশেষ। [তু. শজিনা]।

নাজানি—অব্য. নাহি জানি, কি জানি, কে জানে, বোধ হয়, সন্দেহ বা সংশয়ের ভাবপ্রকাশক। [না$_3$+জানি]।

নাজিম—বি. মুসলমান শাসনকর্তা (নবাব-নাজিম)। [আ. নাজীম্]।

নাজির—বি. আদালতে উচ্চ কেরানীবিশেষ। [আ. নাজীর্]।

নাজেহাল—বিণ. নাস্তানাবুদ; শ্রান্ত-ক্লান্ত; হয়রান। [আ. নাজা'+হাল্]।

নাঞি—নাহি-র প্রাচীন বানান।

নাট—বি. নৃত্য: অভিনয়; লীলা ('সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি,

কে বুঝে তোমার নাট'—চৈ. চ.), রঙ্গকৌতুক ('দেখিতে আইনু নাট' : ভা. চ.), (বাং.) রঙ্গমঞ্চ (ধন্ত হরি ভবের নাটে')। [সং. √নট্ + অ]। বি. ~মন্দির—দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ গৃহবিশেষ, যেখানে বিগ্রহের প্রীত্যর্থে নৃত্যগীত করা হয়।

নাটক—বি. অভিনয়যোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ, দৃশ্যকাব্য। [সং. √নট্ + অক (র্তৃ)]। বিণ. **নাটকীয়**—নাটক-সম্বন্ধীয় ; অস্বাভাবিক ও আকস্মিক (নাটকীয় পরিবর্তন বা আবির্ভাব), কৃত্রিম হাবভাবপূর্ণ। বি. **নাটকীয়তা**—নাটকীয় আচরণের দ্বারা চমকসৃষ্টি।

নাটা১—বি. গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তাহার বীজ। [সং. লতাকরঞ্জ]।

নাটা২—বিণ. বেঁটে। [হি.]।

নাটাই—বি. তাঁত বুনিবার বা ঘুড়ি উড়াইবার সুতা জড়ানর জন্ম ব্যবহৃত চরকিবিশেষ। [দেশী]।

নাটিকা—বি. (প্রধানতঃ চার অঙ্কের) ক্ষুদ্র নাটক। [সং. নাটক + আ]।

নাটুকে—বিণ. নাটক-রচয়িতা (নাটুকে রাম-নারায়ণ) ; নাটকীয়। [সং. নাটক + বাং. ইয়া > এ]। বি. ~পনা—অভিনেতৃসুলভ কৃত্রিম হাবভাব]।

নাটুয়া—বিণ. বি. নট, নর্তক ; অভিনেতা। [সং. নাট + বাং. উয়া]।

নাট্য—বি. নাচ-গান-বাজনা ; অভিনয় ; নৃত্যক্রিয়া ; নাটক। [সং. নট + য]। বি. ~**কলা**—নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিদ্যা ; অভিনয় বিদ্যা। বি. ~**মন্দির**, ~**শালা**—যেখানে নটেরা কলাকৌশল প্রদর্শন করে, রঙ্গালয় ; প্রেক্ষাগৃহ। বি. **নাট্যাচার্য**—নটদের শিক্ষক। বি. **নাট্যাভিনয়**—নাটক-অভিনয়।

নাড়া১—(১) বি. ঝামটা, ঝাঁকানি (মুখনাড়া) ; সঞ্চালন, আন্দোলন (নাড়া দেওয়া, হাত-নাড়া)। (২) ক্রি. আন্দোলিত বা সঞ্চালিত করা (হাত নাড়া) ; ঘোঁটা (চামচ দিয়ে নাড়া) ; ঘাঁটা, বিশৃঙ্খল করা (কাগজপত্র নাড়া) ; বাজান (ঘণ্টা নাড়া) ; স্থানচ্যুত বা অপসারিত করা (সিংহাসন থেকে বিগ্রহকে নাড়া) ; চর্চা করা (শাস্ত্র নাড়া)। [< সং. √লাড় (আক্ষেপ, কম্পন) + বাং. আ]। বি. ক্রি. ~**চাড়া**—ঘাঁটাঘাঁটি ; সঞ্চালন ; স্থানপরিবর্তন, (রোগীকে নাড়াচাড়া), বারংবার বিচার (মনে-মনে নাড়াচাড়া, নেড়েচেড়ে দেখা)। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. নাড়া১ (ক্রি.)-র অনুরূপ। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। ~**নাড়ি**—(১) বি. ক্রমাগত স্থানপরিবর্তন বা স্থানচ্যুতকরণ। (২) ক্রি. আন্দোলিত বা স্থানচ্যুত করা, সরানো নাড়ানো। (৩) বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

নাড়া২—বি. ধানকাটার পর ধানগাছের যে অপ্রয়োজনীয় অংশ জমির মধ্যে থাকিয়া যায়, খড়। [সং. নাল]। বিণ. বি. ~**বুনে**—নাড়া অর্থাৎ খড়ের বনের লোক, চাষা ; (আল.) মূর্খ, অজ্ঞ, অরসিক। **যত ছিল নাড়াবুনে হল সব কেত্তুনে**—যত সব অরসিক, তাহারাই মর্যাদা বা কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে।

নাড়ি, নাড়ী—বি. ধমনী, রক্তবাহী শিরা ; (আয়ু.) বাত পিত্ত কফ : মানবদেহের এই ত্রিবিধ অবস্থাজ্ঞাপক ধমনী ; গর্ভনাড়ী যাহার সহিত জ্রণমধ্যস্থ বা সদ্যঃপ্রসূত শিশু সংযুক্ত থাকে ; (তন্ত্রশাস্ত্রে) যে-তিনটির ভিতর দিয়া প্রাণবায়ু প্রবাহিত : ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না ; (বিরল প্রয়োগ) এক দণ্ড সময়, ২৪ মিনিট। [সং.]। ক্রি. **নাড়ি কাটা**—সদ্যঃপ্রসূত শিশুর গর্ভনাড়ি ছেদন করা। ক্রি. **নাড়ি জ্বলা**—ক্ষুধায় অস্থির হওয়া। ক্রি. **নাড়ি দেখা**—রোগীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার অবস্থা বিচার করা। ক্রি. **নাড়ি মরা**—আহারের শক্তি হ্রাস পাওয়া। **নাড়ি-ছেঁড়া ধন**—সন্তান। বি. ~**জ্ঞান**—হস্তদ্বারা রোগীর নাড়ীস্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার অবস্থা-নির্ণয়ের ক্ষমতা। বিণ. ~**টেপা**—রোগীর নাড়ী দেখে এমন, (অবজ্ঞায়) চিকিৎসা ব্যবসায়ী ('নাড়ীটেপা ডাকতার' : রবীন্দ্র)। বি. ~**নক্ষত্র**—জন্মনক্ষত্র ; আগাগোড়া সমস্ত সংবাদ, জন্মাবধি সকল তথ্য। **নাড়ীভুঁড়ি**—উদরমধ্যে স্থিত অন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াসাধক-অঙ্গ।

নাড়ু—লাড়ু-র অধিকতর চলিত রূপ।

নাতজামাই, নাতনী, নাতবৌ—নাতি দ্রঃ।

নাতি—বি. পৌত্র বা দৌহিত্র, পুত্রের বা পুত্রস্থানীয়ের কিংবা কন্যা বা কন্যাস্থানীয়ার পুত্র। [সং নপ্তৃ]। বি. ~**জামাই**, (কথ্য) **নাতজামাই**—নাতিনীর স্বামী। বি.(স্ত্রী.) ~**নী**, (কথ্য) **নাতনী**—পৌত্রী বা দৌহিত্রী। বি. ~**বৌ**, (কথ্য) **নাতবৌ**—নাতির স্ত্রী।

নাতি-—বিণ-বিণ. অনতি ; অধিক নহে এমন (নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, নাতিহ্রস্ব, নাতিস্থূল)। [সং. ন + অতি]। বিণ. ~**শীতোষ্ণ**—বেশী ঠাণ্ডাও নয়, বেশী গরমও নয় এমন। বি. ~**শীতোষ্ণমণ্ডল**—উত্তর বা দক্ষিণ হিমমণ্ডল ও গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চল, যেখানে শীত বা গ্রীষ্ম কোনটাই প্রবল নহে, temperate zone।

নাথ—বি. প্রভু, স্বামী, অধিপতি (জগন্নাথ) ; পালক, রক্ষক (নরনাথ, দীননাথ)। [সং.]।

নাদ১—বি. শব্দ, ধ্বনি, গর্জন। [সং. √নদ্ + অ (ভা)]। ক্রি. **নাদা**—(কাব্যে) গর্জন করা ('নাদে কাদম্বিনী' : মধু.)। বিণ. **নাদিত**—ধ্বনিত, শব্দিত। বিণ. **নাদী** (-দিন্)—শব্দকারী, গর্জনকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **নাদিনী**।

নাদ২—বি. (প্রধানতঃ গবাদি) পশুর বিষ্ঠা। [সং. লণ্ড]। ক্রি. **নাদা**—(গবাদি পশু কর্তৃক) মলত্যাগ করা। বি. **নাদি**—ক্ষুদ্র প্রাণীর বিষ্ঠা (ইঁদুরের নাদি)।

নাদন, নাদনা—বি. মোটা খুঁটি বা লাঠি। [দেশী]। বি. **নাদনবাড়ি**—মোটা লাঠি।

নাদা—বি. বড় জালা বা গামলা। [সং. নন্দা]। বিণ. ~**পেটা**—নাদা অর্থাৎ জালার ন্যায় পেটওয়ালা, স্থূলোদর।

নাদিত, নাদিনী, নাদী—নাদ১ দ্রঃ।

নাদুসনুদুস—বিণ. মোটাসোটা, গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট। [দেশী]।

নাদেয়, নাদ্য—বিণ. নদীজাত ; নদীসম্বন্ধীয়। বি. নদনদীর জল। [সং. নদ বা নদী + এয় ; নদ + য]।

নানকপন্থী—বিণ. বি. গুরু নানক কর্তৃক প্রবর্তিত শিখ-ধর্মাবলম্বী।

নানা, (কথ্য) **নানান, নানান্**—বিণ. অনেক বহু, বিভিন্ন, বিবিধ (নানান্ কাজে)। [সং.]।

নানা₂—বি. মাতামহ। [হি.]। বি.(স্ত্রী.) **নানী**—মাতামহী।

নান্দী—বি. কাব্য-নাটকাদির প্রারম্ভে দেবতাদির স্তব বা মঙ্গলাচরণ। [সং. √নন্দ্ + ণিচ্ + ই (র্তৃ) + ঈ]। বি. **~মুখ**—শুভকর্মাদির প্রারম্ভে করণীয় শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী মাতাপিতৃগণ (যথা—পিতা পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ)। বি.(স্ত্রী). **~মুখী**—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী মাতৃগণ (মাতা মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহী পিতামহী প্রপিতামহী)।

নাপছন্দ—বিণ. অমনোনীত, অপছন্দ। [ফা. নাপসন্দ্]।

নাপতে—**নাপিত**-এর অবজ্ঞাসূচক রূপ।

নাপাক—বিণ. অশুচি, অপবিত্র। [ফা.]।

নাপিত—বি. ক্ষৌরকার, হিন্দুজাতিবিশেষ। [অর্বাচীন সং.—স্নাপয়িতৃ > প্রা. ণহাপিত]। বি. (স্ত্রী.) (বাং) **নাপিতানী, নাপতিনী**।

নাফরা—**লাফরা**-র প্রাদে. রূপ।

নাফা—বি. লাভ; উপকার। [আ. নফাআ]।

নাবা, নাবান (নো)—যথাক্রমে **নামা** ও **নামান**-র প্রাদে. কথ্য রূপ।

নাবাল, নাবো, নামো—বিণ. নিচু, নিম্ন; ঢালু (নাবাল বা নাবো জমি)। [বাং. নামা (> নাবা) + ল]।

নাবালক—বিণ. অপ্রাপ্তবয়স্ক (এদেশের আইন অনুসারে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক)। [ফা. নাবালিগ্]। বিণ (স্ত্রী.) **নাবালিকা**।

নাবি—**নাবী**-র বানানভেদ।

নাবিক—বি. পোত-চালক; নৌকা জাহাজ প্রভৃতি চালনার কাজ যে করে। [সং. নৌ + ইক]। বি **~বিদ্যা**—নৌচালন-বিদ্যা।

নাবী—বিণ. বিলম্বিত, দেরিতে হয় এমন (নাবী ধান)। [বাং. নাবা < নামা]।

নাবো—**নাবাল**-এর প্রাদে. রূপ।

নাব্য—বি. নৌকা জাহাজ প্রভৃতি চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত, নৌবাহনসাধ্য, নৌকাদি দ্বারা উত্তরণীয় (নাব্য নদী)। [সং. নৌ + য]।

নাভি—বি. উদরের মধ্যভাগে কূপাকৃতি আবর্তবিশেষ, নাই; চক্রাদির কেন্দ্রাংশ। [সং.]। বি. **~চক্র**—নাভিতে অবস্থিত মণিপুরচক্র। বি. **~পদ্ম**—পদ্মসদৃশ নাভি; (তন্ত্রে) নাভির পদ্ম, মণিপুরচক্র, দেহস্থ চক্রবিশেষ—নাভির বিপরীত দিকে, মেরুদণ্ডের মধ্যে। বি. **~শ্বাস**—মুমূর্ষু ব্যক্তির শ্বাসের ঊর্ধ্বমুখীন টান; মৃত্যু-যন্ত্রণা, শেষ অবস্থা (শিল্পক্ষেত্রে নাভিশ্বাস উঠেছে)।

নাম (-মন্)—বি. আখ্যা বা সংজ্ঞা (নাম রাখা বা দেওয়া, লোকের নাম, জিনিসের নাম); খ্যাতি (নামডাক, এ কাজে কোন নাম নেই); পরিচয় (নামহীন, গোত্রহীন); উল্লেখ বা স্মরণ (সকলে তার নাম করে); ইষ্টদেবতার নাম (নাম জপ); দোহাই, দিব্য, শপথ (ধর্মের নামে বলছি); অজুহাত (কাজের নামে); পরিচয়ে বা বর্ণনায়, কিন্তু আসলে নয় (নামেই নেতা); যৎকিঞ্চিৎ, আভাস, অত্যল্প পরিমাণ (নামমাত্র); (ব্যাক.) বিভক্তিহীন (বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণবাচক শব্দ)। [সং.]। ক্রি. **নাম করা**—স্মরণ করা; উল্লেখ করা (দেওয়ার বা খাওয়ার নাম করে না); খ্যাতি অর্জন করা। ক্রি. **নাম কাটা**—(তালিকা হইতে নাম কাটিয়া) বাদ দেওয়া বা বহিষ্কার করা। ক্রি. **নাম জপা**—ইষ্টনাম জপ করা। ক্রি. **নাম ডাকা**—নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকা; (উচ্চৈঃস্বরে নামোচ্চারণপূর্বক) হাজির হইতে বলা; উপস্থিতি জানাইতে বলা। ক্রি. **নাম ডোবান**—সুনাম নষ্ট হওয়া। ক্রি. **নাম ধরা**—নাম উচ্চারণ করা। ক্রি. **নাম রটা**—সুখ্যাতি বা অখ্যাতিপ্রচার হওয়া। ক্রি. **নাম রাখা**—নামকরণ করা (ছেলের নাম রাখা); পূর্বগৌরবের উপযুক্ত কাজ করা বা গৌরবান্বিত করা (বংশের নাম রাখা, বাপের নাম রাখা); (অক্ষয়) খ্যাতিলাভ করা (পৃথিবীতে নাম রেখে যাওয়া)। ক্রি. **নাম লওয়া**—স্মরণ করা, উপাসনা করা। ক্রি. **নাম লেখান**—ভর্তি বা দলভুক্ত হওয়া। ক্রি. **নাম শোনান**—হরিনাম গান করিয়া শোনানো। ক্রি. **নাম হওয়া**—যশ প্রচারিত হওয়া। বি. **~করণ**—শিশুর নাম প্রদানরূপ সংস্কার; আখ্যান। বি. **নাম-করা, ~জাদা**—প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। বি. **~গন্ধ**—সামান্যতম চিহ্ন বা উল্লেখ, আভাস। বি. **~গান**—ইষ্টদেবতার নাম কীর্তন। বিণ. **~জাদা**—বিখ্যাত, খ্যাতনামা (নামজাদা লোক)। বি. **~জারি**—নাম-ঘোষণা; দলিলপত্রে নাম লিপিবদ্ধ করা। বি. **~ডাক**—যশ ও প্রতিপত্তি। অব্য. **~তঃ** (-তস্), (চলিত) **~ত**—নামে, নামে মাত্র। **~ধর**—নামধারীর অনুরূপ। বি. **~ধাতু**—(ব্যাক.) বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়ের যোগে বিশেষ্য বা বিশেষণ অর্থাৎ 'নাম' হইতে গঠিত ধাতু (যথা—শব্দ > ৭ শব্দায়, ধ্বংস > √ধ্বংসা)। বি. **~ধাম**—নাম ও ঠিকানা। বিণ. **~ধারী** (-রিন্)—নামযুক্ত, নামবিশিষ্ট। বি. **~ধেয়**—আখ্যা, নাম। বিণ. বি. **~মুদ্রা**—নামাঙ্কিত সীলমোহর বা আংটি। বি. **~সংকীর্তন**—দেবতার স্তুতি বা মহিমাকীর্তন। ক্রি-বিণ. **নামে-নামে**—প্রত্যেকের নাম করিয়া, জনে-জনে।

-নামক— -নামবিশিষ্ট, -নামযুক্ত (দশরথ-নামক)। [সং. নামন্ + ক (সমাসান্ত)]।

নামঞ্জুর—বিণ. অগ্রাহ্য, বাতিল, অনুমতি দেওয়া হয় নাই এমন। [ফা. না + আ. মঞ্জুর]।

নামতা—বি. (গণি) গুণনের ফলাফল স্থির করিবার তালিকাবিশেষ। [সং. নামপত্র]।

-নামা১—বি. পত্র লিখন (ওকালতনামা); প্রমাণপত্র দলিল (চুক্তিনামা); বিবরণ বা ইতিহাস (শাহ্‌নামা) [ফা. নামহ্]।

-নামা২— -নামবিশিষ্ট, -নামযুক্ত (খ্যাতনামা=খ্যাত হইয়াছে নাম যাহার; অজ্ঞাতনামা=অজ্ঞাত আছে নাম যাহার)। [সং. নামন্]। স্ত্রী. **~নাম্নী**।

নামা৩—(১) ক্রি. অবতরণ করা, উপর হইতে নিচে আসা (দোতলা হইতে একতলায় নামা, জলে নামা) অভ্যন্তর হইতে বাহির হওয়া (গাড়ী হইতে নামা) অবনত হওয়া, ঝুঁকিয়া পড়া (ছাদ নামিয়া আসা) রন্ধন শেষ হওয়া (ভাত নেমেছে), হ্রাস পাওয়া, কম (জিনিসের দর নামা, তাপ নামা); (বর্ষণ) শুরু হওয় (বৃষ্টি নামা); ঢলিয়া পড়া, অদৃশ্য হওয়া (সূর্য পশ্চিমে নামিয়াছে); নৈতিক অধোগতি হওয়া (সে অনেক দূর নেমে গেছে), প্রবাহিত হওয়া, ঝরা (ঘাম নামা); সকলের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া (আসরে নামা); প্রবৃত্ত হওয়া (কাজে বা যুদ্ধে নামা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. (গত্যর্থক) √নম্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অবতরণ করান, নীচে আনা (বোঝা বা মোট নামানো); রন্ধন শেষ করা (ভাত-ডাল নামিয়েছি); কমানো (দর একটু নামাও, ওষুধটা জ্বর নামায়); নৈতিক অধোগতি করানো; ঝরানো; অবতীর্ণ বা প্রবৃত্ত করানো (আসরে, ঝগড়ায় বা কাজে নামানো); উদরাময় বা পাতলা দাস্ত হওয়া (পেট নামানো); বিদূরিত করা, তাড়ান (ঘাড়ের ভূত নামানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

নামাঙ্কিত—বিণ. নাম খোদাই করা বা লেখা আছে এমন; নামযুক্ত; স্বাক্ষরিত। [সং. নাম + অঙ্কিত]।

নামাজ—**নমাজ**-এর অধিকতর চলিত রূপ।

নামাবলী, নামাবলি—বি. দেবতাদের নামাঙ্কিত উত্তরীয়বিশেষ; নামের তালিকা (ইতিহাসের নামাবলী)। [সং. নাম + আবলী, আবলি]।

নামী—বিণ. নামজাদা, খ্যাতিমান্। [বাং. নাম + ঈ]।

নামো—**নাবাল**-এর প্রাদে. রূপ।

নামোচ্চারণ—বি. নাম উচ্চারণ, নামের উল্লেখ। [সং. নাম+উচ্চারণ]।

-নাম্নী— -নামা২ দ্রঃ।

নায়ক—(১) বিণ. বি. নেতা (দেশ-নায়ক), পরিচালক (ষড়যন্ত্রের নায়ক); সর্দার; প্রধান; অগ্রণী। (২) বি. হারের মধ্যমণি; যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী অগ্রসর হয় (গল্পের বা উপন্যাসের নায়ক), (অল.) কাব্য-নাটকাদির প্রধানচরিত্র (ধীরোদাত্ত ধীরপ্রশান্ত ধীরললিত ধীরোদ্ধত: নায়ক এই চার প্রকার); প্রণয়ী পুরুষ। [সং. √নী + অক (র্তৃ)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **নায়িকা**—**নায়ক**-এর স্ত্রীলিঙ্গ; নেত্রী, কর্ত্রী; ভগবতীর অষ্টশক্তি (উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা অতিচণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডা ও চণ্ডবতী)।

নায়েক—বি. ভারতীয় সৈন্যবিভাগে সিপাহীদের নেতা (হাবিলদারের নিম্নবর্তী)। [আ. নায়েক]। বি. **ল্যান্স-নায়েক**—সহকারী নায়েক।

নায়েব—বি. জমিদারের উচ্চ কর্মচারীবিশেষ; প্রতিনিধি; অধস্তন কর্মচারী (নায়েবমুনশী)। [আ. নায়ব]। **নায়েবি, নায়েবী**—(১) বি. নায়েবের পদ বা বৃত্তি। (২) বিণ. নায়েব অথবা তাহার পদ বা বৃত্তি সংক্রান্ত।

নারক—(১) বিণ. নরকসম্বন্ধীয়; নরকস্থ। (২) বি. নরক, দুঃখভোগের স্থান। [সং. নরক + অ]। বিণ. (স্ত্রী.) **নারকী**।

নারকী১ (-কিন্)—বিণ. নরকভোগী; নরকে গতি হইবার উপযুক্ত; পাতকী। [সং. নারক + ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **নারকিনী**।

নারকীয়—বিণ. নরকেরই উপযুক্ত, পৈশাচিক; অতি জঘন্য। [সং. নরক + ঈয়]।

নারকেল, নারকল, নারকোল—**নারিকেল**-এর কথ্য রূপ। **নারকেলি (লী), নারকুলে**—**নারিকেলী**-র কথ্য রূপ।

নারঙ্গ, নারঙ্গি—বি. কমলালেবু বা তাহার গাছ। [সং. নারঙ্গ]।

নারদ—বি. (কলহ-সঙ্ঘটক বলিয়া খ্যাত) দেবর্ষিবিশেষ; ব্রহ্মার মানস-পুত্র, এই কারণে নারদ ঋষিকে দেবর্ষি বলা হয়। [সং.]। বিণ. **নারদীয়** (নারদীয় পুরাণ)।

নারসিংহী—বি. দুর্গার মূর্তিবিশেষ; অর্ধনর ও অর্ধসিংহরূপী নৃসিংহদেবের জ্যোতি হইতে উদ্ভূতা শক্তিকলা। [সং. নরসিংহ + অ + ঈ (স্ত্রী.)]।

নারা—ক্রি. (কাব্যে বা গ্রাম্য) না পারা, অক্ষম হওয়া (যেতে নারি, গুরু রুষ্ট হৈলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে')। [বাং. না + পারা]।

নারাঙ্গা—বি. কমলালেবু, (কমলালেবুর মত পীতলোহিত বর্ণযুক্ত বলিয়া) বিসর্পরোগ। [ফা. নারন্জ্—তু. স. নারঙ্গ]।

নারাঙ্গি—**নারঙ্গি**-র রূপভেদ।

নারাচ—বি. লৌহশরবিশেষ। [সং.]।

নারাজ—বি. অরাজী, অসম্মত (খাটতে নারাজ); অসন্তুষ্ট। [আ. নারাজ্]।

নারায়ণ, (কথ্য) নারাণ—বি. জীবসমূহের আশ্রয়, পরমপুরুষ, লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। [সং. নার + অয়ন]। বি. **~ক্ষেত্র**—গঙ্গাপ্রবাহ হইতে চারিহস্ত বিস্তৃত তীরভূমি; উক্ত তীরভূমি কল্পনা করিয়া রচিত ভূমি; এখানে মুমূর্ষু হিন্দুদের স্থাপন করা হয়। বি. **~তৈল**—কবিরাজী তৈলবিশেষ। **নারায়ণী**—(১) বি. (স্ত্রী.) (নারায়ণের অংশসম্ভূত বলিয়া) মহাশক্তি, দুর্গা; নারায়ণের পত্নী, লক্ষ্মীদেবী। (২) বিণ. নারায়ণসম্বন্ধীয়া। **নারায়ণী সেনা**—শ্রীকৃষ্ণের সংশপ্তক সেনাবাহিনী।

নারিকেল—বি. সুস্বাদু জলে ও শাঁসে পূর্ণ এবং কঠিন আবরণযুক্ত ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং.]। বি. **~তৈল**—নারিকেলের শাঁস হইতে প্রস্তুত তৈলবিশেষ। বি. **~ভস্ম**—নারিকেল হইতে প্রস্তুত কবিরাজী ঔষধবিশেষ। বিণ. **নারিকেলী**—নারিকেলের আকৃতি-

বিশিষ্ট (নারিকেলী কুল, কপি, বেল ইত্যাদি) ; নারিকেলের ন্যায় স্বাদযুক্ত বা শাঁসযুক্ত।
নারী—বি. রমণী, স্ত্রীলোক ; পত্নী (পরনারী)। [সং.]। বি. **~ধর্ম**—সতীত্ব, মমতা, বাৎসল্য প্রভৃতি নারীসুলভ গুণ। বি. **~সমাজ**—নারীগণ।
নার্ভ—বি. দেহস্থ তন্তুবিশেষ যাহার সাহায্যে সংবেদন ও পেশীক্রিয়া নির্বাহিত হয়। [ইং. nerve]।
নাল১—বি. শিরা ; নল ; মৃণাল ; পদ্মের ফাঁপা ডাঁটা। [সং. √নল্+অ (র্তৃ)]।
নাল২—বি. অশ্বপ্রভৃতি ভারবাহী পশুর খুরে লাগাইবার লৌহফলকবিশেষ। [আ.]।
নাল৩—বি. লালা, থুতু। [সং. লালা]।
নালতে—**নালিতা**-র কথ্য রূপ।
নালা—বি. জল-নিকাশের খাত, বড় নর্দমা, ড্রেন। [সং. নালক]।
নালায়েক—বিণ. অনুপযুক্ত, অক্ষম, নাবালক। [ফা. না+লায়েক্]।
নালিতা—বি. পাটশাক। [দেশী]।
নালিশ, (বর্জি.) **নালিস**—বি. অভিযোগ, ফরিয়াদ, আবেদন ; প্রতিকার-প্রার্থনা। [ফা. নালিশ্]।
নালী, নালি—বি. ক্ষুদ্র নালা ; ছোট চোঙ ; শিরা ; (নালী ঘা)। [সং.]। বি. **~ঘা, ~ব্রণ**—দুষ্টক্ষত, sinus।
নালীক, নালিক—বি. নলযুক্ত প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ ; পদ্মের ডাঁটা। [সং.]।
নাশ—বি. ধ্বংস ; ক্ষয় ; লোপ ; মৃত্যু। [সং. √নশ্+অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—বিনাশকারী। **~ন**—(১) বি. নাশকরণ। (২) বিণ. নাশকারী। **নাশা**—(১) ক্রি. (কাব্যে) নাশ করা। (২) বিণ. (সমাসে উত্তরপদরূপে) নাশকারী, নাশক (সর্বনাশা)। বিণ. **নাশিত**—নাশপ্রাপ্ত, নষ্ট বা ধ্বংস করা হইয়াছে এমন। বিণ. **নাশী** (-শিন্)—বিনাশশীল (অ-বিনাশী) ; বিনাশকারী (সর্বনাশী), নাশক (গুণরাশি-নাশী)। বিণ.(স্ত্রী.) **নাশিনী** (দুর্গতিনাশিনী)।
নাশতা, নাস্তা—বি. প্রাতরাশ ; জলখাবার। [ফা.]।
নাশপাতি—বি. আপেলজাতীয় ফলবিশেষ। [ফা. নাশ্পাতী]।
নাশা, নাশিত, নাশিনী, নাশী—**নাশ** দ্রঃ।
নাস—বি. নস্য ; নস্যের ন্যায় টানিয়া লওয়া বস্তু (জলের নাস)। [সং. নস্য]।
নাসত্য—বি. অশ্বিনীকুমারদ্বয়। [সং.]।
নাসা—বি. নাক, নাসিকা (নাসার্কণ, নাসাভ্যন্তর) ; নাকের ভিতরের ব্রণ। [সং.]। বি. **~রন্ধ্র**—নাসিকার মধ্যস্থ শ্বাসপ্রশ্বাসের গর্তদ্বয়।
নাসিক—বি. ভারতবর্ষের হিন্দুতীর্থবিশেষ, প্রাচীন পঞ্চবটী।
-নাসিক—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে 'নাসিকা'-শব্দের রূপ (উন্নাসিক=উন্নত অর্থাৎ উঁচু নাসিকা যাহার)।
নাসিকা—বি. নাসা, নাক। [সং.]।
নাসিক্য—বিণ. আনুনাসিক, নাসাজাত, নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত (নাসিক্য বর্ণ বা ধ্বনি)। [সং. নাসিকা+য]।
নাস্তা—**নাশতা**-র রূপভেদ।
নাস্তানাবুদ—বিণ. পর্যুদস্ত, নাজেহাল (মামলায় নাস্তানাবুদ), একান্ত লাঞ্ছিত। [ফা. নীস্ত্+নবুদ]।
নাস্তি—(১) ক্রি. নাই। (২) বি. সত্তাহীনতা (অস্তি নাস্তি জানি না)। [সং. ন+অস্তি]। বি. **~মান্** (-মৎ)—বিত্তহীন ব্যক্তি, have-nots [স. প.]।
নাস্তিক—বিণ. ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, নিরীশ্বরবাদী ; বেদ বা শাস্ত্রে অবিশ্বাসী। [সং. নাস্তি+ক]। বি. **~তা, নাস্তিক্য**—নাস্তিকের মতবাদ বা আচরণ।
নাহক—ক্রি-বিণ. অনর্থক, মিছামিছি ; অন্যায়পূর্বক। [ফা. না+আ. হক্]।
নাহয়—অব্য. বরং (নাহয় তুমি না-ই এলে) ; অথবা, কিংবা (তুমি, নাহয় সে) ; নতুবা, অন্যথা (কর, নাহয় মর) ; তর্কে স্বীকারসূচক (আমিই নাহয় মানলাম) ; বড় জোর (নাহয় দশটাকা লাগবে)। [বাং. না+হয়]।
নাহা—**নাওয়া** দ্রঃ।
নাহি—**নাই১**-এর প্রায় অপ্র. রূপ।
নি১—**নাই৩**-র কথ্য রূপ (চাই নি, হয় নি, যায় নি) ; **না**-র কথ্য রূপ (আর বলিস নি, এখন যাস নি)।
নি২—বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামে নিষাদের সঙ্কেত।
নি-৩—অব্য. সামীপ্য (নিকট), আশ্রয় (নিলয়), সম্পূর্ণতা (নিযুক্ত), অভাব (নিখরচা, নিটোল, নিখুঁত), বিরতি (নিবৃত্ত), আতিশয্য (নিগ্রহ, নিদারুণ), সমূহ (নিকর) প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক উপসর্গবিশেষ (নিকট, নিযুক্ত)। [সং.]।
নিউমোনিয়া—বি. ফুসফুসের প্রদাহ ; উক্ত প্রদাহযুক্ত জ্বর। [ইং. pneumonia]।
নিংড়া—ক্রি. নিংড়ান। [দেশী]। (১) **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পাক দিয়া বা পেষণ করিয়া জল বা রস বাহির করা ; (আল.) শোষণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।
নিঃ- (-নির্)—অব্য. অভাব (নির্জন), নিশ্চয়তা (নির্ণয়), অভাব (নিঃশেষ), বহির্গমন (নিঃশ্বাস) প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক উপসর্গবিশেষ। বিণ. **~ক্ষত্র, ~ক্ষত্রিয়**—ক্ষত্রিয়শূন্য। বিণ. **~শক্তি**—শক্তিহীন। বিণ. **~শঙ্ক**—নির্ভীক, ভয়শূন্য। বিণ. **~শব্দ**—শব্দহীন, নীরব। বিণ. **~শরণ**—শরণহীন, নিরাশ্রয়। বিণ. **~শর্ত**—অঙ্গীকার-বিহীন, বিনা কড়ারে (নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা)। বিণ. **~শেষ**—শেষরহিত ; সম্পূর্ণ ('পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার' : রবীন্দ্র)। বিণ. **~শেষিত**—সম্পূর্ণ ফুরাইয়া গিয়াছে এমন (পাথেয় নিঃশেষিত)। বি. **~শ্রেয়স**—মোক্ষ বা মুক্তি, পরম মঙ্গল, নির্বাণ, ব্রহ্মজ্ঞান। বি. **~শ্বসন**—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ; শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ। বিণ. **~শ্বসিত**—শ্বাসরূপে নির্গত বা গৃহীত। বি. **~শ্বাস**—নাসিকা বা ফুসফুস হইতে বাহিরে নির্গত বায়ু ;

(বাং.) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, নাসিকা বা ফুসফুস হইতে বাহিরে নির্গত এবং বাহির হইতে নাসিকা বা ফুসফুসের অভ্যন্তরে গৃহীত বায়ু ; দম, শ্বাসগ্রহণকাল (এক নিঃশ্বাসে)। বিণ. ~সংজ্ঞ—সংজ্ঞাহীন, অচেতন। বিণ. ~সংশয়, ~সন্দেহ—সংশয়হীন, সন্দেহশূন্য, নিশ্চিত। বি. ~সংশয়তা। ~সঙ্কোচ—(১) বি. সঙ্কোচহীনতা। (২) বিণ. কুণ্ঠাহীন। বিণ. ~সঙ্গ—সঙ্গহীন (নিঃসঙ্গ জীবন); একাকী ; নিরাসক্ত ; সম্পর্কহীন। বিণ. ~সত্ত্ব—অসার ; দুর্বল ; ধৈর্যশূন্য ; প্রাণহীন ; প্রাণিশূন্য। বিণ. ~সন্তান—সন্তানহীন। বিণ. ~সম্পর্ক—সম্বন্ধহীন, অনাত্মীয়। বিণ. ~সম্বল—নিঃস্ব, বিত্তহীন, অসহায়। বি. ~সরণ—নির্গমন, বাহির হওয়া। বিণ. ~সহায়—সহায়শূন্য, অসহায়। বিণ. ~সাড়—সাড়াহীন, অসাড়, শব্দহীন। বিণ. ~সারক—নিঃসারণকারী। বি. ~সারণ—বহিষ্করণ, নির্গতকরণ, নিষ্কাশন ; নির্বাসন। বিণ. ~সারিত—নিঃসারণ, বা বাহির করা হইয়াছে এমন। বিণ. ~সীম—সীমাহীন, অসীম (নিঃসীম লুব্ধতা)। বিণ. ~সৃত—নির্গত, বহির্গত। বিণ. ~স্পৃহ—বাসনাশূন্য। বি. ~স্পৃহতা, নিস্পৃহতা। বিণ. ~স্ব—সম্বলহীন, অতি দরিদ্র। বিণ. ~স্বতা। বিণ. ~স্বর—স্বরহীন ; স্বর ফোটে না এমন ; নীরব। বি. ~স্রব, ~স্রাব—ক্ষরণ, তরল বস্তুর নির্গমন। বি. ~স্রোত—স্রোতশূন্য।

নিঁদ—নিদ্রা-র কোমল রূপ।

নিক—নিকী-র প্রাদে রূপ।

নিকট—(১) বিণ. সমীপে উপস্থিত (নিকট মৃত্যু) ; ঘনিষ্ঠ (নিকট জ্ঞাতি, নিকট সম্পর্ক)। (২) বি. সামীপ্য, কাছ, (রামের নিকটে বা নিকট) ; সমীপবর্তী স্থান (বাড়ির নিকটে)। [সং.]। বিণ. ~বর্তী (-র্তিন্), ~স্থ—নিকটে আছে এমন, সন্নিহিত, সমীপবর্তী ; আসন্ন। বিণ.(স্ত্রী.) ~বর্তিনী, ~স্থা। বি. ~বর্তিতা।

নিকড়িয়া, (কথ্য) নিকড়ে—বিণ. কড়ি নাই যাহার, নির্ধন, কড়িবিহীন ('নিকড়িয়া ছুটির অজস্রতা' : রবীন্দ্র)। [বাং. নি (নয়) + কড়িয়া, কড়ে]।

নিকতি—নিক্তি-র বানানভেদ।

নিকর—বি. রাশি, সমূহ (নক্ষত্রনিকর)। [সং. নি + কৃ + অ (র্ম)]।

নিকরুণ—বিণ. নির্দয়, নিষ্ঠুর ('নিকরুণ মাধব')। [বাং. নি (= অভাব) + করুণা]।

নিকষ—বি. কষ্টিপাথর ; শান ; কষণচিহ্ন। [সং. নি + √কষ্ + অ]। ~ণ—কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ। বিণ. নিকষিত—কষ্টিপাথরে ঘর্ষিত ; মার্জিত, পালিশ-করা ; বিশুদ্ধ বলিয়া পরীক্ষিত ('নিকষিত হেম' ; চণ্ডী)।

নিকা১—বি. মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহ (নিকানামা) বা বিধবাবিবাহ (নিকার বউ)। [আ. নিকাহ্ = বিবাহ]। বি. ~নামা—বিবাহের (দেনমোহরাদির উল্লেখসংবলিত) চুক্তিপত্র।

নিকা২—ক্রি. নিকান। [দেশী]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. গোবরগোলা বা মাটিগোলা জলে ভিজানো নেকড়ার দ্বারা মেঝে দেওয়াল প্রভৃতি মার্জনা করা বা লেপা (গোবর-নিকানো)। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

নিকায়—বি. সমূহ ; সমানধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহ ; পালিভাষায় বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিশেষ সংগ্রহ-গ্রন্থ (দীঘনিকায় ইত্যাদি) ; লক্ষ্য ; আবাস (দেবনিকায়), গৃহ ; পরব্রহ্ম। [সং. নি + √চি + অ]।

নিকার—বি. লাঞ্ছনা, অবমাননা, পরাজয়।

নিকারি, নিকারী—বি. মৎস্যজীবী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। [দেশী]।

নিকাল, নিকালো—অব্য. দূরীভবন বহির্গমন বিতাড়ন প্রভৃতি সূচক (নিকাল যাওয়া, নিকাল দেওয়া) ; দূর হও, বেরিয়ে যাও। [হি.]।

নিকাশ—বি. নিষ্কাশন (জলনিকাশ) ; নির্গমন (জলনিকাশের পথ) ; শেষ, সমাপন (হিসাব-নিকাশ) ; চূড়ান্ত হিসাব (নিকাশ দেওয়া) ; বিনাশ, ধ্বংস, অবসান (দফা-নিকাশ)। [সং. নিষ্কাশ]। বিণ. নিকাশি, নিকাশী—চূড়ান্ত হিসাব সংক্রান্ত (নিকাশি কাগজপত্র) ; বহির্গমনের উপযোগী (জল-নিকাশী ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা)।

নিকিরি, নিকিরী—নিকারী-র কথ্য রূপ।

নিকী—বি. ছোট উকুন ; উকুনের ডিম। [সং. লিক্ষা]।

নিকুচি—বি. দফারফা, ধ্বংস। [সং. নিকুঞ্চিতা]।

নিকুঞ্জ—বি. উদ্যানে বা বনে লতাদিদ্বারা আবৃত গৃহাকার স্থান, লতাগৃহ। [সং.]।

নিকুম্ভিলা—বি. (রামা.) রাক্ষসদিগের কুলদেবতা ; রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক কৃত যজ্ঞবিশেষ : এই যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক যুদ্ধে গমন করিলে জয়লাভ সুনিশ্চিত হইত।

নিকৃত—বিণ. পরাভূত, অপমানিত, নিপীড়িত ; তিরস্কৃত। [সং. নি + √কৃ + ত (র্ম)]। বি. নিকৃতি—পরাভব ; অপমান, মানহানি ; নিপীড়ন ; লাঞ্ছনা ; তিরস্কার।

নিকৃষ্ট—বিণ. অপকৃষ্ট, জঘন্য, নীচ। [সং. নি + √কৃষ্ + ত (র্ম)]। বি. ~তা।

নিকে—নিকা-র কথ্য রূপ।

নিকেতন, নিকেত—বি. আলয়, গৃহ। [সং.]।

নিক্তি—বি. সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য ক্ষুদ্র তুলাদণ্ডবিশেষ। [দেশী]।

নিক্বণ—বি. ঝঙ্কার, তন্ত্রী, বীণা, নূপুর ইত্যাদির ধ্বনি। [সং.]।

নিক্ষত্র—বিণ. ক্ষত্রিয়শূন্য। [সং. নিঃক্ষত্র]। ক্রি. নিক্ষত্রা—ক্ষত্রিয়শূন্য করা।

নিক্ষিপ্ত—বিণ. ছুড়িয়া ফেলা বা ছড়ান হইয়াছে এমন ; পরিত্যক্ত, বর্জিত ; বন্ধকরূপে রক্ষিত ; গচ্ছিত। [সং. নি + √ক্ষিপ্ + ত (র্ম)]।

নিক্ষেপ—বি. ক্ষেপণ, ছুড়িয়া ফেলা (শরনিক্ষেপ) ; সম্মুখে স্থাপন (পদনিক্ষেপ) ; ত্যাগ, অর্পণ। [সং. নি + √ক্ষিপ্ + অ (ভা)]। বিণ. ~ক—নিক্ষেপকারী। ক্রি. নিক্ষেপা—(কাব্যে) নিক্ষেপ করা।

নিখরচা, নিখরচে—ক্রি-বিণ. বিনাব্যয়ে (নিখরচায় বেড়ানো)। [বাং. নি+খরচ]। বিণ. **নিখরচে**—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ।

নিখর্ব—বি. দশ সহস্র কোটি। [সং.]।

নিখাকি, নিখাকী—(১) বিণ.(স্ত্রী.) কিছুই খায় না এমন। (২) বি. ঐরূপ স্ত্রীলোক। [নি+খাকী]।

নিখাত—বিণ. খনন করা হইয়াছে এমন; প্রোথিত, স্থাপিত। [সং. নি+ √খন্+ত (র্ম)]।

নিখাদ১—বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের সপ্তম সুর, 'নি' (সুর একেবারে নিখাদে চড়ানো)। [সং. নিষাদ]।

নিখাদ২—বিণ. খাদহীন, ভেজালহীন, বিশুদ্ধ (নিখাদ সোনা)। [বাং. নি+খাদ]।

নিখিল—(১) বিণ. সমুদয়, সমস্ত (নিখিল জগৎ)। (২) বি. সমগ্র সৃষ্টি (নিখিলনাথ)। [সং. নি+খিল]।

নিখুঁত—বিণ. ত্রুটিহীন, দোষহীন, পূর্ণাঙ্গ। [বাং. নি+খুঁত]।

নিখোঁজ—বিণ. খোঁজ পাওয়া যায় না এমন, নিরুদ্দেশ। [বাং. নি+খোঁজ]।

নিগড়—বি. শৃঙ্খল; বেড়ি (নিগড়বদ্ধ)। [সং. নি+ √গড়্+অ (র্তৃ)]। বিণ. **নিগড়িত**—শৃঙ্খলাবদ্ধ; বদ্ধ।

নিগদ—বি. উক্তি, কথন। [সং. নি+ √গদ্+অ (ভা)]। বিণ. **নিগদিত**—কথিত, উল্লিখিত।

নিগম—বি. তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ; বেদার্থবোধক গ্রন্থ; নির্গমন; পথ; নগর; হাট; পৌরসভা, corporation; বণিক্‌সঙ্ঘ, guild, সঙ্ঘ [স. প.]। [সং. নি+ √গম্+অ—তু. আগম]। বিণ. **~বদ্ধ, নিগমিত**—সঙ্ঘবদ্ধ।

নিগমন—বি. নির্গমন, বাহির হওয়া। [সং. নি+ √গম্+অন (ভা)]।

নিগরণ—বি. গলাধঃকরণ, ভক্ষণ। [সং. নি+ √গৃ+অন (ভা)]।

নিগামান, নিগাবান—বি. পাহারাদার, তত্ত্বাবধায়ক। [ফা. নিগহ্‌বান]। বি. **নিগামানি, নিগাবানি**—তত্ত্বাবধান।

নিগার—বি. (অবজ্ঞার্থে) কৃষ্ণাঙ্গ বা অশ্বেতাঙ্গ মানবজাতি, কাফ্রী। [ইং. nigger]।

নিগীর্ণ—বিণ. গলাধঃকৃত, ভক্ষিত। [সং. নি+ √গৃ+ত (র্ম)]।

নিগূঢ়—বিণ. একান্ত গুপ্ত; দুর্জ্ঞেয়; জটিল; রহস্যময়; অতিশয় গভীর (প্রকৃতির নিগূঢ় সৌন্দর্য, নিগূঢ় ঐক্য বা আকর্ষণ)। [সং. নি+ √গুহ+ত (র্ম)]।

নিগৃহীত—বিণ. নিগ্রহ বা দণ্ড ভোগ করিয়াছে এমন। [সং. নি+ √গ্রহ্+ত]।

নিগ্রহ—বি. দমন, শাসন (শত্রুনিগ্রহ); অত্যাচার, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা; কষ্ট, খোয়ার; নিরোধ, সংযম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ)। [সং. নি+ √গ্রহ+অ (ভা)]। বি. বিণ. **নিগ্রাহক**—নিগ্রহকারী।

নিঘণ্টু—বি. নির্ঘণ্ট, সূচী; অভিধান; যাস্ক-প্রণীত বৈদিক অভিধান। [সং.]।

নিঙড়া, নিঙড়ান (-নো)—যথাক্রমে নিংড়া ও নিংড়ান-র বানানভেদ।

নিচ, (প্রাদে.) নিচা—(১) বিণ. নিম্ন। (২) বি. নিম্নস্থান। [নীচ দ্রঃ]।

নিচয়—বি. সমূহ; বৃদ্ধি, উপচয়। [সং.]।

নিচু১—লিচু-র গ্রাম্য কথ্য রূপ।

নিচু২, নীচু—(১) বিণ. অবনত, অনুন্নত; নিম্ন। (২) বি. নিম্নস্থান। [সং. নীচ ও নিম্ন উভয়ের প্রভাবে]।

নিচুল—বেতগাছ; উত্তরীয়-বস্ত্র। [সং.]।

নিচোল—বি. আচ্ছাদন-বস্ত্র; বিছানার চাদর; উত্তরীয়-বস্ত্র (তু. 'পীনয় নীলনিচোলম্' : গীতগো.); ঘাগরা; সাঁজোয়া। [সং.]।

নিচিন্দি—নিশ্চিন্ত-র গ্রাম্য কথ্য রূপ।

নিচ্ছিদ্র—বিণ. ছিদ্রশূন্য; নিখুঁত। [বাং. নি (=নাই) + ছিদ্র]।

নিছক—বিণ. অমিশ্র, (নিছক কৌতুক), একমাত্র, কেবল (নিছক সময় নষ্ট করা)। [দেশী]।

নিছনি, (প্রাদে.) নিছুনি—বি. বিবাহকালীন স্ত্রী-আচারের অঙ্গবিশেষ (নিছনি-ডালা); বালাই, অমঙ্গল; লাবণ্য; অঙ্গসজ্জা, প্রসাধন; উপহার, অর্ঘ্য ('দিতে চাই যৌবন নিছনি' : অনন্ত); তুলনা। **নিছানো**—ক্রি. পূজা বা উৎসর্গ করা, মুছিয়া দেওয়া ('নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে' : রবীন্দ্র)। [সং. নির্মঞ্ছন]।

নিছিদ্র—নিচ্ছিদ্র-র গ্রাম্য রূপ।

নিজ—(১) বিণ. স্বীয়, স্বকীয় (নিজ মত)। (২) (বাং.) সর্ব. আপনি (নিজের মন, নিজে দেখেছি, নিজ হইতে)। [সং. নি+ √জন্+অ (র্তৃ)]। **নিজের পায়ে কুড়ুল মারা**—(মূর্খতাপূর্বক) নিজে নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনা। বি. **~কীয়তা**—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। বি. **~ত্ব**—ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য (নিজত্বের বোধ বা বিকাশ)। **~স্ব**—(১) বি. স্বকীয় ধন বা সম্পত্তি। (২) (বাং.) বিণ. যাহাতে কেবল নিজের অধিকার আছে এমন, স্বকীয় (নিজস্ব সম্পত্তি)। ক্রি-বিণ. **নিজে**—স্বয়ং (সে নিজে করেছে)।

নিজাম—বি. (মুস.) প্রাদেশিক শাসনকর্তা; হায়দ্রাবাদের মুসলমান অধিপতির উপাধি। [আ.]। বি. **~ৎ, ~ত, ~তি**—নিজামের বা শাসনকর্তার পদ পদবি অধিকার বা সম্পত্তি। বিণ. **~তী**—নিজাম বা নিজামতি সম্বন্ধীয়।

নিজে—নিজ দ্রঃ।

নিজ্‌ঝুম—নিঝুম-এর জোরাল রূপ।

নিঝর—নির্ঝর-এর কোমল রূপ।

নিঝুম, নিজ্‌ঝুম—বিণ. সম্পূর্ণ নীরব, নিস্পন্দ; সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন বা আবিষ্ট। [দেশী]।

নিট১—বিণ. খাঁটি, প্রকৃত, ছাঁকা। [সং. নিষ্ঠা]।

নিট২—বিণ. আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা বাদে (নিট লাভ)। [ইং. net]।

নিটোল—বিণ. টোল পড়ে নাই এমন; সুগোল, সুডৌল; হৃষ্টপুষ্ট; নিখুঁত। [বাং. নি+টোল (বহু.)]।

নিঠুর—নিষ্ঠুর-এর কোমল রূপ।

নিড়া—ক্রি. নিড়ান। [হি. নিড়ানা<সং. নিস্তৃণ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. শস্যক্ষেত্রের আগাছা ও ঘাস উপড়াইয়া ফেলা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. ~**নি, নিড়েন**—নিড়ানের যন্ত্র বা কাজ।

নিত, নিতকনে, নিতবর—যথাক্রমে **নিত**, **নিতকনে** ও **নিতবর**-এর চলিত রূপ।

নিতম্ব—বি. (প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের) পাছা; কটি; (পর্বতের) পার্শ্বদেশ (গিরিনিতম্ব)। [সং.]। **নিতম্বিনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) সুগঠিত বা স্থূল নিতম্বযুক্তা। (২) বি. ঐরূপ নারী; নারী।

নিতল—বি. সপ্ত পাতালের অন্যতম; (আল.) অতিশয় গভীর স্থান। [সং.]।

নিতা—বি. (প্রাদে.) নিমন্ত্রণ। [সং. নিমন্ত্রণ; তু. হি. নেওতা]।

নিতাই—বি. নিত্যানন্দ। [সং. নিত্য>নিত+বাং আই (আদরে)]।

নিতান্ত—(১) বিণ. অতিশয় (নিতান্ত দুঃখ); অতি ঘনিষ্ঠ (নিতান্ত আত্মীয়)। (২) ক্রি-বিণ. একান্ত, নেহাত (নিতান্তই যদি ভয় পাও)। [সং. নি+তম্+ত]।

নিতি, নিতুই—যথাক্রমে **নিত্য** ও **নিত্যই**-র কোমল রূপ ('মম চিত্তে নিতি নৃত্যে—', নিতুই নতুন)।

নিত্য—(১) ক্রি-বিণ. সতত, সর্বদা (নিত্যশঙ্কিত), প্রত্যহ (নিত্য এক কাজ করা)। (২) বিণ. প্রাত্যহিক (নিত্য ব্যবহারের বস্তু), দৈনন্দিন (নিত্যকৃত্য); অক্ষয়, চিরস্থায়ী (নিত্যানন্দ, মানুষের নিত্য ধর্ম); অনাদি, অনন্ত, চির (নিত্যকাল, নিত্য সত্তা); (পদার্থ.) ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, constant [বি. প.]। [সং.]। বি. ~**কর্ম**, ~**কৃত্য**, ~**ক্রিয়া**—অবশ্যকরণীয় প্রাত্যহিক কাজ যাহা না করিলে পাপ হয়, দৈনন্দিন কর্তব্য; সন্ধ্যা-তর্পণাদি প্রত্যহ আচরণীয় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। বি. ~**কাল**—চিরকাল। বিণ. ~**নৈমিত্তিক**—দৈনন্দিন ও বিশেষ উদ্দেশ্যে বা উপলক্ষ্যে করণীয়। বি. ~**প্রলয়**—সুষুপ্তি, নিদ্রাকাল। বি. ~**সঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—সর্বক্ষণের সাথী। বি. ~**সমাস**—(ব্যাক.) যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না বা ভিন্ন পদদ্বারা হয়। বি. ~**সেবা**—দৈনিক পূজা। বি. **নিত্যতা**—চিরস্থায়িত্ব (গভীর ভাবের বা ধর্মোপদেশের নিত্যতা)।

নিত্যানন্দ—(১) বিণ. সবসময়ে আনন্দে থাকে এমন, সর্বদা আনন্দিত। (২) বি. নিত্যানন্দ প্রভু, নিতাই: শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-সহায়ক। [সং. নিত্য+আনন্দ]।

নিথর—বিণ. স্থির, নিশ্চল, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ। [বাং. নি+স্থির>থর—তু. হি. নিথরনা]।

নিদ—নিদ্রা-র কোমল রূপ।

নিদয়—নির্দয়-এর কোমল রূপ। স্ত্রী. **নিদয়া**।

নিদর্শক—বিণ. নির্দেশক, সূচক। [সং. নি+√দর্শি+অক]।

নিদর্শন—বি. উদাহরণ, দৃষ্টান্ত; প্রমাণ, উল্লেখ; চিহ্ন (প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, পাণ্ডিত্যের নিদর্শন), অভিজ্ঞতা। [সং. নি+√দৃশ্+অন (ণে)]। বি. **নিদর্শনা**—(অল.) সাদৃশ্যহেতু অস্বাভাবিক গুণ ধর্ম কার্যাদির আরোপ (যথা—'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে' : মধু.)।

নিদাঘ—বি. গ্রীষ্মকাল; উত্তাপ (নিদাঘপীড়িত)। [সং. নি+√দহ্+অ]।

নিদান—(১) বি. মূল কারণ (রোগের নিদান); (আয়ু.) রোগের কারণ বা লক্ষণ নির্ণয় (নিদানতত্ত্ব); রোগ-নির্ণায়ক শাস্ত্র; সারকথা। (২) বিণ. অন্তিম, চরম, শেষ (নিদানকাল), অন্ততঃ, একান্ত (নিদানপক্ষে)। [সং. নি+√দা+অন]। বি. ~**কাল**—মৃত্যুকাল, অন্তিম সময়। বি. ~**তত্ত্ব**, ~**বিদ্যা**, ~**শাস্ত্র**—রোগের মূল-কারণ ও লক্ষণাদি নির্ণায়ক শাস্ত্র।

নিদারুণ—বিণ. অতিশয় দারুণ বা কঠোর (নিদারুণ শোক); একান্ত অসহ্য (নিদারুণ অবজ্ঞা)। [সং. নি+দারুণ]।

নিদালি—বি. নিদ্রাকর্ষক মন্ত্রপূত ধুলা বা মাটি। [বাং. নিদ+আলি]।

নিদিধ্যাসন, নিদিধ্যাস—বি. শ্রুত অর্থের মনন ও একতান-মনে ধ্যান; নিরন্তর বিচার। [সং. নি+√ধ্যৈ+সন্+অন, অ (ভা)]।

নিদিষ্ট—নিদেশ দ্র.।

নিছুটি, নিছুলি—নিদালি-র রূপভেদ।

নিদেন—অব্য. অন্ততঃ (নিদেন তিন দিনের জন্য), নেহাতপক্ষে; একান্ত। [<নিদান(=অবসান, শেষ)]।

নিদেশ—বি. আদেশ; নির্দেশ; উক্তি। [সং. নি+√দিশ্+অ (ভা)]। বি. ~**পত্র**—কোন বিষয়ে নির্দেশ-সংবলিত লিপি, directive [স. প.]। বিণ. **নিদিষ্ট**—আদিষ্ট; নির্দিষ্ট; উক্ত। বিণ. **নিদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—আদেশ-কারী; নির্দেশকারী।

নিদ্রা—বি. ঘুম। [সং. নি+√দ্রা+অ (ভা)+আ]। ক্রি. **নিদ্রা আসা, নিদ্রা পাওয়া**—ঘুম পাওয়া। ক্রি. **নিদ্রা ভাঙা**—ঘুম হইতে জাগা। ক্রি. **নিদ্রা যাওয়া**—ঘুমান; নিদ্রিত হওয়া। বি. ~**কর্ষণ**—ঘুম পাওয়া। বিণ. ~**গত**—নিদ্রিত। বিণ. ~**জনক**—ঘুম-পাড়ানী। বিণ. ~**তুর**—ঘুমে কাতর। বি. ~**বেশ**—ঘুমের ঘোর; ঘুম পাওয়া। বি. ~**ভঙ্গ**—ঘুম ভাঙা, জাগরণ। বিণ. ~**ভিভূত**—নিদ্রায় মগ্ন। বিণ. ~**যমাণ**—ঘুমাইতেছে এমন। বিণ. ~**লস**—ঘুম আসায় জড়তাগ্রস্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **নিদ্রালসা**। বিণ. ~**লু**—নিদ্রাশীল, নিদ্রাপ্রিয়; ঘুম পাইয়াছে এমন। বিণ. **নিদ্রিত**—ঘুমাইতেছে এমন, ঘুমন্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **নিদ্রিতা**। বিণ. **নিদ্রোত্থিত**—ঘুম হইতে উঠিয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **নিদ্রোত্থিতা**।

নিধন১—বি. সংহার, বিনাশ (দানবকুলনিধন); মৃত্যু; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। [সং. নি+√ধা+'উণাদি' অন (ভা)]।

নিধন২—বিণ. (গ্রা.) ধনহীন, নিঃস্ব। [বাং. নি (=নাই)+ধন (বহু.)]।

নিধান—বি. আধার, ভাণ্ডার, আগার (করুণানিধান); নিধি; অর্পণ; স্থাপন; (গণি.) লগারিদ্‌মের ঘাতাঙ্ক-

গণনের প্রথম রাশি, base of logarithm [বি. প.]; আমানত, deposit [স. প.]। [সং. নি + √ধা + অন]।

নিধি—বি. আধার, ভাণ্ডার (গুণনিধি); ধনরত্ন; গচ্ছিত ধন; তহবিল; বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ধন; fund (গান্ধিস্মৃতি-নিধি) [স. প.]; কুবেরের ধন। [সং. নি + √ধা + ই (র্ম)]।

নিধুবন১—বি. রমণ, মৈথুন; ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ-প্রমোদ। [সং. নি + ধুবন]।

নিধু-বন২—বি. বৃন্দাবনের নিধু নামক বন, রাধাকৃষ্ণের কেলিকানন।

নিধেয়—বিণ. গচ্ছিত রাখার যোগ্য। [সং. নি + √ধা + য (র্ম)]।

নিনাদ—বি. শব্দ, গর্জন। [সং. নি + নদ্ + অ (ভা)]। বিণ. **নিনাদিত**—ধ্বনিত, গর্জনপূর্ণ।

নিন্নু—বিণ. (প্রাদে.) নিচু, হীন। [?—তু নিচু, নত]।

নিন্দ্—নিদ্রা-র প্রা. বাং. রূপ।

নিন্দক—বিণ. নিন্দাকারী। [√নিন্দ্ + অক]।

নিন্দন—বি. নিন্দাকরণ; নিন্দা। [সং. √নিন্দ্ + অন (ভা)]।

নিন্দা—(১) বি. কুৎসা, অপবাদ, অখ্যাতি, কলঙ্ক, বদনাম। (২) ক্রি. (কাব্যে) নিন্দা করা, দোষ দেওয়া, ভর্ৎসনা করা। [সং. নিন্দ্ + অ(ভা) + আ]। বি. ~**বাদ**—কুৎসা। বিণ. ~**জনক**—কলঙ্ককর। বিণ. ~**সূচক**—নিন্দা বুঝায় এরূপ।

নিন্দার্হ—বিণ. নিন্দার যোগ্য, নিন্দনীয়। [সং.]।

নিন্দিত—বিণ. নিন্দা করা হইয়াছে এমন, কলঙ্ক বা অপবাদের পাত্র; গর্হিত; (বাং.) নিন্দক ('বীণানিন্দিত কণ্ঠে'), যশোম্লানকর, পরাজয়কর, (কমলনিন্দিত)। [সং. √নিন্দ্ + ত (র্ম)]।

নিন্দুক—**নিন্দক**-এর অশু. কিন্তু প্রচলিত রূপ। [বাং. √নিন্দ্ + উক বা সং. নিন্দা + বাং. উক]।

নিপট১—বিণ. অত্যন্ত নিতান্ত, নিশ্চিত ('নিপট কপট তুয়া শ্যাম')। [সং. নিবিড়]।

নিপট২—বিণ. লম্পট। [সং. লম্পট]।

নিপতন—বি. নিম্নে পতন। [সং. নি + √পত্ + অন (ভা)]। বিণ. **নিপতিত**—নিম্নে পতিত।

নিপাত—বি. মরণ, ধ্বংস, বিনাশ (নিপাত হওয়া বা যাওয়া); অধঃপাত। [সং. নি + √পত্ + অ (ভা)]।

নিপাতন—বি. বিনাশন, ধ্বংসসাধন; অধঃপাতন; (ব্যাক.) ব্যাকরণের সূত্র বা নিয়মের ব্যতিক্রম। [সং. নি + √পত্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণ. **নিপাতিত**—অধঃক্ষিপ্ত; বিনাশিত।

নিপাত্তা—বিণ. যাহার খোঁজ-খবর বা ঠিকানা পাওয়া যায় না। [নি (অভাব-অর্থে) + পাত্তা]।

নিপান—বি. পশুপক্ষী প্রভৃতির জলপান বা স্নানের জন্য নির্মিত কূপাদির পার্শ্বস্থ খাত; চৌবাচ্চা। [সং. নি + √পা + অন (ধি)]।

নিপীড়ক—বিণ. নিপীড়নকারী। [সং. নি + √পীড় + অক (র্তৃ)]।

নিপীড়ন—বি. উৎপীড়ন, নিগ্রহ, কষ্টদান; দলন, মর্দন। [সং. নি + √পীড্ + অন (ভা)]। বিণ. **নিপীড়িত**—অত্যাচারিত; নিগৃহীত; মর্দিত। বিণ. (স্ত্রী.) **নিপীড়িতা**।

নিপীত—বিণ. নিঃশেষে পান করা হইয়াছে এমন। [সং. নি + √পা + ত (র্ম)]।

নিপুণ—বিণ. দক্ষ, পটু, কুশলী। [সং. নি + √পুণ্ (=শুভকর্ম) + অ (র্তৃ)]। বিণ (স্ত্রী.) **নিপুণা**। বি. ~**তা**, **নৈপুণ্য**।

নিব্—বি. কলমের অগ্রভাগে স্থিত ধাতুনির্মিত মুখ যদ্দ্বারা লেখা হয়। [ইং. nib]।

নিবনিব, নিবন্ত—**নিবা** দ্রঃ।

নিবদ্ধ—বিণ. বদ্ধ (দেবতা মূর্তিবিশেষে নিবদ্ধ) আটকান, সংলগ্ন; পরিহিত; নিবেশিত (কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস নিবদ্ধ), নিবিষ্ট, স্থাপিত, স্থিরীকৃত (নিবদ্ধ দৃষ্টি); গ্রথিত, বিন্যস্ত (ধারানিবদ্ধ)। [সং. নি + √বন্ধ্ + ত (র্ম)]। বি. **নিবদ্ধীকরণ**—রেজিস্ট্রিভুক্তকরণ, registration [স. প.]।

নিবন্ধ—বি. প্রবন্ধ (নিবন্ধরচনা) পুস্তক, গ্রন্থ; কৌশল, ফিকির, উপায়; ব্যবস্থা; নিয়ম; নির্ধারণ; বন্ধন; তালিকা (নিবন্ধভুক্ত); গীত, গান। [সং. নি + √বন্ধ্ + অ]। বিণ. **নিবন্ধিত**—রচিত, লিখিত; বদ্ধ, গ্রথিত।

নিবন্ধক—বি. যে রেজিস্ট্রি করে, registrar [সং. প.]। [সং. নি + √বন্ধ্ + অক (র্তৃ)]।

নিবন্ধন—বি. (সমাসের উত্তরপদরূপে) কারণ, হেতু, নিমিত্ত (রোগনিবন্ধন); বন্ধন, স্থিরীকরণ; রেজিস্ট্রিভুক্তকরণ, তালিকাভুক্তকরণ, registration [স. প.]। [সং. নি + √বন্ধ্ + অন]।

নিবর্তক—বিণ. নিবারক; নিবৃত্তিকারক। [সং. নি + √বৃত্ + অক (র্তৃ)]। বি. **নিবর্তন**—নিবৃত্তি, বিরতি, ক্ষান্তি; নিবারণ; প্রত্যাগমন। বিণ. **নিবর্তিত**—নিবৃত্ত হইয়াছে বা নিবৃত্ত করা হইয়াছে এমন; প্রত্যাবর্তিত; নিবারিত।

নিবসই—ক্রি. (প্রা. বাং.) বাস করে। [সং. নিবসতি]।

নিবসতি—বি. বাসকরণ; বাসস্থান; গৃহ। [সং. নি + √বস্ + অতি]।

নিবসন—বি. বাসস্থান, গৃহ; পরিধেয় বস্ত্র। [সং. নি + √বস্ + অন]।

নিবহ—বি. সমূহ, সকল ('ম্লেচ্ছনিবহ—')। [সং. নি + √বহ্ + অ (র্ম)]।

নিবা, নেবা, নিভা—(১) ক্রি. নির্বাপিত হওয়া (প্রদীপ বা আগুন নিবিল), ('পোহাইল যামিনী, নিভিল আলো': রবীন্দ্র); (আশা) অবসান-প্রাপ্ত হওয়া (উৎসাহ নিবিল)। (২) বি. বিণ উক্ত উভয় অর্থে। [পা. √নিব্বা < সং. √নির্-বা]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. নির্বাপিত করা। (২) বিণ. উক্ত অর্থে (নিভানো আগুন)। **নিব-নিব, নিবুনিবু, নিবোনিবো**—(১) বিণ. নির্বাপিত-প্রায়। (২) বি. নিববার উপক্রম (নিবুনিবু করা)। বিণ. **নিবন্ত**—নির্বাপিতপ্রায়; নির্বাপিত।

নিবাত—বিণ. বায়ুহীন; বাতাস না থাকায় স্থির (নিবাত প্রদীপ)। [সং. নি (=নিরুদ্ধ)+বাত]।

নিবান, নিবানো—নিবা দ্রঃ।

নিবাপ—বি. পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান ('পতি-কুলে দিতে বাপ নিবাপ-অঞ্জলি' : ধ. চ.)। [সং. নি+ √বপ্+অ (ভা)]।

নিবারক—বিণ. নিবারণকারী। [সং. নি+ √বারি +অক (র্তৃ)]।

নিবারণ—বি. নিষেধ (গুরুজনের নিবারণ সত্ত্বেও—), বারণ; দূরীকরণ, প্রশমিতকরণ (দুঃখনিবারণ)। [সং. নি+বারি+অন, অ (ভা)]। ক্রি. **নিবারণ করা**—(বিরল) নিষেধ করা, বারণ করা; দূর করা, প্রশমিত করা; থামান; রোধ করা; নিবৃত্ত করা। বিণ. **নিবারণীয়, নিবার্য**—বারণ করিতে হইবে বা করা উচিত এমন, বারণসাধ্য, দমনীয়। ক্রি. **নিবারা** (কাব্যে) —নিবারণ করা ('নিবারিব শোক তব' : মধু.)। বিণ. **নিবারিত**—নিবারণ করা হইয়াছে এমন।

নিবাস—বি. বাসস্থান, আবাস; বাস, অবস্থান; বসতি (কোথায় আপনার নিবাস?)। [সং. নি+ √বস্+অ (ধি, ভা)]। বিণ. **নিবাসী** (-সিন্)—বাসকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **নিবাসিনী**।

নিবিড়—বিণ. নিশ্ছিদ্র, গভীর (নিবিড় সম্পর্ক বা সংযোগ), গহন, ঘন (নিবিড় বন); সান্দ্র, জমাট (নিবিড় অন্ধকার); গাঢ় (নিবিড় আলিঙ্গন); স্থূল (নিবিড় নিতম্ব)। [সং.]। বি. ~তা।

নিবিষ্ট—বিণ. গভীর মনোযোগের সহিত রত (অধ্যয়নে নিবিষ্ট); মগ্ন (ধ্যাননিবিষ্ট); বিন্যস্ত; প্রবিষ্ট (মনকে নিবিষ্ট করা)। [সং. নি+ √বিশ্+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **নিবিষ্টা**। বি. ~তা।

নিবীত—বি. ওড়না, আচ্ছাদন; পৈতা, কণ্ঠে ধারণীয় যজ্ঞসূত্র। [সং.]।

নিবুনিবু—নিবা দ্রঃ।

নিবৃত্ত—বিণ. ক্ষান্ত, বিরত (নিবৃত্ত হও,আর অগ্রসর হইয়ো না); প্রত্যাবৃত্ত। [সং. নি+ √বৃৎ+ত (র্তৃ)]। বি. **নিবৃত্তি**—বিরতি, ক্ষান্তি, অবসান (সন্দেহ-নিবৃত্তি, ক্ষুন্নিবৃত্তি); বৈরাগ্য (নিবৃত্তিমার্গ)।

নিবেদক—বিণ. নিবেদনকারী। [সং. নি+ √বেদি +অক (র্তৃ)]।

নিবেদন—বি. বর্ণন; বিনীত উক্তি; আবেদন; জ্ঞাপন (সবিনয় নিবেদন); উৎসর্গ (দেবতাকে নিবেদন); সমর্পণ (আত্মনিবেদন)। [সং. নি+ √বেদি (< √বিদ্+ণিচ্) +অন (ভা)]। ক্রি. **নিবেদন করা**—আবেদন করা; জ্ঞাপন করা, জানানো; সমর্পণ করা। ক্রি. **নিবেদা**—(কাব্যে) নিবেদন করা (নিবেদিনু তব চরণে)। বিণ. **নিবেদিত**—নিবেদন করা হইয়াছে এমন। বিণ. **নিবেদনীয়, নিবেদ্য**—নিবেদন করিতে হইবে এমন, নিবেদনের যোগ্য (তু. নৈবেদ্য)।

নিবেশ—বি. শিবির (সেনানিবেশ); বিন্যাস, স্থাপন (মনোনিবেশ); স্থান; প্রবেশ; উপবেশন। [সং. নি+ √বিশ্+অ]। বিণ. ~ক—নিবেশকারী, স্থাপক: গ্রন্থভুক্তকারী, recorder [স. প.]। বি. ~ন—প্রবেশ; উপবেশন; স্থাপন; গৃহ; স্থান; গ্রন্থভুক্তকরণ, recording [স. প.]। বিণ. **নিবেশিত**—স্থাপিত, বিন্যস্ত; প্রবেশিত; সংক্রামিত।

নিবোনিবো—নিবা দ্রঃ।

-নিভ—বিণ. (সমাসের উত্তরপদে ব্যবহৃত) সদৃশ, তুল্য (চন্দ্রনিভ, পদ্মনিভ)। [সং. নি+ √ভা+অ (র্তৃ)]।

নিভন্ত, নিভা, নিভান (কো)—যথাক্রমে নিবন্ত, নিবা ও নিবান (কো)-র রূপভেদ।

নির্ভাজ—বিণ. ভাঁজহীন; ভেজালহীন, বিশুদ্ধ; অমিশ্র (নির্ভাজ কুৎসা রটনা)। [বাং. নি+ভাঁজ]।

নিভৃত—বিণ. অপ্রকাশিত, গুপ্ত, অন্তরালবর্তী; একান্ত (নিভৃত আলাপ); জনহীন, বিজন (নিভৃত কুঞ্জ); নিশ্চল। [সং. নি+ √ভৃ+ত]।

নিম-~1~—বিণ. (উপসর্গরূপে ব্যবহৃত) অর্ধেক বা প্রায় (নিমরাজি, নিমখুন)। [ফা. নীম্]।

নিম~2~—বি. তিক্ত ফলবিশেষ, তাহার গাছ। [সং. নিম্ব]। বি. ~ঘি—নিম ও ঘি সহযোগে ভাজিয়া প্রস্তুত ঔষধ।

নিমক—বি. লবণ। [ফা. নমক]। ক্রি. **নিমক খাওয়া**—পরের অন্নে পালিত হওয়া; পরের নিকট উপকৃত হওয়া। বি. ~মহল—লবণ-উৎপাদক জমি। বিণ. ~হারাম—কৃতঘ্ন, নুন খাইয়াও (অর্থাৎ উপকার পাইয়াও) যে উহা স্বীকার করে না বা উপকারীর অপকার করে। বি. ~হারামি। বিণ. ~হালাল—কৃতজ্ঞ। বি. ~হালালি—কৃতজ্ঞতা।

নিমকি—বি. ময়দায় প্রস্তুত নোনতা খাবারবিশেষ। [বাং. নিমক+ই]। বিণ. **নিমকী**—নোনতা।

নিমখুন—বিণ. প্রায় খুন হইয়াছে এমন। [নিম-~1~+খুন]।

নিমগন—নিমগ্ন-এর কোমল রূপ।

নিমগ্ন—বিণ. সম্পূর্ণ নিমজ্জিত বা ডুবিয়া গিয়াছে এমন; নিবিষ্ট, আচ্ছন্ন (দুঃখে চিন্তায় বা আনন্দে নিমগ্ন, গবেষণায় নিমগ্ন)। [সং. নি+ √মস্জ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **নিমগ্না**।

নিমজ্জন—বি. ডুবিয়া যাওয়া, অবগাহন; আচ্ছন্ন বা নিবিষ্ট হওয়া। [সং. নি+ √মস্জ্+অন (ভা)]; ডুবান [সং. নি+ √মস্জ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **নিমজ্জিত**—ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; আচ্ছন্ন, নিবিষ্ট; নিমগ্ন। বিণ. (স্ত্রী.) **নিমজ্জিতা**। বিণ. (অশু.) **নিমজ্জমান**—নিমজ্জিত হইতেছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **নিমজ্জমানা**।

নিমন্ত্রণ—বি. কোন অনুষ্ঠানে সাদর আহ্বান; ভোজে আহ্বান। [সং. নি+ √মন্ত্র্+অন (ভা)]। বিণ. **নিমন্ত্রিত**—নিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছে এমন, আহূত। বিণ. **নিমন্ত্রয়িতা** (-য়িতৃ)—নিমন্ত্রণকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **নিমন্ত্রয়িত্রী**।

নিমরাজী—বিণ. প্রায় রাজী। [ফা. নিম-~1~+আ. রাজী~০~]।

নিমা—বি. ফতুয়াজাতীয় জামাবিশেষ। [হি. নীমা<ফা. নীম]।

নিমাই—বি. চৈতন্যদেবের মায়ের-দেওয়া নাম। [বাং. নিম (তিক্ততা হেতু যমেরও অগ্রাহ্য)+আই (আদরার্থে)]।

নিমিখ—নিমিষ-এর কোমল রূপ ('নিমিখে শতেক যুগ')।

নিমিত্ত—(১) বি. হেতু, কারণ (পূর্বজন্মের পাপ নিমিত্ত আমার এই শাস্তি); উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য, প্রয়োজন (উপার্জনের নিমিত্তে বিদেশগমন); শুভাশুভ লক্ষণ (দুর্নিমিত্ত); যাহার দ্বারা কর্ম সাধিত হয় কিন্তু যাহার নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই (নিমিত্তকারণ)। (২) (বাং.) অব্য. (অনু.) জন্যে (মৃতের নিমিত্ত শোক)। [সং. নি+মিদ্+ত (ণে)]। **নিমিত্তের ভাগী**—প্রকৃত কর্তা না হইয়াও হেতুরূপে বিবেচিত।

নিমিষ, নিমেষ—বি পলক, চোখের পাতা ফেলা (নিমেষহীন নয়নে): চোখের পাতা ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে, অতি সামান্য সময় (নিমিষে-নিমিষে); মুহূর্তকাল ('নিমিষের তরে নিয়েছি মা দেখে': রবীন্দ্র)। [সং. নি+√মিষ্+অ]।

নিমীলন—বি. (প্রধানতঃ নেত্রপল্লব) মুদ্রিতকরণ সঙ্কোচন, বোজা। [সং. নি+√মীল্+অন (ভা)]। ক্রি-বিণ. **নিমীলনয়নে**—চক্ষু বুজিয়া ('তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে')। বিণ. **নিমীলিত**—মুদ্রিত, সঙ্কুচিত।

নিমেষ—নিমিষ দ্রঃ।

নিম্ন—(১) বিণ. নিচু (নিম্ন আদালত), অনুন্নত (নিম্নভূমি): নিচের, অধোভাগস্থ (নিম্নদেশ)। (২) বি. তলদেশ, নিম্নবর্তী স্থান (পর্বত বা নদীর নিম্নে, নিম্নোক্ত)। [সং.]। বি. ~তা। বিণ. ~গ, ~গামী (-মিন্)—নিচের দিকে যায় এমন, অধোগামী। ~গা—(১) বিণ. নিম্নগ-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. নদী। বিণ. ~লিখিত—নিচে লেখা আছে এমন। বিণ. **নিম্নোক্ত, নিম্নোল্লিখিত, নিম্নধৃত**—নিচে উল্লেখ করা হইয়াছে এমন। বিণ. **নিম্নোন্নত**—অসমতল, উঁচু-নিচু, বন্ধুর।

নিম্ব, নিম্বক—বি. নিম (ফল বা গাছ)। [সং.]।

নিম্বু, নিম্বুক—বি. কাগজী লেবু বা তাহার গাছ। [হি]।

নিয়ত১, **নিয়ৎ**—নিয়তি-র কথ্য রূপ।

নিয়ত২—(১) বিণ. অপরিবর্তনীয় (বিধাতার নিয়ত বিধান); স্থির; নিয়মিত (নিয়ত যোগাভ্যাস), সংযত। (২) ক্রি-বিণ. সর্বদা ('এ কথা নিয়ত স্মরি'), প্রত্যহ, প্রায়ই (নিয়ত আসা)। [সং. নি+√যম্+ত (র্ম)]। **নিয়তাচার**—(১) বিণ. নিয়মিতভাবে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে এমন। (২) বি. অপরিবর্তনীয় আচার-অনুষ্ঠান। বিণ. **নিয়তাত্মা** (-ত্মন্)—সংযমী। **নিয়তাহার**—(১) বিণ. মিতাহারী। (২) বি. নিয়মিত ভোজন।

নিয়তি—বি. বিধাতার বিধান; ভাগ্য, অদৃষ্ট, নসিব; অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। [সং. নি+√যম্+তি (ণে)]।

নিয়ন্তা (-ন্তৃ)—বিণ. নিয়ন্ত্রণকারী, বিধানকর্তা, নিয়ামক, পরিচালক (ভাগ্য-নিয়ন্তা)। [সং. নি+√যম্+তৃ (র্তৃ)]। (স্ত্রী.) **নিয়ন্ত্রী**।

নিয়ন্ত্রক—বিণ. যাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় (শীতাতপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র)।

নিয়ন্ত্রণ—বি. পরিচালন (সরকারী নিয়ন্ত্রণে খাদ্যসরবরাহ), সংযতকরণ (অবস্থা নিয়ন্ত্রণাধীন); দমন (প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ), শাসন। [সং. নি+√যন্ত্র্+অন (ভা)]। বিণ. **নিয়ন্ত্রিত**—নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন (সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, জগদ্ব্যাপার ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত)।

নিয়ম—বি. বিধান, নির্দেশ (শাস্ত্রীয় নিয়ম): প্রণালী পদ্ধতি (কাজের নিয়ম): প্রথা (বহু প্রচলিত নিয়ম); অভ্যাস (প্রাতর্ভ্রমণ তার প্রাত্যহিক নিয়ম); সংযত আচার (অনিয়ম); সংযম, শাস্ত্রসম্মত কৃচ্ছ্রসাধন, ব্রত-উপবাসাদি (নিয়মভঙ্গ); তপস্যা-সন্তোষ-আস্তিকতা-দান ইত্যাদি দশবিধ আচার (যম-নিয়ম); আইন (বিদ্যালয়ের নিয়ম)। [সং. নি+√যম্+অ (ভা)]। বি. ~তন্ত্র—নির্দিষ্ট নিয়মাবলী; নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মানিয়া চলার প্রথা (নিয়মতন্ত্রের যুগ)। বিণ. ~তান্ত্রিক—নিয়মতন্ত্র-সম্বন্ধীয়; নিয়মতন্ত্রের অনুবর্তী, constitutional (নিয়মতান্ত্রিক সরকার)। বি. ~ন—নিয়মের দ্বারা বন্ধন, ব্যবস্থাপন: নিয়ন্ত্রণ, সংযমন। বিণ. ~নিষ্ঠ—নিষ্ঠাভরে নিয়ম মানিয়া চলে এমন। বি. ~পালন—নিয়ম মানিয়া চলার অভ্যাস; শাস্ত্রীয় ব্রতাদি পালন। ক্রি-বিণ. ~পূর্বক—নিয়ম বাঁধিয়া; নিয়মিতভাবে; বাঁধা-ধরা নিয়ম অনুসারে। বিণ. ~বিরুদ্ধ—বিধানবিরুদ্ধ, অবৈধ; অশাস্ত্রীয়; বে-আইনী; অস্বাভাবিক। বি. ~ভঙ্গ—নিয়ম বা শর্তাদি অমান্যকরণ; ব্রত-উপবাসাদি উদ্‌যাপন; অশৌচপালনের জন্য নির্দিষ্ট কালের অবসান। বিণ. **নিয়মাধীন**—নির্দিষ্ট বিধি বা আদেশ পালন করিতে বাধ্য। বি. **নিয়মানুবর্তিতা**—নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলার স্বভাব, discipline। বিণ. **নিয়মানুবর্তী** (-র্তিন্)—নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে এমন। **নিয়মানুযায়ী** (-য়িন্)—(১) বিণ. নিয়মানুগত, নিয়মানুবর্তী। (২) (বাং.) ক্রি-বিণ. নিয়মের বশবর্তী হইয়া (নিয়মানুযায়ী কাজ করা)। **নিয়মিত**—(১) বিণ., নিয়ম-অনুযায়ী: নিয়ন্ত্রিত (শাস্ত্র-নিয়মিত আচার-ব্যবহার)। (২) (বাং.) ক্রি-বিণ. অবধারিতভাবে, প্রায় প্রত্যহ নির্দিষ্টভাবে (সে নিয়মিত আসে)। বিণ. **নিয়মী** (-মিন্)—নিয়ম-পালনকারী। বিণ. **নিয়ম্য**—বাঁধা নিয়মের অধীন করার যোগ্য; নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

নিয়মসেবা—বি. দামোদর-ব্রত; কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে পালিত ব্রতবিশেষ; বিজয়াদশমীর পর একাদশী হইতে এক মাস বৈষ্ণব ভক্তগণ এই ব্রত পালন করেন। [সং.]।

নিয়াই—**নিহাই** র কথ্য রূপ, anvil।

নিয়ামক—বিণ. বি. নিয়ন্ত্রণকারী; পরিচালক (বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক, controller) ব্যবস্থাপক, নিয়মকর্তা, (জ্যামি.) বক্রাদি অঙ্কনে ব্যবহার্য স্থির-রেখা, directrix [বি. প.]। [সং. নি+√যম্+অক (র্তৃ)]।

নিযুক্ত—বিণ. নিয়োজিত; ব্রতী করান হইয়াছে এমন;

প্রবৃত্ত, ব্যাপৃত ; বহাল (চাকরিতে নিযুক্ত)। [সং. নি+ √যুজ্ + ত (র্ম)]।

নিযুত—বি. বিণ. দশলক্ষ, million। [সং. নি+ √যু + ত (র্ম)]।

নিযোক্তা (-ক্তৃ)—বিণ. নিয়োগকর্তা। [সং. নি+ √যুজ্ + তৃ (র্তৃ)]।

নিয়োগ—বি. প্রেরণ, প্রবর্তন নিয়োজন (দুষ্কর্মে নিয়োগ) ; কর্মসম্পাদনের ভারদান ; প্রবৃত্ত বা ব্যাপৃত করণ ; বহাল করণ (নিয়োগপত্র) ; প্রয়োগ, স্থাপন (মনোনিয়োগ)। [সং. নি+ √যুজ্ + অ (ভা)]। বি. ~পত্র—কাজে বহাল করার নির্দেশপূর্ণ চিঠি, appointment letter। **নিয়োগী** (-গিন্)—(১) বিণ. নিযুক্ত বা আদিষ্ট হইয়াছে এমন। (২) বি. উপাধিবিশেষ।

নিয়োজক—বিণ. নিয়োগকর্তা, নিযোক্তা। [সং. নি+ √যুজ্ + অক (র্তৃ)]। বি. **নিয়োজন**—কর্মে নিয়োগ; অধিকারদান। বিণ. **নিয়োজয়িতা** (-তৃ)—নিয়োজক, নিয়োগকর্তা। বিণ. **নিয়োজিত**—নিযুক্ত ; প্রবর্তিত ; প্রযুক্ত, ব্যবহৃত (শিল্পোন্নয়নে নিয়োজিত মূলধন)। বিণ. **নিযোজ্য**—নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত ; প্রযোজ্য।

নিরংশ—(১) বি. (জ্যোতি.) রাশির ভোগকালের প্রথম ও শেষ দিন ; সংক্রান্তি। (২) বিণ অংশভাগী নহে এমন। [সং. নির্ + অংশ]।

নিরক্ষ—বি. অক্ষোন্নতিশূন্য দেশ যেখানে দিবারাত্রি সমান হয়। [সং. নির্ + অক্ষ]। বি. ~রেখা, ~বলয়, ~বৃত্ত—(ভূগো.) দুই মেরু হইতে সমান দূরে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টনকারী কল্পিত বৃত্তাকার রেখা ভূ-বিষুব-রেখা, equator [বি. প.]। বিণ. **নিরক্ষীয়**—নিরক্ষ-রেখা-সম্বন্ধীয়, equatorial [বি. প.]।

নিরক্ষর—বিণ. বর্ণজ্ঞানহীন, সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। [সং. নির্ + অক্ষর]।

নিরখা—ক্রি. (কাব্যে) নিরীক্ষণ করা ('নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়' : মধু.)। [<সং. নির্+ √ঈক্ষ্ + বাং. আ]।

নিরগ্নি—বিণ. যে বেদবিহিত অনুষ্ঠান পালন করে না।

নিরঙ্কুশ—বিণ. অঙ্কুশতুল্য প্রতিবন্ধক বা বাধানিষেধ হইতে মুক্ত (নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য) ; বন্ধনহীন, স্বেচ্ছাচারী (নিরঙ্কুশ সমালোচক)। [সং. নির্ + অঙ্কুশ]।

নিরজন—**নির্জন**-এর কোমল রূপ।

নিরঞ্জন—(১) বিণ. কলঙ্কহীন, নির্মল। (২) বি. পরব্রহ্ম; শিব ; শূন্যরূপ দেবতা, ধর্মঠাকুর ; (বাং.—অশু. কিন্তু প্রচলিত) প্রতিমা-বিসর্জন। [সং. নির্ + অঞ্জন]। **নিরঞ্জনা**—(১) বিণ (স্ত্রী.) নির্মলা। (২) বি (স্ত্রী) পূর্ণিমা তিথি।

নিরত—বিণ. ব্যাপৃত (পাঠে বা কর্মে নিরত) ; নিযুক্ত ; অনুরক্ত ; নিবিষ্ট। [সং. নি+ √রম্ + ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী) **নিরতা**।

নিরতিশয়—বিণ. অত্যন্ত বেশী, অত্যধিক (নিরতিশয় ব্যস্ত)। [সং. নির্ + অতিশয় (যাহা হইতে)]।

নিরত্যয়—বিণ. অক্ষয়, অবিনাশী ; বাধা-বিঘ্ন-রহিত। [সং. নির্ + অত্যয়]।

নিরন্তর—(১) বিণ. নিরবচ্ছিন্ন ; নিবিড়, অবিরাম। (২) ক্রি-বিণ. সর্বদা, অনবরত। [সং. নির্ + অন্তর]।

নিরন্ন—বিণ. খাদ্যসংস্থানহীন ; অতি দরিদ্র। [সং. নির্ + অন্ন]।

নিরপত্য—বিণ. নিঃসন্তান। [সং. নির্ + অপত্য]।

নিরপরাধ, (অশু.) **নিরপরাধী**—বিণ. অপরাধ করে নাই এমন, অপরাধশূন্য, নির্দোষ। [সং. নির্ + অপরাধ]। বিণ.(স্ত্রী.) **নিরপরাধা**, (অশু.) **নিরপরাধিনী**।

নিরপেক্ষ—বিণ. পক্ষপাতহীন (নিরপেক্ষ বিচার) ; স্বাধীন, মুখাপেক্ষী নহে এমন (দলনিরপেক্ষ), উদাসীন (ভোগবাসনায় নিরপেক্ষ), প্রয়োজনরহিত ; (দর্শ.) শর্তাদির অনধীন, অনন্যসম্বন্ধ, সম্বন্ধাতীত, categorical [বি. প.]। [সং. নির্+অপেক্ষা]। বি. ~তা।

নিরবকাশ—বিণ. অবসরহীন (নিরবকাশ কর্মজীবন) ; যাহাতে ব্যবধান বা শূন্য স্থান নাই। [সং. নির্+ অবকাশ]।

নিরবগ্রহ—বিণ. ব্যাঘাতরহিত, অব্যাহত ; স্বতন্ত্র, অনাবৃষ্টি-রহিত। [সং. নির্ + অবগ্রহ]।

নিরবচ্ছিন্ন—বিণ. ছেদহীন, একটানা (নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট-ভোগ, নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা), অবিরাম, নিরন্তর (নিরবচ্ছিন্ন চর্চা)। [সং. নির্ + অবচ্ছিন্ন]। বি. ~তা।

নিরবদ্য—বিণ. অনবদ্য ; অনিন্দনীয় ; নিখুঁত, নির্দোষ। [সং. নির্ + অবদ্য]।

নিরবধি—(১) বিণ. সীমাহীন, শেষহীন, অনন্ত (নিরবধি কাল)। (২) ক্রি-বিণ. নিরন্তর, সর্বদা। [সং. নির্+ অবধি]।

নিরবয়ব—(১) বিণ. মূর্তিহীন, নিরাকার। (২) বি. পর-ব্রহ্ম ; কামদেব ; পরমাণু। [সং. নির্ + অবয়ব]।

নিরবলম্ব, নিরবলম্বন—বিণ. অবলম্বনশূন্য ; নিঃসহায়, অনাথ ; নিরাশ্রয়। [সং. নির্ + অবলম্ব, অবলম্বন]।

নিরবশেষ—বিণ. সম্পূর্ণ, নিঃশেষ। [সং. নির্ + অব-শেষ]।

নিরভিমান—বিণ অভিমানশূন্য ; নিরহঙ্কার। [সং. নির্ + অভিমান]। বিণ.(স্ত্রী.) **নিরভিমানা**। (অশু.) বিণ. **নিরভিমানী** (-নিন্)—অভিমানহীন, গর্বশূন্য। (অশু.) বিণ. (স্ত্রী.) **নিরভিমানিনী**।

নিরমল—**নির্মল**-এর কোমল রূপ।

নিরমা, নিরমান১ (পো)—যথাক্রমে **নির্মা** ও **নির্মাণ**-র রূপভেদ।

নিরমান২ (উচ্চা. নিরমান্)—**নির্মাণ**-এর কোমল রূপ।

নিরম্বু-বিণ জলহীন ; জলটুকুও পান করা নিষিদ্ধ যাহাতে এমন (নিরম্বু উপবাস)। [সং. নির্ + অম্বু]।

নিরয়—বি. নরক। [সং. নির্ + অয় (সৌভাগ্য)]। বি. **নিরয়গমন**—মৃত্যুর পরে নরকে গমন বা নরকবাস। বিণ. ~গামী (-মিন্)—নরকগামী ; মৃত্যুর পরে নরকে গমনকারী।

নিরর্থ—বিণ অর্থহীন ('নিরর্থ হাহাকারে' : রবীন্দ্র)। [সং. নির্ + অর্থ]। **নিরর্থক**—(১ বিণ. অর্থহীন.)

নিষ্ফল, অকারণ, (নিরর্থক কলহ), উদ্দেশ্যহীন ; ব্যর্থ। (২) ক্রি-বিণ. বৃথা।
নিরলঙ্কার—বিণ. অলঙ্কারহীন (নিরলঙ্কার গদ্য). নিরাভরণ। [সং. নির্ + অলঙ্কার]।
নিরলস—বিণ. আলস্যহীন (নিরলস চেষ্টা)। [সং. নির্ (= নয়) + অলস]। বিণ. (স্ত্রী.) **নিরলসা**।
নিরসন—বি. নিরাকরণ, দূরীকরণ, মোচন, খণ্ডন, ভঞ্জন (সন্দেহ শঙ্কা বা ভ্রান্তি নিরসন)। [সং. নির্(= সম্পূর্ণভাবে) + √অস্ (ক্ষেপণ, দূরীকরণ) + অন (ভা)]।
নিরস্ত—বিণ ক্ষান্ত (তর্কে বা চেষ্টায় নিরস্ত হওয়া), নিবৃত্ত, বিরত (সং), দূরীভূত (নিরস্তপাদপে দেশে'), দূরীকৃত। [সং. নির্ + √অস্ (= ক্ষেপণে) + ত (র্ম)]।
নিরস্ত্র—বিণ. অস্ত্রহীন। [সং. নির্ + অস্ত্র]। বি. **নিরস্ত্রীকরণ**—অস্ত্রহীনকরণ, যুদ্ধসম্ভার বর্জন বা হ্রাসকরণ ; পরাজিত প্রতিপক্ষকে অস্ত্রহীনকরণ।
নিরহঙ্কার, নিরহংকার—বিণ. অহঙ্কারশূন্য, গর্বিত নহে এমন। [সং. নির্ + অহঙ্কার]। বিণ. **নিরহঙ্কারী** (-রিন্), **নিরহংকারী** (-রিন্)—অহঙ্কারশূন্য [শব্দদ্বয় ব্যাকরণ-সঙ্গত নহে]।
নিরাকরণ, নিরাকৃতি—বি. নিরসন, খণ্ডন, ভঞ্জন, দূরীকরণ (সংশয় নিরাকরণ) ; নিবারণ ; প্রত্যাখ্যান ; (অশু.) নির্ণয়, অবধারণ। [সং. নির্ + আ + √কৃ + অন (ভা)]। বিণ. **নিরাকৃত**—নিরাকরণ করা হইয়াছে এমন। বি. **নিরাকৃতি**—নিরাকরণ।
নিরাকাঙ্ক্ষ—বিণ. আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অনাসক্ত, নির্লোভ। [সং. নির্ + আকাঙ্ক্ষা]।
নিরাকার—(১) বিণ. আকারহীন, মূর্তিহীন। (২) বি. আকাশ ; পরব্রহ্ম। [সং. নির্ + আকার]।
নিরাকুল—বিণ. অত্যন্ত ব্যাকুল ; অব্যাকুল, উদ্বেগহীন, প্রশান্ত। [সং. নির্ (= অতিশয় বা নয়) + আকুল]।
নিরাকৃত, নিরাকৃতি১—নিরাকরণ দ্রঃ।
নিরাকৃতি২—বিণ. আকারহীন ; [সং. নির্ + আকৃতি]।
নিরাতঙ্ক—বিণ. আতঙ্কহীন, ভয়শূন্য। [সং. নির্ + আতঙ্ক]।
নিরাতপ—বিণ. আতপহীন, রৌদ্র বা রৌদ্রের তেজশূন্য। [সং. নির্ + আতপ]।
নিরাধার—বিণ. আধারহীন ; অবলম্বনহীন ; আশ্রয়হীন। [সং. নির্ + আধার]।
নিরানন্দ—(১) বিণ. আনন্দশূন্য, দুঃখিত। (২) (বাং.) বি. আনন্দশূন্যতা ; দুঃখ, বিষাদ। [সং. নির্ + আনন্দ]।
নিরানব্বই, (কথ্য.) **নিরানব্বুই**—বি. বিণ. ৯৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. নবনবতি]।
নিরাপত্তা—বি. বিপত্তিশূন্যতা, নিরুপদ্রব অবস্থা, নির্বিঘ্নতা। [সং. নিরাপদ্ + তা]। বি. ~**পরিষদ্**—প্রত্যেক দেশ যাহাতে নিরুপদ্রবে তাহার স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে : এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক গঠিত সংসদ্ [ইং. Security Council]।
নিরাপদ্, নিরাপৎ (-পদ্), (চলিত) **নিরাপদ**—বিণ. আপৎশূন্য, নির্বিঘ্ন ; বিপন্মুক্ত। [সং. নির্ + আপদ্]। ক্রি-বিণ. **নিরাপদে**—নির্বিঘ্নে (নিরাপদে পৌঁছানো)। বি. **নিরাপৎসু**—যাহাকে বিপদ্ স্পর্শ করে না তাহার নিকট : বাঙ্গালায় স্নেহপাত্রকে চিঠি লিখিবার সময়ে কল্যাণকামনাপূর্বক সম্বোধনবিশেষ।
নিরাবরণ—বিণ. আবরণশূন্য, উন্মুক্ত, অনাবৃত (নিরাবরণ দেহ)। [সং. নির্ + আবরণ]।
নিরাভরণ—বিণ. আভরণহীন, নিরলঙ্কার (নিরাভরণ রূপ বা সৌন্দর্য)। [সং. নির্ + আভরণ]। বিণ.(স্ত্রী.) **নিরাভরণা**।
নিরাময়—(১) বিণ. নীরোগ সুস্থ ; (বাং.) দূরীকৃত (রোগ নিরাময় করা)। (২) (বাং.) বি. দূরীকরণ (রোগ-নিরাময়ের জন্য)। [সং. নির্ + আময় (= রোগ)]।
নিরামিষ—বিণ. আমিষ অর্থাৎ মৎস্য মাংস ডিম্ব প্রভৃতি বর্জিত। [সং. নির্ + আমিষ]। বিণ ~**ভোজী** (-জিন্), **নিরামিষাশী** (-শিন্)—কেবল নিরামিষ খাদ্য আহার করে এমন ; আমিষ খাদ্য ভোজন করে না এমন।
নিরালম্ব—বিণ. অবলম্বনহীন ; নিঃসহায়, নিরাশ্রয়। [সং. নির্ + আলম্ব]।
নিরালা—(১) বিণ. নির্জন, নিভৃত (নিরালা গৃহকোণে)। (২) বি. নির্জন বা নিভৃত স্থান। [সং. নিরালয়]।
নিরাশ—বিণ. আশাশূন্য, হতাশ। [সং. নির্ + আশা]। বি. **নিরাশা** ('কাঁদে যারা নিরাশায়'), **নৈরাশ্য**—আশাহীনতা, হতাশা, ভরসাহীনতা।
নিরাশ্রয়—বিণ. আশ্রয়হীন, গৃহহীন ; সহায়হীন। [সং. নির্ + আশ্রয়]। বিণ.(স্ত্রী.) **নিরাশ্রয়া**।
নিরাসক্ত—বিণ. অনাসক্ত, উদাসীন (নিরাসক্ত মন)। [সং. নির্ + আসক্ত]। বি **নিরাসক্তি**—অনাসক্তি।
নিরাহার—(১) বি. অনাহার, উপবাস। (২) বিণ. অনাহারী, উপবাসী। [সং. নির্ + আহার]।
নিরিখ—বি. বাজারদর (মূল্যাদির) হার (আগেকার নিরিখে)। [ফা. নির্খ্]।
নিরিন্দ্রিয়—বিণ. ইন্দ্রিয়হীন, চক্ষুকর্ণাদিহীন। [সং. নির্ + ইন্দ্রিয়]।
নিরিবিলি—(১) বিণ. নিভৃত, নির্জন (নিরিবিলি জায়গা)। (২) বি. নিভৃত স্থান (নিরিবিলিতে বসা)। (৩) ক্রি-বিণ নিভৃত স্থানে, একান্তে (নিরিবিলি পরামর্শ করা)। [সং. নিরাবিল]।
নিরীক্ষক—বিণ. বি. নিরীক্ষণকারী ; সযত্নে দর্শনকারী ; আয়ব্যয়পরীক্ষক, auditor [স. প.]। [সং. নির্ + √ঈক্ষ্ + অক (র্তৃ)]।
নিরীক্ষণ, নিরীক্ষা—বি. যত্নসহকারে দর্শন, মনোযোগের সহিত লক্ষ্যকরণ। [সং. নির্ + √ঈক্ষ্ + অন (ভা) অ (ভা) + আ]। বিণ. **নিরীক্ষিত**—নিরীক্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিণ. **নিরীক্ষমাণ**—নিরীক্ষণ করিতেছে এমন। বিণ. **নিরীক্ষ্যমাণ**—নিরীক্ষিত হইতেছে এমন।
নিরীশ্বর—বিণ. ঈশ্বরহীন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, নাস্তিক ; ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্বীকৃতিপূর্ণ (নিরীশ্বর মত)। [সং. নির্ + ঈশ্বর]। বি. ~**বাদ**—

ঈশ্বর নাই : এই দার্শনিক মত, নাস্তিক্যবাদ, atheism [বি. প.]। বিণ. ~বাদী (-দিন্)—নাস্তিক।

নিরীহ—বিণ. (বাং.) নির্বিরোধ, শান্ত, কাহারও ক্ষতি করে না এমন, গোবেচারা; (মূলতঃ) নিশ্চেষ্ট; নিস্পৃহ। [সং. নির্ + ঈহা]।

নিরুক্ত—(১) বি. যাস্ক-প্রণীত বেদের দুরূহ শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যাসংবলিত গ্রন্থবিশেষ। (২) বিণ. নিশ্চয়রূপে কথিত; মীমাংসিত; নির্ণীত। [সং. নির্ (নিশ্চয়রূপে) + উক্ত]।

নিরুক্তি—বি. নিশ্চয়োক্তি, শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি নির্দেশ; নির্বচন; মীমাংসা; নির্ণয়; নিরুক্ত গ্রন্থ। [সং. নির্ + উক্তি]।

নিরুত্তর—বিণ. উত্তরহীন, জবাবশূন্য; নির্বাক্ (দুঃখে ও ক্ষোভে নিরুত্তর), নীরব; প্রতিবাদ করে না এমন। [সং. নির্ + উত্তর]।

নিরুৎসাহ—(১) বিণ. উৎসাহশূন্য, ভগ্নোদ্যম, হতাশ। (২) বি. উৎসাহের অভাব। [সং. নির্ + উৎসাহ]।

নিরুৎসুক—বিণ. ঔৎসুক্যহীন, আগ্রহশূন্য; অত্যন্ত উৎসুক। [সং. নির্ (নয় বা অতিশয়) + উৎসুক]।

নিরুদক—বিণ. জলশূন্য। [সং. নির্ + উদক]।

নিরুদ্দিষ্ট—বিণ. নিখোঁজ। [সং. নির্ (নয়) + উদ্দিষ্ট]।

নিরুদ্দেশ—বিণ. লক্ষ্যহীন, উদ্দেশহীন (নিরুদ্দেশ যাত্রা); সন্ধান জানা নাই (নিরুদ্দেশের সন্ধানে), নিখোঁজ। [সং. নির্ + উদ্দেশ]।

নিরুদ্ধ—বিণ. অবরুদ্ধ, আবদ্ধ; বাধাপ্রাপ্ত (বাষ্প-নিরুদ্ধকণ্ঠে)। [সং. নি + √রুধ্ + ত (র্ম)]।

নিরুদ্যম—বিণ. উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট। [সং. নির্ + উদ্যম]।

নিরুদ্বিগ্ন—বিণ. উদ্বেগহীন, শান্ত। [সং. নির্ (নয়) + উদ্বিগ্ন]।

নিরুদ্বেগ—(১) বিণ. উদ্বেগহীন। (২) বি. উদ্বেগহীনতা। [সং. নির্ + উদ্বেগ]।

নিরুপদ্রব—বিণ. উৎপাতশূন্য, নিরাপদ্ (নিরুপদ্রব জীবন)। [সং. নির্ + উপদ্রব]।

নিরুপম—বিণ. উপমারহিত, অনুপম, অতুলনীয় (নিরুপম সৌন্দর্য)। [সং. নির্ + উপমা]। বিণ. (স্ত্রী.) নিরুপমা।

নিরুপাধি, নিরুপাধিক—বিণ. উপাধিবিহীন; ভেদকারকধর্ম-শূন্য; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ: এই তিনগুণশূন্য; গুণাতীত বা নির্গুণ (নিরুপাধি ব্রহ্ম)। [সং. নির্ + উপাধি, বিকল্পে ক আগম]।

নিরুপায়—বিণ. উপায়হীন, প্রতিকারের ক্ষমতাহীন সহায়হীন। [সং. নির্ + উপায়]।

নিরূপক—বিণ. নিরূপণকারী। [সং. নি + √রূপ + ণিচ + অক (র্তৃ)]।

নিরূপণ—বি. নির্ণয়; অবধারণ (শ্রেষ্ঠতা-নিরূপণ); নির্ধারণ (কর্তব্য-নিরূপণ)। [সং. নি + √রূপ্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। ক্রি. **নিরূপণ করা**—নির্ণয় করা; অবধারণ করা; নির্ধারণ করা। বিণ. **নিরূপিত**—নিরূপণ করা হইয়াছে এমন।

নিরেট—বিণ. ফাঁপা নহে এমন, কঠিন, সুদৃঢ়, জমাট (নিরেট পাথর, নিরেট 'বল' লইয়া খেলা); (ব্যঙ্গে) মস্তিষ্কশূন্য, বুদ্ধিহীন।

নিরেনব্বই (ব্ব্ই)—নিরানব্বই-র কথ্য রূপ।

নিরেস—বিণ. নিকৃষ্ট, খারাপ (নিরেস জিনিস)। [সং. নীরস]।

নিরোধ—বিণ. অবরোধ, প্রতিরোধ, বাধাদান; নিগ্রহ, সংযম (চিত্তবৃত্তি-নিরোধ)। [সং. নি + √রুধ্ + অ (ভা)]। বিণ. ~ক—নিরোধকারী। বি ~ন—রুদ্ধকরণ; বাধাদান, সংযমন।

নির্—অভাব আতিশয্য বহিষ্করণ ইত্যাদির ভাবসূচক উপসর্গবিশেষ। নিঃ দ্রঃ।

নির্ঋতি—বি. অলক্ষ্মী। [সং. নির্ + ঋতি (= শুভ)]।

নির্গত—বিণ. বহির্গত নিঃসৃত। [সং. নির্ + √গম্ + ত (র্তৃ)]।

নির্গন্ধ—বিণ গন্ধহীন, গন্ধশূন্য। [সং. নির্ + গন্ধ]।

নির্গম, নির্গমন—বি. বহির্গমন, নিঃসরণ। [সং. নির্ + √গম্ + অ, অন (ভা)]।

নির্গলন—বি. বিগলন, চোয়ানো, ক্ষরণ। [সং নির্ + √গল্ + অন (ভা)]। বিণ. **নির্গলিত**—চোয়াইয়া নির্গত, ক্ষরিত, বিগলিত। বি. **নির্গলিতার্থ**—মর্মার্থ, নিহিত অর্থ।

নির্গুণ—(১) বিণ. গুণহীন; সদ্‌গুণহীন (নির্গুণ লোক); ত্রিগুণাতীত (নির্গুণ ব্রহ্ম)। (২) বি. ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। [সং. নির্ + গুণ]।

নির্গূঢ়—বিণ. অতিশয় গূঢ়, বিশেষরূপে গোপনীয়। [সং. নির্ (অতিশয়) + গূঢ়]।

নির্গৃহ—বিণ. গৃহহীন; নিরাশ্রয় ('নিরন্ন নির্বস্ত্র নির্গৃহ নরনারী')। [সং. নির্ + গৃহ]।

নির্গ্রন্থ—(১) বিণ. পরিধেয় বস্ত্রের গ্রন্থিহীন, দিগম্বর; বন্ধনহীন, অনাসক্ত। (২) বি. জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবিশেষ, ক্ষপণক। [সং. নির্ + গ্রন্থ]।

নির্ঘণ্ট—বি. সূচী; বিষয় কার্য বা অনুষ্ঠানাদির ক্রমিক তালিকা, কোষগ্রন্থ বা অভিধান। [সং.]।

নির্ঘাত—(১) বি. প্রবল বায়ুর পরস্পর সংঘাতধ্বনি; পরস্পর আঘাতজনিত আওয়াজ; প্রচণ্ড আঘাত (অশনি-নির্ঘাত)। (২) বিণ. প্রচণ্ড, ভীষণ; নিষ্ঠুর; দারুণ (নির্ঘাত বাণী); (বাং.) অব্যর্থ, মোক্ষম (নির্ঘাত সত্য)। (৩) (বাং.) ক্রি-বিণ. অবশ্য, নিশ্চিতভাবে (নির্ঘাত জানা)। [সং. নির্ + √হন্ + অ (ভা, ণে)]।

নির্ঘৃণ—বিণ. যাহার ঘৃণা নাই; নির্লজ্জ, বেহায়া; নিষ্ঠুর। [সং. নির্ + ঘৃণা]।

নির্ঘোষ—বি প্রচণ্ড আওয়াজ, উচ্চ নিনাদ (বজ্রনির্ঘোষ)। [সং. নির্ + √ঘুষ্ (= শব্দ করা) + অ (ভা)]।

নির্জন—(১) বিণ. জনশূন্য, নিভৃত। (২) বি. জনশূন্য স্থান। [সং. নির্ + জন]।

নির্জর—(১) বি. দেবতা (জরাশূন্য বলিয়া)। (২) বিণ. জরাশূন্য, অক্ষয়। [সং. নির্ + জরা]।

নির্জল—বিণ. জলহীন; জলমিশ্রিত নয় এমন (নির্জল

মত) ; যাহাতে জলপান নিষিদ্ধ এমন, নিরম্বু (নির্জল উপবাস)। [সং. নির্ + জল]। বিণ. (স্ত্রী.) **নির্জলা** (নির্জলা একাদশী)।

নির্জলা$_1$—**নির্জল** দ্রঃ।

নির্জলা$_2$—বিণ. জলমিশ্রিত নয় এমন, খাঁটি (নির্জলা দুধ) ; নিরম্বু (নির্জলা উপবাস), (ব্যঙ্গে) অবিমিশ্র, নির্ভেজাল ; সম্পূর্ণ (নির্জলা মিথ্যা)। [সং. নির্ + জল + বাং. আ]।

নির্জিত—বিণ. পরাজিত দমিত ; বশীকৃত (আপনার গুণ-নির্জিত বন্ধু)। [সং. নির্ + √জি + ত (র্ম)]।

নির্জীব—বিণ. প্রাণহীন ; জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে এমন, মৃতকল্প ; অত্যন্ত দুর্বল ; একান্ত অবসন্ন বা ক্লান্ত। [সং নির্ + জীব]। বি. ~**তা**।

নির্ঝ ঞ্ঝাট—বিণ নিরুপদ্রব, নির্বিঘ্ন। [সং. নির্ + বাং. ঝঞ্ঝাট]। ক্রি-বিণ. **নির্ঝ ঞ্ঝাটে**—বিনা উপদ্রবে নির্বিঘ্নে।

নির্ঝ র—বি. ঝরনা উৎস ; গিরি-নিঃসৃত জলপ্রবাহ। [সং. নির্ + √ঝৃ + অ (র্তৃ)]। বি. **নির্ঝ রিণী**—নদী। বি. **নির্ঝ রী** (-রিন্)—নির্ঝ রবান্, পর্বত।

নির্ণয়, নির্ণয়ন—বি নির্ধারণ ; নিরূপণ ; স্থিরীকরণ ; সিদ্ধান্ত (সত্য-নির্ণয়, রোগ-নির্ণয়)। [সং. নির্ + √নী + অ, অন (ভা)]। ক্রি. **নির্ণয় করা**—নির্ধারণ করা ; নিরূপণ করা ; স্থির করা ; সিদ্ধান্ত করা। **নির্ণায়ক**—(১) বিণ নির্ণয়কারক, সিদ্ধান্ত, গ্রহণকারী। (২) বি. (অর্থ.) গুণাগুণ নির্ণয়ের আদর্শ বা মানদণ্ড, criterion [বি. প.]। বি. **নির্ণায়ক-সভা**—বিচারকার্যে সহায়তার জন্যে নিযুক্ত বিশেষ সভা [স. প.]। বি. **নির্ণায়ক-সভ্য**—নির্ণায়ক-সভার সভ্য, juror [স প.]। বিণ. **নির্ণেতা** (-তৃ)—নির্ণয়কারী। বিণ. **নির্ণীত**—নির্ণয় করা হইয়াছে এমন। বিণ. **নির্ণেয়**—নির্ণয় করিতে হইবে এমন, নির্ণয় করিবার যোগ্য।

নির্দয়—বিণ. দয়াশূন্য, নিষ্ঠুর। [সং নির্ + দয়া]। বি. ~**তা**।

নির্দায়—বিণ. দায়শূন্য ; দায়িত্বমুক্ত। [সং. নির্ + দায়$_2$]।

নির্দিষ্ট—বিণ. আদেশ বা নির্ধারণ করা হইয়াছে এমন (নির্দিষ্ট সময়ে, নিয়মে বা প্রণালীতে), বিশেষভাবে প্রদর্শিত ; নির্ণীত স্থিরীকৃত। [সং. নির্ + √দিশ্ + ত (র্ম)]।

নির্দেশ—বি. বিশেষভাবে প্রদর্শন (অঙ্গুলি-নির্দেশে) নির্ধারণ, স্থিরীকরণ ; আদেশ (কর্তব্য-নির্দেশ), উপদেশ ; উল্লেখ। [সং নির্ + √দিশ্ + অ (ভা)]। ক্রি. **নির্দেশ করা**—নির্ধারণ করা ; আদেশ বা উপদেশ দেওয়া ; উল্লেখ করা। ক্রি. **নির্দেশ দেওয়া**—আদেশ বা পরামর্শ দেওয়া। বিণ. ~**ক, নির্দেষ্টা** (-ষ্টৃ)—নির্দেশকারী (গবেষণা-কার্যের নির্দেশক)। বি. ~**ন**—নির্দেশকরণ।

নির্দোষ—বিণ. দোষরহিত ; নিরপরাধ ; ত্রুটিশূন্য, নিখুঁত। [সং. নির্ + দোষ]। বিণ. (অশু.) **নির্দোষী** (-ষিন্)—নিরপরাধ (নির্দোষীর শাস্তি)।

নির্দ্ব ন্দ্ব—বিণ. শীতোষ্ণাদি বা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ; দ্বন্দ্বহীন ; নির্বিবাদ, নির্বিরোধ। [সং. নির্ + দ্বন্দ্ব]।

নির্ধন—বিণ. ধনহীন, দরিদ্র। [সং. নির্ + ধন]। বি. ~**তা**।

নির্ধারণ—বি. নির্ণয় (কর্তব্য-নির্ধারণ), নিরূপণ, স্থিরীকরণ, সিদ্ধান্ত ; ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির নির্দেশ ; (ব্যাক.) জাতি, গুণ ও ক্রিয়া দ্বারা বহুর মধ্যে একের পৃথককরণ (তু. 'নির্ধারণে ষষ্ঠী')। [সং. নির্ + √ধারি অ (ভা)]। ক্রি. **নির্ধারণ করা**—নির্ণয় করা ; নিরূপণ করা ; স্থির করা ; সিদ্ধান্ত করা। বিণ. ~**ক**—নির্ধারণকারী। বিণ. **নির্ধারিত**—নির্ধারণ করা হইয়াছে এমন (নির্ধারিত দিবসে)। বিণ. **নির্ধার্য**—নির্ধারণ করিতে হইবে এমন ; নির্ধারণযোগ্য।

নির্ধূ ত—বিণ. বিকম্পিত, নাশিত ('জ্ঞাননির্ধূ ত'-'কল্মষ' অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাহার পাপ বিদূরিত)। [সং নির্ + √ধূ + ত (র্ম)]।

নির্ধূ ম—বিণ. ধূমহীন। [সং. নির্ + ধূম]।

নির্নিমিখ—(১) বিণ. (কাব্যে) পলকহীন। (২) ক্রি-বিণ. পলকহীনভাবে ('সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ' : রবীন্দ্র)। [সং. নির্নিমেষ]।

নির্নিমেষ—বিণ. পলকহীন, নিমেষশূন্য। [সং. নির্ + নিমেষ]।

নির্বংশ—বিণ. সন্তান-সন্ততি বিনষ্ট হইয়াছে অথবা বংশ লোপ পাইয়াছে এমন। [সং. নির্ + বংশ]।

নির্বচন—(১) বি. বিশেষভাবে বা নিশ্চিতরূপে কথন ; শব্দের ব্যুৎপত্তিসহ ব্যাখ্যা ; নিরুক্তি, definition [বি. প] ; (গণি.) জ্যামিতির উপপাদ্যের সূত্রাকারে বিষয়-নির্দেশ, enunciation [বি. প.]। (২) বিণ. বচনহীন। [সং. নির্ + বচন]।

নির্বর্তন—বি. ক্রিয়াসমাপ্তি, নিষ্পাদন। [সং. নির্ + বৃৎ + অন (ভা)]।

নির্বন্ধ—বি. বিধান, নিয়ম, ব্যবস্থা (বিধিনির্বন্ধ, দৈবের নির্বন্ধ), একান্ত অনুরোধ, পীড়াপীড়ি, জিদ, আগ্রহ (সনির্বন্ধ, নির্বন্ধাতিশয্য) ; সংযোগ, ঘটনা। [সং. নির্ + √বন্ধ্ + অ (ভা)]।

নির্বপণ—বি. পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান। [সং নির্ + √বপ্ (= উৎসর্গ) + অন (ভা)]।

নির্বল—বিণ. বলহীন। [সং. নির্ + বল]।

নির্বস্তুক—বিণ. বস্তুসম্পর্কশূন্য, ভাবসর্বস্ব, বিমূর্ত, abstract (নির্বস্তুক আনন্দ)।

নির্বস্ত্র—বিণ. বস্ত্রহীন ; উলঙ্গ। [সং. নির্ + বস্ত্র]।

নির্বর্ষ—বিণ বৃষ্টিশূন্য। [সং. নির্ + বর্ষ]।

নির্বাক্ (-বাচ্)—বিণ. বাক্যহীন, মূক, নীরব ; হতবাক্। [সং. নির্ + বাচ্]।

নির্বাচক—বিণ. বি. নির্বাচনকারী ; নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে বা ভোট দিতে অধিকারী ব্যক্তি, voter [স. প.]। [সং. নির্ + √বচ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]। বি. ~**মণ্ডলী**—নির্বাচনকারী জনসমূহ ; কেন্দ্রবিশেষের

নির্বাচনে অধিকারপ্রাপ্ত জনসমষ্টি, constituency [স. প.]।

নির্বাচন—বি. (অনেকের মধ্য হইতে) বাছিয়া লওয়া; স্থিরীকরণ, নির্ধারণ (সভাপতি-নির্বাচন, স্থান-নির্বাচন)। ভোটার বা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনয়ন, election। [সং. নির্ + √বাচি + অন (ভা)]। বি. ~**ক্ষেত্র**—যে এলাকা হইতে কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, constituency [স.প.]। বিণ. **নির্বাচিত**—যাহাকে নির্বাচন করা হইয়াছে, elected। বিণ. **নির্বাচনী**—নির্বাচন-সম্বন্ধীয়। বিণ. **নির্বাচ্য**—নির্বাচনযোগ্য; কথনযোগ্য: ব্যাখ্যেয়।

নির্বাণ—(১) বি. নিভিয়া যাওয়া (দীপনির্বাণ), বিলয়, অবসান; মোক্ষ, বৌদ্ধমতে সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্তি, অজ্ঞান হইতে বা ভববন্ধন হইতে মুক্তি; পরম সুখ, eternal bliss; হস্তিস্নান। (২) বিণ. নির্বাপিত (নির্বাণ দীপ); মুক্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত (নির্বাণ মুনি); অস্তমিত (নির্বাণ সূর্য)। [সং. নির্ + √বা + ত (ভা, র্তৃ)]। বিণ **নির্বাণোন্মুখ**—নির্বাপিতপ্রায় নিবুনিবু।

নির্বাত—বিণ. বায়ুহীন; নিবাত। [সং. নির্ + বাত]।

নির্বাধ—বিণ. যাহাতে বাধা-নিষেধ নাই, প্রতিবন্ধহীন (নির্বাধ সঞ্চরণ)। [সং. নির্ + বাধা]।

নির্বাপক—বিণ. নির্বাপণকারী, যে নেভায় (অগ্নি-নির্বাপক); [সং. নির্ + √বাপি (√বা + ণিচ্) + অক (র্তৃ)]।

নির্বাপণ—বি. নিভাইয়া দেওয়া (অগ্নিনির্বাপণ); দূরী-করণ, শান্তকরণ (শোক বা জ্বালা নির্বাপণ)। [সং. নির্ + √বাপি + অন (ভা)]। বিণ. **নির্বাপিত**—নির্বাপণ করা হইয়াছে এমন।

নির্বারিত—বিণ. অবারিত, অবাধ ('নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়': রবীন্দ্র)। [সং. নির্ + বারিত]।

নির্বাসন—বি. (অপরাধের শাস্তিস্বরূপ) স্বদেশ বা স্বগৃহ হইতে বহিষ্কার (নির্বাসন-দণ্ড)। ক্রি. **নির্বাসন দেওয়া**—স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করা। ক্রি. **নির্বাসনে যাওয়া**—স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া। [সং. নির্ + √বাসি + অন (ভা)]। বিণ. **নির্বাসিত**—স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত। বিণ. (স্ত্রী.) **নির্বাসিতা**।

নির্বাহ—বি. সম্পাদন (কার্যনির্বাহ); চালান (সংসার-যাত্রানির্বাহ); নিষ্পত্তি, সমাপ্তি। [সং. নির্ + √বহ + অ (ভা)]। ক্রি. **নির্বাহ করা**—সম্পাদন করা; নিষ্পন্ন করা; চালানো। বিণ. ~**ক**, **নির্বাহী**—নির্বাহ-কারী, কর্মসম্পাদক (নির্বাহী বাস্তুকার, Executive Engineer)। বিণ. **নির্বাহিত**—নির্বাহ করা হইয়াছে এমন।

নির্বিকল্প—(১) বিণ. বিকল্পহীন, রূপান্তরহীন; অভ্রান্ত, নিঃসংশয়; জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদহীন। (২) বি. পূর্ণজ্ঞান। [সং. নির্ + বিকল্প]। **নির্বিকল্প সমাধি**—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-ভেদশূন্য হইয়া অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে একাগ্রচিত্তে অবস্থান।

নির্বিকার—বিণ. বিকারশূন্য; পরিবর্তনশূন্য; মানসিক চাঞ্চল্যহীন (নির্বিকারচিত্তে শোনা), নির্লিপ্ত, উদাসীন। [সং. নির্ + বিকার]।

নির্বিঘ্ন—বিণ. বিঘ্নশূন্য, নিরুপদ্রব, নিরাপদ। [সং. নির্ + বিঘ্ন]। বি. ~**তা**। ক্রি-বিণ. **নির্বিঘ্নে**—নিরুপদ্রবে, অবাধে।

নির্বিচার—বিণ. বিচারহীন; বিবেচনাহীন; বাছবিচার-শূন্য (নির্বিচার পক্ষপাত)। [সং. নির্ + বিচার]। ক্রি-বিণ. **নির্বিচারে**—বাছবিচার না করিয়া।

নির্বিণ্ণ—বিণ. নির্বেদযুক্ত, বিষয়াদির প্রতি অনাসক্ত, অনুতপ্ত, দুঃখিত। [সং. নির্ + √বিদ্ + ত]।

নির্বিদার—বিণ. অভেদ্য, যাহা ভেদ করা বা বিদীর্ণ করা অসম্ভব ('বর্ম তব নির্বিদার': রবীন্দ্র)। [সং. নির্ + বিদার (= বিদারণ দ্র:)]।

নির্বিবাদ—বিণ. বিবাদহীন, নির্বিরোধ, শান্তিপূর্ণ। [সং. নির্ + বিবাদ]। বিণ. (অশু. কিন্তু প্রচলিত) **নির্বিবাদী** (-দিন্)—নির্বিরোধ নিরীহ। ক্রি-বিণ. **নির্বিবাদে**—বিবাদ না করিয়া।

নির্বিরোধ, (অশু.) **নির্বিরোধী** (-ধিন্)—বিণ. নির্বি-বাদ, বিরোধ করে না এমন, নিরীহ (নির্বিরোধে বসবাস করা)। [সং. নির্ + বিরোধ]।

নির্বিশঙ্ক—বিণ. শঙ্কাশূন্য, নির্ভীক। [সং. নির্ + বিশঙ্কা]।

নির্বিশেষে—ক্রি-বিণ. বিশেষ বা প্রভেদ নাই যাহাতে, (মেঘ সর্বত্র নির্বিশেষে বর্ষণ করে), ভেদাভেদহীন (জাতি-ধর্মনির্বিশেষে); তুল্য, অভিন্ন (পুত্রনির্বিশেষে)। [সং. নির্ + বিশেষ]।

নির্বিষ—বিণ. বিষশূন্য। [সং. নির্ + বিষ]।

নির্বীজ—বিণ. বীজশূন্য; জীবাণুমুক্ত, aseptic [বি.প.]। [সং. নির্ + বীজ]। বি. ~**ন**—জীবাণুশূন্যকরণ, sterilization, disinfection [বি. প.]। বি. ~**সমাধি**—যে সমাধিতে পুনর্বন্ধনের বীজ থাকে না। বিণ. **নির্বীজিত**—নির্বীজন করা হইয়াছে এমন।

নির্বীর—বিণ বীরশূন্য। [সং. নির্ + বীর]। বিণ. (স্ত্রী.) **নির্বীরা**—বীরশূন্যা; পতিপুত্রহীনা স্ত্রী, অবীরা।

নির্বীর্য—বিণ. পৌরুষহীন, বীর্যহীন; কাপুরুষ। [সং. নির্ + বীর্য]।

নির্বুদ্ধি—বিণ. বুদ্ধিহীন, মূর্খ। [সং. নির্ + বুদ্ধি]। বি. ~**তা**।

নির্বৃত্ত—বিণ. সম্পাদিত, নিষ্পন্ন। [সং. নির্ + √বৃৎ + ত]। বি. **নির্বৃত্তি**—সম্পাদন, নিষ্পত্তি।

নির্বেদ—বি. অনুতাপ, আত্মগ্লানি; নৈরাশ্য; বিষয়-বস্তুতে বৈরাগ্য। [সং. নির্ + বিদ্ + অ]।

নির্বোধ—বিণ. অজ্ঞান, মূর্খ, বুদ্ধিহীন। [সং নির্ + বোধ]।

নির্ব্যাজ—বিণ. ছলনাশূন্য, অকপট, সরল। [সং. নির্ + ব্যাজ]।

নির্ব্যূঢ়—বিণ. সত্য বলিয়া প্রমাণিত, নিশ্চিত; অবাধ (নির্ব্যূঢ় অধিকার)। [সং. নির্ + বি + √বহ্ + ত (র্ম)]।

নির্ভয়—বিণ. ভয়শূন্য, নিঃশঙ্ক। [সং. নির্ + ভয়]।

নির্ভর—(১) বি. অবলম্বন, আশ্রয়; ভরসা, বিশ্বাস,

আস্থা (অন্যের উপর নির্ভর, নির্ভরযোগ্য)। বিণ যাহার উপর ভরসা বা নির্ভর করিতে হয় (কৃষিনির্ভর দেশ)। (২) বিণ. (বাংলায় বিরল) পরিপূর্ণ; অধিক। [সং. নির্ + √ভৃ + অ (র্ম)]। ক্রি. **নির্ভর করা**—ভরসা করা, আস্থাস্থাপন করা।

নির্ভরসা—বিণ. ভরসাহীন। [সং. নির্ + ভরসা]।

নির্ভাবনা—বি. নিশ্চিন্তভাব। [সং. নির্ + ভাবনা]।

নির্ভীক—বিণ. ভয়হীন, সাহসী। [সং. নির্ + ভী + ক]। বি. **~তা**।

নির্ভুল—বিণ ভ্রমহীন, ত্রুটিহীন সঠিক। [সং. নির্ + বাং. ভুল]।

নির্মক্ষিক—বিণ মক্ষিকাশূন্য· মাছিটিও নাই এমন; জনপ্রাণিহীন, নির্জন। [সং. নির্ + মক্ষিকা]।

নির্মঞ্জন—বি. দেবতার আরাধনা, আরতি, নীরাজনা। [সং. নির্ + √মঞ্জ্ (= পূজা, দীপ্তি) + অন (ভা)]।

নির্মধু—বিণ. মধুহীন ('নির্মধু বনে'. প্রেমেন্দ্র)। [সং. নির্ + মধু]।

নির্মম—বিণ. মমতাহীন, আসক্তিরহিত, নিষ্ঠুর। [সং. নির্ + মম (= মমতা)]। বি. **~তা**।

নির্মল—বিণ. ময়লাশূন্য, অমলিন; স্বচ্ছ, অনাবিল; অকলঙ্ক, নিষ্পাপ; বিশুদ্ধ। [সং. নির্ + মল]। বি. **~তা**। বিণ.(স্ত্রী) **নির্মলা**।

নির্মলি, নির্মলী—বি. জলপরিষ্কারক ফল বা বীজবিশেষ। [সং. হি. নির্মলী]।

নির্মা—ক্রি. (কাব্যে) নির্মাণ করা। [সং. নির্ + √মা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. নির্মাণ করা বা করান। (২) বি. উক্ত অর্থে।

নির্মাণ—বি. গঠন, রচনা, প্রস্তুতকরণ; (বিরল) প্রতিষ্ঠাকরণ। [সং. নির্ + √মা + অন (ভা)]। বিণ **নির্মাতা** (-তৃ)—নির্মাণকারী। বিণ. **নির্মিত**—নির্মাণ করা হইয়াছে এমন। বি. **নির্মিতি**—নির্মাণ-কার্য। বি. **নির্মিৎসা**—নির্মাণের ইচ্ছা। বিণ. **নির্মীয়মাণ**—নির্মিত হইতেছে এমন।

নির্মাল্য—বি. দেবতাকে নিবেদিত পুষ্পাদি; দেবতার আশীর্বাদী ফুল বা প্রসাদ। [সং. নির্ + মাল্য]।

নির্মুকুল—বিণ. মুকুলহীন, কুঁড়িশূন্য, পুষ্পহীন ('এখনো ঘুমাও শতরূপা এই কুসুমের মাসে নির্মুকুল')। [সং. নির্ + মুকুল]।

নির্মুক্ত—বিণ. সম্পূর্ণরূপে মুক্ত (মেঘনির্মুক্ত আকাশ, মোহনির্মুক্ত মন)। [সং নির্ + √মুচ্ + ত (র্ম)]।

নির্মূল—বিণ. ছিন্নমূল, মূলসহ উৎপাটিত বা বিনষ্ট; ভিত্তিহীন, অমূলক; বিলুপ্ত; [সং. নির্ + মূল]। বিণ. **নির্মূলিত**—নির্মূল করা হইয়াছে এমন।

নির্মূলন—বি. উৎপাটন; উৎসাদন। [সং. নির্ + √মূল্ + অন (ভা)]।

নির্মোক—বি. সাপের খোলস; বর্ম, সাঁজোয়া। [সং. নির্ + √মুচ্ + অ (র্ম)]।

নির্মোচন—বি. নিঃশেষে মোচন, সম্পূর্ণ ত্যাগকরণ; পালক খোলস ইত্যাদি ছাড়া moulting [বি. প.]। [সং. নির্ + √মুচ্ + অন (ভা)]।

নির্মোচ্য—বিণ. মোচনযোগ্য, মোচন করিতে হইবে এমন। [সং. নির্ + √মুচ্ + য]।

নির্যাতক—বিণ. নির্যাতনকারী। [সং. নির্ + √যাতি (√যত্ + ণিচ্) + অক (র্তৃ)]।

নির্যাতন—বি. পীড়ন, নিগ্রহ, অত্যাচার; প্রত্যর্পণ, প্রতিদান (ঋণ-নির্যাতন), শত্রুতার প্রতিশোধ (বৈর-নির্যাতন)। [সং. নির্ + √যাতি + অন (ভা)]। বিণ. **নির্যাতিত**—উৎপীড়িত, নিগৃহীত। বিণ. (স্ত্রী.) **নির্যাতিতা**।

নির্যাস—বি. রস, সার; নিস্যন্দ, extract। [সং নির্ + √যস্ (= চেষ্টা বা পীড়ন) + অ (র্ম)]।

নির্লজ্জ—বিণ. লজ্জাশূন্য, বেহায়া। [সং. নির্ + লজ্জা]। বি. **~তা**।

নির্লক্ষ্য—বিণ লক্ষ্য করা যায় না এমন, লক্ষ্যের বা দৃষ্টির বহির্ভূত, লক্ষ্যহীন। [সং. নির্ + লক্ষ্য]।

নির্লিপ্ত—বিণ. সম্পর্করহিত, অনাসক্ত; উদাসীন। [সং. নির্ + √লিপ্ + ত (র্ম)]। বি. **~তা**।

নির্লেপ—বিণ. যাহাতে কোন কিছু মাখানো হয় নাই, প্রলেপহীন; নিঃসম্পর্ক; স্বতন্ত্র; নির্লিপ্ত। [সং. নির্ + লেপ]।

নির্লোভ, (অশু.) **নির্লোভী**—বিণ. লোভহীন। [সং. নির্ + লোভ]।

নির্লোম—বিণ. লোমহীন। [সং. নির্ + লোমন্]।

নিলম্বন—বি. কোনও ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থগিত বা মুলতুবি রাখা; অস্থায়িভাবে পদচ্যুতি, suspension [স. প]। [সং. নি + √লম্ব্ + অন (ভা)]। বিণ. **নিলম্বিত**—মুলতুবি; অস্থায়িভাবে পদচ্যুত, suspended [স.প]। বি. **নিলম্বিত গণিতক**—কাঁচা হিসাব, suspense account [স প.]।

নিলয়—বি আলয়, গৃহ; বাসস্থান; আধার; (শারীরবৃত্তে) হৃৎপিণ্ডের বা মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র গহ্বরবিশেষ; ventricle [বি. প.]; নিঃশেষে লয়। [সং. নি + √লী + অ (ধি ভা.)]।

নিলাজ—**নির্লজ্জ**-এর কোমল রূপ।

নিলাম—বি. সমবেত ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদানে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয়। [পো. leilao]। ক্রি. **নিলাম করা**—নিলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা। ক্রি. **নিলাম ডাকা, নিলামে ডাকা**—নিলামকালে মাল কিনিবার জন্য দর বলা বা বাড়ানো। ক্রি. **নিলামে চড়া**—বিক্রয়ার্থ নিলাম হওয়া। বিণ. **নিলামী**—নিলামে ক্রীত. নিলাম করা হইবে এমন।

নিলীন—বিণ. অবস্থিত, লুক্কায়িত, নিমগ্ন। [সং. নি + লীন]। বিণ. **নিলীয়মান**—নিলীন হইতেছে এমন।

নিশপিশ—অব্য. অস্থিরতা বা চুলকানির ভাব-প্রকাশক (হাত নিশপিশ করা)।

নিশসা—ক্রি. (কাব্যে) নিঃশ্বাস ফেলা। [সং. নির্ + √শ্বস্ + বাং. আ]।

নিশা—বি. রজনী, রাত্রি। [সং.]। বি. **~কর, ~কান্ত**—চন্দ্র। বি. **~গম**—রাত্রির আগমন। **~চর**—(১) বি. রাক্ষস পেচক শ্বাপদ চোর প্রভৃতি যাহারা রাত্রিকালে বিচরণ করে। (২) বিণ. রাত্রিতে বিচরণকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **~চরী**। বি. **~ত্যয়**—রাত্রির অবসান; প্রভাত। বি. **~নাথ, ~পতি**—চন্দ্র। বি. **~মুখ**—সন্ধ্যাকাল। বি. **নিশান্ত**—রাত্রিশেষ। বিণ. **নিশান্ধ**—রাতকানা।

নিশাদল—বি. লবণজাতীয় পদার্থবিশেষ, salammoniac, ammonium chloride। [ফা. নৌশাদর্]।

নিশান১—বি. পতাকা ধ্বজা। [ফা.]।

নিশান২, নিশানা, (বিরল) **নিশানি**—বি. নিদর্শন, চিহ্ন; পরিচয়, অভিজ্ঞান; লক্ষ্য, টিপ্। [ফা. নিশান্]। বিণ.বি. **নিশানদার**—শনাক্তকারী। বি. **নিশানদিহি**—শনাক্তকরণ।

নিশাস—নিঃশ্বাস-এর কোমল রূপ।

নিশি—বি. (অশু.) রাত্রি, নিশা (দিবানিশি), নিশিদিন ভরসা রাখিস' : রবীন্দ্র); প্রেতযোনিবিশেষ : রাত্রিকালে ইহাদের ডাকে আকৃষ্ট মানুষ অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় ঐ ডাকের অনুসরণ করিতে গিয়া প্রাণ হারায় বলিয়া প্রবাদ আছে। [সং. নিশা]। ক্রি-বিণ. **~দিন, ~দিশি**—রাত্রিদিন, সর্বক্ষণ। বি. **~পালন**—অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি উপলক্ষে রাত্রিকালে উপবাস বা অন্নাহারবর্জন। বি. **~সমাগম**—রাত্রির আগমন, সন্ধ্যা।

নিশিগন্ধা—বি. রজনীগন্ধা ফুল বা গাছ। [মরা. নিশি গংধ]।

নিশিত—বিণ. শাণিত, তীক্ষ্ণধার। [সং. নি+ √শো+ত (র্ম)]।

নিশীথ—বি. অর্ধরাত্র; গভীর রাত্রি ('নিশীথশয়নে…' : রবীন্দ্র); রাত্রি। [সং. নি+ √শী+থ (ধি)]।

নিশীথিনী—বি. গভীর রাত্রি। বি. **~নাথ**—চন্দ্র। [সং. নিশীথ (=অর্ধরাত্র)+ইন্+ঈ]।

নিশুতি, নিষুতি—বি. গভীর রাত্রি (নিশুতিতে)। [<সং. নিষুপ্তি]।

নিশুম্ভ—বি. শুম্ভ নামক অসুরের ভ্রাতা (**শুম্ভ-নিশুম্ভ দ্র.**)।

নিশ্চয়—(১) বি. সন্দেহাতীত জ্ঞান, স্থির ধারণা, নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত (কৃতনিশ্চয়, নিশ্চয় করিয়া বলা)। (২) (বাং.) বিণ. নিঃসন্দেহ, সংশয়হীন (নিশ্চয় হওয়া); স্থির (নিশ্চয় শাস্ত্রবাক্য)। (৩) (বাং.) ক্রি-বিণ. নিঃসন্দেহে; অবশ্য (নিশ্চয় জানি)। [সং. নির্+ √চি+অ (ভা)]। (বাং.) বি. **~তা** (এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা নাই)। বিণ. **নিশ্চায়ক**—নিশ্চয়কারী; নির্ণেতা, নির্ধারক। **নিশ্চিত**—(১) বিণ. নিঃসংশয়, নিঃসন্দেহ (নিশ্চিত হইয়া)। (২) (বাং.) ক্রি-বিণ. অবশ্য, নিশ্চয় (নিশ্চিত আসবে)।

নিশ্চল—বিণ. অচল, স্থির (নিশ্চল সংস্কার, নিশ্চলা ভক্তি), গতিহীন। [সং. নির্+ √চল্+অ (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

নিশ্চিন্ত, (কথ্য ও গ্রা.) **নিশ্চিন্দি**—বিণ. চিন্তাহীন, নিরুদ্বেগ। [সং. নির্+চিন্তা]। বি. **নিশ্চিন্ততা**।

নিশ্চুপ—(কথ্য ভাষায়) বিণ. সম্পূর্ণ চুপ বা নীরব। [সং. নিঃ (=নিঃশেষে, সম্পূর্ণভাবে)+চুপ]।

নিশ্চেতন—বিণ. জড়, অচেতন; যাহার সংজ্ঞা বা চৈতন্য নাই। [সং. নির্+ √চিত্ (=জ্ঞান)+অন (ভা)]।

নিশ্চেতনা—বি. চেতনাহীনতা; (আল) উপেক্ষা ('বিধির নিশ্চেতনায়' : রবীন্দ্র)। [সং. নির্+চেতনা]।

নিশ্চেষ্ট—বিণ. চেষ্টাশূন্য; অলস (নিশ্চেষ্ট মন), অচল। [সং. নির্+চেষ্টা]। বি. **~তা**।

নিশ্ছিদ্র—বিণ. ছিদ্রশূন্য; ত্রুটিহীন। [সং. নির্+ছিদ্র]।

নিশ্বসন, নিশ্বসিত, নিশ্বাস—যথাক্রমে **নিঃশ্বসন নিঃশ্বসিত ও নিঃশ্বাস**-এর বানানভেদ।

নিষঙ্গ—বি. বাণ রাখিবার আধারবিশেষ, তূণীর। [সং. নি+ √সন্জ্+অ (ধি)]। বিণ. **নিষঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—ধনুর্ধারী।

নিষণ্ণ—বিণ. অবস্থিত; উপবিষ্ট; শয়িত। [সং. নি+ √সদ্+ত (র্তৃ)]।

নিষধ—বি. প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ; উক্ত রাজ্যের লোক।

নিষাদ—বি. প্রাচীন বন্যজাতিবিশেষ; চণ্ডাল; জেলে; ব্যাধ; (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর, নিখাদ। [সং. নি + √সদ্+অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **নিষাদী**।

নিষাদী (-দিন্)—বি. মাহুত, হস্তিচালক; গজারোহী। [সং. নি+ √সদ্+ইন্ (র্তৃ)]।

নিষিক্ত—বিণ. সম্পূর্ণ সিক্ত, অত্যন্ত ভিজা; ক্ষরিত। [সং. নি+ √সিচ্+ত (র্ম)]।

নিষিদ্ধ—বিণ. নিষেধ বা বারণ করা হইয়াছে এমন; নিবারিত; অন্যায়, বে-আইনী। [সং. নি+ √সিধ্+ত (র্ম)]।

নিষুতি—(১) বিণ. গভীর নিদ্রায় মগ্ন, নিস্তব্ধ (নিষুতি রাত)। (২) বি. গভীর নিদ্রা। [সং. নিষুপ্তি]।

নিষুপ্ত—বিণ. গভীর নিদ্রামগ্ন। [সং. নি+ √স্বপ্+ত (র্ম)]। বি. **নিষুপ্তি**—গভীর নিদ্রা বা নিদ্রামগ্নতা।

নিষেক—বি. সেচন; বর্ষণ; ক্ষরণ; গর্ভাধান। [সং. নি +সিচ্+অ (ভা)]।

নিষেধ—বি. বারণ, মানা; নিবারণ। [সং. নি+সিধ্+অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—নিষেধকারী; নিবারক।

নিষেবণ—বি. সেবা, পরিচর্যা; ভোগ (বায়ু-নিষেবণ)। [সং. নি+সেব্+অন (ভা)]। বিণ. **নিষেবিত**—নিষেবণ করা হইয়াছে এমন।

নিষ্ক—বি. স্বর্ণ; স্বর্ণমুদ্রা; স্বর্ণের পরিমাণবিশেষ, ষোল মাষা। [সং.]।

নিষ্কণ্টক—বিণ. কাঁটাশূন্য; নির্বিঘ্ন; নিরাপদ; শত্রুহীন (নিষ্কণ্টক রাজ্য)। [সং. নির্+কণ্টক]।

নিষ্কম্প—বিণ. কম্পনহীন; স্থির, নিশ্চল। [সং. নির্+কম্প]।

নিষ্কর—বিণ. খাজনা দিতে হয় না এমন, লাখেরাজ। [সং. নির্+কর]।

নিষ্করুণ—বিণ. করুণাহীন, নির্দয়, নিষ্ঠুর। [সং. নির্ + করুণা]।

নিষ্কর্মা (-র্মন্)—বিণ. কর্মহীন, বেকার, অলস। [সং নির্ + কর্মন্]।

নিষ্কর্ষ—বি. বাহির করা হইয়াছে এমন সারাংশ; তাৎপর্য (গ্রন্থের বা আলোচনার নিষ্কর্ষ)। [সং. নির্ + √কৃষ্ + অ (র্ম)]। বি. ~ণ—দূরীকরণ অপনয়ন; নিষ্কাসন।

নিষ্কল—(১) বিণ. কলা-রহিত বা অংশহীন, অখণ্ড, নষ্ট-বীর্য; বৃদ্ধ। (২) বি. পরব্রহ্ম। [সং. নির্ + কলা]। বিণ. (স্ত্রী) **নিষ্কলা**। বি. (স্ত্রী.) **নিষ্কলা, নিষ্কলী**—রজোনিবৃত্তি হইয়াছে এরূপ নারী।

নিষ্কলঙ্ক—বিণ. কলঙ্কশূন্য, নির্দোষ। [সং. নির্ + কলঙ্ক]।

নিষ্কলুষ—বিণ. নিষ্পাপ, নির্দোষ, পবিত্র। [সং. নির্ + কলুষ]।

নিষ্কাম—বিণ. কামশূন্য; ফলাকাঙ্ক্ষারহিত (নিষ্কাম আনন্দবোধ)। [সং. নির্ + কাম]।

নিষ্কারণ—বিণ. অকারণ। [সং. নিঃ + কারণ]। ক্রি-বিণ. **নিষ্কারণে**—অকারণে।

নিষ্কাশ, (বিরল) **নিষ্কাস**—বি. বাহির হওয়া, নিঃসরণ, বহির্গমন। [সং. নির্ + √কশ্, কস্ (=গতি) + অ]। বি. ~ন—(জল রস সার ইত্যাদি) বহিষ্করণ। নিঃসারণ; দূরীকরণ; নির্বাসন। বিণ. **নিষ্কাশিত, নিষ্কাসিত**।

নিষ্কৃতি—বি. নিস্তার, অব্যাহতি, রক্ষা পাইবার উপায়; ঋণশুদ্ধি। [সং. নির্ + √কৃ + তি (ভা)]। বিণ. **নিষ্কৃত**—নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত।

নিষ্কোষণ—বি. খাপ বা কোষ হইতে বহিষ্করণ। [সং নির্ + √কুষ্ (=নিঃসারণ) + অন (ভা)]। বিণ. **নিষ্কোষিত**—কোষমুক্ত (নিষ্কোষিত অসি বা তরবারি)।

নিষ্ক্রমণ, নিষ্ক্রম—বি. বহির্গমন, নির্গত হওয়া (তু. **মহাভিনিষ্ক্রমণ**=বুদ্ধের সংসার পরিত্যাগ করিয়া বহির্গমন)। [সং. নির্ + √ক্রম্ + অন, অ (ভা)]।

নিষ্ক্রয়—বি. মূল্য; বেতন; মুক্তির বিনিময়ে অর্পিত মূল্য; বিক্রয়; উপকার-প্রতিশোধ। [সং. নির্ + √ক্রী + অ]।

নিষ্ক্রিয়—বিণ. ক্রিয়া নাই যাহার, ক্রিয়াহীন; অলস। [সং. নির্ + ক্রিয়া]। **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ**—ক্রিয়াহীন-ভাবে অর্থাৎ আক্রমণাত্মক কিছু না করিয়া অপরের কার্যে বাধা জন্মান, passive resistance।

-নিষ্ঠ—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে **নিষ্ঠা**-র রূপ (নিয়মনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ)।

নিষ্ঠা—বি. দৃঢ় আস্থা, ভক্তি বা মনোযোগ (কর্মে নিষ্ঠা); ধর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ (নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ)। [সং. নি + √স্থা + অ (ভা) + আ]। বিণ. ~বান্ (-বৎ)—নিষ্ঠা আছে যাহার; ধর্মীয় আচারপালনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠীব—বি. থুতু। [সং. নি + √ষ্ঠীব্ + অন, অ (র্ম)]।

নিষ্ঠুর—বিণ. নির্দয়; কঠোর। [সং. নি + √স্থা + উর (র্তৃ)]। বি. ~তা।

নিষ্ঠেব, নিষ্ঠেবন—যথাক্রমে **নিষ্ঠীব** ও **নিষ্ঠীবন**-এর বিরল রূপ।

নিষ্ঠ্যূত—বিণ. উদ্গীর্ণ, মুখ হইতে নিঃসারিত; থুথু করিয়া ফেলা। [সং. নি + √ষ্ঠীব্ + ত (র্ম)]।

নিষ্ণাত—বিণ. অত্যন্ত পটু, পারদর্শী, বিচক্ষণ (ব্যাকরণে নিষ্ণাত)। [নি + √স্না + ক্ত (র্তৃ)]।

নিষ্পত্তি—বি. মীমাংসা (সমস্যার নিষ্পত্তি); সিদ্ধি, সমাপ্তি (কার্যনিষ্পত্তি); প্রয়োগ (বাঙ নিষ্পত্তি); (বাং.) মিটমাট (মকদ্দমার নিষ্পত্তি)। [সং. নির্ + √পদ্ + তি]।

নিষ্পত্র—বিণ. (বৃক্ষ সম্বন্ধে) পত্রশূন্য। [সং. নিঃ + পত্র]।

নিষ্পন্ন—বিণ. সিদ্ধ; সম্পাদিত, সমাপ্ত; জাত। [সং. নির্ + √পদ্ + ত (র্ম)]।

নিষ্পাদক—বিণ. নিষ্পত্তিকারক, যে নির্বাহ করে। [সং. নির্ + √পদ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

নিষ্পাদন—বি. সম্পাদন; নিষ্পত্তি, নির্বাহ। [সং. নির্ + √পদ্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণ **নিষ্পাদ্য, নিষ্পাদনীয়**—নিষ্পাদনযোগ্য। বিণ. **নিষ্পাদিত**—নিষ্পাদন করা হইয়াছে এমন।

নিষ্পাপ—বিণ. পাপহীন, পবিত্র। [সং. নির্ + পাপ]।

নিষ্পিষ্ট—বিণ. অতিশয় পিষ্ট, চূর্ণিত, দলিত মর্দিত (রাজশাসনে মনুষ্যত্ব নিষ্পিষ্ট)। [সং. নির্ + √পিষ্ + ত (র্ম)]।

নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ—বি. সম্পূর্ণরূপে চূর্ণন, পেষণ বা মর্দন। [সং. নির্ + √পিষ্ + অ, অন (ভা)]। বিণ. **নিষ্পেষক**—নিষ্পেষণকারী। বিণ. **নিষ্পেষিত**—সম্পূর্ণরূপে চূর্ণিত, পিষ্ট বা মর্দিত (অরিগণ নিষ্পেষিত)।

নিষ্প্রতিভ—বিণ. প্রতিভাশূন্য; ম্লান, জড়বৎ। [সং. নির্ + প্রতিভা]।

নিষ্প্রদীপ—বিণ. প্রদীপহীন, দীপালোক নাই এমন, black-out, অন্ধকার। [সং. নির্ + প্রদীপ]।

নিষ্প্রভ—বিণ. প্রভা নাই যাহার, দীপ্তিশূন্য; নিস্তেজ। [সং নির্ + প্রভা]। বি. ~তা।

নিষ্প্রয়োজন—বিণ. অনাবশ্যক, নিরর্থক। [সং. নির্ + প্রয়োজন]।

নিষ্প্রাণ—বিণ. প্রাণহীন, মৃত (নিষ্প্রাণ দেহ); সজীবতা-শূন্য, জড়। [সং. নির্ + প্রাণ]। বি. ~তা।

নিষ্ফল—বিণ. ফলবর্জিত, ফল ধরে না এমন। বিফল, ব্যর্থ, পণ্ড (নিষ্ফল প্রয়াস বা তর্ক); অকারণ, অনর্থক। [সং. নির্ + ফল]। বিণ.(স্ত্রী.) **নিষ্ফলা**—বন্ধ্যা, ফলহীনা। বি. ~তা।

নিষ্ফলা,—নিষ্ফল দ্রঃ।

নিষ্ফলা,—বিণ. ফলহীন, ফল ধরে না এমন (নিষ্ফলা গাছ)। [সং. নিষ্ফল + বাং. আ (স্বার্থে)]। **নিষ্ফলা বার**—যে দিনে কিছু করিলে ফলের সম্ভাবনা নাই।

নিষ্যন্দ—**নিস্যন্দ**-র বানানভেদ।

নিসর্গ—বি. প্রকৃতি, স্বভাব (নিসর্গশোভা); সৃষ্টি। [সং. নি + √সৃজ্ + অ]। বিণ. ~জ, **নৈসর্গিক**—প্রাকৃতিক (নৈসর্গিক সৌন্দর্য), স্বভাব-জাত, জন্মগত

(নৈসর্গিক প্রতিভা)। বি. ~বেদী (-দিন্), নিসর্গী (-র্গিন্)—প্রকৃতিবিজ্ঞানী, naturalist [বি. প.]।
নিসাড়—বিণ. অসাড়; সাড়াশব্দহীন, নিস্পন্দ। [বাং. নি+সাড়া]।
নিসাড়া—বিণ. সাড়াশব্দশূন্য, নিঃশব্দ ('নিসাড়া হইয়া আয় লো সজনী': চণ্ডী.) ক্রি-বিণ. **নিসাড়ায়**—নিঃশব্দে। (তু. নিঃসাড়)। [বাং. নি+সাড়া]।
নিসিন্দা—বি. বৃক্ষবিশেষ (ঔষধে লাগে)। [দেশী]।
নিসূদক—বিণ. বিনাশকারী, হন্তা। [সং. নি+ √সূদ্ +অক (র্তৃ)]।
নিসূদন—(১) বি. বিনাশকরণ, হনন। (২) বিণ. বিনাশকারী (দৈত্যনিসূদন শ্রীহরি)। [সং. নি+ √সূদ্+অন]।
নিসৃষ্ট—বিণ. অর্পিত, ন্যস্ত; (প্রধানতঃ বিশেষ কোন অধিকার বা কার্যভারসহ) প্রেরিত, accredited [সং. প.]। [সং. নি+ √সৃজ্+ত (র্ম)]।
নিস্তনী—বিণ. স্তনহীনা। [সং. নি+স্তন+ঈ]।
নিস্তব্ধ—বিণ. সম্পূর্ণ নিস্পন্দ বা নীরব। [সং. নি+ √স্তম্ভ্+ত (র্তৃ)]। বি. ~তা।
নিস্তরঙ্গ—বিণ. তরঙ্গশূন্য, স্থির, অচঞ্চল। [সং. নির্+ তরঙ্গ]।
নিস্তরণ—বি. পার হওয়া, উত্তরণ; নিস্তার, নিষ্কৃতি, মুক্তি; নির্গমন। [সং. নির্+ √তৃ +অন (ভা)]।
নিস্তল—বিণ. তলশূন্য, তলা নাই অর্থাৎ কোন অংশ সমতল নয় এমন, বর্তুলাকার, নিটোল। [সং. নির্+তল]।
নিস্তার—বি. উদ্ধার, অব্যাহতি, নিষ্কৃতি; পরিত্রাণ, মুক্তি। [সং. নির্+ √তৃ +অ (ভা)]। বিণ. ~ক—নিস্তারকারী।
নিস্তারিণী—(১) বিণ. তারিণী, মুক্তিদায়িনী। (২) বি. দুর্গাদেবী। [সং. নির্+ √তৃ +ণিচ্+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।
নিস্তুষ—বিণ. তুষশূন্য। [সং. নির্+তুষ]।
নিস্তেজ—বিণ. যাহার তেজ নাই এমন, দুর্বল, ক্ষীণ; দীপ্তিহীন; শক্তি বা প্রভা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন। [সং. নিস্তেজস্]।
নিস্তেজাঃ (-জস্)—বিণ. নিস্তেজ। [সং. নির্+তেজস্]।
নিস্ত্রিংশ—বি. খড়্গ। বিণ. নির্দয়, বিদ্বেষপ্রবণ। [সং.]। **নিস্ত্রৈগুণ্য**—বিণ. 'ত্রিগুণ' অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহাদের অধীনতা হইতে মুক্ত। [সং. নির্+ ত্রৈগুণ্য (=ত্রিগুণ+স্বার্থে 'য')]।
নিস্পন্দ—বিণ. স্পন্দনহীন; অকম্পিত, স্থির; অসাড়। [সং. নি(অভাবার্থক)+ √স্পন্দ্ +অ (র্তৃ)]। বি. ~তা।
নিস্পৃহ—নিঃস্পৃহ-র বানানভেদ।
নিস্যন্দ, নিষ্যন্দ—বি. ক্ষরণ, স্রাব; নির্যাস। [সং. নি+ √স্যন্দ্ +অ (ভা)]। বিণ. **নিস্যন্দিত**—ক্ষরিত। বিণ. **নিস্যন্দী** (-ন্দিন্)—ক্ষরণকারী।
নিস্রব, নিস্রাব—যথাক্রমে নিঃস্রব ও নিঃস্রাব-এর বানানভেদ।
নিস্বন, নিস্বান—বি. শব্দ, ধ্বনি, রব। [সং]।
নিহত—বিণ. হত, বিনষ্ট। [সং. নি+ √হন্+ত (র্ম)]। বিণ. **নিহন্তা** (-ন্তৃ)—বধকারী।
নিহাই, নেহাই—বি. যে লৌহখণ্ডের উপর স্বর্ণাদি ধাতু রাখিয়া পিটাইয়া পাত প্রস্তুত করা হয়। [সং. নিধাপিকা]।
নিহারা, নেহারা—ক্রি. (কাব্যে) নিরীক্ষণ করা, দেখা। [প্রা. √নিহাল<সং. নি+ √ভালি+বাং. আ—তু. হি. মৈথি. √নিহার]। ক্রি. **নিহারই**—(ব্রজ.) দেখে। ক্রি. **নিহারত**—(ব্রজ.) দেখে। বি. **নিহারন**—নিরীক্ষণ, দর্শন। ক্রি. **নিহারিনু**, (ব্রজ.) **নিহারনু**—দেখিলাম। ক্রি. **নিহারিল, নেহারিল** (ব্রজ.) **নিহারল**—দেখিল।
নিহিত—বিণ. স্থাপিত; অর্পিত; রক্ষিত; গুপ্ত (বীজ ভূমিতলে নিহিত); নিক্ষিপ্ত। [সং. নি+ √ধা+ত]।
নীচ—(১) বিণ. হীন, নিকৃষ্ট, ইতর: নিচু, নিম্ন। (২) (বাং.) বি. নিম্নস্থান (নীচে যাও)। [সং. ন+ঈ+ √চি +অ (র্তৃ)]। বি. ~তা, ~ত্ব। ~যোনি—(১) নিম্নশ্রেণীর জীব: মনুষ্যেতর প্রাণিরূপে জন্ম, নীচকুলে জন্ম। (২) বিণ. হীনকুলে বা মনুষ্যেতর প্রাণিকুলে জাত।
নীড়—বি. কুলায়, পাখির বাসা। [সং.]।
নীত$_1$—বিণ. লইয়া যাওয়া হইয়াছে এমন; গৃহীত; যাপিত। [সং. √নী+ত (র্ম)]।
নীত$_2$—বি. রীতি, নিয়ম; নীতি; (বাং.) আচরণ। [সং. √নী+ত (ণে)]।
নীতি—বি. কর্তব্য-নির্ধারণের উপায় বা রীতি (ইহা আমার নীতি-বিরুদ্ধ); ন্যায়সঙ্গত বা সমাজের হিতকর বিধান; হিতাহিত-বিষয়ক উপদেশ (নীতিকথা); ন্যায়-অন্যায় বা কর্তব্যাকর্তব্য বিচার (নীতিশাস্ত্র): শাস্ত্র, বিদ্যা (রাজনীতি, ধর্মনীতি); প্রথা (দুর্নীতি); প্রণালী, সাধনোপায়, রীতি। [সং. √নী+তি (ণে)]। বি. ~কথা, ~বাক্য—হিতোপদেশ। বিণ. ~জ্ঞ—ভালমন্দ বা কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ে বোধসম্পন্ন; নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বি. ~জ্ঞান—ন্যায়-অন্যায় বা কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান। বিণ. ~বিরোধী (-ধিন্)—ধর্মসঙ্গত নিয়মের বিপরীত; নীতিশাস্ত্রবিরোধী; অন্যায়। বি. ~শাস্ত্র—ন্যায়-অন্যায় ও কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে বিচারসম্বন্ধীয় শাস্ত্র, নীতিবিষয়ক গ্রন্থ। বিণ. ~সঙ্গত, ~সম্মত—যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য।
নীদ—নিদ-এর বর্জি. বানান।
নীপ—বি. কদমফুল বা তাহার গাছ। [সং.]।
নীবার—বি. উড়িধান, তৃণধান্য। [সং.]।
নীবি, নীবী—বি. (১) (প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের) কটিবন্ধন, কোমরের কাছে পরিধেয় বস্ত্রের গিঁট বা বাঁধন। (২) মূলধন, পুঁজি। [সং.]। বি. ~বন্ধ—রমণীদের কটিদেশে পরিধেয় শাড়ির বাঁধন।
নীয়মান—বিণ. নীত হইতেছে এমন। [সং. √নী(+য)+ মান (শানচ্)-র্ম]। বিণ.(স্ত্রী.) **নীয়মানা**।
নীর—বি. জল, বারি। [সং. √নী+র (র্তৃ)]। ~জ—(১) বিণ. জলোৎপন্ন। (২) বি. পদ্ম। বিণ.(স্ত্রী.) ~জা। ~দ—(১) বি. জল দেয় যে, মেঘ। (২) বিণ. জলদায়ক। বিণ.(স্ত্রী.) ~দা। বিণ. ~দবরণ—মেঘবর্ণ, ধূম্রল।
নীরক্ত—বিণ. রক্তশূন্য। [সং. নিঃ+রক্ত]।

নীরজা—নীরজাঃ ও নীর দ্রঃ।

নীরজাঃ (-জস্), (চলিত) **নীরজা**—বিণ. ধূলিরহিত; রজোগুণরহিত; পরাগশূন্য (পুষ্পাদি); (স্ত্রী.) অরজস্বলা। [সং. নির্ + রজস্]।

নীরন্ধ্র—বিণ. রন্ধ্র বা ছিদ্র নাই এমন; ফাঁকহীন; ঘন, ঠাস-বুনান; চারিদিক্ রুদ্ধ এমন। [সং. নির্ + রন্ধ্র]।

নীরব—বিণ. নিঃশব্দ; বাক্যহীন। [সং. নির্ + রব]। বি. ~**তা**।

নীরস—বিণ. রসহীন, শুষ্ক; রসবোধবর্জিত (নীরস সমালোচনা); ম্লান, অপ্রসন্ন (নীরস হাসি বা মুখ); মন আকর্ষণ বা মুগ্ধ করে না এমন (নীরস বর্ণনা বা খেলা)। [সং. নির্ + রস]। বি. ~**তা**।

নীরাজন—বি. শরৎকালে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে স্বীয় অশ্ব-গজাদির মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রাচীন নৃপতিদিগের অনুষ্ঠিত শান্তিকর্ম; শান্তিকরণার্থ জলসেচন; আরতি। [সং. নীর(শান্তিজল) + √অজ্(= ক্ষেপণ) + অন (ভা)]। বি **নীরাজনা**—দেবতার আরতি, আরাত্রিক।

নীরোগ—বিণ. রোগহীন, সুস্থ। [সং. নির্ + রোগ]।

নীল—(১) বি বর্ণবিশেষ; গাছবিশেষ বা তাহা হইতে উৎপন্ন রঙ, (বাং.) নীলকণ্ঠ শিব (নীলের উপোস)। (২) বিণ. নীলবর্ণবিশিষ্ট। [সং.]। বি. ~**কণ্ঠ**—(হলাহল-পানের ফলে কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া) শিব; নীল-বর্ণ কণ্ঠযুক্ত পক্ষিবিশেষ। বি. ~**কমল**—নীলবর্ণ পদ্ম-ফুল। বি. বিণ. ~**কর**—(প্রধানতঃ ভারতে ইউরোপীয়) নীলচাষকারী। বি. ~**কান্তমণি**—দুর্লভ নীলবর্ণ প্রস্তর-বিশেষ। বি. ~**কুঠি**, ~**কুঠী**—নীলকর সাহেবের কাছারি বা অফিস। বি. ~**গাই**—গো-সদৃশ হরিণ জাতীয় নীলবর্ণ পশুবিশেষ। বি. ~**মণি**—নীলকান্তমণি; শ্রীকৃষ্ণ। বি. ~**মাধব**—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। বি. ~**লোহিত**—শিব (কণ্ঠে নীল ও কেশে লোহিত বর্ণের সংমিশ্রণ-হেতু); বেগুনী রঙ। বি. ~**ষষ্ঠী**, ~**পূজা**—চড়ক-সংক্রান্তি বা তাহার আগের দিনে অনুষ্ঠিত শিবপূজা। **সবে ধন নীলমণি** (গৌণ অর্থে)—একমাত্র আদরের সন্তান।

নীলা—বি. মূল্যবান্ নীলবর্ণ প্রস্তরবিশেষ, নীলকান্তমণি, sapphire। [সং. নীল + বাং. আ]।

নীলাচল, **নীলাদ্রি**—বি. নীলবর্ণের অচল (পাহাড়); ওড়িশার নীলগিরি পর্বতমালা; জগন্নাথক্ষেত্র। [সং. নীল + অচল, অদ্রি]।

নীলাঞ্জন—বি. তুঁতে; রসাঞ্জন। [সং. নীল + অঞ্জন]।

নীলাভ—বিণ. নীল আভা যাহার এমন, নীলবর্ণ। [সং. নীল + আভা]।

নীলাম্বর—(১) বি. নীলবর্ণ আকাশ; নীলবর্ণ বস্ত্র; (মহা.) বলরামের একটি নাম (তু. পীতাম্বর = শ্রীকৃষ্ণ)। (২) বিণ. নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধানকারী বা পরিহিত। [সং. নীল + অম্বর]।

নীলাম্বরী—বি. নীলবর্ণের শাড়ি। [সং. নীল + বাং. অম্বরী]।

নীলাম্বু, **নীলাম্বুধি**—বি. (নীলবর্ণ অম্বু বা জলপূর্ণ বলিয়া) সমুদ্র। [সং. নীল + অম্বু, অম্বুধি]।

নীলিকা—বি. (১) নীলের গাছ। (২) চোখের রোগ-বিশেষ। [সং]।

নীলিমা (-মন্)—বি. নীলত্ব; নীল বর্ণ বা আভা (ঘন মেঘের নীলিমা)। [সং. নীল + ইমন্ (তদ্ধিত প্রত্যয়)]।

নীলোৎপল—বি. নীলবর্ণ পদ্মফুল। [সং. নীল + উৎপল]।

নীহার—বি. তুষার, হিমানী; বরফ। [সং. নি + √হৃ + অ (র্ম)]।

নীহারিকা—বি. আকাশে নীহারস্তূপের ন্যায় দৃশ্যমান নক্ষত্রসমষ্টি বা বাষ্পীয় পদার্থ, nebula। [সং. নীহার + ইক + আ]।

-নু—উত্তম পুরুষে অতীতকালের ক্রিয়াবিভক্তিবিশেষ (যেমন—দিনু, গেনু)।

নুকি—(ব্রজ.) বিণ. ক্রি. লুক্কায়িত, লুকাই (উত্তম পুরুষ) ইত্যাদি। [**লুকানো** দ্রঃ]।

নুটি—বি. সুতা আঁশ লোম প্রভৃতি জড়ান আঁটি বা পিণ্ড। [দেশী]।

নুড়নুড়ি, **নুন্নুড়ি**—বি. আলজিভ, ঘণ্টার জিহ্বা ঘুণ্টি। [দেশী]।

নুড়া, **নুড়ো**—বি. আগুন ধরাইবার জন্য (খড় শুষ্ক তৃণ নলখাগড়া প্রভৃতির) গুচ্ছ বা আঁটি। [সং. নড় ?]।

নুড়ি—বি. ক্ষুদ্র প্রস্তর; পাথরের ছোট টুকরা। [< নোড়া]।

নুন—লবণ-এর কথ্য রূপ। ক্রি. **নুন খাওয়া**—পরের অন্ন খাওয়া, পরের কাছে উপকৃত হওয়া। বি. **নুনিয়া**—লবণপ্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ; শাকবিশেষ।

নুন্নুড়ি—**নুড়নুড়ি**-র বানানভেদ।

নুয়া—(১) ক্রি. অবনত হওয়া, ঝুঁকিয়া পড়া (কলাগাছটা নুয়ে আছে, নুয়ে দেখ)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √নু < সং. √নম্]। [**নোয়া** দ্রঃ]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. অবনত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

নুর্—বি. আলোক (নুরজাহান্); (প্রধানতঃ মুসলমানগণ কর্তৃক) চিবুকে রক্ষিত দাড়ি। [আ. নুর্]।

নুরি—বি. মালয় উপদ্বীপের একপ্রকার শুকজাতীয় পাখি। [মালয়ী]।

নুলা, (কথ্য) **নুলো**—(১) বিণ. (যাহার) হাত কাটা বা বিকল এমন। (২) বি. বিড়ালাদির থাবা। [দেশী]।

নুলিয়া—বি. পুরীর সমুদ্রতীরে মৎস্যজীবী জাতিবিশেষ; সমুদ্রে স্নানের কালে অনেকে ইহাদের সাহায্য লইয়া থাকেন।

নূতন—বিণ. নোতুন, নবীন, অভিনব, তরুণ। [সং. নব + তন]। বি. ~**ত্ব**।

নূপুর—বি. পায়ের অলঙ্কারবিশেষ, মঞ্জির, ঘুঙুর, শিঞ্জিনী। [সং.]।

নূর—**নুর**-এর বানানভেদ।

নৃ—বি. নর, মনুষ্য। [সং.]। বি. ~**কুলবিদ্যা**—মানব-জাতির বিভিন্ন শাখা ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক-

বিষয়ক বিজ্ঞান, ethnology। বি. ~তত্ত্ব, ~বিদ্যা—প্রাণিজগতে মানবজাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-বিষয়ক বিজ্ঞান, anthropology। বি. ~মণি—নরশ্রেষ্ঠ; রাজা। বি. ~মুণ্ড—মানুষের মাথা। ~মুণ্ড-মালিনী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) নরমুণ্ডসমূহে গ্রথিত মাল্য-ধারিণী। (২) বি. কালিকাদেবী। বি. ~যজ্ঞ—অতিথিসংকাররূপ যজ্ঞ। বি. ~লোক—পৃথিবী।

নৃত্য—বি. সাবলীল গাত্রবিক্ষেপ নাচ, নর্তন। [সং. √নৃত্‌ + য (ভা)]। বিণ. (স্ত্রী.) ~**পটীয়সী**—নাচিতে পটু (রমণী)। বিণ. ~**পর**—নর্তনাসক্ত; নাচিতেছে এমন। বিণ (স্ত্রী.) ~**পরা**। বি. ~**শালা**—নাচঘর রঙ্গমঞ্চ।

নৃপ, নৃপতি—বি রাজা, ভূপতি, নরপতি। [সং. নৃ + √পা + অ (র্তৃ), নৃ + পতি]। বি. **নৃপবর, নৃপমণি**—ভূপতিশ্রেষ্ঠ। বি. **নৃপাসন**—রাজাসন, সিংহাসন।

নৃশংস—বিণ. নিষ্ঠুর; হিংসক, হিংস্র। [সং. নৃ + শন্‌স্‌ + অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**।

নৃসিংহ—**নর২** দ্রঃ।

নে—**নেও** ও **না**-এর (তুচ্ছার্থে) কথ্য রূপ।

নেই—**নাই১**-র কথ্য রূপ। **নেই-মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল**—একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে অকিঞ্চিৎকর কিছু থাকাও ভাল।

নেই-আঁকড়া—**নাই-আঁকড়া**-র কথ্য রূপ।

নেউটা—ক্রি. ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা। [সং. নি + √বৃৎ + বাং. আ]।

নেউল—বি. বেজি। [সং. নকুল]।

নেও১—**নেয়ো**-র বানানভেদ।

নেও২—(১) ক্রি. লহ, গ্রহণ কর। (২) অব্য. বন্ধ করা থামা বাদ দেওয়া প্রভৃতির অনুরোধসূচক (নেও, থামো এখন); বিস্ময় বা অবিশ্বাসসূচক (নেও ঠেলা)। [**নেওয়া** দ্রঃ]।

নেওটা, (বিরল) **নেওট**—বিণ. অত্যন্ত অনুরক্ত, স্নেহ-দ্বারা বশীভূত। [সং. স্নেহ > নেহ > নেঅ]।

নেওয়া—(১) ক্রি. গ্রহণ করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [< সং. √নী + বাং. আ—এই ক্রিয়াটি সাধারণতঃ চলিত ভাষাতেই ব্যবহৃত হয় (দায়িত্ব নেওয়া, 'দিবে আর নিবে'); নিয়া, নিয়াছি প্রভৃতির স্থলে সাধারণতঃ লইয়া, লইয়াছি ইত্যাদি পদের ব্যবহার হয়]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. গ্রহণ করানো। (২) বি. উক্ত অর্থে।

নেং, নেংচা, নেংচান, (নো)—যথাক্রমে **লেং, লেংচা** ও **লেংচান**-র প্রাদে. রূপ।

নেংটা, (কথ্য) **নেংটো**—বিণ উলঙ্গ, বিবস্ত্র। [সং. নগ্নাট]। **নেংটা গোরা**—(হাফ্‌প্যান্ট্‌ পরিতে অভ্যস্ত বলিয়া) স্কটল্যানডের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী।

নেংটি১—**লেঙটি**-র কথ্য রূপ।

নেংটি, নেংটী, (কথ্য) **নেংটে**—বি. ছোট (নেংটি ইঁদুর)। [দেশী]।

নেংড়া, নেংরা—**লেংড়া**-র কথ্য রূপ।

নেংলা—বিণ. লিকলিকে, অত্যন্ত কৃশ। [দেশী]।

নেকড়া, ন্যাকড়া—বি ছেঁড়া কাপড়, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। [সং. নক্তক]।

নেকড়ে, নেকড়িয়া—বি. কুকুরজাতীয় হিংস্র পশু-বিশেষ, wolf। [দেশী]।

নেকনজর—বি. অনুকূলদৃষ্টি, অনুগ্রহদৃষ্টি; (ব্যঙ্গে) কু-নজর, ক্রোধ। [ফা.]।

নেকরা—বি. ছলাকলা, রঙ্গ-কৌতুক, নেকামি। [ফা. নখ্‌রা]।

নেকা, ন্যাকা—বিণ. ভালোমানুষের ন্যায় অজ্ঞতা, সারল্য বা সাধুতার ভানকারী। [ফা. নেক]। বিণ.(স্ত্রী.) **নেকী**। বি. ~**ম**, ~**মো**, ~**মি**, ~**পনা**।

নেকার, ন্যাকার—বি. বমি, বমন। [সং. ন্যক্কার]।

নেঙ, নেঙচা, নেঙচান (নো)—যথাক্রমে **নেং, নেংচা** ও **নেংচান**-র বানানভেদ।

নেঙরা, নেজ, নেজা, নেজুড়—যথাক্রমে **লেঙরা, লেজ, লেজা** ও **লেজুড়**-এর প্রাদে. রূপ।

নেটা, ন্যাটা—বিণ. ডানহাতের পরিবর্তে বাঁ-হাত দিয়া অধিকাংশ কাজ করে এমন।

নেড়—বি. দণ্ডাকৃতি বিষ্ঠা। [সং. লেণ্ড]।

নেড়া, ন্যাড়া—(১) বিণ. মুণ্ডিতকেশ (নেড়া মাথা); নিরাভরণ (নেড়া হাত); নিষ্পত্র (নেড়া গাছ); নগ্ন, বৃক্ষাদিশূন্য (নেড়া মাঠ); প্রাচীরহীন (নেড়া ছাদ); সজ্জাহীন, অশোভন (নেড়া নেড়া দেখান)। (২) বি. (বিদ্রূপে) বৈষ্ণব বৈরাগী (নেড়ানেড়ীর কাণ্ড)। [তু. 'নাড়িয়া' : চর্যা.]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **নেড়ী, নেড়ি**।

নেড়ীকুত্তা—বি. কৃশ ও লোমহীন কুকুর।

নেড়ে—বি. (অশি.) নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। [**নেড়া** দ্রঃ]।

নেত—বি. প্রাচীন কালের সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রবিশেষ। [সং. নেত্র]।

নেতা১ (-তৃ)—বিণ. বি. নায়ক, পরিচালক (দলের, দেশের বা সমাজের নেতা); পথপ্রদর্শক; সেনাপতি; অগ্রণী; প্রধান। [সং. √নী + তৃ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী) **নেত্রী**। বি. **নেতৃত্ব**—নেতার পদ বা কাজ।

নেতা২, ন্যাতা—(প্রাদে.) বি. ছেঁড়া বা জীর্ণ কাপড়; গৃহতল সম্মার্জনের জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা। [সং. নক্তক]।

নেতা৩—ক্রি. নেতান (শিশু বা রোগী নেতিয়ে পড়েছে)। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. অবসন্ন বা দুর্বল হওয়া। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে। [দেশী। তু. লতানো]।

নেতিবাচক—বিণ. অস্বীকারসূচক (নেতিবাচক উত্তর দেওয়া), নঞর্থক। [সং. ন + ইতিবাচক]।

নেত্র—বি. চক্ষু, নয়ন। [সং.]। বিণ. ~**গোচর**—দৃষ্টি-গোচর। বি. ~**চ্ছদ**, ~**পল্লব**—চক্ষুর পাতা। বি. ~**পাত**—দৃষ্টিক্ষেপ, অবলোকন। বি. ~**মল**—পিঁচুটি।

নেপ, নেপটা, নেপটান (নো)—যথাক্রমে **লেপ লেপটা** ও **লেপটান**-র প্রাদে রূপ।

নেপথ্য—বি. রঙ্গালয়ের সাজঘর; রঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্তী স্থান; অভিনেতৃগণের বেশভূষা। [সং.]। বি. ~**বিধান**—অভিনেতৃগণের বেশভূষা সম্পাদন। বি. ক্রি-বিণ.

নেপথ্যে—রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে (অর্থাৎ সহ-অভিনেতৃগণের অপ্রকাশ্যভাবে) ; (আল.) সাধারণের অগোচরে।

নেপা, নেপান (নো)—যথাক্রমে লেপা ও লেপান-র প্রাদে. রূপ।

নেপালী—(১) বিণ. বি. নেপালের অধিবাসী বা ভাষা। (২) বিণ. নেপালে জাত বা উৎপন্ন ; নেপালসম্বন্ধীয়। [বাং. নেপাল+ঈ]।

নেপো—বি. অনধিকারী ধূর্ত লোক : বাটপাড়। [ব্যক্তি-নাম 'নেপাল' ?]। যার ধন তার নয় নেপোয় মারে দই—যাহারা পরিশ্রম করে তাহারা পরিশ্রমের ফল পায় না, চালাক লোকে ফাঁকি দিয়া সে ফল ভোগ করে।

নেবা১—ন্যাবা-র বানানভেদ।

নেবা২, নেবান (নো)—যথাক্রমে নিবা ও নিবান-র চলিত রূপ।

নেবু—লেবু-র প্রাদে. রূপ।

নেভা, নেভান (নো)—যথাক্রমে নেবা ও নেবান-র রূপভেদ।

নেমক, নেমকহারাম—যথাক্রমে নিমক ও নিমকহারাম-এর প্রাদে. রূপ।

নেমি, নেমী—বি. চাকার বেষ্টন, পরিধি বা বেড়। [সং. √নী+মি (প্রে), +ঈ]।

নেয়া, নেয়াই, নেয়ান (নো)—যথাক্রমে নেওয়া নেহাই ও নেওয়ান-র কথ্য রূপ।

নেয়াপাতি—বিণ. নরম ও পাতলা শাঁসযুক্ত (নেয়াপাতি ডাব)। [দেশী]।

নেয়ার, নেয়াড়—বি. খাট ছাওয়া ও মশারির পাশে লাগান ইত্যাদি কাজে ব্যবহার্য চওড়া ফিতা।

নেয়ে—বি. নাবিক, মাঝি (খেয়ার নেয়ে)। [সং. নাবিক]।

নেয়ো—নাহিয়ো-র কথ্য রূপ।

নেলাখেপা, ন্যালাখ্যাপা—বিণ. পাগলাটে, কাণ্ডজ্ঞানহীন, অসতর্ক। [দেশী]।

নেশা—বি. মাদক দ্রব্য (নেশা খাওয়া), মাদক দ্রব্য ব্যবহারজনিত মত্ততা (নেশার ঘোর) ; প্রবল আসক্তি আকর্ষণ টান বা ঝোঁক (কাজের নেশা, চোখের নেশা) ; বিহ্বলতা, মোহ। [আ. নেশা]। ক্রি. নেশা করা—মাদক সেবন করা। বিণ. ~খোর—মাদকসেবী।

নেহ১—ক্রি. (প্রা. বাং.) লও। [নেওয়া দ্রঃ]।

নেহ২—বি. (প্রা. বাং.) অবলেহন, চাটা ('নাসিকায় নেহ যেন দরশনে পান' : চৈ. ভা.)। [সং. লেহন]।

নেহ৩, নেহা—বি. (প্রা. বাং. ও ব্রজ.) স্নেহ, আদর। [সং. স্নেহ]।

নেহাই—নিহাই-র রূপভেদ।

নেহাত—অব্য. নিতান্ত (নেহাত দরকার), একান্তপক্ষে, নিদেনপক্ষে (নেহাত যদি দাও); অতিশয়, একেবারে, সম্পূর্ণ (নেহাত বোকা)। [আ. নিহায়ৎ]।

নেহারা, নেহারনু ('-রূপ নেহারনু') ও নেহারল (-রিলু) —যথাক্রমে নিহারা, নিহারিনু ও নিহারিলু-র রূপভেদ।

নৈ১—নই২-র বানানভেদ।

নৈ২—বিণ. নবজাত (নৈ বাছুর)। [সং. নব]।

নৈকট্য—বি. সামীপ্য। [সং. নিকট+য]।

নৈকষেয়—বি. নিকষার পুত্র অর্থাৎ রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। [সং. নিকষা+এয়]।

নৈকষ্য—বিণ. নিকষে পরীক্ষিত ; বিশুদ্ধ, খাঁটি (নৈকষ্য কুলীন)। [সং. নিকষ+য]।

নৈচা, নৈচে—নলিচা-র কথ্য রূপ।

নৈতিক—বিণ. নীতি-সম্বন্ধীয় (নৈতিক সমর্থন)। [সং. নীতি+ইক]।

নৈদাঘ—বিণ. নিদাঘ-সম্পর্কিত ; গ্রীষ্মকালীন। [সং. নিদাঘ+অ]। বিণ. (স্ত্রী.) নৈদাঘী।

নৈপুণ্য—বি. নিপুণতা, কৌশল (ভাষার নৈপুণ্য)। [সং. নিপুণ+য]।

নৈবচ—অব্য. কখনও নয়, কিছুতেই নয়। [সং. ন+এব+চ]। নৈবচ নৈবচ—কখনই হইবে না ('ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ' : ভা. চ.)।

নৈবেদ্য, (কথ্য) নৈবিদ্য, নৈবিদ্যি—বি. দেবতাকে নিবেদনীয় সামগ্রী। [সং. নিবেদ+য]।

নৈমিত্তিক—বিণ. নিমিত্ত হইতে আগত (নৈমিত্তিক প্রলয়) ; বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয়, প্রয়োজনার্থক (নৈমিত্তিক পূজা-পার্বণ) ; নিমিত্তবিৎ, শুভাশুভলক্ষণবেত্তা, শকুনজ্ঞ। [সং. নিমিত্ত+ইক]।

নৈমিষারণ্য—বি. পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রাচীন তপোবন-বিশেষ। [সং. নৈমিষ+অরণ্য]।

নৈয়মিক—বিণ. নিয়ম-সম্বন্ধীয় ; নিয়ম-অনুযায়ী। [সং. নিয়ম+ইক]।

নৈয়ায়িক—বি. ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা। [সং. ন্যায়+ইক]।

নৈরপেক্ষ্য—বি. নিরপেক্ষতা। [সং. নিরপেক্ষ+য (ভা)]।

নৈরাকার—বিণ. (কথ্য) নিরাকার ; একাকার ; তছনছ। [সং. নিরাকার]।

নৈরাজ্য—বি. (কথ্য, অব্যুৎপন্ন) অরাজকতা, শাসন-কার্যে বিশৃঙ্খলা, যথেচ্ছাচার।

নৈরাশ্য, (কথ্য) নৈরাশ, (কাব্যে) নৈরাশা—বি. আশাহীনতা, হতাশা। [সং. নিরাশ+য, অ (ভা)]।

নৈর্ঋত—বি. দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ; দৈত্য-দানব। [সং. নির্ঋতি (দুর্গতির দেবতা)+অ]।

নৈর্গুণ্য—বি. গুণহীনতা ; সত্ত্ব রজঃ তমঃ : এই তিন গুণের অতীত অবস্থা বা ভাব। [সং. নির্গুণ+য (ভা)]।

নৈর্ব্যক্তিক—বিণ. ব্যক্তি-সম্পর্কিত নহে এমন ; অ-পৌরুষেয়। [সং. নির্+ব্যক্তি+ইক]।

নৈলে—নইলে-র বানানভেদ।

নৈশ—বিণ. রাত্রিকালীন (নৈশ ভোজন, নৈশ বিদ্যালয়) ; রাত্রি-সম্বন্ধীয়। [সং. নিশা+অ]।

নৈষধ—(১) বিণ. নিষধদেশীয় ; নিষধসম্পর্কিত। (২) বি. নিষধ দেশের রাজা নল। [সং. নিষধ+অ]। বিণ. নৈষধীয়—নলরাজ-সম্বন্ধীয়।

নৈষাদ—বি. ব্যাধনন্দন। [সং. নিষাদ+অ]।

নৈষ্কর্ম্য—বি. সর্বকর্মত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা; বেকারত্ব; কর্মে বীতস্পৃহা বা নিবৃত্তি, আলস্য; মুক্তি। [সং. নিষ্কর্মন্ + য]।

নৈষ্ঠিক—বিণ. নিষ্ঠাবান্; নিষ্ঠাবিষয়ক; আজীবন গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী; মৃত্যুকালীন (নৈষ্ঠিক বিধি)। [সং. নিষ্ঠা + ইক]।

নৈসর্গিক—বিণ. স্বাভাবিক, জন্মগত (নৈসর্গিক প্রতিভা বা শক্তি), প্রাকৃতিক (নৈসর্গিক সৌন্দর্য)। [সং. নিসর্গ + ইক]।

নোংরা—(১) বিণ. ময়লা (নোংরা কাপড় বা বিছানা), ঘৃণ্য (নোংরা অভ্যাস); অশুচি; অশ্লীল (নোংরা কথা)। (২) বি. আবর্জনা, জঞ্জাল (নোংরা সাফ করা)। বি. **~মি, ~ম, ~মো**—নোংরা ভাব বা আচরণ।

নোকর—বি. চাকর। [হি. নৌকর]। বি. **নোকরি**—চাকরি।

নোকসান—**লোকসান**-এর প্রাদে. রূপ।

নোক্তা—বি. আরবী-ফার্সী অক্ষরে যে বিন্দু সংলগ্ন থাকে। [আ. নুক্‌তা]।

নোঙর, নোঙ্গর—**নঙ্গর**-এর রূপভেদ (নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী)।

নোট—বি. মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত কাগজবিশেষ, পত্রমুদ্রা, currency note; স্মারক লেখন; চিঠি, অর্থপুস্তক, টীকা। [ইং. note]। ক্রি. **নোট করা**—(সংক্ষিপ্তভাবে) লিখিয়া বা টুকিয়া রাখা। ক্রি. **নোট দেওয়া**—(সংক্ষিপ্তভাবে প্রধানতঃ লিখিয়া) মতামত জানান।

নোটিস, নোটিশ—বি. বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, সূচনা। [ইং. notice—তু. হি. সূচনা]।

নোড়—বি. আমলকীর ন্যায় ছোট সাদা টক্ ফলবিশেষ। [সং. লবণী]।

নোড়া—বি. মসলা বাটিবার উপযোগী প্রস্তরখণ্ড (শিলনোড়া)। [সং. লোষ্ট্র]।

নোতুন, নতুন—বিণ. নূতন, অভিনব; আধুনিক, নব্য; তরুণ, টাটকা। [সং. নবতন—তু. হি. নৌতুন]।

নোদন—বি. প্রেরণ, নিবারণ; অপসারণ (তু. বিনোদন, অপনোদন)। [সং √নুদ্ + অন (ভা)]।

নোনতা—(১) বিণ. লবণাক্ত। (২) বি. কচুরী-নিমকিজাতীয় খাবার। [বাং. নুন + তা]।

নোনা১—বি. আতা-জাতীয় ফলবিশেষ। [পো. anona]।

নোনা২—(১) বিণ. লবণাক্ত (নোনা জল)। (২) বি. মাটির যে লবণজাতীয় উপাদান প্রাচীর প্রভৃতির উপর ফুটিয়া ওঠে (নোনা লাগা)। [সং. লবণাক্ত]।

নোবেল পুরস্কার—বি. সুইডেন্ দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্ অ্যাল্‌ফ্রেড্ নোবেল্ (১৮৩৩-৯৬)-এর উইল্ অনুযায়ী প্রবর্তিত বিশ্ববিখ্যাত পুরস্কার। প্রতি বৎসর সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তিতে যাঁহাদের অবদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়, দাতার অর্থভাণ্ডার হইতে লব্ধ বিপুলপরিমাণ অর্থের এই পুরস্কার জাতিধর্মনির্বিশেষে তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এই পুরস্কারবিজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

নোয়া১—বি. **লোহা**-র গ্রাম্য রূপ; হিন্দু সধবা স্ত্রীলোকদের লৌহনির্মিত হস্তাভরণবিশেষ। [সং. লৌহ (ল.>ন)]।

নোয়া২**, নোয়ান (নো)**—ক্রি. নত করা, উপর হইতে নীচে টানিয়া আনা (মাথা নোয়াও, ফুলগাছটা নোয়াতে পারি না)। [বাং. √নু (ণিজন্ত) < সং. √নম্]। **নুয়া** দ্রঃ।

নোলক—বি. নাসিকার অলঙ্কারবিশেষ (নাকের নোলক)। [সং. লোলক]।

নোলা—বি. জিহ্বা; আহারের লোভ। [সং. লোলা]।

নৌ—বি নৌকা, জলযান, পোত (নৌ-চলাচল)। [সং.] বি. **~বল**—জলযুদ্ধের উপযোগী জাহাজ ও সৈন্যদলের সমষ্টি। বি. **~বহর**—(প্রধানতঃ যুদ্ধে ব্যবহৃত) নৌকাসমূহ বা জাহাজসমূহ। বি. **~বাহ**—নৌকাবাহক, দাঁড়ী; জাহাজ-চালনা, navigation [স. প.]। বি. **~বাহিনী, ~সেনা, ~সৈন্য**—যুদ্ধার্থ নিযুক্ত জাহাজে আরোহী সৈন্যদল; জলযুদ্ধের জন্য নিযুক্ত সৈন্য। **~বাহী**—(১) বিণ. নৌকাদি চালনার পক্ষে উপযুক্ত (নদী খাল ইত্যাদি)। (২) বি. বিণ. নৌকা চালনাকারী ('নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে': চর্যা.)। বিণ. **~বাহ্য**—জাহাজাদি চালাইবার উপযুক্ত (নৌবাহ্য নদী, খাল ইত্যাদি), navigable [স. প.]। বি. **~বিদ্যা**—নৌকাদি নির্মাণ বা চালনার বিদ্যা। বি. **~যুদ্ধ**—জলযুদ্ধ।

নৌকতা—'সামাজিক আদান-প্রদান' অর্থে **লৌকিকতা**-র প্রাদে. রূপ।

নৌকা—বি. তরণী তরী; দাবাখেলার বলবিশেষ। [সং. নৌ + ক + আ]। **দু-নৌকায় পা দেওয়া**—দুই বিরুদ্ধ দলের সহিত মিতালি বজায় রাখার চেষ্টা করা। বি. **~পথ**—নদীবক্ষে নৌকা চলাচলের পথ, জলপথ, নদীপথ। বি. **~বিলাস, ~বিহার, ~লীলা**—নৌকায় চড়িয়া বেড়ান, রাধিকাদি গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষ। বিণ. **~রোহী (-হিন্)**—নৌকায় আরোহণকারী, নৌকাযাত্রী। বি. **~যাত্রী (-ত্রিন্)**—নৌকাযোগে গমনকারী।

নৌজোয়ান—**নওজোয়ান**-এর রূপভেদ।

নৌবল, নৌবাহ, নৌবাহিনী, নৌবাহী, নৌবাহ্য, নৌবিদ্যা, নৌযুদ্ধ, নৌসেনা, নৌসৈন্য—**নৌ** দ্রঃ।

ন্যক্কার, ন্যাকার—বি. বমন, বমি; অত্যন্ত ঘৃণা। [সং. ন্যক্ + √কৃ + অ (ভা)]। বিণ. **~জনক**—বমনোদ্রেককর; অত্যন্ত ঘৃণাজনক।

ন্যগ্রোধ—বি. বটগাছ। [সং.]।

ন্যস্ত—বিণ. অর্পিত (কর্মভার বা দায়িত্ব ন্যস্ত); প্রদত্ত; গচ্ছিত (ধনরত্ন ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত); রক্ষিত; স্থাপিত, নিহিত; প্রক্ষিপ্ত; বিন্যস্ত। [সং. নি + √অস্ + ত (র্ম)]।

ন্যাওটা, ন্যাংটা, ন্যাংটো, ন্যাকড়া, ন্যাকরা, ন্যাকা,

ন্যাকার, ন্যাটা—যথাক্রমে **নেওটা নেংটা নেংটো নেকড়া নেকরা নেকা নেকার ও নেটা**-র বানানভেদ।

ন্যাবা—বি. পাণ্ডুরোগ, কামলারোগ, jaundice। [দেশী]।

ন্যায়—(১) বি. যুক্তি, নীতি, সুবিচার, সততা (ন্যায়সম্মত, ন্যায়বিরুদ্ধ, ন্যায়বিচার, ন্যায়নিষ্ঠ); তর্কশাস্ত্র, গোতম-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র; যুক্তির দৃষ্টান্ত (অন্ধহস্তিদর্শন ন্যায়, কাকতালীয় ন্যায়); (বিরল) বিতর্ক। (২) (বাং.) অব্য. তুল্য, সদৃশ, মতো (পিতার ন্যায় পূজনীয়)। [সং. নি+ √ই+অ (ভা)]। বি. **~কর্তা** (-র্তৃ)—বিচারক; ন্যায়-শাস্ত্রপ্রণেতা। অব্য-ক্রি-বিণ. **~তঃ** (-তস্)—ধর্মতঃ, সুবিচার-অনুসারে। বিণ. **~নিষ্ঠ, ~পর, ~পরায়ণ, ~বান্** (-বৎ)—ন্যায় বা বিধি মানিয়া চলে এমন; ধার্মিক। বি. **~নিষ্ঠা, ~পরতা, ~পরায়ণতা, ~বত্তা**—ন্যায় ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা তদনুবর্তিতা। বি **~পথ, ~মার্গ**—সত্য বা ধর্মসঙ্গত পথ। বি. **~বুদ্ধি**—বিচারবুদ্ধি; বিবেক। বি. **~শাস্ত্র**—তর্কশাস্ত্র। বিণ. **~সঙ্গত, ~সম্মত**—যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য। বি. **ন্যায়াধীশ**—বিচারপতি। বি. **ন্যায়ালঙ্কার, ~তীর্থ**—ন্যায়শাস্ত্র-বেত্তার উপাধি। বি. **ন্যায়ালয়**—আদালত [স. প.]। বি. **ন্যায়াধিকরণ**—বিচারালয়; দেওয়ানী আদালত [স. প.]। বিণ. **ন্যায়িক**—বিচারসংক্রান্ত, judicial [স. প.]।

ন্যায্য—বিণ. যুক্তিযুক্ত, উচিত, যোগ্য, ন্যায়সঙ্গত (ন্যায্য প্রস্তাব, ন্যায্য শাস্তি বা পাওনা)। [সং. ন্যায়+য]। **ন্যায্যগণ্ডা**—**পাওনাগণ্ডা** দ্রঃ।

ন্যালনেলে—বিণ. লালার মত, লালাযুক্ত; জিহ্বা হইতে লালা পড়ে এমন। [ধ্বন্যাত্মক]।

ন্যাস—বি. গচ্ছিত রাখা; গচ্ছিত বস্তু; গচ্ছিত সম্পত্তি বা তাহা রক্ষার ভার, trust [স. প.]; অর্পণ, রক্ষণা-বেক্ষণ; শ্বাসসংযম, প্রাণায়ামাদি; ত্যাগ (কাম্যকর্ম-ন্যাস)। [সং. নি+ √অস্+অ]। বিণ. বি. **~রক্ষক**—গচ্ছিত বস্তুর রক্ষাকারী বা তাহার ভাণ্ডারী। বি. **~পাল**—ন্যাসরক্ষক, trustee [স. প.]।

ন্যুব্জ—বিণ. কুব্জ, কুঁজো, বক্র, উপুড়। [সং. নি+ √উব্জ্+অ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **ন্যুব্জা**। বি. **~তা**।

ন্যূন—বিণ. অপেক্ষাকৃত কম বা অল্প (কোনো অংশে ন্যূন নহে)। [সং. নি+ √উন্+অ (র্তৃ)]। বি. **~তা**। ক্রি-বিণ. **~কল্পে, ~পক্ষে**—নিদেনপক্ষে, কম করিয়া ধরিলেও। বিণ. **ন্যূনাধিক**—কম-বেশী (ন্যূনাধিক অতিরঞ্জিত)। বি. **ন্যূনাধিক্য**—কমবেশীর ভাব; তারতম্য।

প—বাঙ্গালা বর্ণমালার একবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ।

-প—বিণ. পালনকারী (গোপ, নৃপ); পানকারী (মধুপ, পাদপ)। [সং. পা+অ (র্তৃ)]।

পইছা—**পঁইছা**-র রূপভেদ।

পইঠা—বি. সোপান, সিঁড়ি; ধাপ। [সং. প্রতিষ্ঠা]।

পইতা, পৈতা—বি. ব্রাহ্মণাদির কণ্ঠে ধারণীয় যজ্ঞসূত্র, উপবীত। [সং. পবিত্র (=উপবীত)]।

পইপই—অব্য. বারংবার, পুনঃপুনঃ। [সং. পদে পদে]।

পউষ—**পৌষ**-এর বানানভেদ।

পঁইছা—বি. স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধের অলঙ্কারবিশেষ। [হি. পোহুংচী]।

পঁইত্রিশ—**পঁয়ত্রিশ**-এর কথ্য রূপ।

পঁচাত্তর—বি বিণ. ৭৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চ-সপ্ততি]।

পঁচানব্বই, (কথ্য) **পঁচানব্বুই**—বি.বিণ. ৯৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চনবতি]।

পঁচাশি, (বর্জি.) **পঁচাশী**—বি.বিণ. ৮৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চাশীতি]।

পঁচিশ—বি.বিণ. ২৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চ-বিংশতি]। **পঁচিশে**—(১) বি. মাসের পঁচিশ তারিখ। (২) বিণ. (মাস-সম্বন্ধে) পঁচিশ তারিখের।

পঁয়তাল্লিশ—বি বিণ. ৪৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চ-চত্বারিংশৎ]।

পঁয়ত্রিশ—বি.বিণ. ৩৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চ-ত্রিংশৎ]।

পঁয়ষট্টি—বি.বিণ. ৬৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চষষ্টি]।

পঁহুছা, পঁহুছান (মো)—যথাক্রমে **পৌঁছা** ও **পৌঁছান**-র অপ্র. রূপ।

পকেট—বি. জেব, জামার সংলগ্ন ক্ষুদ্র থলিবিশেষ। [ইং. pocket]। ক্রি. **পকেট কাটা, পকেট মারা**—পরের পকেট হইতে চুরি করা। ক্রি. **পকেটস্থ করা**—আত্ম-সাৎ করা। বি. **~ঘড়ি**—**ঘড়ি** দ্রঃ। বি. **~মার, ~কাটা**—যে অপরের পকেট হইতে চুরি করে।

পক্ক—বিণ. পাকা, কাঁচা-র বিপরীত (পক্ক ফল): সাদা, পলিত (পক্ক কেশ); পরিণত, অভিজ্ঞ (পক্ক বুদ্ধি), গাঢ় (পক্ক মধু); পাক করা বা রান্না করা হইয়াছে এমন (ঘৃতপক্ক)। [সং. √পচ্+ত (র্তৃ)]। বি. **~তা**। **~কেশ**—(১) বিণ. পলিতকেশযুক্ত; প্রবীণ। (২) বি. পাকা চুল। বি. **পক্কাশয়**—পাকস্থলী।

পক্ষ—বি. চন্দ্রের বৃদ্ধিকাল বা হ্রাসকাল (শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষ), প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথি, মাসার্ধ (পক্ষাধিক কাল তিনি বিদেশে আছেন); পাখির ডানা বা পালক; বাণের গোড়ায় পাখনার ন্যায় অংশ; দল, একজোটে মিলিত জনসঙ্ঘ, team, party (মিত্র-পক্ষ, সরকারপক্ষ, দুই পক্ষের বিরোধ); তরফ, দিক্ (আমার পক্ষে বক্তব্য); পার্শ্ব (পক্ষদেশ, পক্ষাঘাত); সন্নিহিত কক্ষ বা বারান্দা; তর্কে প্রশ্ন বা উত্তর (পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ); বিশেষ অবস্থা (পারতপক্ষে, প্রকৃত পক্ষে): (একাধিকবার বিবাহিত ব্যক্তির) স্ত্রী (প্রথম পক্ষের সন্তান)। [সং. √পক্ষ্+অ (র্তৃ)]। বি. **~গ্রহণ**—দলবিশেষকে সমর্থন। বি. **~চ্ছেদ**—ডানা ছিন্নকরণ। বি. **~জ, ~ধর**—চন্দ্র। বি. **~পাত**—বিরোধী দল-

সমূহের মধ্যে যে-কোন একটির প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ, একচোখোমি; অনুরাগ (ইংরাজী শিক্ষার প্রতি পক্ষপাত)। বিণ. ~পাতী (-তিন্)—পক্ষপাতবিশিষ্ট, একচোখো, অসমদর্শী; অনুরক্ত (পক্ষপাতী সাক্ষী বা বিচারক)। বি. ~পাতিতা, ~পাতিত্ব—পক্ষপাত। বি. ~পুট—ডানার অভ্যন্তর। বিণ. ~ল—পক্ষযুক্ত, ডানাযুক্ত; (উদ্ভি.) পাখির পালকের ন্যায় যাহার ডাঁটার দুই দিকে পাতা সাজান থাকে, pinnate [বি. প.]। বি. ~বল—(পাখির) পাখার জোর; দলস্থ লোকগণের জোর; সহায়কবর্গ বা সাহায্যকারী সৈন্যদল বা রাজশক্তি। বিণ. ~ভুক্ত—বিশেষ এক পক্ষের বা দলের অন্তর্ভুক্ত। বি. ~সঞ্চালন—ডানা ঝাপটান। বি. ~সমর্থন—দলবিশেষে যোগদান বা তাহার পৃষ্ঠপোষকতা। বি. পক্ষাঘাত—বাতব্যাধিবিশেষ যাহাতে দেহের এক পক্ষ বা পার্শ্ব অবশ হইয়া যায়, paralysis। বি. পক্ষান্ত—পক্ষের শেষ, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। বি. পক্ষান্তর—অপর দল দিক্ বা অবস্থা। ক্রি-বিণ. পক্ষান্তরে—অপরদিকে, পরন্তু; অন্যদিক্ দিয়া বিচার করিলে। বি. পক্ষাপক্ষ—স্বপক্ষ ও বিপক্ষ; শত্রুমিত্র। পক্ষে—তরফে; সম্বন্ধে (এমন কথা আমার পক্ষে খাটে না)।

পক্ষিরাজ—পক্ষী দ্রঃ।

পক্ষী (-ক্ষিন্)—বি. পাখি, বিহগ, বিহঙ্গম। [সং. পক্ষ + ইন্]। বি.(স্ত্রী.) পক্ষিণী। বি. পক্ষীরাজ—পক্ষীদের রাজা; গরুড়; (রূপকথার) ডানাওয়ালা কাল্পনিক ঘোড়া। বি. পক্ষীন্দ্র—পক্ষীদের রাজা।

পক্ষীয়—বিণ. দল-সম্বন্ধীয়; দলভুক্ত। [সং. পক্ষ + ঈয়]।

পক্ষোদ্‌গম, পক্ষোদ্ভেদ—বি. পাখির ডানা গজানো। [সং. পক্ষ + উদ্‌গম, উদ্ভেদ]।

পক্ষ্ম (-ক্ষ্মন্)—বি. চক্ষুর লোম; পাখির পালক। [সং. √পক্ষ্ + মন্ (র্তৃ)]। বিণ. ~ল—সুন্দর পক্ষ্মযুক্ত; লোমশ।

পগার—বি. জমির সীমানির্দেশক খাত বা নালা, খানা বা ডোবা)। [সং. প্রাকার]। পগার পার হওয়া—পলাইয়া সীমার বা নাগালের বাহিরে যাওয়া।

পঙ্ক—বি. কাদা, পাঁক; (দেহে চন্দনাদির) প্রলেপ; পঙ্খ, ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে চুনের প্রলেপদ্বারা কারুকার্য। [সং. √পঞ্চ্ + অ (র্তৃ)]। ~জ—(১) বিণ. কর্দমজাত। (২) বি. পদ্ম। বিণ.(স্ত্রী.) ~জা। বি.(স্ত্রী.) ~জিনী—যেখানে পদ্ম জন্মে এমন পুকুর; পদ্মের ঝাড়, পদ্মসমূহ। বি. ~রুহ—পদ্ম। বিণ. পঙ্কিল—কর্দমাক্ত, কাদাভরা। বি. পঙ্কিলতা। বি. পঙ্কোদ্ধার—পাঁক তুলিয়া ফেলিয়া পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কার করণ।

পঙ্‌ক্তি—বি. সারি, পাঁতি, শ্রেণী; লেখার লাইন। [সং. √পঞ্চ্ + তি (র্ম)]। বিণ. বি. ~দূষক—যাহার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে দোষ হয়, অপাঙ্‌ক্তেয় ব্যক্তি। বি. ~ভোজন—একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া আহার।

পঙ্খ, পঙ্ক—বি. ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে চুনের প্রলেপদ্বারা কারুকার্য। [সং. পঙ্ক]।

পঙ্খী—(১) বি. পক্ষী-র গ্রাম্য রূপ (পঙ্খীর দল)। (২) বিণ. পক্ষীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট (ময়ূরপঙ্খী)।

পঙ্গপাল—বি. ফড়িংয়ের ন্যায় একপ্রকার পতঙ্গের প্রকাণ্ড দল যাহা শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া শস্য নিঃশেষ করে; (লক্ষ্যার্থে) অসংখ্য লোক। [সং. পতঙ্গপালি]।

পঙ্গু—বিণ. খোঁড়া, বিকলপদ, চলচ্ছক্তিহীন। [সং.]।

পচ—বি. বিকৃতি, গলন, পচন (পচ ধরা)। [পচা দ্রঃ]।

পচন₁—বি পাককরণ, রন্ধন; পরিপাক। [সং. √পচ্ + অন (ভা)]।

পচন₂—বি. বিকৃতি, গলন পচিয়া যাওয়া (পচননিবারক ঔষধ)। [পচা দ্রঃ]। বিণ. ~শীল—পচিয়া যাইতেছে বা সহজেই পচিয়া যায় এমন (পচনশীল পণ্যবস্তু)।

পচপচ—প্যাচপ্যাচ-এর রূপভেদ।

পচা—(১) ক্রি. বিকৃত হওয়া, খারাপ বা নষ্ট হওয়া, গলিয়া যাওয়া। (২) বি. পচন। (৩) বিণ. পচিয়া গিয়াছে এমন, বিকৃত (পচা ফল); গুমট, ভাপসা (পচা গরম); যখন সবকিছু পচিয়া উঠে এমন (পচা ভাদ্র); দূষিত (পচা ঘা)। [সং. √পচ্ + বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. বিকৃত নষ্ট, গলিত বা দূষিত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. পচানি—পচা জিনিসের রস; পচন।

পচাই—বি. 'ধান্যেশ্বরী' বা ধেনো মদ, যাহা চাউল পচাইয়া তৈয়ারি হয়।

পচ্‌পচ্‌—পচপচ-এর বানানভেদ।

পচ্য—বিণ. রাঁধিবার যোগ্য। [সং. √পচ্ + য (র্ম)]।

পছন্দ—(১) বিণ. মনঃপূত, মনের মতন (এই কাজ বা প্রস্তাব আমার পছন্দ নয়); মনোনীত। (২) বি. মনোনয়ন, নির্বাচন (পছন্দ করা); রুচি (পছন্দ মত জিনিস)। [ফা. পসন্দ্]। বিণ. ~মাফিক, ~সই—মনের মত।

পজ্ঝটিকা—বি. ষোড়শমাত্রাযুক্ত ছন্দোবিশেষ (যেমন, কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' : চর্যা)। [সং.]।

পঞ্চ (-ঞ্চন্)—বি. বিণ. ৫ সংখ্যা বা অঙ্ক, পাঁচ। [সং.]। বি. ~ক—পাঁচের সমষ্টি, পাঁচটি (গীত-পঞ্চক)। বি. ~কন্যা—অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী ও মন্দোদরী: এই পাঁচজন। বি. ~কর্ম—বমন বিরেচন প্রভৃতি পাঁচ প্রকার চিকিৎসাব্যবস্থা (আয়ুর্বেদমতে)। বিণ. ~ক্রোশী—পঞ্চক্রোশব্যাপী (কাশী বা বারাণসী)। বি. গব্য—গব্য দ্রঃ। বি. ~গুণ—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ: এই পাঁচ রকম গুণ। বি. ~গৌড়—সরস্বতী নদীর তীরস্থ ভূ-ভাগ এবং কনৌজ উৎকল মিথিলা ও গৌড়: এই পাঁচটি প্রদেশ। বি. বিণ. ~চত্বারিংশৎ—৪৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~চত্বারিংশত্তম—৪৫ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~চত্বারিংশত্তমী। বি. ~চামর—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ (বাং. উদাহরণ: 'মহৎ ভয়ের মূর্ত্ত সাগর, বরুণ তোমার তমঃ শ্যামল': সত্যেন্দ্র)। বি. ~তন্ত্র—বিষ্ণুশর্মাকৃত পঞ্চভাগে বিভক্ত সংস্কৃত নীতিগ্রন্থবিশেষ। বিণ. ~তপাঃ (-পস্), ~তপা—চারিপাশে চারিটি অগ্নিকুণ্ড

এবং ঊর্ধ্ব দিকে সূর্য : এই পঞ্চ অগ্নির মধ্যে তপস্যাকারী; কঠিন তপস্যাকারী। বি. ~তিক্ত—নিম গুলঞ্চ বাসক পলতা ও কণ্টকারী। বি. ~তীর্থ—জ্ঞানবাপী নন্দিকেশ্বর তারকেশ্বর মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি : কাশীর এই পাঁচটি পুণ্যস্থান; সংস্কৃতে স্নাতকদের উপাধিবিশেষ। বি. ~ত্ব—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম : এই পঞ্চভূতে মিলিত হওয়া অর্থাৎ মৃত্যু। বিণ. ~ত্বপ্রাপ্ত—মৃত। বি. ~ত্বপ্রাপ্তি—মৃত্যু। বি. বিণ. ~ত্রিংশৎ—৩৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~ত্রিংশত্তম—৩৫ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ত্রিংশত্তমী। বি. বিণ. ~দশ (-শন্)—১৫ সংখ্যা বা সংখ্যক, পনেরো। বিণ. ~দশ—১৫ সংখ্যার পূরক। ~দশী—(১) বিণ.(স্ত্রী.) পঞ্চদশস্থানীয়া; পনেরো বৎসর বয়স্কা। (২) বি. পূর্ণিমা বা অমাবস্যা; বেদান্তদর্শনের গ্রন্থবিশেষ। ক্রি-বিণ. ~ধা—পাঁচ রকমে বা খণ্ডে বা দিকে; পাঁচবার। বিণ. ~নখ—পায়ে পাঁচটি নখ আছে এরূপ জন্তু (শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার ও কূর্ম)। বি. ~নদ—শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা : এই পাঁচটি নদীর দ্বারা বিধৌত দেশ, পঞ্জাবপ্রদেশ। বি. বিণ. ~নবতি—৯৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~নবতিতম—৯৫ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী) ~নবতিতমী। বি. ~নিম্ব—নিমগাছের শিকড় ছাল পাতা ফুল ও ফল। বি. বিণ. ~পঞ্চাশৎ, ~পঞ্চাশ—৫৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ ~পঞ্চাশত্তম—৫৫ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~পঞ্চাশত্তমী। বি. ~পল্লব—আম্র অশ্বত্থ বট প্লক্ষ (পাকুড় গাছ) ও যজ্ঞডুমুর : এই পঞ্চ বৃক্ষের পল্লব। বি. ~পাণ্ডব—যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব : এই পাঁচ ভাই। বি. ~পাত্র—দেবপক্ষদ্বয় ও পিতৃপক্ষত্রয় : এই পঞ্চপাত্রের জন্য কর্তব্য শ্রাদ্ধ; পাঁচটি পাত্র; (বাং.) হিন্দুদের পূজায় ব্যবহৃত তাম্রাদি ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ। বি. ~পিতা (-তৃ)—জন্মদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা অর্থাৎ শ্বশুর বিদ্যাদাতা বা দীক্ষাদাতা ও ও অন্নদাতা। বি. ~প্রদীপ—আরতি করিবার জন্য পঞ্চমুখ প্রদীপবিশেষ। বি. ~বটী—অশ্বত্থ বট বিল্ব আমলকী ও অশোক : এই বৃক্ষপঞ্চক বা উহাদ্বারা রচিত বন; রামায়ণোক্ত দণ্ডকারণ্যস্থ বনবিশেষ। বি. ~বাণ—সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন স্তম্ভন (অথবা, অরবিন্দ অশোক আম্র নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল) : এই পাঁচ বাণ অথবা ইহাদের ব্যবহারকর্তা মদনদেব। বি. ~বায়ু—প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান : শরীরস্থ এই পঞ্চবায়ু। বিণ. ~বার্ষিক—যাহার পাঁচ বছর অতীত হইয়াছে; যাহা পাঁচ বছর পরে হইয়া থাকে। পাঞ্চবর্ষিক দ্রঃ। বি. বিণ. ~বিংশতি—২৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~বিংশতিতম—২৫ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~বিংশতিতমী। বি. ~ভুজ—(জ্যামি.) পাঁচটি সরলরেখাদ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র, pentagon [বি. প.]। বি. ~ভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম। ~ম—(১) বিণ. পাঁচের পূরক। (২) বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর বা 'পা'; কোকিলের ধ্বনি; দক্ষিণ ভারতের অস্পৃশ্য জাতি। বি. ~ম-স্বর, ~ম-রাগ—(সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর; কোকিলের ধ্বনি। বি. ~ম-কার—মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন : তান্ত্রিক সাধনার এই পাঁচটি অঙ্গ। বি. ~মহাপাতক—ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মস্ব-হরণ গুরুপত্নীতে উপগমন সুরাপান এবং এই সকল পাপে লিপ্ত ব্যক্তিগণের সংসর্গে বাস। বি. ~মহাযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ (=বেদাধ্যয়ন), পিতৃযজ্ঞ (=তর্পণ), দেবযজ্ঞ, (হোম বা দেবপূজা), ভূতযজ্ঞ (অর্থাৎ মনুষ্যেতর জীবের তৃপ্তি বিধান) ও নৃযজ্ঞ (অর্থাৎ অতিথিপূজা)। ~মী—(১) বিণ.(স্ত্রী.) পঞ্চমস্থানীয়া। (২) বি. তিথিবিশেষ। ~মুখ—(১) বি. (পাঁচটি মুখবিশিষ্ট বলিয়া) শিব। (২) (বাং.) বিণ. অতিশয় বাচাল, বহুভাষী (প্রশংসায় পঞ্চমুখ, 'কুকথায় পঞ্চমুখ' : ভা. চ)। বিণ.(স্ত্রী.) ~মুখী—পাঁচ মুখওয়ালা। বি. ~রঙ্গ, ~রং—দাবাখেলায় মাত করিবার প্রণালীবিশেষ। বি. ~রত্ন—নীলকান্ত হীরক পদ্মরাগ মুক্তা ও প্রবাল। বি. ~শর—পঞ্চবাণ-এর অনুরূপ। বি. ~শস্য—ধান্য মাষ যব তিল (বা শ্বেতসর্ষপ) ও মুগ। বি. বিণ. ~ষষ্টি—৬৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ. ~ষষ্টিতম—৬৫ সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ষষ্টিতমী।

পঞ্চাইত, পঞ্চাইতী—যথাক্রমে পঞ্চায়ত ও পঞ্চায়তী-র রূপভেদ।

পঞ্চাঙ্ক—বিণ. পাঁচটি অধ্যায়বিশিষ্ট (নাটক)। [সং. পঞ্চ + অঙ্ক]।

পঞ্চানন—বি. (পঞ্চমুখবিশিষ্ট বলিয়া) শিব। [সং. পঞ্চ + আনন]।

পঞ্চামৃত—বি. দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু ও চিনি : এই পাঁচটি অমৃততুল্য বস্তু, যাহা গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে সেবনীয়।

পঞ্চায়ত, পঞ্চায়ৎ, পঞ্চায়েত—বি. গ্রাম বা পল্লীর (মূলতঃ পঞ্চজন) প্রধানদের দ্বারা গঠিত বেসরকারী বিচারসভা বা উন্নয়নসাধক প্রতিনিধিসভা। [হি. পংচায়ত]। **পঞ্চায়তি, পঞ্চায়েতি, পঞ্চায়তী, পঞ্চায়েতী**—(১) বি. পঞ্চায়েতের কার্য বা বিচার; পঞ্চায়েতের বিচারকের অথবা প্রতিনিধির পদ বা কাজ। (২) বিণ. পঞ্চায়েত-সম্বন্ধীয়।

পঞ্চায়ুধ—বি. তরবারি শক্তি ধনুঃ পরশু ও বর্ম : এই পাঁচটি আয়ুধ বা অস্ত্র। [সং. পঞ্চ + আয়ুধ]।

পঞ্চাল—বি. গঙ্গা ও যমুনার সন্নিহিত, উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাচীন প্রদেশ।

পঞ্চালিকা—বি. মৃত্তিকা, ধাতু বা কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকা। [সং. পঞ্চ(বর্ণ) + √অল্ (অলঙ্করণ) + অ + ক + আ]।

পঞ্চাশ—বি.বিণ. ৫০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চাশৎ]। বি. ক্রি-বিণ. ~বার—বহুবার (পঞ্চাশবার সাবধান করা)।

পঞ্চাশৎ—বি. বিণ. ৫০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং.]। বিণ. **পঞ্চাশত্তম**—৫০ সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) **পঞ্চাশত্তমী**।

পঞ্চাশিকা—বি.(স্ত্রী.) পঞ্চাশটি কবিতা প্রভৃতির সমষ্টি ('চৌরপঞ্চাশিকা') [সং. পঞ্চাশৎ + অক + আ]।

পঞ্চাশীতি—বি.বিণ. ৮৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চ

+অশীতি]। বিণ. ~তম—৮৫ সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) ~তমী।

পঞ্চেন্দ্রিয়—বি. চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ : এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ : এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়। [সং. পঞ্চ+ইন্দ্রিয়]।

পঞ্জর—বি. পাঁজরা, বুকের খাঁচা বা কঙ্কাল; পিঞ্জর, খাঁচা। [সং.]। বি. **পঞ্জরাস্থি**—পাঁজরার হাড়।

পঞ্জা, পাঞ্জা—বি. পাঁচ-ফোটা-চিহ্নিত তাস ; অঙ্গুলি-সমেত করতল; বাদশাহ্‌দের করতলের ছাপযুক্ত ফরমান। [ফা. পঞ্জহ্]।

পঞ্জাব—বি. উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রদেশ বা রাজ্য-বিশেষ। **পঞ্জাবী**—(১) বি. পঞ্জাবের অধিবাসী বা ভাষা। (২) বিণ পঞ্জাবদেশ সম্বন্ধীয় বা সেখানে জাত। [সং. পঞ্চ+আপ্+ঈ—গুরুমুখী ভাষার প্রভাবে উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটিয়াছে]।

পঞ্জি, পঞ্জী, পঞ্জিকা—বি. তিথি নক্ষত্র তারিখ শুভাশুভ কাল প্রভৃতি জ্ঞাপক পুস্তকবিশেষ, পাঁজি ; বিবরণী (গ্রন্থপঞ্জী)। [সং.]।

পঞ্জুড়ি, পঞ্জুড়ী—বি. পাশাখেলায় পাঁচের দান অর্থাৎ দুই জুড়ি ও পোয়া : ইহা অত্যন্ত ছোট দান ('খেলতে পাশা......প্রথমে পঞ্জুড়ি প'লো' : রা. প্র.)। [পঞ্চ+জুড়ি—তু. মরা. পংজড়ী]।

পট$_{১}$(ট্)—অব্য. স্ফুটন বা মৃদু বিদারণ অথবা বিস্ফোরণের শব্দ ; হঠাৎ (পট্ ক'রে চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেন ?), খুব তাড়াতাড়ি। [দেশী]। অব্য. ~পট—ক্রমাগত পট-শব্দ ; অতি দ্রুত। ক্রি-বিণ. **পটাপট**—পটপট করিয়া; ক্রমাগত অতি দ্রুততার সহিত।

পট$_{২}$—বি. কাপড় (পটমণ্ডপ) ; ছবি, চিত্রপট (স্মৃতির পটে) ছবি আঁকার উপযুক্ত স্থূল বস্ত্রখণ্ড ('তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা' : রবীন্দ্র) ; দৃশ্যপট, থিয়েটারের সীন (পট-পরিবর্তন)। [সং. √পট্+অ]। বি. **~বাস, পটাবাস**—তাঁবু বস্ত্রগৃহ। বি. **~ভূমি, ~ভূমিকা**—পশ্চাদ্‌ভূমি ; যে দৃশ্যপটের সম্মুখে অভিনয় করা হয়, মূল ছবির পিছনের বা দূরের দৃশ্য ; (গৌণ অর্থে) পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ। বি. **~মণ্ডপ**—সামিয়ানাদি-দ্বারা নির্মিত মণ্ডপ : তাঁবু।

পটকা$_{১}$—(১) বিণ. অতিশয় দুর্বল (রোগাপটকা)। (২) বি. সশব্দে ফাটিয়া পড়ে এমন আতশবাজিবিশেষ ; মাছের পেটের বায়ুপূর্ণ থলি, পটপটি। [ধ্বন্যাত্মক]।

পটকা$_{২}$—ক্রি. পটকান। [হি. পটকানা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ভূপাতিত করা ; আছাড় দেওয়া; পরাজিত করা, ঘায়েল করা ; রোগাক্রান্ত হওয়া। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

পটপট—পট$_{১}$ দ্রঃ।

পটপটি$_{১}$—পর্পটি-র কথ্য রূপ।

পটপটি$_{২}$—বি. অত্যধিক শুচিবাইয়ের ভাব ; বাড়াবাড়ি, আস্ফালন (মুখেই যত পটপটি) ; পটপট শব্দকারক বাজিবিশেষ ; খেলনা বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; মৎস্যের ফুসফুস বা বায়ুকোষ ; ক্ষুদ্র লতাবিশেষ বা তাহার ফল। [দেশী]।

পটবাস, পটভূমি, পটভূমিকা, পটমণ্ডপ—পট$_{২}$ দ্রঃ।

পটল$_{১}$—বি. সমূহ, রাশি (নবজলধরপটল) ; পরিচ্ছেদ, অধ্যায় ; ছাদ (উটজপটল) ; চক্ষুরোগবিশেষ, ছানি। [সং. √পট্+অল]। ক্রি. **পটল তোলা**—(কৌতু.) মারা যাওয়া।

পটল$_{২}$, পটল-চেরা—যথাক্রমে **পটোল** ও **পটোল-চেরা**-র অশু. রূপ।

পটহ—বি. জয়ঢাক, রণবাদ্যবিশেষ (পটহ-নিনাদ); কানের ঝিল্লী, পরদা (কর্ণপটহ)। [সং. পট+√হ্ন+অ]।

পটা—(১) ক্রি. বনিবনাও হওয়া, খাপ খাওয়া (তার সঙ্গে পটে না) ; ঘনিষ্ঠ হওয়া (মেয়েটা তার সঙ্গে পটেছে)। রাজী হওয়া (অনেক বোঝানব পর পটেছে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [হি. পটকানা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বনানো, খাপ খাওয়ানো ; রাজী করা ; ভুলাইয়া বশীভূত করা; ভুলানো (মনিবকে পটিয়েছে)। (২) বি. বিণ উক্ত সকল অর্থে।

পটাবাস—পট$_{২}$ দ্রঃ।

পটাশ—বি. রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। [ইং. potash]।

পটাস, পটাস্—অব্য. উচ্চ পট্ শব্দ।

পটি$_{১}$—বি. কাপড়ের ছোট খণ্ড, (দূষিত বা ক্ষত স্থানে জড়াইবার কাপড়ের লম্বা ফালি (জল-পটি), bandage [বি. প.]। [সং. পট্টিকা]।

পটি$_{২}$, পট্টি—বি. বাজারের পাড়া বা বিভাগ (সুতাপটি, লোহাপট্টি)। [সং. পট্ট, পাটক]।

পটীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. অত্যন্ত পটু ; দুইয়ের মধ্যে অধিকতর পটু। [সং. পটু+ঈয়স্]। বিণ.(স্ত্রী.) **পটীয়সী** (নৃত্য-গীতপটীয়সী মহিলা)।

পটু—বিণ. দক্ষ, নিপুণ ; সমর্থ, সক্ষম ; চতুর। [সং. √পট্+উ (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~ত্ব, পাটব**।

পটুয়া, (কথ্য) পটো—বি. পটে অঙ্কনকারী, চিত্রকর ; চিত্রকর জাতিবিশেষ ; পাটের সুতা দ্বারা শিকা ঘুন্‌সি প্রভৃতি প্রস্তুতকারক। [বাং. পট+উয়া>ও]।

পটোল—বি. সবজি ফলবিশেষ। [সং.]। বিণ. **~চেরা**—(চক্ষু-সম্বন্ধে) লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত পটোলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, দীর্ঘ ও আয়ত। বি. **~পাতা, ~লতা**—পলতা।

পট্ট—বি পাটা, তক্তা, ফলক (তাম্রপট্ট) ; পিঁড়ি, আসন, সিংহাসন (রাজপট্ট) ; রাজকীয় সনদ, পাট্টা ; পাট, রেশমাদি (পট্টবস্ত্র) ; গ্রাম, নগর ; পাগড়ি ; উত্তরীয়। [সং.]। বি. **~নায়ক**—প্রধান নায়ক ; মোড়লের উপাধিবিশেষ। বি. **~মহিষী, ~দেবী**—পাটরানী, প্রধান-মহিষী, সিংহাসনে বসিবার অধিকারিণী।

পট্টন—বি. নগর, পত্তন। [সং.]।

পট্টাবাস—বি. তাঁবু, বস্ত্রগৃহ। [সং. পট্ট+আবাস]।

পট্টি$_{১}$—বি. ধাপ্পা, ফাঁকি। [হি. পট্টী]। বি. **~বাজ**—যে ধাপ্পা দেয়। ক্রি. **পট্টি মারা**—ধাপ্পা দেওয়া।

পট্টি$_{২}$—বি. গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ে জড়াইবার মোটা কাপড়ের ফালি। [হি.]।

পট্টিশ, পট্টিস—বি. প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। [সং. √পট্ + টিশ, টিস (র্তৃ)]।

পট্টু—বি. মোটা পশমী কাপড়বিশেষ। [তু. সং. পট্ট]।

পঠদ্দশা—বি. ছাত্রজীবন, ছাত্রাবস্থা (পঠদ্দশায় বিবাহ)। [সং. পঠৎ (=পাঠে রত) + দশা]।

পঠন—বি. পড়ার কাজ, অধ্যয়ন, পাঠ, আবৃত্তি। [সং. √পঠ্ + অন(ভা)] । বি. **পঠন-পাঠন**—পড়া ও পড়ানো; অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা; [পাঠন দ্রঃ]। বিণ. **পঠনীয়**—পড়িতে হইবে বা পড়া উচিত এমন, পাঠ্য, পাঠযোগ্য। বিণ. **পঠিত**—অধীত, পাঠ করা হইয়াছে এমন। বিণ. **পঠিতব্য**—পঠনীয়; পাঠ করিতে হইবে এমন। বিণ. **পঠ্যমান**—পঠিত হইতেছে এমন, যাহা পড়া হইতেছে।

পড়তা—বি. (পাশাদি খেলায়) ক্রমাগত জয়ের দান; ভাগ্য (পড়তা মন্দ); সুসময়, সৌভাগ্য (পড়তা পড়েছে), গড়ে হিসাব করিলে যে সংখ্যা মিলে (গড়পড়তা); পণ্য উৎপাদনের বা সংগ্রহের মোট খরচা (পড়তা পোষানো)। [বাং. পড়া১ + তা]।

পড়তি—(১) বি. পতনের অবস্থা, অবনতি (পড়তির মুখ); মূল্যহ্রাস, মন্দা (উঠতি-পড়তি); যাহা পড়িয়া যায় (ঝড়তি-পড়তি)। (২) বিণ. পতনোন্মুখ, অবনতি-প্রাপ্ত হইতেছে এমন (পড়তি দশা), শেষ হইতে বা বা লোপ পাইতে চলিয়াছে এমন (পড়তি বেলা, পড়তি কারবার)। [বাং. পড়া১ + তি]। **পড়তি বাজার**—পণ্যদ্রব্যাদির চাহিদা কমিয়া যাওয়ার ফলে মূল্যহ্রাস হইতেছে এমন অবস্থা।

পড়ন্ত—বিণ. পতনোন্মুখ; শেষ হইয়া আসিতেছে এমন (পড়ন্ত বেলা)। [বাং. পড়া১ + অন্ত]।

পড়পড়১—অব্য. বস্ত্রাদি ছেঁড়ার শব্দ। [দেশী]।

পড়পড়২, পড়োপড়ো—বিণ. পতনোন্মুখ (বাড়িটা পড়পড় হয়েছে। [বাং. পড়া১ (প্রকার-অর্থে দ্বিত্ব)]।

পড়শী—বি. প্রতিবেশী, প্রতিবাসী। [সং. প্রতিবেশী—তু. হি. পড়োশী]।

পড়া১—(১) ক্রি. উপর হইতে নিচে পতিত হওয়া (সিঁড়ি দিয়া পড়া, আকাশ হইতে পড়া); সাধ্যসাধনা করা (পায়ে পড়া); দেহের অবস্থা পরিবর্তন করা (বসিয়া পড়া, শুইয়া পড়া, ঘুমাইয়া পড়া); (প্রধানতঃ মন্দার্থে) অবস্থা-প্রাপ্ত হওয়া (কষ্টে, মুশকিলে, দায়ে বা বিপদে পড়া); অকর্ষিত বা অনাবাদী থাকা (জমি পড়িয়া থাকা); খালি বা বাসিন্দাশূন্য হইয়া থাকা (বাড়ি পড়িয়া থাকা); অসমাপ্ত থাকা (দরকারী কাজ পড়িয়া থাকা); থাকা বা রহা (পিছনে পড়া; অনাদায় থাকা (অনেক টাকা পড়িয়া আছে); আরম্ভ হওয়া (গরম পড়েছে); আক্রমণ করা (ডাকাত পড়া, পোকা পড়া); আক্রান্ত হওয়া (রোগে পড়া); আটক বা আবদ্ধ হওয়া (জালে মাছ পড়া); আসা বা উপস্থিত হওয়া (সে সেখানে গিয়ে পড়ল); লিপ্ত বা উদ্গত হওয়া (মেচেতা পড়া, মরচে পড়া); উদয় হওয়া (মনে পড়া, চোখে পড়া); প্রয়োজন বা ব্যয়িত হওয়া (মেরামত করতে অনেক খরচ পড়বে); করা বা নিঃসৃত হওয়া (রক্ত পড়া, লালা পড়া, বরফ পড়া); প্রকাশ পাওয়া, দেখা দেওয়া (ছানি পড়া, টাক পড়া); উৎপাটিত হওয়া (দাঁত পড়া, চুল পড়া); অবসান-প্রাপ্ত হওয়া (বেলা পড়া); প্রযুক্ত হওয়া (হাত পড়া); শান্ত হওয়া (রাগ পড়া); কমিয়া যাওয়া (তেজ পড়া, ধার পড়িয়া যাওয়া); নিবদ্ধ বা স্থাপিত হওয়া (চোখ পড়া); অভ্যন্তরে যাওয়া (পেটে পড়া); বিবাহিত হওয়া (মেয়েটি বড় ঘরে পড়েছে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে; পতন। (৩) বিণ. পতিত (নুয়ে-পড়া ডাল, গায়ে-পড়া স্বভাব); পরিত্যক্ত (পড়া মাল)। [সং. √পত্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পাতিত করা; ধরান, লাগান, উৎপন্ন করা (পোকা পড়ান, ছাতা পড়ান, কালশিরা পড়ান); তৈয়ারি করা (কাজল পড়ান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। **পড়িয়া পড়িয়া** বা **পড়ে পড়ে কিল** বা **মার খাওয়া**—স্বেচ্ছায় নীরবে বা বিনা প্রতিবাদে অবিরাম অপমান অথবা অত্যাচার সহ্য করা।

পড়া২—(১) ক্রি. পাঠ করা, অধ্যয়ন করা (বই পড়া, স্কুলে পড়া); আবৃত্তি করা (মন্ত্র পড়া)। (২) বি. পঠন, অধ্যয়ন; নির্ধারিত পাঠ (পড়া দেওয়া)। (৩) বিণ. পঠিত (পড়া বই); যে পড়িয়াছে (ইস্কুলে-পড়া মেয়ে)। [সং. √পঠ্ + বাং. আ]। ক্রি. **পড়া করা**—নির্ধারিত পাঠ অভ্যাস করা। ক্রি. **পড়া ধরা, পড়া লওয়া**—মৌখিক প্রশ্নদ্বারা অভ্যস্ত পাঠের পরীক্ষা গ্রহণ করা। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া; অধ্যাপনা করা (কলেজে পড়ানো); আবৃত্তি করান (মন্ত্র পড়ান); মন্ত্রণা দেওয়া (উকিল সাক্ষীকে দিনরাত পড়াচ্ছে); বুলি শেখান (পাখি পড়ানো)। (২) বি বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~শুনা, ~শোনা**—অধ্যয়ন ও উপদেশ শ্রবণ; পাঠাভ্যাস, অধ্যয়ন; বিদ্যা।

পড়াং—অব্য. চাবুক বেত প্রভৃতির দ্বারা আঘাতের শব্দ। [ধ্বন্যাত্মক]।

পড়িয়ান—**পড়েন**-এর মার্জিত রূপ।

পড়ুয়া, প'ড়ো১—বি. ছাত্র, অধ্যয়নকারী (সর্দার প'ড়ো)। [বাং. পড়া২ + উয়া > ও]।

পড়েন১—বি. বস্ত্রাদির প্রস্থের দিকের বুনানির সুতা (টানাপড়েন)। [সং. পরিমাণ]।

পড়েন২—বি. ওজন করিবার বাটখারা। [সং. প্রতি-মান]।

পড়ো১—**পড়ুয়া** দ্রঃ।

পড়ো২, পোড়ো—বিণ. পতিত, অকর্ষিত (পড়ো জমি); অব্যবহৃত, বাসিন্দাশূন্য (পড়ো বাড়ি বা ভিটা); পতনোন্মুখ ('মাথার উপরে বাড়ী পড়ো পড়ো': রবীন্দ্র)। [বাং. পড়া১ + উয়া > ও]।

পণ—বি. প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সঙ্কল্প (পণরক্ষা); বাজি, খেলায় হারজিতের মূল্য (প্রাণপণ, পাশাখেলার পণ); শর্ত, কড়ার (ধনুকভাঙা পণ); বিবাহে বরপক্ষকে বা কন্যা-পক্ষকে দেয় শুল্ক, বরপণ (পণপ্রথা); ক্রেয় বা বিক্রেয় বস্তু; সংখ্যার পরিমাণবিশেষ, কুড়ি গণ্ডা। [সং.] বি. **~কিয়া**—(গণি.) কুড়ি গণ্ডা বা পণ-সম্বন্ধীয় গণনা। বি.

~ন—বিনিময়, বিক্রয়। বি. ~প্রথা—বিবাহাদিতে বরপক্ষকে বা কন্যাপক্ষকে অর্থ দিবার রীতি। বিণ. ~বদ্ধ—অঙ্গীকারবদ্ধ।

পণফর—বি. (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থান। [সং.]।

পণব—বি. ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. পণ+ √বা+অ (র্তৃ)]।

পণ্ড—বিণ. নিষ্ফল, ব্যর্থ; নষ্ট (কর্ম পণ্ড করা)। [সং. √পণ্+ড (র্ম)]। বি. ~শ্রম—বৃথা পরিশ্রম।

পণ্ডিত—(১) বিণ. বিদ্বান্, শাস্ত্রজ্ঞ; জ্ঞানী; অভিজ্ঞ, নিপুণ। (২) (বাং.) বি. বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক। [সং. পণ্ডা(=মার্জিত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধি)+(জাত-অর্থে) ইত]। বিণ.(স্ত্রী.) **পণ্ডিতা**। বিণ. **~মূর্খ**—শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানশূন্য। বিণ. **~মানী** (-নিন্), **~ম্মন্য, পণ্ডিতাভিমানী**—(পাণ্ডিত্যহীন হইয়াও) নিজেকে পণ্ডিত মনে করে এমন। বি. **পণ্ডিতি**—পণ্ডিতের বৃত্তি পদ বা কাজ (ইস্কুলে পণ্ডিতি করা); (ব্যঙ্গে) পাণ্ডিত্য (পণ্ডিতি ফলান)। বিণ. **পণ্ডিতী**—পণ্ডিতের তুল্য বা সেকেলে পণ্ডিতগণের অনুযায়ী (পণ্ডিতী চালচলন); সংস্কৃতবহুল (পণ্ডিতী ভাষা)।

পণ্য—(১) বিণ. বিক্রয়যোগ্য (পণ্যদ্রব্য)। (২) বি. বিক্রেয় বস্তু, বেসাত; দাম, মাসুল, ভাড়া। [সং. √পণ্+য (র্ম)]। বিণ. **~জীবী** (-বিন্), **পণ্যাজীব**—বণিক্, ব্যবসায়ী। বি. **~বীথি, ~বীথী, ~বীথিকা**—দোকানের সারি; হাট, বাজার। বি. **~শালা**—দোকান; বাজার, হাট, গঞ্জ; ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান। বি. **~স্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা**—বেশ্যা।

পতগ—বি. পক্ষী। [সং. পত (=পক্ষ বা ডানা)+ √গম্+অ]।

পতঙ্গ, পতঙ্গম—বি. পত বা পক্ষদ্বারা যায় যে, উড্ডয়নশীল কীট বা পোকা; (প্রাণি.) ষট্পদ কীট, insect [বি. প.]; (সং.) পক্ষী; বাণ; সূর্য। [সং.]। বিণ. **পতঙ্গবৃত্ত**—পতঙ্গবৎ অন্ধভাবে আগুন অর্থাৎ মনোহর কিন্তু বিপজ্জনক বস্তুর মোহে ধাবিত হওয়ার ফলে আত্মনাশকারী। বি. **পতঙ্গবৃত্তি**।

পতঞ্জলি—বি. সুপ্রসিদ্ধ ঋষি; ইঁহার রচিত 'যোগসূত্র' যোগদর্শন বা পাতঞ্জলদর্শনের মূল এবং ইঁহারই প্রণীত 'মহাভাষ্য' পাণিনিসূত্রের সবিশেষ ব্যাখ্যা।

পতৎ—বিণ. পতনশীল। [সং. √পত্+অৎ (র্তৃ)]।

পতত্র—বি. পাখির ডানা। [সং. √পত্+অত্র (ণে)]। বি. **পতত্রি, পতত্রী** (-ত্রিন্)—পক্ষী।

পতন—বি. পাত, পড়িয়া যাওয়া; বর্ষণ; অধোগতি, অবনতি, দুর্দশাপ্রাপ্তি; স্খলন; বিনাশ; শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হওয়া (দুর্গের পতন)। [সং. √পত্+অন (ভা)]। বিণ. **~শীল**—পড়িয়া যায় বা যাইতেছে এমন। বিণ. **পতনোন্মুখ**—পড়পড়, পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে এমন।

পতপত—অব্য. পতাকাদি বাতাসে আন্দোলিত হইবার শব্দ; উড়ন্ত পাখির ডানা ঝাপটানর শব্দ। [ধ্বন্যাত্মক]।

পতর—বি. লৌহাদি ধাতুর পাতলা সরু পাত। [সং. পত্র]।

পতাকা—বি. ধ্বজপট; নিশান, ধ্বজা, কেতন, ঝাণ্ডা। [সং. √পত্+অক (র্ম)+আ]। **পতাকী** (-কিন্)—(১) বিণ. পতাকাধারী। (২) বি. (জ্যোতিষ.) শুভাশুভবোধক চক্রবিশেষ। বিণ.(স্ত্রী.) **পতাকিনী**।

পতি—বি. স্বামী, ভর্তা (পতিপুত্র, ভগিনীপতি) কর্তা, প্রভু; অধীশ্বর রাজা; পালক, রক্ষক; প্রধান ব্যক্তি, পরিচালক, নেতা, সর্বাধ্যক্ষ, নায়ক (সভাপতি, রাষ্ট্রপতি)। [সং. √পা (পালন বা রক্ষার্থক)+অতি (র্তৃ)]। বিণ. বি. **পতিংবরা**—স্বয়ংবরা, নিজেই নিজের পতি নির্বাচনকারিণী। বিণ.(স্ত্রী.) **~ঘাতিনী**—স্বামিহন্ত্রী। বি. **~ত্ব**—পতির পদ বা কাজ। **~দেবতা**—(১) বি. পতিরূপ দেবতা। (২) বিণ. পতিই যাহার দেবতাস্বরূপ। বিণ.(স্ত্রী.) **~পরায়ণা**—পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা। বিণ.(স্ত্রী.) **~প্রাণা**—স্বামীকে নিজের প্রাণস্বরূপ জ্ঞানকারিণী; পতিব্রতা। বিণ. (স্ত্রী.) **~বত্নী**—সভর্তৃকা, সধবা। বিণ.(স্ত্রী.) **~ব্রতা**—পতিসেবাকে পুণ্যব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে এমন, পতিপরায়ণা, সাধ্বী। বিণ.(স্ত্রী.) **~মতী**—প্রভুযুক্তা (পতিমতী পৃথ্বী)। বি. **~সেবা**—স্ত্রী কর্তৃক পতির পরিচর্যা।

পতিত—বিণ. পড়িয়া গিয়াছে বা ঝরিয়া গিয়াছে এমন; ভ্রষ্ট, স্খলিত; অধোগত; বর্জিত; দুর্দশাপ্রাপ্ত; সমাজে অবনত (পতিত জাতি); পাপী; (পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা), অকর্ষিত, অনাবাদী (পতিত জমি); উপস্থিত (দৃষ্টিপথে পতিত)। [সং. √পত্+ত (র্তৃ)]। বিণ. **~পাবন**—পাপীদের ত্রাণকর্তা। বিণ. (স্ত্রী.) **~পাবনী**। **পতিতা**—(১) ভ্রষ্টা, কুলটা, কুচরিত্রা। (২) বি. (বাং.) বেশ্যা। বি. **পতিতাবৃত্তি**—বেশ্যাগিরি। বি. **পতিতালয়**—বেশ্যাবাড়ি।

পত্তন—বি. নগর, পট্টন; (বাং.) ভিত্তি; নির্মাণ; প্রতিষ্ঠা (গোড়া পত্তন, বাজার পত্তন); সন্নিবেশ (ভিত পত্তন); আরম্ভ, সূত্রপাত (নবযুগের পত্তন); দৈর্ঘ্য, বহর (কোঁচার পত্তন); জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও খাজনাদির শর্তে গৃহীত ভূমি-স্বত্ব। [সং. √পত্+তন]।

পত্তনি—বি. যে ভূসম্পত্তি পত্তন লওয়া হইয়াছে। [বাং. পত্তন+ই]। বি. **~দার, পত্তনদার**—যে ব্যক্তি পত্তন নিয়াছে। [বাং. পত্তনি, পত্তন+ফা. দার]। বিণ. **পত্তনী**—নির্দিষ্ট মেয়াদ ও খাজনাদির শর্তে গৃহীত।

পত্তর—সমূহ-অর্থে পত্র-র বিকৃত রূপ (চিঠিপত্তর, তৈজসপত্তর)।

পত্তি—বি. পদাতিক সৈন্য। [সং. √পদ্+তি (র্তৃ)]।

পত্নী—বি. ভার্যা, জায়া, স্ত্রী, সহধর্মিণী। [সং. পতি+ঈ (ন আগম)]।

পত্র—বি. পাতা (পুস্তকের পত্র, বৃক্ষপত্র); ধাতুপাত,

আদিতে পতি- ও পতিত-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে পতি ও পতিত দ্রঃ।

ফলক ; চিঠি (পত্রপ্রাপ্তি) ; লিখিত কাগজ, দলিল (বায়নাপত্র, আদেশপত্র) ; ছাপানো কাগজ (সংবাদপত্র) ; পাখির ডানা ; (বাং.) সমূহ, প্রভৃতি, ইত্যাদি (বিছানা-পত্র, মালপত্র)। [সং. √পত্‌+ত্র]। ক্রি. **পত্র করা**—বিবাহের সম্বন্ধ লিখিতভাবে পাকাপাকি স্থির করা। **~পাঠ**—(১) বি. চিঠি পড়া। (২) (বাং.) ক্রি-বিণ. পত্র পড়িবামাত্র, অবিলম্বে। বি. **~পুট**—বৃক্ষপত্রাদি দ্বারা নির্মিত ঠোঙা। বিণ. বি. **~বাহ, ~বাহক**—লেখকের নিকট হইতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে লিপি বহনকারী ; ডাক-হরকরা। বি. **~বিনিময়, ~ব্যবহার**—চিঠির আদানপ্রদান। বি. **~ভঙ্গ, ~রেখা, ~লেখা**—কপোলাদিতে তিলক বা চিত্র-রচনা। বি **~মঞ্জরী**—বৃক্ষপত্রাদির অগ্রভাগ। বি. **~মুদ্রা**—কাগজের টাকা, নোট। বি. **~রথ**—পক্ষী। [সং. পত্র (=ডানা)+রথ (রথের তুল্য)]। বি. **পত্রাঙ্ক**—পুস্তকাদির পৃষ্ঠার (ক্রমিক) সংখ্যা। বি. **পত্রাবলী, পত্রাবলি, পত্রালি, পত্রালী**—পত্রসমূহ ; পত্রলেখা। বি. **পত্রালিকা**—গোপন বা ক্ষুদ্র পত্রলেখা।

পত্রিকা—বি. চিঠি ; খবরের কাগজ (দৈনিক বা মাসিক পত্রিকা) ; লিখিত কাগজ (জন্মপত্রিকা)। [সং. পত্র+ক+আ]।

পত্রী১—বি. চিঠি, পত্রিকা। [সং. পত্র+ঈ]।

পত্রী২ (-ত্রিন্)—(১) বিণ. পত্রযুক্ত। (২) বি. পাখি ; গাছ ; বাণ। [সং. পত্র+ইন্]।

পথ—বি. রাস্তা, সড়ক, সরণি, মার্গ ; দ্বার, ছিদ্র (প্রবেশ-পথ) ; উপায়, কৌশল (মুক্তির পথ) ; অভিমুখ, দিক্ (সর্বনাশের পথ) ; গমনের দিক্ (পথ দেখান) ; গোচর (দৃষ্টিপথে)। [সং. √পথ্‌+অ (ণে) বাটঃ পথশ্চ মার্গশ্চ']। ক্রি. **পথ চাওয়া**—আগমন প্রতীক্ষা করা। ক্রি. **পথ জোড়া**—পথ আটকান ; বাধা দেওয়া। ক্রি. **পথ দেওয়া**—পথ ছাড়া। ক্রি. **পথ দেখা**—প্রকৃত পথ বা উপায় নির্ণয় করা ; (ব্যঙ্গে) প্রস্থান করা। ক্রি. **পথ দেখানো**—প্রকৃত রাস্তা বা উপায় প্রদর্শন করা ; (ব্যঙ্গে) তাড়ান। ক্রি. **পথ ধরা**—(বিশেষ কোন) পথে অগ্রসর হওয়া। ক্রি. **পথ মাড়ান**—পথ দিয়া চলা ; (আল.) নিকটে বা সংস্রবে আসা। ক্রি **পথে আসা**—বশবর্তী হওয়া ; বিরোধিতা ত্যাগ করা ; ঠিক পথ ধরা। ক্রি. **পথে কাঁটা দেওয়া**—পথরোধ করা। ক্রি. **পথে বসা**—সর্বনাশগ্রস্ত বা নিঃস্ব হওয়া। ক্রি. **পথে বসান**—সর্বনাশগ্রস্ত বা নিঃস্ব করা। **পথের কাঁটা**—প্রতিবন্ধক। **পথের কুকুর**—(আল.) পথে পথে বিচরণকারী কুকুরের ন্যায় নিরাশ্রয় ও অনাদৃত ব্যক্তি। **পথের পথিক**—যে ব্যক্তি পথেই বাস করিতে বাধ্য ; অন্য লোকের পথ বা ক্রিয়াকৌশল অবলম্বনকারী। বি. **~কর**—পথ দিয়া চলাচল বা পথনির্মাণের জন্য প্রজা কর্তৃক রাজাকে বা জমিদারকে দেয় খাজনা। বি. **~খরচা, ~খরচ**—পাথেয়, গমনাগমনের প্রয়োজনীয় খরচা। বিণ. **পথ-চলতি**—পথ দিয়া চলিতেছে এমন ; পথচলাকালীন। বিণ. বি. **~চারী** (-রিন্)—পথিক, পথ দিয়া (পায়ে হাঁটিয়া) ভ্রমণকারী। বি.বিণ. **~প্রদর্শক**—প্রকৃত রাস্তা বা উপায় নির্দেশকারী। বিণ **~ভোলা, ~ভ্রষ্ট, ~ভ্রান্ত, ~হারা**—প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন ; বিপথগামী ; দিশাহারা। বিণ. **~শ্রান্ত**—পথভ্রমণের ফলে ক্লান্ত।

পথিক—বিণ. বি. পথ দিয়া (পায়ে হাঁটিয়া) গমনকারী, পথচারী, পান্থ, ভ্রমণকারী, মুসাফির। [সং. পথিন্+ক]।

পথিকৃৎ—বিণ. পথ-নির্মাণকারী ; কোন কর্মপথের প্রথম কর্মী। [সং. পথিন্+ √কৃ+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

পথিমধ্যে—(সপ্তম্যন্ত) বি. পথের মধ্যে, রাস্তায়। [সং. পথিন্+মধ্য+বাং এ]।

পথেঘাটে—ক্রি-বিণ. সর্বত্র, যেখানে-সেখানে। [পথ+ঘাট]।

পথ্য—(১) বিণ. উপকারক, হিতকর। (২) বি. রোগীর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য (ঔষধপথ্য), সদ্য রোগমুক্ত অবস্থায় গ্রহণীয় খাদ্য (পথ্য করা)। [সং. পথিন্+য]। বি. **পথ্যাপথ্য**—রোগীর পক্ষে বিহিত ও নিষিদ্ধ খাদ্য।

পদ—বি. পা, চরণ (পদধ্বনি) ; পদক্ষেপ (প্রতিপদে) ; পায়ের দাগ (পদানুসরণ) ; কবিতার পঙ্‌ক্তি (ত্রিপদী, চতুর্দশপদী) ; শ্লোক, বৈষ্ণব কবিদের রচিত গীতিকবিতা বা গান (পদকর্তা) ; কার্যের ভার বা অধিকার চাকরি (পদপ্রার্থী, পদচ্যুত) ; আধিপত্য, অবস্থা, উপাধি (রাষ্ট্রপতির পদগৌরব, অধ্যাপকের পদ) ; পূজ্য ব্যক্তির অনুগ্রহ, আশ্রয় (পদে রাখা) ; স্থান, বসতি (জনপদ) ; চতুর্থাংশ, বিভিন্ন প্রকারের বস্তু (বহু পদ রান্না হয়েছে) ; (ব্যাক.) বিভক্তিযুক্ত শব্দ। [সং.]। ক্রি. **পদে থাকা**—চলনসই থাকা ; কোন প্রকারে পদে অধিষ্ঠিত থাকা। বিণ. বি. **~কর্তা** (-র্তৃ)—বৈষ্ণব পদ বা গীতিকবিতা রচয়িতা। বি. বিণ. (স্ত্রী). **~কর্ত্রী**। **~কার**—(১) বিণ. বাক্য বা শ্লোক রচনাকারী। (২) বি. বেদের মন্ত্রপদ-বিভাজক গ্রন্থকার। বি. **~ক্ষেপ**—পা ফেলা, কদম ; পদার্পণ। বি. **~গৌরব**—পদ বা আধিপত্যের মর্যাদা। বি. **~চারণ, ~চালনা**—পায়চারি। বি. **~চিহ্ন**—পায়ের দাগ। বিণ. **~চ্যুত**—অধিকারভ্রষ্ট ; কর্মচ্যুত, বরখাস্ত। বি. **~চ্যুতি**। বি. **~চ্ছায়া, ~ছায়া**—চরণতলে আশ্রয় ; অনুগ্রহ। বি. **~ত্যাগ**—আধিপত্য, কর্মভার বা চাকরি পরিত্যাগ। বিণ. **~দলিত**—পায়ের তলায় পিষ্ট। বিণ.(স্ত্রী) **~দলিতা**। বি. **~ধূলি**—পায়ের তলার ধুলা। বি. **~ধ্বনি**—**পদশব্দ**-এর অনুরূপ। বি. **~পঙ্কজ**—পাদপদ্ম, চরণরূপ পদ্ম। বি. **~পল্লব**—পল্লবের ন্যায় কোমল চরণ। বি. **~পাঠ**—বেদসংহিতার অন্তর্গত মন্ত্রসমূহের পদ-বিশ্লেষণ। বি. **~পৃষ্ঠ**—পায়ের পাতা। বি. **~প্রান্ত**—চরণতল ; পায়ের সমীপবর্তী স্থান। বিণ. **~প্রার্থী** (-র্থিন্)—বিশেষ কোন চাকরি বা অধিকারলাভে ইচ্ছুক ; চরণাশ্রয়-প্রার্থী। বিণ. (স্ত্রী.) **~প্রার্থিনী**। বি. **~বিক্ষেপ, ~বিন্যাস**—**পদক্ষেপ**-এর অনুরূপ। বি. **~ব্রজ**—পায়ে হাঁটিয়া গমন। বি. **~মর্যাদা**—**পদগৌরব**-এর অনুরূপ। বি. **~যুগল**—চরণদ্বয়। বি. **~রজ, ~রজঃ**

(-জন্). ~রেণু—পদধূলি। বি. ~লালিত্য—ব্যবহৃত পদসমূহের মাধুর্য। বি. ~লেহন—পা চাটা; অত্যন্ত হীনভাবে তোষামোদ। বি. ~শব্দ—হাঁটার সময়ে পায়ের (অর্থাৎ পা ফেলার) আওয়াজ। বি. ~সেবা—পা-টেপা। বি. ~স্খলন—পা পিছলাইয়া পড়া; নৈতিক অধঃপতন। বিণ. ~স্খলিত—পা পিছলাইয়া পড়িয়াছে এমন; অধঃপাতে গিয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) ~স্খলিতা। বিণ. ~স্থ—পদে বা অধিকারে প্রতিষ্ঠিত; উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ক্রি-বিণ. **পদেপদে, প্রতিপদে**—(প্রায়) সকল সময়ে বা বিষয়ে; যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই (পদে পদে বাধা)।

পদক—বি. কণ্ঠভূষণবিশেষ, লকেট; সম্মান বা প্রশংসার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত ধাতুনির্মিত চাক্তি, medal [সং. পদ + ক]।

পদবি, পদবী—বি. উপাধি, উপনাম, বংশসূচক নাম। [সং. √পদ্ + অবি (ণে), + ঈ]।

পদাঘাত—বি লাথি (এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে': বি. রা.)। [সং. পদ + আঘাত]।

পদাংশ—বি. বিভক্তিযুক্ত শব্দের অংশ, syllable। [সং. পদ + অংশ]।

পদাঙ্ক—বি. পদচিহ্ন, পা ফেলার দাগ; (লক্ষ্যার্থে) কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কৃত কার্য বা চরিত্র (কবিগুরুর পদাঙ্ক-অনুসরণে রচিত)। [সং. পদ + অঙ্ক]।

পদাতি, পদাতিক—বি. যে সৈন্য পায়ে চলিয়া লড়াই করে; পাইক; (কৌতুকে) যানবাহনের অভাবে পদব্রজে গমনকারী, পয়দল। [সং. পদ + √অৎ + ই (র্তৃ) + ক্]।

পদানত, পদাবনত—বিণ. চরণে পতিত; সম্পূর্ণ বশীভূত বা অধীন (অন্যের পদানত)। [সং. পদ + আনত, অবনত]। বিণ.(স্ত্রী.) **পদানতা, পদাবনতা**।

পদানুবর্তী (-র্তিন্)—বিণ. অনুসরণকারী। [সং. পদ + অনুবর্তিন্]। বিণ.(স্ত্রী.) **পদানুবর্তিনী**।

পদান্বয়—বি. (ব্যাক.) পদের অন্বয়, পদ-পরিচয়। [সং. পদ + অন্বয়]। বিণ. **পদান্বয়ী** (-য়িন্)—(ব্যাক.) বিভিন্ন পদের মধ্যে অন্বয়-সংসাধক (পদান্বয়ী অব্যয়)।

পদাবলী—বি. পদ বা গানসমূহ; বৈষ্ণব কবিগণ কর্তৃক রচিত পদসমূহ বা সঙ্গীতাবলী। [সং. পদ + আবলী]।

পদাম্বুজ, পদারবিন্দ—বি. চরণকমল; চরণরূপ পদ্ম। [সং. পদ + অম্বুজ, অরবিন্দ]।

পদার্থ—বি. পদের বা শব্দের প্রতিপাদ্য; দ্রব্য, বস্তু, জিনিস (জড় পদার্থ); সার (গ্রন্থমধ্যে পদার্থ কিছু নাই); (বৈশেষিক দর্শ.) দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বা শ্রেণী বিশেষ বা ব্যক্তি সমবায় বা গুণ ও ক্রিয়ার যোগ এবং অভাব; (তর্কবিদ্যাদিতে) জ্ঞানের বিষয়সমূহ যে-সমস্ত বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে, category [বি. প.]। [সং. পদ + অর্থ]। বি. ~বিজ্ঞান, ~বিদ্যা—জড়পদার্থ-সমূহের ধর্মাদি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, physics।

পদার্পণ—বি. চরণস্থাপন; প্রবেশ; উপস্থিত হওয়া। [সং. পদ + অর্পণ]। ক্রি. **পদার্পণ করা**—(কিছুর উপরে) চরণ স্থাপন করা; প্রবেশ করা; উপস্থিত হওয়া; আসা (গৃহে পদার্পণ)।

পদাশ্রয়—বি. চরণরূপ আশ্রয় বা চরণে আশ্রয়; অধীনতা; অনুগ্রহ। [সং. পদ + আশ্রয়]। বিণ. **পদাশ্রয়ী** (-য়িন্)—চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এমন। বিণ. **পদাশ্রিত**—চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এমন; অনুগৃহীত। বিণ. (স্ত্রী.) **পদাশ্রিতা**।

পদাহত—বিণ. চরণদ্বারা প্রহৃত; লাথি খাইয়াছে এমন। [সং. পদ + আহত]।

পদোন্নতি—বি. চাকরিতে বা পদের উন্নতি; মর্যাদার বা ক্ষমতার বৃদ্ধি। [সং. পদ + উন্নতি]।

পদ্ধতি—বি. পথ; প্রণালী (কর্মপদ্ধতি), রীতি (বিবাহ-পদ্ধতি), প্রথা; আচার; শ্রেণী; প্রবাহ; রেখা। [সং. পাদ + √হন্ + তি (র্ম)]।

পদ্ম—(১) বি. পুষ্পবিশেষ, কমল, পঙ্কজ, উৎপল, অরবিন্দ, ইন্দীবর, শতদল, নলিন, রাজীব, পুণ্ডরীক, কুবলয়, কোকনদ, তামরস, পুষ্কর; তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দেহের চক্রবিশেষ। (২) বি বিণ. ১০০০০০০০০০০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক (এক হাজার বিলিয়ন')। [সং.]। বি. ~আঁখি—শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র। বি. ~গোখুরা—মস্তকে পদ্মচিহ্নযুক্ত গোখরো সাপ। বি. ~নাভ—(নাভিতে পদ্ম আছে বলিয়া) বিষ্ণু। বিণ. ~নেত্র—পদ্মের ন্যায় সুন্দর চক্ষুযুক্ত, কমললোচন। বি. ~পলাশ—পদ্মের পাতা বা পদ্মফুলের পাপড়ি। ~পলাশলোচন—(১) বিণ. পদ্মের পাপড়ির ন্যায় সুন্দর ও আয়ত চক্ষুবিশিষ্ট। (২) বি. (ঐরূপ বলিয়া) বিষ্ণু। ~পাণি—(১) বিণ. যাহার হস্তে পদ্ম আছে, পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও কোমল হস্তযুক্ত। (২) বি. ব্রহ্মা; সূর্য; বুদ্ধ। বি. ~বিভূষণ—বিশিষ্ট গুণের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত ভারত সরকারের উপাধিবিশেষ। ~মুখ—(১) বিণ. পদ্মের ন্যায় সুন্দর বা কমনীয় মুখবিশিষ্ট। (২) বি. পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ। বিণ.(স্ত্রী.) ~মুখী। বি. ~যোনি, ~ভূ, **পদ্মোদ্ভব**—পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) যাহার যোনি বা উৎপত্তিস্থল, ব্রহ্মা। বি. ~রাগ—মূল্যবান্ মণিবিশেষ, চুনি, ruby [বি. প.]। বিণ. ~লোচন—পদ্মনেত্র। বি. ~শ্রী—(বৌ. শা.) বোধিসত্ত্ববিশেষ; গুণিজনকে প্রদত্ত ভারত-সরকারের উপাধিবিশেষ।

পদ্মা—বি. লক্ষ্মীদেবী; মনসাদেবী; বঙ্গদেশের নদী-বিশেষ। [সং. পদ্ম + অ + আ]।

পদ্মাকর—বি. যে জলাশয়ে বহু পদ্ম জন্মে। [সং. পদ্ম + আকর]।

পদ্মাক্ষ—(১) বিণ. পদ্মের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, পদ্মলোচন; (২) বি. পদ্মের বীজ। [সং. পদ্ম + অক্ষি + অ]।

পদ্মাবতী—বি. মনসাদেবী; কর্ণের পত্নী; পদ্মানদী। [সং. পদ্ম + বৎ + ঈ]।

আদিতে পদ-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য পদ দ্রঃ।

পদ্মালয়া—বি. লক্ষ্মী। [সং. পদ্ম+আলয়+আ]।

পদ্মাসন—বি. যোগের আসনবিশেষ ; ব্রহ্মা। [সং. পদ্ম+আসন]। বি.(স্ত্রী.) **পদ্মাসনা**—লক্ষ্মী।

পদ্মিনী—(১) বিণ. পদ্মবিশিষ্ট। (২) বি. পদ্মসমূহ, পদ্মের ঝাড় ; চারিজাতি নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতীয়া সুলক্ষণা নারী। [সং. পদ্ম+ইন্+ঈ]। বি. **~কান্ত, ~বল্লভ**—সূর্য (ইহার উদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া)।

পদ্মোদ্ভব—**পদ্ম** দ্রঃ।

পদ্য—বি. ছন্দোবদ্ধ রচনা। [সং. পদ+য]।

পনর—**পনের**-র রূপভেদ।

পনস—বি কাঁটাল বা কাঁটালগাছ। [সং.]।

-পনা—বাংলাভাষায় ভাববাচক প্রত্যয়বিশেষ (গিন্নীপনা, গুণপনা)।

পনি—**পোনি**-র বানানভেদ।

পনির, পনীর—বি. লবণাক্ত ছানার প্রকারভেদ, cheese। [ফা. পনীর]।

পনের, পনেরো—বি. বিণ. ১৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [তু. হি. পন্‌রহ্ <সং. পঞ্চদশন্]। বি. বিণ. **~ই**—মাসের পনের তারিখ বা তারিখের।

পন্থ—বি. (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) পথ ('পন্থ বিপথ নাহি মান' : বিদ্যা.) ; ধর্মসম্প্রদায়, ধর্মমত (কবীরপন্থ)। [সং. পথিন্]।

পন্থা—বি. পথ ; উপায় ; সাধনার মার্গ (তান্ত্রিক পন্থা) ; ধারা বা রীতি (রবীন্দ্রপন্থা)। [সং. পথিন্ শব্দের ১মার ১বচনে **পন্থাঃ**, তাহার বাঙ্গালা চলিত রূপ]।

-পন্থী—বিণ. ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত (নানকপন্থী) ; মতাবলম্বী (প্রাচীনপন্থী, উগ্রপন্থী) ; ধারা বা রীতি অবলম্বনকারী (রবীন্দ্রপন্থী)। [বাং. পন্থা+ঈ]।

পন্নগ—বি. সাপ। [সং. পদ্+ন+ √গম্+অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **পন্নগী**।

পবন—বি. বায়ু ; বাতাসের অধিদেবতা। [সং. √পূ+অন (র্তৃ)]। বি. বিণ. **~গতি**—বায়ুবৎ শীঘ্রগতি। বি. **~নন্দন**—হনুমান্ ; ভীম। ক্রি-বিণ. **~বেগে**—অতি দ্রুতবেগে, বায়ুবেগে।

পবমান—বি. গার্হপত্য-নামক যজ্ঞাগ্নি ; বায়ু। বিণ. পবিত্রকারী। [সং. √পূ (শুদ্ধি)+মান (শানচ্)]।

পবিত্র—বিণ. পূত, পুণ্যজনক ; বিশুদ্ধ ; নিষ্পাপ। বি. পইতা বা উপবীত, কুশ। [সং. √পূ+ইত্র (র্তৃ)]। বি. **~ক**—উপবীতের তুল্য শণের সুতা। [সং. পবিত্র+(তুল্যার্থে) ক]। বিণ. (স্ত্রী.) **পবিত্রা**। বি. **~তা**। বিণ. **পবিত্রিত**—পবিত্র হইয়াছে এমন। বিণ. **পবিত্রীকৃত**—পবিত্র করা হইয়াছে এমন। বি. **পবিত্রীকরণ**।

পমেটম—বি. সুগন্ধযুক্ত কেশ-প্রসাধনদ্রব্যবিশেষ। [ইং. pomatum]।

পয়$_{১}$—বি. সুলক্ষণ ; সৌভাগ্য (আমার এই কলমটার খুব পয় আছে)। [<সং. পদ>হি. পও]। বিণ. **~মন্ত, পয়া**—সুলক্ষণযুক্ত ; ভাগ্যবান্ (পয়মন্ত ছেলে)।

পয়$_{২}$—বি. (প্রা. অপ্র.) জল। [সং. পয়স্]। বি. **~নালা, ~নালী**—নর্দমা।

পয়ঃ (-য়স্)—বি. দুধ ; জল। [সং. √পা+অস্ (র্ম)]। বি. **~প্রণালী, পয়োনালী**—জলনিকাশের পথ, নর্দমা।

পয়গম্বর, (বিরল) **পয়গাম্বর**—বি. ঈশ্বরপ্রেরিত দূত, prophet। [ফা. পয়্‌গম্বর্]।

পয়জার—বি. চটিজুতা। [ফা. পয়্‌জার্]।

পয়দল—**পায়দল** দ্রঃ।

পয়দা—বি. জন্ম, উৎপত্তি ; জন্মদান। [ফা.]।

পয়মাল—বিণ. নষ্ট ; ধ্বংস। [ফা. পায়্‌মাল্]।

পয়রা—বি. পাতলা নলেন গুড়, নূতন খেজুরি গুড়। [<বাং. পয়লা]।

পয়লা—**পহেলা**-র চলিত রূপ।

পয়সা—বি. $\frac{১}{১০০}$ টাকা পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রাবিশেষ ; (পূর্বে) $\frac{১}{৪}$ আনা বা $\frac{১}{৬৪}$ টাকা পরিমাণ তাম্রমুদ্রা ; ধন, টাকাকড়ি (সে পয়সা করেছে)। [সং. পাদ (=চতুর্থাংশ) >পাই> পয়+বাং. সা]। বিণ. **~ওয়ালা**—ধনবান্। **~কড়ি**—নগদ টাকাপয়সা ; আর্থিক সম্বল।

পয়স্য—বিণ. দুগ্ধজাত। [সং. পয়স্+য]।

পয়স্বিনী—(১) বি. দুগ্ধবতী গাভী ; নদী। (২) বিণ. দুগ্ধবতী (পয়স্বিনী গাভী), জলপূর্ণা। [সং. পয়স্+বিন্+ঈ]।

পয়া—**পয়$_{১}$** দ্রঃ।

পয়াম—বি. **প্রয়াণ**-এর কোমল রূপ (পদ্যে)।

পয়ার—বি. চতুর্দশাক্ষর ছন্দ, বাংলা পদ্যে সর্বাধিক প্রচলিত (যেমন, 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' : কাশী.)। [সং. পদকার]।

পয়োদ—বি. মেঘ। [সং. পয়স্+ √দা+অ]।

পয়োধর—বি. মেঘ ; স্ত্রীলোকের স্তন ; নারিকেল। [সং. পয়স্+ধৃ+অ (র্তৃ)]।

পয়োধি, পয়োনিধি—বি. সমুদ্র। [সং. পয়স্+ধি (√ধা+ই), নিধি]।

পয়োমুক্ (-মুচ্)—বি. মেঘ। [সং. পয়স্+ √মুচ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

পর$_{১}$, 'পর—**উপর**-এর কথ্য সংক্ষিপ্ত রূপ ('ফাঁকির পরে বিশ্বাস', 'মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস' : রবীন্দ্র)।

পর$_{২}$—**প্রহর**-এর কথ্য সংক্ষিপ্ত রূপ (তিনপর বেলা)।

পর$_{৩}$—(১) বিণ. অন্য, ভিন্ন (পরপুরুষ) ; অনাত্মীয় (পরগৃহে বাস, সে পর নয়) ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান, পরম, চরম (পরব্রহ্ম পরাকাষ্ঠা) ; পরবর্তী (পরলোক)। (২) বি. শত্রু (পরন্তপ) ; অন্য ব্যক্তি (পরচর্চা) ; মুক্তি ; পরমাত্মা ; ব্রহ্ম। (৩) ক্রি-বিণ. অনন্তর, পশ্চাৎ, পরে (অতঃপর, পরবর্তী)। [সং. √পৃ+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরা** (**পরা$_{১}$**-ও দ্রঃ)। **পরের ধনে পোদ্দারি**—অন্য লোকের ধনাদি কেবল সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত ধনের মালিকরূপে নিজেকে জাহির করা। **পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙা, পরের মাথায় হাত বুলান**—ফাঁকি দিয়া পরের ধন আত্মসাৎ করা।

-পর$_{৪}$—বিণ. নিষ্ঠ, নিরত, আসক্ত (স্বার্থপর)। [সং. পৃ+অ (গে)]। বিণ. (স্ত্রী.) **~পরা** (ধ্যানপরা, নৃত্যপরা)।

পরওয়া—**পরোয়া**-র বানানভেদ।

পরওয়ানা—বি. লিখিত আদেশ : আদেশপত্র। [ফা. পররানা]।

পরক—বিণ. ভিন্নদেশীয়, alien [স. প.]। [সং. পর + ক]।

পরকলা—বি. কাচ : (চশমাদিতে ব্যবহৃত) কাচের চাকতি, lens ; আয়না। [ফা. পর্‌কালা]।

পরকাল—বি. মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত অবস্থা, পরলোক ; ভবিষ্যৎ (পরকাল খাওয়া)। [সং. পর$_{৬}$ + কাল]।

পরকাশ—প্রকাশ-এর কোমল রূপ।

পরকীকরণ—বি. হস্তান্তরিতকরণ, alienation [স.প.]। [সং. পরক + ঈ (চ্বি) + √কৃ + অন (ভা)]।

পরকীয়—বিণ. অন্যের ; অন্য-সম্বন্ধীয়। [সং. পরক (পর + ক) + ঈয়]। **পরকীয়া**—(১) বিণ. পরকীয়-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. নায়িকাবিশেষ, যে প্রণয়িনী কুমারী অথবা অপরের পত্নী (তু. স্বকীয়া)। বি. **পরকীয়াবাদ**—বৈষ্ণবধর্মে প্রেমবিষয়ে মতবাদবিশেষ।

পরখ—বি. পরীক্ষা যাচাই বিচার (পরখ করিয়া দেখা)। [সং. পরীক্ষা]। ক্রি. **পরখা**—(কাব্যে) পরীক্ষা করা। বি. **পরখাই**—(প্রাদে.) পরখ।

পরগনা, (বর্জি.) **পরগণা**—বি. চাকলা, গ্রামসমষ্টি, জেলার অংশ। [ফা.]।

পরগাছা—বি. যে গাছ বা লতা অপর গাছের উপরে জন্মায় এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচে ; (ব্যঙ্গে) হীন পরাশ্রিত ব্যক্তি। [সং. পর$_{৬}$ + বাং. গাছ + আ (জাতার্থে)]।

পরচর্চা—বি. পরের সম্বন্ধে (প্রধানতঃ বিরুদ্ধে) আলোচনা ; পরনিন্দা। [সং. পর$_{৬}$ + চর্চা]।

পরচা—বি. জমির পরিচয়পত্র ; হিসাব ; তালিকা ; বংশাবলীর পরিচয়। [হি.—তু. সং. পর্যায়, পরিচয়]।

পরচুলা, (বিরল) **পরচুল**, (কথ্য) **পরচুলো**—বি. কৃত্রিম চুল। [সং. পর$_{৬}$ + বাং. চুল]।

পরচ্ছন্দ—(১) বি. পরের ইচ্ছা, পরের মতলব (পরচ্ছন্দানুবর্তী)। (২) বিণ. পরবশ, পরের বুদ্ধিতে চলে এমন। [সং. পর$_{৬}$ + ছন্দ (=অভিপ্রায়)]।

পরচ্ছিদ্র—বি. পরের দোষ বা ত্রুটি। [সং. পর$_{৬}$ + ছিদ্র]। বি. **পরচ্ছিদ্রান্বেষণ**—পরের দোষ আবিষ্কার করা। বিণ. **পরচ্ছিদ্রান্বেষী** (-ষিন্)—পরের দোষ খোঁজে এমন।

পরজ—বি. সঙ্গীতের রাগবিশেষ।

পরজীবী (-বিন্)—বিণ. বি. যে পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে ; (বিজ্ঞা.) পরাঙ্গপুষ্ট জীব, যে জীব (উদ্ভিদ্ বা প্রাণী) অন্য জীবের দেহে বাস করিয়া ঐ দেহের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে, parasite [বি. প.]। [সং. পর$_{৬}$ + √জীব্ + ইন্]।

পরঞ্জয়—বিণ. শত্রুজয়কারী। [সং. পর + √জি + অ (খ)]।

পরটা, **পরোটা**—বি. অল্প ঘিয়ে ভাজা রুটিবিশেষ। [হি. পরেটা]।

পরত—বি. ভাঁজ, স্তর (হৃদয়ের বা সমাজের পরতে পরতে)। [সং. পত্র ; তু. আ. ফর্দ্]।

পরতঃ (-তস্)—অব্য. অপর হইতে ; অপরেতে। [সং. পর$_{৬}$ + তস্]।

পরতন্ত্র—বিণ. পরাধীন, পরবশ (রাষ্ট্রব্যাপারে পরতন্ত্র)। [সং. পর$_{৬}$ + তন্ত্র]। বি. ~**তা**।

পরতাপ—প্রতাপ-এর কোমল রূপ।

পরতীত—প্রতীত-এর কোমল রূপ।

পরত্র—অব্য ক্রি-বিণ. পরকালে, পরলোকে। [সং. পর$_{৬}$ + ত্র]।

পরদা—বি. বস্ত্রাদিতে নির্মিত আবরণ, যবনিকা (পরদা ফেলা পরদা তোলা) : অন্তঃপুরে অবরোধমধ্যে বাস : ঘোমটা বা বোরখা ; অক্ষিপল্লব (চোখে পরদা নেই) : চক্ষুর ছানি (চোখে পরদা পড়া) ; পরত, স্তর (এক পরদা চামড়া) ; সুরের বা কণ্ঠস্বরের স্তর, স্বরগ্রাম (উঁচু পরদায় গান) ; বাদ্যযন্ত্রাদির ঘাট বা চাবি (হারমোনিয়ামের পরদা)। [ফা.]। বিণ. ~**নশিন**, ~**নশীন**—অন্তঃপুরবাসিনী, অবরোধবাসিনী। বি. ~**প্রথা**—স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখার রীতি।

পরদার—বি. অন্যের পত্নী। [সং. পর$_{৬}$ + দার]। বি. ~**গমন**—অপরের পত্নীতে উপগত হওয়া। বি. ~**গামী** (-মিন্), **পরদারিক**, **পারদারিক**—অপরের পত্নী সম্ভোগকারী।

পরদুঃখ—বি. পরের দুঃখ, অন্য লোকের দুঃখ। [সং. পর$_{৬}$ + দুঃখ]।

পরদেশ—বি. বিদেশ, অন্য দেশ। [সং. পর$_{৬}$ + দেশ]।

পরদেশীয়া, **পরদেশী**—বিণ. বিদেশী। [সং. পরদেশ + বাং. ইয়া, ঈ]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরদেশিনী**।

পরদ্বেষ—বি. অপরের প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা। [সং. পর$_{৬}$ + দ্বেষ]। বিণ. **পরদ্বেষী** (-ষিন্)—পরকে হিংসা করে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **পরদ্বেষিণী**।

পরধন—বি. পরের টাকাকড়ি বা সম্পদ্ ; পরস্ব। [সং. পর$_{৬}$ + ধন]।

পরধর্ম—বি. পরের ধর্ম, নিজ সংস্কার জাতি সমাজ বা প্রকৃতির বিরুদ্ধ ধর্ম। [সং. পর$_{৬}$ + ধর্ম]।

পরন—বি. পরিধান (পরনের কাপড়)। [পরা$_{৪}$ দ্রঃ]।

পরনারী—বি. পরের স্ত্রী। [সং. পর$_{৬}$ + নারী]।

পরনিন্দা—বি. অপরের কুৎসা বা দোষকীর্তন। [সং. পর$_{৬}$ + নিন্দা]।

পরন্তপ—বিণ. শত্রুদমনকারী, অরিন্দম। [সং. পর(শত্রু) + √তপ্ + ণিচ্ + অ]।

পরন্তু—অব্য. অপিচ ; পক্ষান্তরে ; কিন্তু। [সং. পরম্ + তু]।

পরপতি—বি. উপপতি ; অন্য নারীর স্বামী ; পরম প্রভু অর্থাৎ ভগবান্ ('তোরা পরপতি সনে সদাই গোপনে সতত করিবি লেহা' : চণ্ডী.)। [সং. পর$_{৬}$ (=অন্য, শ্রেষ্ঠ) + পতি]।

পরপর—ক্রি-বিণ. উপর্যুপরি, উত্তরোত্তর ; একটির পর একটি করিয়া ; ক্রমান্বয়ে ; পাশাপাশি। [পর$_{৬}$ দ্রঃ]।

পরপীড়ক—বিণ. অন্যকে পীড়নকারী। [সং. পর$_{৬}$ + পীড়ক]।

পরপীড়ন—বি. অপরের উপরে অত্যাচার। [সং. পর৩ + পীড়ন]।

পরপুরুষ—বি. স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ; শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্. (প্রাদে.) পরবর্তী বংশধর উত্তরপুরুষ। [সং. পর৩ (অন্য, শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী) + পুরুষ]।

পরপুষ্ট—(১) বিণ. পরের দ্বারা পালিত। (২) বি. কোকিল। [সং. পর৩ + পুষ্ট]। **পরপুষ্টা**—(১) বিণ. পরের দ্বারা প্রতিপালিতা। (২) বি. বেশ্যা।

পরপূর্বা—বিণ.(স্ত্রী.) পূর্বে অপরের বিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা ছিল এমন, অন্যপূর্বা। [সং. পর৩ + পূর্ব + আ]।

পরব—বি. উৎসব (স্নানযাত্রার পরব)। বি. **পরবী**—উৎসব বা পর্ব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত পারিতোষিক। [সং. পর্বন্]।

পরবর্তী (-র্তিন্)—বিণ. পিছনে বা পরে অবস্থিত। [সং. পর৩ + √বৃৎ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী) **পরবর্তিনী**।

পরবশ—বিণ. পরাধীন; অধীন (ক্রোধপরবশ)। [সং. পর৩ + বশ]। বি. **~তা**—অন্যের নিকট বশ্যতা।

পরবস্তি- বি. ভরণপোষণ, প্রতিপালন। [ফা. পরবরিশ্]।

পরবাদ১—প্রবাদ-এর কথ্য ও কোমল রূপ।

পরবাদ২—বি. নিন্দা; প্রত্যুত্তর। [সং.]। বিণ. **পরবাদী** (-দিন্)—নিন্দক; প্রত্যুত্তরকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **পরবাদিনী**।

পরবাস—বি. অন্যের গৃহ। **প্রবাস**-এর কোমল রূপ। [সং. পর৩ + বাস]। **পরবাসী**—(কাব্যে) প্রবাসী ('পরবাসী, চলে এসো ঘরে': রবীন্দ্র)। বিণ. (স্ত্রী.) **পরবাসিনী**।

পরবেশ—**প্রবেশ**-এর কোমল রূপ।

পরবোধ—**প্রবোধ**-এর কোমল রূপ।

পরব্রহ্ম (-হ্মন্)—বি. বাক্য ও মনের অগোচর নিগুর্ণ ব্রহ্ম, পরম পুরুষ। [সং. পর৩ + ব্রহ্মন্]।

পরভাগ্যোপজীবী (-বিন্)—বিণ. জীবনধারণের জন্য অন্যের ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে এমন। [সং. পরভাগ্য৩ + উপ + √জীব্ + ইন্]। বিণ.(স্ত্রী.) **পরভাগ্যোপজীবিনী**।

পরভাত—**প্রভাত**-এর প্রা. কোমল রূপ।

পরভৃৎ—বি. (পরকে অর্থাৎ কোকিলশাবককে পালন করে বলিয়া) কাক। [সং. পর৩ + √ভৃ + ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

পরভৃত—(১) বিণ. পরের অর্থাৎ কাকের দ্বারা পালিত, পরপুষ্ট। (২) বি. কোকিল। [সং. পর৩ + √ভৃ + ত (র্ম)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **পরভৃতা**।

পরম—বিণ. প্রথম, আদ্য, প্রকৃত (পরম কারণ); শ্রেষ্ঠ, প্রধান (পরম সহায়), সর্বাতীত, মহান্ (পরম পুরুষ); অত্যন্ত, চরম (পরম দুঃখ বা শত্রুতা)। [সং. পর৩ + √মা + অ (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **পরমা**। বি. **~পদ**—শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা স্থান; মোক্ষ। বি. **~পদার্থ**—শ্রেষ্ঠ বা মূল সত্তা অর্থাৎ পরব্রহ্ম। বি. **~পিতা** (-তৃ), **~পুরুষ**, **~ব্রহ্ম**—ভগবান্। বি. **~হংস**—জীবন্মুক্ত শুদ্ধচিত্ত নির্বিকার ও ব্রহ্মানন্দে মগ্ন যোগিপুরুষ। যথাস্থানে **হংস** দ্রঃ।

পরমত—বি. অপরের অভিমত, ধারণা বা ধর্ম। [সং. পর৩ + মত]। বিণ. **~সহিষ্ণু**—অপরের মতামত সহ্য করিতে পারে এমন। বি. **~সহিষ্ণুতা**। বিণ. **পরমতাবলম্বী** (-ম্বিন্)—অন্যের মতের উপর নির্ভরকারী। বিণ. **পরমতাসহিষ্ণু**—অন্যের অভিমত সহ্য করিতে পারে না এমন।

পরমা—**পরম**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। **পরমা গতি—মুক্তি**। **পরমা প্রকৃতি**—আদ্যা শক্তি সৃষ্টির আদিভূতা মহামায়া।

পরমাই—**পরমায়ু**-র গ্রাম্য রূপ।

পরমাণু—বি. মৌল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ যাহা আর ভাগ করা যায় না, atom। [সং. পরম + অণু]। বিণ. **পারমাণবিক**—পরমাণুসংক্রান্ত; পরমাণুদ্বারা গঠিত বা সৃষ্ট।

পরমাত্মা (-ত্মন্)—বি. গুণাতীত ব্রহ্ম, বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্যামী পুরুষ, ঈশ্বর, ভগবান্। [সং. পরম + আত্মন্]।

পরমাত্মীয়—বিণ. বি. যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ। [সং পরম + আত্মীয়]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **পরমাত্মীয়া**। বি. **~তা**।

পরমাদ—**প্রমাদ**-এর কোমল রূপ।

পরমাদর—বি. প্রগাঢ় আদর বা যত্ন, অত্যন্ত খাতির। [সং. পরম + আদর]।

পরমান, পরমাণ—**প্রমাণ**-এর কোমল রূপ।

পরমানন্দ—বি. গভীর আনন্দ। [সং. পরম + আনন্দ]।

পরমানিক—বি. নাপিত, ক্ষৌরকার। [<প্রামাণিক]।

পরমান্ন—বি. পায়সান্ন; দুগ্ধ চিনি প্রভৃতি যোগে পক্ব অন্ন। [সং. পরম + অন্ন]।

পরমায়ুঃ (-য়ুস্), **পরমায়ু**—বি. জীবনকাল, আয়ু। [সং. পরম + আয়ুস্]।

পরমার্থ—বি. অভীষ্টতম বা শ্রেষ্ঠ বস্তু (পরমার্থ-লাভ); পরম সত্য; ধর্ম। [সং. পরম + অর্থ]। বি. **~চিন্তা**—ব্রহ্মধ্যান; ধর্মচিন্তা (স্বার্থের পরিবর্তে পরমার্থ-চিন্তা)।

পরমুখাপেক্ষা—বি. পরের উপর নির্ভর, পরের নিকট হইতে সাহায্যলাভের প্রত্যাশা। [সং. পরমুখ + অপেক্ষা]। বিণ. **পরমুখাপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—পরের উপরে নির্ভরশীল। বি. **পরমুখাপেক্ষিতা**।

পরমেশ, পরমেশ্বর—বি. জগদীশ্বর, ভগবান্। [সং. পরম + ঈশ, ঈশ্বর]। বি.(স্ত্রী.) **পরমেশ্বরী**—ভগবতী, দুর্গা।

পরমেষ্ঠী (-ষ্ঠিন্)--বি. পরম পদে স্থিত; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; দীক্ষাগুরু। [সং. পরম + √স্থা + ইন্]।

পরমোৎসব—বি. শ্রেষ্ঠ উৎসব, মহান্ বা পবিত্র উৎসব। [সং. পরম + উৎসব]।

পরম্পর—বিণ. পরপর, ধারানুযায়ী, অনুক্রমাগত (পরম্পরাগত বিষয়সমূহ)। [সং. পরম্পরা + অ]।

পরম্পরা—বি. ধারা, এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমণ (লোকপরম্পরা, বংশপরম্পরা)। [সং. পরম্ + √প + অ (র্তৃ) + আ]। বিণ. **~গত**, **পরম্পরীণ**—

পরম্পরায় আগত, ধারাবাহিক ; কুলক্রমাগত। ক্রি-বিণ. ~য়, ~ক্রমে—পরপর, ক্রমানুসারে।
পররাষ্ট্র—বি. বিদেশী রাষ্ট্র। [সং. পর৩ + রাষ্ট্র]।
পরলোক—বি. লোকান্তর, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থান-স্থান ; পরকাল ; মৃত্যু। [সং. পর৩ + লোক (কর্ম)]। বি. ~গমন, ~প্রাপ্তি—মৃত্যু।
পরশ, পরশন—যথাক্রমে স্পর্শ ও স্পর্শন-এর কোমল রূপ ('সবার পরশে পবিত্র-করা' : রবীন্দ্র)।
পরশপাথর, পরশমণি—বি. কাল্পনিক মণিবিশেষ যাহার স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয় ; স্পর্শমণি। [বাং. পরশ + পাথর, মণি]।
পরশু১—ক্রি-বিণ. বি. পরশ্ব : আগামীকল্যের পরদিন অথবা গতকল্যের পূর্বদিন। [সং. পরশ্বস্]।
পরশু২—বি. কুঠার, টাঙ্গি। [সং.]। বি. ~রাম—জমদগ্নি-ঋষির পুত্র, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার, ক্ষত্রিয়কুল-নির্মূলকারী পরশুধারী রাম।
পরশ্রীকাতর—বিণ. পরের ঐশ্বর্য বা উন্নতি দেখিলে দুঃখিত বা ঈর্ষান্বিত হয় এমন। [সং. পর৩ + শ্রী + কাতর]। বি. ~তা।
পরশ্বঃ (-শ্বস্), (চলিত) **পরশ্ব**—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. আগামীকল্যের পরদিনে বা গতকল্যের পূর্বদিনে (সে পরশ্ব আসিবে বা আসিয়াছিল)। (২) বি. আগামী দিনের পরদিন বা গতদিনের পূর্বদিন (পরশ্ব ছিল রবিবার)। [সং. পরশ্বস্]।
পরসঙ্গ১—প্রসঙ্গ-এর কোমল রূপ।
পরসঙ্গ২—বি. অন্যের সহিত মেলামেশা। [সং. পর + সঙ্গ]।
পরসাদ—প্রসাদ-এর কোমল রূপ।
পরস্ত্রী—বি. পরের পত্নী, পরদার। [সং. পর৩ + স্ত্রী]।
পরস্পর—বিণ. সর্ব. উভয় বা অনেকের মধ্যে ; একের প্রতি বা সঙ্গে অন্য, অন্যোন্য, ইতরেতর (পরস্পর আলাপ, পরস্পরকে দায়ী করা, পরস্পরের প্রতি স্নেহ)। [সং. পর৩ + পর৩]।
পরস্ব—বি. অপরের ধন বা সম্পদ্। [সং. পর৩ + স্ব]। বি. ~হরণ, **পরস্বাপহরণ**—পরধন আত্মসাৎকরণ। বিণ. ~হারী (-রিন্), **পরস্বাপহারী** (-রিন্)—পরধন আত্মসাৎকারী।
পরস্মৈপদ—বি. (সং. ব্যাক.) 'অন্যের নিমিত্ত কৃত', অর্থ-প্রকাশক ধাতুবিভক্তিবিশেষ। [সং.]। বিণ. **পরস্মৈপদী**—পরস্মৈপদে ব্যবহৃত হয় এরূপ ; পরস্মৈপদের বিভক্তিযুক্ত ; (ব্যঙ্গে) পরের উপরে ভার দিয়া কৃত বা পরের জন্য কৃত (সব কাজই কি পরস্মৈপদী করিলে চলে ?) ; পরের (পরস্মৈপদী টাকায় বাবুগিরি)।
পরহিংসা—বি. পরের ক্ষতিসাধন ; অন্যের অনিষ্ট-সাধনপ্রবৃত্তি। [সং. পর৩ + হিংসা]। বিণ. বি. **পরহিংসক**—পরের ক্ষতিকারক।
পরহিত—বি. অপরের মঙ্গল, পরোপকার। [সং. পর৩ + হিত]। ~ব্রত—(১) বি. পরোপকাররূপ ব্রত। (২) বিণ. পরোপকার করাই যাহার ব্রত।
পরহিতৈষণা—বি. পরোপকারের ইচ্ছা বা চেষ্টা। [সং. পর৩ + হিতৈষণা]।
পরহিতৈষী (-ষিন্)—বিণ. অপরের মঙ্গলাভিলাষী। [সং. পর৩ + হিতৈষী]।
-পরা১ — **-পর৪** দ্রঃ।
পরা২—উপ. আতিশয্য বৈপরীত্য ইত্যাদি সূচক (পরাক্রম, পরাজয়)। [সং. √পৃ + আ (র্তৃ)]।
পরা৩—বিণ. পরমা, শ্রেষ্ঠা, প্রধানা (পরা প্রকৃতি)। [সং. √পৃ + অ (শে) + আ]।
পরা৪—(১) ক্রি. পরিধান করা, অঙ্গে ধারণ করা (জামা পরা, টিপ পরা)। (২) বি. পরিধান, অঙ্গে ধারণ। (৩) বিণ. পরিহিত (জুতাপরা পা)। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. পরিধান করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
পরাকরণ—বি. ঘৃণাকরণ, অবহেলন ; প্রত্যাখ্যান। [সং. পরা২ + √কৃ + অন (ভা)]।
পরাকাষ্ঠা—বি. চরম উৎকর্ষ, চরম সীমা, চূড়ান্ত। [সং. পরা৩ + কাষ্ঠা (= সীমা)]।
পরাকৃত—বিণ. ঘৃণা করা হইয়াছে এমন ; উপেক্ষিত ; অবহেলিত। [সং. পরা২ + √কৃ + ত (র্ম)]।
পরাক্রম—বি. বল, বিক্রম, বীরত্ব, দাপট। [সং. পরা২ + √ক্রম্ + অ (ভা)]। বিণ. ~শালী (-লিন্)—পরাক্রম-যুক্ত, বলশালী, তেজী, বীরত্বপূর্ণ। বি. ~শালিতা।
পরাক্রান্ত—বিণ. পরাক্রমশালী, বলশালী, তেজী, বীরত্ব-পূর্ণ। [সং. পরা২ + √ক্রম্ + ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরাক্রান্তা**।
পরাগ—বি. ফুলরেণু, পুষ্পরজঃ, pollen। [সং. পরা২ + √গম্ + অ (র্তৃ)]। বি. ~কেশর—ফুলের যে কেশরে পরাগ থাকে, stamen। বি. ~ধানী—পরাগকেশরের শীর্ষভাগ, যেখানে পরাগ থাকে, anther [বি. প.]। বি. ~মিলন, ~যোগ—ফুলের গর্ভকেশরে পরাগ ছড়ান, pollination [বি. প.]। বিণ. **পরাগিত**—পরাগযুক্ত, pollinated [বি. প.]। বি. ~স্থলী—পরাগধানীর কোটর যাহার মধ্যে পরাগ থাকে, pollen-sac [বি.প.]।
পরাগত১—বিণ. ব্যাপ্ত ; যুক্ত ; বিকশিত। [সং. পরা২ + √গম্ + ত (র্ম)]।
পরাগত২—বিণ. প্রত্যাগত ; পশ্চাৎ আগত। [সং. পরা২ + আগত]। **পরাগত সমীভবন**—(ভাষাতত্ত্বে) পশ্চাদ্বর্তী ধ্বনি কর্তৃক পূর্বধ্বনির পরিবর্তন, regressive assimilation (যথা, ধম্ম < ধর্ম, তজ্জন্য < তৎ + জন্য)।
পরাঙ্মুখ—বিণ. মুখ ফিরাইয়া আছে এমন, বিমুখ (সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ) ; প্রতিকূল ; নিবৃত্ত। [সং. পরাক্ (= বিপরীত দিক্) + মুখ]।
পরাজয়—বি. হার, পরাভব। [সং. পরা২ + √জি + অ (ভা)]। বিণ. **পরাজিত**—পরাভূত, যাহার পরাজয় বা হার হইয়াছে। বিণ. (স্ত্রী.) **পরাজিতা**।
পরাণ, পরাণি—যথাক্রমে পরান ও পরানি-র বানান-ভেদ।
পরাত—বি. বড় থালাবিশেষ। [পো. prato]।

পরাৎপর—(১) বিণ. শ্রেষ্ঠের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; সর্বশ্রেষ্ঠ। (২) বি. পরমেশ্বর। [সং.]।

পরাধীন—বিণ. পরের অধীন, পরবশ। [সং. পর৩ + অধীন]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরাধীনা**। বি. ~**তা**।

পরান১, পরানি—প্রাণ-এর কোমল রূপ।

পরান২, পরানো—পরা৩ দ্রঃ।

পরান্ন—বি. পরের অন্ন অর্থাৎ যে-অন্নের অধিকারী বা রন্ধনকারী অপর কেহ। [সং. পর৩ + অন্ন]। বিণ. ~**জীবী** (-বিন্)—পরের অন্ন খাইয়া জীবনধারণকারী। বিণ. ~**পুষ্ট**—পরের অন্ন খাইয়া পরিপুষ্ট, পরান্নে প্রতিপালিত। বিণ. ~**ভোজী** (-জিন্)—পরান্নভোজনকারী ; পরোপজীবী।

পরাবর্ত—বি. বিনিময়, পরিবর্ত ; প্রত্যাবর্তন। [সং. পরা২ + √বৃৎ + অন (ভা)]।

পরাবর্তন—বি. প্রত্যাবর্তন ; প্রতিফলন। [সং. পরা২ + √বৃৎ + অন (ভা)]।

পরাবর্তিত—বিণ. ফিরান হইয়াছে এমন, প্রত্যাবর্তিত। [সং. পরা২ + √বৃৎ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

পরাবৃত্ত১—বি. (জ্যামি.) শঙ্কু ও সমতলের পরস্পর ছেদন হইতে উৎপন্ন বক্ররেখার একটি, hyperbola [বি.প.]। [সং. পরা২ + বৃত্ত]।

পরাবৃত্ত২—বিণ. ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত ; পলায়িত ; পরিবর্তিত। [সং. পরা২ + √বৃৎ + ত (র্তৃ)]। বি. **পরাবৃত্তি**—প্রত্যাবর্তন ; পলায়ন।

পরাভব—বি. হ্রাস, পরাজয় (পরাভব-স্বীকার)। [সং. পরা২ + √ভূ + অ (ভা)]। বিণ. **পরাভূত**—পরাজিত (আক্রমণে পরাভূত)। বিণ.(স্ত্রী.) **পরাভূতা**।

পরামর্শ—বি. মন্ত্রণা ; যুক্তি ; কর্তব্য সম্বন্ধে অভিমত, উপদেশ। [সং. পরা২ + √মৃশ্ (= চিন্তা) + অ (ভা)]। ক্রি. **পরামর্শ করা**—(অন্যের সঙ্গে) মন্ত্রণা করা বা যুক্তি করা। ক্রি. **পরামর্শ দেওয়া**—মন্ত্রণা বা যুক্তি বা উপদেশ দেওয়া।

পরামর্ষ—বি. সহন ; ক্ষমা। [সং. পরা২ + √মৃষ (= ক্ষমা) + অ (ভা)]।

পরামানিক—বি. নাপিত। [সং. প্রামাণিক]।

পরায়ণ১—বি. শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বা অবলম্বন ; বিষ্ণু। [সং. পর + অয়ন]।

পরায়ণ২—বিণ. অতিশয় আসক্ত, একনিষ্ঠ (কর্তব্যপরায়ণ)। [সং. পর (শ্রেষ্ঠ) + অয়ন]। বিণ.(স্ত্রী.) **-পরায়ণা**।

পরায়ত্ত—বিণ. পরের অধিকারভুক্ত বা অধীন। [সং. পর৩ + আয়ত্ত]।

পরার্থ—বি. পরের উপকার বা প্রয়োজন। [সং. পর৩ + অর্থ]। বিণ. ~**পর**—পরোপকারপরায়ণ। বি. ~**পরতা**। ক্রি-বিণ. **পরার্থে**—পরের জন্য। বি. ~**বাদ, পরার্থিতা**—পরহিতের জন্যই মানুষের জন্ম হইয়াছে : এই দার্শনিক মত, altruism [বি. প.]।

পরার্ধ—বি. বিণ. শেষার্ধ (গ্রন্থের পরার্ধ অসমাপ্ত) ১০০০০.............. (সতেরটি শূন্য) সংখ্যা বা সংখ্যক : ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধ। [সং. পর৩ + অর্ধ]।

পরাশর—বি. সুপ্রসিদ্ধ ঋষি, ব্যাসদেবের পিতা ও ধর্মশাস্ত্রের সঙ্কলয়িতা।

পরাশ্রয়—বি. অপরের আশ্রয় বা গৃহ। [সং. পর৩ + আশ্রয়]। বিণ. **পরাশ্রয়ী** (-য়িন্)—অপরকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে এমন (পরাশ্রয়ী ছাত্র)। বি. পরগাছা, পরভুক্ প্রাণী বা জীবাণু, parasite। বিণ. **পরাশ্রিত**—অপরের আশ্রিত ; পরপালিত। বিণ.(স্ত্রী.) **পরাশ্রিতা**।

পরাস্ত—বিণ. পরাজিত, পরাভূত (অস্ত্রবলে পরাস্ত)। [সং. পরা২ + √অস্ + ত (র্ম)]।

পরাহ—বি. পরের দিন। [সং. পর৩ + অহন্]।

পরাহত—বিণ. পরাজিত ; আক্রান্ত, বাধাপ্রাপ্ত (জীবনযাত্রায় পরাহত, সম্ভাবনা সুদূরপরাহত)। [সং. পরা২ + √হন্ + ত (র্ম)]।

পরাহ্ণ—বি. অপরাহ্ণ, বিকালবেলা। [সং. পর৩ + অহন্ + অ]।

পরি- —অব্য. সম্যক্প্রকার ব্যাপ্তি আতিশয্য, বিশিষ্টতা বিরোধ নিন্দা চিহ্ন প্রভৃতি সূচক উপসর্গবিশেষ। [সং. √পৃ + ই (র্তৃ)]।

পরিকর—বি. কটিবন্ধ (বদ্ধপরিকর) ; সহচর, সহকারী ; পরিজন। [সং. পরি + √কৃ + অ]।

পরিকর্তা (-র্তৃ)—বি. জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের পরিণয় সংস্কারকারী যাজক। [সং. পরি + কর্তা]।

পরিকর্ম (-র্মন্)—বি. প্রসাধন, সৌন্দর্যবর্ধন, সজ্জিতকরণ। [সং. পরি + কর্ম]। বি. **পরিকর্মা** (-র্মন্)—ভৃত্য, পরিচারক।

পরিকর্ষ—বি. সমাকর্ষণ। [সং. পরি + √কৃষ্ + অ (ভা)]।

পরিকল্পক—বি. পরিকল্পনাকারী ; পরিকল্পনা রচনাকারী সরকারী আধিকারিক, planning officer। [সং. পরি + √কৃপ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

পরিকল্প, পরিকল্পনা—বি. সঙ্কলিত রচনাদির প্রণালী, নকশা, plan ; কার্যের প্রণালী নকশা বা উপায় চিন্তন অথবা উদ্ভাবন, planning। [সং. পরি + √কৃপ্ + অন (ভা) + আ]। বি. **পরিকল্পনাধিকারিক**—পরিকল্পনারচনাকারী সরকারী কর্মচারী, planning officer [স. প.]। বিণ. **পরিকল্পিত**—পরিকল্পনা করা হইয়াছে এমন ; স্থিরীকৃত, সঙ্কল্পিত।

পরিকীর্ণ—বিণ. সম্যগ্ভাবে বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত বা ব্যাপ্ত। [সং. পরি + কীর্ণ]।

পরিকীর্তন—বি. বিশেষভাবে কথন বা প্রশংসা (মহাপুরুষের গুণ-পরিকীর্তন)। সং. পরি + কীর্তন]। বিণ. **পরিকীর্তিত**—বিশেষভাবে কীর্তিত কথিত বা প্রশংসিত।

পরিকেন্দ্র—বি. (জ্যামি.) সীমারেখা স্পর্শ করিয়া অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র, circumcentre [বি. প.]। [সং. পরি + কেন্দ্র]।

পরিক্রম, পরিক্রমণ—বি. পায়চারি ; ভ্রমণ ; প্রদক্ষিণ। [সং. পরি + √ক্রম্ + অ, অন (ভা)]। বি. (বাং.) **পরিক্রমা**—তীর্থস্থান প্রদক্ষিণ (ব্রজপরিক্রমা), ভ্রমণ (বিদেশ-পরিক্রমা), (আল.) পর্যালোচনা (সাহিত্যপরিক্রমা)।

পরিক্লিষ্ট—বিণ. অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত। [সং. পরি + ক্লিষ্ট]।

পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিত—**পরীক্ষিৎ**-এর বানানভেদ।

পরিক্ষিপ্ত—বিণ. বিক্ষিপ্ত ; পরিত্যক্ত ; বেষ্টিত (প্রাকার-পরিক্ষিপ্ত দুর্গ)। [সং. পরি + √ক্ষিপ্ + ত (র্ম)]।

পরিক্ষেপ—বি বিক্ষেপ ; পরিত্যাগ ; পরিবেষ্টন। [সং. পরি + √ক্ষিপ্ + অ (ভা)]। বি. ~**ক**—পরিক্ষেপ-কারী।

পরিখা—বি. শত্রুর আক্রমণ রোধের উদ্দেশ্যে দুর্গাদির নির্মিত খাত, গড়খাই। [সং. পরি + √খন্ + অ (র্ম) + আ]।

পরিখ্যাত—বিণ. বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। [সং. পরি + খ্যাত]।

পরিগণন, পরিগণনা—বি. বিশেষভাবে গণনা। [সং. পরি + গণন, গণনা]। বিণ. **পরিগণিত**—বিশেষভাবে গণনা করা হইয়াছে এমন ; বিবেচিত (সাধু বলিয়া পরি-গণিত)। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিগণিতা**।

পরিগম—বি. পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রতিবেশ, environment [বি. প.]। [সং. পরি + √গম্ + অ]।

পরিগৃহীত—**পরিগ্রহ** দ্রঃ।

পরিগ্রহ—বি. বিশেষভাবে গ্রহণ বা স্বীকার (দারপরি-গ্রহ) ; ধারণ (মূর্তিপরিগ্রহ), পরিধান (বেশপরিগ্রহ) ; (বিরল) পত্নী (অপরিগ্রহ)। [সং. পরি + √গ্রহ্ + অ (ভা)]। বিণ. **পরিগৃহীত**—গ্রহণ বা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এমন। বি. **পরিগ্রাহক**—পরিগ্রহ-কারী। বি. (স্ত্রী.) **পরিগ্রাহিকা**।

পরিঘ—বি. মুদ্গরজাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ ; অর্গল বা হুড়কা। [সং. পরি + √হন্ + অ (ণে)]।

পরিঘাত, পরিঘাতন—বি. পরিঘ ; হনন ; মারাত্মক আঘাত। [সং. পরি √হন্ + ণিচ্ + অ, অন (ণে ভা)]।

পরিচয়—বি. আলাপ, জানাশোনা ; নাম ধাম বংশ প্রভৃতির বিবরণ ; অভিজ্ঞতা ; অভ্যাস ; চিহ্ন, অভি-জ্ঞান, নিদর্শন (ভদ্রতার পরিচয়) ; প্রণয় ('নবপরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে' : চণ্ডী.)। [সং. পরি + √চি + অ (ভা)]।

পরিচর—বি. অনুচর, ভৃত্য। [সং. পরি + √চর্ + অ (র্তৃ)]।

পরিচরণ—বি. সেবা। [সং. পরি + √চর্ + অন (ভা)]।

পরিচর্যা—বি. সেবা ; শুশ্রূষা (রোগীর পরিচর্যা) ; পূজা। [সং. পরি + √চর্ + য (ভা) + আ]।

পরিচলন—বি. সঞ্চলন ; (বিজ্ঞা.) বায়ব বা তরল পদার্থের প্রবাহের সঙ্গে তাপ ও তড়িতের সঞ্চলন, convection [স. প.]। [সং. পরি + √চল্ + অন (ভা)]।

পরিচায়ক—বিণ. পরিচয়দানকারী ('পথপরিচায়ক'), জ্ঞাপক, সূচক (দুর্বলতার বা মহত্ত্বের পরিচায়ক)। [সং. পরি + √চি + অক (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিচায়িকা**।

পরিচারক—বি. ভৃত্য, সেবক। [সং. পরি + √চর্ + অক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **পরিচারিকা**—দাসী।

পরিচালক—বিণ. বি. পরিচালনাকারী, manager [স. প.] ; (বাস ট্রাম প্রভৃতির) কনডাকটর, conductor [স. প.] ; অধ্যক্ষ, নায়ক ; সঞ্চালনকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **পরিচালিকা**।

পরিচালন, পরিচালনা—বি. কার্য-নির্বাহ ; শাসন-কার্য, শাসন, administration [স. প.] ; অধ্যক্ষতা ; সঞ্চালন। বিণ. **পরিচালিত**—পরিচালনা করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

পরিচিত—বিণ. পরিচয় জানা আছে এমন ; চেনা বা জানা ; জ্ঞাত ; অভ্যস্ত। [সং. পরি + √চি + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিচিতা**। বি. **পরিচিতি**—পরিচয়।

পরিচিন্তন—বি. বিশেষভাবে চিন্তা ; পরিকল্পনা। [সং. পরি + চিন্তন]। বিণ. **পরিচিন্তিত**—বিশেষভাবে চিন্তিত ; পরিকল্পিত।

পরিচেয়—বিণ. পরিচয়যোগ্য। [সং. পরি + চি + য(র্ম)]।

পরিচ্ছদ—বি. আচ্ছাদন ; পোশাক, জামাকাপড়। [সং. পরি + √ছদ্ + ণিচ্ + অ (ণে)]।

পরিচ্ছন্ন—বিণ. গোছান, ফিট্‌ফাট্ ; দুর্নীতিমুক্ত (পরি-ষ্কারপরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন)। [সং. পরি + √ছদ্ + ত (র্ম)]। বি. ~**তা**।

পরিচ্ছিন্ন—বিণ. বিভক্ত ; বিচ্ছিন্ন ; সীমাবদ্ধ ; পরি-মিত। [সং. পরি + √ছিদ্ + ত (র্ম)]।

পরিচ্ছেদ—বি. অংশ ; (গ্রন্থাদির) অধ্যায় ; সীমা (প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ) ; নির্ণয় নির্ধারণ। [সং. পরি + √ছিদ্ + অ (র্ম, ভা)]।

পরিজন—বি. পরিবারের লোক ; পোষ্য ব্যক্তি ; স্বজন, আত্মীয় ; পরিচারক। [সং. পরি + জন]।

পরিজ্ঞাত—বিণ. বিশেষভাবে বা সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞাত অথবা পরিচিত। [সং. পরি + জ্ঞাত]।

পরিজ্ঞান—বি. সম্যক্ জ্ঞান বা পরিচয় ; অন্তর্দৃষ্টি, insight [বি. প.]। [সং. পরি + জ্ঞান]।

পরিণত—বিণ. পরিপক্ব (পরিণত ফল, পরিণত জ্ঞান) ; চরম (পরিণত বয়স) ; পর্যবসিত (কার্যে পরিণত) ; বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত (আলাপ পরিচয় অবশেষে প্রেমে পরিণত) ; শেষ অবস্থায় উপনীত। [সং. পরি + √নম্ + ত (র্তৃ)]। বি. **পরিণতি**—পূর্ণতাপ্রাপ্তি ; পর্য-বসান ; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ; পরিসমাপ্তি ; শেষ (বিয়োগান্ত পরিণতি)।

পরিণদ্ধ—বিণ. সম্বদ্ধ ; পরিবেষ্টিত ; বিস্তৃত। [সং. পরি + √নহ্ + ত (র্ম)]।

পরিণয়, পরিণয়ন—বি. বিবাহ। [সং. পরি + √নী + অ, অন (ভা)]। বি. **পরিণয়সূত্র**—বিবাহরূপ বন্ধন।

পরিণাম—বি. শেষ অবস্থা দশা বা ফল, পরিণতি ; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ; আখের, ভবিষ্যৎ। [সং. পরি + √নম্ + অ (ভা)]। বিণ. ~**দর্শী** (-র্শিন্)—পরিণামে বা ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারে এমন, দূরদর্শী। বি. ~**দর্শিতা**।

পরিণাহ—বি. বিস্তার, প্রসার (বিপুল পরিণাহ); বাহ্যরেখা, সীমান্ত রেখা, contour [বি. প.]। [সং. পরি+নহ্+অ (ণে)]।

পরিণীত—বিণ. বিবাহিত। [সং. পরি+√নী+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিণীতা**।

পরিণেতা (-তৃ)—বি. বিবাহকর্তা, স্বামী। [সং. পরি+√নী+তৃ (র্তৃ)]।

পরিণেয়—বিণ বিবাহযোগ্য। [সং. পরি+√নী+য (র্ম)]।

পরিতাপ—বি. বিশেষ দুঃখ বা খেদ, মনস্তাপ, আপসোস। [সং. পরি+তাপ]।

পরিতুষ্ট—বিণ. অতিশয় তৃপ্ত আনন্দিত বা খুশী। [সং. পরি+তুষ্ট]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিতুষ্টা**। বি. **পরিতুষ্টি**—গভীর তৃপ্তি বা আনন্দ।

পরিতৃপ্ত—বিণ. অতিশয় বা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত। [সং. পরি+তৃপ্ত]। বি. **পরিতৃপ্তি**—গভীর বা পূর্ণ তৃপ্তি।

পরিতোষ—বি. গভীর তৃপ্তি বা আনন্দ। [সং. পরি+√তুষ্+অ (ভা)]।

পরিত্যক্ত—বিণ. বর্জিত। [সং. পরি+√ত্যজ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিত্যক্তা**।

পরিত্যাগ—বি. বর্জন, পরিহার। [সং. পরি+ত্যাগ]। বিণ. **পরিত্যাজ্য**—বর্জনীয়, পরিহারযোগ্য। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিত্যাজ্যা**।

পরিত্রাণ—বি. নিষ্কৃতি, মুক্তি, উদ্ধার (বিপদ হইতে পরিত্রাণ)। [সং. পরি+ত্রাণ]। বিণ. বি. **পরিত্রাতা**—পরিত্রাণকারী। ক্রি. **পরিত্রাহি**—পরিত্রাণ বা রক্ষা করো। [সং.]।

পরিদর্শক—বিণ. বি. পর্যবেক্ষক; পরিদর্শনকারী, inspector [সং. প.]। [সং. পরি+দর্শক]।

পরিদর্শন—বি. সম্যগ্‌রূপে দর্শন; পর্যবেক্ষণ; তত্ত্বাবধান; অবস্থা ক্রিয়াকলাপ অবধারণার্থ দর্শন, inspection [স. প.]। [সং. পরি+দর্শন]। বিণ. **পরিদর্শী** (-র্শিন্)—পরিদর্শন করে এমন, inspecting [স. প.]।

পরিদৃশ্যমান—বিণ. চতুর্দিকে দৃশ্যমান বা দৃষ্টিগোচর, সুস্পষ্ট। [সং. পরি+দৃশ্যমান]।

পরিদৃষ্ট—বিণ. সম্যগ্‌রূপে দৃষ্ট। [সং. পরি+দৃষ্ট]।

পরিদেবন, পরিদেবনা—বি. খেদোক্তি, বিলাপ; অনুতাপ। [সং. পরি+√দিব্ (বিলাপ)+অন (ভা). +আ]।

পরিধান—বি. পরিধেয় জামাকাপড় প্রভৃতি, পোশাক; পরন, অঙ্গে ধারণ। [সং. পরি+√ধা+অন (র্ম, ভা)]।

পরিধায়ী (-য়িন্)—বিণ. পরিধানকারী। [সং. পরি+√ধা+ইন্ (র্তৃ)]।

পরিধি—বি. বৃত্তের বেষ্টনরেখা (শহরের পরিধি), circumference [বি. প.]; প্রান্ত, বেড়, চতুর্দিকস্থ সীমারেখা (পরিধি বিস্তৃত হওয়া), periphery [বি. প.]। [সং. পরি+√ধা+ই (র্ম)]। বি. **~মাপক**—ক্ষেত্রাদির সীমারেখা বা ভুজসমষ্টি, পরিসীমা perimeter [বি. প.]।

পরিধেয়—(১) বিণ. পরিধানযোগ্য। (২) বি. পরিবার জামাকাপড় প্রভৃতি। [সং. পরি+√ধা+য (র্ম)]।

পরিনির্বাণ—বি. মোক্ষ, মহাপ্রয়াণ (বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ); ভববন্ধন হইতে মুক্তি। [সং. পরি+নির্বাণ]।

পরিপক্ব—বিণ. সম্পূর্ণ পাকা, সুপক্ব; পরিণত; বিচক্ষণ (পরিপক্ব জ্ঞান বা বুদ্ধি)। [সং. পরি+পক্ব]। বি. **~তা**।

পরিপত্র—বি. সরকারী ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি, circular [স প]। [সং. পরি+পত্র]।

পরিপন্থী (-ন্থিন্)—বিণ. প্রতিকূল; বাধাদায়ক, প্রতিবন্ধকস্বরূপ (শান্তির পরিপন্থী), শত্রুভাবাপন্ন; বিরোধী (তোমার উন্নতির পরিপন্থী হইতে চাহি না)। [সং. পরি+√পন্থ্+ইন্]।

পরিপাক—বি. হজম (পরিপাক-শক্তি)। [সং. পরি+√পচ্+অ (ভা)]।

পরিপাটি, পরিপাটী—(১) বি. সুবিন্যাস; শৃঙ্খলা; নৈপুণ্য। (২) বিণ. সুবিন্যস্ত (পরিপাটি পোশাক); সুশৃঙ্খল; নিপুণ (পরিপাটিরূপে সাজানো, পরিপাটী শ্রেণীবিভাগ)। [সং. পরি+পাটি, ত্র:]।

পরিপার্শ্ব—বি. চতুর্দিক; চতুর্দিকের অবস্থা। [সং. পরি+পার্শ্ব]।

পরিপালক—বি. প্রতিপালক; পরিচালক; অধ্যক্ষ, শাসক, administrator [স. প.]। [সং. পরি+পালক]।

পরিপালন—বি. প্রতিপালন। [সং. পরি+পালন]। বিণ. **পরিপালিত**—প্রতিপালিত।

পরিপুষ্ট—বিণ. অতিশয় পুষ্ট, সুপুষ্ট (পরিপুষ্ট শরীর), বিশেষভাবে প্রতিপালিত। [সং. পরি+পুষ্ট]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিপুষ্টা**। বি. **~তা, পরিপুষ্টি**।

পরিপূরক—বিণ. পরিপূর্ণকারী (পরিপূরক প্রশ্ন, supplementary question); সম্পূর্ণকারী (প্রাণিজ খাদ্যের পরিপূরক উদ্ভিজ্জ)। [সং. পরি+পূরক]।

পরিপূরণ—বি. পরিপূর্ণ করা; অভাব দূরীকরণ। [সং. পরি+পূরণ]। বিণ. **পরিপূরিত**—পরিপূর্ণ।

পরিপূর্ণ—বিণ. সম্যগ্‌ভাবে পূর্ণ (পরিপূর্ণ ভাণ্ডার), ভরতি; সম্পূর্ণ; সকল। [সং. পরি+পূর্ণ]। বিণ. (স্ত্রী.) **পরিপূর্ণা**। বি. **~তা**।

পরিপৃক্ত—বিণ. সম্পর্কযুক্ত, সম্পূর্ণরূপে লগ্ন, সিক্ত, saturated [বি. প.]। [সং. পরি+√পৃচ্ (=সংস্পর্শ)+ত (র্ম)]। বি **পরিপৃক্তি**—সম্যক্ মিশ্রণ।

পরিপোষক—বিণ. যাহাকে ন্যায্য লাভ সহ নির্মাণ বা উৎপাদনের ব্যয়-সংকুলান হয় (পরিপোষক মূল্য)।

পরিপোষণ—বি. বিশেষভাবে প্রতিপালন বা সংরক্ষণ; মনে ধারণ (ক্রোধ পরিপোষণ)। বিণ. **পরিপোষিত**—পরিপোষণ করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

পরিপ্রেক্ষিত—বি. দৃশ্যমান বস্তুর অংশসমূহের দূরত্ব নিকটত্ব ঘনত্ব ইত্যাদি চিত্রে প্রতিফলন, perspective। (গৌণ অর্থে) পটভূমি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা (প্রামিক-

অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের এই দুরবস্থা পর্যালোচনা করিতে হইবে)। [সং. পরি + প্র + ঈক্ষ্ + ত (র্ম)]।

পরিপ্লব—বি. প্লাবন ; উপদ্রব। [সং. পরি + √প্লু + অ (র্তৃ)]।

পরিপ্লুত—বিণ. সম্যগ্‌রূপে প্লাবিত সিক্ত বা নিমজ্জিত (আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত)। [সং. পরি + √প্লু + ত (র্ম)]।

পরিবর্জন—বি. সম্পূর্ণরূপে বর্জন। [সং. পরি + বর্জন]। বিণ. **পরিবর্জিত**—সম্পূর্ণরূপে বর্জিত।

পরিবর্ত—বি. বিনিময়, বদল (যুক্তির পরিবর্তে উক্তি), বদলি। [সং. পরি + √বৃত্ + অ (ভা, র্তৃ)]।

পরিবর্তক—বিণ. বি. পরিবর্তনকারী ; প্রত্যাবর্তনকারী। [সং. পরি + √বৃত্ + অক (র্তৃ)]।

পরিবর্তন—বি. বিনিময় ; রূপান্তর (অবস্থার পরিবর্তন) ; বদল ; সংশোধন (মত-পরিবর্তন)। [সং. পরি + √বৃত্ + অন (ভা)]। বিণ. **~শীল**—স্বাভাবিক কারণেই যাহা বদলায় (পরিবর্তনশীল ইতিহাস)। বিণ. **পরিবর্তনীয়**—পরিবর্তিত করা যায় করিতে হইবে বা করা উচিত এমন। বিণ. **পরিবর্তমান**—যাহার পরিবর্তন বা রূপান্তর হইতেছে (পরিবর্তমান মানবজগৎ)। বিণ. **পরিবর্তিত**—বদলান হইয়াছে বা বদলাইয়াছে এমন। বিণ. **পরিবর্তী** (-র্তিন্)—পরিবর্তনশীল ; (পদার্থ.) মধ্যে মধ্যে দিক্ পরিবর্তনশীল, alternating [বি. প.]।

পরিবর্ধক—বিণ.বি. পরিবর্ধনকারী। [সং. পরি + বর্ধক]।

পরিবর্ধন—বি. সম্যক্ বর্ধন উন্নতিসাধন বা সম্প্রসারণ ; লালনপালন, বৃদ্ধিসাধন, enlargement [বি. প.]। [সং. পরি + বর্ধন]। বিণ. **পরিবর্ধিত**—পরিবর্ধন করা হইয়াছে এমন।

পরিবহন—বি. (মানুষ মাল প্রভৃতি) বহনপূর্বক স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া, transport [স. প.] ; (বিজ্ঞা.) কোন কিছুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ তাপ প্রভৃতি সঞ্চালন, conduction [বি. প.]। [সং. পরি + বহন]।

পরিবাদ—বি. অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা। [সং. পরি + √বদ্ + অ (ভা)]। বিণ. **~ক, পরিবাদী** (-দিন্)—নিন্দাকারী। **পরিবাদিনী**—(১) বিণ. **পরিবাদী**-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. সপ্ততন্ত্রী বীণাবিশেষ।

পরিবার—বি. পরিজন ; স্ত্রী ও সন্তান প্রভৃতি পোষ্যবর্গ (সপরিবারে, পরিবার-পরিকল্পনা, family planning), একান্নবর্তী সংসার ; (বাং.) পত্নী। [সং. পরি + √বৃ + অ (ণে)]।

পরিবাহ—বি. প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস ; পয়ঃপ্রণালী। [সং. পরি + √বহ্ + অ (ভা, ণে)]।

পরিবাহন—বি. সঞ্চালন। [সং. পরি + বাহন]। বিণ.বি. **পরিবাহী** (-হিন্)—পরিবহনকারী, (বিজ্ঞা.) ভিতর দিয়া তাপাদি সঞ্চালনের পক্ষে যোগ্য (বস্তু), conducting বা conductor। বি. **পরিবাহিতা**—পরিবহনক্ষমতা, conductivity।

পরিবৃত—বিণ. সম্যগ্‌রূপে পরিবেষ্টিত বা আবৃত (ধূমপরিবৃত গৃহ)। [সং. পরি + √বৃ + ত (র্ম)]। বি. **পরিবৃতি**—সম্যগ্‌রূপে পরিবেষ্টন বা আবরণ।

পরিবৃত্ত—বি. কোন ক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া অঙ্কিত বৃত্ত, circumcircle [বি. প.]। [সং. পরি + বৃত্ত]।

পরিবৃত্তি—বি. পরিবর্তন ; বিনিময়। [সং. পরি + √বৃত্ + তি (ভা)]।

পরিবেত্তা (-ত্তৃ)—বি. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করে। [সং. পরি + √বিদ্ (লাভার্থে) + তৃ (র্তৃ)]।

পরিবেদন—বি. জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকা সত্ত্বেও কনিষ্ঠের বিবাহ। [সং. পরি + √বিদ্ + অন (ভা)]।

পরিবেদনা—বি. অতিশয় বেদনা যন্ত্রণা বা ক্লেশ ; সুবিবেচনা। [সং. পরি + বেদনা]।

পরিবেশ, পরিবেষ—বি. পরিধি ; পরিবেষ্টন ; মণ্ডল ; চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা (শান্তির পরিবেশ, পরিবেশ দূষিত করা) ; পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া (পরিবেশ-দূষণ)। [সং. পরি + √বিশ্ (= উপভোগ), বিষ্ (= ব্যাপ্তি) + অ (ণে)]।

পরিবেশন, পরিবেষণ—বি. বিতরণ ; বণ্টন ; ভোজনকালে খাদ্যবস্তু ভাগ করিয়া বিতরণ। [সং. পরি + √বিশ্, বিষ্ + অন (ভা)]। বি. **পরিবেশক, পরিবেষক**—পরিবেষণকারী।

পরিবেষ্টন—বি. আবেষ্টন, ঘের ; ঘেরাওকরণ ; প্রদক্ষিণ। [সং. পরি + বেষ্টন]। বি. **পরিবেষ্টনী**—ঘের ; প্রতিবেশ। বিণ. **পরিবেষ্টিত**—ঘেরা ; ঘেরাও-করা (পরিবার-পরিবেষ্টিত, প্রাচীর-পরিবেষ্টিত)।

পরিব্যক্ত—বিণ. সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত বা প্রকাশিত (শিল্পকলায় সৌন্দর্যবোধ পরিব্যক্ত)।

পরিব্যাপ্ত—বিণ. সকলদিকে বিস্তৃত বা অবস্থিত (দুর্নীতি সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত)। **পরিব্যাপ্তি**—বি. চতুর্দিকে বিস্তৃতি।

পরিব্রজ্যা—বি. প্রব্রজ্যা, সন্ন্যাস ; ধর্মার্থে তীর্থভ্রমণ। [সং. পরি + √ব্রজ্ + য (ভা) + আ]।

পরিব্রাজক—বি. পর্যটক ; অনবরত পর্যটনকারী ভিক্ষু, চতুর্থ আশ্রমাবলম্বী সন্ন্যাসী। [সং. পরি + √ব্রজ্ + অক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **পরিব্রাজিকা**।

পরিব্রাজন—বি. সন্ন্যাসীর পর্যটন। [সং. পরি + √ব্রজ্ (চুরাদি) + অন (ভা)]।

পরিভব—বি. পরাভব, পরাজয়, হার। [সং. পরি + √ভূ + অ (ভা)]।

পরিভাবা—ক্রি. (প্রা. কাব্যে) বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা, বিচার করা ('হেন পরিভাবি রাধা' : শ্রীকৃ.)। [সং. পরি + √ভাবি]।

পরিভাষা—বি. বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট শব্দ বা সংজ্ঞা, technical word। [সং. পরি + ভাষা]। বিণ. **পরিভাষিত**—পরিভাষার সাহায্যে ব্যক্ত ; বিজ্ঞাপিত।

পরিভুক্ত—বিণ. সম্ভোগ করা হইয়াছে এমন ; সম্যগ্‌রূপে উপভোগ করা হইয়াছে এমন। [সং. পরি + ভুক্ত]।

পরিভৃতি—বি. পারিশ্রমিক, বেতন, emolument [স. প.]। [সং. পরি + √ভৃ + ত (ণে)]।

পরিভোগ—বি. সম্ভোগ ; সম্যগ্রূপে উপভোগ। [সং. পরি + ভোগ]।

পরিভ্রমণ—বি. চতুর্দিকে ভ্রমণ, প্রদক্ষিণ ; পর্যটন। [সং. পরি + ভ্রমণ]।

পরিভ্রষ্ট—বিণ. বিচ্যুত হইয়া পতিত। [সং. পরি + ভ্রষ্ট]।

পরিমণ্ডল—(১) বি. মণ্ডল ; পরিধি ; পরিবেষ্টন ; চতুর্দিকের অবস্থা (রাজনীতিক পরিমণ্ডল)। (২) বিণ. বর্তুলাকার, গোলাকার। [সং. পরি + মণ্ডল]।

পরিমণ্ডিত—বিণ. বিশেষভাবে অলঙ্কৃত বা সজ্জিত। [সং. পরি + মণ্ডিত]।

পরিমল—বি. (চন্দনাদির) মর্দনজনিত সুগন্ধ ; পুষ্পচন্দনাদির সুগন্ধ ('পরিমল-লোভে অলি আসিয়া জুটিল' : তর্কা.)। [সং. পরি + √মল্ + অ (র্তৃ)]।

পরিমাণ—বি. মাপ, ওজন, মাত্রা (দুধের বা রক্তের পরিমাণ, কণা-পরিমাণ, পরিমাণ-বোধ), সংখ্যা ; গুরুত্ব, বিস্তার। [সং. পরি + মান১]। বি ~**ফল**—(গণি.) পরিমাপের ফল ; ক্ষেত্রফল, বর্গফল, ঘনফল।

পরিমাপ—বি. পরিমাণ-নির্ধারণ, মাপন ; পরিমাণ, মাপ ; জরীপ (আয়তন পরিমাপ করা), survey [স. প.]। [সং. পরি + মাপ]। বি. ~**ক**—পরিমাপকারী, জরীপকারী, surveyor। বি. ~**ন**—পরিমাপ-নির্ধারণ।

পরিমিত—বিণ. ঠিক প্রয়োজনানুরূপ (পরিমিত সংখ্যা) ; সংযত-পরিমাণ, সংযত (পরিমিত আহার) ; পরিমাণ-নির্দিষ্ট (চারিহস্ত-পরিমিত) ; মাপা হইয়াছে এমন। [সং. পরি + √মা + ত (র্ম)]। বি. **পরিমিতি**—মাপ ; নির্দিষ্ট মাত্রা, পরিমাণ (পরিমিতি-বোধ) ; (গণি.) ভূমির পরিমাপনশাস্ত্র, ক্ষেত্রমিতি, mensuration [বি. প.]।

পরিমেয়—বিণ. পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় এমন ; সসীম, finite [স. প.]। [সং. পরি + √মা + য (র্ম)]।

পরিমেল—বি. বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সঙ্ঘ, association [স. প.]। [সং. পরি + √মিল্ + অ (ণে)]। বি. ~**নিয়মাবলী**—পরিমেলের আইন-কানুন ; articles of association। বি. ~**বন্ধ**—পরিমেলের কার্য-বিবরণী, memorandum of association।

পরিমোক্ষ, পরিমোক্ষণ—বি. বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি ; পরিনির্বাণ। [সং. পরি + মোক্ষ, মোক্ষণ]।

পরিম্লান—বিণ. অতিশয় ম্লান। [সং. পরি + ম্লান]।

পরিযাণ—বি. মাল বা যাত্রীর যাতায়াত, traffic [স. প.] ; বসবাসের জন্য ভিন্ন দেশে গমন, migration। [সং. পরি + √যা + অন (ভা)]। বি. ~**ব্যাবস্থাপক**—পরিযাণের বন্দোবস্ত করার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, traffic manager। বিণ. **পরিযায়ী**—(ক্রমাগত) যাতায়াতকারী ; ভ্রমণশীল ; বসবাসের জন্য ভিন্ন দেশে গমনকারী, migratory।

পরিরক্ষণ—বি. সংরক্ষণ ; উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ ; [সং. পরি + রক্ষণ]। বিণ. **পরিরক্ষিত**—পরিরক্ষণ করা হইয়াছে এমন।

পরিরম্ভ, পরিরম্ভণ—বি. দৃঢ় আলিঙ্গন। [সং. পরি + √রভ্(বেগ, হঠকারিতা) + অ, অন (ভা)]।

পরিলিখিত—বিণ. (জ্যামি.) চতুর্দিকে অঙ্কিত, circumscribed [বি. প.]। [সং. পরি + লিখিত]।

পরিলেখ—বি. সীমানির্দেশক রেখা, নকশা, খসড়া, আদরা, outline [বি. প.]। [সং. পরি + √লিখ্ + অ (র্ম)]।

পরিশিষ্ট—(১) বিণ. অবশিষ্ট, বাকী। (২) বি. গ্রন্থাদির শেষে সংযুক্ত মূল পাঠ্যবস্তুর অতিরিক্ত অংশ, appendix। [সং. পরি + √শিষ্ + ত (র্ম)]।

পরিশীলন—বি. সম্যক্ চর্চা, অনুশীলন ; আলিঙ্গন। [সং. পরি + √শীল্ + অন (ভা)]। বিণ. **পরিশীলিত**—পরিশীলন করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন (পরিশীলিত ব্যবহার)।

পরিশুদ্ধ—বিণ. বিশেষভাবে পরিষ্কৃত শোধিত বা পবিত্রীকৃত। [সং. পরি + শুদ্ধ]। বি. ~**তা, পরিশুদ্ধি**।

পরিশুষ্ক—বি. অতিশয় শুষ্ক। [সং. পরি + শুষ্ক]।

পরিশেষ—(১) বি. অবশেষ ; শেষকাল ; উপসংহার, শেষাংশ। (২) বিণ. অবশিষ্ট। [সং. পরি + শেষ]।

পরিশোধ—বি. প্রত্যর্পণ ; ঋণাদি শোধ। বিণ. **পরিশোধনীয়, পরিশোধ্য**—পরিশোধ করা যায় বা করিতে হইবে এমন।

পরিশ্রম—বি. খাটুনি, মেহনত ; আয়াস। [সং. পরি + শ্রম]। বিণ. **পরিশ্রমী** (-মিন্)—পরিশ্রমে সমর্থ অ-কাতর বা অভ্যস্ত ; (স্বভাবতঃ) পরিশ্রম করে এমন, খাটিয়ে।

পরিশ্রান্ত—বিণ. পরিশ্রমের ফলে অতিশয় ক্লান্ত। [সং. পরি + শ্রান্ত]। বি. **পরিশ্রান্তি**—পরিশ্রমের ফলে অতিশয় ক্লান্তি।

পরিশ্লেষ—বি. আলিঙ্গন। [সং. পরি + শ্লেষ]।

পরিষদ্, পরিষৎ—বি. সভা, সংসদ্ (সাহিত্য-পরিষদ্) ; সমাজ ; (ব্যবস্থাপক) সভা, (legislative) council [স. প.]। [সং.]। বি. **পরিষৎ-পাল**—ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি, Chairman of the Legislative Council [স. প.]।

পরিষেবা—বি. (রোগীর) শুশ্রূষা, nursing [স প.]। [সং. পরি + সেবা]। বিণ. **পরিষেবক**—(রোগীর) শুশ্রূষাকারী, nurse। বিণ.(স্ত্রী.) **পরিষেবিকা**।

পরিষ্করণ—বি. পরিষ্কারকরণ ; শোধন। [সং. পরি + √কৃ + অন (ভা)]।

পরিষ্কার—(১) বি. নির্মলতা ; পরিচ্ছন্নতা ; স্বচ্ছতা। (২) (বাং.) বিণ. পরিষ্কৃত ; নির্মল ; পরিচ্ছন্ন ; পরিপাটি (পরিষ্কার কাজ) ; স্বচ্ছ (পরিষ্কার জল) ; সহজবোধ্য, স্পষ্ট (পরিষ্কার করিয়া বলা) ; সুন্দর, ফরসা, উজ্জ্বল (পরিষ্কার রঙ, পরিষ্কার আলো) ; অকপট (পরিষ্কার মন) ; বুদ্ধিযুক্ত, বিচারক্ষম (পরিষ্কার মাথা) ; স্বাভাবিক বা রোগমুক্ত (পরিষ্কার বুক) ; সুরেলা (পরিষ্কার গলা) ; তীক্ষ্ণ, নির্দোষ (পরিষ্কার দৃষ্টি) ; মেঘমুক্ত (পরিষ্কার

আকাশ)। [সং. পরি + √কৃ + অ (ভা)]। বিণ. **পরিষ্কৃত**—পরিষ্কার বা সাফ করা হইয়াছে এমন; শোধিত; মার্জিত; কাচানো (পরিষ্কৃত বস্ত্র)।

পরিসংখ্যা১—বি. বিশেষভাবে নিরূপিত সংখ্যা; বিশেষভাবে গণনা। [সং. পরি + সংখ্যা]। বিণ **~ত**—বিশেষভাবে গণনা করা হইয়াছে এমন। বি. **~ন**—কোন বিষয়ের তথ্যজ্ঞাপক মোটামুটি হিসাব বা সংখ্যার সঙ্কলন, statistics [স. প.]। [**রাশিবিজ্ঞান** দ্রঃ]। বিণ. বি. **~য়ক**—পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রাহক বা হিসাবকারী, statistician।

পরিসংখ্যা২—বি. স্মৃতি ও মীমাংসা-শাস্ত্রের বিধিবিশেষ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

পরিসমাপ্তি—বি. অবসান; পর্যবসান; পরিণতি; সম্পূর্ণতা। [সং. পরি + সমাপ্তি]।

পরিসম্পৎ—বি. যে সম্পত্তি বা সম্পদ্ ঋণাদি পরিশোধে ব্যবহার করা যায়, assets [স. প.]। [সং. পরি + সম্পৎ]।

পরিসর—বি. ব্যাপ্তি, বিস্তার; সীমা (গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসর); প্রস্থ (বিস্তীর্ণ বা সংকীর্ণ পরিসর)। [সং. পরি + √সৃ + অ (খি)]।

পরিসাজ—বি. পুস্তকাদির বাঁধানো মুদ্রণ প্রভৃতির শোভা। [সং. পরি + সাজ]।

পরিসীমা (-মন্)—বি. অবধি (বাড়ির পরিসীমা), ইয়ত্তা, সীমা (আনন্দের সীমা-পরিসীমা); সমতল ক্ষেত্রের চতুঃসীমার বা বাহুসমূহের সমষ্টি, perimeter [বি প.]। [সং. পরি + সীমা]।

পরিস্থিতি—বি. পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সাময়িক সমস্যা (বন্যা-পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, পরিস্থিতির মোকাবিলা)। [সং. পরি + স্থিতি]।

পরিস্ফুট—বিণ. স্পষ্টরূপে প্রকাশিত; বিকশিত; সুস্পষ্ট (ভাব, রূপ বা চিত্র পরিস্ফুট)। [সং. পরি + স্ফুট]।

পরিস্রাবণ, পরিস্রুতি—বি. ক্ষরণ; তরল পদার্থ ছাকিয়া শোধন, filtration [বি. প.]। [সং. পরি + √স্রু + ণিচ্ + অন (ভা), পরি + √স্রু + তি (ভা)]। বিণ. **পরিস্রুত**—ক্ষরিত, চোয়াইয়া পড়িয়াছে এমন; ছাঁকিয়া শোধন করা হইয়াছে এমন (পরিস্রুত জল), filtered।

পরিহরণ—বি. পরিহার, ত্যাগ, বর্জন। [সং. পরি + হরণ]। বিণ. **পরিহরণীয়**—বর্জনীয়, পরিহারযোগ্য। ক্রি. **পরিহরা**—(কাব্যে) ত্যাগ করা ('পরিহরি ভব-সুখদুঃখ': ৰি. রা.), এড়াইয়া যাওয়া, পরিহার করা।

পরিহসনীয়—বিণ. পরিহাসের যোগ্য। [সং. পরি + √হস্ + অনীয় (র্ম)]।

পরিহার—বি. ত্যাগ (অতিভোজন, বিলাসিতা বা অসৎসঙ্গ পরিহার), বর্জন, উপেক্ষা। [সং. পরি + √হৃ + অ (ভা)]।

পরিহার্য—বিণ. বর্জনীয় (প্রতিহিংসার মনোভাব সর্বথা পরিহার্য), উপেক্ষণীয়। [সং. পরি + √হৃ + য (র্ম)]।

পরিহাস—বি. ঠাট্টা, তামাশা। [সং. পরি + √হস্ + অ (ভা)]।

পরিহিত—বিণ. পরিধান করা হইয়াছে এমন; সজ্জিত। [সং. পরি + √ধা + ত (র্ম)]। বিণ (স্ত্রী.) **পরিহিতা**।

পরী—বি. পক্ষযুক্তা উপদেবীবিশেষ; (আল.) অতি সুন্দরী নারী। [ফা.]। **ডানাকাটা পরী**—নিখুঁত সুন্দরী নারী।

পরীক্ষা—বি. দোষগুণ, ভালমন্দ, যোগ্যতা ইত্যাদির বিচার (রক্ত-পরীক্ষা, ভাগ্য-পরীক্ষা, স্বাস্থ্য-পরীক্ষা); বিদ্যা-চর্চায় পটুতা-নির্ণয় (বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, বি. এ. পরীক্ষা); যাচাই (রত্নাদি পরীক্ষা); সত্যাসত্য নিরূপণ (সাক্ষীর পরীক্ষা); স্বরূপ নির্ণয় (অবস্থা-পরীক্ষা, রোগ-পরীক্ষা); গবেষণা (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা); ব্যবহার করিয়া গুণাগুণ বিচার (হতাশ রোগীর ঔষধটা পরীক্ষা করিয়া দেখ)। [সং. পরি + √ঈক্ষ্ + অ (ভা)]। বিণ. বি. **পরীক্ষক**—পরীক্ষাকারী। বি. **পরীক্ষণ**—পরীক্ষা করা। বিণ. **পরীক্ষণীয়**—পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এমন; বিচার্য; পরীক্ষাযোগ্য। বি. **~গার**—যেখানে পরীক্ষা দেওয়া বা করা হয়; বিদ্যার্থীদের পরীক্ষাদানের স্থান; বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, laboratory। বিণ. **~ধীন**—পরীক্ষিত হইতেছে এমন; বিচার্য; পরীক্ষাসাপেক্ষ। বিণ. **~র্থী** (-র্থিন্)—পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত বা পরীক্ষা দিবে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **~র্থিনী**। বিণ. **পরীক্ষিত**—পরীক্ষা করা হইয়াছে এমন (পরীক্ষিত সত্য)। বিণ. **পরীক্ষোত্তীর্ণ**—পরীক্ষায় সন্তোষজনক বা আশানুরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এমন; পরীক্ষায় সফল হইয়াছে এমন।

পরীক্ষিৎ—বি. অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র: মহাপ্রস্থানকালে যুধিষ্ঠির ইঁহাকেই হস্তিনাপুরের রাজ্যভার দিয়া যান।

পরুষ—বিণ. কর্কশ, কঠোর, উদ্ধত, নিষ্ঠুর (পরুষ বচন, পরুষ কণ্ঠে)। [সং. √পৃ + উষ (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~ত্ব, পারুষ্য** দ্রঃ।

পরে—ক্রি-বিণ পিছনে, পশ্চাতে (সে পরে আসছে); অনন্তর (পরে সেখানে গেলাম); ভবিষ্যতে (মজা পরে টের পাবে); কোন ঘটনাদি অবসান হইয়া গেলে (ট্রেন ছাড়ার পরে সে স্টেশনে পৌঁছিল)। [সং. পর৩]। **'পরে**—অব্য. (কথ্য) উপরে'র সংক্ষিপ্ত রূপ (কাঁকির 'পরে বিশ্বাস, বুদ্ধির 'পরে নয়)। **পরে-পরে**—অব্য. একটির পরে একটি (পরে-পরে সাজানো)।

পরেশ—বি. পরমেশ্বর। [সং. পর৩ + ঈশ]।

পরেশনাথ—**পার্শ্বনাথ**-এর চলিত রূপ।

পরেশান—বিণ. অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; হয়রান, নাকাল। [ফা.]।

পরোক্ষ—বিণ. অপ্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়াতীত, অপ্রধান, সাক্ষাৎ জ্ঞানের বহির্ভূত (পরোক্ষ প্রমাণ); সরাসরি নহে এমন, গৌণ (পরোক্ষভাবে)। [সং. পর + অক্ষ (= ইন্দ্রিয়, জ্ঞান)—তু. প্রত্যক্ষ]।

পরোটা—**পরটা**-র বানানভেদ।

পরোপকার—বি. পরের উপকার বা মঙ্গল। [সং. পর৩ + উপকার]। বিণ. **~ক, পরোপকারী** (-রিন্)—

অপরের উপকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **পরোপকারিণী**। বি. **পরোপকারিতা**। **পরোপকৃত**—(১) বিণ. অন্যের দ্বারা উপকৃত। (২) বি. অন্যের উপকার।

পরোপজীবী (-বিন্)—বিণ. পরের সাহায্যে জীবন-ধারণ করে বা বাঁচে এমন; পরনির্ভর। [সং. পর৩+ উপ+ √জীব্+ইন্]। বিণ. **পরোপজীব্য**—পরের আশ্রয়ে জীবনযাপনকারী, পরের গলগ্রহ।

পরোয়া—বি. গ্রাহ্য বা গণনীয় বলিয়া বোধ; ভয়, ডর, আশঙ্কা; ভাবনা, উৎকণ্ঠা। [ফা. পর্‌ৱা]। **কুছ পরোয়া নেই**—কোনও ভয় নাই।

পরোয়ানা—**পরওয়ানা**-র রূপভেদ।

পর্কটি, পর্কটী (-টিন্)—বি. পাকুড়গাছ। [সং. √পৃচ্ + অটি, অটিন্ (র্ত্)]।

পর্চা—**পরচা**-র বানানভেদ।

পর্জন্য—বি. গর্জনকারী ও জলবর্ষী মেঘ; ইন্দ্র। বিণ. ~**মাতৃক**—**দেবমাতৃক** দ্রঃ। [সং.]।

পর্ণ—বি. বৃক্ষাদির পাতা (পর্ণকুটীর, পর্ণশয্যা); পান, তাম্বুলপত্র; পাখির পালক (সুপর্ণ)। [সং.]। বি. ~**কার**—পান-ব্যবসায়ী বা পানচাষী, বারুইজাতি। বি. ~**কুটীর**, ~**শালা**—বৃক্ষপত্রে ছাওয়া গৃহ, কুঁড়ে-ঘর। বি. ~**পুট**—পাতা দিয়া তৈয়ারি ঠোঙা। বিণ. ~**মোচী** (-চিন্)—পত্রত্যাগী, শীতকালে পাতা ঝরিয়া যায় এরূপ, (বৃক্ষ-সম্বন্ধে) deciduous [বি. প.]। বি. **পর্ণাহার**—শাকপাতাদি ভোজন। বি. **পর্ণিক**—শাক-পাতা উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা। **পর্ণী** (-র্ণিন্)—(১) বিণ. পত্রযুক্ত (সপ্তপর্ণী)। (২) বি বৃক্ষ।

পর্দা—**পরদা**-র বানানভেদ।

পর্পট—বি. পাঁপর। [সং.]। বি. **পর্পটি**—পাঁপর; ঔষধবিশেষ (ক্ষেতপাপড়া)।

পর্ব (-র্বন্)—বি. দেবতাবিশেষের পূজার জন্য নির্দিষ্ট দিন, শাস্ত্রোক্ত ধর্মানুষ্ঠানসমূহ পালনের জন্য নির্দিষ্ট দিন, পার্বণ; সংক্রান্তি এবং অষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি; পরব, উৎসব; গ্রন্থি, গাঁট; সন্ধি, বাঁক (বয়সের শেষ পর্বে); পাব, দুই গ্রন্থির বা গাঁটের মধ্য-বর্তী অংশ (অঙ্গুলির পর্ব); বিশাল গ্রন্থের অধ্যায় (আদি পর্ব, ভীষ্ম পর্ব); বৃহৎ ব্যাপারের অঙ্গ (ভোজন-পর্বেই সকলে ব্যস্ত)। (উদ্ভি.) কাণ্ডের জোড়মুখ, বৃন্তের যে অংশ হইতে পত্রোদ্‌গম হয়, node [বি. প.]। [সং.]। বি. ~**মধ্য**—(উদ্ভি.) দুই পর্বের মধ্যবর্তী অংশ, পাব, internode [বি. প.]।

পর্বত—বি. পাহাড়, গিরি, শৈল, অচল, অদ্রি, নগ, ভূ-ধর। [সং.]। বি. ~**পতি**—হিমালয়। বিণ. ~**প্রমাণ**—পর্বতের ন্যায় উচ্চ বা বিশাল (পর্বতপ্রমাণ অভিযোগ বা চাহিদা)। বিণ. **পর্বতীয়, পার্বত, পার্বতীয়, (অশু.) পার্বত্য**—পর্বত-সম্বন্ধীয়; পর্বতে জাত; পর্বতের অধি-বাসী।

পর্বাস্ফোট—বি. আঙুল মটকান। [সং. পর্ব+আস্ফোট]।

পর্বাহ—বি. উৎসবের বা পরবের দিন। [সং. পর্ব+ অহন্]।

পর্যঙ্ক, পল্যঙ্ক—বি. পালঙ্ক, মূল্যবান্ খাট; (ভূগো.) নদীর অববাহিকা, basin [বি. প.]। [সং.]। বি. ~**বন্ধ**—বীরাসন।

পর্যটন—বি. (ব্যাপকভাবে) ভ্রমণ। [সং. পরি+ √অট্ + অন (ভা)]। বিণ.বি. (অশু.) **পর্যটক**—ভ্রমণকারী।

পর্যন্ত—(১) বি. সীমা, প্রান্ত (পর্যন্ত-ভূমি)। (২) (বাং.) অব্য. অবধি (একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত, দীর্ঘকাল পর্যন্ত); ও, অপিচ (তিনি পর্যন্ত দলে আছেন)। [সং. পরি+অন্ত]।

পর্যবসান—বি. সমাপ্তি, অবসান; পরিণাম, পরিণতি। [সং. পরি+অবসান]। বিণ. **পর্যবসিত**—পর্যবসান বা সমাপ্তি লাভ করিয়াছে এমন, পরিণত, রূপান্তরিত (ক্রীড়াঙ্গন রণাঙ্গনে পর্যবসিত)।

পর্যবেক্ষণ—বি. পরিদর্শন, নিরীক্ষণ, মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা; (বিজ্ঞা.) প্রাকৃতিক ঘটনা অবেক্ষণ, observation [বি. প.]। [সং. পরি+অবেক্ষণ]। বিণ. বি. **পর্যবেক্ষক**—পর্যবেক্ষণকারী, পরিদর্শক। বিণ. **পর্য-বেক্ষিত**—পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে এমন। বি. **পর্য-বেক্ষণিকা**—মানমন্দির।

পর্যসন—বি. দূরীকরণ; চতুর্দিকে ক্ষেপণ। [সং. পরি+ √অস্(নিক্ষেপ)+অন (ভা)]।

পর্যস্ত—বিণ. দূরীকৃত; বিক্ষিপ্ত; উলটান, বিপর্যস্ত। [সং. পরি+ √অস্ (=নিক্ষেপ)+ত (র্ম)]।

পর্যাকুল—বিণ. অতিশয় আকুল বা কাতর। [সং. পরি +আকুল]।

পর্যাটক—**পর্যটক**-এর ব্যাকরণ-সম্মত রূপ।

পর্যাণ—বি. পালান্, জিন, পশুপৃষ্ঠে বসিবার আসন। [সং. পরি+ √যা+অন]।

পর্যাপ্ত—বিণ. প্রচুর (পর্যাপ্ত চাহিদা), যথেষ্ট; প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত; পরিমিত; সক্ষম। [সং. পরি+ √আপ্+ত (র্ত্)]। বি. **পর্যাপ্তি**—প্রাচুর্য; পরিমিততা; পরিপূর্ণতা; সামর্থ্য।

পর্যায়—বি. পালা, ক্রম, আনুপূর্ব্য (পর্যায়ক্রমে বিবেচনা); অবস্থা, ক্রম (নবপর্যায়); বংশের প্রবর্তক হইতে পুরুষ-পরম্পরাগত সংখ্যা, generation; সমানার্থবোধক শব্দ (পর্যায়ভুক্ত), synonym; (বিজ্ঞা.) নির্দিষ্ট-পরিমাণ কাল, গ্রহাদির আবর্তন কাল, period [বি. প.]। [সং. পরি+ √ই+অ (ভা)]।

পর্যাবৃত্ত—বিণ. (বিজ্ঞা.) পর্যায়-অনুসারে সংঘটিত হয় এমন, periodic [বি. প.]। [<সং. পর্যায়+বৃত্ত]। বি. **পর্যাবৃত্তি**—পর্যায়-অনুসারে সঙ্ঘটনশীলতা, periodi-city [বি. প.]।

পর্যালোচন, পর্যালোচনা—বি. সম্যক্ আলোচনা অনুশীলন বা বিচার (শাস্ত্র-পর্যালোচনা)। [সং. পরি+ আলোচন, আলোচনা]। বিণ. **পর্যালোচিত**—যাহার পর্যালোচনা করা হইয়াছে এমন।

পর্যাস—বি. উলটপালট; ক্রমভঙ্গ; পরিবর্তন; বিনাশ। [সং. পরি+ √অস্+অ (ভা)]।

পর্যুদস্ত—বিণ. সম্পূর্ণ পরাজিত নিবারিত বা নিষিদ্ধ;

অভিভূত (প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত)। [সং. পরি+উৎ+√অস্+ত (র্ম)]। বি. পর্য্যুদাস—পূর্ণ পরাজয়; সম্পূর্ণ নিষেধ বা নিবারণ; নিয়মের ব্যতিক্রম।

পর্য্যুষিত—বিণ. অন্ততঃ একদিনের বাসি (পর্যুষিত অন্ন)। [সং. পরি+√বস্+ত (র্ম)]।

পর্য্যেষণ, পর্য্যেষণা—বি. অন্বেষণ, অনুসন্ধান; গবেষণা। [সং. পরি+এষণ, এষণা]।

পর্ষদ্, পর্ষৎ (-দ্)—বি. পরিষদ্ সভা; পরিচালক সমিতি, board [স. প.]। [সং.]।

পল১—বি. ১/৬০ দণ্ড বা ২৪ সেকেণ্ড; ক্ষণকাল, চার তোলা; মাংস (পলান্ন), বিচালি, খড়। [সং.]।

পল২—বি. দ্রব্যাদির শিরাল পার্শ্বদেশ (পলতোলা, চৌপল বোতল)। [ফা. পহ্লু]।

পলক—বি. নিমেষ, চক্ষুর পাতা ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে (পলকের মধ্যে; চক্ষুর পাতা (পলকপাত)। [ফা.]। ক্রি. পলকে হারান—নিমেষমধ্যে হারান। বিণ. ~হীন, ~বিহীন, ~রহিত—অপলক, নির্নিমেষ।

পলকা—বিণ. ভঙ্গুর; অসার; অদৃঢ়। বি. পাশ্চাত্ত্য নৃত্যবিশেষ, ইং. polka। [দেশী]।

পলটা—ক্রি. (প্রা. বাং. ও ব্রজ.) উলটান ('পলটি বসাল কনক কটোরা': বি. প.); পিছন ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা ('পুন কহে পলটি ন পৈঠালি পানী': বি. প.); বেড়িয়া দেওয়া, জড়াইয়া দেওয়া ('ধবল বস্ত্র নিল রাজা গলাতে পলটাইয়া': গোপী)। [হি. মৈ. √পলট<প্রা. √পলট্ট<সং. পরি+√অস্ (=পর্যস্)]।

পলতা—বি. পটোলের পাতা বা লতা। [বাং. পটোল-লতা]।

পলতে—পলিতা-র কথ্য রূপ।

পলল—বি. মাংস; পঙ্ক; পলি; মিষ্টান্নবিশেষ। [সং.]।

পলস্তারা—বি. (প্রধানতঃ চুন সুরকি বালি সিমেণ্ট প্রভৃতির মিশ্রিত) প্রলেপ (পলস্তারা-খসা দেয়াল)। [ইং. plaster]।

পলা১—বি. রত্নবিশেষ, প্রবাল। [সং. প্রবাল]।

পলা২—বি. তৈলাদি তুলিবার জন্য অগ্রভাগে বাটির ন্যায় পাত্রযুক্ত লম্বা দণ্ডবিশেষ। [সং. পল+বাং. আ]।

পলা৩, পলানো—ক্রি. পলায়ন করা। [পা. প্রা. √পলায়<সং. পরা২+√অয়্]।

পলাগ্নি—বি. পিত্ত। [সং. পল (মাংস)+অগ্নি]।

পলাঙ্গ—বি. বৃহদাকার জলজন্তুবিশেষ, শুশুক। [সং. পল (=মাংসবহুল)+অঙ্গ]।

পলাণ্ডু—বি. পিঁয়াজ। [সং.]।

পলাতক—বিণ. পলাইয়াছে এমন; নিরুদ্দেশ। [সং. পলায়ক]। বিণ.(স্ত্রী.) পলাতকা।

পলান, পলানো, পালানো—(১) ক্রি. পলায়ন করা। (২) বি. পলায়ন। (৩) বিণ. পলায়িত; পলাতক। [পলা৩ দ্রঃ]।

পলান্ন—বি. মাংস মিশাইয়া পাক করা অন্ন; পোলাও। [সং. পল (=মাংস)+অন্ন]।

পলায়ন—বি. (ভয়ে বা অন্য কোন কারণে) দৃষ্টির বাহিরে গমন, চম্পট, পালানো। [সং. পরা২+√অয়্+অন (ভা)]। বিণ. পলায়মান—পলাইতেছে এমন। বিণ. পলায়িত—পলাইয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) পলায়িতা।

পলাশ—বি. ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ, কিংশুক; ফুলগাছের পাতা, পাপড়ি (পদ্মপলাশ-লোচন)। [সং.]।

পলি—বি. বন্যার বা নদীপ্রবাহের ঘোলা জল হইতে থিতাইয়া-পড়া নরম মাটির স্তর বা প্রলেপ (পলি পড়া, নদীর পলিমাটি), alluvium [বি. প.]। [তু. সং. পলল(=পঙ্ক)]। বিণ. ~জ—(ভূবি.) পলি হইতে জাত, পাললিক, alluvial [বি. প.]।

পলিত—(১) বি. বার্ধক্যহেতু কেশাদির শুক্লতা। (২) বিণ. বার্ধক্যহেতু শুক্লতাপ্রাপ্ত, পাকা; বৃদ্ধ। [সং. √পল্ (গত্যর্থক)+ত]। বিণ. ~কেশ—কেশ বার্ধক্যহেতু শুক্লতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন; বৃদ্ধ।

পলিতা—বি. প্রদীপের সলিতা। [ফা. পলীতাহ্]।

পলু—বি. তুঁতপোকা, রেশমকীট। [দেশী]।

পলুই, পোলো—বি. বংশ-শলাকানির্মিত ঝুড়ির ন্যায় আকারযুক্ত মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ। [সং. পলব]।

পল্টন—বি. সৈন্যদল, ফৌজ। [<ইং. platoon]।

পল্যঙ্ক, পর্যঙ্ক—বি. পালঙ্ক, খাট। [সং]।

পল্লব—বি. পাতা (চক্ষুপল্লব); বৃক্ষাদির নূতন পাতা, ('শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে': রবীন্দ্র) কিশলয়; নূতন পত্রযুক্ত কচি ডালের অগ্রভাগ। [সং.]। বিণ. ~গ্রাহী (-হিন্)—নানা বিষয়ে একটু একটু জ্ঞান আহরণ করে এমন; ভাসা ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন (পল্লব-গ্রাহী পাণ্ডিত্য)। বি. ~গ্রাহিতা। বিণ. পল্লবিত—পল্লবযুক্ত; বিস্তারিত (বহু-পল্লবিত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড); অতিরঞ্জিত (পল্লবিত বর্ণনা)।

পল্লী, পল্লি—বি. বসতি, পাড়া (গোপপল্লী); গ্রাম, পাড়াগাঁ (পল্লীজীবন); শহর বা নগরের পাড়া (কলিকাতার ছয়ের পল্লী)। [সং.]। বি. ~উন্নয়ন—পল্লীর উন্নতিসাধন। বি. ~গ্রাম—পাড়াগাঁ। বিণ. ~বাসী (-সিন্)—গ্রামবাসী (অর্থাৎ শহরবাসী নহে এমন)। বিণ. (স্ত্রী.) ~বাসিনী। বি. ~মঙ্গল—পল্লীর উপকার বা মঙ্গলসাধন। বি. ~সঙ্গীত—গ্রাম্যভাষায় রচিত ও গ্রাম্যসুরে গেয় সঙ্গীতবিশেষ।

পল্বল—বি. বিল ডোবা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলাশয়। [সং. √পল্+বল (র্তৃ)]।

পশতু, পশতো—বি. আফগানদিগের ভাষা। [পশতু]।

পশম—বি. মেষাদি পশুর লোম, ঊর্ণা। [ফা. পশ্ম্]। বি. পশমিনা—পশমী কাপড়বিশেষ। বিণ. পশমী—পশমদ্বারা প্রস্তুত।

পশরা—পসরা-র বানানভেদ।

পশলা—পসলা-র বানানভেদ।

পশা—ক্রি. (কাব্যে) প্রবেশ করা ('কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো': চণ্ডী., 'কি ছলে পশিলা রক্ষোরাজ-পুরে আজি': মধু.)। [বাং. প্রবেশা]।

পশার—পসার১-এর বানানভেদ।

পশারী—পসারী-র বানানভেদ।

পশু—বি. লাঙ্গুলবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু, জানোয়ার ; বলির জন্তু ; মোহাচ্ছন্ন জীব (পশুপতি), পশুবৎ অজ্ঞান বা দুর্বৃত্ত মানুষ ; (তন্ত্রমতে) মদ্যমাংসবর্জনকারী শুদ্ধ ও সংযতাচারী সাধক ; শিবের অনুচর। [সং.]। বি. **~ত্ব**—পশুর ভাব বা ধর্ম ; পশুর ন্যায় আচরণ। বি. **~ধর্ম**—পশুর স্বাভাবিক বৃত্তি ; মৈথুন। বিণ. **~ধর্মা** (-র্মন্)—পশুর ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট ; ঐরূপ মৈথুনপরায়ণ। বি. **~পতি**—শিব। বি. **~রাজ**—সিংহ। বি. **~শালা**—চিড়িয়াখানা।

পশুরি—**পসুরি** র বানানভেদ।

পশ্চাৎ—(১) অব্য.ক্রি-বিণ. পরে (পশ্চাৎ বলিব) ; পিছনে (পশ্চাৎ আসিতেছে) ; পশ্চিমে (তু. **পাশ্চাত্য**)। (২) (বাং.) বি. পৃষ্ঠদেশ, পিছন (গৃহের পশ্চাতে, পশ্চাতের দিকে), পরবর্তীকাল, ভবিষ্যৎ (পশ্চাতে দুঃখ পাবে)। [সং. অপর + আৎ (নি.)]। বি. **পশ্চাত্তাপ**—অনুতাপ। বিণ. **পশ্চাৎপদ**—হটিয়া আসিয়াছে এমন, অসম্মত বা নিবৃত্ত (কাজে পশ্চাৎপদ) ; বিণ. **পশ্চাদ্গামী** (-মিন্)—পিছনে পিছনে গমনকারী। বি. **পশ্চাদ্ধাবন**—পিছনে পিছনে দৌড়ানো, সবেগে অনুসরণ। বিণ. **পশ্চাদ্বর্তী**—পিছনে অবস্থিত বা অনুগমনরত। বি. **পশ্চাদ্ভাগ**—পিছনের অংশ ; পাছা, নিতম্ব। বি. **পশ্চাদ্ভূমি**—পিছনের জায়গা ; চিত্রাদির বিষয়বস্তুকে বৈশিষ্ট্য প্রদানকারী পশ্চাদ্বর্তী বা দূরবর্তী দৃশ্যাবলী, পটভূমি, background ; নদীর বা সমুদ্রের বন্দরের পশ্চাদ্বর্তী আমদানি-রপ্তানি স্বার্থের উপযুক্ত স্থানসমূহ, hinterland [বি. প.]।

পশ্চার্ধ—বি. নাভি হইতে পা পর্যন্ত দেহাংশ, অধমাঙ্গ ; নিম্নার্ধ ; শেষার্ধ ; অপরার্ধ। [সং. অপর (= পশ্চ) + অর্ধ]।

পশ্চিম—(১) (বাং.) বি. পূর্বের বিপরীত দিক্, যে দিকে সূর্য অস্ত যায়, প্রতীচী ; ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশ ('পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার' : রবীন্দ্র)। (২) বিণ. (সং.) চরম, শেষ ; অনন্তর ; পশ্চিমে অবস্থিত (পশ্চিম দেশ)। [সং পশ্চাৎ + ইম]।

পশ্চিমা, পশ্চিমে—(১) বিণ. পশ্চিম-দেশীয় ; পশ্চিম দিকের (পশ্চিমে বাতাস)। (২) বি. পশ্চিমাঞ্চলবাসী লোক।

পশ্বাচার—বি. শুদ্ধাচারী তান্ত্রিক সাধকের আচার বিশেষ ; পশুবৎ আচরণ। [সং. পশু + আচার]। বিণ. **পশ্বাচারী** (-রিন্)—যে পশ্বাচার করে।

পশ্য—ক্রি. দেখ। [সং.]।

পষ্ট—**স্পষ্ট**-এর কথ্য রূপ।

পষ্টাপষ্টি—**স্পষ্টাস্পষ্টি**-র কথ্য রূপ।

পসন্দ—**পছন্দ**-র রূপভেদ।

পসরা—বি. বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের স্তূপ ঝুড়ি বা বোঝা ; পণ্যদ্রব্য, বেসাত। [< সং. প্রসর]।

পসলা—বি. একবারের বর্ষণ, বারিপতন (এক পসলা বৃষ্টি)। [তু. মরা. পহাল]।

পসার১—হাট-বাজার, দোকান ; পণ্যসম্ভার (দোকান-পসার)। [দেশী]।

পসার২—বি. ব্যবসায়ে খ্যাতি (ডাক্তার বা উকিলের পসার জমা বা হওয়া) : প্রতিপত্তি ; খরিদ্দার মক্কেল প্রভৃতির প্রাচুর্য। [সং. প্রসার]।

পসারা১—ক্রি. (কাব্যে) প্রসারিত করা ('সবার পানে যেথায় বাহু পসারো' : রবীন্দ্র) ; বাড়াইয়া দেওয়া ('দুবাহু পসারি বলরাম ধরি' : মাধব.)। [সং. প্র + √সৃ + ণিচ্ + বাং. আ]।

পসারা২—বি. (প্রা.কা.) পণ্যসামগ্রী, পসরা। [**পসার১** দ্র:]।

পসারি, পসারী—বি. দোকানদার, বিক্রেতা ('পসারী পসার ঢাকে' : ক. ক.)। [**পসার১** দ্র:—তু. হি. পসারী]। বি.(স্ত্রী.) **পসারিনী, পসারিণী**।

পসুরি, পসুরী—(১) বি. পাঁচ সের ওজন ; পাঁচ সের ওজনের বাটখারা। (২) বিণ. পাঁচ সের ওজনের (দুই পসুরি গম)। [সং. পঞ্চ > প + বাং. সেরি > সুরি]।

পস্তা—ক্রি. পস্তান (বিশ্বাস ক'রে পস্তাচ্ছি)। [< সং. পশ্চাত্তাপ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পশ্চাত্তাপ পাওয়া ; অনুশোচনা বা আপসোস করা। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। বি. **পস্তানি**—পশ্চাত্তাপ।

পস্ত—**পশতু**-র বানানভেদ।

পহর—**প্রহর**-এর কথ্য ও কোমল রূপ (রাত তিন পহরে)।

পহিল—বিণ. (ব্রজ.) প্রথম, নবীন, তরুণ। [হি. পহ্‌লা]। ক্রি-বিণ. **~হি**—প্রথমে, প্রথমেই ('পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' : রামানন্দ]।

পহু১—ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) পুনরায়। [সং. পুনঃ]।

পহু২, পহুঁ—বি. (ব্রজ.) প্রভু ('গোবিন্দদাস পহুঁ নটবরশেখর')। [সং. প্রভু]।

পহেলা, পয়লা—(১) বি. মাসের প্রথম তারিখ। (২) বিণ. (মাস-সম্বন্ধে) প্রথম তারিখের (পহেলা চৈত্র) ; প্রথম (পয়লা-নম্বর ঘি), সেরা। (৩) ক্রি-বিণ. প্রথমে, অগ্রে (পয়লা আমার, পরে তোমার কাজ)। [হি. পহিলা—তু. সং. প্রথম]।

পহ্লব—বি. প্রাচীন পারসীক জাতিবিশেষ। [ফা. পেহ্‌লবী]। **পহ্লবী**—(১) বিণ. পহ্লব-সংক্রান্ত। (২) বি. পহ্লবদের ভাষা ; পদবি বিশেষ।

পা১—বি. স্বরগ্রামের পঞ্চমের সংকেত।

পা২—বি. চরণ, পদ, কুঁচকি হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেহাংশ ; পায়ের পাতা ; আসবাবপত্রাদির পায়া। [সং. পাদ]। ক্রি. **পা চাটা**—অতি হীনভাবে তোষামোদ করা। ক্রি. **পা ধুতেও না আসা**—ঘৃণা হেতু কোনো প্রকার সংস্পর্শে না আসা। ক্রি. **পা না ওঠা**—প্রস্থান করিতে বা প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হওয়া। ক্রি. **পা বাড়ান**—যাইতে উদ্যত হওয়া। ক্রি. **পায়ে ঠেলা**—নির্দয় হইয়া ত্যাগ করা। ক্রি. **পায়ে তেল দেওয়া**—অত্যন্ত হীনভাবে খোশামোদ করা। ক্রি. **পায়ে ধরা**—একান্ত বিনীতভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। ক্রি. **পায়ে পড়া**—বশ্যতা স্বীকার করা। ক্রি. **পায়ের উপর পা দিয়ে থাকা**—কোনো কাজকর্ম না করিয়া আরাম ও বিলাসের মধ্যে থাকা। ক্রি. **পায়ে রাখা**—আশ্রয়

দেওয়া ; কৃপা করা। ক্রি. পায়ে হাত দেওয়া—প্রণাম করা। পায়ের পাতা—পদতলের বিপরীত পৃষ্ঠ, পদপৃষ্ঠ। ক্রি-বিণ. পায়-পায়, পায়ে-পায়ে—প্রতিপদে (পায়ে-পায়ে বাধা); ধীরে ধীরে হাঁটিয়া (পায়ে পায়ে যাওয়া); এক পায়ের সঙ্গে অন্য পা মিশিয়া (পায়ে-পায়ে জড়ান); ঠিক পিছনে পিছনে (পায়ে-পায়ে অনুসরণ করা)।

পাই—বি. সিকিভাগ, পোয়া অংশ; মুদ্রাবিশেষ (=⅓ পয়সা)। [সং. পাদ]।

পাইক—বি. পদাতিক সৈনিক; লাঠিয়াল; পেয়াদা। [সং. পদাতিক>প্রা. পাইক্ক]।

পাইকা—বি. ছাপার অক্ষরবিশেষ। [ইং. pica]।

পাইকার, (কথ্য) পাইকের—বি. যে একসঙ্গে অনেক জিনিস কেনে বা বেচে; একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনিয়া খুচরা বেচে এমন দোকানদার; ফেরিওয়ালা। [ফা.]। বিণ. **পাইকারি, পাইকারী**—থোক ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত, খুচরার বিপরীত (পাইকারি দাম); একসঙ্গে অনেক জিনিস বেচে বা কেনে এমন (পাইকারি ব্যবসায়ী বা খদ্দের); সমষ্টিগতভাবে ধার্য, collective (পাইকারি জরিমানা)।

পাইখানা—পায়খানা-র রূপভেদ।

পাইন—পান₂-এর অপ্র. রূপ।

পাইপ—বি. নল (জলের পাইপ)। [ইং. pipe]।

পাইল₁—পাল₂,₃-এর অপ্র. রূপ।

পাইল₂—বি. একত্রীকরণ; ভালমন্দ মিহি-মোটা প্রভৃতি দুই (বা ততোধিক) ভিন্নজাতীয় বস্তুর সংমিশ্রণ। [ইং. pile]।

পাউডার—বি. চূর্ণ, গুঁড়া; চূর্ণ অঙ্গরাগবিশেষ; গুঁড়া ঔষধ। [ইং. powder]।

পাউণ্ড—বি. প্রায় আধ সের বা ৪৫৪ গ্রাম ওজন; ইংল্যান্ডের মুদ্রাবিশেষ (=প্রায় ১৬·৩০ টাকা)। [ইং. pound]।

পাউরুটি, পাঁউরুটি—বি. ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তৈয়ারী ফাঁপা রুটি। [পো. pao]।

পাওনা—(১) বিণ. প্রাপ্য (পাওনা টাকা)। (২) বি. প্রাপ্য অর্থ; প্রাপ্তি, লাভ (পাওনা-থোওনা)। [পাওয়া দ্র:]। বি. **~গণ্ডা**—প্রাপ্য অর্থাদি। বি. **~দার**—যে টাকা পাইবে, মহাজন।

পাওয়া—(১) ক্রি. হস্তগত হওয়া, লাভ করা (চিঠি, চাকরি, মাহিনা ইত্যাদি পাওয়া); মেলা বা জোটা (জবাব বা সাড়া পাওয়া); সমর্থ হওয়া (শুনিতে পাওয়া, দেখিতে পাই, খাইতে পায় না); উদ্রিক্ত হওয়া (কান্না বা ক্ষুধা পাওয়া); বোধ বা অনুভব করা (ব্যথা বা আরাম পাওয়া, ভয় পাওয়া, গন্ধ পাওয়া); গণ্য করা (আমাকে কি পাগল পেয়েছ?); আক্রান্ত হওয়া (ভূতে পাওয়া); উপায় উদ্ভাবন করা (ভেবে পাই না)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. প্রাপ্ত, লব্ধ (লটারীতে পাওয়া টাকা)। [<সং. প্র+√আপ্]। ক্রি. **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পাইয়ে দেওয়া, লাভ করানো; সমর্থ করানো; উদ্রিক্ত করানো; বোধ করানো; ভোগ করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

পাংশন—বিণ. দূষক, কলঙ্কিতকারী (কুল-পাংশন)। [সং. √পংশ্(নাশার্থক)+অন (র্তৃ), নি.]।

পাংশু—বি. ছাই, পাঁশ; ধুলা; কলঙ্ক, দোষ। [সং. √পংশ্+উ (ণ)]। **~বর্ণ**—(১) বি. ধুলার রঙ। (২) বিণ. ধুলার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; ফেকাসে। বিণ. **~মুখ**—পাংশুবর্ণ মুখবিশিষ্ট; শুষ্কমুখ; বিবর্ণবদন। **~ল**—(১) বিণ. ধূলিপূর্ণ; কলঙ্কযুক্ত; কলঙ্কজনক (কুল-পাংশুল)। (২) বি. শিব। **~লা**—(১) বি. (স্ত্রী.) ধূলিপূর্ণা; পাপিষ্ঠা, দুশ্চরিত্রা। (২) বি. কুলটা; রজস্বলা রমণী; পৃথিবী।

পাঁইজ—পাঁজ-এর অপ্র. রূপ।

পাঁইজর—পাঁয়জোর-এর রূপভেদ।

পাঁইট—বি. তরল পদার্থের পরিমাণবিশেষ (=প্রায় দেড় পোয়া অথবা ·৫৬৮ লিটার)। [ই. pint]।

পাঁউরুটি—পাউরুটি দ্র:।

পাঁক—বি. নরদামা, পুকুর ইত্যাদির তলার কাদা। [সং. পঙ্ক]।

পাঁকাটি, প্যাঁকাটি, পাকাটি—বি. (জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত) পাট গাছের শুষ্ক ডাঁটা। [পাট+কাঠি]।

পাঁকাল—(১) বি. মৎস্যবিশেষ। (২) বিণ. পঙ্কযুক্ত। [সং. পঙ্ক>বাং. পাঁক+আল]।

পাঁকুই—বি. আঙুলের হাজা রোগ। [<পাঁক]।

পাঁচ—বি. বিণ. ৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চ]। **পাঁচ কথা**—অনেক কথা; বিবিধ কথা; কটুবাক্য। **~ই, পাঁচুই**—(১) বি. মাসের পাঁচ তারিখ। (২) বিণ. (মাস-সম্বন্ধে) পাঁচ তারিখের (পাঁচুই পৌষ)। বি. **~চুলা, (কথ্য) ~চুলো**—বিশ্রী অসমানভাবে চুল ছাঁটা। [সং. পঞ্চচূড়]। বি. **~জন**—জনসাধারণ (পাড়ার পাঁচজনে কী বলবে?)। বি. **~ফোড়ন**—রন্ধনে ব্যবহৃত পাঁচ-রকমের মসলা (জিরা কালজিরা মেথি মৌরী ও রাঁধুনি)। বিণ. **~মিশালী, (কথ্য) ~মিশুলী**—বিবিধ দ্রব্যের মিশ্রণজাত; মিশ্রিত।

পাঁচড়া—বি. খোস, চুলকনা-রোগবিশেষ। [সং. পিচ্চট]।

পাঁচন—বি. বিবিধ গাছগাছড়া সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত ঔষধ। [সং. পাচন]।

পাঁচনবাড়ি, পাঁচনি—যথাক্রমে পাচনবাড়ি ও পাচনি-র রূপভেদ।

পাঁচালি, পাঁচালী—বি. বাঙ্গালা গীতিকাব্য বা গান-বিশেষ। [সং. পাঞ্চালিকা]।

পাঁচিল—বি. প্রাচীর, দেওয়াল। [সং. প্রাচীর]।

পাঁজ—বি. পেঁজা তুলার বাতি বা নল। [সং. পঞ্জি]।

পাঁজর, পাঁজরা—বি. পঞ্জর, বুকের ও পার্শ্বদেশের হাড়। [সং. পঞ্জর]।

পাঁজা₁—বি. ইট পুড়াইবার ভাটি, পুড়াইবার জন্য ইটের স্তূপ। [ফা. পজাওয়া]।

পাঁজা₂—বি. আঁটি, গুচ্ছ, রাশি। [সং. পুঞ্জ]।

পাঁজা₃—বি. দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া জড়াইয়া ধারণ

(পাঁজা করিয়া তোলা)। [ফা. পঞ্জহ্]। বিণ. ~কোলা—প্রসারিত দুই হস্তে আঁকড়াইয়া কোলের কাছে উত্তোলিত।

পাঁজি, (বর্জি.) **পাঁজী**—বি. শুভাশুভ দিন তিথি ইত্যাদির নির্ণায়ক পুস্তক ; পঞ্জিকা। [সং. পঞ্জিকা]। বি. ~**পুঁথি**—শাস্ত্রগ্রন্থাদি, পুঁথিপত্র।

পাঁট—**পাঁইট**-এর রূপভেদ।

পাঁঠা—বি. ছাগ ; (গালিতে) বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। [তু. হি. পট্‌ঠা]। বি.(স্ত্রী.) **পাঁঠী**।

পাঁড়—বিণ. পাকা (পাঁড় শসা) ; সম্পূর্ণ, অত্যন্ত (পাঁড় মাতাল)। [সং. পণ্ড বা পিণ্ড]।

পাঁড়ে—বি. হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ। [হি. পাণ্ডে, সং. পণ্ডিত]।

পাঁতি—বি. পঙ্‌ক্তি, সারি (দাঁতের পাঁতি, 'যায় রে চলি বকের পাঁতি') ; শাস্ত্রীয় বচনের পঙ্‌ক্তি, ব্যবস্থাপত্র (পাঁতি দেওয়া) ; ধরন, পদ্ধতি ('কথার দেখ পাঁতি' : ক. ক.) ; পত্র, চিঠি ('লিখন করিয়া পাঁতি' : ক. ক.)। [সং. পঙ্‌ক্তি]।

পাঁদাড়—বি. বাড়ির পিছনের নোংরা জঞ্জালপূর্ণ জায়গা। [দেশী]।

পাঁপর$_{১}$—বি. ডালবাটাদ্বারা প্রস্তুত পাতলা রুটিবিশেষ। [সং. পর্পট]।

পাঁপর$_{২}$—বি. নিঃস্ব লোক যাহার মকদ্দমা সরকারী ব্যয়ে চলে। [ইং. pauper]।

পাঁয়জোর, (বিরল) **পাঁয়জর**—বি. নূপুরবিশেষ। [হি. পাঁয় (<সং. পদ) + জেবর]।

পাঁয়তারা—বি. মল্লযুদ্ধাদিতে আক্রমণের উদ্যোগস্বরূপ পদবিন্যাস ; কাজের পূর্বে আস্ফালন (পাঁয়তারা কষা)। [<সং. পদান্তর]।

পাঁশ—বি. ছাই ; ছাইয়ের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ (কি ছাইপাঁশ বকছে)। [সং. পাংশু]।

পাঁশুটে—বিণ. ছাইবর্ণবিশিষ্ট, ফেকাসে। [সং. পাংশু (=ছাই) + বাং. টে]।

পাক$_{১}$—বিণ. পবিত্র। [ফা.]।

পাক$_{২}$—বি. অসুরবিশেষ। [সং.]। বি. ~**শাসন**—পাকনামক অসুরের নিহন্তা, ইন্দ্র। বি. ~**শাসনি**—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত ও অর্জুন।

পাক$_{৩}$—বি. ঘূর্ণন ; ভ্রমণ (এক পাক ঘুরে আসি) ; প্রদক্ষিণ (সাত পাক) ; পেঁচ (জিলিপির পাক, শত পাকে জড়িত) ; মোচড় ; মোড়া ; দৈবঘটনা ; চক্রান্ত, কৌশল, ফাঁদ। [দেশী]। ক্রি. **পাক খাওয়া**—ঘোরা ; প্রদক্ষিণ করা ; বেড়ান ; পেঁচ খাওয়া, মোচড় খাওয়া (স্ক্রুটা পাক খাচ্ছে না) ; মোচড়ান। ক্রি. **পাক দেওয়া**—মোচড়ান ; পাকান ; ঘোরা ; বেড়ান। ক্রি. **পাক মারা**—(অশি.) ঘোরা বা বেড়ান। ক্রি. **পাকে ফেলা**—ফাঁদে ফেলা। ক্রি-বিণ. ~**চক্রে, পাকেচক্রে**—ঘটনাচক্রে ; দৈবক্রমে; কলে-কৌশলে। বি. ~**দণ্ডী**—যে পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহাড়ে উঠিয়া গিয়াছে। ক্রি-বিণ. **পাকেপ্রকারে**—কলে-কৌশলে ; যে কোনো উপায়ে।

পাক$_{৪}$—বি. রন্ধন (পাক-প্রণালী) ; অগ্নিতাপে প্রস্তুতকরণ (কড়া-পাকের সন্দেশ) ; হজম, পরিপাক (অপাক, পাকস্থলী, পাকাশয়) ; পরিণতি (কর্ম বিপাক) ; পক্বতা, শুভ্রতা ('কেশে আমার পাক ধরেছে' : রবীন্দ্র)। [সং. √পচ্ + অ (ভা)]। ক্রি. **পাক করা**—রাঁধা। ক্রি. **পাক ধরা**—পাকিয়া উঠা ; সাদা হইতে আরম্ভ করা। বি. ~**ঘর**—রান্নাঘর। বি. ~**যজ্ঞ**—পাক বা রন্ধনসাপেক্ষ পুণ্যকর্ম : অষ্টকাশ্রাদ্ধ অতিথি-সৎকার নিত্যশ্রাদ্ধ (পিতৃযজ্ঞ) ইত্যাদি। বি. ~**শালা**—রান্নাঘর। বি. ~**স্থলী**—পাকাশয়, উদরের ভিতরে যে অংশে পৌঁছিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি হজম হয়, stomach। বি. ~**স্থালী,** ~**পাত্র**—রন্ধনপাত্র। বি. ~**স্পর্শ**—বউভাত, হিন্দু-বিবাহে অনুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ : ইহাতে নববধূর পাক বা রান্না করা ভোজ্যবস্তু আত্মীয়বর্গকে খাইতে দেওয়া হয়।

পাকড়—বি. ধৃতকরণ, গ্রেপ্তারকরণ (ধরপাকড়)। [পাকড়া দ্রঃ]।

পাকড়া—ক্রি. বলপ্রয়োগপূর্বক ধৃত করা, গ্রেপ্তার করা (চোরটাকে পাকড়াও)। [হি. মৈ. √পকড়<সং. প্র + √কৃষ্]। ~**ও**—(১) বি. সবলে ধৃত করণ, গ্রেপ্তার ; আশাপূরণের জন্য পীড়াপীড়ি (চাঁদার জন্য পাকড়াও করা)। (২) বিণ. সবলে ধৃত, গ্রেপ্তার (পাকড়াও হওয়া)। ক্রি. ~**ন,** ~**নো**—সবলে ধরা, গ্রেপ্তার করা।

পাকল—বি. বিণ. অগ্নি, অগ্নিবর্ণ, লোহিত। [সং.]।

পাকলা, পাকলান—ক্রি. (কাব্যে) রক্তবর্ণ করা ('চক্ষু পাকলিয়া বলে রোখে' : কাশী.)।

পাকসাট—**পাখসাট**-এর রূপভেদ।

পাকা$_{১}$—(১) ক্রি. পক্ব বা পরিণত হওয়া (ফল পাকা, বুদ্ধি পাকা) ; শুভ্র হওয়া (চুল পাকা); পুঁজে পূর্ণ হওয়া (ফোড়া পাকা) ; নিপুণ প্রবীণ, অভিজ্ঞ বা ধাতু হওয়া (ছেলেটা দুষ্টবুদ্ধিতে পেকেছে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

পাকা$_{২}$—বিণ. পরিণত, মজবুত (পাকা বাঁশ), পরিপক্ব (পাকা ফল) ; নিপুণ, সিদ্ধহস্ত (পাকা কারিগর বা চোর) ; বড় (পাকা রুই, পাকা মাছ), ধাতু, বুড়োটে (পাকা ছেলে) ; নিপুণভাবে কৃত (পাকা কাজ) ; নিখুঁত, উত্তম (পাকা লেখা) : মজবুত, স্থায়ী (পাকা রঙ) ; পুরাপুরি (পাকা পাঁচ সের ; ৮০ তোলায় ১ সের : এই পরিমাপ-অনুযায়ী (পাকা ওজন) ; অগ্নিপক্ব, অগ্নিদগ্ধ (পাকা ইট) ; ইষ্টকাদিদ্বারা নির্মিত (পাকা গাঁথুনি, পাকা বাড়ি) ; স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় (পাকা কথা) ; আইন অনুসারে সম্পাদিত (পাকা দলিল) ; অমিশ্র, খাঁটি (পাকা সোনা) ; শ্রমে অভ্যস্ত (পাকা হাড়) ; উচ্চ ধরনের ; লুচি-মিঠাই-সংবলিত (পাকা ফলার)। [সং. √পচ্ + বাং. আ]। **পাকা কথা**—যে-কথার অন্যথাচরণ হইবে না, কঠোর প্রতিশ্রুতি। **পাকা কাজ**—সুসম্পন্ন

আদিতে পাক-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য পাক$_{২,৩,৪}$ দ্রঃ।

কার্য; যে কার্যের ফলাফল উলটাইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। **পাকা ঘুঁটি**—(পাশা প্রভৃতি খেলায়) যে ঘুঁটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রমপূর্বক ঘরে উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। ক্রি. **পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যাওয়া**—(আল.) সম্পন্নপ্রায় কার্য পণ্ড হওয়া। **পাকা দেখা**—বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া বর বা কনেকে আশীর্বাদ করিবার জন্য দেখা। **পাকা-ধানে মই**—(আল.) নিশ্চিত প্রাপ্তির বা লাভের আশা পণ্ড; (আল.) সুসম্পন্ন কর্ম পণ্ড। **পাকা-পাকা কথা**—শিশুর মুখে বয়স্কের মতো কথা। **পাকা মাথা**—সুচতুর ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাথা বা বুদ্ধি। ক্রি. **পাকা মাথায় সিঁদুর পরা**—(স্ত্রীলোকদের) বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সধবা থাকা। **পাকা হাত**—দক্ষতা, অভিজ্ঞতা। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পক্ক করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বিণ. **~পাকি**—স্থিরীকৃত; সুনিশ্চিত। বিণ. **~পোক্ত**—কায়েমী; দৃঢ়। বি. **~ম, ~মো, ~মি**—অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় প্রবীণের ন্যায় আচরণ বা কথাবার্তা।

পাকান, পাকানো—(১) ক্রি. (ক্রোধে) ঘূর্ণিত করা, ঘোরানো (চোখ পাকিয়ে কথা বলছ কেন?) পাক দেওয়া, মোচড়ান (সুতা পাকান); গোলাকার করা (দলা পাকান); জটিল করা (জট পাকান); জোট গড়িবার চেষ্টা করা (দল পাকান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [পাকা$_{২}$ দ্রঃ]।

পাকাশয়—বি. পাকস্থলী, stomach। [সং. পাক$_{৪}$ + আশয় (=স্থান)]। বিণ. **পাকাশয়িক**—পাকাশয়-সম্বন্ধীয়।

পাকিস্তান, (অশু.) **পাকিস্থান**—বি. ভারত-ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ পশ্চিম-পঞ্জাব সিন্ধু বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ লইয়া গঠিত ইসলামী রাষ্ট্র। **বাংলাদেশ** দ্রঃ। [ফা. পাক$_{১}$ + ই + স্তান]। বিণ. **পাকিস্তানী**—পাকিস্তানের; পাকিস্তানবাসী।

পাকী—বিণ. ৮০ তোলায় ১ সের: এই পরিমাপবিশিষ্ট (পাকী ওজন)। [বাং. পাকা$_{২}$ + ঈ—তু. হি. পক্কী]।

পাকুড়—বি. অশ্বত্থজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। [সং. পর্কটী]।

পাকেচক্রে, পাকেপ্রকারে—পাক$_{৩}$ দ্রঃ।

পাক্কা—পাকা$_{২}$-র রূপভেদ।

পাক্ষিক—(১) বিণ. অর্ধমাস বা পক্ষকাল অন্তর সঙ্ঘটিত হয় এমন; পক্ষ বা দল-সংক্রান্ত (দ্বিপাক্ষিক আলোচনা)। (২) (বাং.) বি. প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয় এরূপ সাময়িক পত্রিকা। [সং. পক্ষ + ইক]।

পাখ, পাখনা—বি. পক্ষী পতঙ্গ মৎস্য প্রভৃতির ডানা। [সং. পক্ষ > পাখ + না (স্বার্থে)]।

পাখলা—ক্রি. পাখলান, ধোয়া, প্রক্ষালন করা (ধুয়ে পাখলে রাখা)। [<সং. প্রক্ষালন]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. রগড়াইয়া ধোয়া, প্রক্ষালন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

পাখসাট—বি. পাখির ডানার ঝাপট। [বাং. পাখ + ছাট]।

পাখা—বি. পাখির বা পতঙ্গের ডানা অথবা পালক। যদ্দ্বারা বাতাস করা হয়, ব্যজনী (হাত-পাখা)। [বাং. পাখ + আ]।

পাখালা—পাখলা-র রূপভেদ।

পাখি, পাখী—বি. পক্ষী; খড়খড়ির তক্তা; চরকার মধ্যবর্তী কাষ্ঠদণ্ড; মইয়ের ধাপ। [সং. পক্ষিন্]। ক্রি. **পাখি পড়ান**—অর্থ না বুঝাইয়া পাখির ন্যায় মুখস্থ করান; মুখস্থ করাইবার জন্য বারংবার বলা। **পাখির প্রাণ**—ক্ষীণ প্রাণ।

পাখোয়াজ—(১) বি. মৃদঙ্গ, ঢোলের ন্যায় চর্মাবৃত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ। (২) বিণ. (অশি.—মন্দার্থে) ওস্তাদ, ধূর্ত, অকালপক্ক (পাখোয়াজ ছেলে)। [ফা. পখবাজ—তু. সং. পক্ষবাদ্য]। বি. **পাখোয়াজি, পাখোয়াজী**—পাখোয়াজ-বাদক।

পাগড়ি, পাগড়ী, (প্রধানতঃ কাব্যে) **পাগ**—বি. উষ্ণীষ, মাথায় জড়াইবার কাপড়। [হি.]।

পাগল—বিণ. বি. উন্মাদ, বাতুল, খেপা; মত্ত, প্রমত্ত; অস্থির (পাগলা ঝোরা); (আদরে) অবোধ। [সং.]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **পাগলী,** (বাং.) **পাগলিনী**। বিণ. বি. **পাগলা**—(প্রায়শঃ আদরে) পাগল। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **পাগলী**। বি. **পাগলা-গারদ**—পাগলদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস। বিণ. **পাগলাটে**—ছিটগ্রস্ত, ঈষৎ পাগলামি-যুক্ত। বি. **পাগলামি, পাগলাম, পাগলামো**—পাগলের বা নির্বোধ লোকের আচরণ।

পাঙাশ—পাঙ্গাশ-এর বানানভেদ।

পাঙ্‌ক্তেয়—বিণ. পঙ্‌ক্তিভুক্ত বা সমাদরের যোগ্য (বাংলা ছন্দে পয়ারই সেকালে একমাত্র পাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া গণ্য হইত); এক সারিতে বসিয়া আহার করিবার যোগ্য। [সং. পঙ্‌ক্তি + এয়]।

পাঙ্গাশ$_{১}$—বি. আড়টেংরাজাতীয় বৃহদাকার মৎস্য-বিশেষ। [সং. পিঙ্গাশ]।

পাঙ্গাশ$_{২}$—বিণ. পাংশুবর্ণ, ফেকাসে। [সং. পাংশু]।

পাচক—(১) বিণ. পরিপাক করায় এমন, হজমি (পাচক ঔষধ); রন্ধনকারী। (২) বি. রাঁধুনি, সূপকার। [সং. √পচ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **পাচিকা**—রন্ধনকারিণী। বি. **~রস**—পাকস্থলীর রসবিশেষ যাহা ভুক্ত দ্রব্য হজম করায়, gastric juice [বি. প.]।

পাচন—(১) বিণ. পরিপাক করায় এমন, হজমি। (২) বি. পাঁচন-এর বানানভেদ। [সং. √পচ্ + ণিচ্ + অন (র্তৃ)]। বি. **~যন্ত্র**—পরিপাক-যন্ত্র, digestive organ [বি. প.]।

পাচনবাড়ি, পাচনি—বি. গোরু তাড়াইবার ছোট লাঠি। [সং. প্রাজন]।

পাচার—(১) বি. সাবাড়, খতম; গোপনে অপসারণ, চুরি করিয়া অন্যত্র সরানো (পাচার করা)। (২) বিণ. একপিঠ হইতে অন্য পিঠ পর্যন্ত (পাচার বিঁধ)। হি. পছাড়্]।

পাচিকা—পাচক দ্রঃ।

পাচিত—বিণ. রাঁধা, ভাজা বা ঝলসানো হইয়াছে এমন। [সং. √পচ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

পাচ্য—বিণ. রাঁধার যোগ্য; পরিপাকসাধ্য। (তু. দুষ্পাচ্য)। [সং. √পচ্ + য (র্ম)]।

পাছ—বি. পিছন। [সং. পশ্চাৎ]। বি. **~দুয়ার**—পিছনের দরজা, খিড়কি। ক্রি-বিণ. **পাছে$_{1}$**—পিছনে, পরে।

পাছড়া$_{1}$—বি. দোপাট্টা, গায়ের চাদরবিশেষ। [সং. প্রচ্ছদপট]।

পাছড়া$_{2}$—ক্রি. পাছড়ান। [পাছাড় দ্রঃ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পাছাড় দিয়া ভূপাতিত করা; (ছাগাদি) বলিদানের পূর্বে হাড়িকাঠে মাথা ঢুকাইয়া পিছন হইতে পা টানিয়া ধরা; কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

পাছা—বি. নিতম্ব। [প্রা. পচ্ছা<সং. পশ্চাৎ]। বিণ. **~পেড়ে**—পাছার উপরে স্থাপিত হয় এমন পাড়বিশিষ্ট (পাছাপেড়ে শাড়ি)।

পাছাড়—বি. পিছন হইতে জাপটাইয়া ধরিয়া আছাড়। [হি. পছাড়]।

পাছু, পিছু—(১) বি পিছন (পাছু হইতে, আগু-পাছু ভেবে দেখ)। (২) ক্রি-বিণ. পিছন দিকে (পাছু হাঁটা); পিছন হইতে (পাছু ডাকা); পরে (পাছু শুনবে)। **পাছু ধরা, পাছু নেওয়া, পাছু লাগা**—অনুসরণ করা, বিরক্ত করা। [সং. পশ্চাৎ]।

পাছুড়ি—**পাছড়া$_{1}$**-র রূপভেদ।

পাছে$_{1}$—**পাছ** দ্রঃ।

পাছে$_{2}$—অব্য. আশঙ্কায়, যদি ঘটে এই ভয়ে (পাছে পড়িয়া যাই, পাছে অপমান বোধ কর)। [তু. পাছ]।

পাজামা—**পায়জামা**-র রূপভেদ।

পাজি, পাজী—বিণ নীচ, নচ্ছার, দুষ্ট, বদমাশ। [ফা.]।

পাজির পা-ঝাড়া—(অশি.) নিতান্ত পাজী।

পাঞ্চ—বিণ. (প্রা. বাং.) পাঁচ ('পাঞ্চতত্ত্ব' : চর্যা)। [সং পঞ্চ]।

পাঞ্চজন্য—বি. (পঞ্চজন-নামক দৈত্যের অস্থিদ্বারা নির্মিত) শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ। [সং. পঞ্চজন + য]।

পাঞ্চবর্ষিক—বিণ. পঞ্চবর্ষস্থায়ী, যাহা পাঁচ বছরে সম্পন্ন হইবে (পাঞ্চবর্ষিক বা পাঞ্চবর্ষিকী পরিকল্পনা)। ভবিষ্যৎ-অর্থে পাঞ্চবার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক অশুদ্ধ। [সং. পঞ্চবর্ষ + ইক]।

পাঞ্চভৌতিক—বিণ. ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত, পঞ্চভূত-সম্বন্ধীয়। [সং. পঞ্চভূত + ইক]।

পাঞ্চাল—(১) বিণ. পঞ্চালদেশীয়। (২) বি. পাঞ্চালদেশ। [সং. পঞ্চাল + অ]। বি. **পাঞ্চালী**—(মহা.) পাঞ্চাল-রাজকন্যা দ্রৌপদী; কাষ্ঠাদিনির্মিত পুতুল।

পাঞ্জর—বি. (প্রা. কাব্যে) পঞ্জর, শরীর, দেহ। [সং. পঞ্জর]।

পাঞ্জা—**পঞ্জা**-র রূপভেদ। ক্রি. **পাঞ্জা কষা বা লড়া**—পরস্পরের পাঁচটি আঙুলে জড়াজড়ি করিয়া পাঞ্জার শক্তি পরীক্ষা করা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

পাঞ্জাব, পাঞ্জাবী$_{1}$—যথাক্রমে **পঞ্জাব** ও **পঞ্জাবী**-র ইংরেজী বাচনভঙ্গী-প্রভাবিত রূপ।

পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবী$_{2}$—বি. ঢিলা জামাবিশেষ।

পাট$_{1}$—বি. রেশম, কৌষেয়; নালিতা, কোষ্টা গাছ বা উহার আঁশ, jute; পাটা, তক্তা, ফলক (ধোপার পাট); বৈষ্ণবদিগের পীঠস্থান, তীর্থ (শ্রীপাট); আসন, গদি, সিংহাসন (পাটে বসা, পাটরানী, রাজ্যপাট); অস্তাচল (সূর্য পাটে গেল); স্তর, ভাঁজ (কাপড়ের পাট)। [সং. পট্ট]।

পাট$_{2}$—বি. লেপন মার্জন প্রভৃতি দ্বারা পারিপাট্যসাধন; গৃহকর্ম বা নিত্যকর্মের ধারা বা অনুষ্ঠান, রীতি, প্রথা (পাট সারা বা তুলে দেওয়া, এ-বাড়ীতে চায়ের পাট নেই)। [সং. পাটি]।

পাট$_{3}$—বি. পাতকুয়ার মধ্যস্থ পোড়া মাটির বেষ্টনী। [সং. পাটক]।

পাটকিলে—বিণ. ইটের রঙবিশিষ্ট; ফেকাসে লালবর্ণ, পাটল। [বাং. পাটকেল + ইয়া>এ]।

পাটকেল—বি. ইটের টুকরা (ইটপাটকেল)। [দেশী]।

পাটন—বি. নগর, জনবসতি (গৌড় পাটন, সিংহল পাটন); বাণিজ্য। [সং. পট্টন]।

পাটনাই—বিণ. পাটনায় উৎপন্ন; পাটনা-সম্বন্ধীয়। [পাটনা + বাং. ই]।

পাটনি, পাটনী—বি. খেয়ামাঝি, পারঘাটার ঠিকাদার বা মাঝি। [দেশী—তু. হি. পাটনী]।

পাটব—বি. পটুতা। [সং. পটু + অ (ভা)]।

পাটরানী, (বর্জি.) **পাটরাণী**—বি. প্রধান মহিষী, পাটে অর্থাৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা রানী। [বাং. পাট$_{1}$ + রানী]।

পাটল—বিণ. পাটকিলে, ফিকে লাল, গোলাপী। [সং.]। বি. **পাটলা, পাটলি, পাটলী**—পারুল (বা গোলাপ) ফুল বা তাহার গাছ।

পাটলিপুত্র—বি. প্রাচীন মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বেহারের রাজধানী, আধুনিক পাটনা শহর।

পাটা—বি. তক্তা, ফলক। জমির ক্রয় বা পত্তনি-সম্বন্ধীয় দলিল, পাট্টা; তক্তার মতো প্রসার বা বিস্তৃতি, বিশালতা (বুকের পাটা)। [সং. পট্টক]। বি. **~তন**—তক্তাদি-নির্মিত মাচা বা মেঝে; জাহাজ নৌকা প্রভৃতির ডেক্।

পাটালি, (বর্জি.) **পাটালী**—বি. শুকনা গুড়ের বরফি বা তক্তি। [তু. পাট$_{1}$ = স্তর]।

পাটি$_{1}$—বি. জলজ তৃণবিশেষ হইতে নির্মিত মাদুরবিশেষ (শীতলপাটি)। [দেশী]।

পাটি$_{2}$, পাটী—বি. শৃঙ্খলা, ধারা, প্রণালী; একজাতীয় শ্রেণী, পঙক্তি (দন্তপাটি, দু-পাটি দাঁত); (বাং.) জোড়ার একটি (এক পাটি জুতা); (প্রা. কা.) কেশবিন্যাস ('চিরুণী ধরি পাড়ে মোহন পাটি' : ক. ক.); গৃহকর্ম ('সংসারের পাটি' : শি.); (গণি.) অঙ্কদ্বারা সংখ্যাদি-নির্দেশপূর্বক গণনা। [সং. √পট্ + ণিচ্ + ই, ঈ (স্ত্রী)]।

পাটিসাপ্‌টা—বি. পিষ্টকবিশেষ। [দেশী]।

পাটীগণিত, (বিরল) **পাটিগণিত**—বি. সংখ্যা বা অঙ্ক-দ্বারা গণনা সংক্রান্ত গণিত। [সং. পাটি (যুক্ত) + গণিত]।

পাটুনি, পাটুনী—**পাটনি**-র রূপভেদ।

পাটেশ্বরী—বি. পাটরানী। [বাং. পাট$_{2}$ + ঈশ্বরী]।

পাটোয়ার—(১) বি. যে কর্মচারী খাজনা আদায় করে ও তাহার হিসাব রাখে; ঘুনসি মালা ইত্যাদি প্রস্তুত-কারক। (২) বিণ. অতিহিসাবী (পাটোয়ার লোক)। [হি. পাটোয়ারী] **পাটোয়ারি, পাটোয়ারী**—(১) বিণ. পাটোয়ারসুলভ (পাটোয়ারী বুদ্ধি); অতিহিসাবী। (২) বি. পাটোয়ার (সকল অর্থে)।

পাট্টা—বি. জমির ক্রয়-বিক্রয় বা পত্তনি সম্বন্ধীয় দলিল; ভাঁজ, পাট (দোপাট্টা); ঘন স্তর, চাপ (গালপাট্টা)। [সং. পট্টক]।

পাট্টাদার—বি. যে পাট্টা বা দলিলের দ্বারা জমিদারের নিকট হইতে চাষের জমি জমা লয়।

পাঠ—বি. পঠন, অধ্যয়ন; আবৃত্তি; পাঠ্য বিষয় (পাঠ নেওয়া); পাঠ্য পুস্তক (প্রথম পাঠ)। [সং. পঠ্ + অ]। বিণ. বি. **~ক**—পাঠকারী, আবৃত্তিকারী; ছাত্র; পড়ুয়া; পুরাণপাঠকারী, কথক; পাঠনাকারী, শিক্ষক, অধ্যা-পক। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **পাঠিকা**। বি. **~গ্রহণ**—শিক্ষকের নিকট হইতে পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে শিখিয়া লওয়া। বি. **~ন, ~না**—শিক্ষাদান, অধ্যাপনা (পঠন-পাঠন)। বি. **~মন্দির**—পড়িবার ঘর; বিদ্যালয়। বি. **~শালা**—বিদ্যালয়; (বাং.) প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পাঠান$_{1}$—বি. অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-বর্তী অঞ্চলের, প্রধানতঃ আফগানিস্থানের মুসলমান জাতিবিশেষ; ইহারা মূলতঃ তুর্কিস্তানের লোক। [হি. পঠান]।

পাঠান$_{2}$, পাঠানো—(১) ক্রি. প্রেরণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [>সং. প্র + √স্থা + ণিচ্]। ক্রি. **ডেকে পাঠানো**—লোক পাঠাইয়া ডাকা। ক্রি. **ব'লে পাঠানো**—লোকদ্বারা সংবাদ দেওয়া।

পাঠান্তর—বি. মুদ্রিত বা লিখিত অংশের ভিন্ন রূপ। [সং. পাঠ + অন্তর (= অন্য)]।

পাঠাভ্যাস—বি. বিদ্যার নিত্য অনুশীলন, পাঠ্যবিষয় মুখস্থ বা চর্চা করণ। [সং. পাঠ + অভ্যাস]।

পাঠার্থী (-র্থিন্)—বিণ. বি. যে পড়িতে চায়, বিদ্যার্থী, ছাত্র। [সং. পাঠ + অর্থ (= প্রয়োজন) + ইন্]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **পাঠার্থিনী**।

পাঠিকা—পাঠ দ্রঃ।

পাঠী (-ঠিন্)—বিণ. পাঠকারী, পাঠক (সহপাঠী)। [সং. √পঠ্ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **পাঠিনী**।

পাঠ্য—বিণ. পঠনীয়, পঠনযোগ্য; পাঠ করিতে হয় বা হইবে এমন (পাঠ্যপুস্তক)। [সং. √পঠ্ + য (র্ম)]। বি. **~ক্রম**—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তু, syllabus। বি. **~তালিকা**—পাঠ্যপুস্তকাবলীর তালিকা। বি. **~সূচি, ~সূচী**—পাঠ্য অংশের বা বিষয়ের বর্ণনা।

পাঠ্যাবস্থা—বি. ছাত্রজীবন। [সং. পাঠ্য (= পাঠের উপযোগী) + অবস্থা]।

পাড়$_{1}$—বি. তট, জলাশয়াদির তীর (পুকুর-পাড়); ক্ষেত্রের আলি; কূপের চতুর্দিকস্থ বেষ্টনী। [সং. পাটক]।

পাড়$_{2}$—বি. পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত (শাড়ির পাড়)। [সং. পট্ট]। বিণ. **পেড়ে** [<-পাড়িয়া]—কাপড়ের পাড়যুক্ত (লালপেড়ে শাড়ি)।

পাড়$_{3}$—বি. যন্ত্রাদি চালু করিবার জন্য প্রদত্ত পায়ের চাপ (ঢেঁকিতে পাড়)। [সং. পাত]।

পাড়$_{4}$—বি. ঘরের চাল ধরিয়া রাখার জন্য খুঁটির উপর স্থাপিত লম্বা বাঁশ বা কাঠ। [তু. পাড়$_{1}$ (তক্তা অর্থে)]।

পাড়া$_{1}$—(১) ক্রি. পাতিত করা (ফল পাড়া, পেড়ে নিয়েছি), নামানো (তাক হইতে পাড়া); অভিভূত করা (জ্বরে পেড়ে ফেলা); উত্থাপন করা (কথাটা পাড়িতে চাই); আঘাতদ্বারা ভূতলশায়ী করা (এক কোপে পেড়ে ফেলা); প্রসব করা (ডিম পাড়া); উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা (গালি পাড়া, ধর্মের দোহাই পাড়া); পাতা, বিছানো (পাত পাড়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √পাতি + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পরের দ্বারা পাতিত করান বা নামান; (নিদ্রায়) প্রবৃত্ত করান (ঘুম পাড়ান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বিণ. **~পাড়ানি, ~পাড়ানী, পাড়ানিয়া**—(যে বা যাহা) পাড়ায় বা ঘনাইয়া আনে এমন (ঘুমপাড়ানী গান)।

পাড়া$_{2}$—বি. পল্লী, মহল্লা (গয়লাপাড়া)। [সং. পত্র]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **পাড়া-কুঁদুলী**—প্রতিবেশীদের সঙ্গে সারাক্ষণ ঝগড়া করিয়া পাড়া মাতাইয়া রাখে এমন। বি. **~গাঁ**—পল্লীগ্রাম। বিণ. **~গেঁয়ে**—গ্রামে জাত, পল্লীগ্রাম-সংক্রান্ত, শহরের চালচলনে অনভ্যস্ত, গ্রাম্য। বি. **~পড়শী**—এক পাড়ার লোক, পাড়ার প্রতিবেশী।

পাড়ি—বি. পার হওয়া, উত্তরণ (পাড়ি দেওয়া); নদ্যাদির এক পার হইতে অপর পার পর্যন্ত বিস্তার (লম্বা পাড়ি, 'অচিনকূলে পাড়ি দেব': রবীন্দ্র)। ক্রি. **পাড়ি জমানো**—পার হওয়া, অপর পারে পৌঁছান।

পাণ—পান$_{1}$-এর বর্জি. বানান।

পাণি—বি. হাত। [সং.]। বি. **~গ্রহ, ~গ্রহণ, ~পীড়ন**—বিবাহ, পরিণয়।

পাণিনি—বি. সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা; উক্ত ব্যাকরণ। [সং.]। বিণ. **পাণিনীয়**—পাণিনি-সংক্রান্ত বা তদ্রচিত ব্যাকরণসম্মত।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—বি. পাণ্ডুরাজের পুত্র। [সং. পাণ্ডু + অ, এয়]। বিণ. **পাণ্ডব-বর্জিত**—(দেশ সম্বন্ধে) অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পাণ্ডবগণ যেখানে যান নাই এমন। বি. **পাণ্ডব-সখা (-খি), পাণ্ডব-সখ**—শ্রীকৃষ্ণ। বিণ. **পাণ্ডবীয়**—পাণ্ডব-সংক্রান্ত; পাণ্ডবদের।

পাণ্ডর—বিণ. পাণ্ডুবর্ণ, ফেকাশে। [সং. পণ্ড্ (= পড়ি) + অর)]।

পাণ্ডা—বি. তীর্থস্থানের পূজারী ব্রাহ্মণ; উদ্যোক্তা, নায়ক, কর্মকর্তা। [তু. হি. পাণ্ডে = ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ]।

পাণ্ডাল—প্যানডেল-এর অপ্র. রূপ।

পাণ্ডিত্য—বি. বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা। [সং. পণ্ডিত + য]।

পাণ্ডু১—বি. (মহা.) যুধিষ্ঠিরাদির পিতা। [সং. √পন্ড্ + উ (র্তৃ)]।

পাণ্ডু২, **পাণ্ডুর**—(১) বি. শুক্লপীত বর্ণ; শ্বেত বর্ণ; নেবা-রোগ। (২) বিণ. শুক্লপীতবর্ণবিশিষ্ট; ফেকাসে, শুক্ল-বর্ণযুক্ত। [সং. √পণ্ড্ + উ (র্তৃ), পাণ্ডু + র]।

পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ, পাণ্ডুলেখ্য—বি. হাতেলেখা কাগজ, খসড়া বা মুসাবিদা, মুদ্রণের জন্য কপি, manu-script। [সং. পাণ্ডু + লিপি, লেখ, লেখ্য]।

পাণ্ডে—বি. পাঁড়ে, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। [সং. পণ্ডিত]।

পাণ্ড্য—বি. দক্ষিণভারতীয় প্রাচীন দেশ বা জাতি। [সং.]।

পাত১—বি. পতন, ক্ষরণ (বজ্রপাত, বৃষ্টিপাত, রক্তপাত); নিপাত, বিনাশ, ক্ষয় (দেহপাত, প্রাণপাত); নিক্ষেপ, স্থাপন (দৃষ্টিপাত); চ্যুতি (গর্ভপাত); সঙ্ঘটন ('বিপৎ-পাত')। [সং. √পত্ + অ (ভা)]।

পাত২—বি. বৃক্ষ বহি প্রভৃতির পাতা (কলাপাত); ধাতুর চাদর (লৌহপাত); ভোজনে ব্যবহৃত কলাপাতা ('ও-পাতে লুচি')। [সং. পত্র]। ক্রি. **পাত করা**—ভোজনের জন্য কলাপাত বিছানো, ঠাঁই করা। ক্রি. **পাত পাতা, পাত পাড়া**—কোথাও বিনা-নিমন্ত্রণে খাইতে বসা। বি. **~ক্ষীর**—ঘন ক্ষীরবিশেষ। বি. **~খোলা**—অর্ধ-দগ্ধ মাটির পাত। বি. **~গালা**—গাছের পাতার ন্যায় গালার পাতলা পাতা। বিণ. **পাত-চাটা**—**পাতা**২ দ্র:। বি. **~ড়া**—উচ্ছিষ্ট পাতা; কলাপাতায় করিয়া ভর্জন-প্রণালীবিশেষ বা উক্তরূপে ভর্জিত খাদ্য (মাছ-পাতড়া)। বি. **~তাড়ি**—(কাগজের পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য প্রধানত: তালগাছের) পাতার আটি। ক্রি. **পাততাড়ি গুটান**—প্রস্থান করা, পলায়ন করা; দোকানাদি প্রতিষ্ঠান তুলিয়া দেওয়া।

পাতক—বি. পাপ। [সং. √পত্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]। বিণ. বি. **পাতকী** (-কিন্)—পাপী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **পাতকিনী**।

পাতকুয়া, পাতকূয়া, (কথ্য) **পাতকুয়ো,** (প্রাদে.) **পাতকো**—বি. ছোট কুয়া। [বাং. পাত (পাতি, পাঁতি = ছোট) + কুয়া (সং. কূপ)]।

পাতখোলা, পাতগালা, পাত-চাটা—**পাত**২ দ্র:।

পাতকি—বি. শোয়া ও বসার জন্য যাহা পাতিয়া বা বিছাইয়া দেওয়া হয়। [দেশী]।

পাতঞ্জল—বিণ. পতঞ্জলিকৃত। [পতঞ্জলি + অ]। বি. **পাতঞ্জল-দর্শন**—যোগদর্শন।

পাতড়া, পাততাড়ি—**পাত**২ দ্র:।

পাতন—বি. অধঃক্ষেপণ; চুয়ান, বকযন্ত্রদ্বারা নিষ্কাশন, distillation (তির্যক্ পাতন); বিছাইয়া দেওয়া; নিপাতকরণ। [সং. √পত + ণিচ্ + অন (ভা)]।

পাতনা—বি. মাটির তৈয়ারী বৃহদাকার পাত্রবিশেষ, যাহাতে গোরুমহিষের খাদ্য বা জাব রাখা হয়। [দেশী]।

পাতলা, (প্রাদে.) **পাতল**—বিণ. ঘন নহে এমন, তরল (পাতলা দুধ); পুরু নহে এমন (পাতলা চামড়া, পাতলা কাগজ); সরু (পাতলা বেত বা সুতা); ফাঁক-ফাঁক, বিরল (পাতলা চুল); অগভীর, জমাট নহে এমন (পাতলা ঝোপ, অন্ধকার, মেঘ, ঘুম বা নেশা); কৃশ (পাতলা চেহারা বা গড়ন)। [বাং. পাতা বা পাত (সং. পত্র) + লা (সাদৃশ্যার্থে)]।

পাতশা, পাতশাহ্, (বর্জি.) **পাতসা, পাতসাহ্**—বি. (মুসলমান) সম্রাট্ বা নৃপতি। [ফা পাত্‌শাহ্]। বিণ. **পাতশাহী,** (বর্জি.) **পাতসাহী**—পাতশাহ্‌র যোগ্য; রাজকীয়।

পাতা১ (-তৃ)—বিণ. পালক; রক্ষক (বিশ্বপাতা)। [সং. √পা + তৃ (র্তৃ)]।

পাতা২—বি. পত্র (গাছের পাতা, বইয়ের পাতা); বইয়ের পৃষ্ঠা (তিনের পাতা); ভোজনপাত্ররূপে ব্যবহৃত বৃক্ষপত্র (পাতা করা); পাতার ন্যায় বিন্যাস (পাতা-কাটা চুল)। [সং. পত্র]। ক্রি. **পাতা করা,** (কথ্য) **পাত করা**—আহারের জন্য আসন করা। বিণ. **~কুড়ুনী**—অপরের উচ্ছিষ্ট পাতায় যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই খাইতে অভ্যস্ত অর্থাৎ অত্যন্ত দরিদ্র। বিণ. **~চাটা,** (কথ্য.) **পাত-চাটা**—অপরের উচ্ছিষ্ট পাতা চাটিয়া বেড়ায় এমন অর্থাৎ হীন অনুগ্রহপ্রার্থী।

পাতা৩—(১) ক্রি. বিস্তারিত করা (আঁচল পাতা); বিছান (বিছানা পাতা, আসন বা পিঁড়ে পাতা); স্থাপন করা (পূজার ঘট পাতা, সংসার পাতা); নিয়োগ করা (আড়ি পাতা কান পাতা); সম্মুখে নোয়াইয়া বা মেলিয়া দেওয়া (পিঠ পাতা, মাথা পাতিয়া লওয়া, হাত পাতা); প্রস্তুত করিয়া রাখা (ফাঁদ পাতা), জমাট বাঁধানর ব্যবস্থা করা (দই পাতা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √পাত্ (সং. √পত্ + ণিচ্) + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বিস্তারিত করান, বিছাইয়া লওয়ান; সম্মুখে নোয়াইয়া বা মেলিয়া দেওয়ানো; প্রস্তুত করানো; জমাট বাঁধানর ব্যবস্থা করান; সম্বন্ধ স্থাপন করা (বন্ধুত্ব পাতানো)। (২) বি. প্রথম দুইটি অর্থে। (৩) বিণ. অপরের দ্বারা বিছাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন, জন্মগত নহে এমন, কৃত্রিম (পাতানো সম্পর্ক)।

পাতাবাহার—বি. বেড়া দেওয়ার কার্যে ব্যবহৃত বিচিত্র বর্ণের বাহারী পাতাযুক্ত গাছবিশেষ। [পাতা২ + বাহার দ্র:]।

পাতাল—বি. পুরাণোক্ত ত্রিভুবনের সর্বনিম্ন ভুবন; নাগলোক; পৃথিবীর অধোদেশস্থ ভুবন, ভূগর্ভ (পাতাল-রেল, পাতাল-প্রবেশ); নরক। [সং.]।

পাতি১—বি. ঠিকানা। [পাত্তা দ্র:]।

পাতি২, **পাতি**—বি. মাদুর বুনিবার ঘাসবিশেষ। [বাং. পাতা + ই]।

পাতি৩—বি. সারি, সমূহ (বস্ত্রপাতি, মসলাপাতি)। [সং. পঙ্‌ক্তি]। **পাতিপাতি করিয়া**—(প্রত্যেক সারিতে) তন্নতন্ন করিয়া।

পাতি৪—বিণ. ক্ষুদ্র বা নিম্নশ্রেণীভুক্ত (পাতিলেবু, পাতিশিয়াল, পাতিহাঁস)।

পাতিত—বিণ. নিচে ফেলা হইয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত

('ভূপাতিত') : (রসা.) চুয়ান, distilled [বি. প.]। [সং. √পত্ + ণিচ্ √ত (র্ম)]।

পাতিত্য—বি. পতিতের অবস্থা বা ভাব। [সং. পতিত + য (ভা)]।

পাতিপাতি—পাতি৩ দ্রঃ।

পাতিব্রত্য—বি. পতিব্রতার প্রকৃতি বা ধর্ম, পতি-পরায়ণতা। [সং. পতিব্রতা + য (ভা)]।

পাতিল—বি. (প্রাদে.) ক্ষুদ্র হাঁড়ি, ডিজেল। [দেশী]।

পাতিলেবু, পাতিশিয়াল, পাতিহাঁস—পাতি দ্রঃ।

পাতী (-তিন্)—বিণ. (সমাসে উত্তরপদরূপে) পতনশীল ('অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী' : মধু.), স্থিত (অন্তঃপাতী); (উদ্ভি.) শীতকালে পাতা ঝরায় এমন, পর্ণমোচী deciduous [বি. প.]। [সং. √পত্ + ইন্ (র্তৃ)]।

পাত্তর—পাত্র-এর বিকৃত রূপ।

পাত্তা—বি. সংবাদ (তোমার পাত্তা পাওয়াই ভার) খোঁজ ঠিকানা, খাতির-যত্ন (সে এখন কোথাও পাত্তা পায় না)। [হি. পতা—তু. সং. প্রত্যয়]।

পাত্যমান—বিণ. ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে এমন। [সং. √পত্ + ণিচ্ + মান (শানচ্)]।

পাত্র—বি. আধার (ভোজনপাত্র) ; মন্ত্রী, উপদেষ্টা (পাত্র-মিত্র) ; যোগ্য ব্যক্তি (প্রশংসার পাত্র) : আস্পদ, ভাজন (স্নেহপাত্র) ; ব্যক্তি (ভুল করার পাত্র, আমি এমন পাত্র নই) ; নাটকে বর্ণিত চরিত্র ; বিবাহের বর (পাত্রপক্ষ)। [সং. √পা + ত্র]। বি.(স্ত্রী.) **পাত্রী** ('আধার' ও 'মন্ত্রী' ব্যতীত সকল অর্থে)। বি. ~**তা**—যোগ্যতা : গৌরব। বিণ. ~**স্থ**—বিবাহে বরের হস্তে সমর্পিত। বি. **পাত্রা-পাত্র**—যোগ্য ও অযোগ্য পাত্র।

পাথর—বি. পাষাণ, প্রস্তর ; প্রস্তরনির্মিত থালা ; রত্ন, মণি (গোমেদ পাথর)। [সং. প্রস্তর]। **পাথর-চাপা কপাল**—নড়ান যায় না এমন ভারী পাথরের ন্যায় দুর-দৃষ্টে আচ্ছন্ন ভাগ্য, যে ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হয় না। **পাথরে পাঁচ কিল**—উপর্যুপরি কিল মারিয়া যেমন পাথরের কোন অনিষ্ট করা যায় না তেমনি কিছুতেই ক্ষতিসাধন করা যায় না এমন ভাগ্য অর্থাৎ অতিশয় সুদিন। বি. ~**কুচি**—পাথরের ছোট টুকরা ; ঔষধে ব্যবহৃত একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। বি. **পাথরচুন**—চুন দ্রঃ।

পাথরি, পাথুরি—বি. মূত্রাশয়ের ব্যাধিবিশেষ, অশ্মরী। [বাং পাথর + ই (যুক্তার্থে)]।

পাথার—বি সমুদ্র, বিস্তীর্ণ জলরাশি ('কোন্ অকূল গরল-পাথারে' : র. সে)। [সং. পাথস্ (=জল)]।

পাথালি—বি. পদদ্বয় উপর দিকে উত্থিত করিয়া ধারণ। [দেশী]।

পাথুরে, পাথরিয়া, পাথুরিয়া—বিণ. প্রস্তর-নির্মিত (পাথুরে বাটি) ; প্রস্তর-সম্বন্ধীয় ; প্রস্তর-সদৃশ, প্রস্তরবৎ কঠিন (পাথুরে কয়লা)। [বাং. পাথর + ইয়া > এ]।

পাথেয়—বি. পথে যাতায়াতের খরচা বা সম্বল। [সং. পথিন্ + এয়]।

পাদ১—বি. পা, পদ, চরণ (পাদচারণা) ; মূল (পর্বতের পাদদেশ) ; গাছের শিকড় (পাদপ) ; শ্লোকের পঙ্ক্তি ; চতুর্থাংশ (শতাব্দীর শেষ পাদে) ; সম্মানসূচক উপাধি-বিশেষ (প্রভুপাদ)। [সং. √পদ + অ (ণে)]। বি. ~**গ্রহণ**—চরণবন্দনা। বি. ~**চারণা**, ~**চারণ**, ~**চার**—পায়চারি। বি. বিণ ~**চারী** (-রিন্)—পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণকারী। বি. ~**টীকা**—পুস্তকাদির পৃষ্ঠার নিম্নদেশস্থ টীকা। বি. ~**ত্রাণ**—জুতা। বি. ~**দেশ**—মূলদেশ, নিম্ন-দেশ। বি. ~**পদ্ম**—পদ্মের ন্যায় সুন্দর বা কোমল পা। বি. ~**পীঠ**—পা রাখিবার স্থান, পিঁড়ি টুল প্রভৃতি। বি. ~**পূরণ**—শ্লোকাদির অরচিত অংশ বা পঙ্ক্তি রচনা ; ছন্দোবদ্ধ পঙ্ক্তির পূর্ণতা-কারক বাক্যালঙ্কার। বি. ~**প্রহার**—লাথি। বি. ~**বিক্ষেপ**—পা ফেলা, চরণ সংস্থাপন। বি. ~**মূল**—পায়ের নিম্নদেশ, গোড়ালি। বি. ~**লেহন**—পা চাটা, হীন তোষামোদ। বি. ~**শৈল**—বৃহৎ পর্বতের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র পর্বত। বি. ~**স্ফোট**—কুষ্ঠরোগবিশেষ।

পাদ২—বি. (অশি.) পায়ুপথে নিঃসৃত বায়ু। [সং. পর্দন]। **পাদা**—(১) ক্রি. দেহস্থ বায়ু নিঃসরণ করা।

পাদপ—বি. (পা অর্থাৎ শিকড় দিয়া পান করে বলিয়া) বৃক্ষ, গাছ। [সং. পাদ + √পা + অ (র্তৃ)]।

পাদবিক—বিণ. ভ্রমণকারী, পথিক। [সং. পদবী + ইক]।

পাদরী, পাদ্রী—বি. খ্রিস্টান পুরোহিত বা ধর্মপ্রচারক। [পো. padre]।

পাদান, পাদানি—বি. গাড়িতে উঠিবার সময়ে যে স্থানে পা রাখিতে হয়, footboard। [ফা. পাদান]।

পাদুকা—বি. জুতা। [সং.]।

পাদোদক—বি. পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া জল, চরণামৃত। [সং. পাদ + উদক]।

পাদ্য—বি. পা ধুইবার জল (পাদ্য-অর্ঘ্য)। [সং. পাদ + য]।

পান১—বি. তাম্বুল। [সং. পর্ণ]। **পান থেকে চুন খসা**—(আল.) সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়া। ক্রি. **পান সাজা**—মশলাদি সহযোগে পানের খিলি রচনা করা।

পান২—বি ঝাল, যে নিকৃষ্ট ধাতু গলাইয়া ধাতুদ্রব্যাদি জোড়া দেওয়া হয় : ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুতে কাঠিন্য সঞ্চার (পান দেওয়া = to temper)। [দেশী]। ক্রি. **পান মরা**—মিশ্রিত খাদের জন্য গহনার স্বর্ণাদির ওজন কমা। বি. **পান-মরা**—মিশ্রিত খাদের জন্য গহনার স্বর্ণাদির হ্রাসপ্রাপ্ত ওজন।

পান৩—বি. তরল পদার্থ গলাধঃকরণ (দুগ্ধ পান করা) ; সুরাপান, মদ্যপান (পানদোষ)। [সং. √পা + অন (ভা)]। বি. ~**গোষ্ঠী**, ~**গোষ্ঠিকা**—মদ্যপানের আড্ডা। বি. ~**দোষ**—মদ্যপানরূপ কু-অভ্যাস। বি. ~**পাত্র**—মদ জল প্রভৃতি পান করিবার পাত্র। বিণ. ~**শৌণ্ড**—অত্যন্ত মদ্যপানাসক্ত।

পানই, পানুই—বি. (প্রা. বাং.) পাদুকা, খড়ম ('বাঁধা পানই হাতে লইও' : যাদবেন্দ্র)। [সং. উপানহ্]।

পানক—বি. সুমিষ্ট পানীয়, শরবত। [সং.]।

পানকৌড়ি, (গ্রা.) **পানকৌটি**—বি. মৎস্যশিকারী পাখিবিশেষ। [তু. সং. অম্বুকুক্কুটিকা]।

পানতা—বি. জলে ভিজাইয়া-রাখা বাসী ভাত। [পানি + ভাত দ্রঃ]। **পানতা ভাতে ঘি**—(আল.) অযথা উৎকৃষ্ট বস্তুর অপচয়।

পানতি—বি. উচ্চ কিনারাযুক্ত থালাবিশেষ। [দেশী]।

পানতুয়া—বি. কড়া করিয়া ভাজা রসগোল্লাজাতীয় মিঠাইবিশেষ। [হি. পানি + ফা. তবা (= তওয়া)]।

পানফল, পানবসন্ত—পানি দ্রঃ।

পানস—বিণ. কাঁটাল-সম্বন্ধীয়; কাঁটাল হইতে প্রস্তুত। [সং. পনস্ + অ]।

পানসি, পানসী—বি. ছই-ঢাকা ছোট নৌকাবিশেষ। [ইং. pinnace]।

পানসে—বিণ. জলো, বিস্বাদ, ফিকা। [হি. পনসা]।

-পানা$_1$—সদৃশার্থবাচক বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয়বিশেষ (চাঁদপানা)। ['পনা' প্রত্যয়ের রূপান্তর]।

পানা$_2$—বি. শরবত (চিনির পানা)। [সং. পানক]।

পানা$_3$—বি. শৈবালজাতীয় জলজ উদ্ভিদ্‌বিশেষ (পানা-পুকুর, কচুরিপানা)। [সং. পর্ণ]।

পানা$_4$—বি. বিস্তার, প্রস্থ। [ফা. পনহ্]।

পানা$_5$—ক্রি. পানান। [প্রা. √পণ্হঅ < সং. প্র + √স্নু—তু. হি. √পেন্‌হা]।

পানান, পানানো—(১) ক্রি. দুগ্ধ দোহনের পূর্বে বাছুর-দ্বারা গাভীর স্তন বারংবার আকর্ষণ করাইয়া উহা দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া লওয়া; লোহার অস্ত্রাদিতে পান দেওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। [**পানা$_5$** দ্রঃ]।

পানাসক্ত—বিণ. সুরাপানে আসক্ত, মদ্যপ। [সং. পান + আসক্ত]। বি. **পানাসক্তি**—সুরাপানে আসক্তি।

পানি—বি. জল। [হি. পানি < সং. পানীয়]। বি **~ফল, পানফল**—জলজ ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। বি. **~বসন্ত, পান-বসন্ত**—জলবসন্ত, গুটিকা-রোগবিশেষ। বি. **পানি-পাঁড়ে**—পানীয় জল-বিতরণে নিযুক্ত পশ্চিমা ব্রাহ্মণ।

পানীয়—(১) বিণ. পানযোগ্য, পেয়, পান করা হয় এমন। (২) বি. জল মদ শরবত প্রভৃতি। [সং. √পা + অনীয় (র্ম)]।

পানে—অব্য. দিকে, প্রতি, অভিমুখে ('মুখপানে কেন চাস', 'চাহে না ধর্মের পানে' : রবীন্দ্র)। [দেশী]।

পান্তা, পান্তি, পান্তুয়া—যথাক্রমে পানতা পানতি ও পানতুয়া-র বানানভেদ।

পান্থ—বি. পথিক, পথভ্রমণকারী। [সং. পথিন্ + অ]। বি. **~নিবাস, ~শালা**—পথিকদের বিশ্রামের স্থান, সরাই, চটি; (আধুনিক) হোটেল, বোর্ডিং, মেস। বি. **~পাদপ**—মাদাগাস্কারদ্বীপের বৃক্ষবিশেষ (ইহার দেহে আঘাত করিলে নির্মল জল বাহির হয়)।

পান্না$_1$—পারণা-র কথ্য রূপ (শিবরাত্রির বা একাদশীর পান্না)।

পান্না$_2$—বি. মণিবিশেষ, মরকত। [হি. পন্না]।

পান্সি, পান্সী—পানসি-র বানানভেদ।

পাপ—(১) বি. কলুষ, কল্মষ, দুরিত; অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় কার্য; অধর্ম; পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, আপদ্ (পাপ গেলে বাঁচি)। (২) বিণ. অশুভ (পাপগ্রহ); পাপী (পাপাত্মা); পাপ-জনক (পাপযোগ)। [সং.]। বিণ. **~কৃৎ**—পাপকারী। বি. **~গ্রহ**—(জ্যোতিষ.) শনি মঙ্গল প্রভৃতি অশুভ গ্রহ। বিণ. **~ঘ্ন, ~হর**—পাপদূরকারী। বিণ. **~বুদ্ধি, ~মতি**—দুর্মতি। বিণ. **~ভাক্** (-জ্)—পাপী; পাপ-কারী। বিণ. **~ভাগী** (-গিন্)—পাপী; পাপকর্মের অংশীদার। বি. **~যোগ**—(জ্যোতিষ.) তিথি বার প্রভৃতির পাপজনক বা অশুভ সম্মেলন। **পাপাচার**—(১) বিণ. দুরাচার, পাপিষ্ঠ। (২) বি. পাপকর্ম। বিণ. **পাপাচারী** (-রিন্)—পাপিষ্ঠ, দুরাচার। বিণ. **পাপাত্মা** (-ত্মন্), **পাপাশয়, পাপিষ্ঠ**—অতিশয় পাপী; পাপচিত্ত, দুরাচার। বিণ. (স্ত্রী.) **পাপিষ্ঠা**। বিণ. **পাপী** (-পিন্)—পাপকর্মকারী, পাপাচারী। বিণ. (স্ত্রী.) **পাপিনী**। বিণ. (স্ত্রী.) **পাপীয়সী**—মহাপাপকারিণী।

পাপড়ি—বি. ফুলের দল। [সং. পর্ব]।

পাপাচার, পাপাত্মা, পাপাশয়—পাপ দ্রঃ।

পাপিয়া—বি. কোকিলজাতীয় গায়ক পক্ষিবিশেষ। [তু. হি. পপীহা]।

পাপোশ—বি. পা বা পাদুকার তলা ঘসিয়া ধূলিমুক্ত করিবার জন্য নারিকেল-ছোবড়াদি দ্বারা নির্মিত আস্ত-রণবিশেষ। [ফা.]।

পাব—বি. গ্রন্থি, গাঁট, পর্ব; দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ (সচ. পাবড়া)। [সং. পর্ব]।

পাবক—(১) বি. আগুন। (২) বিণ. শোধনকারী, শোধক। [সং. √পূ + অক (তৃ)]।

পাবদা—বি. আঁশহীন ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [সং. পর্বত]।

পাবন—(১) বিণ. পবিত্রকারী, শোধক (কুলপাবন); ত্রাণকারী (পতিতপাবন)। (২) বি. শোধন; অগ্নি। [সং. √পূ + ণিচ্ + অন]।

পাবনি—বিণ. পবননন্দন হনুমান্। [সং. পবন + ই]।

পাবনী—(১) বিণ. পাবন-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. গঙ্গা-নদী।

পামর—বিণ. পাপিষ্ঠ; নরাধম; মূর্খ নীচ (আপামর)। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **পামরী**।

পাম্প—বি. বাতাস জল প্রভৃতি বাহির করিবার বা তুলিবার জন্য যন্ত্রবিশেষ। [ইং. pump]। ক্রি. **পাম্প করা**—পাম্পের সাহায্যে বাতাস জল প্রভৃতি বাহির করা বা তোলা।

পায়খানা—বি. মলত্যাগের স্থান; মলত্যাগ। [ফা.]। ক্রি. **পায়খানা করা**—মলত্যাগ করা।

পায়চারি—বি. পদব্রজে ভ্রমণ। [সং. পাদচারণা]।

পায়জামা—বি. ইজার, ঢিলা ট্রাউজারবিশেষ। [ফা. পা-জামা]।

পায়দল—ক্রি.-বিণ. পদব্রজে, হাঁটিয়া। [হি. পৈদল < সং. পদতল]।

পায়-পায়, পায়ে-পায়ে—পা$_2$ দ্রঃ।

পায়রা—বি. কবুতর, কপোত। [সং. পারাবত]। বি. **~চাঁদা, ~তেলি (তেলী)**—বিভিন্ন প্রকার মৎস্য।

পায়স—(১) বি. দুধ চিনি চাউল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত

মিষ্টান্নবিশেষ, পরমান্ন। (২) বিণ. দুগ্ধ-সম্বন্ধীয়; দুগ্ধ-জাত। [সং. পয়স্+অ]। বি. পায়সান্ন—পরমান্ন।

পায়া—বি. খাট-চৌকি, টেবিল চেয়ার প্রভৃতির নিম্নদেশে সংলগ্ন খুঁটি বা খুরা; পা বা দেহের নিম্নভাগ। [ফা. পায়হ্]। বি. ~**ভারি**—উচ্চপদের জন্য অহঙ্কার-বুদ্ধি বা গুমর (তার পায়াভারি হয়েছে)।

-পায়ী (-য়িন্)—বিণ. পানকারী (স্তন্যপায়ী)। [সং. √পা+ইন্ (র্তৃ)]।

পায়ু—বি. মলদ্বার, গুহ্যদেশ। [সং.]।

পায়েস—বি. পায়স-এর কথ্য রূপ।

পার—বি. নদ্যাদির বিপরীত তীর; কূল, কিনারা; প্রান্ত ('দেখা দিল গগন-পারে': রবীন্দ্র); সীমা (মাঠের পারে); উত্তরণ (খেয়াপার), অতিক্রমণ (সে আমাকে পার হয়ে গেল); পরিত্রাণ উদ্ধার। [সং.]। ক্রি. **পার পাওয়া**—নিষ্কৃতি পাওয়া; এড়াইতে সমর্থ হওয়া। বিণ. ~**গ**, ~**ক্ষম**—পারগামী; সমর্থ। বিণ. ~**গত**—পারে গিয়াছে এমন, উত্তীর্ণ; উদ্ধার লাভ করিয়াছে এমন। বি. ~**ঘাট**, ~**ঘাটা**—খেয়াঘাট।

পারক—বিণ. সমর্থ; পটু। [সং. √পৃ+অক (র্তৃ)]। বি. ~**তা**।

পারক্য—বি. পরকীয়তা, পরাধীনতা; শক্তি-সামর্থ্য। বিণ. পরলোক সম্বন্ধীয়। [সং.]।

পারগ, পারগত, পারঘাট, পারঘাটা, পারক্ষম, পারংগম—পার দ্রঃ।

পারণ, পারণা—বি. ব্রতাদি উদ্‌যাপনের পর ভোজন-দ্বারা প্রথম উপবাস ভঙ্গকরণ। [সং. √পৃ+ণিচ্+অন (ভা),+আ]।

পারতন্ত্র্য—বি. পরাধীনতা, পরতন্ত্রতা। [সং. পরতন্ত্র+য (ভা)]।

পারতপক্ষে—ক্রি-বিণ. পারিলে, সম্ভব হইলে (পারতপক্ষে সেখানে যাই না, অর্থাৎ না যাইয়া পারিলে যাই না)। [পারত<সং. পারক (দ্রঃ)+পক্ষে]।

পারত্রিক—বিণ. পরলোক-সংক্রান্ত, পারলৌকিক (পারত্রিক কল্যাণ); তু. ঐহিক। [সং. পরত্র+ইক]।

পারদ—বি. তরল ধাতুবিশেষ, পারা, mercury। [সং. পার+√দা+অ (র্তৃ)]।

পারদর্শী (-র্শিন্)—বিণ. নিপুণ, বহুদর্শী, বিচক্ষণ (শাস্ত্রে বা বিচারে পারদর্শী); পটু, সমর্থ। [সং. পার+√দৃশ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **পারদর্শিনী**। বি. **পারদর্শিতা**।

পারদারিক—বিণ. বি. পরস্ত্রীকে সম্ভোগকারী। [সং. পরদার+ইক]।

পারদার্য—বি. পরস্ত্রীগমন, ব্যভিচার। [সং. পরদার+য (ভা)]।

পারদেশ্য—বিণ. প্রবাসী, বিদেশাগত; বিদেশী। [সং. পরদেশ+য]।

পারবশ্য—বি. পরাধীনতা, পরবশতা। [সং. পরবশ+য (ভা)]।

পারমাণব, পারমাণবিক—বিণ. পরমাণুসম্বন্ধীয়; পরমাণুজাত, atomic (পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র)। [সং. পরমাণু+অ, ইক]।

পারমার্থিক—বিণ. পরমার্থ-সংক্রান্ত, ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক, আধ্যাত্মিক; ব্যবহারিকের বিপরীত (পারমার্থিক চিন্তা বা আলোচনা)। [সং. পরমার্থ+ইক]।

পারমিট—বি. সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মাল ক্রয় বা বিক্রয়ের অনুমতি-পত্র। [ইং. permit]।

পারম্পর্য—বি. অনুক্রম, ধারাবাহিকতা (বংশের বা পিতৃপুরুষের পারম্পর্য বর্ণন)। [সং. পরম্পরা+য (ভা)]।

পারলৌকিক—বিণ. পরলোক-সংক্রান্ত (পারলৌকিক ক্রিয়া); পরলোকের পক্ষে হিতজনক। [সং. পরলোক+ইক]।

পারশী, পারশীক—পারসী দ্রঃ।

পারশে—বি. ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

পারসী, (বর্জি.) **পারশী**—(১) বি. পারস্যদেশীয় ভাষা, ফারসী; প্রাচীনকালে পারস্যদেশ হইতে আগত জরথুস্ত্র-পন্থী ভারতীয় জাতিবিশেষ। (২) বিণ. পারস্যদেশজাত; পারসী জাতি সম্বন্ধীয় (পারসী শাড়ি)। [সং. পারস্য+ঈ (ভবার্থে)]। ~**ক**—(১) বিণ. পারস্যদেশীয়। (২) বিণ. বি. পারস্যদেশবাসী, ইরানী।

পারস্পরিক—বিণ. পরস্পর-সংক্রান্ত, উভয়ের মধ্যে (পারস্পরিক বোঝাপড়া বা শুভেচ্ছা)। [সং. পরস্পর+ইক]।

পারস্য—বি. এশিয়ার দেশবিশেষ, ইরান। [সং.]।

পারা$_1$—বি. ধাতুবিশেষ, পারদ (পারা খেয়ে মরা)। [সং. পারদ]।

পারা$_2$—অব্য. বিণ. (সাধারণতঃ কাব্যে) সদৃশ, তুল্য (পাগলপারা)। [সং. প্রায়]।

পারা$_3$—ক্রি. সমর্থ হওয়া; আঁটিয়া ওঠা বা বশে আনিবার ক্ষমতা থাকা (তার সঙ্গে পারা শক্ত); বাধাহীন বা অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া (এখন যেতে পারে)। [সং. √পৃ+বাং. আ]।

পারান,(**বো**)—(১) ক্রি. পার করা, পার হওয়া, পেরনো। (২) বি. উক্ত অর্থে। [<সং. পার (=অপর তীর)+বাং. আন (নামধাতু)]। বি. **পারানি**—পার হইবার মাসুল, খেয়ার কড়ি।

পারাপার—বি. নদ্যাদির উভয় তীর; (বাং) এক পার হইতে অন্য পারে গমন (নদী পারাপার করা); (সং) সমুদ্র, পারাবার। [সং. পার+অপার (>অবার)]। [পারাবার দ্রঃ]।

পারাবত—বি. পায়রা, কপোত। [সং.]।

পারাবার—বি. সমুদ্র; (সং.) উভয় তীর। [সং. পার (অপর কূল)+অবার (এই কূল)]।

পারায়ণ—বি. সম্পূর্ণতা; নিয়মিত সময়মধ্যে গ্রন্থপাঠ-সমাপ্তি। [সং. পার (=শেষ প্রান্ত, পুণ্যগ্রন্থের)+অয়ন]।

পারাশর—(১) বি. পরাশরমুনির পুত্র বেদব্যাস। (২) বিণ. পরাশর-সম্বন্ধীয়, পরাশরকৃত (পারাশর সংহিতা)। [সং. পরাশর+অ]।

পারিজাত—বি. সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন স্বর্গীয় বৃক্ষ বা তাহার পুষ্প। [সং. পারিন্ (সমুদ্র) + জাত]।

পারিতোষিক—বি. পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দেওয়া হয়, পুরস্কার, বকশিশ। [সং. পরিতোষ + ইক]।

পারিপাট্য—বি. গোছগাছ, শৃঙ্খলা; পরিচ্ছন্নতা (বেশ-ভূষার পারিপাট্য)। [সং. পরিপাটি + য]।

পারিপার্শ্বিক—(১) বিণ. চারিদিকস্থ (পারিপার্শ্বিক অবস্থা), পার্শ্ববর্তী। (২) বি. পারিষদ; (অল.) সূত্রধারের সহচর নট। [সং. পরিপার্শ্ব + ইক]।

পারিব্রজ্য—বি. পরিব্রাজকের আচরণ বা ধর্মপালন, পরিব্রজ্যা। [সং. পরিব্রাজ + য]।

পারিভাষিক—বিণ. পরিভাষা-সম্বন্ধীয়। [সং. পরিভাষা + ইক]।

পারিশ্রমিক—বি. পরিশ্রমের মূল্য, মজুরি। [সং. পরি-শ্রম + ইক]।

পারিষদ—(১) বি. সভাসদ, সদস্য; (বাং.) পার্শ্বচর মোসাহেব। (২) বিণ. পরিষৎ-সম্বন্ধীয়। [সং. পরিষদ্ + অ]।

পারুল—বি. পাটলবর্ণ সুগন্ধি ফুলবিশেষ। [সং. পাটলী]।

পারুষ্য—বি. পরুষতা কর্কশ বা রুক্ষ আচরণ অপ্রিয় বাক্য। [সং. পুরুষ + য (ভা)]।

পার্টি, (বর্জি.) **পার্টী**—বি. দল পক্ষ (স্বরাজ্য-পার্টি); পাশ্চাত্ত্য প্রথায় ভোজ (পার্টি দেওয়া)। [ইং. party]।

পার্থক্য—বি. প্রভেদ, বিভিন্নতা, বৈসাদৃশ্য। [সং. পৃথক্ + য (ভা)]।

পার্থিব—(১) বিণ. পৃথিবী-সম্বন্ধীয়, জাগতিক, ঐহিক। (২) বি. রাজা। [সং. পৃথিবী + অ]।

পার্বণ—(১) বি. অমাবস্যাদি পর্বদিনে করণীয় শ্রাদ্ধ; (বাং.) পর্ব, উৎসব (পৌষপার্বণ, বারো মাসে তেরো পার্বণ)। (২) বিণ. পর্ব-সম্বন্ধীয়: পর্বদিনে করণীয় (পার্বণ শ্রাদ্ধ)। [সং. পর্বন্ + অ]। **পার্বণী**—(১) বিণ **পার্বণ**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) (বাং.) বি. পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত পারিতোষিক।

পার্বত, (অশু. কিন্তু চলিত) **পার্বতীয়**, **পার্বত্য**—বিণ. পর্বত-সম্বন্ধীয়: পর্বতময় (পার্বত্য অঞ্চল); পর্বতবাসী; পর্বতে জাত; পাহাড়িয়া। [সং. পর্বত + অ, ঈয়, য]।

পার্বতী—বি. হিমালয় পর্বতের কন্যা উমা বা দুর্গাদেবী। [সং. পর্বত + অ + ঈ]।

পার্লামেন্ট—বি. রাষ্ট্রের আইনসভা বা বিধান-পরিষদ্, লোকসভা বা রাজ্যসভা। [ইং. parliament]।

পার্শে—**পারশে**-র বানানভেদ।

পার্শ্ব—বি. পাশ, দিক্ (দক্ষিণ পার্শ্ব); ধার, কিনারা, প্রান্ত (থালার পার্শ্বে); সন্নিধান, সন্নিহিত স্থান (গৃহের পার্শ্বে)। [সং.]। বি. বিণ. **~চর**—অনুচর; মোসাহেব; সঙ্গী; পরিচারক। বিণ. (স্ত্রী.) **~চরী**। বি. **~পরি-বর্তন**—পাশ ফেরা। বিণ. **~বর্তী** (-র্তিন্), **~স্থ**—পাশে অবস্থিত। বিণ. (স্ত্রী.) **~বর্তিনী**, **~স্থা**।

পার্ষদ—বি. পারিষদ, সভাসদ্। [সং. পর্ষদ্ + অ]।

পার্ষ্ণি—বি. পায়ের গোড়ালি; সৈন্যমণ্ডলীর পশ্চাদ্ভাগ। [সং.]।

পার্সী—**পারসী**-র বানানভেদ।

পার্সেল—বি. (প্রধানতঃ ডাকযোগে প্রেরিত) পুলিন্দা। [ই. parcel]।

-পাল$_{১}$—বিণ. রক্ষক, পালক (রাজ্যপাল, নরপাল)। [সং. √পা-ণিচ্ + অ]।

পাল$_{২}$—বি. গবাদি পশুর সঙ্গম বা প্রজনন (পাল দেওয়া, পাল ধরান)। [দেশী]।

পাল$_{৩}$—বি. বাতাসের সাহায্যে চালাইবার জন্য নৌকাদির মাস্তুলে খাটান কাপড়ের পর্দা (পালে হাওয়া লাগা), চাঁদোয়া (পাল খাটানো)। বিণ. **~তোলা**—চালাইবার সময়ে পাল খাটানো হয় এমন (পাল-তোলা নৌকা)। [দেশী]।

পাল$_{৪}$—বি. দল (ভেড়ার পাল)। [সং. পালি]। **পালের গোদা**—(সচ. মন্দার্থে) দলের সরদার।

পালওয়ান—**পালোয়ান**-এর বানানভেদ।

পালক$_{১}$—বিণ. বি. পালনকর্তা প্রতিপালক, রক্ষক। [সং. √পা + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]। বিণ.বি.(স্ত্রী) **পালিকা**।

পালক$_{২}$, **পালখ**—বি. পাখির পাখা বা ডানা অথবা ডানার অংশ। [<সং. পক্ষ]।

পালকি, (বর্জি.) **পালকী**—বি. মনুষ্যবাহিত যানবিশেষ, শিবিকা। [সং. পল্যঙ্কিকা]।

পালঙ$_{১}$, **পালং**$_{১}$—বি. শাকবিশেষ।

পালঙ্ক, **পালঙ**$_{২}$, **পালং**$_{২}$—বি. মূল্যবান্ খাট, পর্যঙ্ক। [সং. পল্যঙ্ক, পর্যঙ্ক]। বি. **~পোষ**—পালঙ্কের ঢাকনা; পালঙ্ক ও বিছানা; পালঙ্ক [বাং. পালঙ্ক + ফা. পোষ]।

পালট—বি. প্রত্যাবর্তন, পরিবর্তন (উলট-পালট)। [হি. পলটা <প্রা. পল্লট্ট <সং. পর্যস্ত]।

পালটা—(১) বিণ. বিপরীত, উলটা (পালটা হুকুম), প্রতিপক্ষীয়, বিরুদ্ধ (পালটা জবাব); বদল, বিনিময় (পালটাপালটি)। (২) ক্রি. পালটান (পালটিয়ে দাও)। [হি. √পলট <প্রা. পলোট্ট <সং. পরি + √অস্]। **~ন**, **~নো**—(১) ক্রি. উলটান; বদলান, পরিবর্তিত করা (জামা পালটান, হুকুম পালটান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

পালটি$_{১}$—বিণ. সমান বংশমর্যাদাসম্পন্ন ও বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের উপযুক্ত (পালটি ঘর)। [বাং. পালট + ই]।

পালটি$_{২}$, **পালটিয়া**—অস-ক্রি. (কাব্যে) প্রত্যাবর্তন করিয়া; পিছন ফিরিয়া। [**পালটা** দ্র:]।

পালন—বি. প্রতিপালন (সন্তানপালন); ভরণ-পোষণ (পরিবারবর্গ-পালন); তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ (পশুপালন): মান্যকরণ বা নিষ্পাদন (আজ্ঞাপালন); অন্যথা হইতে না দেওয়া (প্রতিজ্ঞাপালন)। [সং. √পা + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণ. **পালনীয়**—পালনযোগ্য, পালন করিতে হইবে এমন।

পালপার্বণ—বি. বিভিন্ন উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। [সং. পাল্যপার্বণ]।

পালয়িতা (-য়িতৃ)—বিণ. পালনকারী, প্রতিপালক। [সং. √পা+ণিচ্+তৃ (তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **পালয়িত্রী**।

পাললিক—বিণ. পলিমাটি-সংক্রান্ত; পলিজাত। [সং. পলল(=পঙ্ক)+ইক]।

পালা১—বি. পল্লব, প্রশাখা, ক্ষুদ্র ডাল (গাছপালা, ডালপালা)। [সং পল্লব]।

পালা২—বি. পর্যায় বার (সবশেষে আমার পালা); অনুক্রম (পালাজ্বর); গীত বা নাটকের বিষয় (বেহুলা-লক্ষীন্দর পালা, নাট্যের পালা-বদল)। [সং. পালি]।

পালা৩—(১) ক্রি. পালন করা, পোষা (গোরু পালা); লালনপালন করা ('তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে': রবীন্দ্র); মান্য করা (আদেশ পালা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √পাল্+বাং. আ]।

পালা৪, পালান১ (নো)—যথাক্রমে **পলা৩** ও **পলান**-র চলিত রূপ।

পালান (উচ্চা. পালান্)—বি. ভারবাহী পশুর পিঠের গদি। [<সং. পল্যয়ন]। গোরুর স্তন। [দেশী]।

পালি১—বি. মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষাবিশেষ (যে ভাষায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন বা প্রধানতঃ যে ভাষায় তাঁহার উপদেশ রক্ষিত হইয়াছে)।

পালি২—বি. পঙ্‌ক্তি, লাইন; রাশি, দল; প্রান্ত; (বাং.) শস্যাদির পরিমাণবিশেষ। [সং. √পাল্+ই (র্তৃ)]।

পালিকা—**পালক১** দ্রঃ।

পালিত—বিণ পোষা (পালিত পশু); প্রতিপালিত, বর্ধিত (বিলাসিতার মধ্যে পালিত); জন্মগত কোন সম্পর্ক নাই অথচ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রতিপালিত (পালিত সন্তান); রক্ষিত (প্রতিশ্রুতি পালিত হওয়া); মান্য করা হইয়াছে এমন (আজ্ঞা পালিত হওয়া), বংশ-সূচক নাম বা পদবীবিশেষ। [সং. √পা+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **পালিতা**।

পালিত্য—বি. বার্ধক্য-হেতু কেশের পক্কতা বা শুভ্রতা। [সং. পলিত+য (ভা)]।

-পালিনী—বিণ. বি. পালনকারিণী, পালিকা (জগৎ-পালিনী)। [সং. √পা-ণিচ্+ইন্+ঈ]।

পালিশ—বি. মসৃণতা; ঔজ্জ্বল্য; উজ্জ্বলতা সম্পাদন; উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রলেপ (জুতার পালিশ); মার্জিত ভাব বা আচরণ (ভদ্রতার পালিশ)। [ইং. polish]।

পালী—**পালি২**-র বানানভেদ।

পালুই—বি. ধানের খড়ের বা খড়সমেত ধানের গাদা। [সং. পল্ল]।

পালো—বি. শটি পানফল প্রভৃতির শ্বেতসার। [দেশী]।

পালোয়ান—(১) বি. কুস্তিগীর, মল্ল। (২) বিণ. বলবান্; ব্যায়ামপটু; বীর। [ফা. পহ্‌লৱান]।

পাল্কি (কী), পাল্টা, পাল্টান (নো)—যথাক্রমে **পালকি পালটা** ও **পালটান**-র বানানভেদ।

পাল্য—বিণ. পালনযোগ্য, পালনীয়। [সং. √পাল্ বা পা-ণিচ্+য (র্ম)]।

পাল্লা—বি. খণ্ড, স্তর, পরদা (এক পাল্লা চামড়া); জোড়ার একটি, দুই খণ্ড বা দুই ভাগের একটি (দরজার পাল্লা); তৌলযন্ত্রে দ্রব্য বা বাটখারা রাখার স্থান অথবা পাত্র (দাঁড়িপাল্লা); বাটখারা (পাল্লা চাপান); প্রতি-যোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা (পরস্পর পাল্লা দেওয়া); ব্যবধান, দূরত্ব (দূর পাল্লার গাড়ি); বেগ, গতি (পায়ের পাল্লা'); আয়ত্তি কবল, সঙ্গ (ডাকাতের পাল্লায় পড়া)। [তু. হি. পল্লা]।

পাশ৩—**পাস**-এর বর্জি. বানান।

পাশ২—বি. সুগন্ধ জল প্রভৃতি ছিটাইবার পাত্রবিশেষ (গুলাবপাশ)। [ফা.]।

পাশ১—বি. প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, বরুণদেবের অস্ত্র; বন্ধন, ফাঁস (ভুজপাশ); ফাঁদ, জাল (পাশবদ্ধ); রজ্জু, দড়ি, প্রাচুর্য, সমাসের উত্তরপদে (কেশপাশ); (তন্ত্রে) পশুজীবনের বন্ধন, অজ্ঞান (পাশমুক্তি=সাংসারিক বন্ধন ও সংস্কারের নিবৃত্তি)। [সং. √পশ্ (বন্ধনে)+অ (ণে)]।

পাশ৪—বি. পার্শ্ব (পাশে বসা), সামীপ্য; ধার, প্রান্ত (এক পাশে)। [সং. পার্শ্ব]। ক্রি. **পাশ কাটান**—এক পাশ ঘেঁষিয়া অতিক্রম করা; সরিয়া দাঁড়ান, এড়ান। বি. **~বালিশ**—**বালিশ** দ্রঃ।

পাশ, পাশক—বি. খেলিবার পাশা, অক্ষ। [সং. √পশ্+অ, অক (র্তৃ)]। বি. **~ক্রীড়া**—পাশাখেলা।

পাশব, (অশু.) পাশবিক—বিণ. পশু-সম্বন্ধীয়; পশুবৎ, অমানুষিক (পাশব বল বা ব্যবহার, পাশবিক অত্যাচার)। [সং. পশু+অ]। বি. **~তা**।

পাশরন, পাশরণ—**পাসরন**-এর বানানভেদ।

পাশরা—**পাসরা**-র বানানভেদ।

পাশা১—বি. অক্ষ; অক্ষক্রীড়া, কানের গহনাবিশেষ (কানপাশা)। [সং. পাশক]।

পাশা২—বি. তুরস্কের শাসনকর্তা সেনাপতি উচ্চ সর-কারী কর্মচারী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি। [তুর্.]।

পাশাপাশি—(১) বিণ. কাছাকাছি, পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থিত (পাশাপাশি বাড়ি)। (২) ক্রি-বিণ. পরস্পরের পার্শ্ববর্তী হইয়া (পাশাপাশি বসা)। [বাং. পাশ৪+পাশ৪+ই]।

পাশী (-শিন্)—(১) বিণ. পাশ-অস্ত্রধারী। (২) বি. বরুণ-দেব; যম; ব্যাধ। [সং. পাশ৩+ইন্]।

পাশুপত—(১) বিণ. পশুপতি অর্থাৎ শিব-সম্বন্ধীয়; শিব বা পশুপতি কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র (পাশুপত অস্ত্র)। (২) বি. পশুপতি বা শিবের উপাসক; শৈব সম্প্রদায়-বিশেষ। [সং. পশুপতি+অ]।

পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্ত্য—(১) বিণ. পশ্চিম জগৎ বা দেশ সম্বন্ধীয়, প্রতীচ্য, ইউরোপ ও মার্কিন দেশীয় (পাশ্চাত্য শিক্ষা বা প্রভাব); পশ্চাদ্‌বর্তী; পশ্চাৎ আগত। (২) বি. পশ্চিম পৃথিবী (অর্থাৎ ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রে-লিয়া)। [সং. পশ্চাৎ+য]।

পাষণ্ড, পাষণ্ডী (-ণ্ডিন্)—বিণ. বি. নাস্তিক, ধর্মদ্বেষী; পাপিষ্ঠ। [সং.]।

পাষাণ—(১) বি. পাথর, প্রস্তর, (আল.) নিষ্ঠুর ব্যক্তি (রে

পাষাণ) ; (বাং.) তুলাদণ্ডের ফের (পাষাণ ভাঙ্গা) , তুলাদণ্ডের ফের ভাঙ্গিবার পাথর বা বাটখারা (পাষাণ চাপান)। (২) বিণ. প্রস্তরবৎ (পাষাণভার, পাষাণহৃদয়)। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **পাষাণী**—নিষ্ঠুরা বা হৃদয়হীনা রমণী।

পাস—(১) বি. সাফল্যলাভ (পরীক্ষায় পাস করা) ; অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র (গেটপাস) ; আংশিক ব্যয়ে বা বিনামূল্যে প্রবেশ দর্শন ভ্রমণ প্রভৃতির অনুমতিপত্র (রেলের বা সিনেমার পাস)। (২) বিণ. সফল (পরীক্ষায় পাস হওয়া)। [ইং. pass]।

পাসরন, পাসরণ—বি. (কাব্যে) বিস্মরণ। [**পাসরা** দ্রঃ]।

পাসরা—(১) ক্রি. (কাব্যে) বিস্মৃত হওয়া ('দুখজ্বালা সেই পাসরে' : রবীন্দ্র ; 'পাসরিব কেমনে রাধানাম জীবনে' : বৈ. সা.)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. প্র + √স্মর্ + বাং.আ]।

পাহাড়—বি. (ক্ষুদ্র) পর্বত ; স্তূপ, ঢিবি (বালির পাহাড়), পাড়, উচ্চ তীরভূমি। [তু. হি. পহাড়]। বি. **~তলি**—পর্বতের পাদদেশ বা পাদদেশস্থ সমতল ভূমি ; উপত্যকা; তরাই। বিণ. **পাহাড়িয়া, পাহাড়ে**—পার্বত ; পর্বতময় (পাহাড়ে রাস্তা) ; পর্বতস্থ ; পর্বতজাত ; পর্বতসম্বন্ধীয় ; (আল.) প্রকাণ্ড, মস্ত, ভীষণ। **পাহাড়ী**—(১) বিণ. পাহাড়িয়া। (২) বি. পাহাড়িয়া জাতি ; (সঙ্গীতে) রাগিণীবিশেষ।

পাহারা—বি. প্রহরীর কার্য, চৌকি। [সং. প্রহর]। বি. **~ওয়ালা, ~ওলা**—চৌকিদার, শান্তিরক্ষায় কার্যে সরকার-নিযুক্ত প্রহরী, কনস্টেবল।

পাহুন১—বিণ. (প্রা. কা.) নির্মম, নিষ্ঠুর ('পুরুষ পাহুন' : গো. দা.)। [সং. পাষাণ]।

পাহুন২—বি. (ব্রজ.) অতিথি, প্রবাসী ('কান্ত পাহুন' : বিদ্যা.)। [সং. প্রাঘুণ]।

পিউড়ি—বি. গোমূত্র হইতে প্রস্তুত হলদে রঙবিশেষ, গোরোচনা। [<সং. পিঙ্গলী]।

পিউপিউ—অব্য. পাপিয়ার ধ্বনি। [ধ্বন্যা.]।

পিউলি—বি. ফিকা হলুদবর্ণ ফুলবিশেষ। [<সং. পিঙ্গলী]।

পিওন—**পিয়ন**-এর বানানভেদ।

পিঁচুটি—বি. নেত্রমল, চোখের ক্লেদ। [সং. পিচ্চট]।

পিঁজরা, (কথ্য) পিঁজরে—বি. খাঁচা। [সং. পিঞ্জর]। বি. **পিঁজরাপোল**—বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখিবার স্থান।

পিঁজা, পেঁজা—(১) ক্রি. তুলা বা অনুরূপ পদার্থের আঁশ ধুনিয়া বা টানিয়া পৃথক্ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √পিঞ্জ্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. তুলা প্রভৃতির আঁশ ধুনিয়া বা টানিয়া পৃথক্ করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

পিঁড়া—বি. ঘরের দাওয়া ; পিঁড়ি। [সং. পিণ্ড]।

পিঁড়ি, (কথ্য) পিঁড়ে—বি. ক্ষুদ্র ও নিচু কাষ্ঠাসনবিশেষ ; আসন (লক্ষ্মীর পিঁড়ি)। [সং. পিণ্ডি]।

পিঁপড়া, (কথ্য) পিঁপড়ে, (বর্জি.) পিঁপীড়া—বি. ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। [সং. পিপীলিকা]।

পিঁপুল—বি. ঔষধে ব্যবহৃত ছোট ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং. পিপ্পলী]।

পিঁয়াজ, পিঁয়াজি, পিঁয়াজী—যথাক্রমে **পিয়াজ পিয়াজি** ও **পিয়াজী**-র চলিত রূপ।

পিক১—বি. কোকিল। [সং. অপি + √কৈ (রব করা) + অ (কর্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **পিকী**। বি. **~তান**—কোকিলের ধ্বনি।

পিক২, পিচ—বি. চিবানো পানের রস ; থুতু। [দেশী]। বি. **~দান, ~দানি**—পিক ফেলার পাত্র।

পিকনিক—বি. বনভোজন, চড়াইভাতি। [ইং. picnic]।

পিকী—**পিক১** দ্রঃ।

পিকেটিং—বি. কোন-কিছু বর্জন করিবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করিতে অথবা বাধা দিবার উদ্দেশ্যে দোকান কারখানা ইত্যাদির সম্মুখে অবস্থান। [ইং. picketing]।

পিঙ্গল, পিঙ্গ—(১) বি. অগ্নিসদৃশ বা কপিল বর্ণ, পীত আভাযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ, কপিশ। (২) বিণ. ঐরূপ বর্ণযুক্ত। [সং.]। **পিঙ্গলা**—(১) বিণ. **পিঙ্গল**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. তন্ত্রোক্ত তিনটি নাড়ীর অন্যতম [**ইড়া** ও **সুষুম্না** দ্রঃ]।

পিচ১—**পিক২**-এর রূপভেদ।

পিচ২—বি. আলকাতরা হইতে প্রস্তুত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থবিশেষ। [ইং. pitch]।

পিচ৩—**পীচ** এর বানানভেদ।

পিচকারি, (বর্জি.) পিচকারী—তীব্রবেগে জল ছিটাইবার যন্ত্রবিশেষ, সিরিঞ্জ। [হি.]।

পিচবোর্ড, পিসবোর্ড—**পিজবোর্ড**-এর রূপভেদ।

পিচাশ—(বর্ণবিপর্যয়ের ফলে) **পিশাচ**-এর বিকৃত রূপ।

পিচুটি—**পিঁচুটি**-র রূপভেদ।

পিচ্ছ—বি. ময়ূরপুচ্ছ ; চূড়া। [সং.]।

পিচ্ছিল, পিচ্ছল—বিণ. পিছল (প্রধানতঃ জলকাদায় সিক্ত হওয়ার ফলে) পা হড়কাইয়া যায় এমন মসৃণ'; হড়হড়ে, লালাময়। [সং.]।

পিছ, পিছন—বি. পশ্চাৎ, মুখের বিপরীত দিক্ বা ভাগ (পিছন ফিরিয়া দেখা)। [সং. পশ্চাৎ]। বি. **~টান** পিছনদিক্ হইতে আকর্ষণ ; ফেলিয়া-আসা বস্তুর প্রতি মায়া, পরিত্যক্ত সংসারের প্রতি মায়া। বিণ. **পিছমোড়া**—দুই হস্ত পিছনের দিকে লইয়া আবদ্ধ। বিণ. **পিছপা**—পশ্চাৎপদ, কর্মে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ।

পিছল, পিছলা১—**পিচ্ছল**-এর কোমল ও কথ্য রূপ।

পিছলা২—ক্রি পিছলানো। [<সং. পিচ্ছল]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ভূমিতলের মসৃণতাহেতু পা হড়কাইয়া যাওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে।

পিছা১—বি. (প্রাদে.) ঝাঁটা। [সং. পিচ্ছিকা]।

পিছা২—ক্রি. পিছান। [বাং. পিছ + আ]। **~ন,**

~নো—(১) ক্রি. পশ্চাতে হটিয়া আসা (এত দূর আসিয়া পিছানো অসম্ভব); অন্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে না পারা (ইংরেজিতে পিছিয়ে আছি); পিছনের দিকে চলা; নিরস্ত হওয়া (দাম শুনিয়া পিছাইয়া পড়িলাম)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

পিছিলা$_1$—বিণ. পিছল। [সং. পিচ্ছিল]।

পিছিলা$_2$—বিণ. (কাব্যে) পশ্চাৎদিক্‌স্থ ('পিছিলা ঘাটে': চণ্ডী.)। [পিছল দ্রঃ]।

পিছু—পাছু ও **পিছ**-র রূপভেদ।

পিজবোর্ড—বি. কাগজে তৈয়ারি শক্ত ও পুরু ফলকবিশেষ। [ইং. pasteboard]।

পিঞ্জন—বি. তুলাদি ধুনিবার যন্ত্র ধুনপারা; পেঁজা; তুলা ধোনা। [সং. √পিঞ্জ্‌ + অন (ভা)]।

পিঞ্জর—বি. খাঁচা, পিঁজরা: পঞ্জর। [সং.]।

পিঞ্জিকা—বি. তুলার পাঁজ। [সং.]।

পিটন, পিটনা, পিটনি—**পিটা** দ্রঃ।

পিটপিট—অব্য. মিটমিট আধবোজা চক্ষে দেখিবার ভাবসূচক, অস্পষ্ট দৃষ্টিনিক্ষেপের ভাবপ্রকাশক (পিটপিট করে চাওয়া); বিরক্তির ভাবপ্রকাশক (সে রাতদিন পিটপিট করে)। ক্রি. **পিটপিটা**—পিটপিট করা। বিণ. **পিটপিটে**—অতিরিক্ত সাবধানতা, শুচিবাই বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে এমন (খাওয়ার ব্যাপারে পিটপিটে পিটপিটে দিদিমার ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি)।

পিটা, পেটা—(১) ক্রি. আঘাত করা (হাতুড়ি পেটা): ঘা মারা; আঘাত করিয়া বাজানো (ঢোল পেটা); প্রহার করা, মারা (ছেলেটাকে পিটছে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। (৩) বিণ. (বিশেষণ-অর্থে **পেটা** চলিত), পিটিয়া বা ঘা মারিয়া মারিয়া নিরেট করা হইয়াছে এমন (পেটা লোহা); পেটা লোহায় তৈয়ারি (পেটা কড়াই); পিটিয়া বাজান হয় এমন (পেটা ঘড়ি)। [সং. √পিট্‌ + বাং. আ —তু. পিটনা]। বি. **~ই**—পিটিয়া পাত করার বা নিরেট করার কাজ (ছাদ-পেটাই, লোহা-পেটাই)। বি. **পিটন, পিটনি, পিটুনি**—পিটা: প্রহার, মার (প্রচণ্ড পিটুনি খেয়েছে)। বি. **পিটনা**—ছাদ মেঝে প্রভৃতি পিটিবার জন্য কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র মুগুরবিশেষ। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পিটা, পিটাই করান (ছাদ পেটানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

পিটালি, পিটুলি—বি জল দিয়া চটকান চাউল-বাটা। [সং. পিষ্টতণ্ডুল]।

পিটিশন—বি. আবেদন, দরখাস্ত। [ইং. petition]।

পিট্টান, পিট্টাম—বি. চম্পট, পলায়ন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন। [সং. প্রস্থান]।

পিট্টিপিট্টি—পিটপিট-এর বানানভেদ।

পিঠ—বি. পৃষ্ঠ, মুখের বিপরীত দিকে ঘাড় হইতে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ (পিঠের ব্যথা): দিক্‌, পার্শ্ব (এ-পিঠ ও-পিঠ); পশ্চাৎ (পিঠে পিঠে জন্ম); তাসখেলার দান। [সং. পৃষ্ঠ]। ক্রি. **পিঠ চাপড়ান**—উৎসাহ দিয়া বা প্রশংসা করিয়া পিঠে বারংবার মৃদু চাপড় মারা। **পিঠের চামড়া তোলা**—বেদম প্রহার করা। বিণ. **~মোড়া**—হস্তদ্বয় পিঠের দিকে লইয়া বাঁধা হইয়াছে এমন।

পিঠা, পিঠে—বি. পিষ্টক, ক্ষীর, নারিকেল প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত (পুলিপিঠা), মিঠাইবিশেষ। [সং. পিষ্টক]।

পিঠাপিঠি—(১) বিণ. ঠিক পর পর জন্মিয়াছে এমন (পিঠাপিঠি ভাই); পরস্পরের পৃষ্ঠে অবস্থিত (পিঠাপিঠি ছবি)। (২) ক্রি-বিণ. পরস্পরের পিঠে পিঠ ঠেকাইয়া (পিঠাপিঠি বসা)। [বাং. পিঠ + আ + পিঠ + ই]।

পিঠালি—পিটালি-র রূপভেদ।

পিণ্ড—বি. ডেলা (মাংসপিণ্ড), পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নের ডেলা (পিণ্ডদান), অন্নের ডেলা: দেহ। [সং.]। ক্রি. **পিণ্ডি চটকান**—(অশি.) সর্বনাশ করা। বি **~খর্জুর**—পিণ্ডাকারে সংরক্ষিত বৃহদাকার খর্জুরবিশেষ। বিণ. বি. **~দ**—মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানকারী বা পিণ্ডদানের অধিকারী, অন্নদানকারী। বি. **~দান**—হিন্দুগণ কর্তৃক মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎসর্গীকরণের অনুষ্ঠানবিশেষ। বি. **~লোপ**—পিণ্ডদানের অধিকারীদের বিনাশ: পিণ্ডদানের অধিকারী কেহ নাই এমন অবস্থা; বংশলোপ। বিণ. **পিণ্ডাকৃতি**—গোলাকৃতি ও নিরেট।

পিণ্ডারী—বিণ. অধুনালুপ্ত মারাঠী দস্যুদলবিশেষ। [মা. পেণ্ডারী]।

পিণ্ডি$_1$—**পিণ্ড**-এর কথ্য রূপ।

পিণ্ডি$_2$**, পিণ্ডিকা, পিণ্ডী**—বি. চক্রের কেন্দ্রস্থল বা নাভি; পায়ের গুলি; বেদী; রোয়াক। [সং.]।

পিণ্ডিত—বিণ. পিণ্ডাকার করা হইয়াছে এমন, একত্রীকৃত, রাশীকৃত। [সং. √পিণ্ড্‌ + ত (র্ম)]।

পিতঃ—বি. হে জনক বা আর্য। [সং. পিতৃ (সম্বোধনের ১ বচন)]।

পিতল—বি. তামা ও দস্তা মিশাইয়া প্রস্তুত উপধাতুবিশেষ। [সং. পিত্তল]।

পিতা (-তৃ)—বি. জনক, বাপ। [সং. √পা + তৃ (তৃ)]। বি. **~মহ**—ঠাকুরদাদা, পিতার পিতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি; ব্রহ্মা। বি.(স্ত্রী.) **~মহী**—ঠাকুরমা; পিতামহের পত্নী। বি. **পঞ্চপিতা—পঞ্চ** দ্রঃ।

পিতৃঃস্বসা, পিতৃঃস্বসা—পিতৃ দ্রঃ।

পিতৃ—বি. **পিতা**-র মূল সংস্কৃত রূপ। **~কল্প**—(১) বিণ. পিতার তুল্য। (২) বি. মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি অনুষ্ঠান। বি. **~কুল**—পিতার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মীয়বর্গ, বাপের বংশ। বি. **~কার্য, ~কৃত্য, ~ক্রিয়া**—মৃত পিতা বা পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ বা তর্পণ। বি. **~গণ**—পিতৃলোকবাসী যে মুনিগণ হইতে মানবগোষ্ঠী উৎপন্ন হইয়াছে; মৃত পূর্বপুরুষগণ। বি. **গৃহ**—বাপের বাড়ি। বি. **~তর্পণ**—পিতৃপুরুষের তৃপ্তিবিধানার্থ জলদানরূপ অনুষ্ঠানবিশেষ। বি. **~দায়**—মৃত পিতার শ্রাদ্ধকার্যনির্বাহের গুরু দায়িত্ব। বি. **~দেব**—পিতৃরূপী দেবতা। বি. **~পক্ষ**—প্রেতপক্ষ; আশ্বিন-মাসীয় শুক্লপক্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৃষ্ণপক্ষ; পিতৃবংশ। বি. **~পুরুষ**—পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব-

পুরুষগণ। বিণ. ~বৎ—পিতার তুল্য। বি. ~বিয়োগ—পিতার মৃত্যু। বি. ~ব্য—পিতার ভ্রাতা, জেঠা বা খুড়া। বি. ~ভক্তি—পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। বি. ~ভূমি—পূর্বপুরুষের বা পিতা পিতামহ প্রভৃতির স্বদেশ। বি. ~মেধ, ~যজ্ঞ—পিতৃতর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ। বি. ~যান—মৃত পিতৃপুরুষদের চন্দ্রলোকে গমনের পথ। বি. ~রিষ্টি—(জ্যোতিষ.) জাত সন্তানের জন্মচক্রে রাশিগণের যে অবস্থান পিতৃবিয়োগ সূচিত করে। বি. ~লোক—চন্দ্রলোকস্থিত স্থানবিশেষ, যেখানে পিতৃগণ বা পূর্বপুরুষগণ বাস করেন; মৃত পূর্বপুরুষগণ। বি. ~শোক—পিতৃবিয়োগজনিত শোক। বি. ~শ্রাদ্ধ—মৃত পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। বি. ~ষসা (-স্বৃ), পিতুঃষসা (-স্বৃ), পিতৃঃষসা (-স্বৃ)—পিসী, পিতার ভগিনী। বিণ. ~সম—পিতার তুল্য। বি. ~সেবা—পিতার পরিচর্যা। বিণ. ~স্থানীয়—পিতার তুল্য। বিণ. ~হন্তা (-ন্তৃ), ~হা (-হন্)—পিতাকে বধকারী। বিণ (স্ত্রী.) ~হন্ত্রী।

পিত্ত, (কথ্য) **পিত্তি**—বি. যকৃৎ হইতে নিঃসৃত তিক্ত রসবিশেষ; পিত্তের ক্ষরণ বা প্রকোপ (সচ. পিত্তি—'তেলতামাকে পিত্তিনাশ'); অসন্তোষ বা বিরক্তি (সচ. পিত্তি—ঘেন্নাপিত্তি)। [সং. পিত্ত]। ক্রি. **পিত্ত গলা**—(পচন ধরার ফলে মৎস্যাদির) পিত্ত ফাটিয়া যাওয়া। ক্রি. **পিত্তি চটা**—পিত্ত প্রকুপিত হওয়া; (গৌণ অর্থে) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া (ওর কথায় আমার পিত্তি চটে যায়)। ক্রি. **পিত্ত জ্বলা**—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হওয়া; দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হওয়া। ক্রি. **পিত্ত পড়া**—ক্ষুধার সময়ে খাদ্যের অভাবে পিত্তাশয় হইতে পিত্তের ক্ষরণ হওয়া। **পিত্তের দোষ**—পিত্তঘটিত ব্যাধি। বি. ~কোষ, **পিত্তাশয়**—উদরমধ্যস্থ যে থলির ন্যায় আধারে পিত্ত সঞ্চিত থাকে। বিণ. ~ঘ্ন, ~নাশক—পিত্তের দোষ বা প্রকোপ দূরকারী। বি. ~জ্বর—পিত্তদোষজনিত জ্বর। বি. ~বিকার—পিত্তদোষ, পিত্তের রোগ। বি. ~রক্ষা—অতি সামান্য খাদ্যদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি; (ব্যঙ্গে) নামে মাত্র আকাঙ্ক্ষাপূরণ। বি. **পিত্তাতিসার**—পিত্তবিকারহেতু উদরাময়।

পিত্তল—বি. পিতল; তামা ও দস্তার মিশ্রণজাত উপধাতুবিশেষ। [সং. পিত্ত+ √লা+অ]।

পিত্তাতিসার, পিত্তাশয়, পিত্তি—পিত্ত দ্রঃ।

পিত্যেশ, পিত্যেস—প্রত্যাশা-র বিকৃত রূপ।

পিত্রালয়—বি. বাপের বাড়ি। [সং. পিতৃ+আলয়]।

পিত্র্য—বিণ. পিতৃপুরুষ-সম্বন্ধীয়, পৈতৃক। [সং. পিতৃ+য]।

পিদিম—প্রদীপ-এর বিকৃত রূপ।

পিধান—বি. (তরোয়াল ছোরা প্রভৃতির) খাপ; ঢাকনি, আবরণ। [সং. অপি+ √ধা+অন]।

পিন—বি. কাগজ কাপড় প্রভৃতি আটকাইবার জন্য ব্যবহৃত অতি ক্ষুদ্র পেরেকবিশেষ, আলপিন। [ইং. pin]।

পিনদ্ধ—বিণ. বন্ধন বা পরিধান করা হইয়াছে এমন। [সং. অপি+ √নহ্+ত (র্ক)]।

পিনাক—বি. শিবধনু: শিবের ধনুকাকৃতি বাদ্যযন্ত্র; ত্রিশূল। [সং.]। বি. ~পাণি, **পিনাকী** (-কিন্)—শিব।

পিনাল কোড—বি. ফৌজদারী দণ্ডবিধি [ইং. penal code]।

পিনাস, পিনেস—পীনস-এর রূপভেদ।

পিন্ধন—বি. (প্রা. কা.) পরিধান। [পিন্ধা দ্রঃ]।

পিন্ধা—ক্রি. (প্রা. কা.) পরিধান করা। [<সং. অপিনদ্ধ >পিনদ্ধ> পিন্ধা]। ক্রি ~ওল—(ব্রজ.) পরিধান করাইল।

পিপা—বি. ঢাকের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠের পাত্রবিশেষ: তরল পদার্থের বৃহৎ আধার। [পো. pipa]।

পিপাসা—বি. তৃষ্ণা; (প্রধানতঃ জল) পানের ইচ্ছা; (আল.) প্রবল আকাঙ্ক্ষা (ভোগ-পিপাসা)। [সং. √পা+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ. **পিপাসিত, পিপাসী** (-সিন্)—পিপাসাযুক্ত; লোলুপ। বিণ.(স্ত্রী.) **পিপাসিতা, পিপাসিনী**। বিণ. **পিপাসু**—পান করিতে ইচ্ছুক।

পিপীলিকা—বি. পিঁপড়া। [সং. (স্ত্রীলিঙ্গে) পুং. পিপীলক, পিপীলিক]।

পিপুল—পিঁপুল দ্রঃ।

পিপে—পিপা-র কথ্য রূপ।

পিপ্পল—বি. অশ্বত্থ গাছ। [সং.]।

পিপ্পলী, পিপ্পলী—বি. ঔষধে ব্যবহৃত ছোট ঝাল ফলবিশেষ বা তাহার গাছ, পিঁপুল। [সং.]।

পিয়—প্রিয় ও প্রিয়া-র কোমল রূপ।

পিয়ন—বি. ডাকহরকরা; পত্রবাহক, আরদালি; বেয়ারা; পেয়াদা। [ইং. peon]। বি. **পিয়নি**—পিয়নগিরি, পিয়নের কাজ।

পিয়া[1]—প্রিয় ও প্রিয়া-র কোমল রূপ।

পিয়া[2]—ক্রি. (কাব্যে) পান করা বা করান। [প্রা. √পিঅ]।

পিয়াজ, পিঁয়াজ—বি. উগ্রগন্ধ কন্দবিশেষ, পলাণ্ডু। [ফা.]। বি. ~কলি—পিঁয়াজগাছের ডাঁটা। বি. **পিয়াজি**—প্রধানতঃ পিয়াজদ্বারা প্রস্তুত বড়াবিশেষ। বিণ. **পিয়াজী**—পিয়াজরঙের, ফিকা বেগুনী।

পিয়াদা—বি. পাইক; সংবাদবাহক, দূত; চাপরাসী। [ফা. পিয়াদহ্]।

পিয়াব, পিয়াবো[1]—(১) ক্রি. (কাব্যে) পান করানো ('গুরুচুম্ব যবে পিয়াও': ক. ক.)। (২) বি. বিণ. উভয় অর্থে। [পিয়া[2] দ্রঃ]।

পিয়ানো[2]—বি. হারমোনিয়ম-জাতীয় বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [ইং. piano]।

পিয়ার, পিয়ারা[1], **পিয়ারী**—পেয়ার[2] দ্রঃ।

পিয়ারা[2]—পেয়ারা-র গ্রাম্য রূপ।

পিয়াল—বি. বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফল অথবা বীজ। [সং.]।

পিয়ালা, পেয়ালা—বি. পানপাত্র, বাটি, cup। [ফা.]।

পিয়াস, পিয়াসা, পিয়াসি (-সী), **পিয়াসু**—যথাক্রমে পিপাসা, পিপাসা, পিপাসী ও পিপাসু-র কোমল রূপ।

পিরান—বি. ঢিলা জামাবিশেষ। [ফা. পৈরাহান্]।
পিরামিড—বি. শিলাগঠিত ত্রিকোণাকার অত্যুচ্চ সমাধি-স্তূপবিশেষ। [ইং. pyramid]।
পিরালী, পিরালি, (কথ্য) **পিরিলি**—বি. মুসলমানের অন্নগ্রহণরূপ দোষযুক্ত বলিয়া কথিত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের শ্রেণীবিশেষ। [ফা. পীর + আ. আলী]।
পিরিচ—বি. রেকাবি. ক্ষুদ্র ডিশ্। [পো. pires]।
পিরিত, পিরীত, পিরীতি—বি. প্রেম. প্রণয়, প্রীতি অনুরাগ : গোপন বা অবৈধ প্রণয়। [সং. প্রীতি]।
পিল১—বি. (ঔষধের) বটিকা। [ইং. pill]।
পিল২—বি. হস্তী ; দাবাখেলার ঘুঁটিবিশেষ। [ফা. পীল্হ্]। বি. ~**খানা**—হস্তিশালা. হাতির আস্তাবল। বি. ~**পা,** ~**পে**—(হাতির পায়ের ন্যায় স্থূল বলিয়া) থাম. স্তম্ভ . জমির সীমানাজ্ঞাপক স্তম্ভ।
পিলপিল—অব্য. পিপীলিকাদির ন্যায় অনেকের সমাবেশ অথবা একত্র গমন বা নির্গমনের ভাব প্রকাশক (লোক পিলপিল করছে. পিলপিল করে চলেছে. পিলপিল করে বেরচ্ছে)।
পিলপে—**পিল২** দ্রঃ।
পিলসুজ—বি. দীপাধার, শামাদান। [আ. ফতীলহ্ + ফা. সোজ্]।
পিলু—বি. সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [দেশী]।
পিলে১, পিলা—বি. প্লীহা (পেটজোড়া পিলে) ; প্লীহার স্ফীতিরোগ। [সং. প্লীহা]।
-পিলে২—ছেলের সহচর শব্দ (ছেলেপিলে)।
পিল্পা, পিল্পে—যথাক্রমে **পিলপা** ও **পিলপে**-র বানানভেদ।
পিশাচ—বি. মাংসাশী প্রেতযোনি বা ভূতবিশেষ ; (আল.) নীচ নিষ্ঠুর বা লোভাতুর মানুষ (নরপিশাচ, অর্থ-পিশাচ)। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **পিশাচী**। বিণ. ~**সিদ্ধ**—সাধনাবলে কোন পিশাচকে স্বীয় দাসরূপে পাইয়াছে এমন।
পিশিত—বি. কাঁচা মাংস। [সং. √পিশ্ + ত]।
পিশুন—(১) বিণ কুৎসা-রটনাকারী ; খল, ক্রূর। (২) বি. গুপ্তচর। [সং. √পিশ্ + উন (র্তৃ)]।
পিষা, পেষা—(১) ক্রি. বাটা (মসলা পেষা, জাঁতায় পেষা) ; দলন করা, মর্দন করা ; চূর্ণিত করা ; (আল.) পীড়ন করা (মামলা-মকদ্দমায় পিষে মারছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √পিষ্ (= চূর্ণন)]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. পরের দ্বারা পিষাই। (২) বি. উক্ত অর্থে।
পিষ্ট—বিণ. পেষা হইয়াছে এমন, চূর্ণিত, কুট্টিত, মর্দিত। [সং. √পিষ্ + ত (র্ম)]।
পিষ্টক—বি. পিঠা। [সং. পিষ্ট + ক]।
পিসতুত, পিসতুতা, পিসতুতো, পিসশ্বশুর, পিস-শাশুড়ী, পিসা, পিসে—**পিসি** দ্রঃ।
পিসবোর্ড, পিজবোর্ড-এর রূপভেদ।
পিসি, পিসী—বি.(স্ত্রী.) পিতার ভগিনী। [সং পিতৃ-স্বসৃ]। বিণ. **পিসতুত, পিসতুতো, পিসতুতা**—পিসি বা পিসশাশুড়ীর সন্তান এরূপ (পিসতুত ভাই দেওর বা শালা)। বি. **পিসশ্বশুর**—স্বামীর বা পত্নীর পিসা। বি. (স্ত্রী.) **পিসশাশুড়ী**। বি.(পুং.) **পিসা, পিসে**—পিসীর স্বামী।
পিস্তল—বি. ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ। [পো pistola]।
পিহিত—বিণ. খাপে-ঢাকা, পিধানে রক্ষিত ; আচ্ছা-দিত। [সং অপি + √ধা + ত (র্ম)]।
পীচ—বি. ফলবিশেষ। [ইং. peach]।
পীঠ—বি. পিঁড়ি ; বেদী ; (প্রধানতঃ দেবদেবীর) আসন বা অধিষ্ঠান ক্ষেত্র. প্রধান তীর্থ ; সুদর্শন-চক্রে খণ্ডবিখণ্ড সতীর দেহ যে যে স্থানে পড়িয়াছিল (একান্ন পীঠ) ; প্রতিষ্ঠান, সাধনার ক্ষেত্র (জ্ঞানপীঠ বিদ্যাপীঠ)। **পীঠ-স্থান**—বি. একান্ন 'পীঠ'-এর অন্যতম ; সুপ্রাচীন দেবালয়। [সং.]।
পীড়ক—**পীড়ন**-দ্রঃ।
পীড়ন—বি. অত্যাচার নির্যাতন, ক্লেশদান , নিষ্পেষণ, মর্দন ; চাপ : সাদরে বা বিশেষভাবে গ্রহণ (পাণিপীড়ন)। [সং. √পীড়্ + অন (ভা)]। বিণ. **পীড়ক**—পীড়ন-কারী।
পীড়া—বি. কষ্ট, যন্ত্রণা. বেদনা (মনঃপীড়া. শিরঃপীড়া) ; রোগ, ব্যাধি (পীড়াগ্রস্ত)। [সং √পীড়্ + অ (ভা) + আ]।
পীড়াপীড়ি—বি. বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ ; বিশেষ-ভাবে বারংবার চাপ প্রদান। [**পীড়া** দ্রঃ]।
পীড়িত—বিণ. ব্যাধিগ্রস্ত ; ক্লেশপ্রাপ্ত , মর্দিত ; নির্যা-তিত। [সং. √পীড়্ + ত (র্ম)]।
পীড্যমান—বিণ. পীড়িত হইতেছে এমন। [সং. √পীড্ + মান (শানচ্) (র্ম)]।
পীত—(১) বি. হরিদ্রাবর্ণ। (২) বিণ. হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট, হলদে ; পান করা হইয়াছে এমন। [সং. √পা + ত (র্ম)]। বি. ~**ধড়া**—হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত কটিবাস ; শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্র। ~**বাস, পীতাম্বর**—(১) বি. হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র ; (পীতবস্ত্রধারী) শ্রীকৃষ্ণ। (২) বিণ. পীত-বস্ত্রধারী।
পীন—বিণ. প্রবৃদ্ধ. স্থূল (পীনপয়োধর)। [সং. √প্যায়্ + ত (র্তৃ)]।
পীনস—বি. নাসিকার ক্ষতরোগবিশেষ। [সং.]।
পীনাল কোড—**পিনাল কোড**-এর বানানভেদ।
পীনোন্নত—বিণ. স্থূল ও উঁচু। [সং. পীন + উন্নত]।
পীবর—বিণ. পীন, স্থূল, পরিপুষ্ট ; বলিষ্ঠ। [সং. √প্যায়্ + বর (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **পীবরা, পীবরী**—স্থূলাঙ্গী।
পীযূষ—বি. অমৃত। [সং.]।
পীর—বি. মুসলমান সাধু. মহাপুরুষ (সত্যপীর. পীরের শিন্নি)। [ফা.]।
পীরিতি—**পিরিত**-এর রূপভেদ।
পুং১—**পুনশ্চ**-এর সংক্ষিপ্ত লেখা রূপ।
পুং২—(১) বি. (অন্য শব্দ বা প্রত্যয়ের পূর্বে পুংস্শব্দের রূপ) পুরুষ প্রাণী। (২) বিণ. পুরুষজাতীয়। [সং.]। বি. ~**কেশর**—যে অংশে পরাগ জন্মে, stamen। বি.

~গব—পুঙ্গব দ্রঃ। বিণ. ~বাচক—পুরুষ বোঝায় এমন। ~লিঙ্গ—(১) বি. (ব্যাক.) শব্দের পুরুষবাচকত্ব; শিশ্ন। (২) বিণ. পুরুষবাচক। বি.(স্ত্রী.) ~শ্চলী—বেশ্যা, কুলটা। বি. ~শ্চিহ্ন—পুরুষের শিশ্ন ও অন্যান্য দৈহিক লক্ষণ (যেমন, গোঁপদাড়ি)। বি. ~সন্তান—ছেলে। বি. ~সবন—গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে পুত্রসন্তানকামনায় পালনীয় সংস্কারবিশেষ। বি. ~স্কোকিল—পুরুষ কোকিল। বি. ~স্ত্ব—পুরুষত্ব; বীর্য; (ব্যাক.) শব্দের পুংলিঙ্গতা।

পুঁই—বি. ভক্ষ্য শাকবিশেষ অথবা উহার ডাঁটা বা লতানে গাছ। [সং. পুতিকা]। বিণ. ~য়া, ~পুঁয়ে—পুঁই-ডাঁটার মতো লতানে (পুঁইয়া সাপ)। **পুঁইয়ে-পাওয়া, পুঁয়ে-পাওয়া**—(১) বি. যে রোগে শিশুদের শরীর ডাঁটার মত শুকাইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, infantile atrophy, (অশু.) rickets। (২) বিণ. উক্ত রোগগ্রস্ত।

পুঁচকে—বিণ. নিতান্ত ক্ষুদ্র। [দেশী]।

পুঁছা, পোঁছা—(১) ক্রি. মোছা, সম্মার্জন করা (ধোয়া পোঁছা)। (২) <বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [<সং. প্র+√উঞ্ছ+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. মোছানো। (২) বি. উক্ত অর্থে।

পুঁজ—বি. (পাকিয়া ওঠার পরে) ফোড়া বা ক্ষতস্থানের দূষিত রস। [সং. পূয]।

পুঁজি—বি. সঞ্চিত ধন, যে অর্থ লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ হয়; মূলধন, সঞ্চয়; সম্বল। [সং. পুঞ্জ]। বি. ~পাটা—স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ; সঞ্চিত ধনসম্পত্তি।

পুঁটলি, পুঁটুলি—বি. ছোট গাঁঠরি বা বোঁচকা। [সং. পোট্টলী]।

পুঁটি, পুঁটী, পুঁঠি, পুঁঠী—বি. ক্ষুদ্রকায় মৎস্যবিশেষ। [সং. প্রোষ্ঠী]। **পুঁটিমাছের প্রাণ**—পুঁটিমাছের ন্যায় ক্ষীণজীবী ব্যক্তি বা অকিঞ্চিৎকর শক্তি; ক্ষুদ্রচেতা লোক।

পুঁটে—বি. বালাজাতীয় গহনার মুখ; ঘুণ্টি। [দেশী]।

পুঁতা, পোঁতা—(১) ক্রি. ভূমি গৃহতল প্রাচীর প্রভৃতির নিচে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ঢুকাইয়া রাখা, গাড়া (মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে, পোঁতা হয় নাই); রোপণ করা (চারাগাছ পুঁতিয়াছি, পোঁতা হইবে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [<সং. √প্রোথ্+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. গড়ান; রোপণ করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

পুঁতি—বি. মুক্তাকারে নির্মিত ছিদ্রযুক্ত কাচের টুকরা (পুঁতির মালা)। [তু. হি. পোতী <সং. প্রোত-]।

পুঁথি—বি. পুস্তক; হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক। [সং. পুস্তিকা]। বিণ. ~গত—পুঁথিতেই নিবদ্ধ অর্থাৎ কার্যকালে নিষ্ফল (পুঁথিগত বিদ্যা)। ক্রি. **পুঁথি বাড়ানো**—বিনা প্রয়োজনে বাড়াইয়া লেখা বা বলা। বি. ~শালা—গ্রন্থাগার, লাইব্রেরী।

পুকুর, পুখুর—বি. ক্ষুদ্র জলাশয়বিশেষ, পুষ্করিণী। [<সং. পুষ্করিণী]। বি. **পুকুর-চুরি**—বিরাট আকারের জুয়াচুরি বা অনুরূপ অপকর্ম। ক্রি. **পুকুর ঝালান**—পুকুর হইতে পাঁক এবং অন্যান্য আবর্জনা তুলিয়া ফেলিয়া নূতন জল আনা। **পুকুর প্রতিষ্ঠা করা**—পুকুর কাটাইয়া শাস্ত্রবিহিতভাবে উৎসর্গ করা।

পুঙ্খ—বি. বাণমূল। [সং]। বিণ. **পুঙ্খানুপুঙ্খ**—(বাং.) তন্ন তন্ন অতি সূক্ষ্ম, (পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা), পাতিপাতি।

পুঙ্গব, পুংগব—বি. বৃষ, ষণ্ড; (সমাসে উত্তর পদরূপে) শ্রেষ্ঠ জন (নরপুঙ্গব)। [সং. পুম্স্+গো+অ]।

পুচ্ছ—বি. লেজ, লাঙ্গুল, পশ্চাদ্ভাগ। [সং. √পুচ্ছ্+অ (ভূ)]।

পুছা—ক্রি. (কাব্যে বা গ্রা.) প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা ('পুছত গোবিন্দদাস': গো. দা., 'প্রশ্ন তারে পুছি নাই', 'পুছিলাম জননীরে': রবীন্দ্র); গ্রাহ্য করা (তাকে কেউ পোছে না)। [সং. √প্রচ্ছ্+বাং. আ—তু.হি. √পুছ্]।

পুজারি, পুজুরি—পূজারী-র কথ্য রূপ। [পূজা দ্রঃ]।

পুঞ্জ—বি স্তূপ, রাশি (ধূলিপুঞ্জ), সমূহ। [সং]। বিণ. **পুঞ্জিত, পুঞ্জীভূত**—জমিয়া উঠিয়াছে এমন, সঞ্চিত, (অনেক জন্মের পুঞ্জীভূত পাপ), রাশীভূত। বিণ. **পুঞ্জীকৃত**—জমান হইয়াছে এমন, স্তূপীকৃত, রাশীকৃত।

পুট১—বি মেরুদণ্ড হইতে বগল পর্যন্ত দেহাংশ বা তাহার দৈর্ঘ্য (পুট হাতি)। [হি. পুট]।

পুট২—বি. আধার, পাত্র, কোষ (করপুট); কৌটা, ঠোঙ্গা, থাপ (পর্ণপুট); যদ্দ্বারা ধরা বা আবৃত করা যায় (চক্ষুপুট, কক্ষপুট); ঔষধের পাকপাত্র, মুচি (পুটপাক)। [সং. √পুট (মিলন)+অ (র্ম)]। বি. ~ক—ঠোঙ্গা, পত্রাদিনির্মিত পাত্র।

পুটলি—পুঁটলি-র রূপভেদ।

পুটিং—বি. কাচ কাঠ ইত্যাদি জুড়িবার জন্য বা ফাঁক বুজাইবার জন্য খড়িচূর্ণ, তিসির তেল প্রভৃতি মিশাইয়া প্রস্তুত পলস্তারাবিশেষ। [ইং. putty]।

পুটিত—বিণ. ঠুসিতে বা মুচিতে অগ্নি-পক্ব; আবৃত; গ্রথিত; মর্দিত। [সং. √পুট্+ত (র্ম)]।

পুটুলি, পুটুলী—পুঁটুলি-র বানানভেদ।

পুডিং—বি. ছানা, ডিম প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ। [ইং. pudding]।

পুড়া, পোড়া—(১) ক্রি. দগ্ধ হওয়া; জ্বালা করা (রোদে গা পুড়ছে); অত্যন্ত গরম হওয়া (জ্বরে গা পুড়ছে); অত্যন্ত সন্তপ্ত হওয়া (মন পুড়ছে)। (২) বি. দহন; যন্ত্রণা। (৩) বিণ. দগ্ধ [পোড়া২ দ্রঃ]। [সং. √পুট্+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. দগ্ধ করা (চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেছি); জ্বালা বা যন্ত্রণা দেওয়া; অত্যন্ত গরম করা; সন্তপ্ত করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। বি. **পুড়নি**, ~নি, **পুড়নে**—দাহ; জ্বালা, যন্ত্রণা; সন্তাপ। বিণ. ~নিয়া, ~নে—দাহকর; জ্বালাদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক; সন্তাপজনক।

পুণ্ডরীক—বি. শ্বেতপদ্ম। [সং]। বি. **পুণ্ডরীকাক্ষ**—পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি (চোখ) যাঁহার, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্র—বি. ইক্ষুবিশেষ; তিলক

(ত্রিপুণ্ড্রক), কৌটা; বঙ্গের প্রাচীন জাতিবিশেষ (=পোদ) বা তাহাদের দেশ (=উত্তরবঙ্গ)। [সং.]।

পুণ্য—(১) বি. সৎকার্য, ধর্মানুষ্ঠান; সুকৃতি, সৎকার্যাদির যে শুভ ফলে পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়। (২) বিণ. পবিত্র (পুণ্যতীর্থ, পুণ্যতিথি); ধার্মিক, পুণ্যবান্ (পুণ্যাত্মা)। [সং.]। বি. **~ক**—পুত্রকামনায় পালনীয় ব্রত-উপবাসাদি। বিণ. **~কর্মা** (-র্মন্)—পুণ্যকর্মকারী। বি. **~কাল**—ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত সময়। বিণ. **~কীর্তি**—ধার্মিক বা পুণ্যবান্ বলিয়া খ্যাতিসম্পন্ন। বি. **~ক্ষয়**—সঞ্চিত পুণ্যের হ্রাস। বি. **~ক্ষেত্র**—পবিত্র স্থান; তীর্থ। বিণ. **~তোয়া**—পবিত্র জলপূর্ণ (পুণ্যতোয়া নদী)। বিণ. **~দর্শন**—(যাহাকে) দেখিলে পুণ্যলাভ হয় এমন। বি. **~বল**—কৃত পুণ্যকার্যের ফলে অর্জিত শক্তি বা অধিকার। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে এমন; ধার্মিক। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী**। বি. **~যোগ**—শুভযোগ, শাস্ত্রমতে পুণ্যকর্মাদি অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত সময়। বি. **~লোক**—পবিত্র ভুবন; স্বর্গ। বিণ. **~শীল**—পুণ্যকর্ম-সাধনের স্বভাবযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী.) **~শীলা**। বিণ. **~শ্লোক**—পুণ্যকীর্তি; পূত-চরিত্র। বি. **~সঞ্চয়**—পুণ্যকর্মাদি পালনদ্বারা ভবিষ্যতে বা পরলোকে শুভফললাভের অধিকার সঞ্চয়। বিণ. **পুণ্যাত্মা** (-ত্মন্)—ধার্মিক, পুণ্যবান্। বি. **~পুণ্যাহ**—পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের পক্ষে শাস্ত্রমতে প্রশস্ত দিন; (বাং.) জমিদার কর্তৃক প্রজাগণের নিকট হইতে নূতন বৎসরের জন্য খাজনা আদায় করার আরম্ভরূপ অনুষ্ঠান। **পুণ্যি**—পুণ্য-র কথ্য রূপ। বি. **পুণ্যিপুকুর**—হিন্দু কুমারী-দের ব্রতবিশেষ।

পুত—বি. (গ্রা.) পুত্র। [সং. পুত্র]। বি.(স্ত্রী.) **পুতী**—পৌত্রী। বিণ (স্ত্রী.) **পুতবতী**—(গ্রা.) পুত্রবতী। **পুত্**—বি. নরকবিশেষের নাম (তু. পুত্র)।

পুতলি—বি. পুতুল (স্নেহের পুতলি); চোখের তারা (নয়নপুতলি)। [সং. পুত্তলি]।

পুতুপুতু—অব্য. রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রতিপালনে যত্ন ও সতর্কতার আতিশয্যসূচক। [দেশী]।

পুতুল—বি. (প্রধানতঃ ক্রীড়নকরূপে নির্মিত) জীবাদির প্রতিমূর্তি; (ব্যঙ্গে) প্রতিমা (পুতুল-পূজা)। [সং. পুত্তল]। বি. **~খেলা**—পুতুল লইয়া খেলা; (আল.) ছেলেখেলা। বি. **~নাচ**—খেলাবিশেষ: ইহাতে সূত্রাদির সাহায্যে পুতুলসমূহকে এমনভাবে নাচানো হয় যে সেগুলিকে জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

পুত্তল, পুত্তলক—বি. (খড় পাতা প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারী) মানুষের প্রতিমূর্তি, পর্ণনর; পুতুল। [সং. পুত্র+√লা+অ (র্তৃ). +ক]।

পুত্তলি, পুত্তলী, পুত্তলিকা—বি. পুতুল; জীবদেহের প্রতিমূর্তি (কুশপুত্তলিকা-দাহ)। [সং.]। বি. **~পূজা**—মূর্তিপূজা।

পুত্তিকা—বি. উইপোকা; মউমাছি। [সং.]।

পুত্র, পুত্র—বি. পুরুষ-সন্তান, ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত; পুত্রস্থানীয় ব্যক্তি। [সং.]। বি. **~ক**—অতি অল্পবয়স্ক বালক (আদর-অর্থে); স্নেহপাত্র। বি.(স্ত্রী.) **~কা**, **পুত্রিকা**—কন্যা, মেয়ে; দত্তা কন্যা; পুতুল। বিণ. **~কাম**—পুত্রলাভে অভিলাষী। বিণ.(স্ত্রী.) **~কামা**। বি.(স্ত্রী.) **~বধূ**—পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের স্ত্রী। বি.(স্ত্রী.) **পুত্রী**—কন্যা-সন্তান, মেয়ে, তনয়া, নন্দিনী। বিণ. **পুত্রীয়**—পুত্রসম্বন্ধীয়; পুত্রনিমিত্ত। বি. **পুত্রেষ্টি**—পুত্রকামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ।

পুথি—পুঁথি-র অপ্র. রূপ।

পুদিনা—বি. সুগন্ধি শাকবিশেষ। [ফা. পোদিনাহ্]।

পুনঃ (-নর্)—অব্য. ক্রি-বিণ. আবার, দ্বিতীয় বার। [সং.]। অব্য. ক্রি-বিণ. **~পুনঃ**—বারংবার। বি. **পুনরধিকার**—হারানো বস্তু পুনরায় আয়ত্তে আনয়ন। অব্য. ক্রি-বিণ. **পুনরপি**—পুনশ্চ, আবারও। বি. **পুনরাগমন**—প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসা। বি. **পুনরাবৃত্তি**—পুনরায় পাঠকরণ বা কথন; পুনরায় করণ বা সঙ্ঘটন (পুরাতনের পুনরাবৃত্তি); প্রত্যাবর্তন। বিণ. **পুনরাবৃত্ত**—প্রত্যাবৃত্ত; পুনর্বার কৃত, কথিত বা সঙ্ঘটিত। অব্য. ক্রি-বিণ. **পুনরায়**—আবার। বিণ. **পুনরুক্ত**—পুনরায় বলা হইয়াছে এমন। বি. **পুনরুক্তি**—পুনরায় কথন; পুনরায় যাহা বলা হইয়াছে। বিণ. **পুনরুজ্জীবিত**—পুনরায় জীবন বা চেতনা লাভ করিয়াছে এমন। বি. **পুনরুত্থান**—পুনরায় উত্থান; (খ্রিষ্টধর্মে) মৃত্যুর পরে যিশুর সশরীরে পুনর্জীবনলাভ অর্থাৎ শাশ্বত জীবনলাভ, কবর হইতে মৃতের আত্মার উত্থান, resurrection; পুনরায় জাগরণ বা উন্নতি। বিণ. **পুনরুত্থিত**—পুনরুত্থানপ্রাপ্ত। বি. **পুনরুৎপত্তি, পুনরুদ্ভব, পুনর্জন্ম**—পুনরায় উৎপত্তি বা জন্ম; মরিয়া পুনরায় উৎপন্ন হওয়া বা জন্মলাভ। বিণ. **পুনরুৎপন্ন, পুনরুদ্ভূত, পুনর্জাত**—পুনরায় বা মৃত্যুর পরে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা জন্মিয়াছে এমন। বি. **পুনর্জীবন**—পুনঃপ্রাপ্ত জীবন; নূতন জীবন; একবার মৃত্যুর পরে পুনঃপ্রাপ্ত জীবন। বি. **পুনর্নবা**—শাকবিশেষ। বি. **পুনর্বসতি**—এক স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ভিন্নস্থানে বসতি স্থাপন, বা উক্ত নূতন বসতি, rehabilitation। বি. **পুনর্বসু**—(জ্যোতিষ.) সপ্তম নক্ষত্র। ক্রি-বিণ. **পুনর্বার**—পুনরায়, আবার। বি. **পুনর্বাসন**—স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগকারীকে নূতন স্থানে উপনিবেশিত করণ। বি. **পুনর্বিচার**—একবার বিচারের পর নূতন করিয়া বিচার। **পুনর্ভব**—(১) বিণ. পুনর্বার উৎপন্ন বা জাত। (২) বি. পুনর্জন্ম, জন্মান্তর; নখ। বি. **পুনর্ভূ**—বিধবা হইবার পর পুনরায় বিবাহিতা; বাগ্‌দত্তা হওয়ার পর অন্যের সহিত বিবাহিতা নারী। বি. **পুনর্মিলন**—বিচ্ছেদের পর পুনরায় মিলন। **পুনর্মূষিকো ভব**—পুনরায় ইঁদুর হও; (আল.) পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হও। বি. **পুনর্যাত্রা**—পুনর্বার গমন বা আগমন; উলটা রথ। অব্য.ক্রি-বিণ. **পুনশ্চ**—পুনরপি, আবারও।

পুন্নাগ—বি. শ্বেতপদ্ম; শ্বেতহস্তী; নাগকেশর বৃক্ষ; নরশ্রেষ্ঠ। [সং. পুমস্+নাগ]।

পুন্নামনরক—বি. 'পুৎ'-নামক নরক, যেখানে অপুত্রক-দিগকে যাইতে হয়। [সং. পুৎ+নামন্+নরক]।

পুব—**পূর্ব**-এর কোমল ও কথ্য রূপ। বিণ. **পুবাল, পুবালি, পুবালী, পুবে**—পূর্বদিক্ হইতে আগত বা প্রবাহিত (পুবে হাওয়া. 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা' : রবীন্দ্র)।

পুয়া, পুয়াম (নো)—যথাক্রমে **পোয়া** ও **পোয়াম**-র কথ্য রূপ।

পুর$_1$—বি. যাহা পিষ্টকাদির ভিতরে পোরা হয় (ক্ষীরের, নারকেলের পুর)। [**পুরা**$_2$ দ্রঃ]।

পুর$_2$—বি. গৃহ, আলয়. নিকেতন, ভবন (নন্দপুর); নগর, শহর. গ্রাম (হস্তিনাপুর)। [সং.]। বি. **~দ্বার**—নগরের বা গৃহের দ্বার। বি. **~নারী, পুরস্ত্রী**—অন্তঃপুরবাসিনী নারী ; কুলনারী। বিণ. **~বাসী** (-সিন্)—নগরবাসী ; গৃহস্থ। বিণ.(স্ত্রী.) **~বাসিনী**।

পুরঃসর—বিণ. অগ্রসর ; (সমাসে) 'পূর্বক' বা 'সহকারে' অর্থে ক্রিয়াবিশেষণের উত্তরপদ (যথা—প্রণামপুরঃসর = আগে প্রণাম করিয়া, প্রণামপূর্বক)। [সং. পুরস্ + √সৃ + অ]।

পুরতঃ (-তস্), (চলিত) **পুরত**—অব্য. সম্মুখে, অগ্রে। [সং. পুর + অতস্ (র্তৃ)]।

পুরদ্বার, পুরনারী—**পুর**$_2$ দ্রঃ।

পুরন্ত—বিণ. পরিপুষ্ট, নিটোল ; সম্পূর্ণ। [**পুরা**$_2$ দ্রঃ]।

পুরন্দর—বি. ইন্দ্র। [সং. পুর + √দৃ + অ]।

পুরন্ধ্রী, পুরন্ধ্রি—বি. গৃহিণী ; প্রবীণা কুলাঙ্গনা ; পতিপুত্রবতী স্ত্রী। [সং. পুর + √ধৃ + অ (র্তৃ) + ঈ]।

পুরব—**পূর্ব**-এর কোমল রূপ।

পুরবাসী—**পুর**$_2$ দ্রঃ।

পুরবী—**পূরবী**-র বানানভেদ।

পুরশ্চরণ—বি. মন্ত্রজপে ও অভীষ্টলাভে প্রথমেই ইষ্টদেবতার পূজার্চনা ইত্যাদি। [সং. পুরস্ (= পূর্বে) + √চর্ + অন (ভা)]।

পুরস্কার—বি. পারিতোষিক. বকশিশ : অভ্যর্থনা. পূজা ('বসাইলা আসনে তারে করি পুরস্কার' : চৈ. ভা.) ; সমাদর. সম্মান ('বণিক সমাজে তারে করে পুরস্কার' : ক. ক.)। [সং. পুরস্ + √কৃ + অ (র্ম)]। বিণ. **পুরস্কৃত**—পুরস্কারপ্রাপ্ত। বি. **পুরস্ক্রিয়া**—পুরস্কার-দান।

পুরহর—বি. ত্রিপুরারি, শিব। [সং. পুর (= ত্রিপুরাসুর) + √হৃ + অ (র্তৃ)]।

পুরা$_1$—অব্য. পূর্বে ; পূর্বকালীন, প্রাচীন। [সং.]।

পুরা$_2$, **পোরা** (ক্রি.), **পুরো** (বিণ.)—(১) ক্রি. পূর্ণ করা. ভরতি করা (কলসি জলে পুরা) ; ভরা, ঢোকানো (ঝুলিতে কাপড় পুরে রাখা) ; ভিতরে আবদ্ধ করা (জেলে পুরব, সিন্দুকে পুরে রাখ) ; ফুঁ দিয়া বাজানো (বেণু পুরা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. পরিপূর্ণ (পুরা কলসি) ; সম্পূর্ণ, অখণ্ড (পুরো বাড়িটাই আমার)। (৪) বিণ. বিণ. ক্রি-বিণ. পূর্ণরূপে. পুরাপুরি (পুরো পাঁচ হাত. পুরা আন্দাজ)। [সং. √পুরি]।

পুরাকাল—বি. প্রাচীন কাল। [পুরা$_1$ + কাল]।

পুরাঙ্গনা—বি. পুরনারী. কুলনারী। [সং. পুর-(বাসিনী) + অঙ্গনা]।

পুরাণ—(১) বি বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের ইতিহাস বা জনশ্রুতি অবলম্বনে ব্যাসদেবের সঙ্কলিত শাস্ত্রগ্রন্থ (সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত : পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ ; বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ প্রসিদ্ধ : ইহা ছাড়া বহু উপপুরাণ রহিয়াছে)। (২) বিণ. পুরাতন. প্রাচীন ; অনাদি। [সং.] বিণ.(স্ত্রী.) **পুরাণা, পুরাণী**। বিণ. **~কর্তা**, (-র্তৃ), **~কার**—পুরাণ-রচয়িতা। বি. **~পুরুষ**—পরব্রহ্ম. বিষ্ণু। বি. **~প্রসিদ্ধি**—পুরাণশাস্ত্রে উল্লেখ ; অতি প্রাচীন খ্যাতি।

পুরাতত্ত্ব—বি., প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত. প্রাচীন ইতিহাস। [পুরা$_1$ + তত্ত্ব]। **পুরাতাত্ত্বিক**—(১) বিণ. প্রাচীনকালের ইতিহাস-সংক্রান্ত বা উক্ত ইতিহাসজ্ঞ। (২) বি. প্রাচীনকালের ইতিহাসে পণ্ডিত।

পুরাতন—বিণ. প্রাচীন (পুরাতন যুগ) ; বৃদ্ধ (পুরাতন লোক) ; পরিত্যক্ত বা সেকেলে (পুরাতন ফ্যাশন) ; দীর্ঘপ্রচলিত (পুরাতন প্রথা) ; অভিজ্ঞ (পুরাতন কর্মচারী) ; দাগী (পুরাতন পাপী)। [সং. পুরা + তন]। বিণ (স্ত্রী.) **পুরাতনী**।

পুরাদস্তুর—ক্রি-বিণ. পূর্ণমাত্রায়. সম্পূর্ণরূপে। [বাং. পুরা$_2$ + ফা. দস্তুর]।

পুরাধ্যক্ষ—বি. নগরের পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়ক। [সং. পুর$_1$ + অধ্যক্ষ]।

পুরান$_1$, **পুরানো**$_1$, (প্রাদে.) **পুরোনো**—বিণ. প্রাচীন, অনেক দিনের, সেকেলে (পুরানো প্রথা, পুরানো বন্ধু, পুরানো আমল) ; বৃদ্ধ (পুরান লোক) ; অভিজ্ঞ (পুরান কর্মচারী). দাগী (পুরান পাপী)। [সং পুরাতন]।

পুরান$_2$, **পুরানো**$_2$—(১) ক্রি. পূর্ণ করা, মিটান (সাধ পুরান, অভাব পুরান)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [**পুরা**$_2$ দ্রঃ]।

পুরাপুরি—(১) বিণ. সম্পূর্ণ। (২) বিণ. বিণ. ক্রি-বিণ. সম্পূর্ণরূপে (পাওনা পুরাপুরি মিটানো)। [**পুরা** দ্রঃ]।

পুরাবিৎ (-বিদ্)—বি. পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। [সং. পুরা$_1$ + √বিদ্ (= জানা) + অ (র্তৃ)]।

পুরাবৃত্ত—**পুরাতত্ত্ব**-র অনুরূপ।

পুরি—বি. আটার লুচি। [সং. পুরিকা]।

পুরিয়া—বি. কাগজের মোড়ক ; কাগজে মোড়া ঔষধাদি বা অনুরূপ বস্তু। [হি. পুড়িয়া < সং. পুট, পুটক]।

পুরী$_1$—**পুরি**-র বানানভেদ।

পুরী$_2$—বি. ভবন, গৃহ, আলয় (রাজপুরী) ; নগরী ; ওড়িশার অন্তর্গত জগন্নাথক্ষেত্র (পুরীধাম) ; সন্ন্যাসীদের উপাধিবিশেষ (ঈশ্বরপুরী)। [সং. পুর + ঈ]।

পুরীষ—বি. বিষ্ঠা. মল। [সং. পৃ + ঈষ]।

পুরু—বিণ. স্থুল. মোটা ; ভাঁজবিশিষ্ট (সাতপুরু)। [দেশী]।

পুরুখ—**পুরুষ**-এর প্রা. অপ্র. কোমল রূপ।

পুরুত, (অপ্র.) **পুরুৎ**—**পুরোহিত**-এর কথ্য রূপ।

পুরুষ—(১) বি. নর, মনুষ্য (মহাপুরুষ), পুংজাতীয় প্রাণী ; আত্মা (সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতি) ; ঈশ্বর, পরব্রহ্ম : (বাং.) বংশের এক স্তর (সাত পুরুষের ভিটা), বংশানুক্রম (পূর্বপুরুষ, উত্তর পুরুষ, প্রজন্ম : সাতপুরুষ) ; (ব্যাক.) যদ্দ্বারা (আমি তুমি বা সে—এইরূপে) ব্যক্তির ভেদ

বোধগম্য হয়, person (উত্তম মধ্যম ও প্রথম পুরুষ)। (২) বিণ. পুংজাতীয় (পুরুষজন্তু)। [সং.]। বি. ~কার—পৌরুষ; দৈবনিরপেক্ষ প্রযত্ন বা উত্তম। বি. ~ত্ব—পৌরুষ; উত্তম; তেজ; পুরুষের রতিশক্তি (পুরুষত্বহানি)। বি. ~পরম্পরা—বংশানুক্রম। ~প্রকৃতি—(১) বি. সাংখ্যদর্শনের চৈতন্যময় পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; ঈশ্বর ও মায়া; পুরুষ ও স্ত্রী, যুগল, মিথুন; পুরুষের স্বভাব। (২) বিণ. পুরুষের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট। (২) বিণ. পুরুষের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট। বি. ~পুঙ্গব, ~ব্যাঘ্র, ~শার্দূল, ~সিংহ—নরশ্রেষ্ঠ। বি. ~মানুষ—পুরুষ, নর; পৌরুষপূর্ণ ব্যক্তি। বিণ. ~সুলভ—পুরুষোচিত। বি. পুরুষাঙ্গ—পুং-প্রাণীর জননেন্দ্রিয়। বি. পুরুষাদ্য—পরব্রহ্ম; বিষ্ণু; জিনবিশেষ। বিণ. পুরুষানুক্রমিক—বংশপরম্পরায় (পুরুষানুক্রমিক ভৃত্য)। বি. পুরুষার্থ—পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুর্বর্গ: ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ; সুখ; মুক্তি। বি. পুরুষালি—পুরুষের ভাব, পুরুষ-পুরুষ ভাব (স্ত্রীলোকের পুরুষালি অসহ্য)। বিণ. পুরুষালী—পুরুষসুলভ, পুরুষবৎ (পুরুষালী মেয়ে)। বিণ. পুরুষোচিত—পুরুষের অর্থাৎ মরদের উপযুক্ত। বি. পুরুষোত্তম—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; পরব্রহ্ম, বিষ্ণু, জগন্নাথদেব।

পুরুষ্ট—বিণ. (কথ্য) পরিপুষ্ট হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল। [বাং. পুরু+সং. পুষ্ট]।

পুরুহূত—বি. ইন্দ্র। [সং. পুরু(=প্রচুর)+হূত(=আহ্বান সকল যজ্ঞে)বহুব্রীহি]।

পুরোগ, পুরোগামী (-মিন্)—বিণ. অগ্রে সম্মুখে বা পূর্বে যায় এমন; অগ্রগামী; নায়ক, প্রধান। [সং. পুরস্+ √গম্+অ (র্তৃ), +ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. পুরোগত—অগ্রে সম্মুখে বা পূর্বে গিয়াছে এমন।

পুরোডাশ—বি. যবের তৈয়ারী রুটি বা মালপোয়াজাতীয় প্রাচীনযুগের খাদ্যবিশেষ; যজ্ঞীয় ঘৃত ও পশুমাংস। [সং.]।

পুরোধাঃ (-ধস্), (চলিত) **পুরোধা**—বি. পুরোহিত। [সং. পুরস্+ √ধা+অস্ (র্ম)]।

পুরোবর্তী (র্তিন্)—বিণ. সম্মুখে বা অগ্রে অবস্থিত। [সং. পুরস্+ বৃৎ+ইন্]।

পুরোভূমি—বি. সম্মুখবর্তী ভূমি; চিত্রের বা দৃশ্যের সম্মুখের অংশ, foreground। [সং. পুরস্+ভূমি]।

পুরোযায়ী (-য়িন্)—বিণ. অগ্রগামী, প্রবর্তক। [সং. পুরস্+ √যা+ইন্ (র্তৃ)]।

পুরোহিত—বি. গৃহস্থের মঙ্গলার্থ যিনি দেবার্চনাদি করেন, ঋত্বিক্, যজনকর্তা। [সং. পুরস্+ √ধা+ত (র্ম)]।

পুল—বি. সেতু, সাঁকো। [ফা.]।

পুলক—বি. রোমাঞ্চ, ভাবাবেগবশতঃ দেহের লোম খাড়া হইয়া উঠা; (বাং.) মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ, হর্ষ। [সং.]। বিণ. পুলকিত—রোমাঞ্চিত (পুলকিততনু)। (বাং.) আনন্দিত।

পুলটিস—বি. ফোড়া ক্ষত প্রভৃতিতে লাগাইবার জন্য গরম মলমবিশেষ। [ইং. poultice]।

পুলি,—বি. পিষ্টকবিশেষ (ক্ষীরপুলি চন্দ্রপুলি)। [সং. পোলী]।

পুলি,—বি. আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান নগর পোর্ট ব্লেয়ার, যেখানে ইংরেজ আমলে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয় অপরাধীদের শাস্তিভোগের জন্য পাঠান হইত। [ইং. Port Blair]। বি. ~পোলাও—নির্বাসনদণ্ড, দ্বীপান্তর (তার পুলি-পোলাও হয়েছে)।

পুলিন—বি. নদ্যাদির বালুকাময় তীরের যে পর্যন্ত জোয়ারের জল উঠে, সৈকত, চড়া। [সং.]।

পুলিন্দা—বি. পুঁটলি, বাণ্ডিল। [হি.]।

পুলিস, (বর্জি.) **পুলিশ**—বি. শান্তিরক্ষাদি কার্যে নিযুক্ত সরকারী বিভাগ (পুলিসে খবর দেওয়া), আরক্ষা; আরক্ষাবিভাগের কর্মচারী, আরক্ষিক, কোতোয়াল। [ইং. police]। বি. ~স্টেশন—কোতোয়ালী থানা।

-পুলে—বি. ছেলে-র সমার্থক সহচর শব্দ (ছেলে-পুলে)। [দেশী]।

পুশ্তু, পুস্তু—বি. পাঠান-জাতির কথ্য ভাষা, Pushtoo। [ফা.]।

পুশিদা—বিণ. লুক্কায়িত; অন্তরালবর্তী; গুপ্তভাবে অবস্থিত। [ফা.]।

পুষা—(১) ক্রি. লালন করা; পালন করা (অনেক লোককে পুষতে হয়); বশ মানাইয়া পালন করা (সে বাঁদর পুষেছে); সযত্নে রক্ষা করা (আশা পুষে রাখা)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √পুষ্+বাং. আ]। পোষা, পোষান দ্রঃ।

পুষ্কর—বি. পদ্ম; পদ্মকোষ; জল; মেঘবিশেষ; আকাশ; আজমীরের নিকটবর্তী হিন্দু তীর্থরূপে পরিগণিত হ্রদবিশেষ। [সং.]।

পুষ্করিণী—বি. পুকুর, সরোবর। [সং. পুষ্কর (=পদ্ম)+ইন্+ঈ]

পুষ্কল—বিণ. প্রচুর, পর্যাপ্ত। [সং.]।

পুষ্ট—বিণ. প্রতিপালিত; (মাতুলের অন্নে পুষ্ট); বর্ধিত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; মোটাসোটা, নধর (পুষ্ট শরীর); পরিণত, সুপক্ব। [সং. √পুষ্+ত (র্ম)]। বি. পুষ্টি—পোষণ, পালন, বর্ধন; বৃদ্ধি; পরিপুষ্ট ভাব, স্থূলতা; পরিণতি। বিণ. পুষ্টিকর—পুষ্টিদানকারী (পুষ্টিকর খাদ্য)।

পুষ্প—বি. ফুল, কুসুম, প্রসূন; স্ত্রী-রজঃ; চক্ষুর রোগবিশেষ। [সং.]। বি. ~ক—আকাশগামী পৌরাণিক রথবিশেষ, কুবেরের রথ। বি. ~কেতন, ~কেতু, ~ধন্বা (-ন্বন্)—কামদেব, কন্দর্প। বি. ~চাপ, ~ধনুঃ (-ধনুস্), (চলিত) ~ধনু—কামদেবের ফুলদ্বারা গঠিত ধনুক; কামদেব। বিণ. বি. ~জীবী (-বিন্)—ফুলব্যবসায়ী, মালী, মালাকার। বি. ~নির্যাস—ফুলের রস বা এসেন্স; ফুলের মধু। বি. ~পত্র—ফুলের পাপড়ি; ফুল ও পাতা। বি. ~পাত্র—(প্রধানতঃ পূজার) ফুল রাখিবার থালা। বিণ. ~বতী—রজস্বলা। বি. ~বাটিকা, ~বাটী—ফুলবাগান; বাগানবাড়ি। বি. ~বাণ—ফুলদ্বারা নির্মিত কামদেবের বাণ বা তীর, কামদেব। বি. ~বৃষ্টি—উপর হইতে পুষ্প বর্ষণ। বি.

~মাস—চৈত্রমাস; বসন্ত ঋতু। বি. ~রজঃ (-জস্), ~রেণু—ফুলের রেণু বা পরাগ। বি. ~রথ—পুষ্পক। বি. ~রস—ফুলের মধু। বি. ~রাগ, ~রাজ—পোখরাজ, পদ্মরাগমণি। বি. ~শর—পুষ্পবাণ। বি. ~সার—পুষ্পনির্যাস। বিণ.বি. **পুষ্পাজীব**—পুষ্পজীবী, মালাকার। বি. **পুষ্পাঞ্জলি**—দেবতাকে নিবেদন করার জন্য অঞ্জলিপূর্ণ ফুল। বি. **পুষ্পাভরণ**—ফুলদ্বারা নির্মিত গহনা। বি. **পুষ্পাসব**—ফুলের মধু। বি. **পুষ্পাসার**—পুষ্পবৃষ্টি। বি. **পুষ্পাগম, পুষ্পাগমকাল**—ফুল ফোটার কাল, বসন্তকাল। বি. **পুষ্পিকা**—গ্রন্থের শেষে বা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত বিষয়বস্তুর পরিচয়; ভণিতা। বিণ. **পুষ্পিত**—ফুল ধরিয়াছে এমন, কুসুমিত। বিণ.(স্ত্রী.) **পুষ্পিতা**—কুসুমিতা (পুষ্পিতা লতা); ঋতুমতী (পুষ্পিতা বালা)।

পুষ্যা—বি. (জ্যোতিষ.) অষ্টম নক্ষত্র। [সং. √পুষ্ + য (র্তৃ) + আ]।

পুষ্যি—(১) বিণ. (কথ্য) যাহাকে পোষণ বা প্রতিপালন করিতে হয়; দত্তক (পুষ্যিপুত্তুর)। (২) বি. প্রতিপাল্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি (পুষ্যি অনেক, বৃহৎ পুষ্যি)। [সং. পোষ্য]।

পুস্তক—বি. বই, গ্রন্থ। [সং. —মূলে ফা. পোস্ত]। বিণ ~স্থ—পুস্তকে লিখিত। বি. **পুস্তকাগার**—গ্রন্থাগার, লাইব্রেরী। বি. **পুস্তকালয়**—বইয়ের দোকান; পুস্তকাগার। বি. **পুস্তিকা, পুস্তী**—ক্ষুদ্র পুস্তক।

পুস্তনি, পুস্তানী—বি. মলাট আটকানর জন্য বইয়ের প্রথম ও শেষ দুইখানি পাতা (ইহা অমুদ্রিত থাকে এবং পুরু ও শক্ত কাগজে তৈয়ারী হয়। [তু. পুস্তক পুস্তা]।

পুস্তা, পুস্তাম—বি. অবলম্বন, ঠেস, সহায়; পোস্তা; বই বাঁধিবার সময় উহার পিঠে আড়ভাবে স্থাপিত মোটা সুতা। [ফা. পুস্ তা]।

পূগ—বি. সুপারি; সমূহ, রাশি। [সং]।

পূজক—বিণ. যে পূজা করে (দেবপূজক), উপাসক। [সং. √পূজ্ + অক (র্তৃ)]।

পূজন—বি. পূজাকরণ, অর্চনা, উপাসনা ('পূজন-সাধনহীন জনে' : রবীন্দ্র)। [সং. √পূজ্ + অন (ভা)]। বিণ. **পূজনীয়**—পূজার যোগ্য, উপাস্য, আরাধ্য; শ্রদ্ধেয়; গুরুস্থানীয়। বিণ. **পূজয়িতা** (-তৃ)—পূজক, উপাসক। বিণ. (স্ত্রী.) **পূজয়িত্রী**।

পূজা—(১) বি. আরাধনা, অর্চনা, উপাসনা; ভক্তি, শ্রদ্ধা; শ্রদ্ধাজ্ঞাপন; সংবর্ধনা, প্রশংসা। (২) ক্রি. (কাব্যে) আরাধনা করা, অর্চনা করা ('পূজিনু শিবেরে আমি…'; কৃত্তি.), শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা; সংবর্ধনা করা। [সং. √পূজ্ + অ (ভা) + আ]। বি. ~বকাশ—দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে শরৎকালীন ছুটি। ~রী—(১) বিণ.বি. পূজাকারী; উপাসক। (২) বি. বিগ্রহের নিত্য পূজক, দেবল ব্রাহ্মণ; পুরোহিত। বিণ. বি. (স্ত্রী.) ~রিণী, ~রিনী—পূজাকারিণী, উপাসিকা। বিণ. ~র্হ—পূজার যোগ্য, পূজ্য। বি. ~হ্নিক—নিত্য আচরণীয় সন্ধ্যাবন্দনা ইত্যাদি।

পূজিত—বিণ. অর্চিত, আরাধিত; সম্মানিত, সংবর্ধিত; আদৃত। [সং. √পূজ্ + ত]।

পূজ্য—বিণ. পূজনীয় (সকল অর্থে)। [সং. √পূজ্ + য (র্ম)]। বিণ. ~পাদ—অত্যন্ত পূজনীয়, পরমশ্রদ্ধেয়।

পূজ্যমান—বিণ. পূজিত হইতেছে এমন। [সং √পূজ্ + মান (শানচ্) (র্ম)]।

পূত—বিণ. পবিত্র, বিশুদ্ধ (মন্ত্রপূত, স্মৃতিপূত)। [সং. √পূ + ত (র্ম)]। বিণ. **পূতাত্মা** (-ত্মন্)—পবিত্রচরিত্র, ধার্মিক।

পূতনা—বি. কৃষ্ণ-কর্তৃক স্তন্যপানচ্ছলে নিহত মায়াবিনী দানবীবিশেষ; বকাসুরের ভগিনী এই দানবী শিশু কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য কংসরাজকর্তৃক গোকুলে প্রেরিত হইয়াছিল। [সং.]।

পূতি—(১) বি. দুর্গন্ধ। (২) বিণ. দুর্গন্ধময়। [সং. √পূয় + তি (ভা, র্তৃ)]। বি. ~গন্ধ—দুর্গন্ধ।

পূতিকা—বি. পুঁই শাক। [সং. পুতি + √কৈ + অ + আ]।

পূপ—বি. পিষ্টক। [সং. √পূ + প (পে)]।

পূব, পূবাল, পূবালী, পূবে—যথাক্রমে পুব, পুবাল, পুবালী ও পুবে-র বর্জি. বানান।

পূয, পূয়—বি. পুঁজ। [সং. √পূয় + অ]।

পূর১—বি. যে-বস্তুর দ্বারা পিঠা, কচুরি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের অভ্যন্তর-ভাগ পূর্ণ করা হয় (ক্ষীরের বা ডালের পুর)। [পুর১ দ্রঃ]।

পূর২—বি. পরিপূরণ; জলরাশি; প্রবাহ; খাদ্যবিশেষ পুরি। [সং. √পূর্ + অ (ভা, র্তৃ)]। পুর১ দ্রঃ।

পূরক—বিণ. পূর্ণকারক (বাসনাপূরক); (জ্যামি.) যে দুই কোণের যোগে এক সমকোণ হয় তাহাদের যে কোনটি, complementary [বি. প.]; (পাটী.) গুণক, multiplier; প্রাণায়ামকালে অন্তরে বায়ুগ্রহণ। [সং. √পূর্ + অক (র্তৃ)]। বি. ~পিণ্ড—মৃত্যুর দশম দিনে মৃতের উদ্দেশে প্রদেয় পিণ্ড।

পূরণ—(১) বি. পূর্ণ করা বা হওয়া (বাসনাপূরণ, ক্ষতিপূরণ); সমাধান (সমস্যাপূরণ); বৃদ্ধি; (গণি.) গুণন, multiplication। (২) বিণ. পূর্ণকারক, পূরক। [সং. √পূর্ + অন]।

পূরব—পুরব-এর বর্জি. বানান।

পূরবী—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ (সন্ধ্যায় গেয়)। [দেশী]।

পূরয়িতা (-য়িতৃ)—বিণ. পরিপূর্ণকারী। [সং. √পূর্ + ণিচ্ + তৃ (র্তৃ)]।

পূরা—ক্রি. পূর্ণ করা ('পুরায় কত সাধ', পেট পুরিয়া খাওয়া); পূর্ণ হওয়া ('আশা না পুরিল')। বিণ. সম্পূর্ণ (পুরা অধিকার, পুরা দিনটাই গেল, পুরা সময়ের কাজ)। [সং. √পূর্ণ]। পুরা দ্রঃ।

পূরিকা—পূরী দ্রঃ।

পূরিত—বিণ. পরিপূর্ণ, ভরতি, ভরা হইয়াছে এমন; গুণিত। [সং. √পূর্ + ত (র্ম)]।

পূরী, পূরিকা—বি. পুরযুক্ত আহার্য বস্তু, পুরি, কচুরি

ইত্যাদি। [সং. √পুর্+অ (র্ম)+ঈ,+ক (স্বার্থে)+আ]।

পূর্ণ—বিণ. পুরা, ভরতি (পূর্ণকুম্ভ); কমতি বা ঘাটতি নাই এমন (পূর্ণ সুখ, পূর্ণ সুযোগ); সকল, সিদ্ধ (আশা পূর্ণ হওয়া, দাবি পূর্ণ করা); নিঃশেষ, সমাপ্ত (কাল পূর্ণ হওয়া); অখণ্ড, সমস্ত (পূর্ণ দায়িত্ব বা কর্তৃত্ব)। [সং. √পূর্+ত (র্ম), নি]। **পূর্ণা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) পূর্ণ-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. (স্ত্রী.) (জ্যোতিষ.) পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথি। বি. ~তা, ~ত্ব। বিণ. **~কাম**—(যাহার) বাসনা সফল হইয়াছে এমন। বিণ. **~গর্ভা**—আসন্নপ্রসবা, গর্ভধারণের কাল পূর্ণ হইয়াছে এমন। বি. **~গ্রাস**—গ্রহণকালে চন্দ্র-সূর্যের সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়া। (তু. খণ্ডগ্রাস)। বি. **~চন্দ্র**—পূর্ণিমারাত্রের চন্দ্র। বি. **~চ্ছেদ**—যতিচিহ্নবিশেষ, দাঁড়ি। বিণ. **~বয়স্ক**—পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত; সাবালক। বিণ. (স্ত্রী.) **~বয়স্কা**। বি. **~ব্রহ্ম**—অখণ্ড পরমব্রহ্ম (যিনি অবতার, দেবতা বা সগুণ নহেন)। বি. **~মাত্রা**—পুরা পরিমাণ। বি. **~মাসী**—পূর্ণিমা। বি. **পূর্ণাঙ্ক**—ভগ্নাংশ নাই এমন; পূর্ণ সংখ্যা, integer। বিণ. **পূর্ণাঙ্গ**—সকল অঙ্গবিশিষ্ট, সম্পূর্ণ (পূর্ণাঙ্গ আলোচনা)। বি. **পূর্ণানন্দ**—পরিপূর্ণ আনন্দ; ভগবান্। বি. **পূর্ণাবতার**—নৃসিংহ রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অথবা কেবল শ্রীকৃষ্ণ। **পূর্ণাবয়ব**—(১) বিণ. সকল অঙ্গবিশিষ্ট (পূর্ণাবয়ব চিত্র)। (২) বি. পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহ। বিণ. **পূর্ণায়ুঃ**, (চলিত) **পূর্ণায়ু**—শতবর্ষজীবী; নিরোগ ব্যক্তির যোগ্য পরমায়ু ভোগকারী; দীর্ঘজীবী। বি. **পূর্ণাহুতি**—যে আহুতি দিয়া যজ্ঞাদি শেষ করা হয়।

পূর্ণিমা—বি. যে তিথিতে চন্দ্র ষোলকলা অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। [সং. পূর্ণ+ইম+আ]।

পূর্ণেন্দু—বি. পূর্ণিমাতিথির চন্দ্র। [সং. পূর্ণ+ইন্দু]।

পূর্ণোপমা—বি. অর্থালঙ্কারবিশেষ, যে উপমায় উপমান উপমেয় সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দাদির স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। [সং. পূর্ণ+উপমা]।

পূর্ত—বি. জনকল্যাণার্থ জলাশয়াদি খনন এবং পথ পান্থশালা মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ (পূর্ত কার্য)। [সং. √পৃ (পূরণ বা পালন)+ত (ভা)]। বি. **~বিভাগ**—সরকারী পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্ট (P.W.D.)।

পূর্তি—বি. পূরণ (উদরপূর্তি, শতবর্ষপূর্তি)। [সং. √পৃ (=পূরণ)+তি (ভা)]।

পূর্ব—(১) বি. পূর্বদিক্, প্রাচী; অগ্র, অতীতকাল (পূর্বকথিত); সম্মুখ (পূর্ববর্তী)। (২) বিণ. প্রথম; জ্যেষ্ঠ; অতীত, আগেকার (পূর্বপুরুষ); পূর্বদিকস্থ, প্রাচ্য (পূর্বপঞ্জাব)। [সং. √পূর্ব্+অ (র্তৃ)]। **~ক**—(বহুব্রীহি-সমাসে উত্তরপদরূপে পূর্ব-শব্দের রূপ: ইহার যোগে ক্রিবিণ. পদ গঠিত হয়) পূর্বে করিয়া, পুরঃসর (প্রণামপূর্বক), সহকারে (প্রীতিপূর্বক)। বি. **~কায়**—নাভির ঊর্ধ্বস্থিত দেহাংশ, উত্তমাঙ্গ। বিণ. **~কার**—আগেকার, পূর্বে প্রচলিত (পূর্বকার-বিধি ব্যবস্থা, 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্বকার ভাষা)। বি. **~কাল**—প্রাচীন বা অতীত সময়। বিণ. **~কালিক**, **~কালীন**—পূর্বকালের। বিণ. **~গামী** (-মিন্)—সম্মুখে আগে বা অতীতে গমনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~গামিনী**। বি. **~জ**—অগ্রজ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা; পূর্বপুরুষ। বি.বিণ.(স্ত্রী.) **~জা**—অগ্রজা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বি. **~জন্ম**—বর্তমান জীব-জীবনের পূর্ববর্তী জীবন। বি. **~জ্ঞান**—অতীতে লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা; পূর্বজীবনের জ্ঞান; ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান, anticipation [বি. প.]। বিণ. **~তন**—পূর্বকালীন, বিগত। বিণ. **~দৃষ্ট**—আগে দেখা হইয়াছে এমন; ঘটিবার পূর্বেই ধারণা করা হইয়াছে এমন। বি. **~দৃষ্টি**—দূরদর্শিতা। বি. **~পক্ষ**—অভিযোগ; (তর্ক.) প্রশ্ন, বিচারের জন্য উপস্থাপিত বিষয়। বি. **~পুরুষ**—পিতা, পিতামহ ইত্যাদি বংশের ঊর্ধ্বপুরুষ। বি. **~ফল্গুনী**—(জ্যোতিষ.) একাদশ নক্ষত্র। বি. **~বঙ্গ**—অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্ব অংশ, বর্তমানে বাংলা-দেশ নামে সার্বভৌম রাষ্ট্র। অব্য. ক্রি-বিণ. **~বৎ**—আগেকার মতো। বিণ. **~বর্ণিত**—আগে বর্ণনা করা হইয়াছে এমন। বিণ. **~বর্তী** (-র্তিন্)—আগেকার, অতীতের; সম্মুখে স্থিত। বিণ. (স্ত্রী.) **~বর্তিনী**। বি. **~বাদ**—প্রথম আবেদন, প্রথম নালিশ। বি. **~বাদী** (-দিন্)—(প্রথমে) অভিযোগকারী, বাদী, ফরিয়াদি। বি. **~ভাদ্রপদ**—(জ্যোতিষ.) পঞ্চবিংশতিতম নক্ষত্র। বি. **~মীমাংসা**—জৈমিনি-কৃত দর্শনশাস্ত্র (তু. **উত্তরমীমাংসা**)। বি. **~রঙ্গ**—নাটকাদির প্রস্তাবনা। বি. **~রাগ**—অনুরাগের প্রথম অবস্থা: শ্রবণ বা দর্শনের দ্বারা যেখানে যুবক-যুবতীর অন্তরে অনুরাগ সঞ্চারিত হয় অথচ মিলন হয় না, সেই অবস্থায় তাহাদের চিত্তগত ভাব। বি. **~রাত্র**—রাত্রির প্রথম ভাগ। বি. **~রাত্রি**—গতরাত্রি। বি. **~লক্ষণ**—ভাবী ঘটনাদির চিহ্ন, সূচনা। বি. **~সংস্কার**—পূর্বজন্মে বা অতীতকালে লব্ধ সংস্কার: আগেকার ধারণা বা অভ্যাস। বি. **~সূরি**—পূর্বযুগের বিদ্বান্ ব্যক্তি। বি. **পূর্বাচল, পূর্বাদ্রি**—উদয়গিরি, যে কল্পিত পর্বতের শিখরে প্রত্যহ সূর্যোদয় হয়। বি. **পূর্বাধিকার**—পূর্বে লব্ধ অধিকার, প্রথমাধিকার; জ্যেষ্ঠাধিকার; পূর্বের স্বত্ব। বিণ. বি. **পূর্বাপর**—আগাগোড়া, আনুপূর্বিক, আগের ও পরের (পূর্বাপর বৃত্তান্ত, ঘটনার পূর্বাপর বিবেচনা, পূর্বাপরের সামঞ্জস্য)। অব্য. **পূর্বাপেক্ষা**—আগেকার চেয়ে। অব্য. **পূর্বাবধি**—পূর্ব হইতে; প্রথম হইতে। বি. **পূর্বাভাষ**—সূচনা; মুখবন্ধ, ভূমিকা। বি. **পূর্বাভাস**—ভাবী ঘটনার সঙ্কেত বা চিহ্ন; পূর্বসূচনা। বি. **পূর্বাশা**—পূর্বদিক্। বি. **পূর্বাষাঢ়া**—(জ্যোতিষ.) বিংশতিতম নক্ষত্র। বি. **পূর্বাহ্ন**—দিনের প্রথম ভাগ, সকালবেলা। বিণ. **পূর্বাহ্নিক**, (শু.) **পৌর্বাহ্নিক**—পূর্বাহ্নে করণীয়; পূর্বাহ্নকালীন। বি. **পূর্বিতা**—প্রথমে বিবেচিত বা অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা, অগ্রগণ্যতা, priority [স. প.]। বিণ. **পূর্বোক্ত**—আগে বলা হইয়াছে এমন। বিণ. **পূর্বোদ্ধৃত**—আগে উদ্ধৃত।

পূষা (-ষন্)—বি. সূর্য। [সং. পূষন্]।

পৃক্ত—বিণ. সংলগ্ন, লগ্ন, যুক্ত, সংশ্লিষ্ট; মিশ্রিত;

সম্পর্কিত। [সং. √পৃচ্‌+ত (র্তৃ)]। বি. পৃক্তি—পৃক্ত অবস্থা।

পৃচ্ছা—বি. প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। [সং. √প্রচ্ছ্‌+অ (ভা)+আ]।

পৃথক্‌—অব্য. বিণ. স্বতন্ত্র, কায়াক, তফাৎ; অন্য, ভিন্ন, আলাদা। [সং. √পৃথ্‌+অক্‌ (র্ম)]। বি. **~করণ**—বিযুক্ত বা আলাদা করণ। বিণ. **~কৃত**।

পৃথগন্ন—বিণ. এক পরিবারের বা বংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও একান্নবর্তী নহে এমন। [সং. পৃথক্‌+অন্ন]।

পৃথগ্বিধ—বিণ. অন্যপ্রকার; বিভিন্ন ধরনের। [সং. পৃথক্‌+বিধা]।

পৃথা—বি. (মহা.) কুন্তী। [সং √পৃথ্‌+অ+আ]।

পৃথিবী, পৃথ্বী—বি. ভূমণ্ডল, ভূ. অবনী. ক্ষিতি. ধরণী. ধরা ধরিত্রী. বসুমতী. বসুন্ধরা, মহী. মেদিনী. জগৎ। [সং. √প্রথ্‌ (বিস্তারে)+ইব (র্তৃ)+ঈ. পৃথু+ঈ (র্তৃ)]। বি. **~পতি, ~শ**—ভূপতি, রাজা, সম্রাট্‌।

পৃথু—(১) বি. পৌরাণিক রাজাবিশেষ। (২) বিণ. স্থূল. বিস্তৃত; মহৎ। [সং. প্রথ্‌+উ (র্তৃ)]। বিণ. **~ল**—বিস্তৃত; মহৎ, স্থূল (পৃথুল দেহ)।

পৃষ্ট—বিণ. জিজ্ঞাসিত। [সং. √প্রচ্ছ্‌+ত (র্ম)]।

পৃষ্ঠ—বি. পিঠ (পৃষ্ঠভাগ). বক্ষের বিপরীত দিক্‌; পিছন দিক্‌; উপরিভাগ, তল (ভূপৃষ্ঠ. শয্যাপৃষ্ঠ): [সং. √পৃষ্‌+থ (র্ম)]। বি. **~দেশ**—পিঠ. দেহের পশ্চাদ্ভাগ। বিণ. **~পোষক**—সহায়ক (নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্য); সমর্থক। বি. **~পোষণ, ~পোষকতা**। বি. **~প্রদর্শন**—পলায়ন। বি. **~বংশ**—মেরুদণ্ড। [বি. প.]। বি. **~ব্রণ**—পিঠের উপর উদ্গত ফোড়া। বি. **~ভঙ্গ**—পরাজিত হইয়া পলায়ন। বিণ. বি. **~রক্ষক**—পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষাকারী; দেহরক্ষী। বি. **~রক্ষা**—দেহরক্ষীর কাজ; পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষণ।

পৃষ্ঠা—বি. পুস্তকাদির পাতার এক পিঠ। [সং. পৃষ্ঠ+বাং. আ]। বি. **~ঙ্ক**—পৃষ্ঠার ক্রমসূচক অঙ্ক।

পৃষ্ঠোপরি—ক্রি-বিণ. পিঠের উপর। [সং. পৃষ্ঠ+উপরি]।

পেঁকাটি—**পাঁকাটি**-র রূপভেদ।

পেঁকো—বিণ. পাঁকযুক্ত (পেঁকো ডোবা); পাঁকের মতো (পেঁকো গন্ধ)। [বাং. পাঁক+উয়া>ও]।

পেঁচ, প্যাঁচ—বি. পাক, মোচড় (পেঁচ দেওয়া); স্ক্রু (পেঁচ আঁটা); কূট চাল. চক্রান্ত (কথার পেঁচ. পেঁচে ফেলা); কঠিন সমস্যা, সঙ্কট (পেঁচে পড়া); আক্রমণ করার বা আঁকড়াইয়া ধরার কৌশল (কুশতির পেঁচ); পরস্পর জড়াজড়ি (ঘুড়ির পেঁচ)। [ফা. পেচ্‌]।

পেঁচা₁, প্যাঁচা—বি. পেচক, উলুক, নিশাচর পাখি-বিশেষ। [সং. পেচক]। বি.(স্ত্রী.) **পেঁচী**।

পেঁচা₂—ক্রি. পেঁচান। [ফা. পেচ+বাং. আ]।

পেঁচাও, পেঁচাল, পেঁচালো, প্যাঁচোয়া—বিণ. কুটিল (পেঁচালো মন বা ব্যাপার), জটিল; কুচক্রী (পেঁচালো মানুষ)। [বাং. পেঁচ+আও, আল, উয়া]।

পেঁচান, পেঁচানো—(১) ক্রি. পাকান, জড়ান; ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আঁটা (পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটা); কূট চালের দ্বারা জটিল করিয়া তোলা; কোন বিষয়ে জড়িত করা (তাকে এ ব্যাপারে পেঁচাচ্ছ কেন)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [**পেঁচা₂** দ্রঃ]।

পেঁচো—বি. পঞ্চানন্দ-নামক কল্পিত অপদেবতাবিশেষ, যাহার আক্রমণে শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার হয় বলিয়া বিশ্বাস। ক্রি. **পেঁচোয় পাওয়া**—ধনুষ্টঙ্কার-রোগগ্রস্ত হওয়া।

পেঁজা, পেঁজান (-নো), পেঁটরা, পেঁড়া—যথাক্রমে **পিঁজা পিঁজান পেটরা ও পেড়া₂**-র চলিত রূপ।

পেঁদান, প্যাঁদানো—(১) ক্রি. (অশি) সাঙ্ঘাতিকভাবে প্রহার করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [দেশী]। বি. **পেঁদানি**—সাঙ্ঘাতিক প্রহার।

পেঁপে—বি. ফলবিশেষ। [পো. papaya]।

পেঁয়াজ, পেঁয়াজি, পেঁয়াজী—যথাক্রমে **পিয়াজ পিয়াজি ও পিয়াজী**-র রূপ।

পেখন—বি. (ব্রজ.) দর্শন। [সং. প্রেক্ষণ]।

পেখম—বি. ময়ূরাদি প্রাণীর বিস্তৃত পুচ্ছ বা পাখা। [সং. পক্ষ]। ক্রি. **পেখম তোলা, পেখম ধরা, পেখম ফুলান**—(ময়ূরাদি কর্তৃক নাচিবার জন্য) পুচ্ছ বিস্তার করা; (আল.) উৎফুল্ল হইয়া উঠা, পরম যত্নে সাজসজ্জা করা।

পেখা—ক্রি. (প্রা. কা.) দেখা নিরীক্ষণ করা। [সং. প্র+√ঈক্ষ্‌+বাং. আ]। ক্রি. **পেখলু, পেখলুঁ, পেখলুঁ**—(ব্রজ.) দেখিলাম।

পেচক—বি. পেঁচা. কুদর্শন পক্ষিবিশেষ। [সং.]। বি.(স্ত্রী) **পেচকী**।

পেছন, পেছপা, পেছু—যথাক্রমে **পিছন পিছপা ও পিছু**-র প্রাদে. রূপ। ক্রি. **পেছু নেওয়া**—অনুসরণ করা। ক্রি. **পেছু লাগা, পিছনে লাগা**—উত্ত্যক্ত করা; নাছোড়বান্দা হইয়া রত থাকা বা অনুসরণ করা (সর্বদা খেলার পিছনে লেগে আছে)।

পেজমি, পেজমো, পেজম—যথাক্রমে **পেজোমি, পেজোমো ও পেজোম**-র বানানভেদ।

পেজি, পেজী—বিণ. পৃষ্ঠাযুক্ত (আটপেজি. ষোলো-পেজি)। [ইং. পেজ (page)+বাং. ঈ]।

পেট₁—বি. উদর, জঠর; পাকস্থলী (জলটুকুও পেটে থাকছে না); (অশি.) গর্ভ (পেট হওয়া. পেটে ধরা); মন (পেটের কথা); উদরান্ন (পেট চালান)। [তা. পেট্টু?]। ক্রি. **পেট আঁটা**—কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া। ক্রি. **পেট খসা**—(অশি.) গর্ভপাত হওয়া। ক্রি. **পেট চলা**—পেটের খোরাক জোগাড় হওয়া বা সঙ্কুলান হওয়া। ক্রি. **পেট চালান**—নিয়মিতভাবে পেটের খোরাক জোগাড় করা। ক্রি. **পেট নামা**—পাতলা দাস্ত হওয়া। ক্রি. **পেট ভরা**—আহারদ্বারা উদর পূর্ণ হওয়া। ক্রি. **পেট মরা**—(সচ. দীর্ঘকাল যাবৎ অনাহার ও অল্পাহারের দরুন) অধিক আহারের বা স্বাভাবিক আহারের শক্তি হারাইয়া যাওয়া। ক্রি. **পেট হওয়া**—গর্ভসঞ্চার হওয়া। ক্রি. **পেটে আসা**—গর্ভে জন্ম নওয়া। ক্রি. **পেটে থাকা**—হজম হওয়া; মনে গোপন থাকা (তার পেটে কথা থাকে না)। ক্রি. **পেটে ধরা**—গর্ভে বহন করা। ক্রি.

পেটে মারা—মারা দ্রঃ। ক্রি. পেটে সওয়া—হজম করিতে পারা। পেটে খিদে মুখে লাজ—মনের প্রবল বাসনা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ না করা। পেটে খেলে পিঠে সয়—লাভের জন্য কষ্ট সহ্য করা যায়। পেটে বোমা মারলেও কিছু (বার বা বের) না হওয়া—বিদ্যার লেশমাত্র না থাকা। পেটের কথা—মনের গোপন কথা। পেটের জ্বালা, পেটের দায়—ক্ষুধার তাড়না। পেটের ভাত চাল হওয়া—অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ভীত হওয়া। পেটের ভিতর হাত পা সেঁধুন—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। পেটের শত্রু—যে সন্তান জননীর দুঃখের কারণ। পেটে পেটে—মনে মনে, গোপনে। খালি পেট—ক্ষুধার্ত অবস্থা। ~ভাতা—(১) বি. মাহিনা বাবদ কেবল আহার। (২) ক্রি-বিণ. শুধু খাইতে দিয়া বা পাইয়া, বিনা বেতনে (পেটভাতা খাটানো বা খাটা)। বিণ. ~রোগা—কিছু খাইয়া হজম করিতে পারে না এমন; অজীর্ণরোগগ্রস্ত। বিণ. ~মোটা—ভুঁড়িবিশিষ্ট। বিণ. ~সর্বস্ব—অত্যন্ত পেটুক বা ভোজনবিলাসী।

পেট২, পেটক, পেটিকা, পেটি—বি. পেটরা (পেটিকার মধ্যে সংরক্ষিত, খড়ের পেটি)। [সং.]।

পেটন, পেটনি—যথাক্রমে পিটন ও পিটনি-র চলিত রূপ।

পেটরা—বি. ঝাঁপি, বাক্স তোরঙ্গ। [সং. পেটক]।

পেটা, পেটান (মো)—ক্রি. প্রহার করা (মিথ্যা বললে পেটাব); প্রহার করানো (তোমার দাদাকে দিয়ে পেটাব)। [পিটা, পেটা দ্রঃ]।

পেটি—বি. কোমরবন্ধ; মাছের কোল বা পেটের অংশ। [বাং. পেট + ই]।

পেটুক—বিণ. উদরপরায়ণ, ঔদরিক। [বাং. পেট + উক]।

পেটুনি—পিটুনি-র প্রাদে. রূপ।

পেটেন্ট—(১) বি. সরকারী সনদবলে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বা প্রস্তুত করার একচেটিয়া অধিকার (পেটেন্ট লওয়া)। (২) বিণ. সরকারী সনদবলে স্বত্ব সংরক্ষিত হইয়াছে এমন (পেটেন্ট ঔষধ); (আল.) একঘেয়ে, অভ্যস্ত (পেটেন্ট পরিহাস)। [ইং. patent]।

পেটো১—বিণ. পাটনির্মিত, পাটজাত; পাটসম্পর্কিত (পেটো সাহেব)। [বাং. পাট + উয়া > ও]।

পেটো২—বি. কলাগাছের খোলা; কপালের উপর পাতার মতো করিয়া কেশবিন্যাস (পেটো পাড়া)। [সং. পত্র]।

পেটোয়া—বি. অনুগত; বশবর্তী; অধীন। [দেশী]।

পেট্রল—বি. কেরোসিনজাতীয় খনিজ তৈলবিশেষ। [ইং. petrol]।

পেড়া১—বি. পেটরা। [সং. পেটক]।

পেড়া২, প্যাঁড়া—বি. ক্ষীরদ্বারা প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ। [হি.]।

পেড়াপীড়ি—পীড়াপীড়ি-র প্রাদে. রূপ।

পেন্টুলুন, প্যান্ট—বি. পায়জামাবিশেষ। [ইং. pantaloons]।

পেণ্ডুলাম—বি. ঘড়ির দোলক। [ইং. pendulum]।

পেত্নী—বি. প্রেতিনী, স্ত্রী-ভূত; (ব্যঙ্গে) কদাকার বা ঘৃণ্য নারী। [বাং. প্রেতিনী]।

পেতল—পিত্তল-এর কথ্য রূপ।

পেতে—বি. ছোট চুপড়ি। [দেশী]

পেন১—বি. ফাউনটেন পেন, ঝরনা-কলম; (বিরল) কলম। [ইং. pen]।

পেন২—বি. ব্যথা (বুকে পেন হচ্ছে); গর্ভবেদনা (পোয়াতির পেন উঠেছে)। [ইং. pain]।

পেনশন, (বর্জি.) পেনসন—বি. চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত ভাতা। [ইং. pension]।

পেনসিল—বি. (বিনা কালিতে লিখিবার) লেখনীবিশেষ। [ইং. pencil]।

পেনেট—বি. শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ গৌরীপট্ট। [?]।

পেয়—(১) বিণ. পানযোগ্য, পানীয়। (২) বি. জল দুগ্ধ প্রভৃতি পানযোগ্য পদার্থ। [সং. √পা + য (র্ম)]।

পেয়াদা—পিয়াদা-র চলিত রূপ।

পেয়ার১—বি. তাসখেলায় সাহেব-বিবির জোড়া বা তাহার যে-কোন একটি। [ইং. pair]।

পেয়ার২, পিয়ার—বি. আদর, সোহাগ; প্রীতি, প্রেম। [সং. প্রিয়কার—তু. হি. পিয়ার (=প্রেম)]। বি. **পেয়ারা, পিয়ারা**—প্রিয়পাত্র, প্রণয়ী, প্রেমপাত্র। বি.(স্ত্রী.) **পেয়ারী, পিয়ারী, প্যারী**—প্রেমপাত্রী, প্রণয়িনী; শ্রীরাধিকা।

পেয়ারা১—বি. ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [পো. pera]।

পেয়ালা—পিয়ালা-র চলিত রূপ।

-পেয়ে—বিণ. পদযুক্ত (চারপেয়ে)। [< বাং. পায়া]।

পেরন, পেরনো—(১) ক্রি. পার হওয়া (নদী বা রাস্তা পেরনো); অতিবাহিত হওয়া (দশ দিন পেরিয়েছে, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে)। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। [পারান দ্রঃ]।

পেরু—বি. দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত দেশবিশেষ; মোরগজাতীয় পাখিবিশেষ; turkey। [পো. peru]।

পেরুন, পেরুনো—পেরন-র প্রাদে. রূপ।

পেরুভীয়—বিণ. পেরুদেশবাসী। [ইং. Peruvian]।

পেরেক—বি. ছোট লৌহনির্মিত কাঁটা বা কীলক। [পো. prego]।

পেলব—বিণ. অত্যন্ত কোমল; মৃদু; কৃশ, ক্ষীণ; ভঙ্গুর; লঘু। [সং.]। বি. ~তা।

পেলা, প্যালা—বি. সঙ্গীতাদির আসরে শিল্পীদিগকে শ্রোতৃগণ কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার; ঠেকনা, ঠেস, prop। [দেশী]।

পেল্লয়, (প্রাদে.) পেল্লায়—বিণ. (গ্রা.) বিশাল, বড় (পেল্লায় বাড়ী কেঁদেছে)। [সং. প্রলয়]।

পেশ—বি. সম্মুখে স্থাপন; দাখিল (আরজি পেশ করা), নিবেদন। [ফা.]। বি. ~কার—যে কর্মচারী (প্রধানতঃ বিচারকের সম্মুখে) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপিত করে ও তাহা সংরক্ষণ করে। বি. ~কারি—পেশকারের কাজ বা পদ।

পেশওয়া—পেশোয়া-র বানানভেদ।
পেশওয়াজ—পেশোয়াজ-এর বানানভেদ।
পেশল—বিণ. সুন্দর, মনোহর ; নিপুণ ; (অশু.) পেশীবহুল, বলিষ্ঠ। [সং. √পিশ্+অল (র্তৃ)]।
পেশা—বি. বৃত্তি, ব্যবসায় ; (আল.) জীবিকা, অভ্যাস। [ফা.]। বি. ~**কার**, ~**কর**—বেশ্যা। বিণ. ~**দার**—কোনো কাজ কেবল ব্যবসায় হিসাবে করে এমন, ব্যবসায়ী। ~**দারি**, ~**দারী**—(১) বি. পেশাদারের আচরণ বা বৃত্তি। (২) বিণ. পেশাদার-সম্বন্ধীয়।
পেশি, পেশী—বি. শরীরের যে-কোনও অংশের মাংসপিণ্ড, muscle ; তরবারির খাপ। [সং. √পিশ্+ই, ঈ (র্তৃ)]।
পেশোয়া—বি. মহারাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী বা তাঁহাদের বংশ ; মহারাষ্ট্রের নেতৃবংশ। [ফা. পেশ্‌ৱা]।
পেশোয়াজ—বি. মুসলমান স্ত্রীলোক বা নর্তকীদের পরিধেয় পায়জামাবিশেষ। [ফা. পেশ্‌ৱাজ]।
পেষক—বিণ. পেষণকারী। [সং. √পিষ্+অক (র্তৃ)]।
পেষণ—বি. বাটা ; মর্দন, চূর্ণন (পেষণযন্ত্র) ; (গৌণ অর্থে) পীড়ন (দারিদ্র্যের কঠোর পেষণ)। [সং. √পিষ্+অন (ভা)]।
পেষণি, পেষণী—বি. পেষণ করার যন্ত্র, শিলনোড়া, জাঁতা। [সং.]।
পেষাই—বি. পেষণ, চূর্ণন (পেষাই ভালো হয় নি) ; পেষণকার্যের মজুরি।
পেস্তা—বি. কাবুলে উৎপন্ন বাদামজাতীয় ফলবিশেষ। [ফা. পিস্তা]।
পৈছা, পৈঠা, পৈতা—যথাক্রমে **পইছা পইঠা** ও **পইতা**-র বানানভেদ।
পৈতামহ—বিণ. পিতামহ-সম্বন্ধীয়। [সং. পিতামহ+অ]।
পৈতৃক, পৈত্র, পৈত্র্য—বিণ. পিতা বা পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধীয় অথবা তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। [সং. পিতৃ+ক, অ, য]।
পৈত্তিক, পৈত্ত—বিণ. পিত্ত-সংক্রান্ত ; পিত্তদোষজাত (রোগ)। [সং. পিত্ত+ইক, অ]।
পৈত্রিক—পৈতৃক-এর অশু. রূপ।
পৈশাচ—(১) বিণ. পিশাচসম্বন্ধীয়, পিশাচসুলভ। (২) বি. বল ছল বা কৌশল প্রয়োগে বিবাহপদ্ধতিবিশেষ। [সং. পিশাচ+অ]। **পৈশাচী**—(১) বিণ. পৈশাচ-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাচীন যুগে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাবিশেষ। বিণ. **পৈশাচিক**—পিশাচসুলভ ; পিশাচসম্বন্ধীয় ; অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ (পৈশাচিক আক্রমণ, অত্যাচার)। বিণ. (স্ত্রী.) পৈশাচিকী।
পৈশুন, পৈশুন্য—বি. পিশুনের ভাব বা আচরণ ; অলীক দোষের আবিষ্কার ; ক্রূরতা ; দ্বেষ, malice [বি. প.]। [সং. পিশুন+অ, য]।
পো১—বি. (গ্রা.) ছেলে। [সং. পুত্র]।
পো২—পোয়া-র সংক্ষিপ্ত রূপ।
পোঁ—অব্য. সানাইর বা বাঁশির একটানা শব্দ। ক্রি. **পোঁ ধরা**—(ব্যঙ্গে) সব ব্যাপারে কাহারও কথা অন্ধভাবে সমর্থন করা ; মোসাহেবি করা। অব্য. ~**পোঁ**—অতি দ্রুত (পোঁ-পোঁ দৌড়)।
পোঁচ—বি. প্রলেপ (কালির পোঁচ)। বি. ~**ড়া**, ~**রা**—প্রলেপ ; চুনকাম করিবার জন্য পাটের আঁশ দিয়া তৈয়ারী তুলিবিশেষ।
পোঁচা—পোঁছা-র কথ্য রূপ।
পোঁছ—বি. সম্মার্জনা (ঝাড়পোঁছ করা)। [বাং. √পুঁছ+অ (ভা)]।
পোঁছা১—বি. মাছের লেজের অংশ ; হাতের কব্জা হইতে প্রান্তভাগ পর্যন্ত অংশ। [সং. পুচ্ছ]।
পোঁছা২, পোঁছান (নো)—যথাক্রমে **পুঁছা** ও **পুঁছান**-র চলিত রূপ।
পোঁটলা—বি. বড় পুঁটলি, বোঁচকা, গাঁটরি (পোঁটলা বাঁধা)। [সং. পোট্টলি]।
পোঁটা—বি. নাড়ী, অন্ত্র, আঁত (মাছের পোঁটা) ; শ্লেষ্মা, শিকনি (নাকের পোঁটা) ; (আল.—অনাদরে) ছোট ছেলে। [দেশী]।
পোঁত—বি. ভূগর্ভে নিহিত অংশের পরিমাপ ; প্রোথন (তিন হাত পোঁতা)। [বাং. √পুঁত্+অ]।
পোঁতা১—পোতা১-র রূপভেদ।
পোঁতা২, পোঁতান (নো)—যথাক্রমে **পুঁতা** ও **পুঁতান**-র চলিত রূপ। (খুঁটি বা গাছের চারা পোঁতা)।
পোঁদ—বি. (অশি.) মলদ্বার ; পাছা। [দেশী]।
পোকা, (প্রাদে.) **পোক**—বি. কীট ; ক্ষুদ্র পতঙ্গ। **কুমরে পোকা**—বিভিন্ন আকারের মাটির বাসা নির্মাণকারী একজাতীয় পোকা। **গাঁধি পোকা**—অতি দুর্গন্ধ পোকাবিশেষ। **গুটি পোকা**—রেশমকীট। **গুবরে পোকা**—পচা গোবরস্তূপে জাত কীটবিশেষ।
পোক্ত—বিণ. মজবুত, দৃঢ় ; পরিপক্ব, অভিজ্ঞ। [ফা. পুখ্‌তহ্]।
পোখরাজ—বি. মণিবিশেষ, পুষ্পরাগমণি, topaz। [সং. পুষ্পরাগ]।
পোগণ্ড—বি.পাঁচ হইতে পনেরো বৎসর বয়স্ক, (মতান্তরে ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক), অপোগণ্ড ; বিকলাঙ্গ। [সং. 'অপোগণ্ডস্ত শিশুকে (=শুণ্ডক) বিকলাঙ্গে চ']।
পোছা—পুছা-র চলিত রূপ।
পোট—বি. সদ্ভাব, মিল, ভালবাসা। [বাং. √পট্+অ (ভা)]। **পটা** দ্র:।
পোটলা—পোঁটলা-র রূপভেদ।
পোড়—বি. জ্বলন (পোড়ের ভাত), দহন। [**পুড়া** দ্র:]। বিণ. **পোড়-খাওয়া**—পুড়িয়াছে বা দহন সহ্য করিয়াছে এমন ; (আল.) অভিজ্ঞ।
পোড়নি—পুড়নি-র চলিত রূপ।
পোড়া—(১) ক্রি-বি. বিণ. **পুড়া**-র চলিত রূপ। (২) বিণ. দগ্ধ (পোড়া মাটি) ; বিড়ম্বিত, হতভাগা, মন্দ (পোড়া ভাগ্য, পোড়া দেশ) ; কলঙ্কিত (পোড়া মুখ), বিরূপ, প্রতিকূল (পোড়া কপাল)। [**পুড়া** দ্র:]। বিণ.

~কপালে—মন্দভাগ্য, হতভাগ্য। বিণ. (স্ত্রী.) ~কপালী। বিণ. **পোড়ার-মুখ**—কলঙ্কিত, মৃদু গালিবিশেষ। বিণ. (স্ত্রী.) **পোড়ার-মুখী**।

পুড়ান (নো), পোড়ানি, পোড়ানিয়া, পোড়ানে—যথাক্রমে পুড়ান পুড়ানি পুড়ানিয়া ও পোড়ানে-র চলিত রূপ।

পোড়ো—বিণ. ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যাহা বহুকাল অবধি পড়িয়া আছে (পোড়ো বাড়ী-বাগান-মন্দির)। [পড়ুয়া দ্রঃ]।

পোত—বি. নৌকা জাহাজ প্রভৃতি জলযান। [সং. √পূ + ত(র্তৃ)]। বি. **পোতাধ্যক্ষ**—পোতের প্রধান চালক। বিণ.বি. **পোতারোহী**—পোতের যাত্রী। বি. **পোতাশ্রয়**—জাহাজের নিরাপদ্ আশ্রয়স্থান, harbour।

পোতা১—বি. ঘরের ভিত, ভিটা। [সং. পোত + বাং. আ]।

পোতা২ (-তৃ)—বি. পুত্রের পুত্র; বৈদিক যজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক্ (তু. 'হোতা')। [সং. পৌত্র]।

পোতাধ্যক্ষ, পোতারোহী, পোতাশ্রয়—পোত দ্রঃ।

পোদ—বি. বাঙালী হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. পুণ্ড্র]।

পোদ্দার—বি. মুদ্রাদির বিশুদ্ধতা-পরীক্ষক বা বিনিময়কারী; যে ব্যক্তি বন্ধকী কারবার করে; মহাজন। [ফা. ফোত্‌হ্ + দার্]। বি. **পোদ্দারি**—পোদ্দারের বৃত্তি; (ব্যঙ্গে) কর্তাপনা। **পরের ধনে পোদ্দারি**—পর৩ দ্রঃ।

পোনা—বি. মাছের (বিশেষতঃ রুই-কাতলার) বাচ্চা। [দেশী]। বি. **~মাছ**—রুই-কাতলা বা তজ্জাতীয় মাছ।

পোনি—বি. টাট্টুঘোড়া। [ইং. pony]।

পোয়া—বি. চারভাগের একভাগ, সিকি (পোয়া মাইল); এক সেরের সিকি ভাগ (এক পোয়া দুধ); এক ক্রোশ বা দুই মাইলের সিকি পথ (একপোয়া পথ)। [সং. পাদ]। বি. **~বার, ~বারো**—পাশাখেলার দানবিশেষ; (ব্যঙ্গে) পরম সৌভাগ্য। **চারপোয়া**—চার১ দ্রঃ।

পোয়াতি, পোয়াতী—বি. গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা; প্রসূতি; নবজাত সন্তানের জননী। [<সং. পোতবতী (পোত—শিশু)]।

পোয়া, পোয়ান (নো)—যথাক্রমে **পোহা** ও **পোহান**-র চলিত রূপ।

পোয়াল—বি. বিচালি, খড়। [সং. পলাল]।

পোর—বি. শুধু ঘুঁটের মৃদু আল (পোরের ভাত)। [দেশী]।

পোরা, পোরান (নো), পোল—যথাক্রমে **পুরা২ পুরান** ও **পুল**-এর চলিত রূপ।

পোলা—বি. (প্রাদে.) পুত্র, ছেলে। [দেশী]।

পোলাও—বি. ঘি মসলা ইত্যাদি (এবং মাছ বা মাংস) সহযোগে পক্ব অন্ন। [ফা. পলাও; তু. সং. পলান্ন]।

পোলো১—পলো-র রূপভেদ।

পোলো২—বি. ঘোড়ায় চড়িয়া হকির ন্যায় খেলাবিশেষ। [ইং. polo]।

পোশাক—বি. পরিচ্ছদ; সভ্য সমাজের উপযুক্ত জামা-কাপড়। [ফা.]। বিণ. **পোশাকি, পোশাকী**—সভ্য-সমাজের উপযুক্ত; আটপৌরের বিপরীত, বিশেষ সমাজে যাইবার জন্য বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিধেয় (পোশাকি জামা); সুরুচি ও ভদ্রতা অনুযায়ী; (ব্যঙ্গে) বাহ্য (পোশাকি ভদ্রতা)।

পোষ১—**পৌষ**-এর কথ্য রূপ।

পোষ২—বি. পালকের পোষণ-রীতি বা বশ্যতা (পোষ মানা)। [সং. √পুষ্ + বাং. অ]।

পোষক—বিণ. পোষণকারী (নবরত্নের পোষক বিক্রমাদিত্য); পুষ্টিকর; সহায়ক; যাহাতে খরচ পোষায় (পোষক মূল্যে পাট বিক্রয় করা যাইতেছে না)। [সং. √পুষ্ + অক (র্তৃ)]। বি. **~তা**—সমর্থন; সহায়তা (রাজশক্তির পোষকতা)।

পোষড়া—বি. পৌষপার্বণ। [বাং. পোষ২ + ড়া]।

পোষণ—বি. পালন; পুষ্টকরণ (শরীর-পোষণ); মনে ধারণ (বিদ্বেষ-পোষণ, মত পোষণ করা); পুষ্টি। [সং. √পুষ্ + অন (ভা)]। বিণ. **পোষণীয়, পোষ্য**—পোষণের উপযুক্ত; প্রতিপাল্য।

পোষা১—ক্রি. পোষান। [< সং. √পুষ্]।

পোষা২—(১) ক্রি. বি. **পুষা**-র চলিত রূপ (ছাগল পোষা)। (২) বিণ. পালন করা হইয়াছে বা পোষ মানিয়াছে এমন (পোষা বানর)। [পুষা দ্রঃ]। **পোষা কুকুর**—(বিদ্রূপে) একান্ত অনুগত ব্যক্তি।

পোষাক, পোষাকী (কি)—যথাক্রমে **পোশাক** ও **পোশাকী**-র বর্জি. বানান।

পোষান, পোষানো—(১) ক্রি. শক্তি-সামর্থ্যের অনুরূপ হওয়া, কুলানো (এত দাম আমার পোষাবে না), বনিবনাও হওয়া (তোমার সঙ্গে ব্যবসা আমার পোষাবে না); প্রতিপালন করান; উপযুক্ত মূল্য বা পারিশ্রমিক দেওয়া অথবা ক্ষতিপূরণ করা (খাটুনি বা লোকসান পুষিয়ে দেওয়া); সহ্য হওয়া (এত খাটুনি তার পোষাবে না)। [পোষা১ ও পুষা দ্রঃ]।

পোষ্ট—**পোস্ট**-এর বর্জি. বানান।

পোষ্টা (ষ্টৃ)—বিণ. পোষক, প্রতিপালক। [সং. √পুষ্ + তৃ (র্তৃ)]।

পোষ্টাই—(১) বিণ. পুষ্টিকর। (২) বি. পুষ্টি, পুষ্টিকর ঔষধ। [সং. পুষ্ট + বাং. আই]।

পোষ্য—বিণ. প্রতিপাল্য। [সং. √পুষ্ + য (র্ম)]। বি. **~পুত্র**—দত্তকপুত্র, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীয় সন্তানরূপে গৃহীত ও প্রতিপালিত অপরের পুত্র। বি. **~বর্গ**—প্রতিপাল্য ব্যক্তিবর্গ।

পোস্ট—বি. ডাকবিলির সরকারী ব্যবস্থা, ডাক (আজকের পোস্টে তার চিঠি এল); খুঁটি, থাম (ল্যাম্প-পোস্ট, টেলিগ্রাফের পোস্ট); পদ, অধিকার (হেড ক্লার্কের পোস্ট)। [ইং. post]। বি. **~অফিস, পোস্টাপিস**—ডাকঘর। বি. **~কার্ড**—সরকার-কর্তৃক মুদ্রিত চিঠি লেখার শক্ত কাগজবিশেষ। বি. **~মাস্টার**—ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

পোস্ট-গ্রাজুয়েট—বিণ. স্নাতকোত্তর; বি-এ বি-এস্‌সি বি-কম্ প্রভৃতি উপাধিলাভের পরবর্তী। [ইং. post-graduate]।

পোস্টমাস্টার, পোস্টাপিস—পোস্ট দ্রঃ।

পোস্ত—বি. আফিমফলের বীজ। [ফা. পোস্‌ত্]।

পোস্তা—বি. গ্রন্থি (মেরে পোস্তা ওড়ান); গঞ্জ. আড়ত (আলুপোস্তা); দেওয়াল বাঁধ প্রভৃতি মজবুত করিবার জন্য গাঁথনি বা ঠেস (পোস্তা বাঁধান)। [ফা. পুশ্‌তাহ্]।

পোহা—ক্রি. পোহান। [<সং. প্র+√ভা+বাং. আ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. ভোর হওয়া, শেষ হওয়া (রাত পোহান); কাটান (মাস পোহান); সেবন করা (রোদ পোহান); ভোগ করা, সহ্য করা (ঝামেলা বা হাঙ্গামা পোহান)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

পৌঁছ—বি. নাগাল; গন্তব্যস্থানে উপস্থিতি (পৌঁছ খবর)। [পৌঁছা দ্রঃ]।

পৌঁছা—(১) ক্রি. উপস্থিত হওয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে আসা বা যাইয়া উপস্থিত হওয়া (দিল্লী পৌঁছেছে); নাগাল পাওয়া (হাত পৌঁছে না)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [<সং. প্র+√ভূ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. পৌঁছা (সকল অর্থে); উদ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসা বা লইয়া যাওয়া (আমাকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দাও); নিকটে বা সামীপ্যে লইয়া যাওয়া (চিঠিখানা তাহার কাছে পৌঁছাইয়া দাও)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

পৌণ্ড্র—পুণ্ড্র দ্রঃ।

পৌত্তলিক—বিণ. প্রতিমাপূজক। [সং. পুত্তলি+ক]। বি. ~**তা**।

পৌত্র—বি. পুত্রের পুত্র বা তত্তুল্য ব্যক্তি, নাতি। [সং. পুত্র+অ]। বি. (স্ত্রী.) **পৌত্রী**—পুত্রের কন্যা বা তৎস্থানীয়া নারী, নাতিনী।

পৌনঃপুনিক—বিণ. বারংবার নিয়মিতভাবে ঘটে এমন (পৌনঃপুনিক ব্যয়, recurring expenditure); (গণি.) একরূপে বারংবার উৎপন্ন হয় এমন, recurring (পৌনঃপুনিক দশমিক)। [সং. পুনঃ+পুনঃ+ইক]। বি. ~**তা, পৌনঃপুন্য**।

পৌনে—বিণ. সিকি বা এক পাদ অংশ কম। [<সং. পাদ-উন>পা-ওন]।

পৌর—বি. নগরবাসী ('দুয়ার রুদ্ধ পৌর-ভবনে'); পুরবাসী (পৌরজন); নগর বা পুরী সম্বন্ধীয়, মিউনিসিপ্যাল (পৌরসভা); নগরের অধিবাসীরূপে প্রাপ্য, নাগরিক (পৌর অধিকার)। [সং. পুর+অ]। বি. ~**পিতা**—মিউনিসিপ্যালিটি অর্থাৎ পৌরসভার সদস্য। বি. ~**মুখ্য**—বিশেষভাবে নির্বাচিত পৌরসভার সদস্য, alderman [স. প.]। বি. ~**সভা, ~সঙ্ঘ**—নগরের পরিচ্ছন্নতা পথঘাট স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক সভা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। বি. ~**স্ত্রী**—পুরনারী, অন্তঃপুরবাসিনী, কুলনারী।

পৌরন্দর—বি. পুরন্দর অর্থাৎ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়, ঐন্দ্র। [সং. পুরন্দর+অ]।

পৌরব—(১) বিণ. পুরুরাজের বংশজাত। (২) বি. কৌরব, পাণ্ডব ইত্যাদি কুলের বংশধর। [সং. পুরু+অ]।

পৌরাঙ্গনা—বি. অন্তঃপুরিকা, পুরনারী। [সং. পৌর+অঙ্গনা]।

পৌরাণিক—বিণ. পুরাণ-সম্বন্ধীয়; পুরাণবেত্তা প্রাচীন; পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত (পৌরাণিক নাটক)। [সং. পুরাণ+ইক]। বিণ.(স্ত্রী.) **পৌরাণিকী**।

পৌরুষ—বি. পুরুষোচিত ভাব বা আচরণ; পুরুষকার; তেজ, বীর্য, পরাক্রম; পুরুষত্ব। [সং. পুরুষ+অ (ভা)]।

পৌরুষেয়—বিণ. পুরুষ-সম্বন্ধীয়; মানবিক; মনুষ্যকৃত (তু. বেদ অ-পৌরুষেয়)। [সং. পুরুষ+এয়]।

পৌরোহিত্য—বি. পুরোহিতের বৃত্তি, পুরোহিতগিরি, যাজন; সভাপতিত্ব, নেতৃত্ব (সভায় পৌরহিত্য করা)। [সং. পুরোহিত+য]।

পৌর্ণমাসী—বি. পূর্ণিমাতিথি; বৈষ্ণবশাস্ত্রে কৃষ্ণলীলা সঙ্ঘটনকারিণী যোগমায়ার রূপভেদ; বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিতা বর্ষীয়সী রমণী। [সং. পূর্ণমাস+অ+ঈ]।

পৌর্ব—বি. পূর্বকালের, আগের, বিগত (পৌর্বদেহ); পূর্বদিকের; পূর্বাঞ্চলের, প্রাচ্য। [সং. পূর্ব+য]। বিণ. (স্ত্রী.) **পৌর্বী**। বিণ. ~**দেহিক, ~দৈহিক**—পূর্বদেহ-ঘটিত; পূর্বজন্মের।

পৌর্বাপর্য—বি. পূর্বাপর-সম্বন্ধ; ক্রম-পরম্পরা (ঘটনার পৌর্বাপর্য-বিচার)। [সং. পূর্বাপর+য]।

পৌর্বাহ্ণিক—বিণ. পূর্বাহ্ণকালীন; পূর্বাহ্ণসম্বন্ধীয়; প্রাতঃকাল-সম্পর্কীয়। [সং. পূর্বাহ্ণ+ইক]।

পৌলস্ত্য—বি. পুলস্ত্যমুনির পুত্র অর্থাৎ কুবের রাবণ কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ। [সং. পুলস্ত্য+অ (অপত্যার্থে)]।

পৌলোমী—বি. পুলোমাদৈত্যের কন্যা, ইন্দ্রপত্নী শচী। [সং. পুলোমন্+অ+ঈ]।

পৌষ—বি. বাঙ্গালা বৎসরের নবম মাস। [সং. পৌষী+অ]। বি. ~**পার্বণ**—পৌষসংক্রান্তিতে (প্রধানতঃ নূতন চাউল) পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে নিবেদন করার উৎসব। বিণ. **পৌষালী**—পৌষমাস-সংক্রান্ত বা পৌষমাসে উৎপন্ন।

পৌষ্টিক—(১) বিণ. পুষ্টিকর। (২) বি. পুষ্টিসাধন কর্ম। [সং. পুষ্টি+ক]।

প্যাঁক—অব্য. হাঁসের ডাক। [ধ্বন্যা.]।

প্যাঁকাটি—পাঁকাটি-র রূপভেদ।

প্যাঁচা—পেঁচা-র বানানভেদ।

প্যাঁটরা—পেটরা-র রূপভেদ।

প্যাকবন্দী—বিণ. বাক্স বা অন্য কোন আধারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ। [ইং. packing+বাং. বন্দী]।

প্যাকিং—বি. কোন-কিছুর ভিতরে আবদ্ধকরণ; মোড়ক। [ইং. packing]।

প্যাচপ্যাচ—অব্য. জলকাদা মাড়াইয়া চলিবার শব্দ বা জলকাদায় বিশ্রীভাবে ভরিয়া যাইবার ভাব প্রকাশক (চারদিকে কাদা প্যাচপ্যাচ করছে)। [দেশী]। বিণ. **প্যাচপেচে**—প্যাচপ্যাচ করে এমন।

প্যাডেল—বি. পায়ের চাপ দিয়া যন্ত্র বা যান চালাইবার জন্য পা-দানবিশেষ। [ইং. paddle]।

প্যান্ট—বি. ইজের; ইউরোপীয় পায়জামা। [ইং. pantaloons]। বি. ফুলপ্যান্ট—গোড়ালি অবধি লম্বিত পায়জামাবিশেষ। বি. হাফপ্যান্ট—হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত পায়জামাবিশেষ।

প্যান্ডেল—বি. সভা পূজা প্রদর্শনী প্রভৃতির জন্য অস্থায়ী মণ্ডপ। [?]।

প্যানপ্যান—অব্য. নাকিকান্না বা নাছোড়বান্দা, অনুনয়ের ভাবসূচক (তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেবল প্যানপ্যান করছ)। বি. প্যানপ্যানানি, প্যানপ্যানানো, প্যান প্যানানি—প্যানপ্যান করণ। বিণ. প্যানপেনে—প্যানপ্যান করে এমন; প্যানপ্যানানিপূর্ণ।

প্যারা—বি. প্রবন্ধাদি রচনার বিভাগবিশেষ; অনুচ্ছেদ। [ইং. paragraph]।

প্যারাশুট—বি. অত্যুচ্চ স্থান হইতে নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণের সহায়ক ছত্রাকৃতি যন্ত্রবিশেষ—প্রধানতঃ বৈমানিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত, parachute। [ফ্রে]।

প্যারী—পেয়ার₂ দ্রঃ।

প্যালা—পেলা-র বানানভেদ।

প্যাসেঞ্জার—(১) বি. শকটারোহী, যানাদির যাত্রী (রেলের প্যাসেঞ্জার)। (২) বিণ. যাত্রীবাহী (প্যাসেঞ্জার ট্রেন)। [ইং. passenger]।

প্র- —অব্য. উৎকর্ষ প্রসিদ্ধি আধিক্য ব্যাপকতা আরম্ভ প্রভৃতি ভাবসূচক। [সং.]।

প্রকট—বিণ. প্রকৃষ্টরূপে বা বিশেষরূপে ব্যক্ত অথবা প্রকাশিত ('আসল মানুষ প্রকট হয়'—ক. ক.), স্পষ্ট (অসৌজন্য প্রকট হয়েছে)। [সং. প্র+ √কট্ (=প্রকাশ) +অ (র্তৃ)]। বি. ~ন—প্রকটীকরণ। বিণ. প্রকটিত—প্রকট হইয়াছে বা করা হইয়াছে এমন। বি. ~লীলা—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে ও অন্যত্র ব্যক্ত লীলা।

প্রকম্প, প্রকম্পন—বি. অতিশয় কম্পন। [সং. প্র+ কম্প, কম্পন]। বিণ. প্রকম্পিত—প্রকম্পযুক্ত।

প্রকরণ—বি. গ্রন্থাদির অধ্যায়; শাস্ত্রাংশ; প্রক্রিয়া; প্রস্তাব, প্রসঙ্গ, আলোচ্য বিষয়। [সং. প্র+ √কৃ+ অন (ভা)]।

প্রকর্ষ—বি. উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, উন্নতি। [সং. প্র+ √কৃষ্ +অ (ভা)]। বি. প্রকর্ষণ—বিশেষরূপে বা সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ; উন্নতিসাধনার্থ প্রকৃষ্টরূপে অনুশীলন।

প্রকল্প—বি. পরিকল্পনা (কৃষিপ্রকল্প, পুনর্বাসন-প্রকল্প)। [সং. প্র+ √ক৯প্ (=সামর্থ্য বা কল্পনা)+অ (করণে)]। বিণ. প্রকল্পিত—সংকল্পিত, স্থিরীকৃত।

প্রকাণ্ড—(১) বিণ. অতি বৃহৎ, মস্ত, বিশাল। (২) বি. গাছের গুঁড়ি। [সং.]।

প্রকাম—বিণ. ক্রি-বিণ. যথেষ্ট, পর্যাপ্ত। [সং.]।

প্রকার—বি. জাতি, শ্রেণী, রকম (বহুপ্রকার ফুল); রীতি, প্রণালী, উপায় (কি প্রকারে); প্রভেদ। [সং.]। বি. প্রকারান্তর—অন্য বা ভিন্ন প্রকার।

প্রকাশ—(১) বি. প্রকটন, প্রদর্শন (বীরত্ব-প্রকাশ), প্রচার (প্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া বা হওয়া), ব্যক্ত করা বা হওয়া (দুঃখ-প্রকাশ); উদয়, বিকাশ (সূর্যের প্রকাশ); প্রস্ফুটন (ফুলের প্রকাশ); সাধারণের সমক্ষে জাহির (গুপ্তকথা প্রকাশ); ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ (পত্রিকা প্রকাশ)। (২) বিণ. ব্যক্ত, বিজ্ঞাত, প্রচারিত (প্রকাশ থাকে যে)। [সং. প্র+ √কাশ্+অ (ভা, র্তৃ)]। ~ক—(১) বিণ. বি. প্রকাশকারী। (২) বি. যে ব্যক্তি পুস্তকাদি ছাপাইয়া প্রকাশ করে, publisher। বিণ. বি.(স্ত্রী.) প্রকাশিকা। বি. ~ন, ~না—পুস্তকাদি প্রকাশ করণ। বিণ. ~নীয়—প্রকাশযোগ্য। বিণ. ~মান—প্রকাশিত হইতেছে বা প্রকাশ পাইতেছে এমন; স্পষ্ট, ব্যক্ত। বিণ. প্রকাশিত—প্রকাশ করা হইয়াছে এমন। বিণ. প্রকাশ্য—প্রকাশযোগ্য; প্রকাশিত হইবে এমন (ক্রমশঃ প্রকাশ্য); সাধারণের অধিগম্য (প্রকাশ্য সভা); খোলাখুলি, সকলের সামনে কৃত বা সংঘটিত (প্রকাশ্য বিচার বা আলোচনা)। প্রকাশ্য দিবালোকে—দিনের বেলায় ও সর্বজনের দৃষ্টিগোচরে। ক্রি-বিণ. প্রকাশ্যে, প্রকাশ্যতঃ, (চলিত) প্রকাশ্যত—সাধারণের সামনে (প্রকাশ্যে বলা)।

প্রকীর্ণ—বিণ. বিক্ষিপ্ত, ছড়ান; বিবিধ (রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদির প্রকীর্ণ শ্লোক বা ধর্মোপদেশ)। [সং. প্র+কীর্ণ]।

প্রকীর্তি—বি. বিপুল যশঃ, বিশেষ খ্যাতি। [সং. প্র+ কীর্তি]। বিণ. ~ত—বিশেষভাবে খ্যাতি প্রচার করা হইয়াছে এমন; অতিশয় খ্যাতিমান্; প্রকৃষ্টরূপে বর্ণিত।

প্রকুপিত—বিণ. অত্যন্ত রুষ্ট বা রাগান্বিত; অত্যন্ত দূষিত (বায়ু বা পিত্ত প্রকুপিত)। [সং. প্র+কুপিত]। বিণ. (স্ত্রী.) প্রকুপিতা।

প্রকৃত—বিণ. সত্য, খাঁটি, বাস্তবিক (প্রকৃত ব্যাপার, প্রকৃত শিক্ষা); প্রাসঙ্গিক বা আংশিকভাবে আলোচিত (প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ)। [সং. প্র+ √কৃ+ত (র্ম)]। বি. ~ত্ব। ক্রি-বিণ. ~পক্ষে, ~প্রস্তাবে—আসলে, বস্তুতঃ, বাস্তবিক। বি. প্রকৃতার্থ—আসল মানে, গূঢ় মর্ম।

প্রকৃতি—বি. স্বভাব, চরিত্র (মানব-প্রকৃতি, যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি); অভ্যস্ত আচরণ (দুষ্টপ্রকৃতি); স্বাভাবিক গুণাগুণ, ধর্ম (বস্তুপ্রকৃতি); বাহ্যজগৎ, নিসর্গ (প্রকৃতির শোভা); সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ, আদ্যাশক্তি; সত্ত্ব রজ ও তম: এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বা আধার; সাংখ্যমতে নির্গুণ চৈতন্যময় পুরুষের বিপরীত ত্রিগুণাত্মক জড় তত্ত্ব (পুরুষ-সান্নিধ্যদ্বারা ইহার ভিতরে চৈতন্যের আধান হয়); প্রজাপুঞ্জ (প্রকৃতিরঞ্জন); নারী; অবিদ্যা, মায়া; (ব্যাক.) বিভক্তিহীন শব্দ বা ধাতু (প্রকৃতি-প্রত্যয়)। [সং. প্র+ √কৃ+ক্তি]। বিণ. ~গত—স্বভাবসিদ্ধ। বিণ. ~জ, ~জাত, ~দত্ত, ~সিদ্ধ—স্বভাবজাত, স্বাভাবিক, নৈসর্গিক। বি. প্রকৃতি-পূজা—বৃক্ষ-পর্বতাদি জড়প্রকৃতির উপাসনা। বি. ~বাদ—প্রকৃতির দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও নিয়মন সাধিত হইতেছে: এই মত, জড়বাদ; শব্দের বুৎপত্তিগত

বা মূল অর্থের বিচার। বিণ. ~বিরুদ্ধ—স্বভাবগত নহে এমন, অস্বাভাবিক। বিণ. ~স্থ—স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত (তিনি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না); সুস্থ, ধাতস্থ।

প্রকৃষ্ট—বিণ. শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রশস্ত (প্রকৃষ্ট উপায় বা পথ)। [সং. প্র+ √কৃষ্‌+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রকৃষ্টা**। বি. ~তা, ~ত্ব।

প্রকোপ—বি. প্রাবল্য (রোগের প্রকোপ); বিষম ক্রোধ। [সং. প্র+কোপ]। বি. ~ন, ~ণ—উত্তেজন; ক্রুদ্ধ-করণ; বৃদ্ধিকরণ। বিণ. **প্রকোপিত**—উত্তেজিত; ক্রুদ্ধ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

প্রকোষ্ঠ—বি. কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত দেহাংশ; কক্ষ, ঘর; দরজার পার্শ্বস্থ ঘর; মহল। [সং. প্র+ √কুষ্‌+থ]।

প্রক্রিয়া—বি. কার্যসাধন গবেষণা প্রভৃতির প্রণালী (বৈজ্ঞানিক বা আধুনিক প্রক্রিয়া); গ্রন্থের বিশেষ অধ্যায় বা প্রকরণ (ণিজন্ত প্রক্রিয়া); প্রয়োগ বা অনুষ্ঠান (তান্ত্রিক প্রক্রিয়া)। [সং. প্র+ক্রিয়া]।

প্রক্ষালন—বি. ধৌতকরণ, পরিষ্কার করা। [সং. প্র+ √ক্ষালি+অন (ভা)]। বিণ. **প্রক্ষালিত**—ধৌত।

প্রক্ষিপ্ত—প্রক্ষেপ দ্রঃ।

প্রক্ষেপ—বি. নিক্ষেপ; অন্তরে স্থাপন; বিন্যাস; রচনার মধ্যে লেখক ভিন্ন অন্যকর্তৃক সন্নিবেশিত অংশ, interpolation। [সং. প্র+ √ক্ষিপ্‌+অ (ভা)]। বিণ. **প্রক্ষিপ্ত**—নিক্ষিপ্ত; অন্তর্নিবেশিত; রচনার যে-অংশের মধ্যে মূল লেখক ব্যতীত অন্য কাহারও লেখা যোগ করা হইয়াছে এমন। বিণ. বি. ~ক—প্রক্ষেপকারী। বি. ~ণ—প্রক্ষিপ্ত করা। বিণ. ~ণীয়—প্রক্ষেপণের যোগ্য।

প্রক্ষোভ—বি. ভাবাবেগ, emotion [বি. প.]। [সং. প্র+ক্ষোভ]।

প্রখর—বিণ. অতিশয় ধারাল; তীব্র, কড়া (প্রখর সূর্য-কিরণ, প্রখর দৃষ্টি)। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রখরা**। বি. ~তা, ~ত্ব।

প্রখ্যাত—বিণ. বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। [সং. প্র+খ্যাত]। বিণ. ~নামা (-মন্‌)—স্বনামপ্রসিদ্ধ, যশস্বী।

প্রখ্যাপন—বি. ঘোষণাকরণ, কীর্তন (গুণ-প্রখ্যাপন)। [সং প্র+ √খ্যা+ণিচ্‌+অন (ভা)]। বিণ. **প্রখ্যাপক**—ঘোষণাকারী। বিণ. **প্রখ্যাপিত**—ঘোষিত।

প্রগণ্ড—বি. কনুই হইতে কাঁধ পর্যন্ত বাহুর অংশ। [সং. প্র+গণ্ড]।

প্রগত—বিণ. প্রস্থিত; অগ্রে গমনকারী; পৃথগ্‌ভূত। [সং. প্র+গত]।

প্রগতি—বি. জ্ঞানে বা কর্মে অগ্রগতি, উন্নতি; ক্রমোন্নতি; (গণি.) নিয়মিতভাবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যা-শ্রেণী progression [বি. প.]। [সং. প্র+গতি]।

প্রগমন—বি. প্রস্থান, দূরে গমন। [সং. প্র+গমন]।

প্রগল্‌ভ—বিণ. দাম্ভিক; ধৃষ্ট, মান্য ব্যক্তির সম্মান-রক্ষা না করিয়া কথা বলে এমন; নির্লজ্জ; অকুণ্ঠিত, সপ্রতিভ, নির্ভীক। [সং. প্র+ √গল্‌ভ্‌ (=ধার্ষ্ট্য)+অ (র্তৃ)]। **প্রগল্‌ভা**—(১) বিণ. প্রগল্‌ভ-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. কামাতুরা রতিকুশলা তরুণী নায়িকা। বি. ~তা।

প্রগাঢ়—বিণ. অতিশয় গভীর (প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, পাণ্ডিত্য)। [সং. প্র+গাঢ়]। বি. ~তা।

প্রগুণ—বিণ. প্রকৃষ্ট গুণের অধিকারী, সুদক্ষ।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—বি. লাগাম, বল্‌গা; বাঁধিবার দড়ি। [সং. প্র+ √গ্রহ্‌+অ (ণে)]।

প্রচণ্ড—বিণ. প্রখর, অত্যুগ্র; দুর্ধর্ষ; প্রবল; ভীষণ; অসহ্য (প্রচণ্ড আঘাত, প্রচণ্ড রৌদ্র, প্রচণ্ড লালসা)। [সং. প্র+চণ্ড]। বি. ~তা।

প্রচয়—বি. চয়ন; সঞ্চয়; রাশি; বৃদ্ধি। [সং. প্র+ √চি+অ]।

প্রচল—(১) বিণ. প্রচলিত, চালু। (২) বি. প্রচলিত রীতি, বা প্রথা, convention [বি. প.]। সং. প্র+চল]। বি. **প্রচলন**—প্রবর্তন, চালুকরণ; চলন; প্রচার (পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বা বেশভূষার প্রচলন)। বিণ. **প্রচলিত**—প্রচলন করা হইয়াছে এমন; প্রবর্তিত; চালু (প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাস)।

প্রচায়—প্রচয়-এর রূপভেদ।

প্রচার—বি. প্রচলন; সকলের অবগতির জন্য সবিশেষ বিজ্ঞপ্তি (ধর্মপ্রচার, সংবাদ-প্রচার); রটনা; প্রকাশ। [সং. প্র+ √চর্‌+অ (ভা)]। বিণ. ~ক—প্রচারকারী। বি. ~ণ, ~ণা—প্রচারের কাজ। বিণ. **প্রচারিত**—প্রচার করা হইয়াছে এমন।

প্রচিত—বিণ. চ[illegible]। সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন; সঞ্চিত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। [সং. প্র+ √চি+ত (র্ম)]।

প্রচীয়মান—বিণ. উপচীয়মান, ক্রমবর্ধমান, বৃদ্ধিশীল। [সং. প্র+ √চি+মান (শানচ্‌)র্ম]।

প্রচুর—বিণ. প্রভূত, ঢের, বহু, অনেক; পর্যাপ্ত, যথেষ্ট। [সং. প্র+ √চুর্‌+অ (র্তৃ)]। বি. **প্রাচুর্য** দ্রঃ।

প্রচেতাঃ (-তস্‌), (চলিত) **প্রচেতা**—(১) বিণ. প্রকৃষ্টচিত্ত, জ্ঞানী; হৃষ্ট, সুখী, প্রশান্তচিত্ত। (২) বি. জলদেবতা বরুণ; প্রজাপতিবিশেষ। [সং. প্র(উৎকৃষ্ট)+চেতস্‌]।

প্রচেষ্টা—বি. বিশেষভাবে চেষ্টা, প্রয়াস; সাধনা, অধ্যবসায়; বিশেষ উদ্যম (কর্ম-প্রচেষ্টা)। [সং. প্র+চেষ্টা]।

প্রচ্ছদ—বি. আবরণ, আচ্ছাদন। [সং. প্র+ √ছদ্‌+ণিচ্‌+অ (ণে)]। বি. ~পট—পরদা (Screen), আবরণের কাপড় বা কাগজ; মলাট।

প্রচ্ছন্ন—বিণ. আবৃত; গুপ্ত (প্রচ্ছন্ন প্রেম, শক্তি, বিদ্রূপ), লুক্কায়িত। [সং. প্র+ √ছদ্‌+ণিচ্‌+ত (র্ম)]। বি. ~তা।

প্রচ্ছাদন—বি. আচ্ছাদন, আবরণ; উত্তরীয়বস্ত্র; আবরণবস্ত্র। [সং. প্র+ √ছদ্‌+ণিচ্‌+অন (ভা, ণে)]। বিণ. **প্রচ্ছাদিত**—আবৃত, আচ্ছাদিত।

প্রচ্ছায়—বি. নিবিড় ছায়া বা ছায়াময় স্থান। [সং. প্র+ছায়া]। বি. **প্রচ্ছায়া**—(জ্যোতি.) গ্রহণের সময়ে চন্দ্র বা পৃথিবী হইতে নিক্ষিপ্ত নিবিড় ছায়া, umbra [বি. প.]।

প্রজনন—বি. গবাদি পশুর গর্ভসঞ্চারকরণ, breeding। [সং. প্র+ √জন্‌+ণিচ্‌+অ (ভা)]।

প্রজনন—বি. সন্তানোৎপাদন; প্রসব, জন্মদান। [সং. প্র+ √জন্+ণিচ্+অন (ভা)]।

প্রজন্ম—বি. সমকালীন ব্যক্তিবৃন্দ, generation (এই প্রজন্মের রুচি-বৈচিত্র্য)। পুরুষপরম্পরার বিশেষ এক স্তর।

প্রজা—বি. প্রাণিবর্গ (প্রজাপতি); সন্তান, সন্ততি (প্রজাবতী); রাষ্ট্রের বা জমিদারির শাসনাধীন লোক-সমূহ, রায়ত; ভাড়াটে, জনসাধারণ। [সং. প্র+ √জন্+অ(র্তৃ)+আ]। বি. ~**তন্ত্র**—সাধারণতন্ত্র; প্রজাবর্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্রশাসন বা শাসিত রাষ্ট্র, republic। বিণ. ~**তান্ত্রিক**, ~**তন্ত্রী**—প্রজাতন্ত্রবিধিদ্বারা শাসিত (প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র)। বি. ~**পতি**—জীববর্গের স্রষ্টা বা প্রধান পালক, বিধাতা (প্রজাপতির নির্বন্ধ); ব্রহ্মা; মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ বশিষ্ঠ ভৃগু ও নারদ: ব্রহ্মার এই দশজন মানসপুত্র; (বাং.) বিচিত্রপক্ষ ষট্‌পদী পতঙ্গ-বিশেষ। ~**বতী**—(১) বিণ. সন্তানশালিনী। (২) বি. ভ্রাতৃজায়া। বি. ~**বিলি**—নির্দিষ্ট খাজনায় জমিদার কর্তৃক প্রজাকে জমি ভোগ করার অধিকারদানের বন্দোবস্ত। বি. ~**বৃদ্ধি**—বংশবৃদ্ধি; রাষ্ট্র দেশ প্রভৃতির জনসংখ্যাবৃদ্ধি। বি. ~**শক্তি**—সম্মিলিত প্রজাবর্গের ক্ষমতা।

প্রজাত—বিণ. উৎপন্ন। [সং. প্র+জাত]। বিণ (স্ত্রী.) **প্রজাতা**। বি. **প্রজাতি**—কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের বিশেষ এক শ্রেণী, species।

প্রজায়িনী—বি. মাতা, সন্তানপ্রসবকারিণী। [সং. প্র+ √জন্+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।

প্রজ্ঞ—বিণ. জ্ঞানবান্, বিচক্ষণ। [সং. প্র+ √জ্ঞা+অ (র্তৃ)]।

প্রজ্ঞপ্তি—বি. বিশেষভাবে জ্ঞাতকরণ, নিবেদন। [সং. প্র+ √জ্ঞা+ণিচ্+তি]।

প্রজ্ঞা—বি. উৎকৃষ্ট বোধশক্তি বা বুদ্ধি; গভীর জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান (স্থিতপ্রজ্ঞ)। [সং. প্র+ √জ্ঞা+অ (ভা)]। বি. ~**চক্ষু**—জ্ঞাননেত্র; তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির শক্তি। বিণ. ~**ত**—বিশেষভাবে বিদিত বা অবগত; অতি প্রসিদ্ধ। বি. ~**ন**—বিশেষ জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান; চিহ্ন; সঙ্কেত। বিণ. ~**পক**—বিশেষভাবে প্রচারকারী। বি. ~**পন**—বিশেষভাবে প্রচার। বি. ~**পারমিতা**—জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা; (বৌদ্ধমতে) জ্ঞানের দেবী; জ্ঞানের পরি-পূর্ণতা। বিণ. ~**বান্** (বৎ)—তত্ত্বজ্ঞানী।

প্রজ্বলন—বি. অতিশয় জ্বলন; প্রদীপন। [সং. প্র+ জ্বলন]। বিণ. **প্রজ্বলিত**—জ্বলন্ত, প্রদীপ্ত। বি. **প্রজ্বালন**—প্রজ্বলিত করা। বিণ. **প্রজ্বালিত**—ভালভাবে জ্বালান হইয়াছে এমন।

প্রণত—বিণ. প্রণাম বা নমস্কার করিতেছে এমন; নত হইয়াছে বা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন। [সং. প্র+নত]। বি. **প্রণতি**—প্রণাম, নমস্কার; নত অবস্থা।

প্রণব—বি. ওঁকার (হিন্দুগণ যে মন্ত্র পাঠপূর্বক ঈশ্বরের আরাধনা করে); আদিধ্বনি; ব্রহ্মের শব্দ-প্রতীক; বেদের মূল। [সং. প্র+ √নু (স্তুতি)+অ (ণে)]।

প্রণয়—বি. প্রেম, ভালবাসা; অনুরাগ, প্রীতি; সৌহার্দ; বন্ধুত্ব। বি. ~**ভঙ্গ**—পূর্বপ্রেম বা প্রীতির সম্পর্কচ্ছেদ। [সং. প্র+ √নী+অ]।

প্রণয়ন—বি. রচনা (গ্রন্থ-প্রণয়ন), নির্মাণ। [সং. প্র+ √নী+অন (ভা)]।

প্রণয়ী (-য়িন্)—(১) বি. প্রেমপাত্র; অনুরক্ত বা অনুরাগ-লাভের উপযুক্ত পুরুষ অথবা নায়ক। (২) বিণ. প্রেমিক, প্রণয়াস্পদ। [সং. প্রণয়+ইন্]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রণয়িনী**।

প্রণাম—বি. প্রণতি, ভূমিতে বা পায়ের উপর আনত হইয়া অভিবাদন; নমস্কার। [সং. প্র+ √নম্+অ(ভা)]। **দণ্ডবৎ প্রণাম**—দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম। **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক দুই চক্ষু দুই কর বক্ষঃস্থল দুই জানু ও দুই চরণ মাটিতে প্রসারিত করিয়া বাক্য-ও-ধী অর্থাৎ মনঃসংযোগসহ প্রণাম। **প্রণামী**—(১) বি. প্রতিমা গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে প্রণামকালে প্রদেয় দক্ষিণা (গুরু-প্রণামী)। (২) বিণ. প্রণামকালে দেয় (প্রণামী কাপড়)।

প্রণালী—বি. নর্দমা, জলনালী; (ভূগো.) দুই বৃহৎ জল-ভাগের মধ্যে যোগস্থাপক সঙ্কীর্ণ জলভাগ; পদ্ধতি (শিক্ষাদানের বা জীবনযাত্রার প্রণালী), ধারা, রীতি; কার্যক্রম, procedure [স. প.]। [সং. প্র+নালী]।

প্রণাশ—বি. বিনাশ, মৃত্যু, লয়। [সং. প্র+নাশ]।

প্রণিধান—বি. একাগ্রভাবে মনোনিবেশ (প্রণিধানের যোগ্য), অভিনিবেশ; ধ্যান, সমাধি; অর্পণ, স্থাপন। [সং. প্র+নিধান]।

প্রণিধি—বি. চর; দূত; প্রণিধান; প্রার্থনা। [সং. প্র+ নি+ √ধা+ই (র্ম, ভা)]।

প্রণিপাত—বি. প্রণাম; ভূমিতে লুটাইয়া অভিবাদন। [সং. প্র+নি+ √পত্+অ]।

প্রণিহিত—বিণ. অভিনিবিষ্ট; সমাহিত; অর্পিত; স্থাপিত। [সং. প্র+নি+ √ধা+ত (র্ম)]।

প্রণীত—বিণ. রচিত, কৃত, নির্মিত। [সং. প্র+ √নী+ ত (র্ম)]।

প্রণেতা (-তৃ)—বিণ. প্রণয়নকারী; রচনাকারী, নির্মাতা। [সং. প্র+ √নী+তৃ (র্তৃ)]।

প্রণোদন—বি. প্রেরণা দান, প্রোৎসাহন; প্ররোচন; নিয়োজন। [সং. প্র+ √নুদ্+ণিচ্+অন (ভা)]: বিণ. **প্রণোদিত**—প্রণোদন বা প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে এমন (অন্ধ সংস্কারের দ্বারা প্রণোদিত)।

প্রতপ্ত—বিণ. অতিশয় উত্তপ্ত। [সং. প্র+তপ্ত]।

প্রতর্ক—বি. সন্দেহ, আন্দাজ, অনুমান; বিচার। [সং. প্র+তর্ক]। বিণ. **প্রতর্ক্য**—বিচার বা অনুমানের বিষয়ীভূত।

প্রতত—বিণ. বিস্তারযুক্ত, দূরপ্রসারী। [সং. প্র+ √তন্ +ত (র্তৃ)]।

প্রতনু—বিণ. অতি ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম বা সরু। [সং. প্র+তনু]।

প্রতান—বি. (লতাদির) বিস্তার; লতার আঁশ বা আকর্ষ। [সং. প্র+ √তন্+অ]।

প্রতাপ—বি. পরাক্রম, প্রচণ্ড ক্ষমতা (প্রতাপান্বিত);

তেজ; প্রভাব; উত্তাপ। [সং. প্র+তাপ]। বিণ. **প্রতাপী** (-পিন্)—প্রতাপসম্পন্ন।

প্রতারণা, প্রতারণ—বি. প্রবঞ্চনা, ঠকামি, জুয়াচুরি, ছলনা, শঠতা। [সং. প্র+√তৃ+ণিচ্+অন (ভা), +আ]। বিণ. **প্রতারক**—প্রতারণাকারী, প্রবঞ্চক। বিণ. **প্রতারিত**—প্রবঞ্চিত, ঠকিয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রতারিতা**।

প্রতি—অব্য. (অনুসর্গ বা উপসর্গরূপে ব্যবহৃত) উপর, সম্বন্ধে, বিষয়ে (ফুলের প্রতি আকর্ষণ); দিকে, অভিমুখে (শত্রুর প্রতি কটূক্তি, আমার প্রতি দৃষ্টি দাও); প্রত্যেক, সমস্ত (প্রতিক্ষণ); পরিবর্ত (প্রতিনিধি); পালটা (প্রতিহিংসা); সমীপ (প্রতিবাসী, প্রতিবেশী); বিপরীত (প্রতিবিধান); বিরুদ্ধ (প্রতিমল্ল); অনুরূপ, অবিকল (প্রতিমূর্তি); উদ্দেশে, লক্ষ্য করিয়া (দস্যুপ্রতি উক্তি); সমান (প্রতিযোগিতা), অংশ (প্রতিজিহ্বা)। [সং.]।

প্রতিকরণীয়, প্রতিকর্তা—**প্রতিকার** দ্রঃ।

প্রতিকর্ম—বি. প্রতিকার, প্রতিশোধ; প্রসাধন। [সং. প্রতি+কর্ম]।

প্রতিকর্ষ—বি. আকর্ষণ। [সং. প্রতি+কৃষ্+অ (ভা)]।

প্রতিকায়—বি. প্রতিমূর্তি। [সং. প্রতি+কায়]।

প্রতিকার—বি. প্রতিবিধান; (অভাবের প্রতিকার); প্রতিশোধ; দমন; নিবারণ (অন্যায়ের বা রোগের প্রতিকার)। [সং. প্রতি+√কৃ+অ (ভা)]। বিণ. **প্রতিকরণীয়, প্রতিকার্য**—প্রতিকার করা উচিত বা প্রতিকার করা সম্ভব এমন। বিণ. বি. **প্রতিকর্তা** (-র্তৃ)—প্রতিকারকারী; প্রতিফলদানকারী। বিণ. **প্রতিকৃত**—প্রতিকার করা হইয়াছে এমন; উপশমিত; দমিত।

প্রতিকূল—বিণ. বিরুদ্ধ (প্রতিকূল আবহাওয়া); বিপরীত; বিপক্ষ; বাম; শত্রুতাপূর্ণ; অপ্রসন্ন (প্রতিকূল দৈব)। [সং. প্রতি+কূল]। বি. **~তা**।

প্রতিকৃত—**প্রতিকার** দ্রঃ।

প্রতিকৃতি—বি. প্রতিমূর্তি, বাস্তবের সদৃশ দেহ; (বিরল) প্রতিকার। [সং. প্রতি+√কৃ+তি (র্ম, ভা)]।

প্রতিক্রম—বি. বিপরীত ক্রম। [সং. প্রতি+ক্রম]।

প্রতিক্রিয়া—বি. (ঔষধ খাদ্য শক্তি প্রভৃতি) প্রয়োগের ফলে যে ক্রিয়া আরম্ভ হয় (বিষের প্রতিক্রিয়া); উত্তেজনাদি শেষ হইয়া গেলে যে অবসাদ আসে (ব্যর্থ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া), ক্রিয়ার পরিণাম (বিরূপ প্রতিক্রিয়া); বাহিরের ঘটনায় মানসিক অবস্থার রূপান্তর (এই সংবাদে তাঁহার মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়)। প্রগতিবিরুদ্ধ ক্রিয়া বা আচরণ; প্রতিবিধান। [সং. প্রতি+ক্রিয়া]। বিণ. **~শীল**—প্রগতিবিরুদ্ধ, reactionary।

প্রতিক্ষণ, প্রতিক্ষণে—ক্রি-বিণ. প্রতিমুহূর্তে; সর্বদা। [সং. প্রতি+ক্ষণ]।

প্রতিগমন—বি. প্রত্যাবর্তন। [সং. প্রতি+গমন]। ক্রি. **প্রতিগমন করা**—ফিরিয়া যাওয়া বা আসা।

প্রতিগ্রহ—বি. গ্রহণ; যাহা দান করা হইয়াছে (দানপ্রতিগ্রহ); স্বীকার; অঙ্গীকার; প্রদত্ত বা দেয় বস্তু; (জ্যোতিষ.) প্রতিকূল গ্রহ। [সং. প্রতি+√গ্রহ্+অ (ভা, র্ম, র্তৃ)]। বি. **~ণ**—দানগ্রহণ; স্বীকার। বিণ. **~ণীয়**—প্রতিগ্রহণযোগ্য।

প্রতিগ্রাহ—বি. স্বীকার; দানগ্রহণ। [সং. প্রতি+√গ্রহ্+ণিচ্+অ (ভা)]। বিণ. **প্রতিগ্রাহিত**—দান গ্রহণ করিতে সম্মত করানো হইয়াছে এমন। বিণ. বি. **প্রতিগ্রাহী** (-হিন্)—দানগ্রহণকারী (অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ)। বিণ. **প্রতিগ্রাহ্য**—প্রতিগ্রহণযোগ্য।

প্রতিঘ—(১) বি. প্রতিবন্ধক; ক্রোধ, বাধা। (২) বিণ. প্রতিকূল। [সং. প্রতি+√হন্+অ (ণে)]।

প্রতিঘাত—বি. আঘাতের বদলে আঘাত (তু. ঘাত-প্রতিঘাত)। [সং. প্রতি+√হন্+অ (ভা)]। বি. **~ন**—বধ, সংহার। বিণ. **প্রতিঘাতী** (-তিন্)—সংহারকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রতিঘাতিনী**।

প্রতিচক্ষুঃ (-ক্ষুস্), (চলিত) **প্রতিচক্ষু**—বি. চশমা। [সং. প্রতি+চক্ষুস্]।

প্রতিচিত্র—বি. চিত্রাদির অবিকল নকল, blueprint। [সং. প্রতি+চিত্র]।

প্রতিচ্ছায়া—বি. প্রতিবিম্ব; প্রতিকৃতি, সাদৃশ্য। [সং. প্রতি+ছায়া]।

প্রতিজিহ্বা—বি. আলজিভ। [সং. প্রতি+জিহ্বা]।

প্রতিজ্ঞা—বি. সঙ্কল্প, দৃঢ় পণ; শপথ, অঙ্গীকার; (জ্যামি.) প্রতিপাদ্য সম্পাদ্য বা উপপাদ্য বিষয়। [সং. প্রতি+√জ্ঞা+অ (ভা)]। বিণ. **~ত**—অবধারিত; সঙ্কল্পিত; অঙ্গীকৃত; স্বীকৃত; প্রস্তাবিত। বি. **~পত্র**—অঙ্গীকারপত্র, প্রতিজ্ঞার লিখিত দলিল, একরারনামা। বিণ. **প্রতিজ্ঞেয়**—অঙ্গীকারযোগ্য; অঙ্গীকারের বিষয়ীভূত।

প্রতিদত্ত—বিণ. প্রতিদানরূপে প্রদত্ত, প্রত্যর্পিত। [সং. প্রতি+দত্ত]।

প্রতিদান—বি. দানের বদলে দান; প্রত্যর্পণ, ফেরত; পরিশোধ। [সং. প্রতি+দান]।

প্রতিদিন—ক্রি-বিণ. প্রত্যহ, রোজ। [সং. প্রতি+দিন]।

প্রতিদিষ্ট—বিণ. প্রবলতর বিধান বা আদেশের দ্বারা নিবারিত। [সং. প্রতি+√দিশ্+ত (র্ম)]।

প্রতিদেয়—বিণ. প্রতিদানের যোগ্য বা বিষয়ীভূত। [সং. প্রতি+দেয়]।

প্রতিদ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বি. পরস্পরের দ্বন্দ্ব বা বিরোধ; প্রতিযোগিতা; অপরের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা বা সমকক্ষতা। [সং. প্রতি+দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বিতা]। বিণ. বি. **প্রতিদ্বন্দ্বী** (-ন্দ্বিন্)—বিপক্ষ, প্রতিযোগী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **প্রতিদ্বন্দ্বিনী**।

প্রতিধ্বনি—বি. শব্দ আঘাত পাইয়া পুনরায় যে শব্দ সৃষ্টি করে। [সং. প্রতি+ধ্বনি]। বিণ. **প্রতিধ্বনিত**—প্রতিধ্বনিদ্বারা মুখরিত (জয়ধ্বনি দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত)।

প্রতিনিধি—বি. প্রতিভূ; জামিন; কাহারও পরিবর্তে কাজ করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি; বদলি; অনুকল্প। [সং. প্রতি+নি+√ধা+ই (র্তৃ)]। বি. **~ত্ব**—প্রতিনিধির কাজ পদ বা কার্যকাল।

প্রতিনিবর্তন—**প্রতিনিবৃত্ত** দ্রঃ।

প্রতিনিবৃত্ত—বিণ. প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত ; ক্ষান্ত হওয়া, নিরস্ত। [সং. প্রতি+নিবৃত্ত]। বি. **প্রতিনিবৃত্তি, প্রতিনিবর্তন**—প্রত্যাবর্তন ; নিরস্ত হওয়া।

প্রতিনিয়ত—ক্রি-বিণ. সর্বদা (প্রতিনিয়ত বিবাদ-বিসংবাদ)। [সং. প্রতি+নিয়ত]।

প্রতিপক্ষ—বি. শত্রুপক্ষ ; বিরোধী দল ; প্রতিদ্বন্দ্বী ; প্রতিবাদী (প্রতিপক্ষের বক্তব্য)। [সং. প্রতি+পক্ষ]।

প্রতিপত্তি—বি. সম্মান, প্রতিষ্ঠা (সমাজে প্রতিপত্তি) ; প্রভাব ; ক্ষমতা ; (বিরল) জ্ঞান। [সং. প্রতি+ √পদ্ +তি (ভা)]। বিণ. **~শালী, ~শীল**—প্রতিপত্তি-সম্পন্ন।

প্রতিপদ্—বি. শুক্লপক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি। [সং. প্রতি+ √পদ্+কিপ্ (থি)]।

প্রতিপদে—**পদ** দ্রঃ।

প্রতিপন্ন—বিণ. অবধারিত (এই তত্ত্ব ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন) ; প্রমাণসিদ্ধ ; যুক্তিদ্বারা সমর্থিত বা মীমাংসিত ; প্রাপ্ত ; প্রতিশ্রুত। [সং. প্রতি+ √পদ্+ত (র্ত্)]।

প্রতিপাদন—বি. যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্যে অবধারণ (অসারতা-প্রতিপাদন, তত্ত্ব-প্রতিপাদন) ; নির্ণয় ; মীমাংসা ; সম্পাদন। [সং. প্রতি+ √পদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **প্রতিপাদক**—প্রতিপাদনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রতিপাদিকা**। বিণ. **প্রতিপাদনীয়, প্রতিপাদ্য**—প্রতিপাদনের যোগ্য বা বিষয়ীভূত, প্রমাণসাপেক্ষ (প্রতিপাদ্য বিষয়)। বিণ. **প্রতিপাদিত**—প্রতিপাদন করা হইয়াছে এমন।

প্রতিপালন—বি. পোষণ, লালন (সন্তান-প্রতিপালন) ; রক্ষণ (প্রতিশ্রুতি-পালন) ; রক্ষণাবেক্ষণ (রাজ্যের বা প্রজার প্রতিপালন)। [সং. প্রতি+পালন]। বিণ. বি. **প্রতিপালক**—প্রতিপালনকারী ; রক্ষণাবেক্ষণকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী) **প্রতিপালিকা**। বিণ. **প্রতিপালনীয়, প্রতিপাল্য**—প্রতিপালনযোগ্য ; প্রতিপালন করিতে হইবে এমন। বিণ. **প্রতিপালিত**—প্রতিপালন করা হইয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রতিপালিতা**।

প্রতিপোষণ—বি. সমর্থন ; সাহায্যকরণ। [সং. প্রতি+পোষণ]। বিণ. **প্রতিপোষক**—প্রতিপোষণকারী (প্রতিপোষক মূল্য)।

প্রতিপ্রসব—বি. পূর্বনিষিদ্ধ বিধানের পুনঃপ্রবর্তন [প্রতি (=বিরুদ্ধ)+প্রসব (=উৎপত্তি)]।

প্রতিফল—বি. প্রতিশোধ ; শাস্তি। [সং. প্রতি+ফল]।

প্রতিফলন—বি. প্রতিবিম্বপাত (সাহিত্যে জাতীয়-চরিত্রের প্রতিফলন) ; দর্পণাদিতে পতিত আলোকের প্রত্যাবর্তন, reflection। [সং. প্রতি+ √ফল্+অন (ভা)]।

প্রতিফলিত—বিণ. প্রতিবিম্বিত ; পতিত আলোক প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে এমন বা উক্ত প্রত্যাবৃত্ত আলোকে উদ্ভাসিত, reflected। [প্রতি+ √ফল্+ত (র্ম)]।

প্রতিবচন—বি. উত্তর ; প্রত্যুত্তর ; প্রতিকূল বাক্য ; সমানার্থক বাক্য ; প্রতিধ্বনি। [সং. প্রতি+বচন]।

প্রতিবদ্ধ—বিণ. বাধাপ্রাপ্ত ; ব্যাহত। [সং. প্রতি+বদ্ধ]।

প্রতিবন্ধ—বি. বাধা, অন্তরায়। [সং. প্রতি+ √বন্ধ্+অ (ভা)]। **~ক**—(১) বিণ. বাধাজনক ; পরিপন্থী। (২) বি. বাধা, অন্তরায়। **প্রতিবন্ধকতা**—বি. বাধাদান (কাজে প্রতিবন্ধকতা করা)। বিণ. বি. **প্রতিবন্ধী** (-ন্ধিন্) —বাধাযুক্ত ; বাধাজনক ; দৈহিক শক্তির একান্ত অভাব বা অঙ্গহানি হেতু যাহারা আশৈশব বাধাপ্রাপ্ত, মূক-বধির, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি।

প্রতিবল—(১) বিণ. সমান শক্তিমান্। (২) বি. শত্রুপক্ষীয় সৈন্য। [সং. প্রতি+বল]।

প্রতিবস্তূপমা—বি. উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা বোধগম্য হয় এমন অর্থালঙ্কারবিশেষ। [সং. প্রতি-+বস্তু+উপমা]।

প্রতিবাক্য—বি. উত্তর ; প্রত্যুত্তর ; প্রতিকূল বাক্য। [সং. প্রতি+বাক্য]।

প্রতিবাত—বিণ. ক্রি-বিণ. বায়ুর প্রতিকূল বা প্রতিকূলে, যে দিক্ দিয়া বায়ু বহিতেছে সে দিকের অভিমুখ বা অভিমুখে। [সং. প্রতি+বাত$_2$ দ্রঃ]।

প্রতিবাদ—বি. কোন উক্তি খণ্ডনের জন্য প্রত্যুক্তি ; আপত্তিজ্ঞাপন ; বিরুদ্ধ উক্তি। [সং. প্রতি+ √বদ্+অ (ভা)]। বিণ. বি. **প্রতিবাদী** (-দিন্)—বিরুদ্ধবাদী ; প্রতিপক্ষ ; বিবাদী ; আসামী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **প্রতিবাদিনী**।

প্রতিবাসী (-সিন্)—বিণ. বি. প্রতিবেশী, পড়শী, নিকটে বা পাশাপাশি বাসকারী। [সং. প্রতি+ √বস্+ইন্ (র্ত্)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **প্রতিবাসিনী**।

প্রতিবিধান—বি. প্রতিকার ; নিবারণের বা দূরীকরণের উপায়, প্রতিশোধ। [সং. প্রতি+বিধান]।

প্রতিবিধিৎসা—বি. প্রতিবিধানের ইচ্ছা। [সং. প্রতি+ বি+ √ধা+সন্+অ+আ]।

প্রতিবিপ্লব—বি. কোন বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদিগণের দ্বারা পরিচালিত আর এক বিপ্লব। [সং. প্রতি+বিপ্লব]। **প্রতিবিপ্লবী**—(১) বিণ. প্রতিবিপ্লবমূলক ; প্রতিবিপ্লবপন্থী। (২) বি. প্রতিবিপ্লবকামী বা প্রতিবিপ্লবসাধক ব্যক্তি।

প্রতিবিম্ব—বি. দর্পণাদিতে প্রতিফলিত মূর্তি, প্রতিচ্ছায়া। [সং. প্রতি+বিম্ব]। বি. **~ন**—প্রতিফলন, প্রতিবিম্বপাত। বিণ. **প্রতিবিম্বিত**—প্রতিফলিত ; প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে বা ফেলিয়াছে এমন (জাতীয় চরিত্র সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত)।

প্রতিবিহিত—বিণ. প্রতিবিধান করা হইয়াছে এমন। [সং. প্রতি+বি+ √ধা+ত (র্ম)]।

প্রতিবেদক—বি. (প্রধানতঃ সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে) বিবরণ-দাতা, reporter।

প্রতিবেদন—বি. অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন ; বিবরণী ; রিপোর্ট (report)। [সং. প্রতি+ √বিদ্+ণিচ্+অন (ভা)]।

প্রতিবেশ—বি. সন্নিহিত বাসগৃহসমূহ ; প্রতিবাসীদের গৃহ ; পরিপার্শ্ব ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা। [সং. প্রতি+ √বিশ্+অ (র্ধি)]।

প্রতিবেশী (-শিন্)—বিণ. বি. সন্নিহিত স্থানে বাসকারী, পড়শী। [সং. প্রতি+ √বিশ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **প্রতিবেশিনী**।

প্রতিবোধ, প্রতিবোধন—বি. বিকাশ; জাগরণ; বুঝাইয়া বা জাগাইয়া দেওয়া। [সং. প্রতি+বোধ, বোধন]।

প্রতিভা—বি. স্বভাবজাত ও অসামান্য বুদ্ধি (কবি-প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা); প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব; উদ্ভাবনী বুদ্ধি; অপূর্বনির্মাণশক্তিসম্পন্না প্রজ্ঞা; প্রভা, দীপ্তি। [সং. প্রতি+ √ভা+অ (ভা)]। বিণ. ~**ধর**, ~**শালী**—প্রতিভাযুক্ত।

প্রতিভাত—বিণ. উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত; স্পষ্টরূপে ব্যক্ত (ভক্ত-হৃদয়ে অবতার-রূপে প্রতিভাত); জ্ঞাত; আলোকিত; প্রতিফলিত। [সং. প্রতি+ √ভা+ত (র্ম)]।

প্রতিভাস—বি. মনোমধ্যে আকস্মিক প্রকাশ, দীপ্তি। [সং. প্রতি+ √ভাস্ (=দীপ্তি)+অ (ভা)]। বিণ. **প্রতিভাসিত**—ব্যক্ত, শোভিত, প্রভাযুক্ত।

প্রতিভূ—বি. প্রতিনিধি ('বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রাচ্য সভ্যতার প্রতিভূ' : রবীন্দ্র); জামিন। [সং. প্রতি+ √ভূ+কিপ্ (র্তৃ)]।

-প্রতিম—বিণ. (অন্য শব্দের শেষে যুক্ত হয়) তুল্য, সদৃশ (অগ্রজপ্রতিম, প্রাণপ্রতিম)। [সং. প্রতি+ √মা+অ (র্তৃ)]।

প্রতিমা—বি. প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতি; ঈশ্বরের শক্তিবিশেষের সাদৃশ্যকল্পনায় গঠিত দেবমূর্তি; বিগ্রহ (সৌন্দর্যের প্রতিমা)। [সং. প্রতি+ √মা+অ (র্ম)]।

প্রতিমুখ—বি. অভিমুখ, সম্মুখ। [সং. প্রতি+মুখ]।

প্রতিমুহূর্ত—ক্রি-বিণ. প্রতিক্ষণ, সর্বদা। [সং. প্রতি+মুহূর্ত]।

প্রতিমূর্তি—বি. প্রতিকৃতি; অনুরূপ চেহারা; প্রতিমা। [সং. প্রতি+মূর্তি]।

প্রতিযোগ—বি. শত্রুতা; বিরোধ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [সং. প্রতি+যোগ]। বিণ. বি. **প্রতিযোগী** (-গিন্)—প্রতিদ্বন্দ্বী; পরস্পর শক্তি-পরীক্ষাকারী; সমকক্ষ; প্রতিপক্ষ; বিপক্ষ। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **প্রতিযোগিনী**। বি. **প্রতিযোগিতা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা; বিপক্ষতা, সমকক্ষতা।

প্রতিরক্ষা—বি. সম্ভাব্য বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের রক্ষাব্যবস্থা, defence। [সং. প্রতিরক্ষা]। বি. **প্রতিরক্ষাবাহিনী**—প্রতিরক্ষাকার্যে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী, defence force।

প্রতিরুদ্ধ—প্রতিরোধ দ্রঃ।

প্রতিরূপ—(১) বি. প্রতিমূর্তি (নালন্দা ছিল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিরূপ), প্রতিবিম্ব; সাদৃশ্য। (২) বিণ. সদৃশ, তুল্য। [সং. প্রতি+রূপ]। বি. **প্রতিরূপক**—চিত্র; প্রতিবিম্ব; symbol (নালন্দা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন প্রতিরূপক)।

প্রতিরোধ—নিবারণ (আক্রমণ-প্রতিরোধ, রোগ-প্রতিরোধ); বাধাদান; নিরোধ; অবরোধ; আটক; প্রতিবন্ধ; ব্যাঘাত। [সং. প্রতি+রোধ]। বিণ. **প্রতিরুদ্ধ**, **প্রতিরোধিত**—প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন; বাধাপ্রাপ্ত, নিবারিত। বিণ. ~**ক**, **প্রতিরোধী** (-ধিন্)—প্রতিরোধকারী। বিণ. **প্রতিরোধ্য**—প্রতিরোধ করা সম্ভব বা প্রতিরোধ করিতে হইবে এমন।

প্রতিলিপি—বি. রচনা, ছবি প্রভৃতির যথাযথ নকল, copy। [সং. প্রতি+লিপি]।

প্রতিলোম—বিণ. বিপরীত, উলটা; প্রতিকূল (প্রতিলোম আচরণ)। [সং. প্রতি+লোমন্+অ]। **প্রতিলোম বিবাহ**—নিম্নবংশীয় পুরুষের সঙ্গে উচ্চবংশীয়া নারীর বিবাহ।

প্রতিশব্দ—বি. সমার্থক শব্দ, প্রতিধ্বনি। [সং. প্রতি+শব্দ]।

প্রতিশয়, প্রতিশয়ন—বি. দেবমন্দিরে প্রত্যাদেশকামনায় ধরনা বা হত্যা দেওয়া। [সং. প্রতি+ √শী+অ, অন (ভা)]।

প্রতিশোধ—বি. অন্যায়কারীর অনিষ্টসাধন, প্রতিহিংসা। [সং. প্রতি+শোধ]।

প্রতিশ্রুত—বিণ. অঙ্গীকৃত। [সং. প্রতি+ √শ্রু+ত (র্ম)]। বি. **প্রতিশ্রুতি**—অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা)।

প্রতিষেধ—বি. নিষেধ; নিবারণ; ত্যাগ, বর্জন। [সং. প্রতি+ √সিধ্+অ (ভা)]। বিণ. **প্রতিষিদ্ধ**—প্রতিষেধ করা হইয়াছে এমন। ~**ক**—(১) বিণ. প্রতিষেধ বা নিবারণ করে এমন, নিবারক (রোগ-প্রতিষেধক)। (২) বি. প্রতিষেধকর পদার্থ।

প্রতিষ্টম্ভ—বি. বাধা, প্রতিবন্ধ (বাহু প্রতিষ্টম্ভ) প্রতিরোধ। [সং. প্রতি+ √স্তম্ভ্+অ (ভা)]।

প্রতিষ্ঠা—বি. সংস্থাপন (প্রতিমা প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা); উৎসর্গ (বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা); (ব্রতাদি) উদ্‌যাপন; অবস্থান, যাহাতে স্থিতিলাভ হয় (কুলপ্রতিষ্ঠা), প্রতিপত্তি, খ্যাতি, গৌরব (সমাজে প্রতিষ্ঠা)। [সং. প্রতি+ √স্থা+অ (ভা)+আ]। বিণ. বি. ~**তা** (-র্তৃ)—প্রতিষ্ঠাকারী। বিণ. বি.(স্ত্রী.) ~**ত্রী**। বি. ~**ন**—সংস্থাপন; অবস্থান; বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতি সংস্থা, institution (শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান); প্রাচীন ভারতের নগরবিশেষ। বিণ. ~**বান্**—বিশেষ গৌরবসম্পন্ন (সরকারী মহলে প্রতিষ্ঠাবান্)। বিণ. **প্রতিষ্ঠিত**—প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এমন (সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত); বদ্ধমূল (আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত)।

প্রতিষ্ঠাপন—বি. সংস্থাপন; অর্পণ; উৎসর্গ। [সং. প্রতি+ √স্থা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. বি. **প্রতিষ্ঠাপয়িতা** (-র্তৃ)—প্রতিষ্ঠাকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **প্রতিষ্ঠাপয়িত্রী**। বিণ. **প্রতিষ্ঠাপিত**—প্রতিষ্ঠাপন করা হইয়াছে এমন।

প্রতিষ্ঠিত—প্রতিষ্ঠা দ্রঃ।

প্রতিসংহার—বি. (অস্ত্রাদি) সংবরণ; নিবর্তন; ফিরাইয়া লওয়া। [সং. প্রতি+সম্+ √হৃ+অ (ভা)]। বিণ. **প্রতিসংহৃত**—ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন।

প্রতিসর—বি. কঙ্কণ বা বলয়বিশেষ।

প্রতিসরণ—বি. (বিজ্ঞা.) এক স্বচ্ছ পদার্থ হইতে ভিন্ন

স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিলে আলোকরশ্মির স্বাভাবিক গতিপথের যে পরিবর্তন হয়, refraction [বি. প.]। [সং. প্রতি + √সৃ + অন (ভা)]। বিণ. **প্রতিসৃত**—(বিজ্ঞা.) প্রতিসরণযুক্ত, পরাবর্তিত।

প্রতিসর্গ—বি. ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্যের পর তাঁহার মানসপুত্রগণ কর্তৃক সৃষ্টি; প্রলয়। [সং. প্রতি + সর্গ (= সৃষ্টি)]।

প্রতিসারণ—বি. দূরীকরণ, অপসারণ। [সং. প্রতি + √সৃ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণ. **প্রতিসারিত**—দূরীকৃত; পরিচালিত; সংশোধিত।

প্রতিসারী (-রিন্)—বিণ. বিপরীতগামী বা প্রতিকূলগামী। [সং. প্রতি + √সৃ + ইন্ (র্তৃ)]।

প্রতিস্পর্ধী (-স্পর্ধিন্)—বি. প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী। [সং. প্রতি + স্পর্ধা + ইন্]।

প্রতিহত—বিণ. আঘাতপ্রাপ্ত; বাধাপ্রাপ্ত (গতি বা চেষ্টা প্রতিহত); আহত, নিবারিত; ব্যাহত। [সং. প্রতি + √হন্ + ত (র্ম)]।

প্রতিহনন—বি. হত্যাকারীকে বধ। [সং. প্রতি + হনন]।

প্রতিহন্তা (-ন্তৃ)—বিণ. বি. হত্যাকারী বা আঘাতকারীকে যে বধ করে। [সং. প্রতি + হন্তা]।

প্রতিহর্তা (-র্তৃ)—বিণ. বি. প্রতিঘাতকারী; নিবারণকারী। [সং. প্রতি + √হৃ + তৃ (র্তৃ)]।

প্রতিহার—বি. (বিরল) সদর দরজা; দৌবারিক; পরিহার, বর্জন। [সং. প্রতি + √হৃ + অ (র্ম, র্তৃ, ভা)]। বি. **প্রতিহারী** (-রিন্)—দৌবারিক। বি. (স্ত্রী) **প্রতিহারিণী**।

প্রতিহার্য—বিণ. পরিহারযোগ্য বর্জনীয়। [সং. প্রতি + √হৃ + য (র্ম)]।

প্রতিহিংসা—বি. বৈরনির্যাতন; হিংসার বদলে হিংসা; প্রতিশোধ। [সং. প্রতি + হিংসা]।

প্রতীক—(১) বি. অবয়ব, অঙ্গ; প্রতিমা; চিহ্ন, ঈশ্বর ইত্যাদি অকল্পনীয় বা বিরাট পদার্থের কল্পনায় সহায়ক বস্তু (প্রতীক-উপাসনা), symbol। (২) বিণ. প্রতিকূল। [সং. প্রতি + √ই + ঈক]। বি. ~**বাদ**, ~**তা**, **প্রতীকীবাদ**—সাহিত্যে (বিশেষতঃ কাব্যে) সঙ্কেত দ্বারা ভাবপ্রকাশের পদ্ধতি, symbolism।

প্রতীকার—**প্রতিকার**-এর বানানভেদ।

প্রতীক্ষা—(১) বি. অপেক্ষা, সবুর; আশা, প্রত্যাশা; সম্ভাবিত বিষয়ের জন্য অপেক্ষা (শুভদিনের প্রতীক্ষা)। (২) ক্রি. (কাব্যে) অপেক্ষা করা। [সং. প্রতি + √ঈক্ষ্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **প্রতীক্ষমাণ**—প্রতীক্ষাকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রতীক্ষমাণা**। বিণ. **প্রতীক্ষিত**—(যাহার) প্রতীক্ষা করা হইয়াছে এমন, অপেক্ষিত। বিণ. **প্রতীক্ষ্যমাণ**—(যাহার) অপেক্ষা করা হইতেছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রতীক্ষ্যমাণা**। বিণ. **প্রতীক্ষ্য**—প্রতীক্ষার যোগ্য; পূজ্য, আরাধ্য।

প্রতীচী—বি. পশ্চিম দিক্; (বাং.) পৃথিবীর পশ্চিম অংশস্থ দেশসমূহ। [সং. প্রতি + √অঞ্চ্ + ক্বিপ্ + ঈ]। বিণ. ~**ন**, **প্রতীচ্য**—পশ্চিম দিকস্থ; পাশ্চাত্ত্য, পশ্চিমদেশীয় (বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার)।

প্রতীতি—বি. উপলব্ধি, জ্ঞান, বোধ; ধারণা; প্রত্যয়, বিশ্বাস (প্রতীতি জন্মিয়াছে)। [সং. প্রতি + √ই + তি (ভা)]। বিণ. **প্রতীত**—প্রতীতি বা বিশ্বাস জন্মিয়াছে এমন (অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীত)।

প্রতীত্যসমুৎপাদ—বি. (বৌদ্ধমতে) কতকগুলি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে অপর বস্তুর উৎপাদন বা উদ্ভব (dependent origination)। [সং.]।

প্রতীপ—(১) বিণ. (জ্যামি.) ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত (প্রতীপ কোণ); বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল (প্রতীপগামী)। (২) বি. অর্থালঙ্কারবিশেষ: ইহাতে প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তু উপমেয়রূপে কল্পিত হয়, বা প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তুর নিষ্ফলতা বর্ণিত হয় (যেমন—'আজ বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে': রবীন্দ্র)। [সং.]।

প্রতীয়মান—বিণ. অনুভূত বা জ্ঞাত হইতেছে এমন (পার্থক্য প্রতীয়মান)। [সং.প্রতি + √ই + মান(শানচ্)র্ম]।

প্রতীহার, প্রতীহারী—যথাক্রমে **প্রতিহার** ও **প্রতিহারী**-র বানানভেদ।

প্রতুল—(১) বি. প্রাচুর্য; শ্রীবৃদ্ধি। (২) বিণ. প্রচুর। [সং. প্র + তুলা (+ অ)]।

প্রত্ন—বিণ. প্রাচীন, পুরাতন। [সং.]। বি. ~**তত্ত্ব**, ~**বিদ্যা**—প্রাচীনকালের মুদ্রা লিপি গ্রন্থ বা অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ বিচারদ্বারা সেকালের ইতিহাস আবিষ্কার, পুরাতত্ত্ব। বি. ~**তত্ত্ববিৎ** (-বিদ্)—প্রত্নতত্ত্বে অভিজ্ঞ

প্রত্যক্—বিণ. অব্য. অন্তরস্থিত (প্রত্যগাত্মা) বিপরীত দিকে, পশ্চিম (প্রত্যঙ মুখ)। [সং.]।

প্রত্যক্ষ—(১) বিণ. ইন্দ্রিয়গোচর, সাক্ষাৎ, দৃশ্য (প্রত্যক্ষ দেবতা); ব্যক্ত, স্পষ্ট। (২) বি. ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান; ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি, দর্শন (প্রত্যক্ষ-গোচর)। [সং. প্রতি(সম্মুখে) + অক্ষ (= ইন্দ্রিয়, চক্ষু)]। বিণ. ~**কারী** (-রিন্)—প্রত্যক্ষ করিয়াছে এমন। বি. ~**দর্শন**—সাক্ষাৎদর্শন, স্বচক্ষে দর্শন। বিণ. ~**দর্শী** (-র্শিন্)—প্রত্যক্ষদর্শনকারী। বি. ~**প্রমাণ**—দৃষ্টির বা ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত প্রমাণ; চাক্ষুষ সাক্ষী। বি. ~**ফল**—কারণ হইতে সরাসরি উদ্ভূত ফল অর্থাৎ যে ফলের কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। বিণ. **প্রত্যক্ষী** (-ক্ষিন্)—প্রত্যক্ষকারী। বিণ. **প্রত্যক্ষীকৃত**—পূর্বে প্রত্যক্ষ ছিল না এখন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এমন। বি. **প্রত্যক্ষীকরণ**। বিণ. **প্রত্যক্ষীভূত**—পূর্বে প্রত্যক্ষ ছিল না এখন প্রত্যক্ষ হইয়াছে এমন।

প্রত্যগাত্মা—বি. পরমেশ্বর, অন্তর্যামী; জীবাত্মা। [সং. প্রত্যক্ (= প্রতিজীবের অন্তরস্থিত) + আত্মা]।

প্রত্যগ্র—বিণ. নূতন, তাজা। [সং.]।

প্রত্যঙ্গ—বি. অঙ্গের অংশ, (যেমন, অঙ্গ—হাত বা পা, প্রত্যঙ্গ—আঙুল) ক্ষুদ্র অঙ্গ, উপাঙ্গ। [সং. প্রতি + অঙ্গ (প্রাদি)]।

প্রত্যনীক—(১) বিণ. শত্রুভাবাপন্ন, বিরুদ্ধ। (২) বি. শত্রুসৈন্য। [সং. প্রতি (বিরুদ্ধ) + অনীক (সেনা)]।

প্রত্যন্ত—(১) বিণ. প্রান্তবর্তী; সীমান্তের সন্নিহিত,

(নগরের প্রত্যন্ত-পল্লী)। (২) বি. প্রান্তদেশ; সীমান্ত অঞ্চল; (সং.) ম্লেচ্ছদেশ। [সং. প্রতি + অন্ত]। বি. ~পর্বত—বৃহৎ পর্বতের সন্নিহিত ক্ষুদ্র পর্বত, উপশৈল।

প্রত্যবয়ব—বি. প্রত্যঙ্গ। [সং. প্রতি + অবয়ব]।

প্রত্যবায়—বি. পাপ; অনিষ্ট। [সং. প্রতি + অব + √ই + অ (ভা)]।

প্রত্যবেক্ষণ, প্রত্যবেক্ষা—বি. অনুসন্ধান; পর্যবেক্ষণ; গবেষণা; বিচার; তত্ত্বাবধান। [সং. প্রতি + অব + √ঈক্ষ্ + অন, অ + আ]।

প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান—বি. পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে চেতনা, পূর্বপরিচিতকে চেনা, recognition। [সং. প্রতি + অভি + √জ্ঞা + অ + আ, অন (ভা)]।

প্রত্যভিবাদন, প্রত্যভিবাদ—বি. অভিবাদনের প্রতিদানে অভিবাদন, প্রতি-নমস্কার। [সং. প্রতি + অভিবাদন, অভিবাদ।

প্রত্যভিযোগ—বি. পালটা নালিশ, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। [সং. প্রতি + অভিযোগ]।

প্রত্যয়—বি. বিশ্বাস (দৃঢ় প্রত্যয়, চিত্ত-প্রত্যয়), প্রতীতি, স্থির ধারণা, নিঃসংশয়তা; (ব্যাক.) শব্দ বা ধাতুর শেষে যুক্ত হইয়া যে শব্দাংশ বিশেষ অর্থের নির্দেশ করে (তদ্ধিত-প্রত্যয়, কৃৎ-প্রত্যয়)। [সং. প্রতি + √ই + অ (ভা, গে)]। বিণ. **প্রত্যয়িত**—যদ্দ্বারা প্রত্যায়ন বা বিশ্বাস-সৃষ্টি হয়, (দলিলপত্রাদি সম্বন্ধে) বিশ্বস্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত, তসদিক করা, attested. (**প্রত্যয়িত নকল**=attested copy)। বিণ. প্রত্যয়ী (-য়িন্)—বিশ্বাসকারী, বিশ্বাসী।

প্রত্যর্থী (-র্থিন্)—বি. প্রতিবাদী, বিপক্ষ; আসামী; শত্রু। [সং. প্রতি + অর্থ (প্রয়োজন) + ইন্]।

প্রত্যর্পণ—বি. ফেরত দেওয়া; পরিশোধ। [সং. প্রতি + অর্পণ]। বিণ. **প্রত্যর্পিত**—প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যহ—অব্য. ক্রি-বিণ. প্রত্যেক দিন, রোজ রোজ। [সং. প্রতি + অহন্ + অ]।

প্রত্যাখ্যান—বি. গ্রহণ বা স্বীকার না করা, অগ্রাহ্য-করা; উপেক্ষা, অনাদর; পরিত্যাগ, পরিহার। [সং. প্রতি + আ + √খ্যা + অন (ভা)]। বিণ. **প্রত্যাখ্যাত**—প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যাগত—বিণ. ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত। [সং. প্রতি + আগত]। বি. **প্রত্যাগমন**—ফিরিয়া আসা, পুনরাগমন, প্রত্যাবর্তন।

প্রত্যাঘাত—বি. প্রতিক্রিয়া, আঘাতের বদলে আঘাত (পরাজিত শত্রুর প্রত্যাঘাত)। [সং. প্রতি + আঘাত]।

প্রত্যাদেশ—বি. দৈবাদেশ, দৈববাণী; পূর্বের আদেশ বাতিলকরণ; প্রত্যাখ্যান; নিরাকরণ। [সং. প্রতি + আ + √দিশ্ + অ (ভা)]। বিণ. **প্রত্যাদিষ্ট**—প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত; প্রত্যাখ্যাত। বিণ. **প্রত্যাদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—প্রত্যাদেশ-দানকারী।

প্রত্যানয়ন—বি. ফিরাইয়া আনা, পুনরায় আনয়ন। [সং. প্রতি + আনয়ন]। বিণ. **প্রত্যানীত**—প্রত্যানয়ন করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যাবর্তন—বি. ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। [সং. প্রতি + আবর্তন]। বিণ. **প্রত্যাবৃত্ত**—প্রত্যাবর্তন করিয়াছে বা ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রত্যাবৃত্তা**। বি. **প্রত্যাবৃত্তি**—প্রত্যাবর্তন, পশ্চাদ্-গামিতা, ragression।

প্রত্যালীঢ়—বি. (তীরনিক্ষেপকালে লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য) বামপদ প্রসারিত ও দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত করিয়া উপবেশন। [সং. প্রতি + আ + √লিহ্ + ত (ভা)]।

প্রত্যাশা—বি. আশা, কামনা (আগমন বা আচরণ প্রত্যাশা করা), প্রাপ্তির সম্ভাবনা (লাভের প্রত্যাশা, ভারতের কাছে বিশ্বের প্রত্যাশা); প্রতীক্ষা। [সং. প্রতি + আশা]। বিণ. **প্রত্যাশিত**—প্রত্যাশা করা হইয়াছে এমন (প্রত্যাশিত শুভ-সংবাদ), সম্ভাবিত। বিণ. **প্রত্যাশী** (-শিন্)—প্রত্যাশাকারী (সম্মানের প্রত্যাশী)।

প্রত্যাসন্ন—বিণ. অতি আসন্ন, নিকটবর্তী। [সং. প্রতি + আসন্ন]।

প্রত্যাহত—বিণ. বাধাপ্রাপ্ত, নিবারিত, ব্যাহত; সঙ্কুচিত। [সং. প্রতি + আহত]।

প্রত্যাহরণ, প্রত্যাহার—বি. ফিরাইয়া লওয়া (মন্তব্য উক্তি বা ধর্মঘট প্রত্যাহার, সৈন্য-প্রত্যাহার); (দর্শ.) কাম্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ, ইন্দ্রিয়গুলিকে সবলে বিষয় হইতে আকর্ষণ। [সং. প্রতি + আ + √হৃ + অন, অ (ভা)]। বিণ. **প্রত্যাহৃত**—প্রত্যাহার করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যুক্তি—বি. জবাব, উত্তর, উক্তির জবাবে উক্তি। [সং. প্রতি + উক্তি]।

প্রত্যুত—অব্য. পরন্তু, পক্ষান্তরে, বরং। [সং.]।

প্রত্যুত্তর—বি. উত্তরের উত্তর (উত্তর-প্রত্যুত্তর)। [সং. প্রতি + উত্তর]।

প্রত্যুত্থান—বি. আগন্তুকের সম্মানার্থ উঠিয়া দণ্ডায়মান হওয়া। [সং. প্রতি + উত্থান]। বিণ. **প্রত্যুত্থিত**—প্রত্যুত্থান করিয়াছে এমন।

প্রত্যুৎপন্ন—বিণ. সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, তৎক্ষণাৎ জাত। [সং. প্রতি + উৎপন্ন]। ~**মতি**—(১) বি. উপস্থিতবুদ্ধি, প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির স্ফুরণ। (২) বিণ. উপস্থিত-বুদ্ধিযুক্ত। বি. ~**মতিত্ব**—উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা।

প্রত্যুদাহরণ—বি. প্রদত্ত দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত। [সং. প্রতি + উদাহরণ]।

প্রত্যুদ্গমন, প্রত্যুদ্গম—বি. আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হওয়া; কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা। [সং. প্রতি + উদ্ + √গম্ + অন, অ]। বিণ. **প্রত্যুদ্গত**—অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যুপকার—বি. উপকারের পরিবর্তে উপকার। [সং. প্রতি + উপকার]। বিণ. **প্রত্যুপকর্তা** (-র্তৃ), **প্রত্যুপকারী** (-রিন্)—উপকারকের উপকারকারী। বিণ. **প্রত্যুপকৃত**—প্রত্যুপকারপ্রাপ্ত। **প্রত্যুপদেশ**—বি. উপদেশের প্রতিদানে উপদেশ দান। [সং. প্রতি + উপদেশ]।

প্রত্যূষ, (বিরল) **প্রত্যুষ**—বি. প্রভাত, ভোর, উষা। [সং. প্রতি + √উষ্, উষ্ + অ (র্তৃ)]।

প্রত্যেক—বিণ. সর্ব, এক এক করিয়া সমুদয়। [সং. প্রতি + এক]।

প্রথম—বিণ. আদি, আদিম (প্রথম যুগ); আরম্ভকালীন (প্রথমাবস্থা); শ্রেষ্ঠ, প্রধান (প্রথম পুরস্কার); জ্যেষ্ঠ (প্রথম পুত্র); সর্বাগ্রবর্তী (প্রথম সারি); সর্বোৎকৃষ্ট; সর্বোচ্চ (পরীক্ষায় প্রথম হওয়া)। [সং. √প্রথ্ + অম (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রথমা**। অব্য. ক্রি-বিণ. ~**তঃ** (-তস্) —প্রথমে, অগ্রে; প্রধানতঃ। **প্রথম-প্রথম**—গোড়ার দিকে।

প্রথা—বি. রীতি (প্রথাগত সৌজন্য), প্রচলিত আচার (সামাজিক প্রথা); নিয়ম, পদ্ধতি (শিক্ষাদানের প্রথা)। (সং.) খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। [সং. √প্রথ্ + অ (ভা) + আ]।

প্রথিত—বিণ. বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। [সং. √প্রথ্ + ত(র্তৃ)]। বিণ. ~**নামা** (-মন্)—প্রসিদ্ধ নামবিশিষ্ট; খ্যাতিমান্। বিণ. ~**যশাঃ** (-শস্), (বাং.) ~**যশা**—বিপুল কীর্তি-সম্পন্ন।

-প্রদ—বিণ. দানকারী (সুখপ্রদ)। [সং. প্র + √দা + অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **-প্রদা**।

প্রদক্ষিণ—(১) বি. হিন্দু আচার অনুযায়ী দেবমূর্তি বা পূজ্য ব্যক্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া পরিক্রমণ; (বাং.) পরি-বেষ্টন, চতুর্দিকে পরিক্রমণ (গ্রহসমূহের সূর্যকে প্রদক্ষিণ), উপাসনা, বন্দনা। (২) বিণ. অতিশয় অনুকূল। [সং. প্র + দক্ষিণ]।

প্রদত্ত—বিণ. প্রদান করা হইয়াছে এমন, অর্পিত। [সং. প্র + √দা + ত (র্ম)]।

প্রদমিত—বিণ. দমন শাসন নিবারণ বা সংযত করা হইয়াছে এমন। [সং. প্র + দমিত]।

প্রদর—বি. স্ত্রীরোগবিশেষ। [সং. প্র + √দৃ + অ (ভা)]।

প্রদর্শক—বিণ. প্রদর্শনকারী। [সং. প্র + √দৃশ্ + অক]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রদর্শিকা**।

প্রদর্শন—বি. সম্যক্ দর্শন, পর্যবেক্ষণ। [সং. প্র + √দৃশ্ + অন (ভা)]। দর্শন করানর কাজ; উল্লেখ করণ (উদা-হরণ-প্রদর্শন)। [সং. প্র + √দৃশ্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বি. **প্রদর্শনী**—যেখানে বিভিন্ন বস্তু প্রাণী বা ক্রীড়া-কৌতুকাদি দেখান হয়, মেলা, exhibition। বিণ. **প্রদর্শিত**—দেখান হইয়াছে, এমন।

প্রদর্শশালা—বি. জাদুঘর, museum। [সং. প্র + √দৃশ্ + অ (ভা) + শালা]।

প্রদর্শিত—**প্রদর্শন** দ্রঃ।

প্রদান—বি. সম্যক্‌রূপে দান; সমর্পণ, বিতরণ। [সং. প্র + √দা + অন (ভা)]। বিণ. **প্রদাতা** (-তৃ), **প্রদায়ক**, **প্রদায়ী** (-য়িন্)—প্রদানকারী। বি.(স্ত্রী.) **প্রদাত্রী**, **প্রদায়িকা**, **প্রদায়িনী**।

প্রদাহ—বি. সন্তাপ; যন্ত্রণা, জ্বালা, টাটানি। [সং. প্র + √দহ্ + অ (ভা)]। বিণ. **প্রদাহী** (-হিন্)—প্রদাহদান-কারী, জ্বালা-যন্ত্রণাদায়ক।

প্রদীপ—বি. দীপ, বাতি; আলো; আলোকস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (কুরুকুলপ্রদীপ)। [সং. প্র + √দীপ্ + অ (র্তৃ)]। বিণ. ~**ক**—উজ্জ্বলকারী; উদ্দীপক; প্রকাশক। বি. ~**ন**—প্রকাশন; উজ্জ্বলকরণ; উদ্দীপন। বিণ. **প্রদীপ্ত**—প্রখররূপে উজ্জ্বল (প্রদীপ্ত অগ্নি, তেজ)। জ্বলন্ত। বি. **প্রদীপ্তি**—প্রখর উজ্জ্বলতা (তীব্র আলোকের প্রদীপ্তি) জ্বলন্ত অবস্থা।

প্রদৃপ্ত—বিণ. অতিশয় দৃপ্ত বা গর্বিত। [সং. প্র + দৃপ্ত]।

প্রদেয়—বিণ. প্রদানযোগ্য, যাহা প্রদান করিতে হইবে। [সং. প্র + √দা + য (র্ম)]।

প্রদেশ—বি. দেশের অথবা রাষ্ট্রের বিভাগ বা অংশ; কতিপয় বিভাগের সমষ্টি; সুবা; দেশ; রাষ্ট্র; অঞ্চল (মরুপ্রদেশ)। [সং. প্র + √দিশ্ + অ]।

প্রদোষ—বি. সন্ধ্যা, সায়ংকাল; রাত্রির প্রথম ভাগ। [সং.]।

প্রদ্যোত—বি. দীপ্তি; আভা; রশ্মি। [সং. প্র + √দ্যুত্ + অ (ভা)]।

প্রধান—(১) বিণ. শ্রেষ্ঠ, মুখ্য (প্রধান মন্ত্রী, প্রধান কারণ)। (২) বি. নায়ক, শ্রেষ্ঠ পদাধিকারী (রাষ্ট্রের প্রধান, বিভাগীয় প্রধান); অমাত্য, পরমেশ্বর; সাংখ্য-দর্শনে বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি (পুরুষ ও প্রধান—পুরুষ ও প্রকৃতি)। [সং. প্র + √ধা + অন (র্তৃ)]। বি. ~**তা**, **প্রাধান্য**। ক্রি-বিণ. ~**তঃ** (তস্) —মুখ্যতঃ, সর্বাগ্রে।

প্রধূমিত—বিণ. বিশেষভাবে ধূমায়িত; জ্বলনোন্মুখ (বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত)। [সং. প্র + ধূম + ইত]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রধূমিতা**।

প্রনষ্ট—বিণ. সম্পূর্ণ নষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত; বিনষ্ট। [সং. প্র + √নশ্ + ত (র্তৃ)]।

প্রপঞ্চ—বি. বিস্তার; মায়া (সৃষ্টি-প্রপঞ্চ); প্রবঞ্চনা; সংসার; ভ্রম; অসত্য (প্রপঞ্চবচন); সমূহ। [সং. প্র + √পঞ্চ্ + অ (র্ম)]। বিণ. **প্রপঞ্চিত**—বিস্তীর্ণ; ভ্রান্তি-যুক্ত; বিস্তৃতভাবে বিবৃত।

প্রপতন—বি. সম্যক্ পতন ও মৃত্যু, বিনাশ। [সং. প্র + √পত্ + অন (ভা)]।

প্রপদ—বি. পায়ের অগ্রভাগ। [সং. প্র(=প্রারম্ভ) + পদ]।

প্রপন্ন—বিণ. শরণাগত, আশ্রয়প্রার্থী; প্রাপ্ত, সংযুক্ত। [সং. প্র + √পদ্ (=গতি) + ত (র্তৃ)]।

প্রপা, প্রপান—বি. যে স্থানে পানীয় পাওয়া যায়; জল-সত্র। [সং. প্র + √পা + অ, অন (খি)]।

প্রপাত—বি. যে স্থানে নির্ঝর পতিত হয়; জলপ্রপাত; ভূভাগ বা পর্বতশিখরস্থ সমতল ভূমি; জলধারার উচ্চ হইতে নিম্নে পতন। [সং. প্র + √পত্ + অ (ভা)]।

প্রপিতামহ—বি. ঠাকুরদাদার বা পিতামহের পিতা; ব্রহ্মা। [সং. প্র + পিতামহ]। বি.(স্ত্রী.) **প্রপিতামহী**—ঠাকুরদাদার বা পিতামহের মাতা।

প্রপৌত্র—বি. পৌত্রের পুত্র। [সং. প্র + পৌত্র]। বি.(স্ত্রী.) **প্রপৌত্রী**—পৌত্রের কন্যা।

প্রফুল্ল—বিণ. প্রস্ফুটিত, বিকশিত (প্রফুল্ল কমল); প্রসন্ন,

আনন্দিত, সহাস্য (প্রফুল্ল মূর্তি)। [সং. প্র+ফুল্ল]। বি. ~তা। বিণ. প্রফুল্লিত—প্রফুল্ল করা হইয়াছে এমন।

প্রফেসর—বি. কলেজের অধ্যাপক। [ইং. professor]।

প্রবচন—বি. প্রবাদ; বহুপ্রচলিত উক্তি; বাক্‌পটুতা, ব্যাখ্যান। [সং. প্র+বচন]। বিণ. **প্রবচনীয়**—প্রকৃষ্টরূপে বাচ্য বা বচনীয়।

প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা—বি. প্রতারণা, জুয়াচুরি। [সং. প্র+বঞ্চন, বঞ্চনা]। বি. **প্রবঞ্চক**—প্রবঞ্চনাকারী। বিণ. **প্রবঞ্চিত**—প্রতারিত।

প্রবণ—বিণ. ঝোঁকবিশিষ্ট, প্রবৃত্তিযুক্ত (ভাবপ্রবণ); আসক্ত, রত; উন্মুখ; নত, ঢালু, ক্রমনিম্ন; অনুকূল; নিপুণ। [সং. √প্র (গত্যর্থক)+অন(ণে)]। বি. ~তা (কলহের বা পরনিন্দার প্রবণতা)।

প্রবন্ধ—বি. রচনা, সন্দর্ভ, নিবন্ধ; পূর্বাপর সঙ্গতি; আরম্ভ; ব্যবস্থাপনা, কৌশল ('যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে': কৃত্তি.)। [সং. প্র+ √বন্ধ্+অ]। বিণ. বি. **~কার**—প্রবন্ধরচয়িতা।

প্রবর—(১) বিণ. শ্রেষ্ঠ,অত্যুৎকৃষ্ট (ধার্মিকপ্রবর)। (২) বি. গোত্র; গোত্রের প্রবর্তক বা তদ্বংশীয় ঋষি। [সং.]।

প্রবর্তন—বি. প্রচলিত করণ (নিয়ম-প্রবর্তন); আরম্ভ করণ; সূচনা; বিনিয়োগ। [সং. প্র+ √বৃত্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. বি. **প্রবর্তক**—চলনকারী; প্রবৃত্তিদায়ক; যে আরম্ভ করে। বি. **প্রবর্তনা**—প্রবর্তন, প্রবৃত্তিদান; প্রেরণা (কর্মপ্রবর্তনা, প্রয়োজনের প্রবর্তনায়); উত্তেজনা। বিণ. **প্রবর্তিত**—প্রবর্তন করা হইয়াছে এমন। বিণ. **প্রবর্তয়িতা**—প্রবর্তনকারী।

প্রবর্তমান—বিণ. কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন। [সং. প্র+ √বৃত্+মান (শানচ্, র্তৃ)]।

প্রবর্তয়িতা, প্রবর্তিত—প্রবর্তন দ্রঃ।

প্রবল—বিণ. অত্যন্ত বলশালী (প্রবল বৈরী); প্রচণ্ড, তীব্র (প্রবল দুঃখ, প্রবল বেগ)। [সং. প্র (প্রকৃষ্ট)+বল]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রবলা**। বি. **~তা, প্রাবল্য**।

প্রবসন—বি. স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক ভিন্নদেশে স্থায়িভাবে বাসের জন্য গমন, emigration [স. প.]। [সং. প্র+ √বস্+অন (ভা)]। বিণ. **প্রবসিত**—প্রবসন করিয়াছে এমন।

প্রবহ—বি. প্রবাহ; পুরাণোক্ত সপ্ত বায়ুর অন্যতম। [সং. প্র+ √বহ্+অ]। বিণ. **~মান**—প্রবাহিত হইতেছে এমন (প্রাচীনভাবের ধারা প্রবহমান), চলিত।

প্রবহণ—বি. ডুলি, পালকি ইত্যাদি মনুষ্যবাহিত যানবিশেষ; প্রবাহিত হওয়া, স্রোত।

প্রবাদ—বি. পরম্পরাগত বাক্য (লোকপ্রবাদ); জনশ্রুতি; অপবাদ। [সং. প্র+বাদ]।

প্রবাল—বি. সামুদ্রিক কীটবিশেষ হইতে জাত রক্তবর্ণ রত্নবিশেষ, পলা, বিদ্রুম; কিশলয়, অঙ্কুর। [সং.]। বি. **~কীট**—সামুদ্রিক কীটবিশেষ, যাহাদের হাড় হইতে প্রবাল জন্মে। বি. **~দ্বীপ**—প্রবালকীটের অস্থিদ্বারা গঠিত দ্বীপ। বি. **~প্রাচীর**—সমুদ্রাদির মধ্যে প্রবালকীটের অস্থিতে গঠিত প্রাচীর, coral-reef। বি. **~ফল**—রক্তচন্দন।

প্রবাস—বি. বিদেশে বাস; বিদেশ। [সং. প্র+ √বস্+অ]। বি. **~ন**—প্রবাসে প্রেরণ; নির্বাসন। বিণ. **প্রবাসী** (-সিন্)—প্রবাসে বাসকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রবাসিনী**।

প্রবাহ—বি. স্রোত, ধারা, অবিরাম গতি। [সং. প্র+ √বহ্+অ (ভা)]। বিণ. **প্রবাহিত**—প্রবাহবিশিষ্ট স্রোতের ন্যায় বহমান। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রবাহিতা**। বিণ. **প্রবাহী** (-হিন্)—প্রবাহযুক্ত; প্রবহমান। **প্রবাহিণী**—(১) বিণ. প্রবাহযুক্তা। (২) বি. নদী।

প্রবিষ্ট—বিণ. প্রবেশ করিয়াছে এমন, অভ্যন্তরে গত। [সং. প্র+ √বিশ্+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রবিষ্টা**।

প্রবীণ—বিণ. বৃদ্ধ; বিজ্ঞ; বহুদর্শী; নিপুণ; আনন্দিত ('দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণ চিত্ত হয়')। [সং.]। বিণ.(স্ত্রী) **প্রবীণা**। বি. **~তা, ~ত্ব**।

প্রবীর—(১) বি. প্রকৃষ্ট বীর (কুরুপ্রবীর); (মহা.) নীলধ্বজ রাজা ও জনার পুত্র। (২) বিণ. প্রধান, শ্রেষ্ঠ; অতিশয় বলবান্। [সং. প্র+বীর]।

প্রবুদ্ধ—বিণ. জ্ঞানপ্রাপ্ত; উদ্বুদ্ধ, চেতনাপ্রাপ্ত, জাগরিত (প্রবুদ্ধ ভারত); প্রকৃষ্ট জ্ঞানী। [সং. প্র+ √বুধ্+ত (র্তৃ)]।

প্রবৃত্ত—বিণ. নিযুক্ত, রত (চেষ্টায়, কর্মে বা জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত); আরব্ধ। [সং. প্র+ √বৃত্+ত (র্তৃ)]।

প্রবৃত্তি—বি. নিযুক্ত বা রত হওয়া; স্পৃহা, অভিরুচি; প্রবণতা, ঝোঁক। [সং. প্র+ √বৃত্+তি (ভা)]। বি. **~মার্গ**—ভোগের পথ, সংসার-জীবন।

প্রবৃদ্ধ—বিণ. অত্যন্ত বৃদ্ধ; অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; বিস্তৃত। [সং. প্র+ √বৃধ্+ত (র্তৃ)]। **প্রবৃদ্ধ কোণ**—দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চারি সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণ, reflex angle [বি. প.]।

প্রবেট, প্রোবেট—বি. আদালতে প্রমাণীকৃত উইলের সরকারী নকল। [ইং. probate]।

প্রবেশ—বি. ভিতরে গমন; ঢুকিবার ক্ষমতা, অধিকার (প্রবেশ নিষেধ)। [সং. প্র+ √বিশ্+অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—প্রবেশকারী। ক্রি. **প্রবেশা**—(কাব্যে) প্রবেশ করা, ঢোকা। **প্রবেশিকা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) প্রবেশকারিণী; যাহাদ্বারা প্রবেশ করা যায় (প্রবেশিকা পরীক্ষা—বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা, যাহাতে উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে প্রবেশ করা যায়)। (২) বি.(স্ত্রী.) প্রাথমিক পুস্তক (ব্যাকরণ-প্রবেশিকা); টিকিট। বি. **~ন**—প্রবেশ করণ; ঢুকান; প্রবেশের প্রধান পথ, সিংহদ্বার। বিণ. **প্রবেশিত**—প্রবেশ করানো হইয়াছে এমন। বিণ. **প্রবেশ্য**—প্রবেশযোগ্য। বিণ. **প্রবেষ্টা** (-ষ্টৃ)—প্রবেশকারী।

প্রবোধ—বি. সান্ত্বনা, শোক-দুঃখ-উদ্বেগাদি দমনকারী বাক্য, আশ্বাস; জ্ঞান; বিকাশ; জাগরণ। [সং. প্র+ √বুধ্+অ (ভা)]। বি. **~ন**—প্রবোধদান; জাগরিত

করণ। ক্রি. **প্রবোধা**—(কাব্যে) প্রবোধ দেওয়া। বিণ. **প্রবোধিত**—প্রবোধপ্রাপ্ত।

প্রব্রজিত—বি. বিণ. সংসার-ত্যাগী, চতুর্থ আশ্রম অবলম্বনকারী বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈন সন্ন্যাসী।

প্রব্রজ্যা—বি. সন্ন্যাস-অবলম্বনপূর্বক পরিভ্রমণ; ব্রাহ্মণের চতুর্থ আশ্রম। [সং. প্র + √ব্রজ্ + য (ভা) + আ]। বিণ.-বি. **প্রব্রজিত**—প্রব্রজ্যা বা চতুর্থ আশ্রম-অবলম্বনকারী।

প্রব্রাজন—বি. নির্বাসন। [সং. প্র + √ব্রজ্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণ. **প্রব্রাজিত**—নির্বাসিত।

প্রভঞ্জন—বি. ঝড়, প্রবল বায়ু; বায়ু। [সং. প্র + √ভঞ্জ্ + অন (র্তৃ)]।

প্রভব—বি. কারণ; উৎপত্তিস্থান, উৎস; উৎপত্তি; প্রভাব। [সং. প্র + √ভূ + অ (ভা)]।

প্রভা—বি. দীপ্তি, কিরণ; তেজঃ, ঔজ্জ্বল্য; প্রকাশ। [সং প্র + √ভা + অ (ভা)]। বি. **~কর**—সূর্য। বি. **~কীট**—জোনাকি পোকা। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—দীপ্তিময়। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী**।

প্রভাত—(১) বি. প্রাতঃকাল। (২) বিণ. প্রভাযুক্ত। [সং. প্র + √ভা + ত (ভা, র্তৃ)]।

প্রভাতফেরি, প্রভাতফেরী—বি. ভোরবেলা পাড়ায় পাড়ায় উদ্বোধনী সঙ্গীত গাহিয়া পুরবাসীদের জাগরিত করণ। [গুজ.]।

প্রভাতী, প্রভাতি—(১) বিণ. প্রভাতকালীন। (২) বি. প্রভাতে গেয় সঙ্গীত বা পাঠ্য স্তব ('এসেছিলে শুধু গাহিতে প্রভাতী': বড়াল)। [সং. প্রভাত + বাং. ঈ,ই]।

প্রভাব—বি. প্রভুশক্তি, প্রভুত্ব, প্রতাপ, influence; অসাধারণ শক্তি, চালিত বা পরিবর্তিত করার ক্ষমতা (বন্ধুত্বের প্রভাব, দেহের উপর মনের প্রভাব)। [সং. প্র + √ভূ + অ]। বিণ. **~শালী**—প্রভাবসম্পন্ন। বিণ. **প্রভাবান্বিত**—প্রভাব আছে এমন। বিণ. **প্রভাবিত**—(অপরের) প্রভাবদ্বারা আচ্ছন্ন বা বশীভূত।

প্রভাস—(১) বি. বিণ. প্রখর দীপ্তি, দীপ্তিশালী। [সং. প্র + √ভাস্ (=দীপ্তি) + অ (ভা)]। (২) পশ্চিম ভারতে, দ্বারকার নিকটবর্তী তীর্থবিশেষ; শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি-বিজড়িত এই তীর্থের অপর নাম সোমনাথ বা সোম-তীর্থ।

প্রভু—বি. মনিব; স্বামী; নৃপতি; ঈশ্বর; মহাপুরুষ; অতি পূজনীয় ব্যক্তি; নেতা। [সং. প্র + √ভূ + উ (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~ত্ব**—প্রভুর ভাব; পূর্ণ কর্তৃত্ব, আধিপত্য। বি. **~পত্নী**—মনিবের স্ত্রী। বিণ. **~ভক্ত**—মনিবের প্রতি অনুরক্ত। বি. **~ভক্তি**। বি. **~পাদ**—বৈষ্ণবদিগের ধর্মগুরুর নামোল্লেখের পূর্বে ব্যবহার্য সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। বি. **~শক্তি**—রাজশক্তি; আধিপত্য; প্রভাব; প্রতাপ।

প্রভূত—বিণ. প্রচুর (প্রভূত ঐশ্বর্য, প্রভূত পরিমাণে), অত্যন্ত; উদ্ভূত, উৎপন্ন। [সং. প্র + √ভূ + ত (র্তৃ)]।

প্রভৃতি—(১) বিণ. ইত্যাদি, এইরূপ বা এই শ্রেণীর সমস্ত। (২) অব্য. অবধি, হইতে (অদ্য প্রভৃতি)। [সং. প্র + √ভৃ + তি]।

প্রভেদ—বি. পার্থক্য, বিভিন্নতা (গান ও কবিতার প্রভেদ)। [সং. প্র + √ভিদ্ + অ (ভা)]।

প্রমত্ত—বিণ. অতিশয় মত্ত (ধনমদে প্রমত্ত); অনবহিত; অত্যন্ত আসক্ত; অসতর্ক (প্রমত্তচিত্ত); প্রমাদযুক্ত। [সং. প্র + মত্ত]। বি. **~তা**।

প্রমথ—বি. নৃত্যগীতাদিতে দক্ষ শিবানুচরবিশেষ। [সং. প্র + √মথ + অ (র্তৃ)]।

প্রমথন—বি. আলোড়ন, মর্দন; পরাজয়; দমন; হত্যা।

প্রমথেশ—বি. (প্রমথদের প্রভু বলিয়া) শিব। [সং. প্রমথ + ঈশ]।

প্রমদা—বি. সুন্দরী যুবতী; রমণী। [সং.]।

প্রমা—বি. সত্য বা যথার্থ জ্ঞান; স্থির প্রতীতি। [সং. প্র + √মা + অ (ণে) + আ]।

প্রমাই—পরমায়ু-র বিকৃত রূপ।

প্রমাণ—(১) বি. সত্যাসত্য বিচারের উপায় বা নিদর্শন, যাহাদ্বারা নিশ্চয়জ্ঞান লাভ করা যায়; বিশ্বাসের হেতু; সাক্ষ্য, নজির; যথার্থ-জ্ঞান, নিশ্চয়-বোধ। (২) (বাং.) বিণ. পরিমাণ (আকাশ-প্রমাণ, পর্বত-প্রমাণ বাধা), পুরা-মাপের, পূর্ণবয়স্কের উপযুক্ত (প্রমাণ শার্ট)। [সং. প্র + √মা + অন (ণে)]। অব্য. ক্রি-বিণ. **~তঃ** (-তস্)—প্রমাণানুসারে। বি. **~পঞ্জী**—কোন বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত গ্রন্থাদির তালিকা। বি. **~পত্র**—দলিল; রসিদ; সার্টিফিকেট। বি. **~পুরুষ**—মধ্যস্থ, যাহার মতামত বা সিদ্ধান্ত সকলেই মানিয়া লয়। বিণ. **~সই**—পূর্ণপরিমাণ। বিণ. **~সাপেক্ষ**—প্রমাণদ্বারা যাহার যথার্থতা প্রমাণের উপর নির্ভর করে। বিণ. **~সিদ্ধ**—যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত। বিণ. **প্রমাণিত, প্রমাণীকৃত**—প্রমাণ-প্রদর্শনদ্বারা যথার্থরূপে স্থিরীকৃত, প্রমাণসিদ্ধ।

প্রমাতা (-তৃ)—বিণ. প্রমাণকারী; গুণ-দোষের বিচারক। [সং. প্র + √মা + তৃ (র্তৃ)]।

প্রমাতামহ—বি. মাতামহের পিতা। [সং. প্র + মাতা-মহ]। বি.(স্ত্রী.) **প্রমাতামহী**।

প্রমাথী (-থিন্)—বিণ. মর্দনকারী, দলনকারী, দমনকারী, চিত্তবিক্ষেপকারী। [সং. প্র + √মথ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রমাথিনী**।

প্রমাদ—বি. অনবধানতা (ভুল-প্রমাদ), ভুল-ভ্রান্তি (মুদ্রাকর-প্রমাদ); বিমূঢ়তা; বিস্মৃতি; প্রমত্ততা; বিদারুণ বিপদ (প্রমাদ গণিলাম)। [সং. প্র + √মদ্ + অ (ভা)]।

প্রমিত—বিণ. নিশ্চিত, নির্ধারিত; জ্ঞাত; প্রমাণিত; পরিমিত (চারিহস্তপ্রমিত, প্রমিতাক্ষরা বাণী)। [সং. প্র + √মা + ত (র্ম)]। বি. **প্রমিতি**—পরিমাণ; নিশ্চয়জ্ঞান; প্রমাণ।

প্রমীলা—বি. (সং.) তন্দ্রা; অবসাদ; (রামা.) ইন্দ্রজিতের পত্নী; (কৌতু.) নারী (প্রমীলার রাজ্য, খেলায় প্রমীলাদের যোগদান), তেজী স্ত্রীলোক (প্রমীলাদের দাপট)। [সং. প্র + √মীল্ + অ + আ]।

প্রমুখ—(১) বি. আরম্ভ। (২) বিণ. (সমাসে উত্তরপদরূপে) আদি, প্রথম, প্রধান, প্রভৃতি (ব্যাসপ্রমুখ কবিগণ)। [সং. প্র + মুখ]।

প্রমুখাৎ—অব্য. মুখ হইতে, জবানি (দূতের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া)। [সং. প্রমুখ+(৫মীস্থানে) আৎ]।
প্রমুদিত—বিণ. অতিশয় আহ্লাদিত বা আমোদিত; পূর্ণ বিকশিত। [প্র+মুদিত]।
প্রমূর্ত—বিণ. স্পষ্টভাবে মূর্ত বা অভিব্যক্ত। [সং. প্র+মূর্ত]।
প্রমেয়—বিণ. পরিমাপনসাধ্য বা প্রমাণসাধ্য; প্রমাণের বিষয়ীভূত; পরিমেয়; অবধার্য। [সং. প্র+ √মা+য (র্ম)]।
প্রমেহ—বি. প্রস্রাব বা জননেন্দ্রিয়ের রোগবিশেষ; বহুমূত্ররোগ; গনোরিয়া। [সং. প্র+ √মিহ্+অ (র্ম)]।
প্রমোদ—বি. আনন্দ; আমোদ; বিলাস (প্রমোদ-ভবন, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত)। [সং. প্র+ √মুদ্+অ (ভা)]। **~ন**—(১) বি. আনন্দদান। (২) বিণ. আনন্দদায়ক। বি. **~ভ্রমণ**—আনন্দলাভার্থ ভ্রমণ। বিণ. **প্রমোদিত**—প্রমোদবিশিষ্ট; হৃষ্ট; আমোদিত। বিণ. **প্রমোদী** (-দিন্)—আনন্দদায়ক।
প্রমোশন—বি. উচ্চতর ক্লাসে বা শ্রেণীতে অথবা পদে উন্নয়ন। [ইং. promotion]।
প্রযত—বিণ. সংযত, পবিত্র। [সং. প্র+ √যত্+অ]।
প্রযত্ন—বি. বারংবার বা সম্যক্ চেষ্টা, অধ্যবসায়। [সং. প্র+যত্ন]।
প্রয়াগ—বি. হিন্দুতীর্থবিশেষ: গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল; এলাহাবাদ। [সং. প্র+ √যজ্+অ (ধি)]।
প্রয়াণ—বি. প্রস্থান. গমন। [সং. প্র+ √যা+অন (ভা)]। বিণ. **প্রয়াত**—চলিয়া গিয়াছে বা পরলোকগত হইয়াছে এমন (প্রয়াত পিতা)।
প্রয়াস—বি. পরিশ্রমের সহিত চেষ্টা, প্রযত্ন (প্রয়াস-সাধ্য); বিশেষ আয়াস, পরিশ্রম; অভিলাষ। [সং. প্র+ √যস্+অ(ভা)]। বিণ. **প্রয়াসী** (-সিন্)—প্রযত্নকারী; অভিলাষী।
প্রযুক্ত—(১) বিণ. নিযুক্ত, প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন; উল্লিখিত। (২) (বাং.) অব্য. জন্য, হেতু, নিবন্ধন (স্নেহ-প্রযুক্ত)। [সং. প্র+যুক্ত]।
প্রযুক্তি—বি. প্রয়োগ; শিল্পাদিতে প্রয়োগকৌশল, technique [স. প.]। [সং. প্র+ √যুজ্+তি (ভা)]। বি. **~বিদ্যা**—শ্রমশিল্পবিজ্ঞান, technology [স.প.]।
প্রযুজ্যমান—বিণ. প্রয়োগ করা হইতেছে এমন। [সং. প্র+ √যুজ্+মান (শানচ্) (র্ম)]।
প্রযোক্তা (-ক্তৃ)—বিণ. বি. প্রয়োগকারী, নিয়োগকারী; অনুষ্ঠাতা। [সং. প্র+ √যুজ্+তৃ (র্তৃ)]।
প্রয়োগ—বি. নিয়োগ; ব্যবহার (ঔষধপ্রয়োগ, বুদ্ধি-প্রয়োগ); উল্লেখ (সংস্কৃত শ্লোক প্রয়োগ); দৃষ্টান্ত (শব্দের প্রয়োগ, ধাতুর প্রয়োগ)। [সং. প্র+ √যুজ্+অ (ভা)]।
প্রয়োজক—বিণ. প্রয়োগকর্তা; অনুষ্ঠাতা; প্রবর্তক। [সং. প্র+ √যুজ্+অক (র্তৃ)]।
প্রযোজক (বাং.)—(১) বিণ. বি. প্রয়োজক। (২) বি. যাহার অর্থে ও উদ্যমে বায়স্কোপের ছবি তোলা হয়, producer, (ব্যাক.) (ণিজন্তধাতুর প্রয়োগস্থলে) যে কাজ করায়। [সং. প্র+ √যুজ্+অক (র্তৃ)]।
প্রয়োজন—বি. দরকার; দরকারী কাজ; হেতু, কারণ (জীবনযাত্রার প্রয়োজনে); প্রয়োগকরণ। [সং. প্র+ √যুজ্+অন (ভা)]। বিণ. **প্রয়োজনীয়**—দরকারী। বি. **প্রয়োজনীয়তা**।
প্রযোজ্য—বিণ. প্রয়োগ করার যোগ্য বা প্রয়োগ করিতে হইবে এমন (তোমার সম্বন্ধে এ-কথা প্রযোজ্য নয়)। (ব্যাক.) ক্রিয়ার অ-ণিজন্ত অবস্থার কর্তা। [সং. প্র+যোজ্য]।
প্ররোচন, প্ররোচনা—বি. (প্রধানতঃ মন্দার্থে) নিয়োজন, প্রবৃত্তকরণ, উৎসাহদান (বন্ধুদের প্ররোচনা, লোভের প্ররোচনা). উস্কানি, প্রেরণা। [সং. প্র+ √রুচ্+ণিচ্+অন (ভা)+আ]। বিণ.বি. **প্ররোচক**—প্ররোচনাদায়ক। বিণ. **প্ররোচিত**—প্ররোচনাপ্রাপ্ত।
প্ররোহ—বি. অঙ্কুর; বটবৃক্ষাদির ঝুরি বা শাখামূল; শাখাপ্রশাখা। [সং. প্র+ √রুহ্+অ (র্ম)]।
প্রলপন—বি. প্রলাপোক্তি করণ, প্রলাপ। [সং. প্র+ √লপ্+অন (ভা)]। **প্রলপিত**—(১) বিণ. বৃথা উক্ত। বি. প্রলাপ।
প্রলম্ব—বি. গাছের ঝুরি বা শাখা; লম্বমান বা লতাইয়া যাওয়া বস্তু। [সং. প্র+ √লম্ব্+অ (র্তৃ)]। বি. **~ন**—লম্বিত হওয়া, লতাইয়া যাওয়া; ঝুলিয়া থাকা। বিণ. **প্রলম্বিত**—লম্বিত; ঝুলিয়া পড়িয়াছে বা লতাইয়া গিয়াছে এমন।
প্রলয়—বি. সৃষ্টিনাশ; সম্পূর্ণ বা ব্যাপক ধ্বংস; সর্বনাশ (প্রলয়কাণ্ড, প্রলয়মূর্তি); (সং.) মূর্ছা। [সং. প্র+লয়]। বিণ. **~ঙ্কর, ~ংকর**—প্রলয়কারী। বিণ.(স্ত্রী.) **~ঙ্করী, ~ংকরী**—(প্রলয়ংকরী বন্যা বা ধ্বংসলীলা)।
প্রলাপ—বি. অর্থহীন উক্তি বা বাক্য (পাগলের প্রলাপ)। [সং. প্র+ √লপ্+অ (ভা)]। বিণ. **প্রলাপী** (-পিন্)—প্রলাপকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রলাপিনী**।
প্রলিপ্ত—বিণ. (উত্তমরূপে বা প্রগাঢ়ভাবে) লেপন করা। [সং. প্র+লিপ্ত]।
প্রলুব্ধ—বিণ. অত্যন্ত লোভযুক্ত; আকৃষ্ট। [সং. প্র+লুব্ধ]। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রলুব্ধা**। বি. **~তা**।
প্রলেপ—বি. লেপিয়া লাগানো হয় এমন বস্তু (কাদার প্রলেপ); লেপন করিবার দ্রব্য, মলম; লেপন, মাখানো। [সং. প্র+লেপ]। বিণ. **~ক**—প্রলেপকারী। বি. **~ন**—প্রকৃষ্টরূপে লেপন।
প্রলোভ—বি. অতিশয় লোভ। [সং. প্র+লোভ]। বি. **প্রলোভন**—লোভ উৎপাদন; লোভজনকতা (ঐশ্বর্যের বা পুণ্যের প্রলোভন); লোভজনক বিষয়। বিণ. **প্রলোভিত**—প্রলোভনপ্রাপ্ত, প্রলুব্ধ।
প্রশংসন—বি প্রশংসাকরণ। [সং. প্র+ √শন্স্+অন (ভা)]। বিণ. **প্রশংসনীয়**—প্রশংসার যোগ্য। বি. **প্রশংসা**—গুণকীর্তন, সাধুবাদ, সুখ্যাতি। বি. **~পত্র**—প্রশংসা-সংবলিত লিখন। বি. **~বাদ**—প্রশংসা-বাক্য। বিণ. **প্রশংসিত**—প্রশংসা করা হইয়াছে এমন, প্রশংসাপ্রাপ্ত।
প্রশমন—বি. শান্ত নিবৃত্ত বা সংযত করণ; নিবারণ,

দমন ; শান্তি (শোক, দুঃখ বা ক্রোধের প্রশমন)। [সং. প্র+ √শম্+অন (ভা)]। বিণ. **প্রশমিত**—নিবারিত ; (রসা.) ক্ষার বা অম্ল নয় এমন, neutral [বি. প.]।

প্রশস্ত—বিণ. প্রশংসা করা হইয়াছে এমন (সংক্রান্তিতে দীক্ষাদান প্রশস্ত) ; উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ (প্রশস্ত উপায়), উপযুক্ত, যোগ্যতম (প্রশস্ত সময়) ; উদার (প্রশস্ত হৃদয়) ; (বাং.) বিস্তৃত, চওড়া (প্রশস্ত পথ), প্রসারিত (কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করুন)। [সং. প্র+ √শন্স্+ত (র্ম)]। বি. **~তা, প্রাশস্ত্য**।

প্রশস্তি—বি. প্রশংসা ; স্তুতি, স্তব (কবি-প্রশস্তি)। [সং. প্র+ √শন্স্+তি (ভা)]।

প্রশস্য—বিণ. প্রশংসনীয়। [সং. প্র+ √শন্স্+য (র্ম)]। বি. **~তা**।

প্রশাখা—বি. শাখা হইতে নির্গত ক্ষুদ্রতর শাখা। [সং. প্র (প্রগতা)+শাখা]।

প্রশান্ত—বিণ. অতিশয় শান্ত বা স্থির, অচঞ্চল, বিক্ষোভহীন (প্রশান্তবদন, প্রশান্তকণ্ঠ)। [সং. প্র+শান্ত]। বি. **প্রশান্তমহাসাগর**—মহাসমুদ্রবিশেষ, Pacific Ocean। বি. **প্রশান্তি**—প্রশান্ত অবস্থা বা ভাব।

প্রশাসক—বি. পরিচালকরূপে ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা, administrator। [সং. প্র+শাসক]।

প্রশাসন—বি. (প্রধানতঃ রাষ্ট্রের) শাসন-পরিচালন, administration। [সং. প্র+শাসন]। বিণ. **প্রশাসনিক**—(প্রধানতঃ রাষ্ট্রের) শাসন-সংক্রান্ত, administrative।

প্রশিক্ষণ—বি. কারিগরি বা বিশেষ কোন ব্যাপার সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা, training। [সং. প্র+শিক্ষণ]। বি. **প্রশিক্ষক**—উক্ত শিক্ষণকার্যের শিক্ষক।

প্রশিষ্য—বি. শিষ্যের শিষ্য। [সং. প্র (পরবর্তী)+শিষ্য]। বি.(স্ত্রী.) **প্রশিষ্যা**।

প্রশ্ন—বি. জিজ্ঞাসা (প্রশ্ন করা) ; জিজ্ঞাসিত বিষয় (দুরূহ প্রশ্ন) ; সমস্যা (জীবন-প্রশ্ন)। [সং. √প্রচ্ছ্+ন (ভা)]। বি. **~কর্তা** (-র্তৃ)—যে ব্যক্তি প্রশ্ন বা পরীক্ষা করে। বি. (স্ত্রী.) **~কর্ত্রী**। বি. **~পত্র**—পরীক্ষার জিজ্ঞাস্য-বিষয়-সংবলিত কাগজ। বি. **~মালা**—প্রশ্নসমূহ। বিণ. **প্রশ্নাতীত**—প্রশ্নের বা সন্দেহের অযোগ্য (অপরাধের সহিত তোমার সম্পর্ক প্রশ্নাতীত)। বি. **প্রশ্নোত্তর**—প্রশ্ন ও তাহার জবাব।

প্রশ্রয়—বি. (সং.) বিনয়, নম্রতা (প্রশ্রয়াবনত) ; (বাং.) আশকারা, আবদার, অতিশয় আদর, (প্রশ্রয় দেওয়া বা পাওয়া)। [সং. প্র+ √শ্রি+অ (ভা)]। বিণ. **প্রশ্রিত** প্রশ্রয়প্রাপ্ত ; আদৃত ; বিনীত।

প্রশ্বাস—বি. নাসিকাপথে গৃহীত বায়ু ; শ্বাসগ্রহণ (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস)। [সং. প্র+শ্বাস]।

প্রসক্ত—বিণ. অতিশয় আসক্ত (ভোগবাসনায় প্রসক্তচিত্ত)। [সং. প্র+ √সন্জ্+ত (র্তৃ)]। বি. **প্রসক্তি**—গভীর আসক্তি।

প্রসঙ্গ—বি. (সং.) আসক্তি ; আলোচ্য বিষয়, প্রস্তাব (প্রসঙ্গ-উত্থাপন) ; আলোচনা, আখ্যান (রামায়ণ-প্রসঙ্গ) ; সম্পর্ক, সঙ্গতি, context (আলোচনা-প্রসঙ্গে)। [সং. প্র+ √সন্জ্+অ (ভা)]। ক্রি-বিণ. **~ক্রমে, ~তঃ** (-তস্)—আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গরূপে বা তাহার সূত্রে। বি. **প্রসঙ্গান্তর**—ভিন্ন প্রসঙ্গ।

প্রসন্ন—বিণ. সন্তুষ্ট, হৃষ্ট ; সদয়, অনুকূল (প্রভুকে, দেবতাকে প্রসন্ন করা) ; নির্মল (প্রসন্নসলিলা) ; শান্ত ও প্রফুল্ল, উজ্জ্বল (প্রসন্ন মুখে বা মনে, প্রসন্ন হাসি)। [সং. প্র+ √সদ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী) **প্রসন্না**। বি. **~তা**।

প্রসব—বি. গর্ভবিমোচন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া ; উৎপাদন ; জন্ম, সৃষ্টি ; বৃক্ষ বা লতার পুষ্প ইত্যাদি উৎপাদিত বস্তু ('নমেরু প্রসব')। [সং. প্র+ √সূ+অ (ভা)]। বি. **~বেদনা**—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রসূতির বেদনা। বিণ. **প্রসবিতা** (-তৃ), **প্রসবী** (-বিন্)—প্রসবকারী, জন্মদানকারী। বিণ (স্ত্রী.) **প্রসবিত্রী, প্রসবিনী**।

প্রসব্য—বিণ. প্রতিকূল, বিপরীত। [সং. প্র+সব্য (=বাম)]।

প্রসর—বি. গমন, গতি, বেগ ; বিস্তার, ব্যাপ্তি (ধূমপ্রসর)। [সং. প্র+ √সৃ+অ (ভা)]। বি. **~ণ**—ইতস্ততঃ ভ্রমণ ; শত্রুসেনাদলকে পরিবেষ্টন ; ব্যাপ্তি, বিস্তার।

প্রসাদ—বি. প্রসন্নতা (চিত্তপ্রসাদ), অনুগ্রহ (গুরুর প্রসাদে); দেবতাকে নিবেদিত ভোজ্যসামগ্রী বা গুরুজনের ভুক্তাবশেষ ; সৌম্যতা। **প্রসাদ-গুণ**—(কাব্যাদির) মনোহর প্রাঞ্জলতা-গুণ। [সং. প্র+ √সদ্+অ (ভা)]। বি. **~ন, ~না**—সন্তুষ্টকরণ, তুষ্টিবিধান। অব্য. ক্রি-বিণ. **প্রসাদাৎ**—অনুগ্রহের ফলে, অনুগ্রহে (ঈশ্বরপ্রসাদাৎ)। বিণ. **প্রসাদিত**—প্রসন্ন করা হইয়াছে এমন। বিণ. **প্রসাদী**, (বিরল) **প্রসাদি**—দেবতাকে নিবেদিত বা গুরুজন কর্তৃক উপভুক্ত ও প্রসাদরূপে গণ্য (প্রসাদী ফুল)।

প্রসাধক—**প্রসাধন** দ্রঃ।

প্রসাধন—বি. অঙ্গসজ্জা-সম্পাদন, বেশবিন্যাস ; অঙ্গসজ্জা, অঙ্গরাগ ; অলঙ্করণ, সজ্জিতকরণ, চিত্রণ ; সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন। [সং. প্র+ √সাধ, √সাধি+অন]। বিণ. বি. **প্রসাধক**—প্রসাধনকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **প্রসাধিকা**। বি. **প্রসাধনী**—চিরুনি ; প্রসাধনদ্রব্য, অঙ্গরাগ। বিণ. **প্রসাধিত**—প্রসাধন বা সম্পাদন করা হইয়াছে এমন ; সজ্জীকৃত।

প্রসার—বি. বিস্তার, বিস্তৃতিলাভ (ব্যবসায়ের বা শিল্পবাণিজ্যের প্রসার); নির্গম। [সং. প্র+ √সৃ+অ (ভা)]। বি. **~ণ**—প্রসারিত করা বা হওয়া (হস্ত প্রসারণ করা)। বিণ. **প্রসারিত**—প্রসার লাভ করিয়াছে এমন ; বিস্তৃত (দৃষ্টি বা কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করা)। বিণ. **প্রসারী** (-রিন্)—প্রসার লাভ করে এমন (সুদূরপ্রসারী) ; ব্যাপক, বিস্তৃত ; প্রসারিত করে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রসারিণী**। বিণ. **প্রসার্য**—বিস্তারযোগ্য ; প্রসারিত করা যায় এমন। বিণ. **প্রসার্যমাণ**—প্রসারিত হইতেছে এমন।

প্রসিক্ত—বিণ. সম্পূর্ণরূপে সিক্ত। [সং. প্র+সিক্ত]।

প্রসিদ্ধ—বিণ. বিখ্যাত, ব্যাপকভাবে পরিচিত। [সং. প্র

+ √সিধ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রসিদ্ধা**। বি. **প্রসিদ্ধি** খ্যাতি ; ব্যাপক পরিচিতি ; জনশ্রুতি।

প্রসীদ—ক্রি. প্রসন্ন হও, অনুগ্রহ কর, সদয় হও (প্রসীদ হে দেবি)। [সং.]।

প্রসুপ্ত—বিণ. গভীর নিদ্রামগ্ন। [সং. প্র + সুপ্ত]। বি. **প্রসুপ্তি**—গভীর নিদ্রা।

-প্রসূ—বি. প্রসবকারিণী, উৎপাদনকারিণী (স্বর্ণপ্রসূ, ফল-প্রসূ)। [সং. প্র + √সূ + ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বিণ. **~ত**—সঞ্জাত (বিদ্বেষ-প্রসূত আচরণ); উৎপন্ন ; গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ। বিণ. (স্ত্রী.) **~তা**—উৎপন্না, ভূমিষ্ঠ ; সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন, জাতসন্তানা। **প্রসূতি**—বি. প্রসবিনী, জননী ; (বিরল) উৎপত্তি, কারণ। [সং. প্র + √সূ + তি (র্তৃ, ভা)]।

প্রসূন—বি. ফুল ; ফল ; মুকুল, কুঁড়ি। [সং. প্র + √সূ + ত (র্ম)]।

প্রসৃত—বিণ. নির্গত ; বিস্তৃত। [সং. প্র + √সৃ + ত (র্তৃ)]।

প্রস্তর—বি. পাথর, পাষাণ, শিলা, উপল, অশ্ম ; মণি। [সং. প্র + √স্তৃ + অ (র্তৃ)]। বি. **~যুগ**—যে যুগে মানুষ প্রস্তরদ্বারা পশুহননাদি করিত এবং ধাতুর ব্যবহার জানিত না। বিণ. **প্রস্তরীভূত**—পাথরে পরিণত।

প্রস্তাব—বি. প্রসঙ্গ ; কথার উত্থাপন ; আলোচনার জন্য উত্থাপিত বিষয় ; গ্রন্থাদির অধ্যায় ; প্রকরণ। [সং. প্র + √স্তু + অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—প্রস্তাবকারী। বি. **~না**—আরম্ভ, সূচনা, ভূমিকা ; (সং. নাটকে) সূত্রধার ও নট-নটীর কথা প্রসঙ্গে নাটকের বিষয়বস্তুর অবতারণা। বিণ. **প্রস্তাবিত**—প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন, উত্থাপিত ; প্রস্তাব বা আলোচনার বিষয়ীভূত।

প্রস্তুত—বিণ. তৈয়ারী, নির্মিত (বিদেশে প্রস্তুত) ; সজ্জিত, উন্মুখ (যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া), সম্মত (ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত) ; আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে বা করিয়াছে এমন (কন্যা-পক্ষ এখন প্রস্তুত)। [সং. প্র + √স্তু + ত (র্তৃ)]। বি. **প্রস্তুতি**—আয়োজন বা উদ্যোগ ; প্রস্তুতের ভাব।

প্রস্থ১—বি. দফা (দুই প্রস্থ দাবি) ; একই প্রয়োজনে ব্যবহার্য বস্তুসমূহ (এক প্রস্থ পোশাক, বাসন বা খাবার)। [দেশী]।

প্রস্থ২—বি. চওড়ার মাপ (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ); বিস্তার, পরিসর; সমতল ভূমি (ইন্দ্রপ্রস্থ) ; পর্বতের সানুদেশ (হিমাদ্রি-প্রস্থ)। [সং. প্র + √স্থা + অ]।

প্রস্থান—বি. যাত্রা, প্রয়াণ, চলিয়া যাওয়া। [সং. প্র + √স্থা + অন(ভা)]। বিণ. **প্রস্থিত**—যে প্রস্থান করিয়াছে। বিণ. **প্রস্থাপিত**—প্রেরিত।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত—বিণ. পূর্ণ বিকশিত, সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়াছে এমন ; সম্পূর্ণ প্রকাশিত বা ব্যক্ত। [সং. প্র + √স্ফুট + অ, ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রস্ফুটিতা**। বি. **প্রস্ফুটন**—প্রস্ফুটিত হওয়া।

প্রস্ফুরণ—বি. ঈষৎ স্পন্দন বা কম্পন। [সং. প্র + √স্ফুর্ + অন (ভা)]। বিণ. **প্রস্ফুরিত**—ঈষৎ স্পন্দিত বা কম্পিত, প্রস্ফুরণযুক্ত (অধর প্রস্ফুরিত)।

প্রস্রবণ—বি. ঝরনা, নির্ঝর ; ক্ষরণ। [সং. প্র + √স্রু + অন (র্তৃ)]।

প্রস্রাব—বি. মূত্র ; মূত্রত্যাগ (প্রস্রাব করা)। [সং. প্র + √স্রু + অ (র্ম, ভা)]।

প্রস্রুত—বিণ. ক্ষরিত, নিঃসৃত। [সং. প্র + √স্রু + ত (র্তৃ)]।

প্রস্বাপন—(১) বিণ. নিদ্রাজনক। (২) বি. নিদ্রাজনক পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ। [সং. প্র + √স্বপ্ + ণিচ্ + অন (র্তৃ)]।

প্রহত—বিণ. আঘাতপ্রাপ্ত, আহত ('স্বার্থ কারো দূরে প্রহত' : রবীন্দ্র)। [সং. প্র + হন্ + ত (র্ম)]।

প্রহর—বি. তিনঘণ্টা কাল ; দিবারাত্রের আটভাগের এক ভাগ, যাম। [সং. প্র + √হৃ + অ (ধি)]।

প্রহরণ—বি. অস্ত্র ; প্রহার। [সং. প্র + √হৃ + অন (গে, ভা)]।

প্রহরা—বি. পাহারা। [সং. প্রহর + বাং. আ]।

প্রহরার্ধ—বি. অর্ধ প্রহর, দেড় ঘণ্টা। [সং. প্রহর + অর্ধ]।

প্রহরী (-রিন্)—বি. চৌকিদার, পাহারাওয়ালা। [সং. প্রহর + ইন্]। বি.(স্ত্রী.) **প্রহরিণী**।

প্রহর্তা (-র্তৃ)—বিণ. প্রহারকারী। [সং. প্র + √হৃ + তৃ (-র্তৃ)]।

প্রহসন—বি. হাস্যরসাত্মক নাটক, farce ; বাস্তব-বর্জিত অনুষ্ঠান (ইহা নির্বাচন নয়, প্রহসনমাত্র)। [সং. প্র + √হস্ + অন (ভা)]।

প্রহার—বি. মার, আঘাত ; নিগ্রহ। [সং. প্র + √হৃ + অ (ভা)]। বিণ. **প্রহৃত**—মার খাইয়াছে এমন ; আঘাত-প্রাপ্ত ; নিগৃহীত। **প্রহারেণ ধনঞ্জয়**—(গল্পে) শত অপমানেও শ্বশুরালয়ত্যাগে অনিচ্ছুক ধনঞ্জয় শেষ পর্যন্ত মার খাইয়া শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করিয়াছিল ; (আল) যাহাকে কিছুতেই বাগ মানান যায় না, অনেক সময়ে তাহাকে প্রহার করিয়া বশে আনা যায়।

প্রহেলিকা—বি. গূঢ় অর্থযুক্ত কূটপ্রশ্ন ; হেঁয়ালি, ধাঁধা। [সং.]।

প্রাইজ—বি. পারিতোষিক, পুরস্কার। [ইং. prize]।

প্রাইভেট টিউটর—বি. গৃহশিক্ষক। [ইং. private tutor]।

প্রাইমারি, প্রাইমারী—বিণ. প্রাথমিক ; প্রাথমিক পাঠ্য। [ইং. primary]।

প্রাংশু—বিণ. উন্নত, উঁচু ; দীর্ঘকায় ('শালপ্রাংশু'—শালগাছের মতো লম্বা)। [সং. প্র + অংশু]।

প্রাক্ (প্রাচ্)—অব্য. পূর্বকালের, পূর্ববর্তী (প্রাক্-চৈতন্য যুগ) ; পূর্বদিকস্থ (প্রাগ্‌দেশীয়, প্রাঙ্‌মুখ) ; [সং. প্র + √অন্চ্ + ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বি. **~কলন**—কোনো ব্যাপারের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব, estimate [স. প.]।

প্রাকাম্য—বি. অপরিসীম স্বাধীনতা উপভোগের অলৌকিক শক্তি ; ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা। [সং. প্রকাম + য (ভা)]।

প্রাকার—বি. প্রাচীর, দেওয়াল। [সং. প্র + √কৃ + অ (গে)]।

প্রাকৃত$_1$—(১) বিণ. প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক; প্রজা-সম্বন্ধীয়; লৌকিক, সাধারণ, সামান্য। (২) বি. সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত দেশী ভাষাবিশেষ। [সং. প্রকৃতি+অ]।

প্রাকৃত$_2$—বিণ. নীচ, অধম, ইতর (প্রাকৃতজন)। [সং. প্র+অকৃত (=অকার্য) যাহার]।

প্রাকৃতিক—বিণ. প্রকৃতি-সম্বন্ধীয়, স্বাভাবিক (প্রাকৃতিক শক্তি বা সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ), নৈসর্গিক; জড়-পদার্থ-সম্বন্ধীয় (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান)। [সং. প্রকৃতি+ইক]। **প্রাকৃতিক নির্বাচন**—প্রাকৃতিক জগতের যে-নিয়মে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতম প্রাণীরাই টিকিয়া থাকে, Natural Selection। [উদ্বর্তন দ্রঃ]।

প্রাক্কাল—বি. পূর্ববর্তী বা প্রারম্ভিক কাল। [সং. প্রাচ্+কাল]। বিণ. **প্রাক্কালিক, প্রাক্কালীন**—প্রাক্কালের।

প্রাক্তন—(১) বিণ. পূর্বকালীন, ভূতপূর্ব (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী); জন্মান্তরীণ (প্রাক্তন সংস্কার), পূর্বজন্মে অর্জিত। (২) বি. অদৃষ্ট পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের ফল। [সং. প্রাচ্+তন (ভা)]।

প্রাখর্য—বি. প্রখরতা। [সং. প্রখর+য (ভা)]।

প্রাগভাব—বি. (দর্শ.) উৎপত্তির পূর্বে (প্রাক্) বস্তুর অবিদ্যমানতা (non-existence)। [সং. প্রাক্+অভাব]।

প্রাগল্ভ্য—বি. প্রগল্ভতা; ঔদ্ধত্য, স্ত্রীলোকের প্রণয়াদি বিষয়ে নির্লজ্জতা। [সং. প্রগল্ভ+য (ভা)]।

প্রাগুক্ত—বিণ. পূর্বোক্ত, পূর্বে কথিত বা উল্লিখিত। [সং. প্রাক্+উক্ত]।

প্রাগৈতিহাসিক—বিণ. যে যুগ হইতে ইতিহাস জানা গিয়াছে তাহার পূর্ববর্তী যুগের, prehistoric। [সং. প্রাক্+ঐতিহাসিক]।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ—বি. কামরূপ বা ঐ দেশবাসীর প্রাচীন নাম। [সং. প্রাক্+জ্যোতিষ]।

প্রাঙ্গণ—বি. উঠান, অঙ্গন। [সং. প্র+অঙ্গন]।

প্রাঙ্‌মুখ—বিণ. পূর্বদিকে যাহার মুখ রহিয়াছে, পূর্বমুখ। [সং. প্রাক্+মুখ]।

প্রাচী—বি. পূর্বদিক্, পৃথিবীর পূর্বভাগ। [সং প্রাচ্+ঈ]।

প্রাচীন—বিণ. পুরাতন (প্রাচীন যুগ, প্রাচীন ভারত), বৃদ্ধ, সেকেলে। [সং.]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রাচীনা**। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**।

প্রাচীর—বি. পাঁচিল, দেওয়াল, প্রাকার। [সং.]।

প্রাচুর্য—বি. প্রচুরতা, আধিক্য। [সং. প্রচুর+য (ভা)]।

প্রাচ্য—বিণ. পূর্বদিক্‌স্থ; ভারত ইত্যাদি পূর্বদেশীয় (প্রাচ্য বিদ্যা বা ভাষা, প্রাচ্য ভাবধারা); পূর্বদিগ্‌বর্তী। [সং. প্রাচ্+য (ভবার্থে)]। **প্রাচ্যা**—মাগধী প্রাকৃত ভাষা কোথাও কোথাও এই নামে অভিহিত হয়।

প্রাজন—বি. পাচনবাড়ি, পশুতাড়নদণ্ড। [সং.]।

প্রাজাপত্য—(১) বি. অষ্টবিধ হিন্দুবিবাহের অন্যতম। (২) বিণ. প্রজাপতি-সম্বন্ধীয়। [সং. প্রজাপতি+য]।

প্রাজ্ঞ—বিণ. পণ্ডিত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান্। [সং. প্রজ্ঞা+অ]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রাজ্ঞা, প্রাজ্ঞী** (পত্নী অর্থে)। বি. ~**তা**।

প্রাঞ্জল—বিণ. সরল, সুখবোধ্য; পরিষ্কার, স্বচ্ছ। [সং.]। বি. ~**তা**।

প্রাঞ্জলি—বিণ. বদ্ধাঞ্জলি, জোড়হাত।

প্রাড়্‌বিবাক, প্রাড়্‌বিবেক—(হিন্দুরাজত্বে) প্রধান বিচারপতি। [প্রাট্ (=প্রশ্নকার)+বিবাক (=বিবেচক)]।

প্রাণ—বি. জীবন; শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু: প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান: দেহস্থ এই পঞ্চবায়ু; জীবনী শক্তি; হৃদয়, মন (প্রাণে সহিয়া দিতে পারা, 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়': রবীন্দ্র)। [সং.]। ক্রি. **প্রাণ উড়িয়া যাওয়া**—ভয়াদিতে মৃতপ্রায় হওয়া। ক্রি **প্রাণ দেওয়া**—স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করা; পরের জীবন রক্ষা করা। ক্রি. **প্রাণ যাওয়া**—মৃত্যু হওয়া; অত্যন্ত কষ্ট হওয়া। ক্রি. **প্রাণ লওয়া**—বধ করা। ক্রি. **প্রাণ হারানো**—মারা যাওয়া। ক্রি. **প্রাণে মারা**—মৃত্যু ঘটানো; হত্যা করা। **প্রাণের প্রাণ**—(আল) প্রাণাধিক প্রিয় ব্যক্তি। বি. ~**কান্ত**—হৃদয়েশ্বর; স্বামী, পতি; নাগর, প্রণয়ী। বি. ~**কৃষ্ণ**—প্রাণসম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ; (আল) পরমাদরের পাত্র। বিণ. **প্রাণ-খোলা—খোলা** দ্রঃ (প্রাণ খুলিয়া সব বলা)। বিণ. ~**গত**—হৃদয়গত, মনোগত; আন্তরিক। বিণ. ~**গতিক**—জীবন বা জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয়; শারীরিক। বিণ ~**ঘাতী**—মৃত্যু ঘটায় এমন। বিণ. ~**তুল্য**—জীবনের মত মূল্যবান্ বা প্রিয়। বি. ~**ত্যাগ**—মৃত্যু; জীবন-বিসর্জন। ক্রি. **প্রাণ থাকা**—বাঁচিয়া থাকা। বি. ~**দণ্ড**—মৃত্যুদণ্ড; অপরাধের জন্য মৃত্যুরূপ শাস্তি। বিণ. ~**দাতা** (-তৃ)—জীবনরক্ষাকারী। বিণ.(স্ত্রী.) ~**দাত্রী**। বি. ~**দান**—জীবনরক্ষা; মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা। বি. ~**নাথ**—**প্রাণকান্ত**-র অনুরূপ। বি. ~**নাশ**—বধ, হত্যা। বিণ. ~**পণ**—স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া কার্যসাধনের সঙ্কল্পপূর্ণ (প্রাণপণ চেষ্টা বা পরিশ্রম)। বি. ~**পতি**—**প্রাণকান্ত**-র অনুরূপ। বি. ~**পাখি**—পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় দেহগত প্রাণ। বি. ~**পাত**—মৃত্যু, মৃত্যুতুল্য (প্রাণপাত পরিশ্রম)। বিণ. ~**পূর্ণ**—**প্রাণবন্ত**-এর অনুরূপ। বিণ. ~**প্রতিম**—প্রাণতুল্য, প্রাণের ন্যায় প্রিয় (প্রাণপ্রতিম বন্ধু)। বি. ~**প্রতিষ্ঠা**—মন্ত্রপাঠদ্বারা প্রতিমায় দেবতাকে অধিষ্ঠিত করা (মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা); (আল.) জীবন্ত করণ। বিণ. ~**প্রদ**—জীবনদায়ক, বলদায়ক। বিণ. ~**প্রিয়**—প্রাণের তুল্য প্রিয়। বি. ~**বঁধু**—সখা, প্রাণ-প্রিয় বন্ধু। বি. ~**বল্লভ**—**প্রাণকান্ত**-র অনুরূপ। বিণ. ~**বান্** (-বৎ), ~**বন্ত**—জীবন্ত, সজীব; স্ফূর্তিযুক্ত; সহৃদয়; ক্রিয়াশীল, স্থবিরের বা নিষ্ক্রিয়ের বিপরীত (প্রাণবন্ত জীবন)। বি. ~**বায়ু**—প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান: জীবদেহস্থ এই পঞ্চবায়ু; জীবন্ত প্রাণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস। বি. ~**বিয়োগ**—মৃত্যু। বি. ~**বিসর্জন**—মৃত্যুবরণ। বিণ. ~**ময়**—জীবন্ত, সজীব, স্ফূর্তিযুক্ত; সমস্ত জীবন-লক্ষণে পূর্ণ; হৃদয়বান্, উদার; জীবনসর্বস্ব। বিণ.(স্ত্রী.) ~**ময়ী**। **প্রাণময় কোষ**—পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ময় শরীরস্থ আধারবিশেষ। বিণ. ~**শূন্য**, ~**হীন**—মৃত; জড়; উদ্যমহীন, হৃদয়হীন, নির্মম। বিণ.(স্ত্রী.) ~**শূন্যা**,

~হীনা। বি. ~সংশয়, ~সঙ্কট—মৃত্যুর আশঙ্কা, জীবন-সঙ্কট। বি. ~সংহার—হত্যা, বধ। বি. ~সঞ্চার—মৃত জড় বা অচেতন দেহ সজীব করণ; (আল.) উদ্যম বা প্রেরণা দান। বিণ. ~হন্তা (-ন্তৃ)—হত্যাকারী। বিণ.(স্ত্রী.) ~হন্ত্রী। বিণ. ~হর, ~হারক, ~হারী (-রিন্)—জীবননাশক; সাংঘাতিক। বিণ.(স্ত্রী.) ~হরা, ~হারিকা, ~হারিণী। বিণ. ~হীন—প্রাণশূন্য দ্রঃ। বি. প্রাণাতিপাত—মৃত্যু; নিদারুণ কষ্ট। বি. প্রাণাত্যয়—মৃত্যু; জীবননাশের সময়। বিণ. প্রাণাধিক—প্রাণের অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। বিণ.(স্ত্রী.) প্রাণাধিকা। বি. প্রাণান্ত—মৃত্যু; নিদারুণ কষ্ট ('প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত': দ্বি. রা.)। বি. প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ—মৃত্যুতে যাহার শেষ; যাহা মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপিয়া আছে; (গৌণ অর্থে) অশেষ পরিশ্রম বা কষ্ট। বিণ. প্রাণান্তিক—যাহাতে মৃত্যু ঘটিতে পারে, মৃত্যুতুল্য (প্রাণান্তিক বেদনা, সংগ্রাম) প্রাণে-প্রাণে—(১) বিণ. অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ। (২) ক্রি-বিণ. অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। বি. প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—জীবনের অধীশ্বর; স্বামী, পতি; প্রেমিক, নাগর। বি. প্রাণোৎসর্গ—জীবনদান, মৃত্যুবরণ।

প্রাণায়াম—বি. যোগসাধনার অঙ্গবিশেষ, নির্দিষ্ট রীতিতে শ্বাসগ্রহণ (পূরক) শ্বাসধারণ (কুম্ভক) ও শ্বাসত্যাগ (রেচক): এই প্রক্রিয়ার শাস্ত্রীয় নাম। [সং. প্রাণ + আ + √যম্ + অ]।

প্রাণারাম—বি. যে প্রাণে সুখ ও শান্তি দান করে। [সং. প্রাণ + আরাম(= আনন্দ)]।

প্রাণী (-ণিন্)—বি. প্রাণ বা জীবন আছে যাহার, মানুষ পশু পাখি কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সচেতন জীব; (বাং.) লোক (বাড়িতে দুইটি মাত্র প্রাণী বাস করে); (প্রা. বাং.) প্রাণ ('কেমন করিছে প্রাণী': চণ্ডী.)। [সং. প্রাণ + ইন্]। বিণ. প্রাণিজ—প্রাণিদেহ হইতে লব্ধ (প্রাণিজ খাদ্য)। বি. প্রাণিজগৎ—জীবজগৎ, সমস্ত প্রাণী। বি. প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা—জীবজন্তু-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, zoology। বি. প্রাণিহিংসা—জীবজন্তু হত্যা করা।

প্রাত—বি. প্রাতঃকাল (প্রাতে আসিবে)। [সং. প্রাতর্]।

প্রাতঃ (-তর্)—অব্য. প্রভাত, সকালবেলা; (আল.) সূচনা, সূচনাকাল। [সং.]। বি. ~কাল—প্রভাত, সকালবেলা। বিণ. ~কালীন—প্রাতঃকালের। বি. ~কৃত্য, ~ক্রিয়া—মলমূত্রত্যাগ দন্তধাবন স্নান ও উপাসনা: প্রাতঃকালে করণীয় এই কর্মচতুষ্টয়। বি. ~প্রণাম—প্রভাতকালীন অভিবাদন। বি. ~সন্ধ্যা—পূর্বসন্ধ্যা, প্রত্যূষ; প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনা। বি. ~স্নান—সূর্যোদয়কালে স্নান। বিণ. ~স্মরণীয়—প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই স্মরণযোগ্য, পুণ্যকীর্তি।

প্রাতরাশ, প্রাতর্ভোজন—বি. প্রাতঃকালের প্রথম আহার। [সং. প্রাতর্ + আশ (< √অশ্ ভোজনার্থক), ভোজন]।

প্রাতর্বাক্য—বি. প্রাতঃকালীন প্রথমোচ্চারিত বাক্য (আশীর্বাদ বা অভিশাপ)। [সং. প্রাতর্ + বাক্য]।

প্রাতর্ভ্রমণ—বি. (প্রধানতঃ লঘু ব্যায়ামার্থ) সকালবেলার মুক্তবায়ুতে পায়চারি। [সং. প্রাতঃ + ভ্রমণ]।

প্রাতিকূল্য—বি. প্রতিকূলতা, বিরোধিতা। [সং. প্রতিকূল + য (ভা)]।

প্রাতিপদিক—(১) বি. (ব্যাক.) বিভক্তিবিহীন বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ। (২) বিণ. প্রতিপদ-সম্বন্ধীয়। [সং. প্রতিপদ + ইক]।

প্রাতিভাসিক—বিণ. প্রতিভাসে বা ইন্দ্রিয়গোচরে সত্য বলিয়া মনে হয় কিন্তু পরমার্থত নহে এমন, বাস্তব না হইয়াও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান (তু. পারমার্থিক)। [সং. প্রতিভাস + ইক]।

প্রাতিস্বিক—বিণ. প্রত্যেকের স্বকীয়, ব্যক্তিগত; যাহা সর্বসাধারণের নয় (প্রাতিস্বিক ধর্ম, কর্তব্য)। [সং. প্রতি + স্ব + ইক]।

প্রাতিহার, প্রাতিহারক, প্রাতিহারিক—(১) বি. প্রতিহারীর বা দৌবারিকের কার্য; বাজিকর, ঐন্দ্রজালিক। (২) বিণ. মায়াবী। [সং. প্রতিহার + অ, ক, ইক]।

প্রাত্যহিক—বিণ. দৈনিক (প্রাত্যহিক সংবাদপত্র); প্রত্যহ সঙ্ঘটিত হয় অথবা পালন করিতে হয় এমন (প্রাত্যহিক জীবন, ঘটনা)। [সং. প্রত্যহ + ইক]। বিণ. (স্ত্রী.) প্রাত্যহিকী।

প্রাথমিক—বিণ. প্রথমে কৃত (প্রাথমিক আলাপ বা কর্তব্য), প্রারম্ভকালীন (প্রাথমিক পরিচয় বা শিক্ষা)। [সং. প্রথম + ইক]।

প্রাদি—বি. প্র পরা অপ সম নি অব অনু নির্ দুর্ বি অভি অধি সু উৎ পরি প্রতি অপি অতি উপ আ: ধাতুর এই কুড়িটি উপসর্গ। [সং. প্র + আদি]। বি. ~সমাস—উপসর্গযোগে নিষ্পন্ন তৎপুরুষ সমাসবিশেষ (যেমন প্রভাব, পরিপুষ্ট, বিচ্যুত)।

প্রাদুর্ভাব—বি. আবির্ভাব, আকস্মিক বা প্রথম প্রকাশ (দেবতার বা ঋতুর প্রাদুর্ভাব); (বাং.) (মন্দার্থে) ভীতিকর প্রকাশ; বহুল বা ব্যাপক আবির্ভাব; ভীতিপ্রদ আধিক্য (রোগের প্রাদুর্ভাব; মশার প্রাদুর্ভাব)। [সং. প্রাদুস্ + √ভূ + অ (ভা)]। বিণ. প্রাদুর্ভূত—আবির্ভূত, প্রকাশিত, (বাং.) প্রবলভাবে বা ব্যাপকভাবে আবির্ভূত।

প্রাদেশিক—বিণ. প্রদেশ-সম্বন্ধীয়; প্রদেশজাত; দেশের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ (প্রাদেশিক শব্দ); সমগ্র দেশে বিস্তৃত না হইয়া স্বীয় প্রদেশে নিবদ্ধ (প্রাদেশিক মনোভাব)। [সং. প্রদেশ + ইক]। বি. ~তা—প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য; ভাষার প্রাদেশিক অর্থাৎ প্রদেশানুযায়ী বিকার; নিজ প্রদেশের প্রতি অন্যায় পক্ষপাত এবং অপর প্রদেশের প্রতি বিদ্বেষ।

প্রাধান্য—বি. শ্রেষ্ঠতা (যুক্তির প্রাধান্য), নেতৃত্ব; প্রভুত্ব; মোড়লি, আধিক্য। [সং. প্রধান + য]।

প্রান্ত—বি. সীমা, অন্তভাগ (বসনপ্রান্ত), কিনারা, ধার। [সং. প্র + অন্ত]। বিণ. ~বর্তী (-র্তিন্)—প্রান্তে অবস্থিত।

প্রান্তর—বি. বৃক্ষ জল বসতি ইত্যাদি নাই এমন বিস্তৃত ভূমি, মাঠ। [সং. প্র + অন্তর]।

প্রান্তিক, প্রান্তীয়—বিণ. প্রান্তবর্তী ; প্রান্ত-সম্বন্ধীয় ; পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত দুই শ্রেণীর প্রান্তে বা সীমায় অবস্থিত (প্রান্তিক চাষী)। [সং. প্রান্ত+ইক, ঈয়]।

প্রাপক—বিণ. বি. যে প্রাপ্ত হয় বা পাইবার অধিকারী। [সং. প্র+ √আপ্+অক(র্তৃ)] ; যে অপরকে পাওয়াইয়া দেয়। [প্র+ √আপ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

প্রাপণ—বি. পাওয়া, প্রাপ্তি [সং. প্র+ √আপ্+অন (ভা)] ; পাওয়ানো। [প্র+ √আপ্+ণিচ্+অন (ভা)]।

প্রাপ্ত—বিণ. পাওয়া গিয়াছে এমন, লব্ধ। [সং. প্র+ √আপ্+ত (র্ম)]। বিণ. **~কাল**—যাহার সময় হইয়াছে, মুমূর্ষু, মৃত্যুমুখী। বিণ. **~বয়স্ক, ~বয়াঃ** (-য়স্)—পূর্ণ বয়স পাইয়াছে এমন, বয়ঃপ্রাপ্ত, পূর্ণবয়স্ক ; সাবালক। বিণ. **~ব্য**—প্রাপ্য, যাহা পাওয়া উচিত। বিণ. **~ব্যবহার**—বিষয়কর্ম করিবার উপযুক্ত বয়স পাইয়াছে এমন, সাবালক। বিণ. **~যৌবন**—যৌবন লাভ করিয়াছে এমন, যুবক, পূর্ণবয়স্ক। বিণ.(স্ত্রী.) **~যৌবনা**।

প্রাপ্তি—পাওয়া ; লাভ, আয়, উপার্জন। [সং.প্র+ √আপ্ +তি (ভা)]। বি. **প্রাপ্তিযোগ**—পাওয়ার ভাগ্য, যাহা প্রায় অপ্রত্যাশিত।

প্রাপ্য—বিণ. প্রাপ্তিযোগ্য, লভ্য, প্রাপ্তব্য ; পাওনা। [সং. প্র+ √আপ্+য (র্ম)]।

প্রাবরণ, প্রাবার—বি. উত্তরীয়বস্ত্র; আবরণবস্ত্র। [সং. প্র+ √বৃ+অন, অ (ণে)]।

প্রাবল্য—বি. প্রবলতা (প্রয়োজনের প্রাবল্য)। [সং. প্রবল +য (ভা)]।

প্রাবাসিক—বিণ. প্রবাস-সম্বন্ধীয় ; প্রবাসকালীন। [সং. প্রবাস+ইক]।

প্রাবীণ্য—বিণ. প্রবীণতা; অভিজ্ঞতা; নৈপুণ্য। [সং. প্রবীণ+য (ভা)]।

প্রাবৃট্ (-বৃষ্)—বি. বর্ষাকাল। [সং. প্র+ √বৃষ্+কিপ্ (খি)]। বিণ. **প্রাবৃষিক, প্রাবৃষ্য**—বর্ষাকালীন।

প্রাবৃত—বিণ. আচ্ছাদিত ; বেষ্টিত। [সং. প্র+আবৃত]। বি. **প্রাবৃতি**—বেড়া ; আবরণ।

প্রাবেশন—বি. শিল্পভবন। [সং.]।

প্রাভাতিক—বিণ. প্রভাতকালীন। [সং. প্রভাত+ইক]।

প্রামাণিক—(১) বিণ. প্রমাণসিদ্ধ, বিশ্বাসযোগ্য (প্রামাণিক মত বা গ্রন্থ)। (২) বি. অধ্যক্ষ ; পণ্ডিত ; সমাজপতি ; হিন্দুশ্রেণীবিশেষের বংশগত উপাধি ; (বাং.) নাপিত। [সং. প্রমাণ+ইক]। বি. **~তা**।

প্রামাণ্য—(১) বি. প্রামাণিকতা। (২) (বাং.) বিণ. প্রামাণিক (প্রামাণ্য গ্রন্থ)। [সং. প্রমাণ+য (ভা)]।

প্রায়$_1$—ক্রি-বিণ. সাধারণতঃ, সচরাচর (এমনিই ত প্রায় ঘটে) ; ঘন ঘন, অল্পকাল অন্তর বারংবার (সে প্রায়ই আসে)। [সং. প্রায়স্]।

প্রায়$_2$—বিণ. (শব্দের শেষে যুক্ত হইলে) সদৃশ, তুল্য (মৃতপ্রায়, প্রায় অন্ধ) ; কাছাকাছি, কিছু কম (প্রায় প্রতিদিন)। [সং. প্র+ √ই বা অয়্+অ (র্তৃ)]।

প্রায়$_3$—বি. অনশনে মৃত্যু ; মৃত্যু-কামনায় উপবাস (প্রায়োপবেশন) ; বাহুল্য। [সং. প্র+ √ই বা অয়্ + অ (ভা)]।

প্রায়শঃ (শস্), (চলিত) **প্রায়শ**—অব্য. ক্রি-বিণ. প্রায়ই, সচরাচর, অতি ঘন ঘন (প্রায়শঃ এইরূপ হয়, প্রায়শঃ সেখানে যাই)। [সং. প্রায়+শস্]।

প্রায়শ্চিত্ত—বি. পাপমোচনের জন্য অনুষ্ঠান বা স্বেচ্ছায় গৃহীত শাস্তি ; চিত্তের বিশুদ্ধতাসাধন। [সং.]।

প্রায়ান্ধকার—অন্ধকারপ্রায়-এর অশু. কিন্তু বহুল-প্রচলিত রূপ।

প্রায়োপবেশ, প্রায়োপবেশন—বি. মৃত্যু-কামনায় উপবাসী থাকিয়া উপবেশন। [সং. প্রায়$_3$+উপবেশ, উপবেশন]। বিণ. **প্রায়োপবিষ্ট**—প্রায়োপবেশন করিয়াছে এমন।

প্রারব্ধ—(১) বিণ. আরব্ধ বা শুরু হইয়াছে এমন (প্রারব্ধ কর্ম)। (২) বি. অদৃষ্ট, পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল যাহার ভোগ শুরু হইয়াছে (ভোগদ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয়)। [সং. প্র+আরব্ধ]।

প্রারম্ভ—বি. আরম্ভ (কলিযুগের প্রারম্ভে, জীবনের প্রারম্ভে), সূত্রপাত, ভূমিকা। [সং. প্র+আরম্ভ]। বিণ. **প্রারম্ভিক**—আরম্ভকালীন।

প্রার্থক—বিণ. প্রার্থনাকারী, প্রার্থী। [সং. প্র+ √অর্থ্ +অক (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **প্রার্থিকা**।

প্রার্থন, প্রার্থনা—বি. আবেদন, যাচ্ঞা। [সং. প্র+ √অর্থ্+অন (ভা), +আ]। বিণ. **প্রার্থনীয়, প্রার্থয়িতব্য**—প্রার্থনার যোগ্য। বিণ. **প্রার্থয়িতা** (-তৃ), **প্রার্থী** (-র্থিন্)—প্রার্থনাকারী, যাচক। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রার্থিনী**। বিণ. **প্রার্থিত**—যাহা প্রার্থনা করা হইয়াছে, যাচিত ; অভিলষিত।

প্রাশ—বি. আহার, আহার্য বস্তু ('চ্যবন-প্রাশ')। [সং. প্র+ √অশ্(=ভোজন)+অ (ভা, র্ম)]।

প্রাশন—বি. আহার, ভোজন (অন্নপ্রাশন)। [সং. প্র+ অশন]।

প্রাশস্ত্য—বি. প্রশস্ততা, উৎকর্ষ ; বিস্তার। [সং. প্রশস্ত +য]।

প্রাশ্নিক—বিণ. প্রশ্নকারী ; প্রশ্ন শুনিয়া যে মীমাংসা করে। [সং. প্রশ্ন+ইক]।

প্রাস—বি. প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। [সং.]।

প্রাসঙ্গিক—বিণ. প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত বা উত্থাপিত (প্রাসঙ্গিক উল্লেখ)। [সং. প্রসঙ্গ+ইক]।

প্রাসাদ—বি. রাজভবন ; বড় অট্টালিকা, হর্ম্য। [সং. প্র+ √সদ্+অ (খি)]। বি. **~কুক্কুট**—পায়রা।

প্রাস্থানিক—বিণ. প্রস্থান-সংক্রান্ত বা বিদায়-সম্পর্কিত ; বিদায়কালোচিত ; বিদায়কালীন। [সং. প্রস্থান+ইক]।

প্রাহরিক—বিণ. প্রহর-সম্বন্ধীয়। [সং. প্রহর+ইক]।

প্রাহসনিক—বিণ. প্রহসন-সম্বন্ধীয় ; প্রহসনে অভিনয়কারী। [সং. প্রহসন+ইক]।

প্রাহ্ণ—বি. পূর্বাহ্ণ। [সং. প্র+অহন্]।

প্রিন্টার—বি. মুদ্রাকর, যে ব্যক্তি ছাপাখানায় পুস্তকাদি ছাপিয়া দেয়। [ইং. printer]।

প্রিন্সিপাল—বি. (উচ্চ) বিদ্যালয়াদির বা কলেজের অধ্যক্ষ। [ইং. principal]।

প্রিভি কাউন্সিল—বি. গ্রেট বৃটেনের উচ্চতম আদালত। [ইং. Privy Council]।

প্রিয়—(১) বি. ভালবাসার বা প্রণয়ের পাত্র; স্বামী: বন্ধু, সুহৃদ্‌। (২) বিণ. প্রীতিভাজন: প্রেমাস্পদ, স্নেহভাজন; ভাল লাগে এমন, কাম্য (প্রিয় সামগ্রী, প্রিয়জন)। [সং.]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **প্রিয়া**। বিণ. **~ংবদ**—মধুরভাষী। বিণ.(স্ত্রী) **~ংবদা**। বিণ. **~কারক, ~কারী** (-রিন্‌)—প্রিয় কার্য করে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **~কারিণী**। বি. **~ঙ্গু**—শ্যামালতা। বি. **~চিকীর্ষা**—প্রিয় কার্য করিবার ইচ্ছা। বিণ. **~চিকীর্ষু**—প্রিয়চিকীর্ষাযুক্ত। বি. **~জন**—প্রিয় ব্যক্তি, প্রিয়পাত্র: আত্মীয়; বন্ধু, সুহৃৎ। বিণ. **~তম**—সর্বাপেক্ষা প্রিয় বা প্রণয়ভাজন। বিণ. (স্ত্রী.) **~তমা**। বিণ. **~দর্শন**—সুদৃশ্য, সুন্দর (প্রিয়দর্শন যুবক)। **~দর্শী** (-র্শিন্‌)—(১) বিণ. সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখে এমন। (২) বি. সম্রাট্‌ অশোক। বিণ. **~পাত্র**—প্রীতিভাজন; স্নেহাস্পদ; প্রণয়ভাজন। বিণ (স্ত্রী.) **~পাত্রী**। বি. **~বচন, ~বাক্য**—মিষ্ট কথা, মনোরম কথা। বিণ **~বাদী** (-দিন্‌)—মধুরভাষী। বি **~বিয়োগ**—প্রিয়পাত্রের মৃত্যু। বিণ. **~ভাষী** (-ষিন্‌)—মিষ্টভাষী। বিণ. (স্ত্রী) **~ভাষিণী**। বি. **~সখ**, (অশু.) **~সখা**—প্রীতিভাজন বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। বি.(স্ত্রী.) **~সখী**। বি. **~সমাগম**—প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন; প্রিয়জনের আগমন।

প্রীণন—বি. প্রীতি-সম্পাদন। [সং. √প্রী+ণিচ্‌+অন (ভা)]।

প্রীত—(১) বিণ. সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, আনন্দিত, আহ্লাদিত, খুশি। (২) বি. (প্রা. কা.) প্রেম, প্রণয়, পীরিত ('কুলকলঙ্কিনী হইনু করিয়া প্রীত': চণ্ডী.), প্রীতিসাধন ('শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি': কৃত্তি.)। [সং. √প্রী+ত (র্তৃ)]।

প্রীতি—বি. সন্তোষ, তৃপ্তি; আহ্লাদ, প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, অনুরাগ; বন্ধুত্ব। [সং. √প্রী+তি (ভা)]। বি. **~উপহার**—প্রীতিজ্ঞাপক উপহার। বিণ. **~ভাজন** স্নেহাস্পদ, প্রণয়াস্পদ। বি. **~ভোজ, ~ভোজন**—আনন্দোৎসব উপলক্ষ্যে ভোজ। বি. **~সম্ভাষণ**—প্রণয়, স্নেহ বা বন্ধুত্বজ্ঞাপক আলাপ। বিণ. **~সূচক**—প্রীতিজ্ঞাপক।

প্রীয়মাণ—বিণ. প্রীতি লাভ করিতেছে এমন। [সং. √প্রী+মান (শানচ্‌) (র্ম)]।

প্রেক্ষক—বিণ. দর্শক। [সং. প্র+ঈক্ষ্‌+অক (র্তৃ)]। বিণ (স্ত্রী.) **প্রেক্ষিকা**।

প্রেক্ষণ—বি. দর্শন, দৃষ্টি; চক্ষু। [সং. প্র+√ঈক্ষ্‌+অন]। বিণ. **প্রেক্ষণীয়**—দেখিবার যোগ্য, সম্যক্‌ দর্শনীয়, পর্যবেক্ষণীয়।

প্রেক্ষা—বি. দর্শন, পর্যবেক্ষণ; পর্যালোচনা; নৃত্য বা অভিনয় দর্শন। [সং. প্র+√ঈক্ষ্‌+অ (ভা)+আ]। বি. **~গার, ~গৃহ**—রঙ্গালয়; মানমন্দির।

প্রেক্ষিত—বিণ. প্রেক্ষণ বা দর্শন করা হইয়াছে এমন। [সং. প্র+√ঈক্ষ্‌+ত (র্ম)]।

প্রেত—বি. ভূত, পিশাচ; মৃত, মৃতের আত্মা। [সং. প্র+√ই+ত (র্তৃ)]। বি. **~কর্ম, ~কার্য, ~কৃত্য, ~ক্রিয়া**—মৃতের দাহন ইত্যাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বি. **~তর্পণ**—মৃতের তৃপ্তির জন্য জলদান। বি. **~দেহ**—মৃত্যুর পরে জীবের সূক্ষ্ম শরীর। বি. **~নদী**—বৈতরণী। বি. **~পক্ষ**—চান্দ্র আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ (এই পক্ষে প্রেত অর্থাৎ পরলোকগত পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়)। বি **~পিণ্ড**—(সপিণ্ডীকরণের পূর্ব পর্যন্ত প্রদেয়) মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডজল। বি. **~পুরী, ~লোক**—যমালয়, নরক। বি. **~মূর্তি**—প্রেতের বা প্রেতের ন্যায় আকৃতি। বি. **~যোনি**—পিশাচ, ভূত। বি. **প্রেতাত্মা** (-ত্মন্‌)—মৃতের আত্মা, প্রেতরূপী আত্মা, ভূত। বি. **প্রেতাধিপ**—যমরাজ। বি. **প্রেতাশৌচ**—শবদাহজনিত অশৌচ।

প্রেতিনী—প্রেত-এর বাং. স্ত্রীলিঙ্গ।

প্রেপ্সু—বিণ. পাইতে ইচ্ছুক। [সং. প্র+√আপ্‌+সন্‌+উ (র্তৃ)]।

প্রেম (-মন্‌)—বি. ভালবাসা, প্রণয়, অনুরাগ; প্রীতি: স্নেহ; ভক্তি। [সং. প্রিয়+ইমন্‌]। বিণ. **~বান্‌**—প্রণয়ী; অনুরাগী। বি. **~ভক্তি**—(বৈষ্ণব শাস্ত্রের) আরাধ্যের প্রতি প্রেম বা অনুরাগের সহিত যুক্ত ভক্তি। বি. **~প্রেমাবতার**—জীবে প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব। বিণ.(স্ত্রী.) **~বতী**। বি. বিণ. **প্রেমিক**—যে ভালবাসে, অনুরাগী; প্রণয়ী; ভক্ত। বিণ. বি. (স্ত্রী) **প্রেমিকা**। বিণ. **প্রেমী** (-মিন্‌)—প্রেমযুক্ত, অনুরক্ত।

প্রেমারা—বি. তাসখেলাবিশেষ। [পো. primeiro]।

প্রেমিক, প্রেমী,—প্রেম দ্রঃ।

প্রেয়ঃ (-য়স্‌), (চলিত) **প্রেয়**—বিণ. বাঞ্ছিত, প্রিয়, মনোমত। [সং. প্রেয়স্‌]।

প্রেয়সী—বিণ.(স্ত্রী.) প্রিয়তমা ('নারীর প্রেয়সী-রূপ')। [সং. প্রেয়স্‌+ঈ]।

প্রেরণ—বি. পাঠাইয়া দেওয়া, নিয়োগ। [সং. প্র+√ঈর্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)]। বিণ. বি. **প্রেরক, প্রেরয়িতা** (-তৃ)—প্রেরণকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **প্রেরিকা, প্রেরয়িত্রী**।

প্রেরণা—বি. উৎসাহ প্রবৃত্তি প্রভৃতির সঞ্চার (সৃষ্টির বা রচনার প্রেরণা); বিশেষ কোন কর্মসম্পাদনের জন্য মানুষের অন্তরস্থিত ঐশ্বরিক শক্তি বা আবেগ (দৈব প্রেরণা); প্রবল আবেগ বা প্রবৃত্তি। [সং. প্রেরণ+আ]।

প্রেরয়িতা, প্রেরয়িত্রী—প্রেরণ দ্রঃ।

প্রেরিত—বিণ. আদেশপ্রাপ্ত, অনুপ্রাণিত (ঈশ্বর-প্রেরিত), যাহা বা যাহাকে পাঠানো হইয়াছে (ডাকযোগে প্রেরিত); প্রেরণাপ্রাপ্ত। [সং. প্র+√ঈর্‌+ণিচ্‌+ত (র্ম)]।

প্রেষ—বি. চাপ, pressure [পদার্থবিদ্যার পরিভাষা]।

প্রেষণ, প্রেষণা—বি. প্রেরণ; মন্ত্রাদি পাঠাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ; প্রেরণা। [সং. প্র+√ইষ্‌+ণিচ্‌+অন (ভা), +আ]। বিণ. **প্রেষক**—প্রেষণকারী,

প্রেরক। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রেরিকা**। বিণ. **প্রেরণীয়**—প্রেরণ-যোগ্য। বিণ. **প্রেরিত**—প্রেরণ করা হইয়াছে এমন, প্রেরিত; প্রেরণাপ্রাপ্ত; নিয়োজিত। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রেরিতা**। **প্রেষ্য, প্রৈষ্য**—(১) বিণ. প্রেরণীয়, বিশেষ কোনো কাজে পাঠাইবার যোগ্য। (২) বি. দাস; দূত। বি. (স্ত্রী.) **প্রেষ্যা**—দাসী। বি. **প্রেষণী**—(প্রা. কা.) দাসী, দূতী। [**প্রেষণ** দ্র.]।

প্রেষ্ঠ—বিণ. প্রিয়তম। [সং. প্রিয়+ইষ্ঠ]। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রেষ্ঠা**।

প্রেস—বি. ছাপাখানা। [ইং. press]।

প্রেসক্রিপ্‌শন—বি. চিকিৎসক কর্তৃক রোগীকে প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র। [ইং. prescription]।

প্রেসিডেন্ট—বি. সভাপতি; রাষ্ট্রপতি। [ইং. president]।

প্রোক্ত—বিণ. বিশেষরূপে উক্ত, পূর্বে কথিত, বর্ণিত। [সং. প্র+উক্ত]।

প্রোগ্রাম—বি. কর্মসূচী, করণীয় কর্মসমূহের ক্রমিক তালিকা। [ইং. programme]।

প্রোজ্জ্বল—বিণ. সাতিশয় আভাযুক্ত, অত্যন্ত উজ্জ্বল (প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত)। [সং. প্র (=আতিশয্য)+উজ্জ্বল]।

প্রোত—বিণ. সূত্রমধ্যে গ্রথিত বা নিবদ্ধ; জড়িত (তু. ওতপ্রোত)। [সং. প্র+√বে+ত (র্ম)]।

প্রোৎসাহ—বি. প্রবল উৎসাহ বা প্রযত্ন, উত্তেজনা। [সং. প্র+উৎসাহ]। বিণ. **~ক**—উৎসাহদাতা। বি. **~ন**—বিশেষভাবে উৎসাহদান। বিণ. **প্রোৎসাহিত**—প্রোৎসাহপ্রাপ্ত; প্রোৎসাহযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রোৎসাহিতা**।

প্রোথিত—বিণ. পোঁতা হইয়াছে এমন, ভূমিগর্ভে নিহিত। [সং. √প্রোথ্‌+ত (র্ম)]।

প্রোদ্ভিন্ন—বিণ. (ভূমি কুঁড়ি প্রভৃতি) বিদারণ করিয়া বাহির হইয়াছে এমন, উদ্গত, প্রস্ফুটিত (প্রোদ্ভিন্ন যৌবন)। [সং. প্র+উদ্ভিন্ন]।

প্রোন্নত—বিণ. অতি উচ্চ। [সং. প্র+উন্নত]।

প্রোফেসর, প্রোফেসার—**প্রফেসর**-এর রূপভেদ।

প্রোবেট—**প্রবেট**-এর রূপভেদ।

প্রোষিত—বিণ. বিদেশগত, প্রবাসী। [সং. প্র+√বস্‌+ত (র্ত্)]। বি. **~ভর্তৃকা**—যে স্ত্রীর পতি প্রবাসে বা বিদেশে আছে। বি. (পুং.) **~পত্নীক, ~ভার্য**—যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে বা বিদেশে আছে।

প্রৌষ্ঠপদ—বি. ভাদ্রমাস। [সং]।

প্রৌঢ়—বিণ. যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থা-প্রাপ্ত, আধাবয়সী, প্রবীণ। [সং. প্র+√বহ্‌+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **প্রৌঢ়া**। বি. **~তা, ~ত্ব**। বি. **প্রৌঢ়ি**—প্রবৃদ্ধি, পরিপূর্ণতা; সামর্থ্য, যোগ্যতা; উদ্যোগ, অধ্যবসায়; নিপুণতা; প্রগল্ভতা। বি. **প্রৌঢ়িবাদ**—প্রগল্ভতাযুক্ত বা হঠকারিতাপূর্ণ উক্তি।

প্র্যাকটিস—বি. ক্রমাগত অভ্যাস (খেলার প্র্যাকটিস); স্বাধীন বৃত্তি বা পেশার অনুশীলন (ডাক্তারী প্র্যাকটিস)। [ইং. practice]।

প্লক্ষ—বি. পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের অন্যতম; পাকুড় বা অশ্বত্থগাছ। [সং.]।

প্লব—বি. লম্ফন; সন্তরণ; ভাসা; ঝাঁপ; ভেলা; ভেক; জলচর পক্ষী। [সং. √প্লু(=গতি)+অ(র্ত্)]। বি. **~গতি**—ভেক শশক প্রভৃতি যে-সকল জীব লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। বি. **~গ, ~ঙ্গম**—ভেক; বানর; মৃগ। বি. **~চর**—হংসাদি উভচর পাখি। বি. **~তা**—ভাসিবার ক্ষমতা। বি. **~ন**—ভাসা; সন্তরণ; লাফাইয়া লাফাইয়া চলা। বিণ. **~মান**—ভাসিতেছে এমন।

প্লাকার্ড—বি. প্রাচীরপত্র, দেওয়াল-বিজ্ঞাপন। [ইং. placard]।

প্লাটফর্ম—বি. রেল-স্টেশনে গাড়ি ভিড়িবার বা যাত্রীদের অপেক্ষা করিবার স্থান; মঞ্চ। [ইং. platform]।

প্লাবন, প্লাব—বি. প্রবল বন্যা, নদ্যাদির জলবৃদ্ধিজনিত উপদ্রব। [সং. √প্লু+ণিচ্‌+অন, অ (ভা)]। **প্লাবক**—(১) বি. প্লাবনকারী। (২) বিণ. প্লাবনকর। বিণ. **প্লাবিত**—প্লাবনমগ্ন, বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে এমন। বি. **প্লাবিতা**—প্লাবিত করিবার শক্তি। বিণ. **প্লাবী** (-বিন্‌)—প্লাবক, প্লাবনকারী, প্লাবিতকারী।

প্লাস১—বি. তার বাঁকাইবার বা কিছু শক্ত করিয়া ধরিবার সাঁড়াশিবিশেষ। [ইং. pliers]।

প্লাস২—বি. (গণি.) যোগচিহ্ন। [ইং. plus]।

প্লাস্টিক—বি. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈয়ারী পদার্থবিশেষ। [ইং. plastic]।

প্লীডার—বি. উকিল। [ইং. pleader]। বি. **প্লীডারি**—ওকালতি।

প্লীহা (-হন্‌)—বি. পাকস্থলীর বামভাগে অবস্থিত দেহযন্ত্রবিশেষ; প্লীহাবৃদ্ধিরোগ। [সং.]।

প্লুত—(১) বি. (প্রধানতঃ গানে ও আহ্বানে) তিনমাত্রা-বিশিষ্ট, স্বর, ধ্বনি; লম্ফ; অশ্বের স্বচ্ছন্দ চলনভঙ্গি। (২) বিণ. প্লাবিত; সম্পূর্ণ সিক্ত। [সং.]। বি. **~গতি**—লম্ফ দিয়া গমন; লম্ফ দিয়া গমনকারী জীব।

প্লেগ—বি. সংক্রামক মারাত্মক রোগবিশেষ। [ইং. plague]।

প্লেট—বি. থালা রেকাবি ডিশ প্রভৃতি বাসন। [ইং. plate]।

প্লেন১—বিণ. মসৃণ, সমতল। [ইং. plane]।

প্লেন২—বিণ. সাদাসিধা। [ইং. plain]।

প্লেন৩—বি. বিমানপোত। [ইং. plane < aeroplane]।

প্ল্যান—বি. নকশা; ফন্দি, পরিকল্পনা; ষড়যন্ত্র। [ইং. plan]।

প্ল্যাসটার—বি. পুলটিস; প্রলেপ; দেওয়ালে চুনবালির লেপ। [ইং. plaster]।

ফ

ফ—বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ফইজত, (বর্জি.) ফইজৎ—বি. কলহ, বদনাম, ভর্ৎসনা; ঝগড়া, বিবাদ, হাঙ্গামা। [আ. ফজীহৎ]।

ফকির, ফকীর—বি. মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক। [আ.]। **ফকিরি, ফকীরি, ফকিরী, ফকীরী**—(১) বি. ফকিরের বৃত্তি বা ভাব। (২) বিণ. ফকির বা ফকিরের বৃত্তিসংক্রান্ত অথবা তত্তুল্য।

ফক্কড়—বি. ফাজিল বা প্রগল্‌ভ ব্যক্তি; ধড়িবাজ বা ধূর্ত ব্যক্তি। [হি.]। বি. **ফক্কড়ি, ফক্কুড়ি, ফুক্কুড়ি**—ফক্কড়ের আচরণ বা ভাব।

ফক্কা—বিণ. ফাঁকা, কিছুই নয় এমন, ভুয়া। [সং. ফক্কিকা]।

ফক্কিকা—বি. ফাঁকি; (সং. ব্যাক.) কূট প্রশ্ন, যাহার মীমাংসা আবশ্যক (ভাষ্যফক্কিকা)। [সং. √ফক্ক্+ইক+আ]। বি. **~কার, ~কারি**—ফাঁকিবাজি।

ফক্কুড়ি—ফক্কড় দ্রঃ।

ফঙ্গবেনে, ফঙ্গবানি—বিণ. ঠুনকো, ভঙ্গুর; অসার। [সং. ভঙ্গপ্রবণ]।

ফচকে—বিণ. বাচাল, ফক্কড়, অকালপক্ব; লঘুপ্রকৃতি। [দেশী]। বি. **~মি, ~ম, ~মো**—ফচকের ভাব।

ফচফচ, ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্—অব্য. বাচালতা, ক্রমাগত বিরক্তিকর ও অযথা কথা বলা।

ফজর, ফজির—বি. প্রত্যূষ। [আ. ফজ্‌র্]।

ফজলি—বি. মালদহ অঞ্চলের একপ্রকার বড় আম। [আ. ফজ্‌ল]।

ফট্—অব্য. ফাটিবার শব্দ। অব্য. **~ফট্**—ক্রমাগত ফট্-শব্দ। ক্রি-বিণ. **ফটাফট্**—ফট্‌ফট্ করিয়া (ফটাফট্ ফাটা)।

ফটক—বি. সদর দরজা। [হি. ফাটক]।

ফটকা—বি. (প্রধানতঃ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ঝুঁকি লইয়া টাকা খাটানো; (তাস লইয়া) জুয়া-খেলাবিশেষ। [হি. ফাট]। **~বাজ**—পণ্যদ্রব্যের জুয়াড়ি।

ফটকিরি, ফটকিরী—বি. রাসায়নিক কষায়দ্রব্য-বিশেষ, alum। [সং. স্ফটকারি]।

ফটাফট্—ফট্ দ্রঃ।

ফটিক—(১) বি. স্ফটিক। (২) বিণ. স্বচ্ছ, অকলঙ্ক (ফটিক চাঁদ)), নির্মল (ফটিক জল)। [সং. স্ফটিক]।

ফটোগ্রাফ—ফোটোগ্রাফ-এর চলিত বানান।

ফড়ফড়—অব্য. বস্ত্রাদি ফাড়িয়া ফেলিবার শব্দ; বকবক; অতি ব্যস্ততার ভাব।

ফড়িঙ, ফড়িং—বি. পতঙ্গবিশেষ। [সং. পতঙ্গ]। বি. **ফড়িঙা**—ঝিঁঝিঁ-পোকা।

ফড়িয়া, ফড়ে—বি. পাইকার, যাহারা মূল উৎপাদকের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে মাল কিনিয়া উচ্চ হারে বিক্রয় করে। [দেশী]।

ফড়্‌ফড়্—ফড়ফড়-এর বানানভেদ।

ফণ, ফণা—বি. সাপের চেপ্টা মাথা, চক্র। [সং. √ফণ্+অ (র্তৃ).+আ]। বি. **~ধর**—ফণাওয়ালা সাপ; সাপ।

ফণী (-ণিন্)—বি. (অধিকাংশই ফণাবিশিষ্ট বলিয়া) সর্প, ভুজঙ্গ। [সং. ফণ, ফণা+ইন্]। বি. (স্ত্রী.) **ফণিনী**। বি. **~ন্দ্র, ~শ্বর**—নাগরাজ, বাসুকি। বি. **~মনসা**—ফণার মত আকারের ক্ষুদ্র কাঁটা-গাছবিশেষ।

ফণ্ড—ফন্ড-এর বানানভেদ।

ফতুয়া—বি. হাত-কাটা ছোট জামাবিশেষ। [আ. ফতূহী]।

ফতুর—বিণ. নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত (খেয়েই ফতুর)। [আ. ফুতুর]।

ফতে—বি. সিদ্ধি; জয়। [আ. ফত্‌হ্]।

ফতো—বিণ. পরপুষ্ট, অন্তসারশূন্য। [আ. ফৌত্]। **ফতো নবাব, ফতো বাবু**—যাহার বাবুগিরি বা নবাবের ন্যায় কেবল চালচলন আছে অথচ তদুপযুক্ত সম্বল কিছুই নাই।

ফতোয়া—বি. ইসলামী শাস্ত্রানুযায়ী রায়; নির্দেশ বা আদেশ। [আ. ফৎওয়া]।

ফন্দি, ফন্দী—বি. গুপ্ত কৌশল; মতলব। [আ. ফন্‌দ্. ফা. ফন্দ্—তু. সং. প্রবন্ধ]। বিণ. **~বাজ**—ফন্দি আঁটে বা ফন্দি আঁটার ব্যাপারে দক্ষ।

ফপরদালাল, ফোঁপরদালাল—বি. যে ব্যক্তি উপর-পড়া হইয়া অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ও বৃথা মাতব্বরি করে। [হি. ফক্কড়+আ. দলাল]। বি. **ফপরদালালি, ফোঁপরদালালি**—ফপরদালালের আচরণ।

ফয়তা—বি. মুসলমানগণ কর্তৃক মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা ও ভোজ্যাদি দান; শাস্ত্রসঙ্গত বিচার ও সিদ্ধান্ত। [আ. ফতিহা]।

ফয়দা—ফায়দা-র রূপভেদ।

ফয়সালা, ফয়সলা—বি. মকদ্দমার বা জটিল ব্যাপারের নিষ্পত্তি, রায়, মীমাংসা। [আ. ফয়স্‌লাহ্]।

ফরক, ফারাক—(১) বি. প্রভেদ, তফাৎ; দূরত্ব। (২) বিণ. দূর; পৃথক, আলাদা (আশমান জমিন ফারাক)। [আ. ফর্ক্]।

ফরকা—ক্রি. ফরকান। [হি. √ফরকা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ঠিকরাইয়া বাহির হওয়া; আস্ফালন করা, ফাঁক করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

ফরজ—বি. ঈশ্বর-নির্দেশে অবশ্যকরণীয় বলিয়া কোরানে উক্ত কর্ম। [আ. ফর্জ]।

ফরফর—অব্য. পাতলা বস্ত্র হাওয়ায় উড়িবার শব্দ (পতাকা ফরফর ক'রে উড়ছে); অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্রমাগত দ্রুত নড়িবার-চড়িবার ভাব বা শব্দ (পুঁটিমাছ ফরফর করে)। বি. **ফরফরানি**—ফরফর করার ভাব। বিণ. **ফরফরে**—চঞ্চল; ফরফরকারী।

ফরম—বি. (আবেদনাদি করিবার জন্য) নির্দিষ্ট বিবরণ-পত্রবিশেষ। [ইং. form]।

ফরমা$_1$, ফর্মা—বি. পুস্তকাদির যতগুলি পৃষ্ঠা একসঙ্গে ছাপা হয়; ছাঁচ। [ফ্রে. বা পো. format]।

ফরমা$_2$—ক্রি. ফরমান। [ফরমান$_1$ দ্রঃ]।

ফরমাইশ—ফরমাশ-এর রূপভেদ।

ফরমান$_1$ (উচ্চা. ফর্‌মান্)—বি. (প্রধানতঃ বাদশাহী) হুকুম বা হুকুমনামা। [ফা.]।

ফরমান$_2$, ফরমানো—(১) ক্রি. আদেশ করা, হুকুম দেওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। [ফরমা$_2$ দ্রঃ]

ফরমাশ, ফরমায়েশ—বি. আদেশ, হুকুম; তৈয়ারি করার জন্য নির্দেশ. অর্ডার। [ফা. ফরমায়শ্]। বিণ. **ফরমাশি, ফরমাশী, ফরমায়েশি, ফরমায়েশী**—তৈয়ারি করার জন্য ফরমাশ দেওয়া হইয়াছে এমন, অর্ডারী।

ফরসা, (বর্জি.) **ফরশা**—বিণ. গৌরবর্ণ. উজ্জ্বল (ফর্সা রঙ); পরিষ্কৃত (ফরসা কাপড়); নির্মল. আলোকোজ্জ্বল, মেঘহীন (ফর্সা আকাশ); নিঃশেষ. সাবাড় (গুদাম ফরসা, কলেরায় গ্রাম ফরসা হল)।

ফরসি, (বর্জি.) **ফরসী**—বি. লম্বা নলযুক্ত ধূমপানের হুঁকাবিশেষ। [আ ফর্শী]।

ফরাকত, ফরাকৎ—বি. ছাড়াছাড়ি. বিচ্ছেদ: স্বাতন্ত্র্য, বিচ্ছিন্ন অবস্থা; ফাঁকা জায়গা; অবসর। [আ. ফরাগৎ]।

ফরাশ, ফরাস—বি. মেঝে বা তক্তাপোশে পাতিবার জন্য আস্তরণ; বিছানা পাতা বাতি জ্বালা ঘর ও আসবাবপত্র ঝাড়া-মোছা করা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত ভৃত্য। [আ. ফর্‌শ্]।

ফরাসী—(১) বি. ফ্রান্সের অধিবাসী বা ভাষা। (২) বিণ. ফ্রান্সদেশীয়। [পো. Francez]।

ফরিক, ফরিকান, ফরিকার, ফরিকাল—বি. সৈন্য। [আ ফরীক]।

ফরিয়া—**ফড়িয়া** দ্রঃ।

ফরিয়াদ—বি. আদালতে নালিশ, মামলা, মকদ্দমা। [ফা. ফরীয়াদ]। বি. **ফরিয়াদি, ফরিয়াদী**—অভিযোগকারী; বাদী।

ফর্দ—বি. তালিকা ফিরিস্তি (লম্বা ফর্দ). টুকরা, ফালি (এক ফর্দ কাপড়)। [আ. ফর্‌দ্]।

ফর্দা—বিণ. ফাঁকা. খোলা. উন্মুক্ত; বিস্তৃত। [আ. ফর্‌দ্ + বাং. আ]। বিণ. **~ফাঁই**—ছিন্নভিন্ন হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে এমন।

ফর্‌ফর্, ফর্ম, ফর্মা, ফর্সা (র্শা)—যথাক্রমে **ফরফর ফরম ফরমা** ও **ফরসা**-র বানানভেদ।

ফল—বি. বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদের শস্য (আম্রফল); উৎপন্ন বস্তু; লাভ. উপকার ('কি ফল লভিনু হায়': মধু.; ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্তব্যসাধন); নির্ধারিত সিদ্ধান্ত বা সম্ভাবনা (গণিতের বা জ্যোতিষগণনার ফল); রায়, মীমাংসা (খেলার ফল, মকদ্দমার ফল); কার্যসিদ্ধি (চেষ্টায় ফললাভ হইবেই); পরিণাম (কর্মফল, অধ্যবসায়ের ফলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ); পরলোকে প্রাপ্য পুরস্কার বা শাস্তি। [সং.]। **~কথা**—(১) বি. মোটকথা; সারকথা; শেষকথা। (২) ক্রি-বিণ. **ফলতঃ, বস্তুতঃ**। **~কর**—(১) বৃক্ষাদির ফল উপভোগের জন্য দেয় কর; ফলের খেত বা বাগান। (২) বিণ. ফল ধরে এমন. ফলবান্ (ফলকর বৃক্ষ); উপকারক, সুফলদায়ক। অব্য. ক্রি-বিণ. **~তঃ** (তস্), (চলিত) **ফলত, ফলে**—মোটের উপর; পরিণামে; বস্তুতঃ। বিণ. **~দ, ~দায়ক, ~প্রদ, ~প্রসূ**—ফল দেয় এমন; উপকারী. সিদ্ধিদায়ক। বিণ. **~দর্শী** (-র্শিন্)—পরিণামদর্শী। বিণ. **~বন্ত**—**ফলবান্**-এর অনুরূপ। বি. **~পাকড়**—বিবিধ ফল ও মূল। বিণ. **~পাকান্ত**—ফল পাকিলে মরিয়া যায় (এমন ধান, যব, কদলী ইত্যাদি উদ্ভিদ্)। বি. **~প্রাপ্তি**—কর্মে সিদ্ধিলাভ। বিণ. **~বান্** (-বৎ), **~শালী** (-লিন্)—ফলপূর্ণ; সফল, কৃতকার্য। বিণ (স্ত্রী.) **~বতী, ~শালিনী**। বিণ. **~ভাগী** (-গিন্)—কোন কার্যের পরিণাম বা তাহার অংশ যাহার ভোগ করিতে হয় (পাপের ফলভাগী)। বিণ. (স্ত্রী.) **~ভাগিনী**। বি. **~ভোগ**—কৃতকর্মজনিত ভালমন্দ অবস্থাপ্রাপ্তি। বি. **~শ্রুতি**—কর্মের, বিশেষতঃ পুণ্যকর্মের ফল-বর্ণনা ও তাহা শ্রবণ; 'পরিণাম', 'তাৎপর্য' ইত্যাদি অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ফলই—**ফলুই**-র রূপভেদ।

ফলক—বি. অস্ত্রের ফলা. সূক্ষ্মাগ্র মুখ (তীরের ফলক); পাত, পাটা, পট্ট (তাম্রফলক, শতরঞ্চ-ফলক); ঢাল, ললাটের অস্থি। [সং.]।

ফলকথা, ফলকর, ফলত, ফলতঃ, ফলদ, ফলদর্শী, ফলদায়ক—**ফল** দ্রঃ।

ফলন—বি. উৎপত্তি; ফল বা শস্য জন্মানো (আমের, গমের ফলন); ফলিয়া যাওয়া বা সত্য হওয়া। [সং. √ফল্ + অন (ভা)]।

ফলনা—বি. অমুক ব্যক্তি। [আ. ফলানা]।

ফলন্ত, ফলপাকান্ত, ফলপ্রদ, ফলপ্রাপ্তি, ফলবতী, ফলবান্, ফলভাগী, ফলভোগ, ফলশালী, ফলশ্রুতি—**ফল** দ্রঃ।

ফলসা—বি. অম্লমধুর ফলবিশেষ; [ফা. ফাল্‌সা]।

ফলা১—বি. ফলক, তীক্ষ্ণ প্রান্ত; যুক্তাক্ষরে যোজ্য ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন (যেমন, য-ফলা র-ফলা প্রভৃতি)। [সং. ফলক]।

ফলা২—(১) ক্রি. উৎপন্ন হওয়া (পাপের ফল ফলবেই, এবার খুব আম ফলেছে); ফলবান্ হওয়া (অনেক ফল ফলিলে গাছ নুয়ে পড়ে); সত্য হওয়া (আমার কথা ফলবে), ফলানো। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. (সাধারণতঃ সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে যুক্ত হইলে) ফলপ্রসূ (দোফলা গাছ); ফলন্ত। [সং. ফল + বাং. আ—তু. হি. √ফলা]।

ফলাও—বিণ. বিস্তীর্ণ, ব্যাপক, ঢালাও (ফলাও কারবার); প্রচুর, মেলা, পরিপূর্ণ (ফলাও ভোজ)। [আ. ফলাহ্]। ক্রি. **ফলাও করা**—উন্নতিসাধন করা; অতিরঞ্জিত করা (ফলাও ক'রে বর্ণনা করা)।

ফলাকাঙ্ক্ষা—বি. কর্ম করিয়া সেই কর্মে ফলের আশা। [সং. ফল + আকাঙ্ক্ষা]।

ফলাগম—বি. ফলোৎপত্তি; ফল ধরিবার সময়। [সং. ফল + আগম]।

ফলান, ফলানো—(১) ক্রি. উৎপাদন করা, জন্মান (ফল বা ফসল ফলানো), (ব্যঙ্গে) জাহির করা (বিদ্যা ফলানো); ফুটাইয়া তোলা (রঙ ফলানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. ফল + বাং. আন]।

ফলানা—**ফলনা**-র রূপভেদ।

ফলান্বেষণ—বি. ফলের খোঁজ; কার্যসিদ্ধির প্রত্যাশা। [সং. ফল+অন্বেষণ]। বিণ. **ফলান্বেষী** (-ষিন্)—কার্যসিদ্ধির বা সুফলের প্রত্যাশী।

ফলাফল—বি. কাজের ভালমন্দ, পরিণাম। [সং. ফল+অফল]।

ফলার—বি. ভাত ছাড়া অন্য নিরামিষ দ্রব্য (সাধারণতঃ চিঁড়া দই মিঠাই বা লুচি মণ্ডা প্রভৃতি) দ্বারা প্রদত্ত ভোজ বা ঐরূপ দ্রব্য আহার। [সং. ফলাহার]। বিণ. **ফলারে**—ফলার করিতে পটু বা ফলার খাইতে ভালবাসে এমন (ফলারে বামুন)।

ফলাহার—বি. ফল-ভোজন; (বাং.) ফলার। [সং. ফল+আহার]। বিণ. **ফলাহারী** (-রিন্)—প্রধানতঃ ফল যাহার ভোজ্য বস্তু।

ফলিত—বিণ. ফলবিশিষ্ট; সফল, সত্যরূপে প্রমাণিত; পরীক্ষা বা গবেষণার দ্বারা সিদ্ধ, প্রক্রিয়ামূলক, applied, practical (ফলিত রসায়ন)। [সং. ফল+ইত]। বি. **ফলিত জ্যোতিষ**—জ্যোতিষ-শাস্ত্রের যে-বিভাগের সাহায্যে শুভাশুভ, ভূত-ভবিষ্যৎ প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। বি. **ফলিতার্থ**—তাৎপর্য, নিষ্কর্ষ।

ফলুই, ফলি—বি. চিতলজাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [সং. ফলকী, ফলী]।

ফলে—ফলতঃ দ্রঃ।

ফলোদয়—বি. ফলের উৎপত্তি; উদ্দেশ্যসিদ্ধি। [সং. ফল+উদয়]।

ফলোন্মুখ—বিণ. শীঘ্র ফল ধরিবে এমন। [সং. ফল+উন্মুখ]।

ফলোপধায়ক—বিণ. ফলপ্রসূ; সফল; সার্থক। [সং.]।

ফল্গু—বি. গয়ার অন্তঃসলিলা নদীবিশেষ। [সং.]। বিণ. অসার, তুচ্ছ।

ফল্গুনী—বি. (জ্যোতি.) যুগ্ম বা যমজ নক্ষত্রবিশেষ (**উত্তরফল্গুনী, পূর্বফল্গুনী**)। [সং.]।

ফষ্টিনষ্টি, ফষ্টিনাষ্টি—বি. হাসিঠাট্টা, লঘু পরিহাস, ফাজলামি। [বাং. ফষ্টি (সহচর শব্দ)+নষ্ট+ঈ]।

ফস্—অব্য. অসাবধানতা আকস্মিকতা বা অতি দ্রুততা-সূচক (ফস্ করে কথাটা বলে ফেলল)।

ফসকা—(১) বিণ. আলগা (ফসকা গেরো); শিথিল। (২) ক্রি. ফসকান। [আ. ফস্‌খ্]। **~ন, ~নো, ফস্কান, ফস্কানো**—(১) ক্রি. পিছলান (পা ফসকান); অপ্রত্যাশিতভাবে হাতছাড়া হওয়া (শিকার বা সুযোগ ফসকানো)। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে।

ফসফরস, ফসফরাস—বি. সহজে জ্বলিয়া ওঠে এবং অন্ধকারে দীপ্তিমান্ হয় এমন মৌলিক পদার্থবিশেষ। [ইং. phosphorus]।

ফসল—বি. (একবারে) উৎপন্ন শস্য; (আল.) উৎপন্ন সুফল (জীবনের ফসল)। [আ. ফস্‌ল্]। **ফসলী**—(১) বিণ. ফসল-সম্বন্ধীয়; শস্যকর্তনের কাল হইতে গণিত। (২) বি. আকবর-প্রবর্তিত অব্দবিশেষ।

ফস্কান, ফস্কানো—ফসকা দ্রঃ।

ফাইন—বি. জরিমানা, অর্থদণ্ড। [ইং. fine]।

ফাইফরমাশ—বি. ছোটখাটো বিবিধ ফরমাশ। [বাং. ফাই (সহচর শব্দ)+ফা. ফরমাশ]।

ফাইল—বি. নথিপত্রের তাড়া; উখা। [ইং. file]। ক্রি. **ফাইল করা**—নির্দিষ্ট তাড়ার মধ্যে রাখা; পেশ করা, দাখিল করা, রুজু করা।

ফাউ—ফাও-এর রূপভেদ।

ফাউতা, ফাউত্‌া—ফাবড়া-র প্রাদে. ও প্রাচীন রূপ।

ফাউন্টেন-পেন—বি. যে কলমে একবার কালি ভরিয়া লইলে দীর্ঘকাল লেখা যায়, ঝরনাকলম। [ইং. fountain-pen]।

ফাও, ফাউ—বি. যথার্থ প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু। [দেশী]।

ফাঁক—(১) বি. তফাত, ব্যবধান (দুই বাড়ির মাঝখানের ফাঁক); ছিদ্র, ফাটল (দরজার ফাঁক); ফাঁকা জায়গা (ফাঁকে বেড়ান); অবসর, অবকাশ (কাজের ফাঁক); সুবিধা, সুযোগ (এই ফাঁকে ঢুকে পড়ো, ফাঁক পেলেই পালানো); আড়াল (ফাঁকে ফাঁকে বেড়ান); বাদ (ফাঁক যাওয়া, ফাঁক পড়া); দোষ, ত্রুটি (শনিঠাকুর ফাঁক পেলেন); লুণ্ঠন (তহবিল ফাঁক করা); সঙ্গীতের মাত্রা-বিশেষ (তিন তাল এক ফাঁক)। (২) বিণ. পৃথক্, তফাত, ফাঁক-যুক্ত (ঠোঁট ফাঁক করা); নিঃশেষ, শূন্য (পকেট ফাঁক করা)। [সং. √ফক্ক্ (=অসদ্ব্যবহার)]। বি. **~তাল, ~তালা**—সহসালব্ধ সুযোগ (ফাঁকতালে কাজ গোছানো)। বিণ. **ফাঁক-ফাঁক**—পরস্পর হইতে তফাত-তফাত (ফাঁক-ফাঁক হয়ে দাঁড়ান)। ক্রি-বিণ. **ফাঁকে-ফাঁকে**—আড়ালে আড়ালে; এড়াইয়া এড়াইয়া; কাজের মাঝে মাঝে।

ফাঁকা—(১) বিণ. খোলা, উন্মুক্ত, অনাবৃত (ফাঁকা মাঠ); জনহীন, নির্জন (ফাঁকা ঘর বা বাড়ি); খালি (ফাঁকা হাত); অসার; ভিত্তিহীন, মিথ্যা (ফাঁকা কথা); অন্তঃসারশূন্য, ফাঁকি দেয় এমন (ফাঁকা কথায় ভুলব না)। (২) বি. উন্মুক্ত স্থান (ফাঁকায় যাওয়া)। [বাং. ফাঁক+আ (যুক্তার্থে)]। **ফাঁকা আওয়াজ**—বন্দুকে গুলি না ভরিয়া ছুঁড়িলে কেবল বারুদের জন্য যে আওয়াজ হয়; (আল.) বৃথা আস্ফালন, মিথ্যা ভয়প্রদর্শন। ক্রি. **ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকা**—শূন্যপ্রায় বা প্রায় নির্জন বোধ হওয়া।

ফাঁকি—বি. বঞ্চনা, ছলনা, প্রতারণা; ধাপ্পা, ধোঁকা, কূটতর্ক (ন্যায়ের ফাঁকি); অপরের অলক্ষ্যে কর্তব্যে অবহেলা (কাজে ফাঁকি); গুঁড়া, সূক্ষ্ম চূর্ণ। [সং. ফক্কিকা অথবা √ফক্ক্ (ফাঁক দ্রঃ)]। বিণ. **~বাজ**—ফাঁকি দিতে দক্ষ বা অভ্যস্ত। বি. **~বাজি**—ফাঁকি-বাজের আচরণ। **ফাঁকিতে পড়া**—ক্ষতি বা প্রতারণার পাত্র হওয়া।

ফাঁড়া—বি. জ্যোতিষ-গণনানুসারে বিপদের (বিশেষতঃ মৃত্যুর) সম্ভাবনা, রিষ্টি। ক্রি. **ফাঁড়া কাটানো**—(আল.) সম্ভাব্য বিপদ্ হইতে মুক্ত হওয়া।

ফাঁড়ি, ফাঁড়ী—বি. পুলিসের ঘাঁটি, চৌকি, ক্ষুদ্র থানা। [দেশী]। বি. **~দার**—ফাঁড়ির অধ্যক্ষ।

ফাঁদ—বি. পশুপক্ষী ধরিবার যন্ত্র (ফাঁদ পাতা); (আল.)

কৌশল, চক্রান্ত ; (চুড়ি নখ প্রভৃতির) ব্যাস। [তু. কা. ফন্দ্]। ক্রি. ফাঁদ পাতা—(আল.) কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করা বা চক্রান্ত করা।

ফাঁদা—(১) ক্রি. পত্তন বা আরম্ভ করা (ব্যবসায় বা বাড়ি ফাঁদা) ; বিস্তার করা ; আঁটা, (মন্দার্থে) স্থির করা (মতলব ফাঁদা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [ফাঁদ দ্রঃ]।

ফাঁদাল, ফাঁদালো—বিণ. বড় ব্যাসের, চওড়া মুখওয়ালা বা পেটওয়ালা ; বৃহদাকার। [ফাঁদ দ্রঃ]।

ফাঁপ—বি. স্ফীতি। [ফাঁপা দ্রঃ]।

ফাঁপর—(১) বি. বিপদ্, মুশকিল, হতবুদ্ধিতা (ফাঁপরে পড়া)। (২) বিণ. হতবুদ্ধি, বিপন্ন ('ফাঁপর হইল হর' : ভা. চ.)। [দেশী—তু. হি. ফেফড়ী]।

ফাঁপা—(১) ক্রি. স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া বা বাড়িয়া ওঠা ; বায়ুপূর্ণ হওয়া (পেট ফাঁপা) ; অপ্রত্যাশিতভাবে সমৃদ্ধ হওয়া (লোকটি ফেঁপে উঠেছে) ; ফাঁপান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. স্ফীত ; শূন্যগর্ভ ; বায়ুপূর্ণ। [<সং. [সং. √স্ফায় + বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ফাঁপাইয়া তোলা ; স্ফীত করা, ফুলানো, বায়ুপূর্ণ করা ; অতিরিক্ত প্রশংসাদি দ্বারা গর্বিত করিয়া তোলা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ফাঁস১, ফাঁশ—বি. ইচ্ছামত আলগা বা আঁট করা যায় এমন দড়ির বাঁধন (গলার ফাঁস) ; ফাঁসি। [সং. পাশ]।

ফাঁস২—বিণ. শিথিল ; (গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে) প্রকাশিত, ব্যক্ত (ভিতরকার কথা ফাঁস ক'রে দেওয়া)। [ফা. ফাশ্]।

ফাঁসা—(১) ক্রি. (বস্ত্রাদির বুনন) বিচ্ছিন্ন হওয়া, ছিঁড়িয়া যাওয়া (চাদরখানা ফেঁসে গিয়েছে) ; খুলিয়া বা ধ্বসিয়া পড়া (হাঁড়ির তলা ফাঁসা) ; পণ্ড বা বিফল হওয়া (বিয়ের সম্বন্ধ ফাঁসা) ; (গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে) প্রকাশিত হওয়া (ষড়্‌যন্ত্র ফাঁসা) ; ফাঁসান ; চিরিয়া বা ফাটিয়া যাওয়া ('পেটটি যাবে ফেঁসে' : রবীন্দ্র)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [ফাঁস১ দ্রঃ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. বিচ্ছিন্ন করা ; পণ্ড করা ; ব্যক্ত করা ; বিপদ্গ্রস্ত করা (ঘরের শত্রুই আমাকে ফাঁসিয়েছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ফাঁসি, ফাঁসী—বি. গলায় দড়ির ফাঁস আঁটিয়া বধ বা আত্মহত্যা, উদ্বন্ধন ; জীবননাশের জন্য গলায় পরিবার ফাঁস, উদ্বন্ধন-রজ্জু ; গলায় ফাঁস আঁটিয়া মৃত্যুদণ্ড ; ফাঁস, ইচ্ছামত শক্ত বা আলগা করা যায় এমন বাঁধন। [সং. পাশ]।

ফাঁসুড়ে—বি. পথিকদের গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া তাহাদের প্রাণবধ করে এমন দস্যু। [বাং. ফাঁস + উড়িয়া > উড়ে]।

ফাগ, ফাগু, ফাগুয়া—বি. আবীর (চূর্ণ) ; উৎসববিশেষ। [তু. হি. ফাগুয়া < সং. ফল্গু]।

ফাগুন—ফাল্গুন-এর কোমল ও কথ্য রূপ ('ফাগুন এল দ্বারে' : রবীন্দ্র)।

ফাজলামি, ফাজলাম, ফাজলামো—বি. ফাজিলের ন্যায় আচরণ ; বাচালতা। [আ. ফাজিল + বাং. আমি, আম]।

ফাজিল—(১) বিণ. বাচাল, প্রগল্‌ভ, বখাটে ; অতিরিক্ত (ফাজিল খরচ)। (২) বি. জমার অপেক্ষা খরচের আধিক্য। [আ.]।

ফাট—বি. বিদারণ, চিড়, ফাঁক। [ফাটা দ্রঃ]। বি. ~ন —ফাটিয়া যাওয়া। বি. ~ল—চিড়, ছিদ্র (দেওয়ালে ফাটল, সংসারে ফাটল)।

ফাটক—বি. সিংহদ্বার ; হাজত, কারাগার, জেল ; কারাদণ্ড (তার ফাটক হয়েছে)। [হি.]।

ফাটা—(১) ক্রি. বিদীর্ণ হওয়া (বুক ফেটে যায়, বোমা ফাটা, 'দেখিয়া পরাণ ফাটে' : চণ্ডী.) ; চিরিয়া যাওয়া, চিড় খাওয়া (ছাদ তক্তা বা দেওয়াল ফাটা) ; ফাটানো। (২) বিণ. বিদীর্ণ। (৩) বি. বিদারণ ; বিদীর্ণ স্থান, ফাটল। [সং. √স্ফুট্ (=ভেদ) + বাং. আ]। **ফাটা কপাল**—দুর্ভাগ্য। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. বিদীর্ণ করা, ফাড়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. ~ফাটি—পরস্পর মারামারি ; প্রবল দ্বন্দ্ব (মাথা-ফাটাফাটি)।

ফাড়া—(১) ক্রি. চিরিয়া ফেলা, ছেঁড়া ; ফাড়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [<সং. √স্ফুট্ + বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. পরের দ্বারা চেরানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ফাণিত—বি. ফেনি বাতাসা ; ঘনীভূত ইক্ষুগুড়। [সং. √ফণ্ (=অনায়াসোৎপত্তি) + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

ফাতনা, (বর্জি.) ফাৎনা—বি. মাছ ধরিবার ছিপের সুতায় বাঁধা সোলা ইত্যাদি হালকা বস্তু।

ফান্ড—বি. তহবিল ; নিধি। [ইং. fund]।

ফানুস, (বর্জি.) ফানস, ফানুশ—বি. কাগজনির্মিত বেলুনবিশেষ, যাহা তপ্ত ধোঁয়ার বা গ্যাসের সাহায্যে আকাশে উড়ান হয় ; দীপের আবরণ। [আ. ফানুস্]।

ফান্দ—ফাঁদ-এর রূপভেদ।

ফাবড়া—পাবড়া-র রূপভেদ।

ফায়দা—বি. সুফল, উপকার, লাভ (ফায়দা তোলা)। [আ. ফাইদহ্]।

ফারক, ফারাক—বি. পার্থক্য, তফাৎ (চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ফারাক)। বিণ. বিচ্ছিন্ন, পৃথক্ (ফারাক হওয়া) ; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, মুক্ত ('ফারক করিয়া দেহ ব্যাধের নন্দনে' : ক. ক.)। [আ. ফারগ্]।

ফারখত, ফারকত—বি. ত্যাগ-পত্র ; মুসলমানদের তালাক-পত্র ; সম্বন্ধচ্ছেদ। [আ. ফারিগ্‌খতি]।

ফারসী—(১) বিণ. পারস্যদেশীয়। (২) বি. পারস্যদেশের ভাষা। [আ. ফার্‌সী]।

ফারম১—বি. ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। [ইং. firm]।

ফারম২—ফরম-এর রূপভেদ।

ফাল১—ফালা-র বিরল রূপ।

ফাল২—বি. লাঙ্গলের ফলক। [সং.]।

ফাল৩—বি. (প্রাদে.) লাফ (তু. প্রাদে. লাফফাল = দৌড়-ঝাঁপ, লাফালাফি)। [বাং. লাফ—বর্ণবিপর্যয় বা metathesis-এর উদাহরণ]।

ফালতু, (প্রাদে.) **ফালতো**—বিণ. অতিরিক্ত (ফালতু খরচ), বাড়তি ; বাজে (ফালতু কথা, ফালতু লোক)। [হি. ফাল্‌তু]।

ফালা—বি. লম্বা টুকরা। [সং. ফাল+বাং. আ]। ক্রি. **ফালা দেওয়া**—লম্বালম্বি কাটা। ক্রি. **ফালা-ফালা করা**—একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলা, লম্বা-লম্বা টুকরা করিয়া ছেঁড়া।

ফালাও—**ফলাও**-র রূপভেদ।

ফালি—বি. ছোট ফালা। [বাং. ফালা+ই]।

ফাল্গুন—বি. বাঙ্গালা বৎসরের একাদশ মাস ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। [সং. ফল্গুনী (নক্ষত্র)+অ]। বি. **ফাল্গুনি**—অর্জুন। বি. **ফাল্গুনী**—ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা।

ফাস্ট১—বিণ. উচিত অপেক্ষা অধিকতর বেগসম্পন্ন (ঘড়িটা ফাস্ট) ; দ্রুতগামী (ফাস্ট ট্রেন)। [ইং. fast]।

ফাস্ট২, (গ্রা.) **ফাস্টো**—ফার্স্ট-এর কথ্য রূপ (ফাস্ট কেলাস)।

ফি১—**ফী২**-র বানানভেদ।

ফি২—বিণ. প্রত্যেক (ফি বছর, ফি বারে)। [আ. ফী]।

ফিক—(১) বি. পেশীসঙ্কোচনজাত হঠাৎ বেদনা, স্নায়ুর আকস্মিক আক্ষেপ (ফিক ধরা, ফিক ব্যথা)। (২) অব্য. দন্তবিকাশপূর্বক ঈষৎ হাস্যের ভাবসূচক (ফিক করে হাসা)। [দেশী]। অব্য. **~ফিক**—ক্রমাগত ঐরূপ করার ভাবসূচক।

ফিকা, (কথ্য) **ফিকে**—বিণ. অনুজ্জ্বল, ফেকাসে, হালকা (ফিকে লাল) ; বিস্বাদ, পানসে, জলো ; অসার, বাজে (ফিকে কথা)। [দেশী]।

ফিকির—বি. উপায়চিন্তা, অনুসন্ধান, মতলব (চাকরির ফিকির) ; (প্রধানতঃ মন্দার্থে) কৌশল (ঠকানোর ফিকির), ফন্দি ; ছলনা। [আ. ফিক্‌র্]।

ফিঙা, ফিঙ্গা, (কথ্য) **ফিঙ্গে, ফিঙে**—বি. পাখিবিশেষ ; Y'-এই আকারবিশিষ্ট কাঠের টুকরা, রজ্জুনির্মিত পাথর ছুড়িবার কলবিশেষ। [সং. ফিঙ্গক, ভৃঙ্গ]।

ফিঙ্গক—বি. ফিঙ্গে পাখি। [সং.]।

ফিচেল, (বিরল) **ফিচাল**—বিণ. ধূর্ত, প্রবঞ্চক, ফাজিল। [দেশী]।

ফিট১—বি. মূর্ছা। [ইং. (fainting) fit]।

ফিট২—(১) বি. সংযোগ (কারখানায় ইঞ্জিন ফিট করা) ; মাপমতো হওয়া (জামাটা ফিট করেছে)। (২) বিণ. মাপমতো, মানানসই (বেশ ফিট হয়েছে) ; সুসজ্জিত, পরিপাটী, নিখুঁত (ফিট বাবু)। [ইং. fit] বিণ. **~ফাট**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী।

ফিটকিরি—**ফটকিরি**-র রূপভেদ।

ফিটন—বি. চার চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ (হাওয়ার জন্য ইহার ছাদ খোলা যায়)। [ইং. pheaton]।

ফিতা, (কথ্য) **ফিতে**—বি. বস্ত্রনির্মিত চেপটা ও লম্বা ফালিবিশেষ। [পো. fita]। বি. **~কৃমি**—লম্বা ও চেপটা কৃমিবিশেষ।

ফিনকি—বি. স্ফুলিঙ্গ (আগুনের ফিনকি) ; সবেগে নির্গত তরল পদার্থের ধারা (ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়া)।

ফিনফিন, ফিন্‌ফিন্—অব্য. (বস্ত্রাদি সম্বন্ধে) অতি মিহি বা সূক্ষ্ম। [ইং. fine]। ক্রি. **ফিনফিন করা**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা মিহি বলিয়া প্রতিভাত হওয়া। বিণ **ফিনফিনে, ফিন্‌ফিনে**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা মিহি।

ফিনাইল—বি. দুর্গন্ধদূরীকারক ও জীবাণুনাশক তরল পদার্থবিশেষ। [ইং. phenyl]।

ফিনিক—বি. দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য (জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফোটা)। [দেশী]।

ফিরঙ্গ—বিণ. ইউরোপীয়। [অর্বাচীন সং., পো. Francez ; ফা. ফিরঙ্গী, ফিরাঙ্গী]। বি. **ফিরঙ্গ-ব্যাধি**—গরমিরোগ, উপদংশ। বি. **ফিরঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—ফিরঙ্গ-দেশোদ্ভব পুরুষ।

ফিরত, ফেরত—(১) বি. প্রত্যর্পণ (বই বা টাকা ফেরত), পরিশোধ ; প্রত্যাবর্তন। (২) বিণ. প্রত্যর্পিত ; প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও কেহ গ্রহণ করে নাই এমন (মনি অর্ডার ফেরত গেল) ; প্রত্যাগত (বিদেশ ফেরত) ; অব্যবহিত পরেই ফিরিয়া আসিবে এমন (ফেরত ডাক)। [ফিরা দ্র:]। ক্রি. **ফেরত আসা বা যাওয়া**—প্রত্যাবর্তন করা ; (চিঠিপত্রাদিসম্বন্ধে) কেহ গ্রহণ না করায় পুন-রায় প্রেরকের কাছে আসা বা যাওয়া। ক্রি. **ফেরত দেওয়া**—(চিঠিপত্রাদিসম্বন্ধে) গ্রহণ করিতে অস্বীকার-পূর্বক পুনরায় প্রেরকের নিকটে পাঠানো ; প্রত্যাখ্যান করা (নিমন্ত্রণ ফেরত দেওয়া) ; প্রত্যর্পণ করা ; পরিশোধ করা। **ফিরতা, ফেরতা**—(১) বিণ. প্রত্যাগত (বিলাত-ফেরতা)। (২) বি পরিবেষ্টন বা পুনঃপরিবেষ্টন (ফিরতা দিয়া কাপড় পরা) ; পরিবর্তন, বদল (হাত-ফেরতা) ; পুনরাবর্তন (তাল-ফিরতা)। (৩) ক্রি-বিণ. প্রত্যাবর্তন-কালে (অফিস ফেরতা যাব)। **ফিরতি**—(১) বিণ. ফেরত, ফিরিয়াছে এমন (ফিরতি টাকা)। (২) বি. যাহা ফিরিয়াছে (পাঁচ টাকার ফিরতি) ; প্রত্যাগমন (ফিরতির পথে) ; ফিরিবার সময় (ফিরতিতে দিয়ে যাব)। (৩) ক্রি-বিণ. ফিরিবার কালে (দেশ থেকে ফিরতি দিয়ে যাব)।

ফিরা, ফেরা—(১) ক্রি. প্রত্যাবর্তন করা ; অভিমুখ হওয়া, ঘোরা (ডাইনে বা পিছনে ফেরা) ; ফিরত আসা ; ভালোর দিকে পরিবর্তিত হওয়া, উন্নতিলাভ করা (অবস্থা ফিরেছে) ; ঘুরিয়া বেড়ানো (পথে পথে গান গেয়ে ফেরা) ; বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করা বা প্রস্থান করা (দুয়ার হইতে ফিরা) ; ফিরান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ফির]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পুনরায় আসিতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য করা (সন্ন্যাসীকে ফিরাইয়া আনো) ; ঘোরান (মুখ ফিরিয়ে দেখ) ; উন্নত করা ; নিবৃত্ত করা (অভ্যাস ফেরানো দরকার) ; প্রার্থনাদি পূরণ না করিয়া বিদায় দেওয়া (অতিথি বা ভিখারীকে ফিরিয়ে দেওয়া) ; প্রত্যাহত বা ব্যর্থ করা ; নূতন করিয়া লেপন করা (কলি ফেরান) ; আঁচড়ান বা উলটাইয়া আঁচড়ান (চুল ফিরানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~ফিরি**—বারংবার ফেরত বা বদল।

ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গী—বি. ইউরোপীয় জাতি ; ভারতীয় ও

ইউরোপীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর জাতি, ইউরেশীয় জাতি। [পো. Francez ; ফা. ফিরঙ্গী, ফিরাঙ্গী—তু. ফিরঙ্গ]।

ফিরিস্তি, (বিরল) **ফিরিস্তা**—বি. ফর্দ, তালিকা। [ফা. ফেহ্রিস্ত]।

ফিরে—(১) অস. ক্রি. **ফিরিয়া**-র কথ্য রূপ। (২) বিণ. পরবর্তী (ফিরে বার)। (৩) ক্রি-বিণ. পুনরায়, বারংবার (ফিরে-ফিরে এক কথা বলো না)। [**ফিরা** দ্রঃ]।

ফিরোজা—(১) বি. নীলাভ মণিবিশেষ ; ঐরূপ বর্ণ-বিশেষ। (২) বিণ. নীলাভ। [ফা. ফিরোজহ্]।

ফিলম—বি. ফোটোগ্রাফাদি তোলার কার্যে ব্যবহৃত পাত-বিশেষ ; ছায়াচিত্র। [ইং. film]।

ফিলহাল—ক্রি-বিণ. হালফিল, সম্প্রতি। [আ.]।

ফিস্‌ফিস্—অব্য. চাপা স্বরব্যঞ্জক। বি. **ফিস্‌ফিসানি**—চাপা স্বরে বাক্যালাপ।

ফী১—ফি২-র বানানভেদ।

ফী২—বি. পারিশ্রমিক, দর্শনী (ডাক্তারের ফী) ; বেতন (কলেজের ফী) ; মাশুল, প্রদেয় কর (কোর্ট ফী) ; প্রবেশ-মূল্য, মূল্য (পরীক্ষার ফী)। [ইং. fee]।

ফুঁ—বি. ফুৎকার (শাঁখে ফুঁ, আগুনে ফুঁ দেওয়া), মুখ হইতে বেগে বহিষ্কৃত বায়ু। [সং. ফুৎকার]।

ফুঁক—বি. মন্ত্র আবৃত্তির সহিত ফুৎকার (ঝাড়ফুঁক) ; ফুঁ। [সং. ফুৎকার]।

ফুঁকা, ফোঁকা—(১) ক্রি. ফুঁ দেওয়া ; ফু দিয়া বাজানো বা পান করা (শিঙা ফুঁকা, চুরুট ফুঁকা) ; অপব্যয় করা, বাজে খরচে উড়াইয়া দেওয়া (সম্পত্তি ফুঁকে দেওয়া)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ফুঁক<প্রা. √ফুক্ক <সং. ফুৎকার]।

ফুঁড়া, ফোঁড়া—(১) ক্রি. বিদ্ধ করা বা ভেদ করা ; ছেঁদা করা (মাটি ফুঁড়িয়া ইঁদুর উঠিয়া আসে)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [প্রা. √ফুড়<সং. √স্ফুট্(=ভেদন) +বাং. আ]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. বিদ্ধ করান বা ভেদ করান ; ছেঁদা করান (মেয়ের কান ফোঁড়ানো হইবে)। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। বি. ~**ফুঁড়ি**—বারংবার বিদ্ধ করা বা ভেদ করা (ডাক্তারের ফোঁড়া-ফুঁড়ি)।

ফুঁপা—ক্রি. ফুঁপান। [ধ্বন্যা.]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. গুমরাইয়া কাঁদা ; রাগে বা দুঃখে চাপা গর্জন করা। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। বি. ~**নি**—গুমরাইয়া ক্রন্দন ; ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন।

ফুঁসা, ফুঁসান, ফোঁসানো—(১) ক্রি. ফোঁস্‌ফোঁস্ শব্দ করা ; ক্রোধে (চাপা) গর্জন করা। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। [ধ্বন্যা.] বি. **ফুঁসানি**—ফোঁস্‌ফোঁস্ শব্দ ; চাপা গর্জন।

ফুক্—অব্য. অতি দ্রুত (ফুক্ করে উড়ে গেল)।

ফুকর, ফোকর—বি. ছিদ্র, গর্ত, খোপ (ফাঁক-ফোকর)।

ফুকরা—ক্রি. ফুকরান। [হি. √পুকার]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. উচ্চৈঃস্বরে ডাকা ('দ্বারী ফুকারিয়া বলে' : রবীন্দ্র), চিৎকার করা ('চোরের জননী ফুকারি কাঁদিতে নাহি পারে') বা হাঁকা ('নকীব ফুকরায়') : চেঁচান (ফুকরাইয়া কাঁদা)। বি. **ফুকার**—উচ্চ চিৎকার বা ডাক।

ফুকা১—ফুঁকা-র রূপভেদ।

ফুকা২, (কথ্য) **ফুকো**—(১) বি. অতিরিক্ত দুগ্ধ নিঃ-সারণের জন্য গোরুর যোনিমুখে প্রদত্ত ফুৎকার (ফুকা দেওয়া)। (২) বিণ. ফাঁপা ও হালকা। [সং. ফুৎকার]।

ফুকার—**ফুকরা** দ্রঃ।

ফুঙ্গী, ফুঙ্গি—বি. (প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশীয়) বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিত। [বর্মী]।

ফুচকা—বি. ক্ষুদ্র কচুরি-জাতীয় খাবারবিশেষ। [হি.]।

ফুচকে—বিণ. নিতান্ত ছোট, ক্ষুদ্র, পুঁচকে। [দেশী]।

ফুট১—মাপবিশেষ (১ ফুট=১২ ইঞ্চি=⅓ গজ) [ইং. foot]।

ফুট২—বিণ. বিকশিত ; বিদীর্ণ। [সং. √স্ফুট্+অ (র্ম), নি.]।

ফুট৩—বি. ছোট দাগ বা ফোঁটা। ~**ফুট**—(১) বিণ. ছোট ছোট দাগ বা ফোঁটা (তার সর্বাঙ্গে ফুটফুট দাগ আছে)। (২) বিণ. ছোট ছোট দাগ বা ফোঁটাবিশিষ্ট (ফুটফুট একটা পাখি)।

ফুট৪—বি. তরল পদার্থ উত্তাপাদিতে ফুটিবার সময় উহাতে উত্থিত বুদ্বুদ (ডালের ফুটটা দেখ) ; ফুটিবার অবস্থা (রসে ফুট ধরেছে) ; ফাট, চিড়। [**ফুটা**২ দ্রঃ]। বি. ~**কলাই,** ~**কড়াই**—ফুটানো বা ভাজা মটর।

ফুটকি—বি. ক্ষুদ্র বিন্দু বা ফোঁটা ; ইং. ফুলস্টপের চিহ্ন। [দেশী]।

ফুটন—বি. প্রস্ফুটিত হওয়া ; (তরল দ্রব্যাদির) জ্বাল পাইবার ফলে বুদ্বুদযুক্ত হওয়া। [**ফুটা**২ দ্রঃ]।

ফুটন্ত—বিণ. যাহা ফুটিয়াছে বা ফুটিতেছে ; প্রস্ফুটিত (ফুটন্ত গোলাপ) ; অগ্নির উত্তাপে ফুটিতেছে এমন (ফুটন্ত জল)। [**ফুটা** দ্রঃ]।

ফুটপাত—বি. (প্রধানতঃ শহরের) পথের যে অংশ পায়ে-চলা পথিকদের জন্য (যানবাহনাদির জন্য নহে) নির্দিষ্ট। [ইং. foot-path]।

ফুটফুট১—**ফুট**৩ দ্রঃ।

ফুটফুট২—অব্য. স্বচ্ছতা উজ্জ্বলতা বা পরিষ্কার-পরি-চ্ছন্নতার ভাবপ্রকাশ (জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে)। [সং. স্ফুট]। বিণ. **ফুটফুটে**—অত্যন্ত পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল, ধবধবে (ফুটফুটে জ্যোৎস্না) ; অত্যন্ত ফরসা ও সুশ্রী ('মুখ-খানি তার ফুটফুটে' : স. দ.)।

ফুটবল—বি. পা দিয়া খেলিবার জন্য চর্মনির্মিত বল। [football]।

ফুটা১—(১) বি. ছিদ্র, রন্ধ্র (কাপড়ের বা জানালার ফুটা)। (২) বিণ. সচ্ছিদ্র (ফুটা পাত্রে জল ঢালা)। [দেশী]।

ফুটা২, **ফোটা**—(১) ক্রি. প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হওয়া, মুকুল ভেদ করিয়া বাহির হওয়া (ফুল ফুটবে) ; উদিত বা প্রকাশিত হওয়া (আকাশে তারা বা জোছনা ফোটা) ; প্রথম উন্মীলিত হওয়া (পাখির ছানার চোখ ফোটা) ;

ধ্বনিত হওয়া (কথা ফোটা) : অগ্ন্যুত্তাপে জ্বাল পাইয়া বুদ্বুদযুক্ত হওয়া বা ফাটিয়া যাওয়া, ফুট ধরা (জল ফুটছে খই ফোটা) : সিদ্ধ হওয়া (ভাত ফুটেছে) : অভিব্যক্ত হওয়া, পরিস্ফুট হওয়া (ভাব বা শ্রী ফোটা), বিদ্ধ করা (কাঁটা ফোটা) ; ফুটান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [<সং. √স্ফুট+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. প্রস্ফুটিত করা ; প্রথম উন্মীলিত করা ; ধ্বনিত করা : অগ্ন্যুত্তাপে ফুট ধরানো বা সিদ্ধ করা ; অভিব্যক্ত করা, পরিস্ফুট করা (উপন্যাসে চরিত্র ফুটিয়ে তোলা), বিদ্ধ করা : দৃষ্টিগোচর করা (দরজা ফোটানো)। (২) বি. বিণ উক্ত সকল অর্থে (ফোটা ফুল, আ-ফুটা ডাল)।

ফুটানি, (কথ্য) **ফুটুনি**—বি. জাঁক, আড়ম্বর-প্রকাশ, অহঙ্কার। [সং. √স্ফুট্+বাং. আনি]।

ফুটি—বি. পাকিলে ফাটিয়া যায় এমন কাঁকুড়বিশেষ। [সং. স্ফুটি]। বিণ. ~**ফাটা**—ফুটির ন্যায় সম্পূর্ণ ফাটিয়া গিয়াছে এমন (খরায় মাটি ফুটিফাটা)।

ফুটো—**ফুটা**-র কথ্য রূপ।

ফুড়ুক, ফুড়ুৎ—অব্য. চকিতে উড়িয়া যাইবার ভাব-প্রকাশ ; হুঁকায় তামাক খাইবার শব্দ। অব্য. ~**ফাড়ুক**—ক্রমাগত ওড়ার, পালানোর বা চঞ্চলতার ভাবপ্রকাশক।

ফুৎকার—বি. ফুঁ, ফুঁ দেওয়া, ফুস্‌ফুস্ শব্দ। [সং. ফুৎ + √কৃ+অ (ভা)]। ক্রি-বিণ. **ফুৎকারমাত্রে**—অনায়াসে ; নিমেষমধ্যে।

ফুফা, (কথ্য) **ফুপা**—বি. (বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে প্রচলিত) পিসা। [হি. ফুফা]। বি.(স্ত্রী.) **ফুফু,** (কথ্য) **ফুপু**—পিসী। বিণ. ~**ত**—পিসতুতো।

ফুরন—বি. দৈনিক মজুরির পরিবর্তে পুরা কাজের মোট মজুরি সম্পর্কে চুক্তি, ঠিকা চুক্তি (ফুরনে কাজ করা)। [সং. পূরণ]।

ফুরফুর—অব্য. মৃদুমন্দ বায়ু-প্রবহনের ভাবসূচক ; বাতাসে চুল কাপড় প্রভৃতি পাতলা ও হালকা পদার্থের উড়িবার ভাবব্যঞ্জক। বিণ. **ফুরফুরে**—ফুরফুর করে এমন ; লঘু ও মনোরম (ফুরফুরে হাওয়া)।

ফুরসত, (কথ্য) **ফুরসুত, ফুরসুৎ**—বি. অবসর, অবকাশ। [আ. ফুর্‌সৎ]।

ফুরসি, ফুরসী—**ফরসি**-র রূপভেদ।

ফুরা—ক্রি. ফুরান। [সং. √পূরি]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. শেষ বা অবসান হওয়া (দিন ফুরান) ; সমাপ্ত হওয়া (গল্প ফুরান) ; ব্যয়িত বা নিঃশেষ হওয়া (টাকা ফুরান) ; না থাকা (আশা ফুরান); ফুরান করা, চুক্তি নির্ধারণ করা (মজুরি ফুরান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ফুর্তি—বি. আনন্দ, হর্ষ। [সং. স্ফূর্তি]।

ফুল₁—বিণ. পুরা মাপের, নির্দিষ্ট অঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত করে এমন (ফুলশার্ট, ফুলহাতা) ; পুরা মূল্যের (ফুল-টিকেট)। [ইং. full]।

ফুল₂—বি. কুসুম, পুষ্প [সং. ফুল্ল] কুসুমাকৃতি নকশা (ফুল-কাটা বাসন, কাপড়ে ফুল তোলা) ; জরায়ু ও সন্তানের নাভির সঙ্গে যে মাংসপিণ্ড সংযুক্ত থাকে, অমরা। ক্রি. **ফুল তোলা**—বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করা ; বস্ত্রাদিতে পুষ্পাকারে নকশা রচনা করা। ক্রি. **ফুল দেওয়া**—পুষ্পদ্বারা দেবতার পূজা করা। ক্রি. **ফুল পড়া**—প্রসবান্তে গর্ভস্থ অমরা স্খলিত হওয়া। ক্রি. **ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া**—অতি সামান্য কারণে কাতর হওয়া। বি. ~**কপি**—কপি দ্র:। বিণ. ~**কাটা**—পুষ্পবৎ নকশাদ্বারা শোভিত। বি. ~**কারি**—কাপড়ে ফুলের নকশা বা বুটির কাজ। বি. ~**কোঁচা**—নীচের প্রান্ত ফুলের মতো করিয়া কোঁচানো ধুতি। বি. ~**খড়ি**—খড়ি দ্র:। বি. ~**ঝুরি,** ~**ঝরি**—আতশবাজিবিশেষ, যাহা হইতে পুষ্পবর্ষণের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। বিণ. ~**তোলা**—ফুলের মতো নকশাযুক্ত বা বুটির কারুকার্যযুক্ত। বি. ~**দানি,** ~**দানী,** ~**দান**—ফুল সাজাইয়া রাখিবার পাত্রবিশেষ [ফা. ফুল-দান]। বিণ. ~**দার**—পুষ্পবৎ নকশাযুক্ত। বি. ~**দোল**—বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের পুষ্প-সজ্জিত দোলায় দোলযাত্রা। বি. ~**ধনু,** ~**বাণ,** ~**শর**—কামদেবের পুষ্পময় ধনু ; মদনদেব, কন্দর্প। বি. ~**বাতাসা**—পুষ্পবৎ হালকা বাতাসা। বি. ~**বাবু**—অত্যন্ত বাবু বা শৌখিন লোক। বি. ~**শয্যা**—কুসুমাবৃত শয্যা ; বিবাহের পর দম্পতির প্রথমবার একত্র ফুল-ছড়ানো বিছানায় শয়নরূপ অনুষ্ঠান। বি. ~**সজ্জা**—ফুলের সাহায্যে অলংকরণ।

ফুলকা, (কথ্য) **ফুলকো**—(১) বি. মাছের কানের নিম্নস্থ চিরুনির ন্যায় শ্বাসযন্ত্র ; ফোলানো বস্তুর পাতলা আবরণ (লুচির ফুলকা)। (২) বিণ. পাতলা ফাঁপা ও ফোলানো (ফুলকা লুচি)। [হি.]।

ফুলকি—বি. স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা। [সং. স্ফুলিঙ্গ]।

ফুলরি—**ফুলুরি** র রূপভেদ।

ফুলল—**ফুলেল**-এর রূপভেদ।

ফুলস্কেপ, ফুলস্ক্যাপ—বিণ. (কাগজ সম্বন্ধে) দৈর্ঘ্যে ১৭″ ও প্রস্থে ১৩½″ মাপবিশিষ্ট। [ইং. foolscap]।

ফুলা, ফোলা—(১) ক্রি. স্ফীত হওয়া (হাত-পা মাঝে মাঝে ফোলে, এখনও ফুলছে) ; ফাঁপিয়া ওঠা (নদী ফুলে উঠছে) ; মোটা হওয়া ; (আল.) স্বাস্থ্যবান্, ধনবান্, গর্বিত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া ; ফুলান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √ফুল<সং. √ফুল্ল—তু. হি. ফুলনা]। ~**ন,** ~**নো**—(১) ক্রি. স্ফীত করা (বুক ফুলাইয়া বেড়ানো) ; ফাঁপানো ; মোটা করা ; (আল.) গর্বিত বা বর্ধিত করা (অত বাহবা দিয়ে ছেলেকে আর ফুলিয়ো না)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ফুলুট—বি. বাঁশিবিশেষ। [ইং. flute]।

ফুলুরি—বি. বেসনের বড়াভাজাবিশেষ। [হি: ফুলৌরী]।

ফুলেল—বিণ. তিল হইতে নিষ্কাশিত এবং ফুলের গন্ধে সুবাসিত (ফুলেল তেল) ; পুষ্পগন্ধযুক্ত ; পুষ্পময় ('ফুলেল ফাগুন' : কাজি.)। [বাং. ফুল+তেল বা ল (যুক্তার্থে)]।

ফুল্কা, ফুল্কি, ফুল্কো—যথাক্রমে **ফুলকা ফুলকি** ও **ফুলকো**-র বানানভেদ।

ফুল্ল—বিণ. প্রস্ফুটিত (ফুল্ল অরবিন্দ); পূর্ণ প্রকাশিত (ফুল্ল ইন্দু); অতিশয় প্রফুল্ল (ফুল্ল নয়ন, 'ফুল্লমনে র'বো এ সংসারে': রবীন্দ্র)। [সং. √ফুল্ল্ + অ (র্তৃ)]।

ফুসকুরি—বি. ক্ষুদ্র ফোঁড়া, ব্রণ। [তু. সং. স্ফোটক]।

ফুসফুস₁—অব্য. ফিসফিস। [ধ্বন্যা.]।

ফুসফুস₂—বি. জীবদেহের শ্বাসযন্ত্র। [সং ফুপ্‌ফুস]। বি. ~**প্রদাহ**—নিউমোনিয়া-রোগ।

ফুসমন্তর—বি. ফুৎকার বা ফুঁ দিয়া পড়া ফাঁকির মন্ত্র; গোপন উপদেশ। [বাং. ফুসলা + সং. মন্ত্র]।

ফুসলা—ক্রি. ফুসলান। [হি. ফুসলানা—তু. ফুসফুস₁]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. কুকর্মে রত হইবার জন্য রাজি করানো বা সাহায্য দেওয়া: স্বমতে আনিবার জন্য গোপনে পরামর্শ দেওয়া। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে।

ফুস্কুড়ি—**ফুসকুড়ি**-র বানানভেদ।

ফেউ—বি. শৃগাল, পাগলা শিয়াল; যে শিয়াল বাঘের পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক চিৎকার করে। [সং. ফেরু]। ক্রি. **ফেউ লাগা**—পিছনে লাগিয়া থাকিয়া উত্ত্যক্ত করা।

ফেঁকড়া—বি. প্রশাখা; মূল বিষয় হইতে উদ্ভূত অন্য বিষয় (ফেঁকড়া তোলা বা বাহির হওয়া); ফেসাদ, বাধা বা গোলমাল। [তু. সং. ফর্ক্করীক]।

ফেঁসো—বি. পাট প্রভৃতির আঁশ; সূতার সূক্ষ্ম অংশ। [বাং. ফাঁস + উয়া < ও]।

ফেকাসে, ফ্যাকাসে—বিণ. পাণ্ডুবর্ণ; রক্তহীন; ফিকা অনুজ্জ্বল। [বাং. ফিকা + নিয়া < সে]।

ফেকো—বি. (কথা বলিবার সময়ে) মুখ হইতে নির্গত ফেনবৎ শুষ্ক থুতু। [হি. ফাকা < আ. ফাকাঃ]।

ফেচাং, ফ্যাচাং—বি. ফেঁকড়া; মূল ব্যাপারের সহিত জড়িত ফেসাদ। [দেশী]।

ফেটা₁—বি. ব্যথা ঘা ইত্যাদিতে জড়াইবার জন্য কাপড়ের ফালি; পটি। [হি. ফেটা < সং. পট্টিকা]।

ফেটা₂—ক্রি. ফেটান। [হি. √ফেট < সং. ফাণ্ট]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. নাড়িয়া নাড়িয়া ফেনানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ফেটি, (বর্জি.) ফেটী—বি. ছোট ফেটা₁, (পায়ে, মাথায় ফেটি বাঁধা); পাগড়ি; কাপড়ের পটি বা ব্যাণ্ডেজ; একত্র-বদ্ধ কয়েক গোছা সূতা (পশমের ফেটি)। [বাং. ফেটা₁ + ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

ফেটিন—**ফিটন**-এর অপ্র. রূপ।

ফেন—বি. ফেনা, গাঁজ; মাড় (ভাতের ফেন)। [সং.]। বি. ~**দুগ্ধা**—দুধফেনি পিঠা। বিণ. ~**নিভ**—ফেনার মত কোমল ও শুভ্র।

ফেনা—(১) বিণ. ফেন, গাঁজ, একত্র উদ্ভূত বুদ্‌বুদসমূহ। (২) ক্রি. ফেনান। [সং. ফেন]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. নাড়িয়া নাড়িয়া ফেনিল করিয়া তোলা; (আল.) ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বাড়াইয়া তোলা; অতিরঞ্জিত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বিণ.~**য়মান**—ফেনাযুক্ত হইতেছে এমন। বিণ. ~**য়িত**—ফেনাযুক্ত হইয়াছে এমন।

ফেনি—বি. বড় বাতাসাবিশেষ; চিনিদ্বারা প্রস্তুত খাদ্য-সামগ্রীবিশেষ। [সং. ফাণিত]। বি. ~**বাতাসা**—চিনি দিয়া তৈয়ারি খুব বড় বাতাসা।

ফেনিল—বিণ. ফেনাযুক্ত (ফেনিল সমুদ্র বা তরঙ্গ); ফেনায়িত। [সং. ফেন + ইল]।

ফেব্রুআরি, ফেব্রুয়ারি—বি. ইংরেজী সনের দ্বিতীয় মাস (মাঘের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. February]।

ফের—(১) বি. সঙ্কট, বিপদ, দায় (বিষম ফেরে পড়া); অশুভ প্রভাব (অদৃষ্টের ফের); বদল, পরিবর্তন, বিনিময় (নামের ফের, রকমফের); কৌশল, ছলনা (কথার ফের); বেড়, বেষ্টন (কাপড়ের ফের)। (২) ক্রি-বিণ. পুনরায়, আবার (সে ফের এসেছে)। [তু. হি. ফের্]। বি. ~**ফার**—ছল, কৌশল; কথার মারপ্যাঁচ; দায়, সঙ্কট।

ফেরত, ফেরৎ, (ফেরত চলবে না), **ফেরতা** (হাত-ফেরতা), **ফেরা** (গোরা-ফেরা), **ফেরান** (মুখ ফেরানো), **ফেরাফিরি** (কথার ফেরাফিরি)—যথাক্রমে **ফিরত ফিরৎ ফিরতা ফিরা ফিরান** ও **ফিরাফিরি**-র চলিত রূপ।

ফেরার—বিণ. পলায়িত, আত্মগোপনকারী (ফেরার হওয়া)। [আ. ফিরার্]। বিণ. **ফেরারী**—পলাতক (ফেরারী আসামী)।

ফেরি—বি. পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া পণ্যবিক্রয়। [তু. হি. ফেরী]। বি. ~**ওয়ালা**—যে ফেরি করে।

ফেরু—বি শৃগাল। [সং.]।

ফেরেব—বি. প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি। [ফা. ফরেব]। বিণ. ~**বাজ**—প্রবঞ্চক, জুয়াচোর। বি. ~**বাজি**—ফেরেব-বাজের বৃত্তি বা আচরণ। **ফেরেবি, ফেরেবী**—(১) বি. প্রবঞ্চনা। (২) বিণ. প্রবঞ্চক; প্রবঞ্চনাপূর্ণ।

ফেরেশতা—বি. (মুস.) দেবদূত। [ফা ফরিশ্‌তহ্]।

ফেল—বিণ. অনুত্তীর্ণ (পরীক্ষায় ফেল); ব্যর্থ (ডাক্তারের ফেল হওয়া), নিষ্ক্রিয় (হার্টফেল হওয়া); দেউলিয়া (ব্যাঙ্ক ফেল পড়া); বন্ধ (কারবার ফেল পড়া); যথাসময়ে উপস্থিত হইতে অক্ষম (গাড়ি ফেল করা)। [ইং. fail]।

ফেলনা—বিণ. ফেলিয়া দিবার বা বর্জন করার যোগ্য, অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ (সে ফেলনা লোক নয়)।। [**ফেলা** দ্রঃ]।

ফেলফেল—**ফ্যালফ্যাল**-এর বানানভেদ।

ফেলসানি—বি. ব্যভিচার; ব্যভিচারজাত গর্ভপাত। [আ. ফিয়েল শানিয়া]।

ফেলা—(১) ক্রি. নিক্ষেপ করা, পাতিত করা, ঢালা (জঞ্জাল ফেলা, জল ফেলা), ক্ষেপণ করা, ছোঁড়া (জাল ফেলা), চুকানো শেষ করা (খাইয়া ফেলা বই পড়িয়া ফেলা, পাওনা বা ঝগড়া মিটিয়ে ফেলা), খাটানো, বিনিয়োগ করা, খরচ করা, ছড়ানো (টাকা ফেলা); বর্জন করা (ছাতাটা ফেলে গেলে যে, আমাকে একলা ফেলে যাচ্ছ); স্থাপন করা (পা ফেলা); অমান্য করা (কথা ফেলা); হঠাৎ করা (শুনিয়া বা জানিয়া ফেলা); নির্ধারিত করা (তারিখ ফেলা, দিন ফেলা); লেখা বা

লিপিবদ্ধ করা (অঙ্ক ফেলা) ; ত্যাগ করা (নিঃশ্বাস ফেলা)। (২) বি. বিণ. পরিত্যক্ত (অনেক জিনিস ফেলা গিয়াছে)। [< হি. ফেকা]। বি. **~ছড়া, ~ফেলি**—অযত্নে ছড়ান ; অপব্যয় (অনেক জিনিস ফেলাছড়া গিয়াছে)।

ফেসাদ, ফ্যাসাদ—বি. ঝঞ্ঝাট, মুশকিল, বিপত্তি, ঝামেলা ; কলহ (ফেসাদ বাধানো, ফেসাদে পড়া)। [আ. ফসাদ্]। বিণ. **ফেসাদে**—ফেসাদ বাধায় এমন ; ফেসাদ-প্রিয়।

ফৈজৎ—ফইজৎ-এর বানানভেদ।

ফোঁকা—ফুঁকা-র চলিত রূপ।

ফোঁটা—(১) বি. তিলক, টিপ (চন্দনের ফোঁটা, ভাই-ফোঁটা), বিন্দুবৎ তরল পদার্থ (রক্তের বৃষ্টির ঘিয়ের ফোঁটা) ; বিন্দুবৎ চিহ্ন ; তাসের চিহ্ন। (২) বিণ. অতি ক্ষুদ্র (এক ফোঁটা ছেলে)। [সং. √স্ফুট্]।

ফোঁড়—বি. বেঁধন (সুচের ফোঁড়) ; ছিদ্র। [বাং. √ফুঁড়্ + অ (ভা)]। বিণ. **এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়**—এক দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য দিক্ পর্যন্ত বিদ্ধ।

ফোঁড়া১—ফোড়া-র রূপভেদ।

ফোঁড়া২, ফোঁড়ান (নো), ফোঁড়াফুড়ি—যথাক্রমে ফুঁড়া ফুঁড়ান ও ফুঁড়াফুঁড়ি র চলিত রূপ।

ফোঁপর—ফোঁপল দ্রঃ।

ফোঁপরা—বিণ. ঝাঁঝরা, ছিদ্রবহুল ; ফাঁপা, শূন্যগর্ভ। [হি. ফোঁপর]।

ফোঁপল, ফোঁপর—বি. নারিকেলের ভিতরের শাঁস বা বীজাঙ্কুর। [দেশী]। বি. **~দালাল**—ফপরদালাল-এর রূপভেদ।

ফোঁপা, ফোঁপান, (নো), ফোঁপানি—যথাক্রমে ফুঁপা ফুঁপান ও ফুঁপানি-র চলিত রূপ।

ফোঁস—অব্য. দুঃখাদি চাপা আবেগের আকস্মিক প্রকাশের ফলে তীব্র নিঃশ্বাসের শব্দ ; সাপের গর্জন ; ক্রুদ্ধ গর্জন (শোনামাত্রই ফোঁস ক'রে উঠল)। [ধ্বন্যা.]। ক্রি. **~ফোঁসান, ~ফোঁসানো**—ফোঁসা র অনুরূপ। বি. **~ফোঁসানি**—ফোঁসানি-র অনুরূপ।

ফোঁসা, ফোঁসান (নো), ফোঁসানি, ফোকর—যথাক্রমে ফুসা ফুসান ফুসানি ও ফুকর-এর চলিত রূপ।

ফোকলা—বিণ. দন্তহীন। [দেশী]।

ফোকা, ফোক্কা, ফোটা, ফোটান (নো)—যথাক্রমে ফুকা ফক্কা ফুটা ও ফুটান-র চলিত রূপ।

ফোটো, ফোটোগ্রাফ—বি. আলোকরশ্মির সাহায্যে গৃহীত প্রতিচ্ছবি, আলোকচিত্র। [ইং. photograph]।

ফোড়ন—বি. স্বাদবৃদ্ধির জন্য তপ্ত তৈল বা ঘৃতে মসলা ভাজিয়া ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রণ, সম্বরা ; সম্বরার মসলা ; অন্যের কথার মধ্যে টিপ্পনী। [সং. স্ফোটন]। ক্রি. **ফোড়ন দেওয়া, ফোড়ন কাটা**—(পরের) কথার মধ্যে অনাবশ্যক মন্তব্য প্রকাশ করা।

ফোড়া—বি. ব্রণ। [সং. স্ফোটক]।

ফোতো—ফতো-র বানানভেদ।

ফোন—বি. টেলিফোন। [ইং. phone]।

ফোমেন্ট—বি. গরম জলের সেক। [ইং. foment]।

ফোয়ারা—বি. প্রস্রবণ, উৎস, ঊর্ধ্বমুখী জলধারা। [আ. ফওয়ারহ্]।

ফোরম্যান—বি. সর্দার-শ্রমিক ; শ্রমিকগণের পরিচালক কর্মচারী ; মুখপাত্র। [ইং. foreman]।

ফোলা, ফোলান (নো)—যথাক্রমে ফুলা ও ফুলান-র চলিত রূপ।

ফোসকা, ফোস্কা—বি. বুদ্বুদের ন্যায় জলপূর্ণ স্ফোটক ; লুচি প্রভৃতির ফোলা স্তর। [দেশী—তু. সং. স্ফোটক]।

ফৌজ—বি. সৈন্যদল। [আ.]। বি. **~দার**—সেনাপতি ; কোতোয়াল ; আঞ্চলিক শাসনকর্তা [আ. ফৌজ + ফা. দার্]। বিণ. **~দারী**—মারপিট খুনজখম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় [আ. ফৌজ্ + ফা. দার্ + বাং. ঈ]। বি. **~দারি**—ফৌজদারি মকদ্দমা, criminal case। বিণ. **ফৌজি, ফৌজী**—সামরিক, জঙ্গী (ফৌজী বিমান)। [আ. ফৌজ্ + বাং. ঈ]।

ফৌত, (বর্জি.) **ফৌৎ**—বিণ. মৃত ; দেউলিয়া ; ফতুর, সর্বস্বান্ত ; নির্বংশ, উত্তরাধিকারশূন্য অবস্থায় মৃত। [ফা.]।

ফ্যাঁকড়া, ফ্যাঁকাসে, ফ্যাকাসে, ফ্যাচাং—যথাক্রমে ফেঁকড়া ফেঁকাসে ফেকাসে ফেচাং-এর চলিত রূপ।

ফ্যা-ফ্যা—অব্য. (অশি.) হীনতা স্বীকার করিয়াও ঘোরাঘুরি (চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা করিয়া বেড়ানো)।

ফ্যাচ্-ফ্যাচ্—ফচ-ফচ দ্রঃ।

ফ্যালনা—ফেলনা-র বানানভেদ।

ফ্যালফ্যাল—অব্য. বিমূঢ় অবস্থায় একদৃষ্টে চাহনির ভাবসূচক।

ফ্যাশন, ফ্যাশান—বি. শৌখিন রীতি বা প্রথা ; রেওয়াজ ; চাল ; রকম, ধরন, ঢং ; চালিয়াতি, বাবুগিরি। [ইং. fashion]।

ফ্যাসাদ—ফেসাদ-এর বানানভেদ।

ফ্রক—বি. ঘাগরাজাতীয় মেয়েদের পোশাকবিশেষ। [ইং. frock]।

ফ্রী, ফ্রি—বিণ. অবৈতনিক ; মূল্য দিতে হয় না এমন। [ইং. free]।

ফ্রেম—বি. কোন-কিছু বাঁধিয়া বা আটকাইয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত বেষ্টনী বা কাঠামো (ছবির বা চশমার ফ্রেম)। [ইং. frame]।

ফ্লানেল—বি. পশমী কাপড়বিশেষ। [ইং. flannel]।

ফ্ল্যাট—(১) বি. অট্টালিকার (স্বয়ংসম্পূর্ণ) অংশ ; জাহাজঘাটার ভাসমান প্ল্যাটফর্ম ; চেপটা তলযুক্ত নৌকাবিশেষ, মালবাহী স্টীমারবিশেষ। (২) বিণ. চিৎপাত ; হতাশ। [ইং. flat]।

ব

[দ্রষ্টব্য :—সংস্কৃত শব্দাবলীর আদ্য ব-এর পূর্বে *-চিহ্ন থাকিলে বর্গীয় ব, †-চিহ্ন থাকিলে বিকল্পে বর্গীয় বা অন্তঃস্থ ব, এবং কোন চিহ্ন না থাকিলে অন্তঃস্থ ব

বলিয়া বুঝিতে হইবে। সমস্ত অ-সংস্কৃত শব্দের আন্ত-ব বর্গীয়]।

ব—বাঙ্গালা বর্ণমালার ত্রয়োবিংশ এবং উনত্রিংশ ব্যঞ্জন-বর্ণ।

বই১—বি. পুস্তক, গ্রন্থ; খাতা (হিসেবের বই)। [আ. বহী]। **বইয়ের পোকা**—পুস্তকপাঠে মাত্রাধিক আসক্ত ব্যক্তি।

বই২—বি. কচুর লতা। [দেশী]।

বই৩—ক্রি. বহন করি (ভূতের বোঝা বই বা ব'য়ে বেড়াই)। [বহা দ্রঃ]।

বই৪, বৈ—অব্য. ব্যতীত, ছাড়া, ভিন্ন (একদিন বই দু'দিন নয়)। [সং. ব্যতীত]। অব্য. ~**কি**—নিশ্চয়তা-সূচক (যায় বইকি), অস্বীকারসূচক (তা বইকি)।

বইঠা—বি. নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড়বিশেষ। [সং. বহিত্র]।

বউ, বৌ—বি. বধূ, পত্নী; পুত্রবধূ বা তত্তুল্যা; কুলবধূ কুলনারী (ঘরের বউ); নববধূ (বউ-ভাত)। [প্রা. বহু< সং. বধূ]। বি. **বউ-কথা-কও**—কোকিলজাতীয় পাখি-বিশেষ, পাপিয়া। বি. ~**কাঁটকী**—যে শাশুড়ি পুত্র-বধূকে নিরন্তর অসহ্য খোঁটা ও যন্ত্রণা দেয়, বধূর পক্ষে কণ্টকস্বরূপ। বি. ~**ঝি, ~ঝী**—অল্পবয়স্কা বধূ। বি. ~**দি, ~দিদি**—দাদার বউ। বি. ~**ভাত**—হিন্দু-বিবাহে বরের আত্মীয়স্বজন কর্তৃক নববধূর দেওয়া অন্নগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানবিশেষ, পাকস্পর্শ। বি. ~**মা**—পুত্রবধূ বা তত্তুল্যা কোন বধূ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। বি. ~**মানুষ**—কুলবধূ, নববধূ।

বউনি১—বি. বহনের মজুরি। [সং. বহন+বাং. ই]।

বউনি২, বউনী—বি. দিনের প্রথম বিক্রয় বা বিক্রয়-লব্ধ মূল্য। [<সং. বর্ধনী]।

বউল—বি. মুকুল (আমের বউল)। [<সং. মুকুল]।

বউলি, বউলী—**বৌলি**-র বানানভেদ।

বওয়া১—**বহা**-র চলিত রূপ।

বওয়া২, বওয়াটে—যথাক্রমে **বখা** ও **বখাটে**-র কথ্য রূপ।

বংশ১—বি. বাঁশ; বাঁশি; পিঠের দাঁড়া (পৃষ্ঠবংশ)। [সং.]। বি. ~**দণ্ড**—বাঁশের লাঠি। বি. ~**পত্র**—বাঁশ-পাতা। বি. ~**লোচন**—বাঁশের মধ্যে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ। [<সং. বংশরোচনা]।

বংশ২—বি. পুরুষপরম্পরা; কুল, গোষ্ঠী; গোত্র; সন্তান-সন্ততি। [সং.]। **বংশে বাতি দেওয়া**—মৃত পিতৃপুরুষদের আত্মার মঙ্গল-কামনায় কার্তিক মাসের পিতৃপক্ষে আকাশ-প্রদীপ জ্বালা, (আল.) বংশধররূপে বংশ বাঁচাইয়া রাখা। বিণ. ~**গত**—পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত, কুলের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। বি. ~**গতি**—বংশানুক্রমে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ, heredity [বি. প.]। বিণ. ~**জ**—বংশে জাত; সদ্বংশীয়; কুলভ্রষ্ট কুলীন, মৌলিক। বি. ~**দণ্ড**—বাঁশের লাঠি। বি. ~**ধর**—কুলের অস্তিত্ব যে বজায় রাখে; সন্তান। বি. ~**বৃদ্ধি**—বংশধরদের সংখ্যাবৃদ্ধি। বি. ~**মর্যাদা**—কুলের ঐতিহ্যানুযায়ী প্রাপ্য সম্মান, আভিজাত্য। ক্রি. **বংশ রক্ষা করা**—বংশকে টিকাইয়া রাখার জন্য বংশধর বা পুত্রসন্তান উৎপাদন করা; (কৌতু.) পুত্রের জন্ম দেওয়া। বি. ~**লতা**—শাখাপ্রশাখাক্রমে বিস্তৃত বংশ-তালিকা।

বংশাঙ্কুর—বি. বাঁশের কোঁড়া। [সং.]।

বংশানুক্রম—বি. বংশপরম্পরা, পুরুষপরম্পরা। [সং. বংশ+অনুক্রম]। বিণ. **বংশানুক্রমিক**—পুরুষপরম্পরা-গত।

বংশানুচরিত—বি. বংশের পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস। [সং বংশ+অনুচরিত]।

বংশাবতংস—বি. কুলের অলঙ্কারস্বরূপ, কুলচূড়ামণি। [সং. বংশ+অবতংস]।

বংশাবলী, বংশাবলি—বি. বংশের তালিকা, কুলজি। [সং. বংশ+আবলী, আবলি]।

বংশী—বি. বাঁশি। [সং. বংশ+ঈ]। ~**ধর, ~ধারী** (রিন্), ~**বদন**—শ্রীকৃষ্ণ। বি. ~**বট**—বৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেন (ইহা বৈষ্ণব তীর্থ-বিশেষ)।

বংশীয়, বংশ্য—বিণ. কুলোদ্ভূত, কুলে জাত; কুল-সম্বন্ধীয়। [সং. বংশ+ঈয়, য]।

বঃ—**বকলম**-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

বঁইচি—বি. বৌচ-গাছের অম্লমধুর ফলবিশেষ। [দেশী]।

বঁটি—বি. মাছ তরকারি প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। [মুণ্ডা. বইন্‌টি]। বি. ~**ঝাঁপ**—**ঝাঁপ২** দ্রঃ।

বঁড়শি, বঁড়শী—**বড়শি**-র রূপভেদ।

বঁদিয়া, বোঁদে—**বুঁদিয়া**-র রূপভেদ।

বঁধু, বঁধুয়া—বি. (কাব্যে) বন্ধু, প্রণয়ী, নাগর, বল্লভ, প্রিয় (পরাণ-বঁধু, 'বঁধুয়া, হিয়া'পর আও রে' : রবীন্দ্র)। [সং. বন্ধু]।

†**বক**—বি. মহাভারতে বর্ণিত রাক্ষসবিশেষ: ভীমের দ্বারা নিহত; মৎস্যশিকারে পটু পক্ষিবিশেষ; ফুলবিশেষ। [সং.]। ক্রি. **বক (বগ) দেখান**—বকের গলা ও মুখের ন্যায় হাত বাঁকাইয়া অভদ্রভাবে বিদ্রূপ করা।

বকধার্মিক—বিণ. বি. বকের ন্যায় ধার্মিকতার ভান-কারী; ধর্মধ্বজী; ভণ্ড। [সং. বক+ধার্মিক]।

বকনা—বি. এখনও গর্ভধারণ করে নাই এমন (অল্প-বয়স্কা) গাভী; স্ত্রী-বাছুর। [<সং. বষ্কয়ণী]।

বকবক—অব্য. বিরক্তিকর বাচালতার ভাবপ্রকাশক (বক্‌বক্‌ করা)। [ধ্বন্যা.]।

বকবকম—অব্য. পায়রার ডাকের আওয়াজ।

বকবকা—ক্রি. বকবক করা। [বকবক দ্রঃ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. বকবক করা। (২) বি. বকবকানি। বি. ~**নি**—বকবক করা।

বকবৃত্তি—(১) বি. কপট ধার্মিকতা; ভণ্ডামি। (২) বি. বিণ. **বকব্রতী**—বকধার্মিক; ভণ্ড; ধূর্ত। [সং. বক+বৃত্তি]।

বকম-কাঠ—বি. বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ। [দেশী]।

বকযন্ত্র—বক্রকণ্ঠ পাতনযন্ত্রবিশেষ, retort [র. প.]। রোগীর বক্ষ ও শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষার জন্য ডাক্তারি

যন্ত্রবিশেষ, স্টেথসকোপ। [সং. বক (সদৃশার্থে)+যন্ত্র]।

বকরা—বি. ছাগ। [আ. বক্‌র্ বা সং. বর্কর]। বি. (স্ত্রী.) **বকরী**।

বকরীদ—বি. আব্রাহাম কর্তৃক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্রকে বলিদানের স্মারকস্বরূপ মুসলমানী পর্ব, ঈদ্-উজ্-জুহা। [আ. বক্‌র্+ঈদ্]।

বকলম—বি. (প্রধানতঃ লিখিতে অক্ষম এমন) অপর ব্যক্তির পরিবর্তে যে স্বাক্ষর করে; (আল.) একের আড়ালে অপর বস্তুর স্বরূপ গোপন। [আ. বকলম্]।

বকলস, বগলস—বি. ফিতা বেল্ট প্রভৃতি আটকাইবার বেষ্টনী বা খিলবিশেষ। [ইং. buckles]।

বকশিশ, (বিরল) **বকশীশ, বকশিস**—বি. পুরস্কার। [ফা. বখ্‌শীশ]।

বকশী, বকসী, বকশি—বি. (মুসলমান আমলের) নগর বা গ্রামের বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারিবিশেষ; উপাধি-বিশেষ। [তুর্. বখ্‌শী]।

বকা₁—(১) ক্রি. বাচালতা প্রকাশ করা, বকবক করা; (অধিক বা নিরর্থক) কথা বলা (বেশী ব'কো না, আমি সব জানি); তিরস্কার করা, ধমকান (দাদা বকবে)। (২) বি উক্ত সকল অর্থে। [সং. √বচ্+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (অধিক বা নিরর্থক) কথা বলানো। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **~ঝকা**—তিরস্কার, গালা-গালি। বি. **~বকি**—বিতর্ক; কলহ, তিরস্কার।

বকা₂, বকাট, বকাটে, বকামি, বকাল—যথাক্রমে **বখা বখাট বখাটে বখামি** ও **বক্কাল**-এর রূপভেদ।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা—বি. বক কর্তৃক বৃষের অণ্ড পাইবার আশার ন্যায় বৃথা আশা; দুর্লভ বস্তু লাভের আশা। [সং. বক+অণ্ডপ্রত্যাশা]।

বকুনি—বি. ভর্ৎসনা, ধমক, বকবক করা, বকবকানি। [বকা₁ দ্রঃ]।

+**বকুল**—বি. সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং.]।

বকেয়া₁—বিণ. অবশিষ্ট (বকেয়া পাওনা), বাকি; পুরাতন। [আ. বকীয়া]। **বকেয়া বাকী**—গত বৎ-সরের বাবদ বাকী।

বকেয়া₂, বখেয়া—বি. সেলাইয়ের প্রণালীবিশেষ। [ফা. বখিয়া]।

বক্কাল—বি. ঔষধরূপে ব্যবহৃত গাছগাছড়া; বেনে মসলা-বিশেষ। [আ.]।

বক্তব্য—(১) বিণ. বলিতে হইবে এমন; বলিবার যোগ্য (সকল কথা বক্তব্য নয়); আলোচ্য; উল্লেখনীয়। (২) বি. কথা (আমার বক্তব্য বলিয়াছি), আলোচ্য বিষয়, প্রস্তাব। [সং. √বচ্+তব্য (র্ম. ভা)]।

বক্তা (-তৃ)—বিণ.বি. বক্তৃতাকারী; উক্তিকারী; (সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে) ভাষণদানকারী; বাক্‌পটু। [সং. √বচ্+তৃ]।

বক্তার—বিণ. বি. বক্তৃতা-পটু; দিব্য আবেশের প্রভাবে বক্তৃতাকারী। [সং. বক্তৃ]।

বক্তৃতা—বি. (সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে) ভাষণ; বাগ্-বিন্যাস; বাক্‌পটুতা। [সং. বক্তৃ+তা (ভা)]।

বক্ত্র—বি. মুখ। [সং. √বচ্+ত্র (ণ)]।

বক্র—(১) বিণ. বাঁকা, অসরল; কুটিল (বক্র ইঙ্গিত বা ভাষা)। (২) বি. বাঁক, মোড়; (বিরল) মঙ্গলগ্রহ। [সং. √বঙ্ক+র (র্তৃ)]। বি. **~ণ**—বক্রীকরণ। বি. **~দৃষ্টি**—বাঁকা চাহনি; কুটিল চাহনি; কটাক্ষ। বিণ. **~নাস**—(টিয়া প্রভৃতি পাখির ন্যায়) বাঁকা নাকওয়ালা। বি. **বক্রিমা** (-মন্)—বক্রতা।

বক্রী₁—**বাকি**-র বিকৃত রূপ।

বক্রী₂ (-ক্রিন্)—বিণ বাঁকা; প্রতিকূল। [সং. বক্র+ইন্]।

বক্রীকরণ—বি. বাঁকান। [সং. বক্র+ঈ (চি্)+ √কৃ+অন (ভা)]।

বক্রোক্তি—বি. শ্লেষ বা ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্য; টিটকারি; প্রচ্ছন্ন নিন্দাবাদ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ (ইহাতে বক্তা যে অর্থে যে কথা বলিয়াছেন শ্রোতা সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করে; বাক্যের প্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে যে চারুত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে তাহাই বক্রোক্তির তাৎ-পর্য এবং এই জাতীয় বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণবস্তু—'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'); প্রচলিত প্রথাবর্জনপূর্বক ভিন্নভাবে নিষ্পন্ন বর্ণনাবৈচিত্র্য। [সং. বক্র+উক্তি]।

বক্ষঃ (-ক্ষস্), (চলিত) **বক্ষ**—বি. বুক, হৃদয়, অন্তর। [সং.]। বি. **বক্ষঃস্থল**—বুকের উপরিভাগ; বুক, হৃদয়।

বক্ষোজ, বক্ষোরুহ—বি. স্তন, পয়োধর। [সং. বক্ষস্+ √জন্+অ, বক্ষস্+ √রুহ্+অ]।

বক্ষ্যমাণ—বিণ. বলা হইবে এমন (বক্ষ্যমাণ কাহিনী), পরে বক্তব্য। [সং. √বচ্+স্যমান (র্ম)]।

বক্সী—**বকশী**-র বানানভেদ।

বখরা—বি. অংশ, ভাগ (বখরা ক'রে নেওয়া)। [ফা.]। বি. **~দার**—অংশীদার। বি. **~দারি, ~দারী**—অংশের বিভাগ বা ভোগের অধিকার।

বখশী, বখসী—**বকশী**-র রূপভেদ।

বখশীশ, বখসিস—**বকশিশ**-এর রূপভেদ।

বখা, বকা—(১) ক্রি. কুসংসর্গে নষ্ট হওয়া, বয়ে যাওয়া, দুশ্চরিত্র হওয়া (ছেলেটা ব'খে গেছে); বখানো। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. বখিয়া গিয়াছে এমন; বাচাল, ফাজিল (বখা ছেলে)। [সং. √বহ্+বাং. আ]। বিণ. **~ট, ~টে**—বখা। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বখাটে করা (ছেলেটাকে বখিয়েছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~মি, ~ম, ~মো**—বখা লোকের আচরণ বা ভাব; ফাজলামি; বাচালতা।

বখিল, বখীল—বিণ. কৃপণ। [আ বখীল্]।

বখেড়া—বি. বাধা, প্রতিবন্ধক, ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন; ঝগড়া। [হি. বখেড়া—তু. বাগড়া]।

বখেয়া—**বকেয়া₂**-র রূপভেদ।

বগ—**বক**-এর গ্রাম্য রূপ [তু. 'কাগে-বগে' (=কাকে-বকে)ও টের পাবে না]।

বগরহ—**গয়রহ**-র রূপভেদ।

বগল—বি. কক্ষ, বাহুমূলের নিম্নদেশ, পার্শ্ব; সামীপ্য।

[ফা.]। ক্রি. **বগল বাজানো**—আনন্দ প্রকাশার্থ বগলে করতল চাপিয়া শব্দ করা; (আল.) জয়োল্লাস প্রকাশ করা। বি. **~দাবা**—বগলে চাপিয়া রাখা; (আল.) গোপনে অপহরণ (বইখানা বগলদাবা ক'রে চললেন), আয়ত্তে আনয়ন।

বগলস—**বকলস**-এর প্রাদে. রূপ।

বগলা—বি. দশমহাবিদ্যার একটি রূপ। [সং.]।

বগলি, বগলী—বি. ক্ষুদ্র থলি, বটুয়া। [ফা. বগ্‌লী]।

বগা—বি. (ব্যঙ্গার্থে বা তুচ্ছার্থে) বক। [বাং. বগ+আ তুচ্ছার্থে)]।

বগি১, (বর্জি.) বগী১—বি. ছাদওয়ালা ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ। [ইং. buggy]।

বগি২, (বর্জি.) বগী২—বি. রেলে যাত্রীবাহী গাড়ির কামরা। [ইং. bogie]।

বগি৩, বগী৩—(১) বি. কানা-উঁচা কাঁসার থালা। (২) বিণ. কানা-উঁচা (বগী থালা)। [বাং. বগ+ই, ঈ (সদৃশার্থে)]।

বগ্‌গা—**একবগ্‌গা** দ্রঃ।

বঙ্ক—(১) বি. নদীর বাঁক। (২) বিণ. বাঁকা। [প্রা. <সং. বক্র>প্রা. বঙ্ক]।

বঙ্কা—বিণ. (প্রা. কা.) বাঁকা। [বঙ্ক দ্রঃ]।

বঙ্কিম—বিণ. বাঁকা; ঈষৎ বক্র (বঙ্কিম ভঙ্গি), কুটিল (বঙ্কিম চাহনি)। [বঙ্ক দ্রঃ+বাং. ইম (তুল্যার্থে)]। বি. **~বিহারী**—শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্গ১—বি. রাং, টিন। [সং. √বঙ্গ্‌+অ (র্তৃ)]।

বঙ্গ২—বি. বাঙ্গালা প্রদেশ; পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম। [সং.]। **~জ**—(১) বিণ. বঙ্গদেশে উৎপন্ন। (২) বি. বাঙ্গালী কায়স্থদিগের শ্রেণীবিশেষ। বি. **~ভঙ্গ**—(ইতি) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ। বি. **বঙ্গাব্দ**—৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে গণিত বাঙ্গালা সাল। **বঙ্গীয়**—বঙ্গদেশসম্বন্ধীয়; বঙ্গদেশে জাত।

বচ—বি. ঝাল কন্দবিশেষ। [সং. বচা]।

বচন—বি. বাক্য, কথা; উক্তি (শাস্ত্রবচন), প্রবচন; কথন, (ব্যাক.) পদের একত্ব বা বহুত্ব। [সং. √বচ্‌+অন]। বিণ. **~বাগীশ**—কেবল কথা বলিতেই (কিন্তু কাজ করিতে নহে) দক্ষ। বিণ. **বচনীয়**—বাচ্য, কথনযোগ্য; নিন্দনীয়।

বচসা—বি. তর্কাতর্কি; ঝগড়া (বচসা বেধে গেল)। [সং. বচস্‌+বাং. আ. (স্বার্থে)]।

বছর—**বৎসর**-এর কথ্য রূপ।

বজর—**বজ্র**-এর প্রা. কোমল রূপ।

বজরা—বি. বৃহৎ নৌকাবিশেষ, ভড়। [ইং. barge]।

বজায়—বিণ. কায়েম, বলবৎ, রক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত (চাকরি, মানসম্মান, কর্তৃত্ব ইত্যাদি বজায় থাকা বা বজায় রাখা)। [ফা. বজাএ]।

বজ্জর—**বজ্র**-এর কথ্য রূপ।

বজ্জাত—বিণ. দুষ্ট, বদমাশ, দুর্বৃত্ত। [ফা. বদ্‌জাত]। বি. **বজ্জাতি**—বজ্জাতের আচরণ, বদমাশি।

বজ্‌বজ্—অব্য. ঘন ও নরম পচা পদার্থ হইতে বুদ্‌বুদ ওঠার শব্দ।

বজ্র—(১) বি. বাজ, অশনি, কুলিশ; দধীচির অস্থিনির্মিত ইন্দ্রের অস্ত্র; ×—এই চিহ্ন; (জ্যোতিষ.) মানবদেহে (বিশেষতঃ হাতের চেটো ও পায়ের তলায়) × —এই চিহ্ন; যোগবিশেষ; হীরক। (২) বিণ. অত্যন্ত কঠিন (বজ্রকঠোর বিধিনিষেধ), বা প্রচণ্ড, নিদারুণ। [সং.]। বিণ. **~গম্ভীর**—বজ্রনাদের ন্যায় গম্ভীর। বি. **বজ্রগুণন**—(বীজ.) crossmultiplication। বি. **~ধর, ~পাণি, বজ্রী** (-জ্রিন্)—ইন্দ্র। বি. **~ধ্বনি, ~নাদ, ~নির্ঘোষ**—বজ্রপাতের শব্দ। বি. **~পাত**—বাজ পড়া। বি. **~মুষ্টি,** (কথ্য) **~মুঠি**—বজ্রের ন্যায় দৃঢ় মুষ্টি। বি. **~যান**—তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নামবিশেষ, শূন্যতাযান। বি. **~লেপ**—দুর্ভেদ্য প্রলেপবিশেষ; শ্রীবাসক-রস গুগ্‌গুলু ভল্লাতক কুন্দুরু সর্জরস অতসী ও বিল্ব মিশাইয়া প্রস্তুত কবিরাজী প্রলেপবিশেষ। **বজ্রাগ্নি**—বিদ্যুৎ। বি. **বজ্রাসন**—যোগসাধনের আসনবিশেষ।

বঞ্চন, বঞ্চনা—বি. প্রতারণা, শঠতা। [সং. √বঞ্চ্‌+ণিচ্‌+অন+আ]। বিণ. বি. **বঞ্চক**—বঞ্চনাকারী। বিণ. **বঞ্চিত**—প্রতারিত; অভাবে কাতর ('বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে': রবীন্দ্র); অনধিকারী ('ও-রসে বঞ্চিত')।

বঞ্চা—(১) ক্রি. (প্রধানতঃ কাব্যে) প্রতারিত করা; বিরহিত বা বিহীন করা; কাটানো, যাপন করা ('সুখে বঞ্চিবে দিন'); বাস করা ('আমি বঞ্চি একাকিনী': চণ্ডী.)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. বঞ্চ্‌+বাং. আ]।

বঞ্জুল—(১) বি. বেতস, বেত, অশোক ফুল বা গাছ; স্থলপদ্মবিশেষ; পক্ষিবিশেষ। (২) বিণ. বক্র। [সং.]।

বট—বি. সুবৃহৎ ও দীর্ঘজীবী বৃক্ষবিশেষ, ন্যগ্রোধ। [সং.]।

বটকেরা, বটখেরা—বি. ঠাট্টাতামাসা। [সং. র্বর্কর]।

বটব্যাল—বি. ব্রাহ্মণের পদবীবিশেষ।

বটা—ক্রি. (প্রাদে.) হওয়া (আমি বটি, তুমি বট, তুই বটিস, সে বটে, তিনি বটেন)। [সং. √বৃৎ+বাং. আ]।

বটিকা, বটী—বি. বড়ি (ঔষধের বটিকা), গুলি। [<সং. √বৃত্‌]।

বটু, বটুক—বি. ব্রাহ্মণবালক। [সং.]।

বটুয়া—বি. বস্ত্রনির্মিত ক্ষুদ্র থলি। [ওড়ি.]।

বটে—অব্য. (অবধারণার্থক) সত্যই, প্রকৃতই (ঠিক বটে); (সন্দেহসূচক বা বিস্ময়সূচক প্রশ্নে) তাই নাকি? (বটে?); ব্যঙ্গে (বীর বটে); শাসনে বা ভয়প্রদর্শনে (বটেরে! বটে! এত আস্পর্ধা)। [বটা দ্রঃ]।

বটের—বি. তিত্তিরজাতীয় পক্ষিবিশেষ লাব। [<সং. বর্তক]।

বটঠাকুর—বি. (কথ্য) ভাশুর। [বাং. বড়২+ঠাকুর]।

বড়১—বি. খড়ের মোটা দড়ি। [দেশী]।

বড়২, বড়ো—(১) বিণ. বৃহৎ, প্রকাণ্ড (বড় মন্দির); দীর্ঘ, লম্বা (বড় বাঁশ); স্ফীত, স্থূল (বড় জালা বা পেট); প্রশস্ত (বড় ঘর); উচ্চৈঃস্বরযুক্ত (বড় গলা); তীব্রপ্রতি-

ষম্বিতাপূর্ণ (বড় লড়াই, খেলা বা মকদ্দমা) ; অধিক, খুব, অত্যন্ত (বড় দুঃখ) ; জ্যেষ্ঠ (বড় ভাই, আমার চেয়ে দুবছরের বড়) ; সম্মানে প্রধান (বড়-মা, বড়-দারোগা) ; শ্রেষ্ঠ (নিজেকে বড় মনে করা) ; মহান্, উদার (বড় মন) ; উচ্চপদস্থ (বড় সাহেব) : সম্ভ্রান্ত (বড় বংশ) ; ধনবান্ (বড়লোক, বড়মানুষি) ; আসল (বড় কথা) ; গর্বিত (বড় মুখ) ; যোগ্য দক্ষ বা খ্যাতিমান্ (বড় উকিল)। (২) বিণ-বিণ. নিতান্ত, নেহাত (বড় জোর বড় খারাপ নয়)। (৩) অব্য. বিদ্রূপসূচক (বড় ত চাকরি) ; বিস্ময়-সূচক (এলে যে বড়)। [সং. বড্ড]। ক্রি. **বড় করা**—বাড়ানো ; বর্ধিত বা প্রলম্বিত করা ; অতিরিক্ত প্রশংসা করা (মোসাহেবেরা মুরুব্বিকে বড় করে) ; অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া (নিজের দুঃখ বড় করা) ; উন্নতিসাধন করা (অবস্থা বড় করা, প্রিয়পাত্রকে বড় করা) ; লালন-পালনপূর্বক পূর্ণবয়স্ক করিয়া তোলা (ছেলেপিলে বড় করা)। ক্রি. **বড় হওয়া**—বাড়া ; বৃদ্ধি পাওয়া ; বর্ধিত বা প্রলম্বিত হওয়া ; বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া ; ধন মান যশ প্রভৃতিতে উন্নতি লাভ করা ; গুরুত্ব পাওয়া (দেশে আজ খাদ্যসমস্যা বড় হয়ে উঠেছে)। **বড় একটা**—বিশেষ (বড়ো একটা ভালো কাজ করো নাই), তেমন বেশি পরিমাণে (তাঁকে আজকাল বড় একটা দেখি না, বড়ো একটা মশা নাই)। **বড় কথা**—আত্মম্ভরিতাপূর্ণ উক্তি ; স্পর্ধিত উক্তি বা বৃদ্ধের স্থায় কথা (ছোট মুখে বড় কথা) ; প্রধান বিষয় (এইটেই বড় কথা)। **বড় কুটুম্ব, বড় কুটুম**—সম্বন্ধী, শালা ; পত্নীর বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। **বড় গলা**—গর্ব (বড় গলায় বলা)। **বড় জোর**—খুব বেশি যদি হয় (বড় জোর সাত দিন লাগবে)। **বড়লাট**—লাট দ্রঃ। **বড় হাজরি**—হাজরি দ্রঃ। বি. **~ত্ব**—জ্যেষ্ঠত্ব ; মহত্ত্ব।

বড়দিন—বি. (মূলতঃ) ২৩শে ডিসেম্বর : এই তারিখ হইতে দিন ক্রমশঃ বড় এবং রাত্রি ছোট হইতে আরম্ভ হয় ; (বর্ত. চলিত) খ্রিস্টের জন্মদিন : ২৫শে ডিসেম্বর। [বড়$_2$ + দিন]।

বড়কট্টাই—বরকন্দাই-র অশু. রূপ।

বড়বা—বি. পুরাণে বর্ণিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক ; ঘোটকী ; অশ্বিনী নক্ষত্র। [সং.]। বি. **~গ্নি, ~নল**—সমুদ্রগর্ভস্থিত বা সমুদ্রোত্থিত অগ্নি ; বড়বার মুখ-নিঃসৃত অগ্নি।

বড়মানুষ, বড়লোক—বি. ধনী ব্যক্তি। [বড়$_2$ + মানুষ, লোক]। বি **বড়মানুষি, (কথ্য) বড়মামষি, বড়-লোকি**—ধনী ব্যক্তির স্থায় চালচলন।

বড়শি, বড়শী—বি. বাঁকা সূচাল লোহার কাঁটাবিশেষ, যাহাতে টোপ গাঁথিয়া মাছ ধরা হয়। [সং. বড়িশ]।

বড়া—বি. পিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের ভাজা পিণ্ডবিশেষ (ডালের বড়া) ; মিঠাইবিশেষ (তালের বড়া, রসবড়া) ; [সং. বটক ('বটকোমাষপিষ্টবিকারঃ')]।

বড়াই$_1$—বি. গর্ব, জাঁক (অতীত গৌরবের বড়াই)। [বাং. বড় + আই]।

বড়াই$_2$, বড়ায়ি, বড়াইবুড়ি—বি. যোগমায়া নামে প্রসিদ্ধা রাধাকৃষ্ণের মিলনসংঘটনকারিণী বৃন্দাবনের বৃদ্ধা নারী ; অতি বৃদ্ধা রমণী ; মাতামহী ; আয়ী। [সং. বৃদ্ধ-আর্যিকা]।

বডি, বডিস—বি. স্ত্রীলোকের জামাবিশেষ। [ইং. bodice]।

বড়ি—বি. গুলি, বটিকা, ক্ষুদ্র গোলাকার যে-কোন বস্তু (কবিরাজী বড়ি) ; বাটা ডাল রৌদ্রে শুকাইয়া প্রস্তুত ক্ষুদ্র গুলি (ডালের বড়ি)। [সং. বটিকা]।

বড়ু—বি: (অপ্র.) ব্রাহ্মণসন্তান, দ্বিজ (বড়ু চণ্ডীদাস)। [সং. বটু]।

বড়ুই—বাড়ুই-র রূপভেদ।

বড়ে, বোড়ে—বি. দাবাখেলার ঘুঁটিবিশেষ। [সং. বটিকা]।

বড়ো—বড়-র বানানভেদ।

বড্ড—বড়-র প্রাদে. রূপ (বড্ড গরম, বড্ড চোট্ লেগেছে)।

†**বণিক্ (-ণিজ্), (চলিত) বণিক**—বি. বেনে, সওদাগর, ব্যবসায়ী। [সং. √পণ্ + ইক্ (র্তৃ)]। বি. **বণিগ্বৃত্তি**—বাণিজ্য, ব্যবসায় ; সব বিষয়ে শুধু টাকা-পয়সা বা লাভ-লোকসান খতাইবার বৃত্তি।

বণ্টন—বি. বিভাজন, বাঁটিয়া দেওয়া, প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ। [সং. √বণ্ট্ + অন (ভা)]। বিণ. বি. **বণ্টক**—বণ্টনকারী। বিণ. **বণ্টিত**—বণ্টন করা হইয়াছে এমন।

-বৎ—অব্য. (তুল্য-অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়) তুল্য, সদৃশ (পুত্র-বৎ স্নেহ করেন)। [সং.]।

বতারিখ—ক্রি-বিণ. তারিখ-অনুযায়ী। [ফা. ব-তারীখ্]।

বত্রিশ—বি.বিণ. ৩২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাত্রিং-শৎ]। **বত্রিশা, (কথ্য) বত্রিশে**—(১) বি. মাসের বত্রিশ তারিখ। (২) বিণ. বত্রিশ তারিখের (বত্রিশে আষাঢ়)।

বৎস—বি. বাছুর, গো-শিশু ; পশু-শাবক ; (স্নেহ-সম্বোধনে) বাছা। [সং.]। বি. **~তর**—এঁড়ে বাছুর। বি.(স্ত্রী.) **~তরী**। বি.(স্ত্রী.) **বৎসা**—(স্নেহসম্বোধনে) বাছা।

বৎসর—বি. বারো মাস, বছর, বর্ষ, অব্দ, সন। [সং. √বস্ + সর (ধি)]।

বৎসল—বিণ. স্নেহপূর্ণ বা অনুরাগযুক্ত (বন্ধুবৎসল)। [সং. বৎস + √লা + অ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **বৎসলা**। বি. **~তা, বাৎসল্য**।

বৎসাদনী—বি. গুলঞ্চ লতা, গুড়ূচী। [সং.]।

বদ—বিণ. খারাপ, মন্দ (বদ গন্ধ) ; অসৎ (বদ সঙ্গ, বদ বুদ্ধি) ; রুক্ষ (বদমেজাজ) ; হঠাৎ বা একটুতেই হইয়া পড়ে এমন, অস্থায্য (বদরাগী) ; দূষিত (বদরক্ত)। [ফা.]। বিণ. **~খত, ~খৎ**—হস্তাক্ষর সুন্দর নহে এমন ; বেয়াড়া, দুষ্ট। বি. **~খেয়াল**—অসৎ প্রবৃত্তি। বি. **~জবান**—কুবাক্য, গালি। **বদজাত, বদজাতি**—যথাক্রমে বজ্জাত ও বজ্জাতি-র মূল রূপ। বি. **~নাম**—দুর্নাম, অপযশ। বি. **~বু, ~বো**—দুর্গন্ধ। বিণ. **~মাশ, (বর্জি.) ~মাস, ~মাইশ, ~মাইস, ~মায়েশ, ~মায়েস**—দুষ্ট, দুর্বৃত্ত। বি. **~মাশি,**

(মর্জি.) ~মাসি, ~মাইশি, ~মাইসি, ~মায়েশি, মায়েসি—বদমাশের ভাব বা আচরণ। ~মেজাজ—(১) বি. রুক্ষ বা উগ্র মেজাজ। (২) বিণ. ঐরূপ মেজাজ-বিশিষ্ট। বিণ. ~মেজাজি, ~মেজাজী—বদমেজাজ-বিশিষ্ট। ~রঙ, ~রঙ, ~রং—(১) বি. বেরঙ তাস: মন্দ রঙ। (২) বিণ. বিবর্ণ। বিণ. ~রসিক—রসিকতা বরদাস্ত করিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে না এমন; রসিকতা করিতে যাইয়া অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করে এমন। বি. ~রাগ—অন্যায় রাগ। বিণ. ~রাগী—রগচটা, একটুতেই ক্রুদ্ধ হয় এমন। বি. ~হজম—অজীর্ণ, অপরিপাক।

বদন—বি. মুখ; মুখমণ্ডল; মুখবিবর। [সং.]।

বদনা—বি. গাড়ু জাতীয় জলপাত্রবিশেষ। [সং. বর্ধনী]।

বদনাম, বদনু (বো), বদমাইশ (স), বদমাইশি (সি), বদমায়েশ (স), বদমায়েশি (শি), বদমাশি (সি), বদমেজাজ—বদ দ্রঃ।

†**বদর১, বদরিকা, বদরী**—বি. কুলগাছ; কুলফল। [সং.]।

বদর২—বি. পূর্ণচন্দ্র বা পীরবিশেষ: জলযাত্রা নির্বিঘ্ন হইবার জন্য মুসলমান মাঝিগণ যাঁহার নাম স্মরণ করে। [আ. বদ্‌র্]।

†**বদরিকাশ্রম**—বি. হিমালয়ের ক্রোড়ে, গাড়োয়াল প্রদেশে অবস্থিত হিন্দুতীর্থবিশেষ।

বদরীনাথ, বদ্রীনাথ—বি. বদরী-নামক পর্বত-শৃঙ্গে বিরাজিত দেবাদিদেবের মূর্তি।

বদল—বি. পরিবর্ত, বিনিময় ('নাকের বদলে নরুন পেলাম'); পরিবর্তন (ভোল বদল, হাওয়া বদল)। **বদলা**—(১) বি. (গ্রা.) প্রতিশোধ (অপমানের বা খুনজখমের বদলা নেওয়া), দাদ তোলা। (২) ক্রি. বদলান। **বদলানো**—(১) ক্রি. বিনিময় বা পরিবর্তন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **বদলা-বদলি**—পরস্পর বা বারংবার বিনিময় অথবা পরিবর্তন। বি. **বদলি**—বিনিময়; এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে নিযুক্ত হওয়া। বিণ. বি. **বদলী**—অন্যের বদলে সাময়িকভাবে কর্মে নিযুক্ত; প্রতিনিধি: (পরি.) স্থানাপন্ন।

বদহজম—বদ দ্রঃ।

বদান্য—বিণ. দানশীল, উদার; সদ্বক্তা; প্রিয়ভাষী। [সং. √বদ্ ('আমার কাছে চাও' বলা)+আন্য (র্তৃ)]। বি. ~তা।

•**বদ্ধ**—বিণ. বাঁধা, আবদ্ধ (কারাবদ্ধ, নিয়ম-বদ্ধ); গ্রথিত (বদ্ধ কবরী): রুদ্ধ, বন্ধ, সঙ্কুচিত (বদ্ধদ্বার); আটক, বন্দী (সংসার বন্ধনে বদ্ধ); অবরুদ্ধ (বদ্ধস্রোত); যুক্ত (বদ্ধাঞ্জলি); বিন্যস্ত (লিপিবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ): দৃঢ়, অপরিবর্তনীয় (বদ্ধমূল, বদ্ধ ধারণা); সম্পূর্ণ, নিরেট (বদ্ধ পাগল)। [সং. √বন্ধ্+ত (র্ম)]। ~**দৃষ্টি**—(১) বি. স্থির বা অনিমেষ লক্ষ্য। (২) বিণ. স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন। বিণ. ~**পরিকর**—কোমর বা কটিবন্ধ বাঁধিয়াছে এমন; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিণ. ~**মুষ্টি**—মুষ্টি দৃঢ় বা সঙ্কুচিত করিয়াছে এমন; কৃপণ। বিণ. ~**মূল**—শিকড় মাটিতে শক্তভাবে নিহিত হইয়া আছে এমন; দৃঢ়, বিচ্যুত করা যায় না এমন (হৃদয়ে বদ্ধমূল)। বিণ. ~**মৌন**—যে কথা বলে না, মৌনাবলম্বী।

বদ্বীপ—বি. সমুদ্রের নিকটবর্তী নদীর পলিমাটিতে সৃষ্ট ব—এই আকারের জলবেষ্টিত ত্রিকোণ ভূভাগ, delta। [বাং. ব (সদৃশ ত্রিকোণ)+দ্বীপ]।

†**বধ**—(১) বি. হত্যা, হনন। (২) ক্রি. (পদ্যে) বধ করা ('তোমারে বধিবে যে—')। [সং. √হন্+অ(ভা)]। বি. ~**স্থলী**, ~**স্থান**, **বধ্যভূমি**—যেখানে বধ করা হয়, মশান। বি. ~**পাল**—কারারক্ষক, gaoler। বিণ. ক্রি-বিণ. **বধার্থ**—বধের জন্য। বিণ. **বধার্হ**, †**বধ্য**—বধের যোগ্য; বধ করিতে হইবে এমন। বিণ. **বধোদ্যত**—হত্যা করিতে উদ্যত। বি. **বধোদ্যম**—হত্যার

•**বধির**—বিণ. শ্রবণশক্তিহীন, কালা। [সং. √বন্ধ্+ইর্ (র্তৃ)]। বি. ~তা, ~ত্ব।

†**বধূ**—বি. স্ত্রী, পত্নী, বনিতা (পুত্রবধূ); নবপরিণীতা স্ত্রী, কনে ('ওগো বর, ওগো বধূ': রবীন্দ্র); মহিলা (রাক্ষস-বধূ); কুলনারী; পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের পত্নী। [সং.]। বি. ~**জন**—বিবাহিতা যুবতী, বৌ; সধবা নারী। বি. ~**টী**—বালিকাবধূ। বি. ~**ৎসব**—নববধূর প্রথম রজোদর্শনরূপ উৎসব। বি. ~**মাতা** (-তৃ)—বউমা, পুত্রবধূ বা তত্তুল্য বধূ।

বন—বি. অটবী, অরণ্য, কানন, গহন, বিপিন, জঙ্গল, উপবন, কুঞ্জ। [সং.]। বি. ~**কপোত**—বুনো পায়রা। বি. ~**কর**—অরণ্যবাবদ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব। বি. ~**কুক্কুট**—বনমোরগ; যে মোরগ গৃহপালিত নহে এবং বনে বিচরণ করে। বিণ. ~**চর**, **বনেচর**—বনে বাস বা বিচরণ করে এমন। বিণ. ~**চারী** (-রিন্)—বনবাসী: বনে বিচরণ করে এমন। বিণ. ~**জ**, ~**জাত**—বনে উৎপন্ন। বি. ~**জঙ্গল**—ঝোপঝাড়। বি. ~**জ্যোৎস্না**—মল্লিকাফুল। বি. ~**পাল**—বনের তত্ত্বাবধায়ক বা রক্ষক, conservator of forests [স. প.]। বি. ~**বাদাড়**—ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল। বি. ~**বাস**—বনে বাস; অরণ্যে নির্বাসন। বিণ. ~**বাসী** (-সিন্)—অরণ্যে যে বাস করে। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বাসিনী**। বি. ~**বিড়াল**—অরণ্যচর হিংস্র বিড়ালবিশেষ। ~**বিহারী** (-রিন্)—(১) বিণ. অরণ্যচারী; বনে বিচরণ ও আমোদ-প্রমোদ করে এমন। (২) বি. বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ। বি. ~**ভোজ**, ~**ভোজন**—অরণ্যাদি রম্যস্থানে সজ্ঞবদ্ধভাবে রন্ধন ও আহার, চড়ুইভাতি। বি. ~**মল্লিকা**—কাঠমল্লিকা নামক অতি সুগন্ধি ফুল। বি. ~**মানুষ**—নরাকৃতি ও অরণ্যচর বানরবিশেষ। বি. ~**মালা**—বনফুলে গ্রথিত মালা: নানা ফুলে রচিত আজানুলম্বিত মালা। বি. ~**মালী** (-লিন্)—বনমালাশোভিত শ্রীকৃষ্ণ। বি. ~**মোরগ**—যে মোরগ বনে বিচরণ করে এবং গৃহ-পালিত নহে। বি. ~**রাজি**, ~**রাজী**—বনশ্রেণী। বিণ. ~**স্থ**—বনে অবস্থিত বা জাত। বি. ~**স্পতি**—অশ্বত্থ বট প্রভৃতি যে বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল ধরে না; বনের

পতি বা কর্তা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য অতি বিশাল বৃক্ষ।

বনবন$_1$—অব্য. দ্রুতবেগে ঘুরিবার ভাবপ্রকাশক।

বনবন$_2$—বি. কৃমি-দমনকারী মিঠাইবিশেষ। [ইং. bonbon]।

বনয়ারি, বনয়ারী—বনোয়ারি-র বানানভেদ।

বনা—ক্রি. পটা, মনের বা মতের মিল হওয়া (তার সঙ্গে বনে না) ; সদৃশ হওয়া, পরিণত হওয়া (বোকা বনা, ফকির বনা) ; বনানো। [বাং. √বন্‌ + আ—তু. হি. বন্‌না]।

বনাত—বি. এক প্রকার পশমী মোটা কাপড়বিশেষ। [হি.]।

বনান, বনানো—ক্রি. সদ্ভাব বজায় রাখা (তা'র সঙ্গে বনিয়ে চলা যায় না) মিলিয়া মিশিয়া থাকা, সামঞ্জস্য-বিধান করা। [বাং. বনা + আন]।

বনানী—বি. মহাবন, বিস্তৃত অরণ্য। [সং. অরণ্যানীর অনুকরণে বন হইতে গঠিত]।

বনাম—অব্য. বিরুদ্ধে (মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল) ; ওরফে, নামান্তর। [ফা.]।

বনিতা—বি. নারী ; ভার্যা ; প্রিয়া। [সং.]।

বনিবনাও—বি. সদ্ভাব, মনের মিল। [হি.]।

বনিয়াদ—বি. ভিত, মূল (শক্ত বনিয়াদ, জাতীয় সভ্যতার বনিয়াদ)। [ফা. বুনিয়াদ্]। বিণ. **বনেদী** (বনেদী বংশ), **বনিয়াদী**—সুপ্রতিষ্ঠিত, দীর্ঘকাল যাবৎ সম্মানিত ; প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত (বনিয়াদী প্রথা বা চাল-চলন) ; ভিত্তি-স্বরূপ (বনিয়াদী শিক্ষা)।

বনীকরণ—বি. বনে পরিণত করা, afforestation [স. প.]। [সং. বন + ঈ (চ্বি) + √কৃ + অন (ভা)]।

বনেচর—বন দ্রঃ।

বনেদ, বনেদি (দী)—যথাক্রমে **বনিয়াদ** ও **বনিয়াদি**-র কথ্য রূপ।

বনোয়ারি, বনোয়ারী—বি. শ্রীকৃষ্ণ। [হি. <সং. বন-বিহারী]।

-বন্ত—বিশিষ্ট সম্পন্ন যুক্ত প্রভৃতি অর্থপ্রকাশক প্রত্যয়-বিশেষ (লক্ষ্মীবন্ত, প্রাণবন্ত)। [সং. মত্‌ ও বত্‌ প্রত্যয়ের অনুকরণে গঠিত]।

বন্দ—বি. গৃহাদির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সমষ্টির পরিমাণ (পঁচিশের বন্দ ঘর) ; খণ্ড (তিন বন্দ জমি)। [ফা. বন্দ্]।

বন্দন, বন্দনা—বি. স্তব, স্তুতি ; প্রণাম। [সং. √বন্দ্‌ + অন (ভা), + আ]। বিণ. বি. **বন্দক**—বন্দনাকারী। বিণ. **বন্দনীয়, বন্দ্য**$_2$—বন্দনার যোগ্য। বিণ.(স্ত্রী.) **বন্দনীয়া, বন্দ্যা**। বি. **বন্দ্যঘটি**—বন্দ্যোপাধ্যায়। বি. **বন্দ্যবংশ**—বন্দনীয় বা মান্য বা সম্ভ্রান্ত বংশ অথবা বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ ('বন্দ্যবংশখ্যাত' : ভা. চ.)।

বন্দর—বি. সমুদ্রের বা বড় নদীর তীরে জাহাজ ভিড়াই-বার স্থান, port। [ফা.]।

বন্দা$_1$—বান্দা-র রূপভেদ।

বন্দা$_2$—ক্রি. (কাব্যে) বন্দনা করা (বন্দিল সবে, 'জয় মা জননি!' হি. রা.)। [সং. √বন্দ্‌ + বাং. আ]।

বন্দি—বন্দী$_1$-র বানানভেদ।

বন্দিত—বিণ. যাহার বন্দনা করা হইয়াছে, প্রশংসিত। [সং. √বন্দ্‌ + ত (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **বন্দিতা**।

বন্দিদশা, বন্দিপাল, বন্দিশালা—বন্দী$_1$ দ্রঃ।

বন্দিনী—বন্দী$_1$ ও বন্দী$_2$ দ্রঃ।

বন্দী$_1$—(১) বি. অবরুদ্ধ ব্যক্তি, কয়েদি। (২) বিণ. অবরুদ্ধ (বন্যায় জলবন্দী, বাক্সবন্দী), আটক। [সং.]। (বাং.) বিণ. বি.(স্ত্রী.) **বন্দিনী**। বি. **বন্দিদশা**—বন্দী অবস্থা। বি. **বন্দিপাল**—কারাধ্যক্ষ, jail superintendent। বি. **~শালা**—কারাগার।

†**বন্দী**$_2$ (-ন্দিন্)—(১) বি. (প্রধানতঃ রাজারাজড়াদের) বন্দনাগায়ক ('বন্দীরা ধরে সন্ধ্যায় তান' : রবীন্দ্র)। (২) বিণ. বন্দনাকারী। [সং. √বন্দ্‌ + ইন্]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **বন্দিনী**।

বন্দুক—বি. আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ। [তু. বন্দুক্]। বিণ. বি. **~চী**—বন্দুক-চালক।

বন্দে—ক্রি. বন্দনা করি। [সং. √বন্দ্‌ + (লট্) এ]। **বন্দে মাতরম্**—মাতাকে (দেশমাতাকে) বন্দনা করি।

বন্দেগি, বন্দেগী—বি. সেলাম ; নমস্কার বা প্রণাম, সশ্রদ্ধ অভিবাদন। [ফা. বন্দ্‌গী]।

বন্দেজ—বি. ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, বিলি ; শৃঙ্খলা। [ফা. বন্দিশ্]।

বন্দোবস্ত—বি. বিলিব্যবস্থা, বন্দেজ ; আয়োজন ; প্রজা কর্তৃক জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট শর্তে গৃহীত জমির পত্তনি, জমির মালিকানা বা দখল সম্বন্ধীয় শর্তাদি অথবা ব্যবস্থা। [ফা. বন্দ্‌-ও-বস্ত্‌]।

বন্দ্য, বন্দ্যঘটি, বন্দ্যবংশ, বন্দ্যা—বন্দন দ্রঃ।

***বন্ধ**—(১) বি. বাঁধিবার উপকরণ (কোমরবন্ধ) ; বাঁধন ('মুক্ত কর হে বন্ধ' : রবীন্দ্র) ; আবেষ্টন (ভুজবন্ধ) ; বাধা, অবরোধ (নিশ্বাসবন্ধ) ; গ্রথন, রচনা (সেতুবন্ধ) ; সংযমন ; (বাং.) অবসান, অবকাশ, ছুটি (গ্রীষ্মের বন্ধ) ; ধর্মঘট, হরতাল (আজ বন্ধ্‌-এর দিনে বাইরে যাব না)। (২) (বাং.) বিণ. রুদ্ধ (বন্ধ জানালা) ; রহিত (কথা, কাজ, রাস্তা বন্ধ করা) ; কাজ স্থগিত আছে এমন (অফিস বন্ধ) ; বাধাপ্রাপ্ত (বন্ধ স্রোত) ; অচল, কর্মহীন, গতিহীন (এখন আলো-পাখা সব বন্ধ) ; বন্দী, আটক (কারাগারে বন্ধ)। [সং. √বন্ধ্‌ + অ]।

***বন্ধক**—বি. গৃহীত ঋণের জামিনস্বরূপ কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখা বা গচ্ছিত দ্রব্য। [সং. √বন্ধ্‌ + অক (ভা, র্ম)]। বিণ. **~বন্ধকী**—বন্ধকরূপে প্রদত্ত বা গৃহীত ; বন্ধক-সম্বন্ধীয়।

***বন্ধন**—বি. বাঁধন (বন্ধন ছিন্ন করা), বন্ধকরণ (রজ্জুদ্বারা বন্ধন) ; আবেষ্টন (ভুজবন্ধন) ; আটক, অবরোধ (কারা-বন্ধন, বন্ধনমুক্তি, বন্ধন-দশা) ; গ্রন্থন, রচনা (কবরীবন্ধন, মাল্যবন্ধন) ; সম্পর্ক-স্থাপন, একত্রকরণ (বিবাহবন্ধন

*আদিতে বন-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য বন দ্রঃ।

সমাজবন্ধন) : সংযমন, নিরোধ ; বাঁধিবার উপকরণ। [সং. √বন্ধ্+অন]। বি. বন্ধনী—বাঁধিবার উপকরণ ; ( ) { } [ ]—এই সমস্ত চিহ্ন, ব্র্যাকেট (bracket)।

*বন্ধু—বি. মিত্র, সখা ; সুহৃৎ, হিতৈষী ব্যক্তি ; স্বজন ; প্রিয়জন, প্রণয়ী। [সং. √বন্ধ্+উ (র্তৃ)]। বি. ~কৃত্য—বন্ধুর কাজ বা কর্তব্য। বি. ~ত্ব, ~তা। বিণ. ~ত্বমূলক—বন্ধুত্ব-সংক্রান্ত ; বন্ধুত্বপূর্ণ।

*বন্ধুক, *বন্ধুজীব, *বন্ধুজীবক, *বন্ধুলি—বি. রক্ত-বর্ণ পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ, বাঁধুলি ফুল। [সং.]।

*বন্ধুর—বিণ. অসমতল ('পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' : রবীন্দ্র), উঁচুনিচু, এবড়ো-খেবড়ো। [সং.]। বি. ~তা।

*বন্ধ্য—বিণ. বন্ধনযোগ্য ; ফলহীন (বন্ধ্য বৃক্ষ) ; নিষ্ফল, নিঃসন্তান। [সং. √বন্ধ্+য (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) বন্ধ্যা—বন্ধনযোগ্যা ; বাঁঝা। বি. ~তা, ~ত্ব। বি. বন্ধ্যাসুত—বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অলীক বস্তু।

বন্য—বিণ. বুনো, বনজাত (বন্য বৃক্ষ) ; বনচর, বনবাসী (বন্য জাতি) ; বনবাসীর যোগ্য অর্থাৎ জনসমাজের অনুপযুক্ত, অসামাজিক (বন্য স্বভাব) ; বন সম্বন্ধীয়। [সং. বন+য]। বিণ. (স্ত্রী.) বন্যা₂।

বন্যা₁—বি. জলপ্লাবন, বান। [সং. বন (=জল)+য+আ]।

বন্যা₂—বন্য দ্রঃ।

বপন—বি. বীজরোপণ, বোনা ; (অপ্র.) ক্ষৌরকর্ম। [সং. √বপ্+অন (ভা)]।

বপা—ক্রি. (কাব্যে) বপন করা। [সং. √বপ্+বাং. আ]। বি. মেদ, চর্বি ; গর্ত, ছিদ্র।

বপু—বি. দেহ, শরীর। [সং. বপুস্]।

বপুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—বিণ. বিরাট্-দেহবিশিষ্ট, প্রকাণ্ডকায়। [সং. বপুস্+মৎ]। বিণ. (স্ত্রী.) বপুষ্মতী।

বপ্তা (-প্তৃ)—বিণ. বপনকারী। [সং. √বপ্+তৃ (র্তৃ)]।

বপ্র—বি. ক্ষেত্র, ভূমি ; প্রাচীর, দুর্গাদির পরিখা হইতে উদ্ধৃত মাটির স্তূপ, rampart ; পর্বতের সানুদেশ। [সং. √বপ্+র]। বি. ~ক্রীড়া—পর্বতের সানুদেশে বা উপত্যকায় পশুগণের শিঙ বা দাঁত দিয়া মাটি খুঁড়িয়া খেলা, উৎখাতকেলি।

ব-ফলা—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব-যোগ (যেমন, ক, ধ্ব,ব্ব)।

বম্, বমবম, ববমবম, বোম্, বোমবোম—অব্য. গালবাদ্যের আওয়াজ। [ধ্বন্যা.]।

বমন—বি. বমি, উদ্গার ; উদ্গিরণ। [সং. বম্+অন (ভা)]। বিণ. বমনীয়—বমনযোগ্য।

বমাল—বামাল-এর রূপভেদ।

বমি—বি. বমন ; যাহা বমন করা হইয়াছে (বমিটা পরিষ্কার কর)। [সং. √বম্+ই]। গা বমি-বমি করা—ক্রমাগত বমনেচ্ছা হওয়া।

বমিত—বিণ. উদ্গীর্ণ, বমি করিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন ; বান্ত। [সং. √বম্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

বম্বেটে—বোম্বেটে-র বানানভেদ।

বয়₁—বি. অল্পবয়স্ক ভৃত্য বা পরিচারক (রেস্তোরাঁর বয়)। [ইং. boy]।

বয়₂—বি. বিক্রয় (বয়নামা) ; গন্ধ (খোশবয়)। [আ.]। বি. ~নামা—বিক্রয়ের বা বিক্রীত জমির দলিল।

বয়ঃ (-য়স্)—বি. বয়স ; আয়ু, জীবনকাল ; যৌবন, সাবালক অবস্থা (বয়ঃপ্রাপ্ত)। [সং. √বয়্ (=গতি)+অস্ (র্তৃ)]। বি. ~ক্রম—বয়স। বিণ. ~প্রাপ্ত—প্রাপ্ত-বয়স্ক, সাবালক, যৌবনপ্রাপ্ত। বি. ~সন্ধি—বাল্যের শেষ এবং যৌবন বা কৈশোরের আরম্ভকাল। বিণ. ~স্থ, বয়স্থ—বয়ঃপ্রাপ্ত ; যুবক ; মধ্যবয়স্ক, প্রৌঢ় ; প্রবীণ। বিণ. (স্ত্রী.) ~স্থা, বয়স্থা—বয়ঃপ্রাপ্তা ; সোমত্ত, বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা ; মধ্যবয়স্কা, প্রৌঢ়া ; প্রবীণা।

বয়কট—বি. (প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে) বর্জন, পরিহার ; একঘরে করা। [ইং. boycott]।

বয়ন্তা—বহেতা-র কথ্য রূপ।

বয়ন₁—বি. (বস্ত্রাদি) বোনা। [সং. √বে+অন (ভা)]।

বয়ন₂—বি. (প্রা কা) মুখ। [সং. বদন]।

বয়নামা—বয়₂ দ্রঃ।

বয়লার—বি. বাষ্পচালিত যন্ত্রের যে অংশে কয়লাদির জ্বালে জল গরম করিয়া বাষ্প প্রস্তুত করা হয়। [ইং. boiler]।

বয়স—বি. বয়ঃক্রম ; অধিক বা পরিণত বয়ঃ (তার বয়স হয়েছে) ; যৌবন, বয়ঃপ্রাপ্তি (বয়সকাল)। [সং. বয়স্]। বিণ. ~বয়সোচিত—বয়সের যোগ্য (বয়সোচিত আচরণ)। বয়সের গাছপাথর নাই—(আল.) খুব বেশী বয়স হইয়াছে। বি. ~কাল—সাবালক অবস্থা, যৌবন, পরিণত বয়স। বি. ~ফোড়া—যৌবনে মানুষের মুখমণ্ডলে যে ব্রণ ওঠে। ক্রি. বয়স হওয়া—বয়ঃপ্রাপ্ত বা পরিণতবয়স্ক বা প্রাচীন হওয়া। বি. বয়সা—যৌবনা-রম্ভে কণ্ঠস্বরের বিকার (বয়সা ধরা)। বিণ. বয়সী—বয়সযুক্ত (অল্পবয়সী, সে তোমার সমবয়সী) ; সমবয়স্ক (আমার বয়সী) ; বয়স্থ (বয়সী লোক)।

বয়স্ক₁—বিণ. (অশু কিন্তু প্রচলিত) বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক; অধিক বয়সবিশিষ্ট (বয়স্কদিগের শিক্ষাব্যবস্থা)। [সং. বয়স্থ]।

-বয়স্ক₂—(বহুব্রীহি সমাসে উত্তর পদরূপে বয়ঃ শব্দের বৈকল্পিক রূপ ; অন্য রূপ বয়াঃ) বয়সযুক্ত (অল্পবয়স্ক)। [সং. বয়স্+ক]।

বয়স্থ—বয়ঃ দ্রঃ।

বয়স্বী (-স্বিন্)—(১) বিণ. পূর্ণবয়স্ক। (২) বি. পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি বা প্রাণী, adult [বি. প.]। [সং. বয়স্+বিন্]।

বয়স্য—বি. সমবয়সী বন্ধু, সখা, মনোরঞ্জনকারী পার্শ্বচর। [সং. বয়স্+য]। বি. (স্ত্রী.) বয়স্যা।

বয়া—বি. নদী বা সমুদ্রের মধ্যে চড়ার অবস্থান-নির্দেশক অথবা উপকূলের নিকট জাহাজের পক্ষে নজরযোগ্য স্থান-নির্দেশক ভাসন্ত পিপাবিশেষ ; জলে পতিত ব্যক্তির ভাসিবার সহায়ক উপকরণবিশেষ, লাইফ্‌বয়। [ইং. buoy]।

বয়াটে—বখাটে-র কথ্য রূপ।

বয়াম₁—বি. বদন, মুখ। [বয়ন₂ দ্রঃ]।

বয়াম২—বি. বর্ণনা, বিবরণ। [আ.]।
বয়াম, (কথ্য) বয়েম—বি. চিনামাটিতে তৈয়ারী বোতল-বিশেষ। [পো. boiao]।
বয়ে১—বহিয়া-র কথ্য রূপ।
বয়ে২—বহিয়া-র কথ্য রূপ। ক্রি. **বয়ে যাওয়া**—(কথ্য) ক্ষতি বা লোকসান হওয়া (তোমার চাকরি গেলে আমার কি বয়ে যাবে); (কথ্য—ব্যঙ্গে) কোন প্রয়োজন বা ইচ্ছা না হওয়া (সেখানে যেতে আমার বয়ে গেছে)।
বয়েত, বয়েৎ—বি. আরবী ফারসী বা উর্দু শ্লোক; কবিতা বা কবিতার চরণ। [আ. বয়েৎ]।
বয়েল, বইল—বি. বলদ, ষাঁড়। [<সং. বলীবর্দ]।
বয়েস—বয়স-এর কথ্য রূপ।
বয়োগুণ, বয়োধর্ম—বি. বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম বা গুণ। [সং. বয়স্+গুণ, ধর্ম]।
বয়োজ্যেষ্ঠ—বিণ. বয়সে বড়। [সং. বয়স্+জ্যেষ্ঠ]।
বয়োবৃদ্ধ—বিণ. অধিকবয়স্ক, বুড়া। [সং. বয়ঃ+বৃদ্ধ]। বিণ. (স্ত্রী.) **বয়োবৃদ্ধা**। বি. **বয়োবৃদ্ধি**—বয়সের বাড়।
বর—(১) বি. দেবতা, গুরুজন প্রভৃতির নিকট হইতে লব্ধ অনুগ্রহ (সরস্বতীর বরে বিদ্যালাভ); আশীর্বাদ; বিবাহের পাত্র (বরাভরণ); স্বামী, পতি (ঘরবর); বিবাহ-কর্তা (বর-কনে); হাতের অঙ্গুলিদ্বারা কৃত অনুগ্রহসূচক ভঙ্গিবিশেষ বা মুদ্রা (বরাভয়)। (২) বিণ. ঈপ্সিত; উত্তম, শ্রেষ্ঠ (বন্ধুবর), উৎকৃষ্ট (বরতনু)। [সং. √বৃ+অ]। **বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি**—যে ব্যক্তি বিবদমান উভয় পক্ষের সহিতই সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলে। বি. **~কনে**—বিবাহের পাত্র ও পাত্রী। বি. **~কর্তা**—(-র্তৃ) বিবাহের পাত্রপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তি। বি. **~চন্দন**—দেবদারু; অগুরু। বিণ. **~দ**—বরদাতা। **~দা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) বরদাত্রী (তু. 'বরদাং মাতরম্': ব. চ.)। (২) বি. দুর্গা। বি. **~পক্ষ**—বিবাহের পাত্র-পক্ষীয় ব্যক্তিগণ। বি. **~পণ**—বিবাহে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বরপক্ষের প্রাপ্য অর্থ। বি. **~পুত্র**—দেবতার বরে জাত পুত্র; দেবানুগৃহীত ব্যক্তি (সরস্বতীর বরপুত্র); শ্রেষ্ঠ পুত্র। বিণ. **~প্রদ**—অভীষ্টপূর্ণকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~প্রদা**। বিণ. **~বধূ**—বিবাহের পাত্র ও পাত্রী। বি. **~বর্ণিনী**—সর্বগুণান্বিতা রমণী; সুন্দরী স্ত্রী। বি. **~মাল্য**—বিবাহের পাত্রী কর্তৃক পাত্রকে প্রদেয় ফুলমালা; শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক মালা (প্রজ্ঞার বরমাল্য)। বি. **~যাত্রী** (-ত্রিন্), **~যাত্র**—বিবাহকালে পাত্রের সঙ্গী। বিণ. **~য়িতা**—বরণকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~য়িত্রী**।
বরং (-রম্)—অব্য. অপেক্ষাকৃত ভালো বা যুক্তিযুক্ত (নিজে যাব না, বরং চিঠি দিচ্ছি); পক্ষান্তরে (লাভ না হয়ে বরং কিছু লোকসান হয়েছে)। [সং. √বৃ+অ (র্ম)]।
বরকত, বরকৎ—বি. সৌভাগ্য; প্রাচুর্য। [আ.]।
বরকনে—বর দ্রঃ।
বরকন্দাজ—বি. বন্দুকধারী সিপাহী বা দেহরক্ষী। [আ. বর্ক্+ফা. অন্দাজ]।
বরকর্তা (-র্তৃ)—বর দ্রঃ।
বরখন্তি—ক্রি. (ব্রজ.) বর্ষণ করিতেছে। [সং. বর্ষন্তি]। বি. **বরখন্তিয়া**—(ব্রজ) বর্ষা; বর্ষণ; ধারাপতন।
বরখাস্ত—বিণ. কর্মচ্যুত। [ফা. বরখাস্ৎ]।
বরখেলাপ—বিণ. বিপরীত, অন্যথা। [ফা. বরখিলাফ্]
বরগা১, বর্গা—বি. কড়ির উপরিস্থ পাতলা ছোট কাঠ বা লোহার পাত যাহার উপরে ছাদ নির্মিত হয়। [পো. verga]।
বরগা২, বর্গা—বি. ভাগে চাষযোগ্য জমি বা তাহার বন্দোবস্ত। [দেশী]। বি. **~দার**—যে ব্যক্তি পরের জমি ভাগে চাষ করে।
বরজ১—ব্রজ-এর প্রা. কোমল রূপ।
বরজ২—বি. পানগাছের আচ্ছাদনবিশিষ্ট খেত। [আ. বুর্জ]।
বরঞ্চ—অব্য. বরং। [সং. বরম্+চ]।
বরণ১—বরন-এর বর্জি. বানান।
বরণ২—বি. সাদরে নিয়োগ বা গ্রহণ অথবা অভ্যর্থনা (গুরুবরণ, বধূবরণ, সভাপতিপদে বরণ); পূজার জন্য দেবতাকে বা কন্যাদানকালে জামাতাকে অভ্যর্থনা; স্বেচ্ছায় স্বীকার (মৃত্যুবরণ); প্রার্থনা; নির্বাচন, মনোনয়ন; বরণ করিবার কাপড়। [সং. √বৃ+অন]। বি. **~ডালা**—বরণের উপকরণ রাখার ডালা। বি. **~মালা**—যে মালা দিয়া পতিত্বে বরণ করা হয়। বি. **বরণাঙ্গুরী**—জামাতৃরূপে স্বীকারপূর্বক প্রদত্ত অঙ্গুরী। বিণ. **বরণীয়**—বরণযোগ্য (বরণীয় অতিথি); পূজনীয়; গ্রহণীয়; প্রার্থনীয়। বিণ. (স্ত্রী.) **বরণীয়া**।
বরতরফ—বিণ. বরখাস্ত, পদচ্যুত। [ফা.]।
বরদ, বরদা—বর দ্রঃ।
-বরদার—বি. বাহক (আসা-বরদার); তামিলকারী, পালক (হুকুম-বরদার)। [ফা.]।
বরদাস্ত—বি. সহ্য করা; সহ্য; সহিষ্ণুতা। [ফা.]।
বরন—বর্ণ-এর কোমল রূপ ('কেউ বা দিব্যি গৌর বরন': রবীন্দ্র)।
বরপুত্র, বরপ্রদ—বর দ্রঃ।
বরফ—বি. তুষার (দার্জিলিঙে এখন বরফ পড়ছে); জমাট-বাঁধা জল (বরফের কল)। [ফা.]।
বরফট্টাই, বারফট্টাই—বি. বড়াই, মিথ্যা জাঁক। [সং. বাগ্বাস্ফোট]।
বরফি—বি. ক্ষীরদ্বারা প্রস্তুত চতুষ্কোণ মিঠাইবিশেষ। [হি. বরফী]। বিণ. **~কাটা**—বরফির আকারে কর্তিত বা গঠিত।
বরবটি, বরবটী—বর্বটী-র চলিত বানান।
বরবর্ণিনী—বর দ্রঃ।
বরবাদ—বিণ. সম্পূর্ণ নষ্ট, উৎসন্ন। [ফা.]।
বরমাল্য, বরযাত্র, বরযাত্রী, বরয়িতা, বরয়িত্রী—বর দ্রঃ।
বরশা, বর্শা—বি. দণ্ডাকার সূক্ষ্মমুখ বেধনাস্ত্রবিশেষ, বল্লম, সড়কি। [হি. বরছা]।
বরষ, বরষণ, বরষা—যথাক্রমে বর্ষ বর্ষণ ও বর্ষা-র কোমল রূপ।

বরা$_{১}$—বি. বরাহ, শূকর। [সং. বরাহ্]। বিণ. **~খুরে**—নিকৃষ্টলক্ষণযুক্ত, ঘৃণ্য (মূল. বরাহের খুরের বা পায়ের মতন যাহার পা)।

বরা$_{২}$—(১) ক্রি. বরণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √বৃ+বাং. আ]।

বরাক—বি. বিণ. দীন-দরিদ্র, অনুকম্পার পাত্র। স্ত্রী. **বরাকী**। [সং.]।

বরাঙ্গ—(১) বি. শ্রেষ্ঠ অবয়ব ; মস্তক ; গুহ্যদেশ। (২) বিণ. উত্তম অঙ্গযুক্ত। [সং. বর+অঙ্গ]। বিণ. (স্ত্রী.) **বরাঙ্গা, বরাঙ্গী**।

বরাঙ্গনা—বি. উত্তমা স্ত্রী, সুন্দরী রমণী। [সং. বরা+অঙ্গনা]।

বরাটক, বরাটিকা—বি. কপর্দক, কড়ি। [সং.]।

বরাত—বি. দায়িত্ব, কর্মভার (অন্যের উপর বরাত দিয়া এ-কাজ হয় না), নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের অথবা মাল সরবরাহের ফরমাশ, প্রয়োজন (এদিকে আমার বরাত ছিল); প্রতিনিধিত্ব বা ক্ষমতাদানকারী চিঠি ; হুণ্ডী ; ভাগ্য, অদৃষ্ট (বরাত মন্দ)। [আ.]। বিণ. **বরাতি, বরাতী**—প্রতিনিধিত্ব বা দায়িত্ব প্রদায়ক ; দরকারি যে বিষয়ের ভার অপরের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে এমন।

বরাদ্দ—(১) বি. নির্ধারণ বা নির্ধারিত ব্যবস্থা (মাসোহারা বরাদ্দ) ; নির্দিষ্ট ভাগ ; খরচাদির পূর্ব হইতে নির্ধারিত পরিমাণ (বরাদ্দের বেশী খরচা)। (২) বিণ. নির্ধারিত (পূজার জন্য বরাদ্দ টাকা)। [ফা. বরার্দ্]।

বরাননা—বিণ.(স্ত্রী.) সুন্দর মুখবিশিষ্টা। [সং. বর+আনন+আ]।

বরানুগমন—বি. বরযাত্রী হইয়া বরের সহিত বিবাহ-মণ্ডপে গমন। [সং. বর+অনুগমন]।

বরাবর—(১) ক্রি-বিণ. চিরকাল, প্রতিবার (বরাবরকার মতো), সকল সময়ে (বরাবর দেখে আসছি); সোজা, সিধা, একটানা (এখান থেকে বরাবর পাকা রাস্তা) ; সমীপে, নিকটে, দিকে (নদী-বরাবর)। (২) বিণ. তুল্য ('সুধা বিষে বরাবর' : ভা. চ.)। [ফা.]। ক্রি-বিণ. **বরাবরেষু**—নিকটে, মান্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে (বাঙ্গালা পত্রলিখনে ব্যবহৃত শিরোনামবিশেষ)।

বরাভয়—বি. আশীর্বাদের বা অভয়দানের ভাবপূর্ণ করাঙ্গুলিদ্বারা কৃত একপ্রকার ভঙ্গি বা মুদ্রা ; আশীর্বাদ ও অভয়দান বা আশ্বাস। [সং. বর+অভয়]।

বরাভরণ—বি. বিবাহের পাত্রকে প্রদেয় পোশাক ও অলঙ্কারাদি। [সং. বর+আভরণ]।

বরারোহা—বিণ.(স্ত্রী.) সুডৌল ও সুস্পষ্ট নিতম্ববিশিষ্টা, সুন্দরী। [সং. বর+আরোহ+আ]।

বরাসন—বি. বিবাহসভায় পাত্রের বসিবার আসন ; সম্মানজনক সুন্দর বা শ্রেষ্ঠ আসন। [সং. বর+আসন]।

বরাহ—বি. শূকর ; বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম (এই অবতারে বিষ্ণু বরাহের রূপে পৃথিবীকে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া প্রলয়-সলিল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন)। [সং. বর+আ+√হন্+অ (র্ত্)]।

বরিখ, বরিখন (ণ), বরিখা, বরিষ, বরিষণ, বরিষা—যথাক্রমে বর্ষা বর্ষণ বর্ষা বর্ষণ ও বর্ষা-র কোমল রূপ।

বরিষ্ঠ—বিণ. শ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রধান, সর্বাগ্রে বরণীয়। [সং. উরু+ইষ্ঠ]। বিণ.(স্ত্রী.) **বরিষ্ঠা**। **বরিষ্ঠ সেবকা**—প্রথম শ্রেণীর শুশ্রূষাকারিণী, senior nurse।

বরীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. শ্রেয়ান্, (দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর উৎকৃষ্ট ; (অশু. কিন্তু চলিত) বরিষ্ঠ। [সং. উরু+ঈয়স্]। বিণ. (স্ত্রী.) **বরীয়সী**।

বরুণ—বি. সমুদ্র জল-বৃষ্টি এবং পশ্চিমদিকের অধি-দেবতা, প্রচেতা। [সং. √বৃ+উন]। **~বাণ**—জলাধি-পতি বরুণদেবের বারিবর্ষণকারী বাণ।

বরেণ্য—বিণ. বরণীয় ; সম্মানের যোগ্য ; প্রার্থনীয়। [সং. √বৃ+এণ্য (র্ম)]।

বরেন্দ্র, বরেন্দ্রভূমি—বি. বঙ্গদেশের প্রাচীন বিভাগ ; প্রাচীন গৌড়-দেশ, উত্তরবঙ্গ।

বর্গ—বি. দল, জাতি (প্রাণিবর্গ) ; সমূহ (চতুর্বর্গ=ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ), গণ (স্বজনবর্গ) ; বর্ণমালার স্পর্শবর্ণ-সমূহের শ্রেণী (প-বর্গ) ; (গণি.) সমান দুই রাশির গুণ (বর্গফল) ; গ্রন্থের ভাগ বা অধ্যায় ; বর্জন। [সং. √বৃজ্+অ]। বি. **~মূল**—(গণি.) নিজদ্বারা গুণিত হইয়া যে রাশি কোন নির্দিষ্ট রাশি উৎপন্ন করিয়াছে। বিণ. **বর্গীয়, বর্গ্য**—বর্গসম্বন্ধীয়। **বর্গীয় বর্ণ**—(ব্যাক.) স্পর্শবর্ণসমূহের যে কোনটি।

বর্গা, বর্গাদার—যথাক্রমে বরগা$_{২}$ ও বরগাদার-এর বানানভেদ।

বর্গী, বর্গি—বি. প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল। [ফা. বার্গীর্]।

বর্গীয়, বর্গ্য—বর্গ দ্রঃ।

বর্চঃ (র্চস্)—বি. তেজ ; কান্তি (ব্রহ্মবর্চস=ব্রহ্মতেজ)। [সং. √বর্চ্+অস্]।

বর্জন—বি. ত্যাগ (অভ্যাস-বর্জন, সীতা-বর্জন), পরিহার। [সং. √বৃজ্+অন (ভা)]। ক্রি. (কাব্যে) বর্জন করা ('বর্জিল ভয়')। বিণ. **বর্জনীয়, বর্জ্য**—বর্জনযোগ্য। বিণ.(স্ত্রী.) **বর্জনীয়া**। বিণ. **বর্জিত**—বর্জন করা হইয়াছে এমন, ত্যক্ত ; বিরহিত, বিহীন (বাহুল্যবর্জিত)। বিণ.(স্ত্রী.) **বর্জিতা**।

বর্জাইস—বি. ছাপার অক্ষরের ক্ষুদ্র আকারবিশেষ। [ইং. bourgeois]।

বর্ণ—বি. রঙ (কৃষ্ণবর্ণ) ; অক্ষর (ব্যঞ্জনবর্ণ) ; (বিরল) প্রশংসা ; (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র) জাতি ; (উচ্চ বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ) ; (জ্যোতিষ.) রাশি-অনুসারে জাতকের শ্রেণীভেদ (বিপ্রবর্ণ)। [সং. √বর্ণ্+অ]। বিণ. **~চোরা**—স্বাভাবিক বর্ণ গোপন রাখে এমন ; বাহির দেখিয়া ভিতর বোঝা যায় না এমন। বিণ. **~জ্ঞানহীন**—নিরক্ষর। বি. **~জ্যেষ্ঠ, ~শ্রেষ্ঠ**—ব্রাহ্মণ। বি.(স্ত্রী.) **~শ্রেষ্ঠা**। **~পরিচয়**—অ-আ-ক-খ শিক্ষা ; (আল.) প্রাথমিক জ্ঞান। বি. **~মালা**—যে-কোন ভাষার) অক্ষরসমূহ। বি. বিণ. **~সঙ্কর**,

~সংকর—দুই ভিন্ন বর্ণের বা জাতির মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন জাতি ; দো-আঁশলা। বি. ~হিন্দু—ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতি, যাহারা 'তফসিল'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বিণ. ~হীন—রঙহীন, বিবর্ণ। ক্রি-বিণ. বর্ণানুক্রমে—অক্ষরের পরম্পরানুসারে। বিণ. বর্ণান্ধ—রঙের পার্থক্য ধরিতে বা রঙ্ চিনিতে পারে না এমন। বি. বর্ণাশ্রম—ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম। বি. বর্ণাশ্রম-ধর্ম—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমে পালনীয় কর্ম।

বর্ণন, বর্ণনা—বি. বিবরণ ; বিস্তৃত পরিচয়দান, ব্যাখ্যা ; দোষগুণ কথন ; বর্ণবিন্যাস, রঙ লেপন। [সং. √বর্ণ্ + অন (ভা), + আ]। বিণ. বর্ণনাকুশল—বর্ণনা করিতে পটু। বিণ. বর্ণনাতীত—বর্ণনা করা যায় না এমন। বি বর্ণনাপত্র—লিখিত বিবরণ-সংবলিত কাগজ বা দলিল। বিণ. বর্ণনীয়—বর্ণনার যোগ্য ; বর্ণনা করিতে হইবে বা বর্ণনা করা যায় এমন। বিণ. বর্ণিত—বর্ণনা করা হইয়াছে এমন, বিবৃত ; রঞ্জিত।

বর্ণনীয়, বর্ণানুক্রমে, বর্ণান্ধ—যথাক্রমে বর্ণন বর্ণ ও বর্ণ দ্রঃ।

বর্ণা, বর্ণানো—যথাক্রমে বর্না ও বর্নান-র বানানভেদ।

বর্ণালী, বর্ণালি—বি. তেকোণা কাচের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মির রামধনুর ন্যায় যে প্রতিসরণ হয়, spectrum [বি. প]। [সং. বর্ণ + আলী, আলি]।

বর্ণাশ্রম—বর্ণ দ্রঃ।

বর্ণিক—বি. চিত্রকর, রঞ্জনশিল্পী।

বর্ণিত—বর্ণন দ্রঃ।

বর্ণিনী—বি. রমণী, নারী (বরবর্ণিনী) ; লেখিকা, চিত্রকরী। [সং. বর্ণ + ইন্ + ঈ]।

বর্ণী (-র্ণিন্)—বি. ব্রহ্মচারী ; চিত্রকর। [সং. বর্ণ (=প্রশংসা, রঙ) + ইন্]।

বর্তক—বি. ভারুই পক্ষী, quail।

বর্তন১—বি. বৃত্তি, জীবিকা ; স্থিতি। [সং. √বৃত্ + অন (ভা)]।

বর্তন২—বি. পেষণ ; স্থাপন। [সং. √বৃত্ + ণিচ্ + অন (ভা)]।

বর্তন৩—বি. বাসন। [হি.]।

বর্তমান—(১) বি. উপস্থিত কাল (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)। (২) বিণ. উপস্থিত, উপস্থিত কালের, এখনকার (বর্তমান কাল পদ্ধতি বা অবস্থা, বর্তমান সম্পাদক) ; বিদ্যমান, জীবিত (বর্তমান থাকা)। [সং √বৃত্ + মান (শানচ্)]।

বর্তা, বর্তান, বর্তানো—(১) ক্রি. অর্সানো, উত্তরাধিকারাদিসূত্রে প্রাপ্য হওয়া (পিতার সম্পত্তি পুত্রে বর্তে বা বর্তায়) ; বর্তমান থাকা (বেঁচে বর্তে থাকা) ; বাঁচা, রক্ষা পাওয়া, কৃতার্থ হওয়া (এই অনুগ্রহ পেয়ে বর্তে যাবে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √বৃত্ + বাং. আ, আন]।

বর্তি, বর্তী, বর্তিক, বর্তিকা—বি. প্রদীপ, প্রদীপের সলিতা, বাতি, তুলি (দীপবর্তিকা)। [সং. √বৃত্ + ই, + ঈ + ক, + ক + আ]।

বর্তিত—বিণ. নিষ্পাদিত। [সং. √বৃত্ + ণিচ্ + ত (ক্ত)]।

বর্তিষ্ণু—বিণ. স্থিতিশীল। [সং. √বৃত্ + ইষ্ণু (র্তৃ)]।

-বর্তী (-র্তিন্)—বিণ. স্থিতিশীল, বিদ্যমান (নিকটবর্তী)। [সং. √বৃত্ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) ~বর্তিনী।

বর্তুল—(১) বিণ. গোলাকার। (২) বি. গোলাকার বস্তু, গোলক, sphere ; বাঁটুল। [স°]।

বর্ত্ম (-র্ত্মন্)—বি পথ, রাস্তা, মার্গ ; আচার ; (আল.) উপায়। [সং. √বৃত্ + মন্ (র্তৃ)]।

বর্ধকি—বি. ছুতোর, সূত্রধর, কাঠের মিস্ত্রী। [সং. বর্ধ (=ছেদন) + √কৃ (=হিংসা) + ই (র্তৃ)]।

বর্ধন—(১) বি. বৃদ্ধি (আমার আনন্দ বর্ধন করিও), উন্নতি ; বৃদ্ধিকরণ (শোভাবর্ধন) ; বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। (২) বিণ. বৃদ্ধিকর (গৌরববর্ধন কার্য)। [সং.]। বিণ বি. বর্ধক—বর্ধনকারী, ছেদক। বিণ. বর্ধমান, বর্ধিষ্ণু—বাড়িতেছে এমন (বর্ধিষ্ণু পরিবার), বৃদ্ধিশীল। বিণ. বর্ধিত—বাড়ানো হইয়াছে এমন, বৃদ্ধিপ্রাপিত।

বর্ধাপন—বি. নবজাতকের নাড়ীচ্ছেদনের সংস্কারবিশেষ ; জন্মদিনাদিতে মঙ্গলকামনায় অনুষ্ঠিত উৎসব, জয়ন্তী। [সং]।

বর্না, বর্নান, বর্নানো—ক্রি. (কাব্যে) বর্ণনা করা (বর্ণিল পদ্যছন্দে', 'বর্ণাইয়া কৈলা ভব' : ভা. চ.)। [সং. √বর্ণ + বাং. আ, আন]।

বরবটি, বরবটি—বি. শিমজাতীয় সবজিবিশেষ। [সং]।

+বর্বর—(১) বি. অসভ্য জাতি। (২) বিণ. অসভ্য (বর্বর প্রকৃতি) ; নীচ ; মূর্খ ; পাশবিক, নিষ্ঠুর (বর্বর আনন্দ)। [সং.]। বি. ~তা।

বর্ম (-র্মন্)—বি.(ক্লী.) (প্রধানতঃ অস্ত্রাদির) আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেহাবরণ, তনুত্রাণ, কবচ সাঁজোয়া। [সং. √বৃ (=আবরণ, নিবারণ) + মন্ (ণে)]। বিণ. বর্মিত, বর্মী (-র্মিন্)—বর্মধারী, বর্মাচ্ছাদিত, বর্মাবৃত।

বর্মা—(১) বি. ব্রহ্মদেশ। (২) বিণ. ব্রহ্মদেশীয় (বর্মা চুরুট)। [ইং. Burmah—তু. ব্রহ্ম]। বর্মী—(১) বি. ব্রহ্মদেশবাসী বা ব্রহ্মদেশের ভাষা। (২) বিণ. ব্রহ্মদেশীয়

বর্শা—বরশা-র বানানভেদ।

বর্ষ—বি. বৎসর (নববর্ষ) ; পুরাণোক্ত জম্বুদ্বীপের ইলাবৃত প্রভৃতি নয়টি অংশ (এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ভারতবর্ষ) ; বৃষ্টি ; মেঘ (বর্ষোপল)। [সং. √বৃষ্ + অ]। বি. ~কাল—এক বৎসর। বি. ~জীবী (-বিন্)—যে উদ্ভিদ্ এক বৎসর মাত্র বাঁচে। বি. ~প্রতিবন্ধ—অনাবৃষ্টি। বি. ~প্রবেশ—নববর্ষারম্ভ। বি. ~মান—বর্ষামাপক যন্ত্র।

বর্ষণ—বি. বৃষ্টিপাত (অকালবর্ষণ) ; বৃষ্টি, ধারাপতন ; অকাতরে দান (অনুগ্রহবর্ষণ, উপদেশ বর্ষণ) ; উপর হইতে নিচে ছড়াইয়া দেওয়া। [সং. √বৃষ্ + অন (ভা)]। বিণ. বর্ষণোন্মুখ—বর্ষিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন।

বর্ষা১—বি. যে ঋতুতে বৃষ্টি হয় অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস, প্রাবৃটকাল ; (বাং.) বৃষ্টিপাত। [সং. √বৃষ্ + অ (ঘি) + আ]।

বর্ষা২—ক্রি. (কাব্যে) বর্ষণ করা। [সং. √বৃষ্ + বাং. আ]।

বর্ষাগম—বি. বর্ষাকালের আরম্ভ। [বর্ষা২ + আগম]।

বর্ষাতি—বি. ছাতা ; বৃষ্টির জল হইতে দেহ বাঁচাইবার জামাবিশেষ, ওআটারপ্রুফ কোট। [হি.]।

বর্ষাতী—বিণ. বর্ষাকালে উৎপন্ন (বর্ষাতী ফসল)। [সং. বর্ষাজাত > বর্ষাত্ + বাং. ঈ]।

বর্ষাত্যয়—বি. বৃষ্টির অবসান ; শরৎকাল। [সং. বর্ষা + অত্যয়]।

বর্ষান, বর্ষানো—(১) ক্রি. বর্ষণ করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √বৃষ্ + বাং. আন]।

বর্ষিত—বিণ. অবিরাম পতিত (শ্রাবণের ধারা বর্ষিত) ; অকুণ্ঠভাবে প্রদত্ত (জয়ধ্বনি বা আশীর্বাদ বর্ষিত)। [সং. √বৃষ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

বর্ষিষ্ঠ—বিণ. সর্বজ্যেষ্ঠ ; অতিশয় বৃদ্ধ। [সং. বৃদ্ধ + ইষ্ঠ]।

-বর্ষী (-র্ষিন্)—বিণ. বর্ষণশীল, বর্ষণকারী (আলোকবর্ষী)। [সং. √বৃষ্ + ইন্ (র্তৃ)]।

-বর্ষীয়—বিণ. (উল্লিখিত বৎসর) বয়সযুক্ত (ষোড়শবর্ষীয়)। [সং. বর্ষ + ঈয়]। বিণ. (স্ত্রী.) **-বর্ষীয়া**।

বর্ষীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. (দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর বৃদ্ধ ; অতিশয় বৃদ্ধ ; (অশু. কিন্তু চলিত) বর্ষিষ্ঠ। [সং. বৃদ্ধ + ঈয়স্]। বিণ. (স্ত্রী.) **বর্ষীয়সী**।

বর্ষোপল—বি. মেঘজাতশিলা, করকা। [সং. বর্ষ + উপল]।

†**বর্হ**—বি. ময়ূরপুচ্ছ। [সং. √বর্হ্ + অ (র্ম)]। বি. **বর্হিণ, বর্হী** (-র্হিন্)—ময়ূর।

বল১—বি. খেলিবার ভাঁটা বা গোলক ; ক্রীড়া-কন্দুক-বিশেষ (ফুটবল, ব্যাটবল) ; ইউরোপীয় নাচবিশেষ, মজলিস। [ইং. ball]।

*__বল২__—বি. দৈহিক শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, জোর (যোগ-বল, ধনবল) ; সৈন্য (চতুরঙ্গ বল) ; দাবা-খেলার ঘুঁটি ; সহায়। [সং. √বল্ + অ]। বিণ. **~কর, ~দ**—বল-দায়ক। বিণ. **~গর্বিত, ~দৃপ্ত**—শক্তিমত্ত। ক্রি-বিণ. **~পূর্বক**—জোর করিয়া, সবলে। বিণ. (ক্লী.) **~বৎ**—শক্তিযুক্ত ; কার্যকর, প্রচলিত, বহাল (আইনটি এখনও বলবৎ আছে)। বিণ. **~বত্তর**—(দুইয়ের মধ্যে) অধিক-তর বলশালী ; আরও শক্তিশালী। বি. **~বত্তা**—শক্তি-শালিতা। বিণ. **~বন্ত**—বলবৎ, বলবান্। [সং. বল + বাং. বন্ত]। বিণ. (পু.) **~বান্** (-বৎ)—শক্তিশালী, ক্ষমতাবান্। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী**। **~বর্ধন**—(১) বি. শক্তির বৃদ্ধি। (২) বিণ. শক্তিবৃদ্ধিকর। বি. **~বিদ্যা**—পদার্থের বেগ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, mechanics। বি. **~বিন্যাস**—যুদ্ধার্থ সৈন্যস্থাপন, ব্যূহরচনা। বিণ. **~শালী** (-লিন্)—শক্তিমান্। বিণ. (স্ত্রী.) **~শালিনী**। বি. **~শালিতা**। বি. **~হীন**—দুর্বল।

বলক—বি. দুগ্ধাদি জ্বাল দিবার সময়ে উথলিত হওয়া। [তু. হি. বলক্না]। বিণ. **বলকা**—বলকযুক্ত।

বলদ—বি. বৃষ, ষাঁড় ; দামড়া, গাড়ি-টানা বা হাল-টানা বৃষ। [সং. বলীবর্দ]।

*__বলদেব, বলভদ্র__—বি. শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বলরাম।

বলন১—বি. কথন, ভাষণ (চলন-বলন)। [বলা২ দ্র:]।

বলন২—বি. বৃদ্ধি। [বলা১ দ্র:]।

বলন৩, বলনি—বি (প্রা. কা.) সুপুষ্ট গঠন, সুগোল আকার, সুডৌল। [< সং. √বল্ (= প্রাণন বা জীবন-সঞ্চার)]।

*__বলনিসূদন, বলনিষূদন__—বি. (বল-নামক দৈত্যের হন্তারক বলিয়া) ইন্দ্র। [সং. বল + নিসূদন, নিষূদন]।

*__বলপূর্বক, *বলবতী, *বলবৎ, *বলবত্তা, *বল-বন্তা, *বলবান্, *বলবর্ধন, *বলবিদ্যা, *বল-বিন্যাস__—**বল২** দ্র:।

*__বলভদ্র__—বি. শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজের নাম ; বলশালী ব্যক্তি। [সং. বল + ভদ্র (= শ্রেষ্ঠ)]।

বলভি, বলভী—বি. গৃহচূড়া ; ছাদের উপরিস্থ গৃহ ; ছাদ ; ছাদ বা চালের পাড়। [সং.]।

বলয়—বি. বালা, কঙ্কণ ; মণ্ডল। [সং.]। বিণ. **বল-য়িত**—বেষ্টিত ; বলয়যুক্ত ; বলয়াকৃতি ; বলয়াকারে বেষ্টিত।

*__বলরাম__—বি. কৃষ্ণের অগ্রজের নাম।

বলা১—ক্রি. (প্রাদে.) বৃদ্ধি পাওয়া (লতাটা অনেকখানি বলেছে)। [দেশী]। **~ন, ~নো**—বাড়ান।

বলা২—(১) ক্রি. কহা (কথা বলা) ; উল্লেখ করা (সে কথা আর বলিস না) ; জানানো, জ্ঞাপন করা (সংবাদ বলা) ; অনুমতি বা সম্মতি দেওয়া (তুমি বললে গাইবো) ; আদেশ বা অনুরোধ করা (তাহাকে আসিতে বলিও)। পরামর্শ, মন্ত্রণা বা উপদেশ দেওয়া (অবস্থা ত এই—এখন কি বল), নিমন্ত্রণ করা, আহ্বান করা, ডাকা (এ উৎসবে তাকে বলনি), প্রকাশ করা (মনের দুঃখ বলাই ভাল) ; বিবৃত করা বা বর্ণনা করা (ছেলেবেলার কথা বলা) ; তিরস্কার বা নিন্দা করা, লজ্জা দেওয়া (বড় লাগছে—আর বলো না) ; বিচার করিয়া দেখা (অর্থ বল, মান বল, সকলই বৃথা)। (২) বি. কথন ; উল্লেখ-করণ ; জ্ঞাপন ; বর্ণন। (৩) বিণ. বলা হইয়াছে এমন (বলা গল্প)। [সং. √বদ্ > প্রা. বোল্ল]। বি. **~কহা, বলা-কওয়া**—বিশেষ করিয়া বলা বা অনুরোধ (বলা-কহা ক'রে রাজি করান) ; জ্ঞাপন (যাবার আগে বাড়ির লোককে বলা-কহা)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পরকে দিয়া বলার কাজ করানো, কহানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে ; বি. **~বলি**—কথোপকথন ; পরস্পর আলাপ-আলোচনা ; ক্রমাগত অনুরোধ।

বলাই—**বলরাম**-এর সাদর সম্বোধনের রূপ। (তু. কানাই)।

†**বলাক**—বি. ক্ষুদ্রজাতীয় বকবিশেষ, কোঁচবক। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **বলাকা**—বকাঙ্গনা, বকের সারি।

*__বলাৎকার__—বি. বলপ্রয়োগ ; ধর্ষণ, বলপূর্বক অভি-গমন। [সং. বলাৎ + √কৃ + অ (ভা)]।

বলাধান—বি. শক্তির সঞ্চার। [সং. বল + আধান]।

*__বলাধিক্য__—বি. শক্তির আধিক্য। [সং. বল + আধিক্য]।

*__বলাধ্যক্ষ__—বি. সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি। [সং. বল + অধ্যক্ষ]।

*বলান্বিত—বিণ. শক্তিমান্‌ ; সৈন্যবিশিষ্ট। [সং. বল+অন্বিত]।

*বলাবল—বি. সামর্থ্য ও অসামর্থ্য। [সং. বল+অবল]।

বলাবলি—বলা₂ দ্রঃ।

†বলাহক—বি. মেঘ ; পর্বত। [<সং. বারিবাহক]।

†বলি₁—বি. যজ্ঞাদিতে নিবেদ্য বস্তু ; যজ্ঞাদি উপলক্ষে প্রাণিহত্যা বা হন্তব্য প্রাণী (বলির পাঁঠা) ; উৎসর্গ (স্বার্থ বলি দেওয়া) ; উপহার ; জীবগণকে খাদ্যদান ; ভূত-বলিরূপ যজ্ঞ ; রাজস্ব ; বামন অবতারে বিষ্ণুকর্তৃক বিজিত দৈত্যরাজ। [সং. √বল্‌+ই]। বি. ~দান—দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ বা প্রাণিবধ ; মহৎকার্যে বিনি-য়োগ বা সম্পূর্ণ ত্যাগ (আত্মবলিদান)। বি. ~পুষ্ট—কাক। বি. ~ভুক্‌ (-জ্‌)—কাক চড়াই প্রভৃতি পাখি যাহারা পরিত্যক্ত খাদ্যাবশিষ্ট ভোজন করে।

†বলি₂, †বলী—বি. গাত্রচর্মের বা মাংসের কুঞ্চনজনিত রেখা (ত্রিবলী) ; জরাজনিত গাত্রচর্মের শিথিলতা ; ত্রিবলী ; অর্শরোগে মলদ্বারে বহির্গত মাংসপিণ্ড (অন্তর্বলি, বহির্বলি)। [সং. √বল্‌+ই (র্তৃ).+ঈ]। বিণ. বলিত—বলিযুক্ত, শিথিলচর্ম, লোলচর্ম।

বলিদান, বলিপুষ্ট, বলিভুক্‌—বলি₁ দ্রঃ।

বলিয়া, (কথ্য) ব'লে—(১) ক্রি. বলা₁-র অসমাপিকা রূপ। (২) অব্য. (অনু.) বিবেচনায় বা কারণে (ভালো বলিয়া জানি, জানি বলিয়াই চুপ করিয়া আছি, ধেনু সম্পদ্‌ বলিয়া গণ্য) ; এখনই, শীঘ্র (জল এল ব'লে)। [বলা₂ দ্রঃ]। ক্রি. বলিয়া রাখা—আগে হইতে জানানো বা অনুমতি লওয়া।

বলিয়ে—বিণ. সুবক্তা (আমি তোমার মতন বলিয়ে-কইয়ে নই)। [বাং. বলা₂+ইয়ে]।

*বলিষ্ঠ—বিণ. অত্যন্ত বলবান্‌, শক্তিপূর্ণ (বলিষ্ঠ দেহ, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ)। [সং. বলবৎ+ইষ্ঠ]।

বলিহারি—(১) বিণ. চমৎকার (বলিহারি বুদ্ধি)। (২) ক্রি-বিণ. বলিতে হারিয়া অর্থাৎ হতবাক্‌ হইয়া, চমৎকৃত হইয়া (বলিহারি যাই)। (৩) অব্য. বাহবা, শাবাশ। [বাং. বলি (=বলিতে)+হারি]।

বলী₁—বলি₂ দ্রঃ।

*বলী₂ (-লিন্‌)—বিণ. বলবান্‌ (বলীর বাহু) ; বীর। [সং. বল+ইন্‌]। বিণ. ~শ্রেষ্ঠ—সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি-মান্‌, বীরশ্রেষ্ঠ।

*বলীবর্দ—বি. ষাঁড়, বৃষ, বলদ। [সং.]।

*বলীয়ান্‌ (-য়স্‌)—বিণ. অতিশয় বলশালী ; শক্তিমান্‌ (ধনবলে বলীয়ান্‌)। [সং. বলবৎ+ঈয়স্‌]।

ব'লে—বলিয়া দ্রঃ।

বল্কল—বি. গাছের ছাল ; বাকল। [সং.]।

বল্কা—বলকা-র বানানভেদ।

বল্গা, বল্গা—বি. লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু। [সং.]। বি. ~হরিণ—মেরুপ্রদেশের গাড়ি-টানা হরিণবিশেষ।

বল্মীক, বল্মিক—বি. উইঢিপি (বল্মীকের স্তূপ)। [সং.]।

*বল্য—বিণ. বলকারক। [সং. বল+য]।

বল্লকী—বি. বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; শল্লকীবৃক্ষ। [সং.]।

বল্লব—বি. গোয়ালা, গোপ ; পাচক। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) বল্লবী—গোপী।

বল্লভ—বি. পতি ; প্রণয়ী, প্রিয়। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) বল্লভা, (অশু.) বল্লভী।

বল্লম—বি. বর্শাবিশেষ, ভল্ল। [সং. ভল্ল]।

বল্লরী, বল্লরি—বি. মুকুল, মঞ্জরী ; লতা। [সং.]।

বল্লা—বি. (প্রাদে.) বোলতা (বল্লার চাক)। [সং. বরল বা বরট]।

বল্লালী—(১) বিণ. বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত বা কৃত ; বল্লাল সেন সম্বন্ধীয়। (২) বি. বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত কৌলীন্য-প্রথা। [বাং. বল্লাল+ঈ]।

বল্লী, বল্লি—বি. লতা। [সং.]।

বশ—(১) বি. আজ্ঞাধীনতা, ইচ্ছানুবর্তিতা (বশে থাকা) ; কর্তৃত্ব, অধিকার, প্রভাব (দৈববশে, বশ মানা, বশে রাখা, মোহবশে)। (২) বিণ. আয়ত্ত, অধীন (বশ হওয়া) ; (মন্ত্রাদি দ্বারা) মোহিত (ছেলেটা তার ভারী বশ)। [সং.]। অব্য. ~তঃ (-তস্‌), ~ত—বশ্যতাহেতু, প্রযুক্ত, নিমিত্ত (অক্ষমতাবশতঃ)। বি. ~তা—বশ হইবার বা বশে থাকিবার ভাব ; অধীনতা। বিণ. ~বর্তী (-র্তিন্‌)—অধীন, অনুগত (নিয়মের বশবর্তী)। বিণ. (স্ত্রী.) ~বর্তিনী। বি. ~বর্তিতা।

বশংগত, বশগত—বিণ. বশে আগত ; অধীন বা আয়ত্ত। [সং. বশ+√গম্‌+ত (র্তৃ)]।

বশংবদ, (অশু.) বশম্বদ—বিণ. অনুগত, অধীন, বশ-বর্তী। [সং. বশ (+ম্‌ আগম) √বদ্‌+অ]।

বশিতা, বশিত্ব—বি. শিবের অষ্টবিভূতির বা 'ঐশ্বর্যে'র অন্যতম, যোগলব্ধ ঐশ্বরিক শক্তিবিশেষ ; বশীকরণের ক্ষমতা ; অপার্থিব স্বাধীনতা। [সং. বশিন্‌+তা, ত্ব (ভা)]।

বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ—বি. মুনিবিশেষ, সূর্যবংশের কুলগুরু।

বশী (-শিন্‌)—বিণ. জিতেন্দ্রিয় ; বশকারী ; বশবর্তী ; স্বাধীন। [সং. বশ+ইন্‌]।

বশীকরণ—বি. অপরকে বশে আনয়ন ; অপরকে বশে আনিবার জন্য অভিচারক্রিয়া। [সং. বশ+ঈ (চি)+√কৃ+অন (ভা, ণে)]। বিণ. বশীকৃত—বশ করা হইয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) বশীকৃতা।

বশীভূত—বিণ. বশ হইয়াছে এমন। [সং. বশ+ঈ (চি)+√ভূ+ত(র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) বশীভূতা। বি. বশীভবন—বশ হওয়া।

বশ্য—বিণ. বশ মানানো যায় এমন ; বশে স্থিত। [সং. বশ+য (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) বশ্যা। বি. ~তা—বশবর্তিতা, আনুগত্য, অধীনতা (বশ্যতা-স্বীকার)।

বষট্‌—বি. দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতিদানের মন্ত্র। [সং.]। বি. ~কার—আহুতি, হোম।

বসত—বসতি-র কথ্য রূপ। বি. ~বাটী, ~বাড়ি—বাস করিবার বাড়ী ; ভদ্রাসন, পৈতৃক বাসগৃহ।

বসতি, বসতী—বি. নিবাস (তাঁহার বসতি কোথায়?) ; বাসস্থান, লোকালয় (নিকটে বসতি নাই)। [সং.]।

বসন—বি. বস্ত্র ; পরিবার কাপড় ; আচ্ছাদন (বসন-ভূষণ)। [সং.]। বি. **বসনাঞ্চল**—কাপড়ের খুঁট।

বসন্ত—বি. ফাল্গুন ও চৈত্রমাসব্যাপী ঋতু, মধুকাল ; মসূরিকা রোগ, smallpox ; (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং.]। বি. ~**তিলক**—চতুর্দশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বি. ~**দূত**—কোকিল। বি. (স্ত্রী.) ~**দূতী**। বি. ~**পঞ্চমী**—মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি, শ্রীপঞ্চমী। বি. ~**বায়ু**—দক্ষিণা বাতাস, মলয় বাতাস। বি. ~**সখ**—বসন্তের সখা, কোকিল। বি. ~**সখা**—বসন্ত সখা যাহার, কামদেব। বি. **বসন্তোৎসব**—প্রাচীন হিন্দু-ভারতে প্রচলিত বসন্তকালে অনুষ্ঠিত কামদেবের পূজানুষ্ঠান ; আধুনিক দোল বা হোলি।

বসবাস—বি. স্থায়িভাবে বাস। [হি.]।

বসা$_1$—বি. চর্বি, মেদ ; মজ্জা। [সং.]।

বসা$_2$—(১) ক্রি. উপবেশন করা (চৌকির উপরে বসা) ; অধিষ্ঠান করা (পাটে ঘটে বা গদিতে বসা) ; (স্থায়িভাবে) বাস করা ; স্থাপিত হওয়া (গ্রামে একটি বাজার বসেছে); আরম্ভ হওয়া, কার্যরত হওয়া (বেলা এগারটায় স্কুল বসে) ; জমাট বাঁধা (দইটা বসে নি, বুকে সর্দি বসা) ; মাপসই হওয়া, খাপ খাওয়া (টুপিটা মাথায় বেশ বসেছে); নিবিষ্ট হওয়া (মন বসা) ; প্রবিষ্ট হওয়া বা ভিতরে ঢোকা (গায়ে জল বসা, দেওয়ালে পেরেকটা বসছে না, কাদায় গাড়ির চাকা বসা) ; শুষ্ক হওয়া, রুগ্ন দেখানো, চুপসান (চোখমুখ বসিয়া যাওয়া), অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করা (কাহারও জন্য বসিয়া থাকা) ; অবরুদ্ধ হওয়া (স্বর বা গলা বসিয়া যাওয়া) ; বাস স্থাপন করা (বাড়িতে ভাড়াটে বসা) ; নাবাল বা নিম্ন হওয়া (ঘরের মেঝে বসে গেছে) ; ন্যস্ত বা নিযুক্ত হওয়া (বিচারে বা সভায় বসা) ; থিতান (তেলের ময়লা বসা) ; অঙ্কিত বা বিদ্ধ হওয়া (দাগ বা দাঁত বসা) ; অকস্মাৎ কোনো কাজ করা (ব'লে বসা, ক'রে বসা) ; বসান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. উক্ত সকল অর্থে ; কোটরপ্রবিষ্ট (বসা চোখ) ; বেকার, কর্মহীন (আমারই তিনটি ছেলে বসা)। [সং. √বস্ + বাং. আ]। ক্রি. **বসিয়া থাকা**—অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করা ; বেকার থাকা। ক্রি. **বসিয়া পড়া**—হতাশ হওয়া (আর ট্রেন নেই দেখে বসে পড়লাম) ; বিপন্ন বোধ করা (মামলায় হেরে গিয়ে একেবারে বসে পড়লাম)। ক্রি. **বসিয়া বসিয়া খাওয়া**—নিষ্কর্মা বা বেকার হইয়া জীবনযাপন করা। ক্রি. **বসিয়া যাওয়া**—নাবাল হওয়া, নিচে নামিয়া যাওয়া (বাড়িটা ক্রমে বসিয়া যাইতেছে) ; অদৃশ্য হওয়া বা মিলাইয়া যাওয়া (ফোঁড়াটা বসিয়া গিয়াছে) ; হতাশ হওয়া (ট্রেন চলে গেছে দেখে সে বসে গেল) ; সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া (এই লোকসানে একেবারে বসিয়া গেলাম)। ক্রি-বিণ. **বসিয়া বসিয়া**—বহুক্ষণ যাবৎ উপবিষ্ট থাকিয়া বা অপেক্ষা করিয়া। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. উপবিষ্ট করানো (তাহারা আমাকে আদর করিয়া বসাইল) ; স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠা করা (হাট বসান), বাস করান (বাড়িতে ভাড়াটে বসান) ; প্রবিষ্ট করান (দেওয়ালে পেরেক বসান) ; বেঁধান (দাঁত বসান) ; খচিত করা (আংটিতে পাথর বসান) ; মারা (চড় বসান) ; চড়ান, চাপান (উনুনে হাঁড়ি বসান) ; জমান (দৈ বসান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। ক্রি. **বসাইয়া দেওয়া**—দমাইয়া দেওয়া, নিরুৎসাহ করা ; সর্বনাশ করা।

বসিষ্ঠ—বশিষ্ঠ-এর বানানভেদ। [সং.]।

বসু—বি. গণদেবতাবিশেষ, গঙ্গার অষ্ট পুত্র ; ধন। [সং.]। বি. ~**দেব**—শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম ; ধনাধিপতি কুবের। বি. **বসুধা, বসুন্ধরা, বসুমতী**—পৃথিবী। বি. ~**ধারা**—বিবাহাদি হিন্দু-অনুষ্ঠানে দেওয়ালে সিন্দুর-বিন্দুসহ ঘৃতের পাঁচটি বা সাতটি স্রোত ; ধনপ্রবাহ। বি. **অষ্টবসু**—ভব ধ্রুব সোম বিষ্ণু অনিল অনল প্রত্যূষ প্রভব : গঙ্গা ও শান্তনুর পুত্র এই অষ্ট গণদেবতা ; (প্রভব বশিষ্ঠমুনির শাপে ভীষ্মরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন)।

বস্, বাস্, ব্যাস্—অব্য. যথেষ্ট হইয়াছে, আর না (বস্ আর দিও না) ; নিঃশেষিত হইয়াছে, ফুরাইয়াছে, এই শেষ (বস্, আর নেই) ; নিবৃত্তি বা ক্ষান্তি সূচক (বস্ আর খেলা নয়) ; অমনি, সঙ্গে সঙ্গে (বস্, লড়াই বেঁধে গেল)। [ফা.]।

বাস্তব্য—বিণ. স্থাতব্য, বাসের উপযোগী। [সং. √বস্ + তব্য]।

বস্তা—বি. বড় থলি, বোরা ; গাঁট। [ফা.]। বিণ. ~**পচা**—বহুদিন বস্তায় আবদ্ধ থাকার ফলে নষ্ট ; (আল) বহু পুরাতন ও নীরস বা অসার। বিণ. ~**বন্দী**—বস্তার মধ্যে আবদ্ধ।

বস্তি$_1$—বি. পল্লী ; দরিদ্রপল্লী ; শহরে টিন, খোলা প্রভৃতি দিয়া ছাওয়া অপরিচ্ছন্ন ও ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহশ্রেণী। [সং. বসতি]।

বস্তি$_2$, **বস্তী**—বি. তলপেট ; মূত্রাশয়, bladder ; বাসস্থান। [সং.]।

বস্তু—বি. জিনিস, পদার্থ ; সার (দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে বস্তু কিছু পাওয়া গেল না) ; সত্য ; যাহা ঘটে বা প্রত্যক্ষ হয় (বস্তুতন্ত্র)। [সং.]। বিণ. ~**গত**—বাস্তব, যথার্থ, objective (বস্তুগত বর্ণনা) ; বৈষয়িক, material (বস্তুগত আনুকূল্য)। অব্য. ~**তঃ** (তস্), (চলিত) ~**ত**—প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবিক। বি. ~**তত্ত্ব**—বস্তু-সম্বন্ধীয় বিদ্যা বা শাস্ত্র। বি. ~**তন্ত্র**—বাস্তব বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে প্রাধান্য দান, realism। বিণ. ~**তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্), ~**তন্ত্রীয়**, ~**তান্ত্রিক**—বস্তুতন্ত্রমূলক ; বস্তুতন্ত্রবাদী। **বস্তুগত্যা**—বস্তুতঃ দ্রঃ। বি. **বস্তুপমা**—অর্থালঙ্কারবিশেষ : ইহাতে উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম অনুক্ত থাকে এবং উহা প্রণিধান করিয়া লইতে হয়। **বস্তুপরিমাণ**—বি. যে পদার্থ একটি বস্তুতে নিহিত থাকে। [ইং. mass]।

বস্ত্র—বি কাপড়, বসন ; পরিধেয় ; আচ্ছাদন। [সং.]। বি. ~**কুট্টিম**, ~**গৃহ**, ~**বস্ত্রাবাস**—তাঁবু। বি. ~**হরণ**—পরিধেয় বসন বলপূর্বক খুলিয়া ফেলা ; শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের কাপড় লুকাইয়া রাখা রূপ লীলা।

বহ—(১) বিণ. (সমাসের উত্তরপদরূপে) বহনকারী (বার্তা-

বহ, গন্ধবহ) ; প্রতিপালনকারী (আজ্ঞাবহ)। (২) বি. বাহন, যান ; পথ ; বায়ু ; বাহু ; নদ। [সং. √বহ্+অ (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) বহা—নদী।

বহতা—বিণ. বহিয়া যাইতেছে এমন, বহমান (বহতা নদী)। [বহা দ্রঃ]।

বহন—বি. লইয়া গমন (ভারবহন) ; সহ্য করা (দুঃখ বহন) ; পালন (দায়িত্ব বহন) ; অঙ্গে ধারণ ; বহিয়া যাওয়া। [সং. √বহ্ + অন (ভা)]। বিণ. বহনীয়—বহনযোগ্য, ধারণযোগ্য।

বহমান—বিণ. প্রবাহিত হইতেছে এমন; বহন করিতেছে এমন। [সং. √বহ্ + মান (শানচ্) (র্তৃ)]।

বহর—বি. পোত তরী জাহাজ প্রভৃতির শ্রেণী (নৌবহর) ; জলযানসমূহ, fleet (মীরবহর) ; প্রস্থ (কাপড়ের বহর, বহরে ছোট) ; বাহার, ঘটা (রূপের বহর)। [আ. বহ্র্]।

বহা, বওয়া—(১) ক্রি. বহন করা (ভার বয়ে নিতে বা বইতে পারি) ; সহ্য করা ; ধারণ করা ; প্রবাহিত হওয়া (নদী বহা, 'বাতাস বহে বেগে' : রবীন্দ্র) ; অতিবাহিত হওয়া ('বেলা যায় বহিয়া', সময় বহিয়া যায়), চালু বা সমর্থ থাকা (শরীর আর বয় না, বইছে না)। ভাসিয়া যাওয়া, অনিষ্ট হওয়া (তা'র রাগে আমার বড় বয়ে গেল : এই ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রিয়াপদের কর্তা 'স্বার্থ' বা 'লাভ' উহ্য)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √বহ্+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. বহন করান ; প্রবাহিত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

বহাল, বাহাল—বিণ. প্রতিষ্ঠিত, বজায় (হুকুম বহাল রহিল) ; পুনরায় নিযুক্ত (চাকরিতে বহাল হওয়া) ; সুস্থ (বহাল তবিয়তে)। [আ.]। বহাল তবিয়তে—সুস্থ শরীরে।

বহি—বই১-র প্রায় অপ্র. রূপ।

*বহিঃ (-হিস্)—অব্য. বাহির। [সং. √বহ্+ইস্ (র্তৃ)]। বিণ. ~স্থ, বহিস্থ—বাহ্য ; বাহিরে স্থিত। বি. ~শুল্ক—পণ্য আমদানি-রপ্তানির উপরে ধার্য শুল্ক, customs duty [স. প.]।

বহিত্র—বি. পোত, নৌকা ; বৈঠা ; দাঁড়। [সং.]।

বহিন—বি. ভগিনী, বোন। [<সং. ভগিনী>প্রা. ভইনী]।

*বহিরঙ্গ—(১) বিণ. বাহিরের (বহিরঙ্গ বর্ণনা, সম্পর্ক) ; অপ্রধান। (২) বি. বাহ্য অঙ্গ। [সং. বহিস্+অঙ্গ]।

*বহিরাগত—বিণ. বাহিরে আগত ; প্রকাশিত ; বাহির হইতে আগত। [সং. বহিস্+আগত]।

*বহিরাগমন—বি. বাহিরে আগমন ; প্রকাশিত হওয়া। [সং. বহিস্+আগমন]।

*বহিরাবরণ—বি. বাহ্য আবরণ ; দেহের উপরের আচ্ছাদন ; পোশাক ; খোলস। [সং. বহিস্+আবরণ]।

*বহিরিন্দ্রিয়—বি. চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ : এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। [সং. বহিস্+ইন্দ্রিয়]।

*বহির্গত—বিণ. বাহিরে গিয়াছে বা বাহির হইয়াছে এমন ; নির্গত ; উদ্‌গত। [সং. বহিস্+গত]।

*বহির্গমন—বি. বাহিরে যাওয়া, নির্গমন। [সং. বহিস্ + গমন]।

*বহির্জগৎ—বি. বাহিরের জগৎ ; দৃশ্যমান বা বাহ্য জগৎ ; জড় জগৎ। [সং. বহিস্+জগৎ]।

*বহির্দেশ—বি. বাহিরের অংশ বা দিক্। [সং. বহিস্+ দেশ]।

*বহির্দ্বার—বি. সদর দরজা। [সং. বহিস্+দ্বার]।

*বহির্বাটী—বি. বাহির-বাড়ি ; বৈঠকখানা। [সং. বহিস্ + বাটী]।

*বহির্বাণিজ্য—বি. বিদেশের সহিত বাণিজ্য। [সং. বহিস্+বাণিজ্য]।

*বহির্বাস—বি. বৈষ্ণবদের বা সন্ন্যাসিগণের কৌপীনের উপর পরিবার বস্ত্র ; উত্তরীয়। [সং. বহিস্+বাস]।

বহির্ভবন—বি. গৃহের বহির্ভাগ।

*বহির্ভাগ—বি. বাহিরের অংশ। [সং. বহিস্+ভাগ]।

*বহির্ভূত—বিণ. বহির্গত ; অতিরিক্ত (পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়) ; বহিস্থ, বাহিরে অবস্থিত (সীমানার বহির্ভূত) ; বিরুদ্ধ (নিয়ম-বহির্ভূত)। [সং. বহিস্+ভূত]।

*বহির্মুখ—(১) বিণ. বাহিরের দিকে মুখ করিয়া আছে এমন ; বিষয়াসক্ত। (২) বি. বাহিরে অবস্থিত মুখ। [সং. বহিস্+মুখ]। বিণ.(স্ত্রী.) বহির্মুখা, বহির্মুখী।

*বহিষ্করণ, *বহিষ্কার—বি. দূরীকরণ, বর্জন ; নির্বাসন ; নিষ্কাশন ; আবিষ্কার (উপায়-বহিষ্করণ)। [সং. বহিস্+ √কৃ+অন, অ (ভা)]। বিণ. বহিষ্ক্রান্ত—বাহির হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ. বহিষ্কৃত—বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন ; দূরীকৃত ; আবিষ্কৃত।

*বহিস্থ—বহিঃ দ্রঃ।

বহু১—বধূ-র প্রাচীন কোমল রূপ।

বহু২—ক্রি. (ব্রজ.) বহে বা বহুক ('মলয় পবন বহু মন্দা' : বিদ্যা)। [বহা দ্রঃ]।

*বহু৩—বিণ. অনেক, নানা (বহু লোক, বহু রকম) ; অধিক, প্রচুর, মহা (বহু দুঃখ, বহু ব্যয়, বহু গুণ) দীর্ঘ (বহু কাল) ; একের অধিক (বহু বিবাহ)। [সং. √বংহ্ (বৃদ্ধি)+উ (র্তৃ)]। বিণ. ~জ্ঞ—অনেক বিষয় জানে এমন ; বহুদর্শী ; অভিজ্ঞ। বিণ. ~ত—প্রচুর, খুব (বহুত প্রশংসা)। বিণ. ~তর—আরও বহু ; অত্যধিক ; বিবিধ ; অনেক, প্রচুর (বহুতর উপকরণ)। বি. ~তা, ~ত্ব—বহুর ভাব ; অনেকত্ব ; আধিক্য ; প্রাচুর্য। অব্য. ক্রি-বিণ. ~ত্র—বহুক্ষেত্রে। বিণ. ~দর্শী (-র্শিন্)—অনেক দেখিয়াছে এমন ; বিচক্ষণ ; বহুজ্ঞ, অভিজ্ঞ। বি. ~দর্শিতা। বিণ.(স্ত্রী.) ~দর্শিনী। ~দূর—(১) বি. অনেক দূর বা ব্যবধান (বহুদূর হইতে আসি)। (২) বিণ. অনেক দূরে অবস্থিত (বহুদূর দেশ) ; অনেক দীর্ঘ (বহুদূর পথ)। অব্য. ক্রি-বিণ. ~ধা—নানা প্রকারে, দিকে বা খণ্ডে ; অনেক বার (বহুধা বিভক্ত, বহুধা বিচিত্র)। বিণ. ~পত্নীক—একাধিক বা অনেক পত্নীবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) ~প্রসবিনী—বহু সন্তানের জন্মদাত্রী। বি. ~বচন—(ব্যাক.) একের (সংস্কৃতে দুইয়ের) অধিক বাচক পদ। বি. ~বল্লভ—বহুজনের বা বহু রমণীর

প্রিয় ব্যক্তি ; শ্রীকৃষ্ণ। বি. (স্ত্রী.) ~বল্লভা। বিণ. ~বিধ—অনেক রকম। বিণ. ~বেত্তা (-ত্তৃ)—বহুজ্ঞ-র অনুরূপ। বি. ~ব্রীহি—(১) (ব্যাক.) যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনও একটি পদের অর্থ প্রধানরূপে না বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায়: বহুব্রীহি সমাস অন্য-পদার্থ-প্রধান ও সর্বদাই বিশেষণ (যথা—পীতাম্বর, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ)। (২) বিণ. বহুধান্যাদিসম্পন্ন। ~ভাগ, ~ভাগ্য—(১) বিণ. অতি সৌভাগ্যশালী। (২) বি. অতিশয় প্রসন্ন অদৃষ্ট। বিণ. ~ভাষী (-ষিন্)—নানা ভাষা বলে এমন ; বাচাল। বিণ. ~মত—অতিশয় সমাদৃত। বি. ~মান—সাতিশয় সমাদর। বিণ. ~মুখ—অনেক মুখবিশিষ্ট ; অনেক দিকে বা বিষয়ে ব্যাপৃত : multipurpose। বিণ. (স্ত্রী.) ~মুখী (বহুমুখী পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা বা প্রতিভা)। বি. ~মূত্র—রোগবিশেষ (diabetes)। বিণ. ~মূল্য—অত্যন্ত দামী, মহার্ঘ। ~রূপ, (বাং.) ~রূপী—(১) বিণ. নানা রূপ বা মূর্তি ধারণকারী। (২) বি. (বহুবার দেহের রঙ বদলায় বলিয়া) গিরগিটিজাতীয় জীববিশেষ, কাঁকলাস। অব্য. ক্রি-বিণ. ~শ (-শস্)—অনেক বার। বিণ. ~শাখ—অনেক শাখাযুক্ত। বিণ. ~শ্রুত—নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বিণ. ~স্বামিক—অনেক প্রভু বা স্বত্বাধিকারী আছে এমন।

বহুড়ি, বহুড়ী—বি. বালিকা বা যুবতী বধূ, বউড়ি। [সং. বধুটী]।

*****বহুল**১—বিণ. অনেক, প্রচুর (বহুল প্রয়োগ, বহুল পরিমাণে) ; প্রাচুর্যপূর্ণ (ব্যয়বহুল বিলাসবহুল জীবনযাত্রা)। [সং. √বংহ্ + উল (র্তৃ)]। বি. ~তা, ~ত্ব, বাহুল্য।

*****বহুল**২—(১) বিণ. কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। (২) বি. কৃষ্ণবর্ণ : কৃষ্ণপক্ষ। [সং. বহু + √লা + অ (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **বহুলা**—গাভী ; কৃত্তিকানক্ষত্র ; তামসী রাত্রি।

বহেড়া, বয়ড়া—বি. হরীতকী-জাতীয় ফলবিশেষ। [প্রা. বহেড়অ, < সং. বিভীতক]।

বহ্নি—বি. অগ্নি, আগুন। [সং.]। বি. ~জ্বালা—আগুনের শিখা, আঁচ বা তাপ। বিণ. ~মান্—জ্বলন্ত, প্রজ্বলিত ; বি. ~সংস্কার—শবদাহ।

*****বহ্বাড়ম্বর**—বি. অত্যধিক ঘটা বা জাঁকজমক। [সং. বহু৩ + আড়ম্বর]।

*****বহ্বারম্ভ**—বি. ঘটা করিয়া আরম্ভ। [সং. বহু৩ + আরম্ভ]। **বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া**—বহু জাঁকজমক-সহকারে আরব্ধ কর্মে তুচ্ছ পরিণতি বা সামান্য ফললাভ।

বা১—বাঃ-এর রূপভেদ।

বা২—বি. (ব্রজ. ও প্রা. কা.) বাতাস ('গিরীধির বা' : বিদ্যা.)। [সং. বাত]।

বা৩—অব্য. বিকল্প (যাই বা না যাই) ; অথবা ; সম্ভাবনাসূচক বা সন্দেহসূচক (হবেও বা) ; প্রশ্নাত্মক (তুমিই বা গেলে না কেন) ; বিতর্কে নিশ্চয়ার্থক (কেনই বা হবে না)। [সং. √বা + ক্বিপ্]।

বাই১—বাঈ-র বানানভেদ।

বাই২—বি. বায়ুর প্রকোপ, বাতিক, ছিট্ (শুচিবাই) ; প্রবল ও উৎকট শখ বা ঝোঁক, নেশা (খেলা দেখার বাই)। [সং. বায়ু]।

বাই৩, **বাঈ**—বি. পশ্চিম ভারতে মহিলাদের সম্মানসূচক শব্দ (মীরাবাই, অহল্যাবাই, কস্তুরিবাই) ; পেশাদার নৃত্যগীতকারিণী। [বাঈ দ্রঃ]। বি. ~ওয়ালী, ~জী—পেশাদার নর্তকী। বি. ~নাচ—পেশাদার নর্তকীর নৃত্য।

বাইচ, বাচ—বি. নৌচালন-প্রতিযোগিতা (বাচ খেলা)। [সং. বহিত্র]।

বাইতি—বি. বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং. বাদিত্রিন্]।

বাইন—বি. সর্পাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যবিশেষ।

বাইবেল, (বিরল) **বাইবল**—বি. খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। [ইং. Bible]।

বাইরে—**বাহির ও বাহিরে**-র কথ্য রূপ।

বাইল—বি. তাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের বৃন্তসহ পাতা : কপাটের পাল্লা। [দেশী]।

বাইশ—বি. বিণ. ২২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাবিংশ]। **বাইশে,** (প্রাদে.) **বাইশা**—(১) বি. মাসের বাইশ তারিখ। (২) বিণ. বাইশ তারিখের (বাইশে শ্রাবণ)।

বাইস১—বি. ক্ষুদ্র কোদালের ন্যায় ছুতারের অস্ত্রবিশেষ। [সং. বাসি]।

বাইস২—বি. যে-কোন বস্তু আঁটিয়া ধরার জন্য প্লাস-জাতীয় যন্ত্রবিশেষ, পাকসাঁড়াশি। [ইং. vice]। বি. ~ম্যান—যে শ্রমিক পাকসাঁড়াশি ব্যবহার করে। [ইং. vice + man]।

বাইসিকেল, বাইসিকল, বাইসাইকেল—বি. পদচালিত দ্বিচক্রযানবিশেষ। [ইং. bicycle]।

বাঈ—বি. মহিলা ; মহারাষ্ট্র রাজপুতানা গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের মহিলাদের উপাধি (লক্ষ্মীবাঈ)। [তুর. বাজী]।

বাউটি, বাউটী—বি. বলয়জাতীয় বাহুর গহনাবিশেষ। [সং. বাহু + প্রা. টী]।

বাউণ্ডুলে—বিণ. ছন্নছাড়া ; অকর্মণ্য, ভবঘুরে। [দেশী]।

বাউরা—বিণ. খেপা, পাগল। [হি. বাউরা < সং. বাতুল]।

বাউরি, বাউরী—বি. নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুজাতিবিশেষ। [তু. সং. বাগুরা]।

বাউল—বি. ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সংস্কার হইতে মুক্ত সাধকসম্প্রদায়বিশেষ ; খেপা লোক, পাগল। [সং. বাতুল—তু. হি. বাউরা]। বি. ~গান—উক্ত সাধকসম্প্রদায়ে প্রচলিত বিশেষ সুরে গেয় আধ্যাত্মিক সঙ্গীত। বি. ~সুর—বাউলগান যে সুরে গাওয়া হয়।

বাওয়া১—ক্রি. চালানো (নৌকা বাওয়া)। অস. ক্রি. **বেয়ে**—অতিক্রম করিয়া, বাহিয়া (গাল বেয়ে ঘাম পড়া, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা)। [বাহা২ দ্র:]।

বাওয়া২—বিণ. জ্রূণহীন অর্থাৎ শাবক উৎপাদনে অক্ষম (বাওয়া ডিম)। [দেশী]।

বাংলা-দেশ—১৯৭১ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র হইতে পৃথগ্‌ভূত মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র, অথণ্ড ভারতের প্রধানতঃ উত্তর-বঙ্গের কয়েকটি জেলা ও সমগ্র পূর্ববঙ্গ লইয়া গঠিত।

বাংলো—বি. (সচ. চারচালা ও একতালা) বাসভবন-বিশেষ। [হি. বাংলা—ইং. bungalow-দ্বারা প্রভাবিত]।

বাঃ—অব্য. বাহবা প্রশংসা বিস্ময় উপহাস প্রভৃতি সূচক। [ফা. বাহ্]।

বাঁ, (প্রাদে.) **বাঁও১**—বি. বিণ. বাম, দক্ষিণের বিপরীত (বাঁ-দিক্)। [সং. বাম]। **বাঁ-হাতের ব্যাপার**—ঘুষ-গ্রহণ; ঘুষ, উৎকোচ।

বাঁও২, বাম—(১) বি. সাড়ে তিন (মতান্তরে চার) হাত পরিমিত গভীরতা। (২) বিণ. ঐরূপ পরিমাণবিশিষ্ট (বিশ বাঁও জলের নিচে অর্থাৎ অতি গভীরে, নাগালের বাহিরে)। [সং. ব্যাম]।

বাঁওড়—বি. নদীর যে বাঁকে স্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে। [বাং. বাঁক+মোড় ?]।

বাঁওয়া—বিণ. (প্রাদে.) ন্যাটা; প্রধানতঃ বাঁ-হাত দিয়া কাজ করে এমন। [বাং. বাঁ+উয়া]।

বাঁক—বি. বক্রতা; নদীর বা রাস্তার মোড় (বাঁক ফেরা, ('ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে': রবীন্দ্র), ভারবহনের জন্য ব্যবহৃত বক্র দণ্ডবিশেষ (বাঁকের দুই প্রান্তে ক্যানেস্ত্রা)। [প্রা. বঙ্ক<সং. বক্র]। বি. **~নল**—যে বাঁকা নলের মধ্য দিয়া ফুৎকার প্রদান করিয়া চুল্লীর আগুন জ্বালান হয়, blowpipe; মধ্যযুগের সাধকসম্প্রদায় কর্তৃক উল্লিখিত সূক্ষ্ম নাড়ি, যাহা বাহিয়া মাথার চাঁদি হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়। বি. **~মল**—বাঁকা বা পাকদেওয়া (পায়ের অলঙ্কার) মলবিশেষ।

বাঁকা—(১) ক্রি. বক্র হওয়া, ('শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা': রবীন্দ্র), ঘোরা (পথটা এখানে বাঁকিয়াছে); অসম্মত বা প্রতিকূল হওয়া (সে বেঁকে বসেছে); বাঁকান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে; শ্রীকৃষ্ণ। (৩) বিণ. বক্র, সোজার বিপরীত (বাঁকা বাঁশ); কুব্জ, ন্যুব্জ (বাঁকা পিঠ); তির্যক্, আড়, কাত (খুঁটিখানা বাঁকা হয়ে বসেছে); ঘোরালো, সিধা নহে এমন (বাঁকা পথ); চোরা (বাঁকা চাহনি); কুটিল, অসরল (বাঁকা মন); কড়া, রূঢ়, বিপরীত (বাঁকা কথা); প্রতিকূল (অমন বাঁকা হয়ো না)। [<প্রা. বঙ্ক<সং. বক্র]। ক্রি. **বাঁকিয়া বসা**—বক্রভাবে স্থাপিত হওয়া; দৃঢ়তার সহিত অসম্মত বা প্রতিকূল হওয়া; পূর্বমত পরিবর্তন করা। বিণ. **~চোরা**—আঁকাবাঁকা, (বাঁকাচোরা শিকড়), নানা-দিকে বাঁকা (বাঁকাচোরা কথা)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বক্র করা (কাঁকাল বেঁকিয়ে)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

বাঁখারি—বাখারি-র রূপভেদ।

বাঁচন—বি. প্রাণধারণ; জীবিত অবস্থা; জীবন বা পুন-র্জীবন লাভ; নিষ্কৃতি লাভ। [বাঁচা দ্র:]।

বাঁচা—(১) ক্রি. প্রাণধারণ করা, জীবিত থাকা; জীবন বা পুনর্জীবন লাভ করা; রক্ষা পাওয়া, নিষ্কৃতি বা শান্তি লাভ করা ('বাঁচিতাম সে মুহূর্তে মরিতাম যদি': রবীন্দ্র); বজায় থাকা (মান বাঁচা, প্রাণ বাঁচে না); না হওয়া (খরচ বাঁচা); উদ্বৃত্ত হওয়া (অনেকটা দই বেঁচে গেল); বাঁচান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √বচ্<সং. রক্ষ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জীবন্ত করা; জীবন বা পুনর্জীবন দান করা; রক্ষা করা (স্পর্শ বাঁচানো, সময় বা পরিশ্রম বাঁচানো), নিষ্কৃতি পাওয়ানো; উদ্বৃত্ত বা সঞ্চিত করা (টাকা বাঁচানো); বজায় রাখা (চাকরি বাঁচানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

বাঁচোয়া—বি. জীবনরক্ষা; রেহাই, নিস্তার। [বাং. বাঁচা +ওয়া—তু. হি. বচাব]।

বাঁজা, বাঁঝা—(১) বিণ.(স্ত্রী.) বন্ধ্যা; সন্তানোৎপাদনে বা ফলোৎপাদনে অক্ষম। (২) বি.(স্ত্রী.) বন্ধ্যা নারী। [সং. বন্ধ্যা]।

বাঁট১—বি. ছুরি তরোয়াল প্রভৃতির হাতল। [প্রা. বণ্ট]।

বাঁট২—বি. গবাদি পশুর স্তনের বোঁটা। [<সং. বাণ ('বাণঃ স্যাৎ গোস্তনে' মেদিনী)]।

বাঁটোওয়ারা—বাটোয়ারা-র রূপভেদ।

বাঁটন১, বাঁট৩—বি. বণ্টন, বিভাজন; ভাগ করিয়া বিতরণ (ছেলেদের মধ্যে বাঁট ক'রে দাও)। [বাঁটা দ্র:]।

বাঁটন২, বাঁটা, বাঁটান (নো)—যথাক্রমে **বাটন বাটা** ও **বাটান**-র রূপভেদ।

বাঁটা২—(১) ক্রি. বণ্টন করা, ভাগ করা; অংশ ভাগ করিয়া দেওয়া; প্রাপ্য অংশানুযায়ী বিতরণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √বণ্ট্+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পরের দ্বারা বণ্টন বা বিভাজন করান। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

বাঁটুল—বি. গুলি, বল। [সং. বর্তুল]।

বাঁটোয়ারা—বাঁটওয়ারা-র বানানভেদ।

বাঁদর—বি. বানর। [সং. বানর]। বি.(স্ত্রী.) **বাঁদরী**। ক্রি. **বাঁদর নাচান**—বাঁদরকে খেলানো; (আল.) বিরক্তিকর উৎপাত করার জন্য উসকানো। বিণ. **~মুখো**, (প্রাদে.) **~মুখা**—বানরের ন্যায় কুৎসিত মুখবিশিষ্ট। বিণ.(স্ত্রী.) **~মুখী**। বি. **বাঁদরামি, বাঁদরাম, বাঁদরামো**—বানরের ন্যায় উৎকট দুষ্টামি, অসভ্য আচরণ। বিণ. **বাঁদুরে**—বানরসুলভ; বানরের ন্যায় উৎকট দুষ্টামিবিশিষ্ট।

বাঁদিপোতা, বাঁধিপোতা—বি. বিভিন্ন রঙের ডোরা-কাটা ও চৌখুপী একপ্রকার পাতলা কাপড়। [দেশী]।

বাঁদী—বি. দাসী; ঝি; ক্রীতদাসী। [ফা. বান্দী]। বি.(পুং.) বান্দা দ্র:।

বাঁধ—বি. জলস্রোত ঠেকাইবার জন্য আলি বা প্রাচীর (বাঁধ দিয়া ঠেকানো)। [সং. বন্ধ]।

বাঁধন—বি. বন্ধন, গ্রন্থি; অবরোধ (শক্ত বাঁধন, বাঁধন-

ছেঁড়া, বাঁধন খুলিয়া দাও)। বি. **বাঁধুনি**—সুবিন্যাস, শৃঙ্খলা, সতর্কতা (চিঠির, কাজের, কথার বাঁধুনি)।

বাঁধা₁—বি. বন্ধক, ঋণের জামিনস্বরূপ গচ্ছিত রাখা (বাঁধা দেওয়া)। [সং. বন্ধ]।

বাঁধা₂—(১) ক্রি. বন্ধন করা (দড়ি দিয়ে বাঁধা); আটক করা; (জলস্রোতাদিতে) বাঁধ দেওয়া (খাল বাঁধা), থামানো (গাড়ি বাঁধা); সংযত করা বা শান্ত করা (মন বাঁধা); গ্রথিত করা বা রচনা করা (গান বা খোঁপা বাঁধা); স্থায়ী করা, নির্মাণ করা (ঘর বাঁধা); সংযোগ করা (সুর বাঁধা); একত্র করা (দল বাঁধা); সংহত হওয়া (দানা বাঁধা, জমাট বাঁধা); বাঁধান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. আবদ্ধ, বন্ধনযুক্ত (বাঁধা হাত, স্নেহের বন্ধনে বাঁধা); আটক (বাঁধা গোরু); বাঁধ-দেওয়া, অবরুদ্ধ (বাঁধা খাল); অপরিবর্তনীয় (বাঁধা নিয়ম, বাঁধা রাস্তা), নিয়মিত (বাঁধা মক্কেল বা খরিদ্দার); নির্দিষ্ট, স্থিরীকৃত (বাঁধা মাইনে); ইষ্টকাদিদ্বারা নির্মিত (বাঁধা ঘাট)। [সং. √বন্ধ্+বাং. আ]। বি. **~ই**—বাঁধার কাজ বা পারিশ্রমিক। বি. **~কপি**—কেবল পত্রযুক্ত আহার্য কপিবিশেষ। বি. **~গৎ**—(আল.) অপরিবর্তনীয় নিয়ম বা রীতি। বি. **~ছাঁদা**—পোটলা-পুটলি গুছাইয়া বাঁধা। বিণ. **~ধরা**—নির্দিষ্ট; অপরিবর্তনীয়; একঘেয়ে। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (পুস্তকাদি) সম্বদ্ধ করা (বই বাঁধান); ফ্রেমে আবদ্ধ করা (ছবি বাঁধান); নির্মাণ করান (দাঁত বাঁধানো); খচিত করা, মোড়া (সোনা দিয়া বাঁধান); ইষ্টকাদি দ্বারা পাকা করানো (রাস্তা বাঁধান, শান-বাঁধানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। **~বাঁধি**—(১) বিণ. ধরাবাঁধা, নির্দিষ্ট, নিয়মবদ্ধ। (২) বি. ধরা-বাঁধা নিয়ম (পথ্যের ব্যাপারে বাঁধাবাঁধি নেই)।

বাঁধা বা **বাঁধি বুলি**—বি. যে-কথা অপরিবর্তিতভাবে বারবার বলা হয়।

বাঁধুলি—বন্ধুক দ্রঃ।

বাঁয়া—বি. তবলার সহচররূপে ব্যবহৃত এবং বাম হস্তে বাজাইতে হয় এমন আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডুগি। [সং. বামা]।

বাঁশ—বি. তৃণজাতীয় লম্বা গাছবিশেষ, বেণু। [সং. বংশ]। বি. **~গাড়ি**—জমির সীমা নির্দেশ করিয়া বাঁশের খুঁটি প্রোথিত করা। ক্রি. **বাঁশ দেওয়া**—সর্বনাশ করা। **বাঁশবনে ডোম কানা**—বাঁশের কাজে অভ্যস্ত হইয়াও ডোম যেরূপ বহুসংখ্যক বাঁশের মধ্যে ভাল একটি বাঁশ বাছিয়া লইতে পারে না সেইরূপ অসংখ্য বস্তুর মধ্যে উপযুক্ত একটি বাছিয়া লইতে অক্ষম হওয়া; দিশাহারা। **বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়**—আসল লোকের অপেক্ষা তাহার অনুচরের বা পিতার অপেক্ষা পুত্রের অধিকতর দৃঢ়তা।

বাঁশরি, বাঁশরী—বি. (প্রধানতঃ কাব্যে) বাঁশি ('বাঁশরি বাজাতে চাহি': রবীন্দ্র)। [বাং. বাঁশ+র (অস্ত্যর্থে)+ই, ঈ (কোমল প্রয়োগে বা স্ত্রীলিঙ্গে)]।

বাঁশি, বাঁশী—বি. ফুঁ দিয়া বাজাইবার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মুরলী। [সং. বংশী]।

বাকল, (কথ্য) **বাকলা**—বি. গাছের ছাল। [সং. বল্কল]।

বাকি, বাকী—(১) বিণ. অবশিষ্ট, উদ্বৃত্ত (বাকি টাকা); অসম্পন্ন (বাকি কাজ); অনাদায়ী, প্রাপ্য (বাকি পাওনা); আগামী (বাকি জীবন)। (২) বি. উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্ট অংশ ('বাকি কোথা নাহি জানে': রবীন্দ্র); দেয় টাকা (বাকি শোধ), পাওনা (বাকি আদায়)। [আ. বাকী]। **বাকি জায়**—অনাদায়ী খাজনার তালিকা। ক্রি. **বাকি পড়া**—(পাওনাদি) অনাদায়ী থাকা। বি. **~বকেয়া**—পরের নিকট পাওনা।

বাক্ (বাচ্)—বি. বাক্য, শব্দ, কথা (বাক্সর্বস্ব); বিদ্যা; সরস্বতী (বাগ্দেবী); বাগিন্দ্রিয়। [সং. √বচ্+ক্বিপ্]। বি. **~কলহ**—ঝগড়া; তর্কাতর্কি। বি. **~চাতুরি, ~চাতুর্য**—কথা বলার দক্ষতা; ছলনাপূর্ণ বাক্য। বি. **~ছল**—কথার কৌশল; দ্ব্যর্থক কথা; ছলনাপূর্ণ কথা। বিণ. **~পটু**—কথা বলিতে দক্ষ। বি. **~পতি**—বাগীশ, বৃহস্পতি। বি. **~পারুষ্য**—কর্কশ বা রূঢ় বাক্য; কথা বলার রূঢ়তা; অপমানকর উক্তি, কটূক্তি। বি. **~প্রণালী**—কথা বলার কায়দা বা রীতি। বি. **~বিতণ্ডা**—কথা কাটাকাটি, বাদানুবাদ। বি. **~রোধ**—কথা বলার শক্তি-লোপ; স্বর বন্ধ হওয়া। বি. **~শক্তি**—কথা বলার ক্ষমতা। বি. **~সংযম**—মিত-ভাষিতা। বিণ. **~সিদ্ধ**—যাহা বলে তাহাই সত্য হয় এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **~সিদ্ধা**। বিণ. **~সর্বস্ব**—কেবল কথা বলিতেই ওস্তাদ (কাজে কিছুই নহে) এমন। বি. **~স্ফূর্তি**—কথা বাহির হওয়া। [বাগ্দত্তা, বাগ্দান দ্রঃ]।

বাক্য—বি. কথন, বচন; (ব্যাক.) পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পরস্পর-অন্বয়যুক্ত পদসমষ্টি, sentence। [সং. √বচ্+য (র্য)]। বি. **~দান**—অঙ্গীকার করণ, প্রতিশ্রুতি। বিণ. **~বাগীশ, ~বিশারদ**—বাক্পটু; বাচাল। বি. **~বাণ**—তীরের ন্যায় মর্মভেদী কথা, অতি তীক্ষ্ণ ও কঠোর বচন। বি. **~ব্যয়**—কথা বলা। বি. **~স্ফূর্তি**—কথা বাহির হওয়া। বি. **বাক্যালাপ**—কথোপকথন।

বাক্স, বাক্স—বি. ঢাকনিওয়ালা আধারবিশেষ, মঞ্জুষা, পেটিকা। [ইং. box]। বিণ. **~জাত, ~বন্দী**—বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ। বি. **ক্যাশ-বাক্স**—নগদ টাকা-কড়ি রাখিবার বাক্স। বি. **হাত-বাক্স**—নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য হালকা ক্ষুদ্র বাক্স।

বাখান—বি. ব্যাখ্যান; গুণকীর্তন, প্রশংসা; বিস্তৃত বর্ণনা; (ব্যঙ্গে) অতিরঞ্জিত বর্ণনা (রূপের বাখান)। [সং. ব্যাখ্যান]। ক্রি. **বাখানা** (কাব্যে)—বর্ণনা করা; প্রশংসা করা ('বাখানি সাহস তোর': মধু.)।

বাখারি, (বর্জি.) **বাখারী**—বি. বাঁশের ফালি বা চটা। [দেশী]।

বাখারি চুন—বি. ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি পোড়াইয়া প্রস্তুত চুন। [দেশী]।

বাগ₁—বি. বাগান, উদ্যান (গুলবাগ)। [ফা.]।

বাগ₂—বি. (অপ্র.) বল্গা (বাগডোর); বশ, শাসন (বাগ মানানো); কৌশল (কাজের বাগ); সুযোগ, সুবিধা

(বাগ পেয়ে); আয়ত্তি (বাগে পেয়ে); পথ, দিক্ ('চাহিতে চাই মুখের বাগে', 'ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে': রবীন্দ্র); পাশের দিক্ ('আগ ডোম, বাগ ডোম...' —আগে ডোম [=সৈন্য], পাশে ডোম ইত্যাদি)। [সং. বল্গা]।

বাগড়া—বি. ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক, বাধা (কাজে বাগড়া দাও কেন?)। [<সং. ব্যাঘাত]।

বাগডোর—বি. ঘোড়ার মুখের লাগাম বা দড়ি। [হি.—তু. বাক্, ডোর]।

বাগা—ক্রি. বাগানো (বইখানা বাগিয়ে এনেছি)। [প্রা. বগ্গা<সং. বল্গা+বাং. আ]।

বাগাড়ম্বর—বি. ফাঁকা কথার ঘটা, বড় বড় কথা। [সং. বাক্ (বাচ্)+আড়ম্বর]।

বাগান১—(উচ্চা. বাগান্)—বি. উদ্যান, উপবন। [ফা. বাগ]। বি. ~**বাড়ি**—বাগান-শোভিত প্রমোদভবন।

বাগান২, **বাগানো**—(১) ক্রি. কৌশলে আয়ত্ত বা বশীভূত করা (বদমেজাজি ঘোড়াকে বাগানো); আদায় করা, লাভ করা (কাজ বাগানো); বিন্যাস করা (তেড়ি বাগানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাগা দ্রঃ]।

বাগি, বাগী—বি. (সচ. কুঁচকিতে উদ্‌গত) দুষ্ট স্ফোটকবিশেষ। [দেশী]।

বাগিচা—বি. ক্ষুদ্র বাগান। [ফা. বাগ্‌চহ্]।

বাগীশ, বাগীশ্বর—বি. বাক্‌পটু; বাগ্মী; বাচস্পতি; বৃহস্পতি। [সং. বাচ্+ঈশ, ঈশ্বর]। বি.(স্ত্রী). **বাগীশা, বাগীশ্বরী**—সরস্বতীদেবী।

বাগুড়া, বাগুড়ি, বাগুলা—বি. সুপারি নারিকেল কলা প্রভৃতির সবৃন্ত পত্র। [দেশী]।

বাগুরা—বি. ফাঁদ, জাল। [সং.]। বি. **বাগুরিক**—যে ফাঁদ পাতে, ব্যাধ।

বাগ্‌দা চিংড়ি—চিংড়ি দ্রঃ।

বাগ্‌দী, বাগ্‌দি—বি. নিম্নশ্রেণীর বাঙালী হিন্দু জাতিবিশেষ। [দেশী]। বি.(স্ত্রী.) **বাগ্‌দিনী**।

বাগ্‌জাল—বি. কথার ফাঁদ; বাগাড়ম্বর। [সং. বাচ্+জাল]।

বাগ্‌ডম্বর—বি. বাগাড়ম্বর। [সং. বাচ্+ডম্বর]।

বাগ্‌দণ্ড—বি. তিরস্কার, গালিগালাজ। [সং. বাচ্+দণ্ড]।

বাগ্‌দত্তা, বাগ্দত্তা—বিণ. বি.(স্ত্রী.) বাক্যদ্বারা দত্তা অর্থাৎ যে কন্যাকে নির্দিষ্ট কোন পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার কথা বিধিপূর্বক দেওয়া হইয়াছে। [সং. বাচ্+দত্তা]। বি. **বাগ্‌দান**—কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি।

বাগ্‌দেবী, বাগ্‌বাদিনী—বি. বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। [সং. বাচ্+দেবী, বাদিনী]।

বাগ্‌বিতণ্ডা, বাগ্বিতণ্ডা—বি. তর্কবিতর্ক; ঝগড়া। [সং. বাচ্+বিতণ্ডা]।

বাগ্‌বিদগ্ধ, বাগ্বিদগ্ধ—বিণ. বাক্যে পণ্ডিত, বাক্যনিপুণ। [সং. বাচ্+বিদগ্ধ]। বি. **বাগ্‌বৈদগ্ধ, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য**—বাক্‌চাতুর্য, বাক্‌পটুতা, বক্তৃতায় নিপুণতা।

বাগ্মী (-গ্মিন্)—বিণ. সুবক্তা; বাক্‌পটু। [সং. বাচ্+মিন্]। বি. **বাগ্মিতা**।

বাগ্‌যুদ্ধ—বি. তর্কাতর্কি, কথা-কাটাকাটি। [সং. বাচ্+যুদ্ধ]।

বাগ্‌রোধ—বাক্‌রোধ-এর শুদ্ধ রূপ।

বাঘ—বি. ব্যাঘ্র, শার্দুল। [সং. ব্যাঘ্র]। বি. (স্ত্রী.) **বাঘিনী, বাঘী**। **বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া**—(আল.) শাসনের দাপটে বাধ্য হইয়া বিবাদ-বিসংবাদ ত্যাগ করিয়া শান্তিতে বসবাস করা। **বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা**—অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণী ঘোগ বাঘের প্রায় সমজাতীয় কিন্তু শত্রু বলিয়া উপকথায় বর্ণিত; শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যে সে বাঘের বাসস্থানে লুকাইয়া থাকে। প্রবাদবাক্যের গৌণ অর্থ—ক্ষতিসাধনের জন্য স্বজাতীয় কাহারও গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান। **বাঘের মাসী**—বিড়াল। বি. ~**ছড়, ~ছড়ি**—বাঘের ছাল, ব্যাঘ্রচর্ম। বি. ~**নখ**—বাঘের নখ; গলার গহনাবিশেষ; শিবাজীর দস্তানারূপে ব্যবহৃত ব্যাঘ্রনখাকৃতি অস্ত্রবিশেষ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বি. ~**বন্দী**—ক্রীড়াবিশেষ।

বাঘা—(১) বি. (তুচ্ছার্থে) বাঘ। (২) বিণ. বৃহৎ, প্রকাণ্ড (বাঘা কুকুর); কড়া, তীব্র (বাঘা তেঁতুল)। বিণ. **বাঘা বাঘা**—(সাধারণতঃ বহুবচনে) প্রবল-পরাক্রান্ত ও ত্রাসজনক (বাঘা বাঘা জমিদার, বাঘা বাঘা সাহেব)। [বাং বাঘ+আ]।

বাঘাম্বর—বি. বাঘছালের বস্ত্র। [সং. ব্যাঘ্রাম্বর]।

বাঘী—বাগি-র রূপভেদ।

বাঙাল—বি. পূর্ববঙ্গবাসী; (বিদ্রূপে) গ্রাম্য লোক। (২) বিণ. পূর্ববঙ্গীয় (বাঙাল প্রথা)। [সং. বঙ্গ+বাং. আল]। বি.(স্ত্রী.) **বাঙালিনী, বাঙালনী,** (চলিত) **বাঙালিনী, বাঙালনী**। বিণ. **বাঙালে,** (চলিত) **বাঙালে**—বাঙালসম্বন্ধীয় (বাঙালে গোঁ), পূর্ববঙ্গীয়।

বাঙালা, বাঙ্গলা, বাংলা, বাঙলা—(১) বি. বঙ্গদেশ বা তত্রত্য অধিবাসীদের ভাষা। (২) বিণ. বঙ্গভাষায় রচিত (বাঙলা উপন্যাস); বঙ্গদেশীয় (বাঙলা ভাষা)। [ফা. বঙ্গালহ্]।

বাঙালী, বাঙালী—(১) বি. বঙ্গদেশের অধিবাসী। (২) বিণ. বঙ্গদেশীয় (বাঙালী প্রথা)। [বাং. বাঙালা+ঈ]। বি. (স্ত্রী.) **বাঙালিনী, বাঙালিনী**।

বাঙ্গী—বি. দুইদিকে শিকাতে ভার বহিবার বাঁক। (প্রাদে.) একজাতীয় ফুটি। [দেশী]। বি. ~**দার**—বাঙ্গীতে ভারবহনকারী।

বাঙ্‌নিষ্পত্তি—বি. বাক্যোচ্চারণ। [সং. √বাচ্+নিষ্পত্তি]।

বাঙ্ময়—বিণ. শব্দপূর্ণ; বাক্যদ্বারা গঠিত; ভাষায় রূপান্তরিত (কবির বিচিত্র কল্পনার বাঙ্ময় রূপ তাঁহার কাব্য)। [সং. বাচ্+ময়]। **বাঙ্ময়ী**—(১) বিণ. বাঙ্ময়-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. সরস্বতীদেবী।

বাচ—বাইচ দ্রঃ।

বাচক—বিণ. বোধক, অর্থজ্ঞাপক (গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক); কথক; পাঠক। [সং. √বচ্+অক (ণ্বু)]।

বাচন—বি. কথন; উক্তি; পাঠ; ব্যাখ্যাকরণ (বাচন-

ভঙ্গি, স্বতিবাচন)। [সং. √বচ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **বাচনিক**—মৌখিক, কথার দ্বারা প্রকাশিত বা জ্ঞাপিত।

বাচবিচার—বাছবিচার-এর রূপভেদ।

বাচস্পতি—বি. বাক্‌পটু ব্যক্তি, বাগ্মী লোক; বিদ্বান্ ব্যক্তি; বৃহস্পতি; সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। [সং. বাচঃ+পতি]। **বাচস্পত্য**—(১) বি. বাগ্মিতা; উত্তম বক্তৃতা; পাণ্ডিত্য। (২) বিণ. বাচস্পতি-সম্বন্ধীয়।

বাচাল—বিণ. প্রগল্‌ভ, বেশী কথা বলে এমন। [সং. বাচ্+আল]। বি. ~**তা**।

বাচিক—বিণ. বাচনিক। [সং. বাচ্+ইক]।

বাচ্চা, বাচ্ছা—(১) বি. বৎস, শিশু; সন্তান; শাবক, ছানা (কুকুরের বাচ্চা)। (২) বিণ. অল্পবয়স্ক (বাচ্চা ছেলে)। [প্রা. বচ্ছ<সং. বৎস—তু. হি. ফা. বাচ্চা]। বি. ~**কাচ্চা**—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, শিশুসন্তান।

বাচ্য—(১) বিণ. বলার যোগ্য; বলিতে হইবে এমন; কথ্য; গণ্য; অভিধেয়। (২) বি. (ব্যাক.) বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্তা কর্ম প্রভৃতির যে-কোনটিকে প্রধানরূপে বুঝাইবার শক্তি, voice; ধাতুর উত্তর যে বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রত্যয় হয়। [সং. √বচ্+য]। বি. **বাচ্যার্থ**—বি. শব্দের অভিহিতার্থ অর্থাৎ যে-শব্দ উচ্চারণে যাহা সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে বোধগম্য হয় (তু. লক্ষ্যার্থ; ব্যঙ্গ্যার্থ)।

বাছ, বাছন, বাছনি$_{১}$—বি. নির্বাচন, বাছাই, অপকৃষ্ট অংশ হইতে পৃথক্‌করণ; মনোনয়ন, পছন্দ করণ। বিণ. **বাছপড়া**—বাছিয়া লইবার সময়ে অগ্রাহ্য বলিয়া বর্জিত। [**বাছা**$_{২}$ দ্র:]।

বাছনি$_{২}$—বি. (কাব্যে) বৎস, বাছা। [<বাং. বাছাধন—**বাছা**$_{১}$ দ্র:]।

বাছবিচার—বি. সাবধানে বিচারপূর্বক বাছাই; ভালমন্দের বা কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার। [বাং. বাছা$_{২}$+বিচার]।

বাছা$_{১}$—বি. বৎস, শিশুসন্তান; পুত্রকন্যাস্থানীয়দের বা বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ-সম্বোধন। [সং. বৎস]। বি. ~**ধন**—প্রিয় বৎস; স্নেহ-পাত্রকে সম্বোধনবিশেষ।

বাছা$_{২}$—(১) ক্রি. নির্বাচন করা, মনোনয়ন করা, পছন্দ করা (শাড়ির পাড় বাছিয়া লওয়া); গুণদোষ নির্ণয় করা (বাছিয়া খাওয়া, ভালমন্দ বাছা); আবর্জনামুক্ত করা (চাউল বাছা); খুঁজিয়া বাহির করিয়া বাদ দেওয়া (উকুন বাছা); বাছানো। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. নির্বাচিত; আবর্জনামুক্ত, পরিষ্কৃত (বাছা চাউল)। [বাং. √বাছ্: মূল—সং. নির্+√বচ্+ণিচ্। তু. নির্বাচন]। বিণ. **বাছাবাছা**—বিশেষভাবে নির্বাচিত; সেরা-সেরা। ~**ই**—(১) বি. নির্বাচন; আবর্জনামুক্ত করা। (২) বিণ. নির্বাচিত, পছন্দসই; সেরা। ~**ন**, ~**নো**—(১) অন্যের দ্বারা নির্বাচন ও মনোনয়ন করান; পৃথক্ করানো; আবর্জনামুক্ত করানো; দেওয়ানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

বাছাড়ি (প্রাদে.)—বিণ (নৌকা-সম্বন্ধে) বাইচ খেলায় ব্যবহৃত; 'বাছাড়' অর্থাৎ গ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত। [বাং. বাইচ+আড়ি; বাছাড় (=যে ব্যক্তি একক প্রচেষ্টায় তালগাছের গুঁড়ি উত্তোলন করিয়া ও গড়াইয়া দিয়া গ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে)+আড়ি]।

বাছাল—বিণ. বাছাই-করা, বাছা। [**বাছা**$_{২}$ দ্র:]।

বাছুনি—**বাছনি**$_{২}$-র রূপভেদ।

বাছুর—বি. গোবৎস। [সং. বৎসতর]।

-বাজ$_{১}$—(সচ. মন্দার্থে) দক্ষ অত্যন্ত আসক্ত ইত্যাদি অর্থবাচক ফার্সী প্রত্যয়বিশেষ (ফন্দিবাজ, ধড়িবাজ, মামলাবাজ)। **-বাজী**—দক্ষতা আসক্তি ইত্যাদি অর্থ বাচক প্রত্যয় (ফন্দিবাজি, মামলাবাজি)। [ফা. বাজ+বাং. ই]।

বাজ$_{২}$—বি. বজ্র। [সং. বজ্র]।

বাজ$_{৩}$—বি. শিকারি পাখিবিশেষ, শ্যেন। [ফা.]। বি. ~**বহরি**, ~**বহরী**, ~**বৈরি**, ~**বৈরী**—বৃহদাকার বাজবিশেষ।

বাজখাঁই—বিণ. অত্যন্ত কর্কশ ও অস্বাভাবিক উচ্চ (গলা)। [বাজখাঁ (গায়কবিশেষ)+ই]।

বাজন—(১) বি. বাজা, বাদ্য, বাদ্যধ্বনি। (২) বিণ. বাজে এমন ('বাজন নূপুর পায়': গো. দা.)। [**বাজা** দ্র:]। বি. ~**দার**—পেশাদার বাদক।

বাজনা—বি. বাদ্য; বাদ্যধ্বনি; বাদ্যযন্ত্র; বাদন। [**বাজা** দ্র:]। বি. ~**ওয়ালা**, ~**দার**—পেশাদার বাদ্য-বাদক।

বাজপেয়—বি. বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। [সং.]। বিণ. বি. **বাজপেয়ী** (-য়িন্)—বাজপেয়-যজ্ঞকারী; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর উপাধিবিশেষ।

বাজবহরি, বাজবহরী, বাজবৈরি, বাজবৈরী—**বাজ**$_{৩}$ দ্র:।

বাজরা$_{১}$—বি. ধান্যজাতীয় শস্যবিশেষ। [হি.]।

বাজরা$_{২}$—বি. বড় ঝুড়ি। [দেশী]।

বাজা—(১) ক্রি. বাদিত বা ধ্বনিত হওয়া (ঘণ্টা বা বাঁশী বাজা); ঘড়িতে সময় নির্দেশ করা (কটা বেজেছে): কর্কশ বা অপ্রীতিকর বোধ হওয়া (দাঁতে বা কানে বাজা); প্রভাব বিস্তার করা (কথাটা মনে বাজছে); বাজন। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. বাজে এমন (বাজা ঘড়ি)। [প্রা. বজ্জ—তু. সং. বাদ্য]। ~**ন**, ~**নো**—(১) বাদিত বা ধ্বনিত করা; হাসিল করা (কাজ বাজানো), বাধানো (লড়াই বাজানো); পরীক্ষা করা (টাকাটা বা নতুন চাকরটাকে বাজিয়ে দেখ)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। **ঢাক বাজানো**—সকলকে জানাইয়া দেওয়া।

বাজার—বি. নিত্যনিয়মিত হাটবিশেষ, ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান; দোকানের শ্রেণী; বাজার হইতে ক্রীত (প্রধানতঃ রন্ধনযোগ্য) সামগ্রী (আজকের বাজারটা কই); দ্রব্যাদির দর (চড়া বাজার); দ্রব্যাদি ক্রয় (বাজার করা)। [ফা. বাজার]। ক্রি. **বাজার গরম হওয়া**—পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি বা অধিক কাটতি হওয়া। ক্রি. **বাজার চড়া**—পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়া। ক্রি. **বাজার নরম বা মন্দা হওয়া**—পণ্যসামগ্রীর মূল্য বা চাহিদা হ্রাস

পাওয়া। ক্রি. বাজার বসা—বাজারে ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হওয়া; নূতন বাজার স্থাপিত হওয়া; (আল.) অসহ্য হট্টগোল হওয়া। বি. ~খরচ—বাজার হইতে দ্রব্যাদি কেনার খরচা। বি. ~দর—বর্তমানে যে দামে পণ্যসামগ্রী বিক্রীত হইতেছে। বিণ. বাজারে—বাজারে প্রচলিত বা বাজারের দোকানদারদের মধ্যে প্রচলিত. অশিষ্ট ও অশ্লীল (বাজারে কথাবার্তা); যাহার দেহ সাধারণের উপভোগ্য অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তিধারিণী ('সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে' : মধু.)।

-বাজি১— -বাজ১ দ্রঃ।

বাজি২—বি. ইন্দ্রজাল, ভেলকি (ভোজবাজি); খেলার দফা (এক বাজি দাবা); আতশবাজি (বাজি পোড়ান); জুয়াখেলার পণ (বাজি রাখা); (আল.) জীবলীলা, ভবের খেলা ('এবার বাজি ভোর' : রা. প্র.)। [ফা. বাজী]। বি. ~কর—ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর। বি. ~মাত, ~মাৎ—খেলায় বা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ।

বাজিয়ে—বিণ. বাদ্যকর, বাদ্যনিপুণ (বাজিয়ে-গাহিয়ে)। [বাং. বাজা+ইয়ে]।

বাজী১—বাজি২-র বানানভেদ।

বাজী২ (-জিন্)—বি. অশ্ব; বাণ। [সং. বাজ+ইন্]। বি.(স্ত্রী.) বাজিনী। বি. ~করণ—রতিশক্তিবর্ধক ঔষধ বা প্রক্রিয়া। [সং. বাজিন্+ঈ (চি্)+√কৃ+অন]।

বাজু—বি. তাগাজাতীয় হাতের গহনাবিশেষ; বাহু; পার্শ্ব; খাটের উপরিস্থ পাশের কাঠ; দরজার চৌকাঠের দুইপাশের কাঠ। [ফা.]। বি. ~বন্ধ—তাগাজাতীয় বাহুর অলঙ্কারবিশেষ।

বাজে—বিণ. খেলো, অকেজো (বাজে মাল); তুচ্ছ, অপ্রধান (বাজে লোক); অসার, নিরর্থক, মিথ্যা (বাজে কথা); অনর্থক, নিষ্ফল (বাজে খাটুনি); বাড়তি, ফালতু, অতিরিক্ত (বাজে খরচ, বাজে আদায়)। [আ. বাজ্]। বিণ. ~মার্কা—নিরেশ বা খেলো।

বাজেয়াপ্ত—বিণ. সরকার, জমিদার প্রভৃতি কর্তৃক অধিকৃত, confiscated (জমি বাজেয়াপ্ত); বাতিল (জামিন বাজেয়াপ্ত)। [ফা. বাজ্+য়াফ্‌ৎ]।

বাঞ্ছন, বাঞ্ছনীয়—বাঞ্ছা দ্রঃ।

বাঞ্ছা—বি. অভিলাষ; কামনা, সাধ, ইচ্ছা। [সং. √বাঞ্ছ্+অ (ভা)+আ]। বি. বাঞ্ছন—বাঞ্ছা। বিণ. বাঞ্ছনীয়—কাম্য, প্রার্থনীয়। বি. ~কল্পতরু—সকল অভিলাষ পূর্ণকারী স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ; যিনি সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন। বিণ. বাঞ্ছিত—অভিলষিত, ঈপ্সিত। বিণ.(স্ত্রী.) বাঞ্ছিতা।

বাট১—বি. (সাধারণতঃ কাব্যে) পথ রাস্তা ('যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' : রবীন্দ্র)। [সং. √বট্ (=বেষ্টনে)+ণিচ্+অ (র্ম)]।

বাট২—বি. স্বর্ণ ও রৌপ্যের তাল বা পিণ্ড, bullion [বি. প.]।

বাটখারা—বি. দ্রব্যসামগ্রীর ওজন নির্ণয় করিবার জন্য নির্দিষ্ট ওজনের লৌহখণ্ডাদি, পড়িয়ান। [তু. হি. বট্‌খারা <সং. বটক]।

বাটনা—বি. শিল-নোড়ায় দ্বারা পিষ্ট মসলা; বাটিতে হইবে এমন মসলা। [বাটা৫ দ্রঃ]।

বাটপাড়, (বিরল) বাটপার—বি. রাহাজান, দস্যু, লুঠেরা। [<সং. বর্ত্ম>প্রা. বট্ট; তু. হি. বাট্‌মারনা, বাট্‌পারনা]। বি. বাটপাড়ি, (বিরল) বাটপারি—বাটপাড়ের বৃত্তি (চোরের উপর বাটপাড়ি)।

বাটা১—বাট্টা-র রূপভেদ।

বাটা২—বি. পান রাখিবার পাত্র, (বাটা ভরা পান); পানের থালা। [দেশী]।

বাটা৩—বি. জামাতার কল্যাণ কামনায় জামাইষষ্ঠীতে শাশুড়ীর প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যাদিপূর্ণ থালা (ষষ্ঠীর বাটা)। [তু. বাটা২]।

বাটা৪—বি. শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

বাটা৫—(১) ক্রি. (প্রধানতঃ শিলনোড়ায়) পেষণ করা; বাটান। (২) বিণ. উক্ত অর্থে। (৩) বি. (শিলনোড়ায়) পেষণ; (শিলনোড়ায়) পিষ্ট বস্তু। [সং. (উদ্-)বর্তন> বট্টন>বাটা]। ~ন, ~নো—ক্রি. (শিলনোড়ায়) পেষণ করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

বাটালি, বাটালী—বি. ছুতার কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র-বিশেষ। [দেশী]।

বাটি—বি. কানা-উঁচু ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, পেয়ালা। [দেশী]। ক্রি. বাটি চালা—অজ্ঞাত অপরাধীকে ধরিবার জন্য মন্ত্রবলে বাটিকে গতিযুক্ত করা।

বাটিকা—বি. ছোট বাড়ি (উদ্যানবাটিকা)। [সং. বাটী+ক+আ]।

বাটী১—বি বাড়ি, গৃহ, আবাস। [সং.]।

বাটী২—বাটি-র বানানভেদ।

বাটোয়ারা—বি. বণ্টন, বিভাজন, অংশ ভাগকরণ। [তু. হি. বট্‌বারা]।

বাট্টা—বি. ক্রয়-বিক্রয়কালে প্রকৃত মূল্যের যে অংশ বাদ দেওয়া হয়, ধরাট, discount। [তু. হি. বট্টা]।

বাড়—বি. বৃদ্ধি, পুষ্টি (গাছের বাড়); স্পর্ধা (তার বড় বাড় বেড়েছে)। [বাড়া দ্রঃ]। ~তি—(১) বি. বৃদ্ধি (বাড়তির মুখে)। (২) বিণ. উদ্‌বৃত্ত, প্রয়োজনাতিরিক্ত (বাড়তি মাল)। বি. ~ন—বাড়, বৃদ্ধি; পুষ্টি। বিণ. ~ন্ত—বৃদ্ধিশীল, বর্ধমান (বাড়ন্ত গড়ন); (কথ্য) নিঃশেষিত (ঘরে চাল বাড়ন্ত)। বি. ~বাড়ন্ত—অত্যন্ত

বাড়ই—বি. ছুতার; ঘরামি। [সং. বর্ধকি]।

বাড়ন, বাড়ুন—বি. সম্মার্জনী, ঝাঁটা। [সং. বর্ধনী]।

+বাড়ব—(১) বি. সমুদ্রোত্থিত অগ্নি, সিন্ধুঘোটকের মুখনিঃসৃত অগ্নি। (২) বিণ. বড়বা অর্থাৎ সিন্ধুঘোটক সম্বন্ধীয় (বাড়বাগ্নি))। [সং. বড়বা+অ]।

বাড়া—(১) ক্রি. বৃদ্ধি পাওয়া (রোগ, বয়স, লোকসংখ্যা বাড়ছে, ব্যাবসা বাড়ছে, দেনা বেড়ে চলেছে); ভোজন-পাত্রে সাজাইয়া দেওয়া (ভাত বাড়া, 'রাঁধেন বাড়েন')। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. উক্ত সকল অর্থে (বাড়া ভাত, বাড়া মাহিনা); অধিক ('সে মাটি মায়ের বাড়া' : রবীন্দ্র)। [<সং. √বৃধ্+বাং. আ]। ~ন,

~নো—(১) ক্রি. বর্ধিত করা (মান বাড়ান) ; প্রসারিত করা (গলা, পা বা হাত বাড়ানো) ; ভোজনপাত্রে অপরের দ্বারা সাজাইয়া দিবার ব্যবস্থা করান ; শিষ বাহির করিবার জন্য কাটানো (পেনসিল বাড়ানো) ; সম্মানবৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত প্রশংসা করা (তুমি আমাকে বাড়িয়ো না) ; অতিরঞ্জিত করা (বাড়িয়ে বলা) ; অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া (সে ছেলেটাকে বাড়িয়ে তুলেছে) ; প্রকৃত অপেক্ষা অধিক করিয়া জ্ঞাপন করা (বয়স বাড়ানো) । (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে । বি. **~বাড়ি**—আতিশয্য, আধিক্য (বাড়াবাড়ি হওয়া) ; কোন কার্যে বা আচরণে সীমালঙ্ঘন (বাড়াবাড়ি করা) ।

বাড়ি১—বি. আঘাত ; (লাঠির বাড়ি, জুতার বাড়ি) ; লাঠি, দণ্ড । [দেশী] ।

বাড়ি২, (বর্জি.) **বাড়ী**—বি. বাসস্থান, গৃহ । [সং. বাটী] । বি. **~ওয়ালা**—(প্রধানতঃ ভাড়াটিয়া বাড়ির) মালিক । বি.(স্ত্রী.) **~ওয়ালী, ~উলী, ~ওয়ালি, ~উলি** । বি. **~ঘর, ঘরবাড়ি**—বাসগৃহ ও তৎসংলগ্ন সমস্ত গৃহাদি ।

বাড়ুই—**বাড়ই**-র বিকৃত রূপ ।

+**বাণ**—বি. তীর, শর, শায়ক, ইষু, বিশিখ, ধনু হইতে যে সূচীমুখ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় ; দৈত্যরাজবিশেষ ; (বাং.) তান্ত্রিক মারণমন্ত্রবিশেষ । [সং.] । বি. **~লিঙ্গ**—নর্মদানদী-তীরে আবিষ্কৃত (মতান্তরে বাণপূজিত) শিবলিঙ্গবিশেষ ।

বাণভট্ট—বি. 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত'-প্রণেতা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ।

+**বাণিজ্য**—বি. ব্যবসায়, পণ্যদ্রব্যাদি কেনা-বেচা । [সং. বণিজ্ + য (ভা)] । বি. **~দূত**—কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষণার্থ তথা হইতে আগত সরকারী দূত ।

বাণিয়া—**বানিয়া**-র বর্জি. বানান ।

বাণী—বি. কথা, উক্তি (আকাশবাণী, দৈববাণী) ; ভাষণ ; উপদেশপূর্ণ উক্তি (কবির বা মহাপুরুষের বাণী) ; সরস্বতী । [সং.] ।

বাণেশ্বর—বি. বাণাসুরের ইষ্টদেবতা দেবাদিদেব শিব ।

বাণ্ডিল—বি. পুলিন্দা, আঁটি, তাড়া । [ইং. bundle] ।

বাত১—বি. কথা, বাক্য ('শুনিতে তাহারি বাত' : চণ্ডী.) ; খবর, সংবাদ ('ঘরে বসে পুছে বাত' : খ. ব.) । [সং. বার্তা] ।

বাত২—বি. বায়ু, বাতাস (বাতায়ন, বাতাবর্ত) ; রোগবিশেষ (গেঁটেবাত) ; দেহস্থ ধাতুবিশেষ (বাত-পিত্ত-কফ) । [সং] । বি. **~কর্ম**—(-র্মন্)—অপানবায়ুত্যাগ । বি. **~রক্ত**—রক্তদুষ্টিজনিত রোগবিশেষ । বিণ. **~ল**—বাতযুক্ত, বায়ুময় ; স্ফীত ; কাঁপা ; (বাং.) বাতরোগগ্রস্ত ; (বাং.) বায়ুরোগগ্রস্ত ।

বাতলা—ক্রি. বাতলানো । [হি. বাত্‌লানা] । **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (উপায়াদি) বলিয়া বা বুঝাইয়া দেওয়া । (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে ।

বাতা—বি. বাঁশের বা কাঠের পাতলা লম্বা ফালি ; কাঁচা ঘরের চালে ব্যবহৃত ঐরূপ ফালি । [দেশী] ।

বাতানুকূল—বিণ. যাহার শীতাতপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত, air-conditioned । [সং. বাত + অনুকূল] ।

বাতান্বিত—বিণ. বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে এমন, aerated [বি. প.] । [সং. বাত + অন্বিত] ।

বাতাবরণ—বি. পরিবেশ (প্রীতির বা সন্দেহের বাতাবরণ) । [হি.] ।

বাতাবর্ত—বি. ঘূর্ণিবায়ু । [সং. বাত + আবর্ত] ।

বাতাবি, বাতাবী—বি. বৃহৎ লেবুবিশেষ । [জাভার রাজধানী 'বাটাভিয়া' হইতে প্রথমে আনীত বলিয়া এই নাম] ।

বাতায়ন—বি. বায়ুপ্রবেশের জানালা, গবাক্ষ । [সং. বাত + অয়ন] ।

বাতাস—বি. হাওয়া, বায়ু, বায়ুপ্রবাহ (ঝড়ো বাতাস) ; ব্যজন (বাতাস করা) ; (প্রধানতঃ মন্দার্থে) প্রভাব, সংস্রব (ভূতের বাতাস) ; অপদেবতাদির (অদৃশ্য) আক্রমণ (ছেলেটার গায়ে বাতাস লেগেছে) । [সং. বাত] । ক্রি. **বাতাস দেওয়া**—(আল.) উত্তেজিত করা ।

বাতাসা—বি. চিনি বা গুড় দিয়া প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ । [দেশী] ।

বাতাহত—বিণ. প্রবল বায়ুদ্বারা আহত বা আন্দোলিত । (বাতাহত লতা) । [সং. বাত + আহত] ।

বাতি—বি. দীপ, প্রদীপ ; আলো ; ভিতরে সলিতা-ভরা মোম ইত্যাদির ছোট দণ্ডবিশেষ, candle ; গাছের সরু, লম্বা শুঁজি · মোমবাতির ন্যায় লম্বা আকারের জিনিস (গালার বাতি) । [সং. বর্তি] । **~দান**—দীপাধার ।

বাতিক—(১) বি. বায়ুরোগ ; বাত বা বায়ু হইতে আগত ; (বাং.) বাই, পাগলামি (বাতিকগ্রস্ত) ; ক্ষেপাটে ভাব, ছিট ; প্রবল শখ (বেড়ানর বাতিক) । (২) বিণ. বাতোৎপন্ন, বায়ুজনিত (বাতিক ব্যাধি) । [সং. বাত + ইক] ।

বাতি-ঘর—বি. সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজের আলোর দিশারী, Light house ।

বাতিল—বি. পরিত্যক্ত ; অগ্রাহ্য ; নাকচ (দাবি বা দরখাস্ত বাতিল) । [আ. বাতীল্] ।

বাতুল, (বিরল) **বাতূল**—বিণ. বায়ুরোগগ্রস্ত ; পাগল, উন্মাদ, ক্ষেপা । [সং. বাত + উল, উল] । বি. **~তা** ।

বাত্যা—বি. প্রবল বায়ু, ঝড় (বাত্যাবিধ্বস্ত) । [সং. বাত + য + আ] । বিণ. **~পীড়িত**—ঝড়ের মুখে পড়িয়াছে এমন, ঝটিকাহত ।

বাৎসরিক—বিণ. বৎসর-সম্বন্ধীয় ; বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত অথবা উপস্থিত (বাৎসরিক শ্রাদ্ধ), বার্ষিক । [সং. বৎসর + ইক] ।

বাৎসল্য—বি. বৎসলতা, স্নেহ ; (অল.) রসবিশেষ ; (বৈষ্ণবসাহিত্যে নন্দ-যশোদা বা বসুদেব-দেবকী এবং কৃষ্ণকে লইয়া রচিত পদে ব্যঞ্জিত রস ; ভক্ত এবং ভগবানের ভিতরে মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত ভাবরসের অনুরূপ) । [সং. বৎসল + য (ভা)] ।

বাথান—বি. গোশালা ; গোচারণ-ভূমি ; গবাদি পশুর পাল । [<সং. বাসস্থান] । বিণ. **বাথানিয়া**, (কথ্য)

বাথানে—আসজলিন্স্ ('ষাঁড় চাঞা বুলে যেন বাথানিয়া গাই' : ক. ক.)।

বাথুয়া, বেথো—বি. শাকবিশেষ। [সং. বাস্তুক]।

বাদ১—বি. বাধা, বিঘ্ন; বৈরিতা। [সং. বাধ]। বিণ. নষ্ট, পণ্ড (বরবাদ)। ক্রি. **বাদ সাধা**—বিঘ্ন সৃষ্টি করা; বৈরসাধন করা।

বাদ২—বি. উক্তি, কথন (নিন্দাবাদ, সাধুবাদ); বাক্য (অনুবাদ); তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তর্ক; কলহ (বাদ-প্রতিবাদ, বাদ-বিসংবাদ); (স্থায়.) যথার্থ বিচার; মত, theory (সাম্যবাদ, অদ্বৈতবাদ) [বি. প.]। [সং. √বদ্ +অ (ভা)]। বি. **~বিতণ্ডা**—কথা-কাটাকাটি, প্রবল তর্কাতর্কি।

বাদ৩—বি. ছাড়, বিয়োগ (বাদ দেওয়া, বাদ পড়া, বাদ যাওয়া, বাদ হওয়া)। [আ.]। বিণ. **~বাকি**—অবশিষ্ট। বি. **~সাদ**—ছাড়ছোড়, কিছু পরিমাণে বাদ (বাদ-সাদ দিয়া পাওনা মিটানো)। অব্য. **বাদে**—ব্যতীত (তুমি বাদে সবাই জানে); পরে (তিন দিন বাদে এসো)।

বাদন—বি. বাদ্যকরণ, বাজানো। [সং. √বদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. বি. **বাদক**—বাদ্যকর, বাজিয়ে।

বাদর—**বাদল**-এর কোমল রূপ ('ভরা বাদর' 'বাদর-বরখন, নীরদগরজন' : রবীন্দ্র)।

বাদরায়ণ—বি. বেদব্যাস, বেদান্তসূত্রের প্রণেতা।

বাদল—বি. বর্ষা; মেঘবৃষ্টি (বাদল-ধারা), দুর্দিন। [সং. বাদল]। **বাদলা**—(১) বিণ. বর্ষাকালীন (বাদলা হাওয়া); বর্ষাসিক্ত। (২) বি. বাদল। বিণ. **বাদুলে,** (বিরল) **বাদলে**—বাদল-সম্বন্ধীয়; বর্ষাকালে জাত (বাদুলে পোকা)।

বাদলা—বি. জরির সুতা (বাদলার কাজ)। [হি.]।

বাদশাহ্, বাদশাহ, (কথ্য) বাদশা—বি. মুসলমান সম্রাট্ বা রাজাধিরাজ। [ফা.]। বি. **~জাদা**—বাদশাহ্‌র পুত্র। বি.(স্ত্রী.) **~জাদী**—বাদশাহ্‌র কন্যা।

বাদশাহি, বাদশাহী, (কথ্য) বাদশাই—(১) বি. বাদশাহ্‌র পদ অধিকার বা রাজ্য; বাদশাহের বা তত্তুল্য আড়ম্বরময় জীবন যাপন। (২) বিণ. বাদশাহ-সম্বন্ধীয়; বাদশাহ্‌র উপযুক্ত বা তুল্য (বাদশাহি চাল-চলন বা মেজাজ)।

বাদা—বি. বিস্তীর্ণ জলাভূমি, দক্ষিণবঙ্গে অকর্ষিত ও জঙ্গলময় অঞ্চল। [আ. বাদিয়্]। বি. **~চিংড়ি**—ছোট চিংড়িবিশেষ : ইহা বাদার লোনা জলে পাওয়া যায়।

বাদাড়—বি. জঙ্গল (বনবাদাড়)। [দেশী]।

বাদানুবাদ—বি. তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি। [সং. বাদ+অনুবাদ]।

বাদাম১—বি. কঠিন আবরণযুক্ত বিভিন্ন ফলবীজ, যাহার শাঁস খাওয়া যায়। [ফা.]।

বাদাম২—বি. নৌকার পাল ('রাধার নামে বাদাম দিয়ে')। [ফা. বাদ্‌বান্]।

বাদামী—বিণ. বাদামের খোসার স্থায় বর্ণযুক্ত, পাটকিলা, পীতাভ; বাদামসদৃশ। [বাং. বাদাম১+ঈ]।

বাদিত—বিণ. শব্দিত; ধ্বনিত। [সং. √বদ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

বাদিতা, বাদিনী—**বাদী** দ্রঃ।

বাদিত্র—বি. বাদ্যযন্ত্র, বাজনা। [সং. √বদ্+ণিচ্ ইত্র (র্ম)]।

বাদিয়া—**বেদিয়া**-র রূপভেদ।

বাদী (-দিন্)—(১) বিণ. বক্তা (সত্যবাদী); মতবাদ-প্রবর্তক (অদ্বৈতবাদী); মতাবলম্বী (বাস্তববাদী); অভিযোক্তা, ফরিয়াদী (বাদী পক্ষ); প্রতিকূল; যে বাধা দেয়। (২) বি. (সঙ্গীতে) রাগরাগিণীর প্রধান সুর। [সং. √বদ্ +ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী) **বাদিনী**। বি. **বাদিতা**। (স্পষ্টবাদিতা)।

বাদুড়—বি. বৃহদাকার চামচিকার স্থায় স্তন্যপায়ী ও পক্ষযুক্ত প্রাণিবিশেষ। [সং. বাতুলি]। বিণ. **~ঝোলা**—বাদুড়ের মত ঝুলন্ত অবস্থায়।

বাদুলে—**বাদল** দ্রঃ।

বাদে—অব্য. বর্জন করিয়া, বাদ দিয়া (আজ বাদে কাল তোমার পরীক্ষা, টাকার কথা বাদে অন্য কথা বল); পরে (তিন দিন বাদে আসিবেন)। [**বাদ৩** দ্রঃ]।

বাদ্য—বি. বাজনা; বাজনার যন্ত্র। [সং. √বদ্+ণিচ্ +য (ভা. র্ম)]। বি. **~কর**—বাজনদার, বাজিয়ে। বি. **~ভাণ্ড**—বাদ্যযন্ত্রসমূহ। বি. **বাদ্যোদ্যম**—(সচ. নানা যন্ত্রের মিলিত) বাদ্যজনিত কোলাহল; (শিথি.) বাজনা বাজাইবার উদ্যোগ।

†**বাধ**—বি. বাধা (তু. অবাধ গতি); উপদ্রব; পীড়া। [সং. √বাধ্ +অ (ভা)]।

†**বাধক**—(১) বিণ. বাধাজনক, প্রতিবন্ধক। (২) বি. গর্ভধারণে বাধাদায়ক স্ত্রীরোগবিশেষ, রজোদোষ। [সং. √বাধ্ +অক (র্তৃ)]।

বাধবাধ, বাধোবাধো—ক্রি-বিণ. (সজবর্ধাদি) শুরু হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন (মকদ্দমা বা মারামারি বাধোবাধো); কুণ্ঠাযুক্ত (কথা উত্থাপন করতে বাধো-বাধো লাগছে); প্রায়-অবরুদ্ধ (বাধোবাধো গলা)। [**বাধা২** ও **বাধা৩** দ্রঃ]।

বাধা১—বি. চামড়ার ফিতা দিয়া বাঁধা একপ্রকার চটি-জুতা বা খড়ম ('নন্দের বাধা')। [সং. বধ্রী]।

†**বাধা২**—বি. ব্যাঘাত (কাজে বা কথায় বাধা দেওয়া, পাওয়া বা অতিক্রম করা), প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন; নিষেধ; উপদ্রব। [সং. √বাধ্ +অ (ভা)+আ]।

বাধা৩—(১) ক্রি. জড়িত হওয়া, আটকানো (কথা বাধে, বাধিয়া যায়); অপ্রীতিকর কোনো কিছু ঘটা (তর্ক, হাঙ্গামা, ঝগড়া বা যুদ্ধ বেধেছে); বাধা পাওয়া, বিরুদ্ধ হওয়া (ধর্মে বাধে, মিথ্যা কহিতে বাধে না); কষ্ট বোধ করা (গিলতে বলতে বুঝতে বাধে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. আবদ্ধ। [সং. √বাধ্ +বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বদ্ধ করা, আটকান; সঙ্ঘটন করা, (ঝগড়া বা মামলা বাধানো, প্রলয়কাণ্ড বাধানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

†**বাধিত**—বিণ. বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত; নিবারিত। (বাং.)

অনুগৃহীত (পত্র পাইয়া বাধিত); উপকারের ঋণে আবদ্ধ (বাধিত হওয়া বা থাকা)। [সং. √বাধ্+ত (র্ম)]।

*বাধ্য—বিণ. বারণযোগ্য, নিষেধ্য; (বাং.) অনুগত, বশীভূত, আজ্ঞাবহ (বাধ্য ছেলে); উপায়ান্তর নাই অথবা অন্যথা হইবার নহে এমন (প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইব, সে হারিতে বাধ্য, এরূপ ঘটনা ঘটিতে বাধ্য)। [সং. √বাধ্+য (র্ম)]। বি. ~তা। বশ্যতা (বাধ্যতা দাবি করা)। বি. ~বাধকতা—পারস্পরিক বশ্যতা; বাঁধা-বাঁধি।

-বান্১ (-বৎ)—যুক্ত অন্বিত প্রভৃতি অর্থবাচক তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ (বেগবান্, ফলবান্)। স্ত্রী. -বতী।

বান২—বি. বন্যা, জলপ্লাবন; নদনদীর অকস্মাৎ জলস্ফীতি। [সং.]। বিণ. বানভাসি—বন্যার জলে প্লাবিত (বানভাসি গ্রামগুলির উন্নয়ন)। ক্রি. বানের জলে ভাসিয়া আসা—(আল.) অনায়াসে বা অযাচিতভাবে মেলা। ক্রি. বানের জলে ভাসিয়া যাওয়া—(আল.) অসহায় বা নিরাশ্রয় হওয়া, সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া।

বানকে—বিণ. বায়না ধরিতে অভ্যস্ত (বানকে ছেলে)। [বায়না১ দ্রঃ]।

বানচাল—বিণ. তলা ফুটা হইয়া গিয়াছে এমন (নৌকা বানচাল হওয়া); বিপর্যস্ত, উলট-পালট (বৃষ্টিতে সব ব্যবস্থা বানচাল)। [দেশী]।

বানডিল—বাণ্ডিল-এর বানানভেদ।

বানতৈল—বি. উদ্বায়ী-তৈল, essential oil [বি. প.]। [সং. √বৈ(শোষণে)+ক্ত বান (=যাহা উড়িয়া বা শুষিয়া গিয়াছে)]।

বানপ্রস্থ—(১) বি. হিন্দুধর্মানুযায়ী তৃতীয় আশ্রম অর্থাৎ প্রৌঢ় বয়সে সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া বনগমনপূর্বক ঈশ্বর-চিন্তায় অবশিষ্ট জীবনযাপন। (২) বিণ. তৃতীয় আশ্রম অবলম্বনকারী। [সং.]।

বানর—বি. বাঁদর, কপি। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) বানরী।

বানা—ক্রি. বানান। [প্রা. √বন্ন<সং. √বর্ণি—তু. হি. √বনা]।

বানান১ (উচ্চা. বানান্)—বি. শব্দমধ্যস্থ বর্ণসমূহের বিশ্লেষণ বা ক্রমিক বর্ণন। [সং. বর্ণন]।

বানান২, বানানো—(১) ক্রি. প্রস্তুত করা (বাড়ি-ঘর বানানো), গঠন করা, উদ্ভাবন বা কল্পনা করা (বানিয়ে বলা); কোন কিছুর তুল্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা (ভেড়া বানানো); কিছুতে পরিণত করা (বোকা বানানো); রাঁধিবার উপযুক্ত করিয়া কোটা (মাংস বানানো); রাঁধা (কোর্মা বানানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে (বানানো গল্প)। [বানা দ্রঃ]।

বানি—বি. (অলঙ্কারাদি) তৈয়ার করার মজুরি। [হি. বন্‌বাঈ]।

বানিয়া—বি. ব্যবসায়ী; দোকানী; (মন্দার্থে) প্রবল ব্যবসায়বুদ্ধিযুক্ত লোক। [সং. বণিক্]।

বানীর—বি. বেতস-লতা, বঞ্জুল, বেত (বানীর-নিকুঞ্জ)। [সং.]।

বানুরে—বিণ. বানরসুলভ; বানরোচিত। [সং. বানর+বাং. ইয়া>এ]।

বান্ত—বিণ. বমি করিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, উদ্গীর্ণ। [সং. √বম্+ত (র্ম)]।

বান্দর—বানর-এর প্রাদে. রূপ।

বান্দা—বি. ক্রীতদাস, ভৃত্য; অনুগত বা অধীন ব্যক্তি, (বিদ্রূপে) ব্যক্তি (সহজ বান্দা নয়)। [ফা. বন্দাহ্]। বি. (স্ত্রী.) বান্দী, বাঁদী।

*বান্ধব—বি. স্বজন, আত্মীয়; বন্ধু। [সং. বন্ধু+অ (স্বার্থে)]। বি.(স্ত্রী.) বান্ধবী—স্ত্রী-বন্ধু, সখী।

বান্ধা—বাঁধা-র রূপভেদ ('দুয়ারে বান্ধা হাতী')।

বান্ধুলি—বি. পুষ্পবিশেষ। [সং. বন্ধুলি]।

বাপ—বি. বাবা, পিতা; পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে স্নেহ-সম্বোধন। [সং. বপ্র]। ক্রি. বাপ তোলা—বাপান্ত করা। বাপকা বেটা, বাপের বেটা—পিতার উপযুক্ত পুত্র। বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া—সন্তান তাহার পৈতৃক গুণাদি কিছু না কিছু অবশ্যই পায়। বাপের জন্মে, বাপের বয়সে—(আল.) কোনও কালে। কারও বাপের সাধ্য নেই—(আল.) সবার অসাধ্য। বি. ~ঠাকুরদাদা, ~দাদা—পিতৃপুরুষগণ। অব্য. ~ধন—পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে বিশেষ স্নেহসম্বোধন। অব্য. বাপ বাপ—ভয় বা বিপদ হইতে মুক্তির আশ্বাসসূচক উক্তি (বাপ বাপ ব'লে পালাবে)। বি. বাপা—(আদরে বা বিদ্রূপে) বাবা। বি. বাপান্ত—কাহারও বাপের নাম উল্লেখ করিয়া বা বাপকে ছোট করিয়া গালি-প্রদান ('উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত': রবীন্দ্র)। বাপি, বাপী—পুত্রকে বা পিতাকে স্নেহের সম্বোধন। বি. অব্য. বাপু—স্নেহপাত্রকে বা পদমর্যাদায় হীনতর ব্যক্তিকে সম্বোধন; বিরক্তি ক্রোধ প্রভৃতি সূচক (তুমি বাপু কাজটা ভালো কর নাই)। অব্য. বাপ্, বাপ্স্—ভয়-বিস্ময়াদিসূচক।

বাপন—বি. (পরের দ্বারা) বপন, বয়ন বা মুণ্ডন। [সং. √বপ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. বি. বাপক—বাপনকারী। বিণ. বাপিত—বাপন করা হইয়াছে এমন।

বাপী—বি. বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘি। [সং. √বপ্+ই (ণি)+ঈ]।

বাফতা—বি. রেশম ও কার্পাস মিশাইয়া প্রস্তুত বস্ত্র-বিশেষ। [ফা. বাফ্‌তা]।

বাব—বি. হিসাবের ভাগ বা খাত; রাজস্বের প্রকার-ভেদ। [আ.]।

বাবই—বাবুই-র রূপভেদ।

বাবত, বাবদ—অব্য. জন্য, দরুন (খোরাকি বাবদ পাওনা)। [আ. বাবৎ]।

বাবরি, (বর্জি.) বাবরী—বি. সিংহের কেশরের ন্যায় কোঁকড়ান চুল, কান পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়া চুল। [ফা. ববর (=সিংহ)+বাং. ই, ঈ]। বিণ. ~কাটা—বাবরির ন্যায় কুঞ্চিত।

বাবলা—বি. কাঁটাওয়ালা গাছবিশেষ (ইহার আঠায় গঁদ হয়)। [সং. বর্বুর]।

বাবা—(১) বি. পিতা, জনক ; পুত্রস্থানীয়কে স্নেহ-সম্বোধন ; সাধু-সন্ন্যাসীর ও দেবতার উপাধিবিশেষ, ঠাকুর (পওহারী বাবা, বাবা তারকনাথ)। (২) অব্য. বাবাঃ। [<সং. বপ্র]। বি. **~জী**—সাধুসন্ন্যাসীদের (বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাধুদের) উপাধি ; পুত্রস্থানীয়ের সম্মান-জনক উপাধিবিশেষ। বি. **~জীবন**—পুত্রস্থানীয়কে (বিশেষতঃ জামাতাকে) স্নেহসম্বোধন। অব্য. **বাবাঃ**—ভয় বিস্ময় বিদ্রূপ প্রভৃতি সূচক।

বাবু—(১) বি. হিন্দু ভদ্রলোকের নামের সহিত ব্যবহৃত উপাধি (হরিবাবু) ; কেরানি ('হেড অফিসের বড়বাবু' : সুকু.) ; হিন্দু ভদ্র পরিবারের গৃহকর্তা বা অন্য বয়স্ক পুরুষ ; মনিব ; স্বামী, পতি ; পিতা, বাবা ; বৎস, বাছা। (২) বিণ. শৌখিন, বিলাসী ; আয়েসী (এই বয়সে ঐরকম বাবু হওয়া ভালো নয়)। [বাং. বাপু, ফা. বাবু]। বি. **~গিরি, ~য়ানা, ~য়ানি**—শৌখিন বা বিলাসী চালচলন। বি. **~জী, ~মশাই**—ভদ্র-লোককে সম্বোধন।

বাবুই—বি. গৃহনির্মাণে দক্ষ, ক্ষুদ্র একপ্রকার পক্ষী। একপ্রকার দৃঢ় ও দীর্ঘ তৃণ। [দেশী]। বি. **~তুলসী**—তুলসীগাছের প্রকারভেদ, বনতুলসী।

বাবুর্চী, বাবুর্চি—বি. মুসলমান পাচক। [তুর্. বাবর্চী]। বি. **~খানা**—(বাবুর্চীর) রান্নাঘর।

বাম$_1$—বাঁও দ্রঃ।

বাম$_2$—(১) বি. বাঁ-দিক্, ডাহিনের বিপরীত দিক্ ; শিব ('পতি মোর বাম' : ভা. চ.)। (২) বিণ. বাঁ, দক্ষিণেতর ; বিমুখ, প্রতিকূল ('বিধি মোর বাম') ; সুন্দর, মনোহর (বামলোচনা)। [সং.]। বি. **~দেব**—শিব, মহাদেব ; মুনিবিশেষ। বি. বিণ. **~পন্থী**—তথাকথিত প্রগতি-বাদী ও বর্তমান শাসনতন্ত্রের সাধারণভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দল বা মতবাদ।

বামন$_1$—বি. বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার (এই অবতারে বিষ্ণু খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণের মূর্তিতে দৈত্যরাজ বলিকে দমন করেন)। (২) বিণ. খর্বকায়, বেঁটে (বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ানো)। [সং.]।

বামন$_2$, বামুন—বি. ব্রাহ্মণ ; হিন্দু চতুর্বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ ; পুরোহিত ; পাচক। [সং. ব্রাহ্মণ]। বি.(স্ত্রী.) **বামনী**। বি. **বামনা**—(তুচ্ছার্থে) বামন। বি. **বামনাই**—(বিদ্রূপে) ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার অথবা আতিশয্য -প্রদর্শন। বি. **বামুনঠাকুর**—পুরোহিত ; পাচক-ব্রাহ্মণ।

বামা—(১) বি. সুন্দরী নারী, রমণী। (২) বিণ. বিমুখী, প্রতিকূলা। [সং. বাম$_2$ + আ]।

বামাচার—বি. তান্ত্রিক আচার বা শক্তিপূজার প্রকার-বিশেষ ; তন্ত্রোক্ত পঞ্চ সাধন' বা পঞ্চ'ম'কারযুক্ত সাধনা-বিশেষ। [সং. বাম$_2$ + আচার]। বিণ. **বামাচারী** (-রিন্)—বামাচার পালনকারী।

বামাবর্ত—(১) বিণ. বামদিকে আবর্তযুক্ত, বামঅভিমুখী, বামদিকে ঘোরে এমন (বামাবর্ত শঙ্খ)। (২) বি. বাম-দিকে আবর্তন। [সং. বাম$_2$ + আবর্ত]।

বামাল—(১) বি. অপহৃত বা লুণ্ঠিত বস্তু। (২) ক্রি-বিণ. চোরাই মালের সহিত (বামাল ধরা পড়া)। [ফা. ব-মাল্]।

বামী—বি.(স্ত্রী.) ঘোটকী ; গর্দভী ; হস্তিনী ; শৃগালী। [সং. বাম$_2$ + ঈ]।

বামুন—বামন$_2$-এর চলিত রূপ। **বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর**—(আল.) মালিক বা তত্ত্বাবধায়ক নজর না রাখিলে ভৃত্য বা কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয়। **বামুনের গোরু**—(আল.) অতি অল্প খরচে বেশী কাজ দেয় এমন ব্যক্তি বা বস্তু।

বামেতর—বিণ. দক্ষিণ, ডাহিন। [সং. বাম$_2$ + ইতর]।

বামোরু—বি. সুন্দর উরুযুক্তা রমণী ; সুন্দরী। [সং. বাম$_2$ + উরু]।

বাম্য—বিণ. (বৈ. সা.) প্রতিকূল, বিরুদ্ধ ('তথাপি সর্বদা বাম্য বক্রব্যবহার' : চৈ. চ.)। [সং. বাম$_2$ + য]।

বায়—বায়ু-র বা বায়ুতে-র কোমল রূপ ('বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণবায়' : রবীন্দ্র)।

বায়ক—বিণ. বপনকারী। [সং.]।

বায়না$_1$—বি. আবদার ; কোন কিছুর জন্য অবিরত প্রার্থনা (ছেলেটা ঘুড়ির জন্য বায়না ধরেছে) ; ছল, ছুতা, ওজর (এই অর্থে বাহানা-ই অধিকতর চলিত ; যেমন —বাহানা করা, টাল-বাহানা)। [ফা. বাহানা]।

বায়না$_2$—বি. মূল্যাদির অগ্রিম প্রদত্ত অংশ, দাদন ; অগ্রিম কিছু অংশ দিয়া ক্রয়ের অঙ্গীকার (বায়না করা)। [আ. বয়্ + ফা. আনা]। বি. **~পত্র**—বায়না দিবার পরে লিখিত ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল।

বায়নাক্কা—বি. বিশদ বিবরণ ; খুঁটিনাটি ; টাল-বাহানা। [বয়ান$_2$-শব্দজ]।

বায়ব, বায়বীয়, বায়ব্য—বিণ. বায়ু-সংক্রান্ত ; বায়ুতে পরিণত ; বায়ুজাত ; বায়ুপথে বিচরণকারী ; বায়ুবৎ ; [সং. বায়ু + অ, ঈয়, য]।

বায়স—বি. কাক। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **বায়সী**।

বায়স্কোপ—বি. চলচ্চিত্র, ছায়াচিত্র, সিনেমা। [ইং. bioscope]।

বায়াত্তুরে—বাহাত্তুরে-র গ্রা. রূপ।

বায়ান্ন—বাহান্ন-র গ্রা. রূপ।

বায়ু—বি. হাওয়া, বাতাস, পবন, সমীরণ, সমীর, বাত, অনিল, মরুৎ, মারুত ; প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান : দেহস্থ এই পঞ্চবায়ু ; (আয়ু.) দেহমধ্যস্থ ধাতুবিশেষ (কুপিত বায়ু ; বায়ুরোগ) ; বাতিক, বাই। [সং.]। বি. **~কোণ**—উত্তর ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী কোণ। বিণ. **~গ্রস্ত**—বায়ুরোগাক্রান্ত ; বাতিকগ্রস্ত, খেপা। বিণ. **~জীবী** (-বিন্)—কেবল বায়ু-আহারপূর্বক জীবন-ধারণকারী, aerobic [বি. প.]। বি. **~পরিবর্তন**—স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্থানান্তরে গমন। বি. **~প্রবাহ**—ধাবমান বায়ুর স্রোত বা বেগ। **~ভুক্** (-ভুজ্)—(১) বিণ. বায়ুভক্ষণকারী ; (ব্যঙ্গে) অনাহারী। (২) বি. সর্প।

বি. ~মণ্ডল—পৃথিবীর উপরিস্থ যে স্থান পর্যন্ত ব্যাপিয়া বায়ু আছে। বি. ~রোগ—উন্মাদরোগ ; কুপিত বায়ু-জনিত রোগ। বি. ~সেবন—উন্মুক্ত স্থানের বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত দেহমধ্যে গ্রহণ।

বায়েন—বি. বাদক ; দক্ষ বাদক। [সং. বাদন]।

বার১—বাহির-এর কথ্য রূপ (দুনিয়ার বার, ঘর থেকে বার ক'রে দাও, ভিতর-বার দেখ)।

বার২—বি. রাজসভা, দরবার ('বার দিয়া বসিয়াছে বীর-সিংহ রায়' : ভা. চ.) ; দরবারে দর্শনদান ('বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছিলেন' : ব. চ.)। [ফা. দরবার]।

বার৩—বি. ভার, বোঝা। [ফা.]। বি. ~বরদার—মুটিয়া, কুলি ; তল্পিবাহক। ~বরদারি, ~বরদারী—(১) বি. বারবরদারের বৃত্তি ; মোট বা তল্পি বহনের মজুরি বা খরচ। (২) বিণ. মোট-বহন বা তল্পি-বহন বা বারবরদার সংক্রান্ত।

বার৪—বি. উকিলসমাজ ; কোন আদালতের উকিল-সমূহ। [ইং. bar]। বি. ~লাইব্রেরী—আইনজীবীদের ব্যবহারার্থ আদালতের (প্রধানতঃ আইনবিষয়ক পুস্তকের) গ্রন্থাগার।

বার৫—বি. দিন (হাটবার) : সপ্তাহের বিভিন্ন দিবস (আজ সোমবার) ; পুণ্যতিথি (বারব্রত) ; দফা, খেপ (প্রতিবার, গতবারে) ; পালা, পর্যায় ; সমূহ, সাধারণ (বারাঙ্গনা) ; বাধাদান, নিবারণ। [সং. √বৃ+অ]। ক্রি-বিণ. ~ংবার, ~বার—পুনঃপুনঃ ('বারে বারে জ্বালবি আলো—')। বি. ~দিগর—(আদালতী ভাষায়) অন্য-বার, দ্বিতীয়বার, পুনর্বার। বি. ~ব্রত—পুণ্যতিথিতে বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান।

বার৬, বারো—বি. বিণ. ১২ সংখ্যা বা সংখ্যক, দ্বাদশ। [হি. বারহ্ > সং. দ্বাদশন্]। ~ই—(১) বি. মাসের দ্বাদশ তারিখ। (২) বিণ. দ্বাদশ তারিখের (বারই ফাল্গুন)। বিণ. ~দুয়ারি, ~দুয়ারী—বারখানি দরজাযুক্ত। বি. ~ভুঁইয়া, ~ভুঞা—ভুঁইয়া দ্রঃ। বি. ~ভূত—নানা বা বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (বারো ভূতে সব খাচ্ছে)। অব্য. ~মাস—এক বৎসর ; সর্বদা। বারোমাস ত্রিশ দিন—সর্বদা। বারোমাসে তেরো পার্বণ—সমগ্র বৎসরে অনুষ্ঠেয় সকল-প্রকারের ধর্মীয় এবং অন্যান্য কর্তব্য,—কোনটিকে বাদ না দিয়া। বি. ~মাস্যা, ~মাসি—বিরহিণী নায়িকার একবৎসর-ব্যাপী সুখদুঃখের কাহিনী-সংবলিত কবিতা। বিণ. ~মেসে—বৎসরের সকল সময়েই হয় এমন। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি—মুখ্য বস্তু বা বিষয়ের তুলনায় গৌণ বিষয়ে বাড়াবাড়ি।

বারংবার—বার৫ দ্রঃ।

বারক—বারণ২ দ্রঃ।

বারকোশ—বি. কাষ্ঠনির্মিত বড় থালাবিশেষ। [ফা. বারকশ্]।

বারণ১—বি. হস্তী ('মত্তবারণ তুল্য')। [সং. √বৃ+ণিচ্ (=নিবারণ করে, শত্রুবল)+অন (র্ম)]।

বারণ২—বি. নিষেধ, নিবৃত্তি, নিবারণ ; রোধ (বারণ করা, মানা)। [সং. √বৃ+ণিচ্ (=নিবারণ করা, শত্রু-বল)+অন (ভা)]। বিণ. বারক—নিবারক, নিষেধ-কারী ; প্রতিবন্ধক। বিণ. বারণীয়—নিবারণযোগ্য ; নিবার্য।

বারতা—বার্তা২-র কোমল রূপ।

বারদরিয়া—বি. বহিঃসমুদ্র, সমুদ্রের বা বিশাল নদীর তীর হইতে দূরবর্তী অংশ। [বাং. বার১+দরিয়া]।

বারদুয়ারি, বারদুয়ারী—বার৬ দ্রঃ।

বারনারী—বি. বেশ্যা, বারাঙ্গনা। [সং.]।

বারফট্টাই—বি. বাহিরের অর্থাৎ মৌখিক আস্ফালন বা বড়াই। [দেশী]।

বারবধূ, বারবনিতা—বি. বেশ্যা, বারাঙ্গনা। [সং.]।

বারবরদার, বারবরদারি, বারবরদারী—বার৩ দ্রঃ।

বারবার—বার৫ দ্রঃ।

বারবিলাসিনী—বি. বারাঙ্গনা, বেশ্যা। [সং.]।

বারবেলা—বি. রবি, সোম ইত্যাদি বারের বা দিবসের যথার্থ-পরিমিত যে অংশে যাত্রা ও অন্যান্য শুভকার্য করা নিষিদ্ধ। [সং. বার (=নিবারণ)+বেলা]। বারব্রত—বার৫ দ্রঃ।

বারভুঁইয়া, বারভুঞা, বারভূত, বারমাস, বার-মাসি, বারমাস্যা—বার৬ দ্রঃ।

বারমুখো—বিণ. গৃহের বাহিরে রাত্রিযাপন করিতে ভালবাসে এমন। [বাং. বার১+মুখ+আ]।

বারমুখ্যা—বি. প্রধানা বেশ্যা। [সং. বার+মুখ্যা]।

বারয়িতা (-তৃ)—বিণ. বারক, নিবারণকারী। [সং. √বৃ+ণিচ্+তৃ (তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) বারয়িত্রী।

বারযোষিৎ—বি. বারাঙ্গনা, বেশ্যা। [সং.]।

বারশিঙ্গা—বি. প্রতিশৃঙ্গে ছয়টি শাখাযুক্ত হরিণবিশেষ। [বাং. বার৬+শিঙ+আ]।

বারা—ক্রি. (সাধারণতঃ কাব্যে) নিবারণ করা, নিষেধ করা, বাধা দেওয়া ; এড়ান। [সং. √বৃ+ণিচ্+বাং. আ]।

বারাঙ্গনা—বি. বেশ্যা, বারনারী। [সং. বার (=সমূহ)+অঙ্গনা]।

বারাণসী—বি. তীর্থরাজ কাশীর অপর নাম। [সং. বরণাসী (বরণা+অসি (<নাশী)+অ+ঈ]।

বারাণ্ডা—বারান্দা-র রূপভেদ।

বারান্তর—বি. অন্য সময় বা বার। [সং. বার+অন্তর (=অন্য)]।

বারান্দা, বারাণ্ডা—বি. ঘরের সম্মুখস্থ (আচ্ছাদনযুক্ত বা আচ্ছাদনহীন) চত্বরবিশেষ, অলিন্দ, দাওয়া। [ফা. বরামদা]।

বারি১—বারী-র বানানভেদ।

বারি২—বি. জল। [সং.]। বি. ~দ, ~বাহ, ~বাহক, ~বাহন—মেঘ। ~ধর, ~ধি, ~নিধি সমুদ্র। বি. ~প্রবাহ—জলের স্রোত বা তোড়। বি. ~মণ্ডল—পৃথিবীর জলময় অংশ, hygrosphere।

বারিক—বি. সৈন্যদলের বাসগৃহ। [ইং. barrack]।

বারিত—বিণ. নিবারিত : নিষিদ্ধ। [সং. √বৃ+ণিচ্+ত (র্ম)]।

বারিদ, বারিধর, বারিধি, বারিনিধি, বারিপ্রবাহ, বারিবাহ, বারিবাহক, বারিবাহন—বারি২ দ্রঃ।

বারী, বারি—বি. হাতি বাঁধার দড়ি বা স্থান ('বারী-মাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদারি' : মধু.), জলপাত্র, কলসী। [সং. √বৃ+ণিচ্+ই+ঈ]।

বারীন্দ্র, বারীশ—বি. সমুদ্র। [সং. বারি+ইন্দ্র, ঈশ]।

বারুই, বারই—বি. পান-চাষকারী হিন্দু জাতিবিশেষ। [দেশী]।

বারুজীবী (-বিন)—বি. বারুই। [সং. বারু+√জীব্+ইন্ (র্তৃ)]।

বারুণ—(১) বিণ. বরুণ-সম্বন্ধীয়। (২) বি. জল : জলদ্বারা স্নান। [সং. বরুণ+অ]। বি.(স্ত্রী.) **বারুণী**—মদ্য-বিশেষ : পশ্চিম দিক্ ; শতভিষানক্ষত্র, ঐ নক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণাচতুর্দশী-তিথিতে পুণ্যস্নানাদি দ্বারা পালনীয় পর্ব-বিশেষ ; (বাং.) বরুণের পত্নী।

বারুদ—বি. কামান-বন্দুকাদির মধ্যে ভরিয়া গুলি ছুড়িবার বিস্ফোরক চূর্ণবিশেষ। [তুর্. বারুত]। বি. **~খানা**—যে কক্ষে বারুদ রাখা হয়।

বারেক—ক্রি-বিণ. (কাব্যে) একবার, মাত্র একবার ('বারেক ফিরিয়া চাও')। [সং. বার+এক (বাং. সন্ধি)]।

বারেন্দ্র—বি. বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। [সং. বরেন্দ্র+অ]। বি.(স্ত্রী.) **বারেন্দ্রী**—বরেন্দ্রভূমি।

বারো—বার৬ দ্রঃ।

বারোয়াঁ, বারোঁয়া, বারোয়ারী১—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ (বারোয়াঁ-রাগিণীতে নহবৎ বাজে)। [হি. বররা]

বারোয়ারি২, বারোয়ারী—বি. বিণ. পল্লীবাসীদিগের সমবেতভাবে কৃত অনুষ্ঠান বা উৎসব (বারোয়ারি পূজা)। [সং. বার (=সমূহ, জনসাধারণ)+ফা. য়ারী (=ওয়ারি)]।

বার্ণিক—বি. লেখক, লিপিকর ; চিত্রকর। [সং. বর্ণ+ইক]।

বার্তা১—বি. বৃত্তি ; কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালনাদি ; বৈশ্য-বৃত্তি। [সং. বৃত্তি (=জীবিকা)+অ+আ]।

বার্তা২—বি. সংবাদ (আনন্দের, মুক্তির বার্তা), খবর ; বৃত্তান্ত ; জনশ্রুতি। [সং. বৃত্তি(=লোকবৃত্ত)+অ+আ]। বি. বিণ. **~জীবী**—সংবাদপত্রে (প্রধানতঃ লেখকের) কাজ করিয়া জীবিকার্জনকারী। **~বহ**—(১) বি. সংবাদবাহক ; দূত। (২) বিণ. সংবাদবাহী (বার্তাবহ পায়রা)। বি. **~বহন**—সংবাদবহন।

বার্তাকু, বার্তাকী—বি. বেগুন। [সং]।

বার্তিক—বিণ. বার্তা বা বৃত্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ; বিস্তৃত ব্যাখ্যা, টীকা। [সং. বার্তা, বৃত্তি+ইক]।

বার্ধক্য—বি. বৃদ্ধাবস্থা ; জরা। [সং. বার্ধক+য (ভা)]।

বার্ধুষিক—বি. সুদখোর, কুসীদজীবী। [সং. বৃদ্ধি(বৃধুষি)+ইক]।

বার্নিশ—বি. মসৃণ ও উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রলেপ বা উহার প্রয়োগ। [ই. Varnish]।

বার্য১—বিণ. জল-সম্বন্ধীয়। [সং. বারি+য]।

বার্য২—বিণ. নিবারণীয়, নিবারণযোগ্য। [সং. √বৃ+ণিচ্+য (র্ম)]। বিণ. **~মাণ**—নিবারণ করা হইতেছে এমন।

বার্লি—বি. যব ; যবের গুঁড়া। [ইং. barley]।

বার্ষিক১—বিণ. বাৎসরিক ; বৎসর-সংক্রান্ত ; প্রতি-বৎসর অনুষ্ঠেয় বা দেয় (বার্ষিক উৎসব, বার্ষিক চাঁদা)। [সং. বর্ষ+ইক]। **বার্ষিকী**—(১) বি.(স্ত্রী.) বর্ষকর্তব্য পূজাদি। (২) বিণ.(স্ত্রী.) বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত বা প্রকাশিত হয় এমন (বার্ষিকী পূজা, বার্ষিকী পত্রিকা)।

বার্ষিক২—বিণ. বর্ষাকালীন। [সং. বর্ষা+ইক]। বিণ.-(স্ত্রী.) **বার্ষিকী**।

বার্ষ্ণেয়—বি. (যদুকুলের) বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয় ; শ্রীকৃষ্ণ।

†**বার্হস্পত্য**—(১) বিণ. বৃহস্পতি-সম্বন্ধীয়। (২) বি. বৃহস্পতি-প্রণীত শাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র : নীতিশাস্ত্র ; বৌদ্ধ-শাস্ত্র ; চার্বাক। [সং. বৃহস্পতি+য]।

†**বাল**—বি. বালক ; শিশু (বালভাষিত)। [সং. √বল্+অ] : বি. (স্ত্রী.) **বালা**। বি. **~কাণ্ড**—রামচন্দ্রের বাল্যচরিতবিষয়ক (রামায়ণের আদিকাণ্ড)। বি. **~ক্রীড়া**—ছেলেখেলা, শিশু-বয়সের খেলা। বি. **~খিল্য**—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঋষিবিশেষ : ইঁহারা সংখ্যায় ষাট হাজার। বি. **~গর্ভিণী**—প্রথম গর্ভধারিণী গাভী। বি. **~গোপাল**—বালক শ্রীকৃষ্ণ। বি. **~চর্যা**—শিশু-পালন। বি. **~চাপল্য**—শিশুসুলভ চঞ্চলতা। বি. **~বাচ্চা**—ছেলেপুলে [হি.]। বি. **~বিধবা**—যে রমণী বালিকাবস্থায় বিধবা হইয়াছে। বি. **~বৈধব্য**—বালিকাবস্থায় বৈধব্যদশা। বি. **~ভোগ**—বালগোপালের প্রাতঃকালীন ভোগ। বি. **~রোগ**—শিশুদের রোগ। বি. **~শশী** (-শিন্)—শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ার চাঁদ। বিণ. **~সুলভ**—বালকের পক্ষে স্বাভাবিক। বি. **~সূর্য**—প্রভাতের নবোদিত সূর্য।

†**বালক**—বি. শিশু, অল্পবয়স্ক (বিশেষতঃ ষোল বৎসরের অনধিক) পুরুষ ; অর্বাচীন বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। [সং. বাল+ক (স্বার্থে)]। বি. **~ত্ব, ~তা**—বালকের ভাব। বিণ. **~সুলভ, বালকোচিত**—বালকের পক্ষে স্বাভাবিক। বি.(স্ত্রী.) **বালিকা**।

বালতি১—বি. টবের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হাতলযুক্ত জলপাত্র। [পো. balde]।

বালতি২, বালতী—বি. শিশুসন্তানবতী বিধবা; দুঃখিনী বা দরিদ্রা নারী। [সং. বালপুত্রিকা]।

বালদো—বি. তাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের সবৃন্ত পাতা, বাইল। [দেশী]।

†**বালা১**—বি. বালিকা (বিশেষতঃ ষোল বৎসরের অনূর্ধ্বা) ; তরুণী, যুবতী ; কন্যা। [সং. বাল+আ]।

বালা২—বি. বলয়, হাতের গহনাবিশেষ। [সং. বলয়]।

বালাই—(১) বি. অমঙ্গল ; উৎপাত (বালাই বিদায় করা) ; (বিদ্রূপে)—বিবেকের বা শিক্ষার বালাই নেই।

(২) অব্য. অশুভ উক্তির খণ্ডনসূচক (বালাই ! ষাট !)। [আ. বলা]। **বালাই লয়ে মরা**—(মঙ্গলপ্রার্থনায় কৃত উক্তিবিশেষ) অন্য কাহারও সকল অমঙ্গলের বোঝা নিজে বহন করিয়া মরা। অব্য. **বালাই ! ষাট !**—অশুভ উক্তি বা অমঙ্গলাদি খণ্ডনসূচক। বি. **আপদ্-বালাই**—বিঘ্নবিপদ্ ; বিরক্তি ও অশান্তির পাত্র।

বালাখানা—বি. দ্বিতল বা তদূর্ধ্ব তলবিশিষ্ট অট্টালিকা; উপরতলার ঘর। [ফা. বালাখানহ্]।

বালাপোশ, (বর্জি.) **বালাপোষ**—বি. পাতলা লেপ-জাতীয় গাত্রবস্ত্রবিশেষ। [ফা. বালাপোশ]।

বালাম—বি. বাখরগঞ্জে উৎপন্ন ধান্য হইতে প্রস্তুত সরু চাউলবিশেষ ; চাউল বহন করিবার নৌকাবিশেষ। [দেশী]।

বালামচি—বি. ঘোড়ার লেজের বা কাঁধের চুল। [দেশী]।

†**বালার্ক**—বি. নবোদিত সূর্য। [সং. বাল + অর্ক]।

বালি১—বি. (ব্রজ.) অল্পবয়স্কা রমণী, বালিকা ('বালি বিলাসিনী' : বিদ্যা.)। [সং. বালিকা]।

বালি২—বি. বালু, বালুকা। [সং. বালুকা]। **বালির বাঁধ**—(আল.) ক্ষণস্থায়ী বস্তু বা ব্যাপার ('বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' : ভা. চ.)। বি. **বালিঘড়ি**—সময়নির্ণয়ার্থ বালুকাপূর্ণ যন্ত্রবিশেষ।

বালিয়া, বেলে—বিণ. বালুকাপূর্ণ (বেলে মাটি)। [বেলে ক্র:]।

বালিয়াড়ি—বি. সমুদ্র বা নদনদীর বালিপূর্ণ উচ্চ তীর-ভূমি। [দেশী]।

***বালিশ**—(১) বি. উপাধান, শয়নকালে মস্তক রাখিবার আধারবিশেষ। (২) বিণ. (বিরল) নির্বোধ, মূর্খ। [সং.]। বি. **কোলবালিশ, পাশবালিশ**—দুই হাত দিয়া বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিবার বালিশবিশেষ।

বালী (-লিন্), **বালি**৩—কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি কপিরাজ; ইঁহার মহিষী তারা, পুত্র অঙ্গদ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব। রামচন্দ্র ইঁহাকে বধ করেন।

বালু—বি. বালি। [সং. বালুকা]। বি. ~**চর**—বালির পলি পড়িয়া উৎপন্ন যে চর।

†**বালুকা**—বি. বালি, সিকতা। [সং.]।

বালুশাই—বি. ময়দার তৈয়ারী একপ্রকার ঘৃতপক্ব মিঠাই। [হি.]।

†**বালেন্দু**—বি. শুক্লা প্রতিপদের চাঁদ। [সং. বাল + ইন্দু]।

বাল্মীকি—বি. রামায়ণ-রচয়িতা আদিকবি ও মহাতপা মুনি (বল্মীক বা উইঢিবির নিচে বসিয়া ইনি দীর্ঘকাল রামনাম জপিয়াছিলেন)। [সং. বল্মীক + ই]।

†**বাল্য**—বি. ছেলেবেলা, বালকবয়স, ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনকাল। [সং. বাল + য (ভা)]। বি. ~**কাল**—বালক-বয়স। বি. ~**প্রণয়, ~প্রেম**—অপ্রাপ্তবয়সে সঞ্জাত প্রেম। বি. ~**বন্ধু, ~সখা, ~সুহৃৎ**—বাল্য-কাল হইতেই যাহার সহিত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বি. ~**বিবাহ**—বাল্যকালে বা অপরিণত বয়সে বিবাহ। বি. ~**সঙ্গী(ঙ্গিন্), ~সহচর**—বাল্যকালের সাথী। বি. ~**শিক্ষা**—বালকবয়সের শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা।

বাশুলী—বি. বঙ্গের দেবীবিশেষ; চণ্ডীর রূপভেদ; বিশালাক্ষী দেবী (কবি চণ্ডীদাসের উপাস্যা)। [সং. বাগীশ্বরী ? বিশালাক্ষী ?—বৌদ্ধতন্ত্রাদিতেও এই দেবী 'বাশুলী'-নামেই উল্লিখিতা]।

বাষট্টি—বি. বিণ. ৬২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাষষ্টি]।

†**বাষ্প, †বাস্প**—বি. তরল পদার্থের বায়বীয় অবস্থা; ভাপ; ধোঁয়া; অশ্রু (বাষ্পপূর্ণ নয়নে); (আল.) আভাসমাত্র (ব্যাপারটির বাষ্পও জানিতাম না)। [সং.]। বি. ~**পোত**—বাষ্পচালিত জাহাজ, ষ্টীমার। বি. ~**যান, ~রথ, ~শকট**—বাষ্পদ্বারা চালিত গাড়ি অর্থাৎ রেলগাড়ি। বি. ~**স্নান**—(প্রধানতঃ রোগ-প্রতিকারকল্পে) সর্বাঙ্গে গরম ধোঁয়া বা ভাপরা প্রয়োগ, vapour-bath। বিণ. **বাষ্পাকুল**—অশ্রুপূর্ণ, অশ্রু-মাখা (বাষ্পাকুলনয়নে)। বিণ. **বাষ্পীয়**—বাষ্প-সংক্রান্ত ; বাষ্পদ্বারা চালিত (বাষ্পীয় যান বা রেল)।

বাস১—বি. বস্ত্র, কাপড়, আচ্ছাদন (পীতবাস, গাত্রবাস, 'ধুলায় মলিন বাস' : রবীন্দ্র)। [সং. বাসস্]।

বাস২—বি. আবাস, বাসস্থান (আদিবাস); অবস্থান (বিদেশবাস, অরণ্যবাস)। [সং. √বস্ + অ]।

বাস৩—বি. সুগন্ধ, সৌরভ ('কুসুমের বাস')। [সং. √বাস্ (=সুরভীকরণ) + অ (ভূ)]।

বাস৪—বি. বৃহৎ আকারের যাত্রিবাহী মোটরগাড়ি-বিশেষ। [ইং. bus]।

বাসক১—(১) বি. ঔষধে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র গাছবিশেষ, বাসক-গাছ। (২) বিণ. সুগন্ধকারক। [সং. √বাস্ + অক (র্তৃ)]।

বাসক২—বি. শয়ন-গৃহ ('বাসক-শয়ন পরে' : রবীন্দ্র)। [সং. বাস + ক (স্বার্থে)]। বি. **বাসকসজ্জা, বাসসজ্জা**—নায়কের আসার আশায় যে নায়িকা সুসজ্জিতা হইয়া বাসরগৃহ সাজাইয়া রাখে।

বাসন১—বি. সুবাসিত করণ; ধূপন। [সং. √বাস + অন (ভা)]।

বাসন২—বি. (সং.) জলপাত্র; আধার-বিশেষ; বাক্স; (বাং.) রন্ধন, ভোজন ইত্যাদি গৃহস্থালির কার্যে ব্যবহৃত পাত্র; বসবাস করিতে সাহায্য বা প্রেরণা-দান (পুন-র্বাসন, অভিবাসন, immigration)। [সং. √বস্ + ণিচ্ + অন (ধি)]।

বাসনা১—বি. পূর্বজন্মের সংস্কার; প্রত্যাশা; কামনা, বাঞ্ছা, অভিলাষ (বিষয়-বাসনা)। [সং.]। বিণ. ~**কুল**—বাসনায় অধীর।

বাসনা২—বি. কলাগাছ ইত্যাদির শুকনা ছাল বা পাতা। [দেশী—তু. বাস২]।

বাসন্ত, বাসন্তিক—বিণ. বসন্তকালীন (বাসন্তানিল); বসন্তকালসম্বন্ধীয়। [সং. বসন্ত + অ, ইক]।

বাসন্তী—(১) বি. দুর্গা। (২) বিণ. বসন্ত-সম্বন্ধীয়া; (বাং.) ফিকা কমলালেবুর বর্ণযুক্ত ('বাসন্তী-বাসপরা' : রবীন্দ্র)। [সং. বাসন্ত + ঈ]। বি. ~**পূজা**—বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা (ইহাই কালের পূজা—শারদীয় দুর্গোৎসব অকালের)।

বাসব—বি. দেবরাজ ইন্দ্র। [সং. বসু+অ]। **বাসবী**—বি. শচীদেবী, ইন্দ্রাণী।

বাসর$_{১}$—বি. যে কক্ষে বরকন্যা বিবাহরজনী যাপন করে। [সং. বাসগৃহ]। বি. **~ঘর**—বরকন্যার বিবাহ-রজনী যাপনের কক্ষ। বি. **~জাগানি**—বাসরে রাত্রি-জাগরণের বাবদ বরপক্ষীয়দের নিকট হইতে কন্যা-পক্ষীয়দের প্রাপ্য অর্থাদি।

বাসর$_{২}$—বি. দিবস (জন্মবাসর); বার (রবিবাসর)। [সং. √বস্+ণিচ্+অর]। বিণ. **বাসরীয়**—দিবসের (রবি-বাসরীয়)।

বাসসজ্জা—**বাসক$_{২}$** দ্রঃ।

বাসা$_{১}$—বি. বাসকগাছ (বাসারিষ্ট)। [সং. √বাস্+অ+আ]।

বাসা$_{২}$—ক্রি. মনে করা (বেসেছি ভাল, 'নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি' : বৈ. প.); (বিরল) ভালবাসা ('…তুমি অবসর মত বাসিয়ো' . রবীন্দ্র)। [সং. √বস্+বাং. আ]।

বাসা$_{৩}$—বি. বাসস্থান (চোরের বাসা); কুলায়, নীড়, কীটপতঙ্গ-পশুপক্ষীদের বাসস্থান (পিঁপড়ের বাঘের সাপের বা কাকের বাসা); অস্থায়ী বাসস্থান (বাসা নেওয়া); ভাড়াটিয়া বাড়ি (বাসা ভাড়া করা)। [সং. বাস+বাং. আ (স্বার্থে)]। বি. বিণ. **~ড়ে**—বাসাবাড়ির অস্থায়ী বাসিন্দা। বি. **~বাড়ি**—বাসের জন্য ভাড়াটে বাড়ি।

বাসি—**বাসী$_{১}$**-র বানানভেদ।

বাসিত—বিণ. গন্ধযুক্ত (সুবাসিত)। [সং. √বাসি (নাম-ধাতু)+ত (র্ম)]।

বাসিন্দা—বিণ. বাসকারী, নিবাসী, অধিবাসী। [ফা. বাশিন্দহ্]।

বাসী$_{১}$, বাসি, (কথ্য) **বাসটে**—বিণ. পর্যুবিত, টাটকা নহে এমন; পূর্বদিনে বা পূর্বরাত্রে ব্যবহৃত, প্রস্তুত, সঙ্ঘটিত, জাত প্রভৃতি; অতি পুরাতন, নূতনত্ববিহীন (বাসী খবর)। বিণ. (বিরল) ধৌত (বাসী করা কাপড়)। [সং. বাসিত]। **বাসী কাপড়**—পূর্বরাত্রে (বিশেষতঃ শয়নকালে) ব্যবহৃত বস্ত্র। **বাসী ঘর**—দিনের মধ্যে যে ঘর সাফ করা হয় নাই। **বাসী জল**—পূর্বদিনে বা পূর্বরাত্রে তোলা জল। **বাসী দুধ**—পূর্বদিনে দোহন-করা দুধ। **বাসী ফুল**—গতরাত্রে বা গতদিনে তোলা ফুল। **বাসী বিয়ে**—হিন্দু বিবাহের পরদিন আচরণীয় অনুষ্ঠান। **বাসী ভাত**—পূর্বরাত্রে বা পূর্বদিনে রাঁধা ভাত, পান্তাভাত। **বাসী মড়া**—যে শব গতরাত্রের মধ্যে দাহ করা হয় নাই। **বাসী মুখ**—প্রভাতে নিদ্রা-ভঙ্গের পর যে মুখ ধোয়া হয় নাই।

বাসী$_{২}$ (-সিন্)—বিণ. (সমাসের উত্তরপদরূপে প্রয়োগ) যে বসবাস করে; বাসকারী (দেশবাসী)। [সং. √বস্+ইন্(র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **বাসিনী**।

বাসুকি—বি. সর্পরাজ (অনেকের মতে সর্পরাজ বাসুকি ও সর্পকুলের অধীশ্বর শেষ-নাগ বা অনন্ত অভিন্ন)। [সং. বাসুক+ই]।

বাসুদেব—বি. বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। [সং. বসুদেব+অ]।

বাসুলী—**বাশুলী**-র বানানভেদ।

বাস্—**বস্**-এর রূপভেদ।

বাস্তব—(১) বিণ. প্রকৃত, যথার্থ, সত্তাযুক্ত (বাস্তব জগৎ); (দর্শ.) ইন্দ্রিয়গোচর। (২) বি. সত্য (কঠোর বাস্তবকে স্বীকার কর); (দর্শ.) ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ। [সং. বস্তু+অ]। বি. **~তা**। বি. **~বাদ**—ইন্দ্রিয়গোচর জগৎই একমাত্র সত্য : এই মত, realism। বিণ. বি. **~বাদী** (-দিন্)—বাস্তববাদ মানে এমন।

বাস্তবায়ন—বি. বাস্তবে বা কার্যে পরিণত করা (কর্ম-সূচির বাস্তবায়ন)। [<সং. বাস্তব]। বিণ. **বাস্তবায়িত**।

বাস্তবিক—(১) বিণ. যথার্থ, নিশ্চিত, প্রকৃত (বাস্তবিক বর্ণনা)। (২) (বাং.) ক্রি-বিণ. যথার্থতঃ, সত্য সত্য, প্রকৃত-পক্ষে (বাস্তবিক বলি নাই)। [সং. বস্তু+ইক]। বি. **~তা**।

বাস্তব্য—বিণ. বাসস্থাপনের বা বসবাসের উপযুক্ত, বাসোপযোগী; বাস করানো যায় এমন। [সং. √বস্+ণিচ্+তব্য]।

বাস্তু—বি. বাসস্থান; বাসগৃহ; ভিটা; স্থায়ী বসতভূমি বা বসতবাটী। [সং. √বস্+তু (ধি)]। বি. **~ক**—বেথুয়া শাক। বি. **~কর্ম**—বাসভবনাদি নির্মাণ। বি. **~কার**—গৃহাদি নির্মাতা, civil engineer [স. প.]। বি. **~ঘুঘু**—(আল.) বহুকাল হইতে গৃহে বাস করে এমন অনপসরণীয় দুষ্ট ও সর্বনাশা ব্যক্তি। বি. **~দেবতা, ~পুরুষ**—গৃহ বা বংশের অধিদেবতা : পুরুষানুক্রমে উপাসিত দেবতা। বি. **~পূজা**—পৌষসংক্রান্তির দিনে বাস্তুশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত পূজা। বি. **~ভিটা**—যে ভূমিখণ্ডের উপর পুরুষানুক্রমিক বাসগৃহ স্থাপিত। বি. **~সাপ**—যে সাপ দীর্ঘকাল যাবৎ কোন বাস্তুভিটায় নিরুপদ্রবে বাস করিয়া আসিতেছে।

বাস্তুক—বি. বেথুয়া শাক। [সং. বাস্তু+ক]।

বাহ—বিণ. বহনকারী (ভারবাহ); বি. অশ্ব, রথ ইত্যাদি বাহন। [সং. √বহ্+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বাহী**।

বাহক—(১) বিণ. বহনকারী। (২) বি. সারথি। [সং. √বহ্ বা বাহি+অক (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **বাহিকা**।

বাহন—বি. যাহা দ্বারা বহন করা হয় বা যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায় (যান-বাহন, মূষিক গণেশের বাহন); মাধ্যম (মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন); (বিদ্রূপে) অনুচর। [সং. √বহ্+ণিচ্+অন (ণে)]।

বাহবা—অব্য. বি. বিস্ময় বা প্রশংসা জ্ঞাপন (বাহবা দেওয়া, পাওয়া বা প্রত্যাশা করা)।

বাহা$_{১}$—**বাঃ**-এর রূপভেদ।

বাহা$_{২}$, বাওয়া—(১) ক্রি. চালানো (নৌকা বাওয়া, 'কোন্ দিকে যে বাইব তরী' : রবীন্দ্র); অতিক্রম করা (গাল বাহিয়া বা বেয়ে চোখের জল পড়া, সিঁড়ি বাহিয়া বা বেয়ে উপরে যাওয়া)। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। [সং. √বহ্+ণিচ্+বাং. আ]।

বাহাত্তর—বি. বিণ. ৭২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং.

বাসপ্রভৃতি]। বিণ. **বাহাত্তুরে**—বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক; বলবুদ্ধিহীন অকর্মণ্য বৃদ্ধ; ভীমরতিগ্রস্ত।

বাহাদুর—(১) বিণ. কৃতী, অসাধ্যসাধনকারী; কুশলী; বীর; প্রশংসার্হ। (২) বি. সরকারী খেতাববিশেষ (রাজা-বাহাদুর, নবাববাহাদুর)। [ফা.]। বি. **বাহাদুরি**—পৌরুষ, দক্ষতা।

বাহাদুরী কাঠ—বি. শাল সেগুন প্রভৃতি গাছের বড় গুঁড়ি। [দেশী]।

বাহানা—বায়না১-র রূপভেদ।

বাহান্ন—বি.বিণ. ৫২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাপঞ্চাশৎ]। **যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন**—(আল.) বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই; এতখানি যদি করা হইয়া থাকে তবে আর অল্প একটু করিতে কি দোষ: এইরূপ বেপরোয়া ভাব।

বাহার—বি. শোভা, মনোহারিত্ব (শাড়ির, পোশাকের বাহার); সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [ফা. বহার্]। বিণ. **বাহারি, বাহারে**—সুন্দর, মনোরম, শোভাময়।

বাহাল—বহাল-এর রূপভেদ।

বাহিত—বিণ. বহন করা বা চালনা করা হইয়াছে এমন; নীত, চালিত; প্রবাহিত। [সং. √বহ্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **বাহিতা**।

-বাহিনী১—-**বাহী২** দ্রঃ।

বাহিনী২—বি. ৮১ হস্তী ৮১ রথ ২৪৩ অশ্ব ও ৪০৫ পদাতিক সংবলিত সেনাদল; সেনাদল; দল [সং. বাহ (=হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি)+ইন্ (অস্ত্যর্থে)+ঈ], নদী, প্রবাহিণী। [সং. √বহ্+ইন্+ঈ]।

বাহির—(১) বি. বহির্জগৎ (বাহিরের লোক, বাহিরের সংস্পর্শ)। বহির্দেশ (বাড়ীর বাহিরটাই দেখিয়াছি)। (২) বিণ. বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত (ঘর হইতে বাহির হওয়া); উদ্গত (চারা বা ফুল বাহির হওয়া), নিষ্কাশিত (খাপ হইতে ছুরি বাহির করা), নর্দমা দিয়া জল বাহির করা); নিঃসৃত, ক্ষরিত (রক্ত বাহির হওয়া); প্রকাশিত (বই বাহির করা); বিজ্ঞাপিত (পরীক্ষার ফল বাহির করা); প্রদর্শিত, আবিষ্কৃত (খুঁত বাহির করা); বহিষ্কৃত (ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া); দূরীকৃত, দমিত (দুষ্টামি বাহির করা); আয়ত্তের বহির্ভূত, অতীত (শাসনের বাহির); বহির্দেশস্থ (বাহির মহল)। [সং. বহিস্]। **বাহিরে**—(১) বি. (অধি-৭মী) বহির্ভাগ (বাহিরে গিয়াছে); অন্যস্থান (ঘরে-বাহিরে)। (২) অব্য. (অনু.) অতিরিক্ত (ইহার বাহিরে কিছু জানি না)।

বাহিরা—ক্রি. বাহিরান। [বাং. বাহির+আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (কাব্যে) বহির্গত হওয়া, বাহিরে যাওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

-বাহী১—-**বাহ** দ্রঃ।

-বাহী২ (-হিন্)—বিণ. স্থান হইতে স্থানান্তরে বা যুগ হইতে যুগান্তরে বহনকারী (ভারবাহী, ঐতিহ্যবাহী); যে বহিয়া যায় (পূর্ববাহিনী নদী)। [সং. √বহ্+ইন্ (র্ত্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **-বাহিনী**।

***বাহু**—বি. ভুজ, কাঁধ হইতে হাতের আঙুল পর্যন্ত দেহাংশ; (জ্যামি.) চতুর্ভুজ ত্রিভুজ প্রভৃতির পার্শ্বরেখা। [সং.]। বি. **~ত্র, ~ত্রাণ**—যোদ্ধগণের হস্তাবরক বর্মবিশেষ। বি. **~বন্ধন**—আলিঙ্গন। বি. **~বল**—গায়ের জোর। বি. **~মূল**—বগল, কক্ষ। বি. **~যুদ্ধ**—কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, হাতাহাতি। বি. **~লতা**—লতাসদৃশ কোমল ও সুন্দর বাহু (সচ. নারীর বাহু সম্বন্ধে প্রযোজ্য)।

বাহুড়া—ক্রি. বাহুড়ান। [প্রা. √বাহুড় < সং. বি+আ+√ঘুট্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. প্রত্যাবর্তিত করান, ফিরান; নিবৃত্ত বা প্রতিহত করা। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

***বাহুল্য**—বি. বহুলতা, আধিক্য। (বলা বাহুল্য); বাড়াবাড়ি (ব্যয়বাহুল্য)। [সং. বহুল+য (ভা)]।

বাহ্য১—বিণ. বহনীয় (নৌবাহ্য)। [সং. √বহ্+য]।

***বাহ্য২**—বিণ. বহিঃস্থ, বাহিরের (বাহ্য সৌন্দর্য, বাহ্য জগৎ); অযথার্থ বা অপ্রধান ('এহ বাহ্য')। [সং. বহিস+য]। বি. **~জগৎ**—জড়জগৎ। বি. **~জ্ঞান**—বহির্বিষয়ের জ্ঞান; ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ জ্ঞান; চেতনা। বি. **~দৃষ্টি**—চর্মচক্ষুদ্বারা দর্শন, অন্তর্দৃষ্টির বিপরীত; আপাতদৃষ্টি। বিণ. **~বাহ্যিক** (অশু.)—বাহিরের; আপাতদৃষ্ট।

বাহ্যমান—বিণ. বহন করানো হইতেছে এমন। [সং. √বহ্+ণিচ্+মান (শানচ্) (র্ম)]।

বাহ্যে—বি. মল, বিষ্ঠা; মলত্যাগ (বাহ্যে করা), মলত্যাগের বেগ (বাহ্যে পাওয়া)। [দেশী]।

বাহ্যেন্দ্রিয়—বি. চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্: এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। [সং. বাহ্য+ইন্দ্রিয়]।

বাহ্লীক, বাহ্লিক—বি. আফগানিস্তান-সন্নিহিত আধুনিক বাল্খ্ (Balkh) দেশের প্রাচীন নাম।

***বাহ্বাস্ফোট**—বি. বাহুতে চাপড় মারিয়া আস্ফালন; মালসাট। [সং. বাহু+আস্ফোট]।

বি-—অব্য. বৈপরীত্য, (বিপক্ষ), অভাব, বিহীনতা (বিগুণ, বিকল), মন্দত্ব (বিপথ), বিকার (বিবর্ণ), বিশেষ (বিখ্যাত) প্রভৃতি ভাবসূচক উপসর্গবিশেষ। [সং.]।

বি. ই.—বি. এনজিনিয়ারিং-শাস্ত্রে স্নাতক উপাধি। [ইং. B.E.]।

বিউনি, বিউনী—বি. বেণী, বিনুনি। [সং. বেণি, বেণী]।

বিউলি, বিউলী—বি. খোসা-ছাড়ানো মাষকলাই। [সং. বিদলিত]।

বি. এ.—বি. কলাবিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ই. B.A.]।

বি.এল.—বি. আইন-পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ই. B.L.]।

বি. এস্-সি.—বি. বিজ্ঞান বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ইং. B.Sc.]।

বিংশ—বিণ. কুড়ি সংখ্যার পূরক। [সং. বিংশতি+অ]। বি.বিণ. **~তি**—কুড়ি, বিশ, ২০ সংখ্যা। বিণ. **~তিতম**—কুড়ি সংখ্যার পূরক। বিণ.(স্ত্রী.) **~তিতমী**।

বিঁড়া, (কথ্য) **বিঁড়ে**—বিড়া-র রূপভেদ।

বিঁধ—বি. ছিদ্র, ছেঁদা ; ফোঁড় । [সং. √বিধ্ + বাং. অ] । বি. **~ন**—ছিদ্র করা ; ফুটাইয়া দেওয়া ।

বিঁধা, বেঁধা—(১) ক্রি. বিদ্ধ হওয়া, ফোটা (কাঁটা বিঁধেছে) ; ছিদ্র করা (কান বেঁধা হবে) ; বিঁধান । (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে । [সং. √বিধ্ (=ছিদ্রীকরণ) + বাং. আ] । **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বিদ্ধ করা বা করান, ফুটাইয়া দেওয়া বা দেওয়ানো, ছিদ্র করা বা করানো । (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে ।

বিকচ১—বিণ. বিকশিত ('করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান' : রবীন্দ্র) । [সং. বি + √কচ্ + অ] ।

বিকচ২—বিণ. কেশহীন । [সং. বি + কচ] ।

বিকচ্ছ—বিণ. কাছাশূন্য ; কাছা খুলিয়া পড়িয়াছে এমন । [সং. বি + কচ্ছ] ।

বিকট—বিণ. উৎকট ও বিশাল, ভয়ঙ্কর ও বিরাট্ (বিকট চেহারা) । [সং. বি + √কট্ + অ (র্তৃ)] । **বিকটাকার**—(১) বি. বিকট মূর্তি । (২) বিণ. বিকটমূর্তিবিশিষ্ট ।

বি. কম.—বি. বাণিজ্যবিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি । [ইং. B. Com.] ।

বিকম্পিত—বিণ. অতিশয় কম্পিত । [সং. বি + √কম্প্ + ত (র্ম)] ।

বিকর্ণ—(১) বিণ. কর্ণহীন, ছিন্নকর্ণ । (২) বি. দুর্যোধনের এক ভাই । [সং. বি + কর্ণ] ।

বিকর্তন—(১) বিণ. ছেদনকারী ; বিনাশক । (২) বি. সূর্য । [সং. বি + কর্তন] ।

বিকর্ষ, বিকর্ষণ—বি. (বাং.) উলটা টান ; (বিজ্ঞা.) আকর্ষণের বিপরীত, বিপ্রকর্ষণ, repulsion [বি. প.] । [সং. বি + কর্ষ, কর্ষণ] ।

বিকল—বিণ. বিকৃতিগ্রস্ত, অংশহীন (বিকলাঙ্গ) ; অক্ষম, অসমর্থ, অবশ (বিকল শরীর) ; অচল (বিকল যন্ত্র) ; অস্থির, বিহ্বল (বিস্ময়-বিকল প্রাণ) । [সং. বি + কলা] । বি. **~তা, বৈকল্য** । বিণ. **বিকলাঙ্গ, বিকলেন্দ্রিয়**—অঙ্গহীন বা প্রতিবন্ধী, বিকৃতাঙ্গ ; অন্ধ বা বধিরের মতো দেহের কোন অঙ্গ নাই বা কোন অঙ্গে ত্রুটি আছে এমন ।

বিকলা—বি. (জ্যামি.) কলা অর্থাৎ মিনিটের $\frac{১}{৬০}$ অংশ ; second [বি. প.] । [সং.] ।

বিকল্প—বি. পরিবর্তে কল্পনা, পক্ষান্তর (পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নাই, পরীক্ষায় প্রতি প্রশ্নের বিকল্পে আরও প্রশ্ন ছিল, বিকল্প ব্যবস্থা) : বিভিন্ন বা নানাপ্রকার কল্পনা ; ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা ; সংশয় ; (ব্যাক.) নিয়মাবলী বা শব্দাদির একাধিক রূপ, বিভাষা (যেমন, 'মাতুলানী' শব্দের বিকল্পে 'মাতুলী') ; (দর্শ.) বাস্তবে যাহা নাই, শুধু শব্দজন্য প্রতীতি (যেমন, আকাশ-কুসুম) । [সং. বি + কল্প] । বিণ. **বিকল্পিত**—বিকল্পযুক্ত ; বিপরীতরূপে কল্পিত ; সংশয়যুক্ত ; বিভাষিত ।

বিকশিত, বিকসিত—বিণ. বিকাশ লাভ করিয়াছে এমন ; প্রকাশিত, ব্যক্ত ('যৌবন বিকশিত') ; প্রস্ফুটিত, ফুল্ল (বিকশিত কুসুম) । [সং. বি + √কশ্, কস্ + ত (র্ম)] ।

বিকা—ক্রি. বিকান । [সং. বি + √ক্রী + বাং. আ] । **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বিক্রীত হওয়া (পচা মাল বিকায় না) ; (আল.) বিলাইয়া দেওয়া (ধর্মবোধ বিকিয়ে দেওয়া) ; গৃহীত বা আদৃত হওয়া (নামে বিকানো) । (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে ।

বিকার—বি. স্বাভাবিক অবস্থার অন্যথা, বৈগুণ্য ; অস্বাভাবিক রূপান্তর বা ভাব (মনোবিকার) ; অস্বাস্থ্য, রোগ ; ব্যাধির ঘোরে উচ্চারিত প্রলাপ ও মস্তিষ্কবিকৃতি (জ্বরবিকার) ; বিকৃতি, মন্দ হওয়া বা পচ ধরা (ধর্মের বা আদর্শের বিকার) ; পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন বস্তু, রূপান্তর (স্বর্ণের বিকার অলঙ্কার) । [সং. বি. + √কৃ + অ (ভা)] । বিণ. **~গ্রস্ত**—বিকারদ্বারা আক্রান্ত ; প্রলাপ বকিতেছে এমন (বিকারগ্রস্ত রোগী), ; বিকৃতিপ্রাপ্ত । বিণ. **বিকারী** (রিন্)—পরিবর্তনশীল ; বিকারযুক্ত । বিণ. **বিকার্য**—পরিবর্তনীয়, বিকারযোগ্য ।

বিকাল—বি. অপরাহ্ণ, দিবাভাগের শেষ দুই বা তিন প্রহর কাল । [সং.] ।

বিকাশ, বিকাস—বি. প্রকাশ (দন্তবিকাশ) ; উন্মেষ (ভাবের, প্রাণের বিকাশ) ; বিস্তার, প্রসার (সভ্যতার, শিল্পের, বুদ্ধির বিকাশ) ; প্রস্ফুটন (পুষ্পের বিকাশ) । [সং. বি + √কাশ্, কাস্ + অ (ভা)] । বি. **~ন**—প্রকাশিতকরণ । বিণ. **বিকাশিত, বিকাসিত**—প্রকাশিত । বিণ. **বিকাশোন্মুখ**—বিকশিত হওয়ার উপক্রম করিয়াছে এমন । বিণ. **বিকাশশীল**—অনুন্নত অবস্থা অতিক্রম করিয়া উন্নতিসাধনে নিরত, উন্নয়নশীল (বিকাশশীল দেশ) ।

বিকি—বি. বিক্রয় । [সং. বিক্রয়] । বি. **~কিনি**—বেচাকেনা ।

বিকিরণ—বি. বিভিন্ন দিকে বিক্ষেপ বা বিস্তার (আলোক-রশ্মির বিকিরণ, শিক্ষার বিকিরণ) ; ছড়ানো । [সং. বি + √কৃ + অন (ভা)] । বিণ. **বিকীর্ণ**—ছড়ানো হইয়াছে এমন (বিকীর্ণকেশা) । বিণ. **বিকীর্যমাণ**—বিকীর্ণ হইতেছে এমন ।

বিকুলি—বি. (কাব্যে) ব্যাকুল ভাব, ব্যাকুলতা ; ব্যাকুলতা-প্রকাশ (আকুলি-বিকুলি) । [সং. ব্যাকুল > বিকুল + বাং. ই(ভা)] ।

বিকৃত—বিণ. বিকারপ্রাপ্ত, অস্বাভাবিক রূপপ্রাপ্ত বা অবস্থাপ্রাপ্ত (বিকৃত মন), অযথার্থ (বিকৃত বর্ণনা), শ্রীভ্রষ্ট (বিকৃত চেহারা) ; বিকট (বিকৃত মূর্তি) ; পচা (বিকৃত মাংস) ; দোষযুক্ত (বিকৃত রুচি), ব্যাধিগ্রস্ত (বিকৃতমস্তিষ্ক) । [সং. বি + √কৃ + ত (র্ম)] । **~কণ্ঠ, ~স্বর**—(১) বি. অস্বাভাবিক স্বর ; ভাঙ্গা গলা । (২) বিণ. গলা ভাঙ্গিয়াছে বা স্বর বিকৃত হইয়াছে এমন । **~মস্তিষ্ক**—(১) বিণ. উন্মত্ত, পাগল । (২) বি. বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্ক । **~রুচি**—(১) বি. কুরুচি । (২) বিণ. অসুন্দর রুচিযুক্ত । বি. **বিকৃতি**—বিকৃত ভাব বা অবস্থা ; বিকার ; রোগ ।

বিকৃষ্ট—বিণ. আকৃষ্ট ; পৃথক্কৃত, (বাং.) বিপরীত দিকে আকৃষ্ট । [সং. বি + কৃষ + ত (র্ম)] ।

বিকেন্দ্রণ—বি. কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন করণ. decentralization [স. প.]। [বাং. নামধাতু √বিকেন্দ্র < সং. বি + কেন্দ্র]। বিণ. **বিকেন্দ্রিত**—বিকেন্দ্রণ করা হইয়াছে এমন, decentralized। বি. **বিকেন্দ্রীকরণ**—**বিকেন্দ্রণ**-এর অনুরূপ।

বিক্রম—বি. শক্তি, বল ; পরাক্রম, প্রতাপ ; শৌর্য, বীরত্ব (বল-বিক্রম)। [সং. বি + √ক্রম্ + অ (ভা)]। বিণ. ~**শালী** (-লিন্), **বিক্রমী** (-মিন্), **বিক্রান্ত**—বিক্রমপূর্ণ, পরাক্রান্ত।

বিক্রমাদিত্য—বি. উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ নরপতি (ইঁহার নবরত্ন-সভায় কবি কালিদাস ছিলেন বলিয়া বলা হয়) ; প্রাচীন ভারতের কোন কোন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজার উপাধিবিশেষ। [বিক্রম + আদিত্য(সূর্য)]।

বিক্রমাব্দ—**সংবৎ**-এর অনুরূপ।

বিক্রয়—বি. মূল্যের বিনিময়ে অধিকার ত্যাগ, বেচা। [সং. বি + ক্রয়]। বিণ. **বিক্রয়িক, বিক্রয়ী** (-য়িন্), **বিক্রেতা** (-তৃ)—বিক্রয়কারী। বিণ. (স্ত্রী) **বিক্রয়িকা, বিক্রয়িণী, বিক্রেত্রী**। বিণ. **বিক্রীত**—বিক্রয় করা হইয়াছে এমন। বিণ. **বিক্রেয়**—বিক্রয়যোগ্য ; বিক্রয়সাধ্য ; বিক্রয় করা হইবে এমন।

বিক্রান্ত—**বিক্রম** দ্রঃ।

বিক্রি—**বিক্রয়**-এর কথ্য রূপ।

বিক্রিয়া—বি বিকৃতি, বিকার (চিত্তবিক্রিয়া) ; (রাসায়নিক) প্রতিক্রিয়া [বি. প.]। [সং. বি + ক্রিয়া]।

বিক্রীড়িত—বি. নানাপ্রকার খেলা। [সং. বি + √ক্রীড়্ + ত(ভা)]।

বিক্রীত, বিক্রেতা, বিক্রেয়—**বিক্রয়** দ্রঃ।

বিক্ষত—বিণ. বিশেষভাবে আহত বা আঘাতের ফলে ক্ষত (ক্ষত-বিক্ষত)। [সং. বি + ক্ষত]।

বিক্ষিপ্ত—বিণ. ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত বা বিকীর্ণ ; এলোমেলো (বিক্ষিপ্ত আলোচনা) ; অস্থির, অব্যবস্থিত (মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত)। [সং. বি + √ক্ষিপ্ + ত(র্ম)]।

বিক্ষুব্ধ—বিণ. ক্ষোভযুক্ত (বিক্ষুব্ধচিত্ত), বিশেষ দুঃখিত ; বিচলিত, আলোড়িত, অস্থির, চঞ্চল (সমুদ্র বিক্ষুব্ধ)। [সং. বি + ক্ষুব্ধ]।

বিক্ষেপ—বি. ইতস্ততঃ নিক্ষেপ ; যাপন (কালবিক্ষেপ) ; চাঞ্চল্য, অস্থিরতা (চিত্তবিক্ষেপ)। [সং. বি + √ক্ষিপ্ + অ (ভা)]

বিক্ষোভ—বি. আলোড়ন, চাঞ্চল্য (প্রবৃত্তির বিক্ষোভ), অস্থিরতা (তরঙ্গ-বিক্ষোভ) ; বিশেষ অসন্তোষ ও তজ্জনিত আন্দোলন (ছাত্র-বিক্ষোভ)। [সং. বি + ক্ষোভ]।

বিখাউজ—বি. হাজা বা তজ্জাতীয় চর্মরোগ। [তু. সং. খর্জু]।

বিখ্যাত—বিণ. প্রসিদ্ধ, বিশেষভাবে খ্যাত। [সং. বি. + খ্যাত]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিখ্যাতা**। বি. **বিখ্যাতি**—বিশেষ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

বিগড়ানো, বেগড়ানো—(১) ক্রি. বিকৃত বা নষ্ট হওয়া (বুদ্ধি বিগড়ান) ; অচল হওয়া বা করা (কল বিগড়ান) ; কুপথে যাওয়া বা কুপথগামী করা, অধঃপতিত হওয়া বা করা (চরিত্র বিগড়ান) ; প্রতিকূল হওয়া বা করা (সাক্ষী বিগড়ান)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [< সং. বি. + √ঘট্ ; তু. হি. বিগাড়্]।

বিগত—বিণ. প্রস্থিত ; অতীত (বিগত যুগ, বিগত মহিমা) ; মৃত ; অপগত ; নষ্ট। [সং. বি + গত]। বিণ. ~**প্রাণ**—মৃত। বিণ.(স্ত্রী.) ~**প্রাণা**। বিণ.(স্ত্রী.) ~**যৌবনা**—যৌবনকাল অতিক্রম করিয়াছে এমন। বিণ.(পুং.) ~**যৌবন**। বি. **বিগম**—অবসান (দিবস-বিগমে), অপগম ; নাশ।

বিগর্হণ, বিগর্হণা—বি. অপবাদ, নিন্দা ; তিরস্কার ; কলঙ্ক। [সং. বি + √গর্হ + অন(ভা), + আ]।

বিগর্হিত—বিণ. অতিশয় নিন্দিত ; তিরস্কৃত ; নিষিদ্ধ ; দূষিত ; বিশেষ কলঙ্কজনক (বিগর্হিত আচরণ)। [সং. বি + গর্হিত]।

বিগলন—বি. বিগলিত হওয়া, দ্রবণ ; ক্ষরণ ; স্খলন। [সং. বি + গলন]। বিণ. **বিগলিত**—সম্পূর্ণরূপে গলিত ; দ্রবীভূত (ভাবে বা স্নেহরসে বিগলিত) ; বিশেষভাবে ক্ষরিত বা নিঃসৃত (বিগলিত অশ্রু) ; স্খলিত (বিগলিত-বসনা) ; একেবারে পচা (বিগলিত শব)। বিণ.(স্ত্রী.) **বিগলিতা**।

বিগুণ—(১) বিণ. গুণহীন (স্বধর্ম বিগুণ হইলেও পরধর্ম পরিত্যাজ্য) ; বিকৃত ; প্রতিকূল ('বিধি বিগুণ আমায়' : কৃত্তি.) ; জ্যাশূন্য। (২) বি. বিরুদ্ধ গুণ ; অপকার। [সং. বি + গুণ]।

বিগ্ন—বিণ. ভীত, উদ্বিগ্ন। [সং. √বিজ্ + ত]।

বিগ্রহ—বি. দেবপ্রতিমা (বিগ্রহ-সেবা) ; দেহ ; যুদ্ধ (সন্ধি-বিগ্রহ) ; কলহ ; বিভাগ ; বিস্তার ; (ব্যাক.) সমাসের অর্থবোধক বাক্য, ব্যাসবাক্য। (তু. 'অবিগ্রহো নিত্যসমাসঃ')। [সং. বি + √গ্রহ্ + অ]।

বিঘটন—বি. বিশ্লেষণ (তু. সংঘটন-বিঘটন, synthesis-analysis) ; ব্যাঘাত ; বিরোধ ; অনিষ্ট (অঘটন-বিঘটন) ; বিকাশ। [সং. বি + √ঘট্ + অন (ভা)]। **বিঘটিত**—(১) বিণ. বিশ্লেষিত ; ব্যাহত ; বিশেষরূপে রচিত ; বিকশিত। (২) বি. (ব্রজ.) বিপরীত বা মন্দ ঘটনা, অনিষ্ট ('এ বিঘটিত বিহি নিরমাণ' : বিদ্যা.)।

বিঘট্টন—বি. সংঘট্ট ; আলোড়ন, ঘর্ষণ ; তীব্রভাবে ঘাঁটা। [সং.]।

বিঘত, বিঘৎ—বি. হাতের চেটো প্রসারিত করিলে বৃদ্ধাঙ্গুলির শীর্ষ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির শীর্ষ পর্যন্ত মাপ, অর্ধহস্ত বা দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমাণ। [সং. বিতস্তি < বিহত্থি]।

বিঘা—বি. ভূমির পরিমাণবিশেষ (= ২০ কাঠা বা ৬৪০০ বর্গহাত বা প্রায় ⅓ একর)। [সং. বিগ্রহ (= বিস্তার) > বিগ্গহ, বীগহ]। বি. ~**কালি**—বিঘার হিসাবে জমির পরিমাপ।

বিঘাতক, বিঘাতী (-তিন্)—বিণ. বিনাশকারী (প্রাণবিঘাতক) ; বাধাদায়ক, নিবারক। [সং. বি + √হন্ + অক, ইন্(র্তৃ)]।

বিঘিনি—**বিঘ্ন**-র প্রা. কোমল রূপ।

বিঘূর্ণন—বি. বিশেষরূপে ঘূর্ণন। [সং. বি+ঘূর্ণন]। বিণ. **বিঘূর্ণিত**।

বিঘোর—**বেঘোর**-এর মার্জিত রূপ (বিঘোরে প্রাণ যাওয়া)। [বি (=বিষম)+ঘোর(=অন্ধকার বা সঙ্কট)]।

বিঘোষণ—**বিঘোষিত** দ্রঃ।

বিঘোষিত—বিণ. সর্বত্র বা ব্যাপকভাবে ঘোষিত অথবা প্রচারিত। [সং. বি+ √ঘুষ্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বি. **বিঘোষণ**—ব্যাপক ঘোষণা বা প্রচার।

বিঘ্ন—বি. বাধা, প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। [সং. বি+ √হন্ +অ (র্ত্)]। **~নাশন, ~বিনাশন, ~হর, ~হারী** (হারিন্)—(১) বিণ. বিঘ্ন দূরকারী। (২) বি. সিদ্ধিদাতা গণেশ। বিণ. **বিঘ্নিত**—বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিহত (শান্তি বিঘ্নিত, কাজের অগ্রগতি বিঘ্নিত)।

বিচ—(১) বি. মধ্য। (২) ক্রি-বিণ. মধ্যে। [হি.]।

বিচক্ষণ—বিণ. সুবিবেচক (বিচক্ষণ সমালোচক); জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, বিদ্বান্, পণ্ডিত; দূরদর্শী, কর্মকুশল। [সং. বি+√চক্ষ্+অন (র্ত্)]। বি. **~তা**।

বিচঞ্চল—বিণ. বিশেষভাবে বা অতিশয় চঞ্চল। [সং. বি+চঞ্চল]।

বিচয়ন, বিচয়—বি. বাছিয়া লইয়া একত্র করা; সংগ্রহ; অনুসন্ধান। [সং. বি+ √চি+অন, অ(ভা)]। বিণ. **বিচিত**—একত্রীকৃত, সংগৃহীত: অনুসন্ধিত।

বিচরণ—বি. ইতস্ততঃ ভ্রমণ। [সং. বি+ √চর্+অন (ভা)]।

বিচরা—ক্রি. (কাব্যে) বিচরণ করা, বেড়ানো ('বিচরে সুখে')। [সং. বি+ √চর্+বাং. আ]।

বিচর্চিকা—বি. খোস-পাঁচড়াদি চর্মরোগ। [সং. বি+ √চর্চ+অক(র্ত্)+আ]।

বিচলিত, বিচল—বিণ. চঞ্চল (মন বিচলিত), অস্থির (দুঃখে বা দুঃসংবাদে বিচলিত, কর্তব্যে অবিচল); আন্দোলিত, আলোড়িত; স্থানচ্যুত; স্খলিত, ভ্রষ্ট (ধর্মপথ হইতে বিচলিত)। [সং. বি+ √চল্+ত, অ(র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী). **বিচলিতা, বিচলা**। বি. **বিচলন**—অস্থিরতা; আলোড়ন; স্থানচ্যুতি, স্খলন।

বিচার—বি. বিবেচনা, গবেষণা, যুক্তিপ্রয়োগ; স্বরূপ-নির্ণয়; সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, মীমাংসা, নিষ্পত্তি; সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় হার-জিত প্রভৃতি নিরূপণ। [সং.]। বি. **~ক, ~কর্তা** (-র্তৃ), **~পতি**—যিনি বিচার করেন, জজ। বিণ. **~ক্ষম**—সুবিচার করিতে সমর্থ। বি. **~ণ, ~ণা**—বিচারকার্য; বিবেচনা। বিণ. **~ণীয়, বিচার্য**—যুক্তির দ্বারা নিরূপণীয়; নির্ণয় বা বিচার করিতে হইবে এমন, বিবেচ্য (বিচার্য বিষয়)। বি. **~ফল**—বিচারকের সিদ্ধান্ত, রায়। বি. **~বিবেচনা**—বিশেষভাবে চিন্তা ও বিচার। বিণ. **~বিহীন, ~শূন্য**—ন্যায়-বিচাররহিত; অবিবেচক। বিণ. **~সাপেক্ষ**—কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তাদি গ্রহণের পূর্বে বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে এমন। ক্রি. **বিচারা**—(কাব্যে) বিচার করা, বিবেচনা করা ('বিচারিল মনে')। বিণ. **বিচারাধীন**—বিচার-বিবেচনা করা হইতেছে বা হইবে এমন, বিচার্য। বি. **বিচারালয়**—যেখানে বিচার করা হয়, আদালত, ধর্মাধিকরণ। বিণ. **বিচারিত**—বিচার করা হইয়াছে এমন। বিণ. **বিচারী** (-রিন্)—বিচারকারী।

বিচালি—বি. ধানের খড়। [দেশী]।

বিচি, বীচি—বি. ফল বা শস্যাদির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র আঁটি, বীজ; অণ্ডকোষ। [সং. বীজ]।

বিচিকিচ্ছি—বিণ. অত্যন্ত কুৎসিত বা বিকট, কিম্ভূত-কিমাকার, বীভৎস, বিশ্রী। [সং. বিচিকিৎস্য]।

বিচিকিৎসা—বি. সন্দেহ, সংশয়। [সং. বি+ √কিৎ +সন্+অ(ভা)+আ]।

বিচিত্র—বিণ. নানাবর্ণবিশিষ্ট; নানাভাবে চিত্রিত; নানারূপ বিষয় সমন্বিত (বিচিত্র জগৎ); বিস্ময়কর (বিচিত্র লীলা); মনোরম, সুন্দর (বিচিত্র দৃশ্য)। [সং.]। বিণ (স্ত্রী) **বিচিত্রা**। বি. **~তা**। বিণ. **~বর্ণ**—নানা-বর্ণবিশিষ্ট। বিণ. **বিচিত্রিত**—বিচিত্র করা হইয়াছে এমন: নানা বর্ণে রঞ্জিত। বিণ.(স্ত্রী.) **বিচিত্রিতা**।

বিচিত্রবীর্য—(১) বিণ. বিস্ময়কর বীরত্ববিশিষ্ট। (২) বি. শান্তনু রাজার পুত্র (সত্যবতীর গর্ভজাত); ভীষ্মের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। [সং. বিচিত্র+বীর্য]।

বিচিন্তিত—বিণ. বিশেষভাবে চিন্তা বিবেচনা বা ধ্যান করা হইয়াছে এমন। [সং. বি+ √চিন্ত্+ত (র্ম)]।

বিচিলি, বিচুলি—**বিচালি**-র কথ্য রূপ।

বিচূর্ণ, বিচূর্ণিত—বিণ. বিশেষভাবে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। [সং. বি+চূর্ণ, চূর্ণিত]। বি. **বিচূর্ণন**—উত্তমরূপে চূর্ণীকরণ, trituration [বি. প.]।

বিচেতন—বিণ. অচেতন। [সং. বি+চেতনা]।

বিচেষ্ট, বিচেষ্টিত১—বিণ. চেষ্টাশূন্য, উদ্যমহীন। [সং. বি+চেষ্টা, চেষ্টিত]।

বিচেষ্টিত২—(১) বি. বিশেষ চেষ্টা; অনুষ্ঠিত কর্ম। (২) বিণ. অন্বেষিত। [সং. বি+ √চেষ্ট্+ত (ভা, র্ম)]।

বিচ্ছায়—(১) বি. ছায়াহীনতা। (২) বিণ. ছায়াহীন। [সং. বি+ছায়া]।

বিচ্ছিত্তি—বি. বিচ্ছেদ; বিনাশ; নারীগণের বেশবিন্যাস বা অঙ্গরাগ, বৈচিত্র্য। [সং. বি.+ √ছিদ্+তি(ভা)]।

বিচ্ছিন্ন—বিণ. সম্পূর্ণ ভিন্ন (বিচ্ছিন্ন ঘটনা); সম্পর্কশূন্য বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, অন্দর মহল হইতে বিচ্ছিন্ন), বিযুক্ত, বিভক্ত (বিচ্ছিন্ন দুই অংশ এক হইল)। [সং. বি+ ছিদ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিচ্ছিন্না**। বি. **~তা**।

বিচ্ছিরি—**বিশ্রী**-র কথ্য রূপ।

বিচ্ছু১—বি. কাঁকড়া বিছা, বৃশ্চিক; (অশি.) অতিশয় ধূর্ত ও অনিষ্টকারী লোক; অত্যধিক দুরন্ত শিশু। [হি.<সং. বৃশ্চিক]।

বিচ্ছুরণ—বি. (সং.) অনুলেপন; অনুরঞ্জন; (বিজ্ঞা.) আলোকরশ্মির বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লেষণ বা বিকিরণ, dispersion [বি. প.]। [সং. বি+ √ছুর্+অন(ভা)]। বিণ. **বিচ্ছুরিত**—অনুলেপিত; রঞ্জিত; বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট, বিকীর্ণ (জ্যোতি বা আলোক বিচ্ছুরিত)।

বিচ্ছেদ—বি. বিয়োগ, বিরহ, ছাড়াছাড়ি (স্বজন-বিচ্ছেদ) ; বিভেদ ; পার্থক্য ; বিরতি, বিশ্লেষণ (সন্ধি-বিচ্ছেদ)। [সং. বি + ছিদ্ + অ(ভা)]।

বিচ্যুত—বিণ. স্খলিত (নীতি বা কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত), পতিত, ভ্রষ্ট ; বিচ্ছিন্ন (সমাজ হইতে বিচ্যুত)। [সং. বি + √চ্যু + ত(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিচ্যুতা**। বি. **বিচ্যুতি**—স্খলন, পতন, অপরাধ (ক্রটি-বিচ্যুতি), বিচ্ছিন্ন হওয়া।

বিছা১—বি. বৃশ্চিক, বিছাহার ; ভূষণবিশেষ। [সং. বৃশ্চিক]।

বিছা২—ক্রি. বিছানো (চাদর বিছিয়ে দাও)। [< সং. বি + √স্তৃ (= আচ্ছাদন) ; হি. বিস্তার)]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. বিস্তার করা, পাতা (মাদুর বিছান) ; ছড়ান, বিন্যস্ত করা (কাঁকর-বিছান)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

বিছানা—বি. শয্যা। [**বিছা২** দ্রঃ]।

বিছুটি, বিছুতি—বি. ক্ষুদ্র বন্য গাছবিশেষ যাহা শরীরে লাগা মাত্র চুলকায় ও জ্বালা করে। [সং. বৃশ্চিক ('ওষধি'-অর্থক)]।

বিছুরা, বিছুরান—(ব্রজ.) ক্রি. বিস্মৃত হওয়া, ত্যাগ করা। [সং. বি + √স্মৃ]।

বিজড়িত—বিণ. যুক্ত (স্মৃতি-বিজড়িত, লতাপাশ-বিজড়িত) ; বিশেষভাবে বা বিশ্রীরকম জড়াইয়া গিয়াছে এমন (মারামারির ব্যাপারে বা মকদ্দমায় বিজড়িত)। [সং. বি + জড়িত]।

বিজন—বিণ. জনহীন, নির্জন, নিভৃত (বিজন কাননে) ; বি. জনহীন স্থান (বিজনে চিন্তা বা ধ্যান করা)। [সং. বি + জন]।

বিজনন—বি. জন্মদান, প্রসব ; উৎপত্তি। [সং. বি + √জন্ + অন(ভা)]।

বিজনি, বিজনী—বি. হাত-পাখা ('বেহুলা বিজনী বুনিল' : বি. গু.)। [সং. ব্যজনী]।

বিজন্মা (-ন্মন্)—বিণ. জারজ, বেজন্মা। [সং. বি(বিরুদ্ধ) + জন্মন্]।

বিজবিজ—অব্য. বহু কীটের সমাবেশের ভাবপ্রকাশক, গিজ্‌গিজ্‌, থিক্‌থিক্।

বিজয়—বি. জয়, জিত, প্রতিপক্ষকে পরাজিত বা দমিত করা ; (প্রা. বাং) গমন, প্রস্থান ('গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়' : চৈ. ভা.)। [সং. বি + জয়]। বি. ~**গর্ব**—জয়লাভ-হেতু গর্ব। বিণ. ~**দৃপ্ত**—জয়লাভের ফলে গর্বিত। বি. ~**লক্ষ্মী**—জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিণ. **বিজয়ী** (-য়িন্), **বিজেতা** (তৃ)—জয়লাভকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **বিজয়িনী, বিজেত্রী**। বি. **বিজয়োৎসব**—বিজয়া দশমীর উৎসব [বিজয়া + উৎসব] ; জয়লাভ-উপলক্ষে উৎসব [বিজয় + উৎসব]। বিণ. **বিজিত**—পরাজিত (বিজিত শত্রু) ; জয় করা হইয়াছে এমন (বিজিত দেশ)। বিণ.(স্ত্রী.) **বিজিতা**। বিণ. **বিজেয়**—জয়সাধ্য ; জয়যোগ্য।

বিজয়া—বি. দুর্গা ; দুর্গাদেবীর জনৈকা সখী (মতান্তরে কন্যা) ; সিদ্ধি ; ভাং, বিজয়াদশমী। [সং. বি + জয় + আ]। বি. ~**দশমী**—যে তিথিতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বি. ~**সঙ্গীত**—পার্বতীর বা উমার আশ্বিন-মাসে পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার বেদনাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী কবিগণ কর্তৃক রচিত সঙ্গীত (তু. আগমনী সঙ্গীত)।

বিজয়িনী, বিজয়ী, বিজয়োৎসব—**বিজয়** দ্রঃ।

বিজর—বিণ. জরারহিত, বার্ধক্যহীন। [সং. বি + জরা]।

বিজলি, বিজলী—বি. বিদ্যুৎ, তড়িৎ, সৌদামিনী ; বৈদ্যুতিক বাতি (সচ. **বিজলি-বাতি**)। [প্রা বিজ্জুলী < বিদ্যুৎ]।

বিজল্প—বি. বিশেষ জল্পন বা কথিত বচন (তু. জল্পনা-কল্পনা) ; প্রলাপবাক্য। [সং. বি + √জল্প্ + অ]। **পরিহাস-বিজল্পিত**—বি বিণ. ঠাট্টা-তামাশা করিয়া যাহা বলা হইয়াছে।

বিজাত—বিণ. জারজ, বেজন্মা। [সং. বি(বিরুদ্ধ) + জাত (উৎপন্ন)]।

বিজাতি—বি. ভিন্ন জাতি। [সং. বি (ভিন্ন) + জাতি]।

বিজাতীয়—বিণ. ভিন্ন জাতি-সম্বন্ধীয় (বিজাতীয় বেশ-ভূষা) ; (বাং.) বিষম, উৎকট (বিজাতীয় ঘৃণা)। [সং. বিজাতি + ঈয়]। বি. ~**তা**। **বিজাতীয় ভেদ**—পরস্পর ভিন্ন জাতির ভিতরকার ভেদ (যেমন, মানুষ ও কুকুর, ইহারা দুইটি ভিন্ন জাতি—ইহাদের ভিতরকার ভেদ বা এই জাতীয় ভেদ)।

বিজিগীষা—বি. বিজয়লাভের ইচ্ছা। [সং. বি + √জি + সন্ + অ(ভা) + আ]। বিণ. **বিজিগীষু**—বিজয়লাভে

বিজিত—**বিজয়** দ্রঃ।

বিজুত—**বেজুত**-এর প্রাদে. রূপ।

বিজুরি, বিজুরী, বিজুলি, বিজুলী—**বিজলি**-র কোমল রূপ ('নব জলধরে বিজুরি-রেহা' : বিদ্যা.)।

বিজৃম্ভণ—বি. হাই তোলা ; ইচ্ছা ; বিস্তার, বিকাশ। [সং. বি + জৃম্ভণ]। বিণ. **বিজৃম্ভিত**—বিকশিত ; বিস্তারিত ; ব্যাপ্ত।

বিজেতা, বিজেত্রী, বিজেয়—**বিজয়** দ্রঃ।

বিজোড়, বে-জোড়—বিণ. অযুগ্ম, জোড়হীন ; দুই দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় না এমন (জোড়-বিজোড় খেলা), বিষম। [বাং. বি(= নয়) + জোড়]।

বিজ্ঞ—বিণ. পণ্ডিত, জ্ঞানী ; অভিজ্ঞ ; বিচক্ষণ। [সং. বি + √জ্ঞা + অ (র্তৃ)]। বিণ (স্ত্রী.) **বিজ্ঞা**। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**।

বিজ্ঞপ্তি—বি. প্রকাশন, নিবেদন। [সং. বি + √জ্ঞাপি + তি]।

বিজ্ঞাত—বিণ. বিশেষরূপে অবগত বা বিদিত ; বিখ্যাত। [সং. বি + √জ্ঞা + ত (র্ম)]।

বিজ্ঞান—বি. (সং.) ঈশ্বরানুভব, অপরোক্ষ জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান ('জ্ঞান-বিজ্ঞান') ; (বাং.) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে ক্রম অনুসারে লব্ধ জ্ঞান, science (পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান) ; শিল্প-

দির শাস্ত্র (সঙ্গীতবিজ্ঞান)। [সং. বি+জ্ঞান]। বি. **বিজ্ঞানী** (-নিন্)—বিজ্ঞানবিৎ। বিণ. বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় (বিজ্ঞানী বুদ্ধি)।

বিজ্ঞাপন—বি. সংবাদপত্র ইত্যাদির সাহায্যে সাধারণ লোকের নিকট প্রচার; নিবেদন; বিজ্ঞপ্তি; সাধারণকে জানাইবার জন্য লেখন, বিজ্ঞাপনী, ইশতিহার, নোটিস। [সং. বি+জ্ঞাপন]। বি. **বিজ্ঞাপনী**—বিজ্ঞাপনপত্র, ইশতিহার। বিণ. **বিজ্ঞাপনীয়**—জানাইবার যোগ্য; বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রচার করিতে হইবে এমন। বিণ. **বিজ্ঞাপিত**—বিজ্ঞাপনদ্বারা ঘোষিত বা প্রচারিত; নিবেদিত।

বিজ্ঞেয়—বিণ. বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য; [সং. বি+√জ্ঞা +য (র্ম)]।

বিজ্বর—বিণ. জ্বরমুক্ত। [সং. বি+জ্বর]।

বিট১—বীট১ ও বীট২-এর বানানভেদ।

বিট২—বি. ধূর্ত বা শঠ লোক; কামুক বা লম্পট ব্যক্তি; ঔষধার্থ কৃত্রিম লবণবিশেষ। [সং.]।

বিটকেল, (প্রাদে.) **বিটকাল**—বিণ. অস্বাভাবিক রকম কুৎসিত বিকট বা কদর্য (বিটকেল চেহারা, বিটকেল গন্ধ)। [দেশী]।

বিটঙ্ক—বি. পায়রা প্রভৃতির থাকিবার স্থান; পাখি ধরিবার ফাঁদ; উচ্চ স্থান। [সং.]।

বিটপ—বি. গাছের ডাল, শাখা; পল্লব। [সং.]। বি. **বিটপী** (-পিন্)—বৃক্ষ, গাছ।

বিটপালং, বীটপালম—যথাক্রমে **বীটপালং** ও **বীট-পালম**-এর বানানভেদ।

বিটলবণ—বি. ঔষধার্থ কৃত্রিম লবণ। [সং.]।

বিটলে, বিটলা, বিটেল—বিণ. প্রবঞ্চক, শঠ, দুষ্ট (বিটলে বামন)। [সং. বিট১ + বাং. লে, লা, ল]।

বি. টি.—বি. শিক্ষক-প্রশিক্ষণের স্নাতক উপাধি। [ইং. B. T.]।

বিড়ঙ্গ—বি. কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত ফলবিশেষ। [সং.]।

বিড়বিড়—অব্য. (প্রধানতঃ আপনমনে) অস্পষ্ট ও অনুচ্চ কথন। [দেশী]।

বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা—বি. বঞ্চনা, ছলনা, বাদ সাধা (ভাগ্য-বিড়ম্বনা); অনর্থক দুর্ভোগ (চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র); অনুকরণ। [সং. বি+ √ডম্ব্ (=প্রবৃত্ত করা) + অ (ভা), + আ]। বিণ. **বিড়ম্বিত**—বঞ্চিত; ক্লেশিত, ক্লেশ-প্রাপ্ত; অনুকৃত।

বিড়া—বি. হাঁড়ি কলসি প্রভৃতি বসাইয়া রাখিবার জন্য খড়কুটা ইত্যাদির তৈয়ারী বেষ্টনীবিশেষ; জড়াইয়া বাঁধা পানের ছোট বাণ্ডিল বা গোছ; মাথায় ভার বহিবার জন্য বা পাগড়ি-রূপে ব্যবহার্য দড়ি খড় ইত্যাদির তৈয়ারী বেষ্টনীবিশেষ। [সং. বীটি, বীটিকা]।

†**বিড়াল**—বি. ইঁদুর-শিকারে দক্ষ চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষ, মার্জার। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **বিড়ালী**। বিণ.(স্ত্রী.) **বিড়ালাক্ষী**—বিড়ালের স্থায় কটা নেত্রযুক্তা। **বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা**—ইঁদুর কর্তৃক বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত অসাধ্যসাধন করিয়া কোনো কাজের গোড়াপত্তন করা (ইংরেজি to bell the cat-এর অনুবাদ)। **বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া**—(আল.) ভাগ্যক্রমে ঈপ্সিত সুযোগ মেলা। বি. **~তপস্বী** (আল.) সাধুর ছদ্মবেশে শয়তান, ভণ্ড ব্যক্তি।

বিড়ি, বিড়ী—বি. শাল কেন্দু প্রভৃতি বৃক্ষপত্রে তামাক-চূর্ণ মুড়িয়া প্রস্তুত চুরুটবিশেষ। [সং. বীটি, বীটী]।

বিড়ে—**বিড়া**-র কথ্য রূপ।

বিতং—বি. বিশদ বিবরণ (বিতং দিয়ে বলা)। [সং. বিতত (=বিস্তারিত)]।

বিতংস, বীতংস—বি. পক্ষী মৃগ প্রভৃতিকে বন্ধন করিবার রজ্জু ইত্যাদি; ফাঁদ। [সং.]।

বিতণ্ডা—বি. মিথ্যা বিচার, বাজে তর্ক; (দর্শ.) স্বমত প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, কেবল পরমত খণ্ডনার্থ বাগাড়ম্বর। [সং.]।

বিতত—বিণ. বিস্তৃত, প্রসারিত; ব্যাপ্ত। বি. (বিরল) বীণা ইত্যাদি তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। [সং. বি+ √তন্+ত (র্ম)]। বি. **বিততি**—বিস্তার, প্রসার; ব্যাপ্তি।

বিতথ, বিতথ্য—বিণ. মিথ্যা; বৃথা। [সং.]।

বিতদ্রু—বি. পঞ্জাবের প্রাচীন নদীবিশেষ।

বিতরণ—বি. বিলাইয়া দেওয়া, বণ্টন, ভাগ করিয়া দেওয়া, বহু লোককে দান। [সং. বি+ √তৃ +অন (ভা)]। ক্রি. **বিতরা**—(কাব্যে) বিতরণ করা, বিলানো ('কৃপাবিন্দু বিতর')। বিণ. (অশু.) **বিতরিত**—বিতরণ করা হইয়াছে এমন, বণ্টিত।

বিতর্ক—বি. আলোচনা, তর্ক, বিচার; বাদানুবাদ; সংশয়, অনুমান। [সং. বি+তর্ক]। বিণ. **বিতর্কিত**—বাদ-বিসংবাদের বিষয়ীভূত, আলোচিত; সন্দিগ্ধ; অনু-মিত। বি. **বিতর্কিকা**—কোন বিষয়ে সামান্য তর্কা-তর্কি; তর্ক-বিতর্কের আসর, সংবাদপত্রাদিতে আলো-চনা বা তর্কাতর্কি প্রকাশের স্থান। [সং. বিতর্ক+বাং. ইকা (ক্ষুদ্রার্থে)]।

বিতল—বি. পুরাণোক্ত সপ্ত পাতালের দ্বিতীয়টি। [সং.]।

বিতস্তা—বি. পঞ্জাবের প্রাচীন নদীবিশেষ, আধুনিক ঝিলম।

বিতস্তি—বি. বিঘত, অর্ধহস্তপরিমিত বা দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত মাপ। [সং.]।

বিতান—বি. মণ্ডপ (লতাবিতান); চন্দ্রাতপ; তাঁবু, পটমণ্ডপ; বিস্তার, (বিরল) যজ্ঞ। [সং.]।

বিতারিখ—**বতারিখ**-এর অধিকতর চলিত রূপ।

বিতিকিচ্ছি, বিতিকিচ্ছি—**বিচিকিচ্ছি**-র রূপভেদ।

বিতীর্ণ—বিণ. ব্যাপ্ত; উত্তীর্ণ; বিতরিত। [সং. বি+ √তৃ +ত (র্ম)]।

বিতৃষ্ণ—**বিতৃষ্ণা** দ্রঃ।

বিতৃষ্ণা—বি. তৃষ্ণাভাব; অনিচ্ছা, অরুচি (উপদেশ-শ্রবণে বিতৃষ্ণা, বিলাস-ব্যসনে বিতৃষ্ণা)। [সং. বি+ তৃষ্ণা]। বিণ. **বিতৃষ্ণ**—তৃষ্ণাশূন্য; নিস্পৃহ, উদাসীন; রুচিহীন, বিমুখ (সংসার-ধর্মে বিতৃষ্ণ)।

-বিৎ (-দ্), **-বিদ্**—বিণ. জানে এমন, বেত্তা (বিজ্ঞানবিৎ)। [সং. √বিদ্+কিপ্]।

বিত্ত—বি. ধন, সম্পদ। [সং. √বিদ্ (=লাভ)+ত (প)]। বিণ. **~বান্** (-বৎ), **~শালী**—সম্পত্তিশালী; ধনী। বিণ. **~হীন**—দরিদ্র। বি. **~বিত্তেশ**—ধনপতি; যক্ষরাজ কুবের।

বিত্রস্ত—বিণ. অতিশয় ভীত। [সং. বি+ত্রস্ত]।

বিথান—বিণ. (কাব্যে) বিস্রস্ত, আলুথালু; স্থানভ্রষ্ট। [সং. বিস্থান]।

বিথার—(১) বিণ. (কাব্যে) ছড়ানো, আলুলায়িত ('কেশ বেশ যদি বিথার হইল' : চণ্ডী.); পরিব্যাপ্ত, পূর্ণ ('স্রোত বিথার জলে' : মু. গু.)। (২) বি. (কাব্যে) বিস্তার। [সং. বিস্তার]। ক্রি. **বিথারা**—(কাব্যে) বিস্তার করা বা হওয়া, ছড়ানো ('দুহাত বিথারি' : রবীন্দ্র)।

বিদকুটে—**বিদঘুটে**-র রূপভেদ।

বিদগ্ধ—বিণ. রসিক, রসজ্ঞ; বিদ্বান্, পণ্ডিত; নিপুণ, চতুর। [সং. বি(বিশেষরূপে)+দগ্ধ(=ভস্মীভূত বা বিলুপ্ত, অজ্ঞান যাহার)]। **বিদগ্ধা**—(১) বিণ. **বিদগ্ধ**-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. রসগ্রহণে সমর্থা বা সুরসিকা নায়িকা। বি. **~সমাজ**—পণ্ডিতমণ্ডলী; রসিকজনসমূহ।

বিদঘুটে—বিণ. কুৎসিত, বিশ্রী; জটিল। [দেশী]।

বিদরা—ক্রি. (কাব্যে) বিদীর্ণ হওয়া বা করা ('বিদরে পরান')। [সং. বি+ √দৃ +বাং. আ]।

বিদরি, বিদরী—বি. এক ধাতুনির্মিত পাত্রাদিতে ভিন্ন ধাতুর দ্বারা খোদাই-করা নকশা। [তু হি. বিদরী]।

বিদর্ভ—বি. আধুনিক মধ্যপ্রদেশান্তর্গত বিদর রাজ্যের প্রাচীন নাম। [সং.]।

বিদল—(১) বি. দ্বিধাবিভক্ত কলায় প্রভৃতি, ডাল; বাঁশের চটায় প্রস্তুত ডালা কুলা প্রভৃতি। (২) বিণ. বিকশিত; দলহীন, পত্রহীন। [সং.]।

বিদলন—বি. সম্পূর্ণরূপে দলন, পেষণ বা বিদারণ; সম্পূর্ণ পরাজিত করা; অতিশয় নিপীড়িত করা। [সং. বি+ +দলন]। বিণ. **বিদলিত**—সম্পূর্ণ দলিত বা পরাজিত (বিদলিত শত্রুসেনার আত্মসমর্পণ); বিদারিত।

বিদা, (চলিত) **বিদে**—বি. খেত আঁচড়াইয়া তৃণাদি তোলার জন্য চিরুনির ন্যায় লৌহনির্মিত চাষের যন্ত্রবিশেষ। [সং. বিদ্ধক]। বি. **বিদেকাটি, বিদেকাঠি**—উক্ত যন্ত্রের লৌহশলাকা।

বিদায়₁—বি. দান; বিসর্জন। [আ. বি. দা অ]। (ভা)]।

বিদায়₂—(১) বি. দূরীকরণ (আপদ বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে বিদায় করা); প্রস্থান করার অনুমতি (বিদায় মাগা); প্রস্থান (তাহার বিদায়ের পর); বিচ্ছেদ (চির-বিদায়); কর্ম বা বৃত্তি হইতে অবসর (চাকরি হইতে পেনসনসহ বিদায় গ্রহণ); কার্যান্তে বা বিদায়দানকালে প্রদত্ত দক্ষিণা বা প্রণামী-স্বরূপ প্রদত্ত অর্থাদি বা উহা বিতরণ (ব্রাহ্মণবিদায়) : গৌণ অর্থে—কাঙালীবিদায়। (২) বিণ. প্রস্থিত (বিদায় হওয়া)। বিণ. **~ভোগী**—কর্ম বা বৃত্তি হইতে অবসরপ্রাপ্ত। বি. **~সম্ভাষণ**—প্রস্থানকালীন আলাপ ও নমস্কারাদিবিনিময়। **বিদায়ী**—(১) বিণ. বিদায় হইতেছে এমন (বিদায়ী সম্পাদক)। (২) বি. বিদায়ের কালে প্রদত্ত অর্থ ও উপহারদ্রব্যাদি।

বিদার—বি. বিদারণ, বিদীর্ণ হওয়া ('ধরণী বিদার দেউ' : শ্রীকৃ.)। বিণ. বিদারণকারী ('তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়' : রবীন্দ্র)। [সং. বি. + √দৃ +অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—বিদারণকারী (হৃদয়-বিদারক)। বি. **~ণ**—বিদীর্ণ করা, ফাড়িয়া বা কুঁড়িয়া বা কাটাইয়া ফেলা; ভেদন; মারা, হনন। ক্রি. **বিদারা**—বিদীর্ণ করা, চেরা, ফাড়া ('কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে' : বিদ্যা.)। বিণ. **বিদারিত**—বিদীর্ণ করা হইয়াছে এমন। বিণ. **বিদারী** (-রিন্)—বিদীর্ণ করে এমন।

বিদাহী (-হিন্)—বিণ. প্রদাহ জন্মায়, পোড়ায় বা ক্ষয় করে এমন, caustic [বি. প.]। [সং. বি+ √দহ্ + ইন্ (র্তৃ)]।

বিদিক্ (-দিশ্)—বি. দুইদিকের মধ্যভাগ, অগ্নি নৈর্ঋত প্রভৃতি কোণ; (বাং.) বিপরীত প্রতিকূল বা ভুল দিক্। [সং. বি+দিশ্]।

বিদিত—বিণ. জ্ঞাত, জানা হইয়াছে এমন (বিদিত বিষয়); খ্যাত (জগদ্বিদিত); অবগত, জানিয়াছে এমন (বিদিত আছি)। [সং. √বিদ্ (=জ্ঞান)+ত (র্ম, র্তৃ)]।

বিদিশা—বি.(স্ত্রী.) বিদিক্। [সং.]।

বিদীর্ণ—বিণ. ছিন্নভিন্ন; খণ্ডিত; ভগ্ন (বিদীর্ণহৃদয়ে), ফাটিয়া গিয়াছে এমন (চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করা)। [সং. বি+দীর্ণ]। বিণ. **বিদীর্যমাণ**—যাহা বিদীর্ণ হইতেছে (শোকে বিদীর্যমাণ মাতৃ-হৃদয়)।

বিদুর—বি. ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দাসীপুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত)। **বিদুরের খুদ**—কুরুরাজ দুর্যোধনের রাজভোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদুরপ্রদত্ত যে সামান্য তণ্ডুলকণা ভোজন করিয়াছিলেন; (আল.) দীনজনের শ্রদ্ধার সহিত দেওয়া উপহার।

বিদুষী—বিণ. বি. উচ্চশিক্ষিতা, বিদ্যাবতী রমণী। [সং. বিদ্বস্+ঈ]।

বিদূর—(১) বিণ. অতি দূরবর্তী (বিদূর সম্বন্ধ)। (২) বি. অতি দূরবর্তী স্থান বা দেশ (দূরে বিদূরে)। [সং. বি+ দূর]। বিণ. **বিদূরিত**—দূরীভূত, বিতাড়িত।

বিদূষক—(১) বি. (নাট্যে) নায়কের রসিক সহচর, ভাঁড়। (২) বিণ. নিন্দক। [সং. বি+ √দুষ্ +ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

বিদূষণ—বি. দোষ দেওয়া; অপবাদ, নিন্দা; দূষিত বা কলুষিত করা (জলবায়ুর বিদূষণ); তু. পরিবেশদূষণ। [সং. বি+ √দুষ্ +ণিচ্+অন (ভা)]।

বিদে—**বিদা** দ্রঃ।

বিদেশ—বি. প্রবাস, স্বদেশ ভিন্ন অন্য দেশ; বিচ্ছিন্ন বা দূরবর্তী স্থান (ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ')। [সং. বি+ দেশ]। বিণ. **বিদেশাগত**—বিদেশ হইতে আসিয়াছে এমন। বিণ. **বিদেশী**—ভিন্নদেশবাসী। [সং. বিদেশ +ইন্, বা সং. বিদেশ+বাং. ঈ]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিদেশিনী**। বিণ. **বিদেশীয়, বৈদেশিক**—বিদেশ-সম্বন্ধীয়; ভিন্নদেশজাত; ভিন্নদেশবাসী।

বিদেহ—(১) বিণ. দেহশূন্য, অশরীরী। (২) বি. মিথিলা প্রদেশ। [সং বি+দেহ]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিদেহা**। বিণ.

(অশু.) **বিদেহী** (-হিন্)—দেহহীন, অশরীরী (বিদেহী আত্মা)।

বিদ্—**বিৎ** দ্রঃ।

বিদ্ধ—বিণ. বেঁধা বা ছেঁদা করা হইয়াছে এমন; আহত (বাণবিদ্ধ); উৎকীর্ণ। [সং. √ব্যধ্ + ত (র্ম)]।

বিদ্যমান—বিণ. বর্তমান; অস্তিত্বশীল (ঈশ্বরের স্তায় বায়ু সর্বত্র বিদ্যমান); উপস্থিত; জীবিত (পিতা বিদ্যমানে পুত্রের অধিকার)। [সং. √বিদ্ + মান (শানচ্) (র্ম)]। বি. **~তা**—বর্তমান আছে এমন অবস্থা; অস্তিত্ব; উপস্থিতি; জীবিত অবস্থা।

বিদ্যা—বি.(স্ত্রী.) অধ্যয়ন, অনুশীলন প্রভৃতির দ্বারা লব্ধ জ্ঞান; পাণ্ডিত্য; দক্ষতা; শিক্ষণীয় বিষয়, শাস্ত্র (চিকিৎসাবিদ্যা); তত্ত্বজ্ঞান; সরস্বতীদেবী; দুর্গাদেবী; ভগবতীদেবী (মহাবিদ্যা)। [সং. √বিদ্ + য (ণে) + আ]। বি. **~য়তন**—বিদ্যালয়। বি. **~দাতা** (-তৃ)—শিক্ষক, গুরু। বি.(স্ত্রী.) **~দাত্রী**। বি. **~দায়িনী**—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। বি. **~দান**—শিক্ষা দেওয়া, অধ্যাপনা। বি. **~ধর**—স্বর্গের গায়করূপে বর্ণিত দেবযোনিবিশেষ। বি.(স্ত্রী.) **~ধরী**। বি. **~নিধি, ~সাগর, ~র্ণব**—বিদ্যার সমুদ্র, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য; সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। বি. **~নুরাগ**—বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা বা বিদ্যালাভের জন্য আগ্রহ। বিণ. **~নুরাগী** (-গিন্)—বিদ্যানুরাগযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী.) **~নুরাগিণী**। বি. **~পীঠ, ~মন্দির**—বিদ্যালয়, শিক্ষালাভের স্থান। বি. **~বত্তা**—পাণ্ডিত্য। বি. **~বল**—বিদ্যালাভের ফলে লব্ধ শক্তি। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—পণ্ডিত, বিদ্বান্, সুশিক্ষিত। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী**। বি. **~বিনোদ, ~বিশারদ, ~ভূষণ, ~রত্ন, ~লঙ্কার**—পণ্ডিত ব্যক্তি; সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। বিণ. **~বিহীন, ~হীন, ~শূন্য**—অশিক্ষিত, মূর্খ। বিণ. (স্ত্রী.) **~বিহীনা, ~হীনা, ~শূন্যা**। বিণ. বি. **~ব্যবসায়ী** (-য়িন্)—অর্থ লইয়া বিদ্যা দান করে এমন, বেতনভোগী শিক্ষক। বি. **~ভ্যাস**—বিদ্যাচর্চা, বিদ্যাশিক্ষা। বি. **~রম্ভ**—বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ, হাতে-খড়ি। বি. **~র্জন**—বিদ্যা শিক্ষা। **~র্থী**—(১) বিণ. বিদ্যাশিক্ষায় অভিলাষী। (২) বি. ছাত্র, শিষ্য। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **~র্থিনী**। বি. **~লাপ**—শাস্ত্রালোচনা।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—(১) বিণ. বিদ্যুৎরেখাতুল্য সরু ও রক্তবর্ণ জিহ্বাবিশিষ্ট। (২) বি. রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ। [সং. বিদ্যুৎ + জিহ্বা]।

বিদ্যুৎ—বি. বিজলী, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা। [সং. বি + √দ্যুৎ + কিপ্ (র্তৃ)]। বি. **~কটাক্ষ**—বিদ্যুতের স্তায় তীব্র অর্থাৎ মর্মস্পর্শী চাহনি। বিণ. **~প্রভ**—বিদ্যুতের স্তায় চোখ-ধাঁধান উজ্জ্বলরূপ। বিণ.(স্ত্রী.) **~প্রভা**। বি. **~স্পন্দন, ~স্ফুরণ**—বিদ্যুতের চমক। বিণ. **~স্পৃষ্ট**—বিদ্যুতের আকস্মিক স্পর্শ বা আঘাত পাইয়াছে এমন; তড়িৎ-আহত, electrolocuted। বি. **~স্ফুলিঙ্গ**—বিদ্যুতের কণা। বিণ. **বিদ্যুদ্গর্ভ**—বিদ্যুৎপূর্ণ। বি. **বিদ্যুদ্দাম, বিদ্যুন্মালা**—বিদ্যুতের মালিকাকার রেখাসমূহ। বিণ. **বিদ্যুদ্দীপ্ত**—বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত। বি. **বিদ্যুদ্দীপ্তি**—বিদ্যুতের আলো। বি. **বিদ্যুদ্বিকাশ**—বিদ্যুতের স্ফুরণ। বি. **বিদ্যুদ্বেগ**—বিদ্যুতের স্তায় অতি দ্রুত গতি। বি. **বিদ্যুল্লতা, বিদ্যুদ্রেখা**—লতার স্তায় সরু বিদ্যুদ্রেখা, বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। বিণ. **বিদ্যুত্বান্** (-বৎ)—মেঘ। [সং. বিদ্যুৎ + বৎ (অস্ত্যর্থে)]।

বিদ্যোৎসাহী (-হিন্)—বিণ.বি. বিদ্যার প্রসারে উৎসাহদানকারী। [সং. বিদ্যা + উৎসাহিন্]। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **বিদ্যোৎসাহিনী** (বিদ্যোৎসাহিনী সভা)।

বিদ্যোপার্জন—বি. বিদ্যালাভ, বিদ্যাশিক্ষা। [সং. বিদ্যা + উপার্জন]।

বিদ্রাবণ—বি. দ্রবীকরণ; বিতাড়ন। [সং. বি + দ্রাবণ]। বিণ. **বিদ্রাবিত**—দ্রবীকৃত; বিতাড়িত।

বিদ্রুত—বিণ. দ্রবীভূত; পলায়িত। [সং. বি + √দ্রু + ত (র্ম)]।

বিদ্রুম—বি. পদ্মরাগমণি, প্রবাল, পলা; কিশলয়। [সং.]।

বিদ্রূপ—বি. শ্লেষমিশ্রিত উপহাস, ঠাট্টা। বিণ. **বিদ্রূপাত্মক**—বিদ্রূপপূর্ণ।

বিদ্রোহ—বি. বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান; শাসন অগ্রাহ্য করা; বর্তমান ব্যবস্থাদির প্রতিকূলতা; বিরোধিতা। [সং. বি + দ্রোহ]। বি. **বিদ্রোহাচরণ**—বিদ্রোহকরণ। বিণ.বি. **বিদ্রোহী** (-হিন্)—বিদ্রোহকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **বিদ্রোহিণী**।

বিদ্বজ্জন—বি. পণ্ডিত বা বিদ্বান্ ব্যক্তি। [সং. বিদ্বস্ + জন]।

বিদ্বৎকল্প—বিণ. পণ্ডিতের তুল্য, অল্পবিদ্বান্। [সং. বিদ্বস্ + কল্প (ঈষদূনার্থে)]।

বিদ্বৎকুল—বি. পণ্ডিতসমাজ; পণ্ডিত-বংশ। [সং. বিদ্বস্ + কুল]।

বিদ্বত্তম—বিণ. শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা বিদ্বান্। [সং. বিদ্বস্ + তম]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিদ্বত্তমা**।

বিদ্বান্ (-বস্)—বিণ.বি. পণ্ডিত, সুশিক্ষিত; জ্ঞানী। [সং. √বিদ্ + বস্(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিদুষী** দ্রঃ।

বিদ্বিষ্ট—বিণ. বিদ্বেষের পাত্র, বিদ্বেষভাজন; বিদ্বেষকারী (তিনি আমার প্রতি বিদ্বিষ্ট)। [সং. বি + √দ্বিষ্ + ত(র্ম, র্তৃ)]।

বিদ্বেষ—বি. ঈর্ষা, শত্রুতা, হিংসা। [সং. বি + √দ্বিষ্ + অ(ভা)]। বিণ. **~পরায়ণ**—অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এমন, দ্বেষশীল। বি. **~বুদ্ধি**—ঈর্ষা বা শত্রুতার মনোবৃত্তি। বি. **বিদ্বেষানল**—বিদ্বেষবুদ্ধিজনিত আগুন অর্থাৎ যন্ত্রণা। বিণ.বি. **বিদ্বেষী** (-ষিন্), **বিদ্বেষ্টা** (-ষ্টৃ)—বিদ্বেষকারী, শত্রু।

-বিধ—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে বিধা-শব্দের রূপ (বহুবিধ, নানাবিধ)।

বিধবা—বি.বিণ. পতিহীনা, মৃতভর্তৃকা। [সং. বি + ধব (স্বামী) + আ]। বি. **~বিবাহ**—বিধবা স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ।

বিধর্মা (-র্মন্), **বিধর্মী** (-র্মিন্)—বিণ. ধর্মহীন; অন্য-ধর্মাবলম্বী। [সং. বি+ধর্ম+অন, ইন্]।
বিধা—বি. প্রকার, ধারা; ব্যবস্থা (সুবিধা)। [সং.]।
বিধাতব্য— বিণ. করণীয়, বিধেয়। [সং. বি+√ধা+তব্য]।
বিধাতা (-তৃ)—বি. বিধানকর্তা ('ভারতভাগ্য-বিধাতা': রবীন্দ্র); ঈশ্বর; ব্রহ্মা। [সং. বি+√ধা+তৃ(র্তৃ)]। বি. **~পুরুষ**—(বাং.) ঈশ্বর; শুভাশুভ-নিয়ন্তা দেবতা।
বিধান—বি. শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা বা নিয়ম; কর্তব্যনির্দেশ (শাস্ত্রীয় বিধান); ব্যবস্থা, সম্পাদন (আনন্দ-বিধান, ঐক্য-বিধান); আইন বা আইন-প্রণয়ন (বিধান-পরিষদ্)। [সং. বি+√ধা+অন]। বি. **~সভা**—রাষ্ট্র-পরিচালনা ও আইন-প্রণয়নাদির জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি-সভা, Legislative Assembly [স. প.]। বি. **~পরিষদ্**—রাষ্ট্রপরিচালনা ও নির্দিষ্ট আইন-প্রণয়নাদির জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রজাদের প্রতিনিধি-সভা, Legislative Council [স. প.]।
বিধায়—অব্য. কারণে, জন্য, বলিয়া (অসুস্থতা বিধায়, ব্যাপারটা গুরুতর বিধায়)। [<সং. বিধা]।
বিধায়ক, বিধায়ী (-য়িন্)—বিণ. বিধানকর্তা, ব্যবস্থাপক; সঙ্ঘটনকারী বা সম্পাদনকারী ('জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক': রবীন্দ্র); বিধান-সভার সদস্য (বিধায়ক-দলের অনাস্থা-প্রস্তাব)। [সং. বি+√ধা+অক, ইন্ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিধায়িকা, বিধায়িনী**।
বিধি—বি. বিধান, নিয়ম, ব্যবস্থা (পূজাবিধি, সরকারী বিধি); উপায়, প্রণালী, ক্রম (কার্যবিধি), ভাগ্য, দৈব (বিধিবিড়ম্বনা); বিধানকর্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মা ('বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে'?—মধু.)। [সং. বি+√ধা+ই]। বিণ. **~জ্ঞ**—শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি জানে এমন। বিণ. **~বদ্ধ**—ব্যবস্থাপিত; নিয়মবদ্ধ; নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী, যথাবিধি, formal। বি. **~বিড়ম্বনা**—ভাগ্যের ছলনা। বিণ. **~মত**—শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী; যথা-বিহিত; উপযুক্ত (বিধিমত শাস্তি)। বি. **~লিপি**—ভাগ্য বা ভাগ্যের লিখন। বি. **~শাস্ত্র**—স্মৃতিশাস্ত্র; ব্যবহারশাস্ত্র, আইন। বিণ. **~সঙ্গত, ~সম্মত**—শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী; নিয়মানুযায়ী।
বিধিৎসা—বি. বিধান করার বা ব্যবস্থা করার ইচ্ছা। [সং. বি+√ধা+সন্+অ(ভা)+আ]। বিণ. **বিধিৎসু**—বিধান করিতে ইচ্ছুক।
বিধু—বি. চন্দ্র, চাঁদ ('স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে': মধু.)। [সং.]। **~বদন, ~মুখ**—(১) বিণ. চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট। (২) বি. ঐরূপ মুখ। বিণ.(স্ত্রী.) **~বদনা, ~মুখী**। বি. **বিধুন্তুদ**—রাহু-গ্রহের অন্যতম নাম।
বিধুত—বিণ. কম্পিত (বায়ু-বিধুত)। [সং. বি+√ধু+ত (র্ম)]।
বিধুনন, বিধূনন—বি. কম্পন। [সং. বি+√ধু, ধূ+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **বিধুনিত, বিধূনিত**—কম্পিত।
বিধুর—বিণ. দুঃখিত, কাতর, ক্লিষ্ট (বিরহবিধুর, 'মুখখানি তার মলিন বিধুর'); ভীত; বিমূঢ়; বিকল, ভারাক্রান্ত ('গন্ধ-বিধুর সমীরণে': রবীন্দ্র)। [সং. বি+ধুর্ (=কার্যভার)+আসমাসান্ত)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিধুরা**। বি. **~তা**।
বিধৃত—বিণ. ধরা বা ধারণ করা হইয়াছে এমন (অতীত-ভবিষ্যৎ ঐক্যসূত্রে বিধৃত), ধৃত; সযত্নে ধৃত; পরিহিত। [সং. বি+ধৃত]। বি. **বিধৃতি**—গ্রেপ্তার, পাকড়াও; ধারণ, সযত্নে ধারণ; পরিধান।
বিধেয়—(১) বিণ. বিধিসম্মত, ন্যায়সঙ্গত, উচিত (এ কাজ বিধেয় নয়); করণীয় (বিধেয় কর্মের অনুষ্ঠান)। বশীকৃত (বিধেয়াত্মা)। (২) বি. (ব্যাক.) যে বাক্যাংশে উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কিছু বলা হয় অর্থাৎ ক্রিয়া ও তাহার সহযোগী শব্দসমূহ, predicate; (দর্শ.) অপরিজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু, 'অনুবাদ'-এর বিপরীত ('অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন': চৈ. চ.)। [সং. বি+√ধা+য (র্ম)]। **বিধেয়ক**—প্রবর্তনের জন্য বিধানসভায় উপস্থাপিত আইনের খসড়া, bill [স. প.]।
বিধ্বংস—বি. সম্পূর্ণ ধ্বংস বিনাশ বা লোপ। [সং. বি+ধ্বংস]। বিণ. **বিধ্বংসিত**—সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসিত বিনাশিত বা বিলোপিত। বিণ. **বিধ্বংসী** (-সিন্)—বিনাশকারী (বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প বা প্লাবন)।
বিধ্বস্ত—বিণ. সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত (বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রাম); বিনাশিত; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। [সং. বি+√ধ্বন্স্+ত(র্তৃ, র্ম)]।
বিনত—বিণ. অবনত, প্রণত; নম্র। [সং. বি+নত]।
বিনতা—(১) বিণ. বিনত-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. কশ্যপ-মুনির পত্নী। বি. **বিনতানন্দন**—বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড় (তু. বৈনতেয়)। বি. **বিনতি**—প্রণতি; নম্রতা, বিনয়; বিনয়পূর্বক নিবেদন, অনুনয়।
বিননি, বিননী—বিনুনি-র রূপভেদ।
বিনম্র—বিণ. অতিশয় নম্র; বিনয়াবনত (বিনম্র সেবক, বিনম্র বচন)। [সং. বি+নম্র]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিনম্রা**। বি. **~তা**।
বিনয়—বি. নম্রতা; মিনতি; শিক্ষা (তু. বৌ. শা. 'বিনয়পিটক'), discipline; দমন, শাসন। [সং. বি+√নী+অ (ভা)]। বিণ. **বিনয়াবনত**—বিনয়-বশে আনত; অতি বিনয়ী। বিণ. (স্ত্রী.) **বিনয়াবনতা**। বিণ. **বিনয়ী** (-য়িন্)—বিনয়যুক্ত।
বিনয়ন—বি. দমন, শাসন; শিক্ষাদান, অপনয়ন, মোচন (শোক-বিনয়ন)। [সং. বি+√নী+অন(ভা)]।
বিনশ্বর—বিণ. বিনাশধর্মী, অনিত্য। [সং. বি+√নশ্+বর (র্তৃ)]।
বিনষ্ট—বিণ. বিনাশপ্রাপ্ত। [সং. বি+নষ্ট]।
বিনা$_1$—অব্য. ভিন্ন, ছাড়া, ব্যতীত (বিনা প্রমাণে, বিনা বেতনে, বিনা মূল্যে)। [সং.]।
বিনা$_2$—ক্রি. বিনান। [সং. √বর্ণ+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) বেণী রচনা করা; জড়াইয়া বেণীর মত করা; ধীরে ধীরে বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করা বা

বিলাপ করা (বিনাইয়া বিনাইয়া বলা বা কাঁদা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. জড়াইয়া বেণীর মতো করা হইয়াছে এমন।

বিনামা১—বি. জুতা। [বাং. বি (নঞর্থক + সং. নামন্) —অতএব নামহীন অর্থাৎ নামোল্লেখ অনুচিত]।

বিনামা২ (-মন্)—বিণ কল্পিত নামযুক্ত, নামহীন। [সং. বি + নামন্]।

বিনায়ক—বি. গণনায়ক, গণেশ; শিক্ষক, গুরু; বুদ্ধদেব; গরুড়। [সং. বি + √নী + অক]।

বিনাশ—বি. ধ্বংস, লোপ, উচ্ছেদ, মৃত্যু। [সং. বি + নাশ]। বিণ. ~**ক**—বিনাশকারী। ~**ন**—(১) বি. বিনাশ করা। (২) বিণ. বিনাশকর (বিঘ্নবিনাশন)। বিণ. **বিনাশিত**—বিনষ্ট করা হইয়াছে এমন, নিহত। বিণ. **বিনাশী** (-শিন্)—বিনাশশীল; বিনাশক। বিণ (স্ত্রী) **বিনাশিনী**।

বিনি—**বিনা**-র প্রাদে. ও কথ্য রূপ (বিনিসুতার মালা, বিনি মাইনের চাকরি)।

বিনিঃসরণ—বি. বাহির হওয়া, নির্গমন। [সং. বি + নিঃসরণ]। বিণ **বিনিঃসৃত**—বহির্গত, নির্গত।

বিনিদ্র—বিণ. নিদ্রাহীন (বিনিদ্র রজনী)। [সং বি + নিদ্রা]।

বিনিন্দিত—বিণ বিশেষভাবে নিন্দিত (বিশ্ব-বিনিন্দিত)। [সং. বি + নিন্দিত]। বিণ (স্ত্রী.) **বিনিন্দিতা**।

বিনিপাত—বি. বিশেষরূপে নিপাত, বিনাশ, অধঃপাত, দৈব দুঃখ। [সং. বি + নিপাত]।

বিনিবর্তন—বি. পুনরায় গমন বা আগমন, প্রত্যাবর্তন, বিরতি [সং. বি + নি + √বৃৎ + অন + (ভা)]; ফেরানো [সং. বি + নি + √বৃৎ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণ. **বিনিবর্তিত**—ফিরানো বা নিবৃত্ত করা হইয়াছে এমন। বিণ. **বিনিবৃত্ত**—ফিরিয়াছে বা নিরস্ত হইয়াছে এমন (বনবাস হইতে বিনিবৃত্ত)।

বিনিময়—বি. বদল (পণ্যবিনিময়, মৃত্যুদণ্ডের বিনিময়ে কারাবাস); পরিবর্ত, প্রতিদান (প্রেমের বিনিময়ে খাদ্য)। [সং. বি + নি + √মী + অ (ভা)]।

বিনিযুক্ত—বিণ. নিযুক্ত, প্রেরিত, অর্পিত, (ব্যবসায়াদিতে মূলধনরূপে) খাটানো হইয়াছে এমন। [সং. বি + নিযুক্ত]।

বিনিয়োগ—বি প্রয়োগ (সর্বকর্মারম্ভে বিনিয়োগ), প্রেরণ, অর্পণ (ব্যবসায়াদিতে মূলধনরূপে) কাজে লাগানো। [সং. বি + নিয়োগ]।

বিনিয়োজিত—বিণ. বিনিয়োগ করা হইয়াছে এমন, অর্পিত, প্রেরিত, নিযুক্ত; প্রবর্তিত। [সং. বি + নিয়োজিত]।

বিনির্গত—বিণ. বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত। [সং. বি + নির্গত]। বি. **বিনির্গম, বিনির্গমন**—বহির্গমন, নিষ্ক্রমণ, নিঃসরণ।

বিনির্ণয়—বি. স্থিরীকরণ, নির্ধারণ বিচারপূর্বক প্রদত্ত ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ, award [স প.]। [সং বি + নির্ণয়]। বিণ. **বিনির্ণীত**—স্থিরীকৃত, বিশেষভাবে নির্ধারিত।

বিনিশ্চয়—বি. স্থির বা সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত (চর্যাচর্যবিনিশ্চয়)। [সং. বি + নিশ্চয়]। বিণ. **বিনিশ্চিত**—সন্দেহাতীতভাবে স্থিরীকৃত; অভ্রান্ত।

বিনীত—বিণ. বিনয়যুক্ত, বিনম্র; শান্ত; সংযত; শিক্ষিত। [সং বি + √নী + ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিনীতা**।

বিনু—**বিনা**-র ব্রজ. ও প্রা. কোমল রূপ ('তাহা বিনু আর কারো নই': জ্ঞান.)।

বিনুনি—বি. বেণী, বিনানো চুল ইত্যাদি; বেণীরচনা। [বাং. বিনা২ + উনি]।

বিনে—**বিনা**-র কোমল রূপ ('তো বিনে উনমত কান': বিদ্যা)।

বিনেতা (-তৃ)—বিণ. নিয়ন্তা, শিক্ষক। [সং. বি + √নী + তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিনেত্রী**।

বিনোদ—(১) বি. আমোদিতকরণ, আমোদ, বিহার। (২) বিণ. মনোরম (বিনোদ বেণী), সুন্দর (বিনোদ নাগর)। [সং. বি + √মুদ্ + অ]। বি. ~**ন**—সানন্দে যাপন (অবসর বিনোদন, তোষণ, চিত্ত-বিনোদন), অপনোদন (শ্রমবিনোদন)। বিণ **বিনোদিত**—আমোদিত বা তুষ্ট করা হইয়াছে এমন। বিণ. **বিনোদিয়া**—(প্রা. কা.) আনন্দদায়ক, রমণীয় ('বিনোদিয়া বেণীর শোভায়': ভা. চ.)। বিণ. **বিনোদী** (-দিন্)—বিনোদনকারী, আনন্দদায়ক। **বিনোদিনী**—(১) বিণ. **বিনোদী**-র স্ত্রীলিঙ্গে—সুন্দরী, আনন্দদায়িনী। (২) বি. শ্রীরাধিকা।

বিন্তি, বিন্তী—বি. তাসের খেলাবিশেষ। [পো. vinte]।

†**বিন্দু**—বি. ফোঁটা (ঘর্মবিন্দু), অনুস্বার বা অনুরূপ আকারের চিহ্ন (বিন্দুবিসর্গ = অনুস্বার ও বিসর্গ); (জ্যামি) দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধহীন অবস্থান-নির্দেশক চিহ্ন, point; শুক্র (বিন্দুধারণ); অনুস্বার; কণা, কণিকা (বিন্দুমাত্র দুঃখ)। [সং.]। **বিন্দুতে সিন্ধুজ্ঞান**—অকিঞ্চিৎকর পরিমাণকেই প্রচুর বলিয়া কল্পনা বা ধারণা। বি. ~**বিসর্গ**—(আল.) অতি সামান্য-পরিমাণ: সামান্যতম আভাস (বিন্দু-বিসর্গ জানা বা বুঝা)। বি. ~**মাত্র**—সামান্যমাত্র লেশমাত্র (বিন্দুমাত্র সন্দেহ)।

বিন্ধা—ক্রি. (প্রা. কা.) বিদ্ধ করা ('বিন্ধহ পরম নিবাণে' চর্যা.)। **বিঁধা, বেঁধা** দ্রঃ।

বিন্ধ্য—বি. ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত পর্বতমালা। [সং.]। ~**বাসিনী**—(১) বি. (স্ত্রী.) দুর্গাদেবী। (২) বিণ. (স্ত্রী.) বিন্ধ্যপর্বতে বাসকারিণী।

বিন্যস্ত—**বিন্যাস** দ্রঃ।

বিন্যাস—বি. সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন বা রক্ষণ; সুন্দরভাবে রচনা বা সজ্জা (কেশবিন্যাস, শব্দবিন্যাস)। [সং. বি + ন্যাস]। বিণ. **বিন্যস্ত**—সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত বা রচিত (সুবিন্যস্ত যুক্তিপরম্পরা)।

বিপক্ষ—বি. বিরোধী বা প্রতিকূল পক্ষ, বিরুদ্ধ দল (বিপক্ষের প্রতিবাদ, আমার ভাই আমার বিপক্ষে); শত্রু। [সং. বি + পক্ষ]। বি. ~**তা**। বিণ. **বিপক্ষীয়**—বিপক্ষ-সম্বন্ধীয়; বিপক্ষভুক্ত।

বিপজ্জনক—বিণ. বিপদ্ সৃষ্টি করে বা বিপদে ফেলে এমন ; বিপদের ভয় আছে এমন (বিপজ্জনক পরিস্থিতি)। [সং. বিপদ্+জনক]।

বিপণন—বি. বিক্রয়ার্থ বাজারে দেওয়া, বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করণ, marketing। [সং. বি+√পণ্+অন (ভা)]।

বিপণি, বিপণী—বি. দোকান ; বাজার, হাট ; পণ্যশালা। [সং. বি+√পণ্+ই (খি), +ঈ]।

বিপৎ—বিপদ্ দ্রঃ।

বিপত্তারিণী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) বিপদ্ হইতে ত্রাণকারিণী। (২) বি. লৌকিক দেবীবিশেষ। [সং. বিপৎ+তারিণী]।

বিপত্তি—বি. বিপদ্ ; ঝঞ্ঝাট ; দুরবস্থা (বাধা-বিপত্তি, বিষম বিপত্তি)। [সং. বি+√পদ্+তি (ভা)]।

বিপত্নীক—বিণ. মৃতদার, পত্নী মারা গিয়াছে এমন। [সং. বি+পত্নী+ক]।

বিপথ—বি. মন্দ বা ভুল পথ, অসৎ পথ বা জীবনযাত্রাপ্রণালী (বিপথে চলা)। [সং. বি+পথ]। বিণ. **~গামী** (-মিন্)—বিপথে গিয়াছে এমন ; নষ্টচরিত্র। বিণ. (স্ত্রী.) **~গামিনী**।

বিপদ্, বিপৎ (-দ্), (চলিত) **বিপদ**—বি. আপদ্ ; দুর্ঘটনা ; ঝঞ্ঝাট ; দুরবস্থা। [সং. বি+√পদ্+কিপ্ (ভা)]। বি. **বিপৎকাল**—বিপৎপূর্ণ সময়। বিণ. **বিপদ্গর্ভ**—বিপদের সম্ভাবনাযুক্ত। বিণ. **বিপদ্বহুল**—বিপৎপূর্ণ। বি. বিণ **বিপদ্ভঞ্জন**—বিপদ্দূরকারী। বি. **বিপদ্রেখা, বিপৎসীমা**—নদ্যাদির জলস্ফীতি যে রেখা বা সীমা ছাপাইয়া উঠিলে প্লাবনজনিত বিপদের আশঙ্কা থাকে। বিণ. **~সঙ্কুল, বিপদাত্মক**—বিপজ্জনক, সঙ্কটময়। বি. **বিপদাপদ্**—নানা প্রকার বিপদ্। বিণ. **বিপদাপন্ন**—বিপন্ন। বি. **বিপদুদ্ধার**—বিপদ হইতে নিষ্কৃতি। বি. **বিপদ্দশা**—বিপন্ন অবস্থা।

বিপন্ন—বিণ. বিপদে পতিত, বিপদ্গ্রস্ত। [সং. বি+√পদ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিপন্না**।

বিপন্মুক্ত—বিণ. বিপদ্ হইতে মুক্ত বা উদ্ধারপ্রাপ্ত। [সং. বিপদ্+মুক্ত]। বি. **বিপন্মুক্তি**—বিপদ্ হইতে মুক্তি বা উদ্ধারলাভ।

বিপরিণত—বিণ. পরিবর্তিত ; বিপর্যস্ত। [সং. বি+√পরিণত]। বি. **বিপরিণতি**—পরিবর্তন ; বিপর্যয়।

বিপরিণাম—বি. পরিবর্তন ; বিপর্যয়। [সং. বি+পরিণাম]। বিণ. **বিপরিণামী** (-মিন্)—পরিবর্তনশীল ; বিপরীত-পরিণাম-প্রাপ্ত ; বিপাকগ্রস্ত।

বিপরীত—বিণ. উলটা ; বিরুদ্ধ, প্রতিকূল (বিপরীত ব্যবহার, বিপরীত কথা, বিপরীত ভাগ্য) ; বিষম, উৎকট, অস্বাভাবিক (বিপরীত কাণ্ড)। [সং. বি+পরি+√ই+ত (র্তৃ)]। বি. **~কাল**—অস্বাভাবিক ঘটনাদিপূর্ণ সময়, দুর্যোগপূর্ণ সময়। বিণ. **বিপরীতার্থক**—(শব্দাদি-সম্বন্ধে) নির্দিষ্ট শব্দাদির উলটা মানে বোঝায় এমন।

বিপর্যয়, বিপর্যায়, বিপর্যাস—বি. উলটপালট, বিপ্লব ; বিশৃঙ্খল অবস্থা (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) ; বৈপরীত্য ; ব্যতিক্রম (অবস্থা-বিপর্যয়) ; ধ্বংস। [সং.]। বিণ. **বিপর্যস্ত**—বিপর্যয়গ্রস্ত ; সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ; ছত্রভঙ্গ (সমাজ বা শাসন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত)।

বিপল—বি. কালের পরিমাণবিশেষ (=৬০ পলের ১ পল=২/৫ সেকেণ্ড)। [সং. বি (বিভক্ত)+পল]।

বিপশ্চিৎ—বি. জ্ঞানী, বিদ্বান্, পণ্ডিত। [সং.]।

বিপাক—বি. (এই জন্মের বা জন্মান্তরের) কর্মফল ('করমবিপাকে গতাগতি পুনপুন'), মন্দ পরিণাম ; দুর্ভোগ (এমন বিপাকে আর পড়ি নাই, সঙ্কটের বিপাকে), বিড়ম্বনা (দৈববিপাক) ; পরিপাক, জীর্ণকরণ ; (জীব.) দেহে খাদ্যের পরিণাম, metabolism [বি. প.]। [সং. বি+√পচ্+অ (ভা)]। বিণ. **বিপাকীয়**—বিপাক-সম্বন্ধীয়, metabolic [বি. প.]।

বিপিতা (-তৃ)—বি. জন্মদাতা পিতা ভিন্ন মাতার অন্য স্বামী, সৎ-বাপ। [সং.বি+পিতৃ]।

বিপিন—বি. অরণ্য, বন। [সং.]। **~বিহারী** (-রিন্)—(১) বিণ. বনে ভ্রমণকারী। (২) বি. বৃন্দাবনবিহারী

বিপুল—বিণ. বিশাল (বিপুল সমারোহ), প্রচুর (বিপুল ঐশ্বর্য, বিপুল সংবর্ধনা) ; অতি বৃহৎ (বিপুলকায়) ; প্রশস্ত (বিপুল সমুদ্র) ; অগাধ, সুগভীর (বিপুল স্নেহ) ; মহৎ, উদার (বিপুল হৃদয়)। [সং.]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিপুলা**।

বিপ্র—বি. ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। [সং.]।

বিপ্রকর্ষ—বি. দূরত্ব ; দূরে অবস্থান ; (ব্যাক.) স্বরভক্তি অর্থাৎ উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন (যথা—কর্ম > করম, স্নান > সিনান)। [সং. বি+প্র+√কৃষ্+অ (ভা)]। বি. **বিপ্রকর্ষণ**—দূরে সরাইয়া দেওয়া, ঠেলা, বিকর্ষণ। বিণ. **বিপ্রকৃষ্ট**—বিপ্রকর্ষণ করা হইয়াছে এমন ; দূরবর্তী।

বিপ্রতিপত্তি—বি. বিরোধ ; বিরুদ্ধ জ্ঞান ; পার্থক্য ; সংশয়। [সং. বি (=বিপরীত)+প্রতিপত্তি (=জ্ঞান)]। বিণ. **বিপ্রতিপন্ন**—বিরুদ্ধ ; বিরুদ্ধ জ্ঞানপূর্ণ ; পার্থক্যযুক্ত, বিরোধী ('শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বুদ্ধি' : গীতা) ; সংশয়পূর্ণ।

বিপ্রতীপ—বিণ. প্রতিকূল, সম্পূর্ণ বিপরীত। [সং. বি+প্রতীপ]।

বিপ্রযুক্ত—বি. সংযোগরহিত, বিরহী ; বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট। [সং. বি+প্রযুক্ত]। বি. **বিপ্রয়োগ**—বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ ; বিয়োগ ; বিরহ।

বিপ্রলব্ধ—বিণ. বঞ্চিত, প্রতারিত। [সং. বি+প্র+√লভ্+ত(র্ম)]। **বিপ্রলব্ধা**—(১) বিণ. প্রতারিতা, বঞ্চিতা। (২) বি. (অল.) সঙ্কেতস্থানে গিয়া নায়কের সাক্ষাৎ হইতে বঞ্চিতা নায়িকা।

বিপ্রলম্ভ—বি. প্রতারণা ; কলহ ; বিরহ ; নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ। [সং. বি + প্র + √লভ্ + অ (ভা)]।

বিপ্রলাপ—বি. অনর্থক ঝগড়া ; বিরুদ্ধ বাক্য কথন। [সং. বি+প্র+√লপ্+অ(ভা)]।

বিপ্রসাৎ—অব্য. ব্রাহ্মণকে দেয় বা দত্ত : ব্রাহ্মণাধীন। [সং. বিপ্র + সাৎ]।

বিপ্লব—বি. (রাষ্ট্র বা সমাজ প্রভৃতির) আমূল ও অতি দ্রুত পরিবর্তন (ফরাসী বিপ্লব, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে বিপ্লব, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব), বিদ্রোহ ; উপদ্রব ; ব্যাপক ধ্বংস। [সং. বি + √প্লু + অ(ভা)]। বিণ. বি. **বিপ্লবী** (-বিন্)—বিপ্লব-সঙ্ঘটনে চেষ্টিত বা ইচ্ছুক ; (সমাজ-বিপ্লবী) বিপ্লবের সমর্থক বা সঙ্ঘটক।

বিপ্লুত—বিণ. বিপর্যস্ত : উপদ্রুত ; বিহ্বল (ভয়-বিপ্লুত) ; প্লাবিত (অশ্রুবিপ্লুত)। [সং. বি + প্লুত]।

বিফল—বিণ. ব্যর্থ, নিষ্ফল, নিরর্থক, অসিদ্ধ, অকৃত-কার্য। [সং. বি(= বিনষ্ট) + ফল]। বি. **~তা**।

বিবক্ষা—বি. বলিবার ইচ্ছা। [সং. √বচ্ + সন্ + আ (ভা)]। বিণ. **বিবক্ষিত**—বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন। বিণ. **বিবক্ষু**—বলিতে ইচ্ছুক।

বিবৎসা$_{১}$—বি. বাস করিবার ইচ্ছা। [সং. √বস্ + সন্ + অ(ভা) + আ]।

বিবৎসা$_{২}$—বিণ. যে গাভীর বৎস বা বাছুর মরিয়া গিয়াছে। [সং. বি + বৎস + আ]।

বিবদমান—বিণ. বিবাদ করিতেছে এমন (বিবদমান ভ্রাতৃদ্বয়), বিবাদরত, কলহকারী ; বিরুদ্ধমতাবলম্বী। [সং. বি + √বদ্ + আন(মান)(র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিবদমানা**।

বিবমিষা—বি. বমন করিবার ইচ্ছা। [সং. √বম্ (= বমন) + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **বিবমিষু**—বমনেচ্ছু।

বিবর—বি. গর্ত (সর্পবিবর), গহ্বর, ছিদ্র (কর্ণবিবর)। [সং.]।

বিবরণ$_{১}$—**বিবর্ণ**-র কোমল রূপ।

বিবরণ$_{২}$—বি. বিবৃতি (ঘটনার পূর্ণ বিবরণ) ; বর্ণনা, বর্ণন, ব্যাখ্যান ; বৃত্তান্ত। [সং. বি + √বৃ + অন(ভা)]। বি. **বিবরণী**—(বাং.) বিবরণপূর্ণ লিপি (সভার কার্যবিবরণী)।

বিবরা—ক্রি. (কাব্যে) বিবৃত করা, বিশদভাবে বলা ('কহ মোরে বিবরিয়া' : মধু.)। [সং. বি + √বৃ + বাং. আ]।

বিবর্জন—বি. সম্পূর্ণ বর্জন, পরিত্যাগ। [সং. বি + বর্জন]। বিণ. **বিবর্জিত**—সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ; রহিত (রাগদ্বেষ-বিবর্জিত)। বিণ.(স্ত্রী.) **বিবর্জিতা**।

বিবর্ণ—বিণ. ফেকাসে (সংবাদ-শ্রবণে মুখ বিবর্ণ), মলিন। [সং. বি(= বিকৃত) + বর্ণ]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিবর্ণা**। বি. **~তা**।

বিবর্ত—বি. ঘূর্ণন ; ভ্রমণ ; পরিবর্ত ; পরিবর্তিত অবস্থা, পরিণাম ; বিশেষরূপে স্থিতি ; (দর্শ.) রূপভেদ ; মায়াময়রূপে স্থিতি ; ভ্রম। [সং. বি + √বৃৎ + অ(ভা)]। বি. **~বাদ**—(দর্শ.) মায়াবাদ, রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে অসত্য মায়াময় জগতের অস্তিত্ব-ভ্রম হয় : এই মত।

বিবর্তন—বি. ঘূর্ণন (শয্যাপ্রান্তবিবর্তন) ; ভ্রমণ ; প্রত্যাবর্তন ; পরিবর্তন। [সং. বি + √বৃৎ + অন(ভা)]। বি. **~বাদ**—ক্রমবিকাশবাদ, theory of evolution।

বিবর্তিত—বিণ. ঘুরানো বা ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন ; ঘূর্ণিত ; প্রত্যাবর্তিত ; পরিবর্তিত। [সং. বি + √বৃৎ + ণিচ্ + ত]।

বিবর্ধক—বিণ. বিবর্ধনকারী। [সং. বি + বর্ধক]। বি. **~কাচ**—যে কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে অক্ষরাদি বড় দেখায়, magnifying glass।

বিবর্ধন—বি. সম্যক্ বৃদ্ধিসাধন। [সং. বি + √বৃধ্ + ণিচ্ + অন(ভা)] ; সম্যক্ বৃদ্ধি [বি + √বৃধ্ + অন(ভা)]। বিণ. **বিবর্ধিত**—সম্যক্ বর্ধিত ; বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

বিবশ—বিণ. অবশ : বিহ্বল (শোকে বিবশা) : নিশ্চেষ্ট। [সং. বি (= বিগত) + বশ (= ইচ্ছাশক্তি) যাহার]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিবশা**।

বিবসন, বিবস্ত্র—বিণ. বস্ত্রবিহীন, উলঙ্গ। [সং. বি(= বিগত) + বসন, বস্ত্র]। বিণ. **বিবসনা, বিবস্ত্রা**।

বিবস্বান্ (-স্বৎ)—বি. সূর্য। [সং.]। বিণ. **বৈবস্বত** দ্রঃ।

বিবাগী—বিণ. উদাসীন ('বল কার লাগি হয়েছ বিবাগী' : কাজি) ; সংসারধর্মত্যাগী ; ভোগসুখে বিমুখ। [সং. বি + বাং. বাগ$_{২}$(<বগ্‌গা<বল্গা = রাস) যাহার]।

বিবাদ—বি. বিরোধ, কলহ, ঝগড়া ; তর্কাতর্কি ; মকদ্দমা ; লড়াই। [সং. বি + √বদ্ + অ(ভা)]। বিণ. **~প্রিয়**—বিবাদ করিতে ভালবাসে এমন, ঝগড়াটে। বি. **বিবাদ-বিসংবাদ**—ঝগড়াঝাটি। **বিবাদী$_{১}$** (-দিন্)—(১) বিণ. বিবাদকারী ; বিরোধী। (২) বি. মকদ্দমার প্রতিপক্ষ ; (সঙ্গীতে) বাদী স্বরের বিরোধী স্বর। বিণ. (স্ত্রী.) **বিবাদিনী**।

বিবাদিনী, বিবাদী$_{১}$—**বিবাদ** দ্রঃ।

বিবাদী$_{২}$—বিণ. বিবাদ-সংক্রান্ত, বিবাদের বিষয়ীভূত (বিবাদী সম্পত্তি)। [সং. বিবাদ + বাং. ঈ]।

বিবাসন, বিবাস—বি. স্বদেশ হইতে দূরীকরণ, নির্বাসন। [সং. বি + বাসন, বাস]। বিণ. **বিবাসিত**—নির্বাসিত।

বিবাহ—বি. পরিণয়, উদ্বাহ, পাণিগ্রহণ। [সং. বি + √বহ্ + অ(ভা)]। বি. **~বিচ্ছেদ**—আইনবলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের অবসান, divorce। বিণ. **বিবাহিত**—বিবাহ করিয়াছে এমন ; পরিণীত। বিণ. (স্ত্রী.) **বিবাহিতা**।

বিবি—(১) বি. মুসলমান মহিলা ; সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পত্নী ; ইউরোপীয় মহিলা, মেম ; স্ত্রীমূর্তি-চিহ্নিত তাস বিশেষ। (২) বিণ. বিলাসিনী, আরামপ্রিয়া (বিবি বউ)। [ফা. বীবী]। **দোলার বিবি**—(মুস.) কনের প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময়ে তাহার সঙ্গে যে স্ত্রীলোক (সচ. দাদি বা নানি) যায়। বি. **~জান**—বিবিকে প্রিয় সম্বোধন। বি. **~য়ানা**—মেমের ন্যায় বিলাসিতা বা সাজসজ্জা।

বিবিক্ত—বিণ. অসম্পৃক্ত, একাকী ; স্বতন্ত্র, পৃথক্ ; জনশূন্য, নিভৃত ; একাগ্র ; বিশুদ্ধ। [সং. বি + √বিচ্ + ত(র্তৃ)]। বিণ. **~সেবী** (-বিন্)—নির্জনস্থানবাসী।

বিবিক্ষা—বি. প্রবেশের ইচ্ছা। [সং. √বিশ্(=প্রবেশ) + সন্ + আ (স্ত্রী)]। বিণ. **বিবিক্ষু**—প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।

বিবিধ—বিণ. নানারকম। [সং. বি(=বিভিন্ন) + বিধা]।

বিবুধ—বি. পণ্ডিত ; দেবতা। [সং. বি + √বুধ(=জানা) + অ(র্তৃ)]।

বিবৃত—বিণ. বর্ণিত (সংক্ষেপে বিবৃত, ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বিবৃত কর); ব্যাখ্যাত; উন্মুক্ত; প্রসারিত (বিবৃত মুখ, বিবৃত দ্বার)। [সং. বি + √বৃ + ত(র্ম)]। বি. **বিবৃতি**—বর্ণনা, বিবরণ; ব্যাখ্যা; উন্মুক্ত বা প্রসারিত করণ; সাধারণ্যে জ্ঞাপনার্থ কাহারও বক্তব্য, statement।

বিবৃত্ত—বিণ. ঘূর্ণিত, পরাবৃত্ত, প্রত্যাবৃত্ত। [সং. বি + √বৃৎ + ত (র্তৃ)]। বি. **বিবৃত্তি**—ঘূর্ণন; চক্রবৎ ভ্রমণ।

বিবেক—বি. ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য-নির্ণয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি; পাপ-পুণ্য বা ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি; বিচার বিবেচনা; সদসৎ-বিচার; বৈরাগ্য। [সং. বি + √বিচ্(=পৃথক্ করা) + অ(ভা)]। বি. **~বুদ্ধি**—বিবেকানুমত বুদ্ধি (নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বিবেক-বুদ্ধি নাই)। বিণ. **~হীন**—বিবেক নাই এমন। বিণ. **বিবেকী** (-কিন্)—বিবেকসম্পন্ন।

বিবেচক—**বিবেচনা** দ্রঃ।

বিবেচনা—বি. বিশেষভাবে চিন্তা বিশ্লেষণ প্রভৃতির দ্বারা বিচার, বিচক্ষণতা, পরের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য। [সং. বি + √বিচ্ + অন(ভা) + আ]। বিণ. **বিবেচক**—বিবেচনা-গুণসম্পন্ন। বিণ. **বিবেচনীয়, বিবেচ্য**—বিবেচনার যোগ্য। বিণ. **বিবেচিত**—বিবেচনা করা হইয়াছে এমন।

বিব্রত—বিণ. ব্যতিব্যস্ত, বিপন্ন (কন্যাদায়ে বিব্রত)। [দেশী; তু. সং. বিবৃত্ত, বিবর্ত=ঘূর্ণিত]।

বিভক্ত—বিণ. ভাগ করা হইয়াছে এমন (তিন ভাগে বা শ্রেণীতে বিভক্ত), খণ্ডিত, পৃথক্‌কৃত, বণ্টিত (দুই পুত্রের মধ্যে বিভক্ত সম্পত্তি)। [সং. বি + √ভজ্ + ত(র্ম)]।

বিভক্তি—বি. বিভাজন, বণ্টন; (ব্যাক.) পুরুষ কারক বচন কাল প্রভৃতি সূচক যে প্রত্যয় ধাতু বা প্রাতিপদিকে যুক্ত হয়। [সং. বি + √ভজ্ + তি(র্ম, ণে)]।

বিভঙ্গ—বি. বিন্যাস, রচনা; ভঙ্গি (ভ্রূবিভঙ্গ, তরঙ্গ-বিভঙ্গ); খণ্ড, ছেদ। [সং. বি + ভঙ্গ]।

বিভঙ্গি, বিভঙ্গী—বি. (প্রা. কা.) ভঙ্গি, রকম। [সং. বিভঙ্গ]।

বিভজনীয়—বিণ. ভাগযোগ্য, বিভাজ্য বণ্টনীয়। [সং. বি + √ভজ্ + অনীয়]।

বিভজ্যমান—বিণ. বিভক্ত করা হইতেছে এমন। [সং. বি + √ভজ্ + মান (শানচ্) (র্ম)]।

বিভব—বি. ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য; শক্তি; মহত্ত্ব, ঔদার্য; বিভুত্ব। [সং. বি + √ভূ + অ]।

বিভল—**বিভোল**-এর প্রাচীন রূপ।

বিভা—বি. প্রভা ('তোমার নয়নে দিব্য বিভা' : রবীন্দ্র), দীপ্তি, কিরণ, আলোক; সৌন্দর্য। [সং. বি + √ভা + অ(ভা) + আ]। বি. **~কর, ~বসু**—সূর্য।

বিভাগ—বি. ভাগ করা, বণ্টন (সম্পত্তি-বিভাগ); খণ্ড, অংশ; সরকারী ভাগ-অনুযায়ী কোন দেশের জেলা-সমষ্টি অঞ্চল বা অংশ (প্রেসিডেন্সি বিভাগ); ভেদ, পার্থক্য (শ্রেণীবিভাগ, গুণকর্ম-বিভাগ); বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অংশ, department (বিচার-বিভাগ)। [সং. বি + √ভজ্ + অ]। বিণ. **বিভাগীয়**—বিভাগসম্বন্ধীয়; দেশের বা প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সম্পর্কিত বা বিভাগে নিযুক্ত (বিভাগীয় প্রধান=Head of the Depertment)।

বিভাজক—**বিভাজন** দ্রঃ।

বিভাজন—বি. ভাগকরণ, অংশনিরূপণ। [সং. বি + √ভাজি + অন (ভা)]। বিণ. **বিভাজক**—ভাগকারী; যাহার দ্বারা ভাগ করা যায় এমন, divisor। বিণ. (স্ত্রী.) **বিভাজিকা**। বিণ. **বিভাজ্য**—ভাগ করিতে হইবে বা ভাগ করা যায় এমন, ভাগযোগ্য, বণ্টনীয়, dividend; (গণি.—রাশি সম্বন্ধে) নির্দিষ্ট কোন রাশি-দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না এমন। বি. **বিভাজ্যতা** (পরমাণুর বিভাজ্যতা)।

বিভাব—বি. (অল) চিত্তে শোকাদি নয়প্রকার স্থায়িভাব সৃষ্টির কারণ, আলম্বন ও উদ্দীপন; শৃঙ্গার করুণ প্রভৃতি রসের উৎপত্তি-হেতু। [সং. বি + √ভূ + অ(ণে)]।

বিভাবন—বি. বিবেচনা, চিন্তন; অবধারণ; প্রকাশন, খ্যাপন। [সং. বি + √ভূ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বি. **বিভাবনা**—বিভাবন; (অল.) কাব্যালঙ্কারবিশেষ (কারণ বিনা কার্যোৎপত্তি হইয়াছে বলা হইলে এই অলঙ্কার হয়; যেমন, 'বিনামেঘে বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত', 'বিনাবাতে নিবে গেল মঙ্গলপ্রদীপ' : অ. ব.)। বিণ. **বিভাবনীয়, বিভাব্য**—বিভাবনযোগ্য। বিণ. **বিভাবিত**—বিবেচিত, নির্ধারিত, অনুভূত; বিশেষরূপে ভাবাবিষ্ট ('গোরা ভাবে বিভাবিত')।

বিভাবনা—**বিভাবন** দ্রঃ।

বিভাবরী—বি. রাত্রি ('জাগরণে যায় বিভাবরী' : রবীন্দ্র)। [সং. বি + √ভা + বন্ (র্তৃ) + ঈ—ন্-স্থানে র্ আগম]।

বিভাবসু—**বিভা** দ্রঃ।

বিভাবিত, বিভাব্য—**বিভাবন** দ্রঃ।

বিভাষা—বি. ভিন্নদেশীয় বা বিজাতীয় ভাষা; বিকল্প। [সং. বি (=বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ) + ভাষা]।

বিভাস—বি. রাগিণীবিশেষ; উজ্জ্বল প্রকাশ (মুখশ্রীতে দীপ্তির বিভাস)। [সং.]।

বিভাসা—ক্রি. (কাব্যে) দীপ্ত হওয়া ('পুণ্যমহিমা উঠে বিভাসি')। [নামধাতু<সং বিভাস]। বিণ. **বিভাসিত**—আলোকিত; প্রকাশিত ('দাঁড়াও মম জ্যোতি-বিভাসিত নয়নে' : রবীন্দ্র)।

বিভিন্ন—বিণ. নানারকম, বিবিধ, পৃথক্, বিভক্ত (বিভিন্ন দেশে, কালে, অবস্থায়)। [সং. বি + ভিন্ন]।

বিভীতক, বিভীতকী—বি. বহেড়া গাছ বা ফল। [সং.]।

বিভীষণ—(১) বিণ. অতি ভয়ঙ্কর। (২) বি. রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; (আল.) গৃহশত্রু। [সং. বি+ভীষণ]। বি. **বিভীষণ-বাহিনী**—দেশের আভ্যন্তরিক শত্রুসমূহ: যাহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বদেশের শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দেয়, fifth column। **গৃহশত্রু বা ঘরের শত্রু বিভীষণ**—যে ব্যক্তি (প্রধানতঃ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া) স্বীয় দেশের পরিবারের বা প্রতিষ্ঠানাদির সর্বনাশ করে।

বিভীষিকা—বি. ভয়প্রদর্শন; ভীষণ ভয় বা আতঙ্ক; ভীতিপূর্ণ দৃশ্য (বন্যার, দাঙ্গার, ভূমিকম্পের বিভীষিকা)। [সং. বি+√ভী+ণিচ্+অক (ভা)+আ]।

বিভু—(১) বি. পরমেশ্বর; প্রভু; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। (২) বিণ. সর্বব্যাপী। [সং.]। বি. **~তা, ~ত্ব**।

বিভুঁই—বি. বিদেশ। [সং. বি (=ভিন্ন)+বাং. ভুঁই (সং. ভূমি)]।

বিভূতি—বি. ভগবানের ঐশ্বর্য বা শক্তি; অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িতা: এই অষ্টবিধ যোগলব্ধ ঐশ্বর্য; সমৃদ্ধি; সম্পত্তি; ভস্ম (বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ)। [সং.]। **~ভূষণ**—(১) বিণ. ভস্ম ভূষণ যাহার। (২) বি. ভস্মরূপ অলঙ্কার; শিব।

বিভূষণ$_1$—বিণ. ভূষণহীন, নিরলঙ্কার। [সং. বি (=বিগত)+ভূষণ]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিভূষণা**।

বিভূষণ$_2$—বি. অলঙ্কার; শোভা। [সং. বি (=বিশিষ্ট) +ভূষণ]। বিণ. **বিভূষিত**—অলঙ্কৃত। বিণ. (স্ত্রী.) **বিভূষিতা**।

বিভেদ—বি. প্রভেদ, পার্থক্য; দলাদলি; বিভাগ; বিদারণ। [সং. বি+ভেদ]। বিণ. **~ক**—বিভেদকারী। বি. **~ন**—বিভেদ করা।

বিভোর, বিভোল—বিণ. বিমূঢ়, আত্মহারা (ভাবে বিভোর, নেশায় বিভোর); অচেতন (নিদ্রায় বিভোর)। [<বিহ্বল]।

বিভ্রম—বি. ভ্রান্তি (দৃষ্টি বিভ্রম), সংশয়; (প্রধানতঃ প্রণয়-জনিত) মানসিক চাঞ্চল্য বা বিমূঢ়তা; লীলা; বিলাস; শোভা। [সং. বি+ভ্রম]। বিণ. **বিভ্রান্ত**—বিভ্রমযুক্ত; বিমূঢ়। বি. **বিভ্রান্তি**—বিভ্রান্ত হওয়ার ভাব; বিমূঢ়তা; সংশয় (বিভ্রান্তিজনক বর্ণনা), ভ্রান্তি; ত্বরা।

বিভ্রাট—বি. (বাং.) সঙ্কট, আপদ্; গোলযোগ, ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট; আকস্মিক দুর্ঘটনা (বিভ্রাটে পড়া)। [সং. বিভ্রাট্ (=অলংকারভূষিত) বাংলায় অপ্র.]।

বিভ্রান্ত, বিভ্রান্তি—বিভ্রম দ্রঃ।

বিমজিব, বিমর্জিব—অব্য. অনুযায়ী। [ফা. বমূজিব্]।

বিমনস্ক, বিমনাঃ (-নস্), (চলিত) **বিমনা**—বিণ. অন্য-মনস্ক; উদ্বিগ্নচিত্ত; বিষণ্ণ। [সং. বি+ (=বিচলিত)+ মনস্]।

বিমরিষ—বিমর্ষ-এর প্রা. কোমল রূপ।

বিমর্দ, বিমর্দন—বি. পেষণ; চূর্ণন; ঘর্ষণ; মন্থন; বিনাশ। [সং. বি+√মৃদ্+অ, অন (ভা)]। বিণ. **~ক**—বিমর্দনকারী। বিণ. **বিমর্দিত**—পিষ্ট; চূর্ণিত; দলিত; ঘৃষ্ট; সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

বিমর্শ, বিমর্শন—বি. বিশেষভাবে বিচার বা বিবেচনা। [সং. বি+√মৃশ্ (=চিন্তা বা স্পর্শ করা)+অ, +অন (ভা)]।

বিমর্ষ—(১) বি. (সং.) অসন্তোষ; অসহিষ্ণুতা; (অল.) সংস্কৃত নাটকের পাঁচটি 'সন্ধি'র অন্যতম। (২) বিণ. (বাং.) বিষণ্ণ, দুঃখিত (বিমর্ষভাবে)। [সং. বি+√মৃষ্ (=ক্ষমা করা)+অ (ভা)]। বি. **~তা**—বিষণ্ণতা।

বিমল—বিণ. নির্মল; স্বচ্ছ; পবিত্র; অকলঙ্ক। [বি (=বিগত)+মল]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিমলা**। বি. **~তা**।

বিমা, বীমা—বি. ক্রমিক চাঁদার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইলে কিংবা তৎপূর্বে বীমাকারীর সম্পত্তি-হানি বা মৃত্যু ঘটিলে মোটা টাকা পাইবার চুক্তি, insurance। [ফা. বিমাহ্]। বি. **~পত্র**—বিমার দলিল, insurance policy।

বিমাতা (-তৃ)—বি. সৎ-মা। [সং. বি (=বিরুদ্ধ)+ মাতৃ]।

বিমান—বি. এরোপ্লেন প্রভৃতি আকাশগামী যান, ব্যোমযান (সচ. বিমানপোত); সপ্ততল প্রাসাদ। [সং.]। বি. **~ঘাঁটি, ~শালা**—বিমানপোতের মেরামতি ব্যবস্থাসংবলিত উড্ডয়ন ও অবতরণের স্থান, aerodrome বা air-base। বি. বিণ. **~চারী** (-রিন্)—বিমানচালক বা বিমানযাত্রী। বি. **~ডাক**—বিমানে বাহিত ডাক, air-mail। বি. **~পত্তন, ~বন্দর**—বিমানপোতের উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য স্থান, airport। বি. **~বল, ~বাহিনী**—বৈমানিক সৈন্য-বাহিনী, air-force। বি. **~বিদ্যা**—বিমানপোত চালনা মেরামত প্রভৃতি সংক্রান্ত বিদ্যা, aeronautics। বিণ. **~বিধ্বংসী**—(শত্রুর) বিমানপোত ধ্বংস করিতে সক্ষম। বি. **বিমানাঙ্গন**—**বিমানপত্তন**-এর অনুরূপ।

বিমাননা—বি. অসম্মান, অবমাননা। [সং.]।

বিমার্গ—বি. কুপথ, ভ্রষ্টাচার। [সং. বি (বিরুদ্ধ)+মার্গ]। বিণ. **~গামী** (গামিন্)—বিপথে চালিত, উন্মার্গগামী।

বিমিশ্র—বিণ. মিশ্রিত। [সং. বি+মিশ্র]। বি. **~ণ**—মিশানো, একত্রকরণ (রক্তবিমিশ্রণ)।

বিমুক্ত—বিণ. মুক্তিপ্রাপ্ত, মুক্ত; মোক্ষপ্রাপ্ত; পরি-ত্যক্ত। [সং. বি+মুক্ত]। বি. **বিমুক্তি**—বিমুক্ত হওয়া; মোক্ষ।

বিমুখ—বিণ. নিবৃত্ত, স্পৃহাহীন (ভোগবিমুখ); প্রতিকূল (ভাগ্যদেবতা বিমুখ), অপ্রসন্ন ('দেবতা বিমুখ তারে': রবীন্দ্র); প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই এমন (বিমুখ করা)। [সং. বি (=বিরুদ্ধ)+মুখ]। ক্রি. **বিমুখা**—(কাব্যে) নিবৃত্ত করা; অপ্রসন্ন বা প্রতিকূল করা; প্রার্থনা পূরণ না করা, বিমুখ করা।

বিমুগ্ধ—বিণ. বিশেষভাবে মুগ্ধ; সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত। [সং. বি+মুগ্ধ]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিমুগ্ধা**। বি. **~তা**।

বিমূঢ়—বিণ. কর্তব্যজ্ঞানহীন (বিমূঢ়মতি); মূর্খ, অজ্ঞান; সম্পূর্ণ মুগ্ধ; বিহ্বল। [সং. বি+মূঢ়]। বি. **~তা**।

বিমূর্ত—বিণ. মূর্তিহীন (বিমূর্ত চিত্র, বিমূর্তভাব মূর্ত); বিষয়নিরপেক্ষ ভাবমূলক, abstract [বি. প.]। [সং. বি+√মূর্চ্ছ্+ত (র্ত), নি.]।

বিমৃষ্ট—বিণ. বিবেচিত, বিচারিত। [সং. বি + √মৃশ্ + ত (র্ম)]।

বিমৃশ্যকারী (-রিন্), (অশু.) **বিমৃষ্যকারী** (-রিন্)—বিণ. বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য করে এমন। [সং. বিমৃশ্য (=চিন্তা করিয়া), বিমৃশ + √কৃ + ইন্ (র্তৃ)]। বি. **বিমৃশ্যকারিতা**, (অশু.) **বিমৃষ্যকারিতা**।

বিমোক্ষ, বিমোক্ষণ—বি. উদ্ধার, মুক্তি, নিঃসারণ (রক্তবিমোক্ষণ)। [সং.]।

বিমোচন—বি. মুক্তি; মুক্তকরণ; উদ্ধার (শাপ-বিমোচন); পরিত্যাগ (শর-বিমোচন, অশ্রু-বিমোচন)। [সং. বি + মোচন]। বিণ. **বিমোচিত**—মুক্ত; পরিত্যক্ত।

বিমোহ—বি. জড়তা, মোহ। [সং. বি + মোহ]। **~ন**—(১) বি. মুগ্ধ করা। (২) বিণ. মোহজনক, মুগ্ধ করে এমন। ক্রি. **বিমোহা**—(কাব্যে) মোহিত করা। বিণ. **বিমোহিত**—মোহগ্রস্ত; মুগ্ধ; অভিভূত; মূর্ছিত।

+**বিম্ব**—বি. বুদ্‌বুদ ('জলের বিম্ব জলে পায় লয়'); প্রতিবিম্ব, ছায়া; প্রতিবিম্বের মূল বস্তু; (প্রধানতঃ চন্দ্রের বা সূর্যের) মণ্ডল; তেলাকুচা ফল (বিম্বাধর)। [সং.]। বিণ. **বিম্বাগত, বিম্বিত**—প্রতিফলিত। **বিম্বাধর, বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ**—(১) বি. তেলাকুচা ফলের ন্যায় টকটকে লাল ঠোঁট ('পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী')। (২) বিণ. ঐরূপ ঠোঁটবিশিষ্ট।

বিয়ন্তী—বিণ. প্রসবকারিণী। [বাং. বিয়া$_2$ + অন্ত]।

বিয়া$_1$, বে—বি. (অপ্র.) বিবাহ (বিয়া-খাওয়া, বে-খা)। **বিয়ে** দ্রঃ। [সং. বিবাহ]।

বিয়া$_2$—ক্রি. প্রসব করা। [সং. √বী (=গর্ভগ্রহণ) + বাং. আ]।

বিয়াই—**বেহাই**-র প্রা. রূপ।

বিয়াকুল—**ব্যাকুল**-এর প্রা. কোমল রূপ।

বিয়ান$_1$ (উচ্চা. বিয়ান্)—**বিহান$_2$** ও **বেহান**-এর প্রাদে. রূপ।

বিয়ান$_2$ (উচ্চা. বিয়ান্)—বি. প্রসব। [**বিয়া$_2$** দ্রঃ]।

বিয়ান$_3$, বিয়ানো—(১) ক্রি. প্রসব করা। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে। [**বিয়া$_2$** দ্রঃ]।

বিয়াল্লিশ—বি.বিণ. ৪২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাচত্বারিংশৎ]।

বিযুক্ত, বিযুত—বিণ. বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন, পৃথক্; (গণি.) বিয়োগ করা হইয়াছে এমন। [সং. বি + √যুজ্, যু + ত(র্ম)]।

বিয়ে—**বিয়া**-র কথ্য রূপ। **বিয়ের ফুল ফোটা**—বিবাহ আসন্ন হওয়া।

বিয়েন—**বিয়ান$_2$**-এর কথ্য রূপ।

বিয়োগ—বি. বিচ্ছেদ, বিরহ; মৃত্যু; অভাব; (গণি.) এক রাশি হইতে অন্য রাশি বাদ দেওয়া, ব্যবকলন। [সং. বি + √যুজ্ + অ(ভা)]। বিণ. **বিয়োগান্ত**—নায়কনায়িকাদির বিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত (বিয়োগান্ত নাটক)। বিণ. **বিয়োগী** (-গিন্)—বিচ্ছেদযুক্ত, বিরহী। বিণ. (স্ত্রী.) **বিয়োগিনী**।

বিয়োজন—বি. বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা; পৃথক্-করণ; বিরহিত করা। [সং. বি + √যুজ্ + অন(ভা)]। বিণ. **বিয়োজিত**—বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এমন; পৃথক্কৃত; বিরহিত।

বিযোড়—**বিজোড়** দ্রঃ।

বিরক্ত—বিণ. অনুরক্তিহীন বা আসক্তিহীন, বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন; (বাং.) অসন্তুষ্ট, জ্বালাতন। [সং. বি + √রন্জ্ + ত(র্তৃ)]। বি. **বিরক্তি**—বিরক্ত হওয়ার ভাব।

বিরচন—বি. লিখন; রচনা, প্রণয়ন, নির্মাণ; গ্রথন। [সং. বি + রচন]। বিণ. **বিরচিত**—লিখিত; প্রণীত (বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণ), নির্মিত; গ্রথিত।

বিরজা—বি. বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত নদীবিশেষ, যাহা পার হইয়া বৈকুণ্ঠধামে পৌঁছিতে হয়; শ্রীক্ষেত্র; রাধিকার জনৈকা সখী। [সং.]। বি. **~ধাম**—জগন্নাথক্ষেত্র।

বিরত—বিণ. ক্ষান্ত, নিরস্ত, নিবৃত্ত। [সং. বি + রত]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিরতা**। বি. **বিরতি**—নিবৃত্তি, ক্ষান্তি; বিরাম; অবসান (কর্মবিরতি)।

বিরল—(১) বিণ. ফাঁকযুক্ত, অনিবিড় (বিরল দন্ত); অতি অল্প (জনবিরল, বিরল প্রয়োগ); কদাচিৎ ঘটে বা দেখা যায় এমন (এমন ভক্ত বিরল)। (২) বি. (বাং.) নির্জন স্থান ('বসিয়া বিরলে': চণ্ডী.)। [সং. বি + √রা + অল (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

বিরস—বিণ. রসহীন; নিরানন্দ (বিরসবদন), ম্লান। [সং. বি (=বিগত) + রস]।

বিরহ—বি. অভাব; প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ (বিরহ-বেদনা); শৃঙ্গাররসের অন্যতম অবস্থা। [সং. বি + √রহ্ + অ(ভা)]। বি. **~জ্বালা, বিরহানল**—বিরহজনিত অন্তর্দাহ। বিণ. **বিরহিত**—বিহীন; বিযুক্ত। বিণ. **বিরহী** (-হিন্)—বিরহ-পীড়িত। বিণ.(স্ত্রী.) **বিরহিণী**।

বিরাগ—বি. অনুরাগের অভাব (রাগ-বিরাগ), ঔদাসীন্য, নিস্পৃহতা (সংসারে বিরাগ); বিরক্তি (বিরাগভাজন)। [সং. বি + √রন্জ্ + অ(ভা)]। বিণ. **বিরাগী** (-গিন্)—বিরাগযুক্ত; উদাসীন, নিস্পৃহ; বিরক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **বিরাগিণী**।

বিরাজ—বি. সগৌরবে অবস্থান (হৃদয়ে বিরাজ করা)। [সং. বি + √রাজ্ + অ(র্তৃ)]। বিণ. **~মান**—শোভমান; বিরাজ করিতেছে এমন। ক্রি. **বিরাজা**—বিরাজ করা, শোভা পাওয়া ('বিরাজো হৃদি-মন্দিরে': ব্র. স.)। বিণ. **বিরাজিত**—শোভমান হইয়া অবস্থিত; সম্যক্ শোভিত; প্রকাশিত।

বিরাট্ (-জ্), **বিরাট**—(১) বি. সর্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর; মহাভারতে বর্ণিত নগর, যেখানে পাণ্ডবগণ একবৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। (২) বিণ. অত্যন্ত বৃহৎ, বিশাল (বিরাট্ ঐশ্বর্য, অট্টালিকা; বিরাট্ পার্থক্য)। [সং. বি. + √রাজ্ + কিপ্]।

বিরানব্বই, (কথ্য) **বিরানব্বুই**—বি.বিণ. ৯২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বিনবতি]।

বিরাম—বি. বিরতি; নিবৃত্তি; বিশ্রাম; অবসান (বৃষ্টির বিরাম, চেষ্টার বিরাম), অবসর। [সং. বি + √রম্ + অ]।

বিরাশি, (বর্জি.) **বিরাশী**—বি.বিণ. ৮২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্ব্যশীতি]। **বিরাশি সিক্কা**—খুব ভারী ওজন বা শক্তি (বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুসি)।

বিরিখ—বি. (কাব্যে) 'বৃক্ষ'-র কোমল রূপ ('বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি' : চণ্ডী.)।

বিরিঞ্চি—বি. ব্রহ্মা ; (বিরল) বিষ্ণু ; শিব। [সং.]।

বিরুদ্ধ—বিণ. প্রতিকূল, পরিপন্থী ; বিপরীত (বিরুদ্ধ মত), উলটা ; বিরোধী (বিরুদ্ধ পক্ষ)। [সং. বি+ √রুধ্ +ত(র্তৃ)]। বি. ~**তা** (বিরুদ্ধতা সহ্য করা)। বিণ. ~**বাদী**—বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, বিরোধী। বি. **বিরুদ্ধাচরণ**—প্রতিকূলতা, বিপক্ষতা, শত্রুতা। ক্রি-বিণ. **বিরুদ্ধে**—বিপক্ষে (প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া)।

বিরূপ—বিণ. কুরূপ, শ্রীহীন : (বাং.) বিমুখ, অসন্তুষ্ট (মন বিরূপ হওয়া), প্রতিকূল (বিরূপ প্রতিক্রিয়া)। [সং. বি (=বিকৃত,+রূপ]। বি. ~**তা,** ~**ত্ব**। বি. **বিরূপাক্ষ**—বি. বিরূপ অক্ষি যাঁহার, শিব।

বিরেচক—(১) বিণ. মলনিঃসারক। (২) বি. যাহা খাইলে দাস্ত হয় জোলাপ। [সং. বি+রেচক]। **বিরেচন**—(১) বি. মলনিঃসারণ, ভেদ। (২) বিণ. মলনিঃসারক।

বিরোচন—বি. সূর্য ; অগ্নি ; চন্দ্র ; দৈত্যবিশেষ, বলির পিতা। [সং.]।

বিরোধ—বি. শত্রুতা (ভ্রাতৃ-বিরোধ) ; কলহ ; যুদ্ধ ; অনৈক্য ; পরস্পর বৈপরীত্য (মত-বিরোধ)। [সং. বি+ √রুধ্ +অ]। বি. **বিরোধাভাস**—অর্থালঙ্কারবিশেষ (যেখানে যথার্থ বিরোধ না থাকিলেও আপাততঃ বিরোধের প্রতীতি হয় সেখানে এই অলঙ্কার হয় ; যেমন—'অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান' ; ভা. চ.)। বিণ. **বিরোধিত**—বিরোধযুক্ত। বিণ. **বিরোধী** (-ধিন্)—বিরুদ্ধ (প্রমাণবিরোধী), বিরুদ্ধাচরণকারী ; বিপক্ষ, শত্রু ; সংসদে বা বিধান-সভায় ক্ষমতাসীন দলের প্রতিপক্ষ (বিরোধী পক্ষ) ; বি. **বিরোধিতা**। বিণ. (স্ত্রী.) **বিরোধিনী**।

বিল১—বি. (সং.) গর্ত, ছিদ্র ; গুহা ; (বাং.) স্রোতোহীন জলময় নিম্নভূমি, বাওড়। [সং. √বিল্+অ(র্তৃ)]।

বিল২—বি. বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে প্রদত্ত বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যের হিসাবসংবলিত লিপি ; সংসদে বা বিধান-সভায় উপস্থাপিত আইনের খসড়া। [ইং. bill]।

বিলকুল—বিণ. সম্পূর্ণ, পুরাপুরি ; একদম। [আ.]।

বিলক্ষণ—(১) বিণ. বিভিন্ন, পৃথক্ ('স্বর্ণ আর লৌহ যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ' : চৈ. চ.) ; অসাধারণ ('সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ' : চৈ. ভা.)। (২) ক্রি-বিণ. (বাং.) ভালরকম, খুব (বিলক্ষণ বুঝি, বিলক্ষণ চিনি)। (৩) অব্য. বিস্ময় বিরক্তি ইত্যাদি সূচক : আচ্ছা বেশ, ভাল কথা, ঢের হয়েছে (বিলক্ষণ, এখন থাম)। [সং. বি (=বিশিষ্ট বা বিভিন্ন)+লক্ষণ]।

বিলজ্জ—বিণ. লজ্জাহীন। [সং. বি+লজ্জা]।

বিলপন—বি. বিলাপ। [সং. বি+ √লপ্+অন (ভা)]। বিণ. **বিলপমান**—বিলাপ করিতেছে এমন।

বিলপা, বিলাপা—ক্রি. (কাব্যে) বিলাপ করা। [সং. বি+ √লপ্+বাং. আ]।

বিলম্ব—বি. দেরি, কালক্ষেপ ; ঝুলন, লম্বন। [সং. বি+ √লম্ব্+অ (ভা)]। বি. ~**ন**—বিলম্ব ; দেরি করা ; ঝুলন। ক্রি. **বিলম্বা**—(কাব্যে) দেরি করা। বিণ. **বিলম্বিত**—বিলম্বযুক্ত (ট্রেনচলাচল বিলম্বিত), ধীর-মন্থর গতিযুক্ত (সভার সমাপ্তি বিলম্বিত হইল)। লম্বমান, ঝোলান হইয়াছে বা ঝুলিতেছে এমন (বৃক্ষের শাখা-বিলম্বিত)। বিণ. **বিলম্বী** (-ম্বিন্)—বিলম্বকারী ; ঝুলিতেছে এমন।

বিলয়১—বি. প্রলয় ; বিনাশ, ধ্বংস, বিলোপ (প্রাচীন সভ্যতার বিলয়)। [সং. বি (=বিশেষ)+লয়]। বি. ~**ন**—লয়করণ ; বিনাশন।

বিলয়২—বিণ. লয়বহির্ভূত, লয়হীন, তালশূন্য। [সং. বি (=বিগত)+লয়]।

বিলসন—বি. বিলাস, লীলা, হাবভাবপ্রদর্শন ; ক্রীড়া ; প্রকাশ ; শোভা ; স্ফুরণ। [সং. বি+ √লস্+অন (ভা)]। ক্রি. **বিলসা**—বিলাস করা ; লীলাভরে বিচরণ করা ('দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ' : রবীন্দ্র)। **বিলসিত**—(১) বি. বিলসন। (২) বিণ. শোভিত ; ক্রীড়িত ; স্ফুরিত ; প্রকাশিত।

বিলা—ক্রি. বিলান, বিতরণ করা। [বাং. √বিলা]।

বিলাত১—বি. অনাদায় (বিলাত বাকি)। **বিলাত**২ দ্রঃ]।

বিলাত২—বি. ইংলণ্ড ; ইউরোপ। [ফা. বিলায়ৎ]। বিণ. ~**ফেরত,** ~**ফেরতা**—ইংলণ্ড বা ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছে এমন। বিণ. **বিলাতি, বিলাতী**—বিলাতে উৎপন্ন বা প্রচলিত ; বিলাত বা বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া এদেশে প্রচলিত। বি. **বিলাতীয়ানা**—বিলাতি চালচলন।

বিলান, বিলানো—(১) ক্রি. বিনামূল্যে বিতরণ করা (গরিব-দুঃখীর মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [**বিলা** দ্রঃ]।

বিলাপ—বি. খেদোক্তি, শোকপ্রকাশ। [সং. বি+ √লপ্ +অ (ভা)]। ক্রি. **বিলাপা**—**বিলপা** দ্রঃ। বিণ. **বিলাপী** (-পিন্)—বিলাপকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **বিলাপিনী**।

বিলাস—বি. সুখভোগ (ভ্রমণ-বিলাস) ; বাবুগিরি ; লীলা, কেলি, বিহার, প্রমোদ (বিলাস-ভবন) ; শৌখিনতা (কল্পনা-বিলাস) ; লীলায়িত হাবভাব বা ভঙ্গি (কটাক্ষবিলাস)। [সং. বি+ √লস্+অ(ভা)]। বি. ~**কানন**—প্রমোদোদ্যান। বি. **বিলাসিতা**—বিলাসপূর্ণ চালচলন, অমিতব্যয়িতা। বিণ. **বিলাসী** (-সিন্)—বিলাসপরায়ণ, সুখভোগে রত, শৌখিন ; অনুরাগী পতি ('ঊর্মিলা-বিলাসী' : মধু.)। **বিলাসিনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) বিলাসপরায়ণা। (২) বি. নারী ; প্রিয়া।

বিলি—বি. বিতরণ (চিঠি বিলি) ; বন্দোবস্ত, খাজনায়

বিনিময়ে প্রদান (জমি বিলি); সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ বা বণ্টন (কাজ বিলি); শৃঙ্খলা। [বাং. √বিলা + ই]।

বিলিখন—বি. খনন, বিদারণ; আঁচড়ান। [সং. বি + লিখন]। বিণ. **বিলিখিত**—বিলিখন করা হইয়াছে এমন।

বিলীন—বিণ. মিলাইয়া গিয়াছে এমন (সে-সুখ অতীতের ইতিহাসে বা শূন্যে বিলীন), সম্পূর্ণ লুপ্ত, অন্তর্হিত বা মগ্ন। [সং. বি + লীন]।

বিলীয়মান—বিণ. মিলাইয়া যাইতেছে এমন; বিলয়-প্রাপ্ত, লুপ্ত বা অন্তর্হিত হইতেছে এমন (বিলীয়মান দিনান্ত)। [সং. বি + √লী + আন(র্তৃ)]।

বিলুণ্ঠন—বি. গড়াগড়ি দেওয়া; অপহরণ। [সং. বি + লুণ্ঠন]। বিণ. **বিলুণ্ঠিত**—গড়াগড়ি দিতেছে এমন (ভূ-বিলুণ্ঠিত); অপহৃত (বিলুণ্ঠিত ধনরত্ন)। বিণ. (স্ত্রী.) **বিলুণ্ঠিতা**।

বিলুপ্ত—বিণ. বিলীন; সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত (প্রভেদ বিলুপ্ত)। [সং. বি + লুপ্ত]। বি. **বিলুপ্তি**—বিলীন বা সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত অবস্থা।

বিলেখন—**বিলিখন** দ্রঃ।

বিলেপ, বিলেপন—বি. লেপ বা পোঁচ্ দেওয়া, মাখানো; যাহা মাখানো হয় (চন্দন-বিলেপন)। [সং. বি + লেপ, লেপন]।

বিলোকন—বি. সাগ্রহে দর্শন, অবলোকন। [সং. বি + √লোক্ + অন(ভা)]। বিণ. **বিলোকিত**—অবলোকিত, দৃষ্ট।

বিলোচন$_{১}$—(১) বিণ. বিকৃতনয়ন। (২) বি. শিব, মহাদেব ('বিবাহে চলিলা বিলোচন': রবীন্দ্র)। [সং. বি (=বিকৃত) + লোচন]।

বিলোচন$_{২}$—বি. দর্শন; চক্ষু ('কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন')। [সং. বি + √লোচ্ + অন(ভা, ণে)]।

বিলোড়ন—বি. মন্থন, আলোড়ন। [সং. বি + √লুড়্ + ণিচ্ + অন(ভা)]। বিণ. **বিলোড়িত**—মথিত, আলোড়িত।

বিলোপ, বিলোপন—বি. লুপ্ত হওয়া; সম্পূর্ণ ধ্বংস বা লোপ (বংশ-বিলোপ); বিনাশ, মৃত্যু; তিরোভাব। [সং. বি + √লুপ্ + অ, অন(ভা)]।

বিলোভন—বি. বিশেষভাবে লোভপ্রদর্শন, লোভনীয় বস্তু। [সং. বি + লোভন]।

বিলোম—বিণ. প্রতিকূল, বিরুদ্ধ; বিপরীত; প্রতি-লোম। [সং. বি + লোমন্ + অ]।

বিলোল—বিণ. চপল, চঞ্চল (বিলোল কটাক্ষ); অত্যন্ত লুব্ধ; অসম্বদ্ধ, এলোমেলো (বিলোল বেশবাস)। [সং. বি + √লুল্ + অ]।

বিল্ব—বি. বেল ফল বা গাছ; শ্রীফল। [সং.]। বিণ. **বিল্বস্তনী**—বেলের ন্যায় সুগোল ও দৃঢ় স্তনবিশিষ্ট।

বিশ—বি. বিণ. ২০ সংখ্যা বা সংখ্যক, কুড়ি। [সং. বিংশতি]।

বিশদ—বিণ. স্পষ্ট (বিশদ বিবরণ); শুভ্র; নির্মল। [সং.]। বি. ~**তা**।

বিশল্য—বিণ. শল্যহীন; বেদনাহীন; ভাবনাহীন। [সং. বি (=বিগত) + শল্য]। **বিশল্যা**—(১) বিণ. **বিশল্য**-র স্ত্রীলিঙ্গে; প্রসববেদনাশূন্যা। (২) বি. বেদনা-নাশিনী লতাবিশেষ, গুলঞ্চ। বি. ~**করণী**—(রামা.) শল্য-উন্মোচন ও ব্যথানিবারণের ঔষধরূপে বর্ণিত লতা-বিশেষ।

বিশা—**বিশে** দ্রঃ।

বিশাই—বি. দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। [সং. বিশ্বকর্মা]।

বিশাখ$_{১}$—বি. কার্তিকেয়। [সং. বিশাখা$_{১}$ + অ]।

বিশাখ$_{২}$—বিণ. শাখাহীন। [সং. বি (=বিনষ্ট) + শাখা]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিশাখা**$_{২}$।

বিশাখা—বি. রাধিকার সখীদের অন্যতমা; (জ্যোতিষ.) সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম। [সং. বি + √শাখ্ + অ (র্তৃ) + আ]।

বিশারদ—বিণ. পণ্ডিত; সু-প্রগল্‌ভ; পারদর্শী। [সং. বি (=বিপরীত) + শারদ (=প্রতিভাহীন)]।

বিশাল—বিণ. বৃহৎ, বিস্তীর্ণ; অতিশয় উদার। [সং.]। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**। বিণ. (স্ত্রী.) **বিশালা, বিশালী**। **বিশালাক্ষী**—(১) বিণ. আয়তলোচনা। (২) বি. দুর্গা-দেবী। বিণ. (পুং.) **বিশালাক্ষ**।

বিশিখ—(১) বি. বাণ; তোমরাস্ত্র; শরগাছ। (২) বিণ. শিখাশূন্য। [সং. বি + শিখা]।

বিশিষ্ট—বিণ. অসাধারণ (বিশিষ্ট অতিথি, বিশিষ্ট নাগরিক), বিশেষপ্রকার, অতিশয় (বিশিষ্ট আদর-আপ্যায়ন), বিখ্যাত (বিশিষ্ট কবি); যুক্ত, সংবলিত (বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব)। [সং. বি + √শিষ্ + ত (র্ম)]। বি. ~**তা**—অসাধারণতা (ভাবের বা প্রতিভার বিশিষ্টতা)।

বিশীর্ণ—বিণ. অতি শীর্ণ কৃশ জীর্ণ বা শুষ্ক (বিশীর্ণ দেহ)। [সং. বি + শীর্ণ]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিশীর্ণা**। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**।

বিশুদ্ধ—বিণ. অতি শুদ্ধ বা নির্মল; পবিত্র; সম্পূর্ণ নির্দোষ; খাঁটি; অমিশ্র। বি. (যোগদর্শ) ষট্‌চক্রের অন্যতম—কণ্ঠের বিপরীত দিকে মেরুমধ্যে স্থিত। [**ষট্‌চক্র** দ্রঃ]। [সং বি + শুদ্ধ]। বি. ~**তা, বিশুদ্ধি**।

বিশুষ্ক—বিণ. অত্যন্ত শুষ্ক; ম্লান। [সং. বি + শুষ্ক]। বি. ~**তা**।

বিশৃঙ্খল—বিণ. শৃঙ্খলাহীন (বিশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা); এলোমেলো, বিপর্যস্ত; নিয়মশূন্য; উচ্ছৃঙ্খল। [সং. বি + (=বিগত) + শৃঙ্খলা]। বি. ~**তা, বিশৃঙ্খলা** (ইংরেজী উচ্চারণে বিশৃঙ্খলা)।

বিশে, বিশা—(১) বি. মাসের কুড়ি তারিখ। (২) বিণ. কুড়ি তারিখের (বিশে চৈত্র)। [বাং. বিশ + আ > এ]।

বিশেষ—(১) বি. আধিক্য, প্রকর্ষ (সবিশেষ বর্ণনা), প্রভেদ (ইতরবিশেষ), অনির্দিষ্ট বা অনুক্তবিষয় (স্থান-বিশেষ, দেশবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ), তারতম্য (অবস্থা-বিশেষে), বৈলক্ষণ্য; প্রকার, রকম; বৈচিত্র্য। (২) বিণ. অধিক, প্রকৃষ্ট; ভিন্ন; বিশিষ্ট, অসামান্য (বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ ভাবে), সকলের মধ্যে একটির বৈশিষ্ট্যসূচক বা তৎসংক্রান্ত, particular (বিশেষ ব্যক্তি বা জাতি)।

ক্রি-বিণ. বিশিষ্টভাবে (হিন্দী বিশেষ জানি না, তাহাকে বিশেষ চিনি না)। [সং. বি+ √শিষ্ + অ]। বিণ. ~ক—বিশেষকারক, বৈশিষ্ট্যসূচক; প্রভেদক। বিণ. ~জ্ঞ—বিশেষ কোন বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত; বিশেষ জ্ঞানী। অব্য. ক্রি-বিণ. ~তঃ (-তস্)—বিশেষভাবে; প্রধানতঃ অধিকন্তু। বি. ~ত্ব—বিশেষ ভাব, বৈশিষ্ট্য, অনন্যসাধারণ বা বিশেষ গুণ (প্রত্যেক জাতির বা মানুষের বিশেষত্ব)।

বিশেষণ—বি. গুণনির্দেশ ('বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি': ভা. চ.): বিশেষিতকরণ; বিশেষ ধর্ম; চিহ্ন; (ব্যাক.) বিশেষ্যের বা সর্বনামের গুণ অথবা অবস্থা নির্দেশক পদ। [সং. বি+ √শিষ্ +অন (ভা. পে)]। বিণ. **বিশেষিত**—বিশেষণ বা বিশেষ গুণোল্লেখের দ্বারা নির্দিষ্ট; পৃথককৃত।

বিশেষোক্তি—বি. কাব্যালঙ্কারবিশেষ (কারণ-সত্ত্বেও কার্যের অভাব দেখা গেলে এই অলঙ্কার হয়; যেমন, 'যদি করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ, অনলে সলিলে মৃত্যু নাই': ভা. চ.)। [সং. বিশেষ+উক্তি]।

বিশেষ্য—(১) বি. (ব্যাক.) ব্যক্তি প্রাণী বস্তু পদার্থ জাতি ক্রিয়া গুণ ভাব প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশক পদ। (২) বিণ. গুণাদিদ্বারা প্রভেদ্য; ধর্মী। [সং. বি+ √শিষ্ + য (র্ম)]।

বিশোক—(১) বিণ. শোকহীন, অশোক। (২) বি. অশোক ফুল বা বৃক্ষ। [সং. বি+শোক]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিশোকা**।

বিশোধন—বি. বিশুদ্ধিকরণ; সংশোধন। [সং. বি+শোধন]। বিণ. **বিশোধক**—বিশুদ্ধিকারক। বিণ. **বিশোধনীয়, বিশোধ্য**—বিশোধনযোগ্য। বিণ. **বিশোধিত**—বিশুদ্ধ করা হইয়াছে এমন।

বিশোষণ—বি. বিশেষভাবে শোষণ, তরল পদার্থাদি শুষিয়া আপন অঙ্গীভূত করা, absorption [বি. প.]। [সং. বি+শোষণ]। বিণ. **বিশোষিত**—বিশেষভাবে শোষিত।

বিশ্ব—(১) বি. পৃথিবী, ভুবন, জগৎ। (২) বিণ. সর্ব, সমস্ত, যাবতীয় (বিশ্বসংসার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বমানব, 'বিশ্ব-জগৎ আমারে মাগিলে': রবীন্দ্র)। [সং.]। বি. ~কবি—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বি. ~কর্মা(-র্মন্)—দেবশিল্পী, যাবতীয় শিল্পের অধিদেবতা। বি. ~কোষ—জগতের যাবতীয় বিষয়ের অভিধান, encyclopaedia। বিণ. ~গ্রাসী—সমগ্র পৃথিবীকে গলাধঃকরণ বা দখল করিতে চাহে এমন (বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা)। বি. ~চরাচর—স্থাবর-জঙ্গমাদিসহ সমুদয় জগৎ। বি. ~জন—পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, মানবজাতি। বিণ. ~জনীন—পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সম্বন্ধীয় (বিশ্বজনীন কল্যাণ-চিন্তা); সর্বজনহিতকর। বি. ~জনীনতা। ~জিৎ—(১) বিণ. জগজ্জয়ী। (২) বি. যজ্ঞবিশেষ। বিণ. ~জোড়া—পৃথিবীব্যাপী। বিণ. **বিশ্বতোমুখী**—সর্বতোমুখী (বিশ্বতোমুখী প্রতিভা বা ক্ষমতা)। বিণ. ~ত্রাস—পৃথিবীর সমস্ত লোককে ভীত করায় এমন। বি. ~দেব—অগ্নি; গণদেবতাবিশেষ; বিশ্বের দেবতা। বি. ~নাথ—জগদীশ্বর; মহাদেব। বিণ. ~নিন্দক, ~নিন্দুক—প্রত্যেকেরই বা প্রত্যেক বিষয়ের নিন্দাকারী। বি. ~পা—জগৎপালক, পরমেশ্বর; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি। বিণ. বি. ~পাতা (-তৃ)—জগৎপালক। বি. ~প্রেম (-মন্)—সর্বজনের প্রতি সমান প্রীতি। বিণ. ~প্রেমিক—বিশ্বের সর্বজনকে ভালবাসে এমন। বিণ. ~বকা, ~বকাট, ~বকাটে, ~বখা, ~বখাট, ~বখাটে—যৎপরোনাস্তি ফাজিল বা নষ্টচরিত্র। ~বাসী (-সিন্)—(১) বিণ. জগদ্বাসী। (২) বি. জগতের সমগ্র মানবজাতি। বি. ~বিদ্যালয়—সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষার জন্য উচ্চতম প্রতিষ্ঠান, university। বি. ~বিধাতা (-তৃ)—সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর। বিণ. ~বিমোহন, ~বিমোহী (-হিন্)—সমগ্র-জগৎমুগ্ধকারী। বিণ. (স্ত্রী.) বিমোহিনী। বিণ. ~বিশ্রুত—জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বিণ. ~ব্যাপী (-পিন্)—পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত, সকল স্থানে বর্তমান। বি. ~ব্রহ্মাণ্ড—সমস্ত জগৎ, ত্রিভুবন। বি. ~ভ্রাতৃত্ব—পৃথিবীর সমস্ত লোকের মধ্যে ভ্রাতৃবৎ সৌহার্দ্য। বি. ~মৈত্রী—বিশ্বের সমস্ত মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব। ~ম্ভর—(১) বিণ. বি. জগতের ভরণ-কর্তা। (২) বি. নারায়ণ। বি. ~ম্ভরা—পৃথিবী। বি. ~রূপ, ~মূর্তি—অনন্তরূপী, যে এক দেহের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী প্রতিফলিত হয়; বিরাট্‌রূপী নারায়ণ, পরমেশ্বর। বি. ~লোক, ~সংসার—নিখিল জগৎ। বি. ~সাহিত্য—বিশ্বের সাহিত্য, সর্বদেশকালোপযোগী সাহিত্য।

বিশ্বসিত—বিণ. বিশ্বাস করা হইয়াছে বা করিয়াছে এমন, বিশ্বাসপাত্র; বিশ্বাসকারক। [সং. বি+ √শ্বস্+ (র্ম, র্তৃ)]।

বিশ্বস্ত—বিণ. বিশ্বাসভাজন; বিশ্বাসী, বিশ্বাসকারী। [সং. বি+ √শ্বস্+ত (র্ম, র্তৃ)]। বি. ~তা। ক্রি-বিণ. ~সূত্রে—বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা কারণ হইতে।

বিশ্বাস—বি. প্রত্যয়, সত্য বলিয়া ধারণা (বিশ্বাস করা); আস্থা (নেতার উপরে বিশ্বাস); শ্রদ্ধা। [সং. বি+ √শ্বস্ +অ(ভা)]। বিণ. ~ঘাতক, ~ঘাতী (-তিন্), ~হন্তা (-ন্তৃ)—বিশ্বাসভঙ্গকারী, বিশ্বস্ত পাত্র হইয়াও অবিশ্বাসের কাজ করে বা ঠকায় এমন, বেঈমান। বিণ. (স্ত্রী.) ~ঘাতিকা, ~ঘাতিনী, ~হন্ত্রী। বি. ~ঘাতকতা। বিণ. ~ভাজন—বিশ্বাসের পাত্র। বিণ. **বিশ্বাসী** (-সিন্)—বিশ্বাসভাজন (বিশ্বাসী চাকর); বিশ্বাস করে এমন (ভগবদ্বিশ্বাসী)। বিণ. **বিশ্বাস্য**—বিশ্বাসযোগ্য (এ কথা বিশ্বাস্য নয়)।

বিশ্বেশ্বর—বি. পরমেশ্বর; শিব, কাশীর শিবলিঙ্গ। [সং. বিশ্ব+ঈশ্বর]। বি.(স্ত্রী.) **বিশ্বেশ্বরী**—পরমেশ্বরী, আদ্যাশক্তি; দুর্গাদেবী।

বিশ্রব্ধ—বিণ. বিশ্বস্ত (বিশ্রব্ধ আলোচনা); প্রগাঢ়; প্রশান্ত; নিঃশঙ্ক। [সং. বি+ √স্রম্ভ্+ত(র্তৃ)]।

বিশ্রম্ভ—বি. কেলিকলহ; প্রণয়; বিশ্বাস। [সং. বি+ √স্রম্ভ্+অ(ভা)]। বি. **বিশ্রম্ভালাপ**—প্রণয়ালাপ; স্বচ্ছন্দে নিভৃত আলাপ।

বিশ্রান্ত—বিণ. বিগতশ্রম ; বিশ্রাম করিয়াছে এমন ; ক্লান্ত, নিবৃত্ত। [সং. বি+শ্রান্ত]। বি. **বিশ্রান্তি**—বিশ্রাম ; বিরতি।

বিশ্রাম—বি. শ্রান্তি অপনোদন ; বিরাম, নিবৃত্তি। [সং. বি+ √শ্রম্+অ(ভা)]।

বিশ্রী—বিণ. শ্রীহীন, কুৎসিত ; লজ্জাকর, জঘন্য, ঘৃণ্য (বিশ্রী ব্যাপার)। [সং. বি(=বিগতা)+শ্রী]।

বিশ্রুত—বিণ. সুবিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। [সং. বি+শ্রুত]। বি. **বিশ্রুতি**—প্রসিদ্ধি।

বিশ্লেষ—বি. অসংযোগ, বিচ্ছেদ ; বিভাগ ; বিচ্যুতি। [সং. বি+ √শ্লিষ্ +অ(ভা)]। বিণ. **বিশ্লিষ্ট**—যাহার বিভিন্ন অংশ বা উপাদান পৃথক্ করা হইয়াছে ; বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন (পরস্পর বিশ্লিষ্ট), পৃথক্‌কৃত। বি. ~**ণ**—পৃথক্‌করণ ; বিভিন্ন অংশ পৃথক্ করিয়া লইয়া পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বনিরূপণ (বাক্যের, তত্ত্বের বা জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ)। বিণ. **বিশ্লেষিত**—বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে এমন।

বিষ—বি. যে পদার্থ দেহে প্রবেশ করিলে মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানি ঘটে, গরল, হলাহল (সাপের বা রোগের বিষ) ; (আল.) অতি অপ্রীতিকর বস্তু বা ব্যক্তি (দুচোখের বিষ) ; হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি (মনের বিষ)। [সং.]। ক্রি. **বিষ মরা**—বিষ নষ্ট হওয়া ; (আল.) তেজ নষ্ট হওয়া। ক্রি. **বিষ মারা**—বিষ নষ্ট করা ; (আল.) তেজ নষ্ট করা। **বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর**—বিষহীন সর্পের ফণার ন্যায় উপেক্ষণীয় আস্ফালন বা ক্রোধ। ~**কণ্ঠ**—(১) বি. বিষের ন্যায় অসহ্য কণ্ঠস্বর বা ভাষা। (২) বিণ. ঐরূপ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট বা ভাষাবিশিষ্ট। বি. ~**কন্যা**—যে নারীর সংস্পর্শে বা সহবাসে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী (চন্দ্রগুপ্তকে বধ করিবার জন্য নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষস এইরূপ একটি বিষকন্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন)। বি. ~**কাঁটালি**—অতি বিষাক্ত লতাবিশেষ, belladonna। বি. ~**কুম্ভ**—বিষে পূর্ণ কলসি ; (আল.) হিংসাপূর্ণ অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তি। বি. ~**ক্রিয়া**—দেহের মধ্যে বিষের যে কার্যের ফলে মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বিণ. ~**ঘ্ন**—বিষক্রিয়ানাশক। বি. ~**ণ**—বিষসঞ্চার, poisoning [বি. প.]। বিণ. ~**দ**—বিষদায়ক। বি. ~**দন্ত**, (কথ্য) ~**দাঁত**—সাপের যে দাঁতের গোড়ায় বিষপূর্ণ থলি থাকে ; (আল.) দম্ভের বা অহঙ্কারের মূল কারণ। বিণ. ~**দিগ্ধ**—বিষের দ্বারা লিপ্ত, বিষ-মাখা। বিণ.(স্ত্রী.) ~**দিগ্ধা**। বিণ. ~**দুষ্ট**—বিষাক্ত। বি. ~**দৃষ্টি**, ~**নয়ন**—হিংস্র বা হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি ; কুনজর ; অত্যন্ত বিদ্বেষ। ~**ধর**—(১) বিণ. (প্রধানতঃ দন্তে) বিষ ধারণ করে এমন, সবিষ। (২) বি. যে সাপের দাঁতে বিষ আছে ; (শিথি.) সর্প। বিণ. ~**নাশক**—**বিষঘ্ন**-র অনুরূপ। বি ~**প্রয়োগ**—হত্যার উদ্দেশ্যে কাহারও দেহাভ্যন্তরে বিষ প্রবেশ করানো। বি. ~**ফল**—বিষাক্ত বা বিষপূর্ণ ফল। বি. ~**বিদ্যা**—দেহাদি হইতে বিষ দূর করার বিদ্যা। বি. ~**বৃক্ষ**—বিষফলের বৃক্ষ ; (আল.) যাহা লালন করিলে ধ্বংসের কারণ হয়। বি. ~**বৈদ্য**—বিষ-ক্রিয়ার চিকিৎসক, বিষবিদ্যাবিৎ ব্যক্তি, রোজা। ~**মুখ**—(১) বিণ. কটুভাষী। (২) বি. বিষযুক্ত মুখ। বিণ. ~**হর**—বিষনাশক। বিণ. (স্ত্রী.) ~**হরা**। বি. (স্ত্রী.) ~**হরী**—মনসাদেবী।

বিষণ্ণ—বিণ. বিষাদযুক্ত ; দুঃখিত ; ম্লান। [সং. বি+ √সদ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিষণ্ণা**। বি. ~**তা**।

বিষফোঁড়া—বি. অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া। [সং. বিস্ফোটক]।

বিষম—(১) বিণ. দারুণ (বিষম ব্যস্ত, বিষম সংকট), দুঃসহ, বেজায় (বিষম তাপ বা ক্রোধ) ; সাঙ্ঘাতিক, উৎকট (বিষম ব্যাপার বা দুর্ঘটনা) ; অত্যন্ত কঠিন (বিষম সমস্যা) ; অসমান (বিষম বিভাগ) ; অসমতল (বিষম ক্ষেত্র) ; অযুগ্ম, বিজোড় (বিষম রাশি)। (২) বি. (বাং.) খাদ্যপানীয়াদি গলাধঃকরণকালে আকস্মিক শ্বাসরোধ ও হিক্কা (বিষম লাগা)। [সং. বি+সম]। বি. ~**জ্বর**—দীর্ঘকালস্থায়ী ও অনবরত হ্রাস-বৃদ্ধিযুক্ত জ্বর।

বিষয়—বি. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, ভোগ্য বস্তু (বিষয়-বাসনা) ; সম্পত্তি (বিষয়-আশয়) ; পাত্র, আস্পদ (আমি এখন উপহাসের বিষয়) ; (বিরল) অধিকারভুক্ত স্থান ; জেলা [স. প.] ; আলোচ্য বা বর্ণনীয় বস্তু (প্রবন্ধের বা বক্তৃতার বিষয়) ; কারণ, হেতু (শোকের বিষয়) ; সম্বন্ধীয় ব্যাপার (এই ঘটনার বিষয়ে বলিব)। [সং.]। বি. ~**আশয়**—ধনসম্পত্তি। বিণ. ~**বিষয়ক**—বহুব্রীহি-সমাসে উত্তরপদরূপে **বিষয়**-শব্দের রূপ, সম্পর্কিত, সংক্রান্ত (নীতিবিষয়ক)। বি. ~**কর্ম**—বৈষয়িক বা সাংসারিক কাজ ; জমিদারি বা অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ও পরিচালনার কাজ। বি. ~**তৃষ্ণা**, ~**বাসনা**, ~**লালসা**—ধনসম্পত্তির বা সাংসারিক সুখভোগের লোভ। বি. ~**বস্তু**—আলোচ্য বা বক্তব্য পদার্থ (রচনার বিষয়বস্তু)। বিণ. ~**পরায়ণ**, **বিষয়াসক্ত**—ধনসম্পদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ; ঘোর সংসারী ; মোহাচ্ছন্ন। বি. ~**বিতৃষ্ণা**, ~**বৈরাগ্য**—ধনসম্পত্তি প্রভৃতি ভোগে অনিচ্ছা বা তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্য। বি. ~**বুদ্ধি**—সম্পত্তি পরিচালনার্থ কূটবুদ্ধি, বৈষয়িক বা সাংসারিক জ্ঞান। বি. ~**সূচী**—আলোচ্য ব্যাপারসমূহের ধারাবাহিক তালিকা। বি. **বিষয়ান্তর**—(আলোচনাদির) অন্য বিষয়। বি. **বিষয়াসক্তি**—ধনসম্পত্তির বা ভোগ্যবস্তুর প্রতি আকর্ষণ। **বিষয়ী** (-য়িন্)—(১) বিণ. বিষয়াসক্ত ; সম্পত্তিশালী (বিষয়ী লোক) ; (২) বি. (দর্শ.) আত্মা, জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়। বিণ. **বিষয়ীভূত**—(আলোচনাদির) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অব্য. **বিষয়ে**—সম্বন্ধে, সম্পর্কে।

বিষা—ক্রি. বিষযুক্ত করা ('যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু' : রবীন্দ্র)। [সং. বিষ+বাং. আ]।

বিষাক্ত—বিণ. বিষযুক্ত, বিষমিশ্রিত (বিষাক্ত দুধ, সর্পকে বিষাক্ত হওয়া)। [সং. বিষ+অক্ত(=লিপ্ত)]।

*আদিতে **বিষ**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **বিষ**$_2$ দ্রঃ।

বিষাণ—বি. পশুশৃঙ্গ ; শৃঙ্গনির্মিত বা শৃঙ্গাকার বাদ্যযন্ত্র, শিঙা ; হস্তি-শূকরাদির বৃহৎ দন্ত। [সং.]।
বিষাদ—বি. স্ফূর্তিহীনতা ; দুঃখ ; আশাভঙ্গজনিত খেদ। [সং.]। বিণ. **বিষাদিত, বিষাদী** (-দিন্)—বিষাদযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **বিষাদিতা, বিষাদিনী**।
বিষান, বিষানো—(১) ক্রি. বিষাক্ত হওয়া (ঘা বিষিয়ে উঠেছে) ; যন্ত্রণাপূর্ণ হওয়া, টাটানো ; (আল.) বিদ্বেষযুক্ত করা বা হওয়া (মন বিষিয়ে দিয়েছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [**বিষা** দ্রঃ]।
বিষিত—বিণ. বিষযুক্ত, poisoned [বি. প.]। [সং. বিষ+ইত]।
বিষুব—বি. যে সময়ে দিন ও রাত্রি সমান দীর্ঘ হয়, equinox [সং.]। বি ~**প্রদেশ**—বিষুবরেখার সন্নিহিত ভূভাগ। বি. ~**বৃত্ত**—নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল আকাশস্থ কাল্পনিক বৃত্ত, equinoctial [বি. প.]। বি. ~**রেখা**—মেরুদ্বয় হইতে সমদূরবর্তী ভূগোলক বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা, equator (পরি. **ভূ-বিষুবরেখা**)। বি. ~**লম্ব**—বিষুববৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব, declination [বি. প.]। বি. ~**সংক্রান্তি**—সূর্যের তুলামেষ-সংক্রান্তিবিশেষ। বিণ. **বিষুবীয়**—বিষুব-সংক্রান্ত।
বিষ্কম্ভ, বিষ্কম্ভক—বি. সংস্কৃত নাটকের কোন অঙ্কের প্রারম্ভে যে অংশে অতীত ও আগামী ঘটনা বর্ণিত হয়। [সং.]।
বিষ্টব্ধ—বিণ. বাধাযুক্ত ; প্রতিরুদ্ধ ; জড়তাগ্রস্ত। [সং. বি+ √স্তম্ভ্+ত (র্তৃ)]।
বিষ্টম্ভ—বি. প্রতিবন্ধ, বাধা ; জড়তা। [সং. বি+ √স্তম্ভ্+অ (ভা)]।
বিষ্টিভদ্রা—বি. (জ্যোতিষ.) শুভকর্ম ও যাত্রাদির পক্ষে অশুভ যোগবিশেষ।
বিষ্টু—**বিষ্ণু**-র প্রা. রূপ।
বিষ্ঠা—বি. গু, মল, পুরীষ। [সং.]।
বিষ্ণু—বি. নারায়ণ, হরি ; জগৎপালক। [সং. √বিষ্ (=ব্যাপ্তি) বা √বিশ্(=অন্তর্গমন)+নু]। বি. ~**প্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী।
বিস—বি. পদ্মের মৃণাল ; ডাঁটা বা মূল। [সং.]।
বিসংবাদ—বি. বিরোধ (বাদ-বিসংবাদ), কলহ ; মতানৈক্য ; অমিল। [সং. বি+সম্+ √বদ্+অ(ভা)]। বিণ. **বিসংবাদিত**—বিরোধ বা প্রতিবাদের বিষয়ীভূত। বিণ. **বিসংবাদী** (-দিন্)—বিসংবাদকারী ; বিরুদ্ধবাদী, প্রতিপক্ষ।
বিসঙ্গত—বিণ. অসঙ্গত, বেখাপ ; বেসুরা। [সং. বি+সঙ্গত]।
বিসদৃশ—বিণ. অন্যপ্রকার ; বিপরীত ; বিরুদ্ধ ; সামঞ্জস্যহীন (বিসদৃশ সম্পর্ক ; আচরণ)। [সং. বি+সদৃশ]।
বিসমিল্লা, বিসমোল্লা—বি. কার্যারম্ভে আল্লাহ্‌র নামে দোহাই। [আ. বিস্‌মিল্লাহ্]। **বিসমিল্লায় গলদ**—আরম্ভেই ভুল বা ত্রুটি।
বিসরণ১—**বিস্মরণ**-এর কোমল রূপ।
বিসরণ২—বি. বিস্তার ; প্রবাহ। [সং. বি+ √সৃ+অন (ভা)]।
বিসরা—ক্রি. (ব্রজ. ও প্রা. কা.) ভুলিয়া যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া ('তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু' : বিদ্যা.)। [সং. বি+ √স্মৃ+বাং. আ.]। ক্রি. **বিসরল**—বিস্মৃত হইল। বিণ. **বিসরিত**—বিস্মৃত।
বিসর্গ—বি. বর্ণবিশেষ, (ঃ) ; বিসর্জন ; ত্যাগ বা দান। [সং. বি+ √সৃজ্+অ(ভা)]।
বিসর্জন—বি. ত্যাগ (প্রাণ-বিসর্জন, অশ্রু-বিসর্জন) ; পূজাবসানে নদ্যাদির জলে প্রতিমা নিক্ষেপ (বিসর্জনের বাজনা)। [সং. বি+ √সৃজ্+অন(ভা)]। ক্রি. **বিসর্জন করা, বিসর্জন দেওয়া**—ত্যাগ করা ; পূজান্তে নদ্যাদির জলে (প্রতিমা) নিক্ষেপ করা। বিণ. **বিসর্জনীয়**—বিসর্জনযোগ্য। ক্রি. **বিসর্জা**—বিসর্জন দেওয়া। বিণ. **বিসর্জিত**—বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে এমন (বিসর্জিত দেবপ্রতিমা)। বিণ.(স্ত্রী.) **বিসর্জিতা**।
বিসর্প—বি. বিষাক্ত চর্মরোগবিশেষ : জ্বর ও জ্বালা যন্ত্রণা ইহার উপসর্গ। [সং. বি+ √সৃপ্+অ(র্তৃ)]।
বিসর্প২, বিসর্পণ—বি. ধীরে ধীরে সঞ্চরণ ; হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হওয়া, বিস্তার-প্রাপ্তি। [সং. বি+ √সৃপ্ +অ, অন (ভা)]। বিণ. **বিসর্পিত**। বি. **বিসর্পী** (-পিন্)—বিসর্পণশীল। বিণ.(স্ত্রী.) **বিসর্পিণী**।
বিসাই—**বিশাই**-র বানানভেদ।
বিসার—বি. বিস্তার ; প্রবাহ। [সং. বি+ √সৃ+অ (ভা)]। বিণ. **বিসারিত**—বিস্তারিত, প্রসারিত। বিণ. **বিসারী** (-রিন্)—বিস্তারশীল, প্রসারী। বিণ.(স্ত্রী.) **বিসারিণী**।
বিসূচিকা—বি. ওলাউঠা-রোগ, কলেরা। [সং.]।
বিসৃত—বিণ. বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। [সং. বি+ √সৃ+ত (র্তৃ)]।
বিসৃষ্ট—বিণ. নিক্ষিপ্ত ; পরিত্যক্ত ; প্রেরিত। [সং. বি + √সৃজ্+ত(র্ম)]।
বিস্কুট—বি. ময়দা ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত শুষ্ক খাদ্যবিশেষ। [ইং. biscuit]।
বিস্তর—(১) বি. (সং.) সমূহ ; বিশেষ বর্ণন ; বাগ্‌বিস্তার ; বিস্তার। (২) (বাং.) প্রচুর, অনেক, ঢের (বিস্তর খরচ, বিস্তর দেরি)। [সং. বি+ √স্তৃ+অ(র্তৃ)]।
বিস্তার—বি. প্রসারণ, বর্ধন ; ব্যাপ্তি, প্রসার (শিক্ষা-বিস্তার, পরিধির বিস্তার), পরিসর ; প্রস্থ, চওড়াই (ঘরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তার অল্প)। [সং. বি+ √স্তৃ+অ(ভা)]। ক্রি. **বিস্তরা**—(কাব্যে) বিস্তারিত করা (বিস্তারিয়া বলা)। বিণ. **বিস্তারিত, বিস্তৃত**—প্রসারিত (প্রভাব বিস্তৃত হওয়া), বিছান বা ছড়ান হইয়াছে এমন ; ব্যাপক; সবিশেষ. (বিস্তারিত বা বিস্তৃত আলোচনা)। বিণ. **বিস্তার্য**—বিস্তারযোগ্য ; বিস্তৃত করিতে বা বিছাইতে হইবে এমন। বিণ. **বিস্তীর্ণ**—ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ; বিশাল (বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ)। বি. **বিস্তৃতি**—ব্যাপ্তি, বিস্তার, প্রসার।
বিস্ফার, বিস্ফারণ—বি. বিস্তার ; স্ফূর্তি, প্রসারণ ; বিকাশন ; কম্পন। [সং. বি+ √স্ফুর্+অ, অন (ভা)]।

বিণ. **বিস্ফারিত**—বিকশিত ; প্রসারিত, বিস্তারিত (বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্র) ; বিপরীত-সঙ্কুচিত।

বিস্ফুরণ—বি. কম্পন ; হঠাৎ প্রকাশিত হওয়া বা দীপ্তি পাওয়া (আগ্নেয়গিরির বিস্ফুরণ)। [সং. বি+স্ফুরণ]। বিণ. **বিস্ফুরিত**—কম্পিত (ক্রোধে অধর বিস্ফুরিত) ; স্ফীত ; বর্ধিত ; দীপ্ত।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক—বি. ফোড়া। [সং.]।

বিস্ফোরক—বিস্ফোরণ দ্রঃ।

বিস্ফোরণ—বি. সহসা সশব্দে ফাটিয়া যাওয়া (বোমার বিস্ফোরণ. পরিস্থিতি বিস্ফোরণের মুখে), জ্বলিয়া উঠা, ভয়াবহ আকার ধারণ (জনসংখ্যার বিস্ফোরণ—গৌণ অর্থে). explosion। [সং. বি+√স্ফুর্+ণিচ্+অন (ভা)]। **বিস্ফোরক**—(১) বিণ. সহসা জ্বলিয়া ওঠে এমন। (২) বি. ঐরূপ পদার্থ, explosive।

বিস্বাদ—বিণ. স্বাদহীন ; খাইতে ভাল লাগে না এমন ; (আল.) আকর্ষণশূন্য। [সং. বি+স্বাদ]।

বিস্ময়—বি. আশ্চর্য, চমৎকৃত ভাব বা অবস্থা। [সং.]। বিণ. ~**কর**, ~**জনক**, **বিস্ময়াবহ**—আশ্চর্যজনক। বি. ~**চিহ্ন**—'!' এই চিহ্ন। বিণ. **বিস্ময়াকুল, বিস্ময়াবিষ্ট, বিস্ময়াভিভূত**—বিস্ময়ে বিহ্বল। বিণ. **বিস্ময়ান্বিত, বিস্ময়াপন্ন**—বিস্মিত, চমৎকৃত। বিণ. **বিস্ময়োৎফুল্ল**—বিস্ময়জনিত আনন্দে উদ্ভাসিত বা বিস্ফারিত (বিস্ময়োৎফুল্ল আনন বা নয়ন)।

বিস্মরণ—বি. বিস্মৃতি, স্মৃতিলোপ, ভুলিয়া যাওয়া। [সং. বি+স্মরণ]। বিণ. ~**শীল**—ভুলিয়া যায় এমন ; ভুলো।

বিস্মাপন, বিস্মায়ন—বি. বিস্ময় উৎপাদন। [সং. বি + √স্মি+ণিচ্+অন (ভা)]।

বিস্মিত—বিণ. বিস্ময়যুক্ত, আশ্চর্যান্বিত, চমৎকৃত, অবাক্। [সং. বি+√স্মি+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিস্মিতা**।

বিস্মৃত—বিণ. ভুলিয়া গিয়াছে এমন, বিস্মৃতিযুক্ত (বিস্মৃত হওয়া) ; স্মরণে নাই এমন (বিস্মৃত বিষয়)। [সং. বি+ √স্মৃ+ত]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিস্মৃতা**। বি. **বিস্মৃতি**—বিস্মরণ, স্মৃতিলোপ।

বিস্রংস, বিস্রংসন—বি. পতন, স্খলন ; ক্ষরণ। [সং. বি+ √স্রন্স্+অ, অন (ভা)]। বিণ. **বিস্রংসী** (-সিন্) —পতনশীল ; স্খলনশীল ; ক্ষরণশীল।

বিস্রব্ধ—বিশ্রব্ধ-র বানানভেদ।

বিস্রম্ভ—বিশ্রম্ভ-র বানানভেদ।

বিস্রস্ত—বিণ. পতিত ; স্খলিত (বিস্রস্ত বসন বা আবরণ), ক্ষরিত। [সং. বি+√স্রন্স্+ত (র্ম)]।

বিস্রুত—বিণ. ক্ষরিত ; পতিত ; পরিস্রুত ; প্রবাহিত। [সং. বি+√স্রু+ত (র্ম)]। বি. **বিস্রুতি**—ক্ষরণ ; পতন ; পরিস্রাবণ ; প্রবহণ।

বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম—বি. পক্ষী। [<সং. বিহায়স্ (=আকাশ) অর্থাৎ আকাশপথে সঞ্চরণশীল]। বি. (স্ত্রী.) **বিহগী, বিহঙ্গী, বিহঙ্গমী**, (কাব্যে) **বিহঙ্গিনী**।

বিহঙ্গমা—বি. বাঙ্গালা রূপকথার পক্ষিবিশেষ, ব্যাঙ্গমা। [সং. বিহঙ্গম+বাং. আ]। বি. (স্ত্রী.) **বিহঙ্গমী**—ব্যাঙ্গমী।

বিহনে—অব্য. (কাব্যে) অভাবে, বিনা। [সং. বিহীন]।

বিহরণ—বি. বিহার ; ভ্রমণ। [সং. বি+√হৃ+অন (ভা)]।

বিহরা, বিহারা—ক্রি. (কাব্যে) বিহার করা ('বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো' : রবীন্দ্র)। [সং. বি+√হৃ+ বাং. আ]। ক্রি. **বিহরত, বিহরই**—(প্রা. কা.) বিহার করে বা করিতেছে।

বিহান১—বেহান-এর রূপভেদ।

বিহান২—বি. (অপ্র.) প্রভাত। [সং. বিভাত]।

বিহার১—বি. পশ্চিম-বঙ্গের উত্তর-পশ্চিমস্থ প্রদেশ-বিশেষ। [সং. বিহার+অ (অস্ত্যর্থে)]। **বিহারী**—(১) বিণ. বিহার-সম্বন্ধী ; বিহারে উৎপন্ন ; বিহারের অধিবাসী। (২) বি. বিহারের লোক।

বিহার২—বি. ক্রীড়া ; রতিক্রীড়া ; ক্রীড়ার্থ ভ্রমণ বা বিচরণ (আহার-বিহার) ; ক্রীড়াস্থান ; বৌদ্ধ মঠ। [সং. বি+√হৃ+অ (ভা, ধি)]। বিণ. **বিহারী** (-রিন্)—বিচরণকারী, প্রমোদরত (বনবিহারী, রাসবিহারী)। বিণ. (স্ত্রী.) **বিহারিণী**।

বিহি—বিধাতা-অর্থে 'বিধি'-র কোমল রূপ ('চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ' : বিদ্যা.)।

বিহিত—(১) বিণ. যথাবিধি (শাস্ত্রবিহিত) ; উচিত ; অনুষ্ঠিত। (২) বি. বিধান ; যথোচিত ব্যবস্থা ; (বাং.) প্রতিবিধান (আপনি এই অন্যায়ের একটা বিহিত করুন)। [সং. বি+√ধা+ত(র্ম)]। বি. **বিহিতক**—আইন; act [স. প.]।

বিহীন—বিণ. বর্জিত (কামনাবিহীন, আশ্রয়বিহীন), বিরহিত, ত্যক্ত। [সং. বি+√হা+ত (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **বিহীনা**। বি. ~**তা**।

বিহ্বল—বিণ. অভিভূত (আনন্দে, বিস্ময়ে বিহ্বল), বিবশ, অচেতন, আত্মহারা, বিভোল। [সং. বি+√হ্বল্ (=চলন)+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **বিহ্বলা**। বি. ~**তা**।

বীক্ষণ—বি. বিশেষভাবে দর্শন (স্নেহ-বীক্ষণ), নিরীক্ষণ ; যাহা দ্বারা বিশেষপ্রকার নিরীক্ষণ হয় (দূরবীক্ষণ, telescope, অণুবীক্ষণ, microscope)। [সং. বি+ √ঈক্ষ্+অন (ভা)]। বিণ. **বীক্ষণীয়**—বীক্ষণযোগ্য ; বীক্ষণসাধ্য। বিণ. **বীক্ষমাণ**—নিরীক্ষণ করিতেছে এমন। বিণ. **বীক্ষিত**—বিশেষভাবে দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। বিণ. **বীক্ষ্যমাণ**—নিরীক্ষিত হইতেছে এমন।

বীচি১—বি. বীজ, আঁটি ; অণ্ডকোষ। [সং. বীজ]।

বীচি২—বি. তরঙ্গ, ঢেউ ; দীপ্তি, কিরণ। [সং.]। বি. ~**ভঙ্গ**—ঢেউ ওঠা।

বীজ—বি. শস্যাদির বীচি বা আঁটি, যাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় ; সংরক্ষিত শস্য, যাহা রোপণ করিয়া নূতন ফসল উৎপাদন করা হয় (ধান্যবীজ) ; জীবাণু (রোগের বীজ) ; মূল কারণ (ঝগড়ার বীজ) ; সন্তানোৎপাদক শুক্র বা বীর্য। [সং.]। বি. ~**কোষ**, (বিরল) ~**কোশ**

—পুষ্পের যে অংশে বীজ থাকে। বিণ. ~ঘ্ন—জীবাণু-নাশক, disinfectant [বি. প.]। বি. ~ধান—নূতন বীজ উৎপাদনার্থ ধান। বি. ~পুরুষ—বংশের প্রবর্তক বা আদি পুরুষ। বিণ. ~বারক—জীবাণুর উৎপত্তি নিবারণ করে এমন, antiseptic [বি. প.]।

বীজকোষ, বীজকোশ—বীজ দ্রঃ।

বীজগণিত—বি. গণিতশাস্ত্রের শাখাবিশেষ, algebra। [সং. বীজ+গণিত]।

বীজন—বি. ব্যজন, বাতাস দেওয়া; পাখা চামর প্রভৃতি যাহাদ্বারা বাতাস দেওয়া হয়। [সং. √বীজ্ (=বায়ু-সঞ্চালন)+অন (ভা, ণে)]।

বীজবারক—বীজ দ্রঃ।

বীজমন্ত্র—বি. ইষ্টমন্ত্র, ইষ্টদেবতার প্রতীকস্বরূপ বর্ণাত্মক মন্ত্র। [সং. বীজ+মন্ত্র]।

বীজাকার—(১) বি. শস্যবীজ বা জীবাণুর ন্যায় আকার বা অবস্থা। (২) বিণ. ঐরূপ আকারযুক্ত বা অবস্থাপ্রাপ্ত। [সং. বীজ+আকার]।

বীজাঙ্কুর—বি. বীজ হইতে উদ্গত অঙ্কুর; বীজ ও অঙ্কুর। [সং. বীজ+অঙ্কুর]।

বীজিত—বিণ. (যাহাকে) বাতাস দেওয়া হইয়াছে বা হইতেছে এমন। [সং. √বীজ্+ত (র্ম)]।

বীট১—বি. পিয়ন পাহারাওয়ালা প্রভৃতির এলাকা বা বা টহল দিবার সীমা। [ইং. beat]।

বীট২—বি. পালমজাতীয় কন্দবিশেষ। [ইং. beet]। বি. ~পালং, ~পালম—পালংশাক; বীট।

বীণ—বীন-এর বর্জি. বানান।

বীণা—বি. সপ্ততারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং.]। বিণ. ~নিন্দিত, ~বিনিন্দিত—বীণার ধ্বনি হইতেও মধুর (অশু.)। বি. ~পাণি—সরস্বতীদেবী।

বীত—বিণ. অতীত, বিগত, অপগত, নিবৃত্ত। [সং. বি+√ই+ত (র্ত্)]। বিণ. ~কাম—কামনাবর্জিত। বিণ. ~নিদ্র—নিদ্রাহীন। বিণ. ~ভয়—ভয়মুক্ত। বিণ. ~রাগ—অনাসক্ত, বিমুখ; বিরক্ত। বিণ. ~শোক—শোকমুক্ত। বিণ. ~শ্রদ্ধ—শ্রদ্ধা বা আস্থা হারাইয়াছে এমন; বিরক্ত। বিণ. ~স্পৃহ—স্পৃহাহীন; বীতরাগ; বিরক্ত।

বীতংস—বিতংস-এর বানানভেদ।

বীতিহোত্র—বি. অগ্নি; সূর্য। [সং. বীতি (=দেব-ভোজ্য), হোত্র (=হোম যাহার)]।

বীথি, বীথিকা, বীথী—বি. সারি, পঙ্‌ক্তি (তরুবীথি, পণ্যবীথি); উভয়পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ (বন-বীথিকা), avenue। [সং.]।

বীন—বি. বীণা। [সং. বীণা]। বি. ~কার—বীণা-বাদক।

বীপ্সা—বি. যুগপৎ ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা; কোন শব্দের বারংবার প্রয়োগ; পুনঃপুনঃ সঙ্ঘটন। [সং.]।

বীবর—বি. উত্তর আমেরিকার মূষিকজাতীয় উভচর জন্তুবিশেষ। [ইং. beaver]।

***বীভৎস**—(১) বিণ. অত্যন্ত ঘৃণ্য কদর্য বা বিকৃত (বীভৎস রূপ)। (২) বি. (অল.) ঘৃণা-উৎপাদক রস বিশেষ। [সং. √বধ্ (=চিত্তবিকার)+সন্+অ(র্ম)]। বি. ~তা। বি. বীভৎসু—(যুদ্ধে বীভৎস বা নিন্দনীয় কার্য করিতেন না বলিয়া) অর্জুন।

বীম—বি. কড়িকাঠ, কাষ্ঠনির্মিত ও লৌহনির্মিত কড়ি। [ইং. beam]।

বীমা—বিমা-র বানানভেদ।

বীর—(১) বিণ. শূর, বলবান্ ও সাহসী; রণকুশল; তেজস্বী; শ্রেষ্ঠ, প্রধান (ধর্মবীর, দানবীর), তান্ত্রিক বীরাচারী। (২) বি. বলবীর্যসম্পন্ন পুরুষ; বীরপুরুষ (সকল অর্থে); কাব্যের রসবিশেষ; তান্ত্রিক কুলাচার-বিশেষ; (বাং.) বানরদলের নেতা, গোদা। [সং.]। বি. ~ত্ব। বি. ~নারী—বীরত্বপূর্ণা নারী; বীরের স্ত্রী। বিণ. ~প্রসবিনী, ~প্রসূ—বীর সন্তান প্রসবকারিণী। বি. ~বর—শ্রেষ্ঠ বীর। বি. ~বৌলি—পুরুষের কানের গহনাবিশেষ, কুণ্ডল। বি. ~ভদ্র—শিবানুচর বা রুদ্রবিশেষ; নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র। বিণ. ~ভোগ্যা—কেবল বীরপুরুষের ভোগের উপযুক্তা (বীরভোগ্যা বসুন্ধরা)।

বীরখণ্ডি, বীরখণ্ডী—বি. তিল ও গুড় বা চিনির দ্বারা প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ। [দেশী]।

বীরণ—বি. সুগন্ধি তৃণবিশেষ, উশীর, বেনা, খস্‌খস। [সং.]।

বীরা—(১) বিণ. বীর্যবতী; শ্রেষ্ঠা। (২) বি. পতিপুত্রবতী নারী (তু. আবীরা); মদিরা। [সং. বীর+আ]।

বীরাঙ্গনা—বি. বীরনারী। [সং. বীর+অঙ্গনা]।

বীরাচার—বি. তন্ত্রোক্ত বামমার্গীয় সাধনপদ্ধতিবিশেষ। [সং. বীর+আচার]। বিণ. বীরাচারী (-রিন্)—বীরাচার-মতে সাধনা করে এমন।

বীরাসন—বি. যোগশাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে দক্ষিণ ও বাম পদ যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপনপূর্বক উপবেশন। [সং. বীর+আসন]।

বীরেশ্বর—বি. শ্রেষ্ঠ বীর। [সং. বীর+ঈশ্বর]।

বীর্য—বি. বীরত্ব, শৌর্য; তেজঃ, পরাক্রম, শক্তি; রেতঃ, শুক্র। [সং.]। বিণ. ~বন্ত—বীর্যবান্। [সং. বীর্য+বাং. বন্ত]। বিণ. ~বান্ (-বৎ), ~শালী (-লিন্)—বীরত্ব-পূর্ণ, বীর। বিণ.(স্ত্রী.) ~বতী, ~শালিনী। বি. ~বত্তা।

বুঁচকি—বি. ক্ষুদ্র বোঁচকা (সচ. বোঁচকা-র সহচর শব্দ-রূপে ব্যবহৃত)। [হি. বুকচী]।

বুঁদ১—বিণ. বিহ্বল, অভিভূত (নেশায় বুঁদ হওয়া)। [দেশী]।

বুঁদ২, বুঁদি—বি. ভুড়ভুড়ি। [হি. বুঁদ<সং. বিন্দু]।

বুঁদিয়া—বি. গুটিকাকৃতি মিঠাইবিশেষ। [বাং. বুঁদ২+ইয়া]।

বুক১—বি. বক্ষস্থল; বক্ষের ছাতি (বুক ফুলানো); অন্তর, হৃদয় (বুক ভরা ভালোবাসা)। [সং. বুক্ক, বক্ষঃ]। ক্রি. বুক চাপড়ান—শোকপ্রকাশপূর্বক বারংবার বুকে চাপড় মারা। ক্রি. বুক চিতানো—সাহস বা দম্ভ প্রকাশ

করা। ক্রি. **বুক জুড়ান**—মনে শান্তি পাওয়া। ক্রি. **বুক ঠোকা**—বুকে আঘাত করিয়া সাহস প্রকাশ করা। ক্রি. **বুক দশ হাত হওয়া, বুক ফুলিয়া ওঠা**—গর্বিত বা আনন্দিত হওয়া। ক্রি. **বুক দিয়া পড়া**—সর্বশক্তি লইয়া উদ্যোগী হওয়া। ক্রি. **বুক ফাটা**—(বেদনাদিতে) অন্তর বিদীর্ণ হওয়া। **বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না**—অন্তরের গোপন কথা বা বাসনা প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও মুখে উচ্চারিত হয় না। ক্রি. **বুক ফোলানো**—গর্ব প্রকাশ করা। ক্রি. **বুক বাঁধা**—বিপদে ধৈর্য ও সাহস অবলম্বন করা। (বুক বেঁধে দাঁড়ানো)। ক্রি. **বুক ভাঙা**—অত্যন্ত মনঃকষ্ট হওয়া; দুঃখে অন্তর হইতে উৎসাহ ও আনন্দ দূর হওয়া। ক্রি. **বুক শুকানো**—ভয়াদির জন্য বুকের মধ্যে শুষ্কতা বোধ করা। **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—অতিশয় ভয়াদিতে অন্তর প্রবল ভাবে কম্পিত হওয়া, হিংসায় প্রবল মনঃকষ্ট পাওয়া। ক্রি. **বুকে বসে দাড়ি ওপড়ান**—আশ্রয়দাতার বা প্রতিপালকের অনিষ্টসাধন করা। বি. **বুকের পাটা**—বুকের ছাতি; (আল.) সাহস, দুঃসাহস ('তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস্ আমার বুকের পাটা' : রা. প্র.)। ক্রি. **বুকের রক্ত চুষিয়া খাওয়া**—(আল.) অত্যাচার দ্বারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। ক্রি. **বুকের রক্ত দেওয়া**—প্রাণ দেওয়া, আত্মোৎসর্গ করা। ক্রি. **বুকে হাত দিয়া বলা**—বিবেকের নির্দেশ মানিয়া বলা; সাহসের সঙ্গে বলা। বি. **~জল**—বুক পর্যন্ত ডুবিয়া যায় এমন গভীর জল। বিণ. **~জুড়ানো**—মনে শান্তি-দায়ক। বিণ. **~ফাটা, ~ভাঙা**—তীব্র যন্ত্রণাপূর্ণ, মর্মান্তিক (বুকফাটা কান্না, বুকভাঙা ব্যথা)।

বুক২—বি. অগ্রিম মূল্য দিয়া আসনাদি সংরক্ষণ; রেলে মালপ্রেরণের ব্যবস্থা; পুস্তক, বই। [ইং. book]।

বুককীপিং—বি. ব্যবসায়-বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাব-রক্ষণ। [ইং. book-keeping]।

বুকড়ি—বিণ. মোটা (বুকড়ি চাল)। [দেশী]।

বুকনি—বি. কণা; ছিটে; কথার ফোড়ন, এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ (ইংরেজির বুকনি)। [হি. বুক্‌নী < প্রা. বুক্কই < সং. বুক্ক]।

বুকপোস্ট—বি. ডাকযোগে খোলা চিঠিপত্র, কাগজের মোড়ক প্রভৃতি প্রেরণের ব্যবস্থা। [ইং. book-post]।

বুকশেলফ—বি. বই রাখার তাক। [ই. book-shelf]।

বুক্ক—বি. হৃৎপিণ্ড; ছাগল। [সং.]।

বুজকুড়ি—বি. বুদ্‌বুদ, ভুড়ভুড়ি। [দেশী]।

বুজরুক—বিণ. পাণ্ডিত্যের বা অলৌকিক শক্তির ভান-কারী; প্রতারক। [ফা. বুজুর্গ]। বি. **বুজরুকি**—পাণ্ডিত্যের ধর্মনিষ্ঠার বা অলৌকিক শক্তির ভান; প্রতারণা।

বুজা, বোজা—ক্রি. বন্ধ বা নিমীলিত করা অথবা হওয়া (চক্ষু বুজিয়া গেল); ভরাট করা বা হওয়া (গর্ত বুজা)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √বুজ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বন্ধ বা নিমীলিত করা বা করানো; ভরাট করা বা করানো (গর্ত বোজানো)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

বুঝ—বি. প্রবোধ (বুঝ মানা); বোধ, জ্ঞান (বুঝসুঝ নেই); ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ (হিসাবের বুঝ); যথাযথ হিসাব (বুঝ দেওয়া); বিচার। [বুঝা দ্রঃ]। বিণ. **~দার**—প্রবোধ মানে এমন; বোঝে এমন।

বুঝা, বোঝা—(১) ক্রি. বোধ করা, উপলব্ধি করা, জানা (অর্থ বুঝা, এ কথার মানে বোঝা শক্ত); পরীক্ষা করিয়া জানা (তোমার পাওনা বুঝিয়া লও); বিবেচনা বা বিচার করা (বুঝে জবাব দেওয়া); বুঝানো। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √বুজ্ঝ < সং. √বুধ্ + আ]। **~না, ~নো**—(১) ক্রি. বোধ দেওয়া, উপলব্ধি করানো, শেখান (পড়া বুঝান); উপদেশ দেওয়া বা যুক্তি দেখান (বুঝিয়ে রাজি করানো); সান্ত্বনা দেওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~পড়া**—কথাবার্তাদ্বারা মীমাংসা বা নিষ্পত্তি (পরস্পরের বোঝাপড়া)। বি. **~বুঝি**—পরস্পর বা পরস্পরকে বুঝা (ভুল বোঝাবুঝি)।

বুঝি—অব্য. বোধহয়, হয়ত (বুঝি বা টাকাটা হারিয়েই গেল); সম্ভবতঃ, নাকি ((তাই বুঝি ? মারবে বুঝি ?)। [বাং. √বুঝ্ + ই]।

বুট১—বি. চণক, ছোলা। [হি.]।

বুট২—বি. যে জুতায় গোড়ালির কিছু উপর বা পায়ের ডিম পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। [ইং. boot]।

বুটি, বুটী—বি. সূচ-সুতা দিয়া বস্ত্রাদিতে তোলা ফুল। [হি. বুটা]। বিণ. **~দার**—বুটিযুক্ত।

বুড়া১—ক্রি. (প্রা.) ডোবা (জলে বুড়েছে); ভরিয়া যাওয়া (জঙ্গলে বুড়েছে); বুড়ান। [হি.]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ডোবানো; ভরিয়া দেওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

বুড়া২, (কথ্য) **বুড়ো, বুড়**—(১) বিণ. বৃদ্ধ, প্রবীণ; অধিকবয়স্ক (বুড়ো মানুষ), প্রাচীন, অতি পুরাতন (বুড়া বট); অকালপক্ব, কাজিল, জেঠা (বুড়ো ছেলে)। (২) বি. বুড়া লোক (যুবা-বুড়া)। (৩) ক্রি. বুড়ানো, বুড়া হওয়া (অকালে বুড়িয়ে গেছে)। [প্রা. বুড্ঢ < সং. বৃদ্ধ]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **বুড়ি, বুড়ী**। **পাকা বুড়ি**—(কৌতু.) বৃদ্ধার ন্যায় আচরণকারিণী। **বুড়া আঙুল**—অঙ্গুষ্ঠ। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বৃদ্ধ হওয়া। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে। বিণ. **~টে, বুড়ুটে**—বুড়ার তুল্য; প্রায় বুড়া। বি. **~পনা, ~ম, ~মি, ~মো**—বৃদ্ধ না হইয়াও বৃদ্ধের তুল্য আচরণ, পাকামি, জেঠামি।

বুড়ি১—বি. পাঁচ গণ্ডা বা সিকি পণ। [সং. বোড্রী]। বি. **~কিয়া, ~কে**—বুড়িবিষয়ক অঙ্ক-প্রণালী।

বুড়ি২, বুড়ী, বুড়ুটে, বুড়ো—বুড়া২ দ্রঃ।

বুথ—বি. অস্থায়ী দোকান-ঘর; ভোট দিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘর (বুথ দখল)। [ইং. booth, polling booth]।

***বুদ্ধ**—(১) বিণ. জাগরিত, জ্ঞানপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত; জ্ঞানী। (২) বি. বৌদ্ধধর্মপ্রচারক শাক্যসিংহ, গৌতম, সিদ্ধার্থ (ইনি বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে পরিগণিত)। [সং. √বুধ + ত(র্তৃ)]। বি. **~ত্ব**—বুদ্ধের ভাব বা অবস্থা।

***বুদ্ধি**—বি. বোধ (স্বার্থ-বুদ্ধি, শুভ-বুদ্ধি), বিচারশক্তি, মনের যে-বৃত্তির দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; জ্ঞান (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বুদ্ধিবলে); পরামর্শ, মন্ত্রণা (বুদ্ধি দেওয়া); কৌশল, ফন্দী (টাকা আদায়ের বুদ্ধি); মতি; মনোবৃত্তি (স্বার্থবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি)। [সং. √বুধ্+তি]। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—নিরেট মূর্খ। বিণ. **~গম্য, ~গ্রাহ্য**—বুদ্ধিদ্বারা জানা যায় এমন। বি. **~চাতুর্য**—বুদ্ধি-কৌশল। বিণ. **~জীবী** (-বিন্)—বুদ্ধিবলে বা বুদ্ধির কাজদ্বারা জীবিকার্জনকারী। **বুদ্ধিতে বৃহস্পতি**—(দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায়) অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। বি. **~নাশ, ~ভ্রংশ, ~লোপ, ~হানি**—বুদ্ধির লোপ। বি. **~বৃত্তি**—জ্ঞানলাভের মানসিক শক্তি, বুদ্ধিরূপ শক্তি। বি. **~ভ্রম, ~ভ্রংশ**—বুদ্ধিবৃত্তির লোপ, বুঝিবার ভুল। বিণ. **~ভ্রষ্ট**—বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে এমন। বি. **~মত্তা**—বুদ্ধিশালিতা, মনীষা, ধী-শক্তি। বিণ. **~মান্** (-মৎ)—বুদ্ধিযুক্ত, ধীমান্, জ্ঞানী; চালাক। বিণ.(স্ত্রী.) **~মতী**। বি. **~শুদ্ধি**—বিচার-বিবেচনার শক্তি। বিণ. **~শূন্য, ~হীন**—নির্বোধ, বোকা।

বুদ্ধীন্দ্রিয়—বি. চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ ও মন অর্থাৎ যে-যে ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়। [সং. বুদ্ধি+ইন্দ্রিয়]।

বুদ্বুদ—বি. জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি। [সং.]। বি. **~ন**—বুদ্বুদোদ্গম, ভুড়ভুড়ি ওঠা, effervescence [বি. প.]। বিণ. **বুদ্বুদিত**—বুদ্বুদযুক্ত। বিণ. **বুদ্বুদী** (-দিন্)—বুদ্বুদ-নিঃসারক।

***বুধ**—বি. গ্রহবিশেষ, Mercury; সপ্তাহের বারবিশেষ; চন্দ্রের পুত্র; জ্ঞানী বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। [সং.]।

বুনট—বি. বস্ত্রাদির জমি বা বুনানি; বয়নকার্য; বয়নের পারিশ্রমিক। [তু. হি. বুনাবট]।

বুনন১—বি. (শস্যবীজাদি) বপন। [বুনা১ দ্রঃ]।

বুনন২, বুননি—বুনান২-এর চলিত রূপ।

বুনা১, বোনা১—(১) ক্রি. নূতন চারা উৎপাদনার্থ (শস্য-বীজাদি) খেতে ছড়ানো, বপন করা। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে। [<সং. বপন]।

বুনা২, বোনা২—ক্রি. বয়ন করা: সুতা বা পশম দিয়া কাপড় ইত্যাদি তৈয়ারি করা। গৌণ অর্থে প্রয়োগ—মাদুর বোনা, জাল বোনা। [<সং. বয়ন]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অন্যের দ্বারা বোনার কাজ করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~ন২** (উচ্চা. বুনান্), **~নি, বুনন, বুননি, বুনুনি**—বস্ত্রাদির বয়নকার্য বা বয়ন-কৌশল; বস্ত্রাদির জমি; বয়নের পারিশ্রমিক।

বুনিয়াদ—বনিয়াদ-এর রূপভেদ।

বুনুনি—বুনা২ দ্রঃ।

বুনো—(১) বিণ. বন্য (বুনো শুয়োর), বনজাত, (বুনো ওল), বনবাসী, জঙ্গলী, অসভ্য, অমার্জিত (বুনো স্বভাব)। (২) বি. বিণ. বনে-জঙ্গলে বসবাসকারী; আদিবাসী। [সং. বন+বাং. উয়া>ও]।

বুভুক্ষা—বি. ভোজনের ইচ্ছা। [সং. √ভুজ+সন্+অ(ভা)+আ]। বিণ. **বুভুক্ষিত, বুভুক্ষু**—ক্ষুধিত; ভোজনেচ্ছু।

বুরুজ—বি. দুর্গপ্রাকারাদির বহির্দিকে প্রসারিত অংশ-বিশেষ, গুম্বজ; তাসখেলাবিশেষ। [আ. বুর্জ্]।

বুরুল—বি. বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রস্থ বা তিন যব পরিমাণ (=প্রায় ১ ইঞ্চি)। [<বাং. বুড়া আঙুল]।

বুরুশ—বি. পশুলোমাদিদ্বারা প্রস্তুত সম্মার্জনী। [ইং. brush]।

বুলবুল, বুলবুলি—বি. গায়ক পক্ষিবিশেষ। [আ. বুলবুল্]।

বুলা১—ক্রি. (প্রা. কা.) ভ্রমণ বা বিচরণ করা ('ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে' : গো. দা.)। [প্রা. √বোল+বাং. আ]।

বুলা২—ক্রি. বুলান। [বুলা১ দ্রঃ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. আলতোভাবে ছুঁইয়া চালনা করা বা ঘর্ষণ করা (তুলি বুলানো, হাত বুলানো); অবহেলাভরে চালনা করা (চোখ বুলানো)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

বুলি—বি. বোল, বাক্য, ভাষা। (ইংরেজি বুলি, বাঁধি বুলি); অস্পষ্ট বাক্য বা ভাষা (পাখির বুলি); মুখস্থ ভাষা, প্রচলিত গৎ (বুলি আওড়ানো)। [হি. বোলী]।

বুলেট—বি. বন্দুকের গুলি। [ইং. bullet]।

বুহিত—বি. (অপ্র.) নৌকা। [<সং. বহিত্র]। বি. **বুহিতাল**—নৌকার মাঝি, পাটনি; নৌকার মালিক; সওদাগর। বি. **বুহিতালি**—নৌ-বাণিজ্য, সওদাগরি।

বৃংহণ—(১) বিণ. পুষ্টিকর। (২) বি. হাতির ডাক। [সং. √বৃন্হ্+অন]।

বৃংহিত—(১) বিণ. পুষ্ট, বর্ধিত। (২) বি. হাতির ডাক। [সং. √বৃংহ্+ত]।

বৃক—বি. নেকড়ে বাঘ; কাক; শৃগাল; জঠরাগ্নি। [সং.]। বি. **বৃকোদর**—ভীম, মধ্যম পাণ্ডব।

বৃক্ক—বি. তলপেটের মূত্রনিঃসারক যন্ত্র, kidney [বি.প.]। [সং.]।

বৃক্ষ—বি. গাছ, তরু, পাদপ, বিটপী, দ্রুম, মহীরুহ, শাখী। [সং.]। বি. **~চ্ছায়**—বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া। বি. **~চ্ছায়া**—গাছের ছায়া। **~বাটিকা**—বাগানবাড়ি, উদ্যান। বি. **বৃক্ষাগ্র**—তরুশির, গাছের মাথা। বি. **বৃক্ষান্তরাল**—গাছের আড়াল।

বৃটিশ—ব্রিটিশ-এর বানানভেদ।

বৃত—বিণ. বরণ করা হইয়াছে এমন, সসম্মানে নিযুক্ত (সভাপতিপদে বৃত); প্রার্থিত, আচ্ছাদিত। [সং. √বৃ+ত(র্ম)]। বি. **বৃতি**—বরণ; নিয়োগ; প্রার্থনা; আবৃত বা আচ্ছাদিত করা; বেড়া, বেষ্টনী; ফুলের বহিরাবরণ, calyx [বি.প.]।

বৃত্ত—(১) বি. (জ্যামি.) গোলাকার ক্ষেত্র যাহার মধ্যবিন্দু হইতে পরিধি-রেখা সর্বত্র সমব্যবধানবিশিষ্ট, circle; চরিত্র (দুর্বৃত্ত, রাজবৃত্ত); অক্ষর বা মাত্রার সংখ্যাদ্বারা নিয়মিত ছন্দ (স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত)। (২) বিণ. গোলাকার, বর্তুল; আচ্ছাদিত; নিযুক্ত; অভ্যস্ত; জাত, সঙ্ঘটিত (পুরাবৃত্ত)। [সং.]। বি. **~কলা**—(জ্যামি.) দুই ব্যাসার্ধ দ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ, sector। বি. **~গন্ধি**—যে গদ্যরচনার অংশবিশেষ অক্ষরবদ্ধ পদ্যের ন্যায় মনে হয়।

বৃত্তাকার—(১) বিণ. গোলাকার। (২) বি. বৃত্তের ন্যায় আকার। [সং. বৃত্ত+আকার]।
বৃত্তান্ত—বি. বিবরণ (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত); বার্তা, সংবাদ ('কেন—কী বৃত্তান্ত')। [সং.]।
বৃত্তাভাস—(১) বি. বৃত্তের ন্যায় গোলাকার ক্ষেত্র। (২) বিণ. প্রায় বৃত্তাকার। [সং. বৃত্ত+আভাস]।
বৃত্তি—বি. মনের শক্তি বা ধর্ম, প্রবণতা, faculty (বুদ্ধিবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি); প্রবৃত্তি, স্বভাব (নীচবৃত্তি); আচরণ (বকবৃত্তি); জীবিকা (ভিক্ষাবৃত্তি, বৈশ্যবৃত্তি, বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা), পেশা (বৃত্তিভেদ), নিয়মিত ভাতা (ছাত্রবৃত্তি); অর্থপ্রকাশের ব্যাপারে শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি (তু. অভিধাবৃত্তি, লক্ষণাবৃত্তি, ব্যঞ্জনাবৃত্তি); অক্ষরসংখ্যা দ্বারা নিরূপিত ছন্দ; সূত্রার্থের ব্যাখ্যান বা টীকা (সূত্রবৃত্তি)। [সং.]।
বৃত্য—বিণ. বরণীয়, বরেণ্য। [সং. √বৃ+য(র্ম)]।
বৃত্র, বৃত্রাসুর—বি. অসুরবিশেষ। [সং.]। বি. **বৃত্রহা** (-হন্), **বৃত্রারি**—বৃত্র-সংহারক ইন্দ্র।
বৃথা—অব্য. ক্রি-বিণ.বিণ. অকারণ, নিরর্থক, মিছামিছি, শুধু-শুধু; নিষ্ফল। [সং.]। বি. **~মাংস**—দেবদেবীকে অনিবেদিত পশুমাংস। বি. **বৃথাট্যা**—নিরর্থক ভ্রমণ। [সং. বৃথা+অট্যা (=পর্যটন)]।
বৃদ্ধ—(১) বিণ. বুড়া, বয়োজ্যেষ্ঠ (বৃদ্ধ লোক); প্রবীণ (বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ); প্রাচীন, পুরাতন (বৃদ্ধ বট); বৃদ্ধিযুক্ত (প্রবৃদ্ধ)। (২) বি. বুড়ো লোক, অধিকবয়স্ক ব্যক্তি। [সং. √বৃধ্+ত(র্তৃ)]। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **বৃদ্ধা**। বি. **~ত্ব**—বৃদ্ধের ভাব বা অবস্থা, বার্ধক্য। বি. **~প্রপিতামহ**—প্রপিতামহের পিতা। বি.(স্ত্রী.) **~প্রপিতামহী**—বৃদ্ধপ্রপিতামহের পত্নী। বি. **~প্রমাতামহ**—প্রমাতামহের পিতা। বি.(স্ত্রী.) **~প্রমাতামহী**—বৃদ্ধপ্রমাতামহের পত্নী। বি. **বৃদ্ধাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ**—বুড়ো আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ।
বৃদ্ধি—বি. বাড়; আধিক্য (হ্রাস-বৃদ্ধি); প্রসার; উন্নতি, অভ্যুদয়; সুদ (বৃদ্ধিজীবী)। [সং. √বৃধ্+তি(ক্তি)]। বি. **~শ্রাদ্ধ**—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।
বৃদ্ধ্যাজীব—বিণ.বি. সুদখোর, মহাজন। [সং. বৃদ্ধি+আজীব]।
বৃন্ত—বি. ফুল, ফল বা পাতার বোঁটা; স্তনাগ্র, স্তনের বোঁটা। [সং.]। বিণ. **~চ্যুত**—বোঁটা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে এমন (বৃন্তচ্যুত ফল, পুষ্প)।
বৃন্তাক—বি. বেগুন গাছ; বেগুন। [সং.]।
বৃন্দ—(১) বি. গণ, সমূহ (প্রজাবৃন্দ)। (২) বি.বিণ. শতকোটি সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং.]।
বৃন্দা—বি. রাধিকার দূতী।
বৃন্দাবন—বি. বৃন্দানামক বন (রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরার নিকটবর্তী শহর)।
বৃশ্চিক—বি. বিছা; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের অষ্টম রাশি, scorpion। [সং.]। বি. **~দংশন**—বিছার কামড়; (আল.) নিদারুণ মর্মজ্বালা।
বৃষ, বৃষভ—বি. ষাঁড়, ষণ্ড, বলদ, বলীবর্দ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি (সচ. বৃষরাশি)। [সং.]। বি. **বৃষকাষ্ঠ**—বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে বৃষবন্ধনের খুঁটি। বি. **বৃষধ্বজ, বৃষবাহন**—শিব। বিণ. **বৃষস্কন্ধ**—ষাঁড়ের ন্যায় স্থূল ও প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট; অতিশয় বলবান্।
বৃষভানুসুতা, বৃষভানুনন্দিনী—বি. গোপরাজ বৃষভানু বা বৃষভানুর কন্যা শ্রীরাধিকা।
বৃষল—(১) বি. শূদ্র। (২) বিণ. পাপী, পতিত। [সং.]। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **বৃষলী**—অনূঢ়া ঋতুমতী (কন্যা); বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা (স্ত্রী); ঋতুমতী; ব্যভিচারিণী।
বৃষোৎসর্গ—বি. শ্রাদ্ধবিশেষ, যাহাতে শ্রাদ্ধকর্তা চারটি বৎসতরী সহ বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। [সং. বৃষ+উৎসর্গ]।
বৃষ্ণি—বি. যদুবংশ; যাদব, শ্রীকৃষ্ণ। [সং.]।
বৃষ্টি—বি. মেঘ হইতে জলের পতন; বর্ষণ; মেঘ হইতে পতিত জল, উপর হইতে ছড়াইয়া দেওয়া (পুষ্পবৃষ্টি)। [সং. √বৃষ্+তি]। **~পাত**—মেঘ হইতে বারিবর্ষণ। বি. **~বিন্দু**—বৃষ্টির জলের ফোঁটা। বি. **~স্নাত**—বৃষ্টির জলে সম্পূর্ণ সিক্ত।
বৃষ্য—বিণ. বীর্যবর্ধক। বি. আমলকী। [সং. √বৃষ্+য]।
বৃহৎ—বিণ. প্রকাণ্ড, বড়; মহৎ, উদার (বৃহৎ হৃদয়); সমারোহপূর্ণ (বৃহৎ ব্যাপার)। [সং. √বৃহ্+অৎ (র্তৃ)]। **বৃহতী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) প্রকাণ্ড; মহতী। (২) বি. ক্ষুদ্রাকৃতি বেগুনবিশেষ। বি. **বৃহত্ত্ব**—বিশালতা ('বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সর্বদা এক নহে')।
বৃহদন্ত্র—বি. মলাশয় হইতে মলদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘাকৃতি অন্ত্রবিশেষ, large intestine। [সং. বৃহৎ+অন্ত্র]।
বৃহন্নলা—(১) বিণ. দীর্ঘভুজা। (২) বি. অজ্ঞাতবাসকালে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত অর্জুনের ছদ্মনাম; (আল.) ক্লীব। [সং.]।
বৃহস্পতি—বি. দেবগুরু, মহাপণ্ডিত; (জ্যোতিষ.) গ্রহবিশেষ; সপ্তাহের বারবিশেষ। [সং. বৃহৎ (=বাক্)+পতি]। **একাদশে বৃহস্পতি**—(জ্যোতিষ.) জাতকের রাশিচক্রের একাদশ কক্ষে বৃহস্পতি-গ্রহের অবস্থান; ইহা অতি শুভদায়ক। **বুদ্ধিতে বৃহস্পতি**—অতিশয় বুদ্ধিমান্।
বে-—অব্য. অভাব বৈপরীত্য বিরোধ নিন্দা হীনতা প্রভৃতি সূচক উপসর্গ। [ফা.—তু. সং. বি-]।
বেঅকুফ, বেঅকুব—বিণ. অজ্ঞান, বোকা, বেআক্কেল। [বে-+অকুব দ্র:]। বি. **বেঅকুফি, বেঅকুবি**—অজ্ঞানতা, বোকামি, আক্কেলের অভাব।
বেআইনী, বেআইন—বিণ. আইনবিরুদ্ধ, অরাজক; আইনের চক্ষে অপরাধী বা নিষিদ্ধ (বেআইনী জমায়েত, বেআইনী পুস্তক)। [বে-+আইন দ্র:]।
বেআক্কেল—বিণ. বুদ্ধিহীন; কাণ্ডজ্ঞানহীন। [বে-+আ. আক্কেল]।
বেআদব—বি. অশিষ্ট; অভদ্র; ধৃষ্ট। [বে-+আদব দ্র:]। বি. **বেআদবি**—অশিষ্টতা; অভদ্রতা; ধৃষ্টতা।
বেআন্দাজ, বেআন্দাজি, বেআন্দাজী—বিণ. যথাযথভাবে আন্দাজ করা হয় নাই এমন; খরচ ইত্যাদি

সম্বন্ধে পূর্বে চিন্তা বা হিসাব করা হয় নাই এমন; বেহিসাব; অপরিমিত। [বে- + আন্দাজ দ্র:]।

বেআবরু—বিণ. পর্দা অপসারণ করা হইয়াছে এমন; অন্তঃপুরে থাকে না এমন; আবরণহীন; নির্লজ্জ, ইজ্জতভ্রষ্ট। [বে- + আবরু দ্র:]।

বেইজ্জত, বেইজ্জৎ—(১) বিণ. হৃতসম্ভ্রম, অপমানিত; অপদস্থ। (২) বি. সম্ভ্রমহানি; শ্লীলতাহানি; সতীত্ব-নাশ। [বে- + ইজ্জত দ্র:]। বি. **বেইজ্জতি**—**বেইজ্জত** (বি.)-এর অনুরূপ।

বেইমান, বেঈমান—বিণ. অকৃতজ্ঞ, অসৎ, বিশ্বাস-ঘাতক। [বে-+ইমান দ্র:]। **বেইমানি, বেঈমানি, বেইমানী, বেঈমানী**—(১) বি. বিশ্বাসঘাতকতা। (২) বিণ. (বিরল) বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ।

বেউড় বাঁশ—বি. কাঁটাযুক্ত বাঁশবিশেষ (ইহাদ্বারা বেড়া দেওয়া হয়)। [দেশী]।

বেএক্তিয়ার—বিণ. এলাকা বা ক্ষমতার বহির্ভূত। [বে- + এক্তিয়ার দ্র:]।

বেওজর—(১) বিণ. ওজরশূন্য; আপত্তিহীন। (২) ক্রি-বিণ. বিনা ওজরে বা আপত্তিতে। [বে- + ওজর দ্র:]।

বেওয়া—বি. সন্তানহীনা বিধবা (এবং সচরাচর অসহায়া) নারী। [ফা.]।

বেওয়ারিস—বিণ. মালিকহীন; দাবিদারশূন্য; উত্তরাধিকারী কেহ নাই এমন (বেওয়ারিস সম্পত্তি)। [বে- + ওয়ারিস দ্র:]।

বেং—**বেঙ**-এর বানানভেদ।

বেঁউতি-জাল—বি. মাছ ধরার জন্য মোটা সুতায় বোনা জালবিশেষ। [দেশী]।

বেঁক—**বাঁক**-এর গ্রা. রূপ। বি. বক্রতা (নদীর বেঁক)।

বেঁকা—**বাঁকা**-র গ্রা. রূপ। ক্রি. বক্র হওয়া (বেঁকে দাঁড়ানো)।

বেঁজি—**বেজি**-র রূপভেদ।

বেঁড়ে—বিণ. লেজকাটা, লাঙ্গুলহীন; বেঁটে। [সং. বণ্ড]।

বেঁধা, বেঁধান (নো)—যথাক্রমে **বিঁধা** ও **বিঁধান**-র চলিত রূপ।

বেকসুর—বিণ. নির্দোষ, নিরপরাধ। [বে- + কসুর দ্র:]। **বেকসুর খালাস**—নিরপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ার ফলে অভিযোগমুক্ত বা অভিযোগ হইতে মুক্তি।

বেকানুন, বেকানুনী—বি. বিণ. আইনলঙ্ঘন; নিয়ম-বহির্ভূত (বে-কানুনের কারবার)। [বে + ফা. কানুন্ = আইন]।

বেকায়দা—(১) বিণ. কৌশল খাটানো যায় না এমন; শক্তি বা বুদ্ধির বহির্ভূত; অসুবিধাপূর্ণ। (২) বি. মুশকিল, সঙ্কট (বেকায়দায় পড়া বা ফেলা)। [বে- + কায়দা দ্র:]।

বেকার—(১) বিণ. (প্রধানতঃ জীবিকার্জনের উপায়স্বরূপ) কর্মহীন; জীবিকাহীন; নিরর্থক (বেকার খাটুনি)। (২) বি. বেকার লোক। [ফা.]। বি. ~**ভাতা**—বেকার-দিগকে (ন্যূনতম) অন্নবস্ত্রাদি সংস্থানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থসাহায্য। বি. **বেকারি, বেকারী**—বেকার অবস্থা।

বেকুব, বেকুবি—যথাক্রমে **বেঅকুফ** ও **বেঅকুফি**-র অধিকতর চলিত রূপ।

বেখাপ, বেখাপ্পা—বিণ. খাপ খায় না এমন, বেমানান (বাকি অংশের সহিত বেখাপ্পা)। [বে- + খাপ দ্র:]।

বেগ১—বি. মুঘল জমিদারের বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খেতাববিশেষ। [তুর্.]।

বেগ২—বি. দ্রুত গতি, ত্বরা (বেগে গমন); গতির পরিমাণ (ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগ); প্রবাহ, স্রোত (বেগহীন নদী); মলমূত্রাদি ত্যাগের প্রবৃত্তি (বেগধারণ); আয়াস, ক্লেশ (বেগ পাওয়া); প্রকোপ, প্রবলতা (প্রাণের বেগ, বায়ুর বেগ)। [সং.]। বিণ. ~**বান্** (-বৎ)—দ্রুতগতি-সম্পন্ন; ত্বরান্বিত; খরস্রোত (বেগবান্ নদ); দুর্দমনীয় (বেগবান্ হৃদয়)। বিণ.(স্ত্রী.) ~**বতী**। বিণ. **বেগার্ত**—অতিশয় বেগপূর্ণ ('বেগার্ত নদীর বাঁক': বিষ্ণু.)। বিণ. **বেগিত, বেগী** (-গিন্)—বেগযুক্ত।

বেগতিক—(১) বি. উপায়হীন বা প্রতিকূল অবস্থা; সঙ্কট; বিপদ্। (২) বিণ. উপায়হীন; প্রতিকূল। [সং. বি- + গতিক]।

বেগনি, বেগনী—**বেগুনী**-র রূপভেদ।

বেগম—বি. মুসলমান রানী বা সম্ভ্রান্ত মহিলা। [তুর্. বেগুম্]।

বেগর—অব্য. বিনা, ব্যতীত। [আ. বগয়র্]।

বেগার—বি. বিনাবেতনে (প্রধানতঃ বাধ্যতামূলক) খাটুনি; যে ব্যক্তি বিনাবেতনে খাটে বা খাটিতে বাধ্য হয়। [ফা.]। বিণ. ~**ঠেলা**—অনিচ্ছা ও তাচ্ছিল্যের সহিত কৃত।

বেগুন, (অশু.) বেগুণ—বি. ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইবার ফলবিশেষ, বার্তাকু। [<সং. বাত্তিঙ্গণ>বাইগণ (প্রাদে.)] **বেগুনি, বেগুনী**—(১) বিণ. বেগুনের খোসার ন্যায় রক্তিমাভ নীলবর্ণ। (২) বি. উক্ত বর্ণ; বেসন মাখাইয়া ভাজা বেগুনের ফালি।

বেগোছ—(১) বিণ. বিশৃঙ্খল; এলোমেলো; অসুবিধা-পূর্ণ। (২) বি. অসুবিধা। [বে- + গোছ দ্র:]।

বেঘোর—বি. বিষম নিরুপায় বা সঙ্কটময় অবস্থা (বে-ঘোরে প্রাণ দেওয়া); অচেতন অবস্থা (বেঘোরে ঘুমান)। [বিঘোর দ্র:]।

বেঙ, বেঙ্গ, ব্যাং—বি. ভেক, মণ্ডূক। [সং. ব্যঙ্গ]। **বেঙের আধুলি**—(আল.) অতি দরিদ্র ব্যক্তির সামান্য সঞ্চয়। **বেঙের ছাতা**—ছত্রাক, উদ্ভিদ্‌বিশেষ। **বেঙের সর্দি**—সহজেই ধরা যায় এমন ভণ্ডামি বা ভান। বি. ~**তড়কা**—ভেকের ন্যায় তড়াক্ করিয়া লাফ। বি. **বেঙাচি, বেঙ্গাচি**, (অপ্র.) **বেঙাছি, বেঙ্গাছি**—বেঙের ছানা।

বেঙ্গমা—বি. রূপকথায় বর্ণিত মনুষ্যভাষাভাষী পক্ষি-বিশেষ। [সং. বিহঙ্গমা]। বি.(স্ত্রী.) **বেঙ্গমী**।

বেচা—(১) ক্রি. বিক্রয় করা; বেচান। (২) বি. বিণ. বিক্রয়, বিক্রয়লব্ধ। [হি. √বেচ<সং. বি+ √ক্রী]। বি.

~কেনা, কেনাবেচা—ক্রয়-বিক্রয়। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. বিক্রয় করান। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।
বেচারা, বেচারি, বেচারী—বি. নিরুপায়, ভাগ্যহীন বা নিরীহ ব্যক্তি। [ফা. বেচারা]।
বেচাল—(১) বিণ. মন্দ চালচলনবিশিষ্ট; অসচ্চরিত্র; বেয়াড়া। (২) বি. মন্দ চালচলন; কুচরিত্র; বেয়াড়া ভাব বা স্বভাব। [বে- + **চাল৩** দ্রঃ]।
বেজন্মা—বিণ. জারজ। [সং. বিজন্মন্]।
বেজাত—(১) বি. ভিন্ন বা পতিত জাতি। (২) বিণ. জাতিচ্যুত; জারজ। [সং. বি- + **জাত২**]।
বেজায়—বিণ. ক্রি-বিণ. অত্যন্ত, খুব, মাত্রাতিরিক্ত (বেজায় খাটুনি, বেজায় কষ্ট, বেজায় ঘুমায়)। [ফা.]।
বেজার—বিণ. বিরক্ত, অপ্রসন্ন। [ফা.]।
বেজি, বেজী—বি. নকুল, নেউল। [দেশী]।
বেজুত—বি. অনভিপ্রেত অবস্থা; অসুবিধা। [বে- + **জুত২** দ্রঃ]।
বেজোট—বিণ. কোনও দল বা জোটের প্রভাব হইতে মুক্ত, জোট-বহির্ভূত (ভারতের বেজোট নীতি)। [বে- + **জোট**]। [**জোট** দ্রঃ]।
বে-জোড়—**বিজোড়** দ্রঃ।
বেঞ্চ, বেঞ্চি—বি. লম্বা ও উচ্চ কাষ্ঠাসনবিশেষ। [ইং. bench]।
বেটা—(১) বি. পুত্র, ছেলে; (আদরে) শিশুপুত্র, খোকা (বেটা ভারী আদুরে); (অবজ্ঞায় বা ভর্ৎসনায়) পুরুষ লোক (এক বেটা, বেটা নবাব)। (২) বিণ. পুরুষজাতীয় (বেটা ছেলে)। [সং. বটু (=বালক)]। বি (স্ত্রী.) **বেটী, বেটি**। বি. **~ছেলে**—পুত্রসন্তান; পুরুষমানুষ। বি. **~ছেলে**—গালিবিশেষ।
বেটাইম—(১) বি. অসময়। (২) বিণ. নির্দিষ্ট সময়-বহির্ভূত। [ফা. বে- + ইং. time]।
বেটি, বেটী—**বেটা** দ্রঃ।
বেটে—বি. দড়ির বৃত্তাকার বাণ্ডিল; (মোটা) দড়ি বা কাছি। [হি. বটা < সং. বট]।
বেঠিক—বিণ. ভুল, যাহা নির্ভরযোগ্য নয়, ভ্রমপূর্ণ। [বে- + **ঠিক** দ্রঃ]।
বেড়—বি. বেষ্টন; ঘের, পরিধি। [**বেড়া** দ্রঃ]। ক্রি. **বেড় দেওয়া**—বেষ্টন করা, ঘেরা।
বেড়া১—(১) ক্রি. বেষ্টন করা, ঘেরা (নোনা জল পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে)। (২) বি. বেষ্টন; যদ্দ্বারা বেষ্টন করা বা ঘেরাও করা হয়, বেষ্টনী (বেড়া ভাঙ্গা)। (৩) বিণ. যাহা বেষ্টন করে, ঘিরিয়া রাখে (বেড়া আগুন, বেড়াজাল); বেষ্টিত (বেড়া জায়গা)। [সং. √বেষ্ট্ + বাং. আ]।
বেড়া২—ক্রি. বেড়ান। [**বেড়া১** দ্রঃ]. ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ভ্রমণ বা বিচরণ করা; পায়চারি করা, হাঁটা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।
বেড়ি, (বর্জি.) বেড়ী—বি. লৌহবেষ্টনী (পায়ের বেড়ি); পা বাঁধিবার শিকল; হাঁড়ির কানা বেষ্টন করিয়া ধরিবার যন্ত্রবিশেষ (হাতাবেড়ি)। [বাং. বেড়া১ + ই, ঈ]।
বেড়ে—অব্য. চমৎকার, বেশ, উত্তম। [হি. বঢ়িয়া]।
বেড়েন—বি. লাঠির দ্বারা প্রহার (গো-বেড়েন)। [বাং. বাড়ি + আন]।
বেড়েলা—বি. ঝাড়বিশিষ্ট একপ্রকার গুল্ম। [< সং. 'বলা' বা 'বাট্যালক' (সমার্থক)]।
বেডৌল—বিণ. বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন, কু-গঠন; কুশ্রী। [বে- + **ডৌল** দ্রঃ]।
বেঢং, বেঢঙ্গ, বেঢক, বেঢপ—বিণ. বেমানান (বেঢপ মাপের পোশাক); ফ্যাশন-বহির্ভূত; কুশ্রী; কুগঠন। [বে + **ঢং, ঢঙ্গ, ঢক, ঢপ** দ্রঃ]।
বেঢ়ল, বেঢ়লি—**বেঢ়া** দ্রঃ।
বেঢ়া—ক্রি. (কাব্যে) বেষ্টন করা। [**বেড়া১** দ্রঃ]। ক্রি. **বেঢ়ল, বেঢ়লি**—(প্রা. কা.) বেষ্টন করিল, ঘিরিয়া ধরিল।
বেণা—বেনা-র অশু. বানান।
বেণী, বেণি—বি. বিননী; কেশবিন্যাস; বিনান চুল (বেণী-বন্ধন); জলপ্রবাহ (ত্রিবেণী)। [সং.]। বি. **~সংহার**—আলুলায়িত চুল বেণীর আকারে রচনা, বেণীবন্ধন। সংস্কৃত নাটকবিশেষ।
বেণু—বি. বাঁশ (বেণুকুঞ্জ); বাঁশি (বেণুধ্বনি)। [সং.]। বি. **~ক**—পাচনবাড়ি।
বেণে—বেনে-র অশু. বানান।
বেত—বি. বেত্র; বেত্রাঘাত ('যত পায় বেত, না পায় বেতন': রবীন্দ্র)। [সং. বেত্র]। ক্রি. **বেত মারা, বেত লাগান**—বেত দিয়া মারা, বেতানো।
বে-তদবির—বি. তদবিরের বা তত্ত্বাবধানের অভাব। [বে + **তদবির** দ্রঃ]।
বেতন—বি. মাহিয়ানা, পারিশ্রমিক, মজুরি, ভাতা, জীবিকা; কর্ম বা পরিশ্রম বাবদ পাওনা। [সং.]। বিণ. **~গ্রাহী** (-হিন্), **~ভুক্** (-ভুজ্), **~ভোগী** (-গিন্)—বেতন লইয়া কাজ করে এমন।
বেতমীজ—বিণ. অশিষ্ট। [ফা. বে- + আ. তমীজ]।
বেতর—বিণ. অসুস্থ; অপ্রকৃতিস্থ; বিসদৃশ, বিষম। [ফা. বে- + আ. তরহ্]।
বেতরিবত, বেতরিবৎ—বিণ. অশিক্ষিত; কুশিক্ষা-প্রাপ্ত; অভদ্র; আদবকায়দা জানে না এমন। [বে- + **তরিবৎ** দ্রঃ]।
বেতস—বি. নদীসমীপস্থ লিকলিকে বেতগাছ; বেণুবাঁশ ('এই বেতসের বাঁশিতে': রবীন্দ্র)। [সং.]। বি. **~বৃত্তি**—বেতগাছের ন্যায় নমনশীলতা; সহজেই নতি-স্বীকারের স্বভাব।
বেতা—ক্রি. বেতানো। [বাং. বেত + আ]। **~ন, ~নো**—(১) বেত দিয়া প্রহার করা। (২) বি. উক্ত অর্থে।
বে-তার১—(১) বিণ. বিস্বাদ; স্বাদহীন। [সং. বি- + **তার** দ্রঃ]।
বেতার২—(১) বিণ. তারহীন, wireless। (২) বি. রেডিও। [বে- + **তার** দ্রঃ]। বি. **~বার্তা**—তারের সাহায্য বিনা প্রেরিত খবর; ওয়্যারলেসে (wireless) প্রেরিত খবর; রেডিওতে সম্প্রচারিত খবরাখবর,

আকাশবাণী। বি. ~যন্ত্র—যে যন্ত্রদ্বারা বিনা তারে দূরবর্তী স্থানে সংবাদ পাঠান যায়, রেডিও।

বেতাল$_1$—বি. ভূতাবিষ্ট শব ; শিবানুচরবিশেষ। [সং. বে(=বায়ুতে)+তাল(=আবাস)]।

বেতাল$_2$—(১) বি. (সঙ্গীতে) তালের অভাব ; তালভঙ্গ। (২) বিণ. বেতালা। [বে+তাল দ্র:]। বিণ. **বেতালা**—(সঙ্গীতে) তালের সমতাহীন, তানলয়হীন ; (আল.) কোন নিয়ম মানিয়া চলে না এমন (বেতালা লোক, বেতালা অবস্থা)।

বেতো—বিণ. বাতরোগাক্রান্ত (বেতো শরীর) ; (প্রধানতঃ বার্ধক্যের ফলে) অথর্ব (বেতো ঘোড়া)। [বাং. বাত+উয়া >ও]।

বেত্তা (-ত্তৃ)—বিণ. যে জানে, অভিজ্ঞ, জ্ঞাতা, জ্ঞানসম্পন্ন (শাস্ত্র-বেত্তা)। [সং. √বিদ্+তৃ(র্তৃ)]।

বেত্র—বি. বেত গাছ (বেত্রকুঞ্জ) ; বেতের ছড়ি (বেত্রাঘাত)। [সং]। বি. ~**দণ্ড**—বেত্রদ্বারা নির্মিত ছড়ি ; বেত্রাঘাতরূপ শাস্তি। বিণ. ~**ধর**—বেত্রদণ্ডধারী। ~**পাণি**—(১) বিণ.বি. হাতে বেত্রদণ্ড আছে এমন। (২) বি. বেত্রধর গুরুমহাশয়। ~**বতী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) বেত্রদণ্ডধারিণী। (২) প্রাচীন মালবদেশের নদীবিশেষ। বি. **বেত্রাঘাত**—বেতের ছড়িদ্বারা প্রহার। বিণ. **বেত্রাহত**—বেতের ছড়িদ্বারা প্রহৃত।

বেথুয়া, বেথো—বি. শাকবিশেষ। [সং. বাস্তূক]।

বেদ—বি. প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারাও অনধিগম্য জ্ঞান যাহার মধ্যে বিধৃত, অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব : এই চার ভাগে বিভক্ত ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র ও সাহিত্য ; বেদবাক্যতুল্য অমোঘ বা সত্য বাক্য ('শূর্পণখা রাণ্ডীর কথা তোরে হল বেদ' : কৃত্তি.)। [সং.]। বিণ. ~**জ্ঞ**—বেদ জানে এমন, বেদবিৎ। বি. ~**বাক্য**—অবশ্য-প্রতিপালনীয় আদেশ ; অভ্রান্ত উক্তি ; ধ্রুব সত্য। বি. ~**ব্যাস**—বেদের বিভাগকর্তা ব্যাসমুনি (ইনি পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র। বি. ~**মাতা** (-তৃ)—গায়ত্রী।

বেদখল—বিণ. অধিকারচ্যুত। [বে+দখল দ্র:]। বিণ. **বেদখলি, বেদখলী**—অন্যায়ভাবে অধিকৃত।

বেদড়া—**বেদাঁড়া**-র রূপভেদ।

বেদন—বি. বোধ, অনুভূতি (তু. সংবেদন), জ্ঞান, জ্ঞাপন (তু. আবেদন, নিবেদন) ; ব্যথা-বেদনা ('বজ্র-বেদনে জাগায়ো আমারে' : রবীন্দ্র) ; বিবাহ ; দান। [সং. √বিদ্+অন(ভা)]। বি. **বেদনা**—অনুভূতি ; ব্যথা ; যন্ত্রণা ; দুঃখ ; মনস্তাপ। বিণ. **বেদনীয়**—জ্ঞেয় ; অনুভবনীয়।

বেদম—বিণ. দম ফুরাইয়া গিয়াছে এমন (বেদম হইয়া পড়া) ; শ্বাসরোধী, ঊর্ধ্বশ্বাস (বেদম ছুট) ; নিঃশ্বাস ফেলারও অবসর পাওয়া যায় না এমন, নিরবকাশ (বেদম কাজ) ; শ্বাস বা প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দেয় এমন অর্থাৎ মারাত্মক (বেদম মার) ; শ্বাস লওয়ার জন্যও থামে না এমন (বেদম ভোজন)। [ফা.]।

বেদল—(১) বি. ভিন্ন দল ; বিপক্ষ ; শত্রুপক্ষ। (২) বিণ. দলছাড়া। [বে+দল দ্র:]। বিণ. **বেদলীয়**—ভিন্ন দলের অন্তর্ভুক্ত বা সম্পর্কিত ; বিপক্ষীয় ; শত্রুপক্ষীয়।

বেদস্তুর—বিণ. নিয়মবিরুদ্ধ বা প্রথাবিরুদ্ধ। [ফা.]।

বেদাঁড়া, বেদড়া—বিণ. রীতিবহির্ভূত, বেদস্তুর ; বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট ; গোঁয়ার ও স্বেচ্ছাচারী ; দুষ্ট-স্বভাব। [ফা. বে+দাঁড়া দ্র:—তু. ফা. বদরাহ্]।

বেদাগ—বিণ. দাগহীন, অচিহ্নিত ; নিষ্কলঙ্ক ; সরকারী-ভাবে জরিপ করা হয় নাই এমন (বেদাগ জমি)। [ফা.]।

বেদাঙ্গ—বি. শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ : বেদের আনুষঙ্গিক এই ছয় প্রকার শাস্ত্র। [সং. বেদ+অঙ্গ]।

বেদানা—বি. ক্ষুদ্রবীজযুক্ত উচ্চ শ্রেণীর ডালিমবিশেষ। [ফা. বিহিদানা]।

বেদান্ত—বি. বেদের শেষভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড, উপনিষৎ ; বেদব্যাস কর্তৃক রচিত ব্রহ্মপ্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। [সং. বেদ+অন্ত]। বি. ~**বাদ**—বেদান্তদর্শনের মত। বিণ. ~**বাদী** (-দিন্), **বেদান্তী** (-ন্তিন্)—বৈদান্তিক, বেদান্ত-মতাবলম্বী।

বেদি, বেদী, বেদিকা—বি. যজ্ঞ বা পূজাদির জন্য প্রস্তুত পরিষ্কৃত উচ্চ ভূমি (যজ্ঞের বা দেবতার বেদি), উপবেশন বক্তৃতা প্রভৃতির জন্য নির্মিত উচ্চ ভূমি, মঞ্চ, পীঠ, platform। [সং.]।

বেদিত—বিণ. নিবেদিত ; জ্ঞাপিত। [সং. √বিদ্+ণিচ্+ত(র্ম)]।

বেদিতব্য—বিণ. জ্ঞাতব্য, যাহাকে জানা আবশ্যক। [সং. বিদ্+তব্য]।

বেদিয়া—বি. ভারতের যাযাবর জাতিবিশেষ। [দেশী]। বি.(স্ত্রী.) ~**নী**।

বেদুইন, বেদুঈন, (বর্জি.) **বেদুয়িন**—বি. আরবের যাযাবর জাতিবিশেষ। [আ. বদবী < ইং. bedouin]।

বেদে—**বেদিয়া**-র কথ্য রূপ। স্ত্রী. **বেদেনী**।

বেদ্য—বিণ. জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয় (বেত্তা ও বেদ্য শ্রীহরির আরাধনা)। [সং. √বিদ্+য (র্ম)]।

বেধ—বি. গভীরতা, স্থূলতা (সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে) ; বিঁধ, ছিদ্র ; বিদ্ধকরণ (কর্ণবেধ, লক্ষ্য-বেধ) ; (জ্যোতিষ.) বিবাহাদি শুভকর্মনিষেধক গ্রহ-সংস্থানবিশেষ। [সং. √বিধ্+অ (ভা)]। বি. ~**ক**—বিদ্ধকারী। বি. ~**ন**—বিদ্ধকরণ। বি. ~**নী**, ~**নিকা**—বেধনযন্ত্র ; শলাকা, সূচী। বিণ. ~**নীয়**, **বেধ্য**—বেধনযোগ্য, বেধনসাধ্য ; লক্ষ্য। বিণ. **বেধিত**—বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন। বিণ. **বেধী** (-ধিন্)—বেধক।

বেধড়ক—বিণ. অপরিমিত ; বেজায় (বেধড়ক মার)। [বে- +হি. ধড়ক]।

বেনজির—বিণ. দৃষ্টান্ত-বিহীন ; যাহার কোনও নজির নাই (বে-নজির খয়া)।

বেনা—বি. সুগন্ধ তৃণবিশেষ, খসখস। [সং. বীরণ]। বি. **বেনার মূল**—বেনার শিকড়, উশীর। **বেনাবনে মুক্তা ছড়ান**—(আল.) অপাত্রে মূল্যবান্ বস্তু দান করা।

বেনাম—বি. প্রকৃত মালিক, কর্তা, প্রণেতা প্রভৃতির নামের বদলে ব্যবহৃত অন্য ব্যক্তির নাম। [বে- + **নাম** দ্র:]। বি. **~দার**—প্রকৃত মালিকের পরিবর্তে যাহার নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। বিণ. **বেনামা, বেনামী**—প্রকৃত মালিকের নাম গোপন করিয়া অন্যের নাম মালিকরূপে প্রচার করা হইয়াছে এমন (বেনামা সম্পত্তি); লেখকের বা প্রেরকের নামোল্লেখহীন (বেনামা চিঠি); নামহীন ('বেনামী বন্দর' : প্রেমেন্দ্র)।

বেনারসী—(১) বিণ. বারাণসীতে প্রস্তুত বা উপজাত (বেনারসী শাড়ি)। (২) বি. বেনারসী শাড়ি। [বাং. বেনারস + ঈ]।

বেনিয়া—**বানিয়া**-র কথ্য রূপ।

বেনিয়ান$_1$—বি. (প্রধানতঃ ভারতের ইউরোপীয়) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দালাল বা মুৎসুদ্দী, যে মূল্য আদান-প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী থাকে। [সং. বণিক্]।

বেনিয়ান$_2$—বি. খাটো কোর্তাবিশেষ। [আ. বয়নিয়ন্]।

বেনে—**বানিয়া**-র কথ্য রূপ।

বেনো—বিণ. বন্যাজাত বা বন্যাদ্বারা আনীত (বেনো জল); বন্যা-সংক্রান্ত; [বাং. বান + উয়া > ও]।

বেপথু, বেপন—বি. কম্প, শিহরণ। [সং. √বেপ্ + অথু, অন (ভা)]। বিণ. **বেপমান**—কম্পমান। [সং. √বেপ্ + মান(শানচ্) (র্তৃ)]।

বেপরদা, বেপর্দা—(১) বিণ. আবরণহীন, উন্মুক্ত, ঘোমটাহীন; অন্তঃপুরে থাকে না এমন; বে-আবরু। (২) বি. (সঙ্গীতে) সুরের ভুল পর্দা। [ফা.]।

বেপরোয়া—বিণ. কিছুকে বা কাহাকেও গ্রাহ্য করে না এমন; নির্ভয়; লজ্জা-সঙ্কোচহীন। [ফা.]।

বে-পাড়া—বি. ভিন্ন পল্লী।

বেপাত্তা—বিণ. নিরুদ্দেশ, নিখোঁজ, যাহার কোনো সন্ধান নাই (আসামী বেপাত্তা)। [**পাত্তা** দ্র:]।

বেপার, ব্যাপার—বি. কেনা-বেচা, ব্যবসায়; ঘটনা। [সং. ব্যাপার]। বি. **বেপারি, ব্যাপারী**—ব্যবসায়ী, বণিক্, সওদাগর।

বেফাঁস—বিণ. (গুপ্ত তথ্যাদি সম্বন্ধে) প্রকাশিত, ব্যক্ত; বন্ধনহীন, আলগা, অসংযত, অভদ্রোচিত (বেফাঁস উক্তি, বেফাঁস মুখ)। [ফা.]।

বেফায়দা—বিণ. অনর্থক; ব্যর্থ। [বে- + ফায়দা]।

বেবন্দেজ—বিণ. আগোছালো, বিশৃঙ্খল, ব্যবস্থাহীন। [বে + **বন্দেজ** দ্র:]।

বেবন্দোবস্ত—(১) বিণ. বিশৃঙ্খল। (২) বি. বিশৃঙ্খলা। [বে + **বন্দোবস্ত** দ্র:]।

বেবাক—বিণ.বি. সমস্ত, সমুদায় (বেবাকসম্পত্তি, বেবাক কথা)। [ফা. বে- + আ. বাকী]।

বেভুল, বেবুভুল—(১) বি. (অশি.) ভুল, সংশয়, বিভ্রান্তি। (২) বিণ. বিহ্বল, বিবশ, অভিভূত, বিভ্রান্ত। [সং. বিহ্বল]।

বেমক্কা—(১) বিণ অসঙ্গত; অশোভন; অসংযত। (২) ক্রি-বিণ. অসংযতভাবে (বেমক্কা বলে ফেলা)। [ফা. বেমউকা—**মওকা** দ্র:]।

বেমতলব—বি. অনিচ্ছা। [বে- + **মতলব** দ্র:]।

বেমানান—বিণ. মানায় না এমন; অশোভন; বেখাপ্পা। [বে- + **মানান**$_2$ দ্র:]।

বেমারি—বি. পীড়া, ব্যাধি। [ফা. বীমারী]।

বেমালুম—বিণ.ক্রি-বিণ. বোঝা যায় না বা টের পাওয়া যায় না এমন অথবা এমনভাবে; (অপরের) অজ্ঞাত বা অজ্ঞাতে (বেমালুম সরিয়ে ফেলা বা হাতিয়ে নেওয়া)। [বে- + **মালুম** দ্র:]।

বেমেরামত—(১) বি. মেরামত করা হয় নাই বা হয় না এমন অবস্থা। (২) বিণ. মেরামত করা হয় নাই এমন। [বে- + **মেরামত** দ্র:]।

বেয়াই—**বেহাই**-র কথ্য রূপ।

বেয়াকুল—**ব্যাকুল**-এর প্রা. কোমল রূপ।

বেয়াক্কেল—**বেআক্কেল**-এর বানানভেদ।

বেয়াড়া—বিণ. বিশ্রী (বেয়াড়া ঠাট্টা), বেঢপ, বদ, অসুবিধাজনক (বেয়াড়া কাজ)। [< বাং. বেদাঁড়া]।

বেয়াধি—**ব্যাধি**-র প্রা. কোমল রূপ ('সমুচিত ঔষধে না রহে বেয়াধি' : বিদ্যা.)।

বেয়ান—**বেহান**-এর কথ্য রূপ।

বেয়ারা—বি. বাহক, পিয়ন। [ইং. bearer]।

বেয়ারাম—**ব্যায়রাম**-এর বিরল বানান।

বেয়ারিং—বি. বিনা-মাশুলে প্রেরিত; (আল.) বিনা-খরচায়। [ইং. bearing]।

বেয়ালিশ—**বিয়াল্লিশ**-এর কথ্য রূপ।

বের—**বাহির**-এর কথ্য রূপ (বের হওয়া, বের ক'রে দেওয়া)।

বেরং, বেরঙ, বেরঙ্গ—বি. বিকৃত রঙ; অন্য রঙ; (তাসখেলায়) ডাকের বহির্ভূত রঙ। [হি. বিরংগ < সং. বি- + রঙ্গ]।

বেরন, বেরনো—**বেরা** দ্র:।

বেরসিক—বিণ. রসজ্ঞানহীন, অরসিক। [বে- + **রসিক** দ্র:]।

বেরা (কথ্যভাষায়)—ক্রি. বাহির হওয়া (পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, তুমি কি এখন বেরোবে?)। [বাং. বের (বাহির) + আ]। **~ন, ~নো, বেরন, বেরনো, বেরুন, বেরুনো**—(১) ক্রি. বাহির হওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে; ক্রি. **বেরিয়ে যাওয়া**—বাহির হওয়া; বাহিরে যাওয়া, স্থানত্যাগ করা; গৃহের বাহিরে যাওয়া; কুলত্যাগ করা।

বেরাদার—বি. ভাই; বন্ধু, জ্ঞাতি। [ফা. বিরাদর্]।

বেরিবেরি—বি. শোথজাতীয় রোগবিশেষ। [ইং. beri-beri]।

বেরুচ, বেরুশ—বি. চার চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। [ই. barouche]।

বেল$_1$—বি. বেলফুল, বেলা, মল্লিকা। [তু. **বেল**$_4$]।

বেল$_2$—বি. ঘণ্টা (বেল বাজা)। [ইং. bell]।

বেল$_3$—বি. গাঁট (একবেল পাট)। [ইং. bale]।

বেল$_4$—বি. আসামী যথাসময়ে হাজির হইবে এই শর্তে জামিন (বেল-এ খালাস)। [ইং. bail]।

বেল$_5$—বি. ফলবিশেষ, শ্রীফল। [সং. বিল্ব]। বি. ~শুঁঠ—বেলের শুষ্কীকৃত টুকরা বা ফালি। **বেল পাকলে কাকের কি**—(আল.) উপভোগ করিতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট সামগ্রীর প্রতি লোভ করা নিষ্ফল।

বেল$_6$—বি. নকশা-কাটা জালের ফিতা। [ফা.]। বিণ. ~দার$_1$—ঐরূপ ফিতাযুক্ত (বেলদার কাপড় বা সায়া)।

বেলচা—বি. কোদালজাতীয় খননাস্ত্রবিশেষ। [হি.]।

বেল্ট্—বি. কোমরবন্ধ। [ইং. belt]।

বেলদার$_1$—বেল$_6$ দ্রঃ।

বেলদার$_2$—বি. খনক, যাহারা কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারি করে। [হি. বেল্(=কোদাল)+ ফা. দার্]। বি.(স্ত্রী.) ~নী।

বেলন, বেলনা, বেলুন—বি. রুটি লুচি প্রভৃতি বেলিবার জন্য ব্যবহৃত গোলাকার দণ্ড; গোল দণ্ডের ন্যায় পদার্থ, cylinder। [সং. বেল্লন(=কম্পিত গতি)]। বিণ. **বেলনাকার**—বেলনের ন্যায় গোল ও লম্বা, cylindrical [বি. প.]।

বেলমুক্তা, বেলমোক্তা—ক্রি-বিণ. সর্বসমেত, মোট। [আ. বিলমুক্তা]।

বেলশুঁট—বেল$_5$ দ্রঃ।

বেলা$_1$—বি. বেলফুল, মল্লিকা। [তু. সং. বেল্লি (লতা-বাচক)]।

বেলা$_2$—বি. সমুদ্রের তীর; সমুদ্রের জোয়ারভাটা, সীমা। [সং. √বেল্ (গতি, ব্যাপ্তি)+অ+আ]। বি. ~ভূমি—নদী বা সমুদ্রের তীরদেশ।

বেলা$_3$—(১) বি. সময় (বেলা বারোটা, সন্ধ্যা বেলা); দিনমান, দিবাভাগ ('বেলা যে পড়ে এল': রবীন্দ্র); (পূর্বাহ্ণে) কালাতিক্রম, বিলম্ব (বেলা করা, বেলা হওয়া); ব্যাপ্তি, পরিসর (জীবনের বেলা); অবসর, সুযোগ (এইবেলা কথাটা পাড়ি); বয়স (ছেলে বেলা থেকে)। (২) (বাং.) অব্য. (অনুসর্গ). পক্ষে, সম্বন্ধে (নিজের বেলা, পরের বেলায়)। [সং. √বেলা (সময়কথন)+অ (ভূ+(আ)]। ক্রি. **বেলা পড়া**—অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসা। ক্রি. **বেলা বাড়া**—মধ্যাহ্নের দিকে দিবাভাগ অগ্রসর হওয়া। ক্রি. **বেলা হওয়া**—দেরি হওয়া; মধ্যাহ্নের দিকে দিবাভাগ অগ্রসর হওয়া। ক্রি-বিণ. ~বেলি—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে।

বেলা$_4$—(১) ক্রি. বেলুন দিয়া চাকির উপরে চাপিয়া ময়দা আটা ইত্যাদির পিণ্ড পাতলা করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √বেল্ল+বাং. আ]।

বেলাবেলি—বেলা$_3$ দ্রঃ।

বেলাভূমি—বেলা$_2$ দ্রঃ।

বেলুন$_1$—বেলন-এর রূপভেদ।

বেলুন$_2$—বি. গ্যাসদ্বারা চালিত ব্যোমযানবিশেষ; ফানুস। [ইং. balloon]।

বেলে—(১) বিণ. বালুকাপূর্ণ (বেলে মাটি)। (২) বি. (বালির মধ্যে থাকে এরূপ) মৎস্যবিশেষ। **বেলে খেলা**—ছেলে-ভুলানো বা নামে মাত্র খেলা। [বাং. বালি+ +ইয়া>এ]।

বেলেল্লা—বিণ. উচ্ছৃঙ্খল; নির্লজ্জ; বখাটে, লম্পট; মাতাল। [ফা. বে- +আ. লিল্লাহ্—তু. সং. বেল্লহল]। বি. ~গিরি, ~পনা—অশালীন ও নির্লজ্জ আচরণ।

বেলেস্তারা—বি. ফোসকা তুলিবার প্রলেপবিশেষ। [ইং. blister]।

বেলোয়ারি, বেলোয়ারী—বিণ. স্ফটিকের ন্যায় পল-তোলা কাচদ্বারা নির্মিত (বেলোয়ারি ঝাড়), খাসগেলাশে তৈয়ারি। [ফা. বিল্লৌরী]।

বেল্লিক—বিণ. লম্পট; দুঃশীল; বেহায়া; ভাঁড় বা বিদূষক। [সং. ব্যলীক]।

বেশ$_1$—(১) বিণ. উত্তম, চমৎকার (বেশ ছেলে); যথেষ্ট (বেশ ক'রে কান মলে দাও); সংখ্যায় বা পরিমাণে অধিক (বেশ কিছু টাকা, বেশ খানিকটা তেল, বেশ কয়েক দিন আগে)। (২) ক্রি-বিণ. উত্তমরূপে (বেশ করে বুঝিয়ে বলা), বিলক্ষণ (সে বেশ খেতে পারে)। (৩) বি. আধিক্য (কমবেশ)। (৪) অব্য. অনুমোদনসূচক (বেশ, আর এসো না)। [ফা.]।

বেশ$_2$—বি. সজ্জা, পোশাক। [সং.]। বি. ~বিন্যাস সাজসজ্জাকরণ। বি. ~বাস, ~ভূষা—বসন-ভূষণ (বিচিত্র বেশবাস বা বেশভূষা)। বিণ. **বেশী$_2$** (-শিন্)—বেশধারী (সাধু-বেশী, ছদ্মবেশী)। বিণ. **বেশিনী**।

বেশক—ক্রি-বিণ. নিশ্চয়, অবশ্য। [আ.]।

বেশবার—বি. বাটা মশলাবিশেষ। [সং.]।

বেশবিন্যাস, বেশভূষা—বেশ$_2$ দ্রঃ।

বেশর—বি. (প্রা. বাং.) স্ত্রীলোকের নাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ ('নাসায় বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে': চণ্ডী.)। [দেশী]।

বেশরম—বিণ. নির্লজ্জ, বেহায়া। [ফা.]।

বেশি, বেশী$_1$—(১) বি. আধিক্য (বেশি চাই না, এর আর কমবেশি কি?); অধিকাংশ পরিমাণ (বেশিটাই নষ্ট হয়ে গেছে)। (২) বিণ. অধিক, খুব (বেশি কথা, বেশি গরম)। [ফা. বেশ+বাং. ই, ঈ]।

-বেশিনী, -বেশী$_2$—বেশ$_2$ দ্রঃ।

বেশুমার—বিণ. অসংখ্য। [ফা.]।

বেশ্ম (-শ্মন্)—বি. গৃহ, নিকেতন। [সং.]।

বেশ্যা—বি. বারাঙ্গনা, গণিকা, দেহোপজীবিনী (বেশ্যা-বৃত্তি)। [সং. বেশ+য+আ]।

বেষ্ট—বি. বেড়া, বেষ্টনী; বেষ্টন। [সং. √বেষ্ট্+অ (ভা)]। বিণ. ~ক—বেষ্টনকারী। বি. ~ন—ঘেরা; জড়ান; ঘেরাও; প্রদক্ষিণ; বেড়া, প্রাচীর; বেড়, পরিধি। বি. ~বংশ—বেউড় বাঁশ। বি. **বেষ্টনী**—যদ্দ্বারা বেষ্টন করা হয় (পুলিশের বেষ্টনী), বেড়া, প্রাচীর; বন্ধনী-চিহ্ন বা ব্র্যাকেট্ (bracket)। ক্রি. **বেষ্টা**—(কা.) বেষ্টন করা। বিণ. **বেষ্টিত**—বেষ্টন করা হইয়াছে এমন (বন্ধুবান্ধব বা অবস্থার দ্বারা বেষ্টিত)।

বেসন, (কথ্য) বেসম—বি. ডালের গুঁড়া। [দেশী]।

বেসক, বেসর, বেসরম—যথাক্রমে বেশক বেশর ও বেশরম-এর বানানভেদ।

বেসরকারী—বিণ. গভর্নমেন্টের বা সরকারের নহে

এমন ; সরকারী কর্তৃত্বের বহির্ভূত ; ব্যক্তিগত। [বে- + **সরকার** দ্র:]।

বেসাত—বি. পণ্যদ্রব্য। [আ. বিসাৎ]। বি. **বেসাতি**—পণ্যদ্রব্য ; পণ্যবিক্রয় (রূপের বেসাতি)। বি **বেসাতী**—(বিরল) দোকানদার, পসারী।

বেসামাল—বিণ. নিজেকে সামলাইতে বা সংবরণ করিতে অক্ষম, অসংযত, বিচলিত। [বে- + **সামাল** দ্র:]।

বেসালি—বি. দুধ দোহাইবার জন্য মাটির কেঁড়ে ; দুধ জ্বাল দিবার বা দই পাতিবার মাটির কড়াই। [পো. vasilha]।

বেসুর, বেসুরা, বেসুরো—বিণ. সঠিক সুরের বহির্ভূত ; সুর ঠিক থাকে না বা ঠিক রাখিতে পারে না এমন ; শ্রুতিকটু (বেসুরো লাগে, বেসুরো বাজে) ; ব্যাহত বা অসহ্য (বেসুরো জীবন)। [বে- + **সুর** দ্র:]।

বেহদ্দ—বিণ. বেজায়, অত্যন্ত, অধিক (বুদ্ধিতে গাধার বেহদ্দ)। [ফা. বে + আ. হদ্দ]।

বেহাই—বি. পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর। [সং. বৈবাহিক]। বি. (স্ত্রী.) **বেহান**।

বেহাগ—বি. সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [হি.]।

বেহাত—বিণ. হাতছাড়া (টাকা বা সম্পত্তি বে-হাত হওয়া) ; আয়ত্তি-বহির্ভূত ; পরহস্তগত। [বে- + **হাত** দ্র:]।

বেহায়া—বিণ. নির্লজ্জ। [ফা.]। বি. ~**পনা**—নির্লজ্জ আচরণ।

বেহার, বিহার—বি. পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিমস্থ রাজ্য। [সং. বিহার]।

বেহারা—বি. পালকিবাহক, কাহার। [তু. সং. বাহক। **বেয়ারা** দ্র:]।

বেহাল—(১) বি. দুর্দশা, দুরবস্থা, নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য অবস্থা ; বিশৃঙ্খলা। (২) বিণ. দুর্দশাগ্রস্ত, দুরবস্থাপন্ন ; নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য (বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা) ; বিশৃঙ্খল। [ফা. বে- + আ. হাল]।

বেহালা—বি. তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [পো. viola]।

বেহিসাব—(১) বিণ. হিসাববিহীন ; অবাধ ; অসংখ্য ; অপরিণামদর্শী, হঠকারী ; অসতর্ক। (২) বি. অপরিণামদর্শিতা, হঠকারিতা ; অসতর্কতা। [বে- + **হিসাব** দ্র:]। বিণ. **বেহিসাবী**—যে হিসাব করিয়া চলে না ; যে-কাজে হিসাব বা বিবেচনার অভাব, হঠকারী ; অসতর্ক (বেহিসাবী লোক, খরচ বা ব্যবস্থা)।

বেহুঁশ—বিণ. হুঁশশূন্য, খেয়ালশূন্য ; অচৈতন্য, মূর্ছিত, চেতনাহীন। [বে- + **হুঁশ** দ্র:]।

বেহুদা—বিণ. অসুচিত , অনর্থক, বাজে (বেহুদা তর্কাতর্কি)। [ফা.]।

বেহেড—বিণ. মতিভ্রষ্ট ; কাণ্ডজ্ঞানহীন ; চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন (বেহেড মাতাল) ; প্রমত্ত (বেহেড লোক)। [ফা. বে- + ইং. head]।

বেহেশ্‌ত, বেহেস্ত—বি. স্বর্গ। [ফা. বিহিশ্‌ত্]।

বেহোঁশ—**বেহুঁশ**-এর রূপভেদ।

বেহ্ম—বি.বিণ. (গ্রা. সচ. বিদ্রূপে) ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, ব্রাহ্ম। [**ব্রাহ্ম** দ্র:]।

বৈ—**বই**$_1$, **বই**$_2$, ও **বই**$_3$-এর বানানভেদ।

বৈঁচি—**বঁইচি**-র বানানভেদ।

বৈকর্তন—(১) বি. (মহা.) মহাবীর কর্ণ। (২) বিণ. সূর্যবংশীয় ; সৌর। [সং. বিকর্তন(=সূর্য)+অ]।

বৈকল্পিক—বিণ. বিকল্পে গ্রহণীয় (বৈকল্পিক প্রশ্ন)। বৈভাষিক। [সং. বিকল্প+ইক]।

বৈকল্য—বি. স্বাভাবিক কাজ করিতে অক্ষমতা (ইন্দ্রিয়বৈকল্য), অঙ্গহীনতা ; বিকৃতি, বিহ্বলতা (চিত্তবৈকল্য)। [সং. বিকল+য(ভা)]।

বৈকাল—বি. বিকাল, অপরাহ্ণ। [সং. বৈকালিক]। বি. **বৈকালি, বৈকালী**$_1$—দেবতাকে নিবেদিত বৈকালিক ভোগ। **বৈকালিক**—(১) বিণ. বিকাল বা অপরাহ্ণ-সম্বন্ধীয়, বিকালবেলার। (২) বি. দেবতাকে অপরাহ্ণকালে নিবেদিত ভোগ। বিণ. **বৈকালীন**—বিকালবেলার, অপরাহ্ণ-সম্বন্ধীয়। বিণ.(স্ত্রী.) **বৈকালিকী, বৈকালী**$_2$।

বৈকুণ্ঠ—বি. বিষ্ণু ; বিষ্ণুলোক, গোলোক। [সং.]। বি. ~**নাথ**, ~**পতি**—বিষ্ণু।

বৈকৃত—বিণ. বিকৃত ; বীভৎস, ঘৃণার্হ। [সং. বিকৃতি (=ভিন্নপ্রকার) + (স্বার্থে)অ]। বিণ. ~**কাম**—বীভৎস, যৌনবাসনাসম্পন্ন বা যৌনসংসর্গরত (তু. sex pervert =বৈকৃতকাম ব্যক্তি)।

বৈক্লব্য—বি. কাতরতা ; বিমূঢ় ভাব, সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষমতা। [সং. বিক্লব+য(ভা)]।

বৈগুণ্য—বি. গুণহীনতা ; বৈকল্য ; ত্রুটি (পূজানুষ্ঠানে বৈগুণ্য), প্রতিকূলতা (গ্রহবৈগুণ্য)। [সং. বিগুণ+য(ভা)]।

বৈচিত্ত্য—বি. চিত্তের অন্যথা ভাব (বৈ. শা. 'প্রেমবৈচিত্ত্য'); মোহ, মতিভ্রংশ। [সং. বিচিত্ত+য(ভাব-অর্থে)]।

বৈচিত্র্য, বৈচিত্র—বি. বিচিত্রতা ; নানারূপতা ; বিচিত্র শোভা বা সৌন্দর্য। [সং. বিচিত্র+য, অ]।

বৈজয়ন্ত—বি. ইন্দ্রপুরী ; ইন্দ্রের ধ্বজ। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **বৈজয়ন্তী**—পতাকা ; ধ্বজা ; মালা।

বৈজয়িক—বিণ. বিজয়-সম্বন্ধীয়। [সং. বিজয়+ইক]।

বৈজাত্য—বি. বিজাতীয়তা, বিজাতীয়ের ভাব ; জাতির বা স্বভাবের বৈপরীত্য। [সং. বিজাত+য(ভা)]

বৈজ্ঞানিক—বিণ. বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় (বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি) ; বিজ্ঞানসম্মত (বৈজ্ঞানিক উপায়ে, বৈজ্ঞানিক মূল্য) ; বিজ্ঞানে নিপুণ, বিজ্ঞানবিৎ। [সং. বিজ্ঞান+ইক]। বিণ.(স্ত্রী.) **বৈজ্ঞানিকী**।

বৈঠক—বি. সভা, মজলিস, আসর ; হুঁকা রাখিবার আধারবিশেষ ; বারংবার ওঠবোসরূপ ব্যায়াম। [হি.]। বি. ~**খানা**—সভাগৃহ, মজলিসের ঘর ; বহির্বাটীতে বসিবার ঘর। বিণ. **বৈঠকি, বৈঠকী**—বৈঠকখানার উপযুক্ত, মজলিসী (বৈঠকী গান, বৈঠকী গল্প)।

বৈঠা$_1$—**বইঠা**-র বানানভেদ।

বৈঠা$_2$—ক্রি. (প্রা. কা.) বসা ('বৈঠল মঝু পাশ' ; বিদ্যা.)। [হি. √বৈঠ<সং. উপবিষ্ট]।

+বৈড়াল—বিণ. বিড়াল-সংক্রান্ত; বিড়ালসুলভ। [সং. বিড়াল+অ]। বি. **~ব্রত**—(আল.) কপট ধার্মিকতা, ভণ্ডামি।

বৈতনিক—বিণ. বেতনভোগী; বেতন দিতে হয় বা পাওয়া যায় এমন। [সং. বেতন+ইক]।

বৈতরণী, (বিরল) **বৈতরণি**—বি. যমদ্বারস্থ নদী; উড়িষ্যার নদীবিশেষ। [সং.]।

বৈতান, বৈতানিক—(১) বিণ. যজ্ঞীয়, যজ্ঞসংক্রান্ত। (২) বি. যজ্ঞাগ্নি; হোম; হোমার্থ নৈবেদ্য। [সং. বিতান+অ, ইক]।

বৈতাল১, বৈতালিক১—বি. স্তুতিপাঠক, চারণ। [সং. বি (=বিবিধ) তাল+অ, ইক]।

বৈতাল২, বৈতালিক২—বিণ. বেতাল-সম্বন্ধীয়। [সং. বেতাল+অ, ইক]। বিণ (স্ত্রী.) **বৈতালী**। **বৈতালিকী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) **বৈতালী**-র অনুরূপ। (২) বি. (বাং.) রাজরাজড়াদের ঘুম ভাঙানর জন্য স্তুতিপাঠকের গান।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য—বি. বিদগ্ধের ভাব; পাণ্ডিত্য; রসবোধ; নিপুণতা (বাগ্-বৈদগ্ধ্য=বাক্য বা ভাষার প্রয়োগে নিপুণতা)। [সং. বিদগ্ধ+অ, য]।

বৈদর্ভ—বিণ. বিদর্ভদেশীয়। [সং. বিদর্ভ+অ]। **বৈদর্ভী**—(১) বিণ. **বৈদর্ভ**-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. (মহা.) নলরাজার পত্নী দময়ন্তী। **বৈদর্ভী রীতি**—অল্পসমাসযুক্ত পদমাধুর্যপূর্ণ রচনা-রীতিবিশেষ।

বৈদান্তিক—(১) বিণ. বেদান্তসংক্রান্ত, বেদান্তসম্মত, বেদান্তদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (২) বি. বেদান্তদর্শনে পণ্ডিত ব্যক্তি। [সং. বেদান্ত+ইক]।

বৈদিক—(১) বিণ. বেদ-সম্বন্ধীয়; বেদোক্ত; বেদবিহিত (বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড)। (২) বি. ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ; বেদজ্ঞ লোক। [সং. বেদ+ইক]।

বৈদুষ্য—বি. বিদ্বত্তা। [<সং. বিদ্বস্]।

বৈদূর্য—বি. কৃষ্ণপীতবর্ণ মণিবিশেষ, নীলকান্তমণি। [সং.]।

বৈদেশিক—**বিদেশ** দ্রঃ।

বৈদেহ—(১) বিণ. বিদেহ অর্থাৎ মিথিলা সম্বন্ধীয়; মিথিলার অধিবাসী; মিথিলায় উৎপন্ন। (২) বি. মিথিলার রাজা জনক। [সং. বিদেহ+অ]। বিণ. (স্ত্রী.) **বৈদেহী**—(১) বিণ. **বৈদেহ**-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. (রামা.) জনকনন্দিনী সীতা। বিণ. **বৈদেহিক**—দেহহীন, অশরীরী।

বৈদ্য—বি. চিকিৎসক, কবিরাজ; বাঙ্গালী হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং.]। বি. **~ক, ~শাস্ত্র**—আয়ুর্বেদ। বি. **~নাথ**—শিব, দেওঘরের শিব। বি. **~শালা**—চিকিৎসালয়; হাসপাতাল। বি. **~সঙ্কট, ~সংকট** (যুগপৎ) বহু চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসার ফলে রোগীর বিপদ্।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক—বিণ. বিদ্যুদ্‌বিষয়ক, বিদ্যুৎপূর্ণ। [সং. বিদ্যুৎ+অ, ইক]।

বৈধ—বিণ. বিধিসম্মত, ন্যায্য, যথোচিত (বৈধ উপায় বৈধ কর্ম)। [সং. বিধি+অ]। বি. **~তা**।

বৈধব্য—বি. বিধবার অবস্থা। [সং. বিধবা+য (ভা)]।

বৈধর্ম্য—বি. বিরুদ্ধ ধর্মের ভাব বা আচরণ; ধর্মবিরোধিতা, নাস্তিক্য; প্রকৃতির বৈষম্য। [সং. বিধর্ম+য (ভা)]।

বৈনতেয়—বি. বিনতার পুত্র; গরুড়; অরুণ। [সং. বিনতা+এয়]।

বৈপরীত্য—বি. বিপরীত ভাব, বিরুদ্ধতা; বিপর্যয়। [সং. বিপরীত+য (ভা)]।

বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়—বিণ. এক মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত। [সং. বিপিতৃ+অ, এয়]। বিণ. (স্ত্রী.) **বৈপিত্রী, বৈপিত্রেয়ী**।

বৈপ্লবিক—বিণ. সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার প্রবর্তনকারী; বিপ্লবসাধক (বৈপ্লবিক পরিবর্তন)। [সং. বিপ্লব+ইক]।

বৈবর্ণ, বৈবর্ণ্য—বি. বিবর্ণতা। [সং. বিবর্ণ+অ, য]।

বৈবস্বত—(১) বি. সূর্যতনয়, সপ্তম মনু; যম, শনি। (২) বিণ. সৌর (বৈবস্বত মন্বন্তর)। [সং. বিবস্বৎ(=সূর্য)+অ]।

বৈবাহিক—(১) বিণ. বিবাহসম্বন্ধীয়; বিবাহঘটিত (বৈবাহিক সম্পর্ক); বিবাহোপযোগী। (২) বি. পুত্র বা কন্যার শ্বশুর, বেহাই। [সং. বিবাহ+ইক]। বি. (স্ত্রী.) **বৈবাহিকী,** (বাং.) **বৈবাহিকা**—বেহান।

বৈভব—বি. বিভূতি, ঐশ্বর্য, বিভব, মহিমা (ভাবের, কল্পনার বৈভব), ধনসম্পত্তি। [সং. বিভব+অ]।

বৈভাষিক—(১) বিণ. বৈকল্পিক। (২) বি. বৌদ্ধদর্শনের মতবিশেষ। [সং. বিভাষা+ইক]।

বৈমনস্য—বি. উদ্বেগ, বিষাদ, মনোমালিন্য। [সং. বিমনস্+য]।

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়—বিণ. বিমাতার গর্ভজাত। [সং বিমাতৃ+অ, এয়]। বিণ.(স্ত্রী.) **বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী**।

বৈমানিক—(১) বিণ. বিমান-সংক্রান্ত; বিমানচারী। (২) বি. বিমানপোত-চালক, বিমানপোতে ভ্রমণকারী। [সং বিমান+ইক]।

বৈমুখ—**বিমুখ**-এর কথ্য ও কোমল রূপ। স্ত্রী. **বৈমুখী**।

বৈমুখ্য—বি. বিমুখতা; অনিচ্ছা। [সং. বিমুখ+য]।

বৈয়ক্তিক—বিণ. ব্যক্তিগত (এবং. গুপ্ত), personal। [সং. ব্যক্তি+ইক]।

বৈয়াকরণ—(১) বিণ. ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয়। (২) বিণ. বি. ব্যাকরণবিদ্, ব্যাকরণে পণ্ডিত ('আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ': রবীন্দ্র)। [সং. ব্যাকরণ+অ]।

বৈয়াঘ্র—বিণ. ব্যাঘ্র-সম্বন্ধীয়; ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত। [সং. ব্যাঘ্র+অ]।

বৈয়াম—**বয়াম**-এর প্রাদে. রূপ।

বৈয়াসক, বৈয়াসিক—বিণ. ব্যাস-সম্বন্ধীয়; ব্যাসপ্রণীত। [সং. ব্যাস+অক, ইক]। বি. **বৈয়াসকি**—ব্যাসপুত্র শুকদেব। [সং. ব্যাস+ক+ই]। **বৈয়াসকী, বৈয়াসিকী**—(১) বিণ. যথাক্রমে বৈয়াসক ও বৈয়াসিক-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. ব্যাস-প্রণীত সংহিতা। (বৈয়াসিকী সংহিতা)।

বৈর—বি. শত্রুতা। [সং. বীর + অ]। বি. **~নির্যাতন**—শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা গ্রহণ। বি. **~সাধন**—শত্রুতা-করণ। বিণ. বি. **বৈরী** (-রিন্)—শত্রু, বিদ্বেষী। বি. **বৈরিতা**—শত্রুতা; বিদ্বেষ।

বৈরাগ—**বৈরাগ্য** দ্রঃ।

বৈরাগী (-গিন্)—(১) বিণ. সংসারে অনাসক্ত, সন্ন্যাসী। (২) (বাং.) বি. বৈষ্ণব ভিক্ষু। [সং. বৈরাগ + ইন্]।

বৈরাগ্য, বৈরাগ—বি. সংসারে অনাসক্তি, বিষয়ভোগে ঔদাসীন্য, বিবেক (বৈরাগ্যোদয়, 'বৈরাগ-যোগ')। [সং. বিরাগ + য, অ (ভা)]।

বৈরিতা, বৈরী—বৈর দ্রঃ।

বৈরূপ্য—বি. বিরূপতা; বিকৃতি। [সং. বিরূপ + য (ভা)]।

বৈলক্ষণ্য—বি. প্রকারান্তর, ভাবের পরিবর্তন; প্রভেদ, ভিন্নতা (গান ও কবিতার বৈলক্ষণ্য); অসাধারণতা। [সং. বিলক্ষণ + য (ভা)]।

বৈশাখ—বি. বাঙ্গাব্দ্য সনের প্রথম মাস। [সং. বিশাখা + অ]। বি. (স্ত্রী.) **বৈশাখী১**—বিশাখানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। বিণ **বৈশাখী২**—বৈশাখমাসসংক্রান্ত; বৈশাখ মাসের। [সং. বৈশাখ + বাং. ঈ]।

বৈশিষ্ট্য—বি. বিশিষ্টতা, বিশেষত্ব, অসাধারণত্ব; প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য। [সং. বিশিষ্ট + য]।

বৈশেষিক—বি. কণাদমুনি-কৃত দর্শনশাস্ত্র। [সং. বিশেষ + ইক]।

বৈশ্বানর—বি. অগ্নি; আগুনের অধিদেবতা। [সং. বিশ্বানর (=প্রাণ) + অ]।

বৈশ্য—বি. বর্ণাশ্রম ধর্মে চতুর্বর্ণের তৃতীয় বর্ণ; বণিক্ বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (বৈশ্যবুদ্ধি)। [সং.] বি. **~বৃত্তি**—বণিকের কর্ম বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বি. (স্ত্রী.) **বৈশ্যা**। বি. (স্ত্রী.) **বৈশ্যানী**—বৈশ্যেতর জাতীয় পুরুষের বৈশ্য-জাতীয়া পত্নী।

বৈশ্রবণ—বি. বিশ্রবা-মুনির পুত্র—কুবের, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ। [সং. বিশ্রবস্ + অ]।

বৈষম্য—বি. বৈসাদৃশ্য, অসমতা (বর্ণবৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য), প্রভেদ। [সং. বিষম + য (ভা)]।

বৈষয়িক—বিণ. বিষয়-সম্বন্ধীয়; ধনসম্পত্তি ইত্যাদি সাংসারিক বিষয়-সংক্রান্ত (বৈষয়িক বুদ্ধি, বৈষয়িক ব্যাপার)। [সং. বিষয় + ইক]।

বৈষ্ণব—(১) বিণ. বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়; বিষ্ণুভক্ত। (২) বি. বিষ্ণু-উপাসক ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ; শ্রীচৈতন্যের অনুগামী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। [সং. বিষ্ণু + অ]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **বৈষ্ণবী**—বৈষ্ণবের তুল্য (বৈষ্ণবী দীনতা)।

বৈসাদৃশ্য—বি. বৈষম্য, অমিল; প্রভেদ (আকৃতির বা বয়সের বৈসাদৃশ্য)। [সং. বিসদৃশ + য (ভা)]।

বৈসাম্য—(বিরল) বি. সাম্যের অভাব; ইতরবিশেষ, প্রভেদ ('সহেতুক বৈসাম্য': ভূদেব)। [বাং. বি- (=বিপরীত) + সাম্য দ্রঃ]।

বোঁ—অব্য. বেগে ঘূর্ণন গমন ধাবন উড়ন প্রভৃতি ভাব-ব্যঞ্জক (মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল)।

বোঁচকা, বোচকা—বি. পোটলা, গাঁটরি, মোট। [তুর্. বুকচা]। বি. **বোঁচকা-বুচকি**—পোটলা-পুটলি, যাত্রীর লটবহর।

বোঁচা—বিণ. ছিন্ননাস, নাসিকাহীন; থ্যাবড়া নাক-বিশিষ্ট, খাঁদা। [দেশী]।

বোঁটা—বি. বৃন্ত; ডাঁটা; স্তনাগ্র। [সং. বৃন্ত]।

বোঁদে—বুঁদিয়া-র কথ্য রূপ।

বোকা—বিণ. নির্বোধ। [তু. সং. বুক, বর্কর (=ছাগ)]। বিণ. **~কান্ত, ~রাম**—বোকার সেরা। বি. **~মি, ~মো**—বোকার ভাব বা আচরণ।

বোঙ্গা—বি. কোল জাতির দেবতা বা আত্মা। [কোল]। বি. (স্ত্রী.) **বুঙ্গি**।

বোজা, বোজান (মো), বোঝা১, বোঝান (মো), বোঝাপড়া—যথাক্রমে **বুজা বুজান বুঝা বুঝান** ও **বুঝাপড়া**-র চলিত রূপ।

বোঝা২—বি. ভার, মোট, যাহা বহন করা হয় (বোঝা বওয়া)। [দেশী]। **~ই**—(১) বি. ভারস্থাপন; পূর্ণ বা ভরতি করণ (বোঝাই করা)। (২) বিণ. পূর্ণ, ভরতি, মাল যাত্রী প্রভৃতিতে পূর্ণ (মালবোঝাই লরি, বোঝাই নৌকা)।

বোট—বি. নৌকা; তরী। [ইং. boat]।

বোটকা—বিণ. ছাগল এবং সিংহব্যাঘ্রাদি কতিপয় বন্য জন্তুর গায়ের গন্ধের ন্যায় (বোটকা গন্ধ)। [দেশী]।

বোটে—বি. (কথ্য) বৈঠা। [সং. বহিত্র]।

বোড়া—বি. সর্পবিশেষ। [সং. বোড্র]।

বোড়ে—বড়ে-র বানানভেদ।

বোতল—বি. সরুমুখ ও স্থূলোদর কাচপাত্রবিশেষ, বড় শিশি [পো. botelha]।

বোতাম—বি. জামা পোশাক ব্যাগ প্রভৃতির দুই ভাগ একত্র বদ্ধ করিবার গুটিকা। [পো. botao, ইং. button]।

বোদা—বিণ. বিস্বাদ। [দেশী]।

বোয়াল—বি. বোয়ালমাছ। [সং.]।

•**বোদ্ধা** (-দ্ধৃ)—বিণ. বুঝিতে সমর্থ, সমঝদার। [সং. √বুধ্ + তৃ (র্তৃ)]।

•**বোধ**—বি. জ্ঞান, বুদ্ধি (বোধগম্য); অনুভূতি, উপলব্ধি (কষ্টবোধ, রসবোধ); চেতনা; সান্ত্বনা (বোধ মানা); অনুমান, ধারণা (বোধ হয়, বোধ করি)। [সং. √বুধ্ + অ (ভা)]। বিণ. **~ক, ~য়িতা** (-তৃ)—জ্ঞাপক, সূচক; বোধদানকারী; প্রবুদ্ধকারী, চেতনাদানকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **বোধিকা, বোধয়িত্রী**—যে বা যাহা সম্যক্ বোধ জন্মাইয়া দেয়; ব্যাখ্যাপুস্তিকা, key-book। বিণ. **~গম্য**—অর্থ বুঝিতে পারা যায় এমন। বি. **~ন**—জ্ঞানদান; বোধসম্পাদন; উদ্বোধন; নিদ্রাভঙ্গকরণ; দুর্গাপূজার পূর্বে দেবীর জাগরণের জন্য ক্রিয়াবিশেষ; উদ্দীপন। বি. **~শক্তি**—বুদ্ধিবল, বুঝিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা। বি. **~শোধ**—বুদ্ধিশুদ্ধি, সহজবুদ্ধি। বিণ. **বোধাতীত**—জ্ঞানের অতীত; জানিতে পারা যায় না এমন। বিণ. **বোধিত**—বোধপ্রাপ্ত; চেতনাপ্রাপ্ত;

উদ্বোধিত ; জাগরিত। বিণ. বোধিতব্য—জ্ঞাতব্য। বি. বোধোদয়—জ্ঞান বা চেতনার সঞ্চার। বিণ. বোধ্য—বোধগম্য (দুর্বোধ্য)।

*বোধি—বি. স্বতঃ উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, spiritual intuition ; পরম জ্ঞান ; অশ্বত্থ বৃক্ষ। [সং. বুধ্+ই (ভা. র্তৃ)]। বি. ~দ্রুম, ~বৃক্ষ—যে অশ্বত্থগাছের নিচে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বি. ~সত্ত্ব—বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্ববর্তী জন্মে ও অবস্থায় বুদ্ধের নাম।

বোধাতীত, বোধিকা, বোধিত, বোধিতব্য, বোধিনী, বোধোদয়, বোধ্য—বোধ দ্রঃ।

বোন—বি. ভগিনী। [সং. ভগিনী]। বি. ~ঝি—ভগিনীর কন্যা। বি. ~পো—ভগিনীর পুত্র। বি. ~বোনাই—ভগিনীপতি।

বোনা, বোনান (নো)—যথাক্রমে বুনা ও বুনান-র রূপভেদ।

বোনাই—বোন দ্রঃ।

বোবা—বিণ. বাক্‌শক্তিহীন, মূক ; প্রকাশের অসাধ্য, চাপা (বোবা ব্যথা)। [দেশী]। বোবা কান্না—যে ক্রন্দনের কোন বহিঃপ্রকাশ নেই।

বোম১—বি. গাড়ির জোয়াল, যুগন্ধর। [দেশী]।

বোমা১, (কথ্য) বোম২—বি. মারাত্মক বিস্ফোরক অস্ত্র-বিশেষ যাহা ছুড়িয়া মারিতে হয় ; [পো. bomba]। বিণ. বোমারু—বোমা-নিক্ষেপক ; যাহা হইতে বোমা নিক্ষেপ করা যায় এমন (বোমারু বিমান)।

বোমা২—বি. জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ, পাম্প। [ইং. pump]।

বোমা৩—বি. বস্তা হইতে মালের নমুনা বাহির করিবার সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রবিশেষ।

বোমারু—বোমা১ দ্রঃ।

বোম্বাই—(১) বি. ভারতের অন্যতম রাজ্য (মহারাষ্ট্র) বা ঐ রাজ্যের প্রধান নগর। (২) বিণ. বোম্বাইতে উৎপন্ন (বোম্বাই ছিট) ; বিভিন্ন কারণে বোম্বাই নামের সহিত যুক্ত (বোম্বাই আখ, বোম্বাই আম)।

বোম্বেটে—বি. জলদস্যু ; বেপরোয়া বা সাংঘাতিক ব্যক্তি। [পো. bombardeiro]।

বোয়াল—বি. অতি বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। [সং. বোদাল]।

বোর—বি. স্বর্ণরৌপ্য-নির্মিত কুলের আঁটির ন্যায় দানা। [সং. বদর(=কুল)]।

বোরকা, বোরখা—বি. মুসলমান রমণীদের আপাদ-মস্তক ঢাকিবার অঙ্গাবরণ। [আ. বুর্ক]।

বোরা—বি. চটের থলি, বস্তা। [হি. বোরা]।

বোরো, বোড়ো—বি. ধানের জাতিবিশেষ। [<সং. বোরব]।

বোর্ড—বি. ফলক, পট্ট, পাটা, তক্তা (ব্লাক-বোর্ড) ; স্থায়ী সমিতি, পর্ষদ্ (শিক্ষা-বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড)। [ইং. board]।

বোল১—বউল-এর কথ্য রূপ (আমের বোল)।

বোল২—বি. বুলি (বাঁধি বোল), কথা, ভাষা ; বাজনার গৎ ; বাদ্য। [প্রা. বোল]। বি. ~চাল—বুদ্ধিমানের মতো কথা ও আচরণ ; চালাকি। বি. ~বোলা, ~বোলাও—প্রভাব, প্রতাপ ; নামডাক ; হাঁকডাক। বিণ. প্রতাপশালী (বোলবোলাও কারবার)। বি. বোলী—মধুর ধ্বনি (কিঙ্কিণীর বোলী)।

বোলটু—বি. পেরেকজাতীয় ছিটকিনিবিশেষ। [ইং. bolt]।

বোলতা—বি. দংশনকারী বিষাক্ত পতঙ্গবিশেষ। [সং. বরটা]।

বোলা১, বোলান (লো)—যথাক্রমে বুলা ও বুলান-র চলিত রূপ।

বোলা২—ক্রি. ডাকিয়া পাঠানো। [বোল২ দ্রঃ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. ডাকিয়া পাঠানো, ডাকা, কথা বলানো। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

বোল্টু—বোলটু-র বানানভেদ।

বোষ্টম—শ্রীচৈতন্যের অনুগামী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। [বৈষ্ণবের বিকৃত রূপ]। বি.(স্ত্রী.) বোষ্টমী—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নারী. সাধারণতঃ হরিনাম কীর্তন করিয়া ইহারা জীবিকা সংগ্রহ করে।

বৌ, বৌঠান, বৌদিদি, বৌভাত, বৌমা—বউ দ্রঃ।

*বৌদ্ধ—(১) বিণ. বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রবর্তিত বা তৎকর্তৃক প্রচারিত মতবাদ-সম্বন্ধীয় (বৌদ্ধ ধর্ম বা দর্শন, বৌদ্ধ প্রভাব)। (২) বি. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। [সং. বুদ্ধ+অ]।

ব্যক্ত—বিণ. প্রকাশিত (মতামত ব্যক্ত করা) ; স্পষ্ট (ব্যক্ত আকারে প্রকাশ পাওয়া), প্রকট। [সং. বি+√অন্জ্+ত(র্ম)]। বি. ~রাশি—(গণি.) যে রাশি জানা গিয়াছে, known quantity।

ব্যক্তি—বি. লোক, মানুষ ; প্রকাশ (ভাব-ব্যক্তি)। (দর্শনে) বিশেষ, ব্যষ্টি, অসামান্য, individual [বি.প.]। [সং. বি+√অন্জ্+তি]। বিণ. ~ক, ~গত—ব্যক্তি-বিশেষ-সংক্রান্ত (ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি) ; স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে প্রস্ফুট, individual [বি. প.]। বিণ. ~কেন্দ্রিক—সমাজের বদলে ব্যক্তিই প্রাধান্য পায় এমন, individualistic। বি. ~তন্ত্র, ~বাদ—স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজবাদের বিপরীত নীতি, সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিই বড় : এই নীতি। বি. ~তা—ব্যক্তির বিশেষত্ব, individuality [বি. প.]। বি. ~ত্ব—ব্যক্তির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, personality। বিণ. ~ত্বব্যঞ্জক—ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক। বিণ. ~ত্বশালী, ~ত্বসম্পন্ন—ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অধি-কারী। বি. ~পূজা—মহান্ ব্যক্তিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি, hero-worship। বি.~রূপ—ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য-যুক্ত স্বরূপ। বি. ~সত্তা—ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক প্রভাব-মুক্ত অস্তিত্ব, ব্যক্তির মূল বা বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। বি. ~স্বাতন্ত্র্য—(বিরল.) ব্যক্তির স্বেচ্ছানুযায়ী বসবাসের ও আচার-আচরণের অধিকার ; (চলিত.) অন্যদের সঙ্গে পার্থক্যসূচক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তীকৃত—বিণ. ব্যক্ত করা হইয়াছে এমন। [সং. ব্যক্ত + ঈ(চ্বি) + √কৃ + ত(র্ম)]।

ব্যগ্র—বিণ. আগ্রহান্বিত ; ব্যস্ত ; ব্যাকুল ; উৎসুক। [সং. বি + অগ্র]। বি. ~তা (দেখার জন্য ব্যগ্রতা)।

ব্যঙ্গ১—(১) বিণ. বিকলাঙ্গ ; অঙ্গহীন। (২) বি. ভেক। [সং. বি-(= বিকৃত) + অঙ্গ]।

ব্যঙ্গ২—বি. বিদ্রূপ. উপহাস। [সং. ব্যঙ্গ্য]। বিণ. ~প্রিয়—ব্যঙ্গ করিতে ভালবাসে এমন। **ব্যঙ্গোক্তি**—বিদ্রূপপূর্ণ কথা।

ব্যঙ্গ্য—বি. ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা বোধ্য ; নিগূঢ়। [সং. বি + √অন্‌জ্‌(= প্রকাশন) + য(র্ম)]। বি. **ব্যঙ্গ্যার্থ**—সহজ (বাচ্য ও লক্ষ্য) অর্থের পশ্চাতে নিহিত গভীরতর অর্থ. বাক্যের ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা লভ্য-অর্থ। বি. **ব্যঙ্গ্যোক্তি**—ব্যঞ্জনাময় বাক্য।

ব্যজন—বি. বাতাসকরণ, বীজন : পাখা (ব্যজন-সঞ্চালন)। [সং. বি + √অজ্‌ + অন(ভা. পে)]। বি. **ব্যজনী**—তালবৃন্ত. পাখা।

ব্যঞ্জক—বিণ. প্রকাশক, সূচক, দ্যোতক, বোধক (নৈপুণ্য-ব্যঞ্জক)। [সং. বি + √অন্‌জ্‌ + অক]।

ব্যঞ্জন—বি. রাঁধা তরকারী. ব্যান্নন ; প্রকাশন ; বৈশিষ্ট্য-বোধক লক্ষণ বা চিহ্ন ; (ব্যাক.) ক হইতে হ পর্যন্ত বর্ণ (সচ. **ব্যঞ্জনবর্ণ**)। [সং. বি + √অন্‌জ্‌ + অন]। বি. ~**সন্ধি**—(ব্যাক.) ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সন্ধি। বিণ. **ব্যঞ্জনান্ত**—(ব্যাক.) শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে এমন (ব্যঞ্জনান্ত শব্দ)। বি. **অন্ন-ব্যঞ্জন** ভাত ও রাঁধা তরকারি।

ব্যঞ্জনা—বি. (অল.) শব্দের গূঢ়ার্থ-প্রকাশক বৃত্তি : শব্দের বা বাক্যের আভিধানিক অর্থ ভিন্ন, বক্তার অভিপ্রেত অন্য এক গূঢ় অর্থের দ্যোতনা (কথা বেশ স্পষ্ট কিন্তু উহার ব্যঞ্জনা ধরা গেল না) ; অন্তর্নিহিত তাৎপর্য (অসীমের ব্যঞ্জনা)। [সং. ব্যঞ্জন + আ]। বিণ. **ব্যঞ্জিত**—ব্যঞ্জনা দ্বারা অভিব্যক্ত ; সূচিত, বোধিত।

ব্যতিক্রম—বি. লঙ্ঘন (বিধি, রীতি, নিয়ম ইত্যাদির ব্যতিক্রম) ; অন্যথা, বৈপরীত্য। [সং. বি + অতি + √ক্রম্‌ + অ (ভা)]। বিণ. **ব্যতিক্রান্ত**—ব্যতিক্রমযুক্ত ; বিগত, অতিক্রান্ত (সত্যযুগ ব্যতিক্রান্ত হইলো)।

ব্যতিব্যস্ত—বিণ. অতিশয় ব্যস্ত ; সঙ্কটাপন্ন, উত্ত্যক্ত। [সং. বি + অতিব্যস্ত]।

ব্যতিরিক্ত—বিণ. ব্যতীত, ভিন্ন, বাদে ; অতিরিক্ত। [সং. বি + অতিরিক্ত]।

ব্যতিরেক—বি. অভাব (শিক্ষা-ব্যতিরেকে, অন্বয়-ব্যতিরেক) ; ভেদ ; অতিক্রম ; বৃদ্ধি বা আধিক্য ; (অল.) যে অলঙ্কারে উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে অধিকতর প্রাধান্য দিয়া বর্ণনা করা হয় (যেমন 'খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি')। [সং. বি + অতি + √রিচ্‌ + অ (ভা)]। বিণ. **ব্যতিরেকী** (-কিন্‌)—অভাববিশিষ্ট ; প্রভেদক। অব্য. **ব্যতিরেকে**—বিনা, বাদে, ব্যতীত (ধর্ম ব্যতিরেকে সুখ নাই)।

ব্যতিহার—বি. বিনিময়, পরিবর্ত ; একাধিক ব্যক্তির যুগপৎ একই আচরণ। [সং. বি + অতি + √হৃ + অ (ভা)]। বি. **ব্যতিহার-বহুব্রীহি**—(ব্যাক.) সমাস-বিশেষ, পরস্পর ক্রিয়াবিনিময় (বিশেষতঃ দ্বন্দ্ব-কলহ) বুঝাইলে এই সমাস হয় (যেমন—লাঠালাঠি, মুখামুখি)।

ব্যতীত—(১) বিণ. বিগত, অতিবাহিত। (২) (বাং.) অব্য. ভিন্ন, বাদে, বিনা (কারণ ব্যতীত কার্য হয় না), ছাড়া। [সং. বি + অতীত]।

ব্যতীপাত—বি. উৎপাত ; ভূমিকম্প ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি মহাবিপৎসূচক নৈসর্গিক দুর্যোগ বা উৎপাত ; (জ্যোতিষ.) অশুভ যোগবিশেষ। [সং. বি + অতি + √পত্‌ + অ]।

ব্যতীহার—**ব্যতিহার**-এর বানানভেদ।

ব্যত্যয়—বি. ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য (ধর্মের ব্যত্যয়), অন্যথাভাব (প্রতিজ্ঞার বা অবস্থার ব্যত্যয়)। [সং. বি + অতি + √ই + অ (ভা)]।

ব্যত্যাস—বি. ব্যত্যয়, বিপর্যয়। [সং. বি + অতি + √অস্‌ + অ (ভা)]। বিণ. **ব্যত্যস্ত**—ব্যতিক্রান্ত ; বিপরীত ; ঢেরাকাটার ন্যায় বিপরীতভাবে অবস্থিত, crossed।

ব্যথা—বি. (শরীরের বা মনের) কষ্ট, দুঃখ ; (বাং.) প্রসব-বেদনা (ব্যথা ওঠা)। [সং.]। বিণ. **ব্যথিত**—ব্যথাযুক্ত, ব্যথা পাইয়াছে এমন (ব্যথিত চিত্ত)। বিণ. (স্ত্রী.) **ব্যথিতা**। বিণ. **ব্যথী** (-থিন্‌)—বেদনাযুক্ত (সমব্যথী)। বিণ. (স্ত্রী.) **ব্যথিনী**। **ব্যথার ব্যথী**—যে পরের দুঃখে দুঃখানুভব করে, সমব্যথী বা দরদী লোক।

ব্যধিকরণ—বিণ. (ব্য) বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত। [সং. বি (= বিভিন্ন) + অধিকরণ]। বি. **ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি**—(ব্যাক.) যে বহুব্রীহিসমাসে সমস্যমান পদদ্বয় বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত, যেমন—খড়্গহস্ত।

ব্যপদেশ—বি. ছল, ছুতা, অছিলা ; ইঙ্গিত ; কুল, বংশ ; নামোল্লেখ ; (বাং.) প্রয়োজন (কার্যব্যপদেশে)। [সং.]। বিণ. **ব্যপদিষ্ট**—ব্যপদেশযুক্ত। বিণ. **ব্যপদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—ছলকারী, ভানকারী ; কপটী ; নামোল্লেখকারী।

ব্যপনয়ন—বি. প্রত্যাখ্যান ; অপসারণ। [সং. বি + অপনয়ন]। বিণ. **ব্যপনীত**—ব্যপনয়ন করা হইয়াছে এমন।

ব্যপহরণ—বি. স্বীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষিত অপরের (সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানাদির) অর্থাদি আত্মসাৎ করণ, defalcation [স. প.]। [সং. বি + অপহরণ]।

ব্যবকলন—বি. বিয়োগ, বাদ দেওয়া। [সং. বি + অব + √কল্‌ + অন (ভা)]। বিণ. **ব্যবকলিত**—বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন।

ব্যবচ্ছেদ—বি. বিশ্লেষণ বা পৃথক্‌করণ ; পরীক্ষার জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগকরণ, dissection (শবব্যবচ্ছেদ)। [সং. বি + অব + √ছিদ্‌ + অ (ভা)]। বিণ. **ব্যবচ্ছিন্ন**—ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে এমন ; বিশ্লেষিত।

ব্যবধান, (বিরল) **ব্যবধা**, **ব্যবধি**—বি. (মধ্যবর্তী) দূরত্ব (শত বৎসরেরর বা ক্রোশের ব্যবধান) ; অন্তরাল (প্রাচীরের ব্যবধান) ; আবরণ ; তিরোধান। [সং.]।

নিরাপদ ব্যবধান—যতটা ব্যবধান থাকিলে বিপদের আশঙ্কা থাকে না (ইং. safe distance-এর অনুবাদ)।

ব্যবসা, ব্যাবসা—ব্যবসায়-এর কথ্য রূপ (ব্যাবসা-বাণিজ্য, ব্যাবসাদার)। বিণ. বি. **~দার**—ব্যবসা করে এমন, ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়—বি. পেশা, জীবিকা, বৃত্তি; কারবার, বাণিজ্য; উদ্যম, যত্ন; অনুষ্ঠান; ব্যবহার; অভিপ্রায়। [সং.]। বিণ. বি. **ব্যবসায়ী** (-য়িন্)—ব্যবসাদার; বণিক্, সওদাগর; নির্দিষ্ট কর্মে দক্ষ; উদ্যোগী, উদ্যমী; অনুষ্ঠানকারী। বিণ. **ব্যবসিত**—উদ্যত, চেষ্টাযুক্ত; চেষ্টিত; অনুষ্ঠিত; স্থিরীকৃত।

ব্যবস্থা—বি. বন্দোবস্ত (বসিবার ব্যবস্থা), আয়োজন (গানের ব্যবস্থা); যোগাড়, (চাকরির ব্যবস্থা); বিধান (শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা); আইন, নিয়ম (ব্যবস্থানুসারে); কার্য-বিধি; শৃঙ্খলা; পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থাপন; স্থিতি; স্থিরত্ব। [সং. বি+অব+√স্থা+অ (ভা)+আ]। বি. **~ন**—অবস্থান। ক্রি. **ব্যবস্থা দেওয়া**—ঔষধ পথ্য প্রভৃতি সেবন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া; পাপাদির প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেওয়া। বি. **~শাস্ত্র**—স্মৃতিশাস্ত্র, আইন। বিণ. **ব্যবস্থিত**—ব্যবস্থা করা হইয়াছে এমন, ব্যবস্থাযুক্ত, স্থিরীকৃত; পৃথক্কৃত; বিশেষরূপে স্থিত, অবস্থিত; নিযুক্ত।

ব্যবস্থাপন—বি. নিয়ম বিধান বা আইন-প্রণয়ন; সংস্থাপন। [সং. বি+অব+√স্থা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. বি. **ব্যবস্থাপক**—নিয়ম বিধান বা আইন গঠন-কারী, legislative বা legislator (ব্যবস্থাপক সভা, Legislative Assembly); নিয়ামক, বিধায়ক, পরিচালক (সভার বা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক)। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **ব্যবস্থাপিকা**। বিণ. **ব্যবস্থাপিত**—ব্যবস্থাপন করা হইয়াছে এমন, নির্ণীত।

ব্যবহার—বি. আচরণ (বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার); আইন (ব্যবহারজীবী); মকদ্দমা; বিষয়কর্ম; বাণিজ্য; প্রথা, রীতি, আচার; প্রয়োগ (ঔষধ ব্যবহার); (পরিধানাদি) কাজে নিয়োগ (টুপি ব্যবহার); উপহার, লৌকিকতার জন্য প্রদত্ত বস্তু, ব্যাভার। [সং. বি+অব+√হৃ+অ (ভা)]। বি. **~জীবী** (-বিন্), **ব্যবহারাজীব**—ব্যারিস্টার উকিল মোক্তার প্রভৃতি আইনজীবী। বি. **~দেশক**—আইনজীবিবিশেষ, অ্যাটর্নি (attorney) বা সলিসিটার (solicitor) [স. প.]। বি. **~শাস্ত্র**—আইনগ্রন্থ; স্মৃতিশাস্ত্র। বিণ. **ব্যবহারিক, ব্যাব-হারিক**—ব্যবহার-সম্বন্ধীয়, কাজে লাগান যায় এমন, applied; আইন-বিষয়ক, বিষয়কর্ম-সম্বন্ধীয়, সাং-সারিক (ব্যবহারিক জীবন); প্রথানুযায়ী; (দর্শ.) অবাস্তব অথচ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল্য আছে এমন (ব্যাবহারিক জগৎ, ব্যাবহারিক সত্য)। বিণ. **ব্যবহর্তব্য, ব্যবহার্য**—ব্যবহারযোগ্য; ব্যবহার করিতে হইবে এমন। বিণ. **ব্যবহর্তা** (-র্তৃ)—ব্যবহারকারী; বিচারক। বিণ. **ব্যব-হৃত**—ব্যবহার করা হইয়াছে এমন।

ব্যবহিত—বিণ. ব্যবধানে অবস্থিত, ব্যবধানবিশিষ্ট; অন্তরিত, দূরীকৃত; আচ্ছাদিত; অন্তর্হিত। [সং. বি+অব+√ধা+ত]।

ব্যবহৃত—ব্যবহার দ্রঃ।

ব্যভিচার—বি. অন্যায় বা গর্হিত আচরণ; কপট আচার (বিনয়ের বা সৌজন্যের ব্যভিচার); স্খলন; স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ যৌনসম্পর্ক। [সং. বি+অভিচার]। **ব্যভিচারী** (-রিন্)—(১) বিণ. ব্যভিচারকারী; অন্যথা-চারী; (দর্শ.) অব্যাপ্ত; অতিব্যাপ্ত। (২) বি. (অল.) রসসৃষ্টির ব্যাপারে স্থায়িভাবের পুষ্টি-সাধক অস্থায়ী ভাব-বিশেষ। বিণ. (স্ত্রী.) **ব্যভিচারিণী**।

ব্যয়—বি. খরচ; ক্ষয় (শক্তিব্যয়); অপচয়, ক্ষয় (জীবন ব্যয় করা); প্রয়োগ (বুদ্ধিব্যয়)। [সং. বি+√ই+অ (ভা)]। বিণ. **~কুণ্ঠ**—কৃপণ। বি. **~কুণ্ঠতা**। বি. **~ন**—খরচ করা, প্রাপ্য অর্থ-প্রদান, disbursement [স. প.]। বিণ. **~বহুল**—অধিক ব্যয়-সাপেক্ষ। বি. **~বহুলতা, ~বাহুল্য**। বি. **ব্যয়ব্যসন, ব্যয়ভূষণ**—ব্যয়াধিক্য। বিণ. **~সাধ্য, ~সাপেক্ষ**—(অধিক) টাকা খরচ না করিলে সাফল্যলাভ অসম্ভব এমন, (অত্যন্ত) খরচ করায় এমন। বিণ. **ব্যয়িত**—ব্যয় হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ. **ব্যয়ী** (-য়িন্)—ব্যয়কারী; খরচে।

ব্যর্থ—বিণ. বিফল, বৃথা; নিরর্থক; অসিদ্ধ, অকৃতকার্য (ব্যর্থ চেষ্টা, ব্যর্থ মনোরথ)। [সং. বি(=বিগত)+অর্থ (=প্রয়োজন)]। বি. **~তা**।

ব্যষ্টি—বি. পৃথক্ পৃথক্ বা স্ব স্ব ভাব; পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি (সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির বিলোপ), সমষ্টির বিপরীত। [সং. বি+√অশ্+তি (ভা, র্ম)]।

ব্যসন—বি. কামজ ও কোপজ দোষ (যেমন মদ্যপান কামুকতা দিবানিদ্রা পরনিন্দা মৃগয়া বৃথাভ্রমণ জুয়াখেলা নৃত্য গীত খেলাধুলা: এই দশপ্রকার কামজ এবং অত্যা-চার দুষ্টতা ক্ষতি প্রবঞ্চনা ঈর্ষা দ্বেষ কটূক্তি নিষ্ঠুরতা: এই অষ্টবিধ ক্রোধজ দোষ); চিত্তবিক্ষেপের কারণ, নেশা; পাপ; বিপদ্ [তু. 'উৎসবে ব্যসনে চৈব']; অমঙ্গল; বিকাশ। [সং.]। বিণ. **ব্যসনী** (-নিন্)—অতিরিক্ত অনুরাগবিশিষ্ট, তু. 'বিদ্যাব্যসনী'।

ব্যস্ত—বিণ. ব্যগ্র, ব্যাকুল, অস্থির (তুচ্ছ কারণে ব্যস্ত), উৎকণ্ঠিত, উদ্‌গ্রীব; ত্বরান্বিত; ব্যাপৃত, নিযুক্ত (কাজে ব্যস্ত থাকা); বিক্ষিপ্ত, বিভক্ত। [সং. বি+√অস্+ত (র্ম)]। বি. **~তা**। বিণ. **~বাগীশ** (ব্যঙ্গে)—মাত্রাতি-রিক্তভাবে ত্বরান্বিত হইয়া উঠে এমন। বিণ. **~সমস্ত**—অত্যন্ত ব্যস্ত, অস্থির।

ব্যাং—ব্যাঙ-এর বানানভেদ।

ব্যাংক—ব্যাঙ্ক-এর বানানভেদ।

ব্যাকরণ—বি. শব্দব্যুৎপাদক শাস্ত্র; কোন ভাষা বিশুদ্ধ-রূপে শিক্ষা করায় সহায়ক শাস্ত্র। [সং.]।

ব্যাকুল—বিণ. অত্যন্ত আকুল অস্থির, উদ্‌গ্রীব, ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত। [সং. বি+আকুল]। বিণ. (স্ত্রী.) **ব্যাকুলা**$_1$। বিণ. **ব্যাকুলা**$_2$—ব্যাকুল করা বা হওয়া। বি. **~তা**। বিণ. **ব্যাকুলিত**—ব্যাকুল। বিণ. (স্ত্রী.) **ব্যাকুলিতা**।

ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান—বি. বিশদ বিবরণ বা বর্ণনা; টীকা;

অর্থাদি প্রকাশ; বিশদ বিবরণ দান। [সং. বি+আ+√খ্যা+অ+আ]। বিণ. ~ত—ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন। বিণ. ~তা (-তৃ)—ব্যাখ্যাকর্তা। বিণ. ব্যাখ্যেয়—ব্যাখ্যাযোগ্য; ব্যাখ্যা করিতে হইবে এমন। বাখান, বাখানা দ্রঃ।

ব্যাগ—বি. চর্ম বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত থলি বা পেটিকা। [ইং. bag]।

ব্যাঘাত—বি. বিঘ্ন, বাধা (কাজের, ঘুমের, উৎসবের ব্যাঘাত)। [সং. বি+আ+√হন্+অ(ভা)]। বিণ. ~ক—ব্যাঘাতকারী; প্রতিবন্ধক।

ব্যাঘ্র—বি. অতি শক্তিশালী হিংস্র পশুবিশেষ, বাঘ, শার্দূল; (সমাসে উত্তরপদরূপে) শ্রেষ্ঠ প্রধান বা শক্তিমান্ ব্যক্তি (নরব্যাঘ্র)। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) ব্যাঘ্রী।

ব্যাঙ—বেঙ-এর বানানভেদ।

ব্যাঙ্ক—বি. টাকা গচ্ছিত রাখার ও লগ্নীর প্রতিষ্ঠানবিশেষ। [ইং. bank]।

ব্যাঙমা—বেঙমা-র বানানভেদ।

ব্যাজ১—বি. দল বা পেশা ইত্যাদি নির্দেশক তকমা। [ইং. badge]।

ব্যাজ২—বি. ছল ('কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি' : মধু.); কপটতা; বিঘ্ন; (বাং.) বিলম্ব; সুদ। [সং.]। বি. ~স্তুতি—কপট স্তুতি; (অল.) নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দারূপ অলঙ্কার (যেমন—'অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ' : ভা. চ.)। বি. ব্যাজোক্তি—ছলপূর্ণ কথা; (অল.) স্পষ্টরূপে প্রকাশিত বিষয়ের ছল দ্বারা গোপন।

ব্যাট—বি. খেলার বল চালনা করিবার জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠফলকবিশেষ। [ইং. bat]।

ব্যাটা—বেটা-র বানানভেদ।

ব্যাটারি—বি. বিদ্যুতের উৎপাদক বা সঞ্চালক যন্ত্র। [ইং. battery]।

ব্যাণ্ড—বি. ঐকতান-বাদন; ঐকতান-বাদনের দল। [ইং. band]। বি. ~মাস্টার—ঐকতান-বাদকদলের অধিকারী অর্থাৎ নেতা বা শিক্ষক। [ইং. bandmaster]।

ব্যাত্ত—ব্যাদান দ্রঃ।

ব্যাদড়া—বিণ. বেয়াড়া, দুষ্ট; কুৎসিত। [বেদাড়া দ্রঃ]।

ব্যাদত্ত—ব্যাদান দ্রঃ।

ব্যাদান—বি. বিস্তার; উদ্ঘাটন, খোলা; প্রসারণ (মুখব্যাদান)। [সং. বি+আ+√দা+অন(ভা)]। বিণ. (অশু.) ব্যাদিত, (শু.) ব্যাত্ত, ব্যাদত্ত—বিস্তৃত; উদ্ঘাটিত; প্রসারিত (ব্যাত্তানন=হাঁ-করা মুখ)।

ব্যাধ—বি. শিকারী জাতিবিশেষ; পশুপক্ষিবধকারী। [সং. √ব্যধ্+অ(র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) ব্যাধিনী।

ব্যাধি—বি. রোগ, দৈহিক অপটুতা, পীড়া (তু. আধি)। [সং. বি+আ+√ধা+ই(ণে)]। বিণ. ~ত—ব্যাধিগ্রস্ত। বি. ~মন্দির—রোগের আলয়; শরীর, দেহ।

ব্যান১—বেহান-এর গ্রা. রূপ।

ব্যান২—বি. শরীরের পঞ্চবায়ুর অন্যতম। [সং.]।

ব্যান্নন—বি. ব্যঞ্জন, রাঁধা তরকারী। [সং. ব্যঞ্জন]।

ব্যাপক—বিণ. ব্যাপনশীল, যাহা সঙ্কীর্ণ নয় (শব্দের ব্যাপক অর্থ), ব্যাপ্তিযুক্ত, বহুদূরবিস্তৃত; বহু বিষয়ের উপর প্রসারিত (ব্যাপক আলোচনা বা দৃষ্টিভঙ্গি)। [সং. বি+আপ্+অক(র্তৃ)]। ব্যাপিকা—(১) বিণ. ব্যাপক-এর স্ত্রীলিঙ্গে; (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে) প্রগল্ভ, চঞ্চলা, ধিঙ্গি। (২) বি. প্রগল্ভা ও চঞ্চলা নারী; ধিঙ্গি স্ত্রীলোক।

ব্যাপন—বি. ব্যাপ্তি, বিস্তার, প্রসারণ; আচ্ছাদন। [সং. বি.+√আপ্+অন(ভা)]।

ব্যাপা (কথ্য ভাষায়)—(১) ক্রি. ব্যাপ্ত হওয়া, ছড়ানো, বিস্তৃত হওয়া (সারা দিন ব্যেপে বৃষ্টি, দেশ ব্যেপে গুজব)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. বি+√আপ্+বাং. আ.]।

ব্যাপাদন—বি. বধ, হত্যা। [সং. বি+আ+√পদ্+ণিচ্+অন(ভা)]। বিণ. ব্যাপাদিত—নিহত।

ব্যাপার—বি. ঘটনা (বিষম ব্যাপার); অনুষ্ঠান (বিবাহ-ব্যাপার); বিষয় (সাংসারিক ব্যাপার); ব্যবসায়, বাণিজ্য; নিয়োগ। [সং. বি+আ+√পৃ+অ(ভা)]। বিণ. ব্যাপারি (-রিন্)—ব্যবসায়ী।

ব্যাপিকা—ব্যাপক দ্রঃ।

ব্যাপী (-পিন্)—বিণ. ব্যাপক, প্রসারী (সপ্তাহব্যাপী উৎসব), ব্যাপ্তিশীল (বহুদূরব্যাপী)। [সং. বি+√আপ্+ইন্(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) ব্যাপিনী।

ব্যাপৃত—বিণ. নিযুক্ত, রত (অধ্যাপনাকর্মে ব্যাপৃত)। [সং. বি+আ+√পৃ+ত(র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) ব্যাপৃতা। বি. ব্যাপৃতি—নিযুক্ত হওয়া বা রত থাকার ভাব।

ব্যাপ্ত—বিণ. বিস্তৃত, প্রসারিত; আচ্ছন্ন; পরিপূর্ণ। [সং. বি+√আপ্+ত(র্ম)]। বি. ব্যাপ্তার্থ—প্রসারিত অর্থ বা মানে; যে মানে টানিয়া করা হইয়াছে। বি. ব্যাপ্তি—বিস্তৃতি, প্রসার; আবরণ; (দর্শ.) ব্যাপ্যের সহিত ব্যাপকের নিত্য সম্বন্ধ, invariable concomitance।

ব্যাবর্তন—বি. প্রত্যাবর্তন, আবর্তন, প্রত্যাবর্তিত বা আবর্তিত করা; (বিজ্ঞা.) মোচড়। [সং. বি+আ+√বৃৎ, বৃৎ-ণিচ্+অন(ভা)]। বিণ. ব্যাবর্তক—পৃথক্কারক। বিণ. ব্যাবর্তিত—প্রত্যাবৃত্ত; প্রত্যাবর্তিত, আবর্তিত; মোচড়ান হইয়াছে এমন। বিণ. ব্যাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, নিবৃত্ত; খণ্ডিত; নিরাকৃত। বি. ব্যাবৃত্তি—ব্যাবর্তন।

ব্যাবসা—ব্যবসা-র বানানভেদ।

ব্যাবহারিক—ব্যবহার দ্রঃ।

ব্যাবৃত্ত, ব্যাবৃত্তি—ব্যাবর্তন দ্রঃ।

ব্যাভার—ব্যবহার-এর কথ্য রূপ। বি. ~বেনে—ব্যবসাদার বেনে; যে বেনে তেজারতি কারবার করে।

ব্যাম—বি. বাঁও, প্রসারিত বাহুদ্বয়ের একখানির অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপরখানির অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত মাপ। [সং.]।

ব্যামো—বি. ব্যাধি, পীড়া, রোগ (শক্ত ব্যামো)। [সং. ব্যামোহ]।

ব্যামোহ—বি. অজ্ঞানতা; বিমূঢ়তা, অতিমূঢ়তা। [সং. বি+আ+ √মুহ্ +অ(ভা)]।

ব্যারয়াম, ব্যারাম—বি. রোগ, ব্যাধি, পীড়া। [কা. বে-+আরাম২ দ্র:]। বিণ.বি. **ব্যারয়ামী**—রোগগ্রস্ত, পীড়িত (ব্যক্তি)।

ব্যায়াম—বি. স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত অঙ্গচালনা অথবা পরিশ্রম। [সং. বি- +আয়াম১]। বি. **~চর্চা**—ব্যায়ামের অনুশীলন, ব্যায়াম করা। বি. **~বীর**—ব্যায়ামে বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি। বি. **ব্যায়ামাগার**—ব্যায়ামচর্চার জন্ত নির্দিষ্ট কক্ষ বা বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান।

ব্যারিস্টার—বি. বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যবহারজীবিবিশেষ। [ইং. barrister]। বি. **ব্যারিস্টারি**—ব্যারিস্টারের কার্য।

ব্যাল—বি. সর্প; হিংস্র জানোয়ার। [সং.]।

ব্যালোল—বিণ. বিলোল; অতিশয় চঞ্চল; ব্যাকুল। [সং. বি+আলোল]।

ব্যাস—বি. (১) বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া দুইদিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখা; বৃত্তের সর্বাধিক প্রস্থ; বিভাগ; বিস্তার। বি. (২) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বেদব্যাস। [সং.]। বি. **ব্যাসার্ধ**—বৃত্তের পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত সরলরেখা, ব্যাসের অর্ধাংশ।

ব্যাসকূট—বি. বেদব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ; দুর্বোধ্য লেখা। [সং. (বেদ-) ব্যাস+কূট দ্র:]।

ব্যাসক্ত—বিণ. অতিশয় আসক্ত; সংলগ্ন। [সং. বি+আসক্ত]। বি. **ব্যাসক্তি**।

ব্যাসবাক্য—বি. (ব্যাক.) বিগ্রহবাক্য, সমাসবদ্ধ পদসমূহের অর্থপ্রকাশক বাক্য (যেমন, পীতাম্বর=পীত অম্বর যাহার]। [সং.]।

ব্যাসার্ধ—ব্যাস দ্র:।

ব্যাহত—বিণ. বাধাপ্রাপ্ত; নিবারিত; বিফলীকৃত। [সং. বি+আহত]।

ব্যাহৃতি—বি. উক্তি; মন্ত্রাঙ্গবিশেষ (=ভূ: ভুব: স্ব:)। [সং. বি+আ+ √হৃ+তি]।

ব্যুৎক্রম—বি. ক্রমবিপর্যয়, ব্যতিক্রম, অনিয়ম। [সং. বি+উৎক্রম]। বিণ. **ব্যুৎক্রান্ত**—অতিক্রান্ত, বিগত।

ব্যুৎপত্তি—বি. জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বোধ; পারদর্শিতা; গভীর পাণ্ডিত্য (শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি); (ব্যাক.) শব্দের 'প্রকৃতি' ও 'প্রত্যয়'-বিভাগ। [সং. বি+উৎপত্তি]। বিণ. **~গত**—(শব্দের) প্রকৃতিপ্রত্যয় হইতে লব্ধ (ব্যুৎপত্তিগত অর্থ)। বিণ. **ব্যুৎপন্ন**—জ্ঞানী; পণ্ডিত (গণিতে ব্যুৎপন্ন); (ব্যাক.) প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি যোগে উৎপন্ন। বিণ. **ব্যুৎপাদক**—ব্যুৎপত্তি-দানকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **ব্যুৎপাদিকা**। বিণ. **ব্যুৎপাদিত**—ব্যুৎপন্ন হইয়াছে এমন।

ব্যূঢ়—বিণ. বিবাহিত (তু. অব্যূঢ়া কন্যা), স্ফীত, প্রসারিত, বিস্তৃত (ব্যূঢ় বক্ষ:স্থল); (ব্যূহাদি) বিন্যস্ত, সংস্থাপিত (ব্যূহ-ও দ্র:)। [সং. বি+ √বহ্ +ত(র্ম)]। বিণ. **ব্যূঢ়োরস্ক**—বিশাল বক্ষ:স্থলবিশিষ্ট।

ব্যূহ—বি. যুদ্ধার্থে কৌশলসহকারে সৈন্যবিন্যাস। [সং.]। বিণ. ব্যূহিত, ব্যূঢ়—ব্যূহাকারে বিন্যস্ত। বি. **~নির্মাণ**—ব্যূহ রচনা।

ব্যোম—বি. আকাশ, শূন্য; (আল.) ফাঁকি। [সং.]। বি. **~কেশ**—শিব। **ব্যোমচারী** (-রিন্)—(১) বিণ. আকাশপথে যায় এমন। (২) বি. দেবতা; বৈমানিক। বি. **~যাত্রা**—বিমানপোতে চড়িয়া শূন্যে ভ্রমণ। বি. **~যান**—আকাশগামী যান, বিমান, এরোপ্লেন।

ব্রঙ্কাইটিস—বি. শ্লেষ্মাদিজনিত শ্বাসনালীর প্রদাহ-রোগবিশেষ। [ইং. bronchitis]।

ব্রজ—বি. গোষ্ঠ (ব্রজবিহারী); পথ ('বৃন্দাবনের ব্রজে ব্রজে', পদব্রজে); সমূহ ('গিরিব্রজ'=রাজগির); শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি বলিয়া বর্ণিত মথুরার নিকটবর্তী গ্রামবিশেষ (সচ. **ব্রজধাম**)। [সং. √ব্রজ্(=গতি)+অ(ধি)]।। বি **~কিশোর, ~দুলাল, ~বল্লভ, ~মোহন, ~রাজ, ~সুন্দর**—শ্রীকৃষ্ণ। বি.(স্ত্রী.) **~কিশোরী, ~সুন্দরী**—শ্রীরাধা। বি. **~বুলি**—বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাচীন মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট মিশ্রভাষাবিশেষ। বি. **~ভাষা**—হিন্দীভাষার শাখাবিশেষ। বি. **~লীলা**—ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা। বি. **ব্রজাঙ্গনা**—ব্রজগ্রামের অধিবাসিনী গোপনারী। বি. **ব্রজেশ্বর**—শ্রীকৃষ্ণ। বি. **ব্রজেশ্বরী**—রাধিকা। বি. **ব্রজ্যা**—ভ্রমণ, পর্যটন।

ব্রণ—বি. ফোড়া, ফুস্কুড়ি; ঘা। [সং.]।

ব্রত—বি. পুণ্যলাভ ইষ্টলাভ পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্ত অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য, ধর্মানুষ্ঠান; তপস্যা; সংযম। [সং. √বৃ+অত(র্ম)]। বি. **~কথা**—যে-দেবতার আরাধনাকল্পে ব্রত করা হয়, সেই দেবতার মাহাত্ম্য-কাহিনী। **~চারী** (-রিন্)—(১) বিণ.বি. ব্রতপালনকারী। (২) বি. গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক প্রবর্তিত নৃত্যবিশেষ; উক্ত নৃত্যের নর্তক। স্ত্রী. **~চারিণী**। বিণ. **~ধারী** (-রিন্), **ব্রতী** (-তিন্)—ব্রতচারী (পুণ্যকর্মে ব্রতী)। বিণ.(স্ত্রী.) **~ধারিণী, ব্রতিনী**।

ব্রততী, ব্রততি—বি. লতা। [সং.]।

ব্রহ্ম১—বি. বর্মা দেশ।

ব্রহ্ম২ (-হ্মন্)—বি. নিগুর্ণ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, পরম তত্ত্ব (ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মনির্বাণ), তপস্যা, বেদ (ব্রহ্মচর্য), ওঙ্কার(=ব্রহ্মের শব্দ-প্রতীক)। [সং. √বৃহ্ (=বৃদ্ধি)+মন্(র্ত্)]। বি. **~চর্য**—বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং পবিত্র জীবনযাপন। বি. **~চর্যাশ্রম**—হিন্দুশাস্ত্রানুমত জীবনের প্রথম অবস্থা। বিণ. বি. **~চারী** (-রিন্)—ব্রহ্মচর্যপালনকারী; উপনয়নান্তে গুরুগৃহে অধ্যয়নরত ব্রাহ্মণকুমার। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **~চারিণী**। বিণ. **~জ্ঞ**—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। বি. **~জ্ঞান**—ব্রহ্মের স্বরূপসম্বন্ধীয় জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। বিণ.বি. **~জ্ঞানী** (-নিন্)—ব্রহ্মজ্ঞানবিৎ; ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন; (বাং.) ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। **~ণ্য**—(১) বিণ. ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় বা তদুপযোগী (ব্রহ্মণ্য শক্তি)। (২) বি. ব্রহ্মতেজ; ব্রাহ্মণের হিতকারী দেব, নারায়ণ। বি. **~তালু**—মাথার চাঁদি; ব্রহ্মরন্ধ্রের

উপরিভাগ। বি. ~তেজঃ (-জস্), (চলিত) ~তেজ—ব্রহ্মজ্ঞানজনিত শক্তি; ব্রাহ্মণের শক্তি। বি. ~ত্ব—ব্রহ্মের বা ব্রহ্মতুল্য ভাব বা পদ। বি. ~ত্র, ~ত্রা—ব্রহ্মোত্তর। বি. ~দেব—নারায়ণ, বিষ্ণু। বি. ~দৈত্য, ~পিশাচ, ~রাক্ষস—ব্রাহ্মণের প্রেতযোনি। বি. ~নাভ—বিষ্ণু। বি. ~পুরী—ব্রহ্মার বাসস্থান; পুরাণোক্ত সপ্তলোকের মধ্যে উচ্চতম লোক; স্বর্গ। বি. ~বন্ধু—হীন বা পতিত ব্রাহ্মণ। বিণ. ~বাদী (-দিন্)—ব্রহ্মবিদ্যার বক্তা; বেদাধ্যায়ী; ব্রহ্মজ্ঞানী; বৈদান্তিক। বিণ.(স্ত্রী.) ~বাদিনী। বি. ~বিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান বা তদ্‌বিষয়ক শাস্ত্র। বি. ~বিহার—(বৌ. শা.) সর্ব অবস্থায় বিশ্বজনীন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা অর্থাৎ অন্যের সুখে সুখবোধ ও উপেক্ষা: এই চারি প্রকার ভাবনা, যাহা বৌদ্ধমতে ব্রহ্মলোকে যাইবার উপায়। বি. ~বৈবর্ত—অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। বি.(স্ত্রী.) ~ময়ী—কালিকাদেবী। বি. ~রন্ধ্র—ব্রহ্মতালুর কেন্দ্র বা কেন্দ্রবর্তী ছিদ্র, জীবাত্মার শাস্ত্রোক্ত নিষ্ক্রমণ-পথ। বি. ~র্ষি—ঋষি-ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মর্ষি দেশ—নিম্নে বর্ণিত 'ব্রহ্মাবর্ত'-র সংলগ্ন প্রাচীন দেশ। বি. ~লোক—ব্রহ্মপুরী-র অনুরূপ। বি. ~শাপ—ব্রাহ্মণের অভিশাপ। বি. ~শিরঃ, (চলিত) ব্রহ্মশির, ~শিরা—পুরাণোক্ত অস্ত্রবিশেষ। বি. ~সংহিতা—চৈতন্যদেব কর্তৃক দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত বৈষ্ণবগ্রন্থবিশেষ: ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক বৈদিক গ্রন্থ। বি. ~সঙ্গীত—ব্রহ্মের উপাসনামূলক সঙ্গীত। বি. ~সাবর্ণি—দশম মনু। বি. ~সূত্র—পৈতা, উপবীত; বাদরায়ণ-কৃত বেদান্তসূত্র। বি. ~স্ব—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। বি. ~হত্যা—ব্রাহ্মণবধ।

ব্রহ্মডাঙা—বি. অনুর্বর উচ্চভূমি। [তু. ব্রহ্ম₂ + ডাঙা]।

ব্রহ্মা (-ব্রহ্মন্)—বি. বিষ্ণু ও শিবের সমকক্ষ প্রধান দেবতা, সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, চতুরানন, কমলাসন, প্রজাপতি, বিরিঞ্চি, হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভু, লোকপিতামহ। [সং. √বৃহ্ + মন্(র্তৃ)]। বি. ~ণ্ড—নিখিল বিশ্ব। বি.(স্ত্রী.) ~ণী—ব্রহ্মার পত্নী বা শক্তি। বি. ~রণ্য—বেদাধ্যয়নের জন্য প্রকৃষ্ট পৌরাণিক স্থান। বি. ~স্ত্র—ব্রহ্মতেজোময় পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ।

ব্রহ্মাবর্ত—বি. কুরুক্ষেত্রের নিকটে এবং সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন দেশ।

ব্রহ্মোত্তর—বি. ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। [সং. ব্রহ্মত্র]।

ব্রাণ্ডি—ব্র্যাণ্ডি-র বানানভেদ।

ব্রাত্য—বিণ. পতিত, ব্রতভ্রষ্ট; যথাকালে উপনয়ন হয় নাই এমন। [সং. ব্রাত (=হীনজাতিসমূহ) + য (সদৃশ-অর্থে)]।

ব্রাহ্ম—(১) বিণ. ব্রহ্মসম্বন্ধীয়; ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। (২) (বাং.) বি. ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। [সং. ব্রহ্মন্ + অ]। বি. ~ধর্ম—রামমোহন রায়ের ভাবধারানুসারী একেশ্বরবাদী ধর্মবিশেষ। বি. ~বিবাহ—বরকে আহ্বানপূর্বক যথাবিধি কন্যাদান; ব্রাহ্মধর্মের নিয়মানুসারে বিবাহ। বি. ~মুহূর্ত—সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ডকাল। বি. ~সমাজ—ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের সম্প্রদায়। বিণ. ~সমাজী—ব্রাহ্মসমাজভুক্ত; ব্রাহ্মসমাজগত।

ব্রাহ্মণ—বি. ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি; দ্বিজশ্রেষ্ঠ বা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; বিপ্র, বামুন; পুরোহিত; বেদের 'মন্ত্র'-ব্যতিরিক্ত অংশ (যথা, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ)। [সং. ব্রহ্মন্ + অ]। বি. (স্ত্রী.) ব্রাহ্মণী। বি. ~ত্ব—ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বা পালনীয় ধর্ম। বি. ~ভোজন—ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণপূর্বক খাওয়ানো। বি. ~সমাজ—ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। বি. ব্রাহ্মণ্য—ব্রাহ্মণত্ব; ব্রাহ্মণের ধর্ম; ব্রাহ্মণসমাজ।

ব্রাহ্মিকা—বি. ব্রাহ্ম নারী। [বাং. ব্রাহ্ম + ইকা]।

ব্রাহ্মী—(১) বিণ. ব্রহ্মসম্বন্ধীয়া; ব্রহ্মজা। (২) বি. ব্রহ্মার শক্তি, মাতৃকাবিশেষ; বাগ্‌দেবী; ভাষা; ভারতের প্রাচীন লিপিবিশেষ; (ঔষধরূপে ব্যবহৃত) শাকবিশেষ। [সং. ব্রাহ্ম + ঈ]।

ব্রিজ—বি. সেতু, পোল; তাসখেলাবিশেষ। [ইং. bridge]।

ব্রিটিশ—(১) বিণ. গ্রেট ব্রিটেন সম্বন্ধীয়। (২) বি. ব্রিটেনের অধিবাসী। [ইং. British]।

ব্রীড়া—বি. লজ্জা। [সং. √ব্রীড্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. ব্রীড়িত—লজ্জাযুক্ত; লজ্জিত।

ব্রীহি—বি. আশুধান্য, ধান্য। [সং.]।

ব্রোচ, ব্রুচ—বি. সেফটি-পিনজাতীয় অলঙ্কারবিশেষ। [ইং. brooch]।

ব্র্যাকেট—বি. ঘরের দেওয়ালসংলগ্ন তাকবিশেষ; (গণি.) বন্ধনী-চিহ্নবিশেষ। [ইং. bracket]।

ব্র্যানডি, ব্র্যাণ্ডি, ব্র্যাণ্ডী—বি. আঙুরের রস হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। [ইং. brandy]।

ব্লটিং—বি. শোষক কাগজ, চোষকাগজ। [ইং. blotting paper]।

ব্লাউজ—বি. মেয়েদের জামাবিশেষ। [ইং. blouse]।

ব্ল্যাকবোর্ড—বি. বিদ্যালয়াদিতে (প্রধানতঃ খড়ি দিয়া) লিখনকার্যে ব্যবহৃত কৃষ্ণবর্ণ তক্তাবিশেষ। [ইং. blackboard]।

ভ

ভ₁—বাঙ্গালা ভাষার চতুর্বিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ।

ভ₂—বি. নক্ষত্র; গ্রহ। [সং. √ভা + অ (র্তৃ)]। বি. ~গোল, ~চক্র, ~পঞ্জর, ~মণ্ডল—(জ্যোতিষ.) রাশিচক্র।

ভইষ, ভঁইষ, ভইস, ভঁইস—বি. মহিষ। [হি. <সং. মহিষ]। বিণ. ভইষা, ভঁইষা, ভইসা, ভঁইসা, ভয়ষা, ভঁয়ষা, ভয়সা, ভঁয়সা—মহিষদুগ্ধজাত (ভয়সা ঘি); মহিষবাহিত (ভইষা গাড়ি)।

ভক, ভক্—অব্য. ধূম গন্ধ বমি প্রভৃতির সহসা বেগে নির্গত হওয়ার ভাবপ্রকাশক।

ভকত, ভকতি—ভক্ত ও ভক্তি-শব্দের কোমল রূপ।

ভক্ত—(১) বিণ. ভক্তিমান্ (মাতৃভক্ত); পূজাকারী (কালী-

ভক্ত), প্রীতিবিশিষ্ট (চায়ের ভক্ত, শক্তের ভক্ত)। (২) বি. ঐরূপ ব্যক্তি। [সং. √ভজ্‌+ত(র্ম)]। বিণ. ~**বৎসল**—ভক্তের প্রতি অনুরক্ত। বি. বিণ. ~**বাঞ্ছাকল্পতরু**—যিনি স্বর্গের কল্পতরুর ন্যায় ভক্তের সকল কামনা পূরণ করেন। বিণ. ~**বিটেল**—কপট ভক্ত, ভণ্ড। বিণ. **ভক্তাগ্রগণ্য**—প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বিণ. **ভক্তাধীন**—ভক্তের বশীভূত।

ভক্তি—বি. ঈশ্বর বা পূজ্য ব্যক্তির প্রতি সুগভীর অনুরাগ, শ্রদ্ধা। [সং. √ভজ্‌+তি (ভা)]। বি. ~**গ্রন্থ**—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির সার্থকতা বিষয়ক বা ভক্তি-উৎপাদক গ্রন্থ। বি. ~**চিহ্ন**—ভক্তির লক্ষণ। বি. ~**তত্ত্ব**—ভক্তি-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। বি. ~**পথ**, ~**মার্গ**—ভক্তিবলে মোক্ষলাভের উপায়। বি. ~**বাদ**—জ্ঞান-কর্ম ব্যতিরেকে কেবল ভক্তিদ্বারা সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায়: এই দার্শনিক মত। বিণ. ~**বিহ্বল**—ভক্তিতে আত্মহারা। বি. ~**বিহ্বলতা**। ক্রি-বিণ. ~**ভরে**—ভক্তির সহিত। বিণ. ~**মান্‌** (-মৎ)—ভক্ত; ভক্তিযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~**মতী**। বিণ. ~**মূলক**—ভক্তিসম্বন্ধীয়। বি. ~**যোগ**—ভক্তিবলে ঈশ্বরসাধনা। বি. ~**রস**—(অল.) সাহিত্যের নবরসের অন্যতম (অনেকের মতে)।

ভক্ষণ—বি. ভোজন, আহার, খাওয়া। [সং. √ভক্ষ্‌+অন (ভা)]। বিণ. বি. **ভক্ষক**—ভক্ষণকারী, খাদক ('যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক')। **ভক্ষণীয়, ভক্ষ্য**—(১) বিণ. ভক্ষণযোগ্য, আহার্য। (২) বি. খাদ্যদ্রব্য। বিণ. **ভক্ষিত** খাওয়া হইয়াছে এমন, খাদিত। বি. **ভক্ষ্যাবশেষ**—ভোজনের পরে খাদ্যের যে অংশ (প্রধানতঃ ভোজন-পাত্রে) পড়িয়া থাকে, ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য। **ভক্ষ্যাভক্ষ্য**—(১) বি. শাস্ত্রানুসারে আহারের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বস্তু, খাদ্যাখাদ্য। (২) বিণ. আহারের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত।

ভগ—বি. ঐশ্বর্য (=ঈশ্বরত্ব) বীর্য (=সর্বশক্তি) যশঃ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্য: এই ছয় গুণ (ভগবান্‌): মাহাত্ম্য; সৌভাগ্য; সৌন্দর্য (সুভগ): ধর্ম; স্ত্রী-যোনি (ভগাঙ্কুর); মলদ্বার (ভগন্দর)। [সং. √ভজ্‌+অ (র্ম)]।

ভগন্দর—বি. মলদ্বারে নালী-ঘা, anal fistula। [সং. ভগ+√দৄ+অ (র্তৃ)]।

ভগবতী—ভগবান্‌ দ্রঃ।

ভগবদারাধনা—বি. ঈশ্বরের উপাসনা। [সং. ভগবৎ+আরাধনা]।

ভগবদ্গীতা—বি. মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী সংবলিত গ্রন্থ (ইহার পুরা নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদ্‌', সংক্ষেপে 'গীতা')। [সং. ভগবৎ+গীতা]।

ভগবদ্দত্ত—বিণ. ভগবান্‌ কর্তৃক প্রদত্ত, ঐশ্বরিক। [সং. ভগবৎ+দত্ত]।

ভগবদ্ভক্ত—বিণ. ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্‌। [সং. ভগবৎ+ভক্ত]। বি. **ভগবদ্ভক্তি**—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

ভগবন্‌—বি. (সম্বোধনে) হে ভগবান্‌: হে প্রভু।

ভগবান্‌ (-বৎ)—(১) বি. পরমেশ্বর। (২) বিণ. ঐশ্বর্যাদি ষড়্‌গুণসম্পন্ন; পূজ্য, মান্য। [সং. ভগ+বৎ]। **ভগবতী**—(১) বি. (স্ত্রী.) দুর্গা। (২) বিণ. ঐশ্বর্যাদি ষড়্‌গুণ-সম্পন্না; মান্যা।

ভগিনী—বি. (স্ত্রী.) সহোদরা: বোন; সহোদরাস্থানীয়া নারী। [সং.]। বি. ~**পতি**—ভগিনীর স্বামী।

ভগোল—রাশিচক্র, ভ২ দ্রঃ।

ভগ্ন—বিণ. ভাঙ্গা: খণ্ডিত, চূর্ণিত (ভগ্নপাত্র); বক্র, কুব্জ (ভগ্নপৃষ্ঠ); জীর্ণ (ভগ্নগৃহ); স্বাস্থ্যহীন (ভগ্নদেহ): ব্যর্থ, নষ্ট (ভগ্নমনোরথ); দুঃখে অবসন্ন, হতাশ (ভগ্নহৃদয়); পরাজিত। [সং. √ভন্‌জ্‌+ত (র্ম)]। বিণ. ~**কণ্ঠ**—স্বরভঙ্গযুক্ত। বি. ~**দশা**—ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা। বি. ~**দূত**—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্বপক্ষের পরাজয়সংবাদ বহনকারী দূত। বি. ~**পাইক**—যে পাইক বা সৈনিক রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিয়া স্বীয় পরাজয়ের সংবাদ দেয়, ভগ্নদূত। বিণ. ~**প্রায়**—ধ্বংসোন্মুখ, প্রায় ভগ্ন হইয়াছে এমন। বি. ~**স্তূপ**—স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ। ~**স্বর**—(১) বিণ. গলার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন। (২) বি. ঐরূপ স্বর। বি. **ভগ্নাংশ**—ভগ্ন বা খণ্ডিত বস্তুর খণ্ড; (গণি.) ভগ্নাঙ্ক, fraction। বি. **ভগ্নাঙ্ক**—(গণি.) ১-এর অংশঘটিত বা ১-এর অপেক্ষা কম রাশি, ভগ্নাংশ। বি. **ভগ্নাবশেষ**—মূল বস্তুর ধ্বংসের পর যাহা পড়িয়া থাকে (অতীতের ভগ্নাবশেষ)। বিণ. **ভগ্নাবশিষ্ট**—ভগ্নাবশেষরূপে যাহা পড়িয়া থাকে। বি. **ভগ্নাবস্থা**—ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা।

ভগ্নী—ভগিনী-র অশু. অথচ প্রচলিত রূপ।

ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নোদ্যম—বিণ. উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে এমন, হতাশ। [সং. ভগ্ন+উৎসাহ, উদ্যম]।

ভঙ্গ—বি. ভাঙিয়া যাওয়া (উরুভঙ্গ, ধনুর্ভঙ্গ); রক্ষা না-করা (প্রতিজ্ঞাভঙ্গ), লঙ্ঘন (চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসভঙ্গ); হানি, নাশ (স্বাস্থ্যভঙ্গ): অবসান, সমাপ্তি (সভাভঙ্গ, নিয়মভঙ্গ): ভাঙ্গার ভাব, বক্রতা, ভাঁজ (ত্রিভঙ্গ); ভঙ্গি (ভ্রূভঙ্গ, তরঙ্গভঙ্গ); পরাজিত হইয়া পলায়ন (রণে ভঙ্গ দেওয়া): নিরসন; বাধা (ধ্যানভঙ্গ, তপোভঙ্গ); বিশৃঙ্খলা (ছত্রভঙ্গ); রচনা: তরঙ্গ। [সং. √ভন্‌জ্‌+অ]। বি. ~**কুলীন**—কৌলীন্যের বিধানসম্মত আচার লঙ্ঘনকারী কুলীন বা কুলীনবংশ। বি. ~**পয়ার**—পয়ার-ছন্দের প্রকারভেদ। বিণ. ~**প্রবণ**—সহজেই ভাঙ্গে এমন, ভঙ্গুর, পলকা, ঠুনকো।

ভঙ্গা—বি. ভাঙ্‌, সিদ্ধি। [সং. ভঙ্গ+আ]।

ভঙ্গি, ভঙ্গী—বি. ঢঙ, ধরন (চলার, বলার ভঙ্গি), অঙ্গবিন্যাস; মনোভাবসূচক অঙ্গচালনা (অঙ্গভঙ্গি), হাবভাব; চাতুরি (কত ভঙ্গি আর দেখাবে?); শোভা; রচনা, বিন্যাস। [সং. √ভঙ্গ্‌ (নামধাতু)+ই, ঈ]। বিণ. **ভঙ্গিম**—ভঙ্গিযুক্ত; বক্র, বঙ্কিম, কুটিল। বি. **ভঙ্গিমা**—ভঙ্গি; শৈলী, style, (রচনার ভঙ্গিমা); বক্রতা (ভঙ্গিমা করিয়া বলা)।

ভঙ্গিল—বিণ. ভঙ্গপ্রবণ: ভাঁজযুক্ত (ভঙ্গিল পর্বত)। [সং. ভঙ্গ+ইল]।

ভঙ্গুর—বিণ. ভঙ্গপ্রবণ, ঠুনকো ; ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর (ক্ষণভঙ্গুর জীবন)। [সং. √ভন্‌জ্‌+উর]। বি. ~তা।

ভচক্র—ভ₂ দ্রঃ।

ভজকট—বি. (প্রাদে.) ব্যাঘাত, ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা ; কষ্টসাধ্য আয়োজন ; ফেসাদ। [দেশী]।

ভজন—বি. দেবতার স্তুতি ও মহিমাকীর্তন ; আরাধনা, সেবাকরণ (ভজন-পূজন) ; (সঙ্গীতে) সঙ্গীতের শ্রেণীবিশেষ, যাহা গাহিয়া দেবতার স্তব করা হয়। [সং. ভজ্‌ +অন (ভা)]। বি. **ভজনা**—আরাধনা, উপাসনা। বি. **ভজনালয়**—উপাসনাগৃহ।

ভজমান—বিণ. ভজনা করিতেছে এমন, সেবমান ; বিভাজক। [সং. √ভজ্‌+মান (শানচ্‌) (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **ভজমানা**।

ভজা—(১) ক্রি. ভজনা করা, উপাসনা করা ; বরণ করা (প্রধানতঃ পতিরূপে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. ভজনাকারী (কর্তাভজা)। [সং. √ভজ্‌+বাং. আ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. উপাসনা করানো ; বরণ করানো ; সাক্ষ্য-প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করা (ভজিয়ে দিচ্ছি), মোকাবিলা করা ; (সচ. মন্দার্থে) পরামর্শ দিয়া সম্মত করানো বা স্বপক্ষে আনা ; প্রবর্তিত করা ; ফুসলান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. প্রবর্তিত বা ফুসলান হইয়াছে এমন।

ভজ্যমান—বিণ. উপাসিত হইতেছে এমন, সেব্যমান ; বিভক্ত হইতেছে এমন। [সং. √ভজ্‌+মান (শানচ্‌) (র্ম)]।

ভঞ্জন—(১) বি. ভঙ্গকরণ ; দূরীকরণ, নিবারণ (বিরোধভঞ্জন), নিরসন (মানভঞ্জন, সন্দেহভঞ্জন)। (২) বিণ. দূরকারী, নিরসনকারী (বিপদ্‌ভঞ্জন)। [সং. √ভন্‌জ্‌+ অন]। বি. **ভঞ্জক**—ভঞ্জনকারী।

ভঞ্জা—ক্রি. (কাব্যে) ভঞ্জন করা, ভাঙ্গা ; ঘুচান ; দূর করা ('দাসীর কলঙ্কভঞ্জ' : মধু.)। [সং. √ভন্‌জ্‌+বাং. আ]।

ভট—বি. সৈনিক, যোদ্ধা, প্রতিহারী। [সং.]।

ভটভট, ভটভট—অব্য. বুদ্‌বুদ ফাটিবার বা বায়ু বাহির হইবার শব্দ।

ভট্ট—বি. ভাট, স্তুতিপাঠক ; (প্রধানতঃ বেদজ্ঞ) পণ্ডিত ; অধ্যাপক। [সং.]। বি. ~**পল্লী**—পণ্ডিত-অধ্যুষিত স্থান ; ভাটপাড়া।

ভট্টাচার্য—বি. সুপণ্ডিত, বাঙালি ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। [সং. ভট্ট+আচার্য]। **কথার ভট্টাচার্য**—খুব কথা বলে এমন। বি. **ভট্টাচার্য-ব্রাহ্মণ**—পূজারি-ব্রাহ্মণ।

ভট্টারক—বি. পণ্ডিত ; ঋষি, মুনি ; (সংস্কৃত নাটকে উল্লেখে বা সম্বোধনে) রাজা ; রবি (ভট্টারকবার) ; দেবতা। [সং.]।

ভড়—বি. প্রচুর ভারবহনোপযোগী বড় নৌকাবিশেষ। [<সং. ভার]।

ভড়ং—বি. বাহ্য আড়ম্বর, চাল, বুজরুকি। [দেশী]। বিণ. ~**দার**—বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ, চটকদার।

ভড়ক—বি. ভড়ং, জাঁক। [দেশী]।

ভড়কা—ক্রি. হঠাৎ ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ বা নিবৃত্ত হওয়া (এ কথায় ভড়কে গেলাম) ; ঘাবড়াইয়া যাওয়া। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. ভড়কা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. ~**নি**—উক্ত অর্থে। [দেশী, তু. হড়কা]।

ভড়কাল—বিণ. বাহ্য আড়ম্বরযুক্ত, জমকালো। [ভড়ক দ্রঃ]।

ভড়ভড়, ভড়্‌ভড়্‌—অব্য. মাটি, জঞ্জাল ইত্যাদি সম্পর্কে অনুকার-শব্দ (কাদা বা পাঁক ভড়ভড় করছে)।

ভণা—ভনা-র বানানভেদ।

ভণিত—(১) বিণ. কথিত। (২) বি. কথন। [সং. √ভণ্‌ +ত (র্ম, ভা)]। **ভণিতা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) কথিতা। (২) (বাং.) বি. কাব্যের আরম্ভে বা শেষে কবির নামযুক্ত উক্তি ; (ব্যঙ্গে) কথাপ্রসঙ্গের অনাবশ্যক ভূমিকা।

ভণ্ড₁—বিণ. নষ্ট (তু. লণ্ডভণ্ড)। [ভণ্ডুল দ্রঃ]।

ভণ্ড₂—বি. বিণ. ভানকারী, শঠ ; কপট, ছদ্ম। [সং. √ভণ্ড্‌ (চুরাদি)+অ (র্তৃ, ভা)]। বি. ~**তা, ~ত্ব**। বি. ~**ন**—ভাঁড়ান, প্রবঞ্চনা। **ভণ্ডান, ভণ্ডানো**—(১) ক্রি. (কাব্যে) ঠকান, ভাঁড়ান, প্রবঞ্চনা করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **ভণ্ডামি, ভণ্ডাম, ভণ্ডামো**—ছল, ভান, চাতুরি, ভণ্ডতা।

ভণ্ডুল—বিণ. পণ্ড, ব্যর্থ, আগোছালো (সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল)। [দেশী]।

ভদন্ত—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্পর্কে প্রযোজ্য শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশেষণ। [সং.]।

ভদ্র—(১) বিণ. মার্জিতরুচি (ভদ্র বেশ), সদাচারসম্পন্ন (ভদ্র রীতি), শিষ্ট, সভ্য (ভদ্র লোক বা আচরণ, ভদ্র সমাজ, ভদ্রভাবে) ; উচ্চসমাজভুক্ত ; মঙ্গলজনক, হিতকর, সাধু। (২) বি. মঙ্গল, কল্যাণ, শিব। [সং. √ভন্দ্‌ (=কল্যাণ)+র (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) ~**ভদ্রা**। বি. ~**তা**—ভদ্র ভাব বা আচরণ। বি. ~**কালী**—দুর্গাদেবীর রূপভেদ। বিণ. ~**জনোচিত**—ভদ্রলোকসুলভ ; ভদ্রতাপূর্ণ। বি. ~**মহিলা**—ভদ্র বা ভদ্রবংশীয়া নারী। বি. ~**সন্তান**—ভদ্রবংশের লোক। বি. (বাং.) ~**স্থতা** —মঙ্গল। বি.(স্ত্রী.) **ভদ্রাণী**—শিবপত্নী দুর্গাদেবী। বি. **ভদ্রাসন**—(বাং.) বসতবাটী, বাস্তুভিটা। বি. **ভদ্রে**—ভদ্রমহিলাকে সম্বোধনসূচক শব্দ। বি. **ভদ্রেশ্বর**—শিবমূর্তিবিশেষ। বিণ. **ভদ্রোচিত**—ভদ্রতাসম্পন্ন ভদ্রলোকের উপযুক্ত।

ভনভন, ভন্‌ভন্‌—অব্য. মাছি প্রভৃতির গুঞ্জনধ্বনি।

ভনা—ক্রি. (কাব্যে) বলা ('কাশীরাম দাস ভনে')। [সং. √ভণ্‌+বাং. আ]।

ভপঞ্জর—ভ₂ দ্রঃ।

ভব—(১) বি. সত্তা, স্থিতি ; জন্ম, উৎপত্তি (পুনর্ভব—পুনর্জন্ম) ; প্রাপ্তি, ইহলোক, সংসার (ভব-বন্ধন), জগৎ (ভবলীলা, 'ভবের হাটে') ঈশ্বর ; শিব ; মঙ্গল, কল্যাণ। (২) বিণ. (সমাসে উত্তরপদরূপে) উৎপন্ন (ভস্তব)। [সং. √ভূ+অ]। বি. ~**কারা**—ইহলোকরূপ বা সংসাররূপ কারাগার। বিণ. ~**ঘুরে**—বিনা কাজে (জগতের) সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। বিণ. ~**তারণ**—সংসার-

বন্ধন হইতে মুক্তিদাতা, মোক্ষদাতা। **~তারিণী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) মোক্ষদাত্রী। (২) বি. দুর্গাদেবী। বি. **~ধব**—জগৎপতি। বি. **~নদী**—সংসাররূপ নদী। বি. **~পার**—সংসাররূপ সমুদ্র উত্তরণ, জীবজন্ম হইতে মুক্তি। বি. **যন্ত্রণা**—পার্থিব জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা। বি. **~পারাবার, ~সমুদ্র, ~সাগর, ~সিন্ধু**—সংসাররূপ সমুদ্র। বি. **~বন্ধন**—ইহলোকে অস্তিত্বের বন্ধন; পুনঃ পুনঃ জন্ম। বি. **~ভবন**—শিবের আলয়, কৈলাস; জগৎ, সৃষ্টি। বি. **~ভয়**—পৃথিবীতে জীবরূপে অবস্থানকালীন ভয়; পুনর্জন্মের ভয়। বি. **~ভার**—সাংসারিক ও জাগতিক দুঃখকষ্টের বোঝা। বি. **~মণ্ডল**—জগৎ, পৃথিবী, সৃষ্টি। বি. **~লীলা**—ইহজীবনের কার্য; সংসারের খেলা। বি. **~লোক**—পৃথিবী, মরজগৎ।

ভবদীয়—বিণ. আপনার, তোমার (স্নিগ্ধ সম্পর্কব্যঞ্জক)। [সং. ভবৎ+ঈয়]।

ভবন—বি. গৃহ ('শমন-ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম'), বাসস্থান; স্থিতি বা ভাব (ঘনীভবন)। বি. **~শিখী**—গৃহপালিত ময়ূর। [সং. √ভূ+অন]।

ভবাদৃশ—বিণ. আপনার ন্যায়। [সং. ভবৎ+√দৃশ্+অ (র্ম)]।

ভবানী—বি. শিবপত্নী দুর্গা। [সং. ভব+আনী]। বি. **~পতি**—শিব, মহাদেব।

ভবার্ণব—বি. সংসাররূপ সমুদ্র। [সং. ভব+অর্ণব]।

ভবিতব্য—বিণ. ঘটিবেই এমন, অবশ্যম্ভাবী। বি. নিয়তি (ভবিতব্য অখণ্ডনীয়)। [সং. √ভূ+তব্য (ভা)]। বি. **~তা**—অবশ্যম্ভাবিতা; ভাগ্যলিপি, অদৃষ্ট।

ভবিষ্য—(১) বিণ. ভাবী (আমাদের ভবিষ্য-বংশীয়), ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন। (২) বি. পুরাণবিশেষ। [সং. √ভূ+স্যতৃ (র্তৃ)]। বি. **~সূচনা**—পূর্বাভাস, ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন ঘটনার লক্ষণ।

ভবিষ্যৎ—(১) বিণ. ভাবী, আগামী, পরে ঘটিবে এমন (ভবিষ্যৎ উন্নতি)। (২) বি. ভাবী বা আগামী কাল; ভাবী অবস্থা, পরিণাম, আখের (তাহার ভবিষ্যৎ খুব খারাপ); ভাবী উন্নতির আশা (ভবিষ্যৎ খোয়ানো)। [সং. √ভূ+স্যতৃ (র্তৃ)]। বি. **ভবিষ্যদ্বক্তা** (-ক্তৃ)—যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা পূর্বেই বলে বা বলিতে পারে। বি. **ভবিষ্যদ্বাণী**—ভবিষ্যতে কি ঘটিবে সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে উক্তি।

ভবী—বি. নাছোড়বান্দা নারী (পুরুষের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়; যেমন—শম্ভুকে বুঝান বৃথা—ভবী ভোলবার নয়)। [সং. ভব+ঈ]।

ভবেশ—বি. মঙ্গলকর্তা শিব। [সং. ভব (=মঙ্গল)+ঈশ]।

ভব্য—বিণ. ভদ্র, শিষ্ট, শান্ত, বিনয়ী, মার্জিতরুচি (সভ্য-ভব্য), সাধু; ভাবী; কল্যাণকর। [সং. √ভূ+য (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভব্যা**। বি. **~তা**।

ভবিষ্যযুক্ত—বিণ. (কথ্য) শান্তশিষ্ট, ভব্য। [সং. ভব্যতা-যুক্ত]।

ভয়—বি. শঙ্কা, ভীতি, ডর, ত্রাস, আতঙ্ক। [সং. √ভী+অ (ভা)]। ক্রি. **ভয় করা, ভয় খাওয়া, ভয় পাওয়া**—ভীত হওয়া। ক্রি. **ভয় জন্মানো**—ভীত করা। ক্রি. **ভয় ভাঙা**—ভয় দূর করা। **ভয়ে কেঁচো**—ভয়ে জড়সড় বা সম্পূর্ণ পৌরুষহারা। বিণ. (কথ্য) **~তরাসে**—একটুতেই ভয়ে অস্থির হইয়া ওঠে এমন (ভয়তরাসে লোক)।

ভয়ঙ্কর, ভয়ংকর—বিণ. ভীতিজনক, ভীষণ; (কথ্য) অত্যন্ত, মাত্রাতিরিক্ত (ভয়ংকর ঘুম পেয়েছে বা লোভ হচ্ছে)। [সং. ভয়+√কৃ+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভয়ঙ্করী, ভয়ংকরী**।

ভয়দ—বিণ. ভীতিজনক, ভীষণ। [সং. ভয়+√দা+অ (র্তৃ)]।

ভয়ষা, ভয়সা—**ভইষ** দ্রঃ।

ভয়াতুর, ভয়ার্ত—বিণ. ভয়ে কাতর। [সং. ভয়+আতুর, ঋত]।

ভয়ানক—(১) বিণ. ভয়ঙ্কর, (কথ্য) অত্যন্ত (ভয়ানক লোভ)। (২) বি. (অল.) রসবিশেষ যাহার স্থায়ী ভাব ভয়। [সং. √ভী+আনক]।

ভয়াবহ—বিণ. ভয়ঙ্কর (ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভয়াবহ পরিস্থিতি)। [সং. ভয়+আবহ]।

ভয়াল—বিণ. ভয়ঙ্কর। [সং. ভয়+বাং. আল]।

ভর১, ভোর—অনু: ব্যাপিয়া (জীবনভর, রাতভর); পরিমিত (তোলাভর)। [<ভরিয়া]।

ভর২—(১) বি. ভার (ভর সহ্য করা, পায়ের গোড়ালিতে ভর দেওয়া); ভরনা, ঠেকনা, নির্ভর, অবলম্বন (ভাগ্যের উপর ভর করা), দেবতা প্রেতযোনি প্রভৃতির অধিষ্ঠান (কাঁধে পেত্নী ভর করা); (বিজ্ঞা.) পদার্থমাত্রা, mass [বি. প.]। (২) (বাং.) বিণ. সারা, সমস্ত, পূর্ণ (ভর দুনিয়া=সারা পৃথিবী, ভর সন্ধ্যা, পোয়াভর দই); পূর্ণতা, আতিশয্য (ভক্তিভরে, স্নেহভরে)। [সং. √ভৃ+অ]।

ভরণ—বি. পূর্ণকরণ; প্রতিপালন; বেতন; ভৃতি। [সং. √ভৃ+অন]। বি. **~পোষণ**—অন্নবস্ত্রাদি যোগাইয়া প্রতিপালন। বিণ. **ভরণীয়, ভরণ্য, ভর্তব্য**—প্রতিপাল্য, পূরণীয়।

ভরণী—বি. (জ্যোতিষ.) নক্ষত্রবিশেষ। [সং.]।

ভরত১—বি. ভারুই পাখি। [সং. ভরদ্বাজ]।

ভরত২—বি. রামচন্দ্রের বৈমাত্র ভ্রাতা; রাজর্ষিবিশেষ; জড়ভরত; নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি; শকুন্তলার পুত্র। [সং.]।

ভরতি, ভর্তি—বিণ. ভরা, পরিপূর্ণ (লোকে ভর্তি), পূরিত (ভরতি চৌবাচ্চা, বাটি-ভরতি দুধ); নিযুক্ত, বাহাল (কাজে ভরতি হওয়া); (সচ. অধ্যয়নার্থ) প্রবিষ্ট (কলেজে ভরতি হওয়া)। [ভরা দ্রঃ]।

ভরতুকি, ভর্তুকি—বি. ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদক বা ব্যবসায়ীদিগকে প্রদত্ত অর্থ; খেসারত।

১ আদিতে ভব-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য ভব দ্রঃ।

ভরদ্বাজ—বি. মুনিবিশেষ ; পক্ষিবিশেষ, ভারুই পাখি। [সং.]।

ভরন—বি. তামা দস্তা ও রাং মিশ্রিত নিকৃষ্ট কাঁসা-বিশেষ। [ভরা দ্রঃ]।

ভরনা—বি. ভার, ভর, অবলম্বন। [ভর$_2$ দ্রঃ]।

ভরনিশি—বি. গভীর রাত্রি, মধ্যরাত্রি। [বাং. ভরা নিশি]।

ভরন্ত—বিণ. জলে ভরা ('ভরন্ত ডাবরী' : কৃত্তি.)। [ভরা দ্রঃ]।

ভরপুর, ভরপূর—বিণ. পরিপূর্ণ (রসে-গন্ধে ভরপুর)। [বাং. ভরা + পুরা]।

ভরপেট—(১) বিণ. পেট ভরে এমন (ভরপেট খাবার)। (২) ক্রি-বিণ. পেট ভরিয়া (ভরপেট খাওয়া)। [বাং. ভর + পেট]।

ভরভর—অব্য. (উচ্চা. ভরোভরো) প্রায় পূর্ণতার ভাবপ্রকাশক (জলে ভরভর) ; (উচ্চা. ভর্‌ভর্‌) গন্ধাদিদ্বারা আমোদিত বা পরিপূর্ণ হওয়ার ভাবপ্রকাশক।

ভরম—বি. (১) সম্ভ্রম, সম্মান ('সরম-ভরম গেল' : ভা. চ.]। (২) ভ্রম-এর কোমল রূপ।

ভরসা—বি. নির্ভর, আস্থা ; বিশ্বাস ; অবলম্বন, আশ্রয় ; আশা, আশ্বাস ('কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা' : রবীন্দ্র), কোন্ ভরসায় চাকরি ছাড়লে। [তু. হি. ভরোসা]।

ভরা—(১) ক্রি. পূর্ণ করা (দুধ দিয়ে ঘটিটা ভরো, প্রাণ ভরে গান শোনো, 'চেয়ে থাকি আঁখি ভরে') ; পরিপূর্ণ হওয়া (দুধে ঘটি ভরে গেছে ; খাটবিছানায় ঘর ভরিয়া গিয়াছে, পেট ভরে নি) ; ভরতি করা (থলিতে জিনিসপত্র ভরো) ; পরিব্যাপ্ত হওয়া (দুঃখে হৃদয় ভরিল)। (২) বি. বোঝাই নৌকা (ভরাডুবি)। (৩) বিণ. পরিপূর্ণ (ভরা নদী, ভরা জোয়ার, উঠানভরা লোক, গোয়াল-ভরা গোরু) ; ঘোর (ভরা সাঁঝ)। [সং. √ভৃ + বাং. আ]। **ভরা যৌবন**—পূর্ণযৌবন। **~ট**—(১) বি. পূর্তি ; পূরণ। (২) বিণ. পুরিত ; পূর্ণ ; মৃত্তিকাদির দ্বারা আবৃত (গর্ত বা পুকুর ভরাট করা)। বি. **~ডুবি**—পণ্যাদিতে বোঝাই নৌকার নিমজ্জন ; (আল.) সমূহ সর্বনাশ। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পূর্ণ করান (পেট ভরাবার চিন্তা, আসবাব দিয়ে ঘর ভরানো) ; বোঝাই করান ; পরিব্যাপ্ত করান। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বিণ. **ভরাপুরা, ভরা-পূরা**—ভরপুর ; পূর্ণ ; পরিপূর্ণ ; জনাকীর্ণ (ভরাপুরা সংসার) ; প্রৌঢ় (ভরাপুরা বয়স)।

ভরাভর—বি. বিশেষ ঝোঁক ; নিশ্চিত আশ্রয়। [বাং. ভরা + ভর—তু. মতামত]।

ভরি—বি. স্বর্ণরৌপ্যাদির ওজনবিশেষ ; তোলা। [দেশী]।

ভরিত—বিণ. পূর্ণ, পূরিত ; পোষিত, প্রতিপালিত। [সং. ভর + ইত]।

ভরো-ভরো—বিণ. প্রায় পূর্ণ (কলসী ভরো-ভরো, 'নদী ভরো-ভরো')। [ভরা—বিণ. দ্রঃ]।

ভর্জন—বি. ভাজার কাজ। [সং. √ভ্রস্জ্ + অন (ভা)]। বিণ. **ভর্জিত, ভৃষ্ট**—ভাজা হইয়াছে এমন।

ভর্তব্য—ভরণ দ্রঃ।

ভর্তা (-র্তৃ)—(১) বি. স্বামী, পতি ; রাজা ; প্রভু, মনিব। (২) বিণ. প্রতিপালনকারী। [সং. √ভৃ + তৃ (র্তৃ)]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **ভর্ত্রী**।

ভর্তি—ভরতি-র বানানভেদ।

ভর্তৃদারক—বি. (সংস্কৃত নাটকে) রাজপুত্র। [সং. ভর্তৃ + দারক]। বি.(স্ত্রী.) **ভর্তৃদারিকা**—রাজকন্যা।

ভর্তৃহীনা—বিণ. (স্ত্রী.) (যাহার) স্বামী মারা গিয়াছে এমন, পতিহীনা। [সং. ভর্তৃ + হীন + আ]।

ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা—বি. তিরস্কার, ধমক, নিন্দা। [সং. √ভর্ৎস্ + অন (ভা), + আ]। বিণ. বি. **ভর্ৎসক**—ভর্ৎসনাকারী। বিণ. **ভর্ৎসিত**—ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত, তিরস্কৃত। বিণ. (স্ত্রী.) **ভর্ৎসিতা**।

ভলানটিয়ার, ভলান্টিয়ার—বি. স্বেচ্ছাসেবক ; স্বেচ্ছা-কর্মী ; স্বেচ্ছাসৈনিক। [ইং. volunteer]।

ভল্ল—বি. বর্শাজাতীয় বেধনাস্ত্রবিশেষ। [সং. √ভল্ল + অ (ণে)]।

ভল্লাত, ভল্লাতক—বি. ভেলা-গাছ। [সং.]।

ভল্লুক, ভল্লূক—বি. অত্যন্ত শক্তিশালী পশুবিশেষ, ঋক্ষ, ভালুক। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **ভল্লুকা, ভল্লুকী**।

ভসকা, ভস্কা—বিণ. জমাট নয় এমন ; জলবৎ, পানসে। [ধ্বন্যাত্মক]।

ভস্ত্রা—বি. কামারের হাপর, জাঁতা ; জলের মশক, ভিস্তি। [সং.]।

ভস্‌ভস্‌—অব্য. ইঞ্জিন ইত্যাদি হইতে ক্রমাগত বায়ু-নিঃসরণের শব্দসূচক।

ভস্ম (-স্মন্)—বি. ছাই (চিতাভস্ম)। [সং. √ভস্ + মন্ (র্তৃ)]। বিণ. **~লিপ্ত**—ছাই-মাখা। বি. **~লোচন**—রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ : ইহার কেবল দৃষ্টিপাতে শত্রু ভস্মীভূত হইত। অব্য. **~সাৎ**—সম্পূর্ণ ছাইয়ে পরিণত বা ভস্মীভূত। বি. **~স্তূপ**—ছাইয়ের গাদা। বিণ. **ভস্মাচ্ছন্ন, ভস্মাচ্ছাদিত, ভস্মাবৃত**—ছাইয়ে ঢাকা। বি. **ভস্মাধার**—ছাই (বিশেষতঃ শবদেহের) ভস্মাবশেষ রাখিবার পাত্র। বি. **ভস্মাবশেষ**—দগ্ধ পদার্থের (প্রধা-নতঃ ভস্মাকারে) যাহা অবশিষ্ট থাকে। বিণ. **ভস্মীভূত**—ছাইয়ে পরিণত ; সম্পূর্ণ বিনাশিত। বি. **ভস্মীকরণ**—(প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে) ভস্মে পরিণত করা। বিণ. **ভস্মীকৃত**—ভস্মে পরিণত করা হইয়াছে এমন।

ভা—বি. দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতিঃ ; আলোক ; কিরণ। [সং. √ভা + অ (ভা)]। তু. আভা, প্রভা ইত্যাদি।

ভাই—বি. ভ্রাতা, সহোদর ; ভ্রাতা সখা সখী নাতি বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন। [সং. ভ্রাতৃ]। বি. **ভাজ**—ভ্রাতৃজায়া। স্ত্রি. **~ঝি**—ভাইয়ের মেয়ে, ভ্রাতুষ্পুত্রী। বি. **~পো**—ভাইয়ের ছেলে, ভ্রাতুষ্পুত্র। বি. **~ফোঁটা**—ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভগিনী-কর্তৃক ভ্রাতার কল্যাণকামনায় তাহার কপালে ফোঁটা দেওয়া ও তদুপলক্ষে উৎসব। বি. **~বেরাদার**—আত্মীয়স্বজন ('ভাইবেরাদার পালাও এখন' : কাজি) [বাং. ভাই + ফা. বেরাদর্]। বি. **~ভাই সম্পর্ক**—ভ্রাতৃতুল্য স্নেহের বন্ধন।

ভাউলিয়া, (কথ্য) **ভাউলে**—বি. বাসের ঘরের ব্যবস্থা-যুক্ত নৌকাবিশেষ। [সং. বহল]।

ভাও—বি. ভাব, হালচাল ; দাম, দর, মূল্য। [হি. <সং. ভাব]।

ভাওলি, ভাওলী—বি. জমিদারকে খাজনার পরিবর্তে প্রদেয় শস্য। [দেশী]।

ভাং, ভাঙ, ভাঙ্গ—বি. সিদ্ধিগাছ ; সিদ্ধিগাছের পাতা-দ্বারা প্রস্তুত মাদকবিশেষ। [সং. ভঙ্গা]।

ভাংচি—বি. নিরস্ত বা বিরোধী করিবার জন্য প্রদত্ত কুমন্ত্রণা, ভাঙ্গানি। [<সং. √ভঞ্জ বা ভঙ্গ]।

ভাংটা—বি. (প্রাদে.) খুচরা টাকাপয়সা। [ভাঙ্গা দ্রঃ]।

ভাঁওতা—বি. ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা, ফাঁকি।

ভাঁজ—বি. পাট (কাপড় ইত্যাদি ভাঁজ করা (ভাঁজে ভাঁজে রাখা) ; তা ; দুমড়ানো, মোড়া। [ভাঁজা দ্রঃ]।

ভাঁজা—(১) ক্রি. ভাঁজ করা ; (প্রধানতঃ সঙ্গীতের সুর) অভ্যাস বা আলাপ করা ; সঞ্চালন করা (মুগুর ভাঁজা)। (খেলার তাসের) বিন্যাস নষ্ট করা ; (প্রধানতঃ নিন্দার্থে) মতলব ফন্দি ফিকির প্রভৃতি স্থির করা বা আঁটা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ভনজ্‌+বাং. আ]।

ভাঁট—বি. ঘেঁটুফুলের গাছ। [সং. ভাণ্ডীর]।

ভাঁটা$_1$—বি. বাঁটুল, খেলিবার গোলকবিশেষ। [দেশী]।

ভাঁটা$_2$—**ভাটা**-র রূপভেদ।

ভাঁটি—**ভাটি**-র রূপভেদ।

ভাঁটুই—বি. তৃণবিশেষ ও উহার সকণ্টক ফল (উহা সহজেই কাপড়ে ফুটিয়া যায়)। [দেশী]।

ভাঁড়$_1$—বি. ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রবিশেষ (এক ভাঁড় দই)। [সং. ভাণ্ড]।

ভাঁড়$_2$—বি. নাপিতের অস্ত্রাধার। [সং. ভাণ্ডি]।

ভাঁড়$_3$—বি. বিদূষক ; পরিহাসদক্ষ ব্যক্তি। [সং. ভণ্ড]।

ভাঁড়$_4$—বি. ভাঁড়ার। [সং. ভাণ্ডার]। **ভাঁড়ে ভবানী**—ভাণ্ডার শূন্য ; নিঃস্ব অবস্থা।

ভাঁড়া—ক্রি. প্রতারণা করা, ছলনা করা ; প্রতারণার উদ্দেশ্যে গোপন করা (নাম ভাঁড়িয়েছে)। [সং. √ভণ্ড্‌]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ভাঁড়া। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~ভাঁড়ি**—ক্রমাগত প্রতারণা।

ভাঁড়ামি, ভাঁড়াম, ভাঁড়ামো—বি. লঘুপ্রকৃতির রঙ্গ-কৌতুক ; বিদূষকের আচরণ। [বাং. ভাঁড়$_3$+-আমি, -আম, -মো]।

ভাঁড়ার, ভাঁড়ারি (রী)—যথাক্রমে **ভাণ্ডার** ও **ভাণ্ডারি**-র কথ্য রূপ।

-ভাক্‌ (-ভাজ্‌)—বিণ. অংশী, ভাগী (ধনভাক্‌, পাপভাক্‌)। [সং. √ভজ্‌+কিপ্‌ (র্ত্)]।

ভাক্ত—বিণ. গৌণ (তু. মুখ্য), অপ্রধান (ভাক্ত অর্থ) ; লাক্ষণিক ; ঔপচারিক ; কপট (ভাক্ত বৈষ্ণব)। [সং. ভক্তি(=মুখ্য অর্থের ভঙ্গ)+অ]।

ভাগ$_1$—**ভাগ্য**-এর কোমল রূপ ('আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু' : বিদ্যা.)।

ভাগ$_2$—বি. বিভাগ, বাটোয়ারা (দেশভাগ) ; টুকরা, খণ্ড (শতভাগে পরিণত) ; অংশ, বখরা (আমার ভাগ) ; কালাংশ (দিবাভাগ) ; স্থান, প্রদেশ (নিম্নভাগ) ; (গণি.) বিভাজন, হরণ। [সং. √ভজ্‌+অ(র্ম, ভা)]। বি. **~চাষী**—যে চাষী কেবল ফসলের ভাগ লইয়া পরের জমি চাষ করে। **~ধেয়**—(১) বিণ. দায়াদ, উত্তরাধিকারী। (২) বি. ভাগ ; রাজস্ব ; ভাগ্য। বি. **~ফল**—এক রাশিকে অপর রাশিদ্বারা ভাগ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, quotient। বি. **~বখরা**—প্রাপ্য অংশ (ভাগ-বখরা লইয়া মামলা)। বি. **~বাঁটা**—ভাগাভাগি, অংশাদি বিভাজন। বি. **~বাটোয়ারা**—অংশে অংশে ভাগ করিয়া বাঁটিয়া দেওয়া। বি. **~শেষ**—(গণি.) ভাগ করিবারপর রাশির যে অংশ অবশিষ্ট থাকে। বিণ. **~হর**—অংশগ্রহণকারী। বি. **~হার**—অংশগ্রহণ ; ভাগ করার প্রণালী। **ভাগের মা গঙ্গা পায় না**—(আল.) ভাগা-ভাগির কাজ সুসিদ্ধ হয় না।

ভাগনা, ভাগনে—**ভাগিনেয়**-র কথ্য রূপ। স্ত্রী. **ভাগনী**।

ভাগবত—(১) বিণ. ভগবদ্‌বিষয়ক ; ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব। (২) বি. ভক্তিমার্গের সাধক (পরম ভাগবত) ; শ্রীমদ্ভাগ-বত-নামক সুপ্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। [সং. ভগবৎ+অ]।

ভাগা$_1$—বি. (প্রাদে.) পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাগ (ভাগা দিয়ে বিক্রি করা)। [বাং. ভাগ$_1$+অ]।

ভাগা$_2$—(১) ক্রি. ভঙ্গ দেওয়া, পলায়ন করা (চোর ভেগে গিয়েছে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং ভঙ্গ—তু. হি. ভাগ্‌না]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. তাড়াইয়া দেওয়া (ভিখারীদের ভাগিয়ে দিল)। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

ভাগাড়—বি. যেখানে মৃত গবাদি পশু ফেলা হয়। [<ভাঙ্গা হাড়]।

ভাগান, ভাগানো—**ভাগা$_2$** দ্রঃ।

ভাগাভাগি—বি. নিজেদের মধ্যে বণ্টন, আপসে ভাগ (সম্পত্তি ভাগাভাগি করিয়া লওয়া)। [বাং. ভাগ+আ+ভাগ+ই]।

ভাগি—**ভাগ্য**-এর কোমল প্রাচীন রূপ ; ('হমারি আছল কত পুরবক ভাগি' : বিদ্যা.)।

ভাগিনেয়, (কথ্য) **ভাগিনা**—(বি. পুরুষের পক্ষে) ভগিনীর পুত্র ; (স্ত্রীলোকের পক্ষে) ননদের পুত্র। [সং. ভগিনী+এয়]। বি.(স্ত্রী.) **ভাগিনেয়ী,** (কথ্য) **ভাগিনী**।

ভাগী$_1$ (-গিন্‌)—বিণ.বি. ভাগ পাইবার অধিকারী (সম্পত্তির ভাগী)। [সং. ভাগ+ইন্‌]। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **ভাগিনী**। বি. **~দার**—অংশীদার।

ভাগী$_2$ (-গিন্‌)—বিণ. ভাগ পাইতে বাধ্য বা ইচ্ছুক (দোষের ভাগী, নিমিত্তের ভাগী)। [সং. √ভজ্‌+ইন্‌(র্ত্)]। বিণ.(স্ত্রী.) **ভাগিনী**।

ভাগী$_3$—বিণ. (ব্রজ.) ভাগ্যবান্‌, ভাগ্য ('সো পাওয়ে বহু-ভাগী' : বিদ্যা.)।

ভাগীদার—**ভাগী$_1$** দ্রঃ।

আদিতে ভাগ-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **ভাগ$_2$** দ্রঃ।

ভাগীরথী—বি. ভগীরথ কর্তৃক আনীত নদী, গঙ্গা, জাহ্নবী ; (ভূগো.) গঙ্গানদীর শাখাবিশেষ। [সং. ভগীরথ +অ+ঈ]।

ভাগ্না, ভাগ্নী—যথাক্রমে **ভাগনা** ও **ভাগনী**-র বানানভেদ।

ভাগ্য—বি. অদৃষ্ট, নিয়তি, কপাল, নসিব, বরাত (ভাগ্যগণনা) ; সৌভাগ্য (ভাগ্যবান্, ভাগ্যগুণে)। [সং. √ভজ্ য(র্ম)]। ক্রি-বিণ. **~ক্রমে, ~ভাগ্যে**—সৌভাগ্যবশতঃ। বি. **~গণনা**—ভাগ্যের ফলাফল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয়। বি. **~চক্র**—ঘূর্ণায়মান চক্রবৎ ভাগ্য, সর্বদা পরিবর্তনশীল অদৃষ্ট। বি. **~দেবতা, ~বিধাতা** (-তৃ)—যে দেবতা অদৃষ্টের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন : ভাগ্যের অধিদেবতা। বিণ. (স্ত্রী.) **~দেবী, ~বিধাত্রী**। বিণ. **~ধর**—ভাগ্যবান্। বি. **~ফল**— মানুষের ভাগ্যে নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ শুভাশুভ। বিণ. **~বন্ত, (কথ্য) ~মন্ত**—ভাগ্যবান্। বি. **~বল**—ভাগ্যের আনুকূল্য ; সৌভাগ্য। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—সৌভাগ্যশালী। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী**। বি. **~বিপর্যয়**—অদৃষ্টের দুরবস্থাপ্রাপ্তি, দুর্ভাগ্য। বি. **~রেখা**—জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী হাতের তালুর যে রেখায় ভাগ্যের নির্দেশ থাকে। বি. **~লিখন, ~লিপি**—পূর্বাহ্ণে নির্দিষ্ট ভাগ্যের গতি। বিণ. **~হত, ~হীন**—হতভাগ্য। বিণ.(স্ত্রী.) **~হতা, ~হীনা**। বি. **~হীনতা**। বিণ. **ভাগ্যায়ত্ত**—দৈবাধীন। বি. **ভাগ্যোদয়**—সৌভাগ্যের সঞ্চার।

ভাগ্যি—(১) বি. ভাগ্য। (২) অব্য. ভাগ্য ভাল তাই, ভাগ্যবলে (ভাগ্যি এলে)। [সং. ভাগ্য]। বিণ. (গ্রা.) **~মান্**—ভাগ্যবান্। বিণ. (স্ত্রী.) **~মানী**। অব্য. **~স**—ভাগ্যগুণে (ভাগ্যিস যাওনি !)।

ভাগ্যোদয়—**ভাগ্য** দ্র:।

ভাঙ, ভাঙ্গ—**ভাং**-এর বানানভেদ।

ভাঙচি, ভাঙ্গচি—**ভাংচি**-র বানানভেদ।

ভাঙড়, ভাঙ্গড়—বিণ. সিদ্ধিখোর। [বাং. ভাঙ, ভাঙ্গ + ড়]। বি. **~ভোলা**—শিব।

ভাঙ্গন১, ভাঙন১—বি. ভাঙ্গিয়া পড়া (ভাঙন-গড়ন), নদীর পাড় ধসা ; (আল.) অবনতির সূত্রপাত, পরস্পর বিরোধ (জমিদারিতে বা সংসারে ভাঙন ধরেছে)। [**ভাঙ্গা** দ্র:]।

ভাঙ্গন২, ভাঙন২—বি. মৎস্যের শ্রেণীবিশেষ। [দেশী]।

ভাঙ্গভাঙ্গ—বিণ. ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে এমন, ভগ্নপ্রায় ; প্রায় শেষ। [**ভাঙ্গা** দ্র:]।

ভাঙ্গা, ভাঙা—(১) ক্রি. ভগ্ন বা চূর্ণ করা বা হওয়া (পাথর ভাঙ্গা) ; নষ্ট বা অবনত করা (কুল ভাঙা) ; দুর্বল বা হতাশ করা বা হওয়া (খবর শুনে সে ভেঙে পড়ল) ; দূর হওয়া বা করা, ঘুচা বা ঘুচানো (ঘুম বা মান ভাঙ্গা) ; বাতিল বা ছিন্ন হওয়া (সম্বন্ধ ভাঙ্গা) ; প্রকাশ করা, বুঝাইয়া দেওয়া (কথাটা সে ভাঙল না, ভাঙ্গিয়া বলা) ; এলোমেলো হওয়া, আয়ত্তে না থাকা (আইনশৃঙ্খলা বা রেশন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে) ; অতিক্রম করা (সিঁড়ি ভাঙা, বহু দূর পথ ভাঙ্গা) ; প্রচণ্ড ভিড় জমাইয়া সমবেত হওয়া (সভায় সারা শহর এসে ভেঙে পড়ল) ; অপহরণ করা (তহবিল ভাঙা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন ; ভগ্ন, চূর্ণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত ('ভাঙা দেউলের দেবতা' : রবীন্দ্র) ; ভাঙিয়া দেয় এমন (বাঁধভাঙা বন্যা) ; যাহাতে ভাঙে (হাড়ভাঙ্গা খাটুনি) ; স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল (ভাঙ্গা শরীর) ; হতাশ (ভাঙ্গা হৃদয়) ; মন্দ (ভাঙ্গা কপাল)। [সং. ভন্জ্ +বাং. আ]। **ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগা**—দুঃসময় বা দুরদৃষ্ট শেষ হওয়া, সৌভাগ্য ফিরিয়া আসা। **ভাঙা হাট**—দিনের বেচা-কেনা প্রায় শেষ হইয়াছে, এই সময়কার হাটের অবস্থা ; (গৌণ অর্থে) সভা বা প্রদর্শনীর শেষ অবস্থা। বি. **~গড়া**—কোন বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বা ধ্বংস করিয়া পুনরায় গঠন। বিণ. **~চুরা, ~চোরা**—ভগ্নতাপ্রাপ্ত, টুটাফুটা বি. **ভাঙচুর**—ভাঙা ও চূর্ণ করা (ভাঙচুর করা)। বিণ. **ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, ভাঙা-ভাঙা**—ভগ্নপ্রায় ; বিকৃত, অশুদ্ধ (ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী) ; অর্ধস্ফুট, আধো-আধো (ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা)। ক্রি. **ঘাড় ভাঙ্গা, মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা**—(আল.) কৌশলপূর্বক অপরের খরচে নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করা।

ভাঙ্গান, ভাঙ্গানো, ভাঙান, ভাঙানো—ক্রি. ভগ্ন বা চূর্ণ করানো ; দূর করা, ঘুচান (ঘুম বা মান ভাঙ্গানো) ; ভাঙচি দিয়া প্রতিকূল করা বা বিচ্ছিন্ন করা (মন ভাঙ্গান, ঘর ভাঙ্গান) ; বিনিময়ে খুচরা পাওয়া (টাকা ভাঙ্গান) ; (আল.) কাজে লাগাইয়া সুযোগ-সুবিধা পাওয়া (বাপের নাম ভাঙিয়ে অনেক কিছু আদায় করেছে)। [বাং. √ভাঙ্গা, ভাঙা+আন]। **ভাঙ্গানি, ভাঙানি, ভাঙ্গানী, ভাঙানী**—(১) বি. খুচরা মুদ্রা ; ভাঙচি। (২) বিণ. (স্ত্রী.) ভাঙচি দিয়া বিচ্ছেদ জন্মায় এমন (ঘরভাঙ্গানী বউ)। বিণ. (পুং.) **ভাঙ্গানে, ভাঙানে**।

ভাঙ্গী১—বিণ. ভাঙখোর, ভাঙর। [**ভাং** দ্র:]।

ভাঙ্গী২—বি. মেথর, ধাঙর। [হি.]।

ভাজ—বি. ভাইয়ের স্ত্রী। [সং. ভ্রাতৃজায়া]।

ভাজক—(১) বিণ. ভাগকারী। (২) বি. (গণি.) যাহাদ্বারা ভাগ করা যায় এমন রাশি, divisor। [সং. √ভজ্ + (ণুল্=) অক (র্তৃ, শে)]।

ভাজন—বি. পাত্র, আধার (স্নেহভাজন) ; ভাগ করা ; [সং. √ভাজ্ + অন (র্ম, ভা)]।

ভাজনা—বিণ. ভাজিবার কার্যে ব্যবহৃত (ভাজনা খোলা)। [**ভাজা** দ্র:]।

ভাজা—(১) ক্রি. ভর্জিত করা, তপ্ত তৈলাদিতে বা কেবল তাপে রন্ধন করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √ভ্রস্জ্ + বাং. আ]। বিণ. **ভাজাভাজা**—প্রায় ভর্জিত ; (আল.) জ্বালাতন ('হাড় হ'ল ভাজাভাজা')। বি. **~ভুজা, ~ভুজি**—ভাজা খাবার।

ভাজি—বি. ভাজা তরকারি। [**ভাজা** দ্র:]।

ভাজিত—বিণ. বিভক্ত ; পৃথক্কৃত। [সং. √ভাজ্ + ত (র্ম)]।

ভাজ্য—(১) বিণ. ভাগযোগ্য, ভাগার্হ। (২) বি. (গণি.)

যে রাশিকে অন্য রাশিদ্বারা ভাগ করিতে হইবে, dividend। [সং. √ভাজ্+য]।

ভাট—বি. জাতিবিশেষ, বংশপরিচয়দান-ব্যবসায়ী ; বন্দী, স্তুতিপাঠক। [সং. ভট্ট]।

ভাটক—বি. গাড়িভাড়া ; ভাড়া ; বেতন ; মজুরি , কর, খাজনা। [সং.]।

ভাটা, ভাঁটা—বি. নদীতে বা সমুদ্রে জলস্ফীতির হ্রাস ; নদীর স্বাভাবিক স্রোতের দিক্ (উজান-ভাঁটা, জোয়ার-ভাঁটা) ; (আল.) অবনতি, পতনের দিকে গতি (ঐশ্বর্যে বা যৌবনে ভাটা পড়া)। [দেশী]।

ভাটি১, ভ'াটি—বি. (প্রধানতঃ ইষ্টকাদি পোড়াইবার) চুল্লী ; ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার পাত্র ; মদ চুয়াইবার পাত্র বা স্থান। [তু. হি. ভট্টী < সং. ভ্রাষ্ট্র]।

ভাটি২, ভাঁটি—বি. নদ্যাদির স্বাভাবিক স্রোতের দিক্, উজানের বিপরীত , নিম্নদিক্। [ভাটা দ্র:]।

ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী, (বিরল) ভাটিয়ারী—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ (ভাঁটার স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া যে রাগিণীতে গান গাওয়া হয়)। [ভাটা দ্র:]।

ভাড়া—(১) বি. সাময়িক ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ, কেরায়া (বাড়িভাড়া, গাড়িভাড়া) ; মজুরি (কুলিভাড়া)। (২) বিণ. ভাড়ার শর্তে ব্যবহৃত (ভাড়া-বাড়ি বা ভাড়া-গাড়ি)। [সং. ভাটক]। ক্রি. **ভাড়া করা**—ভাড়া দিবার শর্তে অপরের দ্রব্য নিজের কাজের জন্য লওয়া। ক্রি. **ভাড়া খাটা**—ভাড়া লইয়া পরের কাজে লাগা। **~টিয়া,** (চলিত) **~টে**—(১) বিণ. ভাড়ার বিনিময়ে পাওয়া যায় এমন (ভাড়াটিয়া বাড়ি) ; ভাড়া খাটে এমন, ঠিকা (ভাড়াটে লেখক) ; কেবল অর্থের লোভে অসত্য বা অন্যায় কিছু করে এমন (ভাড়াটে সাক্ষী)। (২) বি. ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা।

ভাণ১—ভান-এর অশু. রূপ।

ভাণ২—বি. সংস্কৃত রূপক-নাটকবিশেষ। [সং. √ভণ্ + অ(ঘি)]।

ভাণ্ড—বি. পাত্র, আধার (ভাণ্ড-বাসন), ভাঁড় ; পেটিকা ; বাদ্যযন্ত্র ; মূলধন, পুঁজি। [সং.]।

ভাণ্ডা, ভাণ্ডান, ভাণ্ডানো—ক্রি. (প্রা. কা.) ভাঁড়ান, প্রতারণা করা। [সং. √ভণ্ড্]। [ভাঁড়া দ্র:]।

ভাণ্ডার—বি. ধন খাদ্য বা অন্য বস্তু সংরক্ষণের স্থান, ভাঁড়ার (খাদ্য-ভাণ্ডার, কুবেরের ভাণ্ডার)। [সং.]। বি. **ভাণ্ডারা**—সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে প্রদত্ত ভোজ। বি. **ভাণ্ডারী (-রিন্)**—ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, ভাঁড়ারী, ধনরক্ষক।

ভাণ্ডীর—বি. বটগাছ ; ভাঁট বা ঘেঁটু গাছ। [সং. ভাণ্ড + √ঈর + অ(র্তৃ)]।

ভাত১—বিণ. আলোকিত, উদ্ভাসিত (তু. প্রভাত, প্রতিভাত)। [সং. √ভা + ত(র্তৃ)]।

ভাত২—বি. গরম জলে চাউল সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত খাদ্য, অন্ন। [সং. ভক্ত > পা. ভত্ত]। বি. **~কাপড়**—অন্নবস্ত্র। ক্রি. **ভাত মারা**—অন্ন ভোজন করা ; বেকার বসিয়া বসিয়া খাইয়া অন্ন ধ্বংস করা ; রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করা। ক্রি. **ভাতে মারা**—মারা দ্র:। বিণ. **ভাতুড়িয়া, ভাতুড়ে**—অন্নের জন্য পরের গলগ্রহ। বিণ. **ভাতুয়া, ভেতো**—প্রধানতঃ ভাতই খায় এমন, ভাত খাইতে ভালবাসে এমন (ভেতো বাঙালী) ; (আল.) দুর্বল নির্জীব, ভীতু। **ভাতে**—(১) বিণ. ভাতের সহিত সিদ্ধ-করা (আলু ভাতে) ; গরম ভাতের ভাপে সিদ্ধ (মাছ ভাতে)। (২) বি. ঐরূপভাবে সিদ্ধ-করা তরকারি বা মাছ। বি. **ভাতে-ভাত**—ভাত ও ভাতের সহিত সিদ্ধ-করা তরকারি।

ভাতা১—বি. অতিরিক্ত বেতন ; অভাব-অনটন হেতু প্রদত্ত অর্থ ; বৃত্তি (বেকার-ভাতা, মহার্ঘ-ভাতা)। [সং. ভৃতি]।

ভাতা২—ক্রি. দীপ্তি পাওয়া, জ্বলা ; শোভা পাওয়া ('নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর' : দ্বি. রা.)। প্রকাশ পাওয়া, উদিত হওয়া। [সং. √ভা]।

ভাতার—বি. (অশি.) স্বামী। [সং. ভর্তা]। বিণ.বি. **~খাকি, ~খাকী, ~খাগী**—(গালিতে) স্বামীহন্ত্রী।

ভাতি১—বি. দীপ্তি ('—নিশীথে দীপের ভাতি'), প্রভা, দ্যুতি ; কান্তি ; শোভা (কনক-ভাতি), আবির্ভাব, প্রকাশ ('যেন ঘোর নিশাভাতি' : রবীন্দ্র)। [সং. √ভা + তি (ভা)]।

ভাতি২—বি. প্রকার, রকম ('প্রিয়বাক্য নানাভাতি' : ভক্ত) ; নির্মাণ, রচনা ; রচনাকৌশল, গঠন ('দুই লোচন সুভাতি' : চৈ. ভা.) ; সাদৃশ্য, তুলনা। [সং. ভক্তি]।

ভাতিজা—বি. ভাইপো। [হি. ভাতীজা < সং. ভ্রাতৃজ]।

ভাদর—ভাদ্র-র কোমল রূপ। বিণ. **ভাদুরে**—ভাদ্রমাসীয়।

ভাদ্দর—ভাদ্র-র কথ্য রূপ।

ভাদ্দরবউ—ভাদ্রবধূ-র কথ্য রূপ।

ভাদ্দুরে—বিণ. (কথ্য) ভাদ্রমাসীয়। [ভাদ্দর দ্র:]।

ভাদ্র—বি. বাঙ্গালা বৎসরের পঞ্চম মাস। [সং.]। বি. **~পদ**—ভাদ্রমাস। বি. **~পদা**—পূর্বভাদ্রপদা নক্ষত্র। বি. **~পদী**—ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা-তিথি।

ভাদ্রবধূ—বি. (প্রধানতঃ কনিষ্ঠ) ভ্রাতার পত্নী। [সং. ভ্রাতৃবধূ]।

ভান১—বি. ছল, কৃত্রিম আচরণ (দেখিয়াও না দেখার, ঘুমের বা অন্যমনস্কতার ভান করা)। [সং. √ভা + অন (ভা)]।

ভান২—বি. দীপ্তি ; শোভা ; প্রকাশ ; জ্ঞান। [সং. √ভা + অন(ভা)]।

ভানা—(১) ক্রি. শস্য হইতে তুষ পৃথক্ করা (ধান ভানা)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √ভন্জ্ > বাং. ৴ভান, বাং. আ]। বি. **~ই**—ভানার কাজ বা মজুরি। ক্রি. **~ন, ~নো**—অন্যের দ্বারা শস্য তুষ-মুক্ত করা। বি. **~নি**—ভানাই।

ভানু—বি. সূর্য ; কিরণ ; কান্তি। [সং. √ভা (দীপ্তি) + নু (র্তৃ, ভা)]। বিণ. (স্ত্রী.) **~মতী**—কান্তিমতী, সুন্দরী। বি. বিণ. (পুং.) **~মান্ (-মৎ)**—সূর্য (=কিরণমালী)। **ভানুমতীর খেলা**—(বিক্রমাদিত্যের পত্নী ও ভোজ-

রাজের কন্যা ভানুমতী জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন বলিয়া) জাদুবিদ্যা, ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল।

ভাপ, ভাপরা—বি. গরম বাষ্প ; উত্তাপ ; গরম সেক। [সং. বাষ্প]। বিণ. **ভাপসা**—অবরুদ্ধ বাষ্প বা তাপের মতো (ভাপসা গরম) ; বায়ুচলাচলহীন অবরুদ্ধ অবস্থা-জাত (ভাপসা গন্ধ)। ক্রি. **ভাপা**—ভাপযুক্ত হওয়া বা করা। **ভাপান, ভাপানো**—(১) ক্রি. ভাপযুক্ত করা ; ভাপ দেওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

ভাব—বি. জন্ম, উৎপত্তি, সৃষ্টি ; অস্তিত্ব, সত্তা, অভাবের বৈপরীত্য ; অভিপ্রায় ; (মনোভাব) : মানসিক অবস্থা (ভাবান্তর) ; স্বভাব, প্রকৃতি (পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন) : প্রীতি, প্রণয় (দুজনের মধ্যে ভাব আছে) ; প্রকার, রকম (সম্পূর্ণ-ভাবে, দীনভাবে) : নিগূঢ় অর্থ, অন্তরের কথা, মর্ম (কবিতার ভাব) ; চিন্তা, ধ্যান (ভাবমগ্ন) ; ভক্তি, আবেশ (ঠাকুর ভাবে বিভোর হলেন) : অনুভূতির গভীরতা বা আধিক্য, হৃদয়াবেগ, emotion (স্থায়িভাব, ব্যাভিচারি-ভাব ইত্যাদি)। [সং. √ভূ+অ (ভা)]। ক্রি. **ভাব করা**—বন্ধুত্বস্থাপন করা। ক্রি. **ভাব লাগা**—ভাবাবেশ হওয়া। ক্রি. **ভাব হওয়া**—পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হওয়া ; কলহান্তে পুনর্মিলন হওয়া। বিণ. **~গত**—নিগূঢ় অর্থ বা চিন্তাধারা সম্বন্ধীয়। বি. **~গতিক, ~ভঙ্গি**—অভিপ্রায় ও চেষ্টা ; চালচলন ; আকার-ইঙ্গিত। বিণ. **~গর্ভ**—ভাবপূর্ণ, নিগূঢ় অর্থপূর্ণ (ভাবগর্ভ চাহনি, সক্ষম, মর্মজ্ঞ ইঙ্গিত)। বিণ. **~গ্রাহী** (-হিন্)—নিগূঢ় অর্থ অবধারণে। বিণ. **~প্রবণ**—অনুভূতির আধিক্যযুক্ত, আবেগপরায়ণ। বি. **~প্রবণতা**। বি. **~বাচ্য**—(ব্যাক.) যে বাচ্যে 'ভাব' অর্থাৎ ক্রিয়ার অর্থই প্রধান। বিণ. **~বিলাসী** (-সিন্)—কল্পনাপ্রিয়। বিণ. **~ব্যঞ্জক, ~সূচক**—অর্থপ্রকাশক। বি. **~মূর্তি**—ধ্যান বা কল্পনার দ্বারা গঠিত মূর্তি, image। বিণ. **ভাবাত্মক**—ভাবপূর্ণ, ভাবময় ; ভাবপ্রকাশক। বি. **ভাবানুষঙ্গ**—এক বিষয় চিন্তনকালে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা, association of ideas। বিণ. **ভাবানুগ**—স্বভাবানুযায়ী ; স্বাভাবিক। বি. **ভাবান্তর**—মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। বিণ. **ভাবাপন্ন**—ভাবপ্রাপ্ত (পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন)। বি. **ভাবাবেগ, ভাবাবেশ**—হৃদয়াবেগজনিত বিহ্বলতা, ভাবের উদ্রেক বা সঞ্চার। বি. **ভাবাভাস**—ভাবের আভাস বা ইঙ্গিত ; অস্পষ্ট ভাব। বি. **~ভাবার্থ**—নিগূঢ় অর্থ, মর্ম। বি. **ভাবোচ্ছ্বাস**—প্রবল আবেগ বা ভাবের প্রকাশ। বি. **ভাবোদয়, ভাবোন্মেষ**—ভাবের সঞ্চার। বিণ. **ভাবোদ্দীপক**—ভাব সঞ্চারকারী, ভাবের প্রেরণাদায়ক। বি. **ভাবোদ্দীপন**—ভাবের সঞ্চার। বিণ. **ভাবোন্মত্ত**—ভাবে অভিভূত। বি. **ভাবোন্মাদ**—ভাবজনিত আকুলতা বা মত্ততা।

ভাবক—বিণ. চিন্তাকারী ; উৎপাদক। [সং. √ভূ+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

ভাবন—বি. চিন্তন ; কল্পনা বা ধ্যান করা ; সৃজন ; স্রষ্টা ; প্রসাধন ও সজ্জিত করা ; (ঔষধাদির) শোধন বা সংস্কার (বিশেষতঃ কোনও রসজাতীয় দ্রব্যে ভিজাইয়া রাখা)। [সং. √ভূ+ণিচ্+অন (ভা)]। বি. **ভাবনা**—বি. চিন্তা ; দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ (পরীক্ষার বা পুত্রকন্যার জন্য ভাবনা) ; ঔষধাদি বারংবার চূর্ণকরণ ও শোধন। বিণ. **ভাবনীয়**—উদ্ভাবনসাধ্য ; চিন্তনীয়। তু. অভাবনীয়।

ভাবা—(১) ক্রি. চিন্তা করা, দুশ্চিন্তা করা (ভেবে আর কি হবে ?) বিচার বা বিবেচনা করা (ভেবে-চিন্তে স্থির করেছে, কথাটা ভাববার বিষয়) ; সঙ্কল্প করা (কি ভেবে পড়া ছাড়লে) ; অনুমান করা (বৃষ্টি হবে ভাবা) ; গণ্য করা (পণ্ডিত ভাবা) · উদ্ভাবন করা (উপায় ভাবা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ভাবি—তু. ভাব]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন করা (ভাবাইয়া/ভাবিয়ে তোলা)। (২) বি. উক্ত অর্থে।

ভাবাত্মক, ভাবান্তর, ভাবাবেশ, ভাবাভাস, ভাবার্থ—ভাব দ্রঃ।

ভাবালু—বিণ. ভাববিলাসী ; ভাবপ্রবণ ; কল্পনাপ্রিয়। ['কৃপালু' 'দয়ালু' ইত্যাদির অনুকরণে জাত]। বি. **~তা**।

ভাবিক—(১) বিণ. উদ্দীপক ; স্বাভাবিক, ভাবযুক্ত ; ভবিষ্যৎকালিক। (২) বি. কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ। [সং. ভাব+ইক]।

ভাবিত—বিণ. চিন্তিত ; উদ্বিগ্ন (ভাবিত হয়ে পড়া) ; প্রাপ্ত ; প্রাপিত ; শোধিত ; রঞ্জিত, প্রকটিত (কৃষ্ণের চরিত্র গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত)। [সং. √ভূ+ণিচ্+ত(র্ম)]।

ভাবিনী—বি. কামিনী, ভাবময়ী নারী ('ভাবের ভাবিনী রাধা')। [সং. ভাব+ইন্+ঈ]।

ভাবী$_1$ (-বিন্)—বিণ. ভবিষ্যৎ (ভাবী জীবন), আগামী (ভাবী কাল) ; ভবিষ্যতে হইবে এমন (ভাবী বংশধর)। [সং. √ভূ+ইন(র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভাবিনী**।

ভাবী$_2$—বি. (প্রধানতঃ জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতৃজায়া, বৌদিদি। [হি.]।

ভাবুক—বিণ. চিন্তাশীল ; কল্পনাপটু ; ভাবগ্রাহী ; অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ। [সং: √ভূ+উক(র্তৃ)]। বি. **~তা**।

ভাবুনে—বিণ. বিলাসপ্রিয়, প্রসাধনপ্রিয় ; রঙ্গরসপ্রিয় ; কপটতাপ্রিয়। [সং. ভাবন+বাং. ইয়া>এ]।

ভাবোচ্ছ্বাস, ভাবোদয়, ভাবোদ্দীপক, ভাবোদ্দীপন, ভাবোন্মত্ত, ভাবোন্মেষ, ভাবোন্মাদ—ভাব দ্রঃ।

ভাব্য—বিণ. ভবিতব্য, যাহা অবশ্য হইবে, সাধ্য, নিষ্পাদ্য; চিন্তনীয়। [সং. √ভূ+য]।

ভাম—বি. খট্টাশজাতীয় জন্তুবিশেষ। [দেশী]।

ভামিনী—বি. কোপনস্বভাবা রমণী ; নারী। [সং. ভাম (কোপ)+ইন্+ঈ]।

আদিতে ভাব-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য ভাব দ্রঃ।

ভায়—ক্রি. (কাব্যে) দীপ্তি বা শোভা পায় ('হাসিখানি তাহে ভায়') ; ভাল লাগে ('মোর মনে আন নাহি ভায়' : অ. গু.)। [বাং. √ভা (সং. √ভা)]।

ভায়রা, ভায়রাভাই—বি. শ্যালীপতি। [দেশী]।

ভায়া—বি. ভাই বা ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি। [সং. ভ্রাতৃ]।

ভার—(১) বি. ওজন (লঘুভার) : বোঝা. মোট (ভারবাহী) ; চাপ. উদ্বেগ (দুঃখের বা ঋণের ভার) ; দায়িত্ব (কাজের ভার. বিচারের ভার) ; রাশি, সমূহ (কেশভার); বোঝাবহনের জন্য ব্যবহৃত যষ্টিবিশেষ. বাঁক (ভার কাঁধে দইওয়ালা যায়)। (২) (বাং.) বিণ. ভারী. অধিক ওজনবিশিষ্ট (জিনিসটা বড় ভার) ; বোঝাস্বরূপ (সংসারের ভার হয়ে থাকা) ; গম্ভীর. অপ্রসন্ন (মুখ ভার করা). অপটু বা অসুস্থ (পেট ভার-ভার ঠেকছে) ; দুষ্কর (চেনা ভার) ; ক্রোধে দুঃখে বা অভিমানে বিষাদগ্রস্ত (মন ভার হওয়া)। [সং. √ভৃ+অ]। বি. **~কেন্দ্র**—গুরুত্বের বা ভারের ব্যাপ্তির মধ্যবিন্দু। বিণ. বি. **~বাহ, ~বাহক, ~বাহী** (-হিন্)—বোঝা-বহনকারী। বি. **~যষ্টি**—বাঁক। বিণ. **~সহ**—ভার বা ওজন সহ্য করিতে সক্ষম। বি. **~সাম্য**—বিভিন্ন দিকের ওজনের সমতা ; মানসিক স্থৈর্য বা অবিচলতা ; (রাজ.) দুই পক্ষের ভার বা শক্তির মধ্যে সমতা. balance of power। বিণ. **~হীন**—হালকা। বিণ. **ভারাক্রান্ত**—অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট বা দুঃখক্লিষ্ট (ভারাক্রান্ত চিত্তে) ; ভারের আধিক্যযুক্ত (অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন)। বি. **ভারার্পণ**—ভার বা দায়িত্ব প্রদান।

ভারই—**ভারুই**-র রূপভেদ।

ভারত—(১) বি. ভারতবর্ষ ; আধুনিক বাংলাদেশ ও পাকিস্তান-বাদে ভারতবর্ষ (ভারত-রাষ্ট্র) ; ভরতের সন্তান ; মহাভারত ; ভরত-সূত্র ; নট। (২) বিণ. ভরতবংশীয়। [সং. ভরত+অ]। বিণ. বি. **ভারতবাসী** (-সিন্)—ভারতবর্ষের অধিবাসী। বিণ. **ভারতীয়**—ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা বাসকারী ; ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত। বি. **ভারতমহাসাগর**—ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র।

ভারতবর্ষ—বি. হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রবেষ্টিত দেশ। [সং. ভারত+বর্ষ]। বিণ. **ভারতবর্ষীয়**—ভারতে জাত ; ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয়।

ভারতী—বি. সরস্বতীদেবী ; বাণী. বাক্য, কথা ; ভাষা ; সংবাদ. বিবরণ ; সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়বিশেষের উপাধি। [সং.]।

ভারতীয়—ভারত দ্রঃ।

ভারবাহ, ভারবাহক, ভারবাহী—ভার দ্রঃ।

ভারা—বি. উচ্চস্থানে বসিয়া কাজ করিবার জন্য বংশাদিদ্বারা নির্মিত মঞ্চবিশেষ, মাচা (ভারা বাঁধা)। [তু. ভার]।

ভারি—**ভারী**-র বানানভেদ।

ভারিক্কি, (প্রাদে.) ভারিক্কে—বিণ. গাম্ভীর্যপূর্ণ ; রাশভারী ; মুরুব্বির মতো (ভারিক্কি মেজাজ বা চাল)। [তু. ভার. ভারী$_১$]।

ভারিভুরি—বি. জাঁক. চাতুরী, দম্ভ ('রাখ তোমার ভারিভুরি' : চৈ. ভা.)। [তু. ভার]।

ভারী$_১$—বিণ. বেশী ওজনের, গুরুভার (ভারী বস্তা), কঠিন, বড়. দায়িত্বপূর্ণ (ভারী কাজের ঝুঁকি). সংখ্যায় অধিক (দলে ভারী), খুব (ভারী চালাক, ভারী দুঃখ) ; অপ্রসন্ন, গম্ভীর (মন বা মুখ ভারী করা)। [সং. ভার+বাং. ঈ]।

ভারী$_২$ (-রিন্)—(১) বিণ.বি. ভারবাহক। (২) বি. যে ব্যক্তি কলসি প্রভৃতিতে ভরিয়া বাড়ি-বাড়ি জল সরবরাহ করে। [সং. ভার+ইন্]।

ভারুই—বি. ভরতপক্ষী। [সং. ভরত]।

ভার্গব—বি. (ভৃগুবংশজাত) পরশুরাম. শুক্রাচার্য। [সং. ভৃগু+অ]।

ভার্যা—বি. পত্নী. জায়া. স্ত্রী। [সং. √ভৃ+য (র্য)+আ (স্ত্রী.)]।

ভাল$_১$—বি. ললাট, কপাল ('শুভ্রভালে সিন্দূরবিন্দু' : রবীন্দ্র) ; ভাগ্য। [সং.]।

ভাল$_২$, ভালো—(১) বিণ. উত্তম (ভাল উপায়) ; শুভ, হিতকর (ভাল উপদেশ) ; নীরোগ. সুস্থ (ভাল শরীর) ; সৎ (ভাল লোক) ; নিরীহ (ভাল মানুষ) ; সুন্দর, যাহা মানায় (ভাল শুনায় না) ; দক্ষ. পটু (ভাল মিস্ত্রী)। (২) বি. শুভ, হিত, উপকার (পরের ভালো) ; মঙ্গল. কল্যাণ (তোমার ভাল হউক)। (৩) অব্য. বেশ, আচ্ছা (ভাল. তাহাই হউক)। [সং. ভদ্রক<প্রা. ভল্লঅ]। **ভাল আপদ্, ভাল জ্বালা**—বিরক্তি কষ্ট প্রভৃতি সূচক উক্তিবিশেষ। **ভাল কথা**—হিতবাক্য. উৎকৃষ্ট উপদেশ : ভাগ্যক্রমে মনে পড়িল : এইরূপ ভাবপ্রকাশক উক্তি। **ভাল রে ভাল**—বিরক্তি কষ্ট বিস্ময় প্রভৃতি সূচক উক্তি। **ভালয় ভালয়**—নিরাপদে। ক্রি. **ভাল করা**—রোগমুক্ত করা বা উপকার করা। ক্রি. **ভাল থাকা**—সুস্থ বা স্বচ্ছন্দে থাকা। ক্রি. **ভাল দেখান**—সুন্দর বা যেমনটি সমুচিত তেমন দেখানো। ক্রি. **ভাল লাগা**—উত্তম. তৃপ্তিকর বা স্বাদু মনে হওয়া ; সুস্থ বোধ হওয়া। ক্রি. **ভাল হওয়া**—রোগমুক্ত হওয়া ; অসৎ হইতে সৎ হওয়া ; উপকার বা মঙ্গল হওয়া। বি. **~মন্দ**—শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গল ; একঘেয়ে বা বৈচিত্র্যহীন নয় এমন বস্তু (ভালমন্দ খাওয়া)। ক্রি-বিণ. **~মনে**—সরল হৃদয়ে।

ভালবাসা—(১) ক্রি. প্রণয়যুক্ত বা প্রেমযুক্ত হওয়া, অনুরাগী হওয়া ; প্রীতিভাবাপন্ন হওয়া ; স্নেহ করা : শ্রদ্ধা করা. ভক্তি করা ; আসক্ত বা আকৃষ্ট হওয়া ; পছন্দ করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে ; প্রণয়, প্রেম, অনুরাগ ; প্রীতি, সদ্ভাব, বন্ধুত্ব : স্নেহ : শ্রদ্ধা. ভক্তি ; আসক্তি, আকর্ষণ, টান ; পছন্দ। [ভাল$_২$+বাসা$_৩$]।

ভালমানুষ—বি. সৎ লোক ; নিরীহ লোক ; নির্দোষ বা নিরপরাধ ব্যক্তি। [ভাল$_২$+মানুষ দ্রঃ]। ক্রি. **ভালমানুষ সাজা**—ভালমানুষির ভান করা। বি. **ভালমানুষি**—সভ্যতা : নিরীহ স্বভাব ; সাধুতা বা শান্তিপ্রিয়তার ভান। ক্রি. **ভালমানুষি করা**—নিরীহ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা ; (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিবাদ-বিসংবাদ বা শত্রুতা হইতে বিরত থাকা।

ভালাই—বি. কল্যাণ, মঙ্গল। [বাং. ভাল২+আই]।
ভাল্লুক, (বিরল) **ভালুক**—ভল্লুক-এর কথ্য রূপ।
ভালো, ভালোবাসা—যথাক্রমে ভাল ও ভালবাসা-র বানানভেদ।
ভাশুর—বি. পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি। [সং. ভ্রাতৃ-শ্বশুর ?]। বি. **~ঝি**—ভাশুরের কন্যা। বি. **~পো**—ভাশুরের পুত্র। বি. **~ভাদ্রবউ-সম্পর্ক**—যে-অবস্থায় দুই-এর মধ্যে আলাপ-ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জিত।
ভাষ, ভাষণ—বি. বাক্য ('বলো ধীর মধুর ভাষে' : রবীন্দ্র); উক্তি, কথন; বক্তৃতা (সভাপতির ভাষণ)। [সং. √ভাষ্+অ, অন (ভা)]। বিণ. **ভাষক**—ভাষী, বক্তা, উক্তিকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **ভাষিকা**। বিণ. **ভাষিত**—কথিত, উক্ত (তু. সুভাষিত)।
ভাষা—বি. শব্দের সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি (মানুষের ভাষা, শিশুর ভাষা); নির্দিষ্ট কোন দেশের বা অঞ্চলের অধিবাসী অথবা কোন সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দাবলী ও তাহার প্রয়োগরীতি (ইংরেজি ভাষা, পূর্ববঙ্গের ভাষা); অর্থপূর্ণ শব্দ দ্বারা ভাবপ্রকাশের প্রণালী (রবীন্দ্রনাথের ভাষা, রূঢ় ভাষা); ভাবপ্রকাশক সঙ্কেত (জীব-জন্তুর ভাষা, আকাশের ভাষা); উক্তি, বচন (ভাষা শুনে পিত্তি জ্বলে); সংস্কৃত নহে এমন চলিত বা কথিত ভারতীয় ভাষা ('প্রেমদাস রচিল ভাষায়')। [সং. √ভাষ্+অ (ভা)+আ]। বি. **~জ্ঞান**—ভাষার সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য। বি. **~তত্ত্ব**—ভাষার উৎপত্তি বিবর্তন প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। বিণ. **~তীত**—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন, অনির্বচনীয়। বি. **~ন্তর**—অনুবাদ। বি. **ভাষান্তরিক**—দোভাষী, interpreter [স. প.]। **~ন্তরিত**—অনূদিত।
ভাষী (-ষিন্)—বিণ. ভাষা ব্যবহারকারী, কথক (রূঢ়-ভাষী, হিন্দীভাষী)। [সং. √ভাষ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভাষিণী** (কটু ভাষিণী)।
ভাষ্য—(১) বি. ব্যাখ্যান; সূত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শাঙ্কর-ভাষ্য)। (২) বিণ. কথনীয়। [সং. √ভাষ্+য (র্ম)]। বিণ. বি. **~কার**—ব্যাখ্যাকারী।
ভাস—বি. দীপ্তি, আভা; শোভা; প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারবিশেষ। [সং.]।
ভাসন্ত—বিণ. ভাসিতেছে এমন। [বাং. ভাসা+অন্ত]।
ভাসমান—বিণ. শোভমান, দীপ্তিমান্; (বাং.) ভাসিতেছে এমন (বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ)। [সং. √ভাস্+মান (শানচ্)—তু. ভাসা]।
ভাসা—(১) ক্রি. জল বা বায়ুর উপরে ভর করিয়া থাকা বা সঞ্চরণ করা; ডুবিয়া না যাওয়া (শোলা জলে ভাসে); উদিত হওয়া (মনে ভাসিয়া উঠা); প্লাবিত হওয়া (বন্যায় ভাসা, চোখের জলে বুক ভাসা), বহিয়া আসা (গানের সুর বা পুষ্পের সৌরভ ভাসিয়া আসা); সহায়হীন হওয়া (বাপ মরলে ছেলেটা ভেসে যাবে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. ভাসন্ত; প্লাবিত। [সং. √ভাস্+বাং. আ]। বিণ. **ভাসা-ভাসা**—অগভীর, বৎ-সামান্য (ভাসা-ভাসা জ্ঞান)। বি. **~ন**১ (উচ্চা. ভাসান্)—নদ্যাদির জলে বিসর্জন (প্রতিমার ভাসান); মনসা-দেবীর কাহিনী-অবলম্বনে রচিত পালা গান; ভাসন্ত অবস্থা। **~ন**২ (উচ্চা. ভাসানো), **~নো**—(১) ক্রি. ভাসিতে দেওয়া ('তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব' : রবীন্দ্র, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া); প্লাবিত করা (কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিল)। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।
ভাসুর—ভাশুর-এর বানানভেদ।
ভাস্কর—বি. সূর্য; (বাং.) ধাতু প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা মূর্তি-নির্মাণকারী। [সং. ভাস্+√কৃ+অ (র্তৃ)]। বি. **ভাস্কর্য**—(বাং.) উক্তভাবে মূর্তি-নির্মাণশিল্প।
ভাস্বতী—ভাস্বান্ দ্রঃ।
ভাস্বর—বিণ. দীপ্তিমান্; উজ্জ্বল। [সং. √ভাস্+বর(র্তৃ)]।
ভাস্বান্ (-স্বৎ)—(১) বিণ. দীপ্তিমান্; উজ্জ্বল। (২) বি. সূর্য। [সং. √ভাস্+বৎ]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **ভাস্বতী**।
ভি. আই. পি.—বি. বিণ. বিশেষপ্রকার খাতির ও সম্মানের পাত্র, সমধিক মর্যাদাবিশিষ্ট। [ইং. very important personage]।
ভিক্ষা—বি. প্রার্থনা, যাচ্ঞা; দানরূপে প্রদত্ত বস্তু; দান। [সং. √ভিক্ষ্+অ (ভা)+আ]। বি. **~কাল**—সন্ন্যাসীর ভোজনকাল। বি. **~চর্যা, ~বৃত্তি**—ভিক্ষা-রূপ পেশা। বিণ. **~জীবী** (-বিন্), **ভিক্ষোপজীবী** (-বিন্)—ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবনযাপনকারী, ভিক্ষুক। বিণ. (স্ত্রী) **ভিক্ষাজীবিনী, ভিক্ষোপজীবিনী**। বি. **~টন**—ভিক্ষার্থ গমন; ভিক্ষাচর্যা। [সং. ভিক্ষা+অটন (=ভ্রমণ)]। বি. **~ন্ন**—ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ খাদ্য। বি. **~পাত্র, ~ভাণ্ড**—ভিক্ষালব্ধ বস্তু রাখিবার আধার। বি. **~পুত্র**—উপনয়নকালে ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পুত্রস্থানীয় হইয়াছে এমন দ্বিজকুমার। বি. **~মা**—ঐরূপ ভিক্ষাদানকারিণী নারী। বিণ. **~র্থী** (-র্থিন্)—ভিক্ষাপ্রার্থী, যাচক। বিণ. (স্ত্রী.) **~র্থিনী**। বিণ. **ভিক্ষিত**—যাচিত, প্রার্থিত।
ভিক্ষু—বি. (প্রধানতঃ বৌদ্ধ) সন্ন্যাসী (যাহারা ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণ করে), শ্রমণ; চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী; ভিক্ষুক। [সং. √ভিক্ষ্+উ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **~ণী**।
ভিক্ষুক—বিণ. বি. ভিখারী; ভিক্ষাজীবী; ভিক্ষাপ্রার্থী; প্রার্থী। [সং. ভিক্ষু+ক (স্বার্থে)]।
ভিখ—ভিক্ষা-র কথ্য রূপ।
ভিখারি, ভিখারী, (কথ্য) **ভিখিরি**—বিণ.বি. ভিক্ষা-জীবী; ভিক্ষুক; ভিক্ষাপ্রার্থী; যাচক। [বাং. ভিখ+আরি, আরী (<সং. -কারী)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **ভিখারিনী,** (বর্জি.) **ভিখারিণী**।
ভিজা, ভেজা—(১) ক্রি. সিক্ত হওয়া, আর্দ্র হওয়া (বৃষ্টিতে ভিজা, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না); কোমল বা করুণাপরবশ হওয়া (মন ভিজা)। (২) বিণ. উক্ত উভয় অর্থে (ভিজা কাঠ, ভিজে কাপড়)। [বাং. √ভিজ্]।
ভিজান, ভিজানো—(১) ক্রি. সিক্ত বা আর্দ্র করা (জলে ভিজানো); কোমল বা করুণাপরবশ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।

ভিজিট—বি. বাড়ীতে আসিয়া রোগী দেখা বাবদ চিকিৎসকের প্রাপ্য দর্শনী। [ইং. visit]।

ভিজে—**ভিজা** (বিণ.)-র কথ্য রূপ। **ভিজে বেড়াল**—(আল.) দেখিতে নিরীহ হইলেও প্রকৃতপক্ষে দুষ্ট ব্যক্তি।

ভিটা—বি. (প্রধানতঃ বংশানুক্রমিক) বাস্তুভূমি; ঘরের ভিত, পোতা। [সং. ভিত্তি—তু. তামি. বিটি]। **ভিটা-মাটি চাটি করা**—বাসগৃহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। **ভিটায় ঘুঘু চরান** বা **সরিষা বোনা**—সর্বস্বান্ত করা, উৎসন্ন করা।

ভিটামিন—বি. খাদ্যবস্তুর যে অংশ মানুষকে জীবনীশক্তি দান করে, খাদ্যপ্রাণ। [ইং. vitamin]।

ভিটে—**ভিটা**-র কথ্য রূপ।

ভিড়—বি. বহুলোকের বিশৃঙ্খল সমাবেশ, জনতা (ভিড় জমা, ভিড় হওয়া); নিবিড় সমাবেশ (পিঁপড়ের ভিড়, কাজের ভিড়)। [দেশী]।

ভিড়া, ভেড়া—(১) ক্রি. লগ্ন হওয়া (কূলে ভিড়া); তীর-বর্তী হওয়া (নৌকা ভিড়া); মিলিত হওয়া, মেশা (দলে ভিড়ে যাওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ভিড়্]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি সংলগ্ন করা, তীর-বর্তী করা ('তরণী ভিড়াও তীরে': রবীন্দ্র); মিলিত করানো (দলে ভিড়ানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

ভিত—বি. দেওয়ালের বা গৃহতলের যে অংশ ভূমধ্যে প্রোথিত থাকে, ভিত্তি, বনিয়াদ (ভিত-পত্তন, ভিত কেঁপে ওঠা); (প্রা. কা.) দিক্, পার্শ্ব ('তালবন তার চারি ভিতে': রবীন্দ্র)। [সং. ভিত্তি]।

ভিতর—(১) বি. অভ্যন্তর, মধ্য (বনের ভিতর, এক মাসের ভিতর, ভিতরে যাও)। (২) বিণ. অভ্যন্তরস্থ, অন্তর্বর্তী (ভিতর মহল)। [সং. অভ্যন্তর]। বিণ. ~**কার**—অভ্যন্তরস্থ, অপ্রকাশ্য (মনের ভিতরকার কথা)। বি. ~**বাড়ি, বাড়ী**—অন্দরমহল। **ভিতরে ভিতরে**—তলে-তলে, গোপনে।

ভিতু—**ভীতু**-র বর্ত. চলিত বানান।

ভিত্তি—বিণ. ভিত, বনিয়াদ (সমাজের ভিত্তি); দেওয়াল; মূল, কারণ (ভিত্তিহীন)। [সং. √ভিদ্+তি(র্ম)]। বি. ~**প্রস্তর**—বনিয়াদ নির্মাণকালে প্রথম যে প্রস্তরখণ্ড বা ইট স্থাপন করা হয়। বি. ~**ভূমি**—যে ভূমি ব্যাপিয়া ভিত নির্মিত হয়। বি. ~**মূল**—বনিয়াদের যে অংশ মাটির নীচে থাকে। বিণ. ~**হীন**—অমূলক। বিণ. -**ভিত্তিক** (সমাসের উত্তরপদে)—ভিত্তি বা মূলবিশিষ্ট (আদর্শভিত্তিক কর্মসূচি, ব্যক্তিভিত্তিক আন্দোলন)।

ভিদ্যমান—বিণ. ভেদ করা হইতেছে এমন। [সং. √ভিদ্+মান(শানচ্)(র্ম)]।

ভিন—**ভিন্ন**-র কোমল রূপ। বি. ~**দেশ**—অন্য দেশ; বিদেশ।

ভিন্দিপাল—বি. প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। [সং.]।

ভিন্ন—(১) বিণ. অন্য (ভিন্ন কথা, ভিন্ন বাড়ী, ভিন্ন দেশী, ভিন্ন রকম); পৃথক্, আলাদা, স্বতন্ত্র (ভিন্ন করা); বিচ্যুত, বিযুক্ত, বিভক্ত, একান্নবর্তী নহে এমন (ভিন্ন হওয়া); ছিন্ন, বিদীর্ণ, খণ্ডিত (ছিন্নভিন্ন)। (২) (বাং.) অব্য. (অনু.) ছাড়া, বিনা, ব্যতীত (সে ভিন্ন কেহ নহে)। [সং. √ভিদ্+ত(র্তৃ)]। বি. ~**তা** (আকৃতি-প্রকৃতির ভিন্নতা)। বিণ. ~**রুচি**—পৃথক্ রুচিবিশিষ্ট। **ভিন্নার্থ**—(১) বি. অন্য তাৎপর্য বা প্রয়োজন। (২) বিণ. অন্য তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য আছে এমন। বিণ. **ভিন্নার্থক**—ভিন্নার্থ।

ভি. পি.—বি. ডাকে প্রেরিত যে বস্তুর ডাকমাশুল প্রাপকের দিতে হয়। [ই. value payable post]। **ভি. পি. করিয়া**—প্রাপক ডাকমাশুল দিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া।

ভিমরুল—বি. বোলতাজাতীয় বিষধর পতঙ্গবিশেষ। [সং. ভৃঙ্গরোল]। **ভিমরুলের চাক**—দলবদ্ধ ভিমরুল-গণ কর্তৃক নির্মিত গোলাকার বাসা। **ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া**—(ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার মতো) হিংস্র ও একতাবদ্ধ জনতাকে উত্তেজিত করা।

ভিয়ান, ভিয়েন—মিঠাই পাক করার কাজ। [দেশী]।

ভিরকুটি, ভিরকুটী—বি. ভ্রূভঙ্গি, ভেঙচানি। [সং. ভৃকুটী]।

ভিরমি, ভির্মি—বি. আকস্মিক মাথাঘোরা, মূর্ছা। [<সং. ভ্রমি, ভূমি]।

ভিল—বি. ভারতের আদিম জাতিবিশেষ। [সং. ভিল্ল]।

ভিষক্ (-বজ্)—বি. চিকিৎসক। [সং. √ভিষজ্(কণ্ড্বাদি) +ক্বিপ্]।

ভিশ্তি, ভিস্তি, ভিস্তী—বি. জল বহনের জন্য ব্যবহৃত চর্মনির্মিত থলিবিশেষ, মশক; মশকে করিয়া যে জল বহন ও সরবরাহ করে। [ফা. বিহিশ্‌ৎ]। বি. ~**ওয়ালা**—যে ব্যক্তি মশকে ভরিয়া জল সরবরাহ করে।

ভিসা—বি. পাসপোর্টে বা ছাড়পত্রে বিদেশে বাসকালা-দির নির্দেশসহ স্বাক্ষর, প্রবাসাজ্ঞা [স. প.]। [ইং. visa]।

ভীড়—**ভিড়**-এর বানানভেদ।

ভীত—বিণ. ভয়প্রাপ্ত; শঙ্কিত। [সং. √ভী+ত(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **ভীতা**। বি. **ভীতি**—ভয়, শঙ্কা, ত্রাস। বিণ. **ভীতু**—ভীরু, সহজেই ভয় পায় এমন। [সং. ভীত+বাং. উ]।

ভীম—(১) বিণ. ভীষণ, প্রচণ্ড (ভীমদর্শন, ভীমনাদ)। (২) বি. মধ্যমপাণ্ডব, ভীমসেন। [সং. √ভী+ম]। বিণ.(স্ত্রী.) **ভীমা**।

ভীমপলশ্রী, (কথ্য) **ভীমপলাশী**—বি. রাগিণীবিশেষ।

ভীমরথী, (কথ্য) **ভীমরতি**—বি. বার্ধক্যজনিত ঈষৎ বুদ্ধিভ্রংশ বা খেপামি; (মূলতঃ) ৭৭ বৎসর ৭ মাস বয়সের সপ্তম রাত্রি। [সং.]।

ভীমরুল—**ভিমরুল**-এর বানানভেদ।

ভীমা—বিণ. ভয়ঙ্করী।

ভীরু—বিণ. ভয়শীল, ভীতু, সহজেই ভয় পায় এমন। [সং. √ভী+রু(র্তৃ)]। বি. ~**তা**। বিণ. ~**ক**—ভীরু, ভয়শীল।

ভীল—**ভিল**-এর বানানভেদ।

ভীষণ—বিণ. ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ, ভয়াল ; (কথ্য ভাষায়) বিষম, অত্যন্ত (ভীষণ দরকার, ভীষণ শক্ত)। [সং. √ভী+ণিচ্+অন(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **ভীষণা**। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**।

ভীষিত—বিণ. ভয় দেখান হইয়াছে এমন। [সং. √ভী+ণিচ্+ত(র্ম)]।

ভীষ্ম—(১) বিণ. (অপ্র.) ভীষণ। (২) বি. (মহা.) রাজা শান্তনু ও গঙ্গাদেবীর পুত্র এবং কৌরবপাণ্ডবের পিতামহ, দেবব্রতের সার্থক নাম : ইনি রাজপদবর্জন এবং চির-কৌমার্যপালনের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলে 'ভীষ্ম' আখ্যা লাভ করেন। [সং. √ভী+ম(পে)]। **ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা**—অতি কঠিন ও অটল প্রতিজ্ঞা।

ভুঁই—বি. ভূমি (ভুঁয়ে লুটায়), ঠাঁই, স্থান ; মাটি : খেত : দেশ (বিভুঁই)। [সং: ভূমি]। বি. ~**কুমড়া**—কুমড়ার জাতিবিশেষ। বি. ~**চাঁপা**—সুগন্ধি ফুলবিশেষ। ~**ফোড়**, ~**ফোঁড়**—(১) বিণ. অকস্মাৎ উচ্চ অবস্থার অধিকারী অথচ বনিয়াদী নহে এমন, হঠাৎ বড়লোক। (২) বি. ছত্রাকগোত্রীয় উদ্ভিদ্‌বিশেষ। [সং. ভূমিস্ফোট]। বি. ~**মালী**—ঝাড়ুদার।

ভুঁইয়া—বি (সামন্ত) নৃপতি বা জমিদার।[সং.ভৌমিক]। **বার ভুঁইয়া**—বাঙ্গালার ঐতিহাসিক দ্বাদশ ভৌমিক বা প্রতাপান্বিত জমিদার : (১) শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, (২) চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, (৩) যশোহরের প্রতাপাদিত্য, (৪) খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, (৫) ভূষণার মুকুন্দ রায়, (৬) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, (৭) ভাওয়ালের ফজল গাজি, (৮) বিষ্ণুপুরের হাম্বিরমল্ল, (৯) দিনাজপুরের গণেশ রায়, (১০) তাহেরপুরের কংসনারায়ণ, (১১) পুঁটিয়ার পীতাম্বর, এবং (১২) সাতৈলের রামকৃষ্ণ।

ভুঁড়ি—বি. স্থূল উদর; বড় বা মোটা পেট। বিণ. **ভুঁড়ো**—ভুঁড়িযুক্ত, ভুঁড়িওয়ালা। [দেশী]।

ভুঁদো—বিণ. স্থূলকায়, মোটা ; স্থূলবুদ্ধি, বোকা। বিণ. (স্ত্রী.) **ভুঁদি, ভুঁদী**।

-ভুক্ (-ভুজ্)—(সমাসের উত্তরপদে) যে ভোগ করে (বেতনভুক্ কর্মী)। [সং.]।

ভুক্ত—বিণ. ভোজন করা বা ভোগ করা হইয়াছে এমন (ভুক্ত অন্ন, অভুক্ত) ; অন্তর্গত (এক পরিবারভুক্ত, দলভুক্ত)। [সং. √ভুজ্+ত(র্ম)]। বিণ. ~**পূর্ব**—যাহা পূর্বে ভোজন বা ভোগ করা হইয়াছে। বিণ. ~**ভোগী** (-গিন্)—যে পূর্বে ভুগিয়াছে। বি. **ভুক্তাবশেষ**—আহারের পর পাতে যাহা পড়িয়া থাকে। বিণ. **ভুক্তাবশিষ্ট**। বি. **ভুক্তি**—বি. ভোজন ; ভোগ ; দখল ; অন্তর্ভুক্ত হওয়া (নিবন্ধভুক্তি) ; প্রাচীন জনপদভাগ (দণ্ডভুক্তি, তীরভুক্তি)।

ভুখ—বি. ক্ষুধা। [সং বুভুক্ষা]। বিণ. **ভুখা**—ক্ষুধার্ত। **ভুখা ভগবান্**—ক্ষুধার্ত মানব। বি. **ভুখা-মিছিল, ভুখ-মিছিল**—ক্ষুধার্ত জনগণের অন্নাভাবের প্রতিকার প্রার্থনায় শোভাযাত্রা।

ভুগা, ভোগা—(১) ক্রি. (দুঃখকষ্টাদি) সহ্য করা ; ক্লেশ পাওয়া (অসুখে ভুগছি, প্রতিবেশীর অত্যাচারে ভুগছি)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [বাং. √ভুগা<সং. √ভুজ্(ভোগার্থক)। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. (দুঃখকষ্টাদি) সহ্য করানো ; ক্লেশ দেওয়া (ধার শোধ দিতে অত ভোগাও কেন ?)। (২) বি. উক্ত অর্থে।

ভুজ—বি. হাত, বাহু ; (জ্যামি.) ক্ষেত্রাদির সীমানির্দেশক সরলরেখা। [সং. √ভুজ্+অ(র্তৃ)]। বি. ~**পাশ**, ~**বন্ধন**—বাহুর বেষ্টন, আলিঙ্গন। বি. ~**বল**—দেহের শক্তি।

ভুজংভাজাং—বি. অসত্য বা অকিঞ্চিৎকর যুক্তি-তর্কাদিদ্বারা বুঝ বা প্রবোধ (ভুজংভাজাং দিয়ে দলে টানা)। [দেশী]।

ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম—বি. সর্প। [সং. ভুজ্+√গম্ অ(র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **ভুজগী, ভুজঙ্গী, ভুজঙ্গমী**, (বাং.) **ভুজঙ্গিনী**। বি. **ভুজঙ্গপ্রয়াত**—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

ভুজ্যি (কথ্য)—বি. দেবতা বা পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন ইত্যাদি। [**ভোজ্য** দ্র:]।

ভুঞ্জন—বি. উপভোগ : ভোজন। [<সং. √ভুজ্(ভোজন বা ভোগ)]।

ভুঞ্জা—ক্রি. (কাব্যে) ভোগ করা : উপভোগ করা, ভোজন করা। [সং. √ভুজ্+বাং. আ]। ক্রি. ~**ন**, ~**নো**—ভোগ করানো বা আহার করানো। বিণ. **ভুঞ্জিত**—ভোগ বা আহার করা হইয়াছে এমন, ভুক্ত।

ভুটভাট, ভুটভাট্—অব্য. পেটের মধ্যে অজীর্ণজনিত শব্দ।

ভুট্টা—বি. শস্যবিশেষ, মকাই। [হি.]।

ভুড়ভুড়, ভুড়ভুড়—অব্য. ক্রমাগত বুদ্বুদ কাটার শব্দ। বি. **ভুড়ভুড়ি**—বুদ্বুদ।

ভুতি, ভুতুড়ি—বি. কাঁঠালাদি ফলের মধ্যস্থ বর্জনীয় অংশ। [দেশী]।

ভুতুড়ে, ভুতুড়ে—(১) বিণ. ভূত-প্রেত-সম্বন্ধীয় (ভুতুড়ে গন্ধ) ; ভূত-প্রেতদ্বারা কৃত, অবিশ্বাস্য, রহস্যাবৃত (ভুতুড়ে কাণ্ড)। (২) বি. ভূতের রোজা ; ভূত-প্রেত লইয়া যে ব্যক্তি কারবার করে। [>সং.]।

ভুনিখিচুড়ি—বি. যে খিচুড়িতে চাল-ডাল ঘিয়ে অল্প ভাজিয়া লওয়া হয়। [হি.]।

ভুবঃ (-বস্), **ভুবর্লোক**—বি. পুরাণোক্ত সপ্তস্বর্গের অন্যতম ; অন্তরীক্ষ ; ব্যাহৃতিবিশেষ। [সং.]।

ভুবন—বি. পুরাণোক্ত সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল এই চতুর্দশ লোক, জগৎ ; পৃথিবী। [সং. √ভূ+অন (র্তৃ)]। বিণ. ~**বিখ্যাত**—বিশ্ববিখ্যাত। বিণ. ~**মোহন**—সর্বজনমুগ্ধকারী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**মোহিনী**। বি. **ভুবনেশ্বর**—ত্রিভুবনের অধিপতি, ঈশ্বর ; ওড়িশা-রাজ্যের রাজধানী ; ঐ স্থানের শিবলিঙ্গবিশেষ। বি. (স্ত্রী.) **ভুবনেশ্বরী**—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

ভুয়া, (কথ্য) **ভুয়ো**—বিণ. অমূলক (ভুয়ো খবর) ; শূন্যগর্ভ (ভুয়া প্রতিজ্ঞা বা প্রলোভন) : অসার ; অলীক, মিথ্যা (ভুয়ো চেক, ভুয়া দলিল)।

ভুরভুর—অব্য. (গন্ধাদিদ্বারা) পরিপূর্ণ বা আমোদিত হওয়ার ভাবপ্রকাশক।

ভুরা, ভুরো—বি. অপরিষ্কৃত ও মোটা দানাযুক্ত চিনি-বিশেষ। [দেশী]।

ভুরু, ভুরূ—ভ্রূ-র কথ্য রূপ (জোড়া ভুরু)।

ভুল—(১) বি. ভ্রান্তি, ভ্রম (বইখানা ভুলে ভরা); বিস্মৃতি (তরকারিতে লবণ দিতে ভুল); অযথার্থ ধারণা (বন্ধুকে শত্রু বলে ভুল); প্রলাপ (ভুল বকা)। (২) বিণ. ভ্রান্ত, অযথার্থ (ভুল খবর); বেঠিক (ভুল অঙ্ক)। [<সং. √স্খল্(চলন)]। বি. **~চুক, ~ভ্রান্তি**—ভ্রম, অনবধানতা। **ঠিকে ভুল**—যোগে ভুল।

ভুলা, ভোলা—ক্রি. মনে না-রাখা, বিস্মৃত হওয়া (নাম বা পড়া ভুলে যাওয়া), বশীভূত বা প্রভাবিত হওয়া (চেহারা দেখে বা পরের কথায় ভোলা)। **ভুলান, ভুলানো**—(১) ক্রি. ভুল করান; বিস্মৃত করান; মুগ্ধ করান। (২) বিণ. যে বা যাহা ভুলাইতে বা মুগ্ধ করিতে পারে (ছেলেভুলানো গল্প বা ছড়া, নয়নভুলানো)। বিণ. **ভুলো**—প্রায়ই ভুল করে বা বিস্মৃত হয় এমন, বিস্মরণশীল (ভুলো বা ভোলা মন)।

ভুশ, ভুশ্—অব্য. জল কাদা প্রভৃতি ভেদ করার শব্দ (ভুশ করে ভেসে ওঠা)।

ভুশুড়ি—বি. কাঁঠালের ভুতুড়ি। [দেশী]। ক্রি. **ভুশুড়ি ভাঙা**—ভুরিভোজন করা। **গল্পের ভুশুড়ি ভাঙা**—ক্রমাগত একটির পর একটি গল্প বলা।

ভুশুণ্ডি—**ভুশুণ্ডি**-র কথ্য রূপ।

ভুষা, ভুষি, ভুষো—যথাক্রমে ভুসা, ভুসি ও ভুসো-র বানানভেদ।

ভুষ্টিনাশ—বি. ধ্বংস (টাকার ভুষ্টিনাশ), সর্বনাশ (কাজের ভুষ্টিনাশ)। [দেশী]।

ভুসা, ভুসো$_1$—বি. আগুনের ধোঁয়া হইতে উৎপন্ন কালি বা ঝুল, কাজল (ভুসাকালি)। [সং. ভস্মন্]। বি. **~কালি**—ভুসা হইতে প্রস্তুত কালি।

ভুসি, ভুসো$_2$—বি. গম, ডাল ইত্যাদি শস্যের খোসা বা চোকলা। [সং. বুস]। বি. **~মাল**—বাজে বা সারহীন বস্তু।

ভূ$_1$ (-ভূস্)—বি. পুরাণোক্ত সপ্তলোকের অন্যতম, ব্যাহৃতিবিশেষ; পৃথিবী। [সং.]।

ভূ$_2$—বি. পৃথিবী (ভূবৃত্তান্ত, ভূপরিচয়), স্থল, স্থান, ভূমি (ভূদান, ভূপ্রদেশ)। [সং. √ভূ+কিপ্ (র্তৃ)]। বি. **~কম্প, ~কম্পন**—ভূমিকম্প। বি. **~খণ্ড**—প্রদেশ, দেশ (আরব ভূখণ্ড)। বি. **~গর্ভ**—পৃথিবী বা মৃত্তিকার অভ্যন্তর। বি. **~গোল**—পৃথিবীর বিবরণ, geography। বি. **~গোলক**—পৃথিবীর আকারাদির চিত্র ও মূর্তি সংবলিত গোলক, globe। বিণ. **~চর**—স্থলচর। বি. **~চিত্র**—মানচিত্র, map। বিণ. **~চ্ছায়া**—(গ্রহণকালে চন্দ্রে পতিত) পৃথিবীর ছায়া। বি. **~তত্ত্ব, ~বিজ্ঞান, ~বিদ্যা**—ভূপৃষ্ঠ ও তাহার নিম্নবর্তী স্তরসমূহ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, geology। বি. **~তল**—পৃথিবীপৃষ্ঠ; পাতাল। বি. **~দেব, ~সুর**—ব্রাহ্মণ। বি. **~ধর, ~ভৃৎ**—পর্বত। বি. **~প, ~পতি, ~পাল**—রাজা। বিণ. **~পতিত**—ভূপৃষ্ঠে বা মাটির উপরে পতিত। বিণ. **~পাতিত**—ভূপৃষ্ঠে বা মাটির উপরে নিক্ষিপ্ত। বি. **~ভার**—পৃথিবীর পাপের বোঝা। বি. **~ভারত**—পৃথিবী ও ভারতবর্ষ, সমস্ত পৃথিবী (এমন ঘটনা ভূভারতে কোথাও ঘটে নাই)। বি. **~মণ্ডল**—পৃথিবী, সমস্ত পৃথিবী। বি. **~মধ্য**—পৃথিবীর মধ্যস্থল; পৃথিবীর যে কোন স্থান (ভূমধ্যে কোথাও বায়ুশূন্য স্থান নাই)। বি. **~মধ্যরেখা**—(ভূগো.) পৃথিবীর মধ্যস্থল বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা। বি. **~মধ্যসাগর**—ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত সাগরবিশেষ। বিণ. **~লুণ্ঠিত**—মাটিতে বা ধুলায় লুটাইতেছে এমন। বি. **~লোক**—পৃথিবী। বি. **~শয্যা**—মাটিরূপ শয্যা। বি. **~সম্পত্তি**—জমিজমা, খেতখামার, জমিদারি। বি. **~স্বর্গ**—মেরুপর্বত; (আল.) কাশ্মীর। বি. **~স্বামী** (-মিন্)—জমিদার।

ভূঁই—**ভুঁই**-র বানানভেদ।

ভূঁইয়া—**ভুঁইয়া**-র বানানভেদ।

ভূকম্প, ভূকম্পন, ভূগর্ভ, ভূগোল, ভূগোলক, ভূচর, ভূচিত্র, ভূচ্ছায়া—**ভূ$_2$** দ্রঃ।

ভূত—(১) বি. দেবযোনিবিশেষ, শিবানুচর (ভূতনাথ); প্রেত, পিশাচ (মরে ভূত হওয়া, ভূতে পেয়েছে); জীব, প্রাণী (সর্বভূতে দয়া); ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মূল উপাদান অর্থাৎ ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম (পঞ্চভূত)। (২) বিণ. অতীত (ভূতকাল); সঙ্ঘটিত, পরিণত (দ্রবীভূত); বিদ্যমান (অস্তর্ভূ'ত)। [সং. √ভূ+ত (র্তৃ)]। **পাঁচ ভূত, বার ভূত**—(সচ. অবাঞ্ছিত) আত্মীয়স্বজন পরিজন ও বন্ধুবান্ধব। **ঘাড়ে ভূত চাপা**—দুর্বুদ্ধির উদয় হওয়া। ক্রি. **ভূত ছাড়ান, ভূত ঝাড়ান, ভূত নামান**—(প্রধানতঃ প্রচণ্ড প্রহারদ্বারা) ভূতের প্রভাব হইতে মুক্ত করা; (আল.) কু-প্রভাব হইতে মুক্ত করা; দুষ্টবুদ্ধি দূর করা। ক্রি. **ভূত নাচা**—শিবানুচরদের নৃত্য করা; (আল.) দৌরাত্ম্য বা গোলমাল হওয়া; অস্থিরতা বোধ করা (মাথায় ভূত নাচা)। ক্রি. **ভূতে ধরা, ভূতে পাওয়া**—প্রেতযোনিদ্বারা আক্রান্ত বা আবিষ্ট হওয়া। ক্রি. **ভূতের বেগার খাটা, ভূতের বোঝা বওয়া**—অনর্থক কঠোর পরিশ্রম করা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—(আল.) অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা। বি. **~ঈশ্বর**—শিব। বিণ. **~গ্রস্ত**—প্রেতাদিদ্বারা আক্রান্ত বা আবিষ্ট। বি. **~চতুর্দশী**—কার্তিকমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথি। বি. **~ধাত্রী, ~ধারিণী**—পৃথিবী। বি. **~নাথ**—শিব। বিণ. **~পূর্ব**—পূর্বে ছিল কিন্তু এখন আর নাই এমন, প্রাক্তন। বি. **~প্রেত**—প্রেতযোনিসমূহ। বি. **~বলি, ~যজ্ঞ**—জীবে অন্নদানরূপ গৃহস্থের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য। বি **~ভাবন**—জীবগণের সৃষ্টিকর্তা বা পালক; শিব। বিণ. **~ময়**—পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত। বি. **~যোনি**—প্রেতজন্ম; ভূত পিশাচ প্রভৃতি। বি. **~শুদ্ধি**—পূজাদিদ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহের সংস্কার। বি. **ভূতাত্মা**—দেহী, প্রাণী, জীবাত্মা (বিপরীত-পরমাত্মা)। বি. **ভূতাবাস**—শরীর; বিষ্ণু। বিণ. **ভূতাবিষ্ট**—ভূতগ্রস্ত। বি. **ভূতাবেশ**—ভূতের আক্রমণ; ভূতগ্রস্ত অবস্থা।

ভূতি—বি. অণিমা মহিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য ঈশিতা বশিতা কামাবশায়িতা : এই অষ্টৈশ্বর্য, বিভূতি; উৎপত্তি · অভ্যুদয় : (বিরল) ভস্ম। [সং. √ভূ+তি (পে. ভা)]।

ভূভূড়ে—ভুতুড়ে দ্রঃ।

ভূদেব, ভূধর, ভূপ, ভূপতি, ভূপতিত, ভূপাতিত, ভূপাল—ভূ২ দ্রঃ।

ভূপালি, ভূপালী—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ।

ভূবিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, ভূভার, ভূভারত, ভূভৃৎ, ভূমণ্ডল, ভূমধ্য, ভূমধ্যরেখা, ভূমধ্যসাগর—ভূ২ দ্রঃ।

ভূম—বি. (কাব্যে) ভূমি ('শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে' : রবীন্দ্র)।

ভূমা (-মন্)—(১) বি. সর্বব্যাপী পুরুষ, বিরাট্; বহুত্ব। (২) বিণ. ভূয়িষ্ঠ, বহুল (ভূমানন্দ)। [সং. বহু+ইমন্]।

ভূমি—বি. পৃথিবী; ভূপৃষ্ঠ, মাটি; মেঝে (ভূমিশয্যা); ক্ষেত্র, জমি (নিকর ভূমি, ভূমিহীন প্রজা); স্থান (কর্মভূমি); দেশ (জন্মভূমি); আকর, আধার (বিশ্বাসভূমি); তলা (সপ্তভূমিক প্রাসাদ); (জ্যামি.) ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর বিপরীত দিক্‌স্থ বাহু, base। [সং. √ভূ+মি (খি)]। বি. ~**কম্প**—ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর কম্পন বা আন্দোলন। বি. ~**গর্ভ**—পৃথিবীর অভ্যন্তর, ভূপৃষ্ঠের নিম্নবর্তী স্থান। বিণ. ~**জ**—মাটিতে বা ক্ষেত্রে উৎপন্ন। বি. ~**তল**—ভূপৃষ্ঠ, মাটির বা জমির উপরিভাগ, ভূতল। বি. ~**সংস্কার**—চাষের জমির উন্নতিসাধন। অব্য. বিণ. ~**সাৎ**—ভূমিতে পতিত; মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে এমন (কুটিরগুলি ভূমিসাৎ হইয়া গেল)।

ভূমিকা—বি. (প্রধানতঃ বক্তব্য বিষয় বা গ্রন্থাদির) মুখবন্ধ, সূচনা, পূর্বাভাষ; বেশধারণ, রূপান্তর-পরিগ্রহ; অভিনেয় অংশ বা চরিত্র (বিভিন্ন ভূমিকায় সুদক্ষ অভিনেতা)। [সং. ভূমি+ক+আ]।

ভূমিগর্ভ, ভূমিজ, ভূমিতল, ভূমিশয্যা—ভূমি দ্রঃ।

ভূমিষ্ঠ—বিণ. ভূমিতে পতিত; ভূলুণ্ঠিত; (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম); প্রসূত (সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া)। [সং. ভূমি+√স্থা+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভূমিষ্ঠা**।

ভূমিসংস্কার, ভূমিসাৎ, ভূমিহীন—ভূমি দ্রঃ।

ভূম্যধিকারী (-রিন্)—বি. জমিদার, ভূস্বামী। [সং. ভূমি+অধিকারী]। বি. (স্ত্রী.) **ভূম্যধিকারিণী**।

ভূয়ঃ (-য়স্)—অব্য. ক্রি-বিণ. পুনরায়, প্রচুর। [সং. বহু+ঈয়স্]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভূয়সী**—প্রচুর, বহুল (ভূয়সী প্রশংসা)। বি. **ভূয়োদর্শন, ~দর্শিতা**—বহু দেখিয়া শুনিয়া লব্ধ অভিজ্ঞতা। অব্য. ক্রি-বিণ. **ভূয়োভূয়ঃ**—পুনঃপুনঃ।

ভূয়িষ্ঠ—বিণ. প্রচুর, অনেক। বহুল। [সং. বহু+ইষ্ঠ]। বি. ~**তা**।

ভূরি—বিণ. প্রভূত, প্রচুর, অনেক, বহু (ভূরিভোজন, ভূরি ভূরি প্রমাণ)। [সং. √ভূ+রি(র্তৃ)]। অব্য. ক্রি-বিণ ~**শঃ (-শস্)**—প্রচুরপরিমাণে; বহুবার।

ভূর্জ—বি. কোমল বল্কলযুক্ত বৃক্ষবিশেষ। [সং.]। বি. ~**পত্র**—ভূর্জবৃক্ষ; ভূর্জবৃক্ষের বাকল (প্রাচীনকালে কাগজের পরিবর্তে ইহাতে লেখা হইত; বর্তমানেও কবচাদি লেখা হয়)।

ভূর্লোক—বি. সপ্ত পাতাল সহ পৃথিবী, ভূলোক। [সং. (ঈষৎ) ভূঃ+লোক]—ভূ১ দ্রঃ।

ভূশণ্ডি, ভূশণ্ডী, ভূষণ্ডি—বি. পুরাণোক্ত ত্রিকালদর্শী কাক: (আল.) বহু প্রাচীন ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক (ব্যঙ্গে)। [সং.]।

ভূশয্যা—ভূ২ দ্রঃ।

ভূষণ, ভূষা—বি. অলঙ্কার, গহনা; সজ্জা (বেশভূষা); শোভা; অলঙ্কৃতকরণ। [সং. √ভূষ্+অন, অ+আ]। বিণ. **ভূষিত**—অলঙ্কৃত; সজ্জিত; পরিশোভিত; বিণ. (স্ত্রী.) **ভূষিতা**।

ভূসম্পত্তি, ভূস্বর্গ, ভূস্বামী—ভূ২ দ্রঃ।

ভৃগু—বি. পর্বতোপরিস্থ সমতল স্থান; পর্বতাদির ঢালু-প্রদেশ; অত্যুচ্চ স্থান; পৌরাণিক মুনিবিশেষ—জমদগ্নি। [সং.]। বি. ~**পতন**—পর্বতের অত্যুচ্চ স্থান হইতে স্বেচ্ছায় পতন, আত্মহত্যার উপায়বিশেষ। বি. ~**পদচিহ্ন**—(পুরাণে) বিষ্ণুর বক্ষঃস্থ ভৃগুমুনির পদাঘাতের চিহ্ন। বি. ~**বার, ~বাসর**—শুক্রবার। বি. ~**সুত**—শুক্রাচার্য, পরশুরাম।

ভৃঙ্গ—বি. ভ্রমর; ফিঙা পাখি। [সং. √ভৃ(+নৃ)+গ (র্তৃ)]। বি. ~**রাজ**—কেশরাজ, কেশবর্ধক শাকবিশেষ। বি. ~**রোল**—ভিমরুল।

ভৃঙ্গার—বি. গাড়ু, ঝারি। [সং.]।

ভৃঙ্গারিকা—বি. ঝিঁঝিঁ পোকা। [সং.]।

ভৃঙ্গি, ভৃঙ্গী (-ঙ্গিন্)—বি. শিবানুচরবিশেষ। [সং.]।

ভৃত—বিণ. পালিত (পরভৃত=কোকিল); পূর্ণ। [সং. √ভৃ+ত(র্ম)]। ~**ক**—(১) বিণ. বেতনগ্রহণকারী। (২) বি. বেতন। বি. **ভৃতি**—বেতন; পালন, ভরণ; পূরণ। বিণ. **ভৃতিভুক্ (-ভুজ্)**—বেতনগ্রহণকারী।

ভৃত্য—বি. বেতনভোগী, চাকর। [সং. √ভৃ+য(র্ম)]।

ভৃমি—ভিরমি দ্রঃ।

ভৃষ্ট—বিণ. ভর্জিত, ভাজা হইয়াছে এমন। [সং. √ভ্রস্জ্+ত(র্ম)]।

ভেউভেউ—অব্য. আকুল ক্রন্দনধ্বনি; কুকুরের ডাক।

ভেংচা—ক্রি. ভেংচান। [ভেঙান দ্রঃ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. উপহাস বিরক্তি প্রভৃতি সূচক বিকৃত মুখভঙ্গি করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **ভেংচি, ভেঙচি, ভেঙ্গচি**—বিকৃত মুখভঙ্গি (ভেংচি কাটা)।

ভেঁপু—বি. বাঁশিবিশেষ (ভেঁপু বাজানো)। [দেশী]।

ভেক১—ভেখ-এর রূপভেদ।

ভেক২—বি. বেঙ, মণ্ডূক। [সং.]।

ভেকা, (কথ্য) ভেকো—বিণ. হতবুদ্ধি, হতভম্ব। [দেশী—তু. ভেবাচেকা]।

ভেকুট—বি. ভেটকিমাছ। [সং. ভেকট]।

ভেখ—বি. সন্ন্যাসীর বা বৈরাগীর ধর্ম; বৈরাগীর বেশ; ছদ্মবেশ। [সং. ভৈক্ষ্য]। বিণ. ~**ধারী (-রিন্)**—সংসারত্যাগী বৈরাগ্যধর্মাবলম্বী; ছদ্মবেশী; ভণ্ড।

ভেঙান (নো), ভেঙ্গান (নি)—ক্রি. ভেংচানো;

উপহাস বা বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গি করা (ভেঙাচ্ছ, ভেংচাচ্ছ কেন ?)। [বাং. √ভেঙা]।

ভেজা$_১$—ক্রি. প্রেরণ করা, পাঠানো। [হি. √ভেজ]।

ভেজা$_২$—ক্রি. ভেজান। [প্রাকৃ. √ভিজ্জ<সং. √ভিদ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (কপাট দুয়ার পাল্লা প্রভৃতি) খিল না দিয়া জোড়া লাগানো। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

ভেজা$_৩$, ভেজান (নো)—যথাক্রমে **ভিজা** ও **ভিজান**-র চলিত রূপ।

ভেজাল—(১) বি. নিকৃষ্ট পদার্থ যাহা উৎকৃষ্ট পদার্থের সহিত মিশান হয়; নিকৃষ্ট দ্রব্যমিশ্রণ; (প্রাদে.) ঝামেলা, উৎপাত, বিশৃঙ্খলা (এ কি ভেজাল !)। (২) বিণ. নিকৃষ্ট পদার্থমিশ্রিত, খাঁটি বা বিশুদ্ধ নহে এমন (ভেজাল তেল); কৃত্রিম, মেকি। [দেশী]।

ভেট—বি. সওগাত, উপঢৌকন, নজরানা, সাক্ষাৎ, দর্শন, মোলাকাত; মিলন। [হি.]।

ভেটকি—বি. মাছবিশেষ। [<সং. বেকট—বর্ণবিপর্যয়ের ফলে]।

ভেটা—ক্রি. সাক্ষাৎ করা; মিলিত হওয়া। [**ভেট** দ্রঃ]।

ভেটেরাখানা—বি. সরাই, চটী: হট্টগোলের স্থান। [<হি. ভাটিয়ারা+ফা. খানা]।

ভেড়া$_১$, ভেড়ান(নো)—যথাক্রমে **ভিড়া** ও **ভিড়ান**-র চলিত রূপ।

ভেড়া$_২$—বি. মেষ। [সং. ভেড়, ভেড়ক]। বি.(স্ত্রী.) **ভেড়ী**। বি. **~কান্ত**—বোকার সেরা। বিণ.বি. **ভেড়ুয়া, ভেড়ো**—ভেড়ার তুল্য কাপুরুষ, স্ত্রৈণ; বাইজীর সঙ্গে বাজায় এমন বাদ্যকর। বিণ. **ভেড়ে**—অপদার্থ; বোকা; কাপুরুষ; স্ত্রৈণ।

ভেড়ি—বি. জল আটকাইবার জন্য বাঁধ (মাছের ভেড়ি)। [দেশী]।

ভেড়ী, ভেড়ুয়া, ভেড়ে, ভেড়ো—**ভেড়া$_২$** দ্রঃ।

ভেণ্ডার—বি. পণ্যবিক্রেতা, ফেরিওয়ালাবিশেষ। [ইং. vendor]।

ভেতো—**ভাত$_২$** দ্রঃ।

ভেত্তা (-ত্তৃ)—বিণ. ভেদকারক; ছেদনকারী। [সং. √ভিদ্+তৃ(র্তৃ)]।

ভেদ—বি. বেধন, বিদারণ, ছেদন (লক্ষ্যভেদ, মৃত্তিকা-ভেদ); পার্থক্য (মত-ভেদ, অধিকার-ভেদ, অবস্থা-ভেদে); অনৈক্য, বিরোধ (আদর্শগত ভেদ, ভেদবুদ্ধি); বিচ্ছেদ, মনান্তর, পরস্পর বিরূপতা (ভেদ সৃষ্টি করা); সবলে বাধা দূর করিয়া প্রবেশ (ব্যূহভেদ); রাজনৈতিক পন্থাবিশেষ, শত্রুদের বা বিরোধীদের মধ্যে কলহসৃষ্টি (ভেদনীতি); উন্মেষ, প্রকাশ; উদ্ঘাটন (রহস্যভেদ); পরিবর্তন (বুদ্ধিভেদ); ভিন্নতা (ঋতুতে ঋতুতে ভেদ, স্থানকালপাত্র-ভেদে, ঈশ্বরের মূর্তিভেদ); রেচন, দাস্ত, উদরভঙ্গ (ভেদবমি)। [সং. √ভিদ্+অ(ভা)]। বিণ. **~ক, ভেদী (-দিন্)**—ভেদকর। বি. **~জ্ঞান, ~বুদ্ধি**—পার্থক্যবোধ; বিরোধের মনোভাব। বি. **~ন**—ভেদ-করণ। বিণ. **~নীয়, ভেদ্য**—ভেদনযোগ্য; ভেদনসাধ্য। বি. **ভেদাভেদ**—ভিন্নাভিন্ন বা আপনপর জ্ঞান, বৈষম্য ও সাম্য; (দর্শ.) পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক হইয়াও দুই (=ভেদ), দুই হইয়াও এক (=অভেদ)—এই তত্ত্ব। বিণ. **ভেদিত**—ভেদ করা হইয়াছে এমন।

ভেপসা—**ভাপসা**-র চলিত রূপ (**ভাপ** দ্রঃ)।

ভেবড়া—ক্রি. ভেবড়ান। [দেশী]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ভয় বিস্ময় প্রভৃতিতে বিহ্বল ও হতবাক্ হওয়া বা করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

ভেবা, ভ্যাবা—বিণ. বিহ্বল; মূর্খ, হাঁদা। [দেশী]। বি. **~গঙ্গারাম**—নিরেট বোকা। বি. **~চ্যাকা**—হত-বুদ্ধি বা বিহ্বল অবস্থা।

ভেরি, ভেরী—বি. ঢাক, পটহ (ভেরী-নিনাদ)। [সং.]।

ভেরেণ্ডা—বি. এরণ্ড, রেড়িগাছ। [সং. এরণ্ড]। ক্রি. **ভেরেণ্ডা ভাজা**—অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করা, কিছু উপার্জন না করা।

ভেল$_১$—ক্রি. (ব্রজ) হইল ('দশদিশ ভেল নিরদন্দা', বিদ্যা.)। [সং. √ভূ]।

ভেল$_২$—বিণ. কৃত্রিম, ঝুটা, ভেজাল। [দেশী]।

ভেলকি—বি. জাদু, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি; ধোঁকা। [দেশী]। বি. **~বাজি**—জাদুর খেলা, ম্যাজিক।

ভেলভেল, ভ্যাল্ভ্যাল্—(১) অব্য. বিহ্বল, ক্যাল্-ক্যাল্। (২) ক্রি. বিণ. বিহ্বলভাবে (ভ্যাল্ভ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকা)। [সং. বিহ্বল]।

ভেলসা—(১) বিণ. মিঠে-কড়া। (২) বি. মিঠে-কড়া তামাক। [দেশী]।

ভেলা$_১$—বি. কলাগাছের খণ্ড কাঠ প্রভৃতিদ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র তরীবিশেষ, উড়ুপ। [সং. ভেল, ভেলক]।

ভেলা$_২$—বি. ভেলাগাছের ফল বা তাহার বীজ, যাহার রসে কাপড় চিহ্নিত করা হয়। [সং. ভল্লাতক]।

ভেলি, ভেলী—বি. গুড়বিশেষ। [হি. ভেলী]।

ভেল্কি—**ভেলকি**-র বানানভেদ।

ভেষজ—বি. ঔষধ। [সং. ভেষ(রোগ)+ √জি+অ(র্তৃ)]।

ভেস্ত—**বেহেশ্ত**-এর রূপভেদ।

ভেস্তা—(১) বিণ. নষ্ট, পণ্ড ('সাত নকলে আসল ভেস্তা')। (২) ক্রি. ভেস্তান, নষ্ট হওয়া (সব ব্যবস্থা ভেস্তে গেল)। [বাং. √ভেস্তা। তু. সং. ভ্রষ্ট]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বিপর্যস্ত বা নষ্ট বা পণ্ড করা বা হওয়া। (২) বি. বিণ.

ভৈঁরো—বি. সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. ভৈরব]।

ভৈক্ষ্য, ভৈক্ষ—(১) বিণ. ভিক্ষালব্ধ। (২) বি. সন্ন্যাসা-শ্রম, ভিক্ষুধর্ম; ভিক্ষাসমূহ; ভিক্ষান্ন; ভিক্ষা। [সং. ভিক্ষা। [সং. ভিক্ষা+য, অ]।

ভৈরব—(১) বি. শিব; শিবের রুদ্রমূর্তি; সঙ্গীতের রাগ-বিশেষ; নদবিশেষ। (২) বিণ. ভীষণ (ভৈরব গর্জন, ভৈরব মূর্তি)। [সং. ভীরু+অ (=ভীরুদিগের শঙ্কাকুল)]।

ভৈরবী—(১) বি. (স্ত্রী.) দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি; শৈবসন্ন্যাসিনী; সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। (২) বিণ. ভীষণা। বি. **ভৈরবীচক্র**—যে-'চক্রের' অর্থাৎ তান্ত্রিক সাধকমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া পঞ্চ ম-কার সাধনা করা

হয়। এই চক্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবী।

ভৈল—ক্রি. (ব্রজ.) হইল। [সং. √ভূ]।

ভৈষজ্য, ভৈষজ—বি. ঔষধ, চিকিৎসা। [সং. ভেষজ + (স্বার্থে) য, অ]।

ভো—অব্য. হে ওহে প্রভৃতি অর্থবাচক সম্বোধনাত্মক শব্দ। [সং.]।

ভো-ভা—(অশি.) শূন্যতাসূচক অব্যয় (গিয়ে দেখি, বাড়ী ভো-ভা)।

ভোঁ—অব্য. বায়ু-চলাচল, দ্রুতধাবন (ভোঁ-দৌড়), হুইস্‌ল প্রভৃতির আওয়াজ; ঘূর্ণন ইত্যাদির শব্দ (ভোঁ করে বাজা); কারখানা রেল প্রভৃতির বাঁশি বা হুইস্‌ল (কলের ভোঁ বাজা)।

ভোঁতা—বিণ. ধারহীন (ভোঁতা ছুরি); মোটা, স্থূলাগ্র (ভোঁতা ঠোঁট); জড়, বোকাটে (ভোঁতা বুদ্ধি); নির্বাক্ ('মুখ হৈল ভোঁতা' : হেম)। [হি. ভোংতরা]।

ভোঁদড়—বি. উদ্‌বিড়ালজাতীয় মৎস্যাশী জন্তুবিশেষ। [সং. উদ্র]।

ভোঁদা—ভুঁদো-র রূপভেদ।

ভোঁস—অব্য. গম্ভীর ফোঁস্‌-আওয়াজ; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি।

ভোকছানি—বি. ক্ষুধাজনিত শারীরিক অবসাদ। [<হি. ভুখ্, ভোক্]।

ভোক্তব্য—বিণ. ভক্ষণীয়; উপভোগ্য। [সং. √ভুজ্ + তব্য (র্ম)]।

ভোক্তা (-ক্তৃ)—বিণ বি. ভোজনকারী, উপভোগকারী। [সং. √ভুজ্ + তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভোক্ত্রী**।

ভোগ—বি. সুখদুঃখাদির অনুভূতি (সুখভোগ); পরিণাম সহ্য করা (কর্মভোগ, ফলভোগ); উপভোগ (বিষয়ভোগ, ভোগে আসা); ইন্দ্রিয়সুখ, ধনৈশ্বর্য (ভোগতৃষ্ণা); উপভোগের বা ভোজনের বস্তু নৈবেদ্য (নারায়ণের ভোগ)। সাপের ফণা; সাপ। [সং. √ভুজ্ + অ (ভা)]। বি. **~তৃষ্ণা, ~পিপাসা**—সুখৈশ্বর্য উপভোগ করার প্রবল ইচ্ছা। বি. **~দেহ**—(মরণান্তে প্রেতপিণ্ড-লাভের পর) জীবাত্মার সূক্ষ্ম শরীর। বি. (স্ত্রী.) **~বতী**—পাতালস্থ গঙ্গা! বি. **~বিলাস**—পার্থিব সুখ-শান্তি ও ধনৈশ্বর্য ভোগ। বি. **~রাগ**—দেবতার বিবিধ নৈবেদ্য ও সানুরাগ পূজাবন্দনাদি।

ভোগা১—(অশি.) বি. ফাঁকি, প্রতারণা, ধোঁকা (ভোগা দেওয়া)। [তু. হি. ভুগল]।

ভোগা২, ভোগান (লো)—যথাক্রমে ভুগা ও ভুগান-র চলিত রূপ। বিণ. **ভোগানে**—ভোগায় এমন; কষ্টদায়ক। বি. **ভোগান্ত, ভোগান্তি**—নিদারুণ দুর্ভোগ, চরম ক্লেশ।

ভোগায়তন—বি. ভোগের আশ্রয় বা আধার; দেহ; স্থূলদেহ। [সং. ভোগ + আয়তন]।

ভোগার্হ—বিণ. উপভোগের যোগ্য। [সং. ভোগ + অর্হ]।

ভোগাসক্ত—বিণ. ভোগবিলাসে অনুরক্ত। [সং. ভোগ + আসক্ত]। বি. **ভোগাসক্তি**—ভোগবিলাসের প্রতি আসক্তি বা তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

ভোগী (-গিন্)—বি. ফণী, সর্প। বিণ. ভোগকর্তা; ভোগপ্রিয়। [সং. ভোগ + ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভোগিনী**।

ভোগ্য—বিণ. উপভোগের যোগ্য (ভোগ্যপণ্য, consumer goods)। [সং. + √ভুজ্ + য (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **ভোগ্যা** ('বীরভোগ্যা বসুন্ধরা')।

ভোজ১—বি. ভোজনোৎসব; সম্মিলিতভাবে ভোজন। [সং. ভোজন]।

ভোজ২—বি. দেশবিশেষ, ভোজপুর; প্রাচীন মালবদেশের বিদ্যোৎসাহী রাজা। [সং. √ভুজ্ + অ]। বি. **~বাজি, ~বাজী**—জাদুর খেলা, ভেলকি, ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক। বি. **~বিদ্যা**—ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, ইন্দ্রজাল।

ভোজন—বি. ভক্ষণ, আহার (ভোজন করা); ভোজনোৎসব, ভোজ (বনভোজন); খাওয়ান (কাঙ্গালীভোজন); আহার্য দ্রব্য (কুভোজন)। [সং. √ভুজ্ + অন]। বিণ. **~পটু**—অধিক ভোজনে সমর্থ। বি. **~পাত্র**—খাবার থালা। বিণ. **~বিলাসী (-সিন্)**—আহারবিষয়ে শৌখিন; পেটুক। বি. **~শালা, ~ভোজনাগার**—খাবার ঘর; হোটেল। **ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে**—(আল.) ছন্নছাড়া জীবন।

ভোজপুরী—বিণ. ভোজপুরে জাত বা উৎপন্ন; ভোজপুরের অধিবাসী। [সং. ভোজপুর + বাং. ঈ]।

ভোজবাজি (জী), ভোজবিদ্যা—**ভোজ২** দ্রঃ।

ভোজয়িতা (-তৃ)—বি. যে অপরকে অন্নদান করে বা খাওয়ায়। [সং. √ভুজ্ + ণিচ্ + তৃ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **ভোজয়িত্রী**;

ভোজালি—বি. নেপালীদের বড় ছোরাবিশেষ। [সং. ভুজপাল বা ভুজবাল]।

-ভোজী (-জিন্)—বিণ. (সমাসের উত্তরপদে) ভোজনকারী (তৃণভোজী, তণ্ডুলভোজী)। [সং. √ভুজ্ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ভোজিনী**।

ভোজ্য—বিণ. বি. ভোজনযোগ্য (ভোজ্য তৈল), খাদ্য (ভোজ্য-পরিধেয় = খাদ্যবস্ত্র), আহার্য; পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থে দেয় অন্নাদি ('ভুজ্জি' দ্রঃ)। [সং. √ভুজ্ + য (র্ম)]।

ভোট১—(১) বি. ভুটান দেশ। (২) (বাং.) বিণ. ভুটানদেশীয় (ভোটকম্বল)। [সং.]।

ভোট২—বি. নির্বাচনসূচক বা সমর্থনজ্ঞাপক মত। [ইং. vote]। বি. **ভোটার**—নির্বাচক, ভোটদাতা। [ইং. voter]।

ভোম—বিণ. বিহ্বল, চুর (নেশায় ভোম হয়ে থাকা)। [দেশী]।

ভোমর১—বি. (ছুতোর মিস্ত্রীর ব্যবহার্য) ছিদ্র করিবার যন্ত্র, তুরপুন, drill। [সং. ভ্রমরক]।

ভোমর২, ভোমরা—ভ্রমর-এর কথ্য রূপ।

ভোর১—ভর১-এর রূপভেদ।

ভোর২—বিণ. তন্ময়, বিভোর, অভিভূত (চিন্তায় ঘুমে নেশায় ভোর)। [বিভোর-এর খণ্ডিত রূপ—তু. সং. বিহ্বল> বিভোর]।

ভোর৩—বি. উষা, প্রত্যূষ (ভোরের বাতাস); নিশাবসান (ভোর হওয়া); অবসান (নিশিভোরে); ভর, ব্যাপী (দিন ভোর)। [হি.]। **ভোরাই**—(১) বি. ভোরবেলার উপযুক্ত গান বা স্তব। (২) বিণ. প্রাভাতিক, প্রভাতী। [ভর১ দ্রঃ]।

ভোল১—বি. বেশ, সাজ (ভোল ফেরান); ছদ্মবেশ (ভোল ধরা)। [ভেল২-শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি]।

ভোল২—বিণ. (প্রা. কা.) আত্মবিস্মৃত, বিভোর। [সং. বিহ্বল]।

ভোলা—(১) ক্রি. ভুলা-র চলিত রূপ। (২) বিণ. বিস্মরণশীল (আপনভোলা); ভুলো (ভোলা মন), বিস্মৃত; বিহ্বল; আত্মবিস্মৃত। বি. ~**নাথ**—শিব।

ভৌগোলিক—বিণ. ভূগোলসম্বন্ধীয় (ভৌগোলিক সীমা)। [সং. ভূগোল+ইক]।

ভৌত, ভৌতিক—বিণ. ভূত-সম্বন্ধীয়, ভূতঘটিত, ভূতকৃত, ভুতুড়ে (ভৌতিক ব্যাপার বা কাণ্ড); (বিজ্ঞা.) পঞ্চভূত-সম্বন্ধীয় (ভৌতিক দেহ), material। [সং. ভূত +অ, ইক]।

ভৌম—(১) বি. ভূমিপুত্র; মঙ্গলগ্রহ; আকাশ। (২) বিণ. ভূমিজ; ভূমিসম্বন্ধীয়। বি. ~**বার**, ~**বাসর**—মঙ্গলবার। [সং. ভূমি+অ]।

ভৌমিক—বি. ভূস্বামী, জমিদার। [সং. ভূমি+ইক]।

ভৌমী—(১) বি.(স্ত্রী.) (ভূমি হইতে উদ্ভূতা বলিয়া) সীতাদেবী। (২) বিণ.(স্ত্রী.) ভূমিসম্বন্ধীয়া; ভূমিজাত। [সং. ভৌম+ঈ]।

ভ্যা—অব্য. ছাগল-ভেড়ার ডাক বা শিশুদের ক্রন্দনধ্বনি।

ভ্যাজা, ভ্যাজান(নো)—যথাক্রমে **ভেজা** ও **ভেজান**-র বানানভেদ।

ভ্যানভ্যান, ভ্যানরভ্যানর—অব্য. মশামাছির ক্রমাগত বিরক্তিকর গুঞ্জন বা একটানা অনুরোধের ধ্বনি।

ভ্যাবা, ভ্যাবাগঙ্গারাম, ভ্যাবাচ্যাকা—যথাক্রমে **ভেবা, ভেবাগঙ্গারাম** ও **ভেবাচেকা**-র বানানভেদ।

ভ্যালা—বিদ্রূপ বিরক্তি প্রভৃতিতে **ভাল**-র বিকৃত রূপ ('ভ্যালা মোর ভাই': গি. ঘো.)।

ভ্রংশ—বি. পতন, চ্যুতি (জাতিভ্রংশ); নাশ (স্মৃতিভ্রংশ)। [সং. √ভ্রন্‌শ্ +অ(ভা)]। বি. ~**ন**—ভ্রষ্টকরণ; ভ্রংশ। বিণ. **ভ্রংশিত**—অধঃপতিত, বিচ্যুত; বিনষ্ট।

ভ্রম—বি. ভুল, ভ্রান্তি; ভুল ধারণা, মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রমক্রমে); ধাঁধা; বিস্মৃতি; আবর্ত, ঘূর্ণি। [সং. √ভ্রম্+অ(ভা)]। বি. ~**নিরসন**—ভুল সংশোধন। বি. ~**প্রমাদ**—ভুলত্রুটি। ক্রি-বিণ. ~**বশতঃ** (-তস্)—ভুল করিয়া; ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া। বিণ. ~**সঙ্কুল**, ~**সংকুল**—ভুলে পূর্ণ।

ভ্রমণ—বি. পর্যটন, বেড়ান; ঘূর্ণন। [সং. √ভ্রম্+অন (ভা)]। বিণ. ~**কারী** (-রিন্)—পর্যটক, পরিব্রাজক। বি. ~**বৃত্তান্ত**—পর্যটনের কাহিনী।

ভ্রমর, (কাব্যে) **ভ্রমরা**—বি. ভৃঙ্গ, অলি, মৌমাছি, মধুপ, মধুকর, ষট্‌পদ, দ্বিরেফ। [সং. ভ্রমর]। বি.(স্ত্রী.) **ভ্রমরী**। বিণ. **ভ্রমরকৃষ্ণ**—ভ্রমরের ন্যায় অত্যন্ত গাঢ় ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

ভ্রমা—ক্রি. (কাব্যে) ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো। [সং. √ভ্রম্+বাং. আ]। ক্রি. ~**ন**, ~**নো**—ভ্রমণ করান, ঘুরান।

ভ্রমাত্মক—বিণ. ভ্রান্তিমূলক। [সং. ভ্রম+আত্মন্+ক]।

ভ্রমান্ধ—বিণ. ভ্রান্তিবশতঃ বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছে এমন। [সং. ভ্রম+অন্ধ]।

ভ্রমি, (বিরল) **ভ্রমী**—বি. ঘূর্ণিজল, আবর্ত। [সং.]।

ভ্রষ্ট—বিণ. চ্যুত (লক্ষ্যভ্রষ্ট), পতিত (কুলভ্রষ্ট, স্থানভ্রষ্ট), বিচ্ছিন্ন (যূথভ্রষ্ট); ধর্মবিরুদ্ধ; দুষ্ট, দোষযুক্ত; নষ্ট, ব্যভিচারী। [সং. √ভ্রন্‌শ্+ত(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **ভ্রষ্টা**—ব্যভিচারিণী। বি. ~**তা**। বি. **ভ্রষ্টাচরণ, ভ্রষ্টাচার**—কদাচার, দুর্নীতি; ধর্মপথ হইতে বিচ্যুতি।

ভ্রাতা (-তৃ)—বি. ভাই; ভাইয়ের তুল্য ব্যক্তি। [সং. √ভ্রাজ্ (=দীপ্তি)+তৃ(র্তৃ)]।

ভ্রাতুষ্পুত্র—বি. ভাইপো, ভাইয়ের ছেলে। [সং. ভ্রাতুঃ +পুত্র]। বি. (স্ত্রী.) **ভ্রাতুষ্পুত্রী**—ভাইঝি, ভাইয়ের মেয়ে।

ভ্রাতৃ—বি. (সমাসের পূর্বপদে) ভাই। [সং.]। বি. ~**জায়া**, ~**বধূ**—ভাইয়ের স্ত্রী। বি. ~**দ্বিতীয়া**—কার্তিকমাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে ভ্রাতার কল্যাণকামনায় তাহার ললাটে তিলক দান, ভাইফোঁটা। বি. ~**প্রেম**, ~**স্নেহ**—ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা বা মমতা। বি. ~**ব্য**—ভাইপো। বি. ~**ভাব**—সৌভ্রাত্র, ভাই-ভাই ভাব। বিণ. ~**স্থানীয়**—ভ্রাতার ন্যায় প্রীতির সম্বন্ধযুক্ত; ভ্রাতৃবৎ গণনীয়। বি. ~**ত্ব**—ভাইয়ের সম্পর্ক বা ভাব।

ভ্রাত্রীয়—(১) বি. ভ্রাতুষ্পুত্র। (২) বি. ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়; ভ্রাতার তুল্য। [সং. ভ্রাতৃ+ঈয়]।

ভ্রান্ত—বিণ. ভ্রমযুক্ত, ভুলিয়াছে এমন (ভ্রান্ত মত বা ধারণা, দিগ্‌ভ্রান্ত)। [সং. √ভ্রম্+ত]।

ভ্রান্তি—বি. ভ্রম, ভুল; মিথ্যা ধারণা; বিস্মৃতি। [সং. √ভ্রম্+তি(ভা)]। বি. ~**জনক**, ~**প্রদ**—ভ্রমোৎপাদক। ক্রি-বিণ. ~**বশতঃ** (-তস্)—ভ্রমহেতু। ~**মান্** (-মৎ)—(১) বিণ. ভ্রান্তিযুক্ত। (২) বি. কাব্যের অর্থালঙ্কারবিশেষ। বিণ. ~**মূলক**—ভ্রমাত্মক।

ভ্রামর—(১) বি. মধু; অয়স্কান্তমণি, চুম্বক, পাথর। (২) বিণ. ভ্রমরসম্বন্ধীয়; ভ্রমরজাত। [সং. ভ্রমর+অ]।

ভ্রামরী—(১) বি.(স্ত্রী.) শ্রীদুর্গা। (২) বিণ. ভ্রমরসম্বন্ধীয়। **ভ্রামরী মিত্রতা**—সম্পৎকালের বন্ধুত্ব; কেবল ফুলে মধু থাকিলেই ভ্রমর তাহার সহিত মিত্রতা করে, সেইরূপ মিত্রতা।

* আদিতে ভ্রম-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য ভ্রম দ্রঃ।

ভ্রাম্যমাণ—বিণ. ভ্রমণ করান বা ঘুরান হইতেছে এমন (ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর বা ব্যাঙ্ক), ঘূর্ণ্যমান; (অশু.) ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, ভ্রমণশীল (ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা)। [সং. √ভ্রম্+ণিচ্+মান(শানচ্)(র্ম)]।

ভ্রূ, ভ্রু—বি. ঠিক চক্ষুর উপরের এবং ললাটের নিম্নস্থ রোমরাজি, ভুরু। [সং.]। বি. **~কুঞ্চন, ~কুটি, ভ্রুভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গি**—ক্রোধ বিরক্তি নিষেধ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য ভ্রূদ্বয় সঙ্কুচিত করা। বি. **~ক্ষেপ**—দৃষ্টিপাত; (আল.) গুরুত্ব দেওয়া, গ্রাহ্য করা। বি. **ভ্রূবিলাস, ভ্রূবিভ্রম**—মনোহর ভ্রূভঙ্গি। বি **ভ্রূমধ্য**—দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থান। বি. **ভ্রূলতা**—লতার ন্যায় সুন্দর ভ্রূ। বি. **ভ্রূসঙ্কেত, ভ্রূসংকেত**—ভ্রূকুঞ্চনদ্বারা ইশারা।

ভ্রূণ—বি. গর্ভস্থ সন্তান। [সং. √ভ্রূণ্ (=আশা)+অ (র্ম)]। বিণ. **~ঘ্ন, ~হা** (-হন্)—ভ্রূণহত্যাকারী। বি. **~হত্যা**—গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা, গর্ভপাত করা।

ম

ম—বাঙ্গালা ভাষার পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

মই—বি. বাঁশ ও কাঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত সিঁড়িবিশেষ; চষা জমিতে মাটি গুঁড়া করিবার জন্য বাঁশে তৈয়ারি যন্ত্রবিশেষ। [<সং. মদিকা, মদি]। ক্রি. **মই দেওয়া**—মই চালাইয়া চষা জমির জমাট মাটি গুঁড়া করা।

মইসা, মইসে—বি. বস্ত্রাদিতে অতি ক্ষুদ্র ফোটা ফোটা ছাতা পড়ার কালো দাগ। [<সং. মসি]।

মউ—বি. মধু, মৌ। [সং. মধু]। বি. **~চাক**—মউমাছি যে মোমনির্মিত বাসায় মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে। বি. **~মাছি**—মধু-সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ, মধুমক্ষিকা। বি. **~লোভী**—মধু-প্রিয় ব্যক্তি বা প্রাণী।

মউড়—বি. বিবাহে টোপর, কনের সোনার মুকুট (সীঁথিমউড়)। [<সং. মুকুট]।

মউতাত—**মৌতাত**-এর বানানভেদ।

মউনি—বি. মন্থনদণ্ড (ঘোল-মউনি)। [<সং. মথনিকা]।

মউরলা—**মৌরলা**-র বানানভেদ।

মউল₁—বি. বউল। [<সং. মুকুল]।

মউল₂—বি. মহুয়া। [<সং. মধুক]

মউসা—বি. মেসো। [<সং. মাতৃস্বসৃ]।

মওকা, মোকা, মৌকা—বি. বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, উত্তম উপায় (মওকা পেয়ে ঠকালো)। [আ.]।

মওয়া—ক্রি. মন্থন করা। [সং. মথ্+বাং. আ]।

মকদুর, মকদ্দুর—বি. শক্তিসামর্থ্য, ক্ষমতা। [আ. মক্দূর]।

মকদ্দমা—বি. মামলা, আদালতে অভিযোগ ও তাহার বিচার; ব্যাপার (একদিনের মকদ্দমা)। [আ. মুকদ্দমা]।

মকমক—অব্য. ব্যাঙের ডাকের শব্দ (মকমক করা)। বি. **মকমকি**—ব্যাঙের ডাক।

মকর—বি. কুমীরের আকৃতিবিশিষ্ট জলজন্তু; গঙ্গাদেবীর বাহন: কন্দর্পের ধ্বজচিহ্ন; (জ্যোতিষ.) রাশি চক্রের দশম রাশি; সখীর পাতানো নাম। [সং.]। বি. **~কুণ্ডল**—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ। বি. **~কেতন, ~কেতু**—যাহার পতাকায় মকর আছে: কন্দর্পদেব। বি. **~ক্রান্তি, ~ক্রান্তিবৃত্ত**—নিরক্ষরেখার ২৩°২৭´ দক্ষিণস্থ সমাক্ষরেখা, দক্ষিণায়নাবৃত্ত, Tropic of Capricorn। বি. **~ধ্বজ**—তেজস্কর আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ; কন্দর্প। বি. **~বাহিনী**—গঙ্গাদেবী। বি. **~ব্যূহ**—মকরাকারে স্থাপিত সৈন্যসমাবেশ। বি. **~সংক্রান্তি**—মাঘমাসের সংক্রান্তি-তিথি, যেদিন সূর্য মকররাশিতে সংক্রমণপূর্বক উত্তরায়ণ আরম্ভ করে।

মকরন্দ—বি. পুষ্পমধু। [সং.]।

মকাই, মক্কা₁—বি. শস্যবিশেষ, ভুট্টা। [হি.]।

ম-কার—পঞ্চ দ্রঃ।

মকুব, মকুফ—বি. অব্যাহতি, রেহাই, নিষ্কৃতি, মাফ (জরিমানা মকুব হওয়া, সেলামী মকুব করা)। [আ. মৌকুফ্]।

মক্কা—বি. আরব দেশের নগরবিশেষ, হজরত মহম্মদের জন্মস্থান, মুসলমানগণের প্রধান তীর্থ। [আ. মক্কহ্]।

মক্কেল—বি. উকিলের পরামর্শ বা সাহায্য যাহার গ্রহণ করিতে হয়। [আ মুঅক্কল]।

মক্তব—বি. মুসলমানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা। [আ.]।

মক্স, মক্শ—বি. অভ্যাস; দাগা বুলানো, হস্তলিপির আদর্শের উপর বারংবার লেখনী চালনা। [আ. মস্ক্]।

মক্ষিকা, মক্ষী—বি. মাছি। [সং.]।

মখদম—বি. মৌলবী, মুসলমান গুরুমহাশয় বা প্রাথমিক শিক্ষক। [আ. মকদুম]।

মখমল—বি. কোমল চিক্কণ ও স্থূল বস্ত্রবিশেষ, ভেলভেট। [আ.]।

মগ₁—বি. হাতলওয়ালা ছোট পাত্রবিশেষ, পেয়ালাবিশেষ। [ইং. mug]।

মগ₂—বি. ব্রহ্মদেশ বা আরাকানের অধিবাসী। [বর্মী মঙ]। **মগের মুলুক, মগের মুল্লুক**—ব্রহ্মদেশ, আরাকান রাজ্য; (আরাকানী বা মগ দস্যুদের যথেচ্ছ অত্যাচার হইতে) যথেচ্ছাচারের রাজ্য, অরাজক দেশ।

মগজ—বি. মস্তিষ্ক। [ফা. মগ্‌জ]।

মগজি—বি. জামা ইত্যাদি দুমড়াইয়া সেলাই-করা প্রান্তদেশ। [ফা. মগজী]।

মগডাল—বি. বৃক্ষের সর্বোচ্চ ডাল। [দেশী]।

মগধ—বি. পূর্বভারতীয় প্রাচীন দেশবিশেষ (আধুনিক বিহারের অন্তর্গত)।

মগ্ন, (কাব্যে) **মগন**—বিণ. নিমজ্জিত (জলমগ্ন); অন্তঃপ্রবিষ্ট; বিভোর (আনন্দরসে মগ্ন); তন্ময়, সমাহিত (চিন্তামগ্ন)। [সং. মস্জ্+ত (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মগ্না**। বি. **মগ্ন-চৈতন্য**—(মনস্তত্ত্বে) নিজের যে সদা-সক্রিয় মন সম্বন্ধে মানুষ অবহিত থাকে না (এরূপ মনের কোন বাহ্যক্রিয়া দৃষ্ট হয় না), subconscious।

মঘবা—বি. ইন্দ্র। [সং. মঘবন্]। বি. **মঘবতী**—ইন্দ্রাণী।

মঘা—বি. অশুভ নক্ষত্রবিশেষ। [সং.]।

মঙ্গল—(১) বি. শুভ, হিত, কল্যাণ (মঙ্গল হউক, মঙ্গলা-মঙ্গল-সংবাদ); (জ্যোতি) কুজগ্রহ, ভৌমগ্রহ; সপ্তাহের বারবিশেষ; (বাং.) লৌকিক দেবতাদের কাহিনী ও মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্যবিশেষ (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল)। (২) বিণ. শুভদায়ক (মঙ্গলাচার, মঙ্গলমুহূর্ত)। [সং.]। বি. **~ঘট, ~কলস**—মঙ্গলকামনায় স্থাপিত ডাব আম্রপল্লব প্রভৃতিতে পরিশোভিত জলপূর্ণ ঘট বা কলসি। বি. **~ক**—খনিজ পদার্থবিশেষ, ম্যাঙ্গানীজ। **মঙ্গলা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) শুভদায়িনী। (২) বি. দুর্গা। বি. **~কামনা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা**—কল্যাণকামনা। বিণ. **~কামী** (-মিন্), **মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী** (-ক্ষিন্)—শুভার্থী। বি. **~গীত**—দেবমাহাত্ম্য-বর্ণনামূলক গান। বি. **~চণ্ডী**—**চণ্ডী** দ্রঃ। বিণ. **~দায়ক**—কল্যাণকর, শুভদ। বিণ.(স্ত্রী.) **~দায়িকা**। বিণ. **~ময়**—মঙ্গলে পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্ব মঙ্গলের আধারস্বরূপ বা উৎসস্বরূপ; মঙ্গলকর। বিণ.(স্ত্রী.) **~ময়ী**। বি. **~সমাচার**—কুশল-সংবাদ; শুভ সংবাদ। বি. **মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার**—আরব্ধ কর্মের আরম্ভে নির্বিঘ্নে সমাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানবিশেষ; মঙ্গলদায়ক অনুষ্ঠান। বি. বিণ. **মঙ্গল্য**—মাঙ্গলিক, শুভজনক (মঙ্গল্য স্নান বা তীর্থজল)। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **মঙ্গল্যা**—**মঙ্গলা**-র অনুরূপ।

মচ, মচ্—অব্য. পাতলা কাঠ হাড় ইত্যাদি বস্তুর হঠাৎ ভাঙ্গার শব্দ (পেন্সিল মচ্ ক'রে ভেঙে গেল); মচকাইয়া যাওয়ার আওয়াজ। অব্য. **~মচ**—ক্রমাগত মচ শব্দ; মস্‌মস্। বিণ. **~মচে**—মচমচ শব্দকারী; নরম বা মিয়ান নহে এমন (মচমচে মুড়ি বা বিস্কুট)।

মচকা, মচকান, মচকানো—(১) ক্রি. হঠাৎ মোচড় লাগা (হাত মচকাইয়া দিল, পা মচকাইয়া গেল); দুমড়ান; ভগ্নপ্রায় হওয়া। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [তু. হি. মচ্‌কানা]। বি. **মচকানি**—হঠাৎ মোচড়-লাগা অবস্থা।

মচ্ছব—**মহোৎসব**-এর বিকৃত রূপ।

মছলন্দ—**মসলন্দ**-এর বিকৃত রূপ।

মছলি—বি. মৎস্য। [হি.]।

মজকুর—(১) বি. লিখিত বা উল্লিখিত বিবরণ। (২) বিণ. পূর্বোক্ত, উল্লিখিত। [আ. মজ্‌কূর্]।

মজদুর—**মজুর** দ্রঃ।

মজবুত—বিণ. শক্ত, দৃঢ় (মজবুত শরীর বা গড়ন); দক্ষ, দড় (আড্ডা দিতে মজবুত); টেকসই (জুতাজোড়া বেশ মজবুত)। [আ.]।

মজলিস, (বর্জি.) **মজলিশ**—বি. আসর, বৈঠক, সভা; সমিতি, সঙ্ঘ। [আ. মজ্‌লিস্]। বিণ. **মজলিসী**, (বর্জি.) **মজলিশী**—মজলিস-সম্বন্ধীয়; মজলিস জমাইতে পারে এমন; মজলিসের অনুরাগী বা উপযুক্ত।

মজা১—বি. আনন্দ; আমোদ, কৌতুক (মজার ব্যাপার, মজার কথা), তামাশা, রঙ্গ, রগড়; ঠাট্টা, উপহাস; কৌতুকাবহ বা আনন্দজনক ব্যাপার। [ফা. মজ্‌হ্]। ক্রি. **মজা করা**—রগড় করা; অপরকে অপদস্থ করিয়া কৌতুক করা। ক্রি. **মজা টের পাওয়া**—বিপদে পড়া; জব্দ হইয়া অনুতাপ ভোগ করা। ক্রি. **মজা দেখা**—অপরের কষ্টে বা বিপদে আনন্দ অনুভব করা। ক্রি. **মজা দেখান, মজা টের পাওয়ান**—বিপদে ফেলিয়া জব্দ করা। ক্রি. **মজা মারা, মজা লোটা**—আমোদ বা আনন্দ উপভোগ করা। বিণ. **~দার**—কৌতুকাবহ, আমোদপ্রদ।

মজা২—(১) ক্রি. মুগ্ধ বিভোর বা আসক্ত হওয়া (প্রেমে মজা, নেশায় মজা, মন মজা); জলশূন্য হওয়া, বুজিয়া যাওয়া (পুকুরটা মজে গেছে); সুপরিণত বা উপভোগ্য হওয়া (আচারটা এখনও মজে নি); অতিরিক্ত পাকিয়া যাওয়া (আমটা মজে গেছে); বিপদ্‌গ্রস্ত (কেন হয়ে আমি মজলাম)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. অতিরিক্ত পক্বতার ফলে গলিত (মজা কলা); জলশূন্য (মজা দীঘি)। [সং. √মস্‌জ্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. নিমজ্জিত করা; মুগ্ধ করা; পাকানো; বিপদ্‌গ্রস্ত করা ('মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি': মধু.)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

মজুদ, মজুত—বিণ. সঞ্চিত; বর্তমান। [আ. মৌজুদ্]। **মজুদ তহবিল**—ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা অর্থাদি। বি. **~দার**—যে ব্যক্তি দ্রব্যাদি (সচ. অন্যায়ভাবে) মজুদ করিয়া রাখে। বি. **~দারি**—(সচ. অন্যায়ভাবে) মজুদ করা।

মজুমদার—বি. মুসলমান আমলের রাজস্ব-সম্বন্ধীয় হিসাবরক্ষক; পদবীবিশেষ। [ফা.]।

মজুর, মজদুর—বি. দৈনিক শ্রমদ্বারা জীবিকার্জনকারী; শ্রমিক, শ্রমজীবী। [ফা. মজ্‌দূর্]। বি. **মজুরি, মজদুরি**—মজুরের কাজ; মজুরের বা কোন শিল্পকর্মের পারিশ্রমিক।

মজ্জন—বি. নিমজ্জিত হওয়া, ডোবা। [সং. √মস্‌জ্ + অন (ভা)]। বিণ. **মজ্জমান**—ডুবিয়া যাইতেছে এমন, ডুবন্ত।

মজ্জা—বি. জীবদেহের হাড়ের মধ্যে যে নরম স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। [সং.]। বিণ **~গত**—অন্তর্নিহিত, জন্ম-গত, অবিচ্ছেদ্য; অসংশোধনীয় (মজ্জাগত বিদ্বেষ)।

মঝু—সর্ব. (ব্রজ.) আমার ('আজু মঝু দেহ ভেল দেহা': বিদ্যা.)। [সং. মহ্যম্]।

মঞ্চ—বি. মাচা, টঙ; বেদী, প্ল্যাটফর্ম (রঙ্গমঞ্চ, বক্তৃতার মঞ্চ)। [সং.]।

মঞ্জন—বি. মার্জন, মাজিয়া পরিষ্কার করা; মাজন, মাজিবার উপকরণ (দন্তমঞ্জন)। [সং. √মন্‌জ্ (দীপ্তি, শুদ্ধি) বা √মৃজ্ + অন (ভা, ণে)]।

মঞ্জরা—ক্রি. (কাব্যে) মঞ্জরিত বা মুকুলিত হওয়া ('অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া': রবীন্দ্র)। [সং. মঞ্জর (=মঞ্জরী) + বাং. আ—নামধাতু]।

মঞ্জরি, মঞ্জরী—বি. কিশলয়যুক্ত কচি ডাল, অঙ্কুর; মুকুল; শীষ (আমের মঞ্জরী)। [সং. মঞ্জু + √ঋ (গতি

বা প্রাপ্তি) + ই]। বিণ. মঞ্জরিত—মুকুলিত ; অঙ্কুরিত।

মঞ্জিমা (-মন্)—বি. শোভা, সৌন্দর্য ; মনোজ্ঞতা। [সং. মঞ্জু + ইমন্ (ভা)]।

মঞ্জিল—বি. প্রাসাদ। [আ. মন্‌জিল্]।

মঞ্জিষ্ঠা—বি. লাল রঙের লতাবিশেষ। [সং. মঞ্জু + √স্থা + অ (র্তৃ) + আ]।

মঞ্জীর—বি. নূপুর। [সং. √মন্‌জ্ + ঈর]।

মঞ্জু—বিণ. সুন্দর ; মনোহর (মঞ্জুকেশী, মঞ্জুভাষিণী) ; মধুর। [সং. √মন্‌জ্ + উ (র্তৃ)]। বি. **~ঘোষ, ~শ্রী**—জৈন ও বৌদ্ধ (পুরুষ-) দেবতাবিশেষ।

মঞ্জুর—বিণ. অনুমোদিত ; গৃহীত ; অনুমতিপ্রাপ্ত (আপীল বা দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া)। [আ. মন্‌জুর]। বি. **মঞ্জুরি**—অনুমোদন ; অনুমতি।

মঞ্জুল—(১) বিণ. সুন্দর, মনোহর, মধুর। (২) বি. কুঞ্জ-বন। [সং. মঞ্জু + √লা + অ (র্তৃ)]।

মঞ্জুষা, মঞ্জূষা—বি. ঝাঁপি, পেটিকা (মণিমঞ্জুষা)। [সং.]।

মটকা১—বি. মোটা তসরবস্ত্রবিশেষ (মটকার চাদর-জামা), কাঁচা ঘরের চালের শীর্ষদেশ ; কপট নিদ্রা, নিদ্রার ভান ; মাটির বড় জালা (চাউলের মটকা)। [দেশী]। **মটকা মারা**—কাঁচা ঘরের চালের শীর্ষস্থ ফাঁক বন্ধ করা ; (আল.) নিদ্রার ভানে শুইয়া থাকা।

মটকা২—ক্রি. মটকান। [ধ্বন্যা.]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মট্ শব্দ করিয়া দুমড়ানো (আঙুল, ঘাড় বা গাছের ডাল মটকান)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

মটকি, মটকী—বি. মৃন্ময় আধারবিশেষ, মাটির জালা (মটকির ঘি)। [দেশী]।

মটন—বি. ভেড়ার মাংস। [ইং. mutton]। বি. **~চপ**—ভেড়ার মাংসের বড়াবিশেষ। [ইং. mutton chop]।

মটর১—মোটর-এর রূপভেদ।

মটর২—বি. শস্যবিশেষ, কড়াইশুঁটির দানা। [হি.]।

মট্—অব্য. শক্ত জিনিষ ভাঙ্গিবার শব্দ (চেয়ারের হাতা মট্ ক'রে ভেঙে গেল)। অব্য. **~মট্**—ক্রমাগত মট্ শব্দ; অহঙ্কারের প্রকাশ-ভঙ্গি (মট্‌মট্ ক'রে তাকানো)।

মঠ—বি. সন্ন্যাসীদের আশ্রম বা আখড়া ; মন্দির ; টোল, বিদ্যাপীঠ ; (বাং.) চিনি দিয়া তৈয়ারী মন্দিরাকৃতি ঢেলা। [সং.]। বি. **~ধারী** (-রিন্)—মঠের অধ্যক্ষ বা মোহান্ত।

মড়ক—বি. মহামারী, মারী, রোগাদিহেতু ক্রমাগত বহু প্রাণীর মৃত্যু (কলেরার মড়ক, গো-মড়ক)। [সং. মরক]।

মড়মড়—অব্য. (গাছ কাঠ ইত্যাদি) কঠিন দ্রব্য ভাঙ্গিবার শব্দ।

মড়া—বি. শব, মৃতদেহ, লাশ। [<সং. মৃতক]। **মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা**—(আল.) রুগ্‌ণ দুর্বল বা দুর্গত ব্যক্তির উপর নির্মম অত্যাচার ; যন্ত্রণার উপরে যন্ত্রণা। [মরা দ্র:]।

মড়িঘর—বি. হাসপাতালে যে ঘরে মৃতদেহ রাখা হয়, মর্গ (morgue)। [বাং. মড়ি<মড়া + ঘর]।

মড়িপোড়া—বি. শবদাহকার্যে সাহায্যকারী পতিত ব্রাহ্মণ। [বাং. মড়ি<মড়া + পোড়া]।

মড়ুঞ্চে—বিণ. (স্ত্রী.) মৃতবৎসা, সন্তান হইয়া বাঁচে না এমন (নারী)। [মড়ঞ্চা দ্র:—তু. সং. মৃতাপত্যা]।

মণ—মন২-এর বর্জি. বানান।

মণি—বি. দীপ্তিশালী মূল্যবান্ প্রস্তর, বহুমূল্য রত্ন (মণি-মাণিক্য, মণিকাঞ্চন) ; (আল.) পরম প্রিয় ব্যক্তি (চোখের মণি, খুকুমণি) ; বংশ-উজ্জ্বলকারী ব্যক্তি (রঘুকুলমণি)। [সং.]। বি. **~জ**—মণি ; খনিজ, mineral। বি. **~কর্ণিকা**—কাশীধামের প্রসিদ্ধ শ্মশানঘাট। বি. **~কাঞ্চনযোগ**—(মণি ও সোনার একত্র সমাবেশ অত্যন্ত শোভন বলিয়া) অতি শুভ বা শোভন মিলন ; যোগ্যের সহিত যোগ্যের সার্থক সংযোগ। বি. **~কার**—রত্নবণিক্, জহুরী ; যে ব্যক্তি মণিরত্নাদি কাটিয়া পালিশ করে, মণিশিল্পী। বি. **~কুট্টিম**—মণিময় গৃহ-তল, রত্ননির্মিত বা পাথরবাঁধান মেঝে। বি. **~কোঠা**—মণিময় গৃহ। বিণ. **~মণ্ডিত, ~ময়**—মণিদ্বারা খচিত, নির্মিত বা শোভিত। বি. **~মালা**—মণিময় হার। বি. **~রাগ**—হিঙ্গুল। **মণিহারা ফণী** (-ণিন্)—(মাথার মণি হারাইয়া গেলে সাপ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে—এই প্রবাদ হইতে) সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিকে হারানর ফলে অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি।

মণিপুরী—বিণ. মণিপুর-সম্বন্ধীয় ; মণিপুরে উৎপন্ন বা প্রচলিত ; মণিপুরের অধিবাসী। [বাং. মণিপুর + ঈ]।

মণিপূরক, মণিপদ্ম—বি. দেহস্থ 'চক্র'-বিশেষ, নাভির বিপরীত দিকে ও মেরুদণ্ড মধ্যে অবস্থিত। [ষট্‌চক্র দ্র:]।

মণিবন্ধ—বি. হাতের কবজি। [সং.]।

মণিহারী—মনিহারী-র বানানভেদ।

মণ্ড—বি. (চাউল যব চিড়া প্রভৃতি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত) কাথ, মাড় ; লেই বা কাইয়ের তুল্য বস্তু। [সং.]।

মণ্ডন—বি. অলঙ্করণ, প্রসাধন ; অলঙ্কার। [সং. √মণ্ড্ + অন (ভা, দে)]। বিণ. **মণ্ডিত**—অলঙ্কৃত ; পরি-শোভিত (অলঙ্কারমণ্ডিত, গৌরবমণ্ডিত), খচিত (মণি-মণ্ডিত বলয়)। বিণ. (স্ত্রী.) **মণ্ডিতা**।

মণ্ডনমিশ্র—বি. অদ্বৈতবাদের বিরোধী, প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত দার্শনিক।

মণ্ডপ—বি. (পূজা সভা প্রভৃতির জন্য নির্মিত) ছাদযুক্ত চত্বর বা স্থান ; নাটমন্দির ; চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান, প্যাণ্ডাল। [সং. মণ্ড + √পা + অ (র্তৃ)]।

মণ্ডল—বি. গোলাকার স্থান, গোলক (ভূ-মণ্ডল) ; চক্র, বেড়, পরিধি (বায়ুমণ্ডল) ; সমূহ, সঙ্ঘ (মন্ত্রিমণ্ডল, নক্ষত্র-মণ্ডল) ; দেবতার অধিষ্ঠানচক্র ; সাম্রাজ্য, বৃহৎ রাজ্য (মণ্ডলেশ্বর) ; দেশ, সীমাবদ্ধ ভূমিভাগ (ব্রজমণ্ডল) ; (বাং.) গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল। [সং. √মণ্ড্ + অল (র্তৃ)]। বিণ. **মণ্ডলাকার**—গোল। বি. **মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ্বর**—রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্ ; ৪০ যোজন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি। বি. **মণ্ডলী**—সমূহ (জ্যোতিষ্কমণ্ডলী) ; চক্র, বৃত্ত (মণ্ডলী করিয়া বসা)।

মণ্ডা১—বি. সন্দেশজাতীয় মিঠাইবিশেষ। [সং. মণ্ডল]।

মণ্ডা২—ক্রি. (কাব্যে) মণ্ডিত করা, ভূষিত করা। [সং. √মণ্ড্ + বাং. আ]।

মণ্ডি—মুণ্ডি-এর রূপভেদ।

মণ্ডূক—বি. ভেক, বেঙ (কূপমণ্ডুক)। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **মণ্ডূকী**।

মণ্ডূকবৃত্তি, মণ্ডূকপ্লুতি—বি. ভেকের মতো লম্ফ দিয়া অগ্রসর হওয়ার স্বভাব।

মণ্ডূর—বি. লোহার মরিচা। [সং.]।

মত১, মতন, মতো—(১) বিণ. সদৃশ, ন্যায়, তুল্য (ফুলের মত মেয়ে) ; অনুযায়ী, অনুরূপ (কথামত কাজ দস্তুরমতো মজুরি, মনের মতো কথা) ; যোগ্য, উপযুক্ত (রাজার মত আচরণ)। (২) বি. প্রকার, উপায় (কোনো মতেই গ্রাহ্য নয়)। (৩) অব্য. জন্য, সীমা (জন্মের মতো, চিরকালের মতন) ; উপযোগী (কালকের মতো)। [মত২ দ্রঃ]।

মত২—বি. মনোগত ভাব, অভিমত, ধারণা (এ সম্বন্ধে তার মত কি) ; সম্মতি, সমর্থন (এ কাজে তাহার মত নাই) ; বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত (বৈজ্ঞানিক মত) ; প্রণালী, ধারা (কবিরাজী মতে চিকিৎসা) ; বিধি, বিধান (হিন্দু-মতে, শাস্ত্রমতে বিবাহ)। [সং. √মন্ + ত (ভা)]। ক্রি. **মত দেওয়া**—সম্মতি দেওয়া। বি. **~বাদ**—যুক্তি-প্রমাণাদিবলে গৃহীত সিদ্ধান্ত, theory। বি. **~বিরোধ, ~ভেদ**—মতানৈক্য, মতের অমিল। ক্রি. **মত লওয়া**—সম্মতি গ্রহণ করা। বি. **মতান্তর**—মতের অমিল ; ভিন্ন মত বা উপায়। বি. **মতাবলম্বন**—মত গ্রহণ বা মানিয়া লওয়া। বিণ. **মতাবলম্বী** (-ম্বিন্)—মতে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্ (প্রাচীন মতাবলম্বী)। বি. **মতামত**—সম্মতি ও অসম্মতি ; সম্মতি-অসম্মতি বা সমর্থন-অসমর্থন সূচক মনোগত ভাব।

মতলব—বি. অভিপ্রায় ; উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি (কি মতলবে এখানে আসা) ; ফন্দি, কৌশল (মতলব আঁটা)। [আ. মৎলব্]। বিণ. **~বাজ, মতলবি, মতলবী**—ফন্দিবাজ ; স্বার্থপর। [আ. মৎলব্ + ফা. বাজ, বাং. ঈ]।

মতাহিয়া—বিণ. মুসলমান শিয়াসম্প্রদায়ে প্রচলিত সাময়িক বিবাহপ্রথানুযায়ী ('মতাহিয়া বেগম' : ব. চ.)। [আ. মুতাহ্ = সাময়িক বিবাহ]।

মতি১, মতিচুর, মতিয়া—যথাক্রমে মোতি১, মোতিচুর ও মোতিয়া-র বানানভেদ।

মতি২—বি. বুদ্ধি (মতিমান্, হীন-মতি, মতিভ্রম) ; জ্ঞান (কু-মতি) ; স্মরণশক্তি (মতিভ্রংশ) ; প্রবণতা, ইচ্ছা, অনুরক্তি ('ধর্মে যেন মতি থাকে' : ব. চ.) ; চিত্ত, মন ('হরষিত মতি' : কাশী.)। [সং. মন্ + তি (ভা, ণে)]। বি. **~গতি**—মনের ভাব ; অভিপ্রায় ও চেষ্টা। **~চ্ছন্ন**—(১) বিণ. নষ্টবুদ্ধি ; দুর্মতি। (২) বি. বুদ্ধিনাশ। বি. **~ভ্রংশ, ~ভ্রম, ~হীনতা**—স্মৃতি- বা বুদ্ধিনাশ। বিণ. **~ভ্রষ্ট, ~হীন**—স্মৃতি বা বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে এমন। বিণ. **~মন্ত, ~মান্** (-মৎ)—বুদ্ধিমান্, ধীসম্পন্ন। বিণ. (স্ত্রী.) **~মতী**। বি. **~স্থৈর্য**—ইচ্ছা, ধারণা বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।

মতিহারী—বিণ. বিহারের অন্তর্গত মতিহারীতে উৎপন্ন (মতিহারী তামাক)।

মৎ-—সর্ব. (সমাসে পূর্বপদরূপে সং 'অস্মদ্'-শব্দের রূপ) আমি (মৎকর্তৃক, মৎসম্বন্ধীয়)।

মৎকুণ—বি. ছারপোকা ; শ্মশ্রুহীন পুরুষ, মাকুন্দ। [সং.]।

মত্ত—বিণ. মাতাল, প্রমত্ত (নেশায় মত্ত) ; উন্মত্ত, পাগল, ক্ষিপ্ত (মত্ত-হস্তী) ; অতিশয় ক্রুদ্ধ ('মত্ত মোগল রক্ত-পাগল' : রবীন্দ্র) ; অতি গর্বিত উল্লসিত আত্মহারা বা বিহ্বল (ধনমত্ত, ভোগমত্ত)। [সং. √মদ্ + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী) **মত্তা**। বি. **~তা** (প্রভুত্বের মত্ততা)।

মৎসর—(১) বি. ঈর্ষা ; অন্যের ভালো দেখিতে না-পারা ; দ্বেষ ; পরশ্রীকাতরতা ; ক্রোধ। (২) বিণ. ঈর্ষাকারী ; দ্বেষযুক্ত ; পরশ্রীকাতর ; ক্রুদ্ধ। [সং. √মদ্ + সর (ভা, র্তৃ)]। বিণ **মৎসরী** (-রিন্)—ঈর্ষাকারী ; হিংসুক ; দ্বেষকারী ; পরশ্রীকাতর ; খল, নীচ ; লোভী, ক্রুদ্ধ। বিণ. (স্ত্রী.) **মৎসরিণী**।

মৎস্য—বি. মাছ, মীন ; বিষ্ণুর প্রথম অবতার, পুরাণ-বিশেষ ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি ; কর-তলের ও পদতলের শুভচিহ্নবিশেষ ; প্রাচীন রাজ্য-বিশেষ, বিরাটদেশ। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **মৎসী**। বি. **~করণ্ডিকা**—খালুই, চুপড়ি। বি. **~গন্ধা, মৎস্যোদরী**—ব্যাসমাতা ও শান্তনুরাজপত্নী সত্যবতীর নামান্তর। বি. **~জীবী** (-বিন্), **মৎস্যোপজীবী** (-বিন্)—ধীবর, জেলে। বি. **~ন্যায়, ~নীতি, মাৎস্যন্যায়, মাৎস্যনীতি**—জলাশয়ে মৎস্যকুলের মধ্যে দুর্বলের প্রতি প্রবলের আক্রমণ ও অত্যাচারের নীতি ; (আল.) পরস্পর হানাহানি, অরাজকতা। বি. **~পুরাণ**—মৎস্যাবতারের কাহিনীপূর্ণ পুরাণ। বি. **~রঙ্গ**—মাছরাঙ্গা পাখি। বিণ. **মৎস্যাশী** (-শিন্)—মৎস্যভোজী।

মথন—(১) বি. মন্থন, আলোড়ন, ঘোটন ; দলন, নাশন ; সম্পূর্ণ পরাজিত করা। (২) বিণ. দলনকারী, বিনাশক। [সং. √মথ্ (বিলোড়নে) + অন (ভা, র্তৃ)]। বি. **মথনী**—মাথন ; মন্থনদণ্ড, মউনি। বিণ. **মথিত**—মথন বা বিনাশ করা হইয়াছে এমন ('শিশিরমথিতা পদ্মিনী')। বিণ. **মথ্যমান**—মথন করা হইতেছে এমন।

মথা—ক্রি. (কাব্যে) মথন করা। [সং. √মথ্ + বাং. আ]।

মদ—বি. ষড়্‌রিপুর অন্যতম, নিজের উপর অলীক শ্রেষ্ঠত্বের আরোপ, দম্ভ (ধনজনযৌবন-মদে মত্ত), প্রমত্ততা, সম্মোহ ; আনন্দজনিত মত্ততার আবেশ (মদ-বিহ্বল) ; কস্তূরী (মৃগমদ) ; মদ্য (মদের দোকান) ; প্রমত্ত-কর রস (মহুয়ার মদ) ; হস্তীর গণ্ডস্থলাদি হইতে নিঃসৃত স্রাব। [সং.]। **~কল**—(১) বিণ. মত্ততাহেতু কলধ্বনি-কারী। (২) বি. মত্তহস্তী। বিণ. **~খোর**—মদ্যপ, মদ্য-পায়ী। [সং. মদ + ফা. খোর্]। বি. **~গর্ব**—মত্ততা-

জনিত দর্প। বিণ. ~মত্ত, মদোন্মত্ত—সুরাপানের ফলে মাতাল; দর্পান্ধ, গর্ববশে উন্মত্ত। বিণ.(স্ত্রী.) মত্তা। মদমত্ত হস্তী—গণ্ডস্থল বাহিয়া রসনির্গমহেতু উত্তেজিত হাতি (এই অবস্থাপ্রাপ্ত হস্তীকে ভারী সুন্দর দেখায়)।বি. মদাত্যয়—মদ্যপানজনিত পীড়াবিশেষ। বিণ. মদান্ধ—মত্ততা বা গর্ব হেতু হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য। বিণ. মদালস—মদ্যপানের ফলে বা আবেশহেতু বিহ্বল। বিণ. (স্ত্রী.) মদালসা। বিণ. মদো—মদের ন্যায় (মদো গন্ধ): মদখোর। বিণ. মদোৎকট—(১) বি. মদস্রাবহেতু মত্ত (হস্তী)। (২) গর্বান্ধ, দাম্ভিক। বিণ. মদোদ্ধত—অতি-দর্পহেতু উগ্রস্বভাব।

মদত, (বিরল) মদৎ, মদদ—বি. সাহায্য; সহযোগিতা। [আ. মদদ্]।

মদন—(১) বি. কামনার অধিদেবতা, কামদেব, কন্দর্প, অতনু, অনঙ্গ, মন্মথ, মনসিজ, বিশ্বকেতু, পঞ্চশর, পুষ্পধন্বা, মকরকেতন, স্মর, রতিপতি। (২) বিণ. মত্ততাজনক। [সং. √মদ্(হর্ষে)+ণিচ্+অন(র্তৃ)]। বি. ~গোপাল, ~মোহন—শ্রীকৃষ্ণ। বি. মদনোৎসব—বসন্তোৎসব: হোলি।

মদির—বিণ. মত্ততাজনক। [সং. √মদ্+ইর(র্তৃ)]। বি. মদিরা—মদ্যবিশেষ, বারুণী। বিণ.বি. মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা—মত্ততাজনক-লোচনবিশিষ্টা, মঞ্জুলোচনা; সুলোচনা রমণী।

মদীয়—বিণ. আমার। [মদ্ ও মৎ দ্র:]।

মদ্গুর—বি. মাগুরমাছ। [সং.]।

মদ্দ, মদ্দা, মদ্দানি—যথাক্রমে মর্দ, মর্দা ও মর্দানি-র কথ্য রূপ।

মদ্য—বি. মদ, মদিরা, সুরা। [সং.]। বিণ. ~প, ~পায়ী (-য়িন্)—মদখোর, মাতাল।

মদ্র—বি. প্রাচীন দেশবিশেষ (বর্তমান পঞ্জাব বা তৎসন্নিকটস্থ অঞ্চল—মাদ্রাজ নহে)।

মধু—(১) বি. পুষ্পরস, মউ, মিষ্ট রস, মিষ্ট পদার্থ; মদ্য, সুরা; চৈত্রমাস (মধুমাস); বসন্তকাল ('কালি মধু-যামিনীতে': রবীন্দ্র): (আল.) মাধুর্য ('গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল': ন. ভ.); সুখ-সুবিধা (এ কাজের মধু ফুরিয়ে গেছে)। (২) বিণ. মধুবৎ মিষ্ট বা স্বাদু; মধুর (মধুকণ্ঠ); মধুপূর্ণ (মধুমালতী)। [সং.]। বি. ~ক—মহুয়াগাছ; গাঢ়পিঙ্গলনেত্র পক্ষিবিশেষ; সীসা। বি. ~কর, ~প, ~পায়ী (-য়িন্), ~ব্রত, ~লিট্, ~মক্ষিকা—ভ্রমর, মউমাছি। বি.(স্ত্রী.) ~করী। বিণ. ~কণ্ঠ—মধুরস্বরবিশিষ্ট। বি. ~কোষ, ~ক্রম, ~চক্র, ~ছত্র, ~জালক—মউচাক। বি. ~চন্দ্র, ~চন্দ্রিকা—বিবাহের অব্যবহিত পরে নবদম্পতির প্রমোদ-বিহার (ইং. honeymoon-এর অনুবাদে সৃষ্ট শব্দ)। বি. ~নিশি, ~যামিনী, ~রাত্রি—বসন্তকালের রাত্রি; মনোরম রাত্রি। বি. ~পর্ক—ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ শর্করা মিশাইয়া পুণ্যকর্মে ব্যবহার্য বস্তু। বি. ~বন—বৃন্দাবনস্থ বনবিশেষ; মথুরার অন্তর্গত বনবিশেষ। বিণ. ~বর্ষী (-র্ষিন্)—মধু-বর্ষণকারী; অত্যন্ত মধুর। বিণ. ~মত্ত—মধুতে পূর্ণ বা মাখা; অতি মিষ্ট বা মধুর। বিণ. ~মাখা—(আল.) মধুর, সুমিষ্ট (মধুমাখা স্বর বা কথা)। বি. ~মাধব—চৈত্র ও বৈশাখ মাস। বি. ~মাধবী—মদ, সুরা। বি. ~মাস—চৈত্রমাস। বি. ~লিট্ (-লিহ্), ~লিহ, ~লেহ, ~লেহী—ভ্রমর। বি. ~সখ—কোকিল। বি. ~স্বর—মধুর কণ্ঠস্বর: কোকিল।

মধুকৈটভ—বি. মধু ও কৈটভ নামক পৌরাণিক অসুরদ্বয়: ইহারা বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হয়। [সং.]।

মধুমেহ—বি. (আয়ুর্বেদে) বহুমূত্র-রোগ, diabetes।

মধুর—বিণ. অতিশয় মিষ্ট বা মনোহর। [সং. মধু+র]। বিণ. (স্ত্রী.) মধুরা। বি. ~তা, ~ত্ব, মধুরিমা (-মন্), মাধুর্য, মাধুরী।

মধুসূদন—বি. মধু নামক দৈত্যের হন্তারক বিষ্ণু।

মধূত্থ—বি. মোম। [সং. মধু+উৎ+ √স্থা+অ (র্তৃ)]।

মধূৎসব—বি. বসন্তোৎসব, বসন্তকালীন হোলিউৎসব। [সং. মধু+উৎসব]।

মধ্য—(১) বি. মাঝ বা মাঝামাঝি স্থান (ক্রমধ্য); প্রান্ত হইতে সমদূরবর্তী স্থান, কেন্দ্র (ভূমধ্য); দেহের মাঝামাঝি অংশ, কোমর, কটি (ক্ষীণমধ্যা); অভ্যন্তর, ভিতর (বনমধ্যে); অন্তরাল, অবকাশ, ফাঁক (ইতোমধ্যে), অধীনতা (বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়াশুনা); অবলম্বন (বিপ্লবের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা-অর্জন); (সঙ্গীতে) তালবিশেষ। (২) বিণ. মাঝামাঝি, মাঝের, কেন্দ্রস্থ, প্রান্ত হইতে সমদূরবর্তী স্থানের বা উক্ত স্থানে অবস্থিত (মধ্যবিন্দু, মধ্যরাত্রি); অন্তর্বর্তী; মধ্যম। [সং.]। বিণ. ~গ—মধ্যবর্তী। বিণ. (স্ত্রী.) ~গা। বি. ~চ্ছদা—জীবদেহের আবরক পাতলা ঝিল্লিবিশেষ, diaphragm বি. ~দেশ—মধ্যভাগ; ভিতর; প্রাচীন ভারতে হিমালয় ও বিন্ধ্যাগিরির মধ্যবর্তী ভূভাগবিশেষ এবং আধুনিক যুগে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যবিশেষ। বি. ~দিন—মধ্যাহ্ন, দিনের মধ্যভাগ, দ্বিপ্রহর, দুপুরবেলা। বি. ~পথ—পথের মধ্যদেশ; মধ্যপন্থা। বি. ~পন্থা—দুই বিপরীত মত উপায় বা ভাবের মধ্যবর্তী মত উপায় বা ভাব, নরমপন্থা, golden mean। বিণ. ~পদলোপী (-লোপিন্)—(ব্যাক.) মধ্যবর্তী পদের লোপ হয় এমন (সমাস—যেমন, সিংহচিহ্নিত আসন =সিংহাসন)। বি. ~প্রদেশ—মধ্যস্থল; ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের প্রদেশবিশেষ। বিণ. ~বয়স্ক—প্রৌঢ়, আধাবয়সী। বিণ. (স্ত্রী.) ~বয়স্কা। বিণ. ~বর্তী (-র্তিন্)—মাঝামাঝি স্থানে বা অভ্যন্তরে অবস্থিত। বিণ. (স্ত্রী.) ~বর্তিনী। বি. ~বর্তিতা—মধ্যবর্তী অবস্থা; মধ্যে অবস্থান; মধ্যস্থতা, সালিসি। বিণ. ~বিত্ত—(আর্থিক দিক্ দিয়া) মাঝামাঝি অবস্থাবিশিষ্ট অথচ শিক্ষিত; ধনী ও দরিদ্রের মাঝামাঝি অবস্থাযুক্ত। বি. ~ভারত—ভারতবর্ষের মাঝামাঝি অঞ্চল। বি. ~মণি—কণ্ঠহার ইত্যাদি অলংকারের মধ্যস্থলে খচিত রত্ন; (গৌণ অর্থে) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বা আদরণীয়। বি. ~মান—সঙ্গীতের তাল-

বিশেষ। বি. ~যুগ—মোটামুটিভাবে ১১শ-১৭শ শতাব্দী : এই যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে কিন্তু ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি না হওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় নাই, Middle Ages। বিণ. **~যুগীয়, ~যুগী**—মধ্যযুগের। বি. **~রাত্র**—দুপুর রাত, নিশীথ। বি. **~রেখা**—(ভূগো.) ভূগোলকের উভয় মেরুর মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বৃত্তাকার রেখা ; (জ্যোতি.) যে কল্পিত বৃত্ত দ্রষ্টার মস্তকের উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইয়া নভোমণ্ডলকে পূর্ব ও পশ্চিমে সমভাবে বিভক্ত করে, meridian [বি. প.]। **~স্থ**—(১) বিণ. অভ্যন্তরস্থ। (২) বি. সালিস। বি. **~স্থতা**। বি. **~স্থল**—মাঝখান, কেন্দ্র, মধ্যভাগ। বিণ. (স্ত্রী.) **মধ্যা**—মধ্যবর্তিনী। **মধ্যম**—(১) বিণ. মধ্যবর্তী : মেজো, দ্বিতীয় (মধ্যম ভ্রাতা) ; মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত (মধ্যমাঙ্গুলি), মাঝারি, কমও নহে বেশীও নহে বা ভালও নহে মন্দও নহে এমন (মধ্যমাবস্থা)। (২) বি. কটিদেশ (সুমধ্যমা) ; (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর, মা। **মধ্যম পাণ্ডব**—ভীম। বিণ. **মধ্যমবয়স্ক**—প্রৌঢ়, আধাবয়সী। বিণ. (স্ত্রী.) **মধ্যমবয়স্কা**। বি. **মধ্যমা**—মাঝের আঙুল, হাতের সর্বাপেক্ষা লম্বা আঙুল।

মধ্যে—(১) বি. মধ্যস্থলে ; অভ্যন্তরে (হৃদয়মধ্যে), অবসরে, অবকাশে (ইতোমধ্যে) ; অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে (সন্ধ্যার মধ্যে, সপ্তাহকাল মধ্যে)। (২) ক্রি-বিণ. কিছুকাল পূর্বে (মধ্যে কিছু টাকা পেয়েছিলাম)। ক্রি. **মধ্যে পড়া**—জড়িত হওয়া (ভিড়ের মধ্যে, হাঙ্গামার মধ্যে পড়া) : আক্রান্ত বা পরিবেষ্টিত হওয়া (শত্রুদলের বা হিংস্র পশুদের মধ্যে পড়া) ; প্রবেশ করা (নৌকাখানি খালের মধ্যে পড়ল) ; মধ্যস্থতা করা (মধ্যে পড়ে ঝগড়া মিটান)। **মধ্যে মধ্যে**—স্থানের বা কালের ব্যবধান দিয়া, মাঝে-মাঝে, থাকিয়া থাকিয়া (মরুভূমির মধ্যে মধ্যে মরূদ্যান আছে, তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন)।

মধ্যাহ্ন—বি. দিনের মধ্যভাগ, দ্বিপ্রহর, দুপুরবেলা। [সং. মধ্য+অহন্]। বি. **~তপন**—দুপুরবেলার প্রখরতম তাপবিশিষ্ট সূর্য। বি. **~ভোজন**—দ্বিপ্রহরের আহার, দিবাভাগের প্রধান আহার।

মন১—বি. চিত্ত, অন্তঃকরণ, হৃদয় (মনে লাগা, মন গলা) : বিবেচনা ; ধারণা ; বোধ (আমার মনে হয়) ; স্মৃতি (মনে থাকে না, মনে পড়ছে) ; প্রবৃত্তি, ইচ্ছা (মন চায় না) ; একাগ্রতা, নিবিষ্টতা, অভিনিবেশ (পড়াশুনায় মন নেই) ; নিষ্ঠা, আন্তরিকতা (মন দিয়ে কাজ করা) ; পছন্দ (মনের মতো) ; সঙ্কল্প (তীর্থে যেতে মন করা)। [সং. মনস্]। ক্রি. **মন ওঠা**—আশা মেটা : তুষ্ট বা তৃপ্ত হওয়া ; খুশী হওয়া। ক্রি. **মন করা**—সঙ্কল্প করা ; ইচ্ছা করা ; সম্মত হওয়া। ক্রি. **মন কাড়া**—অত্যন্ত মুগ্ধ বা আকৃষ্ট করা। **মন কেমন করা**—অস্থির বা ব্যাকুল হওয়া। ক্রি. **মন খোলা**—মনের কথা অকপটে খুলিয়া বলা। ক্রি. **মন গলা**—করুণাপরবশ হওয়া। ক্রি. **মন জানা**—অপরের অন্তরের ভাব জানা। ক্রি. **মন জোগান**—মনের মত কাজ করিয়া সন্তুষ্ট করা ; তোষামোদের দ্বারা খুশী করা। ক্রি. **মন টলা**—বিচলিত হওয়া : বিরূপতা দূর হওয়া ; ভয় পাওয়া। ক্রি. **মন টানা**—আকৃষ্ট করা। ক্রি. **মন দমা**—উদ্যম নষ্ট হওয়া। ক্রি. **মন দেওয়া**—মনোনিবেশ করা, মনোযোগ দেওয়া ; ভালবাসা। ক্রি. **মন বসা, মন লাগা**—ভাল লাগা। ক্রি. **মন ভোলান**—মুগ্ধ করা। ক্রি. **মন মাতান**—অত্যন্ত আনন্দিত বা মুগ্ধ করা। ক্রি. **মন মানা**—প্রবোধ পাওয়া। ক্রি. **মন রাখা**—অন্যের তুষ্টিবিধান করা। ক্রি. **মন লাগান**—মনোযোগ দেওয়া। ক্রি. **মন সরা**—ইচ্ছা হওয়া প্রবৃত্তি হওয়া ; ভাল লাগা। ক্রি. **মন হওয়া**—ইচ্ছা হওয়া, বাসনা হওয়া। ক্রি **মনে করা**—স্মরণ করা ; ধারণা করা ; স্থির করা : সঙ্কল্প করা ; বোধ করা। ক্রি. **মনে জাগা**—স্মরণ হওয়া : খেয়াল হওয়া ; মনোমধ্যে (ভাব ফন্দি প্রভৃতি) উদিত বা উদ্ভাবিত হওয়া। ক্রি **মনে জানা**—অনুভব করা। ক্রি. **মনে থাকা**—স্মরণ থাকা। **মনে দাগ কাটা** বা **মনে দাগ থাকা**—অন্তরে প্রভাব বিস্তার করা, স্থায়ী স্মৃতি থাকা। ক্রি. **মনে ধরা**—পছন্দ হওয়া। ক্রি. **মনে পড়া**—স্মরণ হওয়া। **মনে পুষে রাখা**—অন্তরের মধ্যে (স্থায়ী স্মৃতিরূপে) গোপন রাখা ক্রি. **মনে রাখা**—স্মরণ রাখা। ক্রি. **মনে লওয়া, মনে হওয়া**—ধারণা হওয়া, ইচ্ছা হওয়া। **মন থেকে**—আন্তরিকভাবে (মন থেকে আশীর্বাদ) ; কল্পনাবলে (মন থেকে বানানো) ; স্মৃতি হইতে (মন থেকে বলা)। **মনের আগুন**—শোক দুঃখাদিজনিত মানসিক যন্ত্রণা। **মনের কালি, মনের ময়লা**—মনোমালিন্য ; বিদ্বেষ ; গুপ্ত পাপ। **মনের গোল**—সন্দেহ ; দ্বিধা, সংশয়। **মনের জোর**—মনোবল : আত্মবিশ্বাস। **মনের ঝাল মিটান**—অন্তরে পুষিয়া রাখা ক্রোধ প্রকাশ করা। **মনের বিষ**—গোপন হিংসা বা বিদ্বেষ। **মনের মানুষ**—পছন্দসই ব্যক্তি, প্রীতির পাত্র। **মনের মিল**—সদ্ভাব, ঐক্য। বি. **~কষাকষি**—পরস্পর মনোমালিন্য। বিণ. **~খোলা**—সরল, উদার, অকপট (মনখোলা আলাপ)। বিণ. **~গড়া**—কাল্পনিক ; অবাস্তব ; অলীক (মনগড়া অভিযোগ)। বি. **~চোর, ~চোরা**—যে মন মুগ্ধ করে, প্রেমাস্পদ। বি. **মন-দেওয়া-নেওয়া, মন-দেয়া-নেয়া**—পরস্পর ভালবাসা ; হৃদয়-বিনিময়। বিণ. **~পসন্দ**—মনঃপূত, লোভনীয়। বি. **~পবন**—মনোরূপ প্রাণবায়ু (যোগশাস্ত্রে প্রাণবায়ুর সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করা হয় এবং কোথাও কোথাও মনকেই পবন বা বায়ু বলা হয়)। বিণ **~মরা**—বিমর্ষ, বিষণ্ণ। বি **~রক্ষা**—(প্রধানতঃ তোষামোদ বা মনোমত কাজের দ্বারা) সন্তোষবিধান। ক্রি-বিণ. **মনে-প্রাণে**—ঐকান্তিকভাবে। ক্রি-বিণ. **মনে-মনে**—আপন মনে এবং অন্যের অজ্ঞাতে, স্বগত ; কল্পনায়।

মন২, মণ, মোন—বি. ওজনের মাপবিশেষ (= ৪০ সের বা প্রায় ৩৭½ কিলোগ্রাম)। [আ. মন্]। বি. **~কষা**—(গণি.) ওজনের পরিমাণ ; মনের হিসাবে মূল্যাদি

নিরূপণের অঙ্ক। বিণ. ~মনিয়া, ~মনি, ~মুনি (দু-মনি বস্তা)। বি. ~কিয়া—(গণি.) মন হিসাবের তালিকা। ক্রি-বিণ. ~কে—মন-প্রতি, প্রত্যেক মনে (মনকে দু-সের কম)।

মনঃ (মনস্)—বি. মন, (দর্শনে) সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি, সর্বেন্দ্রিয়-প্রবর্তক অন্তরিন্দ্রিয়। [সং. √মন্ + অস্ (ণে)]। বিণ. ~কল্পিত—মনগড়া। বি. ~কষ্ট, ~ক্ষোভ, মনোদুঃখ, মনোবেদনা—মানসিক ক্লেশ বা যন্ত্রণা। বিণ. ~ক্ষুণ্ণ—দুঃখিত ; নিরাশ ; অসন্তুষ্ট। বিণ. ~পূত পছন্দসই, মনোনীত। বি. ~প্রাণ—দেহ ও মন; বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি। বি. ~সংযোগ—মনোযোগ, অভিনিবেশ। বি. ~সমীক্ষণ—(বিজ্ঞা.) মানবমনের প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও বিচার, psycho-analysis [বি.প.]।

মনঃশিলা—বি. মনছাল। [সং. মনস্ + শিলা]।

মনঃস্থ, মনস্থ—(১) বিণ. মনে স্থিত ; সঙ্কল্পিত, স্থিরীকৃত। (২) বি. (বাং.) সঙ্কল্প, অভিপ্রায়। [সং. মনস্ + √স্থা + অ (র্তৃ)]।

মনকথা, মনকিয়া—মন₂ দ্রঃ।

মনকির-নকির—বি. (মুস.) যে দুই ফেরেশতা (স্বর্গীয় দূত) মৃত ব্যক্তিকে কবরে তাহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে। [আ.]।

মনক্কা—বি. শুষ্ক বড় আঙুর। [আ. মুনক্কা]।

মনছাল—বি. রক্তবর্ণ পাহাড়িয়া উপধাতুবিশেষ। [সং. মনঃশিলা]।

মনন—বি. মনের ক্রিয়া (মনন-শক্তি) ; চিন্তন ('শ্রবণ-মনন-') ; অনুমান ; সঙ্কল্প ; ধারণা ; [সং. √মন্ + অন (ভা)]। বিণ. ~শীল—বুদ্ধিদীপ্ত (চিন্তায় অভ্যস্ত ; তাদৃশ চিন্তা-বা-বিচারশক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিজীবী, intellectual। বি. ~শীলতা—যুক্তিনির্ভর চিন্তার দ্বারা চালিত হওয়ার স্বভাব। বিণ. মননীয়—চিন্তনীয়।

মনশ্চক্ষুঃ, (চলিত) **মনশ্চক্ষু**—বি. অন্তর্দৃষ্টি ; কল্পনা। [সং. মনস্ + চক্ষুস্]।

মনশ্চাঞ্চল্য—বি. মনের চঞ্চলতা, উদ্বেগ ; [সং. মনস্ + চাঞ্চল্য]।

মনসবদার—বি. জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধিবিশেষ। [আ. মনসব + ফা. দার]। বি. মনসবদারি মনসবদারের পদ বা কার্য।

মনসা—বি. নাগমাতা, সর্পমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা, বিষহরী ; (বাং.) সিজগাছ। [সং. মনস্ + আ]। বি. ~মঙ্গল—মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ও কাহিনীবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ।

মনসিজ—বি. কামদেব, মদন। [সং. মনসি + √জন্ + অ (র্তৃ)]।

মনস্কাম, মনস্কামনা—বি. অন্তরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য। [সং. মনস্ + কাম, কামনা]।

মনস্তত্ত্ব—বি. মনোবিজ্ঞান, psychology ; কাহারও মনের যথার্থ অবস্থা। [সং. মনস্ + তত্ত্ব]।

মনস্তাপ—বি. মনঃকষ্ট ; অনুতাপ, অনুশোচনা। [সং. মনস্ + তাপ]।

মনস্তুষ্টি—বি. মনের সন্তোষ। [সং. মনস্ + তুষ্টি]।

মনস্থ—মনঃস্থ-র অধিকতর চলিত রূপ।

মনস্বী (-স্বিন্)—বিণ. উদার ; অভিমানী ; দৃঢ়চিত্ত ; প্রাজ্ঞ। [সং. মনস্ + বিন্]। বিণ. (স্ত্রী.) মনস্বিনী। বি. মনস্বিতা।

মনাছিব, মনাসিব—মুনাসিব-এর রূপভেদ।

মনান্তর—বি. মনোমালিন্য, কলহ, ঝগড়া (মতান্তর থেকে মনান্তর)। [বাং. মন₁ + অন্তর]।

মনি-অর্ডার—বি. ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ বা প্রেরিত অর্থ। [ইং. money-order]। *

মনিব—বি. প্রভু। [আ. মুনীব]। বি. মনিবানা—প্রভুত্ব।

মনিব্যাগ—বি. টাকা রাখিবার ছোট থলিবিশেষ। [ইং. money-bag]।

মনিষ—বি. (গ্রা.) মজুর ; দিনমজুর ; ঠিকা মজুর ; চাকর ; মানুষ। [< সং. মনুষ্য, মানুষ]।

মনিহারী—বিণ. খেলনা, লিখিবার উপকরণ ও শৌখিন দ্রব্যাদিসংক্রান্ত ; যেখানে উক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয় (মনিহারী দোকান)। [আ. মনহিয়ার + বাং. ঈ]।

মনীষা—বিণ. তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; প্রতিভা ; প্রজ্ঞা। [সং. মনস্ + ঈষা]। **মনীষী** (-ষিন্)—(১) বিণ. মনীষাসম্পন্ন। (২) বি. অসাধারণ প্রতিভা বা পাণ্ডিত্যের অধিকারী। বিণ. মনীষিত—অভীষ্ট ; বাঞ্ছিত। বি. মনীষিতা—মনীষীর বা মনীষিসুলভ ভাব।

মনু—বি. ব্রহ্মার চতুর্দশ পুত্রের অন্যতম : চতুর্দশ মনুর মধ্যে বৈবস্বত-মনু বর্তমান মনুষ্যজাতির আদিপুরুষ। বিধানকর্তা ও শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। [সং. √মন্ + উ (র্তৃ)]। বি. ~জ—মনুর সন্তান, মানুষ। বি. ~জেন্দ্র—রাজা। বি. ~সংহিতা—মনু-প্রণীত মনুষ্যজাতির অবশ্যপালনীয় আচার-আচরণ-সংক্রান্ত গ্রন্থ।

মনুষী—মনুষ্য দ্রঃ।

মনুষ্য—বি. মানুষ, মানব ; নর। [সং. মনু (+ ষ) + য]। বি. (স্ত্রী.) মনুষী। বিণ. ~কৃত—মানুষের দ্বারা রচিত বা সম্পাদিত। বি. ~চরিত্র—মানবজাতির চরিত্র বা স্বভাব। বি. ~জন্ম—মানুষরূপে জন্মগ্রহণ। বি. মনুষ্যত্ব—দয়া ধর্ম প্রেম ইত্যাদি মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য, মানবতা। বি. ~যজ্ঞ—অতিথিসেবা, নৃ-যজ্ঞ (পঞ্চ 'মহাযজ্ঞে'র একটি)। বি. ~লোক—মর্ত্যলোক, পৃথিবী। বি. মনুষ্যাবাস—লোকালয়, জনপদ। বিণ. মনুষ্যোচিত—মানুষের যোগ্য বা উপযুক্ত ; মনুষ্যত্বপূর্ণ।

মনোগত—বিণ. হৃদ্গত, অন্তরের (মনোগত ভাব)। [সং. মনস্ + গত]।

মনোজ—বি. কামদেব, কন্দর্প। [সং. মনস্ + √জন্ + অ (র্তৃ)]।

মনোজগৎ—বি. মনোরূপ জগৎ, অন্তর্জগৎ ; চিন্তারাজ্য ; ভাবজগৎ। [সং. মনস্ + জগৎ]।

* আদিতে মন-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য মন₁ দ্রঃ।

মনোজ্ঞ—বিণ. সুন্দর, মনোহর, চিত্তাকর্ষী। [সং. মনস্ + √জ্ঞা + অ(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মনোজ্ঞা**। বি. **~তা**।

মনোদুঃখ—বি. শোক, মনের কষ্ট, মানসিক যন্ত্রণা। [সং. মনস্ + দুঃখ]।

মনোনয়ন—বি. পছন্দ করা, নির্বাচন। [সং. + মনস্+ √নী + অন(ভা)]।

মনোনিবেশ—বি. মনোযোগ দেওয়া, মনঃসংযোগ। [সং. মনস্ + নিবেশ]।

মনোনীত—বিণ. মনোনয়নপ্রাপ্ত ; পছন্দ করা হইয়াছে এমন, নির্বাচিত। [সং. মনস্ + √নী + ত(র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মনোনীতা**।

মনোবাঞ্ছা—বি. মনস্কাম অভীষ্ট, মনের সাধ। [সং. মনস্ + বাঞ্ছা]।

মনোবিকার—বি. মনের অস্বাভাবিক অবস্থা : চিত্ত-চাঞ্চল্য ; মনের ব্যাধি। [ইং. psychosis]। [সং. মনস্ + বিকার]।

মনোবিচ্ছেদ—বি. মনোমালিন্য, মনান্তর, ঝগড়া। [সং. মনস্ + বিচ্ছেদ]।

মনোবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা—বি. মনের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, psychology। [সং. মনস্ + বিজ্ঞান, বিদ্যা]।

মনোবিবাদ—বি. মনান্তর, ঝগড়া। [সং. মনস্ + বিবাদ।

মনোবৃত্তি—বি. স্মৃতি চিন্তা বিচার সঙ্কল্প প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া ; মনের ভাব, চিত্তবৃত্তি। [সং. মনস্ + বৃত্তি]।

মনোবেদনা, মনোব্যথা—বি. মানসিক দুঃখ। [সং. মনস্ + বেদনা, ব্যথা]।

মনোভঙ্গ—বি. নৈরাশ্য, উদ্যমহানি, বিষাদ। [সং. মনস্ + ভঙ্গ]।

মনোভব—বি. মদন, কামদেব। [সং. মনস্ + √ভূ + অ (র্তৃ)]।

মনোভাব—বি. মনের ক্রিয়া, মনের গতি ; উদ্দেশ্য। [সং. মনস্ + ভাব]।

মনোভার—বি. দুঃখ-অভিমানাদি-জনিত মানসিক ক্লেশ ('নামাতে পারি যদি মনোভার' : রবীন্দ্র)। [সং. মনস্ + ভার]।

মনোমত—বিণ. পছন্দসই, মনের মতন। [সং. মনস্ + মত]।

মনোমদ—বি. দম্ভ ; মিথ্যা গর্ব। [সং. মনস্ + মদ]।

মনোময়—বিণ. মনের দ্বারা বা কল্পনাদ্বারা গঠিত ('মনোময় প্রতিমা') ; মানস ; মনঃস্বরূপ। [সং. মনস্ + ময়]। **মনোময় কোষ**—(দর্শ.) আত্মার তৃতীয় আবরণ।

মনোমালিন্য—বি. মনান্তর : কলহ। [সং. মনস্ + মালিন্য]।

মনোমোহন—বিণ. চিত্তাকর্ষক, মনোহারী, মনোরম, অতি সুন্দর। [সং. মনস্ + মোহন]। বিণ.(স্ত্রী.) **মনোমোহিনী**।

মনোযোগ—বি. অভিনিবেশ, প্রণিধান ; একাগ্রতা। [সং. মনস্ + যোগ]। বিণ. **মনোযোগী (-গিন্)**—মনোযোগ দিতে অভ্যস্ত, অভিনিবিষ্ট। বি. **মনোযোগিতা**।

মনোরঞ্জন—(১) বি. চিত্তের সন্তোষবিধান, মনে আনন্দ-দান (প্রভুর বা শিশুর মনোরঞ্জন), তোষামোদ। (২) বিণ. চিত্তের সন্তোষবিধায়ক, মনের আনন্দদায়ক। [সং. মনস্ + রঞ্জন]। বিণ.(স্ত্রী.) **মনোরঞ্জনী**।

মনোরথ—বি. অভিলাষ, বাসনা ; সঙ্কল্প। [সং. মনস্ + রথ]। **~গতি**—(১) বি যথেচ্ছ গমনশক্তি। (২) বিণ. মনের বা চিন্তার ন্যায় অতি দ্রুতগামী।

মনোরম—বিণ. মনোহর ; মনোরঞ্জক ; রমণীয়, সুন্দর (মনোরম চিত্র)। [সং. মনস্ + √রম্ + ণিচ্ + অ(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মনোরমা**।

মনোরাজ্য—বি. হৃদয়রূপ রাজ্য, মনোজগৎ : ভাবজগৎ। [সং. মনস্ + রাজ্য]।

মনোলোভা—বিণ.(স্ত্রী.) চিত্তহারিণী, রমণীয়া। [সং. মনস্ + √লুভ্ + ণিচ্ + অ(র্তৃ) + আ]।

মনোহর—বিণ. রমণীয়, অতি সুন্দর। [সং. মনস্ + √হৃ + অ(র্তৃ)]। **মনোহরা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) **মনোহর**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. সন্দেশবিশেষ। বি. **মনোহরণ**—মন মুগ্ধ করা। বি. **~শাহী, ~সাহী**—ভক্তিমূলক কীর্তন-গানের সুর-বিশেষ।

মনোহারী[1] (-রিন্)—বিণ. রমণীয়, চিত্তাকর্ষী, অতি সুন্দর। [সং. মনস্ + √হৃ + ইন্(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মনোহারিণী**। বি. **মনোহারিত্ব**।

মনোহারী[2]—**মনিহারী**-র রূপভেদ।

মন্তব্য—(১) বিণ. চিন্তনীয়, বিবেচনীয়, বিচার্য। (২) বি. অভিমত, মতামত. টীকা, টিপ্পনী। [সং. √মন্ + তব্য + (র্ম)]।

-মন্ত—যুক্ত, বিশিষ্ট সম্পন্ন প্রভৃতি অর্থজ্ঞাপক বাং. ব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয় (পয়মন্ত, লক্ষ্মীমন্ত)। [<সং. মৎ]।

মন্তর—মন্ত্র শব্দের গ্রা. রূপ।

মন্তা (-ন্তৃ)—বিণ.বি. মননকর্তা, চিন্তক : পরামর্শদাতা। [সং. √মন্ + তৃ(র্তৃ)]।

মন্ত্র—বি. পবিত্র শব্দ বা বাক্য, যাহা ধ্বনির ভিতর দিয়া শব্দের অর্থকে মনের গভীরে লইয়া যায় এবং, যাহা উচ্চারণ করিলে দেবতার উপাসনা করা হয় ; যাহা মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় (শিবমন্ত্র, মন্ত্রজপ) ; বশীকরণাদি ব্যাপারে ব্যবহৃত শব্দ (মারণমন্ত্র) : বৈদিক সাহিত্যের অংশ ('ব্রাহ্মণ'-ব্যতিরিক্ত) ; নীতি (অহিংসামন্ত্র) : মন্ত্রণা উপদেশ, পরামর্শ : রহস্য। [সং. √মন্ত্র্ + অ(র্ম, ভা)]। বিণ. **~কুশল**—পরামর্শ দানে পটু। বি. **~গুপ্তি**—মন্ত্রণার গোপনীয়তা-রক্ষা। বি. **~গূঢ়**—গুপ্তচর। বি. **~গৃহ**—পরামর্শের জন্য (প্রধানতঃ গুপ্ত) স্থান। বি. **~গ্রহণ**—দীক্ষাগ্রহণ ; পরামর্শগ্রহণ ; কোন কার্যাদি-সাধনের ব্রতগ্রহণ। বি. **~জিহ্ব**—অগ্নি। বি. **~তন্ত্র**—(প্রধানতঃ অবজ্ঞায় বা নিন্দার্থে) বিবিধ মন্ত্র ও প্রক্রিয়া। বি.বিণ. **~দাতা (-তৃ)**—দীক্ষা বা পরামর্শ দানকারী। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **~দাত্রী**। বি. **~দ্রষ্টা**—

যে ঋষি তন্মনা হইয়া মন্ত্রনিহিত পরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বিণ. **~পূত**—মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত (মন্ত্রপূত কবচ)। বি. **~বল, ~শক্তি**—মন্ত্রের জোর বা ক্ষমতা। **~বিৎ** (-বিদ্)—(১) বিণ. মন্ত্রজ্ঞ ; মন্ত্রণাকুশল। (২) বি. মন্ত্রী। বি. **~ভেদ**—অন্যের গুপ্ত মন্ত্রণা বা পরামর্শ (কৌশলে) জানা। বিণ. **~মুগ্ধ**—মন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত। বিণ.(স্ত্রী.) **~মুগ্ধা**। বি. **~শিষ্য**—(কোন ব্যক্তি কর্তৃক দীক্ষিত) শিষ্য ; একান্ত অনুগামী ব্যক্তি। বি. **~সাধন**—মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রয়াস, মন্ত্রে নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণ। বিণ. **~সাধক**—মন্ত্রদ্বারা সাধনকারী। বিণ. **~সিদ্ধ**—মন্ত্রজপদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত। বি. **~সিদ্ধি**—মন্ত্রজপদ্বারা সিদ্ধিলাভ।

মন্ত্রক—বি. মন্ত্রী ও তাঁহার অধিকারভুক্ত (রাষ্ট্রীয়) শাসন-বিভাগ, ministry (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক) [স. প.]।

মন্ত্রণ, মন্ত্রণা—বি. (প্রধানতঃ গুপ্ত) পরামর্শ, কর্তব্য-সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা ; যুক্তি, কর্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ (মন্ত্রণা দেওয়া)। [সং. √মন্ত্র্ + অন(ভা), + আ]। বি. **~গৃহ**—পরামর্শের জন্য (প্রধানতঃ গুপ্ত) স্থান। বিণ. **~দাতা** (-তৃ)—পরামর্শদানকারী। বিণ. **মন্ত্রণীয়**—মন্ত্রণা করার যোগ্য। বিণ. **মন্ত্রিত**—পরামর্শপূর্বক স্থিরীকৃত, বিচারিত।

মন্ত্রী (-ত্রিন্)—(১) বি. রাজার বা রাষ্ট্রপ্রধানের পরামর্শ-দাতা, অমাত্য, সচিব, উজির ; রাষ্ট্রশাসনের বিভাগ-বিশেষের ভারপ্রাপ্ত অমাত্য (শিক্ষামন্ত্রী)। (২) বিণ. মন্ত্রণাদাতা। [সং. মন্ত্র্ + ইন্]। বি. **মন্ত্রিত্ব**—মন্ত্রীর পদ বা কাজ।

মন্থ—বি. মন্থন, মন্থনদণ্ড ; ছাতুমিশান পানীয়বিশেষ। [সং. √মন্থ্ + অ]। বি. **মন্থাদ্রি**—মন্দরপর্বত।

মন্থন—বি. মথিত করা, আলোড়ন (দধি-মন্থন, সমুদ্র-মন্থন) ; মওয়া ; দলন, বিনষ্ট করা। [সং. √মন্থ্ + অন (ভা)]। বি. **মন্থনী**—মন্থনদণ্ড, মউনি ; মন্থনপাত্র। বিণ. **মন্থী** (-ন্থিন্)—মন্থনকারী।

মন্থর—বিণ. চটপটে বা দ্রুতের বিপরীত (মন্থর গতি), ধীরজ, ধীর ; অলস ; মন্দগামী ; নত। [সং. √মন্থ্ + অর(র্তৃ)]। **মন্থরা**—(১) বিণ. মন্থর-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি.(স্ত্রী.) (রামা.) দশরথের পত্নী কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী ; (আল.) কুপরামর্শদাত্রী। বি. **~তা**।

মন্দ—বিণ. ধীর, মৃদু, তীব্র নয় এমন (মৃদুমন্দ হাস্য), অলস, মন্থর (মন্দগামী) ; ধীরগামী (মন্দানিল) ; খারাপ, অপকৃষ্ট (মন্দ বস্তু) ; কু, অসৎ, দুষ্ট (মন্দ লোক) ; অশুভ, অননুকূল, প্রতিকূল (মন্দ ভাগ্য) ; অসুস্থ (শরীর মন্দ) ; কটু, কর্কশ (মন্দ বাক্য) ; ক্ষীণ, দুর্বল ('অতি মন্দমতি আমি' : মধু.)। [সং. √মন্দ্ + অ(র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মন্দা**। **মন্দ নয়**—খারাপ নহে ; একরকম ভালই। **মন্দের ভাল**—(অবস্থাদি সম্বন্ধে) অবাঞ্ছিত বা মন্দ হওয়া সত্ত্বেও উহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। বি. **~তা, ~ত্ব**, মান্দ্য (অগ্নিমান্দ্য)। **~গতি**—(১) বি. ধীর গতি। (২) বিণ. ধীরগতিবিশিষ্ট। বিণ. **~গামী** (-মিন্)—ধীরগামী, ধীরে চলে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **~গামিনী**। বিণ. **~বুদ্ধি**—কুবুদ্ধি, দুষ্ট, অসৎ ; ক্ষীণ বা অতীক্ষ্ণ বোধশক্তিসম্পন্ন। **~ভাগ, ~ভাগ্য**—(১) বিণ. হতভাগা, দুরদৃষ্ট। (২) বি. খারাপ অদৃষ্ট। বিণ.(স্ত্রী.) **~ভাগা, ~ভাগ্যা**, (বাং.) **~ভাগিনী**। ক্রি-বিণ. **~মন্দ**—ধীরে ধীরে।

মন্দন—বি. (বিজ্ঞা.) বেগের ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তি, retardation [বি. প.]। [সং. √মন্দ্ + অন(ভা)]।

মন্দর—বি. সমুদ্র-মন্থনকালে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহৃত পর্বত-বিশেষ। [সং. √মন্দ্ + অর]।

মন্দা—(১) বিণ. পণ্যদ্রব্যের মূল্য বা ক্রয়বিক্রয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন (মন্দা বাজার) ; হ্রাসপ্রাপ্ত, লঘু ('পথশ্রম হবে মন্দা' : ক. ক.)। (২) বি. অবনতি, হ্রাস ; পণ্য-দ্রব্যের মূল্য বা ক্রয়বিক্রয়ের হ্রাস, depression (মন্দার সময়) ; (প্রা কা.) মন্দলোক, দুষ্ট ব্যক্তি ('অধর নীরস মধু করলহি মন্দা' : বিদ্যা.)। [সং. মন্দ + বাং. আ (স্বার্থে)]।

মন্দাকিনী—বি. স্বর্গের গঙ্গা। [সং.]।

মন্দাক্রান্তা—বি. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং. মন্দ + আক্রান্ত (গতি) + আ]।

মন্দাগ্নি—বি. ক্ষুধার অল্পতা, অগ্নিমান্দ্য। [সং. মন্দ (= ক্ষীণ) + অগ্নি (= জঠরাগ্নি, পরিপাকশক্তি)]।

মন্দার—বি. স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফুল ; মাদার গাছ। [সং.]।

মন্দির—বি দেবালয়, উপাসনা-গৃহ ; গৃহ, ভবন (ধর্ম-মন্দির, শয়ন-মন্দির)। [সং. √মন্দ্ (= স্তুতি, শয়ন ইত্যাদি) + ইর(ধি)]।

মন্দিরা—বি. করতালজাতীয় কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। [দেশী]।

মন্দীভূত—বিণ. মৃদু বা ক্ষীণ হইয়াছে এমন, হ্রাসপ্রাপ্ত। [সং. মন্দ + ঈ(চ্বি) + √ভূ + ত(র্তৃ)]।

মন্দুরা—বি. অশ্বশালা ('মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব' : মধু.) ; মাদুর। [সং]।

মন্দ্র—(১) বি. গম্ভীর ধ্বনি ('মেঘমন্দ্রের মতো ধ্বনিত') ; মৃদঙ্গ। (২) বিণ. গম্ভীর (মন্দ্রকণ্ঠে, জলদ-মন্দ্র রবে)। [সং. √মন্দ্ + র(ণে, র্তৃ)]। বিণ. **মন্দ্রিত**—গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত ('মন্দ্রিত তব ভেরী' : রবীন্দ্র)।

মন্মথ—বি. কামদেব, মদন, কন্দর্প। [মনস্ + √মথ্ + অ(র্তৃ)]।

মন্যু—বি. ক্রোধ ; শোক ; দৈন্য ; যজ্ঞ (তু. শতমন্যু = ইন্দ্র)। [সং. √মন্ + যু (র্তৃ)]।

মন্বন্তর—বি. পুরাণমতে এক এক মনুর অধিকার-কাল ; (বাং.) দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ বা আকাল (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)। [সং. মনু + অন্তর(= অধিকার-কাল)]।

ম-ফলা—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ম্-যোগ।

* আদিতে মন্ত্র- এবং মন্দ-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে মন্ত্র ও মন্দ দ্রঃ।

মফস্বল, মফঃস্বল—বি. নগর বা রাজধানী ব্যতীত স্থান, গ্রামাঞ্চল। [আ. মুফস্‌সল]।

মবলগ—বিণ. মোট, থোক ; নগদ (নগদ মবলগ পাঁচ টাকা)। [আ. মব্‌লগ্]।

মবারক—মুবারক-এর চলিত রূপ।

মম—বিণ. (কাব্যে) আমার। [সং.]।

মমতা, মমত্ব—বি. আপন বলিয়া জ্ঞান (মমত্ব-বোধ) ; স্নেহ, মায়া (প্রাণের মমতা) ; আসক্তি। [সং. মম + তা, ত্ব]। বিণ. **~ময়**—মমতায় ভরা, স্নেহময়। বিণ.(স্ত্রী.) **~ময়ী**।

মমি—প্রাচীন মিশরে অদ্ভুত উপায়ে সংরক্ষিত মৃতদেহ। [ইং. mummy]।

-ময় (-ময়ট্)—পরিপূর্ণ (স্নেহময়ী জননী), যুক্ত, সমন্বিত (করুণাময়) ; নির্মিত (লৌহময় বর্ম) ; (বাং.) ব্যাপী (মুখময় দাগ, দেশময় অখ্যাতি), প্রভৃতি অর্থসূচক প্রত্যয়-বিশেষ। [সং.]। স্ত্রী. **-ময়ী**।

ময়—বি. দানব-শিল্পী, যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণকারী। তু. বিশ্বকর্মা।

ময়দা—বি. (পরিষ্কৃত) মিহি গোধুমচূর্ণ। [ফা.]।

ময়দান—বি. মাঠ। [ফা.]।

ময়না১—বি. সুকণ্ঠ পক্ষিবিশেষ। [সং. মদনিকা]।

ময়না২—বি. (রাজা মানিকচন্দ্রের জাদুকরী স্ত্রী ময়নামতীর নাম হইতে) ডাকিনী বা খল-স্বভাবা নারী (ময়না বুড়ী)।

ময়না৩—বিণ. (প্রধানতঃ অপমৃত্যু-সম্বন্ধে) অনুসন্ধান ও প্রত্যক্ষ পরিদর্শন সহকারে কৃত (ময়না তদন্ত)। [আ. মুআয়নহ্]।

ময়রা—বি. মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা, মোদক জাতি। [সং. মোদক]। বি.(স্ত্রী.) **ময়রানী**, (বর্জি.) **ময়রাণী**।

ময়লা—(১) বি. মল, বিষ্ঠা ; আবর্জনা (ময়লার গাড়ী) ; মালিন্য, মলিনতা (মনের ময়লা)। (২) বিণ. মলিন, অপরিচ্ছন্ন (ময়লা পোশাক) ; অনুজ্জ্বল, অগৌর, কালো (ময়লা রং) ; কলঙ্কযুক্ত, কুটিল (ময়লা মন)। [তু. সং. মল]। বিণ. **~টে**—অল্প ময়লা।

ময়ান—বি. ময়দা থাসিবার কালে তাহাতে যে ঘি মিশান হয়। [দেশী]।

ময়াল—বি. বৃহদাকার সর্পবিশেষ। [সং. মহাকাল]।

ময়ূখ—বি. কিরণ, রশ্মি, জ্যোতিঃ। [সং.]। বি. **~মালী (-লিন্)**—সূর্য।

ময়ূর—বি. বিচিত্রবর্ণ ও নৃত্যশীল পক্ষিবিশেষ, শিখী, কলাপী। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **ময়ূরী**। বিণ. **~কণ্ঠী**—ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় বিচিত্রবর্ণযুক্ত। বি. **~পঙ্খি, ~পঙ্খী**—ময়ূরাকৃতি নৌকাবিশেষ।

মর—বিণ. নশ্বর, বিনাশশীল (মর-লোক, মর-দেহ)। [সং. √মৃ + অ(ভা)]।

মরক—মড়ক দ্রঃ।

মরকত—বি. বহুমূল্য সবুজবর্ণ প্রস্তরবিশেষ, পান্না। [সং. মরক (=মারীভয়) + √ত + অ(র্তৃ)]।

মরচে—মরিচা-র কথ্য রূপ।

মরজি—বি. ইচ্ছা, খুশি। [আ. মর্জী]। বিণ. **~মাফিক**—ইচ্ছামত ; খেয়ালখুশিমত ; মনোমত।

মরণ—বি. মৃত্যু, জীবনের অবসান (মানুষের মরণ, মরণ-দশা)। [সং. √মৃ + অন(ভা)]। **মরণ আর কি**—লজ্জা, সস্নেহ তিরস্কার প্রভৃতি সূচক উক্তিবিশেষ। বি. **মরণ-কামড়**—নিজের মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া প্রতিহিংসা-গ্রহণার্থ শেষ ও কঠিনতম আঘাত। বিণ. **~ধর্মা, ~ধর্মী**—যাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বিণ. **~পণ**—মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করা হইবে এমন প্রতিজ্ঞা-সংবলিত। বি. **মরণ-বাড়**—যে বিষম দর্প বা আতিশয্য পতনের কারণ হয়। বিণ. **~শীল**—নশ্বর। বিণ. **মরণাপন্ন, মরণোন্মুখ**—মুমূর্ষু। বি. **মরণাশৌচ**—জ্ঞাতির মৃত্যুহেতু অশৌচ। বিণ. **মরণোত্তর**—মৃত্যুর পরবর্তী (মরণোত্তর সম্মান বা পুরস্কার)। [মরণ + উত্তর (=পরবর্তী কালের)]।

মরত—মর্ত্য-এর কোমল রূপ। বি. **~ভবন**—পৃথিবী, মরজগৎ।

মরদ, মর্দ—(১) বি. পুরুষ ; পুরুষোচিত গুণে ভূষিত ব্যক্তি, সাহসী বা বীরপুরুষ ; জোয়ান লোক, যুবক ; (গ্রা.) স্বামী (মেয়ে-মরদে খাটে)। (২) বিণ. সাহসী, বীর (মরদ মানুষের কাজ) ; পুংজাতীয় (মরদ সন্তান)। [ফা. মর্দ্]। **মরদকি বাত**—বীরপুরুষের কথা বা প্রতিজ্ঞা, যাহার অন্যথা হয় না। বি. **মরদ-বাচ্চা, মরদের বাচ্চা**—বীরপুরুষের উপযুক্ত পুত্র ; সাহসী পুরুষ। বিণ. **মরদা**—পুংজাতীয়। **মরদানা**—(১) বি. পুরুষলোক। (২) বিণ. পুরুষজাতীয় ; পুরুষোচিত, পুরুষের। বি. **মরদানি, মর্দানি**—বীরত্ব ; পুরুষত্ব ; (মেয়েদের ক্ষেত্রে) পুরুষালি ভাব।

মরদুম—বি. মানুষ। [ফা.]।

মরম—মর্ম-এর কোমল রূপ ('মরমে পশিল গো' : চণ্ডী.)।

মরমর—বিণ. মৃতপ্রায় ; মুমূর্ষু। [মরা দ্রঃ]।

মরমিয়া—(১) বিণ.বি. যিনি বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম বা গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। (২) বিণ. অতীন্দ্রিয় ও ঐশ্বরিক বিষয়সম্বন্ধীয় (মরমিয়া তত্ত্ব) ; অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ (মরমিয়া সাধক)। [বাং. মরম + ইয়া]।

মরমী—বিণ. মর্ম উপলব্ধি করে বা জানে এমন ; মরমিয়া বা অজ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনাকারী, mystic (মরমী কবি) ; সহানুভূতিশীল, দরদী (মরমী বন্ধু)। [বাং. মরম + ঈ]।

মরসুম, মরশুম—বি. ঋতু (শীতের মরসুম) ; সুবিধা, সুযোগ (মরসুম পাওয়া) ; প্রশস্ত কাল, অনুষ্ঠানাদির জন্য নির্দিষ্ট সময় (পূজার বা শীতের মরসুম)। [ফা. মৌসিম]। বিণ. **মরসুমি, মরসুমী**—নির্দিষ্ট ঋতুতে জন্মায় ও বাঁচিয়া থাকে এমন (মরসুমি ফুল—তু. মৌসুমী)।

মরহুম—বিণ. মৃত, লোকান্তরিত। [আ.]।

মরা—(১) ক্রি. প্রাণত্যাগ করা ; সর্বস্বহারা বা সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া (চাকরি গেলে লোকটা মরবে) ; নিদারুণ কষ্ট

পাওয়া (লজ্জায় মরা, ভেবে মরা); শুষ্ক হওয়া, মজা (নদী মরে যাওয়া); হ্রাস পাওয়া (রস মরে গেছে, ব্যথা মরা); নির্জীব হওয়া (লোকটা অভাবে মরে আছে); লুপ্ত হওয়া ('বাতাস আলো গেল মরে' : রবীন্দ্র)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. মৃত; শুষ্ক, মজা; নির্জীব; লুপ্ত; খাদযুক্ত (মরা সোনা)। [সং. √মৃ + বাং. আ]। **মরা কটাল**—কটাল দ্রঃ। বি. ~**কান্না**—বাড়িতে কেহ মারা গেলে পরিজনেরা যেরূপ উচ্চরোলে কাঁদে সেইরূপ ক্রন্দন। **মরা গাঙ, মরা নদী**—মজা নদী ('বান ডেকেছে মরা গাঙে' : মুকুন্দ দাস)। **মরা পেট, মরা নাড়ি**—বহুদিন ধরিয়া খাদ্যাভাব সহ্য করিবার ফলে অধিক আহার গ্রহণে অসমর্থ পাকস্থলী। বি. ~**মাস**—খুশকি। বিণ. ~**হাজা**—মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত (মরা-হাজা বা হাজা-মজা পুকুর); জীর্ণশীর্ণ।

মরাই—বি. হোগলা বেত প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত ধান রাখিবার বৃহৎ আধারবিশেষ। [<সং. মরার]।

মরাঠা—(১) বি. মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। (২) বিণ. মহারাষ্ট্রীয়। [সং. মহারাষ্ট্র > মরাঠ + বাং. আ]। **মরাঠী**—(১) বি. মহারাষ্ট্রের অধিবাসী বা ভাষা। (২) বিণ. মহা-

মরাল—বি. রাজহংস, কারণ্ডব। [সং. √মৃ + আল(র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **মরালী**। বিণ.(স্ত্রী.) ~**গামিনী**—রাজহংসীবৎ সুন্দর গতিভঙ্গিযুক্তা।

মরিচ—বি. মসলারূপে ব্যবহৃত ঝালস্বাদযুক্ত ক্ষুদ্র গোলাকার ফলবিশেষ, গোলমরিচ; (প্রাদে.) লঙ্কা (কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ)। [সং. মরিচ, মরীচ]।

মরিচা, মরচে—বি. লৌহমল, ধাতুমল, জং (অব্যবহারে মরচে পড়ে)। [ফা. মোর্‌চা]।

মরি-মরি—অব্য. বিস্ময় প্রশংসা বিদ্রূপ প্রভৃতি সূচক।

মরিয়া—বিণ. বেপরোয়া, নিজে মরিয়াও মারিতে প্রস্তুত, desperate (দেশের লোক এখন মরিয়া)। [বাং. √মর্ + ইয়া]।

মরিযাদ—মর্যাদা-র প্রা. কোমল রূপ।

মরীচি—বি. সপ্তর্ষি-মণ্ডলের অন্যতম, ব্রহ্মার মানসপুত্র; কিরণ, রশ্মি। [সং. √মৃ(অন্ধকারের মৃত্যু) + ঈচি (ণে)]। বি. ~**মালী** (-লিন্)—সূর্য।

মরীচিকা—বি. মৃগতৃষ্ণিকা, মরুভূমির বালুকারাশির উপরে পতিত সূর্যকিরণে জলভ্রম। [সং. মরীচি + ক (সাদৃশ্য-অর্থে) + আ]।

মরু—বি. জল-উদ্ভিদ-প্রাণিশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ স্থলভাগ। [সং. √মৃ + উ (ধি)]। বি. ~**ঝড়**—মরুভূমিতে বালুকার যে ঝড় বহে, সাইমুম। বি. ~**ভূ**, ~**ভূমি**, ~**স্থল**, ~**স্থলী**—মরুময় স্থান। বিণ. ~**সম্ভব**—মরুভূমিতে জাত।

মরুৎ, মরুত—বি. বায়ু, উনপঞ্চাশৎ পবন, (বিরল) দেবতা। [সং. √মৃ (না থাকিলে বা অতি-প্রবল হইলে) + উৎ (ণে), + অ]।

মরুদ্যান—বি. মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত বারি-বৃক্ষাদিপূর্ণ স্থান, oasis। [সং. মরু + উদ্যান]।

মর্কট—বি. ক্ষুদ্রজাতীয় বানর; (বিরল) মাকড়সা। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **মর্কটী**। বি. ~**বৈরাগ্য**—অন্তরে বিষয়বাসনা ও ভোগলালসা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে লোক-দেখান বৈরাগ্য ও বিষয়ভোগে নিস্পৃহতা।

মর্গ—বি. শনাক্তকরণের জন্য শব রাখিবার ঘর, মড়িঘর। [ইং. morgue]।

মর্জি—মরজি-র বানানভেদ।

মর্টগেজ—বি. গৃহীত ঋণাদির জামিনস্বরূপ সম্পত্তি বন্ধক রাখা। [ইং. mortgage]। বিণ. **মর্টগেজি, মর্টগেজী**—মর্টগেজরূপে দায়বদ্ধ।

মর্তমান—বি. কদলীর জাতিবিশেষ, বর্মাদেশের মার্তাবান-দ্বীপ হইতে আনীত কলা। [ইং. Martaban]।

মর্ত, মর্ত্য—(১) বি. পৃথিবী, মরলোক, ইহলোক; মনুষ্য। (২) বিণ. মরণশীল, নশ্বর (মর্ত্য জীবন)। [সং. √মৃ + ত(র্তৃ), + য]। বি. ~**ধাম**, ~**ভূমি**, ~**লোক**—পৃথিবী। বি. ~**লীলা**—মানবজীবনের কার্যকলাপ।

মর্তুকাম—বিণ. মৃত্যুকামী, মরণাভিলাষী। [সং. √মৃ + তুম্ + কাম]।

মর্দ—মরদ দ্রঃ।

মর্দন—(১) বি. দলন, পেষণ, পিষ্টকরণ, পীড়ন। (২) বিণ. দলনকারী, দমনকারী (অরাতিমর্দন, দনুজমর্দন)। [সং. √মৃদ্ + অন (ভা, র্তৃ)]। বিণ. **মর্দিত**—দলিত বা পিষ্ট হইয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **মর্দিতা**।

মর্দা, মর্দানা, মর্দানি, মর্দানী—মরদ দ্রঃ।

-মর্দী (-র্দিন্)—বিণ. বি. মর্দনকারী। [সং. √মৃদ্ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **-মর্দিনী**—মর্দনকারিণী (মহিষমর্দিনী)।

মর্ম (-র্মন্)—বি. দেহমধ্যস্থ এমন স্থান যেখানে আঘাত করিলে মৃত্যু হইতে পারে (মর্মস্থলে আঘাত); অন্তরের কোমলতম ও নিগূঢ়তম প্রদেশ; হৃদয়; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়; তাৎপর্য (সারমর্ম, কবিতার মর্ম); গূঢ় অর্থ, রহস্য (মর্মোদ্ধার)। [সং. √মৃ + মন্]। বি. ~**কথা**—অন্তরের কথা; গূঢ় অভিপ্রায়। বি. ~**গ্রহণ, মর্মাবধারণ**—তাৎপর্য বা গূঢ় অর্থ নিরূপণ। বিণ. ~**গ্রাহী** (-হিন্)—মর্মগ্রহণকারী। বিণ. ~**ঘাতী** (-তিন্), ~**তুদ** (বাং.), ~**ভেদী** (-দিন্), **মর্মান্তিক**—হৃদয়বিদারক; সাংঘাতিক, মারাত্মক (মর্মভেদী আর্তনাদ, মর্মান্তিক কাহিনী); অতি করুণ, শোচনীয় (মর্মন্তুদ দৃশ্য)। বিণ. ~**জম**—অন্তরে প্রবিষ্ট ('অহিন্দুর এটা মর্মজম হবে না' : রবীন্দ্র)। বিণ. ~**জ্ঞ**—নিগূঢ় অর্থ নির্ণয়ে সমর্থ। বি. ~**পীড়া**, ~**বেদনা**, ~**ব্যথা**—মনোদুঃখ শোক অভিমান প্রভৃতি কারণে মানসিক যন্ত্রণা। বি. ~**বাণী**—অন্তরের কথা (ভারতের মর্মবাণী)। বি. ~**স্থল**, ~**স্থান**—দেহের প্রাণকোষ; অন্তরের কোমলতম ও নিগূঢ়তম প্রদেশ; হৃদয়। বিণ. ~**স্পর্শী** (-র্শিন্), ~**স্পৃক্** (-স্পৃশ্)—যাহা হৃদয়কে ব্যাকুল বা বিগলিত করে; হৃদয়ে বেদনাদায়ক। বি. **মর্মাঘাত**—মর্মস্থলে বা হৃদয়ে আঘাত। বিণ. **মর্মাহত**—হৃদয়ে নিদারুণ আঘাতপ্রাপ্ত। বিণ. **মর্মী**(-র্মিন্)—গূঢ়

রহস্য উপলব্ধিকারী, মরমী; দরদী। বি. মর্মোদ্ঘাটন, মর্মোদ্ভেদ—স্বরূপ-প্রকাশ; গোপন বা রহস্য প্রকাশ, মর্মার্থপ্রকাশ।

মর্মর১—বি. মারবেল পাথর। [ফা.]।

মর্মর২—বি. শুষ্ক পত্রাদির মর্মর্ শব্দ (পল্লব-মর্মর)। [সং. √মৃ+অর (র্তৃ)—ম আগম]। ক্রি. **মর্মরা**—(কাব্যে) মর্মরধ্বনি করা। বিণ. **মর্মরিত**—মর্মরধ্বনিযুক্ত ('মর্মরিত তপোবন')।

মর্যাদা—বি. গৌরব, সম্ভ্রম, (বংশমর্যাদা); সম্মান, খাতির (মর্যাদা দেওয়া, মর্যাদা-রক্ষা, মর্যাদা-হানি); সীমা (মর্যাদা-লঙ্ঘন); ন্যায়সঙ্গত ও শালীনতাসম্মত নিয়ম (মর্যাদাপূর্ণ আচরণ); মূল্য, দক্ষিণা, পণ (কুলীন-ভোজনের মর্যাদা); সেলামি, নজর (জমিদারের মর্যাদা)। [সং. মর্যা (সীমাসূচক)+√দা+অ (ভা, র্ম)+আ]।

মর্শু'ম—**মরশুম**-এর বানানভেদ।

মর্ষ, মর্ষণ—বি. সহ্যকরণ, ক্ষমা (তু. অঘমর্ষণ=পাপের ক্ষমা), তিতিক্ষা। [সং. √মৃষ্+অ, অন (ভা)]। বিণ. **মর্ষিত**—ক্ষান্ত, ক্ষমাশীল; [তু. অমর্ষ]।

মল১—বি. নূপুরজাতীয় চরণালঙ্কারবিশেষ। [দেশী]।

মল২—বি. ময়লা, ক্লেদ (নেত্র-মল); বিষ্ঠা; কলঙ্ক, মালিন্য; মরিচা (লৌহমল); পিটা, কাইট; পাপ। (তন্ত্রশাস্ত্রে) অবিদ্যা। [সং. √মল্+অ (র্ম)]। বি. **~ত্যাগ**—বিষ্ঠাত্যাগ। বিণ. **~দূষিত**—আবর্জনা-মিশ্রিত। বি. **~দ্বার**—পায়ু, গুহ্যদেশ। বি. **~নালী**—মলদ্বারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্র। বি. **~ভাণ্ড**—উদরমধ্যে অন্ত্রের যে অংশে মল থাকে।

মলন—বি. মর্দন। [সং. √মল্+অন]।

মলম—বি. লেপিয়া প্রয়োগ করিবার ঔষধবিশেষ, প্রলেপ। [ফা. মরহম্]।

মলমল—বি. মিহি সুতিবস্ত্রবিশেষ। [হি.—তু. সং. মলমল্লক]।

মলমাস—বি. দুই অমাবস্যাযুক্ত ও রবিসংক্রান্তিবর্জিত অতিরিক্ত চান্দ্রমাস, অধিমাস (এই মাসে হিন্দুদের পূজা-পার্বণ বা কোনও শুভকার্য নিষিদ্ধ; সৌরবৎসরের সহিত চান্দ্রবৎসরের ঐক্যবিধানার্থ কয়েক বৎসর পর পর এই মলমাস গণনা হইতে বর্জিত হয়)। [সং. মল (যুক্ত)+মাস]।

মলম্বা—বিণ. সোনার পাত দিয়া ঢাকা বা গিলটি করা। [আ. মলম্মা]।

মলয়—বি. দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা; মালাবার দেশ; মালয় উপদ্বীপ; স্বর্গীয় উদ্যান, নন্দন-কানন; মলয়পর্বত হইতে আগত বায়ু, স্নিগ্ধ দখিনা বাতাস। [সং. √মল্+অয় (র্তৃ)]। **~জ**—(১) বিণ. মলয়পর্বতে জাত। (২) বি. চন্দন; মলয়বায়ু, দখিনা বাতাস ('মলয়জশীতল')। বি. **~পবন, ~বায়ু, মারুত, মলয়ানিল**—মলয়পর্বত হইতে আগত বায়ু, দখিনা বাতাস। বি. **মলয়াচল**—মলয়পর্বত।

মলা১—বি. মল, ময়লা; মালিন্য (মনের মলা)। [সং. মল+বাং. আ (স্বার্থে)]।

মলা২—(১) ক্রি. মর্দন করা, ডলা, পীড়ন করা (কান মলা, গোরুর লেজ মলা)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √মল্(=ধারণ)+বাং. আ]। বি. **~ই**—মর্দনের কাজ, ডলন (ডলাইমলাই)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মর্দন বা পিষ্ট করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

মলাট—বি. পুস্তকাদির বহিরাবরণ। [সং. মলপট্ট]।

মলিদা—বি. পাতলা ও নরম পশমী কাপড়বিশেষ। [ফা. মলীদা]।

মলিন—বিণ. ময়লাযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন (মলিন বস্ত্র, মলিন পরিবেশ); যাহা উজ্জ্বল বা ফরসা নয় (মলিন বর্ণ); কলঙ্কিত (ধূলিমলিন, মলিন চরিত্র, মলিন জীবন); বিষণ্ণ, ম্লান (মলিন মুখ); মোহাচ্ছন্ন (বুদ্ধি মলিন হওয়া)। [সং. মল+ইন (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মলিনা**। বি. **~তা, ~ত্ব, মলিমিমা, মালিন্য**।

মল্ল—বি. কুস্তিগির, বাহুযোদ্ধা, পালোয়ান। [সং. √মল্ল্+অ (র্তৃ)]। বি. **~ভূমি**—যে স্থানে কুস্তি লড়া হয়; মল্লগণের রণস্থল; বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রাচীন নাম। বি. **~যুদ্ধ**—বাহুযুদ্ধ, হাতাহাতি লড়াই।

মল্লার—বি. সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **মল্লারী**—রাগিণীবিশেষ।

মল্লিক—বি. হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মান-সূচক পদবীবিশেষ।

মল্লিকা, মল্লি, মল্লী—বি. বেলফুল। [সং.]।

মশক১—বি. দংশনকারী ক্ষুদ্র পতঙ্গবিশেষ, মশা। [সং. √মশ্ (=শব্দ করা)+অক (র্তৃ)]।

মশক২—বি. জল বহনার্থ চামড়ার থলিবিশেষ, ভিস্তি। [ফা. মশ্ক্]।

মশগুল—বিণ. বিভোর, নিবিষ্ট, তন্ময় (গানবাজনায়, পড়াশুনায়, নেশায় মশগুল)। [আ.]।

মশমশ—অব্য. শুষ্ক চর্মাদি দুমড়াইবার শব্দ।

মশলা, মশল্লা—যথাক্রমে **মসলা** ও **মসল্লা**-র বানান-ভেদ।

মশহুর—বিণ. নামজাদা, খ্যাতিমান্; খানদানী। [আ. মশহুর]।

মশা—বি. দংশনকারী ক্ষুদ্র পতঙ্গবিশেষ, মশক। [<সং. মশ, মশক]। **মশা মারতে কামান দাগা**—সামান্য কার্যসাধনের জন্য বিপুল আড়ম্বর করা।

মশাই—**মশায়**-এর রূপভেদ।

মশান—বি. শ্মশান; অপরাধীদের বধ্যভূমি। [<সং. শ্মশান]।

মশায়—**মহাশয়**-এর কথ্য রূপ। ক্রি. **মশায়-মশায় করা**—তোষামোদ করা।

মশারি, মশারী—বি. মশকদংশন এড়ানর জন্য শয্যার উপরে খাটাইবার উপযোগী সূক্ষ্ম বস্ত্রের আবরণ। [সং. মশহরী]।

*আদিতে **মর্ম-** ও **মল-** যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **মর্ম** ও **মল** দ্রঃ।

মশাল—বি. ছোট লাঠি বা দণ্ডের মাথায় তেল-মাখানো নেকড়া চট প্রভৃতি জড়াইয়া প্রস্তুত বড় বাতিবিশেষ। [আ. মশল্]। বি. **~চী**—মশাল-বাহক। [আ. মশল্+তু. চী]।

মসজিদ, মসজেদ—বি. ইসলামী ভজনালয়। [আ. মস্‌জিদ্]।

মসনদ—বি. রাজাসন, গদী। [আ.]। বিণ. **মসনদি, মসনদী**—মসনদ-সংক্রান্ত; রাজকীয়, সরকারী।

মসনে—**মসীনা**-র কথ্য রূপ।

মসলন্দ—বি. অতি সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট মাদুরবিশেষ। [আ. মস্‌নদ্]।

মসলা, মসল্লা—বি. খাদ্যবস্তু, বিশেষতঃ ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করিবার উপকরণবিশেষ; উপকরণ (গাঁথুনির মসলা)। [আ. মসালহ্]।

মসলিন—বি. অতি মিহি ও মসৃণ কার্পাসবস্ত্রবিশেষ। [আ.]।

মসি, মসী—বি. লিখিবার কালি; স্থূল: কলঙ্ক ('পূর্ণ শশী মাখে মসি, নোঙরা বলুক দেখি': রবীন্দ্র)। [সং. √মস্ (পরিণামে)+ই(র্তৃ).+ঈ]। বিণ. **~কৃষ্ণ**—মূল-কালির মত কালো, ঘোর কালো। বিণ.বি. **~জীবী** (-বিন্)—লেখক; কেরানি। বিণ. **~নিন্দিত, ~লাঞ্ছিত**—কালিও হার মানে এমন ঘোর কালো। বিণ. **~ময়**—কালিতে মাখা; ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

মসিনা, মসীনা—বি তৈলবীজবিশেষ, তিসি।

মসুর, মসূর, (চলিত) **মসুরি**—বি. এক প্রকার দাল। [সং.]।

মসূরী, মসূরিকা—বি. বসন্তরোগ। [সং.]।

মসৃণ—বিণ. কোথাও উঁচুনিচু নাই এরূপ উপরিভাগ-বিশিষ্ট; চিক্কণ, তেলা; স্নিগ্ধ, কোমল। [সং.]। বি. **~তা**।

মস্করা—বি. পরিহাস, ঠাট্টা-তামাসা, রঙ্গকৌতুক (মস্করা করা, হাসি-মস্করা)। [আ. মস্‌খরহ্]।

মস্ত—(১) বি. মস্তক (ছিন্নমস্তা, মস্তে ধরা)। [সং.]। (২) বিণ. উচ্চ (মস্ত বৃক্ষ); (বাং.) প্রকাণ্ড, বৃহৎ (মস্ত বাড়ি); বিস্তৃত (মস্ত নদী); মহৎ (মস্ত লোক); মূল্যবান্ (মস্ত ভরসা, মস্ত সুবিধা)। (৩) (বাং.) বিণ.বিণ. অতিশয় (মস্ত বড়, মস্ত ধনী)।

মস্তক—বি. মাথা, শির, মুণ্ড; চূড়া, অগ্রভাগ (পর্বত-মস্তকে)। [সং.]।

মস্তান—(১) বিণ. যৌবনমদে মত্ত; মাতাল; গায়ের জোরে সরদারি করিতে অভ্যস্ত; উপদ্রবকারী। (২) বি. ঐরূপ যুবক। [ফা. মস্তানা—মাতাল]। বি. **মস্তানি**—মাতলামি; মস্তানের আচরণ।

মস্তিষ্ক—বি. মগজ; মাথার খুলির নিম্নস্থ নরম পদার্থ, ঘিলু; (গৌণ অর্থে) বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধি। [সং.]। বিণ. **~হীন**—নির্বোধ।

মস্যাধার—বি. দোয়াত। [সং. মসী+আধার]।

মহকুমা—বি. কয়েকটি থানার সমষ্টি বা জেলার অংশ। [আ. মহ্‌কুমা]। **মহকুমা-হাকিম**—এস. ডি. ও. (S. D. O.), সদরআলা।

মহড়া—বি. সম্মুখ, অগ্রভাগ; যুদ্ধাদিতে বিপক্ষের অগ্র-বর্তী সেনাদল (মহড়া ফেরান); বিপক্ষের সম্মুখবর্তী স্থান (মহড়া নেওয়া); অভিনয়াদির জন্য প্রস্তুতি বা অভ্যাস, মহলা (মহড়া দেওয়া)। [সং. মুখ>মুহ>মহ+বাং. ড়া (স্বার্থে)]। **মহড়া নেওয়া**—লড়াইয়ে বিপক্ষের সম্মুখে অবস্থান করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

মহৎ—(১) বিণ. বড় বৃহৎ (মহৎ অরণ্য, মহৎ ব্যাপার); শ্রেষ্ঠ, উন্নত, উদার (মহৎ কার্য বা লোক); অতিশয়, প্রবল (মহৎ ভয়, মহৎ দোষ); গুরু (মহৎ ভার)। (২) বি. উন্নতচরিত্র বা উদারহৃদয় ব্যক্তি ('আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ': মা. ব.)। [শব্দ তৈল প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হইলে **মহৎ** শব্দে বিপরীত বা অসুন্দর অর্থ প্রকাশ পায়, যেমন—মহাযাত্রা, মহা-নিদ্রা। সংস্কৃতে মহৎ-শব্দের ১মার ১ বচনে পুংলিঙ্গে **মহান্** ও ক্লীবলিঙ্গে **মহৎ** হয়। বাঙ্গালার এই **মহান্** ও **মহৎ**-ই যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ হয়, কিন্তু এই পার্থক্য সর্বত্র মানা হয় না; যেমন—মহান্ আদর্শ, মহৎ আদর্শ, ১মার ১ বচন ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তিতে শব্দটি বিশেষ্য হয় এবং সে স্থলে মূল **মহৎ**-শব্দের সহিতই বিভক্তি যুক্ত হয়; যেমন—মহতেরা বলেন, মহতের আদর্শ। সাধারণতঃ **মহৎ** অপেক্ষা জোর বুঝাইতে মহান্ ব্যবহৃত হয়; যেমন—মহান্ চরিত্র, মহান্ আদর্শ]। [সং. √মহ্ (পূজা)+অৎ (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মহতী** (মহতী বাণী, মহতী সভা)। বি. **মহত্ত্ব**—মহৎ ভাব; মহতের ভাব। বিণ. **মহত্তম**—সর্বাপেক্ষা মহৎ। বিণ. **মহত্তর**—(দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর মহৎ।

মহদাশয় (অশু.)—বিণ. উন্নতমনাঃ, সদাশয়। [সং. মহৎ+আশয়]।

মহদাশ্রয়—বি. মহৎ লোকের আশ্রয়। [সং. মহৎ+আশ্রয়]।

মহনীয়—বিণ. পূজনীয় (মহনীয় কীর্তি); মান্য। [সং. √মহ্+অনীয় (র্ম)]।

মহন্ত, মোহন্ত—বি. মঠাধ্যক্ষ, দেবমন্দিরাদির পরি-চালক সন্ন্যাসী। [সং. √মহ্+অন্ত (র্ম)]।

মহব্বত—বি. প্রেম, প্রীতি, স্নেহ। [ফা.]।

মহম্মদ, মহম্মদীয়—**মোহাম্মদ** ও **মোহাম্মদীয়** দ্রঃ।

মহরত, মহরৎ—বি. নূতন আরম্ভ, পত্তন, সূত্রপাত (নববর্ষের খাতা মহরত করা); উদ্বোধন, কার্যারম্ভ (ফিল্মষ্ট ডিয়োতে বইয়ের মহরত)। [ফা. মহুরৎ]।

মহরম—**মোহাররম**-এর বানান-ভেদ।

মহর্লোক—বি. সপ্ত লোকের চতুর্থ 'লোক' বা স্বর্গ। [সং. মহঃ+লোক]। [**ভূবর্লোক** দ্রঃ।]

মহর্ষি—বি. ঋষিশ্রেষ্ঠ। [সং. মহা+ঋষি]।

মহল—বি. গৃহ, ভবন; বাসভবনের অংশ (অন্দরমহল, বাহিরমহল); ভূ-সম্পত্তির অংশ, তালুক (খাসমহল); সমাজের একাংশ (মেয়ে মহলে বা সরকারী মহলে প্রতিপত্তি)। [আ.]।

মহলা,—বিণ. (সমাসে উত্তরপদরূপে) মহলবিশিষ্ট (চার-মহলা বাড়ি)। [**মহল** দ্রঃ]।

মহলা$_2$—বি. অভিনয়াদির অভ্যাস. মহড়া : শিক্ষার পরিচয় (মহলা দেওয়া)। [দেশী]।

মহল্লা—বি. নগরের অংশ, পাড়া, পল্লী. অঞ্চল। [ফা.]।

মহা$_1$—(১) বিণ. (কথ্য) প্রচণ্ড. প্রবল (মহা রাগ, মহা মুশকিল, মহা স্ফূর্তি) ; বিশাল (মহা সিন্ধু)। (২) বিণ.-বিণ. অতিশয়. অত্যন্ত (মহা অভিমানী. মহা চালাক)। [সং. মহৎ]।

মহা-$_2$—কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে **মহৎ, মহান্** ও **মহতী**-র স্থানে মহা- হয়। [**মহৎ** দ্রঃ]। বি. **~কবি**—মহাকাব্য-রচয়িতা। বি. **~করণ**—প্রধান সরকারী দফতরখানা, secretariat [স. প.]। বি. **~কর্ষ**—(বিজ্ঞা.) জড়বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ. gravitation। বি. **~কাব্য**—দেবতা বা দেবতুল্য নায়কের বৃত্তান্ত লইয়া অষ্টাধিক সর্গে রচিত পৌরাণিক কাব্য ; আধুনিককালের ইংরেজি এপিক (epic)। বিণ. **~কায়**—অতি বৃহদাকার। বি. **~কাল**—শিবের রুদ্ররূপ : অনবচ্ছিন্ন কাল, কালচক্র (মহাকালের বিচারে)। বি. (স্ত্রী.) **~কালী**—মহাকালের পত্নী ; আদ্যাশক্তির রুদ্রাণীরূপ : কালী। বি. **~কুষ্ঠ**—প্রাণঘাতী কুষ্ঠরোগবিশেষ। বি. **~কোশল**—দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যবিশেষ। বি. বিণ. **~খর্ব**—বহু সহস্রকোটি সংখ্যা। বি. **~গুরু**—পিতা মাতা দীক্ষাদাতা বা পতি। বি. **~জন**—অতি ধার্মিক বা মহৎ ব্যক্তি, বড় বেপারি, আড়তদার, বণিক্ ; উত্তমর্ণ : যে ব্যক্তি মূলধন যোগায় ; কুসীদজীবী ; বৈষ্ণব পদকর্তা ; (বিরল) বিশাল জনতা। বি. **~জনি, ~জনী**—তেজারতি। বিণ. **~জনী**—তেজারতি সম্পর্কিত। বি. **~জ্ঞান**—শ্রেষ্ঠ বা পরম জ্ঞান ; (মনসা-মঙ্গলে) যে বিদ্যাবলে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। বি. বিণ. **~তপাঃ** (-পস্)—অতি কঠোর তপস্যাকারী ; শ্রেষ্ঠ তপস্বী। বিণ. **~তেজস্বী** (-স্বিন্), **~তেজাঃ** (-জস্)—অতিশয় তেজসম্পন্ন। বি. **~তৈল**—নরদেহের চর্বি। **মহাত্মা** (-ত্মন্)—(১) বিণ. অতি মহৎ, মহামনাঃ। (২) বি. ভারতের মহান্ নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আখ্যা [সং. মহান্+আত্মন]। বি. **~দেব**—দেবাদিদেব শিব, (গৌণ অর্থে) তত্তুল্য নিষ্কাম, সদা প্রশান্ত ও অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি (যেন মহাদেব)। বি. (স্ত্রী.) **~দেবী**—দুর্গাদেবী, ভগবতী ; পাটরানী। বি. **~দেশ**—বহু দেশের সমষ্টি এক বিশাল ভৌগোলিক বিভাগ, continent (এশিয়া মহাদেশ)। বি. **~দ্রাবক**—(ঔষধরূপে ব্যবহৃত) গন্ধকাম্ল, sulphuric acid। বি. **~নগর, ~নগরী**—অতি বৃহৎ নগর। **মহানন্দ**—(১) বি. অতিশয় আনন্দ ; পরমানন্দ। (২) বিণ. অতিশয় আনন্দিত। [সং. মহান্ + আনন্দ]। বি. **~নবমী**—শারদীয়া শুক্লা নবমী তিথি, যখন দুর্গাপূজা হয়। বি. **~মহানস**—রন্ধনশালা [সং. মহৎ+অনস্ (= উপকরণ)+অ]। **~নাদ**—(১) বি. ভয়ঙ্কর শব্দ ; অতি উচ্চ ধ্বনি। (২) বিণ. অত্যুচ্চধ্বনিযুক্ত ; মহানাদকারী। বি. **~নিদ্রা**—মৃত্যু।. বি. **~নির্বাণ**—(বৌদ্ধমতে) সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি, মোক্ষ ; বুদ্ধের দেহত্যাগ। বি. **~নিশা**—রাত্রির মধ্যভাগ, মধ্যরাত্রি ; রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর বা দ্বিতীয় প্রহরের শেষার্ধ এবং তৃতীয় প্রহরের প্রথমার্ধ। **~নীল**—(১) বিণ. গাঢ় নীলবর্ণ। (২) বি. সিংহলে প্রাপ্ত নীলকান্তমণি। বিণ. **মহানুভব, মহানুভাব**—উদারচিত্ত ; মহিমান্বিত। [মহান্+অনুভব, অনুভাব]। বি. **মহানুভবতা, মহানুভাবতা**। বি. **~পথ**—রাজপথ ; যুধিষ্ঠির ইত্যাদির স্বর্গগমনের পথ ; মৃত্যু। বি. বিণ. **~পদ্ম**—শতকোটিলক্ষ সংখ্যা বা সংখ্যাক। বি. **~পাতক, ~পাপ**—জঘন্যতম পাপ ; ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মস্বাপহরণ সুরাপান গুরুপত্নীহরণ এবং এই সব পাপকার্যে লিপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে সংসর্গ ; এই পঞ্চবিধ ঘোর পাপ। বিণ. বি. **~পাতকী, ~পাপী** (-কিন্)—মহাপাতককারী, মহাপাপী। বি. **~পাত্র**—প্রধান অমাত্য। বি. **~পুরাণ**—পুরাণ দ্রঃ। বি. **~পুরুষ**—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ; পরমহংস ; মহাত্মা ব্যক্তি। বি. **~প্রভু**—শিব : পরমেশ্বর : চৈতন্যদেব ; পুরীর জগন্নাথদেব। বি. **~প্রয়াণ**—মৃত্যু ; মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা। বি. **~প্রলয়**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস ; ব্রহ্মা ও তাঁহার সৃষ্টির বিনাশ। বি. **~প্রসাদ**—জগন্নাথদেবের প্রসাদ : শ্রেষ্ঠ প্রসাদ ; দেবতাকে নিবেদিত অন্নাদি : (বাং.) দেবীকে নিবেদিত ছাগমাংস। বি. **~প্রস্থান**—মৃত্যু ; মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা। **~প্রাণ**—(১) বিণ. উদারহৃদয়, মহামনাঃ, (ব্যাক.—বর্ণ সম্বন্ধে) অধিক প্রাণ বা বায়ুর সাহায্যে উচ্চারিত। (২) বি. মহাপ্রাণ বর্ণ (প্রতি বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ)। বি. **~বন**—বৃহৎ ও গভীর বন ; বৃন্দাবনের অন্যতম বন। বিণ. **~বল**—অত্যন্ত শক্তিশালী। বি. **~বাক্য**—ঋষির বাণী, মহাজন বা মহাপুরুষের উক্তি। বিণ. **~বাহু**—দীর্ঘ ও শক্তিশালী বাহুযুক্ত ; মহাবল। বি. **~বিদ্যা**—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা : দুর্গাদেবীর এই দশ মূর্তি ; (বিরল) শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার বিদ্যা ; (কৌতুকে) চুরিবিদ্যা, চৌর্য। বি. **~বিদ্যালয়**—কলেজ। বি. **~বিষুব**—সূর্যের মেষরাশিতে সংক্রমণ, চৈত্রসংক্রান্তি, vernal equinox। **~বীর**—(১) বিণ. অত্যন্ত বীর্যবান্ বা বিক্রমশালী। (২) বি. রামায়ণোক্ত হনুমান, গরুড় : জৈন তীর্থঙ্করবিশেষ। বি. **~বৈদ্য**—শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ; (ব্যঙ্গে) হাতুড়ে চিকিৎসক যম। বি. **~বোধি**—বুদ্ধদেব। বি. **~ব্যাধি**—কুষ্ঠাদি দুরারোগ্য ব্যাধি ; কুষ্ঠ। বি. **~ব্যাহৃতি**—(ওঙ্কারপূর্বক) 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই মন্ত্র। বি. **~ব্যোম**—মহাকাশ, নভোমণ্ডল। বি. **~ব্রাহ্মণ**—শ্মশানক্রিয়া-সম্পাদনকারী বা নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। বি. বিণ. **~ভাগ**—পরম সৌভাগ্যবান্ ; মহাশয় ; দয়াদি সদ্গুণশালী [সং. মহান্ + ভাগ (= ভাগ্য)]। বি. **~ভাব**—প্রেম ভক্তি প্রভৃতির চরম অবস্থা ('মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী' : চৈ. চ.)। বি. **~ভারত**—বেদব্যাস-রচিত কুরুপাণ্ডবের কাহিনী-

বিষয়ক শ্রেষ্ঠ ও বিশাল মহাকাব্য; (আল.) অতি বিস্তৃত কাহিনী, বিরাট্ গ্রন্থ বা ব্যাপার। **মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া**—পবিত্র প্রসঙ্গ বা ব্যাপার দোষযুক্ত হওয়া। **মহাভারত আরম্ভ করা**—(অসহ্যরকম) বিস্তৃত ভূমিকা করা বা বর্ণনা করা। বিণ. **~ভুজ**—দীর্ঘ ও শক্তিশালী বাহুযুক্ত; মহাবল। বি. **~ভূত**—ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি পঞ্চভূত (দ্রঃ)। বি. **~ভৈরব**—মহাদেবের মূর্তিবিশেষ। বি. **~মণ্ডল**—রাষ্ট্রাধ্যক্ষ; (বাং.) প্রধান মোড়ল ('আমি মহামণ্ডল, আমার আগে তোলা': ক. ক.); (বাং.) অতি বৃহৎ সমবায় বা সঙ্ঘ। বিণ. **~মতি, ~মনাঃ** (-নস্)—মহানুভব; মহাত্মা। বিণ. **~মহিম, মহিমান্বিত**—অতিশয় মহিমাপূর্ণ; সুমহান্; ভূস্বামী, উচ্চপদাধিকারী সরকারি কর্মচারী প্রভৃতির নামের পূর্বে প্রযোজ্য, সম্মানসূচক বিশেষণ। বি. **~মহোপাধ্যায়**—সংস্কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণকে সরকারদত্ত উপাধিবিশেষ। বি. **~মাংস**—নরমাংস। বি. **মহামাত্য**—প্রধান অমাত্য বা মন্ত্রী। [সং. মহান্ + অমাত্য]। বি. **মহামাত্র**—প্রধান মন্ত্রী; রাজ্যের কর্মকর্তা; ধনাঢ্য ব্যক্তি; মাহুত। [সং. মহতী + মাত্রা (=মান, বিত্ত) যাহার, বহুব্রীহি সমাস]। বি. **~মানব**—সমগ্র মনুষ্যজাতি ('মহামানবের সাগরতীরে': রবীন্দ্র)। বিণ. **~মানী** (-নিন্)—অতি গৌরবযুক্ত। বিণ. **~মান্য**—অত্যন্ত মাননীয় বা সম্মানের পাত্র। বি. **~মায়া**—অবিদ্যা; প্রকৃতি; ভগবতী, আদ্যাশক্তি, দুর্গা। **~মার**—(১) বিণ. মহাদৌরাত্ম্যকারী ('মোর দেশে পরদল আইল মহামার': বি. শু.)। (২) বি. বিষম উপদ্রব বা দৌরাত্ম্য; ভীষণ আক্রমণ বা যুদ্ধ; ব্যাপক হত্যাকাণ্ড; মহাবিপদ্; মহাকষ্ট; বিষম হাহাকার। বি. **~মারী**—মড়ক, সংক্রামক রোগহেতু ব্যাপক মৃত্যু (কলেরার মহামারী রূপ)। **মহামারী কাণ্ড**—সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার; হৈচৈপূর্ণ ব্যাপার। বি. **~মুনি**—শ্রেষ্ঠ মুনি; বুদ্ধ। বিণ. **~মূল্য**—অত্যন্ত দামী; দুর্মূল্য। বি. **~মোহ**—বিষয়বাসনারূপ অজ্ঞানতা। বি. **~যজ্ঞ**—বেদপাঠ অগ্নিহোত্র তর্পণ অতিথি সেবা ও ভূতবলি অর্থাৎ জীবজন্তুকে খাদ্যদান, এই পাঁচ প্রকার সৎকার্য। [সং. মহান্ + যজ্ঞ]। বিণ. **~যশাঃ** (-শস্)—অতি কীর্তিমান্। বি. **~যাত্রা**—মহাপ্রয়াণ, মৃত্যু। বি. **~যান**—বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ (তু. হীনযান)। বি. **~যোগী** (-গিন্)—শ্রেষ্ঠ যোগী। বি. **~রজত**—স্বর্ণ। [সং. মহৎ + রজত (=রাগযুক্ত)]। বি. **মহারণ্য**—অতি বৃহৎ ও ঘন বন, মহাবন। [সং. মহৎ + অরণ্য]। বি. **~রত্ন**—শ্রেষ্ঠ বা অতি মূল্যবান্ রত্ন; হীরক পদ্মরাগ নীলকান্ত মরকত ও মুক্তা: এই পাঁচটি রত্ন। বি. **~রথ**—বি. অসাধারণ যুদ্ধকুশল বীর, শ্রেষ্ঠ বীর, যোদ্ধা। বি. **~রথী** (-থিন্)—মহারথ-এর ভিন্ন রূপ। বি. **~রস**—খেজুর; ইক্ষু; কেশুর; পারদ; অষ্টধাতু; কাঁজি, আমানি। বি. **~রাজ**—বড় রাজা, অধিরাজ, সম্রাট্; (বাং.) বড় সন্ন্যাসীর আখ্যাবিশেষ। [সং. মহান্ + রাজা]। বি. (স্ত্রী.) **~রাজ্ঞী**—মহিষী, বড় রানী। বি. **~রাজা**—ভারতের সামন্ত রাজা বা বড় জমিদারকে ব্রিটিশ-সরকার-প্রদত্ত খেতাববিশেষ। বি. (স্ত্রী.) **~রানী, ~রাণী**—মহারাজ ও মহারাজার স্ত্রীলিঙ্গে। বি. **~রাজাধিরাজ**—সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী। বি. **~রাণা,** (অশু.) **~রাণা**—উদয়পুরের নৃপতির উপাধি। বি. **~রাষ্ট্র**—মারহাট্টা দেশ। বি. **~রাষ্ট্রী**—মহারাষ্ট্রের ভাষা, মরাঠা, প্রাকৃত ভাষাবিশেষ; মহারাষ্ট্রের অধিবাসী, মরাঠী। বিণ. **~রাষ্ট্রীয়**—মহারাষ্ট্রসংক্রান্ত; মহারাষ্ট্রে জাত, মরাঠী। বি. **~রুদ্র**—মহাদেব বা শিবের প্রলয়মূর্তি। বি. **~রোগ**—যক্ষ্মা-কুষ্ঠাদি দুরারোগ্য ব্যাধি। বি. **~রৌরব**—মহাপাতকীদের শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট নরকের সর্বাধিক যন্ত্রণাময় অংশ। বিণ. **মহার্ঘ, মহার্ঘ্য**—অত্যন্ত দামী, দুর্মূল্য (তু. মহার্ঘ-ভাতা)। [সং. মহৎ + অর্ঘ (=মূল্য) অর্হ]। বি. **মহার্ঘতা**। বি. **মহার্ণব**—মহাসাগর। [সং. মহান্ + অর্ণব]। বি. **মহালয়া**—হিন্দুদের পিতৃ-তর্পণের জন্য নির্দিষ্ট শারদীয় দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অমাবস্যাতিথি। [সং. মহ (=উৎসব, পিতৃপুরুষের) + আলয় (=আশ্রয়, যে অমাবস্যা তিথি) + আ স্ত্রীলিঙ্গে, তিথির বিণ.]। **~শক্তি**—(১) বি. আদ্যাশক্তি; দুর্গাদেবী। (২) বিণ. অতি পরাক্রান্ত। **~শঙ্খ**—(১) বি. মড়ার মাথার খুলি; মানুষের হাড়; বৃহৎ শঙ্খ। (২) বি. বিণ. দশলক্ষ কোটি সংখ্যা বা সংখ্যক। **মহাশয়**—(১) বিণ. উদারচিত্ত; মহাত্মা। (২) বি. শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বা ভদ্রতাসূচক সম্বোধনবিশেষ। [সং. মহান্ + আশয় (=অন্তঃকরণ) যাহার]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **মহাশয়া**। বি. **~শূন্য**—অনন্ত আকাশ বা নভস্তল; (বিজ্ঞা.) সৌর আকাশের বহির্ভূত আকাশ। বি. **~শ্মশান**—লোকালয় হইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বিশাল শ্মশান; বারাণসী, কাশী। বি. **~শ্বেতা**—সরস্বতীদেবী। বি. **মহাষ্টমী**—শারদীয় দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথি। [সং. মহতী + অষ্টমী]। **~সত্ত্ব**—(১) বিণ. মহাবলশালী; সদাশয়; উন্নতমনাঃ। [মহৎ সত্ত্ব (=প্রাণ, বল) যাহার]। (২) বি. অতিকায় জীব। [সং. মহান্ বা মহৎ সত্ত্ব(=জন্তু)]। বি. **~সভা**—বিরাট্ বা ব্যাপক সভা অথবা সঙ্ঘ; রাষ্ট্রের (প্রতিনিধিমূলক) ব্যবস্থাপক সভা। বি. **~সমুদ্র, ~সাগর, ~সিন্ধু**—পৃথিবীর জলভাগের প্রধান বিভাগ, অতি বৃহৎ সমুদ্র। বি. **~স্থবির**—প্রবীণ ও সঙ্ঘমধ্যে সর্ববন্দিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবিশেষ।

মহাকাশ—বি. পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশ ছাড়াইয়া বিদ্যমান আকাশ। বি. বিণ. **~চারী**—(বৈজ্ঞানিক যানের সাহায্যে) মহাকাশে বিচরণকারী মানুষ।

মহান্ত১, **মোহন্ত, মোহান্ত**—বি. নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত। [সং. মোহ(=সংসারমোহ) + অন্ত]।

মহান্ত২—বি. মঠাধ্যক্ষ।

আদিতে **মহা**- যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **মহা**-২ দ্রঃ।

মহাফেজ—বি. সরকারি দলিলপত্ররক্ষক, record-keeper। [ফা. মুহাফিজ্]। বি. ~**খানা**—দলিলপত্র সংরক্ষিত করিয়া রাখার কক্ষ।
মহাল—বি. জমিদারির অংশ বা বিভাগ, তালুক। [আ.]।
মহি (বিরল)—বি. পৃথিবী। [সং. √মহ্ (পূজা)+ই (র্ম)]। বি. ~**তল**—ভূতল।
মহিমময়, (অশু.) **মহিমাময়**—বিণ. মহিমাপূর্ণ। [সং. মহিমন্+ময়]। বিণ.(স্ত্রী.) **মহিমময়ী**।
মহিমা (-মন্)—বি. মাহাত্ম্য, মহত্ত্ব, গৌরব; যোগলব্ধ অষ্টৈশ্বর্যের অন্যতম, শিবের বিভূতিবিশেষ। [সং. মহৎ+ইমন্]। বি. ~**কীর্তন**—মাহাত্ম্য-বর্ণনা। বিণ. ~**ন্বিত**—মহিমাযুক্ত (মহিমান্বিত চরিত্র)। বিণ.(স্ত্রী.) ~**ন্বিতা**। বিণ. ~**ব্যঞ্জক**—মহিমা-প্রকাশক, মহিমা-সূচক। বি. ~**র্ণব**—সমুদ্রবৎ অসীম মহিমাপূর্ণ ব্যক্তি।
মহিলা—বি. নারী; (বাং.) ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত রমণী। [সং. √মহ্ (=পূজা)+ইল(র্ম)+আ]।
মহিষ—বি. গবাদিজাতীয় পশুবিশেষ; মহিষাসুর। [সং. √মহ্+ইষ(ণ্)]। বি.(স্ত্রী.) **মহিষী** দ্রঃ। বি. ~**ধ্বজ,** ~**বাহন**—যম। বি.(স্ত্রী.) ~**মর্দিনী**—মহিষাসুরের বিনাশকারিণী দুর্গাদেবী। বি. **মহিষাসুর**—পৌরাণিক মহিষরূপী অসুরবিশেষ।
মহিষী—বি.(স্ত্রী.) প্রধান রানী, কৃতাভিষেকা রাজপত্নী; স্ত্রী-মহিষ। [সং. √মহ্ (পূজা)+ইষ(র্ম)+(স্ত্রী.)+ঈ]।
মহী—বি. পৃথিবী। [সং. √মহ্+ই(র্ম)+ঈ]। বি. ~**তল**—ভূতল। বি. ~**ধর,** ~**ধ্র**—পর্বত। বি. ~**নাথ,** ~**ন্দ্র,** ~**প,** ~**পতি,** ~**পাল,** ~**শ**—নৃপতি, রাজা। বি. ~**রুহ**—বৃক্ষ। বি. ~**লতা**—কেঁচো। বি. ~**সুত**—মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। বি. ~**সুতা**—সীতা।
মহীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. মহত্তর, সুমহান্ (মহীয়ান্ আদর্শ চরিত্র)। [সং. মহৎ+ঈয়স্]। বিণ.(স্ত্রী.) **মহীয়সী**।
মহুয়া—বি. বৃক্ষবিশেষ, মউল গাছ; মউল ফুল। [সং. মধুক]।
মহেন্দ্র—বি. দেবরাজ ইন্দ্র; পৌরাণিক পর্বতবিশেষ (বর্তমান পূর্বঘাট-পর্বতমালা)। [সং. মহান্+ইন্দ্র]। বি. (স্ত্রী.) **মহেন্দ্রাণী**—ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী। বি. ~**নগরী,** ~**পুরী,** ~**ভবন**—অমরাবতী, ইন্দ্রপুরী।
মহেশ, মহেশান, মহেশ্বর—বি. মহাদেব, শিব। [সং. মহান্+ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর]। বি.(স্ত্রী.) **মহেশী, মহেশানী, মহেশ্বরী**—দুর্গাদেবী। বি. ~**পুরী**—কৈলাসধাম।
মহেষ্বাস—বি. মহাধনুর্ধর। [সং. মহান্+ইষ্বাস (=ধনুক)]।
মহোৎসব—বি. আনন্দ উপভোগের বিরাট্ অনুষ্ঠান; বৈষ্ণবদের সংকীর্তন ও ভোজের উৎসব, মচ্ছব। [সং. মহান্+উৎসব]।
মহোৎসাহ—বি. প্রবল উদ্যম। [সং. মহৎ+উৎসাহ]।
মহোদধি—বি. মহাসাগর। [সং. মহান্+উদধি]।
মহোদয়—বিণ. সদাশয়, মহাশয়, মহানুভাব; অতি-সমৃদ্ধ; অভ্যুন্নত। [সং. মহান্+উদয়(=উন্নতি)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মহোদয়া**।
মহোপকার—বি. পরম উপকার। [সং. মহৎ+উপকার]। বিণ. **মহোপকারী** (-রিন্)—পরম উপকারী।
মহোপাধ্যায়—বি. (সংস্কৃতে) পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ; (আল.) বড় পণ্ডিত। [সং. মহান্+উপাধ্যায়]।
মহৌষধ—বি. অত্যুৎকৃষ্ট বা অব্যর্থ ঔষধ; রসুন। [সং. মহৎ+ঔষধ]।
মহৌষধি, মহৌষধী—বি. রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণ-লতাদি; দূর্বা; উত্তম ভেষজগুণসম্পন্ন ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্। [সং. মহতী+ওষধি, ওষধী]।
মা১—বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের চতুর্থ বা মধ্যম সুর। [মধ্যম-এর সংক্ষেপ]।
মা২—(১) বি. মাতা, জননী; দেবী, মাতৃস্থানীয়া নারী কন্যা ও কন্যাস্থানীয়া নারীকে সম্বোধন। (২) (বাং.) অব্য. ভয়-বিস্ময়-যন্ত্রণাদি-প্রকাশক (মাগো! ওমা!)। [<সং. মাতৃ বা অম্বা]। **মায়ের জাত**—নারীজাতি।
মাই—বি. মাতৃস্তন্য, স্তন, পয়োধর। বি. ~**পোষ**—শিশুদের দুধ ইত্যাদি খাওয়াইবার জন্য চুষিযুক্ত বোতল-বিশেষ।
মাইক—বি. ধ্বনি-বিবর্ধক যন্ত্রবিশেষ। [ইং. microphone]।
মাইজ—**মাজ** দ্রঃ।
মাইন্—শত্রুর জাহাজ ইত্যাদি উড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের তলায় রক্ষিত বিস্ফোরক দ্রব্যবিশেষ (মাইন্ পাতা)। [ইং. mine]।
মাইনদার, মাইন্দার—বি. (প্রাদে.) বেতনভুক্ শ্রমিক বা ভৃত্য। [ফা. মাহিয়ানা+দার]। বি. **মাইনদারি**—ভৃত্যের ন্যায় আদেশ-পালন।
মাইনর, মাইনার—(১) বিণ. (শিক্ষা-সম্পর্কে) নিম্ন-স্তরের মাধ্যমিক (মাইনর পরীক্ষা)। (২) বি. নাবালক। [ইং. minor]।
মাইনা, মাইনে—**মাহিনা**-র রূপভেদ।
মাইন্দার—**মাইনদার** দ্রঃ।
মাইপোশ—বি. বিছানার নিচে গুপ্ত বাক্স থাকে এমন তক্তাপোশ। [দেশী]।
মাইপোষ—**মাই** দ্রঃ।
মাইফেল—বি. নাচগানের আসর বা মজলিস। [আ. মহ্ফিল]।
মাইয়া—(প্রাদে.) বি. মেয়ে; নারী (মাইয়া-মানুষ, মাইয়া-লোক)। [<সং. মাতৃকা]।
মাইরি—অব্য. দিব্য বা শপথ করিতে প্রযুক্ত শব্দবিশেষ। [পো. Maria—তু. ইং. Mary]।
মাইল—বি. দূরত্বের পরিমাপবিশেষ, প্রায় অর্ধ-ক্রোশ (১ মাইল=১৭৬০ গজ=৩৫২০ হাত=১·৬০৯ কিলো-মিটার)। [ইং. mile]।
মাউই, মাউই-মা, মাঐ, মাঐ-মা—বি. (প্রাদে.) ভ্রাতা বা ভগ্নীর শাশুড়ী, তাঐ বা তাউইমা। [<সং. মাতৃক বা মাতৃকা]।

মাওরা, মাওড়া—বিণ. (প্রাদে.) মা-হারা, মা-মরা। [বাং. মা-হারা]।

মাং—মাগ্রকত-এর লেখ্য সংক্ষেপ।

মাংস—বি. জীবদেহের অস্থি ও চর্মের মধ্যবর্তী কোমল অংশবিশেষ, আমিষ, পলল। [সং.]। বি. **~পেশী, ~পেশি**—জীবদেহের সঞ্চালনক্রিয়াসাধক মাংসপিণ্ড। বিণ. **~ভোজী** (-জিন্), **মাংসাদ, মাংসাশী** (-শিন্)—মাংসখাদক। বিণ. **~ল**—মাংসবহুল। বিণ.বি. **মাংসিক**—মাংস-ব্যবসায়ী, কসাই।

মাকড়, মাকড়া—বি.বিণ. বানর, বানরের তুল্য। [<সং. মর্কট]।

মাকড়সা, মাকসা—বি. উর্ণনাভ, লূতা, অষ্টপদী কীট-বিশেষ। [সং. মর্কট]। **মাকড়সার জাল**—কীট-পতঙ্গাদি ধরার জন্য মাকড়সা স্বীয় দেহনিঃসৃত লালায় যে সূক্ষ্ম জাল রচনা করে, লূতাতন্তু।

মাকড়ি, মাকড়ী—বি. কানের গহনাবিশেষ। [দেশী]।

মাকনা—বি. গজদন্ত ওঠে নাই এরূপ হস্তিশিশু। [<সং. মৎকুণ]।

মাকাল—বি. লতাজাতীয় উদ্ভিদ্; বাহিরে সুদৃশ্য অথচ ভিতরে দুর্গন্ধ ও অখাদ্য শাঁসযুক্ত ফলবিশেষ, রাখালশসা; (আল.) সুদর্শন অথচ গুণহীন ব্যক্তি। [সং. মহাকাল]।

মাকু—বি. তাঁত-বোনার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। [ফা.]।

মাকুন্দ—(১) বিণ. (বয়ঃপ্রাপ্তি সত্ত্বেও) দাঁড়ি-গোঁফ ওঠে না এমন। (২) বি. ঐরূপ পুরুষ। [সং. মৎকুণ]।

মাক্ষিক, মাক্ষীক—(১) বিণ. মক্ষিকা-সংক্রান্ত। (২) বি. মধু; খনিজ উপধাতুবিশেষ। [সং মক্ষিকা+অ]।

মাখন, (প্রাদে.) **মাখম**—বি. দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থবিশেষ, নবনীত, নবনী, ননি। [সং. ম্রক্ষণ > প্রা. মক্খণ]।

মাখা—(১) ক্রি. লেপন করা (গায়ে তেল মাখা); মর্দন করা, চটকান (ময়দা মাখা)। (২) বি. ও বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ম্রক্ষ্+বাং. আ]। বি. **~মাখি**—পরস্পর লেপন; অত্যধিক লেপন; অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা, মেলা-মেশা; ছোঁয়াছুঁয়ি। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. লেপন করা (পরের গায়ে তেল মাখান); লেপন করান (চাকর দিয়া তেল মাখান); মর্দন করান (পাচক দিয়া ময়দা মাখান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

মাগ—বি. (অশি.) পত্নী। [<পা. মাতুগাম]।

মাগধ—(১) বিণ. মগধদেশীয়। (২) বি. বন্দী, স্তুতি-পাঠক। [সং. মগধ+অ]। বিণ.(স্ত্রী.) **মাগধী**—বি. প্রাচীন ভারতের মৌখিক ভাষাবিশেষ: ইহা প্রাচ্য হিন্দি ও বাংলার মূল-স্থানীয় প্রাকৃতবিশেষ। [প্রাচ্যা দ্রঃ]। বি. **অর্ধ-মাগধী**—প্রধানতঃ জৈন-ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাকৃত-ভাষাবিশেষ: ইহা মাগধী প্রাকৃত এবং মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণে জাত।

মাগন—বি. যাজ্ঞা বা ভিক্ষা করা, প্রার্থনা ('রাজা যান মাগনে': খনা)। [বাং. √মাগ্+অন(ভা)]।

মাগনা—(১) বিণ. বিনামূল্যে প্রাপ্ত, ভিক্ষালব্ধ। (২) ক্রি-বিণ. বিনামূল্যে (মাগনা পাওয়া)। [বাং. মাগন+আ]।

মাগা—(১) ক্রি. যাজ্ঞা করা বা প্রার্থনা করা ('মাগিয়া লইল'), ভিক্ষা করা (মেগে খাওয়া)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [<সং. √মার্গ্ (=যাজ্ঞা)+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. আনান; ভিক্ষা করান। (২) বি. উক্ত অর্থে।

মাগী—বি. (অশি.—অবজ্ঞায়) প্রাপ্তবয়স্কা নারী; বেশ্যা। [মাগ দ্রঃ]। বি. **~বাড়ি**—বেশ্যালয়।

মাগুর—বি. জিওলজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [সং. মদ্গুর]।

মাগ্গি, মাগ্যি—বি. দুর্মূল্য। [<সং. মহার্ঘ]। বি. **~ভাতা**—জিনিসপত্রাদির মূল্যবৃদ্ধির জন্য কর্মচারী-দিগকে প্রদত্ত বাড়তি বেতন, dearness allowance। **মাগ্গি-গণ্ডার বাজার**—দুর্মূল্যতার দিন বা কাল।

মাঘ—বি. বাঙলা সনের দশম মাস; 'শিশুপাল-বধ'—নামক সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা। [সং. মাঘী (মঘা+অ+ঈ)+অ]। **মাঘী**—(১) বিণ. মাঘ মাসের। (২) বি. মঘানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা।

মাঙন—মাগন-এর রূপভেদ।

মাঙন—বি. জমিদার কর্তৃক প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনার অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় করা হয়। [<বাং. √মাজা$_2$]।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—(১) বি. গোরোচনা-চন্দনাদি শুভ-দায়ক বস্তু (মাঙ্গল্য-রচনা), মঙ্গল। (২) বিণ. শুভপ্রদ। [সং. মঙ্গল+ইক, য]।

মাঙ্গা—বিণ. দুর্মূল্য। [<সং. মহার্ঘ]।

মাচা, মাচাং, মাচান—বি. বংশাদিনির্মিত উচ্চ বেদী-বিশেষ, মঞ্চ। [<সং. মঞ্চ]।

মাছ—বি. মৎস্য। [পা. মচ্ছ<সং. মৎস্য]। বি. **~রাঙা, ~রাঙা**—মৎস্যভুক্ পক্ষিবিশেষ, মৎস্যরঙ্গ। **মাছুয়া, মেছুয়া, মেছো**—(১) বিণ. মাছের (মেছুয়া বাজার), মৎস্যসম্বন্ধীয়; মৎস্যভুক্। (২) বি. মৎস্যজীবী জেলে। বি.(স্ত্রী.) **মেছুনী**।

মাছি—বি. মক্ষিকা, পতঙ্গবিশেষ: নিশানার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য বন্দুকসংলগ্ন চিহ্নবিশেষ। [প্রা. মচ্ছিআ<সং. মক্ষিকা]। বিণ. **~মারা**—(আল.) ভালমন্দ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিয়া অন্যের মত নকল করে এমন (মাছিমারা কেরানি)।

মাজ, মাইজ—বি. বৃক্ষকাণ্ডাদির মধ্যাংশ বা সারভাগ। [<সং. মজ্জা]।

মাজন—বি. ঘসিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করা; (প্রধানতঃ দাঁত) মাজার জন্য গুঁড়া প্রভৃতি। [<বাং. √মাজা$_2$]।

মাজা$_1$—বি. কোমর, কটি, দেহের মধ্যভাগ। [<প্রা. মজ্‌ঝ]।

মাজা$_2$—(১) ক্রি. মার্জিত করা, ঘর্ষণদ্বারা পরিষ্কার বা উজ্জ্বল করা (বাসন মাজা)। (২) বি.বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। [সং. √মার্জ (=শুদ্ধি)+বাং. আ]। **~ঘষা**—(১) ক্রি. উত্তমরূপে পরিষ্কার ও পরিপাটি করা। (২) বিণ. উত্তমরূপে পরিমার্জিত। **~ন, ~নো**—(১) বি. পরি-মার্জিত করান। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

মাজুফল—বি. বড় বড় বৃক্ষে কীটদ্বারা সৃষ্ট কষায় কোষ-বিশেষ। [ফা. মাজু]।

মাঝ—(১) বি. মধ্যস্থল (মাঝের বারান্দা, মাঝে হইতে অন্ত এক কাহিনী), অভ্যন্তর, ভিতর (মনোমাঝে, বন-মাঝে)। (২) বিণ. মধ্য (মাঝপথ)। [প্রা. মজ্ঝ]। বি. **~খান**—মধ্যস্থান, মধ্যভাগ। **মাঝামাঝি**—(১) বিণ. মধ্যবর্তী (মাঝামাঝি জায়গা) ; দুই বিপরীত দিকে প্রায় সমান (পাওনা বা ঝগড়া মাঝামাঝি মিটেছে)। (২) ক্রি-বিণ. মধ্যভাগে বা প্রায় মধ্যভাগে (মাঝামাঝি যাওয়া, চৈত্রের মাঝামাঝি আবার এসো)। ক্রি-বিণ. **মাঝে**—কিছুকাল পূর্বে (মাঝে সে এসেছিল)। **মাঝে মাঝে**—কিছুকাল বা কিছুদূর অন্তর অন্তর (মাঝে মাঝে আসে)।

মাঝার—বি. (কাব্যে), মধ্য, ভিতর (হিয়ার মাঝারে)। [বাং. মাঝ + আর (স্বার্থে)]।

মাঝারি—বিণ. মধ্যম আকারের বা প্রকারের বা অবস্থার। [বাং. মাঝ + আরি]।

মাঝিয়ান—**মাঝী**$_2$ দ্রঃ।

মাঝী$_1$, **মাঝি**$_1$—বি. নৌকাচালক, কর্ণধার। [তু. মাঝ]। বি. **~গিরি**—মাঝির কাজ। বি. **~মাল্লা**—মাঝী ও তাহার সহকর্মিগণ। বি. **দাঁড়ীমাঝী**—দাঁড় টানিবার ও হাল ধরিবার লোক।

মাঝী$_2$, **মাঝি**$_2$—বি. সাঁওতাল-পল্লীর প্রধান ব্যক্তি। [তু. মাঝ]। বি.(স্ত্রী.) **মাঝিয়ান, মেঝেন**।

মাঞ্জা—বি. সুতা মজবুত (ও ধারালো) করার জন্য কাচ-চূর্ণাদিদ্বারা প্রস্তুত আঠা বা লেপ। [<সং. √মঞ্জ্ (=দীপ্তি)]।

মাট—বিণ. মাটির মধ্যে উৎপন্ন (মাটকলাই) ; মাটিদ্বারা নির্মিত (মাটকোঠা)। [<বাং. মাটি]। বি. **~কলাই**—চীনাবাদাম। বি. **~কোঠা**—মাটিদ্বারা নির্মিত দুই বা ততোধিক তলবিশিষ্ট বাড়ি।

মাটাপালাম—বি. (প্রধানতঃ মছলিপত্তমে প্রস্তুত) মোটা থানকাপড়বিশেষ। [তেলে. মাটাপোলাম]।

মাটাম—(১) বিণ. সমকোণ কি না তাহা স্থিরীকরণার্থ ছুতারের যন্ত্রবিশেষ। (২) বি. সমকোণে বিন্যস্ত, মাটাম-সই। [তু. ও. মটাম]। বিণ. **~সহি, ~সই** (অশু.)—সমকোণে বিন্যস্ত।

মাটি, মাটী—(১) বি. মৃত্তিকা (মাটির পুতুল) ; ভূতল (মাটিতে বসা) ; ভূসম্পত্তি (লাঠি যার মাটি তার) ; স্থির থাকিবার বা ভর দিবার উপায় (পায়ের তলায় মাটি না থাকা)। (২) বিণ. পণ্ড, নষ্ট। [প্রা. মট্টিআ<সং. মৃত্তিকা]। ক্রি. **মাটি করা**—নষ্ট করা ; পণ্ড করা (সব আয়োজন বা কাজ মাটি করা)। ক্রি. **হাড় বা দেহ মাটি করা**—দেহপাত করা, জীবন ব্যয় করা। ক্রি. **মাটি কামড়ে (পড়ে) থাকা**—যথাশক্তি নিশ্চল হইয়া মাটিতে শুইয়া থাকা ; (আল.) নাছোড়বান্দা হইয়া স্বস্থানে থাকা। ক্রি. **মাটি খাওয়া**—যাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হয় এমন অন্যায় কাজ করা। ক্রি. **মাটি তোলা**—মাটি খুঁড়িয়া উঠানো ; পঙ্কোদ্ধার করা। ক্রি. **মাটি দেওয়া**—কবরস্থ করা। ক্রি. **মাটি নেওয়া**—কুস্তি ইত্যাদিতে মাটি আঁকড়াইয়া থাকা। ক্রি. **মাটি মাড়ান**—পদার্পণ করা, আসা। ক্রি. **মাটি হওয়া**—নষ্ট বা পণ্ড হওয়া। **মাটির দর**—অতি সস্তা দাম। **মাটির মানুষ**—অত্যন্ত সহিষ্ণু ও শান্তপ্রকৃতির মানুষ।

মাটো—বিণ. অনুজ্জ্বল, চাপা (মাটো রং)। [দেশী]।

মাঠ—বি. প্রান্তর, ময়দান (লড়াইয়ের মাঠ) ; বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ('মাঠের পরে মাঠ' : রবীন্দ্র) ; কৃষিক্ষেত্র (মাঠের কাজ) ; পশুচারণ-ভূমি ('রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে' : তর্কা.)। [দেশী]। বি. **~ঘাট**—সকল স্থান। ক্রি. **মাঠে মারা যাওয়া**—সম্পূর্ণ নিষ্ফল বা পণ্ড হওয়া।

মাঠা—বি. ননি, মাখন ; ঘোল। [<সং. মৃষ্ট]।

মাঠান$_1$—**মাটাম**-এর রূপভেদ।

মাঠান$_2$—**মা-ঠাকুরাণী**-র কথ্য রূপ।

মাড়—বি. তণ্ডুলাদির মণ্ড ; ফেন (কাচা কাপড়ে বা সুতায় মাড় দেওয়া)। [সং. মণ্ড]।

মাড়ওয়ারী—(১) বিণ. মাড়ওয়ার-দেশীয়। (২) বি. মাড়-ওয়ারের অধিবাসী ; মাড়ওয়ারের ভাষা। [বাং. মাড়-ওয়ার + ঈ]।

মাড়া—(১) ক্রি. মর্দন করা, পেষণ করা। (২) বি.বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। [<সং. √মৃদ্ + বাং. আ]। বি. **~ই**—মাড়ানর কাজ (ধান-মাড়াই, আখ মাড়াই)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মর্দিত বা পিষ্ট করানো ; পদদলিত করা (মাড়িয়ে যাওয়া), পদার্পণ করা, আসা বা যাওয়া (রাস্তা মাড়ানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। ক্রি. **ছায়া মাড়ানো**—কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা (তার ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়)।

মাড়ি$_1$,—**মাঢ়ী**-র বিকৃত রূপ।

মাড়ি$_2$—বি. মাড়, ফেন ; তাল কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের ঘন রস। [বাং. মাড় + ই]।

মাড়ুয়া—বি. শস্যবিশেষ। [দেশী]।

মাড়োয়ারী—**মাড়ওয়ারী**-র বানানভেদ।

মাঢ়ী, মাঢ়ি—বি. দন্তমূলীয় মাংস বা মাংসপ্রাচীর, দন্ত-বেষ্ট, gum। [সং.]।

মাণবক—বি. অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ বালক ; বামন, ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ। [সং. মনু + অ + ক]।

মাণিক—**মানিক**-এর বানান-ভেদ।

মাণিক্য—বি. রত্নবিশেষ, পদ্মরাগ, চুনি। [সং.]।

মাত$_1$—বিণ. মত্ত, বিভোর, মুগ্ধ (গন্ধে মাত)। [সং. মত্ত]।

মাত$_2$, **মাৎ**—বি. বিপক্ষের পরাজয়, জিত (বাজি মাত করা)। [আ. মাৎ]।

মাত$_3$—বি. অসার ভাগ (মাত কাটা) ; ঝোলা গুড় (মাতগুড়)। [<সং. মস্তু]।

মাতঃ—বি. মাতৃ-শব্দের সম্বোধনের রূপ, ওগো মা ('হে মাতঃ বঙ্গ' : রবীন্দ্র)। [সং.]।

মাতগুড়—বি. ঝোলা গুড়, চিটেগুড়। [মাত$_3$ + গুড়]।

মাতঙ্গ—বি. হস্তী, চাণ্ডাল। [সং. মতঙ্গ + অ]। বি. (স্ত্রী.) **মাতঙ্গী,** (বাং.) **মাতঙ্গিনী**—হস্তিনী। **মাতঙ্গী**—দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি।

মাতন—বি. মত্ততা (ঝড়ের মাতন) ; উৎসাহ-সহকারে প্রবৃত্ত হওয়া ; গাঁজিয়া ওঠা। [<বাং. √মাতা$_2$]।

মাতব্বর—বি. বিণ. মুরব্বী, সর্দার, মণ্ডল, প্রধান ব্যক্তি, গণ্যমান্য লোক। [আ. মু'অতবর্]। বি. **মাতব্বরি**—মাতব্বরের পদ বা কাজ ; মোড়লি।

মাতলাম, মাতলামো, মাতলামি—বি. মাতালের আচরণ। [বাং. মাতাল+আম, আমি]।

মাতলি—বি. ইন্দ্রের সারথি। [সং.]।

মাতা১ (-তৃ)—বি. মা, জননী ; গর্ভধারিণী ধাত্রী গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নী পৃথিবী গাভী : শাস্ত্রমতে এই সপ্তমাতা; মাতৃস্থানীয়া বা কন্যাস্থানীয়া নারী (শ্বশ্রূমাতা, বধূমাতা)। [সং. √মা+তৃ(র্)]। বি. **~পিতা** (তৃ)—জনক-জননী, বাপ-মা। বি. **~মহ**—মায়ের বাপ। বি.(স্ত্রী.) **~মহী**—মায়ের মা।

মাতা২—(১) ক্রি. মত্ত হওয়া, ক্ষেপিয়া যাওয়া (হাতিটা মেতে গেছে) ; মুগ্ধ, বিভোর বা আত্মহারা হওয়া, উৎসাহভরে নিবিষ্ট হওয়া (খেলায় মাতা, মন মাতিয়া ওঠে) ; গাঁজিয়া ওঠা (খেজুররস মাতা)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √মাতা<সং. √মদ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মত্ত করা ; মুগ্ধ ও উল্লসিত করা, বিভোর বা আত্মহারা করা (দেশকে মাতিয়ে দেওয়া) ; গাঁজানো। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. উক্ত সকল অর্থে ; (সমাসে উত্তরপদরূপে) মত্ত উৎসাহিত বা উল্লসিত করে এমন (প্রাণমাতান সুর)। বি. **~মাতি**—ক্রমাগত মাতালের ন্যায় আচরণ ; মত্ততা, দাপাদাপি, দুরন্তপনা।

মাতাল—(১) বিণ. মদ্যপানজনিত মত্ততাযুক্ত, সুরাসক্ত, মদ্যপ ; আত্মহারা, বিভোর। (২) বি. মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তি। [বাং. ১ মাতা২+ল, অথবা <সং. মত্ত]।

মাতুঃস্বসা (-সৃ), **মাতৃঃষ্বসা** (-সৃ), **মাতৃষ্বসা** (-সৃ)—বি. মাতার ভগিনী বা তৎস্থানীয়া নারী, মাসী। [সং. মাতুঃ+স্বসৃ, মাতৃ+স্বসৃ]।

মাতুল—বি. মামা। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **মাতুলানী**, (বিরল) **মাতুলা, মাতুলী**—মাতুলের পত্নী, মামী। বি. **~কন্যা, ~পুত্রী**—মামাত বোন। বি. **~পুত্র**—মামাত ভাই। বি. **মাতুলালয়**—মামার বাড়ি।

মাতৃ—বি. মাতা-শব্দের সংস্কৃত মূল রূপ। বিণ. **~ক**—মাতৃসম্বন্ধীয় ; [তু. পৈতৃক]। (সমাসের উত্তরপদে) শস্যের জন্য বারিদানহেতু মাতৃরূপে পরিগণিত (নদীমাতৃক বা দেবমাতৃক দেশ)। বি. **~কা**—গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা কুলদেবতা : এই যোড়শ দেবী ; মাতা ; মাতামহী ; ধাত্রী ; কারণ ; অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণ। বি. **~গণ**—ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী ঐন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী কৌমারী চামুণ্ডা বা কৌবেরী ও চর্চিকা : এই অষ্টশক্তি। বিণ. **~ঘাতক, ~ঘাতী** (-তিন্)—মাতার প্রাণবধকারী। বি. **~দায়**—মৃতা জননীর শ্রাদ্ধাদির দায়িত্ব বা ঐরূপ অবশ্যকরণীয় কর্ম। বি. **~দুগ্ধ**—মাতার স্তনদুগ্ধ। বি. **~পক্ষ**—মাতৃকুলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। বি. **~পূজা**—জননীকে পূজা। অব্য. **~বৎ**—মায়ের মতন। বি. **~বন্দনা**—জননীকে অভিবাদন বা উপাসনা ; জন্মভূমিকে অভিবাদন বা উপাসনা। বি. **~বন্ধু**—মাতৃকুলের (শাস্ত্রনির্দিষ্ট) কয়েকটি বিশেষ আত্মীয়, যথা—মায়ের মামাতো মাসতুতো ও পিসতুতো ভাই। বি. **~বিয়োগ**—মায়ের মৃত্যু। বিণ. **~ভক্ত**—মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাহার অনুগত। বি. **~ভক্তি**—মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। বি. **~ভাষা**—স্বজাতির ভাষা। বি. **~ভূমি**—স্বদেশ, জন্মভূমি। বি. **~শাসন**—রাজ্যাদি শাসনে বা পরিবার-পরিচালনায় স্ত্রীলোকের কর্তৃত্ব, matriarchy। বিণ. **~শাসিত**—স্ত্রীলোকে কর্তৃত্ব করে এমন, স্ত্রীলোকদ্বারা শাসিত। বি. **~শ্রাদ্ধ**—মৃতা জননীর প্রেতকৃত্য। বি. **~সেবা**—জননীকে পরিচর্যা। বি. **~স্নেহ**—মায়ের ভালবাসা। বি. **~স্বসা** (-সৃ)—**মাতৃঃস্বসা** দ্র:। বি. **~স্বস্রীয়, ~স্বস্রেয়**—মাসতুত ভাই। বি. (স্ত্রী.) **~স্বস্রীয়া, ~স্বস্রেয়া**—মাসতুত বোন। বিণ. **~সমা**—মায়ের সমান। বি. **~স্তন্য**—মাতৃদুগ্ধ। বি. **~হত্যা**—মাতার প্রাণনাশ করা। বি. **~হন্তা** (-হন্তৃ)—মাতৃঘাতক। বিণ. **~হীন**—মা-হারা, মা-মরা। বিণ. (স্ত্রী.) **~হীনা**।

মাতোয়ারা, (বিরল) **মাতোয়ালা**—বিণ. বিভোর, আত্মহারা (নেশায় বা অহংকারে মাতোয়ারা), মাতাল, মত্ত। [হি. মতবালা]।

মাতোয়ালি, মাতোয়ালী, মুতওল্লী—বি. মুসলমানদিগের ধর্মার্থ বা লোকসেবার্থ প্রদত্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। [আ. মুতবল্লি]।

মাৎ—**মাত২** দ্র:।

মাত্র—(১) বি. পরিমাণ ; অবধারণ (মাত্র দুদিন দেরি) ; সাকল্য। (২) (বাং.) অব্য. পরিমিত (দু-সের মাত্র, ক্ষণমাত্র) ; শুধু, কেবল (মাত্র এইটুকু, মাত্র এক ছেলে) ; সঙ্গে-সঙ্গে (দেখামাত্র, যাওয়ামাত্র) ; প্রত্যেক (মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য)। [সং. √মা+ত্র (ভা)]।

মাত্রা—বি. পরিমাণ (শীতের মাত্রা) ; একবারে গ্রহণীয় পরিমাণ (ঔষধের মাত্রা কমাইয়া দেওয়া) ; সীমা (মাত্রাহীন অত্যাচার, মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া) ; বর্ণের মস্তকোপরি সরলরেখা (ও-তে মাত্রা নাই) ; বর্ণের উচ্চারণকালের পরিমাণ (দীর্ঘ মাত্রা, হ্রস্ব মাত্রা) ; (সঙ্গীতে) তালের ভাগ বা তাহার পরিমাণ (চারমাত্রা তাল) ; (গণি.) আয়তন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ও বেধ, dimension। [বি. প.]। [সং. √মা+ত্র (ণে)+আ]। বি. **~জ্ঞান, ~বোধ**—পরিমিতি বা সীমা সম্বন্ধে চেতনা। বিণ. **~তিরিক্ত, ~তীত**—মাত্রা বা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন ; অপরিমিত। বি. **~বৃত্ত**—অক্ষর-সংখ্যার পরিবর্তে লঘু-গুরু উচ্চারণকে ভিত্তি করিয়া রচিত কবিতার ছন্দ। বিণ. **মাত্রিক**—মাত্রাযুক্ত।

মাৎসর্য—বি. পরশ্রীকাতরতা, অন্যের ভালো দেখিতে না-পারা। [সং. মৎসর+য (ভা)]।

মাৎস্য—(১) বিণ. মৎস্য-সম্বন্ধীয়। (২) বি. পুরাণবিশেষ। [সং. মৎস্য+অ]। বি. **~ন্যায়**—**মৎস্য** দ্র:।

মাথট—বি. মাথা-পিছু ধার্য কর বা চাঁদা। [<বাং. মাথা]।

মাথা—(১) বি. মস্তক (মাথা ঠোকা, মাথা নাড়ানো), শির; আগা, ডগা (আঙুলের মাথা); শীর্ষ, উপরিভাগ চূড়া (পাহাড়ের মাথা); আরম্ভস্থল, প্রান্ত (রাস্তার বা মোড়ের মাথায়); মোড়, বাঁক; নৌকার অগ্রভাগ বা গলুই; মস্তিষ্ক, বোধশক্তি (ছাত্রটির বেশ মাথা আছে); প্রধান ব্যক্তি, সর্দার বা পরামর্শদাতা (গাঁয়ের মাথা); ঝোঁক, প্রভাব (রাগের মাথায়)। (২) অব্য. কিছু না: এই অর্থব্যঞ্জক (মাথা করবে)। [সং. মস্তক]। ক্রি. **মাথা আঁচড়ান**—কেশবিন্যাস করা। ক্রি. **মাথা উঁচু করা**—**মাথা তোলা**-র অনুরূপ। ক্রি. **মাথা উড়ান**—প্রাণবধ করা। **মাথা কাটা যাওয়া**—অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া; সম্ভ্রমহানি হওয়া। ক্রি. **মাথা কেনা**—সীমাহীন অধিকার পাওয়া, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া (চাকরি পেয়ে সে যেন সকলের মাথা কিনে রেখেছে)। ক্রি. **মাথা কোটা, মাথা খোঁড়া**—অসহ্য দুঃখ-কষ্টে অথবা অসহায় অবস্থায় পড়িয়া ভূমির বা দেওয়ালের উপর মাথা ঠোকা; সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, নাছোড়বান্দা হইয়া মিনতি করা। **মাথা খাও**—শপথবিশেষ: মাথার দিব্য দিতেছি। ক্রি. **মাথা খাওয়া**—সর্বনাশ করা; উৎসন্নে দেওয়া, বখাইয়া বা বিগড়াইয়া দেওয়া। ক্রি. **মাথা খারাপ করা**—(দুশ্চিন্তাদিহেতু) অস্থির বা বিভ্রান্ত হওয়া। ক্রি. **মাথা খেলান**—বুদ্ধিচালনা করা। ক্রি. **মাথা গরম করা**—ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। ক্রি. **মাথা গরম হওয়া**—মনে ক্রোধসৃষ্টি হওয়া; বায়ুবৃদ্ধিরোগে আক্রান্ত হওয়া। ক্রি. **মাথা গুঁড়া করা**—(আল.) অত্যন্ত প্রহার করা। ক্রি. **মাথা গুলিয়ে দেওয়া**—হতবুদ্ধি করা। ক্রি. **মাথা গোঁজা**—কোনরকমে আশ্রয় লওয়া বা বাস করা। বি. **~ঘষা**—চুলে মাখিবার বা কেশতৈলে মিশাইবার জন্য সুগন্ধ মসলাবিশেষ। ক্রি. **মাথা ঘামানো**—অনর্থক মস্তিষ্ক চালনা করা বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। ক্রি. **মাথা ঘোরা**—শিরঃপীড়া হওয়া; (আল.) বিহ্বল ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। ক্রি. **মাথা চাড়া দেওয়া**—**মাথা তোলা**-র অনুরূপ। ক্রি. **মাথা চুলকান**—জবাব-উপায়-সঙ্কল্পাদি স্থির না করিতে পারার লক্ষণস্বরূপ মাথার মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করা। ক্রি. **মাথা ঠাণ্ডা করা**—উত্তেজনা দূর করা, শান্ত হওয়া। ক্রি. **মাথা তোলা**—সতেজ হইয়া ওঠা; উন্নতি করা; অভ্যুত্থিত হওয়া; সগৌরবে নিজেকে জাহির করা; বিদ্রোহী হওয়া; (বিপদাদি) কাটাইয়া ওঠা। ক্রি. **মাথা দেওয়া**—জীবন উৎসর্গ করা; কোন কাজে বা বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। ক্রি. **মাথা ধরা**—মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হওয়া। **মাথা নেই তার মাথা ব্যথা**—(আল.) অকারণ দুশ্চিন্তা। ক্রি. **মাথা পাতিয়া লওয়া**—সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া, শিরোধার্য করা। ক্রি. **মাথা বাঁধা দেওয়া, মাথা বিকানো**—সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করা। ক্রি. **মাথা হেঁট হওয়া**—সম্ভ্রমহানি হওয়া, অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া। ক্রি. **মাথায় ওঠা**—**মাথায় চড়া**-র অনুরূপ। ক্রি. **মাথায় করা**—অত্যন্ত আদর বা প্রশ্রয় দেওয়া; অত্যন্ত সম্মান বা ভক্তি করা; গ্রাহ্য না-করা (ঝড়বৃষ্টি বা নিন্দা-অপমান মাথায় করিয়া)। ক্রি. **মাথায় কাঁঠাল ভাঙা**—**ভাঙা** দ্রঃ। ক্রি. **মাথায় কাপড় দেওয়া**—ঘোমটা দেওয়া। ক্রি. **মাথায় ঘোল ঢালা**—**ঘোল** দ্রঃ। ক্রি. **মাথায় চড়া**—(রক্তাদি সম্বন্ধে) মস্তিষ্কমধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া; (মানুষ বা অন্য প্রাণী সম্বন্ধে) প্রশ্রয় পাইয়া স্পর্ধাযুক্ত ও উদ্ধত হইয়া ওঠা। ক্রি. **মাথায় ঢোকা**—বোধগম্য হওয়া। ক্রি. **মাথায় রাখা**—ভক্তি সম্মান বা আদরযত্ন করা। **মাথায় হাত**—বিস্ময় সর্বনাশ ইত্যাদি কারণে বিমূঢ়তা (বাজারদর শুনিয়া কর্তার মাথায় হাত)। ক্রি. **মাথায় হাত বোলানো**—কৌশলে বা ফাঁকি দিয়া অপহরণ করা। **মাথার উপর কেহ না থাকা**—অভিভাবকহীন হওয়া। **মাথার খুলি**—করোটি। **মাথার ঘি**—ঘিলু; মস্তিষ্ক। **মাথার ঠাকুর**—অতি শ্রদ্ধেয় বা সম্মানার্হ ব্যক্তি। **মাথার ঠিক না থাকা**—বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া। **মাথার দিব্য**—শপথ। বিণ. **~ওয়ালা**—বুদ্ধিমান্। বিণ. **~পাগলা**—পাগলাটে, খেপাটে। ক্রি-বিণ. **~পিছু**—জনপ্রতি, প্রত্যেক লোক-হিসাবে। বি. **~ব্যথা**—মাথার মধ্যে যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া; (আল.) দুশ্চিন্তা বা গরজ। বি. **~মুণ্ড**—অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য উক্তি (চিঠির মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না)। বিণ. **~মোটা**—স্থূলবুদ্ধি; বোকাটে। **মাথায়-মাথায়**—(১) ক্রি-বিণ. টায়েটায়ে; কানায়-কানায়; সোজা দাঁড়াইলে পরস্পরের মাথা পর্যন্ত মাপে। (২) বিণ. সমান দীর্ঘ বা প্রায় সমান দীর্ঘ। বি. **~ল** [উচ্চা. মাথাল]—তৃণাদি নির্মিত ছাতাবিশেষ, টোকা। বিণ. **~ল, ~লো** [উচ্চা. মাথালো]—মাথাওয়ালা, বুদ্ধিমান্।

মাথি—বি. তাল-নারিকেল-খর্জুর-আনারসাদি বৃক্ষকাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ ভক্ষণীয় কোমল অংশবিশেষ। [বাং. মাথা > মাথ + ই]।

মাথুর—(১) বিণ. মথুরা-সম্বন্ধীয়। (২) বি. কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গেলে ব্রজবাসিগণের মনে যে বিরহ-তাপ জাগে তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত গীতি-কবিতা। [সং. মথুরা + অ]।

মাদক—(১) বিণ. মত্ততাদায়ক (মাদক দ্রব্য)। (২) বি. মত্ততাদায়ক দ্রব্য, নেশার বস্তু (মাদক সেবন)। [সং. √মদ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]। বি. **~তা**—মত্ততা বা নেশা জন্মানর শক্তি (ক্ষমতার বা ঐশ্বর্যের মাদকতা)। বি. **~সেবন**—মাদকদ্রব্য পান বা ভোজন। বিণ. **~সেবী** (-বিন্)—নেশাখোর।

মাদল—বি. ঢোলের ন্যায় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. মর্দল]।

মাদার—বি. লকুচ-ফল; কণ্টকবৃক্ষবিশেষ। [সং. মন্দার]।

মাদী, মাদি, (প্রাদে.) **মাদা**—বিণ. স্ত্রীজাতীয় (পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীব, যথা, মাদী কুকুর)। [ফা. মাদহ্; মাদীন্]।

মাদুর—বি. তৃণনির্মিত আস্তরণবিশেষ। [সং. মন্দুরা]।

মাদুলি, মাদুলী—বি. ক্ষুদ্র মাদলাকৃতি কবচ। [বাং. মাদল + ই]।

মাদৃশ—বিণ. আমার ন্যায়। [সং. অস্মদ্ + √দৃশ্ + অ (র্ম)]।

মাদ্রাজী—(১) বিণ. মাদ্রাজ-সম্বন্ধীয়; মাদ্রাজে জাত বা উৎপন্ন। (২) বি. মাদ্রাজের অধিবাসী। [বাং. মাদ্রাজ + ঈ]।

মাদ্রাসা—বি. মুসলমানী উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ। [আ. মদ্‌রাসহ্]।

মাধব১—বি. শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। [সং. মা(=লক্ষ্মী) + ধব (=স্বামী)]। **মাধাই**—মাধবের ডাক-নাম।

মাধব২—(১) বি. বসন্তকাল; বৈশাখমাস। (২) বিণ মধু-সম্বন্ধীয়। [সং. মধু + অ]।

মাধবী—বি.(স্ত্রী.) চিরহরিৎ লতাবিশেষ; মাধবের পত্নী; বৈশাখী ('তোমারে দেখেছি মাধবী রাতে': রবীন্দ্র)। [সং. মাধব + ঈ]। বি. **~কুঞ্জ**—মাধবীলতাদ্বারা সমাচ্ছন্ন স্থান।

মাধুকরী—বি. মধুকর বা মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে তেমনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা; অন্ততঃ পাঁচটি বিভিন্ন গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষা। [সং. মধুকর + অ + ঈ]।

মাধুরী—বি. মধুরতা, মনোহারিতা; সৌন্দর্য, শোভা। [সং. মধুর + অ + ঈ]।

মাধুর্য—বি. মাধুরী (সকল অর্থে); (অল.) কাব্যের যে গুণে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত হয়। [সং. মধুর + য]।

মাধ্যন্দিন—বিণ. মধ্যাহ্নকালীন। [সং. মধ্যন্দিন + অ]।

মাধ্যম—বি. যাহার মধ্যস্থতায় বা সাহায্যে কার্যাদি নিষ্পন্ন হয়, সহায়, বাহন, medium (প্রচারের মাধ্যম, শিক্ষার মাধ্যম)। [সং. মধ্যম + অ]। বিণ. **মাধ্যমিক**—মধ্যবর্তী।

মাধ্যমিক শিক্ষা—স্কুলের অপেক্ষাকৃত নিম্নমান ও কলেজের উচ্চমানের মাঝামাঝি মানের শিক্ষা, Secondary education।

মাধ্যাকর্ষণ—বি. জড়পদার্থের পরস্পর আকর্ষণশক্তি, যাহার ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও পদার্থ পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থির থাকে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ। [সং. মাধ্য + আকর্ষণ]।

মাধ্যাহ্নিক—বিণ. মধ্যাহ্নকালীন; মধ্যাহ্নসম্বন্ধীয়। [সং. মধ্যাহ্ন + ইক]।

মাধ্ব—(১) বিণ. প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য মধ্বাচার্য সম্বন্ধীয় (মাধ্বমত, মাধ্বদর্শন)। (২) বি. মধ্বাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। [সং. মধ্ব + অ]।

মাধ্বী—বি. মধুজাত মদ্যবিশেষ; মহুয়া; দ্রাক্ষা। [সং. মধু + ঈ]। বি. **~ক**—দ্রাক্ষা, মহুয়াজাত বা মধুজাত মদ্য; মধু।

-মান্১ (-মৎ)—'যুক্ত' বা 'অন্বিত' অর্থবাচক তদ্ধিত-প্রত্যয় (যে-সকল শব্দের অন্তে বা উপান্তে অ আ অথবা ম আছে এবং যে-সকল শব্দের অন্তে ঙ ঞ ণ ও ন ভিন্ন বর্গীয় বর্ণ আছে তাহাদের পর -মান্ স্থানে -বান্ হয়; যথা—বুদ্ধিমান্, ধীমান্; কিন্তু জ্ঞানবান্, বিদ্বান্ ইত্যাদি)। (স্ত্রী.) **-মতী** (বুদ্ধিমতী, দয়াবতী)।

মান২—বি. মাপিবার উপকরণ বা মাত্রা; তৌলকরণ, মাপ নির্ধারণ; (সঙ্গীতে) তালের বিরাম বা মাত্রা; (গণি.) প্রকৃত মূল্য, value; উৎকর্ষের বা অপকর্ষের পরিমাণ, standard (নিম্নমানের ঔষধ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মানোন্নতি)। [সং. √মা + অন (ণে)]। বি. **~চিত্র**—ভূখণ্ড, দেশ বা পৃথিবীর পরিমাপ-অনুযায়ী নকশা, ম্যাপ। বি. **~দণ্ড**—দাঁড়িপাল্লা ('বণিকের মানদণ্ড')। বি. **~মন্দির**—বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির জন্য গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণার্থ গৃহ।

মান৩—বি. সম্মান, পূজা, সমাদর (মানীর মান); মর্যাদা, গৌরব (মানে আঘাত লাগা), সম্ভ্রম (মান রাখা)। [সং. √মান্ + অ(ভা)]। বিণ. **~দ**—সম্মানদায়ক। বিণ.(স্ত্রী.) **~দা**। বি. **~ন, ~না**—সম্মান, পূজা বা আদর করা। বিণ. **~নীয়**—সম্মানার্হ। বিণ.(স্ত্রী.) **~নীয়া**। বি. (৭মী.) **~নীয়েষু**—শ্রদ্ধেয় বা সম্মানযোগ্য ব্যক্তির নিকট পত্রলিখনকালে পাঠবিধি। (স্ত্রী.) **~নীয়াসু**। বি. **~পত্র**—গৌরবসূচক বা সম্মানসূচক অভিনন্দনপত্র। বি. **~হানি**—সম্মানের লাঘব, মর্যাদানাশ। বিণ. **~হীন**—সম্মানশূন্য; মর্যাদাশূন্য।

মান৪—বি. প্রণয়ভঙ্গ, ঈর্ষা প্রভৃতি কারণে প্রিয়তমের প্রতি অব্যক্ত ক্রোধ (মান করা, মান ভাঙান); গর্ব, দম্ভ, হামবড়া ভাব (অভিমান পতনের কারণ, মানে আঘাত লাগা)। বি. **~কলি**—স্ত্রীপুরুষের অভিমানজনিত কলহ। বি. **~ভঞ্জন**—অভিমান দূরীকরণ। **মানভঞ্জন পালা**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধিকার মানভঞ্জনবিষয়ক গীতি-কাব্যবিশেষ। **মানে-মানে**—সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিতে বা হারাইবার পূর্বে (মানে-মানে বিদায় হই)।

মান৫, মানকচু—বি. রাঁধিয়া খাইবার উপযোগী কন্দ-বিশেষ। [সং. মানক]।

মানচিত্র—মান২ দ্রঃ।

মানত, (বর্জি.) **মানৎ**—বি. কোন বিষয়ে অনুগ্রহ-লাভার্থ দেবতাকে কিছু দিবার মানসিক অঙ্গীকার, মানসিক (মানত করা)। [সং. মনস্থ]।

মানদণ্ড—মান২ দ্রঃ।

মানব—(১) বি. মনুষ্য, মানুষ, নর। (২) বিণ মনু-সম্বন্ধীয়; মনু-প্রণীত (মানব ধর্মশাস্ত্র)। [সং. মনু + অ]। বি.(স্ত্রী.) **মানবী**। বি. **~ক**—মাণবক-এর অশু. রূপ। বি. **~তা, ~ত্ব**—মনুষ্যের গুণ ধর্ম বা ভাব। বি. **~লীলা**—নররূপে পৃথিবীতে জীবনযাপনকালে ক্রিয়াকলাপ। ক্রি. **মানবলীলা সংবরণ করা**—মারা যাওয়া। বি. **~সমাজ**—পৃথিবীর মনুষ্যগণ। বি. **~হৃদয়**—মানুষের হৃদয়; মনুষ্যত্বপূর্ণ অন্তঃকরণ; মনুষ্যোচিত অনুভূতি। বিণ. **মানবিক**—মনুষ্যোচিত (মানবিক অধিকার); মনুষ্য-সুলভ; মনুষ্যত্বপূর্ণ; লোকহিতকর humanitarian (মানবিক কারণে দয়াপ্রদর্শন)। বি. **~তা** (কৃষ্ণচরিত্রে মানবিকতার বিকাশ)। বিণ. **মানবীয়**—মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক (মানবীয় আদর্শ)। বিণ. **মানবোচিত**—মনুষ্য-গণের পক্ষে উপযুক্ত।

মানভঞ্জন—মান৪ দ্রঃ।

মানমন্দির—মান$_{2}$ দ্রঃ।

মানস—(১) বি. মন, চিত্ত; অভিলাষ, ইচ্ছা (মানস করা); মানস-সরোবর। (২) বিণ. মানসিক (মানস পূজা, মানস জগৎ); কল্পনাপ্রসূত (মানস মূর্তি)। [সং. মনস্+অ]। বি. **~তা**—মনের প্রকৃতি ভাব বা প্রবণতা, mentality [বি. প.]। বি. **~নেত্র, ~লোচন**—মনশ্চক্ষু, অন্তর্দৃষ্টি; কল্পনা। বি. **~পুত্র**—মন বা কল্পনা হইতে জাত পুত্র। বি.(স্ত্রী.) **~কন্যা** (রাজর্ষি জনকের মানস-কন্যা)। বি. **~প্রতিমা**—কল্পনায় গঠিত মূর্তি। বি. **মানস-সরোবর**—কৈলাসপর্বতে অবস্থিত ব্রহ্মার মনঃকল্পিত হ্রদবিশেষ। বি. **~সিদ্ধি**—আশাপূরণ, ইষ্ট-লাভ। বি. **মানসাঙ্ক**—যে অঙ্ক না লিখিয়া মনে-মনে কষিতে হয়। **মানসিক**—(১) বিণ. মনোগত (মানসিক ব্যাধি বা অশান্তি); কল্পনাপ্রসূত। (২) (বাং.) বি. মানত। বি. **মানসিকতা**—চিত্তবৃত্তি, প্রবণতা, মনোগত ভাব (ধর্মবিরোধী মানসিকতা), mentality। **মানসী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) মনঃকল্পিতা (মানসী মূর্তি, মানসী সৃষ্টি)। (২) বি. যে মনে-মনে প্রিয়ারূপে কল্পিতা (কবির মানসী)।

মানহানি, মানহীন—মান$_{3}$ দ্রঃ।

মানা$_{1}$—বি. নিষেধ, বারণ (মানা করে দিয়েছি)। [আ. মনহ্]।

মানা$_{2}$—(১) ক্রি. মান্য করা (শাসন মানা), সম্মান করা (শিক্ষককে মানা); বিশ্বাস করা (ভূতপ্রেত মানা); বোধ করা বা জ্ঞান করা (ভাগ্য বলিয়া মানা); স্বীকার করা (দোষ বা হার মানা, এ কথা মানতেই হবে); গ্রাহ্য করা (বাধা মানা); পালন করা (উপদেশ বা নিয়ম মানা); নির্দিষ্ট করা (কাহাকেও সালিস বা মুরুব্বি মানা)। (২) বি উক্ত সকল অর্থে। [সং. √মান্+বাং. আ]।

মানান$_{1}$ (উচ্চা. মানানো), **মানানো$_{1}$**—(১) ক্রি. মান্য করান; স্বীকার করান; গ্রাহ্য করান; পালন করান। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [মানা$_{2}$ দ্রঃ]।

মানান$_{2}$ (উচ্চা. মানানো), **মানানো$_{2}$**—(১) ক্রি. শোভন বা উপযুক্ত হওয়া (তোমার মুখে এমন কথা মানায় না); খাপ খাওয়া (সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলা); মাপ-অনুযায়ী হওয়া (বেশ মানিয়েছে)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [<বাং. √মানা$_{2}$]।

মানান$_{3}$—(উচ্চা. মানান্)—(১) বি. উপযুক্ততা; শোভা। (২) বিণ. শোভন; উপযুক্ত। [<বাং. √মানা$_{2}$]। বিণ. **মানানসহি, মানানসই**—উপযুক্ত; শোভন (মানান-সই গড়ন); মাপ-অনুযায়ী (মানান-সই জামা-জুতা)।

মানিক—বি. মাণিক্য, চুনি; স্নেহপাত্রকে আদরের সম্বোধন। [সং. মাণিক্য]। বি. **~জোড়**—বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ; (ব্যঙ্গে) দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সম-শ্রেণীর লোক।

মানিত—বিণ. পূজিত, সম্মানিত। [সং. √মান্+ত(র্ম)]।

মানী (-নিন্)—বিণ. মান্য, সম্মানার্হ (মানী ব্যক্তির মান-রক্ষা); অভিমানী, গর্বী। [সং. মান+ইন্]। বিণ.(স্ত্রী.) **মানিনী**—মান্যা, সম্মানার্হা; গর্বিণী; অভিমানবতী; প্রণয়কোপবতী।

মানুষ—(১) বি. মনুষ্য, মানব; ব্যক্তি (মেয়ে-মানুষ, মনের মানুষ)। (২) বিণ. মনুষ্যসম্বন্ধীয়; মনুষ্যোচিত গুণসম্পন্ন ('আবার তোরা মানুষ হ': দ্বি. রা.); লায়েক (মানুষ হওয়া); লালনপালনদ্বারা বর্ধিত বা বয়ঃপ্রাপ্ত (ছেলে মানুষ করা)। [সং. মনু (+ষ)+অ]। বি. (স্ত্রী.) **মানুষী** (মানুষী শক্তি)। বিণ. **মানুষিক**—মনুষ্যসম্বন্ধীয়; মনুষ্যোচিত (অমানুষিক)। ক্রি. **মানুষ করা**—লালনপালন করিয়া বড় করা। ক্রি. **মানুষ হওয়া**—প্রতিপালিত হওয়া (মামা-বাড়িতে মানুষ হয়েছি); মনুষ্যোচিত গুণ-সম্পন্ন হইয়া উঠা। **মানুষের মত মানুষ**—মনুষ্যোচিত সকল গুণের অধিকারী, আদর্শ পুরুষ।

মানে—বি. তাৎপর্য, অভিধেয়, অর্থ (শব্দের মানে, মানের বই); উদ্দেশ্য, হেতু, কারণ (চাকরি ছাড়ার মানে)। [আ. মানি]।

মানোয়ার—বি. যুদ্ধ-জাহাজ। [ইং. man-of-war]। বিণ. **মানোয়ারী, মানোয়ারি**—যুদ্ধ-জাহাজে কর্মরত অর্থাৎ নৌযোদ্ধা (মানোয়ারী গোরা); যুদ্ধে ব্যবহৃত (মানোয়ারী জাহাজ)।

মান্দার—বি. (প্রাদে.) মাদার গাছ, শিমুল গাছ। [সং. মন্দার]।

মান্দাস—বি. ভেলা (কলার মান্দাস)। [দেশী]।

মান্দ্য—বি. অল্পতা, হ্রাস, মন্দতা ('অগ্নিমান্দ্য'=ক্ষুধার অল্পতা); আলস্য, জড়তা; হানি, ক্ষতি। [সং. মন্দ+য (ভা)]।

মান্ধাতা (-তৃ)—বি. সূর্যবংশীয় প্রাচীন রাজাবিশেষ। **মান্ধাতার আমল**—অতি প্রাচীন কাল।

মান্য—(১) বিণ. মাননীয়, শ্রদ্ধেয়, সম্মানযোগ্য (মান্য অতিথি, মান্য ব্যক্তি)। (২) (বাং.) বি. সম্মান, সমাদর (মান্য করা); অনুবর্তন, পালন (কথা মান্য করা)। [সং. √মান্+য(র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মান্যা**। বিণ. **~গণ্য**—সম্ভ্রান্ত। বিণ. **~বর**—অতি সম্ভ্রান্ত বা মাননীয়। বি. (৭মী.) **~বরেষু**—সম্মানিত ব্যক্তির নিকট পত্রে ব্যবহৃত পাঠবিশেষ।

মাপ$_{1}$, মাফ—বি. মার্জনা, ক্ষমা (মাপ করা, মাপ চাওয়া); রেহাই, অব্যাহতি, ছাড় (টাকার সুদ মাপ করা)। [আ. মুআফ্]।

মাপ$_{2}$—বি পরিমাণ (জমির মাপ), পরিমাপ (মাপ করা, জামার মাপ নেওয়া, দেহের মাপ); [সং. √মাপি]। বি. **~কাঠি**—মানদণ্ড (মনুষ্যত্বের মাপকাঠি); মাপ স্থির করার যন্ত্রবিশেষ। বি. **~জোখ, ~জোক**—পরিমাণ, (জমির) সীমা ইত্যাদি নির্ণয়, পরিমাপ। বিণ. **~সহি, ~সই**—মাপ-অনুযায়ী।

মাপন—বি. পরিমাপ করা; ওজন বা তৌল করা। [সং. √মা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **মাপক**—পরিমাপ বা ওজন করে এমন।

মাপা—(১) ক্রি. পরিমাপ করা (ওজন মাপা)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √মা+ণিচ্+বাং. আ]।

~জোখা, ~জোকা—(১) বিণ. নির্দিষ্টভাবে মাপা হইয়াছে এমন; একান্ত পরিমিত। (২) বি. মাপন। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা পরিমাপ করানো; প্রাপ্যরূপে নির্দিষ্ট করা (বিধাতা তার ভাগ্যে এই মাপিয়েছেন)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

মাক—মাপ১-এর রূপভেদ।

মাফিক—বিণ. অনুযায়ী, তুল্য (নিয়ম মাফিক)। [আ. মুআফিক]।

মাভৈঃ—(১) অনু-ক্রি. ভয় করিও না। (২) (বাং.) বিণ. অভয়সূচক (মাভৈঃ বাণী)। [সং.]।

মামড়ি, মামড়ী—বি. ক্ষত সারিয়া আসিবার সময়ে তাহার উপরে শুকনা চামড়ার যে আবরণ পড়ে; নাকের ময়লা। [দেশী]।

মামদো—(১) বিণ. মহম্মদীয় (মামদো ভূত)। (২) বি. প্রেতযোনিপ্রাপ্ত মুসলমান ('পীরের কাছে মামদোবাজি')। [<আ. মোহাম্মদ+বাং. ঈয়]।

মামলা—বি. মকদ্দমা; ব্যাপার, বিষয় (একদিনের মামলা)। [আ. মুআমলা]। বিণ. ~বাজ—আদালতে মকদ্দমা করিতে অভ্যস্ত বা পটু; মকদ্দমাপ্রিয়।

মামলেট—বি. ডিমের কুসুম ও শ্বেতাংশ একত্র ফেটাইয়া (সচ. পাটিসাপটা পিঠার আকারে) একপ্রকার বড়া-ভাজা। [<ইং. omelet]।

মামা—বি. মায়ের ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, মাতুল। [সং. মামক]। বি.(স্ত্রী.) **মামী**—মামার পত্নী। বিণ ~ত, ~তো—নিজের অথবা পতি বা পত্নীর মামার সন্তানরূপে সম্পর্কবদ্ধ (মামাত ভাই)। বি. ~শ্বশুর—পতির বা পত্নীর মামা। বি. (স্ত্রী.) **মামী-শাশুড়ী**—মামাশ্বশুর-এর পত্নী।

মামুলি, মামুলী—বিণ. গতানুগতিক (মামুলি ধরন); চিরাচরিত, চিরকেলে (মামুলি স্বত্ব); অতি সাধারণ, অকিঞ্চিৎকর (মামুলি ব্যবস্থা)। [ফা. মঅ'মূলী]।

মায়—অব্য. সহিত, সমেত (জমিজিরেত মায় ঘরবাড়ি)। [আ. ম'এ]।

মায়া—বি. (দর্শ.) যাহার সত্যকার অস্তিত্ব নাই; ভ্রমাত্মক কোন-কিছু, অবিদ্যা, অজ্ঞান, ব্রহ্মের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি, নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে সমস্ত জগৎ নির্মাণে পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি; সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতি; মোহ; স্নেহ, মমতা, টান; সুখ-দুঃখের বন্ধন; ইন্দ্রজাল, জাদু (মায়াবিদ্যা); কাপট্য, ছলনা; ছদ্মবেশ (মায়ামৃগ, মায়াসীতা)। [সং. √মা+য (ণে)+আ]। বি. ~কানন—জাদুবলে সৃষ্ট উপবন বা উদ্যান। বি. ~কান্না—কপট ক্রন্দন, কান্নার ভান। বি. ~ঘোর—মোহের বা জাদুর প্রভাব। বি. ~জাল, ~ডোর, ~পাশ, ~রজ্জু—মোহ মমতা বা স্নেহের বন্ধন। বি. ~দণ্ড—জাদুদণ্ড। বি. ~দেবী—বুদ্ধদেবের জননী। বি. ~প্রপঞ্চ—মায়ার বিস্তার বা ব্যাপ্তি; মায়ার প্রকাশ বা সৃষ্টি। বিণ. ~বদ্ধ—মোহঘোরে বা মমতাবশে সংসারে আসক্ত। বি. ~বাদ—(দর্শ.) জগৎ-প্রপঞ্চ সকলই মিথ্যা—ব্রহ্মই শুধু সত্য—এই মতবাদ। বিণ ~বাদী (-দিন্)—মায়াবাদ মানে এমন। বি. ~বিদ্যা—জাদুবিদ্যা। ~বী (-বিন্)—(১) বিণ. বি. ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর। (২) বিণ. কপটাচারী, শঠ; মায়াবিশিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) ~বিনী। বিণ. ~ময়—ছলনাপূর্ণ মোহদ্বারা পরিব্যাপ্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~ময়ী। বিণ. ~মুক্ত—মোহমুক্ত। বি. ~রথ—জাদুবলে নির্মিত যানবিশেষ যাহাতে চাপিয়া বিনা সারথিতে যথেচ্ছ ভ্রমণ করা যায়। বি. ~রাজ্য—জাদুবলে সৃষ্ট রাজ্য; মায়ার অধিকৃত স্থান। বিণ. **মায়িক, মায়ী** (-য়িন্)—ঐন্দ্রজালিক; মায়াবিশিষ্ট, মায়াময়।

মায়ূর—বিণ. ময়ূর-সম্বন্ধীয়; ময়ূরের। [সং. ময়ূর+অ]।

মার১—বি. মরণ, মৃত্যু, বিনাশ (সত্যের মার নেই)। [সং. √মৃ+অ (ভা)]।

মার২—বি. কন্দর্প, কামদেব; (বৌ. শা.) বুদ্ধদেবের তপোবিঘ্ন করিতে চেষ্টাকারী দেবতাবিশেষ; মারণ, বধ। [সং. √মৃ+ণিচ্+অ (র্তৃ, ভা)]। ~ক—(১) বি. মারী, মড়ক। (২) বিণ. বধকারী, নাশক।

মার৩—বি. প্রহার, আঘাত (মার দেওয়া, ভগবানের মার); লোকসান (ব্যবসায়ে মার খাওয়া)। [মারা দ্রঃ—তু. মারি]। ক্রি. **মার খাওয়া**—প্রহৃত হওয়া। ক্রি. **মার দেওয়া**—প্রহার করা, পিটানো। ~কাট, **মারমার-কাটকাট**—(১) বি. মারামারি কাটাকাটি; অতিশয় ব্যস্ততা ও হৈচৈ (মারকাট করে কাজ করা)। (২) বিণ. বড়জোর, ঊর্ধ্বপক্ষে (এর দাম মারকাট শ-টাকা)। বিণ. ~কুটে, ~কুটো—অল্পেই মারিতে চাওয়া যাহার স্বভাব এমন (মারকুটে ছেলে)। [মারা+কুটা]। বিণ. ~খেকো—প্রায়ই মার খায় এমন। বি. ~ধর—প্রহার করা; মারা ও ধরা। বি. ~পিট—প্রহার; অতিশয় প্রহার; মারামারি; দাঙ্গা। বিণ. ~মুখ, ~মুখো—হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে উদ্যত, হিংসাপ্রয়ী। বিণ. (স্ত্রী.) ~মুখী (মারমুখী জনতা)। বিণ. ~মূর্তি—প্রহারোদ্যত, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, অগ্নিমূর্তি।

মারকত—বিণ. মরকত সম্বন্ধীয়। [সং. মরকত+অ]।

মারণ—(১) বি. বধ, হনন; বধের উদ্দেশ্যে তন্ত্রোক্ত অভিচারবিশেষ (মারণমন্ত্র, তু. মারণ-উচ্চাটন); (বিজ্ঞা.) ধাতু ও ধাতব পদার্থাদি ভস্মীকরণ। (২) বিণ. বিনাশকারী, মারাত্মক (মারণাস্ত্র); [সং. √মৃ+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **মারিত**—হত, বিনাশিত; ভস্মীকৃত।

মারপেঁচ, মারপ্যাঁচ—বি. কূটকৌশল, ফাঁদ, জটিল কায়দা (আইনের, তর্কের বা কথার মারপ্যাঁচ)। [বাং. মার৩+পেঁচ]।

মারফত, মারফৎ—অব্য. দ্বারা, মধ্যস্থতায় (কাহারও মারফত দেওয়া পাওয়া বা পাঠান)। [আ. মঅ'রফৎ]। বি. ~দার—মধ্যস্থ, যাহার মারফতে দেওয়া পাওয়া বা পাঠান হয়।

মারবাড়ী—**মারোয়াড়ী**-র রূপভেদ।

মারবেল—বি. মর্মর প্রস্তর; পাথর কাচ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত খেলিবার ক্ষুদ্র গুটিকাবিশেষ। [ইং. marble]।

মারহাট্টা, মারহাটা, মারাঠা—(১) বি. মহারাষ্ট্রদেশ;

ঐ দেশবাসী। (২) বিণ. মহারাষ্ট্রদেশীয়। [সং. মহারাষ্ট্র]।

মারা—(১) ক্রি. বিনাশ করা বা বধ করা (সাপ মারা); প্রহার করা (ছাত্রকে মারা); বধ করার জন্য বা আঘাতের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা (ছুরি মারা, চাবুক মারা); নষ্ট করা (বিষ মারা, জাত মারা); শুষ্ক বা দূর করা (রস মারা); প্রবিষ্ট করান, ঠুকিয়া বসানো (পেরেক মারা); জুড়িয়া বা আঁটিয়া দেওয়া (তালি মারা, টিকেট মারা); প্রয়োগ করা, মুদ্রিত করা, লাগানো (ছাপ মারা); অপহরণ করা (পকেট মারা); অসদুপায়ে লাভ করা, আত্মসাৎ করা (টাকা মেরে দেওয়া); বন্ধ করা, ভোগ করিতে না দেওয়া (ভাতে মারা); ছাড়া (হাঁক মারা); অবরুদ্ধ করা, রোধ করা (পথ মারা); ধারণ করা (মালকোঁচা মারা); খুব খাওয়া (লুচিমাংস মারা); উপভোগ করা (ফূর্তি মারা); দেওয়া (উঁকি মারা); (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. নিহত (গুলিতে মারা যায়); বসানো লাগানো বা আঁটা হইয়াছে এমন (পেরেক-মারা জুতা, টিকেট-মারা খাম); বধকারী (মাছিমারা, বাঘমারা); নষ্ট, মৃত (মারা যাওয়া)। [সং. √মৃ+ণিচ্+বাং. আ]। ক্রি. **মারা পড়া, মারা যাওয়া**—প্রাণ হারান; নষ্ট হওয়া (নৌকা বা টাকা মারা যাওয়া)। বি. **~মারি**—পরস্পর প্রহার; দাঙ্গা, লড়াই। ক্রি. **পেটে মারা, ভাতে মারা**—না খাইতে দিয়া দুর্বল বা বিনষ্ট করা; খাদ্যসংগ্রহের উপায় নষ্ট করিয়া দেওয়া। (অশি) **মেরে-কেটে**—বাদ দেওয়া বা কাটাকুটি সত্ত্বেও, অন্ততঃ (মেরে-কেটে তিন হাজার টাকা পাওনা)।

মারাঠা, মারাঠী—যথাক্রমে **মরাঠা** ও **মরাঠী**-র রূপভেদ।

মারাত্মক—বিণ. জীবননাশক (মারাত্মক অস্ত্র, আক্রমণ, রোগ); সাঙ্ঘাতিক। [সং. মার+আত্মন্+ক]।

মারি, মারী—বি. মড়ক, সংক্রামক রোগাদিহেতু ব্যাপক লোকক্ষয়; বসন্তরোগ (মারীভয়, মহামারী)]। [সং. √মৃ+ণিচ্+ই, ঈ(ভা)]। বি. **~গুটিকা**—বসন্তরোগের গুটি বা ব্রণ।

মারীচ—বি. রাক্ষসবিশেষ: সীতাকে প্রলুব্ধ করার জন্য মায়ামৃগরূপে জনস্থানে প্রবেশ করিলে এই রাক্ষস রামকর্তৃক নিহত হয়।

মারুত—বি. উনপঞ্চাশৎবায়ু, বাতাস। [সং. মরুৎ+অ (স্বার্থে)]। বি. **মারুতি**—পবননন্দন, হনুমান্।

মারোয়াড়ী (ড়ি), মারবাড়ী—**মাড়োয়ারী**-র রূপভেদ।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—বি. মুনিবিশেষ বা তৎপ্রণীত পুরাণবিশেষ। [সং. মৃকণ্ডু+অ, এয়]। **মার্কণ্ডেয় চণ্ডী**—মার্কণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য-বর্ণনা, চণ্ডীকাব্য।

মার্কা—বি. চিহ্ন। [ইং. mark]। বিণ. **~মারা**—চিহ্নিত; দাগী (মার্কামারা চোর); অত্যুৎকৃষ্টরূপে চিহ্নিত বা সুপরিচিত (মার্কামারা জিনিস)।

মার্কিন—(১) বি. (কলে তৈয়ারী) মোটা সূতীকাপড়বিশেষ; আমেরিকার যুক্তরাজ্য; ঐ রাজ্যবাসী। (২) বিণ. ঐ রাজ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত (মার্কিন মুলুক)। [ইং. American]।

মার্কেট—বি. বাজার। [ইং. market]।

মার্গ—বি. পথ; প্রকৃষ্ট উপায়; সাধন-প্রণালী (ভক্তিমার্গ); ধর্মপথ (ছুঁতমার্গ); গুহ্যদ্বার; সঙ্গীতের খাঁটি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি (মার্গসঙ্গীত)। [সং. √মৃজ্+অ(র্ম)]।

মার্গণ—বি. প্রার্থনা; অন্বেষণ; (বিরল) ধনুকের বাণ। [সং. √মার্গ্+অন(ভা)]।

মার্গশির, মার্গশীর্ষ—বি. যে মাসের পূর্ণিমা মৃগশিরানক্ষত্রযুক্ত, অগ্রহায়ণ মাস। [সং. মৃগশিরস্, মৃগশীর্ষ (নক্ষত্র) +অ]।

মার্চ—বি. ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস (ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. March]।

মার্জন—বি. প্রক্ষালন, মাজা, (প্রধানতঃ ঘর্ষণদ্বারা পরিষ্কার করা; শোধন, দোষক্ষালন। [সং. √মার্জ(=শুদ্ধি) +অন(ভা)]। বিণ. **মার্জক**—মার্জিত করে এমন। বি. **মার্জনা**—ক্ষমা (ত্রুটি মার্জনা করা); মার্জন (সকল অর্থে)। বি. **মার্জনী**—যাহাদ্বারা মাজা বা পরিষ্কার করা যায়; সম্মার্জনী, ঝাড়ু, বুরুশ। বিণ. **মার্জনীয়**—ক্ষমার যোগ্য।

মার্জার—বি. বিড়াল। [সং. √মৃজ্+আর(র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **মার্জারী, মার্জারিকা**।

মার্জিত—বিণ. মার্জন করা হইয়াছে এমন, প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত; দোষমুক্ত; অনুশীলনের দ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত; সভ্য (মার্জিত রুচি, ভাষা)। [সং √মার্জ (=শুদ্ধি, অলংকরণ)+ত(র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মার্জিতা**। বিণ. **~বুদ্ধি**—সুশিক্ষার ফলে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। বিণ. **~রুচি**—সুরুচিসম্পন্ন।

মার্তণ্ড—বি. সূর্য। [সং.]।

মার্দব—বি. মৃদুতা, কোমল-ভাব। [সং. মৃদু+অ]।

মার্বেল—**মারবেল**-এর বানানভেদ।

মাল১—বি. অনুন্নত জাতিবিশেষ; (বাং.) সাপুড়িয়া, সাপের ওঝা। [সং. মল+অ]। বি. **~বৈদ্য**—সর্পবিষচিকিৎসক, সাপের ওঝা।

মাল২—বি. উন্নত ক্ষেত্র। [সং. মা+ল]। বি. **~ভূমি**—চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ অপেক্ষা উচ্চ বিশাল সমতল প্রদেশ, plateau।

মাল৩—বি. কুশতিগীর, মল্লযোদ্ধা। [সং. মল্ল]। বি. **~কোঁচা**—মল্লের ন্যায় কোঁচাকে টানিয়া পিছনে গোঁজা। বি. **~শাট, ~সাট**—মালকোঁচা; আস্ফালন, বাহ্বাস্ফোট।

মাল৪—বি. (অশি.) মদ। [ফা. মল্]। ক্রি. **মাল টানা**—(ব্যঙ্গে) মদ খাওয়া।

মাল৫—বি. (কাব্যে) মালা ('মুকুতার মাল': ক. ক.)। [সং. মাল্য]।

মাল৬—বি. পণ্যদ্রব্য (দোকানের মাল); দ্রব্য, জিনিসপত্র (মালগুদাম); ধন, সম্পদ্ (মালদার); রাজস্ব, খাজনা

(মালগুজার). গভর্নমেণ্টে খাজনা-দেওয়া জমি। [আ.]। ক্রি. **মাল কাটা**—পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হওয়া। বি. **মাল-ক্রোক**—(প্রধানতঃ আদালতের আদেশে) অস্থাবর সম্পত্তি আটক। বি. **~খানা**—বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর; খাজনাখানা। বি. **~গাড়ি**—(প্রধানতঃ রেলের) মালবাহী গাড়ি। বি. **~গুজার**—যে রাজস্ব দেয়, জমিদার। বি. **~গুজারদার**—যে মালগুজারি দেয়। বি. **~গুজারি**—ভূমিকর, খাজনা। বি. **~জমি**—খাজনা-করা জমি। বি. **~জামিন**—সম্পত্তির জামিন; জামিনস্বরূপে রক্ষিত সম্পত্তি। বিণ. **~দার**—সম্পত্তিশালী, ধনবান্। বি. **~পত্র**—জিনিসপত্র, বিবিধ দ্রব্য। বি. **~মসলা**—উপাদান, উপকরণ। বি. **~মাত্তা**—ধনসম্পত্তি; অস্থাবর সম্পত্তি। **কাঁচা-মাল**—শিল্পদ্রব্যের মূল উপকরণ, raw material।

মালকোঁচা—মাল৩ দ্রঃ।

মালকোশ, মালকোষ—বি. সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [<সং. মালবকোশ(-ষ) বা কৌশিক—ছয় রাগের অন্যতম]।

মালঝাঁপ—বি. বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ, পয়ারের প্রকারভেদ। [দেশী]।

মালঞ্চ—বি. ফুলবাগান। [সং. মালা-মঞ্চ]।

মালতী—বি. একপ্রকার ফুল বা লতা, জাতিপুষ্প, চামেলী ফুল; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং. মা (=লক্ষ্মী) + √লত্ (=বেষ্টন) + অ(র্তৃ) + ঈ]।

মালপুয়া, (কথ্য) **মালপো**—ময়দা বা তণ্ডুলচূর্ণে তৈয়ারি লুচিজাতীয় মিষ্ট খাবারবিশেষ। [দেশী]।

মালব—বি. মধ্যভারতের দেশবিশেষ, মালোআ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. মাল+ √বা+অ(র্তৃ)]।

মালভূমি—মাল২ দ্রঃ।

মালসা—বি. সরাজাতীয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও গভীর মৃন্ময় পাত্রবিশেষ। [<সং. মল্ল(=মৃৎপাত্র)]।

মালসি—বি. ছোট মালসা। [বাং. মালসা+ই]।

মালসী—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ; শ্যামাসঙ্গীতবিশেষ। [সং. মালশ্রী ?]।

মালা১, মালো—বি. ধীবর, জেলে, বাঙ্গালী জাতিবিশেষ। [সং. মাল]।

মালা২—বি. (নারিকেলের) অর্ধাংশ, বাটির আকারের খোল। [<সং. মালক]।

মালা৩—বি. মাল্য, হার (মটরমালা, মণিমালা, মুণ্ডমালা); পুষ্পমালা; শ্রেণী, সমূহ (ঊর্মিমালা, প্রাসাদমালা)। [সং. মা + √লা+অ(র্তৃ) + আ]। ক্রি. **মালা জপা**—রুদ্রাক্ষাদি দ্বারা গ্রথিত মালার দানা গনিয়া গনিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করা। বি.বিণ. **~কর, ~কার**—পুষ্পমালা-রচনাকারী, মালী; হিন্দু বাঙ্গালী জাতিবিশেষ। বি. **~চন্দন**—পূজ্য বা সম্মানার্হ ব্যক্তিকে বরণ করার উপকরণরূপে ব্যবহৃত পুষ্পমালা ও চন্দন। বি. **~বদল**—বিবাহের বরকনের মাল্যবিনিময়।

মালাই—বি. দুধের সর। [ফা. বালাই]। বি. **~বরফ**—বরফে জমান দুধে তৈয়ারি মিষ্ট খাবারবিশেষ।

মালাইচাকি—বি. মানুষের হাঁটুর চক্রাকার হাড়, knee-cap, knee-pan। [সং. মালচক্রক]।

মালাকর, মালাকার—মালা৩ দ্রঃ।

মালাবারী—(১) বিণ. মালাবারদেশীয়। (২) বি. ঐ দেশবাসী। [মালাবার+বাং. ঈ]।

মালিক, মালেক—বি. অধিকারী, স্বামী; প্রভু (দীনদুনিয়ার মালিক)। [আ.]। বি. **মালিকানা**—অধিকার, স্বামিত্ব; মালিকের প্রাপ্য অর্থাদি। বি. **মালিকি**—মালিকত্ব, মালিকানা। বিণ. **মালিকী**—মালিকসংক্রান্ত; মালিকানা-সংক্রান্ত (মালিকী স্বত্ব)।

মালিকা—বি. ক্ষুদ্র মালা। [সং. মালা+ক(স্বার্থে)+ আ]।

মালিন্য—বি. মলিনতা, ময়লা; সম্প্রীতির বা আন্তরিকতার অভাব (মনোমালিন্য)। [সং. মলিন+(ভাবার্থে)য]।

মালিশ, মালিস—বি. মর্দন (তেল মালিশ করা); মর্দন করিয়া লাগাইবার ঔষধ (মালিশ লাগানো)। [ফা. মালিশ্]।

মালী (-লিন্)—(১) বি. মাল্য-রচনাকারী, মালাকর, (বাং.) বাগানের কাজে নিযুক্ত ভৃত্য, উদ্যানপালক; হিন্দুজাতিবিশেষ। (২) বিণ. মাল্যধারী, মালাযুক্ত (বনমালী, কিরণমালী)। [সং. মালা৩+ইন্]।

মালিনী—বি.বিণ.(স্ত্রী.) মাল্যভূষিতা; মাল্য পুষ্প ইত্যাদির যোগান দেয় এমন নারী; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং. মালিন্+ঈ(স্ত্রী.)]।

মালুম—বি. বোধ, জ্ঞান, উপলব্ধি। [আ. মা'লুম]।

মালুমকাঠ, মালুমকাষ্ঠ—বি. জাহাজের মাস্তুল। [আ. মুআল্লিম+বাং. কাঠ, কাষ্ঠ]।

মালো—মালা১-র চলিত রূপ।

মালোপমা—বি. (অল.) কাব্যালঙ্কারবিশেষ: ইহাতে মালার ন্যায় একই উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকে। [সং. মালা৩+উপমা]।

মাল্য—বি. মালা, হার; পুষ্পমালা। [সং. মালা৩+য (ভা)]। **~বান্** (-বৎ)—(১) বিণ. মাল্যধারী। (২) বি. রামায়ণে উক্ত পর্বতবিশেষ। বিণ.(স্ত্রী.) **~বতী**।

মাল্লা—বি. নাবিক, নৌকাদির চালক (মাঝীমাল্লা); বাঙ্গালী জাতিবিশেষ। [আ. মল্লাহ্]।

মাশুক—বি. প্রেমাস্পদ। [আ. মাআশুক্]।

মাশুল—মাসুল-এর বর্জি. বানান।

মাষ, মাস—বি. দালবিশেষ, মাষকলাই; পরিমাণবিশেষ, মাষা। [সং.]।

মাষকলাই—বি. বিরিকলাই। [সং. মাষকলায়]।

মাষা, মাসা—বি. স্বর্ণাদির ওজনবিশেষ, $\frac{1}{12}$ বা $\frac{1}{10}$ তোলা, (কবিরাজী ওজনে $\frac{1}{8}$ তোলা)। [সং. মাষ+বাং. আ]।

মাষ্টার—মাস্টার দ্রঃ।

মাস১—মাংস-এর কথ্য রূপ (হাড়ে মাস লেগেছে)।

মাস২—বি. বৎসরের বারো ভাগের একভাগ (১২ মাস = ১ বৎসর); (স্থূল হিসাবে) ৩০ দিন। [সং.]। বি. **~কাবার**—মাসের শেষ বা শেষদিন। [সং. মাস+আ.

কুবর্‌—তু. পোর্তু. mes=মাস. acabar=শেষ]। বিণ. ~ওয়ারি, ~ওয়ারী—মাসিক। বিণ. ~কাবারি, ~কাবারী—মাসান্তে করণীয় বা প্রয়োজনীয়: একমাসের উপযুক্ত; মাসিক বরাদ্দ। বি. ~মাহিনা—মাসিক বেতন। বি. ~হারা, মাসোহারা—(ভরণপোষণ বা অন্য কোন খরচের জন্য) প্রতি মাসে প্রদেয় ভাতা বা বৃত্তি। [আ. মুশাহারা বা সং. মাসহার+বাং. আ]।

মাসতুত, মাসতুতো—বিণ. নিজের মাসীর অথবা পতি বা পত্নীর মাসীর সন্তানরূপে সম্পর্কিত (মাসতুত ভাই, মাসতুত দেওর)। [বাং. মাসী+তুত]।

মাসশ্বশুর—বি. স্বামীর বা পত্নীর মেসো। [বাং. মেসো+শ্বশুর]। বি. (স্ত্রী.) **মাসশাশুড়ি, মাসশাশুড়ী**, (প্রাদে.) **মাসাশ**—পতির বা পত্নীর মাসী।

মাসান্ত—বি. মাসের শেষ বা শেষ দিন, মাসকাবার। [সং. মাস+অন্ত]।

মাসি—মাসী-র বানানভেদ।

মাসিক—(১) বিণ. মাস-সম্পর্কিত: প্রতিমাসে ঘটে (মাসিক সভা) বা দিতে হয় এমন (মাসিক চাঁদা)। (২) বি. সপিণ্ডীকরণের পূর্বে প্রতিমাসে করণীয় শ্রাদ্ধবিশেষ; (বাং.) যে পত্রিকা প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়; স্ত্রী-রজঃ। [সং. মাস+ইক]।

মাসী, মাসীমা, মাসীমাতা—বি. মায়ের ভগিনী। [সং. মাতৃষ্বসৃ]।

মাসুল—বি. শুল্ক: ভাড়া; ডাক ট্রেন প্রভৃতির মারফত মালপত্রাদি প্রেরণের জন্য দেয় অর্থ। [আ. মহ্‌সূল্‌]।

মাসোহারা—মাস₂ দ্রঃ।

মাস্টার—বি. শিক্ষক; অধ্যক্ষ (পোস্টমাস্টার, স্টেশনমাস্টার); (অশি. বিদ্রূপে) মহাশয়। [ইং. master]। বি. **মাস্টারি**—শিক্ষকতা।

মাস্তুল—বি. পোতাদিতে সংলগ্ন পাল খাটাইবার কাষ্ঠদণ্ডবিশেষ। [পো. mastro]।

মাহ₁—বি. (ব্রজ.) মাস ('এ ভরা বাদর মাহ ভাদর': বিদ্যা.)। [সং. মাস]।

মাহ₂, মাহা₁—অব্য. (ব্রজ.) মাঝে, ভিতরে ('হৃদয় মাহ মঝু': রবীন্দ্র)। [সং. মধ্য]।

মাহা₂—বি. মাস। [ফা. মাহ্‌]।

মাহাজনিক—বিণ. মহাজন-সম্বন্ধীয়। [সং. মহাজন+ইক]।

মাহাত্ম্য—বি. মহত্তের ভাব, মহত্ত্ব, মহানুভবতা; মহিমা, গৌরব। [সং. মহাত্মন্‌+য (ভা)]।

মাহিনা, মাহিয়ানা—বি. মাসিক বেতন। [ফা. মাহ্‌-আনহ্‌]।

মাহিষ—বিণ. মহিষ সম্বন্ধীয়; মহিষদুগ্ধজাত, ভঁয়সা। [সং. মহিষ+অ]।

মাহিষ্য—(১) বি. হিন্দুজাতিবিশেষ। (২) বিণ. মহিষ সম্বন্ধীয়। [সং. মহিষী, মহিষ+য]।

মাহুত—বি. হস্তিচালক। [সং. মহামাত্র]।

মাহেন্দ্র—বিণ. মহেন্দ্র বা দেবরাজ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। [সং. মহেন্দ্র+অ]। বি. ~**ক্ষণ**—(জ্যোতিষ.) শুভযোগবিশেষ, দুর্লভ সুযোগ।

মিউ, মিউমিউ—অব্য. বিড়ালছানার ডাক। [ধ্বন্যা.]।

মিউজিয়াম (-য়ম)—বি. প্রত্নতাত্ত্বিক বা অন্তবিষয়ক নিদর্শনাদির সংরক্ষণশালা, জাদুঘর। [ইং. museum]।

মিউনিসিপ্যালিটি—বি. পৌরসভা, পৌরসঙ্ঘ, নগরতত্ত্বাবধানের জন্য নাগরিকগণের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত সঙ্ঘ। [ইং. municipality]। বিণ. **মিউনিসিপ্যাল**—মিউনিসিপ্যালিটি-সংক্রান্ত; মিউনিসিপ্যালিটির করণীয়, পৌর।

মিঃ—বি. 'মহাশয়' অর্থজ্ঞাপক ইংরেজি মিস্টার (mister) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। [ইং. Mr.]।

মিছরি, মিছরী—বি. স্ফটিকের ন্যায় দানাবাঁধা চিনি। [আ. মিস্‌রী]। **মিছরির ছুরি**—বাহ্যতঃ মধুর হইলেও প্রকৃতপক্ষে কষ্টদায়ক বা সর্বনাশা (কথাগুলি বা লোকটি যেন মিছরির ছুরি)।

মিছা, মিছে—(১) বি. মিথ্যা কথা ('সে কহে বিস্তর মিছা': ভা. চ.)। (২) বিণ. অসত্য, অমূলক (মিছা কথা); নিষ্ফল, বৃথা (মিছে আশা)। (৩) ক্রি-বিণ. অনর্থক, অকারণে, মিছামিছি (মিছা দিন গেল)। [সং. মিথ্যা]। ক্রি-বিণ. ~**মিছি**—বিনা কারণে, মিথ্যা করিয়া; অনর্থক; বৃথা, কোন লাভ না পাইয়া।

মিছিল—বি. শোভাযাত্রা; মকদ্দমা বা তৎসংক্রান্ত নথিপত্র। [আ. মিস্‌ল্‌]।

মিছে—মিছা-র কথ্য রূপ। বি. ~**কান্না**—অকারণে ক্রন্দন; নিষ্ফল ক্রন্দন।

মিজরাব—বি. সেতার বাজাইবার জন্য (প্রধানতঃ দক্ষিণহস্তের) অঙ্গুলিতে ব্যবহার্য তারনির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ। [আ.]।

মিঞা—মিয়া-র বানানভেদ।

মিট—বি. মিল; বিবাদের নিষ্পত্তি। [মিটা দ্রঃ]। বি. ~**মাট**—আপসনিষ্পত্তি, রফা; মীমাংসা।

মিটা, মেটা—(১) ক্রি. নিষ্পন্ন হওয়া, শেষ হওয়া, চুকিয়া যাওয়া (কাজ মিটেছে); দূর হওয়া (দুঃখ বা অভাব মেটা, সন্দেহ মিটতে চায় না); মীমাংসিত হওয়া বা মিটমাট হওয়া (ঝগড়া মিটবে না, মেটাবার উপায়ও নেই); তৃপ্ত হওয়া (আশ মিটেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [দেশী]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. নিষ্পন্ন করা, শেষ করা, চুকানো (পাওনা মেটানো হয় নি, মিটিয়ে দাও); দূর করা; মীমাংসা করা, তৃপ্ত করা। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

মিটমিট—অব্য. ক্ষীণ বা স্তিমিতপ্রায় আলোক বিকিরণের ভাবপ্রকাশক (পিদিমটা মিটমিট করছে); নিমীলিত-প্রায় বা আধ-বোজা চাহনির ভাবপ্রকাশক (মিটমিট করে চাওয়া)। বিণ. **মিটমিটে**—মিটমিট করে এমন; মৃদু, ক্ষীণ (মিটমিটে আলো)। **মিটমিটে ডাইন, মিটমিটে শয়তান**—প্রচ্ছন্ন ডাইন বা শয়তান, যে ডাইন বা শয়তান নিরীহ ভালমানুষের ভান করে। ক্রি-বিণ. **মিটিমিটি**—মিটমিট করিয়া (মিটিমিটি জ্বলা)।

মিঠা, (কথ্য) **মিঠে**—বিণ. মিষ্ট ; স্বাদু (মিঠা জল), মধুর (মিঠা সুর)। [সং. মিষ্ট]। বিণ. ~**কড়া**—মধুর অথচ তীব্র বা ঝাঁজাল। বি. ~**কুমড়া**—কুমড়া দ্রঃ।

মিঠাই—বি. সন্দেশ, নাড়ু ইত্যাদি সুমিষ্ট জল-খাবার ; মিষ্টান্ন। [সং. মিষ্ট> মিঠ+বাং. আই]। বি ~**ওয়ালা**—মিঠাই-ব্যবসায়ী, মিঠাই-বিক্রেতা।

মিড়—বি. (সঙ্গীতে) অনবচ্ছিন্নভাবে স্বর হইতে স্বরান্তরে গমন ('মিড়ে মিড়ে উঠে বাজিয়া')। [দেশী]।

মিত১—বি. (প্রা. কা.) মিত্র (মিতবর, 'সুত-মিত-রমণী-সমাজে')। [সং. মিত্র]।

মিত২—বিণ. পরিমিত, অল্প, সংযত (শক্তির মিত প্রয়োগ)। [সং. √মা+ত(র্ম)]। বিণ. ~**বাক্** (-বাচ্), ~**ভাষী** (-ষিন্)—অল্পভাষী, সংযতবাক্। বিণ.(স্ত্রী.) ~**ভাষিণী**। বি. ~**ভাষিতা**। বি. ~**ব্যয়**—পরিমিত ব্যয় ; আয়-অনুযায়ী ব্যয়। বি. ~**ব্যয়িতা**—পরিমিত-ভাবে ব্যয় করার স্বভাব। বিণ. ~**ব্যয়ী** (-য়িন্)—পরিমিতভাবে বা আয়-অনুযায়ী ব্যয় করে এমন, হিসাবী। বি. ~**ভোজন, মিতাশন, মিতাহার**—পরিমিত আহার, সংযত আহার। বিণ. ~**ভোজী** (-জিন্), **মিতাশী** (-শিন্), **মিতাহারী** (-রিন্)—পরিমিতভাবে বা সংযতভাবে ভোজনকারী। বি. **মিতাচার**—সংযত-ব্যবহার। বিণ. **মিতাচারী** (-রিন্)—সংযমী। বিণ.(স্ত্রী.) **মিতাচারিণী**।

মিতবর—বি. বিবাহকালে যে বালক বরের সহযাত্রী হয় ও পাশে থাকে, নিতবর। [সং মিত্রবর]। বি.(স্ত্রী.) **মিতকনে**—বিবাহকালে যে সখী কনের পাশে থাকে।

মিতা—বি. বন্ধু, সখা, সুহৃদ্। [সং. মিত্র]। বি.(স্ত্রী.) **মিতিন**। বি. ~**লি,** ~**লী**—বন্ধুত্ব, সখ্য, মিত্রতা (প্রবলের সঙ্গে দুর্বলের মিতালি পাতানো)।

মিতাক্ষর—মিত্রাক্ষর দ্রঃ।

মিতাক্ষরা—বি. যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার টীকা : বিজ্ঞানেশ্বর-রচিত এই টীকা-গ্রন্থ উত্তরাধিকার-বিধি-বিষয়ক—ইহার মৌলিক মতবাদের জন্য বিখ্যাত। [সং. মিত+অক্ষর+আ]।

মিতালি, মিতালী—মিতা দ্রঃ।

মিতি—বি. পরিমাপ, পরিমাণ-নির্ধারণ (জ্যামিতি) : জ্ঞান। [সং. √মা+তি (ভা)]।

মিতে—**মিতা**-র কথ্য রূপ।

মিত্র—বি. বন্ধু, সখা, অনুকূল আচরণকারী সুহৃদ ; (বিরল) সূর্য ; বাঙ্গালী হিন্দুর পদবিবিশেষ। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **মিত্রা**। বি. ~**তা,** ~**ত্ব**—বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য। বি. **মিত্রামিত্র**—বন্ধু ও শত্রু।

মিত্রাক্ষর, মিতাক্ষর—বি. অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দ। [সং. মিত্র, মিত+অক্ষর]।

মিথিলা—বি. প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের রাজা জনকের রাজধানী; আধুনিক ত্রিহুত।

মিথুন—বি. স্ত্রীপুরুষ, যুগল (হংসমিথুন) ; স্ত্রীপুরুষের মিলন; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি। [সং. √মিথ্ (=সঙ্গম)+উন]।

মিথ্যা—(১) বিণ. অসত্য (মিথ্যা কথা) ; অযথার্থ, অমূলক, কল্পিত (মিথ্যা কাহিনী) ; নিষ্ফল, অনর্থক (মিথ্যা চেষ্টা)। (২) বি. অসত্য কথা বা বিষয় (মিথ্যা বলিব না)। (৩) ক্রি-বিণ. অকারণে, বৃথা, মিছামিছি (মিথ্যা ভাবিও না)। [সং. √মিথ্+য (র্ম)+আ]। **মিথ্যার জাহাজ, মিথ্যার ঝুড়ি**—অতিশয় মিথ্যা-বাদী ব্যক্তি। বি. ~**চরণ,** ~**চার**—মিথ্যাকথা বলা ; কপট ব্যবহার, কপটতা। বিণ. ~**চারী** (-রিন্)—মিথ্যা-বাদী ; কপটস্বভাব। বিণ. (স্ত্রী.) ~**চারিণী**। বি. ~**বাদ,** ~**ভাষণ**—মিথ্যা কথা ; মিথ্যা বলা। বিণ. ~**বাদী** (-দিন্), ~**ভাষী** (-ষিন্)—মিথ্যা কথা বলে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বাদিনী,** ~**ভাষিণী**। বি. ~**সাক্ষী** (-ক্ষিন্)—যে সাক্ষী আদালতে ঘটনাদির মিথ্যা বিবরণ দেয় ; সাজস সাক্ষী।

মিথ্যুক—বিণ. মিথ্যাবাদী। [সং. মিথ্যা+বাং. উক]।

মিথ্যে—**মিথ্যা**-র কথ্য রূপ।

মিনতি—বি. বিনীত প্রার্থনা বা নিবেদন, আবেদন ('মিনতি মম শুন হে সুন্দরী' : রবীন্দ্র) ; অনুরোধ ('মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' : বিদ্যা.) ; অনুনয়-বিনয় (মিনতিপূর্বক)। [সং. বিজ্ঞপ্তি এবং আ. মিন্নৎ, এই উভয় শব্দের সংমিশ্রণজাত]।

মিনমিন—অব্য. ক্ষীণতা বা দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশক (মিনমিন করে কথা বলা)। বিণ. **মিনমিনে**—মিনমিন করে এমন (মিনমিনে লোক) ; ক্ষীণতা দুর্বলতা বা নিরীহতা প্রকাশক (মিনমিনে স্বভাব)।

মিনসা, (বিরল), (চলিত) **মিনসে**—বি. (অবজ্ঞায়) বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ। [সং. মনুষ্য]।

মিনা—বি. ধাতুর উপর কাচের ন্যায় মসৃণ পদার্থের কলাই, enamel। [ফা.]।

মিনার—বি. মসজিদের কোণে স্তম্ভাকৃতি উচ্চ চূড়া (কুতবমিনার), গম্বুজাকৃতি অট্টালিকা বা মন্দির (রাজার মিনার)। [ফা. মীনার্]।

মিনি—বিণ. (কথ্য) বিনা (মিনিসুতার মালা)। [সং. বিনা]। বিণ. অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার (মিনি-বাস্)। [>লা. minimum]।

মিনিট—বি. সময়ের একপ্রকার ভাগ বা পরিমাপ (১ মিনিট=৬০ সেকেণ্ড=২১/২ পল) ; অত্যল্পকাল (মিনিটের মধ্যে)। [ইং. minute]। ক্রি-বিণ. **মিনিটে-মিনিটে**—প্রতি মুহূর্তে, ক্ষণেক্ষণে।

মিয়নো, মিয়ান, মিয়ানো—(১) ক্রি. নরম হইয়া যাওয়া, মুচমুচে না থাকা (মুড়ি মিয়ান) ;নিরুদ্যম হইয়া পড়া (দুঃখে মিয়ান) ; মন্দীভূত হওয়া (উৎসাহ মিয়ান)। [বাং. √মিয়া]। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

মিয়া, মিয়াসাহেব—বি. মুসলমান ভদ্রলোক, মহাশয়। [ফা. মিঅাঁ]।

মিয়াদ, মেয়াদ—বি. ধার্য সময় বা কাল (দীর্ঘ মেয়াদ, টাকা দেওয়ার মিয়াদ) ; কারাদণ্ড, কয়েদ (মিয়াদ হওয়া বা খাটা)। [আ.]। বিণ. **মিয়াদী**—নির্দিষ্ট কালযুক্ত বা কালপরিমাণযুক্ত (মিয়াদী পাট্টা)।

মিয়ানী—বি. (অপ্র.) একপ্রকার পালকি বা ডুলি। [ফা. মিয়ান]।

মিরগেল—মৃগেল-এর রূপভেদ।

মিরজাই—মেরজাই দ্রঃ।

মিরাস, (বর্জি.) **মিরাশ**—বি. পুরুষানুক্রমে ভোগ করিবার অধিকার-যুক্ত সম্পত্তি। [আ. মিরাস্]। বিণ. **মিরাসি, মিরাসী, মিরাশী**—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। তু. **মৌরসী**।

মিল$_1$—বি. যে কারখানায় যন্ত্রদ্বারা কাজ করা হয়। [ইং. mill]।

মিল$_2$—বি. মিলন (আর্য-অনার্যের মিল) ; যোগ ; ঐক্য, সামঞ্জস্য (মতের মিল. কথায় ও কাজে মিল) ; সাদৃশ্য চেহারার মিল) ; সদ্ভাব (দুজনে মিল নাই) ; সঙ্গতি, খাপ খাওয়ার ভাব (জোড়ের মুখে মুখে মিল) ; কবিতার এক চরণের অন্ত্যধ্বনির সহিত অপর চরণের অন্ত্য-ধ্বনির সমতা। [সং. √মিল+বাং. অ]। বিণ. **~বর্জিত ছন্দ**—কবিতার যে ছন্দে দুই চরণের শেষ অক্ষরের বা অন্ত্যধ্বনির সমতা নাই যেমন—অমিত্রাক্ষর ছন্দ। বি. **~মিলাও, ~মিশ**—সদ্ভাব, বনিবনাও।

মিলন—বি. সংযোগ, সন্ধি, সদ্ভাবস্থাপন (দুই শত্রুর মিলন) , কলহান্তে পুনরায় সদ্ভাব : সাক্ষাৎকার (প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মিলন) ; ঐক্য (মিলন-তীর্থ) : সম্মেলন (মিলনোৎসব)। [সং. √মিল্+অন (ভা)]। বিণ. **মিলনান্তক**—উপসংহারে নায়ক-নায়িকার মিলন-সাধন হইয়াছে এমন (নাটক কাব্যাদি)।

মিলমিলে, মিলমিলা—বি. হাম-রোগ। [দেশী]।

মিলা, মেলা—(১) ক্রি. একত্র হওয়া (তিনের সঙ্গে দুই মিলে পাঁচ, 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে' : রবীন্দ্র) ; বনিবনাও হওয়া, (ভায়ে ভায়ে মোটেই মেলে না) : মিশ খাওয়া, খাপ খাওয়া (জোড় মেলা) ; সংযুক্ত হওয়া, মেশা (দুটি নদী বা পথ মিলেছে) ; (সম্পূর্ণ) মিশ্রিত হওয়া (তেলে জলে মেলা) ; মিলবিশিষ্ট হওয়া (পদ্য বা ছন্দ মিলছে না) ; জোটা (বাজারে মাছ মেলে না. সুযোগ বা চাকরি মিলেছে) ; (গণি.) ঠিক হওয়া (অঙ্কের উত্তর মিলেছে) ; (গণি.) অবশিষ্ট না থাকা (ভাগ মেলা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √মিল্+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. একত্র বা মিশ্রিত বা সংযুক্ত করা ; মিলন ঘটানো (মেলা বা হাট মেলানো), মিশ খাওয়ান বা খাপ খাওয়ান ; মিল খুঁজিয়া বাহির করা (পদ্য মিলানো) ; জোটানো : তুলনা করা ; গলিয়া বা লীন হইয়া যাওয়া (জলে লবণ মিলিয়ে যাবে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~মিশা**—সংসর্গ ; পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ ও সঙ্গ।

মিলিত—বিণ. সমবেত (সভায় মিলিত), একত্র আগত ; সংযুক্ত (মিলিত চেষ্টা), মিশ্রিত ; প্রাপ্ত ; উপস্থিত ; কৃত-সাক্ষাৎ। [সং. √মিল্+ত (ক্ত)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মিলিতা**।

মিশ$_1$—মিস$_2$-এর বানানভেদ।

মিশ$_2$—বি. মিশ্রণ : মিল। [মিশা দ্রঃ]। ক্রি. **মিশ খাওয়া**—খাপ খাওয়া বা মেলা ; বনিবনাও হওয়া।

মিশন—বি. ধর্মপ্রচার ; বিশেষ কোনও মহৎ কার্যের জন্য প্রেরিত ব্যক্তিবর্গ : ধর্মপ্রচার-সমিতি (রামকৃষ্ণ মিশন)। [ইং. mission]। **মিশনারি, মিশনারী**—(১) বি. ধর্মপ্রচারক। (২) বিণ. ধর্মপ্রচার-সম্বন্ধীয় ; ধর্ম-প্রচার-সমিতি কর্তৃক পরিচালিত (মিশনারি কলেজ)। [ইং. missionary]।

মিশমিশে, মিশর—যথাক্রমে মিসমিসে ও মিসর-এর বানানভেদ।

মিশা, মেশা—(১) ক্রি. একত্র বা মিশ্রিত হওয়া (ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া. এই দেহ একদিন মাটির সঙ্গে মিশবে, দুই রাস্তা এখানে মিশেছে) ; সংসর্গে থাকা বা যাওয়া (দলে মেশা) ; খাপ খাওয়া, মানানো (জোড় মেশা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. মিস্‌স<সং. মিশ্র+ বাং. আ]। **ন~, ~নো**—(১) ক্রি. মিশ্রিত বা মিলিত করা (খাদ মিশাইতে হয়) ; সংসর্গে লইয়া যাওয়া ; খাপ খাওয়ান। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. মিশ্রিত (জলমিশানো দুধ) ; মিলিত। বি. **~মিশি**—আলাপ-পরিচয় ; ঘনিষ্ঠতা ; সংসর্গ। বি. **মিশাল, মিশোল, মিশল**—মিশ্রণ (খাঁটি সোনায় মিশাল দিতে হয়, মৌলিক পদার্থে কোনো মিশোল নেই)।

মিশি—মিসি-র বানানভেদ।

মিশুক—বিণ. অপরের সহিত মিশিতে বা আলাপ করিতে পটু, সামাজিক। [মিশা দ্রঃ]।

মিশ্র—(১) বিণ. মিশ্রিত, অন্যের সহিত মিশান হইয়াছে এমন (মিশ্র স্বর) ; অবিশুদ্ধ (মিশ্র ভাষা, মিশ্র সুর) ; (গণি.) জটিল, যৌগিক, টাকা-আনা পাউণ্ড-শিলিং প্রভৃতি অর্থ-পরিমাণ-সম্বন্ধীয়, compound (মিশ্র যোগ)। (২) বি. (বিজ্ঞা.) মিশ্রিত দ্রব্য ; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। [সং. √মিশ্র্+অ]। বি. **~ণ**—মিশ্রিত করা বা হওয়া : মিলন ; সংযোগসাধন : ভেজাল। বিণ. **মিশ্রিত**—মিশান হইয়াছে এমন।

মিশ্রি—মিছরি-র রূপভেদ।

মিষ্ট, (কথ্য.) **মিষ্টি**—(১) বিণ. শর্করার বা মধুর ন্যায় স্বাদযুক্ত ; সুমধুর : প্রীতিপদ (মিষ্ট ব্যবহার বা আলাপ)। (২) বি. মিঠাই, মিষ্টান্ন। [সং.]। বি. **~তা, ~ত্ব**। বি. **~মুখ**—যৎসামান্য মিষ্টান্নভোজন (মিষ্টিমুখ করা) ; মধুর বা কোমল ভাষা (মিষ্টমুখে বলা)। বি. **মিষ্টান্ন**—মিঠাই, মিষ্ট খাবার ; পায়স।

মিস$_1$—বি. অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের আখ্যা, কুমারী, শ্রীমতী। [ইং. miss]।

মিস$_2$—বিণ-বিণ. মসীবৎ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ (মিসকালো রঙ)। [সং. মসি বা ফা. মিসী]। অব্য. **~মিস**—ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভাবসূচক (মিসমিস করা)। **~মিসে**—(১) বিণ. ঘোর কৃষ্ণবর্ণ (মিসমিসে রঙ)। (২) বিণ-বিণ. মসীবৎ, ঘোর (মিসমিসে কালো রঙ)।

মিসর—বি. ইজিপ্টদেশ। [আ. মিস্‌র্]।

মিসি—বি. হীরাকস তামাকচূর্ণ প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত দন্তমাজনবিশেষ। [হি. মিস্‌সী]।

মিসিবাবা—বি. (ভৃত্যদের ভাষায়) অবিবাহিত প্রভু-নন্দিনী। [ইং. miss + হি. বাবা]।

মিসেস—বি. বিবাহিতা নারীর আখ্যা, শ্রীযুক্তা। [ইং. mistress]।

মিস্টার—বি. ভদ্রলোকের আখ্যা, মহাশয়, শ্রীযুক্ত, বাবু, জনাব। [ইং. mister]।

মিস্ত্রি, মিস্ত্রী—বি. কারিগর, যন্ত্রশিল্পী; সর্দার কারিগর। [পো. mestre]।

মিহি—বিণ. সূক্ষ্ম; পাতলা (মিহি কাপড়); সরু (মিহি সুর); অতি ক্ষুদ্র (মিহি দানা); ভালভাবে চূর্ণিত (মিহি গুঁড়া); মৃদু, মৃদুস্বরযুক্ত (মিহি গলা)। [ফা. মহীন্]। বি. **~দানা**—মিঠাইবিশেষ, মতিচুর।

মিহির—বি. সূর্য, তপন। [সং. < প্রাচীন ইরানীয়]।

মীটিং—বি. জনসভা; সভা। [ইং. meeting]।

মীড়—বি. মিড়-এর বানানভেদ।

মীন—বি. মাছ, মৎস্য, বিষ্ণুর প্রথম অবতার; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি। [সং.]। বি. **~কেতন, ~ধ্বজ**—কামদেব, কন্দর্প (ইঁহার ধ্বজা মীনাঙ্কিত)। **মীনাক্ষী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) মাছের ন্যায় সুন্দর নয়ন-বিশিষ্টা। (২) বি. দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধা দেবী।

মীমাংসা—বি. বিরোধ, সমস্যা প্রভৃতির সমাধান; জটিলতা সংশয় সন্দেহ অনৈক্য প্রভৃতি দূরীকরণ; সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি, মিটমাট; জৈমিনি-মুনি প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র যাহা পূর্বমীমাংসা-নামে পরিচিত। [সং. √মান্ + সন্ + অ(ভা) + আ]। **মীমাংসক**—(১) বিণ. মীমাংসাকারী। (২) বি. মীমাংসাদর্শনে পণ্ডিত। বিণ. **মীমাংসিত**—মীমাংসা করা হইয়াছে এমন, বিচারপূর্বক নির্ণীত।

মীরবহর—বি. প্রধান নৌসেনাপতির উপাধি। [ফা. মীর্-ই বহর]।

মীরমুন্সী—বি. প্রধান কেরানী। [ফা.]।

মীলন—বি. সঙ্কোচন, (চোখ) বুজাইয়া রাখা। তু. নিমীলন, উন্মীলন। [সং. √মীল্(= সঙ্কোচ) + অন(ভা)]।

মুই, মুঞি—আমি-র প্রা. কোমল রূপ।

মুকতি—মুক্তি-র কোমল রূপ।

মুকদ্দম—বি. গ্রামের মোড়ল; অগ্রবর্তী রক্ষিদল। [আ.]।

মুকররি (রী), মুকাবিলা—যথাক্রমে মোকররি ও মোকাবিলা-র রূপভেদ।

মুকুট—বি. কিরীট, শিরোভূষণ। [সং. √মন্‌ক্ + উট (র্তৃ)]।

মুকুতা—মুক্তা-র কোমল রূপ।

মুকুন্দ—বি. মোক্ষদাতা; বিষ্ণু। [সং.]।

মুকুর—বি. দর্পণ, আরশি। [সং.]।

মুকুল—বি. কুঁড়ি, কোরক, কলিকা; বউল (আমের মুকুল), মুকুল-সদৃশ বস্তু (দন্তমুকুল)। [সং. √মুচ্ + উল (র্তৃ)]। বিণ. **মুকুলিকা**—মুকুলাকৃতি, ঈষৎ বিকশিত ('মুকুলিকা বালিকা-বয়সী': রবীন্দ্র)। বিণ. **মুকুলিত**—মুকুল ধরিয়াছে এমন; অর্ধ-প্রস্ফুটিত, অর্ধ-নিমীলিত (মুকুলিত-নয়না)।

মুকেদ—মুকদ্দম-এর প্রাচীন রূপ।

মুকেরি—বি. বলদের পৃষ্ঠে মালবহনকারী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ ('বলদ বাহিয়া কেহ বলায় মুকেরি': ক. ক.)। [আ.]।

মুক্ত—বিণ. মোক্ষপ্রাপ্ত, ত্রাণপ্রাপ্ত (মুক্ত আত্মা, মুক্ত পুরুষ); মোহহীন, উদার (মুক্ত প্রাণ বা মন, সংস্কার-মুক্ত); খালাসপ্রাপ্ত (কারামুক্ত); নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত (অভিযোগ হইতে মুক্ত, ঋণমুক্ত, দায়মুক্ত); আরোগ্যপ্রাপ্ত (রোগমুক্ত); খোলা, উন্মোচিত, নিষ্কাশিত (মুক্তদ্বার, মুক্তকৃপাণ); অবাধ, অবারিত, (মুক্তাঙ্গন), অব্যাহত (মুক্তধারা, মুক্তবায়ু, 'মুক্ত কর হে বন্ধ': রবীন্দ্র); বন্ধনহীন (মুক্তবেণী); (বাং.) পরিষ্কৃত, সাফ (সকড়ি বা জঞ্জাল মুক্ত করা)। [সং. √মুচ্ + ত(র্তৃ, র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মুক্তা**। বিণ. **~কচ্ছ**—কাছাখোলা। ক্রি-বিণ. **~কণ্ঠে**—উচ্চৈঃস্বরে; অসঙ্কোচে; স্পষ্টভাষায়। **~কেশ**—(১) বি. খোলা চুল। (২) বিণ. চুল খুলিয়া গিয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **~কেশা**—চুল খোলা-অবস্থায় আছে এমন; আলুলায়িত কেশযুক্তা। **~কেশী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) মুক্ত-কেশা। (২) বি. কালিকাদেবী। **মুক্ত ছন্দ**—ছন্দের বাঁধাধরা নিয়মবর্জিত কবিতা, free verse। **~বেণী**—(১) বিণ. বিনুনী বাঁধে নাই এমন। (২) বি. হুগলী জেলার ত্রিবেণী। বিণ. **~সঙ্গ**—বিষয়বাসনা-রহিত, আসক্তিহীন। বিণ. **~হস্ত**—বদান্য, দানশীল; ব্যয়শীল। বি. **~হস্ততা**।

মুক্তা—বি. মোতি, শুক্তির অর্থাৎ ঝিনুকের গর্ভে জাত রত্নবিশেষ। [সং. √মুচ্ + ত(র্ম) + আ]।

মুক্তি—বি. মোক্ষ; জীবজন্ম-পরিগ্রহ হইতে অব্যাহতি; মোহ-বাসনাদির অবসান; পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি, রেহাই (দায়মুক্তি); অবরোধ বন্ধন বাধা নির্যাতন প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি বা উদ্ধার (কারামুক্তি); আরোগ্যলাভ (রোগমুক্তি); স্বাধীনতালাভ (দেশের মুক্তি)। [সং. √মুচ্ + তি (ভা)]। বি. **~দাতা** (-তৃ)—যে মুক্তি দেয়। বি. (স্ত্রী.) **~দাত্রী**। বি. **~পণ**—মুক্তিলাভার্থ প্রদেয় অর্থাদি। বি. **~পত্র**—(প্রধানতঃ ঋণ বন্ধক কারাদণ্ড প্রভৃতি হইতে) অব্যাহতি-লাভের নির্দেশসূচক লিপি বা দলিল। বি. **~যোদ্ধা** (-দ্ধৃ)—মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করে। বি. **~স্নান**—চন্দ্রসূর্যের রাহুমুক্তি উপলক্ষে স্নান।

মুখ—(১) বি. আনন, বদন, মুখমণ্ডল (নতমুখ); মুখ-বিবর (মুখে খাবার দেওয়া, মুখে ঘা, মুখশুদ্ধি); বাক্য, ভাষা, বাক্প্রণালী (মুখমিষ্টি, দুর্মুখ); প্রবেশপথ (গুহা-মুখ); সম্মুখ-ভাগ (ফোড়ার মুখ); মোহানা (নদীর মুখ); ডগা, অগ্রভাগ (সূচের মুখ); প্রান্ত (রাস্তার মুখ); আরম্ভ, সূত্রপাত (কাজের বা উন্নতির মুখে, মুখবন্ধ, নিশামুখ); আক্রমণ বা বিরুদ্ধতা (বিপদের মুখ, স্রোতের মুখে, বাঘের মুখে); অভিমুখ (ঘরমুখো)। (২) বিণ. প্রধান (মুখপাত্র)। [সং.]। ক্রি. **মুখ উজ্জ্বল করা**—গৌরবান্বিত করা। ক্রি. **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল বাক্য বলা। ক্রি. **মুখ খিঁচান, মুখ করা**—মুখভঙ্গি-

সহকারে তিরস্কার করা। ক্রি. **মুখ খোলা**—নীরব থাকার পর কথা বলা; বলিতে আরম্ভ করা। ক্রি. **মুখ গোঁজ করা**—অভিমানাদি-হেতু মুখের চেহারা বিকৃত করা বা মলিন করা। ক্রি. **মুখ চলা**—কথা আহার বা গালাগালি চলিতে থাকা। বিণ. **মুখ-চাপা**—যে সহজে কথা বলে না বা গুপ্ত কথা প্রকাশ করে না। ক্রি. **মুখ চাওয়া**—কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশী হওয়া; সম্মান রক্ষা করা (সমাজের মুখ চাহিয়া)। ক্রি. **মুখ চুন করা**—ভয়-লজ্জাদি-হেতু মুখ বিবর্ণ করা। ক্রি. **মুখ ছোটা**—(ব্যক্তিবিশেষের) মুখ হইতে প্রচুর গালিগালাজ বা বক্তৃতা বাহির হওয়া। ক্রি. **মুখ ছোটানো**—প্রচুর গালিগালাজ করা; অবাধে বক্তৃতা করা। ক্রি. **মুখ ছোট করা**—গৌরবহানি করা। ক্রি. **মুখ টিপিয়া হাসা**—অপ্রকাশ্যে বা মুখ বুজিয়া হাস্য করা। ক্রি. **মুখ তুলিতে না পারা**—লজ্জাদি-হেতু সঙ্কুচিত হওয়া। ক্রি. **মুখ তুলিয়া চাওয়া**—প্রসন্ন বা অনুকূল হওয়া। ক্রি. **মুখ থাকা**—সম্মান বজায় থাকা। **মুখ থুবড়িয়ে পড়া**—উপুড় হইয়া বা হুমড়ি খাইয়া পড়া। ক্রি. **মুখ দেখা**—বিবাহের পূর্বে বর বা কনেকে আশীর্বাদের জন্য দেখা; চেহারা দেখা (পয়সার মুখ দেখা)। ক্রি. **মুখ দেখাইতে না পারা**—**মুখ তুলিতে না পারা**-র অনুরূপ। ক্রি. **মুখ ফসকান**—অনবধানতাবশতঃ বলিয়া ফেলা। ক্রি. **মুখ ফেরান**—প্রতিকূল হওয়া, বিমুখ হওয়া। ক্রি. **মুখ ফোটা**—মুখ হইতে কথা বাহির হওয়া। ক্রি. **মুখ ফোলান**—(অভিমান বা অসন্তোষহেতু) মুখ গোমড়া করা। ক্রি. **মুখ বন্ধ করা, মুখ বোজা**—কথা না বলা। ক্রি. **মুখ ভার করা**—**মুখ ফোলান**-র অনুরূপ। ক্রি. **মুখ মারা**—জিহ্বার স্বাদগ্রহণক্ষমতা নষ্ট করা বা আহারে অরুচি জন্মানো। ক্রি. **মুখ রাখা**—সম্মান বাঁচানো। ক্রি. **মুখ লাগা**—(ওল, কচু ইত্যাদি খাওয়ার পরে) মুখ কুটকুট করা। ক্রি. **মুখ শুকান**—ভয় বা অভাব-অনটনহেতু মুখমণ্ডল বিবর্ণ হওয়া। ক্রি. **মুখ সামলান**—সতর্ক হইয়া কথাবার্তা বলা। ক্রি. **মুখ সেলাই করিয়া দেওয়া**—কথা বলিতে না দেওয়া। ক্রি. **মুখ হওয়া**—ফোড়া ইত্যাদি হইতে পুঁজ রক্ত প্রভৃতি নির্গমনের ছিদ্র হওয়া; তিরস্কার করার বা গালিগালাজ দেওয়ার স্বভাব হওয়া। **মুখে আগুন**—কাহারও মরণকামনা-সূচক গালিবিশেষ। ক্রি. **মুখে আনা**—উচ্চারণ করা, বলা। ক্রি. **মুখে আসা**—বলিবার প্রবৃত্তি হওয়া। **মুখে খই ফোটা**—অনর্গল বক্‌বক্ করা। **মুখে জল আসা**—(আল.) আহারের প্রবল লালসা হওয়া। **মুখে দড়**—বাক্‌পটু (কিন্তু কাজে অক্ষম)। ক্রি. **মুখে দেওয়া**—খাওয়া; খাওয়ান। **মুখে ফুলচন্দন পড়া**—মুখ ধন্য হওয়া (শুভ উক্তি—বিশেষতঃ, শুভ ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বক্তার সম্বন্ধে কামনা)। **মুখের উপর**—সামনাসামনি; সঙ্গে-সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ। **মুখের কথা**—(আল.) সহজ কাজ; মৌখিক (লিখিত নহে) প্রতিশ্রুতি। **মুখের মত**—যথোপযুক্ত। **কোন্ মুখে**—কোন্ গর্বে, কোন্ সাহসে। বিণ. **~আলগা**—কোন কথা বলিতে মুখে বাধে না এমন; কোন কথা গোপন রাখিতে অক্ষম। বি. **~কমল**—পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর মুখ। বি. **~খিস্তি**—অশ্লীল বাক্য; অশ্লীল বাক্যোচ্চারণ। বি. **~চন্দ্র**—চাঁদের মত সুন্দর মুখ। বি. **~চন্দ্রিকা**—মুখের জ্যোৎস্না অর্থাৎ মুখের সুন্দর দীপ্তি: বরকন্যার শুভদৃষ্টি। বিণ. **~চোরা**—লাজুক; কথা বলিতে বা আলাপ করিতে অপটু। বি. **~ছটা, ~ছবি**—মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য। বি. **~ঝামটা, ~নাড়া**—মুখভঙ্গিসহকারে তিরস্কার। বি. **~পত্র, ~পাত**—ভূমিকা, প্রস্তাবনা, সূত্রপাত, বিশেষ এক দল বা সম্প্রদায়ের বক্তব্যসংবলিত ইশতিহার বা পত্রিকা। বি. **~পদ্ম**—**মুখকমল**-এর অনুরূপ। বি. **~পাত্র**—প্রধান ব্যক্তি, দলের প্রতিনিধি বা সরদার। বি. **~পোড়া**—গালিবিশেষ; হনুমান্। বিণ. **~ফোড়**—স্পষ্টবক্তা; দুর্মুখ। বি. **~বন্ধ**—ভূমিকা। বি. **~ব্যাদান**—হাঁ করা। বি. **~ভঙ্গি**—মুখবিকৃতি, ভেংচি। বি. **~মণ্ডল**—ললাট হইতে চিবুক পর্যন্ত সমস্ত মুখ। **~মিষ্টি**—(১) বি. মধুর ভাষা। (২) বিণ. মধুরভাষী। বি. **~রক্ষা**—সম্মানরক্ষা। বি. **~রুচি**—মুখের সৌন্দর্য। বিণ. **~রোচক**—সুস্বাদ। বি. **~শশী**—চাঁদের মত সুন্দর মুখ। বি. **~শুদ্ধি**—(সচ. ভোজনান্তে) তাম্বুলাদি চর্বণদ্বারা মুখের দুর্গন্ধ নাশ। বি. **~শ্রী**—মুখমণ্ডলের লাবণ্য। বিণ. **~সর্বস্ব**—কেবল বাক্‌পটু (কর্মপটু নহে)। বিণ. **~স্থ**—কণ্ঠস্থ, স্মৃতিগত; এমনভাবে মনে রাখা হইয়াছে যে প্রয়োজন হইলে যথাযথভাবে আবৃত্তি করা সম্ভব (মুখস্থ বিদ্যা)। ক্রি-বিণ. **মুখে-মুখে**—(লিখন ব্যতীত) কেবল কথা বলিয়া, মৌখিক (মুখে-মুখে অঙ্ক কষা); বিভিন্ন ব্যক্তির আলোচনার ফলে (মুখে-মুখে প্রচার হওয়া); পুরুষ-পরম্পরায় কথিত হইয়া (ছড়াগুলি বহুকাল ধরিয়া মুখে-মুখে চলিয়া আসিয়াছে); মুখের উপর, (উক্তির) সঙ্গে সঙ্গে (মুখে-মুখে জবাব)।

মুখটি[১]—বি. (শিশিবোতল ইত্যাদির) মুখের ঢাকনা বা ছিপিবিশেষ। [সং. মুখ + বাং. টি]।

মুখটি[২]—বি. মুখোপাধ্যায় বংশ, কুলীন ব্রাহ্মণের অন্যতম উপাধি (ফুলের মুখটি)।

মুখর—বিণ. বাচাল, অতিভাষী; কটুভাষী; ধ্বনিপূর্ণ (প্রতিবাদে মুখর, 'মুখর দিনের চপলতা-মাঝে': রবীন্দ্র)। [সং. মুখ + র]। বিণ. (স্ত্রী.) **মুখরা**—কটুভাষিণী, কলহপরায়ণা। বি **~তা**। বিণ. **মুখরিত**—ধ্বনিত ('তব রথচক্রে মুখরিত পথ': রবীন্দ্র), কোলাহলপূর্ণ (পাঠশালা, পল্লী বা সভা মুখরিত)। বিণ. (স্ত্রী.) **মুখরিতা**।

মুখস—**মুখোশ**-এর বানানভেদ।

-মুখা—**মুখো**-র কথ্য রূপ।

*আদিতে **মুখ**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **মুখ** দ্রঃ।

মুখাগ্নি—বি. দাহকালে শবের মুখে অগ্নি প্রদান বা প্রদত্ত অগ্নি। [সং. মুখ+অগ্নি]।

মুখান, মুখানো—(১) ক্রি. উন্মুখ বা ব্যগ্র হওয়া (কথাটা বলার জন্ম মুখিয়ে থাকা)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [<বাং. মুখ (নামধাতু)+আন]।

মুখানি—মুখখানি-র সংক্ষিপ্ত ও কোমল রূপ।

মুখাপেক্ষা—বি. পরের অনুগ্রহের বা সাহায্যের প্রত্যাশা, পরের উপর ভরসা। [সং. মুখ+অপেক্ষা]। বিণ. **মুখাপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—অন্তের সাহায্যপ্রত্যাশী। বিণ. (স্ত্রী.) **মুখাপেক্ষিণী**। বি. **মুখাপেক্ষিতা**।

মুখামুখি, মুখোমুখি—(১) ক্রি-বিণ. সামনা-সামনি, নিকটবর্তী (শিক্ষা-ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখোমুখি); মৌখিকভাবে, সম্মুখে (মুখামুখি বলা)। (২) বিণ. পরস্পর সম্মুখীন (শত্রুর মুখামুখি, দুইটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ); অভিমুখ (দরজার মুখামুখি); পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ (দুজনে মুখামুখি)। (৩) বি. বাগ্‌যুদ্ধ (মুখামুখি ছেড়ে হাতাহাতি)। [সং. মুখ+আ+মুখ+ই]।

মুখামৃত—বি. (ব্যঙ্গোক্তি) থুতু। [সং. মুখ (নিঃসৃত)+অমৃত]।

মুখি—বি. ওল প্রভৃতির অঙ্কুর বা কেঁকড়া। [সং. মুখ+বাং. ই]।

-মুখী১—মুখো দ্রঃ।

-মুখী২ (-খিন্)—বিণ. (পুং.)অভিমুখী (গৃহাভিমুখী)। [সং. মুখ+ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) (ম্লানমুখী)।

মুখুজ্জে—মুখোপাধ্যায়-এর কথ্য রূপ।

-মুখো—বাঙ্গালা বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে মুখ-শব্দের রূপ (ঘরমুখো, পোড়ামুখো)। স্ত্রী. **-মুখী১** (বহুমুখী প্রতিভা, চন্দ্রমুখী, কালামুখী, পোড়ামুখী)।

মুখোপাধ্যায়—বি. বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। [সং. মুখ+উপাধ্যায়]।

মুখোশ, মুখোষ—বি. মুখাবরক নকল মুখ; (আল.) কপট ভাব। [সং. মুখকোশ, মুখকোষ]। ক্রি. **মুখোশ খোলা**—স্বরূপ বা প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা বা প্রকাশিত হওয়া।

মুখ্য—বিণ. প্রধান, শ্রেষ্ঠ, প্রথম (মুখ্য উদ্দেশ্য বা কারণ, মুখ্যমন্ত্রী)। অব্য. **~তঃ**—প্রধানতঃ, বিশেষতঃ। [সং. মুখ+য]।

মুগ—বি. ডালবিশেষ। [সং. মুদ্গ]।

মুগধ—মুগ্ধ-র কোমল রূপ।

মুগা—বি. রেশম-কীটবিশেষ: মুগা-কীটের লালাদ্বারা সৃষ্ট, মুগবর্ণ মোটা রেশম বা উহাতে তৈয়ারি বস্ত্র। [অ.]।

মুগুর—বি. কাষ্ঠ লৌহ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত স্থূল দণ্ড-বিশেষ, গদা। [সং. মুদ্গর]।

মুগ্ধ—বিণ. মোহগ্রস্ত (মন্ত্রমুগ্ধ); মোহিত, বিহ্বল, আত্মহারা, বিভোর (মুগ্ধ-নয়নে, গুণমুগ্ধ, অভিনয়ে মুগ্ধ); বশীভূত (মিষ্ট কথায় মুগ্ধ); মূঢ়, মূর্খ (মুগ্ধবোধ); সরল (মুগ্ধ-স্বভাব)। [সং. √মুহ্+ত(র্ত্)]। **মুগ্ধা**—(১) বিণ. মুগ্ধ-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. নায়কের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরায়ণা নায়িকা; সরলা বালিকা। বি. **~তা**।

মুচকা, মুচকান (নো)—ক্রি. মোচড় লাগা বা মুচড়াইয়া যাওয়া-অর্থে মচকান-র বিরল প্রয়োগ (পা মুচকে গেছে)।

মুচকি—বিণ. বদ্ধ ঠোঁটে সামান্তভাবে প্রকাশিত, মৃদু (মুচকি হাসি)। [দেশী]।

মুচড়ানো, মোচড়ানো—(১) ক্রি. (দড়ি দেহ প্রভৃতি) বারংবার আবর্তিত করা বা পাক দেওয়া, মোচড় দেওয়া। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

মুচমুচ—অব্য. মৃদু মচমচ-শব্দ।

মুচলেকা—বি. শর্তভঙ্গ করিলে দণ্ডভোগ করিতে হইবে: এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকারপত্র, bond। [তুর্. মুচল্‌কা]।

মুচি১—বি. সোনা ইত্যাদি ধাতু গলাইবার পাত্র; ক্ষুদ্র সরাবিশেষ; কচি নারিকেল। [সং. মূষা]।

মুচি২, মুচী—বি. চর্মকার। [ম. বাং. মোচী, প্রা. মোচিঅ<পহ্লবী মোচক—তু. হি. মোচী]। বি.(স্ত্রী.) **মুচিনী**।

মুচুকুন্দ—বি. স্বর্ণচাঁপা-জাতীয় ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ; মান্ধাতা রাজার পুত্র; মুনিবিশেষ; দৈত্যবিশেষ। [সং.]।

মুচ্ছদী, মুচ্ছুদ্দী—মুৎসুদ্দী-র কথ্য রূপ।

মুছা, মোছা—(১) ক্রি. (বস্ত্রাদিদ্বারা) ঘষিয়া পরিষ্কার করা বা শুষ্ক করা (ঘর-দুয়ার, হাতমুখ বা চোখের জল মোছা), ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা (কালির দাগ মুছিয়া ফেলা)। (২) বি.বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। [<সং. √মৃজ (=শোধন) অথবা<বাং. পুঁছা—'মাজা'-র প্রভাবে 'পুঁ' 'মু'-তে পরিবর্তিত]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অন্তকে দিয়া ঘষাইয়া পরিষ্কার করা বা শুকাইয়া লওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

মুজরা, (চলিত) মুজরো—বি. নাচগানের অনুশীলন বা প্রতিযোগিতা (মুজরা করা); প্রাপ্য টাকা হইতে ছাড়। [আ. মুজ্‌রা]।

মুজা—মোজা-র প্রাদে. রূপ।

মুঝে—সর্ব. (বৈ. সা.) আমাকে। [<সং. মহ্যম্ (অস্মদ্-শব্দের ৪র্থীর ১ বচনে)]।

মুঞি—(প্রা. বাং. ও ব্রজ.) আমি। [মুই দ্রঃ]।

মুঞ্জ—বি. তৃণবিশেষ, মুঞ্জঘাস। [সং.]।

মুঞ্জরা—ক্রি. (কাব্যে) মুকুলিত হওয়া ('শুকতরু মুঞ্জরে'; 'হৃদয়কুঞ্জবনে মুঞ্জরিল···শেফালিকা': রবীন্দ্র)। বিণ. **~মুঞ্জরিত**—মুকুলিত, পুষ্পিত। [বাং. নামধাতু<সং মুঞ্জর-শব্দ]।

মুট—মুঠ-এর রূপভেদ (এক মুট চাল)।

মুটিয়া, মুটে—বি. মোটবহনকারী। [বাং. মোট+ইয়া>এ]। বি. **মুটে-মজুর**—দরিদ্র শ্রমিক; নিম্নশ্রেণীর সাধারণ শ্রমজীবী।

মুঠ, মুঠা, মুঠি, মুঠো—(১) বি. মুষ্টি, সঙ্কুচিত করতল; অধিকার, কবল (মুঠার মধ্যে পাওয়া); হাতল। (২) বিণ. মুষ্টি-পরিমিত (একমুঠো চাল); **মুঠামুঠা**—অনেক মুষ্টি (মুঠামুঠা ধুলি)। [সং. মুষ্টি]।

মুড়কি, মুড়কী—বি. গুড় বা চিনির রসে জারিত খই। [দেশী]।

মুড়মুড়—অব্য. (হালকা জিনিসের) মৃদু মড়মড় শব্দ (মুড়ি, পাঁপড় ইত্যাদি মুড়মুড় ক'রে খাওয়া)। বিণ. **মুড়মুড়ে**—মুড়মুড় করে এমন।

মুড়া১, মোড়া—(১) ক্রি. আবৃত বা বেষ্টিত করা, জড়ানো (কাগজে মোড়া); ভাঁজ করা বা সঙ্কুচিত করা (হাঁটু মুড়ে বা মুড়িয়ে বসা); মোচড়ান বা বাঁকান বা কেরান (গা মোড়া); পাকান (আঙুলে তার মোড়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. মংড<সং. √মণ্ড্ (=বেষ্টন)—তু. হি. √মচ়্]। **~ন, ~নো**—(১) আবৃত বা বেষ্টিত করান; ভাঁজ করান বা সঙ্কুচিত করান (ছাতা মুড়াইয়া লওয়া); পাক বা মোচড় দেওয়ান অথবা দেওয়া; বক্র করান অথবা করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

মুড়া২, মুড়ো—(১) বি. মুণ্ড (মাছের মুড়া); অগ্রভাগ; প্রান্ত (এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া); আঁচল-ছেঁড়া কাপড়; পরিধেয় বস্ত্রের খুঁট বা টুকরা। (২) বিণ. মুণ্ডিত; নেড়া (মুড়া গাছ); ক্ষয়প্রাপ্ত (মুড়া ঝাঁটা); নির্জল (মুড়া মাখন)। (৩) ক্রি. মুণ্ডিত করা, নেড়া করা (মাথা মুড়ান); অগ্রভাগ বা বাড়তি ডালপালা ছাঁটা (গাছ মুড়া); বৃক্ষাদির অগ্রভাগ খাওয়া (ছাগলে গাছগুলি মুড়িয়েছে)। [সং. মুণ্ড, √মুণ্ড্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মুণ্ডিত করা বা করান, নেড়া করা বা করান; অগ্রভাগ বা বাড়তি ডালপালা ছাঁটা বা ছাঁটানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

মুড়ি১—বি. তপ্ত বালিতে ভাজা চাউল। [ধ্বন্যা.—তু. মুড়মুড়]।

মুড়ি২—বি. বস্ত্রাদির ভাঁজ-করা কিনারা (মুড়িসেলাই); আবরণ, ঢাকনা (লেপ মুড়ি দেওয়া)। [মুড়া১ দ্রঃ]।

মুড়ি৩—বি. মুণ্ড, মাথা (পাঁঠার মুড়ি); প্রথম প্রান্তের অংশ (চেকমুড়ি); [বাং. মুড়া২+ই]। বি. **~ঘণ্ট**—মৎস্যাদির মুড়ার দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ।

মুড়ো—মুড়া২ (বি. বিণ.)-এর কথ্য রূপ।

মুণ্ড—বি. মাথা, মস্তক। [সং. √মুণ্ড্+অ (র্ম)]। **মুণ্ড ঘুরে যাওয়া**—(আকস্মিক ভয়ভাবনায়) হতবুদ্ধি হইয়া পড়া। বি. **~চ্ছেদ, ~চ্ছেদন**—মস্তক-কর্তন। বি. **~পাত**—শিরশ্ছেদ; (আল.) শাস্তি, অভিশাপ, সর্বনাশ। বি. **~মালা**—নরমুণ্ডসমূহে গাঁথা মালা। **~মালিনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) মুণ্ডমালাধারিণী। (২) বি. কালিকাদেবী।

মুণ্ডন—বি. (মস্তকের) কেশ ক্ষৌর করা, মুড়ানো, নেড়া করা (বৃক্ষাদির) অগ্রভাগ বা বাড়তি ডালপালা ছেদন। [সং. √মুণ্ড্+অন (ভা)]।

মুণ্ডি—বি. গুটিকাকৃতি মিঠাইবিশেষ (রসমুণ্ডি)। [বাং. মণ্ডা+ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

মুণ্ডিত—বিণ. মুণ্ডন করা হইয়াছে এমন। [সং. √মুণ্ড্+ত (র্ম)]। বিণ. **~কেশ**—মাথা নেড়া করা হইয়াছে এমন।

মুতু—মুত-র কথ্য রূপ।

মুত—বি. (কথ্য) প্রস্রাব। [সং. মূত্র]।

মুতফরাক্কা—বিণ. বিবিধ; নগণ্য। বি. বিশেষ উল্লেখের যোগ্য নয় এমন বিবিধ দ্রব্য। [আ. মুত্ফর্রিক্]।

মুতা—(১) ক্রি. প্রস্রাব করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [বাং. মুত+আ (নামধাতু)]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. প্রস্রাব করানো। (২) বি. উক্ত অর্থে।

মুতাবেক—মোতাবেক-এর রূপভেদ।

মুৎসুদ্দি, মুৎসুদ্দী—বি. ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; প্রধান কেরানী; প্রতিনিধি। [আ. মুত্সদ্দী]।

মুথা, (কথ্য) মুথো—বি. সুগন্ধি শিকড়যুক্ত তৃণবিশেষ। [সং. মুস্ত]।

মুদা—ক্রি. মুদ্রিত বা নিমীলিত করা ('ভাবিছে নয়ন মুদিয়া', চক্ষু মুদিয়া রহিল)। [প্রা. √মুদ্দ<সং. মুদ্রিত—তু. হি. √মূঁদ]।

মুদারা—বি. সঙ্গীতের ত্রিবিধ স্বরগ্রামের দ্বিতীয়টি।

মুদি, মুদী—বি. চাউল ডাল তেল প্রভৃতির বিক্রেতা। [হি. মোদী]। বি. **~খানা**—মুদির দোকান। [হি. মোদী+ফা. খানা]।

মুদিত১—বিণ. হৃষ্ট, আহ্লাদিত। [সং. √মুদ্+ত (র্ত্)]।

মুদিত২—বিণ. মুদ্রিত, নিমীলিত (চক্ষু মুদিত করা)। [সং. মুদ্রিত]।

মুদ্গ—বি. মুগ দাল। [সং.]।

মুদ্গর—বি. মুগুর, গদা। [সং.]।

মুদ্দই, মুদ্দাই—বি. বাদী, ফরিয়াদী; শত্রু। [আ. মুদ্দই]।

মুদ্দত, মুদ্দৎ—বি. মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়। [আ. মুদ্দৎ]। বিণ. **মুদ্দতি, মুদ্দতী**—নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলবৎ থাকে এমন, মেয়াদী।

মুদ্দাফরাশ, মুদ্দোফরাশ—মুর্দাফরাস-এর কথ্য রূপ।

মুদ্রণ—বি. মুদ্রিত করা, নিমীলন; ছাপানর বা ছাপাইয়ের কাজ, printing, stamping; ছাপ, সীলমোহরের কাজ, sealing। [সং. √মুদ্রি (নামধাতু)+অন (ভা)]।

মুদ্রা—বি. টাকা সিকি পয়সা প্রভৃতি; ধন, অর্থ (মুদ্রাস্ফীতি); সীলমোহর (মুদ্রাঙ্কিত); ছাপ; দেবারাধনাকালে বিবিধ ভঙ্গিতে করাঙ্গুলি-বিন্যাস (অভয়-মুদ্রা, বর-মুদ্রা); নৃত্যকালে অঙ্গভঙ্গি; অঙ্গভঙ্গি (মুদ্রাদোষ); তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চ 'ম'কার-এর একটি; চিঁড়া বা ছোলা-ভাজা, লুচি ইত্যাদি মদের চাট; (জ্যোতিষ.) করতলে বা পদতলে মোহরসদৃশ চিহ্ন (মুদ্রাচিহ্ন)। [সং. √মুদ্+র (পে)+আ]। বি. **~কর**—ছাপাখানায় যে ব্যক্তি পুস্তকাদি ছাপে। বি. **মুদ্রাকরপ্রমাদ**—ছাপার ভুল। বি. **~ক্ষর**—ছাপার কাজে ব্যবহৃত ধাতব অক্ষর, printing type। বি. **~ঙ্কন**—ছাপ দেওয়া; ছাপানো; সীলমোহর করা। বিণ. **~ঙ্কিত**—মুদ্রাঙ্কন করা হইয়াছে এমন। বি. **~দোষ**—একই প্রকারে বলা-কহার বা অঙ্গভঙ্গি করার অভ্যাস। বি. **~বিজ্ঞান**—(প্রধানতঃ প্রাচীন যুগের) মোহর টাকা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান,

numismatics। বি. ~মান—আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের মুদ্রার দর। বি. ~যন্ত্র—ছাপানর কল। বি. ~স্ফীতি—ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় মুদ্রার অস্বাভাবিক পরিমাণ-বৃদ্ধি, inflation।
মুদ্রাশঙ্খ—বি. সীসকভস্মবিশেষ। [সং. মৃদ্দারশৃঙ্গ]।
মুদ্রিকা—বি. ধাতুনির্মিত টাকা-পয়সা ইত্যাদি; ছাপ; ছাপ দিবার সীল। [সং. মুদ্রা+ক+আ]।
মুদ্রিত—বিণ. দাগ বা ছাপ পড়িয়াছে এমন (স্মৃতির পটে মুদ্রিত, মনে ভাব মুদ্রিত), মুদ্রাঙ্কিত; নিমীলিত (মুদ্রিত নয়ন)। [সং. মুদ্রা+ইত]।
মুনশি, মুনশী—বি. কেরানি; লেখক; উর্দু শিক্ষক; বিদ্বান্। [আ.]। বি. ~গিরি—মুনশির কাজ বা পেশা। বি. ~য়ানা—পাণ্ডিত্য; লিখনকার্যে বা রচনায় পটুতা, রচনাকৌশল। বি. খাসমুনশি (শী)—নিজস্ব বা ব্যক্তিগত কেরানি; প্রাইভেট সেক্রেটারি।
মুনসেফ—বি. নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক। [আ. মুন্সিফ্]। মুনসেফি, মুনসেফী—(১) বি. মুনসেফের পেশা বা পদ। (২) বিণ. মুনসেফের এলাকাভুক্ত (মুনসেফি আদালত)।
মুনাফা, মুনফা—বি. লভ্যাংশ, লাভ। [আ.]।
মুনাসিব—বিণ. পছন্দসই, মনোমত; যোগ্য। [আ.]।
মুনি—বি. তপস্বী, ঋষি, যোগী। [সং.]।
মুনিব—মনিব-এর গ্রা. রূপ।
মুনিয়া—বি. বিভিন্ন বর্ণের অতি ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [দেশী]।
মুন্সি, মুন্সী—মুনশি-র বানানভেদ।
মুনীম—বিণ. বদান্য, দানশীল; উদার। [আ. মুন্ইম্]।
মুফৎ, মুফত—অব্য. মাগনা, বিনামূল্যে। [আ. মুফ্ৎ]।
মুফতি—বি. মুসলমান আইন-ব্যাখ্যাতা বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-নির্দেশক। [ফা.]।
মুবারক—বি. শুভ, মঙ্গল। [আ.]।
মুমুক্ষা—বি. মোক্ষলাভেচ্ছা। [সং. √মুচ্+সন্+অ(ভা)+আ]। বিণ. মুমুক্ষু—মোক্ষকামী।
মুমূর্ষু—বিণ. মরণাপন্ন, মরণোন্মুখ (মুমূর্ষু অবস্থা)। [সং. √মৃ+সন্+উ(র্তৃ)]। বি. মুমূর্ষা—মরণেচ্ছা।
মুয়াজ্জীন, মোয়াজ্জিন—বি. নামাজের সময়ে মসজিদের মিনার হইতে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্‌র নাম ঘোষণাকারী। [আ.]।
মুরগা—মোরগ-এর রূপভেদ।
মুরগি—বি. কুক্কুট বা কুক্কুটী। [ফা. মুর্গ্]। বি.(স্ত্রী.) মুরগী—কুক্কুটী।
মুরছা, মুরছা—(১) বি. মূর্ছা-র কোমল রূপ। (২) ক্রি. (কাব্যে) মূর্ছা যাওয়া। বিণ. মুরছিত—(কাব্যে) মূর্ছিত।
মুরজ—বি. আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। [সং.]।
মুরজা—বি. কুবের-পত্নী। [সং. মুরজ+আ]।
মুরতি, মুরতি—মূর্তি-র কোমল রূপ ('তোমার মধুর মুরতি': রবীন্দ্র)।
মুরদ—বি. ক্ষমতা, পৌরুষ (মরদের মুরদ)। [আ. মুরাদ]।
মুরব্বি, মুরব্বী, মুরুব্বী—বি. অভিভাবক; পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক; গুরুজন। [আ.]। বি. ~য়ানা—(ব্যঙ্গে) মুরব্বির আচরণ, কর্তৃত্ব, মাতব্বরি, অভিভাবকত্ব।
মুরলী—বি. বাঁশী। [সং.]। বি. ~ধর, ~বদন—শ্রীকৃষ্ণ।
মুরারি—বি. (মুর-নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ। [সং. মুর+অরি]।
মুরি—বি. জলনালী, নরদমা। [দেশী]।
মুরীদ—বি. মুসলমান ভক্ত বা তপস্বী। [আ.]।
মুর্গি, মুর্গী—মুরগি-র বানানভেদ।
মুর্দা—বি. শব, মৃতদেহ, মড়া। [ফা. মুর্দহ্]। বি. ~ফরাশ, ~ফরাস—শবদাহনকারী, ডোম। [ফা. মুর্দাহ্-ফরোশ]। বি.অব্য. ~বাদ—মারা যাক; ধ্বংস হউক প্রভৃতি অর্থসূচক ধ্বনি।
মুল, মুল—মূল্য-র কোমল রূপ ('হেরি অকালের ফুল, শুধাইল কত মুল': রবীন্দ্র)।
মুলতবি, মুলতবী, (কথ্য) মুলতুবি (বী)—বিণ. স্থগিত (মুলতবি রাখা)। [আ. মুল্তবী]।
মুলতান—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ; পঞ্জাবের জেলাবিশেষ, উহার প্রধান নগর। [সং. মূলস্থান]। বিণ. মুলতানী—মুলতানের, মুলতানে জাত (মুলতানী গোরু)।
মুলা১—বি. কন্দবিশেষ, ব্যঞ্জনের উপকরণ। [সং. মূলক]।
মুলা২, মুলান (মো)—ক্রি. দর করা; কেনা। [তু. √মূলা]।
মুলাকাত—বি. সাক্ষাৎ, ভেট। [আ.]।
মুলুক, মুল্লুক—বি. দেশ (মগের মুল্লুক, মার্কিন মুলুক), স্বদেশ। [আ. মুল্ক্]।
মুলো—মুলা১-র কথ্য রূপ।
মুশকিল—বি. সঙ্কট, বিপত্তি, বিঘ্ন, বাধা; অসুবিধা। [আ.]। বি. ~আসান—বিপদ্ বা অসুবিধা মোচন।
মুষল, মুশল—বি. মুদ্গর, ঢেঁকির মোনা; উদূখলের মর্দক বা পেষণদণ্ড অথবা ঐ প্রকার যে-কোন পদার্থ। [সং.]। বি. ~ধার, ~ধারা—অত্যন্ত মোটা ধারা (মুষলধারায় বৃষ্টি)। বি. ~মুষলী (-লিন্)—বলরাম।
মুষা—বি স্বর্ণাদি ধাতু গলাইবার পাত্র, মুচি। [সং.]।
মুষ্ক—বি. অণ্ডকোষ। [সং.]।
মুষ্টামুষ্টি, মুষ্টিমুষ্টি—বি. কিলাকিলি, ঘুষাঘুষি, মুষ্টিযুদ্ধ। [সং. মুষ্টি+মুষ্টি (নি.)]।
মুষ্টি—(১) বি. মুঠা, মুঠি, আঙুল সঙ্কুচিত করিয়া রাখা করতল, ঘুষি, কিল (মুষ্টিপ্রহার), মুঠ, হাতল (তরোয়ালের মুষ্টি) (২) বিণ. মুঠাপরিমিত, মুঠাভরা (একমুষ্টি চাউল)। [স.]। বিণ. ~বদ্ধ—আঙুল মুড়িয়া বা মুঠা করিয়া রাখা হইয়াছে এমন। বি. ~ভিক্ষা—প্রত্যেক গৃহ বা দাতার নিকট হইতে এক-মুঠা পরিমাণ চাউল ইত্যাদি ভিক্ষা। বিণ. ~মেয়—মুষ্টি-পরিমাণ; অল্প-পরিমাণ; অল্পসংখ্যক। বি. ~যুদ্ধ—ঘুষাঘুষিদ্বারা লড়াই, boxing। বি. ~যোগ—টোটকা ঔষধ। বি.

~যোদ্ধা (-দ্ধ)—মুষ্টিযুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি, boxer। বি **মুষ্ট্যাঘাত**—মুষ্টি অর্থাৎ কিল বা ঘুষি মারা। বিণ. **উদ্যতমুষ্টি**—যাহার মুষ্টি আঘাত করার জন্য উত্তোলিত।

মুষড়ানো, মুসড়ানো—(১) ক্রি. হতাশ, নিরুদ্যম বা বিষণ্ণ হইয়া পড়া ; ম্লান বা শুষ্কপ্রায় হওয়া (মুষড়াইয়া পড়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [<বাং. √মুষড়া]।

মুসব্বর—বি. অগুরু-জাতীয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [আ. মুসব্বর্]।

মুসম্বী—**মোসম্বী**-র রূপভেদ।

মুসম্মৎ—বি. মুসলমান মহিলাদের উপাধিবিশেষ ; শ্রীযুক্তা, শ্রীমতী। [ফা.]।

মুসল—**মুষল**-এর বিরল বানান।

মুসলমান, মুসলিম—(১) বি. হজরত মোহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বা ব্যক্তি। (২) বিণ. হজরত মোহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মসম্বন্ধীয় বা ধর্মাবলম্বী। [ফা. মুসলমান্, আ. মুস্‌লিম্]। **মুসলমানি, মুসলমানী**—(১) বি. মুসলমান-ধর্মানুমত আচার-আচরণ। (২) বি. (স্ত্রী.) মুসলমান নারী। (৩) বিণ. মুসলমান ধর্মসংক্রান্ত বা ধর্মসুলভ।

মুসা—বি. ইহুদীদের প্রসিদ্ধ ধর্মবিধানদাতা। [আ.—তু. ইং. Moses]।

মুসাফির—বি. পথিক ; বিদেশে ভ্রমণকারী ব্যক্তি। [আ.]। বি. **~খানা**—পান্থশালা, সরাই, চটি।

মুসাবিদা—বি. খসড়া, পাণ্ডুলিপি। [ফা. মুসব্‌বদহ্]।

মুহ—বি. (প্রা. কা.) মুখ। [সং. মুখ]।

মুহম্মদ—**মোহাম্মদ**-এর রূপভেদ।

মুহরি১, মুহুরী, মুরী—বি. নরদমা, জলনালী, মুরি ; নরদমার উপরিস্থ ঝাঁঝরি ; পেঁচের মুখে আঁটিবার ধাতুখণ্ড, nut ; পায়জামার নিম্নপ্রান্তের বা জামার আস্তিনের মুখের ঘের। [হি.]।

মুহরি২, মুহুরী—বি. কেরানি (উকিলের মুহুরী)। [আ. মুহর্‌রির্]। বি. **~গিরি**—কেরানির বৃত্তি।

মুহুঃ (-হুস্)—অব্য. পুনরায়, বারংবার ; সদ্যঃ। [সং.]। অব্য. **মুহুর্মুহুঃ** (-হুস্)—বারংবার, পুনঃপুনঃ, ঘনঘন।

মুহূর্ত—বি. দিনরাত্রের ৩০ ভাগের একভাগ, প্রায় দুই দণ্ডকাল বা আটচল্লিশ মিনিট ; অতি অল্প সময়। [সং.]। বি. বিণ. বা ক্রি-বিণ. **মুহূর্তেক**—এক মুহূর্ত, অত্যল্পকাল। **এই মুহূর্তে**—এখনই, অবিলম্বে।

মুহ্যমান—বিণ. মোহগ্রস্ত, আচ্ছন্ন, বিহ্বল, আত্মহারা ; অতিশয় কাতর (শোকে মুহ্যমান)। [সং. মোহ্যমান-এর অশু. কিন্তু চলিত রূপ]।

মূক—বিণ. বোবা, বাক্‌শক্তিহীন। [সং. √মূ (=বন্ধন, বাক্‌শক্তির)+ক (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মূকা**। বি. **~তা**।

মূঢ়—বিণ. মোহগ্রস্ত (মূঢ় চিত্ত), মূর্খ, নির্বোধ (মূঢ় জনগণের বাহবা), অজ্ঞান ; অবিবেচক ; জড়। [সং. √মুহ্ (=জ্ঞানলোপ)+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মূঢ়া**। বি. **~তা**—মূর্খতা, ভ্রান্তি (ভেদবুদ্ধির বা অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তা)।

মূত্র—বি. প্রস্রাব। [সং.]। বি. **~কৃচ্ছ্র**—রোগবিশেষ যাহাতে মূত্রত্যাগ করিতে কষ্ট হয়। বি. **~নালী**—মূত্রাশয় হইতে প্রস্রাব নির্গমনের নালী বা পথ, urethra। বি. **মূত্রাশয়**—উদরমধ্যে যে থলিতে মূত্র জমে, বস্তি, bladder।

মূর্খ—বিণ. বোকা, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ ; অশিক্ষিত ; অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ। [সং. √মুহ্ (=বৈচিত্ত্য বা জ্ঞানাভাব)+খ(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মূর্খা**। বি. **~তা**।

মূর্ছনা—বি. সঙ্গীতের স্বরগ্রামের আরোহ বা অবরোহের ক্রম, সুরের সুমধুর কম্পনবিশেষ ; কণ্ঠস্বরের তরঙ্গ ; প্রতিফলন ; ঔষধের সংস্কারবিশেষ। [সং. √মূর্ছ্ (=ব্যাপ্তি)+অন(ভা)+আ]।

মূর্ছা—(১) বি. চৈতন্যলোপ, মোহপ্রাপ্তি ; প্রতিফলন। (২) ক্রি. (কাব্যে) মূর্ছিত হওয়া। [সং. মূর্ছ্ (=মোহ)+অ (ভা)+আ]। বি. **~ভঙ্গ**—মোহপ্রাপ্ত বা অচৈতন্য অবস্থার অবসান, অচেতন অবস্থা হইতে পুনরায় চেতনালাভ। বিণ. **মূর্ছিত**—মোহগ্রস্ত, অচেতন, জ্ঞানহারা, প্রতিফলিত। বিণ.(স্ত্রী.) **মূর্ছিতা**।

মূর্ত—বিণ. মূর্তিযুক্ত (বিমূর্ত ভাব তান্ত্রিক ধর্মে মূর্ত), আকার বা শরীর ধারণ করিয়াছে এমন ; সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশকারী ; (আল.) স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। [সং. মূর্ছ্ + ত(র্তৃ)]।

মূর্তি—বি. দেহ, শরীর (মূর্তিমান্) ; আকৃতি, চেহারা, রূপ (সৌম্যমূর্তি) ; প্রতিমা (মূর্তিপূজা)। [সং. √মূর্ছ্+তি(র্তৃ)]। বি. **~ধারণ, ~পরিগ্রহ**—(অশরীরীর) দেহধারণ। বি. **~পূজা**—সাকার-উপাসনা, প্রতিমাপূজা। বিণ. **~মন্ত, ~মান্** (-মৎ)—মূর্তিবিশিষ্ট, দেহধারী, সাকার ; স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ (মূর্তিমান্ শয়তান)। বিণ.(স্ত্রী.) **~মতী**।

মূর্ধন্য—(১) বিণ. মূর্ধা বা মস্তক হইতে অর্থাৎ জিহ্বাগ্র তালুতে স্পৃষ্ট করিয়া উচ্চার্য। (২) বি. ঐরূপে উচ্চার্য বর্ণ অর্থাৎ ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ। [সং. মূর্ধন্+য]।

মূর্ধা (-র্ধন্)—বি. মস্তক। [সং.]। বিণ. **~ভিষিক্ত**—রাজ্যার্পণকালে যাহার মস্তক অভিষিক্ত করা হইয়াছে ; রাজপদাভিষিক্ত।

মূর্বা, মূর্বী—বি. গুল্মবিশেষ, যাহার ছালে ধনুকের ছিলা তৈয়ার হয়। [সং.]।

মূল—(১) বি. শিকড় ; বৃক্ষাদির স্থিতিসাধক গোড়ার অংশবিশেষ ; আলু কচু প্রভৃতি কন্দজাতীয় উদ্ভিদ্ ; আদি, গোড়া (ঘটনার মূলে) ; আদি কারণ ; উৎপত্তির স্থান (কর্ণমূল, বাহুমূল), উৎস ; ভিত্তি ; (গণি.) যে রাশি আপনার দ্বারা একবার বা বহুবার গুণিত হইয়া অন্য রাশি উৎপন্ন করিয়াছে, root (বর্গমূল)। (২) বিণ. আদ্য, প্রথম (মূলগ্রন্থ) ; প্রধান (মূল নীতি বা কথা, মূলমন্ত্র)। [সং. √মূল্+অ (র্তৃ)]। **-মূলক**—বহুব্রীহি-সমাসে উত্তরপদ হইলে ক-যোগে **মূল**-শব্দের রূপ (ভ্রান্তিমূলক=মূলে ভ্রান্তি আছে এমন, ভ্রান্তিজনিত)। বি. **মূলক**—কন্দবিশেষ, মূলা। বি. **~কারণ**—সৃষ্টি, জন্ম বা উৎপত্তির প্রথম প্রধান অথবা প্রকৃত হেতু। বিণ. **~গত**—শিকড়-

স্বরূপ, ভিত্তিস্বরূপ : মৌলিক ; অবিচ্ছেদ্য। বি. **~গায়েন**—সর্দার গায়ক : ঐকতান সঙ্গীতে যে ব্যক্তি প্রথমে একাকী গানের কলি গাহে এবং পরে অন্যান্য গায়কেরা সমবেতভাবে তাহার অনুসরণ করে। অব্য. ক্রি-বিণ. **~তঃ** (-তস্)—মূলে ; প্রকৃতপক্ষে। বি. **~তত্ত্ব**—মৌলিক তত্ত্ব যাহার উপর ভিত্তি করিয়া অন্যান্য তত্ত্ব গড়িয়া উঠে। বি. **~ধন**—পুঁজি, ব্যবসায়াদিতে বিনিয়োজিত অর্থ বা সম্পত্তি। বি. **~নীতি**—প্রধান, প্রকৃত বা মৌলিক নীতি। বি. **~প্রকৃতি**—পরমা প্রকৃতি, আদ্যা শক্তি। বি. **~ভিত্তি**—ভিতের সর্বনিম্ন স্তর, গোড়াপত্তন ; প্রধান আধার। বি **~মন্ত্র**—বীজমন্ত্র (মূলমন্ত্র জপ করা) : প্রধান সঙ্কল্প (জীবনের মূলমন্ত্র)। বি. **~সূত্র**—আদি কারণ ; প্রধান বা প্রাথমিক বিধি-নিয়ম (বাংলা ছন্দের মূল সূত্র)। বি. **মূলাকর্ষণ**—শিকড় ধরিয়া টান। **মূলী** (-লিন্)—(১) বিণ মূলযুক্ত ; শিকড়যুক্ত। (২) বি. বৃক্ষ। বি. **মূলীকরণ**—(গণি) বর্গমূল নিষ্কাশন। বিণ. **মূলীভূত**—আদিকারণস্বরূপ : ভিত্তিস্বরূপ, মূলগত। ক্রি-বিণ. **মূলে**—আদিতে, গোড়ায় : আদৌ, মোটে। বি. **মূলোচ্ছেদ, মূলোৎপাটন**—শিকড়সমেত উপড়াইয়া ফেলা, সম্পূর্ণ বিনাশ।

মূলা১—**মুলা**-র বানানভেদ।

মূলা২—বি. নক্ষত্রবিশেষ। [সং. মূল + আ]।

মূলাধার—বি. মূল কারণ, প্রধান আশ্রয় ; (তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে) দেহমধ্যস্থ সুষুম্না ইত্যাদি নাড়ীর শাস্ত্রোক্ত ছয়টি 'চক্রে'র প্রথম : সুষুম্নার 'মূল' ও কুণ্ডলিনী শক্তির 'আধার' বলিয়া এই নামে অভিহিত। ইহা মেরুদণ্ডের নিম্ন সীমায়, পায়ু ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান। [**ষট্‌চক্র** দ্রঃ]।

মূল্য—বি. দাম, পণ, বেতন, পারিশ্রমিক, ভাড়া, মাশুল। [সং. মূল + য]। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—দামী, মহার্ঘ, বহুমূল্য। বিণ. **~হীন**—যে কোন দামের অযোগ্য ; তুচ্ছ : অসার, অকিঞ্চিৎকর। বি. **মূল্যাবধারণ**—ন্যায্য দাম ঠিক করা। বি. **মূল্যায়ন**—মূল্য-নিরূপণ।

মূষ, মূষা—বি. স্বর্ণাদি ধাতু গলাইবার পাত্র, মুচি [**মুষা** দ্রঃ] ; ইঁদুর ('গণেশ চড়িয়া মূষ' : কাশী.)। [সং. √মূষ্ + অ (র্তৃ), + আ]।

মূষিক—বি. ইঁদুর। [সং. √মূষ্ + ইক(র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **মূষিকা**।

মৃগ—বি. হরিণ : পশু (মৃগরাজ, শাখামৃগ)। [সং.]। বি (স্ত্রী.) **মৃগী**—হরিণী ; স্ত্রী-পশু ; অপস্মার, মূর্ছারোগ। বি. **~চর্ম**—হরিণের চামড়া ; পশুর চামড়া। বি. **~তৃষা, ~তৃষ্ণা, ~তৃষিকা**—মরীচিকা। বিণ.(স্ত্রী.) **~নয়না, ~নেত্রা, ~লোচনা, মৃগাক্ষী**—হরিণের ন্যায় সুন্দর চক্ষুবিশিষ্টা। বি. **~নাভি, ~মদ**—কস্তূরী। বি. **~য়া**—বন্য পশু-পক্ষী শিকার। বি. **~রাজ**—পশুরাজ সিংহ। বি. **~শিরা, ~শিরাঃ** (-রস্), **~শীর্ষ**—(জ্যোতি.) সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের পঞ্চম নক্ষত্র (তু: মার্গশীর্ষ)। বি. **মৃগাঙ্ক**—(মৃগ যাহার চিহ্ন) চন্দ্র, চাঁদ, শশাঙ্ক। বি. **মৃগাঙ্কশেখর**—শিব, চন্দ্রচূড়। বি. **মৃগেন্দ্র**—পশুরাজ সিংহ।

মৃগেল—বি. বড় মাছবিশেষ। [দেশী]।

—বি. দেবাদিদেব শিব। (স্ত্রী.) **মৃডানী**—দুর্গা। [সং.]।

মৃণাল—বি. পদ্মের ডাঁটা বা নাল ; পদ্মের শ্বেতবর্ণ ভক্ষণীয় কন্দ। [সং. √মৃণ্ + আল(র্ম)]। বি.(স্ত্রী.) **মৃণালিনী**—পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী ; মৃণালসমূহ।

মৃৎ (মৃদ্)—বি. মাটি, মৃত্তিকা। [সং. √মৃদ্ + ক্বিপ্(র্ম)]। বি. **~পাত্র**—মাটির বাসন।

মৃত—বিণ. বিগতপ্রাণ, মারা গিয়াছে এমন। [সং. √মৃ + ত(র্তৃ)]। বি. **~ক**—আত্মীয়াদির মরণজনিত অশৌচ ; শব। বিণ. **~কল্প, ~প্রায়**—মুমূর্ষু, মরণাপন্ন, মরমর। বিণ. **~দার**—বিপত্নীক। বিণ (স্ত্রী.) **~বৎসা**—সন্তান শৈশবে (মূলে অনধিক আড়াই বৎসর বয়সে) মারা যায় এমন (নারী), মড়ুঞ্চে। বি. **~সঞ্জীবনী**—যাহাদ্বারা মৃতকে পুনর্জীবিত করা যায়। বি. **মৃতাশৌচ**—মরণাশৌচ।

মৃত্তিকা—বি. মাটি (মৃত্তিকানির্মিত) ; ভূমি, ভূতল (মৃত্তিকাগর্ভে)। [সং. মৃদ্ + তিক + আ]।

মৃত্যু—বি. মরণ, প্রাণত্যাগ : মরণের অধিদেবতা যম। [সং. √মৃ + ত্যু(ভা)]। **~ঞ্জয়**—(১) বি. শিব। (২) বিণ. মরণজয়ী (মৃত্যুঞ্জয় প্রতিভা)। বি. **~যোগ**—(জ্যোতি.) নক্ষত্রাদির যে যোগে জাতকের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। বি. **~বাণ**—(কৃত্তি. রামা) ব্রহ্মা কর্তৃক রাবণকে প্রদত্ত বাণবিশেষ : এই বাণ ব্যতীত অন্য বাণে বা অস্ত্রে রাবণের মৃত্যু হওয়া সম্ভব ছিল না ; (আল.) নিহত বা পরাজিত করার অমোঘ অস্ত্র। বি. **~লোক**—যমপুরী। **~শয্যা**—যে শয্যায় শয়নাবস্থায় মৃত্যু ঘটে ; মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যা, শেষশয্যা।

মৃদঙ্গ—বি. দুই দিকে চর্মযুক্ত (সাধারণতঃ মৃত্তিকানির্মিত) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মুরজ, পাখোয়াজ, শ্রীখোল। [সং. মৃদ্ + অঙ্গ]। বিণ. **মৃদঙ্গী**—মৃদঙ্গবাদক।

মৃদু—বিণ. কোমল, নরম (মৃদুগাত্রী) ; আলতো (মৃদুস্পর্শ) ; লঘু, হালকা (মৃদু ভূকম্পন) ; ধীর, মন্থর, অদ্রুত (মৃদু গতি) ; ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল (মৃদু আলোক) ; অনুচ্চ, চাপা (মৃদু স্বর) ; অতীব্র (মৃদু তাপ) ; শান্ত, উত্তেজনাহীন (মৃদু স্বভাব) ; অতীক্ষ্ণ, ভোঁতা। [সং. √মৃদ্ + উ(র্ম)]। বি. **~তা**। বি. **~গণ**—(জ্যোতিষ.) চিত্রা অনুরাধা মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্র। **~গমনা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) মন্থরগতিযুক্তা। (২) বি. মৃদুগামিনী নারী ; হংসী। **মৃদুজল**—লবণ ক্ষার ইত্যাদির ভাগ কম এমন জল, soft water। **~মন্দ**—(১) বিণ. মন্থর ; কোমল ও মধুর (মৃদুমন্দ বায়ু জীবনের মৃদুমন্দ গতি)। (২) ক্রি-বিণ. ধীরে ধীরে। বিণ. **~ল**—কোমল ; ধীর। বিণ.(স্ত্রী.) **~লা**।

মৃদ্ভাণ্ড—বি. মাটির ভাঁড়। [সং. মৃদ্ + ভাণ্ড]।

মৃন্ময়—বিণ. মৃত্তিকানির্মিত, মেটে। [সং. মৃদ্ + ময়]। বিণ.(স্ত্রী.) **মৃন্ময়ী** (মৃন্ময়ী মূর্তি বা প্রতিমা)।

মে—বি. ইংরেজি বৎসরের পঞ্চম মাস (বৈশাখের মাঝা-

মাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. May]।

মেও, ম্যাও—অব্য. বিড়ালের ডাক। ক্রি. **মেও ধরা**—ঝুঁকি ও (আর্থিক) দায়িত্ব লওয়া।

মেওয়া—বি. বেদানা ডালিম আঙুর বাদাম প্রভৃতি শুষ্ক ও পুষ্টিকর ফল। [ফা. মেওয়াহ্]।

মেকদার—বি. আকার; পরিমাণ; পরিমাপ, measure। [আ. মিক্দার]।

মেকি, মেকী—বিণ কৃত্রিম (মেকি মুক্তা, মেকি টাকা), নকল, জাল। [আ. মক্র্]।

মেকুর—বি. বিড়াল।

মেখলা—বি. কটিভূষণ, চন্দ্রহার, গোট প্রভৃতি অলঙ্কার; কোমরের তাগা; খড়্গাদির মুখস্থিত চর্মাদির বেষ্টনী। [সং.]।

মেঘ—বি. ঘন, জলধর, জীমূত, বারিদ, নীরদ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. √মিহ্ + অ(র্তৃ)]। ক্রি. **মেঘ করা, মেঘ ঘনানো, মেঘ জমা**—আকাশে মেঘ পুঞ্জিত হওয়া। ক্রি. **মেঘ ডাকা**—মেঘের গর্জন হওয়া। **মেঘে মেঘে বেলা হওয়া**—আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার ফলে বেলা বুঝিতে পারা না গেলেও প্রকৃতপক্ষে বেশ বেলা হওয়া; (আল.) চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও (বেশ) বয়স হওয়া। বি. **~গর্জন**—মেঘের ডাক, বজ্রনাদ। **জলো মেঘ**—যে মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। **ঝড়ো মেঘ**—যে মেঘ হইতে ঝড় বহে। **রাঙা মেঘ, সিঁদুরে মেঘ**—রক্তবর্ণ মেঘ। বি. **~জাল**—মেঘসমূহ, পুঞ্জীভূত মেঘ। বি. **~ডম্বর**—মেঘের আড়ম্বর, ঘনঘটা; মেঘপুঞ্জ। **মেঘডম্বর শাড়ি, (কথ্য) মেঘডুম্বুর শাড়ি**—মেঘবর্ণ শাড়ি, নীলাম্বরী শাড়ি। বি. **~নাদ**—মেঘগর্জন; রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। বি. **~নির্ঘোষ**—**মেঘগর্জন**-এর অনুরূপ। বি. **~বাহন**—ইন্দ্র। **~মন্দ্র**—(১) বি. মেঘের গম্ভীর গর্জন। (২) বিণ. উক্ত গর্জনবৎ। বি. **~মল্লার**—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বিণ. **~মেদুর**—মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ। বিণ. **~রুচি**—মেঘবর্ণ। বিণ. **~লা**—মেঘাচ্ছন্ন (মেঘলা দিন বা আকাশ)। বি. **মেঘাড়ম্বর**—**মেঘডম্বর**-এর অনুরূপ। বি. **মেঘাত্যয়**—মেঘের অপগমন বা অভাব; শরৎকাল। বিণ. **মেঘাবৃত, মেঘাচ্ছন্ন**—মেঘে ঢাকা।

মেচেতা, মেছেতা—বি. মুখমণ্ডলে উৎপন্ন কাল কাল দাগ। [দেশী]।

মেছুয়া, (কথ্য) মেছো—(১) বি. মৎস্যবিক্রেতা; ধীবর। (২) বিণ. মৎস্য-সম্বন্ধীয়, যেখানে মৎস্য বিক্রয় হয় এমন (মেছোহাটা, মেছুয়াবাজার); মৎস্যখাদক (মেছো কুমীর)। [বাং. মাছ + উয়া > ও]। বি.(স্ত্রী.) **~নী, মেছুনী**। বি. **মেছোঘেরি**—মাছ-চাষের জন্য নদী খাল ইত্যাদির যে-অংশ ঘিরিয়া রাখা হয়, fishery।

মেজ১—বি. টেবিল। [ফা.]।

মেজ২—বিণ. (সমাসে পূর্বপদরূপে) মেঝো, মধ্যম, দ্বিতীয় (মেজদিদি)। [**মেজো** দ্রঃ]। [সং. মধ্য]।

মেজবান—বি. আপ্যায়নকারী গৃহস্থ। [ফা.]।

মেজর—বি. স্থলবাহিনীতে ক্যাপটেন-এর অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন পদ। [ইং. major]।

মেজরাব—**মিজরাব**-এর রূপভেদ।

মেজমেজ, ম্যাজম্যাজ—অব্য. আলস্য বা অসুস্থতার লক্ষণসূচক (শরীর মেজমেজ করা)।

মেজাজ—বি. মানসিক অবস্থা (মেজাজ খারাপ হওয়া); ধাত, প্রকৃতি (রুক্ষ মেজাজ); ক্রোধ, উগ্রতা (মেজাজ দেখানো)। [আ. মিজাজ]। বিণ. **মেজাজি, মেজাজী**—মেজাজবিশিষ্ট (বদ-মেজাজী); দাম্ভিক।

মেজিয়া, মেজে, মেঝে—বি গৃহতল। [< সং. মধ্য > মাঝিয়া > মেঝে]।

মেজেনটা, মেজেণ্টা—**ম্যাজেনটা**-র রূপভেদ।

মেজো, (অপ্র.) মেঝো—বিণ. মধ্যম দ্বিতীয় (মেজো ছেলে)। [< সং. মধ্য]।

মেট—বি. সরদার (কুলিদের মেট); সরদার-খালাসি, সরদার-কয়েদি। [ইং. mate]।

মেটা, মেটান (নো)—যথাক্রমে **মিটা** ও **মিটান**-র চলিত রূপ।

মেটুলি, মেটুলী, মেটে১—বি. পাঠা ছাগল প্রভৃতি পশুর যকৃৎ। [দেশী]।

মেটে২—বিণ. মৃত্তিকা-নির্মিত (মেটে ঘর); মাটির প্রলেপযুক্ত (দোমেটে); ইট-পাথরে বাঁধানো নয় এমন (মেটে রাস্তা); মাটির তুল্য (মেটে রঙ)। [বাং. মাটি + ইয়া > এ]। **মেটে সাপ**—মেটে রঙের নির্বিষ সর্প-বিশেষ।

মেট্রন—বি. হাসপাতালের নার্সদের কর্ত্রী, প্রধান নার্স, (স প.) মাতৃকা। [ইং. matron]।

মেঠাই—**মিঠাই**-র কথ্য রূপ।

মেঠো—বিণ. মাঠ-সম্বন্ধীয় (মেঠো পথ); মাঠের উপযুক্ত (মেঠো বক্তৃতা)। [বাং. মাঠ + উয়া > ও]।

মেড়া—বি. মেষ; ভেড়া; (আল.) ভেড়ার ন্যায় নির্বোধ বা নিস্তেজ ব্যক্তি। [< সং. মেঢ্র (= মেষ)]।

মেড়ুয়া, মেড়ুয়াবাদী—**মেড়ো**-র রূপভেদ।

মেডেল—বি. প্রশংসা বা বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ (প্রধানতঃ ধাতুনির্মিত) পদকবিশেষ। [ইং. medal]। বিণ. **~ধারী** (-রিন্)—মেডেলপ্রাপ্ত, পদকপ্রাপ্ত।

মেড়ো—বি. (অবজ্ঞায়) মাড়োয়ারী বা হিন্দুস্থানী। [বাং. মাড়োয়ারী]।

মেঢ্র—বি. পুরুষের লিঙ্গ, শিশ্ন; মেড়া। [সং.]।

মেথর—বি. যে মল সাফ করে, ভাঙ্গি; (শিথি.) যে ময়লা সাফ করে, ঝাড়ুদার। [ফা. মেহ্তর্]। বি.(স্ত্রী.) **মেথরাণী**। বি. **~গিরী**—মেথরের বৃত্তি।

মেথি—বি. ফোড়নের মসলারূপে ব্যবহৃত বীজবিশেষ। [সং. মেথিকা]।

মেদ—বি. বসা, চর্বি। [সং. মেদস্]।

মেদা—বিণ. মাদীর মত, নিস্তেজ, নির্জীব, অকর্মণ্য। [ফা. মাদহ্]। বিণ. **~মারা**—নির্জীব, পৌরুষহীন।

মেদি—**মেহেদি**-র কথ্য রূপ।

মেদিনী—বি. পৃথিবী (পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে

মধুকৈটভের মেদে পৃথিবী তৈয়ারি হইয়াছে)। [সং. মেদ +ইন্+ঈ]।

মেদুর—বিণ. স্নিগ্ধ, মসৃণ, চিক্কণ; শ্যামল; ঘনভাবে আচ্ছন্ন (মেঘ-মেদুর আকাশ)। [সং. √মিদ্ (=স্নিগ্ধভাব) + উর (র্তৃ)]।

মেধ—বি. যজ্ঞ (অশ্বমেধ)। [সং. √মেধ্ + অ (ঘ)]।

মেধা—বি. ধীশক্তি, বোধশক্তি; স্মরণশক্তি। [সং. √মেধ্ + অ (ণে) + আ]। বিণ. **~বী** (-বিন্)—ধীমান্, বুদ্ধিমান্; স্থিরবুদ্ধি। বিণ. (স্ত্রী.) **~বিনী**।

মেধ্য—বিণ. যজ্ঞীয়, যজ্ঞের উপযুক্ত; পবিত্র। [সং. √মেধ্ + য (র্ম)]। [তু. অমেধ্য = অপবিত্র]।

মেনকা—বি. হিমালয় পত্নী ও গৌরী-জননী; স্বর্গের অপ্সরাবিশেষ। [সং.]।

মেনি, মেনী—বি. (আদরে) বিড়ালী। [দেশী]। বিণ. **~মুখো**—লাজুক, মুখচোরা।

মেনে—অব্য. তথাপি তবু কিন্তু প্রভৃতি অর্থসূচক কথার মাত্রাবিশেষ ('যদি গৌর না হইত কি মেনে হইত': বা. ঘো.)। [< সং. 'মন্যে' = মনে হয়]।

মেন্ধী—বি. মেহেদি গাছ। [সং.]।

মেম—বি. ইউরোপীয় নারী। [ইং. ma'am < madam]। বি. **মেমসাহেব**—মেম; মেমের ন্যায় চালচলনে অভ্যস্তা নারী।

মেম্বার, মেম্বর—বি. সভ্য, সদস্য। [ইং. member]।

মেয়—বিণ. পরিমাণ অনুমান বা জ্ঞানের যোগ্য (মুষ্টিমেয় ভিক্ষা, অমেয় প্রেম বা করুণা)। [সং. √মা + য (র্ম)]।

মেয়াদ—**মিয়াদ**-এর রূপভেদ।

মেয়ে—(১) বি. কন্যা, দুহিতা (বামুনের মেয়ে); বালিকা (ছেলেমেয়ে); নারী, স্ত্রীলোক (মেয়েপুরুষ)। (২) বিণ. স্ত্রীজাতীয় (মেয়েবিড়াল)। [< প্রা. বাং. মাইয়া < সং. মাতৃকা]। বি. **~ছেলে, ~মানুষ**—স্ত্রীলোক, নারী। বিণ. **~লি, ~লী**—নারীসুলভ, কেবল মেয়েদেরই (পুরুষের নহে) পক্ষে স্বাভাবিক এমন (মেয়েলি ছড়া, মেয়েলি ঝগড়া)। বি. **~লিপনা, ~লীপনা**—নারীসুলভ হাবভাব বা আচার-আচরণ।

মেরজাই—বি. ফতুয়াজাতীয় জামাবিশেষ। [ফা. মির্জাই]।

মেরাপ—বি. দরমা হোগলা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী মণ্ডপ; তোরণ। [আ. মেহ্রাব]।

মেরামত—বি. জীর্ণসংস্কার (রাস্তা বা বাড়ী মেরামত)। [আ. মরাম্মৎ]। **মেরামতি, মেরামতী**—(১) বি. মেরামতের কাজ। (২) বিণ. মেরামত-সম্বন্ধীয়; মেরামত করা হইয়াছে বা হইবে এমন।

মেরিনো, মেরুনো—(১) বি. স্পেন-দেশীয় মেরিনো ভেড়ার লোমে তৈয়ারি পাতলা কাপড়বিশেষ। (২) বিণ. উক্ত ভেড়ার লোমে তৈয়ারি। [পো. Merino]।

মেরু—বি. পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদেশ, pole (উত্তর মেরু); সুমেরু-পর্বত; জপমালার গ্রন্থিবীজ বা প্রধান বীজ; পিঠের দাঁড়া। [সং.]। বি. **~দণ্ড**—শিরদাঁড়া। বি. **~জ্যোতি, ~প্রভা**—মেরু-অঞ্চলে আকাশে দৃষ্ট আলোকচ্ছটাবিশেষ, aurora। বিণ. **~দণ্ডী** (-ণ্ডিন্)—মেরুদণ্ডবিশিষ্ট (প্রাণী)। বি. **~রেখা**—পৃথিবীর বা যে-কোন ঘূর্ণমান বস্তুর কেন্দ্ররেখা; যে কল্পিত রেখাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ পরিভ্রমণ করিতেছে, axis।

মেল১—(১) বি. ডাক (আজকের মেলের চিঠি); ডাক ও যাত্রী বহনকারী গাড়ি (পঞ্জাব মেল)। (২) বিণ. ডাকবাহী (মেল ট্রেন)। [ইং. mail]।

মেল২—বি. মিলন, ঐক্য; জনতা, উৎসবস্থানাদিতে জনসমাবেশ (বহুলোকের মেল); (বাং.) কুলীনদিগের বিভাগবিশেষ (ফুলিয়া মেল)। [সং. √মিল্ + অ (ভা)]। **~ক**—(১) বিণ. মিলনকর। (২) বি. সঙ্গ, সহবাস; সমূহ। বি. **~ন**—মিলন।

মেলা১—**মিলা**-র চলিত রূপ।

মেলা২—বি. অস্থায়ী হাট, যাহা উৎসবাদি উপলক্ষে বসে এবং যেখানে নানারূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে (পূজার মেলা, রথের মেলা); অস্থায়ী প্রদর্শনী (স্বদেশী শিল্পের মেলা); জনসমাগম; সমাজ, সভা (পণ্ডিতের মেলা)। [সং. √মিল্ + অ (ভা) + আ]।

মেলা৩—বিণ. বহু, অনেক (মেলা লোক, মেলা খরচ, মেলা খাবার)। [দেশী]।

মেলা৪—(১) ক্রি. খোলা, উন্মীলিত করা (চোখ মেলা); প্রসারিত করা (রোদে কাপড় মেলা, 'আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা': রবীন্দ্র)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √মীল্ + বাং. আ]।

মেলান (নো)১—**মিলান**-র চলিত রূপ। [**মিলা** দ্রঃ]।

মেলান২, **মেলানো**২—(১) ক্রি. খোলা বা খোলান, উন্মীলিত করা বা করান; প্রসারিত করা বা করান, বিছানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [**মেলা**৪ দ্রঃ]।

মেলানি—বি. (প্রা. কা.) মিলন; বিদায়কালীন প্রীতি-সম্ভাষণ; বিদায়-উপহার; ভেট, তত্ত্ব। [**মেল**২ দ্রঃ]।

মেলামেশা—**মিলামিশা**-র চলিত রূপ।

মেশা, মেশান (নো), মেশামিশি—যথাক্রমে **মিশা**, **মিশান** ও **মিশামিশি**-র চলিত রূপ।

মেশিন—বি. যন্ত্র, কল। [ইং. machine]।

মেষ—বি. ভেড়া, মেড়া ('মানুষ আমরা, নহি ত মেষ': দ্বি. রা.); (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের প্রথম রাশি। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **মেষী**।

মেস—বি. বিভিন্ন ব্যক্তি চাঁদা দিয়া যেখানে একত্র থাকে; আহারের ও বাসের বারোয়ারী স্থান। [ইং. mess]।

মেসো—বি. মাসীর স্বামী। [বাং. মাসী + উয়া > ও]।

মেস্তা—বি. একপ্রকার পাটগাছ। [দেশী]।

মেহ—বি. প্রস্রাবের পীড়াবিশেষ। [সং.]। (কাব্যে) মেঘ ('ঘন ঘন গর্জিত মেহ': রবীন্দ্র)।

মেহগনি—বি. মূল্যবান্ কাঠবিশেষ বা তাহার গাছ। [ইং. mahogany]।

মেহনত, মেহনৎ, মেহন্নত—বি. (প্রধানতঃ দৈহিক)

পরিশ্রম। [আ. মিহ্নৎ]। বি. **মেহনতানা, মেহনতি**—পারিশ্রমিক, মজুরি। বিণ. **মেহনতি, মেহনতী**—মেহনতকারী, শ্রমজীবী (মেহনতি মানুষ); শ্রমসাধ্য (মেহনতি কাজ)।

মেহেদি, মেদি—বি. চিরসবুজ ছোট গাছবিশেষ, হেনা-ফুল বা তাহার গাছ অথবা পাতা। [হি. মেহ্দী<সং. মেন্ধী]।

মেহেরবান—বিণ. দয়ালু। [ফা. মিহ্রবান]। বি. **মেহেরবানি**—দয়া।

মৈ—**মই**-র বানানভেদ।

মৈত্র—(১) বিণ. মিত্র-সম্বন্ধীয়। (২) বি. মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য; ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। [সং. মিত্র+অ (ভা)]। বি. **মৈত্রী, মৈত্র্য**—মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য: সন্ধি, সহযোগ। **মৈত্রেয়**—(১) বিণ. মিত্র-সম্বন্ধীয়। (২) বি. বুদ্ধদেব; ভাবী বুদ্ধ; মুনিবিশেষ।

মৈথিল—বিণ. মিথিলাদেশীয়, মিথিলাবাসী, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক। [সং. মিথিলা+অ]। বি. (স্ত্রী.) **মৈথিলী**—মিথিলারাজকন্যা সীতা: মিথিলার ভাষা।

মৈথুন—বি. রতিক্রিয়া, স্ত্রী-পুরুষের যৌনসংসর্গ। [সং. মিথুন+অ]।

মৈনাক—বি. পৌরাণিক পর্বতবিশেষ। [সং.]।

মোকদ্দমা—**মকদ্দমা**-র বানানভেদ।

মোকররি, মোকররী—বিণ. নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে ভোগ্য (মোকররি স্বত্ব বা জমি)। [আ.মুকর্‌রর্]।

মোকাবিলা—বি. সামনাসামনি বোঝাপড়া, পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা (দুই দলের মোকাবিলা); নিষ্পত্তি (পরিস্থিতির মোকাবিলা)। [আ. মুকাবলা]।

মোকাম—বি. বাসস্থান; আড্ডা, আস্তানা: বাণিজ্য-স্থান। [আ. মুকাম্]।

মোকুব—**মকুব**-এর বিরল বানান।

মোক্তা$_1$—বিণ. মোটামুটি (মোক্তা হিসাব)। [আ. মুকাত্তা]।

মোক্তা$_2$ (-ক্তৃ)—বিণ. মোচনকর্তা, মুক্তিদাতা। [সং. √মুচ্+তৃ (তৃ)]।

মোক্তার—বি. অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণিভুক্ত আইনজীবিবিশেষ; মকদ্দমাদি চালাইবার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি, আমমোক্তার। [আ. মুখ্তাআর্]। বি. **~নামা**—আমমোক্তারের নিয়োগপত্র। বি. **মোক্তারি**—মোক্তারের বৃত্তি।

মোক্ষ—বি. ভববন্ধন হইতে মুক্তি: কৈবল্য, অপবর্গ, নির্বাণ, নিষ্কৃতি; মুক্তি; মৃত্যু। [সং. √মোক্ষ্+অ (ভা)]। বি. **~ণ**—মোচন, নিঃসারণ, ক্ষরণ (রক্তমোক্ষণ)। বিণ. **~দ**—মোক্ষদায়ক। **~দা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) মোক্ষদায়িনী। (২) বি. মুক্তিদায়িনী, গঙ্গা, দুর্গা। বি. **~ধাম**—কৈবল্যধাম, মুক্তিস্থান। বি. **~পদ**—মোক্ষপ্রাপ্ত অবস্থা, মুক্তব্যক্তির অবস্থা।

মোক্ষম—বিণ. নির্ঘাত; সাংঘাতিক, কঠিন (মোক্ষম মার খাওয়া বা সাজা পাওয়া)। [আ. মহ্কম্]।

মোগল, মোঙ্গল, মুঘল—বি. মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী তাতার-জাতির শাখাবিশেষ; তুর্কমানজাতির শাখাবিশেষ: ভারত-ইতিহাসে সম্রাট্ বাবর ও তাঁহার বংশধর। [ফা. মুগল্]। বিণ. **মোগলাই**—মোগলসুলভ; মোগলদের মধ্যে প্রচলিত: মোগল-সম্বন্ধীয়। **মোগলাই পরটা**—ডিম পিয়াজ মসলা প্রভৃতির পুর দিয়া তৈয়ারি পরটা।

মোচ—বি. কলমাদির অগ্রভাব, নিব (কলমের মোচ); গোঁফ। [প্রা. মস্সু<সং. শ্মশ্রু]।

মোচড়—বি. পাক; (আল.) বাগে পাইয়া চাপ দেওয়া (মোচড় দিয়ে টাকা আদায়)। [মুচড়া দ্রঃ]।

মোচড়া, মোচড়ান (মো)—যথাক্রমে **মুচড়া** ও **মুচড়ান**-র চলিত রূপ।

মোচন—বি. মুক্তিদান; উন্মুক্ত করা, উদ্ঘাটন (দ্বারমোচন); অপনোদন, দূরীকরণ (দুঃখমোচন, অভাবমোচন); ত্যাগ, নিক্ষেপ (অশ্রুমোচন, শরমোচন)। [সং. √মুচ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **মোচক**—মোচন করে এমন। বিণ. **মোচিত**—মোচন করা হইয়াছে এমন। বিণ. **মোচনীয়, মোচ্য**—মোচনযোগ্য, ছাড়া পাওয়ার বা ছাড়ানর উপযুক্ত। বিণ. (সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত)। **~মোচী**—মোচন করে বা খসায় এমন (পর্ণমোচী)।

মোচা—বি. (বাং.) কলার ফুল বা মঞ্জরী: কলাগাছ। [সং. মোচ+আ]। বিণ. **~কৃতি**—মোচার ন্যায় আকারবিশিষ্ট; (স. প.) শঙ্কবাকার; conical।

মোচ্ছব—**মচ্ছব**-এর বানানভেদ।

মোছা, মোছান (মো)—যথাক্রমে **মুছা** ও **মুছান**-র চলিত রূপ।

মোজা—বি. সুতা রেশম পশম ইত্যাদির তৈয়ারি পায়ের আবরণ। [ফা. মোজহ্]। **গরম মোজা**—পশমী মোজা। **ফুল মোজা**—হাঁটু হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত ঢাকে এমন মোজা। বি. **হাত-মোজা**—দস্তানা। বি. **হাফমোজা**—পদাঙ্গুলি হইতে পায়ের ডিম পর্যন্ত ঢাকে এমন মোজা।

মোট$_1$—বিণ. আসল, সার, মোদ্দা (মোট কথা)। [সং. মূল]। **মোট কথা**—আসল কথা; সংক্ষিপ্তসার।

মোট$_2$—(১) বি. সমষ্টি (বিভিন্ন সংখ্যার মোট)। (২) বিণ. সর্বসমেত, সাকল্যে, সমুদয়ে (মোট তিন মাস, মোট পঞ্চাশ জন)। [সং. সমষ্টি]। বিণ. ক্রি-বিণ. **মোটামুটি**—স্থূল হিসাবে (মোটামুটি একমাস); স্থূলভাবে (মোটামুটি জানি); মোটের উপর (মোটামুটি ভালো)। ক্রি-বিণ. **মোটে**—সাকল্যে, একুনে (মোটে দুটাকা); সবেমাত্র (মোটে ত এলাম)); আদৌ (মোটে পড়াশুনা করে না); কেবল (মোটে এইটুকু)। ক্রি-বিণ. **মোটেই**—একেবারেই, আদৌ, একটুও (মোটেই ভালো নয়)। **মোটের উপর**—স্থূলতঃ, সবকিছু বিচার করিয়া দেখিলে (মোটের উপর ভালো)।

মোট$_3$—বি. বোঝা, ভার (মোট বওয়া); বস্তা, গাঁটরি (মোট বাঁধা)। [তা. মোট্টই]। বি. **~ঘাট**—পোঁটলা-পুঁটলি, গাঁটরিসমূহ। বিণ. **~বাহক**—মুটে।

মোটর—বি. হাওয়া-গাড়ি ; বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রবিশেষ, যদ্দ্বারা অন্য যন্ত্র চালান হয়। [ইং. motor]। বি. ~**গাড়ি**—হাওয়া-গাড়ি।

মোটা—(১) বিণ. মাংসল, মেদবহুল (মোটা শরীর) ; স্থূল, পুরু (মোটা কাপড়) ; সরু বা মিহির বিপরীত (মোটা চাল) ; ভারী, কর্কশ (মোটা গলা বা সুর) ; স্থূল, ভোঁতা (মোটা বুদ্ধি) ; অনেক, অধিক (মোটা লাভ, মোটা খরচ, মোটা টাকা) ; সহজ, সাধারণ (মোটা কথা, মোটা হিসাব) ; নিপুণতাহীন, অসূক্ষ্ম (মোটা কাজ)। (২) ক্রি. মোটান। [দেশী]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. মোটা হওয়া, স্থূলাঙ্গ হওয়া (সে খুব মুটিয়েছে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। বিণ. ~**সোটা**—হৃষ্টপুষ্ট।

মোড়—বি. বাঁক (রাস্তার মোড়)। [সং. মুণ্ড]।

মোড়ক—বি. পুরিয়া, পুলিন্দা, প্যাকেট। [তু. মোড়া২]।

মোড়ল—বি. গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, গ্রামণী ; দলের প্রধান ব্যক্তি, সর্দার, পাণ্ডা ; মণ্ডল। [<সং মণ্ডল]। বি. **মোড়লি**—মোড়লের পদ বা কাজ ; (শ্লেষে) অনাবশ্যক বা অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব।

মোড়া১—বি. বেত্রাদি-নির্মিত টুলজাতীয় আসনবিশেষ ; বেত্রাদি-নির্মিত ধান-চাউল রাখিবার আধারবিশেষ। [হি.]।

মোড়া, মোড়ান (-নো)—যথাক্রমে মুড়া১,২ ও মুড়ান-র চলিত রূপ (কাগজে মোড়া পুরিয়া)।

মোড়া৩—বি. পাক, মোচড়, আবর্তন (মোড়া দেওয়া, মোড়া খাওয়া)। [মুড়া১ দ্রঃ]। বি. ~**মুড়ি**—বারংবার পাক দেওয়া, মোচড়ামুচড়ি ; (আল.) অনেক দর-কষা-কষি।

মোণ্ডা—মণ্ডা-র রূপভেদ ;

মোতা, মোতানো—মুতা, মুতানো দ্রঃ।

মোতাবেক—ক্রি-বিণ. অনুসারে, অনুযায়ী (আইন মোতাবেক)। [আ. মুতাবিক্]।

মোতায়েন—বিণ. নিযুক্ত, রত (পাহারা মোতায়েন) ; পাহারারত (মোতায়েন প্রহরী)। [আ. মুতাইন্]।

মোতি—বি. মুক্তা। [সং. মৌক্তিক]। বিণ. ~**য়**—(প্রা. কা.) মুক্তানির্মিত। বি. ~**চুর**—মিঠাইবিশেষ মিহিদানা।

মোতিয়া—বিণ. বেলজাতীয় পুষ্পবিশেষ। [হি.]।

মোথা—বি. (প্রাদে.) মূল, গোড়া (বাঁশের মোথা)। [সং. মস্ত]।

মোদক—(১) বি. মোয়া, লাড়ু ; ভাঙ ও চিনি ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারি একপ্রকার কবিরাজি ঔষধ ; ময়রা, হিন্দু জাতিবিশেষ। (২) বিণ. আনন্দদায়ক। [সং. √মুদ্ + ণিচ্ + অক(র্তৃ)]।

মোদা—বিণ. আবৃত, ঢাকা। [মুদা দ্রঃ]।

মোদিত—বিণ. আমোদিত ; আনন্দিত, প্রফুল্ল। [সং. √মুদ্ + ণিচ্ + ত(র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মোদিতা**।

মোদী (-দিন্)—বিণ. আনন্দদায়ক। [সং. √মুদ্ + ণিচ্ + ইন্(র্তৃ)] ; হর্ষযুক্ত। [সং. √মুদ্ + ইন্(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **মোদিনী**।

মোদের—সর্ব. (কা. ও গ্রা.) আমাদের ; আমাদিগকে ('মোদের কিছু নাই রে নাই' : রবীন্দ্র)।

মোদ্দা—অব্য. কিন্তু (মোদ্দা যাওয়া চাই-ই) ; আসল, প্রকৃত (মোদ্দা কথা)। [আ. মুদ্দাআ]।

মোনা—বি. ঢেঁকির মুষল। [দেশী]।

মোনাসেব (সিব), মোবারক—যথাক্রমে মুনাসিব ও মুবারক-র চলিত রূপ।

মোম—বি. মৌচাকের মধু-নিষ্কাশনের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে ; মধূত্থ ; প্যারাফিন চর্বি ইত্যাদিতে প্রস্তুত পদার্থবিশেষ। [ফা.]। **মোমের পুতুল**—মোমনির্মিত পুতুল ; (আল.) সামান্য পরিশ্রমে বা কষ্টে কাতর হইয়া পড়ে এমন ব্যক্তি। বি. ~**জামা**, ~**ঢাল**, ~**ঢালা**—মোমের প্রলেপ দেওয়া বস্ত্র যাহা জলে ভেজে না। বি. ~**বাতি**—প্যারাফিন চর্বি প্রভৃতিতে প্রস্তুত বাতি।

মোমিন—বি. ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ; মুসলমান-তন্তুবায় সম্প্রদায়। [আ. মুমিন]।

মোয়—সর্ব. (প্রা. কা.) আমায়, আমাতে ; আমাকে ('কো তুঁহু বোলবি মোয়' : রবীন্দ্র)।

মোয়া—বি. নাড়ু। [সং. মোদক]। **ছেলের হাতের মোয়া**—(আল.) অতি সহজলভ্য বস্তু।

মোয়াজ্জিম—মুয়াজ্জীম-এর রূপভেদ।

মোর—সর্ব. (কা. ও গ্রা.) আমার।

মোরগ—বি. কুক্কুট। [ফা. মুর্গ]। বি.(স্ত্রী.) মুরগী, মুর্গী। বি. ~**ফুল**—মোরগের ঝুঁটির ন্যায় আকারের রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

মোরচা, মোর্চা—বি. আন্দোলন বা সংগ্রামের জন্য সংগঠিত বিভিন্ন দলের জোট। [হি.]।

মোরব্বা—বি. চিনির রসে পাক-করা আম, বেল ইত্যাদি ফল। [আ. মুরব্বা]।

মোরা—সর্ব. (কা. ও গ্রা.) আমরা ('মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য' : রবীন্দ্র)।

মোরে—সর্ব. (কা. ও গ্রা.) আমাকে ('মোরে ডাকি লয়ে যাও' : রবীন্দ্র)।

মোলাকাত—মুলাকাত-এর রূপভেদ।

মোলায়েম, মোলাম—বিণ. কোমল ও মসৃণ। [আ. মুলাইম্]।

মোলাহেজা—বি. বিশেষভাবে পরীক্ষা বা বিচার। [আ. মুলাহজ়]।

মোল্লা—বি. মুসলমান পণ্ডিত পুরোহিত বা ব্যবস্থাপক। [তুর্. মুল্লা]। **মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত**—মোল্লার জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিধি মসজিদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ; (আল.) লোকের জ্ঞান ও ক্ষমতা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মোষ—মহিষ-এর কথ্য রূপ।

মোষড়ান (নো)—মুষড়ান-র চলিত রূপ।

মোসম্বী—বি. কমলাজাতীয় লেবুবিশেষ। [?]।

মোসম্মৎ—মুসম্মৎ-এর রূপভেদ।

মোসলেম—মুসলমান দ্রঃ।

মোসাহেব—বি. চাটুকার, তোষামুদে পার্শ্বচর। [আ.

মুসাহিব]। বি. **মোসাহেবি**—মোসাহেবের বৃত্তি, চাটুকারিতা।

মোহ—বি ষড়্‌রিপুর অন্যতম; চিত্তের অন্ধতা, অজ্ঞান, অবিদ্যা, মূঢ়তা, অচৈতন্য, ভ্রান্তি; বুদ্ধিভ্রংশ (মোহাচ্ছন্ন বা মোহাবিষ্ট মন); বিবেকহীনতা; মূর্ছা; মায়া; মাত্রাতিরিক্ত মমতা। [সং. √মুহ্ + অ(ভা)]। বিণ. **~কলিল**—অজ্ঞানকলুষিত। বি. **~ঘোর, ~তিমির**—মোহরূপ অন্ধকার; অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি। বি. **~নিদ্রা**—মোহরূপ নিদ্রা বা অচেতন অবস্থা। বি. **~নিরসন**—মোহনাশ। বি. **~বন্ধ, ~বন্ধন**—মায়ার বাঁধন বা প্রভাব। বি. **~মত্ততা, ~মদ**—অজ্ঞানজনিত দম্ভ বা মূঢ়তা। বি. **~মন্ত্র**—মোহ-সৃষ্টিকারী মন্ত্র। বিণ. **~মুগ্ধ**—মায়াদ্বারা প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন। বি **~মুদ্গর**—শঙ্করাচার্য-প্রণীত মোহ দূরীকরণের পথনির্দেশক শ্লোকসমষ্টি।

মোহড়া—**মহড়া**-র বিরল রূপ।

মোহন—(১) বি. সম্মোহন, মুগ্ধ করা, কামদেবের সম্মোহক বাণবিশেষ। (২) বিণ. মুগ্ধকারী (গোপীমোহন), চিত্তাকর্ষক, মনোহর (মোহন বেণু)। [সং. √মুহ্ + ণিচ্ + অন]। বি. **~ভোগ**—সুজি চিনি দুধ প্রভৃতিতে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ, সুজির পায়স। **মোহন মালা**—স্বর্ণনির্মিত হারবিশেষ। বিণ. **মোহনিয়া**—(কাব্যে) মুগ্ধকর, মোহজনক।

মোহনা—**মোহানা**-র রূপভেদ।

মোহন্ত—**মহান্ত**-র রূপভেদ।

মোহর—বি. স্বর্ণমুদ্রা; সীল বা নামের ছাপ। [ফা.]।

মোহরত—**মহরত**-এর রূপভেদ।

মোহরার, মোহরের—**মুহরি**$_2$-র রূপভেদ।

মোহা—ক্রি. (কাব্যে) মুগ্ধ বা মোহিত করা ('মোহিলে মনপ্রাণ')। [**মোহ** দ্রঃ—নামধাতু]।

মোহানা—বি. জলাশয়ের জল গমনাগমনের পথ বা মুখ; নদীর যে অংশ অন্য নদীতে বা সমুদ্রে মিলিয়াছে। [হি. মুহনা (সং. মুখ > মুহ + আনা)]।

মোহান্ত—**মহান্ত**-র রূপভেদ।

মোহাম্মদীয়—বিণ. মুসলমান-সম্প্রদায়ের; মুসলমান-ধর্মের; ইসলামি। [আ. মোহাম্মদ + বাং. ঈয়]।

মোহারম, মহরম—বি. ইমাম হাসান ও হোসেনের মৃত্যু-উপলক্ষ্যে মুসলমানদের পালনীয় শোকপর্ববিশেষ; গোঁয়ারা; মুসলমানী বৎসরের প্রথম মাস। [আ.]।

মোহিত—বিণ. মোহপ্রাপ্ত, আত্মহারা (নিজের ভাবে নিজেই মোহিত)। [সং মোহ + ইত]; মুগ্ধ করা হইয়াছে এমন; পুলকিত। [সং. √মুহ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **মোহিতা**।

মোহিনী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) মুগ্ধকারিণী (রূপের মোহিনী শক্তি); মনোহারিণী; পরমসুন্দরী। (২) বি. সম্মোহন-বিদ্যা; সমুদ্রমন্থনের পর নারায়ণ যে অপরূপ নারীমূর্তি ধারণ করিয়া অসুরদের ছলনাপূর্বক অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন। [সং. মোহ + ইন্ + ঈ]। বি. **~বিদ্যা**—সম্মোহন-বিদ্যা।

মোহ্যমান—**মুহ্যমান**-এর ব্যাকরণ-শুদ্ধ রূপ।

মৌ—**মউ**-এর বানানভেদ।

মৌক্তিক—বি. মুক্তা। [সং. মুক্তা + ইক (স্বার্থে)]।

মৌখিক—বিণ. বাচনিক; অ-লিখিত (মৌখিক স্বীকৃতি, মৌখিক পরীক্ষা); কেবল কথায় প্রকাশ করা হয় কিন্তু আন্তরিক নহে এমন (মৌখিক ভালবাসা); কথ্য (মৌখিক ভাষা); মুখ-সম্বন্ধীয়। [সং. মুখ + ইক]।

মৌচাক—**মউচাক**-এর বানানভেদ।

মৌজ—বি. নেশাগ্রস্ত অবস্থা, নেশাঘোর, খেয়াল। [আ.]।

মৌজা—বি. গ্রাম; গ্রামসমষ্টি; পরগনার বিভাগ বা অংশ। [আ মৌজাআ]।

মৌতাত—বি. নিয়ম-মাফিক সময়ে নেশা করিবার প্রবল স্পৃহা; নিয়মিত সময়ে মাদকদ্রব্য সেবন (মৌতাত জমিবে)। [আ. মৌতাদ]।

মৌদ্গল্য—বি. মুদ্গল-মুনির সন্তান বা বংশ, গোত্র-বিশেষ। [সং. মুদ্গল + য]।

মৌন—(১) বি. বাক্‌সংযম, তূষ্ণীম্ভাব, নীরবতা (মৌন-ভঙ্গ)। (২) (বাং.) বিণ. নীরব, নিঃশব্দ (মৌন ইশারা, মৌন শোভাযাত্রা, 'কোটি মৌনকণ্ঠপূর্ণ': রবীন্দ্র)। [সং. মুনি + অ (ভা)]। বি. **~ভঙ্গ**—মৌনভাব ত্যাগ। বি. **~ব্রত**—বাক্‌সংযম-ব্রত। বি. **মৌনাবলম্বন**—কথা বলা বন্ধ করা। বিণ. **মৌনী** (-নিন্)—মৌনা-বলম্বী, কথা বলা বন্ধ করিয়াছে এমন, নির্বাক্।

মৌমাছি—**মউমাছি**-র বানানভেদ।

মৌরলা, মৌরালা—বি. ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [সং. মুরলা]।

মৌরসি, মৌরসী—**মৌরুসি**-র রূপভেদ।

মৌরি—বি. মসলারূপে ব্যবহৃত শস্যবিশেষ। [সং. মধুরিকা]।

মৌরুসি, মৌরুসী—বি. পৈতৃক; পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত বা ভোগ্য। [আ. মউরূস]। **মৌরুসি পাট্টা**—খাজনার বিনিময়ে পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ করার বন্দোবস্ত বা ঐ বন্দোবস্তের দলিল।

মৌর্বী—বি. মূর্বাতৃণ-নির্মিত জ্যা, ধনুকের ছিলা। [সং. মূর্বা + অ + ঈ]।

মৌর্য—বি. মুরার সন্তান চন্দ্রগুপ্ত বা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ। [সং. মুরা + (অপত্য-অর্থে) য]।

মৌল$_1$—(১) বিণ. মূল-সম্বন্ধীয়; মূলোৎপন্ন; আদিম। (২) বি. (বিজ্ঞা.) কেবল একজাতীয় পরমাণুর সমবায়ে সৃষ্ট পদার্থ, element [বি. প.]। [সং. মূল + অ]। [**মৌলিক** দ্রঃ]।

মৌল$_2$—বি. মুকুল; মহুয়া। [**মউল** দ্রঃ]। [সং. মুকুল]।

মৌলবী—বি. মুসলমান পণ্ডিত বা অধ্যাপক। [আ.]।

মৌলানা—বি. মৌলবী অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর মুসল-মান পণ্ডিত। [আ.]।

মৌলি, মৌলী—বি. মুকুট, কিরীট: মস্তক (চন্দ্র-মৌলি); চূড়াবাঁধা কেশ। [সং. মূল + ই, ঈ]।

মৌলিক—বিণ. মৌল; মূল-সম্বন্ধীয়; জন্মগত (মৌলিক

অধিকার) ; আদিম ; অবিভাজ্য (মৌলিক স্বরধ্বনি) ; প্রথম উদ্ভাবিত, নিজস্ব (মৌলিক রচনা) ; স্বাধীন (মৌলিক চিন্তা) ; বংশজ, অকুলীন (মৌলিক বংশ) ; (বিজ্ঞা.) কেবল একজাতীয় পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন, elementary [বি. প.] ; যে-পদার্থে কোনো প্রকার মিশাল নাই। [সং. মূল+ইক]। বি. ~তা, ~ত্ব—স্বকীয়তা।

মৌষল, মৌসল—বিণ. মুষল-সম্বন্ধীয় ; মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্যতম। [সং. মুষল, মুসল+অ]।

মৌসুম—বি. ঋতু, মরসুম ; দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে প্রবাহিত বায়ুস্রোত, যাহাতে বর্ষার আবির্ভাব হয় ; monsoon ; বর্ষাকাল। [আ. মৌসিম]। বিণ. **মৌসুমি, মৌসুমী**—বর্ষাকালীন, বারিবর্ষী ; ঋতুগত, মরসুমি।

ম্যাও—মেও-এর বানানভেদ।

ম্যাগাজিন—বি. সাময়িক পত্রিকা ; বারুদঘর ; অস্ত্রভাণ্ডার। [ইং. magazine]।

ম্যাচ₁—বি. দুই দলের ক্রীড়া-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [ইং. match]।

ম্যাচ₂, ম্যাচিস—বি. দিয়াশলাই। [ইং. matches]।

ম্যাজম্যাজ—**মেজমেজ**-এর বানানভেদ (গা ম্যাজম্যাজ করা)।

ম্যাজিস্ট্রেট—বি. (সাধারণতঃ জেলার) ফৌজদারী বিচারক ও শাসনকর্তা। [ইং. magistrate]।

ম্যাজেন্টা—বি. ঈষৎ বেগনী আভাযুক্ত লাল রঙবিশেষ। [ইং. magenta]।

ম্যাড়ম্যাড়—অব্য. মালিন্যের বা অনুজ্জ্বলতার ভাবপ্রকাশক। [দেশী]। বিণ. **ম্যাড়মেড়ে**—মলিন ; অনুজ্জ্বল (ম্যাড়মেড়ে লাল রং)।

ম্যানেজার—বি. অধ্যক্ষ, পরিচালক, প্রধান কর্মচারী। [ইং. manager]।

ম্যাপ—বি. মানচিত্র ; দেশ জমি প্রভৃতির নকশা। [ইং. map]।

ম্যালেরিয়া—বি. কম্পজ্বরবিশেষ। [ইং. malaria]।

ম্রক্ষণ—বি. মাখা, লেপন ; মিশ্রণ। [সং. √ম্রক্ষ্+অন (ভা)]।

ম্রিয়মাণ—বিণ. (সং.) মরণাপন্ন ; (বাং) কাতর, বিষাদগ্রস্ত ('সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ' : রবীন্দ্র)। [সং. √মৃ+মান(শানচ্)(র্ত্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **ম্রিয়মাণা**।

ম্লান—বিণ. মলিন (ম্লান রূপ) ; বিশীর্ণ (চেহারা ম্লান) ; ক্ষীণ, নিষ্প্রভ (ম্লান আলোক) ; বিষণ্ণ (ম্লান মুখ) ; ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দুর্বল (ম্লান কণ্ঠে) ; হ্রাসপ্রাপ্ত (গৌরব ম্লান হওয়া)। [সং. √ম্লৈ+ত(র্ত্তৃ)]। বি. ~তা, ~ত্ব, **ম্লানি**। বি. **ম্লানিমা** (-মন্)—ম্লান ভাব। বিণ. **ম্লানায়মান**—ম্লান হইতেছে এমন।

ম্লায়মান—বিণ. ম্লান বা অন্ধকার হইয়া আসিতেছে এমন ('ম্লায়মান পথ' : রবীন্দ্র)। [সং. ম্লৈ+মান(শানচ্) (র্ত্তৃ)]।

ম্লেচ্ছ—(১) বি. অনার্য জাতি ; যবন ; বৈদেশিক জাতি ; চণ্ডালাদি অন্ত্যজ শ্রেণী ; অহিন্দু। (২) বিণ. অনার্যসুলভ ; যাবনিক ; হিন্দুবিরোধী ; পাপিষ্ঠ, কদাচারী। [সং.]। বি. **ম্লেচ্ছাচার**—ম্লেচ্ছের ন্যায় আচরণ ; কদাচার। বিণ. **ম্লেচ্ছাচারী**—ম্লেচ্ছাচার করে এমন ; কদাচারী।

য

য₁—বাঙ্গালা বর্ণমালার ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ।

য₂—যত-র সংক্ষিপ্ত কথ্য রূপ (যদিন)।

যক—বি. যক্ষ ; ভূগর্ভে প্রোথিত অর্থরাশির রক্ষক প্রেতযোনি ; (আল.) অতি কৃপণ ব্যক্তি। [সং. যক্ষ]। ক্রি. **যক দেওয়া**—সঞ্চিত ধনরত্নসহ একটি জীবন্ত বালককে ভূগর্ভে সমাধি দেওয়া, যাহাতে ঐ বালক মৃত্যুর পরে যক্ষরূপ ধারণপূর্বক উক্ত ধনরাশি রক্ষা করে (পূর্বে কৃপণরা অন্ধ সংস্কারের বশে এই অনুষ্ঠান করিত) ; (অশি.) ঠকাইয়া লওয়া। **যকের ধন**—যক-দেওয়া ধন, প্রাণপণে রক্ষিত ধন ; (আল.) অতিশয় কৃপণের ধন।

যকৃৎ—বি. উদরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত পিত্তনিঃসারক গ্রন্থিময় যন্ত্র, liver ; পিত্তাশয়বর্ধক পীড়াবিশেষ। [সং.]।

যক্ষ—বি. দেবযোনিবিশেষ : যক ; (বিদ্রূপে) অতি কৃপণ ব্যক্তি। [সং.]। বি. ~**পুরী**—কৈলাসপর্বতোপরি কুবেরের রাজধানী, অলকা। বি. ~**রাজ**—ধনাদির অধিদেবতা কুবের।

যক্ষুনি, যক্ষনি—**যখনই**-র কথ্য রূপ।

যক্ষ্মা (-ক্ষ্মন্)—বি. ক্ষয়রোগবিশেষ, ক্ষয়কাশ, phthisis। [সং. √যক্ষ্+মন্(ধি)]।

যখন—ক্রি-বিণ. যে-সময়ে ; যেহেতু (দেরী যখন হলই তখন কথাটা শুনে যাও)। [সং. যৎক্ষণ]। **যখন যেমন তখন তেমন**—(পারিপার্শ্বিক) অবস্থানুযায়ী আচরণ। ক্রি-বিণ. ~**ই, যখনি**—যেইমাত্র (যখনি খিদে পাবে তখনি খেও) ; যে-কোন সময়েই (যখনি ডাকি তখনি তুমি পালাও)। বিণ. ~**কার**—যে সময়ের। **যখনকার যা তখনকার তা**—সময়ের কাজ সময়েই করা উচিত। ক্রি-বিণ. **যখন-তখন**—সময়-অসময় বিচার না করিয়া (যখন-তখন তাগাদা) ; ঘনঘন (যখন-তখন জ্বর আসছে), যে-কোন সময়েই।

যছু—সর্ব. (প্রা. কা.) যাহার ('যছু পদযুগে গায়' : চৈ.চ.)। [সং. যস্য]।

যজন—বি. যজ্ঞ ; দেবতার পূজা করা। [সং. √যজ্+অন (ভা)]। বিণ. **যজনীয়, যজ্য**—যজনযোগ্য।

যজমান—বি. যজ্ঞ বা পূজাদির অনুষ্ঠানকর্তা ; পুরোহিত যাহার মঙ্গলার্থ দেবোপাসনা করেন (ধনী যজমান)। [সং. √যজ্+মান(শানচ্)]।

যজমানি—বি. পৌরোহিত্য-ব্যবসায়। [সং. যজমান+বাং. ই]। বিণ. **যজমানী, যজমেনে**—পৌরোহিত্যব্যবসায়ী (যজমেনে বামুন)।

যজা—ক্রি. যজান। [সং. √যজ্+বাং. আ]। **যজান, যজানো**—(১) ক্রি. (অবজ্ঞার্থে) পৌরোহিত্য করা,

যাজন করা ; (অশি.) বিষম ক্ষতি করা বা সর্বনাশ করা। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে।

যজুঃ (-জুস্), **যজুর্বেদ**—বি. প্রধান তিনটি বেদ-এর অন্যতম, মুখ্যতঃ গদ্যময় এবং বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিধান-সংবলিত। [সং. √যজ্ + উস্ (শে).+বেদ]। বিণ. **যজুর্বেদী** (-দিন্)—যজুর্বেদজ্ঞ ; যজুর্বেদানুসারে কর্মকারী ও তাঁহার বংশপরম্পরা। বিণ. **যজুর্বেদীয়**—যজুর্বেদ-সম্বন্ধীয়।

যজ্ঞ—বি. দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের অনুষ্ঠান : বৈদিক ক্রিয়াবিশেষ, যাগ, ক্রতু ; হোম ; পুণ্যকর্ম ; (আল.) বিরাট্ ব্যাপার বা অনুষ্ঠান (এই অর্থে কথ্যভাষায় উচ্চারণ 'যজ্জি' বা 'যগ্গি')। [সং. √যজ্ + ন (ভা)]। বি. ~**কর্তা** (-র্তৃ)—যাজক। বি. ~**কুণ্ড**—হোমাগ্নি জ্বালিবার জন্য যজ্ঞস্থলে যে গর্ত খনন করা হয়। বি. ~**ডুমুর**, (কথ্য) **যজ্জি-ডুমুর**—বড় ডুমুরবিশেষ। বি. ~**ধূম**—হোমাগ্নির ধোঁয়া। বি. ~**পশু**—যজ্ঞে বলি দিবার উপযোগী প্রাণী : ছাগ : অশ্ব। বি. ~**পাত্র**—যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় বাসন-কোসন। বি. ~**পুরুষ**, **যজ্ঞেশ্বর**—নারায়ণ, বিষ্ণু। বি. ~**বেদী**—যজ্ঞস্থলে যে উচ্চ বেদী প্রস্তুত করা হয়। বি. ~**ভূমি**, ~**শালা**, ~**স্থল**—যে স্থানে যজ্ঞ করা হয়। বি. ~**সূত্র**, **যজ্ঞোপবীত**—পৈতা। বি. **যজ্ঞাংশভুক্** (-ভুজ্)—দেবতা। বি. **যজ্ঞাগ্নি**, **যজ্ঞানল**—হোমের আগুন। বিণ. **যজ্ঞীয়**—যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়।

যত—(১) সর্ব. যে-পরিমাণ (যত এল তত গেল, যত ছিল সব গেছে)। (২) বিণ. যে-সংখ্যক (যত লোক এসেছে) ; যে-পরিমাণ (যত হাসি তত কান্না) ; যাহা-কিছু (যত দুঃখ সব ঘুচবে) ; যাহা-কিছু, সমস্ত, সকল (যত নষ্টের গোড়া)। (২) ক্রি-বিণ. যে-পরিমাণে (যত দেখছি, যতই বলো)। [সং. যতি]। **যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা**—ছোট মুখে বড় কথা, স্পর্ধিত উক্তি। ক্রি-বিণ. ~**বার**—যে কয়গুণ ; যে-কয় দফা বা ক্ষেপ। ক্রি-বিণ. ~**কাল**, ~**ক্ষণ**, ~**দিন**—যে সময় পর্যন্ত, যাবৎ, যে অবধি। সর্ব. বিণ. ~**কিছু**—যাহা-কিছু সব ; যে পরিমাণ। সর্ব. বিণ. ~**খানি**—যে-পরিমাণ। সর্ব. বিণ. ~**গুলি**—যে-সংখ্যক ; যে-কয়টি।

যতন—যত্ন-এর কোমল রূপ। **যতনে রতন মেলে**—চেষ্টা করিলে শুভফল পাওয়া যায়।

যতমান—বিণ. যত্ন করিতেছে এমন, যত্নশীল। [সং. √যত্ (=প্রযত্ন) + মান(শানচ্) + (র্তৃ)]।

যতি১—বি. সন্ন্যাসী, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় ; ভিক্ষু, পরিব্রাজক। [সং. √যত্(=প্রযত্ন) + ই (র্তৃ)]।

যতি২—বি. বিধবা। [সং. √যম্ + তি (র্তৃ)]।

যতি৩—বি. পাঠমধ্যে শ্বাসগ্রহণের জন্য বিরামস্থান। [সং. √যম্(=বিরতি) + তি (ধি)]। বি. ~**চিহ্ন**—রচনাদি পাঠকালে কোথায় কোথায় থামিতে হইবে তাহার নির্দেশ-চিহ্ন অর্থাৎ দাঁড়ি কমা প্রভৃতি। বি. ~**পাত**, ~**ভঙ্গ**—ছন্দের ত্রুটি বা দোষবিশেষ।

যতী (-তিন্)—বি. তপস্বী, মুনি, সন্ন্যাসী, জিতেন্দ্রিয়, সংযত (যতীন্দ্র)। [সং. যত(=সংযম) + ইন্(অস্ত্যর্থে)]। বি. (স্ত্রী.) **যতিনী**—সদাচারপরায়ণা বিধবা।

যতেক—বিণ. (কাব্যে) যে-পরিমাণ ; যে-সংখ্যক ('কৃষ্ণের যতেক লীলা—') ; সমস্ত। [বাং. যত + এক]।

যৎ১—বি. সঙ্গীতের তালবিশেষ।

যৎ২ (-যদ্)—বিণ. যে (যৎকালে) ; যাহা (যদিচ্ছা)। [সং.]। ক্রি-বিণ. ~**কালে**—যে সময়ে। বিণ. ~**কিঞ্চিৎ**, ~**সামান্য**—কিয়ৎপরিমাণ ; অত্যল্প ; একটুমাত্র (যৎসামান্য পারিশ্রমিক)। বিণ. ~**পরিমাণ**—যে পরিমাণ, যতটা, যতটুকু। বিণ. ~**পরোনাস্তি**—যারপরনাই, অত্যন্ত, নিরতিশয় (যৎপরোনাস্তি আনন্দ)।

যত্ন—বি. পরিশ্রমসহকারে চেষ্টা, প্রয়াস (চাকরির জন্য যত্ন) ; সানুরাগ মনোযোগ (পড়াশুনায় যত্ন, দেহের যত্ন, সন্তানের যত্ন) ; শুশ্রূষা, সেবা (রোগীকে যত্ন)। [সং. √যত্ + ন]। বি. ~**আত্তি**—আদর, খাতির (কুটুম্বকে যত্ন-আত্তি)। ক্রি-বিণ. ~**পূর্বক**—যত্নের সহিত, সযত্নে। বিণ. ~**বান্** (-বৎ), ~**শীল**—যত্নকারী, সচেষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বতী**, ~**শীলা**।

যত্র—অব্য. যে স্থানে বা বিষয়ে ; যে-পরিমাণ, যেমন। [সং. যদ্ + ত্র]। **যত্র আয় তত্র ব্যয়**—আয়ের সমস্তই ব্যয় হয় অর্থাৎ কিছুই জমে না। ক্রি-বিণ. ~**তত্র**—যেখানে-সেখানে ; ইতস্ততঃ, স্থানের ভালমন্দ বিচার না করিয়া ; সর্বত্র।

যথা—অব্য. যেমন, যেরূপ 'যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে' : মধু.) ; যেরূপ...সেইরূপ (যথাশক্তি করা) ; উচিত, উপযুক্ত, নির্দিষ্ট (যথাকালে, যথাস্থানে) ; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বা উদাহরণস্বরূপ (দ্বীপ, যথা—সিংহল)। [সং. যদ্ + থা (প্রকারার্থে)]। ক্রি-বিণ. ~**কথঞ্চিৎ**—যে-কোন রকমে ; কষ্টেসৃষ্টে। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**কর্তব্য**—কর্তব্যানুযায়ী, কর্তব্যানুসারে। ক্রি-বিণ. ~**কালে**, ~**সময়ে**—উপযুক্ত সময়ে। ক্রি-বিণ. ~**ক্রমে**—ক্রমানুসারে, পরম্পর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে। ক্রি-বিণ. ~**জ্ঞান**—জ্ঞানানুসারে। ক্রি-বিণ. ~**তথা**—যেখানে-সেখানে, যত্রতত্র। ~**দিষ্ট**—(১) বিণ. আদেশানুরূপ। (২) ক্রি-বিণ. আদেশানুসারে। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**নিয়ম**, ~**বিধি**—বিধানানুযায়ী, নিয়ম-অনুযায়ী। বিণ. ~**নির্দিষ্ট**—যেরূপ স্থিরীকৃত বা আদিষ্ট। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**নুপূর্ব**—যথাক্রমে, পর-পর ক্রম অনুসারে। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**ন্যায়**—ধর্মসঙ্গত, ন্যায্য। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**পূর্ব**—পূর্ববৎ বা অতীতের মতো। **যথা পূর্বং তথা পরম্**—অবস্থা পূর্বের মতন : কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**বৎ**—বিধিঅনুযায়ী : আগের মতো, অপরিবর্তিত। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**বিধি**, ~**বিহিত**—নিয়মানুযায়ী, বিধান অনুসারে (যথাবিহিত সম্মানপূর্বক)। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**ভিমত**—ইচ্ছানুরূপ। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**যথ**—পরম্পরানুযায়ী : ঠিক ঠিক ; নির্ভুল (যথাযথ বর্ণনা)। বিণ. ~**যোগ্য**—ঠিক, যথোচিত (যথাযোগ্য ব্যবস্থা)। ক্রি-বিণ. ~**য়**—যেখানে। বিণ. ক্রি-বিণ. ~**রীতি**—

প্রচলিত আচার-অনুযায়ী. প্রথামত। বিণ. ক্রি-বিণ. **~রুচি**—প্রবৃত্তি-অনুযায়ী ; পছন্দমত। অব্য. **~লাভ** (কথ্য) যৎকিঞ্চিৎ বা অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। বিণ. ক্রি-বিণ. **~শক্তি, ~সাধ্য**—ক্ষমতানুযায়ী। বিণ. ক্রি-বিণ. **~শাস্ত্র**—শাস্ত্রীয় বিধান-অনুযায়ী। বিণ. ক্রি-বিণ. **~সম্ভব**—যতদূর সম্ভব হইতে বা ঘটিতে পারে ততদূর। বি. **~সর্বস্ব**—সমস্ত ধনসম্পদ্ (যথাসর্বস্ব দিয়া মানরক্ষা)। বি. **~স্থান**—উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট স্থান। **~স্থিতি**—(১) বিণ. প্রকৃত ; সত্য। (২) ক্রি-বিণ. যথার্থরূপে।

যথার্থ—বিণ. প্রকৃত. খাঁটি. সত্য। [সং. 'অর্থ' বা বিষয় অতিক্রম না-করিয়া. অব্যয়ী.]। বি. **~তা, যাথার্থ্য** দ্রঃ।

যথেচ্ছ, (বিরল) যথেচ্ছা—বিণ. ক্রি-বিণ. ইচ্ছামত. ইচ্ছানুসারে (যথেচ্ছ ব্যবহার)। [সং. যথা+ইচ্ছা]। বি. **যথেচ্ছাচার**—খুশিমত আচার-আচরণ, স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার ; উচ্ছৃঙ্খলতা। বিণ. **যথেচ্ছাচারী** (-রিন্) —স্বেচ্ছাচারী. স্বৈরাচারী ; উচ্ছৃঙ্খল। বিণ. (স্ত্রী.) **যথেচ্ছাচারিণী**।

যথেষ্ট—বিণ. ক্রি-বিণ. ইচ্ছামত ; ইচ্ছানুরূপ : (বাং.) প্রচুর (যথেষ্ট পরিমাণে. যথেষ্ট বয়স হয়েছে). ঢের. খুব (যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়)। [সং. যথা+ইষ্ট]।

যথোচিত, যথোপযুক্ত, যথোপযোগী (-গিন্)— বিণ. যেরূপ উচিত বা কর্তব্য সেইরূপ।

যদবধি—ক্রি-বিণ. যে সময় পর্যন্ত ; যে সময় হইতে। [সং. যদ্+অবধি]।

যদা—অব্য. যে সময়ে. যখন ; যেহেতু। [সং. যদ্+দা]।

যদি—অব্য. কার্যকারণ-সম্পর্ক বা হেতু (যদি মশায় কামড়ায় তবে জ্বর হবে) ; অবধারণ বা বিকল্প (যদি থাক তবে খুশি হই) : সম্ভাবনা (রোগী যদি জাগে তবে এই ঔষধ দিও) : সংশয় বা আশঙ্কা (যদি বৃষ্টি নামে তাই ছাতা নিলাম) ; যখন ('ব্যথা যদি দিলে আমায় ব্যথার মত ব্যথা দাও') প্রভৃতি অর্থজ্ঞাপক ও সংযোগমূলক শব্দ। [সং.]। অব্য. **~ই, ~স্যাৎ**—যদি-র দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক রূপ : একান্তই (যাবে যদিই, তবে যাও)। অব্য. **~ও, ~চ**—সত্ত্বেও। অব্য. **~না**—না যদি হইত বা হয়. না হইলেও। অব্য. **~বা**—যদিই : তবু যদি; অথবা যদি : একান্তই যদি।

যদু—বি. রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। [সং.]। বি **~কুল-পতি, ~নাথ, ~পতি**—শ্রীকৃষ্ণ। বি. **~বংশ**— শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন (তু. যাদব)। বি. **~মধু**—(তুচ্ছার্থে) অজ্ঞাত-অখ্যাত লোক, ইতর-সাধারণ।

যদৃচ্ছা—বি. স্বেচ্ছা, নিজের বাসনা বা খুশি (যদৃচ্ছা-ক্রমে) ; দৈবক্রম, স্বতঃসংঘটন, অনায়াস (যদৃচ্ছালব্ধ যদৃচ্ছা-কৃত শ্লোক)। [সং. যদ্+√ঋচ্ছ(=গতি)+অ (ভা)+আ]।

যদ্দিন—যতদিন-এর কথ্য রূপ।

যদ্যপি—অব্য. যদিও ; একান্তই যদি. যদিই। [সং. যদি +অপি]।

যন্তা (যন্তৃ)—বি. সারথি. পরিচালক. মাহুত। [সং. √যম্ (নিবৃত্তি)+তৃ(র্তৃ)]। [তু. **নিয়ন্তা**]।

যন্ত্র, (কথ্য) যন্তর—বি. কল. মেশিন (বৈদ্যুতিক যন্ত্র) ; শিল্পদ্রব্যাদি নির্মাণের হাতিয়ার (ছুতারের যন্ত্র) ; বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম (তাপমান যন্ত্র) ; সঙ্গীতাদি চারুকলা অনুশীলনের সাধনোপায় (বাদ্যযন্ত্র) : জীবদেহের ক্রিয়া-সাধক অঙ্গাদি (হৃদ্যন্ত্র. শ্বাসযন্ত্র) ; বাদ্য ; জাঁতা : (তন্ত্রে) দেবাদির অধিষ্ঠানচক্র অর্থাৎ আসনের রেখাঙ্কন। (জ্যোতিষ.) গ্রহাদির অবস্থানচিত্র ; (আল) যে ব্যক্তিকে হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহারপূর্বক কার্যোদ্ধার করা হয়। [সং. √যন্ত্র+অ (ণে)]। বি. **~কৌশল**—যন্ত্রসাহায্যে কাজ করার বা যন্ত্র ব্যবহার করার কৌশল। বি. **~তন্ত্র, ~পাতি**—যন্ত্রসমূহ ; যন্ত্রাদি ও অন্যান্য সরঞ্জাম। বি. **~দানব**—জীবনযাত্রায় যন্ত্র প্রাধান্য লাভ করার ফলে মানুষের শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে—এই ধারণা হইতে যন্ত্রকে দানবরূপে কল্পনা। বিণ. **~বৎ**— যন্ত্রের মত কাজ করে এমন, mechanical। বিণ. বি. **~বিৎ** (-বিদ্)—যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি. যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ। বি. **~বিদ্যা, ~বিজ্ঞান**— যন্ত্র ব্যবহারের বা নির্মাণের বিদ্যা। বি. **~যুগ**—যে যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় যন্ত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বি. **~শালা**—যে ঘরে যন্ত্রদ্বারা কাজ চলে. মেশিন-ঘর। বি. **~শিল্পী** (-ল্পিন্)—যন্ত্রাদি প্রয়োগে বা নির্মাণে দক্ষ ব্যক্তি. মেকানিক, এঞ্জিনিয়ার। বিণ. **~স্থ**— (পুস্তকাদিসম্বন্ধে) ছাপার মেশিনে ছাপা হইতেছে এমন, অর্থাৎ শীঘ্রই ছাপা শেষ হইয়া প্রকাশিত হইবে এমন।

যন্ত্রণ—বি. দমন. শাসন ; সঙ্কোচন ; পীড়ন। [তু. **নিয়ন্ত্রণ**]। [সং. √যন্ত্র্ (=বন্ধন)+অন (ভা)]।

যন্ত্রণা—বি. যাতনা. ক্লেশ. বেদনা। [সং. √যন্ত্র্+অন (ভা)+আ]।

যন্ত্রিত—বিণ. দমিত, শাসিত ; সংযমিত ; বদ্ধ ; মুদ্রিত। [তু. **নিয়ন্ত্রিত**]। [সং. √যন্ত্র্+ত (র্ম)]।

যন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—বি. যন্ত্রচালক ; বাদ্যযন্ত্র বাদনে বা যন্ত্র পরিচালনায় দক্ষ ব্যক্তি, বাদক ; ষড়্যন্ত্রকারী : (আল.) অপরকে যন্ত্রবৎ পরিচালনাকারী. পরিচালক (জীব যন্ত্র-মাত্র. যন্ত্রী পরমেশ্বর)। [সং. যন্ত্র্+ইন্]।

যব১—বি. ধান্য বা গোধূমজাতীয় শস্যবিশেষ, barley ; (জ্যোতিষ.) বৃদ্ধাঙ্গুলির যবাকার রেখাবিশেষ ; পরিমাণ-বিশেষ (১ যব=$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি)। [সং. যু+অ (র্তৃ)]।

যব২—ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) যখন। [সং. যদা]। ক্রি-বিণ. **~হু**—যখনই।

যবক্ষার—বি. তীব্র ক্ষারবিশেষ, carbonate of potash ; (অশু.) শোরা বা শোরাজাতীয় ক্ষার। [সং.

*আদিতে যন্ত্র-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই. তজ্জন্য যন্ত্র দ্রঃ।

যব (জাত)+ক্ষার]। বি. ~জান—নেত্রজন, নাইট্রোজেন।

যবথব—**যবস্থব**-র কথ্য রূপ।

যবদ্বীপ—বি. ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপবিশেষ, জাভা।

যবন—বি. প্রাচীন গ্রীকজাতি; যে কোন অহিন্দু বা ম্লেচ্ছ জাতি, বিধর্মী। [হিব্রু Ionian; সং. √যু+অন (ধি)]। বি. (স্ত্রী.) **যবনী**। **যবনানী**—যবন জাতির লিপিসমূহ। বিণ. **যাবনিক**—যবন-সংক্রান্ত; যবন-সুলভ।

যবনিকা—বি. পর্দা, কানাত; রঙ্গমঞ্চের পটাবরণ (যবনিকা-উত্তোলন), drop-scene। [সং. যবনী+ক+আ]। বি. **~পতন**, **~পাত**—নাটকাভিনয়ের শেষ পর্দা পড়া; (আল.) পরিসমাপ্তি, সম্পূর্ণ শেষ।

যবস্থব—বিণ. জবুথবু; অপ্রত্যাশিতভাবে থামিয়া গিয়াছে এমন; পথিমধ্যে রুদ্ধগতি; অনিষ্পন্ন; নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্যম। [দেশী.—তু. সং. ন যযৌ ন তস্থৌ]।

যবাগূ—বি. যবের মণ্ড বা কাথ, যাউ। [সং.]।

যবানী—**যমানী** দ্রঃ।

যবিষ্ঠ, **যবীয়ান্** (-য়স্)—বিণ. কনিষ্ঠ, অতিশয় তরুণ। [সং. যুবন্+ইষ্ঠ, ঈয়স্]।

যবুথবু—**জবুথবু**-র বানানভেদ।

যবে—অব্য. ক্রি-বিণ. যখন, যে-সময়ে। [হি. যব]।

যবোদর—বি. এক যবের প্রস্থপরিমাণ মাপ অর্থাৎ $\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি। [সং. যব+উদর]।

যম১—বি. সংযমন; যোগসাধনার জন্য নির্দিষ্ট দশবিধ নীতি বা আচার: অহিংসা সত্য অস্তেয় (চুরি না-করা)) ব্রহ্মচর্য দয়া সরলতা, ক্ষমা ধৃতি মিতাহার শৌচ। [তু. **নিয়ম**]। [সং. √যম্+অ (ভা)]।

যম২—বি. মৃত্যুর অধিদেবতা, শমন, কৃতান্ত, অন্তক, মহিষবাহন, দণ্ডধর, ধর্মরাজ, মৃত্যু। [সং. √যম্+ণিচ্+অ (র্তৃ)]। ক্রি. **যমে ধরা**—মারা যাওয়া; মুমূর্ষু হওয়া; সর্বনাশা দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত হওয়া। **যমের অরুচি**—(যমের অর্থাৎ মৃত্যুর কোন প্রাণীতেই অরুচি নাই কারণ সমস্ত প্রাণীই মরণশীল—কিন্তু) এমন জঘন্য ব্যক্তি যাহাকে যমও স্পর্শ করে না; গালিবিশেষ। **যমের দোসর**—যমের সহচর অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ব্যক্তি; বিণ **~জয়ী** (-য়িন্)—মৃত্যুঞ্জয়, অমর, মৃত্যুহীন। বি. **~জাঙ্গাল**—আকাশগঙ্গা, ছায়াপথ। বি. **~দণ্ড**—যমের আয়ুধ; যমপ্রদত্ত শাস্তি; মৃত্যুদণ্ড, মৃত্যু। বি. **~দূত**—যমের অনুচর; (আল.) মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ সংবাদবাহক; ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক। বি. **~দ্বার**—যমের রাজ্য, নরকের দরজা। বি. **~দ্বিতীয়া**—কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া, যে তিথিতে ভাইফোঁটা দেওয়া হয়, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বি. **~পুকুর**—কার্তিক মাসে অনুষ্ঠেয় কুমারীব্রতবিশেষ। বি. **~পুরী**, **যমালয়**, **যমের বাড়ি**—মৃত্যুপুরী, নরক। **যমের বাড়ি যাওয়া**—মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া; গালিবিশেষ। বি. **~যন্ত্রণা**, **~যাতনা**—যমপ্রদত্ত দুঃখ; মৃত্যুকালীন কষ্ট, মৃত্যুর বা নরকভোগের ন্যায় কঠিন ক্লেশ। বি. **~রাজ**—মৃত্যুর দেবতা, দক্ষিণ দিকের অধিদেবতা, যম। বি. **যমান্তক**—যমজয়ী শিব, মৃত্যুঞ্জয়।

যমক—(১) বিণ. একই গর্ভ হইতে একসাথে জাত, যমজ। (২) বি. (অল.) একই শব্দের ভিন্নার্থে পুনরাবৃত্তি (যেমন—'আনা দরে আনা যায় কত আনারস': ঈ. গু.)। [সং. যম+ক]।

যমজ—বিণ. একসাথে একই গর্ভজাত। [সং. যম+√জন্+অ (র্তৃ)]।

যমল—বি. যুগ্ম, জোড়া [তু. **যামল**]। [সং. যম+√লা+অ (র্তৃ)]।

যমানী, **যমানিকা**, **যবানী**—বি. মসলাবিশেষ, যোয়ান। [<সং. যবানিকা]।

যমী (-মিন্)—বিণ. সংযমী, জিতেন্দ্রিয়। [সং. যম+ইন্]। [তু. **সংযমী**]।

যমুনা—বি. উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নদী, কালিন্দী; বাঙ্গালাদেশের নদীবিশেষ; যমের ভগিনী। [সং. √যম্+উন (র্তৃ)+আ]।

যশঃ (-শস্), (চলিত) **যশ**—বি. কীর্তি, খ্যাতি। [সং.]। বি. **যশকীর্তন**, **যশঃখ্যাপন**, **যশোগান**—খ্যাতি বা গৌরব প্রচার। বিণ. **যশস্কর**, **যশস্য**—যশস্বী বা কীর্তিমান্ করে এমন, খ্যাতিজনক। বিণ. **যশস্কাম**—খ্যাতিকামনাকারী। বিণ. **যশস্বান্** (-স্বৎ), **যশস্বী** (-স্বিন্), **যশোধন**—কীর্তিমান্, খ্যাতিসম্পন্ন। বিণ. (স্ত্রী.) **যশস্বতী**, **যশস্বিনী**। বি. **যশোগাথা**, **যশোগীতি**—কীর্তির বর্ণনাপূর্ণ সঙ্গীত। **যশোদ**—(১) বিণ. কীর্তিদায়ক, যশস্কর। (২) বি. পারদ। **যশোদা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) খ্যাতিদায়িনী। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা (নন্দের স্ত্রী)। বিণ. **যশোভাক্** (-ভাজ্)—যশের অংশীদার। বি. **যশোভাগ্য**—যশোলাভের অদৃষ্ট। বি. **যশোমতী**—যশোদা। বি. **যশোরাশি**—বহু যশ। বি. **যশোলিপ্সা**—খ্যাতির লোভ। বি. **যশোহানি**—খ্যাতিনাশ, অখ্যাতি।

যশদ—বি. দস্তা। [সং.]।

যশুরে—বিণ. যশোহরের। **যশুরে কই**—যশোহরের কইমাছ; (আল.) যশোহরের কইমাছের মত খুব বড় মাথাওয়ালা লোক।

যষ্টি—বি. লাঠি, ছড়ি; দণ্ড; বৃক্ষশাখা। [সং.]। বি. **~মধু**—বৃক্ষবিশেষের মিষ্টস্বাদ শিকড়।

যস্য—বিণ. যাহার। [সং. √যদ্]।

যা১—বি. স্বামীর ভ্রাতৃজায়া। [সং. যাতৃ]।

যা২—**যাহা**-র সংক্ষিপ্ত রূপ ('জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা')।

যা৩—ক্রি. (অবজ্ঞায়) গমন কর্ (তুই যা)। [বাং. √যাওয়া]। **ঐ যা**, **গেল যা**—হঠাৎ বিস্ময়জনিত অনভিপ্রেত ঘটনাদির ফলে ক্ষোভপ্রকাশমূলক।

---

*আদিতে যম-, যশ- ও যশো-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে যম২ ও যশঃ দ্রঃ।

যাই—অব্য. (সমু.) যেহেতু (যাই এলে তাইত জানলুম) ; যখনি, যেই. (যাই গেল সেই ঝড় উঠল) । [সং. যদা] ।

যাওন—বি. (প্রাদে.) গমন । [যাওয়া দ্রঃ] ।

যাওয়া—(১) ক্রি. গমন করা (স্কুলে যাওয়া, স্বস্থানে যাওয়া) ; অতিবাহিত হওয়া. কাটিয়া যাওয়া (দিন যাওয়া. বেলা যাওয়া) ; দূর হওয়া ('ভয় কেন রে যায় না' : রবীন্দ্র) ; নষ্ট বা ধ্বংস হওয়া (জীবন যাওয়া) ; ব্যয়িত হওয়া (টাকা যাওয়া) ; অপ্রত্যাশিত কোন ক্রিয়া ঘটা (চুরি যাওয়া. মরে যাওয়া. হেরে যাওয়া. ভেঙে যাওয়া) ; কোন অবস্থায় আসা বা থাকা (খোয়া যাওয়া, ফেলা যাওয়া, বাদ যাওয়া) ; টেকা (জামাটা একবছর যাবে) ; কোন ক্রিয়া করিতে থাকা (এইভাবে চালিয়ে যাও, সব শুনে যাও) । (২) বি. উক্ত সকল অর্থে । [সং. √যা] । **যায়-যায়**—মরিবার বা গত হইবার উপক্রম (প্রাণ যায় যায়, দিনের আলো যায় যায়) । **যেতে বসা**—নষ্ট হইবার উপক্রম করা । বি. **যাওয়া-আসা**—গমনাগমন ।

যাঁতা—জ**ঁ**াতা-র রূপভেদ ।

যাঁতি—জ**ঁ**াতি-র রূপভেদ ।

যাঁহা—অব্য. (ব্রজ. ও কথ্য) যেখানে ('যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি' : গো. দা.) ; যেইমাত্র (যাঁহা শোনা অমনি দৌড়) । [হি] ।

যাগ—বি. যজ্ঞ, হোম । [সং. √যজ্ + অ] ।

যাচন১—বি. যাচাই । [যাচা২] । বিণ. **~দার**—যে যাচাই করিয়া দেখে ।

যাচন২, যাচনা—বি. প্রার্থনা, ভিক্ষা । [সং. √যাচ্ + অন(ভা), + আ] । বিণ.বি. **যাচক**—যাচ্ঞাকারী, প্রার্থী । বিণ. **যাচনীয়, যাচ্য**—প্রার্থনীয় । বিণ. **যাচমান**—প্রার্থনা করিতেছে এমন । বিণ. **যাচ্যমান**—(যাহার নিকট বা যাহা) প্রার্থনা করা হইতেছে । বিণ. **যাচিত**—প্রার্থিত ।

যাচা১—(১) ক্রি. যাচ্ঞা করা. প্রার্থনা করা, চাওয়া (বিপদ্ বা দুঃখকে যেচে ডেকে আনা) ; উপযাচক হওয়া (যেচে দেওয়া) । (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে । [সং. √যাচ্ + বাং. আ] ।

যাচা২—ক্রি. যাচাই করা, পরীক্ষাদ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা ; দিবার অনুমতি প্রার্থনাপূর্বক দান করা (যাচিয়ে দেওয়া বা খাওয়ান) । [যাচা১] । বি. **~ই**—অনুসন্ধানের দ্বারা দ্রব্যাদির উৎকর্ষ বা মূল্য নিরূপণ (দর যাচাই করা, সোনা যাচাই করিয়া দেখা) । **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. যাচাই করান । (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে ।

যাচিত—যাচন২ দ্রঃ ।

যাচ্ছেতাই—(প্রচলিত অর্থে) অত্যন্ত বিশ্রী, জঘন্য (যাচ্ছেতাই কথা বা কাজ) । [বাং. যা + ইচ্ছে + তা + ই] ।

যাচ্ঞা—বি. প্রার্থনা. যাচনা । [সং. √যাচ্ + ন(ভা) + আ] ।

যাজন—বি. পৌরোহিত্য, ঋত্বিকের বৃত্তি ; যজ্ঞ বা পূজা করানো । [সং. √যজ্ + ণিচ্ + অন(ভা)] । বি. **যাজক**—যজ্ঞকর্তা. ঋত্বিক্, পুরোহিত । বি.(স্ত্রী.) **যাজিকা** । বিণ. **যাজনিক**—পৌরোহিত্য-সম্বন্ধীয় ; যজ্ঞসম্বন্ধীয় । বিণ. **যাজি, যাজী**(-জিন্)—যজ্ঞকারী. পূজারী. যাজক । বিণ. **যাজ্য**—যাজনযোগ্য ; যজ্ঞক্রিয়ার যোগ্য ; যাহার জন্য যাগ করা যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য—বি. যজুর্বেদপ্রবক্তা ধর্মশাস্ত্রকার ঋষিবিশেষ । [সং. যজ্ঞবল্ক + য] ।

যাজ্ঞসেনী—বি. যজ্ঞসেন অর্থাৎ দ্রুপদরাজের কন্যা দ্রৌপদী । [সং. যজ্ঞসেন (= দ্রুপদরাজ) + অ + ঈ] ।

যাজ্ঞিক—(১) বি. যজ্ঞকর্তা. পুরোহিত । (২) বিণ. যজ্ঞীয় । [সং. যজ্ঞ + ইক] ।

যাঠা—বি. লাঠিজাতীয় প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ । [সং. যষ্টি] ।

যাত—বিণ. গত (যাতায়াত); অতীত (তু. প্রয়াত) ; লব্ধ ; জ্ঞাত । [সং. √যা + ত(র্তৃ, র্ম)] ।

যাতনা—বি. যন্ত্রণা, তীব্র বেদনা ('কত না যাতনা দিনু' : চণ্ডী.) । [সং. √যত্ + ণিচ্ + অন(ভা) + আ] ।

যাতব্য—বিণ. গমনযোগ্য, অভিগন্তব্য ; আক্রমণীয় । [সং. √যা + তব্য(র্ম)] ।

যাতা১ (যাতৃ)—বি. গমনকর্তা । [সং. √যা + তৃ(র্তৃ)] ।

যাতা২ (যাতৃ)—বি. স্বামীর ভ্রাতৃজায়া. [জা১ দ্রঃ] । [সং. √যত্ + ঋ(র্তৃ)] ।

যা-তা—(১) বিণ. খেলো, বাজে (যা-তা কাপড়) ; খেয়াল-খুশি-অনুযায়ী. যথেচ্ছ (যা-তা কাজ করা) । (২) সর্ব.বি. অনির্দিষ্ট মন্দ কিছু (যা-তা করা বলা খাওয়া) । [বাং. যাহা-তাহা-র সংক্ষিপ্ত রূপ] ।

যাতায়াত—বি. গমনাগমন, যাওয়া-আসা । [সং. যাত + আয়াত] । বিণ. **যাতায়াত-খরচা**—যাওয়া-আসার খরচ ; ঐজন্য ভাতা ।

যাত্রা—বি. গমন (তীর্থযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা) ; প্রস্থান. নির্গমন (যাত্রা করা) ; অতিবাহন, যাপন, নির্বাহ (জীবনযাত্রা, সংসারযাত্রা) ; দেবতার উৎসবাদি (ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা); (বাং.) দৃশ্যপটহীন মঞ্চে অভিনয়বিশেষ (যাত্রার দল) ; বার, দফা (এ যাত্রা বেঁচে গেলে) ; মিছিল (শোভাযাত্রা) । [সং. √যা + ত্র(ভা) + আ] । বি. **~মঙ্গল**—যে স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করা হইয়াছিল, সে স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নূতন করিয়া যাত্রারম্ভ ।

যাত্রিক—(১) বিণ. যাত্রাসম্বন্ধীয় ; যাত্রাযোগ্য ; গমনসাধ্য, অভিগম্য ; যাত্রাকারী, গমনকারী । (২) বি. পাথেয়, পথ-খরচ ; পথিক ; উৎসব ; তীর্থযাত্রী । [সং. যাত্রা + ইক] ।

যাত্রী (-ত্রিন্)—বিণ.বি. যাত্রাকারী, গমনকারী (বরযাত্রী, বিলাতযাত্রী) ; ভ্রমণকারী (বাসের যাত্রী) ; তীর্থযাত্রী । [সং. যাত্রা + ইন্] । বিণ. (স্ত্রী.) **যাত্রিণী** ।

যাথাতথ্য—বি. প্রকৃত তথ্য, সত্য ঘটনা (যাথাতথ্য প্রকাশ) । [সং. যথাতথ + য] ।

যাথার্থ্য—বি. যথার্থতা, সত্যতা, প্রকৃত তথ্য (ঘটনার বা সংবাদের যাথার্থ্য) । [সং. যথার্থ + য (ভা)] ।

যাদঃপতি—বি. সমুদ্র ; বরুণ । [সং. যাদস্ (জলজন্তু)+

পতি]। বি. **যাদঃপতিরোধঃ**—সমুদ্রতীর, সমুদ্রোপকূল (যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' : মধু.)।

যাদব—(১) বিণ. যদুবংশীয়। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণ। [সং. যদু + অ]। বিণ.(স্ত্রী.) **যাদবী**।

যাদু—জাদু-র বানানভেদ।

যাদৃশ, যাদৃক্ (-শ্)—বিণ. যেমন, যেরকম। [সং. যদ্ + √দৃশ্ + অ, ক্বিপ্] বিণ.(স্ত্রী.) **যাদৃশী**।

যান—বি. (অশ্ব, শকট প্রভৃতি) যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায় (যানবাহন, গো-যান); যাত্রা বা নির্গমন (সাধারণতঃ উপসর্গ-যোগে,—অভিযান, প্রয়াণ ইত্যাদি)। [সং. √যা + অন(ণে, ভা)]। বি. **যান-জট**—কারণবিশেষে পথিমধ্যে যানবাহনের প্রচণ্ড ভিড় ও নিশ্চল অবস্থা।

যান্ত্রিক—বিণ. যন্ত্রসম্বন্ধীয় (যান্ত্রিক গোলযোগ); যন্ত্রবিশারদ, যন্ত্রনির্মাণে বা যন্ত্রচালনে দক্ষ। [সং. যন্ত্র + ইক]। বিণ.(স্ত্রী.) **যান্ত্রিকী**। **যান্ত্রিক সভ্যতা**—আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে যে সভ্যতা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বি. **~তা**।

যাপন—বি. অতিবাহন (দিন যাপন, অবসর-যাপন)। [সং. √যা + ণিচ্ + অন(ভা)]। বিণ. **যাপক**—যাপনকারী। বিণ. **যাপনীয়**—যাপনযোগ্য। বিণ. **যাপিত**—যাপন করা হইয়াছে এমন, অতিবাহিত।

যাপা—ক্রি. যাপন করা, কাটানো। [বাং. √যাপ্ (সং √যাপি) + আ]।

যাপ্য—বিণ. যাপনীয়; নিন্দনীয়, নিকৃষ্ট; গোপনীয়; নিঃশেষে যাহার প্রতিকার হয় না এমন (যাপ্য রোগ)। [সং. √যা + ণিচ্ + য(র্ম)]।

যাব, যাবনা—গবাদি পশুর খাদ্য, [দ্রঃ জাব, জাবনা]। [<সং. যবস]।

যাবক—বি. আলতা (যাবক-রেখা)। [সং.]।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর—ক্রি-বিণ. চন্দ্রসূর্য যতকাল থাকিবে ততকাল, অর্থাৎ চিরকাল। [সং. যাবৎ + চন্দ্র + দিবাকর]।

যাবজ্জীবন—ক্রি-বিণ. যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন, চিরজীবন, আমরণ (যাবজ্জীবন কারাদণ্ড)। [সং. যাবৎ + জীবন]।

যাবৎ—(১) ক্রি-বিণ. যতক্ষণ বা যতদিন পর্যন্ত, যে পর্যন্ত (যাবৎ চন্দ্রসূর্য থাকিবে তাবৎ গৌরব থাকিবে) : পর্যন্ত, ধরিয়া (এ যাবৎ, বহুদিন যাবৎ)। (২) বিণ. যত, যাহা-কিছু, সমুদয় (যাবৎ সুখ-দুঃখের কথা)। [সং.]। বিণ. **যাবতীয়**—যত-কিছু, সমস্ত (যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ)।

যাবনিক—যবন দ্রঃ।

যাম—বি. সমস্ত রাত্রিদিনের $\frac{১}{৮}$ ভাগ সময়, প্রহর, তিন ঘণ্টা। [সং.]। বি. **~ঘোষ**—শৃগাল। বি. **যামার্ধ**—অর্ধ প্রহর, দেড় ঘণ্টা। **যাম্যা**—বি. দক্ষিণ দিক্।

যামল—বি. যুগ্ম, যুগল; (তন্ত্রে) শিব ও শক্তির পরস্পর মিলিত রূপ : তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ। [সং. যমল + অ]।

যামিনী—বি. রাত্রি। [সং. যাম + ইন্ + ঈ]।

যাম্য—বিণ. দক্ষিণদিক্স্থ। [সং. যামী + য]। বি. **যাম্যোত্তরবৃত্ত**—মধ্যরেখা-র অনুরূপ।

যায়, জায়—বি. তালিকা, ফর্দ (যায়মাফিক); বাবদ, দরুন (খোরাকির যায়ে জায়ে)। [জায় দ্রঃ]।

যাযাবর—বি.বিণ. নিয়ত ভ্রমণকারী, ভবঘুরে, নির্দিষ্ট গৃহহীন। [সং. √যা + যঙ্ + বর(র্তৃ)]।

যার—যাহার-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিণ. **~তার**—এক বা একাধিক তুচ্ছ ব্যক্তির। বিণ. **যারপরনাই**—যৎপরোনাস্তি, নিরতিশয়।

যাহা—সর্ব. যে বস্তু বা বিষয়। [সং. যৎ]। সর্ব-বিণ. **যাহা-তাহা**—যা-তা দ্রঃ। অব্য. (৭মী) **যাহে**— (কা.)—যাহাতে।

যিনি—সর্ব. (গৌরবে) যে ব্যক্তি। [সং. যঃ]। (বহুব.) **যাঁহারা**।

যুঁই—জুঁই-এর রূপভেদ।

যুকৃতি, যুকতি—যুক্তি-র কোমল রূপ।

যুক্ত—বিণ. সংলগ্ন, একত্র, মিলিত ('যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে' : রবীন্দ্র); অম্বিত, বিশিষ্ট, সম্পন্ন (শ্রীযুক্ত, ক্রোধযুক্ত); নিয়োজিত, রত, ব্যাপৃত (কর্মে যুক্ত, ঘানিতে যুক্ত); উপযুক্ত, সমন্বিত (যুক্তিযুক্ত); পরিমিত (যুক্তাহার-বিহার); যোগরত; (গণি.) সঙ্কলিত, যোগ করা হইয়াছে এমন। [সং. √যুজ + ত(র্তৃ, র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **যুক্তা**। **~কর**—(১) বিণ. কৃতাঞ্জলি, জোড়হাত। (২) বি. জোড়-করা হাত। বি. **~প্রদেশ**—বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশ অর্থাৎ আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশের অধুনা বর্জিত নাম। বি. **~বেণী**—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম, ত্রিবেণী। বি. **~রাজ্য**—গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড। বি. **~রাষ্ট্র**—প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ। বি. **যুক্তাক্ষর**—সংযুক্ত বর্ণ, একত্রে লিখিত ও উচ্চারিত একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণ যেমন—র্ম, ধর্ব, চ্ছ)।

যুক্তি—বি. সংযোগ, মিলন, কারণ (যুক্তিবলে); হেতু (যুক্তিপ্রদর্শন); ন্যায়, বিচার (যুক্তিযুক্ত), পরামর্শ, মন্ত্রণা (বন্ধুর সঙ্গে যুক্তি করা)। [সং. √যুজ্ + তি(ভা)]। বিণ. **~গ্রাহ্য, ~যুক্ত, ~সঙ্গত, ~সম্মত, ~সহ**—যথোচিত, ন্যায়সঙ্গত। বিণ. **~দাতা** (-র্তৃ)—পরামর্শদাতা, মন্ত্রণাদাতা। ক্রি-বিণ. **~পূর্বক**—পরামর্শ করিয়া। বিণ. **~হীন**—অন্যায়, সঙ্গত কারণ বা প্রমাণ যাহাতে নাই (যুক্তিহীন বিচার)।

যুগ—বি. বারো বৎসর কাল; সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি : এই চার পৌরাণিক কাল-বিভাগ; আমল, সময়, কালের সুদীর্ঘবিভাগ (যুগের পরিবর্তন, মধ্য যুগ, যুগের হাওয়া); জোয়াল (যুগন্ধর); জোড়া, যুগল (পদযুগ); চারহাত পরিমাণ মাপ। [সং. √যুজ্(=যোগ) + অ(র্তৃ)]। বি **~ক্ষয়, যুগান্ত**—যুগের অবসান, প্রলয়কাল। বি. **~ধর্ম**—যুগোপযোগী ধর্ম; নির্দিষ্ট যুগের বৈশিষ্ট্য বা ঝোঁক; কালোচিত আচার-আচরণ। বি. **~ন্ধর**—জোয়ালের সহিত সংলগ্ন কাষ্ঠ, লাঙ্গলের ঈষা বা গাড়ির বোম; (আল.) একটি বিশেষ যুগের প্রবর্তক বা প্রতিনিধি। বি. **~সন্ধি**—যে সময়ে এক যুগের অবসান এবং অন্য যুগের সঞ্চার হয়, transition। বি. **যুগান্তর**—

অন্ত যুগ (যুগ থেকে যুগান্তর)। বিণ. যুগোপযোগী—নির্দিষ্ট যুগের পক্ষে উপযুক্ত।

যুগপৎ—অব্য. ক্রি-বিণ. একই সময়ে। [সং.]।

যুগল—বি. একজোড়া (যুগল-মিলন); দুইটি (নয়নযুগল); যুগ্ম (যুগলমূর্তি)। [সং. যুগ+ল]।

যুগা, যুগান (দো)—যথাক্রমে জুগা ও জুগান-র রূপভেদ।

যুগী—বি. (কথ্য) নাথধর্মাবলম্বী হিন্দু-সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. যোগিন্>যোগী)]।

যুগ্ম—(১) বি. জোড়া, যুগল। (২) বিণ. সহযোগী (যুগ্ম সম্পাদক); (গণি.) জোড়, দুই দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় এমন, even (যুগ্ম রাশি)। [সং. √যুজ্+ম(র্ম)]।

যুগ্যি—যোগ্য-র কথ্য রূপ।

যুঝা—(১) ক্রি. লড়া, যুদ্ধ করা; বাধা বিঘ্নের মোকাবিলা করা (দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √যুধ্]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. লড়াই করান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [যোঝা দ্র:]।

যুটি—(১) বি. যুগ্ম; সহচরী, সঙ্গিনী। (২) বিণ. অনুরূপ বয়সী (সমযুটি মেয়েরা)। [সং. যুতি]।

যুত১—বিণ. যুক্ত (শ্রীযুত)। [সং. √যু+ত(র্তৃ)]। বি. যুতি—মিশ্রণ; যোগ; মিলন, জুড়ি।

যুত২, **যুৎ**, **জুৎ**—বি. সুযোগ, সুবিধা (থাকার বা খাওয়ার যুৎ হচ্ছে না)। [<সং. যোক্ত]। [জুত দ্র:]।

যুদ্ধ—বি. সংগ্রাম, সমর, আহব, রণ, বিগ্রহ, লড়াই; দ্বন্দ্ব, ক্রীড়া বা শক্তির প্রতিযোগিতা (মুষ্টিযুদ্ধ)। [সং. √যুধ্+ত(ভা)]। বি. ~**নীতি**, ~**রীতি**—যুদ্ধের আইন-কানুন; যুদ্ধের কৌশল। বি. ~**বিগ্রহ**—যুদ্ধ বিবাদ প্রভৃতি। বি. ~**বিদ্যা**—সংগ্রাম-কৌশলসম্বন্ধীয় শাস্ত্র; যুদ্ধকৌশল। বিণ. ~**বিশারদ**—রণনিপুণ। বি. ~**যাত্রা**—সংগ্রামার্থ অভিযান। বি. বিণ. **যুদ্ধাজীব**—সৈনিক-বৃত্তি-অবলম্বনকারী, যোদ্ধা। বি. **যুদ্ধাবসান**—সংগ্রামের সমাপ্তি, শান্তি বা সন্ধি। বিণ. **যুদ্ধার্থী** (-র্থিন্)—রণ-প্রার্থী, যুদ্ধ করিবার উপক্রমকারী। বিণ. **যুদ্ধোত্তর**—যুদ্ধের পরবর্তী কালের। **যুদ্ধোন্মাদ**—(১) বি. যুদ্ধ-জনিত উন্মত্ততা; যুদ্ধ করিবার প্রবল বাসনা। (২) বিণ. রণোন্মত্ত।

যুধিষ্ঠির—(১) বিণ. (মূল অর্থ) যুদ্ধকালে বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে বা ঘাবড়ায় না এমন। (২) বি. জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। [সং. যুধি+স্থির]।

যুধ্যমান—বিণ. যুদ্ধ করিতেছে এমন, যুদ্ধরত। [সং. √যুধ্+মান(শানচ্) (র্তৃ)]।

যুনানী—ইউনানী-র বর্জি. রূপ।

যুব-—সমাসে পূর্বপদরূপে যুবা (-বন্) শব্দের রূপ (যুব-সম্প্রদায়, যুবসম্মেলন)।

যুবরাজ—বি. রাজত্বের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজকার্যের সহায়ক): বর্তমান নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। [সং. যুবন্+রাজন্]।

যুবা (-বন্), **যুবক**—বিণ. বি. প্রাপ্তযৌবন; ১৬ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত (শাস্ত্রমতে ১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত) বয়স্ক, পূর্ণবয়স্ক; তরুণ, জোয়ান। [সং. √যু+অন (র্তৃ).+ক]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **যুবতী**, (অপ্র.) **যুবতি**, **যুনী**। বি. ~**বয়স**, ~**কাল**—যৌবন। বি. **যুবজানি**—যুবতী ভার্যার পতি। [সং. যুবতী+জায়া যাহার (বহু-ব্রীহি)]।

যুয়ান—জুয়ান-র বানানভেদ।

যুযুৎসা—বি. যুদ্ধাভিলাষ, সংগ্রামের ইচ্ছা। [সং. √যুধ্+সন্+অ(ভা)+আ]। বিণ. **যুযুৎসু**—যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। বি. জাপানী প্রথায় কুস্তি বা ব্যায়াম।

যুযুধান—(১) বিণ. যোদ্ধা, যুদ্ধকারী (যুযুধান-বেশে আবির্ভাব)। (২) বি. ক্ষত্রিয়; সাত্যকি। [সং. √যুধ্+আন(র্তৃ)]।

যুঁই—জুঁই-র রূপভেদ।

যূথ—বি. পশুপক্ষীর দল বা পাল। [সং. √যু (=মিশ্রণ)+থ(র্তৃ)]। বিণ. ~**চর**, ~**চারী** (-রিন্)—(হাতি ইত্যাদি পশুর সম্বন্ধে) দলবদ্ধভাবে বিচরণকারী। বি. ~**পতি**—দলবদ্ধ হইয়া বিচরণে অভ্যস্ত হাতি ইত্যাদি পশু-দলের সর্দার। বিণ. ~**ভ্রষ্ট**—দলছাড়া, দল হইতে বিচ্ছিন্ন।

যূথিকা, **যূথী**—বি. জুঁইফুল। [সং.]।

যূনী—যুবা দ্র:।

যূপ—বি. বলির জন্য যজ্ঞপশু-বন্ধনের কাষ্ঠদণ্ডবিশেষ, হাড়িকাঠ; জয়স্তম্ভ। [সং.]।

যূষ—বি. কাথ, ঝোল। [সং. √যূষ্+অ]।

যে—(১) সর্ব. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় (যে যাবে সে যাক)। (২) বিণ. যাহার কথা বলা হইতেছে (যে ছোকরা, যে বিষয়)। (৩) অব্য. মিশ্রবাক্যে অপ্রধান বাক্যের সূচনায় (তিনি বলিলেন যে, বৃষ্টি হইবে); ঘটনা-নির্দেশে (তিনি যে মারা যাবেন, আমি ভাবতে পারিনি); সংশয় প্রকাশে (কি যে হবে, কে জানে); হেতু-নির্দেশে ('বেলা যে পড়ে এল জলকে চল': রবীন্দ্র); আধিক্য-প্রকাশে (যে ঠাণ্ডা! মাছের যে দাম !); অবাঞ্ছিত ঘটনার কারণ-জিজ্ঞাসায় (মিথ্যে বললি যে, খেলি না যে); বিস্ময় বা বিরক্তি প্রকাশে (আবার জল এল যে)। [প্রা.]। **যে আজ্ঞা**—যথা আজ্ঞা অর্থাৎ আজ্ঞানুসারে কাজ করা হইবে। সর্ব. **যে-সে**—(দলের) প্রত্যেকেই, অনেকেই; সাধারণ লোকও (যে-সে সমিতির সভ্য হতে পারে); নগণ্য (তিনি কি যে-সে লোক ?)। সর্ব. **যে যা**—যে কেহ, যে কোনটি বা কোনজন। সর্ব. **যে-যে**—যাহারা।

যেই—(১) ক্রি-বিণ. যে মুহূর্তে, যখনই, যেমনি। (২) বিণ. (কাব্যে) যে (যেইদিন)। [সং. যদা]।

যে-কে-সেই—অব্য. যেমন ছিল তেমনই, পূর্ববৎ। [তু. হি. জৈঁ্যা-কা-ত্যোঁ]।

যেখান—বি. যে স্থান (যেখান হইতে আসিয়াছে)। [সং. যৎস্থান]। বিণ. ~**কার**—যে স্থানের। বি. **যেখান-সেখান**—সকল স্থান। ক্রি-বিণ. **যেখানে**—যে স্থানে; যে অবস্থায়। ক্রি-বিণ. **যেখানে-সেখানে**—সর্বত্র; স্থানের বাছবিচার না করিয়া; ইতস্তত:।

যেথা—(১) বি. (কথ্য ও কাব্যে) যে স্থান (যেথা হতে)। (২) ক্রি-বিণ. যেখানে (যেথা যাই)। [সং. যথা]। বিণ. **~কার**—যে স্থানের। ক্রি-বিণ. **~য়**—যেখানে ('যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনি' : রবীন্দ্র)। ক্রি-বিণ. **যেথা-সেথা**—(কথ্য) যেখানে-সেখানে।

যেন—অব্য. উপমায় (সুন্দর যেন কন্দর্প); অনুমানে (মনে হচ্ছে যেন); কল্পনায় ('মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে' : রবীন্দ্র); কামনা প্রার্থনা বা অভিলাষ প্রকাশে (হে ঈশ্বর, মানুষ যেন হই, খবরটা যেন পাই); সতর্কীকরণে (টাকা যেন না হারায় দেখো); স্বীকারকরণে (তাই যেন হল)। [সং. যদ্]। **যেন-তেন প্রকারেণ**—যে-কোন উপায়ে; যেমন-তেমন করিয়া, অশুদ্ধভাবে।

যেমতি, যেমত—ক্রি-বিণ. (কাব্যে) যেমন, যেরূপ, যে-প্রকার ('আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে' : চণ্ডী.)। [বাং. যে+মতি, মত]।

যেমন—(১) বিণ. যেরূপ, যে রকম (যেমন কুকুর তেমনি মুগুর); যথা, উদাহরণস্বরূপ (জলবেষ্টিত ভূ-ভাগকে দ্বীপ বলে—যেমন সিংহল)। (২) ক্রি-বিণ. যেইমাত্র (যেমন বেরুলাম অমনি বৃষ্টি)। (৩) অব্য. বিস্ময়াদিসূচক (তুমিও যেমন)। [বাং. যে+মন (সাদৃশ্যার্থে)]। বিণ. **~ই**—যে-প্রকারই। বিণ **যেমন-তেমন**—যে-কোনও রকম (যেমন-তেমন করিয়া লেখাটা শেষ কর), সামান্য (যেমন-তেমন কাজ)। ক্রি-বিণ. **যেমনি**—যেমন; যেইমাত্র।

যেহেতু—অব্য. কারণ-নির্দেশক (সে আসেনি যেহেতু সে অসুস্থ)। [যে+হেতু]।

যেহ্নু—যেন-র প্রাচীন রূপ।

যৈছন, যৈছে—ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) যেরূপ, যে প্রকারে, যেমন ('বিপথে পড়ল যৈছে মালতীমালা' : বিদ্যা.)। [হি. জৈছন, যৈসে]।

যো১—সর্ব. যে ব্যক্তি, যিনি; যাহা (যো হুকুম)। [সং. যঃ, যৎ]।

যো২—বি. সুযোগ, উপায় (পালাবার যো নেই)। [<সং. যোগ]। [জো দ্রঃ]।

যোই—সর্ব. (ব্রজ.) যাহা, যে। [হি. যো]।

যোক্তা (-ক্তৃ)—বিণ. যোগকর্তা, যোগকারী। [সং. √যুজ্+তৃ (তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **যোক্ত্রী**।

যোক্ত্র, যোত্র—বি. লাঙ্গলাদির জোয়াল বাঁধিবার দড়ি বা জোত। [সং.]।

যোগ—বি. মিলন ('সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও' : রবীন্দ্র); সম্বন্ধ, সম্পর্ক (রক্তের যোগ); সংসর্গ, সংস্রব (দলের সঙ্গে যোগ রাখা, উৎসবে যোগদান); সহযোগিতা (একযোগে); ধ্যান, সাধনা, তপস্যা, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন, যম নিয়ম প্রাণায়ামাদি (যোগে বসা); সমাধি বা তন্ময়তা; উপায়, অবলম্বন (নৌকাযোগে); মারফৎ (ডাকযোগে) সাধনার পন্থা (কর্মযোগ); সময় (রজনীযোগে); (জ্যোতি.) তিথিনক্ষত্রের মিলনবিশেষ (বিষ্কুম্ভযোগ, মৃত্যুযোগ); শুভকাল (বিবাহের যোগ); ঔষধ (মুষ্টিযোগ); সৌভাগ্য (প্রাপ্তিযোগ, লাভের যোগ); প্রয়োগ, নিবেশ (মনোযোগ); (গণি.) সঙ্কলন, সমষ্টি (দুইয়ে আর দুইয়ে যোগ); সঙ্কলনের চিহ্ন(+)। [সং. √যুজ্+অ]। বি. **~ক্ষেম**—অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ। বি. **~দর্শন**—পতঞ্জলি মুনি-কৃত দর্শনশাস্ত্র। বি. **~দান**—সহযোগ; সংস্রব-স্থাপন। বি. **~নিদ্রা**—প্রলয়কালে বিষ্ণুর আংশিক নিদ্রিত-ভাব এবং আংশিক যোগাবস্থা যোগরূপ নিদ্রা। বি. **~ফল**—(গণি.) সঙ্কলনের ফলে প্রাপ্ত রাশি (২ আর ২-এর যোগফল হইল ৪)। বি. **~বল**—যোগলব্ধ ক্ষমতা, যোগের প্রভাব। বিণ. **~বাহী (-হিন্)**—সংযোগকারী; মাধ্যম। বি. **~ভঙ্গ**—যোগসাধনে বিরতি বা ব্যাঘাত। বিণ. **~ভ্রষ্ট**—সিদ্ধিলাভের পূর্বেই তপস্যা ত্যাগ করিয়াছে এমন; যোগমার্গ হইতে স্খলিত। বি. **~মায়া**—সত্ত্বরজস্তমোগুণের যোগরূপ মায়া; সৃষ্টিকার্যে ভগবানের অনন্ত শক্তি; দুর্গাদেবী; মহামায়া; আদ্যা শক্তি। বি. **~মার্গ**—যোগসাধনার বা যোগসাধনরূপ পথ। বিণ. **~যুক্ত**—সমাধিযুক্ত। বিণ. **~রূঢ়**—প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে গঠিত অথচ বিশেষ একটি অর্থে সীমাবদ্ধ (যেমন—পঙ্কজ, জলদ)। বি. **~শাস্ত্র**—যোগসাধনাবিষয়ক শাস্ত্র বা গ্রন্থ। বি. **~সাজশ**—(অন্যায় কার্যে) গোপনে পরস্পর সহযোগিতা; ষড়্‌যন্ত্র। বি. **~সাধন, ~সাধনা**—দেহ ও মনের সম্পূর্ণ গতিরোধ; যম-নিয়ম-প্রাণায়ামাদি অভ্যাস। বি. **~সিদ্ধি**—যোগসাধনায় সাফল্য। বি. **যোগাযোগ**—মিলন; ঐক্য, কার্য-কারণের সামঞ্জস্য; যোগ, সংস্রব; খবরাখবরের লেনদেন; দেখাশুনা; সহযোগিতা। বি. **যোগাদ্যা**—আদ্যাশক্তি, ভগবতী, কালী। বিণ. **যোগারূঢ়**—যোগসাধনায় মগ্ন। বি. **যোগাসন**—যোগসাধনায় বসিবার প্রণালী, যোগসাধনার্থ উপবেশন। বিণ. **যোগাসীন**—যোগসাধনায় উপবিষ্ট, উপবিষ্ট অবস্থায় যোগরত।

যোগাড়—বি. সংগ্রহ (টাকার যোগাড়), আয়োজন (বিয়ের যোগাড়)। [সং. যোগ+বাং. আড়]। বি. **~যন্ত্র** কার্যসম্পাদনের ব্যবস্থা ও উপকরণাদির আয়োজন। বিণ. **যোগাড়ে, যোগাড়িয়া**—যোগাড় করিতে পটু; সাহায্যকারী।

যোগান (উচ্চা. যোগান্)—বি. সরবরাহ (দুধের যোগান দেওয়া)। [যোগ দ্রঃ]। **যোগান** (উচ্চা. যোগানো), **যোগানো**—(১) ক্রি. সরবরাহ করা, প্রয়োজন মিটানো (কথা যোগায় না, টাকা যুগিয়ে দেব, মন যুগিয়ে চলা)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~দার, যোগানিয়া**—সরবরাহকারী। বিণ. **যোগানে**—সরবরাহ করে এমন।

যোগাযোগ, যোগারূঢ়, যোগাসন, যোগাসীন—যোগ দ্রঃ।

যোগালিয়া—বি. রাজমিস্ত্রিকে কাজের উপকরণাদি তৈয়ারি করিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য নিযুক্ত মজুর। [বাং. যোগাড়>যোগাল+ইয়া]।

যোগিনী—বি. (স্ত্রী.) দুর্গাদেবীর চৌষট্টি সহচরীর যে

কোনজন; তপস্বিনী, যোগসাধনাকারিণী; (জ্যোতিষ.) তিথিবিশেষ। [সং. √যুজ্+ইন্+ঈ]।

যোগী (-গিন্)—বি. যোগসাধক, তপস্বী, সমাধিমগ্ন। [সং. √যুজ্+ইন্]। বি. ~**ন্দ্র**, ~**শ**, ~**শ্বর**, **যোগেশ, যোগেশ্বর**—যোগিশ্রেষ্ঠ; শিব, শ্রীকৃষ্ণ।

যোগ্য—বিণ. উপযুক্ত (যোগ্য কাজ, সম্মানের যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য); উচিত (যোগ্য সম্মান বা বেতন); সমর্থ, কার্যদক্ষ (যোগ্য ব্যক্তি)। [সং. √যুজ্+য (র্য)]। বিণ. (স্ত্রী.) **যোগ্যা**। বি. ~**তা**।

যোজক—(১) বি. (ভূগো.) দুই বৃহৎ স্থলভাগের মধ্যে সংযোগস্থাপক সঙ্কীর্ণ স্থলভাগ, isthmus। (২) বিণ. সংযোগকারী। [সং. √যুজ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

যোজন—বি. একত্রকরণ; নিয়োজন, সঙ্ঘটন; চারিক্রোশ পরিমাণ দৈর্ঘ্য। [সং. √যুজ্+অন]। বি. ~**গন্ধা**—কস্তূরী; ব্যাসমাতা সত্যবতী বা মৎস্যগন্ধা। বি. **যোজনা**—একত্রকরণ; নিয়োজন; সংযোগ (শব্দ-যোজনা); রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যোগ বা তাহার পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিক যোজনা), planning। বিণ. **যোজনীয়**—যোজনার যোগ্য। বিণ. **যোজিত**—যোজনা করা হইয়াছে এমন।

যোঝা—যুঝা-র চলিত রূপ। বি. **যোঝাযুঝি**—প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই।

যোট—মিলন বা দল-অর্থে **জোট** দ্রঃ।

যোটক—বি. মিলন; যে বা যাহা মিলাইয়া দেয় (রাজযোটক)। [সং. √যু+ট (ভা)+ক (স্বার্থে)]।

যোটা, যোটান (মো), **যোড়, যোড়া, যোড়ান** (মো), **যোত, যোতা, যোতান** (মো)—যথাক্রমে **জোটা, জোটান জোড় জোড়া জোড়ান জোত জোতা** ও **জোতান**-র বানানভেদ।

যোত্র—**যোক্ত্র** দ্রঃ।

যোদ্ধা (-দ্ধৃ)—বি. যুদ্ধকারী, সৈনিক। [সং. √যুধ্+তৃ (র্তৃ)]। বি. **যোদ্ধৃবর্গ**—যুদ্ধে রত সৈনিকগণ। বি. **যোদ্ধৃবেশ**—সৈনিকের পোশাক।

যোধ—বি. যুদ্ধ; যোদ্ধা। [সং. √যুধ্+অ (ভা, র্তৃ)]।

যোধন—বি. যুদ্ধ; যোদ্ধা; যুদ্ধাস্ত্র। [সং. √যুধ্+অন (ভা, র্তৃ, ণে)]।

যোনি—বি. স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়; উৎপত্তিস্থান (কমলযোনি), জন্ম, জাতি (দেবযোনি)। [সং. √যু+নি (র্তৃ)]।

যোয়ান, জোয়ান—বি. মসলাজাতীয় ক্ষুদ্র শস্যবিশেষ। [>সং. যমানী]।

যোয়াল—**জোয়াল**-এর বানানভেদ।

যোষা, যোষিৎ—বি. নারী। [সং.]।

যৌক্তিক—বিণ. যুক্তিসঙ্গত [তু. **অযৌক্তিক**]; প্রামাণিক। [সং. যুক্তি+ইক]। বি. ~**তা**—যুক্তিসিদ্ধতা (প্রস্তাবের যৌক্তিকতা)।

যৌগপদ্য—বি. যুগপৎ বা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া। [সং. যুগপৎ+য]।

যৌগিক—বিণ. একাধিক উপাদানের সংযোগে গঠিত; [তু. **মৌলিক**]; মিশ্রিত; যোগ-সম্বন্ধীয় (যৌগিক সাধনা); (ব্যাক.) প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থের বোধক শব্দ, যেমন—বক্তা, পাচক ইত্যাদি। [তু. **রূঢ়, রূঢ়ি**]; (বিজ্ঞা.) একাধিক মৌল উপাদানদ্বারা গঠিত (যেমন, জল); (গণি.) জটিল, মিশ্র সংখ্যা। [সং. যোগ+ইক]। **যৌগিক ক্রিয়া**—(ব্যাক.) অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সহিত অন্য ক্রিয়াপদের যোগে গঠিত ক্রিয়া (যেমন—জাগিয়া থাকা, কাটিয়া ফেলা)। **যৌগিক বাক্য**—(ব্যাক.) অব্যয় যোগে সংযোজিত দুই বা ততোধিক বাক্য, compound sentence।

যৌতুক, (কথ্য) **যৌতক**—বি. বিবাহকালে বরকন্যাকে প্রদত্ত ধন; অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকালে প্রদত্ত ধন বা উপহার। [সং.]।

যৌথ—বিণ. একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক মিলিতভাবে কৃত, যুক্ত (যৌথ সম্পত্তি, যৌথ প্রচেষ্টা), মিলিত (যৌথ পরিবার)। [সং. যূথ+অ]। **যৌথ কারবার**—একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক মিলিতভাবে কৃত ব্যবসায়।

যৌন—বিণ. যোনি-সম্বন্ধীয়, যোনিজাত; স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম-সম্বন্ধীয় (যৌন সম্পর্ক)। [সং. যোনি+অ]।

যৌবন—বি. যুবাবস্থা, তারুণ্য, তরুণ বয়স (শাস্ত্রমতে ১৬ হইতে ৩০)। [সং. যুবন্+অ(ভা)]। বি. ~**কণ্টক**—বয়সফোড়া। বি.(স্ত্রী.) ~**বতী**—যুবতী। বি. ~**ভার**—যৌবনজনিত দৈহিক পুষ্টি। বি. ~**লক্ষণ**—যৌবনজনিত শারীরিক পরিবর্তন। বিণ. ~**সুলভ**—তরুণবয়সের পক্ষে স্বাভাবিক। বি. **যৌবনাবস্থা**—যৌবনবয়স, যৌবনকাল। বি. **যৌবনোদয়**—যৌবন-সমাগম, যৌবনারম্ভ।

যৌবরাজ্য—বি. যুবরাজের পদ; বর্তমান নৃপতির সাহায্যার্থ তৎপুত্রের রাজপদ। [সং. যুবরাজ+য(ভা)]।

র

র—বাঙ্গালা ভাষার সপ্তবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

রই—বি. পুষ্করিণীর তলদেশে গভীর খাত। [দেশী]। বি. ~**কাঠ**—পুষ্করিণীর উৎসর্গকালে উহার মধ্যস্থলে প্রোথিত

রইরই—বি. উচ্চরব, গোলমাল, হৈচৈ, হল্লা।

রওয়া—রহা-র কথ্য রূপ।

রওয়ানা, রওনা—(১) বি. যাত্রা (রওনা দিলাম, রওনার তারিখ); প্রেরণ (মাল রওনা করা)। (২) বিণ. যাত্রার জন্য নিষ্ক্রান্ত (রওনা হওয়া)। [ফা. রবানা]।

রং—**রঙ** দ্রঃ।

রংরুট—বি. সামরিক পুলিশ প্রভৃতি বিভাগে শিক্ষানবীশ, রিক্রুট। [ইং. recruit]।

রক$_1$—বি. কাল্পনিক বৃহৎ পক্ষিবিশেষ। [আ.]।

রক$_2$—**রোয়াক**-এর কথ্য রূপ। বিণ. ~**বাজ**—রোয়াকে বসিয়া (সচ. বাজে ও নোংরা) আড্ডা দিয়া বৃথা সময় কাটাইতে অভ্যস্ত। বি. ~**বাজি**—ঐরূপ আড্ডা বা আড্ডা দেওয়ার অভ্যাস।

রকম—(১) বি. প্রকার (হরেক রকম); ধরন, রীতি (তার

রকমই ঐ)। (২) বিণ. প্রায় (চার আনা রকম সম্পত্তি)। [আ. রক্‌ম্]।। বি. বিণ. ~ফের—(একই বস্তুর) ভিন্ন রকম। বিণ. **রকম রকম**—বিভিন্ন প্রকার (রকম রকম শাড়ি)। বি. **রকম সকম**—ভাবভঙ্গি, চালচলন। বিণ. **রকমারি, রকমওয়ারি**—নানাপ্রকার।

রক্ত—(১) বি. শোণিত, রুধির (রক্ত-চলাচল)। (২) বিণ. শোণিতবৎ লালবর্ণবিশিষ্ট (রক্তজবা); রঞ্জিত: ক্রোধাদি-জনিত রক্তিম (রক্তআঁখি); আসক্ত, অনুরক্ত। [সং. √রঞ্জ্ + ত]। ক্রি. **রক্ত ওঠা**—রক্তবমন হওয়া। ক্রি. **রক্ত ঝরা বা পড়া**—শরীরের ভিতর হইতে রক্ত বাহির হওয়া। ক্রি. **রক্ত হওয়া**—রক্তহীনতা বা রক্তাল্পতা দূর হইয়া দেহের রক্তবৃদ্ধি হওয়া। **রক্তমাংসের শরীর**—(আল.) দেহের বা মনের স্বাভাবিক দুর্বলতা-যুক্ত মনুষ্য-দেহ (রক্তমাংসের শরীরে এই পরিশ্রম বা অপমান অসহ্য)। **রক্তের অক্ষরে লেখা**—(আল.) বহু জীবননাশের বা প্রচুর রক্তপাতের কাহিনী-সংবলিত ইতিহাস; ঐরূপ ইতিহাস রচনা করা। **রক্তের টান**—রক্তের সম্পর্ক থাকার ফলে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বা মায়া। **রক্তের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ**—একই পরিবারের বা বংশের বিভিন্ন লোকের মধ্যে সম্বন্ধ। বি. **~ক**—রক্ত; লাল কাপড়। বি. **~কমল**—লালবর্ণ পদ্ম, কোকনদ। বি. **~করবী**—লালবর্ণ করবী। বিণ. **~ক্ষয়ী** (-য়িন্)—বহু লোকের রক্তপাত অর্থাৎ বিনাশ ঘটায় এমন (রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম): বি. **~গঙ্গা**—(আল.) প্রচুর রক্তপাত, খুনাখুনি। ক্রি. **রক্ত গরম হওয়া**—উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া। বি. **~চক্ষু**—রোষদৃষ্টি, ক্রোধে আরক্ত-চক্ষু। বি. **~চন্দন**—লালবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ। **~জিহ্ব**—(১) বিণ. (যাহার) জিহ্বা রক্তবর্ণ এমন। (২) বি. সিংহ। বি. **~দন্তিকা, ~দন্তী**—চণ্ডীতে বর্ণিত ভগবতীর রূপবিশেষ। ক্রি. **রক্ত দর্শন করা**—অস্ত্রাঘাত বা খুন করা। বি. **~দুষ্টি, ~দোষ**—রক্তবিকৃতিরূপ ব্যাধিবিশেষ। বি. **~নদী**—রক্তগঙ্গা-র অনুরূপ। বি. **~নিশান**—লালবর্ণ পতাকা। বি. **~নেত্র**—রক্তচক্ষু-র অনুরূপ। বি. **~পাত**—দেহের অংশবিশেষ ছিন্ন হইয়া বা ফাটিয়া যাইয়া রক্ত বাহির হওয়া; (পরের) দেহের রক্ত বাহির করা। বিণ. **~প, ~পায়ী** (-য়িন্)—রক্তপানকারী। বি. **~পিণ্ড**—জমাট রক্তের ঢেলা। বি. **~পিত্ত**—পিত্তবিকারের ফলে দূষিত রক্তের আধিক্য বা রক্তবমন। বি. **~পিপাসা**—শত্রুপক্ষের রক্তপাত করার ইচ্ছা। বি. **~প্রদর**—রক্তস্রাবযুক্ত প্রদররোগবিশেষ। বি. **~বমন**—শরীরের রক্ত উদ্‌গিরণ বা বমিকরণ, রক্তপিত্ত। **~বর্ণ**—(১) বি. রক্তের ন্যায় লাল রঙ। (২) বিণ. উক্ত রঙ-যুক্ত। বিণ. **~বাহী** (-হিন্)—যাহার মধ্য দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় এমন, শোণিতবাহক। বি. **~বীজ**—অসুরবিশেষ যাহার রক্তের প্রতি ফোঁটা মাটিতে পড়িয়া এক নূতন অসুর সৃষ্টি করিত; দাড়িম্ববিশেষ। **রক্তবীজের বংশ বা ঝাড়**—(আল.) যে বংশের বা যে দলের কোন প্রকারেই বিনাশ নাই। বি. **~রাগ**—রক্তের ন্যায় লাল আভা বা রঙ। বি. **~মোক্ষণ**—চিকিৎসার্থ দেহের রক্ত নিষ্কাশন। বিণ. **~লোচন**—রক্তচক্ষু দ্রঃ। বি. **~শোষণ**—চুষিয়া রক্তপান; (আল.) সর্বস্ব আত্মসাৎ করা। বি. **~স্রবণ**—দেহের রক্ত বাহির হওয়া। বি. **~স্রোত**—রক্তের প্রবাহ। বিণ. **~হীন**—রক্তশূন্য; পাণ্ডুর; পাণ্ডু-রোগাক্রান্ত। বি. **~হীনতা**—রক্তশূন্যতা, anaemia। বিণ. **রক্তাক্ত**—রক্তে-মাখা (রক্তাক্ত পরিণাম)। বি. **রক্তাতিসার**—রক্তস্রাবযুক্ত উদরাময় রোগবিশেষ। বি. **রক্তাধিক্য**—দেহের রক্তের পরিমাণবৃদ্ধিরূপ রোগ। **রক্তাম্বর**—(১) বি. লালবর্ণ কাপড়। (২) বিণ. (যাহার) পরিহিতবস্ত্র রক্তবর্ণ এমন। বি. **রক্তারক্তি**—পরস্পরের রক্তপাত; রক্তের ছড়াছড়ি (রক্তারক্তি কাণ্ড)। (বাং.) বিণ. **রক্তিম**—রক্তের আভাযুক্ত, লাল আভাযুক্ত (রক্তিম মুখ)। বি. **রক্তিমা** (-মন্)—রক্তবর্ণ অবস্থা, লাল আভা। বি. **রক্তোৎপল**—লালবর্ণ পদ্ম। বি. **রক্তোপল**—গিরিমাটি।

রক্ষ১—(১) বি. রক্ষা। (২) বিণ. রক্ষাকর্তা। [সং. √রক্ষ্ + অ(ভা. র্তৃ)]।

রক্ষ২ (-ক্ষস্)—বি. রাক্ষস (যক্ষরক্ষ)। [সং. √রক্ষ্ + অস্(ণে)]। বি. **~কুল**—রাক্ষসবংশ। বি. **~পুরী**—রাক্ষসদের বাসস্থান; লঙ্কা।

রক্ষণ—(১) বি. রক্ষা করা। (২) বিণ. রক্ষক ('রাক্ষস-কুলরক্ষণ': মধু.)। [সং. √রক্ষ্ + অন(ভা. র্তৃ)]। বিণ. বি. **রক্ষক**—রক্ষাকর্তা (সনাতন ধর্মের রক্ষক); তত্ত্বা-বধায়ক (উদ্যানরক্ষক); প্রহরী (দ্বাররক্ষক); ত্রাণকর্তা; বিপদে রক্ষাকর্তা। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **রক্ষিকা**। বি. **রক্ষণ-শীলতা**—রক্ষণশীল মনোবৃত্তি, conservatism। বিণ. **~শীল**—পুরাতনকে রক্ষা করার বা টিকাইয়া রাখিবার পক্ষপাতী এবং নূতনত্বের বিরোধী, প্রাচীনপন্থী, conservative। বি. **রক্ষণাবেক্ষণ**—তত্ত্বাবধান ও রক্ষা করা, সযত্নে রক্ষা। বিণ. **রক্ষণীয়**—রক্ষা করিবার যোগ্য।

রক্ষা—(১) বি. উদ্ধার, পরিত্রাণ ('বিপদে মোরে রক্ষা কর': রবীন্দ্র); অব্যাহতি, নিস্তার, বাঁচোয়া (টাকা ছিল তাই রক্ষা); নষ্ট হইতে না দেওয়া, সংরক্ষণ (সম্পত্তি-রক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা); বজায় রাখা (সম্পর্ক রক্ষা); পালন (প্রতিজ্ঞারক্ষা, নিয়মরক্ষা); তত্ত্বাবধান (উদ্যানরক্ষা); প্রহরা, পাহারা (দ্বাররক্ষা); রাখা (ভূতলে রক্ষা করা)। (২) ক্রি. (কাব্যে) রক্ষা করা ('কে রক্ষিবে তোরে': মধু.)। [সং. √রক্ষ্ + অ(ভা) + আ]। বি. **~কবচ**—বিপদ এড়াবার জন্য ধারণীয় মন্ত্রপূত কবচ; (আল.) অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর রক্ষাকল্পে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা। বি. **~কালী**—রোগ মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণলাভার্থ যে কালীমূর্তির উপাসনা করা হয়। বি. **~মন্ত্র**—যে মন্ত্র জপ করিলে বিপদ এড়ান যায়, রক্ষা পাইবার উপায়। বিণ. **রক্ষিত**—রক্ষা করা বা রাখা হইয়াছে এমন, পরিত্রাত, পালিত (নিয়মগুলি রক্ষিত হয় নাই); গচ্ছিত (তাহার গহনাগুলি ব্যাঙ্কে রক্ষিত আছে)। **রক্ষিতা**—(১) বি. (সং. <রক্ষিতৃ) রক্ষাকর্তা: (বাং.) পালিতা উপপত্নী। (২) বিণ. রক্ষা-কারী। বিণ.(স্ত্রী.) **রক্ষিত্রী**।

রক্ষী (-ক্ষিন্)—বিণ.বি. রক্ষক (দেহরক্ষী), প্রহরী। [সং. √রক্ষ্ + ইন্(র্তৃ)]। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **রক্ষিণী**। বি. **রক্ষি-সৈন্য**—আক্রমণাদি হইতে রক্ষা করার জন্য নিয়োজিত সৈন্য।

রক্ষ্য—বিণ. রক্ষণীয়। [সং. √রক্ষ্ + য]।

রগ—বি. ললাটের পার্শ্বদেশ বা পার্শ্বস্থিত নাড়ী। [ফা.]। বিণ. **~চটা**—একটুতেই রাগিয়া উঠে এমন, কোপন-স্বভাব।

রগড়₁—বি. চক্রাদিতে কাঠির আঘাত; মর্দন; পেষণ; ঘর্ষণ। [হি.]।

রগড়₂—বি. মজা, কৌতুক, রঙ্গ, তামাশা। বিণ. **রগুড়ে, রগড়িয়া**—রঙ্গপ্রিয়; কৌতুককারী; কৌতুক-পূর্ণ।

রগড়া—(১) বি. পেষণ; মর্দন। (২) ক্রি. রগড়ান। [রগড়₁ দ্রঃ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পেষণ বা মর্দন করা; ঘর্ষণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~রগড়ি**—পরস্পর বা ক্রমাগত রগড়ানি, ঘষাঘষি; (আল.) দর-কষাকষি, বহু বোঝাপড়া; বহুল ব্যবহার; ঝগড়া; এক বিষয়ের অত্যধিক আলোচনা।

রগরগ—অব্য. উজ্জ্বলতা বা বর্ণের উগ্রভাব প্রকাশ (রগরগ করা)। [<সং. রঙ্গ(=রং), দ্বিত্ব]। বিণ. **রগরগে**—রগরগ করিতেছে এমন, টকটকে (রগরগে লাল)।

রঘু—বি. সূর্যবংশের বিখ্যাত নৃপতি ও রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। বি. **~কুল**—রঘুর বংশ। বি. **~কুল-তিলক**—রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ রামচন্দ্র। বি. **~কুলপতি, ~নন্দন, ~নাথ, ~পতি, ~বর, ~মণি**—রামচন্দ্র। বি. **~বংশ**—রঘুকুল; মহাকবি কালিদাসের প্রসিদ্ধ মহাকাব্য।

রঙ, রং—বি. বর্ণ (লাল রঙ, মেঘের রঙ); রঞ্জন দ্রব্য (রঙ মাখানো); দেহের বর্ণ (তার রঙ ফরসা); তাসের রুইতন হরতন প্রভৃতি চিহ্নভেদ; যে চিহ্নের তাসকে যেবারে খেলায় প্রাধান্য দেওয়া হয়; ধরন (কোন্ রঙের কথা); কৌতুক, আতিশয্য (বর্ণনায় রঙ চড়ান)। [সং. রঙ্গ]। বিণ. **রঙকানা**—বর্ণান্ধ, যে রঙ চিনিতে পারে না। ক্রি. **রঙ ফলানো**—অতিরঞ্জিত করা। বি. **রঙ-চঙ, রংচং**—বিবিধ বা বিচিত্র বর্ণ (রঙচঙের ঘটা)। বিণ. **রঙচঙা, রঙচঙে**—বিবিধ বর্ণযুক্ত, বিচিত্র বর্ণের। বিণ. **রঙবেরঙ, রংবেরং**—নানা বর্ণের। বিণ. **~দার**—রঙিন। বি. **~মশাল**—আতশবাজিবিশেষ।

রঙচঙ, রংচং, রঙমহল, রংমহল—রঙ্গ₂ দ্রঃ।

-রঙা, রঙান (নো), রঙিলা—যথাক্রমে -রঙ্গা রঙ্গান ও রঙ্গিলা-র বানানভেদ।

রঙ্কিণী₁—রঙ্গিণী-র বিকৃত রূপ (রঙ্কিণী কালী)।

রঙ্কিণী₂—বিণ. (স্ত্রী.) দরিদ্রা ('রঙ্কিণী রাজার বেটি': শি.)। [সং. রঙ্ক + ইন্ + ঈ (স্ত্রী.)]।

রঙ্কু—বি. মৃগবিশেষ। [সং.]।

রঙ্গ₁—বি. বর্ণ, রং; রঞ্জক দ্রব্য; নৃত্যগীতাভিনয় (রঙ্গমঞ্চ); ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, যুদ্ধ, যুদ্ধ (রঙ্গভূমি), লীলায়িত হাবভাব বা ভঙ্গি, লীলা; ভঙ্গি, ধরন; নাট্যশালা; রণভূমি; (বিরল) দস্তা, রাং, tin। [সং. √রঞ্জ্ + অ]। বি. **~ভূমি**—রণস্থল; ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার স্থান, মল্লভূমি, কুস্তির আখড়া, খেলার মাঠ; নাট্যশালা। বি. **~মঞ্চ**—যে মঞ্চের উপরে অভিনয় করা হয়, স্টেজ। বি. **~শালা**—অভিনয়গৃহ। বি. **~স্থল**—রঙ্গভূমি-র অনুরূপ। বি. **রঙ্গালয়**—নাট্যশালা, থিয়েটার। বিণ. (স্ত্রী.) **রঙ্গিণী**—রঙ্গপ্রিয়া; কৌতুকময়ী; লীলাময়ী; লীলামত্তা (রণরঙ্গিণী)। বিণ. **রঙ্গী (-ঙ্গিন্)**—রঙ্গিণী-র পুংলিঙ্গ।

রঙ্গ₂—বি. কৌতুক ('যাঁর নানা রঙের রঙ্গ, মোরা তাঁরি রসের রঙ্গী': রবীন্দ্র); তামাশা, পরিহাস, ঠাট্টা (রঙ্গ করা); রগড়, মজা (রঙ্গ দেখা); আমোদ, আনন্দ (রঙ্গে মাতা)। [ফা. রংগ]। বি. **~চিঙ্গা**—যে বালক রঙ্গ দেখিতে ভালবাসে; চেঙড়া ছেলে। বি. **রঙ্গচঙ্গ, রংচং**—হাস্যপরিহাস; অভিনেতৃসুলভ হাবভাব। বিণ. **~দার**—মজাদার। বিণ. **~প্রিয়**—কৌতুকপ্রিয়, হাস্যপরিহাস করিতে ভালবাসে এমন। বি. **~প্রিয়তা**। বি. **~ভঙ্গ**—কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি। বি. **~মহল, রঙমহল, রংমহল**—মুসলমান নৃপতিদের বিলাসভবন বা অন্তঃপুর; আনন্দনিকেতন। বি. **~রস**—হাস্য-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ।

রঞ্জক—বি. জীব উদ্ভিদ্ প্রভৃতির দেহে প্রাপ্ত রঞ্জক পদার্থ, pigment [বি. প.]। [সং. রঞ্জ্ + অক (র্তৃ)]।

রঙ্গন—বি. চিত্রকরণ; রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ। [রঙ্গ₁ দ্রঃ]।

-রঙ্গা—বিণ. বর্ণবিশিষ্ট (সাতরঙ্গা)। [বাং. রঙ্গ₁ + আ]।

রঙ্গান, রঙানো—(১) ক্রি. রঞ্জিত করা, ছোপানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. রঙ্গ₁ + আ—নামধাতু]।

রঙ্গিণী—রঙ্গ₁ দ্রঃ।

রঙ্গিন, রঙিন—বিণ. রঞ্জিত; রঙযুক্ত; নানারঙে শোভিত (রঙিন শাড়ি, রঙিন ছবি)। [বাং. রঙ্গ₁ + ইন]।

রঙ্গিমা—বি. রক্তিমা (অধর-রঙ্গিমা); শোভা (ঐখানেই যত রঙের রঙ্গিমা)। [সং. রঙ্গ + ইম]।

রঙ্গিয়া—বিণ. (প্রা. কা.) রসিক, রঙ্গপ্রিয়; রসিকা, রঙ্গপ্রিয়া। [বাং. রঙ্গ₂ + ইয়া]।

রঙ্গিল—বিণ. রঙ্গিন। [হি.]।

রঙ্গিলা₁—বিণ.(স্ত্রী.) রঞ্জিতা (রঙ্গিলা শাড়ি); রাঙ্গা (রঙ্গিলা গাই)। [রঙ্গিল-এর স্ত্রীলিঙ্গ]।

রঙ্গিলা₂—বিণ. রঙ্গপ্রিয়, রঙ্গকারী; স্ফূর্তিবাজ। [হি.]।

রঙ্গীন—রঙ্গিন দ্রঃ।

রচক—বি. রচনাকারী। [সং. √রচ্ + অক]।

রচন—বি. রচনা করা। [সং. √রচ্ + অন(ভা)]।

রচনা—বি. রচন, নির্মাণ, গঠন; বিন্যাস, গ্রন্থন (কাব্য-রচনা, কবরী-রচনা); সৃষ্টি (বিশ্ব-রচনা); রচিত বস্তু; লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কবিতাদি। [সং. √রচ্ + অন(ভা) + আ]। বি. **~কৌশল, ~প্রণালী, ~পদ্ধতি**—

নির্মাণের রীতি ; প্রবন্ধাদি রচনার ধারা। বি. **~শৈলী** —প্রবন্ধাদি রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, style। বিণ. **রচনীয়** —রচনা করিতে হইবে এমন। বিণ.বি. **রচয়িতা** (-তৃ) —রচনাকারী। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **রচয়িত্রী**। বিণ. **রচিত** —রচনা করা হইয়াছে এমন (বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ)।

রচা—(১) ক্রি. রচনা করা, কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করা ('সেই সত্য যা রচিবে তুমি' : রবীন্দ্র)। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে (মানুষের রচা কাহিনী)। [সং. √রচ্ + বাং. আ]।

রজঃ (-জস্), (চলিত) রজ—বি. ধূলা (পদরজঃ) : পরাগ, পুষ্পরেণু (পুষ্পরজঃ) ; যৌবনপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাব বা ঋতু (রজোদর্শন) ; (দর্শনে) সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রকৃতির এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যমটি (রজোগুণ)। [সং. √রঞ্জ্ (=রাগ, অঙ্গ বর্ণের উৎপত্তি) + অস্(ণে), অ(র্ম)]। বি. **রজঃকণা**—ধূলিকণা। বিণ. (স্ত্রী.) **রজস্বলা**—ঋতুমতী। বি. **রজোদর্শন**—স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুস্রাব।

রজক—বি. (অপ্র.) রঙকারক ; ধোপা। [সং. √রঞ্জ্ + অক(র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **রজকী**, (বাং.) **রজকিনী**।

রজত—(১) বি. রৌপ্য। (২) বিণ. সাদা। [সং. √রঞ্জ্ + অত(ণে)]। **~কান্তি**—(১) বিণ. রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র বা সুন্দর ; সাদা। (২) বি. রৌপ্যের ন্যায় সৌন্দর্য, অতিশয় শুভ্র বর্ণ। বি. **~গিরি**—(শুভ্র তুষারে আবৃত বলিয়া) কৈলাসপর্বত। বি. **রজতজয়ন্তী**—**জয়ন্তী** দ্রঃ। **~বর্ণ** —(১) বিণ. রূপার ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট। (২) বি. রূপার ন্যায় সাদা রঙ। বিণ.(স্ত্রী.) **~বর্ণা**।

রজন—বি. 'পাইন্'-জাতীয় গাছের নির্যাস হইতে তার্পিনতৈল নিষ্কাশনের পর যে অংশ থাকে তাহা শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত পদার্থবিশেষ। [ইং. rosin]।

রজনী—বি. রাত্রি, নিশা, যামিনী, বিভাবরী। [সং. √রঞ্জ্ (=প্রীত হওয়া) + অনি(ধি) + ঈ(বিকল্পে)]। বি. **~কান্ত, ~নাথ**—চন্দ্র। বি. **~গন্ধা**—অতি সুগন্ধি সাদা ফুল-বিশেষ (ইহা সন্ধ্যাবেলায় প্রস্ফুটিত হয়)।

রজস্বলা, রজোগুণ, রজোদর্শন—**রজঃ** দ্রঃ।

রজ্জু—বি. দড়ি। [সং.]। **সর্পে রজ্জু ভ্রম**—স্থিরভাবে পতিত সর্পকে দেখিয়া রজ্জু বলিয়া ভুল ধারণা করা।

রঞ্জক—বি. বারুদ। [দেশী]। বি. **~ঘর**—সেকালের কামান-বন্দুকাদির যে অংশে বারুদ পোরা হইত।

রঞ্জন—(১) বি. রঙ করা (বস্ত্ররঞ্জন) ; তুষ্টি-সম্পাদন, আনন্দদান (মনোরঞ্জন, প্রজারঞ্জন)। (২) বিণ. প্রীতি-জনক ('সুন্দর, হৃদিরঞ্জন তুমি'), আনন্দদায়ক (নয়ন-রঞ্জন রূপ)। [সং. √রঞ্জ্ + ণিচ্ + অন(ভা, র্তৃ)]। **রঞ্জক** —(১) বিণ. রঞ্জনকারী, যে রঙ করে ; অনুরাগ-উৎ-পাদক ; প্রীতিকর। (২) বি. রঞ্জকদ্রব্য। বিণ.(স্ত্রী.) **রঞ্জিকা**। বি. **রঞ্জকদ্রব্য**—যে বস্তুদ্বারা রঙ করা হয়। বিণ.(স্ত্রী.) **রঞ্জনী**—প্রীতিদায়িনী, যাহা দিয়া রাঙানো হয় (নখরঞ্জনী, nail-polish)। বিণ. **রঞ্জিত**—রঞ্জন করা হইয়াছে এমন, সন্তোষিত ; চিত্রিত (অরুণরাগ-রঞ্জিত)। বিণ.(স্ত্রী.) **রঞ্জিতা**।

রঞ্জনরশ্মি—বি. (বিজ্ঞা.) অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের একপ্রকার তড়িৎচুম্বক রশ্মি যাহা অস্বচ্ছ ও স্থূল বস্তু ভেদ করিয়া তাহার ভিতরকার বস্তু দেখাইতে পারে। [ইং. Röntgen rays]।

রঞ্জা—ক্রি. (কাব্যে) রঞ্জিত করা। [সং. √রঞ্জ + বাং. আ]।

রঞ্জিকা, রঞ্জিত—**রঞ্জন** দ্রঃ।

রঞ্জী (-ঞ্জিন্)—বিণ. রঞ্জক। [সং. √রঞ্জ্ + ইন্(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **রঞ্জিণী**।

রটন, রটনা—বি. প্রচার, ঘোষণা ; কথন ; খ্যাতি। [সং. √রট্ + অন(ভা), + আ]। বিণ. **রটিত**—প্রচারিত ; খ্যাত ; কথিত।

রটন্তী—বি. মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশী (রটন্তী-কালীপূজা)। [সং. √রট্ + অৎ(র্তৃ) + ঈ]।

রটা—ক্রি. প্রচারিত বা রাষ্ট্র হওয়া (যা রটে তা' বটে) ; বলা, প্রচার করা ('রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে' : রা. প্র.)। [সং. √রট্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) প্রচার করা (কলঙ্ক রটানো) ; (মন্দ অর্থে) রাষ্ট্র করা (তুমিই কথাটা রটাচ্ছ)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

রড—বি. লৌহদণ্ড ; ডাণ্ডা। [ইং. rod]।

রড়—বি (প্রা. কা.) ছুট, দৌড়। [দেশী]।

রণ—বি. যুদ্ধ, সংগ্রাম, সমর ; শব্দ, রব। [সং. √রণ্ (শব্দে) + অ (ধি, ভা)]। বি. **~কৌশল**—যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধবিদ্যা। বি. **~ক্ষেত্র**—যেখানে লড়াই চলিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্র। **~চণ্ডী**—**চণ্ডী** দ্রঃ। বিণ. **~জয়ী, ~জিৎ** —যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে বা করে এমন। বি. **~তরঙ্গ** —যুদ্ধরূপ ঢেউ। বি. **~তরী, ~তরি, ~পোত**—যে নৌকা বা জাহাজে চড়িয়া যুদ্ধ করা হয়। বিণ. **~পণ্ডিত**—রণকুশল। বি. **~বেশ**—যুদ্ধের উপযোগী বেশ, সৈনিকের পোশাক। বিণ. **~মত্ত**—যুদ্ধ করার জন্য বা যুদ্ধ করিতে করিতে মাতিয়া উঠিয়াছে এমন। বি. **~যাত্রা**—যুদ্ধার্থ গমন, অভিযান। বিণ. (স্ত্রী.) **~রঙ্গিণী**—রণমত্তা ; উগ্রমূর্তি। বি. **~সজ্জা, ~সাজ** —রণবেশ। বি. **~স্থল, রণাঙ্গন**—রণক্ষেত্র। **রণে ভঙ্গ দেওয়া**—যুদ্ধে বিরত হওয়া বা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা।

রণৎ—বিণ. শব্দায়মান। [সং. √রণ্ + অৎ]।

রণন—বি. শব্দ করা ; (বাং.) রনরন শব্দ, ঝঙ্কার (সুরের রণন)। [সং. √রণ্ + অন (ভা)]। **রণিত**—(১) বিণ. শব্দিত ; (বাং.) ঝঙ্কৃত। (২) বি. শব্দ।

রণপা, রণরণ, রণরণি—যথাক্রমে **রনপা রনরন** ও **রনরনি**-র বর্জি. বানান।

রণ্ড—(১) বিণ. (ব্যক্তি সম্বন্ধে) সন্তান উৎপাদনে অক্ষম ; (বৃক্ষাদি সম্বন্ধে) ফলফুল উৎপাদনে অক্ষম। (২) অফলা গাছ। [সং. √রম্(=ক্রীড়া) + ড (র্তৃ)]। **রণ্ডা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) বন্ধ্যা; বিধবা, রাঁড়। (২) বি. বেশ্যা।

রত—(১) বিণ. নিযুক্ত (পাঠরত, কর্মরত) ; আসক্ত

*আদিতে রণ-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **রণ** দ্রঃ।

(ভাগরত, বিষয়রত)। (২) বি. রতি, রমণ। [সং. √রম্ +ত (র্তৃ, ভা)]।

রতন—রত্ন-র কোমল ও কথ্য রূপ। বি. **~চূড়, ~চুর**—হাতের গহনাবিশেষ। **রতনে রতন চেনে**—অসৎ লোক অসৎ লোককে দেখিলেই বুঝিতে পারে; অসৎ লোক অসৎ লোকেরই সহিত সংসর্গ করে।

রতি১, রত্তি—(১) বি. এক কুঁচের সমান ওজন। (২) বিণ. উক্ত ওজনবিশিষ্ট; (গৌণ অর্থে) ছিটাফোঁটা, অত্যল্প-পরিমাণ (একরত্তি বিশ্রাম)। [সং. রক্তিকা=কুঁচ]।

রতি২—বি. কন্দর্প-পত্নী; মৈথুন, রমণ: আসক্তি, আনন্দ, অনুরাগ (অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় রতি; (অল.) চিত্তের অনুকূল বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণজনিত আকুলতা। [সং. √রম্+তি (র্তৃ, ভা)]। বি. **~কান্ত, ~পতি**—কামদেব। বি. **~শক্তি**—রমণের ক্ষমতা।

রত্ন—বি. হীরা-মাণিক্যাদি বহুমূল্য মণিমুক্তা; (আল.) শ্রেষ্ঠ বস্তু, কোন জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট (রমণীরত্ন); সমুদ্র-মন্থনে লব্ধ লক্ষ্মী-কৌস্তুভ-পারিজাত ইত্যাদি চৌদ্দটি অমূল্য ও অলৌকিক বস্তু। [সং. √রম্ +ন (র্তৃ)]। বিণ. **~খচিত**—হীরা-মাণিক্যাদি বসানো আছে এমন, মণিময়। **~গর্ভ**—(১) বিণ. মধ্যে রত্ন আছে এমন। (২) বি. সমুদ্র। **~গর্ভা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) (আল.) অসাধারণ গুণবান্ সন্তানের জননী। (২) বি. পৃথিবী। বি. **~গিরি**—সুমেরু পর্বত। বি. **~দ্বীপ**—প্রবালদ্বীপ। বিণ. **~প্রভ**—রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল বা দীপ্তিশালী। **~প্রভা**—(১) হীরা-মাণিক্যাদির দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য। (২) বিণ. (স্ত্রী.) রত্নের ন্যায় উজ্জ্বলা বা দীপ্তিশালিনী। বিণ. (স্ত্রী.) **~প্রসবিত্রী, ~প্রসবিনী, ~প্রসূ**—রত্ন প্রসব করে এমন, মণিমাণিক্যাদি উৎপাদনকারিণী, রত্নগর্ভা: (আল.) সুসন্তানবতী। বি. **~বণিক্** (-ণিজ্)—মণিমুক্তার কারবারী, মণিকার, জহুরী। বিণ. **~ময়**—রত্নদ্বারা নির্মিত বা গঠিত; রত্নপূর্ণ। বিণ. (স্ত্রী.) **~ময়ী**। বি. **রত্নাকর**—রত্নের খনি; সমুদ্র; (কৃত্তিবাসী রামায়ণে উক্ত) বাল্মীকির পূর্বনাম। বি. **রত্নাবলী**—রত্নশ্রেণী; রত্নহার; সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থবিশেষ। বি. **রত্নাভরণ, রত্নালঙ্কার, রত্নালংকার**—জড়োয়া গহনা।

রত্নি—বি. কনুই হইতে বদ্ধমুষ্টি-হস্তাগ্র পর্যন্ত পরিমাণ, মুটমহাত। [সং.]।

রথ—বি. অশ্বাদিবাহিত চক্রযুক্ত প্রাচীন যানবিশেষ; প্রাচীন যুদ্ধযান (রথযুদ্ধ); জগন্নাথদেবের যান বা তদনুকরণে নির্মিত যান (রথযাত্রা); যে-কোন গাড়ি (বাষ্প-রথ)। [সং. √রম্+থ (ণে)]। ক্রি. **রথ টানা**—রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে ভক্তবৃন্দ কর্তৃক (প্রধানতঃ পুরীর মন্দিরের) রথ রজ্জুবদ্ধ করিয়া টানা। ক্রি. **রথ দেখা ও কলা বেচা**—(আল.) একই সঙ্গে আনন্দ উপভোগ ও অর্থোপার্জন করা। বি. **~চক্র, রথাঙ্গ**—রথের চাকা; চক্রবাক, চখা। বি. **~যাত্রা**—আষাঢ়-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথভ্রমণোৎসব।

রথী (-থিন্)—বি. রথারূঢ় ব্যক্তি; যে ব্যক্তি রথে চড়িয়া যুদ্ধ করে; যোদ্ধা; (আল.) বীরপুরুষ। [সং. রথ+ইন্]।

রথো, রোথো—বিণ. (কথ্য) একান্ত বাজে, অব্যবহার্য (রোথো মাল); অকর্মণ্য (রোথো লোক)। [তু. রদ্দি]।

রথ্যা—বি. রাস্তা, রাজপথ; রথসমূহ। [সং. রথ+য+আ]।

রদ১—(১) বিণ. খারিজ, মকুফ, রহিত, প্রত্যাহৃত (হুকুম রদ করা বা হওয়া)। (২) বি. খারিজ করা বা রহিত করা (নিলাম-রদ)। বি. **~বদল**—পরিবর্তন।

রদ২, রদন—বি. দাঁত ('দ্বিরদরদনির্মিত': মধু.; 'বদনে রদন লড়ে': ভা. চ.)। [সং. √রদ্+অ, অন (ণে)]। বি. **রদী** (-দিন্), **রদনী** (-নিন্)—দন্তী, হাতি।

রদ্দা—বি. (বাহুদ্বারা ঘাড়ে) ঘর্ষণ (রদ্দা মারা); গলাধাক্কা (রদ্দা দেওয়া)। [হি.]।

রদ্দি, রদ্দী—বিণ. নিকৃষ্ট, ওঁছা, বাজে। [হি.<আ. রদ্দী]।

রনপা—বি. পূর্বকালে বাঙ্গালার দস্যুগণ কর্তৃক দ্রুত-গমনের জন্য ব্যবহৃত অতি দীর্ঘ যুগলদণ্ডবিশেষ। [সং. রণ+বাং. পা]।

রনরন, রনরনি—বি. অস্ত্রাদির ঘাতপ্রতিঘাতজাত ঝনৎকার; অলঙ্কারাদির শিঞ্জন, রুনুঝুনু শব্দ, ঝঙ্কার।

রন্ধন—বি. রান্না, পাক করা। [সং. √রধ্ (=পাকক্রিয়া) +অন(ভা)]। বি. **~গৃহ, ~শালা**—রান্নাঘর। বিণ. **রন্ধিত**—রাঁধা হইয়াছে এমন।

রন্ধ্র—বি. ছিদ্র, গর্ত; দোষ, ত্রুটি; কুক্ষি; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান, বিনাশস্থান। [সং.]। **রন্ধ্রগত শনি**—রাশিচক্রে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে শনি-গ্রহের অবস্থান: ইহা জাতকের পক্ষে মৃত্যুযোগ বলিয়া বিবেচিত হয়।

রপ্ত—বিণ. অভ্যস্ত (রপ্ত করা বা হওয়া)। [আ. রবৎ]। ক্রি-বিণ. **রপ্তে রপ্তে**—অভ্যাস করিতে করিতে, ক্রমশঃ; ধীরে ধীরে।

রপ্তানি—বি. বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ। [ফা. রফ্তানী]। বিণ. **রপ্তানী**—রপ্তানি করা হইতেছে বা হইয়াছে এমন।

রফা—বি. আপস-মীমাংসা, মিটমাট, নিষ্পত্তি (পরস্পর রফা করা); বিনাশ, শেষ (দফারফা)। [আ. রফ্আ]। বি. **~নামা**—আপস-মীমাংসার শর্তাদি সংবলিত লিপি।

রব—বি. শব্দ, ধ্বনি; গুজব (রব উঠা)। [সং.]। বিণ. **রবাহুত**—লোকমুখে ভোজের 'রব' বা সংবাদ পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া উপস্থিত, অনিমন্ত্রিত আগন্তুক।

রব-রবা—বি. প্রতাপ, শোভা, খ্যাতি। [দবদবা দ্র.]।

রবাব—বি. বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; রুদ্রবীণা। [ফা.]।

রবার—বি. বৃক্ষবিশেষের নির্যাস হইতে প্রস্তুত স্থিতি-স্থাপক পদার্থবিশেষ। [ইং. rubber]।

রবি—বি. সূর্য, ভাস্কর, দিবাকর। [সং.]। বি. **~কর, ~রশ্মি**—সূর্যের কিরণ। বি. **~চ্ছবি**—সূর্যের দীপ্তি বা শোভা। বি. **~তনয়, ~নন্দন, ~সুত**—সূর্যের পুত্র; শনি; যম; কর্ণ। বি.(স্ত্রী.) **~তনয়া, ~নন্দিনী,**

~সুতা—সূর্যের কন্যা, যমুনা। বি. ~বর্ষ—(জ্যোতি.) এক নক্ষত্র হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সমুদয় রাশিচক্র পরিক্রমণপূর্বক পুনরায় সেই নক্ষত্রে সঞ্চারিত হইতে সূর্যের যে সময় লাগে। বি. ~বার, ~বাসর—সপ্তাহের প্রথম দিন। বি. ~মণ্ডল—সূর্যের পরিধি বা পরিবেশ। বি. ~মার্গ—সূর্যের পরিক্রমণপথ। বি. ~রশ্মি—রবিকর দ্র:।

রবিখন্দ, রবিশস্য—বি. গম যব প্রভৃতি বসন্তকালীন শস্য। [আ. রবী(=বসন্তকাল)+খন্দ১. শস্য]।

রবীউল্-আউঅল্—বি. মুসলমানী বৎসরের তৃতীয় মাস। [আ. রবীঅ-উল্-আব্বল]।

রভস—বি. ঔৎসুক্য; প্রবল ভাবাবেগ; গভীর শোক; উল্লাস ('জলসিঞ্চিতক্ষিতিসৌরভরভসে' : রবীন্দ্র); (প্রা. কা.) মিলন, সম্ভোগ, কেলিবিলাস ('কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়লু' : বিদ্যা.)। [সং. √রভ্(=ঔৎসুক্য, নির্বিচারপ্রবৃত্তি)+অস]।

রম—(১) বিণ. (সমাসের উত্তরপদে) রমণীয়; আনন্দ-জনক। [তু. মনোরম]। (২) বি. স্বামী, পতি; কন্দর্প। [সং. √রম্+ণিচ্+অ]।

রমজান—বি. মুসলমানী বৎসরের নবম মাস: রোজার মাস। [আ.]।

রমণ১—বি. ক্রীড়া, কেলি, প্রমোদ-বিহার; মৈথুন, রতি-ক্রিয়া। [সং. √রম্+অন (ভা)]।

রমণ২—(১) বি. কন্দর্প; পতি, বল্লভ (রাধারমণ)। (২) বিণ. প্রিয়; সন্তোষবিধায়ক। [সং. √রম্+ণিচ্+অন (র্তৃ)]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) রমণা।

রমণী—(১) বি. সুন্দরী নারী; নারী; পত্নী। (২) বিণ. প্রিয়া; সন্তোষবিধায়িত্রী। [সং. রমণ+ঈ]। বি. ~রত্ন—শ্রেষ্ঠা নারী।

রমণীয়—বিণ. মনোরম, সুন্দর, ক্ষণে ক্ষণে নব নব মনোহর রূপ ধারণ করে এমন। [সং. √রম্+ণিচ্+অনীয় (ধি.)]।

রমরমা—বি. বিণ. জাঁক, আড়ম্বর; জাঁকালো, সমৃদ্ধ, উন্নতিশীল (রমরমা ব্যাপার, কারবার)। [দেশী]।

রমা১—ক্রি. (কাব্যে) ক্রীড়া করা বা বিহার করা। [সং. √রম্+বাং. আ]।

রমা২—বি. লক্ষ্মীদেবী; প্রিয়া: সুন্দরী নারী। [সং. √রম্+ণিচ্+অ (র্তৃ)+আ]। বি. ~কান্ত, ~নাথ, ~পতি, রমেশ—নারায়ণ, বিষ্ণু।

রমিত—বিণ. কৃতরমণ; রতিপ্রাপিত: ক্রীড়িত; আনন্দময়, উজ্জ্বল ('বন অতি রমিত হইল ফুলফুটনে' : মধু.)। [সং. √রম্+ণিচ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) রমিতা।

রমেশ—রমা২ দ্র:।

রম্ভা—বি. অপ্সরাবিশেষ: কলাগাছ, কদলী। [সং.]। বি. রম্ভোরু—কদলীবৃক্ষের ন্যায় সুপুষ্ট ও সুন্দর উরু-বিশিষ্টা রমণী।

রম্য—বিণ. রমণীয়, মনোরম, সুন্দর। [সং. √রম্+য (ধি)]। বিণ. (স্ত্রী.) রম্যা। রম্য রচনা—প্রধানতঃ লঘুচালে লিখিত হাস্যরসাশ্রিত সুখপাঠ্য রচনা বা গ্রন্থাদি, belles-lettres।

রয়—বি. প্রবাহ, স্রোত; বেগ। [সং.]।

রয়ানী—বি. (প্রাদে.) মনসামঙ্গল-গান। [দেশী]।

র'য়ে-ব'সে—ক্রি-বিণ. ধীরে-সুস্থে, তাড়া-হুড়া না করিয়া (র'য়ে-ব'সে বই লেখা)। [রহা দ্র:]।

রলা—বি. শাল প্রভৃতি বড় গাছের সরু গুঁড়ি। [দেশী]।

রশনা, (বিরল) রসনা—বি. স্ত্রীলোকের কটিভূষণ; মেখলা চন্দ্রহার প্রভৃতি ('ললিতনৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা' : রবীন্দ্র)। [সং. √রশ্(শব্দে)+অন+(র্তৃ)+আ]।

রশারশি—বি. ছোট-বড় দড়ি। [হি. রস্সা+বাং. রশি]।

রশি—বি. দড়ি, রজ্জু; জমি-জরীপের পরিমাপ-শিকল বা চেন। [সং. রশ্মি>হি. রশ্মি]।

রশুন—রসুন-এর বানানভেদ।

রশ্মি—বি. কিরণ; অশ্বের বন্ধন-রজ্জু; লাগাম; পক্ষ, নেত্রলোম। [সং. অশ্+মি (র্তৃ), নি.]।

রস—বি. স্বাদ; কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর: রসনাদ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য (বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য) স্পর্শ করার ফলে লব্ধ এই ছয় প্রকার অনুভূতি; ইহা হইতে 'ছয়' এই সংখ্যার সঙ্কেত (যথা 'নিশাপতি রস ঋতু আর দ্বিজ-রাজ'=১৬৬১); দ্রব, কঠিন পদার্থের গলিত বা জল-মিশ্রিত অবস্থা (চিনির রস); নির্যাস (ফলের রস); নিঃস্রাব (খেজুর রস, ঘায়ের রস); তরল সারভাগ (অন্ন-রস); শ্লেষ্মা (রসাধিক্য); শুক্র; প্রবল অনুরাগ বা আসক্তি ('রসভারে দুঁহুঁ তনু থরথর কাঁপই' : চণ্ডী.); হৃদয়বোধ; দেহগত ধাতুবিশেষ (রস নামা); (অল.) শৃঙ্গার বা আদি বীর করুণ অদ্ভুত রৌদ্র ভয়ানক হাস্য বীভৎস ও শান্ত: সাহিত্যের এই নয় প্রকার বর্ণনা-বৈশিষ্ট্য; শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর বা উজ্জ্বল: বৈষ্ণব সাধন ও সাহিত্যের এই পাঁচপ্রকার বৈশিষ্ট্য বা পন্থা; তাৎপর্য, গূঢ় মর্ম (কাব্যরস); (অশি.) তেজ, অহঙ্কার (ভারী রস হয়েছে); রঙ্গ, কৌতুক, রসিকতা (আর রস করতে হবে না); হর্ষ, উল্লাস (রসে মাতা); ভোগসুখ, আনন্দ (ও-রসে বঞ্চিত, পড়াশুনায় রস পায় না); সম্বল, পুঁজি, অর্থবল (তার রস ফুরিয়ে গেছে); আকর্ষণ (গল্পের বা বর্ণনার রস), মজা, লাভ (চাকরিতে আর রস নেই); (আয়ু.) পারদ (রসকর্পূর, রসসিন্দুর)। [সং. √রস্+অ (র্ম)]। বি. ~করা—চিনির রসে পাক-করা নারিকেলের লাড়ুবিশেষ। বি. ~কর্পূর—পারদ-ঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ। বি. ~কলি—বৈষ্ণবগণ কর্তৃক ললাটে অঙ্কিত পুষ্পকলির ন্যায় তিলক। বি. ~কষ—মাধুর্য ও কোমলতা, সামান্যমাত্র রস (কথায় বা আচরণে রসকষ নেই)। বিণ. ~গর্ভ—সরস, রসপূর্ণ (রসগর্ভ বাক্য)। বি. ~গোল্লা—চিনির রসে পাক-করা ছানার গোল্লাবিশেষ। বিণ. ~গ্রাহী—রসিক, সমঝদার (রসগ্রাহী পাঠক)। বিণ. ~ঘন—প্রগাঢ় রসযুক্ত। ~ঘ্ন—(১) বিণ. দেহস্থ রসের আধিক্যনাশক। (২) বি. সোহাগা। বিণ. ~জ্ঞ—মর্মগ্রাহী, সমঝদার, রসিক (রসজ্ঞ সমালোচক)। বিণ. (স্ত্রী.) ~জ্ঞা। বি.

~জ্ঞতা। বি. ~জ্ঞান—রসবোধ, রস উপলব্ধি, উপলব্ধি করার বা উপভোগ করার শক্তি। বিণ. রসাত্মক—রসগর্ভ (রসাত্মক বাক্য)। বি. ~বড়া—গুড় বা চিনির রসে পাক-করা ডালবড়া। বি. ~বড়ি—বিষ-বড়ি, পারদ-ঘটিত কবিরাজী ঔষধবিশেষ। ~বতী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) সুরসিকা। (২) বি. সুন্দরী ও রসিকা যুবতী; (সং.) রান্নাঘর। বি. ~বাত—দেহে রসাধিক্য-ঘটিত বাতরোগ। বি. ~বৃদ্ধি, রসাধিক্য—দেহস্থ রসের আধিক্য বা প্রাবল্য; শ্লেষ্মাবৃদ্ধি। বিণ. ~বেত্তা (-তৃ)—রসজ্ঞ-র অনুরূপ। বি. ~বোধ—রসজ্ঞান-এর অনুরূপ। বি. ~ভঙ্গ—সরস প্রসঙ্গে অথবা রস-উপভোগে অপ্রত্যাশিত বাধা। বিণ. ~ময়—রসপূর্ণ; রসিক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ময়ী। বি. ~মুণ্ডী—অতি ক্ষুদ্র রসগোল্লাতুল্য· মিঠাইবিশেষ। বি. ~রঙ্গ—সরস আমোদ-প্রমোদ; হাসিঠাট্টা। বি. ~রচনা—রসিকতা-পূর্ণ বা হাস্যরসাত্মক রচনা। বি. ~রাজ—রসিকশ্রেষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ; রসাঞ্জন; পারদ। বি. ~শালা—রাসায়নিক গবেষণাগার বা কার্যালয়। বি. ~সাহিত্য—যে-সাহিত্য বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করে; যে-রচনা নির্মল আমোদ উদ্রেক করে। বি. ~সিন্দূর—গন্ধক বা পারদ একত্রে ভস্মীভূত করিলে যে সিন্দুরবৎ পদার্থ পাওয়া যায়, হিঙ্গুল। বিণ. ~স্থ—(দেহে) রসের আধিক্য হইয়াছে এমন, শ্লেষ্মাপীড়িত। বিণ. ~হীন—নীরস, শুষ্ক; আকর্ষণহীন। বি. রসাঞ্জন—সুর্মা; অ্যানটিমনি ও গন্ধক মিশ্রিত খনিজ পদার্থবিশেষ। বি. রসাধিক্য—দেহে শ্লেষ্মার আধিক্য। বি. রসাবেশ—প্রবল অনুরাগ বা আবেগের সঞ্চার। বি. রসাভাস (অল.) পরিবেশের বা বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধ রস বা বর্ণনা; অনুচিত বর্ণনা বা রস। বি. রসালাপ—সরস বা কৌতুকজনক কথাবার্তা। বি. রসাসিন্দূর (অশু.)—রসসিন্দুর। বি. রসাস্বাদ, রসাস্বাদন—রসের স্বাদ গ্রহণ করা; মর্ম উপলব্ধি করা। বি. রসেন্দ্র—পারদ। বিণ. রসোত্তীর্ণ—রস-পরিবেশনে সফল বা সার্থক। বি. রসোদ্গার—(বৈ. সা.) মিলনে পূর্ণতৃপ্তি বোধ না হওয়ায় পুনরায় মিলনের বাসনায়, পূর্বে আস্বাদিত সকল রসের স্মৃতিচারণা।

রসদ—বি. (প্রধানতঃ সৈন্যদলকে প্রদত্ত বা তাহাদের জন্য সঞ্চিত) খাদ্যদ্রব্য, ration; খোরাক; (অল.) উপকরণ (আনন্দের রসদ); প্রয়োজনীয় অর্থ (বড়মানুষি করার রসদ)। [ফা.]।

রসন—বি. রসগ্রহণ আস্বাদন; ধ্বনন; জিহ্বা। [সং. √রস্ + অন (ভা. পে)]।

রসনা১—রশনা-র বানানভেদ।

রসনা২, রসনেন্দ্রিয়—বি. আস্বাদনের ইন্দ্রিয়, জিহ্বা। [সং. রসন + আ, ইন্দ্রিয়]।

রসম—বি. রীতি, নিয়ম, আচার, ধারা। [আ. রস্ম্]।

রসা১—বি. পৃথিবী (রসাতল)। [সং. রস + অ + আ]।

রসা২—(১) বিণ. রসযুক্ত; প্রচুর রস আছে এমন (রসা কাঁঠাল); ঈষৎ পচা বা পচিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন (রসা মাছ, রসা কাঠ)। (২) বি. মাছ মাংস প্রভৃতির অল্প ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জনবিশেষ। (৩) ক্রি. রসযুক্ত হওয়া (মাটি রসেছে); শ্লেষ্মাদিতে ভারাক্রান্ত হওয়া (চোখ-মুখ রসেছে)। ~ন২, ~নো—(১) ক্রি. রসযুক্ত করা; আর্দ্র কোমল বা রসভাবযুক্ত করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. রস + বাং. আ]।

রসাঞ্জন—রস দ্রঃ।

রসাতল—বি. পুরাণোক্ত সপ্তপাতালের নিম্নতমটি, পাতাল; ভূতল; (বাং.) অধঃপাত, ধ্বংস (রসাতলে যাওয়া বা দেওয়া)। [সং. রসা১ + তল]।

রসান১ (উচ্চা. রসান্)—বি. রসসিক্ত করা; স্বর্ণাদি ধাতু উজ্জ্বল করার উপকরণ অথবা পালিশ-পাথর; (অল.) তীব্র রসাত্মক বাক্য, ফোড়ন (রসান দিয়া বলা)। [সং. রসায়ন]।

রসায়ন—বি. আয়ুর্বৃদ্ধিকর এবং রোগজরানাশক ঔষধ; পদার্থসমূহের উপাদান, গুণ, পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা, chemistry। [সং. রস + অয়ন]। বিণ. (স্ত্রী.) রসায়নী—রসায়নসম্বন্ধীয়া (রসায়নী বিদ্যা)। [সং. রসায়ন + ঈ]। বিণ. বি. রসায়নী (-নিন্)—রসায়নজ্ঞ, chemist। [সং. রসায়ন + ইন্]।

রসাল—(১) বিণ. সরস (রসাল বর্ণনা), রসপূর্ণ। (২) বি. আমগাছ। [সং. রস + আ + √লা + অ (র্তৃ)]।

রসালাপ, রসাসিন্দূর, রসাস্বাদ, রসাস্বাদন—রস দ্রঃ।

রসিক—বিণ. রসজ্ঞ, তাৎপর্য জানে বা বুঝিতে পারে এমন, মর্মগ্রাহী (কাব্যরসিক); আদিরসের বোধসম্পন্ন (রসিক নাগর); রঙ্গরসে পটু, রঙ্গপ্রিয় (রসিক লোক)। [সং. রস + ইক]। বিণ. (স্ত্রী.) রসিকা। বি. ~তা—হাস্যরসের বা আদিরসযুক্ত আলাপের অবতারণা; হাস্য-পরিহাস, রঙ্গরস।

রসিত—(১) বিণ. আস্বাদিত। (২) বি. (বিরল) নিনাদ গর্জন (মেঘরসিত)। [সং. √রস্ + ত]।

রসিদ, (বিরল) রসীদ—বি. অর্থাদির প্রাপ্তিস্বীকারপত্র। [ফা. রসীদ্]।

রসিয়া—রসিক-এর প্রা. কোমল রূপ ('অঙ্গনে আওব যব রসিয়া': বিদ্যা.)।

রসুই—বি. রন্ধন [তু. হি. রসোই < সং. রসবতী(=পাকশালা)]। বি. ~ঘর—পাকশালা, রান্নাঘর। বিণ. ~য়ে, রসুয়ে—রন্ধনকারী (রসুইয়ে বামুন)।

রসুন১, লশুন—বি. পিঁয়াজের ন্যায় আকারযুক্ত উগ্রগন্ধী ও শ্বেতবর্ণ কন্দবিশেষ। [সং.]।

রসুন২—অনু-ক্রি. থামুন, অপেক্ষা করুন। [রহা দ্রঃ]।

রসুল—বি. ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ। [আ. রসূল্]।

রসেন্দ্র, রসোত্তীর্ণ, রসোদ্গার—রস দ্রঃ।

আদিতে রস-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য রস দ্রঃ।

র'সো—অনু-ক্রি. থাম, অপেক্ষা কর। [রহা দ্র:]।

রহমৎ, (চলিত) **রহম**—বি. করুণা, দয়া, কৃপা। [আ. রহ্‌মৎ]।

রহমান—বিণ. করুণাময়। [আ. রহ্‌মান]।

রহস—বি. (প্রা. কা.) সংশ্রব, সহবাস। [সং. রহস্‌]।

রহসি—ক্রি-বিণ. (ব্রজ.) নির্জনে, নিভৃতে। [সং. রহস্‌ (৭মী ১বচন)]।

রহস্য—(১) বি. গূঢ় তাৎপর্য বা মর্ম, দুর্বোধ্য গুপ্ত তথ্য (রহস্যময়, রহস্যাবৃত); রসিকতা, হাস্যপরিহাস (রহস্য করিয়া বলা, রহস্যপ্রিয়)। (২) বিণ. গোপনীয় (রহস্য কথা)। [সং. রহস্‌+য]। বিণ. **~ঘন**—অত্যন্ত গূঢ় বা জটিলতাপূর্ণ। ক্রি-বিণ. **~চ্ছলে**—রসিকতা বা ঠাট্টা করিয়া। বিণ. **~পূর্ণ, ~ময়**—গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ বা তথ্যপূর্ণ; দুর্বোধ্য। বি. **~ভেদ**—গূঢ় তথ্য আবিষ্কার; মর্মাবধারণ। বি. **রহস্যালাপ**—গোপনীয় আলাপ; রসালাপ; হাস্য-পরিহাসযুক্ত কথাবার্তা।

রহা—ক্রি. থাকা (মনে রহিল, কে কে রহিল দেখ); বাকি থাকা (কিছু পাওনা রয়ে গেল), বাস করা; অবস্থান করা ('বসে রয় রাত-প্রভাতের পথের ধারে': রবীন্দ্র); সবুর করা (রও, সে আগে আসুক); বিরতি দেওয়া ('রহিয়া রহিয়া বিপুল উল্লাসে': রবীন্দ্র); নিবৃত্ত হওয়া, থামা [র'য়ে-ব'সে দ্র:]। [<হি. রহ্‌না (=থাকা), বাংলায় স্থলবিশেষে হ>স, যথা রহো>রও >র'সো, রহুন]। ক্রি. **~ন, ~নো**—থাকানো; অপেক্ষা করানো; থামানো; আটকানো।

রহিত—বিণ. বর্জিত, পরিত্যক্ত, বিহীন (বিবেকরহিত, জনমানবরহিত); বাতিল, রদ, প্রত্যাহৃত (নিলাম বা আইন রহিত করা); নিবৃত্ত, বন্ধ (যাওয়া-আসা রহিত করা); প্রতিহত (আক্রমণ রহিত করা)। [সং. √রহ্‌ (ত্যাগার্থক)+ত (র্ম)]।

-রা১—বহুবচন-সূচক বিভক্তিবিশেষ (ছেলেরা)।

রা২—বি. রব, ডাক (সব শিয়ালের এক রা), মুখের শব্দ বা কথা। [সং. রাব]। ক্রি. **রা করা, রা কাড়া**—কোন কথা বলা। ক্রি. **রা সরা**—বাক্যস্ফূর্তি হওয়া।

রাই১—বি. সরিষাবিশেষ, mustard। [সং. রাজিকা]।

রাই২—বি. শ্রীরাধিকা। [সং. রাধিকা>রাহী]। বি. **~কিশোরী**—কিশোরী রাধিকা।

রাইফেল—বি. বড় ও শক্তিশালী বন্দুকবিশেষ। [ইং. rifle]।

রাইয়ত, রায়ত—বি. প্রজা। [আ. রঈয়ৎ]। বিণ. **রাইয়তি, রাইয়তী, রায়তি, রায়তী**—রাইয়ত-সংক্রান্ত; রাইয়তের দাবিযুক্ত; রাইয়তের প্রাপ্য; রাইয়তকে প্রদত্ত অর্থাৎ রাইয়ত বসানো হইয়াছে এমন (রাইয়তি স্বত্ব)।

রাও১—রা২-এর প্রাদে. রূপ (রাও করে না)।

রাও২, রাওল—বি. রাজা; রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত সরকারী খেতাববিশেষ। [<সং. রাজ, রাজকুল]।

রাং১—বি. নিহত পশুপক্ষীর জঙ্ঘা (পাঁঠার রাং)। [ফা. রান]।

রাং২—বি. ধাতুবিশেষ, 'টিন'। [সং. রঙ্গ]। বি. **~ঝাল**—ধাতুদ্রব্যাদি জুড়িবার জন্য বা তাহাদের ছিদ্রাদি বন্ধ করিবার জন্য রাং-সীসা-মিশ্রিত পাইন। বি. **~তা**—রাংয়ের পাতা বা তবক।

রাংচিতা—বি. গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র গাছবিশেষ; বেড়াচিতা। [সং. রক্তচিত্রক]।

রাঁড়—(১) বিধবা; বেশ্যা; উপপত্নী। [সং. রণ্ডা]। **রাঁড়ের বাড়ি**—বেশ্যালয়।

রাঁড়া—(১) বি. ফলহীন বৃক্ষ; বন্ধ্যা নারী। (২) বিণ. ফলহীন; বন্ধ্যা। [সং. রণ্ডা]।

রাঁড়ী, (বিরল) **রাঁড়ি**—বি. বিধবা। [সং. রণ্ডা]।

রাঁদা—**রেঁদা**-র রূপভেদ।

রাঁধন—বি. (প্রাদে.) রন্ধন, পাক করা। [বাং. √রাঁধ্‌ +অন (ভা)]।

রাঁধনি, রাঁধুনি, (অপ্র.) **রান্ধনি**—বি. মশলাবিশেষ। [সং. রন্ধনিকা]।

রাঁধনী, রাঁধুনী—(১) বি. (স্ত্রী.) পাচিকা। (২) বিণ. (স্ত্রী, পুং.) রাঁধে এমন (রাঁধুনী বামুন)। [রাঁধা দ্র:]।

রাঁধা—(১) ক্রি. রন্ধন বা পাক করা। (২) বি. রন্ধন। (৩) বিণ. রন্ধিত। [সং. √রধ্‌+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. রন্ধন করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~বাড়া**—রন্ধন ও পরিবেশন।

রাকা—বি. প্রতিপদ্‌যুক্ত পূর্ণিমা তিথি (রাকাশশী)। [সং. [সং. √রা+ক (র্ম)+আ]।

রাক্ষস—(১) বি. পুরাণোক্ত নরখাদক জাতিবিশেষ, রক্ষঃ, নিশাচর, কর্বুর; (ব্যঙ্গে) অতিমাত্রায় পেটুক ব্যক্তি। (২) বিণ. রক্ষঃ বা রাক্ষস সম্বন্ধীয়, রাক্ষসোচিত। [সং. রক্ষস্‌+অ]। বি. বিণ. (স্ত্রী.) **রাক্ষসী**। **রাক্ষস বিবাহ**—কন্যাকে অপহরণ করিয়া বলপূর্বক বিবাহ। **রাক্ষসী বেলা**—পনেরো ভাগে বিভক্ত দিনমানের শেষ তিন ভাগ; দিবসের শেষ প্রায় আড়াইঘণ্টাকাল। **রাক্ষসী মায়া**—রাক্ষসকর্তৃক বা রাক্ষসসুলভ, ছলনা; মায়াত্মক ছলনা। বি. **~গণ**—(জ্যোতিষ.) জাতকের ত্রিবিধ প্রকৃতির অন্যতম। বিণ. **রাক্ষুসে**—রাক্ষসের তুল্য ভয়ঙ্কর (রাক্ষুসে কুকুর, রাক্ষুসে হামলা); প্রচণ্ড, অত্যন্ত অধিক (রাক্ষুসে ক্ষুধা); মস্ত বড়, প্রকাণ্ড (রাক্ষুসে মূলা)।

রাখন—বি. (প্রাদে.) রক্ষা, রাখা। [রাখা দ্র:]।

রাখা—(১) ক্রি. স্থাপন করা, থোয়া (মাটিতে রাখা); আশ্রয় দেওয়া, থাকিতে দেওয়া (পায়ে রাখা); সংরক্ষিত করা (বাক্সে রাখা, মুঠায় রাখা); বহন করা বা ধারণ করা (মাথায় রাখা, টিকি রাখা); জানা থাকা (খবর রাখি না); রক্ষা করা, ক্ষুণ্ণ হইতে না-দেওয়া, (কুল রাখা, সম্পর্ক রাখা, বাপ-ঠাকুরদাদার নাম রাখা, আশা রাখা, ধৈর্য রাখা); গচ্ছিত দেওয়া (ব্যাঙ্কে টাকা রাখা); বন্ধক দেওয়া বা গ্রহণ করা (গয়না রেখে কর্জ নেওয়া বা দেওয়া); নিযুক্ত করা (ঝি রাখা); পোষা (বাড়িতে কুকুর-বেড়াল রাখা); সঞ্চিত করা, মজুত করা (অতিথির

জন্য খাবার রাখা) ; উত্থাপন না করা (তার কথা রাখ—ডের শুনেছি) ; ত্যাগ করা, স্থগিত করা (খেলা রাখ—পড়তে বস) ; গ্রাহ্য বা পালন করা (মিনতি বা অনুরোধ রাখা) ; পোষণ করা (মনে অভিমান রাখা) ; ফেলিয়া বা ছাড়িয়া যাওয়া (কলমটা ও-ঘরে রেখে এসেছি) ; ক্রয় করা (ফেরিওয়ালার কাছ থেকে রাখা) ; তুষ্ট করা (মন রাখা); কোন ক্রিয়া পূর্বেই সম্পাদন করা (দাদন দিয়া রাখা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. রক্ষিত ; আশ্রিত ; স্থাপিত ; নিযুক্ত ; ক্রীত : বন্দোবস্ত-লওয়া; প্রদত্ত; রাখিবার জন্য কৃত (মন-রাখা কথা)। [সং. √রক্ষ্ +বাং. আ]। ক্রি. **কথা রাখা**—অনুরোধ বা প্রতিশ্রুতি পালন করা। ক্রি. **চোখ রাখা, নজর রাখা**—সতর্ক দৃষ্টি বা পাহারা দেওয়া। ক্রি. **নাম রাখা**—নাম দেওয়া (মেয়ের নাম কী রেখেছ ?) ; গৌরব বজায় রাখা (বাপের নাম রাখতে পারবে)।

রাখাল—বি. গোরক্ষক, গোরু চরানো ও গোরুর তত্ত্বাবধান করা যাহার কাজ। [হি. রাখবল] ।বি. **~রাজ** শ্রীকৃষ্ণ। বি. **রাখালি**—রাখালের পেশা; রাখালের মজুরি। বিণ. **রাখালিয়া, রাখালী**—রাখালসম্বন্ধীয়; রাখালসুলভ।

রাখি, রাখী—বি. বিপদ্ হইতে রক্ষাকামনায় প্রিয়জনের মণিবন্ধে যে মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। [সং. রক্ষা]। বি. **~পূর্ণিমা**—শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা-তিথি। বি. **~বন্ধন**—শ্রাবণ-পূর্ণিমায় প্রিয়জনের হাতে রাখি বাঁধিয়া দেওয়া।

রাগ—বি. রং, রঞ্জকদ্রব্য (রক্তরাগ); রক্তিমা, লালবর্ণ (অরুণরাগ, তাম্বুলরাগ) ; প্রেম, অনুরাগ, আসক্তি (পূর্বরাগ, রাগ-দ্বেষবর্জিত); ক্রোধ, রোষ (রাগ করা) ; (সঙ্গীতে) স্বরবিন্যাসের ছয়টি মূল পদ্ধতি অর্থাৎ ভৈরব কৌশিক হিন্দোল দীপক শ্রী ও মেঘ। [সং. √রঞ্জ্ +অ]।

রাগত—বিণ. ক্রোধযুক্ত, রুষ্ট। [রাগা দ্রঃ]।

রাগা—(১) ক্রি. রাগ করা, ক্রুদ্ধ বা রুষ্ট হওয়া, চটা (রেগে আগুন)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [বাং. √রাগা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ক্রুদ্ধ করা ('বাঘেরে তোর রাগিয়ে দে রে' : স. দ.)। চটানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

রাগাত্মক—বি. সঙ্গীতের রাগসম্বন্ধীয় বা রাগরাগিণীর প্রাধান্যপূর্ণ। [রাগ দ্রঃ]।

রাগান্ধ—বি. ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। [বাং. রাগ+অন্ধ]।

রাগান্বিত—বিণ. অনুরাগযুক্ত ; (বাং.) ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ। [সং. রাগ+অন্বিত]।

রাগারাগি—বি. পরস্পরের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ ; ঝগড়াঝাটি। [বাং. রাগ+আ+রাগ+ই]।

রাগিণী—বি. (স্ত্রী.) (সঙ্গীতে) ছয় রাগের ছত্রিশ পত্নী অর্থাৎ ছয়টি মূল সুর হইতে উপজাত ভৈরবী ভূপালী মালশ্রী ইত্যাদি ছত্রিশটি প্রধান সুর ; সুর, গান। [সং. রাগ+ইন্+ঈ]।

রাগী (-গিন্)—বিণ. অনুরাগযুক্ত ; আসক্তিপূর্ণ ; (বাং.) ক্রোধী, কোপনস্বভাব ; ক্রুদ্ধ, রুষ্ট। [সং. রাগ+ইন্]।

রাঘব—বি. রঘুবংশধর ; শ্রীরামচন্দ্র। [সং. রঘু+অ]। **রাঘব বোয়াল**—অতি প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ ; (ব্যঙ্গে) অত্যন্ত ধনী অথবা অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। বি. **~প্রিয়া, ~বাঞ্ছা**—রামচন্দ্রের পত্নী সীতা। বি. **রাঘবারি**—লঙ্কাধিপতি রাবণ।

রাঙা, রাঙ্গা—বিণ. রক্তবর্ণ, লাল (রাঙা জবা) ; ফরসা, গৌরবর্ণ, সুন্দর (রাঙা বৌ, রাঙা চরণ)। [সং. রঙ্গ+বাং. আ (যুক্তার্থে)]। বি. **~আলু**—কন্দবিশেষ। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (ক্রোধে রক্তবর্ণ করা (চোখ রাঙানো) ; লালবর্ণে রঞ্জিত করা; রঞ্জিত করা; আলোকিত বা উজ্জ্বল করা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। **রাঙা মাটি**—গেরুয়া বস্ত্র। **রাঙা মাটি**—গিরিমাটি। **রাঙা মূলা**—লালবর্ণ মূলা; (আল.) সুদর্শন অথচ গুণহীন ব্যক্তি।

রাজ১—রাজমিস্ত্রি-র সংক্ষেপ।

রাজ২—বি. রাজ্য (স্বরাজ)। [সং. রাজ্য]।

-রাজ৩—(সমাসে উত্তরপদে রাজন্-শব্দের রূপ) রাজা (গ্রীকরাজ) ; জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (গজরাজ)।

রাজ-৪—(সমাসে পূর্বপদে রাজন্-শব্দের রূপ) রাজা; শ্রেষ্ঠ জন; সরকার, গভরন্‌মেনট। বি. **~কন্যা**—রাজার মেয়ে। বি. **~কবি**—দেশের নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত ও সম্মানিত কবি ; দেশের শ্রেষ্ঠ কবি। বি. **~কর**—রাজাকে বা সরকারকে প্রদেয় খাজনা, রাজস্ব। বি. **~কর্ম** (-র্মন্), **~কার্য**—সরকারী কাজ; রাজ্যশাসন ; নৃপতির কর্তব্য। বি. **~কর্মচারী** (-রিন্)—নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত বা রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী ; সরকারী চাকরে। বি. **~কুমার**—রাজার ছেলে। বি. (স্ত্রী.) **~কুমারী**—রাজার মেয়ে। বি. **~কুল**—রাজার বংশ; নৃপতিসমূহ। বি. **~কোষ**—রাজকীয় ধনভাণ্ডার, ট্রেজারি। বি. **~চক্রবর্তী** (-র্তিন্)—সার্বভৌম নৃপতি, সম্রাট্। বি. **~ছত্র**, (অশু.) **~ছত্র**—(প্রধানতঃ ভারতবর্ষে) রাজার মাথার উপর যে ছাতা ধরা হয়। বি. **~টিকা, ~টীকা**—রাজ্যাভিষেককালে রাজার ললাটে অঙ্কিত তিলক। বি. **~তক্ত**—সিংহাসন; রাজপদ। [সং. রাজ+ফা. তখ্‌ত]। বি. **~তন্ত্র**—নৃপতি কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থা বা উক্তভাবে শাসিত রাষ্ট্র, monarchy ; (বিরল) রাজ্যশাসননীতি। বি. **~তরু**—কর্ণিকারবৃক্ষ সোঁদালগাছ। বি. **~তিলক**—রাজটিকা। বি. **~দণ্ড**—রাজপদের নিদর্শনস্বরূপ রাজা যে দণ্ড হস্তে বহন করেন; রাজবিধি অনুযায়ী শাস্তি ; (জ্যোতিষ.) ললাটদেশের ঊর্ধ্বরেখা। বিণ. **~দত্ত**—নৃপতি কর্তৃক প্রদত্ত। বি. **~দন্ত**—দুই পাটির সম্মুখের চারিটি দাঁত বা উপরের পাটির মাঝখানের দুইটি দাঁত। বি. **~দম্পতী, ~দম্পতি**—রাজা ও তাঁহার পত্নী। বি. **~দরবার**—রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজা যে সভায় বসেন, রাজসভা। বি. **~দর্শন**—রাজাকে দেখা; রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বি. **~দূত**—নৃপতি বা সরকার কর্তৃক প্রেরিত দূত অথবা সংবাদবাহক ; ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য নিযুক্ত রাজপুরুষ, am-

bassador। বি. ~দ্রোহ, ~দ্রোহিতা—প্রকাশ্য-ভাবে নৃপতির বা সরকারের (প্রধানতঃ সশস্ত্র) বিরুদ্ধাচরণ। বিণ. বি. ~দ্রোহী (-হিন্)—রাজদ্রোহকারী। বি. ~দ্বার—রাজদরবার; আদালত। বি. ~ধর্ম—রাজার কর্তব্য; দেশশাসন ও প্রজাপালন। বি. ~ধানী—রাজ্যের যে নগরে রাজা বা তাঁহার প্রতিনিধি বাস করেন অথবা উচ্চতম সরকারী দফতর থাকে; রাজ্য-শাসনের কেন্দ্রস্থল বা প্রধান নগর। [সং. রাজন্+ √ধা +অন (ধি)+ঈ]। বি. ~নন্দন—রাজার ছেলে। বি. (স্ত্রী.) ~নন্দিনী—রাজার মেয়ে। বি. ~নামা—নৃপতিদের নামের তালিকা বা বংশের ইতিহাস। বি. ~পট্ট—রাজাসন, রাজপাট; রাজপদ; রাজদত্ত সনদ; কৃষ্ণবর্ণ রত্নবিশেষ। বি. ~পাট—রাজাসন, সিংহাসন। বি. ~পুত্র—রাজার ছেলে। বি.(স্ত্রী.) ~পুত্রী। বি. ~পুরী—রাজার বা শাসকের বাসভবন, রাজধানী। বি. ~পুরুষ—রাজকর্মচারী; (প্রধানত উচ্চপদস্থ) সরকারী চাকরে। বি. ~প্রসাদ—রাজার অনুগ্রহ বা দান। বি. ~প্রাসাদ—রাজার বাসভবন। বি. ~বংশ—নৃপতিদের বংশ, নৃপতি যে বংশে জন্মিয়াছেন। বিণ. ~বংশীয়—রাজবংশ-সংক্রান্ত; রাজবংশে জাত। বিণ. (স্ত্রী.) ~বংশীয়া। বি. ~বাটি, ~বাড়ি—রাজার বাসভবন। বি. ~বালা—রাজার মেয়ে। বি. ~বিধি—রাজার বা সরকারের আইন। বি. ~বিপ্লব—রাজ্য-শাসনের প্রচলিত নিয়মের আমূল ও সর্বাত্মক পরিবর্তন। বি. ~বেশ—রাজার (পদমর্যাদাসূচক) পোশাক। বিণ. ~ভক্ত—রাজার প্রতি অনুরক্ত; রাজার অনুগত। বি. ~ভক্তি—রাজার প্রতি অনুরক্তি বা আনুগত্য। বি. ~ভবন—নৃপতির বা তৎপ্রতিনিধির বাসভবন। বি. ~ভয়—নৃপতি বা সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হইবার ভয়। বি. ~ভৃত্য—রাজার চাকর; রাজকর্মচারী। বি. ~ভোগ—রাজার যোগ্য খাদ্য বা ভোগ্য সামগ্রী; (বাং) বৃহদাকার রসগোল্লার ন্যায় মিঠাইবিশেষ। বিণ. ~ভোগ্য—নৃপতি কর্তৃক উপভোগের যোগ্য। বিণ. (স্ত্রী.) ~ভোগ্যা। বি. ~মহিষী—নৃপতির প্রধান রানী যিনি রাজসম্মানের অংশভাগিনী, পাটরানী। বি. ~মান্য—প্রজাদের নিকট হইতে ভূস্বামীর প্রাপ্য উপ-ঢৌকনাদি। বি. ~মুকুট—রাজার পদমর্যাদাসূচক শিরোভূষণ; (আল.) সর্বাপেক্ষা গৌরবময় পদ। বি. ~রাজ—রাজার রাজা, সম্রাট্; কুবের। বি. ~রাজড়া—বিভিন্ন নৃপতি ও তৎসদৃশ মান্য ব্যক্তি। বি. ~রাজেশ্বর—রাজার রাজা, সম্রাট্। বি. (স্ত্রী.) ~রাজেশ্বরী—সম্রাজ্ঞী; দশমহাবিদ্যার অন্যতমা; শিবজায়া ভগবতী। বি. ~রানী—রাজমহিষী, পাটরানী। বি. ~লক্ষ্মী—রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ও মঙ্গলকারিণী দেবী, রাজশ্রী। বি. ~শক্তি—নৃপতির বা সরকারের শাসনশক্তি অথবা সৈন্যবল। বি. ~শয্যা—নৃপতির উপযুক্ত বিছানা। বি. ~শেখর—রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্। বি. ~সদন—রাজ-প্রাসাদ। বি. ~সভা—রাজদরবার। বি. ~সভাসদ্—মন্ত্রণাদি দানের জন্য যে ব্যক্তি রাজার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া রাজসভায় বসে। বি. ~সরকার—রাজার শাসন বা শাসন-যন্ত্র, গভর্নমেন্ট্। [সং. রাজ- +ফা. সর-কার]। বি. ~সিংহাসন—রাজার আসন। বি. ~সাক্ষী—যে ফৌজদারি আসামী সরকারপক্ষের সাক্ষী হইয়া স্বীয় দলের দুষ্কর্মাদি প্রকাশ করে, approver। বি. ~সেবা—রাজার পরিচর্যা; রাজকীয় বা সরকারী চাকরি। বি. ~হস্তী (-স্তিন্)—যে হাতি রাজাকে বহন করে; রাজাকে বহন করার যোগ্য হাতি; শ্রেষ্ঠ হাতি।

রাজক—বি. সরকার, গভর্নমেন্ট্ [স. প.]। [সং. রাজন্+ক]।

রাজকীয়—বিণ. নৃপতিসম্বন্ধীয়; রাজার যোগ্য (রাজ-কীয় সংবর্ধনা, সমারোহ); সরকারি (রাজকীয় বিদ্যালয়)। [সং. রাজন্+ক+ঈয়]।

রাজগি—বি. নৃপতির পদ বা অধিকার। [হি.]।

রাজড়া—বি. ক্ষুদ্র বা সামন্ত নৃপতি; রাজতুল্য ব্যক্তি। [সং. রাজ-৪ + বাং. ড়া; মতান্তরে <রাজপারা]।

রাজত্ব—বি. রাজ্য; রাজার অধিকার বা আমল (রাজত্ব-কালে, ইংরেজ-রাজত্বে, রাজত্ব করা বা পাওয়া)। [সং. রাজন্+ত্ব (ভা)]।

রাজনীতি—বি. রাষ্ট্রশাসনের ও রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি, politics, (সং.) সাম দান ভেদ দণ্ড: রাজ্যশাসনের এই চতুর্বিধ উপায়। [সং. রাজ-৪+নীতি]। বিণ. ~ক, ~রাজনৈতিক—রাজনীতিগত; রাজ্যশাসনঘটিত; রাজনীতিজ্ঞ। বিণ. ~জ্ঞ—রাজনীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত।

রাজন্—বি. (সম্বো.) হে রাজা; (বাং.) রাজা, নৃপতি ('রাজ্যরক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে': কাশী.)। [সং.]।

রাজন্য—বি. সামন্ত নৃপতি (রাজন্যবর্গ); রাজবংশের লোক; ক্ষত্রিয়। [সং. রাজন্+য (অপত্য-অর্থে)]। বি. ~ক—রাজন্যসমূহ।

রাজপথ—বি. নগরাদির প্রধান রাস্তা; সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা; সদর রাস্তা। [সং. রাজ-৪+পথ]।

রাজপুত—বি. রাজপুতানার অধিবাসী। [সং. রাজপুত্র]। বি.(স্ত্রী.) রাজপুতানী।

রাজপ্রমুখ—বি. স্বাধীনতালাভের পর ভারতের করদ রাজ্যসমূহের প্রধানরূপে নিযুক্ত সামন্ত নৃপতির আখ্যা। [সং. রাজ-৪+প্রমুখ]।

রাজবংশী—বি. হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. রাজবংশ্য]।

রাজবর্ত্ম (-র্ত্মন্)—বি. রাজপথ। [সং. রাজ-৪+বর্ত্ম]।

রাজভাষা—বি. নৃপতির বা শাসকজাতির মাতৃভাষা; সরকারি কাজকর্মে ব্যবহৃত ভাষা, রাষ্ট্রভাষা; (ইংরেজ আমলে) ইংরেজি ভাষা। [সং. রাজ-৪+ভাষা]।

রাজমজুর—বি. রাজমিস্ত্রির সাহায্যকারী মিস্ত্রি। [রাজ-১ +মজুর দ্র:]।

রাজমার্গ—বি. রাজপথ। [সং. রাজ-৪+মার্গ]।

রাজমিস্ত্রি (স্ত্রী)—বি. অট্টালিকাদি নির্মাণকারী কারি-গর। [রাজ-৪+মিস্ত্রি দ্র:]।

রাজযক্ষ্মা (-ক্ষ্মন্)—বি. কঠিনতম যক্ষ্মা। [সং. রাজ-(=চন্দ্র)+যক্ষ্মা]।

রাজযোগ—বি. যোগমার্গের সাধনপদ্ধতিবিশেষ, হঠ-যোগ-এর তুলনায় ইহা সহজসাধ্য। [সং. রাজ-$_{৪}$ + যোগ]।

রাজযোটক—বি. (জ্যোতিষ.) বরকন্যার রাশিচক্রে অতিশয় শুভসূচক মিল। [সং. রাজ-$_{৪}$ + যোটক]।

রাজর্ষি—বি. ঋষির ন্যায় জীবনযাপনকারী রাজা। [সং. রাজন্ + ঋষি]।

রাজস—বি. প্রভুত্ব গর্ব প্রভৃতি রজোগুণসম্বন্ধীয়; রজো-গুণবিশিষ্ট (রাজস দান)। [সং. রজস্ + অ]। বিণ. (স্ত্রী.) **রাজসী**।

রাজসংস্করণ—বি. পুস্তকাদির সুন্দরতম বা শ্রেষ্ঠ সংস্করণ। [সং. রাজ-$_{৪}$ + সংস্করণ]।

রাজসর্প—বি. অতি বৃহৎ ও তীব্র বিষধর সর্প; শঙ্খচূড়-সাপ। [সং. রাজ-$_{৪}$ + সর্প]।

রাজসিক—বিণ. রজোগুণপ্রধান; সমারোহপূর্ণ, আড়ম্বর-বহুল (রাজসিক ব্যাপার বা আয়োজন)। [সং. রাজস্ + ইক]। বিণ.(স্ত্রী.) **রাজসিকী**।

রাজসূয়—বি. রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট্ হইতে হইলে যে যজ্ঞ করিতে হয়। [সং. রাজ-$_{৪}$ + √সু + য (খি)]।

রাজস্ব—বি. রাজাকে বা সরকারকে দেয় খাজনা। [সং. রাজ-$_{৪}$ + স্ব (ধন)]।

রাজহংস, (কথ্য) রাজহাঁস—বি. লম্বা ও উঁচু গলা-ওয়ালা এবং বড় আকারের একপ্রকার হাঁস, মরাল। [সং. রাজ-$_{৪}$ + হংস, বাং. হাঁস]।

রাজহস্তী (-স্তিন্)—বি. যে হাতি রাজাকে বহন করে; রাজাকে বহন করার উপযুক্ত হাতি; সেরা হাতি। [সং. রাজ-$_{৪}$ + হস্তী]।

রাজা$_{১}$—ক্রি. (কাব্যে) বিরাজ করা বা শোভা পাওয়া ('তোমারি সঙ্গ রাজে', 'বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে': রবীন্দ্র)। [সং. √রাজ্ + বাং. আ]।

রাজা$_{২}$ (-জন্)—বি. দেশের অধিপতি বা শাসক, নৃপতি, নরপতি, নৃপ, ভূপতি, ভূপাল; খেতাববিশেষ; (আল.) অতিশয় ধনবান্ ব্যক্তি (রাজা মানুষ)। [সং. √রাজ্ + অন (র্তৃ)]। ক্রি. **রাজা করা**—প্রচুর প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের অধিকারী করা। বি. **রাজা-উজির**—ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ। **রাজা-উজির মারা**—বড় বড় কথা বলা বা নিজের ক্ষমতাদি সম্বন্ধে বাহাদুরি প্রকাশ করা।

রাজাজ্ঞা, রাজাদেশ—বি. রাজার হুকুম, সরকারি হুকুম। [সং. রাজ-$_{৪}$ + আজ্ঞা, আদেশ]।

রাজাধিরাজ—বি. রাজাদের রাজা, সম্রাট্। [সং. রাজ-$_{৪}$ + অধিরাজ]।

রাজানুকম্পা, রাজানুগ্রহ—বি. রাজার অথবা সর-কারের দয়া বা দান। [সং. রাজ-$_{৪}$ + অনুকম্পা, অনুগ্রহ]।

রাজান্তঃপুর—বি. রাজবাড়ির অন্দরমহল। [সং. রাজ-$_{৪}$ + অন্তঃপুর]।

রাজাবলি, রাজাবলী—বি. কোন রাজ্যের নৃপতিদের ধারাবাহিক নামসমূহ বা বংশতালিকা। [সং. রাজ-$_{৪}$ + আবলি, আবলী]।

রাজাসন—বি. রাজার আসন বা পদ, সিংহাসন। [সং. রাজ-$_{৪}$ + আসন]।

রাজি$_{১}$, রাজী$_{১}$—বি. শ্রেণী, সারি (বৃক্ষরাজি); সমূহ (পত্ররাজি); রেখা (রোমরাজি)। [সং. √রাজ্ + ই, ঈ (র্তৃ)]। **রাজিকা**—বি. রাই-সরিষা।

রাজি$_{২}$, রাজী$_{২}$—বিণ. সম্মত, স্বীকৃত। [আ.]। বি. **~নামা**—মকদ্দমায় নিষ্পত্তি করিতে রাজী উভয়পক্ষের আদালতে সম্মতিসূচক দরখাস্ত, সম্মতিপত্র।

রাজিত—বিণ. শোভিত; শোভমান; বিরাজিত। [সং. √রাজ্ + ত (র্ম)]।

রাজীব—বি. পদ্ম। [সং. রাজী (=পুষ্পের মধ্যবর্তী কেশর-রাজি) -রাজী + ব]। **~লোচন**—(১) বিণ. পদ্মের ন্যায় সুন্দর নয়নবিশিষ্ট, কমলনয়ন। (২) বি.

রাজেন্দ্র—বি. শ্রেষ্ঠ রাজা; সম্রাট্। [সং. রাজন্ + ইন্দ্র]। বি.(স্ত্রী.) **রাজেন্দ্রাণী**।

রাজ্ঞী—বি. রাজমহিষী, রানী। [সং. রাজন্ + ঈ]।

রাজ্য, (প্রা.) রাজ্যি—বি. কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কিন্তু স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থাসমন্বিত প্রদেশ, state, রাষ্ট্র; রাজার অধিকারভুক্ত দেশ; রাজত্ব; (আল.) দেশ, পৃথিবী, সকল (রাজ্যের দুঃখ তার বুকে, রাজ্যের লোক এসে জুটেছে)। [সং. রাজন্ + য]। বিণ. **রাজ্যচ্যুত, রাজ্য-ভ্রষ্ট, রাজ্যহারা**—স্বীয় রাজ্য বা রাজপদ হইতে বঞ্চিত। বি. **রাজ্যপাল**—স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থাসমন্বিত প্রদেশের বা রাজ্যের শাসক, governor [স. প.]। বি. **রাজ্যভার**—রাজ্যশাসনের দায়িত্ব। বি. **রাজ্যশাসন**—রাষ্ট্র-পরিচালনা। বি. **রাজ্যেশ্বর**—রাজ্যের মালিক বা অধিপতি, রাজা। বি.(স্ত্রী.) **রাজ্যেশ্বরী**।

রাঢ়—বি. ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ বঙ্গদেশের অংশ। [প্রাচীন লাঢ়]। বি. **~বঙ্গ**—পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ। বিণ. **রাঢ়ী, রাঢ়ীয়**—রাঢ়দেশীয়।

রাণ্ডী—**রাঁড়ী**-র রূপভেদ।

রাত, (কাব্যে) রাতি, (প্রা. কা.) রাতিয়া—বি. রাত্রি (রাতের বেলা, 'রাতি পোহাইল', 'দিন-রাতিয়া')। [সং. রাত্রি]। ক্রি. **রাত কাটান**—রাত্রি যাপন বা অতি-বাহন করা। বিণ. **রাতকানা, রাতকাণা**—দিনে দেখিতে পাইলেও রাত্রিতে ভাল দেখিতে পায় না এমন। ক্রি-বিণ. **রাতদিন**—অহর্নিশ; সর্বদা। ক্রি-বিণ. **রাত-ভর, রাতভোর**—সমস্ত রাত্রি ধরিয়া। ক্রি-বিণ. **রাতারাতি**—রাত্রির মধ্যে, রাত থাকিতে থাকিতে; (আল.) অতি অল্প সময়ের মধ্যে (রাতারাতি বড়লোক হওয়া)।

রাতুল—বিণ. রক্তবর্ণ, রাঙা, লাল। [<সং. রক্তুতুল্য]।

-রাত্র—সমাসে উত্তরপদ হইলে স্থানবিশেষে **রাত্রি**-শব্দের রূপ (অহোরাত্র, মধ্যরাত্র)।

রাত্রি—বি. রজনী, যামিনী, নিশা, নিশীথিনী, শর্বরী, বিভাবরী, ক্ষণদা। [সং.]। **~চর, ~ঞ্চর**—(১) বিণ. রাত্রিতে বিচরণকারী। (২) বি. রাক্ষস; চোর। বিণ.বি. (স্ত্রী.) **~চরী, ~ঞ্চরী**। বি. **~জাগরণ**—নিশাকালে

নিদ্রা না যাওয়া। বি. ~**পুষ্প**—নালফুল। বি. ~**বাস**—রাত্রি যাপন, রাত্রিতে অবস্থান; রাত্রিতে যে পোশাক পরিয়া ঘুমান হয়। ক্রি-বিণ. ~**বেলা**—রজনীতে, নিশাকালে। বি. ~**মণি**—চন্দ্র, নিশাকর। বিণ. **রাত্র্যন্ধ**—রাতকানা।

রাধা, রাধিকা—বি. বৃষভানু গোপের কন্যা ও আয়ান ঘোষের পত্নী শ্রীরাধিকা (ইনি কৃষ্ণপ্রেমে সর্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন)। [সং.]। ~**কান্ত**, ~**নাথ**, ~**বল্লভ**, ~**মাধব**, ~**রঞ্জন**, ~**রমণ**—শ্রীকৃষ্ণ। বি. ~**কৃষ্ণ**—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। বি. ~**পদ্ম**—সূর্যমুখী ফুল। বি. ~**বল্লভী**—লুচি ও ডালপুরীর তুল্য খাবারবিশেষ; বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। বি. ~**ষ্টমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী: রাধার জন্মতিথি।

রাধেকৃষ্ণ—অব্য. বৈষ্ণবগণ কর্তৃক রাধা ও কৃষ্ণের নামোচ্চারণের কথ্য রূপ; ঘৃণ্যকথা-শ্রবণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ রাধা-কৃষ্ণের পুণ্য নামোচ্চারণ। [বাং. রাধা+কৃষ্ণ]।

রাধেয়—বি. অধিরথের পত্নী রাধার পালিত পুত্র কর্ণ। [সং. রাধা+এয়]।

রানা$_1$, **রাণা**—বি. উদয়পুরের নৃপতিদের খেতাব, রাজা। [সং. রাজন্]।

রানা$_2$—বি. পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটের দুই পার্শ্বস্থ উঁচু চাতাল। [ফা. রান্]।

রানী, রাণী—বি. রাজপত্নী। [সং. রাজ্ঞী]।

রান্ধন, রান্ধনি, রান্ধনী, রান্ধা—যথাক্রমে **রাঁধন, রাঁধুনী** ও **রাঁধা**-র অপ্র. রূপ।

রান্না—বি. রন্ধন; যে খাদ্য রাঁধা হইয়াছে। [বাং. রান্ধা <সং. রন্ধন+বাং. আ]। বি. ~**ঘর**—পাকশালা। বি. ~**বাড়া**—রাঁধাবাড়া।

রাব—বি. মাতগুড়, তামাকে ব্যবহৃত চিটাগুড়। [হি.]।

রাবড়ি—বি. চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ দিয়া চাপ চাপ সরে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। [হি.]।

রাবণ—বি. শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিহত লঙ্কাধিপতি দশানন। [সং.]। **রাবণের চিতা**—(আল.) অনন্ত যন্ত্রণা বা নিরবচ্ছিন্ন মর্মদাহ (প্রবাদ যে, রামচন্দ্রের বরে রাবণের চিতা অনির্বাণ)। বিণ. ~**মুখো**—উগ্রমূর্তি, উগ্রচণ্ডী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**মুখী**। **রাবণারি**—শ্রীরামচন্দ্র। বি. **রাবণি**—রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ।

রাবিশ—বি. অট্টালিকার ভগ্ন পলেস্তারাদি; আবর্জনা; (আল.) নিকৃষ্ট বা বাজে বস্তু। [ইং. rubbish]।

রাম—(১) বি. বিষ্ণুর সপ্তম অবতার দশরথপুত্র রামচন্দ্র, রাঘব; বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম; বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। (২) বিণ. সুন্দর, রমণীয়; (বাং. যৌগিক শব্দে পূর্বপদ হইলে) বৃহৎ (রামছাগল); (বাং. যৌগিক শব্দে উত্তরপদরূপে) সেরা (বোকারাম)। [সং. √রম্+অ (ঘি)]। **রাম কহ** বা **রাম বল**—অবজ্ঞা-ঘৃণাদিসূচক উক্তিবিশেষ। ক্রি. **রামনাম জপ করা**—পুণ্যার্থ বারংবার রামনাম উচ্চারণ করা; (সচ. ভূতের) ভয় এড়াইবার জন্য বারংবার রামনাম উচ্চারণ করা। **রাম না হতে রামায়ণ**—কারণের পূর্বেই কার্যের সঙ্ঘটন অর্থাৎ অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার। **রাম রাম**—নিন্দা-ঘৃণা-অবজ্ঞাদিসূচক উক্তিবিশেষ। **না রাম না গঙ্গা**—(আল.) নির্বাক্ হইয়া থাকা, কোনো মন্তব্য না-করা, কোন ধর্মের ধার ধারে না বা কোন কিছু মানে না এমন (হিন্দুদের মৃত্যুকালে রামনাম উচ্চারণ ও গঙ্গাজল পানের বিধান হইতে)। **সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই**—(আল.) প্রাচীনকালের সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য ও তাহার অধিপতি আর নাই—অতীতের লুপ্ত সুখশান্তি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ। অব্য **রামঃ, রামো**—নিন্দাঘৃণা-অবজ্ঞাদি-সূচক। বি. ~**কান্ত**—(বিদ্রূপে) লাঠি। বি. ~**কেলি**, ~**কেলী**—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বি ~**খড়ি**—লিখনকার্যে ব্যবহৃত গৌরবর্ণ খড়িমাটিবিশেষ, ফুলখড়ি। ~**চন্দ্র**—(১) বি. রাম। (২) অব্য. অবজ্ঞা-ঘৃণাদিসূচক। বি. ~**ছাগল**—বৃহদাকার ছাগলবিশেষ; (ব্যঙ্গে) অতি মূর্খ ও নির্বোধ। বি. ~**দা**—বৃহৎ কাটারিবিশেষ। বি. ~**ধনু**, ~**ধনুক**—মেঘ হইতে পতিত জলকণাসমূহ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া আকাশে যে বিচিত্রবর্ণ প্রতিবিম্ব রচনা করে, ইন্দ্রধনু। বি. ~**ধুন**—অযোধ্যাপতি রামের গুণকীর্তন। [হি.]। বি. ~**নবমী**—চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী: রামচন্দ্রের জন্মতিথি। বি. ~**পাখি**, ~**পাখী**—(কৌতু.) মোরগ। বি. ~**ভক্ত**—হনুমান্; ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। বি. ~**যাত্রা**—দশরথপুত্র রামের জীবনী-বিষয়ক যাত্রাভিনয়। বি ~**রহিম**—হিন্দু ও মুসলমানদের উপাস্য। বি. ~**রাজত্ব**—পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির রাজত্ব; (ব্যঙ্গে) অবাধ বা একচেটিয়া অধিকার। বি. ~**রাজ্য**—অযোধ্যাপতি রামের রাজ্য, (আল.) সুশাসিত ও সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য। বি. ~**লীলা**—রামচন্দ্রের জীবনী বা ক্রিয়াকলাপ, রামচন্দ্রের জীবনীবিষয়ক যাত্রাভিনয়। বি. ~**শালিক**—বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। বি. ~**শিঙ্গা**, ~**শিঙা**—ফুঁ দিয়া বাজাইতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বড় শিঙ্গা। বি. ~**শ্যাম, রামাশ্যামা**—যে-কোন লোক, যে-সে, বাজে লোক। বি. **রামানুজ**—দশরথপুত্র রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন; লক্ষ্মণ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈদান্তিক। বি. **রামায়ণ**—বাল্মীকি-বিরচিত, রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তমূলক মহাকাব্য। বি. **রামায়ণকার**—রামায়ণ-রচয়িতা। বি. **রামায়ণগান**—সমগ্র রামায়ণ বা তাহার অংশবিশেষ লইয়া রচিত পালা।

রামা—বি. সুন্দরী নারী; গীতকলাভিজ্ঞা নারী; প্রিয়া। [সং. √রম্+অ+আ]।

রামানুজ, রামায়ণ, রামাশ্যামা—**রাম** দ্রঃ।

রামায়েত, রামাইত—বি. রামানন্দ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়বিশেষ। [হি. রামায়ত]।

রায়$_1$—বি. আদালতের বা বিচারকের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ, বিচারফল। [আ.]।

রায়$_2$—(১) বি. নৃপতি; জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের

খেতাববিশেষ। (২) বিণ. বৃহৎ, দীর্ঘ। [সং. রাজন্]। বি. ~জাদা—রায়ের ছেলে; রাজকুমার। বি. ~বাঘিনী—বৃহৎ ব্যাঘ্রী; (আল.) অত্যন্ত উগ্রা বা তেজস্বিনী নারী। বি. ~বার—নৃপতির যশোবার্তা; রাজার নিকট দূত কর্তৃক নিবেদন (অশুদ্ধ রায়বার)। [<সং. রাজ-বার্তা]। বি. ~বাঁশ—বাঁশের বড় লাঠিবিশেষ। ~বেঁশে—(১) বি. লাঠিয়াল; রায়বাঁশ লইয়া নাচ। (২) বিণ. রায়বাঁশ-সহযোগে কৃত (রায়বেঁশে নাচ)। বি. ~বাহাদুর, ~রায়ান, ~সাহেব—সরকারি খেতাববিশেষ।

রায়ট—বি দাঙ্গা। [ইং. riot]।

রায়ত—**রাইয়ত**-এর চলিত রূপ।

রাশ১—**রাস১**-এর বানানভেদ।

রাশ২—বি. স্তূপ, গাদা (রাশ রাশ ময়লা); জন্মরাশি (রাশনাম); প্রকৃতি (রাশভারী)। [সং. রাশি]। বি. ~নাম—জন্মরাশি অনুযায়ী নাম। বিণ. ~পাতলা—ছেবলা। বিণ. ~ভারী—গম্ভীরপ্রকৃতি। বিণ. ~হালকা—লঘুপ্রকৃতি।

রাশি—বি. স্তূপ, পুঞ্জ; সমূহ (ধান্যরাশি, গুণরাশি); (গণি.) সাঙ্কেতিক সংখ্যা, অঙ্ক (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা); (জ্যোতিষ.) মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ মীন: নক্ষত্রপুঞ্জস্বরূপ এই দ্বাদশ চিহ্ন; (আল.) অদৃষ্ট, ভাগ্য (সুখ তার রাশিতে নেই)। [সং.]। **রাশি রাশি**—প্রভূত, অসংখ্য। বি. ~চক্র—(জ্যোতিষ.) জাতকের ভাগ্যবিচারের জন্য ব্যবহৃত দ্বাদশরাশিচিহ্নিত বৃত্তবিশেষ। বি. ~বিজ্ঞান—কোনো বিষয়ে সংখ্যামূলক তথ্যের সাহায্যে তত্ত্ব নির্ণয় করার বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র, [**পরিসংখ্যান** দ্রঃ], statistics। বিণ. **রাশীকৃত**—স্তূপীকৃত, গাদা-করা।

রাষ্ট্র—(১) বি. এক শাসনতন্ত্রাধীন দেশ বা কোন দেশের অংশ, রাজ্য, স্টেট; প্রদেশ। (২) (বাং.) বিণ. (দেশময়) প্রচারিত, ঘোষিত, বিদিত (কথা রাষ্ট্র হওয়া)। [সং. √রাজ্+ ষ্ট্র(র্তৃ)]। ক্রি. **রাষ্ট্র করা**—(দেশময়) প্রচার বা ঘোষণা করা। বি. ~দূত—**রাজদূত** দ্রঃ। বি. ~নায়ক—রাষ্ট্রের শাসক বা পরিচালক। বি. ~নীতি—রাজনীতি। বিণ. ~নীতিক, (অশু. কিন্তু চলিত) ~নৈতিক—রাজনীতিমূলক। বি. ~পতি—রাষ্ট্রের অধিপতি, নৃপতি; ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের নির্বাচিত পরিচালক, President। বি. ~বিপ্লব—রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সর্বাত্মক পরিবর্তন (ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব); রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহাদি, গৃহযুদ্ধ। বিণ. **রাষ্ট্রিক, রাষ্ট্রীয়, রাষ্ট্রিয়**—রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় (রাষ্ট্রিক প্রয়োজন, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা); রাষ্ট্রের বা গভর্নমেন্টের (রাষ্ট্রিয় বিদ্যালয়, রাষ্ট্রিয় পরিবহন-ব্যবস্থা)।

রাস১—বি. অশ্ববল্গা, লাগাম। [আ.]। ক্রি. **রাস আলগা করা, রাস ঢিলা করা**—(আল.) শাসন না করা, যথেচ্ছ আচরণ করিতে দেওয়া। ক্রি. **রাস টানা**—লাগাম ধরিয়া টানা; (আল.) সংযত করা।

রাস২—বি. কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপনারীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব। [সং.]। বি. ~**পূর্ণিমা**—কার্তিকী পূর্ণিমা। বি. ~**বিহারী** (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। বি. ~**মণ্ডপ**, ~**মণ্ডল**—রাধাকৃষ্ণের রাসনৃত্যের স্থান বা তদনুকরণে নির্মিত মণ্ডপ। বি. ~**যাত্রা**, ~**লীলা**—রাস।

রাসকেল, রাস্কেল—বি. পাজি, বদমাশ। [ইং. rascal]।

রাসন—বিণ. রসনা বা আস্বাদ সম্বন্ধীয়, gustatory [বি. প.]। [সং. রসনা+অ (সম্বন্ধার্থে)]।

রাসভ—বি. গর্দভ, গাধা। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **রাসভী**। বিণ. ~**নিন্দিত**—(বাং) গাধাকেও হার মানায় বা লজ্জা দেয় এমন, অতিশয় শ্রুতিকটু।

রাসায়নিক—(১) বিণ. রসায়ন-সম্বন্ধীয়, রসায়নঘটিত। (২) বিণ. বি. রসায়নশাস্ত্রবিৎ। [সং. রসায়ন+ইক]।

রাসেশ্বরী—বি. রাসপ্রিয়া ঈশ্বরী, শ্রীরাধিকা। [সং. রাস২ + ঈশ্বরী]। বি. (পুং.) **রাসেশ্বর**—শ্রীকৃষ্ণ।

রাস্তা—বি. পথ। ক্রি. **রাস্তা দেখ**—(আল.) এখানে কিছু হবে না বা পাবে না—অন্য জায়গায় যাও। [ফা. তু. সং. রথ্যা]।

রাস্না—বি. পরগাছা-জাতীয় লতাবিশেষ, একপ্রকার অর্কিড। [সং.]।

রাহা—বি. পথ (রাহাজানি), উপায় (সুরাহা)। [ফা. রাহ্]। বি. ~**খরচ**—পাথেয়, পথখরচ। বি. ~**জান**—যে ব্যক্তি রাজপথে ডাকাতি করে। বি. ~**জানি**—রাহাজানের বৃত্তি।

রাহি১, রাহী১—বি. পথচারী। [ফা.]।

রাহি২, রাহী২—বি (প্রা. বাং.) শ্রীরাধিকা। [সং. রাধিকা]।

রাহিত্য—বি. অভাব, বিহীনতা। [সং. রহিত+য (ভা)]।

রাহু—বি. (জ্যোতিষ.) অষ্টম গ্রহ; গ্রহণকালে যাহা সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে (আধুনিক বিজ্ঞানে গ্রহ বলিয়া গণ্য নহে); পৌরাণিক অসুরবিশেষের ছিন্ন মুণ্ড; (আল.) শত্রু, সর্বনাশকারী ব্যক্তি (তুমিই আমার রাহু)। [সং.]। **রাহুর দশা**—(জ্যোতিষ.) অতি কষ্টকর এবং প্রাণঘাতী দশা। বিণ. ~**গ্রস্ত**—রাহু কর্তৃক গ্রাসিত হইয়াছে এমন (হিন্দুপুরাণে বর্ণিত আছে যে রাহু চন্দ্র সূর্যকে গিলিয়া ফেলে বলিয়া গ্রহণ হয় (**গ্রহণ**-ও দ্রঃ); (আল.) দুর্ভাগ্যগ্রস্ত; অসৎ বা সর্বনাশা ব্যক্তির পাল্লায় পড়িয়াছে এমন।

রি, রে১—অব্য. (সঙ্গীতে)স্বরগ্রামের ঋষভের সঙ্কেত, ঋ।

রিং, রিঙ—বি. চাবি রাখিবার কড়া বা আংটাবিশেষ; আংটা; আংটি; ঘণ্টাধ্বনি; টেলিফোনে আহ্বান। [ইং. ring]। ক্রি. **রিং করা**—টেলিফোনে ডাকা।

রিক্ত—বিণ. শূন্য, খালি (রিক্তহস্ত); নিঃস্ব, নিঃসম্বল, অতি দরিদ্র। [সং. √রিচ্+ত (র্ম)]। **রিক্তা**—(১

*আদিতে রায়-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য রায়২ দ্রঃ।

বিণ. রিক্ত-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. (জ্যোতিষ.) চতুর্থী নবমী ও চতুর্দশী তিথি। বি. ~তা।

রিক্থ—বি. ধন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি; উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি। [সং. √রিচ্+থ (র্থ)]।

রিকশ, রিকশা—বি. মনুষ্যবাহিত যাত্রিবাহী দ্বিচক্র যানবিশেষ। [জাপ. জিন্‌রিক্‌শা]। বি. **~ওয়ালা**—রিকশা-বাহক।

রিঠা১, (কথ্য) রিঠে১—বি. কাপড় কাচার কার্যে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ফলবিশেষ; [সং. অরিষ্ট]।

রিঠা২, (কথ্য) রিঠে২—বি. মৎস্যবিশেষ, ইটামাছ। [দেশী]।

রিনঝিন, রিমিঝিমি, রিনিকিঝিনি—অব্য. সেতারাদি তারযন্ত্র বাদনের বা নূপুরের ঝঙ্কার। [ধ্বন্যা.]।

রিপিট—বি. ধাতুর পাত জুড়িবার কার্যে ব্যবহৃত পেরেকবিশেষ: ইহার উভয় প্রান্তই স্থূল। [ইং. rivet]।

রিপু১—রিফু-র বানানভেদ।

রিপু২—বি. শত্রু; কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য; মানুষের শরীরস্থ এই ছয়টি শত্রু।

রিপোর্ট—বি. বিবরণ (কাগজের রিপোর্ট, কাজের রিপোর্ট); অনুসন্ধান পরীক্ষা বা গবেষণার ফল সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ (পুলিসের রিপোর্ট, রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট); অভিযোগ, নালিশ (কাহারও বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা)। [ইং. report]।

রিফু—বি. সূচ-সুতা দিয়া বুনিয়া বস্ত্রাদির জীর্ণসংস্কার। [আ: রফু]।

রিভলবার, রিভলভর, রিভলবর—বি. ক্ষুদ্র বন্দুকবিশেষ। [ইং. revolver]।

রিম—রীম-এর বানানভেদ।

রিমঝিম, রিম্‌ঝিম্—অব্য. মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ ('রিম্ ঝিম্ শবদে বরিষে')। ক্রি-বিণ. **রিমিঝিমি**—রিমঝিম করিয়া।

রিরংসা—বি. রমণের বা সঙ্গমের ইচ্ছা, কাম। [সং. √রম্+সন্+অ+আ]। বিণ. **রিরংসু**—রমণে ইচ্ছুক।

রিরি—অব্য. রোমাঞ্চ-সূচক অথবা তীব্র ক্রোধাদির অনুভূতিব্যঞ্জক শব্দ (রাগে গা রিরি করছে)।

রিল—রীল-এর বানানভেদ।

রিষ, (বিরল) রেষ—বি. দ্বেষ, আক্রোশ। [<সং. ঈর্ষা> √রিষ্]। বি. **রিষারিষি, রেষারিষি, রেষারেষি**—পরস্পর বিদ্বেষ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

রিষ্ট, রিষ্টি—বি. পাপ, অমঙ্গল; গ্রহদোষ; কল্যাণ। [সং. √রিষ্ (=হিংসা)+ত, তি (ণে)]।

রিসালা—বি. অশ্বারোহী সৈন্যদল। [আ. রিসালহ্]। বি. **~দার, রিসালদার**—অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক।

রিস্টওয়াচ—বি. যে ঘড়ি মণিবন্ধে বাঁধিয়া রাখা যায়, হাতঘড়ি। [ইং. wrist-watch]।

রিহার্সাল—বি. (প্রধানতঃ অভিনয়াদির) মহলা, তালিম। [ইং. rehearsal]।

রীতি, (প্রাদে.) রীত—বি. প্রণালী, পদ্ধতি(চিকিৎসার রীতি), প্রথা, ধারা, দস্তুর (সমাজের রীতি); প্রকৃতি, স্বভাব, আচরণ (খলের রীতি); রচনা-প্রণালী (গদ্য-রীতি); গতিক, ধরন। [সং.]। বি. **রীতিনীতি**—আচার-ব্যবহার; প্রথা, মতবাদ। বিণ. **রীতিবিরুদ্ধ**—প্রথাবিরুদ্ধ। ক্রি-বিণ. **রীতিমত**—যথারীতি, রীতি-অনুসারে (রীতিমত তত্ত্বতাবাস); (কথ্য) ভালরকম, অতিশয় (রীতিমত পাগল, রীতিমত অভদ্র ব্যবহার); যথাযোগ্য (রীতিমত প্রতিশোধ)।

রীম—বি. কাগজের পরিমাণবিশেষ (১ রীম=২০ দিস্তা =৪৮০ বা ৫০০ খণ্ড)। [ইং. ream]।

রীল—বি. সেলাইয়ের সুতা জড়ানর জন্য কাঠের নলি, ছিপের সুতা গুটানর জন্য চাকা। [ইং. reel]।

রুই—বি. রোহিত মৎস্য। [সং. রোহিত]। বি. **~কাতলা**—(গৌণ অর্থে) বিত্তশালী ও প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায়।

রুইতন—বি. খেলার তাসের রংবিশেষ। [ওল. ruiten]।

রুইদাস—বি. চর্মকার, মুচি, চামার; চামারজাতির আদিপুরুষরূপে পরিগণিত মহাপুরুষ। [হি. রয়দাস]।

রুক্মিণী—বি. দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের মহিষী। [সং.]।

রুক্ষ, রুক্ষ—বিণ. কর্কশ, খসখসে, অ-মসৃণ (রুক্ষ চর্ম); তৈলবর্জিত, অচিক্কণ (রুক্ষ কেশ); কঠোর, শ্রুতিকটু (রুক্ষ ভাষা); স্নেহবর্জিত, নিষ্ঠুর (রুক্ষ ব্যবহার); ক্রুদ্ধ, উগ্র (রুক্ষ মেজাজ); শক্ত, কঠিন (রুক্ষ মাটি); এবড়োখেবড়ো, অসমতল (রুক্ষ পথ)। [সং.] বি. **~তা**। বিণ. **~ভাষী** (-ষিন্)—কর্কশ ভাষা ব্যবহারকারী। বিণ. **~মূর্তি**—ক্রুদ্ধ চেহারা-যুক্ত ('ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি': রবীন্দ্র)।

রুখা১, রোখা—(১) ক্রি. ক্রুদ্ধ বা আক্রমণোদ্যত হওয়া (রুখে ওঠা, রুখে দাঁড়ানো); গতিরোধ করা, থামানো (গাড়ী রোখা); বাধা দেওয়া, আটকান, ঠেকান (শত্রুকে রোখা)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে (তু. 'রাস্তা রোখো' আন্দোলন)। [সং. √রুধ্+বাং. আ]।

রুখা২, রুখু, রুখো—বিণ. শুষ্ক, ব্যঞ্জনাদিবর্জিত (রুখু ভাত); তৈলহীন (রুখু মাথা); খোরাক দিতে হয় না এমন (রুখু মাইনের চাকর)। [সং. রুক্ষ]।

রুগী—রোগী-র কথ্য রূপ।

রুগ্ণ—বিণ. পীড়িত; রোগহেতু কাহিল (রুগ্ণ স্বাস্থ্য, রুগ্ণ চেহারা); কাজ চালাইতে অক্ষম (রুগ্ণ শিল্প)। [সং. √রুজ্+ত (র্ত)]। বিণ. (স্ত্রী.) **রুগ্ণা**। বি. **~তা**।

রুচা, রোচা—ক্রি. রুচিকর হওয়া, ভাল লাগা (তোমার রুচবে না, আমারও রোচে না)। [সং. √রুচ্+বাং. আ]।

রুচি—বি. শোভা, দীপ্তি (তনুরুচি, দন্তরুচি); পছন্দ (কুরুচি); মার্জিত বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি (বেশভূষায় রুচির পরিচয়) স্পৃহা, ইচ্ছা (আহারে রুচি); অনুরাগ, আকর্ষণ। [সং √রুচ্+ই (ভা)]। বিণ. **~কর**—

স্পৃহাজনক : পানাহারে প্রবৃত্তিদায়ক ; সুস্বাদু ; প্রীতিকর। বিণ. **~বাগীশ**—(বিদ্রূপে) সুরুচি বা শোভনতা সম্বন্ধে মাত্রাধিক সতর্ক। বি. **~ভেদ**—রুচিজ্ঞানের বা পছন্দের বৈষম্য।

রুচির—বিণ. শোভন, সুন্দর, মনোরম ; উজ্জ্বল। [সং. √রুচ্+ইর (র্তৃ)]। **রুচিরা**—(১) বিণ. **রুচির**-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

রুচ্য—বিণ. রুচিকর : ক্ষুধাজনক। [সং. রুচি+য]।

রুজ—**রূজ**-এর বানানভেদ।

রুজি—বি. জীবিকা, উদরান্ন, দৈনিক উপার্জন। [হি. রোজী]। **~রোজগার**—জীবিকার্জন।

রুজু১—বিণ. দায়ের, দাখিল, উপস্থাপিত (মামলা বা নালিশ রুজু করা)। [আ.]।

রুজু২—বিণ: খাড়া, সোজা ; সম্মুখবর্তী ; সমান, অনুযায়ী। [সং. ঋজু]। ক্রি. **রুজু দেওয়া**—হিসাবের কোন দফাকে মূলের অনুযায়ী করা। বিণ. **রুজু-রুজু** পরস্পরের সম্মুখবর্তী।

রুটি—বি. আটা ময়দা প্রভৃতির পিণ্ড হইতে তৈয়ারি পাতলা চাকতি, যাহা আগুনে সেঁকিয়া লইতে হয় ; চাপাটি ; পাঁউরুটি ; (আল.) জীবিকা (রুটি মারা)। [সং. রোটিকা, হি. রোটি]। **রুটি গড়া**—রুটি প্রস্তুত করা। **রুটি বেলা**—চাকি-বেলুন দিয়া রুটি প্রস্তুত করা। ক্রি. **রুটি মারা**—জীবিকার্জনের পথ বন্ধ করা।

রুটিন, রুটীন—বি. (প্রধানতঃ দৈনন্দিন) করণীয় কার্যের নির্দিষ্ট পরম্পরা। [ইং. routine]। বিণ. **রুটিন-বাঁধা**—রুটিন মানিয়া চলে বা চলিতে হয় এমন।

রুঠ, (কথ্য) **রুঠো**—বিণ (প্রাদে.) রুক্ষ, নীরস। [সং. রূঢ়]।

রুণুঝুণু, রুণুরুণু—যথাক্রমে **রুনুঝুনু** ও **রুনুরুনু**-র বর্জি. বানান।

রুদিত—(১) বিণ. কাঁদিয়াছে এমন ; ক্রন্দনকারী। (২) বি. ক্রন্দন, রোদন। [সং. √রুদ্+ত (র্তৃ, ভা)]।

রুদ্ধ—বিণ. বন্ধ (রুদ্ধদ্বার) ; অবরুদ্ধ, আটক (কারারুদ্ধ) ; চাপা ; স্তম্ভিত (রুদ্ধক্রন্দন, রুদ্ধ বাতাস) ; প্রতিহত, বাধাপ্রাপ্ত (রুদ্ধ স্রোত)। [সং. √রুধ্+ত (র্ম)]। বি. **~কক্ষ**—যে ঘরের দরজা বন্ধ। বিণ. **~শ্বাস**—শ্বাসবায়ু বন্ধ হইয়াছে এমন ; ত্বরাবিস্ময়াদির আধিক্যহেতু শ্বাস ফেলিতেও অক্ষম। ক্রি-বিণ. **~শ্বাসে**—শ্বাস রুদ্ধ হয় এরূপ বেগে (রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ান)।

রুদ্র—(১) বি. শিব ; কুপিত অবস্থায় শিবের প্রলয়মূর্তি। (২) বিণ. উগ্র, ভীষণ, সংহারক (রুদ্র রোষ বা রূপ)। [সং.]। বি. **~জটা**—শিবের জটা ; লতাবিশেষ। বি. **~তাল**—সঙ্গীতের তালবিশেষ তাণ্ডবনৃত্যের তাল। বিণ. **~মূর্তি**—ক্রুদ্ধ চেহারা-যুক্ত, ভীষণাকৃতি। বি. **রুদ্রাক্ষ**—শুষ্ক ফলবিশেষ, যদ্দ্বারা জপমালা প্রস্তুত হয়। বি. **রুদ্রাক্ষমালা**—রুদ্রাক্ষদ্বারা তৈয়ারি জপমালা। বি. (স্ত্রী.) **রুদ্রাণী**—শিবপত্নী ভবানী।

রুধা, রোধা—(১) ক্রি. বাধা দেওয়া, আটকান, প্রতিহত করা ('কার সাধ্য রোধে তার গতি'? : মধু., 'জলতরঙ্গ রুধিবে বা রোধিবে কে'?)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √রুধ্+আ]।

রুধির—বি. রক্ত, শোণিত। [সং.]। বিণ. **~রঞ্জিত, রুধিরাক্ত**—রক্ত-মাখা।

রুনুঝুনু, রুনুরুনু—অব্য. নূপুর ঘুঙুর মঞ্জীর প্রভৃতির আওয়াজ ('রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ')। [ধ্বন্যা.]।

রুপা, রূপা, (কথ্য) **রুপো**—রৌপ্য। [সং. রূপ্য]। **রূপার চাকতি**—(ব্যঙ্গে) টাকা। বিণ. **~লি, ~লী**—রূপার পাতে মোড়া, রৌপ্যমণ্ডিত ; রূপার ন্যায় সাদা।

রুপিয়া, রুপেয়া—বি. রৌপ্যমুদ্রা, টাকা। [ফা. রূপেয়া]।

রুমঝুম—অব্য. পায়ের মল বা নূপুরের আওয়াজ। [ধ্বন্যা.]।

রুমাল—বি. হাত-মুখ মুছিবার জন্য চতুষ্কোণ বস্ত্রখণ্ড। [ফা.]।

রুমি মস্তকী—বি. বার্নিশের উপাদানবিশেষ। [ফা.]।

রুয়া, রোয়া—(১) ক্রি. রোপণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √রুহ্+ণিচ্+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. রোপণ করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

রুরু—বি. কৃষ্ণসার, মৃগবিশেষ। [সং.]।

রুল১—বি. লাইন, রেখা (রুল টানা) ; (মুদ্রণে) পঙ্‌ক্তিসমূহের মধ্যে ব্যবধান রাখার জন্য ব্যবহৃত সীসকাদির পাতলা পাত ; আইন ; নজির ; নির্দেশ। [ইং. rule]। **রুল জারি করা**—(প্রধানতঃ আদালত কর্তৃক) নির্দেশ দেওয়া।

রুল২—বি. সরলরেখা টানিবার কাজে বা প্রহারের জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠদণ্ডবিশেষ। [ইং. ruler]।

রুলি, রুলী—বি. বলয়জাতীয় হাতের গহনাবিশেষ। [হি. রোলি]।

রুষা—ক্রি. (কাব্যে) ক্রুদ্ধ হওয়া ('রুষিয়া উঠিল', 'রুষিয়া কহিনু "যাও" : রবীন্দ্র)। [সং. √রুষ্+বাং. আ]।

রুষিত, রুষ্ট—বিণ. ক্রুদ্ধ, কুপিত, রাগান্বিত। [সং. √রুষ্+ত(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **রুষিতা, রুষ্টা**।

রুসুম—বি. আচার ও প্রথা ; কায়দা-কানুন ; শুল্ক, মাশুল প্রভৃতি। [আ.]।

-রুহ (সমাসে উত্তরপদে)—বিণ. জাত (মহীরুহ, তনুরুহ)। [সং. √রুহ্+অ (র্তৃ)]।

রুহিতন—**রুইতন**-এর রূপভেদ।

রুহিদাস—**রুইদাস**-এর রূপভেদ।

রূক্ষ—**রুক্ষ**-র বানান-ভেদ।

রূজ—বি. ওষ্ঠাধর গণ্ডদেশ প্রভৃতি রঞ্জিত করিবার অঙ্গরাগবিশেষ। [ইং. rouge]।

রূঢ়—বিণ. উৎপন্ন, জাত ; বিখ্যাত ; ব্যুৎপত্তিবহির্ভূত প্রসিদ্ধ অর্থপ্রকাশক (রূঢ় শব্দ) ; (বাং.) কর্কশ রুক্ষ (রূঢ় বাক্য), কঠোর, অপ্রিয় (রূঢ় সত্য)। [সং. √রুহ্+ত(র্তৃ)]। বি. **~তা**—(বাং.) কার্কশ্য, কঠোরতা (দুঃখদৈন্যের রূঢ়তা), রুক্ষতা। বি. **~পদার্থ**—(বিজ্ঞা.) অমিশ্র মূলপদার্থ। বিণ. **~মূল**—বদ্ধমূল।

রূঢ়ি—বি. উৎপত্তি ; প্রসিদ্ধি ; ব্যুৎপত্তিবহির্ভূত অর্থ প্রকাশের শক্তি ; লোকপ্রসিদ্ধি। [সং. √রুহ্ + তি (ভা)]। বি. ~**শব্দ**—ব্যাকরণবহির্ভূত কিন্তু লোক-প্রসিদ্ধ শব্দ।

রূপ—বি. মূর্তি, শরীর ('অরূপেরে রূপ দিক' : রবীন্দ্র) ; আকৃতি, চেহারা (নবরূপে অবতীর্ণ) ; সৌন্দর্য, শ্রী, শোভা (রূপ ফেটে পড়ছে) ; প্রকার, রকম, ধরন (এরূপ ঘটনা) ; বর্ণ, রঙ ('কালরূপ ছাড়া আন রূপ দেখব না') ; তুল্য, অভিন্ন (স্নেহরূপ বন্ধন) ; (ব্যাক.) শব্দমূলের বা ধাতুমূলের সহিত বিভক্তি-যোগ (শব্দরূপ, ধাতুরূপ) ; (দর্শনে) দৃষ্টিসাধ্য বা প্রত্যক্ষ বিষয়। [সং. √রূপ্ + অ(র্ম)]। ক্রি. **রূপ করা**—শব্দমূলের বা ধাতুমূলের সহিত বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করা। **রূপের ডালি**—অসীম বা প্রচুর সৌন্দর্যের আধার। **রূপের ধুচুনি**—(বিদ্রূপে) প্রচুর সৌন্দর্যের আধার অর্থাৎ অতিশয় কুরূপ। বি. ~**কার**—রূপদাতা ; শিল্পী ; যে ব্যক্তি (প্রধানতঃ অভিনেতাদের) পোশাক পরায়, সজ্জাকর। বিণ. ~**জ**—রূপজনিত। বিণ. ~**দক্ষ**—(প্রধানতঃ অভিনয়ের বেশধারণে পারদর্শী ; রূপদানে বা রূপায়িত করিতে দক্ষ শিল্পী, artist। বি. ~**ধারণ**—মূর্তিপরিগ্রহ ; (প্রধানতঃ অভিনয়ের) পোশাক পরিধান। বিণ. ~**ধারী** (-রিন্)—রূপধারণ করিয়াছে এমন। বিণ. ~**বন্ত** (বাং.), ~**বান্** (-বৎ)—সুন্দর। বিণ.(স্ত্রী.) ~**বতী**। বি. ~**মাধুরী**—সৌন্দর্যের কমনীয়তা। বি. ~**মোহ**—সৌন্দর্যের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ ; রূপবিহ্বলতা।

রূপক—বি. (বিরল) রৌপ্যমুদ্রা ; উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনামূলক অর্থালঙ্কারবিশেষ (যেমন মুখচন্দ্র) ; যে দৃশ্যকাব্যে বা বর্ণনায় একজনের উপর অন্য কাহারও রূপের আরোপ হয় (রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধের রূপক) ; নাটক। [সং. √রূপ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

রূপকথা—বি. অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী, ছেলে-ভুলান অসম্ভব গল্প। [সং. উপকথা]।

রূপচাঁদ—বি. (ব্যঙ্গে) রৌপ্যমুদ্রা, টাকা। [সং. রূপ্য বা রূপ + চাঁদ]।

রূপণ—বি. বর্ণন ; নিরূপণ ; অভিনয়। [সং. √রূপ + ণিচ্ + অন(ভা)]।

রূপদস্তা—বি. সীসা ও রঙের মিশ্রধাতু, জার্মান সিলভার। [সং. রূপ্য বা রূপ + দস্তা দ্র:]।

রূপসী—বিণ.(স্ত্রী.) রূপবতী, সুন্দরী। [সং. রূপীয়সী]।

রূপা—রুপা-র বানানভেদ।

রূপাজীবা—বি.(স্ত্রী.) বেশ্যা। [সং. রূপ + আজীব + আ]।

রূপান্তর—বি. ভিন্ন মূর্তি বা অবস্থা ; ভিন্ন আকৃতি ধারণ বা ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি। [সং. রূপ + অন্তর]। বিণ. **রূপান্তরিত**—ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছে বা ভিন্ন অবস্থা লাভ করিয়াছে এমন।

রূপায়ণ—বি. রূপদান, মূর্তিদান ; বাস্তবে পরিণত করা (পরিকল্পনার বা প্রস্তাবের রূপায়ণ) ; অভিনয়ে ভূমিকা-গ্রহণ। [সং. রূপ + কাণ্ড্ + অন(ভা)]। বিণ. **রূপায়িত**—রূপদান করা হইয়াছে এমন ; মূর্ত ; বাস্তবে পরিণত (আদর্শকে রূপায়িত করা)।

রূপিণী—রূপী₂ দ্র:।

রূপিত—বিণ. রূপযুক্ত ; বর্ণিত। [সং. রূপ + ত(র্ম)]।

রূপিয়া—রুপিয়া-র বানানভেদ।

রূপী₁—বি. লালমুখ বানরবিশেষ। [সং. রূপ + বাং. ঈ]।

রূপী₂ (-পিন্)—বিণ. মূর্তিধারী (নররূপী নারায়ণ) ; বেশধারী (বহুরূপী)। [সং. রূপ + ইন্]। বিণ. (স্ত্রী.) **রূপিণী**।

রূপোন্মত্ত—বিণ. রূপ দেখিয়া উন্মত্ত বা ব্যাকুল। [সং. রূপ + উন্মত্ত]। বি. **রূপোন্মাদ**—রূপদর্শনের ফলে উন্মত্ততা বা ব্যাকুলতা।

রূপোপজীবিনী—বি. বেশ্যা। [সং. রূপ + উপজীবিনী]।

রূপ্য—বি. রুপা, রজত। [সং. রূপ + য]।

রূবকারী—বি. মকদ্দমায় বিচারলিপি বা রিপোর্ট। [ফা.]।

রে₁—রি দ্র:

রে₂—অব্য. স্নেহ-ভর্ৎসনা বা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে (শোন্ রে খোকা, রে পাপিষ্ঠ, শোন্ রে বেটা) ; বিস্ময়- ও খেদসূচক (তাই ত রে, হায় রে)।

রেউচিনি, রেউচিনী—বি. উদ্ভিদ্‌বিশেষের মূল। [ফা. রেবন্দ-ই-চীনী]।

রেউলা—বি. রাজান্তঃপুর ; রাজান্তঃপুরস্থিত মহল ('তোমার পৃথক্ রেউলা হইবে' : ব. চ.)।

রেও—রেয়ো-র বানানভেদ।

রেওয়া—বি. বাৎসরিক আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাবের কাগজ। [ফা.]।

রেওয়াজ—বি. প্রথা (এখনকার রেওয়াজ), রীতি, দস্তুর, প্রচলন। [আ.]।

রেঁদা—বি. কাষ্ঠাদি মসৃণ করিবার জন্য ছুতারের যন্ত্র-বিশেষ। [ফা. রন্দ]।

রেক₁, রেখ₁—বি. শস্যাদি মাপিবার জন্য বেতের তৈয়ারি পাত্রবিশেষ (১ রেক = ৪ কুনিকা)। [দেশী]।

রেক₂, রেখ₂—রেখা-র কথ্য ও কোমল রূপ।

রেকাব₁—বি. ঘোড়ার দুই পার্শ্বে জিনসংলগ্ন অশ্বারোহীর পা-দান। [আ. রিকাব্]।

রেকাব₂, রেকাবি—বি. ক্ষুদ্র থালা। [ফা. রকাবি]।

রেখা—বি. লম্বা চিহ্ন বা দাগ (হস্তরেখা) ; কষি, ডোরা (রেখাঙ্কন) ; ঈষৎ চিহ্ন বা আভাস (গোঁফের রেখা) ; সারি ; (জ্যামি.) বেধহীন ও প্রস্থহীন দৈর্ঘ্য, line (সরল রেখা)। [সং. √লিখ্ + অ(র্ম) + আ]। **ঊর্ধ্বরেখা**—বি.(সচ.) মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলিমূল পর্যন্ত প্রসারিত করতলস্থ রেখাবিশেষ : ইহার দ্বারা ভাগ্য বিচার করা হয়। **বক্র রেখা**—আঁকাবাঁকা রেখা। **সরল রেখা**—যে

রেখা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও দিক্-পরিবর্তন করে না. সিধা বা সোজা রেখা। বি. ~**ংশ**—দ্রাঘিমার অংশ বা ডিগ্রি। বি. ~**গণিত**—জ্যামিতি। বি. ~**ঙ্কন**—কষি টানা; চিত্রাঙ্কন। বি. ~**ঙ্কিত**—রেখাযুক্ত. ruled; ডোরাকাটা। বি. ~**চিত্র**—ছবির মুসাবিদা, কোনও বিষয়ের মোটামুটি চিত্র (rough sketch)। বি. ~**পাত**—দাগ পড়া; মনে কোন স্থায়ী ভাবের সৃষ্টি।

রেচন—বি. মল নিঃসারণ, দাস্ত। [সং. √রিচ্+অন (ভা)]। **রেচক**—(১) বিণ. বিরেচক. নিঃসারক। (২) বি. জোলাপ; (যোগশাস্ত্রে) প্রাণায়ামকালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। বিণ. **রেচিত**—বিরেচিত; ত্যক্ত।

রেজগি, রেজগী, রেজকি, রেজকী—বি. এক টাকা হইতে কম মূল্যের মুদ্রা, টাকার ভাঙ্গানি. খুচরা। [ফা. রেজ্গী]।

রেজা—বি. খুব ছোট টুকরা; রাজমিস্ত্রির সাহায্যকারী মজুর বা জোগাড়ে। [ফা.]।

রেজাই—বি. লেপ বা বালাপোশ। [ফা. রজাই]।

রেজিস্ট্রি, রেজিস্ট্রী, (কথ্য) **রেজিস্টারি (রী)**—(১) বি. প্রমাণস্বরূপ সরকারি বহিতে লিপিবদ্ধ করা, নিবন্ধন, নিবন্ধীকরণ; রেজিস্ট্রি করার খাতা, নিবন্ধ-পুস্তক। (২) বিণ. রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন (রেজিস্ট্রি পার্সেল)। [ইং. registration]।

রেট—বি. দর (কম রেট্-এ বিক্রী); হার (পাশের রেট); দস্তুর, রেওয়াজ (আজকালকার রেট)। [ইং. rate]।

রেড়ি, রেড়ী—বি. এরণ্ড ফল, ভেরেণ্ডা। [সং. এরণ্ড]। **রেড়ির তেল**—ভেরেণ্ডা-বীজ হইতে প্রস্তুত তৈল, castor oil।

রেডিও, রেডিয়ো—বি. বেতারে বার্তাদি প্রেরণের যন্ত্র বা ব্যবস্থা। [ইং. radio]।

রেণু—বি. ধুলা (পদরেণু); গুঁড়া, চূর্ণ (রেণু-রেণু-করা কাচ); পরাগ (পুষ্পরেণু)। [সং. √রী (গত্যর্থক)+নু (র্ণু)]।

রেত—বি. তীব্র জলপ্রবাহ ('রেত ঠেলে জাহাজও যেতে পারে না' : শরৎ। [দেশী]।

রেতঃ (-তস্), (অপ্র.) **রেত১**—বি. শুক্র, বীর্য, পুরুষ-দেহের সন্তানোৎপাদক সারপদার্থবিশেষ। [সং. √রী (ক্ষরণার্থক)]।

রেতি, (প্রাদে.) **রেত২**—বি. উখা, লৌহাদি ঘষিয়া ক্ষয় করিবার যন্ত্রবিশেষ। [হি. রেতী]।

রেফ—বি. অক্ষরের মস্তকে যুক্ত র্-চিহ্ন (ˊ); র-বর্ণ (দ্বিরেফ)। [সং.]।

রেফারি, রেফারী—বি. (ফুটবল প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক খেলায়) বিচারক; কোনও বিতর্কিত ব্যাপারে মধ্যস্থ। [ইং. referee]।

রেবতী১—বি. রেবত রাজার কন্যা, বলরামের পত্নী। [সং. রেবত+অ+ঈ]। বি. ~**রমণ**—রেবতীর স্বামী, বলরাম।

রেবতী২—বি. সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের শেষ নক্ষত্র। [সং. √রেব্+অত+ঈ]। বি. ~**রমণ**—চন্দ্র।

রেবা—বি. নর্মদানদী। [সং.]।

রেয়াত, রেয়াৎ—বি. অব্যাহতিদান, রেহাই; খাতির অনুগ্রহ। [আ. রিআয়ৎ]।

রেয়ো—বিণ. রবাহুত, বিনানিমন্ত্রণে আগমনকারী। [বাং. রা+উয়া>ও]। বি. ~**ভাট**—শ্রাদ্ধাদির সংবাদ শুনিয়া আগত ভিখারী।

রেল১—বি. বাষ্পচালিত শকট (রেলে চড়া); লৌহবর্ত্ম, রেলের লাইন। [ইং. rail]। বি. ~**গাড়ি**—রেল-লাইনের উপর দিয়া গমনকারী বাষ্পীয় শকটবিশেষ। ক্রি-বিণ. ~**যোগে**—রেলগাড়িতে চড়িয়া বা চাপাইয়া। বি. ~**লাইন**—যে লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া রেলগাড়ি চলে। বি. ~**স্টেশন**—যাত্রী ও মালের উঠা-নামার জন্য যে-সব স্থানে রেলগাড়ি থামে।

রেলিং, রেলিঙ, রেল২—বি. লোহা কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে নির্মিত কাঠগড়া বা বেড়া। [ইং. railing]।

রেশ—বি. শব্দ বা সুর শেষ হইয়া গেলেও মনের মধ্যে যে অনুরণন হইতে থাকে (সুরের রেশ); বিলীয়মান অনুভূতি (আনন্দের রেশ); আভাস (রঙের রেশ, কল্পনার রেশ)। [<হি. রেশা]।

রেশন—বি. নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরকার কর্তৃক জন প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্যাদি সরবরাহ (রেশনের চাউল)। [ইং. ration]।

রেশম—বি. গুটিপোকার লালাজাত তন্তু; উহা হইতে প্রস্তুত সুতা [ফা.]। বি. ~**কীট**—তুঁতপোকা। বিণ. **রেশমি, রেশমী**—রেশম সুতায় প্রস্তুত।

রেষ, রেষারিষি, রেষারেষি—রিষ দ্রঃ।

রেস—বি. দৌড়-প্রতিযোগিতা; (প্রধানতঃ বাজি রাখিয়া) ঘোড়দৌড়। [ইং. race]।

রেসালা—বি অশ্বারোহী সৈন্য; (বাং.) বিবাহাদিতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী। [আ. রিসালা]।

রেসুড়ে (অশি.)—বি. ঘোড়দৌড়ের জুয়াড়ি। [<ইং. race]।

রেস্ত—বি. পুঁজি. টাকাকড়ি। [পো. resto]।

রেস্তরাঁ, রেস্টুরেন্ট—বি. চা জলখাবার প্রভৃতি বসিয়া খাইবার দোকান। [ইং. restaurant]।

রেহাই—বি. নিষ্কৃতি, অব্যাহতি, ছাড় (হাঙ্গামা হইতে রেহাই পাওয়া, সুদ রেহাই দেওয়া)। [ফা. রিহাঈ]।

রেহান—বি. বন্ধক। [আ. রিহ্ন্]।

রৈখিক—বিণ. রেখা-সম্বন্ধীয়; রেখাদ্বারা রচিত। [সং. রেখা+ইক]।

রৈ-রৈ—**রইরই**-র বানানভেদ।

রোঁদ—বি. নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরিয়া নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী পাহারা (রোঁদ দেওয়া, রোঁদে বেরনো)। [ইং. round]।

রোঁয়া—বি. লোম। [সং. রোমন্]।

রোক১—বি. দিক্, সম্মুখ-ভাগ (একরোকা শাল, রোকের জমি)।

রোক২—(১) বি. (মূল সং.) ক্রয়বিশেষ; নগদ-ক্রয়;

গর্ত ; (বাং.) নগদ টাকা (রোক দেওয়া)। (২) (বাং.) বিণ. নগদ (রোক টাকা)। [সং.]। বি. ~ড়—নগদ টাকাকড়ির হিসাব ; হিসাবের পাকা খাতা (রোকড়ে ওঠা) ; নগদ টাকা (রোকড়বিক্রি) ; সোনারূপার গহনা-পত্র (রোকড়ের দোকান)। বি. ~শোধ—নগদ টাকায় পাওনা পরিশোধ।

রোকা—বি. ক্ষুদ্র চিঠি, হাতচিঠা। [আ. রুক্কা]।

রোখ—বি. জিদ, ঝোঁক (রোখ চাপা) ; তেজ (আপন রোখে, মনের ঝোঁকে) ; বাড় (গাছের রোখ)। [<সং. রোষ]।

রোখা১—ক্রি. রুখা দ্রঃ।

রোখা২—বিণ. রোখযুক্ত, জেদী, তেজস্বী (একরোখা লোক)। [বাং. রোখ+আ]। বিণ. ~ল—রোখা (রোখাল লোক) ; বাড়ন্ত (রোখাল চারা)।

রোগ—বি. ব্যাধি, পীড়া ; (আল.) কু-অভ্যাস (সিনেমা দেখার রোগ)। [সং.]। ক্রি. **রোগ হওয়া, রোগে ধরা, রোগে পড়া**—ব্যাধিগ্রস্ত বা পীড়িত হওয়া। বি. ~জীবাণু—জীবাণু দ্রঃ। বিণ. ~জীর্ণ—ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার ফলে শীর্ণ। বি. ~ভোগ—ব্যাধিতে কষ্ট লাভ। বিণ. ~মুক্ত—আরোগ্য লাভ করিয়াছে এমন। বি. ~যন্ত্রণা—ব্যাধিজনিত কষ্ট। বি. ~শয্যা—রোগীর বিছানা। বি. ~শান্তি—আরোগ্য লাভ। বি. ~শোক—দৈহিক পীড়া ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ।

রোগা—বিণ. ব্যাধিগ্রস্ত ; কৃশ ; দুর্বল। [সং. রোগ+বাং. আ]। বিণ. ~টে—ক্ষীণকায় ; কৃশ (রোগাটে চেহারা)। বিণ. **রোগা-পটকা**—কৃশ ও দুর্বল।

রোগী (-গিন্)—(১) বিণ. ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়িত। (২) বি. পীড়িত ব্যক্তি। [সং. রোগ+ইন্]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **রোগিণী**।

রোচক—বিণ. রুচিকর (মুখরোচক)। [সং. √রুচ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

রোচনা—বি.(স্ত্রী.) গোরোচনা, গো-পিত্ত। [সং. √রুচ্+অন(র্তৃ)+আ, ঈ]।

রোচনী—বি. পুদিনা শাক। [সং. √রুচ্(=তৃপ্তি)+অন+ঈ]।

রোচা—রুচা-র চলিত রূপ।

রোচ্য—বিণ. ভালো লাগার বা রুচিকর হওয়ার যোগ্য। [সং. √রুচ্+য(র্ম)]।

রোজ—(১) বিণ. তারিখ (সাতুই রোজ) ; দিন (তিন রোজ) ; দৈনিক মজুরি (দু-টাকা রোজে কাজ) ; দৈনিক যোগান (রোজ করা বা দেওয়া)। (২) ক্রি-বিণ. প্রত্যহ (রোজ বেড়াতে যায়)। [ফা.]। **রোজ রোজ**—প্রত্যহ, নিত্য নিত্য। বি. **রোজ-কেয়ামত**—ইসলাম-শাস্ত্রানুযায়ী মৃতদের শেষবিচারের দিন।

রোজগার—বি. উপার্জন, আয়। [ফা.]। বিণ. **রোজগারি, রোজগারী,** (কথ্য) **রোজগেরে**—উপার্জনকারী (রোজগেরে ছেলে)।

রোজনামচা, রোজনামা—বি. দৈনিক বিবরণের বহি, দিনলিপি, diary। [ফা.]।

রোজা১—বি. রমজান-মাসে মুসলমানগণ কর্তৃক প্রতিদিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস। [ফা. রোজা]।

রোজা২—বি. ওঝা, বিষবৈদ্য, প্রেতযোনির আক্রমণের চিকিৎসক। [সং. উপাধ্যায়>ওঝা]।

রোটিকা—বি. রুটি ('রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে' : রবীন্দ্র)। [সং.]।

রোড—বি. প্রশস্ত রাস্তা, বড় রাস্তা। [ইং road]।

রোতো, রোখো—(রদ্দি-অর্থে) রখো-র বানানভেদ।

রোদ—রৌদ্র-র কথ্য রূপ। ক্রি. **রোদ ওঠা**—সূর্যালোক প্রকাশ পাওয়া, বেলা হওয়া। **রোদ পড়া**—ক্রি. অপরাহ্ণ হওয়া ; (অপরাহ্ণে) রোদের তেজ কমা। ক্রি. **রোদ পোহান**—রৌদ্রতাপ উপভোগ করা। ক্রি. **রোদে দেওয়া**—সূর্যতাপে শুষ্ক হইবার জন্য মেলিয়া বা ছড়াইয়া দেওয়া। ক্রি. **রোদে পোড়া**—রৌদ্রে অত্যন্ত কষ্ট পাওয়া।

রোদন—বি. ক্রন্দন, কান্না। [সং. √রুদ্+অন(ভা)]।

রোদসী—বি. একত্রে পৃথিবী ও স্বর্গ। [সং. রোদস্+ঈ]। ['ক্রন্দসী' দ্রঃ]।

রোদ্দুর—রৌদ্র-এর কথ্য রূপ।

রোদ্ধা (-দ্ধৃ)—বিণ রোধকারী। [সং. √রুধ্+তৃ (র্তৃ)]।

রোধ—বি. বাধা (গতিরোধ, শ্বাসরোধ, অশ্রুরোধ) ; অবরোধ ; বাধাদান (আক্রমণ রোধ করা)। [সং. √রুধ্+অ(ভা)]। বিণ. ~ক—রোধকারী। ~ন—(১) বি. বাধাদান, রুদ্ধ করা। (২) বিণ. রোধকারী।

রোধঃ (-ধস্)—বি. (বিরল) কূল, তীর ('যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' : মধু.)। [সং. √রুধ্+অস্ (ণে)]।

রোধা—ক্রি. রুধা দ্রঃ।

রোধী (-ধিন্)—বিণ. রোধকারী (শ্বাসরোধী)। [সং. √রুধ্+ইন্]। বিণ.(স্ত্রী.) **রোধিনী**।

রোপণ, রোপ—বি. গাছের চারা বা বীজ মাটিতে পুঁতিয়া রাখা (বীজরোপণ) ; বপন ; স্থাপন ; আরোপ। [সং. √রুহ্+ণিচ্+অন, অ (ভা)]। **রোপা**—(১) ক্রি. রোপণ করা, রোয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে (রোপা ধান)। বিণ. **রোপিত**—রোপণ করা হইয়াছে এমন ; প্রোথিত ; আরোপিত।

রোবাইয়াৎ—বি. আরবী বা ফার্সী চতুষ্পদী কবিতা-সমূহ। [আ. রুবাঈআৎ]।

রোম (-মন্), লোম (-মন্)—বি. কেশ ; (প্রধানতঃ মস্তক ও মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের অন্যান্য অবয়বের) চুল ; পশম। [সং.]। বি. ~কূপ—লোমের মূলদেশস্থ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র। বিণ. ~জ—লোম হইতে উৎপন্ন ; পশমী। বি. ~কোঁড়া—রোমকূপের মুখে উদ্গত স্ফোটক। বি. ~রাজি—লোমসমূহ। বি ~শ—লোমবহুল। বি. ~হর্ষ, ~বিক্রিয়া—শিহরণ, ভয়বিস্ময়াদিতে শরীরের লোম খাড়া হওয়া, গায়ে কাঁটা দেওয়া। বিণ. ~হর্ষক, —শিহরণ জাগায় এমন, অত্যন্ত ভীতিপ্রদ (রোমহর্ষক

দৃশ্য)। ~হর্ষণ—(১) বি. রোমহর্ষ। (২) বিণ. শিহরণ জাগায় এমন ; রোমাঞ্চকর।

রোমক—(১) বি. (বিরল) রোমনগর, Rome। (২) বিণ. রোম-সম্বন্ধীয়, রোমের অধিবাসী, Roman ; জ্যোতিষ-শাস্ত্রের শাখাবিশেষ (রোমক-সিদ্ধান্ত)। [অর্বাচীন সং.]।

রোমন্থ, রোমন্থন—বি. গিলিত বস্তু উদ্গার করিয়া পুনরায় চর্বণ, চর্বিতচর্বণ, জাবর কাটা। [সং.]। বি. **রোমন্থক, রোমন্থিক**—রোমন্থনকারী পশু অর্থাৎ গবাদি পশু।

রোমাঞ্চ, লোমাঞ্চ—বি. ভয়বিস্ময়াদিহেতু দেহের লোম খাড়া হওয়া, গায়ে কাঁটা দেওয়া, শিহরণ, লোমহর্ষ, পুলক। [সং. রোমন্, লোমন্ + √অন্চ্ + অ(ভা)]। বিণ. **~কর**—রোমাঞ্চজনক, শিহরণ জাগায় এমন, লোম-হর্ষক। বিণ. **রোমাঞ্চিত, লোমাঞ্চিত**—রোমাঞ্চযুক্ত; পুলকিত (রোমাঞ্চিত কলেবর)। বিণ.(স্ত্রী.) **রোমাঞ্চিতা, লোমাঞ্চিতা**।

রোমান ক্যাথলিক—বি. খ্রিস্টান সম্প্রদায়বিশেষ। [ইং. Roman Catholic]।

রোমাবলি, লোমাবলি, রোমাবলী, লোমাবলী—বি. রোমরাজি, লোমসমূহ ; নাভির ঊর্ধ্বভাগ পর্যন্ত প্রসারিত উদরের লোমশ্রেণী। [সং. রোমন্, লোমন্ + আবলি, আবলী]।

রোমীয়—বিণ. রোমদেশীয় ; রোমের অধিবাসী। [ইং. রোম + বাং. ঈয়]।

রোমোদ্গম, রোমোদ্ভেদ, লোমোদ্গম, লোমোদ্ভেদ—বি. লোম গজান ; রোমহর্ষ। [সং. রোমন্, লোমন্ + উদ্গম, উদ্ভেদ]।

রোয়া১—রুয়া-র চলিত রূপ। বিণ. রোপণ করা বা পোঁতা হইয়াছে এমন (রোয়া গাছ, রোয়া ধান)।

রোয়া২—ক্রি. (প্রাদে. কাব্যে ও ব্রজ.) ক্রন্দন করা। [হি. রোনা]।

রোয়া৩—বি. (প্রাদে.) কোয়া, কোষ। [দেশী]।

রোয়াক, (কথ্য রূপ) রক্—বি. বাড়ির সম্মুখস্থ খোলা চাতাল বা বারান্দা (রোয়াকে বসা, রক্‌বাজ ছেলে)। [তুর্. রওয়াক্, আ. রিওয়াক্]।

রোয়ান (নো)—রুয়ান-র চলিত রূপ।

রোয়েদাদ—বি. ভাগবাটোয়ারা করিয়া অংশপ্রদান অথবা তৎসম্পর্কে নির্দেশ। [আ.]।

রোরুদ্যমান—বিণ. অবিরাম বা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরত। [সং. √রুদ্ + যঙ্ + মান(শানচ্)(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **রোরুদ্যমানা**।

রোল১—বি. অব্যক্ত শব্দ, শোরগোল, চিৎকার (হাসি-কান্নার রোল, কলরোল)। [সং.]।

রোল২—বি. নামের ক্রমিক তালিকা। [ইং. roll]।

রোলার—বি. চাপ দিয়া রাস্তা প্রভৃতি সমতল করার জন্য একপ্রকার ভারী যন্ত্র বা এন্‌জিন ; গম ইত্যাদি পিষিবার কলবিশেষ (রোলার আটা)। [ইং. roller]।

রোশনচৌকি—বি. সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ঐকতানবাদ্য। [ফা. রোশন + বাং. চৌকি]।

রোশনাই, রোশনি—বি. আলোক ; আলোকসজ্জা ; ঔজ্জ্বল্য। [ফা. রোশনী]।

রোষ—বি. ক্রোধ, কোপ রাগ। [সং. √রুষ্ + অ(ভা)]। বিণ. **~কষায়িত**—ক্রোধে আরক্ত। বি. **~ণ**—কোপন বি. **রোষাগ্নি, রোষানল**—ক্রোধের দাহ বা জ্বালা ; তীব্র ক্রোধ। বিণ. **রোষাবিষ্ট**—ক্রুদ্ধ হইয়াছে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **রোষাবিষ্টা**। বিণ. **রোষিত**—রাগানো হইয়াছে এমন, কোপিত।

রোস, রোসো—ক্রি. অপেক্ষা কর, থাম। [বাং. √রহা]। [রহা দ্রঃ]।

রোস্ট—বি. মাংসাদি ঝলসাইয়া বা ভাজিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ। [ইং. roast]।

রোহ, রোহণ—বি. আরোহণ। [সং. √রুহ্ + অ, অন (ভা)]।

রোহিণী—বি. চন্দ্রপত্নী ; বলরামের জননী ; নবমবর্ষীয়া কন্যা (রোহিণী দান) ; (জ্যোতিষ.) নক্ষত্রবিশেষ। [সং. √রুহ্ + ইন্(র্তৃ) + ঈ]।

রোহিত, রোহিতক—(১) বি. রুইমাছ। (২) বিণ. রক্তবর্ণ, লাল। [সং.]।

রোহিতাশ্ব—বি. রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র ; অগ্নি। [সং. রোহিত + অশ্ব]।

রোহী (-হিন্)—বিণ. আরোহী। [সং. √রুহ্ + ইন্(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **রোহিণী**।

রৌদ্র১—(১) বি. রোদ, সূর্যের কিরণ বা তাপ ; (অল.) কাব্যের রসবিশেষ। (২) বিণ. রুদ্রসম্বন্ধীয়, প্রচণ্ড, ভয়ানক। [সং. রুদ্র + অ]। ক্রি. **রৌদ্র সেবন করা**—দেহে রৌদ্র লাগান। বিণ. **~দগ্ধ**—সূর্যতাপে ঝলসিত। বিণ. **~পক্ব**—সূর্যতাপে সিদ্ধ। বি. **~স্নান**—সর্বাঙ্গে রৌদ্রতাপ সেবনরূপ চিকিৎসা, sun-bath। বিণ. **রৌদ্রোজ্জ্বল**—সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত।

রৌপ্য—বি. ধাতুবিশেষ, রূপা, রজত। [সং. রূপ্য + অ]। বি. **রৌপ্যজয়ন্তী**—জয়ন্তী দ্রঃ। বিণ. **~ময়**—রূপার তৈয়ারি। বি. **~মুদ্রা**—রৌপ্যনির্মিত মুদ্রা। ক্রি-বিণ. **~মূল্যে**—দাম-বাবদ রূপা বা টাকা দিয়া, রূপা বা টাকার বিনিময়ে। বি. **রৌপ্যালঙ্কার, রৌপ্যালংকার**—রূপার গহনা।

রৌরব—বি. ভীষণ পাপীদের জন্য নির্দিষ্ট নরক। [সং.]।

র‍্যাপার—বি. গরম চাদর, আলোয়ান। [ইং. wrapper]।

ল

ল১—বাঙ্গালা ভাষার অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ল২—বি. আইন ; আইন-পরীক্ষা (ল পড়ছে)। [ইং. law]।

আদিতে রোম-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য রোম দ্রঃ।

লওয়া, (কথ্য) নেওয়া—(১) ক্রি. গ্রহণ করা (টাকা লওয়া, ধার লওয়া); সঙ্গী করা (সে ছেলেকে লইয়া বেড়াইতে গেল); স্থাপন করা (চরণধুলা মাথায় লওয়া); বহন করা (কাঁধে লওয়া, পৃষ্ঠে লওয়া); ধারণ করা (মাদুলি লওয়া); অনুসরণ করা (পথ লওয়া, উপদেশ লওয়া); অবলম্বন করা (ব্রত বা মন্ত্র লওয়া, এই বিষয় লইয়া আলোচনা); সম্বল করা (কি লইয়া থাকিব); ব্যাপৃত থাকা (পড়া লইয়া ব্যস্ত); পরীক্ষা করা (ছাত্রের পড়া লওয়া); উচ্চারণ বা স্মরণ করা (রামনাম লওয়া); স্বীকার করা (নিমন্ত্রণ লওয়া); আদায় করা (খাজনা লওয়া); ঋণ করা (বাঁধা দিয়া টাকা লওয়া); ধারণা হওয়া (মনে লওয়া); ঔষধরূপে গ্রহণ করা (ইনজেকশন বা জোলাপ লওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [<সং. √লভ্ + বাং. আ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. অপরকে দিয়া লওয়ার কাজ করানো, গ্রহণ করানো; ধারণ করান; প্রবৃত্ত করান (ধর্মে-কর্মে লওয়ান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

লওয়াজিম—বি. দরকারী জিনিস। [আ.]।

লংক্লথ—বি. থাপি সুতি-কাপড়বিশেষ। [ইং. long-cloth]।

লক—**লখ**-এর রূপভেদ।

লকট—বি. চীনা ফলবিশেষ, loquat। [চী.]।

লকড়ি, লাকড়ি—বি. কাঠ; জ্বালানি কাঠ। [হি.]।

লকলক—অব্য. নমনীয় পদার্থের প্রসারণ বা আন্দোলনের ভাবসূচক (জিহ্বা বা বেত লকলক করা)। বিণ. **লকলকে**—লকলক করিতেছে এমন।

ল-কার—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ল-এর যোগ।

লকুচ—বি. ডেহুয়া বা মাদার গাছ; উহার ফল। [সং. √লক্ + উচ (র্ম)]।

লকেট₁—**লকট**-এর রূপভেদ।

লকেট₂—বি. প্রধানতঃ কণ্ঠহারের সহিত সংলগ্ন পদক-বিশেষ, ধুকধুকি। [ইং. locket]।

লক্কা—বি. ঘন ও বিস্তৃত পুচ্ছযুক্ত পারাবতজাতি; (বিদ্রূপে) পোশাকপ্রিয় ব্যক্তি। [আ.]।

লক্ষ—(১) বি. ১০০০০০ সংখ্যা। (২) বিণ. শতসহস্র-সংখ্যক; বহু, অসংখ্য (লক্ষবার তোমাকে বলেছি)। [সং. √লক্ষ্ + অ (র্ম)]। বি. ~**পতি**—লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকার মালিক, ধনবান্ ব্যক্তি। বিণ. ~**লক্ষ**—অসংখ্য।

লক্ষণ—বি. চিহ্ন (সধবার লক্ষণ, সুলক্ষণ); পরিচয় (যুগের বা কালের লক্ষণ); নিদর্শন (বুদ্ধির লক্ষণ); আভাস (ঝড়ের লক্ষণ)। [সং. √লক্ষ্ (=দর্শনক্রিয়া) + অন]।

লক্ষণা—বি. (অল.) শব্দের যে বৃত্তিতে বাচ্যার্থের বাধা ঘটিলে বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থ প্রকাশ পায় (যেমন—সারা গাঁ ক্ষেপে উঠল=গাঁয়ের সমস্ত লোক খেপে উঠল)। (তু. metonymy)। [সং. লক্ষণ + আ]।

লক্ষণীয়—বিণ. লক্ষ্য করিবার যোগ্য, দর্শনযোগ্য, অনু-ভবনীয়। [সং. √লক্ষ্ + অনীয় (র্ম)]।

লক্ষিত—বিণ. দৃষ্ট; উদ্দিষ্ট, অনুভূত; নিশানা করা হইয়াছে এমন; লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত। [সং. √লক্ষ্ + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **লক্ষিতা**।

লক্ষ্মণ—বি. রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রা-নন্দন। [সং. লক্ষ্মন্(=চিহ্ন) + অ]।

লক্ষ্মী—(১) বি. (স্ত্রী.) বিষ্ণুপত্নী এবং ধনসম্পদ্ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কমলা, রমা, সৌভাগ্য, শ্রী, শোভা (গৃহলক্ষ্মী)। (২) (বাং.) বিণ. শান্তপ্রকৃতি, সুবোধ (লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী ছেলে)। [সং. √লক্ষ্ + ম + ঈ (র্ম)]। **লক্ষ্মীর বাহন**—পেঁচা; (আল.) অতি ধনশালী ব্যক্তি। **লক্ষ্মীর ভাণ্ডার**—(আল.) অফুরন্ত ভাণ্ডার। বি. ~**কান্ত, ~পতি**—নারায়ণ। বিণ. ~**ছাড়া**—শ্রীভ্রষ্ট; দুর্ভাগা; দুষ্ট। বি. ~**জনার্দন**—লক্ষ্মী ও নারায়ণ; শালগ্রামবিশেষ। **লক্ষ্মীটি**—বি. সুবোধ বা শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তি। বি. ~**নারায়ণ**—লক্ষ্মী ও নারায়ণ, শালগ্রামবিশেষ। বিণ. ~**বান্** (-বৎ), (বাং.) ~**বন্ত, ~মন্ত**—সৌভাগ্যবান্, ধনবান্। বি. ~**বিলাস**—কবিরাজী তৈল বা জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। বি. ~**বার**—বৃহস্পতিবার। বি. ~**শ্রী**—সৌভাগ্য-বা-সুখ-সম্পদ্জনিত শোভা; কল্যাণসূচক কান্তি। বিণ. ~**স্বরূপিণী**—মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায়, রূপে-গুণে লক্ষ্মীতুল্য।

লক্ষ্য—(১) বিণ. দর্শনযোগ্য; জ্ঞেয়; অনুমেয়; লক্ষণা-শক্তিদ্বারা বোধ্য (লক্ষ্য অর্থ); অভিপ্রেত, উদ্দিষ্ট (লক্ষ্য-বস্তু)। (২) বি. অভিপ্রেত বা কাম্য বস্তু (চরম লক্ষ্য), মনোযোগের বিষয় (ধনী হওয়া বা মন্ত্রিত্ব তার জীবনের লক্ষ্য, লক্ষ্য করিয়া বলা); নজর, দৃষ্টি, উদ্দেশ্য; তাক, নিশানা (বিদ্রূপের লক্ষ্য)। [সং. √লক্ষ্ + য (র্ম)]। বিণ. ~**চ্যুত, ~ভ্রষ্ট**—উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত চলিতে পারে নাই এমন; নিশানা ভেদ করিতে পারে নাই এমন। বি. ~**বেধ, ~ভেদ**—নিশানা বা টিপ বিদ্ধ করা। বিণ. ~**হীন**—উদ্দেশ্যহীন; বিণ. **লক্ষ্যীকৃত**—লক্ষ্য করা হইয়াছে এমন।

লখ, লখলাইন—বি. মাঞ্জা-দেওয়া রেশমী সুতা। [ফা. লখ্ + ইং. line]।

লখা—ক্রি. (কাব্যে) লক্ষ্য করা, দেখা ('কেহ নাহি লখে'); নির্ধারণ বা উপলব্ধি করিতে পারা; চিনিতে পারা; নিশানা করিতে পারা। [সং. √লক্ষ্ + বাং. আ]।

লখাই, লখিন্দর—**লক্ষ্মীন্দ্র** বা **লক্ষ্মীন্দর**-এর কথ্য রূপ।

লগন—**লগ্ন**-র কথ্য রূপ। বি. ~**সা**—যে সময়ে বহু লগ্ন নির্দিষ্ট আছে [সং. লগ্নসময়]।

লগবগ—অব্য. (ছিপছিপে লোকের পক্ষে) চঞ্চলতার ভাবপ্রকাশক। বিণ. লগবগে—লগবগ করে এমন।

লগা—বি. বাঁশ ইত্যাদির লম্বা দণ্ড, আঁকশি। [সং. লগ্ন > লগ + বাং. আ]।

আদিতে **লক্ষ**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **লক্ষ** দ্রঃ

লগি—বি. নৌকা ঠেলিয়া চালাইবার বাঁশ ইত্যাদির সরু লম্বা দণ্ড; ছোট লগা। [বাং. লগা+ই]।

লগুড়—বি. মোটা লাঠি, কোঁতকা (লগুড়াঘাত)। [সং.]।

লগ্ন১—বিণ. সংযুক্ত, সংসক্ত (কণ্ঠলগ্ন); আসক্ত। [সং. √লগ্‌+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **লগ্না**।

লগ্ন২—বি. (জ্যোতিষ.) রাশির উদয়কাল; সূর্যের রাশি-সংক্রমণের মুহূর্ত; উপযুক্ত বা শুভ সময় (বিয়ের লগ্ন)। [সং. √লগ্‌+ত (খি)]। বি. ~**পত্র**—যে লিপিতে বিবাহের লগ্ন জ্যোতিষ-বিচারদ্বারা স্থির করা হইয়াছে। বিণ. ~**ভ্রষ্ট**—লগ্নকালের মধ্যে কার্যারম্ভ করিতে পারে নাই এমন; উপযুক্ত বা শুভ সময় হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন। বি. **লগ্নাচার্য**—দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী।

লগ্নি—বি. সুদে টাকা খাটানো (লগ্নি করা)। [তু. বাং. লাগান, সং. লগ্ন১]। বিণ. **লগ্নী**—সুদে খাটানো হইয়াছে এমন (লগ্নী টাকা)।

লঘিমা (-মন্)—বি. লঘুতা, চপলতা; সাত্ত্বিক ভাব, যে অলৌকিক শক্তিদ্বারা দেহকে ইচ্ছামত লঘু বা সূক্ষ্ম করা যায়। [সং. লঘু+ইমন্ (ভা)]।

লঘিষ্ঠ—বিণ. সর্বাপেক্ষা হালকা; সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; অতি লঘু; অতি ক্ষুদ্র। [সং. লঘু+ইষ্ঠ]। বিণ. (স্ত্রী.) **লঘিষ্ঠা**। **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক** বা **গুণিতক** (সংক্ষেপে ল. সা. গু.)—(গণি.) দুই বা ততোধিক রাশিদ্বারা যে সর্বনিম্ন রাশিকে ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, L.C.M.।

লঘীয়ান্ (-য়স্)—বিণ. দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত হালকা বা ছোট; অতি লঘু; অতি ক্ষুদ্র। [সং. লঘু+ঈয়স্]।

লঘু—বিণ. হালকা, অল্প ওজনবিশিষ্ট (লঘুভার); অল্প, পরিমিত, সহজপাচ্য (লঘু ভোজন); সামান্য (লঘু পাপ); ক্ষুদ্র, খর্ব (লঘুকায়); অগম্ভীর (লঘু সুরের গান), চিন্তা-শূন্য (লঘুপ্রকৃতি); চিন্তাশক্তিহীন (লঘুমস্তিষ্ক); মৃদু অথচ ক্ষিপ্র (লঘু বাতাস, লঘু পদক্ষেপ, লঘুহস্ত); সহজবোধ্য (লঘুপাঠ); নীচ, হেয় (লঘুজ্ঞান, লঘুজাতি); অসার; সূক্ষ্ম; তরল; অপমানিত; (ব্যাক.) হ্রস্বমাত্রাযুক্ত (লঘু-স্বর)। [সং. √লঙ্ঘ্‌+উ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**। বিণ. (স্ত্রী.) **লঘু, লঘ্বী**। বিণ. ~**গামী** (-মিন্)—দ্রুত ও স্বচ্ছন্দে গমনকারী। বি. ~**ক্রিয়া**—সামান্য ব্যাপার (তু. 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া')। বি. ~**গুরুজ্ঞান**, ~**গুরু-বোধ**—বয়ঃকনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠের মধ্যে তারতম্যসম্বন্ধে ধারণা বা উক্ত তারতম্যপূর্বক তাহাদের প্রতি যথাযথ আচরণ। বিণ. ~**চিত্ত**, ~**চেতাঃ** (-তস্), (চলিত) ~**চেতা**—সঙ্কীর্ণমনা; গাম্ভীর্যহীন বা ছেবলা। বি. ~**ত্রিপদী**—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ (যথা. 'নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী. প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি': রবীন্দ্র)। বিণ. ~**পাক**—সহজে হজম হয় এমন, সহজপাচ্য। বিণ. ~**হস্ত**—শীঘ্রকারী, ক্ষিপ্রহস্ত।

লঘুকরণ—বি. ভারী জিনিসকে হালকা করা; জটিল বিষয়কে সরল করা; (গণি.) মিশ্র রাশিকে অমিশ্র এবং অমিশ্র রাশিকে মিশ্র রাশিতে পরিণত করা, reduction। [সং. লঘু+চি্ব+কৃ+অন(ভা)]। বিণ. **লঘূকৃত**—লঘু করা হইয়াছে এমন; (গণি.) লঘুকরণ করা হইয়াছে এমন।

লঙ্কা১—বি. মসলারূপে ব্যবহৃত ঝাল ফলবিশেষ, লঙ্কা-মরিচ। [দেশী]। বি. ~**বাটা**—জলের সহিত পিষ্ট লঙ্কা।

লঙ্কা২—বি. রামায়ণোক্ত দ্বীপবিশেষ: ইহা রাবণের পুরী (প্রচলিত মতে বর্তমান সিংহল)। [সং.]। বি. ~**কাণ্ড**—রামায়ণের লঙ্কা-ধ্বংস-অধ্যায়; (আল.) ভীষণ ধ্বংসকাণ্ড, তুমুল ঝগড়াঝাঁটি। বি. ~**দাহন**—হনুমান্ কর্তৃক লঙ্কা-পুরী পোড়ানো। বি. ~**দাহী** (-হিন্)—লঙ্কাদাহকারী. হনুমান্। বি. ~**বিপত্তি**, ~**পতি**, **লঙ্কেশ**—রাবণ।

লঙ্গ—**লবঙ্গ**-র প্রাদে. রূপ।

লঙ্গর—**নঙ্গর**-এর প্রাদে. রূপ।

লঙ্গরখানা—বি. সাধারণের রান্নাঘর; বিনামূল্যে অন্ন বিতরণের স্থান। [ফা. লঙ্গর্‌খানহ্]।

লঙ্ঘন—বি. উপবাস (লঙ্ঘন দেওয়া); ডিঙ্গাইয়া যাওয়া (সমুদ্র-লঙ্ঘন), অতিক্রম; পালন না-করা; অগ্রাহ্য বা অমান্য করা (আইন-লঙ্ঘন, মর্যাদা-লঙ্ঘন)। [সং. √লঙ্ঘ্‌+অন(ভা)]। বিণ. **লঙ্ঘনীয়**—লঙ্ঘনযোগ্য। বিণ. **লঙ্ঘিত**—লঙ্ঘন করা হইয়াছে এমন।

লঙ্ঘা—ক্রি. (কাব্যে) লঙ্ঘন করা ('এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘে')। [সং. √লঙ্ঘ্‌+বাং. আ]।

লছমী, লছিমী—**লক্ষ্মী**-র প্রা. কোমল রূপ।

লজেঞ্চুস, লবঞ্চুষ—বি. শর্করাদির দ্বারা প্রস্তুত চোষ্য মিঠাইবিশেষ। [ইং. lozenges]।

লজ্জত—বি. প্রকাশ; পরিচয় ('রাজপুতনারীর লজ্জত': ব. চ.); যে অঙ্গে ব্রীড়া ফুটিয়া ওঠে অর্থাৎ মুখমণ্ডল ('চরকায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জত': সত্যেন্দ্র)। [আ. লজ্জৎ—তু. হি. লজ্জত]।

লজ্জমান—বিণ. লজ্জা বোধ করিতেছে এমন। [সং. √লজ্জ্‌+মান(শানচ্)(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **লজ্জমানা**।

লজ্জা—বি. ব্রীড়া, শরম, হ্রী; (গোপনীয় বিষয় বা অনুচিত কার্যাদি অপরে জানার জন্য) সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা। [সং. √লজ্জ্‌+অ(ভা)+আ]। বিণ. ~**কর**, ~**জনক**—লজ্জার কারণস্বরূপ। বিণ. ~**বনত**—কুণ্ঠার দরুন মুখ তুলিতে পারিতেছে না এমন। বিণ. ~**বান্** (-বৎ), ~**শীল**—লাজুক, লজ্জাযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বতী**, ~**শীলা**। বি. ~**বত্তা**, ~**শীলতা**। বি. ~**বতী লতা**—লতাবিশেষ: ইহার পাতা স্পর্শমাত্রে সঙ্কুচিত হয়। বিণ. ~**লু**—লজ্জাশীল, লাজুক। বিণ. ~**হীন**, ~**শূন্য**—বেহায়া, নির্লজ্জ। বিণ.(স্ত্রী.) ~**হীনা**, ~**শূন্যা**। বি. ~**হীনতা**, ~**শূন্যতা**। বিণ. **লজ্জিত**—লজ্জাযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী.) **লজ্জিতা**।

লঝ্‌ঝড়—বিণ. অলস, অপদার্থ, ভগ্নপ্রায় বা অকেজো (লঝ্‌ঝড় গাড়ি বা বাড়ি); গোলমেলে, বাজে (লঝ্‌ঝড় কাজ)। [দেশী—তু. হি. লক্কড়]।

লটকা—ক্রি. টাঙান; ঝুলান। [হি. √লটকা]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. টাঙান, ঝুলান। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

লটখট, লটখটি—নটখট-এর রূপভেদ।

লটপট—(১) অব্য. লুটোপুটি খাওয়া বা লুটানো এবং দুলিবার ভাবপ্রকাশক ('লটপট করে বাঘছাল' : রবীন্দ্র)। (২) বিণ. শিথিলভাবে দোদুল্যমান ('লটপট তার বেশ' : চণ্ডী.)। বিণ. **লটপটে**—দুলিতেছে এমন। বিণ. **লটা-পট**—(কাব্যে) লটপট করিতেছে এমন ('লটাপট জটা-জুট' : ভা. চ.)।

লটবহর—বি. (প্রধানতঃ যাত্রীদের) সঙ্গের মালপত্র। [তু. লাট₂ + বহর]।

লটরপটর—বি. নানাপ্রকারের অপ্রয়োজনীয় বস্তু।

লটারি—বি. সুরতি খেলা, ভাগ্যপরীক্ষার খেলা। [ইং. lottery]।

লড়—বি. (প্রা. কা.) দৌড়। বি. ~**চড়**—(গ্রা.) নড়চড়।

লড়া₁—(১) ক্রি. (গ্রা.) নড়া। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √লড্ + বাং. আ]।

লড়া₂—(১) ক্রি. যুদ্ধ করা ; পরস্পর শক্তিপরীক্ষা করা (লড়তে হবে, লড়ে যাও)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [হি. √লড়্—তু. সং. √লড্]। বি. ~**ই**—যুদ্ধ ; পরস্পর শক্তিপরীক্ষা। বিণ. ~**কু**—যুদ্ধে বা বিবাদে উৎসাহী (লড়াকু মেজাজ)। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. লড়াই করান। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে। বিণ. ~**য়ে, লড়াইয়ে**—লড়াইকারী জঙ্গী ; যুদ্ধপ্রিয়, সামরিক। বি. ~**লড়ি**—পরস্পর লড়াই ; দৌড়াদৌড়ি। বিণ. **লড়িয়ে, লড়ুয়ে**—লড়াইপ্রিয়, লড়াইতে পটু।

লড়ি, লড়ী—নড়ি-র রূপভেদ।

লড্ড₄, লড্ড₄ক—বি. লাড়ু। [সং.]।

লণ্ঠন—বি. কাচবেষ্টিত প্রদীপবিশেষ। [ইং. lantern]।

লণ্ডভণ্ড—অব্য. বিপর্যস্ত, ছারখার, তছনছ। [দেশী]।

লতা—(১) বি. যে উদ্ভিদ্ অবলম্বনের জন্য অপর কিছুকে জড়াইয়া বাড়ে, ব্রততী, বল্লরী ; লতার প্রকৃতিযুক্ত বস্তু (আশালতা, অসিলতা, দেহলতা)। (২) ক্রি. (ব্য.) লতাইয়া ওঠা, লতান। [সং.]। বি. ~**গৃহ**—লতামণ্ডিত নিকুঞ্জ। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. লতার ন্যায় প্রসারিত হওয়া (লতিয়ে উঠেছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। বিণ. ~**নিয়া, ~নে**—লতার তুল্য ; লতার ন্যায় প্রসারিত বা প্রসরণশীল। বি. ~**পাশ**—লতারচিত জাল। বি. ~**মণ্ডপ**—লতাপল্লবদ্বারা রচিত মণ্ডপ, লতাগৃহ। বিণ. ~**য়িত**—লতার ন্যায় প্রসারিত।

লতি—বি. কানের নিম্নভাগের নরম মাংস। [সং. লতা + বাং. ই]।

লতিকা—বি. ক্ষুদ্র লতা ; লতা। [সং. লতা + ক + আ]।

লপটা—ক্রি. জড়িত হওয়া ; জড়ান। [< সং. লিপ্ত]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. জড়িত হওয়া ; জড়ান। (২) বি. উক্ত অর্থে।

লপেটা—বি. নাগরা ও পম্পশুর মধ্যবর্তী আকারযুক্ত পাদুকাবিশেষ। [তু. লিপ্ত]।

লপ্ত—বি. অবিচ্ছেদ্য অংশ, পাশাপাশি থাকার ভাব (এক লপ্তে তাহার তিনটি ঘর বা পাঁচ বিঘা জমি)। [সং. লিপ্ত]।

লপ্সি—বি. দাল ময়দা প্রভৃতির তরল মণ্ডবিশেষ ; দুগ্ধ বা দধি হইতে প্রস্তুত ঘোলবিশেষ। [সং. লপ্সিকা]।

লব—বি. (গণি.) বিভাজ্য অঙ্ক, numerator ; অতি সূক্ষ্ম কালাংশ, অতি অল্প, লেশ ; বিন্দু (জল-লব) ; শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। [সং. √লূ + অ (র্ম)]।

লবঙ্গ—বি. মসলা বা মুখশুদ্ধির উপকরণরূপে ব্যবহৃত শুষ্ক ফুলবিশেষ। [সং.]। বি ~**লতা, ~লতিকা**—সুগন্ধি ফুলফলযুক্ত লতাবিশেষ ; (আল.) গুণবতী ও নম্রা নারী ; ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নবিশেষ।

লব্জ—বি. শব্দ ; বাচনভঙ্গি ; কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত অর্থহীন শব্দ। [উ. লব্জ্]।

লবডঙ্কা—অব্য. বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন ; ফাঁকি ; কিছু-না। [দেশী]।

লবণ—(১) বি. ক্ষাররসযুক্ত পদার্থবিশেষ ; নুন, ক্ষার ; ক্ষারযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ (ভাস্কর লবণ)। (২) বিণ. ক্ষারযুক্ত, লোনা (লবণজল)। [সং. √লূ + অন (র্ত্তৃ)]। বিণ. ~**পোড়া**—অত্যধিক লবণ মিশান হইয়াছে এমন (ব্যঞ্জনাদি)। বিণ. **লবণাক্ত**—লবণমিশ্রিত ; লোনা। বি. **লবণাম্বুধি**—লবণসমুদ্র, লোনাজলযুক্ত সমুদ্র। বি. **লবণাম্বুরাশি**—লবণাক্ত জলরাশি ; সমুদ্র।

লবনচুষ—**লজেঞ্চুস**-এর প্রাদে. রূপ।

লবেজান—বিণ. প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে এমন ; অতিশয় অস্থির বা উৎকণ্ঠিত ('বিবিজান লবেজান')। [ফা. লব্-ই-জান্]।

লব্ধ—বিণ. লাভ করিয়াছে বা করা হইয়াছে এমন, প্রাপ্ত, অর্জিত। [সং. √লভ্ + ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **লব্ধা**। বিণ. ~**কাম**—সফল-মনোরথ, বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে এমন। বিণ. ~**কীর্তি**—যশোলাভ করিয়াছে এমন। বিণ. ~**প্রতিষ্ঠ**—প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এমন, খ্যাতি-মান্। বিণ. ~**প্রবেশ**—ভিতরে ঢুকিয়াছে এমন, প্রবিষ্ট।

লভা—ক্রি. (সাধারণতঃ কাব্যে) লাভ করা, পাওয়া ('কি ফল লভিনু হায়' : মধু. ; 'যারা তব শক্তি লভিল' : রবীন্দ্র)। [**লাভ** দ্রঃ]।

লভ্য—(১) বিণ. লাভের যোগ্য ; লাভস্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনাযুক্ত ; প্রাপ্য (লভ্যাংশ)। (২) (বাং.) বি. লাভ, প্রাপ্তি। [সং. √লভ্ + য (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **লভ্যা**।

লম্পট—বিণ. বি. কামুক ; লোচ্চা ; চরিত্রহীন। [সং.]। বি. ~**তা, লাম্পট্য**।

লম্ফ₁, ল্যাম্প—বি. ক্ষুদ্র বাতিবিশেষ, কেরোসিন-ডিবা। [ইং. lamp]।

লম্ফ₂—বি. লাফ ; উল্লম্ফন। [সং. √লম্ফ্ (= গতি) + অ (ভা)]। বি. ~**ঝম্প**—লাফালাফি, লাফঝাঁপ ; (আল.) অতিশয় চঞ্চলতা বা দম্ভ প্রকাশ, আস্ফালন ; হাঁকডাক। বি. ~**ন**—লাফ দেওয়া, লাফ।

লম্ব—(১) বিণ. দোলায়মান, লম্বাভাবে ঝুলিতেছে এমন ; দীর্ঘ ; খাড়া ; ঋজু, সমকোণে স্থিত, খাটামসহি। (২) বি. দীর্ঘ রেখা ; সমকোণে অবস্থিত রেখা, perpendicular। [সং. √লম্ব্ + অ (র্ত্তৃ)]। ~**কর্ণ**—(১) বিণ.

দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট। (২) বি. (লম্বা কানযুক্ত বলিয়া) গাধা খরগোস হাতি প্রভৃতি জীব। বি. ~ন—ঝুলন, দোলন; অবলম্বন। বিণ. ~মান—দোলায়মান, ঝুলিতেছে এমন। বি. ~শাট—বঞ্চনার্থ ছদ্মবেশ। বিণ. ~শাটপটাবৃত—জমকালো পোশাকপরিহিত। [শাট, পট দ্র:]।

লম্বরদার—বি. প্রজাগণের যে মুখপাত্রের উপর অন্যান্য প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ভার ন্যস্ত করা হয়; মোড়ল। [ইং. number + ফা. দার]।

লম্বা—(১) বিণ. দীর্ঘ, ঢেঙ্গা, সম্মুখে প্রসারিত বা উপরে-নিচে বিস্তৃত (দু-হাত লম্বা, লম্বা মানুষ, লম্বা পথ); দীর্ঘকালব্যাপী (লম্বা দিন, লম্বা ঘুম); (আল.) ধরাশায়ী (লম্বা হওয়া); দম্ভপূর্ণ (লম্বা লম্বা কথা)। (২) বি. দৈর্ঘ্য (লম্বায় দশ-হাত); ঝুল (জামাটা লম্বায় খাটো)। [সং. লম্ব্ + বাং. আ]। **লম্বা চাল**—অবস্থার অতিরিক্ত আড়ম্বর। ক্রি. **লম্বা করা**—প্রসারিত করা; দীর্ঘ করা; বাড়ানো; (আল.) প্রহারদ্বারা ধরাশায়ী করা। ক্রি. **লম্বা দেওয়া**—দ্রুত ছুটিয়া পালানো; চম্পট দেওয়া। ক্রি. **লম্বা হওয়া**—প্রসারিত হওয়া; বাড়া; হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়া। বি. ~ই—দৈর্ঘ্য; ঝুলের মাপ। বি. ~ই-চওড়াই—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ; দম্ভপূর্ণ উক্তি, আস্ফালন। বিণ. ~টে—লম্বা ধরনের; অল্পপরিমাণে লম্বা। ক্রি-বিণ. ~লম্বি—দৈর্ঘ্যের দিকে, অনুদৈর্ঘ্যভাবে।

লম্বিত—বিণ. ঝোলান হইয়াছে বা ঝুলিতেছে এমন; দোলিত। [সং. √লম্ব্ + ত]।

লম্বোদর—(১) বিণ. ভুঁড়ো, স্থূলোদর। (২) বি. (লম্বা পেটযুক্ত বলিয়া) গণেশ। [সং. লম্ব + উদর]।

লয়—বি. (বৃহত্তর বস্তুতে) বিলীন হওয়া (নিগুর্ণ ব্রহ্মে লয়, 'জলেরই বিম্ব জলে পায় লয়'); বিনাশ বা মৃত্যু ('লয়কালে'), প্রলয়; (সঙ্গীতে) নৃত্যগীতবাদ্যের তাল-সাম্য বা তালের নির্দিষ্ট কালপরিমাণ (দ্রুত বা বিলম্বিত লয়)। [সং. √লী + অ (ভা)]।

ললৎ—বিণ. (বিরল) কম্পমান; দোলায়মান; লেহনকারী('ললজ্জিহ্ব' = কুকুর)। [সং. √লড়্(লল্) + অৎ (র্তৃ)]।

ললনা—বি. সুন্দরী নারী; পত্নী। [সং. √লল্ + অন (র্তৃ) + আ]।

ললন্তিকা | বি. নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার। [সং. ললৎ + ক + আ]।

ললাট—বি. কপাল; ভাগ্য, অদৃষ্ট; ভাগ্যলিপি। [সং.]। বি. **ললাটিকা**—তিলক; ললাট-ভূষণ ('ললাটিকা মেয়ে': বিহারী.)।

ললাম—বি. ভূষণ; শ্রেষ্ঠ বস্তু; তিলক। [সং.]।

ললিত—(১) বিণ. সুন্দর, চারু, মৃদু (ললিত রূপ বা বেশ, ললিত কলা), কমনীয়, কোমল ('কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে')। (২) বি. স্ত্রীনৃত্য, লাস্য; বিলাস; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. √লল্ + ত]। বি. ~কলা—গীত-বাদ্য চিত্রাঙ্কন কাব্যনাটক-রচনা প্রভৃতি চারুকলা। **ললিতা**—(১) বিণ. ললিত-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. দেবীবিশেষ; দুর্গাদেবী; রাধিকার জনৈকা সখী। **ললিতা সপ্তমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমীতিথি।

লশকর, লস্কর—বি. সৈন্য, ফৌজ; নৌসৈন্য; জাহাজের খালাসী। [ফা.]।

লশুন—রসুন দ্র:।

লহনা—বি. খাজনা ব্যতীত অন্য পাওনা; লভ্য, পাওনা। [< সং. √লভ্—তু. হি. লহনা = ভাগ, কিস্‌মৎ]।

লহমা—বি. মুহূর্ত (এক লহমা চুপ ক'রে থাকো); অতি অল্প সময় (লহমার মধ্যে)। [আ. লম্‌হহ্]।

লহর—বি. ঢেউ (হাসির লহর); শ্রেণী, সারি, পেঁচ (সাত লহর হার)। [সং. লহরী]।

লহরি, লহরী—বি. তরঙ্গ, ঢেউ ('সাগর লহরী সমানা': বিদ্যা.)। [সং. লহরী]।

লহা—ক্রি. (কাব্যে) লওয়া, গ্রহণ করা। [লওয়া দ্র:]।

লহু₁—বি. রক্ত। [সং. লোহিত]।

লহু₂—বিণ. (ব্রজ.) মৃদু ('লহুলহু হাস': বিদ্যা.)। [সং. লঘু]।

লা₁—লাক্ষা-র কথ্য রূপ।

লা₂—অব্য. স্ত্রীলোকদের অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনের শব্দ। [> শৌরসেনী প্রা. হলা]।

লা₃—বি. (প্রাদে. ও প্রা. কা.) নৌকা। [দ্র: নৌ]।

লা₄—অব্য. (বিরল) নঞর্থক উপসর্গবিশেষ (লাচার = নাচার, লাখেরাজ বা 'লা-খিরাজ' = নিষ্কর)। [আ.]।

লাইট—বি. বাতি, বৈদ্যুতিক বাতি। [ইং. light]।

লাইন—বি. রেখা (লাইন টানা); নিজ নিজ পালার জন্য অপেক্ষমাণ মানুষের সারি (টিকেট বা রেশনের লাইন); শ্রেণী (ফুলগাছের লাইন); লৌহপথ (রেলের বা ট্রামের লাইন); পথ, ধারা (কাজের লাইন, বে-লাইন)। [ইং. line]।

লাইনিং—বি. জামার ভিতরদিকের অতিরিক্ত কাপড়, অস্তর। [ইং. lining]।

লাইফবেলট, লাইফবেল্ট—বি. ভগ্নপোত ব্যক্তির ভাসিয়া থাকিবার সাহায্যের জন্য নির্মিত চক্রবিশেষ। [ইং. life-belt]।

লাইফবোট—বি. ভগ্নপোত ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থে ব্যবহৃত (এবং প্রধানত: জাহাজ-সংলগ্ন) ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী নৌকাবিশেষ। [ইং. life-boat]।

লাইব্রেরি, লাইব্রেরী—বি. গ্রন্থাগার, পুস্তক-ভাণ্ডার। [ইং. library]।

লাইসেনস, লাইসেন্স—বি. ব্যবসায় বা বৃত্তি অবলম্বন করার সরকারী অনুমতি। [ইং. licence]।

লাউ—বি. কুমড়াজাতীয় ফলবিশেষ, কদু। [< সং. অলাবু]। বি. ~ডগা—লাউগাছ বা লাউশাকের আগা; বিষধর সর্পবিশেষ। বি. ~মাচা—লাউগাছ লতাইয়া বাড়িবার জন্য যে মাচা নির্মাণ করা হয়।

লাক্ষণিক—বিণ. লক্ষণ-সম্বন্ধীয়; লক্ষণযুক্ত; লক্ষণ-স্বরূপ; লক্ষণ বা লক্ষণা-বৃত্তির দ্বারা বোধ্য; গৌণ (লাক্ষণিক অর্থ); দৈবজ্ঞ। [সং. লক্ষণ + ইক, ষ]।

লাক্ষা—বি. লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্যাসবিশেষ, লা, জতু, জৌ, গালা, চাচ। [সং.]। বি. **~রস**—লাক্ষাজাত তরল রঙ, আলতা।

লাখ—(১) বি. ১০০০০০ সংখ্যা। (২) বিণ. ১০০০০০ সংখ্যক; বহু, অসংখ্য, অগণিত। [সং. লক্ষ]। **লাখ কথার এক কথা**—বহু কথার মধ্যে প্রকৃত মূল্যবান্ কথা, সার কথা। **লাখে লাখে, লাখো লাখো**—অসংখ্য।

লাখেরাজ—(১) বিণ. নিষ্কর। (২) বি. নিষ্কর জমি। [আ. লা-খিরাজ]।

লাগ—বি. নাগাল (লাগ পাওয়া); স্পর্শ; নৈকট্য; সঙ্গ। [লাগা দ্র:]।

লাগসই—বিণ. উপযুক্ত, জুতসই। [বাং. লাগ + সই]।

লাগা—ক্রি. যুক্ত বা লিপ্ত বা সংলগ্ন হওয়া (জুতায় কাদা লাগা, ঘরে আগুন লাগা); স্পর্শ করা (গায়ে বাতাস লাগা); ভিড়া (তীরে নৌকা লাগা); থামা (গাড়ি লাগা); রত, নিযুক্ত বা ব্যাপৃত হওয়া (কাজে লেগে যাও); আরম্ভ হওয়া, ধরা (গ্রহণ লাগা); করিতে থাকা, রত থাকা (খাইতে লাগিল); স্বাদবোধ হওয়া (মিষ্টি লাগা); অনুভূত হওয়া (ভাল লাগা, গরম লাগা); ক্লেশবোধ বা যন্ত্রণাবোধ হওয়া (বড় লাগছে); যুক্তিযুক্ত হওয়া, খাপ খাওয়া, মানান (কাজে গা লাগছে না, শব্দটা ওখানে লাগল না); তুল্য হওয়া (মহাভারতের কাছে অন্য মহাকাব্য কি আর লাগে); প্রয়োজন হওয়া (দু-দিন লাগা, টাকা লাগবে, কোন্ কাজে এটা লাগবে?); মূল্য-রূপে ব্যয়িত হওয়া (কিনতে দশ টাকা লেগেছে); সফল হওয়া (ওষুধটা লেগেছে, তার ভবিষ্যদ্বাণী লাগল না); বিবাদ বাধা (দু-পক্ষে আবার লাগল); পছন্দ হওয়া (কথাটা মনে লাগছে); জ্বালাতন বা শত্রুতা করা (কারও পিছনে লাগা); বিদ্ধ হওয়া, বেঁধা (গুলিটা বুকে লেগেছে); আঘাত পাওয়া (ঘুষি লাগা, চোট লাগা, খোঁচা লাগা); ধারণা বা অনুভব হওয়া (কুসুমসমান লাগে); আট-কাইয়া যাওয়া (গলায় লাগা); কু-প্রভাব পড়া (এঁড়ে লাগা, শনি লাগা)। [সং. √লগ্ + বাং. আ]। ক্রি. **লাগিয়া থাকা**—নাছোড়বান্দাভাবে রত থাকা।

লাগাও, লাগালাগি—বিণ. সংলগ্ন, সন্নিহিত, পাশা-পাশি। [লাগা দ্র:]।

লাগাতার, লাগাতর—বিণ. অবিরাম, একটানা (লাগাতর ধর্মঘট)। [হি. লগাতার]।

লাগাৎ, লাগাদ, লাগায়েৎ—নাগাদ-এর রূপভেদ।

লাগান, লাগানো—ক্রি. সংযুক্ত করা (খামে টিকিট লাগান, ঘরে আগুন লাগান); লিপ্ত করা (দেওয়ালে রং বা কৌড়ায় মলম লাগান); ছোঁয়ানো (গায়ে গা লাগান); সেবন করা, লাগিতে দেওয়া (মাথায় রোদ লাগান); ভিড়ান (ঘাটে নৌকা লাগান); রোপণ করা (চারা লাগান); নিযুক্ত করা (কাজে লাগান, মন লাগান, পিছনে লোক লাগান); প্রয়োগ করা (ঘা-কতক লাগান); বাধাইয়া দেওয়া (ঝগড়া লাগান); ব্যয় করা (সময় লাগান); মনে উৎপাদন করা (তাক লাগান, ভয় লাগান); গোপনে বিরুদ্ধে বলা, চুকলি করা (কাহারও নামে লাগান)। [লাগা দ্র:]। বি. **লাগানি**—গোপন নালিশ, চুকলি। বি. **লাগানি-ভাজানি**—গোপনে অন্যের নিন্দা করিয়া শ্রোতার মন বিগড়াইয়া দেওয়া।

লাগাম—বি. ঘোড়ার বল্গা, রাস; (গৌণ অর্থে) সংযম (মুখে লাগাম নাই)। [ফা.]। বিণ. **~ছাড়া**—যথেচ্ছা-চারী; অসংযত; নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত (লাগামছাড়া বাজার-দর)।

লাগি, লাগিয়া—অব্য. (কাব্যে) জন্য ('সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু': চণ্ডী.), তরে ('কার লাগি হয়েছ বিবাগী': কাজি)।

লাগোয়া—লাগাও-র রূপভেদ।

লাগেজ—বি. যাত্রীদের সঙ্গের মালপত্র। [ইং. luggage]। ক্রি. **লাগেজ করা**—যাত্রী কর্তৃক মাসুলের বিনিময়ে সঙ্গের মালপত্র বহনের ভার রেলকোম্পানি বা স্টীমারকোম্পানিকে দেওয়া।

লাঘব—বি. হ্রাস, লঘুতা (ভার বা শ্রম লাঘব করা); গৌরবহানি, মর্যাদাহানি (সম্মানের লাঘব); ক্ষিপ্রতা, পটুতা (হস্তলাঘব)। [সং. লঘু + অ(ভা)]।

লাঙ্গল, (চলিত) লাঙল—বি. জমি চষিবার যন্ত্রবিশেষ, হল। [সং.]। ক্রি. **লাঙ্গল চষা**—লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ করা। বিণ. **~টানা**—হলবহনকারী। বি. **~দড়ি**—যে দড়ি দিয়া হলের সহিত মই বাঁধা হয়। বি. **লাঙ্গলী**—কৃষক; বলরাম।

লাঙ্গুল, লাঙুল—বি. লেজ, পুচ্ছ। [সং.]। **লাঙ্গুলী (-লিন্), লাঙুলী**—(১) বিণ. লেজবিশিষ্ট। (২) বি. বানর।

লাচাড়ি, লাচাড়ী—বি. নৃত্যোপযোগী ত্রিপদী ছন্দো-বিশেষ বা উক্ত ছন্দে রচিত গান। ['নাচ'-শব্দজ]।

লাচার—বিণ. নাচার, নিরুপায়, নিঃসহায়। [আ. লা + ফা. চারা]।

লাজ১—লজ্জা-র কোমল ও কথ্য রূপ (লাজ-লজ্জা)।

লাজ২—বি. খই, ভাজা ধান। [সং.]। বি. **~বর্ষণ**—কোনও শুভ অনুষ্ঠানে ইতস্তত: খই নিক্ষেপ। বি. **লাজাঞ্জলি**—মুঠা ভরতি খই; খই-ভরতি অঞ্জলি বা মুঠি।

লাজুক—বিণ. লজ্জাশীল; লোকের সঙ্গে মিশিতে বা কথা বলিতে লজ্জা পায় এমন। [বাং. লাজ১ + উক]।

লাঞ্ছন—বি. কলঙ্ক, চিহ্ন (শশলাঞ্ছন, ব্যাঘ্রলাঞ্ছন); ধ্বজ (মকরলাঞ্ছন = কন্দর্প); উপাধি, নাম; অঙ্কন। [সং. √লাঞ্ছ্ (= লক্ষণ) + অন (গে, ভা)]।

লাঞ্ছনা—বি. ভর্ৎসনা, নিন্দা, অপমান (দাসত্বের লাঞ্ছনা), উৎপীড়ন। [সং. √লাঞ্ছ্ + অন + আ]।

লাঞ্ছিত—বিণ. ভর্ৎসিত, নিন্দিত, অপমানিত, অপদস্থ; উৎপীড়িত; কলঙ্কিত; চিহ্নিত, অঙ্কিত, ধ্বজযুক্ত; নাম-যুক্ত। [সং. √লাঞ্ছ্ + ত(র্ম)]।

লাট১—বিণ. পাট-ভাঙ্গা, উলটপালট (কাপড় লাট করা); ধরাশায়ী, নির্জীব (মেরে লাট করা)। [দেশী]। ক্রি. **লাট খাওয়া**—(উড্ডীয়মান বস্তুর) পতনোন্মুখ হওয়া বা ঘুরিয়া পড়া।

লাট$_2$—(১) বি. বিদগ্ধ ব্যক্তি, পণ্ডিত বা রসজ্ঞ লোক ; জীর্ণ বস্ত্রাদি। (২) বিণ. ব্যবহৃত, পুরাতন, মলিন, জীর্ণ। [সং. লাট + অ]।

লাট$_3$—বি. স্তম্ভ (অশোক-লাট)। [হি. লাঠ্]।

লাট$_4$—বি. জমিদারির অংশ (লাটের খাজনা) ; নিলামে একত্র বিক্রয়ের দ্রব্যসমষ্টি (লাটের মাল)। [ইং. lot]। বিণ. **~বন্দি, ~বন্দী**—(জমি-সম্বন্ধে) লাটের তালিকাভুক্ত।

লাট$_5$—বি. দেশের প্রধান শাসক, গভরনর, রাজ্যপাল (বাঙ্গালার লাট) ; সর্বাধিনায়ক (জঙ্গিলাট) ; রাজ্যপালাদির ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। [ইং. lord]। **ছোট লাট**—প্রাদেশিক শাসনকর্তা, lieutenant governor। **জঙ্গী (ঙ্গি) লাট**—প্রধান সেনাপতি। **বড় লাট**—দেশের প্রধান শাসনকর্তা, গভরনর জেনারেল। বি. **~বেলাট**—রাজ্যপালাদি সম্রান্ত ব্যক্তি। বি. **~সাহেব**—গভরনর, রাজ্যপাল ; (ব্যঙ্গে) চালচলন ও বেশভূষায় আত্মম্ভরিতাপূর্ণ ব্যক্তি।

লাট$_6$—বি. গুজরাটের প্রাচীন নাম। [সং.]। **লাটানুপ্রাস**—লাটবাসিগণের প্রিয় শব্দালঙ্কারবিশেষ।

লাটাই—**নাটাই**-এর রূপভেদ।

লাটিম, লাটীম, লাট্টু$_4$—বি. কাঠের খেলনাবিশেষ, যাহা দড়ি দিয়া ঘুরানো হয়। [হি. লট্টু—তু. সং. √নট্]। বিণ. **লাট্টুদার**—লাট্টুর ন্যায় পাকাইয়া চূড়া-করা (লাট্টুদার পাগড়ি)।

লাঠালাঠি—বি. লাঠিদ্বারা পরস্পর প্রহার ; তুমুল বিবাদ। [বাং. লাঠি + লাঠি]।

লাঠি—বি. যষ্টি, লগুড়। [প্রা. লট্‌ঠি < সং. যষ্টি]। বি. **~খেলা**—ক্রীড়াপ্রদর্শনার্থ বা অনুশীলনার্থ পরস্পর লাঠি লইয়া লড়াই। বি. **~বাজি**—লাঠি লইয়া লড়াই ; লাঠির দ্বারা শাসন বা নিপীড়ন। বি. **~য়াল, লেঠেল**—লাঠিদ্বারা যুদ্ধ করিতে পটু ব্যক্তি। বি. **~য়ালি, লেঠেলি**—লাঠিয়ালের বৃত্তি। (ব্যঙ্গে) বি. **লাঠ্যৌষধি**—লাঠির দ্বারা প্রহাররূপ ঔষধ বা সংশোধনের উপায়।

লাড়া (প্রাদে.)—**নাড়া** দ্রঃ।

লাড়ু, (সচ. অমা.) **লাড্ডু**$_4$, **নাড়ু**—বি. গোলাকার মিঠাইবিশেষ। [সং. লড্ডু]। বি. **~গোপাল**—এক হাতে লাড়ু লইয়া হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে অবস্থিত শিশু কৃষ্ণের মূর্তি।

লাথি, (প্রাদে.) **লাথ**—বি. পদাঘাত, চরণদ্বারা প্রহার। [তু. হি. লাত্]। বিণ. **লাথি-খেকো**—লাথি খাইতে অভ্যস্ত, (আল.) অত্যন্ত হেয়। (নামধাতু) **লাথানো**—লাথি মারা (লাথিয়ে দূর করা)।

লাদ, লাদা$_1$, **লাদি**—যথাক্রমে **নাদ**$_2$, **নাদা** ও **নাদি**-র রূপভেদ।

লাদা$_2$—ক্রি. ভার চাপান, বোঝাই করা। [বাং. √লাদ্ + আ]। বিণ.বি. **~ই**—বোঝাই।

লানায়েক—**নায়েক** দ্রঃ।

লাফ—বি. লম্ফ। [সং. লম্ফ]। ক্রি. **লাফ দেওয়া, লাফ মারা**—(প্রধানতঃ কিছু ডিঙ্গানর জন্য) লাফানো। বি. **~ঝাঁপ**—লম্ফ ও ঝম্প ; হুড়াহুড়ি ; (আল.) অত্যধিক ব্যস্ততা বা আস্ফালন। বি. **লাফালাফি**—ক্রমাগত লাফ দেওয়া ; (আল.) অত্যধিক ব্যস্ততা ; আস্ফালন।

লাফড়া, লাফরা—**লাবড়া**-র রূপভেদ।

লাফা—ক্রি. লাফ দেওয়া (লাফিয়ে যাওয়া)। [সং. লম্ফ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. লাফ দেওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **লাফানি**—লাফ দেওয়া, লাফ ; ছটফটানি, আস্ফালন। বিণ. **লাফানে**—লাফায় এমন,

লাব—বি. বটের-পাখি। [সং.]।

লাবড়া—বি. বিবিধ তরকারি-সহযোগে পাঁচমিশালী ব্যঞ্জন, ঘ্যাঁট। [সং. লাবু (অলাবু) + বাং. ড়া > লাবুড়া > লাবড়া]।

লাবণ—বিণ. লবণ-সম্বন্ধীয় ; নোনা, লবণাক্ত। [সং. লবণ + অ]।

লাবণি—বি. কান্তি, লাবণ্য।

লাবণিক—(১) বিণ. লাবণ। (২) বি. লবণবিক্রেতা। [সং. লবণ + ইক]।

লাবণ্য—বি. কান্তি, সৌন্দর্য। [সং. লবণ + য (ভা)]। বিণ. **~ময়**—কান্তিযুক্ত, সৌন্দর্যশালী। বিণ. (স্ত্রী.) **~ময়ী**। বি. **লাবনি**—(প্রা. কা.) লাবণ্য ('কাঁচা অঙ্গের লাবনি' : গো. দা.)।

লাভ—বি. মূলধন বা খরচের অতিরিক্ত আয় (ব্যবসায়ে লাভ), মুনাফা (শতকরা দশ টাকা লাভ) ; উপস্বত্ব, আয় (দোকান থেকে প্রচুর টাকা লাভ হয়) ; ক্ষতির বিপরীত, উপকার (একাজে লাভ নেই) ; প্রাপ্তি (বরলাভ, বন্ধুলাভ)। [সং. √লভ্ + অ (ভা)]। ক্রি. **লাভ করা**—লাভস্বরূপ পাওয়া ; মুনাফা আয় করা ; অর্জন করা ; পাওয়া। বিণ. **~বান্**—লাভ করিয়াছে বা মুনাফা রোজগার করিয়াছে এমন। বি. **লাভালাভ**—লাভ ও ক্ষতি। **লভা** (ক্রি.) দ্রঃ।

লামা—বি. তিব্বতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত। [তিব্বতী লামা]।

লাম্পট্য—বি. লম্পটের ভাব বা বৃত্তি, লম্পটতা, ব্যভিচার [সং. লম্পট + য]।

লায়েক—বিণ. সাবালক ; যোগ্য, সমর্থ, কাজ করিবার উপযুক্ত ; ফসলের উপযুক্ত (লায়েক জমি)। [আ. লায়ক]।

লাল$_1$—বি. লালা, থুতু (লাল পড়া)। [সং. লালা]।

লাল$_2$—বিণ. (নামের যোগে) সুন্দর, প্রিয় (নন্দলাল, লালচাঁদ, লালগোপাল)। [হি.]।

লাল$_3$—বি. বিণ. রক্তবর্ণ, লোহিত (লাল কাপড়)। [ফা.]। বিণ. **~চে**—ঈষৎ রক্তবর্ণ। **~মুখ**—(১) বিণ. রক্তবর্ণ মুখযুক্ত। (২) বি. রক্তবর্ণ মুখ ; (আল.) মর্কট, বানর ; সাহেব। **চোখ লাল করা**—ক্রোধ প্রদর্শন করা।

লালচ—**লালসা**-র হি. রূপ।

লালন—বি. সযত্নে পালন (অতি-লালনের ফলে ছেলে নষ্ট হইয়াছে)। [সং. √লড্ (= অতিস্নেহে পালন) + ণিচ্ + অন (ভা)]। বি. **~পালন**—প্রতিপালন।

লালমোহন—বি. পানতোয়া-জাতীয় লালচে মিঠাইবিশেষ। [বাং. লাল$_3$ + মোহন]।

লালস১—বিণ. লোলুপ, লোভী। [সং. লালসা+অ (অস্ত্যর্থে)]।

লালসা, (গ্রা.) লালস২—বি. লোলুপতা, লিপ্সা, স্পৃহা; লোভ। [সং. √লস্(=ইচ্ছা, কান্তি)+যঙ্‌লুক্‌+অ (ভা)+আ]।

লালা১—বি. হিন্দুস্থানী কায়স্থের পদবিবিশেষ। [হি.]।

লালা২—বি. মুখজাত জল, লাল, নাল। [সং. √লল্‌+ণিচ্‌+অ+আ]।

লালাটিক—বিণ. কপাল-সম্বন্ধীয় বা ভাগ্য-সম্বন্ধীয়; ভাগ্যলব্ধ (লালাটিক প্রাপ্তিযোগ); ললাটভূষণ। [সং. ললাট+ইক]।

লালাপোশ—বি. (প্রধানতঃ শিশুর) মুখের লালায় যাহাতে জামা-কাপড় নোংরা না হয় তজ্জন্য আচ্ছাদন-বিশেষ। [লালা২,+ফা. পোশ(=আচ্ছাদন)]। [তু. খুঞ্চিপোষ, বালাপোশ]।

লালায়িত—বিণ. লালাক্ষরণযুক্ত, লোলুপ; অত্যন্ত আগ্রহান্বিত (পাইবার বা শুনিবার জন্য লালায়িত)। [সং. √লালায় (নামধাতু)+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **লালায়িতা**।

লালাস্রাব—বি. মুখের লাল ঝরা। [বাং. লালা২+স্রাব]।

লালিত—বিণ. লালন করা হইয়াছে এমন, প্রতিপালিত, পোষিত। [সং. √লড়্+ণিচ্+ত(র্ম)]। বিণ. **~পালিত** —প্রতিপালিত।

লালিত্য—বি. ললিত ভাব, কমনীয়তা, কান্তি (আকৃতির লালিত্য), সৌন্দর্য, মাধুর্য (কবিতার পদ-লালিত্য)। [সং. ললিত+য (ভা)]।

লালিমা—বি. লাল আভা, রক্তিমা। [বাং. লাল৩+ইমা, সং. রক্তিমার অনুকার-শব্দ]।

লাশ, লাস১—বি. শব, মৃতদেহ। [ফা. লাশ্‌]।

লাস২—বি. জুতার ফরমা বা কাঠাম। [ইং. last]।

লাস্য, লাস৩—বি. স্ত্রীলোকের নৃত্য বা লীলায়িত ভাব-ভঙ্গি। [সং. √লস্‌+য, অ (ভা)]। বিণ. (স্ত্রী.) **লাস্য-ময়ী**—নৃত্যময়ী; লীলায়িত ভাবভঙ্গিপূর্ণা।

লিক—বি. মাটির উপর গাড়ির চাকার দাগ বা গভীর রেখা। [সং. রেখা>রেখ>লিক]।

লিকলিক, লিক্‌লিক্—অব্য. মৃদু লকলকভাবপ্রকাশক; কৃশতার ভাবসূচক। বিণ. **লিকলিকে, লিক্‌লিকে**—লিকলিক করিতেছে এমন; দীর্ঘকায় ও কৃশ (লিক-লিকে গড়ন)।

লিকি—বি. উকুনের ডিম বা শাবক। [সং. লিক্ষা]।

লিখন—বি. লেখা (লিখন-পঠন); অক্ষরবিন্যাস; চিত্রণ: অঙ্কন; লিখিত বিষয় (ললাটের লিখন); পত্র, লিপি। [সং. √লিখ্‌+অন]। **দেওয়ালের লিখন**—ভবিষ্যৎ পতন ও বিপর্যয়ের আভাসদায়ক ঘটনা (ইং. writing on the wall-এর অনুবাদ)। বি. **~পদ্ধতি**—লিখি-বার বা রচনা করিবার ধারা।

লিখা—(১) ক্রি. অক্ষরবিন্যাস করা, লিপিবদ্ধ করা; গ্রন্থাদি রচনা করা; আইন-সিদ্ধ দলিল সম্পাদনপূর্বক হস্তান্তর করা (জমি লিখে দেওয়া); চিঠিপত্রের দ্বারা জানান (আমি তাকে লিখব); অঙ্কন করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. লিখিত। [সং. √লিখ্‌+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. অপরের দ্বারা লেখার কাজ করান। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~লিখি** —ক্রমাগত আবেদন বা পত্রপ্রেরণ। [**লেখা** দ্রঃ]।

লিখিত—বিণ. লেখা হইয়াছে এমন; রচিত; অঙ্কিত; মৌখিকের বিপরীত। [সং. √লিখ্‌+ত (র্ম)]।

লিখিতব্য—বিণ. লেখনীয়, লিখিতে হইবে বা লেখা উচিত এমন। [সং. √লিখ্‌+তব্য (র্ম)]।

লিখিয়ে—বিণ. বি. লেখক, রচনাকারী; লিখনপটু (লিখিয়ে-পড়িয়ে ভদ্রলোক)। [সং. √লিখ্‌+বাং. ইয়ে]।

লিঙ্গ—বি. পুং-জননেন্দ্রিয়, শিশ্ন; শিবমূর্তিবিশেষ, পুংত্ব বা স্ত্রীত্ব; (ব্যাক.) শব্দের পুং-স্ত্রী-ক্লীবভেদ। [সং.]। বি. (দর্শ.) **~দেহ, ~শরীর**—৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫ কর্মে-ন্দ্রিয় প্রাণ-অপান ইত্যাদি ৫ বায়ু মন ও বুদ্ধি: এই ১৭টি অবয়বযুক্ত সূক্ষ্মদেহ। বি. **লিঙ্গায়েত**—শিবো-পাসক সম্প্রদায়বিশেষ।

লিচু—বি. সুমিষ্ট ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [চী.]।

লিজ্‌জে—ক্রি. ধরে বা ধরিবে ('কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে' শুভ.)। [প্রা. <সং. গৃহ্যতে]।

লিটার—বি. তরল পদার্থের ওজনের মাপবিশেষ (=প্রায় ৫ পোয়া)। [ইং. litre]।

লিপস্টিক—বি. ঠোঁট রাঙাইবার জন্য রঙের কাঠি। [ইং. lipstick]।

লিপি—বি. চিঠি, পত্র (লিপিপ্রেরণ); লিখন (ভাগ্য-লিপি); অক্ষর, ভাষার লেখ্যরূপ, বর্ণমালা (দেবনাগরী-লিপি, ব্রাহ্মীলিপি)। [সং. √লিপ্‌+ই (র্ম, ভা)]। বি. **~কর, ~কার**—লেখক; নকলনবিস। বি. **~কা**—(ক্ষুদ্র) পত্র। বি. **~কৌশল**—অক্ষরবিন্যাসে দক্ষতা; লিখিবার কায়দা। বি. **~চাতুর্য**—পত্রাদি রচনায় পটুতা। বিণ. **~বদ্ধ, ~ভুক্ত**—লিখিত (লিপিবদ্ধ বিবরণ বা অভিযোগ), পত্রাদিতে লিখিত।

লিপ্ত—বিণ. লেপা বা মাখানো হইয়াছে এমন (তৈল-লিপ্ত); সংশ্লিষ্ট, জড়িত (অপরাধে লিপ্ত, সংসারে লিপ্ত); ব্যাপৃত (রাজকর্মে লিপ্ত); জোড়া, সংযুক্ত (লিপ্তপাদ হংস)। [সং. √লিপ্‌+ত (র্ম)]। বিণ. **~পদ, ~পাদ** —পাতলা চামড়া দিয়া পায়ের সমস্ত আঙুল পরস্পর সংযুক্ত এমন (যথা—হাঁস)।

লিপ্যন্তর—বি. একই ভাষার লিপি বা লেখ্যরূপকে অন্য এক লিপিতে লিখন, transliteration। [সং. লিপি +অন্তর]।

লিপ্সা—বি. প্রাপ্তির বা লাভের প্রবল বাসনা, লোভ, প্রবল স্পৃহা (ভোগলিপ্সা)। [সং. √লভ্‌+সন্‌+অ (ভা) +আ]। বিণ. **লিপ্সু**—লিপ্সাযুক্ত; লোলুপ (অর্থ-লিপ্সু)।

লিভার—বি. যকৃৎ। [ইং. liver]।

লিমনেড, লেমনেড—বি. খনিজ পদার্থমিশ্রিত অম্ল-মধুর পানীয়বিশেষ। [ইং. lemonade]।

লিস্ট, (কথ্য) **লিস্টি**—বি. তালিকা। [ইং. list]।

লীগ—বি. সঙ্ঘ (মুসলিম লীগ, আই. এফ. এ. লীগ)। [ইং. league]। **লীগের খেলা**—কোন সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত (প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক) খেলা।

লীঢ়—বিণ. লেহন করা হইয়াছে এমন, আস্বাদিত। [সং. √লিহ্+ত (র্ম)]।

লীন—বিণ. লয়প্রাপ্ত; মিলিত (ব্রহ্মে লীন); লুপ্ত, অদৃশ্য; সংলগ্ন (কণ্ঠলীন); স্থিত (শয্যালীন)। [সং. √লী+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **লীনা**।

লীলা—বি. ক্রীড়া, কেলি, প্রমোদ, বিলাস; হাবভাব; অন্তরের আনন্দ বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার মনোবৃত্তি; দেবতার খেলা; দেবতা বা মানুষের নির্দিষ্টকালব্যাপী কার্যকলাপ (কৃষ্ণের নরলীলা, জীবলীলা, ভবলীলা); গূঢ় মর্মপূর্ণ খেলা বা কার্য ('কে বোঝে তোমার লীলা লীলাময়ী তারা')। [সং.]। বি. **~কমল, ~পদ্ম**—কেলিপদ্ম, ক্রীড়াচ্ছলে করধৃত পদ্ম। বি. **~কানন**—প্রমোদউদ্যান। বি. **~ক্ষেত্র, ~ভূমি**—ক্রিয়াকলাপের স্থান (সাধনার লীলাক্ষেত্র, লীলাভূমি)। বি. **~খেলা**—বিশেষ বা গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ খেলা বা কার্য, ক্রীড়াকৌতুক। ক্রি. **লীলাখেলা সাঙ্গ হওয়া**—মৃত্যু হওয়া। বিণ. **~চঞ্চল**—লীলাভরে অস্থির, মধুর চপলতাপূর্ণ। **~বতী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) লীলাচঞ্চলা, হাবভাবযুক্তা। (২) বি. ভাস্করাচার্য-রচিত গণিতগ্রন্থবিশেষ। বিণ. **~ময়**—লীলাপূর্ণ, আনন্দময়; যাঁহার কার্যকলাপ মানুষে বুঝিতে পারে না এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **~ময়ী**। বিণ. **~য়িত**—মনোহর ভঙ্গিযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী.) **~য়িতা**। বি. **~স্মিত**—নির্মল হাস্য।

লু—বি. গ্রীষ্মকালে অতিশয় উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহবিশেষ। [হি.]।

লুই—বি. পশুলোমনির্মিত শীতবস্ত্রবিশেষ। [<হি. লোহি]।

লুকা—ক্রি. লুকান। [বাং. √লুকা]।

লুকাচুরি, (কথ্য) **লুকোচুরি**—বি. শিশুক্রীড়াবিশেষ; ছাপাছাপি, গোপনীয়তা। [বাং. লুকা+চুরি]।

লুকান, লুকানো—(১) ক্রি. আত্মগোপন করা, আড়াল হওয়া; প্রচ্ছন্ন থাকা; গোপন করিয়া রাখা, দৃষ্টির আড়ালে রাখা। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [বাং. লুকা+আন]। **লুকাছাপা**—বি. বিণ. গোপন, ঢাকাঢাকি [**ছাপা**$_2$ দ্র:]।

লুক্কায়িত—বিণ. লুকাইয়াছে এমন; প্রচ্ছন্ন, গুপ্ত; গোপনে রক্ষিত; অদৃশ্য। [সং. লুক্ (=লোপ)+কায় (=দেহ)+ইত]।

লুঙ্গি, লুঙ্গী, লুঙি, লুঙী—বি. পুরুষদের পরিধেয় কাছা-কোঁচাহীন ধুতিবিশেষ। [বর্মী. লুন্‌গ্যি—তু. ফা. লুঙ্গী]।

লুচি—বি. ঘৃতে ভাজা ময়দার পাতলা ও ছোট রুটি-বিশেষ। [সং. লোচিকা—তু. মরা. লুচী]।

লুচ্চা—**লোচ্চা**-র রূপভেদ।

লুট, লুঠ—বি. লুণ্ঠন, বলপূর্বক অপহরণ, ডাকাতি; অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ (দুহাতে লুঠ করা); দেবতার প্রসাদ বিতরণ বা অনেকে মিলিয়া গ্রহণ (হরির লুট)। [সং. √লুঠ্]। বি. **~তরাজ, ~পাট**—ব্যাপক লুণ্ঠন।

লুটা, লুঠা, লোটা—(১) ক্রি. লুঠ করা; অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা (জনসাধারণের টাকা লুটিয়া লওয়া); প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করা (মজা লোটা); গড়াগড়ি দেওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া (ধুলায় লুটছে)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √লুঠ্, √লুণ্ঠ্+বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. লুঠ করান; গড়াগড়ি দেওয়া বা দেওয়ানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

লুটাপুটি, (কথ্য) **লুটোপুটি**—বি. গড়াগড়ি। [তু. হি. **লোটপোট**]। ক্রি. **লুটাপুটি খাওয়া**—গড়াগড়ি দেওয়া। **লুটেপুটে নেওয়া**—নিঃশেষে আত্মসাৎ করা।

লুটেরা, লুঠেরা, লুটেল, লুঠেল—(১) বিণ. বি. লুণ্ঠনকারী, অপহরণকারী। (২) বি. দস্যু। [সং. √লুঠ্+বাং. এরা, এল]।

লুঠন—বি. গড়াগড়ি। [সং. √লুঠ্+অন (ভা)]। বিণ. **লুঠিত**—গড়াগড়ি দিতেছে এমন।

লুন, লুণ—**নুন**-এর প্রাদে. রূপ।

লুণ্ঠন—বি. লুঠ, অপহরণ, অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকরণ; ভূমিতলে গড়াগড়ি দেওয়া। [সং. √লুণ্ঠ্+অন (ভা)]। বিণ.বি. **লুণ্ঠক**—লুণ্ঠনকারী; দস্যু, চোর। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **লুণ্ঠিকা**। বিণ. **লুণ্ঠিত**—অপহৃত, লুঠ হইয়াছে এমন, ভূমিতলে পতিত (ধূলিলুণ্ঠিত); গড়াগড়ি দিতেছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **লুণ্ঠিতা**।

লুপ্ত—বিণ. লোপপ্রাপ্ত, বিলীন (লুপ্ত গৌরব); ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিনষ্ট; অপহৃত; সমাবৃত, আচ্ছন্ন; অদৃশ্য। [সং. √লুপ্+ত (র্ম)]। বিণ. **~প্রায়**—প্রায় বিনষ্ট বা অদৃশ্য। বি. **লুপ্তি**—লোপপ্রাপ্তি, লোপ; ধ্বংস, বিনাশ; আচ্ছন্নতা (চৈতন্যলুপ্তি); অদৃশ্য হওয়া। বি. **লুপ্তোদ্ধার**—হারানো অথবা গুপ্ত বস্তুর বা বিষয়ের আবিষ্কার; বিনষ্ট বস্তুর বা বিষয়ের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার।

লুফা—(১) ক্রি. শূন্য হইতে পতনশীল বস্তুকে ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্বে ধরা (সে বল লুফে নিয়েছে); (গৌণ অর্থে) আগ্রহসহকারে লওয়া (এ জিনিস খরিদ্দার লুফে নেবে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √লুপ্+বাং. আ]।

লুব্ধ, (কাব্যে) **লুবধ**—বিণ. লোভযুক্ত, লোলুপ, লোভী। [সং. √লুভ্+ত (র্ম)]। বিণ.(স্ত্রী.) **লুব্ধা**। বি. **~তা**।

লুব্ধক—বি. ব্যাধ; লম্পট, নক্ষত্রমণ্ডলবিশেষ, Sirius; উক্ত নক্ষত্রমণ্ডলের প্রধান নক্ষত্র। [সং. লুব্ধ+ক(স্বার্থে)]।

লুলিত—বিণ. আন্দোলিত, কম্পিত; সুন্দর, মনোহর। [সং. √লুল্+ত (র্ম)]।

লূতা—বি. মাকড়সা, ঊর্ণনাভ। [সং.]। বি. **~তন্তু**—মাকড়সার জাল।

লেই—বি. কাই, আঠাল মণ্ড। [সং. লেপ]।

লেং—বি. পা। [হি. টাঙ্গ<সং. টঙ্গ]। ক্রি. **লেং মারা**—নিজের পা দিয়া অন্যের পা জড়াইয়া তাহার গমনে বাধা দেওয়া বা তাহাকে ভূপাতিত করা।

লেংচা$_1$—বি. লম্বা আকারের পানতুয়াবিশেষ। [দেশী]।

লেংচা₂—বিণ. খঞ্জ, খোঁড়া। [সং. লঙ্গ+বাং. চা]। ক্রি. ~ন, ~নো—খোঁড়ান।

লেংটা, লেঙটা, ন্যাংটা—বিণ. উলঙ্গ। [সং. নগ্নবৃত্ত—তু. উলঙ্গ]।

লেংটি—লেঙ্গটি-র বানানভেদ।

লেংড়া₁, ল্যাংড়া—বিণ. খঞ্জ, খোঁড়া। [সং. লঙ্গ+বাং. ড়া—তু. হি. লঁগড়া]।

লেংড়া₂, ন্যাংড়া—বিণ. উৎকৃষ্ট আম্রবিশেষ। [দেশী]।

লেকচার—বি. বক্তৃতা; (ব্যঙ্গে) বাগাড়ম্বর, উপদেশ। [ইং. lecture]।

লেখ—বি. লিখন, লিখিত বিষয় (তাম্রলেখ)।

লেখক—বি. লিপিকার, যে লেখে; গ্রন্থাদির রচয়িতা। [সং. √লিখ্+অক (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **লেখিকা**।

লেখনী—বি. কলম পেনসিল প্রভৃতি যাহাদ্বারা লেখা হয়, তুলি। [সং. লিখ্+অন (ণে)+ঈ]।

লেখনীয়—বিণ. লিখিতব্য; লিখনযোগ্য; লিখনের বিষয়ীভূত। [সং. √লিখ্+অনীয় (র্ম)]।

লেখা₁—(১) বি. লিখন; রচনা (তাঁর যে-সব লেখা পড়েছি, সব ভালো); বিন্যস্ত অক্ষর (হাতের লেখা); রেখা (ইন্দু-লেখা, চিত্রলেখা, পূর্ব গগনের অরুণ-লেখা), শ্রেণী (তরঙ্গ-লেখা, ধূমলেখা); চিহ্ন। (২) বিণ. লিখিত (আমার লেখা চিঠি, হাতে-লেখা পুঁথি)। [সং. √লিখ্+অ+আ]।

লেখা₂, লেখান (নো), লেখালেখি—যথাক্রমে **লিখা₂, লিখান** ও **লিখালিখি**-র রূপভেদ।

লেখাজোখা—বি. হিসাব। [বাং. লিখা₂+জোখা]।

লেখাপড়া—বি. বিদ্যাভ্যাস (শিশুরা লেখাপড়া করছে); লিখন ও পঠন (লেখাপড়া জানা); বিদ্যা (লেখাপড়া শেখা); আইনানুসারে লিখিয়া সম্পাদন (দলিল লেখা-পড়া করিয়া লওয়া); আইনানুসারে দলিলাদি সম্পাদন-পূর্বক হস্তান্তর (সম্পত্তি লেখাপড়া)। [বাং. লিখা₂+পড়া]।

লেখিকা—লেখক দ্রঃ।

লেখিত—বিণ. লেখান হইয়াছে এমন; অঙ্কিত, চিত্রিত; [সং. √লিখ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

লেখ্য—(১) বিণ. লেখনীয়, লেখার যোগ্য; লিখিতে হইবে এমন; লিখিবার জন্যই শুধু ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কথ্য নহে এমন (লেখ্য ভাষা)। (২) বি. লিখিত পত্র বা চিত্র; দলিল। [সং. √লিখ্+য (র্ম)]। বি. **লেখ্যোপ-করণ**—কাগজ কলম কালি দোয়াত প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম।

লেঙ্গট, ল্যাঙট—বি. (প্রধানতঃ মল্লযোদ্ধা ও সন্ন্যাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত) পুরুষের লজ্জাস্থানমাত্র আবৃত করে এমন কৌপীনবিশেষ। [সং. লিঙ্গপট্ট]। বি. **লেঙ্গটি, নেংটি**—ক্ষুদ্র লেঙ্গট।

লেঙ্গি, লেঙ্গী—লেং-এর রূপভেদ।

লেঙ্গুড়, লেঙ্গ্‌ড়—বি. লাঙ্গুল, লেজ, লেজুড়। [সং. লাঙ্গুল]।

লেচি—বি. লুচি পুরি প্রভৃতি বেলিবার জন্য তৈয়ারি জল দিয়া মাখা আটা-ময়দার ডেলা। [তু. হি. লচ্ছী]।

লেজ—বি. লাঙ্গুল; পুচ্ছ। [সং. লঙ্গ]। ক্রি. **লেজ গুটান**—(কুকুরের মত) পরাজয় স্বীকার করা, পশ্চাৎপদ হওয়া। ক্রি. **লেজে খেলান**—কাহারও সহিত ক্রমাগত চাতুরি করা। বি. ~**কাটা (শিয়াল)**—যাহার সম্মান নষ্ট হইয়াছে; বেহায়া লোক। বিণ. ~**ঝোলা**—ঝোলান লেজওয়ালা। **লেজে-গোবরে**—বিণ. (অক্ষমতার ফলে) সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত বা পর্যুদস্ত।

লেজা₁—বি. বল্লমজাতীয় অস্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

লেজা₂—বি. মাছের লেজ; শেষভাগ। [বাং. লেজ+আ]। বি. ~**মুড়া**, (কথ্য) ~**মুড়ো**—(আল.) আগা-গোড়া, সমস্ত।

লেজুড়—বি. লেজ; যাহা পশ্চাতে যুক্ত হয়; (বিদ্রূপে) উপাধি, খেতাব (তাহার নামের লেজুড় অনেকগুলি)। [বাং. লেজ+লড়]।

লেঞ্জ—বি. লেজ। [সং. লঙ্গ]।

লেট—(১) বি. বিলম্ব। (২) বিণ. বিলম্ব করিয়াছে এমন (লেট হওয়া)। [ইং. late]।

লেটার-বক্স—বি. ডাকযোগে প্রেরণীয় চিঠিপত্র ফেলি-বার বাক্স, সরকারী ডাকবাক্স; ডাকযোগে প্রাপ্ত চিঠি-পত্রের বাক্স। [ইং. letter-box]।

লেঠা—বি. ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন (লেঠা বাধিয়েছ), মৎস্যবিশেষ, ন্যাটামাছ। [দেশী]।

লেড়কা—বি. বালক, শিশু, ছেলে, (অল্পবয়স্ক) পুত্র-সন্তান। [হি. লড়্‌কা]। বি.(স্ত্রী.) **লেড়কী**।

লেডি—বি. নাইট (knight) উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্ত্রী; সম্ভ্রান্ত মহিলা। [ইং. lady]।

লেডিকেনি—বি. পানতুয়ার মতো মিঠাইবিশেষ। [ইং. Lady Canning]।

লেড়ে—নেড়ে-র রূপভেদ।

লেত্তি, লেত্তি—বি. যে দড়ি দিয়া লাটিম ঘুরান হয়। [তু. হি. লত্তী]।

লেদাড়ু, লেদাড়ে—বিণ. অলস, চটপটের বিপরীত। [দেশী]।

লেনদেন, লেনাদেনা—বি. আদান-প্রদান; কাজ-কারবার (চেক্-এ লেনদেন)। [হি. লেনদেন]।

লেপ₁—বি. শয়নকালে ব্যবহার্য শীত-নিবারক তুলাভরা গাত্রাবরণবিশেষ। [আ. লিহা'ফ]।

লেপ₂—বি. প্রলেপ, পোঁচ (মাটির লেপ); লেপিয়া জুড়িবার জিনিস (বজ্রলেপ)। [সং. √লিপ্+অ (ভা)]। বিণ. ~**ক**—লেপনকারী। বি. ~**ন**—প্রলেপ বা পোঁচ দেওয়া, নিকানো; লেপা বা মাখা যায় এমন বস্তু; আরোপণ (কলঙ্কলেপন)। বিণ. ~**নীয়, লেপ্য**—লেপনযোগ্য।

লেপচা—বি. হিমালয়প্রদেশের পার্বত্য জাতিবিশেষ। [দেশী]।

লেপটা—ক্রি. লেপটান। [সং. লিপ্ত+বাং. আ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. জড়াইয়া যাওয়া বা লওয়া; লিপ্ত হওয়া; লেপা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

লেপা—(১) ক্রি. তরল পদার্থের পোঁচ দেওয়া, লেপন

করা, নিকানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √লিপ্ + বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. তরল পদার্থের পোঁচ দেওয়ানো, লেপন করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

লেফটেন্যানট(ন্যান্ট)—(১) বি. স্থলবাহিনীর প্রধান পুরুষের প্রথম সহকারী। (২) 'অবর' বা 'প্রতিনিধি' অর্থসূচক উপসর্গ, উপ- (লেফটেন্যানট গভরনর বা কর্নেল)। [ইং. lieutenant]।

লেফাফা—বি. খাম, envelope। [ফা. লিফাফহ্]। বিণ. ~দোরস্ত, ~দুরস্ত—বাহিরের আদবকায়দায় ত্রুটিহীন (অথচ আসল কাজে ফাঁকিবাজ)।

লেবু, নেবু—বি. (প্রধানতঃ অম্লরসাত্মক) ফলবিশেষ (পাতিলেবু, কমলালেবু)। [অর্বাচীন সং. নিম্বু]।

লেবেল—বি. আধারের বা জিনিসের গায়ে আঁটা আধারস্থ বস্তুর পরিচয়পত্রবিশেষ। [ইং. label]।

লেভি—বি. ধান পাট প্রভৃতি ফসলের অথবা চিনি, সিমেন্ট ইত্যাদি বস্তুর যে অংশ বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট মূল্যে কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। [ইং. levy]।

লেলা, লেলানো—ক্রি. আক্রমণে উৎসাহ দেওয়া বা উত্তেজিত করা (কুকুর লেলিয়ে দেওয়া)। ['লে লে' ধ্বনি হইতে]।

লেলাক্ষ্যাপা, লেলাখেপা—নেলাখেপা দ্রঃ।

লেলিহান—বিণ. বারংবার লেহনকারী (লেলিহান রসনা); লকলকে জিহ্বাবিশিষ্ট (লেলিহান অগ্নিশিখা)। [সং. √লিহ্ + যঙলুক্ + আন (র্তৃ)]।

লেশ—বি. অত্যল্প পরিমাণ, সামান্য অংশ, কণা, বিন্দু। [সং. √লিশ্ + অ (র্তৃ)]। বি. বিণ. ~মাত্র—একটুও (লেশমাত্র বিচলিত), নামমাত্র (লেশমাত্র দয়ামায়া)।

লেস—বি. জামা-কাপড়ে লাগাইবার জন্য নকশাকাটা পাড়বিশেষ। [ইং. lace]।

লেহ১, লেহন—বি. জিহ্বাদ্বারা রসগ্রহণ; চাটার কাজ। [সং. √লিহ্ + অ, অন (ভা)]। বিণ. **লেহনীয়, লেহ্য**—চাটিয়া খাইতে হয় এমন ('—লেহ্যপেয়'), লেহনযোগ্য। বিণ. **লেহী** (-হিন্)—লেহনকারী (পদলেহী)।

লেহ২, লেহা—বি. (কাব্যে) স্নেহ; ভালবাসা, প্রণয় ('স্বপনে রাখিব লেহা': চণ্ডী., 'মুখে মুখ শারীশুক লেহা বিস্তর': সত্যেন্দ্র)। [সং. স্নেহ]।

লৈখিক—বিণ. লেখা-সম্বন্ধীয়, লেখ্য (লৈখিক পরীক্ষা, লৈখিক ভাষা)। [সং. লেখা + ইক]।

লৈঙ্গ, লৈঙ্গিক—বিণ. লিঙ্গ-সম্বন্ধীয়; লক্ষণ বা গুণ-অনুযায়ী। [সং. লিঙ্গ + অ, ইক]।

লো—অব্য. স্ত্রীলোকের পরস্পর সম্বোধনাত্মক শব্দ, ওলো। [সং.—তু. শৌরসেনী হলা]।

লোক—বি. মনুষ্য, ব্যক্তি (বহু লোক); সমূহ, গণ (নয়লোক, সাহেবলোক); জনসাধারণ (লোকনিন্দা, লোকমত); স্বর্গ মর্ত্য পাতাল: এই তিন জগৎ; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য: এই সপ্ত ভুবন; ভুবন, জগৎ (মর্ত্যলোক, কল্পলোক)। [সং.]। ক্রি. লোক হাসান—জনসাধারণের বিদ্রূপের উপলক্ষ্য হওয়া। বি. ~গাথা—যে গাথা বহুকাল ধরিয়া জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত। বি. ~চক্ষুঃ, (চলিত) ~চক্ষু—জনসাধারণের বা সর্বসাধারণের দৃষ্টি। বি. ~চরিত্র—মানবপ্রকৃতি। বি. ~জন—মনুষ্যগণ; অনুচরবর্গ, দল-বল। অব্য. ~তঃ (-তস্), (চলিত) ~ত—লোকচক্ষুতে, সমাজের দৃষ্টিতে বা বিচারে। বি. ~ধর্ম—প্রচলিত রীতিনীতি বা আদর্শ। বি. ~নাথ—জগদীশ্বর; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; নৃপতি। বি. ~নিন্দা—জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। বি. ~পরম্পরা—পরপর বহুলোক, লোকের ক্রম বা ধারা, পুরুষানুক্রম। বি. ~পাল—রাজা; ইন্দ্রাদি অষ্ট দিক্‌পাল। বি. ~পিতামহ—ব্রহ্মা। বি. ~প্রবাদ—জনশ্রুতি। বিণ. ~প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত। বি. ~বল—জনবল, সাহায্যকারী ব্যক্তি-গণ। বিণ. ~বহির্ভূত, বাহ্য—মনুষ্যসমাজের বহির্ভূত, মানুষের মধ্যে দেখা যায় না এমন। বি. ~ব্যবহার—সামাজিক রীতি-নীতি। বি. ~যাত্রা—সংসারযাত্রা। বি. ~লজ্জা, (প্রধানতঃ কাব্যে) ~লাজ—জন-সাধারণের নিকট লজ্জা। বি. ~লশকর, ~লস্কর—সৈন্যবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট লোকজন, ভৃত্যবর্গ। বি. ~লীলা—ভবলীলা, জীবদ্দশা। বি. ~লৌকতা—লৌকি-কতা দ্রঃ। বি. ~শিক্ষা—(যাত্রা, কথকতা ইত্যাদির মাধ্যমে) আপামর সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা। বি. ~সঙ্গীত—সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান, folk-song। বি. ~সংগ্রহ—জগতের কল্যাণ; লোক-দিগকে উন্নতির পথে আনয়ন ও স্বধর্মে প্রবর্তন। বি. ~সভা—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত সর্বোচ্চ আইন-সভা, Parliament। বি. ~সমাজ—মনুষ্য-সমাজ, মনুষ্যজাতি। বি. ~স্থিতি—মনুষ্যসমাজের স্থায়িত্ব; সমাজবন্ধন। বি. ~হাসাহাসি—জনসাধারণ কর্তৃক উপহাস। বি. ~হিত—মনুষ্যজাতির কল্যাণ। বিণ. ~হিতৈষী (-ষিন্)—মনুষ্যজাতির কল্যাণকামী।

লোকসান—বি. ক্ষতি, যে দরে কেনা হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও কম মূল্যগ্রহণ (লোকসান দিয়ে বিক্রী করা)। [আ. নুক্‌সান]। বিণ. ~লোকসানী—যাহাতে লোকসান স্বীকার করিতে হয় (লোকসানী কারবার)।

লোকাকীর্ণ—বিণ. বহু লোকের ভিড়ে পূর্ণ (লোকাকীর্ণ সভাগৃহ)। [সং. লোক + আকীর্ণ]।

লোকাচার—বি. মনুষ্যসমাজের রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা। [সং. লোক + আচার]।

লোকাতীত—বিণ. অলৌকিক, অসাধারণ (লোকাতীত সৌন্দর্য, মহিমা)। [সং. লোক + অতীত]।

লোকান্তর—বি. ভিন্ন জগৎ; পরলোক (লোকান্তর-গমন, লোকান্তরবাসী)। [সং. লোক + অন্তর]। বিণ. **লোকান্তরিত**—পরলোকগত, মৃত। বিণ. (স্ত্রী.) **লোকান্তরিতা**।

লোকাপবাদ—বি. জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। [সং. লোক + অপবাদ]।

লোকাভাব—বি. লোক কম এমন অবস্থা; সাহায্য-

কারী বা কর্মীর অভাব ; জনবিরলতা। [সং. লোক + অভাব]।

লোকায়ত—(১) বিণ. চার্বাকের মতাবলম্বী, নাস্তিক ; ধর্মনিরপেক্ষ (লোকায়ত সরকার)। (২) বি. চার্বাকের মত, নাস্তিক্যবাদ। [সং. লোক + আয়ত(= বিস্তৃত, প্রচারিত)]। **লোকায়তিক**—(১) বিণ. চার্বাকের মতাবলম্বী, নাস্তিক। (২) বি. চার্বাক।

লোকারণ্য—বি. বহু বা অসংখ্য লোকের সমাবেশ (লোকে লোকারণ্য)। [সং. লোক + অরণ্য]।

লোকাল বোর্ড—কতিপয় সন্নিহিত গ্রামের উন্নতিকল্পে ঐ সকল গ্রামের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সঙ্ঘ। [ইং. local board]।

লোকালয়—বি. নগর গ্রাম প্রভৃতি মনুষ্যের আবাস, জনপদ। [সং. লোক + আলয়]।

লোকেশ—বি. জগদীশ্বর ; ব্রহ্মা ; নৃপতি। [সং. লোক + ঈশ]।

লোকোত্তর—বি. অলৌকিক ; অসাধারণ (লোকোত্তর পুরুষ, লোকোত্তর প্রতিভা)। [সং. লোক + উত্তর (= শ্রেষ্ঠ)]।

লোচন—বি. চক্ষু, নয়ন, নেত্র (প্রীতিস্নিগ্ধ লোচন)। [সং.]।

লোচ্চা—বিণ. লম্পট। [ফা. লুচ্চা]।

লোটন—বি. ভূমিতলে গড়াগড়ি দেওয়া; ঝুটিওয়ালা পারাবতবিশেষ (লোটন বা নোটন পায়রা ; ঢিলা করিয়া বাঁধা খোঁপা। [সং. √লুঠ্ + বাং. অন]।

লোটা১—বি. ঘটি। [হি.]।

লোটা২, **লোটান, লোড়া**—যথাক্রমে **লুটা লুটান** ও **নোড়া**-র রূপভেদ।

লোড্ শেডিং—বি. বিদ্যুৎ-শক্তির সাময়িক ক্রিয়ালোপ; গতিশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহ কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকা (এখন লোড্‌শেডিং চলছে)। [ইং. load-shedding]।

লোধ্র, লোধ—বি. বৃক্ষবিশেষ ('লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু' : রবীন্দ্র)। [সং.]। বি. **~রেণু**—লোধ্রগাছের ছালের গুঁড়া (প্রাচীন যুগের প্রসাধনদ্রব্য)]।

লোনা, নোনা—(১) বিণ. লবণাক্ত (লোনা জল)। (২) বি. লবণের অংশ অথবা লবণজাতীয় উপাদান (লোনা ধরা, লোনা লাগা, নোনা লাগা দেওয়াল) ; মাটিতে বা জলে লবণের আধিক্য (লোনায় স্বাস্থ্যহানি হওয়া)। [বাং. লুন + আ]।

লোপ—বি. বিনাশ, ধ্বংস ; অবসান (কীর্তিলোপ, বংশলোপ)। [সং. √লুপ্ + অ (ভা)]।

লোপ্ত্র—বি. লুঠের মাল, চুরির ধন। [সং. √লুপ্ (= লোপ) + ত্রন্ (র্ম)]।

লোপাট—বিণ. সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত বা আত্মসাৎ করা হইয়াছে এমন ; নিশ্চিহ্ন, লোপপ্রাপ্ত, লুপ্ত, অন্তর্হিত। [সং. লুপ্ত-শব্দজ]।

লোপাপত্তি—বি. লোপাট, বিলুপ্তি। [তু. লোপ, লোপাট]।

লোফা—**লুফা**-র চলিত রূপ। বি. **~লুফি**—পরস্পরের প্রতি ছুঁড়িয়া দেওয়া ও লোফা।

লোবান—বি. ধুনার ন্যায় গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। [আ. লুবান]।

লোভ—বি. লিপ্সা, পাইবার জন্য বা লাভ করিবার জন্য প্রবল বাসনা; পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি : বিষয়-তৃষ্ণা। [সং. √লুভ্ + অ (ভা)]। **~ন**—(১) বি. প্রলুব্ধ করা ('করেছে আমার নয়ন লোভন' : রবীন্দ্র); প্রলোভন। (২) বিণ. লোভজনক, লুব্ধ করে এমন (লোভন গন্ধ)। বিণ. **~নীয়**—লোভজনক ; স্পৃহণীয়। বিণ.(স্ত্রী.) **~নীয়া**। বিণ. **লোভা**—লোভনীয় (প্রাদে.) লোভী। বিণ. **লোভাতুর**—অতিশয় লোলুপ হইয়াছে এমন, লোভপীড়িত। বিণ. (স্ত্রী.) **লোভাতুরা**। বিণ. **লোভাত্তি, লোভিষ্ঠ, লোভিষ্ঠি**—অতিলোভী। বিণ. **লোভিত**—প্রলোভিত। বিণ. **লোভী** (-ভিন্)—লোভযুক্ত, লোলুপ।

লোভা—(১) বিণ. (সমাসের উত্তরপদে) মোহজনক (মনোলোভা)। (২) ক্রি. লোভ করা (পদ্যে) ('শৃগাল হইয়া ...লোভিলি সিংহীরে' : মধু.)।

লোম, লোমকোড়া, লোমশ, লোমহর্ষ, লোমাঞ্চ, লোমাবলি (-লী), লোমোদ্গম, লোমোদ্ভেদ—যথাক্রমে **রোম রোমকোড়া রোমাঞ্চ রোমাবলি** ইত্যাদি দ্রঃ।

লোর—বি. (প্রা. কা.) অশ্রু ('নয়নকো লোর' : গো. দা.)। [সং. লোত্র]।

লোল—বিণ. চঞ্চল, চটুল, বিলোল (লোল কটাক্ষ); লকলকে (লোল রসনা) ; লোলুপ, সতৃষ্ণ (লোল দৃষ্টি) : শিথিল, ঢিলা (লোল চর্ম)। [সং. √লুড্ (= লুল্) + অ (র্তৃ)]। **লোলা**—(১) বিণ. **লোল**-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. জিহ্বা [**নোলা** দ্রঃ] ; লক্ষ্মী। বিণ. **~চর্ম**—(প্রধানতঃ বার্ধক্যবশতঃ) গায়ের চামড়া ঝুলিয়া গিয়াছে এমন। বিণ. **~জিহ্ব**—(যাহার) জিহ্বা লালসাযুক্ত বা চঞ্চল। বি. **~জিহ্বা**—চঞ্চল বা লকলকে জিহ্বা। বি. **~দৃষ্টি**—সতৃষ্ণ বা লোভার্ত চাহনি। বিণ. **লোলায়মান**—লকলক করিতেছে এমন, দোলায়মান। বিণ. **লোলিত**—কম্পিত, আন্দোলিত ; চঞ্চল ; শ্লথ, ঝোলা।

লোলুপ—বিণ. লোভাতুর (লোলুপ রসনা) ; অত্যন্ত লুব্ধ বা লোভী। [সং. √লুপ্ + যঙ্ লুক্ + অ (র্তৃ)]। বি. **~তা**।

লোষ্ট্র—বি. ঢিল, শক্ত মাটি ইট পাথর প্রভৃতির টুকরা। [সং. লোষ্ট-শব্দজ]।

লোহ১—বি. লৌহ ; সকলপ্রকার ধাতুদ্রব্য ; রক্ত ('লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা আর্দ্রিল মহীরে' : মধু.)। [সং.]।

লোহ২—বি. (প্রা. কা.) চোখের জল ('চক্ষে বহে লোহ' : ঘ.)। [সং. লোত্র]।

লোহা—বি. লৌহ, এয়োতির চিহ্নস্বরূপ স্ত্রীলোকের ধারণীয় লৌহবলয়বিশেষ, নোয়া। [সং. লোহ + বাং. আ (স্বার্থে)]। **লোহার কার্তিক**—**কার্তিক** দ্রঃ। বি. **~লক্কড়**—লোহা কাঠ প্রভৃতি দ্রব্যের সমষ্টি। **লোহার**—বি. কর্মকার ; জাতিবিশেষ। [সং. লোহকার]।

লোহি—বি. পশমী চাদরবিশেষ, লুই। [হি.]।

লোহিত—(১) বিণ. লাল, রক্তবর্ণ। (২) বি. লাল রং। [সং. লোহ্ (=রক্ত)+ইত (র্তৃ)]। বি. **~ক**—পদ্মরাগমণি; মঙ্গলগ্রহ। বি. **~সাগর, ~সমুদ্র**—আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী 'রেড সী' (the Red Sea)। **লোহিতাঙ্গ**—বি. মঙ্গলগ্রহ।

লোহু—(১) বি. (কাব্যে) রক্ত। (২) বিণ. লাল, রক্তবর্ণ। [সং. লোহ]।

লৌকতা—লৌকিকতা-র কথ্য রূপ (লোকলৌকতা)।

লৌকিক—বিণ. মনুষ্য বা পৃথিবী সম্বন্ধীয়; সমাজে প্রচলিত (লৌকিক শিষ্টাচার); বৈদিক বা শাস্ত্রীয় নয় অথচ জনসাধারণের স্বীকৃত (লৌকিক দেবতা বা ব্রত-পার্বণ); মানবিক, সাধারণ; সামাজিক (লৌকিক ব্যবহার); পার্থিব। [সং. লোক+ইক]। বি. **~তা**—সামাজিকতা; (বাং.) বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে প্রদত্ত উপহার বা উপহারাদির আদান-প্রদান।

লৌল্য—বি. লোলতা, লোলুপতা (রসনালৌল্য); চাঞ্চল্য। [সং. লোল+য]।

লৌহ—(১) বি. লোহা। (২) বিণ. লোহার তৈয়ারি। [সং. লোহ+(স্বার্থে) অ]। বি **~কণ্টক**—নঙ্গর। বি **~কার**—কামার। বি. **~বর্ত্ম**—রেললাইন। বি. **~মল**—মরিচা।

লৌহিত্য—বি. রক্তিমা, লাল রং; ব্রহ্মপুত্র নদ। [সং. লোহিত+য]।

ল্যাং, ল্যাংচা, ল্যাংটা, ল্যাংড়া—যথাক্রমে **লেং লেংচা লেংটা** ও **লেংড়া**-র বানানভেদ।

ল্যাংবোট—বি. জাহাজের পিছনে যে নৌকা বাঁধা থাকে; (ব্যঙ্গে) নিত্যসঙ্গী অনুচর। [ইং. long-boat]।

ল্যাজ—লেজ-এর কথ্য রূপ।

ল্যাঠা—লেঠা-র বানানভেদ।

ল্যাভেনডার, (বর্জি.) ল্যাভেণ্ডার—বি. ইউরোপের ল্যাভেনডার নামক বৃক্ষবিশেষের সুগন্ধি নির্যাস বা উক্ত নির্যাসদ্বারা সুবাসিত জল। [ইং. lavender]।

(অন্তঃস্থ)

ব

ব—বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের উনত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। 'সোয়াস্তি' (স্বস্তি), 'সোয়ামী' (স্বামী)—কথ্য ভাষার এইরূপ দুই-চারিটি প্রয়োগের কথা বাদ দিলে, উচ্চারণের দিক্ দিয়া বাঙ্গালায় প্রায় সমস্ত ব-এর উচ্চারণই বর্গীয় ব-এর ন্যায়; তবে বানানের সময় সন্ধির নিয়মানুসারে অন্তঃস্থ ব-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদান্ত ম্ ং-এ পরিবর্তিত হয়, যথা—সংবাদ, সংবিধান ইত্যাদি।

শ

শ১—বাঙ্গালা ভাষায় ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

শ২—শত-এর কথ্য রূপ (এক শ, শ তিনেক)।

শংকর—শঙ্কর দ্রঃ।

শংসন, শংসা—বি. প্রশংসা; কথন, উক্তি; অভিলাষ। [সং. √শন্স্+অন (ভা), অ (ভা)+আ]। বি. **শংসাপত্র**—প্রয়োজনীয় দলিল, প্রমাণপত্র, certificate। বিণ. **শংসিত**—প্রশংসিত; উক্ত; ঈপ্সিত।

শক—বি. মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ, Scythian; শকাব্দ প্রবর্তক রাজা শকাদিত্য বা শালিবাহন; শক-রাজ কর্তৃক প্রবর্তিত বৎসর, শকাব্দ; দেশবিশেষ; শক-দেশীয় লোক। [সং.]। বি. **শকাব্দ**—শকরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ। (বঙ্গাব্দ+৫১৫=খ্রীষ্টাব্দ—৭৮, ৭৯ বৎসর)। বি **শকারি**—শকদিগের শত্রু ও বিজেতা, রাজা বিক্রমাদিত্য।

শকট—বি. গাড়ি; দৈত্যবিশেষ। [সং. √শক্+অট (র্তৃ)]। বি. **~চালক**—গাড়োয়ান। বি. **শকটারি**—শকট-দৈত্যহন্তা শ্রীকৃষ্ণ। বি. **শকটিকা**—ছোট গাড়ি, কাঠ প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারি খেলিবার গাড়ি।

শকতি—শক্তি-র কোমল রূপ ('হোক অজেয় শকতি')।

শকরকন্দ—বি. মিষ্ট আলু, লাল আলু। [সং. শর্করা-কন্দ]।

শকল—বি. খণ্ড, অংশ, মাছের আঁইশ, শল্ক। [সং.]। **শকলী** (-লিন্)—(১) বিণ. আঁশযুক্ত। (২) বি. মাছ।

শকাব্দ, শকারি—শক দ্রঃ।

শকার-বকার—বি. শ-কারাদ্য ও ব-কারাদ্য শব্দযোগে অশ্লীল গালিগালাজ।

শকুন—বি. বৃহদাকার পক্ষিবিশেষ, গৃধ্র; শুভাশুভসূচক চিহ্ন বা লক্ষণ। [সং. √শক্+উন (র্তৃ)]। বিণ. **~জ্ঞ**—লক্ষণ বা চিহ্নের দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ে পারদর্শী।

শকুনি—বি. শকুনপাখি, গৃধ্র; দুর্যোধনের কূটবুদ্ধি মাতুল; (আল) দুর্যোধনের মাতুলের ন্যায় কূটবুদ্ধি ব্যক্তি। [সং. √শক্+উনি (র্তৃ)]।

শকুন্ত—বি. পক্ষী; ভাসপক্ষী। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **~লা**—পক্ষিলালিতা, কণ্বমুনির পালিতা মেনকা-বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং দুষ্মন্ত রাজার পত্নী।

শকুল—বি. শাল অথবা শোল মাছ। [সং.]।

শক্কর—বি. অপরিষ্কৃত চিনি। [<সং. শর্করা]।

শক্ত১—বিণ. সমর্থ, কার্যক্ষম (বৃদ্ধবয়সেও সে শক্ত আছে); শক্তিযুক্ত, বলবান্ (শক্ত দেহ); কর্মকুশল, বিচক্ষণ, পাকা (শক্ত লোক)। [সং. √শক্+ত (র্তৃ)]।

শক্ত২—বিণ. কঠিন, সহজে ভাঙ্গে না এমন, অনমনীয় (শক্ত লাঠি); মজবুত, টেঁকসই (শক্ত বাঁধন); কঠোর, নির্মম (শক্ত হাকিম); দৃঢ়, অবিচলিত (শক্ত মন); কৃপণ (খরচের বেলায় সে ভারী শক্ত); রূঢ়, কড়া; কর্কশ (শক্ত কথা); অসহ্য (শক্ত ব্যথা); জটিল, দুরূহ বা দুর্বোধ্য (শক্ত প্রশ্ন, শক্ত ভাষা বা বই); দুরারোগ্য (শক্ত রোগ); কষ্ট-সাধ্য (বলা শক্ত, চাকরি মেলা শক্ত); সমাধান সহজ নহে এমন (শক্ত মামলা, শক্ত খেলা)। [ফা. সখ্ৎ]। **শক্ত খানি**—(আল.) কঠোর-প্রকৃতি জবরদস্ত ব্যক্তি (বিশেষতঃ যে নির্মমভাবে কাজ আদায় করিয়া লয়)। **শক্তের ভক্ত নরমের যম**—শক্তিমান্ জবরদস্ত লোকের নিকট বিনীত ও বাধ্য থাকে এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার করে এমন ব্যক্তি।

শক্তি—বি. ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল (প্রাণ-শক্তি) ; (রাজনীতি) প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রণা—নৃপতিদিগের এই ত্রিবিধ প্রতাপ ; (ইংরেজীর অনুবাদে) পরাক্রান্ত স্বাধীন রাষ্ট্র (ইউরোপীয় শক্তিবর্গ) ; হোমিওপ্যাথি ঔষধের ক্রম অথবা গুণের মাত্রা (আর্নিকা ৩০ শক্তি) ; স্ত্রী-দেবতা ; দুর্গা, কালিকা, কমলা ; পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ (শক্তিশেল) ; দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অস্ত্র . (বিজ্ঞা.) কর্মক্ষমতাদির মাত্রা, energy [বি. প.] । [সং. √শক্ + তি(ভা)] । বিণ. বি. **~উপাসক**—দুর্গা কালিকা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার উপাসক, শাক্ত । **~ধর**—(১) বিণ. বিপুল ক্ষমতার অধিকারী (বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র) । (২) বি. 'শক্তি'-অস্ত্রধারী কার্তিকেয়ের এক নাম । বি. **~পূজা**—দুর্গা কালিকা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার উপাসনা । বিণ **~মান্** (-মৎ), **~শালী** (-লিন্)—শক্তিসম্পন্ন, বলবান্ । বিণ. (স্ত্রী.) **~মতী, ~শালিনী** । বি. **~মত্তা, ~শালিতা** । বি. **~শেল**—রাবণের শক্তি-নামক অনিবার্য ও মারাত্মক অস্ত্রবিশেষ যাহার আঘাতে লক্ষ্মণ প্রায় নিহত হইয়াছিলেন । **~সাধক**—শক্তি-উপাসক-এর অনুরূপ । বিণ. **~হীন**—দুর্বল । বিণ.(স্ত্রী.) **~হীনা** । বি. **~হীনতা** ।

শক্তু—বি. ছাতু (**সক্তু**-র অশু. রূপ) ।

শক্য—বিণ. সাধ্য ; করিতে পারা যায় এমন । [সং. √শক + য (র্ম)] ।

শক্র—বি. দেবরাজ ইন্দ্র । [সং. √শক্ + র] ।

শখ—বি. আগ্রহ, মনের ঝোঁক (ছবি আঁকার শখ) ; পছন্দ, সাধ, লাভাকাঙ্ক্ষাহীন খেয়াল বা রুচি (শখের জিনিস) ; চিত্তবিনোদনের অভিপ্রায় (শখ করে বিদেশ-ভ্রমণ) । [আ. শৌক] ।

শঙ্কনীয়—বিণ. ভয়ের যোগ্য । [সং. √শঙ্ক্ + অনীয়(র্ম)] ।

শঙ্কর—(১) বিণ. মঙ্গলকারী । (২) বি. শিব ; বেদান্তসূত্র ও উপনিষদ্ ইত্যাদির সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য : শঙ্করাচার্য ; সামুদ্রিক মৎস্যবিশেষ । [সং. শম্ (=মঙ্গল) + √কৃ + অ (র্তৃ)] । **শঙ্করী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) মঙ্গলকারিণী । (২) বি. (স্ত্রী.) শিবপত্নী, দুর্গা ।

শঙ্কা—বি. ভয়, আশঙ্কা ; সংশয় । [সং. √শঙ্ক্ + অ(ভা) + আ] । বিণ. **~হর, ~হরণ**—শঙ্কাদূরকারী । বিণ. (স্ত্রী.) **~হরা** । বিণ. **শঙ্কিত**—শঙ্কাপ্রাপ্ত, শঙ্কাযুক্ত, ভীত । বিণ.(স্ত্রী.) **শঙ্কিতা** । বিণ. **শঙ্কিল**—শঙ্কাপূর্ণ বা বিপজ্জনক ('শঙ্কিল পঙ্কিল বাট' : গো. দা., 'মরণ-শঙ্কিল পথে' : রবীন্দ্র) । বিণ. (সমাসের উত্তরপদে) **শঙ্কী** (শঙ্কিন্)—শঙ্কাযুক্ত (পাপশঙ্কী, অমঙ্গলশঙ্কী) ।

শঙ্কু—বি. পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ, শেল ; শলাকা, শলা, কীলক, গোঁজ ; (জ্যোতিষ.) সূর্যের ছায়া মাপিবার জন্য ব্যবহৃত দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমাণ কাঠিবিশেষ ; বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন । [সং. √শঙ্ক + উ (পে)] । বি. **~পট্ট**—সূর্যঘড়ি, sun-dial ।

শঙ্খ—(১) বি. বৃহদাকার শামুক-জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষ, শাঁখ, কম্বু ; মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে ফুৎকারদ্বারা বাদিত শঙ্খের খোলা ; প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ, শঙ্খনির্মিত বলয়বিশেষ, শাঁখা । (২) বি. বিণ. লক্ষকোটি সংখ্যা বা সংখ্যক, ১০০০০০০০০০০০০ সংখ্যা । [সং.] । বি. **~কার**—শাঁখের গহনা ও জিনিসপত্র নির্মাতা, শাঁখারী, শঙ্খব্যবসায়ী । বি. **~চক্রগদাপদ্মধারী** (-রিন্)—বিষ্ণু, নারায়ণ । বি. **~চিল**—শুভ্র বক্ষোদেশযুক্ত চিলবিশেষ । বি. **~চূড়**—বিষধর সর্পবিশেষ । বি. **~চূর্ণী**—সধবা নারীর প্রেত, শাঁখচুন্নী । বি **~ধ্বনি, ~নাদ**—শাঁখ বাজাইবার শব্দ । বি. **~বণিক্** (-ণিজ্)—শাঁখারী । বি. **~বলয়**—শঙ্খনির্মিতবলয়, শাঁখা । বি. **~বিষ**—(বাং.) সেঁকোবিষ ।

শঙ্খিনী—বি.(স্ত্রী.) নায়িকা বা স্ত্রীজাতির শ্রেণীবিশেষ ; সধবা নারীর প্রেত, শাঁকচুন্নী । [সং. শঙ্খ + ইন্ + ঈ(স্ত্রী.)] ।

শচী, শচি—বি দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী ; শ্রীচৈতন্যের মাতা । [সং.] । বি. **~নন্দন**—শ্রীচৈতন্য । বি. **~জ্ঞ, ~পতি, ~বিলাস, ~শ**—ইন্দ্র । বি. **~মাতা** (-তৃ)—শ্রীচৈতন্যের জননী ।

শজারু—বি. বড় বড় কাঁটায় সর্বাঙ্গ আবৃত জন্তুবিশেষ, শল্লকী । [সং. শল্লকরূপ] ।

শজিনা, (কথ্য) শজনে—বি. গাছবিশেষ (শজনে ফুল) । [সং. শোভাঞ্জন] । বি. **~খাড়া**—তরকারিরূপে ব্যবহার্য শজিনাগাছের ডাঁটা ।

শটকা—**সটকা**-র বানানভেদ ।

শটকান—**সটকান**-র বানানভেদ ।

শটকে—**শতকিয়া**-র কথ্য রূপ ।

শটন—বি. পচিয়া যাওয়া । [সং. √শট্ (=অবসাদ) + অন (ভা)] । বিণ. **শটিত**—পচা, শড়া ।

শটি, শটী—বি. হলুদজাতীয় ওষধিবিশেষ বা উহার কন্দ যাহা হইতে পালো হয় । [সং. √শট্ + ই (র্তৃ)] । বি. **~ফুড্**—শটির পালো ।

শঠ—বিণ. খল, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত , গোপনে অনিষ্টকারী । [সং. √শঠ্ + অ(র্তৃ)] । **শঠে শাঠ্যং**—শঠ ব্যক্তির সঙ্গে শঠতা (করার নীতি) । বি. **~তা**—**শাঠ্য** দ্র: ।

শড়কি—**সড়কি**-র বানানভেদ ।

শড়া—(১) ক্রি. পচিয়া যাওয়া । (২) বি. উক্ত অর্থে । [সং. √শট্ + বাং. আ] । **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পচান, পচাইয়া ফেলা । (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে ।

শণ—বি. ক্ষুদ্র গাছবিশেষ বা তাহার আঁশ । [সং.] । **শণের দড়ি**—শণের আঁশে তৈয়ারি দড়ি । **শণের নুড়ি**—শুভ্রবর্ণ শণের আঁশের গোছা, (আল.) পাকা চুল । বি. **~সূত্র**—শণের আঁশে তৈয়ারি সুতা ।

শণ্ড, শণ্ঢ—**ষণ্ড** দ্র: ।

শত—(১) বি. ১০০ সংখ্যা । (২) বিণ. ১০০ সংখ্যক ; নানা, বিবিধ (শতরকম) ; অসংখ্য ('শতরূপে শতবার' : রবীন্দ্র) । [সং.] । **~ক**—(১) বিণ. শতসংখ্যাযুক্ত । (২) বি. শতসংখ্যা ; শতাব্দী (অষ্টাদশ শতক) ; একশতটি বস্তুর সমষ্টি ; একশত শ্লোক বা কবিতা সংবলিত কাব্য (সদ্ভাবশতক) । অব্য. **~করা**—প্রতি একশতে, শতের অনুপাতে (শতকরা হারে) । বি. **~কিয়া**—এক হইতে

একশত পর্যন্ত গণনা। বিণ. ~কোটি—(আল.) অসংখ্য। বি. ~ক্রতু—(একশত 'ক্রতু' অর্থাৎ যজ্ঞ (অশ্বমেধ) করিয়াছিলেন বলিয়া) ইন্দ্র। বিণ. ~গ্রন্থি—একশত বা অসংখ্য গিঁঠযুক্ত। বি. ~ঘ্নী—এককালে একশত যোদ্ধা হননে সমর্থ প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। বি. ~চ্ছদ—শতদল পদ্ম; কাঠঠোকরা পাখি। বিণ. ~চ্ছিন্ন—নানাস্থানে ছিন্ন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন। বিণ. ~তম—শতসংখ্যার পূরক। বি. ~দল—(বহুপাপড়িবিশিষ্ট বলিয়া) পদ্মফুল। বি. ~দলবাসিনী—লক্ষ্মীদেবী। অব্য. ক্রি-বিণ. ~ধা—শতরকমে (শতধা বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত, বিদীর্ণ), শতবার। ~ধার—(১) বিণ. শতধারযুক্ত বা প্রান্তবিশিষ্ট; বহু স্রোতযুক্ত বা ধারাযুক্ত। (২) বি. বজ্র। ক্রি-বিণ. ~ধারে—অজস্রধারায়। বি. ~পত্র—পদ্ম; ময়ূর। শতপথ ব্রাহ্মণ— যজুর্বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণাংশবিশেষ। বি. ~পদী—বৃশ্চিক, বিছা; কেন্নো। বি. ~ভিষক্ (-ষজ্), ~ভিষা—নক্ষত্রবিশেষ। বি. ~মারী (-রিন্)—শতবার পারদজারণকারী; উত্তম-চিকিৎসক; (ব্যঙ্গে) একশত রোগীর প্রাণবধ করিয়া যে চিকিৎসক হইয়াছে, হাতুড়ে চিকিৎসক, কুবৈদ্য। বিণ. ~মুখ—কোনও বিষয়ে উচ্ছ্বাসের সহিত পুনঃপুনঃ কথা বলে এমন, মুখর (নিন্দায় শতমুখ হওয়া)। বি. ~মুখী—ঝাঁটা। বি. ~মূলী—লতাবিশেষ বা তাহার শিকড়। ~রূপা—(১) বি সরস্বতী দেবী; ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রী। (২) বিণ. শত বা বহু বর্ণে অথবা রূপে পরিশোভিতা ('শতরূপা এই কুসুমের মাসে')। অব্য. ক্রি-বিণ. ~শঃ (-শস্)—শতশত করিয়া। বিণ. ~সহস্র—বহু, অসংখ্য; সহস্রের শতগুণ, এক লক্ষ। বি. ~হ্রদা—বিদ্যুৎ।

শতরঞ্জ, শতরঞ্চ—বি. দাবাখেলা। [আ. শৎরঞ্জ্ <সং. চতুরঙ্গ]।

শতরঞ্জি, শতরঞ্চি—বি. পাতিয়া বসিবার উপযোগী, মোটা সুতায় তৈয়ারি বিস্তৃত চাদরবিশেষ। [আ. শৎরঞ্জী]।

শতাংশ—বি. একশত ভাগ; একশত ভাগের একভাগ। [সং. শত + অংশ]।

শতাব্দ, শতাব্দী—বি. একশতবর্ষব্যাপী কালপরিমাণ, শতক, century। [সং. শত + অব্দ + ঈ]।

শতায়ুঃ (-য়ুস্), (চলিত) শতায়ু—বিণ. শতবর্ষজীবী; দীর্ঘজীবী। [সং. শত + আয়ুস্, আয়ু]।

শতেক—বিণ. একশত; বহুশত, অসংখ্য, বহু। [সং. শত + এক (বাং. সন্ধি)]। বিণ. (স্ত্রী.) ~খোয়ারি, খোয়ারী—যাহার ভাগ্যে বহু খোয়ার বা দুর্গতি আছে এমন নারী; (শিখি.) যে নারী বহু স্বজনকে খোয়াইয়াছে (গালিবিশেষ)।

শত্রু, (কথ্য) শত্তুর—বি. অরি, বৈরী, রিপু; বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ। [সং. √শদ্ + রু (র্তৃ)]। শত্রুর মুখে ছাই—শত্রুর উপায় ব্যর্থ হওয়ার কামনা। ~ঘ্ন—(১) বিণ. শত্রুধ্বংসকারী। (২) বি. সুমিত্রার গর্ভজাত দশরথের চতুর্থ পুত্র। বিণ. ~জয়ী (-য়িন্), ~জিৎ, ~ঞ্জয়—শত্রুদমনকারী, শত্রুকে পরাজয়কারী। বি. ~তা—শত্রুর ন্যায় আচরণ, বৈরিতা, প্রতিকূলতা। বি. ~মিত্রভেদ—কে বন্ধু কে শত্রু তাহা বিচার, আত্মপরবিচার। বিণ. ~সঙ্কুল, সংকুল—শত্রুপূর্ণ।

শনশন—অব্য. বাতাস বাণ প্রভৃতির অতি দ্রুত বেগসূচক (শনশন ক'রে হাওয়া বইছে)। [ধ্বন্যা.]।

শনাক্ত, সনাক্ত—বি. নিশানদিহি, জ্ঞাত বা পরিচিত বলিয়া নির্দেশ। [আ. শিনাখ্ৎ]।

শনি—বি. সূর্যপুত্র, অশুভ গ্রহবিশেষ (শনির প্রবেশ); সপ্তাহের বারবিশেষ; (আল.) শত্রু, সর্বনাশকারী। [সং.]। শনির দশা—শনিগ্রহের ভোগকাল। শনির দৃষ্টি—(আল.) অতি দুঃসময় বা দুর্দশা। বি. ~বার—সপ্তাহের সপ্তম বা শেষ দিন (শনিদেব এই দিবসের অধিদেবতা)।

শনৈঃ (-নৈস্)—অব্য. ক্রি-বিণ. ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে। [সং.]। শনৈঃ শনৈঃ—আস্তে আস্তে, অদ্রুত।

শনৈশ্চর—বি. শনিগ্রহ; ধীরগতি। [সং. শনৈস্ + চর]।

শপ—বি. বৃহৎ মাদুরবিশেষ। [দেশী]।

শপথ, (কাব্যে) শপতি—বি. প্রতিজ্ঞা, দিব্য (শপথ করিয়া বলা ('শপতি করিয়া বলি': চণ্ডী.)। [সং. শপথ]।

শপ্ত—বিণ. শাপগ্রস্ত, অভিশপ্ত। [সং. √শপ্ + ত (র্ম)]।

শফ—বি. গোরু, ঘোড়া ইত্যাদি জন্তুর ক্ষুর। [সং.]।

শফর, শফরী—বি. পুঁটিমাছ। [সং. শফ + √রা + অ, ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)]।

শফেদ—বিণ. শ্বেত, শুভ্র, সাদা। [ফা.]।

শব—বি. মৃতদেহ, মড়া, লাশ। [সং. √শব্ (= বিকার) + অ (র্তৃ)]। বি. ~দহন, ~দাহ—অগ্নিযোগে মৃতদেহ ভস্মীভূত করা। বি. ~দাহস্থান—শ্মশান, যেখানে মড়া পোড়ান হয়। বি. ~দেহ—মৃতদেহ, মড়া। বি. ~ব্যবচ্ছেদ—শারীরবিজ্ঞান শিক্ষার্থ বা মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ার্থ মৃতদেহ অস্ত্রদ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া পরীক্ষা। বি. ~যাত্রা—দাহ করা বা কবর দেওয়ার জন্য মৃতদেহ লইয়া যাওয়া। বি. ~যান—(প্রধানতঃ কবর দিবার জন্য) মৃতদেহ বা মৃতদেহপূর্ণ কফিন অর্থাৎ শবাধার বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার গাড়ি। বি. ~সৎকার—শবদাহ; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বি. ~সাধনা—(সদ্যোমৃত পুরুষের) শবের উপরে অশ্বারোহণের ভঙ্গীতে উপবেশনপূর্বক তান্ত্রিক সাধনাবিশেষ। বি. শবাধার—যে আধার বা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া শবদেহ কবর দেওয়া হয়। বি. শবানুগমন—শবদেহ শ্মশানে বা কবরে লইয়া যাইবার সময়ে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বা তাহার জন্য শোকপ্রকাশার্থ সঙ্গে গমন। বি. শবানুযাত্রী (-ত্রিন্)—শবানুগমনকারী। বি. শবাসন—তান্ত্রিক সাধনায় আসনরূপে ব্যবহৃত শবদেহ। বি. শবাসনা—শবের উপরে অবস্থিতা কালিকাদেবী। [শব + আসন + (স্ত্রী.) আ]।

শবদ—শব্দ-র কোমল রূপ।
শবর—বি. ব্যাধ, কিরাত, ভারতের প্রাচীন জাতিবিশেষ। [সং. শব + √রা + অ (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **শবরী**।
শবল—বিণ. নানাবর্ণযুক্ত, চিত্রবিচিত্র। [সং.]। **শবলা, শবলী**—(১) বিণ. **শবল**-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. বহুবর্ণা গাভী; বশিষ্ঠের কামধেনু। বিণ. **শবলিত**—নানা-বর্ণের সমাবেশে বিচিত্র।
শবেবরাত—বি. মুসলমানদের পর্ববিশেষ। [ফা. শব্ + ই + বরাত্]।
শব্দ—বি. আওয়াজ, ধ্বনি, রব, নাদ, স্বন; অর্থসূচক ধ্বনি, অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি। [সং.]। **টুঁ-শব্দ**—সামান্যতম আওয়াজ। বি. **~কোষ**—অভিধান। **~বহ**—(১) বি. বাতাস; আকাশ। (২) বিণ. শব্দ-বহনকর। বি. **~বিন্যাস**—যথাস্থানে শব্দস্থাপনপূর্বক বাক্যরচনা। বিণ. **~বেধী** (-ধিন্), **~ভেদী** (-দিন্)—শব্দ শুনিয়া লক্ষ্যভেদে সমর্থ (শব্দভেদী বাণ)। বি. **~ব্রহ্ম**—শব্দরূপ বা শব্দাত্মক ব্রহ্ম; বেদ। বি. **~শক্তি**—অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শব্দের অর্থবোধিকা বৃত্তি। অব্য. ক্রি-বিণ. **~শঃ** (-শস্), (চলিত) **~শ**—শব্দানু-সারে। বি. **~শাস্ত্র**—ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। বিণ. **~হীন**—নিঃশব্দ, নীরব, ধ্বনিশূন্য। বিণ. **শব্দাতীত**—শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না এমন, অনির্বচনীয়। বিণ. **শব্দায়-মান**—শব্দ করিতেছে এমন। বি. **শব্দার্থ**—শব্দের মানে। বি. **শব্দালঙ্কার, শব্দালংকার**—(অল.) রচনার মাধুর্যসাধক, বিশিষ্ট ভঙ্গির শব্দবিন্যাস অর্থাৎ অনুপ্রাস যমক শ্লেষ প্রভৃতি (তু. **অর্থালঙ্কার**)। বিণ **শব্দিত**—ধ্বনিত, আওয়াজযুক্ত। বি. **শব্দেন্দ্রিয়**—কান, কর্ণ।
শম—বি. শান্তি, নিবৃত্তি, কামক্রোধাদির উপশম; চিত্তের স্থিরতা বা সংযম; বাসনার নিবৃত্তি। [সং. √শম্ + অ (ভা)]। বিণ. **শমী১** (-মিন্)—শমগুণবিশিষ্ট, সংযমী; শান্ত।
শমন—বি. মৃত্যুর দেবতা, যম; প্রশমন, শান্তিসম্পাদন, শান্তি; দমন; যজ্ঞার্থে পশুবধ। [সং. √শম্ + ণিচ্ + অন (র্তৃ, ভা)]। বি. **~সদন, ~ভবন**—যমালয়। বিণ. **শমনীয়**—প্রশমনযোগ্য, নিবারণীয়; দমনযোগ্য বা বিনাশযোগ্য।
শময়িতা (-তৃ)—বিণ. উপশমকারী, নিবারক; দমন-কারী; বিনাশক। [সং. √শম্ + ণিচ্ + তৃ (র্তৃ)]।
শমি, শমী২—বি. বাবলাজাতীয় বৃক্ষবিশেষ, সাঁইগাছ (ইহার কাঠদ্বারা যজ্ঞাগ্নি জ্বালান হয়)। [সং. √শম্ + ই (র্তৃ), + ঈ]।
শমিত—বিণ. প্রশমিত, নিবারিত; দমিত; বিনাশিত। [সং. √শম্ + ণিচ্ + ত(র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **শমিতা**।
শম্পা—বি. বিদ্যুৎ, বিজলী। [সং.]।
শম্ব—বি. লৌহাবৃত মুখযুক্ত মুদ্গর; মুদ্গরাদির মুখের লৌহাবরণ, শামা; বজ্র। [সং.]।
শম্বর—বি. মৃগবিশেষ; মৎস্যবিশেষ; অসুরবিশেষ; জল। [সং.]। বি. **শম্বরারি**—শম্বরাসুরহন্তা কামদেব।

শম্বুক, শম্বূক—বি. জলচর প্রাণিবিশেষ, শামুক; শূদ্র হইয়াও তপস্যা করার অপরাধে রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত তাপসবিশেষ। [সং.]। **~গতি**—(১) বি. অতি ধীর গতি, শামুকের ন্যায় অতি ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া চলন; (আল.) দীর্ঘসূত্রতা। (২) বিণ. শামুকের ন্যায় ধীরে ধীরে চলে এমন।
শম্ভু—বি. শিব। [সং. শম্(=সুখ, মঙ্গল) + √ভূ + উ(র্তৃ)]।
শয়তান—বি. ইহুদী খ্রিস্টীয় ও ইসলামি পুরাণোক্ত ঈশ্বরদ্বেষী দেবদূতবিশেষ; পাপাত্মা, অতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তি। [আ. শৈতান্]। বি. **শয়তানি**—দুর্বৃত্ততা, বদমাশি। **শয়তানী**—(১) বি.(স্ত্রী.) অতি দুষ্টা নারী। (২) বিণ. শয়তান-সংক্রান্ত বা তাহার যোগ্য (শয়তানী বুদ্ধি)।
শয়ন—বি. শোয়া (শয্যায় শয়ন); নিদ্রা (শয়নে স্বপনে); বিছানা ('প্রভাতে জাগিয়া শূন্য এ শয়নে': রবীন্দ্র)। [সং. √শী + অন (ভা, ধি)]। বি. **~কক্ষ, ~গৃহ, ~মন্দির, শয়নাগার**—শুইবার জন্য নির্দিষ্ট ঘর। বি. **~কাল**—নিদ্রার সময়। বি. বিণ. **শয়নীয়**—শয্যা, শয্যাগৃহ, যাহাতে শোয়া যায়।
শয়ান, শয়িত—বিণ. শুইয়া আছে এমন ('দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান', রবীন্দ্র); নিদ্রিত। [সং. √শী + আন (র্তৃ), ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **শয়ানা, শয়িতা**।
শয্যা—বি. বিছানা, যাহার উপরে বা যেখানে শয়ন করা হয় (ধুলিশয্যা); শয়ন (শয্যাগৃহ)। [সং. √শী + য (ধি, ভা) + আ]। ক্রি. **শয্যা লওয়া**—(প্রধানতঃ পীড়িতা-বস্থায়) শয্যাশায়ী হওয়া। বি. **~কণ্টক, ~কণ্টকী**—যে ব্যাধিতে বিছানায় শুইলে গায়ে কাঁটা বিঁধে বলিয়া মনে হয়। বিণ. **~গত**—বিছানায় শুইয়া আছে এমন; (পীড়াদিহেতু) বিছানা হইতে উঠিতে অক্ষম। বিণ. (স্ত্রী.) **~গতা**। বি. **~গার, ~গৃহ**—ঘুমাইবার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ। বি. **~তল**—বিছানার তলদেশ, বিছানার উপরি-ভাগ (সে শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল)। বি. **~তুলুনি**—বিবাহের পরদিন ভোরে বরবধূর বাসরের শয্যা তোলার বাবদ বরের নিকট কন্যাপক্ষীয় নারীদের প্রাপ্য অর্থ। বি. **~তোলা**—বিবাহের পরদিন ভোরে বরবধূর বাসরের শয্যা তোলার স্ত্রী-আচারবিশেষ। বি. **~রচনা**—বিছানা পাতা। বিণ. **~শায়ী**—শয্যাগত-র অনু-রূপ। বিণ.(স্ত্রী.) **~শায়িনী**। বি.(স্ত্রী.) **~সঙ্গিনী**—পত্নী, স্ত্রী। বি. **~স্তরণ**—বিছানার চাদর।
শর১—সর-এর বানানভেদ।
শর২—বি. বাণ, তীর; তৃণবিশেষ, খাগড়াগাছ। [সং.]। বি. **~ক্ষেপ, ~ক্ষেপণ, ~ত্যাগ, ~নিক্ষেপ**—লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বাণ ছোঁড়া। বি. **~জাল**—বাণসমূহ; একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর। বি. **~বন**—শরতৃণে পূর্ণ ভূমি। বি. **~বর্ষণ**—একই সময়ে বহু শর নিক্ষেপ। বিণ. **~বিদ্ধ**—বাণদ্বারা বিদ্ধ। বি. **~ব্য**—বাণ নিক্ষেপের লক্ষ্য, যাহার প্রতি তীর ছোঁড়া হয়; নিশানা। বি. **~শয্যা**—বাণদ্বারা নির্মিত শয্যা (তীর-গুলি এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে তাহাদের একপ্রান্ত মাটির মধ্যে ও অপরপ্রান্ত শয়ান ব্যক্তির দেহমধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়াছে এবং ঐ ব্যক্তির দেহ মাটি হইতে কিছু উপরে অবস্থান করিতেছে ; ভীষ্মের শরশয্যা)। বি. **~সন্ধান**—ধনুকে বাণ যোজনা ; বাণ নিক্ষেপ। বি. **~স্তম্ভ**—বাণের গতিরোধ। বিণ. **শরাহত**—নিক্ষিপ্ত বাণের দ্বারা আহত।

শরচ্চন্দ্র—বি. শরৎকালের চাঁদ। [সং. শরদ্ + চন্দ্র]।

শরণ—বি. আশ্রয় ('তোমার চরণ করব শরণ', 'মরণ মাঝারে শরণ দাও হে' : রবীন্দ্র)। গৃহ ; আশ্রয়দাতা, রক্ষক (দীনশরণ)। [সং. √শৃ + অন (ভা. র্তৃ)]। বিণ **শরণাগত, শরণাপন্ন, শরণার্থী** (-র্থিন্)—আশ্রয়-প্রার্থী। বিণ. (স্ত্রী.) **শরণাগতা, শরণাপন্না, শরণা-র্থিনী**। বিণ. **শরণ্য**—রক্ষাকর্তা ; রক্ষণসমর্থ। **শরণ্যা**—(১) বিণ. **শরণ্য**-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. দুর্গা।

শরণি, শরণী—সরণি-র বানানভেদ।

শরৎ (-দ্)—বি. (চলিত মতে ভাদ্র-আশ্বিনমাসব্যাপী) ঋতুবিশেষ। [সং.]।

শরদ—বি. বীণাযন্ত্রবিশেষ, সরোদ। [সং. শারদা]।

শরদিন্দু—বি. শরৎকালের চাঁদ যাহা অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল। [সং. শরদ্ + ইন্দু]। বিণ. **~নিভাননা**—শরৎ-কালের চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও সুন্দর) মুখবিশিষ্ট।

শরবত, শরবৎ—বি. চিনি, ফলের রস প্রভৃতি মিশাইয়া প্রস্তুত পানীয়বিশেষ। [আ.]। বি. **শরবতি, শরবতী**—লেবুবিশেষ।

শরভ—বি. মৃগবিশেষ ; পৌরাণিক অষ্টপদ ও সিংহাপেক্ষা বলবান্ মৃগবিশেষ ; উষ্ট্র ; হস্তিশাবক ; পতঙ্গবিশেষ, শলভ। [সং.]।

শরম—বি. লজ্জা (লজ্জা-শরম)। [ফা.]।

শরা, সরা—বি. মাটির তৈয়ারি হাঁড়ি কলসীর ঢাকনি, ধরা-কে শরা জ্ঞান)। [সং. শরাব, সরাব]।

শরাব—বি. মদ্য, সুরা। [আ.]।

শরাসন—বি. ধনু। [সং. শর + √অস্ (= নিক্ষেপ) + অন (ণে)]।

শরিক, শরীক—বি. অংশী, ভাগীদার (কর্তৃত্বে শরিক হওয়া, দুই শরিকের বিবাদ)। [ফা. শরীক্]। বি. **শরি-কান, শরীকান**—একাধিক শরিক। বি. **শরিকানা, শরীকানা**—শরিকের প্রাপ্য অংশ। বিণ. **শরিকানি, শরিকানী, শরিকী, শরীকী**—একাধিক অংশী আছে এমন, এজমালী (শরিকি সম্পত্তি)।

শরিফ, শরীফ—বিণ. মহানুভব, পবিত্র, উচ্চমনা (শরিফ আদমি) ; অভিজাত ; মক্কার শাসনকর্তার উপাধি ; খুশি, প্রফুল্ল (মেজাজ শরীফ)। [আ. শরীফ্]।

শরিয়ৎ, শরীয়ৎ—বি. মুসলিম ধর্মশাস্ত্র। [আ. শরী-য়ৎ]।

শরীর—বি. দেহ। [সং. √শৄ (= ছিন্ন বা শীর্ণ হওয়া) + ঈর (র্ম)]। বিণ. **~গত**—শারীরিক, দেহস্থ ; শরীরের অভ্যন্তরস্থ। বিণ. **~জ**—শরীর হইতে উৎপন্ন, দেহ-জাত। বিণ. বি. **শরীরী** (-রিন্)—দেহধারী, দেহবিশিষ্ট, মূর্ত (শরীরী রূপ : তু. অশরীরী) ; দেহী ; প্রাণী ; মনুষ্য ; জীবাত্মা। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **শরীরিণী**।

শর্করা—বি. চিনি ; (সং.) কাঁকর ; দানা, পাথরি। [সং.]। বিণ. **~বৎ**—দানাওয়ালা।

শর্ত—বি. চুক্তির নিয়ন্ত্রক নিয়ম, কড়ার (শর্ত করা, শর্ত-ভঙ্গ)। [আ. শর্‌ৎ]।

শর্ব—বি. শিব। [সং. √শর্ব্ (= হিংসা, বিনাশ) + অ (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী) **শর্বাণী**—শিবানী, দুর্গা।

শর্বরী—বি. রাত্রি, রজনী। [সং. √শৄ + বর (র্তৃ) + ঈ]।

শর্ম (-র্মন্)—বি. (ক্লী.) সুখ ; কল্যাণ। [সং. √শৄ + মন্ (র্তৃ)]।

শর্মা (-র্মন্)—বি. (পুং.) ব্রাহ্মণের উপাধি ; (বাং.—আত্ম-গৌরবে) (শর্মা ভুলবে না)। [সং. √শৄ + মন্ (র্তৃ)]।

শলভ—বি. শস্যনাশক পতঙ্গবিশেষ। [সং.]।

শলা১—সলা২-র বানানভেদ।

শলা২—বি. সরু কাঠি বা সিক ; চিকিৎসার অস্ত্রবিশেষ। [সং. শলাকা]।

শলাকা—বি. শলা কাঠি (অঞ্জন-শলাকা)। [সং. √শল্ + আক (র্তৃ) + আ]।

শলি, শলী—বি ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ। [সং. শুল্ব]।

শল্ক—বি. (প্রধানতঃ মাছের) আঁশ ; বল্কল। [সং. √শল্ + ক (র্তৃ)]।

শল্কী (-ল্কিন্)—(১) বিণ. আঁশযুক্ত। (২) বি. মাছ।

শল্য—বি. শলাকা, শলা ; কাঁটা ; পৌরাণিক অস্ত্র-বিশেষ, শেল ; বাণ ; অস্থি ; শজারু। [সং. √শল্ + য (র্ম)]। বি. **~চিকিৎসা**—অস্ত্রচিকিৎসা, দেহে অস্ত্রো-পচার। বি. **শল্যোদ্ধার**—(প্রধানতঃ দেহে) বিদ্ধ বাণ কাঁটা প্রভৃতি উৎপাটন ; বাস্তুভূমি হইতে প্রোথিত অস্থি উত্তোলন।

শল্ল, শল্লক—বি. আঁশ ; বল্কল। [সং.]। বি. **শল্লকী**—শজারু ; বাবলাগাছ।

শশ, শশক—বি. খরগোশ। [সং.] বি. **শশধর, শশভৃৎ, শশলক্ষণ, শশলাঞ্ছন, শশাঙ্ক**—চন্দ্র। বি. **শশবিন্দু**—বিষ্ণু ; চন্দ্র। বি. **শশবিষাণ, শশশৃঙ্গ**—খরগোশের শিং অর্থাৎ অসম্ভব বস্তু। বিণ. **শশব্যস্ত**—(খরগোশের ন্যায়) অতি চঞ্চল বা ব্যস্ত।

শশিকর—বি. চন্দ্রালোক, জ্যোৎস্না। [সং. শশিন্ + কর]।

শশিকলা—বি. চন্দ্রের কলা বা অংশ ; সংস্কৃত ছন্দো-বিশেষ। [সং. শশিন্ + কলা]।

শশিকান্ত—বি. কুমুদ ; চন্দ্রকান্ত মণি। [সং. শশিন্ + কান্ত]।

শশিভূষণ, শশিশেখর—বি. শশী ভূষণ বা শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার ; শিব। [সং. শশিন্ + ভূষণ, শেখর]।

শশী (-শিন্)—বি. চন্দ্র। [সং. শশ + ইন্]।

শশ্বৎ—অব্য. ক্রি-বিণ. সর্বদা ; বারংবার। [সং.]। বিণ. **শাশ্বত, শাশ্বতিক** দ্রঃ।

আদিতে শর-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য শর২ দ্রঃ।

শষ্প—বি. কচি ঘাস। [সং.]। বিণ. **শষ্পাবৃত**—কচি ঘাসে ঢাকা।
শসন—বি. যজ্ঞার্থ পশুহত্যা; বধ। [সং. √শস্+অন (ভা)]।
শসা—বি. ফলবিশেষ; ক্ষীরিকা। [দেশী]।
শস্তা—**সস্তা** দ্রঃ।
শস্ত্র—বি. (মূলতঃ) যে প্রহরণ হাতে ধরিয়া অর্থাৎ নিক্ষেপ না করিয়া আঘাত করা হয় (তু. **অস্ত্র**); প্রহরণ, আয়ুধ, অস্ত্র; কারিগরি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি; শল্য চিকিৎসার (বিশেষতঃ আয়ুর্বেদের) অস্ত্র। [সং.]। বিণ.বি. **~জীবী** (-বিন্), **শস্ত্রাজীব**—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, সৈনিক। বিণ.বি. **~ধর, ~ধারী** (-রিন্), **~পাণি, ~ভৃৎ, শস্ত্রী** (-স্ত্রিন্)—অস্ত্রধারী, যোদ্ধা। বি. **~বিদ্যা**—অস্ত্রচালনা-বিদ্যা।
শস্প, শস্পাবৃত—যথাক্রমে **শষ্প** ও **শষ্পাবৃত**-এর বানানভেদ।
শস্য—বি. ফসল, কৃষিজাত ফল বা বীজ; ফলের ভক্ষণীয় অংশ বা সারভাগ (কাঁঠালটায় শস্য নেই)। [সং.]। বি. **~ক্ষেত্র**—শস্যোৎপাদনের জমি। বিণ. **~শ্যামল**—সবুজ শস্যপূর্ণ; প্রচুর শস্যের সবুজ আভায় উদ্ভাসিত। বিণ. (স্ত্রী.) **~শ্যামলা**। বি. **শস্যাগার**—ধান্যাদি ফসলের ভাণ্ডার বা সংরক্ষণস্থান, গোলা।
শহর—বি. ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নগর। [ফা.]। বি. **~তলি**—শহরের উপকণ্ঠ বা পার্শ্ববর্তী স্থান। বিণ. **~স্থ**—শহরের। বিণ. **শহুরে**—শহরসুলভ; শহরবাসী, শহরে উৎপন্ন।
শহরৎ—**শোহরত**-এর বর্জি. রূপ।
শহিদ, শহীদ—বি. ধর্মযুদ্ধে নিহত বা ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি। [আ. শহীদ্]।
শা—**শাহ্**-র রূপভেদ।
শাঁ—অব্য. দ্রুত বেগসূচক।
শাউড়ি, শাউড়ী—**শাশুড়ি**-র গ্রা. রূপ।
শাঁই[১]—বি. শমীবৃক্ষ। [সং. শমী]।
শাঁই[২]—অব্য. ক্ষিপ্রতাসূচক (শাঁই করে যাওয়া)। অব্য **~শাঁই**—(প্রধানতঃ বায়ুপ্রবাহের) প্রবল বেগসূচক।
শাঁখ, শাঁক—বি. সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত তাহার খোলা, শঙ্খ। [সং. শঙ্খ]। **শাঁখের করাত**—শঙ্খ কাটিবার করাত: ইহার দাঁতগুলি এমনভাবে তৈয়ারি যে সামনে টানিলেও কাটে, পিছনে টানিলেও কাটে; (আল.) যাহা হইতে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না; উভয়সঙ্কট। বি. **~চুন্নী, ~চুন্নি, ~চুন্নী, শাঁকিনী, শাঁখিনী**—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত সধবা নারীর আত্মা।
শাঁক আলু, শাঁখ আলু—বি. ভক্ষ্য কন্দবিশেষ।
শাঁখা—বি. শঙ্খনির্মিত বলয় বা কঙ্কণবিশেষ: ইহা এয়োতির চিহ্ন। [বাং. শাঁখ+আ]।
শাঁখারি, শাঁখারী—বি. শঙ্খের গহনা বা দ্রব্যাদি নির্মাতা; শঙ্খ-ব্যবসায়ী; হিন্দু জাতিবিশেষ। [বাং. শাঁখ+আরি, আরী]।
শাঁড়া—**ষাঁড়া**-র বানানভেদ।
শাঁপি—**শামি** দ্রঃ।
শাঁস—বি. ফলাদির অভ্যন্তরস্থ সারভাগ, ফলের আঁটির বা বীজের অভ্যন্তরস্থ নরম অংশ; সারপদার্থ (মগজে শাঁস না থাকা)। [সং. শস্য]। বিণ. **শাঁসাল, শাঁসালো**—শাঁসযুক্ত; সারবান্, মাংসল; (আল.) অর্থশালী।
শাক—বি. রাঁধিয়া খাইবার যোগ্য লতাবৃক্ষপত্রাদি (নটে শাক, কলমি শাক, লাউ শাক), পুরাণোক্ত দ্বীপবিশেষ; সেগুন গাছ; শকাব্দ। [সং.]। **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা**—নিন্দনীয় কর্ম গোপনের ব্যর্থ চেষ্টা করা। বি **~পাতা**—বিভিন্ন শাক; নিরামিষ ও অকিঞ্চিৎকর আহার্য। বি. **~ভাত, শাকান্ন**—উপকরণহীন বা ব্যঞ্জনবর্জিত খাদ্য; অত্যন্ত দরিদ্রের উপযোগী খাদ্য। বি. **~সবজি**—তরিতরকারি।
শাকদ্বীপ—বি. পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের অন্যতম; ভারতের উত্তর-পশ্চিমে স্থিত প্রাচীন দেশবিশেষ (শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ)।
শাকম্ভরী—বি. দুর্গাদেবী, হিন্দু তীর্থবিশেষ, শম্বরহ্রদ। [সং]।
শাকুন—(১) বি. পশুপক্ষীর রবদ্বারা মানুষের শুভাশুভ নির্ধারণের শাস্ত্র। (২) বিণ. শকুনজ্ঞ, পশুপক্ষীর রবদ্বারা শুভাশুভ বিচারে পারদর্শী; পক্ষিসম্বন্ধীয়। [সং. শকুন+অ]। বি. **শাকুনিক**—পক্ষিবধকারী ব্যাধ, শকুনজ্ঞ ব্যক্তি; শকুনিসমূহ।
শাক্ত—বিণ. বি. শক্তির উপাসক, তান্ত্রিক (শাক্ত ধর্ম, বামাচারী শাক্ত)। [সং. শক্তি+অ]।
শাক্য—বি. ক্ষত্রিয় বংশবিশেষ; শাক্যকুল-চূড়ামণি বুদ্ধদেব। [সং. শাক+য]। বি. **~মুনি, ~সিংহ**—বুদ্ধদেব।
শাখা—বি. গাছের ডাল; বাহু; অংশ (রাজবংশের একটি শাখা), গ্রন্থাদির বিশেষতঃ বেদের যে কোন অংশ; বৃহৎ বস্তু বা বিষয় হইতে উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তু বা বিষয় (শাখানদী); অংশ, একদেশ (নানা শাখায় বিভক্ত নদী বা ভাষা)। [সং.]। বিণ **~চ্যুত**—বৃক্ষডাল হইতে পতিত। বি. **~ধ্যায়ী** (-য়িন্)—বেদের যে কোন শাখা অধ্যয়নকারী। বি. **~নদী**—কোন নদী হইতে উৎপন্ন নদী। বি. **~মৃগ**—বানর। বি. **~ন্তরাল**—গাছের ডালের আড়াল। **শাখী** (-খিন্)—(১) বি. বৃক্ষ। (২) বিণ. ডালবিশিষ্ট।
শাখোট, শাখোটক—বি শেওড়া গাছ। [দেশী]।
শাগ—**শাক**-এর কথ্য রূপ।
শাগরেদ—বি. শিষ্য, ছাত্র, চেলা। [ফা. শাগির্দ]। বি. **শাগরেদি**- শিষ্যত্ব, চেলাগিরি।
শাঙন, শাঙন—**শ্রাবণ**-এর কোমল রূপ ('শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা': রবীন্দ্র)।
শাঙ্কর—বিণ. শঙ্কর-সম্বন্ধীয়, শঙ্করাচার্য-প্রণীত (শাঙ্কর-ভাষ্য)। [সং. শঙ্কর+অ]।
শাজাদা, শাজাদী—যথাক্রমে **শাহ্‌জাদা** ও **শাহ্‌জাদী**-র বানানভেদ।

শাট—বি. পোশাক (লম্বশাটপটাবৃত)। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **শাটী, শাটিকা**—শাড়ি।
শাঠ্য—বি. শঠতা, ধূর্ততা। [সং. শঠ+য]।
শাড়ি, শাড়ী—বি. স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র। [সং. শাটী]।
শাণ—বি. কষ্টিপাথর; অস্ত্রাদিতে ধার দিবার পাথর বা যন্ত্র। [সং. √শো (=তীক্ষ্ণ করা)+ণ (ণি)]।
শাণিত—বিণ. তীক্ষ্ণীকৃত (শাণিত অস্ত্র, শাণিত দৃষ্টি) ধারাল। [সং. শাণ+ইত]।
শাণ্ডিল্য—বি. গোত্রপ্রবর্তক মুনিবিশেষ। [সং. শণ্ডিল+য]।
শাতকুম্ভ—বি. (বিরল) স্বর্ণ, কাঞ্চন। [সং.]।
শাতন—বি. ছেদন ('পক্ষধরের পক্ষশাতন': সত্যেন্দ্র)। [সং. √শদ্ (=ছেদন)+ণিচ্+অন]।
শাদি—বি. বিবাহ, পরিণয়। [ফা.]।
শাদ্বল—বি. কচিঘাসে ঢাকা জমি। [সং. শাদ্ (=কচিঘাস)+বল]।
শান$_{১}$—বি. পাকা মেঝে। [দেশী]। বিণ. **~বাঁধানো**—ইট-পাথরে তৈয়ারি, পাকা (শান-বাঁধানো মেঝে)।
শান$_{২}$—বি. কষ্টিপাথর; অস্ত্রাদিতে ধার দিবার পাথর বা যন্ত্র, তীক্ষ্ণকরণ। [শাণ দ্রঃ]। ক্রি. **শান দেওয়া**—শানযন্ত্রে বা শানপাথরে অস্ত্রাদিতে ধার দেওয়া; তীক্ষ্ণ করা (ছুরিতে বা বুদ্ধিতে শান দেওয়া)। বি. **~ওয়ালা**—যে শানপাথরে বা শানযন্ত্রে অস্ত্রাদিতে ধার দেওয়ার ব্যবসায় করে। বি. **~পাথর**—অস্ত্রাদিতে ধার দিবার বা ধাতু পালিশ করিবার পাথর।
শানা$_{১}$—বি. তাঁতযন্ত্রের চিরুনির ন্যায় অংশবিশেষ। [দেশী]।
শানা$_{২}$—বি. বর্ম, সাঁজোয়া। [সং. শানী]।
শানা$_{৩}$, শানানো$_{১}$, সানানো—(১) ক্রি. ক্ষুধা-আকাঙ্ক্ষাদি শান্ত বা পরিতৃপ্ত হওয়া, মেটা (এত কমে তার শানায় না, যা সাদা-মাঠা তা'তে তা'র সানায় না)। (২) বি. উক্ত অর্থে। [<সং. √শম্+বাং. আ]।
শানা$_{৪}$—ক্রি. শান দেওয়া। [সং. √শান্ (=তীক্ষ্ণীকরণ)+আ]। **~ন$_{২}$, ~নো$_{২}$**—(১) ক্রি. শান দেওয়া; তীক্ষ্ণ করা (আক্রমণ শানানো)। (২) বি.বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।
শান্ত—(১) বিণ. শান্তিযুক্ত; অচঞ্চল (শান্ত মন); নিবৃত্ত (ক্ষুধা শান্ত করা); ধীর, অনুদ্ধত, শিষ্ট (শান্ত মেয়ে, শান্ত স্বভাব)। (২) বি. (অল.) বৈষ্ণব মতে শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণমূলক রসবিশেষ। [সং. √শম্+ত (ক্ত)]। বি. **~ভাব**—হিংসা ক্রোধ দুঃখ শোক প্রভৃতি সর্বপ্রকার অস্থিরতাবর্জিত মানসিক অবস্থা, উত্তেজনাশূন্য চিত্তবৃত্তি, প্রশান্তি। **~মূর্তি**—(১) বি. শান্তভাবপূর্ণ চেহারা; সৌম্য আকৃতি। (২) বিণ. সৌম্য-আকৃতি-বিশিষ্ট। বিণ. **~শিষ্ট**—নম্র ও ভদ্র। বিণ. **~স্বভাব**—ধীর, অনুদ্ধত, নম্র, বিনয়ী।
শান্তি—বি. শমগুণ, প্রশান্তি, উদ্বেগরাহিত্য, স্থিরতা (মানসিক শান্তি); লালসারাহিত্য, নিস্পৃহতা, বাসনা-কামনার দমন, প্রবৃত্তিদমন (লোভের বা ক্রোধের শান্তি); নিবৃত্তি, উপশম (রোগের শান্তি, দুঃখের শান্তি); উপদ্রবহীনতা (শান্তিরক্ষা); অবসান (যুদ্ধশান্তি); যুদ্ধাবসান (শান্তিস্থাপন); কল্যাণ (শান্তিস্বস্ত্যয়ন); বিশ্রাম (শান্তিলাভার্থ শয়ন)। [সং. √শম্+তি (ক্তি)]। বি. **~জল**—শান্তিনিমিত্ত মন্ত্রপূত জল, যাহা উপাসকদের কল্যাণকামনায় তাহাদের দেহে ছিটান হয়। বি. **~পাঠ**—শান্তিকামনায় মন্ত্রাদি পাঠ। বিণ. **~প্রিয়**—(স্বভাবতঃ) নিরুপদ্রব অবস্থা ভালবাসে এমন। বি. **~রক্ষক**—(বিশেষ অর্থে) কোতোয়াল, পুলিস। বি. **~রক্ষা**—(প্রধানতঃ সাধারণের জীবন) উপদ্রব হইতে রক্ষা; পুলিসের কার্য, বিবাদ-বিসংবাদ বা হৈচৈ হইতে না দেওয়া। বি. **~স্থাপন**—(বিশেষ অর্থে) যুদ্ধাদির অবসান করিয়া সন্ধিস্থাপন। বি. **~স্বস্ত্যয়ন**—রোগ-উপদ্রবাদির অবসান-কামনায় দেবার্চনা।
শান্তিপুরী—(১) বিণ. শান্তিপুরে প্রস্তুত। (২) বি. শান্তিপুরে তৈয়ারি উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়। [শান্তিপুর+ঈ]। বিণ. **শান্তিপুরে**—শান্তিপুরে প্রচলিত বা উৎপন্ন; শান্তিপুরবাসী।
শাপ—বি. অভিসম্পাত, অভিশাপ। [সং.]। বিণ. **~গ্রস্ত**—শাপের ফলে দুর্দশাপন্ন; অভিশপ্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **~গ্রস্তা**। বিণ. **~ভ্রষ্ট**—শাপের ফলে হীনজন্মপ্রাপ্ত। বিণ.(স্ত্রী.) **~ভ্রষ্টা**। বি. **~মুক্তি**—অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ। বি. **~মোচন**—অভিশাপ খণ্ডন। ক্রি. **শাপা**—অভিশাপ দেওয়া। বি. **~শাপান্ত**—শাপমোচন, শাপভঙ্গ; (বাং.) সর্বরকম অভিশাপ (শাপশাপান্ত করা)। বিণ. **শাপিত**—শাপগ্রস্ত; শাপপ্রাপ্ত।
শাবক, শাব—বি. বাচ্চা, ছানা। [সং.]।
শাবর—বিণ. শবরজাতি-সম্বন্ধীয়। [সং. শবর+অ]।
শাবল—বি. মৃত্তিকাদি খুঁড়িবার বা কপাট ইত্যাদি ভাঙ্গিবার জন্য খন্তাজাতীয়, লৌহময় অস্ত্রবিশেষ। [সং. শর্বলা]।
শাবান—বি. ইসলামি বৎসরের অষ্টম মাস। [আ. শাআবান]।
শাবাশ—অব্য. প্রশংসাসূচক উক্তিবিশেষ, ধন্য, বলিহারি (বাহবা, শাবাশ তোরে!)। [ফা.]। ক্রি. **শাবাশা**—কাহাকেও শাবাশ দেওয়া অর্থাৎ প্রশংসা করা।
শাব্দ—বিণ. শব্দ-সম্বন্ধীয় (শাব্দ-বোধ=শব্দার্থ-জ্ঞান)। [সং. শব্দ+অ]। বিণ. **শাব্দিক**—শব্দশাস্ত্রজ্ঞ; বৈয়াকরণ; শব্দ-সম্বন্ধীয়।
শামর—বিণ. (ব্রজ.) শ্যামবর্ণ। [সং. শ্যামল]। বিণ.(স্ত্রী.) **শামরী**।
শামলা$_{১}$—বিণ. শ্যামবর্ণা, কালো (শামলা গাই)। [সং. শ্যামলা]।
শামলা$_{২}$—বি. শালের পাগড়িবিশেষ (উকিলের শামলা)। [আ.]।
শামা$_{১}$—বি. প্রদীপ, বাতি। [আ.]। বি. **~দান**—শেজ, দীপাধার। **শামাপোকা**—শ্যামা$_{২}$ দ্রঃ।

শামা$_{2}$, শামি, শামী, শাঁপি—বি. মুদ্গরাদির লৌহ-মণ্ডিত মুখ বা মুখের লৌহাবরণী। [সং. শম্ব]।

শামিয়ানা—বি. বস্ত্রনির্মিত অস্থায়ী ছাদবিশেষ, চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ। [ফা. শাম্-আনহ্]।

শামিল—বিণ. সদৃশ (মরার শামিল); অন্তর্ভুক্ত (শামিল করা বা হওয়া, ধর্মকর্মের শামিল, কর্তৃত্বে শামিল)। [আ.]।

শামি কাবাব—মুসলমানি প্রথায় প্রস্তুত মাংসের বড়া-বিশেষ।

শামুক—বি. ঝিনুকতুল্য শক্ত আবরণযুক্ত জলচর প্রাণি-বিশেষ। [সং. শম্বুক]। **শামুক চুন**—চুন দ্রঃ।

শায়ক—বি. বাণ, তীর, শর। [সং. √শো+অক (র্তৃ)]।

শায়িত—বিণ. শয়ন করান হইয়াছে এমন; নিপাতিত। [সং. √শী+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **শায়িতা**।

-শায়ী (-য়িন্)—বিণ. শয়নকারী, শয়িত (ধরাশায়ী)। [সং. √শী+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **শায়িনী**।

শায়েস্তা—বিণ. শিক্ষাপ্রাপ্ত; শাস্তিপ্রাপ্ত, দমিত, শাসিত। [ফা. শৈস্তা]।

শারঙ্গী—বি. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারঙ্গ। [সং.]।

শারদ, শারদীয়—বিণ. শরৎকালীন (শারদোৎসব, 'দেখেছি শারদপ্রাতে' : রবীন্দ্র)। [সং. শরদ্+অ, ঈয়]। বিণ. (স্ত্রী.) **শারদী, শারদীয়া**। বি. **শারদা**—দুর্গা-দেবী; সরস্বতী; বীণাবিশেষ।

শারি, শারিকা, শারী—বি. (স্ত্রী.) স্ত্রী-শালিক; (বাং.) শুকের পত্নী বা স্ত্রী-শুক; পাশার গুটি। [সং.]।

শারীর, শারীরিক—বিণ. শরীর-সম্বন্ধীয়; দেহজ, শরীর হইতে উৎপন্ন। [সং. শরীর+অ, ইক]। বি **~বিদ্যা**—শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত, anatomy and physiology। বি. **শারীরবৃত্ত, শারীরবৃত্তি**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, physiology। বি. **শারীরস্থান**—দেহের বিভিন্ন অংশের গঠন ও পরিচয়-জ্ঞাপক শাস্ত্র, anatomy। বি. **শারীরক**—শরীরধারী জীবাত্মার স্বরূপনির্ণয় (শারীরক-সূত্র = বেদান্তসূত্র, শঙ্করা-চার্যের শারীরক-ভাষ্য)।

শার্কর—বিণ. শর্করা-সম্বন্ধীয়, শর্করামিশ্রিত; দানা-ওয়ালা; কাঁকুরে। [সং. শর্করা+অ]।

শার্ঙ্গ—(১) বিণ. শৃঙ্গসম্বন্ধীয়; শৃঙ্গজাত; শৃঙ্গনির্মিত। (২) বি. শৃঙ্গনির্মিত ধনু; বিষ্ণুর ধনু। [সং. শৃঙ্গ+অ]। বি. **~ধর, ~পাণি, ~শার্ঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—বিষ্ণু; ধনুর্ধর।

শার্ট—বি. পুরুষের জামাবিশেষ। [ইং. shirt]। **ফুল শার্ট**—মণিবন্ধ পর্যন্ত হাতাওয়ালা শার্ট। **হাউই শার্ট**—কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা ও কোটের ন্যায় আকারের শার্টবিশেষ। **হাফ শার্ট**—কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা খাটো ঝুলের শার্টবিশেষ।

শার্দূল—বি. ব্যাঘ্র; (সমাসে উত্তরপদে) শ্রেষ্ঠ (নর-শার্দূল)। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শার্দূলী**। বি. **~বিক্রীড়িত** সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

শার্শি, শার্সি—শার্সি-র রূপভেদ।

শাল$_{1}$—বি. বৃহৎ শূল (শালে চড়ান); শেল; (আল.) মর্মান্তিক দুঃখ ('হৃদয়ে রহিল শাল' : ক. ক.)। [সং. শল্য]।

শাল$_{2}$—বি. গৃহ (হাতিশাল, ঢেঁকিশাল); কারখানা (কামারশাল)। [সং. শালা]।

শাল$_{3}$—বি. দামী পশমী গাত্রবস্ত্রবিশেষ (শাল-দোশালা)। [ফা.]। বি. **~ওয়ালা**—শাল-বিক্রেতা। বি. **~কর**—শালওয়ালা; যে ব্যক্তি শাল কাচে ও রিপুকর্মাদি করে।

শাল$_{4}$—বি. বৃহৎ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাষ্ঠ; শোল-জাতীয় বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। [সং.]। **শালের কোঁড়া**—শালগাছের তেজী চারা। বি. **~তি**—শালগাছের গুঁড়িতে তৈয়ারি ক্ষুদ্র অথচ ক্ষিপ্রগামী নৌকাবিশেষ। বি. **~নির্যাস**—ধুনা। বিণ. **~প্রাংশু**—(দেহ বা অঙ্গ সম্বন্ধে) শালগাছের ন্যায় দীর্ঘাকার।

শালগম—বি. রাঁধিয়া খাইবার যোগ্য কন্দবিশেষ। [আ. শলগম্]।

শালগ্রাম—বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত গণ্ডকী-নদীজাত শিলা। [সং. শালগ্রাম (দেশবিশেষ)+অ]। **শাল-গ্রামের শোওয়া-বসা**—(গোলাকার শালগ্রামের ন্যায়) সকল সময়ে একই ভাবে অবস্থান।

শালা$_{1}$—বি. আলয়, আগার, স্থান (অতিথিশালা, পাঠ-শালা, ধর্মশালা); ঘর, কক্ষ (ঢেঁকিশালা); কারখানা (কামারশালা); ভাণ্ডার (শস্যশালা)। [সং. √শল্ (= গতি)+অ(র্তৃ)+আ]।

শালা$_{2}$—বি. শ্যালক, পত্নীর ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি; সম্বন্ধী; গালিবিশেষ। [সং. শ্যালক]। বি. (স্ত্রী.) **শালী$_{1}$**—শ্যালিকা, পত্নীর ভগিনী বা তৎস্থানীয়া নারী; গালি-বিশেষ। বি. (স্ত্রী.) **~জ, ~বৌ**—শ্যালকের পত্নী।

শালি—বি. হৈমন্তিক ধান্য। [সং.]।

শালিক—বি. পাখিবিশেষ। [সং. শারিকা]।

শালিবাহন—বি. বহুবিচিত্র কিংবদন্তীর নায়ক নৃপতি-বিশেষ। ইঁহার প্রবর্তিত অব্দের নাম শকাব্দ।

-শালী (-লিন্)—বিণ. যুক্ত, বিশিষ্ট, সম্পন্ন (অর্থশালী)। [সং. √শাল্+ইন্(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **-শালিনী**।

শালীন—বিণ. লজ্জাশীল, নম্র, বিনয়ী, ভদ্র। [সং. শালা = গৃহ; শালায় প্রবেশযোগ্য, এই অর্থে শালা+ঈন]। বি. **~তা**—ভদ্রতা, শিষ্ট আচরণ (আলাপ-ব্যবহারে শালীনতা)।

শালুক, শালূক—বি. পদ্মাদির মূল, (বাং.) কুমুদ, নাল। [সং. শাল্+উক, ঊক]।

শাল্মলি, শাল্মলী, শাল্মল—বি. শিমুলগাছ; পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের অন্যতম। [সং.]।

শাশুড়ি, শাশুড়ী—বি. পতি বা পত্নীর জননী বা তৎস্থানীয়া, শ্বশ্রূ। [সং. শ্বশ্রূ]।

শাশ্বত, শাশ্বতিক—বিণ নিত্য, অবিনশ্বর, চিরন্তন (শাশ্বত কাল, শাশ্বত ধর্ম, শাশ্বতিক বিরোধ)। [সং. শশ্বৎ+অ, ইক]। বিণ. (স্ত্রী.) **শাশ্বতী, শাশ্বতিকী**।

শাসন—বি. দমন (দুষ্টের শাসন); সুব্যবস্থার সহিত প্রতিপালন (প্রজাশাসন); পরিচালনা (রাজ্যশাসন);

রাজ্য-পরিচালনা (ইংরেজশাসন), নিয়ন্ত্রণ, সংযমন (ইন্দ্রিয়শাসন); উপদেশ, নির্দেশ, আজ্ঞা, বিধি (শাস্ত্রের শাসন); আজ্ঞাপত্র, সনদ (তাম্রশাসন); তিরস্কার, শাস্তিদান (পুত্রকে শাসন), বন্ধন (নিয়মের শাসন)। [সং. √শাস্+অন (ভা)]। বিণ.বি. **শাসক**– শাসনকারী, শাস্তা, শাসনকর্তা। বি. **~কর্তা** (-র্তৃ)—যে শাসন করে; নৃপতি; রাজপ্রতিনিধি; গভর্নর। বি. **~তন্ত্র**—রাজ্যশাসন-প্রণালী। বিণ. **শাসনাধীন**—শাসকের এলাকাভুক্ত। বিণ. **শাসনীয়, শাস্য**—শাসনযোগ্য, দণ্ডনীয়; শিক্ষণীয়। বিণ. **শাসিত**—শাসন বা পরিচালন করা হইয়াছে এমন (স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান)। বিণ.(স্ত্রী.) **শাসিতা**₁।

শাসা—ক্রি. শাসন করা, ভয় দেখানো (আমাকে শাসিয়ে গেল)। [সং. √শাস্+বাং. আ.]।

শাসান, শাসানো—(১) ক্রি. প্রতিশোধ লইবার বা শাস্তি দিবার ভয় দেখান। (২) বি. উক্ত অর্থে। [**শাসা** দ্রঃ]। বি. **শাসানি**—প্রতিশোধগ্রহণের বা শাস্তিদানের ভয়প্রদর্শন।

শাসি—বি. কাচের কপাট। [ইং. sash]।

শাসিতা (-র্তৃ)—বি. শাসনকর্তা; উপদেষ্টা, শিক্ষক। [সং. √শাস্ (+ই)+তৃ (র্তৃ)]।

শাস্তা (-স্তৃ)—বি. শাসনকর্তা; নৃপতি; উপদেষ্টা, গুরু, শিক্ষক; বুদ্ধদেব। [সং. √শাস্+তৃ (র্তৃ)]।

শাস্তি—বি. সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ। [সং. √শাস্+তি(ভা)]। বি. **~বিধান**—শাস্তি দেওয়া।

শাস্ত্র—বি. অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভাণ্ডার; বেদ স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি বিধি-নিষেধসমন্বিত সংস্কৃত গ্রন্থ (শাস্ত্রবিৎ, শাস্ত্র মানিয়া চলা); ধর্মগ্রন্থ (হিন্দুশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ইসলামশাস্ত্র); বিদ্যাবিজ্ঞানাদি-বিষয়ক গ্রন্থ (গণিতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র); বিদ্যা বা বিজ্ঞান (নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ)। [সং. √শাস্+ত্র (ণে)]। বিণ. **~কার**—শাস্ত্র-রচনাকারী। বি. **~চর্চা, শাস্ত্রানুশীলন, শাস্ত্রালোচনা**—শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা। বি. **~জ্ঞ, ~জ্ঞানী** (-নিন্), **~দর্শী**(-র্শিন্)—শাস্ত্র জানে এমন। বি. **~বিধি**—শাস্ত্রের নির্দেশ বা অনুশাসন। বিণ. **~বিহিত, ~সঙ্গত, ~সম্মত, শাস্ত্রানুমত, শাস্ত্রানুমোদিত**—শাস্ত্রনির্দিষ্ট। বি. **~ব্যাখ্যা**—শাস্ত্রীয় বিধিনির্দেশের অর্থ বা তাৎপর্য কথন। বি. **শাস্ত্রার্থ**—শাস্ত্রের তাৎপর্য। **শাস্ত্রী** (-স্ত্রিন্)—(১) বিণ. শাস্ত্রজ্ঞ। (২) বি. শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। বিণ. **শাস্ত্রীয়**—শাস্ত্রসম্বন্ধীয় (শাস্ত্রীয় আলোচনা), শাস্ত্রোক্ত, শাস্ত্রানুমত (শাস্ত্রীয় বিধি, অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান)। বিণ. **শাস্ত্রোক্ত**—শাস্ত্রে উল্লিখিত।

শাহ্—বি. বাদশাহ্, নৃপতি; পারস্যরাজের উপাধি। [ফা.]। বি. **~জাদা**—রাজকুমার। বি. (স্ত্রী.) **~জাদী**—রাজকুমারী। বি. **শাহানশাহ্**—রাজাধিরাজ। বিণ. **শাহি, শাহী**—রাজকীয়, বড়মানুষি, নবাবি (শাহি চালচলন)।

শাহানা—বি. সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [ফা.]।

শিউরা, শিউরান (কথ্য)—যথাক্রমে **শিহরা** ও **শিহরান**-র কথ্য রূপ (শিউরে উঠল)।

শিউলি₁, **শিউলী**—জাতিবিশেষ: ইহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করে। [**সিউলি** দ্রঃ]।

শিউলি₂—বি. শেফালিকা ফুল বা তাহার গাছ। [সং. শেফালি]। বি. **~তলা**—শেফালিকা-গাছের তলদেশ।

শিং, শিঙ—বি. পশুর মাথার দীর্ঘ, শক্ত ও সূচীমুখ হাড়বিশেষ, শৃঙ্গ। [সং. শৃঙ্গ]।

শিংশপা—বি. শিশুগাছ। [সং.]।

শিক—**সিক**-এর বানানভেদ।

শিকড়—বি. বৃক্ষাদির মূল। [দেশী]। ক্রি. **শিকড় গাড়া**—(আল.) অনড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

শিকনি—বি. নাসারন্ধ্র হইতে বহির্গত শ্লেষ্মা, পোঁটা। [সং. শিঙ্ঘাণ]।

শিকল, (কথ্য) **শিকলি**—বি. শৃঙ্খল, নিগড় (শিকলে বাঁধা)। [সং. শৃঙ্খল]।

শিকস্ত—বি. পাকা হাতের টানা লেখা। [ফা.]।

শিকা, (কথ্য) **শিকে**—বি. দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য দড়ি বা তারে নির্মিত ঝুলন্ত আধারবিশেষ। [সং. শিক্য—তু হি. ছীংকা]। **শিকেয় তুলে রাখা**—(আল.) স্থগিত রাখা, বর্তমানে অব্যবহার্য বা অকেজো মনে করা (এসব শিকেয় তুলে রাখ গে)।

শিকায়ৎ, শিকায়েত—বি. দোষারোপ, নিন্দা, অভিযোগ, নালিশ। [আ.]।

শিকার—বি. অস্ত্রাদির সাহায্যে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল জন্তুর প্রাণবধ, মৃগয়া, মৃগয়ালব্ধ প্রাণী; (আল.) হত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্কর্মের লক্ষ্য, নিরীহ ব্যক্তি (গুণ্ডামির শিকার)। [ফা.]। বি. বিণ. **শিকারি, শিকারী**—যে শিকার করে।

শিক্ষক—বিণ বি. শিক্ষাদাতা, অধ্যাপক, উপদেষ্টা, গুরু, মাস্টার। [সং. √শিক্ষ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **শিক্ষিকা**। বি. **~তা**—শিক্ষকের বৃত্তি বা পদ।

শিক্ষণ—বি. শিক্ষাগ্রহণ, অধ্যয়ন। [সং. √শিক্ষ্+অন (ভা)]; শিক্ষাদান, হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা, training (শিক্ষক-শিক্ষণ, teacher's training শারীর-শিক্ষণ, physical training)। [সং. √শিক্ষ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ. **শিক্ষণীয়**—শিখিবার বা শিখাইবার যোগ্য, শিক্ষিতব্য।

শিক্ষয়িতা (-তৃ)—বিণ. শিক্ষাদাতা, শিক্ষক। [সং. √শিক্ষ্+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **শিক্ষয়িত্রী**।

শিক্ষা—বি. অভ্যাস, চর্চা প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তীকরণ (অসিশিক্ষা, সীবনশিক্ষা); বিদ্যাভ্যাস, অধ্যয়ন (বিজ্ঞান শিক্ষা); জ্ঞানার্জন, বিদ্যার্জন (শিক্ষার অগ্রগতি); উপদেশ, নির্দেশ (শাস্ত্রের শিক্ষা), অভিজ্ঞতা, জ্ঞান (ব্যবসায়সম্বন্ধে); আক্কেল, তিক্ত অভিজ্ঞতা (শঠের সংসর্গে বেশ শিক্ষা পেয়েছি); দণ্ড, শাস্তি (চোরকে বা শত্রুকে শিক্ষা দেওয়া), উচ্চারণ-বিষয়ক বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ। [সং. √শিক্ষ্+অ (ভা, ণে)+আ]। বি. **~কর**—রাজ্যমধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে প্রদেয় কর

বা খাজনা। বি. ~গুরু, ~দাতা (তৃ)—শিক্ষক। বি. ~দীক্ষা—শাস্ত্রাধ্যয়ন ও মন্ত্রগ্রহণ; শিক্ষা ও আচরণ। বিণ. ~ধীন—শিক্ষানবিস, apprentice। বি. বিণ. ~নবিস—(প্রধানতঃ কারিগরি বিদ্যায়) শিক্ষার্থী; যে কাজ শিখিতেছে। বিণ. ~প্রদ—শিক্ষাদায়ক; নীতিমূলক। বিণ. ~মূলক—শিক্ষাসংক্রান্ত; শিক্ষাপ্রদ। বিণ. শিক্ষিত—শিক্ষাপ্রাপ্ত (শিক্ষিত মন), বিদ্বান্; শিক্ষা করা হইয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) শিক্ষিতা।

শিখ—বি. গুরু নানক-প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষ। [গুরু. শিখ > সং. শিষ্য]।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—বি. ময়ূরপুচ্ছ; শিখা, চূড়া; কাকপক্ষ, জুল্‌পি। [সং. শিখিন্ + √অম্ + ড (র্তৃ), + ক]। বি. শিখণ্ডিক—কুক্কুট। শিখণ্ডী (-ণ্ডিন্)—(১) বি. ময়ূর; দ্রুপদরাজের পুত্র—তাহার আড়ালে থাকিয়া অন্যায়ভাবে তীর নিক্ষেপপূর্বক অর্জুন ভীষ্মকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; (আল.) যাহার আড়ালে থাকিয়া অন্যায় কাজ করা যায়। (২) বিণ. শিখণ্ডযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী) শিখণ্ডিনী।

শিখর—বি. চূড়া, শীর্ষদেশ, উপরিভাগ; পর্বতশৃঙ্গ। [সং.]। শিখরিণী—(১) বিণ. (স্ত্রী.) শিখরযুক্তা। (২) বি. উত্তমা স্ত্রী। (৩) সংস্কৃত পদ্যের ছন্দোবিশেষ। শিখরী (-রিন্)—(১) বি. পর্বত, পার্বত্য দুর্গ; বৃক্ষ। (২) বিণ. শিখরযুক্ত, তীক্ষাগ্র, pointed।

শিখা১—বি. চূড়া, শীর্ষদেশ; টিকি, আগুনের শিষ (অগ্নিশিখা, দীপশিখা)। [সং]।

শিখা২, শেখা—(১) ক্রি. শিক্ষা করা; অভ্যাস করা চর্চা করা; জ্ঞানলাভ করা (লেখাপড়া, ভদ্রতা শেখা, ঠেকে শেখা, শিখিতে চাই)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [< সং. √শিক্ষ্]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করান, চর্চা করান, জ্ঞানদান করা; বানাইয়া বলিতে শিক্ষা দেওয়া (সাক্ষীকে শিখানো)। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

শিখী (-খিন্)—বি. ময়ূর। [সং. শিখা১ + ইন্]। বি.(স্ত্রী.) শিখিনী। বি. শিখিধ্বজ, শিখিবাহন—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়।

শিগ্‌গির—শীঘ্র-র কথ্য রূপ।

শিঙ—শিং-এর বানানভেদ।

শিঙ্গা, শিঙা, (কথ্য) **শিঙে**—বি. ফুঁ দিয়া বাজাইবার জন্য শৃঙ্গনির্মিত বা ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বি. শিঙাদার—যে শিঙা বাজায়। [সং. শৃঙ্গ]। ক্রি. শিঙ্গা ফোঁকা—(অশি.) মারা যাওয়া।

শিঙ্গাড়া, শিঙাড়া—বি. পানিফল; মশলামিশ্রিত আলু কপি প্রভৃতির পুর-দেওয়া তে-কোণা খাবারবিশেষ। [সং. শৃঙ্গাটক]।

শিঙ্গার—বি. নায়ক-নায়িকার বেশ-বিন্যাস বা মিলনসজ্জা। [সং. শৃঙ্গার]।

শিঙ্গি, শিঙি—বি. মাথায় সরু দাঁড়াওয়ালা মাগুরজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [সং. শৃঙ্গী]।

শিঞ্জন, শিঞ্জিত১—বি. নূপুর ইত্যাদির শব্দ, ভূষণধ্বনি। [সং. √শিঞ্জ্ + অন, ত (ভা)]।

শিঞ্জিত২—বিণ মুখর, শব্দকারী ('নূপুরশিঞ্জিত পদ' রবীন্দ্র)। [সং. শিঞ্জা + ইত]।

শিঞ্জিনী—বি নূপুর; ধনুগুর্ণ। [সং. √শিঞ্জ্ + ইন্(র্তৃ) + ঈ]।

শিটা, শিঠা, (কথ্য) **শিটে**—বি গাদ, কাইট। [সং শিষ্ট (- অবশিষ্ট)]।

শিটি, সিটি—বি. শিস্, মুখ দিয়া বাঁশীর মতো শব্দ করা শিটি দেওয়া)। [দেশী]।

শিতান—শিথান-এর রূপভেদ।

শিতি—(১) বি শুক্লবর্ণ (বিরল), কৃষ্ণ বা নীল বর্ণ। (২) বিণ. শুক্ল, কৃষ্ণ বা নীল। [সং]। বি. ~কণ্ঠ—শিব; ময়ূর।

শিথান—বি শিয়রদেশ, ('কেশরাশি শিথান ঢাকি পড়েছে': রবীন্দ্র), মাথার বালিশ ('পিরীতি শিথান মাথে', চণ্ডী.)। [সং শিরঃস্থান]।

শিথিল—বিণ. শ্লথ, লোল (শিথিল চর্ম), আলুলায়িত (শিথিল কবরী); বিস্রস্ত, আলুথালু ('শিথিল কেশবাস'); আলগা, ঢিলা, বিচ্যুতপ্রায় (শ্রদ্ধা-ভক্তি বা বিশ্বাস শিথিল হওয়া, 'শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন', রবীন্দ্র); অবসন্ন, ক্লান্ত (শিথিল দেহ), মন্থর, অলস (শিথিল গতি)। [সং √শ্লথ (= দুর্বলতা) অথবা, বৈদিক সং শ্রথির(ল)-শব্দজ]। বি. ~তা।

শিন্নি—শিরনি-র কথ্য রূপ।

শিপ্রা—বি. উজ্জয়িনীতে প্রবাহিত চম্বল-নদীর শাখাবিশেষ।

শিব—(১) বি. শুভ, মঙ্গল (শিব ও অশিব), মহাদেব, মহেশ, মহেশ্বর, ঈশান, ধূর্জটি, পশুপতি, শঙ্কর, শম্ভু, ভোলানাথ, ত্রিলোচন, কৃত্তিবাস, চন্দ্রশেখর, নীলকণ্ঠ, ব্যোমকেশ, রুদ্র, আশুতোষ, পিনাকী, কাশীশ্বর, উমাপতি, গঙ্গাধর, ত্র্যম্বক। (২) বিণ শুভদ, সুখদ; রম্য। রম্য। [সং. √শী + ব (গে)]। শিব গড়তে বাঁদর গড়া—(আল.) খুব ভাল কিছু করিতে গিয়া খারাপ কিছু করা। শিবরাত্রির সলতে—(আল.) একমাত্র সন্তান বা বংশধর। শিবহীন যজ্ঞ—(আল.) প্রধান ব্যক্তিকে বাদ দিয়া কৃত অনুষ্ঠান। শিবের অসাধ্য—(আল.) সর্বতোভাবে ও সর্বজনের পক্ষে অসাধ্য। বি.(স্ত্রী.) শিবা—শিবজায়া, দুর্গাদেবী; শৃগালী। বি.(স্ত্রী.) শিবানী—দুর্গাদেবী। বি. ~চতুর্দশী—ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী। বি. ~জ্ঞান—শুভজ্ঞান, সমস্তই মঙ্গল এই ধারণা (যাত্রায় শিবজ্ঞান), শুভাশুভকালজ্ঞাপক শাস্ত্র। বি. ~ত্ব—শিবের পদ। বি. ~ত্বপ্রাপ্তি—মৃত্যু। বি. ~নেত্র—ধ্যানী শিবের ন্যায় ঊর্ধ্বদৃষ্টি (মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে চোখের চাহনি এরূপ হয়)। বি ~পুরী, ~লোক—শিবের বাসস্থান; কৈলাস, বারাণসী। বি ~প্রিয়া—দুর্গাদেবী। বি. ~বাহন—বৃষ। বি. ~রাত্রি—শিব-চতুর্দশীর রাত্রি। বি. ~লিঙ্গ—শিবের প্রস্তরমৃত্তিকাদিগঠিত লিঙ্গমূর্তি। বি. শিবালয়—শিবমন্দির।

বি. **শিবেতর**—অশুভ, অমঙ্গল (ইতর=অন্য. বিপরীত)।

শিবিকা—বি. পালকি। [সং.]।

শিবির—বি. ছাউনি, তাঁবু ; সেনানিবাস। [সং.]।

শিম—বি. রাঁধিয়া খাইবার যোগ্য ফলবিশেষ। [সং. শিম্ব]।

শিমুল—বি. একপ্রকার তুলার গাছ বা তাহার ফুল, শাল্মলী। [সং. শাল্মলী]।

শিম্ব, শিম্বা, শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী—বি. শিম ; শুঁটি ; শিমগাছ। [সং.]।

শিয়র—বি. শয়নকারীর শীর্ষদেশ বা মাথার দিক্ ('শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে' : রবীন্দ্র) ; (আল.) সন্নিকট (শিয়রে শমন)। [সং. শয্যা>শিয>শিয়র]। **শিয়রে শমন**—মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন।

শিয়া—বি. মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ : ইহাদের মতে আলী হইলেন হজরত মোহাম্মদের অব্যবহিত পরবর্তী খলিফা। [আ. শিআহ্]।

শিয়াকুল—বি. বন্য কাঁটালতাবিশেষ। [সং. শৃগালকোলি]।

শিয়াল—বি. শৃগাল, শিবা। [সং. শৃগাল]। **শিয়ালের যুক্তি**—যে যুক্তি পালন করা অসম্ভব জানিয়াও গৃহীত বা প্রদত্ত হয়। **সব শিয়ালের এক রা**—সমদলভুক্ত সকলের একই রকম মত বা আচরণ। বি. **~কাঁটা**—বন্য কাঁটাগাছবিশেষ। বি. **~পণ্ডিত**—(রূপকথা হইতে) যে ব্যক্তি মূর্খ কিন্তু অতি চতুর। বি. **~ফাঁকি**—রজ্জুতে সর্পভ্রম উৎপাদন করাইয়া প্রতারণা ; মৃত্যুর বা চলনশক্তিহীনতার ভান করিয়া এড়ান।

শির$_{১}$—বি. রগ, রক্তবহা নাড়ী (হাত-পায়ের শির) ; উচ্চ রেখা (পাতার শির)। [সং. শিরা]।

শির$_{২}$**, শিরঃ** (-রস্)—বি. মস্তক, মাথা ('উন্নত কর শির'), শীর্ষ, চূড়া, উপরিভাগ, অগ্রদেশ। [সং. √শ্রি +অ, অস্ (র্ম)]। **শিরে সংক্রান্তি**—আসন্ন বিপদ্ বা ঝঞ্ঝাট। বি. **শিরঃপীড়া, শিরঃশূল**—মাথার যন্ত্রণা, মাথা-ধরা। বি. **শিরশ্ছেদ, শিরশ্ছেদন**—মস্তকচ্ছেদন। বি. **শিরসিজ**—মাথার চুল। বি. **শিরস্ক, শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ**—পাগড়ি, উষ্ণীষ, টুপি, মাথায় পরিবার বর্ম : helmet।

শিরণি, শিরণী—শিরনি-র বানানভেদ।

শিরদাঁড়া—বি. মেরুদণ্ড। [সং. শিরস্+দণ্ড]।

শিরনামা, শিরোনামা—বি. পত্রাদির উপরে লিখিত নাম-ঠিকানা : প্রবন্ধাদির নাম, heading। [ফা. সরনামহ্]।

শিরনি—বি. পীর সত্যনারায়ণ প্রভৃতিকে নিবেদনীয় আটা-ময়দা চিনি-কলা ইত্যাদির মিশ্রিত ভোগ। [ফা. শীরীনী]।

শিরপা—শিরোপা-র অপ্র. বানান।

শিরপেচ—বি. পাগড়িবিশেষ। [ফা. সর্পেচ]।

শিরশির—অব্য. শিহরণের ভাবসূচক।

শিরা—বি. রক্তবাহিকা নাড়ী, ধমনী ; উচ্চ রেখা। [সং. √শৃ +অ (র্ম)+আ]। বিণ. **~ল**—শিরাবহুল শিরাবিশিষ্ট।

শিরীষ$_{১}$**, শিরিস**—বি. আঠা। [সিরিশ দ্রঃ]।

শিরীষ$_{২}$—বি. বৃক্ষবিশেষ বা তাহার অতিশয় কোমল ফুল। [সং.]।

শিরোদেশ—বি. মস্তক, শীর্ষ। [সং. শিরস্+দেশ]।

শিরোধার্য—বিণ. মস্তকে ধারণীয় : শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণীয় : অবশ্য পালনীয়, (শাস্ত্রবিধি শিরোধার্য)। [সং. শিরস্+ধার্য]।

শিরোপা—বি. পারিতোষিকরূপে প্রদত্ত উষ্ণীষ ; পাগড়ি, পারিতোষিক। [ফা. সর্-ও-পা]।

শিরোমণি, শিরোরত্ন—বি. মস্তকে ধারণীয় রত্ন ; সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ ; শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (চতুরশিরোমণি)। [সং. শিরস্+মণি, রত্ন]।

শিরোরুহ—বি. মাথার চুল। [সং. শিরস্+ √রুহ্ + অ (র্তৃ)]।

শিরোরোগ—বি. শিরঃপীড়া, মাথার যন্ত্রণা। [সং. শিরস্+রোগ]।

শির্নী—শিরনি-র বানানভেদ।

শিল$_{১}$—বি. কৃষিক্ষেত্রে নিপতিত ধান্যাদির সংগ্রহ, উঞ্ছবৃত্তি। [সং.]। [**শিলোঞ্ছ** দ্রঃ]।

শিল$_{২}$—বি. মসলাদি বাটিবার শিলাপট্ট বা প্রস্তরফলক (শিলনোড়া) : হিমশিলা, করকা (শিল পড়া), শানপাথর। [সং. শিলা]।

শিলমোহর—**সীলমোহর** দ্রঃ।

শিলা—বি. প্রস্তর (শিলান্যাস) ; পাষাণ,পাথর, করকা (শিলাবৃষ্টি)। [সং.]। বি. **~জতু**—শিলীভূত জান্তব পদার্থবিশেষ ; পার্বত্য উপধাতুবিশেষ, bitumen। বি. **~পট্ট**—পাথরের পাটা ; বাটিবার শিল। বি. **~বৃষ্টি**—বৃষ্টির সহিত করকাপাত। বি. **~রস**—বৃক্ষবিশেষের সুগন্ধি নির্যাস, শৈলেয়। বি. **~লিপি**—পাষাণে খোদিত লেখন। বিণ. **~ময়**—পাষাণনির্মিত।

শিলীন্ধ্র—বি. কদলীবৃক্ষ ; কদলীবৃক্ষাদির মোচা ; ব্যাঙের ছাতা, ছত্রাক ; মৎস্যবিশেষ। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শিলীন্ধ্রা**—কদলী : মৃত্তিকা ; পক্ষিণীবিশেষ। বি.(স্ত্রী.) **শিলীন্ধ্রী**—কেঁচো ; মৃত্তিকা ; ভেকী ; পক্ষিণীবিশেষ।

শিলীপদ—বি. গোদ, শ্লীপদ। [সং. শিলী (=স্তম্ভশীর্ষ) +পদ]।

শিলীভূত—বিণ. প্রস্তরীভূত, শিলায় পরিণত। [সং. শিলা+ঈ (চ্বি)+ √ভূ+ত (র্তৃ)]।

শিলীমুখ—বি. বাণ ; ভ্রমর, মৌমাছি। [সং. শিলী (শল্য)+মুখ]।

শিলোঞ্ছ—বি. কৃষকেরা ফসল কাটিয়া লইয়া যাইবার পর ক্ষেত্রে যে শস্যকণা পড়িয়া থাকে তাহা সংগ্রহপূর্বক জীবনধারণ। [সং. শিল+উঞ্ছ দ্রঃ]

আদিতে শির-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **শির**$_{২}$ দ্রঃ।

শিল্প—বি. কারুকর্ম, কারিগরি; ক্রিয়াকৌশল; বিবিধ দ্রব্য নির্মাণের কাজ (চর্মশিল্প, তন্তুশিল্প), industry: চারুকলা। [সং.]। বি. **~কলা**—**কলা**১ দ্রঃ। বিণ. বি. **~কার**—শিল্পকর্মকারী, শিল্পী, কারিগর। বি. **~কৌশল**—শিল্পদ্রব্যাদি নির্মাণে দক্ষতা বা নির্মাণের কৌশল। বি. **~বিদ্যালয়**—শিল্পকর্ম শিক্ষার বিদ্যালয়; আর্ট স্কুল; ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল। বি. **~রূপায়ণ**—শিল্পিজনোচিত রূপদান। বি. **~শালা**—কারখানা; স্টুডিয়ো। বিণ. **শিল্পিক, শৈল্পিক**—শিল্পিসম্বন্ধীয়, শিল্পগত (শৈল্পিক উৎকর্ষ)। বিণ. **শিল্পিত**—শিল্পে পরিণত ('গদ্যকে শিল্পিত করা যায়': রবীন্দ্র)। বি. বিণ. **শিল্পী (-ল্পিন্)**—কারিগর; আর্টিস্ট।

শিশমহল—বি. কাচনির্মিত বাড়ি। [ফা. শীশমহল]।

শিশা—বি. কাচ। [ফা. শীসহ্]।

শিশি—বি. কাচনির্মিত ক্ষুদ্র বোতল। [ফা. শীসহ্]।

শিশির—বি. নীহার, নিশাজল, হিম, শীতকাল; তুষার। [সং. √শশ্+ইর (খি)]। বিণ. **~ধৌত, ~স্নাত**—শিশিরে ভেজা।

শিশু১—বি. শিংশপা বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাষ্ঠ। [সং. শিংশপা]।

শিশু২—(১) বি. অতি অল্পবয়স্ক বা আট (বা ষোল) বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালক; শাবক (ছাগশিশু); অতি অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা (শিশুপাঠ্য বই)। (২) (বাং.) বিণ. অতি অল্পবয়স্ক বা অল্পবয়স্কা (শিশুপুত্র, শিশুকন্যা)। [সং.]। বি. **~কাল**—বাল্য, শৈশব। বি. **~ত্ব**—শিশুর ভাব, শৈশব। বি. **~পাঠ**—শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। **~প্রকৃতি, ~স্বভাব**—(১) বিণ. শিশুসুলভ সরল স্বভাববিশিষ্ট। (২) বি. শিশুর স্বভাব। বি. **~সাহিত্য**—শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্য। বিণ. **~সুলভ**—শিশুতুল্য; অপক্কবুদ্ধি, ছেলেমানুষী। **~হৃদয়**—(১) বি. শিশুর ন্যায় সরল হৃদয়। (২) বিণ. শিশুর ন্যায় সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট।

শিশুক, শিশুমার—বি. জলজন্তুবিশেষ, শুশুক। [সং.]।

শিশুপাল—বি. কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত চেদিবংশীয় নৃপতি।

শিশ্ন—বি. পুংজননেন্দ্রিয়, লিঙ্গ, মেঢ়্র। [সং.]। বিণ. **শিশ্নোদরপরায়ণ**—কামপ্রবৃত্তি ও উদরের তৃপ্তিই যাহার একমাত্র লক্ষ্য।

শিষ, শীষ—বি. শস্যমঞ্জরী, ধান্যাদির শীর্ষ (ধানের বা যবের শিষ); (প্রদীপাদির) শিখা। [সং. শীর্ষ]।

শিষ্ট—বিণ. ভদ্র (শিষ্ট সমাজ, শান্তশিষ্ট, শিষ্ট ব্যবহার); সুশীল, সুবোধ; নীতিমান্; শিক্ষিত; মার্জিত (শিষ্ট ভাষা)। [সং. √শাস্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **শিষ্টা**। বি. **~তা**। বি. **শিষ্টাচার**—ভদ্র ব্যবহার, লৌকিকতা।

শিষ্য—বি. ছাত্র; চেলা; নির্দিষ্ট কাহারও মতাবলম্বী ব্যক্তি, ভক্ত (গান্ধীর শিষ্য)। [সং. √শাস্+য (র্ম)]। বি. (স্ত্রী.) **শিষ্যা**। বি. **~ত্ব**—শিষ্যের ভাব বা পদ।

শিস, শিস্—বি. ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে উৎপন্ন বাঁশির ন্যায় শব্দ।

শিহরন, শিহরণ—বি. রোমাঞ্চ; কম্পন। [দেশী]।

শিহরা—ক্রি. রোমাঞ্চিত হওয়া; কাঁপা। [**শিহরন** দ্রঃ]। ক্রি. **~ন, ~নো**—রোমাঞ্চিত হওয়া বা করা; কাঁপা বা কাঁপান।

শীকর—বি. বাতাসে চালিত জলকণা, জলবিন্দু (শীকরবর্ষণ)। [সং.]।

শীঘ্র, (কথ্য.) **শীগ্‌গির**—(১) ক্রি-বিণ. সত্বর, ত্বরায়, আশু, ক্ষিপ্র, অবিলম্বে। (২) বিণ. ত্বরিত, দ্রুত। [সং. শীঘ্র]। বিণ. **~গতি, ~গামী**—দ্রুতগামী। বি. **~তা**।

শীত—(১) বি. হিমঋতু, (সাধারণ মতে) পউষ ও মাঘ মাস; হিম, ঠাণ্ডাভাব (শীত পড়া); ঠাণ্ডাবোধ, শীতলবোধ (শীত করা)। (২) বিণ. শীতল, ঠাণ্ডা, হিমযুক্ত ('শীত চন্দনপঙ্কে': রবীন্দ্র); হিমঋতুর উপযুক্ত (শীতবস্ত্র)। [সং.]। ক্রি. **শীত করা, শীত ধরা, শীতে ধরা, শীত পাওয়া, শীত লাগা**—ঠাণ্ডা বোধ হওয়া, শীতদ্বারা পীড়িত হওয়া। ক্রি. **শীত কাটা**—শীতঋতুর অবসান হওয়া; ঠাণ্ডাবোধ দূর হওয়া। ক্রি. **শীত কাটান**—শীতঋতু অতিবাহিত করা; ঠাণ্ডাবোধ দূর করা। বি. **শীত-কাঁটা**—(অকস্মাৎ) শীতার্ত হওয়ার ফলে রোমাঞ্চ। বিণ. **~কাতুরে**—ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না এমন। বিণ. **~প্রধান**—শীতের প্রাবল্যবিশিষ্ট; (যেখানে) শীত অধিক কাল স্থায়ী হয়। বি. **~বস্ত্র**—শীতনিবারক বা শীতকালের উপযোগী কাপড়চোপড়। বি. **শীতাগম**—শীতঋতুর আবির্ভাব। বি. **শীতাতপ**—শীত-গ্রীষ্ম, ঠাণ্ডা ও গরম (শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ, air-conditioning)। বি. **শীতাধিক্য**—শীতের প্রাবল্য। বিণ. **শীতার্ত, শীতালু**—ঠাণ্ডায় পীড়িত বা কাতর, শীতকাতর। বিণ. **শীতোষ্ণ**—ঠাণ্ডা ও গরম।

শীতল—(১) বিণ. ঠাণ্ডা, হিমযুক্ত (শীতল বারি, শীতল বায়ু); শান্তিপ্রাপ্ত, উদ্বেগরহিত বা উত্তেজনা-রহিত, তৃপ্ত ('তৃষিত এ প্রাণ করিব শীতল': র. সে.)। (২) (বাং.) বি. গৃহস্থের শান্তিকামনায় দেবতাকে প্রদেয় সায়ংকালীন ভোগ (দেবীর শীতল)। [সং. শীত+ল]। বি. **~তা**। বি. **~পাটি**—ঠাণ্ডা ও মসৃণ মাদুরবিশেষ।

শীতলা—(১) বি. বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (২) বিণ. শীতযুক্তা। [সং. শীতল+আ]। বি. **~খোলা, ~তলা**—বারোয়ারি শীতলাপূজার স্থান।

শীতাংশু—বি. চন্দ্র। [সং. শীত+অংশু]।

শীৎকার, শীৎকৃত—বি. বরস্ত্রীদের রমণকালীন ধ্বনি, 'ইস' এই শব্দ; শিহরন। [সং. শীৎ+√কৃ+অ, ত (ভা)]।

শীধু—বি. মধু; ইক্ষুরসজাত মদ্য। [সং.]।

শীরীন—বিণ. সুমিষ্ট, মধুর; মনোহর (লাল শীরীন ঠোঁট', নজরুল)। [ফা.]।

শীর্ণ—বিণ. রোগা, কৃশ, ক্ষীণ (শীর্ণদেহ, শীর্ণচন্দ্র)। [সং. √শৄ+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **শীর্ণা**। বি. **~তা**।

শীর্ষ—বি. মস্তক (শীর্ষচ্ছেদ), চূড়া (পর্বতশীর্ষে), উপরিভাগ; উপরে লিখিত নাম; অগ্রভাগ, আগা; সর্বোচ্চ

বা প্রধান স্থান (তাহার নাম সবার শীর্ষে); (গণি.) ত্রিভুজাদির কোণের প্রান্তবর্তী বিন্দু। [সং.]। ~ক— বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে **শীর্ষ**-শব্দের রূপ (শিক্ষা-সংস্কারশীর্ষক প্রবন্ধ)। বি. ~**স্থান**—মস্তক; উপরিভাগ; প্রধান স্থান। বিণ. ~**স্থানীয়**—মস্তকোপরি বা শীর্ষে অবস্থিত বা অবস্থানের যোগ্য; প্রধান (শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য)। বিণ. (স্ত্রী.) ~**স্থানীয়া**।

শীল—(১) বি. স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ, রীতিনীতি (কুলশীল); **কৌলীন্য**, সম্ভ্রম, মর্যাদা (শীল-মান), সৎ স্বভাব। (২) বিণ. (বহুব্রীহি সমাসের উত্তরপদে) স্বভাববিশিষ্ট, নিরত, উন্মুখ (দানশীল ব্যক্তি, উন্নয়নশীল বা বিকাশশীল দেশ, developing country)। [সং. √শীল্ (=অভ্যাস)+অ(ণে)]। বি. **শীলতা**—(অসাধু) সদাচার।

শীলন—বি. অনুশীলন, চর্চা, আলোচনা, অভ্যাস। [সং. √শীল্+অন (ভা)]।

শীলিত—বিণ. অনুশীলন করা হইয়াছে এমন। [সং. √শীল্+ক্ত (র্ম)]।

শীব—**শিব**-এর বানানভেদ।

শুঁকা, শুঁখা—(১) ক্রি. ঘ্রাণ বা গন্ধ লওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √শিঙ্ঘ্ (=আঘ্রাণ)+বাং. আ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. ঘ্রাণ বা গন্ধ লওয়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

শুঁটকা, (কথ্য) **শুঁটকো**—বিণ. শুষ্ক ও শীর্ণ। [<সং. শুষ্ক]। **শুঁটকি, শুঁটকী**—(১) বিণ. শুঁটকো; (মৎস্যাদি সম্বন্ধে) শুষ্কীকৃত। (২) বি. শুষ্কীকৃত মৎস্য।

শুঁটি, শুঁটী—বি. লম্বা বীজপুট বা বীজকোষ (কলাই-শুঁটি)। [দেশী]।

শুঁঠ—বি. শুষ্ক আদা। [সং. শুণ্ঠি]।

শুঁড়—বি. পশুবিশেষের লম্বা ও গোলাকার মুখ বা নাসিকা (হাতির বা কচ্ছপের শুঁড়)। [সং. শুণ্ড]।

শুঁড়ি১—বিণ. শুঁড়ের ন্যায় লম্বা ও সরু (শুঁড়ি পথ)। [**শুঁড়** দ্র:]।

শুঁড়ি, শুঁড়ী—বি. মদ্যবিক্রেতা, শৌণ্ডিক: হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. শৌণ্ডিক]। **শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল**—(আল.) অসৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তিরই সমর্থন করে।

শুঁয়া, (কথ্য.) **শুঁয়ো**—বি. অতি সূক্ষ্ম লোমের তুল্য পদার্থ বা অঙ্গবিশেষ, শুক (যবের শুঁয়া)। [সং. শুঙ্গ]। বি. ~**পোকা**—শুঁয়াযুক্ত কীটবিশেষ, শূককীট, প্রজাপতির প্রথম রূপ।

শুক—বি. টিয়াপাখি। [সং.]।

শুকতারা—বি. সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে যে নক্ষত্র দীপ্তি পায়, শুক্রগ্রহ। [সং. শুক্রগ্রহ]।

শুকদেব—বি. ব্যাসদেবের ব্রহ্মচারী পুত্র।

শুকনা, (কথ্য) **শুকনো**—বিণ. শুষ্ক (শুকনা কাঠ); রসহীন, মাধুর্যহীন (শুকনা চেহারা), মলিন, বিষণ্ণ (শুকনা মুখ); অসার, ফাঁকা (শুকনা কথা)। [<সং. শুষ্ক]; **শুকনা কথায় চিঁড়ে ভেজে না**—(আল.) কেবল মুখের কথায় কার্য সফল হয় না।

শুকনাস—বিণ. টিয়াপাখির ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট। [সং. শুক+নাস]।

শুকশিম্বা—বি. আলকুশি-গাছ। [সং. শূকশিম্বা]।

শুকা১—**শুখা**-র রূপভেদ।

শুকা২—ক্রি. শুকান। [সং. শুষ্ক+বাং. আ]। ~**ন, ~নো**—(১) ক্রি. শুষ্ক করা বা হওয়া; শীর্ণ হওয়া (ছেলেটা শুকিয়ে যাচ্ছে); (ক্ষতাদি সম্বন্ধে) আরোগ্য হওয়া। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

শুকুতা—**শুক্তা**-র অপ্র. রূপ।

শুক্ত—বিণ. (বিরল) পূর্বদিনের বাসী এবং অম্লরসযুক্ত; সিরকা। [সং.]।

শুক্তা, (কথ্য) **শুক্তো, শুক্তনি, শুক্তুনি**—বি. তিক্তস্বাদ ব্যঞ্জনবিশেষ। [সং. শুক্ত+বাং. আ]।

শুক্তি, শুক্তিকা—বি. ঝিনুক। [সং. √শুচ্+তি (ণে), +ক+আ]।

শুক্র—বি. গ্রহবিশেষ, শুকতারা; দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য; রেতঃ, বীর্য। [সং.]। বি. ~**বার**—সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস; শুক্রাচার্য এই দিনের অধিদেবতা। বি. **শুক্রাচার্য**—দৈত্যগুরু।

শুক্ল—(১) বি. শ্বেত বর্ণ। (২) বিণ. শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, শুভ্র, ধবল, সিত, সাদা, নির্মল, পবিত্র (শুক্ল বসন)। [সং. √শুক্(গত্যর্থক)+ল(র্তৃ) নি.]। বিণ.(স্ত্রী.) শুক্লা। বি. ~**তা, ~ত্ব**। বি. ~**পক্ষ**—পূর্ণিমা-তিথিতে যে পক্ষের অবসান হয়।

শুখা, (কথ্য) **শুখো**—(১) বিণ. শুষ্ক, নীরস; খোরপোষবর্জিত (শুখা মাহিনার কাজ)। (২) বি. অনাবৃষ্টি (হাজা শুখা); যে রোগে শিশু ক্রমেই **শুকাইতে থাকে**; চুনমাখান শুষ্ক তামাক-পাতা, খইনি। (৩) ক্রি. শুষ্ক হওয়া ('একে একে শুখাইছে ফুল এবে: মধু.)। [সং. শুষ্ক]। বিণ. ~**রুখা**—শুষ্ক ও নীরস। **শুখারুখার সময়**—গরমের সময়, গ্রীষ্মকাল।

শুখান—**শুকান**-র রূপভেদ।

শুঙ্গ, শুঙ্গা—বি. শুঁয়া, শূক। [সং.]।

শুচি—বিণ. পবিত্র (শুচি বস্ত্র, দেহ বা মন), শুদ্ধ; নির্মল, পরিষ্কার; নির্দোষ; শুভ্র। [সং. শুচ্+ই(র্তৃ)]। বি. ~**তা**। বি. ~**বায়ু, ~বাই**—শুচিতা-রক্ষায় অতিরিক্ত মনোযোগরূপ বাতিক বা রোগ। বিণ. ~**স্মিত**—কুটিলতাবর্জিত নির্মল হাস্যযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী.) ~**স্মিতা**।

শুজনি, শুজনী—বি. চিত্র-বিচিত্র ও মোটা বিছানার চাদরবিশেষ। [তু. সং. শয্যা+বাং. নী]।

শুটকী, শুটকী—বি.বিণ. অত্যন্ত কৃশকায় ও লাবণ্যহীনা।

শুণ্ড—বি. শুঁড। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শুণ্ডা**—হাতির শুঁড়; জলহস্তিনী; মদ। বি. **শুণ্ডী** (-ণ্ডিন্)—হস্তী; শুঁড়ী।

শুণ্ঠি, শুণ্ঠী—বি. শুকনা আদা, শুঁঠ। [সং. √শুণ্ঠ্+ই]।

শুদ্ধ—বিণ. নির্দোষ; নির্মল; শোধিত; পবিত্র, শুচি; খাঁটি, ভেজালহীন; নির্ভুল (শুদ্ধ ভাষা, অঙ্কটি শুদ্ধ হইয়াছে); শুধু, কেবল (শুদ্ধ একবস্ত্রে, শুদ্ধমাত্র)। [সং. √শুধ্+ত(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **শুদ্ধা**। বি. ~**তা, ~ত্ব**।

~চিত্ত, ~মতি—(১) বিণ. পবিত্র হৃদয়বিশিষ্ট। (২) বি. পবিত্র হৃদয়। **শুদ্ধাচার**—(১) বি. পবিত্র আচরণ। (২) বিণ. আচার-আচরণ পবিত্র এমন। বি. **শুদ্ধান্ত**—অন্তঃপুর; অন্তপুরস্ত্রী। বি. **শুদ্ধি**—শোধন (ঋণশুদ্ধি); ভ্রম দূরীকরণ; পবিত্রতা, শুদ্ধতা, নির্মলতা (মুখশুদ্ধি); ভ্রম শূন্যতা; ভেজালবিহীনতা, শাস্ত্রীয় সংস্কারদ্বারা ধর্মচ্যুত অস্পৃশ্য বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির উদ্ধার। বি. **শুদ্ধিপত্র**—গ্রন্থাদির ভ্রমসংশোধন তালিকা। বি. **শুদ্ধোদন**—বুদ্ধদেবের পিতা। বি. **শুদ্ধাশুদ্ধি**—পবিত্রতা ও অপবিত্রতা; ভ্রমহীনতা ও ভ্রমযুক্ততা।

শুধরান, শোধরানো—ক্রি. সংশোধন করা, দোষমুক্ত করা বা হওয়া (লেখাটা শুধরে দাও, ছেলের স্বভাব-চরিত্র শোধরাল না, রোগী অনেকটা শুধরে নিয়েছে)। [<সং. √শুধ্]।

শুধা১—(১) ক্রি. (ঋণাদি) পরিশোধ করা ('শুধেছি কঠিন ঋণ': রবীন্দ্র)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √শুধ্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পরিশোধ করান। (২) বি. উক্ত অর্থে।

শুধা২, সুধা—ক্রি. জিজ্ঞাসা করা ('শুধাইলা তা'রে')। [<হি. √সুধা?]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জিজ্ঞাসা করা। (২) বি. উক্ত অর্থে।

শুধু, (অপ্র.) শুধা৩—(১) বিণ. শূন্য, খালি (শুধু-চোখে দেখা, শুধু-হাতে লড়াই)। (২) বিণ. বিণ.-বিণ. ক্রি-বিণ কেবল (শুধু জল, শুধু পাঁচ টাকা, শুধু বসব)। [সং. শুদ্ধ]। ক্রি-বিণ. **~শুধু, শুধাশুধি**—অকারণে, বৃথা।

শুন, শুনক, শুনি—বি. কুকুর। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শুনী**।

শুনা, শোনা—(১) ক্রি. শ্রবণ করা, কর্ণগোচর হওয়া, (আদেশাদি) পালন করা বা মান্য করা। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। (৩) বিণ. শ্রুত (শোনা কাহিনী)। [সং. √শ্রু > বাং. √শুন্]। **শোনা কথা**—শ্রুত কথা, যে ঘটনাদি কেবল লোক মুখে শ্রুত হইয়াছে কিন্তু উহা সত্য কিনা জানা যায় নাই। ক্রি. **কথা শুনা**—আদেশাদি পালন করা বা মান্য করা; ভর্ৎসনা-বাক্য শ্রবণ করা, তিরস্কৃত হওয়া (তোমার জন্য আমি পাঁচ কথা শুনব কেন?)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. শ্রবণ করান; পালন করান বা মান্য করান; অপ্রিয় কথা বলা (আমি তাকে খুব শুনিয়েছি)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. শ্রবণ করান হইয়াছে এমন। ক্রি. **কথা শুনান**—আদেশাদি পালন করান বা মান্য করান; ভর্ৎসনা করা। বি. **~নি**—বিচারক কর্তৃক বাদী ও প্রতিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ।

শুনি, শুনী—**শুন** দ্রঃ।

শুবা, শুবে—বি. সন্দেহ। [আ. শুবহ্]।

শুভ—(১) বি. মঙ্গল, কল্যাণ (শুভঙ্কর, শুভার্থী)। (২) বিণ. মঙ্গলজনক, কল্যাণকর; মঙ্গলসূচক। [সং. √শুভ্ + অ(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **শুভা**। বি. **~ক্ষণ**—কল্যাণকর সময়; সুযোগ। বি. **~গ্রহ**—(জ্যোতিষ.) যে গ্রহের প্রভাবে জাতকের মঙ্গল হয়। **~ঙ্কর, ~ংকর**—(১) বিণ. মঙ্গলজনক। (২) বি. শুভঙ্করী-নামক গণিতশাস্ত্রের রচয়িতা। **~ঙ্করী, ~ংকরী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) মঙ্গল-কারিণী। (২) বি. দুর্গাদেবী; শুভঙ্কর-রচিত গণিতশাস্ত্র। বিণ. **~দ**—কল্যাণকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **~দা**। বি. **~দৃষ্টি**—কল্যাণকর দৃষ্টি, সুনজর, বিবাহকালে বর-কন্যার পরস্পরকে প্রথম দর্শনের অনুষ্ঠান। বি **শুভাকাঙ্ক্ষা, শুভানুধ্যান**—কল্যাণকামনা, হিতকামনা। বিণ **শুভাকাঙ্ক্ষী** (-ক্ষিন্), **শুভানুধ্যায়ী** (-য়িন্), **শুভার্থী** (-র্থিন্)—কল্যাণকামী হিতকামী। বিণ (স্ত্রী.) **শুভাকাঙ্ক্ষিণী, শুভানুধ্যায়িনী, শুভার্থিনী**। বিণ. **শুভানন**—সুন্দর ও মঙ্গলপ্রদ মুখবিশিষ্ট। বিণ.(স্ত্রী.) **শুভাননা**, (অশু.) **শুভাননী**। বি **শুভানুষ্ঠান**—মাঙ্গলিক কর্ম। বি **শুভাশংসা**—মঙ্গলকামনা। বি. **শুভাশীর্বাদ, শুভাশিস্**—মঙ্গলকামনাপূর্ণ আশীর্বাদ। বি **শুভাশুভ**—মঙ্গল ও অমঙ্গল, হিতাহিত।

শুভ্র—বিণ. সাদা, শ্বেত, শুক্ল, ধবল, নির্মল। [সং √শুভ্ + র (র্তৃ)]। বিণ (স্ত্রী.) **শুভ্রা**। বি. **~তা, ~ত্ব**। **~কেশ**—(১) বিণ. পাকাচুলওয়ালা। (২) বি. পাকা চুল। বি. **শুভ্রাংশু**—যাহার কিরণ শুভ্র, চন্দ্র।

শুমার—বি. গণনা (আদম শুমার)। [ফা.]।

শুম্ভনিশুম্ভ—বি. শুম্ভ ও নিশুম্ভ, দুর্গার সহিত যুদ্ধে নিহত অসুর-ভ্রাতৃদ্বয়।

শুয়া, শোয়া—(১) ক্রি শয়ন করা (এখন শুয়েছ কেন?)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে (শোয়া-বসার জায়গা)। [সং. √শী + আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. শয়ন করান। (২) বি বিণ. উক্ত অর্থে। বি. **~বসা**—(আল.) বসবাস।

শুয়ার, (কথ্য.) শুয়োর—বি. শূকর। [সং. শূকর]।

শুরু—বি আরম্ভ (কাজ শুরু করা, শুরুতেই গোলমাল), সূত্রপাত; গোড়া। [আ]।

শুরুয়া—বি. মাংসাদির কাথ বা ঝোল। [ফা. শোরবা]।

শুলফা, (কথ্য) শুলফো—বি. মৌরিজাতীয় সুগন্ধি শাক বা তাহার বীজ। [সং. শতপুষ্পা—তু. হি. সৌফ্]।

শুল্ক—বি. পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির উপর স্থাপিত কর বা মাসুল, duty; কর, tax, বিবাহের পণ (কন্যা-শুল্ক); মূল্য। [সং.]।

শুশুক—বি. মৎস্যাকার স্তন্যপায়ী জলজন্তুবিশেষ। [<সং. শিশুক]।

শুশ্রূষা—বি. (প্রধানতঃ রোগীর) পরিচর্যা বা সেবা; শুনিবার ইচ্ছা। [সং. √শ্রু + সন্ + অ + আ]। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **~কারিণী**—সেবিকা, নার্স। বিণ.বি.(পুং.) **~কারী** (-রিন্)। বিণ. **শুশ্রূষু**—শুনিতে ইচ্ছুক; সেবা করিতে ইচ্ছুক; সেবক।

শুষা, শোষা—(১) ক্রি. রস টানিয়া শুষ্ক করা, শুষ্ক হওয়া (শুষিয়া লওয়া, জল শোষে)। [**শোষণ** দ্রঃ]। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √শুষ্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (তরল পদার্থ) টানিয়া লওয়ানো। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

শুষির—**সুষির**-এর বানানভেদ।

শুষ্ক—বিণ. শুকনা (শুষ্ক কাষ্ঠ), নীরস, আকর্ষণহীন

(শুষ্ক তর্ক, শুষ্ক তথ্য), রোগাদিহেতু বিরস বা মলিন (শুষ্ক মুখ); পিপাসায় রুদ্ধ (শুষ্ক কণ্ঠ); কর্কশ (শুষ্ক স্বর)। [সং. √শুষ্ + ত (র্ক)]। বি. ~তা।

শূক—বি. শুঁয়া, শস্যাদির সূক্ষ্ম লোমের ন্যায় অগ্রভাগ; প্রজাপতির অপরিণত অবস্থা। [সং.]। বি. **~কীট**—শুঁয়াপোকা। বি. **~ধান্য**—যব গম প্রভৃতি শুঁয়া-বিশিষ্ট শস্য।

শূকর—বি. পশুবিশেষ, বরাহ। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শূকরী**।

শূদ্র, (কথ্য) **শুদ্দুর**—বি. হিন্দু চতুর্বর্ণের চতুর্থটি। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শূদ্রা**—শূদ্রজাতীয়া রমণী। বি.(স্ত্রী.) **শূদ্রী**—শূদ্রের পত্নী। (বাং.) বি.(স্ত্রী.) **শূদ্রাণী**—শূদ্রজাতীয়া রমণী বা শূদ্রের পত্নী।

শুন্য—বিণ. (ব্রজ.) খালি, শূন্য। [সং. শূন্য]।

শূন্য—(১) বি. ০: এই চিহ্ন (পরীক্ষায় শূন্য পাওয়া), রিক্ততাসূচক চিহ্ন; আকাশ (অসীম শূন্যে, শূন্যতল); অনস্তিত্ব; অভাব। (২) বিণ. রিক্ত, বর্জিত, বিবর্হিত (জনশূন্য); খালি, ফাঁকা (শূন্য হস্ত, শূন্য গৃহ), উদাস (শূন্য হৃদয়)। [সং.]। বি **~কুম্ভ**—জলহীন কলসি। বিণ. **~গর্ভ**—অভ্যন্তরে কিছু নাই এমন, সারহীন (শূন্য-গর্ভ কথাবার্তা)। বি. **~তা**। বি. **~তাপূরণ**—ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করা। বি. **~দৃষ্টি**—উদাস চাহনি। বি. **~পথ**—আকাশরূপ পথ। বি. **~বাদ**—শূন্যই এক-মাত্র সত্য এবং তাহা হইতেই উৎপত্তি ও বিনাশ, এই মত; নাস্তিক্য; বৌদ্ধমত। বিণ. **~ময়**—ফাঁকা, খালি, লোকজন বা অন্য কিছু নাই এমন।

শূর—বিণ.বি. বীর, শৌর্যশালী, শক্তিমান্। [সং. √শূর্ + অ]। বিণ বি.(স্ত্রী.) **শূরা**। বি. **~সেন**—মথুরা ও উহার সন্নিহিত অঞ্চলের প্রাচীন নাম।

শূর্প—বি. কুলা, শস্যাদি ঝাড়িবার পাত্রবিশেষ। [সং.]। বি. **~ণখা**—রাবণের ভগিনী। বি. **শূর্পী**—ছোট কুলা।

শূল—বি. তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রবিশেষ (শূলে চড়ানো); ত্রিশূল (শূলপাণি); শলাকা, সিক; পেটের ব্যথাবিশেষ; বেদনা (দন্তশূল)। [সং.]। ক্রি. **শূলে চড়ানো, শূলে দেওয়া**—বধার্থ শূলবিদ্ধ করা। বিণ. **~ঘ্ন**—শূলবেদনা-নাশক। বিণ. **~পক্ব**—শলাকাবিদ্ধ করিয়া রাঁধা বা পোড়ান। বি. **~পাণি, শূলী** (-লিন্)—(হস্তে শূল ধারণ করেন বলিয়া) শিব। বি.(স্ত্রী.) **শূলিনী**—(হস্তে শূল ধারণ করেন বলিয়া) দুর্গা। বি. **শূলাগ্র**—শূলের ডগা। বিণ. **শূল্য**—শূলপক্ব। বি. **শূল্যমাংস**—শলাকাবিদ্ধ করিয়া দগ্ধ মাংস, সিক-কাবাব।

শূলা, শুলা—ক্রি. শূলান। [সং. শূল + বাং. আ—নাম-ধাতু]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. বেদনা করা, কটকট করা। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। বি. **~নি**—বেদনা, কটকটানি।

শূলাগ্র, শূলিনী, শূলী, শূল্য—**শূল** দ্রঃ।

শৃগাল—বি. কুকুরজাতীয় জন্তুবিশেষ, শিয়াল, ফেরু। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শৃগালী**।

শৃঙ্খল—বি. শিকল, নিগড়; বন্ধন। [সং.]। বি. **শৃঙ্খলা**—রীতি, নিয়ম (শৃঙ্খলা বজায় রাখা), নিয়মানুবর্তিতা, সুব্যবস্থা (কাজের শৃঙ্খলা, আইন-শৃঙ্খলা), বন্দোবস্ত, শৃঙ্খল। বিণ. **শৃঙ্খলাবদ্ধ, শৃঙ্খলিত**—শিকলদ্বারা আবদ্ধ; সুশৃঙ্খলাযুক্ত, সুবিন্যস্ত।

শৃঙ্গ—বি. পশুর শিং; পর্বতাদির চূড়া; পশুর শিং-দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শিঙা; পিচকারি। [সং.]। বি. **~ধর**—পর্বত।

শৃঙ্গবের—বি. আদা; রামায়ণোক্ত গুহকচণ্ডালের নগর। [সং.]।

শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিকা—বি. পানিফল। [সং.]।

শৃঙ্গার—বি. (অল.) আদিরস, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-মূলক রস; রতিক্রিয়া; (হস্তীর) সিন্দূরাদি মণ্ডন; (দেবতার) চন্দনাদিদ্বারা অঙ্গরাগ। [সং. শৃঙ্গ + √ঋ + অ(ভা)]।

শৃঙ্গী১, **শৃঙ্গি**—বি. শিঙ্গি মাছ। [সং.]।

শৃঙ্গী২ (-ঙ্গিন্)—(১) বিণ. শৃঙ্গযুক্ত। (২) বি. পর্বত; বৃক্ষ। [সং. শৃঙ্গ + ইন]।

শেওড়া—বি. বন্য বৃক্ষবিশেষ। [সং. শাখোটক]।

শেওলা, শেয়ালা—বি. শৈবাল, moss: পানা, জলজ তৃণবিশেষ। [সং. শৈবাল]।

শেঁকো—**সেঁকো**-র বানানভেদ।

শেখ—বি. স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ কর্তৃক যে ব্যক্তি মুসল-মান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে বা তাহার বংশধর; সম্ভ্রান্ত মুসলমান-সম্প্রদায়বিশেষ। [আ.]।

শেখর—বি. কিরীট; শিরোমালা; চূড়া (তু. **চন্দ্রশেখর**)। [সং.]।

শেখা, শেখান (নো)—যথাক্রমে **শিখা**২ ও **শিখান**-র চলিত রূপ।

শেজ১—বি. শয্যা, বিছানা (শেজ-তোলা)। [সং. শয্যা]।

শেজ২—বি. কাচের আবরণীর মধ্যে অবস্থিত দীপ, শামাদান; হারিকেন্-এর পূর্বযুগে প্রচলিত। [দেশী]।

শেঠ—বি. বণিক্, সওদাগর; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষের পদবি। [সং. শ্রেষ্ঠী]।

শেতল, শেতলা—যথাক্রমে **শীতল ও শীতলা-র** গ্রা. রূপ।

শেফালি, শেফালী, শেফালিকা—বি সুগন্ধি শুভ্র পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ, শিউলি। [সং.]।

শেবধি, সেবধি—বি. কুবেরের নিধি, গচ্ছিত ধন বা ঐশ্বর্য ('বিদ্যা ব্রাহ্মণের শেবধি': মনু)। [সং.]।

শেমিজ—বি. স্ত্রীলোকের লম্বা ও ঢিলা জামাবিশেষ। [ইং. chemise]।

শেয়াকুল—বি. কুলজাতীয় বন্য কাঁটাগাছবিশেষ। [সং. শৃগালকোলি]।

শেয়ার—বি. অংশ, ভাগ; ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশ। [ইং. share]। বি. **~মার্কেট**—ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশ বিক্রয়ের বাজার, ফাটকা বাজার। [ইং. share-market]।

শেয়াল—**শিয়াল**-এর কথ্য রূপ।

শের—বি. বাঘ, সিংহ। [ফা.]।

শেরওয়ানী—বি. লম্বা কুর্তাবিশেষ। [হি.]।

শেল১—বি. প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ, শূল (শক্তিশেল), শেল-তুল্য যন্ত্রণাদায়ক বস্তু। [সং. শল্য]।

শেল২—বি. কামানের গোলা। [ইং. shell]।

শেষ—(১) বি. সর্পরাজ অনন্ত, বাসুকি; বলরাম; অবসান, সমাপ্তি, অন্ত (দুঃখের শেষ নেই); সীমা (পথের শেষ), ধ্বংস, বিনাশ (কাহারও শেষ দেখা); পশ্চাৎ, সর্বনিম্ন স্থান (শেষের দিকে); অবশেষ (কাজের শেষ রাখিতে নাই); নিষ্পত্তি (এ বিবাদের শেষ নাই)। (২) বিণ. অন্তিম, অন্তকালীন (শেষ দশা); সমাপ্ত, সাঙ্গ (কাজ শেষ করা); বিনষ্ট (জীবন শেষ হওয়া); অবশিষ্ট (শেষ কাজটুকু); চরম (শেষ সতর্কবাণী), যাহার পরে আর নাই (শেষ কথা); সবার পিছনে বা নিম্নে (শেষ স্থান)। [সং. √শিষ্+অ (র্তৃ, ভা)]। ক্রি. **শেষ করা**—সমাপ্ত করা; ধ্বংস করা, বিনষ্ট বা বিকল করা। বি. **শেষরাত্রি**—রাত্রির অন্তিম প্রহর বা শেষ ভাগ। বি. **শেষশয়ন**—(শেষনাগের উপর শয়ন করেন বলিয়া) বিষ্ণু। বি. **শেষান্ন**—উচ্ছিষ্ট, ভুক্তাবশেষ। ক্রি-বিণ.—**শেষাশেষি**—প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে। বিণ. **শেষোক্ত**—সবার পরে উক্ত বা উল্লিখিত।

শেহালা—**শেওলা**-র প্রা. কোমল রূপ।

শৈত্য—বি. শীতলতা; শীতভাব। [সং. শীত+য (ভাব-অর্থে)]।

শৈথিল্য—বি. শিথিলতা, লোলতা, আলগা বা ঢিলা হওয়ার ভাব; ঢিলেমি, কুঁড়েমি; অমনোযোগিতা (কর্মে শৈথিল্য)। [সং. শিথিল+য (ভা)]।

শৈব—(১) বিণ. শিবসম্বন্ধীয় (শৈবপুরাণ)। (২) বি. শিবোপাসক। [সং. শিব+অ]।

শৈবাল, (বিরল) **শৈবল**—বি. শেওলা। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **শৈবলিনী**—নদী।

শৈল—(১) বি. পর্বত। (২) বিণ. শিলাসম্বন্ধীয়; শিলাজাত; পর্বত-সম্বন্ধীয়। [সং. শিলা+অ]। বিণ. **~জ**—পর্বতজাত, পর্বতীয়। **~জা**—(১) বিণ. **শৈলজ**-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. পার্বতী, উমা, গৌরী। বি. **~জায়া**—হিমালয়-পত্নী মেনকা। বিণ. **~ময়**—পর্বতময়। বি. **~রাজ, শৈলেন্দ্র, শৈলেশ**—হিমালয়। বি. **~সুতা**—পার্বতী, উমা, গৌরী। **শৈলেয়**—(১) বিণ. পর্বত-জাত, পার্বত্য। (২) বি. সিংহ, ভ্রমর, শিলাজতু, সৈন্ধব লবণ, rock-salt। বি.(স্ত্রী.) **শৈলেয়ী**—দুর্গা, পার্বতী।

শৈলী—বি. রীতি, প্রণালী, style (রচনাশৈলী)। [সং. শীল(=অনুশীলন)+অ+ঈ]।

শৈলেন্দ্র, শৈলেয়—**শৈল** দ্র:।

শৈশব—বি. শিশুত্ব, বাল্যকাল, ছেলেবেলা। [সং. শিশু+অ (ভা)]। বি. **~সঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—ছেলেবেলার সহচর। বি. **~স্মৃতি**—ছেলেবেলার যে-সব কাহিনী মনে আছে। বি. **শৈশবাবস্থা**—শৈশব, ছেলেবেলা।

শোঁকা, শোঁকান (নো)—যথাক্রমে **শুঁকা** ও **শুঁকান**-র রূপভেদ।

শোঁ-শোঁ—অব্য. বাতাসের প্রবল বেগসূচক [ধ্বন্যা.]।

শোক—বি. প্রিয় ব্যক্তি বস্তু প্রভৃতিকে হারাইবার ফলে মানসিক যন্ত্রণা বা দুঃখ। [সং. √শুচ্+অ (ভা)]। বি. **~গাথা, ~সঙ্গীত**—শোকপ্রকাশক গান, elegy। বিণ. **~গ্রস্ত**—শোক ভোগ করিতেছে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **~গ্রস্তা**। বিণ. **শোকাকুল, শোকাতুর, শোকার্ত**—শোকে কাতর। বিণ.(স্ত্রী.) **শোকাকুলা, শোকাতুরা, শোকার্তা**। বি. **শোকানল, শোকাগ্নি**—শোকের যন্ত্রণা। বিণ. **শোকাবহ**—শোকজনক (শোকাবহ সংবাদ, শোকাবহ পরিণাম)। বি. **শোকাবেগ, শোকোচ্ছ্বাস**—শোকের ঢেউ বা ধাক্কা, শোকের প্রাবল্য।

শোচন, শোচনা—বি. শোক করা, বিলাপ (তু. **গতস্যশোচনা**), অনুতাপ (তু. **অনুশোচনা**)। [সং. √শুচ্+অন (ভা), +আ]। বিণ. **শোচনীয়, শোচ্য**—শোকের যোগ্য বা বিষয়ীভূত।

শোচিত—বিণ. যাহার জন্য শোক করা হইয়াছে এমন। [সং. √শুচ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

শোণ—(১) বি. রক্ত বর্ণ; রক্ত; নদবিশেষ। (২) বিণ. রক্তবর্ণবিশিষ্ট, লাল। [সং.]। বিণ.(স্ত্রী.) **শোণা, শোণী**। বি. **শোণিমা** (-মন্)—রক্তিমা, লাল আভা।

শোণিত—বি. রক্ত, রুধির। [সং. শোণ+ইত]। বি. **~ধারা, ~প্রবাহ**—রক্তের স্রোত। বি. **~মোক্ষণ**—(প্রধানতঃ রোগ নিরাময়ের জন্য) অস্ত্রোপচারাদি দ্বারা দেহের রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া। বিণ. **~রঞ্জিত, ~শোণিতাক্ত**—রক্তমাখা। বি. **~শোষণ**—রক্ত শুষিয়া লওয়া, (আল) অন্যায় দাবি আদায়পূর্বক নির্জীব করা।

শোথ—বি. জলসঞ্চারহেতু দেহের ফোলা রোগ, dropsy। [সং. √শ্বি(=বৃদ্ধি)+থ (ণে)]।

শোধ—বি. (ঋণাদি) পরিশোধ, প্রত্যর্পণ (শোধ করা); প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা-গ্রহণ (শোধ তোলা, শোধ লওয়া), শোধন, শুদ্ধি। [সং. √শুধ্+অ (ভা)]। ক্রি. **শোধ করা, শোধ দেওয়া**—ঋণ পরিশোধ করা, দেনা মেটানো। ক্রি. **শোধ যাওয়া**—পরিশোধ হওয়া। **জন্মের শোধ**—জন্মের মত; শেষবার। বি. **~বোধ**—হিংসা ও প্রতিহিংসা বা হার-জিত সমান সমান হওয়া, মিটমাট (তোমাতে-আমাতে শোধবোধ হইল)। **শোধা**—ক্রি. শোধ দেওয়া ('শুধেছি কঠিন ঋণ': রবীন্দ্র)।

শোধক—বিণ. শোধনকারী, সংস্কারক। [সং. √শুধ+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

শোধন—বি. পবিত্র বা নির্মল করা; সংস্কার, ভুল দূরীকরণ, সংশোধন, (ঋণাদি) পরিশোধ। [সং. √শুধ+অন (ভা)]। **শোধনী**—বি.(স্ত্রী.) সম্মার্জনী, ঝাঁটা। বিণ. **শোধনীয়, শোধ্য**—শোধনযোগ্য, শোধন বা শোধ করিতে হইবে এমন। বিণ. **শোধিত**—শোধন বা শোধ করা হইয়াছে এমন।

শোধরা, শোধরান (নো), **শোধা, শোধান** (নো) যথাক্রমে **শুধরা শুধরান শুধা**, ও **শুধান**-র চলিত রূপ।

শোমা, শোমান (বো)—যথাক্রমে **শুমা** ও **শুমান**-র চলিত রূপ।

শোবে—বি. সন্দেহ। [আ. শুবহ্]।

শোভন—বিণ. সুন্দর, সুদৃশ্য, উপযুক্ত (শোভন আকৃতি, উক্তি বা আচরণ); মানায় বা ভাল দেখায় এমন, শোভাজনক। [সং. √শুভ্ + অন (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **শোভনা**। বি. ~**তা**—যোগ্যতা, রমণীয়তা (শোভনতা রক্ষা করা)।

শোভমান—বিণ. শোভা পাইতেছে এমন। [সং. √শুভ্ + মান(শানচ্) (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **শোভমানা**।

শোভা—বি. সৌন্দর্য, কান্তি, বাহার; সৌন্দর্যের বা উজ্জ্বলতার বিকাশ। [সং. √শুভ্ + অ (ভা) + আ]। ক্রি. **শোভা পাওয়া**—সৌন্দর্য বিস্তার করা, শোভাযুক্ত হইয়া বিরাজ করা; যোগ্য হওয়া (তোমার এমন কাজ শোভা পায় না), ভাল দেখান (ধনীর সকলি শোভা পায়)। বিণ. ~**কর**—শোভাদায়ক। বি. ~**ঞ্জন**—শজিনাগাছ। অব্য. ~**ন্তরী**—চমৎকার, বেশ বেশ, শাবাশ। বিণ. ~**ময়**—শোভাপূর্ণ। বিণ.(স্ত্রী.) ~**ময়ী**। বি. ~**যাত্রা**—বহুলোকের একত্রে সমারোহের সহিত গমন, মিছিল। বি. বিণ. ~**যাত্রী** (-ত্রিন্)—মিছিলের সঙ্গে গমনকারী। বিণ. ~**শূন্য**, ~**হীন**—সৌন্দর্যহীন; সৌন্দর্যের বিকাশশূন্য। বিণ. **শোভিত**—শোভাযুক্ত, ভূষিত। বিণ.(স্ত্রী.) **শোভিতা**। বিণ. **শোভী** (-ভিন্) —শোভাদানকারী; শোভাযুক্ত, সুন্দর। বিণ. (স্ত্রী.) **শোভিনী**। ক্রি. **শোভা**—(কাব্যে) শোভা পাওয়া ('লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে' : মধু.)।

শোয়া, শোয়ান (বো), **শোয়াবসা**—যথাক্রমে **শুয়া শুয়ান** ও **শুয়াবসা**-র চলিত রূপ।

শোর—বি. উচ্চ রব, চীৎকার। [ফা.]। বি. ~**গোল**—হৈ-চৈ, তীব্র গোলমাল, গণ্ডগোল।

শোরা—বি. লবণজাতীয় পদার্থবিশেষ, যবক্ষার, nitre। [ফা.]।

শোল—বি. মৎস্যবিশেষ। [সং. শকুল]।

শোলা—**সোলা**-র বানানভেদ।

শোষ—বি. শুষ্কতা, নীরসতা; ক্ষয়রোগ; (বাং.) নালীঘা, sinus। [সং. √শুষ্ + অ (ভা)]। বি. ~**কাগজ**—ব্লটিং পেপার।

শোষক—**শোষণ** দ্রঃ।

শোষণ—বি. (তরল পদার্থের) রস টানিয়া লওয়া (রক্তশোষণ); নীরস বা শুষ্ক করা; (গৌণ অর্থে) পরকে ক্রমাগত বঞ্চনা করিয়া তাহার ধনসম্পদ্ নিজে ভোগ করা (জমিদার কর্তৃক প্রজার অথবা ধনিকশ্রেণীর দ্বারা শ্রমিকের শোষণ); শুষ্কীকরণ। [সং. √শুষ্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণ. বি **শোষক**—শোষণকারী। বিণ. **শোষিত**—শোষণ করা হইয়াছে এমন, নীরসীকৃত।

শোষা, শোষান (বো)—যথাক্রমে **শুষা** ও **শুষান**-র চলিত রূপ।

শোহরত—বি. ঘোষণা বা প্রচার (ঢোল-শোহরত)। [আ. শুহ্রৎ]।

শোহিনী—বি. (সঙ্গীতে) রাগিণীবিশেষ। [সং. শোভিনী]।

শৌকর—বিণ. শূকর-সম্বন্ধীয়। [সং. শূকর + অ]। বি. **শৌকর্য**—শূকরত্ব।

শৌক্তিকেয়, শৌক্তেয়—(১) বিণ. শুক্তিসম্বন্ধীয়। (২) বি. মুক্তা। [সং. শুক্তিকা (= ঝিনুক) + এয়, শুক্তি + এয়]।

শৌক্ল্য—বি. শুক্লতা, শুভ্রতা। [সং. শুক্ল + য(ভা)]।

শৌখিন, (বিরল) **শৌখীন**—বিণ. শখযুক্ত, বিলাসী; রুচিসম্পন্ন (শৌখিন বেশভূষা), মনোরম, শখ মিটায় এমন (শৌখিন দ্রব্য, শৌখিন বৈরাগ্য)। [আ. শৌকীন্]।

শৌচ—বি. শুচিতা; শাস্ত্রানুসারে অন্তর ও দেহের শোধন; মলত্যাগের পর মলদ্বার ইত্যাদি পরিষ্কার করা। [সং. শুচি + অ(ভা)]। বি **শৌচাগার**—মলত্যাগাদির জন্য ঘর, lavatory।

শৌণ্ড—বি. মাতাল, মত্ত, অত্যন্ত আসক্ত বা দক্ষ (অক্ষশৌণ্ড); বিখ্যাত (দানশৌণ্ড)। [সং. শুণ্ডা (= মদ) + অ]। বি. **শৌণ্ডিক, শৌণ্ডী** (-ণ্ডিন্)—মদ্যব্যবসায়ী, শুঁড়ি। বি. **শৌণ্ডিকালয়**—মদের দোকান।

শৌদ্র—বিণ. শূদ্র-সম্বন্ধীয়, শূদ্রের পক্ষে বিহিত; শূদ্রসুলভ। [সং. শূদ্র + অ]।

শৌরসেনী—বি. প্রাচীন ভারতের মৌখিক ভাষাবিশেষ · পশ্চিমা হিন্দির মূলস্থানীয় প্রাকৃতবিশেষ।

শৌরি—বি. শূর নৃপতির পৌত্র, শূর বংশের অপত্য, শ্রীকৃষ্ণ, শনিগ্রহ। [সং. শূর + ই]।

শৌর্য—বি. বীরত্ব, বীর্য; শক্তি ও সাহস। [সং. শূর + য (ভাব-অর্থে)]। বিণ. ~**শালী** (-লিন্)—শৌর্যযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী.) ~**শালিনী**।

শৌল—**শোল**-এর রূপভেদ।

শৌল্ক, শৌল্কিক—(১) বিণ. শুল্ক-সম্বন্ধীয়। (২) বি. শুল্কাধ্যক্ষ, শুল্ক-আদায়কারী। [সং. শুল্ক + অ, ইক]।

শৌহর—বি. (বিরল) স্বামী, পতি। [ফা. শৌহর্]।

শ্ব (শ্বস্)—অব্য. আগামী দিবস, কল্য (পরশ্ব)। [সং.]।

শ্বদন্ত—বি. কুকুরের দাঁতের ন্যায় সূচল দাঁত, canine tooth। [সং. শ্বন্ (=কুকুর) + দন্ত]।

শ্ববৃত্তি—বি. কুকুরতুল্য আচরণ; সেবা, চাকরি, পরনির্ভরতা, খোশামোদ; খোশামুদির দ্বারা জীবিকার্জন। [সং. শ্বন্ + বৃত্তি]।

শ্বশুর—বি. পতির বা পত্নীর পিতা অথবা তত্তুল্য ব্যক্তি। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শ্বশ্রূ**—শ্বশুরের পত্নী। বি. ~**ঘর**—পতিগৃহ। ক্রি. **শ্বশুরঘর করা**—পতিগৃহে যাইয়া সংসার করা। বি. ~**বাড়ি**, ~**মন্দির**, **শ্বশুরালয়**—শ্বশুরের বাসভবন।

শ্বশুর্য—বি. শ্বশুরের পুত্র, শ্যালক।

শ্বসন—বি. শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। [সং. √শ্বস্ + অন(ভা)]। বিণ. **শ্বসিত**—শ্বাসরূপে গ্রহণ ও ত্যাগ করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত। বিণ. **শ্বসমান**—শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগে রত।

শ্বাপদ—বি. (মূলতঃ) যাহার পা কুকুরের পায়ের ন্যায়; শিকারী বা মাংসাশী হিংস্র পশু। [সং. শ্বন্ + পদ]।

বিণ. **~সঙ্কুল, ~সংকুল, ~সমাকীর্ণ**—হিংস্র জন্তু-পূর্ণ।

শ্বাস—বি. নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ; হাঁপানি রোগ ; মৃত্যুর পূর্বের শ্বাস। [সং. √শ্বস্+অ(ভা)]। ক্রি. **শ্বাস ওঠা**—আসন্ন মৃত্যুসূচক শ্বাসকষ্ট হওয়া। বি. **~কর্ম, ~কার্য, ~ক্রিয়া**—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। বি. **~কষ্ট**—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে কষ্টবোধরূপ রোগ ; মুমূর্ষু অবস্থায় শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণে কষ্টবোধ। বি. **~প্রশ্বাস**—গৃহীত ও পরিত্যক্ত শ্বাস ; শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। বি. **~রোগ**—হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ। বি. **~রোধ**—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে বাধা বা অক্ষমতা ; শ্বাসবন্ধ। বি. **শ্বাসারি**—শ্বাসরোগ-দূরকারী ঔষধ।

শ্বিত্র—বি. শ্বেতি বা ধবল রোগ ; শ্বেত কুষ্ঠ। [সং. √শ্বিৎ (=শ্বেত বর্ণ)+র(ণে)]।

শ্বেত—(১) বি. সাদা রঙ। (২) বিণ. শুভ্র, সাদা, ধবল, শুক্ল, সিত। [সং. √শ্বিৎ+অ(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **শ্বেতা**। বি. **~কুষ্ঠ**—ধবলরোগ। **~চর্ম**—(১) বি. সাদা চামড়া ; ইউরোপীয় বা ইংরেজ, যাহাদের গায়ের রঙ সাদা। (২) বিণ. সাদা চামড়া-বিশিষ্ট। বি. **~দ্বীপ**—পৌরাণিক দ্বীপবিশেষ, চন্দ্রদ্বীপ ; (ব্যঙ্গে) গ্রেট বৃটেন, বিলাত। বি. **~প্রস্তর, ~পাথর**—শ্বেতবর্ণ মর্মর পাথর। বি. **~প্রদর**—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ব্যাধিবিশেষ। বি. **~ভুজা**—সরস্বতী (শ্বেতভুজা ভারতী)। বি. **~সার**—খাদ্যশস্য বা ফলমূলাদির শ্বেতাংশ, পালো, starch। বি. **শ্বেতাম্বর**—শুভ্রবসনধারী জৈনসম্প্রদায়বিশেষ। বিণ. **শ্বেতাভ**—সাদা আভাযুক্ত, ঈষৎ সাদা। বি. **শ্বেতি, শ্বেতী**—ধবলরোগ।

শ্বৈত্য—বি. শ্বেতভাব, শুক্লতা। [সং. শ্বেত+য(ফ্য)]।

শ্মশান—বি. শবদাহস্থান, মশান। [সং.] বি. **~কালী**—শ্মশানচারিণীরূপে কল্পিত কালিকামূর্তি। **~চারী** (-রিন্), **~বাসী** (-সিন্)—(১) বিণ. শ্মশানে বিচরণকারী বা বাসকারী। (২) বি. শিব, ভূতনাথ ; প্রেত। **~চারিণী, ~বাসিনী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) শ্মশানে বিচরণকারিণী বা বাসকারিণী। (২) বি. কালিকাদেবী। বি. **~পুরী, ~ভূমি**—শবদাহস্থান, শ্মশান ; (আল.) জনশূন্য হওয়ার ফলে শ্মশানবৎ প্রতীয়মান স্থান। বি. **~বন্ধু**—যে ব্যক্তি দাহকার্যের জন্য শবানুগমন করিয়া শ্মশানে যায়। বি. **~বৈরাগ্য**—শ্মশানে শবদাহকালে বিষয়-বাসনা-সম্পর্কে সাময়িক ঔদাসীন্য বা বিমুখতা (বিষয়ী লোকের শ্মশানবৈরাগ্য)।

শ্মশ্রু—বি. দাড়িগোঁফ ; (বাং.) দাড়ি। [সং.]। বিণ. **~মণ্ডিত, ~ল, ~শোভিত**—শ্মশ্রুময়, শ্মশ্রুতে ঢাকা।

শ্যাম—(১) বিণ. মেঘবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ; ঘন নীলবর্ণ ; ফরসা নয় এমন (শ্যামাঙ্গী) ; সবুজবর্ণ (শ্যাম দূর্বাদল)। (২) বি. শ্রীকৃষ্ণ ; প্রয়াগস্থ সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ। [সং. √শ্যৈ+ম (র্তৃ)]। **শ্যাম রাখি কি কুল রাখি**—একদিকে পর-পুরুষ শ্যামের প্রতি সুগভীর আসক্তি, অন্যদিকে সতীত্ব-ধর্ম ও বংশমর্যাদা : এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া রাধিকার মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া ; (আল.) উভয়সঙ্কটে পড়া। বি. **~চাঁদ**—শ্রীকৃষ্ণ, (কৌতু.) প্রজাপীড়নার্থ নীলকর সাহেবদের চাবুক। বি. **~রায়**—শ্রীকৃষ্ণ। বি. **~সুন্দর**—শ্রীকৃষ্ণ। বিণ. **শ্যামাঙ্গ**—কৃষ্ণবর্ণ-দেহযুক্ত। বিণ (স্ত্রী.) **শ্যামাঙ্গা, শ্যামাঙ্গী**, (বাং.) **শ্যামাঙ্গিনী**। বিণ. **শ্যামায়মান**—শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **শ্যামায়মানা**।

শ্যামক, শ্যামাক—বি. ধান্যবিশেষ। [সং.]।

শ্যামল, (প্রা. কা.) **শ্যামর**—বিণ. শ্যামলবর্ণযুক্ত (শ্যামল পরিবেশ)। [সং. শ্যাম+ল]। বিণ.(স্ত্রী.) **শ্যামলা** (শস্য-শ্যামলা)। বি. **~তা, ~ত্ব, শ্যামলিমা** (-মন্)। বি. **শ্যামলী**—শ্যামবর্ণা গাভীর নাম।

শ্যামা$_{১}$—বি. ক্ষুদ্র বন্য ধান্যবিশেষ। [সং. শ্যামাক]।

শ্যামা$_{২}$—(১) বি. শীতকালে সুখোষ্ণা গ্রীষ্মকালে সুখ-শীতলা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী যুবতী ; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী ; কালিকাদেবী (শ্যামা-পূজা, 'করালবদনী শ্যামা') ; পক্ষিণীবিশেষ, শ্যামাপাখি, যমুনানদী ; প্রিয়ঙ্গুলতা। (২) বিণ. শ্যামবর্ণা। [সং. শ্যাম+আ]। বি. **~পোকা**—সবুজ পোকাবিশেষ, দেওয়ালি পোকা।

শ্যালক, (অপ্র.) **শ্যাল**—বি. পত্নীর ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, শালা। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শ্যালী, শ্যালিকা**—পত্নীর ভগিনী বা তৎস্থানীয়া নারী। বি. **শ্যালী-পতি**—ভায়রা-ভাই।

শ্যেন—বি. বাজপাখি। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **শ্যেনী**। বি. **~চক্ষুঃ** (-ক্ষুস্), (চলিত) **~চক্ষু, ~দৃষ্টি**—বাজপাখির ন্যায় তীক্ষ্ণ নজর।

শ্রদ্ধধান—বিণ. শ্রদ্ধাপূর্ণ, সশ্রদ্ধ। [সং. শ্রৎ+√ধা+আন(র্তৃ)]।

শ্রদ্ধা—বি. সাদর সম্মান, ভক্তি (শ্রদ্ধা করা) ; শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়প্রত্যয়, আস্থা, বিশ্বাস (কবিরাজি চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা) ; নিষ্ঠা (শ্রদ্ধাহীন পূজা), স্পৃহা, রুচি (মিথ্যাবাদীর সঙ্গে কথা বলতে শ্রদ্ধা হয় না)। [সং. শ্রৎ+√ধা+অ (ভা)+আ]। বিণ. **~ন্বিত, ~বান্** (-বৎ), **~লু**—শ্রদ্ধাযুক্ত। বিণ. **~ভাজন, ~স্পদ**—শ্রদ্ধার পাত্র। বি.(৭মী.) **~ভাজনেষু, ~স্পদেষু**—শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির নিকট পত্র লেখার পাঠবিশেষ। বিণ. **শ্রদ্ধেয়**—শ্রদ্ধার যোগ্য, আদরণীয়। বিণ. (স্ত্রী.) **শ্রদ্ধেয়া**।

শ্রবণ—বি. শোনা, আকর্ণন ; কান (শ্রবণ-গোচর, 'বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব' : দ্বি. রা.)। [সং. √শ্রু+অন(ভা, ণে)]। বি. **~পথ**—কান। বি. **~বিবর**—কানের ছিদ্র। বিণ. **~মধুর**—শুনিতে মধুর। বিণ. **~বহির্ভূত, শ্রবণাতীত**—শোনা অসাধ্য এমন। বি. **~সুখ**—কানের পরিতৃপ্তি ; শ্রুতিমধুরতা। বিণ. **~সুখকর**—শুনিতে ভাল লাগে এমন, শ্রুতিমধুর। বিণ. **শ্রবণীয়, শ্রব্য, শ্রাব্য**—শ্রবণযোগ্য ; শুনিতে পারা যায় এমন (শ্রাব্য-অশ্রাব্য অনেক কথা)। **শ্রব্য কাব্য**—যে সাহিত্যগ্রন্থ অভিনয়োপযোগী নহে অর্থাৎ যাহা শুনিতে বা পড়িতে হয় (তু. **দৃশ্যকাব্য**)।

শ্রবণা—বি. (জ্যোতিষ.) দ্বাবিংশ নক্ষত্র। [সং. √শ্রু+অন(র্তৃ)+আ]।

শ্রম—বি. মেহনত, পরিশ্রম, খাটুনি। [সং.]। বি. **~আদালত**—শ্রমিকদের বা কর্মচারীদের সঙ্গে মালিক প্রভৃতির বিরোধজনিত মকদ্দমা বিচারার্থ আদালত, labour tribunal। বিণ. **~কাতর**—পরিশ্রম করিতে কষ্টবোধ করে এমন। বি. **~জল, ~বারি**—ঘাম। বিণ. বি. **~জীবী** (-বিন্)—দৈহিক শ্রমদ্বারা জীবিকা অর্জনকারী, শ্রমিক, মজুর। বি. **~দফতর, ~দপ্তর**—কল-কারখানা এবং অন্যান্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সরকারি দফতর, labour department। বি. **~বণ্টন, ~বিভাগ**—একই শ্রমিককে কোন মাল সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া তাহার অংশবিশেষ বিভিন্ন শ্রমিকের দ্বারা প্রস্তুত করানর ব্যবস্থা, division of labour। বিণ. **~বিমুখ**—পরিশ্রম করিতে চাহে না এমন; অলস। বিণ. **~লব্ধ**—পরিশ্রমের ফলে অর্জিত। বিণ. **~শীল**—পরিশ্রমী। বিণ. **~সাধ্য**—যাহা সম্পাদন করিতে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় (শ্রমসাধ্য কাজ)।

শ্রমণ—বি. বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। [সং. √শ্রম্+অন (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) **শ্রমণা**।

শ্রমিক—বি. শ্রমজীবী, মজুর (শ্রমিক-মালিক সঙ্ঘর্ষ)। [সং. শ্রম+ইক]। বি. (স্ত্রী.) **শ্রমিকা**।

শ্রমী (-মিন্)—বিণ. পরিশ্রমী, শ্রমশীল। [সং. শ্রম+ইন্]। বি. (স্ত্রী.) **শ্রমিণী**।

শ্রমোপজীবী (-বিন্)—বিণ. দৈহিক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকার্জনকারী, মেহনতী। [সং. শ্রম+উপ+ √জীব্+ইন্ (র্তৃ)]।

শ্রয়, শ্রয়ণ—বি. আশ্রয়, অবলম্বন, সহায়। [সং. √শ্রি+অ, অন (ভা)]। বিণ. **শ্রিত**—আশ্রয়রূপে গৃহীত, অবলম্বিত।

শ্রাদ্ধ—বি. শ্রদ্ধার সহিত মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও শাস্ত্রবিহিত অন্যান্য অনুষ্ঠান; (ব্যঙ্গে) অযথা প্রয়োগ বা ব্যয়, অপচয় (কথার শ্রাদ্ধ, টাকার শ্রাদ্ধ); দারুণ উৎপীড়ন, সর্বনাশ (সে তার শ্রাদ্ধ করে ছাড়ল); (অশি.) বিশৃঙ্খল বা অবাঞ্ছিত ব্যাপার (শ্রাদ্ধ গড়ান)। [সং. শ্রদ্ধা+অ]। ক্রি. **শ্রাদ্ধ খাওয়া**—শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা। ক্রি. **শ্রাদ্ধ গড়ান**—অবাঞ্ছিত ব্যাপার দীর্ঘস্থায়ী হওয়া; বিসদৃশ কাণ্ডে পরিণত হওয়া। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—বিশৃঙ্খল ব্যাপার। বি. **~বাসর**—শ্রাদ্ধদিবস। বি. **~শান্তি**—মৃতের আত্মার শান্তি-কামনায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান। বিণ. **শ্রাদ্ধিক, শ্রাদ্ধীয়**—শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধীয়, শ্রাদ্ধে প্রদেয় দ্রব্য।

শ্রান্ত—বিণ. পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত; মন্দীভূত; শান্ত, নিবৃত্ত। [সং. √শ্রম্+ত (র্তৃ)]। বি. **শ্রান্তি**—পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, মন্থরতা বা নিবৃত্তি (শ্রান্তি-ক্লান্তি); বিশ্রাম, বিরাম। বিণ. **শ্রান্তিহীন**—পরিশ্রমে ক্লান্ত হয় না এমন; অবিশ্রাম, অবিরাম।

শ্রাবক—বি. শ্রবণকারী, শ্রোতা; শিষ্য; বৌদ্ধ গৃহস্থ। [সং. √শ্রু+অক (র্তৃ)]।

শ্রাবণ১—(১) বি. বাঙলা বৎসরের চতুর্থ মাস। (২) বিণ. শ্রবণা-নক্ষত্র সম্বন্ধীয়। [সং. শ্রবণা+অ]।

শ্রাবণ২—বিণ শ্রবণেন্দ্রিয়জনিত (শ্রাবণ জ্ঞান); শ্রবণেন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয়। [সং. শ্রবণ+অ]।

শ্রাবিত—বিণ. শুনান হইয়াছে এমন। [সং. √শ্রু+ণিচ্+ত (র্ম)]।

শ্রাব্য—**শ্রবণ** দ্রঃ।

শ্রিত—**শ্রয়** দ্রঃ।

শ্রী—বি. লক্ষ্মীদেবী, (অপ্র.) সরস্বতীদেবী; ঐশ্বর্য, সম্পদ্, সৌভাগ্য (শ্রীবৃদ্ধি), সৌন্দর্য লাবণ্য, শোভা (মুখশ্রী, শ্রীহীন), চেহারা; ঢং, ভঙ্গি (কথার শ্রী); জীবিত ব্যক্তি, দেবতা অবতার বা মহাপুরুষের নামের পূর্বে এবং বৈষ্ণবদিগের পবিত্র বস্তু ও তীর্থস্থানাদির উল্লেখের পূর্বে বিশেষণের ন্যায় ব্যবহার্য শব্দবিশেষ (শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅঙ্গ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীখোল); (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং. √শ্রি+ক্বিপ্ (র্ম)]। বি. **~অঙ্গ**—সুন্দর বা পবিত্র দেহ (সচ. দেবতা, পূজ্য ব্যক্তি ও প্রিয়জনের দেহসম্বন্ধে প্রযোজ্য)। বি. **~কণ্ঠ**—শিব। বি. **~কান্ত**—বিষ্ণু। বি. **~ক্ষেত্র**—পুরীধাম। বি. **~খণ্ড**—চন্দনকাঠ। বি. **~খণ্ডী**—মঙ্গলানুষ্ঠানে পরিধেয় বস্ত্র; বিবাহের পিঁড়ি। বি. **~ঘর**—(ব্যঙ্গে) জেলখানা, কারাগার। বি. **~চরণ, ~চরণকমল**—পূজ্য ব্যক্তি বা গুরুজনের চরণ। বি. (৭মী) **~চরণকমলেষু, ~চরণেষু**—পূজ্য ব্যক্তির নিকট চিঠি লেখার পাঠবিশেষ। বি. **~ছাঁদ**—লাবণ্য, সৌন্দর্য। বি. **~ধর**—বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ। বি. **~পতি, ~নিবাস**—বিষ্ণু। বি. **~পঞ্চমী**—মাঘী শুক্লা পঞ্চমী: ইহা সরস্বতীপূজার তিথি। বি. **~পদ, ~পদপঙ্কজ, ~পদপল্লব, ~পাদ, ~পাদপদ্ম**—**শ্রীচরণ**-এর অনুরূপ (নিত্যানন্দ শ্রীপাদ)। বি. **~পর্ণ**—পদ্ম। বি. **~ফল**—বেল। বি. **~বৎস**—শনিকর্তৃক উৎপীড়িত পুরাণোক্ত নৃপতির নাম; বিষ্ণুর বক্ষস্থ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী। বি. **~বৎসলাঞ্ছন**—শ্রীবৎসরূপ চিহ্ন; বিষ্ণু। বি. **~বৃদ্ধি**—সম্পদবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি; উন্নতি। বিণ. **~ভ্রষ্ট**—সম্পদ্ বা সৌন্দর্য হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন, লক্ষ্মীছাড়া। বিণ. **~মৎ**—মহিমময়: সাধুসন্ন্যাসীদের এবং পবিত্র-গ্রন্থাদির নামের পূর্বে প্রযুক্ত সম্মানসূচক শব্দ (শ্রীমদ্রামানুজ, শ্রীমদ্ভাগবত)। **~মতী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) সৌভাগ্যবতী (প্রধানতঃ বয়ঃকনিষ্ঠার বা আশীর্বাদের পাত্রীর নামের পূর্বে প্রযোজ্য)। (২) বি. সুন্দরী নারী, যুবতী; রাধিকা। বিণ. **~মত্যা**—(অধুনা অপ্র.) শ্রীমতী (বিধবার নামের পূর্বে প্রযোজ্য)। বিণ. **~মন্ত**—সৌভাগ্যবান্, সম্পত্তিশালী। বিণ. **~মান্** (-মৎ)—সুন্দর, কান্তিমান্; সৌভাগ্যশালী, লক্ষ্মীমন্ত (প্রধানতঃ বয়ঃকনিষ্ঠের বা আশীর্বাদের পাত্রের নামের পূর্বে প্রযোজ্য)। বি. **~মুখ**—সুন্দর বা পবিত্র মুখ (সচ. দেবতা, পূজ্য ব্যক্তি বা প্রিয়জনের মুখসম্বন্ধে প্রযোজ্য)। বিণ. **~যুক্ত, ~যুত**—সৌভাগ্যযুক্ত, মহাশয় (মান্য পুরুষের নামের পূর্বে প্রযুক্ত)। বিণ. (স্ত্রী.) **~যুক্তা**। বিণ. **~ল**—সৌভাগ্যবান্, লক্ষ্মী-

মন্ত (বিশেষ মান্য পুরুষের নামের পূর্বে প্রযুক্ত)। বি. ~শ—বিষ্ণু। বি. ~হস্ত—সুন্দর বা পবিত্র হস্ত (সচ. দেবতা, পূজ্য ব্যক্তি বা প্রিয়জনের হস্তসম্বন্ধে প্রযোজ্য)। বিণ. ~হীন—শোভাসৌন্দর্যহীন বা সৌভাগ্যহীন। বি. ~হীনতা।

শ্রুত—(১) বিণ. শোনা হইয়াছে এমন ; প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত (শ্রুতকীর্তি)। (২) বি. জ্ঞান (গুরুপরম্পরায় লব্ধ), বেদ (শ্রুতান্বিত)। [সং. √শ্রু + ত (র্ম)]। বিণ. ~কীর্তি—বিখ্যাত, যশস্বী। বিণ. ~ধর—শ্রুতি দ্রঃ। বিণ. ~পূর্ব—পূর্বে শ্রুত। ক্রি-বিণ., অব্য. ~মাত্র—শোনামাত্র।

শ্রুতি—বি. শ্রবণ ; শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ (শ্রুতিপথ) ; লোকপরম্পরাগত কাহিনী প্রবচন প্রভৃতি, কিংবদন্তী, প্রবাদ (জনশ্রুতি) ; গুরুমুখ হইতে শ্রুত, বেদ (শ্রুতিস্মৃতি) ; (সঙ্গীতে) স্বর হইতে স্বরান্তরে কণ্ঠপরিবর্তনকালে যে সূক্ষ্ম স্বরাংশ শ্রুত হয়। [সং. √শ্রু + তি (ভা)]। বিণ. ~কটু, ~কঠোর—শুনিতে কর্কশ। বিণ. ~গম্য, ~গোচর—শোনা যায় বা যাইতে পারে এমন। বিণ. ~ধর, শ্রুতধর—শ্রবণমাত্র স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ। বি. ~পথ—কানের ছিদ্র ; কর্ণরূপ পথ ('শ্রুতিপথে শুনলুঁ' : ব্রজ.)। বিণ. ~মধুর—শুনিতে মধুর। বি. ~মূল—কানের গোড়া।

শ্রূয়মাণ—বিণ. শোনা হইতেছে এমন। [সং. √শ্রু + মান(শানচ্) (র্ম)]।

শ্রেঢ়ী—বি. (গণি.) নির্দিষ্ট পার্থক্য বজায় রাখিয়া পাতিত ক্রমবৃদ্ধিমূলক সংখ্যাশ্রেণী (যেমন, ২ ৪ ৬ ৮ ১০, ২ ৪ ৮ ১৬ ৩২), progression। [<সং. শ্রেণী]।

শ্রেণী, শ্রেণি—বি. পঙ্‌ক্তি, সারি (শ্রেণীবদ্ধ) ; সম্প্রদায় (বিভিন্ন শ্রেণীর লোক) সমাজ, সমধর্মী বা সমকর্মী ব্যক্তিগণ (ব্যবসায়িশ্রেণী, রাঢ়ীয় শ্রেণী), দল, পাল (হস্তিশ্রেণী) : বিভাগ, ক্লাস (প্রথম শ্রেণী)। [সং. √শ্রি + নি (র্তৃ) + ঈ]। বিণ ~বদ্ধ—সারিবাঁধা। বি. ~বিন্যাস—বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজাইয়া রাখা। বিণ. ~ভুক্ত—(নির্দিষ্ট) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, দলভুক্ত। বি. ~সংঘাত, ~সংগ্রাম—(রাজ.) প্রতিষ্ঠালাভ বা প্রাধান্যলাভের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত (বিশেষতঃ ধনী ও দরিদ্র) মানবসম্প্রদায়ের বিরোধ বা লড়াই, class-struggle।

শ্রেয়ঃ (-য়স্), (চলিত) **শ্রেয়**—(১) বি. মঙ্গল (শ্রেয়োবোধ, শ্রেয়ের পথ), শুভ, হিত ; ধর্ম ; মোক্ষ। (২) বিণ. হিতকর (শ্রেয় জ্ঞান করা), প্রশস্ত, (দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর প্রশংসনীয় (অনেক গুণে শ্রেয়)। [সং. প্রশস্ত > শ্র + ঈয়স্]। বিণ. **শ্রেয়স্কর**—হিতকর। বিণ. (স্ত্রী.) **শ্রেয়স্করী**। বিণ. (পুং.) **শ্রেয়ান্** (-য়স্)—হিতকর ; শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **শ্রেয়সী**। বি. **শ্রেয়োলাভ**—কল্যাণপ্রাপ্তি।

শ্রেষ্ঠ—বিণ. সর্বপ্রধান ; তুলনায় উত্তম, উৎকৃষ্ট। [সং. প্রশস্ত > শ্র + ইষ্ঠ]। বিণ. (স্ত্রী.) **শ্রেষ্ঠা**। বি. ~তা, ~ত্ব। বিণ. ~তর—(অশু. কিন্তু চলিত) দুইয়ের মধ্যে উৎকৃষ্টতর। বিণ. ~তম—উৎকৃষ্টতম।

শ্রেষ্ঠী (-ষ্ঠিন্)—বি. বণিক্, শেঠ ; অতি ধনী ব্যক্তি। [সং. শ্রেষ্ঠ(=শ্রেষ্ঠত্ব) + ইন্]।

শ্রোণি, শ্রোণী—বি. নিতম্ব, পাছা। [সং.]।

শ্রোতব্য—বিণ. শ্রবণীয়, শ্রবণযোগ্য ; শ্রবণ করিতে হয় এমন। [সং. √শ্রু + তব্য]।

শ্রোতা (-তৃ)—বিণ. বি. শ্রবণকারী। [সং. √শ্রু + তৃ (র্তৃ)]। বি **শ্রোতৃবর্গ, শ্রোতৃমণ্ডলী**—শ্রোতৃগণ, audience।

শ্রোত্র—বি. শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ ; বেদ, শ্রুতি। [সং. √শ্রু + ত্র (শে. র্ম)]।

শ্রোত্রিয়—বি. বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; অকুলীন ব্রাহ্মণের শাখাবিশেষ। [সং.]।

শ্রৌত—বিণ. শ্রুতিসম্বন্ধীয়, বেদনির্দিষ্ট, বেদানুমত ; বেদবিষয়ক (শ্রৌত কর্ম)। [সং. শ্রুতি + অ]।

শ্লক্ষ্ণ—বিণ. কোমল, স্নিগ্ধ, মসৃণ ; কর্কশ-এর বিপরীতার্থক। [সং.]।

শ্লথ—বিণ. শিথিল, ঢিলা (বন্ধন শ্লথ হওয়া) ; দীর্ঘসূত্র (সে কাজে বড় শ্লথ) ; মন্থর ('শ্লথ পায়ে চলি') ; আলুথালু, বিস্রস্ত (শ্লথ বেশ)। [সং. √শ্লথ্ + অ (র্তৃ)]।

শ্লাঘা—বি. প্রশংসা (আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়), গৌরব ; আত্মপ্রশংসা। [সং. √শ্লাঘ্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **শ্লাঘ্য, শ্লাঘনীয়**—প্রশংসার্হ ; স্পৃহণীয়।

শ্লিষ্ট—বিণ. সংযুক্ত, জড়িত ; আলিঙ্গিত ; শ্লেষযুক্ত, দ্ব্যর্থবাচক, একাধিক অর্থজ্ঞাপক। [সং. √শ্লিষ্ + ত(র্তৃ)]।

শ্লীপদ—বি. পায়ের শোথরোগ, গোদ, elephantiasis। [সং. শ্রী + পদ]।

শ্লীল—বিণ. ভদ্র, শিষ্ট, রুচিসঙ্গত। [সং শ্রী + ল]। বি. ~তা (বাক্যালাপে শ্লীলতা বজায় রাখো)।

শ্লেষ—বি. সংযোগ, সংশ্রব ; আলিঙ্গন ; (অল.) একাধিক অর্থে একই শব্দের ব্যবহার-রূপ শব্দালংকার, pun (যেমন, 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ') ; (বাং.) প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ (শ্লেষ প্রয়োগ, শ্লেষোক্তি)। [সং.]।

শ্লেষ্মা (-ষ্মন্)—বি. কফ, সর্দি ; শিকনি, গয়ের। [সং.]। বিণ. **শ্লৈষ্মিক**—শ্লেষ্মা-সংক্রান্ত ; শ্লেষ্মাবাহী। **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী**—দেহাভ্যন্তর্গত শ্লেষ্মা উৎপাদক ও নিঃসারক সূক্ষ্ম জলবৎ আবরণবিশেষ, mucous membrane।

শ্লোক—বি. সংস্কৃতে রচিত কবিতা, পদ্য ; খ্যাতি, যশঃ (পুণ্যশ্লোক)। [সং.]। বিণ. **শ্লোকাত্মক**—শ্লোকময় ; শ্লোকে রচিত।

ষ

ষ—বাঙ্গালা ভাষার একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ষট্ (ষষ্)—বি. বিণ. ছয় সংখ্যা বা সংখ্যক, ৬। [সং.]। বি. **ষট্ক**—(সনেট্-জাতীয় কবিতার) ছয়টি চরণের সমষ্টি, sestet। বি. ~কর্ম (-র্মন্)—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ ; ব্রাহ্মণের করণীয় এই ছয় কর্ম ; মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি ছয়টি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। ~কর্মা (-র্মন্)—(১) বি. ষট্‌কর্মচারী ব্রাহ্মণ। (২) বিণ.

ষট্‌কর্মকারী। বি. ~চক্র—মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণি-পুরক অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা : যোগশাস্ত্রে কথিত দেহমধ্যস্থ এই ছয় চক্র—ইহা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম-সন্নিধানে উপস্থিত হওয়ার নাম ষট্‌চক্রভেদ। বিণ. ~চত্বারিংশ, ~চত্বারিংশত্তম—ছেচল্লিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ.(স্ত্রী.) ~চত্বারিংশত্তমী। বি. বিণ. ~চত্বারিংশৎ—ছেচল্লিশ সংখ্যা বা সংখ্যক, ৪৬। বিণ. ~ত্রিংশ, ~ত্রিংশত্তম—ছত্রিশ সংখ্যার পূরক। বিণ.(স্ত্রী.) ~ত্রিংশত্তমী। বি.বিণ. ~ত্রিংশৎ—ছত্রিশ সংখ্যা বা সংখ্যক, ৩৬। বিণ. ~পঞ্চাশ, ~পঞ্চাশত্তম ছাপ্পান্ন সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ (স্ত্রী.) ~পঞ্চাশত্তমী। বি.বিণ. ~পঞ্চাশৎ—ছাপ্পান্ন সংখ্যা বা সংখ্যক, ৫৬। ~পদ—(১) বিণ. ছপেয়ে, ছয়খানি পা-যুক্ত। (২) বি. ভ্রমর। ~পদী—(১) বিণ. ষট্‌পদ-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. উকুন ; ভ্রমরী ; ছয়চরণযুক্ত ছন্দোবিশেষ। বিণ. ~ষষ্ঠ, ~ষষ্টিতম—ছেষট্টি সংখ্যার পূরক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ষষ্টিতমী। বি. বিণ. ~ষষ্টি—ছেষট্টি সংখ্যা বা সংখ্যক, ৬৬। বি.বিণ. ~সপ্ততি—ছিয়াত্তর সংখ্যা বা সংখ্যক, ৭৬। বিণ. ~সপ্ততিতম—ছিয়াত্তর সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ.(স্ত্রী.) ~সপ্ততিতমী।

ষড়্—বি. কাহারও বিরুদ্ধে চক্রান্ত, গুপ্ত পরামর্শ। [<ফা. শলাহ্ >শল্]।

ষড়ঙ্গ—(১) বি. মস্তক হস্তদ্বয় কোমর চরণদ্বয়, দেহের এই ছয় অঙ্গ; শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ : বেদের এই ছয় অবয়ব বা আনুষঙ্গিক শাস্ত্র; ছয় বেদাঙ্গ ; গোমূত্র গোময় দুগ্ধ দধি ঘৃত গোরোচনা : এই ছয়টি মাঙ্গল্য দ্রব্য। (২) বিণ. ছয় অঙ্গযুক্ত। [সং. ষট্ (-ষ্) + অঙ্গ]।

ষড়ভিজ্ঞ—বি. বুদ্ধদেব। [সং. ষট্ (দান-শীল-ক্ষান্তি ইত্যাদি বিষয়ে) অভিজ্ঞতা (অপূর্ব জ্ঞান) যাঁহার]।

ষড়যন্ত্র, ষড়্‌যন্ত্র-এর চলিত রূপ।

ষড়শীতি—বি.বিণ. ছিয়াশি সংখ্যা বা সংখ্যক, ৮৬। [সং. ষট্(-ষ্) + অশীতি]। বিণ. ~তম—ছিয়াশি সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়।

ষড়ানন—বি. কার্তিকেয়। [সং. ষট্(-ষ্) + আনন]।

ষড়ৈশ্বর্য—বি. ভগবানের ঐশ্বর্যাদি ছয়প্রকার মহিমা [ভগ দ্রঃ]। [সং. ষট্ (-ষ্) + ঐশ্বর্য]।

ষড়্‌ঋতু—বি. গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত : এই ছয়টি কালবিভাগ। [সং. ষট্ (-ষ্) + ঋতু]।

ষড়্‌গুণ—(১) বি. সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয়, রাজাদিগের এই ছয় গুণ। (২) বিণ. ছয় সংখ্যার দ্বারা গুণিত, ছয়গুণ। [সং. ষট্ (-ষ্) + গুণ]।

ষড়্‌জ—বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের (নাসাদি ছয় অঙ্গ হইতে জাত) প্রথম স্বর 'সা'। [সং. ষট্(-ষ্) + √জন্ + অ(র্তৃ)]।

ষড়্‌দর্শন—বি. সাংখ্য পাতঞ্জল পূর্বমীমাংসা উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত ন্যায় ও বৈশেষিক : এই ছয়টি দর্শন-শাস্ত্র। [সং. ষট্ (-ষ্) + দর্শন]।

ষড়্‌ধা—অব্য. ছয় প্রকার বা প্রকারে ; ছয়বার। [সং. ষট্(-ষ্) + ধা]।

ষড়্‌বর্গ—ষড়্‌রিপু দ্রঃ।

ষড়্‌বিধ—বিণ. ছয় প্রকার। [সং. ষট্ (-ষ্) + বিধা]।

ষড়্‌যন্ত্র—বি কাহারও বিরুদ্ধাচরণের জন্য গুপ্ত মন্ত্রণা, সঙ্ঘবদ্ধ চক্রান্ত। [ষড়্ (দ্রঃ) + সং. যন্ত্র (= ক্রিয়াসাধক কৌশল)]।

ষড়্‌রস—বি. লবণ অম্ল কষায় কটু তিক্ত মধুর : এই ছয় প্রকার রস বা স্বাদ। [সং. ষট্ (-ষ্) + রস]।

ষড়্‌রিপু, ষড়্‌বর্গ—বি. কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য : এই ছয়টি শরীরস্থ শত্রু। [সং. ষট্ (-ষ্) + রিপু, বর্গ]।

ষণ্ড—বি. ষাঁড়, বৃষ ; নপুংসক। [সং.]।

ষণ্ডা—বিণ ষাঁড়ের ন্যায় গোঁয়ার ও বলবান্ ; বলিষ্ঠ। [সং. ষণ্ড + বাং. আ]। বি. ~মি—গোঁয়াতুর্মি, গুণ্ডামি।

ষণ্ডামর্ক, (চলিত) **ষণ্ডামার্ক**—বি ষণ্ড ও অমর্ক-নামক শুক্রাচার্যের বলিষ্ঠ ও একগুঁয়ে পুত্রদ্বয়, প্রহ্লাদের শিক্ষা-গুরু, (গৌণ অর্থে) বলিষ্ঠ ও উগ্রপ্রকৃতি।

ষণ্ট—বি. নপুংসক। [সং.]।

ষণ্ণবতি—বি. বিণ. ছিয়ানব্বই সংখ্যা বা সংখ্যক, ৯৬। [সং. ষট্ + নবতি]। বিণ. ~তম—ছিয়ানব্বই সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ.(স্ত্রী.) ~তমী।

ষণ্মাস—বি. ছয় মাস, অর্ধ বৎসর। [সং. ষট্ (-ষ্) + মাস]।

ষত্ব—বি. (ব্যাক) 'ষ'-এর ব্যবহারবিধি (ষত্ব-বিধান)। [সং. ষ + ত্ব(ভা)]।

ষষ্টি—বি.বিণ. ষাট সংখ্যা বা সংখ্যক, ৬০। [সং.]। বিণ. ~তম—ষাটের পূরক।

ষষ্ঠ—বিণ. ছয়ের পূরক। [সং. ষষ্ + থ]।

ষষ্ঠী—(১) বিণ. ছয়ের স্থানীয়া। (২) বি. সন্তানের রক্ষা-কারিণী দেবীবিশেষ, কৃত্তিকা ; (ব্যাক.) সম্বন্ধপদের বিভক্তি, (জ্যোতিষ.) তিথিবিশেষ। [সং. ষষ্ঠ + ঈ]। **ষষ্ঠীর বাহন**—বিড়াল। বি. ~তৎপুরুষ—(ব্যাক.) ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পদের সহিত অন্য পদের সমাস। বি. ~তলা—বারোয়ারি ষষ্ঠীপূজার স্থান। বি. ~পূজা—ষষ্ঠীদেবীর পূজা ; জাতকের জন্মের ষষ্ঠদিবসে অনুষ্ঠেয় মঙ্গলকর্মবিশেষ। বি. ~বাটা—জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব। বি. ~বুড়ী—ষষ্ঠীদেবী ; জরা রাক্ষসী। **ষষ্ঠীর কৃপা**—সন্তানলাভ।

ষাঁড়—বি. ষণ্ড, বৃষ। [সং. ষণ্ড]। **গোকুলের ষাঁড়**—(ব্যঙ্গে) স্বেচ্ছাবিহারী বা উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি। **ষাঁড়ের গোবর, ষাঁড়ের নাদ**—(ব্যঙ্গে) ষাঁড়ের গোবর যেরূপ কোন পুণ্যকর্মে ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ যে লোক কোন কাজে লাগে না, অকর্মণ্য লোক।

ষাঁড়া—বিণ. নপুংসক, বন্ধ্যা, বাঁঝা। [সং. ষণ্ট]।

ষাঁড়াষাঁড়ি—বি. ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই। [বাং. ষাঁড়(+ আ) + ষাঁড় (+ ই), ব্যতি. বহু.]। **ষাঁড়াষাঁড়ির বান**—(পরস্পর যুদ্ধে নিরত ষাঁড়ের ন্যায় গর্জনযুক্ত বলিয়া) গঙ্গার জোয়ারের প্রবল জলোচ্ছ্বাস।

ষাট১, (অপ্র.) **ষাটি**—বি.বিণ. ৬০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষষ্টি]।

ষাট$_{২}$, ষাঠ—অব্য. পুত্রকন্যা বা কনিষ্ঠদের অমঙ্গল-নিবারণার্থ ষষ্ঠীদেবীর নামোচ্চারণ। [সং. ষষ্ঠী]।

ষাণ্মাতুর—বি. কৃত্তিকা, দুর্গা ইত্যাদি ছয় মাতার সন্তান, কার্তিক। [সং. ষণ্ মাতৃ + অ]।

ষাণ্মাসিক—বিণ. ছয় মাস অন্তর-অন্তর ঘটে বা প্রকাশিত হয় এমন (ষাণ্মাসিক পরীক্ষা, ষাণ্মাসিক পত্রিকা); ছয় মাসে করণীয়। [সং. ষণ্মাস + ইক]।

ষেট, ষেটে—বি. ষষ্ঠীদেবী। [সং. ষষ্ঠী]। **ষেটের বাছা, ষেটের কোলের বাছা**—ষষ্ঠীদেবীর অনুগৃহীত সন্তান (সন্তান-সম্বন্ধে আশীর্বাদসূচক উক্তিবিশেষ)। বি. **ষেটেরা** শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ রাত্রিতে অনুষ্ঠেয় ষষ্ঠীপূজাদি মাঙ্গলিক কর্ম।

ষোড়শ$_{১}$ (-শন্)—(১) বি. ষোল সংখ্যা, ১৬, শ্রাদ্ধে ষোড়শ প্রকার বস্তু দান। (২) বিণ. ষোলসংখ্যক। [সং. ষট্ (-ষ্) দশন্]। বি. **~মাতৃকা**—গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি কুলদেবতা আত্মদেবতা: এই ষোলজন মাতৃকা বা উপদেবী। বি. **ষোড়শোপচার**—আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্থানীয় বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মধুপর্ক তাম্বূল, তর্পণ ও নতি: এই ষোল প্রকার পূজার উপকরণ।

ষোড়শ$_{২}$—বিণ. ষোল সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। [সং. ষোড়শন্ + অ]। **ষোড়শী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) ষোল-স্থানীয়া; ষোল বৎসর বয়স্কা। (২) বি. দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা, ষোল বৎসরের যুবতী।

ষোল, ষোলো—বি. বিণ. ১৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [< সং. ষোড়শন্]। **~আনা**—(১) বি. একটাকা। (২) বিণ. ক্রি-বিণ. সম্পূর্ণ, পুরাপুরি (ষোলআনা আরোগ্য, ষোলআনা সম্পত্তি)। **~কলা**—(১) বি. চন্দ্রের ষোলটি অংশ। (২) ক্রি-বিণ. (আল.) সর্বতোভাবে, পুরাপুরি।

ষ্ঠীবন—বি. থুতু ফেলা, থুৎকার। [সং. √ষ্ঠিব্ + অন (ভা)]। (তু. **নিষ্ঠীবন**)।

স

স—বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

স-$_{১}$—বিণ. (সমাসে বিশেষ্যসূচক শব্দের পূর্বে সহ ও সমান শব্দের রূপ) তৎসহ; বর্তমান (সচন্দন, সপরিবারে); সমান (সগোত্র, সতীর্থ্য)।

স-$_{২}$—অব্য. 'অতিশয়' অর্থবাচক (সঘন) এবং স্বার্থে ব্যবহৃত (সঠিক, সক্ষম); বাং. উপসর্গবিশেষ।

সই$_{১}$—বি. স্বাক্ষর (দলিলে সই করা)। **সহি$_{২}$** দ্রঃ।

সই$_{২}$—**সখী**-র কথ্য রূপ।

-সই$_{৩}$—'যোগ্য' অথবা 'পর্যন্ত' অর্থবাচক বাং. তদ্ধিত-প্রত্যয় (পছন্দসই, টেঁকসই, বুকসই, মাথাসই)। [ফা. —তু. হি. সহীহ (=দুরস্ত)]।

সইস, সহিস—বি. অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক। [ফা. সাইস্]।

সওগাত, সওগাৎ, সওগাদ—বি. উপঢৌকন, ভেট। [তুর. সওগৎ]।

সওদা—বি ক্রয়, খরিদ; পণ্যদ্রব্য, বেসাতি। [ফা.]।

সওদাগর—বি. বণিক্, বড় ব্যবসাদার। [ফা.]। **সওদাগরি, সওদাগরী**—(১) বিণ. বণিক্ বা বাণিজ্য সম্বন্ধীয়। (২) বি. সওদাগরের কাজ, বাণিজ্য।

সওয়া$_{১}$—বি. বিণ. এক ও একচতুর্থাংশ, ১¼। [সং. সপাদ]। বি. **~ইয়া**—(গণি.) সওয়ার হিসাবের তালিকা।

সওয়া$_{২}$—ক্রি. সহ্য করা (সইতে পারা, আঘাত সয়েছি)। [**সহা, সওয়া** দ্রঃ]।

সওয়ার—(১) বি. আরোহী (ঘোড়-সওয়ার), অশ্বারোহী। (২) বিণ. আরূঢ় (সওয়ার হওয়া)। [ফা. সয়ার্]। **সওয়ারি, সওয়ারী**—(১) বিণ. বি. যানবাহনে আরোহী (গাড়ীর সওয়ারি)। (২) বি যানবাহন।

সওয়াল—বি. প্রশ্ন, জেরা। [আ. সয়াল্]। বি. **~জবাব**—প্রশ্নোত্তর, মকদ্দমায় উকিলের বাদপ্রতিবাদ।

সং—**সঙ** দ্রঃ।

সংকট, সংকর, সংকর্ষণ, সংকলক, সংকলন, সংকলয়িতা, সংকলিত, সংকল্প, সংকাশ, সংকীর্ণ, সংকীর্তন, সংকীর্তিত, সংকুচিত, সংকুল, সংকুলান, সংকেত, সংকোচ, সংকোচন—**সঙ্কট সঙ্কর** প্রভৃতির বানানভেদ।

সংক্রম, সংক্রমণ, সংক্রাম—বি. সংক্রান্তি, সঞ্চার, সঞ্চরণ, গমন; সূর্যাদির এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সঞ্চার, রোগাদির এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চার; সোপান; সেতু; উপায়। [সং.], বিণ. **সংক্রমিত, সংক্রামিত**—এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত (পিতার গুণরাশি পুত্রে সংক্রমিত); প্রবিষ্ট, স্থাপিত, নিবেশিত, গমিত। বিণ. **সংক্রামক, সংক্রামী** (-মিন্)—সংস্পর্শদ্বারা দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চরণশীল ছোঁয়াচে, infectious; সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় এমন; ব্যাপক (সংক্রামক রোগ)। বি. **সংক্রামকতা**—ব্যাপক হওয়া (রোগের সংক্রামকতা)।

সংক্রান্ত—বিণ. সম্পর্কিত, সংসৃষ্ট, সম্বন্ধীয় (মকদ্দমা-সংক্রান্ত দলিল); সঞ্চারিত; ব্যাপ্ত; প্রাপ্ত, প্রবিষ্ট। [সং. সম্ + √ক্রম্ + ত (র্তৃ)]।

সংক্রান্তি—বি. সূর্যাদির এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন; সঞ্চার, গমন; ব্যাপ্তি; বাঙ্‌লা মাসের শেষ দিন। [সং. সম্ + ক্রান্তি]।

সংক্রামক, সংক্রামী—**সংক্রম** দ্রঃ।

সংক্ষিপ্ত—বিণ. সংক্ষেপ করা হইয়াছে এমন, অল্পীকৃত, হ্রস্বীকৃত, একত্রীকৃত, রাশীকৃত। [সং. সম্ + √ক্ষিপ্ + ত (র্ম)]।

সংক্ষুব্ধ—বিণ. অতিশয় ক্ষুব্ধ, আকুল, আলোড়িত, সঞ্চালিত। [সং. সম্ + ক্ষুব্ধ]।

সংক্ষেপ—বি. সঙ্কোচ, অল্পীকরণ (ব্যয়-সংক্ষেপ), সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, চুম্বক। [সং. সম্ + √ক্ষিপ্ + অ (ভা)]। বি. **~ণ**—সংক্ষেপ করা। ক্রি-বিণ. **~তঃ** (-তস্)—সংক্ষেপে, সংক্ষিপ্তভাবে। বিণ. **সংক্ষেপিত**—সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে এমন।

সংক্ষোভ—বি. চাঞ্চল্য ; আলোড়ন ; অতিশয় ক্ষোভ। [সং. সম্‌+ক্ষোভ]।

-সংখ্যক—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে সংখ্যাশব্দের রূপ (যথা—বহুসংখ্যক, শতসংখ্যক)।

সংখ্যা—বি. গণনা, হিসাব (সংখ্যা করা), রাশি (পূর্ণ-সংখ্যা) ; অঙ্ক, রাশিলিখনে ব্যবহৃত ১ ২ ৩ প্রভৃতি অঙ্ক (সংখ্যাপাত) ; বিচার ('সাংখ্যেতে কি হবে সংখ্যা' : ভা. চ.)। [সং. সম্‌+ √খ্যা+অ (ভা)+আ]। বিণ. **~গরিষ্ঠ**—সংখ্যায় সবচেয়ে বড় এমন (সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়)। বিণ. **~গুরু**—সংখ্যায় যাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী, majority। [স. প.]। বিণ. **~ত**—গণিত ; বিচারিত। বিণ. **~তীত**—সংখ্যা করা যায় না এমন, অসংখ্য, অগণিত। বি. **~ন**—গণনা। বিণ. **~লঘিষ্ঠ**—সংখ্যায় সবচেয়ে ছোট এমন। বিণ. **~লঘু, ~ল্প**—সংখ্যায় যাহারা অপেক্ষাকৃত কম, minority [স. প.]।

সংখ্যাপন—বি. স্থিরীকরণ, নির্ধারণ ; উত্তমরূপে জ্ঞাপন বা প্রচার। [সং. সম্‌+খ্যাপন]। বিণ. **সংখ্যাপিত**—স্থিরীকৃত, নির্ধারিত।

সংখ্যেয়—বিণ. গণনীয়। [সং. সম্‌+ √খ্যা+য(র্ম)]।

সংগঠন—বি. সম্যগ্‌রূপে গঠন (চরিত্র-সংগঠন), বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ সাধন (দলবিশেষের সংগঠন), সঙ্ঘবদ্ধ করা ; গড়িয়া তোলা ; সঙ্ঘ। [সং. <সংঘটন]। বিণ. **সংগঠক**—সংগঠনকারী। বিণ. **সংগঠিত**—সংগঠন করা হইয়াছে এমন (সংগঠিত দল বা শক্তি)।

সংগত, সংগতি, সংগম, সংগীত—যথাক্রমে **সঙ্গত, সঙ্গতি, সঙ্গম** ও **সঙ্গীত**-এর বানানভেদ।

সংগোপন—বি. অতিশয় গোপন, অপ্রকাশ্য (সংগোপনে জানানো)। [সং. সম্‌+গোপন]।

সংগৃহীত—বিণ. সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন, আহৃত, সঙ্কলিত। [সং. সম্‌+গৃহীত]।

সংগ্রহ, সংগ্রহণ—বি. একত্রীকরণ, আহরণ, সঙ্কলন (কবিতাসংগ্রহ) ; চয়ন (পুষ্পসংগ্রহ) ; সঞ্চয়, আদায় (অর্থসংগ্রহ)। [সং. সম্‌+ √গ্রহ্‌+অ, অন (ভা)]। বিণ. **সংগ্রহীতা (-তৃ), সংগ্রাহক**—সংগ্রহকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **সংগ্রহীত্রী, সংগ্রাহিকা**।

সংগ্রাম—বি. যুদ্ধ। [সং.]।

সংঘ, সংঘটক, সংঘটন, সংঘটিত, সংঘট্ট, সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ, সংঘাত—যথাক্রমে **সঙ্ঘ, সঙ্ঘটক** প্রভৃতির বানানভেদ।

সংচূর্ণিত—বিণ. উত্তমরূপে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। [সং. সম্‌+চূর্ণিত]।

সংজ্ঞা—বি. চৈতন্য (সংজ্ঞালোপ) ; নাম, আখ্যা, প্রধানতঃ দর্শনে ও বিজ্ঞানে, বিশেষ একটি অর্থে ব্যবহৃত শব্দ ; সূর্যপত্নী ; গায়ত্রী ; বিশেষ্য পদ। [সং. সম্‌+ √জ্ঞা+অ (ণে)+আ]। বিণ. **~সংজ্ঞক**—নামযুক্ত, আখ্যাযুক্ত (আর্দ্রা-সংজ্ঞক নক্ষত্র)। বি. **~ন**—চৈতন্য ; স্পষ্ট জ্ঞান। বি. **~র্থ**—পারিভাষিক অর্থ, বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষার্থবাচক শব্দের ব্যাখ্যা, definition [বি. প.]। বিণ. **সংজ্ঞিত**—আখ্যাত, নামযুক্ত ; কথিত।

সংনমন—বি. (বিজ্ঞা.) চাপ-প্রয়োগে সঙ্কোচন, compression [বি. প.]। [সং. সম্‌+নমন]।

সংবৎ—বি. বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ (খ্রিস্টাব্দের ৫৬ বা ৫৭ বৎসর অগ্রবর্তী) ; বৎসর। [সং. সম্‌+ √বস্‌+কিপ্‌ (র্তৃ)]।

সংবৎসর—বি. পুরা এক বৎসরকাল। [সং. সম্‌+বৎসর]।

সংবরণ—বি. নিবারণ, সংযমন, দমন (লোভ সংবরণ) ; আবরণ ; সংগোপন। [সং. সম্‌+ √বৃ+অন (ভা)]।

সংবরা—ক্রি. (কাব্যে) সংবরণ বা নিবারণ করা ('সংবর সংবর শূল' : গি. ঘো.)। [সং. সম্‌+ √বৃ+বাং. আ]।

সংবর্ত—বি. মহাপ্রলয় ; মেঘবিশেষ। [সং. সম্‌+ √বৃৎ+অ(ভা, র্তৃ)]। বি. **~ক, ~ন**—প্রলয়কালীন মেঘ। বি. **সংবর্তি, সংবর্তিকা**—বি. পদ্মাদির নবপত্র ; প্রদীপের শিখা ; দীপাদির সলিতা।

সংবর্ধন, সংবর্ধনা—বি. সম্যক বৃদ্ধি, সসম্মান অভ্যর্থনা ; সম্মান-প্রদর্শন (বিদায়-সংবর্ধনা)। [সং. সম্‌+ √বৃধ্‌+ণিচ্‌+অন(ভা)]। বিণ.বি. **সংবর্ধক**—সংবর্ধনাকারী। বিণ. **সংবর্ধিত**—সংবর্ধনা করা হইয়াছে এমন।

সংবলিত—বিণ. যুক্ত (শর্তসংবলিত প্রতিশ্রুতি), সমন্বিত। [সং. সম্‌+ √বল্‌+ত(র্ম)]।

সংবহন—বি. (বিজ্ঞা.) এক স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই স্থানে আগমন, সঞ্চলন (রক্ত-সংবহন), circulaticn [বি. প.]। [সং. সম্‌+ √বহ্‌+অন (ভা)]।

সংবাদ—বি. খবর (সংবাদ-পত্র), সমাচার, বার্তা ; বৃত্তান্ত ; আলাপ, পরস্পর কথোপকথন (সখীসংবাদ, কর্ণকুন্তী-সংবাদ), (বিরল) মতের ঐক্য (তু. **বিবাদ-সংবাদ, বিসংবাদ**)। [সং. সম্‌+ √বদ্‌+অ(ভা)]। বি. **~পত্র**—খবরের কাগজ।

সংবাদী (-দিন্‌)—(১) বিণ. কথোপকথনে নিরত ; অনৈক্যরহিত, তুল্য, সদৃশ। (তু. **বিসংবাদী**)। (২) বি. (সঙ্গীতে) মূল বাদী সুরের সহায়ক সুর। [সম্‌+ √বদ্‌+ইন্‌(র্তৃ)]।

সংবাহন, সংবাহ—বি. ভারাদি বহন ; অঙ্গমর্দন, massage। [সং. সম্‌+ √বহ্‌+ণিচ্‌+অন, অ(ভা)]। বিণ.বি. **সংবাহক**—ভারাদি বহনকারী ; অঙ্গমর্দনকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **সংবাহিকা**—(রক্তসংবাহিকা নাড়ী)। বিণ. **সংবাহিত**—সম্যগ্‌রূপে বহন করা হইয়াছে এমন ; মর্দিত।

সংবিগ্ন—বিণ. উদ্বিগ্ন, ভীত। [সং. সম্‌+ √বিজ্‌+ত (র্ম)]।

সংবিৎ (-বিদ্‌)—বি. প্রতিজ্ঞা ; নাম ; সঙ্কেত-শব্দ, চেতনা (সংবিৎ ফিরিয়া পাওয়া), জ্ঞান, consciousness [বি. প.]। [সং. সম্‌+ √বিদ্‌+কিপ্‌(ভা)]। বি. **~শক্তি**—বৈষ্ণবমতে ভগবানের স্বরূপশক্তির মধ্যে যে শক্তির দ্বারা তিনি চৈতন্যময়।

সংবিত্তি—বি. অনুভব, বোধ ; চেতনা, জ্ঞান ; পূর্বস্মৃতি। [সং. সম্‌+ √বিদ্‌+তি (ভা)]।

সংবিদা—বি. কর্মসম্পাদনাদির জন্য কৃত চুক্তি, agreement। [স. প.]। [সং. সম্+ √বিদ্+ক্বিপ্ (ভা)+আ]।

সংবিদিত—বিণ. অবগত, পরিজ্ঞাত। [সং. সম্+বিদিত]।

সংবিধান—বি. সঙ্ঘটন; রচনা; প্রণয়ন; ব্যবস্থাপনা; উপচার, সেবাসামগ্রী; নিয়ম, বিধি; রাষ্ট্রের সংগঠনের ও পরিচালনের রীতি ও নীতি, শাসনতন্ত্র; constitution। [সং. সম্+বিধান]।

সংবিষ্ট—বিণ. শয়িত, নিদ্রিত; নিবিষ্ট, সম্মোহিত, hypnotized। [বি. প.]। [সং. সম্+ √বিশ্+ত (র্তৃ)]।

সংবীক্ষণ—বি. সম্যগ্‌রূপে দর্শন, পর্যবেক্ষণ। [সং. সম্+বি.+ √ঈক্ষ্+অন (ভা)]।

সংবৃত—বিণ. আচ্ছাদিত, আবৃত; গুপ্ত, লুক্কায়িত, সঙ্কুচিত। [সং. সম্+ √বৃ+ত (র্ম)]। বি. **সংবৃতি**—আবরণ; সংবৃত অবস্থা।

সংবৃত্ত—বিণ. সম্পাদিত, নিষ্পন্ন; জাত। [সং. সম্+ √বৃৎ+ত (র্তৃ)]। বি. **সংবৃত্তি**—সম্পাদন; জন্ম।

সংবেগ—বি. আবেগ; উদ্বেগ; ভয়জনিত ত্বরা। [সং. সম্+বেগ]।

সংবেদ, সংবেদন, সংবেদনা—বি. অসন্দিগ্ধ জ্ঞান, অনুভব, বোধ, sensation। [সং. সম্+ √বিদ্+অ, অন (ভা), +ণিচ্ (চুরাদি)+আ]। বিণ. **~শীল**—অনুভূতিপ্রবণ, sensitive। বিণ. **সংবেদ্য**—অনুভবযোগ্য; জ্ঞেয়, জ্ঞাপনীয়।

সংবেশ—বি. উপবেশন; শয়ন; নিদ্রা। [সং. সম্+ √বিশ্+অ (ভা)]। বিণ. বি. **~ক**—সম্মোহনকারী, hypnotist। [বি. প.]। বি. **~ন**—সংবেশ; সম্মোহাবস্থা, hypnosis; সম্মোহন, hypnotism। [বি. প.]। বিণ. **সংবেশিত**।

সংমিশ্রণ—বি. একত্রীকরণ, সম্পূর্ণরূপে মিশ্রণ (নানা বস্তুর সংমিশ্রণ, আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণ), সংসর্গ। [সং. সম্+মিশ্রণ]।

সংযত—বিণ. নিয়ন্ত্রিত (প্রবৃত্তিকে সংযত করা), নিয়মিত; পরিমিত (সংযত আহার); নিবৃত্ত, প্রতিহত (শব সংযত করা); প্রশমিত, বশীভূত (লোভ সংযত করা); রুদ্ধ (বেগ সংযত করা); বিনীত, শান্ত (সংযত ভাষা বা আচরণ)। [সং. সম্+ √যম্+ত (র্ম)]। **~চিত্ত**—(১) বি. বশীভূত বা শান্ত মন। (২) বিণ. (যাহার) মন শান্ত হইয়াছে এমন, শান্তমনাঃ। বিণ. **~বাক্** (-বাচ্)—মিতভাষী। বিণ. **সংযতাত্মা** (-ত্মন্)—আত্মসংযম করিয়াছে এমন, জিতেন্দ্রিয়; স্থিরচিত্ত। বিণ. **সংযতেন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়জয়কারী।

সংযম—বি. নিয়ন্ত্রণ, নিয়মন (বাক্‌সংযম), নিগ্রহ, দমন (ইন্দ্রিয়সংযম); রোধ, নিরোধ (বেগসংযম); ব্রতাদির পূর্বদিনে করণীয় উপবাসাদি (সংযম পালন করা); ব্রত, নিয়ম। [সং. সম্+ √যম্+অ (ভা)]। বি. **~ন**—নিয়ন্ত্রণ (জটাসংযমন); সংযত করা; ব্রতাদি পালন। বিণ. **সংযমিত**—সংযত করা হইয়াছে এমন। বিণ. **সংযমী** (-মিন্)—সংযমপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়।

সংযুক্ত—সংযোগবিশিষ্ট; মিলিত, একত্রীকৃত, মিশ্র (সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ), সংলগ্ন। [সং. সম্+যুক্ত]।

সংযোগ—বি. মিলন; সংলগ্নতা; মিশ্রণ, সম্পর্ক, যোগাযোগ। [সং. সম্+যোগ]। বিণ. **সংযোগী** (-গিন্)—সংযোগবিশিষ্ট।

সংযোজন, সংযোজনা—বি যোগসাধন, সংযুক্ত করা, একত্রীকরণ। [সং. সম্+যোজন, যোজনা]। বিণ. **সংযোজিত**—সংযুক্ত করা হইয়াছে এমন, সম্মেলিত, একত্রীকৃত।

সংরক্ষণ, সংরক্ষা—বি. সম্যক্ রক্ষা (মন্দির-সংরক্ষণ, স্মৃতি-সংরক্ষণ); কাহারও জন্য বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথগ্‌ভাবে রক্ষণ (আসন-সংরক্ষণ), reservation, (ক্ষয় বা পচন নিবারণের জন্য) বিশেষ প্রকারে রক্ষণ, preservation; পরিত্রাণ, রক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও রক্ষা করা। [সং. সম্+রক্ষণ]। বিণ. **~শীল**—রক্ষণশীল দ্রঃ। বিণ. বি. **সংরক্ষক**—সংরক্ষণকারী। বিণ. **সংরক্ষিত**—কাহারও জন্য বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা বিশেষ প্রকারে সংরক্ষণ করা হইয়াছে এমন, সম্যক্ রক্ষিত বা পালিত।

সংরাজ্ঞী—**সম্রাজ্ঞী** দ্রঃ।

সংরুদ্ধ—বিণ নিরুদ্ধ, অবরুদ্ধ, প্রতিবদ্ধ। [সং. সম+রুদ্ধ]।

সংরোধ—বি. নিরোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধ। [সং. সম্+রোধ]।

সংলগ্ন—বিণ. সংযুক্ত, লাগাও (বাড়ি দুটি গায়ে গায়ে সংলগ্ন)। [সং. সম্+লগ্ন]।

সংলাপ—বি. আলাপ, নাটকের চরিত্রাবলীর পরস্পর কথোপকথন, dialogue। [সং সম্+ √লপ+অ (ভা)]।

সংলিপ্ত—বিণ. সম্যগ্‌ভাবে লিপ্ত বা জড়িত; সংযুক্ত (নানা ব্যাপারে সংলিপ্ত)। [সং. সম্+লিপ্ত]। বি. **~তা**।

সংলেপ—বি. সংলিপ্ত অবস্থা। [সং. সম্+লেপ]।

সংশপ্তক—বি. 'যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যু' এরূপ শপথকারী সৈন্য; শ্রীকৃষ্ণের দেবাংশজাত সেনাদল, নারায়ণী সেনা। [সং. সংশপ্ত (=শপথ)+ণিচ্(নামধাতু)+অক]।

সংশয়—বি. সন্দেহ (মনে সংশয় জাগে); দ্বিধা; (লেশমাত্র সংশয়), (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে) ভয়। [সং. সম্+ √শী+অ(ভা)]। বিণ. **সংশয়াকুল**—অতিশয় সংশয়যুক্ত। বি. **সংশয়াপনোদন**—সংশয় দূরীকরণ বা দূরীভবন। বিণ. **সংশয়িত**—যাহা সংশয়ের বিষয় বা যে সম্বন্ধে সংশয় করা হইয়াছে এমন। বিণ. **সংশয়াপন্ন, সংশয়াপন্ন, সংশয়ালু, সংশয়িতা** (-তৃ), **সংশয়ী**-(য়িন্)—সংশয়কারী; সন্দিগ্ধচিত্ত (সংশয়ী মন, সংশয়ী সমালোচক)।

সংশিত—বিণ. সম্পাদিত; স্থিরীকৃত। [সং. সম্+ √শো+ত(র্ম)]। বিণ. **সংশিতব্রত**—যথানিয়মে ব্রতসম্পাদনকারী।

সংশুদ্ধি—বি. সম্যক্‌ শুদ্ধি, বিশেষরূপে শোধন, পরিষ্করণ বা মার্জন। [সং. সম্‌+শুদ্ধি]।

সংশোধন—বি. সংশুদ্ধি; পবিত্রীকরণ, পাপ বা কু-অভ্যাস দূরীকরণ (চরিত্র সংশোধন); বিশোধন; ভুল বা ভ্রান্তি দূরীকরণ। [সং. সম্‌+শোধন]। বিণ.বি. **সংশোধক**—সংশোধনকারী। বিণ. **সংশোধিত**—সংশোধন করা হইয়াছে এমন।

সংশ্রয়—বি. আশ্রয়, অবলম্বন, সহায়। [সং. সম্‌+√শ্রি+অ(র্ম)]। বিণ. **সংশ্রিত**—আশ্রিত।

সংশ্লিষ্ট—বিণ. মিলিত, জড়িত (অপরাধে সংশ্লিষ্ট); সংশ্রবযুক্ত (অসৎসংসর্গে সংশ্লিষ্ট), সম্বন্ধযুক্ত, সংযুক্ত, সংক্রান্ত (মকদ্দমা-সংশ্লিষ্ট) সম্পর্কযুক্ত (সংশ্লিষ্টবিভাগ)। [সং. সম্‌+√শ্লিষ্‌+ত(র্ম)]।

সংশ্লেষ—বি. সংশ্লিষ্ট অবস্থা; সংশ্লিষ্ট হওয়া, সংযোগ, সংমিশ্রণ; একাধিক বস্তুর মিশ্রণে নূতন বস্তুর সৃষ্টি, synthesis [স. প.]। [সং. সম্‌+√শ্লিষ্‌+অ(ভা)]। বি. ~**ণ**—একত্রীকরণ (গীতায়-জ্ঞান-কর্ম ভক্তির সংশ্লেষণ); 'বিশ্লেষণ'-এর বিপরীত; (রসা.) যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন রূঢ় পদার্থের মিশ্রণ [বি. প.]।

সংসক্ত—বিণ. আসক্ত (রাজনীতিতে সংসক্ত), সংলগ্ন (পরস্পর-সংসক্ত); সম্পৃক্ত। [সং. সম্‌+√সনজ্‌+ত (র্তৃ)]। বি. **সংসক্তি**—আসক্তি, সংলগ্নতা, (বিজ্ঞানে) আকর্ষণশক্তিবিশেষ যাহার প্রভাবে পরমাণুসমূহ পরস্পর সংলগ্ন থাকে, cohesion [বি. প.]।

সংসদ্‌, সংসৎ (-সদ্‌)—বি. সমিতি, সঙ্ঘ, সভা, পরিষৎ; ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা, Parliament। [সং. সম্‌+√সদ্‌+ক্বিপ্‌(র্খি)]।

সংসর্গ—বি. একত্র বাস, সঙ্গ, মেলামেশা (সাধুসংসর্গে জীবনযাপন, অসৎসংসর্গ); সম্বন্ধ, সম্পর্ক (সংসর্গ ত্যাগ করা); সহবাস, সঙ্গম (স্ত্রীসংসর্গ)। [সং. সম্‌+সৃজ্‌+অ (ভা)]। বি. **সংসর্গাভাব**—সম্বন্ধশূন্যতা।

সংসর্প, সংসর্পণ—বি. সম্যক্‌প্রকারে গমন, ক্রমশঃ বিস্তৃতি; সাপের ন্যায় আঁকাবাঁকা গতি। [সং. সম্‌+√সৃপ্‌+অ, অন]। বিণ. **সংসর্পী** (-পিন্‌)—সংসর্পবিশিষ্ট, প্রসরণশীল।

সংসার—বি. জগৎ, পৃথিবী ('বৃথা জন্ম এ সংসারে'), ইহলোক, মর্ত্যলোক (সংসারলীলা), গার্হস্থ্যজীবন (সংসারাশ্রম), পরিবার, ঘরকন্না (সংসারের দাবি, সংসার চালানো); মায়াবন্ধন, পার্থিব আকর্ষণ (সংসার-বিরাগী), (বাং.) বিবাহ (কর্তার দুই সংসার); পত্নী (প্রথম পক্ষের সংসার)। [সং. সম্‌+√সৃ+অ]।। বি. **সংসার-ক্ষেত্র**—কর্মজীবন। ক্রি. **সংসার পাতা**—বিবাহ করিয়া ঘরকন্না আরম্ভ করা। বিণ. ~**ত্যাগী** (-গিন্‌)—গার্হস্থ্যজীবন-পরিত্যাগী; বৈরাগী, সন্ন্যাসী। বি. ~**ধর্ম, সংসারাশ্রম**—গার্হস্থ্যজীবন। বি **সংসার-বন্ধন**—মায়াবন্ধন, পার্থিব আকর্ষণ; গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি টান। **সংসারবাসনা**—গার্হস্থ্য জীবনযাপনের ইচ্ছা, সংসার পাতার ইচ্ছা; পার্থিব বাসনা। বি. **সংসারযাত্রা**—জীবনযাত্রা, পার্থিব জীবন; গার্হস্থ্য জীবন (সংসারযাত্রা-নির্বাহ)। বি **সংসারলীলা**—পার্থিব জীবন; মানবজন্ম; জীবজন্ম। বি. **সংসারস্রোত**—সৃষ্টির জীবনপ্রবাহ। বিণ. **সংসারাসক্ত**—প্রবল সংসার-বাসনাযুক্ত। বিণ. **সংসারী** (-রিন্‌)—গার্হস্থ্য জীবন যাপনকারী গৃহী। **ঘোর সংসারী**—পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত আসক্ত।

সংসিদ্ধ—বিণ. সম্পূর্ণ সফল; সুসম্পন্ন; স্বভাবসিদ্ধ। [সং. সম্‌+সিদ্ধ]। বি **সংসিদ্ধি**—সম্পূর্ণ সফলতা-লাভ।

সংসৃতি—বি. সহগমন; প্রবাহ, স্রোত, সংসার। [সং. সম্‌+সৃতি]। বিণ. **সংসৃত**—সহগমনকারী; প্রবাহিত।

সংসৃষ্ট—বিণ. সম্পর্কিত, সংশ্রবযুক্ত; মিলিত। [সং. সম্‌+√সৃজ্‌+ত(র্তৃ)]। বি. **সংসৃষ্টি**—সংশ্রব, সংসর্গ, মিলন; (অল.) পরস্পরনিরপেক্ষ একাধিক কাব্যালঙ্কারের একত্র মিলন।

সংস্করণ—বি. সংস্কারসাধন, বিশোধন, সংশোধন, (বাং.) গ্রন্থাদির মুদ্রিত রূপ, মুদ্রণ, প্রকাশন, edition (প্রথম সংস্করণ)। [সং. সম্‌+√কৃ+অন (ভা)]।

সংস্কর্তা (-র্তৃ)—বি. সংস্কারক; উপনয়ন প্রভৃতি দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠাতা। [সং. সম্‌+(স্‌)+কর্তা]।

সংস্কার—বি. শুদ্ধি; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিদ্বারা পবিত্রীকরণ বা পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার, বিবাহ গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম (বা জাতসংস্কার) নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন সমাবর্তন, হিন্দুধর্মের এই দশবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান; শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা (দেহসংস্কার), অলঙ্করণ বা প্রসাধন; উৎকর্ষসাধন, উন্নতিবিধান, ত্রুটি বা অপূর্ণতা সংশোধন (সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার); মেরামত (জীর্ণসংস্কার); ধারণা, বিশ্বাস (ব্যক্তিগত সংস্কার, কুসংস্কার); সহজাত ধারণা, জন্মগত জ্ঞান প্রবৃত্তি বা অনুভূতি (পূর্বজন্মের সংস্কার); প্রবৃত্তি, ঝোঁক (সংস্কারবশতঃ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত)। [সং. সম্‌+√কৃ+অ (ভা)]। বিণ. বি. ~**ক**—সংশোধক, বিশোধক; মেরামতকারী; উৎকর্ষ-সাধক; ভ্রমপ্রমাদ-দূরকারী; কুসংস্কারদূরকারী (সমাজ-সংস্কারক)।

সংস্কৃত—(১) বিণ. সংস্কার করা হইয়াছে এমন; মণ্ডিত বা সজ্জিত। (২) বি. ভারতের প্রাচীন আর্যভাষা। [সং. সম্‌+√কৃ+ত (র্ম, র্তৃ)]। বিণ. ~**জ্ঞ**—সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত; সংস্কৃত ভাষা জানে এমন। বি. **সংস্কৃতি**—সংস্কার, উন্নয়ন (সমাজ-সংস্কৃতি), অনুশীলন-দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি রীতি-নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি (ভারতীয় সংস্কৃতি, বঙ্গ-সংস্কৃতি), culture। বিণ. (অশু.) **সংস্কৃতিবান্‌**—সংস্কৃতিসম্পন্ন, cultured।

সংস্ক্রিয়া—বি. সংস্কার-কার্য। [সং. সম্‌+ক্রিয়া]।

সংস্থা—বি. স্থিতি; সমাজ, সমিতি, সঙ্ঘ; প্রতিষ্ঠান (সমাজসেবী সংস্থা); ব্যবস্থা (পরিবহন সংস্থা)। [সং. সম্‌+√স্থা+অ (ভা)+আ]।

সংস্থান—বি. সন্নিবেশ, বিন্যাস (ঘটনাসংস্থান), গঠন, আকৃতি, গঠনকৌশল (অঙ্গসংস্থান); সঞ্চয়; ব্যবস্থা;

যোগাড়, সংগ্রহ (অর্থসংস্থান, অন্নসংস্থান)। [সং. সম্+ √স্থা+অন (ভা)]।

সংস্থাপন—বি. বিশেষরূপে বা সম্যগ্‌রূপে স্থাপন (ধর্ম-সংস্থাপন), প্রতিষ্ঠা। [সং. সম্+স্থাপন]। বিণ. বি. **সংস্থাপক, সংস্থাপয়িতা**—সংস্থানকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **সংস্থাপিকা, সংস্থাপয়িত্রী**। বিণ. **সংস্থাপিত**—সংস্থাপন বা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এমন।

সংস্থিত—বিণ. সন্নিবিষ্ট, বিন্যস্ত; সঞ্চিত; ব্যবস্থাপিত, আয়োজিত, সংগৃহীত; (বিরল) স্থিতিশীল, মৃত। [সং. সম্+স্থিত]। বি. **সংস্থিতি**—সংস্থান; একত্র স্থিতি, (বিশ্বসংস্থিতি), আশ্রয়।

সংস্পর্শ—বি. সম্পর্ক, সংস্রব, সঙ্গ (সাধুজনের বা সভ্য-জগতের সংস্পর্শ), ছোঁয়াচ। [সং সম্+স্পর্শ]।

সংস্পৃষ্ট—বিণ. সংস্পর্শযুক্ত, সম্পৃক্ত। [সং. সম্+স্পৃষ্ট]।

সংস্রব—বি. সম্পর্ক (অন্য ব্যাপারের সংস্রব, বন্ধুদের সংস্রব), সম্বন্ধ; মিলন। [সং. সম্+ √স্রু+অ (ভা)]।

সংহত—বিণ. সম্যগ্‌রূপে মিলিত বা একত্রীভূত (জাতির সংহত শক্তি, ক্ষণকালের সীমায় চিরকাল সংহত), সঙ্ঘ-বদ্ধ; ঘনীভূত, জমাট, সুদৃঢ়। [সং. সম্+ √হন্+ত (র্ম)]। বি. **সংহতি**—সম্যক্ মিলন বা একত্রীভবন (ভারতবর্ষের সংহতি, জাতীয় সংহতি); সঙ্ঘ, জমাট বা ঘনীভূত হওয়া, সমূহ, সমষ্টি।

সংহরণ—বি. সংহার ('তমোগুণে কর সংহরণ'), সংযত করা, সংবরণ (অসংযত শক্তির সংহরণ); সঙ্কোচন; সংক্ষেপ করা। ক্রি. **সংহরা**—ফিরাইয়া লওয়া ('সংহর, সংহর তব বাণী': রবীন্দ্র)। [সং. সম্+ √হৃ+অন (ভা)]।

সংহর্তা (-র্তৃ)—বিণ. বি. সংহরণকারী; সংহারক। [সং. সম্+ √হৃ+তৃ (র্তৃ)]।

সংহার—বি. বধ, বিনাশ (বৃত্রসংহার), ধ্বংস, প্রলয় (সৃষ্টিসংহার); অবসান (উপসংহার); প্রত্যাকর্ষণ, প্রত্যাহার (বাক্যসংহার); সঙ্কোচন, সংগ্রহ (শ্রেণী-সংহার)। [সং. সম্+ √হৃ+অ (ভা)]। বিণ. বি. ~ক—সংহারকারী, বধকারী, বিনাশক। ক্রি. **সংহারা**—(কাব্যে) বধ করা ('সংহারিব রণে')।

সংহিত—বিণ. মিলিত; সংগৃহীত, সঙ্কলিত। [সং. সম্+ √ধা+ত (র্ম)]।

সংহিতা—বি. সংগৃহীত রচনাসমূহ, সঙ্কলনগ্রন্থ, বেদের কর্মকাণ্ডবিষয়ক মন্ত্র-সমষ্টি; মন্বাদিকৃত স্মৃতিশাস্ত্র, (আল.) পবিত্র ও অবশ্যপালনীয় নির্দেশসমূহ বা গ্রন্থ, (ব্যাক.) সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি। [সং.]।

সংহৃত—বিণ. সংগৃহীত; সঞ্চিত; বিনাশিত, হত; প্রত্যাকৃষ্ট, সঙ্কুচিত। [সং. সম্+ √হৃ+ত (র্ম)]। বি. **সংহৃতি**—সংগ্রহ; সংহার, বিনাশ; প্রত্যাকর্ষণ, সঙ্কোচ।

সঁপা—(১) ক্রি. সমর্পণ করা (দেবতার পায়ে জীবন সঁপিয়া দেওয়া)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [<সং. সম্+অর্পি (< √ঋ+ণিচ্)]।

সকড়ি—(১) বি. এঁটো (সকড়ি মুক্ত করা), ভাত-তরকারি ইত্যাদি রান্না-করা খাদ্যবস্তু বা তাহার স্পর্শ-জনিত দোষ। (২) বিণ. অন্নব্যঞ্জনাদির স্পর্শদোষযুক্ত (হাত সকড়ি করা)। [<সং. সস্কার]।

সকণ্টক—বিণ. কাঁটাযুক্ত। [সং. সহ+কণ্টক]।

সকরুণ—বিণ. সদয়, কৃপাযুক্ত (সকরুণ হৃদয়), অতি করুণ বা দুঃখপূর্ণ, যাহাতে দয়া বা করুণার উদয় হয় (সকরুণ প্রার্থনা)। [সং সহ+করুণা]।

সকর্মক—বিণ. (ব্যাক.) যে ক্রিয়ার কর্ম আছে এমন (সকর্মক ক্রিয়া)। [সং. সহ+কর্ম+ক]।

সকল—(১) বিণ. সমস্ত ('সকল গর্ব দূর করি দিব' রবীন্দ্র), সমুদায়, সমগ্র, সম্পূর্ণ। (২) (বাং.) বি. সমস্ত লোক ('সকলের তরে সকলে আমরা' কামিনী)। [সং সহ+কলা (=অংশ)]।

সকাণ্ড—বিণ. (উদ্ভি.) কাণ্ডযুক্ত। [সং সহ+কাণ্ড]।

সকাতরে—(অশু. কিন্তু প্রচলিত) ক্রি-বিণ করুণভাবে, অত্যন্ত দুঃখ বা কাতরতার সহিত ('সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে': রবীন্দ্র)। [স (=সহ)+কাতর]।

সকাম—বিণ কামনাযুক্ত, ফলের আশাযুক্ত (সকাম কর্ম), চরিতার্থ (বিরল প্রয়োগ)। [সং সহ+কাম]।

সকাল—বি. প্রাতঃকাল, প্রভাত (সকালবেলা, সকাল হওয়া), ত্বরা, অবিলম্বে (সকাল করা)। [সং. সহ+কাল]। **সকাল সকাল**—নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, শীঘ্র করিয়া (সকাল সকাল শুইয়া পড়া), বেলা থাকিতে থাকিতে।

সকাশ—(১) বিণ. সমীপস্থ, সন্নিহিত। (২) বি. সন্নিধান, নিকট (নৃপতি-সকাশে)। [সং]।

সকুণ্ডল—বিণ. কুণ্ডলসহ বা কর্ণাভরণসহ। [সং সহ+কুণ্ডল]।

সকুল্য—(১) বি. জ্ঞাতি; সপিণ্ডের ঊর্ধ্বতন তিনপুরুষ ও অধস্তন তিনপুরুষ। (২) বিণ. সমকুলজাত বা এক-কুলজাত; সগোত্র। [সং. সকুল (সমান+কুল)+য]।

সকৃৎ—অব্য. একবারমাত্র, সর্বদা। [সং.]।

সকৌতুক—বিণ. কৌতুকপূর্ণ। [সং. সহ+কৌতুক]।

সক্ত—বিণ. আসক্ত, সংলগ্ন। [সং. √সন্জ্+ত(র্তৃ)]। বি. **সক্তি**—আসক্ত বা সংলগ্ন অবস্থা।

সক্তু—বি. ছাতু। [সং. √সচ্+তু(র্ম)]।

সক্রিয়—বিণ ক্রিয়ারত, কর্মশীল (সক্রিয় থাকা), কার্য-কর, কার্যযুক্ত (সক্রিয় সাহায্য, সক্রিয় সমর্থন)। [সং. সহ+ক্রিয়া]। বি. ~তা (দেহের বা মনের সক্রিয়তা)।

সক্ষম—বিণ. সমর্থ, সবল, শক্তিযুক্ত (বৃদ্ধ এখনও সক্ষম)। [বাং. স-২+সং. ক্ষম]। বিণ.(স্ত্রী.) **সক্ষমা**। বি. ~তা।

সখ—**শখ**-এর বর্জিত বানান।

সখা (-খি)—বি. বয়স্য, বন্ধু, সুহৃৎ, সঙ্গী, সহচর। [সং. সহ বা সমান+ √খ্যা+ই(র্ম)]। বি.(স্ত্রী.) **সখী**। বি. **সখিতা, সখিত্ব**—মিত্রতা। বি. **সখীত্ব**—সখীতুল্য আচরণ, সখীভাব। বি. **সখীতত্ত্ব**—(বৈ. শা.) ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীরা শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাবিস্তা-রিকা এবং নানাভাবে শ্রীরাধার প্রেমাভিব্যক্তির সহা-য়িকা এই তত্ত্ব। বি **সখীভাব**—সখীতুল্য আচরণ,

নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সখীতুল্য জ্ঞানরূপ বৈষ্ণব সাধন-প্রণালীবিশেষ। বি. **সখীসংবাদ**—মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাদূতী কর্তৃক বিরহপীড়িতা রাধিকার মনোবেদনা জ্ঞাপন। বি. **সখ্য**—বন্ধুত্ব; (বৈ. শা.) বৈষ্ণব মতে ভগবানের সহিত সমপ্রাণতামূলক রসবিশেষ।

সখেদ—বিণ. খেদযুক্ত; খেদপূর্ণ। [সং. সহ+খেদ]। ক্রি-বিণ. **সখেদে**—খেদের সঙ্গে।

সগর্ভা—বিণ. গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। [সং. সহ+গর্ভ+আ]।

সগুণ—বিণ. গুণযুক্ত; ছিলাযুক্ত; সত্ত্ব রজঃ তমঃ: এই গুণত্রয়ান্বিত (সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম)। [সং. সহ+গুণ]।

সগোত্র—বিণ.বি. একবংশজাত, জ্ঞাতি। [সং. সমান+গোত্র]। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **সগোত্রা**।

সঘন১—বিণ. মেঘযুক্ত, মেঘাবৃত ('সঘন গগন গরজে': দ্বি. রা.)। [সং. সহ+ঘন]।

সঘন২—বিণ.ক্রি-বিণ. ঘনঘন, নিরন্তর (সঘন শব্দ)। [বাং. স-২+সং. ঘন]। ক্রি-বিণ. **সঘনে**—(কাব্যে) ঘনঘন, উচ্চৈঃস্বরে ('দাদুরী ডাকিছে সঘনে' রবীন্দ্র, 'সঘনে দেই করতালি': বৈ. প.)।

সঘর—বি. বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত বংশ। (তু. **অঘর**)। [বাং. স-২+ঘর]।

সঘৃণ—বিণ. ঘৃণাযুক্ত, ঘৃণাপূর্ণ। [সং. সহ+ঘৃণা]।

সঘৃত—বিণ. ঘৃতযুক্ত; ঘৃতমিশ্রিত (সঘৃত নৈবেদ্য)। [সং. সহ+ঘৃত]।

সঙ, সং—বি. অদ্ভুত পোশাকধারী হাস্যকৌতুককারী অভিনেতা (সঙ সাজা)। [দেশী]।

সঙিন, সঙীন—**সঙ্গিন**-এর বানানভেদ।

সঙে—**সনে**-র অপ্র. বানান।

সঙ্কট—(১) বি. কঠিন বিপদ্; সমস্যা (বিষম সঙ্কটে পড়া), অতি সঙ্কীর্ণ পথ (গিরিসঙ্কট)। (২) বিণ. বিপজ্জনক (সঙ্কটাবস্থা), সঙ্কীর্ণ; অভেদ্য, নিবিড়। [সং. সম্+√কট্+অ (র্তৃ)]। বিণ. **সঙ্কটাপন্ন**—বিষম বিপদ্গ্রস্ত।

সঙ্কর—বি. একজাতীয় পুরুষ ও অন্যজাতীয় স্ত্রীর মিলনজাত ব্যক্তি জাতি বা জীব (বর্ণসঙ্কর, সঙ্করজাতীয় গোরু); (বিজ্ঞা.) বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে জাত প্রাণী বা উদ্ভিদ্, hybrid। [বি. প.]; মিশ্রণ, মিলন; পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থের একত্র অবস্থান; (অল.) পরস্পর নির্ভরশীল একাধিক অলঙ্কারের একত্র সমাবেশ (তু. **সংসৃষ্টি**)। [সং. সম্+কৃ+অ (ভা)]। বি. **সঙ্করীকরণ**—মিশ্রণ, একত্রীকরণ; জাতিভ্রংশ করা।

সঙ্কর্ষণ—বি. সজোরে আকর্ষণ: কৃষিকর্ম; বলরাম; [সং. সম্+কর্ষণ]।

সঙ্কলন—বি. সংগ্রহ (রচনা-সঙ্কলন), একত্রীকরণ; মিলন; (গণি.) অঙ্ক যোগ দেওয়া। [সং. সম্+কলন]। বিণ. বি. **সঙ্কলক, সঙ্কলয়িতা** (-তৃ)—সঙ্কলনকারী। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **সঙ্কলয়িত্রী**। বিণ. **সঙ্কলিত**—সঙ্কলন করা হইয়াছে এমন।

সঙ্কল্প—বি. স্থিরীকৃত কার্য, মানসকর্ম (কামসঙ্কল্প-বর্জিত); মনোরথ; অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য (সঙ্কল্প স্থির করা, সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হওয়া); ধর্মকর্ম করিবার পূর্বে কৃত প্রতিজ্ঞা; সভাদিতে গৃহীত প্রস্তাব, resolution। [স. প.]। [সং. সম্+√কৢপ্+অ (ভা)]। বি. **~বিকল্প**—বাসনা ও সংশয়; নিশ্চয় ও সন্দেহ, দ্বৈধ। বিণ. **সঙ্কল্পিত**—সঙ্কল্পের বিষয়ীভূত; কর্তব্যরূপে স্থিরীকৃত: অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত।

সঙ্কাশ—বিণ. নিকট, সমীপস্থ, (সমাসে উত্তরপদরূপে) সমপ্রভ, সদৃশ (জবাকুসুমসঙ্কাশ)। [সং. সম্+√কাশ্+অ (র্তৃ)]।

সঙ্কীর্ণ—বিণ. অপ্রশস্ত (সঙ্কীর্ণ স্থান), সঙ্কুচিত (সঙ্কীর্ণ সীমা বা পথ); অনুদার (সঙ্কীর্ণ হৃদয়); সমাকীর্ণ; নানাবিধ বস্তুতে বা বহুলোকে সমাকীর্ণ। [সং. সম্+√কৃ+ত (র্ম)]। বি. **~তা**।

সঙ্কীর্তন—বি. গুণ বা মহিমা বর্ণন; কৃষ্ণলীলাগান; হরিগুণগান; দেবতা বা ভগবানের মহিমা-বর্ণনাত্মক সঙ্গীত। [সং. সম্+কীর্তন]। বিণ. **সঙ্কীর্তিত**—সম্যগ্রূপে বর্ণিত বা কীর্তিত; সুখ্যাতিপ্রাপ্ত।

সঙ্কুচিত—বিণ. হ্রস্বীকৃত (ক্ষমতা সঙ্কুচিত); গুটাইয়া বা কোঁচকাইয়া গিয়াছে এমন, সঙ্কীর্ণ, অপ্রসারিত; মুদ্রিত, নিমীলিত, কুণ্ঠিত (জানাইতে সঙ্কুচিত হওয়া), জড়সড়। [সং. সম্+√কুচ্+ত (র্তৃ)]।

সঙ্কুল—বিণ. পরিপূর্ণ, সমাকীর্ণ (বিপৎসঙ্কুল, বিঘ্নসঙ্কুল); মিশ্রিত, সঙ্কীর্ণ। [সং. সম্+√কুল্+অ (র্তৃ)]।

সঙ্কুলান—বি. যাহাতে কুলায় এমন অবস্থা, যথেষ্ট বা প্রয়োজনমত হওয়ার অবস্থা (স্থান-সঙ্কুলান); পর্যাপ্তি। [সং. সম্+বাং. √কুলা+আন (ভা)]।

সঙ্কেত—বি. ইঙ্গিত, ইশারা, অভিপ্রায়সূচক চেষ্টা, নিয়ম, চিহ্ন, লক্ষণ (ঝড়ের সঙ্কেত); সন্ধান, সূত্র; শব্দের অর্থবোধনশক্তি, অভিধা; নায়ক-নায়িকার গোপনে মিলিত হইবার স্থান বা মিলন-ব্যবস্থা। [সং. সম্+√কিৎ+অ (ভা, ধি)]।

সঙ্কোচ—বি. অল্পীকরণ (ব্যয়-সঙ্কোচ), সংক্ষেপ; কুণ্ঠা (প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ); জড়সড়ভাব। [সং. সম্+কুচ্+অ (ভা)]। বি. **~ন**—হ্রস্বীকরণ, সংক্ষেপ, হ্রস্ব হওয়া (শক্তি-সঙ্কোচন): প্রসারণ-এর বিপরীতার্থক। বিণ. **~শূন্য, ~হীন**—অকুণ্ঠ, লজ্জাশূন্য, জড়ভাববিহীন।

সঙ্গ—বি. মিলন, সংসর্গ (সঙ্গলাভ, সাধুসঙ্গ); আসক্তি। [সং. √সন্‌জ্+অ (ভা)]। বি. **~দোষ**—কুসংসর্গজনিত চরিত্রদোষ। বিণ. বি. **সঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—সহচর, সাথী (জীবনের সঙ্গী)। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **সঙ্গিনী**।

সঙ্গত—(১) বিণ. (বিরল) মিলিত (কাহারও সহিত সঙ্গত হওয়া); অনুমত, অনুযায়ী (ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত); উপযুক্ত, উচিত, সমীচীন (সঙ্গত কথা, সঙ্গত মনে করা)। (২) বি. (উচ্চারণ সঙ্গৎ) গানের সহিত বাজনার মিল; গানের সঙ্গে মিলযুক্ত বাজনা। [সং. সম্+√গম্+ত (র্তৃ)]।

সঙ্গতি—বি. মিলন (সজ্জনসঙ্গতি), মিল, সামঞ্জস্য; যুক্তিযুক্ততা (কথার মধ্যে সঙ্গতি): সংস্থান, সঞ্চয়; (বাং.) ধন, সম্পদ্ (সঙ্গতিশালী)। [সং.সম্+√গম্+তি

। বিণ. ~পত্র, ~শালী (-লিন্), ~সম্পন্ন—ধনবান্। বিণ. ~শূন্য, ~হীন—ধনহীন, সম্বলহীন, দরিদ্র।

সঙ্গম—বি. মিলন ; যৌনমিলন, সহবাস, সম্ভোগ (স্ত্রী-সঙ্গম) ; নদ্যাদির মিলন বা মিলন-স্থান (ত্রিবেণীসঙ্গম, সাগরসঙ্গম)। [সং. সম্ + √গম্ + অ (ভা. ধি)]।

সঙ্গিন—(১) বি. বন্দুকের মুখসংলগ্ন বেধনাস্ত্রবিশেষ, bayonet। (২) বিণ. কঠিন, গুরুতর, বিপজ্জনক (সঙ্গিন অবস্থা)। [ফা.]।

সঙ্গী, সঙ্গিনী—সঙ্গ দ্রঃ।

সঙ্গীত, সংগীত—বি. গান, গীতবাদ্য (সঙ্গীত-চর্চা); (সং.) তৌর্যত্রিক, নৃত্যগীতবাদ্য। [সং. সম্ + গৈ + ত (ভা)]।

সঙ্গীন—সঙ্গিন-এর বানানভেদ।

সঙ্গে—অব্য. (অনু.) সহিত (তার সঙ্গে থাকি, ইহার সঙ্গে তুলনা)। [সং. সঙ্গ + বাং. এ]। **সঙ্গে সঙ্গে**—সর্বদা সঙ্গে (সঙ্গে সঙ্গে থাকা) ; তৎক্ষণাৎ, যুগপৎ (সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল)।

সঙ্গোপন—বি. সম্পূর্ণ গোপন। [সং. সম্ + গোপন]। ক্রি-বিণ. **সঙ্গোপনে**—সম্পূর্ণ গোপনে বা গুপ্তভাবে; লুকাইয়া; অন্যের অগোচরে। বিণ. **সঙ্গোপিত**—সম্পূর্ণ গুপ্ত বা লুক্কায়িত।

সঙ্ঘ—বি. দল, সমূহ (সঙ্ঘবদ্ধ), সমিতি (সঙ্ঘের সভা); বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের সমাজ ('সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি')। [সং. সম্ + √হন্ + অ(র্ম)]।

সঙ্ঘটন—বি. যোজন, মেলন, একত্রীকরণ (বিভিন্ন অংশের বা উপাদানের সঙ্ঘটন), ঘটানর কাজ (মিলন-সঙ্ঘটন), ঘটনা। [সং. সম্ + ঘটন]। বিণ.বি. **সঙ্ঘটক**—সঙ্ঘটনকারী। বিণ. **সঙ্ঘটিত**—ঘটিয়াছে বা ঘটান হইয়াছে এমন ; যোজিত।

সঙ্ঘট্ট—বি. পরস্পর ঘর্ষণ, সঙ্ঘর্ষ ; সঙ্ঘটন ; মেলন (লোকসঙ্ঘট্ট)। [সং. সম্ + √ঘট্ট্ + অ]।

সঙ্ঘর্ষ, সঙ্ঘর্ষণ—বি. পরস্পর আঘাত বা ধাক্কা বা ঘর্ষণ ; বিবাদ (ভারত-চীন সঙ্ঘর্ষ)। [সং. সম্ + ঘর্ষ, ঘর্ষণ]।

সঙ্ঘাত—বি. পরস্পর আঘাত (স্বার্থের সঙ্ঘাত), সমূহ, সমষ্টি ; ঘনসংযোগ ; (বলবিদ্যায়) কোন গতিশীল বস্তুর অন্য বস্তুর সহিত সঙ্ঘর্ষ, impact [বি. প.]। [সং. সম্ + ঘাত]।

সঙ্ঘারাম—বি. বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের আবাস-স্থান, বৌদ্ধ মঠ। [সং. সঙ্ঘ + আরাম]।

সঙ্ঘৃষ্ট—বিণ. পরস্পর আঘাত ধাক্কাপ্রাপ্ত বা ঘর্ষিত ; বিবদমান। [সং. সম্ + ঘৃষ্ট]।

সচকিত—বিণ. ভয়ে চমকিত বা কম্পিত ; সভয়, ত্রস্ত (সচকিত চিত্তে)। [সং. সহ + চকিত (ভয়)]। বিণ.(স্ত্রী.) **সচকিতা**।

সচন্দন—বিণ. চন্দনযুক্ত, চন্দনলিপ্ত (সচন্দন বিল্বপত্র)। [সং. সহ + চন্দন]।

সচরাচর—(১) বিণ. চরাচরসহিত, স্থাবরজঙ্গমাত্মক। (২) (বাং.) ক্রি-বিণ. সাধারণতঃ, প্রায়শঃ (সচরাচর দেখা যায়)। [সং. সহ + চরাচর]।

সচল—বিণ. গতিশীল, চলন্ত, চলিতে সক্ষম, কার্যকর ; চালু (সচল যন্ত্র) ; প্রচলিত (পণপ্রথা সমাজে এখনও সচল)। [বাং. স-২ + সং. চল]।

সচি, সচী—শচী-র বিরল বানান।

সচিত্র—বিণ. চিত্রযুক্ত (সচিত্র প্রবন্ধ)। [সং. সহ + চিত্র]।

সচিব—বি. মন্ত্রী ; সঙ্গী, সহায় ; কর্মসম্পাদক (শিক্ষা-সচিব) secretary [স. প.]। [সং.]।

সচেতক—বি. (প্রধানতঃ আইন সভায়) রাজনৈতিক দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, হুইপ (whip)। [সং. স-২(= সম্যক্) + চেতক]।

সচেতন—বিণ. চেতনাযুক্ত ; জীবন্ত, সজ্ঞান, সজাগ ; সতর্ক (অধিকার সম্পর্কে সচেতন)। [সং. সহ + চেতনা]। বি. ~তা (মনের সচেতনতা)।

সচেষ্ট—বিণ. চেষ্টাযুক্ত, তৎপর, উদ্যোগী (আত্মরক্ষায় সচেষ্ট)। [সং. সহ + চেষ্টা]।

সচ্চরিত—বি. সৎ আচরণ বা জীবন-বৃত্তান্ত (সচ্চরিত-শ্রবণ)। [সং. সৎ + চরিত]।

সচ্চরিত্র—বিণ. সৎস্বভাব, সদাচারী। [সং. সৎ + চরিত্র]। বিণ.(স্ত্রী.) **সচ্চরিত্রা**। বি. ~তা।

সচ্চিদানন্দ—(১) বি. নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। (২) বিণ. নিত্যজ্ঞানসুখময় (সচ্চিদানন্দ হরি)। [সং. সৎ (= অস্তিত্বশীল) + চিৎ (= চৈতন্যময়) + আনন্দ (= আনন্দের উৎস)]।

সচ্ছল—বিণ. সঙ্গতিপন্ন, অভাবশূন্য। [সং. সৎ + শীল]। বি. ~তা।

সচ্ছিদ্র—বিণ ছিদ্রযুক্ত। [সং. সহ + ছিদ্র]।

সজনী—বি. (বৈ. সা.) সখী সহচরী, প্রণয়িনী। [সং. স্বজনী]।

সজল—বিণ. জলপূর্ণ (সজল মেঘ), ভিজা, আর্দ্র (সজল নয়ন)। [সং. সহ + জল]।

সজাগ—বিণ. জাগ্রৎ ; সতর্ক (সজাগ চিত্তবৃত্তি, নিজের সম্বন্ধে সজাগ), সচেতন ; একটুতেই যাহা হইতে জাগিয়া উঠে এমন (সজাগ ঘুম)। [সং. সজাগর]।

সজাতি—(১) বিণ. একজাতীয়, সমশ্রেণীস্থ। (২) বি. একই জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক। [সং সমান + জাতি]। বিণ. **সজাতীয়**—একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, সমশ্রেণীস্থ। বিণ.(স্ত্রী.) **সজাতীয়া**।

সজারু—শজারু-র বর্জি. বানান।

সজিনা—শজিনা-র বর্জি. বানান।

সজীব—বিণ. জীবন্ত, জীবিত, প্রাণশক্তিপূর্ণ (প্রাচীন সভ্যতা এখনও সজীব, সজীব চিত্র বা বর্ণনা)। [সং. সহ + জীব (= জীবন)]। বি. ~তা (চিত্রের সজীবতা)।

সজোর—বিণ. জোরযুক্ত। [সং. সহ + ফা. জোর]। ক্রি-বিণ. **সজোরে**—জোরের সহিত।

সজ্জন১—বি. সাধু ব্যক্তি, ভাল লোক। [সং. সৎ + জন]।

সজ্জন২, **সজ্জনা**—বি. সজ্জিত করা; আয়োজন, সৈন্যসংস্থাপন। [সং. √সজ্জ্ + অন (ভা), + আ]।

সজ্জা—বি. বেশভূষা, সাজপোশাক ; অলঙ্করণ (গৃহ-সজ্জা) ; আয়োজন, উদ্যোগ ; সরঞ্জাম ; উপকরণ। [সং. √সজ্জ্ + অ (ভা) + আ]। বি. ~**সজ্জা**—উদ্যোগ-আয়োজন, সাজ-গোজ।

সজ্জিত—বিণ. সাজপোশাক পরিয়াছে বা পরিয়া কর্মের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এমন ; সাজান হইয়াছে এমন। [সং. সজ্জা + ইত]। বিণ. (স্ত্রী.) **সজ্জিতা**।

সজ্ঞান—বিণ. সচেতন, জ্ঞানযুক্ত। [সং. সহ + জ্ঞান]। ক্রি.-বিণ. **সজ্ঞানে**—জ্ঞানতঃ ; সচেতন অবস্থায় (সজ্ঞানে মৃত্যু)।

সঞে—অব. (প্রা. কা.) সঙ্গে, সহিত , হইতে, থেকে ('ঘর সঞে বাহির হোয়' : বিদ্যা)। [মৈ.—তু. সঙ্গে, সনে]।

সঞ্চয়—বি. আহরণ, সংগ্রহ, চয়ন (মধুসঞ্চয়) ; জমাইয়া রাখা, পুঞ্জিত করা (অর্থসঞ্চয়), পুঁজি, অর্থসংস্থান ; সমূহ, রাশি , সঞ্চিত দ্রব্য (জীবনের সঞ্চয়)। [সং. সম্ + √চি + অ (ভা, র্ম)]। বি. ~**ন**—সঞ্চয় করা ; সংগ্রহ করা। বি.(স্ত্রী.) **সঞ্চয়িতা**—কবিতাদির সংগ্রহ। [সঞ্চয় + ইত + আ (স্ত্রী.)]। বিণ. **সঞ্চয়ী** (-য়িন্)—সঞ্চয়-কারী ; (প্রধানতঃ মিতব্যয়িতার দ্বারা) জমাইয়া রাখিবার স্বভাববিশিষ্ট। বিণ. **সঞ্চিত**—সঞ্চয় করা হইয়াছে এমন (সঞ্চিত পুণ্য বা অভিজ্ঞতা) , রাশীকৃত। বি. (স্ত্রী.) **সঞ্চিতা**—কবিতাদির সংগ্রহ। বিণ. **সঞ্চীয়মান**—সঞ্চয় করা হইতেছে এমন, উপচীয়মান। বিণ. **সঞ্চেয়**—সঞ্চয়যোগ্য।

সঞ্চরণ—বি. বিচরণ (কল্পজগতে সঞ্চরণ), চলন ; কম্পন (মনের মধ্যে ভাবের সঞ্চরণ)। [সং. সম্ + √চর্ + অন (ভা)]। বিণ. **সঞ্চরমাণ**—সঞ্চরণ করিতেছে এমন, গতিশীল। বিণ **সঞ্চরিত**—সঞ্চরণ করিয়াছে এমন।

সঞ্চলন—বি. বিচরণ, চলন, আনাগোনা, কম্পন, আন্দোলন। [সং. সম্ + চলন]। বিণ. **সঞ্চলিত**—সঞ্চরিত ; কম্পিত, আন্দোলিত।

সঞ্চার, সঞ্চারণ—বি. সংক্রমণ, একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন , (জ্যোতিষ.) গ্রহাদির অন্যরাশিতে গমন বা অধিষ্ঠান ; গতি , ব্যাপ্তি , আবির্ভাব, উদয় (যৌবন-সঞ্চার, রসসঞ্চার) , প্রতিষ্ঠাকরণ, স্থাপন (প্রাণসঞ্চার) ; উত্তেজন, উদ্রেক (পুলকসঞ্চার, বলসঞ্চার) ; সঞ্চালন (রক্তসঞ্চার)। [সং. সম্ + √চর্ + অ, অন (ভা)]। বিণ. **সঞ্চারক**—সঞ্চারকারী। বি. **সঞ্চারিকা**—দূতী, কুটনী। বিণ. **সঞ্চারিত**—সঞ্চার করিয়াছে বা করানো হইয়াছে এমন (রোগের বিষ অন্য দেহে সঞ্চারিত)। **সঞ্চারী** (-রিন্)—(১) বিণ. সঞ্চরণশীল ; অস্থায়ী ; আগন্তুক। (২) বি. (অল.) হৃদয়ের যে ভাবগুলি স্থায়ী নহে—অন্য-কিছুকে কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হয়, ব্যভিচারী ভাব ; (সঙ্গীতে) রাগ বা রাগিণীর আলাপের তৃতীয় চরণ। বিণ.(স্ত্রী.) **সঞ্চারিণী**।

সঞ্চালক—**সঞ্চালন** দ্রঃ।

সঞ্চালন—বি. চালনা, নাড়াচাড়া, আন্দোলন। [সং. সম্ + চালন]। বিণ. **সঞ্চালক**—সঞ্চালনকারী। বিণ. **সঞ্চালিত**—চালিত ; আন্দোলিত।

সঞ্চিত, সঞ্চীয়মান, সঞ্চেয়—**সঞ্চয়** দ্রঃ।

সঞ্জনন, সঞ্জননা—বি. উৎপাদন। [সং. সম্ + √জন্ + ণিচ্ + অন (ভা), + আ]।

সঞ্জাত—বিণ. উৎপন্ন (ঈর্ষা-সঞ্জাত ক্রোধ)। [সং. সম্ + জাত]।

সঞ্জাব—বি. কাপড়ে লাগানো পাড়। [ফা. সন্‌জাফ্]।

সঞ্জীবন$_1$—বি. প্রাণধারণ। [সং. সম্ + √জীব্ + অন (ভা)]।

সঞ্জীবন$_2$—(১) বি. জীবন-সঞ্চার, জীবন্ত করা (পল্লী-সঞ্জীবন)। (২) বিণ জীবনদায়ী, প্রাণসঞ্চারক। [সং. সম্ + √জীব্ + ণিচ্ + অন (ভা. র্তৃ)]। **সঞ্জীবনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) প্রাণসঞ্চারকারিণী। (২) বি জীবনদায়িনী ওষধিবিশেষ (মৃতসঞ্জীবনী)।

সট—**সট্**-এর বানানভেদ।

সটকা$_1$—বি. আলবোলার নল। [দেশী]।

সটকা$_2$—ক্রি. পলায়ন করা (প্রাণ নিয়ে সটকিয়েছি)। [হি.]। বি. ~**ন**—(উচ্চা. সট্‌কান্)—পলায়ন, চম্পট। ~**ন** (উচ্চা. সট্‌কানো), ~**নো**—(১) ক্রি. পলায়ন করা। (২) বি. পলায়ন।

সটান, সটাং—(১) বিণ. একটানা (সটান রাস্তা) ; সোজা, টানটান (সটান হওয়া)। (২) ক্রি-বিণ. সোজা-সুজি (সটান দৌড়ান) , লম্বাভাবে (সটান শুয়ে পড়া) ; আদৌ বিলম্ব না করিয়া (সটান পাড়ি দেওয়া)। [সং. সহ + বাং. টান]।

সটীক—বিণ. ব্যাখ্যাদিযুক্ত, টীকাযুক্ত (সটীক গীতাগ্রন্থ)। [সং. সহ + টীকা]।

সট্—অব্য অতিশয় দ্রুততাসূচক বা অতর্কিত ভাব-সূচক (সট্ করে সরে পড়া)।

সঠিক—(১) বিণ. সম্পূর্ণ ঠিক বা খাঁটি ; নির্ভুল ; যথার্থ। (২) ক্রি-বিণ. ঠিকমত (সঠিক জানা)। [বাং. স-$_2$ + ঠিক]।

সডাক—বিণ. ডাকমাসুলসহ। [সং. সহ + বাং. ডাক]।

সড়—বি. গুপ্ত পরামর্শ, চক্রান্ত, ষড়্‌যন্ত্র। [আ. সর, সলাহ্]। ক্রি. **সড় থাকা**—ষড়্‌যন্ত্রের ব্যাপারে যোগা-যোগ থাকা।

সড়ক—বি. বড় রাস্তা , রাস্তা। [সং. সরক, আ. শরক্]।

সড়কি—বি. বর্শা, বল্লম। [দেশী]।

সড়গড়—বিণ. উত্তমরূপে আয়ত্ত, অভ্যস্ত বা রপ্ত ; মুখস্থ (নামতা সড়গড় হয় নি)। [দেশী]।

সড়সড়—অব্য. সর্পাদি সরীসৃপের দ্রুত গমনসূচক, পিচ্ছিলতাসূচক অনুকার শব্দ।

সড়াক্, সড়াৎ—অব্য. সর্পাদির দ্রুতগতির ন্যায় বেগ-সূচক অনুকার শব্দ।

সতত—ক্রি-বিণ. সর্বদা, নিরন্তর। [সং. সম্ + √তন্ + ত(ভা)]।

সততা—বি. সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা (ব্যবসায়ীর সততা, সততা রক্ষা)। [সং. সত্তা]।

সতর—**সতের**-র রূপভেদ।

সতরঞ্চ, সতরঞ্জ—**শতরঞ্চ**-র রূপভেদ।

সতরঞ্চি, সতরঞ্জি—শতরঞ্চি-র রূপভেদ।

সতর্ক—বিণ. সাবধান (সতর্ক পাহারা), অবহিত। [সং. সহ+তর্ক]। বি. ~**তা**। বি. **সতর্কীকরণ**—সাবধান করিয়া দেওয়া।

সতা—বি. (প্রা. কা.) সতিন ('গঙ্গা নামে সতা তার' : ভা. চ.)। [সং. সপত্নী]। বি. ~**ই**—(প্রা. কা.) বিমাতা ('শুন সুমিত্রা সতাই' : কৃত্তি.)। বিণ. ~**ত, ~তো**—বৈমাত্রেয় (সতাত ভাই)।

সতিন, (অপ্র.) সতিনী—বি. সপত্নী, পতির অপর পত্নী। [সং. সপত্নী]। বি. ~**কাঁটা**—সুখপথে সতিনরূপ কণ্টক বা বিঘ্ন। বি. ~**ঝি**—সপত্নীর কন্যা। বি. ~**পো**—সপত্নীপুত্র।

সতী—(১) বি. দক্ষকন্যা ও শিবপত্নী ; সাধ্বী বা পতিব্রতা নারী (সতীর তেজ) ; (বাং.) স্বামীর শবের সহিত একই চিতায় আরোহণপূর্বক যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় জীবন্ত পুড়িয়া মরে, সহমৃতা নারী (সতীদাহ)। (২) বিণ. সাধ্বী, পতিব্রতা (সতী রমণী)। [সং. সৎ+ঈ]। বি. ~**ত্ব**—পাতিব্রত্য, সতী স্ত্রীর ধর্ম। বি. ~**ত্বনাশ**—পরপুরুষসঙ্গমে পাতিব্রত্যধর্মের লোপ। বি. ~**দাহ**—স্বামীর শবের সহিত একই চিতায় আরোহণপূর্বক জীবন্ত পত্নীর পুড়িয়া মরণ। বি. ~**জ্ঞ, ~পতি, ~শ**—শিব। বি. ~**পনা, ~গিরি**—(ব্যঙ্গে) পাতিব্রত্যের বা সতীত্বের ভান, সতীত্বের অত্যধিক গর্ব। বি. ~**লক্ষ্মী**—সাধ্বী ও সুলক্ষণা স্ত্রী। বি. ~**সাধ্বী**—অত্যন্ত সাধ্বী স্ত্রী। বি. ~**সাবিত্রী**—সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী স্ত্রী।

সতীন—**সতিন**-এর বানানভেদ।

সতীর্থ, সতীর্থ্য—বি. একই সময়ে একই গুরুর ছাত্র, সহপাঠী, সহাধ্যায়ী। [সং. সমান+তীর্থ (গুরু), সতীর্থ+য]।

সতুষ—বিণ. তুষযুক্ত। [সং. সহ+তুষ]।

সতৃষ্ণ—বিণ. পিপাসিত, তৃষ্ণাযুক্ত ; (আল.) স্পৃহাযুক্ত, লালায়িত (সতৃষ্ণনয়নে)। [সং. সহ+তৃষ্ণা]।

সতেজ—বিণ. তেজী (বার্ধক্য সত্ত্বেও সতেজ), তেজস্বী ; বলবান্। [সং. সহ+বাং. তেজ]।

সতের, সতেরো—বি.বিণ. ১৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্তদশ]। বি.বিণ. ~**ই**—মাসের সতের তারিখ বা তারিখের।

সৎ১—(১) বিণ. সত্তাযুক্ত, অস্তিত্বশীল, বিদ্যমান ; নিত্য ; সত্য ; সাধু (সৎ ব্যক্তি) ; উত্তম, শুভ (সদুত্তর, সদুপদেশ, সৎকর্ম)। (২) বি. অস্তিত্বমাত্র (সৎস্বরূপ) ; ব্রহ্ম (ওঁতৎসৎ)। [সং. √অস্+অৎ (শতৃ)]। বি. ~**কর্ম** (-মন্), ~**কার্য**—ভাল কাজ, লোকহিতকর বা পুণ্যকর্ম।

সৎ২—বিণ. সতিন-সম্পর্কিত। [সং. সপত্নী]। বি. ~**ছেলে**—সতীনের ছেলে, সপত্নীপুত্র। বি. (স্ত্রী.) ~**মেয়ে**। বি. ~**ভাই**—সৎ মায়ের ছেলে, বৈমাত্র ভাই। বি.(স্ত্রী.) ~**বোন**। বি. ~**মা**—গর্ভধারিণীর সতিন, বিমাতা। বি. ~**শাশুড়ী**—শাশুড়ীর সতিন।

সৎকার, সৎকৃতি, সৎক্রিয়া—বি. সমাদর, সম্মান, পূজা, সেবা (অতিথি-সৎকার) ; মড়া পোড়াইবার কাজ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (মৃতের সৎকার করা)। [সং. সৎ+√কৃ+অ তি (ভা), অ (ভা)+আ]। বিণ. **সৎকৃত**—সৎকার করা হইয়াছে এমন।

সত্তম—বিণ. অত্যুত্তম ; সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, সাধুতম। [সং. সৎ+তম]।

সত্তর—বি.বিণ. ৭০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্ততি]।

সত্তা—বি. অস্তিত্ব (রাষ্ট্রীয় সত্তা, ব্যক্তিগত সত্তা), বিদ্যমানতা ; নিত্যতা ; উৎপত্তি ; শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ ; সাধুতা। [সং. সৎ+তা (ভা)]।

সত্ত্ব—বি. সত্তা, অস্তিত্ব (তৎসত্ত্বেও, ধনসত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত) ; ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠটি, সত্ত্বগুণ ; স্বভাব, প্রকৃতি (বোধিসত্ত্ব) ; আত্মা ; প্রাণ ; চৈতন্য ; শক্তি (মহাসত্ত্ব নৃপতি), পরাক্রম, সাহস, প্রাণী, জীব (অন্তঃসত্ত্বা) ; পদার্থ, ঐশ্বর্য ; (বাং.) রস বা রসদ্বারা প্রস্তুত পদার্থ (আমসত্ত্ব)। অব্য. **সত্ত্বেও**—কোন কিছু থাকিলেও বা ঘটিলেও প্রভৃতি (বলা সত্ত্বেও, দেওয়া সত্ত্বেও)। [সং. সৎ+ত্ব]।

সত্য—(১) বিণ. প্রকৃত, যথার্থ ; বাস্তব ; ঠিক, নির্ভুল (সত্য কথা, সত্য ঘটনা, সত্য সংবাদ)। (২) বি. সত্তা, বিদ্যমানতা, নিত্যতা ; যাথার্থ্য ; প্রতিজ্ঞা (সত্য রক্ষা, সত্য বলা, সত্য করিয়া বলা), শপথ, দিব্য (তিন সত্য করা) ; হিন্দুমতে চার যুগের প্রথমটি ; পৌরাণিক সপ্তলোকের অন্যতম। [সং. সৎ+য(ভা)]। **তিন সত্য**—এক সঙ্গে একই প্রতিজ্ঞা তিনবার উচ্চারণ ; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বিণ. ~**কার, ~কারের**—সত্য, যথার্থ, প্রকৃত। বি. ~**তা**—যথার্থতা (উক্তির বা সংবাদের সত্যতা)। বি. ~**নারায়ণ**—হিন্দুদেবতাবিশেষ, সত্যপীর। বিণ. ~**নিষ্ঠ, ~পরায়ণ**—সত্যবাদী ; সত্যানুরাগী। বি. ~**পথ**—প্রকৃত পথ বা উপায়। বি. ~**পীর**—হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের প্রতীকস্বরূপ দেবতাবিশেষ, মুসলমান পীররূপী নারায়ণ। বিণ. ~**প্রতিজ্ঞ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিণ. ~**প্রিয়**—সত্য ভালবাসে এমন ; সত্যনিষ্ঠ। বিণ. ~**বাদী** (-দিন্)—সত্য কথা বলে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) ~**বাদিনী**। বি. ~**বাদিতা**। ~**বান্** (-বৎ)—(১) বিণ. সত্যযুক্ত ; সত্যনিষ্ঠ। (২) বি. দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র, সাবিত্রীর স্বামী। বিণ.বি. ~**ব্রত**—যাহার কাছে সত্যপালন অবশ্য-পালনীয় ব্রততুল্য। বি. ~**ভঙ্গ**—প্রতিশ্রুতি পালন না করা। বি. ~**রক্ষা**—প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য করা। বিণ. ~**সন্ধ**—সত্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বি. **সত্যাগ্রহ**—ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্যসাধনার্থ দুঃখ-কষ্ট স্বীকার ; (শিথি.) ধর্মঘট। বিণ.বি. **সত্যাগ্রহী** (-হিন্)—সত্যাগ্রহপালনকারী ; (শিথি.) ধর্মঘটী। বি. **সত্যানুসন্ধান**—প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য অনুসন্ধান বা গবেষণা। বি. **সত্যাপন, সত্যাপনা**—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করানো ; দাদন বা বায়না দেওয়া ; দাদন, বায়না। [সং. √সত্যাপি (নামধাতু)+অন (ভা), +আ]। বি. **সত্যাসত্য**—সত্য ও মিথ্যা। বি. বিণ. **সত্যি**—সত্য-র কথ্য রূপ (সত্যি কথা, সত্যি বলছি)।

সত্র—বি. অন্নাদি বিতরণের স্থান, সদাব্রত, ছত্র (জলসত্র, অন্নসত্র) ; (দীর্ঘকালব্যাপী) যজ্ঞ, উচ্চবিচারালয়, ব্যবস্থা-

পক-পরিষদ্ ইত্যাদির অধিবেশন, session [স. প.]। [সং. √সদ্+ত্র]।

সত্রাস—বিণ. সভয় ; ভীত। [সং. সহ+ত্রাস]। ক্রি-বিণ. **সত্রাসে**—ভয়ের সঙ্গে ; ভীত অবস্থায়।

সত্বর—বিণ.ক্রি-বিণ. ত্বরাযুক্ত ; শীঘ্র, ত্বরায়। [সং. সহ+ত্বরা]।

সদন—বি. গৃহ, আলয় (মহাজাতি-সদন, বিচার-সদন) ; নিকট, সমীপ (রাজ-সদনে)। [সং. √সদ্+অন]।

সদনুষ্ঠান—বি. সৎকার্য। [সং. সৎ১+অনুষ্ঠান]।

সদভিপ্রায়—বি. সাধু উদ্দেশ্য। [সং. সৎ১+অভি-প্রায়]।

সদম্ভ—বিণ. দম্ভযুক্ত, দাম্ভিক, গর্বিত। [সং. সহ+দম্ভ]। ক্রি-বিণ. **সদম্ভে**—দম্ভভরে।

সদয়—বিণ. দয়ালু ; অনুকূল (সদয় আচরণ)। [সং. সহ+দয়া]।

সদর—(১) বি. জেলার প্রধান নগর (মকদ্দমার তদারকে সদরে যাওয়া) ; বহির্বাটী ; অন্তঃপুরের বাহির ; বাহিরের পিঠ। (২) বিণ. জেলার প্রধান নগর সম্পর্কিত · প্রধান (সদর কাছারি) ; বাহিরের (সদর দরজা, সদর রাস্তা)। [আ. সদ্র্]। **সদর কাছাড়ি**—প্রধান কার্যালয় বা দফতর। **সদর খাজনা, সদর জমা**—সরকারকে প্রদেয় রাজস্ব। **সদর দরজা**—বাড়ির বাহিরে যাইবার প্রধান দরজা, সিংহদ্বার। **সদর নায়েব**—সদর কাছারির নায়েব। **ঘুঁটেকুড়ুনির ছেলে সদর নায়েব**—(বিদ্রূ.) অতি হীন ব্যক্তির উচ্চপদ-লাভ। বি. **সদরআলা,** (কথ্য) **সদরালা**—সাবজজ।

সদর্থক—বিণ. অস্তিত্ববাচক, ধনাত্মক, positive (মুক্তি সদর্থক নয়, নঞর্থক)। সাধু বা উত্তম অর্থসূচক। [সং. সৎ১+অর্থ+ক]।

সদর্প—বিণ. দর্পযুক্ত, অহংকৃত, গর্বিত। [সং. সহ+দর্প]। ক্রি-বিণ. **সদর্পে**—দর্পভরে, দর্পের সহিত।

সদলে—ক্রি-বিণ. স্বপক্ষীয় লোকজনের সহিত। [স (=সহ)+দল]।

সদসৎ—বিণ. ভাল ও মন্দ ; ন্যায় ও অন্যায় ; প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, অস্তিত্ববিশিষ্ট ও অস্তিত্বহীন। [সং. সৎ১+অসৎ]।

সদস্য—বি. সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সভ্য, সভাসদ্। [সং. সদস্+য]।

সদা—অব্য.ক্রি-বিণ. সর্বদা, সতত, সকল সময়ে, চির-কাল। [সং. সর্ব+দা (নি.)]। **~নন্দ**—(১) বিণ. চির-আনন্দময়। (২) বি. শিব। বিণ. **~নন্দময়**—সর্বদা আনন্দপূর্ণ। বি. **~ব্রত**—অন্নসত্র। **~শিব**—(১) বি. সতত মঙ্গলময়, মহাদেব। (২) বিণ. অতি উদার, সর্বদাই এবং অল্পে সন্তুষ্ট (সদাশিব ব্যক্তি)। বিণ. **~শ্রুত**—সর্বদা বা প্রায়ই শোনা যায় বা শোনা হয় এমন। অব্য. **সর্বদা**—সারাক্ষণ।

সদাগর—**সওদাগর**-এর কথ্য রূপ।

সদাচার—বি. শাস্ত্রবিহিত বা সাধু আচরণ। [সং. সৎ১+আচার]। বিণ. **সদাচারী** (-রিন্)—সদাচারসম্পন্ন।

সদাত্মা (-ত্মন্)—বিণ. সাধু, সদাশয়। [সং. সৎ১+আত্মন্]।

সদানন্দ, সদাব্রত—**সদা** দ্রঃ।

সদালাপ—বি. সৎ বা প্রীতিকর কথোপকথন। [সং. সৎ১—আলাপ]। বিণ. **সদালাপী** (-পিন্)—সদালাপ-কারী।

সদাশয়—বিণ. উদারচেতা, মহাশয়, সহৃদয়। [সং. সৎ১+আশয়]। বিণ.(স্ত্রী.) **সদাশয়া**। বি. **~তা**।

সদাশিব, সদাশ্রুত—**সদা** দ্রঃ।

সদিচ্ছা—বি. শুভাকাঙ্ক্ষা, মঙ্গলকামনা। [সং. সৎ১+ইচ্ছা]।

সদুত্তর—বি. প্রশ্নের যথাযথ বা সন্তোষজনক উত্তর। [সং. সৎ১+উত্তর]।

সদুদ্দেশ্য—বি. সৎ বা সাধু অভিপ্রায়। [সং. সৎ১+উদ্দেশ্য]।

সদুপায়—বি. সাধু বা অনিন্দনীয় পন্থা, উত্তম বা উপযুক্ত উপায়। [সং. সৎ১+উপায়]।

সদৃশ—বিণ. অনুরূপ (আকারসদৃশ বলবীর্য), তুল্য, সমান। [সং. সমান+√দৃশ্+অ(র্ম)]। বি. **~তা**। **সদৃশ বিধান**—রোগোৎপাদক বস্তুদ্বারাই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি, হোমিওপ্যাথি।

সদোষ—বিণ. দোষযুক্ত। [সং. সহ+দোষ]।

সদ্গতি—বি. উত্তম ব্যবস্থা বা পরিণাম (ধনসম্পত্তির সদ্-গতি) ; স্বর্গলাভ ; মুক্তি (বীরের সদ্গতি, আত্মার সদ্-গতি-কামনা)। [সং. সৎ১ +গতি]।

সদ্গোপ—বি. বাঙ্গালী জাতিবিশেষ। [সং. সৎ১+গোপ]।

সদ্ধর্ম—বি. উত্তম ধর্ম , (বৌ. শা) বৌদ্ধধর্ম। [সং. সৎ১+ধর্ম]।

সদ্বংশ—বি. উত্তম বংশ বা কুল। [সং. সৎ১+বংশ]। বিণ. **~জাত**—উত্তম বংশে জন্মিয়াছে এমন।

সদ্বিচার—বি. ন্যায়বিচার, সুবিচার। [সং. সৎ১+বিচার]।

সদ্বিবেচনা—বি. ন্যায়সঙ্গত বিচার, সুমীমাংসা ; উত্তম নির্ধারণ। [সং. সৎ১+বিবেচনা]। বিণ. **সদ্বিবেচক**—সদ্বিবেচনাকারী।

সদ্বুদ্ধি, সদ্‌বুদ্ধি—বি. শুভ বা উত্তম বুদ্ধি, সুবুদ্ধি। [সং. সৎ১+বুদ্ধি]।

সদ্ব্যবহার—বি. উত্তম বা ভদ্র ব্যবহার, শিষ্টাচার ; যথা-যোগ্য কাজে লাগানো (খাদ্যের সদ্ব্যবহার)। [সং. সৎ১+ব্যবহার]।

সদ্ভাব—বি. সত্তা, অস্তিত্ব (অর্থের সদ্ভাব সত্ত্বেও অশান্তি); সৌহার্দ্য, বন্ধুভাব, প্রণয় (প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব)। [সং. সৎ১+ভাব]।

সদ্ম (-দ্মন্)—বি. আবাস, গৃহ। [সং. √সদ্+মন্(ধি)]।

সদ্যঃ (-দ্যস্), (চলিত) **সদ্য**—অব্য. তৎক্ষণে, তখনি ; এখনই, উপস্থিত সময়ে, সবে, এইমাত্র ; টাটকা। [সং. সমে অহনি, নি.]। **সদ্য সদ্য**—তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে সঙ্গে। বিণ. **~পক্ব**—এইমাত্র রাঁধা হইয়াছে বা পাকিয়াছে

এমন। বিণ. **সদ্যঃপাতী** (-তিন্)—উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া যায় এমন; ক্ষণস্থায়ী (সদ্যঃপাতী আয়োজন)। বিণ. **সদ্যপ্রসূত**—এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। বিণ. **সদ্যস্নাত**—এইমাত্র স্নান করিয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **সদ্যস্নাতা**। বিণ. **সদ্যোজাগ্রৎ**—এইমাত্র জাগরিত হইয়াছে এমন। বিণ. **সদ্যোজাত**—সদ্যপ্রসূত। বিণ. **সদ্যোজীবী**—জন্মমাত্র মারা পড়ে বা বিনষ্ট হয় এমন, ক্ষণস্থায়ী ('জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী' : মধু.)। বি. **সদ্যোমাংস**—তৎকালে নিহত পশুর মাংস। বিণ. **সদ্যোমুক্ত**—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত বা মোক্ষপ্রাপ্ত ('এখানে জন্মিবে যেই সদ্যোমুক্ত হবে সেই' : ভা. চ.); সবে মুক্তিপ্রাপ্ত। বিণ. **সদ্যোমৃত**—এইমাত্র মারা গিয়াছে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **সদ্যোমৃতা**।

সদ্‌যুক্তি—বি. উত্তম যুক্তি বা পরামর্শ। [সং. সৎ১ + যুক্তি]।

সধবা—বি. যে নারীর পতি জীবিত আছে, এয়োস্ত্রী। [সং. সহ + ধব + আ]।

সধর্মা (-র্মন্), **সধর্মী** (-র্মিন্)—বিণ. একই ধর্ম গুণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছে এমন; তুল্য, সদৃশ। [সং. সমান + ধর্ম + অন্ (অনিচ্); সধর্ম + ইন]।

সন—বি. সাল, অব্দ, বৎসর। [আ.]।

সনৎকুমার—বি. ব্রহ্মার মানস পুত্র, মুনিবিশেষ। [সং. সনৎ (= ব্রহ্মা) + কুমার]।

সনদ, সনন্দ—বি. (প্রধানতঃ সরকারী) হুকুমনামা, ফার্মান, দলিল; উপাধিপত্র। [আ. সনদ্]।

সনাক্ত—**শনাক্ত**-র বানানভেদ।

সনাতন—(১) বিণ. নিত্য, চিরবর্তমান, শাশ্বত, বহুকাল-প্রচলিত (সনাতন প্রথা)। (২) বি. ঈশ্বর; ব্রহ্মা, শিব; বিষ্ণু। স্বনামধন্য বৈষ্ণবচূড়ামণি সনাতন গোস্বামী। [সং. সনা + তন]। **সনাতনী**—(১) বিণ. **সনাতন**-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি.(স্ত্রী.) দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। (৩) (বাং.) বিণ. বি. প্রাচীনপন্থী। বি. **~ধর্ম**—অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী ধর্ম; প্রচলিত, প্রাচীন হিন্দুধর্ম।

সনাথ—বিণ. প্রভুযুক্ত; পতিযুক্ত, যুক্ত, সমন্বিত (বহু জলচর-সনাথ সরোবর)। [সং. সহ + নাথ]। বিণ.(স্ত্রী.) **সনাথা**।

সনির্বন্ধ—বিণ. অতিশয় আগ্রহযুক্ত বা মিনতিযুক্ত, সাগ্রহ, সানুনয় (সনির্বন্ধ অনুরোধ বা আহ্বান)। [সং. সহ + নির্বন্ধ]।

সনে—**সঙ্গে**-র কোমল রূপ ('হৃদয় দিব তারি সনে' : রবীন্দ্র)।

সনেট—বি. চতুর্দশপদী কবিতাবিশেষ। [ইং. sonnet]।

সন্ত—বি. সন্ন্যাসী, সাধু। [হি. সন্ত > সং. সৎ; তু. ইং. saint]।

সন্তত—বিণ. অবিচ্ছিন্ন, বহুদূর-ব্যাপী, সতত। [সং. সম্ + √তন্ + ত(র্তৃ)]।

সন্ততি—বি. সন্তান, অপত্য, পুত্র বা কন্যা (সন্ততিহীন), বংশ, গোত্র; পারম্পর্য, অবিচ্ছেদ (ভাবসন্ততি), শ্রেণী (দীপসন্ততি); ব্যাপ্তি; বিস্তার। [সং. সম্ + √তন্ (= বিস্তার) + তি]।

সন্তপ্ত—বিণ. সন্তাপযুক্ত, মানসিক যন্ত্রণাযুক্ত (শোক-সন্তপ্ত); উত্তপ্ত, জ্বরাদিহেতু দেহে অধিক তাপযুক্ত। [সং. সম্ + তপ্ত]।

সন্তরণ—বি. সাঁতার। [সং. সম্ + তরণ]। বিণ. **~দক্ষ, ~পটু**—সাঁতারু।

সন্তর্পণ—(১) বি. তৃপ্ত করা। (২) বিণ. তৃপ্তিদায়ক। [সং. সম্ + তর্পণ]। (বাং.) ক্রি-বিণ. **সন্তর্পণে**—সতর্কতার সহিত, অতি সাবধানে (সন্তর্পণে লক্ষ্য করা বা এগিয়ে যাওয়া)।

সন্তাড়িত—বিণ. বিশেষভাবে আলোড়িত বা চঞ্চলীকৃত। [সং. সম্ + তাড়িত]।

সন্তান—বি. অপত্য, পুত্র বা কন্যা, বংশধর, অবিচ্ছেদ ধারা; বিস্তার। [সং. সম্ + √তন্ + অ (ণে, ভা)]। বি. **~ক**—দেবতরুবিশেষ, মন্দারপুষ্প। বিণ. (স্ত্রী.) **~বতী**—সন্তানের জন্মদান করিয়াছে এমন; সন্তানযুক্তা। বিণ.(পুং.) **~বান্** (-বৎ)। বি. **~বাৎসল্য**—সন্তানের প্রতি স্নেহ। বি. **~সন্ততি**—পুত্রকন্যা; ছেলেমেয়ে; বংশধরগণ। বি. **~সম্ভাবনা**—সন্তানের জন্ম হইবার সম্ভাবনা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা। বি. **~হীন**—নিঃসন্তান। বিণ.(স্ত্রী.) **~হীনা**। বিণ. **সন্তানোচিত** সন্তানের পক্ষে উপযুক্ত বা করণীয়। বি. **সন্তানোৎপাদন**—সন্তানের জন্মদান।

সন্তাপ—বি. উত্তাপ; মানসিক যন্ত্রণা, মনস্তাপ, শোক; জ্বরাদিহেতু দেহের তাপবৃদ্ধি। [সং. সম্ + তাপ]। **~ন**—(১) বি. সন্তাপদান। (২) বিণ. সন্তাপজনক। বিণ. **সন্তাপিত**—মনস্তাপযুক্ত, নিপীড়িত। বিণ. **সন্তাপী** (-পিন্)—সন্তপ্ত, সন্তাপযুক্ত।

সন্তুষ্ট—বিণ. সন্তোষযুক্ত, অতিশয় তুষ্ট বা তৃপ্ত; লাভালাভ বা সুখদুঃখে সুপ্রসন্নচিত্ত। [সং. সম্ + তুষ্ট]। বিণ. (স্ত্রী.) **সন্তুষ্টা**। বি. **সন্তুষ্টি**—সন্তোষ, অতিশয় তৃপ্তি বা আহ্লাদ।

সন্তোলন—বি. তেল বা ঘিতে অল্প ভাজা, সাঁতলান। [সং. সম্ + হি. √তল (= ভাজা)]। ক্রি. **সন্তোলা**—(প্রা. কা.) সাঁতলান।

সন্তোষ—বি. সন্তুষ্টি, সম্যক্ তৃপ্তি বা তুষ্টি; নিরাকাঙ্ক্ষতা, হর্ষ। [সং. সম্ + তোষ]।

সন্ত্রস্ত—বিণ. অত্যন্ত ভীত; ভয়ে ব্যাকুল। [সং. সম্ + ত্রস্ত]। বিণ.(স্ত্রী.) **সন্ত্রস্তা**।

সন্ত্রাস—বি. অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ (সন্ত্রাস-সৃষ্টি)। [সং. সম্ + ত্রাস]। বি. **~বাদ**—রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য অত্যাচার হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বনীয় এই মত; terrorism। বিণ.বি. **~বাদী** (-দিন্)—যে সন্ত্রাসবাদে আস্থাশীল বা তদনুযায়ী কাজ করে, terrorist। বিণ **সন্ত্রাসিত**—সন্ত্রাসযুক্ত, সন্ত্রস্ত।

সন্দ—**সন্দেহ**-র গ্রা. রূপ।

সন্দংশ, সন্দংশিকা, সন্দংশী—বি. (যাহা সম্যক্-

প্রকারে দংশন করে) সাঁড়াশি, চিমটা, জাঁতি ইত্যাদি। [সং. সম্ + √দন্‌শ্ + অ, + ক + আ, + ঈ]। বিণ. **সন্দষ্ট**—কামড়ানো হইয়াছে এমন ; সংলগ্ন।

সন্দর্ভ—বি. রচনা, প্রবন্ধ ; গ্রন্থ (সুখপাঠ্য সন্দর্ভ) ; সংগ্রহ (রচনা-সন্দর্ভ)। [সং. সম্ + √দৃভ্ + অ(ভা. র্ম)]।

সন্দর্শন—বি. সম্যক্ দর্শন বা অবলোকন (দেবসন্দর্শন)। [সং. সম্ + দর্শন]।

সন্দিগ্ধ—বিণ. সন্দেহযুক্ত (সন্দিগ্ধ মন) ; অনিশ্চয় (সন্দিগ্ধ বিষয়)। [সং. সম্ + √দিহ্ + ত(র্ত্তৃ, র্ম)]। বি. **~তা**।

সন্দিষ্ট—বিণ. আদিষ্ট, নির্দেশপ্রাপ্ত। [সং. সম্ + √দিশ্ + ত(র্ম)]।

সন্দিহান—বিণ. সন্দেহ করিতেছে এমন, সন্দেহযুক্ত (সন্দিহান হওয়া)। [সং. সম্ + √দিহ্ + আন(র্ত্তৃ)]।

সন্দীপন—(১) বি. প্রজ্বালন, উৎসাহিত করা। (২) বিণ. প্রজ্বালক, উৎসাহক। [সং. সম্ + দীপন]। বিণ. **সন্দীপক**—উত্তেজক বা প্রেরণাদাতা। বিণ. **সন্দীপিত, সন্দীপ্ত**—প্রজ্বলিত (সন্দীপ্ত অগ্নি), উৎসাহিত।

সন্দেশ—বি. সংবাদ, বার্তা ; আদেশ, (বাং.) মিঠাই-বিশেষ। [সং. সম্ + √দিশ্ + অ (ভা)]। বি. **~বহ**—দূত, সংবাদ-বহনকারী।

সন্দেহ—বি. সংশয়, সত্যাসত্য-নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা (সন্দেহ জন্মিয়াছে), অপরাধী বলিয়া অনুমান (আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন ?)। [সং. সম্ + √দিহ্ + অ (ভা)]। বি. **~ভঞ্জন**—সংশয়মোচন।

সন্ধান—বি. অন্বেষণ (সত্য-সন্ধান, সন্ধান হইতে বিরত) ; খোঁজ (চোরের সন্ধান, পথের সন্ধান) ; ঠিকানা পাওয়া (লোকটির সন্ধান জানা নেই) ; গোপন তথ্য, রহস্য (সৃষ্টির সন্ধান) ; গোপন প্রবেশ-পথ ('সন্ধান লব বুঝিয়া', রবীন্দ্র) ; (ধনুকাদিতে শর) যোজনা (শরসন্ধান) ; (মদ্যাদি) গাঁজানোর কাজ, fermentation ; সন্ধি, মিলন, বন্ধন ; মিশ্রণ ; সংঘটন। [সং. সম্ + √ধা + অন (ভা)]। বিণ. **সন্ধানী** (-নিন্), **সন্ধায়ী** (-য়িন্)—সন্ধানকারী ; গোপন তথ্য জানিতে পটু বা উৎসুক (সন্ধানী দৃষ্টি বা মন) ; খোঁজ-খবর রাখে এমন (ব্যক্তি)।

সন্ধি—বি. মিলন ; বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন বা শান্তিস্থাপন, রাজনৈতিক চুক্তি (ভার্সাইয়ের সন্ধি) ; মিলন-স্থান বা জোড় (সন্ধিমুখ) ; শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলনস্থান বা গ্রন্থিমুখ (উরুসন্ধি) ; মিলন-কাল (যুগসন্ধি, বয়ঃসন্ধি) ; দিনরাত্রি বা দুই তিথি ইত্যাদির মিলনকাল (সন্ধিক্ষণ, সন্ধিপূজা) ; খোঁজ, সন্ধান, রহস্য ('নারীর মায়ার সন্ধি' : কৃত্তি.) ; কৌশল ('কহিয়া দিব যত আছে সন্ধি' : ক. ক.) ; সুড়ঙ্গ, সিঁদ (সন্ধিপথ), (ব্যাক.) সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলন (স্বরসন্ধি)। [সং. সম্ + √ধা + ই]। বি. **~কাল, ~ক্ষণ**—সংযোগকাল, এক কালের অবসান ও অন্য কালের আরম্ভের সময় (ঋতু-পরিবর্তনের সন্ধিকালে, নবযুগের সন্ধিক্ষণে)। বি. **~পত্র**—বিবাদের রফা-নিষ্পত্তির পরে বিবাদী পক্ষ-দ্বয়ের পরস্পরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি-পত্র, treaty। বি. **~পূজা**—মহাষ্টমীর অবসান হইয়া মহানবমীর সঞ্চার হইতেছে ঠিক এমন সময়ে দুর্গাপূজা। বিণ. **~বদ্ধ**—রাজনৈতিক সন্ধি বা চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ। বি. **~বাত**—গেঁটে বাত। বি. **~বিগ্রহ**—রাজনৈতিক সন্ধি ও যুদ্ধ। বি. **~ভঙ্গ**—রাজনৈতিক চুক্তিবিরোধী কার্য।

সন্ধিত—বিণ. মিলিত ; সন্ধিদ্বারা বদ্ধ ; বদ্ধ ; মদ্যে পরিণত, গাঁজানো, fermented। [সং. সন্ধা + ইত]।

সন্ধিৎসা—বি. সন্ধান করিবার ইচ্ছা। [সং. সম্ + √ধা + সন্ + অ + আ]। বিণ. **সন্ধিৎসু**—সন্ধিস্থাপন বা সন্ধান করিতে ইচ্ছুক।

সন্ধিনী—বি. বৃষভাক্রান্তা গাভী। [সং.]।

সন্ধুক্ষণ—বি. উদ্দীপন, উত্তেজন। [সং. সম্ + √ধুক্ষ্ + অন (ভা)]। বিণ. **সন্ধুক্ষিত**—উদ্দীপিত, উত্তেজিত (বিদ্রোহানল সন্ধুক্ষিত)।

সন্ধ্যা—বি. দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ (প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ং-সন্ধ্যা), রাত্রির আরম্ভ, সাঁঝ (সন্ধ্যাবেলা) ; দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরোপাসনা, আহ্নিক (সন্ধ্যা করা) ; বেলা, বার (ত্রি-সন্ধ্যা খাওয়া) ; পুরা এক দিন-রাত্রি (তিন সন্ধ্যাব্যাপী উপবাস) ; যুগসন্ধি, যুগের আরম্ভকাল (কলির সন্ধ্যা) ; (আল.) অবসান-কাল (জীবন-সন্ধ্যা)। [সং. সম্ + √ধ্যৈ + অ + আ]। বি. **সন্ধ্যাআহ্নিক, ~হ্নিক, ~বন্দনা**—সায়ংকালীন ঈশ্বরোপাসনা ; ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরবন্দনা। বি. **~তারা**—সন্ধ্যাবেলায় যে তারা সর্বাগ্রে উদিত হয় ; সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে দৃশ্যমান শুক্রগ্রহ, venus। বি. **~দীপ**—সন্ধ্যাবেলায় যে প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসীমঞ্চে বা গৃহে দেবতার সম্মুখে রাখা হয়। বি. ক্রি-বিণ **~বেলা**—দিবসের অবসান ও রাত্রির সঞ্চারের অন্তর্বর্তী সময়। বি. **~ভাষা**—বৌদ্ধ সাধকদের রচিত 'চর্যাপদ'-এ ব্যবহৃত ভাষা, যাহার মধ্যে 'ধর্মকথার ভিতর একটা অন্যভাবের কথাও আছে' কিন্তু তাহা অস্পষ্ট। বি. **~মণি**—রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ। বি. **~রাগ**—অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের আলোকচ্ছটা। বি. **~লোক**—অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলো।

সন্নত—বিণ. প্রণত ; অবনত। [সং. সম্ + √নম্ + ত (র্ত্তৃ)]। বি. **সন্নতি**—প্রণাম, অবনতি, নম্রতা।

সন্নদ্ধ—বিণ. (অস্ত্রাদি দ্বারা) সম্যক্‌রূপে সজ্জিত ; বর্ম-পরিহিত, শ্রেণীবদ্ধ, বিন্যস্ত (ঘন সন্নদ্ধ)। [সং. সম্ + √নহ্ + ত (র্ত্তৃ, র্ম)]।

সন্না—বি. ক্ষুদ্র চিমটা। [সং. সন্দংশ]।

সন্নাহ—বি. বর্ম ; পরিচ্ছদ। [সং. সম্ + √নহ্ + অ(ণে)]।

সন্নিকট—(১) বি. সন্নিধান (সন্নিকটে অবস্থিত)। (২) ক্রি-বিণ. অতি নিকটে (সন্নিকট যাওয়া)। (৩) বিণ. অতি নিকটবর্তী (সন্নিকট মৃত্যু)। [সং. সম্ + নিকট]। ক্রি-বিণ. **সন্নিকটে**—অতি নিকটে।

সন্নিকর্ষ—বি. সান্নিধ্য, নৈকট্য। [সং. সম্ + নি + √কৃষ্ + অ (ভা)]। বি. **~ণ**—নিকটে অবস্থান। বিণ. **সন্নিকৃষ্ট**—সমীপবর্তী।

সন্নিধান, সন্নিধি—বি. নৈকট্য, (পিতৃ-সন্নিধানে), সংসর্গ ; সমাগম, আবির্ভাব ; স্থিতি। [সং. সম্ + নি + √ধা + অন, ই (র্ম, ভা)]।

সন্নিপাত—বি. একত্র মিলন ; সমষ্টি ; সম্পূর্ণ পতন বা বিনাশ ; (আয়ু.) বাত পিত্ত কফের ত্রিবিধ দোষযুক্ত বিকার. (তু. **সান্নিপাতিক**)। [সং. সম্+নিপাত]।

সন্নিবদ্ধ—বিণ. দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ; গ্রথিত। [সং. সম্+নিবদ্ধ]। বি. **সন্নিবন্ধ, সন্নিবন্ধন**—দৃঢ়বন্ধন ; গ্রন্থন ; দৃঢ়রূপে একত্র সঙ্কলন।

সন্নিবিষ্ট—বিণ. বিন্যস্ত, ভিতরে প্রবিষ্ট। [সং. সম্+নিবিষ্ট]।

সন্নিবৃত্ত—বিণ. সম্পূর্ণ নিবৃত্ত বা বিরত ; প্রত্যাগত। [সং. সম্+নিবৃত্ত]। বি. **সন্নিবর্তন, সন্নিবৃত্তি**—সম্পূর্ণ বিরতি ; প্রত্যাগমন।

সন্নিবেশ—বি. সংস্থাপন (সেনা-সন্নিবেশ), স্থিতি. (ঘনসন্নিবেশ) সংযোগ (গ্রহসন্নিবেশ) ; ভিতরে প্রবেশ করানো ; বিন্যাস। [সং. সম্+নিবেশ]। বিণ. **সন্নিবেশিত**—সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এমন ; স্থাপিত।

-সন্নিভ—বিণ. সদৃশ, তুল্য (তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, কৃতান্তকসন্নিভ)। [সং. সম্+নি+√ভা+অ (র্তৃ)]।

সন্নিয়োগ—বি. সম্যক্ বা বিধিমতে নিয়োগ ; আদেশ ; সংযোগ। [সং. সম্+নিয়োগ]।

সন্নিহিত—বিণ. নিকটবর্তী (সন্নিহিত রাজ্য), সান্নিধ্যে অবস্থিত ; সম্যক্ স্থাপিত। [সং. সম্+নিহিত]।

সন্ন্যস্ত—বিণ. নিক্ষিপ্ত ; সমর্পিত ; পরিত্যক্ত। [সং. সম্+ন্যস্ত]।

সন্ন্যাস—বি সম্পূর্ণ বর্জন (কর্ম-সন্ন্যাস) ; সংসার-বাসনা-ত্যাগ, সংসারত্যাগপূর্বক ঈশ্বরচিন্তায় জীবনযাপন ও ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ ; হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী চতুরাশ্রমের অর্থাৎ জীবনের চার পর্যায়ের শেষটি ; রোগবিশেষ, apoplexy। [সং. সম্+নি+√অস্+অ (ভা)]। বিণ. বি. **সন্ন্যাসী** (-সিন্)—সন্ন্যাস অবলম্বনকারী, পরমেশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ। বিণ. (স্ত্রী.) **সন্ন্যাসিনী। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—কোন কাজে কর্মকর্তার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হইলে কাজ নষ্ট হয়।

সন্মার্গ—বি. সৎ পথ বা উপায়। [সং. সৎ+মার্গ]।

সন্মিত্র—বি. সৎ বা অকপট মিত্র। [সং. সৎ১+মিত্র]।

সপ—বি. বড় মাদুরবিশেষ। [আ. সফ্]।

সপক্ষ১—বিণ. পক্ষযুক্ত, ডানাওয়ালা। [সং. সহ+পক্ষ]। বি. **~তা**।

সপক্ষ২—বিণ. একপক্ষাবলম্বী ; অনুকূল (আমার সপক্ষে বলিবার কেহ নাই)। [সং. সমান+পক্ষ]। বি. **~তা**।

সপত্ন—বি. শত্রু। [সং. সপত্নী+অ(=সপত্নীতুল্য)]।

সপত্নী—বি. সতিন। [সং. সমান+পতি+ঈ]।

সপত্নীক—বিণ. ক্রি-বিণ. পত্নীর সহিত, সস্ত্রীক। [সং. সহ+পত্নী+ক]।

সপরিবার—বিণ. স্ত্রীপুত্রকন্যাদিসহ স্থিত। [সং সহ+পরিবার]। ক্রি-বিণ. **সপরিবারে**—পরিবারবর্গের সহিত।

সপর্যা—বি. আরাধনা, পূজা। [সং.]।

সপসপ—সপ্‌সপ্-এর বানানভেদ।

সপাসপ—ক্রি-বিণ. ক্রমাগত দ্রুত সপসপ শব্দ করিয়া (সপাসপ খাওয়া) ; সপাং-সপাং করিয়া (সপাসপ বেত মারা)।

সপাং, সপাৎ—অব্য. বেত্রাদিদ্বারা সজোরে প্রহারের শব্দ। [ধ্বন্যা.]। অব্য. **সপাং-সপাং, সপাৎ-সপাৎ**—ক্রমাগত সপাং ও সপাৎ শব্দ।

সপাদ—বিণ. চতুর্থাংশের সহিত, সওয়া। [সং. সহ+পাদ (=পা, চতুর্থাংশ)]।

সপিণ্ড—বিণ. বি. পিণ্ডাধিকারী অর্থাৎ সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। [সং. সমান+পিণ্ড]। বি. **~তা**—পিণ্ডাধিকার ; জ্ঞাতিত্ব। বি. **সপিণ্ডীকরণ**—মৃত্যুর এক বৎসর পরে (প্রেতত্বমোচনের জন্য) কৃত শ্রাদ্ধ, মৃত পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার জন্য কৃত শ্রাদ্ধবিশেষ. (বিদ্রূপে) সমূহ বিনাশ।

সপিনা—বি. আদালতে হাজির হইবার পরওয়ানা, সমন। [ইং. subpoena, আ. সফীনা]।

সপেটা—বি. ভক্ষ্য ফলবিশেষ। [পো. zapota]।

সপ্ত (-প্তন্)—বি. বিণ. ৭ সংখ্যা বা সংখ্যক, সাত। [সং.]। **~ক**—(১) বিণ. সপ্তসংখ্যক, একসঙ্গে সাতটি। (২) বি. সাতটির সমষ্টি ; (সঙ্গীতে) সুরের স্বরগ্রাম অর্থাৎ সা রে গা মা পা ধা নি : এই সাতটি সুরের সমষ্টি। বি. **~কী** স্ত্রীলোকের কটিভূষণ বা মেখলা। বি. **~গ্রাম**—বঙ্গদেশের অধুনালুপ্ত কিন্তু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর ; সাতগাঁ। বিণ. **~চত্বারিংশ, ~চত্বারিংশত্তম**—সাতচল্লিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ. (স্ত্রী.) **চত্বারিংশী, চত্বারিংশত্তমী**। বি. বিণ. **~চত্বারিংশৎ**—৪৭ সংখ্যা বা সংখ্যক, সাতচল্লিশ। বি. **~চ্ছদ, ~পর্ণ**—ছাতিম গাছ। বিণ. **~তল**—(অট্টালিকাদি সম্বন্ধে) সাততলা ; সাততলাবিশিষ্ট। বিণ. **~তাল**—সাতটি তালগাছের দৈর্ঘ্যের সমান গভীর। বি. বিণ. **~তি**—৭০ সংখ্যা বা সংখ্যক, সত্তর। বিণ. **~তিতম**—সত্তর সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ. **~ত্রিংশ, ~ত্রিংশত্তম**—সাঁইত্রিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ. (স্ত্রী.) **~ত্রিংশত্তমী**। বি. বিণ. **~ত্রিংশৎ**—৩৭ সংখ্যা বা সংখ্যক, সাঁইত্রিশ। বি. বিণ **~দশ** (-দশন্)—সতের (১৭) সংখ্যা বা সতের সংখ্যার পূরক। বিণ (স্ত্রী.) **~দশী**—সতের স্থানীয়া ; সতের বৎসর বয়স্কা। বি. **~দ্বীপ**—জম্বু কুশ প্লক্ষ শাল্মলী ক্রৌঞ্চ শাক পুষ্কর : পুরাণোক্ত এই সাতটি দ্বীপ বা পৃথিবীর সাতটি বিভাগ। **~দ্বীপা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) সপ্তদ্বীপযুক্তা (সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা)। (২) বি. পৃথিবী। অব্য. ক্রি-বিণ. **~ধা**—সাত প্রকারে ভাগে বা দিকে ; সাতবার। বি. **~ধাতু**—(আয়ুর্বেদে) দেহের সাতটি উপাদান, যথা—বায়ু পিত্ত কফ রক্ত শুক্র মাংস ও অস্থি। বিণ. **~নবতি**—সাতানব্বই। বিণ. **~নবতিতম**—সাতানব্বই সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **~নবতিতমী**। বি. বিণ. **~পঞ্চাশৎ**—সাতান্ন। বিণ. **~পঞ্চাশত্তম**—সাতান্ন সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) **~পঞ্চাশত্তমী**। **~পদী**—(১) বি. হিন্দুপরিণয়কালে বরবধূর একত্রে সপ্তপদগমনরূপ অনুষ্ঠান। (২) বিণ. (স্ত্রী.) সাতখানি চরণযুক্তা। বি.

~পাতাল—তল অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল · পুরাণোক্ত এই সপ্ত অধোভুবন। বি. বিণ. ~বিংশতি—সাতাশ। বিণ. ~বিংশতিতম—সাতাশ সংখ্যক। বিণ.(স্ত্রী.) ~বিংশতিতমী। বিণ. ~ম—সাতের পূরক। ~মী—(১) বিণ. সপ্তম-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. (জ্যোতিষ.) তিথিবিশেষ। বি. ~রথী (-থিন্)—দ্রোণাচার্য কর্ণ কৃপাচার্য অশ্বত্থামা শকুনি দুর্যোধন দুঃশাসন: বালক অভিমন্যুকে একযোগে আক্রমণপূর্বক বধকারী এই সপ্ত বীর। বি. ~র্ষি—মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ: ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে খ্যাত এই সাত ঋষিশ্রেষ্ঠ; নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ, Great Bear, Ursa Major। বি. ~র্ষিমণ্ডল—সপ্তর্ষি নামে খ্যাত নক্ষত্রসমূহের সমবায়। বি. ~লোক, ~স্বর্গ—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ তপঃ সত্য: পুরাণোক্ত এই সপ্ত উর্ধ্ব লোক। বি. ~শতী—সাতশত শ্লোকবিশিষ্ট দেবী-মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, চণ্ডী; সাত শতের সমবায়। বি. বিণ. ~ষষ্টি—সাতষট্টি। বিণ. ~ষষ্টিতম—সাতষট্টি সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ষষ্টিতমী। বি. ~সমুদ্র, ~সাগর, ~সিন্ধু—লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত দধি ক্ষীর স্বাদূদক: পুরাণোক্ত এই সাত সমুদ্র। বি. ~সুর, ~স্বর—(সঙ্গীতে) ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ. স্বরগ্রামভুক্ত এই সাতটি সুর। বি. ~স্বরা—জলতরঙ্গ-বাদ্য।

সপ্তা, হপ্তা—**সপ্তাহ**-র কথ্য রূপ।

সপ্তাশীতি—বি. বিণ. সাতাশি। [সং. সপ্ত + অশীতি]। বিণ. ~তম—সাতাশি সংখ্যক। বিণ. (স্ত্রী.) ~তমী।

সপ্তাশ্ব, সপ্তসপ্তি—বি. (সপ্ত অশ্ববাহিত রথারূঢ় বলিয়া) সূর্য। [সং. সপ্ত + অশ্ব]।

সপ্তাহ—বি. রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি: এই সাত দিন; পরপর যে-কোন সাত দিন। [সং. সপ্ত + অহন্]।

সপ্রতিভ—বিণ. প্রতিভান্বিত, লজ্জা পায় না বা ঘাবড়ায় না এমন, সঙ্কোচ-মুক্ত (সপ্রতিভ আচরণ), চটপটে। [সং. সহ + প্রতিভা]।

সপ্রমাণ—বিণ. প্রমাণযুক্ত; প্রমাণিত (অভিযোগ সপ্রমাণ করা)। [সং. সহ + প্রমাণ]।

সপ্‌সপ্—অব্য. সম্যক্ সিক্ততার ভাবপ্রকাশ (ভিজে সপ্‌সপ্ করা); তরল বস্তু খাইবার শব্দ (সপ্‌সপ্ করে পায়স খাওয়া)। বিণ. **সপ্‌সপে**—ভিজিয়া সপ্‌সপ্ করিতেছে এমন।

সফর১—বি. দেশভ্রমণ; পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ; মুসলমানি বৎসরের অন্যতম মাস। [আ.]। **সফরি, সফরিয়া**—(১) বিণ. সফর-সংক্রান্ত; সমুদ্রযাত্রা বা সমুদ্রবাণিজ্য সংক্রান্ত। (২) বিণ. বি. বাণিজ্যপোতারোহী।

সফরী, সফর২—বি. পুঁটিমাছ। [সং.]। **অগভীর জলে সফরী ফরফরায়তে**—অল্প জলে পুঁটিমাছ ফরফর করিয়া বেড়ায়; (আল.) সামান্য বিদ্যার অধিকারীরাই বিদ্যা জাহির করে বেশী।

সফল—বিণ. ফলবান্; সিদ্ধিযুক্ত, সিদ্ধ (সফল পরিশ্রম, সফল দৌত্য)। [সং. সহ + ফল]। বি. ~তা।

সফেদ—বিণ. সাদা, শ্বেত, শুভ্র। [ফা.]।

সফেদা—বি. চাউলের গুঁড়া; সুমিষ্টফলবিশেষ; সীসা হইতে প্রস্তুত সাদা রঙ। [উ.]।

সফেন—বিণ. ফেনাযুক্ত (সফেন তরঙ্গ); মাড়সমেত (সফেন ভাত)। [সং. সহ + ফেন]।

সব—(১) বিণ. সমস্ত, সকল (সব মানুষ, 'পাখী সব')। (২) সর্ব. সকল লোক বা বিষয় (সবে মিলে খেলা, সব জানি); সমস্ত সম্পদ্ (সব হারানো)। [সং. সর্ব]। বিণ. ~চিন—সবার সহিত পরিচয় আছে বা সকলকে চেনে এমন। বিণ. ~জান্তা—(ব্যঙ্গে) সব-কিছু জানে এমন, সর্বজ্ঞ। বিণ. বিণ. ক্রি-বিণ. ~সুদ্ধ—মোট, সর্বসমেত। বিণ. বিণ. ~সে—সর্বাপেক্ষা। [হি. সব্‌সে]। সর্ব. **সবাই**, (কথ্য) **সব্বাই**—সকলেই, সর্বজনেই; প্রত্যেকেই। বিণ. **সবাকার, সবার**—সকলের, সর্বজনের; প্রত্যেকের। সর্ব. **সবে**—সর্বজনে; সকলে (সবে মিলে করি কাজ)। **সবে** অব্য. দ্রঃ।

সবংশ—বিণ. বংশের সমস্ত ব্যক্তির সহিত বর্তমান। [সং. সহ + বংশ]। ক্রি-বিণ. **সবংশে**—বংশের সমস্ত ব্যক্তির সহিত (সবংশে বিনাশ)।

সবজি, সবজী—বি. রাঁধিয়া খাইবার উপযোগী তরি-তরকারি, আনাজ। [ফা. সবজী]। বি. ~বাগ—সবজির ক্ষেত বা বাগান।

সবৎস—বিণ. বাছুর-সহিত (সবৎসা গাভী); (কৌতু.) সন্তান-সহিত। [সং. সহ + বৎস]। বিণ.(স্ত্রী.) **সবৎসা**।

সবন্ধু—বিণ. বন্ধুসহিত। [সং. সহ + বন্ধু]।

সবরি কলা—বি. মর্তমান কলা। [দেশী]।

সবর্ণ—(১) বি. সমান বর্ণ বা জাতি; (ব্যাক.) যাহাদের উচ্চারণস্থান বা উচ্চারণের প্রযত্ন সমান এমন বর্ণ। (২) বিণ. সমজাতিভুক্ত; সদৃশ (তু. **অসবর্ণ বিবাহ**)। [সং. সমান + বর্ণ]।

সবল—বিণ. বলশালী, সসৈন্য। [সং. সহ + বল]। বিণ. (স্ত্রী.) **সবলা**। বি. ~তা। ক্রি-বিণ. **সবলে**—শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সজোরে, দলবল লইয়া, সসৈন্যে।

সবলোট—বিণ. সমস্ত লুঠ করে বা আত্মসাৎ করে এমন। [সব২ + লুঠ দ্রঃ]।

সবাই, সবাকার, সবার—**সব** দ্রঃ।

সবাক্—বিণ. কথা বলে এমন। [সং. সহ + বাক্]। বি. ~চিত্র—যে বায়স্কোপের ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রী-দের কথা শোনা যায়, talkie।

সবান্ধব—বিণ. বান্ধবদের সহিত (সবান্ধবে নিমন্ত্রিত)। [সং. সহ + বান্ধব]।

সবিকল্প—বিণ. বিকল্পযুক্ত। [সং. সহ + বিকল্প]। **সবিকল্প সমাধি**—যোগের একপ্রকার সমাধি (তু. **নির্বিকল্প সমাধি**)।

সবিতা (-তৃ)—(১) বিণ. প্রসবকারী, জনয়িতা। (২) বি. সূর্য; ঈশ্বর। [সং.]। **সবিত্রী**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) প্রসবকারিণী। (২) বি. প্রসূতি।

সবিনয়—বিণ. বিনয়যুক্ত, বিনীত (সবিনয় নিবেদন)। [সং. সহ+বিনয়]। ক্রি-বিণ. **সবিনয়ে**—বিনয়ের সহিত।

সবিরাম—বিণ. বিরতিযুক্ত বা বিশ্রামযুক্ত, ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয় এমন, intermittent (সবিরাম জ্বর)। [সং. সহ+বিরাম]।

সবিশেষ—(১) বিণ. সম্যক্‌প্রকার; বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, খুঁটি-নাটির সহিত (সবিশেষ বর্ণনা)। (২) ক্রি-বিণ. বিশেষরূপে বা বিশদরূপে (সবিশেষ উল্লেখযোগ্য)। [সং. সহ+বিশেষ]।

সবিষ—বিণ. বিষযুক্ত; বিষধর; বিষমিশ্রিত। [সং. সহ+বিষ]।

সবিস্তার, (বিরল) সবিস্তর—বিণ. বিশদ, বিস্তারযুক্ত বা বাহুল্যযুক্ত। [সং. সহ+বিস্তার, বিস্তর]। ক্রি-বিণ. **সবিস্তারে**—বিস্তারিতভাবে (সবিস্তারে লেখা)।

সবিস্ময়—বিণ. বিস্ময়যুক্ত, বিস্মিত। [সং. সহ+বিস্ময়]। ক্রি-বিণ. **সবিস্ময়ে**—বিস্ময়ের সহিত।

সবুজ—বিণ.বি. বর্ণবিশেষ, হরিৎ; (আল.) অল্পবয়স্ক বা তরুণ ('ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা': রবীন্দ্র)। [ফা. সব্‌জ]।

সবুর—বি. ধৈর্যধারণ; অপেক্ষা, কালবিলম্ব, দেরি (সবুর সইবে না)। [আ. সব্‌র্]। **সবুরে মেওয়া ফলে**—ধৈর্যধারণ করিলে উত্তম ফল লাভ হয়।

সবে—অব্য. মোটে, সবশুদ্ধ, সর্বসাকল্যে (সবে একশ লোক); মাত্র; কেবল (সবে দু-দিন এসেছি); এইমাত্র (সবে ভোর হল, সবে এল)। [সং. সর্ব]। **সবে ধন নীলমণি**—একমাত্র সম্বল। অব্য. ~**মাত্র**—এইমাত্র; কেবল; একমাত্র।

সবেবরাত (রাৎ)—**শবেবরাত**-এর বানানভেদ।

সব্জী—**সবজি**-র বানানভেদ।

সব্য—বিণ. বাম, বাঁ; বাম ও দক্ষিণ উভয়। [সং.]। ~**সাচী** (-চিন্)—(১) বিণ. দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই সমভাবে শরচালনায় সমর্থ। (২) বি. (উভয় হস্তদ্বারাই সমভাবে শরনিক্ষেপে সমর্থ ছিলেন বলিয়া) অর্জুন। বিণ. **সব্যেতর**—দক্ষিণ (ইতর=অন্য)।

সভক্তি—বিণ. ভক্তিযুক্ত। [সং. সহ+ভক্তি]।

সভয়—বিণ. ভয়যুক্ত, ভীত। [সং. সহ+ভয়]। ক্রি-বিণ. **সভয়ে**—ভয়ের সহিত।

সভর্তৃকা—বিণ.(স্ত্রী.) সধবা; স্বামীর সহিত। [সং. সহ+ভর্তৃ+ক+আ]।

সভা—বি. সমিতি, পরিষৎ (আইনসভা); সঙ্ঘ, ক্লাব (সাংবাদিক সভা); সমাজ, গোষ্ঠী (ব্রাহ্মণসভা); সম্মেলন, বৈঠক, কোন-কিছু আলোচনার জন্য লোক-সমাগম (সভা করা); দরবার (রাজসভা)। [সং.]। ক্রি. **সভা আহ্বান করা, সভা ডাকা**—সভার বৈঠকে সভ্যগণকে বা জনসাধারণকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা। ক্রি. **সভা করা**—সভার অনুষ্ঠান করা। বি. ~**কক্ষ**, ~**গৃহ**, ~**তল**, ~**মণ্ডপ**, ~**স্থল**—যে স্থানে সভার অধিবেশন হয়। বি. ~**কবি**—রাজার সভায় নিযুক্ত কবি। বি. ~**কুট্টিম**—সভার পাকা মেজে। বি. ~**জন**—সভার লোক; সভ্য, সভাসদ্। বি. (স্ত্রী.) ~**নেত্রী**—সভার কার্যাদির পরিচালিকা। বি. ~**পতি**—সভার কার্যাদির পরিচালক। বি. ~**ভঙ্গ**—সভার অধিবেশনের কার্য শেষ। বি. ~**রম্ভ**—সভার অধিবেশনের আরম্ভ। বি. ~**সদ্**—সভায় যোগদানকারী, সদস্য। বি. ~**সমিতি**—সভা, বৈঠক বা ঐ প্রকার লোকসমাগম। বি. **সভা-সাহিত্য**—রাজসভাদির পৃষ্ঠপোষকতায় সভা-সাহিত্যিকগণ কর্তৃক রচিত সাহিত্য, court literature। বি. **সভা-সাহিত্যিক**—রাজসভায় বিশেষভাবে সমাদৃত সাহিত্যিক। বিণ. ~**সীন**—সভায় বা দরবারে উপস্থিত বা উপবিষ্ট। বিণ. ~**স্থ**—সভায় উপস্থিত (সভাস্থ ব্যক্তিবৃন্দ)।

সভে—**সবে**১-র অপ্র. রূপ।

সভ্য—(১) বি. সভা বা সঙ্ঘের সদস্য। (২) বিণ. ভদ্র (সভ্য আচরণ, সভ্য জগৎ), শিষ্ট, মার্জিত, সুরুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতিসম্পন্ন। [সং. সভা+য]। স্ত্রী. **সভ্যা**। বি. ~**তা**—ভদ্র আচরণ, মার্জিত রুচি, মন ও প্রবৃত্তির উৎকর্ষ এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন-প্রণালী। বিণ. ~**তাভিমানী** (-নিন্)—সুরুচিসম্পন্ন বা সংস্কৃতিসম্পন্ন বলিয়া গর্বকারী। বিণ (স্ত্রী.) ~**তাভিমানিনী**। বিণ. ~**ভব্য**—শিষ্ট ও ভদ্র। বি. ~**সমাজ**—সমাজের অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিষ্ট ও মার্জিতরুচি সম্প্রদায়।

সম্—সম্পূর্ণ, অত্যন্ত, সম্যক্, সমান ইত্যাদি অর্থসূচক উপসর্গ (সমুচিত, সমুজ্জ্বল, সমাদর, সম্মান)।

সম—(১) বিণ. তুল্য, সমান, অনুরূপ (পুত্রসম, সমবয়স্ক, সমশ্রেণীয়); অভিন্ন, একই (সমকাল); ঋজু, অবন্ধুর (সমরেখা, সমতল); যুগ্ম (সমরাশি); সম্পূর্ণ; সাধু। (২) বি. (সঙ্গীতে) তালের মাত্রাবিশেষ বা সমাপ্তি (গান সমে আসিয়া থামিল)। [সং. √সম্+অ(র্তৃ)]। বিণ. ~**কক্ষ**—তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমান বলশালী, তুল্য; সমান (তাহার সমকক্ষ কেহ নাই)। বিণ.(স্ত্রী.) ~**কক্ষা**। বি. ~**কক্ষতা**—তুল্যতা, অভিন্নতা (নারীপুরুষের সমকক্ষতা)। বি. ~**কাল**—একই কাল বা সময়। বিণ. ~**কালিক**, ~**কালীন**—একই কালের বা সময়ের, সমসাময়িক (সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ)। বিণ. ~**কেন্দ্রিক**—একই কেন্দ্রযুক্ত, concentric। বি. ~**কোণ**—(জ্যামি.) একটি সরলরেখার উপর লম্বভাবে অন্য একটি সরলরেখা অঙ্কন করিলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, right angle। বিণ. ~**কৌণিক**—সমকোণযুক্ত; সমকোণ-সংক্রান্ত। বি. **গুণশ্রেঢ়ী**—(গণি.) যে শ্রেঢীর সংখ্যাসমূহ সমভাবে গুণিত, geometrical progression। বি. ~**ঘন**—(জ্যামি.) সমান গুণযুক্ত বা আকারযুক্ত, সজাতীয়। বি. ~**চতুর্ভুজ**—(জ্যামি.) যে চতুষ্কোণের বাহুচতুষ্টয় ও কোণচতুষ্টয় পরস্পর সমান। ~**জাতি**—(১) বি. সমান শ্রেণী; একই জাতি। (২) বিণ. একজাতি-ভুক্ত। বি. ~**জাতিতা**, ~**জাতিত্ব**। বিণ. ~**জাতীয়**—একই জাতির বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~**জাতীয়া**। বি. ~**জাতীয়তা**, ~**জাতীয়ত্ব**। বি. ~**তট**—পূর্ববঙ্গ। বিণ. ~**তল**—অবন্ধুর, চৌরস,

এবড়ো-খেবড়ো নহে এমন, plain। বি. ~তা—তুল্য বা সমান অবস্থা, আনুরূপ্য; অভিন্নতা (মানুষে মানুষে সমতা); ঋজুতা; অবন্ধুর অবস্থা; যুগ্মতা; সমানভাব; সাধুতা। বিণ. ~তুল—সমান ওজনবিশিষ্ট, সমান-সমান; সমকক্ষ। বিণ. ~তুল্য (অশু. কিন্তু প্রচলিত) —সমান-সমান; সমকক্ষ। বিণ. (স্ত্রী.) তুল্যা। বি. ~তুল্যতা। বি. ~দর্শন—সমানজ্ঞানে অর্থাৎ কোন ভেদাভেদ না করিয়া দর্শন বা বিচার, নিরপেক্ষ বিচার, সমান আকৃতিবিশিষ্ট। বিণ. ~দর্শী (-র্শিন্)—সমদর্শন-কারী; রাগদ্বেষবর্জিত; নিরপেক্ষ; ভেদাভেদ করে না এমন। বিণ. (স্ত্রী.) ~দর্শিনী। ~দুঃখ—(১) বিণ. সমদুঃখী। (২) বি. সমান দুঃখ। বিণ. ~দুঃখী (-খিন্) —সমান দুঃখযুক্ত; সমব্যথী। বিণ. (স্ত্রী.) ~দুঃখিনী। বিণ. ~দূরবর্তী (-র্তিন্)—কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে সমান দূরে অবস্থিত। বিণ.(স্ত্রী.) ~দূরবর্তিনী। বি. ~দূরবর্তিতা। বি. ~দৃষ্টি—সমদর্শন, নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষমতা। বি. ~দ্বিভুজ—(জ্যামি.) সমদ্বিবাহু ক্ষেত্র, rhomboid। বিণ. ~ধর্মা (-র্মন্)—সমান অথবা একরূপ ধর্মবিশিষ্ট বা গুণযুক্ত, (বাং.) একই ধর্মাবলম্বী। বিণ. ~পদস্থ—সমান পদে অধিষ্ঠিত; সমান অধিকারপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~পদস্থা। ক্রি-বিণ. ~পাতে—সমান্তরালে। বিণ. ~পৃষ্ঠ—সমতল, অবন্ধুর। বিণ. ~প্রাণ—অভিন্ন-হৃদয়, অন্তরঙ্গ। বিণ.(স্ত্রী.) ~প্রাণা। বি. ~প্রাণতা। বিণ. ~বয়সী, ~বয়স্ক—সমান বয়সবিশিষ্ট, এক-বয়সী। বিণ.(স্ত্রী.) ~বয়সী, ~বয়স্কা। ~বৃত্ত—(১) বিণ. (ছন্দ.) প্রত্যেক চরণে সমসংখ্যক অক্ষরযুক্ত। (২) বি. ঐরূপ ছন্দ। বি. ~বেদনা, ~ব্যথা—পরদুঃখে দুঃখবোধ, সহানুভূতি, দরদ। বিণ. ~ব্যথী—সমবেদনা-পীড়িত; সমবেদনা বোধ করে এমন; দরদী। বিণ.(স্ত্রী.) ~ব্যথিনী। বি. ~ভাব—একই ভাব বা ধরন; সমান অবস্থা; সাদৃশ্য। ~ভূমি—(১) বিণ. সমতল: ভূমির সহিত মিলিত (ঘরবাড়ি সমভূমি করা=ঘরবাড়ি চূর্ণ করিয়া মাটিতে মিশান)। (২) বি. সমতল ভূমি; সমান উচ্চ ভূমি। বিণ. ~ভূম। ~মূল্য—(১) বি. সমান বা একই দাম। (২) বিণ. সমান বা একই মূল্যবিশিষ্ট; তুল্য-গৌরবযুক্ত। বি. ~মূল্যতা। বি. ~রস—সমান সুখ, তুল্য আনন্দ, যে আনন্দানুভূতির ভিতরে নব আনন্দানুভূতি এক হইয়া গিয়াছে। বিণ. সমানরসযুক্ত। বি. ~রাশি—(গণি.) যুগ্ম সংখ্যা (যেমন ২ ১৪ ২১০)। ~শ্রেণী—(১) বি. একই জাতি বা গোষ্ঠী বা দল। (২) বিণ. একই জাতি বা গোষ্ঠী বা দলের অন্তর্ভুক্ত। বি. ~সময়—একই সময়। বিণ. ~সাময়িক (সম-সাময়িক ইতিহাস), সামসময়িক (ব্যাকরণ-শুদ্ধ কিন্তু অপ্র.)—একই কালের বা যুগের। বি. ~সূত্র—দিক্-চক্রবালের পূর্ব ও পশ্চিম বিন্দু ভেদকারী কাল্পনিক বৃত্ত-বিশেষ; একই সরলরেখা (সমসূত্রে অবস্থান); একই সুতা অর্থাৎ বন্ধন গ্রথন প্রভৃতির উপকরণ (সমসূত্রে গ্রথিত); একই উপায় (সমসূত্রে জ্ঞাত হওয়া)। বি. ~স্থলী—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থলভাগ, দোআব। ক্রি-বিণ. ~স্বরে—মিলিত কণ্ঠে (সকলে সমস্বরে বলা)। বি. ~স্বামিত্ব—সমানাধিকার, সমান মালিকানা।

সমক্ষ—(১) অব্য. দৃষ্টির সম্মুখে। (২) বিণ. অগ্রবর্তী; প্রত্যক্ষ। [সং. সম্ + অক্ষি + অ]। ক্রি-বিণ. **সমক্ষে**—দৃষ্টির সম্মুখে; সামনে (সকলের সমক্ষে)।

সমগ্র—বিণ. সমস্ত, সম্পূর্ণ, আগাগোড়া (সমগ্র রামায়ণ)। [সং.]। বি. ~তা।

সমঙ্গ—বি. (প্রাণি.) পতঙ্গের পূর্ণাবয়ব রূপ, imago। [সং. সম্ + অঙ্গ]।

সমঙ্গা—বিণ সর্বত্রগামিনী। [সং. সম্ + √অন্গ্ + অ (র্তৃ) + আ]।

সমঝ, সমজ—বি. বুদ্ধি, বোধ; বিবেচনা; উপলব্ধি। [হি. সমঝ]। বিণ. ~দার—উপলব্ধি করিতে সমর্থ, রসজ্ঞ, বোঝে এমন (সমঝদার শ্রোতা)। [হি. সমঝ্ + ফা. দার]। ক্রি. **সমঝা, সমজা**—সমঝান। **সমঝান, সমঝানো, সমজান, সমজানো**—(১) ক্রি. বুঝা; বুঝান, উপলব্ধি করান (সমঝাইয়া দেওয়া); সতর্ক বা শাসন করা। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

সমঞ্জস—বিণ. সম্পূর্ণ উচিত বা উপযুক্ত, সমীচীন, ঠিক; সদৃশ (সুসমঞ্জস বিধান)। [সং. সম্ + অঞ্জস্ + অ]।

সমতীত—বিণ. সম্পূর্ণ অতীত, বিগত। [সং. সম্ + অতীত]।

সমন্ত—**সোমন্ত**-র রূপভেদ।

সমধিক—বিণ. অত্যন্ত অধিক, ঢের বেশী। [সং. সম্ + + অধিক]।

সমন—বি. আদালতে হাজির হইবার হুকুমনামা। [ইং. summons]।

সমন্তাৎ, সমন্ততঃ (-তস্)—অব্য. সর্বতঃ, সর্বদিকে, সর্বত্র। [সং. সমন্ত + আৎ, তস্]।

সমন্বয়—বি. সঙ্গতি, সামঞ্জস্য (জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়), অবিরোধ, মিলন (বিভিন্ন বিভাগের বা কর্মপ্রচেষ্টার সমন্বয়)। [সং. সম্ + অন্বয়]। বিণ. **সমন্বিত**—যুক্ত, বিশিষ্ট; সমন্বয়যুক্ত, অবিরুদ্ধ। বিণ.(স্ত্রী.) **সমন্বিতা**।

সমবর্তী (-র্তিন্)—বিণ. সমানভাবে বা সদৃশভাবে অব-স্থিত। [সং. সম্ + √বৃৎ + ইন্(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **সম-বর্তিনী**। বি. **সমবর্তিতা**।

সমবস্থ—বিণ. সদৃশ বা একই অবস্থাযুক্ত। [সং. সম্ + অবস্থা দ্র:]।

সমবায়—বি. মিলন (গুণের সমবায়), নিত্য সম্বন্ধ (অবয়ব ও অবয়বীর সমবায়); একত্র হইবার বুদ্ধি ও প্রয়াস (রাষ্ট্রিক সমবায়); সমবেত বা যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, co-operation। [সং. সম্ + অব + √ই + অ(ভা)]। বি. **সমবায় সমিতি**—পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য যৌথভাবে গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানাদি, co-

আদিতে **সম**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **সম** দ্র:।

operative society। বিণ. **সমবায়ী** (-য়িন্)—নিত্যসম্বদ্ধ ; উপাদানস্বরূপ।

সমবেত—বিণ. সম্মিলিত একত্রীকৃত বা একত্রীভূত (সমবেত চেষ্টা, সমবেত অতিথিবৃন্দ) ; সঞ্চিত ; নিত্য-সম্বদ্ধ। [সং. সম্+অব+√ই+ত(র্তৃ)]।

সমভিব্যাহার—বি. সঙ্গ, একত্র অবস্থান বা গমন। [সং. সম্+অভি+বি+আ+√হৃ+অ(ভা)]। বিণ. **সমভিব্যাহারী** (-রিন্)—সাথী, সঙ্গী। ক্রি-বিণ. **সমভিব্যাহারে**—সঙ্গে, সহিত (পাত্র-মিত্র সমভিব্যাহারে)।

সময়—বি. কাল, বেলা (পাঁচটার সময়, সন্ধ্যার সময়); ফুরসত, অবসর (কথা বলিবারও সময় নাই); উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট কাল ('এখনো আমার সময় হয়নি' : রবীন্দ্র, সময়ের কাজ সময়ে করা, খাবার সময় হয়েছে); সুযোগ (সময় বুঝে কাজ করা) ; আমল, যুগ (অশোকের সময়); দিনকাল (সময়টা খারাপ) ; সুদিন (সময়ের বন্ধু) ; অন্তিমকাল (বুড়োর সময় হয়েছে) ; আয়ুষ্কাল (সময় ফুরালে সবাই মরবে) ; রীতি, প্রথা, প্রচলন (কবিসময়-প্রসিদ্ধি)। [সং. সম্+ই+অ(র্তৃ)]। বিণ. **~নিষ্ঠ**—নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করে বা আসে এমন, punctual। বি. **~নিষ্ঠা**। ক্রি-বিণ. **সময়-সময়, সময়ে সময়ে**—কখনও কখনও, মাঝে মাঝে। বি. **~সারণি**—সময়-জ্ঞাপক নির্ঘণ্ট বা তালিকা, time-table। বিণ. **~সেবী** (-বিন্), **~সেবক**—সময় বুঝিয়া স্বীয় মত ও কর্মপ্রণালীর পরিবর্তন করে এমন, সুবিধাবাদী। বি. **সময়ান্তর**—ভিন্ন সময়। **সময়োচিত, সময়োপযোগী** (-গিন্)—বিশেষ এক সময়ের পক্ষে উচিত বা উপযুক্ত (সময়োচিত ভদ্রতা-রক্ষা)।

সমর—বি. যুদ্ধ। [সং.]। বি. **~শয্যা**—(যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির পক্ষে) যুদ্ধক্ষেত্ররূপ শয্যা। বিণ. **~শায়ী** (-য়িন্)—যুদ্ধস্থলে নিহত। বি. **~সজ্জা**—সৈনিকের পোশাক ; যুদ্ধের আয়োজন। বি. **সমরাঙ্গন**—যুদ্ধক্ষেত্র। বি. **সমরানল**—যুদ্ধরূপ আগুন বা যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ।

সমর্থ—বিণ. সক্ষম, পারগ, যোগ্য, উপযুক্ত ; কর্মক্ষম, বলিষ্ঠ (সমর্থ দেহ)। [সং. সম্+√অর্থ্+অ(র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সমর্থা**। বি. **~তা**।

সমর্থক—বিণ. বি. সমর্থনকারী (প্রস্তাবের সমর্থক)। [সং. সম্+√অর্থ+অক(র্তৃ)]।

সমর্থন, সমর্থনা—বি. প্রতিপোষণ ; পক্ষাবলম্বন (অন্যায়ের সমর্থন), দৃঢ়ীকরণ। [সং. সম্+√অর্থ+অন (ভা), +আ]। বিণ. **সমর্থিত**—সমর্থন করা হইয়াছে এমন, সমর্থনপ্রাপ্ত। বিণ.(স্ত্রী.) **সমর্থিতা**।

সমর্পণ—বি. সকল স্বত্ব ত্যাগপূর্বক দান (কন্যা-সমর্পণ), উৎসর্গ, প্রদান (সর্বস্ব-সমর্পণ), অর্পণ ; স্থাপন। [সং. সম্+অর্পণ]। ক্রি. **সমর্পা**—(কাব্যে) সমর্পণ করা। বিণ. **সমর্পিত**—সমর্পণ করা হইয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **সমর্পিতা**।

সমল—বিণ. ময়লাযুক্ত। [সং. সহ+মল]।

সমলঙ্কৃত—বিণ. সুসজ্জিত ; যথাযথ বেশভূষা-পরিহিত। [সং. সম্+অলঙ্কৃত]।

সমষ্টি—বি. সাকল্য, সমগ্রতা ; মোট ; যোগফল। [সং. সম্+√অশ্ (=ব্যাপ্তি)+তি(র্ম)]।

সমস্ত—বিণ. সকল, সমুদায়, সম্পূর্ণ (সমস্ত দিন)। বি. সব টুকু, সব কিছু (ঘরের সমস্তটা ভিজিয়াছে, সমস্ত শুনিয়াছি) ; (ব্যাক.) সমাসবদ্ধ। [সং. সম্+√অস্+ত(র্ম, র্তৃ)]।

সমস্যমান—বিণ. (ব্যাক.) সমাসবদ্ধ করা হইতেছে এমন। [সং. সম্+√অস্+মান(শানচ্, র্ম)]।

সমস্যা—বি. অতি জটিল প্রশ্ন বা বিষয় (সমস্যার সৃষ্টি বা মীমাংসা), সঙ্কট (সমস্যায় পতিত) ; চারিপাদ বা দ্বিপাদ শ্লোকের যে একপাদ অরচিত রাখিয়া অন্য কাহাকেও পূরণ করিতে দেওয়া হয়। [সং. সম্+√অস্+য (র্ম)+আ]। বি. **~পূরণ**—সমস্যার সমাধান।

সমা—(১) বিণ. **সম**-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. সংবৎসর। [সম দ্র:]।

সমাংশ—বি. সমান অংশ বা ভাগ। [সং. সম+অংশ]। বিণ. **সমাংশিত**—সমাংশে বিভক্ত।

সমাকর্ষণ—বি. সম্যক্ আকর্ষণ। [সং. সম্+আকর্ষণ]। **সমাকর্ষী** (-র্ষিন্)—(১) বিণ. সমাকর্ষণকারী। (২) বি. বহুদূরগামী গন্ধ।

সমাকীর্ণ—বিণ. পরিব্যাপ্ত, সঙ্কুল (বিপৎ-সমাকীর্ণ)। [সং. সম্+আকীর্ণ]।

সমাকুল—বিণ. অত্যন্ত আকুল বা কাতর ; পরিব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ (গন্ধসমাকুল, বিঘ্নসমাকুল) ; সংশয়যুক্ত। [সং. সম্+আকুল]। বি. **~তা**।

সমাক্রান্ত—বিণ. আক্রান্ত ; গৃহীত, অধিষ্ঠিত ; পরিব্যাপ্ত। [সং. সম্+আক্রান্ত]। বিণ.(স্ত্রী.) **সমাক্রান্তা**।

সমাক্ষ—বিণ. সমান অক্ষবিশিষ্ট, একাক্ষিক, co-axial [বি. প.]। [সং. সম+অক্ষ]। বি. **~রেখা**—(ভূগো.) নিরক্ষরেখার সমান্তরালবর্তী ভূপৃষ্ঠস্থ কাল্পনিক রেখা, parallel of latitude [বি. প.]।

সমাক্ষর—বিণ. সমান অক্ষরযুক্ত। [সং. সম+অক্ষর]।

সমাগত—বিণ. সমুপস্থিত (নবযুগ সমাগত) ; সম্মিলিত (সমাগত বন্ধুবর্গ)। [সং. সম্+আগত]। বিণ.(স্ত্রী.) **সমাগতা**। বি. **সমাগতি, সমাগম**—উপস্থিতি, আগমন, সম্মিলন (জন-সমাগম, গ্রীষ্ম-সমাগমে)।

সমাঘ্রাত—বিণ. বিশেষভাবে ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এমন। [সং. সম্+আঘ্রাত]।

সমাচার—বি. উত্তম আচরণ, শিষ্টাচার ; সংবাদ, খবর, বার্তা। [সং. সম্+আ+√চর্+অ(ভা)]।

সমাচ্ছন্ন—বিণ. সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন বা আবৃত (তরু-সমাচ্ছন্ন নদীতীর) ; অভিভূত (শোক-সমাচ্ছন্ন জনক-জননী)। [সং. সম্+আচ্ছন্ন]। বিণ.(স্ত্রী.) **সমাচ্ছন্না**। বি.**~তা**।

সমাজ—বি. পরস্পরের সহযোগিতায় অবস্থানকারী মনুষ্য-সঙ্ঘ (সমাজে মিলেমিশে বাস করতে হয়) ; এক-জাতীয় প্রাণীর দল বা যূথ (পশুসমাজ, পক্ষিসমাজ) ; জাতি, সম্প্রদায় (ক্ষত্রিয়-সমাজ, শিখ-সমাজ) ; সঙ্ঘ, সভা ; কালক্রমাগত ব্যবস্থা (সমাজবিরুদ্ধ আচরণ) ; (বাং.) বৈষ্ণবদিগের সমাধিস্থান। [সং.]। বিণ. **~চ্যুত**

—সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত, একঘরে, সমাজ-ঠেলা। বি. ~তত্ত্ব—মানবসমাজের ইতিহাস, গঠন-প্রণালী উন্নতিবিধান প্রভৃতিসম্বন্ধীয় শাস্ত্র, sociology। বিণ. ~তাত্ত্বিক—সমাজবিজ্ঞানে পণ্ডিত। বি. ~তন্ত্র—সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির হিতার্থে (ভূমি ও কলকারখানা প্রভৃতি) উৎপাদনের সহায়ক সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত : এই মতবাদমূলক রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা, socialism। বিণ. ~তন্ত্রী (-ন্ত্রিন্) সমাজতন্ত্রের মতবাদ বিশ্বাস ও সমর্থন করে এমন, socialist; সমাজতন্ত্রের নীতি-অনুসারী, socialistic। বি. ~পতি—গ্রাম বা সম্প্রদায়ের সামাজিক বিধিনিয়মের প্রধান সংরক্ষক, সমাজের নেতা; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। বিণ. ~বদ্ধ—একত্রে সমাজে বাসকারী। ~বিজ্ঞান, ~বিজ্ঞানী (-নিন্)—যথাক্রমে সমাজতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক-এর অনুরূপ। বি. ~বিদ্যা—সমাজতত্ত্ব-এর অনুরূপ। বি. ~বিধি—সমাজের আইনকানুন। বিণ. ~বিরোধী (-ধিন্)—সমাজ-জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক; আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গকারী; দুষ্কৃতকারী। বি. ~শাসন—সমাজের বিধিনিয়ম। বি. —সংস্কার—সমাজের দোষত্রুটি দূরীকরণ। বিণ. ~সংস্কারক—সমাজসংস্কারকারী। বি. ~সেবা—জনগণের কল্যাণসাধন। বিণ. ~হিতৈষী (-ষিন্)—সমাজবদ্ধ মানবগণের মঙ্গলকামী।

সমাদর—বি. অতিশয় আদর ও যত্ন, সংবর্ধনা। [সং. সম্+আদর]। বিণ. **সমাদৃত**—সমাদরপ্রাপ্ত। বিণ.(স্ত্রী.) **সমাদৃতা**।

সমাধা—বি. সমাপন; নিষ্পত্তি, মীমাংসা (কাজের বা মকদ্দমার সমাধা)। [সং. সম্+আ+√ধা+অ (ভা)+আ]।

সমাধান—বি. সমাপন, প্রতিকার, মীমাংসা (প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধান, বিপদের সমাধান)। [সং. সম্+আ+√ধা+অন (ভা)]।

সমাধি—বি. পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিবেশ, চিত্ত-বৃত্তির নিরোধপূর্বক স্বরূপে অবস্থিতি; বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যানের চরম অবস্থা; সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত-সমর্পণ; গভীর তন্ময়তা; সমাধান; কবর দেওয়া; কবর, গোর; [সং. সম্+আ+√ধা+ই]। বি. ~ক্ষেত্র, ~স্থল, ~স্থান—গোরস্থান, কবরখানা। বি ~প্রস্তর—কবরের উপরে স্থাপিত স্মৃতিপ্রস্তর। বিণ. ~মগ্ন, ~স্থ—সমাধিতে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া ধ্যানরত। বি. ~মন্দির—কবরের উপরে নির্মিত স্মৃতি-মন্দির। বি. ~স্তম্ভ—কবরের উপরে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ।

সমাধ্যায়ী (-য়িন্)—বিণ. সহপাঠী, সতীর্থ্য। [সং. সম্+অধি+√ই+ইন্ (র্তৃ)]।

সমান—বিণ. সদৃশ, তুল্য, একরূপ (দুজনের চেহারা সমান, তোমার সমান বুদ্ধি); অভিন্ন (দুইটি দ্রব্যেরই মূল্য সমান); একটানা, সমানভাবে (সে সমানে দাঁড়িয়ে রইল); ঋজু, সোজা (লাইন সমান করা); সমতল (ছাদ পিটে সমান করা)। [সং. সম্+আ+√অন্+অ(র্তৃ)]। বিণ. **সমান-সমান**—তুল্যমূল্য; তুল্যবলশালী; সদৃশ, অভিন্ন। **সমানাধিকরণ**—(১) বি. এক-জাতীয় সাধারণ গুণ, যাহাতে সমানজাতীয় কোন পদার্থেরই ভিন্নভাব থাকে না। (২) বিণ. আশ্রয়স্থল বা অবস্থা এক এরূপ; (ব্যাক.) বিশেষ্যবিশেষণ-সম্বন্ধ-যুক্ত এবং এক বা অভিন্ন বিভক্তি বিশিষ্ট। বি. **সমানাধিকার**—রাষ্ট্রে ধনিদরিদ্র-জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল প্রজার সমান অধিকার বা ক্ষমতা।

সমানুপাত—বি. সদৃশ সম্বন্ধ; (গণি.) আনুপাতিক সমতা, এক বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধির তুল্য অপরের হ্রাসবৃদ্ধি, proportion। [সং. সম+অনুপাত]।

সমান্তর—বিণ. (গণি.) সমান পরিমাণ বা দূরত্ববিশিষ্ট, equidistant; সমান পার্থক্যযুক্ত (যেমন, ২ ৬ ১০ ইত্যাদি)। [সং. সম+অন্তর]। **সমান্তর শ্রেণী**—সমান ব্যবধানযুক্ত সংখ্যাসমূহ (যেমন, ৩ ৬ ৯ ১২ ১৫) arithmetical progression। বিণ. (জ্যামি.) **সমান্তরাল**—সর্বত্র সমান ব্যবধানবিশিষ্ট, parallel।

সমাপতন—বি. আকস্মিকভাবে একাধিক ঘটনার যুগপৎ সংঘটন, coincidence। [সং. সম্+আ+√পত্+অন (ভা)]।

সমাপন—বি. সমাধা করা, সম্পূর্ণ করা; উদ্‌যাপন; সমাপ্তি। [সং. সম্+√আপ্+অন (ভা)]। বিণ. **সমাপক**—সমাপনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **সমাপিকা**—সমাপনকারিণী; (ব্যাক.) বাক্যার্থ সম্পূর্ণকারিণী (সমাপিকা ক্রিয়া)। বিণ. **সমাপিত**—সম্পাদিত, নিষ্পাদিত; সমাপ্তিপ্রাপিত।

সমাপ্ত—বিণ. সম্পূর্ণ; নিষ্পন্ন। [সং. সম্+√আপ্+ত (র্ম)]। বি. **সমাপ্তি**—সমাধা, সমাপন, অবসান; শেষ।

সমাবর্তন—বি. প্রত্যাবর্তন; ব্রহ্মচর্য পালনের পর গুরু-গৃহ হইতে গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাগমন; (বাং.) 'স্নাতক' ছাত্রগণকে উপাধি-বিতরণের সভা, convocation। [সং. সম্+আবর্তন]। বিণ. **সমাবৃত্ত**—প্রত্যাবৃত্ত; ব্রহ্মচর্য পালনের পর গৃহধর্মে প্রত্যাগত।

সমাবিষ্ট—বিণ. অভিনিবিষ্ট; প্রবিষ্ট; আক্রান্ত; সম-বেত। [সং. সম্+আবিষ্ট]। বিণ. (স্ত্রী.) **সমাবিষ্টা**।

সমাবৃত—বিণ. সম্পূর্ণ আবৃত বা আচ্ছন্ন পরিবেষ্টিত (স্ত্রীপুত্র-সমাবৃত)। [সং. সম্+আবৃত]।

সমাবেশ—বি. সমাগম, একত্র উপস্থিতি বা অবস্থান (জনসমাবেশ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের একত্র সমাবেশ); অভি-নিবেশ; প্রবেশ। [সং. সম্+আ+√বিশ্+অ (ভা)]; সংস্থাপন, বিন্যাস (নানা বর্ণের সমাবেশ, সৈন্যসমাবেশ)। [সম্+আ+বিশ্+ণিচ্+অ (ভা)]। বিণ. **সমাবেশিত**—সমাবেশ করা হইয়াছে এমন, নিবেশিত।

সমারম্ভ—বি. আরম্ভ; অনুষ্ঠান; আড়ম্বর। [সং. সম্+আরম্ভ]।

সমারূঢ়—বিণ. বিশেষভাবে আরূঢ় বা অধিষ্ঠিত। [সং. সম্+আরূঢ়]। বিণ. (স্ত্রী.) **সমারূঢ়া**।

সমারোহ—বি. (বাং.) জাঁকজমক, আড়ম্বর, ঘটা

(দুর্গোৎসবের সমারোহ) ; (সং.) অতিশয় উন্নতি। [সং. সম্+আরোহ]।

সমারোহণ—বি. বিশেষভাবে আরোহণ বা অধিষ্ঠান। [সং. সম্+আরোহণ]।

সমার্থ, সমার্থক—বিণ. একার্থবোধক ; এক বা অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট। [সং. সম+অর্থ+ক]।

সমালোচন, সমালোচনা—বি. দোষগুণের সম্যক্ আলোচনা; সাহিত্য বা শিল্পকর্মের বিবরণসহ যথোপযুক্ত দোষগুণ-কীর্তন, criticism। [সং. সম্+আলোচন, আলোচনা]। বিণ. বি. **সমালোচক**—সমালোচনাকারী; দোষদর্শী। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **সমালোচিকা**। বিণ. **সমালোচনীয়**—সমালোচনা করিতে হইবে এমন ; সমালোচনার যোগ্য। বিণ. **সমালোচিত**—সমালোচনা করা হইয়াছে এমন। বিণ. **সমালোচ্য**—সমালোচনার যোগ্য বা বিষয়ীভূত।

সমাশ্রিত—বিণ. সম্যক্ আশ্রয়প্রাপ্ত, আচ্ছন্ন (বটচ্ছায়া-সমাশ্রিত মন্দির)। [সং. সম্+আশ্রিত]।

সমাস—বি. সংক্ষেপ, সংগ্রহ ; মিলন ; (ব্যাক.) পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট একাধিক পদের একপদীকরণ। [সং. সম্+√অস্+অ (ভা)]।

সমাসক্ত—বিণ. অতিশয় আসক্ত ; অভিনিবিষ্ট ; সংযুক্ত। [সং. সম্+আসক্ত]। বি. **সমাসক্তি**—অতিশয় আসক্তি ; সংযোগ।

সমাসঙ্গ—বি. অতিশয় আসঙ্গ বা আসক্তি ; সংযোগ। [সং. সম্+আসঙ্গ]।

সমাসন্ন—বিণ. প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে বা নিকটবর্তী হইয়াছে এমন, সন্নিহিত। [সং. সম্+আসন্ন]।

সমাসীন—বিণ. উপবিষ্ট (পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন)। [সং. সম্+আসীন]।

সমাসোক্তি—বি. (অল.) যে অলঙ্কারে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের ব্যবহার বা ধর্ম আরোপ করা হয় (যেমন—'নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি, অশ্রুবিন্দু'. মধু.)। [সং. সমাস+উক্তি]।

সমাহরণ—বি. সংগ্রহ করা, একত্রীকরণ ; সঞ্চয়। [সং. সম্+আহরণ]। বিণ. বি. **সমাহর্তা** (-র্তৃ)—সংগ্রহকারী ; রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, collector। [স. প.]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **সমাহর্ত্রী**।

সমাহার—বি. সংগ্রহ ; মিলন ; সমষ্টি ; সমূহ ; (ব্যাক.) দ্বিগু ও দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণীবিশেষ। [সং. সম্+আ+√হৃ+অ (ভা)]।

সমাহিত—বিণ. সম্পাদিত ; মীমাংসিত ; অবহিত, অভিনিবিষ্ট ; ধ্যানমগ্ন (সমাহিত-চিত্তে) ; স্থাপিত ; কবরে স্থাপিত। [সং. সম্+আ+ধা+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সমাহিতা**।

সমাহৃত—বিণ. সংগৃহীত, একত্রীকৃত (সমাহৃত পূজোপকরণ) ; সংক্ষিপ্ত। [সং. সম্+আহৃত]। বি. **সমাহৃতি**—সংগ্রহ, একত্রীকরণ ; সংক্ষেপণ।

সমিতি—বি. পরিষৎ, সজ্ঘ, সভা ; (সং.) যুদ্ধ। [স°.]। বিণ. **~ঞ্জয়**—রণজয়ী ; বীর।

সমিদ্ধ—বিণ. প্রজ্বলিত (সমিদ্ধ যজ্ঞাগ্নি) ; উত্তেজিত। [সং. সম্+√ইন্ধ্+ত (র্তৃ)]।

সমিধ্, সমিৎ (-মিধ্)—বি. ইন্ধন, হোমাগ্নিজ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি। [সং. সম্+√ইন্ধ্+ক্বিপ্ (ণে)]।

সমীকরণ—বি. একজাতীয় করা, সদৃশীকরণ ; (গণি.) কোন জ্ঞাত রাশির সাহায্যে তত্তুল্য কোন অজ্ঞাত রাশির পরিমাণ নির্ধারণ ; এক রাশি বা রাশিসমূহের সহিত অন্য রাশি বা রাশিসমূহের সমতা নির্দেশ, equation ; (ভাষাতত্ত্বে) যুক্তবর্ণের দুইটি বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণের সুবিধার্থে) একটি ধ্বনিতে পরিবর্তন (যেমন, পদ্ম > পদ্দ, ধর্ম > ধম্ম), assimilation। [সং. সম+ঈ (চি)+√কৃ+অন (ভা)]।

সমীক্ষণ—বি সম্যক্ দৃষ্টি ; অন্বেষণ ; বিবেচনা ; যত্ন ; সম্যক্ জ্ঞান। [সং. সম্+√ঈক্ষ্+অন (ভা)]। বি. **সমীক্ষা**—সমীক্ষণ ; সবিশেষ পর্যালোচনা ; যত্ন ; 'মহৎ' বা বুদ্ধি প্রভৃতি সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ; প্রকৃতি, বুদ্ধি ; মীমাংসাদর্শন। বিণ. **সমীক্ষিত**—সম্যক্ দৃষ্ট, পর্যবেক্ষিত ; আলোচিত, অন্বেষিত। **সমীক্ষ্য**—(১) বি. (বিরল) সাংখ্যদর্শন। (২) বিণ. বিচার্য। বিণ. **সমীক্ষ্যকারী** (-রিন্)—পূর্বাপর বা ফলাফল বিবেচনা করিয়া কার্যকারী। বি. **সমীক্ষ্যকারিতা**। বিণ. **সমীক্ষ্যবাদী** (-দিন্)—পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কথা বলে এমন।

সমীচীন—বিণ. সঙ্গত (সমীচীন পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত), উপযুক্ত, উচিত ; যথার্থ। [সং. সম্যাচ্+ঈন]।

সমীপ—(১) বিণ. নিকট, সন্নিহিত। (২) বি. (বাং.) সন্নিধি (রাজসমীপে, সমীপবর্তী)। [সং.]। বিণ. **~বর্তী** (-র্তিন্), **~স্থ**—নিকটবর্তী। বিণ. (স্ত্রী.) **~বর্তিনী, ~স্থা**।

সমীর, সমীরণ—বি. বায়ু। [সং.]।

সমীহ—বি. সম্মানপূর্ণ ব্যবহার, খাতির, সশ্রদ্ধ সঙ্কোচ-প্রদর্শন (গুরুজনকে সমীহ করা)। [সং. 'সমীহা'র রূপান্তর]।

সমীহা—বি. চেষ্টা, সন্ধান ; ইচ্ছা। [সং. সম্√ঈহ্+অ (ভা)+আ]। বিণ. **সমীহিত**—চেষ্টিত ; অভীষ্ট।

সমুখ, সুমুখ—**সম্মুখ**-এর কোমল রূপ (সমুখ পানে চাওয়া, সমুখ দিয়া যাওয়া)।

সমুচিত—বিণ. সম্পূর্ণ উচিত বা উপযুক্ত, ন্যায্য (সমুচিত শাস্তি বা প্রতিশোধ)। [সং. সম্+উচিত]।

সমুচ্চ—বিণ. অত্যন্ত উঁচু ; তারস্বরে উচ্চারিত, অত্যন্ত চড়া ('সমুচ্চ ধিক্কারে' রবীন্দ্র)। [সং. সম্+উচ্চ]।

সমুচ্চয়—বি. সমূহ, সমাহার, সংগ্রহ। [সং. সম+উদ্+√চি+অ (ভা)]।

সমুচ্ছেদ—বি. সম্যক্ উচ্ছেদ। [সং. সম্+উচ্ছেদ]।

সমুচ্ছ্রায়, সমুচ্ছ্রয়—বি. অতিশয় স্ফীতি বা উচ্চতা ; অত্যুন্নতি। [সং. সম্+উদ্+√শ্রি+অ (ভা)]। বিণ. **সমুচ্ছ্রিত**—অতিশয় স্ফীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অত্যুন্নত।

সমুচ্ছ্বাস—বি. প্রবল উচ্ছ্বাস। [সং. সম্+উচ্ছ্বাস]।

সমুজ্জ্বল—বিণ. অত্যন্ত উজ্জ্বল। [সং. সম্+উজ্জ্বল]।

সমুত্থান—বি. সম্যক্ উত্থান; অভ্যুদয়। [সং. সম্+উত্থান]। বিণ. **সমুত্থিত**—সমুত্থান করিয়াছে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **সমুত্থিতা**।

সমুৎপত্তি—বি. উদ্ভব, জন্ম, উত্থান। [সং. সম্+উৎপত্তি]। বিণ. **সমুৎপন্ন**—উদ্ভূত, জাত।

সমুৎপাটন, সমুৎসাদন—বি. সম্পূর্ণ উৎপাটন; নির্মূলন; সম্পূর্ণ ধ্বংস। [সং. সম্+উৎপাটন, উৎসাদন]। বিণ. **সমুৎপাটিত, সমুৎসাদিত**—মূলসমেত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন; সম্পূর্ণ উন্মূলিত বা বিনষ্ট।

সমুৎসুক—বিণ. অতিশয় উৎসুক, অভীষ্টলাভে আগ্রহান্বিত। [সং. সম্+উৎসুক]।

সমুদয়, সমুদায়—(১) বি. সম্যক্ উদয়, অভ্যুত্থান; সমষ্টি (গুণসমুদয়)। (২) বিণ. সমস্ত, সকল, সমগ্র, সম্পূর্ণ। [সং. সম্+উদ্+√ই+অ (ভা)]।

সমুদিত—বিণ. উদিত; উত্থিত, আবির্ভূত, উৎপন্ন, জাত। [সং. সম্+উদিত]।

সমুদ্দুর—**সমুদ্র**-এর গ্রা. রূপ।

সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধৃতি—বি. উত্তোলন; বমন; অন্যের রচনা বা উক্তি হইতে আহরণ। [সং. সম্+উৎ+√হৃ+অন, +তি (ভা)]। বিণ. **সমুদ্ধৃত**—উত্তোলিত; অন্যের রচনা বা উক্তি হইতে উদ্ধৃত।

সমুদ্ভব—বি. প্রকাশ, উৎপত্তি, জন্ম। [সং. সম্+উদ্ভব]। বিণ. **সমুদ্ভূত**—উৎপন্ন, জাত।

সমুদ্ভাসিত—বিণ. সম্যক্ উদ্ভাসিত বা আলোকিত, উজ্জ্বলীকৃত। [সং. সম্+উদ্ভাসিত]। বি. **সমুদ্ভাসন**—দীপ্তি, শোভাধারণ।

সমুদ্যত—বিণ. সম্যক্ উদ্যত, উত্তোলিত। [সং. সম্+উদ্যত]।

সমুদ্যম—বি. সম্যক্ উদ্যম, বিশেষ চেষ্টা; আরম্ভ। [সং. সম্+উদ্যম]।

সমুদ্র—বি. সাগর, সিন্ধু, বারিধি, বারীশ, অর্ণব, পারাবার, জলধি, রত্নাকর। [সং.]। ক্রি. **সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া**—(আল.) কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়া। বি. **~গর্ভ**—সমুদ্রের তলদেশ। বি. **~মন্থন**—অমৃত আহরণার্থ মন্দারপর্বতকে দণ্ড এবং শেষনাগকে রজ্জুরূপে ব্যবহারপূর্বক দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্রজলের আলোড়ন। বিণ. **~মেখলা**—সমুদ্র মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া আছে এমন (সমুদ্রমেখলা পৃথ্বী)। বি. **~যাত্রা**—জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রোপরি বিচরণ। বি. **~যান**—অর্ণবপোত, জাহাজ।

সমুন্নত—বিণ. অত্যুন্নত বা অত্যুচ্চ (সমুন্নত আদর্শ); (আল.) অতি মর্যাদাসম্পন্ন; মহৎ (সমুন্নত আদর্শ)। [সং. সম্+উন্নত]। বি. **সমুন্নতি**—সমুন্নত অবস্থা।

সমুন্নয়, সমুন্নয়ন—বি. সম্যগ্‌ভাবে উন্নত করা (গ্রামসমুন্নয়ন); উৎক্ষেপণ। [সং. সম্+উদ্+√নী+অ, অন (ভা)]।

সমূল—বিণ. মূলসহ; কারণসহ; সম্পূর্ণ। [সং. সহ+মূল]। বিণ. **~ক**—মূল বা কারণযুক্ত, সহেতুক; সত্য (এই সন্দেহ সমূলক নয়)। ক্রি-বিণ. **সমূলে**—মূলের সহিত; সম্পূর্ণভাবে (সমূলে বিনষ্ট)।

সমূহ—(১) বি. রাশি; গণ, সমুদায়। (২) (বাং.) বিণ. বহু, অনেক, বেজায় (সমূহ ক্ষতি); ভীষণ, চরম (সমূহ বিপদ)। [সং.]।

সমৃদ্ধ—বিণ. সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; সম্পৎশালী; প্রাচুর্যযুক্ত (ফলপুষ্প-সমৃদ্ধ বৃক্ষ)। [সং. সম্+√ঋধ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সমৃদ্ধা**। বি. **সমৃদ্ধি**—সম্যক্ বৃদ্ধি, উন্নতি; সম্পদ্, ঐশ্বর্য। বিণ. **সমৃদ্ধিশালী**—ঐশ্বর্যযুক্ত।

সমেত—বিণ. সহিত, যুক্ত, (দলবলসমেত, সুদসমেত আসল); প্রাপ্ত; উপস্থিত। [সং. সম্+আ+√ই+ত (র্তৃ)]।

সম্—উপ. সম্যক্ সহিত সমীপ অভিমুখ ইত্যাদি সূচক (সমুচিত, সমাদর, সম্মুখ, সংবাদ)।

সম্পত্তি—বি. সম্পদ্, বিভব, ঐশ্বর্য, ধন; (বাং.) বিষয়-আশয়, জায়গাজমি; সম্বল। [সং. সম্+√পদ্+তি (র্ম)]। বিণ. **~শালী** (-লিন্)—ঐশ্বর্যশালী, ধনী; (বাং.) ভূ-সম্পত্তির অর্থাৎ জায়গাজমির মালিক।

সম্পদ্, সম্পৎ (-স্পদ্), (চলিত) **সম্পদ**—বি. ঐশ্বর্য, ধন, প্রাচুর্য (দেশের বনসম্পদ্, জলসম্পদ্); উৎকর্ষ (ভাবসম্পদ্); গৌরব; সম্বল। [সং. সম্+√পদ্+ক্বিপ্ (র্ম)]। বিণ. **~শালী** (-লিন্)—ঐশ্বর্যশালী, ধনবান্।

সম্পন্ন—বিণ নিষ্পন্ন (সুচারুরূপে সম্পন্ন); সম্পাদিত, সম্পূর্ণ (কাজ সম্পন্ন করা); ঐশ্বর্যশালী, সম্পত্তিশালী (সম্পন্ন গৃহস্থ, সম্পন্ন অবস্থা); যুক্ত, বিশিষ্ট (বুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমতাসম্পন্ন)। [সং. সম্+√পদ্+ত (র্ম, র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সম্পন্না**।

সম্পর্ক—বি. সম্বন্ধ, সংস্রব, সংযোগ। [সং.]। বিণ. **সম্পর্কিত, সম্পর্কী** (-র্কিন্), **সম্পর্কীয়**—সম্পর্কযুক্ত; সংক্রান্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **সম্পর্কিতা, সম্পর্কীয়া**।

সম্পা—**শম্পা** দ্র:।

সম্পাত—বি. পতন (অশনিসম্পাত, ধারাসম্পাতে বৃষ্টি); প্রবেশ (আলোকসম্পাত)। [সং. সম্+√পত্+অ]।

সম্পাদক—(১) বিণ. নির্বাহক, নিষ্পাদক। (২) বি. প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কর্মসচিব, secretary; গ্রন্থ অথবা সংবাদপত্রাদির লেখার ব্যাপারের পরিচালক বা প্রধান লেখক, editor। [সং. সম্+√পদ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সম্পাদিকা**। বি. **~তা**।

সম্পাদকীয়—(১) বিণ. সম্পাদক-সম্বন্ধীয়; সম্পাদক কর্তৃক লিখিত। (২) বি. পত্রিকাদিতে সম্পাদক কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, editorial।

সম্পাদন, সম্পাদনা—বি. নিষ্পাদন, নির্বাহ, সমাপন; গ্রন্থাদির সঙ্কলন, সংবাদপত্রাদির পরিচালন, editing। [সং. সম্+√পদ্+ণিচ্+অন (ভা), +আ]। বিণ. **সম্পাদিত**—সম্পাদনা করা হইয়াছে এমন। **সম্পাদ্য**—(১) বিণ. সম্পাদন করিতে হইবে এমন, সম্পাদনীয়। (২) বি. (জ্যামি.) সমাধান বা পূরণ করিতে হইবে এমন প্রতিজ্ঞা, problem।

সম্পুট, সম্পুটক—বি. ক্ষুদ্র আধার, পেটরা বা কৌটা,

casket ; ঠোঙ্গা ; সংগ্রহ (রচনা-সম্পুট)। [সং.]। ক্রি-বিণ. **সম্পুটে**—(প্রা. কা.) করজোড়ে, যুক্ত-করে।

সম্পূরক—বিণ. সম্পূর্ণকারী ; (জ্যামি.) যে দুই কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান তাহারা একে অপরের সম্পূরক, supplementary। [সং. সম্+পূরক]।

সম্পূরণ—বি. সম্পূর্ণ করা ; পরিপূরণ। [সং. সম্+পূরণ]। বিণ. **সম্পূরিত**—সম্পূরণ করা হইয়াছে এমন ; পরিপূরিত।

সম্পূর্ণ—বিণ. পরিপূর্ণ (সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ), নিষ্পাদিত, সমাপ্ত ; সমগ্র (সম্পূর্ণ রামায়ণ), সমুদায়, পুরাপুরি। [সং. সম্+পূর্ণ]। বি. ~**তা**।

সম্পৃক্ত—বিণ. সম্বন্ধযুক্ত, সংস্রবযুক্ত, সংশ্লিষ্ট (পরস্পর সম্পৃক্ত বিষয়), মিলিত। [সং. সম্+ √পৃচ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সম্পৃক্তা**।

সম্পোষ্য—বিণ. প্রতিপালনের উপযোগী, পোষ্য। [সং. সম্+পোষ্য]।

সম্প্রচার—বি. সর্বত্র বা সম্যগ্‌ভাবে প্রচার অথবা ঘোষণা। [সং. সম্+প্রচার]। বিণ. **সম্প্রচারিত**—সম্প্রচার করা হইয়াছে এমন।

সম্প্রতি—অব্য. ক্রি-বিণ. অধুনা, ইদানীং, আজকাল, এইমাত্র, সবে। [সং.]।

সম্প্রদান—বি. দাতার স্বত্বত্যাগপূর্বক সম্পূর্ণরূপে প্রদান বা অর্পণ ; বিবাহানুষ্ঠানে বরের হস্তে কন্যাকে অর্পণ ; (ব্যাক.) কারকবিশেষ। [সং. সম+প্রদান]। বিণ.বি. **সম্প্রদাতা** (-তৃ)—সম্প্রদানকারী।

সম্প্রদায়—বি. দল, সমাজ (হিন্দুসম্প্রদায়, শিক্ষকসম্প্রদায়), গোষ্ঠী, সঙ্ঘ। গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত উপদেশ (সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা)। [সং. সম্+প্র+ √দা+অ(র্ম)]।

সম্প্রসারণ—বি. বিস্তৃত করা। [সং. সম্+প্রসারণ]। বিণ. **সম্প্রসারক**—সম্প্রসারণকারী। বিণ. **সম্প্রসারিত**—সম্প্রসারণ করা হইয়াছে এমন (ব্যবসায় নানা দিকে সম্প্রসারিত)।

সম্প্রাপ্ত—বিণ. সম্যক্ লব্ধ বা প্রাপ্ত, আগত, উপস্থিত। [সং. সম্+প্রাপ্ত]। বি. **সম্প্রাপ্তি**—সম্যক্ লাভ বা প্রাপ্তি ; আগমন, উপস্থিতি।

সম্প্রীতি—বি. প্রণয়, সদ্ভাব (ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় আছে) ; সন্তোষ, আহ্লাদ। [সং. সম্+প্রীতি]। বিণ. **সম্প্রীত**—প্রণয়যুক্ত, সদ্ভাবযুক্ত ; সন্তুষ্ট ; আহ্লাদিত।

সম্বদ্ধ—বিণ. দৃঢ়রূপে বদ্ধ বা যুক্ত ; সম্পর্কযুক্ত। [সং. সম্+বদ্ধ]।

সম্বন্ধ—বি. সম্পর্ক, সংস্রব, যোগাযোগ ; আত্মীয়তা ; (বাং.) বিবাহের প্রস্তাব ; (ব্যাক.) স্বত্ব-স্বামিত্ব বা জন্য-জনকতা ইত্যাদি সম্পর্ক ('সম্বন্ধে ষষ্ঠী')। [সং. সম্+বন্ধ]। **সম্বন্ধী** (-ন্ধিন্)—(১) বিণ. সম্বন্ধযুক্ত। (২) বি. কুটুম্ব ; (বাং.) শ্যালক। বিণ. **সম্বন্ধীয়**—সম্পর্কিত (চরিত্রসম্বন্ধীয় কুৎসা), বিষয়ক। বিণ. (স্ত্রী.) **সম্বন্ধীয়া**।

সম্বর, সম্বরণ, সম্বরা১—যথাক্রমে **শম্বর সংবরণ ও সংবরা**-র বানানভেদ।

সম্বরা২—বি. ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করিবার জন্য তেল-মসলা মিশাইবার প্রক্রিয়াবিশেষ, ফোড়ন। [সং. সম্ভার]।

সম্বল—বি. পাথেয় ; পুঁজি ; সংস্থান, অবলম্বন (বাড়িটাই আমার শেষ সম্বল)। [সং. √সম্ব্ (=গতি)+অল(ণে)]। বিণ. ~**হীন**—নিঃস্ব। বিণ.(স্ত্রী.) ~**হীনা**।

সম্বলিত—**সংবলিত**-র বানানভেদ।

সম্বাধ—বি. বাধা ; সংঘর্ষ ; অতি সঙ্কীর্ণ স্থান ; ভিড়। [সং. সম্+ √বাধ্+অ(ভা)]।

সম্বিৎ, সম্বিত—**সংবিৎ**-এর অশু. বানান ; চেতনা, জ্ঞান।

সম্বুদ্ধ—(১) বিণ. সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্ত বা চেতনাপ্রাপ্ত, উদ্বুদ্ধ। (২) বি. বুদ্ধাবতার। [সং. সম্+বুদ্ধ]।

সম্বোধন—বি. দূর হইতে আহ্বান, ডাক ; আমন্ত্রণ ; অভিভাষণ ; (ব্যাক.) আহ্বানসূচক পদ ('সম্বোধনে প্রথমা')। [সং. সম্+ √বুধ্+অন(ভা)]।

সম্বোধা—ক্রি. (কাব্যে) সম্বোধন করা। [সং. সম্+ √বুধ্+বাং. আ]।

সম্বোধি—বি. সম্যক্ বোধ বা পূর্ণ জ্ঞান ; সম্যক্ চেতনা। [সং. সম্+ √বুধ্+ই(ভা)]।

সম্ভব—(১) বি. জন্ম, উৎপত্তি (কুমারসম্ভব) ; সম্ভাবনা। (২) বিণ. জাত, উৎপন্ন ; (বাং.) যাহা হইতে পারে, সম্ভাবনাযুক্ত (ঘটা সম্ভব, আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। [সং. সম্+ √ভূ+অ]। ক্রি. **সম্ভবে**—সম্ভবপর হয় (একত্র থাকা সম্ভবে না)। অব্য. ~**তঃ** (-তস্)—হয়ত। বিণ. ~**পর**—যাহা ঘটিতে বা করা যাইতে পারে (কোনো মতেই সম্ভবপর নয়)। বিণ. **সম্ভবাতীত**—অসম্ভব, সম্ভাবনাহীন।

সম্ভাবনা, সম্ভাবন—বি. হয়ত হইবে বা ঘটিবে এইরূপ ভাব ; ভবিষ্যতের আশা বা যোগ্যতা (সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ) ; পূজা, সৎকার। [সং. সম্+ √ভাবি+অন (ভা)+আ]। বিণ. **সম্ভাবনীয়, সম্ভাব্য**—হয়ত হইবে বা ঘটিবে—এরূপ বিবেচিত (সম্ভাব্য আক্রমণ, সম্ভাব্য পদোন্নতি)। বিণ. **সম্ভাবিত**—(বাং.) সম্ভব ; সম্ভাব্য।

সম্ভার—বি. দ্রব্যজাত, দ্রব্যের ভার ('শকটে সম্ভার কত' : রঙ্গ) ; রাশি, সমূহ (রত্নসম্ভার, খাদ্যসম্ভার) ; উপকরণ ; আয়োজন। [সং. সম্+ √ভৃ+অ]।

সম্ভাষণ, সম্ভাষ—বি. সম্বোধন ; আলাপ, কথাবার্তা (বিদায়-সম্ভাষণ)। [সং. সম্+ভাষণ, ভাষ]। বিণ. **সম্ভাষিত**—সম্বোধিত ; যাহার সহিত সম্ভাষণ করা হইয়াছে। বিণ.(স্ত্রী.) **সম্ভাষিতা**। বিণ. **সম্ভাষী** (-ষিন্)—সম্ভাষণকারী।

সম্ভাষা—ক্রি. (কাব্যে) সম্ভাষণ করা ('কেহ না সম্ভাষে')। [সং. সম্+ √ভাষ্+বাং. আ]।

সম্ভূত—বিণ. উৎপন্ন, জাত। [সং. সম্+ √ভূ+ত(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **সম্ভূতা**। বি. **সম্ভূতি**।

সম্ভূয়সমুত্থান—বি. অংশীদিগের মিলিত হইয়া বাণিজ্য, যৌথ প্রতিষ্ঠান ; সমবায়-ব্যবসায়। [সং. সম্ভূয় (সম্+ √ভূ+য=মিলিত হইয়া)+সম্+উৎ+ √স্থা+অন (ভা)]।

সম্ভোগ—বি. উপভোগ (রস-সম্ভোগ, সৌন্দর্য-সম্ভোগ) ; যৌন-সঙ্গম। [সং. সম্+ভোগ]।

সম্ভ্রম—বি. সম্মান, গৌরব, মান, মর্যাদা (সম্ভ্রমশালী, সম্ভ্রমহানি) ; ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, আবেগজনিত ত্বরা, সমাদর (সসম্ভ্রমে, সম্ভ্রম করা)। [সং. সম্+ √ভ্রম্+অ(ভা)]।

সম্ভ্রান্ত—বিণ. মর্যাদাশালী ; কুলীন, অভিজাত। [সং. সম্+ √ভ্রম্+ত(র্তৃ)]। বি. ~**তন্ত্র**—অভিজাত-সম্প্রদায় কর্তৃক রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা।

সম্মত—বিণ. রাজি, স্বীকৃত (সম্মত হওয়া), অনুমত, অনুমোদিত (শাস্ত্রসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত)। [সং. সম্+ √মন্+ত (র্তৃ, র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সম্মতা**। বি. **সম্মতি**—অনুকূল মত, সমর্থন ; অনুমতি, অভিমত।

সম্মান—বি. শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ; খাতির, সমাদর (সম্মান করা), মর্যাদা, গৌরব (সম্মানবৃদ্ধি)। [সং. সম্+মান]। বি ~**ন**, ~**না**—সম্মান করা। বিণ. **সম্মানিত**—সম্মানপ্রাপ্ত, সমাদৃত। বিণ. (স্ত্রী.) **সম্মানিতা**। বিণ. **সম্মানী**—সম্মানের অধিকারী (সম্মানী প্রতিবেশী)।

সম্মার্জন—বি. পরিষ্করণ, সংশোধন। [সং. সম্+মার্জন]। **সম্মার্জক**—(১) বিণ. পরিষ্কারক। (২) বি. সম্মার্জনী। বি.(স্ত্রী.) **সম্মার্জনী**—পরিষ্করণ ; ঝাঁটা। বিণ. **সম্মার্জিত**—পরিষ্কৃত।

সম্মিত—বিণ. তুল্য, (দেবসম্মিত মহিমা), সদৃশ, তুল্য-পরিমাণ ; পরিমিত। [সং. সম্+ √মা+ত (র্ম)]।

সম্মিলন—বি. সম্যক্ মিলন (প্রীতি-সম্মিলন), সংযোগ, বহু লোকের একত্র হওয়া ; সাক্ষাৎকার। [সম্মেলন-এর বিকল্প রূপ]। বি. **সম্মিলনী**—সঙ্ঘ, সমিতি, পরিষৎ। বিণ. **সম্মিলিত**—একত্র মিলিত ; বি. (স্ত্রী.) **সম্মিলিতা**।

সম্মিশ্রণ—**সংমিশ্রণ**-এর বানানভেদ।

সম্মুখ—(১) বি. অভিমুখ, সমুখ, সমক্ষ (তাহার সম্মুখে)। (২) বিণ. অভিমুখী, সামনের (সম্মুখ পথ) ; মুখামুখি (সম্মুখ যুদ্ধ)। [সং. সম্+মুখ]। বিণ. ~**বর্তী** (-র্তিন্), **সম্মুখীন**—সম্মুখে উপস্থিত, সম্মুখস্থ (বিপদের বা পরিস্থিতির সম্মুখীন)। বিণ. (স্ত্রী.) ~**বর্তিনী**। বি. ~**যুদ্ধ**—মুখামুখি লড়াই।

সম্মূঢ়—বিণ. নির্বোধ, অজ্ঞান ; অতিশয় মোহযুক্ত। [সং. সম্+মূঢ়]।

সম্মেলন—বি. সভা ; সম্মিলিত হওয়া ; সভাদিতে জনসমাবেশ (সাহিত্য-সম্মেলন) ; জনগণকে মিলিত করা। [সং. সম্+মেলন]।

সম্মোহ—বি. অতিশয় মোহ ; বুদ্ধিলোপ, স্মৃতিভ্রংশ। [সং. সম্+মোহ]। বি. ~**ন**—(১) সম্যক্ মুগ্ধ করা ; জাদুবলে বা অন্য প্রক্রিয়াবলে ইচ্ছাশক্তি লোপ করিয়া সম্পূর্ণ পরের পরিচালনাধীন করা, mesmerism, hypnotization ; কন্দর্পের বাণবিশেষ। (২) বিণ. মুগ্ধ করে এমন ; মোহজনক, বাণ দিয়া মুগ্ধ করা। বিণ. (স্ত্রী.) ~**নী** (সম্মোহনী শক্তি)। বিণ. **সম্মোহিত**—সম্পূর্ণ মোহিত বা মুগ্ধ। বিণ. (স্ত্রী) **সম্মোহিতা**।

সম্যক্ (-ম্যচ্)—(১) অব্য. ক্রি-বিণ. সর্বপ্রকারে, সমগ্রভাবে ; উত্তমরূপে ; উপযুক্তভাবে (সম্যক্‌প্রকারে, সম্যক্ অনুশীলন)। (২) অব্য. বিণ. সম্পূর্ণ ; উপযুক্ত, যোগ্য, সত্য। [সং. সম্+ √অঞ্চ্+কিন্ (র্তৃ)]।

সম্রাজ্ঞী—বি. (স্ত্রী.) মহারানী, বহু রাষ্ট্রের অধিকারিণী ; (বাং.) সম্রাটের পত্নী। [সং. সম্+রাজ্ঞী]।

সম্রাট্ (-ম্রাজ্), (চলিত) **সম্রাট**—বি. বহু রাষ্ট্রের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সার্বভৌম নৃপতি। [সং. সম্+ √রাজ্+কিপ্ (র্তৃ)]।

সযত্ন—বিণ. যত্নযুক্ত, সাদর ; সচেষ্ট। [সং. সহ+যত্ন]। ক্রি-বিণ. **সযত্নে**—যত্নসহকারে।

সয়—ক্রি. সহ্য হয়। [সহা দ্র:]।

সয়তান—**শয়তান**-এর বানানভেদ।

সয়া—বি. সখীর স্বামী। [বাং. সখা]।

সর—বি. দুগ্ধ দধি প্রভৃতির উপরে যে ঘন ও নরম আবরণ পড়ে। [সং.]। বি. ~**পুরিয়া**—ভাজা সরের মধ্যে পুর দেওয়া মিষ্টান্নবিশেষ। বি. ~**ভাজা**—ঘিয়ে ভাজা সর দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ।

সরঃ (-রস্)—বি. দিঘি, সরোবর, হ্রদ। [সং. √সৃ+অস্ (ধি)]। বি. (স্ত্রী.) **সরসী**—দিঘি, সরোবর, হ্রদ ('যৌবন-সরসী-নীরে' : রবীন্দ্র)।

সরকার—বি. প্রভু, মালিক, ভূস্বামী ; শাসনকর্তা ; নৃপতি ; শাসনবিভাগ, রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র, গভর্নমেন্ট, অর্থাদি আদায় ও ব্যয়সংক্রান্ত কর্মচারী (বিলসরকার, বাজার সরকার) ; মুসলমান আমলে হিন্দু ও মুসলমান রাজকর্মচারীকে প্রদত্ত খেতাববিশেষ। [ফা.]। **সরকারি**, **সরকারী**—(১) বি. সরকারের কাজ। (২) বিণ. সরকার-সম্বন্ধীয় ; গভর্নমেন্টের ; সাধারণের।

সরগম—সা রে গা মা-র রূপভেদ।

সরগরম—বিণ. উদ্দীপনাপূর্ণ, জমজমাট, গুলজার (বৈঠক বা আসর সরগরম)। [ফা. সর্‌গর্ম্]।

সরজমিন, **সরেজমিন**—বি. ঘটনাস্থল, অকুস্থল (সরেজমিনে তদন্ত)। [সা. সর্‌জমীন্]।

সরঞ্জাম—বি. উপকরণ, আসবাব (খেলার সরঞ্জাম) ; উপকরণ-সংগ্রহ, আয়োজন (পুজার সরঞ্জাম)। [ফা. সর্+অন্‌জাম্]।

সরট্, (চলিত) **সরট**—বি. কৃকলাস ; টিকটিকি। [সং.]।

সরণি, **সরণী**—বি. পথ, রাস্তা ; শ্রেণী, সারি ; রীতি, প্রণালী। [সং.]।

সরদা—বি. খরমুজ-জাতীয় মিষ্ট ফলবিশেষ। [হি.]।

সরদার—**সর্দার**-এর বানানভেদ।

সরপুঁটি, **সরপুঁঠি**—বি. বড় আকারের পুঁটিমাছবিশেষ, সরলপুঁটি। [সরলপুঁটি দ্র:]।

সরপুরিয়া—সর দ্র:।

সরপোষ, **সরপোশ**—বি. (প্রধানতঃ গেলাস ঘটি প্রভৃতির) ঢাকনি। [ফা. সর্‌পোষ্]।

সরফরাজ—বি. বাঙ্গালার জনৈক নবাব ; (ব্যঙ্গে) মোড়ল, নেতা, কর্তা ('রেজা খাঁ মনে করিল…সরফরাজ হইব' : ব. চ.)। বি. **সরফরাজি**—(ব্যঙ্গে) মোড়লি, কোঁপরদালালি, অনাবশ্যক ও অনধিকার কর্তাগিরি।

সরবৎ (বত), শরবতি (তী)—যথাক্রমে **শরবত** ও **শরবতী**-র বানানভেদ।
সরবরাহ—বি. যোগান। [ফা.]। বিণ. **~কারী**—যোগানদার।
সরম—**শরম**-এর বানানভেদ।
সরমা—বি. বিভীষণ-পত্নী ; কুক্কুরী। [সং.]।
সরয়ু, সরয়ূ—বি. অযোধ্যার নদীবিশেষ।
সরল—(১) বিণ. সোজা, ঋজু (সরল রেখা, সরল হইয়া উঠিয়া বসা) ; অকপট, অকুটিল (সরল মন), সাদাসিধা, আড়ম্বরহীন (সরল জীবন-যাপন) ; সহজ (সরল প্রশ্ন)। (২) বি. শাল গাছ, দেবদারু বা তৎসদৃশ বৃক্ষবিশেষ। [সং. √সৃ + অল(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **সরলা**। বি **~পুঁটি, ~পুঁঠি**—বড় আকারের পুঁটিমাছ। বি. **~তা**—সরল ভাব। বিণ. **~বর্গীয়**—মোচার আকৃতিবিশিষ্ট ফলোৎপাদী বৃক্ষশ্রেণীভুক্ত, coniferous। বি. **সরলীকরণ**—(গণি.) বিভিন্ন জাতীয় সঙ্কেতে প্রকাশিত রাশিকে এক জাতিতে পরিণত করা।
সরষে—**সরিষা**-র কথ্য রূপ।
সরস—(১) বিণ. রসযুক্ত, রসাল (শুষ্ককে সরস করা); রসিকতাপূর্ণ, প্রীতিপ্রদ (সরস আলাপ বা কবিতা)। (২) বি. সরোবর, হ্রদ ('পিরীতি-সরসে সিনান করিব': চণ্ডী.)। [সং. সহ + রস]। বিণ.(স্ত্রী.) **সরসা**। বি **~তা**—রসপূর্ণতা, মধুরত্ব। [**সরেস** দ্রঃ]।
সর্‌সর্‌—অব্য. দ্রুতগতিবোধক অনুকার-শব্দ (নৌকা সর্‌সর্‌ করিয়া চলিয়াছে)।
সরসিজ—বি. পদ্ম। [সং. সরসি + √জন্‌ + অ]।
সরসী—**সরঃ** দ্রঃ।
সরস্বতী—বি. বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাগ্দেবী, বাণী, বীণাপাণি, ভারতী, মহাশ্বেতা, সারদা ; প্রাচীন নদীবিশেষ। [সং. সরস্‌ + বৎ + ঈ]।
সরহদ্দ, সরহদ্দ—বি. চতুঃসীমা, চৌহদ্দি। [আ. সর্‌হদ্‌]।
সরা১—**শরা**-র বানানভেদ।
সরা২—(১) ক্রি. চলা, নড়া ('কহিনু তাহারে সরো' : রবীন্দ্র) ; স্থানপরিবর্তন করা (সংসার থেকে সরে যাওয়া), পথ ছাড়া (সরে দাঁড়ান) ; নির্গত বা নিঃসৃত হওয়া ('মুখে তার বাক্য নাহি সরে', জল সরা), প্রবেশ করা বা বাহির হওয়া, চলাচল করা (বাতাস সরা) ; (অশি.) মারা যাওয়া, গত হওয়া (বাপ ত সরল) ; চলিয়া যাওয়া, স্থান ত্যাগ করা (এখান থেকে সরে পড়) ; পালানো (চোরটা সরলো) ; স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া (কলম সরা) ; ইচ্ছুক হওয়া (মন সরছে না), ব্যবহার করা (পুকুরের জল সরা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √সৃ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. স্থানান্তরিত করা (সরাইয়া রাখা, সরিয়ে দেওয়া) ; (ব্যঙ্গে) চুরি করা (বহু টাকা সরিয়েছে)। (২) বি.বিণ. উক্ত উভয় অর্থে।
সরাই—বি. পান্থশালা, চটি। [ফা.]।
সরাপ, সরাব—**শরাব**-এর রূপভেদ।
সরাসরি—ক্রি-বিণ. কোন মধ্যস্থের সাহায্য না লইয়া, সোজাসুজি (সরাসরি আদালতে যাওয়া) ; সংক্ষিপ্ত (সরাসরি বিচার) ; দুইটিমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সীমাবদ্ধ (সরাসরি লড়াই)। [ফা. সরাসর]।
সরিক, সরিকানা—যথাক্রমে **শরিক** ও **শরিকানা**-র বানানভেদ।
সরিৎ—বি.(স্ত্রী.) নদী। [সং. √সৃ + ইৎ]।
সরিদ্বরা—বি.(স্ত্রী.) শ্রেষ্ঠ নদী ; গঙ্গা। [সং. সরিৎ + বর (= শ্রেষ্ঠ) + আ]।
সরিষা, সরিসা—বি. মসলারূপে ব্যবহৃত শস্যবিশেষ, সর্ষপ, রাই। [< সং. সর্ষপ]।
সরীসৃপ—বি. সর্প টিকটিকি কুম্ভীর প্রভৃতি যে-সব প্রাণী বুকে ভর দিয়া চলে। [সং.]।
সরু—বি. শীর্ণ, মোটার বিপরীত, কৃশ (সরু কোমর, সরু সুতা) ; মিহি, সূক্ষ্ম (সরু চাল, সরু কাজ, সরু গলা) ; অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ (সরু গলি)। [দেশী]। বিণ. **~ঙ্গে**—কিছুটা সরু ; সরু ও লম্বা। বি. **~চাকলি**—চাউলের গুঁড়ি ও কলাইয়ের ডাল-বাটা মিশাইয়া রুটির মত তৈয়ারি পিষ্টক।
সরূপ—বিণ. সদৃশ রূপযুক্ত বা আকৃতি-বিশিষ্ট। [সং. সমান + রূপ]। বি. **~তা**।
সরেজমিন—**সরজমিন**-এর রূপভেদ।
সরেস—বিণ. শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম (সরেস চাউল, সরেস কাপড়)। [< সং. সরস]।
সরোজ—বি. পদ্মফুল। [সং. সরস্‌ + √জন্‌ + অ(র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **সরোজিনী**—পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী, কমলিনী।
সরোদ—বি. বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [ফা.—তু. সং. সারদা]।
সরোবর—বি. বড় পুকুর, দিঘি ; হ্রদ, (সং.) পদ্মাদিযুক্ত পুষ্করিণী। [সং. সরস্‌ + বর]।
সরোরুহ—বি. পদ্মফুল। [সং. সরস্‌ + √রুহ্‌ + অ (র্তৃ)]।
সরোষ—বিণ. ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ। [সং. সহ + রোষ]। ক্রি-বিণ. **সরোষে**—ক্রোধের সহিত।
সর্গ—বি. সৃষ্টি, উৎপত্তি ; প্রকৃতি, নিসর্গ, নিয়ম ; ত্যাগ, বিসর্জন ; গ্রন্থাদির অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। [সং. √সৃজ্‌ + অ (ভা)] ;
সর্জ—বি. শালগাছ। [সং. √সৃজ্‌ + অ (র্তৃ)]। বি. **~রস**—শালনির্যাস, ধুনা।
সর্জন—বি. সৃষ্টি ; বিসর্জন, ত্যাগ। [সং. √সৃজ্‌ + অন (ভা)]।
সর্জি, সর্জী, সর্জিকা—বি. ক্ষারবিশেষ, সাজিমাটি। [সং. √সৃজ্‌ + ই, ঈ + ক + আ]।
সর্জ্য—বি. সর্জরস, ধুনা। [সং. সর্জ + য]।
সর্ত—**শর্ত**-র বানানভেদ।
সর্দার—বি. দলপতি, প্রধান ব্যক্তি, নায়ক, পরিচালক। [ফা.]। বি. (স্ত্রী.) **~নী**। বি. **~পড়ুয়া, ~পোড়ো**—পাঠশালার যে ছাত্র সহপাঠীদের পড়াশোনা ও আচার-আচরণের তত্ত্বাবধান করার ভার পায়, মনিটার (monitor)। বি. **সর্দারি**—সর্দারের পদ বা কাজ ; (ব্যঙ্গে) মোড়লি, কর্তামি।

সর্দি—বি. কফজনিত রোগবিশেষ, শ্লেষ্মা : শৈত্য। [ফা.]। বি. **~গরমি, ~গর্মি**—অতিরিক্ত তাপভোগ-হেতু শ্লেষ্মাজনিত রোগবিশেষ।

সর্প—বি. সাপ, ফণী, অহি, পন্নগ, নাগ ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, আশীবিষ, উরগ। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **সর্পিণী, সর্পী**। **~ভুক্** (-ভুজ্)—(১) বিণ. সাপ খায় এমন। (২) বি. গরুড় ; ময়ূর। বি. **~রাজ**—বাসুকি, অনন্তদেব। **~হা** (-হন্)—(১) বিণ. সর্পহন্তা। (২) বি. নেউল, বেজি। বি. **সর্পাঘাত**—সাপের কামড়। বিণ. **সর্পিল**—সাপের গতির ন্যায় আঁকাবাঁকা। বিণ. **সর্পী** (-র্পিন্) —(প্রধানতঃ বুকে ভর দিয়া) গমনশীল। বিণ.(স্ত্রী.) **সর্পিণী**।

সর্পিঃ (-র্পিস্)—বি. ঘৃত, হবিঃ। [সং.]।

সর্ব—(১) বিণ. সব, সকল ; সম্পূর্ণ। (২) বি. বিষ্ণু ; শিব ; নিখিল বিশ্ব, বিশ্বমানব, সর্বব্যাপী ('আমারে ফিরায়ে লহ সেই সর্বমাঝে' : রবীন্দ্র)। [সং. √সর্ব্ + অ (র্তৃ)]। বিণ. **~ংসহ**—সব-কিছু সহ্য করে এমন। **~ংসহা**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) সব-কিছু সহ্যকারিণী (সর্বংসহা পৃথিবী)। (২) বি পৃথিবী। বিণ. **~কনিষ্ঠ**—বয়সে সব চেয়ে ছোট। বি. **~কর্ম**—সমস্ত কাজ। বিণ. **~কালীন**—সকল যুগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, চিরন্তন (সর্বকালীন আদর্শ)। বিণ. **~গ, ~গামী** (-মিন্)—সর্বত্র গমনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~গা, ~গামিনী**। বিণ. **~গত**—সর্বব্যাপী, সর্বত্রস্থিত। বিণ. **~গুণনিধি, ~গুণাধার**—সমস্ত-রকম গুণের অধিকারী। বি. **~গ্রাস**—(বাং.) পুরা চন্দ্রগ্রহণ, পূর্ণ-গ্রাস। বিণ. **~গ্রাসী** (-সিন্)—সমস্ত-কিছু গ্রাস করে বা করিতে পারে এমন (সর্বগ্রাসী ক্ষুধা)। বিণ. (স্ত্রী.) **~গ্রাসিনী**। বি. **~জন**—সমস্ত নরনারী ('সর্বজনে নারি-তুষিবারে')। বিণ. **~জনীন**—সকলের পক্ষে হিতকর, সকলের জন্য কৃত অনুষ্ঠিত বা উদ্দিষ্ট ; বারো-য়ারি (সর্বজনীন পূজা, সর্বজনীন প্রচেষ্টা)। বি. **~জনী-নতা**। বি. **~জয়া**—অগ্রহায়ণমাসে পালনীয় মেয়েদের ব্রতবিশেষ ; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ ; (বাং.) দুর্গা। বিণ. **~জ্ঞ**—সমস্ত-কিছু জানে এমন, সবজান্তা। অব্য. ক্রি-বিণ. **~তঃ** (-তস্), (চলিত) **~ত**—সকল প্রকারে দিকে বা বিষয়ে, সম্পূর্ণরূপে। বি. **~তোভদ্র**—সর্ববিষয়ে মঙ্গলজনক কর্ম, শুভকর্মে অঙ্কিত চতুষ্কোণ মণ্ডল বা আলপনাবিশেষ ; ধনীদিগের চতুর্দিকে দ্বারযুক্ত গৃহবিশেষ ; প্রাচীন ভারতের যুদ্ধব্যূহ বিশেষ ; নবদুর্গার ও শিবের মূর্তিযুক্ত নগর ; চিত্র-কাব্যবিশেষ ; (জ্যোতিষ.) শুভাশুভ-জ্ঞানার্থ মণ্ডলবিশেষ। ক্রি-বিণ. **~তোভাবে**—সকল প্রকারে। **~তো-মুখ**—(১) বিণ. সকল দিকে, মুখবিশিষ্ট, সর্বদিগ্‌বর্তী। (২) বি. শিব : ব্রহ্মা ; আত্মা ; জল ; আকাশ। বিণ. (স্ত্রী.) **~তোমুখা, ~তোমুখী** (সর্বতোমুখী প্রতিভা, সর্বতোমুখী প্রভুতা)। বিণ. **~ত্যাগী**—সমস্ত-কিছু ত্যাগ করিয়াছে এমন ; সর্ববিষয়ে বিরাগী। অব্য. ক্রি. বিণ. **~ত্র**—সকল স্থানে কালে দিকে বা বিষয়ে। অব্য. ক্রি-বিণ. **~থা**—সর্বপ্রকারে। **~দর্শী** (-র্শিন্)—(১) বিণ. সমস্তকিছু দেখিতে পারেন বা দেখেন এমন। (২) বি. ঈশ্বর। অব্য. ক্রি-বিণ. **~দা**—সকল সময়ে। বিণ. **~দেশীয়**—সমস্ত দেশ সম্বন্ধীয় ; সমস্ত দেশের প্রতি প্রযোজ্য। বি. **~ধর্ম**—সকল পালনীয় আচার-আচরণ ও করণীয় কাজকর্ম। বি **~নাম** (মন্)—(ব্যাক.) বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা যায় ; যে 'নাম' বা শব্দ সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বি. **~নাশ**—সমূহ বিনাশ ; ঘোর অনিষ্ট ; ভীষণ বিপদ্। (বাং.) বিণ. **~নাশা, ~নেশে**—সর্বনাশকারী (সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি, সর্বনেশে প্রস্তাব)। (বাং.) বিণ. (স্ত্রী.) **~নাশী**। বিণ. **~নাশী** (-শিন্)—সর্বনাশকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~নাশিনী**। বিণ. বি. **~নিয়ন্তা** (-ন্তৃ)—সমস্তকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী, ঈশ্বর। বিণ. (স্ত্রী.) **~নিয়ন্ত্রী**। বিণ. **~প্রকার**—সমস্ত রকম। ক্রি-বিণ. **~প্রকারে**—সমস্ত রকমে ; সর্বভাবে ; সমস্ত উপায়ে ; সব দিক্ দিয়া। বিণ. **~প্রথম**—প্রথম ; সর্বাগ্রবর্তী। ক্রি-বিণ. **~প্রথমে**—সবার আগে ; প্রথমে। বিণ. **~প্রধান**—সকলের শীর্ষস্থানীয়। বি. **~প্রযত্ন**—সমস্ত রকম চেষ্টা। বিণ. **~প্রিয়**—সর্বজনের প্রিয়। বিণ. **~বাদিসম্মত**—সমস্ত প্রকার মতাবলম্বীরা যাহাতে সম্মতি দিয়াছে এমন, সমস্ত লোক কর্তৃক স্বীকৃত। বিণ. **~ব্যাপী** (-পিন্)—সর্বত্র ব্যাপ্ত বা বিদ্যমান। বিণ. (স্ত্রী.) **~ব্যাপিনী**। বিণ. **~ভক্ষ, ~ভক্ষ্য, ~ভুক্** (-ভুজ্)—সমস্ত কিছুই খায় এমন। বি. **~ভূত**—সমস্ত প্রাণী (সর্বভূতে দয়া)। বি. **~মঙ্গলা**—(সকল মঙ্গলকারিণী) দুর্গাদেবী। বিণ. **~মঙ্গল্য**—সর্বশুভকর। বিণ. (স্ত্রী.) **~মঙ্গল্যা**। **~ময়**—(১) বিণ. সর্বাত্মক, সর্বব্যাপী, এক-মাত্র (সর্বময় কর্তা), সর্বেসর্বা। (২) বি. ঈশ্বর। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **~ময়ী**। বি **~লোক**—সমগ্র সৃষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ড ; সকল ব্যক্তি, সর্বজন। অব্য. ক্রি-বিণ. **~শঃ** (-শস্), (চলিত) **~শ**—সর্বপ্রকারে। **~শক্তিমান্** (-মৎ)—(১) বিণ. সকল প্রকার শক্তির অধিকারী। (২) বি. ঈশ্বর। ক্রি-বিণ. **~শুদ্ধ**—সব-সমেত, মোট। বিণ. **~শ্রেষ্ঠ**—সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম ; সর্বপ্রধান। বিণ. (স্ত্রী.) **~শ্রেষ্ঠা**। ক্রি-বিণ. **~সমক্ষে**—সকল লোকের সামনে। বিণ. **~সম্মত**—সকলের অনুমোদিত। বি. **~সম্মতি**—সকলের অনুমোদন। ক্রি-বিণ. **~সম্মতি-ক্রমে**—সকলের মতানুসারে বা অনুমোদনে। বি. **~সাধারণ**—সর্বজন, উচ্চ-নীচ নর-নারী, সমস্ত লোক। বি. **~সিদ্ধি**—সকল প্রকার সাফল্য বা অভীষ্টপূরণ। বি. **~স্ব**—সমস্ত সম্পদ্ বা সম্বল। বিণ. **~স্বান্ত**—সমস্ত সম্পদ্ হারাইয়াছে এমন, সর্বনাশগ্রস্ত (সর্বস্বান্ত হওয়া)। বি. **সর্বাঙ্গ**—সমস্ত শরীর। বিণ. **সর্বাঙ্গসুন্দর**—সমস্ত শরীরে কোথাও খুঁত নাই এমন ; নিখুঁত, সম্পূর্ণ সুন্দর বা ত্রুটিহীন। বিণ. **সর্বাঙ্গীণ**—সর্বাঙ্গব্যাপী ; পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ (সর্বাঙ্গীণ কুশল, সর্বাঙ্গীণ ঐক্য)। বি.(স্ত্রী.) **সর্বাণী**—সর্ব অর্থাৎ শিবের স্ত্রী, দুর্গা-দেবী। বিণ. **সর্বাতিরিক্ত**—সব:চেয়ে বেশী। বিণ. **সর্বাত্মক**—সর্বত্র বা সব-কিছুতে প্রসারিত (সর্বাত্মক ধর্মঘট) ; অবাধ। বিণ. **সর্বাদৃত**—সকলের নিকট বা

সর্বত্র আদরপ্রাপ্ত। বি. **সর্বাধার**—সকল প্রাণী ও পদার্থের আধার বা আশ্রয় ; ঈশ্বর। বিণ. **সর্বাধিকারী** (-রিন্)—সকল বিষয়ে অধিকারসম্পন্ন ; সার্বভৌম কর্তৃত্ব-সম্পন্ন ; বাঙালী হিন্দুদের পদবীবিশেষ। বি. **সর্বাধ্যক্ষ**—সকলের ও সবকিছুর কর্তা। বিণ. **সর্বানুভূত**—সর্বজনে উপলব্ধি করিয়াছে এমন। বি. **সর্বানুভূতি**—সকল বিষয়ের উপলব্ধি। বিণ. **সর্বান্তর্যামী** (-মিন্)—যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করেন এবং মনের কথা জানেন। ক্রি-বিণ. **সর্বাবস্থায়**—সকল অবস্থায়। বি. **সর্বার্থ**—সকল অভীষ্ট বা প্রয়োজন। বিণ. **সর্বার্থ-সাধক**—সমস্ত অভীষ্ট বা প্রয়োজন পূর্ণ করে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **সর্বার্থসাধিকা**। বি. **সর্বার্থসিদ্ধি**—সকল প্রকার অভীষ্টলাভ। বিণ. **সর্বালঙ্কারভূষিত**—সমস্ত রকম গহনাদি-পরা। বিণ. **সর্বাশী** (-শিন্)—সর্বভুক্। বি. বিণ. **সর্বেশ্বর**—সকলের বা সব-কিছুর প্রভু ; সার্বভৌম ; শিব। বিণ. **সর্বেসর্বা**—সকলের ও সব-কিছুর একমাত্র কর্তা, সর্বময় কর্তা, সর্বপ্রধান। বিণ. **সর্বোত্তম**—সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। **সর্বোত্তর**—(১) বিণ. সকলের অপেক্ষা অধিক ; সর্বপ্রধান। (২) (বাং.) বি. উত্তরদিকে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থান। অব্য. **সর্বোপরি**—সকলের উপর। ক্রি-বিণ. **সর্বোপায়ে**—সমস্ত উপায়ে। বি. **সর্বৌষধি**—সমস্ত ওষধি।

সর্ষপ—বি. সরিষা, রাই, তৈলপ্রদ ও মসলারূপে ব্যবহৃত শস্যবিশেষ। [সং.]।

সলজ্জ—বিণ. লজ্জিত, লজ্জাযুক্ত (সলজ্জ হাসি)। [সং. সহ+লজ্জা]।

সলতে—**সলিতা**-র কথ্য রূপ।

সলা১—**শলা২**-র বানানভেদ।

সলা২—বি. (প্রধানতঃ নিন্দার্থে ও গোপনে) পরামর্শ, মন্ত্রণা। [আ. সলাহ্]।

সলাজ—বিণ. লজ্জাযুক্ত। [সং. সহ+বাং. লাজ]।

সলি—**শলি**-র বানানভেদ।

সলিতা, সলতে—বি. প্রদীপের সরু পলিতা। [বাং. শলি ও পলিতা-র মিশ্রণে]।

সলিল—বি. জল, বারি। [সং. √সল্+ইল (র্তৃ)]। বি. **~ক্রিয়া**—মৃতের উদ্দেশ্যে জলধারা তর্পণ ; জলধারা চিতা ধৌত করা। বিণ. **~ময়**—জলময়, জলপ্লাবিত। বি. **~সমাধি**—জলে ডুবিয়া মৃত্যু।

সলীল—বিণ. লীলাযুক্ত, ভঙ্গীযুক্ত। [সং. সহ+লীলা]।

সল্মা, সলমা—বি. সোনা বা রূপার তারে বোনা বুটি। [হি. শল্মা, আ. সলম]।

সল্লকী—**শল্লকী**-র বানানভেদ।

সল্লা—**সলা**-র বিকৃত রূপ।

সশঙ্ক, (অশু.) সশঙ্কিত—বিণ. ভীত, শঙ্কাযুক্ত। [সং. সহ+শঙ্কা]। ক্রি-বিণ. **সশঙ্কে**—শঙ্কার সহিত।

সশরীর—বিণ. শরীরসহ। [সং. সহ+শরীর]। ক্রি-বিণ. **সশরীরে**—শরীর লইয়াই, শরীর ত্যাগ না করিয়াই (সশরীরে স্বর্গলাভ) ; স্বয়ং (সশরীরে হাজির)।

সশব্দ—বিণ. (উচ্চ) আওয়াজপূর্ণ (সশব্দ বিস্ফোরণ) ; শব্দের সহিত। [সং. সহ+শব্দ]। ক্রি-বিণ. **সশব্দে**—শব্দের সহিত, শব্দ করিয়া।

সশস্ত্র—বিণ. অস্ত্রধারী, অস্ত্রসজ্জিত। [সং. সহ+শস্ত্র]।

সশিষ্য—বিণ. শিষ্যসহিত। [সং. সহ+শিষ্য]।

সশ্রদ্ধ—বিণ. শ্রদ্ধাপরিপূর্ণ, প্রীতি ও সম্মানযুক্ত (সশ্রদ্ধ ব্যবহার, সশ্রদ্ধ উল্লেখ)। [সং. সহ+শ্রদ্ধা]।

সসজ্জ, (অশু.) সসজ্জিত—বিণ সজ্জিত, সজ্জাযুক্ত। [সং. সহ+সজ্জা]।

সসত্ত্ব—বিণ. প্রাণিযুক্ত। [সং. সহ+সত্ত্ব]। বিণ (স্ত্রী.) **সসত্ত্বা**—গর্ভবতী।

সসম্ভ্রম—বিণ. ভক্তিবিমিশ্র ব্যস্ততাযুক্ত (সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা)। [সং. সহ+সম্ভ্রম]। ক্রি-বিণ. **সসম্ভ্রমে**—সম্ভ্রমের সহিত।

সসম্মান—বিণ. সম্মানপূর্ণ। [সং. সহ+সম্মান]। ক্রি-বিণ. **সসম্মানে**—সম্মানের সহিত (সসম্মানে বিদায়)।

সসাগরা—বিণ.(স্ত্রী.) সমুদ্রসহ বিরাজিতা, আসমুদ্র (সসাগরা ধরণী)। [সং. সহ+সাগর+আ]।

সসীম—বিণ সীমাযুক্ত, finite। [সং. সহ+সীমা]।

সসেমিরা—বি. কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা হতবুদ্ধি অবস্থা। ['দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা'র গল্প হইতে]।

সসৈন্য—বিণ. সৈন্যযুক্ত ; সৈন্যসহ। [সং. সহ+সৈন্য]। ক্রি-বিণ. **সসৈন্যে**—সৈন্যের সহিত, সৈন্য লইয়া।

সস্তা—বিণ. কম দামি, সুলভ। বি. কম দাম (সস্তায় পাওয়া, সস্তার বাজার)। [ফা. সস্ত্]। **সস্তার তিন অবস্থা**—সস্তায় কেনা জিনিসে নানা খুঁত থাকে এবং তা ঠিক কাজের উপযোগী হয় না বা বেশী দিন টেকে না।

সস্ত্যেন—**স্বস্ত্যয়ন**-এর কথ্য রূপ।

সস্ত্রীক—বিণ. স্ত্রীর সহিত (সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা)। [সং. সহ+স্ত্রী+ক]।

সস্নেহ—বিণ. স্নেহের সহিত ; স্নেহপূর্ণ (সস্নেহ সম্ভাষণ)। [সং. সহ+স্নেহ]। ক্রি-বিণ. **সস্নেহে**—স্নেহের সহিত।

সস্পৃহ—বিণ. স্পৃহাযুক্ত। [সং. সহ+স্পৃহা]।

সস্মিত—বিণ. ঈষৎ হাস্যযুক্ত হাসি-হাসি, সহাস্য (সস্মিত-বদনে)। [সং. সহ+স্মিত]।

সস্য—বি. ফল ; ফলের শাঁস ও আঁটির মধ্যবর্তী কোমল অংশ, albumen [স. প.]। [সং.]। বিণ. **~ল**—ফলবান্ ; (ফলসম্বন্ধে) কোমল অংশযুক্ত, albuminous। [**শস্য** দ্রঃ]।

সহ—(১) অব্য. সঙ্গে, সহিত (সৈন্যসহ)। (২) বিণ. সহ্য করিতে পারে এমন (ভারসহ, স্পর্শসহ)। (বাং.) সহযোগী, সহকারী (সহ-সম্পাদক)। [সং.] বিণ.বি. **~কর্মী** (-র্মিন্)—একত্রে বা একপ্রকার কর্মকারী, colleague। বিণ. **~কারী** (-রিন্)—সহকর্মী ; কর্মে সাহায্যকারী, assistant। বি. **কারিতা**—সহায়তা (সকলের সহকারিতা)। বিণ.(স্ত্রী.) **~কারিণী**। ক্রি-বিণ. **~কারে**—সহিত (ভক্তিসহকারে) ; সাহায্যে (বুদ্ধিসহকারে)। বি. **~গমন**—সঙ্গে বা একত্রে গমন ; সহমরণ। বিণ. **~গামী** (-মিন্)—সহগমনকারী ; সঙ্গী। বিণ.(স্ত্রী.) **~গামিনী**। বিণ. বি. **~চর, ~চারী** (-রিন্)—একত্রে বা সঙ্গে বিচরণকারী ; সঙ্গী, সাথী, সখা। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **~চরী,**

~চারিণী। বিণ. ~জাত—একসময়ে জাত, এক-গর্ভোৎপন্ন; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লব্ধ (সহজাত সংস্কার, কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডল)। বি. ~তা—সহ্য করার ক্ষমতা (যুক্তিসহতা=যুক্তিযুক্ততা, যৌক্তিকতা)। বিণ.বি. ~ধর্মী (-র্মিন্)—সমান-ধর্মবিশিষ্ট (লোক)। বি.(স্ত্রী.) ~ধর্মিণী—পত্নী, ভার্যা। বিণ. ~পাঠী (-ঠিন্)—সতীর্থ, একত্রে এক গুরুর কাছে অধ্যয়নকারী; এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। বিণ.(স্ত্রী.) ~পাঠিনী। বি. ~বাস—একত্রে বাস; পতি-পত্নীরূপে বাস; রতিক্রিয়া। বি. ~মরণ—স্বামীর শবের সহিত এক চিতায় আরোহণ-পূর্বক জীবনত্যাগ; একত্রে মরণ, অনুমরণ। বিণ.(স্ত্রী.) ~মৃতা—মৃত পতির সহিত চিতায় আরোহণপূর্বক মৃতা। বিণ. ~যাত্রী (-ত্রিন্)—একত্রে গমনকারী, সহ-গামী। বিণ. (স্ত্রী.) ~যাত্রিণী। বিণ. ~যায়ী (-য়িন্)—সহগামী।

সহকার—বি. (অতিসৌরভযুক্ত) আম্রবৃক্ষ; আম্রপল্লব। [সং. সহ(=যুগপৎ)+√কৃ+অ(র্তৃ)]। বি. ~শাখা—আম্রপল্লব; আমগাছের ডাল।

সহজ—(১) বি. সহোদর, একজননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা; স্বভাব (সহজসাধন)। (২) বিণ. সহজাত; স্বাভাবিক (সহজ শোভা, সহজ বুদ্ধি, সহজপটুতা), (বাং.) অনায়াস-সাধ্য; সোজা (সহজ কাজ); স্পষ্ট বা বুঝিতে কষ্ট হয় না এমন (সহজ কথা, সহজ অঙ্ক); সিধা, সরল (সহজভাবে কথা বলা); অনায়াসগম্য (সহজ পথ), অকপট (সহজ-সরল লোক)। [সং. সহ+√জন্+অ(র্তৃ)]। বি. ~জ্ঞান—জন্মগত জ্ঞান। বি. ~প্রবৃত্তি—জন্মগত প্রবৃত্তি, সহজাত সংস্কার, instinct [বি. প.]। বিণ. ~সাধ্য—যাহা অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়। বি. সহজার্থ—শব্দের অভিধাগত অর্থ: সাধারণ অর্থ, মুখ্যার্থ। বি. সহজিয়া—সহজমতে এবং সহজস্বরূপকে লাভ করিবার জন্য সাধনা করে যাহারা (বৌদ্ধসহজিয়া, বৈষ্ণবসহজিয়া)। [সং. সহজ+বাং. ইয়া]। ক্রি-বিণ. সহজে—অনায়াসে (সহজে পারা); একটুতে, অল্পে, সামান্য কারণে বা চেষ্টায় (সহজে রাগা, সহজে ভোলানো)।

সহন—(১) বি. সহ্য করা (সহনসীমা); ধৈর্যধারণ (সহন-শীল); প্রতীক্ষা। (২) বিণ. সহিষ্ণু। [সং. √সহ্+অন (ভা, র্তৃ)]। বিণ. সহনীয়—সহনযোগ্য।

সহবত, সহবৎ—বি. সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা, সংসর্গ। [আ. সোহ্‌বৎ]।

সহযোগ—বি. সংযোগ, মিলন (নানাদ্রব্যসহযোগে), (কর্মাদিতে) সাহায্য, সহায়তা। [সং. সহ+√যুজ্+অ (ভা)]। বিণ. সহযোগী (-গিন্)—সাহায্যকারী; সহ-কর্মী; সহকারী (সহযোগী সম্পাদক)। বি. সহযোগিতা—সহযোগীর ভাব বা কাজ; সাহায্য (স্ত্রীর সহযোগিতা)।

সহর—শহর-এর বানানভেদ।

সহরৎ—শোহরত-এর রূপভেদ।

সহর্ষ—বিণ. হর্ষযুক্ত, সানন্দ, আহ্লাদিত। [সং. সহ+হর্ষ]। ক্রি-বিণ. সহর্ষে—সাহ্লাদে, হর্ষের সহিত (সহর্ষে মিলিত)।

সহসা—অব্য.ক্রি-বিণ. হঠাৎ অকস্মাৎ (সহসা আক্রান্ত)। [সং.]।

সহস্র—(১) বি. হাজার সংখ্যা। (২) বিণ. হাজার-সংখ্যক; অসংখ্য (সহস্রবার); নানা (সহস্র রকম)। [সং.]। বি. ~কর, ~কিরণ, ~কিরণমালী (-লিন্), সহস্রাংশু—সূর্য। ~দল—(১) বিণ. হাজার পাপড়ি-যুক্ত। (২) বি. পদ্ম; (বাং.) শিরোমধ্যস্থ সহস্রার। বি. ~নয়ন, ~লোচন, সহস্রাক্ষ—দেবরাজ ইন্দ্র। ক্রি-বিণ. ~বার—বহুবার, অসংখ্যবার। বি. সহস্রার—(যোগশাস্ত্রে বর্ণিত) শিরোমধ্যস্থ সুষুম্না নাড়ীতে অবস্থিত সহস্রদল পদ্ম, পরম শিবের অধিষ্ঠান।

সহা, সওয়া—(১) ক্রি. সহ্য করা (কষ্ট সহা), সহ্য হওয়া (হাতে গরম সহা, লোকসান সইবে না); ক্ষমা বা বরদাস্ত করা (অপরাধ সহা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে (কষ্ট সওয়া আমার অভ্যাস)। (৩) বিণ. সহ্য হয় বা হইয়া গিয়াছে এমন (গা-সহা)। [সং. √সহ্+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. সহ্য করানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

সহাধ্যায়ী (-য়িন্)—বি. সহপাঠী। [সং. সহ+অধি+√ই+ইন্(র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) সহাধ্যায়িনী।

সহান, সহানো—সহা দ্রঃ।

সহানুভূতি—বি. পরের সহিত সমান অনুভূতি, সম-বেদনা, সমব্যথা, দরদ। [সং. সহ+অনুভূতি]। বিণ. ~শীল—সমব্যথী, দরদী।

সহাবস্থান—বি. (প্রধানতঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে—পরস্পর-বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের) শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি অবস্থান। [সং. সহ+অবস্থান—ইং. co-existence-এর অনুবাদ]।

সহায়—বি. যে সাহায্য বা আনুকূল্য করে (সহায়-সম্বল-হীন); সহকারী; অবলম্বন, সমর্থক। [সং. সহ+√ই+অ(র্তৃ)]। বিণ. ~ক—সাহায্যকারী; পরিপোষক। বি ~তা—সাহায্য, সমর্থন (সকলের সহায়তা লাভ)। বি. ~সম্পত্তি, ~সম্পদ্—জনবল ও ধনবল।

সহাস্য—বিণ. হাসিযুক্ত, হাস্যরত (সহাস্যমুখে)। [সং. সহ+হাস্য]। ক্রি-বিণ. সহাস্যে—হাস্যের সহিত, হাসিতে হাসিতে।

সহি১—সই৩-র রূপভেদ।

সহি২, সই—বি. দস্তখত, স্বাক্ষর (সহি করা, নামসহি); স্বাক্ষরের পরিবর্তে লিখন বা ছাপ (ঢেরাসহি, টিপসহি)। (২) বিণ. স্বীকার্য (তাই সই)। [আ. সহীহ্]। বি. ~সুপারিশ—সহিযুক্ত সুপারিশ।

সহিত১—(১) বিণ. সংযুক্ত, সমন্বিত (কর্মসহিত জ্ঞান)। (২) (বাং.) অব্য.(অনু.) সঙ্গে (ভয়ের সহিত, তাহার সহিত)। [সংহিত দ্রঃ]।

সহিত২—বিণ. সম্যক্ হিতযুক্ত বা হিতকর; সংযুক্ত। [সং. সম্+হিত]।

আদিতে সহ-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য সহ দ্রঃ।

সহিষ্ণু—বিণ. সহনশীল, ধৈর্যশীল; ক্ষমাশীল। [সং. √সহ্ + ইষ্ণু]। বি. **~তা**।

সহিস—**সইস**-এর মার্জিত রূপ।

সহুরে—**শহুরে**-র বানানভেদ।

সহৃদয়—বিণ. হৃদয়বান্, সদাশয় (সহৃদয় ব্যবহার); আন্তরিক (সহৃদয় আলোচনা); রসজ্ঞ, গুণগ্রাহী, বিদ্বান্ (সহৃদয় পাঠক বা সমালোচক)। [সং. সহ + হৃদয়]। বিণ. (স্ত্রী.) **সহৃদয়া**। বি. **~তা**।

সহোদর—বি. একমাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা। [সং. সহ (সমান) + উদর]। বি.(স্ত্রী.) **সহোদরা**—একমাতৃগর্ভজাতা ভগিনী।

সহ্য—(১) বিণ. সহনীয়, সহনযোগ্য (সহ্য হওয়া)। (২) (বাং.) বি. সহন, বরদাস্ত (সহ্য করা), ধৈর্য (সহ্যের সীমা)। [সং. √সহ্ + য (র্য)]; পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ। [সং. √সহ + য (র্ত্ত)]। বি **সহ্যাদ্রি**—সহ্য-নামক পর্বতমালা।

সা১—**সাহা** ও **সাউ**-র সংক্ষিপ্ত কথ্য রূপ।

সা২—বি. (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামে ষড়্জের সংকেত। [সং. সড্‌জ]।

সাইকেল—বি. পা দিয়া চালাইতে হয় এমন দ্বিচক্রযান-বিশেষ। [ইং. bicycle]।

সাইজ—বি. মাপ। [ইং. size]।

সাইনবোর্ড—বি. দোকানপাট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দেওয়ালে লটকানো উহার পরিচয়জ্ঞাপক ফলক-বিশেষ। [ইং. signboard]।

সাইবানি, সাইবানী—বি. প্রভুপত্নী, বিবি-সাহেব। [আ. সাহিব + বাং. আনি, আনী]।

সাউ—বি. বণিক্, মহাজন। [সং. সাধু]। বি. **~কার**—(বিরল) বড় বণিক্ বা ব্যাপারী; (ব্যঙ্গে) মাতব্বর, মুরুব্বি। বি. **~কারি**—(বিরল) সাউকারের কাজ বা বৃত্তি; (ব্যঙ্গে) সাধুগিরি; মাতব্বরি, মুরুব্বিয়ানা।

সাং—**সাকিন**-এর সংক্ষিপ্ত লেখ্য রূপ।

সাংকেতিক—**সাঙ্কেতিক**-এর বানানভেদ।

সাংখ্য—বি. কপিল মুনিকৃত পঞ্চবিংশতিসংখ্যকতত্ত্বের প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র; (বিরল) মুক্তিকামীদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানের অধিকারী। [সং. সংখ্যা(= সম্যক্ জ্ঞান) + অ]।

সাংখ্যিক—বিণ. সংখ্যা-সম্বন্ধীয় (সাংখ্যিক তুলনা, numerical comparison)। [সং. সংখ্যা + ইক]।

সাংগঠনিক—বিণ. সংগঠন-সম্বন্ধীয় (দলের সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি)। [সং. সংগঠন + ইক]।

সাংগ্রামিক—বিণ. যুদ্ধ-সম্বন্ধীয়; যুদ্ধে প্রয়োজনীয়; যুদ্ধনিপুণ। [সং. সংগ্রাম + ইক]।

সাংঘাতিক—**সাঙ্ঘাতিক**-এর বানানভেদ।

সাংবৎসর, সাংবৎসরিক—বিণ. বৎসরব্যাপী; বার্ষিক; বৎসরান্তে করণীয় (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ)। [সং. সংবৎসর + অ, ইক]।

সাংবাদিক—(১) বিণ. সংবাদ-সম্বন্ধীয়। (২) বিণ. বি. যে সংবাদপত্রের বার্তা বা সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করে, journalist; (বিরল) বাদ-প্রতিবাদে নিপুণ। [সং. সংবাদ + ইক]। বি. **~তা**—সাংবাদিকের কাজ।

সাংযাত্রিক—বি. জলপথে বাণিজ্যকারী। [সং. সংযাত্রা + ইক]।

সাংশয়িক—বিণ. সংশয়-সম্বন্ধীয়; সংশয়যুক্ত (সাংশয়িক প্রশ্ন), সন্দিহান। [সং. সংশয় + ইক]।

সাংসর্গিক—বিণ. সংসর্গ-সম্বন্ধীয়, সংসর্গজাত। [সং. সংসর্গ + ইক]।

সাংসারিক—বিণ. ইহলোকসম্বন্ধীয়; জীবনযাত্রার উপযোগী (সাংসারিক বুদ্ধি), পারিবারিক; সংসারাসক্ত; গার্হস্থ্য জীবন যাপনকারী। [সং. সংসার + ইক]।

সাংস্কৃতিক—বিণ. সংস্কৃতি বা শিক্ষা, সভ্যতা ইত্যাদির সহিত যুক্ত (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ)। [সং. সংস্কৃতি + ইক]।

সাঁ, সাঁই১—**শাঁ**-এর রূপভেদ,

সাঁই২—বি. (বাউল সঙ্গীতে) ধর্মপথে উপদেশদাতা সঙ্গী বা গুরু, পরমেশ্বর। [সং. স্বামী]।

সাঁইত্রিশ—বি. বিণ. ৩৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্ত-ত্রিংশৎ]।

সাঁইসাঁই—**শাঁ-শাঁ**-র রূপভেদ।

সাঁওতাল—বি. ভারতের আদিবাসী জাতিবিশেষ। [সং. সামন্তপাল]। বি.(স্ত্রী.) **~নী**। বিণ. **সাঁওতালী**—সাঁওতাল-সম্বন্ধীয়; সাঁওতালসুলভ, সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত।

সাঁকো—বি. সেতু, পোল। [প্রা. বাং. সাঙ্কম < সং. সংক্রম]।

সাঁচ, সাঁচা—(১) বিণ. সত্য; খাঁটি; বিশুদ্ধ; সাচ্চা; বিশ্বাসযোগ্য, প্রামাণিক; সৎ; সাধু। (২) বি. সত্য কথা বা বিষয়। [পা. প্রাকৃ. সচ্চ < সং. সত্য—তু. হি. সাচ্চা]।

সাঁচি—বিণ. আসল; উৎকৃষ্ট, পান বা তাম্বুলের প্রকার-বিশেষ। [হি. সঁচী]।

সাঁচ্চা—**সাচ্চা**-র রূপভেদ।

সাঁজ—**সাঁঝ**-এর রূপভেদ।

সাঁজা—বি. দই পাতার টক, দম্বল। [সং. সন্ধান]।

সাঁজাল—বি. সন্ধ্যাকালে মশা তাড়াইবার জন্য খড় ইত্যাদির ধোঁয়া (গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া)। [বাং. সাঁজ + আল < জ্বাল]।

সাঁজোয়া—বি. বর্ম। [সং. সংযোজক]। বি. **~গাড়ি**—বর্মাবৃত দুর্ভেদ্য গাড়ি (এই গাড়ি প্রধানতঃ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়), armoured car।

সাঁঝ—বি. সন্ধ্যাকাল; বেলা (দুই সাঁঝ চলবে)। [সং. সন্ধ্যা]। বিণ. **~ক**—(প্রা. কা.) সন্ধ্যাকালের। বি. **সাঁঝা**—(প্রা. কা.) সন্ধ্যা; সন্ধ্যাদীপাদি। **সাঁঝের বাতি**—সন্ধ্যাবেলায় দেবোদ্দেশে প্রজ্বলিত প্রদীপ।

সাঁট—বি. সংক্ষেপ (সাঁটে সারা); সঙ্কেত, ইশারা (সাঁট বুঝাতে পারা)। [সং. শাঠী]।

সাঁটা—(১) ক্রি. আঁটা, লাগানো; আঁকড়ানো (সেঁটে ধরা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. দৃঢ়বদ্ধ (আঁটাসাঁটা), সংলগ্ন। [< হি ?—তু. আঁটা]।

সাঁড়াশি, সাঁড়াশী—বি. আঁটিয়া ধরিবার জন্য চিমটা-জাতীয় যন্ত্রবিশেষ। [সং. সন্দংশিকা]।

সাঁতরা—ক্রি. সাঁতরান। [সাঁতার দ্রঃ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. সাঁতার কাটা, সন্তরণ করা। (২) বি. সন্তরণ।

সাঁতলা—ক্রি. সাঁতলান। [সন্তোলন দ্রঃ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. গরম তেলে মৎস্য মাংস ও তরকারি অল্প ভাজা। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

সাঁতার—বি. হাত-পা বা ডানার সাহায্যে জলমধ্যে বিচরণ, সন্তরণ। [সং. সন্তরণ]। বিণ. **সাঁতারু**—সন্তরণ-কারী; সন্তরণদক্ষ।

সাঁপি—বি. হাড়িকাঠের অগ্রভাগে অবস্থিত গোলাকার কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। [<সং. সর্প]।

সাকরেদ—**শাগরেদ**-এর বানানভেদ।

সাকল্য—বি. সমগ্রতা, সমষ্টি, মোট পরিমাণ বা সংখ্যা (সর্বসাকল্যে)। [সং. সকল+য]।

সাকার—বিণ. আকারযুক্ত, মূর্তিবিশিষ্ট (ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার)। [সং. সহ+আকার]। বি.~**বাদ**—ঈশ্বরের মূর্তি আছে: এই মত। বি. **সাকারোপাসনা**—প্রতিমা পূজা।

সাকি, সাকী—বি. যে তরুণ বা তরুণী সুরা পরিবেশন করে; প্রীতিভাজন। [ফা.]।

সাকিন, (বিরল) **সাকিম**—বি. নিবাস, বাসস্থান, ঠিকানা। [আ. সাকিন্]।

সাক্ষর—বিণ. অক্ষরযুক্ত; অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট, literate (গ্রামের কয়েকজনমাত্র সাক্ষর, অধিকাংশই নিরক্ষর)। [সং. সহ+অক্ষর]।

সাক্ষাৎ—(১) অব্য.বিণ. প্রত্যক্ষ, দৃষ্টিগোচর, মূর্তিমান্ (সাক্ষাৎ প্রলয়-লীলা, সাক্ষাৎ যম দেখা দিলেন); তুল্য, সদৃশ (মাতাপিতা সাক্ষাৎ দেবতা); সরাসরি (সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ)। (২) (বাং.) বি. দেখা, দর্শন, মোলাকাত (সাক্ষাৎ পাওয়া বা করা): সমক্ষ (সাক্ষাতে বলা)। [সং. সাক্ষ (<সহ+অক্ষি বা অক্ষ)+অৎ+ক্বিপ্(র্তৃ)]। বি.~**কার**—(সাক্ষাৎকার হওয়া), পরস্পর দর্শন, মিলন, মোলা-কাত; প্রত্যক্ষ করা। বিণ. ~**কারী** (-রিন্), ~**কর্তা** (-র্তৃ)—প্রত্যক্ষকারী; দেখা করে বা করিতে আসে এমন। বি. ~**সম্বন্ধ**—সরাসরি সম্বন্ধ; প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ।

সাক্ষি—বি. সাক্ষ্য (সাক্ষি দেওয়া)। [সাক্ষ্য-শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি]।

সাক্ষিগোপাল—বি. পুরীর নিকটবর্তী স্থানবিশেষ; ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহবিশেষ (সর্বদর্শী হইয়াও তিনি নিজে পাপ বা পুণ্যের ফল দান করেন না); (আল.) যে ব্যক্তি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া অন্যের কার্য-কলাপ দর্শন করে, প্রত্যক্ষকারী অথচ পুত্তলিকাবৎ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি।

সাক্ষী (-ক্ষিন্)—বিণ. কোন বিষয় বা ঘটনা প্রত্যক্ষ-কারী, প্রত্যক্ষদর্শী; বৃত্তান্তজ্ঞ। [সং. 'সাক্ষাৎ দ্রষ্টা' এই অর্থে নি.]।

সাক্ষ্য—বি. সাক্ষীর কর্ম; আদালতে প্রদত্ত ঘটনাদির প্রত্যক্ষ বর্ণনা। [সং. সাক্ষিন্+য]।

সাগর—বি. সমুদ্র। [সং. সগর+অ]। বিণ. ~**গামী**—সমুদ্রে যায় বা চলে এমন। বি. ~**সঙ্গম**—সমুদ্র ও নদীর মিলনস্থান।

সাগরেদ—**শাগরেদ**-এর বানানভেদ।

সাগু, সাবু—বি. তালজাতীয় বৃক্ষবিশেষের মজ্জা হইতে প্রস্তুত দানাদার পালোবিশেষ। [পো. sagu]।

সাগ্নিক—বিণ. বি. অগ্নিহোত্রী, যজ্ঞাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত রাখে এমন (সাগ্নিক ব্রাহ্মণ), নিয়ত যজ্ঞকারী। [সং. সহ+অগ্নি+ক]।

সাগ্রহ—বিণ. আগ্রহের সহিত, আগ্রহপূর্ণ। [সং. সহ+আগ্রহ]। ক্রি-বিণ. **সাগ্রহে**—আগ্রহের সঙ্গে।

সাঙ্কর্য—বি. সঙ্করত্ব, দো-আঁশলা অবস্থা, মিশ্রণ। [সং. সঙ্কর+য]।

সাঙ্কেতিক—(১) বিণ. সঙ্কেত-সম্বন্ধীয়; সঙ্কেতকারক; ইশারা বা ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত (সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা ভাষা)। (২) বি. (গণি.) অঙ্ক কষিবার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি, practice। [সং. সঙ্কেত+ইক]।

সাখ্য—**সাংখ্য**-র বানানভেদ।

সাঙ্গ—বিণ. অঙ্গযুক্ত (সাঙ্গ বেদ), পূর্ণাঙ্গ; সম্পূর্ণ; সমাপ্ত (কাজ সাঙ্গ করা, সাঙ্গ হওয়া)। [সং. সহ+অঙ্গ]। বিণ. (স্ত্রী.) **সাঙ্গা, সাঙ্গী**। বি. ~**তা**। বি. ~**রূপক**—যে রূপকে উপমান ও উপমেয়ের প্রতি অঙ্গের সহিত প্রতি অঙ্গের সাদৃশ্য দেখান হয়।

সাঙ্গপাঙ্গ—বি. দলবল, অনুবর্তিগণ (সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত)। [**সাঙ্গোপাঙ্গ** দ্রঃ]।

সাঙ্গা$_1$, **সাঙা**$_1$—বি. নিম্নজাতির মধ্যে প্রচলিত হিন্দু-বিধবাবিবাহবিশেষ। [সং. সঙ্গ]।

সাঙ্গা$_2$, **সাঙা**$_2$—বি. বংশাদিনির্মিত আলনাবিশেষ। [দেশী]।

সাঙ্গা$_3$—বিণ. অঙ্গযুক্তা। [সং সাঙ্গ+আ]।

সাঙ্গাত (ৎ), **সাঙাত** (ৎ)—বি. (গ্রা.) বন্ধু, মিতা, সহচর; (মন্দার্থে) সহকর্মী। [<সং. সঙ্গ—তু. সাঙ্গতিক]। বি. (স্ত্রী.) ~**নী**। বি. **সাঙ্গাতি, সাঙাতি**।

সাঙ্গোপাঙ্গ—বিণ. শিক্ষা কল্প ইত্যাদি অঙ্গ ও মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি উপাঙ্গের সহিত, সমগ্র (সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ); প্রধান ও অপ্রধান অনুচরবর্গের সহিত, সদলবল (সাঙ্গোপাঙ্গ নেতা)। [সং. সহ+অঙ্গ+উপাঙ্গ]।

সাজ্ঘাতিক—বিণ. মারাত্মক, ভয়ানক (সাজ্ঘাতিক রোগ, সাজ্ঘাতিক আক্রমণ)। [সং. সঙ্ঘাত+ইক]।

সাচা—**সাচ্চা**-র কোমল রূপ।

সাচি—অব্য. বক্র, তির্যক্। [সং. √সচ্+ই (র্তৃ)]। বি. ~**বর্তন**—অপবর্তন। বিণ. **সাচীকৃত**—বক্রীকৃত।

সাচ্চা—বিণ. সত্য (সাচ্চা কথা); অকৃত্রিম, খাঁটি, বিশুদ্ধ (সাচ্চা জরি)। [হি. সচ্চা<সং. সত্য]।

সাজ—বি. পোশাক, বেশ, পরিচ্ছদ (রাজার সাজ); গহনা, ভূষণ (প্রতিমার সাজ); সরঞ্জাম, উপকরণ (তামাকের সাজ); (প্রাদে.) দধ্যম্ল, দম্বল। [সং. সজ্জা]। বি. ~**গোছ**, ~**গোজ**—বেশভূষা পরিধান ও তাহার

পারিপাট্য। বি. ~ঘর—রঙ্গালয়ে অভিনেতাদের পোশাক পরিবার ঘর, green-room। বিণ. ~ভূ—শোভন, মানানসই। বি. ~সজ্জা—সাজগোছ; সাজ-সরঞ্জাম। বি. ~সরঞ্জাম—পোশাক ও উপকরণ।

সাজশ—বি. কুমন্ত্রণা, কুকর্মে সহযোগ (যোগসাজশ)। [ফা. সাজিশ্]।

সাজা১—**সাজো**-র রূপভেদ।

সাজা২—বি. শাস্তি, অপরাধের দণ্ড। [ফা. সজা]।

সাজা৩—(১) ক্রি. সজ্জিত হওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ পরা (কনে সাজছে); পরের রূপ বা মিথ্যা রূপ ধারণ করা (সাধু সাজা, ভালমানুষ সাজা); মানানো, শোভা পাওয়া (তোমার মুখে এমন কথা সাজে না); পোশাকাদি পরিয়া প্রস্তুত হওয়া (যুদ্ধের জন্য সাজা); পান-তামাক ইত্যাদি সেবনের জন্য প্রস্তুত করা (তামাক সাজা, পান সাজা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. সেবনের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে এমন (সাজা পান)। [সং. √সজ্জ্+বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. পোশাক-পরিচ্ছদ পরান; মিথ্যা রচনা বা তৈয়ারি করা (সাক্ষী সাজানো), সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা (দোকান সাজানো, ঘর সাজানো, বইগুলি তাকের উপর সাজিয়ে রাখ)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে (সাজানো মামলা)।

সাজাত্য—বি. একজাতীয়তা, একধর্মিতা, একবিধতা। [সং. সজাতি+য]।

সাজি১—বি. পুষ্পাদি চয়ন করিয়া রাখিবার ডালা। [দেশী]।

সাজি২, সাজিমাটি—বি. ক্ষারমাটিবিশেষ। [সং. সর্জিকা]।

সাজো—বিণ. অদ্যকার; সদ্য, টাটকা, তাজা (সাজো দই)। [সং. সদ্যঃ]। **সাজো কাপড়**—অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষারমিশ্রিত জলে কাচা কাপড়; সাজো-বাসীর দ্বারা কাচা কাপড়। বি. **সাজো-বাসি, সাজো-বাসী**—যে ধোপা ক্ষারমিশ্রিত জল দিয়া এক বেলার মধ্যে কাপড় কাচে; কাপড় কাচার উক্ত প্রণালী।

সাট১—বি. সড়, গোপন পরামর্শ বা যোগাযোগ (সাট থাকা)। [দেশী]।

সাট২—বি. (মুদ্রণ.) অক্ষরের নির্দিষ্ট ছাঁচ। [ইং. sort]।

সাট৩—**সাঁট**-র রূপভেদ।

সাটিন—বি. চিক্কণ ও মসৃণ রেশমী কাপড়বিশেষ। [ইং. satin]।

সাড়—বি. চেতনা, বাহ্যজ্ঞান, অনুভবশক্তি (তু. **অসাড়**)। [সং. সংজ্ঞা]।

সাড়া—বি. শব্দ (কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই); আহ্বানের উত্তর (ডাকলে সাড়া দেয় না); চেতনাসূচক প্রতিক্রিয়া, response (উদ্ভিদের সাড়া); চাঞ্চল্য, শোরগোল (দেশে সাড়া পড়েছে); বাক্‌স্ফূর্তি, স্বর (মুখে সাড়া নেই); অস্তিত্বসূচক চাঞ্চল্য, স্পন্দন (অনুভূতিতে সাড়া দেওয়া); চেতনা। [সং. স্বর]। বি. ~শব্দ—কোন প্রকার শব্দ; সচেতনতার লক্ষণ ও শব্দ।

সাড়ি, সাড়ী—**শাড়ি**-র বানানভেদ।

সাড়ে—বিণ. অর্ধসহ (সাড়ে সাত=সাত ও আধ)। [সং. সার্ধ]।

সাত—বি.বিণ. ৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্ত]। বি. **~ই, সাতুই**—মাসের সপ্তম দিন বা সাত তারিখ। **সাতকাণ্ড রামায়ণ**—সপ্ত কাণ্ডে বা অধ্যায়ে বিভক্ত রামায়ণ-গ্রন্থ; (আল.) বৃহৎ ব্যাপার। **সাতখুন মাপ**—(আল.) বহু গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের জন্য কোন শাস্তি না দেওয়া, সমস্ত অপরাধ বরদাস্ত করা। **সাত ঘাটের জল খাওয়া বা খাওয়ান**—নানা স্থানে চাকরি করা বা করান; কর্মব্যপদেশে নানা স্থানে বদলি হওয়া বা বদলি করা, নানা বিপদে পড়া বা ফেলা; নানাভাবে জীবন-যাপন করা বা করানো; বেজায় নাকাল হওয়া বা করা। **সাত চড়ে রা বেরয় না**—(আল.) সমস্ত নির্যাতন নীরবে সহ্য করে অর্থাৎ অত্যন্ত নিরীহ। **সাত সতীনের ঘর**—(আল.) যে সংসারে নিরন্তর কলহ-বিবাদ ও হিংসাদ্বেষ বিদ্যমান। **সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার**—(রূপকথা হইতে) বহু দূরবর্তী, বহু দূরবর্তী স্থান বা দেশ (সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্র)। **সাতেও নেই পাঁচেও নেই**—ঝঞ্ঝাটের সহিত সম্পর্কহীন, নিরপেক্ষ, উদাসীন। **~নর, ~নরী**—(১) বিণ. সাত পেঁচওয়ালা। (২) বি. সাত পেঁচওয়ালা কণ্ঠহার। বিণ. **~নলা**—(একসঙ্গে) সাতটি গুলি ছুড়িবার নলবিশিষ্ট (বন্দুক)। **~পাঁচ**—(১) বিণ. বিবিধ, নানা। (২) বি. নানা কথা (সাত-পাঁচ ভাবিয়া...), অগ্রপশ্চাৎ। বি. **~পুরুষ**—পিতা-পিতামহাদিক্রমে ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ। বি. বিণ. **~ষট্টি**—৬৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। বি. **~সতেরো**—বাজে বা অপ্রীতিকর কথা (সাত-সতেরো শুনানো)।

সাতত্য—বি. নিরন্তরতা বিরামহীনতা। [সং. সতত+য (ভা)]।

সাতনর, সাতনরী, সাতনলা, সাতপাঁচ, সাত-পুরুষ, সাতষট্টি, সাতসতেরো—**সাত** দ্রঃ।

সাতা, সাত্তা—বি. সাত-ফোঁটা-চিহ্নিত তাস। [বাং. সাত+আ]।

সাতাত্তর—বি.বিণ. ৭৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্ত-সপ্ততি]।

সাতান্ন—বি.বিণ. ৫৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্ত-পঞ্চাশৎ]।

সাতাশ—বি.বিণ. ২৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্ত-বিংশতি]। বি. বিণ. **সাতাশে**—মাসের সপ্তবিংশ তারিখ বা তারিখের।

সাতাশি, সাতাশী—বি.বিণ. ৮৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্তাশীতি]।

সাতিশয়—বিণ. অত্যধিক, খুব বেশী, অত্যন্ত (সাতিশয় বাধিত বা আনন্দিত)। [সং. সহ+অতিশয়]।

সাত্বত—বি. বিষ্ণু; বলরাম। [সং. সত্বৎ(=যদুবংশীয়)+অ]।

সাত্ত্বিক—(১) বিণ. সত্ত্বগুণ-সম্বন্ধীয়; সত্ত্বগুণজাত; সত্ত্ব-গুণবিশিষ্ট; ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, নিষ্কাম (সাত্ত্বিক পূজা বা

দান) ; নিরীহ, সাধু। (২) বি. স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ কম্প বিবর্ণতা অশ্রু মূর্ছা : এই অষ্টবিধ দৈহিক ও মানসিক লক্ষণযুক্ত গভীর প্রণয়াদিজনিত মনোভাববিশেষ। [সং. সত্ত্ব + ইক]।

সাথ—(১) বি. (গ্রা.) সঙ্গ (সাথে সাথে থেকো, সাথের লোক)। (২) অব্য. (অনু.) (গ্রা.) সহিত, সঙ্গে (তার সাথে যাব)। [সং. সার্থম্]। বি. **সাথী**—সঙ্গী, সহচর। [বাং. সাথ + ঈ(স্বিতার্থে)]। বিণ.বি. **সাথুয়া, সেথুয়া, সেথো**—সঙ্গের ; সঙ্গী, সহচর। [বাং. সাথ + উয়া > ও]। অব্য. (অনুসর্গ.) **সাথে**—(গ্রা. প্রাদে. বা কা) সঙ্গে, সহিত ('থেকো মোর সাথে')।

সাদ—**সাধ**-এর বিকৃত রূপ।

সাদর—বিণ. আদরযুক্ত বা যত্নযুক্ত (সাদর অভ্যর্থনা)। [সং. সহ + আদর]। ক্রি-বিণ. **সাদরে**—আদরের সহিত।

সাদা—বিণ. শ্বেত, শুভ্র ; শ্বেতকায় (সাদা আদমি) ; কুটিলতাহীন, সরল (সাদা মন), সহজ, স্পষ্ট (সাদা কথা) ; নির্দোষ (সাদা কাজ), অরঞ্জিত, পাড়বিহীন (সাদা কাপড়) ; অনলঙ্কৃত, নিরাভরণ (সাদা হাত) ; অলিখিত (সাদা কাগজ)। [ফা. সাদাহ্]। **সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করা**—বেপরোয়া মিথ্যা কথা বলা। বিণ. **~টে**—ঈষৎ সাদা। বিণ. **~মাঠা**—কারুকার্যহীন ; বৈচিত্র্যহীন। বিণ. **~সিধা,** (কথ্য) **~সিধে**—স্পষ্ট ; সরল ; অনাড়ম্বর, বিলাসবর্জিত (সাদাসিধা বেশভূষা)।

সাদি₁—**শাদি**-র বানানভেদ।

সাদি₂, সাদী (-দিন্)—বি. আরোহী ; অশ্বারোহী ; গজারোহী ; রথারোহী ; সারথি। [সং. √সদ্ + ই, ইন্(র্তৃ)]।

সাদৃশ্য—বি. আনুরূপ্য, একরূপতা, তুল্যতা (আকৃতির, নামের বা ভাষার সাদৃশ্য) ; আলেখ্য। [সং. সদৃশ + য (ভা)]।

সাদ্ধি—**সাধ্য**-র প্রাদে. রূপ।

সাধ—বি. কামনা, অভিলাষ (মনের সাধ, সাধের মানবজন্ম) ; শখ (সাধ মিটানো) ; স্বেচ্ছা (সাধ করে ধরা দেওয়া) ; গর্ভিণীর স্পৃহানুযায়ী খাদ্য ইত্যাদি দানের উৎসব, দোহদ (সাধভক্ষণ, সাধ দেওয়া)। [<সং. শ্রদ্ধা]। ক্রি-বিণ. **সাধে**—সাধ করিয়া, স্বেচ্ছায় ('সাধে কি বাবা বলে')।

সাধক—(১) বিণ. সাধনকর্তা, সম্পাদক, সিদ্ধিকারক (উদ্দেশ্যসাধক, হিতসাধক) ; সহায়ক (উত্তরসাধক)। (২) বিণ. বি. সাধনাকারী (বিজ্ঞানের সাধক), আরাধক (বৈষ্ণব সাধক)। [সং. √সাধ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]। বিণ. দি. (স্ত্রী.) **সাধিকা**।

সাধন—বি. সাধনা, আরাধনা (তান্ত্রিক সাধন, 'পূজনসাধনহীন') ; উপায়, সহায় ; করণ, যাহাদ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয় ; সম্পাদন, নিষ্পাদন (উৎকর্ষ-সাধন, অসাধ্য সাধন) ; সিদ্ধি (বৈরাগ্য সাধন), সাফল্য (মন্ত্রের সাধন)। [সং. √সাধ্ বা √সাধি + অন]।

সাধনা—বি. আরাধনা, সাধনপদ্ধতি (বৈষ্ণব সাধনা) ; ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য বা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন ('যার আমি মরেছে, তার সাধনা হয়েছে' : বাউলের গান)। শিক্ষা, অভ্যাস (সঙ্গীতসাধনা) ; সাধনার বিষয় ('আমার সাধের সাধনা' : রবীন্দ্র) ; ব্রত (ভারতের সাধনা) ; (বাং.) মিনতি, অনুরোধ (অনেক সাধনা করে রাজি করা)। বিণ. **সাধনীয়**—সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য, আরাধনীয়।

সাধর্ম্য—বি. সমানধর্মতা বা তুল্যবৃত্তিতা ; সাদৃশ্য। [সং. সধর্ম + য (ভা)]।

সাধা—(১) ক্রি. সম্পাদন করা (কাজ সাধা) ; সাধনা করা, সিদ্ধিলাভের বা উন্নতিলাভের জন্য অভ্যাস করা (মন্ত্র সাধা, গলা সাধা) ; সফল বা পূর্ণ করা ('সাধিতে মনের সাধ' : মধু) ; দিতে চাওয়া (ঘুষ সাধা), স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া, সাধ করা (সেধে বিপদে পড়া) ; ঘটানো (বাদ সাধা) ; ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য অনুনয় করা (পায়ে ধরে সাধা), অনুরোধ করা (না সাধলে আসবে না), (ব্যাক.) সূত্রের উল্লেখ সহ প্রয়োগের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করা (পদ সাধা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. অভ্যাসদ্বারা মার্জিত (সাধা গলা) ; যাচিত (সাধা ভাত ফেলতে নেই)। [সং. √সাধ্ + বাং. আ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পরের দ্বারা সম্পাদন করানো ; অনুনয় করিতে বাধ্য করা। (২) বি. উক্ত উভয় অর্থে। বি. **~সাধি**—বারংবার বা ক্রমাগত অনুনয়।

সাধারণ—(১) বিণ. বিশিষ্টতাবর্জিত, গতানুগতিক (সাধারণ ব্যাপার বা লেখা) ; সর্বজনীন (সাধারণ পাঠাগার) ; নির্বিশেষ, সকলের (সাধারণ সভা) ; সর্বত্র বা সর্বজনের মধ্যে বর্তমান (সাধারণ ধর্ম বা গুণ) ; সকল, সমস্ত, সমূহ, নির্বিশেষ (জনসাধারণ) ; সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য (সাধারণ ত্রুটি)। (২) বি. সমস্ত নরনারী (সাধারণের জন্য)। [সং. সহ + আধারণ (= অবলম্বন)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সাধারণী**। বি. **~ত্ব**। অব্য. ক্রি-বিণ **~তঃ** (-তস্), (চলিত) **~ত**—সচরাচর, প্রায়ই। বি. **~তন্ত্র**—রাষ্ট্রের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা বা ঐ ব্যবস্থাযুক্ত রাষ্ট্র, republic। বি. **~ধর্ম**—সকল বর্ণ ও ধর্মের নরনারীর পালনীয় কর্তব্য ; যে গুণ বর্গের অন্তর্গত সকলের মধ্যে বিদ্যমান (ক্ষয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম)। বি. **সাধারণ্য**—সাধারণের ধর্ম, সাধারণের সমবায় ; জনসাধারণের নিকট (সাধারণ্যে আদৃত বা প্রচারিত)।

সাধিকা—**সাধক** দ্রঃ।

সাধিত—বিণ. সম্পাদিত (উদ্দেশ্য সাধিত, মঙ্গল সাধিত), প্রমাণসিদ্ধ। [সং. √সাধ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]। **সাধিত ধাতু**—(ব্যাক.) অন্য ধাতুর বা নাম-শব্দাদির উত্তর প্রত্যয়-যোগে যে ধাতু উৎপন্ন হয়।

সাধিত্র—বি. সাধনার যন্ত্র, যন্ত্রপাতি। [সং. √সাধ্ + ণিচ্ + ত্র]।

সাধু—(১) বিণ. ধার্মিক, সৎ (সাধু ব্যক্তি) ; শিষ্ট, ভদ্র, মার্জিত (সাধু ভাষা) ; উত্তম (সাধু আচরণ) ; সুষ্ঠু, উচিত,

উপযুক্ত (সাধু প্রয়োগ, সাধু উদ্দেশ্য, সাধু দৃষ্টান্ত)। (২) বি. সন্ন্যাসী, যোগী ; বণিক্ ; সুদখোর। [সং.]। **সাধু ভাষা**—মার্জিত ও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বাংলার লেখ্য ভাষা (তু. **চলিত ভাষা**)। **সাধু সাবধান**—(আল.) ভাবী বিপদাদি সম্বন্ধে সতর্কতাজনক উক্তি। বি. **~গিরি**—ধার্মিকতা বা সততা বা সন্ন্যাসের ভান। বি. **~তা**—ধার্মিকতা। বি.(স্ত্রী.) **~নী**—সাধু বা বণিকের পত্নী ; সন্ন্যাসিনী। বি. **~বাদ**—প্রশংসাবাদ। বি. **~যানী**—বণিকের স্ত্রী।

সাধ্বস—বি. সম্ভ্রম, ভয়। [সং. সাধু (=সুষ্ঠুভাবে)+ অস্+অ (র্ম)]।

সাধ্বী—বি. বিণ. (স্ত্রী.) সচ্চরিত্রা ; পতিব্রতা, সতী। [সং. সাধু+ঈ]।

সাধ্য—(১) বিণ. সাধনীয়, সাধনযোগ্য (ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা), ক্ষমতার আয়ত্ত (সকল বিদ্যাই শিক্ষাসাধ্য), করিতে পারা যায় এমন, শক্য (দুর্বলের সাধ্য নয়) ; যাহা করা সম্ভব, সম্পাদ্য (অনায়াসসাধ্য), (বিরল) যাহার নিবারণ বা প্রতিকারসাধন সম্ভবপর (সাধ্য রোগ) ; প্রতিপাদ্য ; যাহা প্রমাণ করিতে হয়। (২) বি. সাধনার বস্তু ('প্রভু কহে, পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়' : চৈ. চ.) ; (ন্যায়) অনুমানদ্বারা নিরূপণীয় বিষয় ; (বাং.) ক্ষমতা, শক্তি (এমন সাধ্য কাহার আছে ?), সামর্থ্য (সাধ্যানুসারে, সাধ্যের বাহিরে)। [সং. √সাধ্+য (র্ম)]। বি. **~তা**—সাধনযোগ্যতা। ক্রি-বিণ. **~পক্ষে, ~মত, সাধ্যানুযায়ী, সাধ্যানুরূপ**—যথাসাধ্য, ক্ষমতানুসারে। বিণ. **~বহির্ভূত, সাধ্যাতিরিক্ত, সাধ্যাতীত**—অসাধ্য, করিতে পারা যায় না এমন। বি. **~সাধনা**—সাধাসাধি।

সান—**শান** ও **সাড়**-এর রূপভেদ।

সানক—বি. চীনামাটি কলাই প্রভৃতির থালা। [আ. সহ্নক্]। বি. **সানকি**—ক্ষুদ্র সানক।

সানন্দ—বিণ. হর্ষযুক্ত, আহ্লাদিত। [সং. সহ+আনন্দ]। ক্রি-বিণ. **সানন্দে**—আনন্দের সহিত।

সানা১—**শানা৩**-র বানানভেদ।

সানা২—(১) ক্রি. চটকাইয়া মাখা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [হি. √সান<সং. সম্+√ধা]।

সানাই—বি. কাষ্ঠনির্মিত বংশীবিশেষ। [সং. সানেয়ী বা ফা. শাহ্নাঈ]।

সানু—বি. পর্বতোপরিস্থ সমতল স্থান, অধিত্যকা (সানুদেশ) ; চূড়া। [সং. √সন্+উ (র্তৃ)]। বি. **~মান্** (-মৎ)—পর্বত।

সানুকম্প—বিণ. অনুকম্পাযুক্ত। [সং. সহ+অনুকম্পা]।

সানুজ—বিণ. অনুজের অর্থাৎ ছোট ভাইয়ের সহিত। [সং. সহ+অনুজ]।

সানুনয়—বিণ. অনুনয়যুক্ত, মিনতিপূর্ণ (সানুনয় অনুরোধ)। [সং. সহ+অনুনয়]। ক্রি-বিণ. **সানুনয়ে**—অনুনয় করিয়া, বিনয়সহকারে।

সানুনাসিক—বিণ. নাসিকা হইতে উচ্চারিত বর্ণবিশিষ্ট, নাকীসুরযুক্ত। [সং. সহ+অনুনাসিক]।

সানুবন্ধ—বিণ. অনুবন্ধযুক্ত, সনির্বন্ধ, বিচ্ছেদরহিত ; (ব্যাক.) ইৎ-বর্ণযুক্ত। [সং. সহ+অনুবন্ধ]।

সানুরাগ—বিণ. অনুরাগপূর্ণ। [সং. সহ+অনুরাগ]।

সান্ত—বিণ. অন্তবিশিষ্ট, 'অনন্ত'-র বিপরীত, সসীম, finite [বি. প.]। [সং. সহ+অন্ত]।

সান্তর—বিণ. ফাঁক-ফাঁক, দূরত্ববিশিষ্ট, ছিদ্রযুক্ত, porous ; বিরল। [সং. সহ+অন্তর]। বি. **~তা**।

সান্তারা—বি কমলালেবুজাতীয় ফলবিশেষ। [পো. cintra]।

সান্ত্বন, সান্ত্বনা—বি আশ্বাসবাক্যদ্বারা শান্ত করা, প্রবোধদান ; প্রবোধ। [সং. √সান্ত্ব্+অন (ভা), +আ]। বিণ. (আর্ষ.) **সান্ত্বনিত**।

সান্ত্রী—বি. প্রহরী, রক্ষী, সৈনিক। [ইং sentry]।

সান্দীপনি—বি. সন্দীপন মুনির পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষক।

সান্দ্র—(১) বিণ. অবিচ্ছিন্ন, নিবিড়, ঘন, তরল অথচ গাঢ়। (২) বি. বন। [সং. সহ+√অন্দ্ (বন্ধনার্থক)+ র (র্তৃ)]।

সান্ধা, সান্ধান (সো)—ক্রি. ঢোকা বা ঢোকান ; যোজনা করা, পরানো। [সং. সম্+√ধা+বাং. আ, আন]।

সান্ধিবিগ্রহিক—বি. সন্ধিসংক্রান্ত ও বিগ্রহ বা যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের মন্ত্রী। [সং সন্ধিবিগ্রহ (সন্ধি+বিগ্রহ) +ইক]।

সান্ধ্য—বিণ. সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় ; সন্ধ্যাকালীন (সান্ধ্য ভ্রমণ, সান্ধ্য বৈঠক)। [সং. সন্ধ্যা+অ]। বি. **~আইন**—যে আইনবলে সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্যন্ত বা সারা দিনরাত্রির নির্দিষ্ট অংশে জনসাধারণের গৃহের বাহিরে আসা নিষিদ্ধ হয়, কারফিউ (curfew)।

সান্নিধ্য—বি. সামীপ্য, নৈকট্য (মহাপুরুষের সান্নিধ্য)। [সং. সন্নিধি+য (ভা)]।

সান্নিপাতিক—বিণ. বাত পিত্ত কফ, এই ত্রিবিধ দোষের সন্নিপাত বা মিলন-জনিত, সাজ্ঘাতিক। [সং. সন্নিপাত+ইক]। **সান্নিপাতিক জ্বর**—টাইফয়েড (typhoid)।

সান্বয়—বিণ. অন্বয়ের সহিত (সান্বয় ব্যাখ্যা) ; কুল বা বংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। [সং. সহ+অন্বয়]।

সাপ—বি. হিংস্র (বা অহিংস্র) বিষধর (বা বিষহীন) সরীসৃপবিশেষ, সর্প। [সং. সর্প]। বি (স্ত্রী.) **সাপিনী**। **সাপ-খেলান সুর**—সাপুড়িয়াদের বাঁশির সুর বা অনুরূপ সুর, যে সুর শুনিয়া সাপ খেলে। **সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে**—(আল.) বিনা ক্ষতিতে কঠিন কার্যসাধন হওয়া ; দুই দিক্ বজায় রাখা। বি. **সাপে-নেউলে**—(আল.) চিরবৈরিতা। **সাপের ছুঁচো গেলা**—(দুর্গন্ধ ছুঁচোকে উদরস্থ করা সাপের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, কিন্তু মুখে পুরিবার পরে সাপ তাহার বাঁকা দাঁতের মধ্য দিয়া উহাকে উগরাইয়া ফেলিতেও পারে না—ইহা হইতে আল.) ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যাপারের সহিত যুক্ত থাকা ; উভয়সঙ্কটে পড়া। **সাপের**

পাঁচ পা দেখা—(আল.) অত্যধিক স্পর্ধা হেতু অ-সম্ভবকে সম্ভব মনে করা। **সাপের হাঁচি বেদে চেনে**—(আল.) অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই।

সাপট—বি. আস্ফালন, ঝাপটা (লেজ সাপট) ; তোড়, তেজ (মুখসাপট)। [দেশী]।

সাপটা১—(১) বিণ. সাধারণ, বিশেষত্বহীন, যাহা সকলের জন্য (সাপটা রান্না) ; সবসুদ্ধ, থাউকা (সাপটা দর, সাপটা খরিদ)। (২) ক্রি-বিণ. ভালমন্দ বিচার না করিয়া, সমস্ত একসঙ্গে (সাপটা খাওয়া, সাপটা কেনা)। [দেশী]।

সাপটা২—ক্রি. সাপটান। [দেশী]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জড়াইয়া বা জাপটাইয়া ধরা ; জড়াইয়া রাখা। (২) বি.বিণ. উক্ত অর্থে।

সাপত্ন১, সাপত্ন্য১—(১) বি. সতিনপুত্র, সতিনের সন্তান। (২) বিণ. সপত্নীজাত ; সপত্নী-সম্বন্ধীয়। [সং. সপত্নী + অ, য]।

সাপত্ন২, সাপত্ন্য২—(১) বি. শত্রু ; শত্রুতা। (২) বিণ. শত্রু-সম্বন্ধীয়। [সং. সপত্ন + অ, য]।

সাপুড়া—বি. (প্রা. কা.) কৌটা। [সং. সম্পুট]।

সাপুড়িয়া, (কথ্য) সাপুড়ে—বি. সাপ লইয়া খেলা দেখানো বা সাপ ধরা যাহার পেশা ; আহিতুণ্ডিক। [বাং. সাপ + উড়িয়া > উড়ে]।

সাপেক্ষ—বিণ. অপেক্ষাযুক্ত, অধীন, অন্য-কিছুর উপর নির্ভরশীল (শ্রমসাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ)। [সং. সহ + অপেক্ষা]। বি. **সাপেক্ষানুমান**—(ন্যায়.) দুই বা ততোধিক সত্যের পারম্পরিক সম্বন্ধ-বিচারদ্বারা নূতন সত্য আবিষ্কার।

সাপোট—**সাপট**-এর রূপভেদ।

সাপ্তপদীন—বি.বিণ. (সাতটি পদ বা বাক্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) বন্ধুত্ব, মিত্রতা ; বিবাহকালে বরবধুর সাতবার পদ বা পদক্ষেপের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণীকরণ। [সং. সপ্তপদ + ঈন]।

সাফ—বিণ. পরিষ্কৃত (টেবিল সাফ করা) ; নির্মল (সাফ জল) ; স্পষ্ট (সাফ জবাব) ; সম্পূর্ণ (সাফ উধাও হওয়া) ; বেমালুম (সাফ চুরি) ; বাধামুক্ত (চোরের রাস্তা সাফ) ; ধ্বংসপ্রাপ্ত (বংশ সাফ) ; শর্তহীন (সাফ বিক্রয়, সাফ কবালা)। বিণ. **~সুতরা, ~শুতরা**—পরিষ্কার-পরি-পরিচ্ছন্ন। বি. **সাফা**—**সাফ**-এর বিকৃত রূপ। বি. **~সাফাই**—পরিষ্কার করা, সাফ করা (রাস্তা সাফাই) ; দোষক্ষালন (সাফাই-জবাব)। ক্রি. **সাফাই গাওয়া**—নিজের বা অপর কাহারও নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য যুক্তি দেখানো।

সাফল্য—বি. সফলতা। [সং. সফল + য]।

সাব-—বিণ. অধস্তন, অবর, সহকারী (সাব-ইন্‌স্পেক-টর, সাব-জজ, সাব-এডিটর)। [ইং. sub-]।

সাবকাশ—(১) বিণ. অবসরযুক্ত, অবকাশ আছে এমন। (২) বি. (অশু.—গ্রা.) ; অবকাশ। [সং. সহ + অবকাশ]।

সাবড়া, সাবড়ান (নো)—ক্রি. (অশি.) ধ্বংস বিনাশ বা শেষ করা, খতম করা। [**সাবাড়** দ্র.]।

সাবধান—(১) বিণ. সতর্ক, হুঁশিয়ার, অবহিত (সাবধান করা বা হওয়া)। (২) (বাং.) অব্য. সতর্ক বা হুঁশিয়ার হও, অবহিত হও। [সং. সহ + অবধান]। বি. **~তা**। ক্রি-বিণ. **সাবধানে**—সতর্কতার সহিত।

সাবধানী—বিণ. (প্রায়শঃ ঈষৎ নিন্দাসূচক) অতিরিক্ত সতর্ক, হুঁশিয়ার (সাবধানী লোক)। [সং. সাবধান + বাং. ঈ]।

সাবন—বি. সূর্যোদয় হইতে পুনরায় সূর্যোদয় পর্যন্ত এক অহোরাত্র ; ত্রিশ অহোরাত্রযুক্ত মাস। [সং. √সু + অন + অ]।

সাবমেরিন—বি. (প্রধানতঃ যুদ্ধকার্যে ব্যবহৃত) জলের তলা দিয়া যাইতে সমর্থ জাহাজ, ডুবো-জাহাজ। [ইং. submarine]।

সাবয়ব—বিণ. অবয়ববিশিষ্ট। [সং. সহ + অবয়ব]।

সাবর্ণ—বি. দ্বিতীয় মনু। [সং. সবর্ণ + অ]। বি. **সাবর্ণি**—সূর্যপুত্র অষ্টম মনু।

সাবল—**শাবল**-এর বানানভেদ।

সাবলীল—বিণ. অনায়াস, স্বচ্ছন্দ ; লীলায়িত (সাবলীল ভঙ্গি)। [সং. সহ + অবলীলা]।

সাবহিত—বিণ. (অশু.) সাবধান, সতর্ক। [সং. সহ + অবহিত]।

সাবাড়—বিণ. সমাপ্ত, শেষ, খতম ; নিঃশেষ, সম্পূর্ণ ব্যয়িত ; ধ্বস্ত বিনষ্ট (যা ছিল সব সাবাড়)। [দেশী]।

সাবান—বি. ক্ষার চর্বি তৈল প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত মলহারক দ্রব্যবিশেষ (সাবান দেওয়া, সাবান মাখা)। [পো. sabao, ফ্রে. savon]।

সাবালক—বিণ. বয়ঃপ্রাপ্ত, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত। [আ. 'নাবালিগ্'-এর অনুকরণে]।

সাবাস—**শাবাশ**-এর বর্জি. বানান।

সাবিত্রী—বি. বেদ-মন্ত্রের উৎস, গায়ত্রী (সাবিত্রীমন্ত্র) ; ব্রহ্মার পত্নী ; সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; দুর্গা ; সত্যবানের পত্নী, অশ্বপতির কন্যা। [সং. সবিতৃ + অ + ঈ]। বিণ. **~পতিত**—যথাকালে যাহার উপনয়ন হয় নাই।

সাবু—**সাগু**-র রূপভেদ।

সাবুদ, সাবুত—(১) বি. প্রমাণ (সাক্ষীসাবুদ)। (২) বিণ. প্রমাণীকৃত (সাবুদ করা)। [আ. সুবুৎ]।

সাবেক—বিণ. প্রাচীন, পুরাতন, পূর্বেকার (সাবেক কাল, সাবেক ফ্যাশান)। [আ. সাবিক্]। বিণ. **সাবেকী**—সাবেক ; প্রাচীনকালের, প্রাচীনপন্থী (সাবেকী লোক সাবেকী ফ্যাশান)।

সাব্যস্ত—বিণ. নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নির্ধারিত (স্বত্ব সাব্যস্ত, দোষী সাব্যস্ত হওয়া)। [সং. সব্যবস্থ অথবা, আ. সাবুত-শব্দজ]।

সাভিনিবেশ—বিণ. অভিনিবেশপূর্ণ, মনোযোগপূর্ণ। [সং. সহ + অভিনিবেশ]।

সাম (-মন্)—বি. চতুর্বেদের অন্তর্গত, সামবেদ ; ঐ বেদের গেয় মন্ত্র, সামগান ; রাজনীতির উপায়বিশেষ, শত্রুকে বশীভূত করার উপায়, তোষণ, সন্ধিস্থাপন। [সং. √সো + মন্]।

সামগ্রিক—(অশু.) বিণ. পুরাপুরি, সম্পূর্ণ (সামগ্রিক চিত্র, সামগ্রিক জীবন), সমগ্রভাবে কৃত। [সং. সমগ্র+ইক]।

সামগ্রী—বি. (বাং.) দ্রব্য, জিনিস (প্রয়োজনের সামগ্রী); (সং.) সমূহ (দ্রব্যসামগ্রী), কারণকলাপ। [সং. সমগ্র+অ+ঈ]।

সামগ্র্য—বি. সমগ্রতা, সাকল্য; পূর্ণতা। [সং. সমগ্র+য]।

সামঞ্জস্য—বি. ঔচিত্য, সমীচীনতা; সঙ্গতি, মিল (ঘটনার সঙ্গে বর্ণনার সামঞ্জস্য); খাপ খাওয়ানো (এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সামঞ্জস্য)। [সং. সমঞ্জস+য]।

সামনা—বি. (প্রাদে.) সম্মুখ। বিণ.ক্রি-বিণ. **~সামনি**—সম্মুখবর্তী; মুখামুখি; সমক্ষে। ক্রি-বিণ. **সামনে**—সম্মুখে (চোখের সামনে)।

সামন্ত—বি. অধীন নৃপতি; করদ অধিনায়ক, প্রধান প্রজা, মোড়ল; প্রতিবেশী; উপাধিবিশেষ। [সং. সমন্ত (প্রান্ত)+অ]। বি. **~তন্ত্র**—সামন্তগণকর্তৃক শাসন ব্যবস্থা, feudal government।

সামবায়িক—বিণ. সমবায়-সম্বন্ধীয়, সমবায়বিশিষ্ট। [সং. সমবায়+ইক]।

সাময়িক—বিণ. সময়বিশেষে ঘটে এমন (সাময়িক ঘটনাবলী), অল্পকালস্থায়ী (সাময়িক ক্রোধ বা উত্তেজনা); সময়োচিত (সাময়িক বন্দোবস্ত), বর্তমান ঘটনাবলী সংক্রান্ত বা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রকাশ্য (সাময়িক পত্র)। [সং. সময়+ইক]। **সাময়িকী**—(১) বিণ. **সাময়িক**-এর স্ত্রীলিঙ্গে। (২) (বাং.) বি. বর্তমান বা চলতি সময়ের প্রসঙ্গ।

সামরিক—বিণ. যুদ্ধ-সংক্রান্ত, যুদ্ধোপযোগী বা যুদ্ধে প্রয়োজনীয়; যুদ্ধকালীন; সমরপ্রিয়, রণদক্ষ (সামরিক জাতি)। [সং. সমর+ইক]।

সামর্থ্য—বি. ক্ষমতা, যোগ্যতা; শক্তি, বল। [সং. সমর্থ+য (ভা)]।

সামলা—ক্রি. সামলান। [**সামাল** দ্রঃ—তু. হি. **সঁভালনা**]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. সংবরণ করা, রোধ করা (চোখের জল সামলান); সংযত করা (রাগ বা মুখ সামলান, লোভ সামলান); রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা (টাকাকড়ি সামলান), আয়ত্তে রাখা (ছেলে বা ঘর সামলান); উত্তীর্ণ হওয়া, রক্ষা পাওয়া (রোগ বা বেদনার দায় থেকে সামলে ওঠা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

সামসময়িক—সমকালীন-অর্থে **সমসাময়িক**-এর শুদ্ধ কিন্তু অপ্র. রূপ।

সামাজিক—বিণ. সমাজ-সম্বন্ধীয় (সামাজিক প্রবন্ধ); সমাজে প্রচলিত বা স্বীকৃত (সামাজিক নিয়ম, সামাজিক বৈষম্য); সমাজে বাসকারী, সমাজবদ্ধ (সামাজিক জীব); মিশুক (সামাজিক লোক); সভ্য, সদস্য। [সং. সমাজ+ইক]। বি. **~তা**—সামাজিক ব্যবহার বা ভাব; সভ্যতা; (বাং.) সমাজে প্রচলিত প্রথানুযায়ী ক্রিয়াকর্মে প্রদেয় উপঢৌকনাদি, লৌকিকতা।

সামান্তরিক—বি. (জ্যামি.) দুই জোড়া সমান্তরাল রেখা-বেষ্টিত চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, parallelogram। [সং. সমান্তর+ইক]।

সামান্য, (গ্রা.) **সামান্যি**—(১) বিণ. সাধারণ, গতানুগতিক, বৈশিষ্ট্যবিহীন (বড় সামান্য লোক ছিলেন না), জাতির অথবা বর্গের সকলের মধ্যে বর্তমান (সামান্য ধর্ম); সর্ববিষয়ক; (বাং.) তুচ্ছ (সামান্য ব্যাপার, সামান্য তফাৎ), অতি অল্প (সামান্য একটু দুধ)। (২) বি. বর্গের সকলের মধ্যে বিদ্যমান লক্ষণসমূহ, জাতিসাধর্ম্য। [সং. সমান+য (ভা)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সামান্যা**। অব্য. ক্রি-বিণ. **~তঃ** (-তস্), (চলিত) **~ত**—সাধারণতঃ। বি. **~তা**—স্বল্পতা, তুচ্ছতা (আয়োজনের সামান্যতা)।

সামাল—(১) অব্য. সাবধান, সতর্ক হও ('সামাল সামাল পুরুষ সামাল')। (২) বি. সংবরণ, রোধ, রক্ষা (সামাল করা)। ক্রি. **সামাল দেওয়া**—সামলানো। [হি. সঁভাল্<সং. সম্+√বৃ]।

সামিয়ানা—**শামিয়ানা**-র বর্জি. বানান।

সামিল—**শামিল**-এর বানানভেদ।

সামীপ্য—বি. নৈকট্য, নিকটবর্তিতা (দুই দেশের পরস্পর সামীপ্য)। [সং. সমীপ+য(ভা)]।

সামুদ্র, সামুদ্রক, সামুদ্রিক—(১) বি. স্ত্রীপুরুষের কররেখা ও দেহস্থ অন্যান্য চিহ্নদ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ের শাস্ত্র। (২) বিণ. সামুদ্র-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, সমুদ্র-সম্বন্ধীয়; সমুদ্রজাত (সামুদ্রিক ঝড়)। [সং. সমুদ্র+অ, ক, ইক]। বি. **~বিদ্যা**—সামুদ্রিক-শাস্ত্র, সামুদ্রিক-শাস্ত্রে জ্ঞান।

সাম্পান—বি. (সমুদ্রে চলিবার পক্ষে উপযুক্ত) ক্ষুদ্র নৌকাবিশেষ। [চী. সাং-পাং]।

সাম্প্রতিক—বিণ. আজকালকার (সাম্প্রতিক পরিবর্তন)। [সং. সম্প্রতি+ইক]।

সাম্প্রদায়িক—বিণ. (সং.) পরম্পরাপ্রাপ্ত (সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা); সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়গত বা দল-ঘটিত, (বাং.) সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন, communal। [সং. সম্প্রদায়+ইক]। বি. **~তা**।

সাম্মানিক—বিণ. (ডিগ্রী পরীক্ষায়) বিশেষ সম্মানের নিদর্শনসূচক (সাম্মানিক পাঠক্রম বা উপাধি, honours syllabus degree)। [সং. সম্মান+ইক]।

সাম্য—বি. সমতা (ভারসাম্য); তুল্যতা, সাদৃশ্য (স্ত্রী পুরুষের অধিকারের সাম্য); রাগদ্বেষাদিবর্জিত মনের প্রশান্ত ও নির্বিকার অবস্থা, সমদর্শিতা। [সং. সম+য (ভা)]। বি. **~বাদ**—উচ্চনীচ বা নরনারী নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল লোকের সমান অধিকার প্রাপ্য: এই মতবাদ, (শিথি.) communism। বিণ. **~বাদী** (-দিন্)—সাম্যবাদ মানে এমন।

সাম্রাজ্য—বি. সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য বা রাজ্যসমূহ; কতিপয় অধীন রাজ্য লইয়া গঠিত অধিরাজ্য; বিস্তৃত রাজ্য। [সং. সম্রাজ্+য]। বি. **~বাদ**—পররাজ্যের উপর কর্তৃত্ববিস্তাররূপ রাজনৈতিক কূটকৌশল, imperialism। বিণ. **~বাদী** (-দিন্)—সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, imperialist।

সায়$_1$—বি. সম্মতি, সমর্থন (পরের কথায় সায় দেওয়া, মন সায় দিচ্ছে না)। [দেশী]।

সায়$_2$—(১) বি. নাশ ; অবসান, সন্ধ্যাকাল। (২) (বাং.) বিণ. অবসান-প্রাপ্ত, সমাপ্ত, সাঙ্গ (সায় হওয়া বা করা)। [সং. সো + অ (ভা)]।

সায়ংকাল—বি. সন্ধ্যাবেলা, দিনাবসানকাল। [সং. সায়ম্ + কাল]।

সায়ংকৃত্য—বি. সন্ধ্যাকালে করণীয় উপাসনাদি নিত্য-কর্ম। [সং. সায়ম্ + কৃত্য (সুপ্‌সুপা)]।

সায়ংসন্ধ্যা—বি. সন্ধ্যাকালীন আহ্নিক। [সং সায়ম্ + সন্ধ্যা]।

সায়ক—বি. বাণ ; খড়্গ। [সং. √সো + অক]।

সায়ন্তন—বিণ. সন্ধ্যাকালীন। [সং. সায়ম্ + তন]।

সায়বানা—বি. শামিয়ানা। [ফা. সাএবান্]।

সায়র—বি. (সাধারণতঃ কাব্যে) সমুদ্র ; সরোবর ('অমিয়া-সায়রে')। [সং. সাগর]।

সায়া—বি. নারীদের শাড়ির নিচে পরিধেয় অন্তর্বাস-বিশেষ। [পো. saia]।

সায়াহ্ন—বি. সন্ধ্যা, সাঁঝ। [সং. সায়(= অবসান) + অহন্ + অ]। বি. **~কৃত্য**—সায়ংকৃত্য।

সাযুজ্য—বি. সহযোগ, অভেদ, একত্ব ; পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম ; পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব বা অভেদ। [সং. সযুজ্ (সহ + √যুজ্ + ক্বিপ্) + য]।

সায়েব—**সাহেব**-এর কথ্য রূপ।

সায়েস্তা—**শায়েস্তা**-র বানানভেদ।

সার$_1$—বি. পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী (সারে সারে সাজানো)। [**সারি$_2$** দ্রঃ]।

সার$_2$—বি. বৃটিশ সরকার প্রদত্ত উচ্চ খেতাববিশেষ (সার সুরেন্দ্রনাথ)। [ইং. Sir]।

সার$_3$—(১) বি. শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট অংশ (সর্বধর্মের সার) ; বৃক্ষাদির শক্ত মজ্জা, দুগ্ধাদির সর বা ননি, তেজঃ, বীর্য ; গূঢ় তাৎপর্য, মর্মার্থ, সংক্ষিপ্ত নিষ্কর্ষ (শাস্ত্রের সার), জমির উর্বরতা-বৃদ্ধিকর পদার্থ, fertilizer, manure (ক্ষেতে সার দেওয়া) ; (একমাত্র) সম্বল (কেবল কথাই সার)। (২) বিণ. শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট (সার পদার্থ), প্রকৃত (সার কথা) ; শ্রেষ্ঠ (সার তত্ত্ব, সারাংশ)। [সং. √সৃ + অ(র্ম)]। বি. **~কুঁড়**—সার তৈয়ারি করার উদ্দেশ্যে গোময়াদি রাখার কুণ্ড। বিণ. **~গর্ভ**—উৎকৃষ্ট গুণ বা ধর্মযুক্ত, অন্তঃসারবিশিষ্ট (সারগর্ভ উপদেশ)। বি. **~গাদা**—সার তৈয়ারি করার জন্য স্তূপাকার করিয়া রাখা গোময়াদি ; যেখানে উক্ত স্তূপ রাখা হয়। বিণ. **~গ্রাহী** (-হিন্)—গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধিকরণে সমর্থ ; উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে এমন। বি. **~তরু**—জমির উর্বরতাবর্ধক গাছ ; কলাগাছ। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—সারযুক্ত, সারগর্ভ, উৎকৃষ্ট। বি. **~বত্তা**। বিণ. **~ভূত**—সারবস্তুতে পরিণত ; সারস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ। বি. **~মাটি**—জমির উর্বরতা-বর্ধক মাটি ; সারযুক্ত মাটি। বি. **~লোহ**—ইস্পাত। বি. **~সংগ্রহ**—সার অংশ বা প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ। বিণ. **~হীন**, **~শূন্য**—সারপদার্থবিহীন, মজ্জাশূন্য, অসার।

সারক—বিণ. বিরেচক, জোলাপ। [সং. √সৃ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

সারঙ্গ$_1$—বি. বিচিত্র চক্রচিহ্নযুক্ত হরিণবিশেষ। [সং. সার বা শার (= চিত্রবিচিত্র) + অঙ্গ]। বি.(স্ত্রী) **সারঙ্গা**, **সারঙ্গী**।

সারঙ্গ$_2$, **সারঙ্গী**—বি. বেহালাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারিন্দা। [সং. √সৃ + অঙ্গ(র্তৃ). + ঈ]। বি. **সারঙ্গী**—সারঙ্গবাদক।

সারণ—বি. অপসারণ, চালন। [সং. √সৃ + ণিচ্ + অন (ভা)]।

সারণি, **সারণী**—বি ক্ষুদ্র নদী, তালিকা, নির্ঘণ্ট, table [স. প.]। [সং √সৃ + ণিচ্ + অনি(র্তৃ), + ঈ]।

সারথি—বি. রথচালক। [সং. √সৃ + ণিচ্ + অথি]। বি. **সারথ্য**—সারথির বৃত্তি।

সারদা—**শারদা**-র বানানভেদ।

সারবন্দী—বিণ. পাশাপাশি একসারিতে অবস্থিত, শ্রেণীবদ্ধ (সারবন্দী বাড়ী, সারবন্দী গাছ)। [**সারিবন্দী** দ্রঃ]।

সারমেয়—বি কুকুর। [সং. সরমা + এয়]। বি.(স্ত্রী.) **সারমেয়ী**।

সারল্য—বি. সরলতা। [সং. সরল + য(ভা)]।

সারস—বি. বকজাতীয় জলচর বৃহৎ পক্ষিবিশেষ। [সং. সরস্ + অ]। বিণ.(স্ত্রী) **সারসী**।

সারসন—বি. পুরুষের কটিবন্ধ ; স্ত্রীলোকের কোমরের চন্দ্রহারাদি অলঙ্কার। [সং. সার (= বল) + √সন্ (দানার্থক) + অ(র্তৃ)]।

সারস্বত—(১) বিণ. সরস্বতী-সম্বন্ধীয় বা বিদ্যা-সম্বন্ধীয় (সারস্বত অবদান), বিদ্বান্। (২) বি. দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমস্থ প্রাচীন দেশবিশেষ ; সারস্বতদেশীয় ব্রাহ্মণ-বিশেষ। [সং. সরস্বতী + অ]। **সারস্বত সমাজ**—বিদ্বন্মণ্ডলী, পণ্ডিতসমাজ, সাহিত্যিকবৃন্দ।

সারা$_1$—বিণ. সমস্ত, সমগ্র (সারা দিন সারা দুনিয়া)। [সং. সর্ব]।

সারা$_2$—বিণ. ক্লান্ত, হয়রান, আকুল (ডেকে সারা, কেঁদে সারা, ভেবে সারা)।

সারা$_3$—(১) ক্রি. সাবধানে বা সঙ্গোপনে রাখা (সে টাকা-গুলি সেরে রেখেছে) ; সম্পাদন করা বা সমাপ্ত করা (দায় সারা, কাজকর্ম সারিয়া লওয়া) ; সর্বনাশ করা, বিপদে বা দুর্দশায় ফেলা (জুয়ায় তাকে সেরেছে) ; নষ্ট করা বা পণ্ড করা (দফা সেরেছে) ; মেরামত করা (ভাঙ্গা ঘড়ি সারা), সংশোধন করা, শোধরান (চরিত্র সারা, ভুল সারা, হাতের লেখা সারা) ; আরোগ্যলাভ করা (রোগ সারা, সেরে ওঠা)। (২) ক্রি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. লুক্কায়িত ; মেরামত-করা ; সাঙ্গ, সমাপ্ত

*আদিতে **সার**-যুক্ত যে-সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **সার$_3$** দ্রঃ।

('বাদলের গান হয়নি সারা' : রবীন্দ্র) : দুর্দশাগ্রস্ত ; নষ্ট, পণ্ড। [সং. √সৃ + বাং. আ]। ~ন, ~নো—(১) ক্রি. মেরামত করান (বাড়ি সারান) : সংশোধন করান ; সমাপ্ত করান : মুক্ত করা (রোগ সারান), নীরোগ করা (শরীর সারান)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

সারাল, সারালো—বিণ. সারযুক্ত, গ্রহণযোগ্য (সারালো যুক্তি)। [সং. সার + বাং. আল]।

সারি$_1$—বি. মাঝি-মাল্লাদের গানবিশেষ। [তু. **সারি$_2$**]।

সারি$_2$—বি. পঙ্ক্তি, শ্রেণী। বিণ. **~বন্দী**—শ্রেণীবদ্ধ। ক্রি-বিণ. **সারি সারি**—শ্রেণীবদ্ধভাবে, বহু সারিতে।

সারি, সারিকা—যথাক্রমে **শারি** ও **শারিকা**-র বানানভেদ।

সারিগামা—বি. **স্বরগ্রাম**-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

সারিন্দা, সারিন্দি—**সারেং$_2$** দ্রঃ।

সারী—**শারী**-র বানানভেদ।

সারূপ্য—বি. সমরূপতা, পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে একপ্রকার মুক্তি : ঈশ্বরের সমান রূপ প্রাপ্তি। [সং. সরূপ + য (ভা)]।

সারেং$_1$—বি. নদীগামী জাহাজের প্রধান মাঝী বা পরিচালক ; সমুদ্রগামী জাহাজের প্রধান মাল্লা। [ফা. সর্‌হঙ্গ্]।

সারেং$_2$—বি. বেহালার ন্যায় তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারঙ্গী। [সং. সারঙ্গ বা সারঙ্গী]।

সারেগামা—**সারিগামা**-র রূপভেদ।

সারেঙ, সারেঙ্গ—**সারেং**-$_{1,2}$-এর বানানভেদ।

সারেঙ্গী—**সারেং$_2$**-এর রূপভেদ।

সারোদ্ধার—বি. প্রকৃত তাৎপর্য বা গূঢ় মর্ম নিরূপণ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ। [সং. সার + উদ্ধার]।

সার্কাস—বি. (প্রধানতঃ বন্য ও হিংস্র জন্তুজানোয়ার লইয়া) ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন। [ইং. circus]।

সার্জন$_1$—বি. অস্ত্রচিকিৎসক। [ইং. surgeon]।

সার্জেন্ট, (বিকৃত) **সার্জন$_2$**—বি. কনস্টেবলদের উপরিতন পুলিস কর্মচারিবিশেষ। [ইং. sergeant]।

সার্টিফিকেট—বি. প্রশংসাপত্র ; নিদর্শনপত্র, প্রমাণপত্র, উপাধিপত্র (বি.এ.-র সার্টিফিকেট)। [ইং. certificate]।

সার্থ$_1$—বি. সঙ্গী, সমূহ, জন্তুসমূহ (সার্থভ্রষ্ট হস্তী)। [সং. √সৃ + ণিচ্ + থ (র্তৃ)]।

সার্থ$_2$—(১) বি. বণিক্‌সমূহ। (২) বিণ. ধনবান্ ; তাৎপর্যপূর্ণ বা অর্থযুক্ত। [সং. সহ + অর্থ]। বি. **~বাহ**—একত্র গমনকারী বণিক্‌দল বা উহার নেতা ; বণিক্, পথপ্রদর্শক।

সার্থক—বিণ. অর্থযুক্ত (সার্থকনামা), সফল, চরিতার্থ (জন্ম সার্থক, সার্থক চেষ্টা)। [সং. সহ + অর্থ + ক]। বি. **~তা**।

সার্থবাহ—**সার্থ$_2$** দ্রঃ।

সার্ধ—বিণ. সাড়ে ; দেড়। [সং. সহ + অর্ধ]।

সার্ব—বিণ. সর্ব-সম্বন্ধীয় ; সর্বহিতকর (সার্বদেশিক সৌহার্দ)। [সং. সর্ব + অ]। বিণ. **~কালিক**—সকল কালের, চিরন্তন ; চিরস্থায়ী। বিন. **~জনিক**—সকলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত (সার্বজনিক কল্যাণ)। বিণ **~জনীন**—সকলের যোগ্য, সর্বজনের জন্য অনুষ্ঠিত ; সর্ববিদিত (সার্বজনীন উৎসব)। [**সর্বজনীন** দ্রঃ]।

সার্বত্রিক—বিণ. সর্বত্রব্যাপী (সার্বত্রিক নিয়ম)। [সং. সর্বত্র + ইক]।

সার্বভৌম—(১) বি. সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী ; সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। (২) বিণ. জগদ্ব্যাপী ; বিশ্ববিখ্যাত, অবাধ (সার্বভৌম কর্তৃত্ব)। [সং. সর্বভূমি + অ]। (বাং) বিণ. **সার্বভৌমিক**—বিশ্বব্যাপী ; দেশ ও কালের সীমার বহির্ভূত, universal ('সাহিত্যের এক অংশ সার্বভৌমিক', রবীন্দ্র)। বি. **সার্বভৌমিকতা**—সকল দেশে ও কালে ব্যাপ্তি (কার্য-কারণবিধির সার্বভৌমিকতা)।

সার্বিক—বিণ. সর্ববিষয়ব্যাপী, সর্বজনসম্বন্ধীয় (সার্বিক উন্নয়ন, সার্বিক পরিস্থিতি)। [সং. সর্ব + ইক]।

সার্ষপ—বিণ. সর্ষপ-সম্বন্ধীয়, সরিষা হইতে উৎপন্ন। [সং. সর্ষপ + অ]।

সার্ষ্টি—বি. সমান গতি বা শক্তি লাভ ; পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে চতুর্থ প্রকার মুক্তি : ঈশ্বরের সমান শক্তি লাভ। [সং. স (= সমান) + ঋষ্টি (= গতি)]।

সাল$_1$—**শাল**-এর বানানভেদ।

সাল$_2$—বি. অব্দ, বাঙ্গালা বা হিজরী সন (ইহা ৫৯৩ বা ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে চালু হয়)। [ফা]। বি. **~তামামি**—বৎসরান্ত, বার্ষিক বিবরণ বা হিসাবনিকাশ।

সালগম—**শালগম**-এর বানানভেদ।

সালঙ্কার, সালংকার—বিণ. গহনা-পরিহিত, বাক্যালঙ্কারযুক্ত (সালঙ্কার বর্ণনা)। [সং. সহ + অলঙ্কার]। বিণ. (স্ত্রী) **সালঙ্কারা, সালংকারা**।

সালতামামি—**সাল$_2$** দ্রঃ।

সালতি—**শালতি**-র বানানভেদ।

সালন—বি. মাছ-মাংস বা তরিতরকারির তরল ব্যঞ্জনবিশেষ বা ঝোল। [তু. হি. **সালন**]।

সালমমিছরি—বি. কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ। [আ. সালব-মিস্‌রি]।

সালসা—বি. রক্তশোধক ঔষধবিশেষ। [পো. salsa]।

সালাম—**সেলাম**-এর রূপভেদ।

সালিয়ানা—(১) বি. বাৎসরিক বৃত্তি বা খাজনা। (২) বিণ. বার্ষিক। [ফা. সাল-আনাহ্]।

সালিশ—**সালিস**-এর বানানভেদ।

সালিস—বি. মধ্যস্থ। [ফা.]। **সালিসি, সালিসী**—(১) বি. সালিসের কাজ, মধ্যস্থতা। (২) বিণ. মধ্যস্থদ্বারা বিচার্য ; মধ্যস্থতা-সংক্রান্ত।

সালু, শালু—লাল রঙের সুতীবস্ত্রবিশেষ।

সালোক্য—বি. পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম : ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাসরূপ মুক্তিবিশেষ। [সং. সলোক (সমান + লোক) + য]।

সাশ্রয়—বি. ব্যয়লাঘব (সাশ্রয় হওয়া)। [সং. স্ব বা সহ + আশ্রয়]।

সাশ্রু—বিণ. অশ্রুপূর্ণ (সাশ্রুলোচনে)। [সং. সহ + অশ্রু]।

সাষ্টাঙ্গ—বিণ. জানু চরণ হস্ত বক্ষ মস্তক চক্ষু দৃষ্টি ও বাক্য : এই অষ্ট অঙ্গের সহিত কৃত (সাষ্টাঙ্গ প্রণাম)। [সং. সহ+অষ্টাঙ্গ]। ক্রি-বিণ. **সাষ্টাঙ্গে**—অষ্টাঙ্গের সহিত (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা)।

সাস্না—বি. গোরুর গলকম্বল। [সং.]।

সাহঙ্কার, সাহংকার—বিণ. অহঙ্কারপূর্ণ। [সং. সহ+অহঙ্কার]। ক্রি-বিণ. **সাহঙ্কারে, সাহংকারে**—অহঙ্কারের সহিত।

সাহচর্য—বি. সঙ্গ; সহায়তা। [সং. সহচর+য (ভা)]।

সাহজিক—বিণ. স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ। [সং. সহজ+ইক]।

সাহস—বি. ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা; বিপজ্জনক কাজে উদ্যম, স্পর্ধা (তার সাহস বড় বেড়েছে)। [সং. সহস্ (=বল বা তেজ)+অ]। বিণ. **সাহসিক**—সাহসযুক্ত; যে বিবেচনারহিত হইয়া কার্য করে। বিণ. (স্ত্রী.) **সাহসিকী**। বি. **সাহসিকতা**। বিণ. **সাহসী** (-সিন্)—সাহস আছে এমন। বিণ.(স্ত্রী.) **সাহসিনী**।

সাহা—বি. বিবিধ বণিক্ জাতির (বিশেষতঃ শৌণ্ডিক জাতির) উপাধিবিশেষ। [সং. সাধু > সাহু]।

সাহানা—**শাহানা**-র বানানভেদ।

সাহায্য—বি. সহায়তা (যুক্তির সাহায্যে), উপকার, আনুকূল্য। [সং. সহায়+য (ভা)]।

সাহিত্য—বি. সহিতের ভাব, মিলন, যোগ (কবির ও সহৃদয় কাব্যপাঠকের সাহিত্য, শব্দ ও অর্থের সাহিত্য), জ্ঞানগর্ভ বা শিক্ষামূলক গ্রন্থ (ধর্মসাহিত্য); কাব্য-উপন্যাসাদি রসাত্মক বা রম্য রচনা যাহাতে এক হৃদয়ের সহিত অপর হৃদয়ের মিলন ঘটে (রসসাহিত্য, সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা), (বাং.) গ্রন্থ, রচনা (প্রবন্ধ-সাহিত্য, প্রচার-সাহিত্য)। [সং. সহিত+য (ভা)]। বি. **~কলা, ~শিল্প**—কাব্য-উপন্যাসাদি রসাত্মক গ্রন্থরচনার কৌশল। বি. **~চর্চা, সাহিত্যানুশীলন**—সাহিত্য-শিল্প রচনা; সাহিত্যশিল্প-সম্বন্ধে আলোচনা। বি. **~জগৎ, সাহিত্যাকাশ**—সাহিত্যিক সম্প্রদায় বা সাহিত্যিকদের সমাজ। বি **~বৃত্তি**—সাহিত্যরচনারূপ উপজীবিকা। বি. **~রথী** (-থিন্)—বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বি. **~সভা**—সাহিত্যশিল্পাদি-সংক্রান্ত সভা বা গোষ্ঠী; সাহিত্যজগৎ। বি. **~সমাজ**—সাহিত্যিকগণ, সাহিত্যিক-সম্প্রদায়। বি. **~সাধক**—সাহিত্যরচনা ও সাহিত্যচর্চা যাহার ব্রত, (শিথি.) সাহিত্যিক। বি. **~সাধনা**—সাহিত্যরচনা ও সাহিত্যচর্চা রূপ ব্রত। বি. **~সেবা**—সাহিত্যরচনা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধান। বিণ. **~সেবক, ~সেবী** (-বিন্)—যে ব্যক্তি সাহিত্য-সেবা করে; (শিথি.) সাহিত্যিক। বি. **সাহিত্যাচার্য**—সাহিত্যশিল্প-সম্বন্ধে প্রগাঢ় পণ্ডিত; সাহিত্যাধ্যাপক। **সাহিত্যিক**—(১) বিণ. সাহিত্যশিল্প-সম্বন্ধীয় (সাহিত্যিক আলোচনা বা বৈঠক)। (২) বিণ. বি. সাহিত্য-রচনাকারী। বি.(স্ত্রী.) **সাহিত্যিকা**।

সাহু, সাহুকার, সাহুকারি—যথাক্রমে **সাউ, সাউকার** ও **সাউকারি**-র রূপভেদ।

সাহেব—বি. সম্ভ্রান্ত বা সম্মানিত ব্যক্তি, মহাশয় (বাবুসাহেব, মৌলভীসাহেব); কর্তা, মালিক (অফিসের বড়সাহেব), ইংরেজ বা ইউরোপীয় পুরুষ (সাহেবপাড়া, সাহেব সাজা); নকল ইউরোপীয় (কালা সাহেব)। [আ. সাহিব]। **সাহেব-মেম**—ইউরোপীয় বা ইংরেজ পুরুষ ও নারী। বি. **সাহেবান**—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। বি. **সাহেবানি**—সম্ভ্রান্ত মহিলা। বি. **সাহেবি, সাহেবিয়ানা**—ইউরোপীয়দের তুল্য আচার-আচরণ। বিণ. **সাহেবি, সাহেবী**—সাহেব অর্থাৎ ইউরোপীয়দের তুল্য (সাহেবী পোশাক), ইউরোপীয়সুলভ।

সিউলি, সিউলী—বি. হিন্দুসম্প্রদায়বিশেষ যাহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করে এবং তদ্দ্বারা গুড় প্রস্তুত করে। [দেশী]।

সিংদরজা—**সিংহদরজা**-র কথ্য রূপ।

সিংহ, (কথ্য.) **সিংগি, সিঙ্গি**—বি. অতি বলশালী হিংস্র জানোয়ারবিশেষ, পশুরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, হরি, (জ্যোতিষ) রাশিচক্রের পঞ্চম স্থান; (সমাসে উত্তরপদরূপে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (পুরুষসিংহ)। [সং. √হিন্স্+অ (র্তৃ)]। বি.(স্ত্রী.) **সিংহী**, (বাং.) **সিংহিনী**। বি. **~দ্বার**—সিংহমূর্তিযুক্ত দ্বার; প্রধান দ্বার, বিশাল অট্টালিকার সদর দরজা। বি. **~নাদ**—সিংহের গর্জন; বীরের হুঙ্কার। বি. (স্ত্রী.) **~বাহিনী**—দুর্গাদেবী। **~বিক্রান্ত**—(১) বিণ. সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত। (২) বি. সিংহের পদক্ষেপ। বি. **~শাবক, ~শিশু**—সিংহের বাচ্চা।

সিংহল—বি. ভারতের দক্ষিণস্থ দ্বীপবিশেষ, প্রাচীন লঙ্কাদ্বীপ। [সং. সিংহ+ল]। **সিংহলী**—(১) বিণ. সিংহল-দেশবাসী; সিংহল-দেশজাত; সিংহল-দেশসংক্রান্ত। (২) বি. সিংহলের অধিবাসী; সিংহলের ভাষা।

সিংহাবলোকনন্যায়—বি. ন্যায়বিশেষ, সিংহ যেমন শিকারে গমনকালে বারংবার সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে সেইরূপ কোন কার্যে অগ্রসর হইবার কালে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়ের বিশেষভাবে বিবেচনার নীতি। [সং. সিংহ+অবলোকন+ন্যায়]।

সিংহাসন—বি. সিংহমূর্তিযুক্ত আসন; রাজাসন। [সং. সিংহ+আসন]।

সিঁটা—ক্রি. সিটকানো, কুঞ্চিত বা জড়সড় হওয়া (ভয়ে সিঁটিয়ে যাওয়া)। [**সিটকা** দ্র:]।

সিঁড়ি, সিঁড়ী—বি. সোপান; মই; (নামা-ওঠার জন্য) সিঁড়ির ধাপ। [সং. শ্রেণী বা শ্রেঢ়ী]।

সিঁথি, সিঁথা—বি. সীমন্ত, মাথার কেশরাশি দুইভাগে বিভক্ত করিলে মাঝখানে যে সরু রেখা পড়ে, টেড়ি। [<সং. সীমন্ত]।

সিঁদ, সিঁদুর, সিঁদুরে, সিঁদেল—যথাক্রমে **সিঁধ সিন্দুর সিন্দুরে** ও **সিঁধেল**-এর কথ্য রূপ।

সিঁধ—বি. (প্রধানতঃ চুরি করার উদ্দেশ্যে বাহির হইতে) ঘরের দেওয়ালে বা ভিতে কাটা সুড়ঙ্গ। [<সং. সন্ধি]। ক্রি. **সিঁধ কাটা, সিঁধ দেওয়া**—উক্ত সুড়ঙ্গ খনন করা। বি. **~কাটি**—সিঁধ কাটিবার ছোট শাবল-

বিশেষ। বিণ. **সিঁধেল**—সিঁধ কাটিয়া চুরি করে বা চুরি করিতে দক্ষ এমন (সিঁধেল চোর)।
সিক—বি. ছড়, লৌহ বা কাষ্ঠ নির্মিত সরু দণ্ড, গরাদে (জানালার সিক); শলাকা, শূল্য (সিক্‌কাবাব)। [ফা. সীখ্]।
সিকতা—বি. বালুকা। [সং.]।
সিকা১—**শিকা**-র বানানভেদ।
সিকা২, (কথ্য) **সিকে**১—বি. চারি আনা মূল্যের মুদ্রা; সিকি; চারি আনা। [ফা. আ. সিকহ্ (=মুদ্রা)]।
সিকি—(১) বি. চারি আনা মূল্যের মুদ্রা, চারি আনা, চতুর্থাংশ। (২) বিণ. চতুর্থাংশ-পরিমিত (সিকি ভাগ)। [ফা. আ. সিক্কহ্]।
সিকে২—**শিকে**-র বানানভেদ।
সিক্কা—বি. মুসলমান বা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের টাকা। [আ. সিক্কহ্]।
সিক্ত—বিণ. আর্দ্রীকৃত, ভিজা। [সং. √সিচ্+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সিক্তা**। বি. ~**তা**।
সিক্থ—বি. মোম; একগ্রাস অন্ন। [সং.]।
সিকনি—**শিকনি**-র বানানভেদ।
সিগন্যাল—বি. (প্রধানতঃ রেলগাড়ি ছাড়িবার বা থামানর নির্দেশাত্মক) সঙ্কেত বা সঙ্কেত-যন্ত্র। [ইং. signal]। **সিগন্যাল ডাউন হওয়া**—(রেলগাড়ির) চলার পথ বাধামুক্ত হওয়ার নির্দেশ হওয়া। [ইং. signal down]।
সিগারেট—বি. পাতলা কাগজে মোড়া ক্ষুদ্র চুরুট-বিশেষ। [ইং. cigarette]।
সিঙ্গাড়া—**শিঙ্গাড়া**-র বানানভেদ।
সিঙ্গার—**শিঙ্গার**-এর বানানভেদ।
সিজ—বি. মনসাগাছ। [দেশী]।
সিজা, সিঝা, সেঝা—ক্রি. জলে ও তাপে সিদ্ধ হওয়া; শুষ্ক বা শীর্ণ হওয়া ('সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ': রা. প্র.)। [সং. √সিধ+আ—তু. হি. √সিঝা]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. জলে ও তাপে সিদ্ধ করা; শুষ্ক বা শীর্ণ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
সিঞ্চন (অশু. কিন্তু সুপ্রচলিত)—বি. সেচন, জলাদি তরল পদার্থ ছিটাইয়া দেওয়া ('অমৃতবারি সিঞ্চন কর': রবীন্দ্র)। [সং. √সিচ্+বাং. আ]। ক্রি. **সিঞ্চা**—(কাব্যে) সিঞ্চন করা। বিণ. **সিঞ্চিত**—আর্দ্রীকৃত, সিঞ্চন করা হইয়াছে এমন। বিণ. (স্ত্রী.) **সিঞ্চিতা**।
সিট—**সীট**-এর বানানভেদ।
সিটকা—ক্রি. সিটকান। [দেশী]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. ঘৃণা অবজ্ঞা প্রভৃতি কারণে কুঞ্চিত বা সঙ্কুচিত করা (নাক সিটকান)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।
সিটা, সিটি, সিটে—যথাক্রমে **শিটা শিটি** ও **শিটে**-র বানানভেদ।
সিত—বিণ. সাদা, শুভ্র (সিত পক্ষ)। [সং. √সি ('বন্ধনে'—চিত্ত বন্ধন বা আকর্ষণ করে)+ত (র্তৃ)]। ~**কণ্ঠ**—বি. ডাকপাখি। বি. ~**কর**—চন্দ্র। বি. ~**পক্ষ**—শুক্ল পক্ষ; রাজহংস। বি. ~**পুষ্প**—কাশফুল, টগর। বি. **সিতাংশু**—চন্দ্র।

সিতি—বিণ. শ্বেতবর্ণ; কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ। [সং. √সি +তি (র্তৃ)]। বি. ~**কণ্ঠ**—নীলকণ্ঠ, মহাদেব; ময়ূর; ডাকপাখি। বি. ~**মা** (-মন্)—শুভ্রতা, কৃষ্ণতা, নীলিমা।
সিথান—**শিথান**-এর বানানভেদ।
সিদ্ধ—(১) বিণ. গরম জলে বা আগুনের তাপে পক্ব (সিদ্ধ ডাল, বেগুন সিদ্ধ), গরম জলের তাপে ফুটানো (সিদ্ধ চাউল, কাপড় সিদ্ধ করা); (আল.) উত্তাপের তীব্রতা হেতু ঘর্মাক্ত ও অবসন্ন (গরমে শরীর সিদ্ধ হওয়া); সফল, নিষ্পন্ন, পূর্ণ (প্রয়োজন বা অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া); দক্ষ, পারদর্শী, নিপুণ, সুশিক্ষিত (রণকৌশলে সিদ্ধ, সিদ্ধহস্ত), সাধনায় সফল বা উত্তীর্ণ (মন্ত্রসিদ্ধ, সিদ্ধ-পুরুষ); অলৌকিক শক্তিযুক্ত (সিদ্ধ কবচ, সিদ্ধ মন্ত্র); প্রমাণিত, প্রতিপাদিত (যুক্তিসিদ্ধ, স্বভাবসিদ্ধ)। (২) বি. দেবযোনিবিশেষ; ত্রিকালজ্ঞ মুনি। [সং. √সিধ্ +ত (র্ম, র্তৃ)]। বিণ. বি (স্ত্রী.) **সিদ্ধা**। **সিদ্ধ চাউল**—**চাউল** দ্রঃ। বি. ~**তা**। বিণ. ~**কাম**, ~**মনোরথ**—অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে এমন। বি. ~**দেব**—শিব। বি. ~**পীঠ**—লক্ষ বলি, কোটি হোম এবং বিবিধ জপতপের ফলে যে স্থান অতি পবিত্র হইয়াছে। বি. ~**পুরুষ**—যোগ-সাধনায় উত্তীর্ণ মহাপুরুষ, (ব্যঙ্গে) অত্যধিক চাতুরির আধার। বি. ~**বিদ্যা**—দশমহাবিদ্যা। বি. ~**রস**—পারদ। বিণ. ~**হস্ত**—অতিশয় দক্ষ বা পারঙ্গম। বি. **সিদ্ধাসন**—যোগসাধনায় উপবেশনের প্রকার-বিশেষ।
সিদ্ধাই—বি. যোগলব্ধ শক্তি। [সং. সিদ্ধ+বাং. আই (ভা)]।
সিদ্ধান্ত—বি. নির্ধারণ, মীমাংসা; জ্যোতিষশাস্ত্রবিশেষ। [সং. সিদ্ধ+অন্ত]। বি. ~**বাগীশ**—শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ।
সিদ্ধান্ন—বি. ভাত, সিদ্ধ চাউল। [সং. সিদ্ধ+অন্ন]।
সিদ্ধার্থ—(১) বি. বুদ্ধদেব (বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই নামে অভিহিত)। (২) বিণ. সফলকাম। [সং. সিদ্ধ+অর্থ]। বি. ~**ক**—রাইসরিষা।
সিদ্ধি—বি. সাফল্য, জয়লাভ (লঙ্কাসিদ্ধি, কর্মে সিদ্ধিলাভ); সম্পাদন (কার্যসিদ্ধি হওয়া); অভ্যাসাদির দ্বারা পারদর্শিতালাভ বা জ্ঞানলাভ (সাধনায় সিদ্ধি); মোক্ষ; যোগবিশেষ; যোগলব্ধ ঐশ্বর্য, সিদ্ধাই; মাদক-রূপে ব্যবহৃত বৃক্ষ বিশেষের পাতা, ভাং। [সং. √সিধ্ +তি]। ক্রি. **সিদ্ধি খাওয়া**—ভাং খাওয়া। ক্রি. **সিদ্ধি ঘোঁটা**—পাত্রের মধ্যে ঘুঁটিয়া ভাংদ্বারা শরবত প্রস্তুত করা। বিণ. ~**খোর**—ভাংয়ের শরবত খাইতে অভ্যস্ত। বিণ ~**দ**—কর্মাদিতে সাফল্যদায়ক। বিণ. (স্ত্রী.) ~**দা**। ~**দাতা** (-তৃ)—(১) বিণ. সফলতাদায়ক। (২) বি. (অভীষ্ট পূরণ করেন বলিয়া) গণেশ। বি. ~**যোগ**—(জ্যোতিষ) তিথি ও বারের শুভপ্রদ মিলন-বিশেষ।
সিদ্ধেশ্বরী—বি. দেবীবিশেষ। [সং. সিদ্ধা+ঈশ্বরী]।
সিধা১, (কথ্য) **সিধে**১—(১) বিণ. সোজা (সিধে লোক,

সিধে হয়ে দাঁড়ানো), সরল (সিধা বাঁশ, সিধে লাইন টানা), একটানা (সিধা রাস্তা) ; সহজ, হ্রস্বতম (সিধা পথ ছেড়ে ঘুরপথে যাওয়া) ; শাসিত, সংশোধিত, দুরন্ত, দমিত (মারিয়া সিধা করা)। (২) ক্রি-বিণ. বরাবর, সোজাসুজি (সিধা চলা) ; অবিলম্বে (বলামাত্র সিধা ছুটিল)। [হি. সীধা]।

সিধা২, (কথ্য) সিধে২—বি. রান্না-করা খাবারের পরিবর্তে চাউল ডাল প্রভৃতি (সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার যোগ্য) খাদ্যবস্তু (সিধা সাজানো, সিধা দেওয়া)। [সং. সিদ্ধ]।

সিন—**সীন**-এর বানানভেদ।

সিনা—বি. বক্ষঃস্থল ; বুকের প্রস্থ বা চওড়াই। [ফা.]।

সিনান—**স্নান**-এর প্রা. কোমল রূপ (সিনান দোপর সময়ে' : গো. দা.)।

সিনীবালী—বি. চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যা। [সং.]।

সিনেমা—বি. বায়স্কোপ, চলচ্চিত্র। [ইং. cinema]।

সিন্দুক—বি. মজবুত ও বড় বাক্সবিশেষ। [ফা. আ. সন্দূক]।

সিন্দুর, সিঁদুর—বি. রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ (সীমন্তে সিন্দুর দেওয়া)। [সং.]। **সিন্দুরিয়া**, (চলিত) **সিন্দুরে**, (কথ্য) **সিঁদুরে**—সিন্দুরের ন্যায় লাল (সিঁদুরে মেঘ)।

সিন্ধি—**সিন্ধী**-র বানানভেদ।

সিন্ধিয়া—বি. গোয়ালিয়রের হিন্দু অধিপতির উপাধি।

সিন্ধী—(১) বিণ. সিন্ধুপ্রদেশজাত। (২) বি. সিন্ধুপ্রদেশের অধিবাসী, সিন্ধুপ্রদেশের ভাষা। [বাং. সিন্ধু + ঈ]।

সিন্ধু—বি. সমুদ্র, সাগর, (সাদৃশ্যে) বিশাল প্রবাহ (কাল-সিন্ধু, কৃপাসিন্ধু) ; উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদবিশেষ ; পাকিস্তানের প্রদেশবিশেষ ; (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং.]। বি. **~ঘোটক**—সীলজাতীয় বৃহৎকায় জলচর মাংসাশী জন্তুবিশেষ, walrus।

সিন্নি—**শিরনি**-র কথ্য রূপ।

সিপাই, সিপাহি, সিপাহী—বি. সৈনিক ; ভারতীয় স্থলবাহিনীর নিম্নতম পদস্থ সৈনিক ; ভারতীয় সৈনিক (সিপাহি-বিদ্রোহ) ; অস্ত্রধারী রক্ষী বা প্রহরী, কনস্টেবল। [ফা. সিপাহ্]।

সিপাহ্-সলার—বি. প্রধান সেনাপতি। [ফা.]।

সিপ্রা—**শিপ্রা**-র বানানভেদ।

সিভিল (সিবিল) কোর্ট—বি. দেওয়ানি আদালত। [ইং. civil court]।

সিভিল সার্জন, সিবিল সার্জন—জেলার প্রধান সরকারী চিকিৎসক। [ইং. civil surgeon]।

সিম—**শিম**-এর বানানভেদ।

সিমেন্ট—বি. (গৃহতলাদিতে পলেস্তারা লাগাইবার কাজে ব্যবহৃত) মৃত্তিকা ও চুনাপাথর মিশাইয়া প্রস্তুত চূর্ণবিশেষ, বিলাতী মাটি। [ইং. cement]।

সিয়ান, সিয়ানো—(১) ক্রি. সেলাই করা। (২) বিণ. বি. উক্ত অর্থে। [সং. সীবন]। বি. **সিয়ানি**—(অপ্র.) সেলাই।

সিরকা—**সির্কা**-র বানানভেদ।

সিরজা—ক্রি. (কাব্যে) সৃজন করা, নির্মাণ করা, তৈয়ারি করা, উদ্ভাবন করা। [সং. √সৃজ্ + বাং. আ]।

সিরসির, সিরসির্—**শির্‌শির্**-এর বানানভেদ।

সিরিশ, (বর্জি.) **সিরিষ, সিরিস**—বি. পশুর শৃঙ্গ চর্ম হাড় প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত আঠাবিশেষ। [ফা. সিরীশ্, সিরেশ্]। **সিরিশ কাগজ**—(কাঠাদি ঘষিয়া মসৃণ করিবার কাজে ব্যবহৃত) সিরিশ ও কাচের গুঁড়া মাখানো কাগজবিশেষ।

সির্কা—বি. ইক্ষুরস গুড় প্রভৃতি গাঁজাইয়া প্রস্তুত অম্ল-বিশেষ। [ইং. vinegar]। [ফা.]।

সির্নি—**শিরনি**-র বানানভেদ।

সিল্ক—বি. রেশম, রেশমী কাপড়। [ইং. silk]।

সিসৃক্ষা—বি. সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। [সং. √সৃজ্ + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **সিসৃক্ষু**—সৃষ্টিকামী।

সীঁথি—**সিঁথি**-র বানানভেদ।

সীকর—**শীকর**-এর বানানভেদ।

সীট—বি দর্শক ছাত্র বাসিন্দা প্রভৃতির জন্য স্থান (বায়-স্কোপের সীট, কলেজে সীট পাওয়া, মেসে সীট পাওয়া) ; বসিবার স্থান (এটা আমার সীট)। [ইং. seat]।

সীতা—বি. হলচালনার ফলে জমিতে যে রেখা পড়ে ; রামচন্দ্রের পত্নী জনকনন্দিনী, জানকী। [সং.]। বি. **~কুণ্ড**—মুঙ্গের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন উষ্ণ-প্রস্রবণবিশেষ। বি. **~পতি**—রামচন্দ্র। বি. **~ভোগ**—মিষ্টান্নবিশেষ। বি. **~শাল, ~শালী**, (কথ্য) **~শাল**—উৎকৃষ্ট ধান্যবিশেষ।

সীৎকার—**শীৎকার**-এর বানানভেদ।

সীধু—**শীধু**-র বানানভেদ।

সীন—বি. অভিনয়-মঞ্চে ব্যবহারের জন্য অঙ্কিত দৃশ্যপট (সীন টাঙান), নাটকের গর্ভাঙ্ক (প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় সীন)। [ইং. scene]।

সীবন—বি. সেলাই, সূচীকর্ম। [সং. √সিব্ + অন (ভা)]। বি. **সীবনী**—সূচ।

সীম—**সীমা**-র প্রা. কোমল রূপ।

সীমন্ত—বি. সিঁথি, কেশবীথি ; মস্তক। [সং. সীমন্ + অন্ত (নি.)]। বি. **~ক**—সিঁদুর। বিণ. **সীমন্তিত**—সীমন্তযুক্ত, সিঁথি-কাটা। বি. **সীমন্তিনী**—সিঁথিতে এয়োতির চিহ্নস্বরূপ সিন্দুরযুক্তা রমণী, সধবা নারী ; নারী ; বধূ। বি. **সীমন্তোন্নয়ন**—গর্ভিণীর চতুর্থ বা ষষ্ঠ মাসে কৃত্য হিন্দুসংস্কারবিশেষ।

সীমা (-মন্)—বি. প্রান্ত, ধার ; অবধি (ধৈর্যের সীমা, সীমা লঙ্ঘন), শেষ (দুঃখের সীমা নাই), সমুদ্রবেলা ; সীমানা (অপরের সীমায় ঢোকা)। [সং. √সি + ইমন্ (র্তৃ), সীমন্ + আ]। বি. **~ন্ত**—সীমার শেষ, শেষ সীমা। বি. **~ন্তপ্রদেশ**—কোন দেশের বা রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত অঞ্চল। বি. **~পরিসীমা**—ইয়ত্তা, অবধি (আনন্দের, স্নেহের সীমা-পরিসীমা)। বি. **~পুর**—সমুদ্রে জলসীমা-নির্ণয়ের কেন্দ্র। বিণ. **~বদ্ধ**—সীমাদ্বারা আবদ্ধ বা নির্দিষ্ট ; সসীম ; পরিমিত। বি. **~সরহদ্দ**—নির্ধারিত সীমানা।

সীমানা—বি. জমির বা গ্রামাদির নির্দিষ্ট প্রান্তভাগ; চৌহদ্দি (সীমানা-ঘটিত বিবাদ)। [সং. সীমন্]।

সীমিত—বিণ. সীমাবদ্ধ, অপ্রচুর (সীমিত শক্তি, ক্ষেপ-ণাস্ত্র সীমিত-করণ)। [**সীমা** দ্রঃ]।

সীল—বি. নামের বা অন্য কোন নিদর্শনের ছাপ অথবা ছাপ দিবার যন্ত্র (সীলমোহর); সামুদ্রিক মৎস্যবিশেষ। [ইং. seal]। বি. **~মোহর**—নাম বা অন্য কোন নিদর্শনের ছাপ।

সীস—বি. ধাতুবিশেষ, lead, (বাং.) পেনসিলের ভিতরকার সীসা। [সং.]।

সীসক—বি. ধাতুবিশেষ, সীসা। [সং সীস + ক]।

সীসা, (কথ্য) **সীসে**—বি সীসক। [সং সীস + বাং. আ]।

সু—(১) অব্য. শুভ সুন্দর মধুর উৎকৃষ্ট উত্তম অধিক খুব অত্যন্ত সহজ প্রভৃতি অর্থসূচক উপসর্গ। (২) বিণ. ভালো (সুমতি, সুরূপ)। (৩) বি. শুভ বা উত্তম বিষয় (সু ও কু-র দ্বন্দ্ব)। [সং.]। বিণ **~কঠিন**—অত্যন্ত কঠিন। বিণ. **~কণ্ঠ**—মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত। বি. **~কবি**—উৎকৃষ্ট কবি। বিণ. **~কর**—অনায়াসে করণীয় (দুষ্কর ও সুকর কর্ম)। বি. **~কর্ম**—সৎকার্য, ভাল কাজ, ধর্মকর্ম। বিণ. **~কল্পিত**—বিশেষভাবে বা ভালভাবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া রচিত বা স্থিরীকৃত (সুকল্পিত ফন্দি); উত্তমরূপে কল্পিত। বিণ. **~কান্ত**—সুন্দর কান্তিযুক্ত। **~কীর্তি**—(১) বিণ. অতিশয় যশস্বী, উত্তম যশের অধিকারী। (২) বি. ব্যাপকভাবে প্রচারিত বা বিশেষ গৌরবসূচক যশ। বিণ. **~কুমার**—অতি কোমল বা অল্পবয়স্ক, স্নিগ্ধ (সুকুমার সৌন্দর্য, সুকুমার মতি)। **সুকুমার শিল্প**—কাব্য সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চারুকলা। **~কুমারী**—(১) বিণ. **সুকুমার**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। (২) বি. নবমল্লিকা। **~কৃত**—(১) বিণ. সুসম্পন্ন, সুনির্মিত, সুগঠিত; সৎ-কর্মের অনুষ্ঠাতা। (২) বি. সুকৃতি। বি. **~কৃতি**—সৎকর্ম, পুণ্য, ধর্মকর্ম; মঙ্গল, সৌভাগ্য। বিণ. **~কৃতী** (-তিন্), **~কৃৎ**—ধর্মাচারী; ধার্মিক, সৎ-কর্মের অনুষ্ঠাতা; পুণ্যবান্; ভাগ্যবান্। বিণ. **~কেশ**—সুন্দর কেশযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **~কেশা, ~কেশী**, (বাং.) **~কেশিনী**। বিণ. **~কোমল**—অতিশয় কোমল বা নরম; অতি মধুর বা স্নিগ্ধ। ক্রি-বিণ. **~কৌশলে**—চমৎকার কৌশলের দ্বারা। বি. **~ক্রিয়া**—সৎকর্ম, পুণ্য। বি. **~খ্যাতি**—প্রশংসা, যশ। **~গঠন**—(১) বিণ. সুগঠিত। (২) বি. সুন্দর গড়ন বা আকৃতি (সুগঠনে মণ্ডিত)। বিণ. (স্ত্রী.) **~গঠনা**। বিণ. **~গঠিত**—সুন্দর আকারযুক্ত, সুন্দরভাবে নির্মিত। **~গত**—(১) বিণ. সুন্দর গতিযুক্ত। (২) বি. বুদ্ধদেব। বি. **~গতি**—সুন্দর গতি; মোক্ষ। **~গন্ধ**—(১) বি. মধুর গন্ধ; গন্ধক, চন্দনবৃক্ষ; চন্দন। (২) বিণ. সুবাসিত, সুরভিত (সুগন্ধ তৈল); মধুর গন্ধযুক্ত। বি. **~গন্ধবহ**—বায়ু। বি. **~গন্ধা**—রাস্না; নবমল্লিকা, মাধবী, তুলসী। **~গন্ধি**—(১) বিণ. (সচ. নিত্যস্থ) মধুর গন্ধযুক্ত (সুগন্ধি পুষ্প)। (২) বি. গন্ধদ্রব্য, চুনির ন্যায় রত্নবিশেষ। বিণ. **~গন্ধিত**—মধুর গন্ধযুক্ত। বিণ. **~গন্ধী** (-ন্ধিন্)—মধুর গন্ধযুক্ত, সুবাসিত, সুরভি। বিণ. **~গভীর**—অতি গভীর (সুগভীর শ্রদ্ধা, সুগভীর পাণ্ডিত্য)। বিণ. **~গম**, **~গম্য**—(পথাদি-সম্বন্ধে) সহজে চলাফেরার উপযুক্ত (জয়ের পথ সুগম); সহজে প্রবেশসাধ্য, সহজবোধ্য (ভাষা সুগম নয়), সহজলভ্য। বিণ. **~গম্ভীর**—অত্যন্ত গম্ভীর। বি. **~গান**—মধুর বা সুন্দর গান ('কবিত্ব-সুগান' কৃত্তি.)। বিণ. **~গুপ্ত**—সযত্নে বা সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত রাখা হইয়াছে এমন। বিণ. **~গৃহীতনামা** (-নামন্)—উচ্চারণ করিলে পুণ্য হয় এমন নামবিশিষ্ট, পুণ্য-শ্লোক, প্রাতঃস্মরণীয়। বিণ. **~গোল**—সম্পূর্ণ গোলা-কার, সুন্দর অথচ গোলাকৃতি, নিটোল। বি. **~চন্দন**—উৎকৃষ্ট চন্দনবৃক্ষ। **সুচরিত, সুচরিত্র**—(১) বিণ. সচ্চরিত্র; সুস্বভাব। (২) বি. উত্তম চরিত্র, সৎ স্বভাব। বিণ. (স্ত্রী.) **সুচরিতা, সুচরিত্রা**। **~চরিতেষু**—সু-চরিতসমীপে: পত্রলিখনে ভদ্রতাসূচক পাঠবিশেষ। (স্ত্রী.) **~চরিতাসু**। বিণ **~চারু**—অতি সুন্দর (সুচারুরূপে সজ্জিত)। বিণ. **~চিক্কণ**—অতিশয় মসৃণ বা উজ্জ্বল; অত্যন্ত চকচকে। বিণ. **~চিত্রিত**—সুন্দরভাবে অঙ্কিত বা বর্ণিত। বিণ. **~চিন্তিত**—উত্তমরূপে বা বিশেষভাবে বিবেচিত (সুচিন্তিত অভিমত)। **~চির**—(১) বিণ. অতি দীর্ঘস্থায়ী ('সুচির শর্বরী' রবীন্দ্র)। (২) বি সুদীর্ঘ কাল। বিণ. **~চেতাঃ** (-তস্), (চলিত) **~চেতা**—সন্তুষ্টচিত্ত, সতর্ক। বিণ. **~ছাঁদ**—সুগঠিত, সুন্দর গঠনকৌশল-যুক্ত; সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত। বি. **~জন**—সৎ লোক, সজ্জন। বিণ **~জলা**—প্রচুর উত্তম বা সুমিষ্ট জলপূর্ণ, ঐরূপ জলপূর্ণ নদীদ্বারা সমৃদ্ধিশালিনী। বিণ. **~জাত**—সদ্বংশজাত; বৈধভাবে জাত অর্থাৎ জারজ নহে। বিণ. (স্ত্রী) **~জাতা**। বিণ. **~জেয়**—সহজে জয়সাধ্য। বিণ. **~ঠাম**—সুন্দর চেহারাযুক্ত বা অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্ট (সুঠাম দেহ)। বিণ. **~ডোল, ~ডৌল**—সুন্দর আকারযুক্ত; সুগঠন। বিণ. **~তনু**—অতি কৃশ; কৃশাঙ্গ; সুন্দর দেহযুক্ত; ছিমছাম, সুঠাম। **~তপাঃ** (-পস্), (চলিত) **~তপা**—(১) বিণ. উগ্র বা কঠোর তপস্যায় অভ্যস্ত, মহাতপাঃ। (২) বি. ঐরূপ তপস্বী; সূর্য। বিণ. **~তপ্ত**—অতিশয় তপ্ত, প্রদীপ্ত, সমুজ্জ্বল। **~তার**—(১) বিণ. সুস্বাদু। (২) বি. উত্তম স্বাদ। বিণ. **~তীক্ষ্ণ**—অত্যন্ত ধারালো, অত্যন্ত মর্মদাহী (সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ)। বিণ. **~তীব্র**—অত্যন্ত তীব্র। বিণ. **~তুঙ্গ**—অতি তুঙ্গ বা উচ্চ। বিণ. **~দক্ষ**—অতিশয় দক্ষ। বিণ. **~দক্ষিণ**—অতি সরল বা উদার, অতি নিপুণ। বিণ. (স্ত্রী.) **~দক্ষিণা**। বি. (স্ত্রী.) **~দতী**—সুন্দর দন্তযুক্তা যুবতী। **~দন্ত**—(১) বিণ. সুন্দর দন্তযুক্ত। (২) বি. সুন্দর দন্ত। **~দর্শন**—(১) বিণ. দেখিতে সুন্দর (সুদর্শন যুবক); নয়নরঞ্জন; শোভন। (২) বি. বিষ্ণুর চক্র বা অস্ত্র। বি. **~দিন**—শুভদিন; সুসময়, (জ্যোতিষ.) প্রকৃষ্ট সময়। বিণ. **~দীর্ঘ**—অতি দীর্ঘ (সুদীর্ঘ পথ)। বিণ. বি. **~দূর, দূরবর্তী** (-র্তিন্)—অতিদূরবর্তী, অতিদূরবর্তী স্থান (সুদূরপ্রসারী, সুদূরের আহ্বান)। বিণ. **~দূর-**

পরাহত—দূরবর্তী কালেও ব্যাহত অর্থাৎ ঘটা কঠিন বা অসম্ভবপ্রায়। বিণ. ~দৃঢ়—অত্যন্ত দৃঢ় (সুদৃঢ় ভিত্তি)। বিণ. ~দৃশ্য—দেখিতে সুন্দর, সুদর্শন; শোভাময়। বি. ~দৃষ্টি—অনুকূল বা সদয় দৃষ্টি। বিণ. ~ধীর—অতি ধীরগতি; অতি ধীরস্বভাব; শান্ত বা নম্র। বি. ~নজর—সুদৃষ্টি; অনুকূল ধারণা (উপরওয়ালার সুনজর)। বিণ. (স্ত্রী) ~নয়না, (বাং.) ~নয়নী—সুন্দর চক্ষুযুক্তা। বিণ. (পুং.) ~নয়ন। ~নাভ—(১) বিণ. সুন্দর নাভিযুক্ত। (২) বি. মৈনাক পর্বত। বি. ~নাম (-মন্)—খ্যাতি, যশ। বিণ. ~নিপুণ—অতি নিপুণ। বিণ. (স্ত্রী.) ~নিপুণা। বি. ~নিয়ন্ত্রণ—সুষ্ঠু ব্যবস্থা বা পরিচালনা, সুবন্দোবস্ত, উত্তম নিয়ম। বিণ. ~নিয়ন্ত্রিত—সুপরিচালিত, সংযমিত। বি. ~নিয়ম—উত্তম নিয়ম বা ব্যবস্থা। বিণ. ~নির্দিষ্ট—সুন্দরভাবে বা স্পষ্টভাবে স্থিরীকৃত (সুনির্দিষ্ট পথ বা পরিকল্পনা), স্পষ্ট উল্লেখযুক্ত। ~নিশ্চয়—(১) বি. সন্দেহাতীত বলিয়া জ্ঞান বা বোধ উত্তমরূপে নির্ধারণ। (২) বিণ. (বাং.) সুনিশ্চিত। (৩) ক্রি-বিণ. (বাং.) সঠিকভাবে; অতি অবশ্য। ~নীতি—(১) বি. উৎকৃষ্ট নীতি। (২) বিণ (বিরল) উৎকৃষ্ট নীতিযুক্ত, নীতিমান্। বি. বিণ. ~নীল—চমৎকার বা গাঢ় নীল। বিণ ~পক্ক সম্পূর্ণরূপে পাকা (সুপক্ক ফল); উত্তমরূপে সিদ্ধ বা রান্না করা হইয়াছে এমন (সুপক্ক ব্যঞ্জন)। বি. ~পথ—উত্তম বা সৎ পথ। ~পর্ণ—(১) বিণ. সুন্দর পাতাওয়ালা (সুপর্ণ বৃক্ষ); সুন্দর পক্ষযুক্ত বা পালকযুক্ত (সুপর্ণ পক্ষী)। (২) বি. সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী, গরুড়; কুক্কুট। বিণ ~পাচ্য—সহজে হজম হয় এমন, লঘুপাক। বি ~পাত্র—বিবাহের ব্যাপারে উত্তম বা কাম্য পাত্র। বি. (স্ত্রী.) ~পাত্রী। বি. ~পুত্র—গুণবান্ ছেলে। ~পুরুষ—(১) বি. সুন্দর বা সুগঠিত পুরুষ। (২) বিণ. (বাং.) সুন্দর বা সুগঠিত (সুপুরুষ ব্যক্তি)। বিণ. ~প্রকাশ—স্পষ্টভাবে বা সুন্দরভাবে প্রকাশিত। বিণ. (স্ত্রী.) ~প্রজাবতী—বহু সুসন্তান-প্রসবকারিণী। বিণ. ~প্রতিষ্ঠ, ~প্রতিষ্ঠিত—উত্তম বা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাযুক্ত; অতি বিখ্যাত; উত্তমরূপে স্থাপিত। বিণ. ~প্রভ—উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত। বিণ.(স্ত্রী.) ~প্রভা—দীপ্তিশালিনী। ~প্রভাত—(১)বি. সুন্দর বা শুভ প্রভাত; (আল) সৌভাগ্যোদয়। (২) অব্য. মধ্যরাত্রির পর হইতে মধ্যাহ্নের প্রাক্কালীন সম্ভাষণবিশেষ (ইং. good morning-এর অনুবাদ)। বিণ. ~প্রযুক্ত—উত্তমরূপে বা যথাযথরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন (সুপ্রযুক্ত দৃষ্টান্ত)। বি. ~প্রয়োগ—উত্তমরূপে বা যথাযথরূপে প্রয়োগ। বিণ. ~প্রশস্ত—অত্যুত্তম (সুপ্রশস্ত কাল); সুযোগ্য; (বাং.) প্রচুর আয়তন বিশিষ্ট বা চওড়া (সুপ্রশস্ত কক্ষ বা রাস্তা)। বিণ. ~প্রসন্ন—অতি প্রসন্ন বা অনুকূল (ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন)। বি. ~প্রসব—নির্বিঘ্নে প্রসব। বিণ. ~প্রসিদ্ধ—অতি বিখ্যাত; ব্যাপকভাবে বা বিশেষরূপে লোকসমাজে পরিচিত। বিণ. (স্ত্রী.) ~প্রসিদ্ধা। বিণ. ~প্রাপ্য—সহজে পাওয়া যায় এমন, সুলভ। বিণ. ~প্রিয়—অতি প্রিয়। বিণ. (স্ত্রী.) ~প্রিয়া। বি. ~ফল—শুভ ফল, উত্তম পরিণতি; তীর্থ-দর্শনের শুভ পরিণামের জন্য পাণ্ডার আশীর্বাদ। বিণ. ~ফলদায়ক, ~ফলপ্রসূ—শুভ ফলদায়ক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ফলা—উত্তম ফলপ্রসবিনী, বি. কদলী। বিণ ~বঙ্কিম—বাঁকা অথচ সুন্দর। বিণ (স্ত্রী) ~বদনা, (বাং.) ~বদনী—সুন্দর মুখশ্রীবিশিষ্টা। বিণ. (পুং.) ~বদন। বি ~বন্দোবস্ত—উত্তম ব্যবস্থা। বিণ. ~বলিত—বলিষ্ঠ; সুগঠিত। বি. ~বাক্য—(বাং.) উত্তম বা মধুর কথা। বিণ ~বিচার—উত্তম বিচার; ন্যায় বিচার, নিরপেক্ষ বিচার, সুমীমাংসা; সুবিবেচনা। ~বিচারক—(১) বিণ. সুবিচার করিতে সক্ষম বা সুবিচার করে এমন। (২) বি ঐরূপ ব্যক্তি বা বিচারক। বিণ ~বিদিত—উত্তমরূপে জ্ঞাত; অতি প্রসিদ্ধ। বি. ~বিধান, ~বিধি—উত্তম নিয়ম বা ব্যবস্থা। বিণ. ~বিনীত—অত্যন্ত বিনীত, সুষ্ঠুভাবে শিক্ষিত। বিণ (স্ত্রী.) ~বিনীতা। বিণ ~বিন্যস্ত—যথাস্থানে স্থাপিত, সুন্দরভাবে সজ্জিত। বি. ~বিন্যাস—সুন্দরভাবে স্থাপন বা সাজানো। বিণ. ~বিপুল—অতি প্রকাণ্ড, মস্ত বড়, বিরাট্, প্রচুর। বিণ. (স্ত্রী.) ~বিপুলা। বিণ. ~বিমল—অতিশয় বা সম্পূর্ণ নির্মল। বিণ. ~বিশাল—অতি বিশাল। বিণ. ~বিস্তীর্ণ, ~বিস্তৃত—অতি বিস্তৃত। ~বিহিত—(১) বিণ যথোচিত ব্যবস্থার দ্বারা নিষ্পাদিত, সুনিষ্পন্ন। (২) বি (বাং.) উত্তম ব্যবস্থা বা প্রতিকার। ~বুদ্ধি—(১) বিণ. উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, সদ্বুদ্ধি। (২) বি. উত্তম বা সৎ বুদ্ধি। বি. ~বৃষ্টি—যথোচিত বৃষ্টি (অর্থাৎ, অনাবৃষ্টি বা অতি বৃষ্টি নহে)। বিণ. ~বৃহৎ—অতি বৃহৎ, মস্ত বড়, প্রকাণ্ড। ~বেশ—(১) বিণ. উত্তম পোশাক-পরিহিত; পরিপাটীরূপে সজ্জিত। (২) বি. উত্তম পোশাক; সাজপোশাকের পারিপাট্য। বিণ.(স্ত্রী.) ~বেশা। ~বোধ—(১) বিণ. সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, সুবুদ্ধি; প্রাজ্ঞ; (ব্যঙ্গে) শান্তশিষ্ট ও আজ্ঞাবহ, গোবেচারা। (২) বি. উত্তম বুদ্ধি বা জ্ঞান। বিণ. ~বোধ্য—সহজে বোধগম্য। বি. ~ব্যবস্থা—উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। বিণ ~ব্যবস্থিত—উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাযুক্ত। বিণ. ~ব্রত—সৎ ব্রতপালনকারী; যে সুষ্ঠুভাবে ব্রত পালন করে। বিণ (স্ত্রী.) ~ব্রতা। ~ব্রহ্মণ্য—(১) বিণ. পূর্ণ ব্রহ্মতেজোময়। (২) বি. কার্তিকেয়; বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিতবিশেষ; পূর্ণ ব্রহ্মতেজ। বি. ~ব্রাহ্মণ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ; সৎ ব্রাহ্মণ। বিণ. ~ভগ—সৌভাগ্যশালী; সুন্দর; সুখদায়ক, প্রিয়। বিণ. (স্ত্রী.) ~ভগা—সুভগ-এর সকল অর্থে; এবং—পতিসোহাগিনী। বিণ. ~ভদ্র—পরমকল্যাণযুক্ত; অত্যন্ত শিষ্ট। বিণ. (স্ত্রী.) ~ভদ্রা। ক্রি-বিণ. ~ভালাভালি—(গ্রা.) নির্বিঘ্নে, নিরাপদে। বি. ~ভাষ—সুবচন। ~ভাষিত—(১) বিণ. সুন্দরভাবে কথিত; মধুরভাষী; বাক্পটু; বাগ্মী। (২) বি. হিতবচন; জ্ঞানগর্ভ কথা; নীতিবাক্য। বিণ. ~ভাষী—মধুরভাষী; প্রিয়ংবদ। বিণ. (স্ত্রী.) ~ভাষিণী। বিণ. ~ভিক্ষ—(স্থানাদি-সম্বন্ধে) প্রচুর

ভিক্ষা বা খাদ্যবস্তু মেলে এমন (অর্থাৎ, যেখানে দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা নাই)। বি. ~মঙ্গল—পরমকল্যাণ, বিশেষ শুভ। ~মতি—(১) বিণ. উত্তম মতিগতিবিশিষ্ট বা বুদ্ধিশালী। (২) বি. উত্তম মতিগতি বা শুভবুদ্ধি। বিণ. ~মধুর—অতি মধুর। বিণ. (স্ত্রী.) ~মধ্যমা—সরু ও সুগঠিত কোমরবিশিষ্টা। বি. ~মনঃ (-নস্), (চলিত) ~মন—পুষ্প। ~মনাঃ (-নস্), (চলিত) ~মনা—(১) বিণ. জ্ঞানবান্; মহৎ, উদারচেতা। (২) বি. দেবতা; পণ্ডিত ব্যক্তি। বি. ~মন্ত্রণা—উত্তম বা সৎ পরামর্শ। বিণ. ~মন্দ—মধুর ও ধীর, মৃদুমন্দ। বিণ. ~মহৎ, ~মহান্—অতি মহৎ। বিণ. (স্ত্রী.) ~মহতী। বিণ. ~মিষ্ট—অতিমিষ্ট। বিণ. ~মেধাঃ (-ধস্)—উৎকৃষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন; অতি মেধাবী। বি. ~যুক্তি—উত্তম পরামর্শ। বিণ ~যোগ্য—উত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন; অতি উপযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~যোগ্যা। বিণ. রক্ষিত—উত্তমরূপে রক্ষিত। বিণ. (স্ত্রী.) ~রক্ষিতা। বিণ. ~রঙ্গী—চমৎকার ভঙ্গিযুক্ত বা লীলাযুক্ত ('চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী': চণ্ডী.)। বিণ. ~রঞ্জিত—অতিরঞ্জিত, সম্যগ্‌ভাবে বা শোভনরূপে চিত্রিত। বিণ. (স্ত্রী.) ~রঞ্জিতা। বি. ~রব—মধুর ধ্বনি। বিণ. ~রম্য—অতি রমণীয়। ~রস—(১) বিণ. মিষ্ট রসযুক্ত; স্বাদু। (২) বি. মিষ্ট রস বা স্বাদ। বি.(স্ত্রী.) ~রসা—তুলসী, রাস্না। বিণ. ~রসাল—স্বাদু রসযুক্ত। বিণ. ~রসিক—উত্তম রসবোধযুক্ত, অতিশয় রঙ্গরসপটু। বিণ.(স্ত্রী.) ~রসিকা। ~রুচি—(১) বি. উত্তম ও মার্জিত রুচি। (২) বিণ. সুরুচিসম্পন্ন। বিণ. ~রূপ—সুন্দর রূপবিশিষ্ট; রূপবান্; সুশ্রী; সুগঠন। বিণ (স্ত্রী.) ~রূপা। ~লক্ষণ—(১) বিণ. উত্তম লক্ষণযুক্ত। (২) বি. উত্তম লক্ষণ। বিণ.(স্ত্রী.) ~লক্ষণা। বিণ. ~ললিত—অতি কোমল; সুমধুর (সুললিত গীত)। বিণ. ~লিখিত—সুরচিত; সুখপাঠ্য, সুন্দর ছাঁদে লিখিত। বিণ. বি. ~লেখক—উৎকৃষ্ট রচনার লেখক; সুন্দর ছাঁদে লেখক। বিণ. বি. (স্ত্রী) ~লেখিকা। বিণ. (স্ত্রী.) ~লোচনা—সুন্দর চক্ষুযুক্তা। বিণ. (পুং.) ~লোচন। বিণ. ~লোহিত—গাঢ় লাল। বিণ. বি. ~শাসক—সুশাসনকারী। বি. ~শাসন—ন্যায়সঙ্গত বা নিরপেক্ষ শাসন। বিণ. ~শাসিত—ন্যায়সঙ্গত বা নিরপেক্ষ বা উপযুক্ত ভাবে শাসিত। বিণ. ~শিক্ষক—উত্তম শিক্ষা বা উপদেশ দানকারী; যে শিক্ষক ভাল পড়াইতে পারেন। বি. ~শিক্ষা—উত্তম শিক্ষা বা উপদেশ। বিণ. ~শিক্ষিত—উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~শিক্ষিতা। বিণ. ~শীতল—অতিশয় শীতল, যে-প্রকার শৈত্যে দেহমন স্নিগ্ধ হয়। বিণ. ~শীল—সংস্বভাববিশিষ্ট; সচ্চরিত্র; ভদ্র। বিণ. (স্ত্রী.) ~শীলা। বিণ. ~শৃঙ্খল—সুব্যবস্থিত; সুনিয়ন্ত্রিত। বি. ~শৃঙ্খলা—উত্তম ব্যবস্থা বা নিয়ম। বিণ. ~শোভন—সুন্দর শোভাযুক্ত: অতি সুন্দর; সুসঙ্গত; মানানসই। বিণ.(স্ত্রী.) ~শোভনা—অতিসুন্দর (শ্রীদুর্গার সুশোভনা মূর্তি)। বিণ. ~শোভিত—সুন্দরভাবে ভূষিত বা সজ্জিত। বিণ.(স্ত্রী.) ~শোভিতা। বিণ. ~শ্রাব্য—শ্রুতিমধুর; অশ্লীলতাদি দোষবর্জিত। বিণ. ~শ্রী—সুন্দর রূপযুক্ত বা লাবণ্যযুক্ত; কান্তিমান্; সুন্দর। বি. ~সংবাদ—শুভ বা আনন্দদায়ক খবর। বিণ. ~সংবৃত—উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। বিণ. (স্ত্রী.) ~সংবৃতা। বিণ. ~সংযত—যথোচিত বা অতিশয় সংযমপূর্ণ; সুনিয়ন্ত্রিত। বিণ. ~সংলগ্ন—সুষ্ঠুভাবে মিলিত বা সংযুক্ত (সুসংলগ্ন কার্যকারণ-সূত্র)। বিণ. ~সংস্কৃত—উত্তমরূপে মেরামত করা বা সংশোধন করা হইয়াছে এমন; উত্তমরূপে মার্জিত বা বিন্যস্ত; অতি ভদ্র বা সভ্য (সুসংস্কৃত রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী)। বিণ. ~সঙ্গত—সম্পূর্ণ সঙ্গত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ (সুসঙ্গত পরিকল্পনা, সমাধান)। বি. ~সঙ্গতি—উত্তমবা পূর্ণ সামঞ্জস্য (চার দিকের সঙ্গে সুসঙ্গতি)। বিণ. ~সজ্জ—পরিপাটিরূপে সজ্জিত। বিণ. ~সজ্জিত—পরিপাটীরূপে সাজান হইয়াছে বা সাজিয়াছে এমন; সুসজ্জ। বিণ.(স্ত্রী.) ~সজ্জিতা। বিণ. ~সভ্য—যথোচিত বা অতিশয় সভ্য। বিণ. (স্ত্রী.) ~সভ্যা। বিণ. ~সমঞ্জস—অত্যন্ত সঙ্গত বা যোগ্য (সুসমঞ্জস নীতি বা পরিকল্পনা)। বি. ~সময়—শুভ বা সুখপূর্ণ সময়, সুদিন; উপযুক্ত সময়। বিণ. ~সম্পন্ন—উত্তমরূপে নিষ্পন্ন; অতিশয় সঙ্গতিশালী বা সমৃদ্ধ। বিণ. ~সম্পাদিত—উত্তমরূপে নিষ্পন্ন। বিণ. ~সম্বদ্ধ—উত্তমরূপে বদ্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত (সুসম্বদ্ধ যুক্তিপরম্পরা), নিত্যসম্বদ্ধ। বিণ. ~সহ—সহজে বা বিনা কষ্টে সহ্য করা যায় এমন। বিণ. ~সাধ্য—সহজে বা অনায়াসে করিতে পারা যায় এমন। বিণ. ~সিদ্ধ—তাপাদিতে উত্তমরূপে সিদ্ধ (সুসিদ্ধ ব্যঞ্জন); সুসম্পন্ন; সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত; সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইয়াছে এমন (সুসিদ্ধ বাসনা)। বিণ. ~স্থিত—সুস্থ; নিরুদ্বেগ, সুপ্রতিষ্ঠিত; অস্থিরতা হইতে মুক্ত (দেশের রাজনীতিক অবস্থা সুস্থিত নয়)। বিণ. ~স্থির—অতি শান্ত, সুধীর; সম্পূর্ণ সুস্থ; শান্ত, স্থিরীভূত (সুস্থির পরিবেশ প্রশাসন)। বিণ. ~স্নিগ্ধ—অতি স্নিগ্ধ; অতি মসৃণ বা চিক্কণ; অতি স্নেহপূর্ণ। বিণ. ~স্পষ্ট—অত্যন্ত বা সম্পূর্ণ স্পষ্ট অথবা ব্যক্ত (সুস্পষ্ট উপলব্ধি, সুস্পষ্ট চিত্র)। বিণ. ~স্মিত—সুন্দর মৃদুহাস্যযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) ~স্মিতা। বি. ~স্বন—মধুর ধ্বনি। বি. ~স্বপ্ন—মনোরম বা শুভসূচক স্বপ্ন; সুখস্বপ্ন। বি. ~স্বর—মধুর স্বর বা ধ্বনি। ~স্বাদ—(১) বি. উত্তম স্বাদ। (২) বিণ. উত্তম স্বাদযুক্ত, সুস্বাদু। বিণ. ~স্বাদু—অতি মধুর স্বাদযুক্ত। ~হাস—(১) বিণ. সুন্দর হাস্যপূর্ণ। (২) বি. সুন্দর হাসি। বিণ. (স্ত্রী.) ~হাসা—(বিরল), ~হাসিনী।

সুই, সুঁই—বি. সূচী, সুচ। [সং. সূচী]।

সুঁটকি—শুঁটকি-র বর্জি. বানান।

সুঁদরি, সুঁদরী—বি. সুন্দরবনজাত বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ। [সং. সুন্দরী]।

সুঁদি, সুঁদী—বি. শালুক ফুল, কুমুদ। [সং. সৌগন্ধিক]।

সুকতলা—সুখতলা-র বানানভেদ।

সুকবি—সু দ্রঃ।

সুকর—বিণ. সহজসাধ্য; সুখপ্রদ। [সং. সু + √কৃ + অ (র্ম)]। বি. ~তা।

সুকর্ম, সুকল্পিত—সু দ্রঃ।

সুকানি, সুকানী—বি. জাহাজের কর্ণধার বা হালী। [ফা. সুকান্]।

সুকান্ত, সুকীর্তি, সুকুমার, সুকুমারী, সুকৃত, সুকৃতি, সুকৃতী, সুকৃৎ, সুকেশ, সুকেশা, সুকেশিনী, সুকেশী, সুকোমল, সুকৌশলে—সু দ্রঃ।

সুক্তা, (কথ্য) **সুক্ত, সুক্তনি, শুক্তা,** (কথ্য) **শুক্ত, শুক্তনি**—বি. তিক্তাস্বাদ ব্যঞ্জনবিশেষ। [সং. সু-তিক্ত বা সং. শুক্ত + বাং. আ]।

সুক্রিয়া—সু দ্রঃ।

সুখ—(১) বি. স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম (আমরা সুখে নেই); তৃপ্তি, আনন্দ, হর্ষ (সুখে থাকা, মনের সুখে)। (২) বিণ. আরামদায়ক, প্রীতিকর, প্রিয়। **সুখে থাকতে ভূতে কিলায়**—সুখপূর্ণ জীবনে স্বেচ্ছায় দুঃখ ডাকিয়া আনা। বিণ. **~কর, ~জনক**—সুখদায়ক। বিণ. **~দ**—সুখদায়ক। বিণ (স্ত্রী) **~দা**। বি. **~রবি**—সুখ-রূপ সূর্য, সুখ-সৌভাগ্য। বি. **~লেশ**—সুখের লেশ, সামান্যতম সুখ। বি. **~শয়ন, ~শয্যা**—আরামদায়ক বিছানা। বি **~সংবাদ**—আনন্দদায়ক খবর, সুখবর। বি **~সূর্য**—**সুখরবি**-র অনুরূপ। বিণ **~স্পর্শ**—যাহা স্পর্শ করিলে সুখানুভব হয়; বি. **~স্মৃতি**—বিগত সুখের স্মৃতি, সুখদায়ক স্মৃতি। বি **~স্বপ্ন**—সুখপ্রদ স্বপ্ন। বি. **সুখানুভব, সুখানুভূতি**—সুখবোধ। বি **সুখান্বেষণ**—সুখলাভের চেষ্টা। বিণ. **সুখাবহ**—সুখদায়ক। বি **সুখাশা**—সুখলাভের আশা। বি. **সুখাসন**—আরামপ্রদ আসন। বিণ. **সুখাসীন**—আরামে উপবিষ্ট। বিণ.(স্ত্রী) **সুখাসীনা**। বি. **সুখোদক**—উষ্ণ জল।

সুখতলা—বি. পায়ের আরামের জন্য জুতার ভিতর যে কোমল বাড়তি চামড়া থাকে। [তু. **সুখ, তলা**]।

সুখবর—সু দ্রঃ।

সুখা, শুখা—বি. চুন-মাখানো তামাকপাতা, সুরতি। [হি. **সুখা** দ্রঃ]।

সুখাদ্য—সু দ্রঃ।

সুখাবতী—বি. (মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রের) আনন্দলোক।

সুখিত—বিণ. সুখপ্রাপ্ত, তৃপ্ত। [সং. সুখ + ইত]।

সুখী (-খিন্)—বিণ. সুখযুক্ত; সন্তুষ্ট, সুখভোগে অভ্যস্ত, বিলাসী। [সং. সুখ + ইন্]। বিণ.(স্ত্রী.) **সুখিনী**।

সুখৈশ্বর্য—বি. সুখ ও ধনসম্পত্তি। [সং. সুখ + ঐশ্বর্য]।

সুখোদয়—বি. সুখের অনুভব বা আরম্ভ। [সং. সুখ + উদয়]।

সুখ্যাতি, সুগঠন, সুগঠিত, সুগত, সুগতি, সুগন্ধ, সুগন্ধা, সুগন্ধি, সুগন্ধিত, সুগন্ধী, সুগভীর, সুগম, সুগম্য, সুগম্ভীর, সুগান, সুগুপ্ত, সুগৃহীতনামা, সুগোল—সু দ্রঃ।

সুচ, সূচ—বি. ছুঁচ। [সং. সূচী]।

সুচন্দন, সুচরিত, সুচরিতেষু, সুচরিত্র, সুচারু, সুচিক্কণ, সুচিত্রিত, সুচিন্তিত, সুচির, সুচেতা, সুচেতাঃ, সুছাঁদ, সুজন—সু দ্রঃ।

সুজনি, সুজনী—বি. কারুকার্যযুক্ত মোটা বিছানার চাদরবিশেষ। [ফা. সোজনী]।

সুজলা, সুজাত—সু দ্রঃ।

সুজি—বি. মোটা গোধূমচূর্ণবিশেষ। [দেশী]।

সুজেয়—সু দ্রঃ।

সুট—বি প্রস্থ, কেতা (এক সুট গহনা বা জামা); ইউরোপীয় পোশাক অর্থাৎ কোট প্যান্ট টাই ইত্যাদি। [ইং. suit]। ক্রি. **সুট করা**—মানান, শোভন হওয়া (জামাটা সুট করেছে)। বি **~কেস**—ক্ষুদ্র ও হালকা ট্রাঙ্ক বা বাক্সবিশেষ। [ইং. suitcase]।

সুঠাম—সু দ্রঃ।

সুড়ঙ্গ, সুড়ং—**সুরঙ্গ**-এর রূপভেদ।

সুড়সুড়—অব্য. মৃদু সিড়সিড় ভাব। বি. **সুড়সুড়ি**—কাতুকুতু।

সুডৌল—সু দ্রঃ।

সুত—বি. ছেলে, পুত্র (সুতস্নেহ)। [সং. √সু + ত(র্ম)]। বি.(স্ত্রী.) **সুতা**—কন্যা

সুতনু, সুতপা, সুতপাঃ, সুতপ্ত—সু দ্রঃ।

সুতল—বি. ষষ্ঠ পাতাল। [সং. সু + তল]।

সুতরাং (-রাম্) অব্য. অতএব; কাজেই, অগত্যা; (সং.) অত্যন্ত, অবশ্য। [সং সু + তরাম্]।

সুতলি১—সুতা১ দ্রঃ।

সুতলি২—বি. সরু দড়ি বা সুতা। [বাং. সুতা (সং. সূত্র) + লি]।

সুতহিবুক—বি. (জ্যোতিষ.) বিবাহানুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত যোগবিশেষ। [সং.]।

সুতা১—ক্রি. (প্রা. কা.) শয়ন করা। [সং. সুপ্ত—অতীত কালের রূপ: **সুতিল, সুতলি** ইত্যাদি]।

সুতা২—বি. সূত্র, তন্তু; কার্পাসসূত্র; দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ, ⅛ ইঞ্চি। [সং. সূত্র]। বিণ. **সুতি, সুতী**—কার্পাসসূত্রনির্মিত।

সুতি—সুতা২ দ্রঃ।

সুতিল—সুতা১ দ্রঃ।

সুতী—সুতা২ দ্রঃ।

সুতো—**সুতা**-র কথ্য রূপ।

সুদ—বি. গৃহীত ঋণের পরিমাণের উপর হিসাবপূর্বক যে মূল্য নেওয়া হয়, বৃদ্ধি, কুসীদ (সুদে-আসলে)। [ফা. সুদ]। বিণ.বি. **~খোর**—কুসীদজীবী, সুদগ্রহণপূর্বক ঋণদানকারী; বিণ. **~সুদ্ধ**—সুদ-সমেত। বিণ. **সুদি১, সুদী**—সুদ-সংক্রান্ত; সুদের (**সুদী কারবার**)।

সুদক্ষ, সুদক্ষিণ, সুদতী, সুদন্ত, সুদর্শন—সু দ্রঃ।

সুদি১—সুদ দ্রঃ।

সুদি২—বি. শুক্লপক্ষ (তু. **বদি—কৃষ্ণপক্ষ**)। [হি. সুদী—তু. সং. শুদ্ধ]।

সুদীর্ঘ, সুদূর, সুদৃঢ়, সুদৃশ্য, সুদৃষ্টি—সু দ্রঃ।

সুদ্ধ—অব্য. সমেত (সবসুদ্ধ); পর্যন্ত (বাড়িখানিসুদ্ধ গিয়াছে), সম্বন্ধযুক্ত (দেশসুদ্ধ লোক)। [তু. হি.

সুদ্ধা ; সম্ভবতঃ সং. 'শুদ্ধ' ও 'সহিত' শব্দের মিলন-জাত]।

সুধন্বা (-ন্বন্)—বিণ.বি. শ্রেষ্ঠ বা উত্তম ধনুর্ধর ; পৌরাণিক রাজাবিশেষ। [সং. সু+ধনু+অনঙ্ (আগম)]। বি. **সুধন্বী** (-ন্বিন্)—নিপুণ ধনুর্ধর ; মহাযোধ।

সুধা১—বি. অমৃত ; জ্যোৎস্না (সুধাকর), চুন (সুধাধবল)। [সং. সু+√ধে (পানার্থক) অথবা (চুন-অর্থে) √ধা+অ (র্ম)+আ]। বি. ~**ংশু**, ~**কর**—চন্দ্র। বি. ~**পাত্র**—অমৃত-ভাণ্ড। বি. ~**পান**—অমৃতপান ; (ব্যঙ্গে) মদ্যপান। বিণ. ~**ধবলিত**—চুনকাম করা হইয়াছে এমন। বিণ. ~**ময়**—অমৃতপূর্ণ ; মধুর। বিণ.(স্ত্রী.) ~**ময়ী**। বিণ. ~**মাখা**—অমৃতে প্রলিপ্ত ; অতি মধুর। বিণ. ~**মুখ**—সুন্দরমুখবিশিষ্ট। বিণ. ~**রুচি**—সুধার ন্যায় স্বাদু। বি. ~**সব**—সুধাতুল্য মধু বা মদ্য। বি. ~**সার**—অমৃতবৃষ্টি। [সুধা+আসার]। বি. ~**সমুদ্র**, ~**সিন্ধু**—সপ্তসমুদ্রের অন্যতম।

সুধা২, **সুধান**—(জিজ্ঞাসা-অর্থে) **শুধা** ও **শুধান**-র বানানভেদ।

সুধী—(১) বি. পণ্ডিত, বিদ্বান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তি, উত্তম বুদ্ধি। (২) বিণ. সুবুদ্ধি। [সং. সু+ধী]।

সুধীর—**সু** দ্রঃ।

সুধু—**শুধু**-র বানানভেদ।

সুনজর, সুনয়না, সুনাভ, সুনাম, সুনিপুণ, সুনিয়ন্ত্রণ, সুনিয়ন্ত্রিত, সুনিয়ম, সুনির্দিষ্ট, সুনিশ্চয়, সুনিশ্চিত, সুনীতি, সুনীল—**সু** দ্রঃ।

সুন্দ—বি. অসুরবিশেষ ; কপিবিশেষ। [সং.]। **সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই**—দানব ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ ও উপসুন্দের অদম্য প্রতাপে দেবকুল বিষম বিপাকে পড়িলে ব্রহ্মা তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করেন, এবং তিলোত্তমাকে লাভার্থ তাঁহারা দুইজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া উভয়েই নিহত হন, (আল.) যে যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ; তুলাবিক্রম দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পরস্পর সংঘর্ষ, বিষম গৃহযুদ্ধ।

সুন্দর—বিণ. সুদৃশ্য, শোভন (সুন্দর ছবি) ; রূপবান্ (সুন্দর পুরুষ) ; মনোহর (সুন্দর গন্ধ)। [সং. √সুন্দ্+অর (র্তৃ)]। **সুন্দরী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) রূপবতী। (২) বি. রূপবতী নারী, সুন্দরবনজাত বৃক্ষবিশেষ, সুঁদরি।

সুন্নত, সুন্নৎ—বি. মুসলমান ও ইহুদীদিগের মধ্যে প্রচলিত লিঙ্গত্বক্‌ছেদরূপ সংস্কারবিশেষ। [আ. সুন্নৎ]।

সুন্নি, সুন্নী—বি. যে মুসলমান-সম্প্রদায় হজরত আলীর পূর্ববর্তী তিনজন খলিফাকে মানে। [আ.]।

সুপ—বি. কাথ, সুরুয়া, ঝোল। [ইং. soup]।

সুপক্ব, সুপথ, সুপর্ণ, সুপাচ্য, সুপাত্র—**সু** দ্রঃ।

সুপারি, সুপুরি—বি. (প্রধানতঃ পানের সঙ্গে চিবাইয়া ভক্ষ্য) মুখশুদ্ধিকর ফলবিশেষ বা তাহার গাছ, গুবাক (গুয়া), পূগফল। [দেশী]।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—বি. পরিচালক, অধ্যক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক। [ইং. superintendent]।

সুপারিশ, (বর্জি.) **সুপারিস**—বি. পরের জন্য অনুরোধ। [ফা. সিফারিশ]।

সুপ্ত—বিণ. নিদ্রিত (সুপ্ত সিংহ) ; (গৌণ অর্থে) অব্যক্ত, স্বকর্মে বিরত (সুপ্ত প্রেম, সুপ্ত চিত্ত, সুপ্ত প্রতিভা)। [সং. √স্বপ্+ত (র্তৃ)]। বিণ (স্ত্রী.) **সুপ্তা**। বি. **সুপ্তি**—নিদ্রা। বিণ. **সুপ্তোত্থিত**—নিদ্রা হইতে জাগরিত। বিণ. (স্ত্রী.) **সুপ্তোত্থিতা**।

সুপ্রকাশ, সুপ্রজাবতী, সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপ্রভ, সুপ্রভা, সুপ্রভাত, সুপ্রযুক্ত, সুপ্রয়োগ, সুপ্রশস্ত, সুপ্রসন্ন, সুপ্রসব, সুপ্রসাদ, সুপ্রসিদ্ধ, সুপ্রাপ্য, সুপ্রিয়—**সু** দ্রঃ।

সুপ্রীম কোর্ট—বি. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়। [ইং. Supreme Court]।

সুফল, সুফলা—**সু** দ্রঃ।

সুফি, সুফী—বি. অজ্ঞেয়-সন্ধানী (mystic) মুসলমান-ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। [আ. সুফী]।

সুবচন—বি. হিতকর বা সুশ্রাব্য কথা। [সং. সু+বচন]।

সুবচনী১—বি. দেবীবিশেষ, শুভচণ্ডী। [সং. শুভসুচনী]।

সুবচনী২—বিণ. মিষ্টভাষিণী। [সং. সু+বচন+বাং. ঈ]।

সুবন্ত—বিণ. সুপ্-বিভক্ত্যন্ত অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট শব্দবিভক্তিযুক্ত। [সং. সুপ্+অন্ত]।

সুবর্ণ—(১) বি. পীতবর্ণ ধাতুবিশেষ, সোনা ; স্বর্ণমুদ্রা, মোহর ; স্বর্ণের বা স্বর্ণমুদ্রার প্রাচীন পরিমাণবিশেষ (=১৬ মাষা), ধন, সম্পত্তি ; সুন্দর রঙ ; সুন্দর অক্ষর। (২) বিণ. সুন্দরবর্ণবিশিষ্ট ; সুন্দর-অক্ষরযুক্ত। [সং. সু+বর্ণ]। বি. ~**কার**—স্বর্ণকার, সেকরা। বি. ~**জয়ন্তী**—**জয়ন্তী** দ্রঃ। বি. ~**বণিক্**—স্বর্ণ-ব্যবসায়ী ; হিন্দুজাতিবিশেষ, সোনার বেনে। বিণ. ~**ময়**—স্বর্ণনির্মিত ; স্বর্ণমণ্ডিত ; স্বর্ণে পূর্ণ। বি. **সুবর্ণ সুযোগ**—শ্রেষ্ঠ বা দুর্লভ সুযোগ (ইং. golden opportunity-র অনুবাদ)।

সুবলিত, সুবহ—**সু** দ্রঃ।

সুবা—বি. প্রদেশ, বাদশাহী আমলে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ। [আ.]। বি. ~**দার**—প্রাদেশিক শাসনকর্তা ; সিপাহীদের নেতা। বি. ~**দারি**—সুবাদারের পদ বা কার্য।

সুবাদ—বি. সম্পর্ক, সম্বন্ধ (গ্রাম সুবাদে ভাই), উপলক্ষ্য (কাজের সুবাদে আসা)। [দেশী]।

সুবাস—(১) বি. উত্তম গন্ধ ; সৌরভ ('নবীন উষার পুষ্প-সুবাস' : রবীন্দ্র)। (২) বিণ. উত্তম গন্ধযুক্ত ; সৌরভযুক্ত। [সং. সু+বাস]। বিণ. **সুবাসিত**—উত্তম গন্ধযুক্ত ; উত্তম গন্ধযুক্ত করা হইয়াছে এমন (সৌরভে সুবাসিত)। বিণ. (স্ত্রী.) **সুবাসিনী**, (অশু.) **সুবাসী**—সৌরভময়ী।

সুবিধা—বি. উত্তম বা সহজ উপায় ; সুযোগ। [সং. সু+বিধা]। বিণ. ~**বাদী** (-দিন্)—কোন নীতির বালাই না রাখিয়া যেদিকে সুবিধা বোঝে সেদিকেই যায় এমন, opportunist।

সুবিনীত, সুবিন্যস্ত, সুবিন্যাস, সুবিপুল, সুবিমল,

সুবিশাল, সুবিস্তীর্ণ, সুবিস্তৃত, সুবিহিত, সুবুদ্ধি, সুবৃষ্টি, সুবৃহৎ—সু দ্রঃ।

সুবে—সুবা-র রূপভেদ।

সুবেশ, সুবোধ, সুবোধ্য, সুব্যবস্থা, সুব্যবস্থিত, সুব্রত, সুব্রহ্মণ্য, সুব্রাহ্মণ, সুভগ, সুভদ্র, সুভাগিনী, সুভাগী, সুভাষ, সুভাষিত, সুভাষিণী, সুভাষী, সুভিক্ষ, সুমঙ্গল, সুমতি, সুমধুর, সুমধ্যমা, সুমন, সুমনঃ, সুমনা, সুমনাঃ, সুমন্ত্রণা, সুমন্দ—সু দ্রঃ।

সুমরণ—স্মরণ-এর প্রা. কোমল রূপ।

সুমার—শুমার দ্রঃ।

সুমিতি—বি. শোভন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিমাণ ('আর্টের ধর্ম সুমিতি' : রবীন্দ্র)। [সং. সু+মিতি দ্রঃ]।

সুমুখ—সম্মুখ-এর কথ্য রূপ।

সুমুন্দি, সুমুন্দী—বি. (গ্রা.) শালা, সম্বন্ধী।

সুমেরু—বি. পৌরাণিক পর্বতবিশেষ; (বাং.) উত্তর-মেরু। [সং.]। বি. ~**বৃত্ত**—উত্তর-মেরু হইতে ২৩॥ ডিগ্রী অক্ষাংশ দূরস্থ কাল্পনিক রেখাবিশেষ, arctic circle [বি. প.]।

সুয়া, (চলিত) সুয়ো—বিণ. সৌভাগ্যবতী; স্বামীর প্রিয়া (সুয়ো রানী), স্বামিসোহাগিনী। [সং. সুভগা]।

সুযোগ—বি. অনুকূল সময়, সুবিধা। [সং. সু+যোগ]। বিণ. ~**সন্ধানী**—কেবল সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায় এমন।

সুর১—বি. স্বর (নাকি সুর); (সঙ্গীতে) নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি (গানের বা বাঁশির সুর)। [সং. স্বর]। বি. ~**বাহার**—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. সুর+ফা. বাহার]। বি. ~**বোধ**—সঙ্গীতের সুরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

সুর২—বি. দেবতা, অমর; সূর্য। [সং. √সু+র (র্তৃ)]। বি. ~**কন্যা**—দেববালা; স্বর্গের কুমারী। বি. ~**গুরু**—বৃহস্পতি। বি. ~**তরু**—কল্পবৃক্ষ। বি. ~**ধুনী**, ~**নদী**—দেবনদী, গঙ্গা। বি. ~**পতি**—দেবরাজ ইন্দ্র। বি. ~**পুর**, ~**পুরী**—স্বর্গ, অমরাবতী। বি. ~**বালা**—সুরকন্যা-র অনুরূপ। বি. ~**লোক**—স্বর্গ। বি. ~**সরিৎ**, ~**সিন্ধু**—গঙ্গা নদী। বি. ~**সপ্তক**—সা রে গা মা পা ধা নি: স্বরগ্রামের এই সাতটি ধ্বনি। বি. **সুরর্ষি**—নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি। [সং. সুর+ঋষি]। বি. ~**সুন্দরী, সুরাঙ্গনা**—অপ্সরা। বি. **সুরাসুর**—দেবতা ও দানব, দেবাসুর।

সুরকি—বি. (অট্টালিকাদি-নির্মাণে ব্যবহৃত) ইটের গুঁড়া। [ফা. সুর্খ্]।

সুরঙ্গ—বি. সুড়ঙ্গ (সুরঙ্গ-পথ)। [সং. সু+√রঙ্গ্+√অ (ধি); গ্রী. syrinx]।

সুরজ—সূর্য-র কোমল ও বিকৃত রূপ।

সুরত১—বি. রতিক্রীড়া, মৈথুন। [সং. সু+√রম্+ত (ভা)]।

সুরত২, সুরৎ—বি. চেহারা, আকৃতি; ঢঙ, ধরন; উপায়। [আ. সুরৎ]। বি. ~**হাল**—ঘটনার প্রকৃত অবস্থা; ঘটনাস্থলে বা আদালতে এজাহার।

সুরতি১—বি. (প্রা. কা.) রতি; আলিঙ্গন। [সুরত১ দ্রঃ]।

সুরতি২—বি. ভাগ্যপরীক্ষামূলক জুয়াখেলাবিশেষ, লটারি। [পো. sorte]।

সুরতি৩, সুর্তি—বি. তামাকচূর্ণ-মিশ্রিত পানের মশলা বিশেষ, সুখা। [হি.]।

সুরবল্লী—বি. আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত কষায়রসযুক্ত গুল্মবিশেষ। [সং.]।

সুরবাহার—সুর১ দ্রঃ।

সুরভি১—(১) বি. সুগন্ধ, সৌরভ; সুগন্ধদ্রব্য। (২) বিণ. সুগন্ধযুক্ত ('কেতকী-কেশরে কেশপাশ কর সুরভি' : রবীন্দ্র)। [সং. সু+√রভ্+ই (র্তৃ)]। বিণ. ~**ত**—সুবাসিত, সুগন্ধযুক্ত।

সুরভি২, সুরভী—বি. স্বর্গের কামধেনু। [সং. সু+√রভ্+ই, ঈ (র্তৃ)]।

সুরমা১—সুর্মা-র বানানভেদ।

সুরমা২—বিণ. (স্ত্রী) অতি রমণীয়া। [সং. সু+রমা]।

সুরম্য, সুরস, সুরসা, সুরসাল, সুরসিক—সু দ্রঃ।

সুরা—বি. মদ্য; রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত মদ, spirits। [সং. সু+রৈ (শব্দ, চীৎকার)+অ (ণে)+আ]। বি. ~**জীব**, ~**জীবী** (-বিন্)—মদ্যব্যবসায়ী, শুঁড়ী। বিণ. ~**রঞ্জিত**—মদ্যপানের ফলে রক্তিম। বি. ~**সব**—সুরা (অর্থাৎ, গৌড়ী পৈষ্টী ও মাধ্বী) এবং আসব (অর্থাৎ, তাড়ি); মদ্যবিশেষ; মদ্যের অবস্থা-বিশেষ। বি. ~**সার**—বিশুদ্ধ মদ্য, কোহল, স্পিরিট।

সুরাঙ্গনা, সুরাসুর—সুর২ দ্রঃ।

সুরাহা—বি. উত্তম উপায়; উপযুক্ত প্রতিবিধান (খাদ্য-সমস্যার বা পরিস্থিতির সুরাহা); সুবিধা। [সং. সু+ফা. রাহ্]।

সুরু—শুরু দ্রঃ।

সুরুক, সুলুক—বি. ছিদ্র, রন্ধ্র; সূত্র, clue। [ফা. সুরাগ্]। বি. ~**সন্ধান**—কোন বিষয়ের গুপ্ত খোঁজ-খবর, সূত্রের খোঁজ।

সুরুজ—সূর্য-র কোমল ও বিকৃত রূপ।

সুরুয়া—শুরুয়া দ্রঃ।

সুরেন্দ্র, সুরেশ—বি. দেবরাজ ইন্দ্র। [সং. সুর+ইন্দ্র, ঈশ]।

সুরেলা—বিণ. অতি মিষ্ট সুর বা স্বর বিশিষ্ট (সুরেলা গলা)। [তু. হি. সুরীলা]।

সুরেশ্বর—বি. মহাদেব, শিব; ইন্দ্র। [সং. সুর+ঈশ্বর]। বি.(স্ত্রী.) **সুরেশ্বরী**—দুর্গা, গঙ্গা।

সুর্কি, সুর্কী—সুরকি-র বানানভেদ।

সুর্তি—সুরতি২ ও সুরতি৩-র বানানভেদ।

সুর্মা—বি. রসাঞ্জন-চূর্ণ, কাজলবিশেষ। [ফা.]।

সুর্মা, সুর্মী, (কথ্য) সুর্মো, সুর্মৌ—বি. শিকল বা আলতারাক আটকাইবার আংটাবিশেষ। [দেশী]।

সুলতান—বি. বাদশাহ; তুরস্কের প্রাচীন নৃপতিদের উপাধি। [তুর্.]। বি. (স্ত্রী.) **সুলতানা**। **সুলতানি**,

সুলতানী—(১) বি. সুলতানের পদ বা অধিকার। (২) বিণ. সুলতান-সংক্রান্ত।
সুলভ—বিণ. সহজে পাওয়া যায় এমন, সস্তা, যোগ্য, উপযুক্ত, স্বাভাবিক (নারীসুলভ বিলাপ, পশুসুলভ প্রকৃতি)। [সং. সু+ √লভ্+অ (র্ম)]।
সুললিত, সুলিখিত—সু দ্রঃ।
সুলুক—**সুলুক**-এর অধিকতর চলিত রূপ।
সুলুপ—বি. এক-মাস্তুলের সমুদ্রগামী নৌকা বা ছোট জাহাজবিশেষ। [ইং. sloop]।
সুলেখক, সুলোচনা, সুলোহিত, সুশাসক, সুশাসন, সুশাসিত, সুশিক্ষক, সুশিক্ষা, সুশিক্ষিত, সুশীতল, সুশীল, সুশৃঙ্খল, সুশৃঙ্খলা, সুশোভন, সুশোভিত, সুশ্রাব্য, সুশ্রী—সু দ্রঃ।
সুশ্রুত—বি. আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ-রচয়িতা ঋষিবিশেষ; তদ্‌রচিত গ্রন্থ (সুশ্রুত সংহিতা)।
সুষনি—বি. জলজ শাকবিশেষ। [সং সুনিষণ্ণক]।
সুষম—বিণ. সুসঙ্গতিপূর্ণ, সমতাযুক্ত যথাযোগ্য উপাদানবিশিষ্ট, balanced (সুষম খাদ্য), সুন্দর, শোভন। [সং. সু+সম]। বি. ~**তা**।
সুষমা—বি.(স্ত্রী) লাবণ্য, সৌন্দর্য (দেবীমূর্তির সুষমা, সুষমা-মণ্ডিত আকৃতি)। [সং. সু+সম+আ]।
সুষির—**শুষির**-এর বানানভেদ।
সুষুনি—**সুষনি**-র রূপভেদ।
সুষুপ্ত—বিণ. গভীর নিদ্রায় মগ্ন। [সং সু+সুপ্ত]। বি. **সুষুপ্তি**—গভীর নিদ্রা।
সুষুম্না—বি ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ীবিশেষ যাহা মেরুদণ্ডের সহিত সংলগ্ন। [সং.]। বি. ~**কাণ্ড**—মেরুদণ্ডমধ্যস্থ শিরাগুচ্ছ, বা নার্ভগুচ্ছ, spinal cord। [বি. প.]।
সুষ্ঠু—বিণ. অতি সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, সত্য, নিখুঁত (সুষ্ঠু ব্যবস্থা)। [সং. সু+ √স্থা+উ (র্তৃ)]।
সুসংবাদ, সুসংবৃত, সুসংযত, সুসংস্কৃত, সুসজ্জত, সুসজ্জ, সুসজ্জিত, সুসভ্য, সুসময়, সুসম্পন্ন, সুসম্পাদিত, সুসম্বদ্ধ, সুসহ, সুসাধ্য—সু দ্রঃ।
সুসার—(১) বিণ. (বিরল) উত্তম সারপদার্থযুক্ত। (২) বি. (বাং.) প্রাচুর্য, পর্যাপ্তি; সচ্ছলতা; সুবিধা। [সং. সু+সার]।
সুস্থ—বিণ. স্বাস্থ্যযুক্ত, নীরোগ (সুস্থ দেহ), সুস্থির (সুস্থ পরিবেশ), স্বচ্ছন্দ (সুস্থ মন)। [সং. সু+ √স্থা+অ (র্তৃ)]। বি. ~**তা**।
সুস্থিত, সুস্থির, সুস্নিগ্ধ, সুস্মিত, সুস্বন, সুস্বপ্ন, সুস্বর, সুস্বাদ, সুস্বাদু, সুহাস—সু দ্রঃ।
সুহৃৎ (-হৃদ্), **সুহৃদ্**—বি. বন্ধু, মিত্র, সখা, হিতৈষী। [সং. সু+হৃদ্]। বি. **সুহৃত্তর**—শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ।
সূক্ত—বি. কতিপয় ঋকের সমষ্টি বেদমন্ত্র; বেদের যে-কোন একটি সমগ্র কবিতা বা স্তোত্র; সৎ বচন। [সং. সু+উক্ত]। বি. **সূক্তি**—সদ্বাক্য, সুভাষিত।
সূক্ষ্ম—বিণ. মিহি, সরু, পাতলা (সূক্ষ্ম চূর্ণ, সূক্ষ্ম সূত্র, সূক্ষ্ম বস্ত্র); ক্ষীণ (সূক্ষ্ম স্পন্দন); তীক্ষ্ণ (সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সূক্ষ্মাগ্র); অতিশয় ক্ষুদ্র (সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ); পুঙ্খানুপুঙ্খ (সূক্ষ্ম বিচার); সঙ্কীর্ণ (সূক্ষ্ম ছিদ্র); অতীন্দ্রিয় (সূক্ষ্মদেহ)। [সং. √সূচ্+ম]। বি. ~**তা**। বি. ~**কোণ**—**কোণ** দ্রঃ। বি. ~**শরীর**—(দর্শ.) ইন্দ্রিয়প্রাণমনবুদ্ধিসমন্বিত আত্মার দেহ বা অস্তিত্ব; (সাধারণ অর্থে) মৃত্যুর পর আত্মার শরীরী অস্তিত্ব। বিণ. **সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম।
সূচ—**সুচ**-এর বর্জি. বানান।
সূচক—(১) বিণ. সূচনাকারী, বোধক, প্রকাশক, জ্ঞাপক (ঘৃণাসূচক, ভয়সূচক)। (২) বি. (বিরল) গুপ্তচর। [সং. √সূচ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **সূচিকা১**।
সূচন—বি. জ্ঞাপন; কথন; সঙ্কেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানানো। [সং. √সূচ্+অন (ভা)]। বি. **সূচনা**—সূচন; প্রস্তাবনা; আরম্ভ (নূতন যুগের সূচনা); উপক্রম, সূত্রপাত, সঙ্কেত, ইঙ্গিত (সাফল্যের সূচনা, বিবাদের সূচনা)। বিণ. **সূচনীয়, সূচয়িতব্য, সূচ্য**—জ্ঞাপনীয়; বোদ্ধব্য; কথনীয়। বিণ. **সূচিত**—জ্ঞাপিত, বোধিত, কথিত।
সূচি—**সূচী**-র বানানভেদ।
সূচিকা১—**সূচক** দ্রঃ।
সূচিকা২—বি. সূচ, হস্তিশুণ্ড। [সং. সূচি+ক+আ]। বি. ~**ভরণ**—সূচ্যগ্র-পরিমাণে সেবনীয় সর্পবিষ-ঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ।
সূচিত—**সূচন** দ্রঃ।
সূচিরোমা (-মন্)—(১) বিণ. সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ লোমবিশিষ্ট। (২) বি. শূকর। [সং. সূচি+রোমন্]।
সূচী১, সূচি—বি. সূচ, ছুঁচ। [সং.]। বি. ~**কর্ম**—সেলাইয়ের কাজ; সূচসূতাদ্বারা কৃত কারুকার্য। ~**জীবী**—(১) বিণ. সেলাইদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। (২) বি. দরজি। বিণ. ~**ভেদ্য**—কেবল সূচের দ্বারাই বিদ্ধ করা যায় এমন, নিবিড়, ঘন, জমাট (সূচীভেদ্য অন্ধকার)। ~**মুখ**—(১) বিণ. সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ মুখবিশিষ্ট বা ডগাবিশিষ্ট, ছুঁচলো। (২) বি. (বিরল) মণি; রত্ন; প্রাচীন যুগের ব্যূহবিশেষ, সূচের ডগা বা মুখ; সরু বা ছুঁচলো মুখ।
সূচী২—বি. যাহাদ্বারা সূচনা করা বা জানান হয়, নির্ঘণ্ট, তালিকা (পাঠ্যসূচী, curriculum), গ্রন্থাদির বিষয়-তালিকা। [সং. √সূচ+ই (ণ)]। বি. ~**পত্র**—গ্রন্থাদির যে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাঙ্কসহ বিষয়-তালিকা থাকে।
সূচ্য—**সূচন** দ্রঃ।
সূচ্যগ্র—(১) বি. সূচের আগা। (২) বিণ. সূচ্যগ্র-পরিমিত, অত্যল্প। [সং. সূচী১+অগ্র]। বি. ~**মেদিনী**—সূচের আগা দ্বারা পরিমিত ভূমি, কণামাত্র জমি।
সূত—(১) বিণ. উৎপন্ন, জাত। (২) বি. প্রাচীন ভারতের জাতিবিশেষ; সূত্রধর জাতি; স্তুতিপাঠক; সারথি। [সং.]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **সূতা১**। বি. ~**ক**—উৎপত্তি, জন্ম; জননাশৌচ, সন্তানপ্রসবজনিত অশৌচ। বি. ~**কাশৌচ**—সন্তানপ্রসব-জনিত অশৌচ। বি. ~**পুত্র**—সারথির পুত্র, মহাবীর কর্ণ।
সূতলি, সূতলী—**সুতলি**-র বানানভেদ।

সূতা১—**সূত** দ্রঃ।

সূতা২—**সুতা**-র বানানভেদ।

সূতি১—বি. প্রসব, জন্ম। [সং. √সূ + তি (ভা)]। বি. **~কা**—নবপ্রসূতা স্ত্রী, (বাং) প্রসূতির উদরাময় রোগবিশেষ। বি. **~কাগার, ~কাগৃহ, ~গৃহ**—আঁতুড় ঘর।

সূতী, সূতি২—**সুতি**-র বানানভেদ।

সূত্র—বি. সুতা, তন্তু; কম, গতিক, ব্যপদেশ (কর্মসূত্র, সেই সূত্রে আলাপ), বন্ধন (প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যোগসূত্র), সম্পর্ক (পরিণয়সূত্র); ধারা, পরম্পরা (চিন্তাসূত্র), খেই, সঙ্কেত (সূত্র ধরিয়ে দেওয়া), সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ও সংশয়-মুক্ত সিদ্ধান্তযুক্ত বাক্য (পাণিনিসূত্র, বেদান্তসূত্র), বিধি, নিয়ম (ব্যাকরণের সূত্র), বিষয়-নির্দেশ (সূত্র সংক্ষেপ করা); (প্রধানতঃ নাটকাদির) প্রস্তাবনা (সূত্রধার); পৈতা, উপবীত, আরম্ভ, সূচনা (সূত্রপাত); (বীজগ) সহজে ও সংক্ষেপে অঙ্ক কষিবার সঙ্কেতবিশেষ, formula [বি. প্.]। [সং. √সূত্র্ + অ (ণে)]। বি. **~কার**—মূল সূত্রগ্রন্থের রচয়িতা (সূত্রকার পাণিনি, জৈমিনি ইত্যাদি)। বি. **~ধর**—ছুতার। বি **~ধার**—ছুতার; (প্রাচীন নাটকে) নাট্য-প্রযোজক প্রধান নট। বি. **~পাত**—আরম্ভ সূচনা (কাজের বা আলোচনার সূত্রপাত)। বি. **~পিটক**—বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ-সংগ্রহ, ত্রিপিটকের অন্যতম অংশ।

সূদন—(১) বি. বধ, হনন। (২) বিণ. বধকারী (মধুসূদন)। [সং. √সূদ্ + ণিচ্ + অন]।

সূনা—বি. প্রাণিবধের স্থান, কসাইখানা। [সং. √সূ + ক্ত (র্ম) + আ]।

সূনু—বি পুত্র, তনয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. √সূ + নু (র্ম)]। বি (স্ত্রী.) **সূনু, সূনৃ**—তনয়া, কন্যা।

সূনৃত—(১) বি. সত্য অথচ প্রিয় বাক্য। (২) বিণ সত্য অথচ প্রিয় বক্তা। [সং. সু + √নৃৎ + অ]।

সূপ—বি. ব্যঞ্জনবিশেষ, ঝোল; রাঁধা দাল। [সং. √সূ + প]। বি. **~কার**—পাচক।

সূর১—বি. সূর্য। [সং. √সূ + র (র্তৃ)]।

সূর২—বি. পণ্ডিত, জ্ঞানী, বীর। [সং. √সূর্ + অ (র্তৃ)]।

সূরি—বি কবি; পণ্ডিত (পূর্বসূরি), জৈনগুরুগণের সাধারণ উপাধি। [সং √সূ > রি (র্তৃ)]।

সূরী১ (-রিন্)—বিণ. জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বিদ্বান্। [সং. 'সূর (= সূর্য) উপাস্য যাহার' এই অর্থে সূর + ইন্ (র্তৃ)]।

সূরী২—বি. (স্ত্রী.) সূর্যপত্নী; কুন্তী। [সং. সূর্য + ঈ]।

সূর্প—**শূর্প**-এর বানানভেদ।

সূর্য—বি রবি, ভানু, ভাস্কর, আদিত্য, দিবাকর, দিনমণি, তপন, মার্তণ্ড, অর্যমা, অর্ক, পূষা, সবিতা, সূর, প্রভাকর, বিভাবসু, বিবস্বান্, মিত্র, মিহির। [সং. √সৃ (প্রেরণার্থক—কর্মে প্রেরণাদান) + য (র্তৃ)]। বি. **~কর, ~কিরণ, ~রশ্মি**—সূর্যের আলো, রৌদ্র। বিণ. **~করোজ্জ্বল**—সূর্যালোকে উজ্জ্বল। বি. **~কান্ত, ~মণি**—আতশী কাচ। বি. **~গ্রহণ**—(বিজ্ঞা.) সংক্রমণরত সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে চন্দ্রের সঞ্চার হওয়ার ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যালোকপাতে বাধা; (হি. পু.) রাহু কর্তৃক সূর্যকে গ্রাস। বি. **~ঘড়ি**—রৌদ্র ও ছায়ার পরিমাণ হিসাবপূর্বক সময় নির্ণয় করিবার যন্ত্রবিশেষ, sun-dial। বি. **~তনয়, ~পুত্র**—শনি; যম; কর্ণ। বি. **~তনয়া**—যমুনা; তপতী; বিদ্যুৎ। বি. **~বংশ**—অযোধ্যার পৌরাণিক রাজবংশ। বি. **~মুখী**—হলুদ-বর্ণ ফুলবিশেষ। বি **~লোক**—সৌরজগৎ। বি. **~সারথি**—গরুড়-ভ্রাতা অরুণ। বি. **~সিদ্ধান্ত**—জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ। বি. **~স্নান**—স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে নগ্নদেহে রৌদ্রসেবন, sun-bath। বি. **সূর্যালোক**—সূর্যের আলো। বি. **সূর্যাস্ত**—দিবাশেষে সূর্যের অদৃশ্য হওয়া। বি. **সূর্যেন্দুসঙ্গম, সূর্যেন্দুসংগম**—অমাবস্যা। বি. **সূর্যোদয়**—দিবারম্ভে আকাশে সূর্যের প্রকাশ। বি. **সূর্যোপাসনা**—সূর্যের বন্দনা।

সৃক্কণী, সৃক্ক, সৃক্ব—বি. ওষ্ঠের দুই প্রান্ত, কশ। [সং.]।

সৃজন—বি. সৃষ্টি, নির্মাণ, রচনা (সৃজনশক্তি, চরিত্রসৃজন)। [বাংলা শব্দ. < সং. √সৃজ্]। বিণ. **সৃজনধর্মী**—সৃষ্টি করিবার স্বভাব বা শক্তিবিশিষ্ট (সৃজনধর্মী চিত্তবৃত্তি)। বি. **সৃজনীশক্তি**—সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা। ক্রি. **সৃজা**—(কাব্যে) সৃষ্টি করা ('সৃজিলা অপূর্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী'—মধু)। বিণ **সৃজিত**—সৃষ্টি হইয়াছে এমন।

সৃতি—বি পথ, গমন, গতিপথ। [সং. √সৃ + তি (ণে, ভা)]।

সৃষ্ট—বিণ সৃষ্টি করা হইয়াছে এমন (অশান্তি বা অমঙ্গল সৃষ্ট হওয়া), রচিত, নির্মিত। [সং. √সৃজ্ + ত (র্ম)]।

সৃষ্টি—বি. নূতন কিছুর উৎপাদন; ঈশ্বর কর্তৃক উৎপাদন বা নির্মাণ; উদ্ভব (ঝগড়ার বা উৎপাতের সৃষ্টি), রচনা, উৎপাদিত বস্তু, বিশ্ব, জগৎ। [সং. √সৃজ্ + তি (ভা, র্ম)]। বি. **~কর্তা** (-র্তৃ)—ঈশ্বর; ব্রহ্মা। বি **~কর্ম, ~কার্য, ~ক্রিয়া**—নির্মাণের কাজ; ঈশ্বর কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ডরচনা। বিণ. **~ছাড়া**—অস্বাভাবিক, অদ্ভুত (সৃষ্টিছাড়া কথা বা কল্পনা)। বি. **~তত্ত্ব**—বিশ্ব-সৃষ্টি-বিষয়ক তথ্য। বি. **~ধর**—ব্রহ্মা। বিণ. **~ধর্মী**—নূতন কিছু সৃষ্টি করার গুণবিশিষ্ট (সৃষ্টিধর্মী প্রয়াস বা প্রতিভা)। বি. **~ধর্মিতা** (সৃষ্টিধর্মিতা প্রাণশক্তির লক্ষণ)। বিণ. **~নাশা**—সর্বনাশা, ভয়ঙ্কর। বি. **~রক্ষা**—ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্বজগতের সংরক্ষণ। বি. **~স্থিতিলয়**—বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থিতি ও নাশ।

সে—(১) সর্ব. (পুং ও স্ত্রী.) নির্দিষ্ট ব্যক্তি ('আমারে যেন সে ডেকেছে' রবীন্দ্র)। (২) বিণ. সেই, উক্ত, নির্দিষ্ট (সে-বস্তু, সেখান, সেদিন); অতীত (সেকাল)। [সং. স., সা]। **~ই**—(১) বিণ. পূর্বোক্ত (সেই দিন, সেই লোক); (২), সর্ব তাহাই (সেই বেশ হবে), সেই সময় (সেই হইতে)। (৩) অব্য (সমু.) শেষ পর্যন্ত, যখন ('সেই ত মল খসালি'); অমনি, সঙ্গে সঙ্গে (যেই সে এল সেই সে লুকিয়ে পড়ল)। বি. **~কাল**—অতীত কাল, প্রাচীন কাল। বিণ. **~কেলে**—প্রাচীনকালের; প্রাচীনপন্থী। বি. **~খান**—সেই স্থান বা জায়গা। বিণ. **~খানকার,**

~খানের—সেই স্থানের। ক্রি-বিণ. ~থা, ~থায়—(কা. বা গ্রা.) সেই স্থান, সেখানে ('সেথা হতে ফিরি গেল চলি', রবীন্দ্র)। ক্রি-বিণ. ~মত, ~মতি—সেই রকম।

সেও, সেউ—বি. আপেল ফল। [হি. সেব্]।

সেঁউতি১, সেঁউতী—বি. নৌকার জল সেচিবার পাত্র-বিশেষ। [দেশী]।

সেঁওতি, সেঁউতি২—বি. এক প্রকার দেশী সাদা গোলাপ ফুল। [সং. সেবন্তী]।

সেঁকা—**সেকা**-র রূপভেদ।

সেঁকো—বি. ধাতব বিষবিশেষ, শঙ্খবিষ, arsenic। [পো. arsenico]।

সেঁচা—**সেচা**-র রূপভেদ।

সেঁজতি, সেঁজুতি—বি. সন্ধ্যাপ্রদীপ, সন্ধ্যাবেলা দেবোদ্দেশে প্রজ্বালিত প্রদীপ বা দীপপ্রজ্বালন। [সং. সন্ধ্যাবর্তি]।

সেঁটকান—**সিটকান**-র প্রাদে. রূপ।

সেঁতসেঁত, সেঁৎসেঁৎ—অব্য. ঈষৎ সিক্ত বা ভিজা হওয়া (সেঁতসেঁত করা)। [<সং সিক্ত]। বিণ. **সেঁতসেঁতে**—ঈষৎ সিক্ত, ভিজা-ভিজা (সেঁতসেঁতে ঘর, মেঝে)।

সেঁতান, সেঁতানো—(১) ক্রি. সিক্তপ্রায় হওয়া, সেঁত-সেঁতে হইয়া উঠা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [< সং. সিক্ত]।

সেঁধান, সেঁধানো, (প্রাদে.) **সেঁধুন, সেঁধুনো**—(১) ক্রি. (গ্রা.) প্রবেশ করা বা করানো। (২) বি. বিণ উক্ত অর্থে। [সাঁন্ধা দ্রঃ]।

সেক—বি. সেচন, সিঞ্চন (সদবারিসেক); (বাং) ধীরে ধীরে তাপপ্রয়োগ (গরম জলের সেক)। [সং. √সিচ্ + অ (ভা)]।

সেকরা—বি. স্বর্ণকার, অলঙ্কারাদি নির্মাণকারী হিন্দু জাতিবিশেষ। [প্রাচীন পারসীক]। বি. (স্ত্রী.) **~নী, ~ণী**।

সেকা, সেঁকা—(১) ক্রি. ধীরে ধীরে গরম তাপ প্রয়োগ করা; তাপপ্রয়োগদ্বারা তৈয়ারী করা (রুটি সেকা)। (২) বি. বিণ. উক্ত উভয় অর্থে। [**সেক** দ্রঃ]।

সেকাল—**সে** দ্রঃ।

সেকেণ্ড—(১) বি. কালপরিমাণবিশেষ (১ সেকেণ্ড = $\frac{১}{৬০}$ মিনিট = ২$\frac{১}{২}$ বিপল)। (২) বিণ. দ্বিতীয় (সেকেণ্ড ক্লাস)। [ইং. second]।

সেকেন্দর—বি. গ্রীক নৃপতি আলেকজান্দার। [ফা. সিকন্দর <গ্রী. Alexandros]।

সেকেন্দরী গজ—মুসলমান-নৃপতি সেকেন্দর শাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ। (১ সেকেন্দরী গজ = ৩৮ ইঞ্চি)।

সেকেলে—**সে** দ্রঃ।

সেক্রেটারি, (বর্জি.) **সেক্রেটারী**—বি. প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কার্যনির্বাহক, সম্পাদক, কর্মসচিব (স্কুলের বা ক্লাবের সেক্রেটারি); ব্যক্তিগত কর্তব্যাদি পালনে সহকারী (গভর্নরের সেক্রেটারি)। [ইং. secretary]।

সেখ—**শেখ**-এর বানানভেদ।

সেগুন—বি মূল্যবান্ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ। [সং. শাক—তু. হি. সাগবন]।

সেঙাত, সেঙাৎ—**সাঙাত**-এর কথ্য রূপ।

সেচ—বি. সেচন; শস্যক্ষেত্রে খাল-বিল-কূয়া-নলকূপ ইত্যাদির জল সরবরাহ (সেচের ব্যবস্থা, সেচ-কর, সেচ-বিহীন জমি)। [সং. √সিচ্]।

সেচন—বি. জল ছিটানো, সিঞ্চন, আর্দ্রীকরণ। [সং. √সিচ্ + অন (ভা)]। বিণ বি. **সেচক**—সেচন-কারী।

সেচা, সেঁচা—(১) ক্রি. সেচন করা, জলাশয়াদি হইতে জল তুলিয়া ফেলা (পুকুর সেচা); আধারের তলদেশ হইতে অল্প পরিমাণে উঠানো (জল সেঁচিয়া ফেলা)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. সেচন করা হইয়াছে বা সেচিয়া তোলা হইয়াছে এমন (সেচা জল), জল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন (সেচা পুকুর)। [<সং. √সিচ]।

সেজ১—বি. শয্যা, বিছানা। [সং. শয্যা]।

সেজ২—**শেজ**-এর বানানভেদ।

সেজ৩, সেজো—বিণ. পরিবারের মধ্যে তৃতীয়জাত (সেজ ছেলে, সেজদিদি)। [ফা. সে + সং. জ (√জন্ + অ)]।

সেজদা—বি. (মুস.) নতজানু হইয়া ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম। [আ. সজদা]।

সেঝা, সেজা—(১) ক্রি. জলে সিদ্ধ হওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। [<সং. √সিধ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. সিদ্ধ করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

সেট—বি. দফা, প্রস্থ, স্যুট (এক সেট বই বা গয়না)। [ইং. set]।

সেতখানা—বি. পায়খানা। [আ. সহৎখানহ্]।

সেতাব—ক্রি-বিণ. শীঘ্র, জলদি। [ফা. শিতাব]।

সেতার—বি. তিনতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [ফা. সিতার]। বিণ. বি. **সেতারী**—সেতারবাদক।

সেতু—বি. সাঁকো, পুল; বাঁধ। [সং.]। বি. **~বন্ধ**—হিন্দুতীর্থবিশেষ, রামেশ্বরের দক্ষিণস্থ দ্বীপশ্রেণী। (কথিত আছে, রামচন্দ্র বানরসৈন্য লইয়া লঙ্কায় যাইবার জন্য সমুদ্রের উপর এই বাঁধ দিয়াছিলেন); (আল.) সংযোগ (ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গসাহিত্যে মধ্যযুগের সহিত বর্তমান যুগের সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন)।

সেথা—**সে** দ্রঃ।

সেথো—**সাথ** দ্রঃ।

সেন—সমাসে উত্তরপদরূপে সেনা-শব্দের রূপ (যথা—ভীমা সেনা যাহার = ভীমসেন, মহতী সেনা যাহার = মহাসেন); বাঙালী হিন্দুর পদবীবিশেষ।

সেনা—বি. সৈন্য, সৈন্যদল। [সং.]। বি. **~ধ্যক্ষ, ~নায়ক, ~পতি**—সৈন্যদলের পরিচালক। বি. **~নিবাস, ~নিবেশ**—সৈন্যদলের বাসস্থান; ছাউনি, শিবির। বি. **~নী**—সেনাপতি। বি. **~শিবির**—সৈন্যদলের অস্থায়ী বাসস্থান, ছাউনি।

সেপাই—**সিপাই**-এর কথ্য রূপ।

সেপ্টেম্বর—বি. ইংরেজী নবম মাস (ভাদ্রের মাঝামাঝি

হইতে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. September]।

সেবক—বিণ. বি. সেবাকারী, শুশ্রূষাকারী ; পরিচারক, ভৃত্য ; পূজাকারী, ভক্ত। [সং. √সেব্+অক (র্তৃ)]। বিণ. বি. (স্ত্রী) **সেবিকা, সেবকা**। **সেবধি**—শেবধি দ্রঃ।

সেবন—বি. ঔষধ মাদকদ্রব্য প্রভৃতি পান বা ভোজন (ঔষধসেবন, তামাকসেবন) ; উপভোগ (বায়ুসেবন) ; পূজা ; সেবা, পরিচর্যা (পদসেবন)। [সং. √সেব্+অন (ভা)]। বিণ. **সেবনীয়, সেব্য**—সেবন বা সেবা করিবার যোগ্য ; সেবা বা সেবন করিতে হইবে এমন (আহারান্তে ঔষধ সেবনীয় বা সেব্য)। বিণ. **সেবমান**—সেবা বা সেবন করিতেছে এমন। বিণ. **সেবিত**—সেবা বা সেবন করা হইয়াছে এমন। বিণ. **সেবী** (-বিন্)—ব্যবহারকারী (অহিফেন-সেবী) ; সেবনকারী। বিণ. **সেব্যমান**—সেবিত হইতেছে এমন।

সেবা—(১) বি. শুশ্রূষা (রোগীর সেবা) ; পরিচর্যা (পদসেবা, গোসেবা, পতিসেবা) ; উপাসনা, পূজা (ঠাকুরসেবা) ; উপভোগ (ইন্দ্রিয়সেবা) ; কল্যাণ বা হিতসাধন (জনসেবা, সমাজসেবা) ; (বাং.) ভোজন (কর্তার সেবা হয়েছে) ; (প্রাদে.) প্রণাম (সেবা দেওয়া)। (২) ক্রি. (কাব্যে) সেবা করা, শুশ্রূষা বা পরিচর্যা করা ; উপাসনা করা ('সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি' : কৃত্তি.)। উপভোগ করা। [সং. √সেব্+অ (ভা)+আ]। বি. **~ইত, ~য়ত, ~য়েত**—দেবমন্দিরাদির স্থায়ী সেবক ও উপস্বত্বের অধিকারী ; দেবতার সেবক বা পূজারী। বি. **~দাসী**—পরিচর্যাকারিণী দাসী ; বৈষ্ণব মোহান্ত সন্ন্যাসী প্রভৃতির দাসী বা উপপত্নী। বি. **~ধর্ম**—সেবারূপ ধর্ম, নিষ্ঠার সহিত আচরিত পরোপকার।

সেমন্তি—সে দ্রঃ।

সেমই, সেমাই, সিমুই—বি. ময়দা হইতে প্রস্তুত চুষিপিঠা বা সুতার ন্যায় সরু খাদ্যবিশেষ। [হি. সিমাই]।

সেমিকোলন—বি. রচনাদির যতি-চিহ্নবিশেষ (;)। [ইং. semi-colon]।

সেমিজ—শেমিজ-এর বানানভেদ।

সেয়াই—বি. লিখিবার কালি। [ফা. সিআহী]।

সেয়ান, সেয়ানা—বিণ. চালাক (বেজায় সেয়ানা), চতুর ; সজ্ঞান, সচেতন (সেয়ান পাগল) ; সাবালক, বয়ঃপ্রাপ্ত (সেয়ানা ছেলে)। [<সং. সজ্ঞান]। **সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি**—দুই শঠের মধ্যে মৌখিক সদ্ভাবের অন্তরালে শত্রুতা ; তুল্য প্রতিযোগিতা।

সের—বি. ওজনের মাপবিশেষ (১ সের = $\frac{1}{40}$ মন = ১ কিলোগ্রাম অপেক্ষা প্রায় ১$\frac{1}{4}$ ছটাক কম)। বি. **~কিয়া**—(গণি.) সেরের হিসাব-তালিকা। ক্রি-বিণ. **~কে**—সের-পিছু, প্রতি সেরে। বিণ. **-সেরা, -সেরী**—(সংখ্যাবাচক শব্দের পর) সের-পরিমিত (আড়াই-সেরী বাটখারা)।

সেরকশ, সেরকস—বিণ. একগুঁয়ে, বেয়াড়া ('সাক্ষী বড় সেরকশ' : ব. চ.)। [আ. সর্‌কশ্]।

সেরা—বিণ. শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট (সেরা মাল, সেরা ছেলে)। [ফা. সর্]।

সেরেফ—বিণ. কেবল, শুধু (সেরেফ চা, সেরেফ ফাঁকিবাজি), একদম। [আ. সিফ্]।

সেরেস্তা—বি. কার্যালয়, দফতর, অফিস। [ফা. সিরিস্তা]। বি **~দার**—সেরেস্তার প্রধান কেরানী।

সেলাই—বি. সীবন সুচ-সুতার দ্বারা জোড়া দেওয়া ; সেলাইয়ের জোড় (সেলাই খোলা)। [তু. হি. **সিলাই**]।

সেলাখানা—বি. অস্ত্রাগার। [আ. সিল্‌হ্+ফা. খান্‌হ্]।

সেলাম—বি. মুসলমানদের প্রথায় নমস্কার বা অভিবাদন। [আ. সলাম্]। ক্রি. **সেলাম করা**—মুসলমানি প্রথায় নমস্কার করা ; (ব্যঙ্গে) হার স্বীকার বা নতি স্বীকার করা। ক্রি. **সেলাম বাজানো**—(স. চ. ব্যঙ্গে) নিয়মিতভাবে বশ্যতা জ্ঞাপন করা। **সেলাম আলায়কুম**—নমস্কার, আপনার কুশল হউক। বিণ. **~ত**—মঙ্গলযুক্ত ; কুশলযুক্ত, সুস্থ, নিরাপদ। বি. **~তি, ~তী**—মঙ্গল, কুশল, সুস্থতা, নিরাপত্তা। বি. **সেলামাল্কী**—আপনার কুশল হউক, এই উক্তি। বি. **সেলামি, সেলামী**—মালিক মনিব উপরওয়ালা প্রভৃতিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ দেয় অর্থাদি, নজরানা (জমিদারের সেলামি), আইননির্দিষ্ট প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ (বাড়িওয়ালার সেলামি) ; ঘুষ।

সেলুলয়েড—বি. রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত শক্ত স্থিতিস্থাপক পদার্থবিশেষ। [ইং. celluloid]।

সেলেখানা—**সেলাখানা**-র রূপভেদ।

সেশন—বি. ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরির অধীনে গঠিত আদালতবিশেষ। [ইং. sessions]।

সেস্ত—বিণ. আয়ত্ত। [শায়েস্তা-র বিকৃত রূপ]।

সৈ—**সই**-এর বানানভেদ।

সৈকত—বি. সমুদ্র নদী প্রভৃতির বালুময় তীর, পুলিন। [সং. সিকতা+অ]। (বিরল) বি. **সৈকতিনী**—নদী।

সৈদ—**সৈয়দ**-এর বিকৃত রূপ।

সৈনাপত্য—বি. সেনাপতির পদ বা কাজ। [সং. সেনাপতি+য]।

সৈনিক—(১) বি. সৈন্যদলভুক্ত যোদ্ধা ; যোদ্ধা, সিপাহী ; সশস্ত্র প্রহরী। (২) বিণ. সৈন্যদল-সম্বন্ধীয়, সামরিক (সৈনিক জীবন)। [সং. সেনা+ইক]।

সৈন্ধব—বিণ. সমুদ্রজাত, সিন্ধুপ্রদেশজাত। [সং. সিন্ধু+অ]। **সৈন্ধব লবণ**—(বাং.) একপ্রকার খনিজ লবণ, rock salt।

সৈন্য—বি. সৈনিক, সিপাহী ; সেনাদল, ফৌজ। [সং. সেনা+য]। বি. **~সামন্ত**—সৈন্য ও সামন্ত নৃপতিগণ। বি. **সৈন্যাধ্যক্ষ**—সেনাপতি।

সৈমন্তিক—বি. সিঁদুর। [সং. সীমন্ত+ইক]।

সৈয়দ—বি. হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হুসেনের বংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের পদবি। [আ. সইইদ্]।

সৈরিন্ধ্রী, সৈরন্ধ্রী—বি. যে নারী স্বাধীনভাবে পরগৃহে বাসপূর্বক শিল্পকর্মাদি করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। [সং.]।

সো—(১) সর্ব. (প্রা. কা.) সে, তাহা। (২) বিণ. সেই। [সং. স.]। সর্ব. ~**ই**—সে ; সেই।

সোঁ—**শোঁ**-র বানানভেদ।

সোঁঅরা—**সোঙরা**-র রূপভেদ।

সোঁটা—বি. মোটা লাঠি, লগুড়, দণ্ড (লাঠি-সোঁটা)।

সোঁত—**স্রোত**-এর কথ্য রূপ। বি. **সোঁতা**—ক্ষীণ স্রোত ('মরানদীর সোঁতা' : রবীন্দ্র)।

সোঁদা—বিণ. শুষ্ক বা পোড়া মাটিতে জল পড়িয়া উৎপন্ন গন্ধের ন্যায় (সোঁদা গন্ধ)। [সং. সৌগন্ধ > সোঁদ + বাং আ]।

সোঁদাল—বি. একপ্রকার হরিদ্রাবর্ণের ফুলের গাছ, কর্ণিকার। [দেশী]।

সোএটার—বি. পশমে বোনা গেঞ্জিবিশেষ। [ইং. sweater]।

সোঙরা, সোঁঅরা—(১) ক্রি. (প্রা. কা.) স্মরণ করা। [প্রাকৃ. √সুমর্ < সং. √স্মৃ]। বি. **সোঙরন, সোঙরণ**—স্মরণ।

সোচ্চার—বিণ. প্রবলভাবে উচ্চারিত বা উচ্চরবে ব্যক্ত (বেতনবৃদ্ধির দাবি সর্বত্র সোচ্চার), অত্যন্ত মুখর (শ্রমিকগণ এ বিষয়ে সোচ্চার)। [সং. স (= সহ) + উচ্চার (= উচ্চারণ, কথন)]। (তু. **অনুচ্চার**)।

সোজা—(১) বিণ. ঋজু, অবক্র (সোজা লাইন), সম্মুখস্থ (নাকসোজা) ; অকুটিল, সরল (সোজালোক), সহজ, অনায়াসসাধ্য, সাধারণ (সোজা কাজ, সোজা অঙ্ক) ; স্পষ্ট (সোজা কথা) ; শাসিত, শায়েস্তা, টিট (চাবকে সোজা করা)। (২) ক্রি-বিণ. বরাবর, একটানাভাবে (সোজা চলে যাও)। [সং. সহজ]। ক্রি-বিণ. ~**সুজি**—সরাসরি ; সোজাভাবে।

সোডা—বি. ক্ষারবিশেষ, সর্জিকা। [ইং. soda]। বি. ~**ওআটার**—কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসযুক্ত পানীয় জল। [ইং sodawater]।

সোণা—**সোনা** দ্রঃ।

সোৎকণ্ঠ—বিণ. উৎকণ্ঠাযুক্ত ; উদ্বেগযুক্ত। [সং. সহ + উৎকণ্ঠা]।

সোৎপ্রাস—(১) বি. ঈষৎহাস্যযুক্ত বাক্য, শ্লেষবাক্য। (২) বিণ. পরিহাসযুক্ত ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। [সং. সহ + উৎপ্রাস]।

সোৎসাহ—বিণ. উৎসাহযুক্ত। [সং. সহ + উৎসাহ]। ক্রি-বিণ. **সোৎসাহে**—উৎসাহের সহিত।

সোৎসুক—বিণ. (অশু.) অতিশয় উৎসুক। [বাং. স (অতিশয়) + সং. উৎসুক]।

সোদর, সোদরা—যথাক্রমে **সহোদর** ও **সহোদরা**-র বৈকল্পিক রূপ।

সোনা—(১) বি. উজ্জ্বল পীতাভ ধাতুবিশেষ, স্বর্ণ ; (বাং.) স্বর্ণনির্মিত গহনা (তার শেষ সোনাটুকুও খুইয়েছে) ; (আদরে) পরম ধন ('খোকা মোদের সোনা')। (২) (বাং.) বি. উৎকৃষ্ট শস্য (সোনা ফলানো, সোনার বাঙলা)। বিণ. স্বর্ণবর্ণ (সোনা মুগ)। [সং. স্বর্ণ]। **সোনায় সোহাগা**—(সোহাগার দ্বারা সহজেই সোনা গলান যায় বলিয়া—আল.) চমৎকার মিলন। **সোনার কাঠি রূপার কাঠি**—বাঁচন-মরণের উপায়। **সোনার জল**—সোনালী বর্ণযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক জলবিশেষ। **সোনার পাথর-বাটি**—অসম্ভব বস্তু বা ব্যাপার। **সোনার বেনে**—স্বর্ণবণিক, হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। **সোনার সংসার**—সুখৈশ্বর্যপূর্ণ সংসার। **কাঁচা সোনা, পাকা সোনা**—অমিশ্র স্বর্ণ। **কেলে সোনা**—**কেলে** দ্রঃ। বি. ~**দানা**—সোনার দ্বারা নির্মিত গহনাদি। ~**মুখী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখবিশিষ্টা। (২) বি. বিরেচক পত্রযুক্ত লতাবিশেষ। বিণ. (পুং.) ~**মুখো**। বি. ~**মুগ**—উজ্জ্বল পীতবর্ণ মুগ-দালবিশেষ। বিণ. ~**লি, ~লী**—স্বর্ণবর্ণ (সোনালি অক্ষর), স্বর্ণাভ (সোনালি রঙ) ; স্বর্ণমণ্ডিত, সোনার ন্যায় রঙে গিলটি করা।

সোন্দর—**সুন্দর**-এর গ্রা. রূপ।

সোপকরণ—বিণ. উপকরণসহ (সোপকরণ নৈবেদ্য)। [সং. সহ + উপকরণ]।

সোপচার—বিণ. পূজার উপকরণসহ, উপচারসহ (সোপচার পূজা)। [সং. সহ + উপচার]।

সোপরদ্দ, সোপর্দ—বি. বিণ. বিচারার্থ প্রেরণ বা প্রেরিত (দায়রায় সোপরদ্দ করা বা হওয়া)। [ফা. সুপর্দ্]

সোপাধি, সোপাধিক—বিণ. উপাধিযুক্ত ; সগুণ। [সং. সহ + উপাধি, + ক]।

সোপান—বি. সিঁড়ি। [সং. সহ + উপ + √অন্ + অ (ণে)]।

সোম—বি. চন্দ্র ; সোমলতার রস। [সং.]। বি. ~**তীর্থ**—প্রভাস-তীর্থ, শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্য লীলাক্ষেত্র। বি. ~**নন্দন**—চন্দ্রপুত্র বুধ। বি. ~**নাথ, সোমেশ্বর**—শিব। বি. ~**প, ~পা, ~পীথী** (-থিন্)—যজ্ঞে সোমরস পানকারী ব্রাহ্মণ। বি. ~**বার**—সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। বি. ~**রাজ, ~রাজী**—ওষধিবিশেষ, বাকুচি। বি. ~**লতা, ~লতিকা**—মাদকরসযুক্ত লতাবিশেষ (চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে ইহার পাতা ঝরিয়া পড়ে ও গজায়)।

সোমত্ত—বিণ. (সচ. বালিকাদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত) যৌবনপ্রাপ্ত, বিবাহের উপযুক্ত। [সং. সমর্থ]।

সোয়াদ—**স্বাদ**-এর গ্রা. রূপ।

সোয়ামি, সোয়ামী—**স্বামী**-র গ্রা. রূপ।

সোয়ার—**সওয়ার**-এর রূপভেদ।

সোয়াস্তি—বি. (কথ্য) শান্তি উদ্বেগরাহিত্য) ; আরাম, উপশম। [সং. স্বস্তি]।

সোর, সোরগোল—**শোর** দ্রঃ।

সোরপোষ—বি. বাটি, গেলাস ইত্যাদির ঢাকনি।

সোরাই—বি. জলের কুঁজা। [আ. সুরাহী]।

সোলা—বি. জলজ উদ্ভিদ্‌বিশেষ ; উহার হালকা ও নরম কাষ্ঠ। [হি.]।

সোলে—বি. আপস-মীমাংসা। [আ. সল্‌হ্]। বি. ~**নামা**—আপস-মীমাংসার দলিল।

সোল্লাস—বিণ. উল্লাসযুক্ত। [সং. সহ + উল্লাস]। ক্রি-বিণ. **সোল্লাসে**—উল্লাসের সঙ্গে।

সোসর—বিণ. (প্রা. কা.) তুল্য, সর্বপ্রকারে সমান, সদৃশ (যমদূতের সোসর)। [<সং. সদৃশ বা সম-স্বর]।

সোহম্, সোঽহম্—আমিই সে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আমি এক বা আমিই ব্রহ্ম। [সং. সঃ+অহম্]। বি. **সোহং-তত্ত্ব**—ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন : এই দার্শনিক তত্ত্ব।

সোহরৎ, সোহরত—**শোহরত**-এর বানানভেদ।

সোহাগ—বি. আদর, প্রণয়পূর্ণ যত্ন। [<সং. সৌভাগ্য]। বিণ.(স্ত্রী) **সোহাগী, সোহাগিনী**—সোহাগপ্রাপ্তা.

সোহাগা—বি. ক্ষারলবণবিশেষ, টঙ্কণ, borax। [সং. সৌভাগ্য]।

সোহিনী—**শোহিনী**-র বানানভেদ।

সৌকর্য—বি. সহজসাধ্যতা, সুবিধা (ব্যবহারের সৌকর্য, পাঠের সৌকর্য)। [সং. সুকর+য (ভা)]।

সৌকুমার্য—বি. সুকুমারত্ব, কমনীয়তা, কোমলতা, লালিত্য (ভাবের, ভাষার সৌকুমার্য)। [সং. সুকুমার+য]।

সৌক্ষ্ম্য—বি. সূক্ষ্মতা। [সং. সূক্ষ্ম+য]।

সৌখিন, সৌখীন—**শৌখিন**-এর বানানভেদ।

সৌগত—বি. বৌদ্ধ। [সং. সুগত(=বুদ্ধ)+অ]।

সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য—বি. সুমিষ্ট গন্ধ, সৌরভ (কুসুমের সৌগন্ধ্য)। [সং. সুগন্ধ+অ, য]। বি. **সৌগন্ধিক**—গন্ধবণিক্; গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী।

সৌচি, সৌচিক—বি. সূচিজীবী, দরজী। [সং. সূচী+ই, ইক]।

সৌজন্য—বি. ভদ্রতা, শিষ্টাচার। [সং. সুজন+য(ভাব-অর্থে)]।

সৌজাত্য—বি. জন্মের উৎকর্ষ, সু-প্রজননবিদ্যা, Eugenics। [সং. সুজাত+য (ভা)]।

সৌত্র—(১) বিণ. সূত্র-সংক্রান্ত, সূত্রানুযায়ী, (ব্যাক) গণপাঠের বহির্ভূত কিন্তু কোন বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য সূত্রে উল্লিখিত (সৌত্র ধাতু)। (২) বি. ব্রাহ্মণ, সৌত্র ধাতু। [সং. সূত্র+অ]।

সৌদামিনী, (বিরল) **সৌদামনী**—বি. বিদ্যুৎ, তড়িৎ। [সং. সুদামন্+অ+ঈ]।

সৌধ—বি. সুধাধবলিত গৃহ, অট্টালিকা, প্রাসাদ। [সং. সুধা(=চুন)+অ]। বিণ. (স্ত্রী) **~কিরীটিনী**—বহু অট্টালিকাকে কিরীটের ন্যায় ধারণকারিণী অর্থাৎ বহু সৌধপরিবৃতা।

সৌন্দর্য—বি. সুন্দরতা, রূপ, রূপবত্তা, শোভা; মনোহারিতা (কাব্যের সৌন্দর্য)। [সং. সুন্দর+য (ভা)]।

সৌপর্ণ—(১) বি. গরুড়, মরকত-মণি। (২) বিণ সুপর্ণ-সম্বন্ধীয়। [সং. সুপর্ণ+অ]।

সৌপ্তিক—(১) বি. সুপ্তিকালীন যুদ্ধ; নৈশযুদ্ধ মহাভারতের অন্যতম পর্ব বা অধ্যায়। (২) বিণ. সুপ্তি-সম্বন্ধীয়। [সং. সুপ্ত+ইক]।

সৌবর্চল—(১) বিণ. সুবর্চলদেশীয়। (২) বি. লবণবিশেষ, শোরা। [সং. সুবর্চল+অ]।

সৌবর্ণ—বিণ. স্বর্ণনির্মিত, সুবর্ণময়। [সং. সুবর্ণ+অ]।

সৌবীর—বি. সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন দেশবিশেষ। [সং. সুবীর+অ]।

সৌভাগিনেয়—বি. সৌভাগ্যবতীর অর্থাৎ পতিসোহাগিনীর পুত্র। [সং. সুভগা+ইন+(অপত্য-অর্থে) এয়]। বি.(স্ত্রী.) **সৌভাগিনেয়ী**—সৌভাগ্যবতীর কন্যা।

সৌভাগিন্য—বি. ভগিনীদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব। [সং. সুভগিনী+য (ভাব-অর্থে)]।

সৌভাগ্য—বি শুভ অদৃষ্ট, অনুকূল ভাগ্য, সৌন্দর্য বা লাবণ্য, (জ্যোতিষ.) যোগবিশেষ। [সং. সুভগ+য (ভাব-অর্থে)]। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—সৌভাগ্যসম্পন্ন। বিণ.(স্ত্রী.) **~বতী**।

সৌভিক—বি. ইন্দ্রজালিক, যাদুকর। [সং. সৌভ+ইক]।

সৌভ্রাত্র—বি. ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব, ভ্রাতৃপ্রীতি। [সং. সুভ্রাতৃ+অ (ভা)]।

সৌমনস্য—বি. প্রসন্নতা, প্রীতি। [সং. সুমনস্+য(ভা)]।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি—বি. সুমিত্রা-নন্দন, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন। [সং. সুমিত্রা+অ, ই]।

সৌম্য—(১) বিণ. প্রশান্ত বা উগ্রতাবিহীন (সৌম্যমূর্তি, সৌম্যভাব), সুন্দর, মনোহর (সৌম্যদর্শন)। (২) বি. চন্দ্রপুত্র, বুধগ্রহ। [সং. সোম+য]। বিণ (স্ত্রী.) **সৌম্যা**। বি. **~তা**।

সৌর—বিণ. সূর্য-সম্পর্কিত (সৌর মণ্ডল); সূর্যোপাসক। [সং. সূর (=সূর্য)+অ]। বি. **~কর**—সূর্যকিরণ। বি. **~জগৎ**—সূর্য ও তাহার গ্রহ-উপগ্রহসমূহ। বি. **~দিবস**—(জ্যোতিষ.) ক্রান্তিবৃত্তের একাংশ পরিক্রমণে সূর্যের যে সময় লাগে। বি. **~মাস**—(জ্যোতিষ.) সূর্যের এক রাশিতে অবস্থিতি দ্বারা নির্দিষ্ট মাস।

সৌরভ—বি. সুগন্ধ। [সং. সুরভি+অ]। বিণ. **সৌরভী**—সৌরভযুক্ত, সুগন্ধ (মুকুল মম সুবাসে তব সৌরভী'-রবীন্দ্র)।

সৌরাষ্ট্র—বি. পশ্চিম ভারতের প্রদেশবিশেষ, কাথিয়াওআড়ের অন্তর্গত রাজ্যসমূহ। [সং সুরাষ্ট্র+অ]।

সৌরি—(১) বিণ. সূর্য-সম্বন্ধীয়। (২) বি. সূর্যপুত্র, যম; শনি; কর্ণ। [সং. সূর (=সূর্য)+ই]।

সৌরিক—(১) বিণ. মদ্য-সম্বন্ধীয়। (২) বি. মদ্য-বিক্রয়কারী। [সং. সুরা+ইক]।

সৌষম্য—বি. বিভিন্ন অংশ বা উপাদানের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য, balance (খাদ্যের সৌষম্য, ছন্দের সৌষম্য)। [সং সুষম+য (ভা)]। বিপরীত, বৈষম্য।

সৌষ্ঠব—বি. সুষ্ঠুতা, উৎকর্ষ, সৌন্দর্য, সুগঠন (গৃহের সৌষ্ঠব, অঙ্গসৌষ্ঠব)। [সং. সুষ্ঠু+অ (ভা)]।

সৌসাদৃশ্য—বি. উত্তম বা নিখুঁত সাদৃশ্য, চমৎকার বা সম্পূর্ণ মিল (ভ্রাতৃদ্বয়ের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য)। [সং. সুসদৃশ+য (ভা)]।

সৌহার্দ, সৌহার্দ্য, (বিরল) **সৌহৃদ, সৌহৃদ্য**—বন্ধুত্ব; প্রীতি, সখ্য। [সং. সুহৃদ্+অ, য]।

স্কন্দ—বি. দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। [সং]।

স্কন্ধ—বি. কাঁধ, শরীর, ষাঁড়ের ঝুঁটি, বৃক্ষের কাণ্ড

অর্থাৎ মূল হইতে শাখা অবধি, trunk ; গ্রন্থাদির অধ্যায় বা সর্গ ; ব্যূহ ; সেনাবিভাগ ; যুদ্ধ। [সং. √স্কন্দ্ (গতি বা শোষণার্থক) + অ (র্তৃ)]। বি. **স্কন্ধাবার**—সৈন্যদল ; সৈন্যদলের শিবির বা ছাউনি। **স্কন্ধী** (-ন্ধিন্)—(১) বি. বৃক্ষ। (২) বিণ. **স্কন্ধযুক্ত** ; স্কন্ধ-সম্বন্ধীয়।

স্কলারশিপ—বি. (প্রধানতঃ মেধাবী) ছাত্রগণকে প্রদত্ত বৃত্তি ; পাণ্ডিত্য। [ইং. scholarship]।

স্কুল—বি. বিদ্যালয়, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। [ইং. school]। **স্কুল ফাইনাল**—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা। বি **~মাস্টার**—প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

স্ক্রু—বি. ধাতু প্রভৃতিতে নির্মিত পেঁচযুক্ত কীলকবিশেষ ; ইস্ক্রুপ। [ইং. screw]।

স্খলন—বি. পতন, চ্যুতি (বৃন্ত হইতে স্খলন) ; পিছলাইয়া পড়া বা হোঁচট খাওয়া (পদস্খলন) ; ভ্রষ্ট হওয়া, বিপথ-গমন (ধর্মপথ হইতে স্খলন, চরিত্র-স্খলন) ; মোচন, আলগা হওয়া (বন্ধন-স্খলন) ; জড়িত বা অস্পষ্ট উচ্চারণ (বাক্যের স্খলন) ; বিকলতা, বিকৃতি, ভ্রম হওয়া ; অনুদ্দিষ্ট বাক্য কথন। [সং. √স্খল্ + অন (ভা)]। বিণ. **স্খলিত**—পতিত (স্খলিত বসন), চ্যুত (মুষ্টি হইতে স্খলিত), ভ্রষ্ট, অস্পষ্ট উচ্চারিত, প্রতিহত ; স্খলনযুক্ত।

স্টাইল—বি. আচার-ব্যবহার অথবা আহার-বিহারের বিশিষ্ট রীতি ; লেখকের সম্পূর্ণ স্বকীয় রচনাশৈলী। [ইং. style]।

স্টীমার—বি. বাষ্পচালিত জাহাজ। [ইং. steamer]।

স্টেশন—বি. রেল স্টীমার জাহাজ প্রভৃতি ভিড়াইবার নির্দিষ্ট স্থান বা তাহার বাড়ি। [ইং. station]। বি. **~মাস্টার**—স্টেশনের অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক। [ইং. station-master]।

স্ট্যাম্প—বি. মাসুলবাবদ যে টিকেট কিনিয়া দলিল বা চিঠিপত্রে লাগাইতে হয়। [ইং. stamp]।

স্তন—বি. মাই, কুচ, পয়োধর, বক্ষোজ, উরসিজ, উরোজ। [সং. √স্তন্ + অ (র্ম)]। বি. **স্তনাগ্র**—মাইয়ের বোঁটা, চুচুক।

স্তনন—বি. শব্দ ; কাতরধ্বনি ; মেঘগর্জন। [সং. √স্তন্ (গর্জনে) + অন (ভা)]। **স্তনিত**—(১) বিণ. শব্দিত। (২) বি. মেঘগর্জন ; রতিশব্দ।

স্তনন্ধয়—বিণ. স্তন্যপায়ী, অতি শিশু। [সং. স্তন + √ধে + অ (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **স্তনন্ধয়ী**।

স্তন্য—বি. মাতৃস্তনের দুগ্ধ ; মাই। [সং. স্তন + য]। বিণ. **~জীবী** (-বিন্), **~পায়ী** (-য়িন্)—শৈশবে মাতৃদুগ্ধের দ্বারা প্রতিপালিত হয় এমন। বি. **~পান**—মাই খাওয়া।

স্তব—বি. স্তুতি, মাহাত্ম্যকীর্তন ; গুণকীর্তন ; স্তোত্র। [সং. √স্তু + অ (ভা)]। বি. **~ক**—স্তব। বি. **~ন**—মাহাত্ম্যকীর্তন, স্তব করা, স্তুতি। বিণ. **স্তাবক**—স্তব-কারী, গুণগায়ক, খোসামুদে। বি. **স্তাবকতা**—খোশা-মোদ।

স্তবক—বি. গুচ্ছ, থোলো ; সমূহ ; ফুলের তোড়া ; গ্রন্থা-দির পরিচ্ছেদ ; কবিতার ভাগ, stanza। [সং. স্থা + অবক (র্তৃ), নি.]। বিণ. **স্তবকিত**—গুচ্ছীকৃত, তোড়া-বাঁধা।

স্তব্ধ—বিণ. জড়, নিস্পন্দ, নিশ্চল, নিবারিত (মুখরতা স্তব্ধ) ; দৃঢ়ীভূত, বধির। [সং. √স্তম্ভ্ + ত (র্তৃ)]। বি. **~তা**। বিণ **স্তব্ধীকৃত**—স্তব্ধ করা হইয়াছে এমন। বিণ. **স্তব্ধীভূত**—স্তব্ধ হইয়াছে এমন।

স্তম্ব—বি. ধান প্রভৃতি গাছের ডাঁটা, কাণ্ডহীন বৃক্ষ, ঝাড় ; তৃণাদির আঁটি বা গোছা। [সং. √স্থা + অম্ব (র্তৃ)]। বি. **স্তম্বেরম**—হস্তী।

স্তম্ভ—বি. থাম, খুঁটি (জয়স্তম্ভ, লৌহস্তম্ভ) ; গাছের গুঁড়ি ; জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা (গাত্রস্তম্ভ, উরুস্তম্ভ) ; (গৌণ অর্থে) অবলম্বন, আশ্রয় (সমাজের স্তম্ভ)। [সং. √স্তম্ভ্ + অ (তৃ, ভা)]।

স্তম্ভন—বি. জড়ীকরণ ; দৃঢ়ীকরণ, প্রবৃত্তি রোধ, নিবারণ ; মন্ত্রবলে নিষ্ক্রিয়, জড় বা শক্তিহীন করা ; কন্দর্পের পঞ্চবাণের অন্যতম। [সং. √স্তম্ভ্ + অন(ভা)]। বিণ. **স্তম্ভিত**—বিস্ময়াদিহেতু স্তব্ধ, জড়ীকৃত, নিবা-রিত ; অবরুদ্ধ।

স্তর—বি. থাক, স্তবক, জড়জগতের বা মনুষ্যলোকের একটির উপরিস্থিত আর একটি, ক্রমান্বয়ে এইরূপ বিভাগ (মৃত্তিকা-স্তর, বায়ুর স্তর, সর্বস্তরের মানুষ) ; পলি। [সং. √স্তৃ + অ (র্ম)]। বি. **~মেঘ**—(সচ. শরৎকালের রাত্রিতে দৃষ্ট) স্তরে স্তরে অবস্থিত মেঘরাশি। বিণ. **স্তরিত**—স্তরে স্তরে স্থাপিত।

স্তাবক—**স্তব** দ্রঃ।

স্তিমিত—বিণ. আর্দ্র ; নিশ্চল (স্তিমিত প্রবাহ বা প্রদীপ) ; স্থির, জড় (চিন্তা-স্তিমিত, স্তিমিতনেত্র) ; ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল। [সং. √স্তিম্ + ত (র্তৃ)]।

স্তুতি—বি. স্তব ; প্রশংসা ; মহিমাকীর্তন। [সং. √স্তু + তি (ভা)]। বিণ. **স্তুত**—(যাহার) স্তুতি করা হইয়াছে এমন। বি. **~বাদ**—প্রশংসাবাক্য। বিণ. **স্তুত্য**—স্তুতির বা স্তুত হইবার যোগ্য। বিণ. **স্তূয়মান**—স্তুতি করা বা স্তুত হইতেছে এমন।

স্তূপ—বি. রাশি, সমূহ ; ঢিপি, ঢিপির ন্যায় আকারযুক্ত (প্রধানতঃ বৌদ্ধদের) স্মারকচিহ্নস্বরূপ মন্দির মঠ প্রভৃতি পুণ্যস্থান। [সং.]। বিণ. **স্তূপাকার, স্তূপাকৃতি, স্তূপী-কৃত**—রাশীকৃত, গাদা-করা (স্তূপাকার বই, স্তূপাকৃতি বা স্তূপীকৃত জঞ্জাল)।

স্তেন—বি. তস্কর চোর, চৌর্য। [সং.]। বি. **স্তেয়, স্তৈন, স্তৈন্য**—চৌর্য। বি. **স্তেয়ী** (-য়িন্)—চোর ; স্বর্ণকার, সেকরা।

স্তোক১—বিণ. অল্প, ঈষৎ (স্তোকনম্রা = ঈষৎ অবনতা)। [সং. √স্তুচ্ + অ (র্ম)]।

স্তোক২—বি. মিথ্যা প্রবোধ বা আশ্বাস প্রলোভন (স্তোক দেওয়া, স্তোক বাক্যে ভুলান)। [সং. √স্তুচ্ (প্রসন্ন করা) + অ (ণে)]।

স্তোতা (র্তৃ)—বিণ.বি. স্তবকারী, স্তুতিকারী। [সং. √স্তু + তৃ (র্তৃ)]।

স্তোত্র—বি. মাহাত্ম্য-বর্ণনাকারী পদ বা শ্লোক, স্তব। [সং. স্তু+ত্র (ভা)]।

স্তোভ—বি. স্তম্ভন ; বাধা দেওয়া ; নিরর্থক শব্দ ; (বাং.) মিথ্যা আশ্বাস বা প্রবোধ। [সং. √স্তুভ্+অ (ভা)]।

স্তোম—বি. যজ্ঞ (অগ্নিষ্টোম), স্তব ; গাদা, রাশি (ভস্ম-স্তোম)। [সং. √স্তু+ম (ণে)]।

স্ত্রী—(১) বি. পত্নী, জায়া (স্বামিস্ত্রী) ; বধূ (পুরস্ত্রী), নারী, রমণী, বামা, কামিনী (স্ত্রীধর্ম, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীসভা, এয়ো-স্ত্রী)। (২) বিণ. মাদী, স্ত্রীজাতীয় (স্ত্রী-পশু)। [সং.]। বি. **~আচার**—হিন্দু-বিবাহানুষ্ঠানে সধবা স্ত্রীলোকদিগের করণীয় মঙ্গলকর্ম। বি. **~চরিত্র**—নারীজাতির প্রকৃতি বা স্বভাব ; (নাটকাদিতে) স্ত্রীলোক, স্ত্রীভূমিকা। বি. **~চিহ্ন**—যোনি। বি. **~ত্ব**—নারীধর্ম ; নারী-লক্ষণ, স্ত্রীলোকের যোগ্য ভাব, স্ত্রীলিঙ্গ। বিণ. **~দ্বেষী** (-ষিন্) —নারীজাতির প্রতি বিদ্বেষযুক্ত। বি. **~ধন**—স্ত্রী-লোকের নিজ সম্পত্তি ; স্ত্রীলোকের বিবাহকালে প্রাপ্ত সম্পত্তি। বি. **~ধর্ম**—রজঃ, ঋতু ; স্ত্রীলোকের কর্তব্য। বি. **~পুরুষ**—নর ও নারী ; পতি ও পত্নী। বি. **~প্রত্যয়**—(ব্যাক.) কোন শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গবাচক করিতে উহার অন্তে যে-সকল প্রত্যয় যুক্ত হয়। বিণ. **~বশ, ~বশ্য**—পত্নীর একান্ত অনুগত, স্ত্রৈণ। বি. **~রত্ন**—রূপে-গুণে আদর্শস্বরূপা নারী, রমণীশ্রেষ্ঠা। বি. **~রোগ**—যে-সমস্ত ব্যাধি কেবল স্ত্রীলোকদেরই হয়। বি **~লক্ষণ**—স্ত্রীচিহ্ন ; নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। বি **~লিঙ্গ**—(ব্যাক.) স্ত্রীবাচক শব্দ। বি. **~লোক**—নারী। বি. **~সংসর্গ, ~সঙ্গম, ~সহবাস**—স্ত্রীসম্ভোগ। বিণ. **~সুলভ**—নারীর পক্ষে স্বাভাবিক, মেয়েলী। বি. **~স্বাধীনতা**—পুরুষের কর্তৃত্ব হইতে স্ত্রীলোকের মুক্তি, নারীজাতির স্ববশবর্তিতা। বি. **~হরণ**—অসদুদ্দেশ্যে (প্রধানতঃ অবৈধ সম্ভোগার্থ) নারী অপহরণ।

স্ত্রৈণ—বিণ. পত্নীর অতিশয় বাধ্য, henpecked ; (সং.) নারীজাতি সম্বন্ধীয়। [সং. স্ত্রী+ন+অ]। বি. **~তা**।

-স্থ—বিণ. স্থিত, বর্তমান (নগরস্থ, ধ্যানস্থ, মুখস্থ, পদস্থ)। [সং. √স্থা+অ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **-স্থা**।

স্থগন—বি. নিবর্তন ; ক্ষান্তি, সাময়িক নিবৃত্তি, লুকাইয়া থাকা বা লুকাইয়া রাখা। [সং. √স্থগ্+অন (ভা)]।

স্থগিত—বিণ. নিবর্তিত ; ক্ষান্ত, কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত, মুলতবী (সভা বা আলোচনা স্থগিত) ; প্রতিহত ; আবৃত ; তিরোহিত। [সং. √স্থগ্+ত (র্ম)]। **স্থগিতা-দেশ**—আরব্ধ কর্ম স্থগিত রাখার জন্য আদালতের হুকুম, Injunction।

স্থণ্ডিল—বি. যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত সমতল স্থান ; বালুকাদি-প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডলবিশেষ ; সমান স্থান। [সং.]। বিণ. **~শায়ী**—যজ্ঞস্থলের মৃত্তিকার উপরে অথবা ভূমিশয্যায় শয়নকারী।

স্থপতি—বি. গৃহাদি নির্মাণকারী অথবা নির্মাণের পরি-কল্পনাকারী। [সং. স্থ (স্থান)+পতি]।

স্থবির—(১) বিণ. অত্যন্ত বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ; অথর্ব, নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতাহীন। (২) বি. অত্যন্ত মান্য ও পরিণত-বয়স্ক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, 'থের'। [সং. √স্থা+ইর (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **স্থবিরা**। বি. **~তা, ~ত্ব**।

স্থল—বি. স্থান (রণস্থল) ; ভূমি, ডাঙ্গা (স্থলপথ) ; ক্ষেত্র, অবস্থা (অনেক স্থলে), পদ, পরিবর্ত (তাঁহার স্থলাভি-ষিক্ত) ; পাত্র, আধার (ভরসাস্থল)। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **স্থলী**—স্থান ; অকৃত্রিম ভূমি (বনস্থলী) ; ডাঙ্গা ; থলিয়া। বি. **~কমল, ~পদ্ম**—স্থলজ পদ্মবিশেষ। বিণ. **~চর**—স্থলে অর্থাৎ মাটির উপরে বাসকারী (স্থলচর প্রাণী)। বি. **~পথ**—যে পথ ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ জলপথ বা আকাশপথ নহে)। বি. **~বাণিজ্য**—স্থল-পথে পরিচালিত ব্যবসায়-বাণিজ্য। বিণ. **স্থলাভিষিক্ত**—(পরের) পদে বা স্থানে অধিষ্ঠিত ; কোনও পদের পরবর্তী অধিকারী, বদলী। বি. **স্থলারবিন্দ**—**স্থল-কমল**-এর অনুরূপ। বিণ. **স্থলীয়**—(নির্দিষ্ট কোন) স্থল-সম্বন্ধীয় বা স্থলে স্থিত।

স্থাণু—(১) বিণ. স্থির, নিশ্চল (স্থাণু হইয়া বসিয়া থাকা)। (২) বি. গোঁজ, খোঁটা, কীল ; স্তম্ভ ; শাখাহীন বৃক্ষ ; উইটিপি ; শিব। [সং. √স্থা+ণু (র্তৃ)]। বিণ. **~বৎ**—স্থাণুর ন্যায় ; নিশ্চল, নিষ্পন্দ।

স্থাণ্বীশ্বর—বি. শিবলিঙ্গবিশেষ। [স্থাণু+ঈশ্বর]।

স্থাতব্য—বিণ. যাহাতে অবস্থান করা যায় এমন, স্থিতি-যোগ্য। [সং √স্থা+তব্য (ধি)]।

স্থাতা (-তৃ)—বিণ. অবস্থানকারী। [সং. √স্থা+তৃ (র্তৃ)]।

স্থান—বি. স্থল, জায়গা, ঠাঁই (স্থানত্যাগ, বাসস্থান) ; অঞ্চল, দেশ, প্রদেশ (তীর্থস্থান, গোরস্থান) ; আশ্রয় (কোথাও তাহার স্থান নাই) ; আধার, পাত্র (ভরসা-স্থান) ; বিষয়, ক্ষেত্র (শোকস্থান, ভয়স্থান) ; তীর্থ, পীঠ, অধিষ্ঠানক্ষেত্র (বাবা তারকনাথের স্থান) ; পদ, পরিবর্ত (তৎস্থানে) ; বাসস্থান, আলয়, আবাস (হিংস্র পশুর স্থান)। [সং. √স্থা+অন (ধি)]। বিণ. **~চ্যুত, ~ভ্রষ্ট**—স্বীয় অবস্থান-স্থল বা বাসভূমি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে এমন। বি. **~পরিবর্তন**—জায়গা-বদল ; বাসস্থান-বদল। বি. **স্থানাঙ্ক**—(গণি.) co-ordinate। বি. **স্থানান্তর**—অন্য স্থান। বিণ. **স্থানান্তরিত**—ভিন্ন স্থানে নীত ; এক কর্মস্থান হইতে বদলি হইয়া ভিন্ন কর্ম-স্থানে নিযুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **স্থানান্তরিতা**। বি. **স্থানা-ভাব**—জায়গার কমতি। **স্থানিক**—(১) বি. (প্রাচীন ভারতে) কোন স্থানের অধ্যক্ষ। (২) বিণ. স্থানীয়। বিণ. **স্থানী** (-নিন্)—স্থানযুক্ত, স্থিতিশীল। বিণ. **স্থানীয়**—(নির্দিষ্ট) স্থান-সম্বন্ধীয় ; (নির্দিষ্ট) স্থানের ; স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ (স্থানীয় সাক্ষী, স্থানীয় অভাব-অভিযোগ) ; তুল্য (পুত্রস্থানীয়)। **স্থানীয় কাল**—local time। **স্থানেঅস্থানে**—নির্বিচারে যোগ্য ও অযোগ্য স্থানে। **স্থানেস্থানে**—বিভিন্ন স্থানে।

স্থানেশ্বর—বি. বর্তমান থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র।

স্থাপক—**স্থাপন** দ্রঃ।

স্থাপত্য—বি. স্থপতির কর্ম ; গৃহাদি নির্মাণকার্য। [সং. স্থপতি+য ; ইং. architecture]।

স্থাপন, স্থাপনা—বি. রাখিয়া দেওয়া (ভূতলে স্থাপন) ;

আরোপণ, রক্ষণ (বিশ্বাস স্থাপন), অর্পণ (মস্তকে স্থাপন); নিবেশন (মনোযোগ স্থাপন); নিবাসন (উদ্বাস্তুদের স্বস্থানে স্থাপন); প্রতিষ্ঠা (মন্দির স্থাপন, উপনিবেশ স্থাপন); রচনা বা প্রতিষ্ঠা (সন্ধি, সম্বন্ধ বা দৃষ্টান্ত স্থাপন)। [সং. √স্থা+ণিচ্+অন (ভা), +আ]। বিণ. বি. **স্থাপক**—স্থাপনকারী। বিণ. **স্থাপয়িতা** (-তৃ)—স্থাপনকারী। বিণ. (স্ত্রী) **স্থাপয়িত্রী**। ক্রি. **স্থাপা**—(কাব্যে) স্থাপন করা ('স্থাপিলা বিধুরে বিধি' : মধু.)। বিণ. **স্থাপিত**—প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এমন (শান্তি, সমিতি বা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে); রক্ষিত (সম্মুখে স্থাপিত)। বিণ. (স্ত্রী.) **স্থাপিতা**। বিণ. **স্থাপ্য**—স্থাপন করিতে হইবে এমন।

স্থাবর—বিণ. অচল, (জমি, বাড়ি বা বৃক্ষাদির ন্যায়) স্থানান্তরিত করা যায় না এমন (স্থাবর সম্পত্তি), জড়, অচেতন, স্থিতিশীল (স্থাবরজঙ্গম)। [সং. √স্থা+বর (র্তৃ)]।

স্থায়িতা, স্থায়িত্ব, স্থায়িভাব—স্থায়ী দ্রঃ।

স্থায়ী (-য়িন্)—বিণ. স্থিতিশীল (স্থায়ী ব্যবস্থা), টেকসই; মজবুত (পাঁচিল বেশী দিন স্থায়ী হবে না); স্থানান্তরে যায় না এমন, প্রতিষ্ঠিত (স্থায়ী হয়ে বাস করা), পাকাপোক্ত (স্থায়ী চাকরি), অপরিবর্তনীয়, বদ্ধমূল (ধারণা মনে স্থায়ী হওয়া); অবিনশ্বর (জীবন স্থায়ী নহে); স্থির, অচঞ্চল (স্রোতের ফুল একস্থানে স্থায়ী হয় না)। [সং. √স্থা+ইন্ (র্তৃ)]। বি. **স্থায়িতা, স্থায়িত্ব**—স্থায়ী অবস্থা বা ভাব, স্থিতিশীলতা। বি. **স্থায়িভাব**—(অল.) উৎসাহ শোক বিস্ময় ক্রোধ শঙ্কা রতি (=অনুরাগ) হাস জুগুপ্সা শম : মানুষের চিত্তে বিধৃত এই-সকল শাশ্বত ভাব যাহা উদ্রিক্ত হইয়া পরে বীর করুণ ইত্যাদি বিভিন্ন রসে পরিণত হয়।

স্থাল—বি. পাত্রবিশেষ, থালা। [সং. √স্থা+আল (ধি)]। বি.(স্ত্রী.) **স্থালী**—পাকপাত্র; হাঁড়ি; থালী।

স্থিত—বিণ. অবস্থিত, রহিয়াছে এমন (গৃহস্থিত); বিদ্যমান, বর্তমান, স্থির। [সং. √স্থা+ত (র্তৃ)]। বিণ. **~প্রজ্ঞ, ~ধী**—যাহার (অহং ব্রহ্ম এইরূপ) বুদ্ধি স্থির হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম সুখ-দুঃখ-ভয়-ক্রোধাদিতে অবিচল এবং আত্মতুষ্ট ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। **স্থিতাবস্থা চুক্তি**—যুদ্ধাদি কোন বিষয়ের আলোচনাকালে বর্তমান অবস্থা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া সাময়িক সন্ধি। বি. **স্থিতি**—অবস্থান (এখন আমার এখানেই স্থিতি), বিদ্যমানতা, স্থিরতা (স্থিতি লাভ)। বিণ. **স্থিতিশীল**—স্থায়ী, স্থির, সংরক্ষণশীল (স্থিতিশীল সমাজ বা শাসনব্যবস্থা)। বিণ. **স্থিতিস্থাপক**—প্রসারণ সংনমন প্রভৃতি করার পরেও পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পায় এমন, elastic। বি. **স্থিতিস্থাপকতা**—নমনীয়তা।

স্থির—(১) বিণ. অচঞ্চল, নিশ্চল (স্থির থাকা); স্থায়ী, অক্ষয় (স্থিরযৌবনা); অবিচল, দৃঢ় (স্থিরপ্রতিজ্ঞ); ধীর, শান্ত (স্থিরচিত্তে); নিশ্চিত, দৃঢ় (স্থির ধারণা); নির্ধারিত, ধার্য, ঠিক (দিন বা কর্তব্য স্থির করা)। (২) ক্রি-বিণ. নিশ্চিতরূপে, অবশ্য (স্থির জানি)। [সং. √স্থা+ইর+(র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **স্থিরা**। বি. **~তা** (এমন কোনো স্থিরতা নাই), **~ত্ব**। বি. **~দৃষ্টি**—অপলক দৃষ্টি। **~নিশ্চয়**—(১) বিণ. দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত। (২) বি. দৃঢ় সঙ্কল্প। বিণ **স্থিরায়ুঃ** (-য়ুস্), (চলিত) **স্থিরায়ু**—চিরজীবী; দীর্ঘজীবী। বি. **স্থিরীকরণ**—নির্ধারণ ধার্য করা। বিণ. **স্থিরীকৃত**—নির্ধারিত।

স্থূল—বিণ. মোটা (স্থূলকায় স্থূলোদর) চ্যাপ্টা (স্থূল নাসিকা); পুরু (স্থূল চর্ম), জড়তাযুক্ত, অতীক্ষ্ণ (স্থূল বুদ্ধি); অসূক্ষ্ম (স্থূল গণনা, স্থূল কথা), ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (স্থূল বস্তুজগৎ)। [সং. √স্থূল+অ (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~ত্ব**। বি. **~কোণ**—(জ্যামি.) এক সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু দুই সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণ, obtuse angle। বিণ **~দর্শী** (-র্শিন্)—অগভীর দৃষ্টিবিশিষ্ট; মোটাবুদ্ধি। **~দৃষ্টি**—(১) বি. অসূক্ষ্ম দৃষ্টি, সাধারণ দৃষ্টি। (২) বিণ. সূক্ষ্মভাবে দেখে না এমন। বি. **স্থূলান্ত্র**—স্থূল মলনিঃসারণনালী, large intestine। বিণ. **স্থূলোদর**—পেটমোটা, নাদাপেটা, ভুঁড়ে।

স্থেয়—(১) বিণ. স্থাতব্য; স্থির। (২) বি. মধ্যস্থ, সংশয়-নির্ণায়ক। [সং. √স্থা+য]।

স্থৈর্য—বি স্থিরতা (স্থৈর্যচ্যুতি), দৃঢ়তা। [সং. স্থির+য (ভা)]।

স্থৌল্য—বি. স্থূলতা। [সং. স্থূল+য (ভা)]।

স্নাত—বিণ. স্নান করিয়াছে এমন। [সং. √স্না+ত(র্তৃ)]। বিণ (স্ত্রী.) **স্নাতা**। বি. **~ক**—যে শিষ্য গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষান্তে ব্রহ্মচর্য সমাপ্তিসূচক স্নান করিয়াছে (আজকাল graduate অর্থেও ব্যবহৃত হয়); স্নানকারী বা স্নানার্থী লোক ('সরোবরে স্নাতক দেখি না' : ব. চ.)। বিণ. **স্নাতকোত্তর**—গ্রাজুয়েট হইবার পরবর্তী, post-graduate। বিণ. **স্নাতানুলিপ্ত**—স্নানান্তে অঙ্গে চন্দনাদি মাখিয়াছে এমন।

স্নান—বি. সর্বাঙ্গ প্রক্ষালন বা ধৌত করা, অবগাহন, নাওয়া। [সং. √স্না+অন (ভা)]। বি. **~যাত্রা**—জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানোৎসব। বি. **স্নানাগার**—(বাসভবনমধ্যস্থ) স্নানের ঘর, bathroom; জনসাধারণের জন্য পরিবেষ্টিত স্নানের জায়গা, hamam। বি. **স্নানীয়, স্নানোদক**—স্নানের জল। বিণ. **স্নায়ী** (-য়িন্)—স্নানকারী (নিত্যস্নায়ী)।

স্নাপন—বি. (পরকে) স্নান করানর কাজ। [সং. √স্না+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বি. **স্নাপক**—স্নাপনকারী। বিণ.বি.(স্ত্রী) **স্নাপিকা**। বিণ. **স্নাপিত**—স্নান করানো হইয়াছে এমন।

স্নায়বিক, স্নায়বীয়—স্নায়ু দ্রঃ।

স্নায়ী—স্নান দ্রঃ।

স্নায়ু—বি. দেহের অস্থিবন্ধনী বা পেশীবন্ধনী, sinew; (বাং.) দেহব্যাপী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম নাড়ী, nerve (স্নায়ুবিকার)। [সং. √স্না+উ (র্তৃ)]। **~যুদ্ধ**—ক্রমাগত ভীতিপ্রদর্শন গুজব-প্রচার আতঙ্কসৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রতিপক্ষের মনোবলহরণ, war of nerves। বি. **~শূল**—স্নায়ুর বেদনা বা প্রদাহ। **স্নায়বিক, স্নায়বীয়**—স্নায়ু-

সম্বন্ধীয় (স্নায়বিক উত্তেজনা)। বি. ~দৌর্বল্য, স্নায়বিক দৌর্বল্য—স্নায়ুর দুর্বলতারূপ রোগবিশেষ, nervous debility।

স্নিগ্ধ—বিণ. স্নেহপূর্ণ (স্নিগ্ধ ব্যবহার, স্নিগ্ধ সম্পর্ক); সুখ-স্পর্শ, আরামদায়ক, শীতলতাকারক (স্নিগ্ধ বাতাস), কোমল, মধুর (স্নিগ্ধ স্বর), মসৃণ, চিক্কণ (স্নিগ্ধ আকাশ); তৈলযুক্ত, তেলা। [সং. √স্নিহ্+ত (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **স্নিগ্ধা**। বি. ~তা। বিণ. ~কর—(অশু.) স্নিগ্ধ করে এমন।

স্নেহ—বি. বাৎসল্য; ভালবাসা, প্রীতি, প্রেম; তৈল ঘৃত এবং ঐ জাতীয় পদার্থ। [সং. √স্নিহ্+অ (ভা)]। বি. ~পদার্থ—তৈলাদি পদার্থ। বি. ~পাত্র—ভালবাসার পাত্র। বি.(স্ত্রী.) ~পাত্রী। বি. ~পুত্তলি—অত্যধিক স্নেহপাত্র। বি. **স্নেহালিঙ্গন**—স্নেহভরে আলিঙ্গন। বি. **স্নেহাশিস্, স্নেহাশীর্বাদ**—স্নেহযুক্ত আশীর্বাদ। বিণ. **স্নেহী** (-হিন্)—স্নেহময় তৈলাদিযুক্ত।

স্পঞ্জ—বি. একপ্রকার জলচর প্রাণীর বহুচ্ছিদ্রময় শরীর (শোষণ বা ঘর্ষণের কাজে ইহার ব্যবহার হয়)। [ইং. sponge]।

স্পন্দ, স্পন্দন—নিয়মিত কম্পন বা নড়াচড়া (নাড়ীর স্পন্দন, প্রাণ-স্পন্দন); স্ফুরণ, মৃদু কম্পন (আঁখিপাতার বা আলোকের স্পন্দন)। [সং √স্পন্দ্+অ, অন (ভা)]। বিণ. ~রহিত, ~শূন্য, ~হীন—স্থির, নিশ্চল, নিস্পন্দ। বিণ. **স্পন্দিত**—স্পন্দনযুক্ত, কম্পিত (স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি': রবীন্দ্র)। ক্রি. **স্পন্দা**—(কাব্যে) স্পন্দিত হওয়া।

স্পর্ধা—বি. প্রতিযোগিতায় আস্ফালন; অসাধ্যসাধনে দুর্দম বাসনা; অহঙ্কারপূর্ণ দুঃসাহস; প্রতিযোগিতা; দর্প, বড়াই। [সং. √স্পর্ধ্+অ (ভা)+আ]। বিণ. **স্পর্ধিত, স্পর্ধী** (-ধিন্)—স্পর্ধাযুক্ত, স্পর্ধাকারী (স্পর্ধিত উক্তি)। বিণ.(স্ত্রী.) **স্পর্ধিতা**।

স্পর্শ—বি. ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ, ছোঁয়া, ঠেকাঠেকি। [সং √স্পৃশ্+অ (ভা)]। ~ক—(১) বিণ. স্পর্শকারী। (২) (জ্যামি.) যে সরল রেখা বৃত্তাদির পরিধি স্পর্শ করে কিন্তু বর্ধিত হইলেও ছেদ করে না, tangent [বি. প.]। বি. ~কাতর—স্পর্শমাত্রে বা তুচ্ছ কারণে মনে আঘাত সৃষ্টি করে এমন (স্পর্শকাতর ভাব, ব্যক্তি বা ব্যাপার), sensitive। বি. ~কাতরতা। বিণ. ~ক্রামী (-মিন্) স্পর্শদ্বারা সংক্রমিত হয় এমন, সংক্রামক, ছোঁয়াচে। বি. ~ন—স্পর্শ করা। বিণ. ~নীয়, **স্পৃশ্য**—স্পর্শনযোগ্য (তু. অস্পৃশ্য)। বি. ~বর্ণ—বর্গীয় বর্ণ, ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণ। বি. ~মণি—যে (কাল্পনিক) রত্নের ছোঁয়া লাগিলেই সব-কিছু স্বর্ণে পরিণত হয়, পরশপাথর। বিণ. **স্পর্শী** (শিন্)—স্পর্শকারী (আকাশস্পর্শী)। বিণ. (স্ত্রী.) **স্পর্শিনী**। বি. **স্পর্শেন্দ্রিয়**, ~**েন্দ্রিয়**—ত্বক্। বিণ. **স্পৃষ্ট**—স্পর্শ করা হইয়াছে এমন (বিদ্যুৎস্পৃষ্ট=বৈদ্যুতিকস্পর্শে মৃত, electrocuted)। বি. **স্পৃষ্টি**—স্পৃষ্ট অবস্থা; স্পর্শন।

স্পষ্ট—(১) বিণ. পরিস্ফুট, ব্যক্ত, প্রকাশিত (স্পষ্ট হওয়া); বিশদ (স্পষ্ট করে বলা); কিছু গোপন নাই এমন, খোলাখুলি (স্পষ্ট কথা)। (২) ক্রি-বিণ পরিস্ফুটভাবে, বিশদভাবে (স্পষ্ট জানা বা শোনা বা দেখা); খোলাখুলিভাবে (স্পষ্ট বলা)। [সং. √স্পশ্+ত (র্ম)]। অব্য. ~তঃ, (চলিত) ~ত—স্পষ্টই বোঝা যায়। বি ~তা। বিণ. ~বক্তা (-ক্তৃ), ~বাদী (-দিন্), ~ভাষী (-ষিন্)—যে-ব্যক্তি মনের ভাব গোপন না করিয়া খোলাখুলি বলে, মুখফোড়। বিণ.(স্ত্রী.) ~বাদিনী, ~ভাষিণী। বি. ~বাদিতা। ক্রি-বিণ. **স্পষ্টাক্ষরে**—সহজবোধ্য অক্ষরে; (আল.) স্পষ্টভাবে। **স্পষ্টাস্পষ্টি**—(১) বিণ. অতিশয় স্পষ্ট, খোলাখুলি (স্পষ্টাস্পষ্টি কথা)। (২) ক্রি-বিণ. খোলাখুলিভাবে (স্পষ্টাস্পষ্টি বলা)।

স্পিরিট—বি. সুরাসার। [ইং. spirit]।

স্প্রিং—বি. যন্ত্রাদি চালু রাখিবার কাজে ব্যবহৃত একাধিক কুণ্ডলীযুক্ত ধাতুনির্মিত স্থিতিস্থাপক বলয়-বিশেষ। [ইং. spring]।

স্পৃশ্য, স্পৃষ্ট—**স্পর্শ** দ্রঃ।

স্পৃহা—বি. অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা; লোভ, রুচি। [সং. √স্পৃহ্+ণিচ্+অ (ভা)+আ]। বিণ. **স্পৃহণীয়**—স্পৃহার যোগ্য, লোভনীয়। বিণ. **স্পৃহয়ালু**—স্পৃহাযুক্ত, লোভী।

স্ফটিক—বি স্বচ্ছ ও শুভ্র প্রস্তরবিশেষ, crystal, quartz। [সং.]। বি. ~গিরি—কৈলাসপর্বত। বি. **স্ফটিকারি**—ফটকিরি। **স্ফাটিক**—(১) বি. স্ফটিক। (২) বিণ. স্ফটিকনির্মিত।

স্ফার—বি. বিকাশ, স্ফূর্তি, বিস্তার। [সং. √স্ফুর্+ণিচ্+অ (ভা)]। বি. ~ণ—বিকাশ, স্ফূর্তি, স্ফুরণ; বিস্তার। বিণ. **স্ফারিত**—বিস্তারিত, বিকশিত (তু. বিস্ফারিত নেত্র)।

স্ফীত—বিণ. ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠিয়াছে এমন (মেদ-স্ফীত শরীর); বর্ধিত, মত্ত (গর্বে স্ফীত), প্রবল হইয়াছে এমন। [সং. √স্ফায়্+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **স্ফীতা**। বি. **স্ফীতি**—ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠা (নদীর জল-স্ফীতি); বৃদ্ধি; সমৃদ্ধি, প্রাবল্য।

স্ফুট—বিণ. স্পষ্ট, আপাতদৃশ্য (সূর্যের স্ফুট গতি), বিশদ, ব্যক্ত (স্ফুট অর্থ); বিকশিত (স্ফুট কুসুম); বিদীর্ণ, ফুটা। [সং. √স্ফুট্+অ (র্তৃ)]। বিণ. ~বাক্ (-বাচ্)—বোল ফুটিয়াছে বা বাক্‌স্ফূর্তি হইয়াছে এমন, স্পষ্টবক্তা। বি. ~ন—স্ফুট হওয়া, (তরল পদার্থাদি) তাপপ্রযুক্ত হওয়ার ফলে বুদ্‌বুদযুক্ত হওয়া। বিণ. ~নাঙ্ক—যে পরিমাণ তাপ পাইলে তরলপদার্থ টগবগ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করে, boiling point। বিণ. ~নোন্মুখ—ফুটিবার বা বিকশিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন। বিণ. **স্ফুটিত**—ফুটিয়াছে বা বিকশিত হইয়াছে এমন; স্পষ্টীকৃত; বিদীর্ণ।

স্ফুরণ—বি. কম্পন, স্পন্দন (বাহুর বা নয়নের স্ফুরণ); দীপ্তি; উদ্রেক; প্রকাশ (বুদ্ধির স্ফুরণ)। [সং. √স্ফুর্+অন(ভা)]। বিণ. **স্ফুরিত**—কম্পিত; দীপ্ত; উদ্রিক্ত; প্রকাশিত।

স্ফুরা—ক্রি. (কাব্যে) কম্পিত হওয়া ; উদ্রিক্ত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া (যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে)। [**স্ফুরণ** দ্রঃ]।

স্ফুলিঙ্গ—বি অগ্নিকণা, আগুনের ফিনকি বা ফুলকি। [সং.]।

স্ফূর্ত—বিণ. বিকাশ প্রকাশ বা স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে এমন (স্বতঃস্ফূর্ত)। [সং. √স্ফুর্ + ত (র্তৃ)]। বি. **স্ফূর্তি**—হর্ষ, সানন্দ উৎসাহ, স্ফুরণ, কম্পন ; বিকাশ, প্রকাশ (কবিপ্রতিভার স্ফূর্তি, বাক্য-স্ফূর্তি)।

স্ফোট—বি. ফোড়া, আব ; (ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে) পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবের সহিত শেষ বর্ণের ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা বোধ্য অখণ্ড শব্দবিশেষ। [সং √স্ফুট্ + অ (ভা)]। বি. **~বাদ**—শব্দার্থসম্বন্ধে মতবিশেষ।

স্ফোটক—বি. ফোড়া, অর্বুদ। [সং. √স্ফুট্ + অক(র্তৃ)]।

স্ফোটন—বি. বিকাশন, প্রকাশন, বিদারণ ; মটকানো, মুচড়ানো (অঙ্গুলি-স্ফোটন)। [সং. √স্ফুট্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বি. **স্ফোটনী**—ফুড়িবার বা বিদ্ধ করিবার যন্ত্র, বেধনী, সূচ তুরপুন প্রভৃতি।

স্ব—(১) সর্ব. আত্মা, স্বয়ং (স্বকৃত, স্বাধীন, স্বস্থ)। (২) বি. ধন (নিজস্ব, সর্বস্ব)। (৩) বিণ নিজের, স্বকীয় (স্বকর্ম)। [সং]। **স্ব-স্ব**—নিজ নিজ (স্ব-স্ব কার্য, স্ব-স্ব অধিকার)। **স্ব স্ব প্রধান**—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং অ-পরাধীন।

স্বঃ (স্বর্)—অব্য বি. স্বর্গ (স্বর্গতি, স্বরীশ্বর)। [<সং. √স্বৃ (= স্তুতি)]।

স্বক—বিণ. স্বকীয়, স্বীয়। [সং. স্ব + ক]।

স্বকপোলকল্পিত—বিণ. স্বীয় কল্পনাপ্রসূত, মনগড়া। বি. গালগল্প। [সং. স্ব + কপোল + কল্পিত]।

স্বকর্ম—বি. নিজের কৃতকর্ম (স্বকর্মদোষে), নিজের করণীয় কর্ম (স্বকর্মসাধন)। [সং. স্ব + কর্ম]।

স্বকীয়—বিণ. নিজের (স্বকীয় বিশিষ্টতা), স্বীয়। [সং. স্ব + (ক্-আগম) + ঈয়]। বি. **~তা**।

স্বকৃত—বিণ. নিজের দ্বারা কৃত। [সং. স্ব + কৃত]। বিণ. **স্বকৃতভঙ্গ**—কুলীনবংশে বিবাহ-ব্যাপারে প্রথমবার কৌলীন্যপ্রথা-লঙ্ঘনকারী।

স্বখাত—বিণ. নিজের দ্বারা খনন করা হইয়াছে এমন। [সং. স্ব + খাত]। বি. **~সলিল**—নিজের দ্বারা খনন-করা জলাশয়ের জল, (আল.) স্বীয় কৃত কর্মের ফল (স্বখাত সলিলে ডুবে মরা)।

স্বগত—বিণ. আত্মগত, (নাটকাদিতে) নিজের মনে মনে উক্ত। [সং. স্ব + গত]। বি. **স্বগতোক্তি**—(নাটকাদিতে) অন্যের অশ্রাব্য উক্তি।

স্বগৃহ—বি. নিজের বাসভবন। [সং. স্ব + গৃহ]।

স্বগ্রাম—বি. নিজের পৈতৃক গ্রাম বা যে গ্রামে নিজের বসতি। [সং. স্ব + গ্রাম]।

স্বচক্ষে—বি. নিজের চক্ষুদ্বারা (স্বচক্ষে দেখা)। [সং. স্ব + বাং. চক্ষে (<সং. চক্ষুঃ)]।

স্বচ্ছ—বিণ. দৃষ্টিদ্বারা বা আলোকদ্বারা ভেদ্য, প্রতিবিম্ব-ধারণে সমর্থ ; অতি নির্মল (স্বচ্ছসলিলা, স্বচ্ছ দৃষ্টি)। [সং. সু + অচ্ছ]। বি. **~তা, ~ত্ব**। বি. **~মণি**—কাচ।

স্বচ্ছন্দ—(১) বিণ. অবাধ, স্বাধীন ; স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী (স্বচ্ছন্দ গতি), সুস্থ ; অযত্নজাত। (পুষ্পের স্বচ্ছন্দ-বিকাশ)। (২) বি. স্বীয় ইচ্ছা : স্বেচ্ছাচার [সং. স্ব + ছন্দ]। বি. **~তা**। ক্রি-বিণ. **স্বচ্ছন্দে**—সাবলীলভাবে, অনায়াসে; অবাধে ; স্বীয় ইচ্ছামত, স্বাধীনভাবে (সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন)।

স্বজন—বি. নিজের লোক, জ্ঞাতি-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব পরিজন প্রভৃতি (আত্মীয়-স্বজন)। [সং. স্ব + জন]। বি. (স্ত্রী.) **স্বজনী**—আত্মীয়া, অন্তরঙ্গ সখী (তু. **সজনী**) ; (সম্বোধনে) **স্বজনি**।

স্বজাতি—বি. নিজের জাতি ; নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক। [সং. স্ব + জাতি]। বিণ. **স্বজাতীয়**—নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত ; স্ববর্গীয় ; স্বজাতি-সংক্রান্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **স্বজাতীয়া**।

স্বতঃ (-তস্), **স্বত**—অব্য স্বয়ং, নিজ হইতে, আপনা হইতে (স্বত-ই বিবাদ মিটিবে, স্বত-ই মনে উদিত হয়)। [সং. স্ব + তস্]। বিণ. **~প্রবৃত্ত**—স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ পরের নির্দেশ ব্যতিরেকেই) প্রবৃত্ত। বিণ. **~প্রমাণিত, ~সিদ্ধ**—এমনই স্পষ্ট যে সত্যতা উপলব্ধির জন্য প্রমাণ অনাবশ্যক, axiom। বিণ. **~স্ফূর্ত**—আপনা হইতে (অর্থাৎ পরের চেষ্টা ব্যতিরেকেই) প্রকাশিত (স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বা ধর্মঘট)। বি. **স্বতোবিরোধ, স্বতো-বিরুদ্ধতা**—অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি, এক অংশের সহিত অন্য অংশের অমিল (চরিত্রে বা লেখার মধ্যে স্বতো-বিরোধ), Self-inconsistency ; যাহাতে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সহিত মিল নাই।

স্বতন্ত্র, (গ্রা.) **স্বতন্তর**—বিণ. স্ববশ ; স্বাধীন ; পৃথক্ (আমার কথা স্বতন্ত্র)। [সং. স্ব + তন্ত্র]। বিণ. (স্ত্রী.) **স্বতন্ত্রা**, (গ্রা.) **স্বতন্তরা**।

স্বত্ব—বি. ধনসম্পত্তি ব্যবসায় প্রভৃতিতে স্বামিত্ব, মালিকানা (জমির স্বত্ব)। [সং. স্ব + ত্ব]। বি. **স্বত্বাধিকার**—স্বামিত্বের বা মালিকানার ন্যায়সঙ্গত অধিকার। বিণ. **স্বত্বাধিকারী** (-রিন্)—মালিক। বিণ. (স্ত্রী.) **স্বত্বাধি-কারিণী**।

স্বদল—বি. নিজের দল বা পক্ষ। [সং. স্ব + দল]। বিণ. **স্বদলীয়**—স্বদলের অন্তর্ভুক্ত। বিণ. (স্ত্রী.) **স্বদলীয়া**।

স্বদেশ—বি. নিজের দেশ ; জন্মভূমি। [সং. স্ব + দেশ]। বিণ. **স্বদেশী, স্বদেশীয়**—নিজদেশজাত ; নিজদেশ-বাসী। **স্বদেশী আন্দোলন**—ইংরেজ-আমলে ভারত-বাসিগণ কর্তৃক স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন।

স্বধর্ম—বি. নিজের বা পৈতৃক ধর্ম ; নিজের জাতির বা সমাজের ধর্ম ; স্বজাতির আচার ; নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি বা পেশা। [সং স্ব + ধর্ম]।

স্বধা—অব্য. বি. প্রধানতঃ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জল-পিণ্ড বা উহার মন্ত্র। [সং.]।

স্বন—বি. শব্দ, ধ্বনি। [সং. √স্বন্ + অ (ভা)]। বি. **~ন**—শব্দ ; শব্দ করা। **স্বনিত**—(১) বিণ. শব্দিত, ধ্বনিত। (২) বি. শব্দ।

স্বনাম (-মন্)—বি. নিজের নাম। [সং. স্ব+নামন্]। বিণ. ~খ্যাত, ~ধন্য—নিজের নামেই বা আত্মপরিচয়েই পরিচিত (অর্থাৎ পরিচয় বা প্রশংসার জন্য পিতা বা অন্য কাহারও নাম উল্লেখ করিতে হয় না এমন)। ক্রি-বিণ. **স্বনামে**—নিজেকেই মালিক বা কর্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া (তু. বেনামে)।

স্বনিত—স্বন দ্রঃ।

স্বপক্ষ—বি. আত্মপক্ষ, নিজের দল বা মত (বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে); মিত্রপক্ষ। [সং. স্ব+পক্ষ]। বিণ. **স্বপক্ষীয়**—স্বপক্ষভুক্ত; নিজের বা নিজদলের সংক্রান্ত।

স্বপদ—বি. স্বাধিকার (স্বপদে অধিষ্ঠিত); নিজের অধিকৃত পদ বা কর্মভার (post)। [সং. স্ব+পদ]।

স্বপ্ন, (প্রধানতঃ কাব্যে) **স্বপন**—বি. নিদ্রিতাবস্থায় প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত বিষয়; কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষবৎ অনুভব, (আল.) কল্পনা (সুখস্বপ্ন), (সং.) নিদ্রা (শয়নে-স্বপনে)। [সং. √স্বপ্+ন, অন (ভা)]। **স্বপ্নেও না ভাবা**—(আল.) কোন প্রকারে আশা না করা। বি ~ঘোর—নিদ্রাভঙ্গের পরেও স্বপ্নের যে আবেশে মন আচ্ছন্ন থাকে। বি. ~চারিতা—নিদ্রিতাবস্থায় বিচরণ, somnambulism। [বি. প.]। বি. ~জড়িমা—স্বপ্নঘোরজনিত জড়তা; স্বপ্নঘোর। বি. ~জাল—স্বপ্নরূপ জাল অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনজনিত মানসিক আচ্ছন্নতা। বি ~দোষ—নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে রেতঃস্খলন। বিণ. ~বৎ—স্বপ্নের ন্যায় অলীক অথচ সুন্দর। বি. ~বৃত্তান্ত—স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার বিবরণ। বিণ. ~ময়—স্বপ্নবৎ; স্বপ্নে সৃষ্ট বা জাত; কাল্পনিক। বিণ. (স্ত্রী.) ~ময়ী। বি. ~লোক, ~রাজ্য—স্বপ্নে দৃষ্ট দেশ অর্থাৎ অলীক অথচ সুন্দর দেশ; কল্পনা। বিণ. **স্বপ্নাদিষ্ট**—স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্ত। বি. **স্বপ্নাদেশ**—স্বপ্নে প্রাপ্ত দৈবাদেশ। বিণ. **স্বপ্নাদ্য**—স্বপ্নমূলক; স্বপ্নে লব্ধ (স্বপ্নাদ্য মাদুলি)। বিণ. **স্বপ্নাবিষ্ট**—স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। বিণ. **স্বপ্নোত্থিত**—স্বপ্নময় নিদ্রা হইতে জাগরিত।

স্বপ্রকাশ—বিণ. আপনা হইতে ব্যক্ত বা প্রকটিত (ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ প্রেম ও করুণা)। [সং. স্ব+প্রকাশ]।

স্ববশ—বিণ. নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; স্বাধীন। [সং. স্ব+বশ]।

স্বভাব—বি. স্বরূপ, আত্মভাব, নিজের প্রকৃতি (ক্রূরতাই সাপের স্বভাব); জন্ম সংসর্গ বা অভ্যাসের ফলে লব্ধ বৈশিষ্ট্য (মিথ্যা বলা তার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে); চরিত্র, আচরণ (সৎস্বভাব); প্রকৃতিগত ধর্ম বা গুণ (জড় পদার্থের স্বভাব); প্রকৃতি, নিসর্গ (স্বভাব-বর্ণনা), স্বাভাবিক অবস্থা। [সং. স্ব+ভাব]। **স্বভাব যায় না মলে ইল্লৎ যায় না ধুলে**—জল দিয়া ধুইলে যেমন নোংরামি যায় না তেমনি স্বভাবও অপরিবর্তনীয়—মৃত্যুতেও স্বভাব বদলায় না। বি. ~কবি—যে কবির কবিত্ব-শক্তি জন্ম হইতে লব্ধ; যে কবি সচরাচর কেবল প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করেন। বিণ. ~কুলীন—যাহার কৌলীন্য বা কুলধর্ম লঙ্ঘিত হয় নাই, নৈকষ্য-কুলীন। বিণ. ~কৃপণ—কৃপণ স্বভাব লইয়াই জাত; প্রকৃতিগত কৃপণতাবিশিষ্ট। বিণ. ~গত—স্বভাবে পরিণত; সহজাত। বি. ~চরিত্র—প্রকৃতি ও চালচলন। বিণ. ~জ—স্বভাব হইতে জাত; প্রকৃতিগত; স্বাভাবিক। অব্য. ~ত, ~তঃ (-তস্)—সঙ্গত কারণে বা স্বাভাবিকভাবে (স্বভাবতই সকলের দৃষ্টি কবির উপরে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে)। বিণ. ~বিরুদ্ধ—অস্বাভাবিক; নীতিবিরুদ্ধ। বি. ~প্রকৃতি—আচার-আচরণ। বি. ~শোভা—নৈসর্গিক সৌন্দর্য। বিণ. ~সিদ্ধ, ~সুলভ—প্রকৃতিগত; স্বাভাবিক। বিণ. **স্বভাবী** (-বিন্)—স্বভাবানুযায়ী, normal [বি. প.]। বি. **স্বভাবোক্তি**—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, কোনও বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা।

স্বমত—বি. নিজের মত। [সং. স্ব+মত]।

স্বয়ং (-য়ম্)—অব্য. আপনি, নিজে। [সং. সু+ √ই বা অয়্+অম্(র্তৃ)]। বিণ. ~কৃত, (বিরল) **স্বয়ঙ্কৃত**—নিজ-দ্বারা কৃত, স্বকৃত। বিণ. ~প্রকাশ—(পরের সাহায্য ব্যতীত) নিজে নিজেই প্রকাশিত, নিজ শক্তিবলে প্রকাশিত। বিণ. ~প্রধান—পরের দ্বারা প্রাধান্যদানের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজেকে প্রধান বলিয়া জাহির করে এমন। বিণ. ~প্রভ—স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্তিশীল। বিণ (স্ত্রী.) ~প্রভা। বি. ~বর, (অশু.) **স্বয়ম্বর**—আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে স্বয়ং কন্যা কর্তৃক পতি-নির্বাচন (স্বয়ংবর-সভা)। বিণ. বি.(স্ত্রী.) ~বরা, (অশু.) **স্বয়ম্বরা**—যে কন্যা নিজেই পতি নির্বাচন করে। বিণ. ~সিদ্ধ—গুরু বা অন্য কাহারও শিক্ষা ব্যতিরেকেই কেবল স্বীয় চেষ্টাদ্বারা সিদ্ধিলাভকারী; স্বতঃসিদ্ধ।

স্বয়ম্ভর—বিণ. নিজেই নিজের প্রয়োজন নির্বাহ বা ভরণ-পোষণ করিতে পারে এমন; স্বয়ংসম্পূর্ণ (বৃটেন খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর নয়)। [সং. স্বয়ম্+ √ভৃ+অ]।

স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ—(১) বিণ. স্বয়ংসৃষ্ট; স্বেচ্ছায় শরীরধারী। (২) বি. ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। [সং. স্বয়ম্+ √ভূ+উ, ক্বিপ্(র্তৃ)] বি. **স্বয়ম্ভুব**—প্রথম মনু।

স্বর—বি. কণ্ঠধ্বনি; (সঙ্গীতে) সুর; শব্দ (কলস্বরে); যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীতই উচ্চারিত হইতে পারে; (বেদমন্ত্রের উচ্চারণে) উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রিবিধ ধ্বনি; (ব্যাক.) হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এই ত্রিবিধ ধ্বনি। [সং. √স্ব্ (শব্দ করা অর্থে)+অ(ভা)]। বি. ~গ্রাম—(সঙ্গীতে) সুরসপ্তক অর্থাৎ ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ। বি. ~বর্ণ—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ: স্বয়ং উচ্চারিত এই বর্ণসমূহ। বি. ~ভক্তি—(ভাষা.) বিপ্রকর্ষ দ্রঃ। বি. ~ভঙ্গ—কণ্ঠস্বরের বিকৃতিরূপ রোগ, সাত্ত্বিক ভাববিশেষ। বি. ~লহরী—সুরের ঢেউ। বি. ~লিপি—(সঙ্গীতে) সুর তাল প্রভৃতির সাঙ্কেতিক বর্ণনা-সংবলিত লিপি। বি. ~সঙ্গতি—(ভাষাতত্ত্বে) শব্দমধ্যে পরবর্তী বা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য বর্ণের স্বরধ্বনির পরিবর্তন (যেমন বিলাতি>বিলেতি, বিলিতি); (সঙ্গীতে) ঐকতান। বি. ~সন্ধি—স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের বা স্বরান্ত পদের সহিত স্বরাদি পদের সংযোগ।

স্বরচিত—বিণ. নিজের দ্বারা বা স্বীয় কল্পনাবলে রচিত (স্বরচিত গ্রন্থ, স্বরচিত সমস্যাজাল)। [সং. স্ব+রচিত]।

স্বরাজ—বি. স্বায়ত্তশাসন ; স্বাধীনতা। [সং. স্বারাজ্য]।

স্বরাজ্য—বি. নিজের দ্বারা শাসিত অর্থাৎ স্বাধীন রাজ্য বা সরকার ; নিজের রাজ্য। [সং. স্ব+রাজ্য]।

স্বরাট্ (-রাজ্)—বি. ঈশ্বর যিনি স্বয়ংদীপ্ত বা স্বতঃসিদ্ধ। [সং. স্ব+ √রাজ্ (দীপ্তি-অর্থক) + কিপ্]।

স্বরান্ত—বিণ. (ব্যাক.—শব্দ সম্বন্ধে) অন্তে স্বরধ্বনিযুক্ত। [সং. স্বর+অন্ত]।

স্বরাষ্ট্র—বি. স্বরাজ্য ; রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ও অন্যান্য বিষয়। [সং. স্ব+রাষ্ট্র]। বি. ~**মন্ত্রী**—রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ও অন্যান্য বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

স্বরিত—(১) বি. উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্তী স্বর। (২) বিণ. উচ্চারিত, ধ্বনিত। [সং. স্বর+ইত]।

স্বরীশ্বর—বি. স্বর্গের অধিপতি, ইন্দ্র। [সং. স্বর্ (= স্বর্গ) + ঈশ্বর]।

স্বরূপ—বি. প্রকৃতি, স্বাভাবিক অবস্থা ; প্রকৃত রূপ (ক্রুদ্ধ হলেই স্বরূপ দেখা দেয়), নিজের রূপ ; তুল্য বা সদৃশ রূপ (মৃত্যু-স্বরূপ, লক্ষ্মীস্বরূপা) ; তুলনা (দৃষ্টান্তস্বরূপ)। [সং. স্ব+রূপ]। অব্য. ~**তঃ** (-তস্), ~**ত**—বাস্তবিকপক্ষে। বি. ~**তা**, ~**ত্ব**—স্বীয় রূপের ভাব, স্বরূপের ভাব, অনন্যতা।

স্বর্গ—বি. পুণ্যবান্ মৃত্যুর পরে যে স্থানে বাস করেন ; দেবলোক ; চিরসুখময় স্থান। [সং. সু+ √ঋজ্ (= অর্জন) + অ(র্ম)]। **স্বর্গ হাতে পাওয়া**—সুখসম্পদ্ লাভ করা ; অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করা ; অনায়াসে মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া। **স্বর্গে তুলে দেওয়া**—অতিরঞ্জিত প্রশংসা-দ্বারা উন্নীত করা। **স্বর্গে বাতি দেওয়া**—মৃত পূর্ব-পুরুষের উদ্দেশ্যে আকাশপ্রদীপ জ্বালা ; (আল.) বংশরক্ষা করা। বি. ~**গঙ্গা**, ~**নদী**—গঙ্গার স্বর্গস্থ শাখা, মন্দাকিনী। বিণ. ~**গত**, ~**ত**—স্বর্গে গত, মৃত। বি. ~**লাভ**—স্বর্গে গমন ; মৃত্যু। বি. ~**দ্বার**—স্বর্গে প্রবেশের পথ ; হিন্দুতীর্থবিশেষ। বি. ~**প্রাপ্তি**—পর-লোকগমন ; মৃত্যু। বি. ~**সুখ**—একমাত্র স্বর্গে লভ্য অনাবিল ও অতুলন সুখ (ইং. heavenly bliss-এর অনুবাদ)। বিণ. ~**স্থ**—স্বর্গে অবস্থিত, স্বর্গীয় ; মৃত। বি. **স্বর্গারোহণ**—স্বর্গে গমন ; মৃত্যু। বিণ. **স্বর্গীয়**—স্বর্গ-সম্বন্ধীয়, স্বর্গসুখজনক (স্বর্গীয় সৌন্দর্য) ; পবিত্র, (বাং.) স্বর্গগত, মৃত। বিণ.(স্ত্রী.) **স্বর্গীয়া**। বিণ. **স্বর্গ্য**—স্বর্গ-সম্বন্ধীয় ; স্বর্গসুখজনক ; স্বর্গলাভে সহায়ক ; পবিত্র।

স্বর্ণ—বি. সোনা, সুবর্ণ, হিরণ্য, কনক, কাঞ্চন, হেম। [সং. সু+ √বর্ণ (= গতি) + অ(র্তৃ)]। বি. ~**কমল**—রক্তপদ্ম। বি. ~**কার**—সোনার অলঙ্কারাদি নির্মাতা, সেকরা। বিণ. ~**গর্ভ**—অভ্যন্তরে সোনা আছে এমন, স্বর্ণপূর্ণ। বিণ.(স্ত্রী.) ~**গর্ভা**—স্বর্ণপূর্ণা ; (আল.) গর্ভে সোনার চাঁদের ন্যায় সন্তান ধারণ করিয়াছে এমন, সুসন্তানপ্রসবিনী। বি. ~**প্রতিমা**—স্বর্ণনির্মিত প্রতিমা ; (আল.) অতি সুন্দর মূর্তি। বিণ. ~**প্রসূ**—(আল.) অতিশয় উর্বরা। বি. ~**বণিক্** (-বিক্)—সোনার বেনে, হিন্দুজাতিবিশেষ। বি. ~**ভূষণ**, **স্বর্ণালঙ্কার**—সোনার গহনা। বি. ~**মৃগ**—সীতাকে প্রলুব্ধ করার জন্য মায়ারূপধারী রাক্ষস মারীচ ; (আল.) মিথ্যা ও সর্বনাশা প্রলোভন। বি. ~**সিন্দূর**—পারদঘটিত আয়ু-র্বেদীয় ঔষধবিশেষ, মকরধ্বজ। বি. ~**সুযোগ**—সুবর্ণ সুযোগ। বি. ~**সূত্র**—সোনার হার। **স্বর্ণাক্ষরে লেখা**—স্বর্ণের ন্যায় অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা।

স্বর্বধূ, **স্বর্বেশ্যা**—বি. অপ্সরা। [সং. স্বঃ+বধূ]।

স্বর্বৈদ্য—বি. স্বর্গের চিকিৎসক ; অশ্বিনীকুমারদ্বয়। [সং. স্বঃ+বৈদ্য]।

স্বর্লোক—বি. স্বর্গ। [সং. স্বঃ+লোক]।

স্বল্প—বিণ. সামান্য একটু, অতি অল্প (স্বল্প আয়োজন, স্বল্প ব্যয়)। [সং. সু+অল্প]। বি. ~**তা**। বিণ. **স্বল্পায়ুঃ** (-য়ুস্)—অল্পকাল বাঁচে এমন। বিণ. **স্বল্পাহার**—অল্প খায় এমন।

স্বসা (-সৃ)—বি. ভগিনী। [সং. সু+ √অস্+ঋ (র্তৃ)]। **স্বস্রীয়**, **স্বস্রেয়**—(১) বি. ভাগিনেয়। (২) বিণ. ভগিনী-সম্বন্ধীয়। বি.(স্ত্রী.) **স্বস্রীয়া**, **স্বস্রেয়ী**—ভাগিনেয়ী।

স্বস্তি—(১) অব্য. মঙ্গল হউক বা পাপ দূর হউক : এই আশীর্বাদ ; আশীর্বচনযুক্ত মন্ত্র (স্বস্তিপাঠ) ; শুভ, মঙ্গল সন্তোষ। (২) বি. নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থা, উদ্বেগরাহিত্য, আরাম (সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, স্বস্তির নিশ্বাস, স্বস্তিতে ঘুমানো)। [সং. সু+ √অস্+তি(ভা)]। **সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল**—উদ্বেগপূর্ণ সচ্ছল অবস্থা অপেক্ষা নির্ঝঞ্ঝাট দরিদ্র জীবন ভাল। বি. ~**বাচন**—মঙ্গলকর্মারম্ভে মঙ্গলকথন বা স্বস্তি-শব্দের উচ্চারণ। বি. ~**মুখ**—(স্বস্তিবচন পাঠ করে বলিয়া) ব্রাহ্মণ।

স্বস্তিক—বি. মাঙ্গলিক বস্ত্রচিহ্নবিশেষ ; পিটুলিনির্মিত মাঙ্গল্য দ্রব্যবিশেষ, শ্রী ; যোগের আসনবিশেষ ; সম্মুখে বারান্দাযুক্ত বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ ; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা ; চারটি চতুষ্পথযুক্ত নগরবিশেষ। [সং. স্বস্তি+ক]। বি **স্বস্তিকা**—মঙ্গলের প্রতীক প্রায় ক্রুশাকার চিহ্নবিশেষ ( )। বি. **স্বস্তিকাসন**—যোগসাধনে আসনবিশেষ।

স্বস্ত্যয়ন—বি. আপৎশান্তি পাপমোচন অভীষ্টলাভ প্রভৃতি কামনায় পূজানুষ্ঠানবিশেষ। [সং. স্বস্তি+অয়ন]।

স্বস্থ—বিণ. স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত, সুস্থ। [সং. স্ব+ √স্থা+অ(র্তৃ)]।

স্বস্থান—নিজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ; স্বীয় বাসস্থান। [সং. স্ব+স্থান]।

স্বাক্ষর—বি দস্তখত, সহি। [সং. স্ব+অক্ষর]। বিণ. **স্বাক্ষরিত**—দস্তখত করা হইয়াছে এমন।

স্বাগত—বি. শুভাগমন ; তজ্জন্য আনন্দ (স্বাগত জানানো, স্বাগতসম্ভাষণ)। [সং. সু+আগত]।

স্বাচ্ছন্দ্য—বি. স্বচ্ছন্দতা, সুস্বভাব ; স্বাধীনতা। [সং. স্বচ্ছন্দ+য(ভা)]।

স্বাজাতিক—বিণ. স্বজাতি বা স্বদেশবাসী সম্বন্ধীয় (স্বাজাতিক ঐক্য, স্বাজাতিক কল্যাণ), স্বজাতির বা স্বদেশবাসীর হিতৈষী। [সং. স্বজাতি+ক]। বি. ~**তা**

– স্বজাতিপ্রীতি, nationalism। বি. **স্বাজাত্য**— স্বজাতিয়তা (স্বাজাত্যের অভিমান)।

স্বাতন্ত্র্য—বি. স্বতন্ত্রতা, অন্যের সহিত পার্থক্য, অনন্য-পরতা; স্বাধীনতা (স্বাতন্ত্র্য-বোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মতের স্বাতন্ত্র্য)। [সং স্বতন্ত্র + য (ভা)]।

স্বাতি, স্বাতী—বি. (জ্যোতিষ) পঞ্চদশ নক্ষত্র; সর্পপক্ষী-বিশেষ। [সং স্ব + √অৎ + ই, ঈ (র্তৃ)]।

স্বাদ—বি. জিহ্বায় খাদ্য-পানীয়ের গুণাগুণ-বোধ (দুধের স্বাদ, রান্নায় স্বাদ-গন্ধের প্রশংসা), রসগ্রহণ। [সং. √স্বদ্ + অ] বি. **~ন**—আস্বাদন, স্বাদগ্রহণ। বিণ. **স্বাদিত**— স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন, আস্বাদিত। বিণ. **স্বাদিষ্ঠ**—সর্বাপেক্ষা স্বাদু; অতিশয় স্বাদু। বিণ **স্বাদু**— সুস্বাদযুক্ত, মিষ্ট।

স্বাদেশিক—বিণ স্বদেশ-সম্বন্ধীয় (গতযুগের স্বাদেশিক আন্দোলন), স্বদেশজাত, স্বদেশবাসী, স্বদেশহিতৈষী। [সং. স্বদেশ + ইক]। বি. **~তা**—স্বদেশহিতৈষণা, স্বদেশপ্রীতি (স্বাদেশিকতার উত্তেজনা)।

স্বাধিকার—বি নিজের অধিকার বা সম্পত্তি। [সং. স্ব + অধিকার]।

স্বাধিষ্ঠান—বি. স্বকীয় বাসস্থান বা কর্মস্থল, (যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্রে) দেহস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষড়্দল পদ্মবিশেষ বা চক্রবিশেষ, মূলাধারের উপরিস্থিত। [সং স্ব + অধি-ষ্ঠান]।

স্বাধীন—বিণ. কেবল নিজের অধীন, স্ববশ, অনন্যপর (স্বাধীন চিন্তা বা জীবিকা); অবাধ, স্বচ্ছন্দ (স্বাধীন গতি), বিদেশী কর্তৃক শাসিত নহে এমন (স্বাধীন দেশ)। [সং. স্ব + অধীন]। বি. **~তা**।

স্বাধ্যায়—বি. বেদপাঠ, বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যয়ন। [সং. সু + আ (= আবৃত্তিপূর্বক) + অধি + √ই + অ (ভা)]। বিণ. **~বান্** (-বৎ); **স্বাধ্যায়ী** (-য়িন্)—বেদা-ধ্যায়ী, শাস্ত্রাধ্যায়ী, অধ্যয়নকারী।

স্বাবলম্বন, স্বাবলম্ব—বি. আত্মনির্ভর, নিজ-শক্তিদ্বারা কর্ম করা, অনন্যপরতা। [সং. স্ব + অবলম্বন, অবলম্ব]। বিণ. **স্বাবলম্বী** (-ম্বিন্)—আত্মনির্ভরশীল। বিণ. (স্ত্রী.) **স্বাবলম্বিনী**। বি. **স্বাবলম্বিতা**।

স্বাভাবিক—বিণ. প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক, স্বভাবজাত; প্রকৃতিগত (স্বাভাবিক অধিকার, স্বাভাবিক বিকাশ), স্বভাবসঙ্গত, অবিকৃত (স্বাভাবিক অবস্থা)। [সং. স্বভাব + ইক]। বি. **~তা**।

স্বামী (-মিন্)—বি পতি, ভর্তা, প্রভু, মনিব, অধিপতি, মালিক (গৃহস্বামী, ভূস্বামী); পরমহংস বা বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর উপাধিবিশেষ (শ্রীধর স্বামী)। [সং. স্ব + আ মিন্]। বি.(স্ত্রী.) **স্বামিনী** (গৃহস্বামিনী)। বি **স্বামিত্ব**— মালিকানা (স্বত্ব-স্বামিত্ব)।

স্বায়ত্ত—বিণ. স্ববশ, নিজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত (স্বায়ত্তশাসন)। [সং স্ব + আয়ত্ত]। বি. **~শাসন**—নিজেদের দ্বারা পরিচালিত রাজ্যশাসন।

স্বায়ম্ভুব—(১) বি. স্বয়ম্ভুপুত্র, প্রথম মনু। (২) বিণ. স্বয়ম্ভু-সম্বন্ধীয়। [সং. স্বয়ম্ভু + অ]।

স্বারোচিষ—বি. স্বায়ম্ভুব মনুর পরবর্তী অথচ এক বংশে উৎপন্ন অন্যতম মনু। [সং. স্বরোচিস্ + অ]।

স্বার্থ—বি. নিজের প্রয়োজন বা কাজ, নিজের লাভ বা উপকার; নিজের ধনসম্পদ্। [সং. স্ব + অর্থ]। বি. **~চিন্তা**—নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির বা মঙ্গললাভের উপায়চিন্তা। বি. **~ত্যাগ**—নিজের লাভ বা মঙ্গল বিসর্জন। বিণ. **~পর, ~পরায়ণ**—পরের সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নিজের স্বার্থসাধনে অতি তৎপর। বি **~পরতা, ~পরায়ণতা**। বি. **~সাধন, ~সিদ্ধি** —পরের সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল স্বীয় কার্যো-দ্ধার বা মঙ্গলসাধন। বি. **স্বার্থান্ধ**—নিজ স্বার্থ-সাধন-কল্পে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না এমন। বি. **স্বার্থান্বেষণ** —স্বার্থসাধনের উপায়চিন্তা বা চেষ্টা। বিণ. **স্বার্থান্বেষী** (-ষিন্)—স্বার্থান্বেষণকারী। বিণ **স্বার্থোন্মত্ত**—বিবেক-বিরহিত হইয়া স্বার্থসাধনে বা স্বার্থরক্ষায় একান্ত তৎপর।

স্বাস্থ্য—বি. সুস্থতা, রোগহীনতা, শরীরের সুস্থ অবস্থা (ভগ্ন স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবর্ধক), সুখ, স্বস্তি; (বাং.) শরীরের অবস্থা (তোমার স্বাস্থ্য কেমন?, স্বাস্থ্যের কারণে পদ-ত্যাগ)। [সং. স্বস্থ + য(ভা)]। বিণ. **~কর, ~প্রদ**— শারীরিক সুস্থতাবিধায়ক, দৈহিক পুষ্টিবর্ধক। বি. **~নাশ, ~ভঙ্গ, ~হানি**—শারীরিক সুস্থতার ক্ষতি, অসুস্থতা। বি. **~পালন**—স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিধিনিয়ম পালন। বি. **~রক্ষা**—শরীরের সুস্থতা বজায় রাখা। বিণ. **~হীন**—রুগ্ণ, অসুস্থ। বি. **স্বাস্থ্যো-দ্ধার**—রোগাদিতে নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার; শরীর ভাল করা।

স্বাহা—(১) অব্য. দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাহুতি, ঐ ঘৃতাহুতির বা দ্রব্যত্যাগের মন্ত্র। (২) বি. অগ্নিজায়া। [সং. সু + আ + √হ্বে + আ]।

স্বীকার—বি. মানিয়া লওয়া (অপরাধস্বীকার, ঋণ-স্বীকার); প্রকাশ, খ্যাপন (কৃতজ্ঞতা স্বীকার); গ্রহণ (নিমন্ত্রণস্বীকার); সম্মতিদান, অঙ্গীকার (দিতে স্বীকার করা বা পাওয়া), বরণ, সহ্য করা (দুঃখস্বীকার)। [সং. স্ব + ঈ(চ্বি) + √কৃ + অ(ভা)]। বিণ. **স্বীকার্য**—গ্রহণীয়, অনুমোদনের যোগ্য (এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য)। বিণ. **স্বীকৃত**—স্বীকার করা হইয়াছে এমন, অঙ্গীকৃত; রাজি। বি **স্বীকৃতি**—স্বীকার; সম্মতি। বি. **স্বীকা-রোক্তি**—যে উক্তিদ্বারা দোষ স্বীকার করা হয়; এক-রারনামা।

স্বীয়—বিণ. নিজের, স্বকীয়, আপনার। [সং. স্ব + ঈয়]।

স্বীয়া—(১) বিণ.(স্ত্রী) স্বকীয়া। (২) বি.(স্ত্রী.) নায়িকা-বিশেষ, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নায়িকা।

স্বেচ্ছা—বি. নিজের ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা। [সং. স্ব + ইচ্ছা]। বিণ. **~কৃত**—নিজের ইচ্ছায় করা হইয়াছে এমন (স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগ)। ক্রি-বিণ. **~ক্রমে**—নিজ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া। বি. **~চার**—নিজের খেয়াল-খুশিতে করা কাজ, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বৈরাচার। বিণ. **~চারী** (-রিন্)—স্বেচ্ছাচারকারী। বিণ. (স্ত্রী.) **~চারিণী**। বি. **~চারিতা**। বিণ. **~ধীন**—স্বীয়

ইচ্ছার অধীন, স্বাধীন। বিণ. **~নুবর্তী** (-র্তিন্)—স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কার্যকারী; স্বেচ্ছাচারী। বি. (স্ত্রী.) **~নুবর্তিনী**। বি. **~নুবর্তিতা**। বিণ. **~প্রণোদিত**—নিজ ইচ্ছাবশে প্রবৃত্ত। বি. **~মৃত্যু**—নিজ ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যু। বি. **~ব্রতী, ~সেবক**—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বা বিনাবেতনে যে ব্যক্তি সেবা করে, volunteer। বি.(স্ত্রী.) **~সেবিকা, ~সেবকা**।

স্বেদ—বি. ঘর্ম, ঘাম, বাষ্প; তাপ। [সং. √স্বিদ্ + অ + (ভা)]। বিণ. **~জ**—স্বেদ হইতে উৎপন্ন। বি. **~জল, ~বারি**—ঘাম। বি. **~ন**—ঘর্ম জনন বা নিঃসারণ, সেক বা ভাপরা প্রদান। বি **~স্রুতি, ~স্রাব**—ঘর্ম-নির্গমন। বিণ. **স্বেদাক্ত, স্বেদাপ্লুত**—ঘর্মাক্ত।

স্বৈর—(১) বি. স্বেচ্ছাচার; স্বাধীনতা। (২) বিণ. স্বেচ্ছাচারী; স্বাধীন; অসংযত। [সং. স্ব + √ঈর্ + অ (ভা)]। বি **~চার, স্বৈরাচার**—স্বেচ্ছাচার, নিজের ইচ্ছানুযায়ী আচরণ; অশিষ্ট ব্যবহার, উচ্ছৃঙ্খলতা। বিণ **~চারী** (-রিন্), **স্বৈরাচারী** (-রিন্)—স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল। বি. **~তা, স্বৈরিতা**—স্বেচ্ছাচার, নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী আচরণ। বিণ. **স্বৈরী** (-রিন্)—স্বৈরাচারী; অবাধ্য। বিণ.(স্ত্রী.) **স্বৈরিণী**—স্বেচ্ছাচারিণী, ব্যভিচারিণী।

স্বোপার্জিত—বিণ নিজের দ্বারা অর্জিত (স্বোপার্জিত সম্পত্তি)। [সং. স্ব + উপার্জিত]।

স্মর—(১) বি. কন্দর্প; স্মরণ। (২) বিণ. স্মরণকারী (জাতিস্মর)। [সং. √স্মৃ + অ]। বি. **~জিৎ, ~হর, স্মরারি**—মদনভস্মকারী শিব।

স্মরণ—বি. মনে মনে বিগত বিষয়াদির চিন্তা, অনুভব বা আলোড়ন; স্মৃতি; ধ্যান (স্মরণে আনা, আসা, থাকা বা রাখা, দুর্গানাম স্মরণ করা), মনে মনে (পরের) আগমন-কামনা (মহারাজ আমাকে স্মরণ করেছেন)। [সং. √স্মৃ + অন (ভা)]। বি. **~শক্তি**—মনে রাখিবার ক্ষমতা। বিণ. **স্মরণাতীত**—এমন প্রাচীন যে কেহই স্মরণ করিতে পারে না। ক্রি-বিণ. **স্মরণার্থ**—স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। বি. **স্মরণার্হ, স্মরণীয়, স্মর্তব্য**—স্মরণযোগ্য (স্মরণীয় দিবস ঘটনা বা ব্যক্তি)। বিণ. **স্মরণিক**—স্মৃতি-রক্ষা করে এমন, memorial (স্মরণিক স্তম্ভ) [স. প.]।

স্মরা—ক্রি. (কাব্যে) স্মরণ করা ("—যাত্রা করিব গো শ্রীহরি স্মরিয়া : র. সে.)। [স্মরণ দ্রঃ]।

স্মর্তব্য—স্মরণ দ্রঃ।

স্মারক—বিণ. স্মৃতির উদ্বোধক, স্মরণ করাইয়া দেয় এমন (স্মারক চিহ্ন, স্মারক ডাকটিকিট)। [সং. √স্মৃ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]। বি. **~লিপি**—যে লিপিতে বা পত্রে নির্দিষ্ট অভিযোগ অথবা দাবি-দাওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়।

স্মার্ত—বিণ. স্মৃতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়, স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ, স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা। [সং. স্মৃতি + অ]।

স্মিত—(১) বি. ঈষৎ হাস্য (সস্মিত)। (২) বিণ. ঈষৎ হাস্যযুক্ত (স্মিত মুখে); বিকশিত। [সং. √স্মি + ত (ভা, র্তৃ)]।

স্মৃত—বিণ স্মরণ করা হইয়াছে এমন, স্মৃতির বিষয়ীভূত। [সং. √স্মৃ + ত (র্ম)]।

স্মৃতি—বি. (১) মনে-মনে বিগত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা জ্ঞান, স্মরণ, ধ্যান, স্মরণশক্তি, স্মারক-চিহ্ন। (২) বেদ-বিহিত ধর্মানুযায়ী প্রণীত ধর্মশাস্ত্র; মনু-যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদির কৃত ধর্মসংহিতা। [সং. √স্মৃ + তি]। বি. **~কথা**—স্মৃতির সাহায্যে বর্ণিত অতীত কাহিনী। বিণ. **~কর্তা** (র্তৃ), **~কার**—স্মৃতিশাস্ত্ররচয়িতা। বি. **~চারণা**—স্মৃতির বিষয়ীভূত ব্যক্তি বা ঘটনার বর্ণনা। বি. **~চিহ্ন**—স্মারকচিহ্ন। বি. **~পট**—পূর্বানুভূত বিষয় বা বস্তুর চিত্রপট। বি. **~পথ**—স্মরণরূপ পথ, স্মরণ। বি. **~বার্ষিকী**—বৎসরান্তে ঠিক একই দিনে মৃত ব্যক্তি বা বিগত ঘটনাদি স্মরণপূর্বক অনুষ্ঠিত সভা। বি. **~বিভ্রম**—স্মরণশক্তির বিপর্যয়, বিস্মরণ। বিণ. **~বিরুদ্ধ**—ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী। বি. **~ভ্রংশ, ~লোপ, ~হানি**—স্মরণশক্তিলোপ। বিণ. **~ভ্রষ্ট**—বিস্মৃত। বি **~ভাণ্ডার**—স্মৃতিরক্ষাকল্পে চাঁদা-সংগ্রহ বা ফাণ্ড, স্মরণ করিয়া রাখা বিষয়সমূহ। বিণ. **~মান্** (-মৎ)—প্রভূত স্মরণশক্তিসম্পন্ন। বি. **~রক্ষা**—মৃত বা বিগত কোন ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা। বি **~শক্তি**—স্মরণ করিবার বা মনে রাখিবার ক্ষমতা। বি **~শাস্ত্র**—মন্বাদি-প্রণীত ধর্মসংহিতা।

স্মের—বিণ. ঈষৎ হাস্যযুক্ত, স্মিত। [সং. √স্মি + র(র্তৃ)]।

স্যন্দ—বি. গমন, বেগ; ক্ষরণ। [সং. √স্যন্দ্ + অ(ভা)]। বি **~ন**—ক্ষরণ; রথ। বিণ. **স্যন্দিত**—স্যন্দযুক্ত, ক্ষরিত। বিণ. **স্যন্দী** (-ন্দিন্)—ক্ষরণশীল; গমনশীল।

স্যমন্তক—বি. শ্রীকৃষ্ণের অধিকারভুক্ত পৌরাণিক মণি-বিশেষ। [সং.]।

স্যমন্তপঞ্চক—বি. কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম।

স্যমীক—বি. বল্মীক, উই, বৃক্ষবিশেষ। [সং.]।

স্যর, স্যার—**সার**১-এর রূপভেদ।

স্যাঁতস্যাঁত, স্যাঁতসেঁতে—যথাক্রমে **সেঁতসেঁত** ও **সেঁতসেঁতে**-র বানানভেদ।

স্যাঙাত, স্যাঙাৎ, স্যাঙ্গাত, স্যাঙ্গাৎ—**সেঙাত**-এর বানানভেদ।

স্যূত—বিণ. গ্রথিত; সীবন বয়ন বা রিপু করা হইয়াছে এমন। [সং. √সিব্ + ত(র্ম)]। বি. **স্যূতি**—সীবন; বয়ন, থলিয়া, বংশ; সন্তান।

স্রবণ, স্রব—বি. ক্ষরণ (রক্তস্রবণ), স্রাব, প্রস্রবণ। [সং. √স্রু + অ, অন (ভা)]।

স্রংস, স্রংসন—বি. স্খলন, বিচ্যুতি, পতন। [সং. √স্রংস্ + অ, অন (ভা)]। বি. **স্রংস-উপত্যকা**—পৃথিবীপৃষ্ঠাংশ অবদমিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট উপত্যকা, rift-valley। বিণ. **স্রংসী** (-সিন্)—স্রংসনশীল।

স্রক্ (স্রজ্)—বি. মালা, হার। [সং. √সৃজ্ + ক্বিপ্(র্ম)]।

স্রগ্ধর—বিণ. মাল্যধারী, মাল্যভূষিত। [সং. স্রজ্ + ধর (√ধৃ + অ)]। **স্রগ্ধরা**—(১) বিণ.(স্ত্রী.) স্রগ্ধর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। (২) বি. সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

স্রষ্টা (-ষ্টৃ)—(১) বি. ঈশ্বর ; ব্রহ্মা। (২) বিণ. সৃষ্টিকর্তা ; রচনাকারী, নির্মাতা। [সং. √সৃজ্+তৃ (র্তৃ)]।

স্রস্ত—বিণ. খলিত, বিচ্যুত, ক্ষরিত ; বিগলিত ; স্থান-ভ্রষ্ট ; শিথিল। [সং. √স্রংস্+ত]।

স্রাব—বি. ক্ষরণ (রক্তস্রাব, জলস্রাব) ; ক্ষরিত পদার্থ। [সং. √স্রু+অ (ভা, র্তৃ)]। বিণ. ~**ক**—ক্ষরণশীল ; ক্ষরণ করায় এমন।

স্রুত—বিণ. ক্ষরিত, গলিত, চোয়ান, distilled। [সং. √স্রু+ত (র্তৃ)]। বি. **স্রুতি**—ক্ষরণ, গলন।

স্রেক—**সেরেফ**-এর রূপভেদ।

স্রোতঃ (-তস্), (চলিত) **স্রোত**—বি. জলপ্রবাহ ; প্রবাহ, ধারা (বায়ুস্রোত), (সাদৃশ্যে) কালস্রোত, জনস্রোত। [সং.]। **স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, স্রোতোবহা**—(১) বি. নদী। (২) বিণ. স্রোত আছে এমন।

স্লাইস—বি. খণ্ড, টুকরা (এক স্লাইস রুটি)। [ইং. slice]।

স্লেট—বি. লিখিবার জন্য কালো পাথরের ফলকবিশেষ। [ইং. slate]।

স্লো—বিণ. উচিত বেগ অপেক্ষা কম বেগবিশিষ্ট (ঘড়িটা স্লো যাচ্ছে) ; দীর্ঘসূত্র, চটপটে নহে এমন (কাজে ভারী স্লো)। [ইং. slow]।

হ

হ১—বাঙ্গালা ভাষার ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

হ২—ক্রি. 'হওয়া'র মধ্যম পুরুষের রূপ, অসম্ভ্রমে (দূর হ)। (অপ্র.) শব্দের মাত্রাস্বরূপ (সেহ, বলহ, করহ)।

হইচই, হইহই—বি. উচ্চ গোলমাল।

হইতে, হ'তে—অব্য. (কোন ব্যক্তি, বিষয় বা স্থান কাল সম্পর্কে) থেকে (তাহা হইতে, তাহার কাছ হইতে) ; অবধি (সেই সময় হইতে) , দ্বারা ('আমা হ'তে এই কর্ম হবে না সাধন' : নবীন.), ফলে (এ ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়) ; তুলনায়, চেয়ে ('বিত্ত হ'তে চিত্ত বড়')। [বৈদিক অসন্ত (√অস্)>প্রা. অহনতহি>বাং. হইতে, হন্তে, হইতে]।

হইয়া, হ'য়ে—অব্য. পক্ষসমর্থন করিয়া (তাহার হইয়া কথা বলিবার কেহ নাই) ; প্রতিনিধিস্বরূপ (ছেলে বাপের হইয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিল) ; ক্রমশঃ ঘটা (অন্ধকার হইয়া আসা), পথিমধ্যে কোন স্থান অতিক্রম করিয়া বা সেখানে থাকিয়া, ঘুরিয়া (শিয়ালদহ হইতে বালিগঞ্জ হইয়া টালিগঞ্জে যাব, আসিবার পথে বাজারটা হইয়া আসিও)। [হওয়া দ্রঃ]। **হইয়া পড়া**—অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হওয়া (অজ্ঞান হইয়া পড়া, বাড়ি জীর্ণ হইয়া পড়া, গরিব হয়ে পড়েছি)।

হইহই—**হইচই** দ্রঃ।

হওন—বি. (প্রাদে.) হওয়া, সংঘটন। [**হওয়া** দ্রঃ]।

হওয়া—(১) ক্রি. বর্তমান বা বিদ্যমান থাকা ; ঘটা (যুদ্ধ হওয়া, বিপদ্ হওয়া) ; জন্মানো, প্রকাশ পাওয়া, উৎপন্ন হওয়া (ছেলে হওয়া, মেঘ হওয়া, ধান হওয়া) ; প্রচুর আয় হওয়া (ব্যবসায়ে টাকা হওয়া) ; বাড়া, অধিক হওয়া (বেলা হওয়া, বয়স হওয়া) ; সমাপ্ত হওয়া (এ কাজ দুঘণ্টায় হয়) ; অবস্থান্তর হওয়া (বরফ জল হওয়া, দেউলিয়া হওয়া, স্বাধীন হওয়া) ; উপস্থিত হওয়া (যাবার সময় হওয়া) ; ঘটা বা উদয় হওয়া (অসুখ হওয়া, ভোর হওয়া, ভয় হওয়া) , অতিবাহিত বা যাপিত হওয়া (তিন দিন হইল গিয়াছে) ; আয়ু ফুরান (আমার হয়ে এসেছে) ; মেলা, জোটা (চাকরি হওয়া, সুখ হওয়া) ; কুলান (ইহাতেই হইবে) ; পড়া, পতিত হওয়া (শিলাবৃষ্টি হওয়া) ; সম্বন্ধযুক্ত থাকা (সে আমার কুটুম্ব হয়) ; নিজস্ব বা আপন হওয়া, অধিকারে আসা (সে কি আর আমার হবে, জমিটা কি আমার হবে) ; উপযুক্ত বা মাপসই হওয়া (এ জুতো তোমার পায়ে হবে না) ; সম্ভাবনা হওয়া (তা হবে)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ. হইয়াছে বা প্রায় হইয়াছে এমন (হওয়া চাকরি)। [<সং. √ভূ বা √অস্]।

হংস—বি. হাঁস, প্রধানতঃ জলচর পক্ষিবিশেষ : ইহাদের পায়ের আঙুল চামড়া দিয়া জোড়া ; নির্লোভ যতি বা সন্ন্যাসী : 'অহং সঃ' এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া যিনি সংসারবন্ধন 'হনন' করিয়াছেন। [সং.]। বি. (স্ত্রী.) **হংসী**। ~**গমন**—(১) বি. হাঁসের ন্যায় মাথা নত ও নিতম্ব আন্দোলিত করিয়া লীলায়িত গমন। (২) বিণ. হংসের ন্যায় লীলায়িতভাবে গমনকারী। বিণ. (স্ত্রী.) ~**গমনা**, ~**গামিনী**। বি. ~**দূত**—দৌত্যকার্যে প্রেরিত হংস। বি. ~**বাহন, হংসারূঢ়**, ~**রথ**—ব্রহ্মা। বি. (স্ত্রী.) ~**বাহনা**, ~**বাহিনী, হংসারূঢ়া**—সরস্বতী। বি. ~**মালা**—হাঁসের দল।

হক—(১) বিণ. যথার্থ, ন্যায্য, প্রকৃত (হক কথা)। (২) বি ন্যায্য অধিকার বা স্বত্ব (হকের টাকা, হক বুঝিয়া লওয়া) ; ন্যায্য কথা (হক বলা)। [আ. হক্]। বিণ. ~**দার**—ন্যায্য দাবিদার। বি. **হকিকত**—সঠিক বিবরণ ; বয়ান। বি. **হকিয়ত**—স্বত্ব-সাব্যস্তের মামলা।

হকচকা—ক্রি. হকচকান। [?]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া, হতভম্ব হওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে।

হকার—বি. হ এই বর্ণ (হ+কার স্বার্থে) , ফেরিওয়ালা। [ইং. hawker]।

হকি—বি. পায়ের বদলে কাঠের লাঠি ও ক্ষুদ্র গোলক লইয়া ফুটবলজাতীয় খেলাবিশেষ। [ইং. hockey]।

হকিকত, হকিয়ত—**হক** দ্রঃ।

হকিম, হাকিম—বি. ইউনানী চিকিৎসক। [আ. হকীম্] **হকিমি, হকিমী**—(১) হকিমের কাজ। (২) বিণ. ইউনানী ; হকিম-সম্বন্ধীয়।

হজ—বি. বিশেষ তিথিতে মক্কাতীর্থদর্শন ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান-পালন। [আ. হজ্জ্]।

হজম—বি. পরিপাক ; (ব্যঙ্গে) আত্মসাৎ করা (পরের টাকা হজম করা) ; বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা (কিল খেয়ে কিল হজম করা)। [আ. হজ্‌ম্]। বিণ. **হজমি, হজমী**—পরিপাকের সহায়ক।

হজরত—বি. প্রভু, অতি সম্মানিত ব্যক্তি (হজরত মোহাম্মদ)। [আ. হজ্‌রৎ]।

হট্—অব্য. হঠাৎ তৎপরতা, হঠকারিতা প্রভৃতি ভাবসূচক (হট্ করিয়া বলিয়া ফেলা বা চলিয়া যাওয়া)।

হটা, হঠা—(১) ক্রি. সরিয়া যাওয়া, অপসৃত হওয়া; পশ্চাৎপদ হওয়া (হটিয়া যাওয়া, পিছু হঠা), নিরস্ত হওয়া; হারিয়া যাওয়া। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে। [সং. √হঠ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. সরাইয়া দেওয়া; পশ্চাৎপদ করা; নিরস্ত করা; পরাজিত করা। (২) বি.বিণ. উক্ত সকল অর্থে।

হট্ট—বি. হাট, বাজার। [সং. √হট্+ত(র্তৃ)]। বি. **~গোল**—হাটের মত গোলমাল, গণ্ডগোল, গোলমাল। বি. **~বিলাসিনী**—বেশ্যা। বি. **~মন্দির**—(ব্যঙ্গে) হাটে দোকানঘররূপে ব্যবহৃত চালাঘর।

হঠ—বি. বলপ্রয়োগ; পশ্চাদপসরণ; পরাজয়; অবিবেচনা। [সং. √হঠ্+অ(ভা)]। বিণ. **~কারী** (-রিন্)—অবিমৃষ্যকারী, গোঁয়ার; অবিবেচক। বি. **~কারিতা**।

হঠযোগ—বি. যোগবিশেষ: ইহাতে প্রাণ ও অপান বায়ু নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। [সং. হঠ (সম্পাদ্য)+যোগ]। বিণ. **হঠযোগী** (-গিন্)—হঠযোগে সিদ্ধিলাভকারী।

হঠা—**হটা**-র রূপভেদ।

হঠাৎ—ক্রি-বিণ. সহসা, অকস্মাৎ; অতর্কিতভাবে; পূর্বে কোন বিবেচনা না করিয়া। [<সং. হঠ]।

হঠান, হঠানো—**হটান**-র রূপভেদ।

হড়কা—ক্রি. হড়কান। [দেশী]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. পিছলাইয়া যাওয়া, পিছলান। (২) বি. উক্ত অর্থে।

হড়পা—বি. নদীতে হঠাৎ যে বাণ আসে।

হড়বড়—অব্য. বলন চলন প্রভৃতিতে অতি দ্রুততার ভাবপ্রকাশক। [তু. হি. **হবর-হবর**]। ক্রি. **হড়বড়ান, হড়বড়ানো**—হড়বড় করা; অনাবশ্যক দ্রুততা বা ব্যস্ততা প্রকাশ করা। বিণ. **হড়বড়ে**—হড়বড় করে এমন, ব্যস্ততাপরায়ণ।

হড়হড়—অব্য. পিচ্ছিলতার ভাবপ্রকাশক। বিণ. **হড়হড়ে**—হড়হড় করে এমন, পিচ্ছিল।

হড়াৎ, হড়াস—অব্য. হঠাৎ খোলা বা ঢালিয়া দেওয়ার শব্দ।

হণ্ডা—বি. বড় হাঁড়ি, হাঁড়া। [অর্বাচীন সং.]। বি. **হণ্ডিকা, হণ্ডী**—হাঁড়ি।

হত—বিণ. হত্যা করা বা বধ করা হইয়াছে এমন (যুদ্ধে হত সৈনিক); নষ্ট, নাশপ্রাপ্ত (হতগৌরব); লুপ্ত, লোপপ্রাপ্ত (হতচেতন, হতবুদ্ধি); ব্যাহত (হতোদ্যম); মন্দ (হতভাগ্য)। [সং. √হন্+ত (র্ম)]। বিণ. **~চেতন, ~জ্ঞান**—অচেতন, মূর্ছিত। বিণ. **~ছাড়া**—লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগ্য, দুর্দশাগ্রস্ত। [সং. হতশ্রী]। বিণ. **~প্রায়**—প্রায় বিনষ্ট; মর-মর। বিণ. **~বল**—নষ্টশক্তি, বলহীন। বিণ. **~বুদ্ধি, ~ভম্ব**—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিণ. **~ভাগ্য, ~ভাগা**—মন্দভাগ্য, দুর্ভাগা। বিণ. (স্ত্রী.) **~ভাগ্যা, ~ভাগিনী, ~ভাগী**। বিণ. **~মান**—সম্মানহারা; অবমানিত। বিণ. **~শ্রদ্ধ**—যাহার শ্রদ্ধা বা আস্থা লুপ্ত হইয়াছে। বি. **~শ্রদ্ধা**—(বাং.) অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা। বিণ. **~শ্রী**—শ্রীভ্রষ্ট; সম্পদ্‌হারা।

হতাদর—(১) বিণ. আদর বা সম্মান নষ্ট হইয়াছে এমন, অনাদৃত। (২) বি. অসম্মান, অমর্যাদা, অনাদর। [সং. হত+আদর]।

হতাশ—বিণ. নিরাশ, আশাহীন। [সং. হত+আশা]। বি. **হতাশা**—নৈরাশ্য, আশাভঙ্গ।

হতাশ্বাস—বিণ. যে ভরসা হারাইয়াছে; কোনও সান্ত্বনা যাহার নাই। [সং. হত+আশ্বাস]।

হতাহত—বিণ. হত ও আহত। [সং. হত+আহত]।

হতে—**হইতে**-র কথ্য রূপ।

হতোঽস্মি—ক্রি. আমি (পুরুষ) মারা গেলাম। [সং. হতঃ+অস্মি]। **হা হতোঽস্মি করা**—নিরাশ হইয়া 'মারা গেলাম' বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করা।

হতোদ্যম—বিণ. উদ্যমহারা, ভগ্নোৎসাহ। [সং. হত+

হত্তুকি, হত্তুকী—**হরীতকী**-র কথ্য রূপ।

হত্তেল—**হরিতাল**-এর কথ্য রূপ।

হত্যা, (কথ্য) **হত্যে**—বি. প্রাণনাশ, বধ (জীবহত্যা করা), (বাং.) অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমৃত্যু দেবতার নিকট ধরনা (মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকা)। [সং. √হন্+ক্যপ্ (ভা)+আপ্]। বি. **~কাণ্ড**—খুনের ঘটনা। বিণ. **~কারী** (-রিন্)—খুনী। বি. **~পরাধ**—খুন করার অপরাধ।

হদ—বি. গর্ত। [সং. হ্রদ]।

হদিস১, হদীস১—বি. তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ (কাহারও হদিস পাওয়া); উপায়, পথ (হদিস খুঁজে পাওয়া)। [আ. হদীথ্]।

হদিস২, হদীস২—বি. পরম্পরাগত হজরত মোহাম্মদের উপদেশাবলী; মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র। [আ. হদীথ্]।

হদ্দ—(১) বি. সীমা, (তু. **বেহদ্দ**=সীমাহীন), এলাকা (হদ্দের বাইরে যাওয়া)। (২) বিণ. চরম, চূড়ান্ত (হদ্দ মজা); অনধিক, মোট (হদ্দ চার কাঠা)। [আ. হদ্দ্]। অব্য. **~মুদ্দ**—যথাসাধ্য; বড় জোর, খুব বেশী হইলে।

হনন—বি. হত্যা, বধ (শত্রু-হনন)। [সং. √হন্+অন (ভা)]। বিণ. **হননীয়**—বধযোগ্য।

হনহন, হন্‌হন্—অব্য. দ্রুতবেগে চলিবার ভাবসূচক (হন্‌হনিয়ে ছুটলো)।

হনু, হনূ—বি. গণ্ডদেশের উপরিভাগ; চোয়াল; চিবুক; (প্রা. কা.) হনুমান্। [সং.]। বি. **~মান্** (-মৎ)—রামায়ণোক্ত রামভক্ত মহাবীর বানর; বৃহদাকার কৃষ্ণমুখ বানর।

হন্ত—বিলাপসূচক অব্যয়বিশেষ ('কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত': রবীন্দ্র)। [সং.]।

হন্তদন্ত—অব্য. অতি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত, ব্যস্তসমস্ত। [দেশী]।

হন্তব্য—বিণ. বধযোগ্য, হননীয়। [সং. √হন্+তব্য (র্ম)]।

হন্তা (-ন্তৃ)—বিণ. হত্যাকারী। [সং. √হন্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **হন্ত্রী**। বি. বিণ. ~**রক**—হত্যাকারী; অন্তরায়।

হন্দর—বি. ওজনের পরিমাণবিশেষ (১ হন্দর=১১২ পাউণ্ড=৫০·৮ কিলোগ্রাম)। [ইং. hundred-weight]।

হন্যমান—বিণ. নিহত হইতেছে এমন। [সং. √হন্+মান (শানচ্, র্ম)]।

হন্যা, (চলিত) **হন্যে, হন্নে**—বিণ. হনন বা আক্রমণ করিবার জন্য ক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান, কোন কিছুর জন্য ব্যাকুলভাবে চেষ্টাযুক্ত; খেপা (হন্নে হওয়া, হন্নে কুকুর)। [সং. হন্]।

হপ্তা—বি. সপ্তাহ; পরপর সাত দিন। [ফা. হফ্‌তা]।

হবচন্দ্র, হবুচন্দ্র—বি. গল্পে বর্ণিত নিরেট মূর্খ নৃপতি-বিশেষ। **হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী**—যেমন মূর্খ রাজা তেমনই তাহার মূর্খ মন্ত্রী।

হবন—বি. হোম, আহুতি। [√হু+অন (ভা)]। বি. **হবনী**—হোমকুণ্ড। বি.বিণ. **হবনীয়**—হব্য।

হবহব, হবোহবো—বিণ. হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন, আসন্ন (সন্ধ্যা হবহব)। [**হওয়া** দ্রঃ (প্রকার অর্থে দ্বিত্ব)]।

হবা—বি. ইহুদী খ্রিষ্টান ও ইসলাম পুরাণোক্ত পৃথিবীর আদি নারী, Eve। [আ. হবা]।

হবিঃ (-বিস্), (চলিত) **হবি**—বি. হবনীয় বস্তু; হোমের ঘৃত; ঘৃত; হোম। [সং. √হু+ইস্]। বি. **হবির্ভুক্** (-ভুজ্)—অগ্নি।

হবিষ্য, (কথ্য) **হবিষ্যি**—বি. ব্রতাদিতে ভক্ষণীয় ঘৃতান্ন; সঘৃত আতপান্ন, আমিষবর্জিত। [সং. হবিস্+য]। ক্রি. **হবিষ্য করা**—হবিষ্যান্ন খাওয়া। বি. **হবিষ্যান্ন**—হবিষ্য। বিণ. **হবিষ্যাশী** (-শিন্)—হবিষ্যান্নভোজী।

হবু—বিণ. ভাবী, হইবে এমন (হবু জামাই)। [**হওয়া** দ্রঃ]।

হবুচন্দ্র—**হবচন্দ্র** দ্রঃ।

হব্য—(১) বি. হোমে প্রদেয় বস্তু; হোম; দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন ইত্যাদি (তু. কব্য)। (২) বিণ. হোমে প্রদেয়, হোমের যোগ্য। [সং. √হু+য]।

হম—**হাম**২-এর রূপভেদ।

হম্বা—**হাম্বা**-র রূপভেদ।

হ-য-ব-র-ল—(১) বিণ. বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল (হ-য-ব র-ল হয়ে আছে)। (২) বি. বিশৃঙ্খলা, গোঁজামিল (হ-য-ব-র-ল করা)।

হয়১—(১) ক্রি. **হওয়া**-র নিত্যবর্তমানে প্রথম পুরুষের রূপ। (২) অব্য. (সমু.) বিকল্পসূচক (হয় তুমি নয় সে)। **হয়কে নয় করা**—যাহা ঘটে তাহা ঘটে না বলিয়া প্রমাণ করা, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা। ক্রি-বিণ. ~**ত, ~তো**—সম্ভবতঃ। বিণ. **হয়-হয়**—একান্ত আসন্ন।

হয়২—বি. ঘোড়া, অশ্ব। [সং.]। বি.(স্ত্রী.) **হয়ী**। বিণ. ~**গ্রীব**—ঘোড়ার মত গ্রীবাযুক্ত।

হয়রান, হয়রাণ—বি. নাকাল; ব্যর্থ পরিশ্রমে ক্লান্ত; জ্বালাতন, উত্ত্যক্ত (খুঁজে-খুঁজে, ঘুরে-ঘুরে হয়রান)। [আ. হয়রান্]। বি. **হয়রানি, হয়রাণি**—হয়রান হওয়ার ভাব।

হর১—(১) বি. সংহারকর্তা শিব (হরধনু); (গণি.) ভাজক বা বিভাজক অঙ্ক, denominator। (২) বিণ. সংহার-কারী; হরণকারী; অপনোদক (সন্তাপহর); আকর্ষক (মনোহর)। [সং. √হৃ+অ (র্তৃ)]। বি. ~**গৌরী**—শিব ও দুর্গা; এক-মূর্তিতে শিব ও দুর্গার প্রকাশ, অর্ধনারী-শ্বরমূর্তি। **হর হর বম বম**—শৈবদিগের ধ্বনিবিশেষ। বিণ.(স্ত্রী.) **হরা**—নাশিকা, অপনোদনকারিণী (দুঃখহরা)।

হর২—বিণ. প্রত্যেক (হররোজ); বিবিধ, নানা (হর কিসম)। [ফা.]। ক্রি-বিণ. ~**ঘড়ি,** ~**দম**—সর্বদা, অনবরত। বি. ~**বোলা**—যে বহু বিভিন্ন বুলি বলে বা বলিতে পারে (হরবোলা কবি)।

হরকত, হরকৎ—বি. বাধা, প্রতিবন্ধক। [আ. হর্‌কৎ]।

হরকরা—বি. সংবাদ, চিঠি প্রভৃতির বাহক, ডাক-পিয়ন। [ফা.]।

হরগিজ—ক্রি-বিণ. কখনও। [ফা.]।

হরগৌরী—**হর**১ দ্রঃ।

হরঘড়ি—**হর**২ দ্রঃ।

হরজ, হরজা—বি ক্ষতি, হানি। [ফা. হর্জ্]।

হরণ—বি. লুণ্ঠন, চুরি (পরদ্রব্য হরণ), অপনোদন ('হরণ করিব ভার পৃথিবীর': রবীন্দ্র); মোচন (শঙ্কাহরণ, চিন্তাহরণ); (গণি.) ভাগ করা। [সং. √হৃ+অন (ভা)]। বি. ~**পূরণ**—(গণি.) ভাগ ও গুণ; (আল.) যোগ-বিয়োগ, কমতি-বাড়তি।

হরতন—বি. খেলার তাসের রঙ বা চিহ্নবিশেষ। [ওল. harten]।

হরতাল—বি. বিক্ষোভ-প্রকাশার্থ দোকান-হাট, কাজকর্ম প্রভৃতি সাময়িকভাবে বন্ধ করা, ধর্মঘট। [গুজ.]।

হরদম—**হর**২ দ্রঃ।

হরফ, হরপ—বি. বর্ণমালার লেখ্য সঙ্কেত বা রূপ, অক্ষর। [আ. হর্ফ্]।

হরবোলা—**হর**২ দ্রঃ।

হররা—বি. (আনন্দাদির) প্রাচুর্যসূচক উচ্চ কোলাহল।

হরষ—**হর্ষ**-এর কোমল রূপ ('ময়ূর নাচিছে হরষে'); বিণ. **হরষিত**—(কাব্যে) হর্ষযুক্ত।

হরা—(১) ক্রি. (কাব্যে) হরণ করা ('কি পাপ দেখিয়া মোর হরিলি এ ধন তুই': মধু.); আকর্ষণ করা ('কে ওদের হৃদয় হরে': রবীন্দ্র.)। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [সং. √হৃ]।

হরি—(১) বি. নারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ; [সং.] যম, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, সিংহ, অশ্ব ইত্যাদি। (২) বিণ. হরিৎ কপিল বা পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট। [সং. √হৃ+ই (র্তৃ)]। **হরির লুট**—হরি-সঙ্কীর্তনের পর প্রসাদী বাতাসা ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া। বি. ~**গুণগান**—বিষ্ণুর নাম ও মহিমা কীর্তন। বি. ~**চন্দন**—দেবতরুবিশেষ, [**চন্দন** দ্রঃ]। বি.

~জন—ভারতের অস্পৃশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক, উক্ত সম্প্রদায়। [গান্ধীজীর প্রদত্ত নাম]। বি. ~দ্বার—হিমালয়ের পাদদেশস্থ হিন্দু তীর্থবিশেষ। বি. ~নাম—দেবাদিদেব হরির নাম, ঐ নাম জপ বা কীর্তন। হরিনামের ঝুলি—হরিনামের মালা রাখার ঝুলি। হরিনামের মালা—হরিনাম জপকালে নামোচ্চারণের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য ব্যবহৃত মালা, বৈষ্ণবের জপমালা। বি (স্ত্রী) ~প্রিয়া—লক্ষ্মীদেবী; তুলসী পাতা বা গাছ। বি. ~বাসর—দ্বাদশীর প্রথম পাদযুক্ত একাদশীর দিন, (ব্যঙ্গে) উপবাস, অনশন। বি ~বোল—(সচ. সমবেতকণ্ঠে ও উচ্চৈঃস্বরে) হরির নামোচ্চারণ (হিন্দুরা পূজান্তে, কীর্তনান্তে এবং শববহনকালে ও শবদাহকালে এই ধ্বনি উচ্চারণ করেন)। বিণ. ~ভক্ত—হরির প্রতি ভক্তিমান্, বৈষ্ণব। বি. ~ভক্তি—হরির প্রতি ভক্তি। ক্রি. হরিভক্তি উবিয়া যাওয়া—(ব্যঙ্গে) শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যাওয়া। বি ~মটর—(কৌতু.) উপবাস, অনশন। বি. ~লোট—হরির লুট-এর কথ্য রূপ। বি. সঙ্কীর্তন, সংকীর্তন—দলবদ্ধভাবে হরিগুণগান করা। বি. ~সভা—হরির মহিমা আলোচনার্থ সভা। বি. ~হর—হরি ও হর, বিষ্ণু ও শিব; বিষ্ণু ও শিবের অভেদমূর্তি। বিণ.বি. ~হরাত্মা—অভিন্নহৃদয়, একপ্রাণ একদেহ।

হরি ঘোষের গোয়াল—(নদীয়ার হরি ঘোষ নামক জনৈক গোপের দান-করা গোশালায় প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে সমবেত বহুসংখ্যক ছাত্রের কোলাহল হইতে, মতান্তরে কলিকাতার দানবীর হরি ঘোষের অতিথিশালার বহুসংখ্যক নিষ্কর্মা অতিথির কোলাহল হইতে) অলস ও নিষ্কর্মা লোকজনের কোলাহলপূর্ণ আড্ডা।

হরিচন্দন, হরিজন—হরি দ্র:।

হরিণ—বি. সুদর্শন তৃণভোজী শৃঙ্গী পশুবিশেষ, মৃগ, কুরঙ্গ। [সং. √হৃ+ইন (র্তৃ)]। বি. (স্ত্রী.) হরিণী। ~নয়না, হরিণাক্ষী—হরিণের ন্যায় সুন্দর চক্ষুযুক্তা। বি. হরিণাঙ্ক—চন্দ্র।

হরিণবাড়ি—বি. প্রাচীন কলিকাতার প্রসিদ্ধ জেলখানা; জেলখানা।

হরিৎ, হরিত—(১) বি. সবুজ বর্ণ, সূর্যের অশ্ব। (২) বিণ. সবুজবর্ণবিশিষ্ট। [সং. √হৃ+ইৎ, ইত (র্তৃ)]। বি. হরিতাশ্ম (-শ্মন্)—(সবুজবর্ণ বলিয়া) মরকত মণি; তুঁতিয়া। বি. হরিদশ্ব—(সবুজবর্ণ অশ্ববাহিত রথারূঢ় বলিয়া) সূর্য। বিণ. হরিদ্বর্ণ—হরিৎ বর্ণযুক্ত।

হরিতাল—বি. পারদযুক্ত পীতবর্ণ বিষাক্ত ধাতব পদার্থবিশেষ; পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ, হরিয়াল। [সং. হরি+তাল]।

হরিতালিকা, হরিতালী—বি. ছায়াপথ, ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী বা নষ্টচন্দ্রের তিথি। [সং. হরিতাল+ক+আ, ঈ]।

হরিতাশ্ম, হরিৎ, হরিদশ্ব, হরিদ্বর্ণ—হরিত দ্র:।

হরিদ্রা—বি. (প্রধানতঃ মসলারূপে ব্যবহৃত) পীতবর্ণ মূলবিশেষ, হলুদ। [সং. হরি+√দ্রু+অ (র্তৃ)+আ]। বিণ. ~ভ—পীতবর্ণযুক্ত, হলদে।

হরিদ্বার, হরিনাম, হরিপ্রিয়া, হরিবাসর, হরিবোল, হরিভক্ত, হরিভক্তি, হরিমটর—হরি দ্র:।

হরিয়াল—বি. ঘুঘুজাতীয় পীতবর্ণ বা সবুজবর্ণ পক্ষিবিশেষ। [সং. হরিতাল]।

হরিশ্চন্দ্র—বি. সূর্যবংশীয় রাজা যিনি বিশ্বামিত্র মুনিকে সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। [সং.]।

হরিষ—হর্ষ-র কোমল রূপ। হরিষে বিষাদ—আনন্দপূর্ণ ব্যাপারের আকস্মিকভাবে দুঃখে পরিণতি।

হরিসঙ্কীর্তন, হরিসংকীর্তন, হরিসভা, হরিহর—হরি দ্র:।

হরীতকী—বি. (কবিরাজী ঔষধে ও মুখশুদ্ধির কার্যে ব্যবহৃত) পীতবর্ণ কষায় ফলবিশেষ, উহার গাছ। [সং. হরি (পীতবর্ণ)+ইত (প্রাপ্ত)+ক+ঈ]।

হরেক—বিণ. নানাপ্রকার, বিবিধ (হরেক রকম), এক-এক, বিভিন্ন (হরেক জনের হরেক কথা)। [ফা. হর্+বাং. এক]।

হরেদরে—ক্রি-বিণ. মোটামুটি, গড়পড়তা (হরেদরে লাভ-লোকসান সমান)। [ফা. হর্+দর]।

হর্তা (-র্তৃ)—বিণ হরণকর্তা, অপহারক; সংহারক। [সং. √হৃ+তৃ (র্তৃ)]। বি. ~কর্তা—সংহারকর্তা ও নির্মাণকর্তা; সর্বময় কর্তা। বি. হর্তা-কর্তা-বিধাতা—বিনাশ, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনের কর্তা, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, (আল.) সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

হর্ম্য—বি. মনোহর অট্টালিকা, ধনীদের বাসভবন, সৌধ, প্রাসাদ। [সং. √হৃ(+য (মু-আগম))]।

হর্যক্ষ—বি. সিংহ, কুবের। [সং. হরি (পিঙ্গলবর্ণ)+অক্ষি]।

হর্যশ্ব—বি. ইন্দ্র। [সং. হরি (পিঙ্গলবর্ণ)+অশ্ব]।

হর্ষ—বি. আনন্দ, পুলক, উদ্ভেদ, উদ্দাম, খাড়া হওয়া বা শিহরণ (লোমহর্ষ)। [সং. √হৃষ্+অ (ভা)]। ~ণ—(১) বি. হর্ষ। (২) বিণ হর্ষজনক, আনন্দদায়ক; শিহরিয়া বা খাড়া করিয়া তোলে এমন (লোমহর্ষণ)। বিণ. হর্ষান্বিত, হর্ষাবিষ্ট, হর্ষিত—আনন্দিত, তোষিত; আমোদিত। বি হর্ষোদয়—আনন্দের সঞ্চার।

হল$_1$—বি. সোনার প্রলেপ বা সোনালী প্রলেপ, গিলটি। [আ.]।

হল$_2$—বি. বড় ঘর। [ই hall]।

হল$_3$—বি লাঙ্গল। [সং]। বি. ~কর্ষণ, ~চালনা, ~চালন—লাঙ্গলদ্বারা জমি চাষ। বি. ~ধর, ~ভৃৎ, হলী (-লিন্)—কৃষক, বলরাম। বি. হলায়ুধ—বলরাম, স্মৃতিশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। বিণ. হল্য—হলসম্বন্ধীয় কর্ষণযোগ্য।

হলকা—বি. পাল, দল, দঙ্গল ('ষোড়শ হলকা হাতী': ভা. চ.); ঘোড়ার গলায় পরাইবার চামড়ার বেড়; ঢেউ, ছাট, উত্তপ্ত প্রবাহ (আগুনের হলকা বা হল্কা)। [আ.]।

হলদি, হলদী—বি. (প্রাদে.) হলুদ। [প্রাকৃ হলিদ্দা< সং. হরিদ্রা]।

হলধর—**হল**৩ দ্রঃ।
হলফ, হলপ—বি. সত্য বলিবার জন্য শপথ বা ঈশ্বরের নামে দিব্য (হলফ করিয়া বলা)। [আ.]।
হলহল—অব্য. অতিশয় ঢিলা বা আলগা হওয়ার ভাব-প্রকাশক। বিণ. **হলহলে**—অত্যন্ত ঢিলা বা আলগা, হলহল করিতেছে এমন।
হলা—অব্য. ওলো, নারী কর্তৃক নারীকে সম্বোধনাত্মক ('হলা প্রিয়ংবদে')। [সং.]।
হলায়ুধ—**হল**৩ দ্রঃ।
হলাহল—বি. দেবাসুরকর্তৃক সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত তীব্র বিষ, কালকূট। [সং.]।
হলী—**হল**৩ দ্রঃ।
হলুদ—বি. (প্রধানতঃ মসলারূপে ব্যবহৃত) পীতবর্ণ কন্দ-বিশেষ; হরিদ্রা। [প্রাকৃ. হলিদ্দা < সং. হরিদ্রা]। বিণ. **হলদে**—হলুদবর্ণ, পীত।
হল্‌, হস্‌—বি. পাণিনি-ব্যাকরণে ব্যঞ্জনবর্ণের সাংকেতিক নাম। **হলন্ত, হসন্ত**—(১) বি. ব্যঞ্জনবর্ণ, (বাং.) ব্যঞ্জন-বর্ণের চিহ্নবিশেষ (্)। (২) বিণ. ব্যঞ্জনান্ত, ব্যঞ্জনচিহ্ন-যুক্ত, হস্‌-চিহ্নযুক্ত।
হল্‌কা, হল্কা—**হলকা**-র বানানভেদ।
হল্য—**হল**৩ দ্রঃ।
হল্লা—বি. গোলমাল, চেঁচামেচি; পুলিসের আক্রমণ বা তাড়া। [হি.]।
হসন—বি. হাস্য; হাস্য করা। [সং. √হস্‌+অন (ভা)]। বিণ. **হসিত**—হাস্যযুক্ত, সহাস্য, বিকশিত।
হসন্ত—**হল্‌** দ্রঃ।
হসন্তিকা, হসন্তী—বি. অগ্নিপাত্র। [সং.]।
হস্ত—বি. হাত, কর, পাণি; বাহু, ভুজ; মণিবন্ধ কনুই অথবা বগল হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দেহাংশ, চব্বিশ অঙ্গুলি বা প্রায় আঠার ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্যের মাপ-বিশেষ; হাতির শুঁড়। [সং.]। বি. **~কৌশল**—হাত চালাইবার কায়দা, হাতের কায়দা। বি. **~ক্ষেপ, ~ক্ষেপণ**—হাত দেওয়া; কোন কার্যে অংশগ্রহণ বা বাধাদান (অন্যের কার্যে বা অধিকারে হস্তক্ষেপ)। বিণ. **~গত**—অধিকৃত, দখলীকৃত, করায়ত্ত। বিণ. **~গ্রাহ্য**—হস্তদ্বারা গ্রহণযোগ্য বা স্পর্শনসাধ্য। বিণ. **~চ্যুত**—হাতছাড়া, অধিকারচ্যুত, বেদখল, হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে এমন। বি. **~ধারণ**—হাত ধরা। বি. **~রেখা**—করতলের রেখা। বি. **~লাঘব**—হাতসাফাই; নৈপুণ্য। বিণ. **~লিখিত**—হাতে-লেখা অর্থাৎ মুদ্রিত নহে। বি. **~লিপি, ~লেখ**—হাতের লেখা। বি. **হস্তাক্ষর**—হাতের লেখার ছাঁদ; হাতের লেখা। বি. **হস্তান্তর**—অন্য লোকের অধিকারভুক্ত হওয়া; হাত-বদল (জমির হস্তান্তর)। বিণ. **হস্তান্তরিত**—অন্যের অধিকারে গত; অন্য লোককে প্রদত্ত। বি. **হস্তাবলেপ**—হস্তসঞ্চালনের দ্বারা গর্বপ্রকাশ। বি. **হস্তামলক**—করতলস্থিত আমলকী; (আল.) সম্পূর্ণ আয়ত্ত বস্তু বা সহজে আয়ত্ত হয় এমন বস্তু; শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্তগ্রন্থ-বিশেষ। বি. **হস্তার্পণ**—**হস্তক্ষেপ**-এর অনুরূপ।
হস্তবুদ—বি. বর্তমান ও অতীত হিসাব, জমাবন্দি; জমিদারির মোট আয়। [ফা. হস্ত-ও-বুদ্‌]।
হস্তা—বি (জ্যোতিষ.) ত্রয়োদশ নক্ষত্র। [সং.]।
হস্তাক্ষর, হস্তান্তর, হস্তামলক, হস্তার্পণ—**হস্ত** দ্রঃ।
হস্তিনাপুর—বি কৌরবদিগের রাজধানী (দিল্লীর সমীপস্থ)।
হস্তী (-স্তিন্‌)—বি. হাতি, গজ, করী, নাগ, মাতঙ্গ, কুঞ্জর, বারণ, দন্তী, দ্বিপ, দ্বিরদ। [সং. হস্ত+ইন্‌]। বি. (স্ত্রী.) **হস্তিনী**। বি. **হস্তিদন্ত**—হাতির দাঁত, ivory। বি. **হস্তিপ, হস্তিপক**—হস্তিপালক, মাহুত। বি. **হস্তিমদ**—হাতি খেপিলে তাহার গণ্ডদেশ ও শুণ্ড ইত্যাদি হইতে যে জল ক্ষরিত হয়। বিণ. **হস্তিমূর্খ**—আকাট মূর্খ। বি **হস্তিশালা**—হাতির আস্তাবল, পিলখানা। বি. **হস্ত্যশ্ব**—হাতি ও ঘোড়া। বি. **হস্ত্যাজীব**—হাতিব্যবসায়ী, হস্তিপালক, হাতি-শিকারি। বি. **হস্ত্যায়ুর্বেদ**—হাতির চিকিৎসা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বি. **হস্ত্যারোহ**—হস্তিপৃষ্ঠে আরোহী ব্যক্তি, মাহুত। বিণ. **হস্ত্যারোহী** (-হিন্‌)—হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়।
হা—অব্য. হায়, শোক ক্লেশ বিস্ময় প্রভৃতি সূচক শব্দ। বি. **~পিত্যেশ**—অতি লোভাতুর, প্রত্যাশা; দীর্ঘ প্রত্যাশা, আপসোস, অনুশোচনা। বি. **~হুতাশ**—অতিশয় আক্ষেপ।
হাই—বি. আলস্যজনিত বা নিদ্রাবেশজনিত মুখব্যাদান, জৃম্ভণ (হাই তোলা)। [<সং. হাফিকা]।
হাই-আমলা—বি বয়কে কন্যার বশীভূত রাখিবার জন্য আমলকী ও অন্যান্য বস্তুর মিশ্রিত পিণ্ড। [দেশী]।
হাইআর সেকেন্ডারি—বিণ উচ্চ মাধ্যমিক। [ইং. higher secondary]।
হাইকোর্ট—বি. প্রদেশের উচ্চতম বিচারালয়। [ইং. high court]।
হাইড্রোজেন—বি. মৌলিক গ্যাসবিশেষ, জলের অন্ত-তম উপাদান, জলজান, উদজান। [ইং. hydrogen]।
হাইফেন—বি. ('-')—সমাসসূচক এই যতিচিহ্ন (হ-য-ব-র-ল, সিন্ধু-তরঙ্গ)। [ইং. hyphen]।
হাইবেঞ্চ—বি. বেঞ্চ-এর সম্মুখস্থ লম্বা ও টেবিলের ন্যায় উচ্চ কাষ্ঠাসনবিশেষ। [ইং. high bench]।
হাইল—**হাল**১-এর রূপভেদ।
হাই স্কুল—বি. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। [ইং. high school]।
হাউই—বি. আকাশে ওঠে এমন আতশবাজিবিশেষ। [ফা. হবাঈ]।
হাউমাউ—বি. সক্রন্দন হৈ-চৈ। বি. **~খাউ**—প্রাণি-বধপূর্বক ক্ষুধাশান্তির জন্য রূপকথার রাক্ষসের বা রাক্ষসীর ব্যগ্রতা-প্রকাশক গর্জন।
হাউলী—**হাবেলী**-র কথ্য রূপ।
হাউস (প্রাদে.)—বি. শখ, ইচ্ছা, আশা। [আ. হবস্‌]।
হাউস সার্জন—বি. হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত চিকিৎসক। [ইং. house surgeon]।

হাওড়, হাওর—বি. জলময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বিল। [দেশী]।

হাওদা—বি. হাতির পিঠে আরোহীদের বসিবার আসন-বিশেষ। [আ.]।

হাওয়া—বি. বাতাস (ভোরের হাওয়া); জলবায়ু climate (হাওয়া-বদল হাওয়া খেতে যাওয়া); (আল.) সংসর্গ, প্রভাব (কাহারও হাওয়া গায়ে লাগা); গতি, অবস্থা, (কালের হাওয়া, দেশের হাওয়া)। [আ. হবা]। বি. **~গাড়ি**—মোটরগাড়ি। ক্রি. **হাওয়া দেওয়া, হাওয়া হওয়া**—(কৌতু.) চম্পট দেওয়া; পালাইয়া যাওয়া।

হাওলা—বি. জিম্মা, তত্ত্বাবধান। [আ. হবালা]। বি. **~জমি**—নির্দিষ্ট শর্তাধীনে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। বি. **~দার**—হাওলা জমির মালিক বা ভোগকারী। [আ হবালা+ফা. দার]।

হাওলাত, হাওলাৎ—বি. ঋণ, কর্জ, আমানত। [আ হাবালাৎ]। বি. **হাওলাত-বরাত**—কর্জ ও ওয়াদা। বিণ. **হাওলাতি, হাওলাতী**—ঋণরূপে গৃহীত; ঋণ-সম্পর্কীয়।

হাঁ১—বি. মুখব্যাদান (সিংহের হাঁ; হাঁ করিয়া তাকান)।

হাঁ২, হ্যাঁ—অব্য. সম্মতি স্বীকৃতি প্রভৃতি সূচক সাড়া, সত্যতা অর্থাৎ নেতির বিপরীত জবাব-সূচক।

হাঁ৩, হ্যাঁ—অব্য. সম্বোধন বা অনুনয়সূচক (হ্যাঁ হে, হাঁগা)।

হাঁ হাঁ—অব্য. সহসা বারণ-সূচক (হাঁ হাঁ! ও করছ কি)।

হাঁউমাউ—হাউমাউ-র রূপভেদ।

হাঁক, হাঁই-হুঁই—বি. উচ্চরবে ডাক (হাঁক দেওয়া), 'হাঁই-হুঁই ডাক ছেড়ে ছোটে বাহকেরা'); হুঙ্কার (হাঁক ছাড়া)। [সং. হুঙ্কার]। ক্রি. **হাঁক পাড়া**—উচ্চরবে ডাক দেওয়া। বি. **হাঁকডাক**—ক্রমাগত হাঁক, আস্ফালনসূচক চীৎকার, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি।

হাঁকড়া—ক্রি. হাঁকড়ান। [দেশী]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. আস্ফালনপূর্বক চালনা করা (লাঠি হাঁকড়ান); সবেগে বা সদর্পে চালানো (গাড়ি হাঁকড়ান); সমারোহের সহিত নির্মাণ করা (বাড়ি হাঁকড়ান)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

হাঁকপাঁক—বি. অতিরিক্ত ব্যস্ততা বা আগ্রহ প্রকাশ (হাঁকপাঁক করা)। [হাঁক দ্র:]।

হাঁকা১—ক্রি. হাঁক দেওয়া; উচ্চৈঃস্বরে বা আস্ফালনপূর্বক বলা বা ঘোষণা করা ('হাঁকে বীর শির দেগা নাহি': কাজি.); দাবি করা (দর হাঁকা)। [হাঁক দ্র:]।

হাঁকা২—ক্রি. হাঁকান। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. হাঁকড়ান (সকল অর্থে এবং উহা অপেক্ষা শিষ্টতর, যথা, গাড়ী হাঁকাইয়া চলা); দর্পভরে তাড়ানো (ভিক্ষুককে হাঁকাইয়া দেওয়া)। (২) বি. উক্ত সকল অর্থে।

হাঁকাহাঁকি—বি. উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি (এত রাতে হাঁকাহাঁকি); বচসা। [হাঁক দ্র:]।

হাঁকুনি—বি. উচ্চকণ্ঠে তীব্র ধমক; হাঁক; হুঙ্কার। [হাঁক দ্র:]।

হাঁকুপাঁকু—আঁকুপাঁকু-র রূপভেদ।

হাঁচা—(১) ক্রি. হাঁচি দেওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। [হাঁচি দ্র:]।

হাঁচি—বি. নাসারন্ধ্রের উত্তেজনাহেতু উহার মধ্য দিয়া সবেগে বায়ুর নির্গমন, ক্ষুৎ। [সং. হক্কি, হক্কিকা]।

হাঁটকা—ক্রি. হাঁটকান। [সং. √উদ্ঘাটি]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. কোন কিছু খুঁজিবার জন্য নাড়াচাড়া বা উলটপালট করা। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

হাঁটা—(১) ক্রি. পায়ে চলা (হেঁটে যাও)। (২) বি. উক্ত অর্থে (এখন হাঁটা দাও)। (৩) বিণ. পায়ে চলিবার (হাঁটা পথ)। [হি. √হট্—তু. সং. অট্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. হাঁটিতে অভ্যাস করানো বা সাহায্য করা (শিশুকে হাঁটানো); হাঁটিতে বাধ্য করানো (আমাকে অনর্থক হাঁটালে)। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **~হাঁটি**—বারংবার হাঁটিয়া যাতায়াত। বি. **হাঁটুনি**, (প্রাদে.) **হাঁটন**—পদব্রজে ভ্রমণ।

হাঁটু—বি. জানু। [<সং. অষ্ঠীবৎ]। বি. **~জল**—হাঁটু পর্যন্ত ডোবে এমন গভীর জল। **হাঁটুভাঙা দ**—নৈরাশ্যাদিতে চলনশক্তিরহিত হইয়া উপবিষ্ট।

হাঁড়া—বি. হাঁড়ি অপেক্ষা বৃহৎ পাত্রবিশেষ, সাধারণতঃ মাটির তৈয়ারি। [<সং. হণ্ড]।

হাঁড়ি, হাঁড়ী—বি. ক্ষুদ্র জালার ন্যায় পাত্রবিশেষ। [সং. হণ্ডী]। বি. **~কুঁড়ি**—হাঁড়িকলসি ইত্যাদি। ক্রি. **হাঁড়ি ভাঙা**—অন্যের বাড়িতে প্রবেশপূর্বক চুরি করিয়া হাঁড়ি হইতে ভাত খাওয়া, গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া (হাটে হাঁড়ি ভাঙা)।

হাঁড়িচাচা—বি. পক্ষিবিশেষ। [দেশী]।

হাঁড়িয়া—বি. চাউল-চোয়ান মদ, পচাই। [সাঁও.]।

হাঁদা—বিণ. মোটা (হাঁদাপেট), স্থূলবুদ্ধি, মূর্খ। [দেশী]। বিণ. **~রাম**—নিরেট, মস্তিষ্কহীন।

হাঁপ, হাঁফ—বি. দীর্ঘশ্বাস, দম (হাঁপ ছাড়া); ভয় বা শ্রমাদিহেতু দ্রুত নিঃশ্বাস (হাঁপ ধরা); হাঁপানি (হাঁপ ধরা); শারীরিক কষ্ট ও মানসিক উদ্বেগের অবসানে স্বাভাবিক ও সহজ নিঃশ্বাস (হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম)। [দেশী, অনুকার শব্দ]। **হাঁপান, হাঁপানো, হাঁফান, হাঁফানো**—(১) ক্রি. ঘনঘন বা কষ্টে শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করা (ভাবতে ভাবতে, শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠি)। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **হাঁপানি, হাঁপি**—ঘনঘন শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ; শ্বাসকষ্টজনক রোগবিশেষ। বি. **হাঁপা-হাঁপি**—অতিশয় ব্যস্ততা।

হাঁস—বি. হংস, লিপ্তপাদ জলচর পক্ষিবিশেষ। [সং. হংস]। বি. **হাঁসকল**—কপাট ঝুলাইবার জন্য হংসাকৃতি লৌহখণ্ডবিশেষ।

হাঁসপাতাল—হাসপাতাল-এর রূপভেদ।

হাঁসফাঁস—বি. অতি কষ্টে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ।

হাঁসলি, হাঁসুলি—বি. অর্ধচন্দ্রাকৃতি কণ্ঠাভরণবিশেষ। [বাং. হাঁস+লি, উলি (সদৃশার্থে)]।

হাঁসা—ক্রি. হাঁসান। **হাঁসান, হাঁসানো**—(১)

ক্রি. হাঁসুয়ার দ্বারা কাটা; কাঁসানো, গভীর করিয়া চিরিয়া ফেলা। (২) বি. উক্ত অর্থে।

হাঁসিয়া, হাঁসুয়া—বি. কাস্তের ন্যায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্ত্রবিশেষ।

হাঁসুলি—**হাঁসলি** দ্রঃ।

হাকিম—বি. বিচারপতি; শাসনকর্তা। [আ.]। **হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না**—হুকুম বা আদেশ দিয়া বিচারক অন্যত্র চলিয়া গেলেও তাঁহার হুকুমের পরিবর্তন অসম্ভব; উহা পালন করিতেই হইবে। **হাকিমি, হাকিমী**—(১) বি. বিচারকের বৃত্তি বা পদ; ইউনানী চিকিৎসা (**হকিম** দ্রঃ)। (২) বিণ. বিচার বা বিচারক সম্বন্ধীয়।

হাগা—(১) ক্রি. মলত্যাগ করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √হদ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. মলত্যাগ করানো। (২) বি. উক্ত অর্থে।

হাঘর—বি. নিরাশ্রয় বা গৃহহীন ব্যক্তি, হীন বংশ। [বাং. হা ঘর]। বিণ. **হাঘরে**—নিরতিশয় দৈন্য হেতু যাহার ঘরে হাহাকার, নিরাশ্রয়, হীনবংশীয়।

হাঙর, হাঙ্গর—বি. মৎস্যজাতীয় বৃহদাকার হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষ। [সং.]।

হাঙ্গাম, হাঙ্গামা—বি. দাঙ্গা; মারামারি, উৎপাত, বিপত্তি, ফেসাদ। [ফা. হঙ্গামহ্]।

হাজত, হাজৎ—বি. বিচারাধীন আসামীদের জন্য কারাগার (চোরটা হাজতে আছে)। [আ. হাজৎ]।

হাজরি—বি. উপস্থিতি; ইউরোপীয় প্রথায় ভোজন। [আ. হাজ্‌রি]। বি. **ছোট হাজরি**—সকালবেলার লঘু জলযোগ, breakfast। বি. **বড় হাজরি**—মধ্যাহ্নের পেটভরা খাবার, lunch।

হাজা—(১) ক্রি. জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া; জলকাদায় পচা বা ক্ষত হওয়া। (২) বি. জলে ভিজিয়া পচন; অতিবৃষ্টি বা জলপ্লাবনাদির ফলে শস্যের পচন (হাজাশুখা); মাত্রাতিরিক্ত জল ঘাঁটিবার ফলে হাত-পায়ের আঙুলের ক্ষতরোগবিশেষ। (৩) বিণ. হাজিয়া গিয়াছে এমন, পাঁকে ঢাকা পড়িয়াছে বা বুজিয়া গিয়াছে এমন (হাজা-মজা পুকুর)। [দেশী]।

হাজার—বি. বিণ. ১০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [ফা. হজার্]। **হাজার হাজার**—বহুসহস্র, অসংখ্য, অগণিত। বি. **হাজারি, হাজারী**—সহস্র সৈন্যের নায়ক; সহস্র গ্রামের মণ্ডল। বিণ. **হাজারো**—বহু, অনেক (হাজারো দাবি)।

হাজি, হাজী—বি. যে ব্যক্তি হজ অর্থাৎ মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়াছে। [আ.]।

হাজির—বিণ. উপস্থিত। [আ.]। বি. **হাজিরা, হাজিরি**, (কথ্য) **হাজরি**—উপস্থিতি (হাজিরা দেওয়া)।

হাট—বি. প্রকাশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান (সাধারণতঃ বাজারের মতো রোজ হাট বসে না—ইহা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসে); (আল.) প্রচুর সমাবেশ (রূপের হাট)। [সং. হট্ট]। **ভাঙা হাট**—যে হাটে ক্রয়-বিক্রয় প্রায় শেষ হইয়াছে, উঠতি হাট। ক্রি. **হাট করা**—হাটে দ্রব্যাদি খরিদ করা, (আল.) গোলমাল করা; প্রকাশ করা; উন্মুক্ত করা (দরজা হাট করা); বিশৃঙ্খল করা (কাপড়গুলো হাট করা)। ক্রি. **হাট বসা, হাট লাগা**—হাটে ক্রয়-বিক্রয় শুরু হওয়া; হাট স্থাপিত হওয়া; (আল.) প্রচুর সমাবেশ হওয়া; অত্যন্ত গোলমাল হওয়া (বাড়িতে হাট বসেছে)। ক্রি. **হাট বসানো**—হাট স্থাপিত করা; (আল.) প্রচুর সমাবেশ করা; গোলমাল বা হৈ-চৈ করা। বি. **~বার**—সপ্তাহের যে দিনে হাট বসে। বি. **~হদ্দ**—সমস্ত ব্যাপার বা খবর। **হাটুরিয়া, হাটুরে**—(১) বি. হাটে পণ্যদ্রব্যের বিক্রেতা বা ক্রেতা। (২) বিণ. হাটে বিক্রেয় পণ্যবাহী (হাটুরে নৌকা); হাটে ক্রয়-বিক্রয়কারী (হাটুরে লোক)।

হাটক—বি. স্বর্ণ। [সং. √হট্(দীপ্তি) + অক (ণ্বু)]।

হাড়—বি. অস্থি; (আল.) মর্ম (হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া)। [সং. হড্ড]। ক্রি. **হাড় কালি হওয়া, হাড় ভাজা ভাজা হওয়া**—অতিশয় জ্বালাযন্ত্রণা বা দুঃখ ভোগ করা; কষ্টের আধিক্যহেতু অত্যন্ত কাতর হওয়া। ক্রি. **হাড় গুঁড়া করা**—অতিশয় প্রহার করা। ক্রি. **হাড় জুড়ানো**—স্বস্তিলাভ করা। ক্রি. **হাড় জ্বালানো**—অত্যন্ত জ্বালাতন করা। **হাড় মাটি করা**—মাটি দ্রঃ। বিণ. **~কৃপণ**—অতি কৃপণ-স্বভাব। বি. **~গোড়**—ছোট-বড় সমস্ত হাড়-পাঁজরা। **হাড়-গোড় ভাঙা দ**—হাড়-গোড় ভগ্ন হওয়ার ফলে চলনশক্তিরহিত হইয়া উপবিষ্ট; (আল.) সম্পূর্ণ অক্ষম বা হতাশ। ক্রি. **হাড়-গোড় ভাঙা**—(আল.) প্রচণ্ড প্রহার করা। বিণ. **হাড়-জিরজিরে**—কঙ্কালসার। বিণ. **হাড়-জ্বালানে**—অত্যন্ত জ্বালাতন করে এমন। বিণ. **~পাকা**—পাকামিতে পরিপক্ব। বিণ. **~ভাঙা**—অতি শ্রমসাধ্য (হাড়ভাঙা পরিশ্রম)। বি. **হাড়-মাস**—(কথ্য) হাড় ও মাংস। ক্রি. **হাড়-মাস আলাদা করা**—(আল.) নিদারুণ প্রহার করা। **হাড়ে-মাসে জড়ানো**—অচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। ক্রি.-বিণ **~হদ্দ**—হাড় পর্যন্ত অর্থাৎ মূলদেশ পর্যন্ত, আগাগোড়া (হাড়হদ্দ জানা)। বিণ. **হাড়-হাভাতে**—একেবারে নিঃস্ব বা লক্ষ্মীছাড়া।

হাড়গিলা, (কথ্য) **হাড়গিলে**—বি. শকুনিজাতীয় মাংসাশী পক্ষিবিশেষ। [**হাড় ও গিলা₂** দ্রঃ]।

হাড়ি, হাড়ী—বি. অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. হড্ডিক]। বিণ. (স্ত্রী.) **হাড়িনী**।

হাড়িকাট, হাড়িকাঠ—বি. পশুবলির জন্য কাঠনির্মিত ফাঁদবিশেষ, যূপকাষ্ঠ; পদদ্বয় আটকাইয়া রাখিবার জন্য বেড়িজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]। **হাড়িকাঠে মাথা দেওয়া**—নিশ্চিত ও সাজ্ঘাতিক বিপদ্ বরণ করা।

হাড়ুডু, হাডু-ডুডু—বি. কপাটি খেলা।

হাড়োল—বি. নেকড়ে ও বাঘের মধ্যবর্তী প্রাণিবিশেষ: ইহারা গৃহপালিত হাঁস-মুরগি চুরি করিতে অভ্যস্ত। [দেশী]।

হাড্ডি—বি. হাড়। [সং. হড্ড]। বিণ. **~সার**—কঙ্কালসার, অতিশয় শীর্ণ।

হাণ্ডী—বি. হাঁড়ি। [সং. হণ্ডী]।

হাত—বি. হস্ত; মণিবন্ধ কনুই অথবা বগল হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দেহাংশ; পাণি, কর, ভুজ, বাহু, চব্বিশ অঙ্গুলি বা আঠার ইঞ্চি পরিমিত দৈর্ঘ্যের মাপ-বিশেষ, (আল.) অধিকার, বশবর্তিতা (হাতে আসা, হাত ধরা); প্রভাব (হাত থাকা, হাত এড়ানো); সাহায্য বা বিরোধিতার জন্য যোগদান (কোন ব্যাপারে হাত দেওয়া)। [প্রা. হত্থ < সং. হস্ত]। ক্রি. **হাত আসা**—অভ্যাস হওয়া। ক্রি. **হাত কচলানো**—দুই করতল ক্রমাগত ঘষিয়া মিনতি করা বা প্রার্থনা করা। ক্রি. **হাত করা**—অধিকারে বা স্বপক্ষে আনা। ক্রি. **হাত কামড়ানো**—আপসোস করা। ক্রি. **হাত গনা**—হস্তরেখা বিচারপূর্বক ভাগ্য নির্ণয় করা। ক্রি. **হাত গুটানো**—নিরস্ত হওয়া। ক্রি. **হাত চলা**—হাত দিয়া প্রহার করা। ক্রি. **হাত চালানো**—দ্রুত কাজ করা। ক্রি. **হাতজোড় করা**—(দুই করতল যুক্ত করিয়া) ক্ষমাপ্রার্থনা, অনুনয় বা নমস্কার করা। ক্রি. **হাত জোড়া থাকা**—কর্মব্যস্ত থাকা। ক্রি. **হাত তোলা**—প্রহারের জন্য বা সমর্থনের জন্য হাত উঁচু করা। ক্রি. **হাত দেওয়া**—হাতদ্বারা স্পর্শ করা, হস্তক্ষেপ করা, সাহায্য করার বা বাধা দেওয়ার জন্য যোগ দেওয়া। ক্রি. **হাত দেখা**—হাত গনা, কররেখাদ্বারা ভাগ্যবিচার করা; নাড়ি পরীক্ষাপূর্বক স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ণয় করা। ক্রি. **হাত ধুইয়া বসা**—আশা বা সম্পর্ক ত্যাগ করা; দায়িত্ব না-রাখা; (উপহাসে) ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আহারের জন্য অত্যধিক ব্যস্ত হওয়া। ক্রি. **হাত পড়া**—হস্তক্ষেপ হওয়া; স্পৃষ্ট হওয়া, ছোঁয়া লাগা। ক্রি. **হাত পাকানো**—অভ্যাস-দ্বারা পটু হওয়া; প্রহার করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। **হাত-পা চলা**—যুগপৎ হাত ও পা দিয়া মারা; কিল চড় ঘুসি ও লাথি মারা। **হাত-পা না ওঠা**—অত্যন্ত ভীত ও ভরসাহীন হওয়া। বিণ. **হাত-পা-বাঁধা**—নিরুপায়। **হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলা**—উদ্ধারলাভের পথ বন্ধ করিয়া সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেওয়া; নিতান্ত অপাত্রে কন্যাদান করা। ক্রি. **হাত পাতা**—করতল প্রসারিত করা, প্রার্থী হওয়া। **হাত-পা বাহির হওয়া**—অতিশয় অতিরঞ্জিত হওয়া, কর্ম-শক্তি অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়া। ক্রি. **হাত বাড়ানো**—কিছু ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করা; (আল.) লোভ করা, পাইবার চেষ্টা করা। ক্রি. **হাতে করা**—হাতে নেওয়া-র অনুরূপ। ক্রি. **হাতে ধরা**—সনির্বন্ধ অনুরোধ করা বা মিনতি করা। ক্রি. **হাতে নয় ভাতে মারা**—প্রহার না করিয়া কেবল উপবাসী রাখিয়া দুর্বল করা। ক্রি. **হাতে নেওয়া**—হাত দিয়া গ্রহণ করা; দায়িত্ব গ্রহণ করা। **এক হাত নেওয়া**—অপ্রীতিকর কথা শুনানো; পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া। [এক দ্র:]। ক্রি. **হাতে পাওয়া**—অধিকারে বা তাবে পাওয়া। **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার**—(আল.) বৃথা তর্ক না করিয়া হাতের কাছে যে সন্দেহ-নিরসনের উপায় আছে তাহা অবলম্বন করা হউক। **হাতে বেড়ি পড়া**—(আল.) অপরাধের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়া। ক্রি. **হাতে মাথা কাটা**—শুধু হাত দিয়াই মাথা কাটা; (আল.) অতিশয় কঠোরভাবাপন্ন বা ক্ষমাহীন হওয়া। ক্রি. **হাতে মারা**—প্রহার করা (কথায় না মেরে হাতে মারা=তিরস্কার না করিয়া প্রহার করা)। ক্রি. **হাতের জল না গলা**—অতিশয় কৃপণ হওয়া। **হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলে আর ফেরে না**—সুযোগ হারালে আর পাওয়া যায় না। **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা**—হেলায় সুযোগ হারানো। ক্রি. **কপালে হাত দেওয়া**—ভাগ্যের দোহাই দেওয়া। **কাঁচা হাত**—অপটু হস্ত; দক্ষতার অভাব, অনভিজ্ঞতা। **পাকা হাত**—পটু হস্ত, দক্ষতা; অভিজ্ঞতা। বি. **~কড়া, ~কড়ি**—কয়েদির হস্তদ্বয় বন্ধনের জন্য লৌহবলয়, handcuff(s)। বি. **~করাত**—যে করাত একজনে হাত দিয়া চালাইতে পারে। বিণ. **~কাটা**—হাত কাটা গিয়াছে এমন, ছিন্নহস্ত (হাত-কাটা লোক); বগল হইতে কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা অথবা হাতাশূন্য (হাত-কাটা জামা)। বি. **~খরচ, ~খরচা**—ব্যক্তিগত খুচরা ব্যয়। বিণ. **~খালি**—রিক্তহস্ত, হাতের সমস্ত টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে এমন; নিরাভরণ হস্তবিশিষ্ট। বিণ. **~খোলা**—ব্যয়-শীল, দানশীল। বি. **~গোনা**—হস্তরেখাবিচারপূর্বক ভাগ্যনির্ণয়। বি **~ঘড়ি**—যে ঘড়ি কবজিতে বাঁধা যায়, রিস্ট-ওআচ (wrist-watch)। বি. **~চালা**—অপহৃত দ্রব্য বাহির করার জন্য বা চোর ধরার জন্য আভিচারিক মন্ত্রবলে হস্তচালনা। বি. **~চিঠা, (কথ্য) ~চিঠে**—ক্ষুদ্র চিঠি বা রসিদ। বিণ. **~ছাড়া**—বেহাত, হস্তচ্যুত, বেদখল (সুযোগ, টাকা বা জমি হাত-ছাড়া হওয়া), আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে এমন (ছেলে হাত-ছাড়া হওয়া)। বি. **~ছানি**—করতল সঞ্চালন-পূর্বক ইশারা। বি. **~টান**—কৃপণতা; (ছিঁচকে) চুরির অভ্যাস। ক্রি. **~ড়া, ~ড়ান, ~ড়ানো**—হাত বুলাইয়া বুলাইয়া খোঁজা (হাতড়ে বেড়ানো)। [বাং. √হাতড়া]। বি. **~তালি**—(আনন্দ প্রশংসা উপহাস প্রভৃতি বা গানে তাল রাখার জন্য) দুই করতলে সশব্দ আঘাত, তাই। **~তোলা**—(১) বি. পরের অনুগ্রহ-প্রদত্ত বস্তু। (২) বিণ. (পরের) অনুগ্রহপ্রদত্ত; (পরের) অনুগ্রহে নির্ভরশীল। বি. **~ধরা**—বশীভূত। বি. **~পাখা**—তালপাতার তৈয়ারি যে পাখা দিয়া বাতাস করিতে হয়। বি. **~বদল**—অধিকার পরিবর্তন, হস্তান্তর। বি. **~বাক্স**—(প্রধানত: টাকাকড়ি রাখিবার জন্য) ক্ষুদ্র বাক্সবিশেষ। বিণ. **~ভরা**—করতল ভরিয়া যায় এমন। বিণ. **~ভারী**—কৃপণস্বভাব, সহজে টাকা বাহির করিতে বা দিতে নারাজ। বি. **~মোজা**—দস্তানা। বি. **~যশ**—(প্রধানত: চিকিৎসকের) দক্ষ বা পারদর্শী বলিয়া খ্যাতি। বি. **~লণ্ঠন**—হাতে ঝুলাইয়া বহনযোগ্য ক্ষুদ্র লণ্ঠন। **~সই**—(১) বিণ. হস্তপ্রমাণ, এক হাত মাপবিশিষ্ট। (২) বি. হাতের ভাল টিপ বা নিশানা; হাতের টিপ। বি. **~সাফাই**—হস্তলাঘব;

হাতের পটুতা; হাত দিয়া চৌর্যাদি-কার্যসাধনে দক্ষতা। বি. ~সুতা, (কথ্য) ~সুতো—মাছ ধরার কাজে ছিপের বদলে ব্যবহৃত এক প্রান্তে বঁড়শি বাঁধা লম্বা সুতা। **হাতে-কলমে**—(১) বিণ. কেবলমাত্র বই পড়িয়া নয়, অধিকন্তু স্বহস্তে কৃত বা আয়ত্ত (হাতে-কলমে শিক্ষা), practical। (২) ক্রি-বিণ. (হাতে-কলমে শেখা)। বি **হাতে-খড়ি**—খড়ি দিয়া লিখাইয়া শিশুর বিদ্যারম্ভ; (আল.) শিক্ষারম্ভ বা কর্মারম্ভ। বিণ. **হাতে-গড়া**—হস্তদ্বারা তৈয়ারি। ক্রি-বিণ. **হাতে-নাতে**—অপরাধের প্রমাণসহ; বমাল; অপরাধে রত থাকিবার সময়ে (হাতে-নাতে ধরা)। ক্রি-বিণ. **হাতে-পাতে**—(টাকা-কড়ি-সম্বন্ধে) সম্বলরূপে। ক্রি-বিণ. **হাতে-পায়ে**—একান্ত মিনতি জানাইয়া (টাকার জন্য হাতে-পায়ে পড়া, হাতে-পায়ে ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা); স্বাবলম্বী হইয়া (হাতে-পায়ে দাঁড়ান)। ক্রি-বিণ. **হাতে-হাতে**—সঙ্গে সঙ্গে; অবিলম্বে; সরাসরি (হাতে-হাতে ফলপ্রাপ্তি, দাম হাতে-হাতে চুকানো, প্রমাণ হাতে-হাতে)।

হাতড়া, হাতড়ান—হাত দ্রঃ।

হাতল—বি. হাত দিয়া ধরার উপযোগী (দরজা-আলমারি-কড়াই ইত্যাদিতে সংলগ্ন) আংটা বা কড়া।

হাতা$_1$—বি. এলাকা, ঘেরাও করা সীমা (বাড়ির হাতা); (আল.) অধিকার, কবল। [আ. হত্তা]।

হাতা$_2$—বি. বৃহৎ চামচ; লম্বা ডাঁটের সহিত যুক্ত ছোট বাটি; জামার হাত। [হাত দ্রঃ]। বিণ. **ফুল-হাতা**—(জামা-সম্বন্ধে) কবজি পর্যন্ত হাতাবিশিষ্ট। বিণ. **হাফ-হাতা**—(জামা-সম্বন্ধে) কনুই পর্যন্ত হাতাবিশিষ্ট।

হাতা$_3$, হাতান, হাতানো—(১) ক্রি. হস্তগত করা, অধিকার করা; আত্মসাৎ করা (হাতিয়ে নেওয়া); হাতড়ান। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

হাতাহাতি—বি. হাত দিয়া পরস্পর মারামারি। [হাত দ্রঃ]।

হাতি$_1$, হাতী$_1$—বিণ. হস্ত পরিমিত (আট-হাতি ধুতি); হাতের দিকে (ডান-হাতি রাস্তা)। [হাত দ্রঃ]।

হাতি$_2$, হাতী$_2$—বি. হস্তী; (আল.) অতিশয় স্থূলকায় ব্যক্তি। [সং. হস্তী]। ক্রি. **হাতি পোষা**—(আল.) অতি ব্যয়সাধ্য কাজের দায়িত্ব বহন করা। **হাতির খোরাক**—(আল.) বিপুল-পরিমাণ খাদ্য। বি. ~**শাল**—হাতির আস্তাবল। বি ~**শুঁড়**—লম্বা ও বক্র পাতাযুক্ত গুল্মবিশেষ।

হাতিয়ার—বি. হস্তদ্বারা বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র; শিল্পকর্মের সহায় বা যন্ত্র (কারিগরের হাতিয়ার), হস্তদ্বারা ব্যবহার-যোগ্য যন্ত্রপাতি; (আল.) সংঘর্ষমূলক কর্মের অঙ্গ বা যন্ত্র (ছাত্রসম্প্রদায় এই আন্দোলনের হাতিয়ার)। [হি. হথিয়ার]।

হাতুড়ি, হাতুড়ী—বি. লোহা পাথর পেরেক প্রভৃতি পিটিবার বা ঠুকিবার যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

হাতুড়িয়া, হাতুড়ে—(১) বি. আনাড়ি বা অশিক্ষিত চিকিৎসক। (২) বিণ. আনাড়ি, অশিক্ষিত। [<বাং. √হাতড়া]।

হাতে-খড়ি, হাতে-নাতে—হাত দ্রঃ।

হাথা—হাতা-র প্রাদে. রূপভেদ।

হাদিস, হাদীস—হদিস$_2$-এর রূপভেদ।

হানা—(১) ক্রি. আঘাত করিবার জন্য নিক্ষেপ করা, মারা ('তোমার সে আশায় হানিব বাজ': রবীন্দ্র); হনন করা, বধ করা। (২) বি. (আস্ফালনসহ) আক্রমণ (হানা দেওয়া); খানাতল্লাশির বা গ্রেপ্তারের জন্য আগমন (পুলিসের হানা)। (৩) বিণ. (প্রধানতঃ অপ-দেবতাদিদ্বারা) আক্রান্ত (হানাবাড়ি)। [সং. √হন্]। বিণ. ~**দার**—(অন্যায়ভাবে) আক্রমণকারী। বি. **হানা-হানি**—দুইটি বিরুদ্ধ পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ বা আক্রমণ।

হানি—বি. নাশ (প্রাণহানি, মানহানি), ক্ষতি (তাহাতে হানি কি)। [সং. √হা + তি (ভা)]

হাপর—বি. (প্রধানতঃ ধাতু গলাইবার বা গরম করিবার কার্যে ব্যবহৃত) চুল্লিবিশেষ বা তাহাতে হাওয়া দিবার জন্য চর্মনির্মিত থলি, ভস্ত্রা (সেকরার হাপর)। [দেশী]।

হাপরা—ক্রি. হাপরান। [ধ্বন্যা.]। ~**ন**, ~**নো**—(১) ক্রি. তরল খাদ্য হাত দিয়া তুলিয়া সশব্দে খাওয়া। (২) বি. উক্ত অর্থে। [বাং. √হাপরা + অন]।

হাপিত্যেশ—হা দ্রঃ।

হাপুস$_1$—অব্য. হাপরাইবার শব্দ (হাপুস-হুপুস করে খাওয়া)। [অনুকার-শব্দ]।

হাপুস$_2$—বিণ. বাষ্পাকুল, অশ্রুপূর্ণ (হাপুস নয়নে)। [<বাষ্প]।

হাফ—বিণ. অর্ধ, অর্ধেক (হাফ-হাতা); হ্রস্ব, খাটো (হাফ-শার্ট)। [ইং. half]। বি. **হাফ-আখড়াই**—আখড়াই অপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী সঙ্গীত-আসরবিশেষ; বঙ্গের প্রাচীন সঙ্গীতের বৈঠকবিশেষ। বি. **হাফ-টিকিট**—(অল্পবয়স্কদের জন্য) অর্ধেক দামের টিকেট। বি. **হাফ-ডে, হাফ-হলিডে**—কর্মস্থানে বা বিদ্যালয়ে একবেলা ছুটি।

হাফটোন—বি. বিভিন্ন আকারের বিন্দুসমূহে রচিত আলোকচিত্র। [ইং. half-tone]।

হাব—বি. রমণীর লাস্য বা বিলাসভঙ্গি। [সং.]। বিণ. ~**ভাব**—ছলাকলা; চালচলন।

হাবড়া—বিণ. অকর্মণ্য (বুড়োহাবড়া)। (তু. **হাবা**)।

হাবলা—বিণ. হাবা; হাবার তুল্য। [হাবা দ্রঃ]।

হাবশি, হাবশী, (বর্জি.) **হাবসি, হাবসী**—বি. আবি-সিনিয়ার অধিবাসী; কাফ্রি; নিগ্রো। [আ. হবশী]।

হাবা—বিণ. বোবা; স্থূলবুদ্ধি; (ঈষৎ) বিকৃত-মস্তিষ্ক। বিণ (স্ত্রী.) **হাবি, হাবী**। বিণ. ~**কালা**—মূক ও বধির। বিণ. ~**গঙ্গারাম**, ~**গবা**, ~**গোবা**—বোবা বা মুখচোরা ও বোকা।

হাবাত—হাভাত-এর প্রাদে. রূপ।

হাবাস—বি. প্রবল ইচ্ছা বা অভিলাষ বা লালসা; শোক। [আ. হওয়াস্]। [হাউস দ্রঃ]।

হাবিজাবি—বি. বিণ. আজেবাজে বস্তু (হাবিজাবি খাওয়া) তুচ্ছ; অবজ্ঞার যোগ্য (হাবিজাবি কথা)। [প্রাদে.]।

হাবিলদার—বি সিপাহীদের নায়কবিশেষ। [আ হাব্‌লহ্ + ফা. দার্]।

হাবুজখানা—বি. কারাগার, জেলখানা। [আ হ্‌বস্ + ফা. খানা]।

হাবুডুবু—(১) বি. অসহায়ভাবে বারংবার জলে ডুবিয়া যাওয়া ও ভাসিয়া ওঠা (হাবুডুবু খাওয়া)। (২) বিণ নিমজ্জিতপ্রায়, হতাশ্বাস (দেনায় বা কাজের চাপে হাবুডুবু অবস্থা)। (তু. **হাঁপ, ডুব**)।

হাবেলী—বি. পাকা বাড়ি; বাসস্থান; বাসগৃহের শ্রেণী, পাড়া। [আ. হবেলী]।

হাব্যাস—**হাবাস**-এর রূপভেদ।

হাভাত—বি. অন্নহীন দশা, ভাগ্যহীন ব্যক্তি। [বাং. হা + ভাত]। বিণ. **হাভাতে, হাবাতে**—ভাতের জন্য হায় হায় করে এমন, অন্নসংস্থানহীন, অত্যন্ত লোভী।

হাম১—বি. গুটিকাযুক্ত জ্বরবিশেষ, মিলমিলে। [দেশী]।

হাম২—সর্ব. আমি। [হি. হম্ < সং. অহম্]। বিণ **~বড়, ~বড়া**—আমিই বড় বা সর্বেসর্বা এই ভাবযুক্ত, আত্মাভিমানী।

হামড়ি—**হুমড়ি**-র রূপভেদ।

হামলা১—বি. আক্রমণ, চড়াও হইয়া মারপিট, দাঙ্গা। [আ. হম্‌লা]।

হামলা২—ক্রি হামলান। [সং. হম্বা]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. গোরু কর্তৃক হাম্বারবে বাছুরকে আহ্বান করা। (২) বি. উক্ত অর্থে।

হামা—বি. হাঁটু ও হাতের চেষ্টার সাহায্যে গমন, হামাগুড়ি। [দেশী]। ক্রি. **হামা টানা, হামা দেওয়া**—হামাগুড়ি দেওয়া। বি. **~গুড়ি**—হামা দিয়া অবস্থান বা চলন।

হামানদিস্তা, (কথ্য) হামানদিস্তে—বি. দ্রব্যাদি পিটাইয়া গুঁড়া করিবার জন্য কানা-উঁচু লৌহপাত্র ও লৌহদণ্ড। [ফা. হাবনদস্তহ্]।

হামাম—বি. স্নানাগার; সাধারণের জন্য উষ্ণ জলের স্নানাগার। [আ. হাম্মাম]।

হামার—সর্ব. আমার। [**হাম২ দ্রঃ**]।

হামি—বি. চুম্বন (শিশুদের)। [দেশী]।

হামেশা, (বর্জি.) **হামেসা**—ক্রি-বিণ. সর্বদা; প্রায়ই। [ফা. হামেশা]।

হামেহাল—ক্রি-বিণ. হামেশা, অনবরত। [ফা. হমঅ + আ. হাল]।

হাম্বা—অব্য. গোরুর ডাক। [সং. হম্বা]।

হাম্বির, হাম্বীর—বি. (সঙ্গীতশাস্ত্রে) নটনারায়ণ-রাগের রাগিণীবিশেষ। [সম্ভবতঃ তন্নামক রাজা বা গায়কের নাম অনুসারে]।

হায়—অব্য. খেদ অনুতাপ শোক প্রভৃতিসূচক; হা।

হায়ন—বি. বৎসর; অব্দ, সাল (তু. **অগ্রহায়ণ**)। [সং.]।

হায়া—বি. লজ্জা, শরম (বেহায়া)। [আ.]।

হার১—বি. কণ্ঠাভরণবিশেষ, যে গহনা গলায় ঝুলাইয়া পরিতে হয়; মালা; (গণি.) হরণ, ভাগ; (বাং.) দর, অনুপাত (শতকরা পাঁচ টাকা হারে)। [সং. √হৃ + অ]। **~ক**—(১) বিণ. হরণকারী। (২) বি. ভাজক, divisor।

হারাহারি—(১) বি. অনুপাত-অনুযায়ী ভাগবাটোয়ারা। (২) বিণ.ক্রি-বিণ. গড়পড়তা- বা অনুপাত-অনুযায়ী (হারাহারি ভাগ, হারাহারি ভাগ করা)।

হার২—বি. পরাজয়, পরাভব (হার-জিত, হার মানা)। [**হারা দ্রঃ**]। বি. **~কাত**—খেলায় হারের দিক্ বা পরাজিত পক্ষ।

হারমোনিআম, হারমোনিয়ম, হারমোনিয়াম—বি. বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [ইং. harmonium]।

হারা—(১) ক্রি. পরাজিত হওয়া (আমরা হারিয়া গিয়াছি; 'হারি-জিতি, নাহি লাজ')। (২) বি. উক্ত অর্থে। (৩) বিণ. হারাইয়া বা খোয়াইয়া ফেলিয়াছে এমন, বিহীন, বঞ্চিত (পথহারা পথিক, মা-হারা, আত্মহারা, পিতৃহারা, গৃহহারা, সর্বহারা), হারাইয়া গিয়াছে এমন (হারাধন)। [সং. √হৃ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. খোয়ানো (সুযোগ হারানো, বই বা টাকা হারানো, শ্রদ্ধা হারানো), নষ্ট করা; নিখোঁজ হওয়া; বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া, পরাজিত করা (খেলায় বা মামলায় বিপক্ষকে হারানো)। (২) বি. বিণ. উক্ত সকল অর্থে (হারানো বইখানা পেয়েছি)। বি. **~হারি**—জয়পরাজয়। বিণ. **হারিত**—অপহৃত। [সং. √হৃ + ণিচ্ (স্বার্থে) + ক্ত (র্ম)]।

হারাম—বি. মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী অপবিত্র বা অবৈধ বিষয় বস্তু বা প্রাণী, শূকর। [আ.]। বি. **~জাদকি, ~জাদগি**—হারামজাদাগিরি, দারুণ বদমাশি বা পেজোমি। বি.বিণ. **~জাদা, ~জাদ**—গালিবিশেষ: শূয়ারের বাচ্ছা; জারজ। বি.বিণ.(স্ত্রী.) **~জাদী**।

হারাহারি—**হার১ ও হারা দ্রঃ**।

হারি—বি. হার, পরাভব। [সং. √হৃ + ই]।

হারিকেন—বি. ঝড়জলেও নেভে না এমন কাচাবরণযুক্ত লণ্ঠনবিশেষ। [ইং. hurricane lantern]।

হারিত—বিণ. সবুজবর্ণবিশিষ্ট। [সং. হরিত + অ]।

হারিদ্র—বিণ. হরিদ্রাবর্ণযুক্ত। [সং. হরিদ্রা + অ]।

হারী১, (-রিন্)—বিণ. হারবিশিষ্ট, হারভূষিত। [সং. হার + ইন্]। বিণ.(স্ত্রী.) **হারিণী**।

-হারী২ (-রিন্)—বিণ. হরণকারী, নাশক (চিত্তহারী, দর্পহারী)। [সং. √হৃ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী.) **-হারিণী** (ত্রিতাপহারিণী)।

হারেম—বি. অন্তঃপুর, অন্দরমহল। [আ. হরম্]।

হার্দ, হার্দ্য—(১) বি. হৃদ্যতা, প্রণয়, স্নেহ। (২) বিণ. মনোজ্ঞ, আন্তরিক। [সং. হৃদ্ + অ, য]।

হার্দিক—বিণ. হৃদয়-সম্বন্ধীয়, হৃদ্‌গত, আন্তরিক। [সং. হৃদ্ + ইক]।

হার্দী (-র্দিন্)—বিণ. স্নেহযুক্ত। [সং. হার্দ + ইন্]।

হার্দ্য—**হার্দ দ্রঃ**।

হার্য—বিণ. হরণযোগ্য; বহনীয়; (গণি.) ভাগযোগ্য, বিভাজ্য, divisible। [সং. হৃ + য (র্ম)]।

হাল১—বি. লাঙ্গল; (বাং.) গাড়ির চাকার লোহার বেড় বা লোহা ইত্যাদি ধাতুর লম্বা পাটি। [সং. হল + অ]।

হাল২—বি. নৌকাদির 'কর্ণ' অর্থাৎ উহা চালাইবার ও

ঘুরাইবার যন্ত্র। [দেশী]। **হাল ধরা**—পরিচালনার দায়িত্ব লওয়া (সংসারের বা কোনো প্রতিষ্ঠানের হাল ধরিয়া থাকা)। **হাল ছাড়িয়া দেওয়া**—হতাশ বা নিশ্চেষ্ট হওয়া।

হাল৩—(১) বি. অবস্থা, দশা (রাজার হালে থাকা) বর্তমান কাল (হালে আরম্ভ হয়েছে)। (২) বিণ. বর্তমান, চলতি, আধুনিক (হাল সন, হাল আমল, হাল ফ্যাশান)। [আ.]। বি. **~খাতা**—খাতা দ্রঃ। বি. **~চাল**—অবস্থা; ভাবভঙ্গি; আচার-আচরণ। বি **~ত, হালৎ**—অবস্থা, দশা।

হালকা—বিণ. লঘু, অল্পভার (বোঝাটা হালকা কর), মৃদু ('হালকা হাওয়া'), গুরুত্বহীন (হালকা ব্যাপার বা কথা); চিন্তাশূন্য (হালকা মন); আলতো (হালকা হাত); কর্মহীন (হাত হালকা হওয়া)। [সং. লঘুক > প্রা লহুঅ > হলুঅ]।

হালখাতা, হালচাল, হালত, হালৎ—**হাল৩** দ্রঃ।

হালফিল—ক্রি-বিণ. সম্প্রতি, অধুনা। [আ. ফিল্‌হাল্]।

হালাক—বি. হয়রান, সর্বনাশ। [আ. হলাক্]।

হালাল—(১) বিণ. মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্র বা বৈধ। (২) বি. মুসলমান রীতি অনুযায়ী কণ্ঠচ্ছেদনপূর্বক পশু-বধ, জবাই। [আ. হলাল্]।

হালি—**হাল২**-এর রূপভেদ।

হালিক—বিণ. হালচাষ করে এমন; হল-সম্বন্ধীয়। [বাং হাল১ + ইক]।

হালিয়া, হেলে—বিণ.বি. হলচাষকারী, কৃষক (হেলে চাষী)। [**হেলে** দ্রঃ]। [সং. হাল + বাং. ইয়া]।

হালী১—বি যে ব্যক্তি লাঙ্গল চষে, কৃষক। [বাং. হাল১ + ঈ]।

হালী২—বি. যে ব্যক্তি নৌকার হাল ধরে, মাঝী। [বাং. হাল২ + ঈ]।

হালুইকর—বিণ.বি. মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক, ময়রা। [আ. হলবাঈ + বাং. কর]।

হালুম—অব্য. বাঘের ডাক।

হালুয়া—বি. সুজি চিনি দুধ প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিশেষ, মোহনভোগ। [আ. হলবা]।

হাল্লাক—**হালাক**-এর চলিত রূপ।

হাশিয়া—বি. শাল ইত্যাদির কল্কাদার পাড়। [আ. হাশিঅহ্]।

হাস—বি. হাসি, হাস্য (হাস-পরিহাস)। [সং √হস্ + অ (ভা)]। বিণ. **~ক**—হাসায় এমন (বিদূষকাদি)। বিণ. (স্ত্রী.) **হাসিকা**। বিণ. **~কুটে**—হাসিয়া কুটিকুটি হয় এমন; অত্যন্ত হাস্যপ্রবণ।

হাসপাতাল—বি. সাধারণের চিকিৎসাগার। [ইং. hospital]।

হাসা—(১) ক্রি. হাস্য করা। (২) বি. উক্ত অর্থে। [সং. √হস্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. হাস্য করানো। (২) বি. উক্ত অর্থে। বি. **~হাসি**—পরস্পর কৌতুকপূর্ণ হাসি ও টিটকারি। **হাসিয়া কুটিকুটি** বা **কুটিপাটি হওয়া**—হাসিতে হাসিতে আত্মহারা হওয়া।

হাসি—বি. হাস্য; উপহাস (হাসির পাত্র)। [সং. হাস + বাং. ই (স্বার্থে)]। বি. **~কান্না**—হাস্য ও ক্রন্দন; হাসি ও কান্নার মিশ্রিত ভাব। **~খুশি, ~খুশী**—বিণ. হাসিতে ও আনন্দে পূর্ণ। বি. **~ঠাট্টা, ~তামাসা**—সরস উপহাস, রঙ্গরসিকতা; হাসি-টিটকারি। বি. **~মুখ**—সহাস্য বদন, হাসিপূর্ণ মুখ। বিণ. **হাসি-হাসি**—ঈষৎ হাস্যময়, প্রফুল্ল।

হাসিনী—বিণ. (স্ত্রী.) হাস্যকারিণী (সুহাসিনী)। [সং. √হস্ + ইন্ (র্তৃ) + ঈ]। বি. (পুং.) (বিরল) **হাসী** (-সিন্)]।

হাসিল—(১) বিণ. সিদ্ধ, পূর্ণ, সম্পাদিত (কাজ হাসিল করা)। (২) বি. সিদ্ধি, আদায়, সম্পাদন। [আ.]।

হাসনুহানা, হাসুনোহানা—বি. সুগন্ধ ক্ষুদ্র শ্বেতপুষ্প-বিশেষ। [জাপ. হাস্-উ-নো-হানা = পদ্মফুল]।

হাস্য—বি. হাসি। [সং. √হস্ + য (ভা)]। বিণ. **~কর, ~জনক**—হাস্যের উদ্রেককারী, মজাদার, উপহাসের যোগ্য (হাস্যকর যুক্তি, চেষ্টা)। বি. **~কৌতুক, ~পরিহাস**—হাসিঠাট্টা; রসিকতা, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। বিণ. **~ময়**—হাসিপূর্ণ, হাসিমাখা, সহাস্য। বিণ.(স্ত্রী) **~ময়ী**। **~রসিক**—(১) বিণ. পরিহাসপটু, রসিকতায় দক্ষ। (২) বি. হাস্যরসাত্মক লেখক বা অভিনেতা। বি. **হাস্যালাপ**—হাস্যোদ্রেককারী আলাপ-আলোচনা, সরস কথাবার্তা। বি. **হাস্যাস্পদ**—হাসিবিদ্রূপের পাত্র। বিণ. **হাস্যোদ্দীপক**—হাসায় বা হাস্যরসের সৃষ্টি করে এমন।

হাহা—অব্য. বিলাপধ্বনি, শোকদুঃখাদিসূচক; শূন্যতা-সূচক, খাঁ-খাঁ; অট্টহাসির ধ্বনি। [সং.]। বি. **~কার** ব্যাপক ও উচ্চ হাহা-ধ্বনি, আর্তনাদ, শোকধ্বনি।

হিং, হিঙু—বি বৃক্ষবিশেষের তীব্র-গন্ধ নির্যাস, যাহা ঔষধে বা ব্যঞ্জনের মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। [সং হিঙ্গু]।

হিং টিং ছট্—অব্য. (বিদ্রূপে) সংস্কৃতের মতো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন ও বিভ্রান্তিজনক শব্দসমষ্টি।

হিংসক—(১) বিণ. হিংসাকারী। (২) বি. হিংস্র প্রাণী, শত্রু। [সং. √হিন্‌স্ + অক (র্তৃ)]।

হিংসন—বি. হিংসা, হিংসা করা। [সং. √হিন্‌স্ + অন (ভা)]।

হিংসা—বি. বধ (প্রাণিহিংসা), হনন, হত্যা, হত্যা করার প্রবৃত্তি ('হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী': রবীন্দ্র); অপকার, ক্ষতি; (বাং.) ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। [সং. √হিন্‌স্ + অ (ভা) + আ]। বিণ. **~লু**—হিংসাশীল; ঘাতক; অপ-কারক। বিণ. **হিংসাত্মক**—হিংসার প্রবৃত্তি বা আচরণ-বিশিষ্ট (হিংসাত্মক আক্রমণ বা ক্রিয়াকলাপ)। বিণ. **হিংসাশ্রয়ী**—হিংস্র আক্রমণে প্রবৃত্ত (হিংসাশ্রয়ী জনতা)। বিণ. **হিংসিত**—হিংসার বিষয়ীভূত; হত, বিনাশিত। বিণ. **হিংস্য**—হিংসাযোগ্য; বধ্য।

হিংসুক—বিণ. ঈর্ষাবিদ্বেষপরায়ণ, পরশ্রীকাতর। [সং. হিংসা + বাং. উক]।

হিংসুটে—বিণ. পরশ্রীকাতর। [সং. হিংসা + বাং. আটিয়া > টে]।

হিংস্র, হিংস্রক—বিণ. হিংসাকারী ; (পরের) প্রাণহারক (হিংস্র জন্তু, হিংস্র প্রকৃতি)। [সং. √হিন্স্+র (র্তৃ). +ক]। বিণ.(স্ত্রী.) **হিংস্রা, হিংস্রিকা**।

হিঁচড়া—ক্রি. হিঁচড়ান। [<সং. √ঘৃষ্]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. জোর করিয়া ঘষটাইয়া টানা বা টানিয়া লইয়া যাওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

হিঁদু—**হিন্দু**-র বিকৃত রূপ।

হিকমত—বি. ক্ষমতা ; কর্মকুশলতা। বিণ. **হিকমতে**—ক্ষমতাশালী ; কর্মকুশল (হিকমতে চীন)। [আ.]।

হিক্কা—বি. হেঁচকি। [সং.]।

হিঙ্গু—বি. হিং। [সং.]।

হিঙ্গুল, হিঙুল, হিঙ্গুলি—বি. পারদ-গন্ধক-মিশ্রিত ঘোর রক্তবর্ণ পদার্থবিশেষ। [সং. হিঙ্গু+√লা+অ, ই (র্তৃ)]।

হিজড়া, (কথ্য) **হিজড়ে**—বি. একই দেহে স্ত্রী-ও-পুং-চিহ্নযুক্ত মানুষ বা অন্য প্রাণী, hermaphrodite ; ক্লীব, নপুংসক। [হি.]।

হিজরী, হিজরা—বি. হজরত মোহাম্মদের মক্কাত্যাগপূর্বক মদিনায় গমনের দিন (৬২২ খ্রিষ্টাব্দ) হইতে গণিত চান্দ্র অব্দ। [আ. হিজ্‌রী]।

হিজল—বি. বৃক্ষবিশেষ। [সং. হিজ্জল]।

হিজলিবাদাম—বি. হিজলিতে উৎপন্ন কাজুবাদাম-বিশেষ।

হিজিবিজি—(১) বি. পরস্পরজড়িত অর্থহীন রেখা বা অবোধ্য লেখা (খাতাখানা হিজিবিজিতে পূর্ণ)। (২) বিণ. পরস্পরজড়িত ও অবোধ্য (হিজিবিজি লেখা), জটিল, বিশৃঙ্খল (হিজিবিজি কাণ্ড)।

হিঞ্চা, হিঞ্চে—**হেলেঞ্চা**-র রূপভেদ।

হিড়হিড়, হিড়্‌হিড়্—অব্য. গড়াইয়া পড়িবার বা টানিবার শব্দ (হিড়হিড় করে টানা)।

হিড়িক—বি. হুজুগ (সাহেব সাজার হিড়িক), ভিড়, হাঙ্গামা (পূজার হিড়িক) ; চাপ, প্রাবল্য (কাজের হিড়িক)। [তু. **ভিড়**]।

হিত—(১) বি. উপকার, কল্যাণ। (২) বিণ. কল্যাণকর, উপকারী। [সং.]। বি. **~কথা**—যে কথা মানিলে উপকার হয় ; সদুপদেশ। বিণ. **~কর**—মঙ্গলজনক, উপকারী। বিণ.(স্ত্রী.) **~করী**। বিণ.বি. **~কারী** (-রিন্)—মঙ্গলকারী, উপকারক। বিণ.বি.(স্ত্রী.) **~কারিণী**। বিণ. **~বাদী** (-দিন্)—হিতকথা বলে এমন, সদুপদেশক। বি. **~সাধন**—কল্যাণ বা উপকার করা। বিণ.বি **হিতাকাঙ্ক্ষী** (-ঙ্ক্ষিন্), **হিতার্থী** (-র্থিন্)—হিতকামনাকারী। বি. **হিতাহিত**—উপকার ও অপকার। বি. **হিতাহিতজ্ঞান**—ভালমন্দবোধ, কিসে উপকার এবং কিসে ক্ষতি হইবে সে সম্বন্ধে চেতনা। বি. **হিতৈষণা, হিতৈষা, হিতৈষিতা**—হিতসাধন করিবার ইচ্ছা। বিণ. **হিতৈষী** (-ষিন্)—হিতসাধনে ইচ্ছুক। বিণ.(স্ত্রী.) **হিতৈষিণী**। বি. **হিতোপদেশ**—কল্যাণকর উপদেশ। বিণ. **হিতোপদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—কল্যাণকর উপদেশ দেয় এমন।

হিন্তাল—বি. হেঁতালগাছ, তালজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। [সং. হীন্তাল]।

হিন্দি, হিন্দী—বি. উত্তর ভারতের ভাষাবিশেষ · ইহা বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রভাষা। [ফা.]।

হিন্দু—বি.বিণ. ভারতের বেদাশ্রিত সনাতন জাতি বা ধর্ম, উক্ত জাতীয় বা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। [ফা. হিন্দু<সং. সিন্ধু]। বি. **~ত্ব**—হিন্দুধর্মানুযায়ী ভাব, হিন্দুভাব, হিন্দুয়ানি। বি. **~য়ানা, ~য়ানি**—হিন্দুসুলভ আচার-আচরণ। বি. **~সমাজ**—হিন্দুধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। বি. **~স্থান**—ভারতবর্ষ। [ফা. হিন্দুস্তান] ; (সঙ্কীর্ণ অর্থে) উত্তর-ভারত। **~স্থানী**—(১) বিণ. হিন্দুস্থানের অধিবাসী ; উত্তর-ভারতের অধিবাসী। (২) বি. উত্তর ভারতের ভাষাবিশেষ, উর্দুমিশ্রিত হিন্দীভাষা।

হিন্দোল, হিন্দোলা—বি. দোল, ঝুলন ; ঝুলনযাত্রা ; দোলমঞ্চ ; (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং.]।

হিবা—বি. মুসলমানশাস্ত্রসম্মত (সম্পত্তি প্রভৃতি) দান। [আ.]। বি. **~নামা**—হিবার দলিল, দানপত্র, উইল্।

হিব্রু—বি. ইহুদি জাতি, প্রাচীন ইহুদিদের ভাষা। [ইং. Hebrew]

হিম— (১) বি. শীতঋতু (হিমাগম), তুষার (হিমপাত), শীতল স্পর্শ, শৈত্য (হিমে টেকা দায়), শিশির ; (২) বিণ. শীতল, ঠাণ্ডা (হিমবাত)। [সং.]। বি. **~কর**—(শীতল কিরণবিশিষ্ট বলিয়া) চন্দ্র। বি. **~গিরি, ~বান্** (-বৎ), **~শৈল**—(সর্বদা তুষারাবৃত থাকে বলিয়া) ভারতের উত্তর সীমানায় অবস্থিত জগদ্বিখ্যাত পর্বতশ্রেণী, হিমালয়। বি. **~পাত**—তুষার-পতন। বি. **~বাহ**—পর্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নদিকে ধীরে প্রবহমাণ তুষারস্রোত, glacier [বি. প.] ; তুষার-ঝটিকা। বি. **~মণ্ডল**—দুই মেরুর সন্নিহিত ক্ষীণতম সূর্যালোক-বিশিষ্ট ভূ-ভাগ, frigid zone [বি. প.]। বি. **~রেখা**—পর্বতাদির যে রেখার উপরিস্থিত অংশ সর্বদা তুষারাবৃত থাকে, snow-line [বি. প.]। বি. **~শিম,** (বর্জি.) **~সিম**—অত্যধিক পরিশ্রমহেতু ক্লান্ত হওয়ার ভাব, হয়রান অবস্থা (হিমশিম খাওয়া)। বি. **~শিলা**—তুষার, করকা। বিণ **~শীতল**—তুষারের ন্যায় ঠাণ্ডা। বি. **~সাগর**—তুষার-সমুদ্র, (আল.) প্রবল শৈত্য ; এক প্রকার আম ; মস্তিষ্ক শীতলকারী কবিরাজী তৈল-বিশেষ। বি. **হিমাংশু**—(শীতল কিরণবিশিষ্ট বলিয়া) চন্দ্র। বি. **হিমাগম**—হেমন্তকাল, শীতঋতু। **হিমাঙ্গ**—(১) বিণ. তাপশূন্য দেহযুক্ত। (২) বি. তাপহীন বা প্রাণহীন দেহ। বি. **হিমাচল**—পঞ্জাবের উত্তরপূর্বস্থ প্রদেশ। বি. **হিমাদ্রি**—হিমালয়-পর্বতশ্রেণী। বি. **হিমানী**—তুষারপুঞ্জ, বরফ। বি. **হিমালয়**—হিমগিরি দ্রঃ। বি. **হিমালয়-নন্দিনী**—দুর্গাদেবী। বিণ. **হিমেল**—হিম-শীতল ; অত্যন্ত ঠাণ্ডা (হিমেল হাওয়া)।

হিম্মত, হিম্মৎ—বি. ক্ষমতা ; বীরত্ব, তেজ, সাহস। [আ.]।

হিয়া—**হৃদয়**-এর কোমল রূপ ('তবু হিয়া জুড়ন না গেল')।

হিরণ—বি. (বিরল) স্বর্ণ (হিরণবরণ, হিরণপ্রভা)। [সং.]।
হিরণ্ময়—(১) বিণ. স্বর্ণনির্মিত ; স্বর্ণবর্ণ ; সোনালী। (২) বি. ব্রহ্মা। [সং. হিরণ্য+(বিকার-অর্থে) 'ময়']।
হিরণ্য—বি. স্বর্ণ। [সং.]। বি. **~কশিপু**—দৈত্যরাজবিশেষ (ইনি প্রহ্লাদের পিতা)। **~গর্ভ**—(১) বিণ. স্বর্ণপূর্ণ। (২) বি. সৃষ্টির প্রথম পুরুষ, ব্রহ্মা ; বি. **~নাভ**—মৈনাকপর্বত। বি. **~বাহ**—শোণ নদ। বি. **~রেতাঃ** (-তস্)—অগ্নি ; সূর্য ; শিব।
হিরাকস—বি. লৌহের কষ বা উপরসবিশেষ, কাসীস। [ফা.]।
হিলোল—**হিল্লোল**-এর কোমল রূপ।
হিল্লা, (কথ্য) **হিল্লে**—বি. উপায়, গতি ; ব্যবস্থা ; আশ্রয় ; সন্ধান, খোঁজ (মেয়ের পাত্রের কোন হিল্লে হল ? চোরাই মালের বা চুরির হিল্লে হওয়া)। [আ. হীলা]।
হিল্লোল—বি. তরঙ্গ ; দোলন ('চঞ্চল হিল্লোলে কল্লোলময়')। [সং.]। বিণ. **হিল্লোলিত**—আন্দোলিত তরঙ্গিত।
হিলসা, হিলসে—**ইলিশ**-এর বিকৃত রূপ।
হিষ্টিরিয়া—**হিস্টিরিয়া**-র বর্জি. বানান।
হিসাব, (কথ্য) **হিসেব**—বি. গণনা ; জমাখরচ নির্ধারণ ; জমাখরচের বিবরণ-তালিকা ; (আল.) কৈফিয়ত ('হিসাব কি দিবি তার' : সুকান্ত) ; বিচার, বিবেচনা (বন্ধু হিসাবে বিশ্বাস করা, চিত্র হিসাবে দেখা হিসাব করে কথা বলা) ; দর, rate (শতকরা দশটাকা হিসাবে)। [আ.]। ক্রি. **হিসাব করা**—গণনা করা ; পরিমাণ স্থির করা ; বিচার বা বিবেচনা করা। ক্রি. **হিসাব চুকান, হিসাব মিটান**—দেনাপাওনা শোধ করা। ক্রি. **হিসাব দেওয়া**—জমাখরচের পরিমাণ বুঝাইয়া দেওয়া ; কৈফিয়ত দেওয়া। ক্রি. **হিসাব লওয়া**—জমাখরচের বিবরণ বুঝিয়া লওয়া ; কৈফিয়ত লওয়া। বি. **~কিতাব, ~কেতাব**—আয়-ব্যয়ের লিখিত বিবরণপত্র (account), বিস্তারিত বা খুঁটিনাটি হিসাব ; বিচার-বিবেচনা। বি. **~নবিস**—জমাখরচ-লেখক। বি. **~নিকাশ**—আয়ব্যয় সঠিক ও চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারণ ; কৈফিয়ত। বি. **~পরীক্ষক**—জমাখরচের বিবরণে ভুলত্রুটির পরীক্ষাকারী, auditor। বি. **~পরীক্ষা**—জমাখরচের বিবরণে ভুলত্রুটি হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা, audit। বি. **হিসাবানা**—(প্রধানতঃ তহসিলদারগণ কর্তৃক প্রজাদের খাজনা ইত্যাদি) হিসাব দাখিলের সময়ে প্রদত্ত (সচ. অবৈধ) পারিশ্রমিক বা ঘুষ। বিণ. **হিসাবি, হিসাবী**—হিসাব-সম্বন্ধীয় ; আয়ের অনুপাতে বুঝিয়া ব্যয় করে এমন ; বিবেচক, পরিণামদর্শী (হিসাবী লোক), সতর্ক (হিসাবী বুদ্ধি)।
হিস্টিরিয়া—মূর্চ্ছারোগবিশেষ। [ইং. hysteria]।
হিস্সা, হিস্তা, (কথ্য) **হিস্সে, হিস্তে**—বি. প্রাপ্য ভাগ বা অংশ ; ভাগ, (সম্পত্তির হিস্সা, ছোট হিস্সা)। [আ. হিস্সা]। বি. বিণ. **~দার**—অংশীদার।
হিহি—অব্য. শীতে কাঁপার ধ্বনি ; উচ্চহাসি বা বিদ্রূপের ধ্বনি।
হীন—বিণ. বিরহিত, শূন্য (পিতৃহীন, ভাগ্যহীন, তৃপ্তিহীন) ; নীচ, অধম, হেয়, ঘৃণার্হ (হীন চরিত্র, 'নহি কভু হীন') ; দুর্দশাগ্রস্ত, দীন, দরিদ্র (হীনাবস্থা) ; অত্যধিক নতভাব-যুক্ত (হীনভাবে আবেদন) ; ক্ষীণ, হ্রাসপ্রাপ্ত (হীনবল, হীনপ্রভ)। [সং. √হা+ত (র্ম)]। বিণ. (স্ত্রী.) **হীনা**। বি. **~তা**—(দাসত্বের হীনতা)। বিণ. **~প্রাণ**—সঙ্কীর্ণচেতা ; মুমূর্ষু ; অল্পজীবী। বিণ.(স্ত্রী.) **~প্রাণা**। বি. **~ম্মন্যতা**—নিজের সম্পর্কে হীনতা-বোধ, inferiority complex। বি. **~যান**—বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন শাখা ; পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত বৌদ্ধমত (তু. মহাযান)। বিণ. **হীনাবস্থ**—দুর্দশাগ্রস্ত, দরিদ্র, দীন।
হীয়মান—বিণ. হ্রাস বা ক্ষয় পাইতেছে এমন। [সং. √হা+মান (শানচ্) (র্ম)]।
হীরক—বি. উজ্জ্বল বা বহুমূল্য রত্নবিশেষ। [সং.]। বি. **~জয়ন্তী, ~জুবিলি**—**জয়ন্তী** দ্রঃ।
হীরা, (কথ্য) **হীরে**—**হীরক**-এর চলিত রূপ। **হীরার টুকরা**—(আল.) বিদ্যা, চরিত্র ইত্যাদি সকল গুণে বিভূষিত। **হীরার ধার**—হীরার ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণতা।
হীরামন, (কথ্য) **হীরেমন**—বি. শুকপক্ষী, তোতাপাখিবিশেষ ; [রূপকথা হইতে—তু. হি. **হীরামন্**]।
হুইল—বি. মাছ-ধরা ছিপের সুতা গুটানর চক্র ; উক্ত চক্রযুক্ত ছিপ (হুইলে মাছ ধরা)। [ইং. wheel]।
হুংকার—**হুঙ্কার**-এর বানানভেদ।
হুঁ—অব্য. স্বীকার সম্মতি সন্দেহ ইত্যাদি সূচক শব্দ।
হুঁকা, (কথ্য) **হুঁকো**—বি. নলিচা-লাগানো নারিকেলখোলে তৈয়ারি, ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ। [আ. হুক্কা]। বি. **~বরদার**—যে চাকর হুঁকার সাজসরঞ্জাম রাখে ও তামাক দেয়, তামাক-সাজা চাকর।
হুঁচট, হুঁচোট—**হোঁচট**-এর রূপভেদ।
হুঁশ—বি. চেতনা, জ্ঞান ; সতর্কতা (স্বার্থসম্পর্কে হুঁশ থাকা)। [ফা. হোশ্]। বিণ. **হুঁশিয়ার**—সতর্ক, সচেতন ; চতুর। বি. **হুঁশিয়ারি**—সতর্কতা।
হুক—বি. লৌহাদি-নির্মিত অঙ্কুশ বা বাঁকা লোহা ; বঁড়শি। [ইং. hook]।
হুকুম—বি. আদেশ, আজ্ঞা ; অনুমতি। [আ. হুকম্]। বি. **~জারি**—হুকুম-প্রচার। বি. **~ত, ~ৎ, হুকমত, হুকমৎ**—প্রভুত্ব ; শাসন ; সরকার, গভর্নমেন্ট (হুকমৎ-ই-পাকিস্তান)। বি. **~তামিল**—আদেশপালন। বি. **~নামা**—আদেশপত্র। বি. **~বরদার**—হুকুম তামিলকারী। বি. **~রদ**—হুকুম (সাময়িকভাবে) কার্যকর না করা। অব্য. **যো হুকুম**—যে আজ্ঞা। বিণ.বি. **যো-হুকুম**—আজ্ঞাবহ, তাবক (যো-হুকুম লোক, যো-হুকুমের দল)।
হুক্কা—**হুঁকা**-র রূপভেদ।
হুঙ্কার—বি. হুম্-শব্দ, গর্জন, সিংহনাদ। [সং. হুম্+ √কৃ +অ (ভা)]। ক্রি. **হুঙ্কার ছাড়া, হুঙ্কার দেওয়া**—গর্জন করা বা সিংহনাদ করা। ক্রি. **হুঙ্কারা**—(কাব্যে)

হুঙ্কার দেওয়া। বিণ. **হুঙ্কারিত**—হুঙ্কারপূর্ণ; গর্জন-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। **হুঙ্কৃত**—(১) বিণ. গর্জিত। (২) বি গর্জন। বি **হুঙ্কৃতি**—হুঙ্কার।

হুজুক, হুজুগ—বি সামান্য কোনো বিষয়ে ব্যাপক উত্তেজনা, ফ্যাশন (হুজুগে মত্ত হওয়া, নতুন নতুন হুজুক); গুজব। [আ. হুজুম্]। বিণ **হুজুকে, হুজুগে**—হুজুকপ্রিয়, হুজুকে মাতে এমন।

হুজুর—বি নৃপতি বিচারপতি মনিব প্রভৃতিকে সম্মান-সূচক সম্বোধন, প্রভু, প্রভুর নিকট (হুজুরে হাজির)। [আ হুজুর]। **যো হুজুর**—হুজুর যাহা বলেন তাহাই ঠিক বা তাহাই হইবে, মোসাহেবি বা গোলামি: মোসাহেব বা গোলাম।

হুজ্জত, হুজ্জৎ—বি. তর্কাতর্কি, কলহ: গোলমাল। [আ]। বিণ. **হুজ্জতি, হুজ্জতী, হুজ্জুতী**—হুজ্জত-সম্বন্ধীয়, কলহের বিষয়ীভূত, কলহকারী।

হুটোপাটি—বি. লাফালাফি ও গোলমাল, হুড়াহুড়ি। [দেশী]।

হুট্—অব্য মৃদু হুট্ শব্দ: হঠাৎ, বিচার-বিবেচনার অভাব (হুট্ ক'রে চাকরি ছাড়া), তড়িঘড়ি।

হুড়—বি. ভিড়, জনতার ঠেলাঠেলি (হুড়-হিল্লোড়)। [দেশী]।

হুড়কা১, (কথ্য) **হুড়কো১**—বি. কপাট বন্ধ করার খিল, অর্গল। [সং. হুড়ুক্ক]।

হুড়কা২, (গ্রা.) **হুড়কো২**—বিণ. পতিসংসর্গত্যাগিনী, স্বামীর কাছে যাইতে চাহে না বা যাইতে ভয় পায় এমন (হুড়কা মেয়ে)। [দেশী]।

হুড়মুড়—অব্য. ভিড় বা ঠেলাঠেলি করিয়া প্রবেশ বা গমনের ভাবসূচক, অনেকগুলি বৃহৎ ও ভারী জিনিসের পতনাদির ভাবসূচক।

হুড়হুড়—অব্য. সবেগে জলপতনের শব্দ, ক্রমাগত হুড়মুড় করিয়া প্রবেশের বা নির্গমনের ভাবসূচক, গুড়-গুড় (পেট হুড়হুড় করা)।

হুড়া—বি. তাড়া, ঠেলা, লাঠির গুঁতা। [সং হুড্]। বি **~হুড়ি**—ঠেলাঠেলি: হুটোপাটি।

হুড়ুম১—বি (প্রাদে.) মুড়ি: মুড়ির ন্যায় ফুলাইয়া ভাজা চিড়া। [সং হুড়ুম্ব]।

হুড়ুম২—অব্য. বিশৃঙ্খলা বা অকস্মাৎ লম্ফনসূচক (হুড়ুম-হুড়ুম)। [ধ্বন্যা.]।

হুণ্ডি—বি. (প্রধানতঃ ব্যবসাদারের প্রদত্ত) কাহাকেও টাকা দিবার জন্য ভিন্নস্থানস্থ অপর কাহারও নিকট নির্দেশ-লিপি, bill of exchange, ঋণপরিশোধের প্রতিশ্রুতি-পত্র, হ্যাণ্ডনোট। [ফা. হুণ্ডি]।

হুত—বিণ. হোমাগ্নিতে অর্পিত: বি হব্য, হোম। বি. **হুতাগ্নি**—প্রজ্বলিত হোমাগ্নি। [সং. √হু + ত (র্ম)]।

হুতাশ১—বি. হতাশা দুর্ভাবনা বা আতঙ্কের অভিব্যক্তি (হা-হুতাশ করা)। [<সং. হতাশ]।

হুতাশন, হুতাশ২—বি. অগ্নি: হোমাগ্নি। [সং. হুত (=হব্য) + অশন, হুত + √অশ্ (=ভোজন) + অ (র্তৃ)]।

হুতি—বি. হোম। [সং. হু + তি (ভা)]।

হুতোম, হুতুম—বি. বিকট রবকারী বৃহদাকার পেচক-বিশেষ। [দেশী]। **হুতোম পেঁচা**—হুতোম; কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনাম। বিণ **হুতোমি**—কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক ব্যবহৃত (হুতোমি ভাষা)।

হুদ্দা, (কথ্য) **হুদ্দো**—বি এলাকা, প্রভুত্ব বা কার্য-ক্ষেত্রের সীমানা, jurisdiction। [আ. হদ্]।

হুনরী, হুনুরী, হুনরি, হুনুরি—(১) বি সুদক্ষ শিল্পী। (২) বিণ. শিল্প-সংক্রান্ত। [ফা হুনর]। বি. **~কাজ**—শিল্পকর্ম, কারিগরী কাজ।

হুপ্—অব্য. বানরের ডাক, আকস্মিক আবির্ভাবের ভাবসূচক (হুপ্ ক'রে এসে পড়া)।

হুপো—বি. ঝুঁটিওয়ালা পক্ষিবিশেষ। [ফ্রে huppe—তু. ইং. hoopoe]।

হুবহু—অব্য. অবিকল, যথাযথ, সেইরকম (হুবহু অনুবাদ বা নকল)। [আ. হু + ব + হু]।

হুমকি—বি. হুঙ্কার, তর্জন, ধমক, ভয়প্রদর্শন (হুমকি দেওয়া)। (তু. সং. **হুঙ্কৃতি** বা **হুঙ্কিয়া**)।

হুমড়ি—বি. হামাগুড়ি, উপুড়। [দেশী]। **হুমড়ি খেয়ে পড়া**—লইবার জন্য লালায়িত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়া।

হুরি, হুরী—বি.(স্ত্রী.) স্বর্গের পরী। [আ: হুর্]।

হুল—বি কীটপতঙ্গাদির সূচিবৎ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ (হুল ফুটানো)। [<সং. শূল]।

হুলস্থূল, হুলস্থুল—বি গোলমাল, হৈ-চৈ, তুমুল কাণ্ড (হুলস্থূল বাধাইয়া তোলা)। [তু. সং হলহলী]।

হুলা, হুলো—(১) বিণ. হোলবিশিষ্ট: পুরুষজাতীয়, মর্দা। (২) বি. মর্দা বিড়াল। [<বাং. হোল]।

হুলাহুলি—বি. কোলাহল, (প্রা. কা.) উলুধ্বনি। [সং. [সং. হুলহুলী]।

হুলিয়া—বি. পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাহার চেহারার বর্ণনাসহ বিজ্ঞাপন। [আ. হুল্য়হ্]।

হুলু, উলু—বি. পূজা শুভকর্ম প্রভৃতিতে হিন্দু নারীগণ জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে যে শব্দ করে, উলু, জোকার (হুলুধ্বনি)। [সং. হুলহুলীশব্দের রূপান্তর]।

হুল্লোড়—বি. ভিড় করিয়া হল্লা। [দেশী]।

হুশ, হুশিয়ার—যথাক্রমে **হুঁশ** ও **হুঁশিয়ার**-এর রূপভেদ।

হুস, হুস্, (বর্জি.) **হুশ, হুশ্**—অব্য. সহসা উড়িয়া যাওয়ার ভাবসূচক, চিমনি নল ইত্যাদি হইতে জল বা ধোঁয়া বাহির হইবার বা বাষ্পযানাদির দ্রুত গমনের শব্দ।

হুহু—অব্য. বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার বা আগুন জ্বলার অনুকার-শব্দ (হুহু ক'রে বওয়া বা জ্বলা); যাতনা শূন্যতাবোধ নৈরাশ্য ইত্যাদি সূচক (মন হুহু করা)।

হুহুঙ্কার, হুহুংকার—বি. গর্জন, সিংহনাদ। [সং. হুঙ্কার]।

হূত—বিণ আহ্বান করা হইয়াছে বা আসিতে বলা হইয়াছে এমন, আহূত। [সং. √হ্বে + ত (র্ম)]। বি. **হূতি**—আহ্বান।

হূন, হূণ—বি. ভারতের উত্তরে, চীনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-বাসী প্রাচীন জাতিবিশেষ। [সং.]।

হূয়মান—বিণ. আহ্বান করা হইতেছে এমন। [সং. √হ্বে+মান (শানচ), র্ম]।

হৃত—বিণ. অপহৃত, লুণ্ঠিত, আনীত; আকৃষ্ট। [সং. √হৃ+ত (র্ম)]। বিণ. **~সর্বস্ব**—যাহার যাবতীয় ধন-সম্পত্তি চুরি বা লুঠ হইয়া গিয়াছে। বিণ. **হৃতাধিকার**—অধিকার বা প্রভুত্ব হারাইয়াছে এমন।

হৃৎ (হৃদ্)—বি. হৃদয়; মন, অন্তঃকরণ; বক্ষঃস্থল; বুকের ভিতরের অংশ। [সং.]। বি. **~কমল**—হৃদয়রূপ পদ্ম। বি. **~কম্প**—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন; ভয়াদিজনিত হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্পন্দনবেগ (দুঃসংবাদ শুনিয়া হৃৎকম্প)। বিণ. **হৃদ্‌গত**—মনোগত (হৃদ্‌গত অভিলাষ)। বি. **হৃদ্দেশ**—বক্ষঃস্থল। বি. **~পিণ্ড, হৃদ্‌যন্ত্র**—বুকের মধ্যের স্পন্দনশীল রক্তসঞ্চালক যন্ত্র, heart। বি. **হৃদ্বোধ**—ধারণা। বি. **হৃদ্‌রোগ**—বুকের ব্যাধি (হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত)। বি. **~স্পন্দন**—হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক গতি বা চলন (ইহা জীবিতের লক্ষণ)।

হৃদয়—বি. বক্ষঃস্থল; বুকের অভ্যন্তরভাগ; মন, অন্তঃকরণ, চিত্ত। [সং.]। বিণ. **~গত**—মনোগত। বিণ. **~গ্রাহী** (-হিন্)—মনোরম, চিত্তাকর্ষক। বিণ. **~ঙ্গম**—মনে প্রবিষ্ট; বোধগম্য, উপলব্ধি করা হইয়াছে এমন। বিণ. **~জ**—হৃদয় হইতে উৎপন্ন বা জাত। **~বল্লভ**—(১) বিণ. প্রাণপ্রিয়। (২) বি. পতি; প্রণয়ী। বিণ. বি.(স্ত্রী.) **~বল্লভা**—প্রাণপ্রিয়া, পত্নী; প্রণয়িনী। বিণ. **~বান্** (-বৎ)—উদারচিত্ত, মহাপ্রাণ, মহানুভব; সহানুভূতিশীল। বিণ. **~বিদারক**—অত্যন্ত শোকজনক, মর্মভেদী। বি. **~বৃত্তি**—মনের ব্যাপার, চিত্তবৃত্তি। বি. **~বেদনা, ~ব্যথা**—মর্মযন্ত্রণা, মনঃকষ্ট। বিণ. **~ভেদী** (-দিন্)—অতীব দুঃখজনক, মর্মান্তিক, মর্মপীড়াদায়ক। বিণ. **~শূন্য, ~হীন**—নির্দয়, নির্মম। বি. **হৃদয়াবেগ**—চিত্তের চঞ্চলতা বা উদ্দীপনা, emotion। বিণ **হৃদয়ালু**—হৃদয়বান্, অত্যন্ত কোমলভাব-প্রবণ। বি **হৃদয়েশ**—প্রাণেশ্বর; পতি, প্রণয়ী।

হৃদ্‌গত, হৃদ্দেশ, হৃদ্বোধ—হৃৎ দ্র:।

হৃদি—বি. (কাব্যে) **হৃদয়**-এর কোমল রূপ ('হৃদি-বৃন্দাবনে বাস…', 'ভক্তহৃদিবিকাশ')।

হৃদ্য—বিণ. হৃদয়গ্রাহী, প্রিয়; আন্তরিকতাপূর্ণ (হৃদ্য আলোচনা, হৃদ্য পরিবেশ)। [সং. হৃদ্+য]। বিণ.(স্ত্রী.) **হৃদ্যা**। বি. **~তা**—হৃদয়গ্রাহিতা, সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা (হৃদ্যতার সম্পর্ক)।

হৃষিত—বিণ. প্রীত, আনন্দিত, পুলকিত। [সং. √হৃষ্ +ত (র্তৃ)]।

হৃষীকেশ—বি. বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ। [সং. হৃষীক (ইন্দ্রিয়)+ঈশ]।

হৃষ্ট—বিণ. হর্ষান্বিত, প্রফুল্ল, প্রীত, পুলকিত, খুশি; রোমাঞ্চিত। [সং. √হৃষ্+ত (র্তৃ)]। বিণ.(স্ত্রী.) **হৃষ্টা**। বি. **হৃষ্টি**—হর্ষ, আনন্দ, প্রফুল্লতা। বিণ. **~চিত্ত**—হর্ষযুক্ত হৃদয়বিশিষ্ট; খোশমেজাজ। বিণ. **~পুষ্ট**—প্রফুল্ল ও মোটাসোটা; মানসিক ও শারীরিক সুস্থতাপূর্ণ।

হে—অব্য. সম্বোধনসূচক বা আহ্বানসূচক (হে প্রভু); কবিতার ছন্দের মাত্রা বজায় রাখিবার জন্য পাদপূরণে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ।

হেংলা—হ্যাংলা-র বানানভেদ।

হেঁই—(কথ্য) অব্য. সনির্বন্ধ অনুরোধসূচক। অব্য. **~ও, ~য়ো**—গুরুভার তুলিবার ঠেলিবার বা টানিবার সময়ে কৃত আওয়াজ। [ধ্বন্যাত্মক শব্দ]।

হেঁচকা—(১) বি. হঠাৎ সজোরে টান বা আকর্ষণ। (২) বিণ. হঠাৎ সজোরে প্রযুক্ত (হেঁচকা টান)। [দেশী]।

হেঁচকি—বি. হিক্কা (হেঁচকি ওঠা)। [দেশী—তু. **হেঁচকা**]।

হেঁচড়া, হেঁচড়ান (-নো)—যথাক্রমে **হিঁচড়া** ও **হিঁচড়ান**-র চলিত রূপ।

হেঁজিপেঁজি—বিণ. তুচ্ছ, অখ্যাত, নগণ্য। [দেশী]।

হেঁট—(১) বিণ. অবনত (মাথা হেঁট হওয়া), আনত (হেঁটমুণ্ড); অবনতমস্তক (হেঁট হয়ে প্রণাম করা)। (২) বি. তলদেশ ('হেঁটে কাঁটা'), নিম্নাঙ্গ ('হেঁটে বস্ত্র')। [প্রা. হেট্‌ঠা<সং. অধস্তাৎ]।

হেঁড়ে, হেঁড়েল—বিণ. হাঁড়ির ন্যায় আকারবিশিষ্ট (হেঁড়ে মুখ); কর্কশ ও মোটা (হেঁড়ে গলা)। [**হাঁড়ি** দ্র:]।

হেঁতাল—হিন্তাল-এর কথ্য রূপ। **হেঁতালের বাড়ি**—হিন্তাল-কাষ্ঠ-নির্মিত লাঠি (প্রবাদ যে, সাপ ইহা দেখিলে পালায়)।

হেঁয়ালি—বি প্রহেলিকা, সমস্যা, ধাঁধা (কথা হেঁয়ালির মতো শুনায়)। [সং. প্রহেলিকা]।

হেঁশেল, হেঁসেল—বি. রান্নাঘর। [বাং. হাঁড়িশাল]।

হেঁসে—বি. হাববিশেষ; কাস্তের ন্যায় অস্ত্রবিশেষ, হাঁসিয়া। [বাং. হাঁস+ইয়া>এ]।

হেঁসো—হাঁসিয়া-র চলিত রূপ।

হেকমত—হিকমত-র রূপভেদ।

হেড—(১) বি. মাথা, বুদ্ধি (বেহেড)। (২) বিণ. প্রধান (হেড পণ্ডিত, হেড অফিস)। [ইং. head]। বি. **~বাবু**—অফিসের প্রধান কেরানী বা কর্মচারী।

হেতু—বি. যুক্তি; কারণ, নিমিত্ত, মূল; প্রয়োজন, উদ্দেশ্য। [সং. হি (ব্যাপ্তি-অর্থক)+তু (র্তু)]। বিণ. **~ক**—হেতুসম্বন্ধীয়। বি. **~বাদ**—যুক্তিসহ তর্কের অবতারণা। বি. **~শাস্ত্র**—তর্কশাস্ত্র; (সঙ্কীর্ণ অর্থে) বেদ-বিরুদ্ধ তর্কপ্রধান শাস্ত্র।

হেতের—হাতিয়ার-এর গ্রা. রূপ।

হেত্বাভাস—বি. কু-তর্ক, আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে এমন যুক্তি, fallacy [বি. প.]। [সং. হেতু+আভাস]।

হেথা, হেথায়—ক্রি-বিণ. (কাব্যে বা গ্রা.) এইস্থানে, এখানে (হেথা-হোথা)। [পা. এত্থ<সং. অত্র]।

হেদা—ক্রি. হেদান। [<সং. খেদ]। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. (অশি.) দৈহিক বা মানসিক কষ্টহেতু ব্যাকুলতা প্রকাশ করা (হেদিয়ে পড়া)। (২) বি. উক্ত অর্থে।

হেদে, হ্যাদে—অব্য. (অপ্র.) সখীর সম্বোধনসূচক, ওগো, ওলো।

হেন—বিণ. এমন, এরূপ, অনুরূপ (হেন লোক নাই যে শোনে নাই, হেনকালে, এ-হেন)।

হেনস্তা, (প্রাদে.) **হেনস্থা**—বি. (কথ্য) অবজ্ঞা (হেনস্তা করা); দুর্দশা, নাকাল অবস্থা (হেনস্তা হওয়া)। [সং. হীনাবস্থা]।

হেনা—বি মেহেদি। [আ. হিনা]।

হেপা—বি. ঝক্কি, ঝুঁকি, তাল (হেপা সামলান)।

হেপাজত, হেফাজত—বি. রক্ষণাবেক্ষণ, দায়িত্ব, তত্ত্বাবধান। [আ. হিফাজৎ]।

হেবা—**হিবা**-র রূপভেদ।

হেম—বি. সোনা, স্বর্ণ। [সং.]। বি. **~কূট, হেমাদ্রি** সুমেরু পর্বত। **হেমাঙ্গ**—(১) বিণ. স্বর্ণের কান্তিযুক্ত। (২) বি. সুমেরু পর্বত, ব্রহ্মা। বিণ.(স্ত্রী.) **হেমাঙ্গী,** (বাং.) **হেমাঙ্গিনী।**

হেমন্ত—বি. হিমঋতু (অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস); (বাং.) শীতের পূর্ববর্তী ঋতু (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস)। [সং.]।

হেয়—বিণ. ত্যাজ্য; অবজ্ঞার যোগ্য; তুচ্ছ; ঘৃণার্হ (হেয় জ্ঞান করা)। [সং. √হা+য (য)]। বি. **~তা** (পাপের হেয়তা)।

হেরফের—বি. অদলবদল; কম-বেশী, পরিবর্তন (দামের বা তারিখের হেরফের হওয়া)। [তু. হি. **হের্‌ফের্**]।

হেরম্ব—বি. গণেশ। [সং]।

হেরা—ক্রি. (কাব্যে) দেখা, নিরীক্ষণ করা ('সমুখে ঐ হেরি পথ', 'হেরো আপন হৃদয়মাঝে'. রবীন্দ্র)। [দেশী]।

হেলা১—(১) ক্রি. ঝোঁকা, নড়া, একপাশে নত হওয়া। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে। [তু. হি. √**হিল্‌না**]। বি **হেলন**—হেলিয়া পড়া; হেলিয়া-থাকা অবস্থা। বি **~ন** (উচ্চা. হেলান্)—হেলিয়া অবস্থান, ঠেসান (হেলান দেওয়া)। **~ন, ~নো**—(১) ক্রি. ঝোঁকানো; একপাশে নোয়ানো। (২) বি. বিণ. উক্ত অর্থে।

হেলা২—বি. অবজ্ঞা, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা; অক্লেশ, অবলীলা (হেলায় লঙ্কা করিল জয়' দ্বিজেন্দ্র)। [সং. √হেড্‌ +অ (ভা)+আ]। বি. **হেলন**—অবহেলা করা, অবজ্ঞা। বি. **~ফেলা**—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ('করিস নে আর হেলাফেলা')।

হেলে১—বি. নির্বিষ সর্পবিশেষ; সর্পাকৃতি হারবিশেষ। [দেশী]।

হেলে২—(১) বি. কৃষক (হেলে চাষী)। (২) বিণ. হালে জোতা হয় এমন (হেলে গোরু)। [সং. হাল+বাং. ইয়া > এ]।

হেলেঞ্চা, হিঞ্চা—বি. তিক্তাস্বাদ জলজ শাকবিশেষ। [সং. হিলমোচিকা]।

হেস্তনেস্ত—অব্য. শেষ নিষ্পত্তি বা মীমাংসা; ভালমন্দ যাহাই হউক একটা সমাধান (মামলার হেস্তনেস্ত)। [ফা. হস্ত্‌-নীস্ত্‌]।

হৈচৈ—**হইচই**-এর বানানভেদ।

হৈম১—বিণ. স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্মিত; স্বর্ণ-সম্বন্ধীয়। [সং. হেমন্+অ]।

হৈম২—বিণ. হিমসম্বন্ধীয়। [সং. হিম+অ]।

হৈমন্ত—(১) বিণ. হেমন্তকালীন; হেমন্তসম্বন্ধীয়। (২) বি. হেমন্ত ঋতু। [সং. হেমন্ত+অ]।

হৈমন্তিক—(১) বিণ হেমন্তকালীন: হেমন্তসম্বন্ধীয়। (২) বি. আমন ধান। [সং. হেমন্ত+ইক]।

হৈমবত—(১) বিণ. হিমালয়-সম্বন্ধীয়। (২) বি. হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ভারতবর্ষ। [সং. হিমবৎ+অ]। বিণ. (স্ত্রী.) **হৈমবতী**—পার্বতী, দুর্গা, গঙ্গা, শতদ্রু নদীর নামান্তর।

হৈয়ঙ্গবীন—বি. পূর্বদিনের দুগ্ধে উৎপন্ন নবনীত বা ঘৃত; সদ্যোজাত ঘৃত। [সং.]।

হৈহয়—বি. প্রাচীন দেশ বা জাতিবিশেষ। [সং.]।

হৈহৈ—**হইহই**-র বানানভেদ (হৈহৈ-রবে)।

হোঁচট—বি. গমনকালে হঠাৎ কিছুতে পায়ে ধাক্কা লাগা বা ধাক্কা খাইয়া পতনোন্মুখ হওয়া, উচট। [সং. উচ্চাটন, তু. হি. **উচক্‌না**]।

হোঁতকা, হোঁৎকা—বিণ. অশোভনরূপ মোটা; স্থূলবুদ্ধি, গোঁয়ার। [দেশী]।

হোঁদড়—বি. গো-বাঘা, হায়েনা। [দেশী]।

হোঁদল—বিণ. ভুঁড়িওয়ালা, নাদাপেটা। [দেশী]। বি. **~কুতকুত, ~কুৎকুৎ**—পেটমোটা ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জানোয়ার বা তৎসদৃশ ব্যক্তি [দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'—নাটকে বর্ণনা দ্রঃ]।

হোগল, হোগলা—বি. জলাভূমিজাত লম্বা ঈষৎ ত্রিকোণাকার ও চেপটা উদ্ভিদ্‌বিশেষ (ইহার পাতা দিয়া ঘরের বেড়া দেওয়া হয়)। [দেশী]। বি. **হোগলকুঁড়ি,** (বিকৃত) **হোগলগুঁড়ি**—হোগলপুষ্পের রেণু (ইহার দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত হয়)।

হোটেল—বি. মূল্য দিয়া যেখানে বসিয়া পান-ভোজন করা যায় এবং (কোথাও কোথাও) বাস করা যায়, পান্থশালা। [ইং. hotel]। বি. **~ওয়ালা**—হোটেলের মালিক। বি. (স্ত্রী.) **~ওয়ালী**।

হোড়—বি. পাঁক, কর্দমকুণ্ড, বাঙালী হিন্দুর পদবীবিশেষ। [দেশী]।

হোতা (**-তৃ**)—(১) বিণ. যজ্ঞকারী; বৈদিক যজ্ঞে ঋকমন্ত্রের প্রয়োক্তা। (২) বি. যজ্ঞকারী পুরোহিত বা যজমান, (গৌণ অর্থে) পুণ্যকর্মের উদ্‌যোক্তা (কর্মযজ্ঞের প্রধান হোতা)। [সং. √হু+তৃ]। বিণ. বি. (স্ত্রী.) **হোত্রী**।

হোত্র—বি. হোম। [সং. √হু+ত্র (ভা)]। বিণ. **হোত্রী** (**-ত্রিন্**)—হোমকর্তা, যাজ্ঞিক (অগ্নিহোত্রী)। **হোত্রীয়**—হোম-সম্বন্ধীয়; হোতৃ-সম্বন্ধীয়।

হোথা, হোথায়—ক্রি-বিণ. (কা. বা গ্রা.) ঐস্থানে, ওখানে। [**হেথা** দ্রঃ]।

হোম—বি. যজ্ঞাগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূর্বক ঘৃতাহুতি। [সং. √হু+ম (ভা)]। বি. **~কুণ্ড**—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালনের জন্য যে গর্ত খনন করা হয়। বি. **হোমাগ্নি, হোমানল**—যজ্ঞের আগুন।

হোমরাচোমরা—বিণ. সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিপ্রতিপত্তিযুক্ত। (তু. আ. **আমির-উমরাহ্**)।

হোমিওপ্যাথি—বি. হানিম্যান-প্রবর্তিত রোগসৃষ্টিকর বিষদ্বারা রোগ-চিকিৎসা-প্রণালী। [ইং. homeo-

pathy]। বিণ. **হোমিওপ্যাথিক**—হোমিওপ্যাথি-অনুযায়ী।

হোরা—বি. (জ্যোতিষ.) রাশিপরিমাণের অর্ধাংশকাল; লগ্ন, আড়াই দণ্ডকাল, অহোরাত্রের চতুর্বিংশ ভাগ; একঘণ্টা সময়। [গ্রী. hora > সং.]। **হোরা-বিজ্ঞান**—বি জ্যোতিষ-শাস্ত্র।

হোরি—**হোলি** দ্রঃ।

হোল (প্রাদে.)—বি. অণ্ডকোষ। [দেশী]। বিণ. **হোলা**—অণ্ডকোষবিশিষ্ট, মর্দা (হোলা বিড়াল)।

হোলি, হোলী, হোরি—বি. বসন্তোৎসব, দোললীলা। [সং. হোলিকা]।

হোহো—অব্য. অট্টহাসির আওয়াজ।

হৌজ—বি. বৃহৎ চৌবাচ্চা। [আ. হৌজ্]।

হৌস—বি. বাণিজ্য-কুঠি; সওদাগরী দফতর, ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, firm। [ইং. house]।

হ্যাংলা—বিণ. অশোভনরূপ লোভী। [দেশী]। বি. **~পনা, ~মি**—অশোভন লোলুপতা।

হ্যাঁ—**হাঁ**-র রূপভেদ।

হ্যাঁচকা—**হেঁচকা**-র রূপভেদ।

হ্যাট—বি. সাহেবী টুপি। [ইং. hat]।

হ্যাণ্ডনোট—বি. ঋণস্বীকারপত্র, খত। [ইং. hand-note]।

হ্যাদান, হ্যাদে, হ্যাপা—যথাক্রমে **হেদান হেদে** ও **হেপা**-র বানানভেদ।

হ্রদ—বি. চতুর্দিকে স্থলবেষ্টিত (ক্ষেত্রবিশেষে নদীর সঙ্গে যুক্ত) বৃহৎ স্বাভাবিক জলাশয়। [সং. √হ্রাদ্ + অ (র্তৃ)]।

হ্রস্ব—বিণ. খাটো, খর্ব, ক্ষুদ্র, অল্প, কম; লঘু, হালকা; (ব্যাক.) একমাত্রাব্যাপী উচ্চারণবিশিষ্ট (যেমন, অ ই উ)। [সং. √হ্রস্ + ব (র্তৃ)]। বি. **~তা, ~ত্ব**। বি. **~দীর্ঘ-জ্ঞান**—লঘুগুরুবোধ, ছোটবড়র প্রভেদের জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান।

হ্রাদ—বি. ধ্বনি, নিনাদ। [সং.]। বিণ. **হ্রাদী** (-দিন্)—নিনাদকারী। **হ্রাদিনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) নিনাদকারিণী। (২) বি. ইন্দ্রের বজ্র; বিদ্যুৎ; নদী।

হ্রাস—বি. হ্রস্বতা, কমতি (মূল্যহ্রাস, শক্তির হ্রাস, সংখ্যা-হ্রাস হওয়া), লাঘব (রোগের প্রকোপ হ্রাস), ক্ষয় (চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধি)। [সং. √হ্রস্ + অ (ভা)]।

হ্রী—বি. লজ্জা। [সং.]।

হ্রেষা—বি. ঘোড়ার ডাক। [সং.]।

হ্লাদ, হ্লাদন—বি. আহ্লাদ, হর্ষ, আনন্দ। [সং. √হ্লাদ্ + অ, অন (ভা)]। বিণ. **হ্লাদিত**—আহ্লাদিত। বিণ. **হ্লাদী** (-দিন্)—আহ্লাদযুক্ত, সহর্ষ; আহ্লাদ-জনক, আনন্দদায়ক। **হ্লাদিনী**—(১) বিণ. (স্ত্রী.) আহ্লাদযুক্তা, আনন্দদায়িনী (হ্লাদিনী মূর্তি)। (২) বি. (বৈ. শা.) যে স্বরূপশক্তির বলে ভগবান্ নিজে আনন্দিত হন এবং অপর সকলকেও আনন্দিত করেন শ্রীরাধিকা।

পরিশিষ্ট ক

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়ম

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব**—রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, সর্ব'।

২। **সন্ধিতে ঙ-স্থানে অনুস্বার**—যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্‌-স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন, অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব**—রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। **হস্‌-চিহ্ন**—শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মস্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্‌-চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে। হ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস-চিহ্ন দেওয়া উচিত, যথা—'শাহ্‌, তখত্‌, জেম্‌স্‌ বণ্ড্‌। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেণ্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য-বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্‌কট্‌, খপ্‌, সার্‌'।

বাঙ্গালার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—গলিত, ঘন, দৃঢ, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস চিহ্ন অনাবশ্যক, বাঙ্গালাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—বাই-ল। কিন্তু প্রভেদরক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্‌-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়।

৫। **ই ঈ উ ঊ**—যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্‌ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—নীলা (নীলক), হীরা (হীরক), দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়); চুল (চূল), তাড়ু (তর্দূ), জুয়া (দ্যূত)।(১)

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি। পিসী, মাসী স্থানে বিকল্পে পিসি মাসি লেখা চলিবে।(২)

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে,

(১) বর্তমানে বাঙ্গালা দীর্ঘস্বর বর্জনপূর্বক হ্রস্বস্বর ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপক হইয়াছে। অর্থাৎ এই জাতীয় সকল শব্দেই কেবল ি-কার ও ু-কার ব্যবহৃত হইতেছে।—সঙ্কলক।

(২) বর্তমানে এইসকল শব্দে ি-কারই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।—সঙ্কলক।

যথা—বেঙাচি, বেজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ-সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। জ য—এই-সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়, যথা—কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।

৭। ণ ন—অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হইবে, যথা—কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর 'ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ' চলিবে, যথা—ঘুণ্টি, লুণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।(১)

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি—সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো ; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)।(২)

এই-সকল বানান বিধেয়—এত, কত, যত, তত ; তো, হয়তো ; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)।

৯। ং ঙ—'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত-ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ, সং, সঙ, বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাঙ্গালা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।(৩)

১০। শ ষ স—মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ ষ বা স হইবে, যথা—আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—মিন্‌সে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা—আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেকসপিয়র। কিন্তু কতকগুলি শব্দে বিকল্পে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশতাহ) ভিস্তি (বিহিশতী), খ্রীস্ট, খ্রিষ্ট (Christ)।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতি সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাঙ্গালা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানানই দেখা যায়, যথা—সরবত, শরবত, সরম, শরম, শহর, সহর, শয়তান, সয়তান, পুলিস, পুলিশ। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাঙ্গালায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাঙ্গালা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)।

(১) বর্তমানে রানী-শব্দে ণ-এর ব্যবহার আর হয় না বলিলেই চলে।—সঙ্কলক।

(২) ইংরেজি হইতেই ঊর্ধ্ব-কমার ব্যবহার বাঙ্গালায় গৃহীত হয়। কিন্তু ইংরেজির নিয়ম উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালায় ইহার যথেচ্ছ ও মাত্রাধিক ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং এখনও হইতেছে। ভাষাতত্ত্বগত কোন অক্ষরলুপ্তির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব-কমার ব্যবহার অবিধেয়,—ইংরেজিতে এরূপ প্রয়োগ বিরল—ইংরেজিতে don (do+on) লেখাই হয়, do'n লেখা হয় না। সুতরাং, হ'স, হ'ল, ব'লবে, প্রভৃতি শব্দে ঊর্ধ্ব-কমা ব্যবহার না করা উচিত,—অন্যান্য ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা ভাল।—সঙ্কলক।

(৩) সাধু বা লেখা ভাষায় ঙ্গ এবং চলিত বা কথ্য ভাষায় ঙ বা বিকল্পে ং ব্যবহার করা বিধেয়।—সঙ্কলক।

১১। **ক্রিয়াপদ**—সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্প 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু—হয়, হন, হও, হস, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হক, হন, হও, হ। হল, হলাম। হত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হয়ো, হস। হতে, হয়ে, হলে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু—খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু—দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু—শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্‌-ধাতু—করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্‌। করলে, করলাম। করত। করছিল। করেছিল। করব (করবো), করবে। করো, করিস। ক'রতে, ক'রে ক'রলে, করবার, করা।

কাট্‌-ধাতু—কাটে, কাটে কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্‌। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্‌-ধাতু—লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্‌। লিখলে, লিখলাম। লিখিত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্‌-ধাতু—ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠক, উঠন, ওঠ, ওঠ্‌। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু—করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। **কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ**—কূয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর প্রভৃতি শব্দগুলি সাধুশব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার।

যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধু রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—পিছন, পিতল, ভিতর, উপর। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরন।

নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাঙ্গালায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাঙ্গালা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাঙ্গালা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাঙ্গালা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে-সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে সে-সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড।

১৩। **বিবৃত অ** (cut-এর u)—মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—ক্লাব (club), বাস্‌ (bus), বাল্‌ব্‌ (bulb), সার্‌ (sir), থার্ড

(third), **বাজেট** (budget), **জার্মান** (German), **কাটলেট** (cutlet), **সার্কাস** (circus), **ফোকাস** (focus), **রেডিয়ম** (radium), **ফস্‌ফরস** (phosphorus), **হিরোডোটস** (Herodotus)।

১৪। বক্র আ (বা বিকৃত এ—cat-এর a)—মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাঙ্গালায় আদিতে 'অ্যা' এবং মধ্যে 'ŋা' বিধেয়, যথা—অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)।

এইরূপ বানানে 'ŋা'-কে য-ফলা+আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat=   )। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (   ) হয়, সেইরূপ বাঙ্গালায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। ঈ ঊ—মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—সীল (seal), ঈস্ট (east), ঊস্টার (Worcester), স্পূল (spool)।

১৬। f v—f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—ফুট (foot), ভোট (vote)। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-এর তুল্য হয়, তবে বাঙ্গালা বানানে ফ হইবে, যথা—ফন (von)।

১৭। w—w স্থানে প্রচলিত রীতি-অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)।

১৮। য়—নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেযর, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটার' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডওয়ার্ড ওয়ারবণ্ড' না লিখিয়া 'এডওআর্ড ওঅরবণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। s, sh—১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st—নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—স্টোভ (stove)।

২১। z—z স্থানে জ বা জ় বিধেয়।

২২। হস্-চিহ্ন—৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট খ

পারিভাষিক শব্দাবলী

ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিভাষাসমূহ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরিভাষাবলী হইতে এই বিভাগে প্রদত্ত শব্দাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। কয়েকটি প্রয়োজনীয় হিন্দী পারিভাষিক শব্দও দেওয়া হইয়াছে এবং সেগুলিকে তারকা চিহ্নিত (*) করা হইল। ছন্দবিষয়ক পারিভাষিক শব্দাবলী অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন প্রণীত 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।]

A

abatement—ছুট, বাদ

abbreviation—সংক্ষেপ

abdomen—উদর। abdominal—ঔদরিক, উদর-

abduction—হরণ

aberration—অপেরণ

ab initio—প্রথমাবধি

abiogenesis—অজীবজনি

abnormal—অস্বাভাবিক ; অস্বভাবী। ~ity— অস্বভাবিতা

aboral—পরাঙ্মুখ

aboriginal—আদিবাসী

aborigines—আদিম নিবাসী ('আদিবাসী' ব্যবহার করা ভাল)

abortion—গর্ভপাত

abortive—লুপ্ত

above par—অধিমূল্যে, অধিহারে

abreaction—অভিস্ফোট

absciss layer—মোচন-স্তর

abscissa—ভুজ

absconder—ফেরারি, পলাতক

absolute—পরম। ~alcohol—নির্জল কোহল। ~being—পরম ব্রহ্ম। ~co-efficient—পরমাঙ্ক। ~density—পরম ঘনত্ব। ~frequency of vibration—পরম স্পন্দন-সংখ্যা। ~rent—উৎপাদন-নিরপেক্ষ খাজনা। ~right—নিব্যূঢ় স্বত্ব। ~temperature—পরম উষ্মা, উষ্মতা। ~weight—পরম ভার। ~zero degree—চরম ডিগ্রী, শূন্যক্রমা

absorb—শোষণ করা, বিশোষণ করা। ~ent—বিশোষক, শোষক। ~er—শোষক। ~ing—শোষক, শোষণ

absorption—বিশোষণ, শোষণ। ~of heat—তাপ-গ্রহণ। selective ~—বৃত শোষণ

abstinence—উপরতি

abstract—(দর্শ·) বিমূর্ত ; (গণিত) শুদ্ধ ; (সাধারণ অর্থে) সার। ~knowledge—বিমূর্তজ্ঞান। ~ion—বিমূর্তন

abstruse—নিগূঢ়

abysmal, abyssal—অগাধীয়, অতল

academic—অধিবিদ্য ; বিদ্যাবিষয়ক। ~year—অধিবিদ্য বৎসর

academy—পরিষদ্

acanthaceae—বাসক-গোত্র

acaulescent—নিষ্কাণ্ড

accelerate—ত্বরিত করা। ~d—ত্বরিত। accelerating—ত্বরক। accleration—ত্বরণ

accent—স্বরন্যাস, প্রস্বর। ~ed—প্রস্বরিত। ~ual—প্রাস্বরিক। ~uation—প্রস্বরণ

accept—স্বীকার করা। ~ance—স্বীকৃতি, স্বীকার

accessio—আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যপ্লাবন

accession list—আগমতালিকা

accessory—অতিরিক্ত ; আনুষঙ্গিক। ~member—উপাঙ্গ

accident—আপতন। ~al—আপতিক

accommodation—উপযোজন। ~ bill—উপযোজক হুণ্ডি

account—হিসাব। ~, abstract—সংক্ষিপ্ত হিসাব। ~, bad debts—অনাদায়ী খাত। ~, dead—বাতিল হিসাব। ~, proforma—খসড়া হিসাব। ~, sales—বিক্রয়বিবরণী। ~, written off— বাতিল হিসাব। ~ancy—গণিতকবিদ্যা। ~ant— গাণনিক, হিসাব-রক্ষক। Accountant General—মহাগাণনিক। ~s—গণিতক, হিসাব। ~s clerk—

গণন-করণিক, হিসাব-করণিক। ~s closed— গণিতক সমাপ্ত বা অবসিত হইল
accredited—নিসৃষ্ট
accrescent—বৃদ্ধিশীল
accretion—উপলেপ, উপচয়
accumulated—সঞ্চিত। accumulator—সঞ্চায়ক
accuracy—যাথার্থ্য। accurate—যথার্থ, নির্ভুল
accused—(বিণ·) অভিযুক্ত ; (বি·) আসামী
acetic—সির্কা-। ~acid—সির্কাম্ল
achlamydeous—অকুঞ্চক (উদ্ভিদ)
achromatic—অবার্ণ (পদার্থ)
acicular—সূচ্যাকার
acid—অম্ল। ~fermentation—আম্লিক সন্ধান। ~ic—আম্লিক। ~ification—অম্লীকরণ। ~imetry—অম্লমিতি। ~ity—অম্লতা। ~ity of a base—ক্ষারের অম্লগ্রাহিতা। ~ulated—অম্লীকৃত। fatty ~—মেদাম্ল
aclinic line—শূন্যক্রান্তি রেখা (পদার্থ)
acotyledon—অবীজপত্রী
acoustic—শাব্দ। ~s—স্বনবিদ্যা ; শ্রাবণগুণ
acquisition—গ্রহণ, আহরণ, অর্জন
acquittance—ফারখতি, মুক্তিপত্র
acquity—তীক্ষ্ণতা (মনো·)
acrid—কটু
acrobatic feats—মল্লক্রীড়া
acropetal—অগ্রোন্মুখ
act—বিহিতক, আইন
acting arrangement—কর্মব্যবস্থা
actinic rays—বিকারক রশ্মি
actinomorphic—বহুপ্রতিসম
action—ক্রিয়া ; (আইনে) অভিযোগ। ~able—অভিযোগ্য। explicit~ —ব্যক্ত কর্মবৃত্তি। implict~ —নিহিত কর্মবৃত্তি
active—সক্রিয় ; কর্মবৃত্ত ; সোপকর্ম। ~partner —সক্রিয় অংশী। ~principle—সত্ত্ব। ~service—কর্মরত অবস্থা।
activity—সক্রিয়তা
act psychology—ক্রিয়া-মনোবাদ
actual—যথাতথ। ~ity—যাথাতথ্য
actuary—বীমাসংক্রান্ত গণনাকুশল ব্যক্তি
acuminate—দীর্ঘাগ্র
acute—সূক্ষ্মাগ্র ; সূক্ষ্ম (~angle=সূক্ষ্মকোণ)
acyclic—সর্পিল
adamantine—হৈরিক
Adam's apple—কণ্ঠমণি
Adam's bridge—সেতুবন্ধ
adaptation—প্রতিযোজন, অভিযোজন। ~ receipts—অভিযোজন আয়
adaptive—প্রতিযোজক, প্রতিযোজ্য
addendum—পরিশিষ্ট
addition—যোগ, সঙ্কলন। ~al—অতিরিক্ত ; অপর (~al deputy secretary=অপর উপ-সচিব)
additive—যুত। ~compound—যুত যৌগিক
address—অভিভাষণ। ~ of welcome—অভিনন্দন-পত্র
adelphous—অগুচ্ছ
adenoids—গলরসগ্রন্থি
adequate stimulus—সমর্থ উদ্দীপক
adfected quadratic—মিশ্র দ্বিঘাত
adherence—(প্রধানতঃ রাজ ও বিজ্ঞা) অনুষঙ্গ। adherent—লিপ্ত, সংলগ্ন
adhesion—অসম-সংযোগ, আসঞ্জন (উদ্ভিদ)
adhesive—চটচটে। ~power—আসঞ্জন-সামর্থ্য
ad hoc—তদর্থক
adiabatic—রুদ্ধতাপ। ~power—রুদ্ধতাপ বিকার
adiathermenous, adiathermic—রুদ্ধকীর্ণতাপ
ad interim—মধ্যকালীন
adipose tissue—মেদকলা
adit—সুরঙ্গ
adjacent—সন্নিহিত
adjournment—স্থগন, মুলতবি
adjudicate—ন্যায়-নির্ণয় করা, বিচার-নিষ্পত্তি করা
adjust—সমন্বয় করা। ~ed—সমন্বয়িত। ~ment—সমন্বয়ন, উপযোজন
admeasure—পরিমাপ করা। ~ment—পরিমাপ ; পরিমাপন
administration—শাসন, পরিচালন। ~of justice—ন্যায়শাসন
administrative—শাসনিক, প্রশাসন-। ~function—প্রশাসনিক কৃত্য। ~officer—প্রশাসন আধিকারিক। ~service—প্রশাসন-কৃত্যক
administrator—পরিপালক ; প্রশাসক।
Administrator General—মহাপরিপালক
admiral—জল-সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি, নাবীপতি। ~ty—নাবধিকরণ
admissible—গ্রাহ্য

adnate—লগ্ন
adolescence—নবযৌবন, নবযুবাকাল। adolescent —নবযুবক, নবযুবতী
adoral—অভিমুখ
adult—বয়স্থী, বয়স্থ, বয়স্থা, প্রাপ্তবয়া। ~education —বয়স্থ-শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা। ~suffrage—বয়স্থ ভোটাধিকার
adulterant—ভেজাল
adulteration—অপমিশ্রণ
adultery—ব্যভিচার
ad valorem—মূল্যানুসারে
advance—অগ্রিমক, আগাম, দাদন, বায়না, অগ্রিম
adventitious—অস্থানিক
adverse possession—বিরুদ্ধ দখল
advisor—উপদেষ্টা। ~y council—মন্ত্রণা-পরিষদ্; উপদেশ পরিষদ্
advocate—অধিবক্তা। Advocate General—মহা অধিবক্তা
æolian—বায়ব
ærated—বাতান্বিত
ærial—(বিণ) বায়ব, খেচর, নভশ্চর, (বি· বেতার-সম্বন্ধে) আকাশ-তার। ~root—অবরোহ। ~shoot —বিস্তার
ærobic—বায়ুজীবী (~bacteria=বায়ুজীবী জীবাণু), সবাত (~respiration=সবাত শ্বসন)
ærodrome—এরোড্রোম
ærodynamics—বায়ুগতিবিদ্যা
æronautical—বৈমানিক। ~survey—বৈমানিক পরিমাপ।
æronautics—বিমানবিদ্যা
æronavigation—ব্যোমযাত্রা
æsthetic—কান্ত। ~s—কান্তিবিদ্যা; সৌন্দর্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব
æstivation—মুকুলপত্রবিন্যাস
ætiology—নিদান
affect—(মনোবি) আধান। ~ion—আধান। ~ive —আধানিক। ~ivity—ধারকত্ব
afferent—অন্তর্বাহী; অন্তর্মুখ। ~vessel—অর্ন্তবাহ
affidavit—শপথপত্র
affiliated—সম্বদ্ধ, সম্বদ্ধীকৃত
affiliation—সম্বদ্ধীকরণ
affinity—সম্পর্ক, আসক্তি
affirmation—সত্যাপন, শপথ

affluent—করদ-নদী
afforestation—বনীকরণ
after image—অনুবেদন। negative ~ ~—অসবর্ণ অনুবেদন। positive~ ~ —সবর্ণ অনুবেদন
after sight—মেয়াদ অন্তে, মুদ্দতি
agate—অকীক
age-bar—বয়োবন্ধ
age-data—বয়োপাত্ত
age limit—বয়ঃসীমা
agency—নিযুক্তক স্থান
agenda—কৃত্যসূচি
agent—নিযুক্তক, প্রতিনিধি। Agent General—মহানিযুক্তক। ~.managing—নির্বাহী প্রতিনিধি। pollinating~—ঘটক
agglomerate—পিণ্ডিত। agglomeration—পিণ্ডী-ভবন
aggregate—পুঞ্জীভূত। aggregation—সমষ্টিকরণ, সমষ্টি
agio—মুদ্রামূল্যের তারতম্য, মুদ্রাবাট্টা
agnosticism—অজ্ঞাবাদ
agonic line—অকোণিক রেখা
agoraphobia—মুক্তস্থানাতঙ্ক
agrarian—ভূমিবিষয়ক, ভূমিজীবী
agreement—সংবিদা, চুক্তি, সম্মতি, অন্বয়, সামঞ্জস্য, ঐক্য। standstill ~ —স্থিতাবস্থা চুক্তি
agricultural—কৃষিক, কৃষি। ~ Credit Society—কৃষি ঋণদান সমিতি। Agricultural Development Commissioner—কৃষি-বর্ধন মহাধ্যক্ষ। ~ Economy—কৃষি অর্থনীতি। ~Zoology—কৃষি প্রাণিবিদ্যা
aides-de-camp—*পরিসহায়ক
air—বায়ু। ~-balloon—ফানুস। ~-bladder—বায়ুস্থলী, পটকা। ~-brake—বায়ুব্রেক। ~ -chamber—বায়ুকোষ্ঠ। ~-compressor—বায়ুপ্রেষক। ~-core—বায়ুগর্ভ। ~craft—বিমান, *বায়ুযান। ~-field—বিমানাঙ্গন। Air Force—*বায়ুসেনা। ~-gap—বায়ুচ্ছেদ। ~-gun—হাওয়া-বন্দুক। ~line —বিমানবর্ত্ম। ~-mail—বিমান-ডাক। ~-pocket—বায়ুগহ্বর, বায়ুখাদ। ~-port—বিমানপত্তন, বিমানবন্দর। ~pump—বায়ু-পাম্প। ~ routes—আকাশপথ। ~-ship—খ-পোত। ~- space—বাতাবকাশ। ~-strip —ধাবনপথ। ~-thermometer—বায়ু থার্মোমিটার।

~-tight—বায়ুরোধী। ~ traffic—বিমানপরিযান। ~-transport—বিমান-পরিবহণ। ~ways—বিমানপথ। ~worthy— নভোযোগ্য। complemental~—অধিগ্রাহ্য বায়ু। impure~—অশুদ্ধ বায়ু। open~—মুক্তবায়ু। residual~—শিষ্টবায়ু। supplemental~—অধিত্যাজ্য বায়ু। tidal~—প্রবাহী বায়ু। vitiated~—দূষিত বায়ু
albumen—সস্য
alburnum—অসার বা রসবহ কাষ্ঠ
alchemy—কিমিয়া
alcohol—কোহল, সুরা। absolute~ —নির্জল সুরা
alderman—পৌরমুখ্য
algae—শেওলা
alias—উপনাম ; ওরফে
alibi—আন্যত্রিকতা ; অন্যত্রস্থিতি
alien—পরক। ~able—পারক্যযোগ্য, হস্তান্তরণীয়। ~age—পারক্য। ~ate—পরকীকরণ ; হস্তান্তরণ
align—একরেখ করা, সমরেখ করা ; নকশা করা। ~ment—একরেখন ; সমরেখন ; নকশা
alimentary—পৌষ্টিক, পুষ্টি-। ~ canal—পৌষ্টিক নালী, মহাস্রোত। ~system—পুষ্টি তন্ত্র, পোষণ-তন্ত্র
alimony—খোরপোশ, দারপোশ
aliquot part—একাংশ
alkali—ক্ষার। ~metry—ক্ষারমিতি। caustic ~—তীক্ষ্ণ ক্ষার। mild ~—মৃদু ক্ষার।
alkaline—ক্ষারীয়। ~earth—ক্ষারমৃত্তিকা। sub~—উপক্ষারীয়
alkaloid—উপক্ষার
allegation—দোষারোপ
allegiance—আনুগত্য, নিষ্ঠা
alligation—বিমিশ্র প্রক্রিয়া
allocation—বিভাজন
allogamy—স্বসেকরোধী
allonge—হুন্ডিপত্রী
all or none law—পূর্ণ-ব্যর্থ-সূত্র
allotment—আবণ্টন
allotriomorphic—অনাকার
allotrophy—বহুরূপতা, বিচিত্রতা। allotropic modification—রূপভেদ
allowance—অধিদেয়, ভাতা
alloy—সঙ্কর ধাতু
alluvium—পলল, পলি, পয়স্তি। alluvial—পাললিক, পলিজ। alluvion—চর
almanac—পঞ্জিকা
alternando—একান্তরক্রিয়া
alternate—একান্তর। alternating—পরিবর্তী
alternation—ক্রম। ~ of generations—জনুঃক্রম
alternative—বিকল্প, অনুকল্প ; বৈকল্পিক
altitude—(স্থান সম্বন্ধে) উচ্চতা ; (গ্রহাদি সম্বন্ধে) উন্নতি
altruism—পরার্থিতা, পরার্থবাদ
alum—ফটকিরি
amalgam—পারদমিশ্র, পারদসঙ্কর। ~ation—একত্রীকরণ
amanuensis—শ্রুতলেখক
amarantaceæ—নটে-গোত্র
amaryllideæ—রজনীগন্ধা-গোত্র
ambassador—রাষ্ট্রদূত, রাজদূত
ambiguous—দ্ব্যর্থক
ambivalence—উভয়বলতা ; উভয়বল। ambivalent—উভবল
ambulance (*abs. n.*)—গ্লানোপচার। ~car—গ্লানযান। ~service—গ্লানোপচার ব্যবস্থা
amendment—সংশোধন
amethyst—জামীরা, রাজাবর্ত মণি (পদার্থ)
amin—আমিন, প্রমাতা
ammunition—গোলাবারুদ
amnesia—অস্মার
amnesty—রাজক্ষমা
amorphous—অকেলাস, অনিবন্ধী, অনিয়তাকার, স্বরূপহীন
amortization—ক্রমশঃ ঋণপরিশোধ, ক্রমশোধ
amount—পরিমাণ
amphibian—উভচর, উভয়চর। amphibious—উভচর, উভয়চর
amphoteric—উভধর্মী
amplexicaul—কাণ্ডবেষ্ট
amplify—পরিবর্ধিত করা। amplification—পরিবর্ধন। amplifier—পরিবর্ধক, বিবর্ধক
amplitude—বিস্তার
ampular sensation—দিগ্‌বেদন
amygdaloidal—বাদামাকার
anabolism—উপচিতি

anacardiaceæ—আম্র-গোত্র
anaclytic type—অন্যাশ্রয়ী
anacrusis—অতিপর্ব
anæmia—রক্তাল্পতা
anærobic—অবায়ুজীবী (~ bacteria—অবায়ুজীবী জীবাণু) ; অবাত (~ respiration—অবাত শ্বসন)
anæsthesia—অবেদন । anæsthetic—(বিণ.) অবেদনিক ; (বি.) অবেদনিক ঔষধ
anal—পায়ু । ~ eroticism—পায়ুকাম
analogy—উপমা ; (প্রাণি.) সমবৃত্তিতা ।
analogous—সমবৃত্তি
analysis—বিশ্লেষণ, ~ volumetric—আয়তন-বিশ্লেষণ ।
analyser, analyst—বিশ্লেষক
analytical—বৈশ্লেষিক
anamorphism—সংগঠন
anastigmatic—অবিষমদৃক্ (পদার্থ)
anastomosis—সমাযোগ
anatexes—পরিবৃত্তি
anatomy—শারীরস্থান
ancestor—উদবংশীয়
ancestral—কৌলিক । ~ property—কৌলিক সম্পত্তি
ancillary—সহায়ক
androecium—পুংস্তবক
androgyny—স্ত্রীসমতা । androgynous—উভলিঙ্গ
Andromeda—উত্তরভাদ্রপদ
androphore—পুংধর
anemometer—বায়ুবেগমাপক
anemophily—বায়ুপরাগণ । anemophilous—বায়ুপরাগী
angiosperm—গুপ্তবীজী
angle—কোণ । ~of-deviation—বিসরণকোণ । ~of divergence—অপসারণকোণ । ~of epoch—আরব্ধ কোণ । ~of inclination—কৌণিক অবনতি । ~of lag—অনুসর-কোণ । ~of lead—অগ্রসরকোণ । ~of polarization—সমবর্ত-কোণ । circular ~—অর-কোণ । critical~—সঙ্কট-কোণ । extinction~ —লোপ-কোণ, কুণ্ঠন কোণ । solid~—অস্র, ঘনকোণ
angular—কৌণিক, কোণীয় । ~ acceleration—কৌণিক ত্বরণ । ~ momentum—কৌণিক ভরবেগ । ~ motion—কৌণিক গতি । ~ velocity—কৌণিক বেগ ।
anhedral—অপার্শ্ব
anhydride—নিরুদক । anhydrous—অনার্দ্র, নিরুদক
animal charcoal—প্রাণিজ-অঙ্গার
animalcule—কীটাণু, সূক্ষ্মকীট
animal magnetism—জীবচুম্বকতা
animal psychology—প্রাণিমনোবিদ্যা ।
animal spirit—সজীবতা
animism—সর্বপ্রাণবাদ
anisotropic—বিষমসারক
annealing—কোমলায়ন
annexure—সংলগ্ন অনুবন্ধ
annihilation—শক্তি-বিলয়ন
annual—বার্ষিক ; (উদ্ভি.) বর্ষজীবী । ~ring—বর্ষবলয়
annuity—বার্ষিক বার্ষিক বৃত্তি । ~ fund—বার্ষিকী বৃত্তি তহবিল
annular—বলয়াকার
annulated—বলয়ী
annulment—রদ করা, রদ
annulus—বলয়
anomaly—ব্যতিক্রম ; (জ্যোতির্বি.) কোণ ।
anomalous—ব্যতিক্রান্ত, অনিয়ত, ব্যত্যয়ী
anonaceæ—আতা-গোত্র
anosmia—ঘ্রাণাবেদন
antarctic—কুমেরু । ~circle—কুমেরু-বৃত্ত
antecedent—(গণি.) পূর্বরাশি ; (দর্শ.) পূর্ব । ~s—প্রাক্‌পরিচয়
antenna—শুঙ্গ
antennule—শুঙ্গক
anterior—অগ্র, পুরঃ- ; (মনোবি.) সম্মুখ ; (উদ্ভিদ) অক্ষবিমুখ
anther—পরাগধানী
antheridiopore—পুংবেহ
antheridium—পুংধানী
antherzoid—শুক্রাণু
anthropomorphism—(বি.) নরত্বারোপ ; (বিণ.) নরধর্মী
anthropology—নৃ-বিদ্যা, নৃতত্ত্ব
anthropore—মঞ্জরীদণ্ড, পুষ্পদণ্ড
anti-aircraft—বিমান-বিরোধী ।
anticipation—পূর্বজ্ঞান, অগ্রজ্ঞান ; প্রাকচিন্তন
anticline—ঊর্ধ্বভঙ্গ

anticlinorium—ঊর্ধ্বভঙ্গধারা (ভূবিদ্যা)
anti-corruption—অপচার নিরোধ
anticyclone—প্রতীপ বাত্যাবর্ত
antidote—বিষঘ্ন
antimony sulphide—রসাঞ্জন, সুর্মা
antinode—নিস্পন্দ বিন্দু
antipathy—দ্বেষ, বিরোধ
antipodal—প্রতিপাদ
antipode—কুদলান্তর। ~s—প্রতিপাদস্থান
antiseptic—বীজবারক
antitoxin—প্রতিবিষ
anuran—অপুচ্ছ
anus—পায়ু
anxiety—উৎকণ্ঠা
aorta—মহাধমনী
apathy—অনীহা
aperiodic—অপর্যায়ক
aperture—রন্ধ্র, ছিদ্র। ~ of a lens or mirror—উন্মেষ
apetalous—দলহীন
apex—চূড়া ; অগ্র
aphasia—বাগ্‌রোধ
aphelion—অপসূর
aphorism—সূত্র
apical—অগ্রস্থ
aplanogamete—অচল জননকোষ
apocarpous—মুক্তগর্ভপত্রী
apocyanaceæ—করবী-গোত্র
apogamy—অসঙ্গজনি
apogee—অপভূ
apophyses—বাহু
apospory—অরেণুজনি
apotheosis—দেবত্বারোপ
apparatus—যন্ত্রপাতি, যন্ত্র
apparent—ব্যক্ত, স্পষ্ট ; আপাত
appeal—উত্তরবিচার ; উত্তরবিচার-প্রার্থনা ; আবেদন। appellant—উত্তরবিচারপ্রার্থী ; আপীলকারী। appellate court—উত্তরবিচারালয়। appellate jurisdiction—উত্তরবিচার-অধিকেন্দ্র
appendage—উপাঙ্গ
appendix—পরিশিষ্ট
apperception—সংপ্রত্যক্ষ
appetite—ক্ষুধা। loss of ~—ক্ষুধামান্দ্য, অগ্নিমান্দ্য
apple-snail—আপেল-শামুক, আপেল-শম্বুক
applicant—আবেদক
application—প্রয়োগ, আবেদন, আবেদনপত্র
applied science—ফলিত বিজ্ঞান
appraiser—মূল্য-নিরূপক
appreciation—উপচয়
apprentice—শিক্ষাধীন, অন্তেবাসী, শৈক্ষ
appropriation—উপযোজন
approver—রাজসাক্ষী
approximate—আনুমানিক ; কাছাকাছি ; আসন্ন ; উপান্তিক ; স্থূল। ~ly—স্থূলতঃ। ~ value—আসন্ন মান
approximation—সন্নিকর্ষ, আসত্তি। rough ~—স্থূলমান
apsidal—অপদূরক
apside—অপদূরক
aqua fortis—নাইট্রিক অ্যাসিড
aqua regia—অম্লরাজ
Aquarius—কুম্ভ
aquatic—জলজ, জলচর
aqueoigneous—আবগ্নেয়
aqueous—জলীয়
arbitral—মধ্যস্থ
arbitration—মধ্যস্থতা, সালিসি
arbor—অক্ষদণ্ড
arborescent—বৃক্ষবৎ, বার্ক্ষ ; শাখায়িত
arc—চাপ
archaean—আদিম
archaeology—প্রত্নবিদ্যা
archetype—আদিরূপ
archigonium—স্ত্রীধানী। archigoniphore—স্ত্রীবহ
archipelago—দ্বীপপুঞ্জ
archives—লেখ্যাগার
architect—স্থপতি
Arctic—সুমেরু। ~ circle—সুমেরু বৃত্ত। ~ region—সুমেরু দেশ
area—ক্ষেত্র, স্থান, অঞ্চল, দেশ ; আয়তন ; (গণিতে) কালি, ক্ষেত্রফল। ~ rationing officer—স্থানিক সংবিভাগ অধিকারী
arenaceous—বালুময়
argentiferous—রৌপ্যধর
argillaceous—মৃণ্ময়
argument—যুক্তি ; সওয়াল জবাব

arid—(দেহ সম্বন্ধে) শুষ্ক ; (ভূমি-সম্বন্ধে) উষর
Aries—মেষ
aril—বীজোপাঙ্গ
aristocracy—অভিজাততন্ত্র
arithmetic series—সমান্তর শ্রেণী
armature—রক্ষোপায় । ~winding—পরিবেষ্টন ।
armed—সায়ুধ । ~ battalion—সায়ুধ বাহিনী । ~ guard—সায়ুধ রক্ষী
armistice—অবহার, যুদ্ধবিরতি
armoury—অস্ত্রাগার
army—সেনা । ~ officer—সেনাধিকারিক । ~ services—সেনাকৃত্যক
aroideæ—কচু-গোত্র
aromatic—সুগন্ধ । ~bodies—গন্ধাদিবর্গ
arrangement—বিন্যাস, ক্রম, ব্যবস্থা
arrears—বাকি, বকেয়া ; অবশেষ
arsenal—অস্ত্রাগার
art—কারুশিল্প । ~exhibition—ললিত-কলা-প্রদর্শনী
arterial—ধামনিক, ধমনী-
arteriole—ধমনিকা
artery—ধমনী । pulmonary ~—ফুসফুস-ধমনী
artesian well—উৎসকূপ
arthobr nch—সন্ধিলগ্ন ফুলকো
arthropod—সন্ধিপদ । ~a—পর্বপদী, গ্রন্থিপদী, গ্রন্থিপদ
article—অনুচ্ছেদ
articles—নিয়মাবলী । ~ of association—পরিমেল-নিয়মাবলী
articulate—সন্ধিযুক্ত । ~d—গ্রথিত, গ্রন্থিল
articulation—সন্ধিবন্ধন, গ্রথন, গ্রন্থিলতা
artificial—কৃত্রিম । ~respiration—কৃত্রিম শ্বসন
artisan—কারিগর, শিল্পী ; কারু
artist—চিত্রকার । ~photographer—ভাচিত্রকার
ascending—ঊর্ধ্বগ । ~node—উদ্‌বিন্দু, উচ্চপাত, রাহু । ~order—ঊর্ধ্বক্রম
ascent—উৎস্রোত
asceptic—নির্বীজ
asclepiadaceæ—অর্ক-গোত্র
ascomycetes—ঈস্টবর্গ
asexual—অযৌন । ~reproduction—অযৌন জনন
ash bed—ভস্মস্তর
as per—অনুযায়ী
asphalt—শিলাজতু, মৃজ্জতু

aspiration—উৎকাঙ্ক্ষা
aspirator—বাতচোষক, বাতশোষক, বায়ুচোষক
assay—যাচাই
assemblage—সমূহ, সঙ্ঘাত
assembly—সমাগম (~of people=জনসমাগম) ; সভা (legislative~=বিধানসভা) । ~chamber—সভাগৃহ
assess—নির্ধার করা । ~ee—নির্ধারী । ~ment—নির্ধার, করনির্ধারণ । ~or—নির্ধারক
assets—পরিসম্পৎ ; পাওনা ; সম্পত্তি । ~, floating or circulating—চলতি সম্পত্তি
assignee—স্বত্ব-নিয়োগী, মনোনীত ব্যক্তি (স্বত্বহস্তান্তর)
assignment—স্বত্ব নিয়োগ , নিয়োগ ; হস্তান্তরণ
assimilation—আত্তীকরণ ; পরিমিশ্রণ
assistant—সহ-, সহায়ক । ~surgeon—সহ-চিকিৎসক
associate law—(বীজগ.) সংযোগ-নিয়ম
association—পরিমেল, সঙ্ঘ , (মনোবি.) অনুষঙ্গ । ~ism—অনুষঙ্গবাদ । ~ist—অনুষঙ্গবাদী । ~of ideas—ভাবানুষঙ্গ । controlled ~—সংযত ভাবানুষঙ্গ , free ~—অবাধ ভাবানুষঙ্গ
assonance—স্বরাণুপ্রাস
assumption—অঙ্গীকার, অভ্যুপগম
asteroids—গ্রহাণুপুঞ্জ
astigmatic—বিষমদৃক
astringent—কষায়
astronomical—জ্যোতিষীয় । ~ telescope—নভোবীক্ষণ
astronomy—জ্যোতিষ
astrophysics—নভোবস্তুবিদ্যা
asymmetry—অপ্রতিসাম্য । asymmetric, -al—অপ্রতিসম
asymptote—অসীমপথ
asynchronous—অসমনিয়ত
atavism—পূর্বগানুকৃতি
atheism—নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিক্যবাদ
athermancy—তাপরোধিত্ব
atmosphere—বায়ুমণ্ডল, আবহমণ্ডল, আবহ, বাতাবরণ, অন্তরীক্ষমণ্ডল, অন্তরীক্ষ
atmospheric—বায়ুমণ্ডলীয়, আবহীয়, বায়ু-, বায়ব, আবহ- । ~electric—নভোবিদ্যুৎ । ~region—আবহমণ্ডল । ~s—আবহিক
atom—পরমাণু । ~ic—পারমাণবিক, পারমাণব ।

~ızer—কণবর্ষী। ~s of electricity—বিদ্যুৎ পরমাণু
at call—তলবমাত্র, চাহিবামাত্র দেয়
at par—(ক্রি·বিণ) সমমূল্যে, সমহারে : (বিণ) সমমূল্য, সমহার
at premium—অতিরিক্ত মূল্যে
atrophy—ক্ষয়িষ্ণুতা
attaché—সহদূত
attached—সংশ্লিষ্ট (~officer= সংশ্লিষ্ট আধিকারিক); আসঞ্জিত, সংলগ্ন, আসক্ত
attachment—আসক্তি, আসঞ্জন, ক্রোক
attenuation—তনূকরণ
attest—প্রত্যায়ন বা তসদিক করা। ~ation—প্রত্যায়ন। ~ed—প্রত্যায়িত। ~ing officer—প্রত্যায়ন-আধিকারিক
attitude—প্রতিন্যাস
attorney—ব্যবহারদেশক, মোক্তার। Attorney General—মহাব্যবহারদেশক। power of ~—মোক্তারনামা
attracted disc electrometer—ফলককর্ষী তড়িন্মাপক
attraction—আকর্ষণ। gravitational ~—অভিকর্ষ
attribute—গুণ, ধর্ম, লক্ষণ
auction—নিলাম। ~eer—নিলামকারী। ~ -purchaser—নিলাম-খরিদ্দার
audible—শ্রাব্য audibility—শ্রাব্যতা
audio—শ্রাব্য, শ্রুতি-। ~-frequency—শ্রাব্যস্পন্দ-সংখ্যা। ~meter—শ্রুতিমান
audit—নিরীক্ষা, হিসাব-পরীক্ষা, আয়-ব্যয়ক পরীক্ষা। ~manual—নিরীক্ষাসার। ~ed—নিরীক্ষিত। ~or—নিরীক্ষক, আয়ব্যয়-পরীক্ষক। ~ report—হিসাবপরীক্ষা প্রতিবেদন। Auditor General—মহানিরীক্ষক
audition—শ্রবণ
auditory—শ্রুতি-, শ্রাবণ -image—শ্রাবণ প্রতিরূপ
aufgabe—কৃত্যা
augen—নেত্রক
aureole—মণ্ডল
auricle—অলিন্দ
auriculate—সকর্ণ
auriferous—স্বর্ণধর
Aurora—মেরুপ্রভা। Aurora Australis—কুমেরুপ্রভা, কুমেরুজ্যোতি Aurora Borealis—সুমেরুপ্রভা, সুমেরুজ্যোতি

authenticate—প্রামাণিক করা। ~d—প্রামাণিক
authentication—প্রমাণীকরণ
authoritative—প্রামাণিক
authority—প্রাধিকার, অধিকার ; প্রাধিকারী, অধিকারী
authorization—প্রাধিকার অর্পণ। authorized—প্রাধিকৃত, অনুমোদিত
auto-collimation—স্বতোক্ষীভবন। auto-collimating—স্বতোক্ষ
autocracy—স্বৈরতন্ত্র
auto-erotic—স্বতঃকামী। ~ism—স্বতঃকাম
autogamy—স্বসেক
autograph—স্বাক্ষর ; স্বলেখন
automatic—স্বয়ংক্রিয়, স্বতঃক্রিয়। automatism—স্বতঃক্রিয়া
automobile—(বিণ.) স্বয়ংগম, (বি) মোটরগাড়ি
autonomic—স্বতঃক্রিয়
autonomy—স্বশাসন। autonomous—স্বশাসিত
auto-suggestion—স্বাভিভাব
autotrophic—স্বভোজী (উদ্ভিদ্)
autumnal equinox—জলবিষুব
auxiliary—সহায়ক। ~circle—সহবৃত্ত
available—আপ্য। ~ energy—শক্তি। ~ power—সামর্থ্য। ~ heat—তাপ।
avalanche—হিমানী সম্প্রপাত
avenue—বীথি
average—গড়, সমক। on an ~—গড়ে, হারাহারি
aviation—নভশ্চরণ ; বিমানচলন
award—বিনির্ণয়। ~, interim—অন্তর্বর্তী রোয়েদাদ
awkwardness—অপাটব
awn—শূক
axial—অক্ষীয়। ~ratio—অক্ষানুপাত
axil—কক্ষ। axillary—কাক্ষিক
axiom—স্বতঃসিদ্ধ
axis—অক্ষ। earth's ~—মেরুরেখা। ~ of the embryo—ভ্রূণাক্ষ। major ~—পরাক্ষ। minor ~—উপাক্ষ। ~ of an eclipse—অক্ষ। ~ of projection—অভিক্ষেপাক্ষ
axle—অক্ষদণ্ড। ~box—অক্ষপুট
azimuth—দিগংশ
azoic—অজীবীয়

B

babbling—অস্ফুটভাবে

back E.M.F.—বিরুদ্ধ তড়িচ্চালক বল
background—পশ্চাদ্‌ভূমি। ~music—প্রসঙ্গবাদ্য; প্রসঙ্গ-সঙ্গীত
backlash (of a screw)—পিছট
backward (class)—অনগ্রসর (শ্রেণী)
bacillus—জীবাণুবিশেষ
bacteria—জীবাণু। bacteriologist—জীবাণুবিৎ। bacteriology—জীবাণুবিদ্যা
bad debts—অশোধ্য ঋণ, কু-ঋণ
badge—পট্ট, তকমা
bail—প্রতিভূতি; জামিন। ~bond—প্রতিভূতি-পত্র; জামিন-খত, জামানতনামা
bailiff—সাধ্যপাল
balance—(বি.) তুলা; বাকি, উদ্বৃত্ত; স্থিতি, তহবিল; (ক্রি) প্রতিমান করা (to ~ a pressure=প্রেষ প্রতিমান করা); সুস্থিত করা (to ~ a rod=দণ্ড সুস্থিত করা। ~of trade—বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। ~point—তুলাবিন্দু। ~r—তুলক। ~sheet—স্থিতিপত্র, পাকা চিঠি। ~, trial—রেওয়ামিল। ~wheel—তুলনচক্র। common~—তুলা। credit ~ জমা বাকি। debit ~ফাজিল বাকি
balanced diet—সুষম খাদ্য
balcony—বারান্দা
ballistic—ক্ষেপক
ballot—গুপ্তভোট, গুপ্তমত। ~ box—ভোটপেটী, মতপেটী। ~paper—ভোটপত্রী, মতপত্রী
ball and socket joint—কোটরসন্ধি
balloon—বেলুন
band—পটি।~ed—ডোরাকিত, রেখিত।~spectrum—পটি, বর্ণালি (পদার্থ)
bandage—পটি, পট্ট। roller ~—গোটান পটি
bandaging—পটি বাঁধন, পট্টবন্ধন
bank—(অর্থবি.) অধিকোষ; (ভূগোলে) তীর, তট, কচ্ছ; চড়াই। ~balance—অধিকোষস্থিতি, ব্যাঙ্ক জমা। ~clearance—ব্যাঙ্ক নিকাশী। ~draft—ব্যাঙ্কের হুণ্ডি।~rate—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার।
bankruptcy—দেউলিয়াত্ব
bar—চর; বাধা, দন্ড
bark—বল্কল। renged ~—বেষ্ট-বল্কল। scaly ~—শল্ক-বল্কল
barograph—বায়ুপ্রেষলিক্‌
baroscope—বায়ুপ্রেষদৃক্‌
barrack—সৈন্যনিবাস
barred by limitation—অবধিবাধিত, তামাদী
barter—বিনিময়
barysphere—গুরুমণ্ডল
basal—পৈঠ
base—ভূমি, পীঠ; ক্ষারক, ক্ষারকীয়; নিধান ~(of a logarithm=লগারিদ্‌মের নিধান)। ~ line—ভূমিরেখা। ~ level of erosion—ক্ষয়সীমা ~ment rock—পীঠ-শিলা। ~plate—পীঠপট্ট।
basic—(সাধারণ অর্থে) মৌল; (রসায়নে) ক্ষারকীয়। ~education—মৌল শিক্ষা। ~pay—মৌল বেতন। ~ity—ক্ষারগ্রাহিতা। ~salt—ক্ষারলবণ
basin—অববাহিকা, কটাহ, পর্যঙ্ক, খর্পর। catchment ~—পরিবাহক্ষেত্র
bass note—খাদ সুর
bast—শকল
bastion—বুরুজ
bath, drying—শোষণাধার (পদার্থ)। ~, sand—বালিখোলা
batswing burner—পুচ্ছশিখ দীপ
battalion—বাহিনী
beach—সৈকত। ~-head—বেলামুখ
beacon—আলোক-সঙ্কেত
bead—গুটি। ~ed—মালাকৃতি
beak—চঞ্চু
beam—কড়ি, ধরণ; রশ্মি; দণ্ড ~(of balance=তুলাদণ্ড)
bear—(অর্থনীতিতে ও বাণিজ্যে) মন্দিওয়ালা
bearer—বেয়ারা; বাহক
bearing—অক্ষনাভি
beat—অধিকম্প (pulse-~নাড়ীর অধিকম্প); ক্ষেত্র ~(of a constable=আরক্ষিকের ক্ষেত্র); (পদার্থ·) স্বরকম্প। ~s—সকম্পন
bed—গর্ভ ~(of a river=নদীগর্ভ); (ভূবিদ্যায়) স্তর। ~ding—স্তরায়ণ। ~plate—ভিত্তিপট্ট
behaviour—চেষ্টিত। ~ism, ~istic philosophy—চেষ্টিতবাদ
bell-metal—কাংস্য, কাঁসা
bell shaped campanulate—ঘণ্টাকার (উদ্ভিদ)
bellows—ভস্ত্রা, হাপর
bellow par—(ক্রি বিণ·) ঊনহারে, ঊনমূল্যে; (বিণ·) ঊনহার, ঊনমূল্য
belt—বলয়। ~of calms—শান্তবলয়
bench—(আইনে) বিচারপীঠ, ন্যায়াসন। ~clerk

—পেশকার, ব্যবহার-করণিক
bending—নমন ; বাঁক (concave~=অবতল বাঁক)। ~force—নমন-বল। ~ moment—নমনাঙ্ক
benefit of doubt—সন্দেহাবসর
Bengal Service Rules—বঙ্গ কৃত্যক নিয়মাবলী
bent—বক্র
bent tube—বাঁকান নল
bestiality—তির্যক্‌মেহন (মনো·)
betterment fee—উন্নয়ন, দক্ষিণা
betting-tax—পণকর
beverage—পানীয়
bi—দ্বি-। ~axial—দ্ব্যক্ষ। ~-cameral—দ্বিকক্ষ। ~carpellate—দ্বিগর্ভপত্র। ~cuspid—দ্বিশীর্ষ। ~facial—বিষমপৃষ্ঠ। ~furcate—দ্বৈভাগিক। ~labiate—ওষ্ঠাধরাকৃতি। ~lateral—দ্বিপার্শ্ব। ~merous—দ্বি-অংশক। ~metallism—দ্বিধাতুমান। ~mirror—যুগ্মদর্পণ। ~ -monthly—আর্ধমাসিক, পাক্ষিক। ~ plane—দ্বিপত্র বিমান। ~quadratic—চতুর্ঘাত। ~ sexual—উভ (য়) লিঙ্গ, দ্বিলিঙ্গ
bibliography—উৎসনির্দেশ, গ্রন্থপঞ্জী
biennial—দ্বিবার্ষিক
bilateral nuscular co-ordmation—উভপার্শ্বীয় পেশীসমন্বয়
bile—পিত্ত। ~acids—পৈত্তিক অম্ল। ~duct—পিত্তনলী
bill—(আইনে) বিধেয়ক ; (পাওনা সম্বন্ধে) আদেয়ক, মূল্যপত্র। ~, acceptance of—হুণ্ডীস্বীকার। ~, accommodation—উপযোজক হুণ্ডী, সুপারিশী হুণ্ডী। ~at sight—দর্শনীয় হুণ্ডি। ~, contingent—নৈমিত্তিক বিল। ~of credit—একরারি হুণ্ডী। ~of entry—দাখিলী পণ্যের তালিকা, আগমপত্র ~is passed—বিধেয়ক গৃহীত বা বিহিত হইল। ~is passed for payment—আদেয়ক বা মূল্যপত্র শোধার্থ দেওয়া হইল। ~of exchange—হুণ্ডি, বিল। ~of indemnity—নিষ্কৃতিপত্র। ~(of exchange) payable after date—মুদ্দতি হুণ্ডি। ~(of exchange) payable on demand—দর্শনী হুণ্ডি। ~of lading—বহনপত্র। ~receipted—স্বীকৃত বা জমাকৃত হুণ্ডী। clean~—শুদ্ধ বিল। documentary~—মিশ্র বিল। ~book—রসিদ বহি। ~-broker—হুণ্ডির দালাল

billows—উত্তাল তরঙ্গ
bimoric—দ্বিকল
bimetallism—দ্বিধাতুমান
binary—যুগ্ম, যৌগিক। ~compound—দ্বিমূল যৌগিক। ~compounds—দ্বিযৌগিক পদার্থ। ~division, ~fission—দ্বিভাজন। ~ nomenclature—দ্বিপদনাম, দ্বিপদনামকরণ। ~star—যুগ্ম-তারা
binaural experience—দ্বিকর্ণজ বেদন
bindery and warehouse supervisor—দ্রব্যাগার-অবেক্ষক
binding foreman—সর্দার দফতরী
binocular—দ্বিদৃক্‌। ~vision—দ্বিনেত্রদৃষ্টি
binomial—দ্বিপদ
biochemist—প্রাণরসায়নী। ~ry—প্রাণরসায়ন
biogenesis—জীবজনি
biology—জীববিদ্যা। biologist—জীববিৎ
bionomics—জীব-পরিবেশ-বিদ্যা
bioscope—চলচ্চিত্র
biosphere—জীবমণ্ডল
biotite—কৃষ্ণাভ্র
biped—দ্বিপদ
biramous—দ্বিশাখ
birefringence—দ্বিপ্রতিসরণ (ভৃ)
bisection—দ্বিখণ্ডন। bisector—দ্বিখণ্ডক
bituminous coal—জতুগর্ভ কয়লা
bivalent—দ্বিযোজী
bivalve—দ্বিপুটক (জন্তু)
black—কৃষ্ণ। ~book—দোষপুস্তক। ~ list—দুষ্ট-সূচি। ~marketing—অপপণন ; চোরা কারবার। ~out—অপ্রদীপ। ~radiator—কৃষ্ণবিকিরক। ~temperature—কৃষ্ণোষ্মা (পদার্থ)
bladder—থলি, স্থলী ; বস্তি। air-~বায়ুস্থলী, পটকা। urinary~—মূত্রস্থলী, বস্তি
blade—ফলক। ~d—ফলকিত
blank verse—অমিত্রাক্ষর পংক্তি
blast furnace—মারুত চুল্লী
bleaching—বিরঞ্জন
bleeder—রক্তপাতপ্রবণ
blindspot—(পদার্থ) অন্ধবিন্দু ; (মনোবি·) অন্ধবৃত্তক
blizzard—হিমঝঞ্ঝা
blood—রক্ত, রুধির, শোণিত, অসৃক্‌। ~ corpuscles—রক্তকণিকা। ~pressure—রক্তপ্রেষ।

~ -starvation—রক্তাভাব। ~ -supply—রক্ত-সংবিধান, রক্তের জোগান। ~ -vessel—রক্তবাহ। circulation of~—রক্তসংবহন। clothing of ~—রক্ত তঞ্চন। dorsal ~ (vessel)—পৃষ্ঠরক্তবাহ। ventral~ (vessel)—অঙ্ক-রক্তবাহ
bloom—খড়ি
blotting paper—চুষ কাগজ
blowing—ফুৎকার
blowpipe—বাঁকনল। ~ flame—ফুৎশিখা
blue print—প্রতিচিত্র। blue printer—প্রতিচিত্র-মুদ্রক
blue vitrol—তুঁথ, তুঁতে
board—পর্ষৎ, পর্ষদ্; (গাড়ি সম্পর্কে) অবরোহণ। board of studies—বিদ্যাপর্ষদ্। debt settlement board—ঋণসালিসি পর্ষৎ। ~ of Revenue—রাজস্ব পর্ষৎ। ~of Trustees—অছিপর্ষৎ। ~of Arbitration—সালিসী বোর্ড। ~, Licensing—অনুজ্ঞা-পত্র পর্ষৎ
bob—পিণ্ড, দুল
bobbin—কাটিম
body—(পদার্থ.) বস্তু। ~temperature—দৈহিক উষ্মা
bog—বিল, জলা
boil—ফোটা, স্ফুটিত হওয়া। ~ing—স্ফুটন। ~ing point—স্ফুটনাঙ্ক
Bolshevism—বলশেভিজম
bona fide—প্রকৃত; বিশ্বস্ত। bona fides—বিশ্বস্ততা
bond—পাট্টা, তমসুক, বন্ধকপত্র, খত; ঋণপত্র; প্রতিজ্ঞাপত্র, মুচলেকা; (মনোবি.) বন্ধ, সংযোগ। ~, Indemnity—ক্ষতিপূরণপত্র। ~, security—জামিননামা
bonded—শুল্কাধীন। ~goods—শুল্কাধীন দ্রব্য। ~warehouse—শুল্কাধীন পণ্যাগার
bone—অস্থি, হাড়। ~-black—অস্থি-অঙ্গার। breast-~—উরঃফলক। carpal~—করকূর্চাস্থি। collar ~—অক্ষকাস্থি। cranial ~—করোটিকাস্থি। innominate~—জঘন-কপাল। metacarpal~—করাঙ্গুলি-মূল-শলাকা। metatarsal~—পাদাঙ্গুলি-মূল-শলাকা। skull~—করোটি। thigh~—ঊর্বস্থি। wrist ~—কর-কূর্চাস্থি
bonus—অধিবৃত্তি, লভ্যাংশ
book-binder—দফতরী
book-debit—পুস্ত-বিকলন
book-keeping—গাণনিক্য
book-repair—মেরামত-দপ্তরী
book, returns—ফিরতাবহি
boom—বুম
booster—প্রেষবর্ধক
borax—সোহাগা
bore—(বি.) রন্ধ্র; (ভূগো.) বান; (ক্রি.) ছিদ্র করা। ~r—রন্ধ্রক
botany—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। Botanical Gardens—তরু-প্রদর্শ বাটিকা
botryoidal—দ্রাক্ষাগুচ্ছাকার
bottlewasher—বোতল-ধাবক, কুপী-ধাবক
boulder—গণ্ডশিলা
boundary—সীমা। ~condition—সীমাবস্থা। ~ pillar—সীমাস্তম্ভ, artificial~—কল্পিত সীমা
bound charge—(পদার্থ.) বদ্ধাধান
bounty—রাজবৃত্তিক; রাজবৃত্তি
bourgeois—পরশ্রমজীবী, পরশ্রমভোগী
bowel—অন্ত্র
boy scout—কুমারচার, ব্রতীবালক
braces—ধনুর্বন্ধনী
brachy—হ্রস্ব
bracket—বন্ধনী। square~—গুরুবন্ধনী
brackish—লাবণ
bract—পুষ্পধরমঞ্জরী, মঞ্জরীপত্র। ~eole—পুষ্পধর-পত্রিকা। ~petaloid—দলসদৃশ। ~scaly—শল্ক সদৃশ
brain—মস্তিষ্ক। fore-~—পুরোমস্তিষ্ক। hind-~—পরাঙ্গমস্তিষ্ক। mid-~—মধ্যমস্তিষ্ক
brake—গতিরোধক; রোধক। ~horse power—রোধাশ্বশক্তি
branch—শাখা, শাখানদী। ~ed—সশাখা ~ed circuit—সশাখ বর্তনী। ~ing—শাখাবিন্যাস। ~ing biparous—দ্বিপার্শ্বীয়। ~ing cymose—নিয়ত। ~ing dichotomous—দ্ব্যগ্র। ~ing helicoid—শুণ্ডাকার। ~ing indefinite, monopodial—অনিয়ত। ~ing lateral—পার্শ্বীয়। ~ing multiparous—বহুপার্শ্বীয়। ~ing scorpioid—বৃশ্চিকাকার। ~inguniparous—একপার্শ্বীয়
brave west winds—প্রবল পশ্চিমা
breach of agreement—সংবিদ্-লঙ্ঘন, সংবিদ্ব্যতিক্রম
breach of peace—শান্তিভঙ্গ
breach of privilege—বিশেষাধিকারভঙ্গ
breach of trust—বিশ্বাসভঙ্গ

breadth—প্রস্থ, বিস্তার
break—ভঙ্গ। ~down—বৈকল্য। ~er—ঊর্মিভঙ্গ। ~ing point—সহনসীমা
breast—উরঃফলক
breastbone—কুক্ষাস্থি
breathing—শ্বসন, শ্বাসকর্ম। ~pore—বায়ুরন্ধ্র, শ্বাস-রন্ধ্র
brecciation—খণ্ডীকরন
breeding—প্রজনন
breeze—মন্দ বায়ু। land~—স্থলবায়ু। sea~—সমুদ্রবায়ু
bridgehead—সেতুমুখ
brine—লবণোদক
bristle—কূর্চ
brittle—ভঙ্গুর। ~ness—ভঙ্গুরতা
broadcast—বেতার প্রচার, সম্প্রচার। ~ing centre—সম্প্রচার-কেন্দ্র। ~ing wave—সম্প্রচার ঊর্মি
brochure—পুস্তিকা
brokerage—দালালি
bronchus—ক্লোমশাখা
bruise—থেঁতলান, পিষ্টি
brush—বুরুশ, কূর্চ। ~discharge—কূর্চ-স্ফুরণ
buccal cavity—মুখবিবর, মুখগহ্বর
bud—কোরক, মুকুল ; প্রবাল। ~ding—কোরকোদ্‌গম। ~scale—মুকুলাবরণ
budget—আয়ব্যয়ক। ~estimate—প্রাককলিত বা আনুমানিক আয়ব্যয়ক ; আয়ব্যয়ের প্রাককলন। ~head—আয়ব্যয়কশীর্ষ। ~session—আয়ব্যয়ক-সত্র
buffoon—বাগ্‌জীবন ; ভাঁড়
buildings—বাস্তু
bulb—কন্দ ; (ইলেকট্রিক সম্পর্কে) কুণ্ড। scaly ~—শল্কিতকন্দ ; ~tunicated—পুটিতকন্দ।
bulging out—স্ফীতি
bulk—আয়তন। ~elasticity—আয়তন-স্থাপকতা। ~modulus—আয়তনাঙ্ক
bulk purchase scheme—বৃহৎ ক্রয়-পরিকল্পনা
bull—তেজিওয়ালা
bull and bear—পণ্যমূল্যের উঠানামা
bulletin—জ্ঞাপনপত্র, ইস্তাহার
bullion—বাট, পিণ্ড
bumping—(পদার্থ) উত্তলন
bundle—গুচ্ছ

Bunsen burner—বুনসেন-দীপ
buoyancy—প্রবত্ত্ব, প্লাবিতা
burden of proof—প্রমাণভার
bureau—সংস্থাকরণ
burner—দীপ
burning glass—আতশী কাচ
buttress (of root)—অধিমূল
by (÷)—ভাজিত
by—উপ-
bye-law—উপবিধি
bye-path—শাখাপথ
by-product—উপজাত

C

cabinet—মন্ত্রিপরিষৎ
cable—তার
cactus—*নাগফণী
Cadastral survey—করার্থ পরিমাপ ; কিস্তোয়ার জরিপ, থাকবস্তি, দেশব্যাপী জরিপ
cadet—রণশৈক্ষ। ~corps—রণশৈক্ষবাহিনী
cadre—পদালী
caducous—আশুপাতী
cæcum—বদ্ধনালী। intestinal ~—আন্ত্র সিকম
caesura—অর্ধযতি, পদযতি। ~l division—পদ
camp—শিবির
cæsalpineæ—কাঞ্চন-উপগোত্র
cainozoic—নবজীবীয়
calcareous—চূর্ণকময় ; চুনে
calcination—ভস্মীকরণ
calculated—হিসাব-সম্মত
calculation—হিসাব। calculator—অনুগণক
caldera—কটাহ
calibrate—ক্রমাঙ্ক নির্ণয় করা। calibration—ক্রমাঙ্কন
calm-belt—নির্বাত-মণ্ডল
calorescence—তাপাপন
caloric—তাপিক
calorific—তাপজনক। ~value—তাপন-মূল্য
calx—ভস্ম
calycifloreæ—অধিবৃতিপুষ্পী
calyx—বৃতি
cambist—হুণ্ডী ব্যবসায়ী
campanulate—ঘণ্টাকার
camphor—কর্পূর

canal—খাল ; ~, alimentary—পৌষ্টিকনালী। ~, food—খাদ্যনালী। ~, perennial—নিত্যবহ খাল, নালী (spinal~=মেরু-নালী)।
cancellation—অপসারণ, বিলোপন
Cancer—কর্কট। calms of ~—কর্কটীয় শান্তবলয়
candidate—প্রার্থী, অভ্যার্থী ; নির্বাচন-প্রার্থী, পদ-প্রার্থী। candidature—প্রার্থিতা
candle—মোমবাতি ; বাতি। ~power—দীপশক্তি
cane-sugar—ইক্ষু-শর্করা
canine—শ্বান
canine tooth—ছেদক দন্ত
cannaceæ—সর্বজয়া-উপগোত্র
Canopus—অগস্ত্য
cantilever—আড়া, কর্ণাম্ব (পদার্থ)
canvassing—উপার্থন
capacitance—আধৃতি
capacity—সামর্থ্য ; ধারকত্ব (electrical~=তাড়িত ধারকত্ব)
capillary—(বিণ) কৈশিক ; (বি) জালক। capillarity—কৈশিকতা, কৈশিকত্ব
capital—মূলধন, নিযুক্ত ধন ; পুঞ্জী ; রাজধানী। ~accounts—পুঞ্জীগণিতক। ~ism—ধনিকতাবাদ, ধনিকতন্ত্র। ~ist—ধনিক। ~ized—পুঞ্জীক। authorised~—নির্দিষ্ট মূলধন। ~, called up—তলবী মূলধন। ~,centralisation of—মূলধনের কেন্দ্রীকরণ। circulating ~—চলতি মূলধন। ~,constant—স্থির মূলধন। ~,capital—মূলধনজনিত ব্যয়। fixed~—বদ্ধ মূলধন। ~formation—মূলধন সংগঠন। ~,indigenous—দেশীয় মূলধন। ~,instrumental—সহায়ক মূলধন। ~,investment of—মূলধন লগ্নীকরণ। issued~—বিযোজ্য মূলধন। ~ outlay—মূলধন বিনিয়োগ। paid-up ~—প্রাপ্ত মূলধন। subscribed ~—প্রতিশ্রুত মূলধন। ~, sunk—ব্যয়িত মূলধন। ~,working—কার্যকরী মূলধন।
capitate—মুণ্ডাকার
capitation tax—প্রতিশীর্ষ কর
capitullum—মুণ্ডক
Capricornus—মকর। Calms of Capricorn—মকরীয় শান্তবলয়
carapace—বর্ম
carbon—অঙ্গারক, অঙ্গার। ~aceous—অঙ্গারময়। ~-assimilation—আলোক-সংশ্লেষণ। ~ic acid—অঙ্গারাম্ল। ~compounds—অঙ্গার-যৌগিক

cardiac—হৃৎ-হার্দ
cardinal—অঙ্কবাচক ; দিক্। ~points—দিগ্‌বিন্দু
cardiograph—হৃল্লিখ
caretaker—অবধায়ক
cargo—জাহাজী মাল
carnivorus—পতঙ্গভুক, মাংসাশী
carotidartery—ক্যারোটিড ধমনী
carpal—মণিবন্ধাস্থি
carpel—গর্ভপত্র
carpus—মণিবন্ধ, কবজি
carrier—বাহক
carry forward—অগ্রে নয়ন, জের টানা
cartel—মূল্যনিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ী সঙ্ঘ
cartilage—তরুণাস্থি, কোমলাস্থি। cartilaginous—কোমলাস্থিময়
cartography—মানচিত্রবিদ্যা
cartoon—ব্যঙ্গচিত্র
caryophyllaceous—লবঙ্গবৎ
cascade—নির্ঝর, প্রপাত
case—আধার। egg-~—ডিম্বাধার
case-book—কর্মপঞ্জি
cash—নগদ, রোক। ~balance—রোকস্থিতি, নগদ তহবিল। ~book—রোকড়। ~credit—রোক-ঋণ। ~crop—বাণিজ্যিক শস্য। ~ier—খাজাঞ্চী, ধনপাল,ধনাধ্যক্ষ। ~,imprest—জিম্মাটাকা, অগ্রদত্ত আমানত। ~payment—রোক-শোধ। ~transaction—রোক-সংব্যবহার, নগদ লেনদেন
caster—ঢালাইকর
casting vote—নির্ণায়ক মত বা ভোট
castration—উপস্থচ্ছেদ, মুষ্কচ্ছেদ, খাসি করা
casual—আকস্মিক, নৈমিত্তিক। ~leave—নৈমিত্তিক ছুটি। ~ty officer—আত্যয়িক
cataclasis—বিচূর্ণন। cataclastic—বিচূর্ণিত
catalysis—অনুঘটন ; catalyser, catalyst—অনুঘটক
cataract—জলপ্রপাত
catechu—খয়ের, খদির
category—পদার্থ
catering—পরিবেশন, সরবরাহ
caterpillar—শুঁয়াপোকা, শূক
catharsis—বিরেচন ('পরিশোধন' ব্যবহার করা ভাল)। cathartic—বিরেচক ('পরিশোধক' ব্যবহার করা ভাল)

cathexis—আধানশক্তি। cathectic—আধান-
cat's eye—বিড়ালাক্ষ
cattle pound—খোঁয়াড়
caudal—পুচ্ছ। ~fin—পুচ্ছ-পাখনা
caudex—অশাখ
caulescent—সকাণ্ড
cauline—কাণ্ডজ। ~bundle—কাণ্ডস্থ বাণ্ডিল
caulis—কাণ্ড
causal—কারণিক। ~ity—কারণতা। ~relation—কারণসম্বন্ধ
cause list—বিবাদসূচি
cause of action—বিবাদ-কারণ, বাদমূল, মামলার কারণ
causeway—বদ্ধসেতু, বাঁধ-সেতু
caustic—বিদাহী। ~alkali—তীক্ষ্ণ ক্ষার। ~byre-fraction—প্রতিফলনবক্রাংশু। ~curve—বক্রাংশু রেখা। ~ity—বক্রাংশু স্পর্শ (পদার্থ)
caution money—জামানত টাকা
cavern—ভূগহ্বর
cavity—গহ্বর, গুহা
cease fire—অস্ত্র-সংবরণ
ceilling price—সর্বোচ্চ দর
celestial—খ-। ~latitude—ক্রান্তিলম্ব, বিক্ষেপ। ~longitude—ভূজাংশ, ক্রান্ত্যংশ। ~sphere—খগোল
celibacy—ব্রহ্মচর্য
cell—কোষ, কোষক, প্রবাহ-কোষ। photoelectric ~—আলোক-তড়িৎ-বন্ধ
cellular—কোষীয়। ~tissue—কোষকলা
cement concrete—ঢালাই
censor—প্রহরী; বিবাচক। ~ed—বিবাচিত। ~ship—বিবাচন; প্রহরতা
centesimal—শততমিক
centipede—শতপদ, বিছা, বৃশ্চিক
central—মূল; কেন্দ্রিক, কেন্দ্রীয় ('কেন্দ্রী' ব্যবহার করা ভাল)। ~government—কেন্দ্রীয় শাসন, কেন্দ্রীয় সরকার।
Central India—মধ্যভারত। ~jail—কেন্দ্রিক কারা
centre—কেন্দ্র। ~of buoyancy—প্লবকেন্দ্র। ~of curvature—বক্রতাকেন্দ্র। ~of gravity—ভারকেন্দ্র। ~of gyration—ভ্রমিকেন্দ্র। ~of inertia—জাড্যকেন্দ্র। ~of inversion—বিলোমকেন্দ্র। ~of mass—ভরকেন্দ্র। ~,optical—রশ্মীয়কেন্দ্র। ~oscillation—দোলনকেন্দ্র। ~pressure—প্রেষকেন্দ্র। ~of similitude—সাম্যকেন্দ্র
centric—কেন্দ্রিত, কেন্দ্রগত
centrifugal—কেন্দ্রাতিগ, অপকেন্দ্র
centripetal—কেন্দ্রাভিগ, অভিকেন্দ্র
centroid—ভরকেন্দ্র
cephalic index—কপালাঙ্ক
cephalothorax—শিরোবক্ষ
cereals—শস্য, খাদ্যশস্য
cerebellum—ধম্মিলক, লঘুমস্তিষ্ক
cerebral hemisphere—মস্তিষ্কগোলার্ধ
cerbrospinal system—মস্তিষ্ক-সুষুম্না-নার্ভতন্ত্র
cerebrum—গুরুমস্তিষ্ক
certificate—প্রশংসাপত্র; শংসাপত্র; প্রমাণপত্র। ~of airworthiness—নভো-যোগ্যতাপত্র। ~of competency—যোগ্যতাপত্র। ~of fitness—ক্ষমত্বপত্র। ~of identity—অভিজ্ঞাপত্র। ~of origin—প্রভব লেখ। ~,sale—বয়নামা। ~,succession—উত্তরাধিকারপত্র।
certified—শংসিত; প্রমাণিত। ~copy—প্রমাণিত প্রতিলিপি
certify—শংসা করা; প্রমাণিত করা। ~ing—প্রমাণক
cess—উপকর
chaetopod—শূকপদ
chained reflex—ক্রমিক প্রতিবর্ত
chain rule—(গণি) শৃঙ্খল-নিয়ম
chair (in education)—শিক্ষাপীঠ (~ of Sanskrit=সংস্কৃত শিক্ষাপীঠ)
chairman—সভাপতি। Chariman of Legislative Council—পরিষৎপাল
chalaza—ডিম্বকমূল
challenge—(প্রহরীকৃত) সংপরশ্ন। ~d—সংপৃষ্ট
chamber—সভা, কক্ষ। ~clerk—আসন্ন করণিক। ~of commerce—বণিক্‌সমিতি, বণিক-সভা। ~process—প্রকোষ্ঠপদ্ধতি
chance—আকস্মিকতা
chancellor—মহাধিপাল। ~of Exchequer—অর্থসচিব
change-over board—পরিবর্তক পট্ট
channel—প্রণালী
chaos—সংপ্লব
charcoal—কাঠকয়লা
character—লক্ষণ। ~certificate—শীলপত্র। ~curve—বৈশিষ্ট্যরেখা। ~istic—বৈশিষ্ট্য; বিশেষ

লক্ষণ। ~istic of a logarithm—পূর্ণক। ~roll—শীল-পরিচয়। general~—সামান্য লক্ষণ।
charge—(বি.) প্রভার, ব্যয় ; অভিযোগ ; কার্যভার ; (পদার্থ.) আধান ; ভরণ। (ক্রি) আধান করা। ~d—আহিত ; প্রভারিত ; অভিযুক্ত। ~sheet—অভিযোগপত্র, আরোপপত্র। bound~—বদ্ধ আধান। ~,contingent—সম্ভাব্য ব্যয়। free~ —মুক্ত আধান। ~s, overhead—পরিচালনা বা উপরি ব্যয় (গড় পড়তা)
charge d'affairs—রাষ্ট্র-নিযুক্তক
chart—চিত্র, নির্লেখ। ~orgraphy—মানচিত্রবিদ্যা
chartered—প্রক্রীত। chartering—প্রক্রয়
chattel—নিষ্কর (লাখেরাজ) ব্যতীত অন্য সম্পত্তি, জায়দাদ
cheap Money Policy—সুলভ মুদ্রানীতি
chela—দংষ্ট্রা, দাঁড়া, কিলা
chemical—(বিণ.) রাসায়নিক ; (বি.) রাসায়নিক দ্রব্য। ~examiner—রাসায়নিক পরীক্ষক। ~laboratory—রসশালা। ~ly pure—বিশুদ্ধ
chemistry—রসায়ন
cheque, bearer—বাহক প্রদেয় চেক। ~, dishonoured—প্রত্যাখ্যাত চেক। ~,post-dated—মেয়াদী বা পরতারিখী চেক। ~, Stale—বাতিল চেক
chicken-pox—জলবসন্ত
chief—মুখ্য। Chief Minister—মুখ্যমন্ত্রী। Chief Presidency Magistrate—মুখ্য পুরশাসক। Chief Secretary—প্রধান সচিব
child psychology—শিশুমনোবিদ্যা
cinematography—চলচ্চিত্রবিদ্যা
chin-rest—চিবুকপীঠ
chloro—হরিৎ, শ্যাম। ~phyceæ—হরিৎ শৈবাল-বর্গ। ~phyll—পত্রহরিৎ। ~phyll corpuscle—সবুজ কণিকা। ~plast—সবুজ কণিকা। ~sis—পাণ্ডুরোগ
choke—নিরোধ। choking—নিরোধ-
cholera—ওলাওঠা, কলেরা, বিসূচিকা
chord—জ্যা ; স্বরসঙ্গতি
choroid coat—কৃষ্ণমণ্ডল
chosen—বৃত
chroma—বর্ণমাত্র
chromatic—বর্ণীয়
chromo—বর্ণ-। ~scope—বর্ণদৃক। ~sphere—বর্ণমণ্ডল। ~graph—কাললিক।
chrono—কাল-। ~meter—কালমাপক। ~scope—কালদৃক
chrysoberyl—বৈদূর্য
chyme—পাকমণ্ড
cinema—চলচ্চিত্র ; ~—চিত্রভাবকা
cinematograph—চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রলেখ, চলচ্চিত্র ক্ষেপক। Cinematograph Act—চলচ্চিত্র বিহিতক, চলচ্চিত্র আইন। ~s—চলচ্চিত্রবিদ্যা
cinnabar—হিঙ্গুল
circinate—কুণ্ডলিত
circle—বৃত্ত ; (এলাকা-অর্থে) মণ্ডল (~officer-মণ্ডলাধিকারিক)। centre of ~—কেন্দ্র। great~—গুরুবৃত্ত। small~—লঘুবৃত্ত
circuit—পরিক্রম, বর্তনী। closed~—সংহত বর্তনী। open~—খণ্ডিত বর্তনী
circular—পরিপত্র, বৃত্তাকার, চক্র-। ~cylinder—বেলন। ~letter—প্রচার পত্র। ~ly polarized light—বৃত্ত সমবর্তিত আলোক। ~measure—বৃত্তীয় মান। ~muscle—চক্রপেশী
circulate—প্রচার করা
circulation—সংবহন
circulatory system—সংবহনতন্ত্র
circumcentre—পরিকেন্দ্র
circumference—পরিধি
circumnavigation—ভূ-প্রদক্ষিণ
circumnutation—পরিবলন
circumpolar—অনস্তগ
circumscribed—পরিলিখিত। ~circle—পরিবৃত্ত
citizen—নাগরিক, প্রজা। ~ship—পৌরপদ, নাগরিকাধিকার, প্রজাধিকার
citric acid—জম্বীরাম্ল
civic—পৌর
civil—দেওয়ানী। ~aviation—সাধারণ নভশ্চরণ বা বিমানচলন। ~code—ন্যায়সংহিতা। ~court—ন্যায়াধিকরণ, দেওয়ানি বিচারালয় বা আদালত। ~deposit—ন্যায়ার্থক নিধান। ~estimate—পালনিক প্রাককলন। ~list—রাজপুরুষসূচী। ~marriage—বিধানিক বিবাহ। ~population—জনসাধারণ। ~service—জনপালনকৃত্যক। ~supply—অসামরিক সরবরাহ। ~surgeon—পৌর চিকিৎসক। ~wrong—দেওয়ানি অপকৃত্য
claim—স্বত্বার্থন। ~ant—স্বত্বার্থী
clairvoyance—অলোকদৃষ্টি

classical teacher—প্রাচীন-ভাষা-শিক্ষক
classification—শ্রেণীবদ্ধ, শ্রেণীবিভাগ, বর্গীকরণ
clastic rock—সংঘাত শিলা
clause—প্রকরণ ; খণ্ড। ~form—পদবন্ধ (ছন্দ)
claustrophobia—বদ্ধস্থানাতঙ্ক
clavicle—অক্ষক
claw—নখর
claypipe triangle—মুষাধার
clearing agent—মোচন-নিযুক্তক ; খালাসকারী নিযুক্তক
clearing house—নিকাশ-ঘর
clearness—বৈশদ্য, বিশদতা
cleavage—সনেভদ
cleft—রন্ধ্র
cleistogamous—অনুন্মীলিত
cleistogamy—অনুন্মীলন
cleptomania—চৌর্যোন্মাদ
clerk—করণিক। ~, correspondence—পত্র-করণিক। ~,establishment—সংস্থা-করণিক। ~, filing—নথিপত্র করণিক
client—ক্রেতা ; মক্কেল
cliff—ভৃগু
climacterium—জরাপত্তি
climatic—আস্তবীক্ষ
climax—পরকাষ্ঠা, তুঙ্গ
climber—রোহিণী
clinic—রোগীপরীক্ষাগার, রোগোপস্থান, নিদানশালা, চিকিৎসাগার। ~al—নিদানিক। ~al method—রোগিপরীক্ষা-পদ্ধতি
clino—নত, অবনত
cloaca—অবসারণী
clock glass—(পদার্থ) চক্রকাচ
clockwise—দক্ষিণাবর্ত। anti-~বামাবর্ত
clockwork—ঘড়ির কল
close approximation—সুক্ষ্মমান, সন্নিহিত মান
closed syllable—রুদ্ধদল। ~vowel—রুদ্ধস্বর
closing balance—অবসান-স্থিতি, সমাপন-স্থিতি, অন্তিম উদ্বৃত্ত। closing entries—আখেরী হিসাব
closure—সংবার
clot—তঞ্চিত পিণ্ড
cloud—মেঘ। cirro-cumulus~—পুঞ্জালক মেঘ। cirro-stratus~—অলকাস্তর মেঘ। cirrus~—অলক মেঘ। cumulus~—পুঞ্জ মেঘ। nimbus~—ঝঞ্ঝামেঘ। stratus~—আস্তর মেঘ
cluster—গুচ্ছ
clove oil—লবঙ্গতৈল
coagulate—তঞ্চিত হওয়া। coagulation—তঞ্চন
coalescence—সমাশ্লেষ
coal-seam—কয়লাস্তর
coal-tar—আলকাতরা
coast—উপকূল ~line—তটরেখা। ~range—তট-গিরিশ্রেণী
coating—আবরণ
co-axial—সমাক্ষ
cocaroach—আরশোলা
coccyx—অনুত্রিকাস্থি, অনুত্রিক
cocoon—গুটি
co-conscious—সহজ্ঞ। ~ness—সহজ্ঞতা
code—সঙ্কেত, গূঢ় লেখ, সংহিতা। ~of civil procedure—ন্যায়প্রণালী-সংহিতা। ~of criminal procedure—দণ্ডপ্রণালী-সংহিতা, ফৌজদারি প্রক্রিয়া-সংহিতা
codicil—ইষ্টিপত্রের বা ইচ্ছাপত্রের উপলেখ
codified—সংহিতাবদ্ধ
co-efficient—সহগ ; গুণক, গুণাঙ্ক। ~of elasticity—স্থাপিতাঙ্ক। ~of friction—ঘর্ষণাঙ্ক। ~of refraction—প্রতিসরণাঙ্ক। ~of relativity—নির্ভরাঙ্ক
coercive force—নিগ্রহ-বল
co-existence—সহভাব, সহস্থিতি, সহাবস্থান
co-extension—সহব্যাপ্তি
co-extensive—সহব্যাপী। ~ness—সহব্যাপিতা
cognate—সমজাত, সগোত্র, সপিণ্ড ; বন্ধু
cognition—জ্ঞান। cognitive faculty—জ্ঞানশক্তি
cognisable—প্রগ্রাহ্য
cognizance—প্রগ্রহণ ; বিচারার্থ গ্রহণ
cog-wheel—দন্তুরচক্র (পদার্থ)
cohere—সংসক্ত হওয়া। ~r—সংসঞ্জক
cohesion—সংসক্তি, (উদ্ভি·) সমসংযোগ
coil—কুণ্ডলী
coin—মুদ্রা। ~, bad, false or counterfeit—জালমুদ্রা। ~, base—হীনমুদ্রা। ~, subsidiary—অনুষঙ্গিনী মুদ্রা
coinage—টঙ্কন
co-incidence—সমাপতন
coir—নারিকেল-ছোবড়া

coitus—সুরত। ~interruptus—খণ্ডিত সুরত। ~reservatus—ব্যবহিত সুরত। ~retardatus—বিলম্বিত সুরত
co-latitude—অক্ষকোটি
cold-blooded—অনুষ্ণশোণিত
cold wall—হিমপ্রাচীর
collar-bone—অক্ষকাস্থি
collecting sarkar—আদায় সরকার
collections—আদায়
collective—সামূহিক ; সমষ্টিগত। ~ security—সম্মিলিত নিরাপত্তা। collectivism—সঙ্ঘক্রিয়াবাদ
collector—সমাহর্তা। ~ate—সমহার করণ
college—মহাবিদ্যালয়
collimation—অক্ষীকরণ। ~error—অক্ষভ্রম
collinear—একরেখীয়
collision—সঙ্ঘর্ষ
collusion—কূটযোগ, সাজশ
colon—মলাশয়
colonization—উপনিবেশ ~officer—নিবেশন-আধিকারিক
colony—সঙ্ঘ ; উপনিবেশ
colour—বর্ণ। ~ation—বর্ণগ্রাহ। ~-blind—বর্ণান্ধ। ~-blindness—বর্ণান্ধতা। ~-ing mixture—রঞ্জক। ~less—অবর্ণ, বর্ণহীন। ~mixture—বর্ণমিশ্রক। ~, play of—বর্ণবিলাস ~pyramid—বর্ণ-শিখর। ~tone—বর্ণরাগ
column—স্তম্ভ ; (গণি·) পাটী। ~ar—স্তম্ভাকার। ~of mercury—পারদসূত্র
coma—(উদ্ভি·) গুচ্ছ
combination—সমাবন্ধ ; সমবায় ; সংযোগ ; (অর্থ·) একার্থসঙ্ঘ। ~, horizontal—সম-শিল্পসমবায়। ~tone—যুক্তস্বন। ~, vertical—ভিন্ন-শিল্পসমবায়
combine—(অর্থ·) একার্থসঙ্ঘ। combining weight—যোজন-ভার
combustible—দাহ্য। combustibility—দাহ্যতা
combustion—দহন। ~, slow—মৃদু দহন-ক্রিয়া। ~, spontaneous—স্বতঃদহন ~tube—দাহ্-নল
comet—ধূমকেতু
commandant—সেনানায়ক
commander—অধিনায়ক। ~in-chief—সর্বাধিনায়ক। company~—গণাধ্যক্ষ
commandment—হুকুম
commensurable—প্রমেয়
commerce—বাণিজ্য
commercial—বাণিজ্য- ; বাজার-চলন। ~crisis—বাণিজ্য-সঙ্কট। ~discount—ছুট, ছাড়, ব্যাজ। ~manager—বাণিজ্য-ব্যবস্থাপক, বাণিজ্য-অধ্যক্ষ
commission—দস্তুরি ; আয়োগ (famine~=দুর্ভিক্ষ আয়োগ)
Commissioner—মহাধ্যক্ষ ~of excise=অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ), ভুক্তিপতি (divisional~=বিভাগীয় ভুক্তিপতি। ~of affidavits—শপথ-প্রমাণ। ~of police—নগরপাল।
commodity, commodities—পণ্য। ~taxation—পণ্য করাধান
common seal—সামূহিক নামমুদ্রা
commonwealth—জনরাষ্ট্র ; সাধারণতন্ত্র ; রাষ্ট্রমণ্ডল (~relations=রাষ্ট্রমণ্ডল-সম্পর্ক)
communication—যাতায়াত ; সমযোজন ; জ্ঞাপন
communique—ইশতিহার ; প্রচারণ
communism—সমভোগবাদ ; সাম্যবাদ
community—সম্প্রদায়। ~development—সমাজ-উন্নয়ন, সমষ্টি-উন্নয়ন। ~kitchen—ভক্তশালা। ~project—সমাজ-পরিকল্পনা
commutation—নিষ্ক্রয়ণ ; লঘুকরণ
commutative law—বিনিময়-নিয়ম
commuted—নিষ্ক্রীত ; লঘুকৃত
company—(বাণিজ্যে) সঙ্ঘ ; গণ। (~of troops—সৈন্যগণ। ~, joint stock—যৌথ কারবার। ~, Private limited—গণ্ডীবদ্ধ যৌথকারবার
comparative—তৌলনিক
compass—দিগদর্শী, দিগ্‌দৃশা। mariner's~—নৌ-দিগদর্শী। ~needle—চুম্বকশলাকা। point of the~—দিক্‌
compassionate alowance—কৃপা-অধিদেয়, কৃপা-ভাতা
compensation—ক্ষতিপূরণ, খেসারত। compensated—প্রতিবিহিত। compensatory allowance—পূর্তি অধিদেয়, পূর্তিভাতা
competent authority—যোগ্য অধিকারী
competition—প্রতিযোগ
compiler—সঙ্কলক
complainant—অভিযোক্তা
complaint—অভিযোগ, নালিশ, ফরিয়াদ
complemental—পূরক
complementary—(গণি·) পূরক, অনুপূরক

complete foot—পূর্ণপূর্ব (ছন্দ)
complex—(বিণ) জটিল (~number=জটিল সংখ্যা); মিশ্র (~fraction=মিশ্র ভগ্নাঙ্ক); (বি·) গূঢ়েষা
componendo—যোগক্রিয়া
component—অঙ্গ; অবয়ব; উপাদান; (বলবি·—বেগের) উপাংশ
composite—সংযুত; বিমিশ্র। মিশ্র কলামাত্রিক (ছন্দ)
compositeæ—গেঁদা-গোত্র
composition—সংস্থিতি, রচনা (~of a council= পরিষৎ-সংস্থিতি); উপাদান; (মনোবি·), সংযুতি; (বলবি·—বেগের) লব্ধিনির্ণয়; (শক্তি-সম্বন্ধে) সমবায়
compositor—অক্ষর-যোজক
compound—(বিণ·) জটিল; মিশ্র-; যৌগিক, যৌগ; (বি·) মিশ্র। ~er—মিশ্রকী। ~eye—পুঞ্জাক্ষি। ~fruit—যৌগ ফল। ~interest—চক্রবৃদ্ধি (সুদ)। ~leaf—যৌগপত্র, বহুফলক পত্র। radical ~—যোগজ মূলক
compression—সংনমন। compressible—সংনম্য। compressibility—সংনম্যতা
compromise—রফা, আপস, মিটমাট
compulsion—(মনোবি—বিণ·) অনুকর্ষী। ~ psychoneurosis—অনুকর্ষীবায়ু
computation—পরিগণনা। computor—পরিগণক
conation—ইচ্ছা
concave—অবতল। double~—উভাবতল
concentration—গাঢ়ীকরণ; গাঢ়ীভবন, (পদার্থ·) সমাহরণ; (মনোবি·) সমাবেশ, একাগ্রতা; ঘনীকরণ। concentrated—গাঢ়, গাঢ় তাপন্ন; (পদার্থ·) সমাহৃত
concentric—এককেন্দ্রীয়, এককেন্দ্রী
concept—ধারণা, প্রত্যয়। ~ion—ধারণা
concession—রেয়াত
conchoidal—শাম্বিক
conclusion—উপসংহার; সিদ্ধান্ত
conclusive—চূড়ান্ত। ~evidence—চূড়ান্ত সাক্ষ্য বা প্রমাণ
concord—ঐক্য, সুরূপ
concrete—মূর্ত। ~number—বদ্ধসংখ্যা
concretion—পিণ্ড
concurrence—সহঘটন, সমাপাত; সম্মতি, সংগমন
concurrent—সংগামী; (জ্যামি·) সমবিন্দু। ~jurisdiction—সহাধিকারক্ষেত্র
condensation—ঘনীভবন; ঘনীকরণ; (মনোবি·) সংক্ষেপণ
condenser—শীতক
condition—শর্ত, করার; প্রতিবন্ধ। ~al—সাপেক্ষ, সপ্রতিবন্ধ
conduct—পরিবহন করা। ~ing tissue—সংবহন-কলা। ~ion—পরিবহণ। ~ivity—পরিবাহিতা। ~of business—কার্যচালন। ~or—পরিবাহী; পরিচালক। non-~or—অপরিবাহী
conduplicate—প্রতিমীলিত
cone—শঙ্কু, মোচক
confederation—সমামেল
confession—স্বীকারোক্তি
confidential—বিশ্রব্ধ। ~board—বিশ্রব্ধপট (~clerk—বিশ্বস্ত করণিক, আপ্তকরণিক)। ~cover—বিশ্রব্ধচ্ছদ
configuration of land—ভূ-প্রকৃতি
confirmation—অনুমোদন; সমর্থন, দৃঢ়ীকরণ। (চাকুরী সম্পর্কে) সন্নিয়োগ। confirmed—সন্নিযুক্ত
confiscation—উপগ্রহণ। confiscated—বাজেয়াপ্ত, উপগৃহীত
conflict—দ্বন্দ্ব
conformity—অনুক্রম। conformable—অনুক্রমী
conglomerate—পিণ্ডীভূত। ~crystal—পিণ্ডীভূত দানা
congruent—সর্বসম; congruence—সর্বসমতা
conical—শাঙ্কব। ~ pendulum—শঙ্কুদোলক
coniferous—সরলবর্গীয়
conjugal right—দাম্পত্য অধিকার
conjugate—অনুবদ্ধ; অনুবন্ধী; প্রতিযোগী। ~diameter—অনুবদ্ধ ব্যাস। ~surd—বিপরীত করণী
conjugation—সংশ্লেষ
conjunction—সংযোগ
conjunctiva—নেত্রবর্ত্মকলা
conjunctive tissue—যোজক-কলা
connate—যমক
connection—যোজন। connective—যোজক। connective tissue—যোজক কলা, যোগ-কলা। connector—যোজক
connivance—ছলিতোপেক্ষা
connotation—জাত্যর্থ, সামান্যাভিধান
consanguinity—একমূলতা
conscience—বিবেক; ধর্মবুদ্ধি
conscious—সংজ্ঞাত; সংজ্ঞান। ~ness—সংবিৎ,

চেতনা
consecutive number—ক্রমিক সংখ্যা
consequent—(গণি·) উত্তররাশি। ~poles—উপমেরু
consequential—অনুবন্ধী। ~loss—পরোক্ষ ক্ষতি
conservation—নিত্যতা। ~of energy—শক্তির নিত্যতা
Conservator of Forests—বনপাল
consideration—প্রতিলাভ। ~of money—পণ
consignment—চালান, প্রেষিতক
consignee—প্রাপক
consignor—প্রেরক
consistency—সামঞ্জস্য
consolidated—একীকৃত। ~annuities—একত্রীভূত বার্ষিক বৃত্তি। ~fund—সঞ্চিত নিধি।
constable—আরক্ষী আরক্ষিক, পাহারাওয়ালা
constant—(বিণ·) নিত্য, ধ্রুব, (বি) ধ্রুবক। ~of inversion—বিলোমাঙ্ক। ~quantity—ধ্রুবক
constellation—নক্ষত্র; তারামণ্ডল
constipation—কোষ্ঠবদ্ধতা
constituency—নির্বাচনক্ষেত্র, নির্বাচকমণ্ডলী
constituent—উপাদান; অবয়ব, অঙ্গ
Constituent Assembly—সংবিধান-সভা
constitution—শাসনতন্ত্র; সংস্থান; সংবিধান, উপাদান গঠন; প্রকৃতি। ~al formula—সংস্থান-সঙ্কেত, বিন্যাস-সঙ্কেত
constrained motion—সবাধ গতি
construction—অঙ্কন, নির্মাণ
consul—দূত, বাণিজ্যদূত। ~ar officer—দৌত্যাধিকারিক। ~ate—দূতস্থান। Consul de Carriere—সবৃত্তিক দূত, মহাবাণিজ্যদূত। Consul-General—মহাদূত। Consul-honorary—অবৃত্তিক দূত
consumer—খাদক; ব্যবহারক। ~'s goods—ভোগ্যপণ্য। ~'s surplus—ভোগোদ্বৃত্ত
consumption—খাদন; ব্যবহার; যক্ষ্মা
contact—স্পর্শ। ~-breaker—স্পর্শছেদক। ~-maker—স্পর্শসাধক। ~-stimulus—স্পর্শ-

contagious—স্পর্শক্রোমী, ছোঁয়াচে
contaminatioin—দূষণ
contemporaneous—সমসাময়িক। contemporary—সমকালীন

contempt of court—বিচারালয়-অবমান
contents—সূচীপত্র, বিষয়সূচী
context—প্রকরণ, প্রসঙ্গ
contiguity—(বি) সন্নিধি, অব্যবধান, (বিণ·) অব্যবহিত
continent—মহাদেশ। ~alldrift—মহীসঞ্চরণ। ~al shelf—মহীসোপান
contingency—সম্ভাবনা; সম্ভাব্য ক্ষেত্র। contingency fund—উপনির্মিত্ত বিধি। ~grant—সম্ভাব্য অনুদান। ~menial—উপনির্মিত্ত পরিচর। countingencies—সম্ভাব্য ব্যয়
contigent bill—সম্ভাব্য আদেয়ক বা মূল্যপত্র।
contingent charges—সম্ভাব্য প্রভার বা ব্যয়
continuity—অনবচ্ছেদ
continuous—সন্তত, লাগাতার
contour, contour line—পরিণাহ; (ভূবি·) দেহরেখা; (ভূগো) সমোন্নতিরেখা। contour survey—আকার পরিমাপ
contraband—আইননিষিদ্ধ পণ্য, বে-আইনী কারবার
contract—প্রসংবিদা, ঠিকা, চুক্তি; ইজারা। ~, colateral—আঙ্গিক চুক্তি। ~, forward—অগ্রিম চুক্তি। ~, uni-lateral—একতরফা চুক্তি। ~ile—সঙ্কোচী। ~ion—সঙ্কোচন, কুঞ্চন। ~or—প্রসংবিদী, ঠিকাদার, সংবিদী
contrariety—বৈপরীত্য
contrast—বৈসাদৃশ্য
controller—নিয়ামক। ~of imports—আগাম-নিয়ামক। controlling—নিয়ামক
controversy—বাদ-প্রতিবাদ
convection—পরিচলন
convention—প্রচল; নিয়ম, সম্মেলন
convergence—অভিসৃতি। convergent—অভিসারী
converse—বিপরীত, ~proposition—প্রতিজ্ঞা
conversion—পরিবর্তন, বিপরিণাম
convertible—বিনিমেয়
conveyance—স্বত্বান্তরপত্র; ক্রয়বিক্রয় লেখ্য
convex—উত্তল
convicted—সিদ্ধদোষ প্রমাণিতদোষ
conviction—দোষসিদ্ধি, অপরাধসিদ্ধি
convocation—সমাবর্তন
convolute—সংবর্ত। convolution—কুণ্ডলী
convolvulaceæ—কলমী-গোত্র
convulsion—আক্ষেপ

cooling—শীতলীকরণ ; শীতলীভবন
co-operative—সমবায় । ~credit society—সমবায় ঋণদান সমিতি । ~movement—সমবায় আন্দোলন । ~store—সমবায় ভাণ্ডার
co-operation—সমবায়
co-option—সহযোজন
co-ordinates—স্থানাঙ্ক
co-ordinated—সহযোজিত
co-ordination—স্বন্বয়, সমন্বয় ; সহযোজন
co-parcener—অংশহর ; সমাংশী
co-partnership—ভাগী কারবার
co-planar—একতলীয়
cooper—তাম্র, তামা । ~smith—তাম্রকার, তামামিস্ত্রি । ~sulphate—তুঁতে, তুঁতিয়া, তুত্থ । ~turnings—তামার চোকলা
copra—নারিকেলের শুষ্ক শাঁস
coprolite—মলাশ্ম
coprophilia—মলকাম
copy—প্রতিলিপি, প্রতিলেখ । ~-holder—লেখ-ধারক । ~ing—প্রতিলিপি, প্রতিলেখ । ~ist—প্রতিলেখক, নকলনবিস । ~right—লেখস্বত্ব, লেখক-স্বত্ব
coracoid—অংসতুণ্ড
coral polyp—প্রবালকীট
coral reef—প্রবাল-প্রাচীর
cordate—তাম্বুলাকার
core—মজ্জা ; (ভূবি·) অষ্ঠি । laminated~—স্তরিত বস্তু
coriaceous—চার্ম, চর্মবৎ
cornea—অচ্ছোদপটল
corner—(বিণ·) একায়ত্ত । (~market=—একায়ত্ত বাজার) ; (বি·) একায়ত্তি
corolla—দলমণ্ডল
corollary—অনুসিদ্ধান্ত
corona—মুকুট
coronary artery—হৃচ্ছোষণী ধমনী
coroner—আশুমৃত-পরীক্ষক
corporation—নিগম, পৌরসভা । Calcutta Corporation—কলিকাতা পৌরনিগম । municipal ~—পৌরনিগম । ~tax—নিগম-কর
corporate body—নিগমবদ্ধ বা নিগমিত নিকায় ; সিদ্ধগণ
corpuscle—কণিকা । corpuscular theory—কণিকাবাদ
corrasion—অবঘর্ষ

correlation—অনুবন্ধ ; পারম্পর্য
correspondence—প্রতিষঙ্গ ; পত্র-ব্যবহার । ~clerk—পত্রকরণিক । corresponding—অনুরূপ, প্রতিষঙ্গী
corrigendum—শুদ্ধিপত্র
corrosion—অবক্ষতি
corrosive—ক্ষারী । ~sumblimate—রসকর্পূর
corrundum—কুরুবিন্দ
corruption—অপচার
cortex—বহিঃস্তর
cortical—বহিঃস্তরীয়
cosharer—সহাংশী, শরিক, সহভাগী
cosmic—বিশ্ব-, মহাজাগতিক
cosmogony—সৃষ্টিক্রম । cosmology—সৃষ্টিতত্ত্ব
costa—শিরা । ~te—শিরিত, শিরাল
cost, establishment—সংস্থাগত ব্যয়; সরঞ্জামী ব্যয় । „ ~, marginal—প্রান্তিক ব্যয় । ~, overhead—পরিচালনা বা উপরি ব্যয় । ~price—পরিব্যয় মূল্য ; পড়তা । ~of production—উৎপাদন ব্যয় । ~costing process—প্রসর হিসাব অঙ্কন
cotyledon—বীজপত্র
council—পরিষদ্ । Council of Ministers—মন্ত্রি-পরিষদ্ । Council of States—রাজ্যসভা
counter—সংখ্যায়ক ; (দোকানাদির) পট্টক, পাটা
counter—প্রতি- । ~act—প্রতিরোধ করা । ~balance—প্রতিভার । ~foil—প্রতিপত্র, চেকমুড়ি । ~mand—(ক্রি·) আদর্শ নিরোধ করা ; (বি·) প্রত্যাহার, রদ । ~part—প্রতিরূপ । ~signed—প্রতি-
স্বাক্ষরিত । ~signature—প্রতি-স্বাক্ষর । ~vailing—সমকারী
couplet—যুগ্মক (ছন্দ)
course of study—পাঠ্যধারা
court—ন্যায়ালয়, ধর্মাধিকরণ ; আদালত । ~-fee—বিচার-দেয়ক, রসুম । court-martial—সেনাবিচারালয়, সৈনিক-আদালত । ~of wards—প্রতিপাল্যাধিকরণ, প্রপন্নাধিকরণ । ~-overseer—বিচারালয়-উপদর্শক
cover-glass—কাচের ঢাকনি
crab—কাঁকড়া, কর্কট
craft guild—কারুসঙ্ঘ, কারিগর সঙ্ঘ
crafts—কারুকলা
cramp—খিল
cranium—করোটিকা । cranial—করোটিক-

crater—আগ্নেয়গিরির মুখ, অগ্নিমুখ, জ্বালামুখ
creation—সৃষ্টি, সর্গ
credentials—আস্থাপত্র, নিসৃষ্টিপত্র
credit—আকলন, জমা। ~balance—আকলন-স্থিতি, জমাবাকি। ~letter of.—প্রতিশ্রুতিপত্র। ~ed—আকলিত। ~note—আকলপত্র। ~or—পাওনাদার, উত্তমর্ণ। ~side—জমার খাতে। ~voucher—জমাপত্র
creeper—ব্রততী। creeping—লতান
crenate—সভঙ্গ
crescent—বালেন্দু
cretinism—বামনত্ব
crevasse—হিমদরী। ~s—চিড়
cricket—ঝিল্লি, ঝিঁঝি
crime—দণ্ডনীয় বলপ্রয়োগ
crime police—দণ্ডারক্ষী ; দণ্ডারক্ষা
criminal—(বিণ·) দুষ্ক্রিয় ; (বি·) অপরাধিক। ~assault—ধর্ষণ। ~court—দণ্ডাধিকরণ, ফৌজদারি বিচারালয়। ~liability—দণ্ডযোগ্য দায়িতা। ~procedure—দণ্ডপ্রণালী ; দণ্ডপ্রক্রিয়া। ~sessions—দণ্ডসত্র
criminology—দুষ্ক্রিয়বিদ্যা ; অপরাধতত্ত্ব
criterion—নির্ণায়ক
critical—(পদার্থ·) সন্ধি- ; (সাধারণ অর্থে) বৈচারিক ; সঙ্কট-
cross—রেখন। ~bedding—তীর্যক স্তর। ~ed—রেখিত। ~ed cheque—রেখিত চেক। ~examination—প্রতিপরীক্ষা, জেরা। ~fertilization—পরনিষেক। ~multiplication—বজ্রগুণন। ~reference—মিথোনির্দেশ, প্রতি-নির্দেশ। ~section—প্রস্থচ্ছেদ
crossing—চৌমাথা
crovee—বেগার
crucial—বিনিশ্চায়ক। ~ test—বিনিশ্চয়
crucible—মূচি, মুষা
cruciferea—সর্ষপ-গোত্র
cruciform—ক্রুশাকার
crude—অশোধিত, অসংস্কৃত ; স্থূল, প্রাকৃত
crumpled—কোঁকড়ান
crustacean—কবচী
crust of the earth—ভূ-ত্বক
cryptocrystalline—অব্যকেলাসী
cryptogam—অপুষ্পক উদ্ভিদ
cryptology—কোষবিদ্যা
crystal—কেলাস, স্ফটিক, দানা। ~line—কেলাসী, কেলাসিত ; নিবন্ধী। ~lite—কেলাসাঙ্কুর। ~lization—কেলাসন। ~lography—কেলাস-বিদ্যা
cub—শাবচার
cube—ঘন, ঘনক, ঘনফল। ~root—ঘনমূল, তৃতীয়-মূল
cubic—ত্রিঘাত, ঘন- , (ভূবি·) সমমাত্র
cucurbitaceae—কুষ্মাণ্ডগোত্র
culm—তৃণকাণ্ড
culmination—মধ্যগমন ; তুঙ্গীভবন
culvert—জলসুড়ঙ্গ, কালবুদ
cum dividend—লাভাংশসহ
cunnilingus—মুখচাপল
Curator of Herbarium—ওষধিশালাধ্যক্ষ
currant—কিশমিশ
currency—মুদ্রা। ~, divaluation—মুদ্রামূল্য হ্রাস। ~, hard—দুর্লভমুদ্রা। ~, inflation of—মুদ্রাস্ফীতি। ~note—কাগজী মুদ্রা। ~ officer—পত্রমুদ্রাধিকারিক। ~, soft—সুলভ মুদ্রা। ~system—মুদ্রানীতি
current—(বি·) প্রবাহ, স্রোত, (বিণ·) চলিত। ~account—চলিত হিসাব। direct~—সমপ্রবাহ
curriculum—পাঠ্যক্রম
curvature—বক্রতা
curve—বক্ররেখা। ~d—বক্র
curvi-venied—বক্রশিরাল
cuspidate—তীক্ষ্ণাগ্র
custody—হাওলা, জিম্মা।
customer—গ্রাহক ; ক্রেতা
customs clearance—শুল্কাগারের মালনিকাশ·
customs duty—বহিঃশুল্ক
cutaneous—চার্ম ; ত্বাচ ; চর্ম-
cut motion—কর্তন-প্রস্তাব, ছাঁটাই-প্রস্তাব
cuticle—কৃত্তিক
cuticular—ত্বাচ। ~ization—কিউটিকলে পরিণতি
cutting—ছেদ ; (উদ্ভি) শাখাকলম
cyanophyceae—নীলহরিৎ-শৈবাল-বর্গ
cycle—চক্র। cyclic—(বিণ·) বৃত্তস্থ ; (বি·) আবর্ত
cyclone—বাত্যাবর্ত, ঘূর্ণবাত। anti-~—প্রতীপ ঘূর্ণ-বাত
cyclosis—আবর্তন

cylindar—স্তম্ভক, বেলন। cylindrical—বেলনাকার
cylology—কোষবিদ্যা
cyme—স্তবক। ~, biparous, dichasial or true—দ্বিপার্শ্বীয় স্তবক। ~, helicoid—শুণ্ডাকার স্তবক। ~, multiparous—বহুপার্শ্বীয় স্তবক। ~, scorpioid—বৃশ্চিকাকার। ~ uniparous—একপার্শ্বীয় স্তবক।
cymose—নিয়ত। ~ inflorescence—নিয়ত পুষ্পবিন্যাস। ~ branching—নিয়ত শাখাবিন্যাস।
cyperaceæ—মুস্তক গোত্র
cylology—কোষ বিদ্যা

D

declaratory suit—জ্ঞাপকবাদী মামলা
dairy—দোহশালা। Dairy Development Officer—দোহবর্ধন-আধিকারিক। ~ farming—গব্যোৎপাদন।
dark-band—কৃষ্ণপটি
data—উপাত্ত
date-line—সময়-রেখা। ~, international—আন্তর্জাতিক ~।
dates—খর্জুর, খেজুর
datum line—উপাত্ত রেখা
daughter cell—অপত্যকোষ
Davy Safety lamp—ডেভিদীপ
day—দিন। ~ book—জাবেদা, টোক্‌চা খাতা। ~dream—জাগরস্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন। ~-light vision—দিব্যদৃষ্টি। lunar~—তিথি। sidereal~—নাক্ষত্র দিন। solar~—সৌরদিন। ~s of grace—রেয়াতি সময়
D.L.—অবমগ্রাহ্য বৈষম্য, অবমগ্রাহ্যান্তর (মনো·)
Dead Letter Office—অবাপ্য পত্র করণ
dead rent—তামাদি কর
dealing assistant—নির্বাহ-সহায়ক
dealings—ব্যবহার ; লেনদেন
dearness allowance—দুর্মূল্য অধিদেয়, মাগগিভাতা
death wish—মরণেচ্ছা। ~ duty—মৃত্যুকর
debenture—ঋণপত্র। ~, mortgage—প্রতিষ্ঠানের বন্ধকী তমসুক। ~, waked—বন্ধকহীন তমসুক। ~, redeemable—মেয়াদী ঋণপত্র
debit—খরচ, বিকলন। ~able—বিকলনীয়। ~ balance—বিকলন-স্থিতি, ফাজিল বাকি। ~ note or voucher—খরচ বা ধারচিঠা, নামে বাকি
debris—ভগ্নস্তূপ, ভগ্নশেষ
debt—ঋণ, ধার, দেনা। ~, bad—অনাদায়ী দেনা। ~, book—পাওনা টাকা (কোম্পানির·) ~, conciliation of—ঋণ মীমাংসা। ~, floating—চলতি ঋণ। ~, funded—মেয়াদী ঋণ। ~heads—ঋণশীর্ষ। ~, liquidation of—ঋণ পরিশোধ। ~, recovery of—ঋণ উশুল। ~, redemption of—ঋণমুক্তি। ~, repudiation of—ঋণ অস্বীকার। ~, unfunded—স্বল্পকালীন ঋণ (জাতির বা দেশের)। ~or—অধমর্ণ, দেনাদার, খাতক, ঋণী
decadence—অবক্ষয়
decaying—জরিষ্ণু, ক্ষয়িষ্ণু
decahedron—দশতলক
decantation—আস্রাবণ
decentralization—বিকেন্দ্রণ
deciduous—পাতী ; পর্ণমোচী। ~ tree—পর্ণমোচী বৃক্ষ
decimal—দশমিক
decision—সিদ্ধান্ত
declination—(জ্যোতির্বি·) বিষুবলম্ব
decoction—ক্বাথ ; ক্বথন
decolourization—বিরঞ্জন
decomposition—বিযোজন, বিয়োজন ; বিকার, বিকৃতি, শটন, (পদার্থ·) বিশ্লেষণ ; (ভূবি·) জারণ।
decomposed—বিযোজিত, বিয়োজিত
decompound—বহুযৌগিক, অতিযৌগিক
decree—আজ্ঞপ্তি, ত্যাগপত্র
decumbent—ঊর্ধ্বগ, ঊর্ধ্বাগ্র
decurrent—পর্বলগ্ন
decussate—তির্যক্‌পত্র (উদ্ভিদ্‌)
decussated—ব্যত্যস্ত। decussation—ব্যত্যাস
deduction—সিদ্ধান্ত ; অবরোহ ; অনুমান
deed—পত্র। ~ of agreement—সংবিৎপত্র ; চুক্তিপত্র। ~of aquittance—মুক্তিপত্র। ~assignment—অর্পণনামা। ~of conditional sale—কটকবালা। ~ of consent—সম্মতিপত্র। ~ of gift—দানপত্র ; হেবানামা। ~of mortgage—বন্ধকপত্র, বন্ধকী তমসুক। ~ of sale—কবালা। ~ of surrender—ত্যাগপত্র, ইস্তফানামা
deep international—আন্তর্জাতিক সমুদ্রখাত
deep-seated spring—গর্ভোৎস
de facto—কার্যতঃ
defalcation—ব্যপহরণ, তহবিল তছরূপ

defaulter—ব্যতিক্রমী, খেলাপকারী
defect—(মনোবি·) ভঙ্গীন। ~ive child—পোগণ্ড
defamation—মানহানি
defemination—কামবিপর্যয়
defence psycho-neurosis—অবরোধীবায়ু
defencive—রক্ষাকর
defendant—প্রতিবাদী
defered payment—বিলম্বিত পরিশোধ
deficit—ঘাটতি, ঊনতা, ন্যূনতা। ~ budget—ঘাটতি আয়ব্যয়বরাদ্দ। ~financing—ঘাটতি ব্যয়
defile—গিরিসঙ্কট
deflined—নিরুক্ত
definite—(পুষ্পবিকাশ-সম্বন্ধে) নিয়ত
definition—সংজ্ঞার্থ
daflagrating spoon—উজ্জ্বলন চামচ
deflation—অবসার, অবপাত ; (মুদ্রাসম্বন্ধে) কুঞ্চন
deflection—বিক্ষেপ।
defoliation—পত্রপতন, পত্রমোচন
deforestation—নির্বনীকরণ
deformity—বিকলতা
degenerate—অপজাত। degneration—(বি·) আপজাত্য ; (বিণ·) অপজাত
degradation—অবনয়ন
degree—অংশ ; মান ; মাত্রা
dehiscence—দারণ
dehiscent—বিদারী, দারী
dehydrate—নিরুদিত বা জলবিযুক্ত করা বা হওয়া। ~d—নিরুদিত। dehydration—নিরুদন, জল-বিয়োজন
deism—ঈশ্বরবাদ
de jure—বিধানতঃ আইনতঃ
delegation—অভিযোজন। ~of power—ক্ষমতা-অভিযোজন
delicate—সূক্ষ্ম ; সূক্ষ্মগ্রাহী
delinquency—দুষ্ক্রিয়তা। delinquent—দুষ্ক্রিয়
delivery tube—নির্গম নল
deliquesce—আর্দ্র হওয়া। ~nce—উদ্‌গ্রহ। ~nt—উদগ্রাহী
delta—ব-দ্বীপ
delusion—ভ্রান্তি, অমূল প্রত্যয়। ~al idea—ভ্রান্তি, ভ্রান্ত ভাব
demagnetization—চুম্বকত্ব-হরণ
demand—চাহিদা, টান ; অভিযাচনা, অভিযাচন। ~, composite—মিশ্র চাহিদা। ~, contraction of—চাহিদার সংকোচ। ~ curve—চাহিদা রেখা। ~draft—দর্শনী হুণ্ডী। ~, elasticity of—চাহিদার নম্যতা। ~ intensity of—চাহিদার প্রাবল্য। ~, marginal—সীমান্ত চাহিদা। ~, reciprocal—পারস্পরিক চাহিদা। ~, spurious—অমূলক চাহিদা
demarcation—সীমা-নির্দেশ ; খুঁটিগাড়ি
dementia—চিত্তভ্রংশ। ~præcox—চিত্তভ্রংশী বাতুলতা
demi-official—আধা-সরকারি
democracy—গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, লোকতন্ত্র
demonetisation—মুদ্রাবিচ্যুতি, মুদ্রার প্রচলন রদ
demonstrate—প্রদর্শন করা। demonstration—প্রদর্শন। demonstration party—প্রদর্শক দল। demonstrator—প্রদর্শক
demotion—পদাবনতি
demurrage—বিলম্বশুল্ক
denization—দেশীয়করণ
denomination—ধর্মসম্প্রদায় ; (মুদ্রার) মূল্য
denominator—(গণিতে) হর
denotation—ব্যক্তার্থ ; বিশেষাভিধান
density—ঘনাঙ্ক, ঘনত্ব
dentate—দন্তুর
denudation—নগ্নীভবন, নির্মোচন
deodorizer—দুর্গন্ধনাশক
department—বিভাগ। ~al store—বিভাজিত ভাণ্ডার
dependent—আশ্রিত
depersonalization—অস্মিতাহানি
deposit—গচ্ছিত, ন্যাস, আমানত ; নিধান ; (রসা·) পরিন্যাস ; তলানি ; (ভূবি·) অবক্ষেপ। ~, fixed—স্থায়ী আমানত। ~ head—নিধানশীর্ষ, আমানত-শীর্ষ। ~ion—অবক্ষেপণ। ~, pelagic—সামুদ্রিক তলানি। ~, terrigenous—মৃন্ময় তলানি
depreciation—অবচয়, মূল্যহ্রাস। ~reserve—অবচয়-সংচিতি। depreciated—অবচিত
depression—(বাণি·) মন্দা, মান্দ্য ; অবনতি ; (সাধারণ অর্থে) অবনমন ; অবনমিত স্থান ; (মনোবি·) বিষণ্ণতা
depth psychology—গভীর মনোবিদ্যা
deputation—প্রাতিনিধ্য ; নিযুক্তপ্রেষণ। ~allowance—প্রেষণ অধিদেয় বা ভাতা
deputy—উপ-। Deputy Director—উপ-নির্দেশক। Deputy Minister—উপমন্ত্রী

derequisition—অধিযাচন-প্রত্যাহার ; অধিগ্রহণ-প্রত্যাহার
derivative—উৎপন্ন
derived—উদ্ভূত
dermal—ত্বাচ । ~layer—অন্তশ্চর্মস্তর, অন্তত্বকস্তর
dermis—অন্তশ্চর্ম, অন্তত্বক্
descending node—অববিন্দু ; নিম্নপাত ; কেতু
descending order—অধঃক্রম
descent—উদ্ভব
desire—কামনা
desiccation—শুষ্কীকরণ desiccator—শোষকাধার
designer—পরিকল্পক
despatcher—প্রেরক
despatch rider—তূর্ণপত্রবাহক
despondency—নির্বেদ
despotic government—স্বৈরশাসন
despotism—স্বৈরতন্ত্র, ইচ্ছাতন্ত্র
destructive distillation—অন্তর্ধূম পাতন
detective—গোয়েন্দা । ~department—গোয়েন্দা-বিভাগ
detention—অবরোধ
determinant—ছক
determining tendency—নিয়তি
determinism—নির্ধারণীয়তা ; (মনোবি·) নিয়তিবাদ
detonation—বিস্ফোরণ
detritus—কর্কর
devaluation—মুদ্রাহ্রাস ; মূল্যহ্রাস
development—উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসার ; পরিণতি ; পরিস্ফুরণ, উৎপত্তি ; ক্রমবর্ধন ; (মনোবি·) প্রচয় । Development Board—উন্নয়ন পর্ষৎ । ~officer—উন্নয়ন-আধিকারিক । ~psychology—প্রাচয়িক মনোবিদ্যা
deviation—চ্যুতি, ব্যত্যয়
devitrification—কেলাস-সঞ্চার
dewpoint—শিশিরাঙ্ক
dextral—দক্ষিণ- । ~ity—অবসব্যতা
dextrose—দক্ষিণাবর্ত
diabetes—মধুমেহ
diacid—দ্বি-আম্লিক
diadelphous—দ্বিগুচ্ছ
diagonosis—নিদান, লক্ষণ
diagonal—কর্ণ । ~scale—কর্ণমাপনী
diagram—নকশা ; পরিলেখ, চিত্র, রেখাচিত্র
deal—মুখপট্ট
dialect—উপভাষা
dialysis—ঝিল্লী-বিশ্লেষণ । dialyser—বিশ্লেষক ঝিল্লী
diamagnetism—তিরশ্চুম্বকতা
diameter—ব্যাস
diandrous—দ্বিকেশর
diaphragm—(শারীর.) মধ্যচ্ছদা ; (মনোবি.) ছদ
diarist—দিনপঞ্জীকার
diary—দিনপঞ্জী ~register—দৈনিক নিবন্ধ
diastropism—বিপর্যয়
diatomic—দ্বিপরমাণুক
dibasic—দ্বিক্ষারী
dichlamydeous—দ্বিকুঞ্চক
dichogamy—বিষম পরিণতি
dichotomized—অর্ধ (জ্যোতির্বি.)
dichotomy—দ্ব্যগ্রশাখোদ্গম
dichroism—দ্বিরাগত্ব
dichroscope—দ্বিরাগচ্ছক্
diclinism—একলিঙ্গতা । diclinous—একলিঙ্গ ।
dicotyledon—দ্বিবীজপত্রী
dictatorship—একনায়কতন্ত্র
didynamous—দীর্ঘদ্বয়ী
die-hard—দুর্মর
difference—অন্তর, পার্থক্য, ভেদ । just noticeable~—অবম গ্রাহ্যান্তর
differential—বিভেদক, প্রভেদক । ~calculus—অন্তরকলন । ~colourwheel—বিষম বর্ণচক্র । ~sensibility—অন্তরবেদিতা । ~tuning fork—বিষম স্বনশূল
differentiation—বিভেদ ; (ভূবি.) ব্যামিশ্রণ । ~tissues—কলা~ । ~ of vascular bundles—নলিকাগুচ্ছ~ ।
diffuse—বিক্ষিপ্ত করা । ~d light—ব্যাপ্ত আলোক, ব্যস্তালোক । duffusion—বিক্ষেপণ ; ব্যাপন
digest—জীর্ণ করা, পরিপাক করা । ~ion—পরিপাক, হজম ; পাচন ; জারণ । ~ive—পাক-, পরিপাক-, পাচন- । ~ive fluid (or juice)—পাচক-রস বা জারক-রস । ~ive organ—পরিপাক-যন্ত্র, পাচনতন্ত্র । ~ive system—পাচনতন্ত্র । ~ive trouble—পরিপাক-দোষ । ~ive tube—পাকনালী
digit—অঙ্গুলি ; (গণি.) অঙ্ক । ~ate—অঙ্গুলাকার
dihedral angle—দ্বিতলকোণ
dilation—প্রসারণ

dilemma—উভয়সংকট
dilute—(বিশ.) লঘু ; (ক্রি.) লঘু করা। dilution—লঘুকরণ
dimmension—মাত্রা। mono-~al—একমাত্র। di-~al—দ্বিমাত্র। tri-~al—ত্রিমাত্র
diminishing returns—নিমগ্ন আয়
diminishing utility—উপযোগিতার ক্রমহ্রাস
dimorphism—দ্বিরূপতা। dimorphous—দ্বিরূপ
dioecious—ভিন্নবাসী ; (প্রাণি.) একলিঙ্গ
dip—(পদার্থ.) বিনতি ; নতি। ~of strata—স্তরনতি
diploma—উপাধিপত্র
direct—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ ; সরল। ~ current—সমপ্রবাহ। ~impact—সরল বা সমক্ষ সঙ্ঘাত। ~ly similar—সমানুরূপ। ~motion—সম্মুখগতি। ~ray—সাক্ষাৎ রশ্মি, মূল রশ্মি। ~taxation—প্রত্যক্ষ করারোপণ · করাধান। ~variation—সাক্ষাৎ ভেদ
direction—দিক্ ; বিধি। directive—নির্দেশপত্র
director—অধিকর্তা, *নির্দেশক ; পরিচালক। ~ate—অধিকার, *নিদেশক, *নিদেশালয়। ~circle—নিয়ত-বৃত্ত। Director of Industries—শিল্প-অধিকর্তা। Director of Rationing—রেশন অধিকর্তা
directrix—নিয়ামক
disaffiliated—বিসম্বন্ধ
disband—বিযুক্ত করা। ~ed—বিযুক্ত। ~ment—বিয়োজন
disbursement—ব্যয়ন। disbursing officer—ব্যয়নাধিকারিক
disc—চক্রফলক
discharge—ক্ষরণ, মোক্ষণ ; স্রাব ; (কর্মাদি হইতে) অবেরণ, কার্যমুক্তি। ~ed—অবেরিত, কার্যমুক্ত। ~-tube—নিঃস্রব নল। oscillatory~—পরিবর্তী মোক্ষণ
disciflorea—সচক্রপুষ্পী
discipline—বিনয়, নিয়ম। disciplinary measure—শাস্তিব্যবস্থা
discoid—চক্রাকার
discordance—অনৈক্য
discount—অবহার, বাটা। ~, trade—ব্যবসায়িক বাট্টা। ~ing of Bills—বাট্টায় হুণ্ডি ভাঙ্গান। ~ing of Bill of Exchange—প্রত্যাখ্যাত চেক বা হুণ্ডি
discrimination—বিনিশ্চয়
discriminative—বিনিশ্চায়ক। ~reaction—বিচারিত প্রতিক্রিয়া
disease—রোগ, ব্যাধি। contagious~—স্পর্শক্রমী বা ছোঁয়াচে ব্যাধি। epidemic~—মারী। infectious~—সংক্রামী রোগ। preventive~—নিবার্য রোগ।
diseased—ব্যাধিত
dishonour—প্রত্যাখ্যান (~of a cheque=চেক প্রত্যাখ্যান)
disinfectant—বীজঘ্ন। disinfection—নির্বীজন
disintegration—(ভূবি.) বিশরণ
dismissal—পদচ্যুতি। dismissed—পদচ্যুত
disorder—বিকলতা, বৈকল্য
dispensary—ভেষজশালা
dispensing chemist—ভেষজ পরিবেশক
dispersal—বিস্তার, বিসরণ
dispersion—বিচ্ছুরণ
displacement—স্থানচ্যুতি ; অভিক্রান্তি ; (পদার্থ.) ভ্রংশ, সরণ। ~downwards—অধোভ্রংশ। ~upwards—উর্ধ্বভ্রংশ
disposal—নিষ্পত্তি ; ব্যবস্থা
disposition—স্বভাব। ~of instruments—যন্ত্র-বিন্যাস
disqualify—অবগুণিত করা বা হওয়া, অযোগ্য করা বা হওয়া। disqualification—অবগুণ, অযোগ্যতা। disqualified—অবগুণিত, অযোগ্য
disquisition—নিবন্ধ
disruption—সম্ভেদ
dissection—ব্যবচ্ছেদ, কাটা
disseminated—বিকীর্ণ
dissociation—বিযঙ্গ
dissolution—ভঙ্গ ; দ্রাবণ। dissolution of marriage—বিবাহভঙ্গ
dissolve—(সংগঠনাদি) ভঙ্গ করা, ভাঙ্গিয়া দেওয়া ; (রসা.) দ্রবীভূত করা। ~d—দ্রবীভূত।
dissyllabic—দ্বিদল (ছন্দ)
distance—দূরত্ব, ব্যবধান
distichous phyllotaxy—দ্বিসারী বিন্যাস
distil—পাতিত করা। ~lation—পাতন ; চোলাই। ~led—পাতিত
distortion—বিকৃতি। distorted—বিকৃত
distraction—বিক্ষেপ। distracting—বিক্ষেপী
distraint—ক্রোক
distress warrant—ক্রোকি পরওয়ানা
distribution—বণ্টন ; (ভূগো.) সংবিভাগ ; (ভূবি.)

সংস্থান, বিস্তারণ। ~of strata—স্তরবিন্যাস
distributive law—বিচ্ছেদ-নিয়ম
distributory—শাখা-
district—বিষয়, জেলা। ~and sessions judge—জেলা (বা বিষয়) ও সত্র ন্যায়াধীশ, জেলা ও দায়রা বিচারক
diurnal—আহ্নিক, দৈনিক ; দিবাচর। ~motion—দৈনিক গতি, আহ্নিক গতি। ~sleep—দিবাস্বাপ। ~parallax—দৈনিক লম্বন
divalent—দ্বিযোজী
divergence—অপসৃতি। divergent—অপসারী
dividend—ভাজ্য ; লাভাংশ, ডিভিডেনড। ~o—ভাগক্রিয়া। ~-paying—লাভাংশপ্রদায়ী
dividing range—বিভাজক গিরিশ্রেণী
divine—দিব্য, ঐক্য
division—বিভাজন, ভাগ, হরণ ; বিভাগ, ভুক্তি। ~al—মাণ্ডলিক। ~of labour—কর্মবিভাগ। sub-~—উপভাগ ; মহকুমা, উপবিষয়। divisor—ভাজক
dockyard—পোতাঙ্গন
document—লেখ্য ; দস্তাবেজ। ~ary—লেখ্যমূলক। ~evidence—লেখ্যমূলক বা দস্তাবেজমূলক সাক্ষ্য
dodecahedron—দ্বাদশপার্শ্বক
doggerel—ছড়া। ~metre—ছড়ার ছন্দ
doldrums—নিরক্ষীয় শান্তবলয়
dome—কুম্ভক
domicile—নিবেশ ; নিবেশাধিকার ; নিবেশী। ~ed—নিবেশিত
dominant—প্রকট
dominion—অধিরাজ্য
dormant—অব্যক্ত ; সুপ্ত
dorsal—পৃষ্ঠ্য, পৃষ্ঠ-
dorsi-ventral—বিষমপৃষ্ঠ
double—দ্বিগুণ। ~bond—দ্বিবন্ধ। ~decomposition—দ্বিপরিবর্ত। ~fertilization—দ্বিনিষেক। ~image—দ্বিপ্রতিরূপ। ~refraction—দ্বিপ্রতিসরণ। ~rule of three—বহুরাশিক। ~salt—দ্বিধাতুক লবণ। ~star—তারকাযুগল
doubting mania—সন্দেহ বাতিক
douching—বস্তিকর্ম (স্বাস্থ্য)
dovetail—পুচ্ছক
downy—মৃদুরোমশ
draft—পূর্বলেখ, খসড়া, পাণ্ডুলেখ ; হুণ্ডি। ~sman—নকশাকার

dragon-fly—জলফড়িং
drainage—জলনির্গম ; জলনির্গম-প্রণালী ; পরিবাহ
dramatic performance act—অভিনয় বিহিতক বা আইন
dramatization—নাটন। dramatized—নাটিত, নাটকিত
drawback—রেয়াত নগদ, ফেরত শুল্ক
drawee—হুণ্ডিগ্রাহক
drawer—হুণ্ডিপ্রেরক ; (টেবিলের) টানা।
drawing—অঙ্কন ; অঙ্কনবিদ্যা। ~officer—আহর্তা
dressing—পরিকর্ম। dresser—পরিধারক
drift—অনুবাহ। continental~—মহীসঞ্চারণ
drill master—যোগ্যা শিক্ষক
drive—নোদানা। ~—চালক
drone—পুংমধুপ
druggist—ভেষজী
drying bath—শোষণাগার
dry test—শুষ্ক পরীক্ষা
dualism—দ্বৈতবাদ
duct—নালী, নলী, ~less—অনাল। ~ule—নলিকা। thoracic~s—মুখ্যা বা বামা রসকুল্যা
ductility—প্রসার্যতা
dune—বালিয়াড়ি
duo-decimal—দ্বাদশিক
duodenum—গ্রহণী
duplicate—প্রতিরূপ। ~copy—অনুলিপি। duplication section—অনুলিপি-উপশাখা
duration—স্থিতিকাল, ব্যাপ্তি। ~accent—ব্যাপ্তি-প্রস্বর (ছন্দ)
duramen—সারকাষ্ঠ
Dutch metal—পিতলের তবক
duty—শুল্ক। ~, ad valorem—মূল্যানুযায়ী শুল্ক। ~, customs—বন্দর শুল্ক। ~excise—আবগারী শুল্ক। ~, preferential—পক্ষপাতমূলক শুল্ক। ~, protective—সংরক্ষণ শুল্ক
dyad—দ্বিযোজী
dye—রঞ্জক। ~ing—রঞ্জন ; রঞ্জনবিদ্যা
dying declaration—মুমূর্ষূক্তি, মুমূর্ষু শ্রাবিতক
dyke—বাঁধ
dynamic—গতীয়। ~s—গতিবিদ্যা
dynamo—বিদ্যুৎস্রষ্টা। ~graph—শক্তিলিখ। ~meter—শক্তিমাপক
dyspepsia—অজীর্ণতা

E

ear drum—কর্ণপটহ
earned—অর্জিত (~leave—অর্জিত ছুটী)
earnest money—সত্যংকার, অগ্রিম মূল্য, বায়না, দাদন
earth—মৃত্তিকা। ~enware—মৃৎপাত্র। ~movements—ভূসংক্ষোভ। ~-quake—ভূমিকম্প। ~ s crust—ভূত্বক্। ~tremor—ভূস্পন্দ। ~worm—মহীলতা, কেঁচো। ~y—মার্দ
easement—সুখাধিকার। ~right—পরভূমিতে অধিকার।
eastern frontier—পূর্বপ্রান্ত
ebbtide—ভাটা।
ebullition—স্ফোটন
eccentric anomaly—অতিকোণ
eccentricity—(বিজ্ঞা·) উৎকেন্দ্রতা
eclipse—গ্রহণ। annular~—বলয়গ্রাস। duration of~—স্থিতি। first contact in~—স্পর্শ। last contact in~—মোক্ষ। lunar~—চন্দ্রগ্রহণ। partial~—খণ্ডগ্রাস। solar~—সূর্যগ্রহণ। total~—পূর্ণগ্রাস।
ecliptic—ক্রান্তিবৃত্ত। modes of~—ক্রান্তিপাত। plane of~—ক্রান্তিবৃত্ততল
ecology—বাস্তব্যবিদ্যা ; বাস্তুসংস্থান
economic—আর্থ। ~adviser—অর্থনীতিক উপদেষ্টা। ~botanist—অর্থকর উদ্ভিদ্‌বিৎ। ~s—অর্থবিদ্যা। ~planned—পরিকল্পিত অর্থনীতি। ~rehabilitation—অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। ~s, applied—ব্যবহারিক ধনবিজ্ঞান। ~ welfare—আর্থিক কল্যাণ।
ectoparasite—বাহ্যপরজীবী
eczema—কাউর
edaphic—ভৌম
edible—ভক্ষ্য
education—শিক্ষা। ~al psychology—শিক্ষণ-বিদ্যা, শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব। ~clerk—শিক্ষা-করণিক
effect—ফল ; প্রভাব
effective force—ত্বরণ-বল
effemination—স্ত্রীচিত্ততা।
efferent—বহির্মুখ, বহির্বাহী। ~vessel—বহির্বাহ
effervesce—বুদ্বুদিত হওয়া। ~nce—বুদ্বুদন। ~nt—বুদ্বুদী ; বুদ্বুদিত
efficaly—সাধকতা
efficiency—কর্মক্ষমতা, সামর্থ্য। ~bar—সামর্থ্য-বাধ
efforesce—উদত্যাগ করা। ~nce—উদত্যাগ। ~nt—উদত্যাগী
effusive—নিঃসারী ; নিঃসৃত
egg-cell—ডিম্বাণু
egg-apparatus—গর্ভযন্ত্র
ego—অহম্। ~-centric—আত্মকেন্দ্রিক। ~-dystonic—অসাম্য। ~-ideal—স্বাদর্শ। ~ instinct—আহমিক প্রবৃত্তি। ~ism—অহমিকা। ~-libido—আহমিক কাম। ~-syntonic—সাম্য। ~tism—অহমিকা, অস্মিতা
einfuhlung—সমানুভূতি
ejectment—উচ্ছেদ
elaboration—বিস্তার
elastic—স্থিতিস্থাপক। ~ity—স্থিতিস্থাপকতা
elater—রেণুক্ষেপক
elation—উল্লাস
elect—নির্বাচন করা। ~ed—নির্বাচিত। ~ion—নির্বাচন। ~ion agent—নির্বাচন-নিযুক্তক। ~ion tribunal—নির্বাচন ন্যায়পীঠ। ~oral roll—নির্বাচনসূচী, নির্বাচক-তালিকা। ~orate—নির্বাচকমণ্ডলী
electric—বৈদ্যুতিক, তাড়িত। ~attraction—তাড়িতাকর্ষ। ~current—বিদ্যুৎপ্রবাহ। ~ installation—তড়িতস্থাপন। ~ity—বিদ্যুৎ, তড়িৎ। ~light—বিজলী বাতি। ~mechanic—তাড়িত মিস্ত্রি
electrical—তাড়িত। ~bell—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। ~ engineer—তাড়িত যান্ত্রিক।
electro—তাড়িত। electrochemical equivalent—তাড়িত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক। ~-chemistry—তাড়িত রসায়ন। ~-magnet—তড়িৎচুম্বক। ~-magnetic—তড়িৎ-চুম্বকীয়। -motive—তড়িচ্চালক। ~static—স্থিরতাড়িত
electrode—তড়িদ্‌দ্বার
electrolysis—তড়িদ্‌বিশ্লেষণ। electrolyte—তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য। electrolytic—তড়িদ্‌বিশ্লিষ্ট
electroplating—তাড়িত-লেপন
electroscope—তড়িদ্‌বীক্ষণ
element—মোল ; মৌল পদার্থ, মৌলিক পদার্থ ; (গণি·) পদ। ~ary—মৌলিক, প্রাথমিক। essential~—মূল উপাদান
elevation—উচ্চতা, (ভূবি·) পুরোদৃশ্য

elimination—অপনয়ন, অপনয় ; বর্জন
eligible—পাত্র ; যোগ্য
ellipse—উপবৃত্ত । elliptical—উপবৃত্তাকার । ellipticity—উপবৃত্ততা
elongation—প্রতান ; দ্রাঘণ । elongated—দ্রাঘিত
emarginate (apex)—খাতাগ্র (উদ্ভিদ্)
embarkation permit—আরোহপত্র
embargo—রোধ, আটক, বন্দরে জাহাজ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা
embassy—রাষ্ট্রদূতস্থান
embezzlement—কোষভঙ্গ ; তহবিল তছরূপ
embryogeny—ভ্রূণবিকাশ
embryology—ভ্রূণবিদ্যা
embryonic cell—আদি কোষ
emerald—মরকত, পান্না । ~green—মরকত হরিৎ
emerge—নির্গত হওয়া । ~nce—নির্গম । (জীববি· ও উদ্ভি·) অঙ্গরুহ
emergency—অত্যয়, সঙ্কট । ~certificate—অত্যয় প্রমাণপত্র । ~force—আত্যয়িক বল
emergent—জরুরি । ~situation—অত্যয়, আত্যয়িক অবস্থা, সঙ্কটাবস্থা
emigrate—প্রবসিত হওয়া । emigrant—প্রবসিত প্রবাসী । emigration—প্রবসন, প্রবাসন
emolument—পরভৃতি
emotion—প্রক্ষোভ
empathy—সমানুভূতি
empirical—প্রায়োগিক, প্রায়োগজ , পরীক্ষালব্ধ । ~formula—স্থূল সূত্র
empiricism—প্রযোগবাদ । empiricist—প্রয়োগবাদী
employees provident fund—কর্মচারীদের ভবিষ্যনিধি
employment exchange—কর্মনিয়োগকেন্দ্র
emulsion—অবদ্রব
enamel—মিনা
en bloc—একযোগে
encephalitis—মস্তিষ্ক-প্রদাহ
end—প্রান্ত ; অগ্র । ~organ—প্রান্তাঙ্গ । ~situation—প্রান্তাবস্থা । ~pointed—সূচাগ্র
endemic—স্থানীয় (উদ্ভিদ্)
endocarp—ফলের অন্তস্ত্বক্
endogenous—অন্তর্জনিষ্ণু । endogenetic—অন্তর্জাত
endoparasite—অন্তঃপরজীবী
endophytic—অন্তঃবাসী
endorse—পৃষ্ঠাঙ্কিত করা । ~r—সহিদাতা । ~ment—পৃষ্ঠাঙ্কন, পৃষ্ঠলেখ, অধোলেখ ; সহি । ~ment restrictive—প্রতিবন্ধক সাক্ষরনিয়ন্ত্রিত স্বত্বান্তরকরণ
endoskeleton—অন্তঃকঙ্কাল
endosperm—সস্য । ~ic—সস্যল
endospore intine—রেণু-অন্তস্ত্বক্
endothermic—তাপগ্রাহী
endotrophic—আশ্রয়পুষ্ট
endowment—ধর্মস্ব ; উৎসর্গ
end-stopped verse—যতিপ্রান্তিক পঙ্‌ক্তি ।
enemy—শত্রু । ~alien—শত্রুদেশী । ~foreigner—বিদেশী শত্রু
energy—শক্তি । ~, kinetic—গতীয়শক্তি । ~, potential—স্থৈতিশক্তি
enforce—বলবৎ বা প্রবর্তন করা । ~ment—নির্বহণ ; বলবৎকরণ ; প্রবর্তন । ~ment branch—নির্বহণ-শাখা
engineer (mechanical)—যান্ত্রিক, যন্ত্রবিৎ । ~(civil)—বাস্তুকার । ~ing service—বাস্তু-কৃত্যক । ~superintendent—যান্ত্রিক অধীক্ষক
enjambed—প্রবহমান । ~verse—প্রবহমান পঙ্‌ক্তি ।
enjambement—প্রবমানতা
enrichment—সমৃদ্ধি, অনুৎকর্ষ
ensiform —অসিফলকাকার (উদ্ভিদ্)
entertainment-tax—প্রমোদ-কর
enticement—বিলোভন
entity—সত্তা, সত্ত্ব
entomology—কীটবিদ্যা, পতঙ্গবিদ্যা । entomologist—পতঙ্গবিৎ, কীটবিৎ
entomophily—পতঙ্গ-পরাগণ । entomophilous—পতঙ্গ-পরাগী
entreprencur—নিষ্পাদক, উদ্যোক্তা
entrycontra—পালটা হিসাব বা দাখিলা । ~, double—দোহারা দাখিলা
enunciation—নির্বাচন
environment—প্রতিবেশ, পরিগম, পরিবেশ, পরিপার্শ্ব
envoy—শাসন-হর
enzyme—উৎসেচক
eolian—বায়ব
eolithic—আদ্যোপলীয়, আদ্যপ্রস্তর (যুগ)
epeirogeny—মহীভাবন । epeirogenic—মহীভাবক
ephemeral—ক্ষণস্থায়ী
epi—অধি-, বহি-, অনু- । ~basal—অধিপাদীয় ।

~calyx—উপবৃতি। ~carp—ফলের বহিত্বক। ~centre—উপকেন্দ্র। ~clastic—অনুপিষ্ট। ~continental—উপমহী। ~cotyl—বীজপত্রাধিকাণ্ড
epicritic sensibility—বিলক্ষ্য-বেদিকা (মনো)
epidemic—মহামারী
epidermis—ত্বক্; বহিত্বক্, বহিশ্চর্ম। epidermal—ত্বক-
epgeal—মৃদ্‌ভেদী
epigenetic—অনুজাত
epiglottis—আলজিব, অলিজিহ্বা
epigynæ—গর্ভশীর্ষপুষ্পী। epigynous—গর্ভশীর্ষ
epilepsy—মৃগি, ভ্রামর। epileptics—ভ্রামবগ্রস্ত
epipetalous—দললগ্ন
epiphenomenalism—উপপ্রপঞ্চ (বাদ)
epiphyllous—পত্রাশ্রয়ী
epipodium—ফলক
epiphyte—পরাশ্রয়ী
epistemology—তত্ত্ব
epizone—উর্ধ্বমণ্ডল
epoch—অধিযুগ; যুগ
equated—সমীকৃত
equation—সমীকরণ। ~of centre—কেন্দ্রশোধন। ~of time—কালশোধন
equator—নিরক্ষরেখা, ভূ-বিষুবরেখা; নিরক্ষবৃত্ত, ভূ-বিষুববৃত্ত। ~ial—নিরক্ষীয়। celestial~—খ-বিষুবরেখা, খ-বিষুববৃত্ত। heat~—নিরক্ষীয় তাপরেখা। ~magnetic—চুম্বকীয় নিরক্ষরেখ
equi—সদৃশ-, সম-। ~angular—সদৃশকোণ। ~distant—সমান্তর, সমদূরবর্তী। ~granular—সমকণ। ~—lateral সমবাহু
equilibrium—সাম্য, সুস্থিতি; স্থিতি। ~of forces—বলস্থিতি। forces in~—সুস্থিত শক্তি
equinoctial—খ-বিষুবরেখা; খ-বিষুববৃত্ত। ~circle—খ-বিষুববৃত্ত। ~colure—আদিবৃত্ত। ~line—খ-বিষুবরেখা। ~point—ক্রান্তিবিন্দু
equinox—বিষুব। autumnal~—জলবিষুব। vernal~—মহাবিষুব
equipment—উপকরণ; সরঞ্জাম
equitant—আবৃত
equity—ন্যায়
equivalent—তুল্য; সমধৃত; তুল্যাঙ্ক, সমমূল্য
equivocation—বাক্‌চাতুরী, বাক্‌ছল

era—অধিকল্প
erection—উচ্ছ্রয়; লিঙ্গস্তম্ভ
erogram—শ্রমলেখ। erograph—শ্রমলিখ্
erogenous zone—কামস্থান
erosion—ক্ষয়
erotism—কাম
erratic—আগামুক
error of adjustment—সন্নিবেশদোষ
eruption—অগ্ন্যুৎপাত
eruptive—উদ্ভেদী
escarpment—প্রবণভূমি; (ভূবি) উপলম্ব
escribed—বহির্লিখিত
essential oil—উদ্বায়ী বা বান তৈল
essential service—অত্যাবশ্যক কৃত্যক
establishment—সংস্থা, স্থাপন। ~cost—বেতন-ব্যয়। ~charges—সংস্থা-ব্যয়
estimate—মূল্যানুমান, প্রাক্কলন। estimator—প্রাক্কলনিক
estoppel—বাদবন্ধ; স্বীকৃতির বাধা
estuary—খাড়ি, মোহনা
etch—ক্ষোদন করা
etherial oil—বান তৈল
ethics—নীতিবিদ্যা
ethnology—জাতিবিদ্যা, নৃকুলবিদ্যা
etiolated—পাণ্ডুর
etiology—নিদানবিদ্যা
eudiometry—গ্যাসমিতি। dudiometer—গ্যাসমানযন্ত্র
eugenics—সুজনবিদ্যা
euphorbiaceæ—এরণ্ড-গোত্র
euphoria—সুখোচ্ছ্বাস
evacuate—(পদার্থ) শূন্য করা। ~d—উদ্বাসিত। evacuation—উদ্বাসন; (পদার্থ) শূন্যকরণ। evacuee—উদ্বাস্তু, উদ্বাসিত, বাসভ্রষ্ট
evaporate—বাষ্প করা; বাষ্প হওয়া, উবিয়া যাওয়া।
evaporation—বাষ্পীকরণ; বাষ্পীভবন
evasion—ব্যতিহার
even—যুগ্ম, সম, জোড়; (ভূবি) অবন্ধুর
ever green—চিরহরিৎ
eviction—বহিষ্কার, উৎসাদন, উৎখাত-করণ
eviration—পুংচিহ্নিতা
evolution—অবঘাতন, বিবর্তন; অভিব্যক্তি। organic~—জীব-অভিব্যক্তি। theory of~—অভি-

ব্যক্তিবাদ

ex-albuminous—অসস্যল

exaltation—উন্নসন

excellency—*পরমশ্রেষ্ঠ। Her Excellency—*মহামান্যা। His Excellency—*পরমশ্রেষ্ঠ, *মহামান্য।

ex-centre—বহিঃকেন্দ্র

exception—ব্যতিক্রম

excess expenditure—অতিরিক্ত ব্যয়

excess profit tax—অতিরিক্ত মুনাফা কর

excessive drinking—অতিপান

exchange—পরিবর্ত, বিনিময়। ~, foreign—বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়। ~rate—বিনিময়-হার। ~ ratio—বিনিময় অনুপাত

exchequer—রাজকোষ

ex-circle—বহির্বৃত্ত

excise—অন্তঃশুল্ক, আবকারি

excitation—উদ্দীপনা

excitement—উত্তেজনা

excluded—বহির্ভূত

excreta—মল

excretion—রেচন। excretory—রেচন- ; রেচক

ex-dividend—লাভাংশ বাদে

execute—নির্বাহ করা। ~d—নির্বাহিত

excutive—পরিচালক ; নির্বাহী ; নির্বাহিক। ~action—নির্বাহিক ক্রিয়া বা ব্যবস্থা। ~authority—নির্বাহিক অধিকারী। ~committee—নির্বাহ-সমিতি। ~engineer—নির্বাহী বাস্তুকার। ~function—নির্বাহিক কার্য। ~instructions—নির্বাহিক নির্দেশাবলী। ~officer—নির্বাহী আধিকারিক। ~power—নির্বাহিক ক্ষমতা। the~—নির্বাহিকবর্গ। excutor—নির্বাহক

exemption—মুক্তি

exfoliation—শল্কমোচন

ex-gratia—কৃপাপূর্বক কৃত

exhalent—নির্গম-। ~aperture—নির্গমরন্ধ্র

exhaustive list—সমগ্র সূচী

exhibitionalism—বিলসনকাম। exhibitionist—বিলসনকামী

exine—রেণুবহিত্বক্

existence—অস্তিত্ব

exodermis—অধিত্বক্

exogenous—বহির্জনিষ্ণু। exogenetic—বহির্জাত

ex-officio—পদহেতু, পদাধিকারে

exoskeleton—বহিঃকঙ্কাল

exospore—রেণুবহিস্ত্বক্

exothermic—তাপমোচী

exotic—বিদেশীয়

expansion—প্রসারণ

ex parte—একতরফা ; একান্তিক

expectation—প্রত্যাশা। ~error—প্রত্যাশা ভ্রম

expeditency—উপযুক্তি। expedient—বিধেয় ; কর্তব্য ; উচিত

experience—অভিজ্ঞতা। experiencer—অভিজ্ঞাতা

experiential—অনুভবসিদ্ধ

experiment—পরীক্ষা, অভিক্রিয়া। ~al—পরীক্ষা-সিদ্ধ ; (মনোবি·) প্রায়োগিক। experimental science—প্রয়োগসিদ্ধ বিদ্যা। ~er—প্রয়োগী, পরীক্ষক

expert—দক্ষ, বিশেষজ্ঞ

expiration—নিঃশ্বাস, শ্বাসত্যাগ

exploration—আবিষ্কার

explosion—বিস্ফোরণ। explosive—বিস্ফোরক ; (ফল সম্বন্ধে) বিদারী

exponential—সূচক

export—নির্গম, রপ্তানি। ~duty—নির্গম-শুল্ক, রপ্তানি-শুল্ক। ~ed—নির্গমিত, রপ্তানিকৃত। ~s—রপ্তানি

exposure—উদ্‌ঘাটন ; (ভূবি·) প্রকট, উদ্ভেদ

express—ঝটিতি। ~delivery—ঝটিতি প্রদান বা অর্পণ। ~letter—ঝটিতি-পত্র, তূর্ণপত্র

expression—মতপ্রকাশ ; (মনোবি·) দ্যোতনা, (গণি) রাশি, রাশিমালা। expressive—দ্যোতক

expropriation—স্বত্ব-নিরসন

extenuating circumstances—ক্ষালনীয় অবস্থা

exstipulate—অনুপপত্রী

exterior—বহিঃ- ; বাহ্য

external—বহিঃ-, বাহ্য, বাহিরিক, বহিঃস্থ। ~ bisector—বহির্দ্বিখণ্ডক। ~ity—বাহ্যতা। ~ization—বাহ্যীকরণ

extinct—নির্বাপিত (~volcano=নির্বাপিত আগ্নেয়-গিরি ; লুপ্ত (~animal=লুপ্ত জন্তু)। ~ion—লোপ ; কুণ্ঠন

extract—উদ্ধৃতাংশ, উদ্ধৃতি ; নির্যাস ; নিষ্কর্ষ। ~ion—নিষ্কাশন

extradition—বহিঃসমর্পণ

extra-territorial—অতিরাষ্ট্রিক, অতিক্ষেত্রিক। ~ity—অতিরাষ্ট্রিকতা
extreme—চরম, অন্তিম ; প্রান্ত ; প্রান্তীয়
extrorse anther—বহির্মুখ
extroversion—বহির্বৃত্তি। extrovert—বহির্বৃত
extrusive—নিঃসারী
exudation—রসস্রাব, নিস্রাবণ
eye—চক্ষু। ~ ball—নেত্রগোলক। ~, compound—পুঞ্জাক্ষি। ~ lid—নেত্রপল্লব, চোখের পাতা। ~ piece—অভিনেত্র। ~, simple—সরলাক্ষি। ~ voice-span—দৃষ্টিবাগন্তর (মনো·)
eyes (of tuber)—কন্দমুকুল

F

face—মুখ ; (ভূবি·) পার্শ্ব ; তল, তট
face (crystal)—পার্শ্ব। ~done—কুম্ভকপার্শ্ব। ~, prism—স্তম্ভপার্শ্ব। ~, pyramid—শিখরপার্শ্ব
face value—অভিহিত মূল্য
facet—পল
facilitation—সৌকর্য
factor—(গণিতে) গুণক ; (সাধারণ অর্থে) কারণ। ~ial—গৌণিক। ~ization—গুণকনির্ণয়
faculty—শক্তি (~of mind=মননশক্তি) ; অনুষদ্ (~of science=বিজ্ঞান-অনুষদ্)। ~psychology—বিবৃত্তিবাদ
faeces—মল, বিষ্ঠা
fair copy—শুদ্ধ লেখা বা শুদ্ধ প্রতিলিপি
falatio—মুখেমহন
fallacy—হেত্বাভাস
falling rhythm—নিম্নগ তরঙ্গ (ছন্দ)
falls—জলপ্রপাত। fall line—প্রপাতরেখা
false bedding—উপস্তরবিন্যাস ; উপবিন্যাস
false personation—কপট পরিচয়
falsification—মিথ্যাকরণ
familiarity—পরিচয়, সঙ্গ
famil —গোত্র, জাতি। ~tradition—কুলপ্রথা
famine insurance fund—দুর্ভিক্ষ আগোপ (বা বীমা) নিধি
fan—(ভূবি·) বহক
fanaticism—ধর্মোন্মাদ
fand—বিষদন্ত
fascicle—গুচ্ছ। fasciculated—গুচ্ছিত
fat—চর্বি, মেদ, বসা ; স্নেহপদার্থ, স্নেহদ্রব্য। ~body—মেদপুঞ্জ। ~ty—স্নেহময়, স্নেহ-
fatigability—ক্লান্তিপ্রবণতা
fatigue index—ক্লান্তাঙ্ক
fault—চ্যুতি ; (ভূবি·) ভ্রংস। ~ed—ভ্রস্ত
fauna—প্রাণিকুল
favouritism—প্রিয়পোষণ, প্রিয়-অনুগ্রহ
feather—পালক। ~y—লোমশ
federal court—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়
federal finance—যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা
federal republic—মৈত্র প্রজাতন্ত্র
federation—আমেল। ~of states—রাষ্ট্রামেল
fee—দেয়ক, মাসুল। ~, betterment or development—উন্নয়ন কর
feeble-minded—ঊনমানস। ~ness—ঊনমানসতা
feline—বিড়াল সম্বন্ধীয়, বৈড়াল
female—স্ত্রী। ~cone (or strobilus)—গর্ভকেশর-মঞ্জরী। ~line—স্ত্রী অনুক্রম
femur—ঊর্বস্থি
ferment—খমির, কিণ্ব। ~ation—সন্ধান, গাজান। ~ed—সন্ধিত
ferruginous—লৌহময়
fertilization—নিষেক ; গর্ভাধান। cross ~—পর-নিষেক। self-~স্বনিষেক। fertilized—নিষিক্ত। fertilizer—কৃষিসার, সার
fetichism—বস্তুকাম, বস্তুরতি। fetichist—বস্তুকামী
fetish—ভক্তিবস্তু
feudal system—সামন্ততন্ত্র
fibre—তন্তু। fibrous—তান্তব, তন্তুময় তন্তু-, (বৃক্ষাদির শিকড় সম্বন্ধে) তন্তুমূল, গুচ্ছমূল। ~spindle—মস্তিষ্ক তন্তু। ~ supporting—ধাবকতন্তু। ~, traction—আকর্ষতন্তু
fibrous tissue—তন্তুকলা
fibula—অনুজঙ্ঘাস্থি
fiduciary—ন্যাসিক, বিশ্বাসিত ব্যক্তি। ~issue—বিশ্বাসাত্মক মুদ্রা
field glass—ভৌম দূরবীক্ষণ
field lens—ক্ষেত্রবর্ধক লেন্স
figure—চিত্র ; (গণি·) অঙ্ক। ~of the earth—পৃথিবীর আকার
filament—সূত্র ; (পুংকেশর-সম্পর্কে) পুংদণ্ড। ~ous—সূত্রবৎ
filarial fever—শ্লীপদ
file—নথি ; উখা, রেতি। ~board—নথিপট্ট

filiform—সূত্রাকার
film—সর ; (সিনেমার) ছবি
filter—পরিস্রুত বা পরিস্রাবিত করা ; পরিস্রাবক। ~ed—পরিস্রুত। ~paper—পরিস্রুতি কাগজ
filtrate—পরিস্রুৎ। filtration—পরিস্রুতি, পরিস্রাবণ
fin—পাখনা
finance—অর্থ ; বিত্ত। ~officer—অর্থ আধিকারিক। financial—আর্থিক, অর্থ
fine arts—ললিতকলা, সংকলা
fine metal—পরিষ্কৃত ধাতু
finger-print—অঙ্গুলাঙ্ক। ~-expert—অঙ্গুলাঙ্ক-বিশেষজ্ঞ
finite—সান্ত, পরিমেয়
fire—অগ্নি। ~brick—অগ্নিসহ ইষ্টক। ~-clay—অগ্নিসহ মৃত্তিকা। ~proof—অগ্নিসহ। ~-extinguisher—অগ্নিনির্বাপক। ~place—উনান, চুল্লী
firm—সার্থ। ~'s credit—কারবারের সুনাম
firm estimate—নিশ্চিত প্রাক্কলন
first aid—প্রাথমিক সাহায্য
first point of Aries—আদিবিন্দু, মেষবিন্দু
first point of Libra—তুলাবিন্দু
fiscal—রাজস্ববিষয়ক
fishery—মৎস্য-ব্যবসায় ; মীনক্ষেত্র, মীনকর, জলকর। ~products—মৎস্যজাত
fissility—বিদার্যতা
fission—বিভাজন। ~algæ—বিভাগী শৈবাল। fungi~—বিভাগী ছত্রাক
fissure—ফাট, বিদার। ~d—বিদীর্ণ
fits—ফিট, আক্ষেপ
fitter—সন্ধায়ক
fixation—বন্ধন, সংবন্ধন
fixed—বদ্ধ ; স্থায়ী। ~alkali—স্থিরক্ষার। ~deposit—স্থায়ী নিধান ; স্থায়ী আমানত। ~idea—বদ্ধ-ভ্রান্তি, বদ্ধভাব। ~points—মানবিন্দু। ~star—স্থিরতারা। ~travelling allowance—নির্দিষ্ট পাথেয়
flagellant—কশাকামী। flagellation—কশাকাম
flame—শিখা, অগ্নিশিখা। ~reaction—শিখা-বিক্রিয়া। oxidizing~—জারকশিখা। reducing~—বিজারক শিখা।
flank of an army—সেনাকক্ষ
flap—পেটী, বেষ্টনী

flash-point—জ্বলনাঙ্ক
flask—কাচকুপী, কুপী
flattening—চিপিটন (ভূবি·)
flaw—(ভূবি·) ত্রাস
flax—অতসী, শণ
flea—উপমক্ষিকা। ~rat—ইঁদুরমাছি
flexible—নম্য, নমনীয়। flexibility—নমনশীলতা, নম্যতা
flicker—স্পন্দ, কম্পন, স্পন্দন
flint—অরণিপ্রস্তর
floating—(বিণ) প্রবাহী ; প্লবমান ; (বি—যৌথ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানাদি সম্বন্ধে) পত্তন। ~assets—প্রবাহী পরিসম্পৎ। ~capital—প্রবাহী পুঁজী। ~debt—প্রবাহী ঋণ। ~rib—মুক্ত পর্শুকা
flocculent—পিঞ্জবৎ, গুচ্ছবৎ
flood plains—প্লাবনভূমি
flora—উদ্ভিদ্‌কুল। ~l—পুষ্প-। ~l diagram—পুষ্পপ্রতীক। ~l formula—পুষ্পসঙ্কেত। ~l leaves—পুষ্পপত্র
floret—পুষ্পিকা। ~disc—মধ্যপুষ্পিকা। ~ray—প্রান্তপুষ্পিকা
flow—সৃতি। ~tide—জোয়ার
flower—পুষ্প। ~ing—সপুষ্পক। ~less—অপুষ্পক। ~s of sulphur—গন্ধকরজ
fluctuation—হ্রাসবৃদ্ধি, বিচলন
fluid—তরল। ~ity—তরলতা
fluorescence—প্রতিপ্রভা। fluorescent—প্রতিপ্রভ
fluvial—সারিত
flux—বিগালক
flying fox—বাদুড়
focus—নাভি। real~—সৎ ফোকস। virtual~—অসৎ ফোকস
foeces—বিষ্ঠা
foetus—ভ্রূণ
fog—কুজ্ঝটিকা ; কুয়াসা
foil—পত্র, তবক
fold—ভঙ্গ, ভাঁজ। ~mountain—ভঙ্গিল পর্বত
foliaceous—ফলকাকার
foliage—পর্ণরাজী
foliated—পত্রিত। foliation—পত্রায়ণ
folio—পত্র, পাতা
folk metre—ছড়ার ছন্দ। ~-psychology—লোকমনোবিদ্যা। ~-style—লৌকিক রীতি।

~ -verse—ছড়া
foot—পর্ব, গণ (ছন্দ)। ~ -flower—পদভগ্না, পা-হাপর। ~ form—পর্ববন্ধ। ~ pause—লঘুযতি, পর্বযতি। ~ rhythm—পর্বস্পন্দ। ~ section—উপপর্ব
foramen—রন্ধ্র, ছিদ্র, বিবর। ~magnum—মহা-বিবর। auditory~—শ্রুতিরন্ধ্র।
force—বল। effective~—ত্বরণ-বল। equilibrium of forces—বলসাম্য। parallelogram of forces—বলসামন্তরিক। ~d labour—বেগার, বলাৎশ্রম
forceps—চিমটা ; সন্না
fore—অগ্র-, পুরঃ-। ~arm—প্রকোষ্ঠ, পুরোবাহু। ~brain—পুরোমস্তিষ্ক। ~conscious—আসংজ্ঞান। ~-ground—পুরোভূমি। ~limb—অগ্র-পদ। ~-pleasure—পূর্বসুখ
foreclosure—নিষ্ক্রিয়-সমাপ্তি
foreign—বৈদেশিক, বিদেশীয়। ~exchange—বৈদেশিক বিনিময়। ~service—বিদেশীয় কৃত্য।
foreman—অধিকর্মিক, কর্মনায়ক, সর্দার। ~instructor—অধিকর্মিক যন্ত্রশিক্ষক
forest—বন। ~er—বনকর্মী। ~-guard—বনরক্ষী। ~-ranger—বনরক্ষক
for favour of orders—আদেশ প্রার্থনীয়
forfeited—অপবর্তিত, বাজেয়াপ্ত। forfeiture—অপ-বর্তন
forged—কূটকৃত, কূটলেখিত, জাল। forgery—কূট-কর্ম, কূটলেখ, জালিয়াতি
form—আকার, প্রকার, আকৃতি
formal—কৃত্য, বিধিবৎ। ~ly—যথাবিধি। ~order—যথাবিধি আদেশ
formation—সংগঠন ; গঠন ; (ভূবি·) স্তরসমষ্টি। mode of~—উৎপত্তি
formula—সূত্র ; সঙ্কেত। graphic~—চিত্রসঙ্কেত
forward—অগ্রিম
fossil—জীবাশ্ম। ~ized—অশ্মীভূত, শিলীভূত।
fountain-experiment—উৎস-পরীক্ষা
fractional—আংশিক। ~crystalization—আংশিক কেলাসন। ~distillation—আংশিক পাতন
fracture—ভঙ্গ, বিভঙ্গ
fragmentation of nucleus—খণ্ডিত নিউক্লীয় বিভাগ
framework—কাঠাম
fraud—প্রতারণা ; উপধি

franco price—সর্বব্যয়-সাকুল্যমূল্য
free—নির্বাধ, অবধি ; (মনোবি·) স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ, মুক্ত। ~association method—মুক্তানুষঙ্গপদ্ধতি। ~end—(পদার্থ·) মুক্তপ্রান্ত। ~image—অবাধ ; প্রতিরূপ ; মুক্ত-অনুষঙ্গ পদ্ধতি। ~port—মুক্ত-বন্দর। ~will—ইচ্ছাস্বাতন্ত্র
freehold land—নিষ্কর জমি
freezing mixture—হিমমিশ্র
freeging point—হিমাঙ্ক
freight—ভাড়া, মালের ভাড়া। ~freight pro rata—সমানুপাতিক মাশুল
frequency—পৌনঃপুন্য ; ঘটনমাত্র ; বার। ~curve—বারলেখ। ~of vibration—কম্পাঙ্ক
fresh letter—আদি পত্র
fresh water—সুজল, মিঠা জল
friction—ঘর্ষণ
frigid—হিম। ~zone—হিমমণ্ডল
frond—ফানপত্র
frontal—ললাটাস্থি
Frontier (Province)—সীমান্ত (প্রদেশ)
frost—তুহিন
frothing—ফেনায়ন
fructification—ফলোৎপাদন
fructose—ফলশর্করা
frugvorouos—ফলাশী
fuel—ইন্ধন। ~ling—তৈলভরণ, এধগ্রহণ
fugacious—আশুপাতী
fulcrum—আলম্ব
full pause—পূর্ণযতি, পঙ্‌ক্তিযতি
fuller's earth—মূলতানি মাটি
fulminating powder—বিস্ফোরক চূর্ণ
fumes—ধূম। fuming—ধূমায়মান
function—ধর্ম, বৃত্তি, কর্ম, ক্রিয়া ; কৃত্য ; (গণি·) অপেক্ষক। ~al—কার্মিক। ~alism—ক্রিয়াবাদ
fund—পুঁজি, ভাণ্ডার, কোষ, নিধি, তহবিল। ~,annuity—বার্ষিক (বৃত্তি) তহবিল। ~contingency—সম্ভাব্য ব্যয় তহবিল। ~ed debt—নিহিত ঋণ। sinking~—কর্মশোধক তহবিল
fundamental—প্রধান, মৌলিক। ~rules—মূল নিয়মাবলী। ~principle—মূলতত্ত্ব। ~tissue—আদিকলা
fungus—ছত্রাক
funiculus—ডিম্বক-নাড়ী

fur—লোমশ চর্ম ('সলোম চর্ম' অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু)
furnace—চুল্লী। ~, combustion—দাহচুল্লী, ~, muffle—সংবৃতচুল্লী। ~, reverberatory—পরাবর্তচুল্লী
furrowed—বলিযুক্ত
fusible slag—দ্রাব্য ধাতুমল
fusiform—মূলকাকার
fusion—গলন। ~mixture—গালকমিশ্র। ~point—গলনাঙ্ক

G

gait—গতিভঙ্গী
galaxy—(জ্যোতিষ) ছায়াপথ
gale—ঝড়
galena—সীসাঞ্জন
gall-bladder—পিত্তাশয়, পিত্তস্থলী
gallery—বীথিকা
galvanized—দস্তালিপ্ত
gambling—জুয়া
game sanctuary—জীবাশ্রয়
gametangium—জননকোষাধার
gamete—জননকোষ
gametophyte—লিঙ্গধর উদ্ভিদ
gamopetalæ—যুক্তদলী। gamopetalous—যুক্তদল
gamosepalous—যুক্তবৃতি
ganglion—নার্ভ-গ্রন্থি
gangman—সর্দার, গণপুরুষ
gangue—আকর-মল
garage—যানশালা
garnet—তামড়ি
gas—গ্যাস। ~eous—গ্যাসীয়। ~fitter—গ্যাস-মিস্ত্রী। ~holder—গ্যাসধারক। ~man—গ্যাস-ওয়ালা। ~ometer—গ্যাসমাপক। ~plant—গ্যাসজনিত্র। poisonous~—বিষ-গ্যাস
gaster—উদর
gastric—পাক-, পাচক। ~juice—পাচকরস
gastropod—উদরপদ
gate pass—দ্বারপত্র, দ্বারপারক
gazette—ঘোষপত্র। ~d—ঘোষিত
Gemini—মিথুন
gemmation—মুকুলোদ্গম
general—সামান্য, সাধারণ। ~build—সামান্য গঠন। ~character—সামান্য লক্ষণ। ~election—সাধারণ নির্বাচন। ~manager—সাধারণ ব্যবস্থাপক বা অধ্যক্ষ। ~mechanic—সাধারণ মিস্ত্রি। ~Price level—পণ্য সাধারণের মূল্যস্তর। ~psychology—মনোবিদ্যা। ~service—সাধারণ কৃত্যক।
generalization—সামান্যীকরণ
generating line—কারিকা রেখা
generation—জনি, জনু ; জনন। spontaneous ~—স্বতঃজনন, অজীবজনি। generative—জনন-। generator—উৎপাদক
generic—জাতীয়
genesis—উৎপত্তি
genetic—-জ, জাত, জনিত, উৎপাদিত, সম্ভূত। ~method—জনি-পদ্ধতি। ~relation—জন্ম-সম্বন্ধ। ~spiral—পত্রমূলাবর্ত
genetics—সুপ্রজননবিদ্যা
genital—উপস্থ ; জনন-। ~aperture—জননরন্ধ্র। ~organ—জননযন্ত্র। ~papilla—জননপিড়কা। ~system—জননতন্ত্র
genus—গণ
geocentric—ভূকেন্দ্রীয়
geode—ধরাকৃতি। ~tic—ধরাকৃতি-
geographical—ভৌগোলিক, ভূগোল-
geography—ভূগোলবিদ্যা। ~, zoo—প্রাণি-ভূগোল
geoisotherm—ভূতাপতল, রেখা
geological—ভূতত্ত্বীয়। ~distribution—প্রত্ন-সংস্থান, প্রত্ন-বিস্তাবণ
geology—ভূবিদ্যা। geologist—ভূবিৎ, ভূবিজ্ঞানী
geometric series—গুণোত্তর শ্রেণী
germ—বীজ, রোগবীজ। ~cell—জননকোষ। ~ination—অঙ্কুরোদ্গম। ~tube—আদি অনুসূত্র
gesture—অঙ্গভঙ্গি। ~language—ভঙ্গিভাষা
geyser—উষ্ণ প্রস্রবণ
gibbous—অর্ধাধিক
giddiness—ভূমি
gill—কঙ্কত, ফুলকা। ~cleft or slit—কঙ্কতরন্ধ্র বা

gilt edged—স্বর্ণতুল্য। ~security—স্বর্ণতুল্যঋণ বা লগ্নিপত্র
girl guide—কন্যা-প্রণিধি
glabrous—মসৃণ
glacier—হিমবাহ, হিমসরিৎ। glacial—হিম-। glaciated—হিমক্রিয়াপন্ন, হিমক্ষয়িত। glaciation—

হিমক্রিয়া, হিমসংহনন
gland—গ্রন্থি। ~, digestive—পাচক গ্রন্থি। salivary~—লালাগ্রন্থি। ~, endocrine—অন্তর্গ্রন্থি। ~, oil—তৈল। ~, water secreting—জলক্ষরী গ্রন্থি। ~ular—গ্রন্থি-
glassy—কাচিক
glaucous—চকচকে
glaze—চক্কণলোপ
glimmer—ঝলক, ঝিকিমিকি, দীপ্তি
glisten—চিকমিক করা
globe—ভূগোলক ; গোলক। globose—গোলাকার
globular—গুলিকাময় ; বর্তুলাকার
globule—গুটিকা, গুলিকা
glottis—শ্বাসরন্ধ্র
glucose—দ্রাক্ষা-শর্করা
Gogra—ঘর্ঘরা
gold standard—স্বর্ণমান। gold bullion standard—স্বর্ণপিণ্ডমান। gold standard reserve—স্বর্ণমান সংচিতি। gold specie standard—স্বর্ণমুদ্রামান
good faith—শুদ্ধমতি ; সরল অন্তর
goods—মাল
goodwill—প্রতিষ্ঠাধিকার ; শুভেচ্ছা
gorge—গিরিখাত, গিরিসঙ্কট
governing body—শাসকবর্গ, পরিচালকবর্গ
government—(বি·) শাসন, সরকার ; (বিণ·) রাজ-, রাজকীয়, সরকারি। ~, federal—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। ~, interim—অন্তর্বর্তী সরকার। ~, unitary—কেন্দ্রীভূত শাসন
governor—রাজ্যপাল ; শাসক। Governor General—রাষ্ট্রপাল
grade—পর্যায়, অবক্রম, মাত্রা, শ্রেণী। ~d—পর্যায়িত। gradation—ক্রমায়ণ ; পর্যায়। gradient—নতি ; নতিমাত্রা ; অবক্রম। gradual—ক্রমিক
graduate—অংশাঙ্কিত করা, স্নাতক। ~d—অংশাঙ্কিত ; অংশিত। graduation—অংশাঙ্কন। graduator—ক্রমাঙ্ক-মান, ক্রমাঙ্কক।
graft—জোড়কলম। ~ing—কলম করা
graminæ—ধান্য-গোত্র, গ্রামিনী
granary—শস্যভাণ্ডার
grand total—মহাসমষ্টি
Grand Trunk Road—মহাপথ
grant—অনুদান। ~in-aid—সহায়ক অনুদান। ~in-budget—আয়ব্যয়কীয় অনুদান
granular—দানাদার, কণাময়
granulated—কণীকৃত। ~zinc—দস্তার ছিবড়া
grape sugar—দ্রাক্ষা-শর্করা
graph—লেখ, চিত্র। ~ic—সলেখ। ~ical—লৈখিক। ~paper—ছক-কাগজ
graphite—কৃষ্ণসীস
grasping reflex—গ্রহ প্রতিবর্ত
gratification—পরিতৃপ্তি
gratuitous relief—নিরপেক্ষ সাহায্য
gratuity—আনুতোষিক (অবসর গ্রহণকালে এককালীন পুরস্কার)
gravel—কঙ্কর, গুটি
gravimetric—তৌলিক
gravitation—মহাকর্ষ। ~constant—মহাকর্ষাঙ্ক। ~al unit—মহাকর্ষীয় একক
gravity—গাম্ভীর্য ; গুরুত্ব ; অভিকর্ষ। centre of~—ভারকেন্দ্র। specific~—আপেক্ষিক গুরুত্ব
greasy—তৈলাক্ত, তৈলাক্তবৎ
Great Barrier Reef—বৃহৎ প্রবাল-প্রাচীর
Great Bear—সপ্তর্ষিমণ্ডল
great circle—গুরুবৃত্ত
green vitrol—হিরাকস
gregarious—সঙ্ঘিত ; যূথচর, যূথচারী। ~ness—যূথচারিতা
grip—মুষ্টিগ্রাহ
gristle—তরুণাস্থি
groeve—খাঁজ
gross and net profit- স্থূল ও সূক্ষ্ম লাভ, থোক ও নীট লাভ
gross weight—স্থূল ভার, স্থূল ওজন
ground—ভূমি। ~nuts—চীনাবাদাম। ~tissue—আদিকলা। ~water—ভৌমজল, ভূজল। burial~—গোরস্থান। burning~—শ্মশান
ground glass—ঘষা কাচ
group—গণ, সংহতি, সঙ্ঘ ; পুঞ্জ, মণ্ডলী ; অধিসঙ্ঘ, শ্রেণী, বর্গ। ~ed—পুঞ্জিত, মণ্ডলীকৃত। group of states—রাজ্যপুঞ্জ, রাজ্যমণ্ডলী। ~test—সঙ্ঘ-ভিক্ষণ
growing—বর্ধমান, উঠতি। ~apex—বর্ধমান। অগ্র।
guarantee—প্রত্যাভূতি
guard—রক্ষী। ~cell—রক্ষীকোষ
guidance—অনুবর্তন
guild—পূগ, কারুসমবায়। ~organisation—কারু-

সমবায়
gulf stream—উপসাগর-স্রোত
gullet—গ্রাসনালী, অন্ননালী
gun—কামান, বন্দুক। ~ner—গোলন্দাজ। ~powder—বারুদ
gunny—চট
gustatory—রাসন
gut—অন্ত্র। mid-~—মধ্যান্ত্র
gymnasium—ব্যায়ামশালা
gymnosperm—ব্যক্তবীজী
gynæncium—স্ত্রীস্তবক
gynandrophore—উভলিঙ্গধর
gynandrous—যোষিৎপুংস্ক। gynandry—পুংসমতা
gynecomasty—স্তনস্ফীতি
gynobasic—গর্ভমূলোত্থ
gynophore—স্ত্রীধর, স্ত্রীবহ

H

habeas corpus—বন্দিপ্রদর্শন
habit—স্বভাব, প্রকৃতি, আচরণ, অভ্যাস ; বৃত্তি। bad ~—কদভ্যাস
habitat—নিবাস, বসতি
habituation—অভ্যস্তকরণ
hachures—ভূলেখা
hackly—বঙ্কুর
hail—করকা, হিমশিলা। ~storm—হিমঝঞ্ঝা, শিলাবৃষ্টি
half-blood—বৈমাত্রেয়, বৈমাত্র
halitosis—দুর্গন্ধ শ্বাস
hallucination—মায়া, অমূল প্রত্যক্ষ
halo—তেজস্তিলক
halting allowance—বিরাম-অধিদেয়
handicraft—হস্তশিল্প
handling agent—মধ্যবর্তী নিযুক্তক
handnote—হাতচিঠা
handwriting expert—হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞ
hangar—বিমানশালা
haptera—বন্ধক (উদ্ভিদ্)
harbour—পোতাশ্রয়
hardness—খরতা
hard water—খরজল
harmonic—সমঞ্জস। ~series—বিপরীত শ্রেণী
harmony—সুস্বনতা : সঙ্গত
harvest moon—হৈমন্তিক চন্দ্র
hastate—ফলম্বপত্রাকার
hate, hatred—দ্বেষ
haulm—তৃণকাণ্ড
haustoria—চোষকমূল
haven—পোতাশ্রয়
haves—অস্তিমান্। have-nots—নাস্তিমান্
H. C. F.—গ· সা· গু·
head—প্রধান। ~clipers—করোটি মাপক। ~constable—প্রধান আরক্ষিক, সর্দার পাহারাওয়ালা। ~land—অন্তরীপ। ~of a department—বিভাগ-প্রধান। ~ of a directorate—অধিকার-প্রধান। ~of an office—করণ-প্রধান। ~quarters—মুখস্থান, সদর
healing (of wound)—ক্ষত-সংরোহন
health officer—স্বাস্থ্যাধিকারিক
hearing—শ্রবণ। defective ~—শ্রবণ-দোষ
heart—হৃৎপিণ্ড। ~-beat—হৃদ্‌ঘাত
heat—তাপ। ~of combustion—দহনতাপ। ~ of dilution—লঘুকরণ তাপ। ~ of formation—সংঘটন তাপ। ~, mechanical equivalent of—বলতুল্যাঙ্ক। ~, monecular neutralization—প্রশমন তাপ। ~ of reaction—বিক্রিয়া তাপ। ~, specific—আপেক্ষিক তাপ।
heave—ব্যবধি
heavenly body—জ্যোতিষ্ক
heavy metal—গুরু ধাতু
heavy punishment—গুরুদণ্ড
hedgehog—কাঁটাচুয়া
hedging—ক্ষতি এড়াইবার দ্বিপাক্ষিক বন্দোবস্ত
hedonism—প্রেয়োবাদ
helio-—সূর্য·। ~centric—সূর্যকেন্দ্রীয়। ~tropic—সূর্যাবর্তী। ~tropism—সূর্যাবৃত্তি
hemimorph—বিষম-মেরু
hemisphere—গোলার্ধ
hemp—শণ
hepatic—যকৃত
heptamoric—সপ্তকল (ছন্দ)
heptavalent—সপ্তযোজী
herb—ঔষধি, বীরুৎ। ~aceous—কোমল। ~arium—ওষধিশালা। ~ivorous—শাকাশী
hereditament—মৌরস, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি
hereditary—বংশগত, বংশজ ; পৈত্র ; ক্রমাগত। her-

edity—বংশগতি
herkogamy—স্বসঙ্গমরোধী
hermaphrodite—দ্বিলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ। hermaphroditism—উভয়লিঙ্গতা
hetero—অসম। ~gamous—অসমজননকোষী। ~geneity—বিষমসত্ত্বতা। ~genous—অসমসত্ত্ব, বিষমসত্ত্ব, বিবিধজাতিক। ~merous—অসমাংশক। ~phily—বিবিধপত্রী। ~sexuality—ইতর রতি। ~sporous—অসমরেণুপ্রসূ। ~styly—অসমপুংদণ্ড। ~trophic—পরভোজী
hexa—ষট্। ~gon—ষট্‌কোণ। ~gonal—ষণ্মিতি; ষট্‌কোণ। ~hedron—ষট্‌পার্শ্ব। ~moric—ষট্‌কল (ছন্দ)। ~valent—ষড়যোজী
hibernation—শীতস্বাপ, শীতঘুম
hides—কাঁচা চামড়া
higgle—দরকষাকষি করা
high—প্রধান; প্র-; ঊর্ধ্বতন, উচ্চ। High Commissioner—প্র-মহাধ্যক্ষ। High Court—প্রধান বিচারালয়, মহাধর্মাধিকরণ
higher—ঊর্ধ্বতন, উত্তর, উচ্চতর। ~service—ঊর্ধ্বতন কৃত্যক
highlands—অধিত্যকা-ভূমি, উচ্চ পার্বত্য ভূমি
high water—জোয়ার। ~ ~ mark—জোয়ার-রেখা
highway—রাজপথ
hill—পাহাড়। ~ock—গণ্ডশৈল
hilum—ডিম্বকনাভি
hind—পশ্চাৎ। ~brain—পরাঙ্মস্তিষ্ক। ~limb—পশ্চাৎপদ। ~wing—পশ্চাৎপক্ষ
hinterland—পশ্চাদ্‌ভূমি, পশ্চাৎপ্রদেশ
hire-purchase (system)—ক্রয়বিক্রয় (পদ্ধতি), ঠিকা-সওদা (পদ্ধতি)
hirsute—খররোম
histology—কলাস্থান
history of services—কৃত্যকবৃত্ত
hive—চাক। ~, bee—মৌচাক
hoar-frost—তুহিন, কণতুষার
hodograph—ত্বরণ-চিত্র
holder—ধারক
holding—জোত
holiday—বন্ধদিন
holohedral—পূর্ণপার্শ্ব
homestead—বসতবাটি
home charges—বিলাতের দক্ষিণা
home department—স্বরাষ্ট্র বিভাগ
homicide—নরহত্যা
homo—সম-। ~gamous—স্বসঙ্গমসম্ভাবী, সমপরিণত। ~gamy—সমপরিণতি। ~geneity—সমসত্ত্বতা। ~geneous—সমসত্ত্ব, সমমাত্র, সমজাতিক। ~logous—সমসংস্থ, সমগণীয়। ~logy—সমসংস্থা। ~sexuality—সমরতি, সমকাম। ~sporous—সমরেণু-প্রসূ
honorarium—দক্ষিণা, মানদেয়
honorary—অবৃত্তিক, অবৈতনিক
honoris causa—মানার্থ
hood—ফণা
hoof—খুর
hook—অঙ্কুশ
horizon—(বৃত্ত-সম্পর্কে) দিগন্ত; (সমতল-সম্পর্কে) ক্ষিতিজ। ~tal—অনুভূমিক। ~tal parallax—ক্ষিতিজ-লম্বন। ~tal pressure—অনভূম চাপ
hormone—হরমোন
horse power—আশ্ব
horticulturist—উদ্যানবিৎ। horticultural—উদ্যান-
hospital—আরোগ্যশালা, হাসপাতাল
host—পোষক, স্বাগতিক
hostile witness—প্রতিকূল সাক্ষী
hot-spring—উষ্ণ প্রস্রবণ
hour—(জ্যোতিষ) হোরা
house (of ligislature)—কক্ষ
house-boat—বাস-নৌকা
House of the People—লোকসভা
house surgeon—সন্নিযুক্ত শল্যচিকিৎসক
hue—বর্ণমাত্র
humanism—মানবতাবাদ
humanitarian—মানবপ্রেমী
humanity—মানবতা
humerus—প্রগণ্ডাস্থি
humid—আর্দ্র। ~ity—আর্দ্রতা
hurricane—ঝঞ্ঝা
hyaline—কাচিক। holo~—সংকাচিক
hybrid—সঙ্কর। ~ism—সঙ্করতা। ~ization—সঙ্করণ, সঙ্করায়ণ
hydration—জলযোজন। hydrated—সোদক
hydraulic—ঔদক
hydro-—বারি-, জল-। ~chloric acid—লবণাম্ল। ~-electric project—জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ~lize

—জলবিশ্লেষ করা। ~lysis—আর্দ্র-বিশ্লেষ। ~meter—ঘনত্বমাপক। ~philous—জলপরাগী। ~phyte—জলজ। ~sphere—বারিমণ্ডল। ~statics—ঔদস্থিতিবিদ্যা।~tropism—জলাবৃত্তি। ~us—সোদক
hygiene—স্বাস্থ্যবিদ্যা। personal~—দৈহিক স্বাস্থ্য, প্রাতিস্বিক স্বাস্থ্য। public~—পৌরস্বাস্থ্য
hygro- —বারি-, জল-। ~meter—আর্দ্রতা মাপক। ~phyte—আর্দ্রভূমিজ। ~scopic—জলগ্রাহী, জলাকর্ষী
hypabyssal—উপপাতালিক
hypanthodium—উদুম্বরবিন্যাস
hyperæsthesia—অতিবেদন
hyperbola—পরাবৃত্ত
hypha—অণুসূত্র
hypnosis, hypnotism—সংবেশন। hypnotic—নিদ্রাকারক। hypnotized—সংবিষ্ট। hypnotist—সংবেশক
hypobasal—অধঃপাদীয়
hypocotyl—বীজপত্রাবকাণ্ড
hypocrateriform—রঙ্গনাকার, রঙ্গনদলাকার
hypodermis—অধত্বক
hypogeal—মৃদ্‌বর্তী
hypogynæ—গর্ভপাদপুষ্পী
hypogynous—গর্ভপাদ
hypotenuse—অতিভুজ
hypothecate—দায়বদ্ধ করা। hypothecation—দায়বন্ধন, বন্ধক। ~, letter of—বন্ধকপত্র
hypothesis—প্রকল্প। hypothetical—প্রকল্পিত, অনুমানাত্মক

I

I. A. S.—ভারত প্রশাসন কৃত্যক
ice—বরফ। ~-age—তুষারযুগ। ~berg—হিমশৈল। ~cap—হিমমুকুট
id—অদস্‌
idea—ভাব
ideal—আদর্শ। ~ism—ভাববাদ, আদর্শ-বাদ। ~-sadism—মানস ধর্ষকাম
ideation—ভাবনা। ~at—ভাবনাজ
identical—অভিন্ন, একরূপ
identification—অভেদ, একাত্মতা, ঐকাত্ম্য ; শনাক্তকরণ
ideogram—ভাবলেখ
ideologist—ভাববাদী
idiocy—জড়ধীতা
idiot—জড়ধী
igneous—আগ্নেয়
ignite—প্রজ্বলিত করা, জ্বালান
ignition—জ্বলন। ~temperature—জ্বলনাঙ্ক
ileum—নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র
illegal possession—জবরদখল
illuminant—দীপক
illuminate—আলোকিত করা। ~d—আলোকিত, দীপ্ত
illuminating—দীপক। ~power—দীপন-শক্তি
illumination—দীপন। intensity of~—দীপনমাত্রা
illusion—অধ্যাস
illustration—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, নিদর্শন ; চিত্র
image—বিম্ব, প্রতিবিম্ব ; প্রতিরূপ। ~less—অপ্রতিরূপ। ~ry—প্রতিরূপ সমষ্টি। real~—সদ্‌বিম্ব। virtual~—অসদ্‌বিম্ব
imago—সমঙ্গ (পতঙ্গ)
imitation—অনুকরণ, অনুকৃতি
immanence—ব্যাপিকা
immediate—অবিলম্ব, অব্যবহিত। ~slip—অগৌণ-পত্রী
immigration—পরদেশবাস ; অভিবাসন, অধি-প্রবাস।। immigrant—পরদেশী ; অভিবাসী
immiscible—অমিশ্রণীয়। immiscibility—অমিশ্র-ণীয়তা
immolation—বলি
immovable—স্থাবর
immorality—দুর্নীতি
immune—অনাক্রম্য। immunity—অনাক্রম্যতা ; অপ্রসক্তি, বিমুক্তি। ~from taxation—কর অব্যাহতি
impact—সঙ্ঘাত ; অগ্রভার (~of taxes=—করের অগ্রভার)
imparipinnate—সচূড়পক্ষল
impeachment—অভিসংশন
implements—যন্ত্রপাতি
impermeable—অপ্রবেশ্য, অভেদ্য
impersonal—নৈর্ব্যক্তিক, অব্যক্তিক
impervious—অপ্রবেশ্য, অভেদ্য
implication—বিবক্ষা, লক্ষণা

import—(ক্রি·) আমদানি করা ; (বি·)আমদানি, আগম। ~duty—আগমশুল্ক, আমদানিশুল্ক। ~quota—আমদানি বরাদ্দ। Import Trade Controller—আগম-বাণিজ্য-নিয়ামক। ~ed—আগমিত। ~s—আমদানি
impost—প্রবেশ-কর
impotence—ধ্বজভঙ্গ
impregnation—গর্ভাধান
impressed—প্রযুক্ত (~force=প্রযুক্ত বল)
impression—ধারণা, প্রভাব
imprest—অগ্রদত্ত। ~ money—জিম্মা (স্থায়ী) তহবিল
improper—(গণি·—ভগ্নাঙ্ক সম্পর্কে) অপ্রকৃত
impulse—ঘাত, আবেগ। impulsive—আবেগজ। impulsive force—ঘাতবল
impurity—অপবস্তু
imputation—আরোপ
inactive—নিষ্ক্রিয় ; (মনোবি·) নিরুপক্রম। inactivity—নিষ্ক্রিয়তা
inadequate stimulus—অসমর্থ উদ্দীপক
inborn—সহজাত, অর্ন্তজাত
incandescence—ভাস্বরতা। incandescent—ভাস্বর। incandescent lamp—ভাস্বরদীপ
incarnation—অবতার
incentive—প্রয়োজক
incentre—অন্তঃকেন্দ্র
incest—অজাচার
incidence—আপতন। ~of taxation—করের পশ্চাদ্‌ভার, করভার
incident—(বিণ·) আপতিত। ~al—আনুষঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক
incipient—অনিয়ত, উপক্রান্ত ; প্রারম্ভিক
incircle—অর্ন্তবৃত্ত
incisor—কৃন্তক
inclination—আনতি, নতি
incline—ঢালু, সুরঙ্গ
inclined—আনত, নত
included—অন্তর্ভূত
inclusion—প্রোত
incombustible—অদাহ্য। incombustibility—অদাহ্যতা
income—আয়। ~-tax—আয়কর। ~-tax officer—আয়কর-আধিকারিক। ~, unearned—অনুপার্জিত আয়
incommensurable—অমেয়
incompatible—বিরুদ্ধ
incomplete—অপূর্ণপুষ্পী
incomplete foot—অপূর্ণ পর্ব (ছন্দ)
incompressible—অসংনম্য। incompressibility—অসংনম্যতা
incongruous—অসঙ্গত
inconsistency—অসঙ্গতি ; অসামঞ্জস্য। inconsistent—অসঙ্গত
in continuation of—অনুবৃত্তিক্রমে
inconvertible (money)—অবিনিমেয়
incorporated—নিগমিত, নিগমবদ্ধ, সমিতিবদ্ধ
incorporation—নিগমবন্ধন
increasing return—ক্রমিক আয়বৃদ্ধি
indebtedness—ঋণিতা
indefinite—অনিয়ত
indehiscent—অবিদারী
indeminity—ক্ষতিপূরণ, খেসারত ; অদায়িতা, নিষ্কৃতি ; ক্ষতিবহন-প্রতিশ্রুতি। ~bond—ক্ষতিপূরণ-পত্র, খেসারত নামা
indent—সংভৃতিপত্র ; সংভৃতক। ~ing officer—সংভৃত আধিকারিক
independence—স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা। independent—স্বতন্ত্র ; স্বাধীন
indestructible—অনশ্বর। indestructibility—অনশ্বরতা
indeterminant—অনির্ণেয়
index—নির্দেশক ; সঙ্কেত ; অনুক্রমণী ; সূচক। ~ing—অনুক্রমণ। ~number—সূচক সংখ্যা। ~register—সূচি-নিবন্ধ। refractive~—(পদার্থ·) প্রতিসরাঙ্ক
indicator—সূচক। indicative—সূচক
indifference interval—উদাসান্তর
indigenous—দেশীয়
indigestion—অজীর্ণতা, অপরিপাক
indigo—নীল
indirect—অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ; গৌণ। ~election—অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন। ~taxation—অপ্রত্যক্ষ করারোপণ ; করাধান। ~vision—গৌণদৃষ্টি
individual—(বি·) ব্যক্তি ; (বিণ) ব্যক্তিগত ; প্রাতিস্বিক। ~ism—ব্যক্তিতাবাদ ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ~ity—ব্যক্তিতা

indorsement—সহি
induced—(পদার্থ·) আবিষ্ট
induction—উপপাদন ; আবেশ ; (মনোবি·) উপগম, আরোহ
industrial—শিল্প-, শিল্পবিষয়ক, শিল্পীয় । ~ist—শিল্পপতি । ~ization—শিল্পযোজন । ~ized—শিল্পযোজিত । ~bank—শিল্প ব্যাঙ্ক । ~credit corporation—শিল্পীয় ঋণদান সংঘ । ~ crisis—শিল্পসংকট । ~finance corporation—শিল্পীয় অর্থসাহায্য সংসদ । ~ housing—শিল্পশ্রমিকদের বাসস্থান । ~ tribunal—শিল্প-আদালত
industry—শিল্প ; শ্রমশিল্প । ~, subsidiary—উপজাত শিল্প
inedible—অভক্ষ্য
inelastic—অস্থিতিস্থাপক
ineligibility—অযোগ্যতা ; অপাত্রতা
inert—নিষ্ক্রিয়, জড় । ~ia—জাড্য
in exercise of—পরিচালনক্রমে
inextensible—অপ্রসার্য, অবিস্তার্য
infantilism—অপোগণ্ডতা
inference—অনুমিতি
inferior—অধরিক ; (জরায়ু-সম্বন্ধে) অধোগর্ভ । ~ity complex—হীনতাভাব, হীনম্মন্যতা ।। ~planet —অন্তর্গ্রহ
infiltration—অনুপ্রবেশ
infinite—অসীম,, অনন্ত
infinitesimal calculus—অণুকলন
infinity—অসীম, অনন্ত ; আনন্ত্য, অমেয়তা । regression to~—অনবস্থা
inflammable—দাহ্য
inflation—স্ফীতি, উৎসেক, উৎসার
inflorescence—পুষ্পবিন্যাস
informal—অনুপচারিক । ~ly—অনুপচারে
information—জ্ঞাপন
informer—চর
infra-red—অবলোহিত, রঙ্গপূর্ব
infundibuliform—ধুস্তুরাকার
ingestion—আহার
ingot—ধাতুপিণ্ড
ingredient—উপাদান, উপকরণ
inhalant—আগম
inherence—অধিষ্ঠান
inherit—বংশানুসরণ করা । ~ance—উত্তর-লব্ধি, উত্তরাধিকার । ~ed—বংশগত, বংশানুসৃত
inhibition—বাধ
inhibitory impulse—বাধকাবেগ.
initial—প্রারম্ভিক
injection—সূচিপ্রয়োগ ; (ভূবি·) অনুবেধ । injected—অনুবিদ্ধ
injunction—আসেধাজ্ঞা
inkman—মসীকাব, কালিওয়ালা
inland—(বি·) অন্তর্দেশ ; (বিণ·) অন্তর্দেশীয়
inlet—প্রবেশ-পথ
inlier—আন্তরক
innate—সহজাত, নিসর্গজ
inner—অন্তঃ-, আন্তর
innervation—নার্ভ-সংস্থান
inoculation—টিকা
inorganic—অজৈব, পার্থিব
in partial modification of—আংশিক সংপরিবর্তনক্রমে
in pursuance of—অনুসারে
insanity—বাতুলতা
inscribed—অন্তর্লিখিত, উৎকীর্ণ । ~circle—অন্তর্বৃত্ত
inscription—উৎকীর্ণ লিপি
insectivorous—পতঙ্গভুক্
insertion—সন্নিবেশ
in session—সত্রস্থ, সত্রকালে
insight—পরিজ্ঞান
insinuation—বক্রোক্তি
insoluble—অদ্রাব্য । insolubility—অদ্রাব্যতা
insolvent—শোধনক্ষম, দেউলিয়া । insolvency —শোধাক্ষমতা
inspection—পরিদর্শন । ~clerk—পরিদর্শী করণিক inspecting—পরিদর্শী । inspector—পরিদর্শক Inspector-General of Registration—মহানিবন্ধ-পরিদর্শক । Inspector of Excise—অন্তঃশুল্ক পরিদর্শক । Inspector of schools—বিদ্যালয়-পরিদর্শক । inspectress—পরিদর্শিকা
inspiration—ভাবগ্রাহ ; উচ্ছ্বাস ; প্রশ্বাস
instability—অনবস্থা
installation—স্থাপন ; স্থাপিত যন্ত্র
instalment—স্কন্ধ, কিস্তি
instant—মুহূর্ত ; ক্ষণ । ~aneous—ক্ষণিক ; (পদার্থ·) সদ্যঃপাতী
instep—পদপৃষ্ঠ

instinct—সহজ প্রবৃত্তি। ~ive—সাহজিক। sexual-~—সহজ যৌনপ্রবৃত্তি
institute—প্রতিষ্ঠান
instruction—নির্দেশ। instructor—শিক্ষক
instrument—যন্ত্র, সাধিত্র ; সাধনপত্র। ~ality—করণতা
insulate—অন্তরিত করা। ~d—অন্তরিত। insulating—অন্তরক। insulator—অন্তরক
in supersession of—নিবর্তনক্রমে, বাতিল করিয়া
insurance—বীমা। ~, accident—দুর্ঘটনা বীমা। ~, burglary—অপহরণ বীমা। ~, disablity—অসামর্থ্য বীমা। ~, fire—অগ্নিবীমা। ~, marine—নৌবীমা ~policy—বীমাপত্র।
intake—অন্তঃগ্রহণ
integer—পূর্ণসংখ্যা
integral—অখণ্ড। ~calculus—সমাকলন
integration—সম্পূরণ ; সমাকলন। integrated—সম্পূরিত, সমাকলিত
integument—ডিম্বকত্বক্, ত্বক। inner~—ডিম্বক-অন্তস্ত্বক্। outer ~—ডিম্বক-বহিস্ত্বক্
intellect—বুদ্ধি। ~ualism—বুদ্ধিবাদ
intelligence—বুদ্ধি ; গুপ্তবার্তা, চার। ~ quotient—বুদ্ধ্যঙ্ক। ~test—বুদ্ধি অভীক্ষা
intensity—পরিমাত্রা ; আতিশয্য ; তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, খরতা
interaction—মিথস্ক্রিয়া। ~, psycho-physical—মানসদৈহিক~। ~ism—মিথস্ক্রিয়াবাদ
inter alia—প্রসঙ্গতঃ ; অন্যান্যের মধ্যে
intercalary—নিবেশিত। ~meristem—~ভাজক-তন্তু
interception—রোধ, আটক
inter-departmental—অন্তর্বিভাগীয়
interest—সুদ, কুসীদ। ~, compound—চক্রবৃদ্ধি সুদ। ~-free—নিষ্কুসীদ, সুদহীন, বিনাসুদে। ~, vested—কায়েমী স্বার্থ
interfacial angle—পার্শ্বকোণ
interference—ব্যতিচার। interfering—ব্যতিচারী
intergrowth—সমবৃদ্ধি
interim—মধ্যকালীন, অন্তর্বর্তী
interior angle—অন্তঃকোণ
interlocutory—অন্তরান্থ
intermediary—মধ্যবর্তী
intermediate—মধ্যবর্তী। ~host—মধ্যপোষক
intermittent—সবিরাম
intermolecular space—আণবিক ব্যবধান
internal—অন্তঃস্থ, আন্তর। ~bisector—অন্তর্দ্বিখণ্ডক
internode—পর্বমধ্য
interpellation—প্রশ্ন
interpetiolar—বৃন্তমধ্যক
interpleader—স্বার্থহীন ব্যবহার
interpolation—প্রক্ষেপ
interpretation—ব্যাখ্যা। interpreter—দোভাষী
inter-provincial—আন্তঃপ্রাদেশিক
interrupted—ছিন্ন
intersection—ছেদ, প্রতিচ্ছেদ
intestacy—অকৃত-ইচ্ছাপত্র
interstellar space—তারান্তঃপ্রদেশ
interval—অন্তর
intestine—অন্ত্র। large~—স্থূলান্ত্র, বৃহদন্ত্র। small~—ক্ষুদ্রান্ত্র। intestinal—আন্ত্র, আন্ত্রিক
intimidation—উৎত্রাসন
intine—রেণু-অন্তস্ত্বক্
into (×)—গুণিত
in total—সাকল্যে, সমাহারে, মোট
in toto—সাকল্যে
intra—অন্তঃ-, আন্তঃ-। ~-atomic—আন্তঃপরমাণব। ~cellular—অন্তঃকোষীয়। ~molecular—আন্তরাণব। ~petiolar—কাক্ষিক। ~telluric—অন্তর্ভৌম
intrinsic—স্বকীয়, নিজিত ; নিহিত। ~value—ধাতুমূল্য, স্বকীয় মূল্য
introduction (of a bill in the legislature)—পুরঃস্থাপন
introjection—অন্তঃক্ষেপ
introrse—অন্তর্মুখ
introspection—অন্তর্দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি
introversion—অন্তর্বৃতি
introvert—অন্তর্বৃত
intrusion—উদ্‌বেধ। intrusive—উদ্‌বেধী
intuition—স্বজ্ঞা। intuitive—স্বজ্ঞাত
invalid—অশক্ত, আতুর ; অসিদ্ধ। ~ate—অসিদ্ধ করা। ~ity—অসিদ্ধতা
invention—উদ্ভাবন। inventor—উদ্ভাবক
inventory—ফর্দ, মজুত মাল
inverse—বিপরীত, ব্যস্ত। ~ly similar—ব্যস্ত অনুরূপ। ~variation—বিপরীত ভেদ

inversion—উৎক্রম, বিলোম বিপর্যয়। ~ual—যৌন বিপর্যয়
invert—বিপর্যস্ত। ~ed—উলটা, বিপরীত ; বিপর্যস্ত
invertebrate—অমেরুদণ্ডী
invertendo—বিপরীতক্রিয়া
invest—বিনিয়োগ করা। ~ment—লগ্নি, বিনিয়োগ। ~or—বিনিয়োজক
invoice—চালান, জায়, প্রেষিতক সূচি
involucre of bracts—মঞ্জরী-পত্রাবরণ
involuntary—অনৈচ্ছিক
involute—অন্তরাবর্তী
involution—উদ্ঘাতন
inward register—আগম-নিবন্ধ
ionized—আয়নিত
iridescence—চিত্রাভা। iridescent—চিত্রাভ
iris—কনীনিকা
iron—লৌহ। ~, cast—ঢালাই লোহা। ~, magnetic—চুম্বক লৌহ। ~, soft—কাঁচা লোহা। ~, wrought—পেটা লোহা
irradiation—(বি·) ব্যাপন ; (বিণ·) ব্যাপ্ত
irrational—অমূলদ
irrecoverable—অনাদেয়
irregular—বিষম ; অসমাঙ্গ ; অনিয়মিত। ~flower—অসমাঙ্গ পুষ্প
irrigation—জলসেক, সেচন, সেচ-
irritability—উত্তেজিত্ব, উত্তেজিতা
isobar—সমপ্রেষরেখা
isobilateral—সমাঙ্কপৃষ্ঠ
isoclinal—সমপ্রবণ
isogamous—সমজননকোষী
isohyet—সমবর্ষণ-রেখা
isolation—অন্তরণ
isomerous—সমাংশক
isometric—সমমাত্র
isomorphism—সমাকারতা, সমাকৃতিত্ব
isomorphous—সমাকৃতি
isosceles—সমদ্বিবাহু
isostasy—সমস্থিতি
isotherm—সমোষ্ণ-রেখা
isotropic—সমসারক
issue—প্রেরণ, প্রচার ; সাধ্য বিষয়। ~of fact—তথ্য বিষয়। ~of law—বিধি বিষয়। ~price—বিলিমূল্য
isthmus—যোজক
itch—চুলকানি, কণ্ডূতি
item—দফা, পদ
ivory coast—গজদন্ত-উপকূল

J

jacket—কঞ্চুক, বহিরাবরণ
jade—যসম, পীলু
jailor—কারাপাল
jaw—চোয়াল, হনু। ~-bone—হন্বস্থি
jealous—ঈর্ষী। ~y—ঈর্ষা, (মনোবি·) ব্যভিচার-সংশয়
jerk—ক্ষেপ
jobwork—খুচরা কাজ
joint—(বিণ·) সংযুক্ত, যুক্ত, যৌথ, মিলিত, এজমালি ; (বি·) দারণ ; সন্ধি। ~family—একান্নবর্তী পরিবার, একান্ন পরিবার। ~, fixed—অচল~। ~, hinge—কপাট~। ~, movable—চল~। ~ property—যুক্ত সম্পত্তি। ~secretary—সংযুক্ত সচিব। ~-stock company—যৌথ সঙ্ঘ, যৌথ কারবার। ~variation—সহভেদ। ball and socket~—কোটরসন্ধি
jointed—গ্রন্থিল : সন্ধিল
jointure—স্ত্রীধন
journal—পত্রিকা। ~, debit and credit—জাবেদা বহির জমা খরচ
joy—আহ্লাদ
judge—বিচারক, ন্যায়াধীশ
judgement—রায়, সংনির্ণয়, বিচার, সিদ্ধান্ত। ~creditor—ডিক্রী পাওনাদার। ~-debtor—সংনির্ণীত ঋণী
judicature—বিচারাধিকার
judicial—বিচার-, ন্যায়-
judiciary—বিচারিকবর্গ
junction—সঙ্গম ; সংযোগ ; সন্ধি
junior—কনিষ্ঠ, অবর। ~civil service—অবর (জন-) পালন কৃত্যক। ~government pleader—ছোট সরকারী উকিল
Jupiter—বৃহস্পতি
jurisdiction—অধিকারক্ষেত্র, অধিক্ষেত্র, এলাকা
jurisprudence—ব্যবহারশাস্ত্র
jurist—ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ
juror—নির্ণায়ক সভ্য। jury—নির্ণায়কসভা

just—ন্যায়ী ; ন্যায়বাদ । ~ice—ন্যায়
justification—সমর্থন, প্রমাণ । justifiable—সমর্থনীয়
jute future market—পাটের মুদ্দতী বা ফটকা বাজার
jevenile—উৎস্যন্দ । ~offender—বালঅপরাধী । ~prisoner—বালবন্দী
juxtaposition—সন্নিধি

K

kaleidoscope—বিচিত্রদৃক
kartel (cartel)—মূল্য-নিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ী সঙ্ঘ
katabolism—অপচিতি (জীব)
kauri-gum—কৌরি-জতু
keel—তরীতল । ~ age—বন্দরস্থ জাহাজী শুল্ক
keeper—রক্ষক । ~of records—লেখ্যপাল, মহাফেজ
kernel—অন্তর্বীজ
key—যোজক । ~board—যোজক পট্ট । ~officer—মুখীয় আধিকারিক
kidnapping—অপবাহন
kidney—বৃক্ক । ~-shaped—বৃক্কাকার
kiln—ভাটি
kinaesthesis—চেষ্টাবেদন
kindred—স্বজাতীয়
kinematics—সৃতিবিদ্যা (বল)
kinematograph—চলচ্চিত্রলেখ
kinetic—গতীয়, চল- । ~s—গতিবিদ্যা ; চলবিদ্যা । ~theory—গণিকতত্ত্ব
kingdom—রাজ্য ; সর্গ । plant~—উদ্ভিদ্‌সর্গ
kit—সজ্জা
kite—সুপারিশী হুণ্ডি । ~flying—সুপারিশী হুণ্ডি কাটা
knee—জানু । ~cap—মালাইচাকি, জানু-কাপালিক
koprolagnia—মলকাম
kymograph—গতিলিখ্ । ~ic record—গতিলেখ

L

labellum—অধর দল
labial—ওষ্ঠ্য
labiate—ওষ্ঠাকার
labiateæ—তুলসী-গোত্র
labium—ওষ্ঠ
laboratory—পরীক্ষাগার, প্রয়োগশালা । chemical~—রসশালা
labour—(বি·) শ্রম ; শ্রমিকবর্গ ; (বিণ·) শ্রমিক- । ~bureau—শ্রমিক সঙ্ঘ । Labour Commissioner—শ্রম-মহাধ্যক্ষ । division of~—শ্রমবিভাগ । ~er—শ্রমিক, মজদুর । ~saving machine—মিতশ্রমিক যন্ত্র । ~union—শ্রমিক সঙ্ঘ । ~welfare—শ্রমিক-কল্যাণ
lac—লাক্ষা, গালা
lacteal—পয়স্বিনী
lactose—দুগ্ধশর্করা
lacuna—গহ্বর
laden weight—সভার তৌল
lady doctor—চিকিৎসিকা
lady organizer—সঙ্ঘটিকা
Lady Superintendent of Nursing—পরিষেবা-অধীক্ষিকা
lagoon—উপহ্রদ
laissez-faire—অবাধ-নীতি (বাণিজ্য সংক্রান্ত)
lamellar—পট্টস
lamina—ফলক, পত্র, পাত । ~ted—স্তরিত ; (ভূবি·) ত্বচিত । ~tion—ত্বচন
lampblack—ভুসা (বসা·)
lanceolate—ভল্লাকার, (উদ্ভিদ্·)
land—স্থল, ভূমি , জমি , প্রাকৃত সম্পদ্ । ~ acquisition—ভূমিগ্রহ । Land Acquisition Collector—ভূমিগ্রহ-সমাহর্তা । ~Alienation Act—ভূমি-হস্তান্তর আইন । ~, allodial—নিষ্কর জমি । ~, alluvial—চরজমি । ~, arable—কর্ষণযোগ্য জমি । ~, fallow—পতিত জমি । ~ mortgage bank—জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক । ~registration—নামজারি । ~slip—ভূপাত, ভূমিস্খলন, ধস । ~snail—স্থল-শম্বুক, স্থলশামুক । ~tenure—প্রজাস্বত্ব । ~~system—ভূমিপ্রথা । ~, waste—অকর্ষণীয় জমি
landing permit—অবরোহপত্র
language—ভাষা, বচন
lapis lazuli—লাজাবর্দ (ভূ·)
lapse—(বি·) অতিপত্তি , (ক্রি·) অতিপন্ন হওয়া
lapsus linguæ—বাকস্খলন
larder—মাংসপেটী
large scale production—ব্যাপক উৎপাদন
larva—শূক ; larvicide—শূকঘ্ন
larynx—বাগযন্ত্র, স্বরযন্ত্র

last pay certificate—অন্ত্য বেতন প্রমাণ-পত্র
latency—অস্ফুটতা, লীনতা। ~period—অনুপক্রম কাল
latent—নিগূঢ়, অপ্রকট, প্রচ্ছন্ন ; অস্ফুট, লীন। ~heat —লীনতাপ
lateral—পার্শ্বীয়, পার্শ্বিক, পার্শ্ব-। ~inversion—~উৎক্রম। ~ly—পার্শ্বতঃ
latex—তরুক্ষীর। ~-cell—ক্ষীরকোষ। ~-vessel—ক্ষীরনালী
lather—ফেনা
laticiferous tissue—ক্ষীরতন্তু
latitude—অক্ষাংশ। parallels of~—সমাক্ষরেখা
latus rectum—নাভিলম্ব
law—সূত্র ; বিধি, নিয়ম, আইন। ~full—বৈধ, বিধিসঙ্গত। ~officer—বিধি-আধিকারিক। ~of constant proportion—স্থিরানুপাত সূত্র। ~of equivalent proportion—তুল্যাঙ্ক-অনুপাত সূত্র। ~of gaseous volumes—গ্যাসায়তন সূত্র। multiple proportion—গুণানুপাত সূত্র। ~of parsimony—লাঘব সূত্র (মনো)। ~yer—উকিল।
layer—স্তর। ~, dermal—অন্তশ্চর্মস্তর ~ing—দাবা কলম
lead—সীসক, সীসা। black~—কৃষ্ণসীস, কাল-সীস। red~—মেটে সিন্দুর। white~—সীস-শ্বেত, সফেদা
Leader of the House—সদস্যপ্রধান
Leader of the Opposition—বিপক্ষনেতা, প্রতিপক্ষনেতা
leading question—আকর্ষী প্রশ্ন
leaf—পত্র, পর্ণ। ~base—পত্রমূল। ~bud—পত্রমুকুল। ~, cauline—কাণ্ডজ পত্র। ~, exstipulate—অনুপপত্রিক। ~gap—পত্রাবকাশ। ~, floating—সবৃন্তকপত্র। ~, radical—মৃৎকাণ্ডজ পত্র। ~, ramal—শাখাজপত্র। ~scaly—শুল্কপত্র। ~scar—পত্রক্ষত। ~, sessile—অবৃন্তক। ~spine—পত্রকণ্টক। ~, stipulate—উপপত্রিক। ~, tendril—পত্রাকর্ষ। ~-trace bundle—পত্রাভিসারী বান্ডিল। exstipulate~—অনুপপত্রিক। stipulate~—উপপত্রিক
leak—ক্ষয়। ~age—ক্ষরণ
leap-year—অধিবর্ষ
letter of administration—পরিচালনাদেশ
lease—মেয়াদি বন্দোবস্ত, পাট্টা। ~e—পাট্টাদার, ইজারাদার, পাট্টাধারী। ~holder—পাট্টাধারী, পাট্টাদার। ~hold property—পাট্টাধীন সম্পত্তি
lengthening—প্রসারণ (ছন্দ)
lessor—পাট্টাদাতা
leather—পাকা চামড়া
leave reservist—আবকাশিক
lecturer—উপাধ্যায়
ledger—খতিয়ান। ~, balancing of—খতিয়ানের বাকি কাটা। ~entry—খতিয়ানে হিসাব গ্রহণ। ~book, rough—জাবেদাবহি। ~, fair—পাকা খাতা
leeward—অনুবাত
left-hand steering—বামাবর্ত, বাঁয়েহাল
legacy—দায় ; উত্তরদান, উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পত্তি
legatee—উত্তরদায়গ্রাহক
legal—বৈধ, বিধিসঙ্গত, বিধিসম্মত। ~assistant—বিধান-সহায়ক। ~remembrancer—বিধি-নির্দেশক। ~tender—বিহিত অর্থ, বৈধমুদ্রা
legislative—বিধানিক, বিধান-। ~assembly—বিধানসভা। ~council—বিধান-পরিষদ। ~powers—বিধানিক ক্ষমতা। ~procedure—বিধানিক প্রণালী। ~relations—বিধানিক সম্বন্ধ
legislature—বিধানমণ্ডল
legume—শিম্ব। leguminoseæ—শিম্বিগোত্র
lenticular—মসূরাকার, মাসূর
Leo—সিংহ
leprosy—কুষ্ঠ
lethargy—জড়িমা
letter, covering—সূচক পত্র। letter, follow up—ক্রমিক পত্র
letter of credit—আকলপত্র, প্রত্যয়পত্র
letter of hypothecation or line—বন্ধকী পত্র (রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্যসম্পর্কে)
leucocyte—শ্বেতকণিকা
leucocratic—লঘুবর্ণ
level—অনুভূমিক ; জলসম। ~error—তলভ্রম। sea~—সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্র-সমতল। water~—জলপৃষ্ঠ, জল-সমতল
levy—*উদ্‌গ্রহণ, *আরোপণ
liability—দায়িতা ; দায় ; ঋণ, দেনা। ~, demand—চলিত দায়। ~, time—মেয়াদী দায়। ~, contingent—সম্ভাব্যদায়। limited~—সসীম দায়। ~, outstanding—অপরিশোধিত দেনা। unlimi-

ted~—নিঃসীম দায়
liaison—সংযোগ, সম্পর্ক। ~officer—সংযোগাধিকারিক
liana—কাষ্ঠল লতা
liasion officer—সংযোজক কর্মচারী
libel—*অপলেখ
libidinal—কামজ
libido—কামশক্তি
Libra—তুলা
librarian—গ্রন্থাগারিক
lice—কুণ, উৎকুণ
license—অনুজ্ঞাপত্র। ~e—অনুজ্ঞাধারী। licensing officer—অনুজ্ঞাপত্র-আধিকারিক
lien—পূর্বস্বত্ব
life annuity—আজীবন বার্ষিক বৃত্তি
life cycle—জীবনচক্র (জীব·)
ligament—বন্ধনী, সন্ধিবন্ধনী
light monochromatic—সমোর্মি আলোক
lightning—বিদ্যুৎ। ~arrester—বজ্রবারক। ~conductor—বজ্রবহ
ligulate—জিহ্বাকার
like—(বলবি·) সমমুখ
liliaceæ —লিলি-গোত্র
limb—অবযব, অঙ্গ, পদ। fore~—অগ্রপদ। hind~— পশ্চাৎপদ। lower~—অধঃশাখা। upper~—ঊর্ধ্বশাখা
lime—চুন। ~-kiln—চুনের ভাটি। ~stone—চুনাপাথর। ~water—চুনের জল
limen—লঘিষ্ঠ
limit—সীমা, কাষ্ঠা, অবধি
limitation—তামাদি। barred by~—তামাদিদোষে বারিত
limited—সীমিত (~company=সীমিত সঙ্ঘ) নিয়ত (~monarchy=নিয়ত রাজতন্ত্র); সসীম
limiting method—সীমা-পদ্ধতি। limiting point—পরিণামবিন্দু। limiting value—সীমাস্থ মান
line—রেখা; ছত্র (ছন্দ)। ~of impact—সংঘাতরেখা। ~of service—কৃত্যকধারা। ~of spectrum—বর্ণরেখচ্ছটা
linear—রেখাকার; একঘাত। ~expansion—দৈর্ঘ্যপ্রসারণ
linen—ক্ষৌম
linguistics—ভাষাবিদ্যা; ভাষাতত্ত্ব
linseed—তিসি
liquefy—তরল করা। liquefaction—তরলীকরণ; তরলীভবন, গলন/(পদার্থ)।
liqued—(বিণ) তরল। (বি) তরল বস্তু। ~asset—চলতি সম্পত্তি
liquidation—অবসায়ন, দেউলিয়া অবস্থা
liquidator—অবসায়ক, দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক
liquidity preference—রোককৃতি (নগদের দিকে আপেক্ষিক ঝোঁক)
litharge—মৃদ্রাশঙ্খ (রসা)।
lithology—শিলালক্ষণ
lithophyte—শৈল-উদ্ভিদ্
lithosphere—অশ্মমণ্ডল, শিলামণ্ডল
litigant—মামলাকারী
littoral—(বি) বেলা, উপকূল, (বিণ·) বেলাবাসী, উপকূলবর্তী। zone—বেলাঞ্চল
livery—পরিচ্ছদ, পোশাক; উর্দি
livestock—*পশুধন। livestock expert—পশুপালন-বিশেষজ্ঞ
living cell contents—জীবৎকোষদ্রব্য
lixiviate—দ্রাবিত করা। lixiviation—দ্রাবণ (রসা·)।
load—ভার, বোঝা
loam—দো-আঁশ মাটি
loan, secured—নিরাপদ দাদন ঋণ
loan, unsecured—বন্ধকহীন ঋণ
lobby—উপশালা
lobe—খণ্ড, পালি, পিণ্ড। ~d—খণ্ডিত
local—স্থানীয়। ~ization—নির্দেশ: একদেশতা। ~sing—দেশাভিজ্ঞান। ~time—স্থানীয় কাল
lock out—কারবার স্থগিত
lock-up—সংরোধগৃহ; বন্দীখানা, হাজত
locomotion—গমন। locomotive—গমিত্র।
locular—কোষ্ঠীয়। bi~—দ্বিকোষ্ঠ। multi~—বহুকোষ্ঠ। uni~—এককোষ্ঠ
loculus—কোষ্ঠ
locus—সঞ্চার-পথ। —standi—স্থিত্যধিকার
locust—পঙ্গপাল
lode-stone—চুম্বক পাথর
log book—দিন-পুস্ত, লগ-বই
logic—যুক্তিবিদ্যা। ~al—যৌক্তিক
loin—কটি
longitude—দ্রাঘিমা, দেশান্তর

logitudinal—অনুদৈর্ঘ্য। ~section—দীর্ঘচ্ছেদ
logos—শব্দব্রহ্ম (দর্শন)
long-sightedness—দূরবদ্ধ দৃষ্টি
loss, consequential—পরোক্ষ ক্ষতি
lotion—সেচ্য, সেচনীয়
lot-money—নিলামকারীর পারিশ্রমিক
loud—(পদার্থবি·) প্রবল। ~ness—প্রবলতা
lower—অধস্তন, অবর, নিম্নতর, নিম্ন। Lower Burma—দক্ষিণ ব্রহ্ম। ~culmination—মধ্যনিচগমন। ~division—অবরবর্গ। ~jaw—নিম্ন হনু। ~lip—অধরোষ্ঠ, নিচের ঠোঁট
lowest common multiple, L. C. M.—লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক, ল· সা· গু·
low lands—নিম্ন ভূমি, নিম্ন প্রদেশ
low water mark—ভাটা-রেখা
lumber—কটি
lunation—চান্দ্রমাস
lungs—ফুসফুস
lust—বিরংসা
lustre—দ্যুতি
lying-in room—সূতিকাগার, আঁতুড়ঘর
lymph—লসিকা। ~atic—লসিকায়নী, লসিকাবহ। ~atic growth—লসিকাতন্তু বৃদ্ধি
lyrate—মূলক-পত্রাকার

M

machine—যন্ত্র, কল। ~-foreman—অধিযন্ত্রিক। ~-inkman—কালিওয়ালা, মসীকার। ~man—যন্ত্রচালক। ~ry—যন্ত্র, যন্ত্রপাতি
macro axis—দীর্ঘাক্ষ
macroscopic—চাক্ষুষ
magazine—অস্ত্রাগার, বারুদখানা
magic lantern—ম্যাজিক লণ্ঠন
magistrate—শাসক
magnet—চুম্বক। ~ic—চুম্বকীয়, চৌম্বক। ~ic needle—সূচি-চুম্বক। ~ism—চুম্বকত্ব। ~ization—চুম্বকন। ~ize—চুম্বকিত করা
magnify—বিবর্ধিত করা। magnification—বিবর্ধন
magnitude—মান, পরিমাণ, মাত্রা
magnoliaceae—চম্পক-গোত্র। mail order business—ডাকে কারবার
majesty—মহামহিমতা। Her Majesty, His Majesty, Your Majesty—*মহামহিম
major—মুখ্য, প্রধান ; সাবালক, প্রাপ্তব্যবহার, পূর্ণবয়স্ক। ~arc—অধিচাপ। ~axis—পরাক্ষ। ~head—মুখ্য শীর্ষ। ~works—গুরুনির্মাণ
majority—(বিণ·) সংখ্যাগুরু ; অধিজন ; (বি·) সংখ্যাধিক্য ; সাবালকত্ব, ব্যবহারযোগ্যতা, পূর্ণবয়স্কতা। ~community—অধিজন সম্প্রদায়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। ~report—অধিজন প্রতিবেদন, সংখ্যাগুরু প্রতিবেদন
make-up—(মনোবি·) নেপথ্য
malafide—অসদ্‌বুদ্ধিকৃত
malconduct—*কদাচার
male—পুং-, পুরুষ, নর
malice—পৈশুন্য (মনো)
malvaceæ—জবা-গোত্র
malposture—বিকৃত অঙ্গবিন্যাস
malpractice—অনাচার ; অসদুপায় অবলম্বন, অবৈধ কার্যকলাপ
malt—শীরা
mammal—স্তন্যপায়ী
mammillary—আমলক
management—ব্যবস্থাপন। ~, corporate—যৌথ বা সঙ্ঘবদ্ধ পরিচালক। managed—নিয়ন্ত্রিত (managed currency=নিয়ন্ত্রিত কারেন্‌সি)। manager—ব্যবস্থাপক, অধ্যক্ষ, পরিচালক। managing—নির্বাহী। managing agent—নির্বাহী নিযুক্তক। ~director—কার্যকরী পরিচালক
mandate—আজ্ঞা। mandatory—আজ্ঞাধীন
mane—কেশর
mangrove—গরান ; গরানজাতীয়
mania—বায়ু, উন্মত্ততা। ~ depressive insanity—খেদোন্মত্ত বাতুলতা
manorial system—মহলদারী প্রথা
mantissa—অংশক
manual—সারগ্রন্থ
manual instructor—হস্তশিল্প-শিক্ষক
manufactory—কারখানা
manufacture—উৎপাদন, নির্মাণ। ~r—নির্মায়ক ; নিষ্পাদক। ~s—শিল্পজাত
manure—সার। ~, mineral—অজৈব ~। ~, organic—জৈব ~।
manuring—সারপ্রয়োগ
marble—মর্মর

margin—উপান্ত ; পর্যন্ত । ~al—প্রান্তীয় ; উপান্ত- ; পার্যন্তিক
marine—সামুদ্র, সমুদ্র-, নৌ- । Marine Inspection Officer—নৌপরিদর্শন আধিকারিক । ~, marcantile—পণ্যবাহীনৌবহর । ~mechanic—নৌযন্ত্রী । ~stores—নৌভাণ্ডার । Marine Superintendent—নৌ-অধীক্ষক
mariner's compass—নৌ-দিগ্‌দর্শী
marital right—দাম্পত্য অধিকার
maritime—সামুদ্র
market, firm—তেজী বাজার । ~, weak—স্তিমিত (নরম) বাজার । ~ fluctuation—বাজার উঠানামা । ~-discount—বাজারের বাট্টাহার
market value—বিপণমূল্য, বাজার দর
markman—চিহ্নকার
marrow—মজ্জা
Mars—মঙ্গল
marsh—বিল, অনূপ
marsupial—অঙ্কগর্ভ
martial law—সামরিক দণ্ডবিধি
masochism—মর্ষকাম । masochist—মর্ষকামী
mason—রাজমিস্ত্রী
mass—(পদার্থ·) ভর । ~ive—(ভূবি·) সংহত
massage—সংবহন
master—ওস্তাদ, অধি- । ~mechanic—ওস্তাদ যন্ত্রী
masticating—চর্বণ, চিবান
masturbation—স্বমেহন, পাণিমেহন
mate's receipt—জাহাজী মাল-রসিদ
material—(বিণ·) জড় ; (বি·) উপাদান । ~facts—অত্যাবশ্যক তথ্য । ~ism—জড়বাদ
matrix—ধাত্র
matron—মাতৃকা
matter—(পদার্থ·) জড়
maturation—পরিপাক । mature—পরিপক্ব । maturity—পরিপক্বতা, পক্বতা
maximum—চরম ; বৃহত্তর ; গরিষ্ঠ
mayor—মহানাগরিক
mean—মধ্য, গড় ; মধ্যক, সমক । ~anomaly—মধ্যাকোণ । ~time—মধ্যকাল
meander—বিসর্প
means of subsistence—জীবিকার উপায় । ~of transport—পরিবহন মাধ্যম
measles—হাম
measure—মাপ ; মান ; সংখ্যামান । ~ment—মাপন, মাপনা, মাপ
mechanic—যন্ত্রী, মিস্ত্রি । ~operator—মিস্ত্রি
mechanical—যান্ত্রিক । ~mixture—সামান্য মিশ্র । ~tissue—স্তম্ভক কলা
mechanistic theory—অধিযন্ত্রবাদ.
medial pause—অর্ধযতি, পদযতি (ছন্দ)
median—মধ্যগ, মধ্য- ; মাধ্যিক ; মধ্যক ; (গণি·) মধ্যমা
medical—চিকিৎসা- । ~certificate—চিকিৎসা-প্রমাণপত্র । ~officer—চিকিৎসক
medicine—ভেষজবিদ্যা ; ঔষধ
medium of exchange—বিনিময়ের মাধ্যম
medulla—মজ্জা । ~oblongata—সুষুম্নাশীর্ষক । ~ry rays—মজ্জাংশু
meeting—অধিবেশন, বৈঠক, সভা
megaspore—স্ত্রীরেণু । megasporagium—স্ত্রীরেণু-স্থলী । megasporophyll—স্ত্রীরেণুপত্র
melancholia—বিষাদ-বায়ু । melancholy—বিষাদ ; দৌর্মনস্য
melanocratic—ঘোরবর্ণ
melody—সুতান, সুস্বর
melting—গলন । ~point—গলনাঙ্ক
member—সদস্য ; (শারীর·) অবয়ব । ~ship—সদস্যতা
membrane—ঝিল্লী । membranous—ঝিল্লীময় । tympanic~—কর্ণপটহ
memo—স্মার
memorandum—স্মারকলিপি । ~of association—পরিমেল-বন্ধ
memorial—স্মরণিক (Victoria Memorial=ভিক্টোরিয়া স্মরণিক) ; প্রার্থনা-পত্র (~to H. E. the Governor=লাটসাহেবের নিকট প্রার্থনাপত্র)
memory, rote—আবৃত্তীয় স্মৃতি । ~span—স্মৃতিপ্রসর
menopause—আর্তবক্ষয় (মনো·)
mental—মানস । ~fatigue—মানস ক্লান্তি । ~ity—মানসতা । ~science—মানসবিজ্ঞান
mercantile—বাণিজ-
merchant navy—বাণিজ-নাবী
mercury—পারদ, পারা
Mercury—বুধ
meridian—মধ্যরেখা । ~altitude—মধ্যোন্নতি । ~plane—মধ্যতল । ~zenith distance—

মধ্যনতাংশ
meristem, meristematic tissue—ভাজক কলা
mesentery—ধারণঝিল্লী
mesocarp—ফলের মধ্যত্বক্
mesophyte—সাধারণ পাছপালা
mesothorax—মধ্যবক্ষ
mesozoic—মধ্যজীবীয়
metabolism—বিপাক। metabolic—বিপাকীয়
metacarpal—করকূর্চাস্থি
metal—ধাতু। ~base—অবরধাতু ~lic—ধাতব। ~liferous—ধাতুকর। ~loid—ধাতুকল্প। ~lurgy—ধাতুবিদ্যা। light ~—লঘুধাতু। noble ~—বরধাতু
metamorphism, metamorphosis—রূপান্তর। metamorphic—রূপান্তরিত
metaphysics—অধিবিদ্যা। metaphysical—আধিবিদ্যক
metasomatism—অভিঘটন
metatarsal—পদকূর্চাস্থি
metathorax—পশ্চাদ্‌বক্ষ
meteor—উল্কা। ~ite—উল্কাপিণ্ড, উল্কা
meteorology—আবহবিদ্যা। meteorologist—আবহবিৎ। meteorological office—হাওয়া-অফিস
methodical—প্রণালীবদ্ধ
metre—ছন্দ metrical form—ছন্দোবদ্ধ, বন্ধ metrical line—পংক্তি
metronome—মাত্রা-মাপক
mica—অভ্র
mecaceous—অভ্রাল
micro—অণু-
microbe—জীবাণু
microchemistry—কণরসায়ন, অণুরসায়ন। microchemical—অণুরাসায়নিক
microlite—কেলাসাণু
micropyle—ডিম্বকরন্ধ্র
microscope—অণুবীক্ষণ। miscroscopic—আণুবীক্ষণিক
microcrystalline—অণুকেলাসী
microspore—পুংরেণু। microsporangium—পুংরেণুস্থলী। microsporophyll—পুংরেণুপত্র
mid—মধ্য-।
middle—মধ্য-। ~lamella—মধ্যপর্দা। ~man—মধ্যগ

midnight sun—নিশীথ সূর্য
midwife—ধাত্রী। ~ry—প্রসূতিতন্ত্র
migration—পরিযাণ, প্রচরণ, অভিপ্রায়াণ; প্রব্রজন। migrate—প্রব্রজন করা। migratory—পরিযায়ী, অভিপ্রয়াণীয়
military—সামরিক
milk—দুগ্ধ। ~of lime—চুন-গোলা। ~of sulphur—গন্ধকক্ষীর, গন্ধকদুগ্ধ। fresh~—সদ্যোদুগ্ধ, টাটকা দুধ
Milky Way—ছায়াপথ
millipede—সহস্রপদ, কেন্নো
mimicry—অনুকৃতি
mimoseæ—বাবলা-উপগোত্র
miner—খনিজীবী; খনক; আকরিক।
mineral—খনিজ, ঔপল; মণিক; খনিজদ্রব্য। ~salt—অজৈব লবণ। ~ization—মণিকীভবন; ধাতব পরিণতি। ~izer—মণিককারী। —ogy—মণিকবিদ্যা
minimal—লঘিষ্ঠ, অবম, অল্পতম
minimum—অবম, অধম, অল্পতম, নিম্নতম, ক্ষুদ্রতম, ন্যূনকল্প, লঘিষ্ঠ
mining—খনিজ
minister—মন্ত্রী। ~of state—প্রতিমন্ত্রী; রাষ্ট্রমন্ত্রী
ministry—মন্ত্রক
minium—সীস-সিন্দূর, মেটে-সিন্দূর
minor—গৌণ, অপ্রধান; লঘু; নাবালক, অপ্রাপ্তব্যবহার, ঊনবয়স্ক; (গণি·) অনুরাশি। ~arc—উপচাপ। ~axis—উপাক্ষ। ~head—অনুশীর্ষ। ~works—লঘুনির্মাণ
minority—(বি·) নাবালকত্ব; (বিণ·) ঊনজন; সংখ্যাল্প। ~community—ঊনজন সম্প্রদায়, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়
minus—বিযুক্ত
minute—মিনিট, কলা। ~book—কার্যবিবরণী বহি
minutes (of a meeting)—কার্যবৃত্ত
mirage—মরীচিকা
misappropriation—আত্মসাৎ
misbehaviour—*কদাচার; অসদাচরণ
miscible—মিশ্রণীয়। miscibility—মিশ্রণীয়তা
misogynist—স্ত্রীদ্বেষী
misrepresentation—মিথ্যাবর্ণন
mist—কুয়াসা, কুহেলিকা
mixed moric—মিশ্রকলামাত্রিক (ছন্দ)। mixed moric style—মিশ্রকলাবৃত্ত (-মাত্রিক) রীতি (ছন্দ)

mixture—মিশ্রণ
mob—জনতা
mobile—সচল ; পরিপ্লব। mobility—সচলতা
mobilization—সৈন্যযোজন, উদ্‌যোজন ; (উপায়াদি) যোজন
modal—প্রকারীয়। ~ity—প্রকারতা
mode—ভূষক ; রীতি, পদ্ধতি (ছন্দ)
model—আদর্শ। ~ler—প্রতিমালেপকার। ~ling—প্রতিমালেপ
modesty—শালীনতা
modification—পরিবর্তন, সংপরিবর্তন। allotropic-~—রূপান্তর। modified—পরিবর্তিত
modus operandum—কার্যপ্রণালী
moist—আর্দ্র। ~en—আর্দ্র করা, ভিজান। ~ure—আর্দ্রতা ; জলীয় ভাগ
molar—পেষক (দন্ত)
molecule—অণু। molecular—আণবিক, আণব
mollusc—কম্বোজ
moment—(বল·) ভ্রামক। ~of momentum—কৌণিক ভরবেগ
momentum—ভরবেগ
monadelphous—একগুচ্ছ
monarchy—রাজতন্ত্র
money—অর্থ। ~bill—ধন-বিধেয়ক। ~, convertible—পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা। ~, depreciation of—মুদ্রার অবচয়। ~edrnest—বায়না, দাদন। ~market—টাকার বাজার। ~order—অর্থপ্রেষ। ~, retention—জামানতের টাকা
moniliform—মাল্যাকার, মালাকৃতি
monism—অদ্বৈতবাদ
monitor—ছাত্রনায়ক, সর্দার পড়ুয়া
mono—এক। ~acidic—একাম্লীয়। ~basic—এককক্ষারীয়। ~carpellary—একগর্ভপত্রী। ~chlamydeous—এককুঞ্চক। ~chromatic—একবর্ণ। ~ecious—উভয়লিঙ্গ, সহবাসী, সহস্থ। ~cline—সোপানাবলী। ~clinic—একমত। ~clinous—উভলিঙ্গ। ~cotyledon—একবীজ পত্রী। ~gamy-—একগামিতা। ~metalism—একধাতুমান। ~mial—একপদ। ~molecular—একাণুক। ~plane—একতল। ~podial—একাক্ষ। ~poly—একচেটিয়া। ~ ~ absolute—পূর্ণ একাধিকার। ~tony—একাম্বয় ~valent—একযোজী
monopoly—একচেটিয়া ; একাধার
monsoon—মৌসুমী বায়ু
monotony—একান্বয়
monstrosities—অঙ্গবিকৃতি
monthly proceedings—মাসিক বৃত্তান্ত
mood—(মনোবি·) মেজাজ
moon—চন্দ্র। ~stone—চন্দ্রকান্ত। full~—পূর্ণিমা। horns of the~—চন্দ্রকলাশৃঙ্গ। new~—অমাবস্যা। phases of the~—চন্দ্রকলা
morain—গ্রাবরেখা
mora—কলা (ছন্দ)
moral—নৈতিক। ~ity—নীতি ; সুনীতি ; সদাচার। ~turpitude—দুশ্চারিত্র্য
moratorium—সাময়িক ঋণ রেহাই
morbid—ব্যাধিত
morgue—শবাগার
moric—কলামাত্রিক কলাবৃত্ত। ~style—কলাবৃত্ত (মাত্রিক) রীতি। ~unit—কলামাত্রা (ছন্দ)
morphology—অঙ্গসংস্থান
mortar—খল, কামানবিশেষ,
mortgage—বন্ধক। mortgagee—বন্ধকগ্রাহী। mortgagor—বন্ধকদাতা
mother-liquor—শেষ দ্রব
motile organ—চলনযন্ত্র
motion—গতি ; (সভাদিতে) প্রস্তাব
motions—ভেদ, দাস্ত
motive—উদ্দেশ্য। motivation—প্রেষণা
motor—ক্রিয়া ; ক্রিয়াজ। ~area—চেষ্টাধিষ্ঠান। ~centre—চেষ্টাকেন্দ্র। ~nerve—বহির্মুখ নার্ভ, চালক নার্ভ, চেষ্টা-নার্ভ, চেষ্টীয় নার্ভ
motor mechanic—মোটর মিস্ত্রি
mottled—কর্বুর
mould—ছাতা, চিতি। ~er—ছাঁচকার, সঞ্চকী
moulting—নির্মোচন
mountain—পর্বত। ~-range—পর্বতশ্রেণী। ~-system—গিরিক্রম। block~—স্তূপপর্বত,, চ্যুতি-পর্বত। fold~-ভঙ্গিল পর্বত। ~, tectonic—উত্থিতপর্বত। ~of erotion—শিষ্টপর্বত
mounted rifles—রাইফেলধারী সাদী
mouth—মুখ ; (নদীর·) মোহানা। ~appendage, ~parts—মুখোপাঙ্গ
move—উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা। ~r—উত্থাপক, প্রস্তাবক
movement—বিচলন, চলন ; চালনা ; গতি সঞ্চালন।

~of locomotion—গমন। ~, respiratory—শ্বাসজ বিচলন। ~sponsoring authority—বাহ-প্রবর্তক। autonomous~—স্বতশ্চলন

mucous—শ্লৈষ্মিক, শ্লেষ্ম-। ~membrane—শ্লেষ্ম-ঝিল্লী

mucronate—সূক্ষ্মখর্বাগ্র

mucus—শ্লেষ্মা

mud-volcano—পঙ্কোদ্‌গারী গিরি

mufti dress—সাধারণ পরিচ্ছদ

muharror—মুহুরি

multi-—বহু, নানা। ~costate—বহুশিরাল। ~locular—বহুকোষ্ঠ। ~-purpose cooperative society—নানার্থক সমবায় সমিতি। ~purpose river schemes—বহুমুখী নদী-পরিকল্পনাসমূহ

multiple—বহু, নানা

multiplication—বংশবিস্তার ; বহুলীভবন ; (গণি·) গুণন, পূরণ

multivalent—বহুযোজী

municipal—সঙ্ঘাধীন (~town=সঙ্ঘাধীন শহর) ; পৌরসঙ্ঘ- (~magistrate=পৌরসঙ্ঘ বিচারক)। ~ity—পৌরসঙ্ঘ

munsiff—ন্যায়দর্শক

mural circle—ভিত্তিযন্ত্র, মুরাল-চক্র

musacea—কদলী-উপগোত্র

muscle—(বি·) পেশী ; (বিণ·) পেশীয়, পেশী-। muscular—পেশী-, পেশীয়, পেশীমান্‌।

museum—প্রদর্শশালা

musical accent—গীতিপ্রস্বর (ছন্দ)

musical scale—স্বরগ্রাম

mutation—পরিব্যক্তি ; নামজারি করা, নামান্তরকরণ ; দাখিল-খারিজ। ~clerk—নামান্তর করণিক, নামজারি করণিক, দাখিল-খারিজ করণিক।

mutual—ব্যতি-, পরস্পর। ~relation—ব্যতিষঙ্গ

mycelium—ছত্রাকদেহ

myrobalan—হরীতকী

mystic—অতীন্দ্রিয়, মরমী। ~ism—অতীন্দ্রিয়তা ; অতীন্দ্রিয়বাদ, মরমীয়াবাদ

myth—অতিকথা

N

nadir—কুবিন্দু

napiform—শালগমাকার

narcissism—স্বকাম। narcissistic—স্বকামী ; স্বকামজ

nares—নাসারন্ধ্র

nascent—জায়মান

natatory—সন্তারক

nation—জাতি

national defence fund—জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল

national dividend—জাতীয় আয়

national economy—*রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা

national savings organization—জাতীয় সঞ্চয়-সংস্থা

nationalism—জাতীয়তা

nationalization—রাষ্ট্রীয়করণ। ~of industries—শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ

natural—প্রাকৃতিক ; নৈসর্গিক ; স্বাভাবিক ; (গণি·) প্রাকৃত, নির্ধনীয়। ~history—জীববৃত্তান্ত। ~number—অখণ্ডসংখ্যা। ~order—বর্গ। ~selection—প্রাকৃতিক নির্বাচন। ~system—স্বাভাবিক প্রণালী। ~ism—স্বভাববাদ। ~ist—নিসর্গী, নিসর্গবেদী

naturalization—দেশীয়করণ, দেশাকরণ। naturalized—দেশাভূত

nautical—নৌ-। ~almanac—নৌসাবণী। ~surveyor—নৌ-পরিমাপক

navigable—নাব্য, নৌবাহ্য। ~river—নৌবাহযোগ্য নদী, বহতা নদী

navigation—নৌচালন ; নৌবাহ ; নৌ-। ~establishment—নৌ-সংস্থা। ~clerk—নৌবাহ-করণিক।

navigator—নাবিক

navy—নৌবল ; নাবী। Royal Navy—রাজনাবী

N.E.—উত্তর-পূর্ব, ঈশান কোণ

neap-tide—লঘুস্ফীতি, মরা কটাল

nebula—নীহারিকা। ~r theory—নীহারিকাবাদ

necessaries—(অর্থ) জীবনীয়

necessary action—আবশ্যক ব্যবস্থা

neck canal cell—গ্রীবানালী কোষ, কণ্ঠনালী কোষ

necrophilia—শবকাম

nectar—মকরন্দ, মধু। ~y—মধুগ্রন্থি

needle—সূচি ; কাঁটা। ~-shaped—সূচাকার

needs—প্রয়োজন

negation—অত্যন্তাভাব

negative—নঞর্থক ; (পদার্থ) অপর, অপরা ; (গণিতে) ঋণ

negotiable instrument—সম্প্রদেয় পত্র। ~~act—সম্প্রদেয় পত্র আইন

neolithic—নবোপলীয়

Neptune—নেপচুন
nerve—নার্ভ। ~, afferent—অন্তর্বাহী নার্ভ। ~, auditory—শ্রুতিনার্ভ। ~centre—নার্ভকেন্দ্র। ~cord—নার্ভসূত্র। ~, cronial—করোটিক নার্ভ। ~, efferent—বহির্বাহী নার্ভ। ~fibre—নার্ভতন্তু। ~, motor—চেষ্টানার্ভ। ~plexus—নার্ভজালক। ~sensory—সংজ্ঞাবহ নার্ভ। ~, spinal—সুষুম্নানার্ভ
nervous system—নার্ভতন্ত্র
net—শুদ্ধ, নীট
neural—নার্ভীয়
neuralgia—বাতশূল
neurasthenia—স্নায়বিক অবসাদ
neurology—নার্ভরোগবিদ্যা
neurosis—উদ্বায়ু
neuter—ক্লীব
neutral—প্রশমিত ; উদাসীন। ~ity—প্রশমতা। ~ization—প্রশমন। ~ize—প্রশমন করা। ~point—প্রশমক্ষণ
neve—হিমক্ষেত্র
new moon—অমাবস্যা
nictitating membrane—উপপল্লব
nipple—চুচুক
nitre—শোরা
nocturnal—নিশাচর, রাত্রিচর ; নৈশ
node—পাত ; পর্ব। ascending~—উচ্চপাত, রাহু। descending~—নিম্নপাত, কেতু
nodule—অর্বুদ। nodular—বিম্বক। nodulose—অর্বুদযুক্ত
nomads—যাযাবর
nomenclature—নামমালা ; নামকরণ
nominal—নামিক। ~horsepower—নামাশ্বশক্তি, আখ্যাত অশ্বশক্তি
nominate—মনোনীত বা মনোনয়ন করা ; *নামিত করা। ~d—মনোনীত ; *নামিত। nomination—মনোনয়ন
non—নঞ্, অ-। ~-cognizable—অপ্রগ্রাহ্য। ~-essential service—গৌণ কৃত্যক। ~living cell contents—অজীবৎ কোষদ্রব্য ~-occupancy right—দখলিস্বত্বশূন্য রায়ত। ~-poisonous—নির্বিষ, অবিষ। ~-resident—*অনিবাসী। ~-striated—অরেখ। ~-volatile—অনুদ্বায়ী
nonsense—(বিণ·) অর্থহীন ; (বি·) প্রলাপ
norm—স্বমিতি
normal—স্বভাবী ; স্বমিত ; (গণি·) অভিলম্ব। ~ity—স্বভাবিতা। ~acceleration—অভিলম্ব ত্বরণ। ~density—প্রমাণ ঘনত্ব। ~person—স্বভাবী। ~pressure—প্রমাণ পেষ। ~salt—শমিত লবণ। ~section—লম্বচ্ছেদ
north—উত্তর। North Star—ধ্রুবতারা
nosogenic—রোগজনক
nostril—নাসারন্ধ্র
notary public—লেখ্যপ্রমাণক
notation—অঙ্কপাতন
note—মন্তব্য। ~d—অবহিত হওয়া গেল। ~of hand—ঋণলেখ। ~-sheet—মন্তব্যপত্র। currency notes—পত্রমুদ্রা। promissory notes—প্রত্যর্থপত্র
notice—সূচনা, বিজ্ঞাপন। ~book—সূচনাবহি
notify—প্রজ্ঞাপিত করা ; বিজ্ঞাপন দেওয়া।
notification—অধিসূচনা, প্রজ্ঞাপন। notified—প্রজ্ঞাপিত
notion—প্রত্যয়, মতি
nucellus—ভ্রূণপোষক
nugget—পিণ্ডক
null and void—শূন্য, বাতিল
number—সংখ্যা, (ব্যাক·) বচন
numerator—(গণি·) লব
nurse—(পুং·) পরিষেবক ; (স্ত্রী·) পরিষেবিকা
nursery superintendent—শিশুশালা-অধীক্ষক। ~~(sericulture)—গুটিশালা-অধীক্ষক
nursing—সেবা ; পরিষেবা। ~sister (senior)—(প্রধান) পরিষেবিকা
nutation—বলন ; অক্ষবিচলন
nutrient—পোষক
N W.—উত্তর-পশ্চিম, বায়ু-কোণ
nymphæaceæ—পদ্ম-গোত্র
nymphomania—বৃষস্যন্তীতা

O

oasis—মরূদ্যান
oath—শপথ
oats—জই
obcordate—বিতাম্বুলাকার
object—বিষয় ; সামগ্রী, পদার্থ, বস্তু। ~choice—পাত্রবরণ। ~ive—(বিণ·) বিষয়গত, বৈষয়িক, বিষয়-, বাস্তব ; (বি·) অভিলক্ষ্য। ~ivism—বস্তুতন্ত্রতা।

~libido—পাত্রকাম। ~love—বস্তুরতি, বস্তুকাম
obligation—বশ্যতা
oblique—তির্যক ; বিষম। ~impact—বক্র বা তির্যক্ সঙ্ঘাত। ~section—বক্রচ্ছেদ
obliquity of the ecliptic—ক্রান্তিকোণ
oblong—আয়ত
obovate—বিডিম্বাকার
observation—পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, অবেক্ষণ। ~ism—ঈক্ষণকাম, ঈক্ষণরতি
observatory—মানমন্দির
observer—দ্রষ্টা.
obsession—আবেশ। ~al—আবেশিক, আবেশজ। ~al psychoneurosis—আবেশিক বায়ু। obsessive —আবেশজ
obsolescence—মূল্যহ্রাস (ক্ষীয়মাণ-যন্ত্রের)
obtuse—স্থূলাগ্র। ~angle—স্থূলকোণ
obversion—প্রতিবর্তন
occipital—পশ্চাৎ কপাল
occluded—অন্তর্ধৃত। occlusion—অন্তর্ধৃতি
occult—গূঢ়.
occupancy right—ভোগস্বত্ব ; দখলিস্বত্ব
occupational—(মনোবি·) বৃত্তীয়
occurrence—অবস্থান
ocean—মহাসাগর। ~floor—সমুদ্রতল। ~routes—সমুদ্রপথ। Antarctic Ocean—কুমেরু মহাসাগর। Arctic Ocean—সুমেরু মহাসাগর। Pacific Ocean—প্রশান্ত মহাসাগর
ochre—গৈরিক
ochrea—কাণ্ডবেষ্টক
octa- —অষ্ট। ~gonal—অষ্টকোণ। ~hedral, ~hedron—অষ্টতলক
octant—অষ্টকোষ অবস্থা
octave—অষ্টক (ছন্দ)
octroi duty—দ্বারাদেয় শুল্ক, চুঙ্গীকর
odd—অযুগ্ম, বিষম, বিজোড়
odour—গন্ধ
Œdipus complex—ইডিপস গূঢ়ৈষা
oesophagus—অন্ননালী
office—করণ
officer—(পুং·) আধিকারিক ; (স্ত্রী·) আধিকারিকী। ~-in-charge—ভারপ্রাপ্ত বা আযুক্ত আধিকারিক,

official assignee—সরকারী তত্ত্বাবধায়ক
Official Secrets Act—মন্ত্রগুপ্তি আইন
officiating—স্থানাপন্ন
offset—প্ররোহ
oil-cake—খইল
olfactory—ঘ্রাণ-, ঘ্রাণজ
omnipotent—সর্বশক্তিমান
omnipresent—সর্বব্যাপী, বিভু
on account—হিসাব সাপেক্ষ
ontogeny—ব্যক্তিজনি
ontology—তত্ত্ববিদ্যা
oogonium—ডিম্বাণুস্থলী
oolitic—মৎস্যাণ্ডক
oosphere—ডিম্বাণু
oospore—ভ্রূণাণু
ooze—সিন্ধুমল, সিন্ধুকর্দ
opaque—অনচ্ছ
open syllable—মুক্তদল (ছন্দ)
open vowel—মুক্তস্বর (ছন্দ)
opening balance—(ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধে) প্রারম্ভিক স্থিতি
opening stock—প্রারম্ভিক সম্ভার
opera glass—নাট্য-দূরবিন
operating cost—পরিচালনা ব্যয়
operation theatre—উপচারশালা
operator—চালক ; মিস্ত্রি
operculum—কানকো ; ঢাকনি
ophthalmic surgery—অক্ষি-শালাক্য
opposite—বিপরীত ; প্রতিমুখ ; বিরুদ্ধ। oppositior—বিপক্ষ ; প্রতিযোগ , বিরোধ
optic—নেত্র-, দৃক-। ~axis—সরলাক্ষ। ~s—আলোকবিদ্যা
option—ইচ্ছা
oral—মুখ-, মৌখিক
orange (colour)—নারঙ্গ, কমলা
orbicular—মণ্ডলাকার ; (ভূবি·) কন্দক
orbit—কক্ষ ; অক্ষিকোটর
orchidaceæ—রাস্না-গোত্র
order—আদেশ ; বর্গ ; ক্রম
orderly—আর্দালী, দ্বারী
ordinal—পূরণবাচক
ordinance—অধ্যাদেশ
ordinary—সামান্য
ordinate—কোটি
ore—আকরিক

organ—যন্ত্র, ইন্দ্রিয় ; অঙ্গ, অবয়ব। digestive~—পাচনতন্ত্র। ~, excretory—রেচনযন্ত্র। ~, genital,.~, reproductive—জননযন্ত্র। respiratory, ~—শ্বাসযন্ত্র। ~ic—জৈব ; আঙ্গিক, অঙ্গীয়, যান্ত্রিক। ~ic evolution—জীব-অভিব্যক্তি। ~ic matter—জৈবপদার্থ। ~ism—জীব, অবয়বী, অঙ্গী

organization—সঙ্ঘটন ; ব্যবস্থা, সংগঠন, সঙ্ঘাত ; প্রতিষ্ঠান

orgasm—রাগমোচন

orientation—দিক্স্থিতি

origin—উৎপত্তি ; (গণি·) মূল বিন্দু, প্রভব। ~of species—প্রজাতির উৎপত্তি

original—মূল, আদিম। ~jurisdiction—আদিম অধিকার। ~works—মূলকর্ম

Orion—কালপুরুষ

orogeny—গিরিজনি

orphan—অনাথ

orpiment—হরিতাল

other ranks—অপরশ্রেণিক

orthocentre—লম্ববিন্দু

orthodox—নৈষ্ঠিক

orthogonal—সমকোণীয়। ~projection—লম্ব-অভিক্ষেপ

orthorhombic—বিষম নীতি

orthostichy—ঋজুশ্রেণী

oscillation—দোলন। plane of~ —দোলন-তল

oscillograph—দোলনলিখ্

osmosis—আস্রবণ

osteology—অস্থিবিদ্যা

outcrop—উদ্ভেদ

outfit allowance—*সজ্জা-ভাতা

outer—বাহ্য

outgoing—বহির্গামী ; বিদায়ী

outgrowth—উপবৃদ্ধি

outlay—বিনিয়োগ

outlet—নির্গমদ্বার

outlier—বহিষ্ক

outline—পরিলেখ ; দেহরেখা

output—উৎপাদ

outstanding—অনিষ্পন্ন, বাকি

outward register—নির্গম নিবন্ধ

oval—ডিম্বাকার

ovary—ডিম্বাশয়, অণ্ডাশয়

ovate—ডিম্বাকার

over- —অতি-, অধি-, উপ-। ~all width—সমগ্র বিস্তার। ~capitalisation—অতিরিক্ত পুঁজি নিয়োগ। ~determination—অতিলক্ষ। ~-draft—জমাতিরিক্ত টাকা তোলা। ~-eating—অতি-ভোজন। ~-estimation—অতিমান। ~fold—আবৃত্তবলি। ~growth—অধিবর্ধন। ~-head charges—উপরি ব্যয়, পরোক্ষ কড়তা। ~land—স্থলগত। ~lap—প্রাবরণ। ~lapping—অধিক্রমণ। ~· population—অতিপ্রজতা। ~-production—অত্যুৎপাদন। ~ruled—প্রতিদিষ্ট। ~seer—উপদর্শক। ~time—অধিকাল ; অধিকালকর্ম। ~thrust—উদ্ঘট্ট। ~tone—উপস্বন

ovi- —ডিম্ব। ~duct—ডিম্বনালী। ~parous—অণ্ডজ

ovule—ডিম্বক। ~anatropous—অধঃমুখ। ~amphitropous—পার্শ্বমুখ। ~campylotropous—বক্রমুখ। ~orthotropous—ঊর্ধ্বমুখ

ovuliferous scale—ডিম্বকধর শল্ক

ovum—ডিম্বাণু

oxidation—জারণ

oxidize—অক্সিজেন যোগ করা। ~d—জারিত। oxidizing—জারক

oxyacid—অক্সি-অম্ল

oyester—ঝিনুক, শুক্তি

P

packer—ভরক

painter—চিত্রকর, রঙ-মিস্ত্রি

pain spot—ব্যথনবিন্দু

paired comparison—যুগ্মতুলন

palaeo- —প্রত্ন-। ~botany—প্রত্নোদ্ভিদ্বিদ্যা। ~ntology—প্রত্নজীববিদ্যা। ~zoic—পুরাজীবীয়। ~zoology—প্রত্নপ্রাণিবিদ্যা

palate—তালু। palatine—তাল্বস্থি

palingenesis—উজ্জীবন

palm—করতল, প্রপাণি

palmaceæ—তাল-গোত্র

palmate—করতলাকার। palmatifid—করতলাকার খণ্ডিত। palmatipartite—করতলাকার উপখণ্ডিত। palmatisect—করতলাকার অতিখণ্ডিত

palmi-veined—করতল-শিরিত

pancreas—অগ্ন্যাশয় । pancreatic juice—অগ্ন্যাশয়-রস
panel—নামসূচী
panic—উদ্বেগ
panicle—যৌগিক মঞ্জরী
panorama—পরিদৃশ্য
panpsychism—সর্বমনোবাদ
pantheism, panthesis—সর্বেশ্বরবাদ
papaveraceæ—শিয়ালকাঁটা-গোত্র
paper currency—কাগজী মুদ্রা
paper money—কাগজী মুদ্রা
paperweight—চাপা
papilionaceæ—শিম্ব-উপগোত্র । papilionaceous—প্রজাপতিসম
papilla—পিড়কা
par, above—অতিরিক্ত মূল্যে, অধিহারে । ~, at—সমমূল্যে, সমহারে । ~below—ঊনমূল্যে, ঊনহারে
parabola—অধিবৃত্ত
parade—কুচকাওয়াজ
paradox—কূটাভাস, কূট
paraffin—খনিজ মোম । ~oil—খনিজ তৈল
paraesthesia—অপবেদন
paragraph—অনুচ্ছেদ
parallax—লম্বন
parallel—সমান্তরাল । ~growth—সমবর্ধন । ~ism—সমান্তরতা ; (মনোবি·) সহচার ; সহচারবাদ । ~ogram—সামান্তরিক । parallelogram of forces—বলসামান্তরিক । ~s of latitude—সমাক্ষবৃত্ত
parameter—স্থিতিমাপ
paramnesia—স্মৃতাভ্যাস
paranoia—ভ্রম-বাতুলতা
paraphrenia—বিভ্রম-বাতুলতা
parapraxis—অপেচ্ছা
parasite—পরজীবী । parasitic—পরজীবীয় । parasitism—পরজীবিতা
parastichy—বক্রশ্রেণী
paratonic—আবিষ্ট
pardon—মার্জন
parent—জনিতা, পিতা বা মাতা । ~al care—জনিতৃ-যত্ন । ~al complex—পিতামাতা গূঢ়ৈষা
parenthesis—লঘুবন্ধনী
parietal—মধ্যকপাল
paripinnate—অচূড়পক্ষল
parity—সমতা । ~of prices—মূল্যসমতা । ~, purchasing power—ক্রয়শক্তির ক্ষমতা
parliament—সংসদ্ । ~ary secretary—সংসদ্-সচিব
parole—বচন, সংগর
parosmia—গন্ধাভাস
parthenogenesis—অপুংজনি । parthenogenetic—অপুংজাত
partiality—পক্ষপাতিত্ব
partner—অংশী, অংশীদার । dormant or sleeping ~—অক্রিয় অংশী, নিষ্ক্রিয় অংশীদার । ~, quasi—বেনামা অংশীদার
partition clerk—বিভাগ-করণিক
partnership—অংশিতা । ~agreement—অংশীদারী চুক্তিপত্র । ~deed—অংশিতা-লেখ । ~firm—ভাগের কারবার, যৌথ সার্থ
part-time—খণ্ডকাল । part-time officer—খণ্ডকাল-আধিকারিক
pass—(ভূগো·) গিরিদ্বার
passage—পারণ ; পথ
passing (of a bill)—গ্রহণ
passion—অতিরাগ
passive—নিষ্ক্রিয় ; ভোগবৃত্ত । passivity—নিষ্ক্রিয়তা ; ভোগবৃত্তি
passport—ছাড়পত্র, নিষ্ক্রমপত্র
patella—জানুকাপালিক, মালাইচাকি
patent—কৃতিস্বত্ব
pathogenic—রোগজনক
pathology—বিকারতত্ত্ব, রোগবিদ্যা
patrol—পরিক্রম করা
patronage—আনুকূল্য
pattern—আদর্শ, প্রতিকৃতি
pauper—নিঃস্ব ; পাপর
pause—যতি, ছেদ (ছন্দ)
pawn—বন্ধকী দ্রব্য । ~ee—বন্ধকগ্রহীতা
pay—বেতন । ~-bill—বেতন-দেয়ক । ~, deffered—স্থগিত বেতনাংশ । ~ee—প্রাপ্তা, প্রাপক । ~order—পাওনা দেওয়ার নির্দেশ । ~ment on account—অগ্রিম প্রদান, অগ্রিয় প্রদান । ~ment, deffered—স্থগিত পাওনা
pearl—মুক্তা । ~mussel, ~oyster—মুক্তাশুক্তি । ~y—মৌক্তিক
pebble—শিলাগুটি

pectoral—বক্ষঃ-, উরঃ-
pecuniary—আর্থিক
pedal triangle—পাদত্রিভুজ
pedate—পদাঙ্গুলাকার
pederasty—বালমেহন। active~—কার্মিক বালমেহন। passive~—ভৌগিক বালমেহন
pedicel—পুষ্পবৃন্তিকা। ~late—সবৃন্ত
pedigree—কুলজি
peduncle—পুষ্পদণ্ড
pegging—হারবন্ধ। ~of exchange—বিনিময় হারবন্ধকরণ
pelagic—সমুদ্রচর ; (ভূবি·) দূরসামুদ্র
peltate—ছত্রবদ্ধ
pelvic-fin—শ্রোণী-পাখনা। pelvic girdle, pelvis—শ্রোণীচক্র
penal—দণ্ডমূলক, দণ্ড-। ~code—দণ্ডসংহিতা। ~interest—দণ্ড কুসীদ। ~measure—দণ্ডব্যবস্থা। ~ty—দণ্ড
pending list—অপেক্ষ্য সূচী
pendulous—বিলম্বী
pendulum—দোলক
peneplain—সমপ্রায় ভূমি
penetrability—ভেদ্যতা
peninsula—উপদ্বীপ
penis—লিঙ্গ, শিশ্ন, পুংজননেন্দ্রিয়
pension—উত্তর-বেতন, বৃত্তি। ~old age—বার্ধক্য ভাতা
penta- —পঞ্চ। ~atomic—পঞ্চপরমাণুক। ~dactyle—পঞ্চাঙ্গুল। ~gon—পঞ্চভুজ, পঞ্চকোণ। ~moric—পঞ্চকল (ছন্দ)। ~merous—পঞ্চাংশক : ~valent, ~d—পঞ্চযোজী
penumbra—উপচ্ছায়া
peon—চাপরাসি, পিয়ন
per capita income—মাথাপিছু আয়
per cent—শতকরা, প্রতিশত, শতকে। percentage—শতকরা হার ; শতকরা হিসাব
percept—প্রত্যক্ষ। ~ion—প্রত্যক্ষ, রূপ। ~ion (of stimulus)—বেদন। ~ual—প্রত্যক্ষজ
percolation—অনুস্রবণ
perennation—প্রতিকূলজীবিতা
perennial—বহুবর্ষজীবী, দীর্ঘজীবী, চিরজীবী
perfect—সম্পূর্ণ। ~fluid—জাড্য তরল। ~gas—জাড্য গ্যাস্। ~ion—পরোৎকর্ষ
perfoliate—বিদ্ধপত্র
performance—কৃতি
perianth—পুষ্পপুট
pericardium—হৃদ্ধরা ঝিল্লী, হৃদ্ধরা কলা
pericarp—ফলত্বক্
perigee—অনুভূ
perigynous—গর্ভকটি
perihelion—অনুসূর
perimeter—পরিসীমা ; পরিধিমাপক
period—দোলন-কাল ; পর্যায়-কাল ; কল্প ; পর্যায় ; কাল। ~ic—পর্যাবৃত্ত। ~icity—পর্যাবৃত্তি। ~ic law—পর্যায়-সূত্র। ~ic time—পরিক্রমকাল। ~of oscillation—দোলন-কাল
peripatetic—ভ্রমৎ, ভ্রমন্ত
periphery—পরিধি, প্রান্ত। peripheral—প্রান্তস্থ
perishable—নশ্বর
perisperm—পরিভ্রূণ
peristalsis—ক্রমসঙ্কোচ
perjury—মিথ্যা সাক্ষ্য
perlitic crack—নখপদ্
permanent—স্থায়ী ; নিত্য। ~tenure—চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব
permeable—প্রবেশ্য, ভেদ্য। semi- ~আপ্রবেশ্য, আভেদ্য
permit—আজ্ঞাপত্র, অনুমতিপত্র। ~, embarkation—আরোহণ পত্র
permutation—বিন্যাস
perpendicular—লম্ব
perpetual—অবিরাম। ~debenture—চিরস্থায়ী ঋণপত্র
perseveration—অবিরতি। perseverative—অবিরতি
persistence—নির্বন্ধ। persistent—নির্বন্ধ
personal—স্বকীয় ; ব্যক্তিগত ; প্রাতিজনিক। প্রাতিস্বিক। ~assistant—স্বকীয় সহায়ক। ~equation—প্রাতিস্বিক ভ্রমাঙ্ক ; জ্ঞাতৃভ্রম। ~ledger account—প্রাতিজনিক খতিয়ান। ~security—প্রত্যয়-প্রতিভূতি, ব্যক্তিগত জামিন
personality—অস্মিতা, ব্যক্তিত্ব
personate—উপমুখ
personnel—কর্মচারিবৃন্দ
personification—নরত্বারোপ
perspiration—ঘর্ম, ঘাম

perversion—কামবিকৃতি। pervert—বৈকৃতকাম, বিকৃতকাম
pessimism—দুঃখবাদ
pestle—মুষল, নুড়ি
petal—পাপড়ি, দল। ~oid—উপদল। ~oideæ—দলীয়পুষ্পী
petiole—বৃন্ত
petition—যাচনপত্র। ~er—যাচক
petrify—শিলীভূত করা
petrogenesis—শিলাজনি। petrography—শিলা-বীক্ষণ
petroleum—খনিজ তৈল
petrology—শিলাতত্ত্ব
phæophyceæ—পিঙ্গল শৈবাল
phalanges—অঙ্গুলিনলক
phanerogam—সপুষ্পক উদ্ভিদ্
phantasy—মনঃসৃষ্টি
pharmacy—ভেষজকর্ম। pharmaceutist—ভেষজিক। pharmacist—ভেষজী। pharmacology—ভৈষজবিদ্যা
pharynx—গলবিল
phase—দশা ; কলা
phenocryst—প্রকেলাস
phenomenology—প্রপঞ্চবাদ ('প্রতীতিবাদ' ব্যবহার করা ভাল)। phenomenon—প্রপঞ্চ ব্যাপার ('প্রতীত ব্যাপার' ব্যবহার করা ভাল), প্রপঞ্চ
philology—ভাষাবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান
philosophy—দর্শন
phobia—আতঙ্ক
phonetics—শব্দবিদ্যা, ধ্বনিতত্ত্ব
phonometer—স্বনমাপক
phosphoresce—অনুপ্রভান্বিত হওয়া। ~nce—অনুপ্রভা। ~nt—অনুপ্রভ
photo- —আলোক-, ভা-, আলোকজ। ~chemistry—~রসায়ন। ~-electric—আলোকতড়িত। ~-electricity—আলোকতড়িৎ। ~man—ভাচিত্রকার। ~synthesis—সালোকসংশ্লেষ। ~tonous—আলোকসুস্থ
photograph—আলোকচিত্র। ~ic lens—ফটো লেন্স্। ~v—আলোকচিত্র
photometer—দীপ্তিমাপক। photometry—দীপ্তিমিতি
photon—আলোককণা
phylloclade—পর্ণকাণ্ড
phyllode—পর্ণবৃন্ত
phyllotaxy—পত্রবিন্যাস
phyllum—পর্ব
phylogenesis, phylogeny—জাতিজনি
phylogenetic—জাতিগত
physical—ভৌত ; প্রাকৃতিক। ~change—ভৌত পরিবর্তন। ~instructor—দেহচর্যা-শিক্ষক
physics—পদার্থবিদ্যা
physiography—ভূমিবৃত্তি
physiology—শারীরবৃত্ত, শারীরবৃত্তি। physiological—শারীরবৃত্তীয়
pigment—রঞ্জক ; রঙ্গক
pileus—টুপি
piliferous—রোমবহ
pilot—পথদেশক
pinaceæ—সরল-গোত্র
pinacoid—প্রকোষ্ঠ
pinna—পত্রক
pinnate—পক্ষল। ~ly veined—পক্ষশিরিত। ~venation—পক্ষশিরা-বিন্যাস
pinnatifid—পক্ষবৎ খণ্ডিত
pioneer—পথিকৃৎ
Pisces—মীন
pisolite—কূর্মাণ্ডক
pistil—গর্ভকেশর। ~late (flower)—স্ত্রীপুষ্প। ~lode—বন্ধ্য গর্ভকেশর
pitch—(স্বর-সম্বন্ধে) তীক্ষ্ণতা ; স্বনতীক্ষ্ণতা ; স্বনকম্পাঙ্ক ; (পদার্থ) থাক, গুণান্তর। ~accent—গীতিপ্রস্বর (ছন্দ)
pitcher plant—ঘটপত্রী
pith—মজ্জা
pitted—মসৃরিত
placenta—অমরা, ফুল। ~tion—অমরাবিন্যাস
placer—স্রোতস্যা
plains—সমভূমি
plaint—আরজি। ~iff—বাদী
plaited—ভাঁজ-করা
plan—নকশা, পরিলেখ ; পরিকল্পনা
plane—তল ; সমতল ; সমভূমি। ~section—সমচ্ছেদ। inclined~—আনত তল। horizontal~—অনুভূমিক তল। vertical~—উল্লম্ব তল।
planet—গ্রহ

planning officer—পরিকল্পনাধিকারিক, পরিকল্পক
plano- —সম-। ~concave—সমাবতল। ~convex—সমোত্তল। ~meter—সমতলমান
planogamete—চলজননকোষ
plant—উদ্ভিদ, পাদপ ; জনিত্র (gas~ =গ্যাস-জনিত্র)। ~kingdom—উদ্ভিদ্‌সর্গ, উদ্ভিদ্‌জগৎ, উদ্ভিদ্‌গ্রাম
plantation—ক্ষেত্র, আবাদ ; বাগান
plasma—রক্তরস, রক্তমস্তু
plastic—নমনীয়। ~ity—নম্যতা, নমনীয়তা। ~substance—পোষক দ্রব্য। ~sulphur—~গন্ধক
plate—ফলক, পট্ট, পট্টিকা
plateau—মালভূমি
platelet—অণুচক্রিকা
plating—ধাতুলেপন
platinized—প্লাটিনামযুক্ত
platoon—গুল্ম। ~commander—গুল্মনায়ক
platy—পট্টিত
play—ক্রীড়া। play of colour—বর্ণবিলাস
ple -ওজর, অজুহাত
pleading—হেতু-ভাষণ, আরজি ; জবাব
pleasant—প্রিয়। ~ness—প্রিয়তা
pleasure—সুখ। ~principle—সুখসূত্র
pledge—বন্ধক। pledgee—অধিগ্রাহী
pleochroism—বহুরাগতা
pleochroic halo—তেজস্তিলক
plethysmograph—আয়তনলিখ্
pleura—ফুসফুসধরা কলা
plexus—জালক। ~of nerves—নার্ভবেণিক। nerve ~—নার্ভজালক
plicate—কুঞ্চিত
pliers—পাক-সাঁড়াশি
plotting—অঙ্কন
plumbago—কৃষ্ণসীস
plumb line—ওলনদড়ি, লম্বসূত্র
plummet—ওলন
plumule—ভ্রূণমুকুল
pluralism—নানাতত্ত্ববাদ
plus—যুক্ত
Pluto—প্লুটো
plutonic—পাতালিক
pneumatic trough—গ্যাসদ্রোণী
pneumatolysis—গ্যাসক্রিয়া
pneumatophore—শ্বাসমূল
pneumograph—শ্বাসলিখ্
pod—শিম্ব
pointed—সূচ্যগ্র
pointer—সূচি, কাঁটা। ~s—নির্দেশক
point of concurrency—সম্পাতবিন্দু
poision—বিষ। ~ed—বিষিত। ~ing—বিষণ। ~ous—সবিষ, বিষময়, বিষধর্মী, বিষ-। blood-~ing—রক্তদুষ্টি
polar—(বিণ·) মেরু-; (বি·) মেরুরেখা। ~axis—ধ্রুবাক্ষ। ~calms—মেরুশান্ত-শুল। ~distance—লম্বাংশ। ~point—মেরু। ~region—মেরুপ্রদেশ
Polaris—ধ্রুবতারা
polarize—সমবর্তিত করা। ~d—(আলোক সম্বন্ধে) সমবর্তিত ; (কোষ সম্বন্ধে) ছন্ন। ~r—সমবর্তক। polarization—(আলোক সম্বন্ধে) সমবর্তন ; (কোষ সম্বন্ধে) ছদন
pole—মেরু। Pole Star—ধ্রুবতারা। consequent ~— উপমেরু। North Pole—সুমেরু। South Pole—কুমেরু। ~strength- —~চুম্বক মাত্রা
police—আরক্ষা। ~magistrate—আরক্ষা শাসক। ~outpost—আরক্ষাগুল্ম, ফাঁড়ি। ~party, ~picket—আরক্ষিদল। ~service—আরক্ষা-কৃত্যক। ~station—থানা। ~surgeon—আরক্ষা-চিকিৎসক
policy (of an insurance)—বীমাপত্র। ~, endowment—মেয়াদী বীমাপত্র। ~, valued marine—নির্দিষ্ট মূল্যের জাহাজী বীমা
poll—ভোটগ্রহণ, মতগ্রহণ। ~agent—ভোটগ্রহণ-নিযুক্তক। ~ing booth—ভোটস্থান, ভোটঘর। ~ing station—ভোটস্থান। ~ing officer—ভোট-গ্রাহী, মতগ্রাহী
pollen—পরাগ। ~grains—পরাগরেণু। ~masses— পরাগপিণ্ড। ~sac—পরাগস্থলী। ~tube—পরাগনলিকা
pollinated—পরাগিত
pollination—পরাগযোগ। ~, artificial—কৃত্রিম পরাগযোগ। cross~ —ইতর পরাগযোগ
pollution—দূষণ
poly- —বহু। ~adelphous—বহুগুচ্ছ। ~androus—বহু কেশর। ~carpellary—বহুগর্ভপত্রী। ~cotyledon—বহুবীজপত্রী। ~embryony—বহু-ভ্রূণবীজতা। ~gamous—বিমিশ্র, মিশ্রবাসী, ব্যামিশ্র। ~gamy -বহুগামিতা। ~gon—বহুভুজ। ~hedron—বহুতলক। ~morphic—বহুরূপ। ~morp-

hism—বহুরূপতা। ~morphous—বহুরূপ, বহুরূপী। ~nominal—বহুপদ। ~petalæ—বিযুক্তদলী। ~petalous—বিযুক্তদল। ~sepalous—বিযুক্তবৃতি। ~synthetic—আবৃত্ত। ~valent—বহুযোজী
poppy seeds—পোস্তদানা
popular usage—লোকাচার
population—প্রজন
porous—সচ্ছিদ্র, সরন্ধ্র, রন্ধ্রীয়, বহুরন্ধ্র। non-~—নিরন্ধ্র। porosity—সরন্ধ্রতা
porphyritic—প্রকেলাসী (ভূবি·)
port—বন্দর। ~commissioner—বন্দরপাল, পত্তনপাল। ~officer—বন্দরাধিকারিক, পত্তনাধিকারিক। ~police—পত্তন আরক্ষা বা আরক্ষিদল, বন্দর আরক্ষা বা আরক্ষিদল
portfolio—পত্রকোষ. মন্ত্রাধিকার
positive—(পদার্থ·) পরা, পর ; সদর্থক ; (গণি·) ধন- (~number=ধনরাশি)
positivism, positivity—দৃষ্টবাদ
post-budgetary—আয়ব্যয়কোত্তর
posterior—অক্ষমুখ ; পশ্চাৎ
post-graduate—স্নাতকোত্তর
postmaster—ডাক-আধিকারিক। Postmaster General—মহাপ্রেষাধিকারিক, বড় ডাককর্তা
postscript—পুনশ্চ
postulate—স্বীকার্য
posture—অঙ্গবিন্যাস
potential—(বিণ·) স্থৈতিক ; (বি·) বিভব। ~ity—(মনোবি·) অব্যক্ততা, অস্ফুটতা
pot-hole—মন্থকূপ; ভ্রমিচ্ছিদ্র
pound—খোঁয়াড়
power—ক্ষমতা, (গণি·) ঘাত ; (লেন্‌স্ সম্বন্ধে) বর্ধনাঙ্ক। ~installation—শক্তিযন্ত্র স্থাপন। ~of attorney—মোক্তারনামা প্রতিহস্তক্ষমতা। ~series—ঘাতশ্রেণী। candle~—দীপশক্তি
practical—ব্যবহারিক, প্রয়োগীয়, ফলিত। ~application—ব্যবহারিক প্রয়োগ
practice—(গণি·) চলিত নিয়ম ; (মনোবি·) সাধন ; ব্যবহার
pragmatism—প্রয়োগবাদ। pragmatic—প্রায়োগিক
preamble—প্রস্তাবনা
preaudited—পূর্ব-নিরীক্ষিত
precaution—প্রাগ্‌বিধান
precedence—মানক্রম ; পূর্ববর্তিতা
precedent—নজির ; পূর্ববর্তী ; পূর্বগামী
precession—অয়নচলন
precious stone—রত্ন
precipitate—অধঃক্ষেপ। ~d—অধঃক্ষিপ্ত। precipitant—অধঃক্ষেপক। precipitation—অধঃক্ষেপণ
precis—মর্ম
precocious—অকালপক্ব, বালপ্রৌঢ়
preconscious—আসংজ্ঞান
predisposition—প্রবণতা
pre-emption—অগ্রক্রয়াধিকার
prefect—বৈনয়িক
preference—পক্ষপাত, অধিমান। imperial~—সাম্রাজ্য-পক্ষপাত। ~share—সর্বাগ্রে লভ্যাংশযোগ্য শেয়ার
preferential—পক্ষপাতী। ~share—অগ্রাংশ
prefoliation—মুকুলপত্রবিন্যাস
prefloration—পুষ্পপত্রবিন্যাস
preformation theory—প্রাগ্‌ভাববাদ
pregenital—লিঙ্গপূর্ব
prehensile—গ্রাহী
prejudice—পক্ষপাত ; হানি ; অনিষ্ট। prejudicial—পক্ষপাতদুষ্ট, অনিষ্টকর
premature—অকালীয়, অকাল-
premium—বীমার কিস্তির টাকা। ~, at—অতিরিক্ত মূল্যে
premolar—পুরঃপেষক
premonition—পূর্ববোধ
prescribed—নির্দিষ্ট
prescription—ব্যবস্থাপত্র
present worth—বর্তমান মূল্য (গণিত)
presentation—উপস্থাপন
presidency—প্রাদেশিক ; পৌর ; পুর-। ~jail—পৌরকারা। ~magistrate—পুরশাসক। Presidency Postmaster—প্রাদেশিক ডাক-আধিকারিক
President (of the Indian Union)—রাষ্ট্রপতি, অধিরাষ্ট্রপতি। Vice President—উপরাষ্ট্রপতি।
presiding minister—অধ্যক্ষ-মন্ত্রী
presiding officer—অগ্রাধিকারিক
press—মুদ্রিতক। ~and forms department—মুদ্রণ ও নিদর্শ বিভাগ। ~censorship—মুদ্রিতক বিবাচন। ~corrector—মুদ্রণশোধক। ~note—জ্ঞাপনপত্র, প্রেসনোট

pressure- প্রেষ, চাপ। ~gradient—প্রেষক্রম ; প্রেষনতি ~sensation—প্রেষবেদন। atmospheric~—বায়ুপ্রেষ। hydrostatic~—উদ্‌প্রেষ। negative~—প্রতীপ প্রেষ। positive~—অভিগ প্রেষ
presumption—অর্থাপত্তি ; প্রাক্‌প্রত্যয়, প্রাক্‌প্রমাণ
prevention—নিবারণ, বারণ, প্রতিরোধ
preventive—নিবারক। ~detention—নিবারক অবরোধ। ~measure—বারণোপায়
price—মূল্য, দাম। ~, ceiling—সর্বোচ্চ দর। ~, floor—সর্বনিম্ন দর। ~fluctuation—দর উঠানামা। ~franco—সর্বব্যয় সাকুল্য-মূল্য। ~level—মূল্যস্তর। ~, preferential—পক্ষপাতমূলক দাম। ~, net—আসল দাম, পাকা দাম
prick—বেধ
prickles—গাত্রকণ্টক
primacy—আদ্যতা, মুখ্যতা, প্রাথম্য
prima facie—দৃষ্টতঃ
primal horde—আদিম সঙ্ঘ
primary—মুখ্য। ~accent—অধিপ্রস্বর (ছন্দ)। ~pause—লঘুযতি, পর্বযতি (ছন্দ)
prime—মৌলিক ; মুখ্য ; প্রধান। ~cost—মুখ্য খরচ। ~meridian—মূলমধ্যরেখা। ~minister—প্রধান মন্ত্রী। ~vertical—পূর্বাপরবৃত্ত
primitive—আদিম, প্রাক্‌কালীন
principal—(বি·) অধ্যক্ষ ; (বাণিজ্যে) মালিক, প্রধান ; (বিণ·) মুখ্য
principle—তত্ত্ব। ~s of classification—শ্রেণীবদ্ধীকরণসূত্র
printer—মুদ্রক
printing-press—*মুদ্রণালয় ; *মুদ্রণযন্ত্র
priority—পূর্বিতা
prism—ত্রিপার্শ্ব কাচ ; (ভূবি·) স্তম্ভ। ~atic—স্তম্ভাকার
private—একান্ত ; প্রাতিজনিক। ~carrier's permit—প্রাতিজনিক বাহানুমতি, আত্মবাহানুমতি। ~defence—আত্মরক্ষা। ~property—নিজ সম্পত্তি, স্বধন ; বেসরকারি সম্পত্তি। ~secretary—একান্ত সচিব
privation—অভাব
privilege—বিশেষাধিকার
probability—সম্ভাবনা
probate—ইষ্টি-প্রমাণক, ইচ্ছাপত্র-প্রমাণক
Probation Officer (Children's Court Establishment)—পরিদর্শক (বালাধিকরণ)
probationary—অবেক্ষাধীন
problem—প্রশ্ন, সমস্যা, (জ্যামি·) সম্পাদ্য
proboscis—শুণ্ড, শুঁড়
procambium—আদি ক্যাম্বিয়ম
procedure—প্রণালী, প্রক্রিয়া
proceedings—বৃত্তাবলী, কার্যাবলী। ~volume—বৃত্তপুস্তক
process—আকারণ, পরোয়ানা ; প্রবর্ধন, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ক্রিয়া। ~fee—তলবানা। ~server—পরোয়ানা-জারিকারী। constructive~—সংযোজী ক্রিয়া। destructive~—বিযোজী ক্রিয়া
proclamation—উদ্‌ঘোষণা
procumbent—শয়ান
procurement—আসাদন
produce—উৎপন্ন। ~r—উৎপাদক ; (চলচ্চিত্রের) প্রযোজক। ~rs' surplus—ভোগোদ্‌বৃত্ত
product—ফল ; (গণি·) গুণফল। ~ion—উৎপাদন। ~~, cost of—উৎপাদন ব্যয়। ~~, large-scale—বহুল উৎপাদন। ~~, mass—ব্যাপক উৎপাদন। ~~, socialistic—সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা। ~ive—উৎপাদী। ~ivity, canon of—উৎপাদনের সূত্র ~s—জাতদ্রব্য ; বস্তু, দ্রব্য
profession—বৃত্তি, পেশা
profile—পার্শ্বচিত্র
profit—লাভ। ~eer—মুনাফাখোর
proforma (account)—দর্শনার্থ (গণিতক), খসড়া হিসাব
proforma defendant—গৌণ প্রতিবাদী
prognosis—আরোগ্য-সম্ভাবনা
programme—কার্যক্রম, অনুক্রম, ক্রমপত্র
progression—অগ্রগতি, প্রগতি
progressive—ভবিষ্ণু। ~motion—অগ্রগতি
prohibition—প্রতিষেধ ; নিষেধ
projected—অভিক্ষিপ্ত
projectile—প্রাস
projection—প্রক্ষেপ, অভিক্ষেপ। ~lantern—ম্যাজিক লণ্ঠন
proletariate—পরার্থশ্রমী
prologue (of drama)—প্রস্তাবনা
promissory note—প্রত্যর্থপত্র, কোম্পানির কাগজ ; হ্যান্ডনোট
promontory—শৈলান্তরীপ

promoter—প্রবর্তক
promotion—পদোন্নতি
prompting method—স্মারণ-পদ্ধতি
promycelium—আদি ছত্রাক দেহ
propensity—প্রবণতা
proper—(গণি·) প্রকৃত (~fraction=—প্রকৃত ভগ্নাঙ্ক)
property—ধর্ম
prophyll—পূর্বপত্র
propitiation—প্রসাদন
proposition—প্রতিজ্ঞা
proportion—অনুপাত, সমানুপাত। ~al—আনুপাতিক
pro rata—যথাভাগ, হারাহারি
prorogation—ব্যাক্ষেপ
prop root—ঝুরি
prosecuted—অভিশস্ত ; অভিযুক্ত
prosecution—অভিশংসন ; অভিযোগ
prosecutor—অভিশংসক
prospective—ভবিষ্যাপেক্ষ
prospectus of a company—যৌথ কারবারের অনুষ্ঠান পত্র
protandrous— প্রপুংপরিণত। protandry—প্রপুংপরিণতি
protect—পালন, রক্ষণ। ~ed—রক্ষিত। ~ed state, ~orate—সামন্তরাজ্য, আশ্রিত রাজ্য। ~ion —সংরক্ষণ। ~ive colouration—রক্ষাবর্ণ। ~ive measure—রক্ষণ। ~or of emigrants—প্রবাসনপাল
prothorax—পুরোবক্ষ
protocol—দলিলাদির খসড়া, সরকারী আদবকায়দা
protogyny—প্রস্ত্রীপরিণতি। protogynous—প্রস্ত্রীপরিণত
protopathic—অবিলক্ষ্য
protostele—আদি স্টেল
protractor—কোণমাপক, প্রসারক
provident fund—ভবিষ্যনিধি। ~, employees'—কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সংস্থান তহবিল
province—পরিসর ; (ভূগো·) প্রদেশ। provincial—প্রাদেশিক
provision—বিধান, ব্যবস্থা
proviso—অনুবিধি
provocation—উৎক্ষোভন
proxy—প্রতিনিধি, প্রকসি
pseudo-bulb—উপকন্দ
pseudomorph—ছদ্মরূপ। ~ism—ছদ্মরূপতা
pseudopodium—ক্ষণপাদ
pseudoscope—বিকৃতদৃক্, অপদৃক্
psychasthenia—মনোদৌর্বল্য
psyche—মন। psychiatry—মনোরোগ বিদ্যা। psychic—মনঃ-। psychical—মানসিক
psycho- —মনঃ-। ~analysis—মনঃসমীক্ষণ। galvanic apparatus—মনস্তড়িৎ যন্ত্র। ~logist—মনোবিৎ। ~logy—মনোবিদ্যা। ~neurosis—বায়ুরোগ। ~-pathology—মনোবিকার, মনোরোগবিদ্যা। ~physical—মানসদৈহিক, মানসভৌতিক। ~ physics—শারীর মনোবিদ্যা
psychosis—বাতুলতা
puberty—বয়ঃসন্ধি
pubescent—রোমশ
public—জন-, লোক-, সরকারি। ~administration —লোকশাসন। ~carrier's permit—পাশ্চজনিক বাহানুমতি, সর্ববাহানুমতি। ~debt—সরকারি ঋণ। ~finance—জাতীয় অর্থব্যবস্থা ~health—জনস্বাস্থ্য। ~hygiene—পৌরস্বাস্থ্য। ~nuisance—লোককণ্টক। ~prosecutor—সরকারি অভিশংসক। ~relations officer—জনসম্পর্ক আধিকারিক। ~servant—সরকারি কর্মচারী। ~service commission—রাষ্ট্রনিয়োগাধিকার, কৃত্যক-নিয়োগাধিকার। ~welfare—জনকল্যাণ
publication—প্রকাশ
publicity—প্রচার
P.U.C.—বিবেচ্যপত্র
puddling furnace—আলোড়ন-চুল্লী
pull—টান
pulley—কপি, কপিকল
pulmonary—ফুসফুস-। ~artery and vein—ফুসফুসাধিগ ধমনী ও শিরা
pulmonate—ফুসফুস-শ্বাসী
pulse, pulse-beat—নাড়ী, নাড়ীঘাত, ধমনীঘাত
pulverization—প্রচূর্ণন
pulverizer—প্রচূর্ণক
pulvinus—উপধান
pumice stone—ঝামাপাথর
punitive—দণ্ডার্থ
pupa—পুত্তলি

pupil—তারারন্ধ্র (শারীর)
pupil nurse—শৈক্ষ পরিষেবিকা
purchasing power—ক্রয়ক্ষমতা। ~parity—ক্রয়-ক্ষমতার সমতা
pure quadratic—অমিশ্র দ্বিঘাত
purify—শোধন করা। purification—শোধন। purified—শোধিত। purifier—শোধক
puritanism—অতিনৈতিকতা
purity—শুদ্ধতা
purple—নীলবেগনী ; রক্তবেগনী ; বেগনী
purposive—আভিপ্রায়িক
pus—পূঁজ
putrefaction—শটন ; পচন
put up—উপন্যস্ত হউক, পেশ করা হউক। ~slip—ন্যস্তপত্র, পেশপত্রী
pygmy—বামন
pyloris of the stomach—প্রণালিকা
pyramid—শিখর। ~al—শিখরীয়
pyrite,-s—মাক্ষিক
pyrogenetic—তাপজ
pyrometamorphism—খরতাপ-রূপান্তর

Q

quadrangular—চতুর্ধার
quadrant—পাদ ; চতুঃকোষ অবস্থা
quadratic—দ্বিঘাত
quadrature—পাদসংস্থান
quadri- —চতুঃ। ~lateral—চতুর্ভুজ, চতুষ্কোণ। ~locular—চতুঃকোষ্ঠ। ~-valent—চতুর্যোজী
quadruped—চতুষ্পদ
qualification—গুণ ; যোগ্যতা
qualified—গুণযুক্ত ; যোগ্য
quality—গুণ। qualitative—আম্বিক, গুণীয়
quantitative—মাত্রিক
quantity—(গণিতে) রাশি ; (মনোবি·) মাত্রা। ~theory of money—অর্থ প্রসারবাদ
quantum—পরিমাণ
quarantine—সঙ্গরোধ ; নিরোধন
quarry—খাত
quarter—চতুর্থাংশ, পাদ (first~=প্রথম পাদ)
quartet—চতুষ্ক (ছন্দ)
quartz—স্ফটিক
quicklime—কলিচুন
quicksilver—পারদ, পারা
quinologist—কুইনীনবিৎ
quinted- —পঞ্চক (ছন্দ)
quinquennial—পঞ্চবার্ষিক মূল্যায়ণ
quota—কোটা, যথাংশ, বরাদ্দ
quorum—অপেক্ষ সংখ্যা, গণপূর্তি, সিদ্ধ ন্যূনতম সংখ্যা
quotation—উদ্ধার ; মূল্যজ্ঞাপন ; বাজারদর
quoted—উদ্ধৃত
quotient—ভাগফল

R

race—জাতি
race-course—বর্তনপথ
rachis—পত্রক-অক্ষ। ~of fern—যৌগিক পত্রাক্ষ
racial—জাতীয়
radial—অর-, অরীয়। ~axis—মূলাক্ষ
radiance—দীপ্তি, প্রভা
radiant—দীপ্ত ; (পদার্থবি) স্বপ্রভ। ~heat—বিকীর্ণ তাপ
radiation—বিকিরণ
radiating—ছটাকার
radical—মূলক, মৃৎকাগুজ। ~centre—মূলকেন্দ্র
radicle—ভ্রূণমুকুল
radioactive—তেজস্ক্রিয়
radius—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি, অর, ব্যাসার্ধ। ~of inversion—বিলোম ব্যাসার্ধ। ~vector—দূরক
rage—রোষ
railway—রেলপথ
rain—বৃষ্টি। ~fall—বারিপাত। ~-gauge—বৃষ্টি-মাপক। ~shadow—বৃষ্টিচ্ছায়। mean~গড় বারি-পাত।
rains—বৃষ্টি। ~convection—পরিচলন বৃষ্টি। ~cyclonic~ঘূর্ণিবৃষ্টি। relief ~—শৈলোৎক্ষেপ-বৃষ্টি
ramal—শাখাজ
rementa—গাত্রশঙ্ক
random—অক্রম
range—পাল্লা ; আভোগ, অঞ্চল ; গোচর
rank—পদমর্যাদা
rape—ধর্ষণ, বলাৎকার
rape seed—সর্ষপ
raphe—প্রসারিত ডিম্বকনাভী
rapid—নদীপ্রপাত
rare earth—বিরলমৃত্তিক

rarefy—তনু করা। rarefaction—তনুভবন
rate—হার ; দর ; (ট্যাক্স-সম্বন্ধে অভিকর।~of discount—বাট্টাহার। of exchange—বিনিময়-হার।
ratification—অনুসমর্থন
rating—(মনোবি·) নির্ধারণ
ratio—অনুপাত। ~of exchange—বিনিময়ের অনুপাত। ~of greater inequality—গুরু অনুপাত। ~of less inequality—লঘু অনুপাত
ration—সংবিভাগ। ~card—সংবিভাগপত্র। ~ing officer—সংবিভাগ আধিকারিক
rational—যুক্তিসিদ্ধ ; (গণি·) মূলদ। ~ism—যুক্তিবাদ, হৈতুকতা। ~ist—যুক্তিবাদী, হৈতুক। ~ization—যুক্ত্যাভ্যাস, (গণি·) করণী-নিরসন
ravine—দরি
raw material—কাঁচামাল
ray—রশ্মি। ~, cosmic—নভোরশ্মি।
ray floret—প্রান্তপুষ্পিকা
ray—রশ্মি। ~, cosmic—নভোরশ্মি। ~ positive—পরবশ্মি। ~, Rontgen—রঞ্জনরশ্মি
reaction—প্রতিক্রিয়া, বিক্রিয়া। ~product—বিক্রিয়ালব্ধ দ্রব্য
reactive—সক্রিয়
reading—পাঠ
reader—পরীক্ষক, প্রুফ-শোধক ; পাঠক
reagent—বিকারক
real—বাস্তব · (পদার্থবি) সৎ (~focus=সৎ ফোকস)। ~ism—বাস্তববাদ। ~ity—বাস্তব, বাস্তবতা
realgar—মনঃশিলা, মোমছাল
realm—প্রদেশ
reappropriation—পুনরুপযোজন
reason—হেতু। ~ing—বিচার, যুক্তি
rebate—অবহৃতক
rebound—প্রতিক্ষিপ্ত হওয়া
recapitulation—সংক্ষিপ্তাবৃত্তি। ~theory—পরিবৃত্তিবাদ
receipt—প্রতিশ্রব, রসিদ ; প্রাপ্তি, আয়।
receiver—গ্রাহক ; গ্রাহযন্ত্র। ~of a pump—পাম্প–আধার
recency—সাম্প্রত্য
receptacle—(উদ্ভিদবি·) পুষ্পাধার
receptive—গ্রাহী। receptor—গ্রাহক
recessive—প্রচ্ছন্ন
reciprocal—বিপরীত ; অন্যোন্য ; ব্যতিহার
reciprocity—ব্যতিহার
reclamation—উদ্ধার
reclinate—নিম্নমুখ
recognition—প্রত্যভিজ্ঞা
recoil—প্রত্যাগতি, প্রতিক্ষেপ
recollection—অনুস্মরণ
recommendation—সুপারিশ
recomposition—পুনর্যোজন
reconciliation—সমন্বয়
record—বিবরণী ; লেখ্য, নথি, দলিল। ~er—নিবেশক। ~er's guide book—নিবেশ-প্রদর্শ। ~finder—নথি-প্রাপক, লেখ্য-প্রাপক। ~ing—নিবেশন। ~keeper—নথি-রক্ষক, লেখ্য-রক্ষক। ~of rights—স্বত্বলেখ্য ; খতিয়ান। ~room—লেখ্যাগার, মোহাফেজখানা
recreation—বিনোদন
recruitment—প্রবেশন, সংগ্রহ ; ভরতি
rectangle—আয়তক্ষেত্র। rectangular hyperbola—সমপরাবৃত্ত
rectify—(পদার্থবি·) একমুখী করা। rectification—একমুখী করণ। rectified spirit—শোধিত কোহল
rectilineal figure—ঋজুরেখ ক্ষেত্র
rectilinear—ঋজুরেখ
rector—অধিশিক্ষক, অধিপুরুষ
rectum—মলাশয়, মলনালী
recumbent—অর্ধশয়ান
recurrence—আবৃত্তি
recurring—(গণি·) আবৃত্ত। ~expenditure—আবর্তক ব্যয়
redandancy—অতিরেক
redemption—মোক্ষণ। ~charges—মোক্ষণ-প্রভার
redblood corpuscle—লোহিত রক্তকণিকা
red heat—লোহিত তাপ। red hot—লোহিত তপ্ত
redintegration—পুনঃসমাকলন
reduction—বিজারণ (রসা) ; লঘূকরণ (গণি·) ~factor—লঘুগুণক
reed—(বাদ্যযন্ত্রাদির) পত্রী
reef—রীফ। barrier reefs—প্রবাল প্রাচীর। fringing reefs—বেলাশৈল
reeler—পাকদার, আবাপনিক
reference—নির্দেশ
referendum—জনমত গ্রহণ, প্রত্যক্ষভোটে স্থাপন

refine—শোধন করা। ~d—শোধিত
reflect—প্রতিফলিত করা। ~ed—প্রতিফলিত। ~ing—প্রতিফলক। ~ion—(বি·) প্রতিফলন; (বিণ·) প্রতিফলিত। ~or—প্রতিফলক
reflex—প্রতিবর্ত; প্রতিবর্তক; প্রতিবর্তী; প্রবৃদ্ধ। ~action—প্রতিবর্ত ক্রিয়া, প্রতিবর্তী ক্রিয়া। ~angle—প্রবৃদ্ধ কোণ
reformatory—সংশোধনাগার
refract—প্রতিসরণ করা। ~ed—প্রতিসৃত। ~ing—প্রতিসাবক। ~ing index—প্রতিসরাঙ্ক। ~ion—প্রতিসরণ। ~ive index—প্রতিসরাঙ্ক। ~ory—দুর্গল
refrangible—প্রতিসরণীয
refrigerate—হিমায়িত করা। ~d—শীতিত।
refrigeration—শীতন, হিমায়ন
refrigerator—শীতক
refuelling—পুনরেধগ্রহণ, পুনরায় তেল ভরা
refund—প্রত্যর্পণ
regelate—পুনঃশিলীভূত করা। regelation—পুনঃশিলীভবন
regeneration—পুনরুৎপত্তি। regenerator—পুনরুৎপাদক
regiment—সৈন্যদল। ~al—সৈন্যদল-
region—অঞ্চল, প্রদেশ। ~al—আঞ্চলিক, স্থানিক; মাণ্ডলিক; (ভূবি·) ব্যাপক। ~al controller of civil supplies—মাণ্ডলিক নিয়ামক, জনসংভরণ। ~al council—আঞ্চলিক পরিষদ। ~al transport authority—স্থানিক পরিবহণ অধিকারী
register—নিবন্ধভুক্ত করা। registrar—নিয়ামক; করণাধ্যক্ষ; নিবন্ধক। registration—নিবন্ধন। registration number—নিবন্ধ-সংখ্যা
regression—পশ্চাদ্‌গতি; প্রত্যাবৃত্তি
regular—সমাঙ্গ; সুষম; সম (~solid= সমঘন)। ~ization—নিয়ামন। ~ize—নিয়মিত করা
regulated—নিয়ন্ত্রিত। regulation—প্রনিয়ম; প্রবিধান। regulator—নিয়ামক
rehabilitation—পুনর্বাসন
remainder—বাকি, শেষ, অবশিষ্ট (গণিত)
remuneration—পারিশ্রমিক
rhythm—ছন্দস্পন্দ, স্পন্দ, তাল (ছন্দ)
rhythmic prose—স্পন্দমান গদ্য (ছন্দ)।
reimbursement—পুনর্ভবণ
rime—মিল, অন্ত্যানুপ্রাস (ছন্দ)
riming—সমিল (ছন্দ)
riming enjumbed verse—সমিল প্রবহমান পংক্তি (ছন্দ)
rising rhythm—ঊর্ধ্বগ তরঙ্গ (ছন্দ)
rejuvenated—পুর্নবব। rejuvenescence—পুনর্ভবন
relation—সম্বন্ধ; ব্যতিষঙ্গ। ~ship—জ্ঞাতিত্ব
relative—সম্বন্ধ; আপেক্ষিক, সাপেক্ষ। relativism—ব্যতিষঙ্গবাদ
relativity—আপেক্ষিকতা। theory of~—অপেক্ষবাদ, আপেক্ষিকবাদ
relaxation—শ্লথন। relaxed—শিথিল, শ্লথ
release—মুক্তি। released—অবমুক্ত
relevancy—প্রাসঙ্গিকতা
reliability—বিশ্বাস্যতা
relict mountain—শিষ্টপর্বত
relief—(বি·) ত্রাণ; সাহায্য; নিবৃত্তি, উপশম; বিমোক; বিমোচক; (ভূগো·) বন্ধুরতা (~map=বন্ধুরতার মানচিত্র); (বিণ·) বন্ধুর, উচ্চাবচ
remembrance—স্মৃতি। remembering—স্মরণ
reminder—তাগিদ; অনুস্মারক
remission—নিষ্কৃতি
remittance—প্রেষণ; প্রেষিতক
remorse—অনুতাপ, অনুশোচনা
remount—আরোহ। ~depot—আরোহস্থান
reniform—বৃক্কাকার
rent—ভাটক, ভাড়া; কর, খাজনা। ~, dead—সর্বনিম্ন খাজনা, তামাদি কর। ~free—নিষ্কর। ~, producer's—উৎপাদন কর। ~roll—জমাবন্দী
repair—মেরামত, পূরণ
repatriation—প্রত্যাবাসন। ~benefit—প্রত্যাবাসন-সাহায্য। repatriated—প্রত্যাবাসিত
repeal—নিরসন
repetition—পুনর্বৃত্তি
replace—প্রতিস্থাপন করা। ~able—প্রতিস্থাপনীয়। ~ment—প্রতিস্থাপন
report—প্রতিবেদন; প্রতিবেদ
representation—প্রদর্শন
representative—প্রতিনিধি
repression—অবদমন। repressed—অবদমিত
reprieve—দণ্ডব্যাক্ষেপ; প্রবিলম্বন
reproduction—জনন। asexual~—অযৌন জনন। vegetative~—অঙ্গজ জনন
reproductive—জনন। ~cell—জননকোষ
reptile—সরীসৃপ

republic—গণরাজ্য ; প্রজাতন্ত্র
repugnant—বিরোধী
repulsion—বিকর্ষণ। repulsive—বিকর্ষী
requisition—অধিযাচনপত্র। ~slip—অধিযাচনপত্রী
rescind—প্রত্যাহরণ করা
rescue home—উদ্ধারভবন
research—গবেষণা
reservation—সংরক্ষণ। reserve—সংচিতি ; সংরক্ষণ। ~,contingency—নৈমিত্তিক সঞ্চয়। reserve fund—মজুত তহবিল। ~, gold standard—সংরক্ষিত স্বর্ণমান
reservoir—আধার
resident—আবাসিক, আবাসী
residue—অবশেষ। residuary powers—অবশিষ্ট ক্ষমতা। residual—অবশিষ্ট। ~residual magnetism—শেষ চুম্বকত্ব
resin—রজন ; জতু (রসা·)। ~ous—লাক্ষিক
resistance—বাধা, রোধ, প্রতিবন্ধ
res judicata—পূর্ববিচারিত দোবারা দোষ
resolution—সংকল্প ; বিভাজন
resolved part—বিভক্তাংশ
resonance—অনুনাদ। ~box—অনুনাদী বাক্স
resonator—অনুনাদক
resorption—পুনঃশোষণ
resources—সম্পদ্
respiration—শ্বাস ; শ্বসন ; নিশ্বাস-প্রশ্বাস। artificial ~—কৃত্রিম শ্বসন
respiratory—শ্বাস-। ~organ—শ্বাসযন্ত্র। ~quotient—শ্বাসহার
respirometer—শ্বাসমাপক
respiroscope—শ্বাসবীক্ষক
respite—বিলম্বন
respondent—উত্তরবাদী
response—প্রতিবেদন, প্রতিক্রিয়া, সাড়া
rest—স্থিতি ; বিরাম। ~ing point—স্থিতিবিন্দু
restitution of conjugal rights—দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন
restorative—বৃংহন
resultant—(বি·) লব্ধি ; ফল ; (বিণ·) লব্ধ
resume—সারসঙ্কলন
retail—খুচরা। ~er—খুচরা বিক্রেতা। ~price—খুচরা দর
retard—বাধা দেওয়া। ~ation—মন্দন
retention—রক্ষা
reticulated—জালক reticulate (venation)—
retina—অক্ষিপট
retort—বকযন্ত্র
retractor—প্রত্যাহারক
retrograde motion—প্রতীপ গতি
retrogression—প্রতীপ গতি। retrogressive—প্রতীপ
retrospective—ভূতাপেক্ষ
return—বিবরণ (monthly~=মাসিক বিবরণ) ; প্রত্যায়
returning officer—নির্বাচন-আধিকারিক
returns—আগম। constant~—সম-আগম। diminishing~—ঊন-আগম। increasing~—বর্ধমান আগম
revenue—রাজস্ব, আয়। ~account—রাজস্বহিসাব, আয়ের হিসাব। ~clerk—রাজস্ব করণিক। ~free— লাখেরাজ
reverberatory furnace—পরাবর্তক চুল্লী
reversion—পূর্বানুবৃত্তি
review —পুনরীক্ষণ, *সমীক্ষা
revision—সংশোধন। revised estimate—সংশোধিত প্রাক্কলন। reviser—পরিশোধক, সংশোধক। revising authority—সংশোধন-অধিকারী, সংশোধনকর্তা
revocation—সংহরণ
revoke—সংহরণ করা। ~d—সংহৃত
revolute—পৃষ্ঠাবর্তী
revolution—আবর্তন, পরিক্রমণ (বল)। period of~—আবর্তনকাল
rhamnaceæ—বদরী-গোত্র
rhodophyceæ—লোহিত শৈবাল ·
rhythm—ছন্দ। ~ic—ছান্দস ; সমতাল
rib—পর্শুকা, পাঁজর
ribbed—সভঙ্গ
rider—রোহী
ridge—শৈলশিরা। submarine~—মগ্নগিরি
riding master—আরোহ-শিক্ষক
rift valley—ধ্বংস-উপত্যকা
right—(বি·) অধিকার ; (বিণ·) দক্ষিণ, ডাহিন। ~angle—সমকোণ। ~ascension—বিষুবাংশ। ~hand steering—দক্ষিণাবর্তন, ডাইনে হাল

rigid—দৃঢ় । ~ity—দৃঢ়তা, দার্ঢ্য
rigor mortis—মরণসঙ্কোচ
rigorous imprisonment—সশ্রম কারাবাস বা কারাদণ্ড
ring—বলয়, মণ্ডল । ~worm—দদ্রু, দাদ
riparian—নদীতীরবর্তী
ripple—লহরী (-রি)
rise and fall—উঠানামা ; (বাণি·) তেজিমন্দি
risk—ঝুঁকি
rivalry—প্রতিযোগ
river—নদী । ~basin—অববাহিকা, পর্যঙ্ক । ~bed—নদীগর্ভ । ~irrigated—নদীমাতৃক
rivet—বাঁচি
rivulet—ক্ষুদ্রনদী
road—পথ । ~alignment—পথরেখা । ~cess—পথকর । ~metal—পথশিলা
roast—জারিত বা ভর্জিত করা
rock—শিলা, প্রস্তর । ~,alkaline—ক্ষারীয় শিলা । ~, basic—ক্ষারকীয় শিলা । ~crystal—স্ফটিক । ~,hypabyssal—উপপাতালিক শিলা । ~,intermediate—অবাম্ল শিলা । ~, plutonic (abysal)—পাতালিক শিলা । ~salt—খনিজ লবণ । sedimentary~—পাললিক বা পালল শিলা । ~,stratified—স্তরিত শিলা । ~,ultrabasic—প্রক্ষারকীয় শিলা । ~, volcanic—উদ্‌গীর্ণ শিলা
rodent—তীক্ষ্ণদন্ত
rolling—গড়ান, আবর্তন । ~friction—আবর্ত-ঘর্ষণ । ~stock—গাড়িসম্ভার
roll-sulphur—বাতি গন্ধক
root—মূল । ~apex—মূলাগ্র । ~cap—মূলত্র । ~climber—মূলারোহী লতা । ~less—মূলহীন, অমূল । ~let—মূলিকা । ~-parasite—মূলজীবী । ~-stock—মূলাকার কাণ্ড । fibrous~—শিফামূল । hanging~—অবরোহ মূল । secondary~—গৌণ মূল, শাখা মূল । tap~—প্রধান মূল । true~—স্থানিক মূল
ropeway—রজ্জুপথ
rosaceæ—গোলাপ-গোত্র
roster—পর্যায় । ~-duty—পর্যায়
rotary—ঘূর্ণ
rotate—(ক্রি·) আবর্তন করা ; (বিণ·) চক্রাকার
rotating—ঘূর্ণ- । ~disc—ঘূর্ণচক্র
rotation—আবর্তন, ঘূর্ণন ; আবর্ত । ~al motion—ঘূর্ণগতি । ~of crop—শস্যপর্যায় । ~spectrum—ঘূর্ণন বর্ণচ্ছটা । axis of~—ঘূর্ণাক্ষ
rotatory—ঘূর্ণ-
rote learning—আবৃত্তি
rotund—বৃত্তাকার
rough—রুক্ষ, অমসৃণ, বন্ধুর, স্থূল (~approximation=স্থূলমান) ; শোধ্য (~copy=শোধ্য প্রতিলিপি) । ~draft—মোটা খসড়া
round—(বি·) চক্র, রোঁদ ; ক্ষেপ
rover—ব্রজচার
royal navy—রাজনাবী
royalty—অধিকার-ভাগধেয়, নজরানা, লেখকের প্রাপ্য, সেলামি
rubiaceæ—কদম্ব-গোত্র
ruby—পদ্মরাগ, চুনি । ~glass—লোহিত কাচ । ~sulphur—লোহিত গন্ধক
rudimentary—ব্যাহত ; অঙ্কুর ; লুপ্তপ্রায়
rule—নিয়ম । ~of three—(গণি·) ত্রৈরাশিক
ruled—রেখাঙ্কিত
rules—নিয়মাবলী । ~of business—কার্যনিয়ম । ~of procedure—কার্যক্রম
ruling—বিনির্দেশ
ruminant—রোমন্থক
ruminated—চিত্রিত
run on line—প্রবহমান
runcinate—ক্রকচাকার
rural—গ্রাম্য, জানপদ । ~publicity officer—পল্লী-প্রচার-আধিকারিক । ~reconstruction—পল্লী পুনর্গঠন
rutaceæ—নিম্বুগোত্র

S

sabotage—অন্তর্ঘাত, কূটঘাত ; অন্তর্ঘাতী বা কূটঘাতী কার্য
saboteur—অন্তর্ঘাতক, কূটঘাতক
sac—স্থলী (উদ্ভিদ)
saccharoidal—শার্কর
sacrament—সংস্কার
sacrum—ত্রিকাস্থি
saddle—পল্যায়ন
sadism—ধর্ষকাম । sadist—ধর্ষকামী
safety-catch—রক্ষা-ছিটকিনি
safeguard—রক্ষাকবচ
safety lamp—নিরাপদ দীপ

Sagittarius—ধনু
sagittate—মানকপত্রাকার
salammonia—নিশাদল, নবসার
sale, bill of—কবালা
salesman—বিক্রয়িক
saline—লাবণ, লাবণিক। salinity—লবণতা
saliva—নিষ্ঠীবন, থুতু, মুখলালা, লালা। ~ry—লালা-। ~ry gland—লালাগ্রন্থি। ~tion—লালাস্রাব
salt, neutral—শমিত লবণ। salt, normal—পূর্ণলবণ
saltpetre—শোরা
sample—নমুনা
'sanctimonious—ধর্মধ্বজী
sanction—অনুমোদন, মঞ্জুরি। ~ed—অনুমোদিত, মঞ্জুরিত
sand—বালুকা, বালি। ~-bank—বালুকাতট। ~:bath —বালিখোলা। ~-culture—বালুকাকৃষ্টি। ~-paper—সিরিশ কাগজ। ~stone—বেলে পাথর, বালুশিলা
sanatorium—স্বাস্থ্যভূমি, স্বাস্থ্যালয়
sanitary inspector—স্বাস্থ্য-পরিদর্শক
sanitation—স্বাস্থ্যবিধান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ; অনাময়ব্যবস্থা
sapindaceæ—লিচু-গোত্র
saponification—সাবান-ভবন
sapphire—নীলকান্ত, নীলা
saprophyte—মৃতজীবী। saprophytic—শবজীবী। saprophytism—শবজীবীতা
sap wood—কোমল বা সরস কাষ্ঠ
Sargasso Sea—শৈবাল সাগর
satellite—উপগ্রহ
satiety—পরিতৃপ্তি, সন্তৃপ্তি
satisfaction—পরিতোষ
saturate—সংপৃক্ত করা, পরিপৃক্ত করা। ~d—সংপৃক্ত, পরিপৃক্ত। saturation—সংপৃক্তি, পরিপৃক্তি। over ~d—পরিপৃক্ত। supersaturation—অতিপৃক্তি
Saturn—শনি। the ring of~—শনিবলয়
satyriasis—পুংকামোন্মাদ
saving—উদ্বৃত্ত
saving method—(মনোবি·) পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি
savings account—সঞ্চয়, আমানত
scald—বাষ্পদাহ
scale—শল্ক, শকল, আঁশ ; মাপনী ; মানক, মান ; ক্রম (~of pay=বেতন-ক্রম)। ~leaf—শল্কপত্র। ~-pan—তুলপাত্র। diatonic~—সপ্তক। musical ~—স্বরগ্রাম মান। ~nohedron—বিষমভুজক। tempered~—সংস্কৃত স্বরগ্রাম
scalene—বিষমভুজ
scaly—শল্কাকার
scansion—ছন্দোনিরূপণ, ছন্দোবিশ্লেষ
scape—ভৌম পুষ্পদণ্ড
scapula—অংসফলক
scar—ক্ষতচিহ্ন
scarp—ভৃগুতট
scattering—বিক্ষেপণ
scepticism—সন্দেহবাদ
schedule—অনুসূচি, তফসিল। ~d bank—তফসিলী ব্যাঙ্ক
schema—উদাহরণ
schematic—পরিকল্পনীয়
scheme—পরিকল্প
schizocarp (fruit)—ভেদক ফল
schizophrenia—চিত্তভ্রংশী বাতুলতা
scholar—বিদ্যার্থী ; পণ্ডিত
scholasticism—সাম্প্রদায়িক বিদ্যাভিমান
school—সম্প্রদায় , বিদ্যালয়
scintillation—স্ফুলিঙ্গায়ন
sclerotic—শ্বেতমণ্ডল। ~coat—শ্বেতমণ্ডল
score—সাফল্যাঙ্ক
scoring method—যুগ্মস্মৃতি-পদ্ধতি
Scorpio—বৃশ্চিক।
scorpion—কাঁকড়াবিছা, বৃশ্চিক। ~sting—বৃশ্চিক-দংশন, বিছার কামড় বা হুল
scratch—অঙ্কন, লেখন
scree (or lattus)—স্খল স্তূপ
screen memory—(মনোবি·) আবরক স্মৃতি
screw—স্ক্রু। pitch of, the ~—থাক, গুণান্তর। thread of the~—গুণ, গুণা
scrubland —গুল্মভূমি
scrutiny—সমীক্ষা
sea—সমুদ্র, সাগর। ~-beach—সৈকত। ~-bottom—সিন্ধুতল। ~cucumber—সামুদ্র কর্কন্ধু। ~-level—সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্র সমতল, সাগরাঙ্ক। ~weed—সমুদ্র-উদ্ভিদ্, সমুদ্র-শৈবাল
seal—নামমুদ্রা, সীলমোহর। ~bailiff—মুদ্রানিয়োগী। ~ed—নামমুদ্রাঙ্কিত, সীলমোহরাঙ্কিত। common seal—সামূহিক নামমুদ্রা
seam—স্তর

season, breeding—প্রজননঋতু
secant—ছেদক
second—বিকলা
secondary—অপ্রধান, গৌণ ; অনু- ; (ভূবিদ্যায়) অনুসম্ভূত। ~accent—উপপ্রস্বর (ছন্দ)। ~cell—সঞ্চয়কোষ। ~education—মধ্যশিক্ষা। ~elaboration—অনুযোজনা। ~pause—উপযতি, উপপর্ব যতি (ছন্দ)
seconder—সমর্থক
secret agent—গুপ্ত প্রতিনিধি
secret cover—গূঢ় ছদ্ম
secretariat—মহাকরণ ; সজ্ঘটন ;. প্রতিষ্ঠান
secretary—সচিব ; সম্পাদক
secretion—ক্ষরণ ; ক্ষারণ ; নিঃসরণ
sect—সম্প্রদায়
section—উপশাখা, অনুবিভাগ ; ধারা (~of a rule=আইনের ধারা) ; ছেদ ; ছেদন ; দল। ~-cutter—ছেদক। ~-holder—শাখাধর। cross~—প্রস্থচ্ছেদ। longitudinal ~—দীর্ঘচ্ছেদ। transverse~—প্রস্থচ্ছেদ, অনুপ্রস্থচ্ছেদ। vertical~—লম্বচ্ছেদ, উল্লম্ব ছেদ, উর্ধ্বাধঃছেদ
sectional area—দূরকক্ষেত্র
sector—বৃত্তকলা
secular parallax—নাক্ষত্র লম্বন
secular state—লোকায়ত রাষ্ট্র
security—প্রতিভূতি,, জামিন ; জমানত ; ক্ষেম নিরাপত্তা। ~deposit—জামিন টাকা। ~, gilt-edged—স্বর্ণতুল্য বা সর্বোত্তম ঋণপত্র
sediment—তলানি ; কল্ক, গাদ ; (ভূবি·) পলল। ~ary—পাললিক ; (ভূগো·) পাতালিক। ~ation—থিতান ; অবক্ষেপণ
sedition—রাজবৈর
seduction—বিলোভন। seduced—বিলুব্ধ
seed—বীজ। ~, albuminous—সস্যল। ~coat—বীজত্বক্। ~dispersal—বীজবিস্তার। ~exalbuminous—অসস্যল। ~vessel—বীজস্থলী। ~ed—সবীজ। ~less—বীজহীন, অবীজ। ~ling—চারা
seepage—ক্ষরণ
segment—(রেখা সম্বন্ধে) খণ্ড ; খণ্ডক ; (বৃত্ত সম্বন্ধে) বৃত্তাংশ। ~ation—খণ্ডীকরণ, খণ্ডীভবন। ~of a sphere—গোলকখণ্ড। abdominal~—উদরখণ্ডক
segregation—পৃথগ্‌ভবন ; পৃথক্‌করণ ; (ভূবি·) সমবায়ন
seigniorage—বানি, মুদ্রাশুল্ক
seismic-
seismograph—ভূকম্পলিখ্। ~y—ভূকম্পবিদ্যা
seismology—ভূকম্পবিদ্যা
select—নির্বাচন করা। ~committee—প্রবর সমিতি। ~ion—নির্বাচন ; (মনোবি·) বরণ। ~ive—(মনোবি·) বৃত
self—আত্মা ; অহং ; স্ব-। ~-assertion—আত্মসাম্মুখ্য। ~-conjugate—স্বানুবদ্ধ। ~-determination—আত্মনির্ধারণ। ~-evident—স্বতঃপ্রমাণ। ~fertilization—স্বনিষেক। ~-induction—স্বাবেশ। ~-willed—স্বৈর ~pollination—স্বপরাগযোগ। ~sterility—স্ববন্ধ্যত্ব।
selling at cost—পরতাদরে বিক্রয়
semen—শুক্র
semi—অর্ধ
senior—জ্যেষ্ঠ, উত্তর, *প্রবর (সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে)। ~ity—জ্যেষ্ঠতা
sensation—বেদন ; সংবেদন। ~alism—সংবেদবাদ ; সংবেদনতত্ত্ব
sense—জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বেদন (muscular~=পেশীয় বেদন) ; বোধ (~of guilt=অপরাধবোধ)। ~-organ—ইন্দ্রিয়স্থান ; জ্ঞানেন্দ্রিয়। ~pause—ভাবযতি, ভাবছেদ (ছন্দ)
sensibility—উত্তেজিত্ব, বেদিতা
sensitive—সুবেদী, সূক্ষ্ম। ~paper—সুগ্রাহী কাগজ
sensory—সংজ্ঞাবহ সংবেদজ, সংবেদ-। ~centre—সংজ্ঞাক্ষেত্র, সংজ্ঞাকেন্দ্র। sensorial—সংবেদন-
sentence—দণ্ডাদেশ
sentiment—রস
sepal—বৃত্যংশ। ~oid—বৃতিসদৃশ (উদ্ভিদ্)
septet—সপ্তক (ছন্দ)
sepsis—বীজদূষণ
septic tank—মলশোধনাশয়
septum, septa—পরদা, ব্যবধায়ক
sequence—ক্রম
serial—অনুক্রমিক
sericultural—কীটপোষ-, রেশমকীট পালন
series—মালা, শ্রেণী
serrate,-d—ক্রকচ
serum—রক্তমস্তু
service—কৃত্যক। ~of the crown—রাজকার্য। ~-roll—কৃত্যকসূচী
sestet—ষটক (ছন্দ)
session—সত্র। ~s—দণ্ডসত্র, দায়রা। ~s judge—

দণ্ডসত্রাধীশ, দায়রা বিচারক
set—বিন্যাস। ~off—কাটাকাটি
setting—অস্তগমন। ~circle—অস্তবৃত্ত
settled raiyat—স্থিতিবান্ রায়ত
settlement—ভূ-বাসন। ~officer—ভূবাসন আধিকারিক
sex—লিঙ্গ। ~ology—কামবিদ্যা
sexagesimal—ষষ্ঠিক
sexual—লৈঙ্গিক, যৌন, কামজ ; কাম-, রত-। ~aim—কামচেষ্টা। dimorohism—যৌন দ্বিরূপতা। ~instinct—কামপ্রবৃত্তি, সহজপ্রবৃত্তি। ~intercourse—রতি ; সম্ভোগ ; সঙ্গম ; মৈথুন। ~inversion—যৌনবিপর্যয়। ~object—কামপাত্র। ~orgy—রতোৎসব। ~pleasure—কামসুখ।
sexuality—যৌনতা ; কামিতা ; কামধর্ম
shallows—মগ্নচড়া
share—অংশ। ~certificate—শেয়ারেব অভিজ্ঞানপত্র। ~holder—অংশী। ~scrip—শেয়ারের কাঁচা প্রমাণ পত্র। ~, preference—পক্ষপাতমূলক শেয়ার
sharp note—তীক্ষ্ণস্বর
shearing—কৃন্তন
shell—খোলক
shell-shock—ঘাত
shellac—গালা, লাক্ষা
shingle—নুড়ি
shipping—পোত- (~ agent=পোত-নিযুক্তক)। ~master—পোতাধিপাল
shoal—মগ্নচড়া
shock—অভিঘাত
shoeing-smith—নালবন্ধক, খুরত্রিক
shoot—বিটপ
shore-line—তটরেখা
short circuit—বর্ত্মক্ষেপ
shortening—সংকোচন
shortsightedness—অদূরবদ্ধ দৃষ্টি
shoulder-blade—অংসফলক
shrinkage—সঙ্কোচন
shrub—গুল্ম
side—পক্ষ, বাহু, ভুজ
sidereal—নক্ষত্র-, নাক্ষত্র
sieve—চালনী
sight, at—দর্শনী। ~bill—দর্শনী হুণ্ডি
signal—সঙ্কেত
signature, specimen—নমুনাস্বাক্ষর
significant—(গণি·) সার্থক
silky—কৌশিক
silt—পলি, পঙ্ক
silver screen—রূপালি পরদা
similitude—সাম্য
simple—সরল। ~eye—সরলাক্ষি। ~harmonic motion—সরল দোলন। ~imprisonment—অশ্রম কারাবাস। ~leaf—একক পত্র। ~moric—সরল কলামাত্রিক (ছন্দ)। ~reflex—সরল প্রতিবর্ত
simplification—সরলীকরণ ; লঘুকরণ
simultaneous—যুগপৎ, ~equation—সহ সমীকরণ। ~ness—যুগপত্তা
sinecure—নিষ্কর্মাপদ
sine die—অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত
single—এক-। ~bond—একবন্ধ। ~transferable vote—একসংক্রাম্য ভোট বা মত
sinking fund—প্রতিপূরক নিধি, কর্জশোধ তহবিল
sinistral, sinistrorse—বামাবর্ত
sinuous—তরঙ্গিত
Sirius—লুব্ধক
sister-tutor (of a hospital)—পরিষেবিকা-শিক্ষিকা, পরিষেবিণী-শিক্ষিকা
Siwalika—শিবালিক
size—আয়তন
skeletal—কঙ্কাল-। ~system—কঙ্কালতন্ত্র
skew—নৈকতলীয়
skill—পটুতা
skull—করোটি
slab system—পর্বীয় রীতি
slag—ধাতুমল
slaked lime—কলিচুন। slaking of lime—চুন ফুটান
slanting—হেলান, তির্যক
slaughter-house—ঘাতাগার
sleeping partner—নিষ্ক্রিয় অংশী
sleet—তুষারবর্ষ
sliding—বিসর্পণ। ~friction—বিসর্প-ঘর্ষণ। ~scale—সহচারী মান
slickenside—ঘর্ষরেখা
slimy—পিচ্ছিল
slip—স্খলন ; পত্রী
slit—পঙ্ক, পাঁক

slope, sloping—ঢাল, নতি , ঢালু স্থান
slot—খাঁজ
slough—খোলস, নির্মোক
sluice-gate—জলদ্বার
slump—অতিমন্দা
small—ক্ষুদ্র, লঘু। ~causes court—লঘুবাদ ন্যায়ালয় ; অবর ন্যায়াধিকরণ, ছোট আদালত। ~circle—লঘুবৃত্ত। ~intestine—ক্ষুদ্রান্ত্র
smelting—বিগলন, ধাতুনিষ্কাশন
smoke—ধূম। ~nuisance—ধূমোৎপাত। ~nuisance service—ধূমবারণ কৃত্যক
smoky—সধূম
smuggling--অপানয়ন
sneezing—হাঁচি
snout—তুণ্ড, প্রলম্বিত নাক (ও মুখ)
snow-line—হিমরেখা
social—সামাজিক ; সমাজ। ~habit—সামাজিক আচরণ। ~ism—সমাজতন্ত্র। ~psychology—সমাজমনোবিদ্যা। ~wealth—*সামাজিক ধন
sociology—সমাজবিদ্যা
socket—কোটর
sodomy—পায়ুকাম
soft—মৃদু (~water=মৃদুজল) ~ening—মৃদুকরণ
solanaceæ—বার্তাকু-গোত্র
solar—সৌর। ~eclipse—সূর্যগ্রহণ। ~spectrum—বর্ণালি। ~system—সৌরজগৎ, সৌরমণ্ডল
solder—ঝালাই করবার রাং
solicitor—ব্যবহারদেশক
solid—(বিণ·) কঠিন ; ঘন ; (বি) ঘন বস্তু। ~angle—ঘনকোণ, অস্র। ~food—কঠিন খাদ্য। ~geometry—ঘনজ্যামিতি। ~ification—ঘনীকরণ, ঘনীভবন। ~ified—ঘনীভূত, ঘনীকৃত। ~ify—ঘনীভূত করা বা হওয়া
solstitial colure—মকরবৃত্ত
solstice—অয়ন ; অয়নান্ত। summer~—উত্তর-অয়নান্ত, কর্কটক্রান্তি। winter~—দক্ষিণ-অয়নান্ত, মকরক্রান্তি
soluble—দ্রবণীয়। solubility—দ্রবণীয়তা, দ্রাব্যতা
solute—দ্রাব
solution—দ্রব, দ্রবণ, (গণি·) বীজ ; সমাধান। concentrated~—গাঢ় দ্রব। dilute~—লঘু দ্রব।
solve—সমাধান করা
solvent—দ্রাবক
somnambulism—স্বপ্নচারিতা। somnambulist—স্বপ্নচারী
sonometer—স্বরমাপক
sonorous—সুনাদ
soot—ভূসা
sore—দাহ। ~eyes—নেত্রদাহ। ~throat—গলদাহ
sorter—বাছক
sound—ধ্বনি। ~analysis—ধ্বনিবিভাজন (ছন্দ)
sound board, sound box—অনুনাদক
sounding—গভীরতা মাপ। ~line—গাধসূত্র
source—প্রভব। ~of light—দীপক। ~of sound—স্বনক
south—দক্ষিণ। ~-east—দক্ষিণ-পূর্ব, অগ্নি। ~-west—দক্ষিণ-পশ্চিম, নৈর্ঋত।
sovereign—প্রভু। Sovereign Democratic Republic—পূর্ণপ্রভুত্বসম্পন্ন লোকতান্ত্রিক গণরাজ্য। ~ty—প্রভুতা
space—স্থান, দেশ। ~time continuum—দেশকালসন্ততি
span—বিস্তার
spare—অতিরিক্ত। ~part—অতিরিক্ত অঙ্গ
spark gap—স্ফুলিঙ্গান্তর
spathulate—চমসাকার
Speaker (of asembly)—অধ্যক্ষ সভাপাল
special—বিশিষ্ট, (আরক্ষা সম্বন্ধে) গুপ্ত। ~creation—বিসৃষ্টিবাদ। ~officer—(পুং·) প্রাধিকারিক, (স্ত্রী) প্রাধিকারিকী
species—জাতি, প্রজাতি। origin of~—প্রজাতির উৎপত্তি
specific—আপেক্ষিক। ~gravity—আপেক্ষিকগুরুত্ব। ~inductive capacity—আপেক্ষিক আবেশ্যতা। ~resistance—রোধাঙ্ক
specification—বিনির্দেশ
spectrograph—বর্ণালী-লেখ। ~ic—বর্ণালী-লেখী। ~y—বর্ণালী-লিখন
spectroscope—বর্ণালী-বীক্ষণ। ~ic—বর্ণালী-বিষয়ক, বর্ণালীগত। direct vision~—সমক্ষ বর্ণালী-বীক্ষণ
spectrum—বর্ণালী
speculation—ফটকা, দূরকল্পনা। speculative—দূরকল্পী
speech—বাক্
speed—দ্রুতি। ~-counter—দ্রুতিমাপক, দ্রুতিগণক। ~-governor—বেগ-নিয়ামক। ~-indicator—

স্রুতিজ্ঞাপক, স্রুতিসূচক। ~-recorder—স্রুতিলিখ্

sperm—শুক্রাণু। ~aphyta, ~atophyta—বীজপ্রসূ, সবীজ উদ্ভিদ্। ~atheca—শুক্রধানী। ~athecal—শুক্রধানী-। ~atozoa—শুক্রাণু। ~atozoid—শুক্রাণু

sphere—গোলক, বর্তুল ; মণ্ডল। celestial~—খ-গোলক

spheric, -al—গোলীয়, গোল- ; গোল ; ~abberation—গোলাপেরণ

spheroid—উপগোলক। ~al—উপগোলক। oblate ~ —অভিগত গোলক

spherulite—ছটাগোলক

sphygmo—ধমনীপ্রেষ-। ~graph—ধমনী-প্রেষলিখ্। ~meter—ধমনীপ্রেষমাপক। ~scope—ধমনী-প্রেষদৃক

spider line—উর্ণা

spike—মঞ্জরী। ~let—অনুমঞ্জরী

spinal—মেরু-। ~column—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশ। ~cord—সুষুম্নাকাণ্ড। ~marrow—সুষুম্নামজ্জা

spindle—টাকু, তর্কু

spindle fibre—বেমতন্তু, মল্লিকতন্তু

spine—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশ ; (মৎস্যাদির) শল্য, কণ্টক ; কাঁটা; (উদ্ভিদ্ বি·) পত্রকণ্টক

spinel—সুগন্ধি

spinning—ঘূর্ণায়মান

spiny—কণ্টকিত

spiral—সর্পিল। ~nebula—কুণ্ডলিত নীহারিকা

spirit—কোহল

spiritualism—আত্মিকবাদ, অধ্যাত্মবাদ

spleen—প্লীহা

splint—বন্ধফলক

spontaneity—স্বতঃবৃত্তি

spontaneous—স্বতঃবৃত্ত, স্বতঃ-। ~combustion—স্বতঃদহন। ~generation—স্বতোজনন, স্বতোজনি, অজীবজনি। ~movement—স্বতস্চলন

spoon—চামচ। deflagrating~—জ্বালন চামচ

sporaniferous spike—রেণুমঞ্জরী

sporangium—রেণুস্থলী

spore—বীজগুটি ; রেণু। ~mother-cell—রেণুমাতৃ-কোষ

sporo- —রেণু-। ~phyll—রেণুপত্র। ~phyte—রেণুধর উদ্ভিদ্

spot—বিন্দু। ~ted—তিলকিত

sprain—মচকান

spring—প্রস্রবণ, ঝরনা ; বসন্ত ; স্প্রিং। ~balance—স্প্রিং তুলা। ~tide—ভরকটাল, তেজকটাল। ~wood—বসন্তকাষ্ঠ। deep-seated~—গর্ভোত্থ ঝরনা। hot~ —উষ্ণপ্রস্রবণ। surface~ —উপরিপ্রস্রবণ। underground~ —অন্তঃপ্রস্রবণ

sprinkling—সেচন

~spur—প্রসারিত থলি

spurious—অপ্রকৃত

spurt—উৎক্ষেপ

squall—দমকা ঝড়

square—চতুর্ধার ; বর্গ ; বর্গফল ; বর্গক্ষেত্র। ~d paper—ছক-কাগজ। ~root—বর্গমূল, দ্বিতীয় মূল

squint—তির্যগ্দৃষ্টি, টেরা

stable—প্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ, সুস্থিত, স্থায়ী। ~equilibrium—সুস্থিতি

stability—প্রতিষ্ঠা, সুস্থিতি, স্থিরতা, স্থায়িত্ব

staff nurse—বরিষ্ঠ পরিষেবিকা

stage—ক্রম, দশা, অবস্থা ; (অণুবীক্ষণ সম্বন্ধে) পীঠ ; মঞ্চ, সোপান

stagnant—বদ্ধ

stalk—বৃন্ত

stamen—পুংকেশর

staminate—পুংপুষ্প

staminde—বন্ধ্যা পুংকেশর

stamp—প্রমুদ্রা, ডাকটিকেট। ~duty—মুদ্রাঙ্ক শুল্ক। ~vendor—স্ট্যাম্প-বিক্রেতা

stand—আধার

standard—ধ্বজক ; প্রমাণ। ~solution—প্রমাণ-দ্রব। ~ization—প্রমাণ বিধান, নির্ধারণ ; মান-নির্ধার ; প্রমিতকরণ। ~ize—প্রমিত করা। ~ized—প্রমিত

standing counsel—সন্নিযুক্ত ব্যবহারিক

standing orders—স্থায়ী আদেশ

stanza—কুলক (ছন্দ)

staples—আলতরাপ

star—তারকা, তারা, নক্ষত্র। ~red—তারকিত। shooting~ —উল্কা

starch—শ্বেতসার। ~y food—শালিজ খাদ্য

state—অবস্থা ; রাষ্ট্র ; রাজ্য। ~s of consciousness—চেতনদশা। ~transport রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। change of~—অবস্থান্তর

statement—উক্তি, বর্ণনা

stationary—স্থির

stationery article—লেখ-সামগ্রী
static—স্থৈতিক, স্থিতীয় । ~al—স্থিতীয় । ~s—স্থিতি-বিদ্যা
statistics—পরিসংখ্যান । statistical—পরিসাংখ্যিক, পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত । statistician—পরিসংখ্যায়ক
statocyst—স্থিতীন্দ্রিয়
statue—প্রতিমূর্তি ; শিলারূপ
status—স্থিতি, প্রতিষ্ঠ । ~quo—পূর্বস্থিতি
statute—সংবিধি । statutory—সংবিধিবদ্ধ
steady—নিয়ত । steadiness-tester—চাঞ্চল্য- মাপক
steam, superheated—অতিতাপিত স্টীম
steel—ইস্পাত । cast~ —ঢালা ইস্পাত । mild~ —নরম ইস্পাত
steelyard—তুলাদণ্ড ; বিষমভুজ-তুলা
stele—কেন্দ্রস্তম্ভ । ~stellar—স্টেলীয় । stellate—তারাকার, তারকাকার । proto~ —আদি স্টেল
stem—কাণ্ড । ~herbaceous—কোমলকাণ্ড । ~less —কাণ্ডহীন, নিষ্কাণ্ড । ~med—সকাণ্ড
stenographer—লঘুলিপিক
stereoscope—ঘনদৃক্
sterile—বন্ধ্য
sterling balance—স্টারলিং স্থিতি
sterilize—নির্বীজিত করা । ~d—নির্বীজিত । sterilization—নির্বীজন ।
sternum—উরঃফলক
steward—কার্যাধ্যক্ষ ; (পরিচর্যা-সম্বন্ধে) উপস্থায়ক । ~ess—কার্যাধ্যক্ষা ; উপাস্থায়িকা
stigma—গর্ভমুণ্ড (উদ্ভিদ্)
still—পাতনযন্ত্র
stimulation—উদ্দীপন । stimulus—উদ্দীপক
sting—হুল, আল । ~ing hair—দংশক রোম
stipe—দণ্ড
stipel—উপপত্রিকা
stipule—উপপত্র । stipulate—সোপপত্রিক
stirrer—আলোড়ক
stock—সংভার, মজুত মাল । ~exchange—সংভার বিনিময়কেন্দ্র, শ্রেষ্ঠী চত্বর, শেয়ার বাজার । ~-in-trade—ব্যাপারিক সংভার । ~ist—সম্ভারী । ~-register—সংভার হিসাবখাতা, মজুত মালের খতিয়ান । ~-taking—সংভার-গণন । ~valuation—মজুত মালের মূল্য নির্ধারণ
stoker tindal—ইন্ধনিক টিনড্যাল
stoma—পত্ররন্ধ্র
stomach—পাকস্থলী । body of the~ —মধ্যস্কন্ধ । fundus of the~ —আমাশয়-স্কন্ধ
stomium—ভেদনস্থান
stopper—ছিপি । ~ed—ছিপিযুক্ত
stop-watch—বিরাম-ঘড়ি
storage cell—সঞ্চারক কোষ
store clerk—ভাণ্ডার-করণিক
strain—টান, ততি । ~ed—তত
strait—প্রণালী
stratification—স্তরবিন্যাস, স্তরায়ণ । stratified—স্তরীভূত, স্তরিত
stratum—স্তর
streak—কষ । ~-plate—কষ্টিফলক । ~y—সূচিচিহ্নিত
strength—তীব্রতা ; মান, মাত্রা
stress—পীড়ন ; বল (ছন্দ) । ~accent—বলপ্রস্বর (ছন্দ)
striation—বিলেখ । striated—বিলেখিত ; সরেখ
strike—ধর্মঘট ; (ভূবি·) আয়াম
stringed instrument—ততযন্ত্র
strobilus—রেণুপত্রমঞ্জরী
stroboscope—ভ্রমিদৃক্
strong room—দুর্ভেদ প্রকোষ্ঠ
structure—অবয়ব, গঠন ; সংযুতি ; সংস্থান, সংবিধান । structural formula—সংযুতি-সংকেত । structuralism—অবয়ববাদ, সঙ্ঘাতবাদ
struggle for existence—জীবন-সংগ্রাম
study leave—শিক্ষাবকাশ
stupidity—মূঢ়তা
stupor—স্তব্ধ, ব্যামোহ
style—(উদ্ভিদ্‌বি·) গর্ভদণ্ড ; রীতি, পদ্ধতি (ছন্দ) । ~apical—অগ্রস্থ । ~gynobasic—গর্ভমূলোখ । ~lateral—পার্শ্বস্থ ।
stylus—লেখনী
sub—অব- ; উপ-, অবর । ~-Alpine—অবআল্পীয় । ~-assistant surgeon—অবর সহ-চিকিৎসক । ~-class—উপশ্রেণী । ~-clause—উপপ্রকরণ, উপখণ্ড । ~-committee—উপসমিতি । ~conscious—(বি·) অর্দ্ধজ্ঞান ; (বিণ·) অন্তর্জ্ঞানীয় । ~-deputy collector and magistrate—অবর শাসক ও সমাহর্তা । ~-division—উপবিষয় ; মহকুমা ; শাখা । ~-divisional officer—মহকুমা শাসক, উপবিষয়-শাসক ; শাখাধিকারিক । ~-editor —অবর সম্পাদক । ~-family—উপগোত্র ।

~-foot—উপপর্ব (ছন্দ)। ~-genus—উপগণ। ~head—অনুশীর্ষ। ~-inspector—অবর পরিদর্শক। ~-kingdom—উপসর্গ। ~-normal —উপাভিলম্ব। ~-order—উপবর্গ। ~ phylum —উপপর্ব। ~-section—উপধারা। ~-species —উপপ্রজাতি। ~ tangent—উপস্পর্শক
subject—বিষয়, বিষয়ী ; প্রয়োজক ; পাত্র। ~ive —বিষয়ী ; অধ্যাত্মীয়। ~ivism—অধ্যাত্মবাদ
subject to approval—অনুমোদনসাপেক্ষ
sub-judice—বিচারাপেক্ষ, বিচারাধীন
sublime—(বিণ·) মহৎ ; (ক্রি·) উৎক্ষিপ্ত হওয়া। sublimate—উৎক্ষেপ। sublimation—ঊর্ধ্ব-পাতন ; উদ্‌গতি
submarine—অন্তঃসাগরীয়। (বিণ·), ডুবো জাহাজ (বি·)
subordinate—অধীন। ~judge—অবর বিচারক। ~police ranks—নিম্ন আরক্ষবর্গ
subsidence—অধোগমন ; অবনমন
subsidiary—উপ-। subsidiary rule—উপনিয়ম
subsidy—সহায়ক ; সরকারি সাহায্য
subsistence, means of—জীবনধারণের উপায়
sub-soil—অন্তর্ভূমি, অন্তর্মৃত্তিকা
substance—দ্রব্য, বস্তু। substantive—বাস্তব
substitute—(ক্রি·) প্রতিস্থাপিত করা, (বি·) প্রতিকল্প, অনুকল্প
substitution—প্রতিস্থাপন ; প্রতিকল্পন ; অনুকল্পন। theory of ~—অনুকল্পবিধি
substratum—অন্তঃস্তর, অধঃস্তর, নিম্নস্তর
subtended angle—সম্মুখ কোণ
subterranean—ভূগর্ভস্থ ; মৃদ্‌গত। ~river—অন্তঃসলিলা নদী
subtraction—বিয়োগ, ব্যবকলন
suburb—শহরতলি, উপপুর
sub-voucher—অনুপ্রমাণক
succession—পর্যায় ; পারম্পর্য ; উত্তরাধিকার। ~certificate—উত্তরাধিকারপত্র
succulent—সরস। ~leaf—রসালপত্র
sucker—চোষক
suction—চোষণ ; শোষণ। ~pump—চোষণ পাম্প
suctorial—চোষক
sufferance—অবসহন
suffrage—ভোটাধিকার
suggestion—অভিভাব, অভিভাবন। suggestible —অভিভাব্য। suggestibility—অভিভাব্যতা, অভি-ভাবিতা। suggestive—অভিভাবীয়
sulphur—গন্ধক। ~ic acid—গন্ধকাম্ল। ~ous —গন্ধকীয়
sum—সমষ্টি, যোগফল। ~mation—যোগফল ; সমাহার
summar solstice—কর্কটক্রান্তি
summary—সরাসরি। ~assessment—সংক্ষিপ্ত বা সরাসরি নির্ধার। ~trial—সরাসরি বিচার
summit—শীর্ষ, শিখর
summons—আহ্বানপত্র। ~bailiff—আকারক, সাধ্যপাল। summoning—আহ্বান
sumptuary—নিয়ামিক
sun—সূর্য। ~-dial—সূর্যঘড়ি। ~light—সূর্যা-লোক। ~-proof—আতপরোধী, আতপসহ। ~-spot—সৌরকলঙ্ক
sunk plain—নিম্নীভূত সমভূমি
super—অধি-, অতি-, উপরি। ~annuation—বার্ধক। ~-ego—অধিশাস্তা। ~ficial—উপরিগত। ~impose—আরোপ করা। ~incum-bent—উপরিন্যস্ত। ~natural—অতিপ্রাকৃত। ~-posed—উপরিপন্ন। ~position—উপরিপত্তি, উপরিপাত। ~staturated—অতিপৃক্ত। ~saturation—অতিপৃক্তি। ~-session—নিবর্তন ; রহিতকরণ ; বাতিল করা। ~visor—(পুং) অবেক্ষক, (স্ত্রী·) অবেক্ষিকা। ~-tax—অধিকর
superintendent—(পুং) অধীক্ষক ; (স্ত্রী·) অধীক্ষিকা। Superintendent of Police—আরক্ষাধীক্ষক
superior—উপরিক ; (উদ্ভি—পুংকেশর সম্বন্ধে) অধি-গর্ভ। ~planet—বহির্গ্রহ
supplementary—অনুপূরক ; সম্পূরক
supply—(বি·) যোগান, সরবরাহ ; (ক্রি·) সরবরাহ করা। ~, contraction of—যোগান সঙ্কোচন। ~, intensity of—যোগানের প্রবণতা
support—অবলম্বন
supporting fibre—ধারক তন্তু
supposition—কল্পনা
suppression—নিরোধন ; নিরোধ। suppressed —নিরুদ্ধ
supreme commander—সর্বাধিনায়ক
supreme court—মহাধিকরণ, সর্বোচ্চ বিচারালয়
surcharge—অধিভার, অতিরিক্ত কর

surd—করণী
surety—জামিন, জমানত, প্রতিভূ
surface—পৃষ্ঠ, ধরাপৃষ্ঠ ; তল ; দেশ। ~ drift—পৃষ্ঠ-প্রবাহ। ~tension—পৃষ্ঠ-টান ; পৃষ্ঠ-বিততি। dorsai~—পৃষ্ঠতল, পৃষ্ঠদেশ। flat ~—সমতল। plane ~—সমতল। ventral ~—অঙ্কতল।
surgeon—শস্ত্রচিকিৎসক, অস্ত্রচিকিৎসক। Surgeon-General—মহাচিকিৎসক। ~. Superintendent—অধীক্ষক-শস্ত্রচিকিৎসক
surgery—শস্ত্রচিকিৎসা, অস্ত্রচিকিৎসা
surplus—আধিক্য, বাড়তি, নীবি ; উদ্‌বৃত্ত
sur-tax—উপরি-কর
survey—পরিমাপ, জরিপ ; নিরীক্ষা। ~ —পরিমাপক, সমীক্ষক ; জরিপকারক
survival—উর্দ্ধতন। ~of the fittest—যোগ্যতমের উদ্বর্তন
survivor—উত্তরজীবী
susceptibility—গ্রাহিতা
suspend—নিলম্বিত করা। ~—নিলম্বিত
suspense—অনিশ্চয়
suspense accounts—নিলম্বিত গণিতক
suspension—লম্বন ; বিরতি ; অবলম্বন ; নিলম্বন
suspensor—ভ্রূণধর
suture—সন্ধি ; সীবন। dorsal~—পৃষ্ঠসন্ধি। ventral~—অঙ্কীয় সন্ধি, পুরঃসন্ধি
swamp—বিল
sweat-gland—স্বেদগ্রন্থি
syllabic—দলমাত্রিক (ছন্দ)। ~ation—দলবিভাজন। ~pause—অনুযতি, দলযতি। ~rhythm—দল-স্পন্দ। ~style—দলবৃত্ত (মাত্রিক) রীতি। ~ unit —দলমাত্রা (ছন্দ)
syllable—দল (ছন্দ)
syllabus—পাঠ্যনির্ঘণ্ট
syllogism—ন্যায়
sylviculturist—বনবিদ্‌
symbionts—অন্যোন্যজীবী
symbiosis—অন্যোন্যজীবিত্ব ; মিথোজীবিতা
symbol—সঙ্কেত, চিহ্ন ; প্রতীক। ~ic—প্রতীক। ~ism—প্রতীকতা। ~ization—প্রতীক পরিণতি
symmetry—প্রতিসাম্য। symmetrical—প্রতিসম
sympathetic—সমবেদী। ~nerve—স্বতন্ত্রনার্ভ
sympathy—সমবেদনা
sympetalous—যুক্তদল
sympodial—যুক্তাক্ষ
sympodium—যুক্তাক্ষ
symptom—লক্ষণ। ~atic—লাক্ষণিক। ~atology—লক্ষণাবলী, লক্ষণতত্ত্ব
synæsthesis—সহসংবেদন
synapse—প্রান্তসন্নিকর্ষ
syncarpous—যুক্তগর্ভপত্রী।
synchronize—সমলয় করা
synchronous—সমলয়
syncline—অবতল ভঙ্গ
syndicate—নিষদ্‌
synergid—সহকারী কোষ
syngenesious—যুক্তপরাগধানী
syngenetic—সমজাত
synodic period—যুতিকাল
system—তন্ত্র, পদ্ধতি, প্রণালী, রীতি, ক্রম, পর্যায় ; মণ্ডল, বাদ। alimentary~—পৌষ্টিক তন্ত্র। digestive~—পাচনতন্ত্র। nervous~—নার্ভতন্ত্র। respiratory~—শ্বসনতন্ত্র। sensory~—সংজ্ঞাতন্ত্র। ~atic—রীতিবদ্ধ ~of bodies—বস্তুশ্রেণী। ~of classification—শ্রেণীবদ্ধ-প্রণালী। ~ of forces—বলশ্রেণী
synthesis—সংশ্লেষ ; সংশ্লেষণ
synthesize—সংশ্লেষণ করা
synthetic—সাংশ্লেষিক, ঘটিত
syringe—পিচকারি

T

table—সারণী, তালিকা ; টেবিল ~d—সারণীভুক্ত, সারণিত। ~-slip—কর্মপত্রী।
tabling—সারণীকরণ
tableand—সমমালভূমি
tablet—চাকতি
taboo—নিষিদ্ধ
tabular—পীঠক
tabulate—তালিকাবদ্ধ করা
tachistoscope—ক্ষণদৃক্‌
tactile—স্পার্শন
tail fin—পুচ্ছ-পাখনা
tag—নখ
talki- সবাক্‌ চিত্র
tally—সংবেদন, মিল
talons—নখর

tambour—পটহক
tangent—স্পর্শক । ~-force—স্পর্শনী-বল
tank—জলাধার । septic~-মলশোধনী
tape worm—ফিতাকৃমি
tapetum—পোষক স্তর
tapping—লঘুঘাত । ~board—লঘুঘাত পট্ট
tap root—প্রধান মূল
tare (of lorries)—রিক্তভৌল
target—লক্ষ্য
tariff—মাসুল, শুল্ক । ~wall—শুল্ক প্রাচীর । reform—শুল্ক সংস্কার
tarsus—গুল্ফ । tarsal—গুল্ফাস্থি
tartaric acid—চিঞ্চাম্ল
task-taker—কার্যগ্রাহী
taste—(বি·) স্বাদ ; (বিণ·) রাসন
Taurus—বৃষ
taxidermist—চর্মপ্রসাধক
tax—কর । ~able—করযোগ্য । ~ation—করাধান, করারোপণ । ~,corporation—নিগম বা পৌরকর । ~,entertainment—প্রমোদ কর । ~evasion—করফাঁকি । ~,excess profit—অতিরিক্ত মুনাফা-কর । ~free—করমুক্ত । direct~—প্রত্যক্ষ কর । indirect~—পরোক্ষ কর । income~—আয়কর । ~,purchase—ক্রয়কর । ~,wealth—সম্পদ্‌কর । ~ation commodity—পণ্যকরাধান
taxis—আভিমুখ্য
taxonomy syslematic botany—উদ্ভিদ্ শ্রেণীবদ্ধ-বিদ্যা
technical—প্রয়োগিক, প্রযুক্তি- । ~defect —নামমাত্র ত্রুটি, শাব্দ ত্রুটি । ~words—পরিভাষা, পারিভাষিক শব্দ
technician—প্রকর্মী
technique—প্রযুক্তি, প্রয়োগকৌশল, কৌশল ; কলা-কৌশল
technology—প্রয়োগবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা ।
technologist—প্রাযুক্তিক
tegmen—বীজ-অন্তস্ত্বক
telegram—তার
telegraph—দূরলিখ্, তার । wireless~—বেতার
teleslogy—উদ্দেশ্যবাদ
telephone—দূরভাষ
telescope—দূরবীন, দূরবীক্ষণ । astronomical ~—নভোবীক্ষণ
television—দূরেক্ষণ, দূরদর্শন
temper—(মনোবি·) আয়ান ; (ইস্পাত সম্বন্ধে) পান
tempered scale (of music)—কৃতক-গ্রাম
temperament—(মনোবি·) আয়ান ; (সঙ্গীতে) স্বরনি-বেশ
temperate—নাতিশীতোষ্ণ
temperature—উষ্ণতা ; উষ্মা । ~spot—উষ্মবিন্দু
tempering—পান দেওয়া
tempo—লয়
temporary—অস্থায়ী
tenacious—সংসক্ত । tenacity—সংসক্তি, তানতা
tenancy—প্রজাস্বত্ব । tenant—প্রজা
tender—মূল্যবেদনপত্র । legal~—বিহিত মুদ্রা
tendon—কণ্ডরা
tendril—আকর্ষ । ~lar—আকর্ষীভূত
tension—তান, টান, বিততি ; প্রেষ, পীড়া, পীড়ন
tentacle,-s—কার্ষিকা
tenure—ভূধৃতি । ~-holder—মধ্যস্বত্ববান্
term—শব্দ, নাম, পরিভাষা ; (গণি·)) পদ, রাশি ; সংখ্যা ; শর্ত
terminal—(বি·) প্রান্ত ; (বিণ·) প্রান্ত্য, অগ্র্য । ~tax—সীমাকর
terminating—(গণি·) সসীম
termite—উই
ternate—ত্রিফলক
terrace—সোপান
terrestrial—স্থজল ; স্থলচর ; পার্থিব, ভূ- । ~latitude—অক্ষাংশ । ~equator—ভূবিষুবরেখা, নিরক্ষ-রেখা, নিরক্ষবৃত্ত । ~longitude—দেশান্তর
territorial—স্থানিক, *প্রাদেশিক । ~constituency—স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্র বা নির্বাচকমণ্ডলী । ~force—স্থানিক বল । ~waters—রাষ্ট্রাধীন জলভাগ
territory—রাজ্যক্ষেত্র, ক্ষেত্র, স্থান ; (ভূগো·) কেন্দ্র-চালিত প্রদেশ । ~of India—ভারতের রাজ্যক্ষেত্র
tertiary (branch)—প্রশাখা
test—পরীক্ষা. অভীক্ষা, অভীক্ষণ ; প্রমাণ । ~relief—কর্ম-সাহায্য
testa—বীজ-বহিস্ত্বক্
testimony—সাক্ষ্য
testis—শুক্রাশয়
tetanus—ধনুষ্টঙ্কার
tetr-, tetra—চতুঃ- । tetra-dynamous—দীর্ঘচতুষ্টয়ী । tetragonal—চতুর্মিতি । ~hedron—

চতুস্তলক (ভূবি·)। ~moric—চতুষ্কল (ছন্দ)। ~syllabic—চতুর্দল (ছন্দ)
texture—মূলপাঠ
textile protection bill—বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণ বিল
texture—গ্রথন
thalmus—পুষ্পাক্ষ
thalamifloræ—চতুর্ভিন্নপুষ্পী
theatre staff nurse—উপচারশালা-বরিষ্ঠ পরিষেবিকা
theism—ঈশ্বরবাদ
theorem—উপপাদ্য
theoretical—তত্ত্বীয়, বাদীয়, তাত্ত্বিক
theory—সিদ্ধান্ত, বাদ, মত, তত্ত্ব। ~of evolution—অভিব্যক্তিবাদ। preformation~—প্রাগ্‌ভাববাদ। recapitulation~—পরিবৃত্তিবাদ। special creation~—বিসৃষ্টিবাদ
therapy—চিকিৎসা। ~therapeutic—ভৈষজ
thermal—তাপীয়। ~capacity—তাপগ্রাহিতা ; তাপাঙ্ক
thermion—তাপীয় ইলেকট্রন
thermo—তাপ। ~-chemistry—তাপরসায়ন। ~-dynamics—তাপগতিবিদ্যা। ~meter—উষ্মামাপক, তাপমান, তাপমাপক, থার্মোমিটার। clinical-meter—জ্বরমাপক, শরীর থার্মোমিটার। ~scope—তাপবীক্ষণ। ~stat—তাপস্থাপক
thickness—বেধ
third dimension—তৃতীয় মাত্রা
thoracic—বক্ষঃ, উরঃ। ~cavity—বক্ষোগহ্বর
thorax—বক্ষ, বুক
thorn—শাখাকণ্টক
thread (of a screw)—গুণ
threshold—(বি·) সীমা ; (বিণ·) অবম
throw (of a galvanometer)—প্রক্ষেপ
thurst—ঘাত, সংঘট্ট
thunderstorm—ঝঞ্ঝা
tibia—জঙ্ঘাস্থি
ticket-checker—টিকিট-পরীক্ষক
tickle—সুড়সুড়ি
tidal wave—বেলোর্মি
tide—জোয়ারভাটা। ~mark—বেলারেখা। ebb~, low~—ভাটা। ~flood~—ভরা জোয়ার। flow~, high~—জোয়ার। neap~—মরা কটাল, জোয়ার। primary~—মুখ্য জোয়ার। secondary~—গৌণ জোয়ার। spring~—তেজ কটাল।
tidiness—পারিপাট্য।
tiliaceæ—পাট-গোত্র
till—হিমকর্দ
tilting—হেলন
timbre—উপস্বন, উপস্বনতা
time—সময়, কাল। ~, breeding—প্রজননকাল। ~-keeper—কাল-লেখক। ~-marker—কাললিখ্‌। local~—স্থানীয় কাল। standard~—প্রমাণকাল।
tin—রঙ্গ, রাং। ~-foil—রঙ্গপত্র, রাংতা। ~ning—রঙ্গলেপন, রাঙের কলাই। ~smith—টিন-মিস্ত্রি।
tint—আভা
tissue—কলা। conducting~—সংবহনকলা। fundamental~—আদিকলা। glandular~—গ্রন্থি-কলা। ground~—আদিকলা। mechanical~—স্তম্ভন-কলা। storage~—সঞ্চয়-কলা। transfusion—পরিবহণ-কলা
toe—পদাঙ্গুলি
token coin—নিদর্শন মুদ্রা
token cut—প্রতীক কর্তন
toll—উপশুল্ক, কুত
tone—স্বন। tonal—স্বন-। tonal fusion—স্বনযুক্তি
tonus—আততি
tool—সাধনী
tooth—দন্ত, দাঁত। ~ed—দন্তুর। ~less—অদন্ত, দন্তহীন। canine~—ছেদক দন্ত। incisor~—কৃন্তক দন্ত। molar~—পেষক দন্ত। premolar~—পুরঃপেষক দন্ত
topaz—পোখরাজ, পুষ্পরাগ
topography—ভূ-সংস্থান ; স্থানবিবরণ, সংস্থান। topographical—সাংস্থানিক, দৈশিক
top secret—পরম গোপ্য। ~cover—নিগূঢ় ছদ
tornado—ঘূর্ণবাত
torrid—উষ্ণ
torsion—(বি·) ব্যাবর্তন, (বিণ·) ব্যাবর্ত-
torrent—খরস্রোত। ~ial rain—মুষলধার বৃষ্টি। ~ial track—খরগতিপথ
total situation—সমগ্র সংস্থান
tour—ভ্রমণ। ~programme—ভ্রমণক্রম
tourniquet—পাক-তাগা
toxicology—অগদতন্ত্র
toxin—অধিবিষ
tracer—রেখক
trachea—ক্লোমনালিকা, শ্বাসনালী

tracing paper—স্বচ্ছ কাগজ
traction fibre—আকর্ষ-তন্তু
trade—বাণিজ্য ; ব্যাপার । ~balance—ব্যাপারস্থিতি । ~centre—বাণিজ্যকেন্দ্র । ~,colonial—ঔপনিবেশিক বাণিজ্য । ~depression—ব্যবসায়ে মন্দা । ~discount—দস্তুরি, ব্যাপারিক অবহার । ~dispute—ব্যাপারিক বিবাদ । ~,free—অবাধ বাণিজ্য । ~mark—পণ্যচিহ্ন,. ট্রেডমার্ক । ~r—ব্যাপারী । ~union—কর্মিসঙ্ঘ, পূগ, শ্রমিকসঙ্ঘ । ~winds—আয়ন বায়ু । coastal~—উপকূল-বাণিজ্য । foreign ~, external~—বহির্বাণিজ্য । home~, inland ~, internal~—অন্তর্বাণিজ্য । free~—অবাধ বাণিজ্য
tradition—ঐতিহ্য
traffic—পরিযাণ । ~police—পরিযান-আরক্ষী
trailor—আনুগমিক
trained surgical nurse for the operation theatre—উপচারশালা-পরিষেবিকা
train-oil—তিমি-তৈল
trait—প্রলক্ষণ । special~—সংলক্ষণ
trance—সমাধি, দশা
transcendental—তুরীয় । ~ism—তুরীয়বাদ
transaction—লেনদেন, সংব্যবহার
transfer—স্থানান্তরণ, পরিবৃত্তি, বদলি ; সংক্রমণ । ~ee—গ্রহীতা । ~ence—সংক্রমণ । ~office—পরিবর্ত-করণ
transform—রূপান্তর করা । ~ation—রূপান্তর, পরিবর্তন
transit—সংক্রমক, মাল চালান । ~-circle—মধ্যবৃত্ত । (জ্যোতিষ) ~instrument—সংক্রমণ-যন্ত্র । ~visa সংচারাজ্ঞা
transition—পরিবৃত্তি ; পরিবর্তন ; (বলবি·) সরল বা ঋজুগতি । ~period—পরিবৃত্তিকাল
translucent—ঈষদচ্ছ
transmission—প্রেরণ
transmit—প্রেরণ করা । ~ter—প্রেরক
transmutation—উপস্কৃতি
transparent—স্বচ্ছ
transparence, transparency—স্বচ্ছতা
transpiration—বাষ্পমোচন । ~current—রসোৎস্রোত
transpitometer—স্বেদমাপক যন্ত্র
transpiroscope—স্বেদবীক্ষক
transport—পরিবহণ ; চালান । ~ed soil বাহিত মৃত্তিকা । ~officer—পরিবহণ আধিকারিক
transposition—পক্ষান্তকরণ
transverse—তির্যক, অনুপ্রস্থ । ~al—ভেদক । ~section—প্রস্থচ্ছেদ । ~vibration—তির্যককম্পন । ~wave—তির্যকতরঙ্গ
trauma—ঘাত
travelling—ভ্রমন্ত । ~microscope—চলাণুবীক্ষণ
treasurer—কোষাধ্যক্ষ, কোষপাল
treasury—কোষ, রাজকোষ ; কোষাগার । ~bill—কোষ-বিপত্র, সরকারী হুণ্ডী
treaty-ports—সন্ধিবন্দর
trespass—অনধিকারপ্রবেশ
tri—ত্রি- । ~ad—ত্রিযোজী । ~androus—ত্রিকেশর । ~chromatic theory—ত্রিবর্ণবাদ । ~clinic—ত্রিনত । ~gonal—ত্রিমিতি । ~moric—ত্রিকল (ছন্দ) । ~partite—ত্রিপক্ষীয় । -plet—ত্রিক (ছন্দ) । ~pod—ত্রিপদ । ~syllabic—ত্রিদল (ছন্দ) । ~valent—ত্রিযোজী
trial balance—রেওয়ামিল
triangle—ত্রিভুজ, ত্রিকোণ
triangular—ত্রিভুজীয় । ~file—তেশিরা উখা
triangulation—ত্রিভুজীকরণ
tribadism—ভগচাপন
tribe—দল ; উপজাতি
tribunal—ন্যায়পীঠ
tributary—উপনদী
trichome—রুহ
trigonometry—ত্রিকোণমিতি । trigonometrical ratios—কোণানুপাত
triple—ত্রৈধ
triplet—ত্রিতয়
tristichous—ত্রিসারী পত্রবিন্যাস
triturate—বিচূর্ণন
tropic action—অভিমুখী ক্রিয়া
tropics—ক্রান্তিবৃত্ত ; গ্রীষ্মমণ্ডল । tropical—ক্রান্তীয় ; গ্রীষ্মমণ্ডলীয় । Tropic of Cancer—কর্কটক্রান্তি । Tropic of Capricorn—মকরক্রান্তি
tropism—আভিমুখ্য
trough—দ্রোণী
true—ঠিক, নির্ভুল, শুদ্ধ ; আসল, প্রকৃত । ~anomaly—স্ফুটকোণ
trunk—দেহকাণ্ড, মধ্যশরীর, ধড়

trust—ন্যাস। ~fund—ন্যাস-নিধি
tube—নল ; নালী
tuber—স্ফীতকন্দ। ~ous root—কন্দাল মূল
tubercle—গুটিকা। tuberculate—গুটিকাকার
tuberculosis—যক্ষ্মা
tubular—নলাকার
tuning fork—স্বনশূল
tunnel—গিরিসুরঙ্গ, সুরঙ্গ
turgid—রসস্ফীত। ~ity, turgescence—রসস্ফীতি
turner—কুন্দকার
tusk—প্রদণ্ড
two-clause verse—দ্বিপদী পংক্তি (ছন্দ)
twilight—সন্ধ্যালোক, গোধূলি। ~vision—সন্ধ্যাদৃষ্টি
twin—যমল, যমজ। ~ning—যমলতা
twiner—বল্লী
twist—(বি·) মোচড়, পাক ; (ক্রি·) মোচড়ান, পাকান। ~ed—পাকান
tympanic membrane, tympanum—কর্ণপটহ
type—জাতিরূপ ; জাতি। psychological~—গণধি
type metal—টাইপ ধাতু
typewriter—মুদ্রলিখ
typical dream—বহুদৃষ্ট স্বপ্ন
typist—মুদ্রলেখক

U

ulcer—সপুয ক্ষত, ঘা
ulna—অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
ultra—অতি। ~microscopic—পরাণুবীক্ষণ। ~violet—অতিবেগনী, রঙ্গোত্তর। ~vires—অধিকার বহির্ভূত, অবৈধ
umbel—ছত্রবিন্যাস। ~liferae—ধন্যাকগোত্র
umbra—প্রচ্ছায়া
un—নঞ্, অ-, বে-, নি-। ~affiliated—অসম্বন্ধ। ~attached—বন্ধনহীন। ~available—অনাপ্য। ~balanced—অসম। ~charged—অনাহিত। ~conditional—অপ্রতিবন্ধ। ~conformable—ব্যুৎক্রমী। ~conformity—ব্যুৎক্রম। ~conscious—(বিণ·) অজ্ঞাত, নির্জ্ঞাত ; (বি·) নির্জ্ঞান। ~discharged—অনুন্মুক্ত। ~due—অবৈধ। ~due influence—অবৈধ প্রভাব। ~equal—অসম ; বিষমপার্শ্ব। ~essential—গৌণ। ~known—অজ্ঞাত। ~like—বিষম, অসদৃশ ; (শক্তি সম্বন্ধে) প্রতিমুখ। ~limited—অসীম। ~official—বেসরকারী ; অস্ক্রমিক। ~polarized—অসমবর্তিত। ~practical—অসাধ্য। ~productive—অনুৎপাদী। ~saturated—অসংপৃক্ত, অপরিপৃক্ত। ~secured—অবন্ধক, অপ্রতিভূত। ~secured—অবন্ধক বা অপ্রতিভূতি ঋণ। ~stable—অপ্রতিষ্ঠ, অস্থিত ; দুর্গস্থিত। ~stratified—অস্তরিত ; অস্তরীভূত। ~symmetrical—অপ্রতিসম। ~tidiness—অপারিপাট্য।
unanimous—সর্বসম্মত
under—অবর, উন। ~ground—ভূগর্ভস্থ, ভূনিম্ন- ; মৃদ্গত, অন্তর্ভৌম। Under Secretary—অবর সচিব
under disposal—বিবেচ্য
under-raiyat—কোরফা-প্রজা
undershrub—ক্ষুপ
understanding—বোধ
underwriting—দায়-গ্রহণ ; অবলিখন
underwriter—দায়-গ্রাহক
undulate—তরঙ্গিত করা বা হওয়া। ~d—তরঙ্গিত। undulation—তরঙ্গণ। undulatory—তরঙ্গিত, তারঙ্গ, আন্দোলিত
unearned increment—অনুপার্জিত মুনাফা
uni—এক। ~axial—একাক্ষ। ~cellular—এককোষী। ~costate—একশিরাল। ~directional—একদিশ। ~filar—একসূত্র। ~locular—এককোষ্ঠী। ~molecular—একাণুক। ~sexual—একলিঙ্গ। ~valence—একযোজিতা। ~valent (chromosome)—একতয়
uniform—(বিণ·) সম ; (বি·) উর্দি। ~ity—সমতা। ~velocity—সমবেগ
unilateral—*একপার্শ্বিক ; *একপক্ষীয়
union—সংযোগ ; সঙ্ঘ। Union of States—রাষ্ট্রসঙ্ঘ
uniramous—একশাখ
unison—সময়ন
unit—একক ; মাত্রা। ~,fundamental—মূলএকক। ~,gravitational—মহাকর্ষীয় একক। ~ary method—ঐকিক নিয়ম। ~of appropriation—উপযোগাঙ্গ। ~of measure—মাত্রা (ছন্দ)
universalism—*বিশ্ববাদ
unriming—অমিল (ছন্দ)। ~enjambed verse—অমিল প্রবহমান পংক্তি (ছন্দ)
unsecured debt—অপ্রতিভূত ঋণ
upheaval—উৎক্ষেপ ; উত্থান
upper—ঊর্ধ্ব-, উপরি-, ঊর্ধ্বতন ; উত্তর (Upper

Burmah=উত্তর ব্রহ্ম)। ~arm—প্রগণ্ড। ~chamber—উচ্চতর কক্ষ। ~culmination—মধ্যোচ্চগমন। ~division (of assistants) উত্তরবর্গ। ~lip—উত্তরোষ্ঠ, উপর-ঠোঁট। ~subordinate—উর্ধ্বতন অধীন
upthrow—উৎক্ষেপ
up-to-date—হালনাগাদ
Uranus—ইউরেনস
urban—পৌর
urceolate—কলসাকার
ureter—গবিনী
urethra—মূত্রনালী
urgent—জরুরী, ত্বরিত। ~slip—জরুরী পত্রী, ত্বরাপত্রী
urinal—মূত্রধানী
urinary bladder—মূত্রস্থলী, বস্তি
urinogenital system—জননমূত্রতন্ত্র, মেহনতন্ত্র
Ursa Major—সপ্তর্ষিমণ্ডল
Ursa Minor—শিশুমার
urticaceæ—বটগোত্র
usage—প্রথা
usance—দস্তুর
usufructuary mortgage—রোগবন্ধক, খাইখালাসি
usurer—সুদখোর
usury—চোটা ; অতিকৌসীদ
uterus—জরায়ু
utilitarianism—উপযোগবাদ, হিতবাদ
utility—উপযোগ
utopia—রামরাজ্য
utricle—ক্ষুদ্রস্থলী
u-tube—u-নল

V

vacancy—রিক্তি, খালি
vacuum—শূন্য। ~brake—ভ্যাকুয়ম ব্রেক। ~distillation—অনুপ্রেষপাতন। vacuum pump—অবাত পাম্প
vagina—যোনি
vagrant—চক্রচর, ভবঘুরে। vagrancy—চক্রচরত্ব, ভবঘুরেমি
valency—যোজ্যতা
valid—সিদ্ধ, বৈধ। ~ity—সিদ্ধতা
valley—উপত্যকা। rift~—গ্রস্ত উপত্যকা, ধ্বংস উপত্যকা
value—মূল্য ; মান। ~,competitive—প্রতিযোগিতামূলক মূল্য। ~,commuted—লঘুকৃতমূল্য। ~declared—ঘোষিত মূল্য। ~experimental~—নির্ণীত মান। ~,face—অভিহিত মূল্য। intrinsic ~—বস্তুগত মান, ধাতুমূল্য, নিহিত মূল্য। observed ~—দৃষ্ট মান। theoretical~—তত্ত্বীয় মান। ~, surrender—প্রত্যর্পণমূল্য
valve—কপাটক। valvate—প্রান্তস্পর্শী। valvular—কপাট-বিদারণ
vana cava—মহাশিরা। inferior~—অধরা মহাশিরা। superior~—উত্তরা মহাশিরা
vane—পত্র
vanish—বিলীন হওয়া। ~ing point—বিলয়-বিন্দু
vaporize—বাষ্পীভূত করা বা হওয়া। vaporization—বাষ্পীকরণ ; বাষ্পীভবন
vaporous—বাষ্পীয় ; বাষ্পাকার
vapour—বাষ্প। ~aqueous—জলীয় বাষ্প
variable—(বিণ·) চল ; অসম ; পরিবর্তনীয় ; বিষম , (মনোবি·) ভেদ্য ; (বি·) বিষম রাশি
variation—প্রকরণ ; পরিবৃত্তি ; ভেদ , প্রকারণ , (পদার্থবি·) পরিবর্তন। continuous~—নিরন্তর পরিবৃত্তি। discontinuous~—সান্তর পরিবৃত্তি
variegated—কর্বুর
variety—প্রকার
vascular—নালিকা-। (~bundle=নালিকা-বাণ্ডিল) ; সংবহন- (~system=সংবহনতন্ত্র)
vasomotor—বাহনিয়ামক
Vega—অভিজিৎ
vegetable alkaloid—উদ্ভিজ্জ উপক্ষার
vegetable kingdom—উদ্ভিদ্-সর্গ
vegetable oil—উদ্ভিজ্জ তৈল
vegetation—গাছপালা। mountain~—পার্বত্য উদ্ভিদ্
vegetative propagation—অঙ্গজ বিস্তার
vein—শিরা। ~jugular—জুগুলার শিরা। ~pulmonary—ফুসফুসশিরা
velocity—বেগ
venation—শিরাবিন্যাস
venomous—বিষধর
vendor—বিক্রেতা
vent—পায়ু
ventilation—বায়ুচলন। ventilated—বাতায়িত। ventilator—বায়ুরন্ধ্র
ventral—অঙ্কীয়, অঙ্ক-

ventricle—নিলয়
Venus—শুক্র
verbal—বাচিক
verbatim—অক্ষরে অক্ষরে
verbenaceæ—সেগুন-গোত্র
verdict—নির্ণয়
verify—প্রতিপাদন করা, প্রতিপন্ন করা। verifiction—প্রতিপাদন ; সত্যাখ্যান।
verified—প্রতিপাদিত ; প্রতিপন্ন ; সত্যাখ্যাত
vermin—কীটমুষিকাদি
vernal equinox—মহাবিষুব
vernation—মুকুল পত্রবিন্যাস
verse clause—পদ
verse-form—পংক্তিবন্ধ
verse group—শ্লোকবন্ধ
verse pause—পূর্ণযতি. পংক্তিযতি
verse rhythm—পংক্তিস্পন্দ
vertebra—কশেরুকা। ~l column—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশ। ~te—মেরুদণ্ডী
vertex—শীর্ষ
vertical—উল্লম্ব, ঊর্ধ্বাধ, খাড়া, ওলন। ~angle—শীর্ষকোণ, শিরঃকোণ। ~circle—লম্ববৃত্ত। ~ly opposite—বিপ্রতীপ। ~section—ঊর্ধ্বাধ ছেদ
vesicle—ফোসকা
vessel—বাহিকা, বহনী, বাহ ; পাত্র, আধার। afferent ~—বহির্বাহ। lymphatic ~—রসিকানালী
vestibule—কর্ণদর্ভট। vestibular sensation—কায়াস্থিতিবেদন
vet—পরীক্ষা করা
veto—প্রতিষেধ, নাকচ
vexillary—ধ্বজক
vexillum—ধ্বজা
vibrate—কম্পিত হওয়া। vibrating body—কম্পমান বস্তু। vibrating moton—কম্পগতি
vibration—কম্প, কম্পন, স্পন্দ, স্পন্দন
vibrator—কম্পক, স্পন্দক
vibroscope—কম্পবীক্ষণ
vicarious liability—পরার্থদায়িতা
vice—উপ-। ~-chancellor—উপাচার্য। ~consul—উপদূত। Vice-president (of the Indian Union)—উপরাষ্ট্রপতি। ~-principal—উপাধ্যক্ষ
villose—অতিরোমশ
vinculum—রেখাবন্ধনী
vinegar—সিরকা, কাঞ্জিক
violation—অতিক্রমণ, লঙ্ঘন
violet—বেগুনী, বেগনী
virgin—অক্ষতযোনি, অক্ষতা। ~ity—অক্ষতযোনিতা
Virgo—কন্যা
virtual image—অসদ্‌বিম্ব
visa—প্রবাসাজ্ঞা
viscera—আন্তরযন্ত্র। ~l—আন্তরযন্ত্রীয়
viscoid—সান্দ্র
viscous—সান্দ্র। viscosity—সান্দ্রতা
viscometer—সান্দ্রতা-মাপক
visible horizon—দৃশ্যদিগন্ত
vision—দৃষ্টি, দর্শন। direct~—সমক্ষ দৃষ্টি। indirect ~—পরোক্ষ দৃষ্টি
visiting round—পরিদর্শন-চক্র
visitor's memo—দর্শনার্থি-পরিচয়
visual—দার্শন, চাক্ষুষ। ~angle—দৃক্‌কোণ। ~axis—দৃগক্ষ। ~ization—রূপকল্পনা
vital capacity—বায়ুধাবকত্ব, -তা। vitalism—প্রাণবাদ। vitalistic theory—অধিপ্রাণবাদ
vitamin—খাদ্যপ্রাণ
vitreous—কাচীয়, কাচিক
vividness—বিস্পষ্টতা, সুস্পষ্টতা
viviparous—জরায়ুজ
vocabulary—শব্দসংখ্যা, শব্দজ্ঞান
vocal—কণ্ঠ্য। ~cord—স্বরতন্ত্রী। ~ization—উচ্চারণ। ~sound—কণ্ঠস্বর
vocation—বৃত্তি। ~al—বৃত্তীয়, বার্তিক। ~al-training—বৃত্তিমূলক শিক্ষা
voice—স্বর, বাচ্য। ~box—স্বরকক্ষ
volatile—উদ্বায়ী। volatility—উদ্বায়িতা
volatilize—বাষ্পীভূত করা বা হওয়া, উদ্বায়ী হওয়া। volatilization—বাষ্পীভবন
volcanic island—আগ্নেয় দ্বীপ
volcano—আগ্নেয়গিরি। active~—জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। dormant~সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। extinct~—মৃত আগ্নেয়গিরি।
volition—ইচ্ছা। ~al—ঐচ্ছিক
volume—ঘনমান, ঘনফল ; আয়তন
vortex—আবর্ত
vote—মত। ~by ballot—গুপ্ত মতদান। ~d—গৃহীতভোট, অনুমত। ~r—নির্বাচক
voucher—প্রমাণক. রসিদ

vowel—স্বর
vulgar—(গণি·) সামান্য (~fraction=সামান্য ভগ্নাঙ্ক)

W

wage—বেতন, মজুরি। ~piece—ফুরান মজুরি, ঠিকা মজুরি
wagon—গাড়ি
waist band—কটিবন্ধ
want of confidence—অনাস্থা
wanderer—অটক। wandering—অটন
ward—(মিউনিসিপ্যালিটির) পাটক, (হাসপাতালের) স্থানকক্ষা, (অভিভাবকত্ব সম্বন্ধে) প্রতিপাল্য। ~er—কক্ষাপাল, অবধায়ক। ~master—কক্ষাধিপাল
warehouse—গুদাম ; পণ্যাগার। ~bonded—শুল্ক-রাহী মালগুদাম
warm-blooded—উষ্ণশোণিত
warming up—উৎক্রম
warmth—তাপ
war-neurosis—ঘাতোন্বায়ু
warp—তোবড়ানো
warrant—(গ্রেপ্তার-সম্বন্ধে) আধর্ষপত্র ; প্রগ্রাহপত্র ; (সম্মানাদি-দানকালে) বরণপত্র। ~of precedence—মানপত্রক্রম। ~y—নির্ভরপত্র
wart—গড়ু। ~y protuberance—গড়ুল বৃদ্ধি
washing soda—সোডা-ক্ষার
waste—(বি·) জঞ্জাল, আবর্জনা ; বর্জন ; (বিণ·) বর্জ্য. পতিত ; বর্জন-। ~land—পতিত জমি, খিলভূমি। ~-land reclamation—পতিত ভূমি উদ্ধার, খিলোদ্ধার। ~product—বর্জ্য পদার্থ
water—জল। ~bath—জলবাহ, জলগাহ। ~bearing starata—জলবাহী স্তর। ~culture—জলকৃষ্টি। ~-equivalent—তুল্যজলাঙ্ক। ~fall—গিরিপ্রপাত, জলপ্রপাত। ~-gauge—জলদর্শক। ~mill—জলচক্র। ~-parting—জল-বিভাজিকা। ~proof—জলাভেদ্য। ~-shed, ~-shield—জল-বিভাজিকা। ~spout—জলস্তম্ভ। ~tight—জল-রোধক। hard~—খর জল। soft~—মৃদু জল।
wave—তরঙ্গ। ~front—তরঙ্গমুখ। ~length—তরঙ্গদৈর্ঘ্য। ~,longitudinal—অনুদৈর্ঘ্যতরঙ্গ। ~surface—তরঙ্গ পৃষ্ঠ। ~theory—তারঙ্গবাদ। ~velocity—তরঙ্গবেগ। crest of~—তরঙ্গ-শীর্ষ। ~wavy—তরঙ্গিত
ways and means—উপায়-উপকরণ
weak solution—ক্ষীণদ্রব্য
weather—আবহাওয়া ; আবহ। ~-chart—আবহচিত্র। ~cock—বায়ুশকুন। ~-forecast—আবহসূচনা। ~ing—বিচূর্ণীভবন ; ক্ষয় ; আবহিক বিকার। ~vane—বাতপতাকা। bad~—দুর্যোগ
wedge—কীল
weight—ওজন বা তৌল করা। ~ing bottle—তোলন বোতল। ing machine—তৌলযন্ত্র। ~t—ভার, ওজন ; তৌলমান।
west—পশ্চিম। ~erlies—পশ্চিমা। ~erly winds—পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ। ~ern—পশ্চিমা, পশ্চিম
whatnot—যাবদ্ধর
wheel and axle—অক্ষচক্র
wheel, eccentric—উৎকেন্দ্র-চক্র
wheel, toothed—দন্তুর চক্র
whirlwind—ঘূর্ণবায়ু
whistle—বাঁশি
white—শ্বেত, সাদা। ~arsenic—সেঁকো। ~heat—শ্বেততাপ। ~hot—শ্বেততপ্ত। ~lead—সীসশ্বেত, সফেদা
wholesale—পাইকারি। ~r—ভূরিবিক্রয়
wholetime—পূর্ণকাল
whooping cough—খুংরি কাশি
whorled—আবর্ত
wilful—ইচ্ছাকৃত। ~default—ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম, খেলাপ
will—সঙ্কল্প ; ইষ্টি-পত্র
wind—বাতাস, বায়ু। ~instrument—সুষির যন্ত্র। ~mill—বাতচক্র। ~pipe—ক্লোমনালিকা, শ্বাস-নালী। ~-pollinated—বায়ু-পরাগিত। ~ward—প্রতিবাত। anti-trade wind—প্রত্যায়ন-বায়ু। trade wind—আয়ন-বায়ু। whirl~—ঘূর্ণবায়ু
winding—(কুণ্ডলীর) বেষ্টক ; দম দেওয়া। ~up—গোটান
windlass—চরকি
winged—সপক্ষ
winter solstice—মকরক্রান্তি
wire-gauge—তারজালি
wireless—বেতার
wit—রসিকতা

without prejudice—অপক্ষপাত
woman, bearded—শ্মশ্রুমতী নারী
wood—কাঠ, কাষ্ঠ। ~charcoal—কাঠকয়লা। ~engraving—চিত্রতক্ষণ। ~-spirit—কাষ্ঠকোহল। ~pulp—কাষ্ঠমণ্ড। ~y tissue—কাষ্ঠকলা
word-sign—শব্দ-সঙ্কেত
work—ক্রিয়া, কার্য, কর্ম। ~er—কর্মী। ~ing plan officer—কার্যক্রম আধিকারিক। ~mens compensation—কারিগরদের ক্ষতিপূরণ। ~shop—কারখানা ; কর্মশালা।
wrinkled—বলিত
writ—আজ্ঞালেখ
written—লিখিত। ~statement—লিখিত বিবৃতি ; লিখিত জবাব
writing off—অবলোপন

X

xenocryst—প্রোত-কেলাস
xenolith—প্রোত
X-ray—রঞ্জন রশ্মি
xerophytes—জাঙ্গল

Y

yawning—জৃম্ভন
yield—উৎপাদন
yolk—কুসুম

Z

zenith—খমধ্য, সুবিন্দু। ~distance—নতাংশ
zine—দস্তা। ~corrector—পাটকশোধক। ~dust—দস্তা-রজ
zircon—গোমেদ
zodiac—রাশিচক্র। signs of the ~—(জ্যোতিষ) রাশি
zone—বলয়, মণ্ডল ; স্থান। ~plate—মণ্ডলপট্ট। animal~—প্রাণীবলয়। Frigid Zone—উত্তর হিমমণ্ডল। zonal—বলয়িত
zoogeography—প্রাণিভূগোল
zoology—প্রাণীবিদ্যা
zoophilous—প্রাণিপরাগিত
zoorastry—তির্যকমেহন
zoospore—চলরেণু
zygomorphic—একপ্রতিসম